كَنْزُ الْاِيْمَان وَ خَزَائِنُ الْعِرْفَان

তরজমা-ই-কুরআন

কানযুল ঈমান

কৃত

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত

মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আহমাদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

তাফসীর (হাশিয়া)

খাযাইনুল ইরফান

কৃত

সদরুল আফাযিল সৈয়্যদ মুহাম্মাদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী

(رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স

চট্টগ্রাম

কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান

নিরীক্ষণ	ওসতাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর অধ্যক্ষ আলহাজ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন (মাদ্দাযিল্লুহুল আ'লী)
সহযোগিতায়	**পান্ডুলিপি তৈরি ও প্রুফ রিডিং** মাওলানা এ, এ, জামেউল আখতার আশরাফী আলহাজ হাফেয মীর মুহাম্মাদ ইয়াকূব মুহাম্মাদ ফিরোজ আলম মুহাম্মাদ দিদারুল আলম ক্বাযী মুহাম্মাদ আবুল ফুরক্বান হাশেমী আবু সা'ঈদ মুহাম্মাদ যূসুফ জিলানী **আয়াতসমূহের বিন্যাস নিরীক্ষণ** হাফেয ক্বারী মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন হাশেমী
প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় প্রকাশ তৃতীয় প্রকাশ চতুর্থ প্রকাশ	১১ রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী/৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন ২৭ শে রজব, ১৪১৬ হিজরী/২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সন ১লা রবিউল আউয়াল, ১৪১৭ হিজরী/১৮ই জুলাই, ১৯৯৬ সন ১০ই মুহাররাম, ১৪১৯ হিজরী/৭ই মে, ১৯৯৮ সন
প্রচ্ছদ	আতিকুল ইসলাম চৌধুরী
কম্পিউটার কম্পোজ	মুহাম্মাদ নুরুল আজিম মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হুসাইন
কেতাবত	মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
মুদ্রণ	নিও কনসেপ্ট লিমিটেড ৭, সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম
যোগাযোগের ঠিকানা	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স বহদ্দার হাট, ডাকঘর-চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ
হাদিয়া	অফসেট-৬০০টাকা/সাদা-৪৫০ টাকা মাত্র UAE Dhs 100 Only US$ 30 Only

KANZUL IMAN O KHAZAINUL IRFAN

By A'la Hazarat, Imam-e-Ahle Sunnat Moulana Shah Muhammad Ahmad Reza Khan Breillawi ()
and Sadrul Afazil Moulana Sayyed Muhammad Naeem Uddin Muradabadi ()
Translated into Bengali by Al-haj Moulana Muhammad Abdul Mannan
Published by Gulshan-e-Habib Islamic Complex, Chittagong, Bangladesh
Office: GULSHAN-E-HABIB ISLAMIC COMPLEX
Bahaddar Hat.P.O.Chandgaon, Chittagong, Bangladesh
Price:Tk. Offset-600/White-450 Only, UAE Dhs 100 Only, US$ 30 Only

যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ	TO WHOM WE ARE GRATEFUL
জনাব আলহাজ আবদুল আযীয দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Abdul Aziz** Dubai, UAE
জনাব আলহাজ মাওলানা কারী গোলাম রসূল দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Moulana Qari Gholam Rasul** Dubai, UAE
জনাব মুহাম্মদ আশরাফ নওয়াবী দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Muhammad Ashraf Nawabi** Dubai, UAE
জনাব মুহাম্মদ মুনির ইবনে আবদুস সাত্তার ওয়াহেদীন আশরাফী দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Muhammad Munir Ibn Abdus Sattar Wahedina Ashrafi,** Dubai, UAE
ওয়াহেদীনা আশরাফী পরিবার দুবাই, ইউ,এ,ই	**Wahedina Ashrafi Family** Dubai, UAE
জনাব আলহাজ্ব কবির আহমাদ (মরহুম) দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Kabir Ahmad (Late)** Dubai, UAE
জনাব আলহাজ মুহাম্মদ নূরুল আলম তেলপারই, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	**Janab Alhaj Muhammad Nurul Alam** Telparai, Fatickchari, Chittagong, Bangladesh
জনাব আলহাজ ইমদাদ হাসোঈন দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Emdad Hossain** Dubai, UAE
জনাব এন, এ, এম, বদরুদ্দীন আবুধাবী, ইউ,এ,ই	**Janab N.A.M. Badruddin** Abu Dhabi, UAE
জনাব আলহাজ নূর মুহাম্মাদ দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Noor Muhammad** Dubai, UAE
জনাব আলহাজ রফিকুল আনোয়ার চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	**Janab Alhaj Rafiqul Anwar** Chittagong, Bangladesh
জনাব আলহাজ মফিজুর রহমান দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Mafizur Rahman** Dubai, UAE
জনাব আলহাজ বদিউল আলম স্বত্বাধিকারী, হোটেল ফোর ষ্টার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	**Janab Alhaj Badiul Alam** Prop. Four Star Hotel, Chittagong, Bangladesh
জনাব আলহাজ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	**Janab Alhaj Mizanur Rahman** Chittagong, Bangladesh
জনাব আলহাজ ফরিদুল আনোয়ার চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	**Janab Alhaj Faridul Anwar** Chittagong, Bangladesh
জনাব আলহাজ নূরুল আযীয চৌধুরী আলু-ফসীল কোং, ফুজায়রাহ, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Nurul Aziz Chowdhury** Al-Fasil Co., Fujairah, UAE
জনাব মুহাম্মদ শফি আল-আইন শিল্প এলাকা, আবুধাবী, ইউ,এ,ই	**Janab Muhammad Shafi** Al-Ain Industrial Area, Abu Dhabi, UAE
জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ ইউসুফ গেরেজ, আল-আইন শিল্প এলাকা, আবুধাবী, ইউ, এই	**Janab Muhammad Yusuf** Yusuf Garage, Al-Ain Inds. Area, Abu Dhabi, UAE
জনাব মুজিবুর রহমান আল-আইন, শিল্প এলাকা, আবুধাবী, ইউ,এ,ই	**Janab Mujibur Rahman** Al-Ain Industrial Area, Abu Dhabi, UAE
জনাব আলহাজ মাওলানা মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম লোকমান টাইপিং ষ্টাবলিশম্যান্ট, দুবাই, ইউ,এ,ই	**Janab Alhaj Moulana Muhammad Lokman Hakim** Loqman Typing Est., Dubai, UAE
জনাব মুহাম্মাদ দিদারুল আলম আল-তায়েফ টাইপিং এণ্ড জেনারেল সার্ভিস অফিস, আজমান, ইউ.এ.ই।	**Janab Muhammad Didarul Alam** Al-Taif Typing & General Services Office, Ajman, UAE
জনাব আলহাজ মুহাম্মদ মুনির উদ্দীন মামুন ষ্টোর, দুবাই, ইউ.এ.ই	**Janab Alhaj Muhammad Munir Uddin** Mamun Store, Dubai, UAE

পীর-ই-কামিল, মুর্শিদে বরহক, রাহনুমা-ই-শরীয়ত ও ত্বরীক্বত, পেশোয়া-ই-আহলে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহির শাহ সাহেব (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)-এর	ইমামে আহলে সুন্নাত, পীর-ই-তরীকৃত, শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর ওয়াল ফিকহ, হযরতুল আল্লামা আলহাজ ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া)-এর
অভিমত	অভিমত
بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡاَمۡبِيَآءِ وَالۡمُرۡسَلِيۡنَ و عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصۡحَابِهٖ الطَّيِّبِيۡنَ الطَّاهِرِيۡنَ الصَّابِرِيۡنَ الۡحَامِدِيۡنَ الۡهَادِيِّنَ الۡمَهۡدِيِّنَ مجھے یہ سن کربڑی خوشی اور مسرّت حاصل ہوئی کہ اعلٰحضرت عظیم البرکت، مجدد مائۃ حاضرہ مؤید ملت طاہرہ امام شاہ احمد رضاخاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہرہ آفاق ترجمہ قرآن بنام کنزالایمان اور اسکے حاشیہ میں صدر الافاضل بدر الأماثل حضرت سید مولانا **محمد نعیم الدین مراد آبادی** رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان جو اردو زبان میں نہایت ہی معتبر اور مستند ترجمہ **اور تفسیر کی حیثیت سے** اہل علم اور اہل ذوق کے ہاں مقبول ہیں تقربًا ایک صدی کے بعد عزیزم الحاج مولانا محمد عبدالمنان سلمہ نے بنگلہ زبان میں ترجمہ کر کے اسے شائع کرہے ہیں۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ کیونکہ بنگلہ زبان سے واقف بھائیوں کافی عرصہ سے اس قسم کے ایک ترجمہ و تفسیر کیلئے ترس رہے تھے۔ اب انشاء اللہ تعالی کنز الایمان مع خزائن العرفان بنگلہ زبان میں ترجمہ ہونے کے سبب ان پیاسوں کی پیاس ضرور بجھے گی۔ اللہ تعالی اپنے **پیارے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم** کے وسیلہ سے اس ترجمہ کو نافع خلائق اور مقبول عام بنائے۔ اور مترجم مولانا محمد عبد المنان صاحب کو اس کا نعم البدل عطا کرے۔ ۔ آمین بحرمت سید المرسلین	قرآن حکیم جوعلوم اولین آخرین کا منبع جملہ ما کان وما یکون کا سرچشمہ ہے جس کی تعلیم دینے والا الرحمٰن علم القران ہے۔ تعلیم پانے والا بے مثِیل، بے بدل رسول کائنات ہے(صلی اللہ علیہ و سلم) مِنۡ حَیثُ انہ کلام اللہ خصوصی تائید خداوندی جل و علا وفیضان مصطفوی صلے اللہ علیہ وسلم کے بغیر صحیح تفسیر تشریع و توضیع نا ممکن ہے، سو ایمانو عقیدہ کی پختگی اور استواری ہی سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے ۔ چنانچہ اعلٰحضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علامہ شاہ مفتی محمد احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ قرآن کریم معہ حاشیہ صدرالافاضل علامہ شاہ مفتی نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمتہ جو متعقدین کے تمام تفسیروں کا نچوڑ ہے۔ ایک ایک حرف قرآن و سنہ اور عقائد اہلسنت کاتبیان و ترجمان ہے۔ دنیائے اسلام میں جسے معتبر، متعمد، مستند من کر تلقّی بالقبول کا درجہ حاصل ہے۔ علاوہ بریں بنگلا زبان میں ترجمہ کرنا بہت ہی دشوار مرحلہ ہے اللہ جل شانہٗ کا فضل و کرم سے یہ اہم کام سبحانیہ عالیہ مدرسہ چاٹگام کا سابق محدث مولانا محمد عبد المنان زیرعمدہ کی ان تہک کوشش اور عرق ریزی کے ثمرہ میں سُنِّی مسلمانوں کو ایک نعمت عُظمٰی دستیاب ہو کر ایک اہم کمی و خامی پوری ہوئی۔ خداوند قدوس اس خدمت جلیلہ کو قبول فرما کر سعادت دارین سے نوازے۔ جن متمول ذی ثروت حضرات کے مالی تعاون اس کار خیر میں شامل ہوا انہیں دوجہاں کے کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں۔ آمین
এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম যে, আ'লা হযরত, আযীমুল বরকত, মুজাদ্দিদে মিয়াতে হাদেরাহ, মুআইয়্যিদে মিল্লাতে তাহেরাহ, ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কৃত প্রসিদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বুরআন কানযুল ঈমান এবং সদরুল আফাযিল, বদরুল আমাসিল হযরত সৈয়দ মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত তাফসীর (হাশিয়া) 'খাযাইনুল ইরফান', যা উর্দু ভাষায় অতি নির্ভরযোগ্য তরজমা ও তাফসীর (পবিত্র ক্বুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) হিসেবে জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহীদের নিকট গৃহীত ও নন্দিত, প্রায় এক শতাব্দি কাল পর আমার 'আযীয' আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন।) এর বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ তা যুগের এক বিরাট চাহিদা ছিলো। কেননা, বাংলাভাষী ভাইয়েরা দীর্ঘকাল থেকে এমনই একটা তরজমা ও তাফসীরের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এখন, ইনশাল্লাহ 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' বাংলায় অনূদিত হবার ফলে ঐসব জ্ঞান-পিপাসুর জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত হবে। আল্লাহ তা'আলা আপন মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় এ অনূদিত গ্রন্থকে সৃষ্টির জন্য উপকারী ও সর্বজন গৃহীত করুন। আর বঙ্গানুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবকে এর যথাযথ প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন, বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন।	হিকমতময় ক্বুরআন, যা পূর্ব ও পরবর্তীদের সমস্ত জ্ঞানের উৎস, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানের প্রস্রবণ, যার শিক্ষাদাতা হলেন পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা), (যিনি ইরশাদ করেছেন,) "তিনিই ক্বুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, আর তারই শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেন- সমস্ত সৃষ্টির অতুলনীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। ক্বুরআন কারীম যেহেতু আল্লাহ এরই কালাম (বাণী), সেহেতু মহামহিম খোদা তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের করুণা বর্ষণ ব্যতীত এর বিশুদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। ঈমান ও আক্বীদার পরিপক্বতা ও সবলতার মাধ্যমেই এ সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে। আ'লা হযরত, আযীমুল বরকত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শাহ মুফতী মুহাম্মদ আহমাদ রেযা খান বেরলভী (আলায়হির রাহমাহ)-এর তরজমা-ই-ক্বুরআন (কানযুল ঈমান), সদরুল আফাযিল আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুউদ্দীন মুরাদাবাদী (আলায়হির রাহমাহ) কৃত 'হাশিয়া' (তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান) সহকারে, যা পূর্ববর্তী ইমামগণের সমস্ত তাফসীরের নির্যাস, যার একেকটা বর্ণ ক্বুরআন ও সুন্নাহ এবং আহলে সুন্নাতের আক্বীদাসমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ব্যক্তকারী, যা ইসলামী বিশ্বে সর্বজনমান্য, নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য হিসেবেই স্বীকৃত, বাংলায় অনুবাদ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। আল্লাহ জাল্লাশানুহুর অনুগ্রহ ও করুণায় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা,চট্টগ্রাম-এর প্রাক্তন মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন।)-এর অব্যাহত প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সুসম্পন্ন হলো এবং এক মহান নি'মাতই সুন্নী মুসলমানদের হস্তগত হয়ে এক বিরাট শূন্যতা পূরণ হলো। খোদা ওয়ান্দ ক্বুদ্দুস এ মহান খিদমতকে কবূল করে উভয় জগতের সৌভাগ্য দান করুন। যেসব ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তির বদান্যতা ও আর্থিক সহযোগিতা এ মহা কল্যাণকর কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদেরকেও উভয় জাহানের সাফল্য দ্বারা ধন্য করুন।

গাযযালী-ই-যমান শায়খুল হাদসি ওযাত্ তাফসীর অধ্যক্ষ্য আলহাজ্ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আ'লী)-এর

অভিমত

এ কথা সুস্পষ্ট ও বাস্তব সত্য যে, বাংলা ভাষায় ক্বুরআন শরীফের বেশ কিছু সংখ্যক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সত্য ও বাস্তব জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু, মা'রিফাতের জ্ঞানপিপাসু, হিদায়তের জ্যোতি অন্বেষণকারী, ক্বুরআনের আয়াতগুলোর রহস্য ও ইঙ্গিতসমূহ জানতে অভিলাষী এবং ধর্মীয় আক্বীদা বা বিশ্বাসের বিশুদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রার্থীদের পরিতৃপ্তির জন্য উক্ত অনুবাদগুলোর মধ্যে একটাও যথেষ্ট নয়, বরং সেগুলারে মধ্যে কিছু সংখ্যক অনুবাদ এত সংক্ষিপ্ত যে, তাতে ক্বুরআন শরীফের বিশুদ্ধ অর্থ ও মাহাত্ম প্রকাশ পায়নি, আর কিছু সংখ্যক অনুবাদ এমন যে, সেগুলোর অনুবাদকদের ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ (বদ-মযহাব ও বদ-আক্বীদা), ঐ সব অনুবাদক নিজেদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই ক্বুরআন শরীফের অনুবাদ করেছেন। এ কারণে সেগুলো পাঠযোগ্য নয়, বরং বর্জন করা প্রয়াজেন।

অনুরূপভাবে, বাংলাদেশে 'আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত'-এর আদর্শে বিশ্বাসীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিলো, আর এখানকার বাসিন্দাদের উপর ক্বুরআন কারীমের এ দাবীও ছিলো যে, বাংলা ভাষায় এমন একটা অনুবাদ প্রকাশ করা হোক, যা দলীয় পক্ষপাতিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের আদর্শ অনুযায়ী হয়, বিশুদ্ধ আক্বীদামূহের বিবরণ সম্বলিত হয়, সর্বোপরি, প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হয়।
অবশ্যই ইহা এক মহান ধর্মীয় খিদমত ছিলো, দৃঢ় প্রত্যয়, উদ্যম এবং উচ্চ মনের কাজ ছিলো, যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারের প্রয়াজেন ছিলো। আলহামদু লিল্লাহ! আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব (তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি হোক!) কয়েক বছর অব্যাহত নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ মহান খিদমত আঞ্জাম দিলেন, আর ক্বুরআন কারীমের প্রতি যেই কর্তব্য এখানকার মুসলমানদের উপর ছিলো, তা তিনি সুসম্পন্ন করলেন, সর্বোপরি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা পূরণ করলেন এবং ধর্মীয় ময়দানে যে শূন্যতা ছিলো তা-ই পূর্ণ করলেন।

এ বঙ্গানুবাদের আদ্যোপান্ত 'নযর-ই-সানী' (নিরীক্ষণ) করার সৌভাগ্যপূর্ণ সুযোগ আমার হয়েছে। আমি তা গভীরভাবে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করেছি। যথাসম্ভব প্রয়াজেনীয় সংশাধেন করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ মুহাম্মদ আহমাদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-কৃত অনুবাদ (কানযুল ঈমান)-এর হুবহু ভাষান্তর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। নিতান্ত প্রয়াজেন ব্যতিরেকে তাতে পরিবর্ধন কিংবা পরিবর্তন করা হয়নি। ভাষাকেও এমনই সহজ-সরল করা হয়েছে যে, সাধারণ পাঠকও তা থেকে উপকৃত হতে পারবেন। তদ্‌সঙ্গে, সদরুল আফাযিল, খলীফা-ই-আ'লা হযরত, আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-কৃত 'হাশিয়া' (তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান)-এর বঙ্গানুবাদও উত্তমরূপে করা হয়েছে, যাতে সম্মানিত পাঠক ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে বিশেষ সুবিধা হয়।
অতএব, পাঠক সমাজের প্রতি আমার অনুরাধে হচ্ছে- তারা যেন এ অনুবাদগ্রন্থ নিজে পাঠ করেন এবং বন্ধু-বান্ধব কেও তা অধ্যয়ন করার জন্য উৎসাহিত করেন।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দরবারে আমার দুআ' রইলো- এ মহান খিদমতকে কবুল করুন! সেটাকে আখিরাতের নাজাতের মাধ্যম করুন। এর গ্রহণযাগ্যেতাকে ব্যাপক ও স্থায়ী করুন! জনাব বঙ্গানুবাদককে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং আরো অধিক দ্বীনী খিদমত করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন। আর যেসব ধার্মিক, দানশীল ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাদের বদান্যতা ও আন্তরিক সহযোগিতা দ্বারা এ মহান দ্বীনী কাজে অনুবাদক ও প্রকাশককে উৎসাহিত করেছেন তাদেরকেও উভয় জাহানের সাফল্য দান করুন। আমীন! সুম্মা আমীন! বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন। ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

(হযরত আলহাজ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন)
এম, এম, এম, এ (ইতিহাস ও অরবী)
অধ্যক্ষ, সুবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ওস্তাযুল উলামা মুফতী আহল-ই-সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মুযাফফর আহমাদ সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

আল্লাহ্ এরই প্রশংসা ও তাঁর দয়ালু হাবীবের উপর দরূদ ও সালাম-এর পর- বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন উর্দু ও ফার্সী ভাষায় ক্বুরআন কারীমের বহু সংখ্যক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলারে মধ্যে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি ও ফির্কাজনিত পক্ষপাতিত্বের কারণে সেগুলো প্রকৃত অর্থে ক্বুরআন কারীমের 'অনুবাদ' বা 'ব্যাখ্যা' হবার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি, বরং কিছু সংখ্যক অনুবাদে তো ক্বুরআন কারীমের আরবী শব্দগুলোর উর্দু ভাষায় নিছক পরিবর্তনই হয়েছে, আর কিছু সংখ্যক তো অনুবাদক কিংবা লেখকের মনগড়া কথাবার্তা ও বাতিল আক্বীদাসমূহের মুখপত্রই হয়েছে।

এ কারণে, হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ)-এর মহত্বের পতাকাবাহী, পরম দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা এর সাহায্য সমৃদ্ধ, খোদা তা'আলা এর জ্যোতির ধারক, ক্বুরআনের বাস্তব জ্ঞানের বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, ক্বুরআনের আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মুফতী শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ইতাপূর্বে প্রকাশিত ক্বুরআন কারীমের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলোর বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করে বিশুদ্ধতম ও বহু ধরণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তরজমা-ই-ক্বুরআন (কানযুল ঈমান) ইসলামী বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আর তারই সুযোগ্য খলীফা সদরুল আফাযিল আল্লামা-ই-যমান হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) সেটার উপর টীকা- তাফসীর (খাযাইনুল ইরফান) লিখেছেন, যা দ্বারা সব পর্যায়ের পাঠক বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। মোটকথা, বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের কারণে আজ 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান' ইসলামী বিশ্বে সর্বোৎকৃষ্ট 'তরজমা' ও 'তাফসীর' রূপে সমাদৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, বাংলা ভাষায়ও এ পর্যন্ত ক্বুরআন পাকের যতগুলো তরজমা বা তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ। এ কারণে দীর্ঘদিন এ চাহিদাই অপূর্ণ থেকে গেছে যে, বাংলা ভাষায় এমনি একটি তরজমা ও তাফসীর প্রকাশ করা হোক, যা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পবিত্র কালামের বিশুদ্ধ অর্থ ও মাহাত্ম প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-ই বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়াই উক্ত শূন্যতা পূরণের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাক্রমে, আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কয়েক বছর যাবৎ অব্যাহতভাবে কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে এ মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বাংলায় সফল অনুবাদ করে বাংলাভাষী সুন্নী মুসলমান, বরং সর্বস্তরের বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য এক মহান নি'মাতই উপস্থাপন করেছেন।

আমার দুআ' রইলো- আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু এ মহান খিদমতকে কবুল করুন! অনুবাদক, প্রকাশক ও এ দ্বীনী কাজে সাহায্যকারীদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন। সর্বোপরি, এ দ্বীনী খিদমতকে উভয় জাহানের সাফল্যের ওসীলা করুন!

আমীন। বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লামা আজমাঈন।

(আল্লামা মুফতী মুযাফফর আহমদ)
অধ্যক্ষ, নেসারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

খতীবে আহলে সুন্নাত, ওস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-কাদেরী সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র।

অভিমত

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী ও তাঁর ইজাযতধন্য খলীফা সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর বরকতময় সত্তার পরিচয় দেয়ার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁদের জ্ঞান-গভীরতা সম্পর্কে দুনিয়াবাসী ভালভাবেই অবগত রয়েছেন। এ দু'সম্মানিত ব্যক্তিত্বের জ্ঞানের মহিমার কথা শুধু আপন লোকেরাই নন, বরং প্রতিপক্ষীয় বাতিল চিন্তাধারা এবং ভ্রান্ত আক্বীদার লোকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তাধারার লোকদের মধ্য থেকে কিছুলোক যখন পবিত্র ক্বুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার আড়ালে এ উপমহাদেশে ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচলন করার এবং মুসলমানদের হৃদয় থেকে ইশকে রসূল, সাহাবা-ই-কিরামের মহত্ব, নাবী পরিবার ও আউলিয়া কিরামের ভালবাসাকে দূরীভূত করে অইসলামী ধ্যানধারণাকে তাদের হৃদয়ঙ্গম করানোর গর্হিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো, তখনই আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আপন কালামে পাকের তরজমা (অনুবাদ) ও তাফসীর (ব্যাখ্যা)-এর হিফাযত এভাবে করেছেন যে, আ'লা হযরত ও তাঁর খলীফা সদরুল আফাযিলের মনের আকর্ষণকে সেদিকে ফিরিয়ে দিলেন। এ হযরতদ্বয় 'কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল ক্বুরআন' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর নামে শানদার নির্ভরযাগ্যে 'তরজমা' ও 'তাফসীর' লিখলেন, যা নিজের উদাহরণ নিজেই, যার অগণিত বৈশিষ্ট্য জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহীদের নিকট মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্টই।

কিন্তু, যেহেতু, এ মহান তরজমা ও তাফসীর উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেতু প্রায় এক শতাব্দীকাল থেকেই বাংলাভাষীদের মধ্যে শুধু দক্ষ ওলামা কিরামই এর মাধূর্য ও জ্ঞানগত সুক্ষ্ম বিষয়াদি অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন, কিন্তু মুসলিম সাধারণের অধিকাংশই তা থেকে উপকৃত হতে পারছেন না। তাঁদের মধ্যে তাই জ্ঞান-পিপাসা, দারুন আগ্রহ ও চাহিদা থেকেই গেলো।

কিন্তু, নিকট অতীত পর্যন্ত কেউ যুগের এ চাহিদা মেটানারে জন্য সেই মহান কিতাবের বঙ্গানুবাদ করার সাহস করতে পারেনি। সম্প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের অপার করুণা ও তাঁর হাবীবে পাক, সাহেবে লাওলাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ) বিশেষ দান হিসেবে আমার স্নেহভাজন আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আল্লাহ্ পাক তাকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখুন!) সেই চাহিদাটুকুই পূরণ করে দিলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, তিনি 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল। ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এটা বাংলাভাষী মুসলিম সাধারণের উপর তার এক বড় ইহসান। তদুপরি, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্যও এ অনুবাদ এক মহান নি'মাতই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন ও এ বঙ্গানুবাদকে সৃষ্টির জন্য উপকারী ও সর্বজনগৃহীত করুন!

আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন!

(মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী)
অধ্যক্ষ, জামিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া
খতীব, জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh

অভিমত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী কতক আল-কুরআনুল হাকীমের উর্দু অনুবাদ এবং সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদীর উর্দু তাফসীর বাংলা ভাষায় অনুবাদের অত্যন্ত প্রয়াজেন ছিলো। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান সাহেব এই প্রয়োজনীয় মহৎ কাজটি করে বাংলা ভাষাভাষী মু'মিনগণের প্রশংসা ও দুআ'র হকদার হয়েছেন। বাংলা ভাষাভাষীদেরকে তিনি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমাদের মায়ের ভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের পাক বাণী জানা ও বুঝার প্রয়াজেনীয়তা ও আগ্রহ সকলেরই রয়েছে। হালে আমাদের ওলামা কিরাম এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্বের সাথে কাজ করছেন। এটি বড় আশার কথা।

আমি এই মহৎ কাজের জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান সাহেবকে অভিনন্দন জানাই এবং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট তার জাযায়ে খায়ের এবং পবিত্র মহাগ্রন্থের এই অনুবাদের বহুল প্রচার ও প্রসারের দুআ' করি।

(ডঃ আ, ন, ম, রইস উদ্দীন)
অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

নেদায়ে ইসলামের আমীরে আ'লা পীর সাহেব কিবলা আল্লামা শায়খ মানযুর আহমাদ রেফায়ী আল ওয়াইসী ফরাযীকান্দী চাঁদপুর-এর।

অভিমত

মহান আল্লাহ তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর তুলনা প্রশ্নাতীত। কারণ তাঁরই কারণে এবং তাঁরই হতে সমস্ত সৃষ্টি। যার মাধ্যমে নাযিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা এর কালামে পাক অতুলনীয় কুরআনুল কারীম। হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাথে যে বান্দার সম্পর্ক বেশী নিকটে তিনিই আল্লাহ তা'আলা এর কালামে পাক ও তাঁর হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর হাদীস শরীফের প্রকৃত অর্থ বুঝবেন। তাই তাদের অনুবাদে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কথাটাই প্রকাশ পাবে।

এ যাবত এমন অনেক লোক অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করেছেন যাদের শুধুমাত্র কিছুটা ভাষাজ্ঞান আছে, সম্পর্ক জ্ঞান নেই।

যে ব্যক্তিত্ব উর্দুতে 'কানযুল ঈমান' নামে অনুবাদ প্রকাশ করেছেন প্রকৃতই তিনি নিকট সম্পর্কের লোক। উর্দু অনুবাদের বাংলা অনুবাদ যাদের সহযোগিতায় যিনি করেছেন সম্পর্কের তুলনায় তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেই এ মহান খিদমতে সফলকাম হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

সুন্নী মু'মিনগণ এতদিন এমন একটি বাংলা অনুবাদের অভাবই বোধ করেছিলেন। অসংখ্য শোকর আল্লাহ ও তাঁর হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে। এ জন্য যে এক প্রিয় বান্দাকে এ খিদমতের সুযাগে দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করেছেন। আমি সম্পৃক্ত সকলের কামিয়াবীর জন্য দুআ' করি।

(শায়খ মানযুর আহমাদ রেফায়ী)
বি,এ, অনার্স (ফার্স্ট ক্লাশ), এল, এল, বি, (ফার্স্ট), এম, এম, এম, এফ, (ফার্স্ট), জিল্লামাঃ (ইউ, এল),
এস, সি, পি, (ফার্স্ট ক্লাশ), এম, এ, (ফার্স্ট ক্লাশ), এম, ফিল, (ফার্ট ক্লাশ), পি, এইচ ডি, স্কলার

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
University of Chitagong
Chitagong, Bangladesh

অভিমত

উপমহাদেশের খ্যাতনামা দার্শনিক, কলম-সম্রাট ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ)-এর অনুদিত 'কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল কুরআন'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। চৌদ্দ শতাধিক গ্রন্থের লিখক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে একেবারেই গুপ্ত। এ গুপ্ত সম্পদ বাংলা ভাষাভাষীর কাছে উদ্ভাসিত হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ৫৫টি বিষয়ে তাঁর লিখনীগুলো জ্ঞানের জগতে এক বিস্ময়। অতীব দুঃখের বিষয় হলো এ উপমহাদেশের ব্যক্তিত্ব হয়েও তিনি এদেশে আজ বড়ই অবহেলিত, অজ্ঞাত। আমার অত্যন্ত প্রিয় আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইমাম আহমদ রেযা এদেশে আজ নতুনভাবে উদ্ভাসিত হবেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষকরা গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন উৎসের সন্ধান পাবেন। রূহানী জগতের লোকেরা আত্মার প্রশান্তি পাবেন, জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা মিটবে।

সুখের বিষয় যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইমাম আহমদ রেযাকে নিয়ে নতুন করে গবেষণা হচ্ছে। আমাদের দেশের আ'লিম সমাজেরও এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে। যেহেতু তাঁর লিখনীগুলো আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় রচিত। সেক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যান্য বিজ্ঞ ওলামা কিরামও এ ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকায় এগিয়ে আসলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযার বিশাল অবদান সম্পর্কে জ্ঞাত হতেন।

ঐতিহাসিক এ কর্মের জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোগীদের অভিনন্দন জানাই। এ গ্রন্থখানা সুধী সমাজে সমাদৃত হোক এবং মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মাক্ববুল হোক- এ কামনা করি।

(ডঃ আ, ন, ম, মুনির আহমদ চৌধুরী)
সহযোগী অধ্যাপক
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সিণ্ডিকেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
সিণ্ডিকেট সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ আলহাজ হাফেজ কারী মাওলানা এম, এ, জলিল (মাদ্দাযিলুহুল আলী'র	DEPARTMENT OF ARABIC University of Dhaka Dhaka, Bangladesh
অভিমত	**অভিমত**
حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّمُسْلِمًا বাংলা ভাষায় ক্বুরআন মাজীদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা ভিত্তিক মৌলিক অনুবাদ নাই বললেই চলে। উর্দু-আরবী হতে অনূদিত মা'আরেফুল ক্বুরআন, তাফহীমুল ক্বুরআন ও বয়ানুল ক্বুরআনের যে অনুবাদ বের হয়েছে তা মূলতঃ ভুল ও অপব্যাখ্যায় ভরপুর। বহুদিন থেকে ক্বুরআন মাজীদের সুন্নী আক্বীদা ভিত্তিক বঙ্গানুবাদের তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সে অভাব পূরণ করলেন বিশিষ্ট লিখক, শিক্ষক ও মুফাসসিরে ক্বুরআন স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান। ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভীর বিশ্ববিখ্যাত উর্দু অনুবাদ 'কানযুল ঈমান' এবং সদরুল আফাযিল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী কৃত টীকা-তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান'-এর সহজ-সরল বাংলায় অনুবাদ করে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান সুন্নী মতাদর্শের বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ক্বুরআন মাজীদের সহীহ ও শুদ্ধ আক্বীদা ভিত্তিক এ বাংলা অনুবাদ অনুসন্ধানকারীদের জ্ঞান পিপাসা মেটাতে এবং সাধারণ পাঠকদের সঠিক হিদায়ত প্রাপ্তিতে সমুজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় পথ প্রদর্শনে সহায়ক হবে বলে আমি আস্থাবান। সবার নিকট অনুবাদখানি সমাদৃত হোক! আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কায়মনাবোক্যে এ দোয়া করি । (অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা এম এ জলিল) মহাসচিব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সাবের ডাইরেক্টর ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী-প্রেমীক দার্শনিক ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর জীবন ও কর্মের উপর সুদূর আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে শুরু করে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পর্যন্ত গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত তাঁর উপর আটজন গবেষক পি,এইচ ডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। এম, ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন সাতজন আরো বাইশ জনেরও অধিক গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত আছেন। এ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনুদিত আল-ক্বুরআন কারীমের 'কানযুল ঈমান' নামক অমূল্য উর্দু অনুবাদখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান বাংলা ভাষাভাষীদেরকে কৃতজ্ঞতার পার্শ্বে আবদ্ধ করেছেন। এ ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদন করে তিনি এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর এ কর্মের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন- এ কামনা করি। () (এ, বি, এম, ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী) লেকচারার, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, বাংলাদেশ

শেরে মিল্লাত, শাহবাযে খেতাবত, ফক্বীহে যমান, হযরতুল আল্লামা আলহাজ মুফতী ওবায়দুর হক নাঈমী সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আ'লী)'-এর

অভিমত

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّمُسْلِمًا

মহান স্রষ্টা আপন বান্দাদের পথ প্রদর্শন ও তাদের প্রকৃত সাফল্যের জন্য যেই চাবিকাঠি রিসালতাশ্রয় হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর অবতারণ করেছেন- বিশ্ব সেটাকেই ক্বোরআন বলে জানে। এ পবিত্রতম কিতাব সবদিক দিয়ে আদ্যোপান্তই অখণ্ডনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেটার প্রতিটি বর্ণ, পদ ও বাক্য এতোই হৃদয়গ্রাহী ও পছন্দনীয় যে, তা তিলাওয়াত ও পর্যালোচনাকারীর মধ্যে এক অভাবনীয় প্রভাব-প্রতিফলন ঘটায়। এ কারণে, অবতরণের যুগ থেকেই তা আপন মৌলিক আকর্ষণ ও চমৎকারিত্ব দ্বারা আদম সন্তানদের প্রতিটি স্তরের মার্জিত, মেধাশীল ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আসছে। একথা অতিরঞ্জিত নয়, বরং অনস্বীকার্য বাস্তব যে, এ পবিত্র কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতকিছু লেখা হয়েছে, ততটুকু অন্য কোন কিতাব অথবা বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়নি। মজার কথা এ যে, ঐ লিখকদের মধ্যে কতেক আপনও ছিলেন, আবার কতেক পরও, কতেক ন্যায়-দৃষ্টি সম্পন্নও ছিলেন, আবার কতেক পক্ষপাতিত্বকারীও, কতেক আরবীয়ও ছিলেন, আবার কতেক অনারবীয়ও। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এ মহান কিতাবের (ক্বোরআন মাজীদ) অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে, উর্দু ভাষায় অগণিতই রয়েছে। অনেকগুলো বাজারে পাওয়াও যাচ্ছে। কিন্তু যুগের অসাধারণ ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, খোদায়ী কুদরতের প্রকাশস্থল, হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মু'জিযারূপী সত্ত্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান' নিঃসন্দেহে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের ধারক ও ক্বোরআন পাকের উৎকৃষ্টতম অনুবাদ হিসেবেই স্বীকৃত। যার অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা বিরুদ্ধবাদীদেরকেও আকৃষ্ট করেছে।

এরই সাথে এর 'হাশিয়া' বা পার্শ্ব ও পাদটীকা হিসেবে উপমহাদেশের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসিরে ক্বোরআন, আহলে সুন্নাতের মহান পথ প্রদর্শক, আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)'র খলীফা, সম্মানিত ওলামাকুল শিরমণি ও অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মাদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' সংযোজিত হয়ে সোনায় সোহাগা হলো। এটা এমন এক তাফসীর, যা সুন্নী বিশ্বকে অন্য কোন তাফসীরের প্রতি মুখাপেক্ষী রাখেনা। পক্ষান্তরে, তা সর্ব প্রকারের বাতিলের ভোজবাজির প্রাচীরেও চিড় ধরিয়ে দেয়। এ তাফসীরে রয়েছে অগণিত বৈশিষ্ট্য। কারণও সুস্পষ্ট।

মোটকথা, প্রায়সব আবশ্যকীয় গুণাবলীর ধারক এ প্রসিদ্ধতম তরজমা ও তাফসীর যেহেতু উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেতু উর্দু ভাষীগণই শুধু এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারছেন। এ কারণে, বাংলাভাষীদেরও দীর্ঘকালের এ চাহিদা ও দাবী অপূরণীয় থেকে যায় যে, এর বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হোক।' আল্লাহ্ এরই যাবতীয় প্রশংসা। শেষ পর্যন্ত এ মহান কীর্তি ও কৃতিত্বের কাজটির জন্য আল্লাহ্ এর রহমত (করুণা) আমার প্রিয়ভাজন ফাযেলে জলীল, আ'লিমে নবীল, সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানকেই (তাঁর জ্ঞান আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক!) নির্বাচিত করেছে, যিনি জ্ঞান স্পৃহায় বিহ্বল। তিনি কয়েক বছরের অব্যাহত প্রচেষ্টায় 'কানযুল ঈমান' ও। 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে যুগের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করলেন, যা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দন ও যথাযথভাবে মূল্যায়নের উপযোগী পদক্ষেপ।

আল্লাহর মহান দরবারে দুআ রইলো- তিনি অনুবাদককে লিখনীর ময়দানে আরো অধিক কাজ করার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর এ অনন্য কীর্তিকে সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা দান করুন। আমীন। বিজা-হি সাইয়্যেদিল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।

(মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নাঈমী কাদেরী)।
প্রধান ফক্বীহ, জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।
সদস্য, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন, লণ্ডন

পীরে তরীক্বত আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম হাশেমী সাহেব (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আলিমদের অন্তরগুলোর জ্ঞানাগারের দ্বারোন্মোচন করেছেন ঈমানের কুঞ্জি দ্বারা, আর আরিফ বান্দাদের বক্ষদেশকে আলোকিত করেছেন ইয়াক্বীনের প্রদীপ দ্বারা। উৎকৃষ্টতম দরূদ ও পূর্ণতম সালাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি, যিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস, একান্ত সুনির্দিষ্ট আকাঙ্খিত এবং একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযতের প্রিয় বন্ধু, যাঁর সমস্ত বাণী ও কর্ম সর্বজন প্রশংসিত, যাঁর নূরানী বক্ষদেশ সৌন্দর্যের জ্যোতিতে আলোকিত এবং পূর্ণতার রহস্যাদিমণ্ডিত। আর তাঁরই সম্মানিত বংশধরগণ ও সমস্ত সাহাবীর প্রতিও, যারা তাঁর জ্ঞানের ধারক ও তাঁর 'আদাব' (কর্ম-পদ্ধতিসমূহ)-এর প্রচারক।

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত, শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ও সদরুল আফাযিল হযরত শাহ সৈয়দ মুহাম্মাদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কৃত যথাক্রমে বিশ্ববিখ্যাত তরজমা-ই-ক্বোরআন কানযুল ঈমান ও তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' পূর্ণাঙ্গভাবে আমার স্নেহভাজন আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক সরল বাংলায় অনুদিত এবং প্রকাশনার যথাযথ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম । এ প্রকাশনা পবিত্র ক্বোরআন মাজীদের সঠিক অনুবাদ ও তাফসীরের জ্ঞান পিপাসুদের দীর্ঘদিনের লালিত চাহিদা পূরণ করবে।

সর্বোপরি, এ মহান উদ্যোগ ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা সুন্নী মতাদর্শের প্রকাশনা জগতে অন্যতম বৃহত্তম সংযোজন।

আমি বঙ্গানুবাদক ও এর প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকের আল্লাহ্ এর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা এবং এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি । আমীন!

(ক্বাযী মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম হাশেমী)।
প্রতিষ্ঠাতা
আঞ্জুমানে আশেকানে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)
বাংলাদেশ

সম্মানিত ওলামা কিরাম ও বুদ্ধিজীবিদের অভিমত।

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহ এরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আ'লা হযরত, ইমাম শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান (আলায়হির রাহমাহ) হলেন খোদায়ী সাহায্যেরই প্রকাশস্থল, যার বদৌলতে তিনি ইসলামী বিশ্বের সামনে 'কানযুল ঈমান'-এর মতো অতুলনীয় তরজমা-ই-ক্বুরআন উপস্থাপন করেছেন।

'কানযুল ঈমান'-এ রয়েছে- সলফে সালেহীনের গৃহীত তাফসীরের সাথে মিল, 'আসহাবে তা'ভীল'-এর গৃহীত অভিমতের সাথে সাজুয্য, ভাষায় অতুলনীয় সরলতা শালীনতা ও শ্রুতি-মাধুর্য, বাজারী ও সাধারণ লোকের পরিভাষার বিবর্জন, ক্বুরআন মাজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্ত্বের নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গী, ক্বুরআন কারীমের নিজস্ব পরিভাষার ব্যবহার, আল্লাহ পাকের শানে অশোভন উক্তিকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)এর মান-মর্যাদার প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং ওলামা কিরাম ও মাশাইখে ইমামের জন্য ইলমে হাক্বীকৃত ও মা'রিফাতের জ্ঞান-ভাণ্ডার ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) কৃত তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' কানযুল ঈমানের উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত, প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল, তাওহীদ ও রিসালতের সপ্রমাণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, আহলে সুন্নাতের আক্বীদাসমূহের দলীল সহকারে বর্ণনা, বাতিল ফির্কাগুলোরে উৎস নির্ণয়, স্বরূপ উন্মোচন এবং প্রমাণ সহকারে বিস্তারিত খণ্ডন, ফিকহর মাসআলা-মাসাইলের সুস্পষ্ট বিবরণ, অনুরূপভাবে, নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহের জরুরী উদ্ধৃতি ইত্যাদিও এ তাফসীরের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

এ মহামূল্যবান কিতাব দু'টি (কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান)-এর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান অব্যাহতভাবে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আলহামদু লিল্লাহ! তিনি তার এ সুন্দর প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছেন। অনুবাদ সহজ-সরল বরং মূল কিতাবদ্বয়ের অনুরূপই হয়েছে।

কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফানের এ বঙ্গানুবাদ মুসলিম সাধারণ, বিশেষ করে, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্যও এক মহান নি'মাতই হলো। তদুপরি, ইলমে ক্বুরআন এবং বাংলা সাহিত্যেও এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো।

আমাদের দুআ' রইলো আল্লাহ পাক এ মহান খিদমতকে কবুল করুন এবং সেটাকে সবার জন্য উভয় জাহানের সাফল্যের মাধ্যম করুন।।

আমীন সুম্মা আমীন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন আলায়হি আফদালুস সালাওয়াতি ওয়াত তাসলীম

অধ্যক্ষ মাওলানা আযীযুল হক আল-কাদেরী। প্রতিষ্ঠাতা, ছিপাতলী গাওছিয়া মুঈনিয়া আলীয়া	**আলহাজ মাওলানা মুঈন উদ্দীন আহমদ** অধ্যক্ষ, নানুপুর মাযহারুল উলুম গাউছিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।	**মাওলানা আবদুস সালাম হাসাঈনী কাযেমী** প্রধান মুহাদ্দিস, আহছানুল উলুম জামিয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম
অধ্যক্ষ মাওলানা শেখ আবদুল করীম সিরাজনগরী মৌলভী বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।	**মাওলানা মুহাম্মদ ছগীর ওসমানী।** উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া	**মাওলানা হাফেজ আবদুস সাত্তার।** ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জামেয়া কাদেরীয়া তৈয়্যবীয়া আলীয়া, ঢাকা
মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম প্রধান মুহাদ্দিস, গহিরা এ, কে, জামেউল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা।	**মুফতী আবদুল কারীম নঈমী** অধ্যক্ষ, মূলফৎগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা, ফরিদপুর।	**মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মাদ অছিয়র রহমান।** ফকীহ, জামিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া
মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ ফকীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া	**মাওলানা ক্বাযী মুঈনুদ্দীন আশরাফী।** মুহাদ্দিস, সোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসা	**মাওলানা সোলাইমান আনছারী** প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া
মাওলানা ক্বারী সৈয়দ আবু তালিব প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া	**মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহাব** বি, এ, বি, এড প্রতিষ্ঠাতা, হযরত ইয়াছিন শাহ পাবলিক মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	**মাওলানা মুশতাক আহমদ রিজভী।** সৈয়দপুর, নীলফামারী

ALHAJ MOULANA MUHAMMAD ABDUL MONEM ANSARI'S
VERDICT AND OPINION

About This Translation

This is a Bengali translation of a famous translation of the Holy Quran and its commentary named 'Kanzul Iman' and 'Khazainul Irfan' written in Urdu by 'Imam-e-Ahle Sunnah Hazrat Moulana Shah Muhammed Ahmed Raza Khan of Brielly (Rahmatullahi Alaihi) and his Khalifa Sadrul Afazil Syed Moulana Muhammad Nayeemuddin Muradabadi (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) respectively. This book is translated into Bengali by 'Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan, a former Muhaddith, Sobhaniah Aliah Madrasah, Chittagong, Bangladesh.

This is an accepted fact that, the revealed Arabic words of the Holy Quran cannot be actually transformed in any other language of the world. Literal translation of Arabic Quran conveying the same meaning is not only difficult but also is impossible.

Therefore, the translation of Arabic Quran in any other language is usually an explanatory translation. Imam-e-Ahle Sunnat Shah Muhammad Ahmad Raza Khan's Urdu translation known as 'Kanzul Iman' is an explanatory translation.This explanatory translation of Urdu was completed in the beginning of 20th century, i. e.1910.

It is the most famous and accepted Urdu translation of Muslims belongining to the school of jurisprudence and the institution of the people of tradition and of the congregation in Indo-Pak- Bangladesh sub-continent.

Imam Ahmed Raza, a great jurist and a learned and authentic authority on Quran, Sunnah and Jurisprudence by majority Muslims of this sub-continent.

He was a great writer and wrote above one thousand small and big books relating to various aspects of Islam. He devoted his entire life to the propagation of real faith and traditions of the Holy Prophet (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم).

His main theme of the life was deep and devoted love of Allah and His last Prophet Hazrat Muhammad (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم). He could bear any-thing except utterances against Islam, Allah, and His Prophets.

He was a traditionist and a ture follower of the jurisprudence of Imam A'zam Abu Hanifa. (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ). He was a great mystic too and was a staunch lover of 'Shaikh Abdul Qadir Jilani (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) of Baghdad.

Ahmad Raza's religious works have no paralled in his time. His ability, far-sightedness and depth of thoughts have been recognized by the Ulemas and Muftis of all the four schools of jurisprudence not only of this subcontinent but also of Haramain Sharifain.

He was awarded certificates of recognition by these men of Islamic learning when he visited Haramain Sharifain for peforming Haj (Pilgrimage) in the beginning of 20th century. Though he has written numerously, but two of his most famous works the translation of The Holy Quran in Urdu and 'Fatwa-e-Razvia' in twelve huge volumes have proved his superiority, deep thinking ability and extrme love of Allah the Almighty and Prophet Muhammad (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) over entire group of Ulamas of his time. Ahmad Raza filled a new spirit and enthusiasm for Islam in the hearts of Muslims. He revived loves and affection of the last Prophet and of his

teachings. Seeing his works for the revival of Islam, he deserves to be called a revivalist of 20th century.

Uunique Translation

Iniqueness does not imply that he has assigned novel meaning and explanation to the Holy Quran. So one is allowed to assign novel meanings to the revealed words of Quran on his own accord and his translation, Hazrat Ahmad Raza has tried to assign such meanings to the words of Quran, that here may not occur any contradiction in the meaning of the words and verses of Quran. The other thing which he has dept in his mind while translating Holy Quran that such meaning should be elected that may not injure the status and dignity of Allah the Almighty, and His Prophets. By this translation, Hazrat Ahmad Raza has illuminated the flame of true faith, love and respect of Allah the Almighty and the Holy Prophet in the hearts of Urdu knowing Muslims of the world. The Translator, Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan has tried his best to translate the Urdu version of Hazrat Ahmad Raza into simple Bengali conveying the thought given in Urdu translation.

He worked hard to choose such Bengali words which should necessarily convey the same sense hat has been expressed in Urdu version, while doing this important and sacred job. He had many famous translations before him.The worth of this translation can only be visualized by a comparative study of various other translations. A detailed comparison is not possible here, therefore, I have chosen some important verses.

This comparative study will enable a Muslim of true to appreciate the depth of the knowledge of Hazrat Ahmad Raza and his love, and close relation with Allah the Almighty and his beloved Prophet

Ala Hazrat Ahmad Raza Khan interpreted the Quran in the light of authentic and current commentaries of The Holy Quran. His intrepretation raises the respect of the revealed book, dignity of the Prophets of Allah and prestige of humanity in the eyes of the readers.

Now I give here a comparative translation of some important verses :

93:7

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿۷﴾

(a) Did he not find you wandering and guide you? (An English Translation published in Beirut, Lebanon by Dar-Al-Choura).

(b) And he found thee wandering and he gave thee guidance. (Abdullah Yousuf Ali).

(c) And found thee lost on the way and guided thee? (Muhammad Asad).

(d) And he found thee wandering in search for him and guided thee unto himself. (Maulavi Sheer Ali Qadiani)

And he found thee wandering. So he guided thee. (Abdul Majid Daryabadi).

(e) And found thee groping. So he showed the way. (Maulana Mohammad Ali Lahori Qadiani).

And he found you uninformed of Islamic laws, so he told you the way of Islamic laws. (Maulana Ashraf Ali Thanvi).

(h) Did he not find thee erring and guide thee? (Arberry).

(i) Did he not find thee wandering and direct thee? (Pickthal).

(j) And saw you unaware of the way, so showed you stralight way (Moulana Fateh Muhammad Jailendhari).

"And he found you drown in his love, therefore gave way unto Him"-Imam Ahmad Raza (Rahamatullhi Alaihi)

The translators have translated the word Dhal (ضَآلّ) in such as way that it affected directly the personality and prestige of the Prophet whereas the concensus is that the Prophet is sinless prior to the decleration of Prophethood and after the declaration. The words wandering, groping,

erring are not befitting to his dignity. The word (ضَآلّ) has many meanings. The most appropriate meaning has been adopted by A'la Hazrat Imam Ahmad Raza Khan

48: 2

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲﴾

In this verse the word (ذَنْبٌ) has been translated by almost all famous translators of Urdu, English as sin or error or faults. Thus the verse has been translated usually as 'so that Allah may forgive your faults (or errors or sins). Whereas, the basic faith of Muslims is that the Prophet is sinless and faultless.

Ala Hazrat has translated the verse- **'so that Allah may forgive the sins of your formers and your latters on account of you."**

Here the prefixed particle 'Li' (ل) gives the meaning of 'on account of according to various commentators of Quran particularly (Khazin and Ruhul Bayan)

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا

3:142

(a) Before Allah has known the men fought hard. (The Quran, Dar-Al-Choura, Beirut.)

(b) While yet Allah knoweth not those of you who really strive (Pickthal).

(d) Without God know who of you have struggled. (Arberry).

(d) While yet Allah has not known those who have striven hard. (Abdul Majid Daryabadi).

le) While yet Allah (openly) has not seen those among you have striven on such occasion. (Moulana Ashraf Ali Thanvi),

(f). And yet Allah has not know those among you are to fight. (Moulana Mahmoodul Hasan).

And yet Allah has not tested you warrious.

A'la Hazrat Ahmad Raza Khan

Now the readers can themeselves see the difference of translations of this verse. Most of the translators while translating this verse have forgotten to remember that Allah is in knowledge of seen and unseen. Allah forbid! the general translators have given the conception that Allah does not know anything before its occurence.

Even a Qadiani translator has translated the verse in the similar way 'While Allah has not yet dis-tinguised those of you that strive in the way of Allah' (Moulvi Sher Ali).

وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ

2:173

(a) And that on which anyother name hath been invoked besides that of Allah. (Abdullah Yousuf Ali)

(b) And that over which is invoked the name of any other than Allah. (Abdul Majid Daryabadi).

(c) And the animal that has been earmarked in the name of any other than Allah. (Moulana Ashraf Ali Thanvi).

And the animal that has been slaughtered by calling a name other than Allah.

A'la Hazrat Ahmad Raza Khan

Now see the difference in translations. Generally the translators while translating these words have

conveyed such meaning that makes all lawful animals that are called by any other name than Allah unlawful. Sometime animals are called by other names for example, if any one calls any animal like 'Aqiqa animal or 'Walima animal' or 'Sacritificial animal', sometime people purchase animals for 'Isale-Sawab' (conveying reward of a good deed to their late near and dear ones) and call them as Ghausal Azam or Chisthi's animals, but they are slaugtered in the name of Allah only. Then all such animals would become unlawful.

The only befitting translation is of Ahmad Raza Khan that conveys the real sense of the verse. All such lawful animals become unlawful if they are slaughtered in any other name than Allah.

****

55:33

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (٣٣)

a) O company of jinn and men if you have power that you may go out of the boundaries of the henvens and the earth (then let us see) do go but you can not go out without strength. (Maulana Ashraf Ali Thanvi).

(b) O tribe of jinn and of men if you are able to pass through the confines of heaven and earth, pass through then you shall not pass through except with an authority. (Arberry).

(c) Similarly this verse has been translated by Abdullah Yousuf Ali and Maulana Abdul Majid Daryabadi.

In this scientific age the boundaries of heaven and earth have been crossed. Some translators have opined that no one can cross the boundaries. This has created doubt in the minds of the people about the verse. A'la Hazrat Ahmed Raza's translation has removed doubts for ever. He translates:-

'O' company of jinn and men, if you can that you may go out of the boundaries of the heavens and the earth, then do go. Wherever you will go, His is the kingdom.'

Mohammad Abdul Monem Ansari
Teacher, Department of Arabic and
Islamic Studies,
Pakistan Education Academy,
Dubai, U. A. E

চতুর্থ সংস্করণ

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অশেষ শোকরিয়া- তিনি আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর মহান ওসীলায়, আমাদের নামে প্রকাশিত 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান' (বাংলা সংস্করণ)-কে পাঠক সমাজে উল্লেখযাগ্যে সমাদর ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। প্রকাশনার মাত্র আড়াই বছরের নাতিদীর্ঘ সময়সীমার অভ্যন্তরে পবিত্র কুরআনের এ বিশুদ্ধ তরজমা ও তাফসীর গ্রন্থটা সর্বস্তরের সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিদ্যাপীঠ কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আল-কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে' সিলেবাসভুক্তির সম্মান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তদুপরি, এ সংক্ষিপ্ত সময়সীমার এক শুভ ক্রান্তিলগ্নে আমরা এর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি- যা পবিত্র কুরআনের সঠিক জ্ঞান-দীপ্তি লাভের ক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠক সমাজের। এক অতি প্রশংসনীয় আগ্রহেরও প্রমাণ বহন করে।

সাথে সাথে আমরা দুঃখের সাথে একথাও জানাতে বাধ্য হয়েছি যে, সম্প্রতি গ্রন্থটার উল্লেখযাগ্যে কাটতিতে কিছু সংখ্যক অর্থলোলুপ অসাধু ব্যবসায়ী তাদের লোভ সংবরণ করতে মারাত্মক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা কিছু ভুয়া প্রতিষ্ঠান ও অখ্যাত প্রকাশকের নাম দিয়ে, গ্রন্থটায় কিছু বিশ্রী ধরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে, সম্পূর্ণ অবৈধ ও ঘৃণ্য পন্থায় নিম্নমানের অবয়বে গ্রন্থটা ছাপিয়ে তা বাজারজাত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। এই অবৈধভাবে মুদ্রিত কপিগুলাতেে জঘন্য ভুল-ভ্রান্তিও আমরা অতি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। তদুপরি, এ পবিত্র কুরআন ও তার তাফসীরেই রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বহু মূল্যবান নসীহত। তবুও 'চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী'। তার অদমিত রিপুগুলো যখনই তার কুপ্রবৃত্তি ও বদ-অভ্যাসকে নাড়া দেয়, তখন যেভাবেই হোক সে তার চৌর্যবৃত্তির অনুশীলনই করে যায়। তাই, এ ক্ষেত্রে আমরা সম্মানিত পাঠক সমাজকে ঐসব অসাধু ব্যবসায়ীদের নকল থেকে সাবধান থাকারই পরামর্শ দিচ্ছি। গুলশানে হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স প্রকাশক দেখেই কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান-এর কপি সংগ্রহ করতে যেন ভুল না হয়। কারণ, নকলকারীদের দ্বারা কৃত ভুল ভ্রান্তির দায়িত্ব আমরা কখনো নিতে পারিনা সঙ্গত কারণে।
অন্যদিকে, কিছু ওহাবী মতবাদী হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের প্রচারণা-মাধ্যমগুলাতেে সম্প্রতি মূল লেখক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ও তাঁর লেখনিলোর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের দুঃখজনক পথ বেছে নিয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, আমরা পূর্বের ন্যায় এ অপপ্রচারকারীদের যথাযথ দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছি মাসিক তরজুমান-ই-আহলে সুন্নাত, চট্টগ্রাম-এ।

এ সংস্করণে আমরা গ্রন্থটা অফসেট ছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম দামের সাদা কাগজে মুদ্রণ কর্ম সমাধা করেছি। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যেই আমাদের পরিবেশকদের নিকট থেকে কপি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছি, যাতে উক্ত অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের নকল কপি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রলোভন দেখানারে সুযাগে না পায়। এ সংস্করণেও গত সংস্করণের কিছু মুদ্রণ প্রমাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

পরিশেষে, পরম দাতা-দয়ালুর মহান দরবারে এ সংস্করণটার ও গ্রহণযোগ্যতা, সমাদর ও অব্যাহতগতিতে এ গ্রন্থের প্রকাশনা চালিয়ে যাবার তৌফিক কামনা। করছি আর পাঠক সমাজের নিকট আমাদের এ মহান উদ্যোগের প্রতি সার্বিক আন্তরিক সহযোগিতাই কামনা করছি। আল্লাহ সহায় হোন! আমীন!!

তৃতীয় সংস্করণ

আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে ২য় সংস্করণ প্রকাশের সাত মাস পর এ জনপ্রিয় তরজমা ও তাফসীর-ই-কোরআন 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' (বঙ্গানুবাদ)-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

অল্লাহ জাল্লা শানুহর অশেষ শোকরিয়া যে, এ তরজমা ও তাফসীর গ্রন্থখালা বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশে অবস্থানরত সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের নিকট অকল্পনীয়ভাবে সমাদৃত হতে চলেছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশের সম্মানিত আলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের, যথাক্রমে, পাঠদান ও অধ্যয়নের জন্য এক অদ্বিতীয় উপাদান হিসেবে নির্দ্বিধায় বিবেচিত হচ্ছে।
আলহামদুলিল্লাহ!

এবার আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কিতাবখানার উচ্চ মানগত দিক বিবেচনা করে সম্মানিত পাঠকগণ সেটার সংগৃহীত কপি সংরক্ষণের প্রয়াজেনীয়তা অনস্বীকার্য বলে মত প্রকাশ করেন। তাই, প্রায় সব পাঠকই কিতাবটি অফসেট কাগজেই পেতে বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ কারণে, আমরা তৃতীয় সংস্করণের সমস্ত কপি অফসেট কাগজেই প্রকাশ করার ঝুঁকিটুকু নিয়েছি।

কাগজের উর্ধ্বমূল্য, অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং অপরাপর অনিবার্য কারণাদির পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে কিতাবের গায়ে বর্ধিত মূল্য লিখা হলেও তা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলবেনা বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী। আমরা এ ব্যাপারে সম্মানিত বিক্রেতাগণ ও পাঠক মহলের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করি।

এ সংস্করণেও গত সংস্করণের যৎসামান্য মুদ্রণ প্রমাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। পরিশেষে, পরম করুণাময়ের দরবারে এ সংস্করণটারও গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট তাঁদের সমাদর ও গঠনমূলক পরামর্শ একান্তভাবে প্রার্থনা ও কামনা করছি। সর্বোপরি, মহান আল্লাহ এর দরবারে আমাদের এ মহান প্রকাশনা-উদ্যোগের অব্যাহত গতি ও স্থায়িত্বই বিশেষভাবে প্রার্থনা করছি।

আমীন সুম্মা আমীন!

প্রকাশক

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

দ্বিতীয় সংস্করণ

গত ৫ই অক্টোবর '৯৫ ইং চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মহা সমারোহে প্রকাশনা উৎসবের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ তরজমা ও 'তাফসীর' 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানা আমরা সম্মানিত পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেয়ার মাত্র তিন মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থখানার দ্বিতীয় সংস্করণ আল্লাহ্ পাকের অপার মেহেরবাণীতে প্রকাশ করছি। এটা সত্যি। একদিকে এ কিতাবখানার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার, অন্যদিকে পবিত্র ক্বোরআনের সঠিক ও নির্ভুল তরজমা ও তাফসীরের প্রতি এদেশের মুসলিম সমাজের দারুণ আগ্রহের প্রমাণ বহন করে। তাই, আল্লাহর মহান দরবারে শুকরিয়া ও সম্মানিত পাঠক সমাজের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বলাবাহুল্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশনা উৎসবে দেশের প্রখ্যাত ওলামা কিরাম, মাশাইখে ইযাম, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক এবং সর্বস্তরের মুসলিম জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিশাল সমাবেশ ঘটেছিলো। ইমামে আহলে সুন্নত আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ঐতিহাসিক প্রকাশনা উৎসবে দেশের প্রখ্যাত কতিপয় আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দেসীন, মুফাসসিরীন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন স্বনামধন্য অধ্যাপক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং দেশের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী বক্তব্য রাখেন। তাঁরা তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, বঙ্গানুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষায় ক্বোরআন মাজীদের সঠিক তরজমা ও তাফসীর-এর দীর্ঘ চাহিদা পূরণ করেছেন। এ গ্রন্থখানা মুসলিম সমাজের জন্য এক বিরাট নি'মাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আ. ন. ম. রইস উদ্দীন বলেছেন যে, এ মহান গ্রন্থের অনুবাদকর্মটা বঙ্গানুবাদকের শুধু একটা দুঃসাহসিক প্রদক্ষেপই নয়, বরং তিনি ডক্টরেট ডিগ্রীর সম্মান লাভ করার উপযাগী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ রশীদ বলেন, বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে ইতোপূর্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেউ পুরো ক্বোরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর লিখতে সমর্থ হননি। এটাই চট্টগ্রাম থেকে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ক্বোরআনের তরজমা ও তাফসীর। তাই চট্টগ্রামের ইতিহাসে আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 'সৈয়্যদুল মুতারজিমীন' (ক্বোরআনের অনুবাদকগণের মধ্যে অগ্রণী)। বক্তাগণ এ গ্রন্থে প্রকাশনার মহান উদ্যোগের জন্য গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স চট্টগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সর্বোপরি এ গ্রন্থখানার প্রকাশনার অব্যাহত প্রদক্ষেপের দাবী আসে সর্বস্তরের হিতাকাঙ্খীদের পক্ষ থেকে।

২য় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু সংখ্যক মুদ্রণ প্রমাদ দূরীকরণের প্রচেষ্ট চালানো হয়েছে। আর হিতাকাংখীদের কিছু গঠনমূলক পরামর্শকেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পাঠক সমাজের বিশেষ অনুরোধে এ সংস্করণ দু'ধরণের কাগজে প্রকাশ করা হয়েছে- 'অফসেট' ও 'চায়না হোয়াইট'। শেষোক্ত মানের কাগজের মুদ্রিত কপি অপেক্ষাকৃত কমদামে পাঠকদের মধ্যে সরবরাহের উদ্দেশ্যেই এই প্রদক্ষেপ গৃহীত হলো।

পরিশেষে এ সংস্করণটাও পরম করুণাময়ের দরবারে গহীত এবং সম্মানি মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে- এটাই একমাত্র কাম্য। সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট পুনরায় তাদের গঠনমূলক পরামর্শ ও আমাদের প্রকাশনা উদ্যোগকে অব্যাহত রাখার তৌফিক প্রাপ্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি। আমীন।

প্রথম সংস্করণ

'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম' একটি যুগোপযাগী সংস্থা। সুশিক্ষার প্রসার ও সমাজ সেবার মহান ব্রত পালনের নিমিত্ত গঠিত এ কমপ্লেক্সের রয়েছে বহুমুখী পরিকল্পনা। অত্র প্রতিষ্ঠান তার প্রস্তাবিত যুগোপযাগী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে কমপ্লেক্সের পরিচালনাধীন রয়েছে একটি মাদ্রাসা, হেফযখানা ও এতিমখানা। শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের শিক্ষা ও প্রচারকর্ম ইত্যাদিও এর তত্বাবধানে চলছে নিয়মিতভাবে। আমাদের অত্র কমপ্লেক্সের রয়েছে একটা 'প্রকাশনা প্রকল্প'। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কিতাব ও বই-পুস্তক প্রকাশের কথা কমপ্লেক্সের জন্য পূর্ব প্রস্তাবিত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো।

বলাবাহুল্য, ধর্মীয় অঙ্গনে পবিত্র ক্বোরআন মাজীদের তরজমা ও তাফসীর (যথাক্রমে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)-এর ক্ষেত্রে বহুবিধ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ভুল ও ভ্রান্ত-আক্বীদা ভিত্তিক তরজমা ও তাফসীরে বর্তমানে বাজার ভর্তি হয়ে রয়েছে। সুতরাং এহেন অবস্থায়, পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভুল অনুবাদ ব্যাখ্যা সহকারে সরল বাংলায় প্রকাশ করা দীর্ঘদিনের চাহিদা হিসেবেই থেকে যায়। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীক্রমে বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, মুফাসসিরে ক্বোরআন, সাহিত্যিক ও লেখক জনাব আলহাজ মুহাম্মদ আবদুল মান্নান দীর্ঘ এক যুগেরও অধিককাল যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যুগবরেণ্য ইমাম, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমাদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) কত বিশুদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বোরআন প্রসিদ্ধ কানযুল ঈমান এবং এরই উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে, খলীফা-ই-আ'লা হযরত, সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) কর্তৃক লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর খাযাইনুল ইরফান-এর সরল বাংলায় অনুবাদের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমরা অত্র কমপ্লেক্সের তত্তাবধানে তাঁর অনুদিত কিতাব খানা প্রকাশ করে যুগের সেই দীর্ঘদিনের চাহিদাটুকু পূরণে উদ্যোগী হয়েছি।

সেই উদ্যোগের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রধান হিসেৰে খোদ বঙ্গানুবাদকই তার সার্বিক তত্বাবধানে কিতাবখানার দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ নিরীক্ষণ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সমাধা করেছেন।

আল্লাহর কালাম পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান-পিপাসুদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্ত বিরাটাকার কিতাব প্রকাশ করে সম্মানিত পাঠক সমাজের হাতে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তদসঙ্গে কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছেন, বিশেষ করে, প্রকল্প প্রধান ও বঙ্গানুবাদক এবং যাদের বিশেষ বদান্যতায় কিতাখানির ব্যয়বহুল প্রকাশনা ও সুলভমূল্যে সম্মানিত পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর পরম করুণাময়ের দরবারে সংশ্লিষ্ট সবার উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং ইহ ও পরকালীন সাফল্যের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি- আমীন!

কিতাবখানা যদি জ্ঞান-পিপাসু পাঠক সমাজের সামান্যটুকু পরিতৃপ্তির মাধ্যমও হয়, তাহলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করবো। পরিশেষে পাঠক সমাজের গঠনমূলক পরমার্শ এবং মতামতও আমাদের একান্ত কাম্য। এতে ভবিষ্যতে আমাদের প্রকাশনা কার্য অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করবো।

আল্লাহ্ পাকই তৌফিক দাতা।

-প্রকাশক

গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্সের পক্ষে

মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ ফারুকী

সভাপতি

বঙ্গানুবাদকের কথা

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّمُسْلِمًا

কুরআন মাজীদ বিশ্ব প্রতিপালক মহান স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই পবিত্র কালাম, যা তিনি আপন হাবীব, নাবীকুল সরদার, রসূলকুল শীরমণি, রহমাতুল্লিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর নাযিল করেছেন, যা মা-কানা ওয়া মা ইয়াকুন'-এর সার্বিক জ্ঞানের ধারক। আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমায়েছেন- তিবইয়ানুল্লকুল্লি শায়ইন।' অর্থাৎ কুরআন মাজীদ হচ্ছে এমন গ্রন্থ, যাতে প্রত্যেক কিছুরই বিবরণ রয়েছে। সুতরাং পবিত্র কুরআন হচ্ছে সমস্ত নির্ভুল স্থানের উৎস।

পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, যার ভাষালংকার (ফাসাহাত ও বালাগাত), অদৃশ্য বিষয়াদির নির্ভুল জ্ঞান, বাস্তব বিষয়াদির অতুলনীয় বর্ণনা ভঙ্গী এবং অব্যর্থ হিদায়ত বা দিক-নির্দেশনা ইত্যাদির কারণে সেটাকে আল্লাহর নিরেট সত্য, অকাট্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব হিসেবে মেনে নিতে সমগ্র সৃষ্টিই বাধ্য। সৃষ্টির মহা কল্যাণের নিমিত্ত, পরম করুণাময়ের নিকট থেকে, এ কুরআন কারীম তার হাবীবের উপর অবতীর্ণ হয়ে বস্তুতঃ মানব জাতিকেই সত্যিকার অর্থে সৃষ্টির সেরা হিসেবে প্রমাণিত করেছে। কারণ, যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ ফরমায়েছেন- "যদি আমি এ কুরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযিল করতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি আল্লাহর ভয়ে সেটাকে অবনত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখতে।" (৫৯ ও ২১)।

কুরআন মাজীদ যেহেতু আল্লাহরই বাণী, সেহেতু সেই মহান বাণীর প্রকৃত অর্থ, মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা কি-তা আল্লাহই ভাল জানেন। আর জানেন তিনি, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সেটা অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমায়েছেন- "আররাহমানু । আ'ল্লামাল কুরআন।" অর্থাৎ "পরম দয়াময় (আল্লাহ তার হাবীবকে) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তাই কুরআন মাজীদের ।প্রত্যেক তাফসীর বা ব্যাখ্যার সমর্থন হয়ত কুরআনেই থাকতে হবে, অথবা থাকতে হবে হাদীসে পাকে, অথবা থাকবে সাহাবা কিরামের অভিমতসমূহে, অথবা তাফসীর ঐ সব বিষয়াদি দ্বারা হতে হবে, যেগুলো আরবী অভিধান ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত হয়, কিংবা এমন ধরণের তাফসীর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা উপরোক্ত কোন এক প্রকার দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়। অন্যথায় তা হবে তাফসীর-ই-বিরুরায়' বা মনগড়া তাফসীর, যা হারাম, ইচ্ছাকৃত হলে কুফর ও (দুনিয়ায় থাকতে) পরকালে জাহান্নামেই নিজের ঠিকানা করে নেয়ারই নামান্তর মাত্র। (নাউযুবিল্লাহ!)

আলহামদু লিল্লাহ! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ হাম্মাদ আহমদ রেজা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-ই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তরজমা-ই-কুরআন 'কানযুল ঈমান' বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন, যা উপরোল্লেখিত প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ বিধায় তা হচ্ছে, একটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাফসীর ভিত্তিক তরজমা-ই-কুরআন (কুরআনের অনুবাদ)। তদুপরি, এর মধ্যে সলফে সালেহীনের গৃহীত তাফসীরের সাথে যেই মিল রয়েছে, আসহাবে তা'ভীলের গ্রহণযোগ্য অভিমতের সাথে যেই সাজুয্য তাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাতে ভাষার যেই অতুলনীয় সরলতা, শালীনতা ও শ্রুতিমাধুর্য রয়েছে, সাধারণ লোকের পরিভাষাকে তাতে যেমনভাবে বর্জন করা হয়েছে, কুরআন মাজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্ত্বের যেই নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গী এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাতে কুরআন কারীমের পরিভাষাকে যেমনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহ পাকের শানে অশোভন উক্তিকারীদের যেমনিভাবে রদ্দ বা খণ্ডন করা হয়েছে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর মান-মর্যাদার প্রতি যেমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং ওলামা কিরাম ও মাশাইখে ই'যাম তাতে ইলমে হাকীকত ও মা'রিফাতের যেই ভাণ্ডারের সন্ধান পান- তা অন্যান্য 'তরজমা-ই-কুরআন' (কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ)-এ খুবই বিরল। এ কারণেই কানযুল ঈমানকেই বিশ্ববাসী কুরআনের শ্রেষ্ঠতম উর্দু অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এর উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ তাফসীর (ব্যাখ্যা) লিখেছেন- আ'লা হযরতেরই খলীফা সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ), যা তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান' নামে প্রসিদ্ধ। তাতে রয়েছে নিম্নলিখিত বিরল বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ও ব্যাখ্যা, তাওহীদ ও রিসালতের সপ্রমাণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, আহলে সুন্নাতের আকাঈদের অকাট্য দলীলাদি সহকারে বর্ণনা, বাতিল ফের্কাগুলোর উৎস নির্ণয় পূর্বক তাদের স্বরূপ উন্মোচন ও সপ্রমাণ খন্ডন, আয়াতগুলোর সংশ্লিষ্ট ফিকহ ভিত্তিক মাসআলা-মাসাইলের সুস্পষ্ট বিবরণ, সর্বোপরি নির্ভরযাগ্যে তাফসীর গ্রন্থাবলী ও নির্ভরযোগ্য কিতাদির জরুরী উদ্ধৃতি ইত্যাদি ।

তাছাড়া, এ কিতাবে রয়েছে মানুষের ঈমান আক্বীদা ও তার পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তাদের অভ্যন্তরীণ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও এর গ্রহণযাগ্যে তাফসীরের আলোকে নির্ভুল দিক-

নির্দেশনা। মোটকথা, মানুষের ইহ ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এ মহান গ্রন্থ এক সমুজ্জ্বল আলাকেবর্তিকা।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশের বাংলাভাষীদের মধ্যে একদিকে বিভিন্ন লেখকের বিভ্রান্তিপূর্ণ তরজমা-ই-ক্বুরআন ও তাফসীর বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়ে আসছে। যার ফলে পবিত্র ক্বুরআনের জ্ঞান। পিপাসুদের তথা মুসলিম সমাজের একদিকে ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে নৈতিক চরিত্রের উপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। সর্বোপরি, তারা বঞ্চিত হচ্ছেন পবিত্র ক্বুরআনের নির্ভুল জ্ঞান সঞ্জাত দিক-নির্দেশনা থেকে।

এহেন পরিস্থিতিতে উল্লেখিত 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান' উর্দু ভাষা থেকে সরল বাংলায় অনুদিত হয়ে বহুলভাবে প্রচারিত হলে সেসব বিপর্যয়ের কারণ উৎপাটিত হয়ে যাবে। অথচ দীর্ঘকাল যাবত বাংলাভাষীদের এ চাহিদা অপূর্ণাবস্থায় থেকেই গেলো। বলাবাহুল্য, বিশেষকরে, আমাদের দেশে ছাত্র-জনতার মধ্যে পবিত্র ক্বুরআনের নির্ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রতি অধীর আগ্রহ ও সে ধরণের কিতাবের অভাবের কারণে পাঠকদের অস্বস্থিবোধ বিশেষভাবে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিনের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকেই।

কাজেই, যুগের এ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের তৌফিক প্রাপ্তিতে দৃঢ় আশা পোষণ করে এ অধম মসি হাতে নিলাম। ১৯৮০ সালে 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদের কঠিন কাজে হাত দিলাম। সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান অনুসারে) প্রকাশিত হলো- ছাত্রসেনার প্রথম ম্যাগাজিন 'রাহবার'-এ। অতঃপর শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রথম পারার অনুবাদ শেষ করলে রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম'-এর কর্মকর্তাবৃন্দ তা কিতাবাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে আমার পাণ্ডুলিপি মুর্শিদে বরহক, পীরে কামিল, হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ সাহেব (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর তদানিন্তন এক সফরে চট্টগ্রামের বলুয়ারদীঘির পাড়স্থ খানকাহ শরীফে সদয় অবস্থানকালে তার পবিত্র দরবারে পেশ করেছিলাম। তিনি এ মহান উদ্যোগে অত্যন্ত খুশী হন এবং বরকতময় দুআ' দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন। তেমনিভাবে এ উদ্যোগে খুশী হয়েছিলেন দেশের আপামর সুন্নী ওলামা ও ছাত্র-জনতা। রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম ধারাবাহিকভাবে কিতাবখানার অনুবাদ প্রকাশ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে 'প্রথম পারা' অতি সুন্দর অবয়বে প্রকাশ করলো, যা পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও নন্দিত হয়েছিলো। এ অধমও অনুবাদ কার্য অব্যাহত রাখলাম। প্রথম পাঁচ পারার অনুবাদ সমাপ্ত হলো। কিন্তু 'রেযা একাডেমী' তা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত 'রেযা একাডেমী', চট্টগ্রাম বিলুপ্তই হয়ে গেলো। অতঃপর এ পাঁচ পারা 'মাসিক তরজুমান'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে মাত্র আট পারার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। অতঃপর সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই এক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে ১৯৮৭ সালে সেখানে চলে যাই। সেখানে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের পর অবসর সময়টুকুতে পবিত্র ক্বুরআনের উক্ত তরজমা ও তাফসীরের বঙ্গানুবাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অপার অনুগ্রহে বিগত ১৯৯২ সন, মোতাবেক ৯ই যিলহজ্জ ১৪১৩ হিজরী আরফাহ্ দিবসে বিকেল ৪টার সময় উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সর্বশেষ পারাটুকুর। বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হলো। আলহামদু লিল্লাহ্।

এবার এর ব্যয়বহুল প্রকাশনা। আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু তাঁর হাবীবে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামে)-এর ওসীলায় সেটারও ব্যবস্থা করে দিলেন ক্রমান্বয়ে। দুবাইতে কতিপয় হিতাকাংখী ধর্মপ্রাণ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলাম। তারা এ মহান কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করলেন। তাদের পরামর্শ ও প্রাথমিক সহযোগিতায় আমিও উৎসাহিত হলাম। বিগত ১৯৯৩ সনের প্রথম দিকে দ্বিতীয়বার হজ্জব্রত পালন ও আল্লাহর হাবীবের রওযা-ই-আক্বদাসে হাযিরা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পর দুবাই ফিরে কিতাবখানার প্রকাশনার কাজে হাত দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে এলাম। এর অব্যবহিত পরেই, আগস্ট '৯৩ সন থেকে উক্ত বঙ্গানুবাদের পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ আরম্ভ করলাম। আমার পরম সম্মানিত ওস্তাদ, গাযযালী-ই-যমান, ওস্তাযুল ওলামা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন সাহেব মাদ্দাযিলুহুল আলী নিরীক্ষণের সদয় দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি দীর্ঘ এক বৎসর চারমাসে গোটা পাণ্ডুলিপির নিরীক্ষণ সমাপ্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লেখিত সহযোগীদের সহযোগিতা নিয়ে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরী, কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং-এর কাজও সমাধা করলাম।

তারপর ব্যয়বহুল মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণের পালা। ইত্যবসরে 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স', চট্টগ্রাম-এর প্রকাশনা প্রকল্পের মাধ্যমে কিতাবটা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিদ্ধান্তানুযায়ী এর প্রকল্প প্রধান হিসেবে আমি কিতাবটার প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনের গুরুভার গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্ পাকের অপার মেহেরবানীক্রমেই আরো দীর্ঘ এক বৎসর কাল অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে এ বিরাটাকার কিতাবটার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। এ ক্ষেত্রে পুর্বোল্লেখিত সম্মানিত বিশেষ সহযোগীদের কথা একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এতদ্‌সঙ্গে আমার পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতরার সাথে স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ পাক সবার আন্তরিকতার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিন! আমীন!

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বোল্লেখিত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ব্যক্তিবর্গের বদান্যতার কারণেই এ ব্যয়বহুল প্রকাশনার সমাধা করা ও খরচের বিরাট অংশ ভর্তুকি দিয়ে সুলভ মূল্যে সম্মানিত পাঠকদের নিকট পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া, সংযুক্ত আরব আমীরাতের কিছু সংখ্যক উৎসাহী পাঠক এ কিতাবের অগ্রিম গ্রাহক হয়ে এ প্রকাশনার কাজে ধৈর্য সহকারে। সহযাগিতা দিয়েছেন।

আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযাগিতা দিয়েছেন তাঁরা হলেনঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ	প্রথম সংস্করণ
আলহাজ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (দুবাই) আলহাজ গোলাম মোস্তফা রেজভী। (ঢাকা) আলহাজ মুহাম্মাদ আমীন রেজভী (ঢাকা)। আলহাজ মুহাম্মাদ আইয়ুব গনি (চট্টগ্রাম) মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল কবীর চৌধুরী (শারজাহ) মুহাম্মদ রবিউল হক। (বিরিঞ্চি, ফেনী)। মরহুম ইঞ্জিনিয়ার আলী আহমদ । (দুবাই) মুহাম্মাদ আবুল বশর চৌধুরী। (মুসাফফাহ) আলহাজ হাফেয মুহাম্মদ ইসমাঈল (দুবাই) আলহাজ মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের (দুবাই) ইনসপেক্টর মুহাম্মাদ নূরুচ্ছফা। (দুবাই) আলহাজ এম, এ, আবদুস সবুর (দুবাই) মুহাম্মাদ আবদুল মালিক (চট্টগ্রাম) মুহাম্মাদ আবূ বকর সিদ্দীক (শিলাইগড়া, আনোয়ারা)। মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীস আনসারী (মুসাফফাহ) মুহাম্মাদ ফুল মিঞা। (মুসাফফাহ) আলহাজ মুহাম্মদ শফি (মুসাফফাহ) মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ আজম (রাস-আল (মুসাফফাহ) হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আযীয (মুসাফফাহ)।	সৈয়্যদ মনসূর নাদিম (আবূধাবী) মুহাম্মদ তৈয়ব সিরাজী (আবূধাবী) সৈয়দ মুহাম্মদ সরোয়ার। (দুবাই) মাওলামা এম, এল, আলম সিদ্দীকী (শারজাহ) আলহাজ মুহম্মদ তৈয়্যব (রাস-আল-খায়মাহ) আলহাজ্ব মাওলানা আবু জাফর (আল-ই-আইন, ইউ, এ, ই), মাওলানা মুহাম্মাদ শফি (শিল্প এলাকা) মীর সালীম উদ্দিন (দুবাই) হাজী জালাল আহমাদ (দুবাই) মুহাম্মাদ সগীর খান (ফুজায়রাহ, মুহাম্মাাদ সগীর খান এম, এ ওয়াহিদ সভাপতি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, কুমিল্লা)

সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স', চট্টগ্রাম-এর সম্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ সৈয়দ মাওলানা হুসাঈন আহমদ ফারুকী, সহ-সভাপতি আলহাজ মাওলানা মুহাম্মাদ লুকমান হাকীম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ক্বাযী আবুল বয়ান মুহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান হাশেমী, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা মীর মুহাম্মদ ইয়াকূব এবং কোষাধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক্ব।

আল্লাহ পাক সবার সহযোগিতাকে কবুল করুন এবং এর যথাযথ প্রতিদান দিয়ে উভয় জাহানের সাফল্য দান করুন। আমীন!

'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মুদ্রিত প্রতিটি পৃষ্ঠ্যর মধ্যভাগে প্রতিটি 'বক্স'-এর ডান পাশে পবিত্র ক্বুরআনের আয়াতগুলো (আরবী) বিশুদ্ধরূপে স্থাপন করা হয়েছে। আর প্রতিটি আয়াতের পাশাপাশি এর বঙ্গানুবাদ সুস্পষ্টাক্ষরে দেয়া হয়েছে । আয়াতের বঙ্গানুবাদের মধ্যে স্থান-বিশেষে টীকার নম্বর দেয়া আছে। সেই নম্বর অনুযায়ী পার্শ্ব ও পাদটীকাগুলোর বর্ণনা তাফসীররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আয়াতগুলোর অনুবাদ পাঠ করার সময় নম্বর অনুসারে পার্শ্ব ও পাদটীকাগুলোও পড়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ অনুবাদ হচ্ছে 'কানযুল ঈমান' আর পাদ ও পার্শ্বটীকা হচ্ছে 'খাযাইনুল ইরফান' (উর্দু)-এর হুবহু বঙ্গানুবাদ।

বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দগুলোর প্রায় সবটিতে বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব আরবী, উর্দু বা ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট বানানে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত বানানরীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে কারো নিকট দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু না ঠেকে। আমার।

অনুসৃত বানানরীতিতে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দগুলোর বানানে প্রায় সব জায়গায় নিম্নরূপ উচ্চারণ রীতিকেই অবলম্বন করা হয়েছেঃ

أ -আ	ٹ -ট	چھ ছ	ڈ -ড	ز ذ ظ য	ع -‘আ	م-ম
ب-ব	ٹھ-ঠ	ح ہ হ	ڈھ -ঢ	ژ-ঝ	غ-গ/গ্ব	ن-ন
پ-প	ث س ص স	خ-খ	ر -র	ش -শ	ف -ফ	و-ভ
ت ط ত	ج- জ	د -দ	ڑ -ড়	ض -দ	ق -ক্ব	ی-য়
تھ -থ	چ-চ	دھ -ধ	ڑھ-ঢ়		ك -ক	
					ل-ল	

বঙ্গানুবাদে হুযূর বিশ্বনাবীর মুবারক নামের সাথে দরূদ শরীফ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), অন্যান্য সম্মানিত নাবীগণের নামের সাথে (عَلَيْهِ السَّلَام)’, (عَلَيْهِمَا السَّلَام)’ এবং ‘(عَلَيْهِمُ السَّلَام)’ ইত্যাদি, সাহাবা কিরামের নামের সাথে (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)/ (عَنْهُمَا)/ (عَنْهُمْ) এবং ওফাতপ্রাপ্ত আউলিয়া কিরামের নামের সাথে (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)। (عَلَيْهِمَا)/(عَلَيْهِمْ) পরিপূর্ণভাবে লিখা হয়েছে।

অনুবাদকে সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য ও সংশয়মুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থান বিশেষে বন্ধনীর ভিতর প্রয়োজনীয় শব্দ কিংবা বচন সংযোজিত হয়েছে। সেগুলোর কতেক খোদ মূল লেখকদ্বয় আ’লা হযরত ও সদরুল আফাযিল (رَحِمَهُمَا اللّٰه)-এরই, আর কতেক আমার নিজেরই সংযোজিত। প্রত্যেক ‘পারা’ ও ‘সূরা’-এর সমাপ্তির কথা * সহকারে পৃথক পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক পারায় চতুর্থাংশ, অর্দ্ধাংশ ও দুই তৃতীয়াংশ, জরুরী ওয়াকফগুলোর নির্দেশিকা, সাজদাহগুলো এবং মানযিলগুলোও যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবের প্রথমভাগে সংযোজিত হয়েছে- ‘কানযুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন’ শীর্ষক একটা নাতিদীর্ঘ পুস্তক, যা আলাদাভাবেও বাঁধাই করা হয়েছে, যাতে পাঠক সমাজ এ কিতাবটার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন, আরো রয়েছে কুরআনের জরুরী বিষয়বস্তুগুলোর উপর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি। শেষভাগে সংযোজিত হয়েছে কিছু জরুরী হিদায়ত, কিন্তু অত্যন্ত উপকারী ফযাইল ও মাসাইল এবং পারা ও সূরার সূচী।

বিশেষ আরযঃ মহান রাব্বুল আ’লামীনের মহান কালামে পাকের অনুবাদ ও তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা এক দুষ্কর ও বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ জন্য প্রয়োজন অসাধারণ খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অশেষ অনুগ্রহ ও তৌফিক এবং অকৃত্রিম খোদা ও রসূল প্রেম’। এ ধরণের খোদায়ী জ্ঞান ও দয়ার প্রকাশস্থল এবং অসাধারণ ‘খোদা ও রসূল প্রেম’ সমৃদ্ধ হয়েছেন বলেই ‘আ’লা হযরত' ও ‘সদরুল আফাযিল’ (رَحِمَهُ اللّٰه) দুনিয়াবাসীর সামনে নির্ভুল তরজমা-ই-কুরআন ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) পেশ করতে পেরেছেন। (আমি) এ অধম উক্ত দুজন বিশ্ব বরেণ্য ইমামের উর্দু কিতাব দু’টুরই বঙ্গানুবাদ করার দুঃসাহস দেখালাম। তারা তাদের অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা পবিত্র কুরআনের যেই মর্মার্থকে অনুধাবন করে কিতাব দু’টু লিখেছেন সেই মর্মার্থকে বাংলায় যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পেরেছি কিনা সে সম্পর্কে আমি আমার অগভীর জ্ঞানের কারণে সন্দিহান ও অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্থ ছিলাম। তাই, আমি আমার সম্মানিত ওস্তাদ, যুগবরেণ্য জ্ঞানী, হযরত আলহাজ্ব আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন সাহেবকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিজেই পড়ে শুনিয়েছি। তিনিও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তা শুনেছেন, নিরীক্ষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমার যেকোন সংশয় নিরসনের জন্য ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা হাশেমী সাহেব কেবলা (মাদ্দাযিলুহুল আলী)’র শরণাপন্ন হই। তাঁর সদয় বদান্যতার কথাও একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। পবিত্র কুআনের আয়াতগুলোর (আরবী) বিন্যাস নিরীক্ষণের কষ্টসাধ্য কাজে আন্তরিক সহযাগিতা দিলেন- হাফেয কাযী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী । মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানারে জন্যও দীর্ঘদিন যাবত বারংবার অতি যত্ন সহকারে আমার সহযোগীদের নিয়ে প্রুফ রিডিং সম্পন্ন করেছি। তবুও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এ জন্য প্রথমে আল্লাহ জাল্লা শানুহর দরবারে তার হাবীব, আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর কারীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামে)-এর ওসীলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, অতঃপর সম্মানিত পাঠক সমাজের সমীপে করজোড় আবেদন জানাচ্ছি যেন, তাঁদের নজরে কোনরূপ ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করেন, যাতে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেটার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে পারি। তাছাড়া, তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক পরামর্শের জন্য আমরা তাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবে।

পরিশেষে, এ কিতাব যদি সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট গৃহীত ও সমাদৃত হয়, তাহলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আল্লাহর মহান দরবারে এ প্রার্থনাই জানাচ্ছি যেন আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করেন এবং এটা যেন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের মাধ্যম হয় ।

আমীন সুম্মা আমীন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন। আলায়হি আফদালুস সালাওয়াতি ওয়াত তাসলীম।

মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

১০ই মুহররম, ১৪১৯ হিজরী । ৭ই মে, ১৯৯৮ সন

আ’লা হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

(رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ মাওলানা মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যার ব্যক্তিগত পরিচিতি প্রদানের অপেক্ষা রাখেনা। তার মহান ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও পূর্ণতার ভিত্তিতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনন্য প্রসিদ্ধির অধিকারী। বিশেষতঃ সুন্নী-জগতে তাঁর নাম জানেনা এমন কেউ আছে বলে মনে হয়না। ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা তিনি বৈষয়িক জ্ঞান ও মা’রিফাতের এমন এক সাগর প্রবাহিত করেছেন, যার জনপ্রিয়তার স্রোত আজও পুরোদমে প্রবাহিত হচ্ছে। আর সুন্নী জগত সে স্রোত দ্বারা স্বীয় তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্তি লাভ করছে। তাঁর মর্যাদা ও পূর্ণতা শুধু তাঁর ভক্তবৃন্দের নিকট স্বীকৃত নয়, বরং তাঁর প্রতি যারা বৈরীভাব পোষণ করে তারাও তাঁর পূর্ণতা স্বীকার করতে বাধ্য। একদিকে যেমন অনারবীয় উল্লেখযোগ্য আলিম সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের কথা অতি যত্ন সহকারে আলোচিত, তেমনি অন্যদিকে আরবীয় ওলামা কিরামের লেখনীতেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত।

তাঁরই পরিচিতির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নিম্নলিখিত ইরশাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য-

ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ یُؤۡتِیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ

অর্থাৎ- “তা আল্লাহরই প্রদত্ত অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ মহান অনুগ্রহের মালিক।

বংশ পরিচয়।

হযরত মাওলানা শাহ সাঈদ উল্লাহ খান সাহেব (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ) ছিলেন কান্দাহারের এক যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি তথাকার এক সম্ভ্রান্ত পাঠান গোত্রের বংশধর। মুঘল আমলে তিনি সুলতান মুহাম্মাদ শাহ এবং নাসির শাহের সঙ্গে লাহোর। আগমন করেন। সেখানে তিনি পরপর কয়েকটি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লাহোরের ‘শীষমহল’ তাঁরই জায়গীর ছিলো। অতঃপর তিনি দিল্লী গমন করেন। এখানেও তিনি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত রয়ে ‘শুজা‘আত জঙ্গ’ (রণবীরত্ব) উপাধি লাভ করেন। আ’লা হযরত (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ) সেই স্বনামধন্য পুরুষেরই বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকেই তাঁদের যুগে জ্ঞান ও আমলের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এমন সব দেশ বরেণ্য আলিম ও ওলী যাঁদের পথ প্রদর্শনের আলোক তদানীন্তন ও পরবর্তী প্রতিটি যুগের মুসলিম সমাজকে বিশেষভাবে উপকৃত করে আসছে।

আ’লা হযরত (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ)-এর বংশীয় শাজরা

↓

মাওলানা শাহ্ সাঈদ উল্লাহ খান

↓

মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ সা’আদত ইয়ার খান

↓

মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আযম খান।

↓

মাওলানা শাহ হাফেয কাযেম আলী খান

↓

মাওলানা শাহ রেযা আলী খান।

↓

ফকীহে যমান মাওলানা হাকীম শাহ নক্বী আলী খান

↓

আ’লা হযরত মাওলানা ইমাম শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান। (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِمۡ)

জন্ম

আ’লা হযরত তাঁর পূর্বপুরুষদের আবাসভূমি ভারতের বেরীলী শহরে (ইউ. পি) ১০ই শাওয়াল, ১২৭২ হিজরী, মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইংরেজী রোজ শনিবার যোহরের সময় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই প্রসিদ্ধ ‘আবজাদ’ হিসাবানুযায়ী কুরআন মাজীদের নিম্নলিখিত আয়াত তাঁর জন্মসাল জ্ঞাপক বলে বর্ণনা করেছেন- (أُولَٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ) (সূরা মুজাদালাহ্)] অর্থাৎঃ “তারা হচ্ছেন সে সব ব্যক্তি, যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ তা‘আলা ঈমানের নকশা অঙ্কন করেছেন এবং নিজ পক্ষ থেকে ‘রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন।’ বাস্তবক্ষেত্রেও আয়াতের মর্মার্থ আ’লা হযরতের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

“আবজাদ” (হিসাবের নকশা)

كَلِمَنْ ضَظَّغْ		حُطِّيْ ثَخَّذْ		هَوَّزْ قَرْشَتْ		اَبْجَدْ سَعْفَسْ	
ابجد	ا	حطي	ح	سعفص	س	ثخذ	ث
	ب		ط		ع		
	ج		ى		ف		خ
	د	كلمن	ك		ص		ذ
هوز	ه		ل	قرشت	ق	ضظغ	ض
					ر		ظ
	و		م		ش		غ
	ز		ن		ت		

‘আবজাদ’ হিসাবনুযায়ী কুরআন মাজীদের আয়াত থেকে আ’লা হযরতের জন্মসাল

أُولَٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ

ا-১	ك-২০	ف-৮০	ق-১০০	ل-৩০
و--৬	ت-৪০০	ى-১০	ل-৩০	ا-১
ل-৩০	ب-২	৯০	و-৬	ى-১০
ء-১	৪২২		ب-২	م-৪০
ك-২০			ه-৫	ا-১
৫৮			م-৪০	ن-৫০
			১৮৩	১৩২

و-৬	ب-২	م-৪০
ا-১	ر-২০০	ن-৫০
ى-১০	و-৬	ه-৫
ى-১০	ح-৮	৯৫
د-৪	২১৬	
ه-৫		
م-৪০		
৭৬		

৫৮+৪২২+৯০+১৮৩+১৩২+৭৬+২১৬+৯৫=১২৭২ হিজরী

নাম

আ'লা হযরতের পিতামহ তার নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান। তার বুযর্গ পিতা তাকে 'আহমদ মিঞা বলে ডাকতেন। আর মহীয়সী মাতা পরম স্নেহের সাথে 'আমান মিঞা' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি নিজেই স্বীয় নামের পূর্বে আবদুল মুস্তফা। [বিশ্বনবীর (দঃ) গোলাম) সংযোজন করতেন।

জন্মের পূর্বে

আ'লা হযরতের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা এক চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন দেখলেন। ভোরে তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ রেযা আলী খান সাহেবের নিকট সেই স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "তোমার ঘরে এমন এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যে স্বীয় গুণাবলী, যোগ্যতা ও পূর্ণতা দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সুপরিচিত হবে এবং মা'রিফাতের সমুদ্র প্রবাহিত করে জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে।"

কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী ।

এক) আ'লা হযরতের জন্মের পর তাঁর আক্বীকার তারিখে হযরত মাওলানা নক্বী আলী খানকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হয় যে, তাঁর। সন্তান একজন প্রখ্যাত জ্ঞানী, গুণী এবং 'আরিফ বিল্লাহ' হবে।।

দুই) আ'লা হযরতের জন্মের পর কুতুবে যমান হযরত মাওলানা শাহ রেযা আলী খান সাহেব (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) তাঁকে কোলে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- "এ সন্তান একজন দেশবরেণ্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম হবে।'

তিন) আ'লা হযরতের শৈশবের একটি ঘটনা। একদিন দরজায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির আহ্বান শুনে আ'লা হযরত বাইরে আসলেন। দেখলেন এক বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "আসুন।" আ'লা হযরত নিকটস্থ হলে লোকটি তার মাথায় হাত। বুলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "তুমি একজন প্রখ্যাত আলিম হবে।"

চার) আ'লা হযরত শৈশবে একদিন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলেন, এক আরবী পোষাক পরিহিত বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে হাযির। লোকটি আ'লা হযরতের সাথে আরবী ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। আ'লা হযরতও তখন অলৌকিকভাবে তার সাথে নির্ভুল আরবী ভাষায় আলাপ আরম্ভ করলেন। তা দেখে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলো।

বিমিল্লাহ পাঠ

আ'লা হযরতকে কত বছর বয়সে 'বিসমিল্লাহ পাঠ' দেয়া হয়, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র চার বৎসর বয়সেই তিনি 'কুরআন মজীদ' পাঠ শেষ করেছিলেন।

শৈশবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ

আ'লা হযরত (ছাট বেলা থেকেই বিদ্যার্জনে অত্যন্ত অগ্রহী ছিলেন। লেখাপড়া কিংবা মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য তাঁকে কোন দিন তাকিদ দিতে হয়নি, বরং কখনো কখনো সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যেতেন। মাদ্রাসা থেকে বাড়ী। ফিরে সর্বদা লেখা পড়ায় কাটাতে তিনি খুব ভালবাসতেন। মোটকথা, তিনি ছিলেন অন্যান্য ছাত্রদের জন্য এক সমুজ্জ্বল আদর্শ। কিতাবাদির পর্যালোচনাই ছিলো তার প্রধান ব্রত

মেধাশক্তি

আ'লা হযরতের মেধা শক্তি ছিলো অসাধারণ। মক্তবে বিসমিল্লাহ পাঠের ঘটনা থেকেই তাঁর এ অসাধারণ মেধা শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় । আ'লা হযরতকে মক্তবে ওস্তাদজি আরবী বর্ণমালার পাঠ দান করছিলেন। তিনি ওস্তাদজির মুখে মুখে 'আলিফ' 'বা' 'তা' 'সা' পড়ছিলেন, কিন্তু যুক্ষাক্তর 'লাম-আলিফ' (لا) পর্যন্ত এসে থেমে যান। ওস্তাদজি বললেন, "পড়ছোনা কেন?" আ'লা হযরত উত্তরে বললেন, "হুযূর। ইতোপূর্বে 'আলিফ' এবং 'লাম' উভয় অক্ষরইতো পড়লাম। আবার পড়বো কেন? 'পিতামহ তাঁকে ওস্তাদজির আনুগত্য করতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে আ'লা হযরত বিচলিত হলেন। পিতামহেরও বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাঁর মনে যুক্তাক্ষরের রহস্য জানতে ভারী কৌতুহল জেগেছে। মাত্র তিন/চার বছর বয়সের সন্তানের মুখে এ অস্বাভাবিক ধরণের প্রশ্ন। যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা সেদিনই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, এ শিশুটি একদিন দেশবরেণ্য আলিম হবে। ওস্তাদজি বললেন, "প্রিয় বৎস। তোমার প্রশ্ন যথার্থ। তুমি প্রথমে যে 'আলিফ' পড়েছিলে প্রকৃত পক্ষে তা ছিলো 'হামযা' আর এটাই হল প্রকৃত 'আলিফ'। আলিফ যেহেতু সর্বদা 'সাকিন' থাকে এবং তা দ্বারা কোন পদ বা শব্দ আরম্ভ করা যায় না, সেহেতু এখানে 'লাম'-এর সাথে

আলিফকে সংযুক্ত করে এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে।' তখন আ'লা হযরত আবার প্রশ্ন করলেন, 'আলিফ'কে উচ্চারণ করার জন্য যদি অন্য অক্ষরের সাহায্য নিতে হয়, তবে এ (ل) অক্ষরটির বৈশিষ্ট্যই বা কি? এ প্রশ্নটি শুনে আল্লামা-ই-যমান ওস্তাদজি তাঁকে স্নেহ ভরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর উন্নতি কামনা করে বললেন, "বৎস! লাম এবং আলিফের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য তো রয়েছে। তদুপরি, উচ্চারণগত সম্পর্ক হলো (لام) শব্দের মধ্যবর্তী অক্ষর হলো 'আলিফ', আর 'আলিফ (الف) উচ্চারণে মধ্যবর্তী অক্ষর পড়ে 'লাম'। সুতরাং তা যেন এমনি এক নিবিড় সম্পর্ক, যা কবির ভাষায় প্রকাশ পায়।

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی

تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

মানতূ শুদম তূ মান শুদী মান তা শুদম তূ জা শুদী।

তা কাস না গোয়দ বা'দ আযী মান দী-গরম তু-দীগরী।

অর্থাৎ- "আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি। আমি শরীর হলে তুমি হবে প্রাণ, যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা পরস্পর ভিন্ন।'

মোটকথা, আল্লামা-ই-যমান ওস্তাদজি উক্ত যুক্তাক্ষরের প্রকাশ্য দিকটা তুলে ধরে এর নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি কিংবা অনুসন্ধানের পথ সুগম করে দিলেন। এতে তাঁর (আ'লা হযরত) মধ্যে সুদূর প্রসারী প্রাথমিক অনুভূতিশক্তির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এর পূর্ণ বিকাশের সুফল দুনিয়াবাসী স্বচক্ষেই অবলোকন করেছে। নিঃসন্দেহে, আ'লা হযরত একদিকে যেমন শরীয়তে ইমাম আযম (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ)-এর পদাংকানুসারী ছিলেন, অন্যদিকে তরীক্বতেও তেমনি হযরত গাউসে আ'যম (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ)-এর সুযোগ্য নায়েব ছিলেন।

পাঠ্যজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন

আ'লা হযরত তদানীন্তনকালীন মাওলানা গোলাম বেগ সাহেবের নিকট আরবী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা (আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা) লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান সাহেবের নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যাবতীয় বিষয়ে এবং হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূল, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। ১২৮৬ হিজরী সনে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি পাঠ্য শিক্ষায় 'শেষবর্ষ সনদ' অর্জন করেন বলে জানা যায়।

স্মরণশক্তি

আ'লা হযরতের স্মরণ শক্তি ছিলো বিস্ময়কর। কোন পাঠ একবার শুনে দু'একবার পড়েই হুবহু মুখস্থ শুনাতে তাঁর কোন কষ্ট হতোনা। নিম্নলিখিত ক'টি ঘটনা থেকে তাঁর অসাধারণ স্মরণ শক্তির ধারণা পাওয়া যায়-

এক) একদা আ'লা হযরত 'পীলিভেত' নামক স্থানে হযরত মাওলানা ওয়াসী আহমদ মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবের নিকট মেহমান হন। আলাপরত অবস্থায় কোন এক প্রসঙ্গক্রমে 'উকুদু দুররিয়াহ্' নামক কিতাবের উল্লেখ করা হয়। আ'লা হযরতের নিজস্ব বিরাট অংকের বই পুস্তক ও কিতাবাদিসম্বলিত লাইব্রেরীতে উক্ত কিতাবখানা ছিলোনা বলে তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই তিনি মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবের নিকট থেকে উক্ত দু'খন্ড সম্বলিত বিরাটাকার কিতাবখানা ধার নিলেন, কিন্তু আ'লা হযরত এক শাগরিদের অনুরোধে সেদিন বাড়ী ফিরলেন না। পরদিন ফেরার পথে মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবকে কিতাবখানা ফেরৎ দিলে সূরতী সাহেব এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আ'লা হযরত বললেন, "গতকাল বাড়ী না ফেরার সুযোগে গতরাতে কিতাবখানা আদ্যোপান্ত একবার দেখে নিয়েছি। বাকী জীবনের জন্য উক্ত কিতাবের বিষয়বস্তু স্মৃতিপটে আবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ এর মেহেরবাণীতে আগামী দুই-তিন মাস কিতাবখানার ইবারত বা বচনগুলোও হুবহু আমার স্মরণ থাকবে।'

দুই) আ'লা হযরত কুরআন মাজীদের হাফেয ছিলেন না, কিন্তু একদা তাঁর কোন এক ভক্তকে তাঁর নামের প্রথম ভাগে অসাবধানতা বশতঃ 'হাফেয' শব্দটি সংযোজন করতে দেখেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আমি হাফেয নই। তবে যদি কোন হাফেয আমাকে পবিত্র কুরআনের এক এক রুকূ' করে পড়ে শুনান, তবে তা আমার নিকট পুনরায় মুখস্থ শুনতে পারবেন।' সুতরাং কর্মসূচী ঠিক হলো- প্রতিদিন ইশার নামাযের পূর্বে পবিত্র কুরআনের পারস্পরিক শুনানী আরম্ভ হলো। কি আশ্চর্য! মাত্র ত্রিশ দিনে আ'লা হযরত ত্রিশ পারা মুখস্থ শুনান। অতঃপর ইরশাদ করলেন, "بِحَمۡدِ اللهِ বিহামদিল্লাহ্ (আল্লাহর প্রশংসাক্রমে), আমি এখন নিয়মিত গোটা কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে 'হাফেয' হয়েছি।' এতে তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো যেন আল্লাহর বান্দার কথা মিথ্যা না হয়। (সুবহানাল্লাহ!)।

তাছাড়া, যে কোন কিতাবের যে কোন উদ্ধৃতি তিনি পৃষ্ঠা সহকারেই মুখস্থ বলতে পারতেন।

ফতোয়া প্রণয়নে দক্ষতা

আ'লা হযরত যেদিন শেষবর্ষ সনদ লাভ করেছিলেন সেদিনই তিনি একব্যক্তির আবেদনক্রমে 'রাদাদআত' বা স্তন্যপানথ সম্পর্কীয় এক জটিল বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন। পিতা হযরত মাওলানা নক্বী আলী খান সাহেব ফতোয়া প্রণয়নে পুত্র আ'লা হযরতের দক্ষতা দেখে সেদিনই 'ইফতা' বা 'ফতোয়া প্রদান'-এর দায়িত্বভার তার উপর অর্পণ করলেন।

আ'লা হযরত ছিলেন জ্ঞানের 'ইন্সাইক্লোপিডিয়া'

আ'লা হযরত পাঠ্য বিষয়গুলো ব্যতিরেকেও অন্যান্য বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। কোন কোন বিষয়ে তো তিনি নিজেই তাঁর নির্ভুল প্রকৃতিগত যোগ্যতা দ্বারা পথ নির্দেশ করেছেন। এমন সব বিষয়ের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশে উপনীত হয়। সেগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হল-

১) ইলমে ক্বুরআন, ২) ইলমে হাদীস, ৩) উসূলে হাদীস, ৪) ফিক্‌হ (সব মাযহাবের), ৫) উসূলে ফিক্বহ, ৬) জদল, ৭) তাফসীর, ৮) আক্বাইদ, ৯) কালাম (যা বাতিল মাযহাবগুলোর খন্ডনের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে), ১০) নাহভ, ১১) সরফ, ১২) মা'আনী, ১৩) বয়ান, ১৪) বদী' (بديع) (আরবী ভাষা-অলংকার শাস্ত্র), ১৫) মানতিক্ব,১৬) মুনাযারা, ১৭) দর্শন, ১৮) প্রকৌশল, ১৯) হাইয়াত (জ্যোতির্বিদ্যা), ২০) জ্যামিতি, ২১) গণিত, ২২) ক্বিরআত, ২৩) তাজবীদ, ২৪) সুফীতত্ব, ২৫) তরীক্বত, ২৬) আখলাক্ব, ২৭) আসমায়ে রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী), ২৮) সিয়র (১), ২৯) ইতিহাস, ৩০) না'ত, ৩১) সাহিত্য, ৩২) অ্যারিসমাতীক্বী (ارثماطيقى), ৩৩) জবর ও মুক্বাবালাহ (جبر و مقابله) ৩৪) হিসাবে সিত্তীনী (حساب ستينى), ৩৫) লগারিথম (**Logarithm**), ৩৬) তাওক্বীত (সময় নির্ধারণ), ৩৭) মুনাযারাহ্ ও মারায়া (مناظره و مرمرايا), ৩৮)যীজাত (زيجات),৩৯) মুসাল্লাসে কুরভী (مثلث كروى), ৪০) মুসাল্লাসে মোসাত্তাহ (مثلث مسطح), ৪১) হাইয়াতে জদীদাহ (هياة جديد), ৪২)মুরাব্বা'আত (موبعات), ৪৩) জফর (جفر), ৪৪) যায়েরজাহ (زائرجه) এবং ৪৫) ইলমুল আকর (علم الاكر)।

তাছাড়া, ১) ফরাইয, ২) আরুয ও ক্বাওয়াফী (ছন্দ শাস্ত্র), ৩) নুজুম (নক্ষত্রবিদ্যা), ৪) আওক্বাফ, ৫) ইতিহাস, ৬) পারসী (গদ্য ও পদ্য), ৭) হিন্দী (গদ্য ও পদ্য), ৮) লিখন পদ্ধতি (**خط و نسخ**) এবং ৯) (**خط نسطعليق**) বিষয়গুলোতেও আ'লা হযরত দক্ষতা লাভ করেছিলেন।

মোটকথা, আ'লা হযরত বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) যেসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন সেগুলোর সংখ্যা চুয়ান্নকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলো। সত্য বলতে কি। ইসলামী জগতে তাঁর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আ'লা হযরত শুধু উপরোক্ত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা নয়, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন না কোন স্মৃতি (লেখনী)ও রেখে গেছেন। যেসব বিষয়ের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোন কোন বিষয় তিনি নিজেই বাদ দিয়েছিলেন এবং কোন কোন বিষয় গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আলোকপাত করে বলেন, "আমি ঐ দিন থেকে প্রাচীন দর্শন পরিহার করেছি, যে দিন আমি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, তাতে চোখ ধাঁধানো বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নেই। আর এ অন্ধকার ও মরিচা এমনভাবে মানুষকে গ্রাস করে যে, তা ধর্মকেও গিলে ফেলে এবং সে অন্ধকারের দরুন পরকালের ভীতি পর্যন্ত হ্রাস পেয়ে যায়। এ জন্য আমি আমার কর্তব্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। আর ইলমে হাইয়াত, জ্যামিতি, নুজুম, লগারিথম এবং রিয়াযী বিষয়সমূহে গভীর আগ্রহ এ উদ্দেশ্যে ছিলোনা যে, এতে আমার যথেষ্ট অনুশীলন হবে, বরং এর উদ্দেশ্য ছিলো মানসিক তৃপ্তি। এ ছাড়া, তা দ্বারা সময় নির্ধারণ এবং বর্ষপঞ্জী তৈরীর বেলায় সাহায্য পাওয়া যায়, যাতে মুসলমানগণ নামায, রোযা ইত্যাদির সময় যাচাই করার ক্ষেত্রে উপকৃত হয়। আমার মনে তিনটি কাজে যথেষ্ট আগ্রহ জন্মেঃ ১) রসূলকুল সর্দার হযরত (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মর্যাদা রক্ষা করা, কেননা, প্রত্যেক ধিকৃত ওহাবী তার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শানে মানহানিকর মন্তব্য সংযোজন করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেছে। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমার প্রতিপালক আমার এ খিদমতকে কবুল করবেন এবং আল্লাহর রহমত সম্পর্কেও আমার বিশ্বাস রয়েছে। কারণ, তিনি ইরশাদ করেছেন, "আমি স্বীয় বান্দার সাথে তার ভাল ধারণা মোতাবেকই আচরণ করে থাকি।' ২) তাছাড়া বিদ'আতী সম্প্রদায়গুলোর মূলোৎপাটন করা, যারা ধর্মের দাবীদার, অথচ নিছক ফ্যাসাদকারী এবং ৩) যথাসাধ্য। হানাফী মাযহাব মোতাবেক আরো সুস্পষ্ট ফতোয়া লিখন।"

তাসাওফ ও তরীক্বতে আ'লা হযরত।

ফাযেলে বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ১২৯৪ হিজরী, মোতাবেক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্মানিত পিতা মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান সাহেবের সাথে হযরত শাহ আল-ই-রসূল (ওফাত ১২৯৬ হিজরী) (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর দরবারে গিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে সিলসিলাহ-ই-ক্বাদেরিয়ায় দাখিল হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আপন মুর্শিদে কামিলের খেলাফত এবং বায়'আত গ্রহণ করার

‘ইজাযত’ বা অনুমতি লাভ করেন। তাছাড়া, তিনি তরীক্বত তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এতই দ্রুত উন্নতি করেছিলেন যে, তাকে বিভিন্ন তরীক্বতের শায়খগণ ‘খিলাফত’ এবং ‘ইজাযত’ দান করেছিলেন। নিম্নে ঐসব মহান তরীক্বতের তালিকা দেয়া হলো-

১) ক্বাদেরিয়া বরকাতিয়া জাদীদাহ, ২) ক্বাদেরিয়া আবাইয়্যাহ ক্বাদীমিয়াহ, ৩) ক্বাদেরিয়া উহদলিয়া, ৪) ক্বাদেরিয়া রায্যাক্বিয়াহ ৫) ক্বাদেরিয়া মুনাওয়ারিয়াহ, ৬) চিশতিয়া নিযামিয়াহ ক্বাদীমাহ, ৭) চিশতিয়া মাহ্বুবিয়াহ্ জাদীদাহ্, ৮) সোহরাওয়ার্দিয়াহ ওয়াহেদিয়া, ৯) সোহরাওয়ার্দিয়াহ ফাদলিয়াহ, ১০) নক্বশবন্দীয়াহ আল-ইয়্যাহ সিদ্দীক্বিয়্যাহ, ১১) নক্বশবন্দিয়াহ্ আলা-ইয়্যাহ্-ই আলভিয়াহ, ১৯) বদী’ইয়্যাহ এবং ১৩) আলভিয়াহ মানামিয়াহ ইত্যাদি।

উপরোক্ত সিলসিলাহগুলোর খেলাফত ও ইজাযত ছাড়াও আ’লা হযরত চার ‘মোসাফাহা’-এর সনদও অর্জন করেছিলেন। সেগুলো হলো- ১) মোসাফাহাতুল হাসানিয়াহ, ২) মোসাফাহাতুল খিযরিয়াহ, ৩) মোসাফাহাতুল মোয়াম্মরিয়্যাহ্ এবং ৪) মোসাফাহাতুল মানামিয়াহ।

এ সব মোসাফাহাহ ও ইজাযত ব্যতীত আ’লা হযরতের নিম্নলিখিত যিকর, ওযীফা ও আমল-এর ইজাযতপ্রাপ্তিও তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো-

১) খাওয়াসসুল কুরআন, ২) আসমা-ই-ইলাহিয়্যাহ, ৩) দালাইলুল খায়রাত, ৪) হিসনে হাসীন, ৫) হিযবুল বাহর, ৬) হিযবুল বার, ৭) হিযবুন নসর, ৮) হিরযুল আমারীন, ৯) হিরযুল ইয়ামানী, ১০) দুআ’-ই-মোগ্নী, ১১) দুআ’-ই-হায়দরী, ১২) দুআ’-ই-আযরাঈলী, ১৩) দুআ’-ই-সুরিয়ানী, ১৪) ক্বসীদাহ গাউসিয়া এবং ১৫) ক্বাসীদাহ বুরদাহ।

বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ

১৩২৩ হিজরী, মোতাবেক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফাযেলে বেরলভী (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ) দ্বিতীয় বার বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ এবং হারামাঈন শরীফানের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যান। এ সফরে হিজাযবাসী ওলামা কিরাম তাঁর প্রতি প্রাণঢালা সম্মান প্রদর্শন করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ ‘হুসসামুল হারামাঈন’ (১৩২৪ হিজরী/১৯০৬ খৃষ্টাব্দ), ‘আদ্বদৌলাতুল মক্কীয়াহ (১৩২৩ হিজরী/১৮০০ খৃষ্টাব্দ), ‘কিফ্লুল ফক্বীহ’ (১৩১৪ হিজরী/১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) ইত্যাদি কিতাব পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা। অর্জন করা যায়। মক্কা মুআয্যমাহয় তাঁকে দেয়া সম্বর্ধনার চোখদেখা দৃশ্য শেখ ইসমাঈল (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ) নিজেই বর্ণনা। করেছেন-

“দলে দলে মক্কাবাসী ওলামা কিরাম তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে যান। তাঁদের অনেকেই তাঁর নিকট ‘ইজাযতের সনদ’ (খলাফত) প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। সুতরাং তাদের ‘কয়েকজনকে ইজাযত’ দান করে ধন্য করেন। হযরত মাওলানা হামিদ রেযা খান (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ) ঐ সময় তার সংগে ছিলেন। তিনি তাঁর (الاجازات الامتينه) (আল ইজাযাতুল মাতীনাহ)-এর ভূমিকায় লিখেছেন, ইজাযত অর্জন করার জন্য নিম্নলিখিত বুযর্গ ওলামা কিরাম আ’লা হযরতের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং ইজাযত (খিলাফত) অর্জন করে ধন্য হন- ১) মাওলানা আবদুল হাই মক্কী (ওফাত ১৩৩২ হিজরী/১৯১৩ খৃস্টাব্দ), ২) শায়খ হোসায়ন জামাল ইবনে আবদুর রহীম, ৩) মাওলানা শায়খ সালিহ কামাল (১৩২৫ হিজরী/১৯০৭ খৃস্টাব্দ), ৪) মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল খলীল, তাঁর ভাই ৫) মাওলানা ছৈয়দ মুস্তফা খলীল, ৬) শায়খ আহমদ খাদরাভী, ৭) শায়খ আবদুল ক্বদীর করভীহ, তাঁর শাহজাদা, ৮) শায়খ ফরীদ এবং ৯) সৈয়দ মুহাম্মাদ ওমর। তাছাড়া, অন্যান্য ওলামা ও বুযর্গ ব্যক্তিবর্গও তার নিকট আসতে আরম্ভ করেন। অনেককে মক্কায়ই ইজাযত প্রদান করেন আর অনেককে বেরীলী ফিরে এসে এখান থেকে ইজাযতের সনদ প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।’

অতঃপর ফাযেলে বেরলভী (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ) আল্লাহর হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর স্মৃতি বিজড়িত মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় তাশরীফ আনেন। এখানেও তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সে সম্পর্কে মাওলানা আবদুল কারীম মুহাজিরে মক্কী (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ)-এর চোখদেখা বর্ণনা লক্ষ্য করুন। তিনি বর্ণনা করেন, “আমি কয়েক বছর ধরে মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় অবস্থান করে আসছি। হিন্দুস্থান থেকে তখন হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে আসেন। তাঁদের মধ্যে আলিম, বুযর্গ, পরহেগার ছিলেন প্রায় সবাই। আমি যা লক্ষ্য করেছি- তাঁরা শহরের (মদীনা শরীফ) অলিতে গলিতে ইচ্ছা মাফিক ঘুরে বেড়াতেন। কেউ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাতো না, কিন্তু ফাযেলে বেরলভী আ’লা হযরতের শান ও মর্যাদার অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও আশ্চর্যজনক। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে এখানকার বুযর্গ ওলামা কিরাম দলে দলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে আরম্ভ করেন। আর তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। (ذٰلِكَ فَضۡلُ اللهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ)। অর্থাৎ “এটা হলো আল্লাহর খাস অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান দান করেন।” উল্লেখ্য, মাদীনা পাকে সেখানকার অনেকে তাঁর নিকট থেকে ইজাযত’ বা ‘খেলাফত’ লাভ করেন। অনেককে মৌখিক অনুমতি দান।

করেন, অনেককে বেরেলী শরীফ ফেরার পর সনদ প্রেরণ করেন। সেখানে যারা অনুমতি (ইজাযত) লাভ করেন তাদের মধ্যে শায়খ ওমর ইবনে হামদান আল-মাহরাসী, সৈয়দ মামুন আল বররী ও শায়খুদ্দালা-ইল শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর খ্যাতি শুধু এ উপমহাদেশে নয়, বরং সমগ্র আরব-আল আজমে তার প্রসিদ্ধি ছিলো।

নিদর্শন ও কীর্তি

আ'লা হযরতের প্রশংসিত জ্ঞান-স্মৃতির মধ্যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীশক্তিসঞ্জাত তাঁর বিরাট অংকের গ্রন্থ পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক অনুমানের ভিত্তিতে, প্রায় পঞ্চাশটি বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে। মাওলানা রহমান আলী সাহেব তাঁর লিখিত 'তাযকিরায়ে ওলামা-এ হিন্দ'-এ (যা ১৩০৫ হিজরী, মোতাবেক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লিখতে আরম্ভ করেন তখনও) ফাযেলে বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর পঞ্চাশখানা কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। তখন আ'লা হযরতের বয়স ছিলো প্রায় ৩১ বছর। তিনি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ফতোয়া লিখা আরম্ভ করেন।

এভাবে মাত্র ১৮ বছরের প্রচেষ্টার ফলই ছিলো উক্ত পঞ্চাশটা প্রসিদ্ধ 'লেখা' (পুস্তক)। এরপর তিনি আরো দীর্ঘ ২৫ বৎসর জীবদ্দশায় ছিলেন। তাঁর লেখনীও রীতিমত জারী ছিলো। কাজেই, যখন জীবনের প্রাথমিক অংশে এমন অস্বাভাবিক অবস্থা ছিলো তখন শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থা কেমন শানদার হবে তার একটা অনুমান করা যায়। ১৩২৩ হিজরী সনে তিনি যখন ২য় বার হজ্জে তথা হারামাইন শরীফাঈনের যিয়ারতে তাশরীফ নিয়ে যান তখন তাঁর লেখা' সংখ্যা দু'শ ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন তাঁর বয়স ছিলো প্রায় ৪১ বছর। এতদ্ব্যতীত, ফাযেলে বেরলভী বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত সর্বজন স্বীকৃত প্রায় ৮০টি কিতাবে ব্যাখ্যা (টীকা-টিপ্পনী) সংযোজন করেন। তদুপরি, ফিক্হ-শাস্ত্রে তাঁর জগদ্বিখ্যাত অবদান হলো 'ফতোয়া-ই-রেযভিয়্যাহ'। এর পূর্ণ নাম 'আল আতা-য়ান নবভিয়্যাহ ফিল ফাতাওয়ার রেযভিয়্যাহ'। প্রত্যেক খন্ড সহস্রাধিক পৃষ্ঠাসম্বলিত। ১২ খন্ডের এ ফতোয়া গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের ওলামা কিরাম তথা মুসলিম সমাজের নিকট অতীব সমাদৃত। ফতোয়া জগতের ইতিহাসে তাঁর এ অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিক্ষা জগতে তাঁর আরেক অবদান হলো পবিত্র কুরআন মাজীদের উর্দু অনুবাদ- 'কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল কুরআন'। ১৩৩০ হিজরীতে (১৯১১ সন) তাঁর এ মহান গ্রন্থ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিলো। তারই 'খলীফা বিশ্ববিখ্যাত আলিম সৈয়দ মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) খাযাইনুল ইরফান নামক একখানা তাফসীররূপী হাশিয়া (পার্শ্বটীকা) উক্ত তরজমার সাথে সংযোজন করেছেন, যা বর্তমানে প্রত্যেকটা পাঠকের নিকট অতীব সমাদৃত। দুনিয়ার বুকে কুরআন পাকের তরজমাতো অনেকই রয়েছে, কিন্তু আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) তরজমা বা অনুবাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এতে আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের ইশক্ব, প্রেম, প্রেমের ব্যথা ও জ্বালা এবং আদব রয়েছে।

তাছাড়া, তাতে এমনসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা অন্য কোন তরজমা বা অনুবাদে পরিলক্ষিত হয় না, বরং অনেক অনুবাদকের তথাকথিত অনুবাদগ্রন্থ বিভিন্ন আদব বিবর্জিত উক্তি ও বচনে পরিপূর্ণ রয়েছে। আ'লা হযরতের তরজমার প্রাধান্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। পক্ষান্তরে, প্রকাশিত অন্যান্য অনুবাদের ভুল-ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়।

(কানযুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন?' শীর্ষক অধ্যায় দেখুন।)।

আ'লা হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সম্পর্কে

*কতিপয় মনীষীর অভিমত

পীরে কামিল, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মাদ তৈয়ব শাহ সাহেব, رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (শেতালু শরীফ, ছিরিকোট, পাকিস্তান)

"বাতিল পন্থীদের বিভ্রান্তির উপকরণাদি, রসূলে কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং বদ-আক্বীদা যখন ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের আকার ধারণ করেছিলো, তখনি হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) কিস্তিতুল্য আ'লা হযরতের লিখনী উম্মতে মুহাম্মাদীকে (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন বক্ষে তুলে নিয়েছে। রহমতে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর রহমতের সমুদ্র থেকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। আ'লা হযরতের না'ত ঈমানদারদের রূহানী প্রেরণার উৎস। ভেবে দেখার বিষয় হলো- যে মহান ব্যক্তির পবিত্র মুখে এ জাতীয় কাব্য প্রবহমান, তাঁর অন্তরের অবস্থাই বা কি! নিঃসন্দেহে, তিনি 'ফানাফির রসূল'-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত।' (পায়গামাত-ই-ইয়াউমে রেযা, লাহোরঃ ৩১ পৃষ্ঠা)।

ডঃ আল্লামা ইকবাল

ভারতবর্ষের শেষ যুগে আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) মতো বিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন ফক্বীহ জন্ম গ্রহণ করেনি। তাঁর ফতোয়াসমূহ পাড়েই আমি এ অভিমত ব্যক্ত করলাম। তাঁর ফতোয়াই তাঁর প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, উৎকৃষ্ঠ স্বভাব, পূর্ণাঙ্গ বুঝশক্তি এবং দ্বীনী বিষয়াদিতে জ্ঞানসমূদ্রের পক্ষে ন্যায়বান সাক্ষী।

'মাওলানা' (আ'লা হযরত) একবার যেই মত প্রতিষ্ঠা করে নেন, সেটার উপরই অটলভাবে স্থির থাকেন। নিঃসন্দেহে, তিনি স্বীয় মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান অতি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পরই। তাঁর কৃত শরীয়তের কোন ফয়সালা এবং তাঁর প্রদত্ত কোন ফতোয়ায় তাঁকে কখনো না পরিবর্তন করতে হতো, না কখনো তা বাতিল করে অন্য কোন মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হতো। জ্ঞানগত দিক দিয়ে মাওলানা আহমদ রেযা হলেন যুগের ইমাম আবু হানীফা। (মাক্বালাত-ই-ইয়াউমে রেযাঃ ৩য় খন্ড, লাহোর, এপ্রিল, ১৯৭১)

ডঃ স্যার যিয়াউদ্দীন

(আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর)

"নিজ দেশে (ভারতবর্ষে) আহমাদ রেযার মত এত বড় বিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা ইউরোপ গিয়ে দুঃখজনকভাবে অযথা সময় অপচয় করেছি।"

কতিপয় ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীর অভিমত

আশরাফ আলী থানভী

"আমার যদি সুযোগ হতো মৌলভী আহমাদ রেযা খান বেরলভীর পিছনে নামায পড়ে নিতাম।"

(উসওয়া-ই-আকাবিরঃ ১৮ পৃষ্ঠা)

"তাঁর সাথে আমার বিরোধীতার কারণ বাস্তবিকপক্ষে 'হুব্বে রসূল' (রসূলে কারীমের ভালবাসা)-ই। তিনি আমাদেরকে হুযুর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি অশালীনতা (বেয়াদবী) প্রদর্শণকারী মনে করেন।" (আশরাফুস সাওয়ানিহঃ প্রথম খন্ডঃ ১২৯ পৃষ্ঠা)

আমার অন্তরে আহমদ রেয়ার প্রতি অসীম সম্মান রয়েছে। তিনি আমাদেরকে কাফির বলেন, কিন্তু ইশকে রসূলের ভিত্তিতেই বলেন- অন্য কোন উদ্দেশ্যে তো বলেন না।" ('আ'লা হযরত কা ফিকহী মাকাম'-এর বরাতে, লাহোরে ১৯৭১ সালে মুদ্রিত, কৃত-মাওলানা আখতার শাহজাহানপুরী)

মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর পুত্র মাওলানা খলীলুর রহমান।

১৩০৩ হিজরী সনে 'মাদ্রাসাতুল হাদীস, পীলীভেত'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় সাহারনপুর, লাহোর কানপুর, জৌনপুর, রামপুর এবং বায়ুনের আলিমগণের উপস্থিতিতে 'মুহাদ্দিস-ই-সূরতী'র একান্ত ইচ্ছাক্রমে আ'লা হযরত ইলমে হাদীস' (হাদীস শাস্ত্র)-এর উপর অনবরত তিন ঘন্টা যাবত সারগর্ভ ও সপ্রমাণ বক্তব্য রাখলেন। জলসায় উপস্থিত ওলামা কিরাম তাঁর বক্তব্য অবাক-চিত্তে শ্রবণ করলেন এবং খুব প্রশংসা করলেন।

মাওলানা আহমদ আলী 'সাহারপুরী-তনয় মাওলানা খলীলুর রহমান, বক্তব্য শেষ হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আ'লা হযরতের হাতে চুম্বন করলেন। আর বললেন, "যদি এ মুহূর্তে আমার সম্মানিত পিতা (মাওলানা আহমদ আলী সাহারপুরী) থাকতেন, তবে তিনি আপনার জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্তমনে প্রশংসা করতেন। আর তখন তাঁর এটা উচিতই ছিলো।' উল্লেখ্য, মুহাদ্দিস সূরতী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গরী (নওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্মৌ-এর প্রতিষ্ঠাতা)ও তাঁর মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান।

(মাক্বালা-ই-মাহমূদ আহমদ কাদেরী, প্রণেতা, তাকিরা-ই-ওলামা-ই-আহলে সুন্নাত', 'মাহনামা-ই-আশরাফিয়্যাহ, মুবারকপুর' ১৯৭৭)

মাওঃ আবুল আ'লা মওদূদী

মাওলানা আহমদ রেযা খানের জ্ঞান-গরিমাকে আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনি বিধানাবলীর বিষয়ে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিলেন। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঐ সমস্ত লোককেও স্বীকার করতে হবে, যারা তার সাথে বিরোধ রাখে।' (মাক্বালাত-ই-ইয়াউমে রেযাঃ ২য় খন্ড, লাহোর থেকে মুদ্রিত)।

"আমার দৃষ্টিতে মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম ও মাগফুর ধর্মীয় জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির ধারক এবং মুসলমানদের একজন উচ্চ পর্যায়ের সম্মানযোগ্য ইমাম (মুকতাদা) ছিলেন। যদিও তাঁর কোন কোন ফতোয়া ও মতামতের সাথে আমার বিরোধ রয়েছে, কিন্তু আমি তাঁর দ্বীনী খিদমতের কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করি।'

(ইমাম আহমদ রেযা, আল-মীযান সংখ্যা, বোম্বাই, মুদ্রিত ১৯৭৭ সন)

এভাবে আরো বহু মনীষী, বুদ্ধিজীবী, আরব-আজমের ওলামা ও পীর মাশাইখ এবং ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীরাও আ'লা হযরতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সেগুলোর যথাযথ উদ্ধৃতি সহকারে বহু কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে অন্যান্য মনীষী ও ওলামা-মাশাইখের অভিমতগুলো উদ্ধৃত করলাম না ।

ওফাত

ফাযেলে বেরলভী আ'লা হযরত ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী, মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সন জুমু'আর দিন বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে বেরীলী শরীফে রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে ইহলোক থেকে পর্দা করেন। (اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)। মাওলানা হোসাইন রেযা খান, যিনি এ বিদায়ী সফরের রূহ সঞ্চারক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি লিখেন- ফাযেল-ই-বেরলভী ওসীয়ত নামা লিখিয়েছেন, অতঃপর তা কার্যকর করিয়েছেন। 'বেসাল শরীফ' বা ওফাতের সব কাজ ঘড়ি দেখে সঠিক সময়ে ইরশাদ হতে থাকে। যখন দু'টা বাজার চার মিনিট বাকী ছিলো, তখন সময় জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ আরয করলো এখন ১টা বেজে ৫৬ মিনিট হয়েছে। বললেন, "ঘড়ি রেখে দাও।' হঠাৎ বললেন, "ফটো সরিয়ে নাও।' উপস্থিত সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন।' হঠাৎ বললেন, "ফটো সরিয়ে নাও।' উপস্থিত সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। এখানে তাসভীর (ফটো) আসলো কোত্থেকে? মনে এ প্রশ্ন আসার সাথে সাথে নিজেই ইরশাদ করলেন- "এ কার্ড, খাম ও টাকা পয়সা ।' অতঃপর একটু নিম্নস্বরে আপন ভ্রাতা জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ রেযা খান সাহেবকে বললেন, "ওযু করে এসো। কুরআন মাজীদ লও।চ তিনি তখনো ফিরে আসেন নি, এ দিকে মাওলানা মোস্তফা রেযা খান সাহেবকে বললেন, "এখন বসে বসে কি করছো। সূরা য়াসীন শরীফ ও সূরা রা'দ শরীফ তিলাওয়াত করো।'

পবিত্র হায়াতের আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। ইরশাদ মোতাবেক সূরা দু'টি তিলাওয়াত করা হলো। তিনি এমনি মনযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন যে, যে যে আয়াত স্পষ্টভাবে শুনেননি সে আয়াতগুলো তিনি নিজেই তিলাওয়াত করে বাতলিয়ে দিয়েছেন। (সুবহানাল্লাহ্!) সফরের যেসব দুআ', যেগুলো চলার সময় পড়া সুন্নাত, পরিপূর্ণভাবে, বরং অন্যান্য বারের তুলনায় বেশী পড়লেন। অতঃপর কলেমা-ই-তৈয়্যবা (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' পুরোটাই পাঠ করলেন। যখন আর শক্তি রইলো না এবং শেষ নিঃশ্বাস বক্ষে এসে পৌঁছলো, ওষ্ঠাধর দু'টির স্পন্দন এবং অন্তরের। যিকর (ذکر پاس انفاس) করার মাত্রা শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ চেহারা মুবারকের উপর নূরের একটা ঝলক চমকিত হয়ে উঠে, যাতে প্রতিফলন ছিলো যেমনিভাবে আয়নার উপর পতিত চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়। এ আলোকরশ্মি অদৃশ্য হতেই সেই নূরানী রূহ পবিত্র শরীর থেকে উড়ে গিয়েছিলো। (اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।

তিনি নিজেও তখনকার যুগে ইরশাদ করেছিলেন, "যার চোখের সামনে একটা ঝলক উদ্ভাসিত হয়, তিনি এর দীদারের প্রবল আগ্রহে এমনিভাবে পরকালের দিকে চলে যান যে, যাওয়ার সময়কার কোন অবস্থার কথাই তখন তাঁর অনুভূত হয় না।"

আযমগড়স্থ দারুল উলুম আশরাফিয়ার ওস্তাদ মাওলানা আবদুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী সাহেব আজমীর দরগাহ শরীফের সাজ্জাদানশীন দেওয়ান সৈয়দ আল-ই-রসূল সাহেবের সম্মানিত চাচা (যিনি একজন বড় বুযর্গ ছিলেন) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণিত একটা ঘটনা, যা থেকে ফাযেলে বেরলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের সময়কার হাক্বীকৃত ও মহত্বের অবস্থা জানা যায়, এখানে প্রনিধানযোগ্য। বর্ণনাকারীও নির্ভরযোগ্য, ঘটনাটাও নির্ভরযোগ্য স্বপ্নের। যে সব লোককে আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের সুক্ষ্ম দৃষ্টি দান করেছেন তাঁরা নিশ্চয় এ ঘটনা থেকে আলোক হাসিল করবেন। তিনি বলেন- "১২ই রবিউস সানী ১৩৪০ হিজরী সনে একজন সিরীয় বুযর্গ দিল্লীতে তাশরীফ আনেন। তাঁর আগমনের খবর শুনে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বড়ই শান-শওকতের বুযর্গ ছিলেন। তাঁর স্বভাবে অধিক স্বনির্ভরতা। মুসলমানগণ যেভাবে অন্যান্য আরবীয়দের খিদমত করেন, তারও তেমন খিদমত করতে চাইতো, নযরানা পেশ করতো। কিন্তু তিনি সেগুলো গ্রহণ করতেন না। আর বলতেন- আমি আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে অভাবমুক্ত, আমার এসব দরকার নেই। তাঁর এ স্বনির্ভরতা ও দীর্ঘদিনের সফরের কথা সত্যই আশ্চর্যজনক মনে হলো। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম- "হযরত! এখানে আপনার আগমনের কারণ কি?' বললেন, "উদ্দেশ্য তো খুব মহৎ ছিলো। কিন্তু হাসিল হলোনা। সে কারণে আফসোস করছি।'

ঘটনা হচ্ছে- ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী আমার অদৃষ্ট জাগ্রত হলো- স্বপ্নে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর যিয়ারত নসীব হয়েছে। দেখলাম- হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তশরীফ এনেছেন। সাহাবা কিরাম (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) সবাই দরবারে হাযির হয়েছেন। কিন্তু মজলিসে স্তব্ধতা বিরাজ করছিলো। অবস্থা থেকে বুঝা গেলো যে, তারা কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি রসূলে পাকের দরবারে আরয করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার পবিত্র চরণদ্বয়ে কুরবান হোন! কার জন্য এ অপেক্ষা?' ইরশাদ করলেন, "আহমদ রেযার জন্য এ অপেক্ষা।' আমি আরয করলাম- "কে আহমদ রেযা?' ইরশাদ করলেন- "হিন্দুস্থানের বেরীলীর অধিবাসী।' ঘুম ভাঙ্গার পর আমি অনুসন্ধান করলাম। জানতে পারলাম- মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বড়ই। মর্যাদাবান প্রখ্যাত আলিম। তিনি এখনো জীবিত। আমার অন্তরে উক্ত মাওলানার সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ জন্মালো। আমি হিন্দুস্থান এলাম। বেরীলী পৌঁছলাম। জানতে পরলাম যে, তিনি ইতিকাল করে গেছেন। আর সেই ২৫শে সফরই তার বেসালের (ওফাত) দিন ছিলো। এ দীর্ঘ সফর তাঁর সাক্ষাতের জন্যই করেছি। কিন্তু আফসোস! তাঁর সাক্ষাৎ সম্ভব হলো না।

মাযার শরীফ

বেরীলী শহরের সওদাগরা গ্রামে 'দারুল উলুম মানযারুল ইসলাম'-এর উত্তর পার্শ্বে এক শানদার ইমারতে তাঁর মাযার শরীফ। প্রতি বছর ২৪ ও ২৫শে সফর তাঁর পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ওলামা কিরাম ও সম্মানিত মাশাইখ ওরস শরীফে শামিল হন।

পরিশেষে, আ'লা হযরতের জীবনাদর্শ ও লেখনী সুন্নী সমাজ তথা বিশ্ব মুসলিম জাতির জন্য আলোকবর্তিকা।

সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুরাদাবাদের ভূ-খন্ডটাকে আল্লাহ তা'আলা অতি ইজ্জত-সম্মান দান করেছেন: যার ফলশ্রুতিতে এখানকার মাটি থেকে কতিপয় দক্ষ আলিম সৃষ্টি হয়েছেন। যারা দু'দিক দিয়ে এ উজ্জল দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রথমতঃ তারা ভারতের বিশাল ভূখন্ডে রসূল পাকের সুন্নাতকে জীবিত করেন। দ্বিতীয়তঃ অলসতার শিকার হওয়া মুসলিম সমাজের অন্তরে রসূলুল্লাহ (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাচ্চা ইশককে উজ্জীবিত করেছেন। আর সে মৃতপ্রায় কায়ায় হুব্বে রসূলের তাজা রূহ সঞ্চারিত হয়েছে। যার কারণে এ উপমহাদেশের চতুর্দিক সালাত ও সালামের মনোরম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে। ঐসব লোক, যারা এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ভালবাসায় পড়ে খোদা ও রসূলের ভালবাসার কথা ভুলে গিয়েছিলো, তারা একেবারেই এ পার্থিব জীবনের প্রতি অনাসক্ত হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ভালবাসার গান গাইতে আরম্ভ করেছে। সেসব প্রখ্যাত আলিমের মধ্যে সদরুল আফাযিল (رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ) এক গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বীয় জীবনকে দ্বীন-ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নাবী করীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সুন্নাতকে জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

নাম

তাঁর আসল নাম 'মুহাম্মাদ নঈম উদ্দীন'। ঐতিহাসিক নাম গোলাম বোস্তফা। নঈম' ছদ্ম বা কবিতুপর্ণ নাম () এবং উপাধি সদরুল আফাযিলথ 'বা সম্মানিতদের প্রধান'।

বংশ পরিচয়।

↓
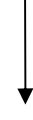
সৈয়দ কারীম উদ্দীন

↓

সৈয়দ আমীন উদ্দীন

↓

সৈয়দ মুহাম্মাদ মঈন উদ্দীন

↓
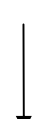
সৈয়দ মুহাম্মাদ নঈম উদ্দীন

(তাঁদের সবার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।)

তিনি ছিলেন কুরআন মাজীদের তাফসীরকারক (মুফাসসির), হাদীস বিশারদ (মুহাদ্দিস), তর্ক যুদ্ধে সুনিপুণ (মুনাযির) এবং সুদক্ষ মুফতী (ফতোয়া-বিশারদ)।

জন্ম

তিনি ২১ সে সফর ১৩০০ হিজরী, মোতাবেক ১লা জানুয়ারী ১৮৮২ সনে সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম থেকে নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের উপর আমলে সৌন্দর্যমন্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে একটা বিশেষ অনুগ্রহ ছিলো। তাঁর গোটা খান্দান জ্ঞান ও মহত্ত্বে, যুগের সেরা কবিত্ব ও কথা শিল্পে প্রসিদ্ধ ছিলো।

শিক্ষা-দীক্ষা

ভারতের আলিমদের খান্দানের মধ্যে পুরাকাল থেকে এ দস্তুরটা চলে আসছিলো যে, তাঁরা আপন সন্তানদেরকে শৈশবে সর্ব প্রথমে কুরআন কারীম হেফয (মুখস্ত) করান। সুতরাং তাঁকেও মকতবে কুরআন কারীম হেফয করতে বসিয়ে দেয়া হলো। এ আশাপ্রদ শিক্ষার্থীই পরবর্তীতে এক মহান আলিমে দ্বীনের মর্যাদার কারণে উপমহাদেশে একটা সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় জাজ্বল্যমান হন। সাত আট বছর বয়সে তিনি গোটা কুরআন মাজীদ হেফয করার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি আপন পিতার নিকট থেকে লাভ করেন। অতঃপর তদানীন্তন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম মাওলানা ফযল-ই-আহমদের সামনে শিক্ষার্থী হিসেবে নতজানু হলেন।।

পাঠ্য পুস্তকগুলোর মধ্যে মোল্লা হাসান পর্যন্ত শিক্ষা তাঁর নিকট থেকে লাভ করেন। প্রসিদ্ধ দরসে নিযামীথর শেষ বর্ষ সনদ মাদ্রাসা-ই-এমদাদিয়া, মুরাদাবাদ থেকে অর্জন করেন, যেই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (অধ্যক্ষ) ছিলেন হযরত মাওলানা গুল মুহাম্মাদ। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কবর শরীফকে আলোকিত করুন।) মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে প্রায় এক বছর পর্যন্ত। তিনি ফতোয়া প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় উন্নত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে মাদ্রাসা এমদাদিয়ায় দস্তারে ফযীলত (কৃতিত্বের বিশেষ প্রতীক) লাভ করেন, যার দরুন তাঁর পিতার খুশীর সীমা রইলোনা।

বায় 'আত

মুরাদাবাদের আলিমদের মধ্যে তরীক্বাহ-ই-কাদেরিয়ার সাথে এক বিশেষ পর্যায়ের সম্পর্ক ও ভক্তি বিদ্যমান। এ জন্য এখানকার অধিকাংশ আলিম সিলসিলাহ-ই-ক্বাদেরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইনিও যাহেরী (পুঁথিগত) বিদ্যার্জনের সাথে সাথে 'ইলমে বাতেনী' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কাজেই, তিনি হযরত মাওলানা শাহ গুল মুহাম্মাদ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর হাতে সিলসিলাহ্-ই-ক্বাদেরিয়ার বায়'আত গ্রহণ করেন।

আ'লা হযরত বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর খিদমতে

আ'লা হযরত শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান বেরলভীর খেদমতে হাযির হবার ঘটনাও আশ্চর্যজনক। তাঁর মুখপাত্রগণ লিখেছেন-

একবার জোধপুরের ইদ্রীস নামক এক ব্যক্তির নিযামুল মুলকথ পত্রিকায় আ'লা হযরত (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর বিরোধিতায় একটা লেখা প্রকাশ করা হয় । লেখাটা অত্যন্ত অনর্থক কথাবার্তায় ভর্তি এবং তাতে অশালীনতাও প্রকাশ পায়। হযরত সদরুল আফাযিল লেখাটা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হন। কালবিলম্ব না করে তিনি সেই বাজে ও অশ্লীল বক্তব্যের অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে জবাব লিখেন এবং তা একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ কথা যখন আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী জানতে পারলেন, তখন হাজী মুহাম্মাদ আশরাফ শাযলীকে লিখলেন যেন মাওলানা সৈয়দ নাঈম উদ্দীনকে সাথে নিয়ে বেরীল আসেন।

এ সাক্ষাতে তার উপর আ'লা হযরতের জ্ঞানগত ও আমলগত আলোকচ্ছটা এমনভাবে বিকিরিত হলো যে, তিনি নিয়মিত তাঁর সান্নিধ্যে আসতে আরম্ভ করলেন। আর বিদ্যার সাগর থেকে জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করে পরিতুষ্ট হতে থাকেন।

মুনাযারা বা তর্কযুদ্ধে নিপুণতা।

হযরত সদরুল আফাযিলের মুনাযারাহ্ বিষয়ে এমন পূর্ণতা ও দক্ষতা ছিলো যে, যখনই কারো সাথে মুনাযারাহ্ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। কোন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী, আর্য, রাফেযী, খারেজী এবং কাদিয়ানী তাঁর সামনে দশ মিনিটও মুনাযারায় স্থায়ী হতে পারেনি, বরং পরাজিত ও অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কখনো কখনো প্রতিপক্ষীয়রা মুনাযারাহ স্থানে পৌঁছতেও সাহস করতোনা। আ'লা হযরত বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) তাঁকে যেন এক রকম মুনাযারাসমূহের ইনচার্জ নিয়োগ করেছিলেন। যে কোন স্থানে হিন্দু কিংবা খৃষ্টান (বিধর্মীরা) ইসলামের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতো, তখনই তিনি সদরুল আফাযিল (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) কেই তাদেরকে নিস্তব্দ করার জন্য প্রেরণ করতেন।

শিক্ষাদান

তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ ছিলো হাদীস শরীফের শিক্ষাদান করা। হাদীস বিষয়ে সেসব ব্যক্তিত্ব পূর্ণতার দাবীদার হতে পারে, যদের স্মরণশক্তি খুব বেশী হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ মহান অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি ছিলেন দারুন সাহসী, প্রবল স্মরণ শক্তির অধিকারী। হাদীস শরীফের পাঠ দানের সময় 'উসূল-ই-হাদীস' বিষয়ের উপর উন্নতমানের তক্বরীর করতেন।

জামেয়া নঈমিয়া, মুরাদাবাদ

১৩২৮ হিজরীতে তিনি মুরাদাবাদে একটি বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসা-ই-আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন । পরবর্তীতে এ মহান দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম -'জামেয়া নাঈমিয়া' রেখেছেন, যেখানে আজও হাজার হাজার জ্ঞান পিপাসু পরিতুষ্ট হয়ে আসছেন।

কবিতা ও কবিত্ব

হযরত সদরুল আফাযিল গদ্যের সাথে সাথে কবিত্বেও খুব উত্তম স্বাদ ও আনন্দ পেয়েছিলেন। তাঁর বংশীয় সব বুযর্গ বড় বড় নামকরা কবি (শায়ের) ছিলেন। ভাষার পান্ডিত্বতো ঘরের দাসীই ছিলো। কিন্তু তাঁর কবিত্ব উর্দু ভাষার প্রচলিত কবিত্বের ন্যায়

ছিলোনা, বরং অতীব সজ্জিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত পর্যায়ের কবিত ছিলো। তাঁর অধিকাংশ কবিতা নসীহত বা উপদেশপুর্ণ ছিলো। হুব্বে রসূলের কারণে অন্তরে যখন আরো উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গ দীপ্ত হয়ে উঠতো, তখন তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে না'তে রসূল গাইয়ে ফেলতেন। সুতরাং তাঁর কবিত্বকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাঁর কবিত্বের একাংশ নসীহত ও উপদেশ এবং অপরাংশ নাতে রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর ভিত্তি করা ছিলো। এখানে উদাহরণ স্বরূপ, উভয় ধরণের কবিত্বের নমুনা পেশ করা হলো-

উপদেশ

(خودی سے گزر چل خدا کی طرف کہ عمر گرامی بسر ہو گئی) অর্থাৎ "(এখন) তুমি খোদী (আমি) থেকে খোদার দিকে চলো। কারণ, মূল্যবান জীবনতো শেষ হয়ে গেছে।'

না'ত يہ نعيم زار کيسا ہجر ميں بے تاب ہے

(دیکھئے اس کی طرف اسے شاہ شاہاں دیکھئے) অর্থাৎ "এ ক্রন্দনরত নঈম প্রিয়নবীর বিদায়-বিষাদে কেমনই অস্থির হয়ে গেছে। দেখুন। তার দিকে হে রাজাধিরাজ দেখুন।।

মর্মস্পর্শী ওফাত

হযরত সৈয়দ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীর হৃদয়বিদারক ইতিকাল ১৩৬৭ হিজরী সনের যিলহজ্জ, মোতাবেক ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৮ সাল রাত ১১টার সময় হয়েছিলো। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।) জামেয়া নাঈমিয়া, মুরাদাবাদের মসজিদের বাম কোণায় তাকে দাফন করা হয়।

লেখনী

তিনি আপন যিন্দেগীতে প্রত্যেকটা বিষয়বস্তুর উপর এবং ২০ (বিশ) টির মত জ্ঞানগত বিষয়বস্তুর উপর লিখেছেন। কিন্তু যে যে বিষয়ে তাঁর লেখাকে জ্ঞানগত দিক দিয়ে আজ পর্যন্তও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয়ে আসছে সেগুলো হচ্ছে- তাফসীর, আক্বাঈদ এবং কবিত্ব (শায়েরী)-এর মত উচ্চ পর্যায়ের বিষয় ।

১) তাফসীর-ই-ক্বুরআন ও তাঁর তাফসীর বিশেষ আশ্চর্যজনক সুক্ষ্ম তথ্যাবলী দ্বারা সুসজ্জিত। বচন-পদ্ধতিও অতীব মনঃপূত এবং উৎকৃষ্ট ভাষা অতি সহজ এবং সর্বজনবোধ্য। এ জন্যই তাঁর তাফসীর সবাই আগ্রহ সহকারে পাঠ করে থাকে। মোটকথা, তাঁর লেখায় এমন আদব ও ভালবাসার আমেজ রয়েছে যে, পাঠ করলে অন্তরে এক আশ্চর্য ধরণের আগ্রহ এবং সাক্ষাতের ব্যস্ততা সৃষ্টি হয়। আ'লা হযরত কৃত তরজমা-ই-ক্বুরআনের উপর তাঁর লিখিত তাফসীররূপী টীকা (হাশিয়া) এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তা অতীব সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অতিমাত্রায় ব্যাপক ও সহজ।

তাছাড়া, ২) আতইয়াবুল বয়ান, ৩) আল-কালিমাতুল উলূইয়া, ৪) সাওয়ানিহ-ই-কারবালা, ৫) কিতাবুল আকাইদ এবং ৬) দিওয়ান-ই-রিয়া-ই-নঈম সুপ্রসিদ্ধ।

সদরুল আফাযিল (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর এ সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিতাবাদি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে-

(১) হায়াতে সদরুল আফাযিল, কৃত-গোলাম মঈন উদ্দীন নাঈমী,

(২) তাযকিরাহ-ই ওলামা-ই-আহলে সুন্নাত, কৃত-শাহ মাহমুদ আহমদ কাদেরী,

(৩) তাযকিরাহ্-ই-ওলামা-ই-আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত, কৃত-ইক্বাল আহমদ ফারুকী এবং

(৪) মাহনামা-ই-যিয়া-ই-হেরেম, (প্রকাশিত-জানুয়ারী, ১৯৭৪ সন) আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী লিখিত 'মাওলানা সৈয়দ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী' শীর্ষক প্রবন্ধ।

বঙ্গানুবাদকের পরিচিতি

জন্মঃ 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর অনুবাদক আলহাজ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামে, এন নগর এলাকার আবাদকারী হিসেবে খ্যাত হযরত গাযী খলীফার * পুত্র হযরত গোলাম আলী খলীফার সম্ভ্রান্ত বংশে, চলতি (বিংশ) শতাব্দির ষাটের দশকের এক শুভদিনে (বৃহস্পতিবার) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মেলিভী মুহাম্মাদ ইজহারুল হক, পিতামহ মৌলভী নাবীর আহমাদ এবং প্রপিতামহ স্বনামধন্য জনাব আসাদ আলা আলফা। অনুবাদক যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার ইমামে আহলে সুন্নাত, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত, ওস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা আলহাজ কাযী মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম হাশেম সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী'র জামাতা।

শিক্ষাঃ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই সমাপ্ত করেন। তারপর উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া' থেকে। 'দাখিল', আলিম, 'ফাযিল' ও 'কামিল' (মুহাদ্দিস) (১৯৭৮ সন), অতঃপর চট্টগ্রামের প্রাচীনতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (ফক্বীহ) (১৯৭৯ সন) অত্যন্ত কৃতিত্বের (স্কলারশিপ) সাথে পাশ করেন। অতঃপর ১৯৮০ সনে চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন এবং ১৯৮৩ সনে আলাওল কলেজ থেকে বি, এ (পাশ) সনদ লাভ করেন।

বলা বাহুল্য, তিনি শায়খুল হাদীস ওস্তাযুল ওলামা ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাযী মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব, গাযালী-ই-যমান শায়খুল। হাদীস, ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দীন সাহেব, মুফতী-ই-যমান ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মুযাফফর আহমদ সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা মরহুম ফযলুল কারীম নক্শবন্দী সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা মরহুম য়াহ্য়া সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা আবদুল আউয়াল ফোরকান সাহেব, খতীবে আহলে সুন্নাত মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দীন আলকাদেরী সাহেব, মুফতী-ই-আহলে সুন্নাত শেরে মিল্লাত আলহাজ্ব মুহাম্মাদ ওবায়দুল হক নাঈমী সাহেব এবং ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেয কারী অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুল জলীল সাহেব প্রমুখ দেশবরেণ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ছাত্রত্ব লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতা থেকে তাঁর কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়। ১৯৭৯ সনের শেষের দিকে তিনি এ মাদ্রাসার সিনিয়র আরবী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে দ্বীনী শিক্ষাদানের মহান ব্রত আরম্ভ করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আরবী সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি দক্ষতা ও সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন একটানা ১৯৮৭ সন পর্যন্ত।

ইত্যবসরে, তিনি দেশের সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক মাসিক পত্রিকা তরজুমান-ই-আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াত'-এর সহ সম্পাদক ও প্রবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন ।

১৯৮৭ সালে সংযুক্ত আরব আমীরাতের (ইউ, এ, ই) দুবাইতে একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে তিনি তার কর্মজীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা করেন। ১৯৯১ সনে দুবাইর কেন্দ্রস্থলে একটি প্রাইভেট যৌথ ব্যবসাও আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে স্বদেশেও একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৯১ ইংরেজী সনে দুবাইর কেন্দ্র স্থলে 'সাদিয়া টাইপিং ইষ্টাবলিশম্যান্ট' নামের একটা প্রাইভেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিনি সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিজের সাময়িক অনুপস্থিতিতে সেটার পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি তার এক ছাত্রকে বিশ্বাস করে তাকে দোকানের ভিসা, সমান শরীকদারী (তার উল্লেখযোগ্য কোন মূলধন ছাড়াই ও নির্ধারিত বেতন-ভাতা ইত্যাদি যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পিত ঘৃণ্য পন্থায়, অবিশ্বস্থতা, নানা মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনে, লেখকের নানা সরলতার সুবাদে, এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে ঐ

অকৃতজ্ঞ, দাইয়ূস ও অর্থলিপ্সু ধূর্ত ছাত্রটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটা তার হস্তগত করে নেয়। ** অতঃপর আত্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ লেখক ১৯৯৮ ইংরেজীর ফেব্রুয়ারীতে, আল্লাহ পাকের তৌফিকক্রমে, একই ইমারতের দেরা দুবাইতে **আল-মারজান টাইপিং ইষ্টাবলিশম্যান্ট** নামের আরেকটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।

লেখালেখিঃ ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা, অনুবাদ, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন, বেতার কেন্দ্রে কথিকা লিখন-পঠনও লেখকের অন্যতম ব্রত। **‘কানযুল ঈমান’ ও খাযাইনুল ইরফান’**-এর বঙ্গানুবাদ, পূর্নাঙ্গ সচিত্র হজ্জ গাইড **‘হজ্জে বায়তুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ’**র সংকলন, **‘পবিত্র কুরআনের ভ্রান্ত-তাফসীরের স্বরূপ উন্মোচন সিরিজ ১’** এবং **‘কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাবারুক-এর ফুয়ূয ও বরকতি’** ইত্যাদি পুস্তক প্রণয়ন তাঁর লেখনী-কর্মের উল্লেখযোগ্য অবদান। এতভিত্তিতে, সুন্নী জগতে তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গবেষক ও লিখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সাংগঠনিক কর্মকান্ডঃ তিনি সাংগঠনিক কর্মকান্ড দ্বীন ও মযহাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি দেশের একমাত্র সুন্নী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও সভাপতি হিসেবে দীর্ঘ চার বছর (১৯৮০-৮৪) নিষ্ঠাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে সুন্নী আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দেন। তারপর ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইসলামী যুব সেনার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংযুক্ত আরব আমীরাতে অবস্থানকালে তিনি অন্যতম উদ্যোগীর ভূমিকা পালন করে শক্ত ঝুঁকি সত্ত্বেও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমগ্র আরব আমীরাতব্যাপী একটি আদর্শ সংগঠন 'বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা (الجميعة الرفاهية لمسلمی بنگلادیش بالا مارات العربية المتحرة) প্রতিষ্ঠা করে এর সহ-সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে ‘বাংলাদেশ বিজনেসম্যান ফোরাম, দুবাই-এর একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবেও তিনি কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রামে ‘গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স’ নামক একটি ধর্ম, শিক্ষা, গবেষণা ও সমাজ সেবামূলক আদর্শ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করে এর সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তাছাড়া, তিনি আরো কতিপয় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থা-সংগঠনের সাথেও জড়িত আছেন।

বায়’আতঃ অনুবাদক ১৯৭৬ সনে রাহনুমা-ই-শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মাদ তৈয়্যব শাহ সাহেব (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর বরকতময় হাতে বায়'আত দ্বারা ধন্য হয়ে তরীক্বা-ই-কাদেরিয়া আলীয়া সিরিকোটিয়াথর সিলসিলাহভূক্ত হন।

অনুবাদক যাতে অব্যাহত গতিতে তাঁর লেখনী এবং দ্বীন ও সমাজসেবার পবিত্র অঙ্গনে তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে পারেন তজ্জন্য আল্লাহর মহান দরবারে তৌফিক এবং সবার নিকট দুআ’ প্রার্থী।

খলীফা (প্রতিনিধি)ঃ তদানীন্তন নবাব কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি তাঁর অগাধ ধর্মীয় জ্ঞান পান্ডিত্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি এই সম্মানজনক উপাধি ও প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হন।

*** * এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান ও ঐ কপট লোকটার নাম ও ঠিকান বাদ দেয়া হলো।**

আ'লা হযরতের তরজমা-ই-কুরআন।

'কানযুল ঈমান' শ্রেষ্ঠ কেন?

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

কুরআন কারীম আল্লাহ তা'আলা এর সর্বশেষ কিতাব ও মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলা এর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পয়গাম। রসূলুল্লাহ (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এ মহান গ্রন্থের সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর প্রসার ও প্রচারে নিজের সারাটা বরকতময় জীবন ব্যয় করেন। এর প্রত্যেকটা কানুন বা বিধান অনুসারে নিজেও কাজ করেন, অপরকেও তদনুযায়ী কাজ করার কঠোরভাবে তাকীদ দেন। বারংবার আপন মুবারক ও সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বাণীসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর ঐ শোভাসমৃদ্ধ প্রচেষ্টাদির ভিত্তিতে কুরআন কারীমকে প্রতিটি মুসলমান স্বীয় প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসেন। ওলামা কিরাম এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের অধিকাংশই ব্যয় করেন।

কুরআন কারীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, সেহেতু দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাভাষী মুসলমানই সেটার অনুবাদ আপন আপন ভাষায় করেছেন। এ কারণে সারা দুনিয়ায় কুরআনের অনুবাদের সংখ্যা অগণিত। এ অনুবাদসমূহের প্রাচুর্য এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আজ পর্যন্ত কুরআন কারীমের কোন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ 'অনুবাদ' অস্তিত্বে আসা সম্ভবপর হয়নি। আঁক্বা-ই-দু'জাহান, সরকারে দু'আলম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমার মাতাপিতা তাঁরই পাক চরণে কুরবান হোন।)-এর এই ফরমান মুবারক- (وَلَا یَخْلَقُ عَنْ کَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا یَنْقَضِیْ عَجَائِبُهٗ) (অর্থাৎ না এর রহস্যাবলী নিঃশেষ হবে, না তা অধিক পাঠ-পর্যালোচনা ও বারংবার আবৃত্তির কারণে পুরাতন হবে,) কতই ব্যাপক মাহাত্মবোধক! বস্তুতঃ এ মহান বাণী এরই প্রতি। সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরসমূহ দুনিয়া স্থির থাকা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে কুরআন কারীমের অনুবাদের অধিকাংশই উর্দু ভাষায় করা হয়েছে। এসব অনুবাদের অগ্রণী হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের খান্দান। এর পরও অনুবাদ হতে থাকে। সুতরাং এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী অনুবাদগুলো সম্পূর্ণ ছিলো না। বিশেষ করে, শাহ আবদুল কাদেরের 'অনবাদ' মাহাত্ম্যানধাবনে একেবারেই অপূর্ণ। মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর 'অনুবাদ' বুঝার জন্য কিছুটা অনুকলে ছিলো কিন্তু তাতে এ ত্রুটি ছিলো যে, অনুবাদ নিছক ভাসাভাসাভাবে করে দেয়া হয়েছে। কতিপয় বিষয়, যেগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, সেগুলোকে তাতে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন, প্রথমে এক শব্দ এক স্থানে যে অর্থ প্রদান করেছে অন্যস্থানেও থানভী সাহেবের অনুবাদে তা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ তা সেখানে প্রযোজ্য ছিলোনা। কারণ, কুরআন কারীমের বর্ণনাভঙ্গীতে এক বিশেষ নিয়ম আছে, যা অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায়না। এর উপমা-উপমিতি, অলংকারিক ইঙ্গিত ও তুলনাসমূহের ধরণ পৃথিবীর সমস্ত ভাষারই ব্যতিক্রম।

উপরোল্লেখিত বিবরণ এ প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, কুরআন কারীমের অন্য কোন ভাষায় যথাযথ অনুবাদ হতে পারে কিনা! এ প্রশ্নটার জবাব অতি সহজ- কুরআন কারীমের যথাযথ হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায়ই সম্ভবপর নয়। এমনকি, যদি আর ভাবারই সমার্থক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, তবুও মাহাত্ম্য বহু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। আর কুরআনের প্রকৃত মাহাত্ম্যই তাতে অনুপস্থিত থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে ইবনে কোতায়বার অভিমত হচ্ছে- "কুরআন যেই বর্ণনাভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে সেই বর্ণনাভঙ্গীর উদাহরণ সেটা নিজেই।" এ কারণে কোন অনুবাদকই কুরআন কারীমের হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় যথাযথভাবে করতে পারেনা। যেভাবে অনুবাদকগণ ইঞ্জীল শরীফ'-এর অনুবাদ সুরিয়ানী ভাষা থেকে হাবশী' ও 'রুমী' ইত্যাদি ভাষায় করে নিয়েছিলেন, তেমনিভাবে 'যাবুর' ও 'তাওরীত' এবং অন্যান্য খোদাঈ কিতাবাদির অনুবাদও আরবী ভাষায় করে নেয়া হয়েছিলো। কারণ, অনারবীয়। (عجمی) ভাষাগুলোর রূপকের (مجاز) ঐ প্রশস্থতা নেই, যা আরবী ভাষায় রয়েছে। এ কারণে কুরআন কারীমের যথাযথ অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় করে নেয়াও কঠিনতম কাজ। কুরআন কারীম থেকেই এর কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। যা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হবে যে, কুরআন কারীমের অনুবাদ করা কতই কঠিন ব্যাপার।

প্রথম আয়াতঃ

(সূরা আনফাল ও আয়াত ৫৮) (وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَیْهِمْ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخَآئِنِیْنَ ۟)

বস্তুতঃ এখানে এমন প্রতিশব্দাবলী আনা সম্ভবপর নয়, যেগুলো ঐসব শব্দের বিশুদ্ধতম অনুবাদ হয় এবং ঐসব প্রতিশব্দে অনুরূপ মাধুর্যও পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

(সূরা কাহফঃ আয়াত ১১) (فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۙ﴿۱۱﴾)

যদি কুরআনের এ বাণীকে যথাযথ প্রতিশব্দাবলীর আকারে উচ্চারণ করতে চান, তবে তা তো সম্ভবপর হবেনা। তবে এর অর্থটা অবশ্যই জানা যেতে পারে মাত্র।

সুতরাং এ থেকে একথাই সুস্পষ্ট হলো যে, কুরআন কারীমের অনুবাদ যথাযথভাবে করা যেতে পারে না। তাহলে কি এ কথাই বলে দেয়া যথেষ্ট যে, "কুরআন কারীমের যথাযথ অনুবাদ করা যেহেতু সম্ভবপর নয় সেহেতু, তা ত্যাগ করো!" কখনো নয়, বরং কুরআনের অনুবাদও করা যাবে, আর ব্যাখ্যা-তাফসীরও করা যাবে। হ্যাঁ, এ চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে যেন 'তরজমা' ও 'তাফসীর' (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) বিশুদ্ধ হয়।

কিন্তু উক্ত অনুবাদকগণ যে বিশেষ বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন, তা হচ্ছে- তারা আঁ-হযরত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলা।আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম)-কে (ফিদাহু আবী ওয়া উম্মী) যেখানে কুরআনে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে ঐ আদব বা শালীনতা বজায় রাখেননি, যা হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর শানে শোভা পায়, বরং তাদের অনুবাদে এক প্রকার ব্যাধিই থেকে গেছে বলা যায়। সে কারণে উক্ত সব তরজমা দেখে আল্লাহ এর রসূলের প্রেমিক ও আশেকগণের অন্তরে দুঃখ পান। তাছাড়া, এসব অনুবাদে কোন কোন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত যুল জালালি ওয়াল ইকরাম-এর জন্যও এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ এর মহান মর্যাদায় মোটেই শোভা পায়না, বরং তার জন্য ঐ সমস্ত শব্দের ব্যবহার করা বেয়াদবীরই শামিল। অথচ যে কোন ভাষার অপরাপর ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ঐ ভাষার আদাব বা নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখাও বাঞ্ছনীয় । কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে একই শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাচনভঙ্গী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি অনুসারে সেটার অর্থও ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি প্রতিটি স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে মাহাত্ম্য সঠিক হবেনা। নিম্নে এমন সব শব্দের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেয়া হলোঃ

شاكر	مؤمن	وحى	ضال	علم	هدى	مكر	خدع

এতদ্ব্যতীত, আরো এমন বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলোর অর্থ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে (صيغه واحد حاضر) (মধ্যম পুরুষ একবচন-এর সর্বনাম) দ্বারা সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এটা অবশ্যই নয় যে, অনুবাদ করার সময় উর্দু ভাষায়ও ঐ শব্দ ব্যবহৃত হবে। উর্দু ভাষায় (تو) (তু) দ্বারা বড়কে সম্বোধন করা বেআদবী। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য (تو) (তু) ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, তিনি মালিক ও স্রষ্টা এবং বান্দাদের অন্তরের খবর জানেন। কিন্তু হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর জন্য ? (تو) (তু) ব্যবহার করা উর্দু ভাষায় শালীনতার পরিপন্থী।

উপরোক্ত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা ও যথাযথ অর্থের ব্যবহার নিম্নে দেখানো হলোঃ

(خدع) -এর অর্থ হচ্ছে 'অন্তরে যা আছে তা ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করে কাউকে ঐ বস্তু থেকে অন্য দিকে ফেরানো, যার জন্য সে তৎপর হয়, যখন এ শব্দটা আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুর জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন সেটার অর্থ হবে এক ধরণের। আর যখন এ শব্দটা আল্লাহ এর জন্য পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটার অন্য অর্থ হবে। উভয় ক্ষেত্রে একই অর্থ ব্যবহার করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিই। যেমন এভাবে বলা- তারা আল্লাহকে ধোকা দেয় আর আল্লাহও তাদেরকে ধোকা দেয়। এটা জঘন্য ভুল। আ'লা হযরত বেরলভী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তার অনুবাদে ঐ বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গ যত্নবান রয়েছেন। কিন্তু কুরআনের প্রায়সব উর্দু অনুবাদক ও তাদের অনুসারীরা সেদিকে নজর দেননি।

(مكر) মানে কাউকেও বিভিন্ন অজুহাতে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে বিরত রেখে অন্য দিকে তার ধ্যান-ধারণাকে ফিরিয়ে দেয়া, এটা দু'প্রকারঃ ১) যদি তার উদ্দেশ্য কোন ভাল কর্ম সম্পন্ন করাই হয়, তবে তা ভাল। অন্যথায় মন্দ। এখন (اَللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ) এর অনুবাদ এভাবে করা- 'আল্লাহ এর প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম', জঘন্য ভুল হবে। কারণ, (خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ)- এর মধ্যে (مكر) শব্দটা যেহেতু আল্লাহ এর শানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু এর অর্থ হবে 'আল্লাহ তা'আলা প্রশংসিত তদবীর-ব্যবস্থাপনার মালিক' । কিন্তু কাফিরদের জন্য ব্যবহৃত (مكر) -এর অর্থ হবে 'তাদের মন্দ চক্রান্ত'। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এর ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ভাল ও প্রশংসনীয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা হলেন 'প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনাকারী'। এতদ্ভিত্তিতে, ((مكر) শব্দের কয়েকটি যথার্থ ব্যবহারের উদাহরণ দেখুন-

এ শব্দটি অন্যস্থানে 'মন্দ চক্রান্তসমূহ'-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- (وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ) (সূরা ফাতিরঃ আয়াত ৪৩) অর্থাৎ "মন্দ চক্রান্তকারীর কুফল চক্রান্তকারীর উপরই বার্তায়।" অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

(وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) এবং হে মাহবুব, (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), ঐ সময়কে স্মরণ করুন! যখন কাফিরগণ আপনার সম্পর্কে মন্দ চক্রান্ত করছিলো।" (সূরা আনফালঃ আয়াত ৩০)।

(وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا) অর্থাৎ "এবং তারা এক চক্রান্ত করেছে (মন্দ অর্থে), আর আমিও এক তত্ত্ব অর্থে), অর্থাৎ তারা মন্দ চক্রান্তাবলী অবলম্বন করেছে, আর আমি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

কারো কারো মতে, আল্লাহ এর مكر এর অর্থ- বান্দাকে অবকাশ দেয়া ও পার্থিব মাল-সামগ্রীতে প্রাচুর্য প্রদান করা। যেমন, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন- (مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّهٗ مُكِرَ بِهٖ فَهُوَ مَخْدُوْعٌ) অর্থাৎ "যার জন্য তার দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে এবং সে একথা মনে করেনি যে, তাকে ঢিল দেয়া হয়েছে, তবে সে ধোকা খেয়েছে ও আহম্মক।"

উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো مكر শব্দের অর্থ কি! কিন্তু এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উর্দু অনুবাদক ভুল করেছেন।

"علم" বলে কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করাকে। এটা দু'প্রকারঃ ১) কোন বস্তুর সত্তাকে অনুধাবন করা ও ২) কোন বস্তুকে তার এমন কোন গুণ দ্বারা বিশেষিত করা, যা সেটার জন্য প্রযোজ্য। অথবা কোন বস্তুকে এমন কোন বস্তু দ্বারা অস্বীকার করা, যা সেটার জন্য অস্বীকার্য। প্রথমোক্ত অবস্থায় সেটা (علم) এক কর্ম বিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া হয়। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- (لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ) (সূরা আনফাল ৪ আয়াত ৬০) অর্থাৎঃ "যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।" আর শোষোক্তাবস্থায় সেটা দুকর্ম বিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- (فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ) অর্থাৎ "যদি তোমরা জানতে পারে যে, তারা মু'মিন।"

অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকে (علم) আবার দু'প্রকারঃ ১) (علم نظرى) নযরী ও ২) (علم عملى) (আমলী)। (علم نظرى) (ইলমে নযরী) হচ্ছে যে জ্ঞান অর্জিত হবার সাথে সাথে পিরপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন- ঐ জ্ঞান, যার সম্পর্ক হচ্ছে বিশ্বের সৃষ্ট বস্তুসমূহ)-এর সাথে।

আর (علم عملى) (ইলমে আমলী) হচ্ছে যা কাজে পরিণত করা ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ হয়না। যেমন- (عبادات) (ইবাদতসমূহ)- এর ইলম বা জ্ঞান।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও علم এর প্রকারভেদ করা যায়ঃ ১) - (علم عقلى) (ইলমে আক্বলী), অর্থাৎ ঐ জ্ঞান, যা শুধু عقل (বুদ্ধি) দ্বারাই অর্জিত হতে পারে এবং ২) (علم سمعى) (ইলমে সাম'ঈ) অর্থাৎ ঐ জ্ঞান, যা নিছক আক্বল (বুদ্ধি) দ্বারা অর্জিত হয়না, বরং উদ্ধৃতি ও শ্রবণ শক্তি দ্বারা অর্জিত হয়।

এ কারণে যখন عالم শব্দটা আল্লাহ এর জন্য বলা হয়, তখন সেটার অর্থ হবে একটা, আর মানুষের জন্য বলা হলে সেটার অর্থ হবে অন্যরূপ। ভাসাভাসা অর্থ দ্বারা উভয়টা এক করে দেয়াই হবে ভুল। সুতরাং যেখানে কুরআন মজীদে نَعْلَمَ-لِنَعْلَمَ এসেছে, সেখানে অর্থও সে অনুসারে নেয়া হবে। অন্যথায় বহু ধরণের প্রশ্ন জাগার আশংকা থেকে যায়।

الضَّلَال -এর অর্থ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া'। এ বিচ্যুতি ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত হোক, কম হোক কিংবা বেশী থোক। যে কোন ব্যক্তি থেকে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি অথবা অন্যমনস্কতা কিংবা পথচ্যুতি সম্পন্ন হলেই তার সম্পর্কে ضلالت শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ কারণে নাবীগণ ও কাফিরগণ উভয়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অনুবাদ করার সময় ঐসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরী, যাতে মর্যাদা ও স্তরের প্রতি খেয়াল রাখা হয়, যদি উভয় স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে তা হবে শালীনতা বিরোধী।

مُؤْمِنٌ শব্দটা ঈমানদারদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে, আল্লাহ তাদআলা নিজের জন্যও ব্যবহার করেছেন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে অনুবাদ করার সময় উভয়ের অর্থের পার্থক্যের প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক। অনুবাদকদের মধ্যে শাহ আবদুল কাদের, শাহ রফী উদ্দীন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ (ফার্সী অনুবাদক), আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী ডিপুটী নযীর আহমদ, মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, মির্যা হায়রাত দেহলভী, মিঃ মওদূদী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ তাদের অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতি গুরুত্ব দেননি। কেন দেননি তার কারণও অস্পষ্ট। কিন্তু আ'লা হযরত শাহ মুহাম্মাদ আহমদ রেযা খান বেরলভা (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ঐসব বিষয়ের প্রতি অতি গুরুতারোপ করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা ও নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি ভক্তি, আদব বা শালীনতা বজায় রাখাকে জীবনের মহান উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ফলতঃ তিনি বিশ্ববাসীদের সামনে এমন এক অনুবাদ (কানযুল ঈমান) পেশ করতে সক্ষম হন যার মধ্যে আদব-শালীনতা, লক্ষ্যস্থিরতা, অনুবাদের যর্থাথতা, বিন্যাস-সজ্জা ও বর্ণনার সৌন্দর্য ইত্যাদি পর্ণাঙ্গভাবে উপস্থিত।

কুরআন কারীমের প্রচলিত সমস্ত অনুবাদ যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আল্লাহ ও তাঁর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি শালীনতা যথাযথভাবে বজায় রেখেছেন কিনা। নিম্নে আমি কয়েকটি অনুবাদ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলাম আর সম্মানিত পাঠকদের প্রতি এ কথার অনুরোধ রাখলাম যেন নিজেরাই এ কথার ফয়সালা করে নেন যে, কোন অনুবাদটা সঠিক, আদব বা শালীনতার অধিক নিকটবর্তী, আর কোনটার ভিত্তি বেয়াদবীর উপর স্থাপিত ও ভুল! বলাবাহুল্য, কুরআন কারীমের যে কোন অনুবাদ কিংবা ব্যাখ্যাকে নিম্নলিখিত তুলনামূলক। পর্যালোচনার নিরিখে পর্যালোচনা করলে সেগুলোর ভ্রান্তি কিংবা বিশুদ্ধি ও সুস্পষ্ট হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ: (আরম্ভ আল্লাহ এর নামে, যিনি মহান দয়ালু, অতীব করুণাময় । -শাহ আবদুল কাদের]

#شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے اور مہربان کے (شاہ رفیع الدین)

[আরম্ভ করছি আমি নাম সহকারে আল্লাহ্ দাতা, দয়ালুর। -শাহ রফী' উদ্দীন]

شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আর আল্লাহ, অত্যন্ত দয়ালু, বারংবার দয়াকারীর নামে। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী।]

#شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

শুরু করছি আল্লাহ এর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু হন। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী।
দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। -গিরিশ চন্দ্র সেন ।

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا (أعلحضرت)

[আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। -আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)]

লক্ষ্যনীয় যে, আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদক "বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম'-এর অনুবাদ এভাবে করেছেন- 'আরম্ভ করছি আল্লাহ এর নামে' অথবা 'আরম্ভ আল্লাহ এর নাম সহকারে', 'শুরু করিতেছি আল্লাহ এর নামে ইত্যাদি সুতরাং খোদ অনুবাদকদের দাবী তাদের ভাষায়ই মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, তারাতো (شروع کرتا ہوں) আরম্ভ করছি 'ক্রিয়া' দ্বারাই অনুবাদ আরম্ভ করছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা এর নাম দ্বারা আরম্ভ করা উচিত ছিলো, যা শুধু আ'লা হযরতের অনুবাদেই পাওয়া যায়। অন্যসব অনুবাদে এ যেন বিসমিল্লায় গলদ'!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে- জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার অনুবাদের শেষ ভাগে (ہیں) (হন) শব্দটারও সংযোজন করেছেন। (যা 'বিধেয়' সূচক পদ ।) তাঁর শাগরিদ ও ভক্তগণ জবাব দেবেন কি এখানে 'ہیں' (হন) কিসের অনুবাদ?

দুই

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤)

(সূরা ফাতিহা, আয়াতঃ ৪]

অনুবাদঃ (شاہ ولی اللہ) ترا می پرستم واز تو مدد می طلبهم

[তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই। শাহ ওয়ালী উল্লাহ]

(فتح محمد جالندھری) ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد منگتے ہیں

[আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি। ফাতেহ মোহাম্মদ জালন্ধরী]

#(تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔(شاہ رفیع الدین والحسن دیوبندی

[তোমারই ইবাদত করি আমরা এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই আমরা। -শাহ রফী’ উদ্দীন ও মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী)।

#(ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں (اشرف علی تھانوی دیوبندی

[আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্যের দরখাস্ত করিতেছি। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

#(ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ (مورودی

(আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন]

#আমরা তোমাকেই মাত্র অর্চনা করিতেছি, এবং তোমারই নিকটে মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। -গিরিশ চন্দ্র সেন

#আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। -মা'আরেফুল কুরআন।

#আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি । -আল কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

(ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں (اَعلحضرت

[আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। -কানযুল ঈমান, কৃত, আ’লা হযরত]।

লক্ষ্যনীয় যে, সূরা ফাতিহা হচ্ছে-সূরাতুদুআ’ (প্রার্থনা-সূরা)।

দুআ’ এর মধ্যভাগে দুআ’ বা প্রার্থনাসূচক বাক্যই বলা হয়, বর্ণনাধর্মী বাক্য বলা হয় না। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকদের অনুবাদে বর্ণনাধর্মী অর্থই প্রকাশ পায়, দুআ’ বা প্রার্থনা নয়। যেমন- ‘ইবাদত করি’ ও ‘সাহায্য চাই', কিন্তু আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) 'প্রার্থনা সূচক’ বচন দ্বারা অনুবাদ করেছেন ।

তিন

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

#(اور کبھی چلا تو ان کی پسند پر بعد اس علم کے جو تجھکو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار (شاہ عبدالقادر

[এবং যদি কখনো তুমি চলো তাদের পছন্দ মতো ঐ জ্ঞান আসার পর, যা তোমার নিকট পৌঁছেছে, তবে তোমার জন্য কেউ নেই আল্লাহ এর হাত থেকে রক্ষাকারী এবং না সাহায্যকারী । শাহ আবদুল কাদের]

اور اگر پیروی کرے گا تو خواہشوں ان کی کی پیچھے اس سے کہ آئی تیرے پاس علم سے نہیں واسطے تیرے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی مردگار –(شاہ رفیع الدین)

[এবং যদি অনুসরণ করো তুমি তাদের প্রবৃত্তিসমূহের, পরে ঐ বস্তুর যে, এসেছে তোমার নিকট জ্ঞান থেকে, তবে নেই তোমার জন্য আল্লাহ এর নিকট থেকে কোন বন্ধু এবং না কোন সাহায্যকারী। -শাহ রফী’ উদ্দীন]

#(اگر پیروی کردی آرزوہاے باطل ایشاں راپس آنچہ آمدہ است بتو از دانش نہ باشد تارا براۓ اخلاص از عذاب خدا ہیچ دوستی و نہ یارے دہنر –(شاہ ولی اللہ

[যদি তুমি পায়রী করো এদের মিথ্যা কামনাদির এর পরে যে, তোমার নিকট এসেছে জ্ঞান থেকে, তবে থাকবে না তোমার জন্য খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোন বন্ধু এবং না কোন সাহায্যকারী । -শাহ ওয়ালী উল্লাহ)।

اور اگر آپ بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آپ کیلئے اللہ کی گرفت کے مقابلے میں نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

এবং যদি আপনি ঐ জ্ঞানের পর, যা আপনার নিকট পৌছেছে, তাদের খেয়াল-খুশীর পায়রবী করতে থাকেন, তবে আপনার জন্য আল্লাহ এর পাকড়াওয়ের মুকাবিলায় না কোন বন্ধু থাকবে, না কোন সাহায্যকারী। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী।

اور (اے پیغمبر اگر اس کے بعد کہ تمھارے پاس علم (یعنی قرآن) آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو (پھر) تم کو خدا کے (غضب) سے (بچھانے والا) نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار –(ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی رفتح محمد جالندھری)

এবং (হে পয়গাম্বর!) যদি তুমি এরপর যে, তোমার নিকট জ্ঞান (অর্থাৎ কুরআন) এসেছে, এদের খেয়াল-খুশী মতো চলো, তবে (এরপর) তোমাকে খোদা (-এর ক্রোধ) থেকে রক্ষাকারী না কোন বন্ধু আছে, না কোন সাহায্যকারী। -ডেপুটি নযীর আহমদ দেওবন্দী ও ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا علم (قطعی ثابت بالوحی) آچکنے کے بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار-(اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی)

[এবং যদি আপনি অনুসরণ করতে থাকেন তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের (ওহী দ্বারা প্রমাণিত অকাট্য) জ্ঞান আসার পর, তবে আপনার জন্য খোদা থেকে রক্ষাকারী না কোন বন্ধু বের হয়ে আসবে, না সাহায্যকারী। -আশরাফ আলী থানভী সাহেব দেওবন্দী।

اور نہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آچکا ہے. تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے-(موردری)

নতুবা যদি ঐ জ্ঞানের পর, যা তোমার নিকট এসেছে, তুমি তাদের মনের ইচ্ছা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ এর পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী তোমার জন্য নেই। -মওদুদীকৃত তাফহীমুল কুরআন]

এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো, তবে ঈশ্বরের (শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার) তোমার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। -গিরিশ চন্দ্র সেন।

যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ এর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। -মা'আরেফুল কুরআন

জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ এর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। -আল-কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

اور (اے سننے والے کے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانےوالا نہ ہوگا اور نہ مددگار (اعلیٰ حضرت)

এবং (হে শ্রোতা! যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো, তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী। -কানযুল ঈমান কৃত, আ'লা হযরত]।

আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদগুলোতে আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি দেখানো হয়েছে। ফলে, তাঁদের অনুবাদে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাসূম হওয়ার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। নাউযু বিল্লাহ! যেই নিস্পাপ নাবীর প্রশংসায় কুরআনের পাতাসমূহ ভরপুর, যাকে (مُدَّثِرٌ-مُزَّمِلُ-يٰسٓ-طٰهٰ) ইত্যাদি উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে, হঠাৎ করে তাঁকে কি এ ধরণের ধমক ও তিরস্কারসূচক শব্দাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করবেন? আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক থেকেও কোনরূপ ধমক তিরস্কারের আভাস পাওয়া যায়না। সুতরাং অনুবাদকদের উচিত ছিলো যেন সরাসরি যে কোন শব্দের প্রয়োগ পূর্বক অনুবাদ না করে। এমনিভাবে অনুবাদ করা, যাতে হুযুর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'নিস্পাপ হওয়ার' পরিপন্থী কোন অর্থ প্রকাশের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকের পক্ষে কি তা সম্ভবপর হয়েছে?

আ'লা হযরতের তীক্ষ্মদৃষ্টিতা এদিকে গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ 'তাফসীর-ই-খাযিন' অনুসারেই আয়াতের অনুবাদ করেছেন- 'আয়াতে সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতাকেই করা হয়েছে, নিস্পাপ নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে নয়।'

চার

وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ

(পারাঃ ২, সূরাঃ বাক্বারাহ, আয়াতঃ ১৭৩]

অনুবাদঃ

(اور جس جانور پر نام پکارا اللہ کے سوا کا (شاہ عبدالقادر

[এবং যেটার উপর নাম নেয়া হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো। -শাহ্ আবদুল কাদের।]

#اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا-(محمود الحسن)

[এবং যে জন্তুর উপর নাম নেয়া হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর। -মাহমুদুল হাসান]

#اور جو کچھ پکارا جاوے اوپر اس کے واسطے غیر اللہ کے-(شاہ رفیع الدین)

এবং যা কিছু আহ্বান করা হয় সেটার উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য। -শাহ্ রফী' উদ্দীন]

#اور جو جانور غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو-(عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی واشرف علی تھانوی راوندی)

[এবং যে পশুর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নামকরণ করা হয়েছে। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী ও আশরাফ আলী থানাবী দেওবন্দী]

#اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے-(فتح محمد جالندھری دیوبندی)

[এবং যে বস্তুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম আহ্বান করা হয়, সেটা হারাম করা হয়েছে। -ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী]

#اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو-(مورودی)

[এবং এমন কোন জিনিস খাবে না, যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন)]

এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইয়াছে (ইহা বৈ নিষিদ্ধ নহে)। -গিরিশ চন্দ্র সেন।

এবং সে সব জীবজন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। -মা'আরেফুল কুরআন।

যাহার উপর আল্লাহ এর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। -আল-কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[এবং ঐ পশু , যাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে......। -কানযুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত]

বস্তুতঃ কোন কিছুর উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নাম নিলে তা হারাম হয়না। তাই যদি হয়, তবে প্রত্যেক বস্তুই হারাম হয়ে যাবে। পশু কখনো বিয়ে-শাদীর জন্য চিহ্নিত করা হয়, কখনো আকীকা, ওলীমা, কোরবানী ও ঈসালে সাওয়াবের জন্য, যেমন-গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ ইত্যাদি, সুতরাং ঐসব পশু, যেগুলো উক্ত সব উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো আ'লা হযরত

ব্যতীত অন্য সব অনুবাদকের মতে হারাম, অথচ তাদের অনুবাদ হাদীস, ফিক্বহ ও তাফসীরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)ই হাদীস, ফিক্বহ ও তাফসীরের অনুরূপই অনুবাদ করেছেন- "যেই পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতাত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে (শুধু তাই হারাম।)" এ অনুবাদে আলোচ্য আয়াতাংশের সংশ্লিষ্ট মাসআলাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

পাঁচ

وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

[পারাঃ ৪ , সূরাঃ আল-ই-ইমরান, আয়াতঃ ১৪২]

অনুবাদঃ

اور ابھی معلوم نہیں کئے اس نے بولنے والے ہیں-(شاہ عبدالقادر)

[এবং এখনো জানেননি আল্লাহ যারা তোমাদের মধ্যে যুদ্ধকারী তাদের সম্পর্কে। -শাহ আবদুল কাদের]

(حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔ (فتح محمد جالندھری دیوبندی

অথচ এখনো খোদা তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীদেরকে ভালভাবে জেনেই নেননি। ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী]

(حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم سے جانا ہی نہیں جنھوں نے جہاد کیا۔ (عبد الماجد دریا آبادی دیوبندی

অথচ এখনো আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে সেসব লোককে জানেনই নি, যারা জিহাদ করেছে। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী।-আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

حالانکہ ہنوز اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تو دکھا ہی نہیں جنھوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو –(تھانوی دیوبندی)

[অথচ এখনো আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোককে দেখেনই নি, যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]।

اور ابھی تک معلوم نھیں کیا اللہ نے جو لڑانے والے ہیں تم میں –(دیوبندی محمد الحسن)

[এবং এখনো পর্যন্ত জেনে নেননি আল্লাহ যারা যুদ্ধকারী তোমাদের মধ্যে। -মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী

حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے-(مودودی)

[অথচ আল্লাহ এখনো এটাতো দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্যে কারা এমন লোক রয়েছে, যারা তাঁর পথে প্রাণপণে লড়াইকারী। মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন

১ ......ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে, এবং যাঁহারা সহিষ্ণু এক্ষণ ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন। -গিরিশ ।

অথচ আল্লাহ এখনো দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে। মা'আরেফুল কুরআন

যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন না। -আল কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا-(اعلی حضرت)

আর এখনো আল্লাহ তোমাদের গাযীদের (ধর্মীয় যোদ্ধাগণ) পরীক্ষা নেননি। -আ'লা হযরতকৃত কানযুল ঈমান]

আল্লাহ তাআলা কি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত নন?

আল্লাহ তা'আলা যে সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত, গোপন ও প্রকাশ্য, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, অন্তরসমূহের গোপন কথা সম্পর্কেও অবহিত- তাতে কোন ঈমানদারের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। কিন্তু আ'লা হযরত ব্যতীত উপরোক্ত অন্য সব অনুবাদকের অনুবাদে সেই মহান সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলাকে বে-ইলম ও বে-খবর (জ্ঞানহীন ও অনবহিত) ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

ছয়

দাগাবাজি, ধোকা ও প্রতারণা আল্লাহ এর মহান পবিত্র মর্যাদায় শোভা পায়না।

নিম্নলিখিত আয়াতের অনুবাদ লক্ষ্য করুনঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ یُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ

[পারাঃ ৫, সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১৪২)।

অনুবাদঃ

منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اللہ بھی ان کو دغا دیگا-(عاشق الھی میرٹھی وشاہ عبد القادر ومولانا محمود الحسن)#

(মুনাফিকগণ প্রতারণা (দাগাবাজি) করছে আল্লাহ এর সাথে, আল্লাহও তাদেরকে দাগা (ধোকা) দেবেন। -আশেকে ইলাহী মিরাঠী, শাহ আবদুল কাদের ও মাওলানা মাহমূদুল হাসান]

تحقیق منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور وہ فریب دینے والا ہے ان کو-(شاہ رفیع الدین)#

নিশ্চয় মুনাফিকগণ ধোকা দিচ্ছে আল্লাহকে এবং তিনি (আল্লাহ) ধোকাকারী তাদের সাথে। -শাহ রফী' উদ্দীন।

خدا ان ہی کو دھوکا دے رہا ہے –(ڈپٹی نذیر احمد)#

১. খোদা তাদেরকেই ধোকা দিচ্ছেন। -ডিপুটী নাযীর আহমদ)

اللہ ان ہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے ۔(فتح محمد جالندھری)

[......তাদেরকেই ধোকার মধ্যে পতিতকারী। ফতেহ মুহাম্মাদ জালন্ধরী]

وہ ان کا فریب دے رہا ہے ۔(نواب واحد الزمان غیر مقلد میرزا حیرت دہلوی غیر مقلد و سید فرمان علی شیعہ)

[...... তিনি তাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন। নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুক্বাল্লিদ, মির্যা হায়রাত দেহলবী গায়র মুক্বাল্লিদ ও সৈয়দ ফরমান আলী শিয়া]

یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں درحقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ۔(مودودی)#

এসব মুনাফিক আল্লাহ এর সাথে ধোঁকাবাজি করছে অথচ বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহই তাদেরকে ধোকার মধ্যে পতিত করে রেখেছেন। তাফহীমুল কুরআন, কৃত্ মওদুদী]

নিশ্চয়ই কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে এবং ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করে থাকেন। গিরিশ চন্দ্র সেন

অথচ, দাগাবাজি, ধোঁকা ও প্রতারণা কোনমতেই আল্লাহ এর শানের উপযোগী নয়। তাই আলা হযরতের তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ করেছেন-

بےشک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں وہی ان کو غافل کر کے مارے گا

নিশ্চয়ই মুনাফিক্ব লোকেরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে অন্যমনস্ক করে মারবেন।কানযুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ)]

কুরআনের তাফসীর গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আ'লা হযরতের অনুবাদে আয়াতের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য অতীব সতর্কতামূলক পন্থায় বিবৃত হয়েছে। এটা নিছক শব্দগত অনুবাদ নয় বরং তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ।

সাত

وَيَمۡكُرُوۡنَ وَيَمۡكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيۡرُ الۡمٰكِرِيۡنَ

{পারাঃ ৯, সূরা আনফাল, আয়াত-৩০]

অনুবাদঃ

اور وہ فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا۔ اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے۔(شاہ عبدالقادر)#

এবং তারাও প্রতারণা করতো এবং আল্লাহও প্রতারণা করতেন, এবং আল্লাহ এর প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম। শাহ আবদুল কাদের।

اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ تعالی ۔ اور اللہ تعالی نیک مکر کرنے والوں کا ہے۔(شاہ رفیع الدین) #

[এবং প্রতারণা করতো তারা, আর প্রতারণা করতেন আল্লাহ্ তা'আলা, এবং আল্লাহ তা'আলা প্রতারণাকারীদের মধ্যে উত্তম।

ویشاں بدسگالی می کردند و خدا بدسگالی کردے (یعنی بایشاں) و خدا بہترین بدسگالی کنندگان است ۔(شاہ ولی اللہ) #

[এবং এসব লোক প্রতারণা করেছে আর খোদা প্রতারণা করেছেন (অর্থাৎ তাদের সাথে) এবং খোদা সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতারনাকারী। শাহ ওয়ালী উল্লাহ]

وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔(ماحمد الحسن دیوبندی) #

(তারাও ধোকা করতো এবং আল্লাহও ধোকা করতেন, এবং আল্লাহ এর ধোকা সর্বাপেক্ষা উত্তম। -মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী]।

اور (حال یہ تھا کہ) کافر (اپنا) داؤ کر رہے تھے اور اللہ (اپنا) داؤ کر رہا تھا ۔ اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے۔(ڈپٹی نذیر احمد)#

[এবং (অবস্থা এ যে,) কাফির আপন ধোকা করছিলো এবং আল্লাহ্ আপন প্রতারণা করছিলেন এবং আল্লাহ প্রতারণাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতারণাকারী। -ডিপুটী নযীর আহমদ।

اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیر کر رہے تھے ۔ اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔(اشرف علی تھانوی راوندی)#

(এবং তারা তো নিজেদের তদবীর করতো এবং আল্লাহ্ মিঞা আপন তদবীর করতেন, এবং সর্বাপেক্ষা মজবুত তদবীরওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ্। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے-(مودودیی)#

তারা নিজেদের (ষড়যন্ত্রের) চাল চলছিলো। আর আল্লাহ্ তার নিজের চাল চালছিলেন। অবশ্য আল্লাহ এর চাল সবচেয়ে উত্তম।-মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন]

#এবং তাহারা ছলনা করিতেছিলো ও ঈশ্বরও ছলনা করিতেছিলেন, ঈশ্বর ছলনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। -গিরিশ চন্দ্র সেন।

তখন তারা যেমন ছলনা করতো তেমনি, আল্লাহ্ও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ এর ছলনা সবচেয়ে উত্তম । -মা'আরেফুল কুরআন, বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত

ور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر-(اعلحضرت رحمتہ اللہ علیہ)

[এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছিলো, আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহ এর গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। -আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ)কৃত কানযুল ঈমান]

আ'লা হযরত ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদকগণ তাদের অনুবাদে, এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো আল্লাহ এর শানে কোনমতেই শোভা পায়না। আল্লাহ এর প্রতি (مکر) (প্রতারণা). (فریب و بدسگالی) (ধোকা ও ষড়যন্ত্র) ইত্যাদির সম্বন্ধ উদ্ভাবন করা তাঁরই সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনেরই নামান্তর মাত্র। এ বুনিয়াদী ভুলটা শুধু এ কারণেই সম্পন্ন হলো যে, তারা আল্লাহ ও

রসূলের পবিত্র কর্মসমূহকে নিজেদের কার্যাদির উপর অনুমান করেছেন। এ কারণেই ঐসব অনুবাদক হাসি-ঠাট্টা ধোকা-প্রতারণা, চালবাজি এবং ষড়যন্ত্রকেও আল্লাহ এর গুণাবলী সাব্যস্ত করে বসেছেন!

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার সম্মান প্রকাশের জন্য মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলার শানে 'মিঞা' শব্দের ব্যবহার মোটেই শোভা পায়না। কারণ, এ শব্দটা দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে একজন সম্মানিত মানুষের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়। যেখানে রসূলে পাকের কোন যথার্থ প্রশংসা করতে শুনলে বা দেখলে যেই 'তাওহীদপন্থী' হওয়ার দাবীদারগণ, রসূলকে আল্লাহ এর সমতুল্য করে ফেলা হচ্ছে বলে হৈ চৈ করতে থাকে, তাদেরই নেতা (থানভী সাহেব) আল্লাহ এর শানে 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে মানুষের সারিতে নামিয়ে আনার অপচেষ্টা চালালেন! এ কি ভুল অনুবাদের কুফল নয়?

দ্বিতীয়তঃ নরসিংদীর গিরিশ চন্দ্র সেন * পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার করলেন। (অন্যান্য ভুলতো আছেই।) অথচ মহামহিম পবিত্র যাত আল্লাহ এর শানে এ ধরণের শব্দ মোটেই শোভা পায়না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা 'ঈশ্বর' শব্দটাকে 'ভগবান' ও 'দেবতা' ইত্যাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ শব্দগুলোর 'স্ত্রীলিঙ্গ' যেমন ব্যবহৃত হয় তেমিনভাবে হিন্দুরা সে ধরণের ভ্রান্ত, কুফরী এবং শিরকী আক্বীদাও পোষণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাদের শির্কের বহু উর্ধ্বে ও তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং তাদের এ ধরণের আক্বীদা যেমন বর্জনীয়, তেমনি উক্ত ধরণের শব্দের ব্যবহারও আল্লাহ এর শানে নিষিদ্ধ। তাই এ ধরণের অনুবাদ পড়া মোটেই উচিত হবেনা।

তৃতীয়তঃ এ ধরণের ভুল অনুবাদের ফলে যারা অহরহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিবিধ চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ারই তুলে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, আলোচ্য আয়াতের ভুল অনুবাদ দেখে জনৈক ইসলাম বিদ্বেষী লেখক তার 'সত্যরথ প্রকাশ' নামক পুস্তিকায় লিখেছে-

- جو خدا اپنے بندوں کے مکر، فریب، دغا میں آجائے اور خود بھی مکر، فریب، دغا کرتا ہو ایسے خدا کو دور سے سلام وغیرہ وغیرہ

★পবিত্র কুরআনের বাংলায় অনুবাদকদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদের প্রথম বঙ্গানুবাদক হলেন মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া (রংপুর) এবং দ্বিতীয় অনুবাদক মাওলানা নঈম উদ্দীন সাহেব (টাঙ্গাইল)।

[অর্থাৎঃ যেই খোদা বান্দাদের প্রতারণা, ধোকা ও চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় এবং নিজেও প্রতারণা, ধোকা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এমন খোদাকে দূর থেকে সালাম! ইত্যাদি ইত্যাদি!]

আট

يٓا اَيُّهَا النَّبِىُّ

#(شاہ عبدالقادر)-! اے نبی

[হে নাবী!- শাহ আব্দুল ক্বাদির]

#(عبدالماجد دریاآبادی دیوبندی)-! اے نبی

(হে নাবী! -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী

#(شاہ ولی اللہ)-! اے پیغامبر

[হে পয়গাম্বর! -শাহ ওয়ালী উল্লাহ]

#(ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)–! اے پیغمبر

[হে পয়গাম্বর! -ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]।

(شاہ رفیع الدین)-! اے نبی

[হে নাবী! শাহ রফী' উদ্দীন]

#(اشرف علی تھانوی دیوبندی)-! اے نبی

[হে নাবী!-আশরাফ আলী থানাবী দেওবন্দী]

#(مو دودی) -! اے نبی

#হে সংবাদবাহক! গিরিশ চন্দ্র সেন

হে নাবী! মাদআরেফুল ক্বুরআন

#হে নাবী! আল কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

(اعلحضرت)-(نبی)اے غیب کی خبریں بتانے والے

(হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)। -আ'লা হযরতকৃত কানযুল ঈমান।।

উল্লেখ্য যে, ক্বুরআন কারীমে 'রসূল' (رسول) ও 'নাবী' (نبی) শব্দদ্বয় কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদকদের দায়িত্ব হচ্ছে উভয় শব্দের যথাযথ অনুবাদ করা। 'রসূল' শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু নাবী (نبی) শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করলে তা হবে অসম্পূর্ণ। আ'লা হযরত 'নাবী' (نبی) শব্দের অনুবাদ এমনভাবে করেছেন যে, সেটার মাহাত্মগত ও রহস্যগত দিকও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ইমাম রাগেবকৃত 'মুফরাদাত'-এ উল্লেখ করা হয়-

وَالنَّبُوَّةُ سَفَارَةٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ ذَوِى الْعُقُوْلِ مِنْ عِبَادِهٖ لِاَزَاحَةِ عِلَّتِهِمْ فِىْ اَمْرِ مَعَادِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَالنَّبِىُّ لِكَوْنِهٖ مَنْبَاءٍ بِمَا تَسْكُنُ اِلَيْهِ الْعُقُوْلُ الزَّكِيَّةَ وَهُوَ يَصِحُّ اَنْ يَّكُوْنَ فَعِيْلًا بِمَعْنٰى فَاعِلٍ الخ

অর্থাৎঃ 'নবুয়ত' আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকে বলা হয়, যাতে তাদের ইহ ও পরকালীন।

জীবনের সমস্ত রোগব্যাধি দূরীভূত করা যায়। আর 'নাবী' হচ্ছেন যাঁকে এমনসব বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উপর শুধু বিশুদ্ধ বিবেকেই প্রশান্তি পায়। আর এ শব্দটা (কর্তৃবাচ্য) হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া বিশুদ্ধ। এ কারণে 'অদৃশ্যের সংবাদদাতা' অর্থটাই ব্যবহার করা হয়েছে।

নয়

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ

[পারাঃ ১০, সূরাঃ তাওবাহ, আয়াতঃ ৬৭]।

অনুবাদঃ

یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا -(فتح محمد جالندھری دیوبندی، ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

এসব লোক আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। -ফতেহ মুহাম্মদ জালান্ধরী দেওবন্দী, ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]।

وہ اللہ کو بھول گئے اللہ ان کو بھول گیا-(شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شیخ محمودالحسن دیوبندی)

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেছেন। শাহ আবদুল কাদের, শাহ রফী' উদ্দীন, শেখ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী]

یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا-(مودودی)

[এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। -মওদুদীকৃত তাফহীমুল কুরআন]

তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। গিরিশ চন্দ্র সেন।

#আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। -মা'আরেফুল কুরআন।

#উহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। -আল কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য 'ভুলে যাওয়া'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করা মাহাত্মগত ও অর্থগত কোন দিক দিয়েই দুরস্ত নয়। কারণ, ভুলে যাওয়ার মাধ্যমে জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষণই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। অনুবাদকগণ আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ করেছেন, যার কুফল কি হলো তা পাঠকবৃন্দই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ করেছেন -

وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا

[তারা আল্লাহকে ছেড়ে বসেছে, সুতরাং আল্লাহও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। -কানযুল ঈমান।]

দশ

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ

[পারাঃ ১১, সূরাঃ য়ূনুস, আয়াতঃ ২১]

অনুবাদঃ

کہ دو اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے حیلہ-(شاہ عبدالقادر، فتح محمد جالندری دیوبندی، شیخ محمود الحسن دیوبندی، عاشق الٰہی دیوبندی میرٹھی)

[বলে দাও! আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শীঘ্র বানাতে পারেন অজুহাত। শাহ আবদুল কাদের, ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী, মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, আশেকে ইলাহী দেওবন্দী মীরাঠী]

کھہ کہ اللہ بھت جلد کرنے والا ہے مکر-(شاہ رفیع الدین صاحب)

[বলে দাও! আল্লাহ খুব শীঘ্র প্রতারণাকারী। 'শাহ রফী' উদ্দীন]

#(عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)- اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑھا ہوا ہے

(আল্লাহ্ চালবাজিসমূহে তাদেরকেও অতিক্রম করেছেন। আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]।

#(نواب وحید الزمان غیر مقلد)– کہہ دے اللہ کی چال بہت تیز ہے

[বলে দে! আল্লাহ এর চাল খুব তীক্ষ্ম। -নওয়াব ওয়াহিদুজ্জমান গায়র মুকাল্লিদ]

#(مودودی)-ان سے کہو" اللہ اپنی چالیں میں تم سے زیادہ تیز ہے

[আল্লাহ আপন চালে তোমাদের চেয় অধিক তীক্ষ্ণ। -মাওদুদীকৃত তাফহীমুল কুরআন]

#বল ঈশ্বর দ্রুত চক্রান্তকারী। -গিরিশ চন্দ্র সেন।

অথচ উর্দু ভাষার ‘(প্রতারণা) আল্লাহ এর শানে শোভা পায়না, কিন্তু এতদসত্বেও উপরোক্ত অনুবাদকগণ আলোচ্য আয়াতের অনুবাদে আল্লাহ এর শানে ‘প্রতারণাকারী’ (مکر), ‘চালকারী’ (مکر کرنے والا), ‘অজুহাত রচনাকারী’ (حیلہ بنانے والا) বলেছেন। আর বাংলায় প্রত্যক্ষ অনুবাদ করতে গিয়ে গিরিশ চন্দ্র সেন আল্লাহকে বললেন দ্রুত চক্রান্তকারী'। কিন্তু আ’লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও শব্দগত অনুবাদ করেছেন, তাও কতই মার্জিত ভাষায় করেছেন। তিনি অনুবাদ করেছেন- **تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے** [অর্থাৎ-আপনি বলে দিন! আল্লাহ এর গোপন ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক তাড়াতাড়ি (কার্যকর) হয়ে যায়। -কানযুল ঈমান]

এগার

فَاِنۡ یَّشَاِ اللّٰہُ یَخۡتِمۡ عَلٰی قَلۡبِکَ ؕ

পারাঃ ২৫, সূরাঃ শূরা, আয়াতঃ ২৪]।

অনুবাদঃ)

#(شاہ ولی اللہ)--پس اگر خواہر خدا مہر بند بر دل تو

সুতরাং যদি খোদা চাইতেন, তবে তোমার অন্তরের উপর মোহর করে দিতেন। --শাহ ওয়ালী উল্লাহ

#(شاہ رفیع الدین)- پس اگر چاہتا اللہ، مہر رکھ دیتا اور دل اوپر دل تیرے کے

সুতরাং যদি চাইতেন আল্লাহ্, তবে মোহর ছেপে দিতেন তোমার অন্তরের উপর। -শাহ্ রফী’ উদ্দীন]

#(شاہ عبدالقادر)- سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیر دل پر

সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে মোহর করে দিতেন তোমার অন্তরের উপর। -শাহ আবদুল কাদের]

 # (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)- تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے

(সুতরাং যদি আল্লাহ চান, তবে আপনার হৃদয়ের উপর মোহর করে দেবেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

#(اشرف علی تھانوی دیوبندی)- سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے

[পরন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনার মনের উপর মোহর মারিয়া দিতেন। আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী, বঙ্গানুবাদ, প্রকাশক, এমদাদিয়া লাইব্রেরী]

(فتح محمد جالندھری)- اگر خدا چاہے تو اے محمد تمہارے دل پر مہر لگادے

[যদি খোদা চান, তবে হে মুহাম্মদ! তোমার হৃদয়ের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন। -ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী]।

#(مودودی) -اگر اللہ چاہے تمھارے دل پر مہر کردے

(আল্লাহ চাইলে তোমার দিলের উপর মোহর ছেপে দেবেন। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন)

অনন্তর ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমার মনের উপর মোহর করিবেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন।

(اعلٰی حضرت)- اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرمادے

আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনার হৃদয়ের উপর আপন রহমত ও হিফাযতের মোহরাঙ্কন করে দিতেন। আ’লা হযরত কৃত কানযুল ঈমান]

আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদ গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়

(خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ) আল্লাহ তাদের (কাফিরগণ) অন্তরসমূহের উপর মোহর করে দিয়েছেন ।] -এর পর যেন মোহর লাগানোর স্থান ছিলো এটাই (হুযূরের হৃদয় মুবারক)! তবে মোহর না লাগিয়ে যেন হুমকি-ধমক দিয়েই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। ভুল অনুবাদের কারণে কেমন ভয়ানক কল্পনার শিকার হতে হয় ঐ পবিত্রতম যাত (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্বন্ধে, যাঁর শির মুবারকের উপর 'আসরা' (মি'রাজ)-এর তাজ রাখা হয়েছে।

বস্তুতঃ মোহর দু'প্রকারঃ ১) যা এই (خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ)-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ২) (خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ) এর মোহর। অনুবাদকগণ যদি বিশুদ্ধ তাফসীরসমূহের আলোকে অনুবাদ করতেন, তবে নিশ্চয় তাদের কলম দ্বারা রহমতে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্রতম হৃদয়ে আঘাত লাগতো না। বস্তুতঃ হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর ক্বলব মুবারক, যার উপর আল্লাহ তা'আলা এর রহমত ও নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, যে হৃদয় মুবারক সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত- এ আয়াতে সে বিষয়টাকেই সমধিক মজবুত ও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যা একমাত্র আ'লা হযরতের অনুবাদেই প্রকাশ পায়।

বার

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

[পারাঃ ২৫, সূরাঃ শূরা, আয়াতঃ ৫২]

অনুবাদঃ

تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان –(شاہ عبدالقادر)

[তুমি জানতেনা যে, কিতাব কি এবং না ঈমান। শাহ আবদুল কাদের]

تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان -(فتح محمد جالندھری)

[তুমি না তো কিতাব জানতে, এবং ন সমান। ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور ایمان –(شاہ رفیع الدین)#

[জানতেনা তুমি কিতাব কি এবং না ঈমান। -শাহ রফী' উদ্দীন)।

نمی دانتی کہ چیت کتاب ونمی دانتی کہ چیت ایمان -(شاہ ولی اللہ)#

তুমি জানতে না যে কিতাব কি এবং তুমি জানতে না যে ঈমান কি। -শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্।

تمھیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے-(مودودی)#

তোমার কিছুই জানা ছিলো না যে, কিতাব কি হয় এবং ঈমান কি হয়। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন]

آپ کو نہ یہ خبر نہ تھی کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے -(عبدالماجد دریا آبادی)#

[আপনার এ খবর ছিলো না যে, কিতাব কি জিনিস এবং না এ যে, ঈমান কি জিনিস। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]।

تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ (یہ جانتے تھے کہ) ایمان -(کس چیز کو کہتے ہیں) -(ڈیپٹی نذیر احمد دیوبندی)#

[তুমি জানতে না যে, কিতাব কি জিনিস এবং না (এটাও জানতে) যে, ঈমান কাকে বলে। -ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (کا انتھائی کمال) کیا چیز ہے-(اشرف علی تھانوی رنو بندی)#

আপনার এ খবর ছিলো না যে, (আল্লাহ এর) কিতাব কি জিনিস, এবং না এ খবর ছিলো যে, ঈমান (-এর চূড়ান্ত পূর্ণতা) কি জিনিস। আশরাফ আলী থানাবী দেওবন্দী)।

আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। -মা'আরেফুল কুরআন

اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل -(اعلی حضرت)

এর পর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শরীয়তের বিধানাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। -আ'লা হযরতকৃত কানযুল ঈমান]

আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ব্যতীত অন্যসব অনুবাদকের অনুবাদে এ কথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নাবুয়্যাত

প্রকাশের পূর্বে মুমিনও ছিলেন না। নাউযু বিল্লাহ! যাঁকে শুধু লওহ ও কলমের জ্ঞান নয়, বরং (مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ) (পর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি) সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তিনি কি (আল্লাহ এর পানাহ!) আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বে মুমিনও ছিলেন না? তা যদি হয়, তবে তখন তাকে তো না মুসলিম বলা যেতো, না তাওহীদে বিশ্বাসী। উক্তসব অনুবাদকের মতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঈমানের খবরও নাকি হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট পরবর্তীতে হয়েছে। কিন্তু আ'লা হযরতের অনুবাদে এ ধরণের সমস্ত ভ্রান্তি ও আপত্তির অবসান ঘটে যায়। তিনি অনুবাদ করেন- "তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শরীয়তের বিধানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বস্তুতঃ এটাই নির্ভরযোগ্য তাফসীরসম্মত সঠিক অনুবাদ

তের

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ﴿۱﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ

[পারাঃ ২৬, সূরাঃ আল-ফাতহ, আয়াতঃ১]।

অনুবাদঃ

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے ہے-(شاہ عبدالقادر) #

আমি ফয়সালা করে দিয়েছি তোমার জন্য সুস্পষ্ট ফয়সালা, যাতে ক্ষমা করেন তোমাকে আল্লাহ, যা পূর্বে হয়েছে তোমার গুনাহ এবং যা পরে হয়। শাহ আবদুল কাদের

تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تو کہ کے بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ کیا ہوا تھا پہلے گناہوں تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا-(شاہ رفیع الدین)#

[নিশ্চয় বিজয় দিয়েছি আমি তোমাকে, প্রকাশ্য বিজয়, যাতে ক্ষমা করেন তোমার জন্য খোদা- যা কিছু পূর্বে হয়েছে তোমার গুনাহ সমূহ থেকে এবং যা কিছু পরে হয়েছে। শাহ রফী' উদ্দীন]

ہر آینہ ماحکم کردیم برائے تو بفتح ظاہر عاقبت فتح آنست کہ بیامرز ترا خدا آنچہ کہ سابق گذشت از گناہ تو آنچہ پس ماند(شاہ ولي الله) #

(নিশ্চয় আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের, বিজয়ের পরিণাম এ যে, খোদা তোমাকে ক্ষমা করবেন যা পূর্বে গত হয়েছে তোমার পাপসমূহ থেকে এবং যা পরে হয়। -শাহ ওয়ালী উল্লাহ।

بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے-(عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی) #

[নিশ্চয় আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি যাতে আল্লাহ আপনার সমস্ত পূর্ববর্তী-পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

اے پیغمبر! یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی) درحقیقت ہم نے تمہاری کھلّم کھلا فتح کرادی تاکہ (تم اس فتح کے شکریہ میں دین کی ترقی کےلئے اور زیادہ)#

کوشش کرو اور) خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے-(ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[(হে পয়গম্বর! এ হুদায়বিয়ার সন্ধি কি হলো?) বাস্তবপক্ষে, আমি তোমার সুস্পষ্ট বিজয় করিয়ে দিয়েছি, যাতে (তুমি এ বিজয়ের শোকরিয়ায় সত্য দ্বীনের উন্নতির জন্য আরো অধিক চেষ্টা করো এবং) খোদা (এর পুরস্কার স্বরূপ) তোমার পূর্ব ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করেন। -ডিপুটী নাবীর আহমদ দেওবন্দী]

بیشک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالی آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے-(تھانوی دیوبندی) #

[নিশ্চয় আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। -আশরাফ আলী থানাবী দেওবন্দী]

ایسے ہی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ماکر اﷲ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے-(مودودی) #

[হে নাবী! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের সকল অসতর্কতা মাফ করে দেন। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন}

নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি যা সুস্পষ্ট, যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ

মার্জনা করে দেন, মা'আরেফুল কুরআন
#নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
নিশ্চয় আমি দীপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) বিজয় দান করিলাম। তোমার যে কিছু পাপ পূর্বে হইয়া হইয়াছে তাহা যেন পরমেশ্বর তোমার জন্য ক্ষমা করেন। গিরিশ চন্দ্র সেন

بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرما دیا کہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے–(اعلی حضرت)
[নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করেছেন আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীদের। -আ'লা হযরতকৃত কানযুল ঈমান]।
এখানে প্রশ্ন জাগে- হুযুর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কি নিস্পাপগণের সর্দার নয়? না গুনাহগার?
আলা হযরত ব্যতীত অন্যান্যদের অনুবাদগুলো দ্বারা তো একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের মহান নিস্পাপ নাবী অতীতেও গুনাহগার ছিলেন, ভবিষ্যতেও গুনাহ করবেন। কিন্তু সুস্পষ্ট বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহের ক্ষমা হয়ে গেল। আর ভবিষ্যতেও রসূলের গুনাহর ক্ষমা হতে থাকবে। (নাউযুবিল্লাহ)।
তাদের মতে- যদি এ সুস্পষ্ট বিজয় না দেয়া হতো তবে যেন হুযুরের তথাকথিত গুনাহসমূহের উপর 'সাত্তারীর পর্দা' পড়ে থাকতো!
বস্তুতঃ এ আয়াতের বিশুদ্ধ তাফসীরে যে সব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তাফসীরকারকগণও এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো অনুসারে উক্ত অনুবাদকগণ আয়াতের অনুবাদ করেন নি। ফলশ্রুতিতে, তাদের ভুল অনুবাদ যারা পাঠ করে তাদের পাপরাশি অনুবাদকগণের উপরই বর্তাবে নিঃসন্দেহে।
তাছাড়া, মাসুম বা নিস্পাপ নাবী যদি পাপী হন, তবে عصمت 'নিষ্পাপ হওয়াথ কার জন্য প্রযোজ্য হবে? নবীগণকে (عَلَيْهِمُ السَّلَام) নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করাতো ঈমানেরই অঙ্গ। পাপীও কি কখনো নাবী হতে পারে? সাহাবা কিরামের অভিমত ও তাফসীকারকগণের ব্যাখ্যাসমূহ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনুবাদ করার জন্য তাদেরকে কে বাধ্য করেছে। একজন আরবীয় ইহুদী কিংবা খৃষ্টান অথবা আমাদের দেশে যারা নিছক আরবী ভাষার জ্ঞান লাভ করেছে তারাই তো এ ধরণের (শাব্দিক) অনুবাদ করতে পারে। এসব অনুবাদক নিজেদেরকে আলিমে দ্বীন এবং তাফসীর ও হাদীসের জ্ঞানসম্পন্ন বলে দাবী করে কোনরূপ চিন্তাভাবনা ও বুঝ ছাড়াই শব্দগত অনুবাদ করে বসলে তাদের মধ্যে ও ওদের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? কমপক্ষে, তারা ذنب শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুল লায়স অথবা আসলামীর অভিমত পাঠ করলেও অনুবাদে এমন জঘন্য ভুল করতেন না। কিন্তু এসব অনুবাদক যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূলের তথাকথিত দোষত্রুটির অনুসন্ধানের দুঃসাহস না দেখান, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তাদের জ্ঞানের উপর বিশ্বাসই জন্মে না। ডিপুটী নযীর আহমাদ দেওবন্দী ওহাবীর অনুবাদঃ তাজ কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত (নং পি ১৪১)-এর শেষ ভাগে কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। সেই তালিকার ২য় অংশের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর প্রতি কি খোদার নিকট থেকে তিরস্কার এসেছে না তার কোন উক্তির উপর পাকড়াও হয়েছে?' এ শিরোনামের বরাতে মনগড়াভাবে নয়টা আয়াত পেশ করা হয়েছে। এ থেকে সম্মানিত পাঠকগণ এদের আলাহর মাহবূব (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর প্রতি আন্তরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের অনুমান করতে পারেন।
বস্তুতঃ لك এ এর মধ্যে 'ل' কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত।
এ কথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, নাবী কারীম (সাল্লালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম)-এর প্রতি আ'লা হযরতের অন্তরের ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ণতার চরম শিখরে। তাই পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার সময় তিনি এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সজাগ ছিলেন, যেন (عصمت رسول) (রসূলের নিস্পাপ হওয়া)-এর বিরুদ্ধে একটা বর্ণও লিপিবদ্ধ না হয় এবং কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদও যেন হয়ে যায়। সেই ভক্তিভরা দৃষ্টি, যা সর্বদা রসূলে পাকের মর্যাদাময় আস্তানার দিকে তাকিয়ে ছিলো, দেখেছিলো যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে (لك) এর (ل),(سبب) (কারণ) নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তিনি (আথলা হযরত) উপরোক্ত বিশুদ্ধ অনুবাদই পেশ করেছেন।

চৌদ্দ

اَلرَّحۡمٰنُ ﴿۱﴾ عَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ ﴿۲﴾ خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ ﴿۳﴾ عَلَّمَہُ الۡبَیَانَ ﴿۴﴾

পারা ২৭ সূরাঃ আর-রাহমান, আয়াতঃ ১-৪

অনুবাদঃ

مرحمٰن نے سکھایا قرآن بنایا آدمی پھر سکھائی اس کو بات (شاہ عبدالقادر)

[পরম দয়াময় শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানবকে এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা। -শাহ আবদুল কাদের]

رحٰن نے سکھایا قرآن، پیدا کیا آدھی کو ، سکھایا اسکو بولنا -(شاہ رفیع الدین)

[পরম দয়াময় শিখিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা বলা।-(শাহ রফা উদ্দীন]

خدا آموخت قرآن را, آفرید آدمی را و آموختش سخن گفتن– (شاہ ولی اللہ)

[খোদা শিক্ষা দিলেন কুরআন, সৃজন করলেন মানুষকে এবং শিক্ষা দিলেন তাকে কথা বলা। -শাহ ওয়ালী উল্লাহ।]

خدائے رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دی اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کو گویائی سکھائی -(عبدالماجد دریا آبادی دیو بندی)

[পরম দয়াময় খোদা-ই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানব সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী।]

رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان پیدا کیا (پھر) اس کو گویائی سکھائی (تھانوی دیو بندی اور فتح محمد جالندھری)

[পরম দয়াময় কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানব সৃজন করেছেন, (অতঃপর) তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। - আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী ও ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]।

رحمٰن نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا–(تفہیم القرآن از مودودی)

[পরম দয়াময় এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি কথা বলতে শিখিয়েছেন। তাফহীমুল কুরআন, কৃত, মওদূদী]

করুণাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। -মা'আরেফুল কুরআন

দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে। -আল কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউ-েশন বাংলাদেশ।

পরমেশ্বর কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন, মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছেন। -[গিরিশ চন্দ্র সেন]

رحمٰن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کان و ما یکون کا بیان انھیں سکھایا-(اعلحضرت)

[পরম দয়ালু (রহমান), আপন মাহবুবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন। যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সবকিছুর সপ্রমাণ বর্ণনা তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। -আ'লা হযরতকৃত কানযুল ঈমান।]

আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকদের অনুবাদগুলো খুব মনযোগ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর আ'লা হযরতের অনুবাদ গভীরভাবে পর্যালোচনা করুন। দ্বিতীয় আয়াতে (عَلَّمَ) (আল্লামা) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এটা দ্বিকর্মক ক্রিয়া। প্রথমোক্ত সমস্ত অনুবাদে উল্লেখ করা হয় رحمٰن نے سکھایا قُرْآن (পরম দয়াময় কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন)। ঐসব অনুবাদক একটা মাত্র 'কর্ম' উল্লেখ করেছেন (কোরআন)। এখন প্রশ্ন জাগে কুরআন কাকে শিক্ষা দিয়েছেন?' এটা তারা উল্লেখ করেননি। কিন্তু আ'লা হযরত (رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ) তা প্রকাশ করে দিয়েছেন-'রহমান আপন মাহবুবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' এ মর্মে কুরআনের অপর আয়াত সাক্ষ্য দেয়- (عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ) অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ), হে হাবীব। আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন- যা আপনি জানতেন না।

তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে- 'মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' সে মানুষটি কে? অনুবাদকগণ শব্দগত অনুবাদ পেশ করে ক্ষান্ত হলেন।

কোন কোন অনুবাদক আবার এখানে নিজ থেকেও শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তবুও ‘ইনসানথ শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়নি। এখন আপনি ঐ মহা মর্যাদাবান সত্তার (দঃ) কথা স্মরণ করুন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস-মূল, যার হাক্বীকত সমস্ত হাক্বীকৃতেরই মূলবস্তু, যার উপরই সৃষ্টির বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, যিনি সৃষ্টির শুরু, কাইনাতের প্রাণ ও ইনসানিয়াতের জান। আথলা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন- ‘ইনসানিয়াতের প্রাণ মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে সৃষ্টি করেছেন।(اَلْاِنْسَانَ) (আল-ইনসান) মানে যখন হুযূর সরওয়ারে কাওনাঈন (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর মহান সত্তাই নির্দিষ্ট হয়ে গেলো, তখন তাঁরই শানের উপযোগী আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে শিক্ষাদানও হওয়া চাই। সুতরাং সাধারণ অনুবাদকদের সীমিত জ্ঞানগণ্ডিকে অতিক্রম করে আথলা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন- (مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ) ‘ (পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি)এর বিশদ বর্ণনা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।চ

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতের অনুবাদে (مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ) (পূর্ব ও পরবর্তী সৃষ্টি)-এর বর্ণনা শিক্ষা দেয়া কোত্থেকে আসলো? এখানে তো শুধু কথা বলা শিখানোই বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয়? অথবা এভাবে বলা যায়- ‘কুরআনের জ্ঞান’ দ্বিতীয় আয়াতে প্রকাশ পেলে চতুর্থ আয়াতে তো ‘বর্ণনা শিক্ষাথ-ই উদ্দেশ্য হয়!

তাহলে জবাব এ যে, (مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ) (যা কিছু হয়েছে ও যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত হবে)-এর জ্ঞান রয়েছে ‘লওহ-ই-মাহফূযথএ, আর লওহ-ই-মাহফূযথ হচ্ছে কুরআন শরীফের একটা অংশের মধ্যে। আর আল্লাহ তা’আলা আপন মাহবূবকে কুরআনের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন, যার মধ্যে (مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ) ‘পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত কিছুর বর্ণনা শামিল রয়েছে।

সুতরাং আ’লা হযরতের অনুবাদই হচ্ছে বিশুদ্ধ ও তাফসীরসম্মত অনুবাদ।

পনের

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ

[পারাঃ ৩০, সূরাঃ বালাদ, আয়াতঃ ১]

অনুবাদঃ

قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تجھ کو قید نہ رہے گی اس شہر میں (شاہ عبد القادر)

[কসম খাচ্ছি ঐ শহরের এবং............. শাহ আবদুল কাদের।]

#قسم می خورم بایں شہر -(شاہ ولی اللہ)

[আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের । -শাহ ওয়ালী উল্লাহ]

#قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور تو داخل ہونے والا ہے بیچ اس شہر کے-(شاہ رفیع الدین)

[কসম খাচ্ছি আমি (আল্লাহ) ঐ শহরের এবং তুমি প্রবেশকারী ঐ শহরের মধ্যে। -শাহ রফীথ উদ্দীন।]

#میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی-(اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আমি কসম খাচ্ছি এ (মক্কা) নগরীর। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]।

#میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی-(عبد الماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

#قسم کھاتا ہوں اس شہر کی-(محمد الحسن)

[কসম খাচ্ছি এ শহরের। -মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী]

#(اے پیغمبر) ہم اس شہر (مکہ) کی قسم کھاتے ہیں-(ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[আমি এ (মক্কা) নগরীর কসম খাচ্ছি। -ডিপুটি নযীর আহমদ দেওবন্দী]।

(نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی مودودی وہابی)

[না, আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। -মওদূদী ওহাবী।

আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করিতেছি। বস্তুতঃ তুমি (হে মুহাম্মদ) এই নগরের বৈধ হইবে। -গিরিশ চন্দ্র সেন

(مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو (اعلیحضرت

আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু হে মাহবূব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন। কানযুল ঈমান কৃত আলা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)]

উল্লেখ্য যে, মানুষ ‘কসম খায়’। উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিভাষায় অবশ্য কসম খাওয়া যায়। আল্লাহ তা’আলা তো সব ধরণের পানাহার থেকে পবিত্র। প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদে আপন আপন পরিভাষার আল্লাহ্ তা’আলাকেও কেন অনুসারী করালেন? এ জন্যই কি তারা এ অনুবাদ করলেন যে, ঐ মহান আল্লাহ তো কিছু পানাহার করেন না, অন্ততঃপক্ষে কসম হলেও আহার করুক, না এ সুক্ষ্ম মাসআলাটার দিকে কোন অনুবাদকই মনযোগ দেন নি? কিন্তু আথলা হযরত কতই সুন্দর পন্থায় অনুবাদ করেছেন -“আমায় এ শহরের শপথ।চ

ষোল

وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

[পারাঃ ৩০, সূরাঃ দোহা, আয়াতঃ ৭]

اور پایا تجھکو بھٹکتا پھر راہ دی-(شاہ عبد القادر)#

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভ্রষ্ট, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। শাহ আবদুল ক্বাদের]

اور پیا تجھکو و راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی-(شاہ رفیع الدن) #

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভোলা, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। -শাহ রফিথ উদ্দীন)]

ویافت ترا راہ گم کردہ یعنی شریعت نمی دانستی پس پس راہ نمود-(شاہ ولی اللہ)#

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথহারা অর্থাৎ শরীয়তের বিধান সম্পর্কে তুমি জানতে না, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ]

اور آپ کو بےخبر پایا سو رستہ بتایا-(الماجد دریا آادی)#

[এবং আপনাকে বে-খবর পেয়েছেন, অতঃপর আপনাকে পথ প্রদর্শন করেন। আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী]

اور تمھیں گم کردہ راہ پایا تو کیا (تمھیں) ہدایت (نھیں) کی-(مرزا حیرت دہلوی)#

[এবং তোমাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর (তোমাকে) কি পথ দেখান নি? -মীর্যা হয়রাত দেহলভী]

اور تم کو دیکھا کہ (راہ حق کی تلاش میں بھٹکے (پھر رہے) ہو تو (تم کو دین اسلام کا) سیدھا راستہ دکھایا-(ڈپٹی نذیر احمد راوندی)#

[এবং তোমাকে দেখলেন যে, সত্য পথের সন্ধানে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরছে, তখন তোমাকে দ্বীন-ইসলামের সোজা পথ দেখালেন।-ডিপুটী নযীর আহমদ]

اور اللہ تعالی نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا۔ سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا-(اشرف علی تھانوی)#

[এবং আল্লাহ তা’আলা আপনাকে শরীয়ত সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, সুতরাং আপনাকে (শরীয়তের) পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন।-আশরাফ আলী থানভী]

اور تمھیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی-(مودودی)#

[এবং তোমাকে পথ-অনভিজ্ঞ পেয়েছেন। অতঃপর হেদায়ত দান করেছেন। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন]

[তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। -মা’আরেফুল কুরআন]

[তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। - আল-কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ]

[এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন]

(اور تمھیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی (اعلحضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ

এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন। -কানযুল ঈমান, কৃত, আথলা হযরত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)]

উপরোক্ত প্রায় সব অনুবাদকই ضَآلًّا শব্দকে بھٹکا ہوا (পথভ্রষ্ট) گم کردہ راہ (পথহারা) ইত্যাদি দ্বারা অনুবাদ করেছেন, যা মোটেই যথাযথ অনুবাদ নয়। রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর পবিত্রতম শানে ‘পথভ্রষ্ট’ পথহারা’, ‘পথ-অনভিজ্ঞ’ ‘বিপথগামী’ ইত্যাদি বলা সুস্পষ্ট বেয়াদবীই। কিন্তু শেষোক্ত (আ’লা হযরতের) অনুবাদটা কয়েকবারই পাঠ করে দেখুন

আর নিজেই ফয়সালা করুন! অনুবাদটা কতোই বিশুদ্ধ ও শালীনতার একেবারে নিকটবর্তী!

তদুপরি, নাবী কারীমের শানে পথহারা, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে নাবীগণের মহামর্যাদা নিস্পাপ হওয়া (عصمت انبیاء)-কে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ সেটার পরোয়াই করেননি।

তাছাড়া, এ আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গীর (سیاق و سباق) প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেও উক্ত অনুবাদকগণ এ ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারতেন। কারণ, একদিকে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন- এ (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۙ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى) (অর্থাৎ আপনাকে আপনার প্রতিপালক ছেড়ে দেননি এবং না অপছন্দ করছেন এবং নিশ্চয় 'পরবর্তীথ আপনার জন্য পূর্ববর্তী থেকে উত্তম।) সুতরাং পরবর্তী আয়াতেই (আলোচ্য আয়াত) মহামর্যাদাবান রসূলের জন্য তথাকথিত 'পথভ্রষ্টতা' ইত্যাদির উল্লেখ কিভাবে এসে গেলো? আপনারা নিজেরাই গভীরভাবে চিন্তা করুন- হুযুর (আলায়হিস্ সালাম) যদি মুহূর্তকালের জন্যও পথভ্রষ্ট হতেন, তাহলে সঠিক পথের উপর কে হতেন? অথবা এভাবে বলুন তিনি নিজে পথভ্রষ্ট, পথহারা হয়ে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে থাকলে পথপ্রদর্শক হবেন কিভাবে?

সর্বোপরি, অন্য আয়াতে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নিজেই এরশাদ করছেন- (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى) (অর্থাৎ তোমাদের আক্বা নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) না পথভ্রষ্ট হন, না বিপথে চলেন। -সূরা আন নাজম), সেহেতু এ আয়াতে তিনি (আল্লাহ) হুযূরকে পথভ্রষ্ট, পথহারা ইত্যাদি কিভাবে ইরশাদ করলেন? তা কখনো হতে পারেনা।

সুতরাং আথলা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর অনুবাদই যথার্থ এবং সব ধরণের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

ক্বুরআন কারীমের অনুবাদ শব্দগত, না তাফসীর সম্মত হওয়া চাই?

যদি ক্বুরআন কারীমের নিছক শব্দগত অনুবাদ করা হয়, তবে তা থেকে বহু ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কখনো আল্লাহর শানে বেয়াদবী হয়, কখনো নবীগণের শানে, কখনো ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা আহত হয়। সুতরাং আপনি উপরোল্লেখিত অনুবাদগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করুন। আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ব্যতীত অন্যসব অনুবাদক ক্বুরআন পাকের নিছক শব্দগত অনুবাদ পেশ করেছেন, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে উক্ত অনুবাদ যেমন শ্রুতিকটু, তেমনি ইসলামী আকীদার দৃষ্টিতে ধর্মীয় আকীদাও মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আপনি কি পছন্দ করবেন। যদি কেউ বলে, "আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা করছেনচ, "আল্লাহ তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেনচ, আল্লাহ তাদের মনরক্ষা করছেনচ, "আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রুপ করছেনচ? আয়াত- (اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ) (সূরা বাক্বারা, আয়াতঃ ১৫-এর অধিকাংশ অনুবাদক এ অনুবাদই করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী, শেখ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী, ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী, আবদুল মাজেদ দেওবন্দী দরিয়া আবাদী, মীর্যা হায়রাত দেহলভী (গায়র মুকাল্লিদ), নওয়াব ওয়াহীদুজ্জামান (গায়র মুকাল্লিদ), স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী (নেচারী) এবং শাহ রফীথ উদ্দীন, মওদূদী, মুফতী মুহাম্মদ শফী ও গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপভাবে, আয়াত- (ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ) , [পারাঃ ৮, সূরাঃ আ'রাফ, আয়াতঃ ৫৪] (استوٰی) শব্দটা ক্বুরআন কারীমের কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন- "অতঃপর স্থির হয়েছেন তখতের উপরচ(আশেকে ইলাহী), "অতঃপর স্থির হয়েছেন আরশের উপর" (শাহ রফীথ উদ্দীন), "অতঃপর আল্লাহ্ সুউচ্চ আরশের উপর স্থির হয়েছেনচ- (ডিপুটী নযীর আহমদ), "অতঃপর উপবিষ্ট হয়েছেন আরশের উপরচ- (শাহ আবদুল কাদের), "অতঃপর তখতের উপর আরোহণ করেছেনচ- (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুকাল্লিদ), অতঃপর আরশের উপর দীর্ঘায়িত হয়েছেন।" (ওয়াজদী সাহেব ও মুহাম্মদ য়ুসুফ কাকূরভী), "অতঃপর আপন সালতানাতের তখতের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" -(মওদূদী), "অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" -(মা'আরেফুল ক্বুরআন), "তৎপর সিংহাসনে স্থিতি করিয়াছিলেন।" -(গিরিশ চন্দ্র সেন), "তিনি আরশে সমাসীন হন।" (অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

অনুরূপভাবে, আয়াত- (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) [পারাঃ ১, সূরাঃ বাক্বারা, আয়াতঃ '৫-এর মধ্যে-এর অনুবাদ অধিকাংশ অনুবাদক এভাবে করেছেন- "আল্লাহর মুখথ, 'আল্লাহর চেহারা। সুতরাং শাহ রফীথ উদ্দীন সাহেব অনুবাদ করেছেন- "(پس جدھر کو منہ کرو پس وہیں ہیں منہ اللہ کا)" [অতঃপর যে দিকেই মুখ করো, সেদিকেই আল্লাহর মুখ, 'আল্লাহর চেহারাথ (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুকাল্লিদ ও মুহাম্মদ য়ুসুফ) (اُدھر اللہ ہی کا رخ ہے)।

['সেখানেই আল্লাহর চেহারাথ - শেখ মাহমুদুল হাসান ও আশেকে ইলাহী দেওবন্দী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও মওদুদী), (اُدھر اللہ کا سامنا)।

["সেখানে আল্লাহর সম্মুখে।" - ডিপুটী নযীর আহমদ, মীর্জা হায়রাত গায়র মুকাল্লিদ দেহলভী, সৈয়দ ইরফান আলী শিয়া]

ঐসব অনুবাদ পাঠ করার পর আথলা হযরত আযীমুল বরকত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর অনুবাদ দেখুন! এ তিনটি আয়াতের কোনটারই অনুবাদ তিনি 'উর্দু' প্রতিশব্দ দ্বারা করেননি। কারণ, ক্বুরআনী শব্দাবলী- وجہ اللہ استھزاء استوٰی

অনুবাদের জন্য উর্দুতে এমন কোন প্রতিশব্দ নেই, যা দ্বারা শব্দগত অনুবাদ করে অনুবাদক শরীয়তের পাকড়াও থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। সে কারণে আ'লা হযরত কুরআনের 'শব্দথ-কে হুবহু রেখেই অনুবাদ করেছেন-

১) (اللہ ان سے استہزا فرماتا ہے جیسا اسکی شان کے لائق ہے) (আল্লাহ তাদের সাথে "ইস্তিহাযাথ করেন (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়।

২) (پھر عرش پر استوای فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے) (অতঃপর তিনি আরশের উপরে 'ইস্তিওয়াথ ফরমায়েছেন (যেমনটি তাঁর শানের উপযোগী)]

৩) (تو تم جدھر منہ کرو اُدھر وجہ اللہ ہے (خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجّہ ہے) [সুতরাং তোমরা যে দিকে মুখ করো সেদিকেই 'ওয়াজহুল্লাহথ (খোদার রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ হয়।)]

এ থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, কুরআন কারীমের শব্দগত অনুবাদ করা প্রত্যেক স্থানে সম্ভবপর নয়। ঐ সব স্থানে অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে তাফসীরসম্মত অনুবাদ করা। ফলে, মাহাত্মও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর অনুবাদেও কোনরূপ ব্যাধি (বিভ্রান্তি) থাকবে না। আথলা হযরতের ঈমান মজবুতকারী অনুবাদের মাধুর্য ও যথার্থতার ভিত্তিতে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, 'কানযুল ঈমানই' কুরআনের অনুবাদের একটা মানদ-রূপী অনুবাদ, যা অনুবাদ সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটির বহু ঊর্ধ্বে।

মোটকথা, এ কতিপয় তুলনামূলক দৃষ্টান্ত সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরলাম। এতদ্ব্যতীত, আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য এখানে উল্লেখ করলাম না। তবুও এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ কুরআন মজীদের সঠিক অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস। আথলা হযরত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এক একটা আয়াতের অনুবাদ করার সময় প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ অনুসারে যথাযথ ও মার্জিত অনুবাদই করতেন। এ কারণেই আথলা হযরতের প্রসিদ্ধ তরজমা-ই-কুরআন - কানযুল ঈমানথ (উর্দু ভাষায়)। একমাত্র সঠিক, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্য গ্রন্থ। বলা বাহুল্য এরই বঙ্গানুবাদ হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কুরআনের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদ।।

আ'লা হযরতের তরজমা-ই-কুরআন-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী আরো কতিপয় প্রমাণ্য পুস্তকঃ

(توضیح البیان)(তাওযীহুল বয়ান)ঃ কৃত, আল্লামা গোলাম রসূল সাঈদী।

(محاسن کنز الایمان) (মাহাসিনে কানযুল ঈমান)ঃ কৃত, শের মুহাম্মদ খান আথওয়ান

(تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ) (তারাজুমে কুরআন কা তাকাবুলী জা-ইযাহ)ঃ কৃত, শায়খুল ইসলাম সৈয়দ মুহাম্মদ মাদানী মিঞা

(دیوبندی ترجموں کا آپریشن) (দেওবন্দী তরজমো কা ওপারেশন)ঃ কৃত, মাওলানা মাহবুব আলী খান।

(منازل انتخاب) (মানাযিলে ইন্তিখাব)ঃ কৃত, মাওলানা ইন্তেখাব ক্বাদীর মুরাদাবাদী।

(ترجمہ اعلیٰ حضرت کے علمی محاسن) (তরজমা-ই-আ'লা হযরত কে ইলমী মাহাসিন)ঃ কৃত, আল্লামা আখতার রেযা খান আযহারী।

(انوار کنز الایمان) (আনওয়ারে কানযুল ঈমান)ঃ কৃত, মাওলানা জামাল ওয়ারিস (বোম্বাই)।

(قرآن شریف کے غلط ترجموں کی نشاندہی) (কুরআন শরীফ কে গালাত তরজমো কী নিশানদেহী)ঃ কৃত, কারী যিয়াউল মুস্তাফা আযমী।

ইমাম আহমদ রেযা ইশক ও মুহাব্বতের ভাষায় কুরআনে হাকীমের এমন এক তরজমা (অনুবাদ) পেশ করেছেন, যা জ্ঞানগত, সাহিত্যগত ও আক্বীদাগত প্রতিটি দিক দিয়ে এক কষ্টিপাথর এবং কুরআনের বাস্তব ঝলকের আয়নাস্বরূপ।

হযরত সদরুশ শরী'আহ মাওলানা আমজাদ আলী আযমী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ), প্রণেতা, বাহারে শরী'আত'-এর বারংবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৩০ হিজরী, মোতাবেক ১৯' খৃষ্টাব্দে এ (উর্দু) অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিলো। এর নাম রাখা হয় **কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল কুরআন।**
তাফসীরের কিতাবাদি ও অভিধান ইত্যাদি দেখা ছাড়াই আ'লা হযরত তাঁর বরকতময় মুখে অনর্গল বলে যেতেন, আর সদরুশ আর লিখতে থাকতেন। পরক্ষণে যখন হযরত সদরুশ শরী'আহ ও অন্যান্য ওলামা কেরাম উক্ত তরজমাকে তাফসীরের
উল্লেখযোগ্য কিতাবাদির সাথে মিলিয়ে নিতেন, তখন এটা দেখে হতভম্ব হয়ে যেতেন যে, তিনি অনর্গল কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যেই অনুবাদ করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য তাফসীরগুলোরই একেবারে অনুরূপ এবং সেগুলোর প্রতিচ্ছবিই। জনাব মালিক শের মুহাম্মদ খান আথওয়ান (কালাবাগ) এ তরজমা সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

"এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, এ তরজমা হচ্ছে- শব্দগতও, পরিভাষাগতও। এভাবে শব্দ ও পরিভাষার সুন্দর সমন্বয় সাধন

তাঁর তরজমাথর এক বিরাট বৈশিষ্ট্যই।" তদুপরি তিনি এ অনুবাদ থেকে এ মূলনীতিই নির্ণয় করেছেন যে, "অনুবাদ হবে অভিধানের অনুরূপ এবং শব্দগুলোরও একাধিক অর্থের মধ্য থেকে এমন অর্থ বেছে নেয়া হবে, যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গির (سباق سباق) দিক দিয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত ও যথাযথ হয়, তখনই সেই অনুবাদ শ্রেষ্ঠতর হবে।'

এ 'তরজমাথ থেকে ক্বুরআনের নিগূঢ় রহস্যাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, তা সাধারণতঃ অন্যান্য 'তরজমা' বা অনুবাদে প্রকাশ পায় না। এ 'অনুবাদথ সহজ-সরল হওয়ার সাথে সাথে ক্বুরআনের 'রূহ' এবং 'আরবী বাচনভঙ্গীথর অত্যন্ত কাছাকাছিও।

আথলা হযরতের অনুবাদের স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য এটাও যে, তিনি প্রতিটি স্থানে নবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর প্রতি আদব ও সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা ও নিস্পাপ হবার বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। (মহাসিনে কানযুল ঈমান, লাহোরঃ ২৭ পৃষ্ঠা)।

"ইলমে তাফসীরথ-এ আথলা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর জ্ঞান-গভীরতা 'কানযুল ঈমানথ থেকে তেমনি প্রকাশ পায়, যেমন প্রকাশ পায় তার এ বিষয়ে অন্যান্য মহান কীর্তি থেকেও। তিনি 'আ যালালুল আক্বা 'আন বাহরে সাফীনাতি আক্বাথ নামক একখানা 'তাফসীরী হাশিয়াথ আরবী ভাষায় তাফসীরে খাযিনের উপর লিখেছেন। তাছাড়া, 'তাফসীরে বায়দাভীথ, 'তাফসীরে দুররে মানসূরথ, 'তাফসীরে মা'আলিমুত্তানযীলথ, 'আন্-(ইক্বান) ফী উলুমিল ক্বুরআন এবং ইনায়াতুল কাযীথর উপর বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় 'হাশিয়াথ (পার্শ্ব ও পাদটীকা) লিখেছেন।

এ বিশুদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বুরআন **'কানযুল ঈমান'**-এর সাথে এরই 'হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকা হিসেবে উপমহাদেশের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসিরে ক্বুরআন, আহলে সুন্নাতের মহান পথ প্রদর্শক, আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর খলীফা, সম্মানিত ওলামা কিরামের নয়নমণি, অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর তাফসীর **'খাযাইনুল ইরফান'** সংযোজিত হয়ে সোনায় সোহাগা হলো। এটা এমন এক তাফসীর, যা সুন্নী 'তথা মুসলিম বিশ্বকে অন্য কোন তাফসীরের প্রতি মুখাপেক্ষী রাখে না। এতে আ'লা হযরতের অনুবাদের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতাকে নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি ও অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া, তাতে পবিত্র ক্বুরআনের আয়াতগুলোর উক্ত অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোর প্রয়োজনীয় তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অনুবাদের সাথে সাথে টীকাগুলোও নম্বর অনুসারে পড়ে নিলে আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্মানিত পাঠক সমাজের সামনে অতি সহজেই প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে।

বস্তুতঃ উক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আহলে সুন্নাতের আদর্শই একমাত্র সঠিক ও ইসলামের আসল রূপরেখা। পক্ষান্তরে, তা সর্বপ্রকারের বাতিলের ভোজবাজির প্রাচীরে চিড় ধরিয়ে দেয়।

এ তাফসীরে (খাযাইনুল ইরফান) আরো বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণও সুস্পষ্ট। যেহেতু তাতে রয়েছে-

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল, আহলে সুন্নাতের আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াদির সপ্রমাণ বিবরণ, বিধি-বিধান জ্ঞাপক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাসহ ফিক্হর মাস্আলা-মাসাইল, তাওহীদ ও রিসালতের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন এবং কুফর ও শির্কের অকাট্যভাবে খন্ড এবং তাফসীরগত, আক্বাইদগত ও সমসাময়িক বহু জটিল বিষয়ের সমাধান ইত্যাদি।

মোটকথা প্রায় সব আবশ্যকীয় গুণাবলীর ধারক এ প্রসিদ্ধতম তরজমা ও তাফসীর যেহেত উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেত উর্দু ভাষীগণই শুধু এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারছেন। এ কারণে বাংলাভাষীদেরও দীর্ঘ কালের এ চাহিদা এবং দাবীই অপূরণীয় থেকে যায় যে, এর বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হোক!

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে দীর্ঘ এক যুগাধিক কাল যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে এ উভয় কিতাবের সরল বঙ্গানুবাদ করার প্রয়াস পেলাম। বঙ্গানুবাদের নিরীক্ষণের জন্য গোটা পা-ুলিপি ইমামে আহলে সুন্নাত, উস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, হযরতুল আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ও আমার পরম সম্মানিত ওস্তাদ, উস্তাযুল ওলামা, গাযযালী-ই যমান আল্লামা উদ্দীন সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)র গোচরীভূত করা হয়েছে। তারা এবং দেশ বিদেশের সম্মানিত পীর মাশায়েখ, দক্ষ ওলামা কেরাম ও বুদ্ধিজীবীগণ এ বঙ্গানুবাদের উপর তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে অভিমত' প্রদান করেছেন।

সম্মানিত পাঠক সমাজ তথা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের খেদমতে আরয, আল্লাহর মেহেরবাণীতে উক্ত প্রসিদ্ধতম ও বিশুদ্ধতম তরজমাই-ক্বুরআন ও তাফসীর কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'এর সরল বঙ্গানুবাদ এখন মুদ্রিত গ্রন্থাকারে বহুল প্রচারিত।

অতএব, পবিত্র ক্বুরআনের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত উক্ত কিতাবখানি সংগ্রহ করে পাঠ পর্যালোচনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহ পাক তৌফিক দিন ও কবুল করুন। আমীন!

কুরআন মাজীদের কতিপয় জরুরী বিষয়ের

সূচীপত্র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হাযির-নাযির				
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ	২	বাক্বারাহ্	১৪৩	৫৩
وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ	৪	আল-ই-ইমরান	১০১	১৩১
وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا	৪	আল-ই-ইমরান	১০৩	১৩১
وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ؕ	৫	নিসা	৪১	১৬৮
وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ	৫	নিসা	৬৪	১৭৪
وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ؕ	৯	আনফাল্	৩৩	৩৩৩
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ	১১	তাওবাহ্	১২৮	৩৮২
اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ	২১	আহ্যাব	৬	৭৫৩
اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ	২৬	ফাত্হ	৮	৯১৪
اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ	২৯	মুয্যাম্মিল	১৫	১০৩৭
হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে ইলমে গায়িব দেয়া হয়েছে				
وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ	৪	আল-ই-ইমরান	১৭৯	১৪৯
وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ	৫	নিসা	১১৩	১৮৯
مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَیْءٍ	৭	আন'আম	৩৮	২৪৯
وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ	৭	আন'আম	৫৯	২৫৩
وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ	১১	য়ূনুস	৩৭	৩৯১
وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ	১৪	নাহল	৮৯	৫০১
اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ	২৭	আর্-আহ্মান	১-২	৯৫৬
فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ	২৯	জিন	২৬-২৭	১০৩৫
وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ	৩০	তাক্ভীর	২৪	১০৬২
হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি আদব বজায় রাখা ঈমানের মূলভিত্তি				
حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	৫	নিসা	৬৫	১৭৪
اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ	৬	মা-ইদাহ	১২	২১০
وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا	৯	আ'রাফ	১৫৭	৩১৪
اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ	৯	আন্ফাল	২৪	৩৩০
لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ	১৮	নূর	৬৩	৬৫৩
اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ	২২	আহ্যাব	৩৬	৭৬২
لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ	২২	আহ্যাব	৫৩	৭৬৮
وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ	২৬	ফাত্হ	৯	৯১৪
لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَیِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ	২৬	হুজুরাত	১	৯২০
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ	২৬	হুজুরাত	২	৯২০

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি বেয়াদবী কুফর				
لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا	১	বাক্বারাহ	১০৪	৪১
وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ	১০	তাওবাহ	৬১	৩৬২
لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ	১০	তাওবাহ	৬৬	৩৬৩
اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ	২২	আহ্যাব	৫৭	৭৭০
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۚ	২৩	স-দ	৭৭	৮২৬
اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ	২৬	হুজুরাত	২	৯২১
সম্মানিত নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর হুমকী তরবারী তুল্য				
رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا	১	বাক্বারাহ	১২৬	৪৮
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ	১	বাক্বারাহ	১২৯	৪৯
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ	১১	যূনুস	৮৮	৪০০
قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ؕ	১২	যূসুফ	৪১	৪৩৮
رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ	১৩	ইব্রাহীম	৩৭	৪৭৩
فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪	১৬	ত্ব-হা	৯৭	৫৮২
رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ	২৯	নূহ	২৬	১০৩২
হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাথে যার সম্পর্ক থাকে সে মহত্বের অধিকারী হয়				
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا	২	বাক্বারাহ	১৪৩	৫৩
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ	৪	আল-ই-ইমরান	১১০	১৩৩
لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ	১৪	হিজর	৭২	৪৮৩
يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ	২২	আহ্যাব	৩২	৭৬১
لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ	৩০	বালাদ	১	১০৭৯
وَالضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾	৩০	দুহা	১-২	১০৮৪
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ	৩০	তীন	৩	১০৮৭
মহান প্রতিপালক আল্লাহ হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সন্তুষ্টি চান				
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪	২	বাক্বারাহ	১৪৪	৫৪
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ	৩০	দুহা	৫	১০৮৪

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাহাবা কিরাম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمۡ)এর বৈশিষ্টাবলী				
ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ (٢)	১	বাক্বারাহ্	২	৪
وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ	১	বাক্বারাহ্	১৩	৯
رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ	১	বাক্বারাহ্	১২৯	৪৯
وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيۡهِمۡ ؕ	১	বাক্বারাহ্	১২৯	৪৯
فَاِنۡ اٰمَنُوۡا بِمِثۡلِ مَآ اٰمَنۡتُمۡ بِهٖ	১	বাক্বারাহ্	১৩৭	৫১
اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَالَّذِيۡنَ هَاجَرُوۡا	২	বাক্বারাহ্	২১৮	৭৯
وَلَقَدۡ عَفَا عَنۡكُمۡ ؕ	৪	আল-ই-ইমরান	১৫২	১৪২
وَلَقَدۡ عَفَا اللّٰهُ عَنۡهُمۡ ؕ	৪	আল-ই-ইমরান	১৫৫	১৪৩
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الۡحُسۡنٰى ؕ	৫	নিসা	৯৫	১৮৪
وَمَا يُضِلُّوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ	৫	নিসা	১১৩	১৮৮
اِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا	৬	মা-ইদাহ	৭	২০৯
اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ حَقًّا ؕ	৯	আনফাল	৪	৩২৬
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ جَنّٰتٍ	১০	তাওবাহ্	৮৯	৩৬৯
لَقَدۡ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالۡمُهٰجِرِيۡنَ الخ	১১	তাওবাহ্	১১৭	৩৭৯
لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّرِزۡقٌ كَرِيۡمٌ	২২	সাবা	৪	৭৭৯
وَاَلۡزَمَهُمۡ كَلِمَةَ التَّقۡوٰى	২৬	ফাত্হ	২৬	৯১৯
وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الۡكُفَّارِ الخ	২৬	ফাত্হ	২৯	৯১৯
كَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡـَٔهٗ	২৬	ফাত্হ	২৯	৯১৯
اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ امۡتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوۡبَهُمۡ لِلتَّقۡوٰى ؕ	২৬	হুজুরাত	৩	৯২১
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيۡكُمُ الۡاِيۡمَانَ	২৬	হুজুরাত	৭	৯২২
لِلۡفُقَرَآءِ الۡمُهٰجِرِيۡنَ الخ	২৮	হাশর	৮	৯৮৩
وَالَّذِيۡنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ الخ	২৮	হাশর	৯	৯৮৪
وَّاٰخَرِيۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ	২৮	জুমুআ'হ্	৩	৯৯৭
هُمُ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ لَا تُنۡفِقُوۡا عَلٰى مَنۡ الخ	২৮	মুনাফিক্বুন	৭	১০০০
رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ ؕ	৩০	বায়্যিনাহ্	৮	১০৯১
নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পরিবার-পরিজনদের বৈশিষ্টাবলী				
فَقُلۡ تَعَالَوۡا نَدۡعُ اَبۡنَآءَنَا	৩	আল-ই-ইমরান	৬১	১২১
وَاعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِيۡعًا	৪	আল-ই-ইমরান	১০৩	১৩১
اَمۡ يَحۡسُدُوۡنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ	৫	নিসা	৫৪	১৭১
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَاَنۡتَ فِيۡهِمۡ ؕ	৯	আনফাল	৩৩	৩৩৩
وَاِنِّىۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَاٰمَنَ	১৬	ত্ব-হা	৮২	৫৮০
اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيُذۡهِبَ عَنۡكُمُ الرِّجۡسَ	২২	আহ্যাব	৩৩	৭৬১

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ الخ	২২	আহ্যাব	৫৬	৭৬৯
وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ۙ	২৩	সাফ্‌ফাত	২৪	৮০৬
قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا	২৫	শূরা	২৩	৮৬৯
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ	৩০	দুহা	৫	১০৮৪
اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ	৩০	বায়্যিনাহ্	৭	১০৯১
হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর পবিত্র বিবিগণও হুযূরের ‘পরিবার-পরিজন’-এর অন্তর্ভুক্ত				
وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ	৪	আল-ই-ইমরান	১২১	১৩৬
رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ	১২	হূদ	৭৩	৪১৯
فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ	১৬	ত্বা-হা	১০	৫৭১
فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ	১৭	আম্বিয়া	৭৬	৫৯৯
فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ	২০	ক্বাসাস	৮	৬৯৯
وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ	২০	ক্বাসাস	২৯	৭০৪-৫
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ	২২	আহ্যাব	৩৩	৭৬১
হযরত আবূ বাকর সিদ্দিক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর গুণাবলী				
اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ	৩	বাক্বারাহ্	২৭৪	১০১
وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ	৪	আল-ই-ইমরান	১৫৯	১৪৪
وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ الخ	৮	আ’রাফ	৪৩	২৮৭
ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ	১০	তাওবাহ্	৪০	৩৫৭
وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ	১৮	নূর	২২	৬৪০
وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ	২০	ক্বাসাস	৬০	৭১১
هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ	২২	আহ্যাব	৪৩	৭৬৪
اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ الخ	২৩	যুমার	১৮	৮৩০
وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ	২৪	যুমার	৩৩	৮৩৩
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ	২৬	আহ্‌ক্বাফ	১৫	৮৯৯
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ	২৬	ফাতহ্	২৯	৯২০
اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ	২৬	হুজুরাত	৩	৯২১
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ	২৭	আর-রাহমান	৪৬	৯৬০
لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ	২৭	হাদীদ	১০	৯৬৯
فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ	২৮	তাহ্‌রীম	৪	১০০৯
وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ (সম্পূর্ণ সূরা)	৩০	লায়ল	১-২১	১০৮২
وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ الخ	৩০	লায়ল	১৭-১৮	১০৮২

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হযরত ওমর ফারূক্ব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ)-এর গুণাবলী				
وَ اتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّی الخ	১	বাক্বারাহ্	১২৫	৪৮
اُحِلَّ لَکُمۡ لَیۡلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ الخ	২	বাক্বারাহ্	১৮৭	৬৮
هُوَ الَّذِیۡۤ اَیَّدَکَ بِنَصۡرِهٖ وَ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ الخ	১০	আন্ফাল	৬২	৩৪২
یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ حَسۡبُکَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۠	১০	আন্ফাল	৬৪	৩৪২
فَتۡحٌ قَرِیۡبٌ ؕ وَ بَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الخ	২৮	সাফ্ফ	১৩	৯৯৫
عَسٰی رَبُّهٗۤ اِنۡ طَلَّقَکُنَّ الخ	২৮	তাহ্রীম	৫	১০০৯
হযরত ওসমান গণী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ)-এর গুণাবলী				
مَثَلُ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ	৩	বাক্বারাহ্	২৬১	৯৮
فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ قَضٰی نَحۡبَهٗ	২১	আহ্যাব	২৩	৭৫৮
اَمَّنۡ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّیۡلِ	২৩	যুমার	৯	৮২৮
فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ اَنۡفَقُوۡا لَهُمۡ اَجۡرٌ کَبِیۡرٌ	২৭	হাদীদ	৭	৯৬৮
سَیَذَّکَّرُ مَنۡ یَّخۡشٰی ۙ	৩০	আ'লা	১০	১০৭৪
হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ)-এর গুণাবলী				
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نَاجَیۡتُمُ الرَّسُوۡلَ فَقَدِّمُوۡا بَیۡنَ یَدَیۡ نَجۡوٰىکُمۡ	২৮	মুজাদালাহ্	১২	৯৭৮
یُوۡفُوۡنَ بِالنَّذۡرِ وَ یَخَافُوۡنَ یَوۡمًا کَانَ شَرُّهٗ مُسۡتَطِیۡرًا ﴿۷﴾ (১৫ আয়াত)	২৯	দাহ্র	৭-২১	১০৪৬
হযরত আয়িশা সিদ্দিক্বাহ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا)-এর গুণাবলী				
فَتَیَمَّمُوۡا صَعِیۡدًا طَیِّبًا	৫	নিসা	৪৩	১৬৮
اِنَّ الَّذِیۡنَ جَآءُوۡ بِالۡاِفۡکِ عُصۡبَۃٌ مِّنۡکُمۡ ؕ	১৮	নূর	১১-২০	৬৩৭
اُولٰٓئِکَ مُبَرَّءُوۡنَ مِمَّا یَقُوۡلُوۡنَ ؕ لَهُمۡ مَّغۡفِرَۃٌ (১৯ আয়াত)	১৮	নূর	২৬	৬৪১
یٰنِسَآءَ النَّبِیِّ لَسۡتُنَّ کَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ	২২	আহ্যাব	২৭-৪২	৭৬১
হযরত আবূ বাকর সিদ্দিক্ব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ)-এর খিলাফত				
مَنۡ یَّرۡتَدَّ مِنۡکُمۡ عَنۡ دِیۡنِهٖ فَسَوۡفَ یَاۡتِی اللّٰهُ بِقَوۡمٍ الخ	৬	মা-ইদাহ	৫৪	২২২
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ الخ	১৮	নূর	৫৫	৬৪৯
سَتُدۡعَوۡنَ اِلٰی قَوۡمٍ اُولِیۡ بَاۡسٍ شَدِیۡدٍ	২৬	ফাত্হ	১৬	৯১৬
لِلۡفُقَرَآءِ الۡمُهٰجِرِیۡنَ (তা) اُولٰٓئِکَ هُمُ الصّٰدِقُوۡنَ ۚ	২৮	হাশর	৮	৯৮৩

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উম্মতই সর্বশ্রেষ্ঠ				
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا	২	বাক্বারাহ	১৪৩	৫৩
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا الخ	৪	আল-ই-ইমরান	১০৩	১৩২
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ الخ	৫	নিসা	১১৫	১৮৯
আল্লাহ এর ওলীগণের গুণাবলী				
اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ	৯	আন্‌ফাল	৩৪	৩৩৪
اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٦٢)	১১	য়ূনুস	৬২	৩৯৬
আল্লাহ এর ওলীগণের কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা) সত্য				
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ	৩	আল-ই-ইমরান	৩৭	১১৬
وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ الخ	১৫	কাহ্‌ফ	১৮	৫৩৮
فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ الخ	১৫	কাহ্‌ফ	৭১	৫৪৮
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ	১৬	কাহ্‌ফ	৮৪	৫৫১
وَهُزِّىْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	১৬	মারয়াম	২৫	৫৫৯
قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ الخ	১৯	নামল	৪০	৬৯০
বুযুর্গগণের তাবাররুকে বালা-মুসীবতের প্রতিকার				
اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ الخ	২	বাক্বারাহ্	২৪৮	৯০
اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ الخ	১৩	য়ূসুফ	৯৩	৪৪৯
فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا الخ	১৬	মারয়াম	২৬	৫৫৯
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ الخ	১৬	ত্বা-হা	৯৬	৫৮২
اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ الخ	২৩	স-দ	৪২	৮২৩
মু'মিনদের সাহায্যকারী প্রচুর				
وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ	১	বাক্বারাহ্	৮৭	৩৫-৩৬
مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ	৩	আল-ই-ইমরান	৫২	১২০
اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا	৫	নিসা	৭৫	১৭৬
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪	৬	মা-ইদাহ	২	২০৫
اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا	৬	মা-ইদাহ	৫৫	২২২

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ	১০	আন্‌ফাল	৬৬	৩৪২
وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا	১৫	বানী ইস্রাঈল	৮০	৫২৮
فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ الخ	১৬	কাহ্‌ফ্	৯৫	৫৫২
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ الخ	১৯	শু‘আরা	৮৯	৬৭৪
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ (۱۰۰) وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ (۱۰۱)	১৯	শু‘আরা	১০০-১০১	৬৭৪
وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ (۴)	১৮	তাহ্‌রীম	৪	১০০৯
বে-ঈমানের কোন সাহায্যকারী নেই				
وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	১	বাক্বারাহ্	১০৭	৪৩
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ الخ	১	বাক্বারাহ্	১২০	৪৭
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ	৩	বাক্বারাহ্	২৭০	১০০
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ	৩	আল-ই-ইমরান	২২	১১২
وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (۱۲۳)	৫	নিসা	১২৩	১৯০
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا (۱۴۵)	৫	নিসা	১৪৫	১৯৬
وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (۱۷۳)	৬	নিসা	১৭৩	২০৩
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ الخ	৭	আন‘আম	৭০	২৫৬
وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	১০	তাওবাহ্	৭৪	৩৬৫
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ	১২	হূদ	২০	৪০৯
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ (۳۷)	১৩	রা’দ	৩৭	৪৬৩
وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ	১৫	বানী ইস্রাঈল	৯৭	৫৩১
وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۧ	১৫	কাহ্‌ফ্	১৭	৫৩৮
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ	১৭	হাজ্জ্	৭১	৬১৮
وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (۲۵)	২০	‘আন্‌কাবূত	২৫	৭২১
فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (۲۹)	২১	রোম	২৯	৭৩৪
وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (۱۷)	২১	আহ্‌যাব	১৭	৭৫৬
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۚ	২২	আহ্‌যাব	৬৫	৭৭১
مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ	২৪	মু’মিন	১৮	৮৪৩
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ (۲۱)	২৪	মু’মিন	২১	৮৪৩
وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ	২৪	হা-মীম-সাজদাহ্	১৬	৮৫৭
وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	২৫	শূরা	৮	৮৬৫
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ	২৫	শূরা	৪৪	৮৭২
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ	২৫	শূরা	৪৬	৮৭৩
وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۭ	২৬	আহ্‌ক্বাফ	৩২	৯০৪

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মৃতরা শুনতে পায়				
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ (صالح عليه السلام)	৮	আ'রাফ	৭৯	২৯৬
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ (شعيب عليه السلام)	৯	আ'রাফ	৯৩	২৯৯
وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ الخ	২৫	যুখরুফ	৪৫	৮৮১
আল্লাহ এর প্রিয় বান্দাগণ ওফাতের পর সাহায্য করেন				
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ	১	বাক্বারাহ্	৮৯	৩৬
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ	৩	আল-ই-ইমরান	৮১	১২৬
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ(۱۰۷)	১৭	আম্বিয়া	১০৭	৬০৪
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا	২২	সাবা	২৮	৭৭৯
আল্লাহ এর প্রিয় বান্দাগণ দূর থেকে শুনেন, দেখেন ও সাহায্য করেন				
وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ	৩	আল-ই-ইমরান	৪৯	১১৯
وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	৭	আন'আম	৭৫	২৫৭
اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ	৮	আ'রাফ	২৭	২৮৪
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ	১২	য়ূসুফ	২৪	৪৩৩
اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ	১৩	য়ূসুফ	৯৪	৪৪৯
وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ	১৭	হাজ্জ	২৭	৬১০
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا	১৯	নাম্ল	১৯	৬৮৭
اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ	১৯	নাম্ল	৪০	৬৯০
قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ	২১	সাজদাহ্	১১	৭৪৭
আল্লাহ এর ওলীগণ সমস্যার সমাধানদাতা ও দানশীল				
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ	১	বাক্বারাহ্	৬০	২৭
فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا	২	বাক্বারাহ্	২৪৮	৯০
وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ	৩	আল-ই-ইমরান	৪৯	১১৮
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ الخ	৯	য়ূসুফ	৩৩	৩৩৩
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ	১২	য়ূসুফ	২৪	৪৩৩
فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ	১৩	আন্ফাল	৯৬	৪৪৯
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا	১৬	মার্য়াম	১৯	৫৫৮
لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	২৬	ফাত্হ	২৫	৯১৮
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ(۳۵)	২৭	যারিয়াত	৩৫	৯৩৫

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
বুযূর্গদের নিকটে দুআ' মাক্ববূল (গ্রহণীয়				
وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ الخ	১	বাক্বারাহ্	৫৮	২৬
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ	৩	আল-ই-ইমরান	৩৮	১১৬
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ الخ	৫	নিসা	৬৪	১৭৪
বুযূর্গ স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা				
وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا	১	বাক্বারাহ্	৫৮	২৬
وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ	১	বাক্বারাহ্	১২৫	৪৮
اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ الخ	২	বাক্বারাহ্	১৫৮	৫০
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ؕ	১৬	ত্ব-হা	১২	৫৭১
لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ	৩০	বালাদ	১-২	১০৭৯
وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ	৩০	তীন	৩	১০৮৭
স্মৃতি স্মারক প্রতিষ্ঠা করা করেন				
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ	২	বাক্বারাহ্	৫৮	৬৭
وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ	৬	মা-ইদাহ	১২৫	২০৯
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا	৭	মা-ইদাহ	১১৪	২৪০
فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ	১১	য়ূনুস	৫৮	৩৯৫
وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ	১৩	ইব্রাহীম	৫	৪৬৬
اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚۖ	৩০	ক্বাদর	১	১০৯০
ক্ববরের আযাব সত্য				
اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا الخ	২৪	মু'মিন	৪৬	৮৪৭
اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا	২৯	নূহ	২৫	১০৩১
ঈমামগণের তাক্বলীদ (অনুসরণ) করা আবশ্যক				
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	১	ফাতিহা	৬	৩
لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ	৫	নিসা	৮৩	১৭৯
وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا الخ	৫	নিসা	১১৫	১৮৯
وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ	১১	তাওবাহ	১১৯	৩৭৯

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا	১১	তাওবাহ্	১২২	৩৮০
فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ	১৭	আম্বিয়া	৭	৫৯০
وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ	১৭	হাজ্জ	৭৮	৬২০
وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ	২১	লুক্বমান	১৫	৭৪১
নিজের বাতিল আক্বীদাকে গোপন করে সুবিধাবাদীপন্থা (تقيّه) অবলম্বন করা				
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ	১	বাক্বারাহ্	১৪	৯
فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ	৩	আল-ই-ইমরান	৬৪	১২২
قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً	৫	নিসা	৯৭	১৮৪
يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ	৬	মা-ইদাহ্	৬৭	২২৫
وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۙ	৮	আ'রাফ	২১	২৮৩
قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ	১১	য়ূনুস	১০৪	৪০৪
مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ	১৭	আম্বিয়া	৫২	৫৯৬
اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ	২৮	মুনাফিক্বুন	২	৯৯৯
সাময়িক বিবাহ (متعه) হারাম				
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ	৫	নিসা	২৪	১৬৩
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا	১৮	নূর	৩৩	৬৪৪
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ	২৯	নূর	৩১	১০২৭
নারীদের জন্য পর্দা অত্যাবশ্যক				
فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ	৪	নিসা	১৫	১৬০
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ	১৮	নূর	৩১	৬৪৩
وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ	১৮	নূর	৬০	৬৫১
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ	২২	আহ্যাব	৩৩	৭৬১
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ	২২	আহ্যাব	৫৩	৭৬৮
لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ	২৮	তালাক্ব	১	১০০৪
পুরুষে পুরুষে বলৎকার বা (لواطت পায়ু সঙ্গম) করা হারাম				
قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ	২	বাক্বারাহ্	২২২	৮১
اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ	৮	আ'রাফ	৮০	২৯৬

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا	৮	আ'রাফ	৮৪	২৯৭
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ	১৮	মু'মিনূন	৭	৬২১
নামায পাঁচ ওয়াক্ত				
حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى	২	বাক্বারাহ্	২৩৮	৮৮
فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ	২১	রূম	১৭	৭৩২
আমরা সবাই হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর গোলাম				
اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ الخ	২১	আহ্যাব	৬	৭৫৩
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ	২২	আহ্যাব	৩৬	৭৬২
ধর্মত্যাগীর শাস্তি হত্যা				
فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ الخ	১	বাক্বারাহ্	৫৪	২৫
অস্বীকৃতি (نفى)-এর উদ্দেশ্যবস্তুও দলীল				
فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ	৮	আন'আম	১৫০	২৭৬
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ	২০	নামল	৬৪	৬৯৩
হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য				
يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ	১	বাক্বারাহ্	২৬	১৪
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ	১	বাক্বারাহ্	১২৯	৪৯
قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ	৩	আল-ই-ইমরান	৩২	১১৪
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ	৫	নিসা	৬৫	১৭৪
مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ	৫	নিসা	৮০	১৭৭
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ	৬	মা-ইদাহ্	১৫	২১১
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ	৯	আ'রাফ	১৫৭	৩১৩
وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ	২৫	শূরা	৫২	৮৭৪
وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ	২৮	হাশ্র	৭	৯৮৩

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মৃতদেরকে আহ্বান				
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ	৩	বাক্বারাহ্	২৬০	৯৮
وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ	১৭	হাজ্জ্	২৭	৬১০
وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا	২৫	যুখরুফ	৪৫	৮৮১
হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর অবতরণ ক্বিয়ামতের পূর্বাভাষ				
وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ	২৫	যুখরুফ	৬১	৮৮৪
হুযূর আনওয়ার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মু'মিনদের ঘরে ঘরে দ্বীপ্তিমান রয়েছেন				
فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ	১৮	নূর	৬১	৮৮৪
য়াগুস ও য়া'উক্ব ইত্যাদি পথভ্রষ্ট ও মূর্তি নির্মাতা ছিলো, আউলিয়া ছিলোনা				
وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ الخ	২৯	নূহ	২৩	১০৩১
وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا	২৯	নূহ	২৪	১০৩১
বুক-মাথা চাপড়ানো কাফিরদেরই প্রথা				
قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ	৬	মা-ইদাহ্	৩১	২১৫
قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ؔ	২৩	ইয়াসীন	৫২	৮০০
আউলিয়া মিন-দুনিল্লাহ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যসব বন্ধু) শয়তান				
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ	৩	বাক্বারাহ্	২৫৭	৯৫
اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ	৮	আ'রাফ	২৭	২৮৪
اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	৮	আ'রাফ	৩০	২৮৪
فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ	১৪	নাহ্ল	৬৩	৪৯৬
اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ الخ	১৫	কাহ্ফ্	৫০	৫৪৪
নেক বান্দাদের কারণে পাপীদের প্রতিও দয়া				
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الخ	৫	নিসা	৬৯	১৭৫
وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ	১৬	কাহ্ফ্	৮২	৫৫০
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ	২৭	তূর	২১	৯৩৯
اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ	২৭	তূর	২১	৯৩৯

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মু'মিনদের জন্য শাফা'আত রয়েছে				
مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ	৩	বাক্বারাহ্	২৫৫	৯৪
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ الخ	৫	নিসা	৬৪	১৭৪
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ الخ	১১	তাওবাহ্	১০৩	৩৭৪
اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا	১৬	ত্ব-হা	১০৯	৫৮৪
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ	২২	সাবা	২৩	৭৭৮
لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا	৩০	নাবা	৩৮	১০৫৫
কাফিরদের জন্য শাফ'আত নেই				
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ	৩	বাক্বারাহ্	২৫৪	৯৪
لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ	১৬	মারয়াম	৮৭	৫৬৮
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۙ	১৯	শু'আরা	১০০	৬৭৪
اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ ؕ	২৪	যুমার	৪৩	৮৩৪
مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ	২৪	মু'মিন	১৮	৮৪৩
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ؕ	২৮	মুনাফিক্বুন	৬	১০০০
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ؕ	২৯	মুদ্দাসির	৪৮	১০৪১
مربِّي (মুরাব্বী) অর্থে ব্যবহৃত رب (রাব্ব) বান্দাকেই বলা হয়				
اِنَّهٗ رَبِّىْۤ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ	১২	য়ূসুফ	২৩	৪৩৩
اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫	১২	য়ূসুফ	৪২	৪৩৮
اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ	১২	য়ূসুফ	৫০	৪৪০
كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ؕ	১৫	বানী-ইস্রাঈল	২৪	৫১৬
খাদেম (خادم) অর্থে ব্যবহৃত আব্দ (عبد)				
مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ	১৮	নূর	৩২	৬৪৪
قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ	২৪	যুমার	৫৩	৮৩৬
কাফিরগণ বধির, মূক, অন্ধ ও মৃত				
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۙ	১	বাক্বারাহ্	১৮	১১
اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ	১৪	নাহ্‌ল	২১	৪৮৯
وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى	১৫	বানী-ইস্রাঈল	৭২	৫২৬
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ	২০	নামল	৮০	৬৯৫

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ	২৪	হা-মীম সাজদাহ্	৪৪	৮৬১
اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ؑ	২৪	হা-মীম সাজদাহ্	৪৪	৮৬২
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ	২৬	মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)	২৩	৯০৯
নাবী ও ক্বুরআন হিদায়াত প্রদানকারী				
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ	৪	আল-ই-ইমরান	১৬৪	১৪৫
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا	১১	তাওবাহ্	১০৩	৩৭৪
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ	১৩	ইব্রাহীম	১	৪৬৫
اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ	১৫	বানী-ইস্রাঈল	৯	৫১৩
وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ	২৫	শূরা	৫২	৮৭৪
ঈসাল-ই সাওয়াব (ওফাত প্রাপ্তদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানো) সত্য				
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ	১১	তাওবাহ্	৯৯	৩৭২
وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ	২৬	যা-রিয়াত	১৯	৯৩৩
নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্পাপ				
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ	১	বাক্বারাহ্	১২৪	৪৮
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ	৩	আল-ই-ইমরান	৩৩	১১৪
اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ	৮	আন‘আম	১২৫	২৬৯
لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ	৮	আ’রাফ	৬১	২৯২
وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ	১২	হূদ	৮৮	৪২২
مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ	১২	য়ূসুফ	৩৮	৪৩৭
اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ الخ	১৩	য়ূসুফ	৫৩	৪৪১
اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ	১৫	বানী-ইস্রাঈল	৬৫	৫২৪
لَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ	১৫	বানী-ইস্রাঈল	৭৪	৫২৬
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	২১	আহ্যাব	২১	৭৫৭
اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ	২৩	স-দ	৮৩	৮২৬
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ	২৭	আন-নাজম	২	৯৪৩
لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ	২৯	আল-হাক্ব্ক্বাহ	৪৪	১০২৫
শারীরিক ইবাদত কেউ অন্য কারো পক্ষ থেকে সম্পন্ন করতে পারেনা				
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ	৩	বাক্বারাহ্	২৮৬	১০৬
وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ	২৭	আন-নাজ্‌ম	৩৯	৯৪৯

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام)-এর মর্যাদার স্তর ভিন্ন ভিন্ন				
تِلۡكَ الرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ	৩	বাক্বারাহ্	২৫৩	৯৩
نَرۡفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنۡ نَّشَآءُ ؕ	১৩	য়ূসুফ	৭৯	৪৪৬
মূল নাবূয়্যাতে সমস্ত নাবী এক সমান				
لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ اَحَدٍ مِّنۡ رُّسُلِهٖ ۟	৩	বাক্বারাহ্	২৮৫	১০৬
وَلَمۡ يُفَرِّقُوۡا بَيۡنَ اَحَدٍ مِّنۡهُمۡ	৬	নিসা	১৫২	১৯৮
প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া পশুও হালাল যদি তা আল্লাহ এর নামে যবেহকৃত হয়				
مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنۡۢ بَحِيۡرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ	৭	মা-ইদাহ	১০৩	২৩৬
قُلۡ لَّاۤ اَجِدُ فِىۡ مَاۤ اُوۡحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ الخ	৮	আন‘আম	১৪৫	২৭৪
فَكُلُوۡا مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلٰلًا طَيِّبًا	১০	আন্‌ফাল	৬৯	৩৪৪
وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَا تَصِفُ اَلۡسِنَتُكُمُ الۡكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ	১৪	নাহ্‌ল	১১৬	৫০৮
প্রতিমার বেদীমূলে বদকৃত ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহকৃত পশু				
وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيۡرِ اللّٰهِ ۚ	২	বাক্বারাহ	১৭৩	৬২
لَا عِلۡمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ عَلَّامُ الۡغُيُوۡبِ	৬	মা-ইদাহ্	৩	২০৬
মহান প্রতিপালকের অবগত করা ব্যতীত কারো নিকট অদৃশ্য জ্ঞান নেই				
لَوۡ كُنۡتُ اَعۡلَمُ الۡغَيۡبَ لَاسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ الۡخَيۡرِ ۛۚ	৭	মা-ইদাহ্	১০৯	২৩৮
لَوۡ كُنۡتُ اَعۡلَمُ الۡغَيۡبَ لَاسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ الۡخَيۡرِ ۛۚ	৯	আ’রাফ	১৮৮	৩২৯
قُلۡ لَّا يَعۡلَمُ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ الۡغَيۡبَ اِلَّا اللّٰهُ الخ	২০	নামল	৬৫	৬৯৪
اِنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ السَّاعَةِ ۚ	২১	লুক্বমান	৩৪	৭৪৫
وَمَاۤ اَدۡرِىۡ مَا يُفۡعَلُ بِىۡ وَلَا بِكُمۡ ؕ	২৬	আহ্‌ক্বাফ	৯	৮৯৮
আল্লাহ এর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কিছুই করতে পারেনা				
اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ	১	ফাতিহা	৪	২
وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ	১	বাক্বারাহ্	১০৭	৪৩
قُلۡ لَّاۤ اَمۡلِكُ لِنَفۡسِىۡ نَفۡعًا وَّلَا ضَرًّا	৯	আ’রাফ	১৮৮	৩২১
وَمَاۤ اُغۡنِىۡ عَنۡكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ مِنۡ شَىۡءٍ ؕ	১৩	য়ূসুফ	৬৭	৪৪৫
مَا كَانَ يُغۡنِىۡ عَنۡهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ مِنۡ شَىۡءٍ	১৩	য়ূসুফ	৬৮	৪৪৫

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মিলাদ শরীফ (নাবী কারীম এর জন্ম বৃত্তান্ত) বর্ণনা করা আল্লাহ এরই সুন্নাত				
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ	৪	আল-ই-ইমরান	১৬৪	১৪৫
قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ	৬	নিসা	১৭৫	২০৩
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ	৬	মা-ইদাহ	১৫	২১১
هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى	১০	তাওবাহ্	৩৩	৩৫৪
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ	১১	তাওবাহ্	১২৮	৩৮২
(সম্পূর্ণ রুকূ‘) وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ	১৬	মারয়াম	১৬	৫৫৮
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ	২০	ক্বাসাস	৭	৬৯৮
مُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ	২৮	সাফ্ফ	৬	৯৯৪
هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا	২৮	জুমু‘আহ	২	৯৯৬
জ্ঞান আল্লাহ এর এক মাহান নি’মাত				
وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا	১	বাক্বারাহ্	৩১	১৭
وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ	৩	বাক্বারাহ্	২৬৯	১০০
الْعِلْمِ قَآئِمًاۢ بِالْقِسْطِ ؕ	৩	আল-ই-ইমরান	১৮	১১১
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ	৫	নিসা	১১৩	১৮৯
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ	১১	তাওবাহ্	১২২	৩৮০
وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا	১৫	কাহ্ফ	৬৫	৫৪৭
هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ	১৫	কাহ্ফ	৬৬	৫৪৭
وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا	১৬	ত্ব-হা	১১৪	৫৮৫
فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ	১৭	আম্বিয়া	৭	৫৯০
اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ	১৯	শু‘আরা	১৯৭	৬৮১
عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ	১৯	নামল	১৬	৬৮৬
اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا الخ	২২	ফাতির	২৮	৭৮৯
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ الخ	২৩	যুমার	৯	৮২৯
اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾	২৭	আর-রাহ্মান	১-২	৯৫৬
নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে ‘বাশার’ (মানুষ মাত্র) বলা কাফিরদেরই প্রথা				
قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ	১৪	হিজর	৩৩	৪৮০
مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ	১৮	মু’মিনূন	২৪	৬২৩
وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ	১৮	মু’মিনূন	৩৪	৬২৪
قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ	২২	য়াসীন	১৫	৭৯৬
فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ	২৮	তাগ্বা-বুন	৬	১০০২

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মহান প্রতিপালক মিথ্যা থেকে পবিত্র				
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۧ	৩	আল-ই-ইমরান	৯	১০৯
فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ	৩	আল-ই-ইমরান	৬১	১২১
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ	৪	আল-ই-ইমরান	১৯৪	১৫২
وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۧ	৫	নিসা	৮৭	১৮০
وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا	৫	নিসা	১২২	১৯০
সৎকর্মপরায়নদের কারণে পাপীদের উপরও শাস্তি আসেনা				
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ الخ	৯	আন্‌ফাল	৩৩	৩৩৩
اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ	১৭	হাজ্জ্	৩৮	৬১৩
تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ	২৬	ফাত্‌হ্	২৫	৯১৮
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۳۵)	২৭	যা-রিয়াত	৩৫	৯৩৫
وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا	২৯	নূহ	২৭	১০৩২
আউলিয়া কিরামের ওয়২৭সীলাহ (মাধ্যম) জরুরী				
فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ الخ	১	বাক্বারাহ্	৩৭	১৯
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ	১	বাক্বারাহ্	৬১	২৭
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ	১	বাক্বারাহ্	৮৯	৩৬
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ	২	বাক্বারাহ	১৪৪	৫৪
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ	৩	আল-ই-ইমরান	৩৮	১১৬
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ	৪	আল-ই-ইমরান	১৬৪	১৪৫
وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا	৬	মা-ইদাহ্	৩৫	২১৬
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ	৯	আ'রাফ	১৩৪	৩০৭
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ	৯	আ'রাফ	১৩৪	৩০৭
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا الخ	১১	তাওবাহ্	১০৩	৩৭৪
يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ	১৫	বানী ইস্রাঈল	৫৭	৫২২
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا	১৫	কাহ্‌ফ	২১	৫৩৯

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّیۡ عَلٰی حَبِیۡبِہِ الۡکَرِیۡمِ

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর দয়ালু হাবীব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি।

সূরা ফাতিহার নামসমূহঃ এ সূরার বহু নাম রয়েছেঃ (১) ফাতিহা (২) ফাতিহাতুল কিতাব (কুরআনের ভূমিকা), (৩) উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল), (৪) সূরাতুল কান্‌য। (ভান্ডার সূরা) (৫) কাফিয়াহ্ (প্রাচুর্যসম্পন্ন), (৬) ওয়াফিয়াহ্ (পরিপূর্ণ), (৭) শাফিয়াহ (আরোগ্যদায়ক), (৮) শেফা (আরোগ্য) (৯) সাব্'ই মাসানী (সপ্ত প্রশংসা, বারংবার আবৃত্তিযোগ্য সপ্ত আয়াত), (১০) নূর (জ্যোতি), (১১)রুক্বইয়াহ (দুআ'-তাবিজ) , (১২) সূরাতুল হামদ (প্রশংসার সূরা) , (১৩)সূরাতুদ্ দুআ' (প্রার্থনার সূরা), (১৪)তা'লীমুল মাসআলা (মাসআলা শিক্ষা), (১৫) সূরাতুল মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা), (১৬) সূরাতুত্ তাফভীদ (অর্পণের সূরা), (১৭) সূরাতুস্ সাওয়াল (যাঞ্চার সূরা), (১৮) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল), (১৯) ফাতিহাতুল কুরআন (কুরআনের সূচনা, (২০) সূরাতুস্ সালাত (নামাযের সূরা) এ সূরায় সাতটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং এক চল্লিশটি বর্ণ আছে। কোন আয়াত 'নাসিখ' (نَاسِخٌ) (রহিতকারী) কিংবা 'মানসূখ'(مَنۡسُوۡخٌ) (রহিতকৃত) নয়।

শানে নুযুল (অবতরণের প্রেক্ষাপট)ঃ এ সূরা মক্কা মুকাররমাহ্ কিংবা মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় অথবা উভয় পূণ্যময় ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আমর ইবনে শোরাহ্বীল থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে বললেন, "আমি এক আহ্বান শুনে থাকি, যাতে (اِقۡرَاۡ) 'ইক্বরা' (আপনি পড়ুন।) বলা হয়।" ওয়ারাক্বাহ ইবনে নওফলকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তিনি আরয করলেন, "যখন এ আহ্বান আসে তখন আপনি স্থিরচিত্তে তা শ্রবণ করুন।" এরপর হযরত জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, আপনি বলুন, بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।" এ থেকে বুঝা যায় যে, অবতরণের দিক দিয়ে এটাই প্রথম সূরা। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম 'সূরা ইক্বরা' নাযিল হয়েছে। দুআ' বা প্রার্থনার তরীক্বা শিক্ষা দেয়ার জন্য এ সূরার বর্ণনাভঙ্গী বান্দাদের ভাষায়ই এরশাদ হয়েছে।

সূরাঃ ০১ফাতিহা (01:Fatiha)	১	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
সূরা ফাতিহা بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ			
সূরা ফাতিহা (মক্কী)	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)		আয়াত-৭, রুকূ'-১
০১ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর;	اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾		
০২ঃ পরম দয়ালু, করুণাময়;	الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾		
০৩ঃ প্রতিদান দিবসের মালিক।	مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾		

মাসআলাঃ নামাযে এ সূরা পাঠ করা ওয়াজিব- ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য নিজ মুখে উচ্চারণ করে (প্রত্যক্ষভাবে) এবং মুক্তাদীর জন্য 'হুকমী' বা পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ ইমামের মুখে) । বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আছে- قِرَاءَۃُ الۡاِمَامِ لَہٗ قِرَاءَۃٌ অর্থাৎ ইমামের পাঠ করাই মুক্তাদীর পাঠ করা।" ক্বোরআন মাজীদে মুক্তাদিকে নীরব থাকার এবং ইমামের 'ক্বিরআত' শ্রবণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে- اِذَا قُرِیَٔ الۡقُرۡاٰنُ فَاسۡتَمِعُوۡا لَہٗ وَ اَنۡصِتُوۡا (অর্থাৎ- যখন কুরআন মাজীদ পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো)। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে- اِذَا قَرَاَ فَاَنۡصِتُوۡا অর্থাৎ ইমাম যখন 'ক্বিরআত' পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো।" আরো বহু সংখ্যক হাদীসে একথাই বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে 'দুআ' স্মরণ না থাকলে 'সূরা ফাতিহা' দুআ'র নিয়্যতে পাঠ করা জায়েয; ক্বিরআতের নিয়্যতে জায়েয নয়। (আলমগীরি)

সূরা ফাতিহার ফযিলত সমূহঃ হাদীসমূহে এ সূরার বহু ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তাওরীত, ইন্জীল ও যাবূরে এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি।" (তিরমিযী শরীফ)

এক ফিরিশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম আরয করলেন এবং এমন দু'টি 'নূর' এর সুসংবাদ দিলেন, যা হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর পূর্বে কোন নাবীকে প্রদান করা হয়নি। একটা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা', অন্যটা 'সূরা বাক্বারার'র শেষ আয়াত সমূহ। (মুসলীম শরীফ)

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা। (দারমী শরীফ)

সূরা ফাতিহা একশবার পাঠ করে যে প্রার্থনাই করা হোক, আল্লাহ تَعَالٰی কবুল করেন। (দারমী শরীফ)

ইস্তি'আযাহঃ (আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম) পাঠ করা।

মাসআলাঃ কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে 'আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পাঠ করা সুন্নাত- (তাফসীর-ই-খাযিন)। তবে ছাত্র যখন শিক্ষক থেকে পাঠ করে তখন তার জন্য সুন্নাত নয়। (ফতোয়া-ই-শামী))

মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য 'সানা' (সুবহা-নাকা) পাঠ করার পর নীরবে 'আ'উযুবিল্লাহ' পাঠ করা সুন্নাত। (শামী)

তাসমিয়াহঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম) পাঠ করা।

মাসআলাঃ ' বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম ' কুরআন পাকেরই আয়াত; তবে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। এজন্যই তা (ক্বিরআতের সাথে) উচ্চরবে পাঠ করা হয় না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আক্বদাস صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত সিদ্দীক্বে আকবার ও হযরত ফারুক্বে আ'যম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামিন' থেকেই নামায (ক্বিরআত) আরম্ভ করতেন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাথে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চরবে পাঠ করতেন না।

মাসআলাঃ 'তারাবীরহ্‌র নামাযের মধ্যে যেই খতম আদায় করা হয় তাতে কখনো একবার উচ্চরবে 'বিসমিল্লাহ' অবশ্যই পড়তে হবে, যেন একটা আয়াত বাদ না পড়ে।

মাসআলাঃ কুরআন শরীফে 'সূরা বারাআত' (সূরা তাওবা) ব্যতীত প্রত্যেকটা সূরা 'বিসমিল্লাহ' সহকারে আরম্ভ করতে হয়।

মাসআলাঃ 'সূরা নামল'- এর মধ্যে সাজদার আয়াতের পর যেই 'বিসমিল্লাহ'র উল্লেখ রয়েছে তা কোন পূর্ণ আয়াত নয়; বরং আয়াতের একটা অংশ মাত্র। সর্বসম্মতভাবে, ঐ আয়াতের সাথে অবশ্যই পড়তে হবে- যেসব নামাযে 'ক্বিরআত' উচ্চরবে পড়া হয় সেসব নামাযে সরবে, আর যেসব নামাযে নীরবে পড়তে হয় সেসব নামাযে নীরবে।

মাসআলাঃ প্রত্যেক 'মুবাহ' (বৈধ) কাজ 'বিসমিল্লাহ' সহকারে আরম্ভ করা মুস্তাহাব। 'নাজায়েজ' বা অবৈধ কাজের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' পড়া নিষিদ্ধ।

সূরাঃ ০১ফাতিহা (01:Fatiha)	২	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
০৪ঃ আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।			اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ۝۴
০৫ঃ আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো।			اِهْدِ نَا الصِّرٰطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ۝۵

সূরা ফাতিহার বিষয় বস্তুসমূহঃ এ সূরায় আল্লাহ تَعَالٰى প্রশংসা, রাবূবিয়াত, রহমত, মালিকানা, ইবাদতের একক উপযুক্ততা, উত্তম কাজের তৌফিক দান, বান্দাদের পথ- নির্দেশনা, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য সীমিতকরণ, সাহায্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা, তাঁরই হিদায়াত তলব করা, প্রার্থনার নিয়ম-কানুন, সৎবান্দাদের অবস্থাদির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, পথভ্রষ্টদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, প্রতিদান-দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত মাস্‌আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

হামদঃ حَمْد (আল্লাহ্‌র প্রশংসা)

মাসআলাঃ প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে 'তাসমিয়াহ' (আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা)- এর ন্যায় 'হামদ' (আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা চাই)

মাসআলাঃ 'হামদ' কখনো 'ওয়াজিব'; যেমন- জুমু'আর খোৎবায়। কখনো 'মুস্তাহাব'; যেমন- বিবাহের খোৎবায়, দুআ'য়, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে এবং প্রত্যেক পানাহারের পর। কখনো 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ'; যেমন হাঁচি আসার পর। (তাহ্‌তাবী শরীফ)

রাব্বিল আ'-লামীন(رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)ঃ এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি জগত যে ক্ষণস্থায়ী, 'মুমকিন' * ও মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ تَعَالٰى যে চিরস্থায়ী, অনদি, অনন্ত, চিরন্তন, চিরজীবি, চির তত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ- সেসব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে; যেসব গুনাবলী আল্লাহ পাক 'রাব্বুল আ'-লামীন'- এর জন্য অপরিহার্য। এ দু'টি মাত্র শব্দের মধ্যে 'ইলম-ই-ইলাহিয়্যাৎ' (খোদাতাত্বিক জ্ঞান) এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ)ঃ আল্লাহ্‌রই মালিকানার পূর্ণ-বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। কেননা, সমস্ত সৃষ্টি হলো তাঁরই মামলূক (মালিকানাধীন) এবং মামলূক উপাস্য হবার যোগ্য হতে পারে না। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া হচ্ছে 'দারুল আ'মল' বা কর্মক্ষেত্র। আর এর একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এ পরম্পরাকে 'আদি-অন্তহীন' বলা বাতিল। দুনিয়ার পরিসমাপ্তির পর একটা প্রতিদান-দিবস রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা 'তানাসুখ' (পুনঃজন্মবাদ) বাতিল বলে প্রমাণিত হলো।

*'মুমকিন' (مُمْكِن) ঃ আরবী দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'মুমকিন' হলো- যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে 'হওয়া' বা 'না হওয়া' উভয়ই সম-সম্ভাবনাময়; কিন্তু তা অস্তিত্ব লাভ করার জন্য অপরের (অর্থাৎ স্রষ্টার) মুখাপেক্ষী।

ইয়্যাকা না'বুদু (اِيَّاكَ نَعْبُدُ)ঃ আল্লাহ تَعَالٰیএর সত্তা ও গুণাবলী বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, 'আক্বীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আক্বীদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

মাসআলাঃ 'না'বুদু' (نَعْبُدُ) এ বহুবচন ক্রিয়াপদ দ্বারা ইবাদতকে জামা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) আদায় করার বৈধতাও বোধগম্য হয়। একথাও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানদের ইবাদত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কবূলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে।

মাসআলাঃ এতে শির্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদত হতে পারে না।

ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন (اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ)ঃ এ'তে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহ্‌র নিকটই- প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। সাহায্য প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই; অন্যান্য উপায়-উপকরণ, সেবক ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌র সাহায্যেরই প্রকাশস্থল। বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্‌র কুদরতেকেই প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী মনে করা একান্ত আবশ্যক। আয়াতের এ অংশ থেকে নাবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়া শির্ক মনে করা একটা বাতিল আক্বীদা (ভ্রান্ত বিশ্বাস)। কেননা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাহায্য (প্রকৃতপক্ষে,) আল্লাহ্‌রই সাহায্য, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়। যদি এ আয়াতের ঐ অর্থ হতো যা ওহাবী সম্প্রদায় বুঝে নিয়েছে, তা'হলে ক্বুরআন মাজীদে (اَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ) (যুল ক্বারনায়ন বললেন, "তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য করো") এবং (اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ) (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।) কেন ইরশাদ হয়েছে? আর হাদীস শরীফসমূহে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের নিকট সাহায্য চাওয়ার শিক্ষাই বা কেন দেয়া হয়েছে।

ইহ্‌দিনাস সিরা-তাল মুস্তাক্বীম (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)ঃ আল্লাহ تَعَالٰی এর সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয়ের পর ইবাদত, অতঃপর প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে এ মাসআলা জানা যায় যে, বান্দাদের ইবাদতরে পর দুআ'য় মগ্ন হওয়া উচিত। হাদীস শরীফেও নামাযের পর 'দুআ' বা প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (তাব্‌রানী ফিল কাবীর ও বায়হাক্বী ফিস্‌ সুনান)

সূরাঃ ০১ফাতিহা (01:Fatiha)	৩	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
০৬ঃ তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো;			صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬
০৭ঃ তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। (আ-মীন)*			غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۟

'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা 'ইসলাম' অথবা 'কুরআন মাজীদ' কিংবা 'নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূত পবিত্র চরিত্র' অথবা 'হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর পরিবার-পরিজন (আহ্‌লে বাইত) ও সাহাবা কিরামের কথা'ই বুঝানো হয়েছে। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' হলো আহলে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ; যাঁরা আহলে বাইত, সাহাবা কিরাম, ক্বুরআন ও সুন্নাহ এবং 'বৃহত্তম জামাআ'ত' সবাইকে মান্য করেন।

সিরা-তাল্লাযী-না আন্‌'আমতা আ'লাইহিম (صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)ঃ (এ আয়াত) উপরোক্ত তাফ্‌সীর বা ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা মুসলমানদের পথকেই বুঝানো হয়েছে। (তাছাড়া, তা'দ্বারা অনেক মাস্‌আলার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বুযুর্গানে দ্বীনের আ'মল রয়েছে তা-ই 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম- এর অন্তর্ভুক্ত।

গায়রিল মাগ্‌দূবি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ)ঃ এ বাক্যেও হিদায়াত রয়েছে। যেমন-

মাসআলাঃ সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোদার দুশমন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ,কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবং রীতি-নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়আত থেকে বুঝা যায় যে, 'মাগ্‌দূ-বি আ'লাইহিম' (مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ) দ্বারা 'ইহুদী' এবং 'দোয়া-ল্লীন' (ضَآلِّيْنَ) দ্বারা খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মাসআলাঃ 'দোয়াদ' (ض) ও 'যোয়া' (ظ) এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্ট্যে অক্ষর দু'টির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে এক করতে পারে না। কাজেই, غَيْرِ الْمَغْظُوْبِ 'যোয়া' (ظ) সহকারে পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে ক্বুরআন পাকে বিকৃতি সাধন ও 'কুফর'; নতুবা না-জায়েয।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি 'দোয়াদ' (ض) এর স্থলে 'যোয়া' (ظ) পড়ে সে ব্যক্তির 'ইমামত' জায়েয্‌ নয়। (মুহীতে বুরহানী)

আ-মীন (اٰمِيْنَ)ঃ এর অর্থ হচ্ছে- 'এরূপ করো' অথবা 'কবূল করো'।

মাসআলাঃ এটা ক্বুরআনের শব্দ নয়।

মাসআলাঃ 'সূরা ফাতিহা' পাঠান্তে- নামাযে ও নামাযের বাইরে 'আ-মীন' (اٰمِيْنَ) বলা সুন্নাত।

মাসআলাঃ হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)- এর মাযহাব হচ্ছে-নামাযের ভিতরে 'আ-মীন' নীরবে (চুপে চুপে) বলতে হয়। সমস্ত হাদীসের উপর আলোকপাত ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উচ্চরবে 'আ-মীন' বলা সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর মধ্যে একমাত্র হযরত ওয়া-ইল (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর রেওয়ায়আতই সহীহ্। এ'তে 'আ-মীন' সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে (مَدَّ بِهَا) (মাদ্দাবিহা), যা 'আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করে না। (বরং এটা একটা দ্ব্যার্থবোধক শব্দ।) এ'তে যেমন-'আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনা (اِحْتِمَالْ) থাকে, তেমনি, বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমতানুযায়ী, এর 'হামযাহ্'কে (هَمْزَهْ) 'মাদ্দ' (آ) সহকারে পাঠ করার অর্থ লওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ কারণে এ (দ্ব্যার্থক) রেওয়ায়ত (হাদীস) উচ্চরবে (আ-মীন) বলার দলীল হতে পারে না। আর অন্যান্য রেওয়ায়াত, যেগুলোর মধ্যে এটা উচ্চস্বরে পড়ার বর্ণনা আছে, সেগুলোর 'সনদ'-এর মধ্যে মতভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত, ঐসব রেওয়ায়াত হচ্ছে- 'অর্থ' বা 'ভাবভিত্তিক' (بِالْمَعْنٰى) এবং 'রাবী' (হাদিস বর্ণনাকারী)- এর 'বুঝ' (رِوَايَة بِالْمَعْنٰى) মাত্র; 'হাদীস' নয়। অতএব 'আ-মীন' (اٰمِيْنْ) চুপে চুপে বলাই অধকতর বিশুদ্ধ।

টীকা-১ঃ সূরা বাক্বারাঃ এ সূরা 'মাদানী'। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বর্ণনা করেছেন, মাদীনা শরীফে সর্বপ্রথম এ সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে; তবে وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الْاٰيَة বিদায় হজ্জের সময় মক্কা মুকার্‌রমায় নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে-ই-খাযিন)
এ সূরায় ২৮৬ টি আয়াত, ৪০ টি রুকূ', ৬,১২১টি পদ এবং ২৫,৫০০টি বর্ণ আছে। (তাফসীরে-ই-খাযিন)
প্রাথমিক যুগে কুরআন শরীফে সূরাগুলোর নাম লিখা হতো না। নাম লিখার এ নিয়ম (পদ্ধতি) হাজ্জাজ ইব্‌নে য়ূসুফই প্রবর্তন করেন।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	৪	পারাঃ Para 1
সূরা বাক্বারাহ (Surah Baqarah) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ		
সূরা বাক্বারাহ (Baqarah) মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়(১)	আয়াত-২৮৬ রুকূ'-৪০
রুকূ-১		
০১ঃ আলিফ-লাম-মীম (২) ০২ঃ সে-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (কুরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্রে নয় (৩)। তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতি সম্পন্নদের জন্য (৪)	الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَۙ﴿۲﴾	

হযরত ইবনুল আরাবীর বর্ণনানুযায়ী, সূরা বাক্বারায় ১০০০ নির্দেশ, ১০০০ নিষেধ, ১০০০ বিধি-বিধান এবং ১০০০ বিবরণী রয়েছে। সেগুলো মোতাবেক আমল করায় বরকত এবং প্রত্যাখ্যানে অনুশোচনা অবধারিত। এ গুলোর উপর কোন বাতিলপন্থী কিংবা যাদুকরের কোন ক্ষমতা নেই।
যে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয় তিন দিন পর্যন্ত অবাধ্য শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করে না। মুসলিম শরীফের হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে, যেখানে এ সূরা পাঠ করা হয়- (তাফসীরে জুমাল)। ইমাম বায়হাক্বী এবং সা'ঈদ ইবনে মানসূর হযরত মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিদ্রার প্রাক্কালে সূরা বাক্বারার ১০ টা আয়াত পাঠ করবে সে কখনো কুরআন শরীফ ভুলবেনা। সে আয়াতগুলো হচ্ছে- এ সূরার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও তদ্‌সংলগ্ন দু'আয়াত এবং সূরার শেষ তিনটি আয়াত।

মাসআলা ঃ ইমাম তাবরানী ও ইমাম বায়হাক্বী হযরত ইবনে ওমর 'رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ' থেকে বর্ণনা করেন- হুযূর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ইরশাদ করেন,"মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর কবরের শির-প্রান্ত সূরা বাক্বারার প্রথম তিন আয়াত এবং পদ-প্রান্তে শেষের আয়াতগুলো পাঠ করো।"
শানে নুযূলঃ আল্লাহ تَعَالٰى তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন এক কিতাব নাযিল করার ওয়াদা দিয়েছিলেন, যাকে না পানি দ্বারা ধূয়ে নিশ্চিহ্ন করা যাবে, না তা জীর্ণ-শীর্ণ হবে। যখন কুরআন পাক নাযিল হলো তখন ইরশাদ করলেন- ذٰلِكَ الْكِتَابُ (যালিকাল কিতাবু) অর্থাৎ 'এটা হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুত কিতাব।' (অন্য) একটা অভিমত হলো- আল্লাহ تَعَالٰى বানী ইস্রাঈলের প্রতি একটা কিতাব নাযিল করার এবং হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধরদের মধ্য থেকে একজন নাবী প্রেরণের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যখন নাবী কারীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাদীনা শরীফে হিজরত করলেন, যেখানে বহু সংখ্যক ইহুদী বসবাস করতো, তখন 'আলিফ-লাম-মীম, যালিকাল কিতাবু' (সূরা বাক্বারা) নাযিল করে উক্ত ওয়াদা পূরণের সংবাদ দিলেন। (তাফসীরে-ই-খাযিন)

টীকা-২ঃ الٓمّٓ (আলিফ-লাম-মীম)ঃ সূরাগুলোর প্রারম্ভে যে 'হরুফে মুক্বাত্তা'আত' বা বিচ্ছিন্ন (একক) বর্ণসমূহ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে-এগুলো আল্লাহ্‌র রহস্যাবলী ও বহু অর্থবোধক বর্ণ সমষ্টি। এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই জানেন।
* 'সূরা ফাতিহা'র টিকা তাফসীর সমাপ্ত।

আমরা শুধু এগুলোর সত্যতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি।

টীকা-৩ঃ لَا رَيْبَ فِيْهِ (লা রাইবা ফীহি)ঃ (অর্থাৎ কুরআন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়।) কারণ, সন্দেহ তাতেই হয়, যার পক্ষে দলীল নেই। কুরআন পাক এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি সম্বলিত কিতাব, যেগুলো প্রতিটি সুবিবেচক বিবেকবান ব্যক্তিকে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নির্ভেট সত্য হওয়ায় বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করে। কাজেই, এ কিতাব কোন প্রকারের সন্দেহযোগ্য নয়। অন্ধ ব্যক্তির অস্বীকারের ফলে যেমন সূর্যের অস্তিত্বে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি একগুঁয়ে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের সংশয় ও অস্বীকারের কারণে এ মহান কিতাব সামন্যতম সন্দেহযুক্তও হতে পারে না।

টীকা-৪ঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন)ঃ যদিও কুরআন কারীমের হিদায়াত প্রতিটি পাঠক ও গবেষকের জন্যই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য- সে মু'মিন হোক কিংবা কাফির; যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন هُدًى لِّلنَّاسِ (হুদাল্লিন্নাস, অর্থাৎ এ পবিত্র কুরআন সমস্ত মানব জাতির জন্যই সাধারণভাবে পথ প্রদর্শক); কিন্তু যেহেতু পরহেয্‌গার বা খোদাভীরুরাই তা থেকে হিদায়াত গ্রহণ করে উপকৃত হন, সেহেতু 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' (অর্থাৎ কুরআন খোদাভীরুদের জন্যই পথ প্রদর্শক) ইরশাদ হয়েছে। যেমন বলা হয়, "বৃষ্টি শাক-সব্জীর ক্ষেতের জন্য হয়।" (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা শাক- সব্জীর ক্ষেত ও গাছপালাই উপকৃত হয়ে থাকে;) যদিও বৃষ্টি বর্ষিত হয় মরুভূমি ও অনাবাদী জমির উপরও।

তাক্বওয়াঃ এর কয়েকটা অর্থ হতে পারে। যথা- নিজেকে ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে রক্ষা করা। শরীয়াতের পরিভাষায়, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিহার করে নিজেকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখা। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বর্ণনা করেছেন, মুত্তাক্বী সে ব্যক্তিই, যে শির্ক, গুনাহে কবিরাহ্‌ ও ফাহিসাহ্‌ (অশ্লীলতা) থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কারো থেকে উত্তম মনে করেনা সেই হলো 'মুত্তাক্বী'। কারো কারো মতে, তাক্বওয়া হলো- হারাম বস্তুসমূহ বর্জন করা এবং একান্ত করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা। কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, পুনঃপুন পাপাচার ও ইবাদত-বন্দেগীর উপর অহংকার বর্জন করাই তাক্বওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এটাই তাক্বওয়া যে, তোমার প্রভু তোমাকে সে স্থানে পাবেননা, যে স্থানটা তোমার জন্য তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- তাক্বওয়া হুযূর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও সাহাবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ -এর অনুসরণেরই নাম- (খাযিন)। এ সমস্ত অর্থই পরস্পর সামঞ্জস্য রাখে এবং পরিণাম ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর বিরোধী নয়।

তাক্বওয়ার স্তরসমূহঃ তাক্বওয়ার স্তর অনেক। যথাঃ (১) সাধারণ লোকের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে- ঈমান এনে কুফর থেকে বিরত থাকা, (২) মধ্যম স্তরের লোকের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং (৩) বিশেষ ব্যক্তিদের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে ঐ সমস্ত জিনিস পরিহার করা, যেগুলো আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন করে। (জুমাল)

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	৫	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
০৩ঃ তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে (৫), নামায কায়েম রাখে (৬) এবং আমার দেয় জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে- (৭)		اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾	

হযরত অনুবাদক আ'লা হযরত (قُدِّسَ سِرُّهٗ) উল্লেখ করেছেন-তাক্বওয়া সাত প্রকার। যথাঃ (১) কুফর থেকে বিরত থাকা। (২) এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই রয়েছে; (২) ভ্রান্ত আক্বাঈদ ও মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা। এটা প্রত্যেক সুন্নীর মধ্যেই অর্জিত রয়েছে; (৩) প্রত্যেক 'কবীরাহ গুনাহ্‌' থেকে বিরত থাকা; (৪) 'সগীরাহ' বা ছোট-খাট গুনাহ্‌ থেকেও বিরত থাকা; (৫) সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকা; (৬) রিপুর প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং (৭) অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। এটা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পর্যায়। আর কুরআনে আ'যীমে এ সাত পর্যায়ের লোকেরই হিদায়তকারী।

টীকা-৫ঃ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (আল্‌-লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্‌ গায়বি)ঃ এখান থেকে مُفْلِحُوْنَ (মুফলিহূন) পর্যন্ত আয়াত সমুহ খাঁটি মু'মিনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে ঈমানদার। এর পরবর্তী দু'টি আয়াত প্রকাশ্য কাফিরদের সম্পর্কে, যারা বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে কাফির। এর পরবর্তী وَمِنَ النَّاسِ (ওয়া মিনান্‌না-সি) থেকে ১৩ টি আয়াত মুনাফিক্বদের সম্পর্কে অবতীর্ণ, যাদের অন্তরে রয়েছে 'কুফর'; কিন্তু বাহ্যিকভাবে নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করে।(জুমাল)।

গায়ব (غيب)ঃ শব্দটি مصدر (ক্রিয়ার ধাতুমূল)। এটা হয়ত اسم فاعل (ইসমে ফা-'ইল) এর অর্থে ব্যবহৃত। এতদ্ভিত্তিতে, 'গায়ব' হলো, যা ইন্দ্রিয় শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এ ধরণের 'গায়ব' দু'প্রকার-

প্রথমতঃ সেই গায়ব, যার উপর কোন দলীল থাকে না। এ ধরণের গায়বকে 'ইল্‌মে গায়ব-ই-যাতী' বলা হয়। عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ [অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহ) নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভান্ডার, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না] এ আয়াতে ঐ শ্রেণীর গায়বের কথাই বুঝানো হয়েছে। আর ঐ সমস্ত আয়াতের মধ্যে, যেগুলোতে 'ইল্‌মে গায়ব' কে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে, তাতে এ শ্রেণীরই 'ইল্‌মে গায়ব' অর্থাৎ 'যাতী' (ذَاتِیْ) ই উদ্দেশ্য। যার উপর কোন দলীল নেই। বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্‌ এর জন্যই নির্দিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ (ঐ গায়ব) যার উপর দলীল আছে। যেমন, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর গুণাবলী, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর নবুয়ত ও তদসম্পর্কীয় আহকাম, আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ, শেষ দিবস (ক্বিয়ামত) ও এর অবস্থাসমূহ, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ইত্যাদির জ্ঞান, যার উপর দলীল রয়েছে এবং যা আল্লাহ্‌র শিক্ষাদান (ওহী) দ্বারা অর্জিত হয়। এখানে (আয়াত) এটাই উদ্দেশ্য।

এ দ্বিতীয় প্রকারের গায়বের জ্ঞান ও আস্থা, যা ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, প্রত্যেক মু'মিনেরই রয়েছে। যদি না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আর আল্লাহ্‌ এর তাঁর নৈকট্যধন্য বান্দাগণ-নাবী ও ওলীগণের উপর যে সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেন, তা ঐ প্রকারেরই 'ইলমে

গায়ব'। অথবা গায়ব শব্দটিকে معنی مصدری বা 'ক্রিয়াগত অর্থে' ব্যবহার করা যায়। আর এমতাবস্থায়, হয়ত 'গায়ব'- এর 'সিলাহ' (صله) مُؤْمَنْ بِهٖ সাব্যস্থ হবে, নতুবা, "ب"- কে উহ্য শব্দ مُتَلَبِّسِيْنَ - এর সাথে সম্পর্কিত করে (يُؤْمِنُوْنَ- এর ضمير থেকে) حال সাব্যস্থ হবে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায়, আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- "যারা না দেখে ঈমান আনে।" যেমন হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত قُدِّسَ سِرُّهٗ) অনুবাদ করেছেন। শেষোক্ত বর্ণনানুযায়ী, অর্থ হবে- "যারা মু'মিনদের পেছনে, অগোচরেও ঈমান আনে।" অর্থাৎ তাদের ঈমান মুনাফিক্বদের ন্যায় মু'মিনদেরকে দেখানোর জন্য নয়; বরং তারা আন্ত রিকভাবে, অনুপস্থিত ও উপস্থিত- উভয় অবস্থায়ই ঈমানদার থাকে। 'গায়ব'-এর অন্য ব্যাখ্যায়, 'গায়ব' শব্দ দ্বারা 'অন্তর' বুঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- "তারা মনে-প্রাণে ঈমান আনে"। (তাফসীরে জুমাল)

ঈমানঃ যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে হিদায়ত ও ইয়াক্বীন সহকারে, চূড়ান্তভাবে একথা সাব্যস্থ হয় যে,সেগুলো দ্বীন-ই-মুহাম্মদীরই অন্তর্ভুক্ত, সে সমস্ত বিষয়কে মেনে নেয়া, অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করার নামই প্রকৃত ঈমান। আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ এর পর وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ইরশাদ করেছেন।

টীকা-৬ঃ 'নামায কায়েম রাখা'র অর্থ হচ্ছে- সর্বদা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে, নির্দ্ধারিত সময়ে যথারীতি নামাযের 'আরকান' পূর্ণরূপে পালন করে এবং নামাযের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলো সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করে, কোনটিতে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে দেয়না, নামায ভঙ্গকারী কিংবা মাকরূহ্‌র কারণ হয় এমন সব কিছু থেকে নামাযকে মুক্ত রাখে এবং এর অপরিহার্য কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে।

নামাযের অপরিহার্য কার্যাদি দু'প্রকার। যথা- (১) বাহ্যিক কার্যাবলী, যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; আর (২) অপ্রকাশ্য বা অন্তরের কার্যাবলী। সেগুলো হচ্ছে- বিনয় ও নম্রতা সহকারে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ تَعَالٰی এর দরবারে মনোনিবেশ করা এবং মুনাজাত-প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করা।

টীকা-৭ঃ 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা'র মানে হচ্ছে- হয়তঃ যাকাত প্রদান করা; যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ (অর্থাৎ তারা নামায কায়েম রাখে এবং যাকাত প্রদান করে)। অথবা 'সাধারণ ব্যয়'; তা ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব; যেমন - যাকাত, মান্নত, নিজের এবং স্বীয় পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা ইত্যাদি। কিংবা 'মুস্তাহাব ব্যয়'; যেমন- নফল সাদাক্বাহ্‌সমূহ এবং মৃত ব্যক্তিদের রূহে ঈছালে সাওয়াবের জন্য অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদি।

মাসআলা ঃ গেয়ারবী (একাদশ তারিখের আয়োজন), ফাতিহা-খানি, তীজাহ্ (মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে তার ঈছালে সাওয়াবের জন্য আয়োজন), চেহলাম (কারো মৃত্যুর চল্লিশতম দিবসের আয়োজন) ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এগুলোও নফল সাদাক্বাহ। ক্বুরআন পাক এবং কালিমা শরীফ পাঠ করা- সাওয়াবের কাজের সাথে অন্য সাওয়াবের কাজ মিলে প্রতিদান ও সাওয়াবকে বৃদ্ধি করে।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	৬	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
০৪ঃ এবং তারাই, যারা ঈমান আনে এর উপর যা, হে মাহবূব। আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (৮) আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে(৯) ০৫ঃ সে সব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে।			وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

মাসআলা ঃ (وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ এর) مِمَّا পদটির মধ্যে "من" হরফটা تبعيضية (বা একাংশ নির্দেশক)। এ পদটা একথাই নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে গিয়ে অপব্যয় করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সে ব্যয় নিজের জন্য হোক অথবা স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য হোক, কিংবা অন্য কারো জন্য হোক, মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত; অপব্যয় না হওয়া চাই।

رَزَقْنٰهُمْ বাক্যাংশটিতে (يُنْفِقُوْنَ এর) পূর্বে উল্লেখ করে এবং رزق (দান করা) ক্রিয়াটি আল্লাহ তা'আলা নিজের সাথে সম্পর্কিত করে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'ধন-দৌলত তোমাদের সৃষ্ট নয়, (বরং) আমারই প্রদত্ত। এ'কে যদি আমার নির্দেশে আমার পথে ব্যয় না করো, তবে তোমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৃপন প্রতিপন্ন হবে। আর এ কার্পণ্য বড়ই ঘৃণ্য।'

টীকা-৮ঃ এ আয়াতে 'আহলে কিতাব' বলে সেসব মু'মিনের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা নিজ কিতাব এবং পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব ও নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)- এর প্রতি আগত ওহীর উপর ঈমান এনেছে এবং ক্বুরআন পাকের উপরও। আর مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ (মা উন্‌যিলা ইলাইকা) দ্বারা সম্পূর্ণ ক্বুরআন পাক ও পূর্ণ শরীয়ত বুঝানো হয়েছে। (জুমাল)

মাসআলা ঃ ক্বুরআন পাকের উপর ঈমান আনা যেভাবে প্রত্যেক 'শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরয, তেমনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করাও অপরিহার্য। আল্লাহ তাআ'লা হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্ববর্তী নাবীগণের প্রতি যা নাযিল করেছেন, অবশ্য তন্মধ্যে যে সব বিধান আমাদের শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে সেগুলোর উপর আ'মল করা জায়েয নয়; কিন্তু তাতে ঈমান রাখা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' 'ক্বিবলা' ছিলো। এর উপর ঈমান আনা তো আমাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করা, অর্থাৎ নামাযের মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো জায়েয হবে না; (কারণ,) তা রহিত হয়ে গেছে।

মাসআলা ঃ কুরআন শরীফের পূর্বে যা কিছু আল্লাহ تَعَالٰی এর পক্ষ থেকে তাঁর নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর উপর 'মোটামুটিভাবে' (اِجْمَالًا) বিশ্বাস স্থাপন করা 'ফরয-ই-আইন' (অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর ফরয) এবং কুরআন শরীফের উপরও। বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা 'ফরয-ই-কিফায়াহ'। কাজেই, সাধারণ মুসলমানদের জন্য এর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, যখন তাদের মধ্যে এমনসব 'আ'লিম' বর্তমান থাকেন, যাঁরা কুরআন শরীফের বিস্তারিত জ্ঞানার্জনে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন।

টীকা-৯ঃ অর্থাৎ 'আখিরাত' বা পরলোক এবং তাতে যা কিছু রয়েছে, যেমন- প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা রাখে যে, তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই। এতে আহ্‌লে কিতাব ও অন্যান্য কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে,যারা আখিরাত বা পরলোক সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে।

টীকা-১০ঃ 'আউলিয়া' বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের পর শত্রুদের উল্লেখ করা হিদায়াতেরই অন্যতম হিকমত। কারণ, এ বিপরীতমুখী বর্ণনা থেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রকৃতি ও তার পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	৭	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ **Para 1**

অনুবাদ	আয়াত
০৬ঃ নিশ্চয় তারা, যাদের অদৃষ্টে কুফর রয়েছে (১০) তাদের জন্য সমান-চাই আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন কিংবা না-ই করুন। তারা ঈমান আনার নয়।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
০৭ঃ আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর উপর এবং কানগুলো উপর মোহর ছেপে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর কালো-ঠুলি (আবরণ) রয়েছে (১১) এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (১২)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾
রুকূ'-০২	
০৮ঃ এবং কিছু লোক বলে (১৩), 'আমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমন এনেছি।' এবং (আসলে) তারা ঈমানদার নয়।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

শানে নুযুলঃ এ আয়াত আবু জাহ্‌ল ও আবূ লাহাব প্রমুখ কাফির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত। এ জন্যই তাদের বেলায় আল্লাহ تَعَالٰی এর বিরোধিতা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা কিংবা না করা- উভয়ই সমান; তাদের ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হবে না। তবুও হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। কারণ, সাধারণতঃ রিসালাতের পদ-মর্যাদার দায়িত্ব হলো পথ প্রদর্শন করা, দলীল প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া।

মাসআলা ঃ যদিও জনসাধারণ হিদায়ত গ্রহণ না করে তবুও পথপ্রদর্শক তাঁর পথপ্রদর্শনের সাওয়াব পাবেন। এ আয়াতে صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এর পবিত্র অন্তরে সান্তনা দেয়া হয়েছে, যেন কাফিরগণ ঈমান গ্রহণ না করলেও তিনি মর্মাহত না হন। তাঁর প্রচেষ্টাই হচ্ছে দ্বীনের পরিপূর্ণ 'দাওয়াত' পৌঁছানো। এর প্রতিদান অবশ্যই মিলবে। বঞ্চিত তো ঐ হতভাগ্য লোকেরাই, যারা তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনুগত্য করে নি।

কুফরঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব কিংবা তাঁর একত্ববাদ অথবা কোন নাবীর নবূয়ত কিংবা যে সমস্ত বিষয় দ্বীনের অঙ্গ হিসেবে সুস্পষ্ট, সে সব বিষয় থেকে কোন একটা বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা এমন কোন কাজ করা, যা শরীয়ত মতে অস্বীকারেরই দলীল হয়-তাই 'কুফর'।

টীকা-১১ঃ সারকথা হলো-কাফিরেরা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত যে, তারা সত্য দেখা, শুনা এবং বুঝা থেকে এমনিভাবে বঞ্চিত হয়ে গেছে যেমন কারো হৃদয় ও কানের উপর মোহর লেগেছে এবং চোখের উপর পর্দা ঢাকা পড়েছে।

মাসআলা ঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দার কার্যাদিও আল্লাহ্‌র ক্ষমতার আয়ত্তাধীন।

টীকা-১২ঃ এতে বুঝা গেল যে, হিদায়াতের পথসমূহ প্রথম থেকেই তাদের জন্য বন্ধ ছিলো না, যাতে তারা কোন ওযর (অজুহাত) পেশ করার সুযোগ পেতো; বরং তাদের কুফর, গোঁড়ামী, অবাধ্যতা, অধার্মিকত, সত্যের বিরোধিতা এবং নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর প্রতি শত্রুতারই এটা পরিণাম। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ চিকিৎসকের বিরোধিতা করে আর প্রাণনাশক বিষ পান করে এবং তার জন্য ঔষধের মাধ্যমে উপকৃত হবার কোন উপায়ই না থাকে, তবে সে ব্যক্তিই তিরস্কারের উপযোগী।

টীকা-১৩ঃ শানে নুযুলঃ এখান থেকে তেরটি আয়াত মুনাফিক্বদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ছিলো এবং নিজেদেরকে

মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতো। আল্লাহ্ تَعَالٰی ইরশাদ করেছেন-(مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ) "তারা ঈমানদার নয়।" অর্থাৎ মুখে কালিমা উচ্চারণ করে ইসলামের দাবীদার হওয়া ও নামায-রোযা পালন করা মু'মিন হবার জন্য যথেষ্ঠ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হয়।

মাসআলা ঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যতো ফির্কা বা সম্প্রদায় ঈমানের দাবী করে, কিন্তু কুফরী-আক্বীদা পোষণ করে তাদের সকলের বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য যে, তারা কাফির, ইসলাম বহির্ভুত। শরীয়তে এমন ব্যক্তিদেরকে বলা হয় 'মুনাফিক্ব'। তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য কাফিরদের চেয়েও অধিক। مِنَ النَّاسِ (কিছু লোক) ইরশাদ করার সূক্ষ্ম রহস্য হচ্ছে- এ সম্প্রদায়টা প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মানাবীয় পূর্ণতা থেকে এমনভাবে কূন্য যে, কোন সদ্গুণ-বাচক কিংবা সুন্দর শব্দ দ্বারা তাদের উল্লেখই করা যায়না। (শুধু) একথাই বলা যায় যে, তারাও মানুষ।

মাসআলা ঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাউকে 'বশর' (মানুষ) বললে তার মর্যাদা ও কামালাতের (পূর্ণতা) অস্বীকৃতির দিক প্রকাশ পায়। এ জন্যই কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে সম্মানিত নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে যারা 'বশর' বা (তাদের মতো)' 'মানুষ' বলে, তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মর্যাদার ক্ষেত্রে এমন শব্দের ব্যবহার 'আদব' বা শালীনতার পরিপন্থী এবং কাফিরদেরই রীতি।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	৮	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۹﴾

০৯ঃ ধোকা দিতে চায় আল্লাহ তাআ'লা ও ঈমানদারদেরকে (১৪) এবং প্রকৃতপক্ষে, তারা ধোকা দিচ্ছে না, কিন্তু নিজেদের আত্মাকেই এবং তাদের অনুভূতি নেই।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۱۰﴾

১০ঃ তাদের অন্তর গুলোতে ব্যাধি রয়েছে (১৫), অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, তাদের মিথ্যার পরিণামে।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১ঃ তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করোনা' (১৬) তখন তারা বলে, 'আমরাই তো সংশোধনবাদী।

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২ঃ শুনছো! তারাই বিবাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু তাদের সে অনুভূতি নেই।

কোন কোন তাফসীরকারক অভিমত প্রকাশ করেছেন, 'مِنَ النَّاسِ' শ্রোতাদেরকে আশ্চার্যান্বিত করার জন্যই ইরশাদ করা হয়েছ যে, এমনি প্রতারক, ধোকাবাজ এবং এমন নির্বোধও মানব জাতির মধ্যে রয়েছে।

টীকা-১৪ঃ আল্লাহ্ تَعَالٰی এ থেকে পবিত্র যে, তাঁকে কেউ ধোঁকা দিতে পারবে। তিনি সব রহস্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (আয়াতের) অর্থ হচ্ছে- মুনাফিকরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্ تَعَالٰی কে প্রতারিত করতে চায়; অথবা এ যে, 'আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়' মানে 'তাঁর রসূলকে তারা প্রতারিত করতে চায়'। কেননা, তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁরই প্রতিনিধি। আর আল্লাহ্ আপন হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে খোদায়ী রসস্যাদির জ্ঞান দান করেছেন। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসব মুনাফিক্বদের গোপনকৃত 'কুফর' সম্পর্কে অবগত এবং মুসলমানগণও তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সংবাদদানের ফলে (সে সম্পর্কে) ওয়াকিফহাল। কাজেই, ঐ সব বে-দ্বীনের প্রতারণা না খোদার সাথে কার্যকর, না তাঁর রসূলের সাথে, না মু'মিনের সাথে বরং তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে।

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'দ্বিমুখী ভূমিকা' (تَقِيَّة) পালন করা * অতীব দূষণীয়। যে মাযহাব বা মতবাদের বুনিয়াদ 'দ্বিমুখী পলিসি'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত সে মাযহাব বা মতবাদ বাতিল ও ভ্রান্ত। দ্বি-মুখী ভূমিকা পালনকারীদের অবস্থা নির্ভরযোগ্য নয়, তাওবাও সন্তোষজনক নয়। এজন্যই ওলামা কিরাম অভিমত প্রকাশ করেছেন -"لَاتُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيْقِ" অর্থাৎ "মুনাফিক্বদের (দ্বি-মুখী ভূমিকা পালনকারীগণ) তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।"

টীকা-১৫ঃ ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করাকেই (আয়াতে) 'অন্তরের ব্যাধি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ভ্রান্ত-আক্বীদা পোষণ করা 'রুহানী জিন্দেগী' (আত্মিক জীবন)- এর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যা বলা হারাম। এর পরিনতি হচ্ছে কঠিন শাস্তি।

টীকা-১৬ঃ মাসআলা ঃ কাফিরদের সাথে মেলামেশা, তাদের খাতিরে দ্বীনে শিথিলতা অবলম্বন করা, বাতিল পন্থীদের সাথে চাটুকারিতা, তাদের সন্তুষ্টির জন্য আপোষকারীর ভূমিকা পালন করা এবং সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা মুনাফিক্বদেরই বৈশিষ্ট্য ও হারাম। একেই বলা হয়েছে 'মুনাফিক্বদের বিবাদ'। আজকাল অনেক লোক এটাকে স্বভাবে পরিণত করে নিয়েছে যে, তারা যেই সভায় অংশগ্রহণ করে সে সভারই হয়ে যায়। ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাহির ও বাতিনের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকা বড় দূষণীয়।

* ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অন্তরে গোপন করে সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করা।

টীকা-১৭ঃ এখানে ' اَلنَّاسِ ' (অপরাপর লোকেরা) থেকে হয়ত সাহাবা কিরামেই উদ্দেশ্য অথবা মু'মিনগণ। কেননা, আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং পরিণামদর্শিতা দ্বারা তাঁরাই পূর্ণ মানুষ নামে অভিহিত হবার উপযুক্ত।

মাসআলাঃ "اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ" (তোমরা ঈমান আনো যেমন ঈমান এনেছে.......) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'সালেহীন' বা নেক্‌কার লোকদের অনুকরণ প্রশংসনীয় কাজ ও বাঞ্ছিত।

মাসআলাঃ এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, 'আহ্‌লে সুন্নাত' -এর মতাদর্শই সঠিক। কেননা, এতেই 'সালিহীন' বান্দাদের অনুকরণ রয়েছে।

মাসআলাঃ অন্য সব ফির্কা 'সালিহীন' বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মত ও পথ থেকে বহু দূরে। অতএব, (তারা) পথভ্রষ্ট।

মাসআ'লাঃ কোন কোন ইমাম এ আয়াতকে 'যিন্দীক্ব'- এর তাওবা মাক্ববুল হবার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (বায়দাভী শরীফ)

যিন্দীক্ব ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয়, যে (নাবীর) নবূয়তকে স্বীকার করে এবং ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে; কিন্তু অন্তরে এমন আক্বীদা পোষণ করে, যা সর্বসম্মতভাবে 'কুফর'। এরাও মুনাফিক্বদের শ্রেণীভুক্ত।

টীকা-১৮ঃ এ'তে বুঝা গেল যে, 'সালেহীন'- কে মন্দ বলা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত প্রথা। আজকালকার বাতিলপন্থীরাও পূর্বেকার বুযুর্গদেরকে মন্দ বলে। 'রাফেযী সম্প্রদায়'*- এর লোকেরা 'খোলাফা-ই-রাশেদীন' (ইসলামের চার খলিফা) সহ বহু সংখ্যক সাহাবীকে, 'খারেজীরা' হযরত আলী মুরতাদা ও তাঁর সহচরগণ(رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ)- কে, 'গায়র মুক্বাল্লিদগণ' (যারা কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণ করেনা) 'মুজ্‌তাহিদ ইমামদের'কে **, বিশেষ

অনুবাদ	আয়াত
১৩ঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'ঈমান আনো যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে' (১৭) তখন তারা বলে, 'নির্বোধদের মতো কি আমরাও বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করবো?' (১৮) শুনছো! তারাই হলো নির্বোধ; কিন্তু তারা তা জানেনা (১৯)।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾
১৪ঃ এবং যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় (২০) তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো এমনিতে তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি (২১)।	وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾

করে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) -কে 'ওহাবীরা' অসংখ্য আউলিয়া কিরাম ও আল্লাহ্‌র মাক্ববুল বান্দাদেরকে, মির্যায়ীরা *** পূর্ববর্তী নাবীগণকে (عَلَيْهِمُ السَّلَام) পর্যন্ত, 'কুরআনীরা' (চকড়ালী) সাহাবা কিরাম ও মুহাদ্দিসগণকে এবং 'নেচারীরা' সমস্ত ধর্মীয় মহাপুরুষকে মন্দ বলে থাকে আর তাঁদের প্রতি অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস দেখায়।

এ আয়াত থেকে (আরো) বুঝা গেলো যে, এসব সম্প্রদায়ই গোমরাহীতে রয়েছে। এতে দ্বীনদার আলিমদের জন্য শান্তনা রয়েছে, যেন পথভ্রষ্টদের মন্দ বলার কারণে তাঁরা অতি দুঃখিত না হন, আর মনে করেন যেন এটা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত স্বভাব। (মাদারিক)

টীকা-১৯ঃ মুনাফিক্বদের এ মন্দ বলা মুসলমানদের সামনে ছিলোনা; (বরং) তাঁদেরকে তো তারা এটাই বলতো, "আমরাতো সর্বান্তঃকরণে মু'মিন আছি।" যেমন, পরবর্তী আয়াতে রয়েছে وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ (অর্থাৎ যখন তারা মু'মিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি।") তারা এ ধরণের মন্দচর্চা তাদের খাস বৈঠকগুলোতে করতো। আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের ঐ মুখোশ খুলে দিয়েছেন। (খাযিন)

অনুরূপভাবে, আজকালের বাতিলপন্থীরাও নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো (বাতিল-আক্বীদা) সাধারণ মুসলমানদের নিকট গোপন করে; কিন্তু আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের পুস্তক-পুস্তিকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তাদের এ গোপন ভ্রান্তি প্রকাশ করে দেন। এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা বে-দ্বীনদের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকে, ধোকা না খায়।

টীকা-২০ঃ এখানে 'শয়তানগণ' দ্বারা কাফিরদের ঐসব দলপতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকে- (খাযিন ও বায়দাভী)। এসব মুনাফিক্ব যখন তাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, "আমরা তোমাদেরই সাথে রয়েছি। আর মুসলমানদের সাথে আমাদের মেলামেশা শুধু তাদেরকে প্রতারিত করা ও ঠাট্টা করার ছলেই এবং এজন্য যে, তাদের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে ও তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির সমূহ সুযোগ পাওয়া যাবে।" (খাযিন)

টীকা-২১ঃ অর্থাৎ ঈমানের প্রকাশ ঠাট্টা-তামাশার ছলে করেছিলো। এটা ইসলামকে অস্বীকার করারই নামান্তর হলো।

* শিয়া সম্প্রদায়ের একটা উপদল।

** যাঁরা কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে শরীয়তের নীতিমালা প্রণয়ন ও আহকাম বের করতে সক্ষম।

*** নবূয়তের মিথ্যা দাবীদার মীর্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানীর অনুসারীরা।

মাসআলাঃ নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) ও দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করা 'কুফর'।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক্বের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন তারা সাহাবা কিরামের একটা জামা'আতকে আস্‌তে দেখলো। তখন ইবনে উবাই আপন সাথিদেরকে বললো, 'দেখো! আমি কি করি।" যখন তাঁরা (সাহাবীগণ) নিকটে পৌঁছলেন তখন ইবনে উবাই প্রথমে সিদ্দীক্বে আকবর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) -এর হাত মুবারক আপন হাতে নিয়ে তাঁর প্রশংসা করলো। অতঃপর অনুরূপভাবে, হযরত ওমর ও হযরত আ'লী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) -এর প্রশংসা করলো। হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বললেন, "হে ইবনে উবাই! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, মুনাফিক্বী থেকে বিরত হও! কেননা, মুনাফিক্বরাই হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।" এর উত্তরে সে বলতে লাগলো, "এসব কথাবার্তা মুনাফিক্ব-সুলভ মনোভাব নিয়ে মোটেই বলা হয়নি। আল্লাহ্‌র শফথ! আমরা আপনাদের মতোই প্রকৃত ঈমানদার।"

যখন এ সাহাবীগণ চলে গেলেন তখন সে (ইবনে উবাই) তার সাথীদের মধ্যে স্বীয় চালবাজির উপর গর্ব করতে আরম্ভ করলো।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (এ'তে এ মর্মে আলোকপাত করা হয়েছে) যে, মুনাফিক্বগণ মু'মিনদের সাথে সাক্ষাতের সময় ঈমান ও ইখ্‌লাস (নিষ্ঠা) প্রকাশ করে থাকে। আর তাঁদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের খাস বৈঠকগুলোতে তা'নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা-তামাশা করে। (এ ঘটনা ইমাম সা'লাভী ও ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন। যদিও ইবনে হাজর ও ইমাম সুয়ূতী 'লুবাবুন্নুকুল' -এর মধ্যে এ বর্ণনাকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	১০	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1

১৫ঃ আল্লাহ্ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন (২২) (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়) এবং তাদেরকে অবকাশ দেন, যেন তারা তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।	اَللّٰهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِىۡ طُغۡيَانِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿۱۵﴾
১৬ঃ তারা এমনসব লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে (২৩)। সুতরাং তাদের এ ব্যবসা কোন লাভ আনয়ন করেনি এবং তারা ব্যবসার লাভজনক পন্থা জানতোইনা (২৪)।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اشۡتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالۡهُدٰى ۖ فَمَا رَبِحَتۡ تِّجَارَتُهُمۡ وَمَا كَانُوۡا مُهۡتَدِيۡنَ ﴿۱۶﴾
১৭ঃ তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে; অতঃপর যখন তা দ্বারা আশেপাশে সবকিছু আলোকিত হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি অপসারণ করে নিলেন এবং তাদেরকে (এমনভাবে) অন্ধকাররাশিতে ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না (২৫)-	مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ الَّذِى اسۡتَوۡقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوۡرِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِىۡ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۱۷﴾

মাসআলাঃ এ'তে বুঝা গেল যে, সাহাবা কিরাম এবং ধর্মের ইমামগণকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা 'কুফর'।

টীকা-২২ঃ আল্লাহ্ تَعَالٰی ঠাট্টা-তামাশা ও সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও হীন কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ আয়াতে 'ঠাট্টা-তামাশা' দ্বারা মুনাফিক্বদের ঠাট্টা-তামাশার শাস্তির কথাই বুঝানো হয়েছে; যাতে এ কথা ভালোরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, এ শাস্তি তাদের অপকর্মের কারণেই। (এখানে পরিণামের স্থলে কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। আর) এ ধরণের স্থানে পরিণতির স্থলে কর্মের উল্লেখ করা নিতান্ত অলংকার শাস্ত্রসম্মত। যেমন جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ (অপকারের পরিণাম অপকারই)। এখানে পূর্ণতা হলো- এ বাক্যটাকে (অর্থাৎ اَللّٰهُ يَسۡتَهۡزِءُ الاٰيَة) পূর্বে উল্লেখিত (اِنَّمَا نَحۡنُ) (مُسۡتَهۡزِءُوۡنَ) বাক্যটার উপর 'عطف' (অব্যয় দ্বারা সম্বন্ধিত) করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত (استهزاء) বা ঠাট্টা-তামাশা প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (কিন্তু এ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে।)

টীকা-২৩ঃ হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করা'র অর্থ হলো- ঈমানের পরিবর্তে কুফরই গ্রহণ করা। তা অতীব ক্ষতিকর বিষয়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হয়তো ঐসব ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে; কিংবা (এ আয়াত শরীফ) ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা পূর্ব থেকেই হুযূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উপর ঈমান রাখতো কিন্তু যখন হুযূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আবির্ভাব হলো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে বসলো।

অথবা, সমস্ত কাফিরের প্রসঙ্গে (এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে); যাদেরকে আল্লাহ্ تَعَالٰی জন্মগতভাবে সঠিক বিবেক দান করেছেন, সত্যের প্রমাণাদি সমুজ্জ্বল করেছেন, হিদায়াতের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন; কিন্তু তারা সে-ই বিবেক-বিবেচনাশক্তিকে কাজে লাগায়নি,বরং পথভ্রষ্টতাকেই গ্রহণ করেছে।

মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা (পারস্পারিক) লেনদেনের বৈধতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ 'বেচা-কেনা'র কোন শব্দ ব্যবহার করা ব্যতিরেকেই শুধু পারস্পারিক রেযামন্দির (সম্মতি) ভিত্তিতে এক বস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তুর লেনদেন জায়েয বা বৈধ।

টীকা-২৪ঃ কেননা, তারা যদি সঠিক নিয়ম জানতো তবে তারা আসল মূলধন (হিদায়াত) -কে হারিয়ে বসতোনা।

টীকা-২৫ঃ এটা তাদেরই দৃষ্টান্ত, যাদেরকে আল্লাহ تَعَالٰی কিছু হিদায়াত প্রদান করেছেণ অথবা হিদায়াত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছেন। অতঃপর তারা তা বিনষ্ট করেছে এবং চিরস্থায়ী সম্পদকে আহরণ করেনি। তাদের পরিণতি হচ্ছে- অনুতাপ, আফসোস এবং ভয়-ভীতি। এর মধ্যে ঐসব মুনাফিক্বও শামিল, যারা বাহ্যিকভাবে ঈমানদার বলে পরিচয় দিয়েছে; কিন্তু অন্তরে 'কুফর; গোপন রেখে স্বীকারোক্তির আলো বিনষ্ট করে ফেলেছে। আর ঐসব ব্যক্তিও (এর মধ্যে শামিল), যারা ঈমান আনার পর 'মুরতাদ্' হয়েছে এবং তারাও, যাদেরকে জন্মগতভাবে সুস্থ্য বিবেক দেয়া হয়েছে আর অকাট্য প্রমাণাদির আলোকরশ্মি ও সত্যকে সুস্পষ্ট করেছে; কিন্তু, তারা তা থেকে উপকার গ্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীকেই বেছে নিয়েছে। আর যখন সত্য শুনা, গ্রহণ করা, সত্য বলা এবং সত্য পথ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন তাদের কান, জিহ্বা ও চোখ সবই অকেজো।

টীকা-২৬ঃ হিদয়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রেতাদের এটা হলো দ্বিতীয় উপমা। বৃষ্টি যেমন জমিন জীবনের কারণ হয়, আর এর সাথে থাকে ভীতিপ্রদ ঘন অন্ধকার, ভয়ানক বজ্রপাত ও বিজলী, তেমনিভাবে কুরআন ও ইসলাম অন্তরসমূহের 'হায়াত' বা জীবনের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, কুফর, শির্ক ও নিফাক্ব (মুনাফিক্বি) -এর উল্লেখ অন্ধকারের সমতুল্য; যেমন অন্ধকার যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তেমনি কুফর এবং নিফাক্বও সত্যের দিশা লাভের পথে বাধা দেয়। আর সতর্কবানীগুলো বজ্রতুল্য এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিজলীর সমতুল্য।

শানে নুযুলঃ দু'জন মুনাফিক্ব হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবার থেকে মুশরিকদের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে এমন ধরণের বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো যার বিবরণ আয়াতে দেয়া হয়েছে। তা'তে ভয়ানক বজ্রপাত ও বিজলী ছিলো। যখন বজ্রপাত হতো তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে ভীষণ গর্জন কান বিদীর্ণ করে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত না করে। আর যখন বিজলী চমকিত হতো তখন তারা পথ চলতে আরম্ভ করতো। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যেতো তখন অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো। (এ বিপদসঙ্কুল অবস্থায়) তারা পরস্পর বলতে লাগলো, "আল্লাহ যদি নিরাপদে ভোর আনয়ন করেন, তবে আমরা পুনরায় হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে হাযির হয়ে নিজেদের হাত তাঁরই হাতে অর্পন করবো।" অতএব তারা অনুরূপই করেছিলো এবং ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রইলো। তাদের এ অবস্থাকে আল্লাহ্ تَعَالٰی ঐসব মুনাফিক্বের জন্য উদাহরণে পরিণত করেছেন, যারা হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মজলিসে হাযির হলে নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে কখনো হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর নসীহত তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, যার কারণে তারা যেন মৃত্যুমুখে পতিত হতো। আর যখন তাদের মাল দৌলত ও আওলাদ বেশী হতো এবং বিজয় ও গণীমতের সম্পদ * অর্জিত হতো তখন বিজলীর আলোকপ্রাপ্তদের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হতো এবং বলতো, "এখনতো 'দ্বীন-ই-মুহাম্মাদী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য।" আর যখন তাদের ধন-সম্পদ ও আওলাদ ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং কোন বালা-মুসিবত আসতো, তখন বৃষ্টির ঘন অন্ধকারে থমকে দাঁড়ানো লোকদের ন্যায় বলতো যে, এসব মুসীবত তো সে দ্বীনের কারণেই এসেছে এবং ইসলাম ত্যাগ করতো। (ইমাম সুয়ূতী প্রণীত 'লুবাবুননুকূল।)

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	১১	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
১৮ঃ বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসার নয়। ১৯ঃ কিংবা যেমন, আসমান থেকে বর্ষণরত বৃষ্টি, যাতে রয়েছে অন্ধকাররাশি, বজ্র ও বিদ্যুৎ-চমক (২৬); (তারা) নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে বজ্র-ধ্বনির কারণে, মৃত্যুর ভয়ে(২৭); এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করেই রয়েছেন (২৮)। ২০ঃ বিদ্যুৎ-চমক এমনি মনে হয় যেন তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে (২৯)। যখনই সামান্য বিদ্যুতালোক (তাদের সম্মুখে) উদ্ভাসিত হলো তখন তাতে চলতে লাগলো (৩০) এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো তখন তারা দাঁড়িয়ে রইলো। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চোখ নিয়ে যেতেন (৩১)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন (৩২)।		صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۸﴾ اَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِیْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ یَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِیْطٌۢ بِالْكٰفِرِیْنَ ﴿۱۹﴾ یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِیْهِ ۙۗ وَ اِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُوْا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۰﴾	

টীকা-২৭ঃ যেমন অন্ধকার রাতে কালো ঘনঘটা ছাইয়ে যায় এবং বিজলী-বজ্রের গর্জন ও চমক জঙ্গলে-ময়দানে মুসাফিরদেরকে হতভম্ব করে আর বজ্রের ভয়ানক কারণে তারা মৃত্যুভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরগণও কুরআন পাক শ্রবণ না করার জন্য কান বন্ধ করে রাখে। আর তাদের মনে এ আশংকাই পীড়া দেয় যে, কখনো আবার কুরআনের কোন মনমুগ্ধকর বিষয় ইসলাম ও ঈমানের দিকে তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করে তাদের পূর্বপুরুষদের কুফরী ধর্মকে বর্জন করিয়ে বসবে কিনা ! তা তাদের নিকট মৃত্যুই সমতুল্য।

টীকা-২৮ঃ কাজেই, তাদের এ পলায়ন তাদেরকে কোনরূপ উপকৃত করতে পারেনা। কেননা,তারা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারেনা।

টীকা-২৯ঃ যেমন, বিজলীর চমককে মনে হয় যে, তা দৃষ্টিশক্তিকে ছিনিয়ে নেবে, তেমনি সুস্পষ্ট দলীলাদির জ্যোতিও যেন তাদের অন্তরদৃষ্টিকে দুষ্ট করে ফেলবে।

* ধর্মীয় যুদ্ধে পরাজিত কাফিরদের সম্পদ।

টীকা-৩০ঃ যেভাবে, অন্ধকার রাতে এবং বৃষ্টি-বাদলের ঘন অন্ধকারে মুসাফির দিশেহারা হয়ে যায়; তখন বিজলী চমকিত হলে কিছুদূর সামনে এগিয়ে যায় আর অন্ধকার হলে আবার থমকে দাঁড়িয়ে থাকে; অনুরূপভাবে, ইসলামের বিজয়, মু'জিযাসমূহের আলোকে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মুনাফিক্বগণ ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আবার যখন কোন কষ্ট বা দুঃখ-দুর্দশা এসে পড়ে, তখন তারা কুফরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ইসলাম থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এ বিষয়কে অন্য আয়াতে এ ভাবে ইরশাদ করেছেন-

اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ اِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

(অর্থাৎ যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি, তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। যদি তারা সত্য হতো, তবে এর প্রতি একান্ত বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসতো।) (খাযিন ও সাভী ইত্যাদি)

টীকা-৩১ঃ অর্থাৎ যদিও মুনাফিক্বদের কর্মনীতি এ ধরণের শাস্তির উপযোগী ছিলো, কিন্তু (এতদ্‌সত্ত্বেও) আল্লাহ্ تَعَالٰی তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে বাতিল করেননি।

মাসআলাঃ এতে বুঝা গেল যে, উপকরণের কার্যকারিতার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে-'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত শুধু উপায়-উপকরণাদী কিছুই করতে পারেনা।

মাসআলাঃ একথাও প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কোন কারণ-উপকরণের মুখাপেক্ষী নয়। তিনি কারণ-উপকরণ ছাড়াই যা চান করতে পারেন।

টীকা-৩২ঃ 'شَیْءٌ' হচ্ছে- 'যা আল্লাহ্ চান এবং যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন হতে পারে'। সমস্ত 'মুমকিন' (সম্ভাবনাময় বস্তু)* 'شَیْءٌ' -এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে সেগুলো আল্লাহ্ تَعَالٰی এর কুদরতের আওতাধীন। আর যা 'মুমকিন' নয় তা হচ্ছে- 'ওয়াজিব' (وَاجِبٌ) ** অথবা 'মুমতানি' (مُمْتَنِعٌ) বা অসম্ভব। আল্লাহ্‌র কুদরত ও ইচ্ছার সাথে এর ('ওয়াজিব' কিংবা 'মুমতানি') -এর কোন সম্পর্ক নেই। *** যেমন আল্লাহ্ تَعَالٰی এর সত্তা এবং তাঁর গুণাবলী 'ওয়াজিব'; এ কারণে (তা) আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বা কুদরতভুক্ত (مقدور) নয়।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	১২	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
২১ঃ হে মানবকুল (৩৩)। (তোমরা) স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন; এ আশা করে যে, তোমাদের পরহেয্‌গারী অর্জিত হবে (৩৪)।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾		

মাসআলাঃ আল্লাহ্ تَعَالٰی এর পক্ষে মিথ্যাবলা এবং সমস্ত দোষত্রুটি 'অসম্ভব'। এ কারণে এসব (অশোভন) জিনিসের (কার্যাদি) সাথে আল্লাহ্‌র শক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

টীকা-৩৩ঃ সূরার প্রারম্ভে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কিতাব পরহেয্‌গারদের হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। অতঃপর পরহেয্‌গারদের বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে; তারপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমন দলসমূহ ও তাদের অবস্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে, যেন ভাগ্যবান মানুষেরা হিদায়াত ও তাক্বওয়ার প্রতি উৎসাহিত হয় এবং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকে। এখন 'তাক্বওয়া' (পরহেয্‌গারী) অর্জন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- (আয়াত দেখুন।) (কুরআন কারীমে) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ (ওহে মানবকুল।) দ্বারা সম্বোধন অধিকাংশ ক্ষেত্রে-মক্কাবাসীদেরকে এবং يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (ওহে ঈমানদারগণ।) দ্বারা মদীনা-বাসীদেরকেই করা হয়। কিন্তু এখানে সম্বোধন 'মু'মিন ও কাফির' সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের আভিজাত্য পরহেয্‌গারী অর্জন ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ইবাদত হলো- সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান, যা বান্দা স্বীয় 'আ'বদিয়াত' বা 'বান্দা হওয়া' এবং মা'বূদের 'উলূহিয়্যাৎ' -এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে মুখে স্বীকারোক্তি সহকারে প্রদর্শন করে থাকে। এখানে (এ আয়াত) 'ইবাদত' ব্যাপক অর্থবোধক। এ'তে সকল শ্রেণী ও প্রকারভেদ এবং এর 'উসূল ও ফুরু' বা এর মৌলিক বিষয়াদি এবং শাখা-প্রশাখাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মাসআলাঃ কাফিরগণও ইবাদতে আদিষ্ট। যেমন, কারো ওযূবিহীন হওয়া তার উপর নামায ফরয হওয়ায় কোন বাধা সৃষ্টি করে না, তেমনি কোন ব্যক্তির কাফির হওয়াও কারো উপর ইবাদত ওয়াজিব হবার জন্য বাধা নয়। যেমন, ওযূবিহীণ ব্যক্তির উপর নামায ফরয হওয়া 'হাদস্' দূর করা অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন করাকে অপরিহার্য করে দেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরের উপর ইবাদত ফরয হবার কারণে কুফর পরিহার করাও অপরিহার্য হয়ে যায়।

টীকা-৩৪ঃ এ থেকে বুঝা গেল যে, ইবাদতের উপকার ইবাদতকারীই লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ تَعَالٰی এ কথা থেকে পবিত্র যে, বান্দার ইবাদত কিংবা অন্য কিছু দ্বারা তিনি উপকৃত হবেন।

* 'সূরা ফাতিহার' প্রথম আয়াতের টীকা-তাফসীর দ্রষ্টব্য।

** যার অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আবশ্যকীয়, কারো মুখাপেক্ষী নয়।

*** অর্থাৎ এর শক্তি ও ইচ্ছা 'ওয়াজিব' এবং 'অসম্ভব' বিষয়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

টীকা-৩৫ঃ প্রথম আয়াতে সৃষ্টির মতো 'নি'মাত'- এর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ পাক) তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে সত্তাহীনতা থেকে অস্তীত্বে এনেছেন। আর অপর আয়াতে জীবন যাপন, আরাম-আয়েশ এবং পানাহারের উপায়-উপকরণের বর্ণনা দিয়ে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ) হলেন নি'মাতদাতা। সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা নিচক বাতুলতা মাত্র।

টীকা-৩৬ঃ আল্লাহ্‌র একত্ব বর্ণনার পর হুযূর নাবীকূল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর নবুয়ত ও ক্বুরআন কারীম আল্লাহ্‌রই অকাট্য ঐশী কিতাব হবার এমন অকাট্য প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সত্য সন্ধানীকে আস্থাশীল করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে হার মানতে বাধ্য করে।

টীকা-৩৭ঃ 'খাস বান্দা' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার হুযূর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৮ঃ অর্থাৎ এমন সূরা রচনা করে আনো, যা فصاحت ও بلاغت (ভাষার অলংকার), চমৎকার রচনা-শৈলী ও সুন্দর বিন্যাস এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের মধ্যে ক্বুরআন পাকের সাথে তুলনীয় হয়।

২২ঃ এবং যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আস্‌মানকে ইমারত করেছেন এবং আস্‌মান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন (৩৫)। অতঃপর তা'দ্বারা কিছু ফল সৃষ্টি (উৎপন্ন) করেন তোমাদের আহারের জন্য। সুতরাং জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাবেনা (৩৬)।

২৩ঃ এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে, যা আমি স্বীয় (এ খাস) বান্দার (৩৭) উপর নাযিল করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা সূরা তো নিয়ে এসো (৩৮) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের সকল সহায়তাকারীকে আহ্বান করো (সাহায্যের জন্য), যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪ঃ অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো, আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, কখনো আনতে পারবেনা, তবে ভয় করো ঐ আগুনকে, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর (৩৯), (যা) তৈরী রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য (৪০)।

২৫ঃ এবং সুসংবাদ দিন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে যে, তাদের জন্য বাগান (জান্নাত) রয়েছে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান (৪১)। যখন তাদেরকে ঐ বাগানগুলো থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা (সেটার বাহ্যিক আকার দেখে) বলবে, 'এতো সে-ই রিযক্ব, যা আমরা পূর্বে পেয়েছিলাম (৪২);'

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۠ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

টীকা-৩৯ঃ 'পাথর' দ্বারা ঐসব প্রতিমা (মূর্তি) বুঝানো হয়েছে, কাফিরগণ যেগুলোর পূজা করে এবং যেগুলোর প্রতি ভালবাসাবশতঃ গোঁড়ামী করে ক্বুরআন পাক এবং রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অস্বীকার করে।

টীকা-৪০ঃ মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, দোযখের সৃষ্টি হয়েছে।

মাসআলাঃ এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, خلود فى النار বা দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তি মু'মিনদের জন্য নয়।

টীকা-৪১ঃ আল্লাহ্ পাকের 'সুন্নাত' বা দস্তুর হলো যে, তিনি কিতাবে (ক্বুরআন) ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ প্রদানকারী আয়াত বর্ণনা করেন। এ জন্য এখানেও কাফিরগণ এবং তাদের কার্যকলাপ ও শাস্তির কথা উল্লেখ করার পর ঈমানদারগণ ও তাঁদের কার্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। 'صالحات' অর্থাৎ সৎ-কার্যাদি হলো- সেসব আমল, যা শরীয়তমতে ভাল। এগুলোর মধ্যে ফরয ও নফলসমূহ সবই শামিল রয়েছে। (জালালাইন শরীফ)

মাসআলাঃ 'عمل صالح' 'ايمان' -এর 'عطف' উপর '' হওয়া (অর্থাৎ সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে সৎকাজকে ঈমানের সাথে সংযোজন করা) এ কথারই প্রমাণবহ যে, আমল ঈমানের অংশ নয়।

মাসআলাঃ এ সুসংবাদ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য শর্তহীন। আর পাপীদের জন্য যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শর্তাধীন। অর্থাৎ যদি তিনি চান নিজ অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারেন; নতুবা তার গুনাহ্‌র পরিমাণে শাস্তি প্রদানের পর তাকে জান্নাত দিতে পারেন। (মাদারিক)

টীকা-৪২ঃ জান্নাতের 'ফলসমূহ' পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, কিন্তু স্বাদ হবে পরস্পর ভিন্ন। এজন্যই জান্নাতীগণ বলবেন, "এ ফলগুলোতো আমরা পূর্বেও পেয়েছিলাম" কিন্তু আহারের পর তাঁরা নতুন স্বাদ উপলব্ধি করবেন। ফলে, তাঁদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে।

টীকা-৪৩ঃ জান্নাতী স্ত্রীগণ 'হুর' হোক, কিংবা অন্যান্য স্ত্রীলোক হোক-সবই স্ত্রীসুলভ বৈপত্তিক অবস্থাদি, সব ধরণের অপবিত্রতা ও সর্বপ্রকার মালিন্য থেকে পবিত্র হবে। না তাদের শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবে, না পায়খানা-প্রসাব। একই সাথে তারা উগ্র স্বভাব এবং অসদআচরণ থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। (মাদারিক ও খাযিন)।

টীকা-৪৪ঃ অর্থাৎ জান্নাত বাসিগণ না কোনদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেনা, না কখনো জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হবেন।
মাসআলাঃ এ'তে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের জন্য ধ্বংস নেই।

টীকা-৪৫ঃ শানে নুযূলঃ যখন আল্লাহ্ تَعَالٰی 'مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ' - আল-আয়াত এবং أَوْ كَصَيِّبٍ আল-আয়াতে মুনাফিক্বের দু'টি উপমা বর্ণনা করলেন, তখন মুনাফিক্বগণ এ আপত্তি উত্থাপন করলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰیএ ধরণের উপমা বর্ণনা করার বহু উর্ধ্বে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৬ঃ যেহেতু উপমাগুলোর বর্ণনা বক্তব্যে নিপুণতার চাহিদাই (متقضاء حكمت) এবং তা বিষয়বস্তুগুলোকেও হৃদয়গ্রাহী করে আর এটা আরবের সাহিত্যিকদের রীতিও বটে; কাজেই, এ'তে আপত্তি উত্থাপন করা ভুল ও অনর্থক। বস্তুতঃ এ উপমাগুলোর উল্লেখ যথার্থ।

বাংলা	আরবি
এবং সে-ই ফল, যা (বাহ্যিক আকৃতিগতভাবে) পরস্পর সাদৃশ্যময়, তাদেরকে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য সে-ই বাগানগুলোতে (জান্নাতসমূহ) পবিত্র স্ত্রীগণ রয়েছে (৪৩) এবং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে (৪৪)	وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬ঃ নিশ্চয় আল্লাহ যেকোন জিনিসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না- মশা হোক কিংবা তদপেক্ষা বড় কিছু (৪৫)। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (৪৬)। বাকী রইলো কাফিরগণ, তারা বলে, 'এ ধরণের উপমায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্য কি?' আল্লাহ্ তা দ্বারা অনেককে গোমরাহ্ করেন (৪৭) এবং অনেককে হিদায়ত করেন; এবং তা দ্বারা তাদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন, যারা অবাধ্য (৪৮)-	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

টীকা-৪৭ঃ يُضِلُّ بِهٖ (তা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন) হচ্ছে- কাফিরদের উক্তি- 'এ ধরণের উপমায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্য কি?' -এরই জবাবে এবং 'اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا' ও 'وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا' যে দু'টি বাক্য উপরে ইরশাদ হয়েছে, সে দু'টিরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এ ধরণের উপমা দ্বারা এমন অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর মূর্খতা প্রভাব বিস্তার করেছে, যাদের অভ্যাস হলো অহংকার ও অবাধ্যতা, যারা সত্য বিষয় ও সুস্পষ্ট হিকমতের অস্বীকার ও বিরোধিতায় অভ্যস্ত এবং এসব উপমা অতীব যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও তা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর তা দ্বারা আল্লাহ্ تَعَالٰی এমন অনেককেই হিদায়াত করেন, যারা গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিশ্লেষনে অভ্যস্ত এবং ন্যায়ের পরিপন্থী কোন কথা বলে না। তারা জানে, হিকমত হচ্ছে এটাই যে, উচ্চ মর্যাদাশীল বস্তুর উপমা কোন মূল্যবান বস্তুর সাথে আর মর্যাদাহীন বস্তুর উপমা নগণ্য বস্তুর সাথে দেয়া হবে; যেমন উপরোক্ত আয়াতে হক্ব (সত্য)-এর উপমা নূরের সাথে এবং বাতিলের উপমা অন্ধকারের সাথে দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৮ঃ শরীয়তের পরিভাষায়, 'ফাসিক্ব' বলা হয় ঐ না-ফরমান (অবাধ্য)- কে, যে 'গুনাহ্ কবীরাহ্'য় (মহাপাপ) লিপ্ত হয়।
ফিসক্ব (فسق)ঃ বা 'ফাসিক্ব' হবার তিনটা স্তর আছে। যথাঃ

(এক) تغابى (তাগাবী)ঃ তা হচ্ছে- মানুষ আকস্মিকভাবে কোন 'কবীরাহ্ গুনাহ্'য় লিপ্ত হয়, কিন্তু সে সেটাকে পাপ জ্ঞান করে।

(দুই) انهماك (ইনহিমাক)ঃ তা হলো-(কেউ) কবীরাহ্ গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়।

(তিন) جحود (জুহুদ)ঃ (কেউ) হারামকে ভাল (বৈধ) মনে করে সম্পন্ন করে। এ পর্যায়ের 'ফাসিক্ব' ঈমানহারা হয়ে যায়। প্রথমোক্ত দু'পর্যায়ের ফাসিক্ব যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ 'কবীরাহ্' গুনাহ্' (শিরক ও কুফর)- এর সম্পাদনকারী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মু'মিন (ঈমানদার) বলা যায়।
কুরআন শরীফে কাফিরদের উপরও 'ফাসিক্ব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- (নিশ্চয় মুনাফিক্বগণ হলো ফাসিক্ব তথা কাফির)।
কোন কোন তাফসীরকারক এখানে 'ফাসিক্ব' 'কাফির' অর্থে ব্যবহৃত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ 'মুনাফিক্ব' এবং কোন কোন তাফসীরকারক 'ইহুদী' অর্থের কথাও উল্লেখ করেছেন।

টীকা-৪৯ঃ তা দ্বারা ঐ অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য যা আল্লাহ্ تَعَالٰى পূর্ববর্তী (আসমানী) কিবতাবসমূহে হুযূর বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ -এর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে গ্রহণ করেছেন।

অন্য এক অভিমত হলো- 'অঙ্গীকার' (عَهْد) তিন প্রকারঃ-

প্রথমতঃ ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ تَعَالٰى সমস্ত আদম-সন্তান থেকে নিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্র রাবূবিয়াতকে স্বীকার করে। এর বর্ণনা রয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতে- وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ الْاٰيَة (অর্থাৎ স্মরণ করুন ঐ সময়কে, যখন আপনার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আল-আয়াত)

দ্বিতীয়তঃ ঐ অঙ্গীকার, যা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) -এর সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ তাঁরা যেন রিসালাতের প্রচার করেন এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে- وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ الْاٰيَة (অর্থাৎ স্মরণ করুন, যখন আমি নাবীগণের নিকট থেকে পাকা অঙ্গীকার নিয়েছি।)

তৃতীয়তঃ ঐ অঙ্গীকার, যা আ'লিমদের জন্য খাস। তা' হলো- তাঁরা যেন সত্যকে গোপন না করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতে- وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الْاٰيَة (অর্থাৎ এবং স্মরণ করুন, যখন আমি পাকা অঙ্গীকার নিয়েছি সেসব লোকের নিকট থেকে, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে।)

টীকা-৫০ঃ (ক) আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার সম্পর্ক সমূহ, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) -কে মান্য করা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করা এবং সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া- এগুলো হচ্ছে এমন সব সম্পর্ক, যেগুলোকে জুড়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, পরস্পরকে পরস্পর থেকে অন্যায়ভাবে পৃথক করা এবং পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের ভিত্তি স্থাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	১৫	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
২৭ঃ তারাই, যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (৪৯) পাকাপোক্ত হবার পর এবং ছিন্ন করে ঐ সম্পর্ককে, যা জুড়ে রাখার জন্য খোদা তাআ'লা নির্দেশ দিয়েছেন এবং যমীনে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় [৫০(ক)]; তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। ২৮ঃ আশ্চর্য! তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী হবে? অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদেরকে জীবত করেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন; আবার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে [(৫০(খ)]		الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾	

টীকা-৫০ঃ (খ) আল্লাহ্র একত্ব ও হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ -এর নাবূয়্যাতের প্রমাণ এবং ঈমান ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ تَعَالٰى স্বীয় বিশেষ ও ব্যাপক নি'মাতসমূহ, কুদরত, রহস্যাবলী এবং হিকমতের নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করেছেন। আর কুফরের দোষ-ত্রুটি অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য কাফিরদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন- তোমরা কিরূপে খোদাকে অস্বীকার করো এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তোমাদের আপন অবস্থা তাঁর উপর ঈমান আনার সহায়ক যে, তোমরা তো মৃত ছিলে। 'মৃত' বলতে প্রাণহীন শরীরকে বুঝায়। আমাদের প্রচলিত ভাষায়ও বলা হয়- "যমীন মৃত হয়ে গেছে"। প্রচলিত ভাষায়ও মৃত্যু এ অর্থে হয়। খোদ্ কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে- "يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" [অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর।] কাজেই, সারকথা হলো, তোমরা ছিলে প্রাণহীন শরীর (মাটি ও পানি ইত্যাদির ন্যায়) উপাদানের আকারে; অতঃপর খাদ্যের আকারে; অতঃপর মিশ্রিত আকারে; অতঃপর বীর্য অবস্থায়। তিনি (আল্লাহ্ পাক) তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, জীবিত করেছেন। আবার বয়সের মেয়াদ পূর্ণ হলে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। এ জীবন দ্বারা হয়তো 'কবরের যিন্দেগী' বুঝায়, যা প্রশ্ন করার জন্য হবে; নতুবা 'হাশরের যিন্দেগী'। অতঃপর তোমাদের হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। নিজেদের এ অবস্থা জেনেও তোমাদের 'কুফর করা' অতীব আশ্চর্যের বিষয়।

তাফসীরকারকদের এক অভিমত এটাও যে, كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ দ্বারা মু'মিনদের সম্বোধন করা হয়েছে। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে- 'তোমরা কিরূপে কাফির হতে পারো এ অবস্থায় যে, তোমরা মুর্খতারূপী মৃত্যুর শিকার ছিলে; আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম ও ঈমানের জীবন দান করেছেন। অতঃপর তোমাদের জন্য সেই মৃত্যু অবধারিত, যা জীবনের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেকের সামনে উপস্থিত হয়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রকৃত স্থায়ী জীবন দান করবেন। তারপর তোমাদের তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আর তিনি তোমাদেরকে এমন সাওয়াব দান করবেন, যা না কোন চোখ অবলোকন করেছে, যার কথা না কোন কান শ্রবণ করেছে এবং না কোন অন্তরে এর কোন ধারণা জন্মেছে।

টীকা-৫১ঃ অর্থাৎ খনিসমূহ, শাক-সবজী, প্রাণীকুল, সমুদ্র, পাহাড়, (মোট কথা,) যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই আল্লাহ্ تَعَالٰی তোমাদের ধর্মীয় ও প্রার্থিব মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

'ধর্মীয় মঙ্গল' এভাবে যে, পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ দেখে তোমাদের আল্লাহ্ تَعَالٰی এর হিকমত ও ক্বুদরতের পূর্ণ-পরিচিতি লাভ হবে। আর 'প্রার্থিব মঙ্গল' হচ্ছে- খাও, পান করো, আরাম করো, স্বীয় কার্যাদিতে ব্যবহার করো। কাজেই, এ ধরণের নি'মাতসমূহ (লাভ করা) সত্ত্বেও তোমরা কিরূপে কুফর করবে?

মাসআলাঃ ইমাম কারখী ও হযরত আবূ বকর রাযী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا) প্রমুখ 'خَلَقَ لَكُمْ' -কে উপকৃত হওয়া যায় এমন সব বস্তু মূলতঃ 'মুবাহ' বা বৈধ হবার পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ সাব্যস্থ করেছেন।

টীকা-৫২ঃ এ সৃষ্টি ও আবিষ্কার, আল্লাহ্ تَعَالٰی সমস্ত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী হবার প্রমাণবহ। কেননা, এ ধরণের হিকমতপূর্ণ মাখ্লূক সৃষ্টি করা সার্বিক ও পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্ভবপর নয়, (এমনকি,) এ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না।

'মৃত্যুর পর জীবত হওয়া' কাফিরগণ অসম্ভব বলে মনে করতো। এ আয়াতগুলোতে তাদের ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীনতার উপর অকাট্য প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন; এভাবে যে, যখন আল্লাহ্ تَعَالٰی সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ; আর শরীরসমূহের উপাদানও একত্রিত হবার এবং জীবন লাভের যোগ্যতা রাখেন, তখন মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কিভাবে অসম্ভব হতে পারে? আস্মান ও যমীন সৃষ্টির পর আস্মানে ফিরিশ্তাদেরকে এবং যমীনে জিন্ জাতিকে আবাস দিয়েছেন। জিন জাতি ফ্যাসাদ সৃষ্টি করলে তিনি একদল ফিরিশতা পাঠালেন, যারা এদেরকে (জিন জাতি) পাহাড় ও দ্বীপসমূহের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

টীকা-৫৩ঃ 'খলিফা' বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী বাস্ত বায়ন এবং অন্যান্য কার্যাবলী পরিচালনায় মূল পরিচালকের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। এ আয়াতে 'খলিফা' বলতে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কথা বুঝানো হয়েছে; যদিও অন্যান্য নাবীগণ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾	২৯ঃ তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে (৫১); অতঃপর তিনি আসমানের দিকে اِسْتَوٰى (ইচ্ছা) করলেন, তখন ঠিক সপ্ত-আসমান সৃষ্টি করলেন এবং তিনি সবকিছু জানেন (৫২)।
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾	৩০ঃ (এবং স্মরণ করুন!) যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে আপন (প্রতিনিধি) সৃষ্টিকারী (৫৩)।' (তারা) বললো, 'আপনি কি এমন কোন সৃষ্টিকে (প্রতিনিধি) করবেন, যে তাতে ফ্যাসাদ ছড়াবে ও রক্তপাত ঘটাবে (৫৪)? আর আমরা আপনার প্রশংসা পূর্বক আপনার 'তাস্বীহ্' (স্তুতি গান) করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'আমার জানা আছে যা তোমরা জানোনা (৫৫)

(عَلَيْهِمُ السَّلَام)- ও আল্লাহ্ تَعَالٰی এর 'খলীফা' হন। (যেমন) হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ [হে দাঊদ। আমি তোমাকে যমীনের 'খলীফা' (প্রতিনিধি) করেছি।] ফিরিশতাদেরকে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতিনিধিত্বের সংবাদ এ জন্যই দেয়া হয়েছে, যেন তাঁরা তাঁকে খলীফা বা প্রতিনিধি করার হিকমত সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে জেনে নেন এবং তাঁদের নিকট খলীফার এ মহত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায় যে, তাঁকে সৃষ্টির পূর্বেই 'খলীফা' (প্রতিনিধি) উপাধি প্রদান করা হয়েছে এবং আসমানবাসীদেরকেও তাঁর সৃষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ এর মধ্যে বান্দাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যেন তারা কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করে নেয়, কিন্তু আল্লাহ্ تَعَالٰی এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কারো পরামর্শের প্রয়োজন হবে।

টীকা-৫৪ঃ ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য- আপত্তি উত্থাপন কিংবা হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে তিরস্কার করা নয়; বরং তাঁকে প্রতিনিধি করার হিকমত সম্পর্কে জেনে নেয়া। আর ফ্যাসাদ ছড়ানোর সম্বন্ধ মানব জাতির প্রতি করার জ্ঞান হয়তো আল্লাহ্ এর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, কিংবা 'লাওহ্-ই-মাহফূয' থেকে অর্জিত হয়েছে অথবা তাঁরা নিজেরাই জিন্ জাতির উপর অনুমান করেছেন।

টীকা-৫৫ঃ অর্থাৎ আমার হিকমতসমূহ তোমাদের নিকট প্রকাশিত নয়। কথা হলো যে, মানবকুলের মধ্যে নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)ও থাকবেন, ওলী এবং অন্যান্য আ'লিমগণও। আর তাঁরা জ্ঞানগত ও আ'মলগত উভয় প্রকারের মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী হবেন।

টীকা-৫৬ঃ আল্লাহ্ تَعَالٰی হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর সম্মুখে সমুদয় বস্তু ও সব নামীয় বস্তু উপস্থাপন করে তাঁকে সেগুলোর নাম, গুনাবলী, কার্যকারিতা, বৈশিষ্টাবলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম-কৌশলাদির মৌলিক বিষয়সমূহ- সব কিছুর জ্ঞান 'ইলহাম'* সূত্রে দান করেছেন।

টীকা-৫৭ঃ অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের এ ধারণায় সত্য হও যে, আমি তোমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী করে অন্য কোন মাখ্লূক সৃষ্টি করবো না এবং তোমরাই (আমার) খিলাফতের (প্রতিনিধিত্ব করা) জন্য একমাত্র উপযোগী, তবে এ সমস্ত বস্তুর নাম বলে দাও। কেননা, খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে- প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আর ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত খলীফার এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, যে গুলোর উপর তাকে কার্য-নির্বাহক করা হয়েছে এবং যেগুলোর ফায়সালা তাঁকে দিতে হবে।

বাংলা	আরবি
৩১ঃ এবং আল্লাহ তা'আলা تَعَالٰی আদমকে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন (৫৬) অতঃপর সমুদয় (বস্তু) ফিরিশতাদের সামনে উপস্থাপন করে ইরশাদ করলেন, 'সত্যবাদী হলে এসব বস্তুর নাম বলো তো (৫৭)।'	وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾
৩২ঃ (তারা) বললো, 'পবিত্রতা আপনারই. আমাদের কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু (ততটুকুই) যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনিই জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৫৮)।'	قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۲﴾
৩৩ঃ তিনি ইরশাদ করলেন, 'হে আদম! বলে দাও তাদেরকে সমুদয় (বস্তুর) নাম।' যখন তিনি (অর্থাৎ আদম) তাদেরকে সমুদয় বস্তুর নাম বলে দিলেন (৫৯) ইরশাদ করলেন, 'আমি কি (একথা) বলছিলাম না যে, আমি জানি আসমানসমূহ এবং যমীনের সমস্ত গোপন (অদৃশ্য) বস্তু সম্পর্কে এবং আমি জানি যা কিছু তোমরা প্রকাশ করছো এবং যা কিছু তোমরা গোপন করছো (৬০)?'	قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۳﴾
৩৪ঃ এবং (স্মরণ করুন!) যখন আমি ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা আদমকে সাজদা করো।' তখন সবাই সাজদা করেছিলো, ইবলীস ব্যতীত; সে অমান্যকারী হলো ও অহংকার করলো এবং কাফির হয়ে গেলো (৬১)	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۳۴﴾

মাসআলাঃ আল্লাহ্ تَعَالٰی ফিরিশতাদের উপর হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে 'ইলম' (জ্ঞান)-কেই প্রকাশ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামসমূহের জ্ঞান (ইল্ম-ই-আসমা) অর্জন করা নির্জনে ও একাকীভাবে ইবাদতের চাইতে অধিকতর উত্তম।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হলো যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ফিরিশতাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

টীকা-৫৮ঃ এর মধ্যে ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে তাঁদের অক্ষমতা ও অপূর্ণতার স্বীকারোক্তি এবং এ কথারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, তাঁদের প্রশ্ন (আদম সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে) জানার আগ্রহ হিসেবে ছিলো, আপত্তি হিসেবে নয়। আর এখন তাঁরা মানুষের মহত্ত্ব এবং তাঁর সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, যা তাঁরা পূর্বে জানতেন না।

টীকা-৫৯ঃ অর্থাৎ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) প্রত্যেক বস্তুর নাম ও সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বর্ণনা করেছেন (তখন আল্লাহ্ تَعَالٰی)

টীকা-৬০ঃ ফিরিশতাগণ যে কথাটা প্রকাশ করেছিলো তা ছিলো - 'মানুষ ফিৎনা-ফ্যাসাদ এবং রক্তপাত করবে।' আর যে কথাটা গোপন করেছিলেন, তা ছিলো- 'খলীফা হবার যোগ্য শুধু তাঁরা নিজেরাই এবং আল্লাহ্ تَعَالٰی তাঁদের চেয়ে অধিক উত্তম ও জ্ঞানী কোন মাখ্লূক সৃষ্টি করবেন না।'

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে মানুষের আভিজাত্য এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আর এ কথাও (প্রমাণিত হয়) যে, শিক্ষা দানের সম্বন্ধ আল্লাহ্ تَعَالٰی এর প্রতি করা শুদ্ধ, যদিও তাকে 'শিক্ষক' নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা 'শিক্ষক' পেশাদার শিক্ষাদাতাকে বলা হয়।

মাসআলাঃ এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, সমস্ত শব্দ ও ভাষা আল্লাহ্ تَعَالٰی এর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত।

মাসআলাঃ এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ফিরিশতাদের জ্ঞান ও পূর্ণতাগুলো ক্রমবর্দ্ধিত হয়।

টীকা-৬১ঃ আল্লাহ্ تَعَالٰی হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর নমুনা (موجودات) এবং রূহানী জগত ও শরীর জগতের 'সমষ্টি' করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁদেরকে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং নিজেদের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রর্থনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

* ইলহামঃ অন্তরে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে যা ইঙ্গিত করা হয়।

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ্ تَعَالٰى হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে সৃষ্টি করার পূর্বেই ফিরিশতাদেরকে (তাঁকে) সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ- (অর্থাৎ 'যখন আমি তাঁকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সাজদাবনত হয়ো।' সূরা স-দ্) (বায়দাভী শরীফ)
সাজদার নির্দেশ সমস্ত ফিরিশতাদেরকেই দেয়া হয়েছিলো। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। (খাযিন)
মাসআলাঃ সাজদা দু'প্রকার। যথা- (১) 'সাজদা-ই-ইবাদত', যা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করা হয় এবং (২) 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্' যাতে সাজদাকৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য হয়; ইবাদত নয়।

মাসআলাঃ 'সাজদা-ই-ইবাদত', আল্লাহ্ تَعَالٰى এর জন্য খাস; তা অন্য কারো জন্য হতে পারে না। এমনকি কোন শরীয়তেই জায়েয ছিলো না। এ আয়াতে যেসব তাফসীরকারক (সাজদাহ্ দ্বারা) 'সাজদা-ই-ইবাদত', এর কথা বুঝিয়েছেন, তাঁরা বলেন, 'সাজদা আল্লাহ্ تَعَالٰى এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে ক্বিবলা করা হয়েছিলো মাত্র। সুতরাং হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) ছিলেন مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ যার দিকে সাজদা করা হয়); مَسْجُوْدُ لَهٗ (যাঁর উদ্দেশ্যে সাজদা করা হয়) নন।" কিন্তু এ অভিমত দুর্বল। কেননা, এ সাজদা দ্বারা হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) (আমাদের নাবী ও এ নাবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। আর (যাঁর দিকে সাজদা করা হয় অর্থাৎ ক্বিবলা) সাজদাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন, কা'বা মু'আয্যামাহ্ সৈয়্যদে আম্বিয়া صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্বিবলা ও مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ ; অথচ হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কা'বা থেকেও শ্রেষ্ঠ।

অন্য অভিমত হলো- এখানে 'সাজদা-ই-ইবাদত' ছিলো না; বরং 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ'-ই ছিলো। আর ঐ সাজদা শুধু হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্যই ছিলো। মাটির উপর কপাল রেখেই তা করা হয়েছিলো; শুধু মাথা নত করে নয়। এটাই সঠিক ও অধিকাংশের অভিমত। (মাদারিক)

৩৫ঃ এবং আমি ইরশাদ করলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী এ জান্নাতে অবস্থান করো এবং খাও এখানে কোন বাধা-বিঘ্ন ব্যতিরেকেই, যেখানে তোমাদের মন চায়; কিন্তু এ গাছের নিকটেও যেওনা (৬২) গেলে, (তোমরা) সীমা অতিক্রমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে(৬৩)।'	وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٥

মাসআলাঃ 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ' (বা সম্মান প্রদর্শনার্থে সাজদা) পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে জায়েয ছিলো। আমাদের শরীয়তে রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে। এখন কারো জন্য তা জায়েয নয়। কেননা, যখন হযরত সালমান رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হুযূর আক্বদাস صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে সাজদা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন, "মাখ্লূকের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করা উচিত নয়।" (মাদারিক)।
ফিরিশতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাজদাকারী হলেন- হযরত জিবরাঈল অতঃপর হযরত মীকাঈল, অতঃপর হযরত ইস্রাফীল, অতঃপর হযরত আয্রাঈল, অতঃপর আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্তাগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এ সাজদা জুমু'আর দিন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলার সময় থেকে 'আসর' পর্যন্ত হয়েছিলো। এক অভিমত এটাও আছে যে, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্তারা একশ' বছর, আর অন্য অভিমতে, পাঁচশ বছর সাজদারত ছিলেন। (কিন্তু) শয়তান সাজদা করেনি এবং সে অহংকারবশতঃ এ বিশ্বাসই পোষণ করতে থাকে যে, সে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হিকমতের পরিপন্থী। (মা'আযাল্লাহি تَعَالٰى) এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সে কাফির হয়ে গেছে।
মাসআলাঃ আয়াত শরীফে এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) ফিরিশতাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই তাঁকে তাঁদের দ্বারা সাজদা করানো হয়েছে।
মাসআলাঃ অহংকার অতীব মন্দ। এতে কখনো অহংকারী ব্যক্তির কার্যকলাপ 'কুফর' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (বায়দাভী ও জুমাল)
টীকা-৬২ঃ এটা দ্বারা গম কিংবা আঙ্গুর ইত্যাদি গাছের কথা বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন)
টীকা-৬৩ঃ 'ظُلْمٌ ' (যুলুম) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে অনুপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা। এটা নিষিদ্ধ। আর নাবীগণ হলেন- 'মা'সুম বা নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা গুনাহ সম্পাদিত হয়না। (সুতরাং) এখানে 'যুল্ম' (ظُلْمٌ) মানে হচ্ছে- 'অধিকতর উত্তম কাজের পরিপন্থী মাত্র (خِلَافِ اَوْلٰى)
নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) -কে 'যালিম' বলা তাঁদের অবমাননা করার শামিল এবং কুফর। যে কেউ এরূপ বলবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্ تَعَالٰى মালিক ও মুনিব। তিনি যা চান ইরশাদ করেন। এতে তাঁর ইজ্জত ও মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অন্যের কি অবকাশ আছে যে, সে আদব বা শালীনতা-বিবর্জিত কথা মুখে উচ্চারণ করবে এবং আল্লাহ্র 'সম্বোধন'কে স্বীয় দুঃসাহসের জন্য সনদ বানাবে? (আল্লাহ্) আমাদেরকে তাঁদের (নাবীগণ) সম্মান, আদব ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের উপর এটাই অপরিহার্য।

টীকা-৬৪ঃ শয়তান কোন মতে, হযরত আদম ও হাওয়া (عَلَيْهِمَا السَّلَام) -এর নিকট পৌঁছে বললো, "আমি কি আপনাদের 'শাজরাতুল খুল্দ' বা এমন একটা গাছের কথা বলবো, যার ফল আহার করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়া যায়? হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে (শয়তান) তখন শপথ করে বললো,"আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।" তাঁদের ধারণা ছিলো আল্লাহ্ পাকের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ কে করতে পারে? সুতরাং এ ধারণার ভিত্তিতে হযরত হাওয়া (عَلَيْهَا السَّلَام) সেই গাছের কিছু ফল আহার করলেন অতঃপর হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে দিলেন। তিনিও আহার করলেন। হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর ধারণা ছিলো যে, لَا تَقْرَبَا (তোমরা ঐ গাছের কাছে যেওনা।) -এর নিষেধটা تَنْزِيْهِي (মাকরুহে তানযীহি) নির্দেশক, تَحْرِيْمِي বা 'হারাম নির্দেশক' নয়। কেননা, তিনি যদি তা 'হারাম' জ্ঞাপক' মনে করতেন, তবে কখনো এরূপ করতেন না। কেননা, নাবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ। এখানে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর ইজতিহাদ (সত্য সন্ধানে চরম প্রচেষ্টা) -এ ত্রুটি হয়েছে মাত্র এবং 'ইজতিহাদ'-এ ত্রুটি হলে নির্দেশ অমান্য জনিত কোন গুনাহ্ হয়না।

টীকা-৬৫ঃ হযরত আদম ও হাওয়া (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এবং তাঁদের বংশধরগণকে; যারা তাঁদের ঔরসে ছিলো, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার নির্দেশ দেয়া হলো। হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) চরন্দ্বীপের (শ্রীলংকা) পর্বতমালার উপর এবং হযরত হাওয়া (عَلَيْهَا السَّلَام) জিদ্দায় অবতীর্ণ হন। (খাযিন) হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বরকতে পৃথিবীর গাছসমূহে পবিত্র খুশ্‌বু সৃষ্টি হলো। (রূহুল বয়ান)

টীকা-৬৬ঃ এ থেকে বয়সের শেষ সময় অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তের কথাই প্রতিভাত হয়। আর হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য এ সুসংবাদই রয়েছে যে, তাঁকে দুনিয়াতে শুধু এতটুকু সময়ের জন্য বসবাস করতে হবে। অতঃপর পুনরায় তিনি জান্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁর বংশধরদের জন্যও তাদের পরকালের সংবাদ রয়েছে। অর্থাৎ তাদের পার্থিব জীবন সীমিত সময়ের জন্য। তাদের জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর তাদেরকে পুনরায় পরকালের দিকে ফিরে যেতে হবে।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	১৯	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
৩৬ঃ অতঃপর শয়তান জান্নাত থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং যেখানে ছিলো সেখান থেকে তাদেরকে আলাদা করে দিলো (৬৪)। আর আমি ইরশাদ করলাম, '(তোমরা) নিচে নেমে যাও (৬৫)। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং তোমাদেরকে একটা (নির্দ্ধারিত) সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবিকা অবলম্বন করতে হবে (৬৬)।' ৩৭ঃ অতঃপর শিখে নিলেন আদম আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কলেমা (বানী)। তখন আল্লাহ তাঁর তাওবা কবূল করলেন (৬৭)। নিশ্চয় তিনিই অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।		فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾	

টীকা-৬৭ঃ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) পৃথিবীতে আসার পর তিনশত বছর পর্যন্ত লজ্জায় আস্‌মানের দিকে মাথা উঠান নি। যদিও হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) অধিক ক্রন্দনকারী ছিলেন; তাঁর অশ্রু সমস্ত দুনিয়াবাসীর অশ্রু অপেক্ষাও অধিক ছিলো, কিন্তু হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এত বেশি ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাঁর চোখের পানির পরিমাণ হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) সহ সমস্ত দুনিয়াবাসীর চোখের পানির পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক হয়েছিলো। (খাযিন)

ইমাম তাব্‌রানী, হাকিম, আবূ না'ঈম এবং বায়হাক্বী প্রমুখ হযরত আলী মুরতাদা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সূত্রে (مَرْفُوْعًا) বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর এ কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হলো তখন তিনি তাওবার চিন্তায় অস্থির ছিলেন। দুশ্চিন্তার এ অবস্থায় তাঁর স্মরণ হলো- "সৃষ্টির সন্ধিক্ষণে আমি মাথা উঠিয়ে দেখেছিলাম, আরশের উপর লিখা আছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ; আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى-এর দরবারে সেই উন্নত মর্যাদা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি যা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁর পবিত্র নাম স্বীয় বরকতময় নামের সাথে আরশের উপর লিপিবদ্ধ করেছেন।" অতএব, তিনি (হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام) স্বীয় প্রার্থনায় رَبَّنَا ظَلَمْنَا الآية (রাব্বানা যলামনা-আল-আয়াত) পাঠ করে এ প্রার্থনা করেছিলেন-"اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَنْ تَغْفِرَلِيْ" (অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই ওসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) হযরত ইবনে মুন্‌যিরের বর্ণনায় এ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে- অর্থাৎ "اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهٖ عَلَيْكَ اَنْ تَغْفِرَلِيْ خَطِيْئَتِيْ" "হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আপনার খাস বান্দা মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মহা মর্যাদার ওসীলায় এবং তাঁর সম্মানের মাধ্যমে, যা আপনার দরবারে রয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" এ প্রার্থনা করা মাত্রই আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

মাসআলাঃ এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে মাক্ববূল বান্দাদের ওসীলা বা মাধ্যম সহকারে, যেমন بِحَقِّ فُلَانٍ , بِجَاهِ فُلَانٍ (অমুকের ওসীলার বা মাধ্যমে) দুআ' করা জায়েয এবং হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর সুন্নাত (ত্বরীকা)

মাসআলাঃ আল্লাহ্ تَعَالٰى এর উপর কারো হক্ব বা প্রাপ্য ওয়াজিব হয় না। কিন্তু তিনি আপন মাক্ববূল বান্দাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা তাঁদের হক

বা প্রাপ্য দান করেন। এ 'অনুগ্রহময় হক এর ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করা যায়। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহ সূত্রেই এ 'হক' প্রমাণিত। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- "مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছে, নামায ক্বায়েম করেছে, অতঃপর রমযানের রোযা পালন করেছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র কৃপায় এ হক্বই নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।)

হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর তাওবা ১০ই মুহার্‌রম কৃবুল হয়েছিল। জান্নাত থেকে বের করার সময় অন্যান্য নি'মাত বা অনুগ্রহের সাথে সাথে আরবী ভাষাও তাঁর নিকট থেকে লুপ্ত করা হয়েছিলো। তখন আরবীর পরিবর্তে তাঁর বরকতময় মুখে 'সুরিয়ানী' ভাষা জারী করা হয়। তাওবা কৃবুল হওয়ার পর পুনরায় তাঁকে আরবী ভাষা প্রদান করা হয়। (ফত্হুল আযীয)

মাসআলাঃ তাওবার মূল অর্থ- 'আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে আসা।' এর তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে- (১) স্বীয় অপরাধ স্বীকার করা, (২) তজ্জন্য লজ্জিত হওয়া এবং (৩) তা পরিহার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। গুনাহ্ যদি প্রতিকারযোগ্য হয় তবে প্রতিকার করাও বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, নামায পরিত্যাগকারীর তাওবার জন্য বিগত নামাযসমূহের কাযা দেয়াও জরুরী।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	২০	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
৩৮ঃ আমি ইরশাদ করলাম তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর পরে যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই হিদায়তের অনুসারী হবে, তার জন্য না কোন ভয়, (এবং) না কোন দুঃখ থাকবে (৬৮)। ৩৯ঃ আর সে সব লোক, যারা কুফর করবে এবং আমার নির্দেশগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হলো দোযখবাসী, তাদেরকে সেখানেই সর্বদা থাকতে হবে।		قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾	
রুকূ'- ০৫			
৪০ঃ হে য়া'কুবের বংশধরগণ (৬৯)। (তোমরা) স্মরণ করো আমার ঐ অনুগ্রহকে, যা আমি তোমাদের উপর করেছি (৭০) এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ করো। আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো (৭১) এবং বিশেষ করে, আমারই ভয় (অন্তরে) রাখো(৭২)		يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾	

তাওবার পরক্ষণে হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তুর উদ্দেশ্যে আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর খিলাফতের ঘোষণা দিলেন এবং সবার উপর তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হবার হুকুম শুনিয়ে দিলেন। সবাই তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলো। (ফত্হুল আযীয)

টীকা-৬৮ঃ এটা নেক্কার মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ। অর্থাৎ না তাঁদের মহাপ্রলয়ের দিনে কোন ভয় থাকবে, না আখিরাতের কোন দুঃখ (থাকবে)। তাঁরা নিশ্চিন্তে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

টীকা-৬৯ঃ 'ইসরাঈল' অর্থ 'আ'ব্দুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র বান্দা); হিব্রু (عبرى) ভাষার শব্দ। এটা হযরত য়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপাধি। (মাদারিক)।

তাফসীরকারক কালবী বলেছেন, আল্লাহ্ تَعَالٰى বলেছেন, يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا (অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ইবাদত করো.......) ইরশাদ করে প্রথমে সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর اِذْ قَالَ رَبُّكَ (স্মরণ করুন! যখন আপনার প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন) ইরশাদ করে তাদের প্রারম্ভিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বিশেষভাবে বনী ইস্রাঈলকে আহ্বান করেছেন। এরা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায় আর এখান থেকে سَيَقُوْلُ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। কখনো দয়ার সুরে পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে (সত্যের দিকে) আহ্বান করা হয়, কখনো ভীতি প্রদর্শন করা হয়, কখনো প্রমাণ দাঁড় করানো হয়, কখনো তাদের অপকর্মের জন্য তিরস্কার করা হয়, আবার কখনো পূর্ববর্তী বিভিন্ন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

টীকা-৭০ঃ এ অনুগ্রহ যে, তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ফিরআউন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সাগর ফাঁক করেছেন এবং মেঘকে ছায়াদানকারী করেছেন। তাছাড়া, অন্যান্য অনুগ্রহরাজি, যেগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে, সেগুলো স্মরণ করো। 'স্মরণ করা'র মানে হচ্ছে- 'আল্লাহ্ تَعَالٰى এর আনুগত্য ও বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করাই সে নি'মাতকে ভুলে যাবার নামান্তর মাত্র।

টীকা-৭১ঃ অর্থাৎ তোমরা ঈমান ও আনুগত্য বজায় রেখে আমার অঙ্গীকার পূরণ করো, (ফলতঃ) আমি প্রতিদান ও সাওয়াব দান করে তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো। সে অঙ্গীকারের বর্ণনা নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে- وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (অর্থাৎ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ تَعَالٰى বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।)

টীকা-৭২ঃ মাসআলাঃ এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ تَعَالٰى এর নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবার বর্ণনা রয়েছে। এ কথারও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে ভয় করা মু'মিনের উচিত নয়।

টীকা-৭৩ঃ অর্থাৎ কুরআন পাক, তাওরীত এবং ইঞ্জীলের উপর, যেগুলো তোমাদের সাথে রয়েছে, ঈমান আনো এবং কিতাবীদের মধ্যে প্রথম কাফির হয়োনা, যেন তোমাদের অনুসরণ করে যারা 'কুফর' অবলম্বন করবে তাদের শাস্তিও তোমাদের উপর না বার্তায়।

টীকা-৭৪ঃ এ সব আয়াত দ্বারা তাওরীত ও ইঞ্জীলের ঐসব আয়াতের কথা বুঝানো হয়েছে, যে গুলোতে হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর না'ত (প্রশংসা) ও গুনাবলীর বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রশংসা পার্থিব ধন-দৌলতের লিপ্সার বশীভূত হয়ে গোপন করো না। কেননা, পার্থিব মাল-দৌলত নগণ্য মূল্যস্বরূপ এবং আখিরাতের মুকাবিলায় অতি তুচ্ছ।

শানে নুযুলঃ এ আয়াত শরীফ কা'আব ইবনে আশ্‌রাফ এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্যান্য আ'লিম(।) ও নেতৃবৃন্দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা স্বীয় সম্প্রদায়ের মূর্খ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা উশুল করে নিতো এবং তাদের উপর বার্ষিক কর নির্ধারণ করতো। আর তারা উৎপাদনের ফলমূল ও নগদ টাকায়ও নিজেদের 'প্রাপ্য' (?) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলো। তারা এ আশঙ্কা বোধ করেছিলো যে, তাওরীত শরীফে হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর যে প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো যদি তারা প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উপর ঈমান এনে বসবে এবং তাদের আর কোন খোঁজ খবর নেয়া হবেনা। আর এ সব সুযোগ সুবিধাও তারা হারাতে থাকবে। এ জন্য তারা তাদের কিতাবগুলোতে পরিবর্তন করলো এবং হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যগুলো বদলে ফেললো। যখন তাদেরকে লোকেরা জিজ্ঞেস করতো- 'তাওরীতে হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কি কি গুণাবলীর উল্লেখ আছে।' তখন তারা সেগুলো গোপন করে বসতো এবং কখনো কিছুই বলতো না। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি)

৪১ঃ এবং (তোমরা) ঈমান আনো সেটার উপর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সেটারই সমর্থকরূপে যা তোমাদের সাথে আছে এবং সর্বপ্রথম সেটার অস্বীকারকারী হয়ো না (৭৩)। আর আমার আয়াতগুলোর বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না (৭৪) এবং শুধু আমাকেই ভয় করো।	وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿۴۱﴾
৪২ঃ এবং সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করো না ও দেখে-জেনে সত্যকে গোপন করোনা।	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۲﴾
৪৩ঃ এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ-' করে তাদের সাথে রুকূ' করো (৭৫)।	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾
৪৪ঃ তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিচ্ছো এবং নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসছো? অথচ তোমরা কিতাব পড়ছো। তবুও কি তোমাদের বিবেক নেই (৭৬)?	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾
৪৫ঃ এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। এবং নিশ্চয় নামায অবশ্যই ভারী, কিন্তু তাদের জন্য (নয়), যারা আন্তরিকভাবে আমার প্রতি বিনীত হয় (৭৭):	وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾

টীকা-৭৫ঃ এ আয়াতে নামায ও যাকাত ফরয হবার বর্ণনা রয়েছে। আর এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে. নামায সমূহ সেগুলোর করণীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 'আরকান' বা মৌলিক কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে, সম্পন্ন করো।

মাসআলাঃ (এতে) জামা'আতের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- জামা'আতের সাথে নামায পড়া একাকী পড়ার চাইতে সাতশগুণ অধিক ফযীলত রাখে।

টীকা-৭৬ঃ শানে নুযুলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আ'লিমদের (।) নিকট তাদের মুসলিম আত্মীয়-স্বজনেরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললো, "তোমরা সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। হুযূর সৈয়্যদে আ'লম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দ্বীন সঠিক এবং তাঁর বাণী সত্য।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হলো- এ আয়াত শরীফ ঐসব ইহুদীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা আরবের মুশরিকদের (অংশীবাদীগণ)-কে হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলো এবং হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অনুসরণ করার প্রতি হিদায়াত করেছিলো। অতঃপর যখন হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রেরিত হলেন তখন এসব হিদায়াতকারী নিজেরাই হিংসার বশীভূত হয়ে কাফির হয়ে গেলো। এ জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৭৭ঃ অর্থাৎ প্রয়োজন বা সমস্যার ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। সুব্‌হানাল্লাহ। কেমন পবিত্র শিক্ষা। 'সবর' (ধৈর্য) সব মুসীবতের চরিত্রগত মুকাবিলা; এটা ছাড়া মানুষ ন্যায় বিচার, দৃঢ়তা ও সত্যপরায়নতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

সবরঃ সবর তিন প্রকার। যথাঃ (১) কঠিন বিপদে নিজেকে স্থির রাখা, (২) ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট অটলভাবে সহ্য করা এবং (৩) গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়া

থেকে নিজ সত্তাকে বিরত রাখা। কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে উল্লেখিত 'সবর'- এর অর্থ রোযা বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ, এটাও সবরের পর্যায়ভুক্ত।
এ আয়াতে বিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, তা (নামায) শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার ইবাদতেরই ধারক। আর এতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়। হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্মুখে উপস্থিত হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।
এ আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, সত্যনিষ্ঠ মু'মিনগণ ব্যতীত অন্যান্যদের উপর নামায কঠিন কাজ।

টীকা-৭৮ঃ এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে যে, আখিরাতে মু'মিনগ আল্লাহ্‌র দীদার বা সাক্ষাৎরূপী নি'মাত লাভ করবেন।

টীকা-৭৯ঃ (এখানে) اَلْعٰلَمِيْنَ (আল্‌-'আলামীন) এর ব্যাপকতা (استغراق) প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়। (অর্থাৎ-বনী ইস্‌রাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর, সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সবার উপর নয়; বরং) এর অর্থ হচ্ছে- (আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, "হে বানী ইসরাঈল।) আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে তাদের যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

অথবা আয়াতে আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে, যাতে অন্য কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা না হয়। এ জন্যই উম্মতে মুহাম্মদীর প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- অর্থাৎ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ "তোমরা শেষ্ঠতম উম্মত।" (রুহুল বয়ান ও জুমাল ইত্যাদি)
টীকা-৮০ঃ সেটা হলো রোজ ক্বিয়ামত। আয়াতের মধ্যে (আত্মা) - এর দ্বারা মু'মিনদের 'নাফস' এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা কাফিরদের 'নাফস' বুঝানো হয়েছে। (মাদারিক)
টীকা-৮১ঃ এখান থেকে রুকূ'র শেষ পর্যন্ত দশটা অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো বর্তমানকার বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষগণ লাভ করেছিলো।
টীকা-৮২ঃ 'ক্বিবতী' ও 'আমালীক্ব' সম্প্রদায় থেকে যে-ই মিশরের বাদশাহ্ হয়েছিলো তাকেই 'ফিরআউন' বলা হয়। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর যুগের ফিরআউন নাম 'ওয়ালিদ ইবনে মাস্'আব ইবনে রাইয়্যান' ছিলো। এখানে তারই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার বয়স চারশ বছরেরও অধিক ছিলো।
আর 'আল-ই-ফিরআউন' বলে ফিরআউনের অনুসারীদের কথা বুঝানো হয়েছে। (জুমাল ইত্যাদি)

৪৬ঃ যাদের অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাদের আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাঁরই দিকে যেতে হবে (৭৮)।	الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾
রুকূ'- ০৬	
৪৭ঃ হে য়া'কুবের বংশধরগণ। স্মরণ করো, আমার সেই অনুগ্রহকে যা আমি তোমাদের উপর করেছি। আর এ কথাও যে, আমি এ সমগ্র যুগের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি(৭৯)। ৪৮ঃ এবং ভয় করো ঐ দিনকে, যেদিন কোন আত্মা অন্য কারো বিনিময় হতে পারবে না (৮০) এবং না (কাফিরদের পক্ষে) কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এবং না কোন কিছু নিয়ে (তার) আত্মাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং না তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে (৮১)। ৪৯ঃ এবং (স্মরণ করো।) আমি তোমাদেরকে ফিরআউনী সম্প্রদায় থেকে নিষ্কৃতি দান করেছি (৮২), যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রনা দিতো (৮৩), তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ করতো আর তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো (৮৪); এবং এর মধ্যে তোমাদের	يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ

টীকা-৮৩ঃ 'আযাব' (যন্ত্রনা) তো সবই মন্দ (মর্মান্তিক) হয়ে থাকে (আয়াতে) سُوْٓءَ الْعَذَابِ (মর্মান্তিক যন্ত্রনা) বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা অন্যান্য যন্ত্রনা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন ও মর্মান্তিক হবে। এজন্যই হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহু) 'برا عذاب' (মর্মান্তিক যন্ত্রনা) অনুবাদ করেছেন। (যেমন- তাফসীর-ই-জালালায়ন শরীফ ইত্যাদিতে রয়েছে।)
ফিরআউন বনী-ইস্রাঈল (সম্প্রদায়)- এর উপর অত্যন্ত নির্দয়ভাবে, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টকর কার্যাদি চাপিয়ে দিয়েছিলো। কঙ্করময় ভূমি কেটে মাটি বহন করতে করতে তাদের কোমর ও কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। গরীবদের উপর 'কর' (Tax) আরোপ করেছিলো, যা প্রত্যহ সূর্যাস্তের পূর্বেই জোরপূর্বক উশুল করে নেয়া হতো। আরো নানা ধরণের নির্দয় নিপীড়ন চালানো হতো। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৮৪ঃ ফিরআউন স্বপ্নে দেখলো- 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' -এর দিক থেকে আগুন এসে সমগ্র মিশরকে অবরোধ করে সমস্ত ক্বিবতী (ফিরআউনের

সমর্থকগণ)-কে জ্বালিয়ে দিলো। বনী ইসরাঈলের কোন ক্ষতি করলো না। এর ফলে তার মনে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হলো। গণকগণ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বললো, "বনী ইসরাঈলে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে আপনার এবং আপনার সম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে।" এটা শুনে ফিরআউন নির্দেশ দিলো- 'বনী ইসরাঈলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হোক।' অনুসন্ধানের জন্য বহু ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। বারো হাজার, অন্য বর্ণনা মতে, সত্তর হাজার নবজাতককে হত্যা করা হলো। আর নব্বই হাজার গর্ভপাত ঘটানো হলো।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, তখন এ সম্প্রদায়ের (বানী ইসরাঈল) বৃদ্ধ লোকের দ্রুত মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। ক্বিবতী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে ফিরআউনের নিকট অভিযোগ করলো, "বর্তমানে বনী-ইসরাঈলে মৃত্যুর হার খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, তাদের শিশুদেরকেও হত্যা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা সেবক পাবো কোথায়?" সুতরাং ফিরআউন নির্দেশ দিলো, 'এক বৎসর শিশু হত্যা করা হবে এবং এক বৎসর হত্যা মওকূফ থাকবে।' অতঃপর যে বৎসর হত্যা মাওকূফ ছিলো সে বৎসর হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) জন্মগ্রহণ করলেন। আর যে বৎসর পুনঃহত্যা চালু হলো সেই বৎসরই হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর জন্ম হলো।

টীকা-৮৫ঃ 'বালা' পরীক্ষা করাকেই বলা হয়। পরীক্ষা যেমন অনুগ্রহ দ্বারা করা হয়, তেমনি কষ্ট ও পরিশ্রম দ্বারাও। অনুগ্রহ-প্রাপ্তির সময় বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং মুসীবতের সময় তার ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি ذٰلِكُم দ্বারা ইঙ্গিত ফিরআউনের অত্যাচারগুলোর প্রতি হয়, তবে 'বালা' মানে হবে- 'পরিশ্রম' ও 'বিপদ'; আর যদি ঐসব নিপীড়ন থেকে নিস্কৃতি প্রদানের প্রতি হয় তবে 'বালা' মানে হবে 'পুরস্কার'।

টীকা-৮৬ঃ এটা দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা, যা বনী ইসরাঈলের উপর করেছেন- তাদেরকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের যুলুম-অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি দিয়েছেন এবং ফিরআউনকে তার সম্প্রদায়সহ তাদের সামনে ডুবিয়ে মেরেছেন। এখানে 'আল-ই-ফিরআউন' মানে 'ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়' যেমন, (আয়াতাংশ 'كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ' (কাররামনা বানী আ-দামা) - এর মধ্যে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) ও আদম-সন্তানগণ উভয়ই শামিল রয়েছে। (জুমাল)

সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, রাত্রি বেলায় বানী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে রওয়ানা দিলেন।

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা 'বালা' ছিলো (অথবা মহা পুরস্কার) (৮৫)। ৫০ঃ এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধা-বিভক্ত (ফাঁক) করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রক্ষা করেছি। আর ফিরআউনী সম্প্রদায়কে তোমাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দিয়েছি (৮৬)	بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

ভোরে ফিরআউন তাদের তালাশে এক বিরাট সেনা-বাহিনীসহ অগ্রসর হলো এবং তাঁদেরকে সাগরের তীরে গিয়ে পেয়েছিলো। বানী ইসরাঈল ফিরআউনের সৈন্যদের দেখে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নিকট ফরিয়াদ করলো। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে সাগরে স্বীয় 'লাঠি' দ্বারা আঘাত করলেন। এর বরকতে মূল সাগরে বারোটা শুষ্ক রাস্তা তৈরি হয়ে গেলো। পানি দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেলো। সেই পানির দেয়ালসমূহে জালির ন্যায় আলোকময় ছিদ্রের সৃষ্টি হলো। বনী-ইসরাঈলের প্রতিটি গোত্র ওসব রাস্তায় একে অপরকে দেখতে পেতো এবং পরস্পর কথোপকথন করতে করতে সাগর পার হয়ে গেলো।

ফিরআউন সাগরে রাস্তা দেখে সেগুলো দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। যখন তার সব সৈন্য সাগরের মাঝখানে নেমে আসলো তখন সাগর আপন অবস্থায় মিলিত হয়ে গেলো। ফলে সমস্ত ফিরআউনী সাগরে ডুবে মারা গেলো। ঐ সাগরের প্রস্থ চার 'ফরসঙ্গ' * । এ ঘটনাটা 'বাহ্‌রে কুল্‌যম' - এ ঘটেছিলো; যা পারস্য সাগরের তীরের নিকটে অবস্থিত; কিংবা 'বাহ্‌রে মা-ওয়ারা-ই-মিশর' এ ঘটেছিলো। ওটা 'আসাফ' নামেও খ্যাত।

বানী ইসরাঈল সাগরের তীরে ফিরআউনীদের নিমজ্জিত হবার ঘটনা স্বচক্ষে দেখছিলো। এ ঘটনা মুহাররমের ১০ তারিখে সংঘটিত হয়। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ঐ দিন শোক্‌রিয়ার রোযা রেখেছিলেন। হুযূর সৈয়্যদে আ'লম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর যমানা পর্যন্ত ইহুদীরা এ দিনে রোযা রাখতো। হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -ও এ দিবসে রোযা রেখেছেন। আর ইরশাদ করেছেন, "হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর বিজয়ের খুশী উদ্‌যাপন এবং এর শোকরিয়া আদায় করার, আমরা ইহুদীদের চেয়েও অধিক হক্বদার।"

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আশুরার রোযা সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ এটাও বুঝা গেলো যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) -এর উপর আল্লাহ্‌র যেই অনুগ্রহ হয় তার 'স্মৃতিস্মারক' প্রতিষ্ঠা করা এবং শোকর আদায় করা সুন্নাত।

মাসআলাঃ এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, এ ধরনের কার্যাদির জন্য তারিখ নির্ধারন করা রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এরই সুন্নাত।

মাসআলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) -এর স্মৃতি যদি কাফিরগণও প্রতিষ্ঠা করতে থাকে তবুও তা বাদ দেয়া যাবে না।

* এক ফরসঙ্গ = ৩ মাইল।

টীকা-৮৭ঃ ফিরআউন এবং ফিরআউনের অনুসারীরা ধ্বংস হবার পর যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে পুনরায় মিশরে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরখাস্ত মোতাবেক আল্লাহ্ تَعَالٰى তাওরীত প্রদানের ওয়াদা দিলেন এবং তজ্জন্য সময়ও নির্ধারণ করলেন; যার সময়সীমা ছিলো, বর্ধিত সময় সহকারে, একমাস দশদিন-পূর্ণ যিলক্বদ এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন বড় ভাই হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে স্বীয় গোত্রের মধ্যে আপন খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত করে তাওরীত হাসিল করার জন্য 'তূর পাহাড়' -এ তাশরীফ নিয়ে গেলেন। চল্লিশ রাত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কারো সাথে কথাবার্তা বলেননি। আল্লাহ্ تَعَالٰى 'যবরজদী লওহ'(জবরজদ প্রস্তর ফলকসমূহ) -এর উপর লিখিত তাওরীত তাঁর প্রতি নাযিল করলেন।

এ দিকে 'সামেরী' স্বর্ণ ও মনিমুক্তা দ্বারা গো-বাছুর (প্রতিমা) তৈরি করে স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে বললো, "এটা তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য।"* তারা (গোত্রীয় লোকেরা) দীর্ঘ একমাস যাবৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর জন্য অপেক্ষা করে সামেরীর প্রতারণার শিকার হয়ে গো-বাছুরের পূজা আরম্ভ করে দিলো। হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর বার হাজার অনুসারী ব্যতীত বানী ইসরাঈল (সম্প্রদায়) -এর বাকী সব লোক ঐ গো-বাছুরের পূজা করেছিলো। (খাযিন)

টীকা-৮৮ঃ তাদেরকে ক্ষমা করার ধরণ ছিলো এরূপ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বলেছিলেন, "তাওবার প্রকৃতি এরূপ হবে যে, যারা গো-বাছুরের পূজা করেনি তারা পূজাকারীদেরকে কতল করবে, আর অপরাধকারীরাও স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ঐ হত্যার শাস্তি গ্রহণ করবে।" তারা এতে রাজি হয়েছিলো। সকাল থেকে সন্ধার মধ্যে সত্তর হাজার পূজারী নিহত হলো। তখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) অত্যন্ত বিনয় ও কান্না সহকারে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন। ওহী এলো, "যারা নিহত হয়েছে তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে। আর অবশিষ্ট দোষীগণকে ক্ষমা করা হয়েছে। তাদের মধ্যকার হত্যাকারী ও নিহত সবাই জান্নাতি।

মাসআলাঃ 'শির্ক' করলে মুসলমান 'ধর্মত্যাগী' (মুরতাদ্দ) হয়ে যায়।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	২৪	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1
৫১ঃ এবং যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম। অতঃপর তার পশ্চাতে (প্রস্থানের পর) তোমরা গো-বৎসের পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলে এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে (৮৭)।	وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝٥١		
৫২ঃ অতঃপর এর (এ ঘটনা) পর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি (৮৮), যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো (৮৯)।	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٥٢		

মাসআলাঃ 'মুরতাদ্দ' বা ধর্মত্যাগীর শাস্তি হলো- 'কতল'। কেননা, আল্লাহ্ تَعَالٰى এর সাথে বিদ্রোহ করা হত্যা ও রক্তপাত অপেক্ষাও জঘণ্যতর অপরাধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গো-বাছুর তৈরি করে পূজা করার মধ্যে বনী ইসরাঈলে- এর কয়েকট অপরাধ ছিলোঃ

(১)মূর্তি তৈরি করা, যা হারাম; ২) হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন এবং ৩) গো-বাছুরের পূজা করে মুশরিক হওয়া।

ঐসব অপরাধ ফিরআউনী সম্প্রদায় কর্তৃক কৃত অত্যাচার অপেক্ষাও অধিকতর জঘণ্য ছিলো। কেননা, এসব কার্যকলাপ তাদের দ্বারা তাদের ঈমান আনার পরেই সম্পন্ন হয়েছিলো। এ কারণে, তারা এমন শাস্তির উপযোগী ছিলো যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদেরকে কোন প্রকার অবকাশ দেবে না এবং তাৎক্ষণিক ধ্বংসের কারণে কুফরের উপর জীবনাবসান ঘটবে। কিন্তু হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর বদৌলতে তাদেরকে তাওবার সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। এটা আল্লাহ্‌র এক মহান অনুগ্রহ।

টীকা-৮৯ঃ এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা ফিরআউনীদের ন্যায় বাতিল হয়নি এবং তাদের বংশ থেকে সৎ ব্যক্তিবর্গের (সালেহীন) জন্ম হবার ছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে হাজার হাজার নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ও বুর্যগ (ওলী) জন্ম গ্রহণ করেন।

*বর্ণিত আছে যে, ফিরআউন বনী ইসরাঈলের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে লোহিত সাগরের তীর পর্যন্ত পৌঁছলো। তখন বনী ইসরাঈলের সমুদ্রগর্ভের রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে সে পানিতে ডুবে মারার ভয়ে তাদের অনুসরণ থেকে বিরত রইলো। যেহেতু, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিলো- তাকে সসৈন্যে পানিতে ডুবিয়ে মারা, সেহেতু, অতঃপর আল্লাহ্ تَعَالٰى একটা ঘুড়ীসহ হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে মানুষের বেশে প্রেরণ করলেন এবং জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) যখনই তাঁর ঘুড়ী নিয়ে ফিরআউনের সম্মুখ দিয়ে মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর অনুসরণ করলেন তখন ফিরআউনের ঘোড়া হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঘুড়ীর অনুসরণ করলো এবং ফিরআউনের সৈন্যগণও তাকে অনুসরণ করলো। এখানে উল্লেখ্য যে, জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঐ ঘুড়ীর কদম যেখানে পড়তো তৎক্ষণাৎ সেখানে ঘাস জন্মাতো। এটা দেখে সামেরী সেখান থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে এসেছিলো। এ মাটি সে পরবর্তীতে গো-বৎসরূপী প্রতিমার মুখে যখন রেখেছিলো তখনই সেটার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হলো এবং গো-বাছুরের মতো শব্দ করে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করেছিলো। এটার মাধ্যমে সামেরী বনী ইস্রাঈলকে বিভ্রান্ত করেছিলো।

টীকা-৯০ঃ এ ‘কতল’ (হত্যা) তাদের অপরাধের কাফ্ফারা ছিলো।

টীকা-৯১ঃ যখন বানী ইসরাঈল তাওবা করেছিলো এবং কাফ্ফারা স্বরূপ আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো তখন আল্লাহ্ تَعَالٰی হুকুম করলেন যেন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে গো-বাছুরের পূজার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য হাযির করেন। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন মানুষ নির্বাচিত করে ‘তূর’ পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তারা বলতে লাগলো, “হে মূসা! আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যভাবে দেখবো না।” এর কারণে আসমান থেকে এক ভয়ানক আওয়াজ হলো, যার আতঙ্কে তারা সবাই মৃত্যুমুখে

৫৩ঃ এবং যখন আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি আর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থকারী, যাতে তোমরা সঠিক পথে এসে যাও।	وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪ঃ এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বাছুর তৈরি করে নিজেদের আত্মার উপর অবিচার করেছো। সুতরাং তোমরা আপন সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে এসো। অতঃপর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো (৯০)। এটাই তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের জন্য শ্রেয়।’ অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু (৯১)।	وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾
৫৫ঃ এবং যখন তোমরা বলেছিলে, ‘হে মূসা! আমরা কখনো আপনার কথায় বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যভাবে দেখবো না;’ তখন তোমাদেরকে বজ্রাঘাত পেয়ে বসেছিলো আর তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে।	وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬ঃ অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যুর পর আমি পুনর্জীবিত করেছি, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো।	ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭ঃ এবং আমি তোমাদের উপর মেঘকে ছায়া দানকারী করেছি (৯২) এবং তোমাদের	وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

পতিত হলো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) অতীব বিনয় সহকারে (আল্লাহ্র দরবারে) আরয করলেন, “আমি বানী ইসরাঈলকে কি জবাব দেবো?” অতঃপর আল্লাহ্ একের পর এক করে পুনর্জীবিত করেছিলেন।

মাসআলাঃ এ ঘটনা দ্বারা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) -এর শান প্রতিভাত হয়। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ (আমরা কিছুতেই আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবো না) বলার অপরাধে বানী ইসরাঈলকে ধ্বংস করা হয়। হুযূর সৈয়্যদে আ’লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর যমানার লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) -এর সাথে বেয়াদবী আল্লাহ্র গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা তা থেকে সাবধান থাকো।

মাসআলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ পাক স্বীয় দরবারের মাকবূল বান্দাদের দুআ’য় মৃতকে পুনর্জীবন দান করেন।

টীকা-৯২ঃ যখন অবসর হয়ে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বনী ইসরাঈলের সেনাদলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন- ‘শামদেশে (সিরিয়া) হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর বংশধরদের সমাধি অবস্থিত, সেখানেই অবস্থিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস। এ পবিত্র ভূ-খন্ডকে আমালিক্বাহ গোত্রীয়দের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য (তাদের সাথে) জিহাদ করো এবং মিশর ত্যাগ করে সেখানেই আবাসভূমি করে নাও। আর মিশর ত্যাগ করাও বানী ইস্রাঈলের উপর অতি কষ্টকর ছিলো। তখন প্রথমে তারা এ নির্দেশ পালনে গড়িমসি করেছিলো। আর যখন বাধ্য হয়ে হযরত মূসা ও হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) -এর সৌভাগ্যময় সাহচর্যে রওয়ানা দিলো, তখন পথে যে কোন প্রকারের কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখী হতেই হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর নিকট তারা অভিযোগ করতো। যখন তারা ঐ মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছলো, যেখানে না ছিলো গাছপালা, না ছিলো কোন ছায়া, না ছিলো কোন খাদ্য-রসদ, তখন সেখানে তারা প্রখর রোদের উত্তাপ এবং ক্ষুধার অভিযোগ করলো। আল্লাহ্ تَعَالٰی হযরত মূসা عَلَيْهِمَا السَّلَام এর প্রার্থনাক্রমে, সাদা মেঘমালাকে তাদের ছায়াদানকারী করলেন, যা রাতদিন তাদের সাথে সাথে চলতো। রাতে তাদের জন্য আলোর থাম নেমে আসতো, যার আলোকের মধ্যে তারা কাজকর্ম সমাধা করতো। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অপরিষ্কার ও পুরাতন হতো না। নখ ও চুল বাড়তো না। এ সফরে তাদের যেসব সন্তান জন্মলাভ করতো তাদের পোষাকও সাথে সৃষ্টি হতো। যতটুকু তারা বড় হতো পোষাকও ততো বৃদ্ধি পেতো।

টীকা-৯৩ঃ 'মান্ন' তারাঞ্জবীন-এর মতো এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ছিলো, তা প্রত্যহ সোব্‌হে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের জন্য এক সা' * পরিমান আসমান থেকে নাযিল হতো। লোকেরা তা চাদর ভরে রেখে সারাদিন আহার করতো। আর 'সালওয়া' হচ্ছে এক প্রকার ছোট পাখী। বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো, আর এরা সেগুলোকে শিকার করে খেতো।
এ দু'টি বস্তু প্রতি শনিবারে মোটেই আসতো না। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে প্রত্যহ আসতো। প্রতি শুক্রবার অন্যান্য দিনের তুলনায় দ্বিগুণ আসতো। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো- 'প্রতি শুক্রবার পরদিন শনিবারের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক সঞ্চিত রাখো; কিন্তু একদিনের বেশী (খাদ্য) জমা করোনা।'
বানী ইসরাঈল এসব নি'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। তারা অতিরিক্ত খাদ্য জমা করতে লাগলো। ফলে, তা পঁচে গেলো এবং সেগুলোর আগমন বন্ধ করে দেয়া হলো। এতে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করলো- দুনিয়ার নি'মাত থেকে বঞ্চিত এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির উপযোগী হলো।
টীকা-৯৪ঃ এ 'লোকালয়' মানে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' কিংবা 'আরীহা', যা বায়তুল মুক্বাদ্দাসেরই নিকটে অবস্থিত, যেখানে 'আমালিক্বাহ' গোত্রের আবাস ছিলো এবং এ স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। এখানে খাদ্য ও ফলমূল প্রচুর ছিলো।
টীকা-৯৫ঃ এ 'দরজা' তাদের জন্য কা'বার বিকল্প ছিলো। সুতরাং এতে প্রবেশ করা ও এর প্রতি মুখ করে সাজদাহ করাকে তাদের গুনাহের কাফ্‌ফারা সাবস্থ করা হয়েছিলো।

প্রতি 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতারণ করেছি। খাও, আমার প্রদত্ত পবিত্র (হালাল) বস্তুগুলো (৯৩)। এবং তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; হাঁ, তবে তারা নিজেদের আত্মারই ক্ষতি সাধন করছিলো।

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৮ঃ এবং যখন আমি বললাম, 'এ লোকালয়ে প্রবেশ করো (৯৪)। অতঃপর তাতে যেখানে ইচ্ছা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আহার করো এবং 'দরজা' দিয়ে সাজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো (৯৫) আর বলো, 'আমাদের গুনাহের ক্ষমা হোক।' আমি (আল্লাহ্) তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবো এবং অনতিবিলম্বে আমি নেক্‌কার লোকদের প্রতি (আমার) দান আরো বৃদ্ধি করবো (৯৬)।'

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾

৫৯ঃ অতঃপর যালিমগণ অন্য বাক্য বদলে দিলো, যা তাদেরকে বলা হয়েছিলো তা ব্যতীত (৯৭); অতঃপর আমি আসমান থেকে তাদের উপর আযাব নাযিল করেছি (৯৮) প্রতিফল স্বরূপ তাদের আদেশ অমান্য করার।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۵۹﴾ ع

টীকা-৯৬ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং শারীরিক ইবাদত (হিসেবে) সাজদা ইত্যাদি আদায় করা তাওবা বা অনুশোচনার জন্য পরিপূরক।
মাসআলাঃ এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত পাপের তাওবাও ঘোষণা সহকারে হওয়া অপরিহার্য।
মাসআলাঃ এ কথাও জানা গেলো যে, বরকতময় স্থানসমূহ, যেগুলো আল্লাহ্‌র রহ্‌মত বর্ষণের স্থান, সেখানে তাওবা করা এবং ইবাদত পালন করা শুভফল লাভ ও শীঘ্র কবূল হবারই উপায়। (ফতহুল আযীয্)
এ জন্যই সালেহীন বান্দাদের নিয়ম চলে আসছে যে, তাঁরা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ও আউলিয়া কিরামের জন্মস্থান এবং মাযারসমূহে হাযির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্তিগফার ও আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকেন। ওরস-যিয়ারতেও এ উদ্দেশ্যেই মুখ্য থাকে।
টীকা-৯৭ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- বানী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন তাঁরা সাজদারত অবস্থায় 'দরজা'য় প্রবেশ করে আর যেন মুখে حِطَّةٌ (হিত্তাতুন) 'তাওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনার বাক্য' উচ্চারণ করতে থাকে; (কিন্তু) তারা উভয় হুকুমেরই বিরোধিতা করলো। তারা প্রবেশ তো করলো নিতম্বের উপর ভর করে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে আর তাওবা-বাক্যের পরিবর্তে ঠাট্টা স্বরূপ বললো "حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ (হাব্বাতুন্ ফী শা'রাতিন্)" যার অর্থ হয়- 'চুলের মধ্যে দানা'।
টীকা-৯৮ঃ এ আযাব ছিলো মহামারী আকারে 'প্লেগ'; যার কারণে এক মুহূর্তেই চব্বিশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো।
মাসআলাঃ সিহাহ্‌র হাদীসে বর্ণিত, "প্লেগ পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাবেরই অবশিষ্ট। যখন তোমাদের শহরে দেখা দেয় তখন সেখান থেকে (অন্যত্র) পলায়োন করোনা, অন্য শহরে হলেও সেখানে যেওনা।"
মাসআলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি মহামারী দুর্গত এলাকায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর ধৈর্যশীল থাকে, যদি সে মহামারী থেকে বেঁচে যায় তবুও শাহাদাতের সাওয়াব পাবে।
* এক সা' = সাড়ে চার সের বা ৪ কেজি ১০ গ্রাম প্রায়।

টীকা-৯৯ঃ যখন বানী ইসরাঈল সফরে পানি পায়নি, অসহনীয় পিপাসায় কাতর হয়ে অভিযোগ করলো, তখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর প্রতি নির্দেশ এলো- 'আপন লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো।' তাঁর (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর নিকট চতুষ্কোন বিশিষ্ট পাথর ছিলো। যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো তখনই তিনি এর উপর লাঠির আঘাত করতেন। (ফলে,) তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হতো। আর সবাই তৃষ্ণা মিটাতো। এটা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর একটা বড় মু'জিযা ছিলো; কিন্তু নাবীকুল সরদার হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করে সাহাবা কিরামের বিরাট জামা'আতের পানির চাহিদা মিটানো ততোধিক মহান ও উন্নততর মু'জিযা। কেননা, মানাবীয় দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে প্রস্রবণ জারী হওয়া পাথরের তুলনায় অধিক আশ্চর্যের বিষয়। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-১০০ঃ অর্থাৎ আসমানী খাদ্য- 'মান্ন' ও 'সালওয়া' খাও এবং এ পাথরের প্রস্রবণ থেকে প্রবাহিত পানি পান করো, যা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, বিনা পরিশ্রমে তোমাদের অর্জিত।

টীকা-১০১ঃ নি'মাতসমূহের কথা উল্লেখ করার পর ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা, অসাহসিকতা এবং অবাধ্যতার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-১০২ঃ বানী ইস্রাঈলের এ আচরণটাও অত্যন্ত অশালীনতাসূচক ছিলো যে, একজন মহামর্যাদাবান নাবীকে তারা নাম ধরে সম্বোধন করেছে; 'হে আল্লাহ্‌র নাবী।' 'হে আল্লাহ্‌র রসূল।' কিংবা এ ধরণের সম্মানসূচক কালিমা বলেনি- (ফতহুল আযীয)। যখন নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর শুধু নাম উচ্চারণ

৬০ঃ এবং মূসা যখন নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো তখন আমি বললাম, 'এ পাথরের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো।' তৎক্ষণাৎ এর ভিতর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো (৯৯)। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট (পান-স্থান) চিনে নিলো। (তোমরা) খাও এবং পান করো খোদা প্রদত্ত রিয্ক্ব (১০০) এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না (১০১)। ৬১ঃ এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা (১০২)! একই (ধরণের) খাদ্যের উপর (১০৩) তো আমাদের কখনো ধৈর্য হবে না। সুতরাং আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দু'আ' করুন যেন (তিনি) জমির উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের জন্য উৎপাদন করেন- কিছু শাক-সব্জী, কাকুড়, গম, মসুর এবং পেঁয়াজ।' (তিনি) বললেন, '(তোমরা) কি নিকৃষ্টতর বস্তুকে উৎকৃষ্টতর বস্তুর পরিবর্তে চাও (১০৪)? আচ্ছা! মিশর (১০৫) অথবা কোন এক শহরে অবতরণ করো। সেখানে তোমরা পাবে যা তোমরা চেয়েছো (১০৬)।' এবং তাদের উপর অবধারিত	وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۶۰﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ

করা বেয়াদবী তখন তাঁদেরকে শুধু 'মানুষ' এবং 'পিয়ন' বলা কেন বেয়াদবী হবে না? মোটকথা, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর স্মরণে কিঞ্চিত পরিমাণ অসম্মানও জায়েয নয়।

টীকা-১০৩ঃ 'একই খাদ্য' অর্থ 'এক রকমের খাদ্য'।

টীকা-১০৪ঃ যখন তারা এ কথার উপরও রাজি হলো না তখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন। ইরশাদ হলো, "তোমরা অবতরণ করো।"

টীকা-১০৫ঃ 'মিশর' (مصر) আরবী ভাষায় শহরকেও বলা হয়। যে কোন শহর হোক এবং নির্দিষ্ট শহর, অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শহরের নামও। এখানে উভয়ই হতে পারে। কারো কারো ধারণা হচ্ছে- এখানে খাস শহর মিশর হতে পারে না। কেননা, এ অর্থে উক্ত শব্দটা (مصر) আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী غير منصرف (গাইর মুন্সারিফ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তখন এ শব্দে تنوين (তানভীন) প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ এবং اُدْخُلُوْا مِصْرَ; কিন্তু এ অভিমতটা সঠিক নয়। কারণ, মধ্যবর্তী অক্ষর 'সাকিন' হওয়ার কারণে, (هِنْدٌ) শব্দের ন্যায় এ শব্দটিকেও مصر (منصرف) পড়া দুরস্ত। 'ইলমে নাহ্ভ' (علم نحو)- এ এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। তাছাড়া, হযরত হাসান প্রমুখের 'ক্বিরআত'- এ শব্দটা 'তান্ভীনবিহীন' এসেছে। হযরত ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর কোন কোন কপিতে (مصحف) এবং হযরত উবাই (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর কপিতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই, হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররূহু) অনুবাদে উভয়টা গ্রহণ করেছেন। আর নির্দিষ্ট শহরের (মিশর) অধিক সম্ভাবনাময় অর্থকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

টীকা-১০৬ঃ অর্থাৎ শাক-সব্জী, কাকুড় ইত্যাদি। যদিও এসব বস্তু চাওয়া তাদের জন্য পাপ ছিলো না, কিন্তু 'মান্ন' এবং 'সালওয়া'র ন্যায় বিনা পরিশ্রমে অর্জিত নি'মাত ত্যাগ করে এসব বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়া তাদের হীনম্যতার পরিচায়ক ছিলো। সর্বদা তাদের মানসিক প্রবণতা নিম্নদিকেই ছিলো। আর হযরত মূসা ও হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) প্রমুখের ন্যায় মহাসম্মানিত ও উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর পর বানী ইস্রাঈলের হীনমন্যতাএবং কাপুরুষতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং জালূতের আধিপত্য বিস্তার এবং বোখ্তে নাসরের ঘটনার পর তো তারা দারুন লাঞ্ছিত হয়েছিলো। এর বর্ণনা ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ (তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত হয়েছে) এর মধ্যেই রয়েছে।

টীকা-১০৭ঃ ইহুদীদের লাঞ্ছনা এ যে, পৃথিবীতে কোথাও তাদের নাম মাত্রেও রাষ্ট্র ক্ষমতা নেই *। আর দারিদ্র হলো- ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা লোভের বশীভূত হয়ে সর্বদা পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

টীকা-১০৮ঃ নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَامُ) এবং আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাদের বদৌলতে যেসব মর্যাদা তারা লাভ করেছিলো সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গেলো। এ গযবের কারণ শুধু এ ছিলো না যে, তারা আসমানী খাদ্যের পরিবর্তে মাটি উৎপাদিত খাদ্য চেয়েছিলো কিংবা এ ধরণের অন্যান্য পাপাচারসমূহ (-ও নয়), যেগুলো হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَامُ) এর সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো; বরং নাবূয়্যাতের যুগ থেকে দূরে হওয়া এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের সৎকর্মের যোগ্যতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং অতীব ঘৃণ্য কার্যাদি ও জঘণ্য অপরাধসমূহ তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিলো। এগুলো তাদের সে লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টীকা-১০৯ঃ যেমন তারা হযরত যাকারিয়া, হযরত য়াহ্‌য়া, হযরত শা'ইয়া (عَلَيۡهِمُ السَّلَامُ)- কে শহীদ করেছিলো। বস্তুতঃ এ হত্যাযজ্ঞ এমনি 'নাহক্ব' ছিলো যে, এর কারণ কি হন্তাগণও বলতে পারতো না।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	২৮	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1

রুকূ'-০৮

عَلَيۡهِمُ الذِّلَّةُ وَالۡمَسۡكَنَةُ ۗ وَبَآءُوۡ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَانُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقۡتُلُوۡنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوۡا وَّكَانُوۡا يَعۡتَدُوۡنَ ﴿٦١﴾

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَالَّذِيۡنَ هَادُوۡا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيۡنَ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿٦٢﴾

وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ الطُّوۡرَ ؕ خُذُوۡا مَآ اٰتَيۡنٰكُمۡ بِقُوَّةٍ وَّاذۡكُرُوۡا مَا فِيۡهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ﴿٦٣﴾

করে দেওয়া হলো লাঞ্ছনা ও দারিদ্র (১০৭) এবং (তারা) আল্লাহ্‌র ক্রোধের প্রতি ধাবিত হলো (১০৮)। এটা পরিণতি ছিলো এ কথারই যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতো এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো (১০৯); এটা পরিণতি ছিলো তাদের অবাধ্যতাসমূহ ও সীমা লংঘন করার।

৬২ঃ নিশ্চয় ঈমানদারগণ, (অনুরূপভাবে,) ইহুদী, খৃষ্টান ও তারকা-পূজারীদের মধ্যে যারা সত্য অন্তরে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছে আর সৎ কাজ করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে এবং তাদের জন্য না কোন ভয়-ভীতি আছে, না কোন প্রকার দুঃখ (১১০)

৬৩ঃ এবং যখন আমি তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (১১১) এবং তোমাদের (মাথার) উপর 'তূর' (পাহাড়) উত্তোলন করেছিলাম (১১২); 'গ্রহণ করে নাও যা কিছু আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি, শক্তভাবে (১১৩) এবং এর সারমর্মগুলো স্মরণ করো, এ আশায় যে, তোমাদের পরহেয্‌গারী (খোদাভীতি) অর্জিত হবে।'

টীকা-১১০ঃ শানে নুযুলঃ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতিম ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত শরীফ হযরত সালমান ফার্সী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) এর সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (লুবানুন নুকূল)

টীকা-১১১ঃ যে, তোমরা 'তাওরীত' মান্য করবে এবং তদনুরূপ আমল করবে। অতঃপর তোমরা এর বিধিবিধানগুলোকে কঠিন ও কষ্টকর জ্ঞান করে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছো, এতদসত্ত্বেও যে, তোমরা নিজেরাই বারংবার হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَامُ) এর নিকট এ ধরণের একটা আসমানী কিতাবের জন্য সবিনয় প্রার্থনা করেছিলে, যাতে শরীয়তের বিধি-বিধান এবং ইবাদতের নিয়মাবলী বিস্তারিত সুবিন্যস্ত থাকবে আর হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَامُ)ও বারংবার তোমাদের থেকে সেটা গ্রহণ করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। যখনই সেই কিতাবখানা প্রদত্ত হলো, (তখন) তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছো এবং অঙ্গীকার পূরণ করো নি।

টীকা-১১২ঃ বানী ইস্রাঈল কতৃক ওয়াদা ভঙ্গের পর হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَامُ) আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে 'তূর' পাহাড়কে (আপন স্থান হতে) উৎপাদিত করে তাদের মাথার উপর শারীরিক উচ্চতা পরিমাণ উপরে উঠিয়ে ঝুলিয়ে ধরলেন। হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَامُ) বললেন, "হয়তো তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো, নতুবা পাহাড় তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে পিষ্ট করা হবে।" এটা বাহ্যিকভাবে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার উপর চাপ সৃষ্টি করার নামান্তর ছিলো; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পাহাড় তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন এবং তাঁর কুদরতের এক অকাট্য প্রমাণ। এ থেকে অন্তরসমূহে এ প্রশান্তি অর্জিত হয় যে, নিশ্চয়ই এ (মহান) রসূল আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রকাশস্থল। মনের এ প্রশান্তিই তাঁকে মান্য করার এবং কৃত অঙ্গীকার পূরণ করার প্রকৃত মাধ্যম।

টীকা-১১৩ঃ পূর্ণ প্রচেষ্টা সহকারে।

* এ আয়াতে এ কথা বুঝা যায় যে, বিশ্বে ইহুদী সম্প্রদায় লাঞ্ছনা এবং দারিদ্রের অভিশাপে অভিশপ্ত থাকবে, স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করতে পারবে না; কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্রাঈল রাজ্য এর পরিপন্থী সাক্ষ্য বহন করে। এর জবাব হচ্ছে- সূরা আল-ই-ইমরানের আয়াতে ইরশাদ হয়- অর্থাৎ 'তারা যদি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (আঁকড়ে ধরে) অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে বা অন্য জাতির আশ্রয় ও সাহায্য প্রাপ্ত হয় তখন তারা ঐ অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে।' তাই তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর অন্যান্যরা দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করার পর আজ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে বেঁচে আছে মাত্র।

টীকা-১১৪ঃ এখানে ‘কৃপা’ ও ‘রহমত’ থেকে হয়তো ‘তাওবা করার শক্তিদান’-ই উদ্দেশ্য কিংবা ‘তাদের জন্য অবধারিত আযাবকে পিছিয়ে দেয়া।’ (মাদারিক ইত্যাদি)

অন্য একটা অভিমত এও রয়েছে যে, ‘আল্লাহ্র কৃপা ও রহমত’ মানে ‘হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র সত্তা’। অর্থাৎ যদি তোমাদের ‘খাতামুল মুরসালীন’ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সত্তারূপী দৌলত অর্জিত না হতো এবং তাঁর হিদায়াত লাভ না হতো, তবে তোমাদের পরিণতি হতো ধ্বংস ও ক্ষতি।

টীকা-১১৫ঃ ‘আয়লা’ নামক শহরে ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের আবাস ছিলো। তাদের প্রতি শনিবার ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারণ করার নির্দেশ ছিলো আর ঐ দিন যেন তারা মাছ শিকার বন্ধ রাখে এবং পার্থিব কার্যাদি থেকেও বিরত থাকে।

তাদের একদল লোক এ চালবাজি করলো যে, তারা শুক্রবার সমুদ্রের তীরে বহু গর্ত খনন করতো। আর শনিবার ভোরে সমুদ্র থেকে সেই গর্তগুলো পর্যন্ত ছোট ছোট খাল খনন করতো। সেগুলো দিয়ে মাছ পানির সাথে এসে গর্তে আটকা পড়তো। রবিবার সেই মাছগুলো শিকার করতো আর বলতো, “আমরা মাছগুলোকে পানি থেকে শনিবারে উঠাচ্ছিনা।” চল্লিশ কিংবা সত্তর বছরকাল তাদের এ অপকর্ম চলতে থাকে। যখন দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবূয়্যাতের যমানা আসলো, তখন তিনি তাদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন। আর বললেন, “মাছগুলোকে আটক করাই শিকারের নামান্তর। শনিবারে যা করছো তা থেকে বিরত হও। নতুবা তোমরা কঠিন শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।” তারা তা থেকে বিরত হয়নি। তিনি (হযরত দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام) দুআ’ (অভিসম্পাত) করলেন। আল্লাহ تَعَالٰى তাদেরকে বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দিলেন। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি তো বহাল ছিলো; কিন্তু কথা বলার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হতে লাগলো। নিজেদের এ শোচনীয় অবস্থার উপর কাঁদতে কাঁদতে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই সবাই ধ্বংসের শিকার হলো। এদের বংশধর দুনিয়ায় বাকী নেই। তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজারের কাছাকাছি।

বানী ইস্রাঈলের দ্বিতীয় দল, যাদের সংখ্যাও ছিলো প্রায় বার হাজার। তারা ওদেরকে ঐ অপকর্ম থেকে বারণ করেছিলো। যখন এরা অমান্য করলো, তখন তারা ওদের এবং নিজেদের মহল্লাগুলোর মাঝখানে দেয়াল নির্মাণ করে পৃথক হয়ে গেলো। তারা সবাই (শাস্তি থেকে) রক্ষা পেলো।

৬৪ঃ অতঃপর, এর পরে তোমরা ফিরে গেছো। তারপর যদি আল্লাহ্র কৃপা এবং তাঁর রহমত তোমাদের উপর না হতো, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে (১১৪)।	ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۶۴﴾
৬৫ঃ এবং নিশ্চয় নিশ্চয়, তোমাদের জানা আছে- তোমাদের মধ্যকার তারাই, যারা শনিবারে সীমা লংঘন করেছে (১১৫)। অতঃপর আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, ‘(তোমরা) হয়ে যাও ধিকৃত বানর।’	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۚ ﴿۶۵﴾
৬৬ঃ অতঃপর আমি (ঐ বস্তির) এ ঘটনাকে এর পূর্ব ও পরবর্তীদের জন্য (শিক্ষনীয়) দৃষ্টান্ত করেছি এবং পরহেয্গারদের জন্য উপদেশ (করেছি)।	فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۶۶﴾
৬৭ঃ এবং যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘খোদা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন- তোমরা একটা গরু যবেহ করো (১১৬)।’ (তারা) বললো, ‘আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছেন (১১৭)? তিনি (হযরত মূসা) বললেন, ‘আল্লাহ্র শরণ (এ থেকে) যে, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হই (১১৮)।’	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۶۷﴾

টীকা-১১৬ঃ বানী ইস্রাঈল-এ ‘আমীল’ নামক একজন ধনশালী ব্যক্তি ছিলো। তার চাচাত ভাই ‘মীরাস’ (উত্তরাধিকার সূত্রে ত্যাজ্য সম্পত্তি) পাবার লোভে তাকে হত্যা করে তার লাশ অন্য বস্তির ফটকে ফেলে আসলো। আর সে (হন্তা) নিজেই সে খুনের শাস্তি দাবী করে বসলো। সেখানকার লোকজন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট আবেদন জানালো, “আপনি দুআ’ করুন, যেন আল্লাহ্ এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দেন।” এর উপর নির্দেশ এলো যেন তারা একটা গরু যবেহ করে এর কোন একটা অংশ নিহত ব্যক্তির মৃতদেহের উপর নিক্ষেপ করে। তখনই সে জীবিত হয়ে আপন হত্যাকারীর নাম বলে দেবে।

টীকা-১১৭ঃ কেননা, নিহত ব্যক্তির (হত্যাকান্ডের) অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং গরু যবেহ করার মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য বুঝা যাচ্ছে না।

টীকা-১১৮ঃ এমন জবাব, যা প্রশ্নের সাথে মিল রাখে না, মুর্খেরই কাজ। কিংবা এর অর্থ হচ্ছে- মোকাদ্দমা দায়ের করা বা বিচার প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে ঠাট্টা করা অজ্ঞ লোকদেরই কাজ। নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর শান বহু ঊর্ধ্বে।

এক কথায়, যখনই বানী ইস্রাঈল বুঝতে পারলো যে, গরু যবেহ করা বাঞ্ছনীয়, তখন তারা তাঁর (হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام) নিকট গরুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা

করলো। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি বানী ইস্রাঈল গরু সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন না করতো, তবে যে কোন গরু যবেহ করলে যথেষ্ঠ হতো।

টীকা-১১৯ঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন, "যদি তারা اِنْشَاءَ اللّٰه 'ইন্‌শা আল্লাহ্' না বলতো তবে কখনো তারা গাভী পেতো না।"

মাসআলাঃ প্রতিটি সৎ কাজে اِنْشَاءَ اللّٰه 'ইন্‌শা আল্লাহ্' (যদি আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করেন) বলা মুস্তাহাব এবং বরকত অর্জনের মাধ্যম।

টীকা-১২০ঃ অর্থাৎ মনে এখনই শান্তনা এসেছে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে গাভীর অবস্থা ও বৈশিষ্টাবলী জানা গেছে। অতঃপর তারা গাভীর তালাশ আরম্ভ করলো। সে এলাকাব্যাপী এ ধরণের একটি মাত্র গাভী ছিলো। সেটার অবস্থা এই-

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮ঃ (তারা) বললো, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদেরকে বলে দেন- গরুটা কেমন। তিনি (হযরত মূসা) বললেন, 'তিনি (আল্লাহ্) ইরশাদ করেছেন- সেটা এমন এক গাভী, যা না বৃদ্ধ, না অল্প বয়স্কা; বরং উভয়ের মাঝামাঝি (বয়সের)। সুতরাং পালন করো, তোমাদের প্রতি যা করার নির্দেশ রয়েছে।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯ঃ (তারা) বললো, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন (তিনি) আমাদেরকে বলে দেন- এর রং কিরূপ হবে।' (হযরত মূসা) বললেন, 'তিনি (আল্লাহ্ পাক) ইরশাদ করছেন- তা একটা হলুদ বর্ণের গাভী, যার রং হবে গাঢ় উজ্জ্বল (চমকিত), (যা) দর্শকদের আনন্দ দেয়।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০ঃ (তারা) বললো, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সেই গাভীটা কেমন। নিশ্চয় গাভীগুলো সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ যদি চান, তবে আমরা দিশা পেয়ে যাবো (১১৯)

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৬৭১ঃ (হযরত মূসা) বললেন, 'তিনি (আল্লাহ্) ইরশাদ করেছেন, তা এমন একটা গাভী, যা দ্বারা কোন খিদমত লওয়া হয় না, না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়, নিখুঁত- যাতে কোন প্রকার দাগ নেই।' (তারা) বললো, 'এখনই আপনি সঠিক বর্ণনা এনেছেন (১২০)। অতঃপর তারা তা যবেহ করেছিলো এবং তারা যে যবেহ করবে তা বুঝা যাচ্ছিলোনা (১২১)

বানী ইসরাঈলে একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এক অল্প বয়স্ক সন্তান ছিলো। তাঁর নিকট একটা গরুর বাছুর ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলো না। তিনি বাছুরটার ঘাড়ে একটা মোহর ছেপে দিয়ে সেটা আল্লাহ্‌র নামে ছেড়ে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে আমার প্রতিপালক। আমি এ বাছুরটা আমার এ সন্তানের জন্য আপনারই তত্ত্বাবধানে জমা রাখছি, যাতে এ সন্তান বড় হলে এটা তার কাজে আসে।" এদিকে তার ইনতিকালতো হয়ে গেলো। ওদিকে বাছুরটা আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছিলো। ছেলেটা বয়োপ্রাপ্ত হলো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সৎ ও পরহেযগার হলো এবং মায়ের অনুগত ছিলো।

একদিন তার মা বললেন, "হে আমার চোখের আলো। তোমার পিতা তোমার জন্য আল্লাহ্‌রই নামে অমুক জঙ্গলে একটা গরু বাছুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেটা বড় হয়েছে। জঙ্গলে গিয়ে সেটা নিয়ে এসো। আর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করো যেন সেটা তোমাকে প্রদান করেন।"

ছেলেটা জঙ্গলে গাভীটা দেখতে পেলো এবং তার মায়ের বর্ণিত সব বৈশিষ্ট্যও গাভীতে পেয়েছিলো। আর আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারণ করে (সেটাকে) আহ্বান করলে সেটা হাযির হলো। যুবক সেটা মায়ের খিদমতে হাযির করলো। মা তাকে বাজারে নিয়ে সেটা তিন দিনার মূল্যে বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন, আর এ শর্তারোপ করলেন যেন উক্ত মূল্যে বিক্রি হলে পুনরায় তাঁর (মা) অনুমতি নেয়া হয়। তদানিন্তন যুগে এ ধরণের গরুর মূল্য সে এলাকায় তিন দিনারই ছিলো। যুবক যখন গাভীটা নিয়ে বাজারে এলো, তখন একজন ফিরিশতা খরিদ্দারের বেশে আসলেন এবং ঐ গাভীর মূল্য ছয় দিনার দেয়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু শর্তারোপ করলেন যে, যুবক তার মায়ের অনুমতি নিতে পারবে না। যুবক এতে রাজি হলো না। অতঃপর যুবক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। মা ছয় দিনার মূল্যে গরুটা বিক্রি করতে সম্মতি দিলেন; কিন্তু পূর্বের ন্যায় তাঁর ইচ্ছা যাচাই করার শর্তখানা আরোপ করলেন। যুবক অতঃপর বাজারে এলো। এবার ফিরিশতা গরুর দাম বার দিনারে উন্নীত করলেন। আর বললেন, "এটা মায়ের পুনঃঅনুমতির উপর মাওকূফ রেখোনা।" কিন্তু যুবক মানলোনা। অতঃপর সে মাকে তা অবগত করলো।

সেই দূরদর্শীনী মা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন- ইনি কোন খরিদ্দার নন, কোন ফিরিশতা হবেন, যিনি পরীক্ষা করার জন্য আসেন। মা পুত্রকে বললেন, "এবার তুমি সে খরিদ্দারকে এ কথা জিজ্ঞেস করবে- "আপনি আমাদেরকে এ গাভীটা বিক্রি করার নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা?' যুবক তাই করলো। ফিরিশতা বলে দিলেন, "এখন এটা রেখে দাও। যখন বানী ইস্রাঈলের লোকেরা (গরুটা) খরিদ করতে আসবে তখন এ দাম নির্ধারণ করবে যে, সেটার চামড়া ভর্তি স্বর্ণ দিতে হবে।"

যুবক গাভীটা ঘরে নিয়ে এলো। আর যখন বানী ইসরাঈল তালাশ করতে তার বাড়ীতে এসে পৌঁছলো, তখন উক্ত দামই সাব্যস্ত করলো এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যামিনে গাভীটা বানী ইস্রাঈলের নিকট সোপর্দ করা হলো।

কতিপয় মাসআলাঃ এ ঘটনা থেকে কয়েকটা ঘটনা প্রতিভাত হয়ঃ (১) যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র হিফাযতে সোপর্দ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে এমনিভাবে উৎকৃষ্ট ধরণের লালন-পালন করেন। (২) যে ব্যক্তি আপন মাল-দৌলত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাঁরই আমানতে রাখে, আল্লাহ্ পাক তাতে বরকত দান করেন। (৩) মাতা-পিতার আনুগত্য আল্লাহ্ নিকট পছন্দনীয়। (৪) 'গায়বী ফয়য' আল্লাহ্‌র রাহে কুরবানী ও দান সাদাক্বাহ করার মাধ্যমে অর্জিত হয় (৫) আল্লাহ্‌র রাহে উৎকৃষ্ট মাল দান করা উচিত। (৬) গাভী কুরবানী করাই উত্তম।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	রুকূ'- ০৯	৩১	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1

৭২ঃ এবং যখন তোমরা একটা খুন সংঘটিত করেছিলে, তখন একে অন্যের প্রতি এর অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছিলে এবং আল্লাহ্‌র প্রকাশ করে দেয়ার ছিলো যা তোমরা গোপন করছিলে।	وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۷۲﴾
৭৩ঃ অতঃপর আমি বললাম, 'এ নিহত ব্যক্তির গায়ে সে গাভীর একটা টুকরো নিক্ষেপ করো (১২২)।' আল্লাহ্ এভাবেই মৃতকে জীবিত করবেন এবং তোমাদেরকে আপন (কুদ্‌রতের) নিদর্শনসমূহ দেখাচ্ছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো (১২৩)।	فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۳﴾
৭৪ঃ অতঃপর এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো (১২৪)। তখন তা পাথরসমূহের ন্যায় হয়; বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর এবং পাথরগুলোর মধ্যে তো কিছু এমনও আছে, যেগুলো থেকে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং কতেক এমনও রয়েছে, যেগুলো ফেটে যায়- তখন সেগুলো থেকে পানি নির্গত হয়; এবং কতেক এমনও আছে, যেগুলো আল্লাহ্‌র ভয়ে গড়িয়ে পড়ে (১২৫)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে অনবহিত নন।	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۷۴﴾

টীকা-১২১ঃ বানী ইস্রাঈল কর্তৃক পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নাবলী, নিজেদের অবমাননার আশঙ্কা এবং গাভীর অগ্নিমূল্য থেকে এটাই প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, তারা যবেহ করার ইচ্ছা রাখতো না; কিন্তু যখনই তাদের সব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দেয়া হলো, তখন তারা গাভী যবেহ করতে বাধ্য হলো।

টীকা-১২২ঃ বানী ইস্রাঈল গাভীটা যবেহ করে এর একটা অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করলো। লোকটা আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে জীবিত হলো। তার গলার ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। সে স্বীয় চাচাতো ভাইয়ের নাম উল্লেখ করে বললো, "সেই আমাকে হত্যা করেছে।" তখন তাকেও স্বীকার করতে হলো। আর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তার উপর 'ক্বিসাস' (খুনের বদলে খুন) -এর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর শরীয়তের নির্দেশ হলো। (আয়াত দেখুন)।

মাসআলাঃ হত্যাকারী হত্যাকৃতের 'মীরাস' (উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। *

মাসআলাঃ অবশ্য যদি বিচারক বিদ্রোহীকে হত্যা করেন কিংবা কেউ আত্মরক্ষার জন্য কোন আক্রমনকারীর আক্রমনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে আর এতে সেই আক্রমনকারী নিহত হয়, তবে নিহত ব্যক্তির 'মীরাস' (উত্তরাধিককার) থেকে বঞ্চিত হবে না।

টীকা-১২৩ঃ এবং তোমরা অনুধাবন করো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ تَعَالٰی মৃতকে জীবন দানে সক্ষম এবং শেষ বিচারের দিন মৃতদেরকে জীবিত করা এবং তার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া সত্য।

টীকা-১২৪ঃ কুদরতের এমন মহান নিদর্শনসমূহ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করোনি।

টীকা-১২৫ঃ এতদ্‌সত্ত্বেও তোমাদের অন্তর প্রভাবিত হবার নয়। পাথরসমূহকেও আল্লাহ্ تَعَالٰی বুঝশক্তি দান করেছেন। এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে,

* যদি সে ওয়ারিশ হয়।

এরাও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে। (আল্লাহ تَعَالٰی ইরশাদ করেন)- وَ اِنۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمۡدِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয়ই সবকিছু আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে।" মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ইরশাদ করেছেন, "আমি সেই পাথরকে চিনি, যা আমাকে নাবূয়্যাত প্রকাশের পূর্বে সালাম করতো।" তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ) থেকে বর্ণিত, "আমি বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর সাথে মক্কার বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমন করেছি। (দেখেছি) যে কোন গাছপালা কিংবা পাহাড় (হুযূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর সামনে পড়তো প্রত্যেকটি তাঁকে اَلسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہِ আরয করতো।"

اَفَتَطۡمَعُوۡنَ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِیۡقٌ مِّنۡهُمۡ یَسۡمَعُوۡنَ كَلٰمَ اللّٰہِ ثُمَّ یُحَرِّفُوۡنَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوۡهُ وَهُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ﴿۷۵﴾	৭৫ঃ অতঃপর, হে মুসলমানগণ! তোমরা কি এ আশা পোষণ করো যে, এরা (ইহুদীগণ) তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? আর তাদের মধ্যকার একদল তো এমনই ছিলো যে, তারা আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) শ্রবণ করতো অতঃপর বুঝার পর সেটাকে জেনে বুঝে বিকৃত করতো (১২৬)।
وَ اِذَا لَقُوا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قَالُوۡۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ قَالُوۡۤا اَتُحَدِّثُوۡنَهُمۡ بِمَا فَتَحَ اللّٰہُ عَلَیۡكُمۡ لِیُحَآجُّوۡكُمۡ بِهٖ عِنۡدَ رَبِّكُمۡ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ﴿۷۶﴾	৭৬ঃ এবং যখন মুসলমানদের সাথে মিলতো, তখন বলতো, 'আমরা ঈমান এনেছি (১২৭)।' আর যখন পরস্পর আলাদাভাবে মিলিত হয় তখন বলে, 'সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর খুলে দিয়েছেন তা কি মুসলমানদেরকে বলে দিচ্ছো? এতে করে (তারা) তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করবে। তোমাদের কি বুঝ-শক্তি নেই?'
اَوَلَا یَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰہَ یَعۡلَمُ مَا یُسِرُّوۡنَ وَمَا یُعۡلِنُوۡنَ﴿۷۷﴾	৭৭ঃ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ (ঘোষণা) করে?
وَمِنۡهُمۡ اُمِّیُّوۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ الۡكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِیَّ وَ اِنۡ هُمۡ اِلَّا یَظُنُّوۡنَ﴿۷۸﴾	৭৮ঃ এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক রয়েছে, যারা কিতাব (১২৮) সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, কিন্তু মৌখিকবাবে পড়তে জানে মাত্র (১২৯) কিংবা নিজেদের কিছু মনগড়া কথাবার্তা; তারা নিরেট কল্পনার মধ্যে রয়েছে।
فَوَیۡلٌ لِّلَّذِیۡنَ یَكۡتُبُوۡنَ الۡكِتٰبَ بِاَیۡدِیۡهِمۡ ٭ ثُمَّ یَقُوۡلُوۡنَ هٰذَا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰہِ لِیَشۡتَرُوۡا بِهٖ ثَمَنًا قَلِیۡلًا ؕ	৭৯ঃ সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই যারা কিতাব নিজেদের হাতে রচনা করে, অতঃপর বলে বেড়ায়, 'এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই;' এ উদ্দেশ্যেই যে এর পরিবর্তে তারা স্বল্প মূল্যই অর্জন করবে (১৩০)

টীকা-১২৬ঃ যেমন তারা তাওরীতে বিকৃতি সাধন করেছিলো বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর না'ত (প্রশংসা) বদলে ফেলেছিলো।

টীকা-১২৭ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত সেই ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর সময়ে ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) ফরমাইয়াছেন, ইহুদী মুনাফিক্বগণ যখন সাহাবায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাত করতো তখন বলতো, "তোমরা যাঁর উপর ঈমান এনেছো আমরাও তাঁর উপর ঈমান এনেছি। তোমরা সত্যের উপর আছো এবং তোমাদের আঁক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ও সত্য। আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা আমাদের কিতাব তাওরীতে পেয়ে থাকি।" এদেরকে ইহুদী নেতৃবর্গ তিরস্কার করতো। এর বর্ণনা আয়াতাংশ وَ اِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ (এবং যখন তারা আলাদা হতো) এ রয়েছে। (খাযিন)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে জানা গেলো যে, সত্য গোপন করা, সৈয়্যদে আলম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর গুণাবলী গোপন করা এবং তাঁর 'কামালাত' (পূর্ণতাসমূহ) অস্বীকার করা ইহুদীদের স্বভাব। আজকালকার অনেক পথভ্রষ্টের মধ্যেও এ স্বভাব পরিলক্ষিত হয়।

টীকা-১২৮ঃ 'কিতাব' মানে তাওরীত।

টীকা-১২৯ঃ اَمَانِیّ - اُمۡنِیَّةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ 'মৌখিকভাবে পাঠ করা'। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত শরীফের অর্থ হলো- মূলতঃ তারা কিতাব জানতো না; কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে পারতো, অর্থ ও মাহাত্ম বুঝা ব্যতীত। (খাযিন)

কোন কোন তাফসীরকার আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন- اَمَانِیّ (আমানী) অর্থ 'সেসব মিথ্যা ও মনগড়া কথাবার্তা, যেগুলো ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের আলিমদের মুখে শুনে যাচাই ব্যতীরেকে মেনে নিয়েছিলো।'

টীকা-১৩০ঃ শানে নুযূলঃ যখন নাবীকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) মাদীনা তৈয়্যবাহ্‌য় তাশরীফ এনেছিলেন তখন তাওরীতের আলিম সম্প্রদায় এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এ আশংকা বোধ করেছিলো যে, তাদের আয় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নেতৃত্বও চলে যাবে। কারণ, তাওরীতে

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গড়নগত বৈশিষ্টাবলী এবং চরিত্রের গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে।

লোকেরা যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এর অনুরূপ পাবে তৎক্ষণাৎ তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উপর ঈমান নিয়ে আসবে আর তাদের ওলামা সম্প্রদায় এবং নেতৃবর্গকে পরিত্যাগ করবে। এ আশংকার কারণে তারা তাওরীতে পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করেছিলো এবং হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র দেহ আকৃতির বর্ণনা বিকৃত করেছিলো।

উদাহরণস্বরূপ, তাওরীতে তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) গুণাবলীর উল্লেখ এরূপ ছিলো, "তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চেহারা মুবারক আকর্ষণীয়, চুল মুবারক সুন্দর, মুবারক চক্ষুদ্বয় সুরমাময় আর তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) গড়ন হবে মাঝারি।" এসব মিটিয়ে দিয়ে তারা রচনা করলো- "তিনি (হুযূর) হবেন খুব লম্বা গড়নের, চক্ষুর মণিদ্বয় নীলাভ, চুল কোঁকড়ানো।' এটাই জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতো। আর বলতো, "এটাই হলো আল্লাহ্‌র কিতাবের সারকথা।" তাদের ধারণা ছিলো-লোকেরা যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এর বিপরীত পাবে তখন তারা তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উপর ঈমান আনবে না; বরং তাদেরই প্রতি আসক্ত থেকে যাবে। আর তাদের আয়-আমদানী কিঞ্চিত পরিমাণও হ্রাস পাবে না।

অনুবাদ	আয়াত
সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের আপন হাতে কিতাব রচনার কারণে। আর দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের এ (অন্যায়) উপার্জনের দরুন।	فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০ঃ এবং তারা (ইহুদীগণ) বললো, 'আমাদেরকে তো আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু মাত্র দিন কতেক (১৩১)।' (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'তোমরা কি খোদার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছো? তবে তো আল্লাহ্ তা'আলা সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না (১৩২), কিংবা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু উক্তি করে থাকো যা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।'	وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১ঃ হাঁ, কেন এমন হবেনা? যারা পাপার্জন করেছে এবং তাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে (১৩৩)- তারা দোযখবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত; স্থায়ীভাবে তাতেই থাকতে হবে।	بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতবাসী। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾
রুকূ-১০	
৮৩ঃ এবং যখন আমি বনী ইস্রাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, '(তোমরা) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (১৩৪)।	وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

টীকা-১৩১ঃ শানে নুযূলঃ হযরতে ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, ইহুদী সম্প্রদায় বলতো যে, তারা কখনো দোযখে প্রবেশ করবে না, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য, যতদিন তাদের পূর্বপুরুষগণ 'গরু বাছুর' এর পূজা করেছিলো। আর তা চল্লিশ দিন মাত্র। অতঃপর তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৩২ঃ কেননা, মিথ্যা অতীব নিন্দনীয় দোষ। দোষত্রুটি আল্লাহ্ পাকের শানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলাতো সম্ভবই নয়। কিন্তু যখন আল্লাহ তَعَالٰى তোমাদের সাথে মাত্র চল্লিশ দিন শাস্তি দেওয়ার পর তোমাদেরকে মুক্তি দেওয়ার কোন ওয়াদাই করেননি, তখন তোমাদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলো।

টীকা-১৩৩ঃ এ আয়াতে 'গুনাহ' অর্থ 'শির্ক ও কুফর' এবং 'পাপরাশি পরিবেষ্টন করেছে' মানে 'মুক্তির সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে' আর এ শির্ক ও কুফরের অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। কারণ, মু'মিন যতই মহাপাপী হোক না কেন, পাপরাশিতে পরিবেষ্টিত হয় না। কারণ, ঈমান, যা হচ্ছে- সর্ববৃহৎ ইবাদত, তা তার সাথেই রয়েছে।

টীকা-১৩৪ঃ আল্লাহ তَعَالٰى তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ প্রদানের পর মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে জানা গেলো যে, মাতা-পিতার সেবা-যত্ন করা অতীব জরুরী। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে 'এমন কোন কথা না বলা কিংবা এমন কোন কাজ না করা, যাতে তাঁদের মনে আঘাত লাগে। আর শারীরিক ও আর্থিকভাবে তাঁদের সেবা-যত্ন করায় কোন প্রকার ত্রুটি না করা। যখন তাঁদের প্রয়োজন হয় তখনই তাঁদের খিদমতে হাযির হওয়া।'

মাসআলাঃ যদি মাতা-পিতা তাঁদের খেদমতের নিমিত্ত কোন নফল ইবাদত ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন তবে তা ছেড়ে দেবে। তাঁদের খিদমত নফল ইবাদত অপেক্ষা অগ্রগণ্য।

মাসআলাঃ কোন ওয়াজিব ইবাদত মাতাপিতার নির্দেশে ত্যাগ করা যাবে না। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নিয়মাবলী, যেগুলো বহুসংখ্যক হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, তা হচ্ছে- অকপট চিত্তে তাঁদের সাথে ভালবাসা রাখা, চাল-চলন, কথাবার্তা ও উঠাবসায় আদব বজায় রাখাকে অত্যাবশ্যকীয় জানা,

তাঁদের শানে সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করা, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকা, স্বীয় উৎকৃষ্ট মাল-দৌলত তাঁদের থেকে না বাঁচানো, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, তাঁদের জন্য ফাতেহাখানি, দান-খয়রাত এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের রূহে ঈসালে সাওয়াব করা, আল্লাহ্ تَعَالٰی এর দরবারে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা এবং প্রতি সপ্তাহে তাঁদের কবর যিয়ারত করা। (ফতহুল আযীয)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত যে, যদি তাঁরা কোন গুনাহে অভ্যস্থ হন কিংবা কোন বদ-মাযহাব (ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী)-এর শিকার হয়ে পড়েন তবে তাঁদেরকে অতীব নম্রতা ও বিনয় সহকারে সংশোধন, খোদাভীতি এবং সঠিক আক্বীদা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা) এর দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকা। (খাযিন)

টীকা-১৩৫ঃ 'সদালাপ'- অর্থ সৎ কার্যাবলীর দিকে উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ কার্যাদি থেকে বাধা দেয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বর্ণনা করেন, এর অর্থ হচ্ছে- বিশ্বকুল সরদার হুযূর কারীম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে সঠিক ও সত্য কথা বলা। যদি কেউ জিজ্ঞেসা করে,

وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۳﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۸۴﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ۫ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ

আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, এতিম ও মিসকীনদের সাথে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করো (১৩৫), নামায কায়েম রাখো ও যাকাত প্রদান করো।' অতঃপর তোমরা ফিরে গিয়েছিলে (১৩৬), কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক লোক (১৩৭); এবং তোমরা বিমুখ (১৩৮)।

৮৪ঃ এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (এ মর্মে যে, আপন লোকদেরকে খুন করবেনা এবং আপন লোকদের তাদের বস্তি গুলো থেকে তাড়িয়ে দিবেনা। অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা হলে সাক্ষী।

৮৫ঃ অতঃপর এই যে, তোমরা। আপন লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছো এবং আপন লোকদের মধ্য থেকে একটা দলকে তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, তাদের বিরুদ্ধে (তাদেরই বিরুদ্ধপক্ষীয়দেরকে) সাহায্য করছো গুনাহ্ ও সীমালংঘনে। আর যদি তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তবে তোমরা বিনিময় (মুক্তিপন) দিয়ে (তাদেরকে) মুক্ত করে নিয়ে থাকো এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া তোমাদের উপর হারাম (১৩৯)। তবে কি খোদার কিছু সংখ্যক নির্দেশের

তবে তার জবাবে হুযূর (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পূর্ণতাসমূহ ও তাঁর (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুনাবলী সঠিকভাবে বর্ণনা করা; তাঁর গুণাবলী গোপন না করা।

টীকা-১৩৬ঃ অঙ্গীকারের পর,

টীকা-১৩৭ঃ যাঁরা ঈমান এনেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের মতো, তাঁরা তো অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন।

টীকা-১৩৮ঃ তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের অভ্যাসই হলো মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং ওয়াদা থেকে ফিরে যাওয়া।

টীকা-১৩৯ঃ শানে নুযূলঃ তাওরীতে ইস্রাঈল সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো যেন তারা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে হত্যা না করে, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত না করে এবং বানী ইস্রাঈলের কেউ কারো নিকট বন্দী থাকলে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নেয়। এ অঙ্গীকার পূরণের জন্য তারা স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো, নিজেদের উপর সাক্ষীও হয়েছিলো; কিন্তু এর উপর স্থির রইলো না এবং তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো।

ঘটনার প্রকৃতি নিম্নরূপঃ মদীনা শরীফের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইহুদীদের দু'গোত্র- বনূ ক্বোরায়যা ও বনূ নাযীর বসবাস করতো। মদীনা শরীফে আরো দু'টি গোত্র- আউস এবং খায্‌রাযও বসবাস করতো। বনূ ক্বোরায়যা ছিলো আউস এর মিত্র আর বনূ নযীর ছিলো খায্‌রাজের মিত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্র স্বীয় বন্ধু গোত্রের সাথে এ শপথ সূত্রেই আবদ্ধ ছিলো যে, 'যদি আমাদের মধ্য থেকে কারো উপর কেউ হামলা করে বসে, তবে অপর মিত্রগোত্র তাকে সাহায্য করবে।' আউস এবং খায্‌রাজ পরস্পর যুদ্ধ করতো। বনূ কুরায়যা আউস গোত্রের এবং বনূ নযীর খায্‌রাজের সাহার্য্যার্থে এগিয়ে আসতো এবং মিত্রগোত্রের সাথে মিলিত হয়ে একে অন্যের উপর তরবারি চালাতো। বনূ ক্বোরায়যা বনূ নযীরকে এবং বনূ নযীর বনূ ক্বোরায়যাকে হত্যা করতো, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতো এবং তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিতো।

কিন্তু যখন তাদের আপন গোত্রের লোককে তাদের বন্ধু-গোত্রের কেউ বন্দী করতো, তখন তারা তাদেরকে মুক্তিপন দিয়ে মুক্ত করে নিতো। যেমন- বনূ নাযীরের কোন ব্যক্তি যদি আউস গোত্রের হাতে বন্দী হতো তবে বনূ কুরায়যা আউস গোত্রকে (আর্থিক) মুক্তিপন দিয়ে মুক্ত করে নিতো। এতদ্বসত্ত্বেও যদি সেই ব্যক্তি যুদ্ধের সময় তাদের নাগালে এসে যেতো তবে তাকে হত্যার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করতো না।

তাদের ঐ অপকর্মের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে যে, 'যখন তোমরা আপন লোকদেরকে হত্যা না করার, তাদেরকে বস্তিগুলো থেকে তাড়িয়ে না দেয়ার এবং তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে নেয়ার অঙ্গীকার করেছিলে, তখন এ অর্থ কি এ যে, হত্যাও তাড়ানোর বেলায় ক্ষমা করবে না, কিন্তু কেউ বন্দী হলে তাকে

মুক্ত করে নিবে? অঙ্গীকারের কিছু মেনে নেয়া এবং কিছু অমান্য করার কি অর্থ হতে পারে? যখন তোমরা হত্যা ও বিতাড়িত করা থেকে বিরত হও নি তখন তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছো। আর এ ধরণের হারাম কাজকে হালাল জ্ঞান করে কাফিরে পরিণত হয়েছো।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যুলুম ও হারামে সাহায্য করাও হারাম।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হারামকে হালাল জানা কুফর।

মাসআলাঃ এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের একটা হুকুম অমান্য করাও গোটা কিতাবকে অমান্য করারই শামিল এবং কুফর।

উপর ঈমান আনছো এবং কিছু সংখ্যক নির্দেশকে অস্বীকার করছো? সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে এরূপ করে তার প্রতিফল কি? কিন্তু দুনিয়াতে অপমানিত হওয়াই (১৪০) এবং ক্বিয়ামতে কঠিনতম শাস্তির দিকে ধাবিত করা হবে; এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত নন (১৪১)	وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾
৮৬ঃ এরাই হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে খরিদ করেছে। সুতরাং তাদের উপর থেকে না শাস্তি হ্রাস করা হবে এবং না তাদের সাহায্য করা হবে।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۸۶﴾

রুকূ- ১১

৮৭ঃ এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি (১৪২) এবং তারপর একের পর এক রসূল প্রেরণ করেছি (১৪৩) এবং আমি (হযরত) মার্‌ইয়ামের পুত্র (হযরত) ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করেছি (১৪৪) এবং 'পবিত্র রূহ' দ্বারা (১৪৪)	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতে এ হুশিয়ারী রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র বিধানগুলো থেকে কিছু মান্য করা এবং কিছু অমান্য করা কুফর, তখন ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অমান্য করার সাথে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবূয়্যাতকে মান্য করা কুফর থেকে রক্ষা করতে পারে না।

টীকা-১৪০ঃ পৃথিবীতে তো এ অবমাননা হলো যে, বনূ কুরায়যা তৃতীয় হিজরী সনে নিহত হয়- একদিনে তাদের সাতশ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিলো এবং বনূ নযীরের লোকদেরকে এর পূর্বেই বহিষ্কার করা হয়েছে। মিত্রদের খাতিরে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিরোধীতাই এটা পরিণাম-ফল ছিলো।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কারো পক্ষপাতিত্বের খাতিরে ধর্মের বিরোধিতা করা পরকালীন শাস্তি ছাড়াও পার্থিব জীবনে অবমাননা এবং লাঞ্ছনারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টীকা-১৪১ঃ এতে যেমন অবাধ্যদের জন্য কঠিন শাস্তির এ হুমকি রয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে অনবহিত নন, তোমাদের অবাধ্যতার উপর তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন; তেমনি মু'মিনগণ এবং সালেহীন বান্দাদের জন্য এ খোশখবরও রয়েছে যে, তাঁদের সৎকার্যাদির জন্য তাঁরা উৎকৃষ্টতম প্রতিদান লাভ করবেন। (তাফসীর-ই-কবির)

টীকা-১৪২ঃ এ 'কিতাব' মানে তাওরীত, যা'তে আল্লাহ্ تَعَالٰى এর সমস্ত অঙ্গীকার উল্লেখিত ছিলো। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ছিলো- প্রতিটি যুগের পয়গাম্বারগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর আনুগত্য করা, তাঁদের উপর ঈমান আনা এবং তাঁদের উপর সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

টীকা-১৪৩ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যমানা থেকে হযররত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যমানা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) তাশরীফ আনয়ন করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা চার হাজার বলে বর্ণিত হয়েছে। এ মহা সম্মানিত নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়তের রক্ষক এবং তাঁরই বিধি-নিষেধ বাস্তাবায়নকারী ছিলেন। যেহেতু, শেষ নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পর নাবূয়্যাত কেউ পেতে পারে না, সেহেতু 'শরীয়তে মুহাম্মদী' বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার-প্রসাররূপী খিদমতের ভার 'ওলামা-ই-রব্বানী' (আল্লাহ্ ওয়ালা হাক্কানী আলিমগণ) এবং 'মুজাদ্দিদীন-ই-মিল্লাত' (দ্বীনের সংস্কারকগণ) এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

টীকা-১৪৪ঃ এসব নিদর্শন বলতে হযররত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মু'জিযাসমূহকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- মৃতকে জীবিত করা, অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা, পাখি তৈরি করা এবং অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়াদির সংবাদ দেয়া ইত্যাদি।

টীকা-১৪৫ঃ 'রুহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা' বলতে হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কেই বুঝায়। কারণ, তিনি হলে রূহানী বা আত্মিক সত্তা; যিনি ওহী আনেন, যাঁর দ্বারা হৃদয়সমূহে জীবন সঞ্চারিত হয়। তিনি হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সঙ্গে আদিষ্ট ছিলেন। তাঁকে (হযরত ঈসা

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

তাকে সাহায্য করেছি (১৪৬)। তবে কি যখন কোন রসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আসেন, যা তোমাদের মন চায়না (মনঃপূত হয়না), (তখনই তোমরা) অহংকার করো? অতঃপর সেসব (নাবীগণ) এর মধ্য থেকে একদলকে তোমরা অস্বীকার করছো এবং একদলকে শহীদ করছো (১৪৭)?

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮ঃ এবং ইহুদীগণ বললো, 'আমাদের হৃদয়গুলোর উপর পর্দা (আচ্ছাদন) পড়ছে' (১৪৮); বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর লা'নত (অভিশাপ) করেছেন তাদের কুফরের কারণে। সুতরাং তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে (১৪৯)।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

৮৯ঃ এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সেই কিতাব (কুরআন মাজীদ) এসেছে, যা তাদের সাথে রয়েছে এমন কিতাব (তাওরীত)-এর সত্যায়ন করে (১৫০) এবং এর পূর্বে তারা সেই নাবীর 'ওসীলা' ধরে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো (১৫১); অতঃপর যখন তাশরীফ এনেছেন তাদের নিকট সেই পরিচিত সত্তা, তখন তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে

(عَلَيْهِ السَّلَام) তেত্রিশ বছরের পবিত্র বয়সে আসমানের উপর উঠিয়ে নেয়া হয়। এ সময় পর্যন্ত হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সফর ও ঘরে অবস্থানকালে- কখনো তাঁর নিকট থেকে পৃথক হননি। এ 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্র আত্মার সহায়তা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর এক মহান ফযিলত। বিশ্বকুল সরদার হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন কোন উম্মতও 'রূহুল কুদুস'- এর সাহায্য লাভ করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে- হযরত হাস্সান (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর জন্য মিম্বর বিছানো হতো। তিনি না'ত শরীফ পাঠ করতেন। হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জন্য দুআ' করতেন- "اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ" "আল্লাহুম্মা আয়্যিদ্হু বিরূহিল কুদুস।" (অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তাকে 'রূহুল কুদুস'- এর মাধ্যমে সাহায্য করো।)

টীকা-১৪৬ঃ এরপরও ওহে ইহুদীরা। তোমাদের অবাধ্যতার কোন রকম পরিবর্তন আসেনি।

টীকা-১৪৭ঃ ইহুদীগণ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর নির্দেশনাবলী নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেয়ে তাঁদেরকে অস্বীকার করতো আর সুযোগ পেলে তাঁদেরকে শহীদ করে ফেলতো। যেমন, তারা হযরত শা'ইয়া ও হযরত যাকারিয়া (عَلَيْهِمَا السَّلَام) সহ বহুসংখ্যক নাবীকে শহীদ করেছিলো। (এমনকি,) নাবীকুল সরদার হুযূর কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কেও শহীদ করতে উদ্যত ছিলো- কখনো তাঁর উপর যাদু করেছে, কখনো খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র তাঁকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে করেছে।

টীকা-১৪৮ঃ ইহুদীগণ এটা উপহাসচ্ছলে বলেছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যে, হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিদায়ত তাদের অন্তরগুলোর পর্যন্ত পৌঁছে না। আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের 'রদ্দ' (খন্ডন) করেন- 'তারা বে-দ্বীন, মিথ্যাবাদী।' অন্তর গুলোকে আল্লাহ্ تَعَالٰى 'সৃষ্টিগত স্বভাবের' (فترت) উপর সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সত্যতা গ্রহণের যোগ্যতা রেখেছেন। তাদের কুফরের কুফল হলো- তারা নাবীকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তকে স্বীকার করার পর অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া এ হলো যে, সত্য গ্রহণের নি'মাত থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

টীকা-১৪৯ঃ এ বিষয়বস্তুটা অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (বরং আল্লাহ্ পাক সেসব হৃদয়ের উপর তাদের কুফরের কারণেই মোহর ছেপে দিয়েছেন। কাজেই, তারা ঈমান আনবে না, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক'।)

টীকা-১৫০ঃ নাবীকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাত এবং হুযূরের গুণাবলীর বর্ণনায়। (কবির ও খাযিন)

টীকা-১৫১ঃ শানে নুযূলঃ নাবীকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাত প্রকাশ এবং কুরআন কারীম নাযিল হবার পূর্বে ইহুদীগণ স্বীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র নামের ওসীলা ধরে প্রার্থনা করতো এবং কামিয়াব হতো। আর তারা এভাবে দুআ' করতো- "اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ" অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের 'নাবী-ই-উম্মী' (আস্লী নাবী) এর ওসীলায় বিজয় ও সাহায্য দান করো।"

মাসআলাঃ এতে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র মাক্বূল বান্দাদের ওসীলায় দুআ' প্রার্থনা কবূল হয়। একথাও বুঝা গেলো যে, হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাশরীফ আনয়নের পূর্বেও পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের প্রসিদ্ধি ছিলো। তখনও হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওসীলায় সৃষ্টির প্রয়োজন মিটতো

টীকা-১৫২ঃ এ অস্বীকার গোঁড়ামী, বিদ্বেষ এবং নেতৃত্ব-লোভের কারণেই ছিলো।
টীকা-১৫৩ঃ অর্থাৎ মানুষকে তার আত্মার মুক্তির জন্য তাই করা উচিত যা দ্বারা তার মুক্তির আশা করা যায়। ইহুদীগণ এ মন্দ ব্যবসা করেছে যে, আল্লাহ্‌র নাবী এবং তাঁর কিতাবকে অস্বীকার করেছে।
টীকা-১৫৪ঃ ইহুদীদের কামনা ছিলো যে, 'খতমে নবূয়ত' - এর পদবী বানী ইস্রাঈলের সম্প্রদায়ের কারো ভাগ্যে জুটুক।' যখন দেখলো যে, তারা (তা থেকে) বঞ্চিত হয়েছে, ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধরকেই (তা) দান করা হয়েছে, তখন হিংসার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করে বসেছে।
মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, হিংসা-বিদ্বেষ হারাম এবং বঞ্চিত হবার কারণ।

বসেছে (১৫২)। অতএব, আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিসম্পাত) অস্বীকারকারীদের উপর।	فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾
৯০ঃ কতই নিকৃষ্ট বিনিময়ে তারা আপন আত্মাগুলোকে খরিদ করেছে। (তা'হলো) আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবকে (তারা) অস্বীকার করেছে (১৫৩) এ ঈর্ষায় যে, আল্লাহ্‌ আপন অনুগ্রহে স্বীয় যে বন্দার উপর ইচ্ছা করেন 'ওহী' নাযিল করেন (১৫৪)। সুতরাং (তারা) ক্রোধের উপর ক্রোধের উপযোগী হয়েছে (১৫৫)। আর কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে (১৫৬)।	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾
৯১ঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃতের (কিতাব) উপর ঈমান আনো (১৫৭), তখন বলে, 'যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান রাখি (১৫৮);' এবং বাকীগুলোকে তারা অস্বীকার করে; অথচ তা সত্য, তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়ন করে (১৫৯)। (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'অতঃপর তোমরা পূর্ববর্তী নাবীগণকে কেন শহীদ করেছো, যদি তোমাদের আপন কিতাবের উপর ঈমান থাকতো (১৬০)?	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২ঃ এবং নিশ্চয় তোমাদের নিকট মূসা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাশরীফ এনেছেন। অতঃপর, তোমরা এর পরে (১৬১) গো-বাছুরকে উপাস্য করে নিয়েছো এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে (১৬২)	وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

টীকা-১৫৫ঃ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের গযবের উপযোগী হয়েছে।
টীকা-১৫৬ঃ এতে বুঝা গেলো যে, লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর আযাব কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। মু'মিনদেরকে তাদের গুনাহ্‌র কারণে শাস্তি দেয়া হলেও তা লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে হবে না। আল্লাহ্‌ تَعَالٰى ইরশাদ করেন- وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ "প্রকৃত সম্মান আল্লাহ্‌রই জন্য, তাঁর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর জন্য এবং মু'মিনদের জন্য।"
টীকা-১৫৭ঃ এর দ্বারা কুরআন পাক এবং ঐসব কিতাব ও সহীফাগুলোকে বুঝায়, যেগুলো আল্লাহ্‌ تَعَالٰى নাযিল করেছেন। অর্থাৎ এ সবের উপর ঈমান আনো।
টীকা-১৫৮ঃ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য তাওরীত।
টীকা-১৫৯ঃ অর্থাৎ তাওরীতের উপর ঈমান আনার দাবী ভিত্তিহীন; যেহেতু কুরআন পাক- যা তাওরীতের সত্যায়নকারী, এর অস্বীকার করা তাওরীতেরই অস্বীকারে গণ্য হলো।
টীকা-১৬০ঃ এতেও তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, যদি তারা তাওরীতের উপর প্রকৃত ঈমান রাখতো, তবে নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে কখনো শহীদ করতো না।
টীকা-১৬১ঃ অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) 'তূর' পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে যাবার পর
টীকা-১৬২ঃ এতেও তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, তাদের মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়তকে মান্য করার দাবী মিথ্যা। 'যদি তোমরা মান্য করতে, তবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর عصا 'আসা'(লাঠি), يدبيضا 'ইয়াদে বায়দা' (শুভ্রহস্ত মুবারক) * ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পর গো-বাছুরের পূজা করতে না।'

* হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর নাবূয়্যাতের প্রমাণ তথা মু'জিযাস্বরূপ তাঁর হস্তকে যখন তাঁর বগলে রাখতেন, কিছুক্ষণ পর বের করলে তা পূর্ণ চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করতো এবং চমকিত হতো। এ জন্য তাঁর হস্ত মুবারককে 'ইয়াদে বায়দা' (يدبيضا) বা 'শুভ্রহস্ত' বলা হতো।

টীকা-১৬৩ঃ তাওরীতের আহকাম মোতাবেক আমল করার

টীকা-১৬৪ঃ এতেও তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে।

টীকা-১৬৫ঃ ইহুদীদের ভ্রান্ত দাবীগুলোর মধ্যে একটা দাবী ছিলো- 'জান্নাত শুধু তাদেরই জন্য'। এর খন্ডন এভাবে করা হচ্ছে যে, 'যদি তোমাদের ধারণায় জান্নাত তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয় এবং পরকালের দিক থেকে তোমরা নিশ্চিন্ত হও- আমলের কোন প্রয়োজন না হয়, তবে বেহেশ্‌তী নি'মাতগুলোর মুকাবিলায় পার্থিব মুসিবতগুলোর যন্ত্রনা কেন বরদাশ্‌ত করছো? মৃত্যু কামনা করো। তা'তো তোমাদের দাবীর ভিত্তিতে শান্তিরই কারণ। যদি তোমরা মৃত্যুর কামনা না করো, তবে তা তোমাদের মিথ্যুক হবার প্রমাণ হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- যদি তারা মৃত্যু কামনা করতে, তবে সবাই নিপাত যেতো এবং পৃথিবীর বুকে কোন ইহুদী অবশিষ্ট থাকতো না।

টীকা-১৬৬ঃ এটা অদৃশ্যের সংবাদ এবং মু'জিযা। কারণ, ইহুদীগণ অতিমাত্রায় গোঁড়ামী ও কঠোর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মৃত্যু কামনার শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি।

টীকা-১৬৭ঃ যেমন- শেষ যমানার নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও কুরআন মাজীদের সাথে কুফর এবং তাওরীত বিকৃতি সাধন ইত্যাদি।

মাসআলাঃ মৃত্যুপ্রীতি এবং প্রতিপালকের সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ মাক্বূল বান্দাদেরই তরীক্বা। হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) প্রতি নামাযের পর প্রার্থনা করতেন- "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ شَهَادَةً فِیْ سَبِیْلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ" অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত এবং তোমার রসূলের শহরে ওফাত নসীব করো।" সাধারণভাবে, সমস্ত সম্মানিত সাহাবী এবং বিশেষভাবে, বদর ও উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ আর 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান'- এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকে ভালবাসতেন। হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কাফিরদের সেনাপতি রুস্তম ইবনে ফরখ্‌যাদের নিকট যে চিঠি প্রেরণ করেছেলেন তাতে লিখেছিলেন- "اِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُّحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْاَعَاجِمُ الْخَمْرَ" অর্থাৎ "আমার সাথে এমন এক জাতি রয়েছে, 'যাঁরা মৃত্যুকে এতই ভালবাসেন, যেমন অনারবীয়রা মদকে ভালবাসে।"

وَ اِذۡ اَخَذۡنَا مِیۡثَاقَکُمۡ وَ رَفَعۡنَا فَوۡقَکُمُ الطُّوۡرَ ؕ خُذُوۡا مَاۤ اٰتَیۡنٰکُمۡ بِقُوَّۃٍ وَّ اسۡمَعُوۡا ؕ قَالُوۡا سَمِعۡنَا وَ عَصَیۡنَا ٭ وَ اُشۡرِبُوۡا فِیۡ قُلُوۡبِہِمُ الۡعِجۡلَ بِکُفۡرِہِمۡ ؕ قُلۡ بِئۡسَمَا یَاۡمُرُکُمۡ بِہٖۤ اِیۡمَانُکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۹۳﴾

৯৩ঃ এবং (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি (১৬৩) এবং 'তূর পাহাড়'কে তোমাদের মাথার উপর উত্তোলন করেছিলাম। 'গ্রহণ করো যা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, দৃঢ়ভাবে এবং শুনো!' (তারা) বললো, 'আমরা শ্রবণ করেছি ও অমান্য করেছি।' আর তাদের হৃদয়গুলোতে গো-বাছুর সিঞ্চিত হয়েছিলো তাদের কুফরের কারণে। (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'তোমাদেরকে তোমাদের (এ) ঈমান কী নিকৃষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে, যদি (তোমরা) ঈমান রাখো (১৬৪)।'

قُلۡ اِنۡ کَانَتۡ لَکُمُ الدَّارُ الۡاٰخِرَۃُ عِنۡدَ اللّٰہِ خَالِصَۃً مِّنۡ دُوۡنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الۡمَوۡتَ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۹۴﴾

৯৪ঃ (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'যদি পরকালীন নিবাস আল্লাহ্‌র নিকট শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়, না অন্য কারো জন্য, তবে তো ভালো, মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী হও (১৬৫)।

وَ لَنۡ یَّتَمَنَّوۡہُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡہِمۡ ؕ وَ اللّٰہُ عَلِیۡمٌۢ بِالظّٰلِمِیۡنَ ﴿۹۵﴾

৯৫ঃ এবং অবশ্যই কখনো তারা এর কামনা করবে না (১৬৬) সেই অপকর্মগুলোর কারণে, যেগুলো তারা পূর্বে করেছে (১৬৭) এবং আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।

এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিলো যে, মদের ত্রুটিপূর্ণ মাতলামীর প্রতি ভালবাসাকে দুনিয়ার প্রতি লালায়িত লোকেরাই পছন্দ করে থাকে; আর আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ 'মাহ্‌বুবে-ই-হাক্বীক্বী' বা প্রকৃত বন্ধুর (আল্লাহ্‌) সাথে মিলনের উপায় মনে করে মৃত্যুকে ভালবাসে। মোটকথা, ঈমানদারগণ পরকালের প্রতি আগ্রহ পোষণ করেন এবং যদি (তাঁরা) দীর্ঘ জীবনের কামনাও করেন, তবে তাও এ জন্য যে, সৎকর্ম করার জন্য এতে আরো কিছুকাল সময় পাবেন, যাতে পরকালের জন্য সৌভাগ্যের ভান্ডার আরো বৃদ্ধি করতে পারেন। যদি বিগত জীবনে কোন গুণাহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তা থেকেও তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবেন।

মাসআলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, পার্থিব কোন দুঃখে দুঃখিত হয়ে মৃত্যু কামনা করা উচিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব বিপদাপদে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করা ধৈর্য, (আল্লাহ্‌র প্রতি) সন্তুষ্টি, (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পন এবং (আল্লাহ্‌র উপর) ভরসা করার পরিপন্থী এবং (শরীয়তের দৃষ্টিতে) না জায়িয।

টীকা-১৬৮ঃ মুশরিক বা অংশীবাদীদের একটা দল অগ্নিপূজারী। তারা পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন ও সালাম প্রদানের স্থানে বলে "زِہ ہزار سال" অর্থাৎ "হাজার বছর বেঁচে থাকো।" এর অর্থ হচ্ছে- অগ্নিপূজারী মুশরিক হাজার বছর বাঁচার কামনা রাখে। ইহুদীগণ তাদেরকেও ডিঙ্গিয়ে গেছে। জীবনের মায়া তাদের অন্তরে সর্বাধিক।

টীকা-১৬৯ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিম আবদুল্লাহ্ ইবনে সূরিয়া বিশ্বকুল সরদার হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বললো, "আপনার নিকট আস্‌মান থেকে কোন্ ফিরিশতা আসেন?" ইরশাদ ফরমালেন, "জিব্রাঈল।" ইবনে সূরিয়া বললো, "সে আমাদের শত্রু, কঠিন শাস্তি ও

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬ঃ এবং নিঃসন্দেহে, আপনি অবশ্যই তাদেরকে এমনই পাবেন যে, তারা সব লোকের চেয়েও অধিক জীবিত থাকার একান্ত কামনা রাখে এবং মুশরিকদের মধ্যে এক (দল) এর কামনা হচ্ছে যেন হাজার বছর বেঁচে থাকে (১৬৮) এবং তার এ দীর্ঘায়ু প্রদত্ত হওয়া তাকে আযাব থেকে মুক্তি দেবে না। আর আল্লাহ্ তাদের কর্মকান্ড দেখছেন।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭ঃ (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'যে কেউ জিব্রাঈলের শত্রু হয় (১৬৯), তবে সে (জিব্রাঈল) তো আপনার হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ ক্বুরআন নাযিল করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রত্যায়নকারী হিসেবে এবং সঠিক পথ-প্রদর্শন ও সুসংবাদ (হিসেবে) মুসলমানদের জন্য (১৭০)।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮ঃ যে কেউ শত্রু হয় আল্লাহ্‌র, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রসূলগণের, জিব্রাঈলের এবং মিকাঈলের, তবে আল্লাহ্ কাফিরদের শত্রু। (১৭১)।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯ঃ এবং নিঃসন্দেহে, আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি (১৭২); এবং এগুলোকে অস্বীকার করবে না কিন্তু ফাসিক্ব লোকেরা।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০ঃ এবং তবে কি যখনই কেউ কোন অঙ্গীকার করে (তখনই) তাদের মধ্য থেকে একদল সেটাকে ছুঁড়ে মারে? বরং তাদের অধিকাংশেরই ঈমান নেই (১৭৩)।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

১০১ঃ এবং যখন তাদের নিকট তাশরীফ আনলেন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একজন রসূল (১৭৪), তাদের কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে (১৭৫)

ভূমিধ্বস অবতরণ করে কয়েকবার আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। যদি আপনার প্রতি মিকাঈল আসতো, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতাম।"

টীকা-১৭০ঃ কাজেই, ইহুদীদের শত্রুতা হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি নিরর্থক; এবং তাদের যদি বিচারবোধ থাকতো, তবে তারা হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে ভালবাসতো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতো। কারণ, তিনি এমন কিতাব এনেছেন, যা দ্বারা তাদের কিতাবের সত্যায়ন হয়। আর بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ) ইরশাদ করার মধ্যে ইহুদী সম্প্রদায়ের দাবীর খন্ডন করা হয়েছে যে, 'এখন তো জিব্রাঈল(عَلَيْهِ السَّلَام) সঠিক পথের দিশা ও সুসংবাদ নিয়ে আসছেন। তারপরও কি তোমরা শত্রুতা থেকে বিরত হবে না?'

টীকা-১৭১ঃ এ থেকে বুঝা গেল যে, নাবীগণ ও ফিরিশতাগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা কুফর এবং আল্লাহ্‌রই গযবের কারণ। আর আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের সাথে শত্রুতা আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা পোষণ করার শামিল।

টীকা-১৭২ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইবনে সূরিয়া ইহুদীর জবাবে নাযিল হয়েছে, যে বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের নিকট এমন কোন জিনিস আনেন নি, যাকে আমরা চিনি এবং আপনার উপর কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনও নাযিল হয়নি, যাকে আমরা অনুসরণ করতে পারি।"

টীকা-১৭৩ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ মালিক ইবনে সায়ফ ইহুদীর জবাবে নাযিল হয়েছে। যখন বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইহুদী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ تَعَالٰى এর সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যা তারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনার প্রসঙ্গে করেছিলো, তখন ইবনে সায়ফ অঙ্গীকারের কথাই অস্বীকার করেছিলো।

টীকা-১৭৪ঃ অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

টীকা-১৭৫ঃ বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাওরীত ও যাবূর ইত্যাদি কিতাবের সত্যায়ন করতেন এবং স্বয়ং সেসব কিতাবেও হুযূর কারীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাশরীফ আনয়নের সুসংবাদ, তাঁর গুণাবলী এবং বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ছিলো। এ কারণে, হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন এবং তাঁর বরকতময় উপস্থিতিই সেসব কিতাবের প্রত্যায়ন করে। কাজেই, অবস্থার দাবী এ ছিলো যে, হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের উপর ভিত্তি করে আহলে কিতাবের ঈমান তাদের কিতাবগুলোর উপর আরো অধিক মজবুত হোক। কিন্তু এরই বিপরীত, তার নিজেদের কিতাবের সাথেও কুফর করেছে। মুফাস্‌সির সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- যখন হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আবির্ভাব হয়েছিলো, তখন ইহুদীগণ তাওরীতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে তাওরীত এবং ক্বোরআনকে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছিলো বিধায় তারা তাওরীতকেও ছেড়ে দিয়েছিলো।

টীকা-১৭৬ঃ অর্থাৎ ঐ কিতাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনি। হযরত সুফিয়ান ইব্‌নে উয়ায়নাহ্ এর অভিমত হচ্ছে- ইহুদীগণ তাওরীতকে মূল্যবান রেশমী গিলাফে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা খচিত ও সজ্জিত করে রেখে দিয়েছিলো; কিন্তু এর বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছিলো।

টীকা-১৭৭ঃ এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইহুদীদের চারটা দল ছিলো-

১ম দলঃ তাওরীতের উপর ঈমান এনেছিলো এবং তাঁরা এর বিধি-বিধানও মেনে নিয়েছিলো। তারা হলো- ঈমানদার কিতাবী সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা নগণ্য। আর আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ- اَكْثَرُهُمْ (তাদের অধিকাংশ) এর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২য় দলঃ প্রকাশ্যে তাওরীতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো, এর নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করেছিলো এবং গোঁড়ামী অবলম্বন করেছিলো। "نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ" (তাদের মধ্যে একদল সেটাকে ছুঁড়ে মেরেছে) এর মধ্যেই তাদের বর্ণনা রয়েছে।

৩য় দলঃ নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা ঘোষণা তো করেনি; কিন্তু নিজেদের মূর্খতার কারণে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেই চলছিলো, এদের কথা "بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ" (বরং তাদের অনেকেই ঈমানদার নয়)- এর মধ্যে উল্লেখিত হয়।

৪র্থ দলঃ প্রকাশ্যভাবেতো ঐ অঙ্গীকার মান্য করতো; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহ ও গোঁড়ামী দ্বারা এর বিরোধিতা করতে লাগলো। আর বানোয়াটভাবে মূর্খ সেজে বসতো। - "كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ" (যেন তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা) দ্বারা এদের সম্পর্কে জানা যায়।

তখন কিতাবীদের একটা দল আল্লাহ্‌র কিতাবকে তাদের পৃষ্ঠে-পেছনে নিক্ষেপ করেছে (১৭৬), যেন তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা (১৭৭)

১০২ঃ এবং (তারা) তারই অনুসারী হয়েছে, যা শয়তান পাঠ করতো সুলায়মানের রাজত্বকালে (১৭৮); এবং সুলায়মান কুফর করেনি (১৭৯)। হাঁ, কাফির হয়েছিলো শয়তান (১৮০); (তারা) মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয় এবং ঐ (যাদু), যা 'বাবেল' শহরে দু'জন ফিরিশতা- হারুত ও মারুতের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর তারা দু'জন কাউকেও কিছু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একথা বলে দিতোনা, 'আমরা তো নিছক পরীক্ষা। কাজেই, নিজ ঈমান হারিয়ে বসোনা (১৮১)।' অতঃপর (তারা)

نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙۗ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هٰرُوْتَ وَمٰرُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ

টীকা-১৭৮ঃ শানে নুযূলঃ হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যামানায় বনী-ইস্রাঈল যাদু শিক্ষায় মগ্ন হয়েছিলো। তখন তিনি তাদেরকে তাতে বাধা দিলেন এবং (যাদুমন্ত্রের) বইগুলো তাদের নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত করে সিংহাসনের নীচে পুঁতে ফেললেন। হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ওফাতের পর শয়তানগণ সেসব বই-পুস্তক বের করে জনগণকে বললো, "সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এ গুলোর জোরেই বাদশাহী করতেন।" বানী ইস্রাঈলের সৎ ব্যক্তিগণ ও ওলামা কিরাম এ কথা অস্বীকার করলেন। কিন্তু তাদের অশিক্ষিত লোকেরা যাদু বিদ্যাকে হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এরই জ্ঞান বলে বিশ্বাস করে তা শিক্ষা করার দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়লো। নাবীগন (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর কিতাবাদি ছেড়ে দিলো আর হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো। তারা নাবীকুল সরদার হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যামানা পর্যন্ত এ অবস্থায় ছিলো। আল্লাহ تَعَالٰى হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) কে নির্দোষ ঘোষণা করে হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন।

টীকা-১৭৯ঃ কেননা, তিনি হলেন একজন নাবী। নাবীগন (عَلَيْهِمُ السَّلَام) 'কুফর' থেকে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে 'মা'সূম' (বে-গুনাহ্) হন। তাঁদের প্রতি 'যাদুর' অপবাদ দেয়া জঘণ্য ভ্রান্তি ও ভুল। কেননা, যাদু কুফরসমূহ থেকে মুক্ত হওয়াই বিরল।

টীকা-১৮০ঃ যারা হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর যাদুগরীর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলো;

টীকা-১৮১ঃ অর্থাৎ যাদু শিক্ষা করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, তাতে একান্তভাবে বিশ্বাস করে এবং সেটাকে 'মুবাহ' বা বৈধ জ্ঞান করে কাফির হয়োনা। এ যাদু অনুগত ও অবাধ্যের মধ্যে পার্থক্য ও পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করে তদানুযায়ী আমল করবে সে কাফির হয়ে যাবে- এ শর্তে যে, যদি এ যাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী বাক্য এবং কার্যাদি থাকে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, শিখেনা, কিংবা শিক্ষা করে, কিন্তু

তদনুযায়ী আমল করে না এবং এর মধ্যেকার কুফরগুলোতে বিশ্বাস করেনা, সে মু'মিন থাকবে। এটা ইমান আবুল মানসুর মাতুরীদি * (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর অভিমত।

মাসআলাঃ যে যাদু কুফর, সে ধরণের যাদুকার্য সম্পাদনকারী যদি পুরুষ হয়, তবে তাকে কতল করা যাবে।

মাসআলাঃ যে যাদু কুফর নয়, কিন্তু তা দ্বারা কারো প্রাণ বিনষ্ট করা যায়, তবে এ ধরনের যাদুগর রাহাজানিকারী বা ডাকাতদের অন্তর্ভুক্ত; চাই সে পুরুষ হোক, কিংবা স্ত্রীলোক।

মাসআলাঃ যাদুকরের তাওবা কবুল হয়। (মাদারিক)

টীকা-১৮২ঃ মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী (**Real Cause**) হলেন- আল্লাহ্ تَعَالٰی। আর উপকরণাদির প্রভাবও আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন।

টীকা-১৮৩ঃ স্বীয় পরিণতি ও কঠিন শাস্তির।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	৪১	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ **Para 1**
তাদের নিকট তাই শিখতো, যা বিরোধ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে। এবং তা দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ্রই নির্দেশে (১৮২)। এবং তারা তাই শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি সাধণ করবে, উপকার করবে না এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাদের জানা আছে যে, যে ব্যক্তি এ সওদা ক্রয় করেছে পরকালে তার কোন অংশ নেই; এবং নিশ্চয় তা কতই নিকৃষ্ট বস্তু, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাসমূহ বিক্রি করেছে। যদি কোন রকমে তাদের জ্ঞান হতো (১৮৩)।		فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾	
১০৩ঃ এবং যদি তারা ঈমান আনতো (১৮৪) এবং সাবধানতা অবলম্বন করতো, তবে আল্লাহ্র নিকটস্থিত সাওয়াব অত্যধিক উত্তম যদি কোন প্রকারে তাদের জ্ঞান হতো।		وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾	
১০৪ঃ হে ঈমানদারগণ (১৮৫)। 'রা-'ইনা' বলোনা এবং এভাবে আরয করো, 'হুযূর, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। এবং প্রথম		يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ	

টীকা-১৮৪ঃ হযরত সৈয়্যদে কা-ইনাত হুযূর কারীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং কুরআন পাকের উপর,

টীকা-১৮৫ঃ শানে নুযূলঃ যখন হুযূর আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবা কিরামকে কিছু শিক্ষা-দীক্ষা দান করতেন- رَاعِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ (রা-'ইনা ইয়া রাসূলাল্লাহ্)। এর অর্থ ছিলো- 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের অবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। অর্থাৎ আপনার প্রবিত্রতম কালাম আমাদেরকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দান করুন।' ইহুদীদের ভাষায় এ (রা-'ইনা) কালিমাহ্টা বে-আদবীর অর্থ প্রকাশ করতো। তারা সে শব্দটা এ কুউদ্দেশ্যেই বলতে শুরু করলো। হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ইহুদীদের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি একদিন তাদের মুখে এ কলেমাটা (রা-'ইনা) শুনে বললেন, "ওহে খোদার শত্রুরা! তোদের উপর খোদার লা'নত (অভিসম্পাত) হোক! আমি যদি এখন থেকে কারো মুখে এ কালিমাহ্টা শুনি তবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।" ইহুদীরা বললো, "আমাদের উপর তো আপনি রাগান্বিত হচ্ছেন; মুসলমানরাও তো এটাই বলে থাকে।" একথা শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে হুযূর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাযির হলেন। তখনই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়, যার মধ্যেই رَاعِنَا (রা-'ইনা) বলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এরই সমার্থক শব্দ اُنْظُرْنَا (উন্যুরনা) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, "এ থেকে বুঝা গেলো যে, নাবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর প্রতি ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের খেদমতে শিষ্টাচারমূলক কালিমাহ্ ব্যবহার করা ফরয। আর যে শব্দে বে-আদবীর লেশমাত্রও থাকে সে ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ।

* আহলে সুন্নাতের তাত্ত্বিক দু'ধারা। যথা- (১) মাতুরীদিয়্যাহ ও (২) আশা-'ইরাহ। 'মাতুরীদিয়্যাহ' হলেন- হযরত আবুল মান্সূর মাতুরীদীর অনুসারীগণ। আর 'আশা-'ইরাহ' হলেন হযরত আবুল হাসান আশ্'আরীর অনুসারীগণ।

অথবা এভাবে বলা যায়- হযরত আবুল মান্সূর মাতুরীদি (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত এর দু'জন তাত্ত্বিক ইমামের একজন। আক্বীদার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের লোকেরা তাঁকেই অনুসরণ করেন। অপরজন হলেন- হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)। তাঁর অনুসারীদেরকে "আশা-'ইরাহ' বলা হয়। ইমাম শাফে'ঈ ও তাঁর অনুসারীগণ এবং অন্যান্যরাও আক্বীদার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করে থাকেন।

টীকা-১৮৬ঃ এবং 'সর্ব শরীর কর্ণ হয়ে' শুনো; যাতে এ ধরণের আরয করার প্রয়োজন না হয়- 'হুযূর, একটু কৃপাদৃষ্টি দিন।' কেননা, এটাই নাবীর দরবারের আদব।

মাসআলাঃ নাবীগণের দরবারে মানুষের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব বজায় রাখা কর্তব্য।

টীকা-১৮৭ঃ মাসআলাঃ 'লিল্ কাফিরীন' (কাফিরদের জন্য) আয়াতাংশের ইঙ্গিত রয়েছে যে, নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام)- এর শানে বে-আদবী করা কুফর।

টীকা-১৮৮ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদীদের একটি দল মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও হিতকামিতা প্রকাশ করে আসছিলো। তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ তাদের হিতাকাঙ্খী হবার দাবীতে মিথ্যুক। (জুমাল)

টীকা-১৮৯ঃ অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ ও মুশরিকদল উভয়ই মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। আর এ বিদ্বেষে জ্বলতো যে, 'তাদের (মুসলমানগণ) নাবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাবুয়্যাত ও ওহী প্রদান করা হয়েছে আর মুসলমানদেরও এ বৃহত্তম নি'আমত অর্জিত হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৯০ঃ শানে নুযূলঃ কুরআন কারীম পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর বিধি-বিধান ও কিতাবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। এটা কাফিরদের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করলো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহিত আয়াতও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং রহিতকারী (নাসিখ) ও। উভয়ই স্বয়ং হিকমত।

কখনো রহিতকারী (আয়াত) রহিতকৃত (আয়াত) অপেক্ষা সহজ ও অধিক কল্যাণকর হয়। আল্লাহ্র কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনকারীর মনে এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সৃষ্টি জগতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ تَعَالٰی দিন দ্বারা রাতকে, গ্রীষ্মকাল দ্বারা শীত (ও বসন্ত) কালকে, যৌবন দ্বারা শৈশবকে, অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতাকে, (শীত ও) বসন্তকাল দ্বারা হেমন্তকালকে রহিত করেন। এসব রহিতকরণ এবং পরিবর্তন হচ্ছে তাঁরই কুদরতের দলীল। সুতরাং এক আয়াত কিংবা একটা নির্দেশ রহিত হওয়ায় আশ্চর্যের কি আছে?

রহিতকরণের মাধ্যমে বস্তুতঃ পূর্ববর্তী (রহিতকৃত) হুকুমের মেয়াদ বা সময়সীমার বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ উক্ত হুকুমটা এ মেয়াদের জন্যই ছিলো এবং যথাযথ হিকমত ছিলো। কাফিরদের অজ্ঞতা যে, তারা রহিতকরণের উপর আপত্তি করে থাকে।

আর আহ্লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)-এর আপত্তি তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভুল। (কারণ,) তাদেরকে অবশ্যই হযরত আদম (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর শরীয়তের বিধি-বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিতে হয়। তদুপরি, এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের পূর্বে প্রতি শনিবার পার্থিব কাজ কারবার হারাম বা নিষিদ্ধ ছিলোনা, (পরে) তাদের উপরই হারাম করা হয়েছে। একথাও তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তাওরীতে হযরত নূহ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উম্মতের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী হালাল বলে ঘোষণা করা হয়। হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উপরও অনেক প্রাণী হারাম করে দেয়া হয়। এসব সত্ত্বেও রহিতকরণের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

থেকেই মনোযোগ সহকারে শুনো (১৮৬)। আর কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত (১৮৭)	وَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۱۰۴﴾
১০৫ঃ তারাই, যারা কাফির, কিতাবী কিংবা মুশরিক (১৮৮), তারা চায়না যে, তোমাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৮৯) এবং আল্লাহ্ স্বীয় রহমত দ্বারা বিশেষভাবে মনোনীত করেন যাকে চান; এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।	مَا يَوَدُّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ وَلَا الۡمُشۡرِكِيۡنَ اَنۡ يُّنَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِيۡمِ ﴿۱۰۵﴾
১০৬ঃ যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত করে দিই কিংবা বিস্মৃত করে দিই (১৯০) তখন এর চেয়ে উত্তম কিংবা এর মতো (কোন আয়াত) নিয়ে আসবো। তোমার কি খবর নেই যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন?	مَا نَنۡسَخۡ مِنۡ اٰيَةٍ اَوۡ نُنۡسِهَا نَاۡتِ بِخَيۡرٍ مِّنۡهَاۤ اَوۡ مِثۡلِهَا ؕ اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۱۰۶﴾

মাসআলাঃ যেভাবে এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তেমনি 'হাদীস-ই-মুতাওতির' * দ্বারাও (আয়াত) রহিত হয়ে থাকে।

মাসআলাঃ কখনো শুধু 'তিলাওয়াত' রহিত হয়, কখনো শুধু হুকুম। কখনো তিলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে থাকে।

ইমাম বায়হাক্বী (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) হযরত আবূ উমামা (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) থেকে বর্ণনা করেছেন- একজন আনসারী সাহাবী শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে উঠলেন এবং সূরা ফাতিহার পর একটি সূরা, যা তিনি প্রত্যহ তিলাওয়াত করতেন, পাঠ করতে চেষ্টা করলেন।

* যে হাদীসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমভাবে এমন বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকেন, যাঁদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয় বা অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়- তা মুহাদ্দেসীন কিরামের পরিভাষায় 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতির'।

কিন্তু তা মোটেই স্মরণে আসলো না এবং 'বিসমিল্লাহ্' ছাড়া আর কোন কিছুই পড়তে পারলেন না। ভোরে এ ঘটনা অন্যান্য সাহাবীর নিকট বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন, "আমাদেরও একই অবস্থা।" সবাই হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গিয়ে ঘটনা আরয করলেন। হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "গত রাতে সেই সূরাটা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়েছে। এমনকি যেসব কাগজে উক্ত সূরাটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, সেগুলোর উপরও এর চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকেনি।"

টীকা-১৯১ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ বলেছিলো, "হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনি আমাদের নিকট এমনি একটা কিতাব আনয়ন করুন যা আস্‌মান থেকে একবারই অবতীর্ণ হয়।" তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৯২ঃ অর্থাৎ যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করার বেলায় অযৌক্তিক বাদানুবাদ করে এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ তলব করে।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সব প্রশ্নে ফ্যাসাদের আমেজ থাকে, সেসব প্রশ্ন বুযুর্গদের সামনে উত্থাপন করা জায়েয নয় এবং সবচেয়ে বড় ফ্যাসাদের কারণ হচ্ছে তাই, যা থেকে অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

টীকা-১৯৩ঃ শানে নুযূলঃ উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদী সম্প্রদায় হযরত হুযায়ফাহ্ ইবনে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا)-কে বলেছিলো, "যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে, তবে তোমাদের উপর এ বিপর্যয় আসতো না। কাজেই, তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি ফিরে এসো।' হযরত আম্মার رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ তাদের জবাবে বলেছিলেন, "বলো তোমাদের মতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কেমন?" তারা বললো, "অত্যন্ত গর্হিত কাজ।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তো অঙ্গীকার করেছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে ফিরবো না। আর কখনো কুফরকে গ্রহণ করবো না।"

আর হযরত হুযায়ফাহ্ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) বললেন, "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি এ কথার উপর যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর রসূল, ইসলাম একটি সঠিক ধর্ম, ক্বোরআন হচ্ছে ঈমান, কা'বা হচ্ছে ক্বিবলা এবং মু'মিনগণ হচ্ছেন পরস্পর ভাই ভাই।" অতঃপর এ দু'জন সাহাবী হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁকে (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঘটনার বিবরণ শুনালেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "তোমরা যথার্থই করেছো এবং তোমরা সাফল্য লাভ করেছো।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৯৪ঃ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হবার পর ইহুদী সম্প্রদায়ের পক্ষে মুসলমানদের কুফর গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ করার আকাঙ্খা করা আর এ কথা কামনা করা যে, তাঁরা (মু'মিনগণ) ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, তাদের বিদ্বেষমূলক মনোভাবের কারণেই ছিলো। বস্তুতঃ 'বিদ্বেষ' এক জগন্য দোষ।

১০৭ঃ তোমাদের কি খবর নেই যে, আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না আছে কোন অভিভাবক এবং না আছে কোন সাহায্যকারী।	اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیۡرٍ ﴿۱۰۷﴾
১০৮ঃ তোমরা কি এটাই চাও যে, তোমাদের রসূলকে সেরূপেই প্রশ্ন করবে, যেরূপ মূসার সাথে পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো (১৯১)? আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে (১৯২), সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।	اَمۡ تُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ تَسۡـَٔلُوۡا رَسُوۡلَكُمۡ كَمَا سُئِلَ مُوۡسٰی مِنۡ قَبۡلُ ؕ وَمَنۡ یَّتَبَدَّلِ الۡكُفۡرَ بِالۡاِیۡمٰنِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیۡلِ ﴿۱۰۸﴾
১০৯ঃ বহু কিতাবী কামনা করেছে (১৯৩), 'তারা যদি তোমাদেরকে (তোমাদের) ঈমান আনার পর কুফরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারতো।' তাদের অন্তরগুলোর বিদ্বেষবশতঃ (১৯৪), এরপর যে, তাদের নিকট সত্য অতিমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং তোমরা ছেড়ে দাও (ক্ষমা করে দাও) ও এড়িয়ে যাও যে পর্যন্ত আল্লাহ্ নিজ হুকুম প্রদান করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।	وَدَّ كَثِیۡرٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَوۡ یَرُدُّوۡنَكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ اِیۡمَانِكُمۡ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنۡ عِنۡدِ اَنۡفُسِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الۡحَقُّ ۚ فَاعۡفُوۡا وَاصۡفَحُوۡا حَتّٰی یَاۡتِیَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۱۰۹﴾
১১০ঃ এবং নামায কায়েক রাখো ও যাকাত দাও (১৯৫)। নিজেদের আত্মাগুলোর	وَاَقِیۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

মাসআলাঃ হাদীস শরীফ বর্ণিত, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। হিংসা পূণ্যগুলোকে তেমনভাবে গ্রাস করে, যেমনিভাবে আগুন শুষ্ক কাঠকে।"

মাসআলাঃ 'হাসাদ' (হিংসা) করা হারাম।

মাসআলাঃ যদি কেউ তার ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা গোমরাহী ও বে-দ্বীনি প্রসার করে তবে তার ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার ধ্বংস ও প্রভাবের অবসান কামনা করা হিংসার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং হারামও নয়।

টীকা-১৯৫ঃ মু'মিনদেরকে ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা ও তাদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়ার পর তাঁদেরকে স্বীয় আত্মার পরিশুদ্ধির প্রতি

মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করছেন।

টীকা-১৯৬ঃ অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায় বলছে যে, জান্নাতে শুধু ইহুদীরাই দাখিল হবে, আর খৃষ্টানদের দাবী হচ্ছে শুধু খৃষ্টানরাই। বস্তুতঃ এসব কথা তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন-ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বলে থাকে। যেমন, (আয়াত কিংবা হুকুম) রহিতকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিছক সন্দেহেগুলোকে তারা এ হীন আশায় পেশ করেছিলো যে, এতে মুসলমানদের মনে তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপভাবে, তাদেরকে (মুসলমানগণকে) জান্নাত থেকেও নিরাশ করে ইসলাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে। সুতরাং পারার শেষাংশে তাদের উক্তির উল্লেখ আছে- وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۗ [অর্থাৎ- 'এবং তারা বললো, "তোমরা ইহুদী হও কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও। (তাহলে,) তোমরা হিদায়ত লাভ করবে।'] আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের এ ভিত্তিহীন কল্পনার খন্ডন করেছেন-

টীকা-১৯৭ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, নেতিবাচক উক্তির দাবীদারের জন্যও প্রমাণ পেশ করা জরুরী। নতুবা, দাবী বাতিল ও অগ্রাহ্য হবে।

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

জন্য যে উত্তম কাজ পূর্বে প্রেরণ করবে তা আল্লাহ্র নিকট পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১ঃ এবং কিতাবীরা বললো, 'নিশ্চয় জান্নাতে যাবে না, কিন্তু সেই-ব্যক্তি, যে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হবে (১৯৬)।' এটা তাদের কল্পনাপ্রসূত আশা মাত্র। (হে হাবীব!) আপনি বলুন, '(তোমরা) পেশ করো স্বীয় প্রমাণ (১৯৭) যদি সত্যবাদী হও।'

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২ঃ হাঁ, কেন (এমন) নয়? যে ব্যক্তি আপন চেহারা ঝুঁকিয়েছে আল্লাহ্র জন্য এবং সে হয় সৎকর্মপরায়ণ (১৯৮), তবে তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন শংকা এবং না আছে কোন দুঃখ (১৯৯)

রুকূ-১৪

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩ঃ এবং ইহুদীরা বললো, 'খৃষ্টান কিছুই নয়।' আর খৃষ্টান বললো, 'ইহুদী কিছুই নয় (২০০)।' অথচ তারা কিতাব পাঠ করে (২০১)। এভাবে মূর্খরা তাদের মতো কথা বলেছে (২০২)। সুতরাং আল্লাহ্ تَعَالٰى ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা ঝগড়া করছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ

১১৪ঃ এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে (২০৩), যে আল্লাহ্র মসজিদগুলোতে বাধা

টীকা-১৯৮ঃ চাই সে যে কোন যামানার হোক, কিংবা যে কোন বংশের হোক অথবা যে কোন গোত্রের হোক।

টীকা-১৯৯ঃ এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ দাবী- 'জান্নাতের শুধু তারাই একক মালিক', সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, জান্নাতে প্রবেশাধিকারের পূর্ব শর্ত হচ্ছে- বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং সৎকর্ম। এটা তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

টীকা-২০০ঃ শানে নুযূলঃ নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ বিশ্বকুল সরদার হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাযির হলো। তারপর ইহুদী আলিমগণও আসলো। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলো। ইহুদীগণ বললো, "খৃষ্টানদের ধর্ম কিছুই নয়।" তারা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ও ইঞ্জীলকে অস্বীকার করলো। অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণ ইহুদীদেরকে বললো, "তোমাদের ধর্ম কিছুই নয়।" আর তাওরীত ও হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অস্বীকার করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২০১ঃ অর্থাৎ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা এমন মূর্খসুলভ কথা বলছে; অথচ ইঞ্জীল, যাকে খৃষ্টানগণ মান্য করে, তাতে তাওরীত ও হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবূয়্যাতের স্বীকৃতি রয়েছে। অনুরূপভাবে, তাওরীত, যাকে ইহুদীগণ মান্য করে তাতে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবূয়্যাত ও ঐসব বিধি-নিষেধের স্বীকৃতি রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।

টীকা-২০২ঃ কিতাবী আলিমদের ন্যায় ঐসব মূর্খ, যাদের না ছিলো জ্ঞান, না ছিলো কিতাব; যেমন- মূর্তি উপাসক ও অগ্নি পূজারী প্রমুখ; (তারা) প্রত্যেক ধর্ম-বিশ্বাসীকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করলো আর বলতে লাগলো, "তারা কিছুই নয়।" এসব মূর্খদের মধ্যে আরবের অংশীবাদীরাও ছিলো, যারা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য করেছিলো।

টীকা-২০৩ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অবমাননা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো- রোমের খৃষ্টানগণ বানী ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলো। তারা এদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যা করলো। তাদের ছেলেমেয়েকে বন্দী করলো। তাওরীত জ্বালিয়ে দিলো। আর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ধ্বংস সাধন করলো। তাতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করলো, শূকর যবেহ করলো। (নাঊযু বিল্লাহ!) বায়তুল মুক্বাদ্দাস হযরত ওমর ফারুক

(رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর খিলাপতকাল পর্যন্ত এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিলো। তাঁর (হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বরকতময় শাসনামলে মুসলমানগণ এ পবিত্র ঘরের পুনঃনির্মান করলেন।

অন্য একটা অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ মক্কার অংশীবাদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলামের প্রারম্ভিককালে বিশ্বকুল সরদার হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে কা'বা শরীফে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিলো। হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় এর মধ্যে নামায ও হজ্জ আদায়ে বাধা প্রদান করেছিলো।

টীকা-২০৪ঃ নামায, খোৎবা, তাসবীহ্, ওয়ায-নসীহত ও না'ত শরীফ- সবই যিকরের শামিল। আর আল্লাহ্‌র যিকরে বাধা দেয়া জঘণ্য অপরাধ-সর্বত্রই, বিশেষ করে, মসজিদগুলোতে, যেগুলো এ পূণ্যময় কাজের জন্যই নির্মান করা হয়।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি মসজিদকে যিক্‌র ও নামাযের অযোগ্য করে দেয়, সে মসজিদের ধ্বংস সাধনকারী ও বড় অত্যাচারী।

টীকা-২০৫ঃ মাসআলাঃ মসজিদের ধ্বংস সাধন যেমন নামায ও যিকরে বাধা প্রদানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তেমনি মসজিদ ভবনের ক্ষতি সাধন এবং এর অবমাননার মধ্যেও।

টীকা-২০৬ঃ পৃথিবীতে তাদের এ লাঞ্চনাই দেয়া হয় যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়, গ্রেফতার করা হয় এবং মাতৃভূমি থেকে অন্যত্র বিতাড়িত করা হয়; হযরত ওমর ফারুক্ব ও ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) এর খিলাপতকালে সিরিয়া তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে অবমাননার সাথে বিতাড়িত হয়।

সূরাঃ ০২ বাক্বারাহ	৪৫	মানযিল-Manjil 1	পারাঃ Para 1

দেয় সেগুলোতে আল্লাহ্‌র নামের চর্চা হওয়া থেকে (২০৪), এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় (২০৫)? তাদের জন্য সঙ্গত ছিলো না যে, মসজিদসমূহে যাবে, কিন্তু ভয়-বিহ্বল হয়ে *। তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা (২০৬) এবং তাদের জন্য পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি।	اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾
১১৫ঃ এবং পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই। সুতরাং তোমরা যে দিকে মুখ করো সেদিকেই 'ওয়াজ্‌হুল্লাহ্' (খোদার রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ হয়) (২০৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ।	وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

টীকা-২০৭ঃ শানে নুযূলঃ সাহাবা কিরাম রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর সাথে এক অন্ধকার রাতে সফরে ছিলেন। কা'বার দিক তাঁদের জানা ছিলো না। প্রত্যেকে যেদিকে নিজ নিজ অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছিলো সেদিকে ফিরে নামায আদায় করলেন। ভোরে তাঁরা বিশ্বকুল সরদার হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে ঘটনা আরয করলেন। তখন আয়াত শরীফ নাযিল হলো।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ক্বিবলা দিক স্থির করা সম্ভব না হলে যেদিকে ক্বিবলা বলে মনে বিশ্বাস জন্মে, সেদিকেই মুখ করে নামায পড়বে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অন্য অভিমত হচ্ছে- এটা সেই মুসাফির সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে যানবাহনের উপর নফল নামায পড়ে। যান যেদিকেই মুখ করবে সেদিকেই তার নামায দুরস্ত হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ থেকে এ মাসআলা প্রমাণিত।

অন্য এক অভিমত হলো- যখন ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ দেওয়া হলো, তখন ইহুদীরা মুসলমানদের সমালোচনা করলো। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই তিনি যেদিকে চান ক্বিবলা নির্ধারণ করবেন। এতে কারো আপত্তির কি অধিকার আছে? (খাযিন)

অন্য একটা অভিমত হলো এ আয়াত শরীফ দুআ' সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন দিকে মুখ করে দুআ' করতে হবে।' এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ সত্য থেকে পলায়ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। আর اَيْنَمَا تُوَلُّوْا (যেদিকে মুখ করো) দ্বারা সম্বোধন তাদেরকেই করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র যিকরে বাধা প্রদান করে এবং মসজিদসমূহের ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়। তারা পার্থিব লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠিন শাস্তি থেকে কখনো কোথাও পলায়ন করতে পারবে না। কেননা, পূর্ব ও পশ্চিম সবইতো আল্লাহ্‌র । যেখানেই পলায়ন করুক না কেন, তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। এ দৃষ্টিকেণ্ থেকে وَجْهُ اللّٰهِ (ওয়াজহুল্লাহ) এর অর্থ 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও উপস্থিতি' (ফাত্‌হ)

আরেক অভমত অনুযায়ী, এর অর্থ হচ্ছে- যদি কাফিরগণ কা'বা গৃহে নামায পড়তে বাধা প্রদান করে, তবে (হে মুসলমানগণ!) তোমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে (ভূ-পৃষ্ঠ) 'মসজিদ' (নামায পড়ার উপযোগী) করে দেয়া হয়েছে। যেখান থেকেই চাও ক্বিবলার দিকে মুখ করে নাযায পড়ো।

*অর্থাৎ ভয়-বিহ্বল হওয়া ছাড়া মসজিদগুলোতে প্রবেশ করা তাদের জন্য সঙ্গত ছিলো না।

টীকা-২০৮ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ হযরত উযায়র (عَلَيْهِ السَّلَام) কে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মসীহ (ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام) কে 'খোদার পুত্র' বলেছে এবং আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে 'খোদার কন্যা' বলেছে। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আল্লাহ تَعَالٰى ইরশাদ করেন, ' سُبْحٰنَهٗ ' (সুবহা-নাহু)। অর্থাৎ 'তিনি পবিত্র এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে।' তাঁর প্রতি সন্তানের সম্পর্ক রচনা করা হচ্ছে তাঁর প্রতি অপবাদ দেয়া ও বেয়াদবীই। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ تَعَالٰىইরশাদ করেন, "আদম সন্তান আমাকে গালি দিয়েছে, সে আমার সন্তান আছে বলে অপবাদ দিয়েছে; অথচ আমি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে পবিত্র।"

টীকা-২০৯ঃ 'মামলূক হওয়া' সন্তান হওয়ার পরিপন্থী। যখন সমগ্র পৃথিবী তাঁরই মামলূক (বান্দা), তখন কেউ তাঁর 'সন্তান' কিভাবে হতে পারে?
মাসআলাঃ যদি কেউ স্বীয় সন্তানের মালিক হয়ে যায় তখন সে (সন্তান) আযাদ হয়ে যাবে।

টীকা-২১০ঃ যিনি কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকেই বস্তুগুলোকে সেগুলোর সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

টীকা-২১১ঃ অর্থাৎ সৃষ্টিজগৎ তাঁর ইচ্ছার সাথে সাথে অস্তিত্বে এসে যায়।

টীকা-২১২ঃ অর্থাৎ কিতাবীগণ কিংবা মুশরিকগণ,

টীকা-২১৩ঃ অর্থাৎ "বিনা মাধ্যমে নিজে কোন কথা বলেন না, যেমন ফিরিশতাগণ ও নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর সাথে কথা বলেন?" এটা তাদের চরম অহংকার ও জঘন্য গোঁড়ামী। তারা নিজেদেরকে নাবী ও ফিরশতাদের সমকক্ষ মনে করেছে।

শানে নুযূলঃ রাফি' ইবনে খোযায়মাহ্ হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বললো, "আপনি যদি আল্লাহ্‌র রসূল হন, তবে আল্লাহ্‌কে বলুন যেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন। আর আমরাও যেন সেটা শুনতে পাই।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২১৪ঃ এটা ঐসব আয়াতকে গোঁড়ামীবশতঃ অস্বীকার করার শামিল, যেগুলো আল্লাহ্ تَعَالٰى দান করেছেন।

টীকা-২১৫ঃ অন্ধত্ব ও দৃষ্টিহীনতায়, কুফর ও মনের কঠোরতায়। এ আয়াতে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে শান্তনা দেয়া হয়েছে- আপনি তাদেরকে গোঁড়ামী ও অবাধ্যতামূলক অস্বীকারে দুঃখিত হবেন না। পূর্ববর্তী কাফিরগণও নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর সাথে এরূপ আচরণ করতো।

টীকা-২১৬ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট মু'জিযাদি সুবিবেচকদের জন্য বিশ্বকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাবূয়্যাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ; কিন্তু যে ব্যক্তি এ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনে প্রয়াসী নয় সে এসব প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

টীকা-২১৭ঃ যে, তারা কেন ঈমান আনেনি। কারণ, আপনি তো স্বীয় ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন।

টীকা-২১৮ঃ এবং এটা অসম্ভব। কেননা, তারাতো বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১১৬ঃ এবং (তারা) বললো, আল্লাহ্ নিজের জন্য সন্তান রেখেছেন (গ্রহণ করেছেন)। পবিত্রতা তাঁরই * (২০৮); বরং তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু আসমানসমূহ এবং যমীনে রয়েছে (২০৯)। সবাই তাঁর সামনে গর্দান অবনত করেছে।	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾
১১৭ঃ নতুন (নমুনা ছাড়া) সৃষ্টিকারী আসমান সমূহের ও যমীনের (২১০) এবং যখন কোন কিছুর নির্দেশ দেন তখন তাকে এটাই বলেন, 'হয়ে যাও।' তা সাথে সাথে হয়ে যায় (২১১)।	بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾
১১৮ঃ এবং মূর্খরা বললো (২১২), 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না (২১৩)? কিংবা যদি আমাদের কোন নিদর্শন মিলতো (২১৪)।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপই বলেছে- তাদের মতো কথা। এদের ও ওদের অন্তরগুলো একই ধরণের (২১৫)। নিশ্চয়ই আমি দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি (২১৬)।	وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾
১১৯ঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না (২১৭)।	اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾
১২০ঃ এবং কখনো আপনার উপর ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন না (২১৮)।	وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

* অর্থাৎ; তাদের এ অপবাদ থেকে আল্লাহ্ تَعَالٰى পবিত্র।

টীকা-২১৯ঃ সেটাই অনুসরণের যোগ্য এবং এটা ছাড়া প্রতিটি পথ বাতিল ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ।

টীকা-২২০ঃ এ সম্বোধন উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যখন জেনে নিয়েছো যে, নাবীকুল সরদার হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের নিকট সত্য ও হিদায়াত এনেছেন, তখন তোমরা কখনো কাফিরদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা। যদি এমন করে থাকো, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই। (খাযিন)

টীকা-২২১ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) বলেছেন, “এ আয়াত শরীফ ‘আহ্‌লে সফীনা’ * সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁরা হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) এর সাথে হুযূর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো ৪০। তন্মোধ্যে ৩২ জন আবিসিনিয়াবাসী আর ৮ জন সিরীয় ধর্মগুরু। তাঁদের মধ্যে ‘বুহয়রা’ নামক পাদ্রীও ছিলেন। অর্থ এ যে, বস্তুতঃ এ তাওরীতের উপর ঈমান স্থাপনকারী তারাই, যারা সেটার যথাযথ তিলাওয়াত করে থাকে, পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন ছাড়াই পাঠ করে ও মান্য করে। আর এর মধ্যে সৃষ্টিকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে হুযূরের উপর ঈমান আনে। সুতরাং হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে অবিশ্বাস করে সে তাওরীতের উপর ঈমান রাখে না।

টীকা-২২২ঃ এতে ইহুদীদের উক্তির খন্ডন করা হয়েছে। তারা বলতো, “আমাদের পিতৃপুরুষগণ বুযুর্গ ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে সুপারিশ করে মুক্ত করে নেবেন।” এ আয়াতে এ বলে তাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে যে, সুপারিশ কাফিরদের জন্য নয়।

টীকা-২২৩ঃ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর জন্ম হয় আহ্ওয়ায় প্রদেশের ‘সূস’ নামক স্থানে। অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে নামরূদের রাজ্য ‘বাবেল’ (ব্যাবিলন) এ নিয়ে আসেন। ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের অংশীবাদীগণ (মুশরিকগণ) ও সবাই তাঁর উন্নত মর্যাদার কথা স্বীকার করে। আর তারা তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করার উপর গৌরব করে। আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁর ঐসব অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কারণে সকলের উপর ইসলাম কবূল করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা, যেসব বিষয় ‘আল্লাহ্’ تَعَالٰى তাঁর উপর অপরিহার্য করেছেন, সেগুলো ইসলামের বৈশিষ্টসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-২২৪ঃ আল্লাহ্ تَعَالٰى এর পরীক্ষা হলো- বান্দার উপর কোন দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিয়ে অন্যান্যদের নিকট সেটা ‘ভাল কিংবা মন্দ হওয়া’ কে প্রকাশ করে দেন।

টীকা-২২৫ঃ যে সব কথা আল্লাহ্ تَعَالٰى হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উপর পরীক্ষার জন্য ওয়াজিব করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে কুরআনের

قُلۡ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الۡهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعۡتَ اَهۡوَآءَهُمۡ بَعۡدَ الَّذِىۡ جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿۱۲۰﴾ اَلَّذِيۡنَ اٰتَيۡنٰهُمُ الۡكِتٰبَ يَتۡلُوۡنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ ؕ وَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۱۲۱﴾

(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, ‘আল্লাহ্‌র হিদায়তই প্রকৃত হিদায়ত (২১৯)।’ এবং (হে শ্রোতা, যেই হও।) যদি তুমি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী (২২০)

১২১ঃ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা যেমনি উচিত, তা পাঠ করে। তারাই তার উপর ঈমান রাখে। আর যারা এটাকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (২২১)।

রুকূ- ১৫

يٰبَنِىۡٓ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡٓ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَنِّىۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۲۲﴾ وَاتَّقُوۡا يَوۡمًا لَّا تَجۡزِىۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَيۡـًٔا وَّلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَّلَا تَنۡفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾ وَاِذِ ابۡتَلٰٓى اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ

১২২ঃ হে য়া’কুবের বংশধরগণ! স্মরণ করো আমার ঐ অনুগ্রহকে, যা আমি তোমাদের উপর করেছি। আর ওটাও যে, আমি সে যুগের সকলের উপর তোমদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।

১২৩ঃ এবং ভয় করো সেই দিনকে, যেদিন কোন প্রাণ অন্য কারো প্রাণের বিনিময় হবেনা এবং না তাকে কিছু বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে এবং না কাফিরদেরকে কোন সুপারিশ উপকার করবে (২২২) এবং না তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

১২৪ঃ এবং যখন (২২৩) ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কতিপয় কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন (২২৪); অতঃপর তিনি সেগুলোকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন (২২৫)।

* হযরত জাফর তাইয়্যার (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) প্রথমাবস্থায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদীনা শরীফে হিজরত করলেন এবং সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো, চতুর্দিকে মুসলমানদের প্রতি মাদীনা শরীফে হিজরত করে আসার নির্দেশ হলো, তখন আবিসিনিয়ায় আশ্রিত মুসলমানদের দলটি হযরত জাফর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) এর নেতৃত্বে মাদীনা শরীফের দিকে ‘সফীনা’ বা নৌযান যোগে রওয়ানা দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা ‘আহ্‌লে সফীনা’ ‘নৌযান আরোহী দল’ নামে প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যাকারীদের কতিপয় অভিমত রয়েছে-

হযরত ক্বাতাদাহ্ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর অভিমত হচ্ছে- সেগুলো হজ্জের বিধান। হযরত মুজাহিদ বলেছেন, এ থেকে দশটা কাজ বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলো পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আ'ব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর অভিমত হচ্ছে- ঐ দশটা কাজ হচ্ছেঃ (১) গোঁফ ছোট করা, (২) কুল্লী করা, (৩) নাকে পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি ব্যবহার করা, (৪) মিস্ওয়াক করা, (৫) মাথায় সিঁথি কাটা, (৬) নখ কাটা, (৭) বগলের লোম পরিষ্কার করা, (৮) নাভীতল পরিষ্কার করা, (৯) খত্না করা এবং (১০) পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। এসব কাজ হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) এর উপর ওয়াজিব ছিলো। তবে আমাদের উপর এ গুলোর কতেক করা ওয়াজিব এবং কতেক সুন্নাত।

টীকা-২২৬ঃ মাসআলাঃ অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের মধ্যে যারা অত্যাচারী (কাফির) তারা ইমামতের পদ-মর্যাদা পাবেনা।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফির মুসলমানদের নেতা হতে পারে না। আর মুসলমানদের জন্য কাফিরদের অনুসরণ করা জায়িয হবে না।

(আল্লাহ্) ইরশাদ করেন, 'আমি তোমাকে মানুষের ইমাম সাব্যস্তকারী হই।' (হযরত ইব্রাহীম) আরয করলেন, 'এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।' (আল্লাহ্) ইরশাদ করলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারীদের ভাগ্যে জোটেনা (২২৬)।

১২৫ঃ এবং (স্মরণ করুন,) যখন আমি এ ঘরকে (২২৭) মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি (২২৮) এবং (বলেছিলাম,) ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো (২২৯)।' এবং আমি ইব্রাহীম ও ইস্মাঈলকে তাগিদ দিয়েছিলাম, 'আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো- তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ' ও সাজদাকারীদের জন্য।

১২৬ঃ এবং যখন ইব্রাহীম আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও। আর এর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন ধরণের ফল থেকে জীবিকা দান করো। যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনবে (২৩০)।' ইরশাদ করলেন, 'এবং যারা কাফির হবে তাদেরকেও এর সামান্য ভোগ করার জন্য দেবো। অতঃপর তাদেরকে দোযখের কঠিন শাস্তির দিকে (ধাবিত হতে) বাধ্য করবো এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান ফিরে যাবার।'

قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۲۴﴾

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ؕ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۱۲۶﴾

টীকা-২২৭ঃ 'বায়ত' (ঘর) কা'বা শরীফ বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে সমগ্র 'হেরম শরীফও' শামিল রয়েছে।

টীকা-২২৮ঃ 'নিরাপদ স্থল' করার এই অর্থ যে, কা'বার হেরম শরীফে হত্যা ও লুণ্ঠন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিংবা এর অর্থ- সেখানে শিকারের জন্তুর পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে। এমনকি, হেরম শরীফের অভ্যন্তরে সিংহ এবং বাঘ ইত্যাদিও শিকারকে ধাওয়া করে না; বরং ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায়। অন্য এক অভিমত হলো- মু'মিন বান্দা এতে প্রবেশ করে আল্লাহ্র কঠিন আযাব বা শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। 'হেরম'- কে হেরম এ জন্য বলা হয় যে, এর অভ্যন্তরে হত্যা, যুলুম ও শিকার করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (তাফসীর-ই-আহ্মদী) যদি কোন দোষী ব্যক্তিও তাতে প্রবেশ করে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। (মাদারিক)

টীকা-২২৯ঃ 'মাক্বাম-ই-ইব্রাহীম' হচ্ছে- ঐ পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) কা'বা মু'আয্যমাহ্ নির্মান করেছিলেন। আর এর উপর তাঁর (হযরত ইব্রাহীম عَلَیْهِ السَّلَام) এর ক্বদম মুবারকের চিহ্ন বিদ্যমান। এটাকে নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করার হুকুম 'মুস্তাহাব নির্দেশক।'

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- উক্ত নামায দ্বারা তাওয়াফের দু'রাক'আত নামাযই উদ্দেশ্য। (আহ্মাদী ইত্যাদি)

টীকা-২৩০ঃ যেহেতু 'ইমামত' এর ক্ষেত্রে لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ [আমার প্রতিশ্রুতি (ইমামত) যালিমদের ভাগ্যে জোটেনা।] ইরশাদ হয়েছিলো, সেহেতু হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) তাঁর প্রার্থনায় শুধু মু'মিনদেরকেই খাস করেছেন। বস্তুতঃ এটাই আদবের মহিমা। আল্লাহ্ تَعَالٰی মেহেরবানী করেছেন, তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন, "জীবিকা সবাইকে দেয়া হবে- মু'মিনদেরকেও কাফিরদেরকেও।" কিন্তু কাফিরদের জীবিকা হবে নগণ্য। অর্থাৎ শুধু পার্থিব জীবনেই তারা উপকৃত হতে পারবে।

টীকা-২৩১ঃ প্রথমবার কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام); এবং নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর তুফানের পর হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) সেই ভিত্তির উপর তা নির্মান করেছিলেন। এ বিশেষ নির্মানকাজ তাঁরই পবিত্র হস্তে সম্পাদিত হয়। এর জন্য পাথর সংগ্রহ করে আনার খিদমত ও সৌভাগ্য হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাগ্যেও জুটেছিলো। উভয় মহান ব্যক্তিত্ব তখন এ প্রার্থনাই করেছিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ খিদমত ও বন্দেগী গ্রহণ করো।"

টীকা-২৩২ঃ এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্র একান্ত অনুগত এবং নিতান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের এ প্রার্থনা এ জন্যই ছিলো যে, (তাঁরা) আনুগত্য ও নিষ্ঠায় আরো অধিক পূর্ণতার আকাংখা পোষণ করেন। বন্দেগীর স্বাদ কখনো মিটেনা। سُبْحٰنَ اللهُ সুব্হানাল্লাহ। যেমন কবি বলেন, فکر ہر کس بقدر ہمت اوست অর্থাৎ প্রত্যেকের চিন্তাধারা তার হিম্মত অনুপাতেই হয়'।

টীকা-২৩৩ঃ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) ছিলেন 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের পক্ষ থেকে এটা নিতান্ত বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহ্-ওয়ালাদের জন্য শিক্ষার আদর্শ ছিলো।

১২৭ঃ এবং যখন উঠাচ্ছিল ইব্রাহীম এ ঘরের ভিত্তিগুলো এবং ইসমাঈল, এ প্রার্থনারত অবস্থায়- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো (২৩১)। নিশ্চয় তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।	وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾
১২৮ঃ হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদেরকে তোমারই সামনে গর্দান অবনতকারী (২৩২) এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটা উম্মতকে তোমারই অনুগত করো। আমাদেরকে আমাদের 'ইবাদতের নিয়ম-কানুন বলে দাও এবং আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টিপাত করো (২৩৩)। নিশ্চয় তুমিই অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।	رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾
১২৯ঃ হে প্রতিপালক আমাদের! এবং প্রেরণ করো তাদের মধ্যে (২৩৪) একজন রসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে তোমার কিতাব (২৩৫) ও পরিপক্ক জ্ঞান (২৩৬) শিক্ষা দেবেন	رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

মাসআলাঃ এ স্থানটা প্রার্থনা কবূল হবারই এবং এখানে দুআ' ও তাওবা করা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সুন্নাত।

টীকা-২৩৪ঃ অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর বংশধরদের অনুকূলে এ দুআ' নাবীকুল সরদার হযরত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যই ছিলো। অর্থাৎ কা'বা মুআয্যামার নির্মাণ কাজের মহান খিদমত সম্পন্ন করা এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করার পর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এ প্রার্থনাই করেছিলেন- "হে প্রতিপালক! তোমার মাহ্বুব, শেষ যমানার নাবী হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমাদেরই বংশের মধ্য থেকে প্রকাশ করো এবং এ মর্যাদা আমাদেরকেই দান করো।" এ প্রার্থনা কবূল হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর পুত্র হযরত ইস্মাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশের মধ্যে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ব্যতীত আর কোন নাবী আসেন নি। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশের মধ্যে অন্যান্য নাবীগন হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশ থেকে আবির্ভূত হন।

মাসআলাঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর কারীম, রাঊফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় মিলাদ শরীফ নিজেই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাভী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "আমি আল্লাহ্ تَعَالٰى এর নিকট 'খাতামুন্নাবীয়্যীন' (শেষ নাবী) হিসেবেই লিখিত ছিলাম এমতাবস্থায়ই, যখন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পবিত্র গড়নের খামীর তৈরি হচ্ছিলো। আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি- আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর দুআ', হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সুসংবাদ, আমি আপন মহীয়সী মাতার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা তিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন এবং তাঁর সামনে একটা উজ্জ্বল 'নূর' প্রকাশিত হয়েছিলো, যার আলোকে সিরিয়ার রাজ-প্রাসাদ এবং অট্টালিকাগুলো তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিলো।" এ হাদীসে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রার্থনা বলতে ঐ প্রার্থনাকেই বুঝায়, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ تَعَالٰى এ দুআ' কবূল করেছেন এবং শেষ যমানায় নাবীকূল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর এ অনুগ্রহের উপর আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা। (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-২৩৫ঃ 'এ কিতাব' দ্বারা 'পবিত্র ক্বুরআন' এবং 'এর শিক্ষা' দ্বারা এর 'তত্ত্ব ও অর্থসমূহ শিখানো' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৩৬ঃ 'হিকমত' শব্দের অর্থ সম্পর্কে অনেক অভিমত রয়েছে- কারো মতে, 'হিকমত' অর্থ 'ফিক্বহ'। হযরত ক্বাতাদাহ্র অভিমতানুসারে, 'হিকমত'

সুন্নাহ্রই নাম। কেউ কেউ বলেন, 'হিকমত' 'আহকাম' (বিধি-বিধান) সম্বন্ধনীয় জ্ঞানকেই বলা হয়। সারকথা হলো- 'হিকমত' হচ্ছে 'ইলমে আস্‌রার বা গূঢ় রসহস্যসমূহের জ্ঞান'।

টীকা-২৩৭ঃ 'পবিত্র করা'র এ অর্থ যে, সত্তা ও আত্মাসমূহের ফলক (বা মূল উপাদান) কে ময়লা থেকে পবিত্র করে পর্দা অপসারণ করা এবং যোগ্যতার লুক্কায়িত শক্তির আয়নাকে পরিষ্কার করে সেগুলোকে এমন যোগ্য করে তোলা যেন সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টির তত্তসমূহ উদ্ভাসিত হতে পারে।

টীকা-২৩৮ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদী আ'লিমদের মধ্য থেকে হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বীয় দুই ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাজির ও সালামাহ্কে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى তাওরীতে ইরশাদ করেছেন- আমি হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধর থেকে একজন নাবী পয়দা করবো, যাঁর নাম হবে 'আহ্‌মাদ। যে ব্যক্তি তার উপর ঈমান আনবে সে সঠিক রাস্তা পাবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না সে মালঊ'ন (অভিশপ্ত)।" একথা শুনে সালামাহ্ ঈমান আনলেন; কিন্তু মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

এ ঘটনার পর আল্লাহ্ تَعَالٰى এ আয়াত শরীফ নাযিল করে একথা প্রকাশ করে দিলেন যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) নিজেই এ মহাসম্মানিত রসূল প্রেরিত হবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দ্বীন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

এর মধ্যে ইহুদী, খৃষ্টান, আরবের মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যারা গর্ব করে ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে নিজেদের সম্পর্কের দাবী করতো। যখন তারা তাঁর (হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام) দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন তাদের আর আভিজাত্য রইলো কোথায়?

টীকা-২৩৯ঃ 'রিসালাত' ও 'বন্ধুত্ব' দ্বারা যথাক্রমে রসূল ও বন্ধু (খলীল) করেছেন।

টীকা-২৪০ঃ যাঁদের জন্য রয়েছে উন্নত মর্যাদাসমূহ। কাজেই, যখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) উভয় জাহানে সম্মানের অধিকারী, তখন তাঁর তরীক্বা এবং ধর্ম থেকে যে বিরত থাকে সে নিঃসন্দেহে অজ্ঞ ও নির্বোধ।

টীকা-২৪১ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তারা বলেছিলো যে, হযরত য়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর ওফাতের দিন স্বীয় বংশধরদেরকে ইহুদী মতবাদেই প্রতিষ্ঠিত থাকার ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ تَعَالٰى এদের এ মিথ্যা অপবাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল করেছেন- (খাযিন)। অর্থাৎ (ইরশাদ করেন,) হে বানী ইসরাঈল। তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ হযরত য়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর (ইহ জীবনের) শেষ মুহূর্তে তাঁরই নিকট উপস্থিত ছিলেন, যখন স্বীয় পুত্রদের ডেকে তাদের নিকট থেকে ইসলাম ও আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। আর সেই স্বীকারোক্তি ছিলো যা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

টীকা-২৪২ঃ হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে (আয়াতে) হযরত য়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পূর্ব পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা এ জন্যই ছিলো

وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾	অতি পবিত্র করবেন (২৩৭)। নিশ্চয়, তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ'-১৬

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾	১৩০ঃ এবং ইব্রাহীমের দ্বীন থেকে কে বিমুখ হবে (২৩৮) ঐ ব্যক্তি ব্যতিত, যে অন্তরের (দিক দিয়ে) নির্বোধ? এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে তাকে মনোনীত করে নিয়েছি (২৩৯); এবং নিশ্চয় সে পরকালে আমার খাস নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত (২৪০)
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾	১৩১ঃ যখন তাকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, 'গর্দান অবনত করো (আত্মসমর্পণ করো)। আরয করলো, 'আমি গর্দান অবনত করেছি তাঁরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।
وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۖ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾	১৩২ঃ এবং সেই দ্বীন সম্পর্কে ওসীয়ত করেছিলো স্বীয় পুত্রদেরকে এবং য়া'কূবও- 'হে আমার পুত্রগণ। আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করে নিয়েছেন। সুতরাং মৃত্যুবরণ করো না, কিন্তু মুসলমান হয়ে।'
أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾	১৩৩ঃ বরং তোমাদের মধ্য থেকে (তোমরা) নিজেরাই উপস্থিত ছিলে (২৪১) যখন য়া'কূবের নিকট মৃত্যু এসেছিলো; যখনই তিনি আপন পুত্রদেরকে বলেছিলেন, 'আমার পরে কার ইবাদত করবে?' (তারা) আরয করলো, 'আমরা ইবাদত করবো তাঁরই, যিনি খোদা হন আপনার এবং আপনার পিতামহ ইব্রাহীম, ইসমাঈল (২৪২) এবং ইসহাক্বের, একমাত্র খোদা; এবং আমরা তাঁরই সামনে গর্দান রেখেছি।

যে, তিনি তাঁর চাচা হন। চাচা পিতারই স্থলাভিষিক্ত। যেমন, হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর (হযরত ইসমাঈল) নাম হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি কারণে। একটি কারণ হচ্ছেঃ তিনি হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام) অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছেঃ তিনি নাবীকুল সরদার হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পিতামহ।

টীকা-২৪৩ঃ অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত য়া'কূব (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এবং তাঁদের মুসলিম বংশধরগণ।

টীকা-২৪৪ঃ হে ইহুদীরা! তোমরা তাদের নামে মিথ্যা রটনা করো না।

১৩৪ঃ এ (২৪৩) এক উম্মত; যারা গত হয়েছে (২৪৪), তাদের জন্য রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা অর্জন করবে; এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫ঃ এবং কিতাবীরা বললো (২৪৫), 'ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, ঠিক পথ পাবে।' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'বরং আমিতো ইব্রাহীমের দ্বীনকেই গ্রহণ করছি, যিনি সব রকমের বাতিল থেকে মুক্ত ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (২৪৬)।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬ঃ এভাবে আরয করো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং তারই উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর যা অবতারণ করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁরই বংশধরদের উপর। আর (তারই উপর,) যা দান করা হয়েছে অন্যান্য নাবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করিনা এবং আমরা আল্লাহ্র সামনে গর্দান রেখেছি।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭ঃ অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবে তো তারা হিদায়ত (সঠিক পথের দিশা) পেয়ে যেতো। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা নিরেট একগুঁয়েমীর মধ্যে রয়েছে (২৪৭)। তবে হে মাহ্বুব! অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ই তাদের দিক থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তিনিই শ্রোতা, জ্ঞাতা (২৪৮)।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

টীকা-২৪৫ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আ'ব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং নাজরানবাসী খৃষ্টানদের জবাবে নাযিল হয়েছে। ইহুদীরা তো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছিলো যে, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -ই সমস্ত নাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর তাওরীত সব কিতাব অপেক্ষা উত্তম এবং ইহুদী ধর্মই সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এতদ্সঙ্গে, তারা হযরত সরওয়ারে কা-ইনাত মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ইঞ্জীল এবং কুরআনকে অস্বীকার করে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, "তোমরা ইহুদী হয়ে যাও" অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণও তাদের ধর্মই একমাত্র সত্য বলে দাবী করে মুসলমানদেরকে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার আহ্বান করেছিলো। এ জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৪৬ঃ এ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো মুশরিক (অংশীবাদী)। এ জন্য তোমাদের হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করা ভিত্তিহীন। অতঃপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ হচ্ছে যেন তারাও ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে বলে দেয়- "আমরা তো ঈমান এনেছি।" (আয়াত দেখুন।)

টীকা-২৪৭ঃ এবং তাদের মধ্যে সত্য-সন্ধানের চিহ্নও নেই।

টীকা-২৪৮ঃ এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি যে, তিনি স্বীয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আধিপত্য দান করবেন। এর মধ্যে অদৃশ্যের সংবাদও রয়েছে যে, ভবিষ্যতে অর্জিত হবে এমন বিজয়ের কথা প্রথম থেকেই প্রকাশ করেছেন। এতে নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى এর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। আর এ অদৃশ্যের সংবাদও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কাফিরদের বিদ্বেষ, গোঁড়ামী এবং ষড়যন্ত্রগুলোর কারণে হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই জয়ী হয়েছেন। বনূ ক্বোরায়যাকে হত্যা করা হলো, বনূ নযীর আপন জন্মস্থান থেকে বহিস্কৃত হলো। আর ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর 'জিয্য়া' অবধারিত হলো।

টীকা-২৪৯ঃ অর্থাৎ যেভাবে রং কাপড়ের বাইরে ও ভিতরে প্রসারিত হয়, অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের সত্য বিশ্বাসগুলোও আমাদের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ভিতরে ও বাইরে, অন্তরে ও শরীর তাঁরই রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আমাদের রং (শুধু) জাহেরী রং নয়, যা কোন উপকারেই করে না; বরং এটা অন্তরসমূহকে পবিত্র করে। বাইরে এর চিহ্নসমূহ চালচলন ও কার্যকলাপ থেকে প্রকাশ পায়। খৃষ্টানগণ যখন আপন ধর্মে দাখিল করে কিংবা তাদের নিকট কোন সন্তান জন্ম নেয় তখন তারা পানিতে হলদে রং মিশিয়ে তাতে সে ব্যক্তি কিংবা পুত্রকে ডুব দেয়ায় আর বলে থাকে, "এখন সে প্রকৃত খৃষ্টান হয়েছে"। এ আয়াতে এরই খন্ডন করা হয়েছে যে, এ জাহেরী রং কোন কাজে আসবে না।

১৩৮ঃ আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি (২৪৯) এবং আল্লাহ্‌র রং অপেক্ষা কার রং অধিক উত্তম? এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯ঃ (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌ সম্পর্কে (আমাদের সাথে) কি (তোমরা) বিতর্ক করছো (২৫০)? অথচ তিনি আমাদেরও মালিক এবং তোমাদেরও (২৫১); এবং আমাদের কর্ম আমাদের সাথে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের সাথে; এবং আমরা শুধু তাঁরই (২৫২);

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمٰلُنَا وَلَكُمْ اَعْمٰلُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০ঃ বরং তোমরা এটাই বলে থাকো যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁদের পুত্রগণ ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন। (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'জ্ঞান কি আমাদের বেশী, না আল্লাহ্‌র (২৫৩)? এবং তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে, যার নিকট রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষে সাক্ষ্য, আর সে গোপন করে (২৫৪)? এবং খোদা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।'

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰدَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১ঃ সেই একটা জনগোষ্ঠী, যারা গত হয়েছে। তাদের জন্য তাদের অর্জিত বস্তু। আর তাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। *

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

টীকা-২৫০ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "আমরাই সর্বপ্রথম আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। আমাদের ক্বিবলাই প্রাচীনতম, আমাদের ধর্মই প্রাচীন। নাবীগণ আমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি নাবী হতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হতেন।" তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৫১ঃ তাঁরই পূর্ণ ইখতিয়ার। তিনি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকেই ইচ্ছা নাবী করেন- হোক আরব থেকে, নতুবা অন্য কোন দেশ বা গোত্র থেকে।

টীকা-২৫২ঃ আমরা অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করিনা এবং ইবাদত ও আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য করি। কাজেই, আমরাই প্রকৃত সম্মান ও পুরস্কারের উপযোগী।

টীকা-২৫৩ঃ এর অকাট্য জবাব হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ্‌ সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। কাজেই, তিনিই যখন বলেছেন- مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا (অর্থাৎ 'হযরত ইব্রাহীম না ছিলেন ইহুদী, না ছিলেন খৃষ্টান) তখন তোমাদের এ কথা বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-২৫৪ঃ এটা হচ্ছে ইহুদীদের অবস্থা, যারা আল্লাহ্‌ تَعَالٰى এর সাক্ষ্যগুলো গোপন করেছে, যা তাওরীতে উল্লেখিত ছিলো, তা হলো, 'মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁরই নাবী'। আর তাঁর বৈশিষ্টাবলী হবে এরূপ এবং হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام মুসলমানই ছিলেন আর একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম; ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম নয়। *

প্রথম পারা সমাপ্ত

দ্বিতীয় পারা

টীকা - ২৫৫ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা মু'আয্যমাকে ক্বিবলা করা হলো, তখন এর উপর তারা সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো। কেননা, এটা তাদের অপছন্দনীয় ছিলো এবং তারা 'রহিতকরণ'-এ বিশ্বাসী ছিলো না।

এক অভিমত অনুসারে, এ আয়াত শরীফ মক্কার কাফিরদের প্রসঙ্গে এবং অপর অভিমত অনুসারে, মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। আর এটাও হতে পারে যে, তা দ্বারা কাফিরদের এ সমস্ত দলের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তিরস্কার ও সমালোচনায় সবাই শরীক ছিলো।

আর কাফিরদের সমালোচনার পূর্বে ক্বোরআন পাকে এর সংবাদ দেয়া অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

(আয়াতে) সমালোচনাকারীদেরকে এ জন্যই নির্বোধ বলা হয়েছে যে, তারা নিতান্ত সুস্পষ্ট কথার উপর আপত্তি করেছে; অথচ পূর্ববর্তী নাবীগণ শেষ নাবীর বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে তাঁর উপাধি 'যুল ক্বিবলাতায়ঈন' (দু'ক্বিবলার অধিকারী) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর ক্বিবলা পরিবর্তন এ কথারই বাস্তব প্রমাণ যে, ইনি হচ্ছেন সেই মহা-মর্যাদাবান নাবী, যাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নাবীগণ সংবাদ নিয়ে এসেছেন। এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন থেকে উপকার গ্রহণ না করা, বরং আপত্তিকারী হওয়া পূর্ণ নির্বুদ্ধিতারই প্রমাণ।

টীকা - ২৫৬ঃ 'ক্বিবলা' সেই দিককে বলা হয়, যার প্রতি মুখ করে মানুষ নামায আদায় করে। এখানে 'ক্বিবলা' দ্বারা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বুঝানো হয়েছে।

টীকা - ২৫৭ঃ তাঁরই ইখতিয়ার হচ্ছে- যে দিককেই ক্বিবলা করবেন। অন্য কারো আপত্তি করার কি অবকাশ আছে? বান্দার কাজ হচ্ছে- আনুগত্য করা।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	রুকূ-১৭	৫৩	মানযিল-১	পারাঃ ২

১৪২ঃ এখন বলবে (২৫৫) নির্বোধ লোকেরা, 'কে ফিরিয়ে দিলো মুসলমানদেরকে তাদের সেই ক্বিবলা থেকে, যার উপর (তারা) ছিলো (২৫৬)?' আপনি বলে দিন, 'পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই (২৫৭)। তিনি যাকে চান সোজা পথে পরিচালিত করেন।'	سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۴۲﴾
১৪৩ঃ এবং কথা হলো এরূপই যে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও (২৫৮)	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

টীকা - ২৫৮ঃ ইহ ও পরকালে।

মাসআলাঃ পৃথিবীতে তো এই যে, মুসলমানদের সাক্ষ্য মু'মিন ও কাফির সবারই বেলায় শরীয়ত মোতাবিক গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কাফিরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের বেলায় নির্ভরযোগ্য নয়।

মাসআলাঃ এ থেকে এ কথা প্রতীভাত হয় যে, এ উম্মতগণের 'ঐক্যমত' (اجماع) অনিবার্যরূপে গ্রহণযোগ্য দলীল।

মাসআলাঃ মৃতদের বেলায়ও উম্মতের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। রহমত ও আযাবের ফিরিশতাগণ তদানুযায়ী কাজ করে থাকেন। সিহাহ্‌র হাদীসে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মুখ দিয়ে একটা জানাযা অতিক্রম করলো। সাহাবা কিরাম মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করলেন। হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন "অনিবার্য হয়েছে।" অতঃপর অন্য একটা জানাযা অতিক্রম করলো। সাহাবা কিরাম (মৃত ব্যক্তিটির) দোষ-ত্রুটির কথা আলোচনা করলেন। হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "অবধারিত হয়েছে"। হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন, "হুযূর! কি জিনিষ অবধারিত হয়েছে?" হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "প্রথম মৃতের তোমরা প্রশংসা করেছো। তার জন্য বেহেশ্‌ত অনিবার্য হয়েছে। অপর মৃতজনের তোমরা দোষ-ত্রুটি আলোচনা করেছো। তার জন্য দোযখ অবধারিত হয়েছে। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।" অতঃপর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন।

মাসআলাঃ এসব সাক্ষ্য প্রদান উম্মতের মধ্যে সৎ ব্যক্তিবর্গ ও সত্যবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এসব সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবার জন্য রসনার সংযম পূর্বশর্ত। যারা রসনাকে সংযত করেনা, বরং অনর্থক ও শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা তাদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে এবং অন্যায়ভাবে অভিশম্পাত করে থাকে, সেহাহ্‌র হাদীস শরীফে বর্ণিত, রোজ ক্বিয়ামতে তারা না সুপারিশকারী হবে, না সাক্ষী।

এ উম্মতের একটা সাক্ষ্য এটাও যে, পরকালে যখন পূর্ব ও পরবর্তী সবাই একত্রিত হবে এবং কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, "তোমাদের নিকট কি আমার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও বিধি-নিষেধ পৌঁছানোর জন্য কেউ আসেননি?" তখন তারা তা অস্বীকার করবে এবং বলবে, "না, কেউ যায়নি।" সম্মানিত নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাঁরা আরয করবেন, "এরা মিথ্যুক। আমরা তাদের নিকট আপনার বিধি-নিষেধ পৌঁছিয়ে দিয়েছি।" এর উপর তাঁদের (নাবীগণ) নিকট থেকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকরণের নিমিত্ত দলীল তলব করা হবে। তাঁরা আরয করবেন, "উম্মতে মুহাম্মদী-ই আমাদের সাক্ষী।" (তখন) এ উম্মতই নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, ঐসব সত্তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন। তখন পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরগণ বলবে, "এরা কি করে জানে? তারা তো আমাদের পরে পৃথিবীতে এসেছে। "জিজ্ঞাসা করা হবে- তোমরা কি করে জানতে পারলে? তারা আরয করবে, "হে প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি আপনার রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -কে প্রেরণ করেছেন, ক্বোরআন পাক নাযিল করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি যে, সম্মানিত নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ধর্ম প্রচারের গুরু দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন।" অতঃপর নাবীকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর উম্মতের এ সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের সত্যায়ন করবেন।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, পরিচিত বস্তুগুলো থেকে পরস্পর পরস্পর থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে দেয়া সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যেসব বিষয়াদি সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান শুনেই অর্জিত হয় তার উপর সাক্ষ্য দেয়া যায়।

টীকা - ২৫৯ঃ উম্মতগণের তো রসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ কর্তৃক অবহিত করণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থাদি এবং নাবীগণের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে এবং রসূলে কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, নবূয়তের জ্যোতি দ্বারা প্রত্যেকের অবস্থা, তার ঈমানের হাক্বীকৃত, সৎ কিংবা অসৎ কর্মসমূহ এবং নিষ্ঠা ও কপটতা- সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।

মাসআলাঃ এ জন্যই হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর সাক্ষ্য পৃথিবীতে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী উম্মতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) আপন যুগের উপস্থিতদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, যেমন- সাহাবা, স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণ ও আহ্‌লে বায়তের ফযীলত ও বৈশিষ্টাবলী অথবা অনুপস্থিতগণ ও পরবর্তীদের সম্পর্কে, যেমন- হযরত ওয়াইস ও ইমাম মাহদী প্রমুখ সম্পর্কে, এসব কিছুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

মাসআলাঃ প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মতের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়, যাতে ক্বিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেহেতু, আমাদের নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর সাক্ষ্য 'ব্যাপক' (عام) হবে, সেহেতু হুযূর সমস্ত উম্মতের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত আছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এখানে (شَهِيْدٌ) (সাক্ষী) 'অবহিত' (مطلع) অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা, 'শাহাদাত' (شہادت) শব্দটা 'জ্ঞান' ও 'অবগতি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ تَعَالٰى ইরশাদ ফরমান-

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدٌ

(অর্থাৎ- আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, অবহিত।)

টীকা - ২৬০ঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ প্রথমে কা'বার দিকে নামায পড়তেন। হিজরতের পর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সতের মাসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেদিকে নামায আদায় করেন। পরে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ ক্বিবলা পরিবর্তনের একটা হিকমত এরূপ ইরশাদ হয়েছে যে, এতে কাফির ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য ও বাছাই হয়ে যাবে। সুতরাং তাই হয়েছে।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৫৪	মানযিল-১	পারাঃ ২
আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী (২৫৯), এবং হে মাহ্‌বুব! আপনি ইতিপূর্বে যেই ক্বিবলার উপর ছিলেন, আমি সেটাকে এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম যেন দেখি- কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে উল্টো পায়ে ফিরে যাচ্ছে (২৬০)। এবং নিশ্চয় এটা ভারী (কঠিন), কিন্তু তাদের উপর (ভারী ছিলোনা) যাদেরকে আল্লাহ্ تَعَالٰى হিদায়ত প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্‌র জন্য এটা শোভা পায় না যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করবেন (২৬১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু।		وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾	
১৪৪ঃ আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো (২৬২)। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই ক্বিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এখনই আপনার মুখ ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে, এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেটার দিকে ফিরাও (২৬৩)		قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ	

টীকা - ২৬১ঃ শানে নুযূলঃ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার-কালে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ক্বিবলা পরিবর্তনের পর তাঁদের নামাযের হুকুমের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর (তাঁদেরকে) শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের নামাযগুলো বিফল হয়নি। সেগুলোর উপর সাওয়াব পাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 'নামায' কে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, নামায আদায় করা, বিশেষতঃ জামা'আত সহকারে পড়া ঈমানেরই প্রমাণ।

টীকা - ২৬২ঃ শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর নিকট কা'বা মু'আয্‌যমাকেই ক্বিবলা করা আন্তরিকভাবে কাম্য ছিলো। আর হুযূর এ আশায়ই আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নামাযের মধ্যেই কা'বা শরীফের দিকে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে মুসলমানগণও সেদিকে মুখ ফিরালেন।

মাসআলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى এর নিকট হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর সন্তুষ্টি গ্রহণযোগ্য এবং তাঁরই খাতিরে কা'বাকে ক্বিবলা করা হয়েছে।

টীকা - ২৬৩ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযের মধ্যে ক্বিবলার দিকে মুখ করা 'ফরয'।

টীকা - ২৬৪ঃ কেননা, তাদের কিতাবসমূহে হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলীর পরম্পরায় এ কথাও উল্লেখ ছিলো যে, তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ফিরবেন। আর তাদের নাবীগণ সুসংবাদসমূহের সাথে সাথে হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ নিদর্শনও বর্ণনা করেছিলেন যে, তিনি 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ও 'কা'বা'- উভয় ক্বিবলার দিকেই নামায পড়বেন।

টীকা - ২৬৫ঃ কেননা, নিদর্শন তার জন্য উপকারী হতে পারে, যে কোন সন্দেহের কারণে অস্বীকারকারী হয়। এরাতো হিংসা ও গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করছে। এ থেকে তাদের কি উপকার হবে?

টীকা - ২৬৬ঃ অর্থ হচ্ছে- এ ক্বিবলা 'মানসূখ' (রহিত) হবে না। কাজেই কিতাবীদের এ আকাঙ্খা না রাখা চাই যে, হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের মধ্যে কারো ক্বিবলার দিকে ফিরবেন।

আর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা নিশ্চয় জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (২৬৪) এবং আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।	وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾
১৪৫ঃ এবং আপনি যদি সেই কিতাবীদের নিকট সমস্ত নিদর্শন নিয়ে আসেন, (তবুও) তারা আপনার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না (২৬৫) এবং না আপনি তাদের ক্বিবলার অনুসরণ করবেন- (২৬৬) এবং তারা পরস্পরের মধ্যেও একে অপরের ক্বিবলার অনুসারী নয় (২৬৭), এবং (ওহে শ্রোতা! যেই হওনা কেন,) এর পরে যে, তোমার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তখন তুমি অবশ্যই যালিম হবে।	وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۵﴾
১৪৬ঃ যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি (২৬৮) তারা এ নাবীকে এমনিভাবে চিনে যেমন মানুষ তার পুত্র-সন্তানদের চিনে (২৬৯) এবং নিশ্চয়ই তাদের একটা দল জেনে বুঝে সত্য গোপন করে (২৭০)।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴۶﴾
১৪৭ঃ (হে শ্রোতা!) এটা সত্য তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে (অথবা সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আসে)। সুতরাং তুমি হুশিয়ার! তুমি সন্দেহ করোনা।	اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

টীকা - ২৬৭ঃ প্রত্যেকের ক্বিবলা পৃথক। ইহুদীরাতো 'সাখ্‌রা-ই-বায়তুল মুক্বাদ্দাস' কে তাদের ক্বিবলা সাব্যস্ত করে থাকে এবং খৃষ্টানরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ঐ পূর্ব পার্শ্বস্থ স্থানকে ক্বিবলা সাব্যস্ত করে, যেখানে হযরত মাসীহ (ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام) এর পবিত্র 'রূহ' ফুৎকার সম্পন্ন হয়েছিলো। (ফাতূহ)

টীকা - ২৬৮ঃ অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আ'লিমগণ।

টীকা - ২৬৯ঃ অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে শেষ যামানার নাবী বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনাবলী বিশদরূপে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেগুলোর মাধ্যমে কিতাবী আ'লিমগণের মনে হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শেষ নাবী হবার সম্পর্কে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। আর তারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সেই সর্বোন্নত পদমর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণতম ধারণা সহকারে অবহিত ছিলো। ইহুদী সম্প্রদায়ের দক্ষ আ'লিমদের (আহ্বার) মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তখন হযরত ওমর ফারুক (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- يَعْرِفُوْنَهٗ (ইয়া'রিফূনাহু) আল্-আয়াতের মধ্যে যে পরিচিতির কথা ইরশাদ করা হয়েছে, তার প্রকৃতি কি? তিনি জবাবে বললেন, "হে ওমর! আমি হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে দেখা মাত্রই নিঃসন্দেহে চিনতে পেরেছি এবং আমার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে চিনতে পারা আমার সন্তান-সন্ততিদের চেনার চাইতে বহুগুণ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।" হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বললেন, "কিভাবে?" তিনি বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তাঁরই প্রেরিত রসূল। তাঁর গুণাবলী আল্লাহ্ تَعَالٰی আমাদের কিতাব তাওরীতে বর্ণনা করেছেন। সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে এমনি 'ইয়াক্বীন' (নিশ্চয়তা) কিভাবে হতে পারে? স্ত্রীলোকদের অবস্থা এমনি অকাট্যভাবে কিরূপে জানা যেতে পারে?" (এ জবাব শুনে) হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) তাঁর কপালে চুম্বন দিলেন।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'যৌন- কামনা' এর ক্ষেত্র ছাড়া ধর্মীয় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে কপালে চুম্বন করা জায়েয।

টীকা - ২৭০ঃ অর্থাৎ তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোকে কিতাবী আ'লিমদের একটা দল হিংসা ও গোঁড়ামী বশতঃ জেনেশুনে গোপন করে।

মাসআলাঃ সত্য গোপন করা অবাধ্যতা ও গুনাহ্র শামিল।

টীকা - ২৭১ঃ ক্বিয়ামতের দিন সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেবেন।

টীকা - ২৭২ঃ অর্থাৎ চাই তোমরা যে কোন শহর থেকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হও, নামাযে কিন্তু নিজেদের মুখ 'মসজিদে হারাম' (কা'বা) এর দিকে ফিরাও।

টীকা - ২৭৩ঃ এবং কাফিরগণ সমালোচনা করার সুযোগ না পায় যে, তাঁরা ক্বুরাইশগোত্রীয়দের বিরোধীতা করতে গিয়ে হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর ক্বিবলাকেও ছেড়ে দিয়েছে, অথচ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলেন তাঁদেরই বংশধর এবং তাঁদের মহত্ব ও মহা মর্যাদার কথা স্বীকারও করে থাকেন।

টীকা - ২৭৪ঃ এবং গোঁড়ামীর ভিত্তিতে অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করে।

টীকা - ২৭৫ঃ অর্থাৎ সৈয়্যদে আ'লম মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

টীকা - ২৭৬ঃ শির্ক ও গুনাহ্র অপবিত্রতা থেকে।

টীকা - ২৭৭ঃ 'হিকমত' (পরিপক্ক জ্ঞান) দ্বারা মুফাস্সিরগণ 'ফিক্বহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান' বুঝিয়েছেন।

টীকা - ২৭৮ঃ 'যিকর' তিন প্রকারের হয়ে থাকেঃ ১) মৌখিক (لِسَانِىْ), ২) আন্তরিক (قَلْبِىْ), ৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে (بِالْجَوَارِح)।

মৌখিক যিক্র হচ্ছে- তাস্বীহ্, তাক্বদীস (আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা জ্ঞাপক যিক্র) এবং হামদ ও প্রশংসা ইত্যাদি বর্ণনা করা। খোতবা, তাওবা, ইসতিগফার ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

আন্তরিক যিকর হচ্ছে- আল্লাহ্ تَعَالٰى এর অনুগ্রহ রাজির কথা স্মরণ করা, তাঁর মহত্ব, সর্বোন্নত মর্যাদা এবং তাঁরই ক্বুদরতের প্রমাণাদির উপর চিন্তা-ভাবনা করা। আ'লিমগণের (ফক্বীহগণ) মাস্আলা বা কোন বিষয়ের সমাধান বের করার জন্য গবেষণা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

অঙ্গ প্রতঙ্গ সহকারে যিক্র হচ্ছে- অঙ্গ প্রতঙ্গ আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হওয়া। যেমন হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সফর করা। এটা এ প্রকারের যিক্রের শামিল।

নামায উক্ত তিন প্রকার যিক্রকেই শামিল করে। তাসবীহ, তাকবীর, সানা ও ক্বিরআত ইত্যাদি তো মৌখিক যিক্র এবং অন্তরের নম্রতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা (ইখলাস) অন্তরের যিক্র। আর ক্বিয়াম, রুকূ' ও সাজদাহ্ ইত্যাদি হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যিক্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তَعَالٰى ইরশাদ করেন, "তোমরা আনুগত্য সহকারে আমাকে স্মরণ করো,

১৪৮ঃ প্রত্যেকের জন্য মুখ করার একটা দিক রয়েছে যে, সে দিকেই সে মুখ করে। সুতরাং এটা চাও যে, সৎকার্যাবলীতে অন্যান্যদের চাইতে অগ্রে চলে যাবে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করে আনবেন (২৭১)। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান করেন।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۴۸﴾

১৪৯ঃ এবং যেখান থেকেই আসো (২৭২) আপন মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও এবং তা নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অনবাহিত নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৫০ঃ এবং হে মাহ্বুব! আপনি যেখান থেকেই আসুন না কেন আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরান। এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানে থাকো না কেন, আপন মুখ সেটারই দিকে করো, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোন বিতর্ক না থাকে (২৭৩), কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অবিচার করে (২৭৪), তবে তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় করো। আর এটা এ জন্যই যে, আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদের উপর পূর্ণ করবো এবং কোন প্রকারে তোমরা সঠিক পথের দিশা পাবে।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫১ঃ যেমন আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি একজন রসূল তোমাদের মধ্য থেকে (২৭৫), যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন (২৭৬) এবং কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন (২৭৭)। আর তোমাদের সেই শিক্ষা দান করেন, যার জ্ঞান তোমাদের ছিলোনা।

كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

১৫২ঃ সুতরাং (তোমরা) আমার স্মরণ করো, আমিও তোমাদের চর্চা করবো (২৭৮) আর আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার কৃতঘ্ন হয়োনা।

فَاذْكُرُوْنِيْۤ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿۱۵۲﴾

আমি তোমাদেরকে আমার সাহায্য সহকারে স্মরণ করবো।” বোখারী ও মুসলিম (সহীহাঈন) এর হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ تَعَالٰی ইরশাদ করেন, “যদি বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অনুরূপভাবে স্মরণ করি, আর যদি সে আমাকে জামা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম জামা'আতের মধ্যে স্মরণ করি।”
কুরআন ও হাদীসে যিক্‌রের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়। আর এটা (যিক্‌র) সব ধরণের যিক্‌রকে শামিল করে- সরবে যিক্‌রকেও নীরবে যিক্‌রকেও।

টীকা - ২৭৯ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মুখে যখন কোন কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাযির হতো, তখন তিনি নামাযে মশগুল হতেন। আর নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে 'ইস্‌তিস্‌ক্বার নামায' (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) ও 'সালাতে হাজত' (প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রার্থনার নামায)ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা - ২৮০ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। লোকজন শহীদদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো- 'অমুকের ইন্তিকাল হয়েছে, সে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা - ২৮১ঃ মৃত্যুর পরপরই আল্লাহ تَعَالٰی শহীদদেরকে জীবন দান করেন। তাঁদের রূহগুলোর প্রতি রিয্‌ক পেশ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন শান্তি প্রদান করা হয়। তাঁদের 'আ'মল' চালু থাকে। ফলে, তাঁদের সাওয়াব ও প্রতিদান বাড়তেই থাকে।
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শহীদদের রুহগুলো সবুজ পাখীর গড়নের মধ্যে জান্নাতে ভ্রমন করে থাকে এবং সেখানকার ফল ও নি'মাতসমূহ আহার করে থাকে।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	রুকূ-১৯	৫৭	মানযিল-১	পারাঃ ২

১৫৩ঃ হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও (২৭৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾
১৫৪ঃ এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা (২৮০), তারা জীবিত, হাঁ, তোমাদের খবর নেই (২৮১)।	وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾
১৫৫ঃ এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা (২৮২) এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা (২৮৩)। এবং সুসংবাদ শুনান ঐসব সবরকারীদেরকে,	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوٰلِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾

মাসআলাঃ আল্লাহ تَعَالٰی এর অনুগত বান্দাগণ তাঁদের কবরে বেহেশ্‌তী নি'মাতসমূহ পেয়ে থাকেন।
'শহীদ' সেই মুসলমানকে বলে, যার উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় এবং ধারাল অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয়। আর তাকে হত্যা করার কারনে হন্তাকে কোন জরিমানা পরিশোধ করতে হয়নি, কিংবা তাকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত অথবা জখমপ্রাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিন্তু সে আর কোন প্রকার আরাম পায়নি (সুস্থ হয়নি, পরে মারা গেছে)। পৃথিবীতে এ ধরণের শহীদের বেলায় শরীয়তের বিধান হলো- না তাঁকে গোসল দিতে হয়, না কাফন, (বরং) আপন পোষাকেই (নিহত হবার সময় যা তাঁর পরনে ছিলো রাখা হবে। এমতাবস্থায়ই তাঁর জন্য (জানাযার) নামায পড়া হবে। এমতাবস্থায়ই তাঁকে দাফন করা হবে। পরকালে শহীদের মর্যাদা বহু উর্দ্ধে। এমন কিছু শহীদ আছেন, যাদের বেলায় দুনিয়ার এসব বিধানতো জারী হয়নি, কিন্তু আখিরাতে তাঁদের জন্য শহীদের মর্যাদা রয়েছে। যেমন- যে পানিতে ডুবে কিংবা দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে, বিদ্যার্জন ও হজ্বের সফরে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী, আর 'নিফাস' (প্রসবের পর রক্তক্ষরণ) জনিত কারণে মৃত্যুবরণকারীনী স্ত্রীলোক, পেটের পীড়া, মহামারী, অর্ধাঙ্গ (ذات الجنب) এবং 'সিল' (سل) রোগে আক্রান্ত হয়ে ও জুমু'আর দিবসে মৃত্যুবরণকারী প্রমুখ।

টীকা - ২৮২ঃ 'পরীক্ষা' বলে বাধ্য ও অবাধ্য বান্দাদের অবস্থা প্রকাশ করাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা - ২৮৩ঃ ইমাম শাফে'ঈ (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ) এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন- এখানে 'ভয়' মানে 'আল্লাহ্‌র ভয়', 'ক্ষুধা' মানে 'বান্দাদের রোযাসমূহ', 'ধন-সম্পদের ঘাটতি' মানে 'যাকাত ও সাদাক্বাহ্ সমূহ প্রদান করা', 'জীবনসমূহের ঘাটতি' মানে 'রোগের কারণে মৃত্যু হওয়া', 'ফল-ফসলের ঘাটতি' মানে 'সন্তান-সন্ততির মৃত্যু'। কেননা, সন্তান-সন্ততি হচ্ছে 'হৃদয়ের ফল'।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার হুযূর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, “যখন কারো শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়, তখন আল্লাহ تَعَالٰی ফিরিশতাকে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার শিশু সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছো?” তাঁরা আরয করেন, “হাঁ, হে প্রতিপালক।” তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, “তোমরা কি তার হৃদয়ের ফল কেড়ে নিয়েছো?” তাঁরা আরয করেন, “হাঁ, হে প্রতিপালক।” আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, “এতে আমার বান্দা কি বলেছে?” তাঁরা আরয করেন, “সে আপনার প্রশংসা (হাম্‌দ) করেছে এবং “اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ” পাঠ করেছে।” তখন আল্লাহ تَعَالٰی বলেন, “তার জন্য বেহেশ্‌তে প্রাসাদ তৈরী করো আর সেই প্রাসাদের নাম রাখো 'বায়তুল হামদ'।

হিকমতঃ মুসীবত আসার পূর্বেই সংবাদ দেয়ার কতিপয় হিকমত (রহস্য) রয়েছেঃ

১) এতে বিপদের সময় মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সহজতর হয়।

২) কাফিররা যখন দেখবে যে, মুসলমানরা বালা-মুসীবতের সময়ও ধৈর্যশীল, (আল্লাহ্‌র) কৃতজ্ঞ এবং স্থিরতা সহকারেই নিজেদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছে, তখন তারা ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইসলামের দিকে ধাবিত হবে।

৩) ভবিষ্যতে আসবে এমন বিপদ সংঘটিত হবার পূর্বেই সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া নিঃসন্দেহে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দান এবং নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর মু'জিযাই।

টীকা - ২৮৪ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিপদের সময় "اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করা আল্লাহ্‌র রহমত (অবতীর্ণ) হবার কারণ হয়। এ কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনের কষ্টকে আল্লাহ তার গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারায় পরিণত করেন।

টীকা - ২৮৫ঃ 'সাফা' ও 'মারওয়া' মক্কা মুকার্‌রমার দু'টি পর্বত, যে দু'টি পর্বত, কা'বা মু'আয্‌যমার পূর্ব দিকে পরস্পর মখোমুখি অবস্থিত। 'মারওয়া' উত্তরমুখী, 'সাফা' দক্ষিণমুখী, জাবালে আবী কুবাইস (আবী কুবাইস পর্বত) এর পাদদেশে (دامن) অবস্থিত। হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) উক্ত দু'টি পর্বতের নিকটে, ঐ স্থানেই, যেখানে 'ঝমঝম' (কূপ) অবস্থিত, আল্লাহ্‌র নির্দেশে বসবাস করতে থাকেন। তদান্তিনকালে এ এলাকাটা ছিলো কঙ্করময় অনাবাদী। এখানে না কোন খাদ্য-শস্য জন্মাতো, না ছিলো পানি। এখানে পানাহারের যোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিলো না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র এ প্রিয় বান্দাগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) অতি অল্প বয়স্ক শিশু ছিলেন। পিপাসায় যখন তাঁর প্রাণ যায় যায় অবস্থা, তখন হযরত হাজেরা অস্থির হয়ে সাফা পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানেও পানি পেলেন না। তখন তা থেকে নেমে এসে মাঝখানে ক্ষিভূমি দৌঁড়ে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পর্যন্ত পৌঁছলেন। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ হলো। আর আল্লাহ تَعَالٰى

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

(নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।) এর 'জালওয়া' (জ্যোতি) এমনভাবে প্রতিফলিত করলেন যে, অদৃশ্য থেকে একটা পানির ফোয়ারা 'ঝমঝম' প্রবাহিত করে দিলেন এবং তাঁরই ধৈর্য ও নিষ্ঠার বরকতে তাঁর অনুসরণে উক্ত দু'টি পর্বতের মাঝখানে যারা দৌঁড়াবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে মাক্ববূল বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর এ দু'টি পর্বতকে প্রার্থনা কবূল হবার স্থান করেছেন।

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৩ঃ যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে,) যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন বলে, 'আমরাতো আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে' (২৮৪)

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৪ঃ এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর তাদের প্রতিপালকের দুরূদসমূহ এবং রহমত বর্ষিত হয়। আর এসব লোকই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৫ঃ নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' (২৮৫) আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত (২৮৬)। সুতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্জ্ব কিংবা ওমরাহ্‌ সম্পন্ন করে, তার উপর কোন গুনাহ্‌ নেই- এ দু'টি প্রদক্ষিণ করায় (২৮৭), এবং যে কেউ কোন সৎকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে, তবে আল্লাহ সৎ কর্মের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

টীকা - ২৮৬ঃ 'শা'আ-ইরুল্লাহ্‌' মানে 'দ্বীনের নিদর্শনসমূহ'- চাই সেগুলো স্থান হোক, যেমন- কা'বা, আরাফাত, মুয্‌দালিফাহ্‌, জিমারে সালাসাহ্‌, সাফা ও মারওয়াহ, মিনা এবং মাসজিদসমূহ, অথবা সেগুলো সময় হোক, যেমন- রমযান, আশ্‌হুরে হুরুম (সম্মানিত মাসসমূহ-রজব, যিলক্বদ, যিলহ্‌জ্জ ও মুহার্‌রাম), ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্‌হা, জুমু'আহ্‌ ও আইয়্যামে তাশরীক্ব (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ) ইত্যাদি - এসবই দ্বীনের নিদর্শন, অথবা হোক অন্যান্য চিহ্ন, যেমন আযান, ইক্বামত, জামা'আত সহকারে নামায, জুমু'আর্‌ ও দু'ঈদের নামায ও খত্‌না- এসবও দ্বীনের নিদর্শন।

টীকা - ২৮৭ঃ শানে নুযূলঃ জাহেলী যুগে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বত দু'টির উপর দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। 'সাফা'র উপর যে মূর্তিটি ছিলো সেটার নাম 'আসাফ' (اساف) এবং 'মারওয়ার' উপর যেটি ছিলো সেটার নাম 'না-ইলাহ্‌'। কাফিররা যখন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করতো তখন এ দু'টি বোতের গায়ে সে দু'টির সম্মানার্থে হাত বুলাতো। ইসলামী যুগে মূর্তি তো ভেঙ্গে দেয়া হলো, কিন্তু কাফিররা এখানে মুশরিকানা কাজ করতো, সেহেতু সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করা মুসলমানদের নিকট কঠিন মনে হচ্ছিলো। কারণ, এতে কাফিরদের মুশরিকানা কাজের সাথে কিঞ্চিত সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রয়েছে। এ আয়াতে তাঁদের মনের এ সন্দেহটা দূরীভূত করে সান্তনা দেয়া হলো- 'যেহেতু তোমাদের নিয়্যত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌রই ইবাদতের, সেহেতু তোমাদের কাজের কাফিরদের কাজের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা নেই। আর যেভাবে, জাহেলী যুগে কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে কাফিরগণ মূর্তি স্থাপন করেছিলো, এখন ইসলামের যুগে মূর্তিগুলো অপসারণ করা হয়েছে এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা বৈধ ও তা দ্বীনের নিদর্শনাদির

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে, কাফিরদের মূর্তি পূজার কারণে 'সাফা' ও 'মারওয়াহ্' আল্লাহ্‌র নিদর্শন হওয়ায় কোনরূপ পার্থক্য আসেনি।'

মাসআলাঃ 'সাঈ' (অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) ওয়াজিব। হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم) এ কাজটা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করতেন। এটা ছেড়ে দিলে 'দম' দেয়া অর্থাৎ কুরবানী ওয়াজিব হয়।

মাসআলাঃ 'সাফা' ও 'মারওয়ার' মাঝখানে সা'ঈ করা 'হজ্জ' ও 'ওমরাহ্' উভয়ের জন্য অপরিহার্য। পার্থক্য এ যে, হজ্জের সময় আরাফাতে যাওয়া এবং সেখান থেকে কা'বার তাওয়াফের জন্য আসা পূর্বশর্ত, কিন্তু ওমরাহ্‌র জন্য আরাফাতে যাওয়া পূর্বশর্ত নয়।

মাসআলাঃ ওমরাহ্‌কারী যদি মক্কার বাইরে অন্যত্র থেকে আগমন করে, তবে তাকে সোজা পথে মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। আর যদি সে মক্কারই অধিবাসী হয় তবে তাকে 'হেরম' শরীফ থেকে বাইরে গিয়ে সেখানে 'কা'বা'র তাওয়াফের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে আসতে হবে।

হজ্জ ও ওমরাহ্‌র মধ্যে একটা পার্থক্য এটাও যে, হজ্জ বছরে মাত্র একবার হতে পারে। কেননা, আরাফাতে 'আরাফাহ-দিবসে' অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে যাওয়া, যা হজ্জের পূর্বশর্ত, বছরে একবার মাত্র সম্ভব। কিন্তু ওমরাহ্ প্রতিদিনই করা যায়। এর জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯ঃ নিশ্চয়ই ঐসব লোক, যারা আমার নাযিলকৃত সুস্পষ্ট বার্তাগুলো ও হিদায়তকে গোপন করে (২৮৮) এবং এর পরে যে, মানুষের জন্য আমি সেটা কিতাবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ (রয়েছে) এবং অভিশম্পাতকারীদের অভিশম্পাতও (২৮৯)

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾

১৬০ঃ কিন্তু ঐসব লোক, যারা তাওবা করে, সংশোধন করে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে তবে আমি তার তাওবা কবুল করবো এবং আমিই হলাম মহান তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১ঃ তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। না তাদের উপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে, না তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

এবং তোমাদের মা'বুদ হলেন একমাত্র মা'বুদ (২৬৩)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, কিন্তু তিনিই মহান দয়ালু, করুনাময়।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

টীকা - ২৮৮ঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী আলিমদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা, যিনার শাস্তিস্বরূপ পাথর বর্ষণের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ এবং তাওরীতের অন্যান্য বিধি-নিষেধ গোপন করতো।

মাসআলাঃ ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়াদি প্রকাশ করা ফরয।

টীকা - ২৮৯ঃ এখানে 'লা'নতকারী' বলতে ফিরিশ্‌তা ও মু'মিনদের কথা বুঝানো হয়েছে। অন্য এক অভিমতানুযায়ী, আল্লাহ্‌র সমস্ত বান্দার কথাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা - ২৯০ঃ মু'মিন তো কাফিরদের উপর লা'নত করবেনই, কাফিরগণও ক্বিয়ামতের দিন পরস্পর পরস্পরের উপর লা'নত করবে।

মাসআলাঃ এ আয়াতে তাদেরকেই অভিশম্পাত করা হয়েছে, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যার মৃত্যু কুফরের উপর হয়েছে বলে জানা যায়, তার উপর লা'নত করা জায়েয।

মাসআলাঃ কোন গুনাহ্‌গার মুসলমানের উপর নির্দিষ্ট করে লা'নত করা জায়েয নয়। কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে জায়েয। যেমন, হাদীস শরীফে চোর ও সুদখোর প্রমূখের উপর লা'নত এসেছে।

টীকা - ২৯১ঃ শানে নুযূলঃ কাফিরগণ সৈয়্যদে আ'লম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বললো, "আপনি আল্লাহ্ পাকের শান ও গুণাবলী বর্ণনা করুন।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, উপাস্য শুধু একই, না তিনি বিভিন্ন অংশ সম্পন্ন সত্তা হন, না বিভিন্নভাগে বিভক্ত, না তাঁর কোন উপমা আছে, না কোন সমকক্ষ। 'উলূহিয়্যাৎ' (উপাস্য হওয়া এবং 'রাবূবিয়াত' (প্রতিপালক হওয়া) এর মধ্যে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি একক সত্তা আপন কার্যাদিতে, সব সৃষ্টিকে তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন। আপন সত্তায় তিনিই একক, কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়। স্বীয় গুণাবলীতে তিনিই একক, কেউ তাঁর সমতুল্য নেই।

আবূ দাঊদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত- 'ইসমে আ'যম' (শ্রেষ্ঠ নাম) এ আয়াতেই রয়েছে। একটা হচ্ছে আয়াত ...... وَ اِلٰـهُكُمْ, অপরটা হচ্ছে الٓمّٓ-----اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الاٰية

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৪ঃ নিশ্চয় আসমানগুলো (২৯২) ও যমীনের সৃষ্টি, রাত ও দিনের নিয়মিত পরিবর্তন, জলযান- যা সমুদ্রে মানুষের উপকার নিয়ে বিচরণ করে, আল্লাহ্ تَعَالٰى আস্‌মান থেকে যেই পানি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে তা দ্বারা পুনর্জীবিত করেছেন ও যমীনে প্রত্যেক প্রকারের পরিবর্তন এবং সে-ই মেঘ যা আসমান ও যমীনের মাঝখানে হুকুমের নিয়ন্ত্রাধীন- এ সবের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্য অবশ্যই সমূহ নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫ঃ এবং কিছুলোক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে নেয়, যাদেরকে (তারা) আল্লাহ্‌রই মতো ভালবাসে এবং ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ন্যায় কারো ভালবাসা নেই। আর কেমন (অবস্থা) হবে যদি দেখে যালিমগণ ঐ সময়, যখন আযাব তাদের চোখের সামনেই এসে পড়বে? এ জন্যই যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং এ জন্যই যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

টীকা - ২৯২ঃ কা'বা মু'আয্‌যমার চতুর্পার্শ্বে মুশরিকদের ৩৬০টা মূর্তি ছিলো। সেগুলোকে তারা উপাস্য জ্ঞান করতো। তারা এ কথা শুনে বড় আশ্চার্যান্বিত হয়েছিলো যে, মা'বুদ বা উপাস্য শুধু একই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এজন্য তারা হুযূর সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নিকট এমন একটা আয়াত (নিদর্শন) চাইলো, যা (আল্লাহ্‌র) একত্ববাদের পক্ষে বিশুদ্ধ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে এ'তে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ১) আসমান ও এর উচ্চতা এবং তা কোন স্তম্ভ ও যোগসূত্র ব্যতীরেকেই স্থির থাকা, ২) সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও নক্ষত্র ইত্যাদি- যা কিছু এ'তে দেখা যায়- এ সবই, ৩) পৃথিবী ও এর প্রশস্ততা আর পানির উপরই তা বিস্তৃত হওয়া, পাহাড়, সমুদ্র, প্রস্রবণ, খনিসমূহ, মনিমুক্তা, বৃক্ষরাজি, শাক-সবজি, ফলমূল, ৪) রাত-দিনের পরিক্রমা ও হ্রাস-বৃদ্ধি, ৫) নৌকা-জাহাজ ও সেগুলো নিয়ন্ত্রিত থাকা, এগুলো খুব ভারী হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর ভাসমান থাকা, মানুষ এগুলোতে আরোহণ করে সমুদ্রের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করা আর ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে এগুলোকে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা, ৬) বৃষ্টি ও তা দ্বারা শুষ্ক ও মৃত হবার পর যমীনকে ফলমূল ও বৃক্ষলতায় সজীব করা, তা'তে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা আর পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ করা- যে গুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে অসংখ্য অভাবনীয় হিকমত বা প্রজ্ঞা, অনুরূপভাবে, ৭) বিভিন্ন ধরণের বায়ুপ্রবাহ, এর বিভিন্ন প্রকৃতি ও আশ্চর্যজনক দৃশ্য এবং ৮) মেঘমালা ও তার এতো অধিক পরিমাণ পানি সহকারে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে দুদোল্যমান থাকা- এ আটটা বিষয়, যেগুলো মহান সর্বশক্তিমান খোদ্ মোখ্‌তার (স্বাধীন) সত্তার ইল্‌ম ও হিকমত এবং তাঁর একত্ববাদের পক্ষে অকাট্য ও মজবুত প্রমাণ। এ বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ বহন করার বহুবিধ কারণ রয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হচ্ছে এসব ক'টি হচ্ছে 'সম্ভাবনাময় বিষয়াদি' (امور ممكنه)। আর এগুলোর অস্তিত্ব বিভিন্ন পন্থায় সম্ভব ছিলো। কিন্তু এগুলো অস্তিত্বে এসেছে কতগুলো নির্ধারিত এবং সুপরিকল্পিত পন্থায়।

এ'তে এ কথার প্রমাণ সুস্পষ্ট হয় যে, নিশ্চয় এসব বিষয়ের জন্য একজন স্রষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক অবশ্যই রয়েছেন। এ মহান সর্বশক্তিমান ও হিকমতময় সত্তা স্বীয় হিকমত ও ইচ্ছানুসারে যেমনই চান, সৃষ্টি করে থাকেন। এ'তে কারো হস্তক্ষেপ ও আপত্তি করার অবকাশ নেই। তিনিই সন্দেহাতীতভাবে একক উপাস্য।

কেননা যদি তাঁর সাথে অন্য উপাস্য কল্পনা করা যায়, তবে তাকেও তো এসব বিষয়ের উপর শক্তিমান বলে কল্পনা করতে হবে তখন নিম্নলিখিত দু'অবস্থার যে কোন একটার সম্মূখীন হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে- ১) হয়তো কিছু সৃষ্টি করা ও তাতে প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছায় উভয়ে একমত হবে, কিংবা ২) হবেনা। যদি একমত হয়, তবে একটা মাত্র বস্তুর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে দু'প্রভাব বিস্তারকারীর প্রভাব বিস্তার করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়বে। এটা অসম্ভব। কেননা, এ'তে একদিকে যেমন معلول (সৃষ্টি) উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া, অন্য দিকে আবার উভয়ের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কেনন, (স্রষ্টা) যখন স্বাধীন হয়, তখন (সৃষ্টি) শুধু তারই মুখাপেক্ষী হয়, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয়না। আর যদি উভয়কেই علت مستقله বা 'স্বাধীন স্রষ্টা' হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে معلول (সৃষ্টি) উভয়েরই মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদি কোনটার মুখাপেক্ষী না হয়, তবে দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তু (نقيضين) একই সাথে একস্থানে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে যায়, অথচ তাও অসম্ভব।

আর যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, প্রভাব উভয়ের মধ্য থেকে একজনেরই, তবে কোন কারণ ব্যতিরেকেই একটা অপরের উপর প্রাধান্য দিতে হয় (ترجيح بلامرجح)। এ'তে অপরটার অক্ষমতা প্রকাশ পাবে, যা (অক্ষমতা) উপাস্য হবার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যদি একই কল্পনা করা হয় যে, উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর ইচ্ছাই পরস্পর বিরোধী, তবে পরস্পর মতানৈক্য (تمانع و تطارد) অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ তখন একজন কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করবে আর অপরজন তখনই সেটার অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা করবে। তখন একই সময়ে সে বস্তুটা অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা- উভয় অবস্থার শিকার হবে অথবা কোনটাই হবেনা। এ দু'টি কল্পনাই বাতিল ও ভিত্তিহীন। সুতরাং এটা আবশ্যক হবে যে, হয়তো বস্তুটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে,

কিংবা অস্তিত্বহীনতা- যে কোন একটা অবশ্যই হবে। যদি বস্তুটা অস্তিত্বে এসে যায়, তবে অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা প্রকাশকারী অক্ষম প্রমাণিত হলো, উপাস্যই রইলোনা। আর যদি সে-ই বস্তু অস্তিত্বহীনই রয়ে যায়, তবে সেটার অস্তিত্বের ইচ্ছা পোষণকারী অসমর্থই রয়ে গেলো, উপাস্যই রইলোনা। সুতরাং একথাই প্রমাণিত হলো যে, উপাস্য শুধু একমাত্র সত্তাই হতে পারেন। আর উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়াদি অগণিত কারণেই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ বহন করে।

টীকা - ২৯৩ঃ এটা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবসের বিবরণ, যখন মুশরিকরা ও তাদের নেতৃবৃন্দ, যারা তাদেরকে কুফরের প্রতি উৎসাহিত করেছিলো, একস্থানে একত্রিত হবে এবং আযাব (শাস্তি) অতীর্ণ হতে দেখে একে অপরের উপর নারায হয়ে যাবে।

টীকা - ২৯৪ঃ অর্থাৎ ঐসব সম্পর্কে, যেগুলো পৃথিবীতে তাদের মধ্যে বিরাজ করতো, চাই তা বন্ধুত্বের সম্পর্কে হোক কিংবা আত্মীয়তার হোক, অথবা পরস্পর একাত্মতার প্রতিশ্রুতি হোক।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৬১	মানযিল-১	পারাঃ ২

১৬৬ঃ যখন অসন্তুষ্ট হবে নেতৃবৃন্দ স্বীয় অনুসারীদের প্রতি (২৯৩) এবং দেখবে আযাব আর ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের সম্পর্কের সমস্ত বন্ধন (২৯৪),

إِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৭ঃ এবং বলবে অনুসারীরা, 'হায়! যদি আমাদের পুনরায় ফিরে যাওয়া (সম্ভব) হতো (পৃথিবীতে), তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম- যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপস্বরূপে (২৯৫) এবং তারা দোযখ থেকে কখনো বের হবার নয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

১৬৮ঃ হে মানবজাতি! তোমরা আহার করো যা কিছু যমীনে (২৯৬) হালাল, পবিত্র রয়েছে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। রুকূ-২১

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৯ঃ সে তো তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেবে এবং এরই যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো, যে সম্বন্ধে তোমাদের খবর নেই।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৭০ঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ (নির্দেশ) এর অনুসরণ করো (২৯৭)।'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

টীকা - ২৯৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের অসৎ কার্যাদি তাদেরই সম্মুখে হাযির করবেন। তখন তাদের এজন্যই নিতান্ত অনুশোচনা হবে যে, কেন তারা এসব কাজ করেছিলো।

অন্য একটি অভিমত হচ্ছে- তাদেরকে বেহেশতের স্থানগুলো (বাসস্থান ও মহলগুলো) দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে, তবে এগুলো তোমাদের জন্যই ছিলো।" অতঃপর এসব বাসস্থান ও মহল মু'মিনদেরকেই দিয়ে দেয়া হবে। এর উপর তারা দুঃখিত ও লজ্জিত হবে।

টীকা - ২৯৬ঃ এ আয়াত শরীফ সেসব ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বজরা ইত্যাদি শস্যকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলো। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى এর হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা তাঁর 'রায্‌যাক্বিয়াত' (জীবিকাদাতা হওয়া) এরই প্রতি বিদ্রোহের শামিল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে- আল্লাহ্ تَعَالٰى ইরশাদ ফরমান, "যে মাল-দৌলত আমি আপন বান্দাদেরকে দান করি তা তাদের জন্য হালাল (বৈধ)।" আর তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, "আমি আপন বান্দাদেরকে বাতিলের সাথে সম্পর্কহীন করেই সৃষ্টি করেছি অতঃপর তাদের নিকট শয়তান ও তার অনুসারীরা আসলো এবং তারা তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে বিপথে পরিচালিত করলো। আর আমি যা কিছু তাদের জন্য হালাল করেছি সেগুলোকে তারা হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য করতে লাগলো।"

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বর্ণনা করেন, আমি এ আয়াত শরীফ সৈয়্যদে আলম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সামনে তিলাওয়াত করেছি। তখন হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) দন্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "یارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" আপনি দুআ' করুন যেন আমাকে 'মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' (দুআ' কবূল হয় এমন নৈকট্যধন্য বান্দা) করে দেন।" হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "হে সা'আদ! স্বীয় আহার্য পবিত্র রাখো, তবে "মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' হতে পারবে। ঐ যাতে পাকের শফথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমি মুহাম্মদ (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ, মানুষ যখন তার পেটে হারাম আহার্যের লোক্‌মা ধারণ করে, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবূলিয়াতের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত থাকে।" (তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর)

টীকা - ২৯৭ঃ 'তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) এবং কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনো। আর পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল জ্ঞান করো, যেগুলোকে আল্লাহ্ পাক হালাল করেছেন।

টীকা - ২৯৮ঃ যখন পূর্ব-পুরুষগণ দ্বীনী বিষয়াদি বুঝতে পারে না এবং সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়না, তখন তাদের অনুসরণ করা আহ্‌মক্বী ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা - ২৯৯ঃ অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণী রাখালের শুধু আওয়াজই শুনে থাকে, তার কথায় অর্থ বুঝতে পারেনা। এমনি অবস্থা ঐসব কাফিরেরও, যারা রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর বরকতময় আহ্বান শুনতে পায়, কিন্তু এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে এ বুনিয়াদী কল্যাণকর বাণী থেকে উপকার গ্রহণ করেনা।

টীকা - ৩০০ঃ তা এ জন্য যে, তারা সত্য কথা শ্রবণ করে এর উপকার গ্রহণকারী হয়নি, সত্যের বাণী তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নি এবং উপদেশগুলো থেকে তারা উপকার গ্রহণ করেনি।

টীকা - ৩০১ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى এর নি'মতগুলোর উপর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

টীকা - ৩০২ঃ যে হালাল প্রাণী যবেহ করা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে কিংবা শরীয়াতের পরিপন্থী কোন পন্থায় যাকে হত্যা করা হয়। যেমন- শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কিংবা লাঠি, পাথর, ঢিল, বিস্ফোরক ও গুলি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হলে, অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে নীচে পতিত হয়ে, কোন প্রাণীর শিং-এর আঘাতে আহত হয়ে বা হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হলে সেটাকে 'মড়া' বলে। আর এ মৃত পশুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়- জীবিত পশুর শরীরের সেই অংশও, যা কেটে আলাদ করা হয়।

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾

তখন বলে আমরা তারই অনুসরণ করবো, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।' যদিও কি তাদের পিতৃপুরুষরা না কোন বিবেক রাখে, না হিদায়াত (২৯৮)?

১৭১ঃ এবং কাফিরদের উপমা সে-ই ব্যক্তির ন্যায়, যে ডাকে এমন কিছুকে, যা শুধু ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শুনেনা (২৯৯)- বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তাদের বুঝ শক্তি নেই (৩০০)।

১৭২ঃ হে ঈমানদারগণ! খাও, আমার প্রদত্ত পবিত্র বস্তুগুলো এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো (৩০১)।

১৭৩ঃ তিনি এ সবই তোমাদের উপর হারাম করেছেন- মড়া (৩০২), রক্ত (৩০৩), শূকরের মাংস (৩০৪) এবং ঐ পশু, যাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে (৩০৫), তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয় (৩০৬), না এমন যে, একান্ত কামনার বশবর্তী হয়ে আহার করে, তবে তার গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

মাসআলাঃ মৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম, কিন্তু এর সংস্কারকৃত চামড়া কোন কাজে ব্যবহার করা, এর লোম, শিং, হাড় ও লেজের উদ্‌গম স্থান এবং খুর ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

টীকা - ৩০৩ঃ প্রত্যেকটা প্রাণীর রক্ত হারাম, যদি তা প্রবাহমান হয়। একথা অন্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে ইরশাদ হয়েছে- (অর্থাৎঃ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে প্রবাহমান রক্ত।)

টীকা - ৩০৪ঃ খিন্‌যীর এর দেহ অবিত্র। এর মাংস, চামড়া, লোম ও নখ ইত্যাদি দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গই নাপাক ও হারাম। এর কোন একটা অঙ্গও কাজে লাগানো বৈধ নয়। যেহেতু পূর্ব থেকেই আহারের কথা উল্লেখিত হয়ে আসছে, সেহেতু এখানেও শুধু মাংসের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা - ৩০৫ঃ যে পশুকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম লওয়া হয়- চাই আলাদাভাবে হোক অথবা আল্লাহ্‌র নামের সাথে অন্যের নাম 'অব্যয়পদ' দ্বারা সংযোজন করে (عطف) হোক,তা হারাম।

মাসআলাঃ আর যদি অব্যয় পদ (حرف عطف) ছাড়া অন্যের নাম আল্লাহ্‌র নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়, তবে তা মাক্রূহ হবে।

মাসআলাঃ যবেহ যদি শুধু আল্লাহ্‌র নামেই করা হয় আর এর পূর্বে কিংবা পরে (যবেহ করার সময় নয়,) অন্য কারো নাম লওয়া হয়, যেমন- যদি এমনই বলে, 'আক্বীক্বার ছাগল, ওলীমার দুম্বা' কিংবা যার পক্ষ থেকে পশুটা যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম নিলো, অথবা যে-ই আউলিয়া কিরামের প্রতি ঈসালে সাওয়াব করার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম উল্লেখ করলো, তবে তা জায়েয হবে, এ'তে কোন ক্ষতি নেই। (তাফ্‌সীর-ই-আহ্‌মাদী)

টীকা - ৩০৬ঃ مضطرّ বা অনন্যোপায়' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে হারাম বস্তু আহার করতে একান্ত বাধ্য হয়, আর তা আহার না করলে তার জীবন সংশয়পূর্ণ হয়- হয়ত তার ক্ষুধা অথবা দারিদ্রের কারণে তার প্রাণ রক্ষা করা মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে আর কোন হালাল বস্তুও নাগালে না আসে, কিংবা

কেউ তাকে হারাম খেতে এমনিভাবে বাধ্য করছে যে, তা থেকে বিরত থাকলে তার প্রাণ নাশের আশংকা হয়- এমন সব অবস্থায় শুধু প্রাণ রক্ষার্থে হারাম বস্তু কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থাৎ এতটুকু আহার করা জায়েয, যতটুকু আহার করলে তার মৃত্যুর ভয় আর থাকেনা।

টীকা - ৩০৭ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের ওলামা ও নেতৃবর্গ, যারা আশা করতো যে, শেষ যামানার নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হবেন। যখন তারা দেখলো যে, বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্য গোত্র থেকে প্রেরিত হয়েছেন, তখন তাদের আশংকা হলো যে, লোকজন তাওরীত এবং ইঞ্জীলে হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে তাঁরই আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং তাদের নযরানা ও হাদিয়া-তোহ্ফা সবই বন্ধ হয়ে যাবে, ক্ষমতা চলে যাবে। এ আশংকার কারণে তাদের অন্তরে হিংসার সৃষ্টি হলো এবং তাওরীত ও ইঞ্জীলে, যাতে হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা, গুণ এবং তাঁর নবুয়ত কালের বিবরণ ছিলো, তারা তা গোপন করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

মাসআলাঃ গোপন করা এটাও যে, কিতাবের আসল বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাউকেও অবগত হতে না দেয়া, কাউকেও পড়িয়ে না শুনানো এবং না দেখানো আর একথাও গোপন করার শামিল যে, নানা ধরণের ভুল ব্যাখ্যা করে অর্থ পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং কিতাবের আসল অর্থকে ঢাকা দেয়া।

টীকা - ৩০৮ঃ অর্থাৎ পার্থিব নগন্য উপকার লাভের জন্য সত্য গোপন করে।

টীকা - ৩০৯ঃ কেননা, এ ঘুষ এবং হারাম অর্থ-সম্পদ, যা সত্য গোপন করার পরিবর্তে তারা নিয়েছে, তা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছিয়ে দেবে।

১৭৪ঃ ঐসব লোক, যারা গোপন করে (৩০৭) আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাবকে এবং এর পরিবর্তে হীন বিনিময় গ্রহণ করে (৩০৮), তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে (৩০৯), এবং আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন না তাদের সাথে কথা বলবেন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন, আর তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি (অবধারিত)

১৭৫ঃ ঐসব লোক, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাবকে, তবে আগুনের উপর তাদের কি পর্যায়ের বরদাশ্‌ত শক্তি রয়েছে!

১৭৬ঃ এটা এজন্যই যে, আল্লাহ تَعَالٰى কিতাব সত্য সহকারে নাযিল করেছেন, এবং নিঃসন্দেহে যে সব লোক কিতাব সম্বন্ধে বিরোধ সৃষ্টি করছে (৩১০), নিশ্চয়ই তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের ঝগড়াটে। রুকূ-২২

১৭৭ঃ কোন মৌলিক পূণ্য এ নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে (৩১১) হ্যাঁ, আল্লাহ্, ক্বিয়ামত-দিবস, ফিরিশতাগণ, কিতাব ও নাবীগণের উপর (৩১২)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ

টীকা - ৩১০ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা তাওরীত সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে- কেউ সেটাকে ‘সত্য’ বলেছে, কেউ বলেছে ‘বাতিল’। কেউ কেউ এর ভুল ব্যখ্যা দিয়েছে, আর কেউ এতে বিকৃতি সাধন করেছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তখন ‘কিতাব’ মানে হবে- ‘ক্বুরআন’। আর তাদের ‘মতভেদ’ মানে- তাদের কেউ কেউ এটাকে ‘কবিতা’ বলে আখ্যায়িত করতো, কেউ বলতো ‘যাদু’ আর কেউ বলতো ‘গণনা’।

টীকা - ৩১১ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু’টি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, ইহুদীরা ‘বায়তুল মুক্বাদ্দাস’ এর পূর্বদিককে এবং খৃষ্টানগণ সেটার পশ্চিম দিককে ক্বিবলা সাব্যস্থ করে রেখেছিলো। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধারণা ছিলো যে, শুধু এ ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানোই যথেষ্ঠ। এ আয়াতে তাদের ধারণার খন্ডন করা হয়েছে যে, ‘বায়তুল মুক্বাদ্দাস’ ক্বিবলা হওয়া ‘মানসুখ’ (রহিত) হয়ে গেছে। (মাদারিক)

তাফসীরকারকদের অন্য অভিমত এটাও যে, এ সম্বোধন আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) ও মু’মিনগণ- সবারই জন্য ব্যাপক। আর তখন অর্থ হবে এ যে, ‘শুধু ক্বিবলামুখী হওয়া’ মৌলিক পূণ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আক্বীদা দুরস্ত না হয় এবং অন্তর নিষ্ঠার সাথে ক্বিবলার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ না করে।

টীকা - ৩১২ঃ এ আয়াতে পূণ্য কাজের ছয়টি তরীক্বা বা নিয়মের কথা ইরশাদ হয়েছে। যথা- ১) ঈমান আনা, ২) ধন-দৌলত দান করা, ৩) নামায ক্বায়েম করা, ৪) যাকাত প্রদান করা, ৫) ওয়াদা পূরণ করা এবং ৬) ধৈর্য ধারণ করা।

ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এইঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ্ تَعَالٰى এর উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তিনি চিরজীবি, স্বাধিষ্ট, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, স্বয়ংসম্পূর্ণ (غنى), সর্বশক্তিমান,

আযালী, আবাদী (আদি-অন্তহীন চিরস্থায়ী যাত), একক ও শরীক বিহীন।

দ্বিতীয়তঃ ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনা এ মর্মে যে, তা সত্য। তাতে বান্দাদের হিসাব-নিকাশ হবে, কর্মফল প্রদান করা হবে। আল্লাহ্‌র মাক্ববূল বান্দাগণ অন্যের জন্য সুপারিশ করবেন। সৈয়দে আ'লম হুযূর কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ সৌভাগ্যবানদেরকে 'হাউযে কাউসার'- এর নিকট এর পানি দ্বারা তৃপ্ত করবেন। 'পুল-সিরাত' এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আর এ দিবসের সমস্ত অবস্থা, যে গুলোর বর্ণনা ক্বুরআন মাজীদে এসেছে কিংবা নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করেছেন- সবই সত্য।

তৃতীয়তঃ ফিরিশতাদের উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তাঁরা আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট এবং একান্ত অনুগত বান্দা- নয় পুরুষ, নয় স্ত্রী। তাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন। চারজন তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অতীব নৈকট্য প্রাপ্ত- হযরত জিব্রাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত ইস্রাফীল ও হযরত আয্‌রাঈল (عَلَيْهِمُ السَّلَام)।

চতুর্থতঃ এ মর্মে আল্লাহ্‌র কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনা যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্‌ تَعَالٰى নাযিল করেছেন, সবই সত্য। তন্মধ্যে চারটা মহান কিতাব- ১) তাওরীত, যা হযরত মূসার উপর, ২) ইঞ্জীল, যা হযরত ঈসার উপর, ৩) যাবূর, যা হযরত দাঊদের উপর (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এবং ৪) ক্বুরআন, যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উপর নাযিল হয়েছে। আর পঞ্চাশখানা সহীফা হযরত শীস (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর, ত্রিশখানা হযরত ইদ্‌রীস (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর, দশখানা হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর এবং দশখানা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর উপর নাযিল হয়েছে।

পঞ্চমতঃ সমস্ত নাবীর উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌ تَعَالٰى এরই প্রেরিত এবং মা'সূম অর্থাৎ সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্‌ تَعَالٰى ই জানেন। তাঁদের মধ্যে ৩১৩ জন 'রসূল'।

' نَبِيّٖنَ ' পদটাকে جمع مذكر سالم এর রূপে উল্লেখ করা ইঙ্গিত করে যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) পুরুষই হয়ে থাকেন। কোন মাহিলা কখনো নাবী হয়নি। যেমন- "وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا" الاٰية (অর্থাৎঃ হে হাবীব। আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি, কিন্তু কতগুলো পুরুষকেই- আ-য়াত) থেকে প্রমাণিত। 'ঈমানে মুজমাল' (ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) হচ্ছে একথা বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি দেয়া)- "اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِجَمِيْعِ مَا جَآءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ" (অর্থাৎঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং ঐসব বিষয়ের উপর, যা নাবীকূল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন।) (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৬৪	মানযিল-১	পারাঃ ২
আল্লাহ্‌র প্রেমে আপন প্রিয় সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, মিসকীনগণ, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে আর গর্দানসমূহ মুক্তকরণে (৩১৩), এবং নামায কায়েম রাখবে ও যাকাত প্রদান করবে। আর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণকারীরা যখন প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ধৈর্যধারণকারীরা বিপদে, সংকটে এবং জিহাদের সময়। এরাই হচ্ছে- ঐসব লোক, যারা আপন কথা সত্য প্রমাণ করেছে এবং এরাই হচ্ছে খোদাভীরু। ১৭৮ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ফরয (৩১৪)	وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ		

টীকা - ৩১৩ঃ 'ঈমান' এর পর আ'মলের এবং এ পরম্পরায় মাল-দৌলত দান করার কথা বর্ণনা করেছেন। এর ছয়টা খাত উল্লেখ করেছেন। 'গর্দান মুক্ত করা' দ্বারা 'ক্রীতদাসদের আযাদ করা' বুঝানো হয়েছে। এসব ক'টি মুস্তাহাব পন্থায় মাল-দৌলত দান করার বিবরণ ছিলো।

মাসআলাঃ এ আয়াতে বুঝা যায় যে, মুমূর্ষ অবস্থায়, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে সাদাক্বাহ্ প্রদান করা অধিক সাওয়াবের পরিচায়ক। যেমন, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত।

মাসআলাঃ হাদীস শরীফে আছে, আত্মীয়-স্বজনকে সাদাক্বাহ্ দেয়ার মধ্যে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়- এক) সাদাক্বাহ্ করার এবং অন্যটা আত্মীয়তা রক্ষা (صله رحمى) করার। (নাসাঈ শরীফ)

টীকা - ৩১৪ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'আউস' ও 'খায্‌রাজ' গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। উভয়ের মধ্যে এক গোত্র অপর গোত্র অপেক্ষা শক্তি, জনসংখ্যা, ধনৈশ্বর্য ও আভিজাত্যে অধিকতর (মর্যাদাবান) ছিলো। এরা (অধিকতর শক্তিশালী গোত্র) শপথ করেছিলো যে, তারা আপন গোত্রের ক্রীতদাসের বিনিময়ে (ক্বিসাস হিসেবে) অন্য গোত্রের আযাদ, স্ত্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে এবং একজনের বিনিময়ে দু'জনকে কতল করবে। জাহেলী যুগে লোকেরা এ ধরণের সীমা লংঘণে অভ্যস্ত ছিলো। ইসলামী যুগে এ মামলা হুযূর সৈয়দে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দরবারে পেশ করা হলো। অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো আর ন্যায় ও সাম্যের নির্দেশ দেয়া হলো। ওরাও তাতে রাজী ছিলো।

ক্বুরআন মাজীদে ক্বিসাসের মাসআ'লা কয়েকটা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ক্বিসাস ও ক্ষমা- উভয় প্রকারের 'মাসআলা' রয়েছ এবং আল্লাহ্‌ تَعَالٰى এর এই অনুগ্রহের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি আপন বান্দাদেরকে ক্বিসাস লওয়া এবং ক্ষমা করার মধ্যে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন- চাই ক্বিসাস গ্রহণ করুক

কিংবা ক্ষমা করুক। আয়াতের শুরুতে ক্বিসাস ওয়াজিব (অপরিহার্য হবার) বিবরণ রয়েছে।

টীকা - ৩১৫ঃ এ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপর ক্বিসাস ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। চাই সে আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করুক কিংবা ক্রীতদাসকে, মুসলমানকে করুক কিংবা কাফিরকে, পুরুষকে করুক কিংবা স্ত্রীলোককে। কেননা, قَتْلٰى, যা قتيل -এর বহুবচন, সব ধরণের নিহত ব্যক্তিকে শামিল করে। হ্যাঁ, যাকে শরীয়তের প্রমাণ 'খাস' করে দেয় সে 'খাস' হবে। * (আহ্‌কামুল কুরআন)

টীকা - ৩১৬ঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে তাকেই হত্যা করা হবে- চাই সে আযাদ হোক কিংবা ক্রীতদাস, পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। আর জাহেলী যুগের প্রথা যুলুমই, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। তা ছিলো- আযাদ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হলে তারা একজনের বিনিময়ে দু'জনকে হত্যা করতো, ক্রীতদাসেদের মধ্যে হলে ক্রীতদাসের বিনিময়ে আযাদকে হত্যা করতো, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হলে স্ত্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করতো, আর শুধু হন্তাকে হত্যা করেই তারা সন্তুষ্ট থাকতোনা। তা আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা - ৩১৭ঃ অর্থ এই যে, যেই হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক (ولى) কিছু ক্ষমা করে দেয়, আর তার উপর আর্থিক জরিমানা অপরিহার্যরূপে নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়, এর উপর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দাবী করার বেলায় ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আর হন্তাও (قاتل) 'রক্তমূল্য' (خون بها) উৎকৃষ্ট পন্থায় পরিশোধ করবে। এ'তে আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

মাসআলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এটা ইচ্ছাধীন যে, চাই হন্তাকে কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিক কিংবা আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করুক। যদি সে এতে রাজি না হয় এবং ক্বিসাসই চায়, তবে ক্বিসাসই ফরয থাকবে। (জুমাল)

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

যে, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের খুনের বদলা লও (৩১৫)- আযাদের বদলে আযাদ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী (৩১৬)। সুতরাং যার প্রতি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা (প্রদর্শন করা) হয়েছে (৩১৭), তাহলে উত্তমভাবে তলব করা বিধেয় এবং সুন্দরভাবে আদায় করা। এটা হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের বোঝা হালকা করা এবং তোমাদের উপর দয়া। অতঃপর, এর পরে যে সীমা লংঘন করবে (৩১৮) তার জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

১৭৯ঃ এবং খুনের বদলা লওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, হে বিবেকসম্পন্ন লোকেরা (৩১৯)। যেন তোমরা কোন প্রকারে বাঁচতে পারো।

রুকূ-২৩

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸۰﴾

১৮০ঃ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কোন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে যেন 'ওসীয়ত' করে যায়- আপন পিতা-মাতা ও নিকটআত্মীয়দের জন্য, প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক (৩২০)। এটা অপরিহার্য খোদা-ভীরুদের উপর।

মাসআলাঃ যদি নিহত ব্যক্তির সমস্ত অভিভাবক 'ক্বিসাস' ক্ষমা করে দেয়, তবে হন্তার উপর কিছুই অপরিহার্য থাকেনা।

মাসআলাঃ যদি আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করে, তবে ক্বিসাস বাতিল হয়ে যায় এবং 'আর্থিক বিনিময়' অপরিহার্য রয়ে যায়। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

মাসআলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে হত্যাকারীর 'ভাই' বলার মধ্যে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হত্যা যদিও মহাপাপ, তবুও তা দ্বারা ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ছিন্ন হয়না। এ'তে খারেজী সম্প্রদায়ের দাবীর খন্ডন রয়েছে, যারা 'কবীরাহ্ গুনাহ্‌কারীকে' কাফির সাব্যস্ত করে।

টীকা - ৩১৮ঃ অর্থাৎ জাহেলী যুগের প্রথানুসারে, হত্যাকারী নয় এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে রক্তমূল্য গ্রহণ করে কিংবা ক্ষমা করার পর হত্যা করে।

টীকা - ৩১৯ঃ কেননা, 'ক্বিসাস' নির্ধারিত হবার পর মানুষ হত্যাকার্য থেকে বিরত হবে এবং প্রাণসমূহ রক্ষা পাবে।

টীকা - ৩২০ঃ অর্থাৎ শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক, ন্যায়-বিচার করবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়ত করবে না। আর ধনী ব্যক্তিদেরকে গরীবদের উপর প্রাধান্য দেবে না।

মাসআলাঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ওসীয়ত ফরয ছিলো। যখন 'মীরাস'- এর বিধান নাযিল হলো, তখন 'মানসূখ' (منسوخ) বা রহিত হয়ে গেছে। এখন যে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নয়, তার জন্য তৃতীয়াংশের কম ওসীয়ত করা মুস্তাহাব, এ শর্তে যে, যদি ওয়ারিশগণ গরীব (মুখাপেক্ষী) না হয়, কিংবা ত্যাজ্য সম্পত্তি পাওয়ার পর আর গরীব না থাকে, নতুবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ওসীয়তকৃত সম্পত্তি থেকে অধিকতর উত্তম। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

১৮১ঃ সুতরাং যে ব্যক্তি ওসীয়ত শ্রবণ করার পর পরিবর্তন সাধন করে (৩২১), তবে তার গুনাহ্ সেসব পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে (৩২২)। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

فَمَنۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۱﴾

১৮২ঃ তারপর যে ব্যক্তি এ আশংকা বোধ করে যে, ওসীয়তাকারী কিছু অন্যায় কিংবা পাপ করেছে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার উপর কোন গুনাহ নেই (৩২৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾

রুকূ-২৩

১৮৩ঃ হে ঈমানদারগণ (৩২৪)। তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয় (৩২৫),

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

১৮৪ঃ নির্দিষ্ট দিনসমূহ (৩২৬)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো (৩২৭),

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

টীকা - ৩২১ঃ চাই সে ওসীয়তকৃত ব্যক্তি হোক, কিংবা অভিভাবক হোক কিংবা সাক্ষী, চাই সেই পরিবর্তন লিখায় করুক কিংবা বন্টনের বেলায় করুক অথবা সাক্ষী দানের সময়ে করুক। যদি সেই ওসীয়ত শরীয়ত মোতাবেক হয়, তা'হলে পরিবর্তনকারী গুনাহ্গার হবে।

টীকা - ৩২২ঃ এবং অন্যান্য চাই তারা ওসীয়তকারী হোক, কিংবা ঐসব ব্যক্তি হোক, যাদের পক্ষে ওসীয়ত করা হয়েছে, দায়িত্ব থেকে মুক্ত।
অর্থ এ যে, ওয়ারিশ কিংবা ওসীয়তকৃত (وصى) ব্যক্তি অথবা ইমাম কিংবা কাযী (বিচারক) যে কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অবিচার বা অন্যায় পদক্ষেপের আশংকা বোধ করবেন, তিনি যদি ঐ ব্যক্তি, যার পক্ষে ওসীয়ত করা হয় (موصٰى له) কিংবা ওয়ারিশদের মধ্যে, শরীয়ত মোতাবেক সন্ধি করিয়ে দেন, তবে গুনাহ্গার হবেন না। কেননা, তিনি সত্যের হিফাযতের জন্য বাতিলকে পরিবর্তন করেছেন।
অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, (এখানে) সে ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যে ওসীয়তের সময় লক্ষ্য করে যে, ওসীয়তকারী ন্যায়ের সীমা লংঘন করছে এবং শরীয়ত বিরোধী পন্থা ইখ্‌তিয়ার করছে, তবে তাকে এতে বাধা দেয় এবং হক্ব ও ন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করে।

টীকা - ৩২৪ঃ এ আয়াতের মধ্যে রোযাসমূহ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে।
রোযা শরীয়তের পরিভাষায় এরই নাম যে, মুসলমান- চাই পুরুষ হোক কিংবা 'হায়য' * ও 'নিফাস' * * থেকে পবিত্রা নারী হোক, সুবহ্ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়্যতে পানাহার ও সহবাস বর্জন করবে। (আলমগীরী ইত্যাদি)।
রমযানের রোযা ১০ ই শাওয়াল, ২য় হিজরীতে ফরয করা হয়। (দুররুল মুখতার ও খাযিন)
এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা চিরাচরিত ইবাদত। হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যামানা থেকে সমস্ত শরীয়তে তা ফরয হয়ে এসেছে, যদিও দিন ও বিধানাবলী ভিন্ন ছিলো, কিন্তু মূল রোযা সমস্ত উম্মতের উপর অপরিহার্য ছিলো।

টীকা - ৩২৫ঃ এবং তোমরা পাপ কার্যাদি থেকে বাঁচতে পারো । কারণ, এটা কু-প্রবৃত্তিকে দমনের মাধ্যম ও খোদাভীরুদের বিশেষ চিহ্ন (شعار)

টীকা - ৩২৬ঃ অর্থাৎ শুধু রমযানের একটা মাস।

টীকা - ৩২৭ঃ 'সফর' দ্বারা ঐ ভ্রমণই বুঝায়, যা তিন দিনের দূরত্ব অপেক্ষা কম না হয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ تَعَالٰى রুগ্ন ও সফররত ব্যক্তিকে এ অবকাশ দিয়েছেন যে, যদি সে রমযান মাসে রোযা পালনের ফলে রোগবৃদ্ধি কিংবা মৃত্যুর আশংকাবোধ করে, অথবা সফরে অসুবিধা ও কষ্টে (আশংকা বোধ করে), তবে সে রোগ-ভোগ ও সফরের দিনগুলোতে রোযা ভঙ্গ করবে এবং এর পরিবর্তে নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতিরেকে অন্যান্য দিনগুলোতে সেগুলোর ক্বাযা করবে। নিষিদ্ধ দিন পাঁচটা, যেগুলোতে রোযা পালন করা জায়েয নয়ঃ- দু'ঈদের দিন ও যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ এবং ১৩ তম দিবস।
পীড়িত ব্যক্তির জন্য শুধু মনের আশংকার (وهم) ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণ অথবা অভিজ্ঞতা কিংবা কোন প্রকাশ্য ফাসিক নয় এমন চিকিৎসকের অভিমত দ্বারা মনের অধিকতর ধারণা অর্জিত না হয় এ মর্মে যে, রোযা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হবার কিংবা বৃদ্ধি পাবার কারণ হবে।
যে বাস্তবে পীড়িত না হয়, কিন্তু মুসলমান চিকিৎসক একথা বলেন যে, সে রোযা রাখলে পীড়িত হয়ে পড়বে, সেও পীড়িত হিসেবে বিবেচিত হবে।
গর্ভবতী অথবা স্তন্য পান করায় এমন নারী যদি এ আশংকা করে যে, রোযা রাখলে সন্তানের কিংবা তার আপন প্রাণহানি ঘটবে কিংবা পীড়িত

* মাসিক রক্তস্রাব
** প্রসবোত্তর রক্তস্রাব

হয়ে পড়বে, তবে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ।

মাসআলাঃ যে মুসাফির ভোর-উদয় হবার পূর্বে সফর আরম্ভ করেছে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ, কিন্তু যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পর সফর আরম্ভ করে তার জন্য ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

টীকা - ৩২৮ঃ মাসআলাঃ যে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা বার্দ্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখার সামর্থ রাখেনা আর ভবিষ্যতেও সামর্থ ফিরে পাবার আশা বাকী থাকেনা তাকে 'শায়খ-ই-ফানী' (মৃত্যুর মুখোমুখি বৃদ্ধ) বলা হয়। তার জন্য বৈধ যে, সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে অর্দ্ধ সা' অর্থাৎ সাড়ে পচাঁত্তর (তোলা) * পরিমাণ গম অথবা গমের আটা অথবা তার দ্বিগুণ 'যব' কিংবা এর মূল্য 'ফিদিয়া' হিসেবে প্রদান করবে।

মাসআলাঃ যদি 'ফিদিয়া' প্রদানের পর সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে রোযা পালন ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে।

যদি 'শায়খ-ই-ফানী' গরীব হয় এবং 'ফিদিয়া' প্রদানে অক্ষম, তবে সে আল্লাহ্ تَعَالٰی এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং স্বীয় অপারগতাজনিত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

টীকা - ৩২৯ঃ অর্থাৎ 'ফিদিয়া'র পরিমাণ অপেক্ষা বেশী প্রদান করবে।

অতঃপর ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিন-সমূহে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ না থাকে তারা এর বিনিময়ে দেবে একজন মিস্কীনের খাবার (৩২৮)। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ থেকে সৎকর্ম অধিক করবে (৩২৯) তবে তা তার জন্য উত্তম এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর যদি তোমরা জানো (৩৩০)।

১৮৫ঃ রমযানের মাস, যাতে ক্বুরআন অবতীর্ণ হয়েছে (৩৩১), মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর সহজই চান এবং তোমাদের উপর ক্লেশ চান না, আর এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে (৩৩২) এবং আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১৮৬ঃ এবং হে মাহ্বূব! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি (৩৩৩),

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ

টীকা - ৩৩০ঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদিও মুসাফির ও পীড়িতদের জন্য রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু অধিক উত্তম ও শ্রেয় হচ্ছে রোযা রাখা।

টীকা - ৩৩১ঃ এর অর্থ তাফসীর-কারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

একঃ রমযান হচ্ছে এমন মাস যার মহিমা ও মর্যাদা প্রসঙ্গে ক্বুরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে।

দুই) ক্বুরআন কারীম অবতরণের প্রারম্ভ রমযানেই হয়েছে।

তিন) এই যে, সম্পূর্ণ ক্বুরআন কারীম রমযান মুবারকের শবে ক্বদরে 'লওহ্-ই-মাহফূয' থেকে প্রথম আস্মানের প্রতি অবতারণ করা হয় এবং 'বায়তুল ইয্যত' (সম্মানিত গৃহ)-এর মধ্যে থাকে। এটা হচ্ছে এ আসমানের উপর একটা বিশেষ স্থান। এখান থেকে সময় সময়, হিকমতের চাহিদানুসারে, যতটুকু আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়েছে, জিব্রাঈল আমীন নিয়ে আসতে থাকে। এ অবতারণ দীর্ঘ তেইশ বছর কালে পরিপূর্ণ হয়েছে।

টীকা - ৩৩২ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করেন, "মাস ঊনত্রিশ দিনেরও হয়। সুতরাং চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ করো এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো। যদি ঊনত্রিশে রমযান চন্দ্র দর্শন না ঘটে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।"

টীকা - ৩৩৩ঃ এ'তে আল্লাহ্র সন্ধানকারীদের সাধনার বিবরণ রয়েছে, যারা আল্লাহ্র ইশকের উপর স্বীয় চাহিদাসমূহ ক্বুরবানী করেছেন, যাঁরা তাঁরই প্রত্যাশী। তাঁদেরকে নৈকট্য ও মিলনের সুসংবাদ দ্বারা আনন্দিত করা হয়েছে।

শানে নুযূলঃ সাহাবীদের একটা দল আল্লাহ্র প্রেমোচ্ছ্বাসে বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর দরবারে আরয করলেন, "আমাদের প্রতিপালক কোথায়?" এর জবাবে নৈকট্যের সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ تَعَالٰی 'স্থান' থেকে পবিত্র। যে বস্তু অন্য কিছুর সাথে স্থানগত নৈকট্য রাখে সেটা তার দূরবর্তী বস্তু থেকে অবশ্যই দূরত্বও রাখে। আর আল্লাহ তَعَالٰی সমস্ত বান্দারই নিকটে আছে, কোন স্থানে

অর্দ্ধ সা= ১৭৫$\frac{1}{2}$ তোলা বা দু'কেজি ৫ গ্রাম প্রায়।

অবস্থানকারীর পক্ষে এমনটি সম্ভবপর নয়। নৈকট্যের স্তরসমূহে পৌঁছা বান্দার পক্ষে তখনই সম্ভব, যখন সে আলস্য পরিহার করে। কবির ভাষায়ঃ

دوست نزدیک تراز من بمن ست

ویں عجب ترکہ من ازوے دورم

অর্থাৎঃ "বন্ধু আমার অতি নিকটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তার থেকে দূরে।"

টীকা - ৩৩৪ঃ দুআ' হচ্ছে- 'প্রয়োজন উপস্থাপন করা'। আর اجابت (ইজাবত) বা 'প্রার্থনা গ্রহণ করা' হচ্ছে- প্রতিপালক আপন বান্দার প্রার্থনার জবাবে "لَبَّيْكَ عَبْدِىْ" (আমি হাযির, হে আমার বান্দা !) বলা, 'মনস্কামনা পূরণ করা' অন্য কিছু। তাও কখনো তাঁর কৃপায় তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়, কখনো তাঁর হিকমতানুসারে, কিছুটা দেরীতে হয়। কখনো বান্দার প্রয়োজন দুনিয়াতেই মিটানো হয়, কখনো আখিরাতে। কখনো বান্দার উপকার অন্য কিছুতে হয়, তখন তাই দান করা হয়।

কখনো বান্দা প্রিয়ভাজন হয়। তার প্রয়োজন এজন্যই দেরীতে মিটানো হয় যেন সে দেরীক্ষণ পর্যন্ত দুআ' প্রার্থনায় মশগুল থাকে।

কখনো প্রার্থনাকারীর মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা ইত্যাদি দুআ' কবূল হবার শর্তাবলী থাকেনা। এ কারণেই আল্লাহ্‌র সৎ ও মাক্ববূল বান্দাদের দ্বারা দুআ' করানো হয়।

মাসআলাঃ কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য দুআ' করা বৈধ নয়। দুআ'র নিয়মাবলীর অন্যতম হচ্ছে- অন্তরের একাগ্রতার (حضور قلب) সাথে কবূল হবার 'ইয়াক্বীন' (দৃঢ় বিশ্বাস) রেখে দুআ' করা এবং এ অভিযোগ না করা যে, আমার দুআ' কবূল হয়নি।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে- নামাযের পর 'হামদ' ও 'সানা' (আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাক্য) ও 'দুরূদ শরীফ' পাঠ করবে অতঃপর দুআ' করবে।

টীকা - ৩৩৫ঃ শানে নুযূলঃ পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে ইফতারের পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা ইশার নামায পর্যন্ত (সময়ের জন্য) হালাল ছিলো। ইশার

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৬৮	মানযিল-১	পারাঃ ২
প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে (৩৩৪)। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়। **১৮৭ঃ** রোযাসমুহের রাত্রিগুলোতে আপন স্ত্রীদের নিকটে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে (৩৩৫), তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্‌ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মাগুলোকে অবিশ্বস্ততার মধ্যে ফেলছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন (৩৩৬)। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও (৩৩৭), এবং তালাশ করো- আল্লাহ্‌ যা তোমাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন (৩৩৮), এবং পানাহার করো (৩৩৯)		أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَآئِكُمْ ۭ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۭ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا	

নামাযের পর এসব কাজ রাত্রি বেলায়ও হারাম হয়ে যেতো। এ বিধান হুযূর আক্বদাস صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। কোন কোন সাহাবী দ্বারা রমযানের রাত্রিসমূহে ইশার পর স্ত্রী সহবাস সংঘটিত হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)ও ছিলেন। এজন্য এসব হযরত লজ্জিত হলেন এবং রাসূলে পাকের দরবারে অবস্থা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ تَعَالٰى ক্ষমা করলেন আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো এবং বলে দেওয়া হলো যে, ভবিষ্যতের জন্য রমযানের রাত্রি সমূহে মাগরিব থেকে সুব্‌হে সাদিক্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো।

টীকা - ৩৩৬ঃ এ 'অবিশ্বস্ততা' বলতে ঐ স্ত্রী সহবাস বুঝায় যা বৈধ হবার পূর্বে রমযানের রাতগুলোতে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। সেটার ক্ষমা ঘোষণা করে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে।

টীকা - ৩৩৭ঃ এ নির্দেশটা 'মুবাহ' (বৈধতা) নির্দেশক, এখন ঐ নিষেধজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে এবং রমযানের রাতগুলোতে স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে।

টীকা - ৩৩৮ঃ এতে পথ নির্দেশ রয়েছে যে, স্ত্রী সঙ্গম বংশ-বিস্তার ও সন্তান-সন্ততি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত, যার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও ধর্ম শক্তিশালী হয়।

তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে- স্ত্রী সহবাস শরীয়তের নির্দেশ মোতাবিক হওয়া চাই- যে স্থানে (অঙ্গে) ও যে নিয়মে বৈধ করেছে তা যেন লংঘন না করে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

অপর এক অভিমত এটাও যে, যা আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন তারই সন্ধান করার অর্থ হচ্ছে- রমযানের রাত্রিগুলোতে অধিক ইবাদত এবং জাগ্রত থেকে 'শবে কৃদর' তালাশ করা।

টীকা - ৩৩৯ঃ এ আয়াত সারমাহ্‌ বিন-ক্বায়স সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মেহনতী লোক ছিলেন। একদিন রোযাবস্থায় পূর্ণ দিবস আপন জমিতে কাজ

করার পর সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন। স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলেন। সে রান্না কার্যে লেগে গেলো। এদিকে তিনি ছিলেন পরিশ্রান্ত। ইত্যবসরে, তাঁর চোখে নিদ্রা নেমে আসলো। যখন খাবার তৈরী করে তাঁকে জাগ্রত করলো, তখন তিনি আহারে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা, সে যুগে ঘুমিয়ে পড়ার পর রোযাদারের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। এমতাবস্থায়ই তিনি পরবর্তী দিনের রোযা রেখে দিলেন। দুর্বলতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো। দুপুরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর রমযানের রাত্রিগুলোতে তাঁরই কারণে পানাহার বৈধ করা হলো, যেমনিভাবে হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর তাওবা ও অনুশোচনার কারণে 'স্ত্রী সঙ্গম' হালাল হয়েছে।

টীকা - ৩৪০ঃ 'রাত'- কে কৃষ্ণরেখা ও 'সুবহি সাদিক'-কে শুভ্র রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের জন্য পানাহার করা রমযানের রাতগুলোতে মাগরিব থেকে সুবহি সাদিক্ব পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

মাসআলাঃ সুবহি সাদিক্ব পর্যন্ত অনুমতি দেয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'জানাবত' * রোযার অন্তরায় নয়। (সুতরাং) 'জানাবত' এর অবস্থায় যার ভোর হয়েছে সে গোসল করে নেবে। তার রোযা ত্রুটিমুক্ত। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

মাসআলাঃ এ থেকে ইমামগণ এ মাসআলা বের করেছেন যে, রমযানের রোযার নিয়্যত করা দিনের বেলাও জায়েয।

এ পর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা থেকে, ভোর হয়ে (৩৪০), অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযাগুলো সম্পূর্ণ করো (৩৪১), এবং স্ত্রীদের গায়ে হাত লাগাবে না যখন তোমরা মসজিদগুলোতে ই'তিকাফরত থাকো (৩৪২)। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, সেগুলোর নিকটে যেওনা। আল্লাহ্ এভাবেই বর্ণনা করেন লোকদের জন্য আপন নিদর্শনগুলো, যাতে তাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়।

১৮৮ঃ এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং না বিচারকদের নিকট তাদের মুক্বাদ্দমা এজন্য পৌঁছাবে যে, লোকজনের কিছু ধন-সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে নেবে (৩৪৩), জেনে বুঝে

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

টীকা - ৩৪১ঃ এ থেকে রোযার শেষ সীমা সম্পর্কে জানা যায়। আর এ মাসআলা প্রমানিত হয় যে, রোযাবস্থায় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে কোন একটি সংঘটিত করলে তার উপর কাফ্‌ফারা অপরিহার্য হয়ে যায়। (মাদারিক)

মাসআলাঃ ইমামগণ এ আয়াতকে 'সওম-ই-ভিসাল' (صوم وصال) অর্থাৎ রাতদিন ইফতার ব্যতিরেকেই রোযা পালন করা নিষিদ্ধ হবার পক্ষে প্রমাণ সাব্যস্থ করেন

টীকা - ৩৪২ঃ এতে বিবরণ রয়েছে যে, রমযানের রাত্রিগুলোতে রোযাদারের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল, যদি সে ই'তিকাফরত না হয়।

মাসআলাঃ ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের নিকটবর্তী হওয়া ও চুম্বন-আলিঙ্গন করা হারাম।

মাসআলাঃ পুরুষদের ই'তিকাফের জন্য মসজিদ জরুরী।

মাসআলাঃ ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার করা ও শয়ন করা জায়েয।

মাসআলাঃ স্ত্রীলোকদের ই'তিকাফ তাদের ঘরের মধ্যেই জায়েয।

মাসআলাঃ ই'তিকাফ এমনসব মসজিদেই বৈধ যেগুলোতে জামা'আত ক্বায়েম হয়।

মাসআলাঃ ই'তিকাকে 'রোযা' পূর্বশর্ত।

টীকা - ৩৪৩ঃ এ আয়াতে অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ গ্রাস করা হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে- চাই লুণ্ঠন করে হোক, কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে হোক, অথবা চুরি করে হোক, কিংবা জুয়া খেলে হোক অথবা হারাম তামাশাদি কিংবা হারাম কার্যাদি অথবা হারাম বস্তুসমূহের পরিবর্তে, অথবা ঘুষ কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা চোগলখুরীর মাধ্যমে- এ সবই নিষিদ্ধ ও হারাম।

মাসআলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, অন্যায়ভাবে হীন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য কারো বিরুদ্ধে মুক্বাদ্দমা সাজানো এবং তাকে বিচারকমন্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করা না জায়েয ও হারাম। অনুরূপভাবে, স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অপরের ক্ষতি করার জন্য বিচারকমন্ডলীর উপর প্রভাব খাটানো ও ঘুষ ইত্যাদি দেয়া হারাম। যারা বিচারকমন্ডলীর ঘনিষ্ট লোক, তারা যেন এ আয়াতের নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখে। হাদীস শরীফে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনকারীদের প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করা হয়েছে।

* এমন অপবিত্রতা, যার কারণে গোসল করা ফরয হয়। যেমন- স্ত্রী-সহবাস, যৌন-উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত ইত্যাদির কারণে শরীর নাপাক হওয়া। এমনই নাপাকীর অবস্থায় কারো ভোর হলে তার রোযা ত্রুটিমুক্ত।

টীকা - ৩৪৪ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত মু'আয ইবনে জবল ও হযরত সা'লাবাহ্ ইবনে গানাম আসআরী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এর প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। তাঁরা দু'জনই আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চন্দ্রের এ অবস্থা কেন? তা প্রথম খুব সরু হয়ে উদিত হয়, তারপর দিন দিন বাড়তে থাকে, এভাবে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আলোকিত হয়ে যায়। অতঃপর ছোট হতে থাকে। এভাবে পূর্বের ন্যায় সরু হয়ে যায়। কেন এক অবস্থায় থাকে না?" এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো- চন্দ্র বড় ও ছোট হবার হিকমত বা রহস্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। কোন কোন তাফসরিকারকের ধারণা হচ্ছে প্রশ্নের উদ্দেশ্য, এ পরিবর্তনে 'কারণ' জিজ্ঞাসা করা।

টীকা - ৩৪৫ঃ চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করেছেন- তা হচ্ছে সময়ের কতগুলো প্রতীক। আর মানুষের শত সহস্র ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাদি এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত। কৃষি, ব্যবসা, লেনদেনের মামলাসমূহ, রোযা ও ঈদের সময়, স্ত্রী লোকদের ইদ্দতসমূহ * হায়য্ (ঋতুস্রাব) এর দিন সমূহ, গর্ভধারণ এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর স্তন্য পানের (رضاعت) সময়সীমা, শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করানোর সময় এবং হজ্বের বিভিন্ন সময় তা (চন্দ্রের পরিবর্তন) থেকে জানা যায়। কেননা, প্রথমে যখন চাঁদ সরু থাকে তখন প্রত্যক্ষকারী ধারণা করে নেয় যে, এগুলো হচ্ছে- মাসের প্রারম্ভিক দিন। আর যখন চাঁদ পূর্ণমাত্রায় আলোকিত হয় তখন জানা যায় যে, এটা মাসের মাঝামাঝি তারিখ। আর যখন চন্দ্র একবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন বুঝা যায় যে, এখন মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে এর মধ্যবর্তী দিনসমূহ চন্দ্রের অবস্থাদির কথাও বুঝা যায়। অতঃপর মাস থেকে বছরের হিসাব হয়। এটা এমন একটা খোদায়ী কুদরতের যন্ত্র, যা আকাশের বুকে সর্বদা (নিয়মিত) চালু অবস্থায় থাকছে। আর প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষাভাষী লোক, বিদ্বান এবং নিরক্ষর-সবাই এ থেকে আপন আপন হিসাব জেনে নেয়।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	রুকূ-২৪	৭০	মানযিল-১	পারাঃ ২

১৮৯ঃ (হে হাবীব!) আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে (তারা) জিজ্ঞাসা করছে (৩৪৪)। আপনি বলে দিন, 'সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, মানবজাতি ও হজ্বের জন্য (৩৪৫)। আর এটা কোন পূণ্যময় কাজ নয় যে, (৩৪৬) গৃহগুলোর মধ্যে পেছনের দরজা কেটে আসবে। হাঁ, পূণ্য তো খোদাভীরুতাই, এবং গৃহসমূহের দরজাগুলো দিয়েই প্রবেশ করো (৩৪৭)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এ আশায় যে, সাফল্য অর্জন করবে।' ১৯০ঃ এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো (৩৪৮) তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৩৪৯)	يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰیۚ وَاْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾ وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَكُمْ

টীকা - ৩৪৬ঃ শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগের লোকদের অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা হজ্বের জন্য 'ইহরাম' বাঁধতো তখন কোন ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতোনা। যদি নেহায়েত কোন প্রয়োজন হতো, তবে পেছনে দরজা কেটে প্রবেশ করতো আর এটাকে পূণ্যময় কাজ বলে ধারণা করতো। এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা - ৩৪৭ঃ চাই ইহরামের অবস্থায় হোক কিংবা ইহরাম বিহীন অবস্থায়।

টীকা - ৩৪৮ঃ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে হুদায়বিয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। এ বৎসর সৈয়্যদে আ'লম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে ওমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে মক্কা মুকার্‌রমাহ্ রওয়ানা দেন। মুশরিকগণ হুযূর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মক্কা মুকার্‌রমাহ্য় প্রবেশ করতে বাধা দিলো এবং শেষ পর্যন্ত) এ মর্মে সন্ধি হলো যে, তিনি (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পরবর্তী বছর তাশরীফ আনবেন। তখন তাঁর (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জন্য তিন দিন মক্কা মুকাররমাহ্ খালি করে দেয়া হবে। সুতরাং পরবর্তী বছর ৭ম হিজরী সালে হুযূর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওমরাহ্‌র 'কাযা' নেয়ার জন্য তাশরীফ আনয়ন করলেন। তখন হুযূর (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে ১৪০০ জনের একটা জামা'আত ছিলো। মুসলমানগণ এ আশংকা করলেন যে, কাফিরগণ অঙ্গীকার রক্ষা করবেন না এবং মক্কার হেরম শরীফে 'শাহ্‌র-ই-হারাম' অর্থা যিলক্বদ মাসে যুদ্ধ করবে। এ দিকে মুসলমানগণ থাকবেন ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায়। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা মুশকিল। কেননা, জাহেলী যুগ থেকে ইসলামের প্রারম্ভিককাল পর্যন্ত না হেরম শরীফের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা বৈধ ছিলো, না মাহে হারাম-এ (অর্থাৎ যিলক্বদ, যিলহজ্ব, মুহার্‌রম ও রজব মাসে), না ইহরাম পরিহিত অবস্থায়। সুতরাং তখন তাঁরা এমতাবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি মিলবে কিনা- এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

এর অর্থ হয়ত এই যে, যে সব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা যুদ্ধের সূচনা করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা ও দ্বীনের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করো। এ নির্দেশ ইসলামের প্রারম্ভিক কালে প্রযোজ্য ছিলো। অতঃপর তা রহিত করা হয়েছে। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হলো- চাই তারা যুদ্ধের সূচনা করুক কিংবা নাই করুক।

অথবা এ অর্থ যে, 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখে।' এ কথা (ইচ্ছা) সকল কাফিরের মধ্যে রয়েছে। কেননা তারা সবাই দ্বীন-ইসলামের

* তালাকপ্রাপ্তা হয়ে কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর পর স্ত্রীলোককে যেই নির্ধারিত সময় আপন আপন ঘরে অপেক্ষা করতে হয় তাই 'ইদ্দত'। 'হায়য' বা 'রজঃস্রাব' হয় এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত তালাকের পর তিন হায়য। 'হায়য' হয়না এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত তিন মাস। আর অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাকে চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দত পালনের এ সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীলোকদের সাজসজ্জা এবং অন্য বিয়ের প্রস্তাব প্রদান বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

বিরোধী এবং মুসলানদের শত্রু। যদিও তারা কোন কারণবশতঃ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু সুযোগ পেলেই তাতে ত্রুটি করবেনা।
এ অর্থও হতে পারে যে, 'যে সব কাফির যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের মুক্বাবিলায় আসে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।' এমতাবস্থায়, দুর্বল, বৃদ্ধ, শিশু, পাগল, পঙ্গু, অন্ধ, অসুস্থ এবং স্ত্রীলোক প্রমুখ- যারা যুদ্ধক্ষম নয়, তারা এ নির্দেশের আওতায় পড়বে না। এদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না।
টীকা-৩৫০ঃ যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোনা কিংবা যাদের সাথে তোমরা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছো, কিংবা আহ্বান ব্যতিরেকে যুদ্ধ করোনা। কেননা, শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে কাফিরদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। যদি (তারা ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকার করে, তবে 'জিয্য়া' তলব করা হবে। এতেও যদি অস্বীকৃতি জানায়, তবে যুদ্ধ করা যাবে। এ অর্থের ভিত্তিতে, আয়াতের হুকুম বহাল আছে, রহিত নয়। (তাফসীর-ই-আহ্মাদী)

وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ
مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ
فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾
فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾
وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ
الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾
اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ
قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾
وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ
اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

এবং সীমাতিক্রম করো না (৩৫০)। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না সীমাতিক্রমকারীকে।

১৯১ঃ এবং কাফিরদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো (৩৫১) এবং তাদেরকে বের করে দাও (৩৫২) যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা বের করেছিলো (৩৫৩)। আর তাদের ফিৎনা তো হত্যা অপেক্ষাও প্রচন্ডতর (৩৫৪) এবং মসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা (৩৫৫) যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদেরকে হত্যা করো (৩৫৬)। কাফিরদের এটাই শাস্তি।

১৯২ঃ অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে (৩৫৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৯৩ঃ এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে যাবৎ কোন ফিৎনা না থাকে এবং এক আল্লাহ্রই ইবাদত হতে থাকে। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় (৩৫৮), তবে আক্রমণ নেই, কিন্তু যালিমদের উপর।

১৯৪ঃ পবিত্র মাসের পরিবর্তে পবিত্র মাস এবং আদবের পরিবর্তে আদব (৩৫৯)। যে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তাকে (তোমরা)(আক্রমণ করো ততটুকুই, যতটুকু সে করেছে, এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রেখো আল্লাহ্ খোদভীরুদের সাথে রয়েছেন।

১৯৫ঃ এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো (৩৬০) (এবং নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়োনা (৩৬১) এবং সৎকর্মপরায়ন হয়ে যাও। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়নগণ আল্লাহ্র প্রিয়।

টীকা-৩৫১ঃ চাই হেরম হোক, কিংবা হেরম ব্যতীত অন্য কোন স্থান।
টীকা-৩৫২ঃ মক্কা মুকার্‌রমাহ্ থেকে
টীকা-৩৫৩ঃ গত বছর। সুতরাং মক্কা বিজয়ের দিন যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের বেলায় এটাই করা হয়েছিলো।
টীকা-৩৫৪ঃ 'ফ্যাসাদ' (ফিৎনা) দ্বারা 'শির্ক' বুঝানো হয়েছে, কিংবা মুসলমানদেরকে মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা।
টীকা-৩৫৫ঃ কেননা, এটা 'হেরম' শরীফের মর্যাদার পরিপন্থী।
টীকা-৩৫৬ঃ কারণ, তারা হেরম শরীফের মর্যাদাহানি করেছে।
টীকা-৩৫৭ঃ হত্যাও শির্ক থেকে।
টীকা-৩৫৮ঃ কুফর ও বাতিল পূজা থেকে।
টীকা-৩৫৯ঃ যখন গত বছর, ৬ষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে আরবের মুশরিকগণ 'পবিত্র মাস' এর মর্যাদা ও আদবের তোয়াক্কা করেনি এবং তোমাদেরকে ওমরাহ্ আদায় করতো বাধা দিয়েছে, তখন এ মর্যাদাহানি তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে এবং এর পরিবর্তে আল্লাহ্র শক্তি প্রদানক্রমে, ৭ম হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে তোমরা ওমরাহ্ ক্বাযা করার সুযোগ পেয়েছো।
টীকা-৩৬০ঃ এ থেকে ধর্মীয় সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করাই বুঝানো হয়েছে- চাই জিহাদ হোক, কিংবা অন্যান্য সৎকাজ হোক।
টীকা-৩৬১ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয়-কার্য পরিহার করাও ধ্বংসের কারণ এবং অপব্যয়ও। অনুরূপভাবে, অন্যান্য বস্তুও, যা বিপদ এবং ধ্বংসের কারণ হয়, সে সব বস্তু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়, এমনকি অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া কিংবা বিষপান করা কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা করা।
মাসআলাঃ উ'লামা কিরাম এ মাস্আলাও অনুমান করেছেন যে, যেই শহরে মহামারী দেখা দেয় সেখানে যাওয়া উচিত নয়, যদিও সেখানাকার লোকদের সেখান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষিদ্ধ।

টীকা-৩৬২ঃ এবং সে দু'টি কাজ সেগুলোর 'ফরযসমূহ' ও 'শর্তাবলী' সহকারে খাস আল্লাহ্‌র জন্য, আলস্য ও ত্রুটি ব্যতীতই পূর্ণ করো।
হজ্জ্ব হচ্ছে- ইহ্‌রাম পরিধান করে ৯ই যিলহজ্জ্ব তারিখে 'আরাফাত'-এ অবস্থান করা এবং কা'বা মু'আয্‌যমায় তাওয়াফ করা। এর জন্য সময় নির্ধারিত আছে, যার মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়, তবেই হজ্জ্ব (আদায়) হয়।

মাসআলাঃ হজ্জ, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে, ৯ম হিজরী সনে ফরয হয়েছে। এটার ফরয হওয়া অকাট্য।

হজ্জের ফরযসমূহঃ ১) ইহ্‌রাম বাঁধা, ২) আ'রাফাতে অবস্থান করা এবং ৩) তাওয়াফ-ই-যিয়ারত।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহঃ ১) মুযলালিফায় অবস্থান করা, ২) 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয়ে প্রদক্ষিণ (সা'ঈ) করা, ৩) 'রামী' বা কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ৫) মীক্বাতের বাইরে আগত হাজীদের জন্য প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ এবং ৫) মাথা মুন্ডানো কিংবা চুল কাটা।

ওমরাহ্‌র রুকনঃ তাওয়াফ এবং সা'ঈ (সাফা ও মারওয়ারর মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) আর এর 'শর্ত' হচ্ছে ইহ্‌রাম এবং মাথা মুন্ডানো।

হজ্জ্ব ও ওমরাহ্‌ করার চারটা নিয়ম আছেঃ যথা- ১) ইফ্‌রাদ বিল হজ্জ্ব (অর্থাৎ 'হজ্জ-ই-ইফরাদ')ঃ তা হচ্ছে হজ্জের মাসগুলোতে অথবা তার পূর্বে, মীক্বাত থেকে অথবা তার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং অন্তরে এর নিয়ত করবে- চাই 'তালবিয়াহ্‌'র সময় মুখে এর উচ্চারণ করুক, কিংবা না-ই করুক।

২) ইফরাদ বিল ওমরাহ্‌ঃ তা হচ্ছে 'মীক্বাত' থেকে কিংবা এর পূর্বে, হজ্জের মাসগুলোতে কিংবা এর পূর্বে 'ওমরাহ্‌র ইহ্‌রাম' বাঁধবে এবং অন্তরে এর ইচ্ছা করবে, চাই তাল্‌বিয়াহের সময় এর উল্লেখ করুক কিংবা না-ই করুক এবং এর জন্য হজ্জের মাসসমূহে কিংবা এর পূর্বে তাওয়াফ করবে কিংবা সেই বছর হজ্জ্ব করুক বা না-ই করুক, কিন্তু হজ্জ্ব ও ওমরাহ্‌র 'ইলমাম-ই-সহীহ্‌' করবে এভাবে যে, আপন পরিবার-পরিজনের দিকে হালাল হয়ে ফিরে যাবে।

<table>
<tr><td>সূরাঃ ২ বাক্বারাহ</td><td>৭২</td><td>মানযিল-১</td><td>পারাঃ ২</td></tr>
<tr><td colspan="2">১৯৬ঃ এবং হজ্জ্ব ও ওমরাহ্‌ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পূর্ণ করো (৩৬২)। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও (৩৬৩), তবে ক্বুরবানী প্রেরণ করো, যা সহজলভ্য হয় (৩৬৪) এবং আপন মস্তক মুন্ডন করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বুরবানীর পশু আপন ঠিকানায় পৌঁছে না যায় (৩৬৫)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় কিছু ক্লেশ থাকে (৩৬৬), তবে তার বিনিময় (ফিদিয়া) দেবে- রোযা (৩৬৭) কিংবা সাদাক্বাহ্‌ (৩৬৮),</td><td colspan="2">وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ</td></tr>
</table>

৩) ক্বিরানঃ তা হচ্ছে হজ্জ্ব ও ওমরাহ্‌ দু'টিই একই ইহ্‌রামে একত্রিত করবে। সে ইহ্‌রাম, মীক্বাতে বাঁধা হোক কিংবা তার আগে, হজ্জের মাসসমূহে হোক কিংবা এর পূর্বে। প্রথম থেকেই হজ্জ্ব ও ওমরাহ্‌ উভয়টারই নিয়্যত করবে, চাই তালবিয়াহ্‌র সময় উভয়ের উল্লেখ করুক কিংবা না-ই করুক। প্রথমে ওমরাহ্‌র কার্যাদি আদায় করবে অতঃপর হজ্জের।

৪) তামাত্তু'ঃ তা হচ্ছে- মীক্বাত থেকে কিংবা এর পূর্বে, হজ্জের মাসসমূহে কিংবা এর আগে ওমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং হজ্জের মাসসমূহে ওমরাহ্‌ করবে, কিংবা অধিকাংশ তাওয়াফ তার হজ্জের মাসসমূহে হবে এবং হালাল হয়ে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবে। আর সে বছরই হজ্জ্ব করবে এবং হজ্জ্ব ও ওমরাহ্‌র মাঝখানে আপন পরিবার-পরিজনের সাথে 'ইলমাম-ই-সহীহ' * করবে না। (মিস্‌কীন ও ফাত্‌হ)

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে উ'লামায়ে কিরাম 'হজ্জে-ই-ক্বিরান' প্রমাণিত করেছেন।

টীকা-৩৬৩ঃ হজ্জ্ব কিংবা ওমরাহ্‌ থেকে, আরম্ভ করার, ঘর থেকে বের হবার এবং ইহ্‌রামধারী হয়ে যাবার পরে, অর্থাৎ যদি তোমাদের হজ্জ্ব ও ওমরাহ্‌ আদায়ে কোন বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়, চাই সেটা শত্রুর ভয় হোক কিংবা পীড়া ইত্যাদি, এমনি অবস্থায় তোমরা ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে এসো।

টীকা-৩৬৪ঃ উট কিংবা গাভী অথবা ছাগল। আর এ ক্বুরবানী প্রেরণ করা ওয়াজিব।

টীকা-৩৬৫ঃ অর্থাৎ হেরমের অভ্যন্তরে যেখানে সেগুলো যবেহ করার নির্দেশ আছে।

মাসআলাঃ এ ক্বুরবানী হেরম-এর বাইরে হতে পারেনা।

টীকা-৩৬৬ঃ যার কারণে সে মাথা মুন্ডাতে বাধ্য হয় এবং মাথা মুন্ডন করে নেয়,

টীকা-৩৬৭ঃ তিন দিনের

টীকা-৩৬৮ঃ ছয়জন মিস্‌কীনের খাবার। প্রত্যেক মিস্‌কীনের জন্য পৌণে দু'সের গম। **

- * اِلْمَامْ (ইলমাম) এর অভিধানিক অর্থ- এসে অবতরণ করা। ফিক্বহ্‌-এর পরিভাষায় اِلْمَامْ صحيح (ইলমাম-ই-সহীহ) হচ্ছে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে আপন পরিবার-পরিজনের দিকে (স্বীয় মাতৃভূমি বা স্বদেশে) ফিরে আসা।

** এটা অর্দ্ধ সা' এর সমপরিমাণ। অবশ্য, অন্য হিসাব মোতাবেক 'অর্দ্ধ সা' হচ্ছে ২ কেজি প্রায় ৫ গ্রাম। এটাই সর্বাধিক সঠিক ও উত্তম পরিমাপ। (সূরা বাক্বারাহঃ টীকা নং ৩২৮ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

টীকা-৩৬৯ঃ অর্থাৎ তামাত্তু করবে।

টীকা-৩৭০ঃ এ কুরবানী তামাত্তু'র, হজ্জের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে, যদিও 'তামাত্তু'কারী গরীব হয়, কিন্তু ঈদুল আয্‌হার কুরবানী নয়, যা গরীব এবং মুসাফিরের উপর ওয়াজিব হয়না।

টীকা-৩৭১ঃ অর্থাৎ ১লা শাওয়াল থেকে ৯ই যিলহজ্জ্ পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধার পর। এর মাঝখানে যখন চায় রাখবে- চাই এক সাথে কিংবা আলাদাভাবে। উত্তম হচ্ছে- ৭, ৮ ও ৯ই যিলহজ্জে রাখা।

টীকা-৩৭২ঃ **মাসআলাঃ** মক্কা-বাসীদের জন্য না তামাত্তু'র বিধান আছে, না ক্বিরানের। আর মীক্বাতসমূহের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাসকারীগণ মক্কাবাসীদের মধ্যে গণ্য হয়।

'মীক্বাত' পাঁচটাঃ যথা- ১) যুল-হুলায়ফাহ্, ২) যাত-ই-ইরক্ব, ৩) জোহ্‌ফাহ্, ৪) ক্বারন এবং ৫) ইয়ালাম্‌লাম।

'যুল-হুলায়ফাহ্' মদীনাবাসীদের জন্য, 'যাত-ই-ইরক্ব' ইরাকবাসীদের জন্য, 'জোহ্‌ফাহ্' সিরিয়াবাসীদের জন্য, 'ক্বরন' নজদবাসীদের জন্য এবং 'ইয়ালাম্‌লাম' ইয়েমেনবাসীদের জন্য।

টীকা-৩৭৩ঃ শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জের দশ দিন। হজ্জের কার্যাদি এ দিনগুলোতেই দুরস্ত হয়।

মাসআলাঃ যদি কেউ এসব দিবসের পূর্বেই হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়, তবে জায়েয হবে, কিন্তু মাক্‌রূহ হবে।

টীকা-৩৭৪ঃ অর্থাৎ হজ্জ্‌কে নিজের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে নেয় ইহ্‌রাম বেঁধে কিংবা 'তালবিয়াহ্' বলে, অথবা কুরবানীর পশু প্রেরণ করে। তার উপর ঐসব বস্তু অপরিহার্য, যে গুলোর কথা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৭৩	মানযিল-১	পারাঃ ২

اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

কিংবা কুরবানী। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ থাকবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরাহ্ মিলানোর ফায়দা উঠায় (৩৬৯) তার উপর কুরবানী রয়েছে যেমনি সহজলভ্য হয় (৩৭০), অতঃপর যার জন্য সম্ভবপর না হয় তবে সে তিনটা রোযা হজ্জের দিনগুলোতে রাখবে (৩৭১) এবং সাতটা যখন আপন গৃহে ফিরে যাবে- এ পূর্ণ দশটা হলো। এ হুকুম তারই জন্য যে মক্কার বাসিন্দা নয় (৩৭২), আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

রুকূ-২৫

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾

১৯৭ঃ হজ্জের কতিপয় মাস রয়েছে, সুবিদিত (৩৭৩), অতঃপর যে ব্যক্তি এ গুলোতে হজ্জের নিয়্যত করে (৩৭৪), তবে না স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের আলোচনা করা হবে, না কোন গুনাহ্, না কারো সাথে ঝগড়া (৩৭৫) হজ্জের সময় পর্যন্ত এবং তোমরা যে-ই উত্তম কাজ করবে আল্লাহ্ সেটা জানেন (৩৭৬), আর পাথেয় সঙ্গে নাও। কারণ, নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে- খোদাভীরুতা (৩৭৭) এবং আমাকে ভয় করতে থাকো, হে বিবেকবানগণ (৩৭৮)।

টীকা-৩৭৫ঃ رفث (রাফাস্) হচ্ছে- স্ত্রী সম্ভোগ কিংবা স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের কথা আলোচনা করা অথবা অশ্লীল কথা বলা। কিন্তু বিবাহ এ'তে অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাসআলাঃ 'মুহরিম' অথবা 'মুহরিমাহ্' (যথাক্রমে, ইহ্‌রামধারী পুরুষ ও ইহ্‌রামধারীণী মহিলা) এর বিবাহ্ জায়েয, সম্ভোগ জায়েয নয়।

فسوق (ফুসূক্ব) দ্বারা (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের) 'আদেশ অমান্য করা এবং পাপাচারসমূহ' আর (জিদাল) দ্বারা 'ঝগড়া-বিবাদ' বুঝানো হয়েছে, চাই আপন সঙ্গী কিংবা সেবকের সাথে হোক অথবা অন্যান্য লোকদের সাথে।

টীকা-৩৭৬ঃ মন্দ কাজগুলো থেকে বারণ করার পর সৎ কার্যাদির প্রতি উৎসাহিত করেছেন যে, গুনাহ্‌র স্থলে খোদাভীরুতা এবং ঝগড়া-বিবাদের স্থলে প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বন করো।

টীকা-৩৭৭ঃ **শানে নুযূলঃ** কোন কোন ইয়েমেনবাসী পাথেয়-বিহীন অবস্থায় হজ্জের জন্য রওয়ানা দিতো এবং নিজেরা নিজেদেরকে (আল্লাহ্‌র উপর 'ভরসাকারী' বলতো। আর মক্কা মুকার্‌রমায় পৌঁছে ভিক্ষা করা আরম্ভ করতো এবং কখনো লুণ্ঠন ও পর-দ্রব্য আত্মসাৎ করে বসতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "পাথেয় নিয়েই রওয়ানা দাও, অন্যান্যদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিও না, ভিক্ষা করোনা। কেননা, উত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীরুতা।" অন্য এক অভিমত হচ্ছে, "পরহেযগারীরূপী পাথেয় সাথে নাও।" দুনিয়াবী সফরের জন্য যেমন পাথেয় জরুরী, তেমনি আখিরাতে সফরের জন্যও পরহেয্‌গারী পাথেয় অপরিহার্য।

টীকা-৩৭৮ঃ অর্থাৎ বিবেকের (আক্বল) দাবী হচ্ছে- 'খোদার ভয়'। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করেনা সে বিবেকহীনদের মতোই।

টীকা-৩৭৯ঃ শানে নুযূলঃ কোন কোন মুসলমান মনে করেছেন যে, হজ্জ্বের পথে যে ব্যক্তি ব্যবসা করছে, কিংবা ভাড়ার উপর উট চালায় তার আবার হজ্জ্বই-বা কি? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

মাসআলাঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার কারণে হজ্জের কার্যাদি পালনে কোন ক্ষতি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা 'মুবাহ' (বৈধ)।

টীকা-৩৮০ঃ 'আ'রাফাত' একটা স্থানের নাম, যা 'মাওক্বেফ' বা হাজীদের বিশেষ 'অবস্থানস্থল'। দাহ্হাক এর অভিমত হচ্ছে- হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (عَلَيۡهِمَا السَّلَام) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার পর ৯ই যিলহজ্জ্ব 'আরাফাত' নামক স্থানে পুনর্মিলিত হন এবং পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলেন। এ জন্যই সেই দিবসের নাম 'আ'রাফাহ্' এবং সেই স্থানের নাম হয় 'আ'রাফাত'। একটা অভিমত এরূপও রয়েছে যে, যেহেতু বান্দাগণ সেদিন নিজেদের গুণাহসমূহের 'ই'তিরাফ' বা স্বীকার করে থাকে, সেহেতু সে দিনের নাম 'আরাফাহ্' হয়েছে।

মাসআলাঃ আ'রাফাহ্তে অবস্থান করা ফরয। কেননা, افاضه বা প্রত্যাবর্তণ করা (আ'রাফাতে) অবস্থান করা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

টীকা-৩৮১ঃ 'তাল্বিয়াহ্' (تلبيه) বা 'লাব্বায়কা............... লা-শারীকা লাকা লাব্বায়কা' বলা), 'তাহ্লীল' ('লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' বলা), 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার' বলা), 'সানা' (আল্লাহ্র প্রশংসা বাক্য পাঠ করা) এবং দুআ'র মাধ্যমে কিংবা মাগরিব ও ইশা নামাযের মাধ্যমে।

টীকা-৩৮২ঃ 'মাশ্আর-ই-হারাম' হচ্ছে- 'ক্বোযাহ্ পর্বত', যার উপর ইমাম দাঁড়ান।

১৯৮ঃ তোমাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই (৩৭৯) যে. আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করবে। কাজেই, যখন 'আ'রাফাত থেকে প্রর্তাবর্তন করবে (৩৮০) তখন আল্লাহ্র স্মরণ করো (৩৮১) 'মাশ্আর-ই-হারাম' * এর নিকটে (৩৮২) এবং তাঁর স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন এবং নিশ্চয় এর পূর্বে তোমরা বিভ্রান্ত ছিলে (৩৮৩)।

১৯৯ঃ অতঃপর কথা হচ্ছে হে ক্বুরাঈশীগণ। তোমরাও সেই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করো যে স্থান থেকে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে (৩৮৪) এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

২০০ঃ অতঃপর যখন (তোমরা) আপন হজ্জ্বের কাজ পূর্ণ করে নাও (৩৮৫),

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا
مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪
وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾
ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾
فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ

মাসআলাঃ 'ওয়াদী-ই-মুহ্স্সার' ব্যতীত সমগ্র মুয্দালিফাই 'মাওক্বেফ' (অবস্থানের বিশেষ স্থান)। এখানে অবস্থান করা ওয়াজিব। কোন ওযর ব্যতীত এটা (অবস্থান করা) পরিহার করলে 'দম' ওয়াজিব হয়। আর 'মাশ'আর-ই-হারাম'- এর নিকট অবস্থান করা উত্তম।

টীকা-৩৮৩ঃ 'আল্লাহ্র স্মরণ' ও 'ইবাদত' এর কোন নিয়ম কানূন তোমাদের জানা ছিলোনা।

টীকা-৩৮৪ঃ ক্বোরাঈশ বংশীয় লোকেরা মুয্দালিফায় দাঁড়িয়ে থাকতো এবং অন্য লোকদের সাথে আ'রাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করতো। এ আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারাও অন্যান্য লোকের সাথে আ'রাফাতে অবস্থান করে এবং একই সাথে প্রর্তাবর্তন করে। এটাই হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (عَلَيۡهِمَا السَّلَام) এর সুন্নাত।

টীকা-৩৮৫ঃ সংক্ষেপে হজ্জের নিয়মঃ হাজী ৮ই যিলহজ্জের সকালে মক্কা মুকার্‌রমাহ্ থেকে মিনার দিকে রওয়ানা দেবে। সেখানে 'আ'রাফাহ-দিবস' অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। সেদিনই 'মিনা' থেকে আ'রাফাতে আসবে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর ইমাম দু'টি খোৎবা পাঠ করবেন। এখানে হাজী যোহর ও আসরের নামায ইমামের সাথে যোহরের সময় একত্রিত করে আদায় করবে। এ দু'টি নামাযের জন্য একটা মাত্র আযান হবে আর তাকবীর (তাহ্রীমারহ্) হবে দু'টি। আর দু'টি নামাযের মাযখানে যোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া যাবে না। এ (দু'ওয়াক্বুত নামাযকে) একত্রিত করণের জন্য 'ইমাম আ'যম' (প্রধান ইমাম) থাকা বাঞ্চনীয়। যদি 'ইমাম আ'যম' বা প্রধান ইমাম না থাকে কিংবা ইমাম গোমরাহ্ বদ-মায্হাব হয়, তবে প্রতিটি নামায আলাদাভাবে আপন আপন ওয়াক্তে আদায় করে নিতে হবে এবং আ'রাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর মুয্দালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ক্বোযাহ্ পর্বতের নিকট অবতরণ করবে। মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে ইশার সময়েই আদায় করবে। আর (পরদিন) ফজরের নামায খুব প্রারম্ভিক সময়ে অন্ধকার থাকতেই আদায় করবে। 'ওয়াদী-ই-মুহাস্সার' ব্যতীত সমগ্র মুয্দালিফাহ্ এবং 'বত্নে আরনাহ্' ব্যতীত সমগ্র আ'রাফাতই 'মাওক্বেফ' (অবস্থানের স্থান)।

- 'মাশ্'আর-ই-হারাম' মানে হচ্ছে 'পবিত্র ও সম্মানিত স্থান।' এখানে 'মুয্দালিফার' কথা ইরশাদ করা হচ্ছে।

১২ই যিলহজ্জ এর মধ্য থেকে কোন এক দিন (মক্কায় গিয়ে) ‘তাওয়াফে যিয়ারত’ করবে। তারপর মিনায় এসে যাবে। এখানে তিনদিন অবস্থান করবে। আর ১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলার পর তিনটা জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। রামী সেই জামরাহ্ থেকে আরম্ভ করবে, যা মসজিদ (খায়ফ) এর নিকটে অবস্থিত। অতঃপর যা এর পরে আছে, অতঃপর ‘জামরাহ্-ই-আক্বাবাহ্’য়। প্রত্যেকটায় সাতবার করে। অতঃপর পরদিন (১২ই যিলহজ্জ) এমনই করবে। অতঃপর ১৩ই যিলহজ্জ (যদি ১২ই যিলহজ্জ মিনা থেকে মক্কায় চলে না আসে) এমনই (রামী) করবে। তারপর মক্কা মুকার্‌রমায় ফিরে আসবে। (বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বহের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে।)*

টীকা-৩৮৬ঃ জাহেলী যুগে আরবীয়গণ হজ্জের পর কা’বা শরীফের নিকট আপন-আপন পিতৃপুরুষদের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতো। ইসলামে বলা হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে- আত্ম প্রচারণা ও লোক-দেখানোর কতগুলো অনর্থক কথাবার্তা। এর পরিবর্তে একান্ত উদ্যম ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾

তখন আল্লাহ্‌র স্মরণ এমনভাবে করো, যেমন আপন পিতা ও পিতামহকে স্মরণ করছিলে (৩৮৬), বরং তদপেক্ষা বেশী, এবং কোন মানুষ এ ভাবে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দাও।’ আর পরকালে তার কোন অংশ নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

২০১ঃ আর কেউ এমন বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো (৩৮৭)।’

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾

২০২ঃ এমন লোকদের জন্য তাদের উপার্জন থেকে ভাগ রয়েছে (৩৮৮) এবং আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী (৩৮৯)।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

২০৩ঃ এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো গণনাকৃত দিনগুলোতে (৩৯০)। অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু’দিনের মধ্যে চলে যায়, তার উপর কোন গুনাহ্ নেই আর যে ব্যক্তি রয়ে যায়, তবে তার উপর গুণাহ্ নেই, খোদাভীরুর জন্য (৩৯১) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে উঠতে হবে।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে উচ্চস্বরে এবং জামা‘আত সহকারে যিক্‌র করার প্রমাণ মিলে।

টীকা-৩৮৭ঃ দু’প্রকার প্রার্থনাকারীর কথা বর্ণনা করেছেন। এক প্রকার হচ্ছে- ঐসব কাফির, যাদের প্রার্থনায় শুধু পার্থিব কামনা থাকতো আখিরাতের উপর তাদের কোন বিশ্বাসই ছিলোনা। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- সেই ঈমানদারগণ, যাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়েরই কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

মাসআলাঃ মু’মিন দুনিয়ার কল্যাণ, যা প্রার্থনা করে তাও বৈধ কাজ এবং দ্বীনের সাহায্য ও শক্তির জন্যই। এ জন্য তার এ দুআ’ও ধর্মীয় কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৩৮৮ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, দুআ’ হচ্ছে উপার্জন ও (ধর্মীয়) আ’মলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অধিক সময় এ দুআ’ই করতেন।

"اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।)

টীকা-৩৮৯ঃ অতিসত্বর ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত করে বান্দাদের থেকে হিসাব নেবেন। কাজেই, বান্দারও উচিত যেন সে দুআ’ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩৯০ঃ এ ‘সব দিন’ দ্বারা ‘আইয়্যামে তাশরীক্ব’ (১১, ১২, ১৩ই যিলহজ্জ) এবং ‘আল্লাহ্‌র স্মরণ’ দ্বারা ‘নামাযসমূহের পর এবং পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা’ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৯১ঃ কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- জাহেলী যুগে মানুষ দু’দলে বিভক্ত ছিলো। কেউ কেউ যারা তাড়াতাড়ি করতো তাদেরকে গুনাহ্‌গার বলতো, কেউ যারা বিলম্ব করতো তাদেরকে। ক্বুরআন পাক ঘোষণা করেছে যে, এ দু’দলের কেউই গুনাহ্‌গার নয়।

*আমার সংকলিত ‘হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ্’ (হজ্জ গাইড) দ্রষ্টব্য, যা বিশুদ্ধরূপে পবিত্র হজ্জ ও বরকতময় যিয়ারত পালনের একটা সুবিন্যস্ত ও সচিত্র পুস্তক, সরল বাংলা-আরবীতে মুদ্রিত। বঙ্গানুবাদক।

টীকা-৩৯২ঃ শানে নুযূলঃ এটা এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত আখ্‌নাস্‌ ইবনে শোরায়ক্ব মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর দরবারে হাযির হয়ে অতি ভক্তি সহকারে মিষ্ট মিষ্ট কথাবার্তা বলতো এবং স্বীয় ইসলাম ও হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর ভালবাসার দাবী করতো। আর এর উপর শপথ করতো এবং গোপনে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকতো। মুসলমানদের গৃহপালিত পশু সে হত্যা করেছিলো এবং তাদের শস্যক্ষেতে অগ্নি সংযোগ করেছিলো।

টীকা-৩৯৩ঃ 'গুনাহ' দ্বারা অত্যাচার ও গোঁড়ামী এবং উপদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই বুঝানো উদ্দেশ্য। (খাযিন)

টীকা-৩৯৪ঃ শানে নুযূলঃ হযরত সোহায়ব ইবনে সিনান রূমী মক্কা মুকার্‌রমাহ্‌ থেকে হিজরত করে হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর খেদমতে হাযির হবার জন্য মদীনা তৈয়্যবার দিকে রওয়ানা নিলেন। কুরাঈশ বংশীয় একদল মুশরিক তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। তখন তিনি আপন সাওয়ারী থেকে নেমে স্বীয় শরাশ্রয় থেকে তীর বের করে বলতে লাগলেন, "হে কুরাঈশীরা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার নিকটে আসতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আপন শরাশ্রয় খালি করে ফেলবো এবং অতঃপর যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে আমি তা চালাতে থাকবো, শেষ পর্যন্ত তোমাদের দল খতম হয়ে যাবে। যদি তোমরা আমার ধন-সম্পদ চাও, যা মক্কা মুকার্‌রমায় পুঁতে রাখা হয়েছে, তবে আমি তোমাদেরকে তার ঠিকানা বলে দেবো। তোমরা আমার প্রতি উদ্যত হয়োনা।" এরা তাতে রাজী হয়ে গেলো। আর তিনি তাঁর সব অর্থ-সম্পদের ঠিকানা বলে দিলেন। তিনি যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর দরবারে হাযির হলেন, তখনই এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) তিলাওয়াত ফরমালেন এবং ইরশাদ করলেন, "তোমাদের এ প্রাণ বিক্রি খুবই উপকারী ব্যবসা।"

অনুবাদ	আয়াত
২০৪ঃ এবং কোন মানুষ এমনও আছে যে, পার্থিব জীবনে তার কথাবার্তা তোমার নিকট ভালো লাগবে (৩৯২) এবং সে আপন অন্তরের কথার উপর আল্লাহ্‌কে সাক্ষী আনে এবং সে (প্রকৃতপক্ষে,) সবচেয়ে বেশী ঝগড়াটে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾
২০৫ঃ যখন সে পৃষ্ঠ ফেরায় তখন পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণসমূহ বিনষ্ট করে এবং আল্লাহ্‌ ফ্যাসাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন।	وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾
২০৬ঃ এবং যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌কে ভয় করো,' তখন তার জিদ্‌ আরো বৃদ্ধি পায়, গুনাহ্‌র (৩৯৩)। এমন লোকদের জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর সেটা নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ বিছানা।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾
২০৭ঃ এবং কোন কোন মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে (৩৯৪) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির তালাশে। আর আল্লাহ্‌ বান্দাদের উপর দয়াবান।	وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾
২০৮ঃ হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো (৩৯৫), এবং শয়তানের পদাংকগুলোর উপর চলো না (৩৯৬)। নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾
২০৯ঃ এবং যদি এর পরও তোমাদের পদস্খলন ঘটে যে, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে (৩৯৭), তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾
২১০ঃ কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে (৩৯৮)?	هَلْ يَنْظُرُوْنَ

টীকা-৩৯৫ঃ শানে নুযূলঃ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আ'বদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীগণ হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর উপর ঈমান আনার পর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়তের কোন কোন আহ্‌কামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। শনিবারকে সম্মান করতেন, এ দিবসে শিকার করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য বলে জানতেন, উটের দুধ ও মাংস থেকে বিরত থাকতেন। আর এ খেয়ালই পোষণ কতেন যে, ইসলামে তো এসব কাজ 'মুবাহ্‌'। কাজেই, এসব কাজ করা জরুরী নয়। আর তাওরীতে এ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় করা হয়। কাজেই, এগুলো ছেড়ে দেয়ার মধ্যে ইসলামের বিরোধীতাও নেই এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়াতের উপরও আ'মল হয়ে যায়। এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং ইরশাদ হয়েছে, 'ইসলামের বিধি-নিষেধের পূর্ণরূপে অনুসরণ করো। অর্থাৎ তাওরীতের আহ্‌কাম রহিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো পালন করোনা।" (খাযিন)

টীকা-৩৯৬ঃ এবং তার প্ররোচনা ও সংশয়সমূহে প্রবেশ করোনা।

টীকা-৩৯৭ঃ এবং সুস্পষ্ট প্রমানাদি আসা সত্ত্বেও ইসলামের পরিপন্থী কোন পন্থা অবলম্বন করে বসো,

টীকা-৩৯৮ঃ দ্বীন-ইসলামকে বর্জনকারী এবং শয়তানের অনুসারীরা?

টীকা-৩৯৯ঃ যারা আযাব দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত।

টীকা-৪০০ঃ অর্থাৎ তাদের নাবীগণের মু'জিযাসমূহকে তাঁদের নবূয়্যতের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করেছি, তাঁদের বাণী ও তাঁদের কিতাবসমূহকে দ্বীন-ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষী করেছি।

টীকা-৪০১ঃ 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' দ্বারা 'আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পথ-নির্দেশনা ও হিদায়াতেরই মাধ্যম এবং সেগুলোর মাধ্যমে গোমরাহী থেকে নাজাত পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে ঐসব নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা

কিন্তু এরই যে, আল্লাহ্‌ تَعَالٰى এর শাস্তি আসবে ছেয়ে ফেলা মেঘের মধ্যে এবং ফিরিশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হবে (৩৯৯)। আর কাজের ফয়সালা হয়ে গেছে এবং সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে।

২১১ঃ বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করো আমি কতগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শনই তাদেরকে প্রদান করেছি (৪০০) আর আল্লাহ্‌র আগত অনুগ্রহকে পরিবর্তন করেছে (৪০১), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

২১২ঃ কাফিরদের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবণকে সুশোভিত করা হয়েছে (৪০২) এবং মুসলমানদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে (৪০৩) এবং খোদাভীতি সম্পন্নরা তাদের ঊর্দ্ধে থাকবে ক্বিয়ামত-দিবসে (৪০৪) আর আল্লাহ্‌ যাকে চান অগণিত দান করেন।

২১৩ঃ লোকেরা একই দ্বীনের উপর ছিলো (৪০৫) , অতঃপর আল্লাহ্‌ নাবীগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতারূপে (৪০৬) এবং সতর্ককারীরূপে (৪০৭), আর তাঁদের সাথে সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৪০৮), যাতে তা লোকদের মধ্যেকার মতভেদগুলোর মীমাংসা করে দেয় এবং কিতাবের মতভেদ তারাই সৃষ্টি করেছে, যাদেরকে তা প্রদান করা হয়েছিলো (৪০৯) এর পর যে, তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে (৪১০) পরস্পরের অবাধ্যতার কারণে। অতঃপর আল্লাহ্‌ ঈমানদারগণকে ঐ সত্য বিষয় দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা বিবাদ করছিলো, আপন নির্দেশে এবং আল্লাহ্‌ যাকে চান সরল পথ দেখান।

اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾

سَلْ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱۳﴾

ও গুণাবলী এবং হুযূরের নবূয়্যত ও রিসালাতের বিরবরণ রয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃতি সাধন ঐ অনুগ্রহ পরিবর্তনের নামান্তর মাত্র।

টীকা-৪০২ঃ তারা সেটার মূল্যায়ন করে এবং সেটারই উপর মৃত্যুবরণ করে।

টীকা-৪০৩ঃ এবং পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাঁদের অনাসক্তি দেখে তাঁদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসঊদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং সোহায়ব ও বিলাল (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ) কে দেখে কাফিরগণ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের অহংকারে নিজেরা নিজেদেরকে উচ্চ মনে করতো।

টীকা-৪০৪ঃ অর্থাৎ ঈমানদার ক্বিয়ামত দিবসে উন্নত শ্রেণীর জান্নাতসমূহে থাকবেন। আর অহংকারী কাফিরগণ জাহান্নামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

টীকা-৪০৫ঃ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগ থেকে হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ এক দ্বীন ও একই শরীয়তের উপর ছিলো। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। সুতরাং আল্লাহ্‌ تَعَالٰى হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে প্রেরণ করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রেরিত রসূল। (খাযিন)

টীকা-৪০৬ঃ ঈমানদার ও অনুগতদেরকে সাওয়াবের। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৪০৭ঃ কাফির ও অবাধ্যদের প্রতি শাস্তির। (খাযিন)

টীকা-৪০৮ঃ যেমন, হযরত আদম, শীস ও ইদ্‌রীস (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর উপর 'সহীফাহ্‌সমূহ', হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর তাওরীত, হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর যাবুর, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ইঞ্জীল এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর কুরআন।

টীকা-৪০৯ঃ এ মতভেদ পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং ঈমান ও কুফর সহকারে ছিলো, যেমন-ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৪১০ঃ অর্থাৎ এ মতভেদ অজ্ঞতার কারণে ছিলোনা, বরং

টীকা-৪১১ঃ এবং যেমন দুঃখ কষ্ট তাদের উপর অতিবাহিত হয়েছে তেমনি তোমাদের উপর এখনো আসেনি।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত (বা খন্দক) এর যুদ্ধের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ শীত ও ক্ষুধা ইত্যাদির অসহনীয় কষ্টের সম্মূখীন হয়েছিলেন। এতে তাঁদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য করা পুরাকাল থেকেই আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের নিয়ম চলে আসছে। এখনো তো তোমরা পূর্ববর্তীদের মতো কষ্টের সম্মুখীন হও নি।

বোখারী শরীফে হযরত খাব্বাব ইব্‌নে ইর্‌ত (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) থেকে বর্ণিত, হুযূর বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কা'বা শরীফের ছায়ায় আপন চাদর মুবারক বালিশ বানিয়ে আরাম ফরমাচ্ছিলেন। আমরা হুযূরের দরবারে আরয করলাম, "হুযূর! আমাদের জন্য কেন দু'আ' করছেন না, আমাদের কেন সাহায্য করছেন না?" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কারারুদ্ধ হতো, মাটিতে গর্ত খনন করে তা'তে পুঁতে ফেলা হতো, করাত দিয়ে চিরে দ্বিখন্ডিত করা হতো এবং লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের শরীরের মাংস আঁচড়ে ফেলা হতো। এরূপ কোন কষ্টই তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো না।"

টীকা-৪১২ঃ অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, ঐসব উম্মতের রসূল এবং তাঁদের অনুগত মু'মিনগণও সাহায্য প্রার্থনায় ত্বরা করছিলেন, অথচ রসূল বড়ই ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন। তাঁদের সাহাবীগণও। কিন্তু এমন চরম পর্যায়ের মুসীবতসমূহ সত্ত্বেও যেসব লোক আপন দ্বীনের উপর অটল থাকেন এবং কোন মুসীবত ও বালা তাঁদের অবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারেনি।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪ঃ তোমরা কি এ ধারণায় রয়েছো যে, জান্নাতে চলে যাবে? আর এখনো তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের মতো রোয়েদাদ (অবস্থা) আসেনি (৪১১)। স্পর্শ করেছে তাদেরকে সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং প্রকম্পিত করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বলে ওঠেছে রসূল (৪১২) এবং তাঁর সঙ্গেকার ঈমানদারগণ, 'কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য (৪১৩)?' শুন নাও! 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকটে।'

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫ঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে (৪১৪), 'কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, 'যা কিছু সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করো, তবে তা মাতা-পিতা, নিকটাত্মীয়গণ, এতিমগণ, অভাবগ্রস্তগণ ও মুসাফিরদের জন্য, এবং যা সৎকর্ম করবে (৪১৫), নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন (৪১৬)।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

২১৬ঃ তোমাদের উপর ফরয হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা আর তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় (৪১৭) এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না (৪১৮)।

টীকা-৪১৩ঃ এর জবাবে তাদেরকে শান্ত না দেয়া হয়েছে এবং এই ইরশাদ হয়েছে-

টীকা-৪১৪ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত আমর ইবনে জামূহের এক প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং বড় ধনবান ছিলেন। তিনি হুযূর বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করেছিলেন, "কী ব্যয় করবো এবং কার উপর ব্যয় করবো?" এ আয়াতে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে, "যে প্রকার কিংবা যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে- কম হোক, কিংবা বেশী, তাতে সাওয়াব আছে। আর এর ব্যয়ের খাত এগুলোই।" (আয়াত দ্রষ্টব্য)।

মাসআলাঃ আয়াতে নফল-সাদাক্বাহ্‌র বিবরণ রয়েছে। মাতাপিতাকে যাকাত ও ওয়াজিব-সাদাক্বাহ্‌সমূহ প্রদান করা বৈধ নয়। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৪১৫ঃ এটা সব ধরণের সৎকর্মকে শামিল করে- আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় হোক, কিংবা অন্য কিছু। অন্যান্য খাতগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

টীকা-৪১৬ঃ সেটার প্রতিদান প্রদান করবেন।

টীকা-৪১৭ঃ মাসআলাঃ জিহাদ করা ফরয- যখন সেটার পূর্বশর্তগুলা পাওয়া যায়। (যেমন) যদি কাফিরগণ মুসলমান রাষ্ট্রের উপর আক্রমন করে তবে জিহাদ করা 'ফরয-ই-আইন' * হয়ে যায়, নতুবা, 'ফরয-ই-কিফায়া'।**

টীকা-৪১৮ঃ যে, তোমাদের পক্ষে কি উত্তম। সুতরাং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করা এবং সেটাকেই উত্তম মনে করাই অপরিহার্য, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়।

* প্রত্যেকের উপর প্রত্যক্ষভাবে অপরিহার্য।

** যে কোন একটা জনগোষ্ঠী করলে সবার পক্ষে যথেষ্ঠ।

টীকা-৪১৯ঃ শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم আ'ব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শের নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটা দলকে (একটা) অভিযানে রওয়ানা করলেন। তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন। তাঁদের ধারণা ছিলো যে, সেটা 'জুমাদাল্ উখ্‌রা' এর শেষ দিন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, ঐ মাসটা ২৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছিলো। ফলে, সেদিনটা ছিলো রজবের প্রথম তারিখ। এ জন্য কাফিরগণ মুসলমানদেরকে দোষারোপ করলো এবং বললো, "তোমরা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করছো।" আর হুযূরের নিকট সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪২০ঃ কিন্তু সাহাবীদের দ্বারা এ গুনাহ্ সম্পন্ন হয়নি। কেননা, চন্দ্র উদিত হবার খবরই তাঁদের নিকট ছিলোনা। তাঁদের ধারণায় ঐ দিনটা পবিত্র মাস রজবের ছিলোনা।

মাসআলাঃ পবিত্র মাসসমূহের মধ্যে যুদ্ধ হারাম হবার বিধান আয়াত "اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ" (মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	রুকূ-২৭	৭৯	মানযিল-১	পারাঃ ২

২১৭ঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার হুকুম সম্পর্কে (৪১৯)। আপনি বলুন, 'তাতে যুদ্ধ করা মাহাপাপ (৪২০) এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া, তাঁর উপর ঈমান না আনা, মসজিদে হারাম থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং সেখানে বসবাসকারীদেরকে বের করে দেয়া (৪২১) আল্লাহ্‌র নিকট এ গুনাহ তা অপেক্ষাও ভীষণতর (৪২৩)।' আর (তারা) সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেবে, যদি সম্ভবপর হয় (৪২৪), এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আপন দ্বীন থেকে ফিরে যায় অতঃপর কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তবে ঐসব লোকের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে দুনিয়ায় ও আখিরাতে [৪২৫(ক)] এবং তারা দোযখবাসী। তাতে তারা সর্বদা থাকবে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۱۷﴾

২১৮ঃ ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র জন্য আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রত্যাশী, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান [৪২৫ (খ)]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۱۸﴾

টীকা-৪২১ঃ যা মুশরিকদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যে, তারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم ও তাঁর সাহাবীদেরকে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর কা'বা মু'আয্‌যমায় যেতে বাধা দিয়েছিলো এবং তাঁর সাহাবা কিরামকে এতই কষ্ট দিয়েছিলো যে, সেখান থেকে হিজরত করতে হলো।

টীকা-৪২২ঃ অর্থাৎ মুশরিকদের যে, তারা শির্ক করে এবং হুযূর বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم ও মু'মিনদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয় ও বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দেয়।

টীকা-৪২৩ঃ কেননা, হত্যা তো কখনো 'মুবাহ্' (বৈধ) হয় এবং 'কুফর' কোন অবস্থাতেই 'মুবাহ' নয়। আর এখানে তারিখ সন্দেহপূর্ণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত অজুহাত। কিন্তু কাফিরদের কুফরের জন্য তো কোন ওযর-অজুহাতই নেই।

টীকা-৪২৪ঃ এতে এ মর্মে খবর দেয়া হয়েছে যে, কাফিরগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদাই শত্রুতা পোষণ করবে। কখনো এর বিপরীত হবে না। আর যতটুকু তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে, তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। "اِنِ اسْتَطَاعُوْا" থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে, তারা তাদের এ কু-উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেনা।

টীকা-৪২৫ঃ (ক) মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মত্যাগী (মুরতাদ্দ্) হওয়ার কারণে সমস্ত আ'মল বাতিল হয়ে যায়। পরকালে তো এভাবে যে, তারা কোন প্রতিদান ও পুরস্কার পাবে না। আর দুনিয়ায় এভাবে যে, শরীয়ত মুরতাদ্দকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তার স্ত্রী তার জন্য হালাল (বৈধ) থাকেনা। সে স্বীয় নিকটাত্মীয়দের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে 'মীরাস' পাওয়ার উপযোগী থাকেনা। তার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে না। তার প্রশংসা করা ও তাকে সাহায্য সহযোগীতা করা জায়েয নয়। (রুহুল বয়ান ইত্যাদি)

টীকা-৪২৫ঃ (খ) শানে নুযূলঃ আ'বদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শের নেতৃত্বে যেসব মুজাহিদ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, "যেহেতু তাঁরা অবগত ছিলেন না যে, ঐ দিবসটা রজবের, এ কারণে ঐ দিনে যুদ্ধ করা পাপ তো হয়নি, কিন্তু এর কোন সাওয়াবও পাওয়া যাবে না।" এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই জিহাদ গ্রহণযোগ্য। তাঁদেরকে এ জন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশী থাকা চাই এবং তাঁদের এ আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (খাযিন)

মাসআলাঃ "يَرْجُوْنَ" থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, কর্মের ফলে তার প্রতিদান অনিবার্য হয়না, বরং সাওয়াব দান করা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মাত্র।

টীকা-৪২৬ঃ হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন, “যদি মদের একটা মাত্র ফোঁটা কূপে পতিত হয় অতঃপর ঐ স্থানের উপর মিনারা নির্মান করা হয়, তবে আমি সেটার উপর আযান-ধ্বনি উচ্চারণ করবোনা, আর যদি সমুদ্রে মদের ফোঁটা পতিত হয়, অতঃপর সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যায়, আর সেখানে ঘাস জন্মে, তবে আমি তাতে আমার পশুগুলো চরাবোনা।”

سبحان الله (সুব্‌হানাল্লাহ্)। গুনাহ্‌র প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণের শক্তি দান করুন।

মদ তৃতীয় হিজরীতে ‘আহ্‌যাব’ বা খন্দকের যুদ্ধের কয়েক দিন পর হারাম করা হয়েছে। এর পূর্বে একথা ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, জুয়া ও মদের গুনাহ্ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বেশী। উপকার তো এই যে, মদ্যপান করলে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার হয় কিংবা সেটার বেচাকেনার কারণে ব্যবসায়িক লাভ পাওয়া যায়। আর জুয়ায় কখনো বিনামূল্যে অর্থ-সম্পদ হাতে আসে। আর পাপরাশি ও ফিৎনা-ফ্যাসাদতো অগণিতই- বিবেকভ্রষ্টতা, ব্যক্তিত্ববোধের অবসান, ইবাদতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শত্রুতা, সবার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হওয়া এবং অর্থ-সম্পদের বিনাশ।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, জিব্রাঈল আমীন হুযূর পূরনূর বিশ্বকুল সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন যে, আল্লাহ্ تَعَالٰی এর নিকট জা'ফর তাইয়্যার (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর চারটা চারিত্রিক গুণ পছন্দনীয়। হুযূর হযরত জা'ফর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, “একটা হচ্ছে এ যে, আমি কখনো মদ্যপান করিনি। অর্থাৎ তা হারাম ঘোষিত হবার পূর্বেও। আর এর কারণ এটা ছিলো যে, আমি জানতাম- সেটার কারণে বিবেক বিনষ্ট হয়ে যায়, অথচ আমি চাইতাম আমার বিবেক আরো সতেজ হোক।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৮০	মানযিল-১	পারাঃ ২
২১৯ঃ আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, ‘সে দু'টিতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকারও। আর সে দু'টির পাপ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বড় (৪২৬)’। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে- কি ব্যয় করবে (৪২৭? আপনি বলুন, ‘যা উদ্বৃত্ত থাকে (৪২৮)’ অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে সম্পন্ন করো-		يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنٰفِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ۬ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱۹﴾	
২২০ঃ দুনিয়া ও আখিরাতের কাজ (৪২৯)। আর আপনাকে এতিমদের মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করছে (৪৩০)। আপনি বলুন, ‘তাদের কল্যাণ করা উত্তম’ এবং যদি নিজেদের ও তাদের ব্যয় একত্র করে নাও, তবে তারা তোমাদের ভাই, এবং খোদা খুব ভালভাবে জানেন অনিষ্টকারীকে হিতকারীদের থেকে, এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।		فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۰﴾	

দ্বিতীয় স্বভাব হচ্ছে- অন্ধকার যুগেও আমি কখনো প্রতিমার পূজা করিনি। কারণ, আমি জানতাম যে, তা পাথর মাত্র, না উপকার করতে পারে, না অপকার।

তৃতীয় স্বভাব এই যে, কখনো আমি যিনায় লিপ্ত হইনি। কারণ, আমি সে কাজটাকে লজ্জাহীনতা মনে করতাম এবং

চতুর্থ স্বভাব হচ্ছে- আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। কেননা, আমি সেটাকে হীনমন্যতা মনে করতাম।”

মাসআলা ‘সতরঞ্জ’ (দাবা) ও তাস ইত্যাদি হার-জিতের খেলা এবং যেগুলোয় বাজি লাগানো হয়- সবই জুয়ার শামিল এবং হারাম। (রুহুল বয়ান)

টীকা-৪২৭ঃ শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমানদেরকে দান-সাদাক্বাহ্ করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। তখন তাঁর পবিত্রতম দরবারে আরয করা হলো, “সেটার পরিমাণ কি হবে, ইরশাদ করুন! কতটুকু মাল আল্লাহ্‌র পথে প্রদান করতে হবে?” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৪২৮ঃ অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ব্যয় ফরয ছিলো। সাহাবা কিরাম আপন সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট সবটুকুই আল্লাহ্‌র পথে সাদাক্বাহ্ করে ফেলতেন। এ বিধান যাকাতের বিধান-সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৪২৯ঃ যে, যতটুকু তোমাদের পার্থিব প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়, তা রেখে অবশিষ্ট সবকিছু স্বীয় পরকালীন মঙ্গলের জন্য দান করে দাও। (খাযিন))

টীকা-৪৩০ঃ যে, তাদের ধন-সম্পদকে আপন সম্পদের সাথে একত্রিত করার বিধান কি?

শানে নুযূলঃ "اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰی ظُلْمًا" অবতীর্ণ হবার পর লোকেরা এতিমদের অর্থ-সম্পদ পৃথক করে ফেললো এবং তাদের পানাহারও আলাদা করে নিলো। ফলে, এসব অবস্থায়ও দেখা দেয় যে, যেই খাদ্য এতিমদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্বৃত্ত রয়েছে তা খারাপই হয়ে গেছে, কিন্তু কারো কাজে আসেনি। এতে এতিমদের ক্ষতি হলো। এসব অবস্থা দেখে হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ হুযূর বিশ্বকুল সরদার

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন, "যদি এতিমদের ধন-সম্পদ রক্ষার মানসে তার খাদ্যকে তার অভিভাবকগণ আপন খাবারের সাথে একত্রিত করে নেয়, তবে তার বিধান কি?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, আর এতিমদের উপকারার্থে একত্রিত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৩১ঃ শানে নুযূলঃ হযরত মারসাদ গাণাভী একজন বীর পুরুষ ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে মক্কা মুকার্‌রমায় রওয়ানা করলেন, যাতে সেখানে সুকৌশলে মুসলমানদেরকে বের করে নিয়ে আসেন। সেখানে আন্নাক্ব নামী একজন অংশিবাদীনী নারী ছিলো, যে অন্ধকার যুগে তাঁর সাথে ভালবাসা রাখতো। সে সুন্দরী ও ধনবতী ছিলো। যখন তাঁর আগমনের সংবাদ গেলো, তখন সে তাঁর নিকট আসলো ও মিলন প্রার্থীনী হলো। তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে তা থেকে বিরত রইলেন আর বললেন, "ইসলাম অনুমতি দেয়না।" তখন সে বিয়ের জন্য দরখাস্ত করলো। তিনি বললেন, "এটাও রসূলে খোদা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতির উপর নির্ভর করে।"
আপন দায়িত্ব পালন শেষে যখন পবিত্রতম দরবারে এসে হাযির হয়ে অবস্থা বর্ণনা করে বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

২২১ঃ এবং অংশিবাদীনী নারীদেরকে বিবাহ করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান হয়ে যায় (৪৩১) এবং নিশ্চয় মুসলমান ক্রীতদাসী, অংশীবাদীনী নারী অপেক্ষা উত্তম (৪৩২) যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে এবং মুশরিকদের বিবাহে দিওনা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে (৪৩৩)। আর নিশ্চয় মুসলমান ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে (৪৩৪) এবং আল্লাহ্ জান্নাত ও ক্ষমা দিকে আহ্বান করেন স্বীয় নির্দেশে, আর আপন নিদর্শনসমূহ লোকদের জন্য বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ মান্য করে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

রুকূ-২৮

২২২ঃ এবং (হে হাবীব!) আপনাকে (লোকেরা) জিজ্ঞাসা করছে রজঃস্রাবের হুকুম (৪৩৫)। আপনি বলুন, 'সেটা অশুচিতা, সুতরাং (তোমরা) স্ত্রীদের নিকট থেকে পৃথক থাকো রজঃস্রাবের দিনগুলোতে এবং তাদের নিকটে যেওনা যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন তাদের নিকট যাও যেখান থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰبِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۲۲﴾

কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, যে কেউ নাবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কুফর করে, সে মুশরিক, যদিও আল্লাহ কে এক বলে স্বীকার করে ও আল্লাহ্‌র তাওহীদের দাবীদার হয়। (খাযিন)

টীকা-৪৩২ঃ শানে নুযূলঃ একদিন হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ কোন ত্রুটির কারণে আপন ক্রীতদাসীকে চপেটাঘাত করেছিলেন। অতঃপর পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে এর উল্লেখ করলেন। বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "সে আল্লাহ্‌র একত্ব ও হুযূরের রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়, রমযানের রোযা রাখে, খুব বেশী করে ওযূ করে এবং নামায পড়ে।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "সে মু'মিনাহ।" তিনি আরয করলেন, "তাহলে তাঁরই শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নাবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে আযাদ করে তার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবো।" অতঃপর তিনি তাই করলেন।
এর উপর লোকেরা তাঁকে তিরস্কার করলো এ বলে যে, তুমি একটা কৃষ্ণ-অবয়বা ক্রীতদাসীকে বিয়ে করেছো, অথচ অমুক "মুশ্‌রিকা স্বাধীনা নারী তোমারই জন্য হাযির। সে সুন্দরীও, ধনবতীও। এর জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে- অর্থাৎ মুসলিমা ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও মুশরিকা নারী স্বাধীন হয় এবং সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কারণে আকর্ষণীয়া হয়।"

টীকা-৪৩৩ঃ এর মধ্যে নারীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মাসআলাঃ মুসলিমাহ নারীর বিবাহ মুশরিক ও কাফিরের সাথে বাতিল ও হারাম।

টীকা-৪৩৪ঃ সুতরাং তাদের নিকট থেকে দূরে থাকা আবশ্যকীয় ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করা অবৈধ।

টীকা-৪৩৫ঃ শানে নুযূলঃ আরবের লোকেরা ইহুদী এবং অগ্নি-পূজারীদের ন্যায় রজঃস্রাবগ্রস্ত স্ত্রীদেরকে পূর্ণ ঘৃণা করতো। সাথে পানাহার করা, একস্থানে

থাকা অপছন্দনীয় ছিলো, বরং কঠোরতা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলাও হারাম মনে করতো। আর খৃষ্টানগণ এর বিপরীত। রজঃস্রাবের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে গভীর ভালবাসা সহকারে মশগুল হয়ে যেতো এবং তাদের সাথে মেলামেশায় অতীব অতিশয়তা অবলম্বন করতো। মুসলমানগণ হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রজঃস্রাবের বিধান জিজ্ঞাসা করলেন। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং চরম (افراط) ও নরম (تفريط) পন্থাসমূহ পরিহার করে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, রজঃস্রাবের অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ।

টীকা-৪৩৬ঃ অর্থাৎ স্ত্রী-সহবাস থেকে বংশ বিস্তৃতির ইচ্ছা করো, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নয়।

টীকা-৪৩৭ঃ অর্থাৎ সৎ-কার্যাদি কিংবা স্ত্রী-সহবাসের পূর্বক্ষণে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করো।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲۳﴾

২২৩ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। অতএব, (তোমরা) এসো আপন আপন ক্ষেতসমূহে যেভাবে ইচ্ছা করো (৪৩৬)। এবং নিজেদের মঙ্গলের কাজ পূর্বাহ্নে করো (৪৩৭)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁর সাথে মিলতে হবে। আর হে মাহ্‌বূব! সুসংবাদ দিন ঈমানদারদেরকে।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

২২৪ঃ এবং আল্লাহ্‌কে তোমাদের শপথগুলোর (এ মর্মে) নিশানা (অজুহাত) বানিয়ে নিওনা (৪৩৮) যে, 'সৎকর্ম, পরহেযগারী এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন (না) * করার শপথ করে নেবে। ** এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

২২৫ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না সেসব শপথের মধ্যে, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ, সেটারই উপর পাকড়াও করেন, যে কাজ তোমাদের অন্তরসমূহ করেছে (৪৩৯), এবং আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ন, সহনশীল।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲۶﴾

২২৬ঃ এবং ঐসব লোক, যারা শপথ করে বসে আপন স্ত্রীদের নিকট যাবার (বেলায়), তাদের জন্য চারমাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি সেই মেয়াদের মধ্যে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۷﴾

২২৭ঃ এবং যদি ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা পাকাপোক্ত করে নেয় তবে আল্লাহ্ শ্রোতা,জ্ঞাতা।

টীকা-৪৩৮ঃ হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আপন ভগ্নিপতি নু'মান ইবনে বশীর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর ঘরে যাওয়া, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা এবং তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকার শপথ করেছিলেন। যখন সে সম্পর্কে তাঁকে বলা হতো, তখন তিনি বলে দিতেন, "আমি শপথ করেছি। এ কারণে এ কাজটা আমি করতে পারছিনা।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং সৎকর্ম করা থেকে বিরত থাকার শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ যদি কোন ব্যক্তি সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার শপথ করে নেয়, তবে তার সে শপথকে পূর্ণ না করা উচিৎ, বরং সে (উক্ত) সৎ কাজটা করে নেবে এবং শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে বসে, অতঃপর জানতে পারলো যে, কল্যাণ ও উপকার তার বিপরীত বিষয়ের মধ্যে (নিহিত), তখন তার জন্য সেই উত্তম কাজটা করা এবং শপথের কাফ্‌ফারা দেয়া উচিত।

মাসআলাঃ কোন কোন মুফাস্‌সির একথাও বলেছেন যে, এ আয়াত থেকে অধিক পরিমাণে শপথ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়।

টীকা-৪৩৯ঃ শপথ তিন ধরণের হয়ে থাকে। যথা- ১) লাগ্‌ভ (لغو), ২) গুমূস (غموس) এবং মুন্‌'আক্বিদাহ্ (منعقده)।

লাগভ (لغو) হচ্ছে কোন গত হয়েছ এমন কাজের উপর তা আপন ধারণায় সঠিক জেনে শপথ করা, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা তার বিপরীত হয় এটা মার্জনাযোগ্য এবং সেটার কাফ্‌ফারা নেই। গুমূস (غموس) হচ্ছে- কোন গত হয়েছে এমন কাজের উপর সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করা। এ কারণে সে গুনাহগার হবে।

মুন্‌'আক্বিদাহ্ (منعقده) হচ্ছে- ভবিষ্যতের কোন কাজের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করা। এ শপথ যদি ভঙ্গ করে, তবে গুণাহ্‌গার হবে এবং কাফ্‌ফারাও অপরিহার্য হবে।

টীকা-৪৪০ঃ শানে নুযূলঃ জাহেলী যুগে মানুষের একটা প্রথা ছিলো যে, তারা আপন স্ত্রীদের থেকে অর্থ-সম্পদ তলব করতো। যদি তারা তা দিতে অস্বীকার

*এখানে 'لا' (না) পদটা উহ্য রয়েছে। (জালালাঈন)

** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে শপথসমূহকে পাপ কাজ করায় কিংবা সৎ কার্যাদি না করার বাহানা-অজুহাত বানিয়ে নেয়া উচিত নয়। (নূরুল ইরফান)

করতো, তবে এক বৎসর, দু'বৎসর, তিন বৎসর কিংবা ততোধিককাল তাদের নিকট যেতোনা এবং সহবাস বর্জন করার শপথ করে বসতো। আর তাদেরকে পেরেশানীর মধ্যে নিক্ষেপ করতো। তারা (তখন) না বিধবা যে, অন্যত্র কোথাও আপন ঠিকানা করে নিতে পারতো, না স্বামীধারীনী যে, স্বামীর পক্ষ থেকে আরাম পেতো। ইসলাম এ অত্যাচারকে দূরীভূত করেছে। আর এ ধরণের শপথকারীদের জন্য চার মাসের মেয়াদ নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ যদি স্ত্রী থেকে চার মাস কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য অথবা অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সহবাস না করার শপথ করে বসে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈলা' (ایلا) বলে, তবে তার জন্য চার মাস অপেক্ষা করার অবকাশ রয়েছে। এ সময়-সীমার মধ্যে খুব চিন্তা-ভাবনা করে নেবে যে, স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়া তার জন্য মঙ্গলময় হবে, না-কি রাখা। যদি রাখা উত্তম মনে করে এবং সে মেয়াদ-কালের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে, তবে বিবাহ বহাল থাকবে এবং শপথের কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে। আর যদি সে সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে এবং শপথও ভঙ্গ না করে, তবে সেই স্ত্রী 'বিবাহ-বন্ধন' থেকে বের হয়ে যাবে এবং শপথের তার উপর 'তালাক্ব-ই-বা-ইন' * বর্তাবে।

মাসআলাঃ যদি পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গমের সামর্থ রাখে তবে 'প্রত্যাবর্তন' সহবাস দ্বারাই করতে হবে। আর যদি কোন কারণে অক্ষম হয়, তবে সামর্থ ফিরে পাবার পর সহবাসের প্রতিশ্রুতিই 'প্রত্যাবর্তন' বলে গণ্য হবে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মাদী)

২২৮ঃ এবং তালাক্ব প্রাপ্তারা আপন আত্মাগুলোকে সংযত করবে তিন রজঃস্রাব পর্যন্ত (৪৪১), এবং তাদের জন্য হালাল নয় যে, তারা তা গোপন করবে যা আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেছেন (৪৪২) যদি আল্লাহ্ এবং ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রেখে থাকে (৪৪৩), এবং তাদের স্বামীদের উক্ত মেয়াদের মধ্যে তাদেরকে পুনঃগ্রহণ করার অধিকার থাকে যদি আপোষ-নিষ্পত্তি চায় (৪৪৪)। আর নারীদেরও হক্ব তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর, শরীয়াতনুযায়ী (৪৪৫), এবং পুরুষদের তাদের (নারীগণ) উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾
রুকূ-২৯ ২২৯ঃ এ তালাক্ব (৪৪৬)	اَلطَّلَاقُ

টীকা-৪৪১ঃ এ আয়াতের মধ্যে তালাক্ব-প্রাপ্তা স্ত্রীগণের 'ইদ্দত'-এর বিবরণ রয়েছে। যেসব স্ত্রীলোককে তাদের স্বামীগণ তালাক্ব দিয়েছে- যদি সে (আক্বদ-এর পর) স্বামীর নিকট না গিয়ে থাকে, কিংবা তার সাথে 'খিলওয়াত-ই-সহীহাহ্' ** না হয়, তবে তো তার উপর 'তালাক্বের ইদ্দত'-ই নেই। যেমন, আয়াত- مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে। আর যেসব নারীর অল্প-বয়স্ক হওয়া কিংবা বার্দ্ধক্যের কারণে 'হায়য' (রজঃস্রাব) হয়না কিংবা যারা গর্ভবতী হয় তাদের 'ইদ্দতের' বিবরণ 'সূরা তালাক্ব'-এ আসবে। অবশিষ্ট যেসব আযাদ স্ত্রীলোক রয়েছে এখানে তাদের 'ইদ্দত' ও 'তালাক্ব' এর বিবরণ রয়েছে যে, তাদের 'ইদ্দত' তিন রজঃস্রাব।

টীকা-৪৪২ঃ সেটা গর্ভ হোক কিংবা রজঃস্রাব হোক। কেননা, সেটা গোপন রাখলে পূনঃগ্রহণ এবং সন্তানের মধ্যে স্বামীর যে হক আছে, তা বিনষ্ট হবে।

টীকা-৪৪৩ঃ অর্থাৎ এটা ঈমাদারীরই দাবী।

টীকা-৪৪৪ঃ অর্থাৎ 'তালাক্ব-ই-রাজ্'ঈ' *** এর মধ্যে ইদ্দতের অভ্যন্তরে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে, চাই স্ত্রী রাজী থাকুক কিংবা না-ই থাকুক। কিন্তু যদি স্বামী আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবেই এরূপ করবে, কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে না করা উচিত, যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা স্ত্রীকে পেরেশান করার জন্য করতো।

টীকা-৪৪৫ঃ অর্থাৎ যে ভাবে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক বা কর্তব্যাদি আদায় করা ওয়াজিব, অনুরূপভাবে, স্বামীগণের উপর স্ত্রীদের হকসমূহের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

টীকা-৪৪৬ঃ অর্থাৎ 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' ****।

শানে নুযূলঃ একজন স্ত্রীলোক বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, তার স্বামী বলেছে যে, সে তাকে তালাক্ব দিতে ও পূনঃগ্রহণ করতে থাকবে। প্রতিবারেই যখন তালাক্বের 'ইদ্দত' অতিবাহিত হবার কাছাকাছি হবে তখন পুনঃগ্রহণ করবে, অতঃপর আবার তালাক্ব দেবে। এভাবে সারা জীবন তাকে বন্দী করে রাখবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' দু'বার পর্যন্ত। এরপর পুনরায় তালাক্ব দিলে তাকে পূনঃগ্রহণের অধিকার থাকবেনা।

*'তালাক্ব-ই-বা-ইন'ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি বিশেষ। এ পদ্ধতিরতে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বন্ধন সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে যায়।

** স্বামী ও স্ত্রী এমন কোন স্থানে আলাদা হওয়া, যেখানে সহবাসে শরীয়তসম্মত কোন কারণ বাধাদানকারী না হয়।

*** 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' হচ্ছে এমন এক বা দু'তালাক্ব, যার 'ইদ্দত' এর অভ্যন্তরে স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পূনঃগ্রহণ করতে পারে।

**** যে তালাক্বের পর ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায়।

টীকা-৪৪৭ঃ পুনঃগ্রহণ করে
টীকা-৪৪৮ঃ এভাবে যে, পুনঃগ্রহণ করবে না এবং ‘ইদ্দত’ অতিবাহিত হয়ে স্ত্রী ‘বা-ইনাহ্’ * হয়ে যাবে।
টীকা-৪৯৬ঃ অর্থাৎ মহর
টীকা-৪৫০ঃ তালাক্ব দেয়ার সময়।
টীকা-৪৫১ঃ যে সব কর্তব্য স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে রয়েছে,
টীকা-৪৫২ঃ অর্থাৎ তালাক্ব আদায় করে নেবে।

مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ
تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسٰنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ
يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ
يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ ۝٢٢٩
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ
اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٢٣٠
وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

দু'বার পর্যন্ত। অতঃপর উত্তম পন্থায় রেখে দেয়া (৪৪৭) অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া (৪৪৮)। আর তোমাদের পক্ষে বৈধ নয় যে, যা কিছু স্ত্রীদেরকে দিয়েছো (৪৪৯) তা থেকে কিছু ফেরৎ নেবে (৪৫০), কিন্তু যখন উভয়ের আশংকা হয় যে, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো কায়েম করবেনা (৪৫১), অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা উভয়ে ঠিকভাবে সে সীমারেখাগুলোর উপর থাকবেনা, তবে তাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই এর মধ্যে যে, কিছু বিনিময় দিয়ে স্ত্রী নিস্কৃতি গ্রহণ করবে (৪৫২)। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, এগুলো থেকে অগ্রসর হয়োনা এবং যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো থেকে আগে বাড়ে, তবে সেসব লোকই যালিম।

২৩০ঃ অতঃপর যদি তৃতীয় তালাক্ব তাকে প্রদান করে, তবে তখন সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না অন্য স্বামীর নিকট থাকবে (৪৫৩), অতঃপর অন্য স্বামী যদি তাকে তালাক্ব দিয়ে দেয়, তবে এতে তাদের উভয়ের উপর গুনাহ্ বর্তাবে না যে, তারা পরস্পর পূনর্মিলিত হবে ৪৫৪), যদি মনে করে যে, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো রক্ষা করতে সমর্থ হবে আর এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য।

২৩১ঃ এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও এবং তাদের মেয়াদ (ইদ্দতপূর্তি) এসে পৌঁছে (৪৫৫)

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আ'বদুল্লাহ্-তনয়া জামীলাহ্‌র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এ জামীলাহ্ সাবিত ইবনে ক্বায়িস ইবনে শাম্মাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং স্বামীর প্রতি তিনি পূর্ণ ঘৃণা পোষণ করতেন। রসূলে খোদা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর দরবারে তিনি স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন এবং কোন মতেই তাঁর (স্বামী) নিকট থাকতে রাজী হননি। তখন সাবিত বললেন, “আমি তাকে একটা বাগান দিয়েছি। যদি সে আমার নিকট থাকতে অপছন্দ করে এবং আমার নিকট থেকে বিচ্ছেদ চায়, তবে যেন আমাকে সেই বাগান ফেরৎ দেয়। তবেই আমি তাকে মুক্ত করে দেবো।” জামিলাহ্ সেটা মেনে নিলেন। সাবিত বাগানটা ফেরৎ নিলেন এবং তালাক্ব দিলেন। এ ধরণের তালাক্বকে খুলা' (خلع) বলা হয়।

মাসআলাঃ ‘খুলা’ তালাক্ব-ই-বা-ইন-ই
‘খুলা’র মধ্যে ‘খুলা’ শব্দের উল্লেখ করা জরুরী।

মাসআলাঃ যদি বিচ্ছেদপ্রার্থী স্ত্রী হয়, তবে ‘ ‘খুলা’র মধ্যে ‘মহর’ এর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করা মাকরুহ। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা না হয়, স্বামীই বিচ্ছেদ চায়, তবে তালাক্বের পরিবর্তে অর্থ গ্রহণ করা পুরুষের (স্বামী) জন্য সর্বাবস্থায় মাকরুহ।

টীকা-৪৫৩ঃ মাসআলাঃ তিন তালাক্বের পর স্ত্রী তার স্বামীর উপর কঠোরভাবে হারাম হয়ে যায়, তখন না তার প্রতি প্রর্তাবর্তন করা যায়, না পূনর্বার বিবাহ, যতক্ষণ না ‘হালালাহ্’ অর্থাৎ ‘ইদ্দত পূর্তির’ পর অন্য কারো সাথে বিবাহ করবে এবং সে সহবাস করার পর তালাক্ব দেবে, অতঃপর ‘ইদ্দত’ অতিবাহিত হবে।
টীকা-৪৫৪ঃ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নেবে,
টীকা-৪৫৫ঃ অর্থাৎ ইদ্দত পূর্ণ হবার নিকটবর্তী হয়।
*অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাকে পূর্ব-বিবাহের ভিত্তিতে আর পুনঃগ্রহণ করা যাবে না।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত সাবিত ইবনে ইয়াসার আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি আপন স্ত্রীকে তালাক্ব দিতেন, আর যখন ইদ্দত খতম হবার নিকটবর্তী হতো তখন রাজ্‌'আত (পুনঃগ্রহণ) করতেন, যাতে স্ত্রী আট্‌কা পড়ে থাকে।

টীকা-৪৫৬ঃ অর্থাৎ সীমারেখা রক্ষা করার এবং সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 'রাজ'আত' করো।

টীকা-৪৫৭ঃ এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হতে দাও, যাতে সে ইদ্দতপূর্তির পর আযাদ হয়ে যায়।

টীকা-৪৫৮ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা করে গুনাহ্‌গার হয়।

টীকা-৪৫৯ঃ এ ভাবে যে, সেগুলোর তোয়াক্কা করবে না এবং সেগুলোর পরিপন্থী কাজ করবে।

টীকা-৪৬০ঃ অর্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান করেছেন এবং নাবীকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর উম্মত করেছেন।

তখন ঐ সময় পর্যন্ত হয়তো উত্তমরূপে রেখে দেবে (৪৫৬), অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে (৪৫৭) এবং তাদেরকে ক্ষতি সাধনের জন্য আটক করে রাখবে না, যাতে সীমালংঘনকারী হয়ে যাও। আর যে এরূপ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে (৪৫৮), এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে, যা তোমাদের উপর রয়েছে (৪৬০) আর সেটাকে, যা তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত (৪৬১) অবতীর্ণ করেছেন তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো ও জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সবকিছু জানেন (৪৬২)।

২৩২ঃ এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও এবং তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ হয়ে যায় (৪৬৩), তবে হে স্ত্রীদের অভিভাবকরা! তাদেরকে বাধা দিওনা এ থেকে যে, (তারা) আপন আপন স্বামীদের সাথে বিবাহ করে নেবে (৪৬৫)। এ উপদেশ তাকেই দেয়া যায়, যে তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে। এটা তোমাদের জন্য অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।

২৩৩ঃ এবং জননীগণ স্তন্যপান করাবে আপন সন্তানদেরকে (৪৬৬)

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۫ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۳۱﴾

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

وَ الْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ

টীকা-৪৬১ঃ 'কিতাব' দ্বারা ক্বুরআন এবং 'হিকমত' দ্বারা ক্বুরআনের আহকাম ও রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৬২ঃ তাঁর নিকট কিছু গোপন নেই।

টীকা-৪৬৩ঃ অর্থাৎ তাদের ইদ্দত অতিবাহিত হয়েছে।

টীকা-৪৬৪ঃ যাদেরকে তারা আপন বিবাহের জন্য সাব্যস্ত করেছে- চাই তারা নুতন হোক কিংবা, এ তালাক্বদাতাগণ অথবা এদের পূর্বে যারা তালাক্ব দিয়েছিলো,

টীকা-৪৬৫ঃ আপন সমপর্যায়ের ক্ষেত্রে 'মহর-ই-মিস্‌ল' * এর উপর। কেননা, এর বিপরীত অবস্থায় অভিভাবকগণ আপত্তি ও হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন।

শানে নুযূলঃ মা'ক্বাল ইব্‌নে ইয়াসার মুযানীর বোনের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর সাথে হয়েছিলো। তিনি তালাক্ব দিলেন। আর ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর আসেম তাকে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করলে মা'ক্বাল বাধ সাধলেন। তাঁরই সম্পর্কে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (বোখারী শরীফ)

টীকা-৪৬৬ঃ তালাক্বের বিবরণের পর এ প্রশ্নটা স্বভাবতঃ সামনে এসে যায় যে, যদি তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু থাকে, তবে এ বিচ্ছেদের পর তার লালন-পালনের উপায় কি হবে? এ কারণে এ কথা হিকমতসম্মত যে, শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা-পিতার উপর যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলো এ স্থানে বর্ণনা করা হবে। কাজেই, এখানে এসব মাস্‌আলার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ মাতা চাই তালাক্বপ্রাপ্তা হোক কিংবা না-ই হোক, তার উপর নিজ শিশুকে স্তন্যপান করানো ওয়াজিব- এ শর্তে যে, পিতার নিকট বিনিময় দিয়ে দুধ পান করানোর সামর্থ্য না থাকে কিংবা কোন ধাত্রী পাওয়া না যায় কিংবা শিশু (আপন) মাতা ব্যতীত অন্য কারো দুধ গ্রহণ না করে। যদি এসব অবস্থা

*নিজ সমপর্যায়ের স্ত্রীলোককে প্রদত্ত মহর। ধর্ম, সৌন্দর্য, সম্পদ, বয়স ও বংশ এতে বিবেচ্য।

না হয় অর্থাৎ শিশু লালন-পালন বিশেষ করে মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীল না হয়, তবে মায়ের উপর দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। (তাফসীর-ই-আহ্মাদী ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৪৬৭ঃ অর্থাৎ এ সময়সীমা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়- যদি শিশুর প্রয়োজন না থাকে এবং দুধ ছাড়ানো তার জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেও স্তন্যপান বন্ধ করা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহ্মাদী ও খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৬৮ঃ অর্থাৎ পিতা। এ বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা গেলো যে, বংশপরিচয় পিতার সাথে সম্পৃক্ত।

টীকা-৪৬৯ঃ মাসআলাঃ শিশুর লালন-পালন এবং তাকে দুধ পান করানো পিতার দায়িত্বে ওয়াজিব। তার জন্য তিনিই ধাত্রী নিয়োগ করবেন। কিন্তু যদি মাতা আপন আগ্রহে স্বীয় শিশুকে দুধ পান করায়, তবে তা হবে মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ স্বামী আপন স্ত্রীর উপর শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে না এবং না স্ত্রী স্বামী থেকে শিশুকে দুধ পান করানোর বিনিময় দাবী করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিবাহ-বন্ধনে কিংবা (তালাক্ব প্রাপ্তা হয়ে) তার ইদ্দতের মধ্যে থাকে।

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾

পূর্ণ দু'বছর, তারই জন্য, যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় (৪৬৭) এবং সন্তান যার (৪৬৮) তার উপর স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ করা কর্তব্য, বিধি-মোতাবেক (৪৬৯)। কোন আত্মার উপর বোঝা রাখা হবে না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ, যেন জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয় তার সন্তান দ্বারা (৪৭০) এবং না সন্তান যার তাকে তার সন্তানদের দ্বারা (৪৭১), [কিংবা জননী যেন কষ্ট না দেয় আপন সন্তানকে এবং না সন্তান যার, সে তার সন্তানদেরকে (৪৭২)] এবং যে পিতার স্থলাভিষিক্ত, তার উপরও অনুরূপই অপরিহার্য।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۳۴﴾

২৩৪ঃ এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তার (স্ত্রীগণ) চারমাশ দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে (৪৭৩)। অতঃপর যখন তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন, হে অভিভাবকগণ! তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না সে কাজে, যা স্ত্রীগণ নিজেদের মামলায় শরীয়াত মোতাবেক করবে এবং আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

মাসআলাঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে থাকে এবং ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে সে (স্ত্রী) শিশুকে স্তন্য পান করানোর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে।

মাসআলাঃ যদি পিতা কোন স্ত্রী লোককে নিজ শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য বিনিময়ের উপর নিয়োগ করে থাকে এবং তার (শিশু) মাতা অনুরূপ বিনিময়ে কিংবা বিনামূল্যে দুধ পান করানোর জন্য রাজী হয়, তবে মাতাই দুধ পান করানোর জন্য অধিক হকদার। যদি 'মাতা' অধিক বিনিময় চায়, তবে পিতাকে তার (মাতা) নিকট থেকে দুধ পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবে না। (তাফসীর-ই-আহ্মাদী ও মাদারিক)।

المعروف দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, 'আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদানুসারে হওয়া চাই- কার্পণ্য ও অপব্যয় ব্যতিরেকে।'

টীকা-৪৭০ঃ অর্থাৎ তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্তন্য পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবেনা।

টীকা-৪৭১ঃ অধিক বিনিময় দাবী করে,

টীকা-৪৭২ঃ 'মাতা' শিশুকে কষ্ট দেয়া' এটাই যে, তাকে সময় মতো দুধ না দেয়া এবং তার প্রতি তত্ত্বাবধানের দৃষ্টি না রাখা, কিংবা নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার পর ছেড়ে দেয়া। আর 'পিতা শিশুকে কষ্ট দেয়া' হচ্ছে- মাতৃ অনুরক্ত শিশুকে মায়ের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া কিংবা মায়ের প্রাপ্যের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা, যার কারণে শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টীকা-৪৭৩ঃ গর্ভবতীর 'ইদ্দত' তো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যেমন সূরা তালাক্বে উল্লেখিত আছে। এখানে গর্ভবতী নয় এমন স্ত্রীলোকের বিবরণ রয়েছে। যার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তার 'ইদ্দত' চার মাস দশদিন। এ সময় সীমার মধ্যে সে না বিবাহ করবে, না আপন বাসস্থান ত্যাগ করবে, না বিনা ওযরে তৈল ব্যবহার করবে, না খুশ্বু লাগাবে, না সাজবে, না রঙ্গিন কিংবা রেশমী পোষাক পরিধান করবে, না মেহেদী লাগাবে, না নতুন বিয়ের কথা খোলাখুলি বলবে। আর যে স্ত্রীলোক 'তালাক্ব-ই-বাইন' এর ইদ্দতে থাকে তারও একই হুকুম। অবশ্য, যে স্ত্রীলোক 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' এর ইদ্দতে থাকে তার জন্য সাজ-সজ্জা ও সুশোভিত হওয়া মুস্তাহাব।

টীকা-৪৭৪ঃ অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে বিবাহ এবং বিবাহের খোলাখুলি প্রস্তাব নিষিদ্ধ, কিন্তু পর্দার আড়ালে ইঙ্গিতে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করা পাপ নয়। উদাহরণ স্বরুপ, এটা, 'তুমি বড় সতী মহিলা।' কিংবা আপন ইচ্ছা অন্তরের মধ্যেই (গোপন) রাখবে এবং মুখে কোন প্রকারে প্রকাশ করবে না।

২৩৫ঃ এবং তোমাদের উপর পাপ নেই এ কথায় যে, পর্দার আড়ালে (ইঙ্গিতে) তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে কিংবা আপন আপন অন্তরে গোপন রাখবে (৪৭৪)। আল্লাহ্ জানেন যে, এখন তোমরা তাদের স্মরণ (আলোচনা) করবে (৪৭৫)। হ্যাঁ, তাদের সাথে গোপন অঙ্গীকার করে রেখোনা, কিন্তু এটা যে, শুধু এতটুকু কথা বলো যা শরীয়াতের বিধি মোতাবেক হয় এবং বিবাহ-বন্ধন পাকাপোক্ত করোনা, যতক্ষণ না লিপিবদ্ধ হুকুম (ইদ্দত) আপন মেয়াদকালে পৌঁছে যায় (৪৭৬) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ন, সহনশীল।

রুকূ-৩১

২৩৬ঃ তোমাদের উপর কোন দাবী নেই (৪৭৭) যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও, যতক্ষণ না তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করবে, কিংবা মহর নির্ধারিত (না) * করে থাকো (৪৭৮) এবং তাদেরকে কিছু সামগ্রী ভোগ করতে দাও (৪৭৯)। সামর্থবান ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যানুযায়ী এবং দরিদ্রের উপর তার সামর্থ্যানুযায়ী, বিধিমতো কিছু ভোগ করার বস্তু, এটা ওয়াজিব সত্যপরায়ন ব্যক্তির উপর (৪৮০)।

২৩৭ঃ যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করা ব্যতিরেকে তালাক্ব দিয়ে থাকো এবং তাদের জন্য কিছু মহর নির্ধারণ করেছিলে এমন হয়, তবে যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিলো তার অর্ধেক ওয়াজিব হয়, যদি না স্ত্রীগণ কিছু ছেড়ে দেয় (৪৮১), কিংবা সে বেশী দেয় (৪৮২) যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে (৪৮৩) এবং হে পুরুষগণ, তোমাদের বেশী দেয়া পরহেয্গারীর নিকটতর এবং পরস্পর একে অপরের উপর অনুগ্রহকে ভুলে যেও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন। (৪৮৪)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا عَرَّضۡتُمۡ بِهٖ
مِنۡ خِطۡبَةِ النِّسَآءِ اَوۡ اَكۡنَنۡتُمۡ فِيۡۤ
اَنۡفُسِكُمۡ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمۡ
سَتَذۡكُرُوۡنَهُنَّ وَلٰكِنۡ لَّا
تُوَاعِدُوۡهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا
مَّعۡرُوۡفًا ؕ وَلَا تَعۡزِمُوۡا عُقۡدَةَ النِّكَاحِ
حَتّٰى يَبۡلُغَ الۡكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعۡلَمُوۡۤا
اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ
فَاحۡذَرُوۡهُ ۚ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ
حَلِيۡمٌ ﴿٢٣٥﴾
لَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِنۡ طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ
مَا لَمۡ تَمَسُّوۡهُنَّ اَوۡ تَفۡرِضُوۡا لَهُنَّ
فَرِيۡضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوۡهُنَّ ۚ عَلَى الۡمُوۡسِعِ
قَدَرُهٗ وَعَلَى الۡمُقۡتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا
بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ حَقًّا عَلَى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿٢٣٦﴾
وَاِنۡ طَلَّقۡتُمُوۡهُنَّ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ
تَمَسُّوۡهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيۡضَةً
فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يَّعۡفُوۡنَ اَوۡ
يَعۡفُوَا الَّذِىۡ بِيَدِهٖ عُقۡدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ
اَنۡ تَعۡفُوۡۤا اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ؕ وَلَا تَنۡسَوُا
الۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ
بَصِيۡرٌ ﴿٢٣٧﴾

টীকা-৪৭৫ঃ এবং তোমাদের অন্ত রসমূহে প্রবৃত্তির সঞ্চার হবে। এ জন্য তোমাদের পক্ষে ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা 'মুবাহ' (বৈধ) করা হয়েছে।

টীকা-৪৭৬ঃ অর্থাৎ 'ইদ্দত' অতিবাহিত হয়েছে।

টীকা-৪৭৭ঃ মহরের

টীকা-৪৭৮ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত একজন আনসারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বনী হানীফাহ্ গোত্রের এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিলেন এবং মহর নির্ধারণ করেননি। অতঃপর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দেন।

মাসআলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে স্ত্রীর মহর নির্ধারিত হয়নি, যদি তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দেয়, তবে মহর অপরিহার্য নয়। 'স্পর্শ করা' দ্বারা 'স্ত্রী সহবাস' বুঝানো হয়েছে। আর 'খিল্ওয়াতে-ই-সহীহাহ্' ও ** একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। একথাও বুঝা গেলো যে, মহরের কথা উল্লেখ করা ছাড়াও বিবাহ দুরস্ত হয়। এমতাবস্থায়, বিবাহের পর মহর নির্ধারণ করতে হবে, যদি না করে থাকে, তবে সহবাসের পর 'মহর-ই-মিসাল' *** ওয়াজিব হবে।

টীকা-৪৭৯ঃ তিনটা কাপড়ের একটা সেট।

টীকা-৪৮০ঃ যে স্ত্রীর মহর নির্ধারিত হয়নি এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া হয়, তাকে তো 'জোড়া' (কাপড় সেট) দেয়া ওয়াজিব। আর সে ব্যতীত প্রত্যেক তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য 'মুস্তাহাব'। (মাদারিক)

টীকা-৪৮১ঃ আপন এ অর্ধেক মহর থেকে,

টীকা-৪৮২ঃ ঐ অর্ধেক থেকে, যা এমতাবস্থায় ওয়াজিব

টীকা-৪৮৩ঃ অর্থাৎ স্বামী

টীকা-৪৮৪ঃ এর মধ্যে সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে।

*এখানে 'لَمْ' (না) উহ্য আছে। (জালালাঈন)

**সূরা বাক্বারার আয়াত নং ২২৮ঃ টীকা নং ৪৪১ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

*** সূরা বাক্বারার আয়াত নয় ২৩২ ঃ টীকা নং ৪৬৫ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

টীকা-৪৮৫ঃ অর্থাৎ পাঞ্জেগানা ফরয নামাযকে সেগুলোর নির্ধারিত সময়গুলোতে ‘আরকান’ ও ‘শর্তাবলী’ সহকারে আদায় করতে থাকো। এর মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হবার বিবরণ রয়েছে। আর সন্তান সন্ততি এবং স্ত্রীগণের মাসা-ইল ও আহকামের মধ্যভাগে নামাযের উল্লেখ করা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, তাদেরকে নামায আদায় করার বেলায় অলস হতে দিওনা এবং নামায নিয়মিতভাবে আদায় করার ফলে অন্তরের পরিশুদ্ধি হয়ে থাকে, যা ব্যতীত পারস্পারিক লেনদেন দুরস্ত হবার কথা কল্পনা করা যায়না।

টীকা-৪৮৬ঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এবং অধিকাংশ সাহাবী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর মাযহাব এটা যে, এ থেকে আসরের নামায বুঝানো হয়েছে। হাদীসমূহও এর প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৪৮৭ঃ এ থেকে নামাযের মধ্যে ক্বিয়াম (দাঁড়ানো) ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়।

টীকা-৪৮৮ঃ স্বীয় নিকটাত্মীয়দেরকে।

টীকা-৪৮৯ঃ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে বিধবা স্ত্রীলোকের ‘ইদ্দত’ ছিলো এক বৎসর সে স্বামীর ঘরে থেকে ভরন-পোষণ পাবার উপযোগী থাকতো। অতঃপর এক বৎসর ‘ইদ্দতকাল’-তো (يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا) (অর্থাৎঃ বিধবা স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যাতে বিধবা স্ত্রীলোকের ‘ইদ্দত’ চার মাস দশদিন’ নির্ধারিত হলো। আর গোটা এক বৎসরের ভরণ-পোষণের হুকুম ‘মীরাস’ এর আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে, যার মধ্যে স্ত্রীর অংশ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নির্ধারিত হলো। কাজেই, এখন আর এ ‘ওসীয়ৎ’ এর নির্দেশ বহাল রইলোনা। এর রহস্য এই যে, আরবের লোকেরা আপন ‘মূরিস’ ** এর বিধবা স্ত্রীর ঘর থেকে বের হওয়া এবং অন্যের সাথে বিবাহ করা একেবারে পছন্দ করতোনা এবং সেটাকে তারা লজ্জাকর মনে করতো। এ কারণে, যদি প্রথম বারেই মাত্র চার মাস দশ দিনের ইদ্দত নির্ধারিত হতো, তবে এটা তাদের উপর খুব কষ্টকর হতো। কাজেই, তাদেরকে ক্রমান্বয়ে সঠিক পথে আনা হয়েছে।

২৩৮ঃ সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি (৪৮৫) এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি আর দন্ডায়মান হও আল্লাহ্‌র সম্মুখে আদব সহকারে (৪৮৭)

২৩৯ঃ অতঃপর যদি আশংকায় থাকো, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, যেমনি সম্ভব হয়*। অতঃপর যখন নিরাপদে থাকো, তখন আল্লাহ কে স্মরণ করো- যেমন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতেনা।

২৪০ঃ এবং যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ওসীয়ৎ করে যায় (৪৮৮) গোটা বছর পর্যন্ত ভরন-পোষণের, ঘর থেকে বের করা ব্যতিরেকে (৪৮৯)। অতঃপর যদি তারা নিজে নিজেই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে জাবাবদিহি করতে হবে না সে কাজের উপর যা তারা আপন আপন মামলায় বিধি মতো করেছে। আর আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২৪১ঃ এবং তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্যও উপযুক্ত ভরণ-পোষণ রয়েছে। এটা ওয়াজিব পরহেয্‌গারদের উপর।

২৪২ঃ আল্লাহ্ এভাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আপন আয়াতসমূহ (বিধি-বিধান)-কে, যাতে তোমাদের বুঝে আসে।

২৪৩ঃ হে মাহ্‌বুব! আপনি কি দেখেন নি তাদেরকে, যারা আপন ঘরগুলো থেকে বের হয়েছে এবং তারা হাজার হাজার ছিলো, মৃত্যুর ভয়ে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, ‘মরে যাও’। অতঃপর তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ (৪৯০)

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۠ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۟ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

টীকা-৪৯০ঃ বনী ইস্রাঈলে একটা দল ছিলো, যাদের শহরে ‘প্লেগ’ দেখা দিয়েছিলো। তখন তারা মৃত্যুভয়ে আপন বস্তিসমূহ ছেড়ে পলায়ন করে জঙ্গলে গিয়ে উপনীত হলো। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা সবাই সেখানে মৃত্যুর শিকার হলো। কিছুক্ষণ পর হযরত হিয্‌ক্বীল (حزقيل) (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রার্থনাক্রমে

*নামায আদায় করো।

** মূরিস (مورث)ঃ মৃতব্যক্তি, যার ত্যাজ্য সম্পত্তি রয়েছে এবং উত্তরাধিকারীগণ যারই ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

তাদেরকে আল্লাহ تَعَالٰی জীবিত করলেন এবং তারা দীর্ঘদিন যাবৎ জীবিত রইলো। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মানুষ মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাতে পারে না। কাজেই, পলায়ন করা নিষ্ফল। যেই মৃত্যু নির্ধারিত তা অবশ্যই পৌঁছবে। বান্দার উচিত যেন সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকে। মুজাহিদদেরও বুঝা উচিত যে, জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকা মৃত্যুকে হটাতে পারে না। কাজেই, অন্তরকে দৃঢ় রাখা চাই।

টীকা-৪৯১ঃ এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করোনা, যেমন বনী ইস্রাঈল পলায়ন করেছিলো। কেননা, মৃত্যু থেকে পলায়ন করা কোন কাজে আসেনা।

টীকা-৪৯২ঃ এবং আল্লাহ্‌র পথে নিষ্ঠার সাথে খরচ করবে। আল্লাহ্‌র পথে খরচ করাকে 'কর্জ' বলা হয়েছে। এটা পূর্ণ অনুগ্রহ ও বদান্যতা। বান্দা তাঁরই সৃষ্ট এবং বান্দার অর্থ-সম্পদ তাঁরই প্রদত্ত। প্রকৃত মালিক তিনি এবং বান্দা তাঁরই দানক্রমে, 'মাজাযী' (রূপক) মালিকানা রাখে। কিন্তু 'কর্জ' (শব্দ) দ্বারা বর্ণনা করার মধ্যে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করানো উদ্দেশ্য যে, যেভাবে কর্জদাতা এ মর্মে নিশ্চিন্ত থাকে যে, তার অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয়নি, সে অর্থ ফিরিয়ে পাবার যোগ্য, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয়কারীকেও নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ যে, সে তার এ ব্যয়ের বিনিময় নিঃসন্দেহে পাবে এবং খুব বেশি পরিমাণেই পাবে।

টীকা-৪৯৩ঃ যার জন্য চান জীবিকা সংকুচিত করেন, যার জন্য চান প্রশস্ত করেন। সংকুচিত করা ও প্রশস্ত করা তাঁরই হাতে। আর তিনি তাঁরই রাহে ব্যয়কারীকে প্রশস্ততা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

টীকা-৪৯৪ঃ হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর পর যখন বনী ইস্রাঈলের অবস্থা শোচনীয় হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভুলে বসলো, মূর্তি পূজায় লিপ্ত হলো আর (তাদের) অবাধ্যতা ও অপকর্ম চরমে পৌঁছলো, তখন তাদের উপর জালূত সম্প্রদায় আধিপত্য স্থাপন করে বসলো, যারা 'আমালিক্বাহ' বলে খ্যাত। কেননা, জালূত আমলীক্ব ইবনে আ'দের বংশধরদের একজন অতীব অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মিশর ও ফিলিস্তীনের মাঝখানে রোম সাগরের তীরে বসবাস করতো। তারা বনী ইস্রাঈলের শহর ছিনিয়ে নিয়েছিলো, অনেক লোককে গ্রেফতার করেছিলো এবং বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিয়েছিলো। তখনকার দিনে বনী ইস্রাঈলে কোন নাবী বিদ্যমান ছিলেন না। নাবীগণের বংশে স্রেফ একজন মহিলা অবশিষ্ট ছিলেন, যিনি অন্তঃস্বত্তা ছিলেন। তাঁর নাম রাখলেন 'শাম্ভীল'। তিনি বড় হলে তাঁকে তাওরীতের জ্ঞানার্জনের জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যে (অবস্থানরত) একজন বয়োঃবৃদ্ধ আ'লিমের নিকট সোপর্দ করলেন। তিনি তাঁকে (হযরত শাম্ভীল) পূর্ণ স্নেহ করতেন এবং পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। যখন তিনি (হযরত শাম্ভীল) বয়োঃপ্রাপ্ত হলেন, তখন একরাতে তিনি সেই আ'লিমের নিকট ঘুমাচ্ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام সেই আ'লিমের কণ্ঠস্বরে 'হে শাম্ভীল' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি আ'লিমের নিকট গেলেন এবং বললেন, "আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?" আ'লিম, অস্বীকার করলে তিনি ভয় পাবেন-এ মনে করে, বললেন, "বৎস তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।" অতঃপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام অনুরূপভাবে আহ্বান করলেন। হযরত শামভীল عَلَيۡهِ السَّلَام আ'লিমের নিকট গেলেন। আ'লিম বললেন, "হে বৎস এখন যদি আমি তোমাকে আবার ডাকি, তবে তুমি জবাব দিওনা।" তৃতীয় বার হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তিনি সুসংবাদ দিলেন, "আল্লাহ্ আপনাকে নবূয়্যতের পদ মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে যান এবং আপন প্রতিপালকের বিধি-বিধান পৌঁছিয়ে দিন।"

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৮৯	মানযিল-১	পারাঃ ২

২৪৪ঃ এবং যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র পথে (৪৯১) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।	وَ قٰتِلُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۴۴﴾
২৪৫ঃ এমন কেউ আছো, যে আল্লাহ্‌কে 'উত্তম কর্জ' দেবে (৪৯২)? তবে আল্লাহ্ তার জন্য অনেক গুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ সংকোচন ও প্রশস্ত করেন (৪৯৩) আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।	مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗۤ اَضۡعَافًا کَثِیۡرَۃً ؕ وَ اللّٰہُ یَقۡبِضُ وَ یَبۡصُۜطُ ۪ وَ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۴۵﴾
২৪৬ঃ হে মাহ্বুব! আপনি কি দেখেন নি বনী ইস্রাঈলের একটা দলকে, যা মূসার পরে সৃষ্ট হয়েছিলো (৪৯৪)? যখন (তারা) তাদের একজন পয়গাম্বরকে বলেছিলো, 'আমাদের জন্য দাঁড় করান একজন বাদশাহ, যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করি।' নাবী বলেছিলেন, 'তোমাদের অনুমান কি এমন যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হবে অতঃপর (তোমরা) তা করবেনা?' বললো, 'আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবোনা? অথচ আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে আমাদের জন্মভূমি থেকে এবং আপন সন্তানদের নিকট থেকে (৪৯৫)।'	اَلَمۡ تَرَ اِلَی الۡمَلَاِ مِنۡۢ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مُوۡسٰی ۘ اِذۡ قَالُوۡا لِنَبِیٍّ لَّہُمُ ابۡعَثۡ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ؕ قَالَ ہَلۡ عَسَیۡتُمۡ اِنۡ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ الۡقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوۡا ؕ قَالُوۡا وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ قَدۡ اُخۡرِجۡنَا مِنۡ دِیَارِنَا وَ اَبۡنَآئِنَا ؕ

তিনি যখন সম্প্রদায়ের নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলো আর বললো, "আপনি এতো তাড়াতাড়ি নাবী হয়ে গেলেন? আচ্ছা। আপনি যদি নাবী হোন তবে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ স্থির করুন।" (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৯৫ঃ অর্থাৎ জালূতের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করেছে। আমাদের বংশধরদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করেছে, ৪৪০ জন শাহী খান্দানের বংশধরকে গ্রেফতার করেছে। যখন অবস্থা এতদূরে পৌঁছেছে, তখন আমাদেরকে জিহাদ থেকে কোন্ বস্তুটাই

বিরত রাখতে পারে? তখন আল্লাহ্‌র নাবীর দুআ'র কারণে আল্লাহ্ تَعَالٰی তাদের দরখাস্ত কবূল করলেন এবং তাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করলেন। আর জিহাদ ফরয করলেন। (খাযিন)

টীকা-৪৯৬ঃ যাদের সংখ্যা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সমান (৩১৩) জন ছিলো।

টীকা-৪৯৭ঃ তালূত হলেন বিন্‌য়া-মীন ইবনে হযরত য়া'কূব عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর। তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন বিধায় তাঁর নাম তালূত ছিলো। হযরত শাম্‌ভীল عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ্ تَعَالٰی এর পক্ষ থেকে একটা 'লাঠি' (عصا) (আসা) পেয়েছিলেন। আর বলা হয়েছিলো, "যে ব্যক্তি তোমাদের সম্প্রদায়ের বাদশাহ হবে তার কায়া এ 'আসা' (লাঠি) এর সমান দীর্ঘ হবে।" তিনি ঐ 'আসা' দ্বারা তালূতের কায়া পরিমাপ করে বললেন, "আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, বানী ইস্রাঈলের বাদশাহ্ নিয়োগ করছি।" আর বনী ইস্রাঈলের উদ্দেশ্যে বললেন, "আল্লাহ্ تَعَالٰی তালূতকে তোমাদের বাদশাহ্ করে প্রেরণ করেছেন।" (খাযিন ও জুমাল)

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۴۶﴾

অতঃপর যখন তাদের উপর 'জিহাদ' ফরয করা হলো (তখন তারা) মুখ ফিরিয়ে নিলো, কিন্তু তাদের মধ্যেকার অল্প সংখ্যক লোক (৪৯৬) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۴۷﴾

২৪৭ঃ এবং তাদেরকে তাদের নাবী বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ নিয়োজিত করে প্রেরণ করেছেন (৪৯৭)।' (তারা) বললো, 'আমাদের উপর তার বাদশাহী কিভাবে হবে (৪৯৮) এবং আমরা তার অপেক্ষা সালতানাতের জন্য অধিক উপযোগী এবং তাকে আর্থিক প্রাচুর্যও প্রদান করা হয়নি (৪৯৯)।' তিনি (নাবী) বললেন, 'তাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন (৫০০) এবং তাঁকে জ্ঞান ও শরীরের দিক দিয়ে অধিক প্রাচুর্য প্রদান করেছেন (৫০১), এবং আল্লাহ্ আপন রাজ্য যাকে চান, প্রদান করেন (৫০২), এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাতা (৫০৩)।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴۸﴾

২৪৮ঃ এবং তাদেরকে তাদের নাবী বললেন, 'তার বাদশাহীর নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে (৫০৪), যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি রয়েছে এবং কিছু অবশিষ্ট বস্তু, সম্মানিত মূসা ও সম্মানিত হারূনের পরিত্যক্ত, সেটাকে ফিরিশ্‌তাগণ বহন করে আনবে।' নিঃসন্দেহে, এর মধ্যে মহান নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্য যদি ঈমান রাখো।

টীকা-৪৯৮ঃ বানী ইস্রাঈলের সরদারগণ তাদের নাবী হযরত শাম্‌ভীল عَلَيْهِ السَّلَام বললো, "নবূয়্যত তো লাওয়া ইবনে য়া'কূব عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে। আর বাদশাহী ইয়াহুদ ইবনে য়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধরদের মধ্যে। তালূত এ দু'বংশীয় ধারার কোনটা থেকে নন। কাজেই, বাদশাহ্ কীভাবে হতে পারেন?"

টীকা-৪৯৯ঃ তিনি তো গরীব মানুষ। বাদশাহ্‌কে অর্থশালী হওয়া চাই।

টীকা-৫০০ঃ 'বাদশাহী' (সালতানাত) 'মীরাস' সূত্রে পাওয়ার বস্তু নয় যে, কোন বংশ ও খান্দানের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে। এটা নিছক আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এ'তে শিয়া সম্প্রদায়ের দাবীর খন্ডন রয়েছে, যাদের আক্বীদা (বিশ্বাস) হচ্ছে 'ইমামত' মীরাস (উত্তরাধিকার) সূত্রে পাওয়ার বস্তু।

টীকা-৫০১ঃ বংশ ও ধনৈঃশ্বর্যের উপর সাল্‌তানাত বা বাদশাহীর যোগ্যতা নির্ভরশীল নয়। জ্ঞান ও শক্তিই বাদশাহীর জন্য বড় সাহায্যকারী এবং তালূত সে যুগে সমস্ত বানী ইস্রাঈল অপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখতেন এবং সবচেয়ে অধিক স্বাস্থ্যবান ও শক্তির অধিকারী ছিলেন।

টীকা-৫০২ঃ এর মধ্যে 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার সূত্রের কোন দখল নেই।

টীকা-৫০৩ঃ যাকে চান ধনী করেন এবং প্রচুর সম্পদ দান করেন। এরপর বানী ইস্রাঈল হযরত শাম্‌ভীল عَلَيْهِ السَّلَام নিকট আরয করলো, "যদি আল্লাহ্ تَعَالٰی তাঁকে (তালূত) বাদশাহীর জন্য নির্বাচিত করেন, তাহলে তার নিদর্শন কি?" (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৫০৪ঃ এ 'তাবূত' শামশাদ কাঠের তৈরি একটা স্বর্ণখচিত সিন্দুক ছিলো, যার দৈর্ঘ তিন হাত এবং প্রস্থ দু'হাত ছিলো। সেটাকে আল্লাহ تَعَالٰی হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর নাযিল করেছিলেন। এর মধ্যে সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর ফটো রক্ষিত ছিলো। তাঁদের বাসস্থান ও বাসগৃহের ফটোও ছিলো এবং শেষ ভাগে হুযূর সৈয়্যদে আম্বিয়া صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (নাবীকুল সরদার) এর এবং হুযূর কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাসগৃহের ফটো একটা লাল ইয়াকূতের মধ্যে ছিলো, যাতে হুযূর নামাযে রত অবস্থায় দন্ডায়মান আর তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চতুর্পাশে তাঁর সাহাবা-ই-কিরাম। হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام সেসব ফটো দেখেছেন। সিন্দুকখানা বংশ পরম্পরায় হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত পৌঁছলো। তিনি এর মধ্যে তাওরীতও রাখতেন এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ সামগ্রীও।

সুতরাং এ তাবূতের মধ্যে তাওরীতের ফলকসমূহের টুকরাও ছিলো। আর হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর 'আসা" (عصا) (লাঠি), তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর পবিত্র স্যান্ডেল যুগল এবং হযরত হারূন (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর পাগড়ী ও তাঁর লাঠি এবং সামান্য পরিমাণ 'মান্ন,' যা বানী ইস্রাঈলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام যুদ্ধের সময় এ সিন্দুককে সামনে রাখতেন। এর দ্বারা বানী ইস্রাঈলের অন্তরসমূহে প্রশান্তি বিরাজমান থাকতো। তাঁর পরবর্তী সময়ে এ তাবূত বানী ইস্রাঈলের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিলো। যখন তাদের সামনে কোন জটিল বিষয় উপস্থিত হতো, তখন তারা এ 'তাবূতকে সামনে রেখে প্রার্থনা করতো আর সাফল্যমন্ডিত হতো। শত্রুদের মুকাবিলায় এরই বরকতে বিজয়লাভ করতো।
বানী ইস্রাঈলের অবস্থা যখন খারাপ হয়ে গেলো এবং তাদের অপকর্ম অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে আর 'আল্লাহ্ تَعَالٰی' তাদের উপর 'আমালিক্বাহ' সম্প্রদায়কে বিজয়ী করলেন, তখন তারা সেই তাবূত তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং সেটাকে নাপাক ও আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখলো ও সেটার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলো। এসব বেয়াদবীর কারণে তারা বিছিন্ন ধরণের রোগ ও নানা ধরণের মুসীবতে আক্রান্ত হতে লাগলো। তাদের পাঁচটা বস্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। তখন তাদের নিশ্চিন্ত ধারণা হলো যে, তাবূতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করাই তাদের ধ্বংসের কারণ।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৯১	মানযিল-১	পারাঃ ২

২৪৯ঃ অতঃপর যখন তালূত সৈন্যদের নিয়ে শহর থেকে পৃথক হলেন (৫০৫), (তখন) বললো, 'নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটা নদী দ্বারা পরীক্ষাকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি সেটার পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে পান করবে না সে আমার, কিন্তু সেই ব্যক্তি যে এক অঞ্জলী পরিমাণ আপন হাতে নিয়ে নেবে (৫০৬)।' অতঃপর সবাই সেটা পান করলো, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (৫০৭)। অতঃপর যখন তালূত এবং তার সঙ্গেকার মুসলমান নদী পার হয়ে গেলো, তখন (তারা) বললো, 'আমাদের মধ্যে আজ শক্তি নেই জালূত এবং তার সৈন্যদের (বিরুদ্ধে লড়ার)।' ঐসব লোক বললো, যাদের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, 'বহুবার ছোট দল বিজয়ী হয়েছে বৃহৎ দলের উপর, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে' এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (৫০৮)।	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوۡتُ بِالۡجُنُوۡدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبۡتَلِيۡكُمۡ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنۡ شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّىۡ ۚ وَمَنۡ لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىۡۤ اِلَّا مَنِ اغۡتَرَفَ غُرۡفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوۡا مِنۡهُ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡهُمۡ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ ۙ قَالُوۡا لَا طَاقَةَ لَنَا الۡيَوۡمَ بِجَالُوۡتَ وَجُنُوۡدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيۡنَ يَظُنُّوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمۡ مِّنۡ فِئَةٍ قَلِيۡلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةً كَثِيۡرَةًۢ بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿۲۴۹﴾

অতঃপর তারা 'তাবূতখানা' একটা গরু-গাড়ীর উপর রেখে গরুগুলো ছেড়ে দিলো। এ দিকে ফিরিশতাগণ সেটাকে বানী ইস্রাঈলের সামনে তালূতের নিকট নিয়ে আসলেন। বস্তুতঃ এ তাবূত আসা বানী ইস্রাঈলের জন্য তালূতের বাদশাহীর নিদর্শন সাব্যস্ত হয়েছিলো। বানী ইস্রাঈল এটা দেখে তাঁর বাদশাহী মেনে নিয়েছিলো এবং বিনা দ্বিধায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। কেননা, তাবূত পেয়ে তাদের মনে বিজয়ের ধারণা দৃঢ় হলো। তালূত বানী ইস্রাঈল থেকে সত্তর হাজার যুবক বেছে নিলেন, যাদের মধ্যে হযরত দাঊদ عَلَيۡهِ السَّلَام ও ছিলেন। (জালালাঈন, জুমাল, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১) এ থেকে জানা গেলো যে, বুযুর্গদের তাবাররুক্সমূহের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। সেগুলোর বরকতে দু'আ' কবূল হয় এবং চাহিদা পূরণ হয়। আর তাবার্রুকসমূহের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা পথভ্রষ্টদেরই পথ এবং ধ্বংসের কারণ, ২) তাবূতের মধ্যে নাবীগণের যেসব ফটো ছিলো সেগুলো কোন মানুষের গড়া ছিলোনা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিলো।

টীকা-৫০৫ঃ অর্থাৎ 'বায়তুল মাক্বদিস' (মুক্বাদ্দাস) থেকে শত্রুর প্রতি রওয়ানা দিলেন। সে সময়টা ভীষণ গরমের ছিলো। সৈন্যরা তালূতের নিকট অভিযোগ করলো এবং পানির প্রার্থী হলো।
টীকা-৫০৬ঃ এ পরীক্ষাটা নির্ধারিত হয়েছিলো যে, ভীষণ তৃষ্ণার সময় যে ব্যক্তি নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের উপর অটল থাকে সে ভবিষ্যতেও অটল থাকবে এবং সমূহ বিপদের মুকাবিলা করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি তখন আপন প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হবে এবং নির্দেশ অমান্য করবে সে ভবিষ্যতের কষ্টসমূহকে কিভাবে সহ্য করবে?
টীকা-৫০৭ঃ যাঁদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩। তাঁরা ধৈর্য ধারণ করলেন এবং এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি তাঁদের ও তাঁদের পশুগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো। এবং তাঁদের অন্তরেও ঈমানের শক্তি সঞ্চারিত হলো আর নদীটা নিরাপদে পার হয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে, যারা অতিমাত্রায় পানি পান করেছিলো, তাদে ওষ্ঠ কালো হয়ে গিয়েছিলো, তৃষ্ণা আরো বেড়ে গেলো এবং সাহস হারিয়ে ফেললো।
টীকা-৫০৮ঃ তাঁদের সাহায্য করেন এবং তাঁরই সাহায্য কাজে আসে।

টীকা-৫০৯ঃ হযরত দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পিতা ‘ঈশা’ তালূতের সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সমস্ত সন্তানও। হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, রোগা ও ফ্যাকাশে। ছাগল চরাতেন। যখন জালূত বানী ইস্রাঈলকে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করলো, তখন তারা (বানী ইস্রাঈল) তার শারীরিক অবস্থা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। কেননা- সে ছিলো বড় অত্যাচারী, শক্তিমান, অদম্য শক্তিসম্পন্ন, প্রকান্ডদেহী ও দীর্ঘকায়। তালূত আপন সৈন্যবাহিনীতে ঘোষণা করলেন, “যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করবে আমি আমার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেবো এবং রাজ্যের অর্ধেক তাকে প্রদান করবো।” কিন্তু কেউ এর জবাব দিলোনা। তখন তালূত আপন নাবী হযরত শামভীল (عَلَيْهِ السَّلَام) তখন এর নিকট আরয করলেন, “আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করুন।” তিনি দুআ’ করলেন। তখন সুসংবাদ দেয়া হলো- “হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) জালূতকে হত্যা করবেন।”

তালূত তাঁর (হযরত দাঊদ) নিকট আরয করলেন, “আপনি যদি জালূতকে হত্যা করেন, তবে আমি আমার কন্যাকে আপনার সাথে বিবাহ দেবো এবং রাজ্যের অর্ধাংশ প্রদান করবো।” তিনি (তা) গ্রহণ করলেন এবং জালূতের প্রতি রওয়ানা দিলেন। যুদ্ধের সারিগুলো প্রস্তুত হলো। আর হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন বরকতময় হাতে ‘ফলাখন” (অস্ত্র বিশেষ) নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। জালূতের অন্তরে তাঁকে দেখে ভীতির সঞ্চার হলো, কিন্তু সে কথাবার্তা বললো অতি গর্ব সহকারে এবং তাঁকে আপন শক্তির কথা বলে আতংকিত করতে চেষ্টা করলো। তিনি ফলাখনের মধ্যে পাথর রেখে ছুঁড়ে মারলেন। সেটা তার কপাল ছেদ করে পেছনের দিকে বের হয়ে গেলো। আর জালূত মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) তার মৃতদেহ এনে তালূতের সামনে নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত বানী ইস্রাঈল খুশী হলো। তালূতও তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অর্ধরাজ্য প্রদান করলেন এবং নিজ কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পর তালূত ইনতিক্বাল করলেন, সমগ্র রাজ্যের উপর হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হলো। (জুমাল ইত্যাদি)

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৬৭	মানযিল-১	পারাঃ ২
২৫০ঃ অতঃপর (তারা) যখন সম্মুখীন হলো জালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর, তখন প্রার্থনা করলো, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও এবং আমাদের পাগুলো অবিচলিত রাখো, কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।”	وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾		
২৫১ঃ অতঃপর তারা তাদেরকে বিতাড়িত করলো আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং হত্যা করলো দাঊদ জালূতকে (৫০৯) এবং আল্লাহ্ তাকে বাদশাহী ও হিকমত (৫১০) দান করলেন এবং তাকে যা চেয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন (৫১১)। আর যদি আল্লাহ্ মানুষের মধ্য থেকে একজনকে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করেন (৫১২), তবে অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সমগ্র জাহানের উপর অনুগ্রহশীল।	فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾		
২৫২ঃ এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র আয়াত, যে গুলো হে মাহ্‌বূব, আমি আপনার উপর ঠিক ঠিক পড়ছি এবং আপনি নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।*	تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾		

টীকা-৫১০ঃ ‘হিকমত’ দ্বারা ‘নবুয়্যত’ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫১১ঃ যেমন বর্ম তৈরি করা এবং জীব-জন্তুর ভাষা বুঝা।

টীকা-৫১২ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ تَعَالٰى সৎ ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় অন্যান্যদের বালা-মুসীবতও দূরীভূত করেন। হযরত ইবনে ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, “ আল্লাহ্ تَعَالٰى একজন নেক্‌কার মুসলমানের বরকতে, তাঁর প্রতিবেশী একশ পরিবারের বালা-মূসীবত দূরীভূত করেন।” سبحان الله (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা!) নেক্‌কার ব্যক্তিবর্গের নৈকট্যও উপকারে আসে। (খাযিন)।*

টীকা-৫১৩ঃ ঐসব হযরত- যাঁদের উল্লেখ পূর্বে এবং বিশেষ করে আয়াত "اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ" এর মধ্যে করা হয়েছে।

টীকা-৫১৪ঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মর্যাদাসমূহ আলাদা আলাদা। কোন কোন হযরত অপেক্ষা অন্যজন্য অধিক মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠ, যদিও নবূয়্যতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নবূয়্যতের গুণের মধ্যে সবাই শরীক; কিন্তু বৈশিষ্ট্যবলী এবং কামালাতের মধ্যে মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। এটাই আয়াতের সারমর্ম এবং এরই উপর সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৫১৫ঃ অর্থাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে; যেমন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে তূর পর্বতে কথোপকথন দ্বারা ধন্য করেছেন। আর নাবীকূল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মি'রাজ শরীফে। (জুমাল)

টীকা-৫১৬ঃ তিনি হলেন হুযূর পুরনূর সৈয়্যদে আম্বিয়া মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم । তাঁকে অসংখ্য মর্যাদাসহ সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর শ্রেষ্ঠ করেছেন। এর উপর সমস্ত ঐক্যমত রয়েছে। আর বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত। আয়াতের মধ্যে হুযূরের সেই উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, এ মহান সত্তার এমনই মর্যাদা, যখনই সমস্ত নাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয় তখনই সেই পবিত্র সত্তা ছাড়া তা অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্যই হয়না এবং কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারেনা।

হুযূর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ঐ বৈশিষ্ট্যাবলী ও পূর্ণতাসমূহ অগণিত, যে গুলোর মধ্যে তিনি সমস্ত নাবীর মধ্যে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সাথে (সেগুলোতে) কেউ শরীক নেই। যেমন, কুরআন কারীম এ কথা ইরশাদ হয়েছে, "উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।" সেই মর্যাদগুলোর সংখ্যাও যেহেতু কুরআন কারীম উল্লেখ করেন নি তখন কে আছে যে এর সীমা নির্ণয় করতে পারে? সেই অগণিত বৈশিষ্টের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মর্যাদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৯৩	মানযিল-১	পারাঃ ৩
২৫৩ঃ এঁরা (৫১৩) রসূল, আমি তাঁদের মধ্যে একক অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি (৫১৪)। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন (৫১৫) এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন (৫১৬)। আর আমি মারয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছি (৫১৭); এবং পবিত্র রূহ দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছি (৫১৮); এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধ করতো না এরপর যে, তাঁদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে (৫১৯);	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ		

তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) রিসালাত ব্যাপক, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁরই উম্মত। যেমন, আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেন- "وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا" (অর্থাৎ আমি, হে হাবীব! আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু সমস্ত মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে)। অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন- "لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا" (অর্থাৎ; যাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হন।) মুসলিম শরীফের হাদীসে ইরশাদ হয়েছে (হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমায়েছেন- "اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلَائِقِ كَآفَّةً") (অর্থাৎঃ আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছি।)

তাঁরই মাধ্যমে নবূয়্যতের ধারা সমাপ্ত হয়েছে। কুরআন কারীমে তাঁকে (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) 'শেষ নাবী) বলে ইরশাদ হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, (হুযূর ইরশাদ ফরমান,) "خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ" (অর্থাৎঃ আমার মাধ্যমে নাবীগণের আগমনের ধারা শেষ হয়েছে)।

সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সমুজ্জ্বল মু'জিযাসমূহের দিক দিয়ে তাঁকে সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর উপর শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে।

তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উম্মতগণকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে।

'শাফাআত-ই কুব্রা' (বা বৃহত্তম সুপারিশ) এর মর্যাদা তাঁকেই দান করা হয়েছে।

মি'রাজরূপী বিশেষ নৈকট্য তিনিই লাভ করেছেন। জ্ঞান ও আমলগত পূর্ণতাসমূহের মধ্যে তাঁকে সবার সেরা করেছেন।

এতদ্ব্যতীত, অসীম গুণাবলী তাঁকে দান করা হয়েছে। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।) (মাদারিক, জুমাল, খাযিন ও বায়যাভী ইত্যাদি)

টীকা-৫১৭ঃ যেমন, মৃতকে জীবিত করা, পীড়িতদের আরোগ্য দান করা, মাটি দ্বারা পাখী তৈরি করা এবং অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ দেয়া ইত্যাদি

টীকা-৫১৮ঃ অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দ্বারা, যিনি সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন।

টীকা-৫১৯ঃ অর্থাৎ নাবীগণের মু'জিযাসমূহ।

টীকা-৫২০ঃ অর্থাৎ পূর্ববর্তী নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এর উম্মতগণও ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে পরস্পর মতভিন্ন থেকে যায়। সমস্ত উম্মত অনুগত হয়নি।

টীকা-৫২১ঃ তাঁর রাজ্যে তাঁরই ইচ্ছার পরিপন্থী কিছু হতে পারে না এবং এটাই খোদার শান।

টীকা-৫২২ঃ কেননা, তারা পার্থিব জীবনে প্রয়োজনের দিন অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনের জন্য কিছুই করেনি।

টীকা-৫২৩ঃ এতে আল্লাহ তাআ'লার উলূহিয়্যাত এবং তাঁরই একত্বের বিবরণ রয়েছে। এ আয়াতকে 'আয়াতুল কুরসী' বলা হয়। হাদীসমূহে এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৫২৪ঃ অর্থাৎ চিরঞ্জীব (واجب الوجود) এবং বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা ও তত্ত্বাবধানকারী।

টীকা-৫২৫ঃ কেননা, এটা ত্রুটি। আর তিনি ত্রুটি ও দোষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

وَلٰكِنِ اخۡتَلَفُوۡا فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اٰمَنَ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ كَفَرَ ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقۡتَتَلُوۡا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيۡدُ ﴿۲۵۳﴾

কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ ঈমানের উপর রইলো এবং কেউ কাফির হয়ে গেলো (৫২০); আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতোনা; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান করে থাকেন (৫২১)।

রুকূ'-৩৪

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالۡكٰفِرُوۡنَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۵۴﴾

২৫৪ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র পথে আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে ব্যয় করো সেই দিন আসার পূর্বে, যার মধ্যে না কোন বেচাকেনা থাকবে, না কাফিরদের জন্য বন্ধুত্ব এবং না শাফা'আত; এবং কাফিরগণ নিজেরাই অত্যাচারী (৫২২)।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَىُّ الۡقَيُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا يُحِيۡطُوۡنَ بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا يَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِىُّ الۡعَظِيۡمُ ﴿۲۵۵﴾

২৫৫ঃ আল্লাহ্ হন, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৫২৩)। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যদের তত্ত্বাবধায়ক (৫২৪)। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা (৫২৫)। তাঁরই, যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (৫২৬)। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে (৫২৭)? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে (৫২৮)। আর তারা পায়না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন (৫২৯)। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীন ব্যাপী (৫৩০) এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এ গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই উচ্চ, মহা মর্যাদসম্পন্ন (৫৩১)।

টীকা-৫২৬ঃ এর মধ্যে তাঁর মালিকানা, তাঁরই নির্দেশ কার্যকর হওয়া এবং তাঁরই ক্ষমতা প্রয়োগের বিবরণ রয়েছে। আর অতীব সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে 'শির্ক' এর খন্ডন রয়েছে (এভাবে) যে, যখন সারা জাহান তাঁর মালিকানাধীন, তখন শরীক কে হতে পারে? মুশরিকগণ হয়ত নক্ষত্ররাজির উপাসনা করে, যেগুলো আস্‌মানসমূহে রয়েছে; নতুবা সমুদ্রসমূহ, পর্বতমালা, পাথরসমূহ, বৃক্ষরাজি, জীব-জন্তু এবং আগুন ইত্যাদির (পূজা করে), যেগুলো পৃথিবী-পৃষ্ঠেই রয়েছে। যখন আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটা বস্তু আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন, তখন এগুলো কিভাবে উপাসনার উপযোগী হতে পারে?

টীকা-৫২৭ঃ এ'তে মুশরিকদের খন্ডন রয়েছে, যাদের ধারণা ছিলো যে, বোত (মূর্তি) সুপারিশ করবে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সুপারিশ নেই। আল্লাহ্‌র সম্মুখে অনুমতিপ্রাপ্তগণ ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবেনা। আর অনুমতিপ্রাপ্তগণ হলেন- নাবীগণ, ফিরিশতাগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এবং মু'মিনগণ।

টীকা-৫২৮ঃ অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অথবা পার্থিব ও পরকালীন বিষয়াদি।

টীকা-৫২৯ঃ এবং যাঁদেরকে তিনি অবগত করেন তাঁরা হলেন নাবী ও রাসূলগণ (عَلَيۡهِم السَّلَام)। তাঁদেরকে 'গায়ব' সম্পর্কে অবগত করা তাঁদের নবূয়্যতেরই প্রমাণ। অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন- لَا يُظۡهِرُ عَلٰى غَيۡبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰى مِنۡ رَّسُوۡلٍ অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) আপন অদৃশ্য বিষয়কে কারো নিকট প্রকাশ করেন না, কিন্তু রসূলের মধ্যে যাঁকে তিনি পছন্দ করেন। (খাযিন)

টীকা-৫৩০ঃ এ'তে তাঁর মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর 'কুরসী' দ্বারা হয়ত তাঁর জ্ঞান ও কুদরত বুঝানো হয়েছে অথবা 'আরশ' অথবা সেটাই যা আরশের নীচে ও সপ্ত আকাশের উপরে অবস্থিত। আর এটাও হতে পারে যে, এটা হচ্ছে- যা 'ফালাকুল বুরুজ' (নভোঃমন্ডল) নামে প্রসিদ্ধ।

টীকা-৫৩১ঃ এ'তে আয়াতের মধ্যে 'ইলাহিয়্যাত' বা 'খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান' এর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াদির বিবরণ রয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআ'লা বিরাজমান, ইলাহিয়্যাতে একক, চিরঞ্জীব, আপন সত্তা ব্যতীত অন্য সব কিছুরই স্রষ্টা। বিশেষ স্থান জুড়ে থাকা এবং কোন কিছুর মধ্যে

প্রবেশ করা থেকে পবিত্র এবং পরিবর্তন ও ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে মুক্ত। না কেউ তাঁর সাথে সাদৃশ্যময়, না সৃষ্টির কোন পরিবর্তনশীল অবস্থা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। জড়-জগত ও ফিরিশতা-জগতের মালিক, মূল ও শাখা-প্রশাখার অস্তিত্বদাতা, কঠোরভাবে পাকড়াওকারী, যাঁর সামনে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যতীত কেউ শাফা'আতের জন্য ওষ্ঠ নড়াতে পারেনা। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে অবহিত- প্রকাশ্যেরও, অপ্রকাশ্যেরও; সামগ্রিকেরও, আংশিকেরও। তাঁর রাজ্য ও শক্তি ব্যাপক। কারো উপলব্ধি, কল্পনা এবং অনুধাবনের বহু উর্ধ্বে।

টীকা-৫৩২ঃ আল্লাহ্র গুণাবলীর পর لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (দ্বীনের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তী নেই) ইরশাদ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখন একজন বিবেকবান লোকের জন্য সত্যকে গ্রহণ করে নেয়ার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করার কোন কারণ বাকী থাকেনি।

টীকা-৫৩৩ঃ এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সর্বপ্রথম তাদের 'কুফর' থেকে তাওবা ও সেটার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা অপরিহার্য। এর পর ঈমান আনলে তা বিশুদ্ধ হয়।

২৫৬ঃ কোন জোর জবরদস্তী নেই (৫৩২) ধর্মের মধ্যে; নিশ্চয় খুবই স্পষ্ট হয়েছে সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে। সুতরাং যে শয়তানকে অমান্য করে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে (৫৩৩); সে এমন এক মজবুত গ্রন্থি ধারণ করেছে, যা কখনো খোলার নয়; এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২৫৭ঃ আল্লাহ্ অভিভাবক মুসলমানদের, তাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে (৫৩৪) আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের সাহায্যকারী হচ্ছে শয়তান। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকার রাশির দিকে বের করে নিয়ে যায়। এরাই দোযখবাসী। এদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

রুকূ'-৩৫

২৫৮ঃ হে মাহ্বূব! আপনি কি দেখেন নি তাকে, যে ইব্রাহীমের সাথে বিতর্ক করেছিলো তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে, এর উপর (৫৩৫) যে, আল্লাহ্ তাকে বাদশাহী দিয়েছেন (৫৩৬)? যখন ইব্রাহীম বললো, 'আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান (৫৩৭)।' সে বললো, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই (৫৩৮)।'

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۖ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ

টীকা-৫৩৪ঃ 'কুফর' ও 'গোমরাহী' থেকে 'ঈমান' ও 'হিদায়াত' এর আলোকে

টীকা-৫৩৫ঃ দম্ভ ও অহংকারবশতঃ

টীকা-৫৩৬ঃ এবং সমগ্র পৃথিবীর সালতানাত দান করেছেন। এজন্য সে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার পরিবর্তে অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করলো এবং প্রতিপালক হবার দাবী করতে লাগলো। তার নাম ছিলো নমরূদ ইবনে কিন'আন। সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় মুকুট পরিধানকারী ছিলো। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাকে খোদার ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন, হয়ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বে কিংবা তারপর। তখন সে বলতে লাগলো, "তোমার প্রতিপালক কে, যার প্রতি তুমি আমাকে আহ্বান করছো?"

টীকা-৫৩৭ঃ অর্থাৎ দেহসমূহের মধ্যে মৃত্যু ও প্রাণ সৃষ্টি করেন।

খোদাকে চিনেনা এমন একজন লোকের জন্য উৎকৃষ্টতমপথ-নির্দেশনা ছিলো এবং এতে বলা হয়েছিলো যে, স্বয়ং তোমার জীবনই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষী। কারণ, তুমি এক ফোঁটা প্রাণহীন বীর্য ছিলে। যিনি সেটাকে মানুষের আকৃতি দিয়েছেন এবং জীবন দান করেছেন, তিনিই মহান প্রতিপালক। আর জীবন ধারণের পর পুনারায় জীবিত দেহসমূহে যিনি মৃত্যু ঘটান, তিনিই পরওয়ারদিগার। তাঁর কুদরতের সাক্ষ্য খোদ তোমার নিজের মৃত্যু ও জীবনের মধ্যেই রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাওয়া পূর্ণ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যই।

এই প্রমাণ এমনই মজবুত ছিলো যে, সেটার জবাব নমরূদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি এবং সমবেত জনতার সম্মুখে তাকে লা-জওয়াব ও লজ্জিত হতে হবে সে তর্কের বক্র পথকেই বেছে নিলো।

টীকা-৫৩৮ঃ নমরূদ দু'জন লোককে হাযির করলো। তাদের একজনকে হত্যা করলো আর অপর জনকে ছেড়ে দিলো এবং বলতে লাগলো, "আমিও জীবিত রাখি ও মৃত্যু ঘটাই।" অর্থাৎ কাউকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেয়া তাকে জীবন দান করা। এটা তার চরম নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ উক্তি ছিলো। কোথায় কতল করা ও ছেড়ে দেয়া আর কোথায় মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা। নিহত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে অক্ষম থাকা এবং এর স্থলে জীবিত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়াকে জীবন দান করা বলে আখ্যায়িত করাই তার লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট ছিলো। বিবেকবানদের নিকট তা থেকেই এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام যে প্রমাণ দাঁড় করেছেন সেটাই অকাট্য। সেটার খন্ডন করা মোটেই সম্ভবপর নয়।

কিন্তু যেহেতু নমরূদের জবাবের মধ্যে দাবীর আভাষ পাওয়া যায়, সেহেতু হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام সেটার উপর তাকে তর্কযোদ্ধা সুলভ পাকড়াও করে বললেন, "মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা তো তোমার ক্ষমতাভুক্ত নয়। হে রাবূবিয়াতের মিথ্যা দাবীদার! তুমি তদপেক্ষা সহজ কাজটা করে দেখাও,

যা হচ্ছে একটা গতিময় দেহের গতিরই পরিবর্তন করা মাত্র।"
টীকা-৫৩৯ঃ এটাও করতে পারোনি। কাজেই, রাবূবিয়্যাতের দাবীই বা কোন্ মুখে করছো?
মাসআলাঃ এ আয়াত 'ইলমে' কালাম' * (কালাম-শাস্ত্র) এ 'মুনাযারাহ্' (তর্কযুদ্ধ) করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।
টীকা-৫৪০ঃ অধিকাংশের মতানুসারে, এ ঘটনা হযরত ও'যায়র عَلَيْهِ السَّلَام এর। আর 'জনপদ' দ্বারা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বুঝানো হয়েছে। যখন 'বোখতে নাস্‌র' বাদশাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ধ্বংস করলো আর বানী ইস্রাঈলকে হত্যা করলো, গ্রেফতার করলো এবং ধ্বংস করে ফেললো, অতঃপর হযরত ও'যায়র عَلَيْهِ السَّلَام সেখানে উপনীত হলেন। তখন তাঁর সাথে ছিলো এক পাত্র খেজুর ও এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস। তিনি একটা গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। সমগ্র জনপদ ঘুরে ফিরে দেখলেন, কোন মানুষ-জনের দেখা পেলেন না। বস্তির ইমারতসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেখলেন। সুতরাং তিনি আশ্চার্যন্বিত হয়ে বললেন, "اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا" (অর্থাৎ কিভাবে এ বস্তিকে সেটার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন।)
অতঃপর তিনি তাঁর আরোহনের গাধাটা সেখানে বেঁধে রাখলেন এবং বিশ্রামরত হলেন। এমতাবস্থায় তাঁর রূহ কব্‌জ করে নেয়া হলো আর গাধাটাও মরে গেলো। এটা সকাল বেলার ঘটনা। এর সত্তর বছর পর আল্লাহ্ তাআ'লা পারস্যের বাদশাহদের মধ্য থেকে একজন বাদশাহকে বিজয় দান করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' পৌঁছলেন এবং সেটাকে পূর্বাপেক্ষাও উত্তমরূপে আবাদ করলেন আর বানী ইস্রাঈলের যেসব বেঁচে ছিলো আল্লাহ্ তা্আ'লা তাদেরকে পুনরায় সেখানে নিয়ে এলেন। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও সেটার চতুষ্পার্শে তাদের বসতি স্থাপন করলো এবং তাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো।
সে যুগে আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত ও'যায়র عَلَيْهِ السَّلَام কে দুনিয়াবাসীর চোখের অন্তরালে রাখলেন। কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। যখন তাঁর ওফাতের পর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁকে জীবিত করলেন। প্রথমে চক্ষুদ্বয়ে প্রাণ আসলো। তখনো সারা শরীর প্রাণহীন ছিলো। তাও তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত করা হলো। এ ঘটনা অপরাহ্নে সূর্যাস্তের পূর্বেই সংঘটিত হলো। আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করলেন, "তুমি এখানে কতদিন অবস্থান করলে?" তিনি অনুমান করে আরয করলেন, "একদিন অথবা কিছু কম।' তাঁর মনে হলো যে, সেটা ঐ দিনেরই বিকেল বেলা, যেদিন সকালে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ইরশাদ করলেন, "বরং তুমি শত বছর অবস্থান করেছো। আপন খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ খেজুর ও আঙ্গুর-রসের প্রতি লক্ষ্য করো;

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৯৬	মানযিল-১	পারাঃ ৩

ইব্রাহীম বললো, 'অতঃপর আল্লাহ্ সূর্য উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে এসো (৫৩৯)। অতঃপর হতবুদ্ধি হয়ে গেলো কাফির এবং আল্লাহ্ সৎপথ দেখান না অত্যাচারীদেরকে।	قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾
২৫৯ঃ অথবা, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অতিক্রম করলো একটা জনপদের উপর দিয়ে (৫৪০)	اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ

তা অবিকৃতই রয়েছে। তাতে দুর্গন্ধ পর্যন্ত আসেনি। আর নিজ গাধার প্রতি দেখো।" দেখলেন, সেটা ছিলো মৃত গলিত। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বিক্ষিপ্ত ছিলো। অস্থিগুলোর শুভ্রতা চমকাচ্ছিলো। তাঁরই চোখের সামনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হলো। সেগুলো আপন আপন স্থানে এসে জড়ো হলো। অস্থিগুলোর উপর মাংস ভরে উঠলো। মাংসের উপর চামড়া আসলো, লোম গজালো। অতঃপর তাতে রূহ ফুঁকলো। সেটা উঠে দাঁড়ালো এবং ডাক হাঁকতে আরম্ভ করলো। তিনি (হযরত ও'যায়র) আল্লাহ্ তাআ'লার কুদরত প্রত্যক্ষ করলেন আর বললেন, "আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, আল্লাহ্ তাআ'লা সব কিছু করতে পারেন।" অতঃপর তিনি ঐ সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে আপন মহল্লায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। পবিত্র মাথার চুল ও দাঁড়ি মুবারক সাদা ছিলো। বয়স ছিলো ঐ চল্লিশ বছর। কেউ তাঁকে চিনতে পারলোনা। তিনি অনুমান করে আপন বাসস্থানে পৌঁছলেন। সেখানে একজন দুর্বল বৃদ্ধা দেখতে পেলেন, তার পা গুলো অকেজো ছিলো। সে দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলো। সে তাঁর ঘরের দাসী ছিলো। তাঁকে সে দেখেছিলো।
তিনি তাকে (বৃদ্ধাকে) বললেন, "এটা কি ও'যায়ের বাসস্থান?" সে বললো, "হ্যাঁ" তিনি বললেন, "ও'যায়র কোথায়" বললো, "তিনি নেই, হারিয়ে গেছেন আজ একশ বছর গত হয়েছে।" একথা বলে সে খুব কান্নাকাটি করলো। তিনি বললেন, "আমি ও'যায়র।" সে বললো, سُبْحٰنَ اللّٰهِ। তা কিভাবে হতে পারে।?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তাআ'লা আমাকে একশ বছর মৃতাবস্থায় রেখেছেন অতঃপর পুনর্জীবিত করেছেন।" সে বললো, "হযরত ও'যায়র 'মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়াত' ছিলেন। তিনি যা দুআ' করতেন, আল্লাহ্‌র দরবারে তা কবূল হতো। আপনিও দুআ' করুন যেন আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাই, যাতে আমি আপন চোখেই আপনাকে দেখতে পারি।" তিনি দুআ' করলেন। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলো। তিনি তার হাত ধরে বললেন, "উঠ্। আল্লাহ্ এর নির্দেশে।" একথা বলতেই তার বিকল পা-দু'টি সুস্থ হয়ে গেলো। সে তাঁকে দেখতেই চিনতে পারলো আর বললো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে ও'যায়র।"
সে তাঁকে বনী ইস্রাঈলের মহল্লায় নিয়ে গেলো। সেখানে এক মজলিসে তাঁর সন্তান উপস্থিত ছিলেন, যাঁর বয়স একশ আঠার বছর ছিলো। তাঁর পৌত্রেরাও
*'ইলমে কালাম' এর সংজ্ঞাঃ ইউনানী তর্ক শাস্ত্রের পরিবর্তে মুসলিম মনীষীগণ তার মুকাবিলায় ক্বুরআন, হাদীস ও ইজমা ভিত্তিক যে যুক্তি শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন সেটার নামই 'ইলমুল কালাম।'

ছিলো, যারা বার্দ্ধক্যে পৌঁছেছিলো। বৃদ্ধা মজলিসে আহ্বান করে বললো, "ইনি হযরত ও'যায়র তাশরীফ এনেছেন।" মজলিসে উপস্থিত লোকজন অস্বীকার করলো। সে (বৃদ্ধা) বললো, "আমাকে দেখো। তাঁরই দুআ'য় আমি (সুস্থ হয়ে) এমতাবস্থায় এসেছি।"

লোকেরা উঠে তাঁর নিকট এলো। তাঁর সন্তান বললেন, "আমার সম্মানিত পিতার দু'স্কন্ধের মধ্যভাগে কালো চুলের একটা 'চন্দ্রাকৃতি' শোভা পেতো।" শরীর মুবারক খুলে দেখানো হলো। তখন সেটা পাওয়া গেলো।

সেই যুগে তাওরীতের কোন কপি ছিলোনা। সেটার জ্ঞানসম্পন্ন তখন কেউ মওজুদ ছিলোনা। তিনি সমগ্র তাওরীত মুখস্ত পড়ে শুনালেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "আমি আমার পিতার নিকট জানতে পেরেছি যে, 'বোখতে নাস্‌র' এর যুলুম- অত্যাচারের পর গ্রেফতারীর যুগে আমার দাদা তাওরীত একস্থানে দাফন করেছিলেন। সেটার ঠিকানা আমার জানা আছে। ঐ স্থানে তালাশ করার পর তাওরীতের ঐ দাফনকৃত কপি উদ্ধার করা হলো। আর হযরত ও'যায়র (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন স্মৃতির সাহায্যে যেই তাওরীত লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেটার সাথে মিলিয়ে দেখা হলো। উভয়ের মধ্যে একটা অক্ষরেরও পার্থক্য ছিলোনা। (জুমাল)

وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ ۫ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۵۹﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ

এবং তা ভেঙ্গে পড়েছিলো সেগুলোর ছাদসমূহের উপর (৫৪১)। বললো, 'সেটাকে কীভাবে জীবিত করবেন আল্লাহ্ সেটার মৃত্যুর পর?' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে মৃত রাখলেন একশ বছর। তারপর পুনর্জীবিত করে দিলেন। বললেন, 'তুমি এখানে কতোকাল অবস্থান করলে?' আরয করলো, 'সম্ভবতঃ পূর্ণ দিন অথবা কিছু কম।' তিনি বললেন, 'না, তোমার উপর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং আপন খাদ্য-পানীয়ের প্রতি দেখো, এখনো পর্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়নি; এবং আপন গাধার প্রতি তাকাও (যে, সেটার অস্থিগুলো পর্যন্ত সঠিক অবস্থায় থাকেনি।) এবং এটা এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করবো; এবং ঐ অস্থিগুলোর প্রতি দেখো, কিভাবে সেগুলোর উত্থান প্রদান করি, অতঃপর সেগুলোকে মাংসাবৃত করি।' যখন এ ঘটনা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, (তখন) বললেন, 'আমি খুব ভালভাবে জানি যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।"

২৬০ঃ এবং যখন আরয করলো ইব্রাহীম (৫৪২), 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে।' ইরশাদ করলেন, 'তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস নেই (৫৪৩)? আরয করলো, 'নিশ্চিত বিশ্বাস কেন থাকবেনা! কিন্তু আমি চাই যে, আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক (৫৪৪)।'

টীকা-৫৪১ঃ অর্থাৎ প্রথমে ছাদসমূহ পতিত হলো, অতঃপর সেগুলোর উপর দেয়ালসমূহ ধ্বসে পড়লো।

টীকা-৫৪২ঃ মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন যে, সমুদ্রের নিকটে একটা লোক মৃতাবস্থায় পড়ে ছিলো। জোয়ার ভাটায় সমুদ্রের পানি উঠানামা করছিলো। পানি যখন ফুলে উঠতো তখন মৎসগুলো ঐ লাশের মাংস খেতো। আর ভাটা পড়লে অরণ্যের পশুরা ভক্ষণ করতো। পশুগুলো চলে গেলে পক্ষীরা এসে খেতো। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) তা প্রত্যক্ষ করলেন। তখন তাঁর (عَلَيْهِ السَّلَام) মনে এ আকাংখা জন্মালো যে, তিনি দেখবেন, মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হয়।

তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন, "হে প্রতিপালক! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, তুমি মৃতদেরকে জীবিত করবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো সামুদ্রিক প্রাণী ও অরণ্যের পশুর পেট এবং পক্ষীর উদরসমূহ থেকে একত্রিত করবে। কিন্তু আমি এ আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখার আরজু রাখি।"

মুফাস্‌সিরগণের একটা অভিমত এটাও যে, যখন আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে আপন 'খলীল' (ঘনিষ্ট বন্ধু) পদে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন 'মালাকুল মওত' (হযরত আয্‌রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام) রাব্বুল ইয্‌যাত আল্লাহ্ এর অনুমতি নিয়ে তাঁকে এ সুসংবাদ দিতে এলেন। তিনি সুসংবাদ শুনে আল্লাহ্ তাআ'লার প্রশংসা করলেন আর মালাকুল মওতকে বললেন, "এ খলীল হবার চিহ্ন কি?" তিনি আরয করলেন, "তা হচ্ছে- আল্লাহ তাআ'লা আপনার দুআ' কবূল করবেন, আপনার প্রার্থনাক্রমে মৃতকে জীবিত করবেন।" তখন তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন। (খাযিন)

টীকা-৫৪৩ঃ আল্লাহ্ তাআ'লা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পূর্ণ ঈমান ও ইয়াক্বীন সম্পর্কে তিনি জানেন। এতদসত্ত্বেও 'তোমার কি এ'তে পূর্ণ বিশ্বাস নেই' বলে প্রশ্ন করা এ জন্য যে, শ্রোতাগণ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। আর তারা জেনে নেবে যে, এ প্রশ্নটা কোন সন্দেহের ভিত্তিতে ছিলোনা। (বায়যাভী ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৫৪৪ঃ এবং অপেক্ষাজনিত অস্থিরতা দূরীভূত হোক। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, অর্থ হলো, এ চিহ্ন দ্বারা আমার অন্তর প্রশান্ত হোক যে, তুমি আমাকে 'খলীল' পদে উন্নীত করেছো।

টীকা-৫৪৫ঃ যাতে ভাল মতে পরিচয় হয়ে যায়।

টীকা-৫৪৬ঃ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ السَّلَام) চারটা পাখী নিলেন- ময়ূর, মোরগ, কবুতর ও কাক। সেগুলোকে আল্লাহ্ এর নির্দেশে যবেহ করলেন। সে গুলোর পালকগুলো উপড়ে ফেললেন। আর 'ক্বীমা' বানিয়ে সেগুলোর দেহাংশগুলো পরস্পর মিশ্রিত করে দিলেন। অতঃপর এ মিশ্রিত অঙ্গগুলো কয়েকাংশে বিভক্ত করলেন। একেক অংশ একেকটা পর্বতে রাখলেন। কিন্তু সবকটির মাথা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখলেন। অতঃপর বললেন, "চলে এসো। আল্লাহ্ এর নির্দেশে।" এটা বলতেই অংশগুলো উড়লো এবং প্রত্যেক পাখীর অংশগুলো পৃথক পৃথক হয়ে আপন আপন বিন্যাসে একত্রিত হলো; আর পাখীগুলো পায়ের উপর ভর করে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে হাযির হলো এবং আপন আপন মস্তকের সাথে মিলিত হয়ে অবিকল পূর্বের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে উড়ে গেলো। সুব্হা-নাল্লাহ্।

টীকা-৫৪৭ঃ চাই ব্যয় করা ওয়াজিব হোক, কিংবা নফল; পূণ্যের সমস্ত দরজাকেই শামিল করে- চাই কোন শিক্ষার্থীকে কিতাব খরিদ করে দেয়া হোক, কিংবা কোন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক, অথবা মৃতদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য তৃতীয়, দশম, বিংশতম, চল্লিশতম দিবসের ফাতিহাখানির পন্থায় মিস্কীনদেরকে খানা খাওয়ানো হোক।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	৯৮	মানযিল-১	পারাঃ ৩

قَالَ فَخُذۡ اَرۡبَعَةً مِّنَ الطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ اِلَيۡكَ ثُمَّ اجۡعَلۡ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنۡهُنَّ جُزۡءًا ثُمَّ ادۡعُهُنَّ يَاۡتِيۡنَكَ سَعۡيًا ؕ وَاعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ ﴿۲۶۰﴾

ইরশাদ করলেন, 'তবে আচ্ছা! চারটা পাখী নিয়ে তোমার সাথে নেড়েচেড়ে নাও (৫৪৫)। অতঃপর সেগুলোর একেক খন্ড প্রতিটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে আহ্বান করো, সেগুলো তোমার নিকট চলে আসবে নিজ পায়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে (৫৪৬); এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ'-৩৬

مَثَلُ الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنۡۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِىۡ كُلِّ سُنۡۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۶۱﴾

২৬১ঃ তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করে (৫৪৭) সেই শস্য-বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ (৫৪৮)। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা (৫৪৯); এবং আল্লাহ্ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُوۡنَ مَآ اَنۡفَقُوۡا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿۲۶۲﴾

২৬২ঃ ঐসব লোক, যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করে (৫৫০)'; অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয় (৫৫১), তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে কিছু দুঃখ।

قَوۡلٌ مَّعۡرُوۡفٌ وَّمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٌ مِّنۡ صَدَقَةٍ

২৬৩ঃ ভালোকথা বলা এবং ক্ষমা করা (৫৫২) সেই সাদাক্বাহ্ অপেক্ষা শ্রেয়তর,

টীকা-৫৪৮ঃ উৎপাদনকারী হচ্ছেন, বাস্তবিকপক্ষে, আল্লাহ্ তাআ'লাই। শস্য বীজের প্রতি এর সম্পর্ক রূপকভাবে।

মাসআলাঃ এ থেকে জানা যায় যে, রূপক সম্পর্ক জায়েয বা বৈধ, যখন সম্পর্ক রচনাকারী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ক্ষমতা প্রয়োগে (খোদার ন্যায়) স্বাধীন বলে বিশ্বাস না করে থাকে। এ জন্য এটা বলা জায়েয যে, এ ঔষধটা উপকারী, এটা অপকারী, এটা ব্যথা অপসারণকারী, মাতাপিতা লালন-পালন করেছেন, আ'লিম পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন, বুযুর্গগণ প্রয়োজন মিটিয়েছেন ইত্যাদি। সবটিতে সম্পর্ক রূপক। আর মুসলমানদের বিশ্বাসে প্রকৃত কর্তা শুধু আল্লাহ্ই; অন্য সবটিই মাধ্যম মাত্র।

টীকা-৫৪৯ঃ সুতরাং একটা শস্য বীজ থেকে সাতশ শস্য কণা হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করলে তার প্রতিদান সাতশ গুণ হয়ে যায়।

টীকা-৫৫০ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত ওসমান গণী ও হযরত আ'ব্দুর রহমান ইব্নে 'আ'ওফ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) তাবূক যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর জন্য এক হাজার উট সামগ্রী সহকারে দান করেন এবং হযরত আ'ব্দুর রহমান ইব্নে 'আ'ওফ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) চার হাজার দিরহাম সাদাক্বাহ্ রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাযির করলেন আর আরয করলেন- "আমার নিকট সর্বমোট আট হাজার দিরহাম ছিলো। এর অর্ধেক আমার নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য রেখেছি এবং বাকী অর্ধেক আল্লাহ্ এর রাস্তায় হাযির করলাম।" বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "যা তুমি দিয়েছো এবং যা তুমি রেখেছো আল্লাহ্ তাআ'লা উভয়ের মধ্যে বারাকাত দান করুন।"

টীকা-৫৫১ঃ খোঁটা দেয়াতে এটাই যে, দেয়ার পর অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ করা- 'আমি তোমার প্রতি এমন দয়া করেছি।' আর সেটাকে ম্লান করে ফেলা এবং 'ক্লেশ দেয়া' হলো তাকে- এই বলে লজ্জা দেয়া- 'তুমি গরীব ছিলে, রিক্ত হস্ত ছিলে, অক্ষম ছিলে, অকেজো ছিলে; আমি তোমার খবরাখবর নিয়েছি।' কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-৫৫২ঃ অর্থাৎ যদি ভিক্ষুককে কিছু না দেয়া হয় তবে তার সাথে ভালো কথা বলা এবং মিষ্ট ভাষায় জবাব দেয়া, যাতে সে অসন্তুষ্ট না হয়। আর যদি সে বারবার ভিক্ষা চাইতে থাকে কিংবা কিছু মন্দও বলে ফেলে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

টীকা-৫৫৩ঃ লজ্জা দিয়ে কিংবা উপকারের খোঁটা দিয়ে কিংবা অন্য কোনরূপ ক্লেশ পৌঁছিয়ে।

টীকা-৫৫৪ঃ অর্থাৎ যেভাবে মুনাফিক্বদের উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টি অর্জন করা' হয়না; তারা আপন সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে বিনষ্ট করে ফেলে, অনুরূপভাবে তোমরা উপকারের খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে স্বীয় দানকে নিষ্ফল করোনা।

টীকা-৫৫৫ঃ এটা হচ্ছে লোক দেখানো মনোভাব সম্পন্ন মুনাফিক্বদের কর্মের উপমা যে, যেমন পাথরের উপর মাটি দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু বৃষ্টির পানিতে সব ধুয়ে গিয়ে স্রেফ পাথরই থেকে যায়, তেমনি অবস্থা মুনাফিক্বের কর্মেরও। কারণ, বাহ্যিকভাবে প্রত্যক্ষকারীগণ মনে করে যে, সেটা তার আমল (সৎকর্ম)। আর ক্বিয়ামত-দিবসে সেসব আ'মল বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিলোনা।

যার পর ক্লেশ দেয়া হয় (৫৫৩) আর আল্লাহ্ বেপরোয়া (অভাবমুক্ত), সহনশীল।

২৬৪ঃ হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে (৫৫৪) সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আপন ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর ঈমান রাখেনা। সুতরাং তার উপমা এমনই, যেমন একটা মসৃন পাথর যার উপর মাটি রয়েছে, এখন সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, যা সেটাকে শুধু পাথর করে ছাড়লো (৫৫৫)। (তারা) আপন উপার্জন থেকে কোন জিনিসই (তাদের) আয়ত্তে পাবে না। আর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

২৬৫ঃ এবং তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টির প্রত্যাশার মধ্যে ব্যয় করে এবং নিজেদের আত্মা দৃঢ় করণার্থে (৫৫৬), সেই বাগানের ন্যায়, যা কোন উচ্চ ভূমির উপর (অবস্থিত), সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, এর ফলে দ্বিগুণ ফলমূল জন্মায়। অতঃপর যদি প্রবল বারিপাত না হয় তবুও শিশির যথেষ্ঠ (৫৫৭)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৫৫৮)।

২৬৬ঃ তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে (৫৫৯) যে, তার নিকট একটা বাগান থাকবে খেজুর ও আঙ্গুরের (৫৬০), যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, যাতে সব ধরণের ফলমূল থাকে (৫৬১) এবং সে বার্ধক্যে উপনীত হয় (৫৬২) এবং তার কর্মাক্ষম (দুর্বল) সন্তান-সন্তুতি থাকে (৫৬৩), অতঃপর আপতিত হলো এর উপর এক ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে ছিলো আগুন,

يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ
بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ
وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶۴﴾
وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۶۵﴾
اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ
وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ
وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ
نَارٌ

টীকা-৫৫৬ঃ আল্লাহ্ এর রাস্তায় ব্যয় করার উপর।

টীকা-৫৫৭ঃ এটা নিষ্ঠাবান মু'মিনের আমলসমূহের এটা উদাহরণ। অর্থাৎ যেভাবে উচ্চভূমি উত্তম জমির বাগানে সর্বাবস্থায় অধিক ফলমূল জন্মায়- চাই বৃষ্টি কম হোক কিংবা বেশী; অনুরূপভাবে নিষ্ঠাবান মু'মিনের দানও আল্লাহ্ এর পথে ব্যয়ই- চাই কম হোক কিংবা বেশী, আল্লাহ্ তাআ'লা সেটাকে বৃদ্ধি করেন।

টীকা-৫৫৮ঃ এবং তোমাদের নিয়্যত ও নিষ্ঠা সম্পর্কে অবগত।

টীকা-৫৫৯ঃ অর্থাৎ কেউ পছন্দ করবে না। কেননা, এ কথা কোন বিবেকবানের পছন্দ করার যোগ্য নয়।

টীকা-৫৬০ঃ যদিও এ বাগানের মধ্যে নানা ধরণের বৃক্ষ থাকে, কিন্তু খেজুর ও আঙ্গুরের উল্লেখ এজন্য করেছেন যে, এগুলো উৎকৃষ্ট ফল।

টীকা-৫৬১ঃ অর্থাৎ সে বাগান অনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও উপকারী এবং উৎকৃষ্ট সম্পত্তিও।

টীকা-৫৬২ঃ যা প্রয়োজনেরই সময় এবং মানুষ এ সময় উপার্জনের উপযোগী থাকেনা।

টীকা-৫৬৩ঃ যারা উপার্জনের উপযোগী নয় এবং তাদের লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। মোটকথা, সময় চরম প্রয়োজনের এবং নির্ভর শুধু বাগানের উপরই। আর বাগানও অতীব উৎকৃষ্ট।

টীকা-৫৬৪ঃ সেই বাগানতো তখন তার চরম দুঃখ-বিষাদ, আফসোস এবং নৈরাশ্যের কারণ হবে? এ অবস্থা তারই, যে সৎ কার্যাদি তো করেছে কিন্তু আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং সে এ ধারণায় থাকে যে, তার নিকট পূণ্যের ভান্ডার রয়েছে। কিন্তু যখন চরম প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ্ তাআ'লা সে কর্মসমূহকে অগ্রাহ্য করবেন তখন তার কতোই দুঃখ ও কতো অনুশোচনা হবে। একদিন হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) সাহাবা কিরামকে বললেন, "আপনাদের জানা মতে এ আয়াত শরীফ কোন্ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে?" হযরত ইব্নে আ'ব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বললেন, "এটা উদাহরণ একজন ধনশালী ব্যক্তির জন্য, যে সৎ কাজ করতে অভ্যস্ত। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায়

পথভ্রষ্ট হয়ে আপন সব সৎকর্মকে নিষ্ফল করে ফেলে।” (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৫৬৫ঃ এবং বুঝে নাও যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল আর শেষ পরিণতি আবশ্যম্ভাবী।

টীকা-৫৬৬ঃ মাসআলাঃ এ থেকে উপার্জনের বৈধতা এবং ব্যবসার পন্য-সামগ্রীর মধ্যে যাকাত প্রমাণিত হয়। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৫৬৭ঃ চাই তা ফসল হোক কিংবা ফলসমূহ অথবা খনিসমূহ ইত্যাদি।

টীকা-৫৬৮ঃ শানে নুযূলঃ কেউ কেউ নিকৃষ্ট মাল সাদাক্বাহ্‌রূপে প্রদান করতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মাসআলাঃ ‘মুসাদ্দিক্ব’ অর্থাৎ সাদাক্বাহ উসূলকারীর উচিত যেন তারা মধ্যম মানের মাল নেন- না একেবারে খারাপ, না সর্বোৎকৃষ্ট।

فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

এভাবেই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা ধ্যান দাও (৫৬৫)।

রুকূ’-৩৭

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৭ঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জনসমূহ থেকে কিছু দান করো (৫৬৬) এবং তা থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি (৫৬৭) আর নিছক নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করোনা যে, তা থেকে প্রদান করবে (৫৬৮) এবং তোমরা পেলে গ্রহণ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ না করো। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ বেপরোয়া, প্রশংসিত।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৮ঃ শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় (৫৬৯) দারিদ্রের এবং নির্দেশ দেয় লজ্জাহীনতার (৫৭০) এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের (৫৭১); আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

يُّؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِیَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

২৬৯ঃ আল্লাহ্ হিকমত প্রদান করেন (৫৭২) যাকে চান, যে ব্যক্তি হিকমত পেয়েছে সে প্রভূত কল্যাণ পেয়েছে এবং উপদেশ মানেনা কিন্তু বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা।

وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭০ঃ এবং তোমরা যা ব্যয় করবে (৫৭৩) কিংবা মান্নত করবে (৫৭৪) এবং আল্লাহ্ এর নিকট সেটার খবর আছে (৫৭৫); এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

২৭১ঃ যদি দান প্রকাশ্যে করো তবে তা কতোই ভালো কথা, এবং যদি গোপনে অভাবগ্রস্তদেরকে দান করো তবে তা তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম (৫৭৬)।

টীকা-৫৬৯ঃ যে, যদি ব্যয় করো এবং সাদাক্বাহ দাও তবে গরীব হয়ে যাবে।

টীকা-৫৭০ঃ অর্থাৎ কার্পণ্যের এবং যাকাত ও সাদাক্বাহ না দেয়ায়। এ আয়াতের মধ্যে এ রহস্য রয়েছে যে, শয়তান যেন কোন মতেই কার্পণ্যের (বানোয়াট) উপকারিতা অন্তরে রেখাপাত করাতে না পারে। এ কারণে সে এটাই করে যে, ব্যয় করলে গরীব হয়ে যাবার আশংকা দেখিয়ে তাদেরকে বাধা দেয়। আজকাল যারা দান করার পথ রোধ করতে বারংবার চেষ্টা করে তারাও ঐ বাহানাই অবলম্বণ করে।

টীকা-৫৭১ঃ সাদাক্বাহ দেয়ার উপর এবং (আল্লাহ্ এর রাস্তায়) খরচ করার উপর।

টীকা-৫৭২ঃ হিকমত দ্বারা হয়ত কুরআন, হাদীস ও ফিক্বহের জ্ঞান বুঝানো উদ্দেশ্য কিংবা ‘তাক্বওয়া’ অথবা ‘নবূয়্যত’ (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৫৭৩ঃ ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজে।

টীকা-৫৭৪ঃ আনুগত্যের কিংবা অবাধ্যতার। মান্নত সাধারণের পরিভাষায়, হাদিয়া এবং উপঢৌকনকে বলা হয় এবং শরীয়াতের পরিভাষায় ‘মান্নত’ হচ্ছে ইপ্সিত ইবাদত ও আল্লাহ্ এর নৈকট্য অর্জন। এ কারণেই যদি কেউ পাপ কাজ করার মান্নত করে তখন তা (মান্নত) বিশুদ্ধ হয় না। মান্নত খাস আল্লাহ্ এর জন্যে হয়ে থাকে। আর এটাও বৈধ যে, মান্নত আল্লাহ্ এর জন্যে করবে এবং ওলীর আস্তানার ফকীর-মিসকীনদেরকে সেই মান্নতের ব্যয়স্থল করবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ বললো, “হে প্রতিপালক! আমি মান্নত করলাম যে, যদি তুমি আমার অমুক উদ্দেশ্য পূর্ণ করো কিংবা অমুক অসুস্থকে আরোগ্য দান করো, তবে আমি অমুক ওলীর আস্তানার ফকীর-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াবো কিংবা সেখানকার খাদেমদেরকে টাকা-পয়সা দেবো অথবা তাঁদের মসজিদের জন্য তেল কিংবা চাটাই হাযির করবো।” এ ধরণের মান্নত জায়েয হবে। (রুদ্দুল মুহ্‌তার)

টীকা-৫৭৫ঃ তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় দেবেন।

টীকা-৫৭৬ঃ সাদাক্বাহ- চাই ফরয হোক কিংবা নফল, যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ এর জন্যেই দেয়া হয় এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র হয়, তখন চাই

প্রকাশ্যভাবে দিক কিংবা গোপনে, উভয়ই উত্তম।

মাসআলাঃ কিন্তু ফরয সাদাক্বাহ্ প্রকাশ্যভাবে দেয়া উত্তম এবং নফল সাদাক্বাহ গোপনে।

আর যদি নফল সাদাক্বাহ্ দাতা অন্যান্যদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে প্রকাশ্যভাবে দেয় তবে এ প্রকাশ্যভাবে দেয়াও উত্তম। (মাদারিক)

টীকা-৫৭৭ঃ আপনি সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সৎ পথে আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ফরয (কর্তব্য) দাওয়াত বা সৎ পথে আহ্বানের উপর শেষ হয়ে যায়। এ থেকে অতিরিক্ত চেষ্টা করা আপনার উপর অপরিহার্য নয়।

শানে নুযূলঃ প্রাক-ইসলামী যুগে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের বিবিধ আত্মীয়তা ছিলো। এ কারণে তাঁরা তাদের সাথে আত্মীয় সুলভ আদান-প্রদান করতেন। মুসলমান হওয়ার পর ইহুদীদের সাথে লেন-দেন করা তাঁদের (মুসলমানদের) কাছে অপছন্দনীয় লাগলো এবং এ কারণে তাঁরা হাত গুটিয়ে নিতে চাইলেন যেন তাদের এ কর্মনীতির ফলে ইহুদীরা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-৫৭৮ঃ কাজেই, অন্যান্যদের উপর এ দানের খোঁটা দিওনা।

এবং এতে তোমাদের কিছু পাপ মোচন হবে এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত।

২৭২ঃ তাদেরকে পথ প্রদান করা (হে হাবীব!) আপনার দায়িত্বে অপরিহার্য নয় (৫৭৭)। হ্যাঁ আল্লাহ্ পথ প্রদান করেন যাকে চান, এবং তোমরা যে উত্তম বস্তু দান করো তবে তোমাদেরই মঙ্গল (৫৭৮) এবং তোমাদের ব্যয় করা উচিত নয়, কিন্তু আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং যে সম্পদ দেবে, তোমাদেরকে পুরোপুরি (বিনিময়) দেয়া হবে, কম দেয়া হবে না।

২৭৩ঃ সেই দরিদ্র লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্ এর পথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে (৬৭৯), ভূপৃষ্ঠে চলতে পারে না (৫৮০)। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বুঝে থাকে (যাঞ্ছা করা থেকে) বিরত থাকার কারণে (৫৮১)। তুমি তাদেরকে তাদের বাহ্যিক আকৃতি দেখে চিনে নেবে (৫৮২)। (তারা) মানুষের নিকট যাঞ্ছা করেনা যাতে অতি কাকুতি মিনতি করতে হয় এবং তোমরা যা দান করো আল্লাহ্ তা জানেন।

রুকূ’-৩৮

২৭৪ঃ ঐসব লোক, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে (৫৮৩) তাদের জন্য তাদের পূণ্যফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের না কোন আশংকা আছে, না কিছু দুঃখ।

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۷۱﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۳﴾

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

টীকা-৫৭৯ঃ অর্থাৎ উল্লেখিত সাদাক্বাহসমূহ, যেগুলো আয়াত- এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যয়ের সর্বোত্তম পাত্র হচ্ছে ঐসব অভাবগ্রস্ত লোক, যারা আপন আত্মাগুলোকে জিহাদ এবং আল্লাহ্ এর বন্দেগীকে নিবদ্ধ রেখেছেন।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ‘আহলে সোফ্ফাহ্’র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব হযরতের সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি ছিলো। তাঁরা হিজরত করে মদীনা তৈয়্যবাহ্য় হাযির হয়েছিলেন। না এখানে তাঁদের বাসস্থান ছিলো, না আত্মীয়-গোত্র, না এসব হযরত বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের সম্পূর্ণ সময় আল্লাহ্ এর ইবাদতেই ব্যয় হতো- রাতের বেলায় ক্বুরআন কারীম শিক্ষা করা আর দিনের বেলায় জিহাদের কাজে রত অবস্থায়। এ আয়াতে তাঁদের কতিপয় গুণের বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৫৮০ঃ কেননা, তাঁদের নিকট দ্বীনী কার্যাবলীর কারণে এতটুকু অবকাশ ছিলোনা যে, তাঁরা চলাফেরা করে কিছু উপার্জন করতে পারতেন।

টীকা-৫৮১ঃ অর্থাৎ যেহেতু তাঁরা কারো নিকট যাঞ্ছা করতেন না, এ কারণে অনবহিত লোকেরা তাঁদেরকে ধনশালী মনে করে।

টীকা-৫৮২ঃ অর্থাৎঃ তাঁদের স্বভাবে ছিলো বিনয় ও নম্রতা। তাঁদের চেহারাসমূহের উপর দুর্বলতার লক্ষণ রয়েছে। ক্ষুধায় তাঁদের গায়ের রং হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো।

টীকা-৫৮৩ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করার চূড়ান্ত আগ্রহ পোষণ করে এবং সর্বাবস্থায় ব্যয় করতে থাকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি আল্লাহ্ এর পথে চল্লিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করেছিলেন- দশ হাজার রাতে, দশ হাজার দিনে, দশ হাজার গোপনে এবং দশ হাজার প্রকাশ্যে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে, এ আয়াত শরীফ হযরত আ’লী মুরতাদা (كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہٗ) এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে যখন তাঁর নিকট শুধু

চার দিরহাম ছিলো, অন্য কিছু ছিলোনা। তিনি এ চারটাই দান করে দিলেন- একটা রাতে, একটা দিনে, একটা গোপনে এবং একটা প্রকাশ্যে।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত শরীফে রাতের দানকে দিনের দানের পূর্বে এবং গোপন দানকে প্রকাশ্যে দান করার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গোপনে দান করা প্রকাশ্যে দান করা অপেক্ষা উত্তম।

টীকা-৫৮৪ঃ এ আয়তে সুদ হারাম হওয়া এবং সুদখোরদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ রয়েছে। সুদকে হারাম করার মধ্যে বহুবিধ হিকমত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ
প্রথমতঃ সুদের মধ্যে যে বাড়তি গ্রহণ করা হয় তা ধন-সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পদের একটি পরিমাণ- বিনিময় ব্যরিকেকেই নেয়া হয়। এটা সুস্পষ্ট অন্যায়ই।
দ্বিতীয়তঃ সুদের প্রথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিনষ্ট করে। কারণ, সুদখোর বিনা পরিশ্রমে অর্থ লাভ করাকে ব্যবসার বিভিন্ন কষ্ট ও ঝুঁকি নেয়া অপেক্ষা বহু গুণ অধিক সহজ মনে করে থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের হ্রাস মানুষের সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	১০২	মানযিল-১	পারাঃ ৩

২৭৫ঃ ঐসব লোক, যারা সুদ খায় (৫৮৪) ক্বিয়ামতের দিন দাঁড়াবেনা, কিন্তু যেমন দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে (৫৮৫)। এটা এ জন্য যে, তারা বলেছিলো, 'বেচাকেনাও তো সুদেরই মতো'। আর আল্লাহ্ হালাল করেছেন বেচাকেনাকে এবং হারাম করেছেন সুদকে। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তবে তার জন্য হালাল (বৈধ) যা পূর্বে নিয়েছিলো (৫৮৬); এবং তার কাজ আল্লাহ্রই সোপর্দকৃত (৫৮৭)। আর যারা এখন অনুরূপ কাজ করবে, তারা দোযখবাসী, তারা সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হবে (৬৮৮)।

২৭৬ঃ আল্লাহ্ ধ্বংস করেন সুদকে এবং বর্ধিত করেন দানকে (৫৯০) এবং আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয় কোন অকৃতজ্ঞ, মহাপাপী।

২৭৭ঃ নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না কোন শংকা থাকবে, না কিছু দুঃখ।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

তৃতীয়তঃ সুদ প্রচলনের কারণে পারস্পারিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ যখন মানুষ সুদে অভ্যস্ত হয়, তখন সে কাউকেও 'কর্জে হাসান' (উত্তম কর্জ) দ্বারা সাহায্য করা পছন্দ করেনা।
চতুর্থতঃ সুদ দ্বারা মানুষের স্বভাবে পশু অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি হয় এবং সুদখোর ব্যক্তি স্বীয় খাতকের ধ্বংস ও অবনতি কামনা করতে থাকে।
এতদ্ব্যতীতও সুদের মধ্যে আরো বড় বড় ক্ষতি রয়েছে এবং শারীয়াতের নিষিদ্ধকরণ স্বয়ং হিকমত সম্মতই।
মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم সুদখোর, সুদের কার্যনির্বাহক, সুদের কাগজপত্র লেখক এবং এর সাক্ষীগণের উপর লা'নত করেছেন আর ইরশাদ করেছেন, "তারা সবাই গুনাহ্র মধ্যে সমান।"

টীকা-৫৮৫ঃ অর্থ এই যে, যেভাবে জিন্‌গ্রস্ত লোক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা, কাৎচিৎ হয়ে পড়তে পড়তে চলে, ক্বিয়ামত-দিবসে সুদখোরেরও এমন অবস্থা হবে যে, সুদের কারণে তার উদর খুব ভারী এবং বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়বে।
আর সে এ বোঝার ভারে বার বার পড়ে যাবে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবায়ের (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "এ লক্ষণ সেই সুদখোরের হবে যে সুদকে হালাল জ্ঞান করে।"

টীকা-৫৮৬ঃ অর্থাৎ নিষেধ হবার নির্দেশ নাযিল হবার পূর্বে যা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবেনা।

টীকা-৫৮৭ঃ যা চান নির্দেশ দেবেন, যা চান হারাম ও নিষিদ্ধ করবেন, বান্দার উপর তাঁর আনুগত্য করাই অপরিহার্য।

টীকা-৫৮৮ঃ মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি সুদকে হালাল জ্ঞান করে, সে কাফির-সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞানকারী কাফির।

টীকা-৫৮৯ঃ এবং সেটাকে বারাকাত থেকে বঞ্চিত করেন। হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "আল্লাহ্ তাআ'লা তা থেকে না সাদাক্বাহ কবূল করেন, না হজ্জ, না জিহাদ, না অন্য কোন দান (صلہ)।"

টীকা-৫৯০ঃ তা বর্ধিত করেন এবং তাতে বারাকাত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতে সেটার প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ধিত করেন।

টীকা-৫৯১ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত সেসব সাহাবীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যাঁরা সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে সুদী লেনদেন করতেন এবং সুদের লেনদেনের বিরাট অংক অন্যান্যদের দায়িত্বে বাকী ছিলো।
এর মধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হবার পর পূর্ববর্তী দাবীও ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব এবং পূর্বে নির্দ্ধারিত সুদও এখন নেয়া জায়েয নয়।

টীকা-৫৯২ঃ এটা হুমকি ও ধমকের ক্ষেত্রে অতিশয়তা ও কঠোরতার শামিল। কার পক্ষে অবকাশ আছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করার কল্পনাও করবে? সুতরাং সে সব সাহাবী নিজেদের সুদী দাবী ছেড়ে দিলেন এবং এ আরয করলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে যুদ্ধ করার আমাদের কি সাধ্য?" এবং তাওবা করলেন।

২৭৮ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, যদি মুসলমান হও (৫৯১)।

২৭৯ঃ অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না করো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের সাথে যুদ্ধের (৫৯২) এবং যদি তোমরা তাওবা করো, তবে নিজেদের মূলধন নিয়ে নাও। না তোমরা কারো ক্ষতি সাধন করবে (৫৯৩), না তোমাদের ক্ষতি হবে (৫৯৪)।

২৮০ঃ এবং যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে অবকাশ দাও সচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত। এবং ঋণ তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া তোমাদের জন্য আরো কল্যাণকর, যদি জানো (৫৯৫)।

২৮১ঃ এবং ভয় করো সেদিনকে, যেদিন আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আর প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না (৫৯৬)।

রুকূ'-৩৯

২৮২ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একটা নির্দ্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত কোন ঋণের লেনদেন করো (৫৯৭), তখন তা লিখে নাও (৫৯৮) এবং উচিত যেন তোমাদের মধ্যে কোন লিখক ঠিক ঠিক লিখে (৫৯৯) এবং লিখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে যেমন তাকে আল্লাহ্ তাআ'লা শিক্ষা দিয়েছেন (৬০০)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ

টীকা-৫৯৩ঃ অধিক নিয়ে

টীকা-৫৯৪ঃ মূলধন কমিয়ে

টীকা-৫৯৫ঃ ঋণ গ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত কিংবা গরীব হয়, তবে তাকে অবকাশ দেয়া কিংবা ঋণের অংশ-বিশেষ কিংবা পুরোপুরি ক্ষমা করে দেয়াসহ সাওয়াবের কারণ হয়। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত কে অবকাশ দিয়েছে, কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছে, আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে আপন রহমতে ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁরই ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।"

টীকা-৫৯৬ঃ অর্থাৎ না তাদের পূণ্যসমূহে হ্রাস করা হবে, না মন্দ কার্যাদি বর্ধিত করা হবে। হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, এটা সর্বশেষ আয়াত, যা হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم এর উপর নাযিল হয়েছে। এর পর হুযূর আক্বাদাস صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم একুশ দিন ইহজগতে তাশরীফ রাখেন। অন্য এক অভিমতে, সাত (রাত)। কিন্তু ইমাম শাআ'বী হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণনা করেন, "সর্বশেষে সুদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে।"

টীকা-৫৯৭ঃ চাই সেই কর্জ বিক্রয়ের মাল হোক কিংবা বিনিময় মূল্য। হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "বায়'ই সাল্ম" (بيع سلم) বুঝানো উদ্দেশ্য।" বায়'ই সাল্ম' হচ্ছে- কোন জিনিসকে অগ্রিম মূল্য নিয়ে বিক্রয় করা হবে, আর বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে সোপর্দ করার জন্য একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। এ ধরণের বেচাকেনা বৈধ হবার জন্য প্রকৃতি, প্রকার, গুণ, সময়সীমা, আদায় করার স্থান এবং মূলধনের পরিমাণ- এসব কিছু জানা থাকা পূর্বশর্ত।

টীকা-৫৯৮ঃ এ 'লিখা' মুস্তাহাব। এর উপকার এই যে, ভুল-ভ্রান্তি এবং ঋণ-গ্রহীতার অস্বীকারের আশংকা থাকেনা।

টীকা-৫৯৯ঃ নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি করবে না, না উভয় পক্ষের কারো পক্ষপাতিত্ব করবে।

টীকা-৬০০ঃ মোট কথা হচ্ছে- কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়। যেমন, তাকে আল্লাহ্ তাআ'লা অঙ্গীকারনামা লিখার জ্ঞান দান করেছেন, কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতিরেকে বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা সহকারে লিপিবদ্ধ করবে। এ 'লেখা' এক অভিমতানুযায়ী, 'ফরয-ই-কিফায়া'। অন্য এক

অভিমতানুযায়ী, ফরয-ই-আইন'- লেখকের অবসর থাকার শর্ত, যে অবস্থায় সে ব্যতীত অন্য কাউকে পাওয়া না যায়। অন্য এক অভিমতানুসারে, 'মুস্তাহাব'। কেননা, এতে মুসলমানদের প্রয়োজন মিটানো এবং জ্ঞানরূপী নি'মাতের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে- প্রথমে এ 'লিখা' ফরয ছিলো। অতঃপর لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ দ্বারা তা 'মানুসূখ' রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৬০১ঃ অর্থাৎ যদি ঋণ গ্রহীতা বিকৃত-মস্তিষ্ক, অপরিপক্ক বিবেক-সম্পন্ন, নাবালেগ কিংবা 'মৃত্যুন্মুখ বৃদ্ধ' (শায়খ-ই-ফানী) হয় অথবা বোবা হয় কিংবা ভাষা না জানার কারণে আপন দাবীর কথা ব্যক্ত করতে না পারে।

টীকা-৬০২ঃ সাক্ষীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে আযাদ ও বালেগ হওয়া, তদ্‌সঙ্গে মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত। কাফিরদের সাক্ষ্য শুধু কাফিরদের পক্ষে গৃহীত।

টীকা-৬০৩ঃ মাস্‌আলাঃ শুধু স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য বৈধ (গৃহীত) নয়; যদিও তাদের সংখ্যা চার হয়। তবে, যেসব বস্তু সম্পর্কে পুরুষ অবহিত হতে পারেনা,

সুতরাং সেটা লিখে দেয়া উচিত এবং যার উপর প্রাপ্য বর্তায় সে যেন লিখিয়ে যায় * এবং যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক; এবং প্রাপ্য থেকে কিছু যেন না কমায়। অতঃপর যার উপর প্রাপ্য বর্তায় সে যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় কিংবা লিখাতে না পারে (৬০১) তবে তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখিয়ে দেবে এবং দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের মধ্য হতে (৬০২)। অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না থাকে (৬০৩) তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক; এমন সাক্ষী যাদেরকে পছন্দ করো (৬০৪), যাতে স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন ভুলে যায়, তবে সেই একজনকে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সাক্ষীদের যখন ডাকা হয় তখন আসতে যেন অস্বীকার না করে (৬০৫) এবং এটাকে বিরক্তিকর মনে করোনা যে, ঋণ ছোট হোক কিংবা বড় সেটার মেয়াদ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে নেবে। এটা আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক ন্যায়ের কথা, এর মধ্যে সাক্ষ্য খুব ঠিক থাকবে এবং এটা এ থেকে নিকটতর যে, তোমাদের সন্দেহের উদ্রেক হবে না; কিন্তু কোন নগদ ব্যবসা হাতে হাতে সম্পন্ন হলে তা না লিখায় তোমাদের উপর গুনাহ্ নেই (৬০৬)। আর যখন বেচাকেনা করো তখন সাক্ষী করে নাও (৬০৭), এবং না কোন লিখককে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে, না সাক্ষীকে (কিংবা না লিখক ক্ষতিগ্রস্ত করবে, না সাক্ষী)

فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ
كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ
لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ
بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ
وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا
تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى
اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا
اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ

যেমন সন্তান প্রসব করা, কুমারী হওয়া এবং স্ত্রীসুলভ দোষ-ত্রুটিসমূহ এ গুলোতে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

মাস্‌আলাঃ দন্ডবিধি ও ক্বিসাসের শাস্তিগুলোর ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। শুধু পুরুষদের সাক্ষ্যই জরুরী। এতদ্ব্যতীত অন্য সব মামলায় একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। (মাদারিক ও আহ্‌মাদী)

টীকা-৬০৪ঃ যাদের ন্যায়পরায়ন হওয়া সম্পর্কে তোমরা অবহিত হও এবং যাঁদের সৎ হওয়ার উপর তোমরা নির্ভর করতে পারো।

টীকা-৬০৫ঃ মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করা ফরয। যখন বিচার-প্রার্থী (বাদী) সাক্ষীদেরকে তলব করে, তখন সাক্ষ্য গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। এটা শাস্তির বিধানসমূহ ছাড়া অন্যসব বিষয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু শাস্তির বিধান সমূহের মধ্যে সাক্ষীর জন্য 'প্রকাশ করা' কিংবা 'গোপন করা'র ইখ্‌তিয়ার থাকে; বরং গোপন করাই উত্তম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। কিন্তু চুরির ক্ষেত্রে মাল লওয়ার সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব; যাতে যার মাল চুরি হয়েছে তার প্রাপ্য নষ্ট না হয়। অবশ্য সাক্ষী এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে যে, সে 'চুরি' শব্দটা উচ্চারণ করবেনা। সাক্ষ্য দেয়ার সময় এতটুকু বলে ক্ষান্ত হবে যে, 'এ মাল অমুক ব্যক্তি নিয়েছে।'

টীকা-৬০৬ঃ যেহেতু এ অবস্থায় লেন-দেন হয়ে মামলা খতম হয়ে গেছে এবং অন্য কোন আশংকা বাকী থাকেনি। অনুরূপভাবে, এমন ব্যবসাও বেচাকেনা বেশী মাত্রায় চালু থাকে। এমতাবস্থায়, লিখন ও সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হবে।

টীকা-৬০৭ঃ এটা মুস্তাহাব। কেননা, এর মধ্যে সতর্কতা রয়েছে।

টীকা-৬০৮ঃ শব্দের يُضَآرَّ (ক্রিয়াপদ) মধ্যে দু'টি রূপ হতে পারে مجهول (অজ্ঞাত কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ) এবং معروف (জ্ঞাত

*এ থেকে বুঝা গেলো যে, বিক্রি পত্রে যেন বিক্রেতাই লিপিবদ্ধ করে যে, 'আমি বিক্রি করে নিয়েছি।' ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা লিখবে, "আমি এ পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছি।" ভাড়ার চুক্তি পত্রে ভাড়াটে লিখবে, "আমি অমুক বাড়ী এতটুকু ভাড়ায় বিনিময়ে নিয়েছি।" ক্রেতা অথবা ঋণদাতা অথবা ভাড়াদাতা লিখবেনা। মোট কথা, যার উপর প্রাপ্য বর্তায় তারই পক্ষ থেকে লিখা সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান)

কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ)। হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর 'ক্বিরআত' প্রথমোক্তটার এবং হযরত ও'মর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর 'ক্বিরআত' শেষোক্তটার সমর্থক। প্রথমোক্ত ক্রিয়ারূপের অর্থ হবে- 'লেন-দেনকারীগণ লিখক ও সাক্ষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা, এভাবে যে, তাঁরা যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকেন তবুও তাদেরকে বাধ্য করবে এবং তাদেরকে তাদের কাজ থেকে বিরত রাখবে কিংবা লেখার পারিশ্রমিক দেবে না; অথবা সাক্ষীর যাতায়াত খরচ দেবে না- যদি সে অন্য শহর থেকে এসে থাকে।' শেষোক্ত শব্দরূপের অর্থ হবে- 'লিখক ও সাক্ষ্যদাতা লেন-দেনকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, এভাবে যে, অবসর ও সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আসবেনা কিংবা লেখার বেলায় বিকৃতি বা কমবেশী করবে।'

টীকা-৬০৯ঃ এবং ঋণের প্রয়োজন হয়।

টীকা-৬১০ঃ এবং অঙ্গীকারনামা ও দলীলপত্র লিখার সুযোগ পাওয়া না যায়, তবে আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য-

টীকা-৬১১ঃ অর্থাৎ, কোন বস্তু ঋণদাতার হাতে বন্ধকরূপে প্রদান করো

মাস্‌আলাঃ এটা মুস্তাহাব। আর সফরের অবস্থায় 'বন্ধক প্রদান করা' আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং সফর ব্যতীত অন্য অবস্থায় হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেহেতু রসুল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা তৈয়্যবার মধ্যে আপন 'যিরাহ্ মুবারক' (বর্ম অথবা যুদ্ধের পোষাক বিশেষ ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে বিশ 'সা' * যব নিয়েছিলেন।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	১০৫	মানযিল-১	পারাঃ ৩

এবং তোমরা যারা এমন করো, তবে তোমাদের পাপ হবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

২৮৩ঃ এবং যদি তোমরা সফরে থাকো (৬০৯) এবং লিখক না পাও (৬১০), তবে বন্ধক থাকবে হাতে (অধিকারে) প্রদত্ত (৬১১) এবং যদি তোমাদের মধ্যে একজনের উপর অপরের আস্থা থাকে, তবে যাকে সে আমনতদার মনে করেছিলো (৬১২), সে যেন স্বীয় আমানত প্রত্যার্পণ করে (৬১৩) এবং যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক। আর সাক্ষ্য গোপন করোনা (৬১৪); এবং যে সাক্ষ্য গোপন করবে, তবে ভিতরের দিক থেকে তার অন্তর গুনাহ্‌গার (৬১৫); এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।

রুকূ'-৪০

২৮৪ঃ আল্লাহ্‌রই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীন রয়েছে। আর যদি তোমরা প্রকাশ করো যা কিছু (৬১৬) তোমাদের অন্তরে রয়েছে কিংবা গোপন করো, আল্লাহ্ তোমাদের থেকে সেটার হিসাব নেবেন (৬১৭)।

وَ اِنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّهٗ فُسُوۡقٌۢ بِكُمۡ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۲۸۲﴾ وَ اِنۡ كُنۡتُمۡ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمۡ تَجِدُوۡا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقۡبُوۡضَةٌ ؕ فَاِنۡ اَمِنَ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا فَلۡيُؤَدِّ الَّذِى اؤۡتُمِنَ اَمٰنَتَهٗ وَلۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكۡتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنۡ يَّكۡتُمۡهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلۡبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ عَلِيۡمٌ ﴿۲۸۳﴾ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَ اِنۡ تُبۡدُوۡا مَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اَوۡ تُخۡفُوۡهُ يُحَاسِبۡكُمۡ بِهِ اللّٰهُ ؕ

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে 'বন্ধক' এর বৈধতা এবং অধিকারভুক্ত হওয়া পূর্বশর্ত বলে প্রমাণিত হয়।

টীকা-৬১২ঃ অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা, যাকে ঋণদাতা আমানতদার মনে করেছিলো,

টীকা-৬১৩ঃ এ 'আমানত' দ্বারা 'কর্জ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬১৪ঃ কেননা, এর মধ্যে প্রাপকের প্রাপ্যকে বিনষ্ট করা হয়।

এ সম্বোধনটা সাক্ষীদের প্রতি যে, যখন তাদেরকে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রদান করার জন্য তলব করা হয়, তখন যেন হক (সত্য) গোপন না করে। অন্য একটা অভিমত হচ্ছে- এ সম্বোধনটা ঋণ-গ্রহীতাদের প্রতি করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয়ার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ না করে।

টীকা-৬১৫ঃ হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে একটা হাদীস বর্ণিত যে, কাবীরাহ্ গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হচ্ছে- আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করা।

টীকা-৬১৬ঃ মন্দ কাজ।

টীকা-৬১৭ঃ মানুষের মধ্যে দু'ধরণের খেয়াল আসে-

একঃ প্ররোচনারূপে। সেগুলো হতে অন্তরকে মুক্ত করা মানুষের শক্তির আওতাভূক্ত নয়। কিন্তু সেগুলোকে খারাপ জানে এবং কাজে পরিণত করতে ইচ্ছা করেনা। সেগুলোকে 'হাদীসে নাফ্‌স' এবং 'ওয়াস্‌ওয়াসাহ্' (যথাক্রমে কু-প্রবৃত্তি ও কু-প্ররোচনা) বলে। এর উপর কোন জবাবদিহি করতে হবেনা। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের অন্তরগুলোতে যে 'ওয়াস্‌ওয়াসাহ্' আসে, আল্লাহ্ তাআ'লা সেগুলো ক্ষমা করে দেন, যতক্ষণ না তারা সেগুলো কাজে পরিণত করে; কিংবা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা না করে। এসব 'ওয়াস্‌ওসাহ্' এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

দুইঃ ঐ সমস্ত খেয়াল, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের অন্তরে স্থান দেয় এবং সেগুলোকে কাজে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা করে। এর উপর জবাবদিহি করতে হবে। বস্তুতঃ এ গুলোর বিবরণই এ আয়াতে রয়েছে।

*এক সা' = ৪ কেজি ১০ গ্রাম প্রায়।

মাস্‌আলাঃ কুফরের প্রতিজ্ঞা করাও কুফর। আর যদি গুনাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করে মানুষ সেটার উপর অটল থাকে এবং সেটা বাস্তবায়নের ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে গুনাহ কে কাজে পরিণত করার উপায়-উপকরণাদি না পায় এবং বাধ্য হয়ে সে সেটা করতে না পারে, তবে অধিকাংশের মতে, তাকে জবাবদিহি করতে হবে। শায়খ আবুল মানসূর মা-তুরীদী এবং শামছুল আইম্যাহ্ হাল্‌ওয়াঈ এ অভিমতের প্রতিই গিয়েছেন। আর তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে- এ আয়াত "اِنَّ الَّذِيۡنَ يُحِبُّوۡنَ اَنۡ تَشِيۡعَ الۡفَاحِشَةُ" * এবং হযরত আ'য়িশা (رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا) এর বর্ণিত হাদীস, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে- বান্দা যে গুনাহ্‌র ইচ্ছা করে; যদি তা কাজে রূপায়িত না হয় তবুও তার উপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

মাস্‌আলাঃ যদি বান্দা কোন গুনাহ্‌র ইচ্ছা করে অতঃপর সেটার উপর সে লজ্জিত হয় (অনুশোচনা করে) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন।

টীকা-৬১৮ঃ স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা ঈমানদারগণকে।

টীকা-৬১৯ঃ স্বীয় ন্যায় বিচার দ্বারা;

টীকা-৬২০ঃ ইমাম যাজ্জাজ বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তাআ'লা এ সূরার মধ্যে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ্ ফরয হওয়া, তালাক্ব, ঈলা, হায়য্ (রজঃস্রাব) ও জিহাদের বিধি-বিধান এবং নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তখন সূরার শেষ ভাগে এটা বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم ও মু'মিনগণ এ সবের সত্যায়ন করেছেন। আর কুরআন এবং এর সমস্ত আই-কানুন ও বিধি-বিধান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিলকৃত হবার কথা সত্যায়ন করেছেন।

ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির চারটা স্তর রয়েছেঃ

টীকা-৬২১ঃ এক) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যায়ন করবে- আল্লাহ্ একক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক ও উপমেয় নেই। তাঁর সমস্ত 'সুন্দরতম নাম' (আস্‌মা-ই হুস্‌না) ও উন্নততম গুণাবলির উপর ঈমান আন্‌বে ও দৃঢ় বিশ্বাস করবে এবং মান্য করবে যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে শক্তিমান এবং কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও কুদরত বহির্ভূত নয়।

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	১০৬	মানযিল-১	পারাঃ ৩
অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (৬১৮) আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন (৬১৯); এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান। ২৮৫ঃ রসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে (৬২০) আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণকে (৬২১) এ কথা বলে যে, আমরা তাঁর কোন রসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করিনা' (৬২২) এবং আরয করেছে- 'আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি (৬২৩)। তোমার ক্ষমা হোক। হে প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' ২৮৬ঃ আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। তার জন্য কল্যাণ- যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে (৬২৪)।		فَيَغۡفِرُ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَآ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مِنۡ رَّبِّهٖ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓـئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ اَحَدٍ مِّنۡ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوۡا سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا ۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيۡكَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ ؕ	

দুই) ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, দৃঢ় বিশ্বাস করবে এবং মানবে যে, তাঁরা বিদ্যমান, নিষ্পাপ ও পবিত্র। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যখানে বিধি-বিধান এবং ঐশী বার্তায় তাঁরা মাধ্যম।

তিন) আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্ তাআ'লা নাযিল করেছেন এবং স্বীয় রসূলগণের নিকট ওহীরূপে প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে সবই সত্য এবং আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। কুরআন কারীম পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে পবিত্র। 'মুহকাম' ও 'মুতাশা-বিহ্' (যথাক্রমে, সুস্পষ্ট অর্থবোধক ও দ্ব্যর্থক) আয়াতসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চার) রসূলগণের উপর ঈমান আনা। তা এভাবে যে, এ মর্মে ঈমান আন্‌বে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌রই রসূল (প্রেরিত), যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআ'লা স্বীয় বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। তাঁর ওহীর আমানতদার। যে কোন ধরণের গুনাহ্ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ এবং সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম। আর তাঁদের মধ্যে একে অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

টীকা-৬২২ঃ যেমন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে আর কাউকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৬২৩ঃ তোমার নির্দেশ ও বাণীকে।

টীকা-৬২৪ঃ অর্থাৎ প্রত্যেককে সৎকাজের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং মন্দ কাজের আযাব ও শাস্তি প্রদান করা হবে। এরপর আল্লাহ্ তাআ'লা স্বীয় মু'মিন

*পারাঃ ১৮, সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ১৯ দ্রষ্টব্য।

বান্দাদেরকে দুআ'- প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা এভাবে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে।

টীকা-৬২৫ঃ এবং ভুলবশতঃ (যদি) তোমার কোন হুকুম পালনে অক্ষম হই। *

টীকা-১ঃ সূরা আল-ই-ইমরান মদীনা তৈয়্যবায় নাযিল হয়েছে। এ'তে দুইশত আয়াত, তিন হাজার চারশ আশি কালিমা (পদ) এবং চৌদ্দ হাজার পাঁচশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২ঃ শানে নুযূলঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ নাজরানবাসী প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যা ষাটজন আরোহী বিশিষ্ট ছিলো। তন্মধ্যে চৌদ্দজন 'সরদার' ছিলো এবং তিনজন সে গোত্রের শীর্ষস্থানীয় নেতা। একজন 'আক্বিব' যার নাম ছিলো 'আ'বদুল মাসীহ'। এ লোকটা গোত্রের আমীর ছিলো এবং তার পরামর্শ ছাড়া খৃষ্টানরা কাজ করতো না। দ্বিতীয় নেতা, যার নাম ছিলো আয়হাম। এ লোকটা আপন গোত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অর্থ বিষয়ক প্রধান ছিলো। খাদ্য-পানীয় তথা রসদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তারই নির্দেশে হতো। তৃতীয়জন ছিলো আবু হারিসাহ্ ইবনে আলক্বামাহ। এ ব্যক্তি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সমস্ত আ'লিম ও ধর্মযাজকের মহান নেতা ছিলো। রোমের সম্রাটগণ তার জ্ঞান এবং তার ধর্মীয়-মহত্ত্বের কারণে তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করতো। এসব লোক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোষাক পরিধান করে শান-শওকত সহকারে হুযূর সৈয়্যদে আ'লম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى

সূরাঃ ২ বাক্বারাহ	১০৭	মানযিল-১	পারাঃ ৩

হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদেরকে পাকড়াও করোনা যদি আমরা বিস্মৃত হই (৬২৫) কিংবা ভুল করি। হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখোনা, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করোনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।*	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

সূরা আল-ই-ইমরান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-ই-ইমরান মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়(১)	আয়াত-২০০ রুকূ'-২০

রুকূ'-১

১ঃ আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ্ হন, যিনি ব্যতীত কারো উপাসনা নেই (২), ২ঃ স্বয়ং জীবিত এবং অন্যান্যদেরকে অধিষ্ঠিত রাখেন।	الٓمّٓ ﴿١﴾ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾

عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে মাদীনা শরীফে এসেছিলো এবং 'মসজিদে আক্বদাস'-এ প্রবেশ করলো। হুযূর আক্বাদাস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ তখন আসর নামায আদায় করছিলেন। ঐসব লোকেরও নামাযের সময় হলো এবং তারা মসজিদ শরীফের মধ্যেই পূর্বদিকে ফিরে নামায পড়তে আরম্ভ করে দিলো। অবসর হয়ে হুযূর আক্বদাস صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলো। হুযূর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَات ইরশাদ করলেন, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।" তারা বলতে লাগলো, "আমরা আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" হুযূর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ ইরশাদ করলেন, "এটা ভুল, এ দাবী মিথ্যা। তোমাদের এ দাবী ইসলামের অন্তরায় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি আছে এবং তোমাদের ক্রুশপূজা আর শূকর খাওয়াও (ইসলামের) পরিপন্থী।" তারা বললো, "যদি ঈসা খোদার পুত্র না হন, তবে বলুন তাঁর পিতা কে?" তারা সবাই এ কথা বলতে লাগলো। হুযূর সৈয়্যদে আ'লাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "তোমরা কি জানোনা যে, পুত্র পিতার সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়?" তারা তা স্বীকার করলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন- তাঁর জন্য মৃত্যু অসম্ভব; অথচ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর মৃত্যু আগমনকারী?" তারা সেটাও স্বীকার করলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, আমাদের প্রতিপালক বান্দাদের কর্মের তত্বাবধায়ক, তাদের প্রকৃত রক্ষাকারী এবং জীবিকা প্রদানকারী?" তারা বললো, "হাঁ।" হুযূর ইরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)ও কি অনুরূপ?" তারা বললো, "না।" হুযূর ইরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, আল্লাহ্ তাআ'লার নিকট আসমান-যমীনের কোন কিছুই গোপন নয়?" তারা তা স্বীকার করলো। হুযূর ইরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও কি আল্লাহ্‌র শিক্ষাদান ব্যতীত এ গুলোর মধ্য থেকে কিছু জানেন?" তারা বললো, "না।" হুযূর ইরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) মাতৃগর্ভে রয়ে জন্মগ্রহণকারীদের ন্যায়ই জন্মগ্রহণ করেছেন, অন্যান্য মানব-শিশুর ন্যায় আহার দেয়া হয়েছে, পানাহার করতেন এবং মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি ধারণ করতেন?" তারা এটাও স্বীকার করে নিলো। হুযূর ইরশাদ করলেন, "তবে তিনি কিভাবে 'ইলাহ্' (উপাস্য) হতে পারেন, যেমন তোমাদের

ধারণা রয়েছে?" এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সবাই নিরুত্তর হয়ে গেলো এবং তাদের দ্বারা কোন জবাব দেয়া সম্ভবপর হলোনা। এর উপর 'সূরা আল-ই-ইমরান'- এর প্রারম্ভ থেকে পরবর্তী আশিখানা আয়াত নাযিল হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আল্লাহ্‌র গুনাবলীর মধ্যে 'হাই' (حَيٌّ) এর অর্থ 'চিরস্থায়ী', 'চিরঞ্জীব'। অর্থাৎ এমন চিরস্থায়ীত্বের অধিকারী যে, তাঁর মৃত্যু সম্ভব নয়। আর 'ক্বাইয়্যূম' (قَيُّوْمٌ) হচ্ছেন তিনিই, যিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং সৃষ্টির জন্য তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন হয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেন।

টীকা-৩ঃ এর মধ্যে নাজরানের প্রতিনিধি দলের খৃষ্টানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-৪ঃ পুরুষ, স্ত্রী, ফর্সা, কালো, সুশ্রী ও কুৎসিৎ ইত্যাদি। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, সৈয়্যদে আ'লাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, "তোমাদের সৃষ্টির উপাদানে (বীর্যরূপেই) মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন জমা থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন 'আলাক্বাহ্' অর্থাৎঃ জমাট রক্ত আকারে থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন মাংসপিন্ডরূপে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যিনি তার জীবিকা (রিয্ক্ব), তার জীবনকাল, তার আমাল (কর্ম), তার পরিণতি অর্থাৎ তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তার মধ্যে রূহ প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরই শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, বান্দা বেহেশতীদের ন্যায় আ'মাল করতে থাকে এমন কি, তার ও বেহেশতের মাঝখানে মাত্র এক হাত পরিমাণ অর্থাৎ খুব নগণ্য পরিমাণ ব্যবধান থাকে। তখন 'আ'মালনামা' (যা উক্ত ফিরিশতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন) সামনে এসে যায়। আর দোযখীদের ন্যায়ই আ'মাল করতে থাকে এর উপর তার 'খাতিমাহ্' বা শেষ পরিণতি ঘটে এবং সে জাহান্নামী হয়। আবার কেউ এমনও হয় যে, সে দোযখীদের ন্যায় আ'মল করতে থাকে। এমনকি, তার ও দোযখের মাঝখানে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে। অতঃপর 'কিতাব' (আ'মালনামা) সামনে এসে যায়। আর তার জীবন-যাপনের নকশা বদলে যায় এবং সে জান্নাতবাসীদের মতোই আ'মল করতে আরম্ভ করে। এরই উপর তার শেষ পরিণতি ঘটে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করে।"

টীকা-৫ঃ এর মধ্যেও খৃষ্টানদের রদ্দ (খন্ডন) রয়েছে, যারা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) কে খোদার পুত্র (اِبْنُ اللّٰهِ) বলতো এবং তাঁর উপাসনা করতো।

টীকা-৬ঃ যে গুলোর মধ্যে কোন সন্দেহ ও দ্ব্যর্থ নেই।

টীকা-৭ঃ অর্থাৎ 'আহকাম' (বিধি-বিধান) এর বেলায় সেগুলোর প্রতিই রুজূ' করা হয় এবং হালাল ও হারামের বেলায় সেগুলোর উপর আ'মাল (করা হয়)।

টীকা-৮ঃ সেগুলোর কতিপয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সেগুলোর মধ্যে কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা আল্লাহ্‌ই জানেন কিংবা যাঁকে আল্লাহ্ তাআ'লা তার জ্ঞান দান করেন।

টীকা-৯ঃ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ও দ্বীনভ্রষ্ট লোকেরা, যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসারী।

টীকা-১০ঃ এবং এর প্রকাশ্য দিকের উপর নির্দেশ দেয় কিংবা ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে। বস্তুতঃ এটা শুভ উদ্দেশ্য নয়, বরং (জুমাল)

টীকা-১১ঃ এবং সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে ফেলার (জুমাল)

৩ঃ তিনি আপনার উপর এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবাদির সমর্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরীত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন-	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ﴿٣﴾
৪ঃ মানব জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য; এবং ফয়সালা অবতারণ করেছেন। নিশ্চয়, ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয়েছে (৩) তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।	مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾
৫ঃ আল্লাহ্ এর নিকট কিছুই গোপন নেই, যমীনের মধ্যে, না আসমানের মধ্যে।	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ؕ﴿٥﴾
৬ঃ তিনিই হন যিনি তোমাদের আকৃতি গঠণ করেন মাতৃগণের গর্ভের মধ্যে যেরূপ চান (৪), তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই, মহা মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময় (৫)।	هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦﴾
৭ঃ তিনিই হন যিনি আপনার উপর এ কিতাব অবতারণ করেছেন, এর মধ্যে কতেক আয়াত সুস্পষ্ট অর্থবোধক (৬); সেগুলো কিতাবের মূল (৭) এবং অন্যগুলো হচ্ছে- ঐসব আয়াত, যেগুলোর মধ্যে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে (৮)। ঐসব লোক, যাদের অন্তরসমূহে বক্রতা রয়েছে (৯), তারা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে (১০) পথভ্রষ্টতা চাওয়ার (১১)	هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ

টীকা-১২ঃ নিজেদের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ীঃ তারা ব্যাখ্যাদানের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও (জুমাল ও খাযিন) প্রকৃতপক্ষে। (জুমাল) আর স্বীয় বদান্যতা ও দানশীলতাক্রমে যাকে তিনি দান করেন।

টীকা-১৩ঃ হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, "আমি পরিপক্ব জ্ঞানীদের (رَاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ) অন্যতম।" হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) "আমি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা দ্ব্যর্থক আয়াত (متشابه) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত।" হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) "পরিপক্ব জ্ঞানী (رَاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ) 'আ'লিম-ই-বা আ'মাল' কে বলা হয়, যিনি আপন

ও এর ব্যাখ্যা তালাশ করার উদ্দেশ্যে (১২) এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌রই জানা আছে (১৩)। আর পরিপক্ব জ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরা (১৪) বলে, 'আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি (১৫); সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৬)' এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা কিন্তু বোধ শক্তিসম্পন্নরা (১৭)।

৮ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তর বক্র করো না এরপর যে, তুমি আমাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেছো এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমাত দান করো। নিশ্চয় তুমি হও মহান দাতা।

৯ঃ হে প্রতিপালক আমাদের! নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত মানুষকে একত্রে সমবেশকারী (১৮) সেদিনের জন্য, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই (১৯)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তিত হয়না (২০)।

রুকূ'-২

১০ঃ নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে (২১), তাদের ধনৈঃশ্বর্য ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে যৎসামান্যও রক্ষা করতে পারবে না এবং তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন।

১১ঃ যেমন ফিরআ'উনের অনুসারীরা ও তাদের পূর্ববর্তীদের রীতি। তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্‌র উপর তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

১২ঃ (হে হাবীব! আপনি) বলে দিন কাফিরদেরকে, অনতিবিলম্বে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে (২২) আর সেটা খুবই মন্দ বিছানা।

وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ
اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ
يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ
وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٧﴾
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ
الْوَهَّابُ ﴿٨﴾
رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا
رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ﴿٩﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ
وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ﴿١٠﴾
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ
بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾
قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ
وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

জ্ঞানেরই অনুসারী।" মুফাস্‌সিরগণের একটা অভিমত এ রূপ যে, 'পরিপক্ব জ্ঞানী' (رَاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ) হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের মধ্যে চারটা বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ- ১) আল্লাহ্‌র ভয় (تقوى الله), ২) মানুষের প্রতি বিনয়, ৩) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং ৪) 'নাফ্‌স' বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা। (খাযিন)

টীকা-১৫ঃ এ মর্মে যে, সেগুলো আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। আর সেটার যে অর্থই উদ্দেশ্য, তা সত্য এবং সেটা নাযিল করা হিকমতময়।

টীকা-১৬ঃ সুস্পষ্ট অর্থবোধক (مُحْكَمْ) হোক, কিংবা দ্ব্যর্থক (متشابه)।

টীকা-১৭ঃ এবং পরিপক্ব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন-

টীকা-১৮ঃ হিসাব-নিকাশ কিংবা প্রতিদান দেয়ার জন্য।

টীকা-১৯ঃ সেটা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-২০ঃ কাজেই, যার অন্তরে বক্রতা আছে সে ধ্বংস হবে। আর যে তোমার দান ও অনুগ্রহক্রমে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় সে সৌভাগ্যবান হবে, মুক্তি পাবে।

টীকা-২০ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, 'মিথ্যা' হচ্ছে 'উলূহিয়্যাত' বা আল্লাহ্‌র শানের পরিপন্থী। এ জন্য মহান পবিত্র সর্বশক্তিমান খোদা তাআ'লার পক্ষে 'মিথ্যা' অসম্ভব এবং তাঁর প্রতি এর সম্পর্ক নির্দেশ করা জঘন্য বেয়াদবী। (মাদারিক ও আবুস্ সাউদ ইত্যাদি)

টীকা-২১ঃ রাসূলে আক্রাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে।

টীকা-২২ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, যখন বদরের যুদ্ধে হুযূর আক্রাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফিরদেরকে পরাজিত করে মাদীনা তৈয়্যবায় ফিরে এলেন, তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে ইরশাদ করলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করো যে, তোমাদের উপর তেমনই মুসীবত অবতীর্ণ হবে যেমন বদরে কুরাইশদের উপর হয়েছিলো। তোমরা জ্ঞাত হয়েছো যে, আমি প্রেরিত নাবী। তোমরা তোমাদের কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ পেয়ে থাকো।" এর জবাবে

তারা বললো, "কুরাঈশগণ তো যুদ্ধ বিষয়ক কৌশলাদি সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি আমাদের সাথে মুকাবিলা (দ্বন্দ্ব) হয়, তবে আপনি অবগত হবেন যে, যোদ্ধাগণ এমনই হয়ে থাকে।" এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা পরাজিত হবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের উপর 'জিয্য়া' (Tax) আরোপ করা হবে। সুতরাং এমনই হয়েছে যে, নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিনে ৬০০ লোককে মৃত্যুদন্ড দিলেন, অনেককে গ্রেফতার করেন এবং খায়বরবাসীদের উপর করারোপ করলেন।

টীকা-২৩ঃ এ'তে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারো কারো মতে, সমস্ত কাফিরদেরকে আর কারো কারো মতে, মু'মিনদেরকে। (জুমাল)

টীকা-২৪ঃ বদরের যুদ্ধে।

টীকা-২৫ঃ অর্থাৎ নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর সাহাবীগণ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ)। তাঁদের সংখ্যা ছিলো মোট ৩১৩। তন্মধ্যে ৭৭ জন 'মুহাজির' ২৩৬ জন 'আনসার'। মুহাজিরদের ঝান্ডাধারী (কমান্ডার) ছিলেন হযরত আ'লী মুরাতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আর আনসারদের পতাকাধারী (কমান্ডার) হযরত সা'আদ ইব্নে ওবাদাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)। এ সমগ্র সৈন্য বাহিনীতে মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট, ছয়টি বর্ম (বা যুদ্ধের পোষাক বিশেষ) এবং আটটি তরবারি ছিলো। আর যুদ্ধে চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। তন্মধ্যে ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার।

টীকা-২৬ঃ কাফিরদের সংখ্যা ৯৫০ জন ছিলো। তাদের নেতা ছিলো উত্বাহ ইবনে রবী'আহ্। তাদের সাথে ছিলো একশ ঘোড়া, সাতশ উট, বহু সংখ্যক লৌহবর্ম এবং হাতিয়ার। (জুমাল)

টীকা-২৭ঃ যদিও এর সংখ্যা কমই হয় এবং যুদ্ধ-সামগ্রীর পরিমাণও নিতান্তই নগণ্য হয়।

টীকা-২৮ঃ যাতে প্রবৃত্তি-পূজারী এবং খোদার উপাসনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। যেমন- অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন- اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (অর্থাৎঃ "নিশ্চয় আমি পৃথিবী-পৃষ্ঠে যা রয়েছে, তা সেটার জন্য শোভা করেছি, যাতে আমি তাদের মধ্যে যারা উত্তম আমলকারী তাদেরকে পরীক্ষা করি।")

টীকা-২৯ঃ তা দ্বারা কিছুকাল যাবৎ উপকৃত হওয়া যায়, অতঃপর বিলীন হয়ে যায়। মানুষের উচিত যেন সে পার্থিব সম্পদকে এমন কাজে ব্যয় করে, যে কাজের পরিণাম শুভ হয় এবং (যার মধ্যে) পরকালের সৌভাগ্য থাকে।

১৩ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো (২৩) দু'দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলো (২৪)। একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছিলো (২৫) এবং অন্যদল কাফির (২৬); তাদেরকে চোখ-দেখায় নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ মনে করতো; এবং আল্লাহ্ স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন যাকে ইচ্ছা (২৭) করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে বিবেকবানদের জন্য দেখে শিক্ষা রয়েছে।	قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾
১৪ঃ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এসব প্রবৃত্তির মায়া-মুহাব্বাত (২৮)- নারীগণ, সন্তান-সন্ততি, উপরে-নীচে রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসব হচ্ছে ইহজীবনের পুঁজি (২৯) এবং আল্লাহ্ হন, যাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে (৩০)	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾
১৫ঃ (হে হাবীব!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এগুলো অপেক্ষা (৩১) উৎকৃষ্টতর বস্তুর কথা বলে দেবো? খোদাভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; (তারা) সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং পবিত্র স্ত্রীগণ (৩২) আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি (রয়েছে) (৩৩); এবং আল্লাহ্ বান্দাদেরকে দেখেন (৩৪)।	قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
১৬ঃ ঐসব লোক, যারা বলে, 'হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"	اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

টীকা-৩০ঃ জান্নাত। সুতরাং উচিৎ যেন সেটার প্রতি আগ্রহী হয় এবং ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধ্বংসশীল পছন্দনীয় বস্তুসমূহের প্রতি আসক্ত না হয়।

টীকা-৩১ঃ পার্থিব সামগ্রী অপেক্ষা।

টীকা-৩২ঃ যারা নারীসুলভ অবস্থাদি এবং প্রতেক প্রকার অছন্দনীয় ও ঘৃণ্য বস্তু থেকে পবিত্র।

টীকা-৩৩ঃ আর এটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট নি'মাত।

টীকা-৩৪ঃ এবং তাদের কার্য ও অবস্থাদি জানেন এবং তাদের প্রতিদান দেন।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ
بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾
شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ
اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾
اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾
فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ
وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ

১৭ঃ ধৈর্যশীলগণ (৩৫), সত্যনিষ্ঠগণ (৩৬), শিষ্টগণ, আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয়কারীগণ এবং রাতের শেষভাগে ক্ষমাপ্রার্থীগণ (৩৭)।

১৮ঃ আল্লাহ্ সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৩৮) আর ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও (৩৯) ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, মহা-মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময়।

১৯ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই (একমাত্র) ধর্ম (৪০); এবং পরস্পর বিরোধে পড়েনি কিতাবীরা (৪১) কিন্তু এর পরে যে, তাদের নিকট জ্ঞান এসেছে (৪২), নিজেদের অন্তরের বিদ্বেষবশতঃ (৪৩); এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০ঃ অতঃপর হে মাহ্‌বূব! যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলে দিন, 'আমি আপন চেহারা আল্লাহ্‌র সামনে অবনত করেছি এবং যারা আমার অনুসারী হয়েছে (৪৪)' এবং কিতাবী সম্প্রদায় ও পড়াবিহীন লোকদেরকে বলে দিন (৪৫), 'তোমরা কি গর্দান অবনত করেছো (৪৬)?'

টীকা-৩৫ঃ যারা আনুগত্য ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে।

টীকা-৩৬ঃ যাদের কথা, ইচ্ছা এবং নিয়্যত সবই সত্য হয়।

টীকা-৩৭ঃ এ'তে রাতে নামায আদায়কারীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন আর রাতের শেষভাগে দুআ' ইস্‌তিগফারকারীগণও। এটা একাকী খোদার ইবাদতে মশ্‌গুল হবার ও দুআ' কবূল হবারই সময়। হযরত লুকমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام স্বীয় সন্তানকে বলেন, "মোরগ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়োনা যে, এরা তো শেষ রাত থেকে ডাকতে থাকবে আর তোমরা ঘুমে বিভোর।"

টীকা-৩৮ঃ শানে নুযূলঃ সিরীয় দু'জন ইহুদী ধর্মযাজক সৈয়্যদে আ'লাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাযির হলেন। তাঁরা যখন মদীনা তৈয়্যবাহ্ দেখলেন, তখন একে অপরকে বলতে লাগলেন, "শেষ যামানার নাবীর শহরের এই বৈশিষ্ট, যা এ শহরে পাওয়া যাচ্ছে।" যখন পবিত্রতম আস্তানা শরীফে হাযির হলেন, তখন তাঁরা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গড়ন মুবারক ও পবিত্রতম স্বভাগত গুণাবলীর তাওরীতের সাথে হুবহু মিল দেখতে পেয়ে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে চিনে ফেললেন আর আরয করলেন, "আপনি কি মুহাম্মাদ?" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর আরয করলেন, "আপনি কি আহ্‌মাদ?" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "হ্যাঁ"। (তাঁরা) আরয করলেন, "আমরা একটা প্রশ্ন করবো, আপনি যদি সঠিক জবাব দিয়ে দেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসবো।" তাঁরা আরয করলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোন্‌টা?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ (আয়াত) টা শুনে তাঁরা দু'জন (যাজক)-ই মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়ির (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত যে, কা'বা মু'আয্‌যমাহ্ এর অভ্যন্তরে ৩৬০ টা মূর্তি ছিলো। যখন মদীনা তৈয়্যবায় এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো তখন কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে ঐসব মূর্তি সাজদাবনত হয়ে পড়েছিলো।

টীকা-৩৯ঃ অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ও ওলীগণ।

টীকা-৪০ঃ এটা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদী ও খৃষ্টান প্রমুখ কাফির, যারা তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠতর বলে দাবী করে- এ আয়াতে তাদের দাবী বাতিল করে দিয়েছেন।

টীকা-৪১ঃ এ আয়াত ঐসব ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যারা ইসলাম বর্জন করেছে এবং নাবীকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নবূয়্যত সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে।

টীকা-৪২ঃ তারা তাদের কিতাবসমূহে বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা ও গুণ দেখেছে এবং তারা চিনতে পেরেছে যে, ইনি হচ্ছেন সেই নাবী, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবাদিতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৩ঃ অর্থাৎ তাদের মত-বিরোধের কারণ হচ্ছে তাদের বিদ্বেষ এবং পার্থিব সুবিধাদির মোহ।

টীকা-৪৪ঃ অর্থাৎ আমি এবং আমার অনুসারীগণ কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র বাধ্য ও অনুগত, আমাদের দ্বীন হচ্ছে- দ্বীন-ই-তাওহীদ, যার বিশুদ্ধতা খোদ্ তোমাদের কিতাবসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই, এ বিষয়ে আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়া করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

টীকা-৪৫ঃ যতো কাফির কিতাববিহীন রয়েছে, তারাও পড়াবিহীনদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে আরবের মুশরিকগণও রয়েছে।

টীকা-৪৬ঃ "এবং দ্বীন-ইসলামের সামনে আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেছো? না, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এখনো কুফরের উপর রয়েছো।" এটা ইসলামের প্রতি আহ্বানের একটা বিশেষ পদ্ধতি এবং এভাবেই তাদেরকে সত্য দ্বীনের (ইসলাম) প্রতি আহ্বান করা হয়।

টীকা-৪৭ঃ তা আপনি পরিপূর্ণভাবে পালনই করেছেন। তা থেকে যদি তারা উপকার গ্রহণ না করে, তবে ক্ষতিতে তারাই থাকবে। এ'তে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم) কে শান্তনা দেয়া হয়েছে যেন তিনি এদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হন।

টীকা-৪৮ঃ যেমন বানী ইস্রাঈল সম্প্রদায় সকালে অল্প সময়ের মধ্যে তেতাল্লিশ জন নাবীকে শহীদ করেছিলো। অতঃপর যখন তাদের মধ্য থেকে একশ বারো জন 'আ'বিদ' (ইবাদতপরায়ন) উঠে তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দিলেন এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করলেন, তখন সেদিন সন্ধ্যায় তাঁদেরকেও হত্যা করলো। এ আয়াতে সৈয়্যদে আ'লাম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর যামানার ইহুদী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের এমন নিকৃষ্টতম কাজের উপর সন্তুষ্ট।

টীকা-৪৯ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, নাবীগণের শানে বেয়াদবী করাও 'কুফর' এবং এটাও যে, এর কারণে সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়।

টীকা-৫০ঃ যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

টীকা-৫১ঃ অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়। তাদেরকে তাওরীত শরীফের জ্ঞান ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, যেগুলোর মধ্যে সৈয়্যদে আ'লাম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলী ও অবস্থাদি এবং দ্বীন-ইসলামের সত্যতার বিবরণ রয়েছে। এ কারণে, তাদের জন্য বাঞ্ছনীয় ছিলো যে, যখন হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আবির্ভূত হলেন এবং তাদেরকে কুরআন কারীমের দিকে আহ্বান করলেন, তখন তারা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনবে এবং এর বিধি-বিধান পালন করবে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তা করেনি। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াত শরীফে مِنَ الْكِتٰبِ উল্লেখিত, দ্বারা তাওরীত এবং كتاب الله দ্বারা কুরআন শরীফের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫২ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আ'ব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে এক বর্ণনা এটা এসেছে যে, একদা সৈয়্যদে আ'লাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'বায়তুল মিদ্‌রাস' এ তাশরীফ নিয়ে যান। আর সেখানে ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। নাঈম ইবনে আমর ও হারিস ইবনে যায়দ বললো, "হে মুহাম্মাদ। (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনি কোন্‌ দ্বীনের উপর আছেন?" ইরশাদ ফরমালেন, "মিল্লাতে ইব্রাহীমী (হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বীন) এর উপর।" তারা বলতে লাগলো, "হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তো ইহুদী ছিলেন।" বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন, "তাওরীত আনো। এখনই আমাদের আর তোমাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে।" এর উপর তারা স্থির থাকতে পারলোনা এবং অস্বীকারকারী হয়ে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'কিতাবুল্লাহ্‌' (كتاب الله) মানে 'তাওরীত'।

সূরাঃ ৩ আল-ই-ইমরান	১১২	মানযিল-১	পারাঃ ৩

সুতরাং যদি তারা গর্দান অবনত করে থাকে, তবেই তো সঠিক পথ পেয়ে গেছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে হাবীব!) আপনার কর্তব্য তো এই নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়া মাত্র (৪৭) এবং আল্লাহ্‌ বান্দাদেরকে দেখছেন।	فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾
রুকূ'-৩	
২১ঃ ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয় এবং পয়গাম্বারগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে (৪৮) এবং ন্যায় পরায়নতার নির্দেশদাতাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন বেদনাদায়ক শাস্তির।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۱﴾
২২ঃ এসব লোক তারাই যাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে (৪৯) এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৫০)	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۲﴾
২৩ঃ (হে হাবীব!) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা কিতাবের একটা অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (৫১)? আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে যেন সেটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, অতঃপর তাদের মধ্যেকার একটা দল তা থেকে পরান্মুখ হয়ে ফিরে যায় (৫২)।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۳﴾

হযরত ইবনে আ'ব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا হতে একটা বিবরণ এটাও এসেছে যে, খায়বরবাসী ইহুদীদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রী-লোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। আর তাওরীতের মধ্যে এমন গুনাহ্‌র শাস্তি-বিধি হচ্ছে 'পাথর নিক্ষেপ করতে করতে হত্যা করা।' যেহেতু এরা ইহুদীদের মধ্যে উচ্চ বংশীয় লোক ছিলো, সেহেতু তারা এদেরকে 'পাথর নিক্ষেপ' এর শাস্তি দেয়া পছন্দ করলোনা। আর এ মামলাটা তারা এ আশায় বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দায়ের করলো যে, সম্ভবত তিনি 'পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ' দেবেন না। কিন্তু হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এ কারণে, ইহুদীগণ বিক্ষুব্ধ হলো এবং বলতে লাগলো, "এ পাপের এ শাস্তি নয়। আপনি যুলুম করেছেন।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "ফয়সালা তাওরীতের উপর রাখো।" তারা বলতে লাগলো, "এটা ইনসাফের কথা।" তাওরীত আনা হলো এবং আ'বদুল্লাহ্‌ ইবনে সূরিয়া নামক ইহুদীদের শীর্ষস্থানীয় আ'লিম সেটা পাঠ করলো। এ'তে 'আয়াতে রাজ্‌ম' আসলো, যার মধ্যে পাথর নিক্ষেপের

নির্দেশ ছিলো। আ'বদুল্লাহ্ সেটার পর হাত চাপা দিলো এবং সেটা বাদ দিয়ে পড়ে গেলো। হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) তার হাত সরিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে শুনালেন। ইহুদীগণ অপমানিত হলো এবং সেই ইহুদী নারী ও পুরুষকে, যারা যিনা করেছিলো, হুযূরের নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৫৩ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার

টীকা-৫৪ঃ অর্থাৎ চল্লিশ দিন কিংবা এক সপ্তাহ। অতঃপর কোন দুঃখ নেই।

২৪ঃ এ দুঃসাহস (৫৩) তাদের এ জন্য হলো যে, তারা বলে, 'অবশ্যই আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু (হাতে গোনা) দিন কতেক (৫৪)' এবং তাদের ধর্মের মধ্যে তাদেরকে ধোকা দিয়েছিলো সেই মিথ্যা, যা তারা রচনা করছিলো (৫৫)

২৫ঃ সুতরাং কেমন হবে যখন আমি তাদেরকে একত্রিত করবো সেই দিনের জন্য, যাতে সন্দেহ নেই (৫৬) এবং প্রত্যেককে তার উপার্জন পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে; এবং তাদের উপর যুলুম করা হবেনা।

২৬ঃ এরূপ আরয করো, 'হে আল্লাহ্, বিশ্ব-রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও সাম্রাজ্য প্রদান করো এবং যার থেকে চাও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং যাকে চাও লাঞ্চনা দাও। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিঃসন্দেহে, তুমি সব কিছু করতে পারো (৫৭)।

২৭ঃ তুমি দিনের অংশ রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করো (৫৮)। আর মৃত থেকে জীবিত বের করো (৫৯)। আর যাকে চাও অগণিত দান করো।

২৮ঃ মুসলমান কাফিরদেরকে যেন আপন বন্ধু না বানিয়ে নেয়, মুসমানগণ ব্যতীত (৬০)।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۫ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

টীকা-৫৫ঃ এবং তারা এ বলে দাবী করতো, "আমরা খোদার পুত্র ও তাঁরই প্রিয়ভাজন। তিনি আমাদেরকে গুনাহ্‌র কারণে শাস্তি দেবেন না, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য।"

টীকা-৫৬ঃ এবং সেটা হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-৫৭ঃ শানে নুযূলঃ মক্কা বিজয়ের সময় নাবীকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ আপন উম্মতকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ইহুদী ও মুনাফিক্বরা সেটাকে খুবই দুঃসাধ্য মনে করলো এবং বলতে লাগলো, "কোথায় মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ! আর কোথায় পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যদ্বয়। সেই সাম্রাজ্য দু'টি বড়ই শক্তিশালী ও অতীব সংরক্ষিত।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণই হয়েছিলো।

টীকা-৫৮ঃ অর্থাৎ কখনো রাতকে দীর্ঘায়িত করো, দিনকে হ্রাস করো। আর কখনো দিনকে দীর্ঘায়িত করে রাতকে হ্রাস করো। এটা তোমারই ক্বুদরাত। সুতরাং পারসিক ও রোমানদের হাত থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর গোলামদেরকে দান করা তাঁর ক্বুদরাতের পক্ষে অসাধ্য কিসের?

টীকা-৫৯ঃ 'জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন- জীবিত মানব-জাতিকে মৃত বীর্য থেকে এবং পাখীর জীবিত ছানাকে রূহবিহীন ডিম থেকে, আর জীবিত আত্মা-সম্পন্ন মু'মিনকে মৃত আত্মাসম্পন্ন কাফির থেকে (সৃষ্টি করা)। আর 'জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন- জীবিত মানুষ থেকে রূহ-বিহীন বীর্য এবং জীবিত পাখি থেকে প্রাণহীন ডিম; আর জীবিত আত্মা ঈমানদার থেকে মৃত-আত্মা কাফির (সৃষ্টি করা)।

টীকা-৬০ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) আহ্‌যাব যুদ্ধের (খন্দকের যুদ্ধ) দিন সৈয়্যদে আ'লাম এর দরবারে আরয করলেন, "আমার সাথে পাঁচশ ইহুদী রয়েছে, যারা আমার সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, আমি শত্রুর মুকাবিলায় তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করবো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাফিরদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

টীকা-৬১ঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা নিষিদ্ধ ও হারাম। তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সম্প্রীতিমূলক লেন-দেন করা অবৈধ। অবশ্য, যদি প্রাণ বা সম্পদের ভয় থাকে, এমনি পরিস্থিতিতে শুধু বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখা জায়েয।

টীকা-৬২ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান লাভ করবে এবং তাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হবে না।

টীকা-৬৩ঃ অর্থাৎ যদি আমি এ মন্দ কাজটা না-ই করতাম।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾

আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক রইলোনা; কিন্তু এ যে, তোমরা তাদেরকে কিছুটা শংকা করবে (৬১); এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন ক্রোধ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ্‌রই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯ঃ (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আপন অন্তরের কথা গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো- আল্লাহ্ সবই জানেন এবং জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে আর যা কিছু যমীনে রয়েছে এবং প্রত্যেক কিছুর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রয়েছে।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًاۢ بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

৩০ঃ যে দিন প্রত্যেকে যেই ভাল কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে (৬২) এবং যে কোন মন্দ কাজ করেছে (তাও উপস্থিত পাবে), সেদিন কামনা করবে, 'হায়! যদি আমার এবং সেটার মাঝখানে দূর ব্যবধান থাকতো (৬৩)!' এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন; এবং আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র।

রুকূ-৪

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

৩১ঃ হে মাহ্‌বূব! আপনি বলে দিন, 'হে মানবকূল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন (৬৪) এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২ঃ আপনি বলে দিন, 'হুকুম মান্য করো আল্লাহ্ ও রসূলের (৬৫)।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্‌র পছন্দ হয় না কাফির।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ মনোনীত করেছেন আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ব-জগত থেকে (৬৬)

টীকা-৬৪ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী তখনই সত্য হতে পারে, যখন মানুষ বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসারী হয় এবং হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم এর আনুগত্য অবলম্বন করে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم ক্বুরাইশদের নিকট দাঁড়ালেন, যারা কা'বা ঘরের মধ্যে মূর্তি স্থাপন করেছিলো এবং সেগুলোকে সুসজ্জিত করে সাজদা করছিলো। হুযূর ইরশাদ করলেন, "হে ক্বুরাইশ গোত্রীয়রা। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর দ্বীনের পরিপন্থি হয়ে বসেছো।" ক্বুরাইশগণ বললো, "আমরা আল্লাহ্‌র মুহাব্বাতেই এ বোত্‌গুলোর উপাসনা করছি, যাতে এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছায়।" এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী বিশ্বকুল সরদার এর অনুসরণ ও আনুগত্য ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি এ দাবীর প্রমাণ দিতে চায়, সে যেন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গোলামী করে। যেহেতু হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মূর্তির উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু মূর্তি পূজারী হুযূরের অবাধ্য এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবীতে মিথ্যুক।

টীকা-৬৫ঃ এটা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার প্রতীক এবং আল্লাহ্ তা'আ'লার আনুগত্য রসূলের আনুগত্য ছাড়া হতে পারে না। বুখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।"

টীকা-৬৬ঃ ইহুদীরা বলেছিলো, "আমরা হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত য়া'কুব (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদেরই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআ'লা এসব হযরতকে দ্বীন ইসলাম সহকারে মনোনীত করেছিলেন এবং 'হে ইহুদী! তোমরা ইসলামের উপর নও। কাজেই, তোমাদের এ দাবী ভিত্তিহীন।"

টীকা-৬৭ঃ তাদের মধ্যে পারস্পারিক বংশগত সম্পর্কও রয়েছে এবং এসব হযরত একে অপরের সাহায্য সহযোগীতাকারীও।

টীকা-৬৮ঃ 'ইমরান' দু'জন ছিলেন। একজন হলেন- ইমরান ইবনে ইয়াসহার ইবনে ফাহিস্ ইবনে লা-ওয়া ইবনে য়া'কূব। ইনিতো হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيۡهِمَا السَّلَام) এর পিতা ছিলেন। দ্বিতীয়জন- ইমরান ইবনে মাসান। ইনি হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মাতা হযরত মার্‌য়াম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا) এর পিতা ছিলেন। উভয় ইমরানে মধ্যে এক হাজার আটশ বছরের ব্যবধান ছিলো। এখানে দ্বিতীয় ইমরানের কথা বুঝানো হয়েছে। তাঁর বিবি সাহেবার নাম হান্নাহ্ বিনতে ফা-কূযা, যিনি হযরত মার্‌য়াম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا) এর মাতা ছিলেন।

টীকা-৬৯ঃ এবং তোমার ইবাদত ব্যতীত পৃথিবীর কোন কাজ তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবেনা। 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' এর খিদমত তার দায়িত্বে থাকবে।
আ'লিমগণ ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত যাকারিয়া (عَلَيۡهِ السَّلَام) ও হযরত ইমরান উভয়ে পরস্পর ভায়রা ছিলেন। ফাকূযার কন্যা ঈশা'। তিনি হযরত য়াহ্‌য়া এর মাতা ছিলেন। আর তাঁর বোন হান্নাহ, যিনি ফাকূযার দ্বিতীয় কন্যা ও হযরত মার্‌য়াম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا) এর মাতা, হযরত ইমরানের স্ত্রী ছিলেন।

৩৫ঃ এটা একটা বংশনুক্রম, একে অপর হ'তে (৬৭) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

৩৬ঃ যখন ইমরানের স্ত্রী আরয করলো (৬৮), 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার জন্য মান্নত করেছি যা আমার গর্ভাশয়ে রয়েছে যে, একান্ত তোমারই সেবায় থাকবে (৬৯)। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে কবূল করে নাও। নিঃসন্দেহে, তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।'

৩৬ঃ অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো (৬৮), তখন বললো, 'হে আমার প্রতিপালক। এ'তো আমি কন্যা প্রসব করলাম (৭০)।' আল্লাহ্‌র সম্যক জানা আছে যা সে প্রসব করেছে। এবং সেই পুত্র সন্তান, যা সে চেয়েছিলো, এ কন্যা সন্তানের মতো নয় (৭১)।' এবং আমি তার নাম মার্‌য়াম রাখলাম (৭২)। আর তাকে এবং তার বংশধরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।' *

৩৭ঃ অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক উত্তমরূপে কবূল করলেন (৭৩)

ذُرِّيَّةًۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۳۴﴾

اِذۡ قَالَتِ امۡرَاَتُ عِمۡرٰنَ رَبِّ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لَكَ مَا فِىۡ بَطۡنِىۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّىۡ ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۳۵﴾

فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ اِنِّىۡ وَضَعۡتُهَاۤ اُنۡثٰىؕ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡؕ وَلَيۡسَ الذَّكَرُ كَالۡاُنۡثٰى ۚ وَاِنِّىۡ سَمَّيۡتُهَا مَرۡيَمَ وَ اِنِّىۡۤ اُعِيۡذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ﴿۳۶﴾

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوۡلٍ حَسَنٍ

দীর্ঘদিন যাবৎ হান্নার গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। এমন কি তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হলেন এবং নিরাশ হয়ে পড়লেন। এটা ছিলো 'সালেহীন' বা 'নেককার' লোকদের খান্দান। তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দা ছিলেন। একদিন হান্নাহ্ একটা গাছের ছায়ায় একটা পাখী দেখলেন, যা আপন ছানাকে আহার করাচ্ছিলো। এটা দেখে তাঁর অন্তরে সন্তানের আগ্রহ জন্মালো এবং আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে প্রতিপালক। যদি তুমি আমাকে সন্তান দান করো, তবে আমি তাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খাদিম হিসাবে নিয়োগ করবো এবং এ খিদমতের জন্যই হাযির করবো।"
যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং এ মান্নত করলেন, তখন তাঁর স্বামী বললেন, "তুমি একি করলে? যদি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে তবে সে এর উপযোগী হচ্ছে কোথায়?" সে যুগে পুরুষদেরকেই বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতের জন্য নিয়োগ করা হতো আর মেয়েরা নারী-সুলভ অবস্থাদি ও দুর্বলতাসমূহ এবং পুরুষদের সাথে অবস্থান করতে পারতো না বলে এর উপযোগী মনে করা হতোনা। এ কারণে, তাঁদের উভয়ের মধ্যে ভারী দুশ্চিন্তার সঞ্চার হলো। আর হান্নার গর্ভস্থ সন্তান প্রসবের পূর্বেই হযরত ইমরানের ইনতিকাল হয়ে গেলো।

টীকা-৭০ঃ হান্না এ বাক্যটা ওযররূপে বলেছিলেন এবং তাঁর মনে বেদনা ও দুঃখের সঞ্চার হলো। কারণ, যখন কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে তখন মান্নত কিভাবে পূরণ করা হবে?

টীকা-৭১ঃ কেননা, এ কন্যা আল্লাহ্‌র দান এবং তাঁর অনুগ্রহক্রমে, পুত্র সন্তান অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা রাখে। এ সাহেবজাদী ছিলেন- হযরত মার্‌য়াম। আর তিনি সমসাময়িক সমস্ত মেয়েলোকের মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

টীকা-৭২ঃ 'মার্‌য়াম' মানে- 'আ'বিদাহ্' বা 'ইবাদত পরায়ণা'।

টীকা-৭৩ঃ এবং মান্নতের মধ্যে পুত্র-সন্তানের স্থলে হযরত মার্‌য়াম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا) কে কবূল করেছেন। ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই হান্নাহ্ (হযরত) মারয়াম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا) কে একটা কাপড়ে জড়িয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আ'লিমদের (আহ্‌বার) সামনে এনে রাখলেন। এসব আ'লিম (আহ্‌বার) ছিলেন হযরত হারূন (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। আর বায়তুল মুক্বাদ্দাসে তাঁদের পদ-মর্যাদা তেমনই ছিলো যেমন কা'বা শরীফের

*কুরআন কারীমের মধ্যে হযরত মার্‌য়াম ব্যতীত অন্য কোন মহিলার নাম উল্লেখিত হয়নি। তেমনিভাবে, রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসের এবং হযরত যায়দ ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর নামও উল্লেখিত হয়নি। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, মাও সন্তানের নাম রাখতে পারে। এটাও বুঝা গেলো যে, সন্তান-সন্ততির উত্তম নাম রাখা উচিত। (তাফ্‌সীর-ই-নুরুল ইরফান)

‘হাজিব’ বা রক্ষণাবেক্ষণকারীদের। যেহেতু হযরত মার্‌য়াম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا) তাঁদের ইমাম ও তাঁদের নিকটাত্মীয়ের কন্যা ছিলেন এবং তাঁদের বংশও বানী-ইস্রাঈলের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত ও আ'লিমদেরই বংশ ছিলো, সেহেতু তাঁরা সবাই, যাঁদের সংখ্যা ছিলো সাতাশ, হযরত মার্‌য়ামকে গ্রহণ করার ও তাঁর তত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত যাকারিয়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) বললেন, “আমি তাঁদের সবার মধ্যে অধিক হকদার। কেননা, আমার ঘরে তাঁর খালা রয়েছেন।” এ বিষয়টার নিষ্পত্তি এভাবে হলো যে, লটারির আয়োজন করা হলো। লটারিতে হযরত যাকারিয়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) এর নাম বের হলো।

টীকা-৭৪ঃ হযরত মার্‌য়াম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا) একদিনে এ পরিমাণ বেড়ে উঠতেন, যতটুকু অন্যান্য শিশু এক বছরে বাড়তো।

টীকা-৭৫ঃ বে-মৌসুমী ফলমূল, যেগুলো বেহেশ্‌ত থেকে অবতীর্ণ হতো এবং হযরত মার্‌য়াম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا) কোন মহিলার স্তন্য পান করেননি।

টীকা-৭৬ঃ হযরত মার্‌য়াম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا) নিতান্ত শিশু বয়সে কথা বলেছিলেন যখন তিনি দোলনায় লালিত হচ্ছিলেন; যেমনিভাবে, তাঁরই সন্তান হযরত ঈসা (عَلَیۡهِ السَّلَام) একই অবস্থায় (নিতান্ত শিশু বয়সেই) কথা বলেছিলেন।

অনুবাদ	আয়াত
এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন (৭৪) এবং তাকে যাকারিয়ার তত্বাবধানে দিলেন। যখন যাকারিয়া তার নিকট তার নামায পড়ার স্থানে যেতো তখন তার নিকট নতুন রিয্‌ক্ব পেতো (৭৫)। বললো, ‘মার্‌য়াম। এটা তোমার নিকট কোত্থেকে আসলো?’ বললো, ‘সেটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে।’ নিশ্চয়, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন (৭৬)। **৩৮ঃ** এখানে (৭৭) প্রার্থনা করলো যাকারিয়া আপন প্রতিপালকের নিকট। আরয করলো, ‘হে প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট থেকে প্রদান করো পবিত্র সন্তান। নিশ্চয়, তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ **৩৯ঃ** তখন ফিরিশতাগণ তাকে সাড়া দিলো এবং সে আপন নামাযের স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়ছিলো (৭৮), ‘নিশ্চয়, আল্লাহ্ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন য়াহ্‌য়ার, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটা কালিমাহ্'র (৭৯) সত্যায়ন করবে এবং সরদার (৮০) ও সব সময়ের জন্য	وَّاَنۡۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا الۡمِحۡرَابَ ۙ وَجَدَ عِنۡدَهَا رِزۡقًا ۚ قَالَ يٰمَرۡيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيۡعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتۡهُ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىۡ فِى الۡمِحۡرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحۡيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا

মাসআলাঃ এ আয়াতে আউলিয়া কিরামের কারামত (অলৌকিক কার্যাদি প্রকাশ করেন। হযরত যাকারিয়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) যখন এটা দেখলেন তখন বললেন, “যেই পবিত্র সর্ব-শক্তিমান সত্তা, (হযরত) মার্‌য়াম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا) কে অসময়ে, বে মৌসুম এবং কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই ফলমূল দান করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় এর উপর শক্তিমান যে, আমার বন্ধ্যা স্ত্রীকে নতুনভাবে সুস্থতা (সন্তান ধারণের যোগ্যতা) দান করবেন এবং আমাকে এ বার্দ্ধক্যে (সন্তান লাভের আশা) নিঃশেষ হবার পরও সন্তান দান করবেন।” এ ধারণায় তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন, যার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে আসছে।

টীকা-৭৭ঃ অর্থাৎ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মিহরাবের অভ্যন্তরে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন।

টীকা-৭৮ঃ হযরত যাকারিয়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) শীর্ষস্থানীয় আ'লিম (জ্ঞানী) ছিলেন। ক্বুরবানীসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে তিনিই পেশ করতেন এবং মসজিদ শরীফে তাঁরই অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ প্রবেশ করতে পারতোনা। যখন তিনি মিহরাবের অভ্যন্তরে নামাযে মশগুল ছিলেন এবং বাইরে লোকেরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলো তখন দরজা বন্ধ ছিলো। হঠাৎ তিনি একজন সাদা পোষাক পরিহিত যুবককে দেখতে পেলেন। তিনি ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (عَلَیۡهِ السَّلَام)। তিনি তাঁকে সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যা "اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ" (নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছে) এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৭৯ঃ ‘কালিমা’ দ্বারা হযরত মার্‌য়াম-তনয় হযরত ঈসা (عَلَیۡهِ السَّلَام) এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহ্ তাআ'লা كُنۡ (কুন অর্থাৎ হয়ে যাও।) বলে, পিতার মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর উপর সর্বপ্রথমে ঈমান আনয়নকারী ও সত্যায়কারী হযরত য়াহ্‌য়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) ই ছিলেন, যিনি হযরত ঈসা (عَلَیۡهِ السَّلَام) অপেক্ষা বয়সে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। তাঁরা পরস্পর খালাত ভাই ছিলেন।

হযরত য়াহ্‌য়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) এর মাতা (একদিন) আপন বোন হযরত মার্‌য়ামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন তাঁকে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হবার কথা জানালেন। হযরত মার্‌য়াম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا) বললেন, “আমিও অন্তসত্ত্বা।” হযরত য়াহ্‌য়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) এর মাতা বললেন, “হে মার্‌য়াম! মনে হচ্ছে যে, আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে সাজদা করছে।”

টীকা-৮০ঃ ‘সায়্যিদ’ ঐ সরদারকে বলা হয়, যাঁর সেবা ও আনুগত্য করা যায়। হযরত য়াহ্‌য়া (عَلَیۡهِ السَّلَام) মু'মিনদের সরদার এবং জ্ঞান, সহনশীলতা ও ধর্মপরায়নতায় তাঁদের সরদান ছিলেন।

টীকা-৮১ঃ হযরত যাকারিয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) আশ্চার্যান্বিত হয়ে (একথা) আরয করেছিলেন।

টীকা-৮২ঃ এবং বয়স একশ বিশ বছরে উপনীত হয়েছে।

টীকা-৮৩ঃ তাঁর বয়স হয়েছিলো আটানব্বই বছর। প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো এই- "সন্তান কিভাবে দান করা হবে? আমার যৌবন কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে? আর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বও কি দূরীভূত করা হবে? না, আমাদের উভয়ে আপন আপন অবস্থায় থাকবো?"

টীকা-৮৪ঃ বার্দ্ধক্যে সন্তান দান করা তাঁর ক্বুদরতের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

নারীদের থেকে বিরত থাকবে এবং নাবী, আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের মধ্য থেকে'

৪০ঃ বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কোত্থেকে হবে (৮১)? আমার তো বার্দ্ধক্য এসে পৌঁছেছে (৮২) এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (৮৩)।' ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্ এভাবেই করেন, যা চান (৮৪)।'

৪১ঃ আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন করে দিন (৮৫)।' ইরশাদ করলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলবেনা, কিন্তু ইঙ্গিতে-ইশারায় এবং আপন প্রতিপালককে খুব স্মরণ করো (৮৬); এবং বিকেলে ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।'

রুকূ'-৫

৪২ঃ এবং যখন ফিরিশ্‌তাগণ বললো, 'হে মার্‌য়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করে নিয়েছেন (৮৭) ও খুব পবিত্র করেছেন (৮৮) এবং আজকার সমগ্র বিশ্বের নারীদের থেকে তোমাকে মনোনীত করেছেন (৮৯)।'

৪৩ঃ 'হে মার্‌য়াম! স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে আদব সহকারে দন্ডায়মান হও (৯০) এবং তাঁর জন্য সাজদা করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো।'

وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۹﴾

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۴۰﴾

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ﴿۴۱﴾

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۲﴾

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِيْ وَ ارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۴﴾

টীকা-৮৫ঃ যা দ্বারা আমি স্বীয় বিবির সন্তান প্রসবের সময় সম্পর্কে অবগত হবো, যাতে আমি আরো অধিক শোকর ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাই।

টীকা-৮৬ঃ সুতরাং তেমনিই হলো যে, লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলা থেকে তাঁর বরকতময় বাকশক্তি তিন দিন পর্যন্ত বন্ধ ছিলো। তবে, 'তাসবীহ' ও 'যিকর' করতে সক্ষম ছিলেন। বস্তুতঃ এটা এক মহান মু'জিযা (অলৌকিক ব্যাপার) যে, যাঁর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে এবং মুখ থেকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার (তাস্‌বীহ ও তাক্বদীস) কালিমাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে কিন্তু লোকজনের সাথে কথোপকথন হতে পারেনা। আর এ নিদর্শন এ জন্য স্থির করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এ মহান অনুগ্রহ অর্জন করার সময় যেন তাঁর রসনা 'যিক্‌র' ও 'শোকর' ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তায় রত না হয়।

টীকা-৮৭ঃ যে, নারী হওয়া সত্ত্বেও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতের জন্য মান্নতের মধ্যে কবূল করেছেন এবং এটা তিনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ভাগ্যে জোটেনি। অনুরূপভাবে, তাঁর জন্য বেহেশতী রিয্‌ক্ব প্রেরণ করেন এবং হযরত যাকারিয়া (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হযরত মার্‌য়াম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)- এরই বিশেষত্ব।

টীকা-৮৮ঃ পুরুষের স্পর্শ থেকে এবং গুনাহ থেকে। কারো কারো মতে, নারীসুলভ অবস্থাদি (عوارض نساءيه) থেকে।

টীকা-৮৯ঃ যে, পিতা ব্যতিরেকেই পুত্র দান করেছেন এবং ফিরিশ্‌তাদের বাণী শুনিয়েছেন।

টীকা-৯০ঃ যখন ফিরিশ্‌তাগণ এটা বললেন, তখন হযরত মার্‌য়াম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এতো দীর্ঘসময় যাবৎ দন্ডায়মান রইলেন যে, তাঁর বরকতময় ক্বদমযুগল ফুলে গিয়েছিলো। এমনকি পা দু'টি ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো।

টীকা-৯১ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্ তাআ'লা আপন হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন।

টীকা-৯২ঃ এতদ্‌সত্ত্বেও এসব ঘটনা সম্পর্কে তাঁর সংবাদ দেয়া এ কথারই অকাট্য প্রমাণ যে, তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

টীকা-৯৩ঃ অর্থাৎ একটা সন্তানের,
টীকা-৯৪ঃ আভিজাত্য ও মর্যাদা সম্পন্ন
টীকা-৯৫ঃ আল্লাহ্‌র দরবারে।
টীকা-৯৬ঃ কথা বলার বয়সের পূর্বে।

টীকা-৯৭ঃ আসমান থেকে অবতরণের পর। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। যেমন- হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

টীকা-৯৮ঃ এবং নিয়ম হচ্ছে যে, সন্তান স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই, আমাকে সন্তান কিভাবে দান করা হবে? বিবাহের মাধ্যমে, না এভাবে পুরুষ ছাড়াই?

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ
بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾
قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ
بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۭ إِذَا
قَضٰٓى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ
وَالْإِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُوْلًا إِلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۙ أَنِّيْ
قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ أَنِّيْٓ أَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ
فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ
وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ
بُيُوْتِكُمْ ۭ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৫ঃ এবং স্মরণ করুন! যখন ফিরিশতারা মার্‌য়ামকে বললো, 'আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর নিকট থেকে একটা কালিমাহ্'র (৯৩), যার নাম হচ্ছে মাসীহ ঈসা, মার্‌য়ামের পুত্র, মর্যাদাবান হবে (৯৪) দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত (৯৫)

৪৬ঃ এবং মানুষের সাথে কথা বলবে লালন পালনের বয়সে (দোলনায় থাকাবস্থায়) (৯৬) ও পরিপক্ক বয়সে (৯৭) এবং খাস বান্দাদের অন্যতম হবে।"

৪৭ঃ বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কোত্থেকে হবে? আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি (৯৮)।' ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্ এভাবেই সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যখন কোন কাজের হুকুম করেন তখন তাকে এটাই বলে থাকেন, 'হয়ে যাও!' সেটা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।'

৪৮ঃ 'এবং আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরীত এবং ইঞ্জীল।

৪৯ঃ আর রসূল হবে বানী ইস্রাঈলের প্রতি, একথার ঘোষণা দিয়ে যে, 'আমি তোমাদের নিকট একটা নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখী হয়ে যায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে (১০০) এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী) কে (১০১) আর আমি মৃতকে জীবিত করি আল্লাহ্‌র নির্দেশে (১০২);

টীকা-৯৯ঃ যা আমার নবূয়্যতের দাবীর সত্যতার প্রমাণ।

টীকা-১০০ঃ যখন হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) নবূয়্যতের দাবী করলেন এবং মু'জিযাদি দেখালেন, তখন লোকেরা দরখাস্ত করলো, "আপনি একটা বাদুড় তৈরি করুন।" তিনি মাটি দিয়ে বাদুড়ের আকৃতি গঠন করলেন অতঃপর সেটার মধ্যে ফুঁক দিলেন। তখনই সেটা উড়তে আরম্ভ করলো।
বাদুড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে- সেটা উড়তে পারে এমন সব পাখীর মধ্যে পূর্ণতম ও আশ্চর্যতম। আর খোদার কুদরতের উপর অন্যান্যগুলোর তুলনা অধিকতর প্রমাণবহ। কেননা, তা পাখা ছাড়াই উড়ে এবং সেটার দাঁত আছে, হাঁসে। আর সেগুলোর মধ্যে স্ত্রী জাতির বক্ষস্থলে স্তন আছে এবং সন্তান প্রসব করে। অথচ উড়তে পারে এমন অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই।

টীকা-১০১ঃ যার গায়ের সাদা দাগ (কুষ্ঠরোগ) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করতে অক্ষম হয়ে গেছেন। যেহেতু হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর যামানায় চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে ছিলো এবং এর বিশেষজ্ঞগণ চিকিৎসা বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এজন্য তাদেরকে এ ধরণের মু'জিযা দেখানো হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মে যার চিকিৎসা করা সম্ভবপর নয় তাকে নিরাময় করা নিঃসন্দেহে মু'জিযা এবং নাবীর নবূয়্যতের সত্যতার প্রমাণ।
ওহাবের অভিমত হচ্ছে, অধিকাংশ সময় হযরত ঈসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট একেক দিনে পঞ্চাশ হাজার করে রোগীর সমাবেশ হয়ে যেতো। তাদের মধ্যে যারা চলাফেরা করতে সক্ষম ছিলো তারা তাঁর দরবারে হাযির হয়ে যেতো। আর যাদের মধ্যে চলার শক্তি ছিলোনা তাদের নিকট হযরত নিজেই তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দুআ' করে তাদেরকে সুস্থ করতেন আর স্বীয় রিসালাতের উপর ঈমান আনার শর্তারোপ করতেন।

টীকা-১০২ঃ হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) বলেছেন, "হযরত ঈসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام চার ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন-

এক) ‘আযর’, যার অন্তরে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিলো। যখন তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো তখন তার বোন তাঁকে (হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام) খবর দিলো। কিন্তু সে তাঁর নিকট থেকে তিন দিনের দূরত্বে ছিলো। যখন তিনি তিন দিনে সেখানে পৌঁছলেন, তখন জানতে পারলেন যে, তার মৃত্যুর পর তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি (عَلَيْهِ السَّلَام) তার বোনকে বললেন, “আমাকে তার কবরের পাশে নিয়ে চলো।” সে নিয়ে গেলো। তিনি (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ্ তাআ’লার দরবারে দুআ’ করলেন। আযর আল্লাহ্‌র নির্দেশে জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এলো এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জীবিত রইলো। তার সন্তান-সন্ততি জন্ম লাভ করেছিলো।

দুই) এক বৃদ্ধার পুত্র; যার লাশ হযরতের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তিনি তার জন্য দুআ’ করলেন। সে জীবিত হয়ে লাশ বাহকদের কাঁধের উপর থেকে নীচে নেমে পড়লো। কাপড় চোপড় পরে ঘরে আসলো, জীবন যাপন-করতে লাগলো। সন্তান-সন্ততি হলো।

তিন) জনৈক আশেরের কন্যা, যে সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেছিলো। আল্লাহ্ তআ’লা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দুআ’য় তাকে জীবিত করলেন।

চার) সাম ইবনে নূহ; যাঁর ওফাতের পর কয়েক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিলো। লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করলো যেন তিনি তাঁকে জীবিত করেন। তিনি তাদের চিহ্ন প্রদর্শন ক্রমে, তাঁর কবরের নিকট পৌঁছলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ’ করলেন। সাম শুনতে পেয়েছিলেন যে, কোন আহ্বানকারী বলছিলো, “اَجِبْ رُوْحَ اللهِ” অর্থাৎ রূহুল্লাহ্ (হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام) এর আহ্বানে সাড়া দাও।” এটা শুনে (সাম) আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ধারণা হলো যেন ক্বিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। এ ভয়ে তাঁর মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তিনি হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর ঈমান আনলেন এবং তিনি হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে দরখাস্ত করলেন যেন দ্বিতীয়বার তাঁকে ‘সাকরাতুল মাউত’ (মৃত্যুর যন্ত্রনা) সহ্য করতে না হয়; (বরং) তা ছাড়াই পুনরায় মৃত্যু প্রদান করা হয়। সুতরাং তখনই তাঁর ইনতিকাল হয়ে যায়।

আর باذنِ اللهِ (আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে) ইরশাদ করার মধ্যে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি খন্ডন রয়েছে, যারা হযরত মাসীহ্ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে ‘ইলাহ’ (উপাস্য) বলে দাবী করতো।

এবং তোমাদেরকে বলে দিই, যা তোমরা আহার করো আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাখো (১০৩)। নিশ্চয়ই এসব কথার মধ্যে তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান রাখো।	وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۹﴾
৫০ঃ এবং সত্যায়নকারীরূপে এসেছি আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরীতের, আর এ জন্য যে, হালাল করবো তোমাদের জন্য এমন কিছু বস্তুকে যেগুলো তোমাদের উপর হারাম ছিলো (১০৪) এবং আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার হুকুম মান্য করো।	وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۵۰﴾

টীকা-১০৩ঃ যখন হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ রোগগ্রস্তদেরকে সুস্থ করলেন এবং মৃতদের জীবিত করলেন; তখন কেউ কেউ বললো, “এটাতো যাদু! অন্য কোন মু’জিযা দেখান।” তখন তিনি বললেন, “যা তোমরা আহার করো এবং যা তোমরা জমা করে রাখো আমি তোমাদেরকে সেগুলোর খবর দিয়ে থাকি।” এ থকে বুঝা যায় যে, অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মু’জিযাই। আর হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মাধ্যমে এ মু‘জিযাও প্রকাশ পেলো যে, তিনি মানুষকে বলে দিতেন যা সে পূর্বদিন খেয়েছিলো এবং যা আজ খাবে। আর আগামী দিনের জন্য যা তৈরী করে রেখেছে। তাঁর নিকট অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একত্রিত হতো। তিনি তাদেরকে বলে দিতেন, “তোমাদের ঘরে অমুক খাদ্য তৈরী হয়েছে। তোমাদের ঘরের লোকেরা অমুক খাদ্য খেয়েছে। অমুক জিনিস জমা তোমাদের জন্য উঠিয়ে রেখেছে। ” ছেলেমেয়েরা ঘরে যেতো, কান্না করতো। ঘরের কর্তাদের নিকট ঐসব বস্তু চাইতো। তারাও তা দিতো। আর তাদেরকে বলতো, “তোমাদেরকে কে বলেছে?” ছেলেমেয়েরা বলতো, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বলেছেন।” অতঃপর লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দিলো। আর বললো, “তিনি একজন যাদুকর, তাঁর নিকট বসবেনা।” তারা একটা ঘরের মধ্যে সব ছেলেমেয়েদেরকে একত্রিত করে আটকে রেখে দিলো। হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ছেলেমেয়েদেরকে তালাশ করার জন্য তাশরীফ আনলেন। তখন লোকেরা বললো, “তারা এখানে নেই।” তিনি হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, “তবে এ ঘরের মধ্যে কে আছে?” তারা বললো, “কতগুলো শুকর।” তিনি ইরশাদ করলেন, “এমনই হবে।” অতঃপর যখনই দরজা খুললো, দেখলো সবই শূকর হয়ে গেছে।

মোটকথা, অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মু’জিযা এবং নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মাধ্যম ব্যতীত কোন মানুষ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হতে পারেনা।

টীকা-১০৪ঃ যেগুলো মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শারীয়াতে হারাম ছিলো। যেমন, উটের মাংস, মাছ এবং কিছু সংখ্যক পাখী।

টীকা-১০৫ঃ এটা হচ্ছে খোদ্ বান্দা হবার স্বীকারোক্তি এবং রব হবার অস্বীকৃতি। এ'তে খৃষ্টানদের প্রতি খন্ডন রয়েছে।

টীকা-১০৬ঃ অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দেখলেন যে, ইহুদীরা তাদের কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁকে শহীদ করার ইচ্ছা রাখছে এবং এতগুলো প্রকাশ্য নিদর্শন ও মু'জিযা দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি। আর এর কারণ এ ছিলো যে, তারা চিনতে পেরেছিলো- তিনি সেই মাসীহ্, যাঁর সম্পর্কে তাওরীতে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তিনি তাদের দ্বীনকে রহিত করবেন। অতঃপর যখন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام (নাবী হিসেবে) দ্বীনের প্রতি আহ্বান করলেন, তখন এটা তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়েছিলো এবং তারা তাঁকে কষ্ট দেয়ার ও শহীদ করার জন্য উদ্যত হলো আর তাঁর সাথে তারা কুফর করলো।

টীকা-১০৭ঃ حَوَارِىّ (সাহায্যকারীরা) হলেন ঐসব নিষ্ঠাবান শিষ্য, যাঁরা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দ্বীনের সাহায্যকারী ছিলেন এবং তাঁর উপর সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বারোজন।

৫১ঃ নিশ্চয় আমার ও তোমাদের সবার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো (১০৫)। এটাই হচ্ছে সোজা পথ।'

৫২ঃ অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে 'কুফর পেলো (১০৬) তখন বললো, 'কারা আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্র প্রতি?' সাহায্যকারীরা (হাওয়ারী) বললো (১০৭), 'আমরা খোদার দ্বীনের সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান (১০৮)।

৫৩ঃ হে প্রতিপালক আমাদের। আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি, যা তুমি অবতারণ করেছো এবং রসূলের অনুসারী হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো।"

৫৪ঃ এবং কাফিররা প্রতারণা করেছে (১০৯) আর আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার গোপন কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম গোপন তদ্বীরকারী (১১০)।

রুকূ'-৬

৫৫ঃ স্মরণ করুন। যখন আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে পরিপূর্ণ বয়সে পৌঁছাবো (১১১), আমার প্রতি তোমাকে উঠিয়ে নেবো (১১২),

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ

টীকা-১০৮ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে ঈমান ও ইসলাম এক হবার উপর দলীল গ্রহণ করা যায়। আর এটাও জানা যায় যে, পূর্ববর্তী নাবীগণের দ্বীনও ছিলো 'ইসলাম'; না 'ইহুদিয়াত', না 'নাসরানিয়াত'।

টীকা-১০৯ঃ অর্থাৎ বানী ইস্রাঈলের কাফিরগণ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর সাথে এ প্রতারণা করেছিলো যে, তারা প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে শহীদ করার ব্যাবস্থা করেছিলো এবং নিজেদের একজন লোককে এ অপকর্মের জন্য নিয়োগ করলো।

টীকা-১১০ঃ আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের এ প্রতরণার বদলা দিয়েছিলেন যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর আকৃতি সেই ব্যক্তিকে প্রদান করলেন, যে তাঁকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছিলো। সুতরাং ইহুদীগণ তাকে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) মনে করে হত্যা করে ফেললো।

মাসআলাঃ 'مكر' শব্দটা আরবী অভিধানে গোপনীয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য গোপন তদবীরকেও 'مكر' বলা হয়। আর সেই তদবীর যদি সদুদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে তা প্রশংসণীয় এবং কোন মন্দ উদ্দেশ্যে হলে নিন্দনীয় হয়। কিন্তু উর্দু ভাষায় এ শব্দটা (مكر) فريب বা ধোকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে কখনো এটা আল্লাহ্র শানে বলা যাবে না এবং এখন যেহেতু আরবী ভাষাও خدع বা প্রতারণা অর্থে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে সেহেতু আরবীতেও আল্লাহ্র শানে এটা ব্যবহার জায়েয নেই। আয়াতে যেখানেই এটার ব্যবহার এসেছে সেখানেই সেটার অর্থ হবে 'গোপন কৌশল অবলম্বন করা'।

টীকা-১১১ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ তোমাকে হত্যা (শহীদ) করতে পারবে না। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-১১২ঃ আসমানের উপর সম্মানিত জায়গায় এবং ফিরিশতাদের অবস্থান স্থলে, মৃত্যু ব্যতিরেকেই। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "(হযরত) ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আমার উম্মতের 'খলীফা' (আমার প্রতিনিধি) হয়ে অবতরণ করবেন, ক্রুশ ভাঙ্গবেন, শূকরদের হত্যা করবেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, বিবাহ করবেন, সন্তান-সন্ততি হবে। অতঃপর তাঁর ওফাত হবে। সেই উম্মত কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যাদের প্রথমে আমি রয়েছি, শেষ ভাগে (হযরত) ঈসা এবং মধ্যভাগে আমারই বংশধরদের (আহলে বায়ত) মধ্য থেকে মাহ্দী

রয়েছে।” মুসলীম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام দামেস্কের ‘পূর্ব মিনারার’ (مَنَارَةُ شرق دمشق) উপর অবতরণ করবেন। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল পাক (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর হুজ্‌রা মুবারকেই তাঁকে দাফন করা হবে।

টীকা-১১৩ঃ অর্থাৎ মুসলমানদেরকে, যাঁরা তোমার নবূয়্যতের সত্যায়নকারী।

তোমাকে কাফিরদের থেকে পবিত্র করে দেবো এবং তোমার অনুসারীদেরকে (১১৩) ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের উপর (১১৪) বিজয় দান করবো।’ অতঃপর তোমরা সবাই আমার প্রতি ফিরে আসবে। অতঃপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবো যে বিষয়ে তোমরা মতেবিরোধ করছো।

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬ঃ অতঃপর ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো এবং তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭ঃ এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় প্রদান করবেন, এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮ঃ এটা আমি তোমাদের উপর পাঠ করছি- কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রজ্ঞাময় উপদেশ।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

৫৯ঃ ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র নিকট আদমের ন্যায় (১১৫)। তাকে মাটি হতে তৈরী করেছেন। অতঃপর বললেন, ‘হয়ে যাও।’ তৎক্ষণাৎ সে হয়ে যায়।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾

৬০ঃ হে শ্রোতা! এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কাজেই, তুমি সংশয়কারীদের অন্ত র্ভূক্ত হয়োনা।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১ঃ অতঃপর হে মাহ্‌বূব! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করে এর পরে যে, আপনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে, তবে তাদেরকে বলে দিন, ‘এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমরা আমাদের নারীদেরকে ও তোমরা তোমাদের নারীদেরকে; আর আমরা আমাদের নিজেদেরকে ও তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে। অতঃপর ‘মুবাহালাহ্’ করি। ** তারপর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা’নত দিই (১১৬)।’

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

টীকা-১১৪ঃ যারা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায়।

টীকা-১১৫ঃ শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আসলো এবং তারা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলতে লাগলো, “আপনি কি ধারণা করছেন যে, হযরত ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা?” ইরশাদ ফরমালেন, “হ্যাঁ। তিনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দা, তাঁর রসূল এবং তাঁর কালিমা, যা সতী-সাধ্বী, কুমারী রমনী (হযরত মারয়াম (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এর প্রতি ‘ইলক্বা’ করা হয়েছে।” * খৃষ্টানরা একথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলো আর বলতে লাগলো, “হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনি কখনো পিতাবিহীন মানুষ দেখেছেন?” এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, “তিনি (عَلَيْهِ السَّلَام) খোদার পুত্র।” (معاذالله) এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছেন। আর হযরত আদম তো মাতা ও পিতা উভয় ব্যতিরেকেই মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে যখন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মেনে নিচ্ছো, তখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মানতে আশ্চর্যের কি আছে?

টীকা-১১৬ঃ যখন রসূল কারীম নাজরানবাসী খৃষ্টানদেরকে এ আয়াত শরীফ পাঠ করে শুনালেন এবং ‘মুবাহালাহ্’র’ দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, “আমরা চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে নিই। আগামীকাল আপনাকে জবাব দেবো।” যখন তারা একত্রিত হলো তখন তারা তাদের সর্বাপেক্ষা বড় আ’লিম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ‘আক্বিব’ কে বললো, “হে আ’ব্দুল মাসাহ্! আপনার অভিমত কি?” সে বললো, “হে খৃষ্টানের দল! তোমরা চিনতে পেরেছো যে, মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তো অবশ্যই প্রেরিত নাবী। যদি তোমরা তাঁর সাথে

*ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে ফুৎকার করানো হয়েছে।

**অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে, নিজ নিজ দাবীতে যদি মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত কামনা করি।

'মুবাহালাহ্' করো, তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন যদি খৃষ্টবাদের উপর টিকে থাকতে চাও তবে তাঁর সাথে 'মুবাহালাহ্' ছাড়ো এবং ঘরে ফিরে চলো।' এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর তারা রসূল কারীম এর দরবারে হাযির হলো। অতঃপর তারা দেখতে পেলো যে, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কোলে তো হযরত ঈমাম হুসাইন রয়েছেন, বরকতময় হাতে ইমাম হাসানের হাত এবং হযরত ফাতিমা ও হযরত আ'লী (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পেছনে উপবিষ্ট। আর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদেরকে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, "যখন আমি দুআ' করবো তখন তোমরা সবাই 'আমীন' বলবে।"

নাজরানের সবচেয়ে বড় আ'লিম (পাদ্রী) যখন এসব হযরতকে দেখলো, তখন বলতে লাগলো, "হে খৃষ্টান দল! আমি এমন কতগুলো চেহারা প্রত্যক্ষ করছি যে, যদি এসব ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্‌র দরবারে পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরানোর জন্য প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ্ তাআ'লা পাহাড়কে আপন জায়গা থেকে সরিয়ে দিবেন। তাঁদের সাথে 'মুবাহালাহ্' করোনা। ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে কোন খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবেনা।" এ কথা শুনে খৃষ্টানরা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খিদমতে আরয করলো, "মুবাহালায়তো আমাদের কারো সম্মতি নেই।"

শেষ পর্যন্ত 'জিয্য়া' দিতে রাজী হলো; কিন্তু 'মুবাহালা'র জন্য প্রস্তুত হলোনা। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, নাজরানবাসীদের উপর আযাব নিকটস্থ হয়ে এসেছিলো। যদি তারা 'মুবাহালাহ্' করতো তবে তারা বানর ও শূকরের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে যেতো এবং জঙ্গল আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতো। আর নাজরান ও সেখানে বসবাসকারী পাখী পর্যন্ত নাস্ত-নাবুদ হয়ে যেতো এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে সমস্ত খৃষ্টান ধ্বংস হয়ে যেতো।"

সূরাঃ ৩ আল-ই-ইমরান	১২২	মানযিল-১	পারাঃ ৩
৬২ঃ এটাই নিঃসন্দেহে সত্য বর্ণনা (১১৭) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (১১৮)। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **৬৩ঃ** অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ ফ্যাসাদকারীদের সম্পর্কে জানেন। রুকূ'-৭ **৬৪ঃ** (হে হাবীব!) আপনি বলুন! 'হে কিতাবীরা! এমন কালিমাহ্'র প্রতি এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই (১১৯)। (তা) এই যে, আমরা যেন ইবাদত না করি কিন্তু আল্লাহ্‌রই এবং কাউকেও তাঁর শরীক না করি (১২০) ও আমাদের মধ্যে কেউ অপরকে প্রতিপালকও না বানিয়ে নিই, আল্লাহ্ ব্যতীত (১২১)।' অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে বলে দিন, 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান।' **৬৫ঃ** হে কিতাবীরা! ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন ঝগড়া করছো? তাওরীত ও ইঞ্জীলতো অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু তাঁর পরে। সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই (১২২)?		اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾	

টীকা-১১৭ঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ্‌র বান্দাও তাঁর রসূল। তাঁর অবস্থা সেটাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১১৮ঃ এর মধ্যে খৃষ্টানদের প্রতিও খন্ডন রয়েছে এবং সমস্ত মুশরিকদের প্রতিও।

টীকা-১১৯ঃ এবং কুরআন, তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ নেই।

টীকা-১২০ঃ না হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে, না হযরত ওযায়র (عَلَيْهِ السَّلَام) কে, না অন্য কাউকে।

টীকা-১২১ঃ যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা 'আহ্বার' (ইহুদী-ওলামা) ও 'রোহ্বান' (খৃষ্টান ধর্ম-যাজকবৃন্দ) কে বানিয়ে ছিলো। তারা তাদেরকে সাজদা করতো এবং তাদের উপাসনা করতো। (জুমাল)

টীকা-১২২ঃ শানে নুযুলঃ নাজরানের খৃষ্টানরা এবং ইহুদীদেরকে 'আহবার' (আ'লিমগণ) এর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিলো। ইহুদীদের দাবী ছিলো যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) 'ইহুদী' ছিলেন। আর খৃষ্টানদের দাবী ছিলো যে, তিনি 'খৃষ্টান' ছিলেন। এ বিতর্ক প্রকট আকার ধারণ করে। তখন উভয় সম্প্রদায় বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে 'ফয়সালাকারী' হিসেবে মেনে নিলো এবং হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফয়সালা প্রার্থনা করলো। এরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাওরীত ও ইঞ্জীলের আ'লিমদের নিকট তাদের পূর্ণ অজ্ঞতারই কথা প্রকাশ করে দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকের দাবী তাদের পূর্ণ অজ্ঞতারই প্রমাণ। 'ইহুদীয়াত' ও 'নাস্রানিয়াত' (ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ) 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' অবতরণের পরই সৃষ্ট হয়েছে। আর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যমানা, যাঁর উপর 'তাওরীত' নাযিল হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শত শত বছর পরের এবং হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام), যাঁর উপর 'ইঞ্জীল' নাযিল হয়েছে, তাঁর যমানা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রায় দু'হাজার বছর পরের ছিলো। 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' কোনটার মধ্যে তাঁকে (হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام) ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে উল্লেখ করা হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে এ দাবী অজ্ঞতা ও বোকামীর চূড়ান্ত পরিচায়ক।

টীকা-১২৩ঃ হে কিতাবীগণ, তোমরা-

টীকা-১২৪ঃ এবং তোমাদের কিতাবাদিতে এর খবর দেয়া হয়েছিলো; অর্থাৎ শেষ যমানার নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর। যখন এসব কিছু জেনে চিনেও তোমরা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনোনি এবং তোমরা এ বিষয়ে ঝগড়া করেছো।

টীকা-১২৫ঃ অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে।

টীকা-১২৬ঃ প্রকৃত অবস্থা এই যে,

هٰۤاَنۡتُمۡ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجۡتُمۡ فِيۡمَا لَـكُمۡ بِهٖ عِلۡمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوۡنَ فِيۡمَا لَيۡسَ لَـكُمۡ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶۶﴾

৬৬ঃ শুনছো, এ যে তোমরা (১২৩)। সেই বিষয়ে ঝগড়া করেছো, যার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান ছিলো (১২৪)। সুতরাং সে বিষয়ে (১২৫) কেন ঝগড়া করছো, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানই নেই? এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জানোনা (১২৬)।

مَا كَانَ اِبۡرٰهِيۡمُ يَهُوۡدِيًّا وَّلَا نَصۡرَانِيًّا وَّلٰكِنۡ كَانَ حَنِيۡفًا مُّسۡلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৭ঃ ইব্রাহীম না ইহুদী ছিলেন, এবং না খৃষ্টান; বরং প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা, মুসলমান ছিলেন এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (১২৭)।

اِنَّ اَوۡلَى النَّاسِ بِاِبۡرٰهِيۡمَ لَـلَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ؕ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۶۸﴾

৬৮ঃ নিশ্চয় সমস্ত লোকের মধ্যে ইব্রাহীমের অধিকতর হকদার তারাই ছিলো, যারা তাঁর অনুসারী হয়েছিলো (১২৮) এবং এ নাবী (১২৯) ও ঈমানদাররা (১৩০)। আর ঈমানদারদের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্।

وَدَّتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَوۡ يُضِلُّوۡنَكُمۡ ؕ وَمَا يُضِلُّوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۶۹﴾

৬৯ঃ কিতাবীদের একটা দল আন্তরিকভাবে এ কামনা করে যে, যে কোন প্রকারে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। এবং তারা নিজেরাই নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং তাদের অনুভূতি নেই (১৩১)।

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لِمَ تَكۡفُرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنۡتُمۡ تَشۡهَدُوۡنَ ﴿۷۰﴾

৭০ঃ হে কিতাবীরা! আল্লাহ্র আয়াতসমূহের সাথে কেন কুফর করছো; অথচ তোমরা নিজেরাই হলে সাক্ষী (১৩২)?

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لِمَ تَلۡبِسُوۡنَ الۡحَـقَّ بِالۡبٰطِلِ وَتَكۡتُمُوۡنَ الۡحَـقَّ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷۱﴾

৭১ঃ হে কিতাবীরা! সত্যের সাথে বাতিলকে কেন মিশ্রিত করছো (১৩৩) এবং সত্যকে কেন গোপন করছো; অথচ তোমাদের জানা আছে?

রুকূ'-৮

وَقَالَتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اٰمِنُوۡا بِالَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ عَلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَجۡهَ النَّهَارِ وَاكۡفُرُوۡۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭২ঃ এবং কিতাবীদের একটা দল বললো (১৩৪), 'যা ঈমানদারদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে (১৩৫), সকালে সেটার উপর ঈমান আনো এবং সন্ধ্যায় অস্বীকারকারী হয়ে যাও। হয়ত তারা ফিরে যাবে (১৩৬)।

টীকা-১২৭ঃ কাজেই, না কোন ইহুদী কিংবা খৃষ্টানের পক্ষে নিজেদেরকে ধর্মের দিক দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি সম্পর্কিত করা সহীহ হতে পারে, না কোন মুশরিক (অংশীবাদী) এর পক্ষে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে, এ'তে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা মুশ্রিক (অংশীবাদী)

টীকা-১২৮ঃ এবং তাঁর নবূয়্যতের যুগে তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর শরীয়ত অনুসারে কাজ করতে থাকে।

টীকা-১২৯ঃ বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

টীকা-১৩০ঃ এবং তাঁর উম্মতগণ।

টীকা-১৩১ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত হুযায়ফাহ্ ইব্নে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁদেরকে ইহুদীরা তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতো এবং ইহুদীবাদের প্রতি আহ্বান করতো। এ'তে বলা হয়েছে যে, এটা তাদের অরণ্যে রোদন মাত্র। তারা তাঁদেরকে বিপথগামী করতে পারবে না।

টীকা-১৩২ঃ এবং তোমাদের কিতাবাদিতে বিশ্বকুল সরদার এর প্রশংসা ও গুণের কথা মওজুদ রয়েছে। আর তোমরা জানো যে, তিনি সত্য নাবী এবং তাঁর দ্বীনও সত্য দ্বীন।

টীকা-১৩৩ঃ তোমাদের কিতাবাদিতে বিকৃতি ও পরিবর্তন করে।

টীকা-১৩৪ঃ এবং তারা পরস্পর পরামর্শ করে এ চক্রান্ত করেছে-

টীকা-১৩৫ঃ এবং কুরআন শরীফ।

টীকা-১৩৬ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদীরা ইসলামের বিরোধিতায় রাত দিন নূতন চক্রান্ত করতো। খায়বরবাসী বারোজন ইহুদী আ'লিম পরস্পর পরামর্শ করে একবার চক্রান্ত করলো যে, তাদের একটা দল সকালে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সন্ধ্যায় ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। আর লোকজনকে বলবে, "আমরা আমাদের কিতাবাদিতে যা দেখেছি তা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মাদ (মুস্তফা) সেই প্রতিশ্রুত নাবী নন, যাঁর সম্পর্কে

আমাদের কিতাবগুলোতে সংবাদ দেয়া হয়েছে; যাতে এ ধরণের ধর্মান্তরের ফলে মুসলমানদের মাঝে তাদের দ্বীন সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।” কিন্তু আল্লাহ্ তাআ'লা এ আয়াত নাযিল করে তাদের এ গোপন চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন এবং তাদের এ চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়নি। আর মুসলমানরা পূর্ব থেকেই সতর্ক হয়ে গেলেন।

অনুবাদ	আয়াত
৭৩ঃ এবং বিশ্বাস করোনা, কিন্তু তাকে, যে তোমাদের ধর্মের অনুসারী হবে।' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌র হিদায়াতই হিদায়াত (১৩৭)। (বিশ্বাস কিছুতেই করোনা) এতে যে, কাউকে প্রদান করা হবে (১৩৮) যেমন তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে * কিংবা কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাতে পারবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (১৩৯)।' আপনি বলে দিন, 'অনুগ্রহ তো আল্লাহ্‌রই হাতে; যাকে চান প্রদান করেন।' আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।	وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾
৭৪ঃ স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা (১৪০) খাস করে নেন যাকে ইচ্ছা করেন (১৪১) এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।	يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾
৭৫ঃ এবং কিতাবীদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে যে, যদি তুমি তার নিকট বিপুল সম্পদ আমানত রাখো, তবে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে (১৪২)। আর তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যে, যদি একটা স্বর্ণমুদ্রা তার নিকট আমানত রাখো, তবে সে তাও তোমাকে ফেরত দেবেনা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার মাথার উপর দন্ডায়মান থাকো (তার পেছনে লেগে থাকো) (১৪৩)। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'নিরক্ষর লোকদের (১৪৪) মামলায় আমাদের উপর কোন জবাবদিহিতা নেই।' আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনে বুঝে মিথ্যা রচনা করে (১৪৫)।	وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬ঃ হাঁ, কেন নয়, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করেছে এবং নিশ্চয় খোদাভীরুরা আল্লাহ্‌র পছন্দনীয়।	بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

টীকা-১৩৭ঃ এবং এতদ্ব্যতীত যা রয়েছে সবই বাতিল ও ভ্রষ্টতা।

টীকা-১৩৮ঃ দ্বীন ও হিদায়াত, কিতাব ও হিকমাত এবং আভিজাত্য ও মর্যাদা।

টীকা-১৩৯ঃ রোজ-ক্বিয়ামত।

টীকা-১৪০ঃ অর্থাৎ নবূয়্যত ও রিসালাত।

টীকা-১৪১ঃ মাসআলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবূয়্যত যিনিই পান, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমেই পান। এ'তে যোগ্যতার কোন দখল নেই। (খাযিন)

টীকা-১৪২ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত কিতাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে দু'ধরণের লোক রয়েছেঃ ১) আমানতদার ও ২) খিয়ানতকারী। কেউ কেউ তো এমন রয়েছে যে, বিপুল সম্পদ তাদের নিকট আমানত রাখা হলেও তারা কোন প্রকার কমবেশী না করেই সময় মতো ফেরত দিয়ে থাকেন। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ); যার নিকট একজন ক্বুরাঈশী বারশ 'আউক্বিয়া' ** স্বর্ণ আমানত রেখেছিলো। তিনি তাকে অনুরূপই ফেরত দিয়েছিলেন। (পক্ষান্তরে,) কোন কিতাবী এমনই অবিশ্বস্ত যে, অতি অল্পে ও তাদের উদ্দেশ্য বিগড়ে যায়। যেমন- ফিন্‌হাস ইবনে আযূরা। তার নিকট কোন এক ব্যক্তি একটা মাত্র স্বর্ণ মূদ্রা আমানত রেখেছিলো। আমানতকারী ফেরত চাইতেই সে অস্বীকার করে বসলো।

টীকা-১৪৩ঃ এবং যখনই আমানতদাতা তার নিকট থেকে চলে যায়, তখনই সে সেই আমানতের মাল আত্মসাৎ করে বসে।

টীকা-১৪৪ঃ অর্থাৎ কিতাবী নয় এমন লোকদের।

টীকা-১৪৫ঃ যে, তিনি স্বীয় কিতাবসমূহে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পদ আত্মসাৎ করার নির্দেশ দিয়েছেন অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, তাদের কিতাবাদিতে এমন কোন নির্দেশ নেই।

*স্মতর্ব্য যে, নবূয়্যত একমাত্র বানী ইস্রাঈলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া ইহুদীদেরই মনগড়া ধারণা মাত্র। একথা কোন আসমানী কিতাবে বলা হয়নি; বরং কুরআন কারীম একথা ঘোষণা করছে যে, নবূয়্যত হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধরদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَ جَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মীর্জা কাদিয়ানী নাবী হতে পারে না। কেননা, সে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধরণ নয়। (নূরুল ইরফান)

** এক 'আউক্বিয়া' = এক তোলা ৭ মাশাহ।

টীকা-১৪৬ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদী সম্প্রদায়ের ‘আহ্বার’ (আ’লিমগণ) এবং তাদের নেতৃবর্গ আবূ রাফি’, কেনানাহ্ ইবনে আবিল হোক্বায়ক্ব, কা‘আব ইবনে আশরাফ এবং হুয়াই ইবনে আখতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তাআ’লার সে-ই অঙ্গীকার গোপন করেছিলো, যা বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনার সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে তাওরীতে গৃহীত হয়েছে। তারা সেটাকে বিকৃত করেছিলো এবং সেটার স্থলে আপন হাতে অন্য কিছু লিখে দিলো। আর মিথ্যা শপথ করে বললো যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। বস্তুতঃ এসব কিছু তারা আপন সম্প্রদায়ের মূর্খ লোকদের নিকট থেকে ঘুষ ও অর্থ-সম্পদ লাভ করার জন্য করেছিলো।

টীকা-১৪৭ঃ মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে, বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, “তিনজন লোক এমন রয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন, না তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।” এরপর বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ আয়াত শরীফ তিনবার তিলাওয়াত করলেন। বর্ণনাকারী হযরত আবূ যার (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, ঐসব লোক ক্ষতি ও লাঞ্ছনার মধ্যে হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐসব লোক কারা? হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন, “১) যে ব্যক্তি লুঙ্গি (পরিধেয় পোষাক) পায়ের গোড়ালীর নীচে পর্যন্ত ঝুলায়, ২) যে উপকারের খোঁটা দেয় এবং ৩) আপন ব্যবসার মাল মিথ্যা শপথ করে বাজারে চালায়।

৭৭ঃ ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করে (১৪৬), পরকালে তাদের কোন অংশ নেই এবং আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন ক্বিয়ামতের দিন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (১৪৭)।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮ঃ এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা জিহ্বা ঘুরিয়ে কিতাবের সাথে মিল করে দেয়, যাতে তোমরা বুঝো যে, সেটাও কিতাবের মধ্যে আছে; অথচ সেটা আল্লাহ্র নিকট থেকে নয়। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনেশুনে (তারা) মিথ্যা রচনা করে (১৪৮)।	وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯ঃ কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হুকুম এবং পয়গাম্বরী প্রদান করবেন (১৪৯); অতঃপর সে মানুষকে বলবে, ‘আল্লাহ্কে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও (১৫০)।’ হাঁ, এটা বলবে, ‘আল্লাহ্ওয়ালা (১৫১) হয়ে যাও। এ কারণে যে, তোমরা কিতাব শিক্ষাদান করো এবং এ কারণে যে, তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো। (১৫২)।	مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

হযরত আবূ উমামা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হক আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করে, আল্লাহ্ তার উপর বেহেশ্ত হারাম করে দেন।” সাহাবা কিরাম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) আরয করলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল! যদিও স্বল্প পরিমাণ বস্তু হয় (তবুও)?” ইরশাদ করেন, “যদিও বাবলা গাছের একটা শাখাই হোক না কেন?”

টীকা-১৪৮ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, তারা তাওরীত ও ইঞ্জীলকে বিকৃত করেছিলো এবং আল্লাহ্র কিতাবে নিজেদের পক্ষ থেকে যথেচ্ছা সংযোজন করেছিলো।

টীকা-১৪৯ঃ এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও আমল দান করবেন এবং গুনাহসমূহ থেকে মা’সূম করবেন।

টীকা-১৫০ঃ এটা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর দ্বারা অসম্ভব এবং তাঁদের প্রতি এ ধরণের এমন সম্বন্ধ রচনা তাঁদের প্রতি অপবাদেরই শামিল।

শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানগণ বলেছিলো, “আমাদেরকে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে মান্য করি।” এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের সে কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আর ইরশাদ করলেন যে, নাবীগণের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভবপরই নয়।

এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে অন্য একটা অভিমত হচ্ছে আবূ রাফি’ ইহুদী এবং খৃষ্টান সরওয়ারে আ’লম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বললো, “হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনি কি চান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনাকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিই? হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ্রই আশ্রয় এ থেকে যে, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতের হুকুম করবো। না আমাকে আল্লাহ্ এর নির্দেশ দিয়েছেন; না আমাকে এ জন্য প্রেরণ করেছেন।”

টীকা-১৫১ঃ ‘রাব্বানী’ অর্থ ধর্মীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন আ’লিম, আ’মলকারী আ’লিম এবং অতীব দ্বীনদার ব্যক্তি।

টীকা-১৫২ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জ্ঞান ও শিক্ষাদানের ফলশ্রুতি এই হওয়া চাই যে, মানুষ আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাবে। যার জ্ঞান দ্বারা এ উপকার হয়না তার জ্ঞান নিষ্ফল ও বেকার।

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০ঃ এবং না তোমাদেরকে এ হুকুম দেবে (১৫৩) যে, ফিরিশতাগণ এবং পয়গাম্বরগণদেরকে খোদা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদেরকে কি কুফরের নির্দেশ দেবে এরপর যে, তোমরা মুসলমান হয়ে গেছো (১৫৪)

রুকূ'-৯

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮১ঃ এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ নাবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (১৫৫), 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রসূল (১৫৬), যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন (১৫৭), তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। ইরশাদ করলেন, 'তোমরা কি অঙ্গীকার স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলেন, 'আমরা স্বীকার করলাম।' ইরশাদ করলেন, 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।'

৮২ঃ সুতরাং যে কেউ এর (১৫৮) পর ফিরে যাবে (১৫৯) তবে সেসব লোক ফাসিক্ব (১৬০)।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩ঃ তবে কি (তারা) আল্লাহ্র দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন চায় (১৬১)? এবং তাঁরই সম্মুখে গর্দান অবনত করেছে যে কেউ আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (১৬২) স্বেচ্ছায় (১৬৩) ও বাধ্য হয়ে (১৬৪) এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾

৮৪ঃ এমনই বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং সেটার উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইস্হাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁদের পুত্রগণের উপর; আর যা কিছু অর্জিত হয়েছে মূসা, ঈসা এবং নাবীগণের, তাঁদের মধ্যে কারো উপর ঈমানের ক্ষেত্রে তারতম্য করিনা (১৬৫); এবং আমরা তাঁরই সম্মুখে গর্দান অবনত করেছি।'

টীকা-১৫৩ঃ আল্লাহ্ তাআ'লা কিংবা তাঁর কোন নাবী।

টীকা-১৫৪ঃ এমন কোন মতেই হতে পারে না।

টীকা-১৫৫ঃ হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর পরে যাঁকেই নবূয়্যত দান করেছেন, তাঁর নিকট নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) আপনাপন সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি তাদের জীবদ্দশায় বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রেরিত হন, তবে তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর যেন ঈমান আনে এবং তাঁকে সাহায্য করে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হুযূর সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

টীকা-১৫৬ঃ অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

টীকা-১৫৭ঃ এভাবে যে, তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم গুণাবলী ও অবস্থাদি তার অনুরূপই হবে যা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কিতাবসমূহে করা হয়েছে।

টীকা-১৫৮ঃ অর্থাৎ অঙ্গীকারের।

টীকা-১৫৯ঃ এবং আগমনকারী নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা এর উপর ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টীকা-১৬০ঃ ঈমান থেকে বহির্ভূত।

টীকা-১৬১ঃ অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর এবং দলীলাদী সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও।

টীকা-১৬২ঃ ফিরিশতাগণ, মানবজাতি এবং জ্বীনকুল।

টীকা-১৬৩ঃ প্রমাণাদির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে এবং ন্যায় অবলম্বন করে। আর এ আনুগত্য তাদেরকে উপকৃত করে এবং কল্যাণ দান করে।

টীকা-১৬৪ঃ কোন ভয়ে কিংবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার কারণে। যেমন, কাফির মৃত্যুর সময় নৈরাশ্যের মুহূর্তে ঈমান আনে। এ ঈমান ক্বিয়ামতে তার উপকারে আসবে না।

টীকা-১৬৫ঃ যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে, আর কাউকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৬৬ঃ হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা হুযূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم এর নবূয়্যত প্রকাশের পূর্বে তাঁর ওসীলা নিয়ে বিভিন্ন দুআ' করতো, তাঁর নবূয়্যত স্বীকার করতো এবং তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষা করতো। যখন হুযূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم এর শুভাগমন ঘটলো তখন বিদ্বেষ বশতঃ তাঁকে অস্বীকার করতে লাগলো এবং কাফির হয়ে গেলো।

অনুবাদ	আয়াত
৮৫ঃ এবং যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম চাইবে তা তার পক্ষ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।	وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہُ ۚ وَھُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۸۵﴾
৮৬ঃ কিরূপে আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়ের হিদায়াত চাইবেন, যারা ঈমান এনে কাফির হয়ে গেছে (১৬৬) এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, রসূল (১৬৭) সত্য; আর তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এসেছিলো (১৬৮)? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে হিদায়াত করেন না।	کَیْفَ یَھْدِی اللّٰہُ قَوْمًا کَفَرُوْا بَعْدَ اِیْمَانِہِمْ وَشَہِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَھُمُ الْبَیِّنٰتُ ؕ وَاللّٰہُ لَا یَھْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۸۶﴾
৮৭ঃ তাদের কর্মফল হচ্ছে, তাদের উপর লা'নত অবধারিত- আল্লাহ্, ফিরিশতা এবং মানবজাতি- সকলের।	اُولٰٓئِکَ جَزَآؤُھُمْ اَنَّ عَلَیْہِمْ لَعْنَۃَ اللّٰہِ وَالْمَلٰٓئِکَۃِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ﴿۸۷﴾
৮৮ঃ সর্বদা তাতে থাকবে; না তাদের উপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে এবং না তাদেরকে বিরাম দেয়া হবে।	خٰلِدِیْنَ فِیْہَا ۚ لَا یُخَفَّفُ عَنْہُمُ الْعَذَابُ وَلَا ھُمْ یُنْظَرُوْنَ ﴿۸۸﴾
৮৯ঃ কিন্তু যারা এর পর তাওবা করেছে (১৬৯) এবং নিজেদের সংশোধন করেছে, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۸۹﴾
৯০ঃ নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা ঈমান এনে কাফির হয়েছে অতঃপর কুফর আরো বৃদ্ধি করেছে (১৭০) তাদের তাওবা কখনো কবূল হবে না (১৭১) এবং তারা হচ্ছে পথভ্রষ্ট।*	اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بَعْدَ اِیْمَانِہِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا کُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُہُمْ ۚ وَاُولٰٓئِکَ ھُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿۹۰﴾
৯১ঃ ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির হয়েই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মধ্যে কারো পক্ষ থেকে পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণও কখনো কবূল করা হবে না যদিও তারা নিজেদের মুক্তির জন্য প্রদান করে। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।**	اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَھُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِھِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَھَبًا وَّلَوِ افْتَدٰی بِہٖ ؕ اُولٰٓئِکَ لَھُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ وَّمَا لَھُمْ مِّنْ نّٰصِرِیْنَ ﴿۹۱﴾

অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা এমন সম্প্রদায়কে কিভাবে ঈমানের তাওফীক্ব দান করবেন, যারা জেনে শুনে এবং মেনে নেয়ার পর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে?

টীকা-১৬৭ঃ অর্থাৎ নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم

টীকা-১৬৮ঃ এবং তারা সুস্পষ্ট মু'জিযাদি দেখেছিলো।

টীকা-১৬৯ঃ এবং কুফর থেকে বিরত হয়েছে। শানে নুযূলঃ হারিস ইবনে সুয়াইদ আনসারী কাফিরদের সাথে মিলিত হবার পর লজ্জিত হলেন। তখন তিনি আপন গোত্রীয় লোকদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যেন তাঁরা রসূল কারীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم কে তাঁর তাওবা ক্বব্দূল হতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করে নেয়। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তাওবাকারী হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হলেন এবং বিশ্বকুল সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم তাঁর তাওবা কবূল করলেন।

টীকা-১৭০ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা হযরত মূসা (عَلَیْہِ السَّلَام) এর উপর ঈমান আনার পর হযরত ঈসা (عَلَیْہِ السَّلَام) ও ইঞ্জীলের সাথে কুফর করেছে। অতঃপর কুফরের মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে এবং নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم ও কুরআন কারীমের সাথে কুফর করেছে।
অন্য এক অভিমত এই যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم এর নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বে তো তাদের কিতাবাদিতে তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে তাঁর উপর ঈমান রাখতো; কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পর কাফির হয়ে গেলো এবং কুফরের মধ্যে আরো কট্টর হয়ে গেলো।

টীকা-১৭১ঃ এমতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর মুহূর্তে অথবা যদি তারা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করে।**

*লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ববর্তী আয়াত اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কাফিরের তাওবা গ্রহণযোগ্য, আর এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয় (لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُہُمْ)। এর জবাব হচ্ছে- (যেই কাফির তার মুমূর্ষু অবস্থায় 'গারগারাহ' আরম্ভ হবার পূর্বে তাওবা করে ঈমান আনে তার তাওবা বিশুদ্ধ হয় ও মাক্ববূল হয়। আর যদি এমতাবস্থায় কিংবা কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার তাওবা ক্ববূল হয়না। শেষোক্ত আয়াতে এ শেষোক্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে।

যেমন তাফসীর-ই-জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, لن تقبل توبتهم اذا غرغروا او ماتوا كفارًا অর্থাৎ ঃ "তাদের (কাফিরগণ) তাওবা

হবেনা যখন তাদের মুমূর্ষু অবস্থায় 'গারগারাহ' আরম্ভ হয় অথবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। 'তাফসীরে কাবীর' এ উল্লেখ করা হয়েছে হযরত হাসান, ক্বাতাদাহ ও আতা বলেছেন, "তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য না হবার কারণ হচ্ছে- তারা তাওবা করে না কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ অর্থাৎ "এবং ঐসব লোকের তাওবা নেই (গ্রহণযোগ্য নয়), যারা মন্দ কর্ম (শির্ক ইত্যাদি) করতে থাকে এ পর্যন্ত যে, তাদের কারো নিকট যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম।"
অবশ্য, ঈমানদার পাপী মুমূর্ষাবস্থায় তাওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়। (তাফসীর-ই-সাভী)
এ প্রসঙ্গে আক্বা-ইদ বিষয়ক কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে- توبة اليأس مقبولة دون ايمان الكافر অর্থাৎঃ মুমূর্ষু অবস্থায় জীবন থেকে নৈরাশ্য এসে যাবার সময়কার তওবা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।"
সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াত (اَلَّذِيْنَ تَابُوْا) ঐ কাফিরের জন্য প্রযোজ্য, যে মৃত্যু ও 'গারগারাহ্' উপস্থিত হবার পূর্বে তাওবা করেছে। আর শেষোক্ত আয়াত (لن تقبل توبتهم) ঐ কাফিরের বেলায় প্রযোজ্য, যে মৃত্যু (যন্ত্রণা) উপস্থিত হবার সময় তাওবা করেছে। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ প্রসঙ্গে হুযূর হাদীস শরীফে ইরশাদ ফরমায়েছেন- ان الله يقبل التوبة مالم يغرغر অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাওবা ক্ববূল করেন- যতক্ষণ পর্যন্ত 'গারগারাহ্' (সাক্বরাত) শুরু না হয়।" এ থেকেও বুঝা যায় যে, 'গারগারাহ্' আসার পূর্ব পর্যন্ত মু'মিন ও কাফির উভয়ের তওবা গ্রহণযোগ্য হয়।
'রাদ্দুল মুহ্তার' -এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভিন্নতা ও তাঁদের অভিমতসমূহ উল্লেখ করার পর 'সারসংক্ষেপ' এটাই বলা হয়েছে যে, জীবন থেকে হতাশ এসে যাবার অবস্থায় ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এতে সমস্ত ইমামের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ঈমানদার পাপীর তাওবার গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে- তিনি ইচ্ছা করলে তার ঈমানের ফযীলতের কারণে তা গ্রহণ করেন। তখন তা হবে তাঁর 'মহা অনুগ্রহ'। আর ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারেন- কারণ, তাতে বান্দার ত্রুটি, অবহেলা ও বিলম্ব সম্পন্ন হয়েছে। তখন তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার 'ন্যায় বিচার'।
আর 'غرغرہ' (গারগারাহ্) হচ্ছে- মুমূর্ষু ব্যক্তির ঐ অবস্থা, যখন তার কণ্ঠে প্রাণবায়ু এসে পড়ে এবং গলায় শব্দ হতে থাকে। (হাশিয়া-ই-জালালাঈনঃ ৫৬ পৃষ্ঠা।)
তাওবার তাৎপর্যঃ 'তাওবাহ্' (توبہ) মানে 'ফিরে আসা'। গুণাহ্ বা পাপাচার থেকে ফিরে আসা হচ্ছে বান্দার তাওবা। আর 'তাওবা' ক্রিয়ার সম্বন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি হলে 'তাওবা' অর্থ হয় 'মহান প্রতিপালক শাস্তি প্রদান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন'। যেমন- لقد تاب الله ।
বান্দার তাওবা করা এক মহা ইবাদত। পবিত্র ক্বুরআনে কয়েক স্থানেই এর নির্দেশ এসেছে। বহু হাদীসও এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তাওবা হচ্ছে 'বিষ প্রতিষেধক পাথর', যা গুনাহ, শির্ক, মোটকথা, প্রত্যেক রূহানী বিষকে দূরীভূত করে। ক্বুরআন কারীমে কোথাও আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন- تُوْبُوْا اِلَى اللهِ (তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে তাওবা বা প্রত্যাবর্তন করো) এবং কখনো ইরশাদ করেন اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا (কিন্তু যারা তাওবা করে)। তাওবা অন্তরে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা, প্রত্যেক দুঃখ-অনুশোচনা ঔষধ। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটা উল্লেখ করা হলোঃ-
১) হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমান-আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক তাওবা করি। (বোখারী, মিশকাত)
২) হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমান- হে লোকেরা! মহান প্রতিপালকের দরবারে তাওবা করো। আমি তো প্রতিদিন শতবার তাওবা করি। (মুসলিম ও মিশকাত)
৩) হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমান- মহামহিম প্রতিপালক ইরশাদ ফরমায়েছেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা অহরহ পাপ করছো আর আমি গুণাহ্ ক্ষমা করি সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাইতে থাকো; আমি ক্ষমা করবো। (মুসলিম ও মিশকাত)
তাওবার প্রকারভেদঃ যেহেতু গুণাহ্ বিভিন্ন প্রকারের হয়; এ কারণে তাওবাও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরণের গুণাহের তাওবাও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। যেমন- ১) কুফর, শির্ক, দ্বীন-ভ্রষ্টতা ও আক্বিদা-ভ্রষ্টতা থেকে তাওবা, ২) মন্দ কার্যাদি থেকে তাওবা, ৩) শরীয়তের হক নষ্ট করা থেকে তাওবা, ৪) বান্দার হক নষ্ট করা থেকে তাওবা, ৫) সৎকার্যাদি সম্পন্ন করার মধ্যে অলসতা করা থেকে তাওবা, ৬) ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাওবা, ৭) শুধু আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে প্রকাশ করা এবং ৮) বান্দাদের শিক্ষাদানের জন্য তাওবা। এ শেষোক্ত দু'প্রকারের তাওবা নাবীগণের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) হয়ে থাকে।
উপরোক্ত তাওবাগুলোর পন্থা যেমন আলাদা আলাদা, সেগুলোর প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং প্রথম প্রকারের তাওবা থেকে ধার্মিকতা ও বিশুদ্ধ আক্বীদা বা ধর্ম বিশ্বাস জন্মে; দ্বিতীয় প্রকারের তাওবা থেকে সৎকর্মসমূহের তাওফীক্ব বা শক্তি পাওয়া যায়, তৃতীয় প্রকারের তাওবা থেকে প্রেরণা উদ্যম সৃষ্টি হয়, শেষোক্ত দু'প্রকারের তাওবা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
তাওবার আবার বিভিন্ন স্তর রয়েছেঃ ১) ঐ তাওবা, যা দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়, ২) ঐ তাওবা, যা দ্বারা গুণাহ্ মাফ হয়ে তাওবাকারী 'বেলায়াত' লাভ করে ধন্য হয়।
মোট কথা, তাওবা এবং যিনি তাওবা করান তিনি যেমন, সেটার প্রতিক্রিয়া এবং ফলশ্রুতিও তেমনিই। হুযূর গাউসে আ'যম ও হযরত রাবি'আ বসরী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর চোর তাঁদের তাওবা করানোর বরকতে একবারেই ওলী হয়ে গেছেন।
তাওবার শর্তাবলী ও মুস্তাহাবসমূহঃ যেমন নামাযের জন্য কিছু ফরয, কিছু ওয়াজিব, কিছু সুন্নাত ও কিছু মুস্তাহাব রয়েছে- তেমনি তাওবার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে তাওবা জায়েয হবার। কিছু শর্ত রয়েছে তাওবা ক্ববূল হবার। নামাযের জন্য কিছু মুস্তাহাব সময় আছে, কিছু মাকরূহ সময় রয়েছে তেমনি তাওবার জন্যও কিছু উপযুক্ত সময় আছে।
তাওবার শর্তাবলী হচ্ছেঃ ১) সময়মত তাওবা করা, শির্কের তাওবা হচ্ছে- গারগাহ্‌র সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত, ২) তাওবা করার সময় গুনাহ্ করার ইচ্ছা না থাকা, ৩) গুনাহ থেকে ফিরে আসার পূর্ণ প্রতিজ্ঞা থাকা, ৩) তাওবা করার সময় বিগত গুনাহসমূহের জন্য অনুশোচনা থাকা, ৪) তাওবা ক্ববূল হয়েছে মর্মে দৃঢ় ইয়াক্বীন না রেখে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও বদান্যতার আশাবাদী ও প্রার্থী থাকা এবং তাঁর ক্রোধের ভয় রাখা, ৫) গুনাহ যেই পর্যায়ের হয় তাওবাও সেই পর্যায়ের হওয়া; অর্থাৎ প্রকাশ্য গুণাহ্‌র তাওবাহ্ও প্রকাশ্যে হওয়া চাই, গোপন পাপের তাওবাও গোপনে। অবশ্য এ শর্তটা শরীয়তের বিধিবিধান কার্যকর করার জন্য। ৬) সম্ভব হলে বিগত পাপাচারগুলোর বদলা দেবে; যেমন ছেড়ে দেয়া নামায কাযা করবে, অপরিশোধিত কর্জ পরিশোধ করবে, ৭) গুণাহ্‌র বদলা দেয়া সম্ভব না হলে সেগুলোর কাফ্ফারা দেবে। যেমন- হযরত ওয়াহ্শী কাফির থাকা কালে সায়্যিদুনা হামযাহ্ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে শহীদ করেছিলেন; অতঃপর মুসলমান হয়ে তিনি ভন্ডনবী মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা দিলেন এবং ৮) তাওবা করার মুস্ত াহাব সময় হচ্ছে গুণাহ করার শক্তি থাকাবস্থায়ই তাওবা করে নেয়া। বাধ্য হয়ে তাওবা করলে তা ক্ববূল হলেও ক্ষমতা থাকাবস্থায় করা বহুগুণ বেশী উত্তম। (তাফসীরে-ই-নাঈমী)
** 'তৃতীয় পারা' সমাপ্ত।

টীকা-১৭২ঃ بِرٌّ (বির্‌র) দ্বারা তাক্বওয়া (খোদাভীরুতা) ও আনুগত্য (বন্দেগী) বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, "এখানে 'ব্যয় করা' ব্যাপকার্থক। সব ধরণের সাদাক্বাহ্ এ'তে শামিল রয়েছে। অর্থাৎ 'ওয়াজিব সাদাক্বাহ' হোক কিংবা 'নফল সাদাক্বাহ' সবই এর অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত হাসান (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর অভিমত হচ্ছে- যে সম্পদ মুসলমানদের নিকট প্রিয় হয় এবং তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তা এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যদিও একটি খেজুরই হয়। (খাযিন)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয্ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বস্তায় বস্তায় চিনি খরিদ করে সাদাক্বাহ্ করতেন। তাঁকে বলা হলো, "সেগুলোর মূল্য কেন সাদাক্বাহ্ করেন না?" তিনি বললেন, "চিনি আমার নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। আমি চাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে।" (মাদারিক)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হযরত আবু তালহা আনসারী মাদীনা শরীফে বড় অর্থশালী লোক ছিলেন। তাঁর নিকট তাঁর সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহা' বাগান অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি রাসূলে পাকের দরবারে দন্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "আমার নিকট আমার সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহা' সর্বাধিক প্রিয়। আমি সেটা আল্লাহ্‌র রাহে সাদাক্বাহ করছি।" হুযূর এর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং হযরত আবু তালহা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ইঙ্গিতে তাঁর নিকটাত্মীয়বৃন্দ ও চাচার বংশধরদের মধ্যে সেটা বন্টন করে দিলেন।

হযরত ওমর ফারূক (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কে লিখেছিলেন, "আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে পাঠিয়ে দাও।" যখন সে (দাসী) এসে পৌঁছলো, তাঁর নিকট খুব পছন্দ হলো। তিনি এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য তাকে আযাদ করে দিলেন।

সূরাঃ ৩ আল-ই-ইমরান	১২৯	মানযিল-১	পারাঃ ৪

রুকূ-১০ ৯২ঃ তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ আল্লাহ্‌র পথে আপন প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে না (১৭২) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা আল্লাহ্‌র জানা আছে। ৯৩ঃ যাবতীয় খাদ্য বানী ইস্রাঈলের জন্য হালাল ছিলো কিন্তু ঐ খাদ্য যা য়া'কূব নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলো তাওরীত অবতীর্ণ হবার পূর্বে। আপনি বলুন, 'তাওরীত এনে পাঠ করো যদি সত্যবাদী হও (১৭৩)।' ৯৪ঃ সুতরাং এরপর যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে (১৭৪), তবে তারাই যালিম।	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۹۳﴾ فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾

টীকা-১৭৩ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বললো, "হুযূর, আপনি নিজেকে নিজে ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) এর দ্বীনের উপর আছেন বলে ধারণা রাখেন, অথচ হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) উটের দুধ ও মাংস আহার করতেন না, কিন্তু আপনি আহার করেন। সুতরাং আপনি ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) এর দ্বীনের উপর হলেন কী ভাবে? হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "এসব বস্তু হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) এর জন্য হালাল ছিলো।" ইহুদীগণ বলতে লাগলো, "এগুলো হযরত নূহ (عَلَیْهِ السَّلَام) এর উপরও হারাম ছিলো, হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) এর উপর হারাম ছিলো এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত হারাম রূপেই চলে এসেছে।"

এর জবাবে আল্লাহ্ تَعَالٰی এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন। আর বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের এ দাবী ভুল, বরং এসব বস্তু হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام), হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত য়া'কূব (عَلَیْهِمُ السَّلَام) এর উপর হালাল ছিলো। হযরত য়া'কূব (عَلَیْهِ السَّلَام) কোন কারণে এসব বস্তু নিজের উপর হারাম করেছিলেন। আর এ হারাম হবার বিধান তাঁর বংশধরদের মধ্যেই প্রচলিত থাকে। ইহুদীরা এটা অস্বীকার করলো। তখন হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "এ বিষয়ে তাওরীতই বলবে। তোমরা যদি অস্বীকার করো, তবে তাওরীত আনো।" এতে ইহুদীরা অপমানিত ও লজ্জিত হবার আশংকা বোধ করলো। কাজেই, তারা তাওরীত আনতে সাহস করলোনা। (ফলে,) তাদের মিথ্যা প্রকাশিত হলো এবং তাদেরকে লজ্জিত হতে হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ক) এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর মধ্যে বিধানাবলী রহিত হতো। এতে ইহুদীদের খন্ডন রয়েছে, যারা 'আহ্‌কাম' রহিত হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলো না।

খ) হুযূর 'উম্মী' ছিলেন। এতদসত্ত্বেও ইহুদী সম্প্রদায়কে তাওরীত দ্বারা অভিযুক্ত করা এবং তাওরীতের বিষয়বস্তুগুলো থেকে প্রমাণ পেশ করা তাঁর মু'জিযা ও নাবূয়্যাতেরই প্রমাণ। আর এর দ্বারা তাঁর খোদা প্রদত্ত ও অদৃশ্য জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-১৭৪ঃ এবং বলে বেড়ায় যে, ' হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام)এর দ্বীনের মধ্যে উটের মাংস ও দুধ আল্লাহ্ হারাম করেছেন।'

টীকা-১৭৫ঃ কারণ, সেটাই হচ্ছে 'ইসলাম' ও 'দ্বীন-ই-মুহাম্মাদী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

টীকা-১৭৬ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদীরা মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "বায়তুল মুক্বাদ্দাস আমাদের ক্বিবলা, কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সেটার চেয়েও পূরানো, নাবীগণের হিজরতের স্থান এবং ইবাদততের ক্বিবলা।" মুসলমানরা বললেন, "কা'বা শ্রেষ্ঠতর।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্থান যাকে আল্লাহ্ تَعَالٰى আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন, নামাযের ক্বিবলা এবং হজ্জ্ ও তাওয়াফের স্থান সাব্যস্থ করেছেন, যার মধ্যে সৎকার্যাদির সাওয়াব বেশী পরিমাণে অর্জিত হয়, তা হচ্ছে কা'বা মু'আয্যমাই, যা সম্মানিত মক্কা নগরীতেই অবস্থিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কা'বা মু'আয্যামা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চল্লিশ বছর পূর্বে নির্মান করা হয়েছে।

টীকা-১৭৭ঃ যেগুলো সেটার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। সে সব নিদর্শনের মধ্যে কয়েকটা নিরূপঃ

১.পাখী কা'বা শরীফের উপর বসেনা এবং সেটার উপর দিয়ে উড়ে যায় না, বরং উড়ে নিকটে এসে এদিক-সেদিক সরে পড়ে। আর যে পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে সেটা তার চিকিৎসা এভাবে করে যে, কা'বা শরীফের হাওয়ার মধ্য দিয়ে উড়ে যায়। এর দ্বারা সেগুলো নিরাময় হয়ে যায়।

২.পশু একে অপরকে হেরেমের মধ্যে কষ্ট দেয়না। এমনকি কুকুর এ ভূ-খন্ডে হরিণের উপর হামলা করেনা এবং সেখানে শিকার করেনা।

৩.মানুষের অন্তর কা'বা মু'আয্যমার প্রতি আকর্ষণ করে এবং সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই চোখ থেকে পানি জারী হয়ে যায়।

৪.প্রত্যেক জুম্'আহ্ রাত্রিতে আউলিয়া কিরামের রুহসমূহ এর চতুর্দিকে হাযির হয়ে যায় এবং

৫. যে কউ সেই ঘরের অসম্মানের ইচ্ছা করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

তাছাড়া, ঐসব নিদর্শনের মধ্য থেকে 'মাক্বামে ইব্রাহীম' ইত্যাদি হচ্ছে এমনসব বস্তু, যেগুলো আয়াতের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। (মাদারিক, খাযিন, আহ্মাদী)

টীকা-১৭৮ঃ 'মাক্বামে ইব্রাহীম' (হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর দাঁড়াবার স্থান) হচ্ছে সেই পাথর, যার উপর হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কা'বা শরীফের নির্মান কার্য সম্পাদনের সময় দন্ডায়মান হতেন এবং এর মধ্যে তাঁর ক্বদম মুবারকের চিহ্ন ছিলো, যা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া ও অসংখ্য হাতের স্পর্শ সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কিছু অবশিষ্ট রয়েছে।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫ঃ আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ সত্যবাদী। কাজেই, ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর চলো (১৭৫), যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা ছিলেন এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬ঃ নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক (১৭৬)।

فِيْهِ اٰيٰتٌ ۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭ঃ সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে (১৭৭)- ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান (১৭৮) এবং যে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে (১৭৯), এবং আল্লাহ্রই জন্য মানবকূলের উপর সেই ঘরের হজ্জ্ করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে (১৮০)। আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে আল্লাহ্ সমগ্র জাহান থেকে বে-পরোয়া (১৮১)

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖۗ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮ঃ আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! আল্লাহ্র আয়াতসমূহ কেন অমান্য করছো (১৮২)? এবং তোমাদের কাজ আল্লাহ্র সামনেই রয়েছে।'

টীকা-১৭৯ঃ এমন কি যদি কেউ হত্যা ও অপরাধ করে 'হেরেম'-এর মধ্যে আশ্রয় নেয়, তবে সেখানে তাকে না হত্যা করা হবে, না তার উপর কোন শাস্তি কার্যকর করা হবে। হযরত ওমর বলেছেন, "যদি আমি আপন পিতা খাত্তাবের হত্যাকারীকেও হেরম শরীফের অভ্যন্তরে পাই, তবে তার গায়ে হাত লাগাবোনা, যতক্ষণ না সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।"

টীকা-১৮০ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত হজ্জ্ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে এবং এ কথারও যে, তজ্জন্য সামর্থ্য থাকা পূর্বশর্ত।

হাদীস শরীফে সায়্যিদে আ'লম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার ব্যাখ্যা 'সফর-সামগ্রী' ও 'বাহন' দ্বারা করেছেন। 'সফর সামগ্রী' মানে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাপনা এ পরিমাণ হওয়া চাই যে, গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য যথেষ্ঠ হয়। আর তাও এ ফিরে আসার সময় পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথের নিরাপত্তাও জরুরী। কেননা, তা ব্যতীত 'সামর্থ্য' প্রমাণিত হয়না।

টীকা-১৮১ঃ এ থেকে আল্লাহ تَعَالٰى এর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। আর এ মাস্আলাও প্রমাণিত হয় যে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ফরযের অস্বীকারকারী কাফির।

টীকা-১৮২ঃ যেগুলো বিশ্বকুল সরদার এর নাবূয়্যাতের সত্যাতার প্রমাণ বহন করে।

টীকা-১৮৩ঃ নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অস্বীকার করে এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী গোপন করে, যা তাওরীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৮৪ঃ যে, বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রশংসা তাওরীতে লিপিবদ্ধ আছে এবং আল্লাহর নিকট যেই ধর্ম গ্রহণীয়, তা শুধু দ্বীন-ই-ইসলামই।

টীকা-১৮৫ঃ শানে নুযূলঃ 'আউস' ও খায্‌রাজ' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে ভীষণ শত্রুতা ছিলো এবং দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বদৌলতে সেই গোত্রদ্বয়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলো। একদিন তাঁরা একটা মজলিসে বসে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মশগুল ছিলেন। শাস ইবনে ক্বায়স ইহুদী, যে ইসলামের বড় শত্রু ছিলো, সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁদের পাস্পারিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো। আর বলতে লাগলো, "এসব লোক পরস্পর এভাবে মিলে গেলে আমাদের ঠিকানা কোথায়?" (তখন সে) একজন যুবককে নিয়োগ করলো যেন সে তাঁদের মজলিসে বসে তাঁদের পূর্ববর্তী যুদ্ধ-বিগ্রহের কথার অবতারণা করে এবং সে যুগে প্রত্যেক গোত্র, যারা আপন গুণগান এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা ও হীনতার যেসব শ্লোক (কবিতা) লিখতো, সেগুলো যেন আবৃত্তি করে।

বাংলা	আরবী
৯৯ঃ আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! কেন আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিচ্ছো (১৮৩) তাকে, যে ঈমান এনেছে? সেটা বক্র করতে চাচ্ছো, অথচ তোমরা নিজেরাই এর উপর সাক্ষী রয়েছো (১৮৪)? এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে গাফিল নন।'	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾
১০০ঃ হে ঈমানদাররা! যদি তোমরা কিছু সংখ্যক কিতাবীর কথা মতো চলো, তবে তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির করে ছাড়বে (১৮৫)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمٰنِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۰﴾
১০১ঃ এবং তোমরা কিভাবে কুফর করবে? অথচ তোমাদের উপর আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রসূল তাশরীফ এনেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিয়েছে, তবে নিশ্চয় তাকে সোজা রাস্তা দেখানো হয়েছে।	وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾
রুকূ'-১১	
১০২ঃ হে ঈমানদাররা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনো মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান (হয়ে)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾
১০৩ঃ এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো (১৮৬) সবাই মিলে।	وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

সুতরাং সেই ইহুদী যুবক অনুরূপই করলো এবং তার এ উস্কানীমূলক কর্মকান্ডের ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা ক্রোধান্বিত হলো এবং অস্ত্রধারণ করলো। রক্তপাত হবার উপক্রম হলো।

বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ খবর পেয়ে মুহাজির সাহাবা কিরামকে সঙ্গে নিয়ে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন, "হে মুসলমান জামা'আত! এ কি ধরণের জাহেলী যুগের কার্যকলাপ? স্বয়ং আমি তোমাদের মধ্যে আছি। আল্লাহ্ تَعَالٰى তোমাদেরকে ইসলামের সম্মান দিয়েছেন, জাহেলিয়াতের বালা থেকে নাজাত দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি আবার কুফরী যুগের অবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছো?"

হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এর ইরশাদ তাঁদের অন্তরকে প্রভাবিত করলো। আর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এটা শয়তানেরই ধোকা এবং শত্রুরই চক্রান্ত ছিলো। তাঁরা হাত থেকে হাতিয়ার নিক্ষেপ করলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন আর হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অনুগত বেশে চলে আসলেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৮৬ঃ حَبْلُ اللّٰهِ (আল্লাহর রজ্জু)। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "তা দ্বারা 'ক্বুরআন মাজীদ' বুঝানো হয়েছে।" মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ক্বুরআন পাকই 'আল্লাহর রজ্জু' (حَبْلُ اللّٰهِ)। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে সে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিয়েছে সে পথভ্রষ্টতার উপরই।

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "আল্লাহর রজ্জু দ্বারা 'জামা'আত' (আহ্‌লে সুন্নাত) বুঝায়।" তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা জামা'আত (আহ্‌লে সুন্নাতের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা) কেই অনিবার্য করে নাও। কারণ, সেটাই হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র রজ্জু', যাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

টীকা-১৮৭ঃ যেমন, ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্বয় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ আয়াতে ঐ কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলো মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়। মুসলমানদের সঠিক পথ হচ্ছে- "মায্হাব-ই-আহলে সুন্নাত'। এটা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা (মতবাদ অবলম্বন করা ধর্মের মধ্যে দলাদলির নামান্তর এবং তা নিষিদ্ধ।

টীকা-১৮৮ঃ এবং ইসলামের বদৌলতে শত্রুতা দূরীভূত হয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বীনী মুহাব্বাত সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, 'আউস' ও 'খায্রাজ' গোত্রদ্বয়ের সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, যা দীর্ঘ একশ বছর ধরে অব্যাহত ছিলো এবং যার কারণে দিনরাত হত্যা ও লুণ্ঠতরাজের নৈরাজ্য কায়েম হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার হুযুর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ تَعَالٰى তা মিটিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবং যুদ্ধবাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

টীকা-১৮৯ঃ অর্থাৎ 'কুফরের অবস্থায়'। অর্থাৎ যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতো, তবে দোযখেই পৌঁছে যেতো।

টীকা-১৯০ঃ ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদ দান করে।

وَلَا تَفَرَّقُوْا ۖ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ۙ

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۛ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা (১৮৭) এবং নিজেদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো- যখন তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো, তিনি তোমাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহক্রমে, তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছো (১৮৮) এবং তোমরা দোযখের একটা গর্তের প্রান্তে ছিলে (১৮৯)। তখন তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন (১৯০)। আল্লাহ্ এভাবেই স্বীয় নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত পাও।

১০৪ঃ এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে (১৯১)। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে (১৯২)।

১০৫ঃ এবং তাদের মতো হয়োনা, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে (১৯৩), এরপর যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট এসেছিলো (১৯৪)। আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত।

১০৬ঃ যেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে। কাজেই, যাদের মুখ কালো হয়েছে (১৯৫), 'তোমরা কি ঈমান এনে কাফির হয়ে গেলে (১৯৬)?' সুতরাং এখন আযাবের স্বাদগ্রহণ করো স্বীয় কুফরের বিনিময় স্বরূপ।

টীকা-১৯১ঃ এ আয়াত থেকে সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান এবং অসৎ কর্ম থেকে বাধা প্রদান 'ফরয হওয়া' এবং 'ইজমা' (ইমামদের ঐক্যমত) 'দলীল' হওয়ার পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়।

টীকা-১৯২ঃ হযরত আ'লী মুর্তাদা (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।'

টীকা-১৯৩ঃ যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি অবাধ্যতা ও শত্রুতা প্রবল হয়ে উঠেছে।

অথবা, যেমন তোমরা নিজেরাই প্রাক ইসলামী অন্ধকার যুগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে, তোমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিলো।

মাসআলাঃ এ আয়াতের মধ্যে মুসলমানদেরকে ঐক্য ও সংহতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মতবিরোধ ও এর কারণ সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়ছে। হাদীসসমূহেও এর উপর খুব তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যখনই ফিরকা সৃষ্টি হয়, এ নির্দেশের বিরোধিতার ফলেই সৃষ্টি হয়। আর তারা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং হাদীস শরীফের ঘোষণা অনুযায়ী তারা শয়তানের শিকারে পরিগত হয়। (আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে আশ্রয় দান করুন।)

টীকা-১৯৪ঃ এবং সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো।

টীকা-১৯৫ঃ অর্থাৎ কাফিররা। তাদেরকে ধিক্কার স্বরূপ বলা হবে।

টীকা-১৯৬ঃ এটা দ্বারা হয়ত সমস্ত কাফিরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতদভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'ঈমান' দ্বারা অঙ্গীকার দিবসের (روز میثاق)। 'ঈমানের' কথা বুঝায়, যখন আল্লাহ تَعَالٰى তাদেরকে বলেছিলেন, "আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নই?" সবাই বলেছিলো, "কেন নন।" (অবশ্যই, আপনি আমাদের রব) আর ঈমান এনেছিলো। এখন যারা পৃথিবীতে কাফির হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে- "তোমরা 'অঙ্গীকার-দিবসে'

ঈমান আনার পর (এখন) কাফির হয়ে গেছো।”

হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এর অভিমত হচ্ছে এতে মুনাফিক্বদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মৌখিকভাবে স্বীয় ঈমান প্রকাশ করেছিলো, অথচ তারা আন্তরিকভাবে তা অস্বীকার করতো।

হযরত ইকরামা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বলেছেন যে, তারা হচ্ছে- ‘আহলে কিতাব’ (ইহুদী ও খৃষ্টান), যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাত প্রকাশের পূর্বে হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান এনেছিলো। কিন্তু হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাত প্রকাশের পর অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এটা দ্বারা ধর্মত্যাগীরাই সম্বোধিত, যারা ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো এবং কাফির হয়ে গিয়েছিলো।

১০৭ঃ আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে (১৯৭) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মধ্যে রয়েছে। তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে।	وَ اَمَّا الَّذِيۡنَ ابۡيَضَّتۡ وُجُوۡهُهُمۡ فَفِىۡ رَحۡمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۰۷﴾
১০৮ঃ এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যেগুলো আমি (আল্লাহ্) সঠিকভাবে তোমাদের নিকট পাঠ করছি এবং আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর উপর যুলুম চাননা (১৯৮)।	تِلۡكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتۡلُوۡهَا عَلَيۡكَ بِالۡحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيۡدُ ظُلۡمًا لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۰۸﴾
১০৯ঃ আল্লাহ্‌রই, যা কিছু আসমানসমূহে বিদ্যমান এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। আর আল্লাহ্‌রই প্রতি সব কাজের প্রত্যাবর্তন (অনিবার্য)।	وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرۡجَعُ الۡاُمُوۡرُ ﴿۱۰۹﴾ ع
রুকূ-১২	
১১০ঃ তোমরা শ্রেষ্ঠতম (১৯৯) ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো, আর আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখছো এবং যদি কিতাবী (সম্প্রদায়) ঈমান আনতো (২০০) তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিলো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়েছে (২০১) এবং অধিকাংশ কাফির।	كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَتُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوۡ اٰمَنَ اَهۡلُ الۡكِتٰبِ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۡ ؕ مِنۡهُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَاَكۡثَرُهُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۱۱۰﴾
১১১ঃ তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবেন না, কিন্তু এ কষ্ট দেয়া (২০২) এবং যদি (তারা) তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তোমাদের সম্মুখ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (২০৩) অতঃপর তাদেরকে কোন সাহায্য করা যাবে না।	لَنۡ يَّضُرُّوۡكُمۡ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنۡ يُّقَاتِلُوۡكُمۡ يُوَلُّوۡكُمُ الۡاَدۡبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنۡصَرُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾

টীকা-১৯৭ঃ অর্থাৎ ঈমানদাররা। সেদিন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে তাঁরা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবেন এবং তাঁদের চেহারা উজ্জ্বল ও চমকিত হবে। ডানে, বামে এবং সম্মুখে নূর হবে।

টীকা-১৯৮ঃ এবং কাউকেও বিনা দোষে শাস্তি দেয়া হবে না এবং কারো সৎকর্মের সাওয়াব হ্রাস করেন না।

টীকা-১৯৯ঃ হে উম্মতে মুহাম্মাদী। (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে মালিক ইবনে সায়ফ এবং ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) প্রমূখ সাহাবীদেরকে বললো, “আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের ধর্ম তোমাদের ঐ ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছো।” এর খন্ডনে এই আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে হুযূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্ تَعَالٰی আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না এবং আল্লাহ্ تَعَالٰی এর ‘রহমতের হাত’ জামা‘আত (আহলে সুন্নাত) এর উপর থাকবে। যে ব্যক্তি ‘জামা‘আত’ হতে পৃথক হয় সে দোযখে প্রবেশ করবে।’

টীকা-২০০ঃ নাবীকুল সরদার মুহাম্মাদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর।

টীকা-২০১ঃ যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁরই ইহুদী সাথীগণ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে, আর নাজ্জাশী ও তাঁর সঙ্গীগণ খৃষ্টান সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-২০২ঃ মৌখিকভাবে দোষারোপ, দুর্ণাম রটনা এবং হুমকি ইত্যাদি দ্বারা।

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, যেমন- আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ, ইহুদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনায় লেগে গিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্ تَعَالٰی ঈমাদারগণকে আশ্বস্ত করে দিয়েছেন যে, তারা মৌখিক সমালোচনা ছাড়া মুসলমানদেরকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না। বিজয় মুসলমানদেরই থাকবে। পক্ষান্তরে, ইহুদীদের পরিণতি হবে লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

টীকা-২০৩ঃ এবং তোমাদের সাথে মুকাবিলায় তারা টিকে থাকতে পারবে না, এসব অদৃশ্য সংবাদ অনুরূপই সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-২০৪ঃ সর্বদা অপমানিত হয়েই থাকবে, সম্মান কখনো পাবে না। তারই প্রতিফল হচ্ছে যে, আজ পর্যন্ত ইহুদীদের কোথাও কখনো মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের ভাগ্যে জোটেনি। যেখানেই রয়েছে প্রজা ও অধীনের মতো হয়েই রয়েছে।*

টীকা-২০৫ঃ আঁকড়ে ধরে এবং ঈমান এনে

টীকা-২০৬ঃ অর্থাৎ মুসলমানদের আশ্রয় নিয়ে এবং তাদেরকে 'জিয্য়া' (কর) প্রদান করে। (অর্থাৎ অন্য কারো সাহায্য নিয়ে।)

টীকা-২০৭ঃ সুতরাং ইহুদীরা ধনশালী হয়েও অন্তরের ঐশ্বর্য তাদের ভাগ্যে জোটেনা।

টীকা-২০৮ঃ শানে নুযূলঃ যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ ঈমান আনলেন, তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমগণ হিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে বললো, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)এর উপর আমাদের থেকে যারা ঈমান এনেছে, তারা মন্দ লোক। যদি মন্দ না হতো তবে স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতোনা।" এর জবাবে এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে। হযরত আতা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর অভিমত হচ্ছে- "مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ" দ্বারা নাজরানদের চল্লিশজন, হাবশাহ্ (আবিশিনিয়া) এর বত্রিশজন এবং রোমের আটজন অধিবাসীকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, অতঃপর হুযূর সায়্যিদে আলম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান এনেছিলেন।

টীকা-২০৯ঃ অর্থাৎ নামায আদায় করেন। এটা দ্বারা হয়তো ইশার নামায বুঝানো উদ্দেশ্য, যা কিতাবীগণ আদায় করতো না, নতুবা তাহাজ্জুদের নামায।

টীকা-২১০ঃ এবং ধর্মীয় বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করেনা।

টীকা-২১১ঃ ইহুদীগণ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেছিলো, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।" এর জবাবে আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁরা (মুসলমানগণ) বহু উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত হয়েছেন এবং স্বীয় কার্যাদির প্রতিদান পাবেন। ইহুদীদের এই প্রলাপ অর্থহীন।

টীকা-২১২ঃ যাদের উপর তাদের বড়ই গর্ব রয়েছে।

টীকা-২১৩ঃ এ আয়াতে বনী কুরায়যা এবং বনী নাযীর গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইহুদী নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব ও অর্থ-সম্পদ অর্জন করার উদ্দেশ্যেই রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেছিলো। আল্লাহ تَعَالٰى এ আয়াতে ইরশাদ করেন যে, তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। তারা রাসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুতায় অযথা নিজেদের পরিণতিকে বরবাদ করেছে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত কুরাইশ বংশীয় অংশীবাদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, আবূ জাহলের স্বীয় ধন দৌলতের উপর বড়ই অহংকার ছিলো এবং আবূ সুফিয়ান বদর উহুদের উভয় যুদ্ধে মুশরিকদের জন্য বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছিলো।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত সমস্ত কাফিরের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির কোনটাই কাজে

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْــًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১২ঃ তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে লাঞ্ছনা, (তারা) যেখানেই থাকুক না কেন রিাপত্তা পাবে না (২০৪), কিন্তু আল্লাহ্র রজ্জু (২০৫) এবং মানুষের রজ্জু দ্বারা (২০৬) এবং (তারা) আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে। আর তাদের উপর অবধারিত হয়েছে পরমুখাপেক্ষিতা (২০৭), এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতগুলোর প্রতি অস্বীকৃতি (কুফর) জ্ঞাপন করে এবং পয়গাম্বারগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে। এটা এ জন্য যে, (তারা) নিদের্শ অমান্যকারী এবং অবাধ্য ছিলো।

১১৩ঃ সবাই এক ধরণের নয়। কিতাবীদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে, তারা সতের উপর অবিচলিত (২০৮), (তারা) আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে রাতের মুহূর্তগুলোতে এবং তারা সাজরাত হয় (২০৯)।

১১৪ঃ আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বারণ করে (২১০) আর সৎ কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয় এবং এ সব ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন।

১১৫ঃ এবং যেই সৎ কাজ তারা করুক তাদের প্রাপ্য বিনষ্ট করা হবে না এবং আল্লাহ্র জানা আছে কারা খোদভীতসম্পন্ন (২১১)

১১৬ঃ ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (২১২) তাদেরকে আল্লাহ্ (এর শাস্তি) থেকে সমান্যটুকুও রক্ষা করবে না এবং তারা জাহান্নামী। তাদেরকে সেটার মধ্যে সর্বদা থাকতে হবে (২১৩)।

*মধ্য প্রাচ্যে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত 'ইস্রাঈল রাষ্ট্র' (!) প্রতিষ্ঠা পবিত্র কুরআনের চিরন্তন সত্যবাণীর আদৌ বরখেলাফ নয়। কেননা, এ আয়াতের সাথে বলা হয়েছে اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ (অর্থাৎ কোন ইহুদী স্থায়ী লাঞ্ছনা ও অভিশাপের জীবন থেকে তখনই রক্ষা পাবে, যখন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, অথবা অন্য জাতির সাহায্য নেবে। আজ তারা খৃষ্টান জাতির সাহায্যের উপর নির্ভর করে পুনর্বাসিত হয়েছে এবং আমেরিকা ও বৃটেন ইত্যাদি পরাশক্তির পূর্ণ মুখাপেক্ষী হয়েই টিকে আছে মাত্র।

আসার ও আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো নয়।

টীকা-২১৪ঃ মুফাস্‌সিরগণের অভিমত হচ্ছে এ যে, এতে ইহুদীদের ঐ অর্থ ব্যয়ই বুঝানো উদ্দেশ্য, যে তারা তাদের আ'লিম ও নেতৃবৃন্দের জন্য করতো। অন্য এক অভিমত হলো এ যে, এ'তে কাফিরদের সব রকমের অর্থ ব্যয় এবং দান-দক্ষিণাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ'তে লোক দেখানো খরচের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যয় হয়ত পার্থিব স্বার্থে কিংবা পরকালীন স্বার্থেই হয়ে থাকে। যদি নিছক পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্যই হয়, তবে পরকালে এর দ্বারাই কি উপকার হবে? আর রিয়াকারের তো পরকালীন লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন উদ্দেশ্যই থাকেনা।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭ঃ সেটারই দৃষ্টান্ত, যা তারা এ পার্থিব জীবনে (২১৪) ব্যয় করে, ঐ বায়ুর ন্যায়, যার মধ্যে তুষার থাকে, তা এমন এক গোত্রের ক্ষেতের উপর বর্ষিত হয়েছে, যারা নিজেদের ক্ষতিসাধণ করতো। তখন তা (সেই বায়ু) সেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে (২১৫) এবং আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করেননি। হ্যাঁ তারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে থাকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮ঃ হে ঈমানদারগণ! (আপন লোকদের ব্যতীত) অপর লোকদেরকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা (২১৬)। তারা তোমাদের ক্ষতিসাধনে কোনরূপ ত্রুটি করেনা। তাদের কামনা হচ্ছে- যত কষ্টই আছে তোমাদের নিকট পৌঁছুক। শত্রুতা তাদের কথাবার্তা থেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে (২১৭) এবং তারা যা অন্তরে গোপন রেখেছে তা আরো জঘণ্য। আমি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দিয়েছি যদি তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকে (২১৮)।

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١١٩﴾

১১৯ঃ ওহে, তোমরা শুনছো! তোমরা তো তাদেরকে চাও (২১৯), অথচ তারা তোমাদেরকে চায়না (২২০) এবং অবস্থা এ যে, তোমরা সব কিতাবের উপর ঈমান এনে থাকো (২২১)। আর তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি (২২২)।' আর যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের উপর আক্রোশে আঙ্গুল চিবায়। আপনি বলে দিন, 'মরে যাও নিজেদের আক্রোশে (২২৩)?' আল্লাহ্ ভালোই জানেন অন্তরগুলোর কথা।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۫

১২০ঃ যদি তোমাদের কোন কল্যাণ সাধিত হয় তবে তাদের খারাপ লাগে (২২৪)

তার 'আমল' (কর্ম) শুধু লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। এ ধরণের আমলের পরকালে কি উপকার হবে? আর কাফিরদের সমস্ত 'আমল' বিফল হবে। তারা যদিও আখিরাতে লাভবান হবার উদ্দেশ্যেঃ খরচ করে থাকে তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবেনা। তাদের জন্য সেই উদাহরণই যথার্থ, যা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

টীকা-২১৫ঃ অর্থাৎ যেভাবে বরফ বর্ষণকারী বায়ু ক্ষেত-খামার নষ্ট করে দেয়, অনুরূপভাবে, কুফর সৎপথে ব্যয়কেও নিষ্ফল করে দেয়।

টীকা-২১৬ঃ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা, ভালবাসার সম্পর্ক রেখোনা। তারা নির্ভরযোগ্য নয়।

শানে নুযূলঃ কোন কোন মুসলমান ইহুদীদের সাথে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব এবং প্রতিবেশী ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে মেলামেশা করতেন। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মাসআলাঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি রাখা এবং তাদেরকে স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ।

টীকা-২১৭ঃ ক্রোধ ও শত্রুতা

টীকা-২১৮ঃ কাজেই, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা।

টীকা-২১৯ঃ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে,

টীকা-২২০ঃ এবং ধর্মীয় বিরোধিতার ভিত্তিতে তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

টীকা-২২১ঃ এবং তারা তোমাদের কিতাব (কুরআন) এর উপর ঈমান রাখেনা।

টীকা-২২২ঃ এটা মুনাফিক্বদের অবস্থা।

টীকা-২২৩ঃ কবি বলেন

بمیر تا برہی اے حسود کیں رنجیست

* کہ از مشقت اوجز بمرگ نتواں رست

অর্থাৎ "হে হিংসাপরায়ণ! তুমি মরে যাও, তবেই নিস্তার পাবে। কারণ, হিংসা এমন এক দুঃখ যে, সেটার কষ্ট থেকে মৃত্যু ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই।"

টীকা-২২৪ঃ এবং এর উপর তারা দুঃখিত হয়,

টীকা-২২৫ঃ এবং তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখো,
মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য ও পরহেয্‌গারী অতীব ফলপ্রসূ।
টীকা-২২৬ঃ মাদীনা তৈয়্যবায়, উহুদের উদ্দেশ্যে
টীকা-২২৭ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হলো- এটা উহুদ যুদ্ধের বিবরণ, যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ
বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় কাফিরদের অন্তরে বড় দুঃখ ছিলো। এ জন্য তারা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে অভিযান পরিচালনা করলো। যখন রাসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) সংবাদ পেলেন যে, কাফির সৈন্য বাহিনী উহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়েছে, তখন তিনি স্বীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এ পরামর্শে আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূলকেও ডাকা হয়েছিলো। তাকে ইতিপূর্বে কখনো কোন পরামর্শের জন্য ডাকা হয়নি। অধিকাংশ 'আনসার' এবং এই আ'বদুল্লাহ্‌র এ প্রস্তাব ছিলো যেন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) মাদীনা তৈয়্যিবাতেই অবস্থান করেন। আর যখন কাফিরগণ এখানে আসবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হবে। এটাই নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু কোন কোন সাহাবীর প্রস্তাব এ ছিলো যে, মাদীনা তৈয়্যিবাহ্ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হোক। আর তাঁরা বার বারই এ প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে তাশরীফ আনয়ন করলেন। এখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে দেখে ঐ সাহাবীগণ লজ্জিত হলেন এবং তাঁরা আরয করলেন, "হুযূর, আপনাকে পরামর্শ দেয়া এবং সেটার বারংবার অবতারণা করা আমাদের গলদই ছিলো। এটা ক্ষমা করুন আর যা আপনার বরকতময় মর্জি হয় তাই করুন।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "যুদ্ধের জন্য অস্ত্র--সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের পূর্বেই তা খুলে ফেলা কোন নাবীর জন্য শোভা পায়না।"
মুশরিকগণ উহুদের ময়দানে বুধবার অথবা বৃহস্পতিবার এসে পৌঁছেছিলো। আর রাসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) জুমু'আহ্‌র দিন জুমু'আর নামাযের পর এক আনসারীর জানাযার নামায পড়ে রওয়ানা হলেন এবং তৃতীয় হিজরীর পনেরই শাওয়াল রোববার সেখানে অবতরণ করলেন। আর একটা গিরিপথ যা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর পেছনে ছিলো, সেদিক থেকে এ আশংকা ছিলো যে, শত্রুরা পেছনের দিক থেকে এসে যে কোন মুহূর্তে হামলা করতে পারে। এ জন্য হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ির (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে পঞ্চাশজন তীরান্দাজসহ সেখানে নিযুক্ত করলেন। আর নির্দেশ দিলেন, যদি শত্রুরা সেদিক থেকে হামলা করে তবে যেন তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত করা হয়। আরো নির্দেশ দিলেন যেন কোন অবস্থাতেই এখান থেকে না হটেন এবং সেস্থানও পরিত্যাগ না করেন- বিজয় হোক কিংবা পরাজয়।

সূরাঃ ৩ আল-ই-ইমরান	১৩৬	মানযিল-১	পারাঃ ৪
আর তোমাদের ক্ষতি সাধিত হলে তারা তাতে খুশী হয় এবং যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেযগারী অবলম্বন করে থাকো (২২৫) তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌র আয়াত্বে রয়েছে।	وَاِنۡ تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٌ يَّفۡرَحُوۡا بِهَا ؕ وَاِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَتَتَّقُوۡا لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ ﴿۱۲۰﴾		
রুকূ-১৩			
১২১ঃ এবং স্মরণ করুন হে মাহ্‌বুব! যখন আপনি প্রত্যূষে (২২৬) আপনার বাসস্থান থেকে বের হয়েছিলেন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের মোর্চাসমূহে সজ্জিত করার নিমিত্তে (২২৭) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।	وَاِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ اَهۡلِكَ تُبَوِّئُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ مَقَاعِدَ لِلۡقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱۲۱﴾		

আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক্ব), যে মাদীনা শরীফে অবস্থান করেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলো, স্বীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার কারণে ক্ষুব্ধ হলো এবং বলতে লাগলো, "হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) অল্পবয়স্ক যুবকদের কথা গ্রহণ করলেন, কিন্তু আমার পরামর্শের প্রতি কর্ণপাতই করেননি।" এ আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর সাথে তিনশ মুনাফিক্ব ছিলো। তাদেরকে সে বললো, "যখন শত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের মুখোমুখি হয়, তখনই তোমরা পলায়ন করবে, যাতে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমাদের দেখাদেখি অন্যান্যরাও পলায়ন করে।"
মুসলিম সৈন্যদের মোট সংখ্যা, ঐ মুনাফিক্বগণসহ এক হাজার ছিলো। পক্ষান্তরে, মুশরিকদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তার তিনশ' মুনাফিক্ব অনুসারীদের নিয়ে পলায়ন করলো। কিন্তু হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর অবশিষ্ট সাতশ সাহাবী তাঁরই সাথে রয়ে গেলেন। আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁদেরকে অবিচল রাখলেন। শেষ পর্যন্ত মুশরিকগণ পরাজিত হলো।
তখন সাহাবীগণ পলায়নরত মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) যেখানে তাঁদেরকে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে স্থির থাকেননি। তখন আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁদেরকে একথা দেখিয়ে দিলেন যে, বদর-যুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার বরকতেই বিজয় লাভ হয়েছিলো। এখানে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করার ফল এটাই হলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى মুশরিকদের অন্তর থেকে আতঙ্ক ও ভয়ভীতি দূর করে দিলেন এবং তারা পুনরায় পাল্টা আক্রমন চালালো। ফলে মুসলমানগণ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন।
রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সঙ্গে একটা দল থেকে যান, যাঁদের মধ্যে ছিলেন- হযরত আবূ বকর, হযরত আ'লী, হযরত তালহা এবং হযরত সা'আদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ)। এ যুদ্ধে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিলো এবং পবিত্র

চেহারা মুবারকে যখম হয়েছিলো। এ সম্পর্কেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

১২২ঃ যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের ইচ্ছা হলো যে, তারা ভীরুতা প্রদর্শন করবে (২২৮) এবং আল্লাহ্ উভয়ের সামালদাতা। আর আল্লাহ্র উপরই মুসলমানদের ভরসা থাকা চাই।

১২৩ঃ এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা সম্পূর্ণ হীনবল ছিলে (২২৯)। সুতরাং তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১২৪ঃ যখন, হে মাহ্বুব! আপনি মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য কি এ কথা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তিন হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করে?'

১২৫ঃ হাঁ। কেন হবেনা! 'যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেযগারী অবলম্বন করো এবং কাফির ঐ মুহূর্তেই তোমাদের হামলা করে বসে তখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার চিহ্নধারী ফিরিশতা প্রেরণ করবেন (২৩০)।

১২৬ঃ এবং এ বিজয় আল্লাহ্ দান করেননি, কিন্তু তোমাদের খুশীর জন্যই এবং এ জন্যই যে, তা দ্বারা তোমাদের অন্তরে শান্তনা পাবে (২৩১) এবং সাহায্য নেই, কিন্তু পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট থেকেই (২৩২)।

১২৭ঃ এ জন্য যে, কাফিরদের একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করবেন (২৩৩) অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, যাতে (তারা) নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

১২৮ঃ এ বিষয় আপনার হাতে নয়- হয়ত তিনি তাদেরকে তাওবার শক্তি দেবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী।

১২৯ঃ এবং আল্লাহ্র জন্য যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

রুকূ-১৪

১৩০ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা (২৩৪) এবং আল্লাহকে ভয় করো এ আশায় যে, তোমাদের সাফল্য অর্জিত হবে?।

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا ۙ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

টীকা-২২৮ঃ এ দু'দলই আনসারদের মধ্য থেকে ছিলো- একঃ বানী সাল্মাহ 'খায্রাজ' থেকে এবং দুইঃ বানী হারিসাহ্ 'আউস' থেকে। এ দু'দলই ছিলো মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দু'বাহু স্বরূপ। যখন আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক্) পলায়ন করেছিলো তখন তাঁরাও (আউস ও খায্রাজ) ফিরে যেতে মনস্থ করেছিলেন। আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তাঁদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ) এর সাথেই অটল ছিলেন। এখানে এ অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২২৯ঃ তোমাদের সংখ্যা কম ছিলো। তোমাদের নিকট হাতিয়ার এবং সাওয়ারীও কম ছিলো।

টীকা-২৩০ঃ সুতরাং মু'মিনগণ বদর যুদ্ধের দিন ধৈর্য ও পরহেয্গারীরর সাথে কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্ تَعَالٰى এর ওয়াদা অনুযায়ী পাঁচ হাজার ফিরিশতা সাহায্যরূপে পাঠিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের বিজয় ও কাফিরদের পরাজয় হয়েছিলো।

টীকা-২৩১ঃ এবং শত্রুদের আধিক্য ও নিজেদের স্বল্পতার দরুন দুঃখ ও অস্থিরতা আসবেনা

টীকা-২৩২ঃ কাজেই, সমস্ত উপায়-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ্ تَعَالٰى এর প্রতিই দৃষ্টি রাখা এবং তাঁরই উপর নির্ভর করা উচিত।

টীকা-২৩৩ঃ এ ভাবে যে, তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হবে ও গ্রেফতার হবে: যেমন বদরের যুদ্ধে এ ধরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-২৩৪ঃ মাস্আলাঃ এ পবিত্র আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই চড়া হারের উপর তিরস্কার সহকারে, যা সেই যামানায় প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যেতো এবং কর্জ গ্রহিতার নিকট কর্জ পরিশোধ করার কোন উপায় থাকতো না, তখন মহাজন কর্জের অর্থ বৃদ্ধি করে মেয়াদ বাড়িয়ে দিতো। আর এরূপ বার বারই করতো, যেমন এ দেশের সুদখোরেরাও করে থাকে এবং এ ধরণের সুদপ্রথাকে 'চক্রবৃদ্ধি' সুদ বলা হয়।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, ‘গুনাহ্ কাবীরাহ্’ এর কারণে মানুষ ঈমান বহির্ভূত হয়না।

টীকা-২৩৫ঃ হযরত আ’বদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে ঈমানদারদেরকে এ মর্মে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে যে, সুদ ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোকে যেন হালাল জ্ঞান না করে। কেননা, অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞান করা কুফর।

টীকা-২৩৬ঃ কারণ, রসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্যের শামিল এবং রসূলের নির্দেশ অমান্যকারী আল্লাহ্র আনুগত্যকারী হতে পারেনা।

টীকা-২৩৭ঃ তাওবা ও ফরযসমূহের সম্পাদন এবং আনুগত্য ও আমলের নিষ্ঠা অবলম্বন করে

টীকা-২৩৮ঃ এটা জান্নাতের বিস্তৃতির বর্ণনা, এমনিভাবেই যেন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। কেননা, তারা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বস্তু যা দেখেছে, সেটা আসমান ও যমীনই। এ থেকে তারা অনুমান করতে পারে যে, যদি আসমান ও যমীনকে স্তর স্তর ও ভাঁজ ভাঁজ করে জোড়া দেয়া যায় এবং সব ক’টিকে একটা মাত্র ভাঁজ করা হয়, তবে তা থেকে জান্নাতের বিস্তৃতি অনুমান করা যায় যে, জান্নাত কতই প্রশস্ত।

বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াস হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে লিখেছিলেন, “যখন জান্নাতের এ প্রশস্ততা যে, আসমান ও যমীন সেটার বিস্তৃতির মধ্যে এসে যায়, তখন দোযখ কোথায় রয়েছে?” হুযূর আক্বদাস জবাবে বলেছিলেন, “সুবহানাল্লাহ্! যখন দিন আসে রাত কোথায় থাকে?” এ ভাষা অলংকার সমৃদ্ধ উক্তির অর্থ অতি সুক্ষ্ম। প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে- সৌর চক্রের কারণে পৃথিবীর এক প্রান্তে যখন দিন হয়, তখন তার বিপরীত প্রান্তে রাত হয়।
অনুরূপভাবে, জান্নাত উপরের প্রান্তে এবং দোযখ হচ্ছে নিম্নপ্রান্তে। ইহুদীগণ এ প্রশ্নটা হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে করেছিলো। তিনিও এ জবাবটাই দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে তারা বলেছিলো যে, তাওরীতেও অনুরূপভাবে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, আল্লাহর ক্বুদরত ও ইচ্ছার মধ্যে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি যে বস্তুকে যেখানে চান স্থাপন করেন। এটা মানুষের সংকীর্ণতা যে, কোন জিনিসের প্রশস্ততা দেখে অবাক হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞাসা করতে থাকে- ‘এমন বিরাটাকার বস্তু কোথায় সামলাবেন?’
হযরত আনাস ইবনে মালিক (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো- “জান্নাত কি আসমানে, না যমীনে?” বললেন, “সেই কোন্ যমীন ও আসমান আছে, যাতে জান্নাতের সংকুলান হবে?” আরয করা হলো, “তবে কোথায়?” বললেন, “আসমানগুলোর উপরে, আরশের নীচে।”

সূরাঃ ৩ আল-ই-ইমরান	১৩৮	মানযিল-১	পারাঃ ৪

অনুবাদ	আয়াত
১৩১ঃ এবং ঐ আগুন থেকে বাঁচো, যা কাফিরদের জন্যই তৈরি রাখা হয়েছে (২৩৫)।	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝١٣١
১৩২ঃ এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকো (২৩৬) এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٣٢
১৩৩ঃ এবং (তোমরা) দ্রুত অগ্রসর হও (২৩৭) স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন বেহেশেতের প্রতি যার প্রশস্ততায় সমস্ত আসমান ও যমীন এসে যায় (২৩৮), যা পরহেয্গারদের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে (২৩৯)	وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝١٣٣
১৩৪ঃ ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে সুখে ও দুঃখে (২৪০) এবং ক্রোধ-সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লহ্র প্রিয়।	الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٣٤
১৩৫ঃ এবং ঐসব লোক, যখন (তাদের) কেউ অশ্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুম করে (২৪১) তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে স্বীয় গুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করে (২৪২), এবং আল্লাহ্ ব্যতীত গুনাহ্ কে ক্ষমা করবে? আর তারা জেনেবুঝে নিজেদেরকে কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃপুনঃ অগ্রসর হয়না।	وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝١٣٥

টীকা-২৩৯ঃ এ আয়াত এবং এর পূর্বেকার আয়াত- "وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ" থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্নাত ও দোযখ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মওজুদ রয়েছে।

টীকা-২৪০ঃ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ব্যয় করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা ব্যয় করো, তবে তা তোমাদের উপরও ব্যয় করা হবে।” অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দান করো, ফলে তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে অর্জন করবে।”

টীকা-২৪১ঃ অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন ‘কাবীরাহ্’ কিংবা ‘সগীরাহ্’ গুনাহ্ সংঘটিত হয়,

টীকা-২৪২ঃ এবং তাওবা করবে ও গুণাহ্ থেকে বিরত থাকবে এবং ভবিষ্যতের জন্য তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে, যেহেতু এগুলো হলো তাওবা কবুল হবার পূর্বশর্তাদির অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-২৪৩ঃ শানে নুযূলঃ তায়হান নামক খোরমা (খেজুর) বিক্রেতার নিকট এক সুন্দরী মহিলা খোরমা খরিদ করার জন্য এসেছিলো। সে বললো, "এ খোরমাগুলো তো ভালো নয়, উৎকৃষ্ট খোরমা ঘরের ভিতর মওজুদ আছে।" এ অজুহাতে তাকে (মহিলা) লোকটি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলো এবং জড়িয়ে ধরে মুখে চুম্বন করলো। মহিলাটি বললো, "আল্লাহকে ভয় করো। এ কথা শুনতেই লোকটা তাকে ছেড়ে দিলো এবং লজ্জিত হলো। আর বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমাহ্ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে-এক আনসারী এবং এক সাক্বাফী (বনূ সাক্বীফ গোত্রের লোক) এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো। তাঁরা একে অপরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। সাক্বাফী জিহাদে গিয়েছিলেন আর স্বীয় বাড়ী ঘরের দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁর আনসারী ভাইকে সোপর্দ করেছিলেন। একদিন আনসারী মাংস নিয়ে আসলো। সাক্বাফীর স্ত্রী যখন মাংস লওয়ার জন্য হাত বাড়ালো, তখন আনসারী তার হাতে চুমু দিলো। কিন্তু চুমু দেয়া মাত্রই তার বড় লজ্জা ও অনুশোচনা হলো এবং সে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। স্বীয় মাথায় মাটি নিক্ষেপ করলো, স্বীয় মুখমন্ডলের উপর চড় মারতে লাগলো। যখন সাক্বাফী জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট আনসারীর কুশলাদি জানতে চাইলেন। সে বললো, "খোদা এ ধরণের ভাই যেন বৃদ্ধি না করেন।" অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলো।

এদিকে আনসারী পাহাড়ে পাহাড়ে ক্রন্দনরত হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করেই ঘুরাফেরা করছিলো। সাক্বাফী তাকে খোঁজ করে বিশ্বকুল সরদার হুযূর পাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে নিয়ে গেলেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

১৩৬ঃ এমন ব্যক্তিবর্গের প্রতিদান হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং (এমন) জান্নাতসমূহ (২৪৩) যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। (তারা) এগুলোর মধ্যে সর্বদা থাকবে এবং সৎকর্মকারীদের জন্য কতোই উত্তম পুরস্কার রয়েছে (২৪৪)।	أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭ঃ তোমাদের পূর্বে কিছু রীতি ব্যবহারের মধ্যে এসেছে (২৪৫)। সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমন করে দেখো- কি পরিণাম হয়েছে অস্বীকারকারীদের (২৪৬)।	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮ঃ এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও পথ-প্রদর্শন এবং পরহেযগারদের জন্য উপদেশ।	هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯ঃ এবং না দুর্বল হও এবং না দুঃখিত হও (২৪৭), তোমরাই বিজয়ী হবে যদি ঈমান রাখো।	وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾
১৪০ঃ যদি তোমাদের নিকট (২৪৮) কোন কষ্ট পৌঁছে, তবে তারাও তো অনুরূপ পেয়েছিলো (২৪৯) এবং এ দিনগুলো হলো এমনই যে, সেগুলোতে আমি মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমিক আবর্তন রেখেছি (২৫০) এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দেবেন ঈমানদারদের (২৫১)। আর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন, এবং আল্লাহ্ ভালবাসেননা অত্যাচারীদেরকে।	اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

টীকা-২৪৪ঃ অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকারকারীদের জন্য উত্তম পরিণতি রয়েছে।

টীকা-২৪৫ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের সাথে, যারা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও এর স্বাদ লাভ করতে গিয়ে নাবী ও রসূলগণের বিরোধিতা করেছিলো। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে বহু অবকাশ দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও সৎপথে আসেনি। সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস ও নির্মূল করে দিলেন।

টীকা-২৪৬ঃ যাতে তোমাদের শিক্ষা লাভ হয়।

টীকা-২৪৭ঃ এর উপর, যা উহুদ যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো,

টীকা-২৪৮ঃ উহুদের যুদ্ধ

টীকা-২৪৯ঃ বদরের যুদ্ধে। এতদ্সত্ত্বেও তারা হীনবল হয়নি এবং মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করেনি। সুতরাং তোমাদেরও হীনবল হওয়া এবং অলসতা করা উচিত হবেনা।

টীকা-২৫০ঃ কখনো এক পক্ষের পালা আসে, কখনো অন্য পক্ষের।

টীকা-২৫১ঃ ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে, যেন তাদেরকে কষ্ট ও অকৃতকার্যতা আপন স্থান থেকে হটাতে না পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত পদে কোন প্রকার স্খলন আসতে না পারে।

টীকা-২৫২ঃ এবং তাদেরকে গুণাহ্ থেকে পবিত্র করবেন।

টীকা-২৫৩ঃ অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি যেসব দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে, সেসব তো মুসলমানদের জন্য শাহাদাত ও গুণাহ্ থেকে পবিত্র করার শামিল। আর মুসলমানরা সেসব কাফিরকে হত্যা করেন, তাতো সেসব কাফিরের জন্য ধ্বংস ও তাদের মূলোৎপাটনই।

টীকা-২৫৪ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কি ধরণের আঘাত বরণ করেন এবং কষ্ট সহ্য করেন। এতে ঐসব ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার রয়েছে যারা উহুদ যুদ্ধের দিনে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা না করে পলায়ন করেছিলো।

টীকা-২৫৫ঃ শানে নুযূলঃ যখন বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদাসমূহ এবং তাঁদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর অসংখ্য পুরস্কার ও দয়ার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন যেসব মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাদের মনে আফসোস হলো এবং তাঁরা এ আরজু ব্যক্ত করলেন- 'আহা! যদি কোন জিহাদে তাঁদের উপস্থিত হবার সুযোগ হতো। তাঁরাই হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে উহুদের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারবার বলেছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَ لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۴۳﴾

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ

১৪১ঃ এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে পরিচ্ছন্ন করবেন (২৫২) আর কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন (২৫৩)

১৪২ঃ (তোমরা) কি এ ধারণায় রয়েছো যে, জান্নাতে চলে যাবে আর এখনো আল্লাহ্ تَعَالٰى তোমাদের গাযীদের পরীক্ষা করেন নি এবং না ধৈর্যশীলদেরকেও পরীক্ষা করেছেন (২৫৪)?

১৪৩ঃ এবং তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে সেটার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (২৫৫)। সুতরাং এখন তো তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তোমাদের সম্মুখে।

রুকূ'-১৫

১৪৪ঃ এবং মুহাম্মাদ তো একজন রসূল (২৫৬)। তাঁর পূর্বে আরো রসূল গত হয়েছেন (২৫৭)। সুতরাং যদি তিনি ইনতিকাল করেন কিংবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? এবং যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দেবেন (২৫৮)।

১৪৫ঃ এবং কেউ আল্লাহর হুকুম ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পারেনা (২৫৯), সবার সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে (২৬০)

টীকা-২৫৬ঃ এবং রসূলগণ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে প্রেরণের উদ্দেশ্যে রিসালাতের প্রচার এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দেয়াই, স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিন বিরাজ করা নয়।

টীকা-২৫৭ঃ এবং তাঁদের অনুসারীরা তাঁদের পর নিজেদের ধর্মের উপর অটল ছিলো। শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধে যখন কাফিরগণ ঘোষণা করলো, "মুহাম্মাদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শহীদ হয়ে গেছেন," আর শয়তান এ মিথ্যা গুজবকে চুতর্দিকে ছড়িয়ে দিলো, তখন সাহাবা কিরাম (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের মধ্যে কিছু লোক পলায়ন করলেন। অতঃপর যখন ঘোষণা করা হলো যে, রসূল কারীম নিরাপদে রয়েছেন, তখন সাহাবা কিরামের একটা দল ফিরে আসলেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদেরকে বিপর্যয়ের জন্য তিরষ্কার করলেন। তাঁরা আরয করলেন, "আমাদের মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন। আপনার শাহাদাতের সংবাদ শুনে আমাদের মন ভেঙ্গে গিয়েছিলো এবং আমরা আর স্থির থাকতে পারিনি।" এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং ইরশাদ হয়েছে যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর পরও উম্মতদের উপর স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করা অপরিহার্যই থেকে যায়। যদিও বাস্তবেও অনুরূপ ঘটতো তবুও হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ধর্মের অনুসরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যকীয় হয়ে থাকতো।

টীকা-২৫৮ঃ যারা ফিরে যায়নি এবং নিজেদের ধর্মের উপর অটল রয়েছে তাঁদের কৃতজ্ঞ বলা হয়েছে। কেননা, তাঁরা স্বীয় অটলতা দ্বারা ইসলামরূপী নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলতেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) হচ্ছেন 'আমীনুশ্ শাকিরীন' (কৃতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমানতদার)।

টীকা-২৫৯ঃ এ'তে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে শত্রুর মুকাবিলায় এ মর্মে সাহস যোগানো হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত মরতে পারে না যদিও সে বিপদসঙ্কুল স্থান ও তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রবেশ করে। আর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন কোন তদ্‌বীরই বাঁচাতে পারেনা।

টীকা-২৬০ঃ এর আগে পরে-হতে পারেনা।

টীকা-২৬১ঃ এবং তার স্বীয় কর্ম ও আনুগত্য দ্বারা দুনিয়া অর্জনই উদ্দেশ্য হয়।
টীকা-২৬২ঃ এ'তে প্রমাণিত হয় যে, নির্ভর নিয়্যতের উপরই। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।
টীকা-২৬৩ঃ প্রত্যেক ঈমানদারের এমনই হওয়া উচিত।

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায় (২৬১), আমি তা থেকে তাকে প্রদান করি এবং যে পরকালের পুরস্কার চায়, আমি তা থেকে তাকে প্রদান করি (২৬২) এবং অবিলম্বে আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দান করবো।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬ঃ এবং কতো নাবীই জিহাদ করেছেন, তাদের সাথে অনেক আল্লাহ্‌ওয়ালা ছিলো। তারা এতে হীনবল হয়ে পড়ে নি ঐসব মুসীবতের দরুন, যেগুলো আল্লাহর পথে তাদের নিকট পৌঁছেছিলো, এবং না দুর্বল হয়েছে এবং না দমিত হয়েছে (২৬৩)। এবং ধৈর্যশীলগণ আল্লাহর নিকট প্রিয়ভাজন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

১৪৭ঃ তারা কিছুই বলতোনা এ প্রার্থনা ব্যতীত (২৬৪), 'হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ্ এবং যেসব সীমালংঘণ আমরা আমাদের কাজের জন্য করেছি (২৬৫) এবং আমাদের পদ অবিচল করো এবং আমাদেরকে এ কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো (২৬৬)।'

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴۸﴾ ع

১৪৮ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার দিয়েছেন (২৪৭) এবং পরকালের সাওয়াবের সৌন্দর্যও (২৬৮), এবং পূণ্যবান লোকেরা আল্লাহর নিকট প্রিয়।

রুকূ-১৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৪৯ঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফিরদের কথামতো চলো (২৬৯), তবে তারা তোমাদেরকে উল্টো পায়ে ফিরিয়ে দেবে (২৭০) অতঃপর (তোমরা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে (২৭১)

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫০ঃ বরং আল্লাহ্ তোমাদের প্রভূ এবং তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

১৫১ঃ অতনিবিলম্বে আমি কাফিরদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করবো (২৭২): কারণ, তারা আল্লাহর (এমন) অংশীদার দাঁড় করিয়েছে যার উপর কোন জ্ঞান অবতীর্ণ করেন নি এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং কতোই নিকৃষ্ট ঠিকানা অন্যায়কারীদের!

টীকা-২৬৪ঃ এবং ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে তাদের মুখ দিয়ে এমন কোন বাক্য বের হয়না, যার মধ্যে ভীতি, দুঃখ এবং অস্থিরতার লক্ষণও প্রকাশ পায়, বরং তাঁরা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকেন এবং প্রার্থনা করেন-

টীকা-২৬৫ঃ অর্থাৎ ছোট ও বড় সব ধরণের গুনাহ্, এতদসত্ত্বেও যে, তাঁরা আল্লাহ্‌ওয়ালা অর্থাৎ পরহিযগার ছিলেন। তবুও গুনাহসমূহকে নিজেদের প্রতি সম্পৃক্ত করা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ এবং 'আবদিয়াত' বা খোদার বান্দাসুলভ আচরণের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-২৬৬ঃ এতে এ মাসআলাটাও জানা গেলো যে, দুআ'র ক্ষেত্রে প্রয়োজনের কথা আরয করার পূর্বে তাওবা ও ইস্তিগফার করা দুআ'র আদবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-২৬৭ঃ অর্থাৎ বিজয় ও সাফল্য।

টীকা-২৬৮ঃ ক্ষমা, জান্নাত এবং প্রাপ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত পুরস্কার ও সম্মান,

টীকা-২৬৯ঃ চাই তারা ইহুদী বা খৃষ্টান হোক, কিংবা মুনাফিক অথবা মুশরিক।

টীকা-২৭০ঃ কুফর এবং বে-দ্বীনীর প্রতি

টীকা-২৭১ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কাফিরদের থেকে আলাদা থাকা, তাদের পরামর্শ মতো কখনো কাজ না করা এবং তাদের কথা মতো না চলা একান্ত অপরিহার্য।

টীকা-২৭২ঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন আবু সুফিয়ান প্রমূখ স্বীয় সৈন্যদল সহ মক্কাভিমুখে রওনা হয়েছিলো তখন তাদের এ জন্যই আফসোস হলো যে, তারা মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, ফিরে গিয়ে তাঁদেরকে সমূলে খতম করে দেবে। যখন এ প্রতিজ্ঞা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হলো, তখনই আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। ফলে, তাদের অন্তরে দারুন ভীতির সৃষ্টি হলো। আর তারা মক্কা মুকার্‌রমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলো। যদিও কারণ তো নির্দিষ্ট ছিলো, কিন্তু সেই আতঙ্ক জগতের সমস্ত কাফিরের অন্তরেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলতঃ দুনিয়ার সমস্ত কাফির মুসলমানদেরকে ভয় করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে, দ্বীন-ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী।

টীকা-২৭৩ঃ উহুদের যুদ্ধে।

টীকা-২৭৪ঃ কাফিরদের বিপর্যয়ের পর হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ির (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর সাথে যেসব তীরান্দাজ ছিলেন, তাঁরা পরস্পর বলতে লাগলেন, "মুশরিকদের বিপর্যয় ঘটেছে। এখন এখানে অবস্থান করে কি করবো? চলো, কিছু গণীমতের মাল অর্জন করার চেষ্টা করি।" কেউ কেউ বললেন, ঘাঁটি ত্যাগ করোনা। রসুল কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন- "তোমরা স্বীয় স্থানেই অটল থাকবে। কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ আসে।" কিন্তু লোকেরা গণীমতের মালের জন্য ছুটে গেলো এবং হযরত ইবনে জুবায়ির (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর সাথে মাত্র দশ জনেরও কম সাহাবী অটল রইলেন।

১৫২ঃ এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেই দেখিয়েছেন যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশক্রমে কাফিরদেরকে হত্যা করছিলে (২৭৩), এমনকি যখন তোমরা ভীরুতা প্রকাশ করেছিলে এবং হুকুমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে (২৭৪) আর আদেশ অমান্য করেছিলে (২৭৫) এরপর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে দেখিয়েছেন তোমাদের আনন্দের বস্তু (২৭৬) তোমাদেরই মধ্যে। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চাইতো (২৭৭) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আখিরাত কামনা করতো (২৭৮), অতঃপর তোমাদের মুখ তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন- তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (২৭৯) এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহশীল।	وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۲﴾
১৫৩ঃ যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না আর অপর দলের মধ্য থেকে আমার রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলেন (২৮০), অতঃপর তোমাদেরকে দুঃখের পরিবর্তে দুঃখ দিয়েছেন (২৮১), আর ক্ষমার বার্তা এ জন্যই শুনিয়েছেন যেন যা হাতছাড়া হয়েছে ও যে বিপদ এসে পড়েছে তজ্জন্য (তোমরা) দুঃখ বোধ না করো এবং তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত।	اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾
১৫৪ঃ অতঃপর তোমাদের প্রতি দুঃখের পর শান্তির নিদ্রা অবতারণ করেছেন (২৮২), যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিলো (২৮৩) এবং অন্য দল (২৮৪) স্বীয় প্রাণ রক্ষার চিন্তায় পড়েছিলো (২৮৫),	ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَاۤئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَاۤئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ

টীকা-২৭৫ঃ অর্থাৎ ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিলে এবং গণীমতের মাল অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে।

টীকা-২৭৬ঃ অর্থাৎ কাফিরদের বিপর্যয়।

টীকা-২৭৭ঃ যারা ঘাঁটি ছেড়ে গণীমতের মাল অর্জন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলো।

টীকা-২৭৮ঃ যারা তাঁদের আমীর আ'বদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ির (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর সাথে স্ব স্ব স্থানে অটল থেকে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন:

টীকা-২৭৯ঃ এবং যেন বিপদে তোমাদের ধৈর্যশীল ও অটল থাকার পরীক্ষা হয়ে যায়।

টীকা-২৮০ঃ এ বলে, "হে আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে এসো।"

টীকা-২৮১ঃ অর্থাৎ তোমরা রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশের বিপরীত কাজ করে তাঁকে যেই দুঃখ দিয়েছিলে তার পরিবর্তে তোমাদেরকে বিপর্যয়ের গ্লানি ভোগ করান।

টীকা-২৮২ঃ যে আতঙ্ক ও ভয় তাঁদের অন্তরে ছিলো তা আল্লাহ্ تَعَالٰی দূরীভূত করেছিলেন এবং নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে তাঁদের প্রতি নিদ্রা অবতীর্ণ করেন। এমন কি মুসলমানদের চোখে তন্দ্রা এসে গেলো এবং তাঁরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। হযরত আবু তালহা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেন, "উহুদ যুদ্ধের দিন নিদ্রা আমাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলো যে, আমরা যুদ্ধের ময়দানেই ছিলাম, তলোয়ার আমাদের হাত থেকে পড়ে যেতো। আমরা তা তুলে নিতাম অতঃপর আবার পড়ে যেতো।

টীকা-২৮৩ঃ এবং সে দলটি প্রকৃত ঈমানদারদেরই ছিলো

টীকা-২৮৪ঃ যারা মুনাফিক্ব ছিলো

টীকা-২৮৫ঃ এবং তারা ভয়ে বিচলিত ছিলো। আল্লাহ্ تَعَالٰی সেখানে মু'মিনদেরকে মুনাফিক্বদের থেকে এভাবে পৃথক করে দিলেন যে, মু'মিনদের উপরতো নিরপত্তা ও শান্তির নিদ্রা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো আর অন্যদিকে মুনাফিক্বগণ ভয় ও হতাশার মধ্যে নিজেদের প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত ছিলো। মূলত এটা ছিলো এক মহান নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট মু'জিযা।

টীকা-২৮৬ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বদের মনে এ ধারণাই হচ্ছিলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى বিশ্বকুল সরদার হুযূর পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাহায্য করবেন না। অথবা হুযূর কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শহীদ হয়ে গেছেন। কাজেই, এখন তাঁর ধর্ম আর টিকে থাকবেনা।

টীকা-২৮৭ঃ বিজয় ও সাফল্য এবং অদৃষ্টের বিধান-সব তাঁরই হাতে

টীকা-২৮৮ঃ মুনাফিক্বগণ নিজেদের কুফর এবং আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিতে নিজেদের সন্দিহান হওয়া এবং জিহাদে মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করতে আসার জন্য আফসোস করাকে।

ظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجٰهِلِيَّةِ ؕ
يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ
الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا
يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ
شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ
بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ
صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ
مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي
الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا
مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ
حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵۶﴾

আল্লাহ্ সম্পর্কে অমূলক ধারণা করতো (২৮৬) জাহেলিয়াতের ধারণার মতো। তারা বলতো, 'আমাদেরও কি এ কাজে কোনরূপ ইখতিয়ার আছে?' আপনি বলে দিন, 'ইখতিয়ার তো সবই আল্লাহ্‌র (২৮৭)।' (তারা) নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে (২৮৮) যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করেনা। (তারা) বলে, 'যদি আমাদের কোন ইখতিয়ার থাকতো (২৮৯) তবে আমরা এখানে নিহত হতামনা।' আপনি বলে দিন, 'যদি তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে, তবুও যাদের নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তারা স্বীয় নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত বের হয়ে আসতো (২৯০)।' এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা পরীক্ষা করবেন এবং যা কিছু তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (২৯১) তা প্রকাশ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ অন্তরের কথা জানেন (২৯২)।

১৫৫ঃ নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা ফিরে গেছে (২৯৩), যেদিন উভয় পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হয়েছিলো, শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো তাদের কোন কোন কৃতকর্মের কারণে (২৯৪) এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা-পরায়ন, সহনশীল।

রুকূ-১৭

১৫৬ঃ হে ঈমানদারগণ! ঐ কাফিরদের (২৯৫) মতো হয়োনা, যারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছে, যখন তারা সফর কিংবা জিহাদে গেছে (২৯৬) '(তারা) যদি আমাদের নিকট থাকতো তবে না মারা যেতো, এবং না নিহত হতো।' এ জন্যই যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে এর আফসোস (বদ্ধমূল করে) রাখবেন। আর আল্লাহ্ জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান (২৯৭), এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখছেন।

টীকা-২৮৯ঃ এবং আমরা যদি বুঝতে পারতাম তবে আমরা ঘর থেকে বের হতাম না, মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসতাম না এবং আমাদের নেতাও মারা যেতো না। প্রথমোক্ত উক্তির বক্তা হচ্ছে- 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক্ব)' আর এ উক্তির প্রবক্তা হলো- 'মু'আত্তার ইবনে কুশায়র।'

টীকা-২৯০ঃ এবং নিজ নিজ ঘরে বসে থাকা মোটেই ফলপ্রসূ হতো না। কেননা, অদৃষ্টের বিধানের সামনে তদ্‌বীর ও কৌশল অবলম্বন অকেজো।

টীকা-২৯১ঃ খাঁটি বিশ্বাস কিংবা মুনাফিক্বী

টীকা-২৯২ঃ তাঁর নিকট কিছুই গোপন নয় এবং এই পরীক্ষা হলো অন্যান্যদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যই।

টীকা-২৯৩ঃ এবং উহুদের যুদ্ধে পলায়ন করেছে এবং নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে তেরজন কিংবা চৌদ্দজন সাহাবী ব্যতীত কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

টীকা-২৯৪ঃ অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশের বরখেলাফ করে স্বীয় ঘাঁটি ত্যাগ করেছিলো।

টীকা-২৯৫ঃ অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক্ব।

টীকা-২৯৬ঃ এবং সফরে মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা জিহাদে শহীদ হয়ে গেছে।

টীকা-২৯৭ঃ জীবন-মরণ তাঁরই ইখতিয়ারে। তিনি ইচ্ছা করলে মুসাফির এবং গাযীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন এবং (ইচ্ছা করলে) নিরাপদে ঘরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে মৃত্যু প্রদান করেন। সেই মুনাফিক্বদের নিকট বসে থাকা কি কাউকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে? আর জিহাদে গেলেও বা কখন মৃত্যু অনিবার্য হয়? কেউ জিহাদে গিয়ে যদি শহীদও হয় তবে ঐ মৃত্যু ঘরের মৃত্যু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্তম। সুতরাং মুনাফিক্বদের এ উক্তিটা ভিত্তিহীন এবং প্রতারণা করা মাত্র। আর তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের মনে জিহাদের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা, যেমন সামনের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২৯৮ঃ এবং মনে করো, সে ধরণের ঘটনা যদি ঘটেও যায়, যেটার তোমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে,
টীকা-২৯৯ঃ যা আল্লাহ্র পথে মৃত্যুবরণ করলে অর্জিত হয়,
টীকা-৩০০ঃ এখানে 'আ'বদিয়াত' (বান্দা হওয়া) এর স্তর তিনটারই বর্ণনা করা হয়েছেঃ

প্রথম স্তরতো এটাই যে, বান্দা দোযখের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। তখন তাকে দোযখর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। সেটার প্রতি لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ (আল্লাহর ক্ষমা) এ মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।
দ্বিতীয় পর্যায়ের বান্দা তারাই, যারা বেহেশত লাভের আকাংখায় আল্লাহ্র ইবাদত করে। আর সেটার প্রতি (এবং অনুগ্রহ) এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'রহমত'ও জান্নাতের একটা নাম।

১৫৭ঃ এবং নিশ্চয় যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো (২৯৮) তবে আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহ (২৯৯) তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮ঃ এবং যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো কিংবা নিহত হও, তবে আল্লাহ্র দিকে তোমরা উত্থিত হবে (৩০০)।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯ঃ অতঃপর কেমনই আল্লাহ্র কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন (৩০১)। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন (৩০২) তবে নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করুন (৩০৩)। আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন (৩০৪)। এবং যখন কোন কাজের ইচ্ছা পাকাপোক্ত করবেন তখন আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন (৩০৫)। নিঃসন্দেহে, নির্ভরকারীরা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০ঃ যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবেনা (৩০৬) আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে এমন কে আছে, যে এরপর তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ্রই উপর ভরসা থাকা চাই।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

তৃতীয় প্রকারের ঐসব খাঁটি বান্দাই, যাঁরা আল্লাহর ইশকে (অভিভূত হয়ে) এবং তাঁরই পাক যাতের ভালবাসায় (বিভোর হয়ে) তাঁর ইবাদত করেন। আর তাঁদের উদ্দেশ্যে 'আল্লাহর যাত' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাঁদেরকে আল্লাহ্ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিমন্ডলে স্বীয় তাজাল্লী (জ্যোতি) দান করে ধন্য করবেন। সেটার প্রতি لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ (আল্লাহরই দিকে তোমরা উত্থিত হবে) এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।
টীকা-৩০১ঃ এবং আপনার পবিত্র মেজাজে এমনি পর্যায়ের করুণা ও উদারতা, সহানুভূতি ও অনুগ্রহ হয়েছে যে, আপনি উহুদের দিন ক্রোধান্বিত হননি।
টীকা-৩০২ঃ এবং কঠোরতা ও রূঢ়তা সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন,
টীকা-৩০৩ঃ যেন আল্লাহ্ تَعَالٰى ক্ষমা করেন।
টীকা-৩০৪ঃ কেননা, এতে তাদের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে এবং তাদেরকে মর্যাদা প্রদানও। অধিকন্তু, এ উপকারও রয়েছে যে, পরামর্শ করা সুন্নাত হয়ে যাবে এবং উম্মতগণ ভবিষ্যতে এটা দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে থাকবে। مشوره মানে- 'কোন বিষয়ে রায় জিজ্ঞাসা করা।'
মাসআলাঃ এ থেকে ইজতিহাদের বৈধতা এবং 'ক্বিয়াস' শরীয়তের দলীল (حُجَّتٌ) হওয়া প্রমাণিত হলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩০৫ঃ تَوَكُّلْ (তাওয়াক্কুল) মানে হচ্ছে- 'মহামহিম আল্লাহ্ تَعَالٰى এর উপর নির্ভর করা এবং কার্যাদি তাঁরই উপর সোপর্দ করে দেয়া।' উদ্দেশ্য এ যে, সমস্ত কাজের মধ্যে বান্দাদের ভরসা আল্লাহ্র উপরই হওয়া উচিত।
মাসআলাঃ এ'তে বুঝা গেলো যে, 'পরামর্শ করা' তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।
টীকা-৩০৬ঃ এবং আল্লাহ্র সাহায্য সে ব্যক্তিই পায়, যে স্বীয় শক্তিও সামর্থ্যের উপর ভরসা করেনা, (বরং) আল্লাহ্রই শক্তি ও রহমাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকে।

টীকা-৩০৭ঃ কেননা, এটা নাবূয়্যাতের মর্যাদার পরিপন্থী এবং নাবীগণ সবাই 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা এরূপ কিছুতেই সম্ভবপর নয়- না ওহীর মধ্যে, না ওহী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে। আর যে কোন ব্যক্তি কিছু গোপন রাখে তার পরিণামের কথা এ আয়াতের মধ্যে সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে।

টীকা-৩০৮ঃ এবং তাঁরই আনুগত্যে অস্বীকৃতি থেকে বিরত রয়েছে। যেমন (বিরত থাকেন) মুহাজিরগণ, আনসার (সাহাবীগণ) এবং উম্মতের সৎবান্দাগণ।

টীকা-৩০৯ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে, যেমন (অবাধ্য হয়) মুনাফিক ও কাফিররা।

টীকা-৩১০ঃ প্রত্যেকের মর্যাদা এবং স্থান পরস্পর আলাদা- সৎ-এর আলাদা, অসৎ-এর আলাদা।

টীকা-৩১১ঃ مِنَّت (মিন্নাত) মহান অনুগ্রহকে বলা হয় এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে প্রেরণ করা বৃহত্তম নি'মাত। কেননা, সৃষ্টির জন্ম মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা, বুঝশক্তির স্বল্পতা এবং অপরিপূর্ণ বিবেকের উপরই হয়। তখন আল্লাহ্ تَعَالٰى রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করে তাদেরকে গোমরাহী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বদৌলতে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করে মূর্খতা থেকে বের করেছেন আর তাঁরই মাধ্যমে সরল সঠিক পথের দিশা দান করেছেন এবং তাঁরই মাধ্যমে অসংখ্য নি'মাত দান করেছেন।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۶۱﴾

১৬১ঃ এবং কোন নাবীর প্রতি এ ধারণা হতে পারেনা যে, তিনি কিছু গোপন রাখবেন (৩০৭)। এবং যে ব্যক্তি কিছু গোপন রাখবে, সে ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় গোপন করা বস্তু নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেককে তার উপার্জন পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে এবং তাদের উপর যুলুম হবেনা।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۶۲﴾

১৬২ঃ তবে কি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলেছে (৩০৮), সে তারই মতো হবে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে (৩০৯) এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম? এবং তা কতোই নিকৃষ্ট জায়গা প্রত্যাবর্তনের!

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৩ঃ তাঁরা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন স্তরের (৩১০), এবং আল্লাহ্ তাদের কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۶۴﴾

১৬৪ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ হয়েছে (৩১১) মুসলমানদের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে (৩১২) একজন রসূল (৩১৩) প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন (৩১৪) এবং তাদেরকে পবিত্র করেন (৩১৫) আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন (৩১৬) এবং তারা নিশ্চয় এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো (৩১৭)।

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ

১৬৫ঃ যখন তোমাদের নিকট কোন মুসীবত পৌঁছে (৩১৮), অথচ তোমরা এর দ্বিগুণ পৌঁছিয়েছো (৩১৯), তখন কি তোমরা এ কথা বলতে থাকবে যে, 'এটা কোত্থেকে এসেছে (৩২০)'

টীকা-৩১২ঃ অর্থাৎ তাদের অবস্থার উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনকারী এবং তাদের জন্য গৌরব ও আভিজাত্যের কারণ, যাঁর অবস্থাদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, খোদাভীরুতা, সততা, ধর্মপরায়নতা, স্বভাব-চরিত্রের সুন্দর ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তারা ওয়াক্বিফহাল হয়।

টীকা-৩১৩ঃ বিশ্বকুল সরদার শেষনাবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৩১৪ঃ এবং তাঁর মহান কিতাব, প্রশংসিত 'ফুরক্বান' (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ) ক্বুরআন শরীফ তাদেরকে শুনান, অথচ তাদের কান ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) ও আসমানী ওহী শুনেনি।

টীকা-৩১৫ঃ কুফর ও পথভ্রষ্টতা, হারাম ও গুণাহের কার্যাদি সম্পন্ন করা অপছন্দনীয় স্বভাব ও ঘৃণ্য কর্মশক্তি এবং অন্ধকাররূপী প্রবৃত্তিসমূহ থেকে

টীকা-৩১৬ঃ এবং নাফ্‌সের কর্মগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকারের শক্তিতে পূর্ণতা দান করেন।

টীকা-৩১৭ঃ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতোনা এবং মূর্খতা ও অন্ধত্বের মধ্যে নিমগ্ন ছিলো।

টীকা-৩১৮ঃ যেমন উহুদের যুদ্ধে পৌঁছেছিলো। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে সত্তর জন নিহত হয়েছে।

টীকা-৩১৯ঃ বদরের যুদ্ধে। অর্থাৎ তোমরা সত্তর জনকে হত্যা করেছো আর সত্তর জনকে গ্রেফতার করেছো।

টীকা-৩২০ঃ এবং কেন পৌঁছলো, যখন আমরাতো মুসলমানই এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসূল বিরাজমান রয়েছে?

টীকা-৩২১ঃ অর্থাৎ তোমরা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাদীনা তৈয়্যিবাহ্ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারবার অনুরোধ করেছো। অতঃপর সেখানে পৌঁছার পর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও গণীমতের মালের জন্য ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছো। এগুলোই তোমাদের শহীদ হবার এবং বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।

টীকা-৩২২ঃ উহুদের যুদ্ধে

টীকা-৩২৩ঃ মু'মিন এবং মুশরিকদের

টীকা-৩২৪ঃ অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক পরস্পর পৃথক হয়ে গেছে।

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۶۵﴾

(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'সেটা তোমাদের তরফ থেকে এসেছে (৩২১)।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন।

وَمَاۤ اَصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۶۶﴾

১৬৬ঃ এবং ঐ মুসীবত, যা তোমাদের উপর এসেছে (৩২২) যেদিন উভয় সৈন্যদল (৩২৩) পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিলো, তা আল্লাহ্র নির্দেশে ছিলো। আর এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে দিবেন ঈমানদারদের।

وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَقِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَىِٕذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِیْمَانِ ۚ یَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَیْسَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾

১৫৮ঃ এবং এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে দেবেন তাদের, যারা মুনাফিক্ব হয়েছে (৩২৪) এবং তাদেরকে (৩২৫) বলা হয়েছে, 'এসো (৩২৬)। আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো কিংবা শত্রুদেরকে হটিয়ে দাও (৩২৭)।' (তারা) বললো, 'যদি আমরা লড়াই হবে জানতান, তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।' আর সেদিন তারা বাহ্যিক ঈমানের চেয়ে প্রকাশ্য কুফরের অধিকতর নিকটে ছিলো। (তারা) স্বীয় মুখে তাই বলে, যা অন্তরে নেই এবং আল্লাহ্র জানা আছে যা তারা গোপন করছে (৩২৮)।

اَلَّذِیْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৮ঃ তারাই, যারা আপন ভাইদের সম্পর্কে (৩২৯) বলেছে অথচ নিজেরা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলো, 'তারা যদি আমাদের কথা মানতো (৩৩০), তবে নিহত হতোনা।' আপনি বলে দিন,' তবে তোমরা তোমাদের মৃত্যুকে ঠেকাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৩১)।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৬৯ঃ এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে (৩৩২), কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করোনা, বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছে, জীবিকা পায় (৩৩৩)।

টীকা-৩২৫ঃ অর্থাৎ আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সুলূল প্রমূখ মুনাফিক্ব।

টীকা-৩২৬ঃ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করো এবং ধর্মরক্ষার নিমিত্তেই

টীকা-৩২৭ঃ স্বীয় পরিবারবর্গ ও মাল দৌলত রক্ষা করার জন্য।

টীকা-৩২৮ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বী।

টীকা-৩২৯ঃ অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধের শহীদগণ, যাঁরা বংশগতভাবে তাদের ভাই ছিলো। তাঁদের সম্পর্কে আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমূখ মুনাফিক্ব।

টীকা-৩৩০ঃ এবং আল্লাহ্র রসূল এর সাথে জিহাদে না যেতো কিংবা গিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতো

টীকা-৩৩১ঃ বর্ণিত হয় যে, যে দিন মুনাফিক্বগণ একথা বলেছিলো সেদিনই সত্তর জন মুনাফিক্ব মরে গিয়েছিলো।

টীকা-৩৩২ঃ শানে নুযূলঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ আয়াত উহুদ যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আ'ব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের ভাইগণ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের রূহগুলোর জন্য সবুজ পাখীর দেহ কাঠামো দান করেন, তারা বেহেশতের নহরসমূহের উপর উড়ে বেড়ায়, বেহেশতী ফলমূল আহার করে, সোনালী প্রদীপসমূহ, যেগুলো আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে? অবস্থান করে, তারা পানাহার ও অবস্থানের জন্য পবিত্র ও আরামদায়ক ব্যবস্থা লাভ করেছে, তখন তারা বললো, "আমাদের ভাইদেরকে এ খবর কে দেবে যে, আমরা বেহেশতে জীবিত আছি? যাতে তারা বেহেশত অর্জনের ক্ষেত্রে অনাসক্ত না হয় এবং জিহাদের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থাকে।" আল্লাহ্ تَعَالٰى ইরশাদ করেন, "আমি তাদেরকে তোমাদের খবর পৌঁছাবো।" অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন। (আবূ দাউদ শরীফ)।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'রূহগুলো' স্থায়ী, দেহ বিলীন হওয়ার সাথে রূহ বিলীণ হয়না।

টীকা-৩৩৩ঃ এবং জীবিতদের ন্যায় পানাহার করে, আরাম উপভোগ করে। আয়াতের বাচনভঙ্গী এ কথাই প্রমাণ করে যে, জীবন 'রূহ' এবং 'শরীর' উভয়ের জন্যই হয়। আ'লিমগণ বলেছেন যে, শহীদদের দেহ তাঁদের কবরে সংরক্ষিত থাকে। মাটি সেগুলোর কোন ক্ষতি করেনা এবং সাহাবা কিরাম ও তাঁদের

পরবর্তী যুগে বহু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যখনই কোন শহীদের কবর খুলে গেছে তখন তাঁদের দেহ অবিকল তরুতাজাই পাওয়া গেছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৩৩৪ঃ অনুগ্রহ, মর্যাদা, পুরস্কার, কল্যাণ এবং মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন, স্বীয় নৈকট্য দান করেছেন, বেহেশতের জীবিকা ও এর নি'মাতসমূহ দান করেছেন এবং ঐসব মর্যাদা অর্জন করার জন্য শাহাদাত বরণের তৌফিক দিয়েছেন।

টীকা-৩৩৫ঃ এবং পৃথিবীতে তারা ঈমান ও পরহেযগারীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যখন শহীদ হবে, তখন তাদের সাথে মিলিত হবে এবং রোজ-ক্বিয়ামতে নিরাপদে ও শান্তি সহকারে উঠানো হবে।

টীকা-৩৩৬ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "খোদার পথে যার শরীরে যখম লেগেছে, সে ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপই উত্থিত হবে, যেমন তার শরীরে যখম লাগার সময়ে ছিলো। তার রক্তে মেশকের সুগন্ধ থাকবে, অথচ রং হবে রক্তের।" তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, শহীদ হওয়ার সময় শহীদগণ কতলের কষ্ট অনুভব করেন না। অবশ্য শুধু এতটুকুই অনুভব করে যেমন কেউ তাঁদেরকে আঁচড় দিয়েছে।

১৭০. তারা উৎফুল্ল এরই উপর, যা আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহক্রমে দান করেছেন (৩৩৪) এবং আনন্দ উদযাপন করেছে তাদের পরবর্তীদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি (৩৩৫), এ কারণে যে, তাদের না কোন আশংকা আছে এবং না কোন দুঃখ।

১৭১. তারা আনন্দ উদযাপন করে আল্লাহর নি'মাত ও অনুগ্রহের উপর এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না (৩৩৬)।

রুকূ'-১৮

১৭২. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে হাযির হয়েছে এরপর যে, তারা যখমপ্রাপ্ত হয়েছিলো (৩৩৭), তাদের মধ্যেকার নেক্কার ও পরহেযগারদের জন্য মহা সাওয়াব রয়েছে।

১৭৩. ঐসব লোক, যাদেরকে লোকেরা বলেছে (৩৩৮), 'লোকেরা (৩৩৯) তোমাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো।' অতঃপর তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং (তারা) বললো, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' আর (তিনি) কতোই উত্তম কর্মব্যবস্থাপক (৩৪০)।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্জ ব্যতীত শহীদের সব গুনাহ্ মার্জিত হয়ে যাবে।

টীকা-৩৩৭ঃ শানে নুযূলঃ উহুদ-যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের পর যখন আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সাথে 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছলো তখন তাদের আফসোস হলো যে, কেন তারা ফিরে আসলো, মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এলোনা। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পুনর্গমনের ইচ্ছা করলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধবনের জন্য রওনা দেবার ঘোষণা করলেন। সাহাবা কিরামের একটা দল, যাঁরা সংখ্যায় সত্তরজন ছিলেন এবং যাঁরা উহুদের যুদ্ধে সমূহ যখম দ্বারা জর্জরিত ছিলেন, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে হাযির হলেন। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এ দলটিকে সাথে নিয়ে আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বের হয়ে গেলেন।

যখন হুযূর 'হামরা-আল্-আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন, যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত, সেখানে জানতে পারলেন যে, মুশরিকগণ আতংকিত ও ভীত হয়ে পালিয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৩৮ঃ অর্থাৎ না'ঈম ইবনে মাস'উদ আশ্জা'ঈ

টীকা-৩৩৯ঃ অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান প্রমূখ মুশরিক।

টীকা-৩৪০ঃ শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের অবস্থায় আবূ সুফিয়ান বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বললো, "আগামী বছর আপনার সাথে আমাদের বদর প্রান্তরে যুদ্ধ হবে।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তার উত্তরে ঘোষণা করলেন, "ইনশাআল্লাহ।" যখন সেই সময় আসলো এবং আবূ সুফিয়ান মক্কাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলো, তখন আল্লাহ্ تَعَالٰى তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন এবং তারা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

ইত্যবসরে, না'ঈম ইবনে মাস'উদ আশ্জা'ঈর সাথে আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হলো। সে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে (মক্কা শরীফে) গিয়েছিলো। আবূ সুফিয়ান

তাকে বললো, “হে না‘ঈম! এ সময় বদর প্রান্তরে আমার সাথে হযরত মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে। কিন্তু এখন আমার এটাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আমি যুদ্ধে যাবো না, বরং ফিরে যাবো। তুমি মাদীনায় যাও এবং কলা-কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখো। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো।”
না‘ঈম মাদীনা শরীফে পৌঁছে দেখলো যে, মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সে তাদেরকে বলতে লাগলো, “তোমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্ছো। মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যদল জামায়েত করেছে, আল্লাহর শপথ তোমাদের মধ্য থেকে একজনও ফিরে আসবেনা।" বিশ্বকুল সরদার এরশাদ করলেন, “খোদার শফথ, আমি অবশ্যই যাবো যদিও আমার সাথে কেউই না থাকে।” অতঃপর হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সত্তরজন আরোহী সঙ্গে নিয়ে, "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" (অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কর্মব্যবস্থাপক) বলে রওনা দিয়ে বদর প্রান্তরে পৌঁছেলেন। সেখানে আট রাত অবস্থান করলেন। ব্যবসার সামগ্রী সাথে ছিলো, সেগুলো বিক্রি করলেন। খুব লাভ হল এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিরাপদে ও প্রচুর অর্থ-সম্পদ সহকারে মাদীনা তৈয়্যিবায় ফিরে আসলেন। যুদ্ধ হয়নি। কারণ, আবু সুফিয়ান ও মক্কাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মক্কা শরীফে ফিরে গিয়েছিলো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۷۴﴾

১৭৪ঃ অতঃপর তারা ফিরে গেলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণাক্রমে(৩৪১) যে, তাদেরকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর চলেছে(৩৪২)। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল (৩৪৩)।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

১৭৫ঃ তারাতো শয়তানই যে, আপন বন্ধুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে (৩৪৪)। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না (২৪৫) এবং আমাকেই ভয় করো যদি ঈমান রাখো (৩৪৬)।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾

১৭৬ঃ হে মাহবুব! অপনি তাদের জন্য কোন দুঃখ করবেন না যারা কুফরের উপর দৌঁড়াচ্ছে (৩৪৭)। তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ চান যে, পরকালে তাদের জন্যে কোন অংশ রাখবেন না (৩৪৮) আর তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾

১৭৭ঃ নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর ক্রয় করেছে (৩৪৯), তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۷۸﴾

১৭৮ঃ এবং কখনো কাফিরদের এই ধারণায় থাকা উচিত নয় যে, আমি তাদেরকে যেই অবকাশ দিই তা তাদের জন্য কিছু মঙ্গল। আমিতো এজন্যই তাদেরকে অবকাশ দিই যাতে আরও অধিক গুনাহর প্রতি অগ্রসর হয় (৩৫০) এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

টীকা-৩৪১ঃ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে ব্যবসায় লাভ অর্জন করে

টীকা-৩৪২ঃ এবং শত্রুর মোকাবিলার জন্য বীরত্বের সাথে বের হয়েছে এবং জিহাদের সাওয়াব পেয়েছে।

টীকা-৩৪৩ঃ যে, তিনি হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আনুগত্য ও যুদ্ধ প্রস্তুতির তৌফিক দিয়েছেন। আর মুশরিকদের অন্ত রকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছেন। ফলে তারা যুদ্ধ করার সাহস পায়নি এবং রাস্তা থেকে ফিরে গেছে।

টীকা-৩৪৪ঃ এবং মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সংখ্যাধিক্যের ভয় প্রদর্শন করে, যেমন না'ঈম মাসউ'দ আশজা‘ঈ করেছিলো।

টীকা-৩৪৫ঃ অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিকগণ যারা শয়তানের বন্ধু তাদেরকে ভয় করো না

টীকা-৩৪৬ঃ কেননা, ঈমানের দাবী হচ্ছে বান্দাদের অন্তরে শুধু আল্লাহরই ভয় হোক।

টীকা-৩৪৭ঃ চাই তারা কোরাঈশী কাফির হোক অথবা মুনাফিক কিংবা ইহুদীদের নেতৃবৃন্দ অথবা ধর্মত্যাগী। আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য যত সৈন্যই জামায়াত করুক না কেন, কখনো সফলকাম হবে না।

টীকা-৩৪৮ঃ এর মধ্যে ক্বদরিয়া এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় দু'টির খন্ডন রয়েছে এবং আয়াত এরই প্রমাণবহ যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টিই আল্লাহর ইচ্ছার হয়ে থাকে।

টীকা-৩৪৯ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বরা, যারা ঈমানের কালিমা পাঠ করার পর কাফির হয়েছে কিংবা ঐসব লোক, যারা ঈমান গ্রহণের উপর সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাফির রয়ে গেছে এবং ঈমান আনেনি।

টীকা-৩৫০ঃ সত্য থেকে গোঁড়ামীবশতঃ বিরত হয়ে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিরোধিতা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)কে জিজ্ঞাসা করা হলো- কোন ব্যক্তি উত্তম? হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্ম ভাল হয়।” আরয করা হলো, “এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?” ইরশাদ ফরমালেন, “যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্ম হয় মন্দ।”

টীকা-৩৫১ঃ হে ইসলামের কালিমা পাঠকারীরা।
টীকা-৩৫২ঃ অর্থাৎ মুনাফিককে।
টীকা-৩৫৩ঃ নিষ্ঠাবান মু'মিন থেকে। এমনকি আপন প্রিয় নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে এবং মুনাফিক প্রত্যেককে পরস্পর পৃথক করে দেবেন।

শানে নুযূল: রাসূল করীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "সৃষ্টি ও জন্মের পূর্বে যখন আমার উম্মত মাটির আকারে ছিলো তখন তাদেরকে আমার সম্মুখে তাদের দেহাকৃতি সহকারে উপস্থিত করা হয়েছে যেমন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সামনে পেশ করা হয়েছিল আর আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে- কে আমার উপর ঈমান আনবে এবং কে কুফর করবে।" এ সংবাদ যখন মুনাফিক্বদের নিকট পৌঁছলো তখন তারা ঠাট্টার ছলে বললো, "মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ধারণা হচ্ছে- তিনি এটাও জানেন যে, যেসব লোক এখনও জন্ম গ্রহনই করে নি তাদের মধ্যে কে তাঁর উপর ঈমান আনবে, কে কুফর করবে। অথচ আমরা তার সাথে আছি কিন্তু তিনি আমাদেরকে চিনতে পারছেন না।"
এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মিম্বরের উপর দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসার পর ইরশাদ করলেন, " ঐসব লোকের কি অবস্থা, যারা আমার জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনা করছে? আজ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যতকিছু সংঘটিত হবার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে আর আমি তোমাদের সংবাদ দেখতে পারবো না।

১৭৯ঃ আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ অবস্থায় ছাড়বার নন যে অবস্থায় তোমরা রয়েছ (৩৫১) যে পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে (৩৫২) পবিত্র থেকে (৩৫৩) এবং আল্লাহর শান এ নয় যে, হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। তবে আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তাঁর রসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান (৩৫৪)। সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর, এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।

১৮০ঃ এবং যারা কার্পণ্য করে(৩৫৬) ঐ জিনিসের মধ্যে, যা আল্লাহ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে, বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। অদূর ভবিষ্যতে তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছে ক্বিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শৃংখল হবে (৩৫৭)

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ
اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ
الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ
عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ
رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا
فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ
اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ
مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ সাহমী দন্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, আমার পিতা কে?" তিনি এরশাদ ফরমালেন, "হুযাফাহ।" অতঃপর হযরত ওমর (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) দন্ডায়মান হলেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল। আমরা আল্লাহর রবুবিয়াতের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, ইসলাম দ্বীন হবার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, কুরআন ইমাম (পথ-প্রদর্শক) উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, আপনি নাবী হবার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" হুযূর পাক (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "তোমরা কি ফিরে আসবে? তোমরা কি বিরত হবে?" অতঃপর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ تَعَالٰى এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন।
এ হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'ইলমে গায়িব' (অদৃশ্যের জ্ঞান) সম্পর্কে সমালোচনা করা মুনাফিকদেরই ত্বরীকা

টীকা-৩৫৪ঃ সেই নির্বাচিত রসূলগনকে 'ইলমে গায়েব' (অদৃশ্যের জ্ঞান) প্রদান করেন এবং নাবীকুল সরদার হাবীবে খোদা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রসুলগনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ (মর্যাদা সম্পন্ন)। এ আয়াত এবং এটা ব্যতীত আরো অনেক আয়াত এবং হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ تَعَالٰى হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অদৃশ্য বিষয়াদির সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন এবং অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মু'জিযাই।
টীকা-৩৫৫ঃ এবং সত্যায়ন করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার নির্বাচিত রসুলদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত করেছেন।
টীকা-৩৫৬ঃ 'কার্পণ্যের' ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ওলামা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য কর্তব্য) আদায় না করাই হচ্ছে 'কার্পণ্য'। এজন্য কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। সুতরাং এ আয়াতের মধ্যেও একটা হুঁশিয়ারি আসছে। তিরমিযি শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কার্পণ্য এবং অসৎ চরিত্র এ দু'টি স্বভাব ঈমানদারদের মধ্যে একত্রিত হতে পারেন না। অধিকাংশ তাফসিরকারক বলেন, "এখানে কার্পণ্য মানে যাকাত আদায় না করা"
টীকা-৩৫৭ঃ বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে যাকাত আদায় করেননি, ক্বিয়ামতের

দিন সে সম্পদ সাপ হয়ে তাকে শৃঙ্খলের ন্যায় জড়িয়ে ধরবে। আর এ বলে তাকে দংশন করতে থাকবে, “আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভান্ডার।”

টীকা-৩৫৮ঃ তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী। আর সমস্ত সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী। এসবকিছুর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে। অতএব এ ক্ষণস্থায়ী সম্পদের ব্যাপারে কার্পণ্য করা কিংবা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা-৩৫৯ঃ ইহুদীরা আয়াত- "مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً" (যে ব্যক্তি আল্লাহকে সুন্দর কর্জ দেবে........) শুনে বলেছিল মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মা'বুদ আমাদের নিকট কর্জ চাচ্ছেন। কাজেই, আমরা ধনী হলাম, তিনি হলেন অভাবী এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৬০ঃ আমলনামার মধ্যে

এবং আল্লাহই স্বত্বাধিকারী আসমানসমূহ ও যমীনের (৩৫৮) এবং আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত।	وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾
রুকূ'-১৯	
১৮১ঃ নিশ্চয় আল্লাহ শুনেছেন (তাদের উক্তি) যারা বলেছে, “আল্লাহ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত (৩৫৯)। এখন আমি লিখে রাখবো তাদের উক্তি এবং নাবীগনকে তাদের অন্যায় ভাবে শহীদ করার কথাও এবং বলবো ভোগ করে আগুনের শাস্তি।'	لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۱۸۱﴾
১৮২ঃ এটা হচ্ছে বদলা সেটারই, যা তোমাদের হাতগুলো অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর অত্যাচার করেন না।	ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۱۸۲﴾
১৮৩ঃ ঐসব লোক যারা বলে আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যেন আমরা কোন রসূলের ওপর ঈমান না আনি যতক্ষণ না তিনি এমন কুরবানির হুকুম নিয়ে আসেন, যাকে আগুন গ্রাস করে (৩৬২), আপনি বলুন, ‘আমার পূর্বে অনেক রসূল তোমাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশন নিয়ে এসেছেন এবং ঐ হুকুম নিয়ে এসেছেন, যা তোমরা বলেছো। অতঃপর তোমরা কেন তাঁদেরকে শহীদ করেছো যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬৩)?'	الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَاۤ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸۳﴾
১৮৪ঃ অতঃপর হে মাহবুব! যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে তবে আপনার পূর্ববর্তী রসূলগনকে অস্বীকার করা হয়েছে, যারা স্পষ্ট নিদর্শনাদি (৩৬৪), সহীফাসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাব (৩৬৫) নিয়ে এসেছিল।	فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿۱۸۴﴾

টীকা-৩৬১ঃ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে শহীদ করার কথা ‘এ উক্তি'র উপর (واو অব্যয় পদ দ্বারা সংযোজিত) করা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ দু'টি অপরাধেই অতি জঘন্য এবং মন্দ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আর নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী আল্লাহর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়।

টীকা-৩৬২ঃ শানে নুযুল: ইহুদী সম্প্রদায়ের একটা দল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলেছিলো, “আমাদের নিকট থেকে তাওরীতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, যেকোনো রিসালাতের দাবিদার কোন এমন কুরবানির হুকুম আনবেন না, যাকে সাদা আগুন অবতীর্ণ হয়ে গ্রাস করবে, তাঁর ওপর যেন আমরা কখনো ঈমান না আনি।”এ প্রসঙ্গে আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাদের এ নিছক মিথ্যা অপবাদের খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা তাওরীতের মধ্যে এমন শর্তের নাম-গন্ধও নেই। আর প্রকাশ আছে যে, নাবীর সত্যায়নের জন্য মু'জিযাই যথেষ্ট- তা যে কোন মু'জিযাই হোক না কেন। যখন নাবী মু'জিযা দেখান, তখনই তাঁর সত্যতার উপর প্রমাণ স্থির হয়ে যায় এবং তার সত্যায়ন করা এবং তার নাবুয়্যাতকে মান্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এখন দলীল প্রতিষ্ঠার পর, বিশেষ মু'জিযার জিদ ধরা সেই নাবীর সত্যতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর মাত্র।

টীকা-৩৬৩ঃ যখন তোমরা এ নিদর্শন আনয়নকারী নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে শহীদ করেছো এবং তাদের উপর ঈমান আনো নি, তখন প্রমাণিত হলো যে, তোমাদের এ দাবী মিথ্যা।

টীকা-৩৬৪ঃ অর্থাৎ সুস্পষ্ট মু'জিযাদি।

টীকা-৩৬৫ঃ তাওরীত ও ইঞ্জীল।

টীকা-৩৬৬ঃ দুনিয়ার বাস্তবতাকে এ বরকতময় বাক্য খুলে দিয়েছে। মানুষ পার্থিব জীবনের উপর বিমোহিত হয়, এবং সময় সুযোগকে অনর্থক বিনষ্ট করে দেয়। শেষ মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে, তাতে স্থায়িত্ব ছিলো না এবং সেটার প্রতি আসক্ত হওয়া স্থায়ী জীবন ও পরকালীন জিন্দেগর জন্য হিতকর হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়ির (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "দুনিয়া, দুনিয়া প্রত্যাশীদের জন্য ধোকার সামগ্রী। এবং প্রতারণার পুঁজি মাত্র, কিন্তু আখিরাতকামীর জন্য স্থায়ী সম্পদ অর্জনের মাধ্যম এবং মঙ্গলময় পুঁজিই।" এ বিষয়বস্তুটা এ আয়াতের পূর্ববর্তী কতিপয় বাক্য থেকে প্রতিভাত হয়।
টীকা-৩৬৭ঃ হকসমূহ, ফরযাদি, ক্ষতি , বিপদ-আপদ , রোগ, ভয়, হত্যা ও দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি দ্বারা, যাতে মু'মিন এবং বে-ঈমানেরর মধ্যে প্রার্থক্য হয়ে যায়।

১৮৫ঃ প্রতেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের কর্মফল কিয়ামতের দিনে পূর্ণ মাত্রায় মিলবে। যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্য স্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবন তো এ ধোকারই সম্পদ (৩৬৬)
১৮৬ঃ নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের পরীক্ষা হবে তোমাদের ধনৈঃশ্বর্য এবং তোমাদের প্রাণ সমূহের ক্ষেত্রে (৩৬৭)। আর নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (৩৬৮) ও মুশরিকদের থেকে কিছু মন্দ শুনবে এবং তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং বাঁচতে থাকো (৩৬৯), তবে এটা হচ্ছে বড়ই সাহসের কাজ।
১৮৭ঃ এবং স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন তাদের নিকট থেকে, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে (এই মর্মে) যে, 'তোমরা নিশ্চয় সেটা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং গোপন করবেন না (৩৭০)' তারা সেটাকে আপন পৃষ্ঠপেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং সেটার পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করেছে (৩৭১)। সুতরাং এটা কতই মন্দ খরিদ্দারী(৩৭২)।
১৮৮ঃ কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবং চায় যে কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক (৩৭৩), এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে কখনো দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
১৮৯ঃ আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী (৩৭৪) আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۫ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

মুসলমানদেরকে এ সম্বোধন এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফলে ভবিষ্যতে আসবে এমন সব মুসীবত ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।
টীকা-৩৬৮ঃ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ
টীকা-৩৬৯ঃ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা থেকে
টীকা-৩৭০ঃ আল্লাহ تَعَالٰى তাওরীত ও ইঞ্জীলের আলিমদের উপর ওয়াজিব করেছিলেন যেন তারা এ দু'টি কিতাবের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর নবুয়্যাতের প্রমাণবহ যেসব দলিল রয়েছে, সেগুলো মানুষকে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দেয় এবং মোটেই গোপন না করে।
টীকা-৩৭১ঃ এবং ঘুষ নিয়ে হুযূর বিশ্বকূল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর ঐ গুণাবলী গোপন করেছিলো যেগুলো তাওরীত ও ইঞ্জিলের মধ্যে উল্লেখিত ছিলো।
টীকা-৩৭২ঃ 'ইলমে দ্বীন' (ধর্মীয় শিক্ষা) গোপন করা নিষিদ্ধ, হাদীস শরীফে এসেছে যে, যে ব্যক্তিকে, এমন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে কিন্তু সে তা গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।
মাসআলাঃ আলিমদের উপর আপন জ্ঞান দ্বারা অপরের কল্যাণ করা, সত্যকে প্রকাশ করা এবং কোন অসদুদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তা থেকে কিছু গোপন না করা ওয়াজিব।
টীকা-৩৭৩ঃ শানে নুযুল: এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ও পথভ্রষ্ট করে খুশী হয় এবং অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এ কথা পছন্দ করে যে, তাদেরকে জ্ঞানী বলা হোক।
মাসআলাঃ এ আয়াতে হুমকি রয়েছে আত্ম প্রশংসাকারীদের প্রতি এবং তার প্রতিও যে মানুষের নিকট থেকে তার মিথ্যা প্রশংসা চায়। যে ব্যক্তি জ্ঞান ব্যতিরেকেই নিজেকে আলিম হিসেবে প্রদর্শন করতে চায় কিংবা অনুরূপভাবে অন্য কোন অমূলক প্রশংসা নিজের জন্য পছন্দ করে তাদের উচিৎ যেন এটা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে।
টীকা-৩৭৪ঃ এ'তে ঐসব বেয়াদবদের খন্ডন রয়েছে যারা বলেছিলো, "আল্লাহ অভাবগ্রস্ত।"

টীকা-৩৭৫ঃ চিরস্থায়ী, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহনকারী।
টীকা-৩৭৬ঃ যাদের বিবেক কলুষমুক্ত এবং সৃষ্টিকুলের আশ্চর্যপ্রদ ও দুর্লভ বস্তুসমূহের প্রতি, শিক্ষাগ্রহণ ও (স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে) প্রমাণ স্থির করার দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

রুকূ'-২০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯০ঃ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরস্পর পরিবর্তনাদির মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (৩৭৫) বিবেকবানদের জন্য (৩৭৬),

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯১ঃ যারা আল্লাহর স্মরণ করে-দাঁড়িয়ে, বসে এবং করটের উপর শুয়ে (৩৭৭) এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে (৩৭৮), হে প্রতিপালক আমাদের! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি (৩৭৯), পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯২ঃ হে প্রতিপালক আমাদের! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিয়ে যাবে তাকে নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছনা দিয়েছো এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمٰنِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৩ঃ হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা এক আহ্বানকারীকে (এরূপ আহবান করতে) শুনেছি (৩৮০) যিনি ঈমান আনার জন্য আহবান করেন, "আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো।" সুতারাং আমরা ঈমান এনেছি। হে প্রতিপালক আমাদের! সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো (৩৮১)।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪ঃ হে প্রতিপালক আমাদের এবং আমাদের দান করো সেটা (৩৮২) যা তুমি আমাদেরকে প্রদান করার ওয়াদা করেছো আপন রসূলগণের মারফত এবং আমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অপমানিত করো না। নিঃসন্দেহে, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না (৩৮২)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ

১৯৫ঃ অতঃপর তাদের প্রার্থনা কবুল করেছেন তাদের প্রতিপালক (আর বলেন) আমি তোমাদের মধ্যেকার কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পরিশ্রম নিষ্ফল করিনা- সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী। তোমরা পরস্পর এক (৩৮৩)

টীকা-৩৭৭ঃ অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণ করতেন। বান্দার কোন অবস্থা আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি না হওয়া চাই। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি বেহেশতের বাগান সমূহের ফল আহরণ করতে চায় তার জন্য অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত।
টীকা-৩৭৮ঃ এবং তা দ্বারা সেগুলোর স্রষ্টার কুদরত সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে প্রমাণ স্থির করে একথা আরযরত হয় যে,
টীকা-৩৭৯ঃ বরং স্বীয় মা'রিফাতের দলিল স্থির করতো।
টীকা-৩৮০ঃ সেই 'আহবানকারী' দ্বারা নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ই উদ্দেশ্য। যাঁর শানে (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী তাঁরই নির্দেশে) ইরশাদ হয়েছে অথবা কুরআন কারীম (উদ্দেশ্য)
টীকা-৩৮১ঃ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এবং সালিহীন বান্দাদের সাথে এভাবে যে, আমাদেরকে তাদের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক
টীকা-৩৮২ঃ সেই অনুগ্রহ ও দয়া
টীকা-৩৮৩ঃ এবং কর্মসমূহের প্রতিদানের বেলায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই
শানে নুযূলঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) আরয করিলেন, "হে আল্লাহর রসূল, (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْكَ وَسَلَّم)। হিজরতের ক্ষেত্রে নারীদের কোন উল্লেখেই শুনছি না, অর্থাৎ (শুধু) পুরুষদের মর্যাদাসমূহ জানতে পারলাম, কিন্তু এও যেন জানতে পারি যে, নারীরাও হিজরতের ফলে কিছু সাওয়াব পাবে।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তনা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে যে, সাওয়াব বর্তায় আমলের উপরই চাই সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী।

টীকা-৩৮৪ঃ এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতা।

টীকা-৩৮৫ঃ শানে নুযূল: মুসলমানদের একটা দল বললো, "কাফির ও মুশরিক প্রমুখ আল্লাহর শত্রুরা তো আরাম -আয়েশে রয়েছে, অথচ আমরা অর্থাভাব ও দুঃখ-কষ্টে রয়েছি।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ সামান্য ভোগ-সামগ্রী মাত্র। আর পরিনাম হচ্ছে ভয়ংকর।

টীকা-৩৮৬ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর বরকতময় ঘরে হাযির হলে তিনি দেখলেন, সুলতানে কাওনাঈন (উভয় জগতের সম্রাট) একখানা চাটাইর উপর আরাম ফরমাচ্ছেন।

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾

সুতরাং ঐসব লোক যারা হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার রাস্তায় নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও শহীদ হয়েছে, আমি নিশ্চয়ই তাদের সমস্ত পাপ মোচন করবো এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত (৩৮৪) আল্লাহ এর নিকটকার পুরস্কার স্বরূপ এবং আল্লাহ এর নিকট উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৬ঃ হে শ্রোতা! শহরগুলোতে কাফিরদের হেলেদুলে বিচরণ করা কখনো যেন তোমাকে ধোকা না দেয় (৩৮৫)।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۟ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾

১৯৭ঃ সামান্য উপভোগ (মাত্র) অতঃপর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ এবং কতোই নিকৃষ্ট বিছানা।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾

১৯৮ঃ কিন্তু ঐসব লোক যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত সমূহ যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত (তারা) সর্বদা সেগুলোর মধ্যে থাকবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথ্য স্বরূপ এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা সৎকর্মপরায়নদের জন্য সর্বাপেক্ষা শ্রেয় (৩৮৭)।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ

১৯৯ঃ এবং নিশ্চয় কিছু সংখ্যক কিতাবী এমন রয়েছে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং সেটার উপরও, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (৩৮৭)। তাদের অন্তর আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত (৩৮৮), আল্লাহর আয়াতসমূহের পরিবর্তে হীনমূল্য গ্রহণ করে না (৩৮৯)

নারিকেলের আঁশ ভর্তি চামড়ার বালিশ তাঁর শির মোবারকের নিচে শোভা পাচ্ছিল। পবিত্র শরীরের উপর চাটাইর ছাপ পড়েছে। এ অবস্থা দেখে হযরত ফারুকে আ'যম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সৈয়্যদে আলম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! রোমান সম্রাট (কায়সার) ও পারস্য সম্রাট (কিসরা) তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরামে থাকবে আর আপনি আল্লাহর রসূল হয়ে এমতাবস্থায়?" হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "তোমার কি একথা পছন্দনীয় নয় যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত?"

টীকা-৩৮৭ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) বর্ণনা করেন, এ আয়াত হাবশাহর (আবিসিনিয়া) বাদশা নাজ্জাশীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তাঁর ওফাতের দিন, সৈয়্যদে আলম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم) আপন সাহাবীদেরকে বললেন, "চলো এবং আপন ভাইয়ের (জানাযার) নামাজ পড়ো, যে অন্য রাষ্ট্রে ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছে।" হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) 'জান্নাতুল বাক্বী' শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং হাবশাহ-ভূমি (আবিসিনিয়া) তাঁর সামনে হাযির করা হলো। আর নাজ্জাশী বাদশাহর লাশ কফিন তাঁর পবিত্র চোখের সামনে হলো। এর উপর তিনি (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم) চার তাকবীর সহকারে জানাযা নামায আদায় করলেন এবং তাঁর (নাজ্জাশী) মাগফিরাত কামনা করলেন। سبحان الله ! এ কেমন দৃষ্টিশক্তি ! এ কেমন শান। সুদূর হাবশার সরেযমীন হিজায- ভূখণ্ডে চোখের সামনে পেশ করা হচ্ছে।

মুনাফিক্বগণ সমালোচনা করলো আর বলতে লাগলো দেখো। (ইনি) হাবশার খৃষ্টান বাদশাহর উপর জানাযার নামায পড়ছেন যাকে তিনি কখনো দেখেনই নি এবং উনিও তাঁর দ্বীনের উপর ছিলেন না।" এর জবাবে আল্লাহ تَعَالٰی এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন।

টীকা-৩৮৮ঃ অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ এবং নম্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে,

টীকা-৩৮৯ঃ যেমন, ইহুদী নেতবৃন্দ গ্রহণ করে থাকে।

টীকা-৩৯০ঃ আপন দ্বীনের উপর এবং সেটাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে পরিত্যাগ করো না। 'সবর' (ধৈর্য) এর অর্থের ক্ষেত্রে হযরত জুনায়দ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, সবর হচ্ছে, আত্মাকে কোন বিস্বাদ কর্মের উপর অটল রাখা কোনরূপ বিরক্তি ব্যতীরেকেই।"
কোন কোন দার্শনিক বলেছেন সবর তিন প্রকারঃ
(১) অভিযোগ পরিহার করা
(২) অদৃষ্টের লিখনকে সহজে বরণ করা এবং
(৩) একান্ত সন্তুষ্টি।

টীকা-১. 'সূরা নিসা' মদীনা তৈয়্যিবায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একশ সাতাত্তরটি আয়াত, তিন হাজার পঁয়তাল্লিশটি পদ এবং ষোল হাজার ত্রিশটি বর্ণ আছে।
টীকা-২. এ সম্বোধনটা ব্যাপক এত সমস্ত আদম সন্তান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
টীকা-৩. 'মানব-পিতা' (আবুল বাশার) হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে, যাঁকে পিতা-মাতা ব্যতিরেকেই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রারম্ভিক সৃষ্টির বর্ণনা করে আল্লাহর কুদরতের মাহাত্ম বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও দুনিয়ার বিধর্মীরা তাদের বোধশক্তিহীনতা ও বিবেকহীনতাবশতঃ সেটা নিয়ে উপহাস করে, কিন্তু বুঝ ও বোধশক্তিসম্পন্নরা জানেন- এ বিষয়বস্তুটা এমন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, সেটা অস্বীকার করাই অসম্ভব।

আদম শুমারীর হিসাব একথার সন্ধান দেয় যে, আজ থেকে একশ বছর পূর্বে মানুষের সংখ্যা অনেক কম ছিলো এবং আরো একশ বছর পূর্বে আরো কম ছিলো।এভাবে অতীত কালের দিকে যেতে যেতে এ 'কম' সংখ্যা একটা মাত্র সত্তায় গিয়ে দাঁড়াবে।
অথবা এভাবে বলুন, গোত্রসমূহের সংখ্যার আধিক্য একটা মাত্র ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় যেমন 'সায়্যিদ' দুনিয়ায় কোটি কোটি পাওয়া যাবে।কিন্তু অতীতকালের দিকে তাদের শেষ হবে 'সায়্যিদি আলম' (বিশ্বকুল সরদার) (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর একটা মাত্র সত্তার উপর। আর 'বানী ইসরাঈল' যতই অধিকসংখ্যক হোক না কেন, কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্যের প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছে হযরত যা'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর একটা মাত্র সত্তা।এভাবে আরো উপরের দিকে চলতে আরম্ভ করুন। তখন মানবজাতির সমস্ত গোত্র ও সম্প্রদায়ের শেষ একটা মাত্র সত্তার উপর হবে।তাঁর নাম আল্লাহর কিতাবাদিতে 'হযরত আদম' (عَلَيْهِ السَّلَام) বলে উল্লেখিত হয়।
আর এটা সম্ভব নয় যে, সেই এক ব্যক্তি বংশ-বিস্তার সাধারণ নিয়মে সৃষ্ট হবেন। যদি তাঁর জন্য পিতা কল্পনা করা হয় তবে মা কোত্থেকে আসলেন? সুতরাং একথা অনিবার্য হলো যে, তাঁর সৃষ্টি পিতা ও মাতা ব্যতিরেকেই হয়েছে এবং যখন তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি হলেন, তখন নিশ্চয় ঐসব উপাদান থেকে সৃষ্টি হন, যেগুলো তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর উপাদানগুলোর মধ্য থেকে, যে উপাদানে তাঁর বাসস্থান হয় এবং যা ছাড়া তিনি অন্য কিছুর মধ্যে থাকতে পারেন না সেটাই তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে অধিক হারে থাকা অনিবার্য।এ কারণে সৃষ্টি সম্পর্ক সেই উপাদানের করা হবে।
একথা প্রকাশ থাকে যে, বংশ-বিস্তারের সাধারন পদ্ধতি এক ব্যক্তি থেকে জারী হতে পারে না।এখানে তার সাথে আরও একজন হওয়া চাই, যাতে

এরা ঐসব লোক যাদের সাওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, এবং আল্লাহ সহসা হিসাব গ্রহণকারী।	اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾
২০০ঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্য ধারণ করো (৩৯০) ধৈর্যে শত্রুদের চেয়ে এগিয়ে থাকো আর সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এ আশার উপর যে, কৃতকার্য হবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۣ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾ ع

সূরা নিসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নিসা-৪ মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময় (১)	আয়াত-১৭৭, রুকূ-২৪

১ঃ হে মানবজাতি স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন (৩)।	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ

জোড়া হয়ে যায়। আর সেই দ্বিতীয় মানুষ, যে তাঁর পরে সৃষ্টি হবে, হিকমতের দাবি এটাই হয় যে, সেটা সে শরীর থেকে সৃষ্টি করা হবে। কেননা, এক ব্যক্তির সৃষ্টি থেকে একটা 'শ্রেণী' মওজুদ হয়েছে কিন্তু একথা অনিবার্য যে, তাঁর সৃষ্টি প্রথম মানব থেকে বংশ-বিস্তারের সাধারন পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্য কোন পদ্ধতিতে হয়েছে। কেননা বংশ-বিস্তারের সাধারন পদ্ধতি দু'জন ছাড়া সম্ভবপর নয়। আর এখানে হচ্ছেন মাত্র একজন।কাজেই, খোদায়ী হিকমতের মাধ্যমে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর বাম পার্শ্বের হাঁড় তাঁর নিদ্রাকালে বের করে নেয়া হয় এবং তা থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। যেহেতু, হযরত হাওয়া (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) বংশ-বিস্তারের সাধারন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হননি, সেহেতু তিনি (হযরত হাওয়া) হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সন্তান হতে পারে না। ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর নিকটে হযরত হাওয়াকে দেখতে পেয়ে জাতিগত ভালোবাসা তাঁর অন্তরে ঢেউ খেলে যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" তিনি আরয করলেন "স্ত্রী।" বললেন, "কি জন্য সৃষ্টি হয়েছো?" আরয করলেন, "আপনার মনের শান্তির জন্য।" তখন তিনি তাঁর (হযরত হাওয়া) প্রতি আসক্ত হলেন।

টীকা-৪ঃ সেগুলোকে ছিন্ন করোনা। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রিযক এর প্রশস্ততা চায় সে যেন আত্নীয়তা বজায় রাখে এবং নিকটাত্নীয়দের প্রাপ্যসমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

টীকা-৫ঃ শানে নুযূল: এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো। যখন সেই এতিম সাবালক হলো এবং তার ধন-সম্পদ দাবি করলো তখন চাচা তা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালো। এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এটা শুনে সে ব্যক্তি এতিমের সম্পদ তাকে হস্তান্তর করলো এবং বললো, "আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি।"

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وّٰحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ
وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١
وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوٰلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا
الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوٰلَهُمْ
اِلٰۤى اَمْوٰلِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝٢
وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى
فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ

এবং তারই থেকে তার জোড়া (সঙ্গিনী) সৃষ্টি করেছেন আর এ দু'জন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন। এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে যাঞ্ছা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো (৪)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন।

০২ঃ এবং এতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পন করো (৫) এবং পবিত্রের (৬) পরিবর্তে অপবিত্রকে গ্রহণ করো না (৭) আর তাদের ধন-সম্পদ তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। নিঃসন্দেহে এটা মহাপাপ।

০৩ঃ এবং যদি তোমাদের এই আশংকা হয় যে, এতীম মেয়েদের ক্ষেত্রে সুবিচার করবেনা (৮), তবে বিবাহ করে নাও যেসব নারী তোমাদের ভালো লাগে- দুই দুই, তিন তিন, চার চার (৯)

টীকা-৬ঃ অর্থাৎ স্বীয় হালাল সম্পদ।

টীকা-৭ঃ এতিমের ধন-সম্পদ যা তোমাদের জন্য হারাম, সেগুলোকে ভালো ভেবে নিজেদের নিকৃষ্ট মালের সাথে বদলে নিও না। কেননা, সেই নিকৃষ্ট মানের সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র আর এটা হচ্ছে হারাম এবং অপবিত্র।

টীকা-৮ঃ এবং তাদের হকসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারবেনা।

টীকা-৯ঃ আয়াতের অর্থে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে- প্রাথমিক যুগে মদীনা মুনাওয়ারার লোকেরা আপন আপন তত্ত্বাবধানের এতিম মেয়েদেরকে তাদের ধন-সম্পদের কারনে বিয়ে করে ফেলতো অথচ তাদের প্রতি তাদের কোন আসক্তি থাকত না। অতঃপর তাদের সাথে সহবাস ও মেলামেশার ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার করতো না এবং তাদের ধন-সম্পদের ওয়ারিশ হবার উদ্দেশ্যে তাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান থাকতো।

দুই) অপর এক অভিমত হচ্ছে- লোকেরা এতিমদের প্রতি অবিচার করার আশঙ্কায় তাদের অভিভাবক হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় করতো, কিন্তু ব্যভিচারের কোনো তোয়াক্কাই করতেনা। তাদেরকে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা অবিচার করার আশঙ্কায় এতিমদের অভিভাবক হওয়া থেকে বিরত থাকো, তবে ব্যভিচারেও ভয় করো এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হালাল তাদেরকে বিবাহ করো এবং হারামের নিকট যেওনা।"

তিন) অপর এক অভিমত হচ্ছে- লোকেরা এতিমদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হবার বেলায়তো অন্যায়-অবিচারের আশঙ্কা করতো এবং বহুসংখ্যক বিবাহ করতেও কোনো দ্বিধাবোধ করত না। তাদেরকে বলা হয়েছে, "যখন অধিক স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে থাকে তবে তাদের বেলায়ও অন্যায় অবিচার করতে ভয় করো ততজন স্ত্রীকেই বিবাহ করো যতজন এর প্রাপ্য আদায় করতে পারো।

হযরত ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরাঈশ বংশীয় লোকেরা ১০ জন করে অথবা তদপেক্ষাও বেশী স্ত্রী বিবাহ করতো। আর যখন এদের দায় দায়িত্ব আদায় করতে পারতো না তখন তাদের তত্ত্বাবধানে যেসব এতিম মেয়ে থাকতো তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে ফেলতো। এ আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, আপন সামর্থ্য দেখে নাও এবং চার জনের অধিক স্ত্রী বিবাহ করো না। যাতে তোমাদের এতিমদের ধন-সম্পদ খরচ করার প্রয়োজন না হয়।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আযাদ পুরুষের জন্য একই সঙ্গে চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ করা জায়েয আছে চাই তারা (স্ত্রীগণ) আযাদ কিংবা বাদী (ক্রীতদাসী)

মাসআলাঃ সমস্ত উম্মাহর 'ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একই সময়ে চার জনের অধিক স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে রাখা কারো জন্য জায়েয নয়, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ব্যতীত। এটা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিশেষত্বসমূহের অন্যতম।

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, তার আটজন স্ত্রী ছিলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ইরশাদ করেন, "তাদের মধ্য থেকে চারজনকে রাখো।"

তিরমিযি শরীফের হাদীসে আছে- গায়লান ইবনে সালমাহ সাক্বাফী ইসলাম গ্রহণ করলেন। দশজন স্ত্রী ছিলো। তারা একসঙ্গে মুসলমান হলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নির্দেশ দিলেন তাদের মধ্য থেকে চারজনকে রাখতে।

فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَةً اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ ذٰلِكَ اَدۡنٰۤى اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ﴿۳﴾ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓــًٔا مَّرِيۡٓــًٔا ﴿۴﴾ وَلَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَكُمُ الَّتِىۡ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمۡ قِيٰمًا وَّارۡزُقُوۡهُمۡ فِيۡهَا وَاكۡسُوۡهُمۡ وَقُوۡلُوۡا لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ﴿۵﴾ وَابۡتَلُوا الۡيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنۡ اٰنَسۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَادۡفَعُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ اَمۡوَالَهُمۡ ۚ وَلَا تَاۡكُلُوۡهَاۤ اِسۡرَافًا وَّبِدَارًا اَنۡ يَّكۡبَرُوۡا ؕ وَمَنۡ كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡ ۚ وَمَنۡ كَانَ فَقِيۡرًا فَلۡيَاۡكُلۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ فَاِذَا دَفَعۡتُمۡ اِلَيۡهِمۡ اَمۡوَالَهُمۡ فَاَشۡهِدُوۡا عَلَيۡهِمۡ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيۡبًا ﴿۶﴾ وَاِذَا حَضَرَ الۡقِسۡمَةَ اُولُوا الۡقُرۡبٰى وَ الۡيَتٰمٰى

অতঃপর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, দু'জন স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে পারবে না, তবে একজনকেই করো অথবা দাসীদেরকে যাদের তোমরা অধিকারী হও এটা এরই অধিক নিকটে যে, তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না (১০)

০৪ঃ এবং নারীদেরকে তাদের 'মহর' সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করো (১১) অতঃপর যদি তারা সন্তুষ্ট মনে 'মহর' থেকে তোমাদেরকে কিছু দিয়ে দেয় তবে তা খাও স্বাচ্ছন্দে (১২)।

০৫ঃ এবং নির্বোধদেরকে (১৩) তাদের সম্পদ অর্পন করো না, যা তোমাদের নিকট আছে যেগুলোকে আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা করেছেন এবং তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও ও পরিধান করাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো (১৪)।

০৬ঃ এবং এতিমদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো (১৫), এ পর্যন্ত যে, তারা বিয়ের উপযুক্ত হবে অতঃপর যদি তোমরা তাদের বোধশক্তি ঠিক দেখো, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদের অর্পণ করে দাও এবং সেগুলোকে খেওনা সীমা অতিক্রম করে এবং এ তাড়াহুড়ায় যে, তারা বড় হয়ে যায় কি-না। আর যার প্রয়োজন হয় না সে যেন নিবৃত্ত থাকে (১৬)। এবং যে অভাবী হয় সে যেন সঙ্গত পরিমাণ খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করো তখন তাদের উপর সাক্ষী করে নাও। এবং আল্লাহ যথেষ্ট হিসাব গ্রহণের ক্ষেত্রে।

০৭ঃ পুরুষদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই যা ছেড়ে গেছে মাতা-পিতা এবং নিকট আত্মীয়রা এবং নারীদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই যা ছেড়ে গেছে মাতাপিতা এবং নিকটাত্মীয়রা, পরিত্যক্ত সম্পত্তি অল্প হোক কিংবা বেশি, অংশ হচ্ছে নির্ধারিত (১৭)

০৮ঃ অতঃপর বন্টন কালে যদি নিকটাত্মীয় এতিম এবং মিসকীন (১৮)

টীকা-১০ঃ **মাসআলাঃ** এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা ফরয। নতুন, পুরাতন, কুমারী, বিবাহিতা সবাই এ অধিকারে সমান। এর সুবিচার পোশাক, পানাহার, বাসস্থান ও রাত্রিযাপনে। এসব বিষয়ে যেন সবার সাথে সমান আচরণ করা হয়।

টীকা-১১ঃ এ থেকে জানা গেলো যে, মহরের অধিকারী হচ্ছে স্ত্রীগণ, তাদের অভিভাবকগণ নয়। যদি অভিভাবকগণ মহর উশুল করে থাকে তবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে- সে মহর সেটার হকদার স্ত্রীলোককে পৌঁছিয়ে দেয়া।

টীকা-১২ঃ **মাসআলাঃ** স্ত্রীদের এ মর্মে ইখতিয়ার আছে যে, তারা আপন স্বামীকে মহরের কিছু অংশ দান করবে কিংবা সম্পূর্ণ মহর। কিন্তু মহরের দাবি ছেড়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা কিংবা তাদের সাথে অসদাচরণ করা উচিত নয়।কেননা, আল্লাহ তা'আলা طِبۡنَ لَكُمۡ ইরশাদ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে- অন্তরের খুশী সহকারে ক্ষমা করে দেয়া।

টীকা-১৩ঃ যারা এতটুকু বোধশক্তি রাখেনা যে, ধন-সম্পদের ব্যয়স্থল চিনতে পারে, বরং সেটার অপব্যয় করে বসে এবং যদি তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তারা তাড়াতাড়ি বিনষ্ট করে ফেলবে।

টীকা-১৪ঃ যা দ্বারা তাদের অন্তরে শান্তনা পায় এবং তারা দুঃখিত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাদেরকে, এরূপ বলা হোক, "ধন-সম্পদ তোমাদের এবং তোমরা বোধশক্তিসম্পন্ন হলে তা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হবে।

টীকা-১৫ঃ যে, তাদের মধ্যে বুদ্ধি এবং লেনদেন সম্পর্কে বুঝার শক্তি সৃষ্টি হয়েছে কি-না।

টীকা-১৬ঃ এতিমের ধন-সম্পদ গ্রাস করা থেকে।

টীকা-১৭ঃ অন্ধকার যুগে স্ত্রীলোক এবং নাবালক ছেলেমেয়েদেরকে মীরাস দিতোনা। এ আয়াতের মধ্যে এ প্রথা বাতিল করা হয়েছে।

টীকা-১৮ঃ অন্মীয়, তাদের মধ্য থেকে কেউ মৃতের ওয়ারিশ নয় এমন কেউ

টীকা-১৯ঃ বণ্টনের পূর্বে এবং এ প্রদান করা মুস্তাহাব।

টীকা-২০ঃ এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য অজুহাত, উত্তম প্রতিশ্রুতি এবং ‘দু’আ-ই-খাইর’ (হিকমত) সবই অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের মধ্যে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ওয়ারিস নয় এমন নিকটাত্মীয়গণ, এতিগণ এবং মিসকিনদেরকে কিছু সাদাক্বাহ হিসেবে দেয়ার এবং সাদালাপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবা কিরামের যুগে এর উপর আমল ছিলো। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা মীরাস বন্টনের সময় একটা ছাগল যবেহ করিয়ে খাবার তৈরি করলেন। আর নিকট আত্মীয় এতিম এবং মিসকীনদেরকে খাওয়ালেন এবং এ আয়াত শরীফ পাঠ করলেন। (মুহাম্মাদ) ইবনে সীরীন একই বিষয়বস্তুর হাদীস ওবায়দাহ সালমানী থেকেও বর্ণনা করেন, তাতে এটাও রয়েছে যে, তিনি বর্ণনা করেন, “যদি এ আয়াত নাও আসতো তবুও আমি আমার মাল থেকে এ সাদাক্বাহ করতাম।” ‘তীজাহ’, যাকে (কারো মৃত্যুর) ‘তৃতীয় দিবসের ফাতিহা’ বলে এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তাও এ আয়াতের অনুসরণের শামিল। কারণ, এতেও নিকটাত্মীয় এতিম এবং মিসকীনদের মধ্যে সাদাক্বাহ করা হয়। আর কালিমা শরীফের খতম, কুরআন পাকের তিলাওয়াত এবং দুআ’ ‘সদালাপের’ (قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ) অন্তর্ভুক্ত

এ ব্যাপারে কিছু এমন লোকের অযথা জিদের প্রবণতা দেখা যায়, যারা বুযুর্গদের এ কাজের উৎস তালাশ করতে পারেনি এতদসত্ত্বেও যে, এতো পরিষ্কার ভাষায় কুরআন পাকে উল্লেখ ছিলো, কিন্তু তারা মনগড়া মতবাদকে 'দ্বীন'-এ দখল দিয়েছে এবং সৎ কর্মে বাধা প্রদানে তৎপর হয়েছে। আল্লাহ পাক হিদায়াত করুন।

সূরাঃ ৪ নিসা	১৫৭	মানযিল-১	পারাঃ ৪
এসে উপস্থিত হয় তবে তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও (১৯) এবং তাদের সাথে সদালাপ করো (২০) ০৯ঃ এবং যেন ভয় করে (২১) ঐসব লোক যদি তারা নিজেদের পরে অক্ষম সন্তানদের ছেড়ে যেতো তবে তারা তাদের সম্পর্কে কেমন উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে (২২) এবং সরল কথা বলে (২৩)। ১০ঃ ঐসব লোক যারা এতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটের মধ্যে আগুনেই ভর্তি করে (২৪) এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে। রুকূ'-২ ১১ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন (২৫) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে পুত্রের অংশ দু’কন্যার সমান (২৭), অতঃপর যদি শুধু কন্যাগণই হয়, যদিও হয় দু’এর অধিক (২৮), তবে তাদের জন্য ত্যাজ্য সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তবে তার (সম্পত্তির) অর্ধেক (২৯)		وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوٰلَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿١٠﴾ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ	

টীকা-২১ঃ ‘ওয়াসী’ (وصى) এতিমদের অভিভাবক এবং ঐসব লোক যারা মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর প্রাক্কালে তার নিকট উপস্থিত থাকে।

টীকা-২২ঃ এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির বংশধরদের সাথে স্নেহের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ যেন না করে যার কারণে তার সন্তানগণ দুঃখিত হয়।

টীকা-২৩ঃ রুগ্ন ব্যক্তির নিকট তার মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে উপস্থিত লোকদের 'সরলকথা' হচ্ছে তাকে সাদাক্বাহ, ওসীয়ৎ সম্পর্কে এ পরামর্শ দেবে যেন সে তা এতটুকু সম্পত্তি থেকে করে যাতে তার সন্তানগণ গরীব ও রিক্তহস্ত হয়ে থেকে না যায়।

আর ‘ওয়াসী’ ও ‘ওলী’ (অভিভাবক) এর ‘সরল কথা’ হচ্ছে মুমূর্ষ ব্যক্তির বংশধরদের সাথে সদাচরণমূলক কথাবার্তা বলা, যেমনিভাবে সন্তান-সন্ততির সাথে বলে থাকে।

টীকা-২৪ঃ অর্থাৎ এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা আগুন খাওয়ারই নামান্তর মাত্র। কেননা, তা হচ্ছে শাস্তির কারণ।হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, কিয়ামতের দিন এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎকারীরা এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তাদের কবর, মুখ ও কান থেকে ধুঁয়া নির্গত হতে থাকবে। তখন লোকেরা চিনতে পারবে যে, এরা এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ কারী।

টীকা-২৫ঃ ওয়ারিশদের সম্পর্কে

টীকা-২৬ঃ যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যা উভয়ই রেখে যায়, তবে-

টীকা-২৭ঃ অর্থাৎ কন্যার অংশ পুত্রের অর্ধেক। আর যদি মৃত ব্যক্তি শুধু পুত্র-সন্তান ছেড়ে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পদ তাদেরই

টীকা-২৮ঃ অথবা দুই

টীকা-২৯ঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদি একাকী পুত্রই থেকে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তারই হবে। কেননা, পূর্বে পুত্রের অংশ কন্যাদের দ্বিগুণ বলা হয়েছে, কেননা যখন একমাত্র কন্যার অংশ অর্ধেক হলো তখন একমাত্র পুত্রের প্রাপ্য সম্পত্তি তার দ্বিগুণই হলো। আর তা হচ্ছে সম্পূর্ণই (كل)

টীকা-৩০ঃ চাই পুত্র হোক কিংবা কন্যা। তাদের প্রত্যেকেই 'আওলাদ' (সন্তান-সন্ততি) বলা হয়।

টীকা-৩১ঃ অর্থাৎ শুধু মাতা-পিতা রেখে যায় এবং মাতপিতার সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রীর কাউকে রেখে যায়, তবে মায়ের অংশ, স্বামীর অংশ বের করে নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তারই এক তৃতীয়াংশ হবে, সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ নয়।

টীকা-৩২ঃ সহোদর হোক কিংবা সৎভাই।

টীকা-৩৩ঃ আর একমাত্র ভাই থাকলে সে মায়ের অংশ হ্রাস করতে পারবে না।

টীকা-৩৪ঃ কেননা, ওসীয়ত ও ঋণ পরিশোধ ওয়ারিশদের প্রাপ্য বন্টনের পূর্বে করতে হয়। আর ঋণ ওসীয়তেরও পূর্বে পরিশোধ যোগ্য। হাদীস শরীফে আছে اِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (নিশ্চয় ঋণ ওসীয়তের পূর্বে পরিশোধ করতে হয়।)

টীকা-৩৫ঃ এ কারণে অংশগুলোর নির্ধারণ তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে রাখেন নি।

টীকা-৩৬ঃ চাই একটি স্ত্রী হোক কিংবা কয়েকটি। এক স্ত্রী হলে সে একাকীই এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি কয়েকজন হয় তবে সবাই ঐ চতুর্থাংশের মধ্যে সমান অংশীদার হবে। চাই স্ত্রী একজন হোক কিংবা কয়েকজন-অংশ এটাই থাকবে

টীকা-৩৭ঃ চাই স্ত্রী একজন হোক কিংবা একাধিক।

টীকা-৩৮ঃ কেননা, তারা মায়ের সম্পর্কের বদৌলতে হকদার হয়েছে। আর মা এক তৃতীয়াংশের অধিক পায়না এবং এ কারণেই তাদের মধ্যে পুরুষের অংশ নারী অপেক্ষা অধিক নয়।

টীকা-৩৯ঃ আপন ওয়ারিশগণকে, এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক ওসীয়ত করে অথবা কোন ওয়ারিশের পক্ষে ওসীয়ত করে।

'ফরা-ইয' (উত্তরাধিকার আইন) সম্পর্কীয় মাসা-ইলঃ

ওয়ারিশ কয়েক প্রকার। যথা-

আসহাব-ই-ফরা-ইযঃ এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। যেমন-

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾

এবং মৃতের মাতা-পিতা, প্রত্যেকের জন্য তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক ষষ্ঠাংশ যদি মৃতের সন্তান থাকে (৩০)। যদি তার সন্তান না থাকে এবং মাতাপিতা রেখে মারা যায় (৩১), তবে মায়ের জন্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ। অতঃপর যদি তার কতিপয় ভাই বোন থাকে (৩২) তবে মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ (৩৩) তার ঐ ওসীয়ত পূর্ণ করার পর, যা সে করে গেছে ও ঋণ পরিশোধ করার পর (৩৪) তোমাদের পিতা তোমাদের পুত্রগণ, তোমরা কি জানো তাদের মধ্যে কে তোমাদের মধ্যে অধিক কাজে আসবে (৩৫)? এ অংশ নির্ধারিত আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾

১২ঃ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য অর্ধেক যদি তাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ যেই অসীয়ত তারা করে গেছে তা এবং ঋণ বের করে নেয়ার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ (৩৬) যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য তোমাদের সম্পত্তি থেকে এক অষ্টমাংশ (৩৭) যে ওসিয়ত তোমরা করে যাও তা এবং ঋণ বের করে নেয়ার পর। আর যদি এমন কোন পুরুষ অথবা নারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হয়, যে মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি কাউকে রেখে যায়নি এবং মায়ের দিক থেকে তার ভাই অথবা বোন থাকে, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। অতঃপর যদিও ঐ ভাইবোন একাধিক হয় তবে সবাই এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে (৩৮) মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত ও ঋণ বের করে নেওয়ার পর, যার মধ্যে সে কারো ক্ষতি না করে থাকে (৩৯)। এটা আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾

১৩ঃ এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের, আল্লাহ তাদেরকে এমন বাগান সমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।

কন্যাঃ যদি একজন হয় তবে সে অর্ধেক সম্পত্তির অংশীদার, একাধিক হলে সবার জন্য দু'তৃতীয়াংশ

পৌত্রী, প্রপৌত্রী এবং তৎনিম্নের প্রত্যেক প্রপৌত্রীঃ যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে তবে তারা কন্যার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মৃত ব্যক্তি একটা মাত্র কন্যা রেখে যায়, তবে সে তার সাথে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি পুত্র-সন্তান রেখে যায়, তবে সে (পৌত্রী) বঞ্চিত হবে, কিছুই পাবে না।

আর যদি মৃত ব্যক্তির দু'কন্যা রেখে যায় তবুও পৌত্রী বঞ্চিত হবে, তবে যদি তার সাথে অথবা তার নিম্ন নিম্ন পর্যায়ের কোনো পুত্র-সন্তান থাকে তবে সে তাকেও 'আসাবা' করে দেবে।

সহোদরাঃ মৃতের পুত্র কিংবা পৌত্র না থাকা অবস্থায় কন্যাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বৈমাত্রেয়া বোনেরাঃ যারা একই পিতার বংশধর এবং তাদের মায়েরা হয় ভিন্ন ভিন্ন। তারা (মৃতের) সহোদরা না থাকা অবস্থায় তাদেরই মতো। উভয় প্রকারের বোন আর্থাৎ বৈমাত্রেয়া ও সহোদরা মৃতের কন্যা অথবা পৌত্রীর সাথে 'আসাবা' হয়ে যায়।কিন্তু পুত্র, প্রপৌত্র ও তৎনিম্ন পৌত্রগণ এবং পিতা থাকাবস্থায় বঞ্চিত। বঞ্চিত আর হযরত ইমাম আযম সাহেব (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর মতে দাদা থাকা অবস্থায়ও বঞ্চিত।

সৎ ভাই-বোনঃ যারা শুধু মায়ের সূত্রে শরীক হয়। তাদের মধ্যে যদি একজন থাকে তবে এক ষষ্ঠাংশ আর একাধিক থাকলে এক তৃতীয়াংশ এবং তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী সমান অংশ পাবে। আর পুত্র ও পৌত্র গণ এবং তৎনিম্নের পৌত্রগণ পিতা ও পিতামহ থাকা অবস্থায় বঞ্চিত হয়ে যাবে। পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ যদি মৃতব্যক্তি পুত্র অথবা পৌত্র কিংবা তৎনিম্নের পৌত্রদেরকে রেখে যায়। আর যদি মৃত ব্যক্তির কন্যা অথবা পৌত্রি তৎনিম্নের কোন প্রপৌত্রী রেখে যায়, তবে পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ এবং ঐ অবশিষ্টাংশও পাবে, যা 'আসহাবে ফরাইয'-কে দিয়ে অবশিষ্ট থাকে।

দাদা অর্থাৎ পিতামহঃ (মৃতের) পিতা জীবিত না থাকাবস্থায় পিতার মতোই, এতদ্ব্যতীত যে, মাকে 'অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ (ثُلُثِ مَا بَقِيَ) এর দিকে 'রদ্দ' করতে পারবে না। মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশই।

সূরাঃ ৪ নিসা	১৫৯	মানযিল-১	পারাঃ ৪
১৪ঃ এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় এবং তাঁর সমস্ত সীমা লংঘন করে, আল্লাহ তাকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, যার মধ্যে সর্বদা থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনার শাস্তি (৪০)	وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خٰلِدًا فِيْهَا ۠ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾		

যদি মৃত ব্যক্তি আপন সন্তান-সন্তুতি অথবা আপন পুত্র কিংবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রের সন্তান অথবা ভাই ও বোন থেকে দু'জনকে রেখে যায়- চাই সে ভাই সহোদর হোক কিংবা সৎ ভাই হোক। আর যদি তাদের মধ্য থেকে কাউকেও রেখে না যায় তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি মৃত স্বামী অথবা স্ত্রী এবং পিতা-মাতা রেখে যায়, তবে মা, স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। আর (দাদা বা নানী) এর জন্য এক ষষ্ঠাংশ-চাই সে মায়ের দিক থেকে হোক অর্থাৎ নানী অথবা পিতার দিক থেকে অর্থাৎ দাদী, একজন হোক কিংবা একাধিক।

নিকটবর্তীনী দূরবর্তীনীর জন্য অন্তরায় হয়ে যায়, আর মাতা প্রত্যেক প্রকারের جَدَّةٌ (দাদা ও দাদী) এর জন্য অন্তরায় হয়। পিতামহগণের জন্য পিতা অন্তরায়। এমতাবস্থায় তারা কিছুই পাবেনা।

স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ যদি মৃত আপন পুত্র কিংবা পৌত্র-প্রপৌত্রের প্রমুখের সন্তান রেখে যায়। আর যদি এ ধরণের বংশধর রেখে না যায়, তবে স্বামী অর্ধেক পাবে।

স্ত্রী মৃতের এবং তার পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সন্তান থাকাবস্থায় এক অষ্টমাংশ পাবে এবং না থাকাবস্থায় এক চতুর্থাংশ পাবে।

আসাবাঃ ঐসব ওয়ারিশ, যাদের জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই। 'আসহাবে-ই ফরাইয' তাদের নির্ধারিত অংশগুলো নিয়ে যাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই পেয়ে থাকে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হচ্ছে পুত্র, অতঃপর তার পুত্র, অতঃপর তৎনিম্নের পৌত্রপগণ। অতঃপর পিতা, তারপর দাদা, তারপর পিতৃপুরুষদের পরম্পরায় যে পর্যন্ত কাউকে পাওয়া যায়।

অতঃপর সহদোর ভাই, অতঃপর বৈমাত্রেয় ভাই, তারপর সহদোর ভাইয়ের পুত্র, তারপর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, তারপর চাচা, তারপর পিতার চাচা, তারপর দাদার চাচা, তারপর আযাদকারী, তারপর তার আসাবাগণ- ক্রমানুসারে।

আর যেসব নারীর অংশ অর্ধেক অথবা দু'তৃতীয়াংশ তারা তাদের ভাইয়ের সাথে 'আসাবা', আর যারা এমন নয়, তারা হয় না।

যাভিল আরহাম (ذوى الارحام)ঃ 'আসহাব- ফরা-ইয' ও 'আসাবা ব্যতীত। যেসব নিকটাত্মীয় রয়েছে তারাই 'যাভিল আরহাম' এর অন্তর্ভুক্ত।তাদের ক্রমবিন্যাসও 'আসাবাদের' ন্যায়।

টীকা-৪০ঃ কেননা, 'সমস্ত সীমা লংঘণকারী' হচ্ছে 'কাফির।' কারণ, মু'মিন যেমই পাপী হোক না কেন ঈমানের সীমাতো অতিক্রম করে না।

টীকা-৪১ঃ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে কার।
টীকা-৪২ঃ যাতে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে না পারে।

টীকা-৪৩ঃ অর্থাৎ শাস্তি নির্ধারণ করেন কিংবা তাওবা এবং বিবাহের তাওফীক দান করেন। যেসব মুফাসসির এ আয়াতের মধ্যে (اَلْفٰحِشَةَ) শব্দের অর্থ যিনা (ব্যাভিচার) দ্বারা করেন, তারা বলেন যে, 'ঘরে আবদ্ধ রাখা' - এর হুকুম 'শাস্তির বিধান' নাযিল হবার পূর্বেই ছিলো। শাস্তির বিধান (حدود) নাযিল হবার সাথে সাথে সেটা রহিত হয়ে গেছে। (খাযিন, জালালাঈন ও আহমাদী)

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفٰحِشَةَ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۶﴾

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓىِٕكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۸﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ

রুকূ-৩

১৫ঃ নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ তোমাদের নিজেদের মধ্যেকার চারজন পুরুষের সাক্ষ্যগ্রহণ করো। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে সেসব নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখো (৪২), যে পর্যন্ত না তাদেরকে মৃত্যু উঠিয়ে নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন সুরাহা বের করেন (৪৩)।

১৬ঃ এবং তোমাদের মধ্যে যে নারী পুরুষ এমন অপকর্ম করে তাদেরকে কষ্ট দাও (৪৪) অতঃপর যদি তারা তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায় তবে তাদের রেহাই দাও। নিশ্চয় আল্লাহ মহা তাওবা কবুলকারী, দয়ালু (৪৫)

১৭ঃ সেই তাওবা যা কবুল করা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে অপরিহার্য করে নিয়েছেন, তাদের জন্যই, যারা না জেনে মন্দ কাজ করে বসেছে, অতঃপর সত্বর তওবা করে নেয় (৪৬) এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ স্বীয় দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

১৮ঃ সেই তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা গুনাহসমূহে লিপ্ত থাকে (৪৭), এ পর্যন্ত যে, যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, 'এখন আমি তাওবা করলাম (৪৮)' এবং না তাদের জন্য, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি (৪৯)।

১৯ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে জোরপূর্বক (৫০),

টীকা-৪৪ঃ তিরস্কার করে, ধমক দাও, মন্দ বলো, জুতা মারো। (জালালাঈন, মাদারিক, খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৫ঃ হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে যিনার শাস্তি প্রথমে কষ্ট দেয়া সাব্যস্ত হয়। অতঃপর ঘরে অবরুদ্ধ রাখা তারপর চাবুক মারা কিংবা পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে হত্যা করা। 'ইবনে বাহর' এর অভিমত হচ্ছে-প্রথম আয়াত "وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ" ঐসব নারীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে যারা 'সমকামীতামূলক' কুকর্মে লিপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় আয়াত "وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا" পুরুষের পায়ুনালী মৈথুনকারী পুরুষদের (لواطت) প্রসঙ্গে। আর যিনাকারী ও যিনাকারীনীর হুকুম 'সূরা নূর' এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, এতদ্ভিত্তিতে, এ আয়াত দু'টি 'মানসূখ' (রহিত নয়)। আর এগুলো ইমাম আযম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর জন্য প্রকাশ্য প্রমাণ এ কথার সমর্থনে যে, তিনি বলেন, "পুরুষ পুরুষের পায়ুপথ মৈথুনকারী পুরুষের শাস্তি হচ্ছে 'তা'যীর' ★, حَدّ বা যিনার জন্য নির্ধারিত শাস্তি নয়।"

টীকা-৪৬ঃ দোহহাকের অভিমত হচ্ছে- যে তাওবা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে করা হয়, সেটাই সত্বর তাওবা করে নেয়া।

টীকা-৪৭ঃ এবং তাওবা করার বেলায় বিলম্ব করতে থাকে

টীকা-৪৮ঃ তাওবা কবুল করার ওয়াদা, যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, তা এমন লোকদের জন্য নয়। আল্লাহ মালিক, যা চান করেন। তাদের তাওবা কবুল করেন কিংবা করেন না, পাপ ক্ষমা করেন কিংবা শাস্তি দেন- সবই তাঁর ইচ্ছা। (আহমাদী)

টীকা-৪৯ঃ এ থেকে জানা গেল যে, মৃত্যুর সময় কাফিরের তাওবা এবং তাঁর ঈমান গ্রহণীয় নয়।

টীকা-৫০ঃ শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগের লোকেরা ধন-সম্পদের ন্যায় নিজ নিকটাত্মীয়দের স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। অতঃপর ইচ্ছা করলে কোন মহর ব্যতিরেকেই তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখতো কিংবা অন্য কারো সাথে বিবাহ দিতো এবং নিজেরা 'মহর' নিয়ে নিতো। অথবা তাদেরকে বন্দী করে

* তা'যীরঃ যিনার জন্য নির্ধারিত শাস্তির নিম্নপর্যায়ের অনির্ধারিত শাস্তি, যা বিচারক নির্ধারণ করেন।

রাখতো যেন উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছে তা দিয়েই মুক্তি লাভ করে, কিংবা মৃত্যুবরণ করে, তখন তারা তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসতো। মোটকথা, ওইসব স্ত্রীলোক তাদের হাতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হয়ে যেতো। এবং আপন ইচ্ছায় কিছুই করতে পারতোনা। এ কুপ্রথা রহিত করার জন্যই এ আয়াত শরীফ নাযিল করা হয়েছে।

টীকা-৫১ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বর্ণনা করেন- এ আয়াত ঐ সমস্ত লোকের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যারা আপন স্ত্রীদেরকে ঘৃণা করে। আর এ উদ্দেশ্যে দুর্ব্যবহার করে যে, পেরেশান হয়ে মহর ফেরত দেবে কিংবা দাবি প্রত্যাহার করবে। আল্লাহ তাআ'লা এটা নিষিদ্ধ করেছেন। অপর এক অভিমত হচ্ছে যে, মৃতের অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করে বলে দেয়া হয়েছে যেন তারা 'যাদের নিকট থেকে মিরাস, পাচ্ছে' (مورث) তাদের স্ত্রীদেরকে বাধা না দেয়।

এবং স্ত্রীগণকে বাধা দিওনা এ উদ্দেশ্যে যে, যে মহর তাদেরকে দিয়েছিলে তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে (৫১) কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় (৫২) এবং তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করো (৫৩)। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয় (৫৪) তবে এটা সন্নিকটে যে, কোন বস্তু তোমাদের অপছন্দনীয় হয় আর আল্লাহ সেটার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন (৫৫)

২০ঃ এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও (৫৬) এবং তাকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো (৫৭) তবুও তা থেকে কিছু ফেরত নিওনা (৫৮)। তোমরা কি সেটা ফেরত নেবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা (৫৯)?

২১ঃ এবং কিরূপে সেটা ফেরত নেবে, অথচ তোমরা একে অপরের সম্মুখে বেপর্দা হয়ে গেছো এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে (৬০)?

২২ঃ এবং পিতৃপুরুষদের বিবাহকৃত নারীদের সাথে বিবাহ করো না(৬১),

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۲۰﴾

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۲۱﴾

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

টীকা-৫২ঃ স্বামীর অবাধ্যতা কিংবা তাকে অথবা তার পরিবারবর্গকে কষ্ট দেয়া, গালিগালাজ করা অথবা হারাম কার্য (ব্যভিচার) ইত্যাদির যে কোন অবস্থায় 'খুলা' ★ চাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই।

টীকা-৫৩ঃ ভরণ-পোষণের মধ্যে, কথাবার্তার মধ্যে এবং দাম্পত্য বিষয়াদির মধ্যে।

টীকা-৫৪ঃ দৈহিক গড়ন কিংবা রূপ অপছন্দ হওয়ার কারণে তবে ধৈর্য ধারন করো, বিচ্ছেদ কামনা করোনা।

টীকা-৫৫ঃ সুসন্তান ইত্যাদি।

টীকা-৫৬ঃ অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিবাহ করতে চাও,

টীকা-৫৭ঃ এ আয়াত থেকে মোটা অংকের মহর নির্ধারণ করার বৈধতার প্রমান স্থির করা হয়েছে। হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) মিম্বরের উপর দন্ডায়মান হয়ে বললেন, "স্ত্রীদের মহর মোটা অংকের সাব্যস্ত করোনা।" একজন মহিলা এ আয়াত পাঠ করে বললো, "হে ইবনে খাত্তাব (হযরত ওমর) আল্লাহ আমাদেরকে দিচ্ছেন আর আপনি নিষেধ করছেন?" এর উত্তরে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ওমর! তোমার চেয়ে প্রত্যেকেই অধিকতর বোধশক্তিসম্পন্ন।" (জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা) যা চাও সাব্যস্ত করো।" سبحان الله ! রসূলে পাকের খলিফার কেমন ন্যায়-বিচার এবং তাঁর মহান আত্মার কি পবিত্রতা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুসরণের শক্তি দিন। আমিন।

টীকা-৫৮ঃ কেননা, বিচ্ছেদ তোমাদের দিক থেকে (ঘটেছে)

টীকা-৫৯ঃ (এটা অন্ধকার যুগের লোকদের ঐ কাজের খন্ডণ যে, যখন তাদের নিকট অন্য কোন স্ত্রীলোক ভালো লাগতো, তখন তারা নিজ স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতো, যাতে তারা তার উপর বিরক্ত হয়ে যা কিছু নিয়েছিলো তা ফেরত দেয়। এ কুপ্রথাকে এ আয়াতে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অপবাদ ও পাপাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

টীকা-৬০ঃ সেই অঙ্গীকার হচ্ছেঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ - "فَاِمْسَاكٌ ۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۢ بِاِحْسَانٍ" (অর্থাৎ তাদেরকে ভাল পন্থায় রেখে দাও অথবা ভাল পন্থায় ছেড়ে দাও।)

মাসআলাঃ এ আয়াত প্রমাণের পক্ষে যে, 'খিলওয়াত-ই-সহীহাহ' (সহবাসের জন্য কোন শরীয়াত সম্মত বাধা বিহীন নির্জনতা) দ্বারা 'মহর' নিশ্চিত হয়ে যায়।

টীকা-৬১ঃ যেমন অন্ধকার যুগের প্রচলন ছিলো যে, পুত্র আপন মা ব্যতীত পিতার অন্যান্য স্ত্রীদেরকে বিবাহ করতো।

*'খুলা' (خلع)ঃ স্ত্রী নিজ পক্ষ থেকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে স্বামীর সাথে বুঝাপড়া করে বা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার বিনিময়ে যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় তা 'খুলা'।

টীকা-৬২ঃ কেননা পিতার স্ত্রীর মায়ের স্থলাভিষিক্ত। কেউ কেউ বলেন এখানে বিবাহ অর্থ 'সহবাস'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতার সহবাসকৃত অর্থাৎ যার সাথে সহবাস করেছে, চাই বিবাহের মাধ্যমে কিংবা যিনার মাধ্যমে অথবা দাসী হলে তার মালিক হয়ে- তন্মধ্যে যে কোন অবস্থায় তার সাথে পুত্রের বিবাহ হারাম

টীকা-৬৩ঃ এখন এর পর যত নারী হারাম তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে সাতজন তো বংশীয় সূত্রে হারাম।

টীকা-৬৪ঃ এবং প্রত্যেক নারী যার প্রতি পিতা কিংবা মাতার মধ্যস্থতায় বংশ প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ দাদী ও নানীগণ চাই নিকটের হোক কিংবা দূরের সবই মা এবং আপন জননীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৬৫ঃ পৌত্রীগণ এবং নাতনীগণ, যে কোনো স্তরের হোক না কেন কন্যাদের হুকুমরে অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৬৬ঃ এরা সবাই সহোদরা হোক কিংবা বৈমাত্রেয়া। তাদের পরে সেসব নারীর কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যারা অন্য কোনো কারণে হারাম।

টীকা-৬৭ঃ দুধের জ্ঞাতি বন্ধনে, স্তন্যপানের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, অল্প পরিমাণ দুধ পান করা হোক কিংবা বেশী, তার সাথে হারামের হুকুম সম্পর্কিত হয়। স্তন্য পানের সময়সীমা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর মতে ত্রিশ মাস এবং 'সাহেবাঈন' (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ) এর মতে দু'বছর। দুধ পানের এ সময়সীমার পর যে দুধ পান করা হবে, তার সাথে হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কিত নয়। আল্লাহ্ تَعَالٰى 'স্তন্যপান' (رضاعت) করাকে 'বংশ' এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর স্তন্যদানকারীনীকে দুগ্ধপায়ীর মাতা এবং তার কন্যাকে স্তন্যপায়ীর বোন বলেছেন। অনুরূপভাবে,
স্তন্যদানকারীনীর স্বামী স্তন্যপায়ী শিশুর পিতা এবং তাঁর পিতা দাদা, তাঁর বোন ফুফু, তাঁর প্রত্যেক সন্তান, যে স্তন্যদানকারীনী ব্যতীত অন্য কোন মহিলার গর্ভ থেকেও হয়- চাই সে স্তন্য দানের পূর্বে জন্মগ্রহণ করুক কিংবা তার পরে- এরা সবাই তার বৈমাত্রেয় ভাই-বোন। আর স্তন্যদানকারীনীর মাতা স্তন্যপায়ী শিশুর নানী। এবং তাঁর বোন তার খালা এবং সেই স্বামী থেকে তার যতো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তারা স্তন্যপায়ী শিশুর দুধ-ভাইবোন। আর এ স্বামী ব্যতীত অন্য স্বামী থেকে যারা হবে তারা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। এর পক্ষে উৎস (দলীল) হচ্ছে এই হাদীস- "স্তন্যপান করার কারণে সেসব আত্মীয়তা হারাম হয়ে যায়, যেগুলো বংশের কারণে হারাম হয়।" এ কারণে,
স্তন্যপায়ী ছেলের উপর তার দুধ-মাতাপিতা এবং তার বংশজাত ও দুধপানজনিত মূল ও শাখা প্রশাখা সবই হারাম।

টীকা-৬৮ঃ এখান থেকে ঐসব স্ত্রীলোকের বর্ণনা রয়েছে, যারা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কের কারণে হারাম হয়। তারা তিনজন বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ১) স্ত্রীদের মাতাগণ, ২) স্ত্রীদের কন্যাগণ এবং ৩) পুত্রদের স্ত্রীগণ।
স্ত্রীদের মাতাগণ শুধু বিবাহের 'আক্বদ' এর কারণে হারাম হয়ে যায়, চাই- সেসব নারী সহবাসকৃত হোক কিংবা সহবাসকৃত নাই হোক।

টীকা-৬৯ঃ 'কোলে থাক' অধিকাংশ অবস্থারই বিবরণ মাত্র, হারাম হওয়ার পূর্বশর্ত নয়।

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

কিন্তু পূর্বে যা হয়ে গেছে। তা নিঃসন্দেহে অশ্লীলতা (৬২) এবং ক্রোধের কাজ ও অতি ঘৃণ্য পথ (৬৩)।

রুকূ-৪

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

২৩ঃ হারাম হয়েছে তোমাদের উপর তোমাদের মাতাগণ (৬৪), কন্যাগণ (৬৪), বোনগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ, ভাগ্নীগণ (৬৬), তোমাদের সেসব মাতা যারা দুধ পান করায়েছে (৬৭), দুধ-বোনগণ, স্ত্রীদের মাতাগণ (৬৮), তাদের ওইসব কন্যাগণ, যারা তোমাদের কোলে (লালন-পালনে) রয়েছে (৬৭) ওইসব স্ত্রী থেকে, যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো। অতঃপর যদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো, তবে তাদের কন্যাদের বিবাহ করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই (৭০), তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীগণ (৭১), এবং দু'বোনকে একত্রিত করা (৭২) কিন্তু যা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু

টীকা-৭০ঃ তাদের মায়েদের সাথে তালাক্ব কিংবা মৃত্যু ইত্যাদির কারণে সহবাসের পূর্বে বিচ্ছেদ ঘটার অবস্থায় তাদের সাথে বিবাহ বৈধ।

টীকা-৭১ঃ এর দ্বারা مُتَبَنّٰى (পোষ্য পুত্র/ **adopted son**) বের হয়ে গেছে। তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বৈধ। কিন্তু দুগ্ধপুত্রের স্ত্রীও হারাম। কেননা, সে ঔরসজাতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ পুত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৭২ঃ এটাও হারাম-চাই উভয় বোনকে বিবাহ দ্বারা একত্রিত করা হোক কিংবা দু'বাঁদী (সহোদরা)-কে মালিকানা সূত্রে সহবাসের মাধ্যমে হোক। আর হাদীস শরীফে ফুফু-ভাতিজী ও খালা-ভাগ্নীকে বিবাহে একত্রিত করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। আর 'নিয়ম' হচ্ছে যে, বিবাহে এমন দু'জন স্ত্রীকে একত্রিত করা হারাম, যাদের মধ্যেকার কোন একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে অপরজন তার (কল্পিত পুরুষ) এর জন্য হালাল হয়না। যেমন-ফুফু ও ভাতিজী। অর্থাৎ যদি ফুফুকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে চাচা হলো। সুতরাং ভাতিজী তার জন্য হারাম। আর যদি ভাতিজীকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে ভাতিজা হলো। কাজেই, ফুফু তার জন্য হারাম হলো। 'হারাম হওয়া' উভয় দিক থেকেই। আর যদি একদিক থেকে হয় তবে একত্রিত করা হারাম হবেনা। যেমন স্ত্রী এবং তার স্বামীর কন্যা। এদের উভয়কে একত্রিত করা হালাল। কেননা, স্বামীর কন্যাকে পুরুষ কল্পনা করা হলে তার জন্য পিতার স্ত্রীতো হারাম হয়ে থাকবে, কিন্তু অন্য দিক থেকে এটা নেই। অর্থাৎ স্বামীর স্ত্রীকে যদি পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে আত্মীয় হবে না এবং কোন জ্ঞাতি বন্ধনই থাকবেনা।*

টীকা-৭৩ঃ গ্রেফতার হয়ে; তাদের স্বামী ব্যতিরেকেই তারা তোমাদের জন্য 'ইস্তিবরা' (استبراء) * এর পর হালাল। যদিও 'দার-আল্-হারব্' (প্রতিপক্ষীয় কাফির রাষ্ট্র) এর মধ্যে তাদের স্বামী মওজুদ থাকে। কেননা, দু'রাষ্ট্র পরস্পর পৃথক হওয়ার ফলে তাদের স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

শানে নুযূলঃ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন, "আমরা একদিন বহু সংখ্যক এমন কয়েদী নারী পেয়েছিলাম, যাদের স্বামী 'দারুল হারব্'-এর মধ্যে মওজুদ ছিলো। তখন আমরা তাদের সাথে সহবাস করার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করলাম এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে মাস্আলা জিজ্ঞাসা করলাম। এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।"

টীকা-৭৪ঃ অর্থাৎ উপরোল্লেখিত মহিলারা, যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম।

টীকা-৭৫ঃ বিবাহ দ্বারা কিংবা হাতের মালিকানা দ্বারা।

এ আয়াত থেকে কতিপয় মাস্আলা প্রতিভাত হয়ঃ

সূরাঃ ৪ নিসা	১৬৩	মানযিল-১	পারাঃ ৫
২৪ঃ এবং হারাম সধবা নারীরা কিন্তু কাফিরদের স্ত্রীরা, যারা তোমাদের অধিকারে এসে যায় (৭৩); এটা আল্লাহ্‌র লিপিবদ্ধ (বিধান) তোমাদের উপর; এবং এসব (৭৪) ছাড়া যারা অবশিষ্ট আছে তারা তোমাদের জন্য হালাল যে, নিজেদের অর্থের বিনিময়ে তালাশ করো বন্ধনে আনতে (৭৫); বীর্যপাত ঘটানোর জন্য নয় (৭৬)। সুতরাং যেসব নারীকে বিবাহাধীনে আনতে চাও তাদের নির্ধারিত মহর তাদেরকে অর্পন করো এবং মহর নির্ধারণের পর যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সন্তুষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে তাতে গুনাহ্ নেই (৭৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। ২৫ঃ এবং তোমাদের মধ্যে সামর্থ না থাকার কারণে যাদের বিবাহ বন্ধনে স্বাধীনা ঈমানদার নারী না থাকে তবে তাদেরকেই বিবাহ করো, যারা তোমাদের হাতের মালিকানাধীন রয়েছে- ঈমানদার দাসীগণ (৭৮) এবং আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে ভাল জানেন। তোমাদের মধ্যে একে অপর থেকেই। সুতরাং তাদেরকেই বিবাহ করো (৭৯)।		وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوٰلِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ	

মাস্আলাঃ বিবাহে 'মহর' আবশ্যকীয়।

মাস্আলাঃ যদি 'মহর' নির্ধারিত না হয় তবুও তা 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য) হয়ে যায়।

মাস্আলাঃ 'মহর' মালই হয়ে থাকে; সেবা, শিক্ষাদান ইত্যাদি নয়। সেগুলো 'মাল' নয়। এতই স্বল্প, যাকে 'মাল' বলা যায় না, 'মহর' হবার যোগ্যতা রাখেনা। হযর জাবির ও হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) থেকে বর্ণিত- 'মহর' এর নিম্নতম পরিমাণ দশ দিরহাম; তা থেকে কম হতে পারেনা।

টীকা-৭৬ঃ একথা দ্বারা 'ব্যভিচার' বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এ বিবরণের মধ্যে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, যিনাকারী শুধু যৌন-প্রবৃত্তিকেই চরিতার্থ করে যৌন-উন্মাদনা দূর করে। তার কর্ম সঠিক ও সদুদ্দেশ্য হতে শূণ্য হয়ে থাকে- না সন্তান লাভ করা, না স্বীয় বংশীয় ধারা ও বংশীয় মর্যাদাকে সংরক্ষণ করা, না নিজেকে হারাম থেকে রক্ষা করা। এসব থেকে কোনটাই তার লক্ষ্য থাকেনা। সে আপন বীর্য ও সম্পদকে বিনষ্ট করে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতিতেই পতিত হয়।

টীকা-৭৭ঃ চাই স্ত্রী নির্ধারিত 'মহর' থেকে কিছু হ্রাস করে দিক কিংবা সম্পূর্ণটাই ক্ষমা করে দিক অথবা স্বামী 'মহর'-এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে দিক।

টীকা-৭৮ঃ অর্থাৎ মুসলমানদের ঈমানদার বাঁদীসমূহ। কেননা, বিবাহ আপন দাসীর সাথে বিশুদ্ধ হয়না। সেতো বিবাহ ব্যতিরেকেই মুনিবের জন্য হালাল। অর্থ এ যে, যে ব্যক্তি স্বাধীনা ঈমানদার নারীর সাথে বিবাহ করার ক্ষমতা ও সামর্থ রাখেনা, সে ঈমানদার দাসীর সাথে বিবাহ করবে। এটা কোন লজ্জার ব্যাপার নয়।

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি স্বাধীনা নারীর সাথে বিবাহ করার সামর্থ রাখে তার জন্যও মুসলমান দাসীর সাথে বিবাহ করা বৈধ। এ মাস্আলাটা এ আয়াতে তো নেই; কিন্তু উপরোক্ত আয়াত وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

মাস্আলাঃ অনুরূপভাবে, কিতাবী দাসীর সাথেও বিবাহ করা বৈধ। তবে, ঈমানদার দাসীর সাথে উত্তম ও মুস্তাহাব; যেমন এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো।

টীকা-৭৯ঃ এটা কোনরূপ লজ্জার কথা নয়। উৎকৃষ্টতা তো ঈমানের কারণে। সেটাকেই যথেষ্ট মনে করো।

*(استبراء) ইদ্দত পালন অথবা সন্তান প্রসবের ফলে গর্ভমুক্ত হওয়া।

টীকা-৮০ঃ মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, ক্রীতদাসীর তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে, ক্রীতদাসেরও

টীকা-৮১ঃ যদিও মালিক তাদের মহরেরও অভিভাবক; কিন্তু ক্রীতদাসীদেরকে অর্পন করা মুনিবকে অর্পন করারই নামান্তর মাত্র। কারণ, তার নিজের ও তার আয়ত্বাধীন সব কিছুর মালিকানা মুনিবেরই। অথবা এ অর্থ যে, 'তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে মহর তাদেরকে অর্পন করো।'

بِاِذۡنِ اَهۡلِهِنَّ وَاٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ
بِالۡمَعۡرُوۡفِ مُحۡصَنٰتٍ غَیۡرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا
مُتَّخِذٰتِ اَخۡدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحۡصِنَّ فَاِنۡ اَتَیۡنَ
بِفٰحِشَةٍ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَی الۡمُحۡصَنٰتِ
مِنَ الۡعَذَابِ ؕ ذٰلِکَ لِمَنۡ خَشِیَ الۡعَنَتَ مِنۡکُمۡ ؕ
وَاَنۡ تَصۡبِرُوۡا خَیۡرٌ لَّکُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ
رَّحِیۡمٌ ﴿۲۵﴾
یُرِیۡدُ اللّٰهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمۡ وَیَهۡدِیَکُمۡ سُنَنَ
الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ وَیَتُوۡبَ عَلَیۡکُمۡ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ ﴿۲۶﴾
وَاللّٰهُ یُرِیۡدُ اَنۡ یَّتُوۡبَ عَلَیۡکُمۡ ۟ وَیُرِیۡدُ
الَّذِیۡنَ یَتَّبِعُوۡنَ الشَّهَوٰتِ اَنۡ تَمِیۡلُوۡا مَیۡلًا
عَظِیۡمًا ﴿۲۷﴾
یُرِیۡدُ اللّٰهُ اَنۡ یُّخَفِّفَ عَنۡکُمۡ ۚ وَخُلِقَ
الۡاِنۡسٰنُ ضَعِیۡفًا ﴿۲۸﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا
تَاۡکُلُوۡۤا اَمۡوٰلَکُمۡ بَیۡنَکُمۡ بِالۡبٰطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ
تَکُوۡنَ تِجٰرَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡکُمۡ ۟ وَلَا
تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِکُمۡ
رَحِیۡمًا ﴿۲۹﴾
وَمَنۡ یَّفۡعَلۡ ذٰلِکَ عُدۡوَانًا وَّظُلۡمًا فَسَوۡفَ
نُصۡلِیۡهِ نَارًا ؕ وَکَانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرًا ﴿۳۰﴾

তাদের মালিকদের অনুমতি সাপেক্ষে (৮০) এবং দস্তুর মুতাবিক তাদের মহর তাদেরকে অর্পন করো (৮১) এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আসবে- না যৌন-উন্মাদনা চরিতার্থ - কারীণী হয়ে, না উপপতি গ্রহণকারীণী রূপে (৮২)। যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায় (৮৩) অতঃপর ব্যভিচার করে তবে তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক (বর্তাবে) যা স্বাধীনা নারীদের উপর বর্তায় (৮৪)। এটা (৮৫) তারই জন্য যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারের আশংকা করে। এবং ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম (৮৬)। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ-৫

২৬ঃ আল্লাহ্ চান আপন বিধানাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বলে দিতে (৮৭) আর তোমাদের প্রতি আপন করুণা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে। এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

২৭ঃ এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি আপন কৃপা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে চান এবং যারা আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন তোমরা সরল পথ থেকে বিস্তর পৃথক হয়ে যাও (৮৮)

২৮ঃ আল্লাহ্ চান তোমাদের ভার লঘু করে দিতে (৮৯) এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে (৯০)।

২৯ঃ হে ঈমানদারগণ! পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা (৯১); কিন্তু এ যে, কোন ব্যবসা তোমাদের পারস্পারিক রেযামন্দীতে হয় (৯২)। এবং নিজেদের প্রাণগুলোকে হত্যা করোনা (৯৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াবান।

৩০ঃ এবং যে অত্যাচার ও সীমালংঘন করে এমন করবে, তবে অনতিবিলম্বে আমি তাকে আগুনে প্রবিষ্ট করবো এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজসাধ্য।

টীকা-৮২ঃ অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে ও গোপনে কোন অবস্থাতেই ব্যভিচার করেনা।

টীকা-৮৩ঃ এবং স্বামীসম্পন্না হয়ে যায়।

টীকা-৮৪ঃ যারা স্বামীসম্পন্না না হয়, অর্থাৎ পঞ্চাশ চাবুক। কেননা, স্বাধীনার জন্য একশত চাবুক। আর ক্রীতদাসীদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়না। কেননা, প্রস্তর নিক্ষেপকে অর্ধ ভাগে ভাগ করা যায়না।

টীকা-৮৫ঃ ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা।

টীকা-৮৬ঃ ক্রীতদাসীর সাথে বিবাহ করা অপেক্ষা। কেননা, তার গর্ভ থেকে দাসই জন্মলাভ করবে।

টীকা-৮৭ঃ নারীগণ ও সৎকর্মপরায়ণদের।

টীকা-৮৮ঃ এবং হারামে লিপ্ত হয়ে তাদেরই মত হয়ে যাও।

টীকা-৮৯ঃ এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা বিধানাবলী সহজ করে দিতে।

টীকা-৯০ঃ তার পক্ষে নারীগণ ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে ধৈর্যধারণ করা কষ্টসাধ্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "নারীদের মধ্যে মঙ্গল নেই এবং তাদের দিক থেকে ধৈর্যও ধারণ করা যায়না। সৎ-লোকদের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করে জয়ী হয়ে যায়, মন্দ লোকেরা তাদের উপর প্রভাব ফেলে জয়ী হয়।"

টীকা-৯১ঃ চুরি, অবিশ্বস্ততা, ক্রোধ, জুয়া, সুদ- যত হারাম পন্থাই রয়েছে সবই অন্যায়, সবই নিষিদ্ধ।

টীকা-৯২ঃ তা তোমাদের জন্য হালাল

টীকা-৯৩ঃ এমন সব অবলম্বন করে যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে হত্যা করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ মু'মিনকে হত্যা করা খোদ নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, সমস্ত মু'মিন একই প্রাণের মত।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে 'আত্মহত্যা' হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় এবং রিপুর অনুসরণ করে হারামে লিপ্ত হওয়াও নিজে নিজেকে ধ্বংস করার নামান্তর মাত্র।

টীকা-৯৪ঃ এবং যেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি এসেছে অর্থাৎ শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার ও চুরি ইত্যাদি।
টীকা-৯৫ঃ সগীরাহ্ গুণাহসমূহ।
মাস্‌আলাঃ কুফর ও শির্ক ক্ষমা করা হবেনা যদি মানুষ সেটার উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় (আল্লাহ্‌র পানাহ্) । অবশিষ্ট সব গুণাহ্- 'সগীরাহ্' হোক কিংবা 'কাবীরাহ্' (ছোট কিংবা বড়) আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন- ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন।
টীকা-৯৬ঃ পার্থিব দিক দিয়ে কিংবা ধর্মীয় দিক থেকে, যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়।
হিংসা অতীব মন্দ স্বভাব। হিংসুক ব্যক্তি অন্য কাউকেও ভাল অবস্থায় দেখলে নিজের জন্য তা কামনা করে এবং সাথে সাথে এটাও চায় যে, তার ভাই সেই নি'মাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাক। এটা নিষিদ্ধ। বান্দার উচিত যেন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকে; তিনি যে বান্দাকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন- চাই সেটা ধন-দৌলত ও প্রাচুর্যের হোক, অথবা ধর্মীয় পদ-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হোক। এটা তাঁরই হিকমত।

শানে নুযূলঃ যখন 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ (পুরুষের অংশ দু'নারীর সমান) অবতীর্ণ হলো এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে পুরুষের অংশ নারী অপেক্ষা দ্বিগুণ নির্ধারিত হলো, তখন পুরুষেরা বললো, "আমরা আশা করি, আখিরাতে সৎকর্মের সাওয়াবও আমরা নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ পাবো।" আর নারীরা বললো, "আমরাও আশা করি যে, পাপের শাস্তিও আমাদেরকে পুরুষের অর্ধেক দেয়া হবে।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى যেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা হিকমত বৈ কিছুই নয়। বান্দার উচিত যেন তাঁরই ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে।
টীকা-৯৭ঃ প্রত্যেকে তার কর্মফল পাবে।
শানে নুযূলঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাহ্ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا বলেন, "আমরাও যদি পুরুষ হতাম, তবে আমরাও জিহাদ করতাম এবং পুরুষের ন্যায় প্রাণ উৎসর্গ করার মহা পুরুস্কার লাভ করতাম।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, পুরুষেরা জিহাদ করে সাওয়াব লাভ করতে পারে আর নারীরা তাদের স্বামীদের আনুগত্য ও সতীত্ব রক্ষা করে সাওয়াব লাভ করতে পারে।

সূরাঃ ৪ নিসা	১৬৫	মানযিল-১	পারাঃ ৫

৩১ঃ যদি বিরত থাকো মহা পাপাচারসমূহ থেকে, যে গুলো তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে (৯৪) তবে তোমাদের অন্যান্য পাপ (৯৫) আমি ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো ।
৩২ঃ এবং সেটার লালসা করোনা যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (৯৬) । পুরুষদের জন্য তাদের উপার্জন থেকে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য তাদের থেকে অংশ রয়েছে (৯৭) এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ চাও । নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন ।
৩৩ঃ এবং আমি প্রত্যেকটি সম্পত্তির জন্য উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি- যা কিছু রেখে যায় মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়গণ এবং ঐসব লোক, যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়েছে (৯৮) তাদেরকে তাদের অংশ অর্পণ করো । নিশ্চয় প্রত্যেক কিছু আল্লাহ্‌র সম্মুখে রয়েছে।

রুকূ'-৬

৩৪ঃ পুরুষ হচ্ছে কর্তা- নারীদের উপর (৯৯)

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ
نُكَفِّرۡ عَنۡكُمۡ سَيِّاٰتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُمۡ
مُّدۡخَلًا كَرِيۡمًا ﴿۳۱﴾ وَلَا تَتَمَنَّوۡا مَا
فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعۡضَكُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ ؕ
لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا ؕ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ ؕ
وَسۡـَٔلُوا اللّٰهَ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمًا ﴿۳۲﴾
وَلِكُلٍّ جَعَلۡنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ
وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ ؕ وَالَّذِيۡنَ عَقَدَتۡ
اَيۡمٰنُكُمۡ فَاٰتُوۡهُمۡ نَصِيۡبَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدًا ﴿۳۳﴾ ع
اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ

টীকা-৯৮ঃ এ থেকে 'আক্বদে মুওয়ালাত' (عقد موالات) বা পরস্পর অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী বানানোর চুক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য। এটার প্রকৃতি এরূপ- কোন বংশ পরিচয়হীন লোক অপর কাউকে এ কথা বলবে, "তুমি আমার অভিভাবক (مولى), আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আমার ওয়ারিশ হবে। আর আমি কোন অপরাধ করলে তোমাকেই সেটার 'রক্তপণ' (دية) দিতে হবে। অপরজন বলবে, "আমি গ্রহণ করলাম।" এমতাবস্থায় এ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায় আর গ্রহণকারী ওয়ারিশ হয়ে যায়। প্রয়োজনে 'রক্তপণ' দেয়াও তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়। আর অপরজনও যদি তার মত বংশ-পরিচয়হীন হয় এবং তেমনি বলে আর সেও একথা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের ওয়ারিশ ও তার 'রক্তপণ' (دية) এর যিম্মাদার হবে। এ ধরণের চুক্তি (عقد) প্রমাণিত। সাহাবা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمۡ)ও এর পক্ষে রায় দেন।
টীকা-৯৯ঃ। কাজেই, স্ত্রীদের উপর তাঁদের আনুগত্য করা অপরিহার্য এবং পুরুষের অধিকার হলো এ যে, তারা স্ত্রীদের উপর প্রজার ন্যায় কর্তৃত্ব করবে, তাদের সুযোগ-সুবিধা, জীবন যাত্রার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, আদব-কায়দার শিক্ষা প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
শানে নুযূলঃ হযরত সা'আদ ইবনে রবী' স্বীয় স্ত্রী হাবীবাহ্‌কে কোন একটা অপরাধের কারণে চপেটাঘাত করেছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে (হাবীবাহ্) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (১০০) এবং এজন্য যে, পুরুষগণ তাদের উপর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে (১০১)। সুতরাং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ আদবসম্পন্না, স্বামীগণের পেছনে হিফাযতে রাখে (১০২) যেভাবে আল্লাহ্ হিফাযত করার হুকুম দিয়েছেন এবং যে সমস্ত স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে তোমাদের আশঙ্কা হয় (১০৩) তবে তাদেরকে বুঝাও, তাদের থেকে পৃথক হয়ে শয়ন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো (১০৪)। অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে এসে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ততার কোন পথ অন্বেষণ করোনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ (১০৫)।

৩৫ঃ এবং যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার আশঙ্কা হয় (১০৬) তবে একজন সালীস-বরপক্ষীয়দের থেকে প্রেরণ করো আর একজন সালীস স্ত্রী-পক্ষীয়দের থেকে (১০৭), তারা উভয়ে যদি সমঝোতা করতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত (১০৮)।

৩৬ঃ এবং আল্লাহ্র বন্দেগী করো এবং তাঁর শরীক কাউকে দাঁড় করাবেনা (১০৯); এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (১১০) এবং আত্মীয়স্বজনগণ (১১১), এতিমগণ, অভাবগ্রস্তগণ (১১২),

টীকা-১০০ঃ অর্থাৎ পুরুষদেরকে নারীদের উপর বিবেক ও জ্ঞান, জিহাদ, নাবূয়্যাত, খিলাফত, ইমামত, আযান, খোৎবা, জামা'আত, জুমু'আহ, তাক্বীর ও তাশরীক্ব, হুদূদ ও ক্বিসাস (অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি এবং প্রতিশোধ গ্রহণ) এর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে দ্বিগুণ অংশ পাওয়া, 'আসাবা' বানানো * বিবাহ ও তালাক্বের মালিক হওয়া, বংশসমূহ তাদেরই দিকে সম্পর্কিত হওয়া, নামায-রোযার পূর্ণরূপে উপযোগী হওয়া, যেমন তাদের জন্য কোন সময় এমন নেই যে, তারা নামায-রোযার উপযোগী হয়না, এবং দাঁড়িও পাগড়ী দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

টীকা-১০১ঃ মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ পুরুষদের উপর ওয়াজিব।

টীকা-১০২ঃ আপন চারিত্রিক পবিত্রতাকে এবং স্বামীর ঘর, মালপত্র এবং তাদের গোপন কথাকে।

টীকা-১০৩ঃ তাদেরকে স্বামীর অবাধ্যতা, তাঁর আনুগত্য না করা এবং তাঁদের অধিকারসমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখার বিভিন্ন কুফল বুঝাও, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে তাদেরকে যেগুলোর সম্মূখীন হতে হবে এবং আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ও দেখাও। আর বলো যে, আমাদের প্রতি তোমাদের উপর শরীয়ত সম্মত কর্তব্য রয়েছে এবং তোমাদের উপর আমাদের আনুগত্য করা ফরয। যদিও এতদ্‌সত্ত্বেও না মানে-

টীকা-১০৪ঃ মৃদু প্রহার।

টীকা-১০৫ঃ এবং তোমরা পাপ করো, তবুও তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেন। সুতরাং তোমাদের অধীনস্থ স্ত্রীগণ যদি অপরাধ করার পর ক্ষমা চায়, তবে তাদেরকেও তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া অধিকতর সঙ্গত। আল্লাহ্র কুদরত ও মহত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে অত্যাচার থেকে বিরত থাকা উচিত।

টীকা-১০৬ঃ এবং তোমরা দেখো যে, বুঝানো, আলাদা শয়ন করা ও প্রহার করা কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি এবং উভয়ের বিরোধ দূর হয়নি,

টীকা-১০৭ঃ কেননা, নিকটতম আত্মীয়গণ তাদের আত্মীয়-স্বজনের ঘরোয়া অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মতৈক্যের কামনাও রাখে, উভয় পক্ষের আস্থাও তাদের উপর থাকে এবং তাদেরকে আপন অন্তরের কথা বলতেও কোন দ্বিধা থাকেনা,

টীকা-১০৮ঃ জানেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে অত্যাচারী।

মাস্আলাঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার অধিকার সালীসের নেই।

টীকা-১০৯ঃ না প্রাণীকে, না প্রাণহীনকে, না তাঁর রাবূবিয়্যাতের মধ্যে, না তাঁর ইবাদতের মধ্যে।

টীকা-১১০ঃ আদব ও সম্মান প্রদর্শন সহকারে এবং তাঁদের খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকো এবং তাঁদের জন্য ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করোনা। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তিনবার ইরশাদ করেন, "তার নাক ধূলিময় হোক!" হযরত আবূ হুরায়রাহ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন, "কার, হে আল্লাহ্র রসূল?" ইরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পেয়েছে কিংবা তাদের একজনকে পেয়েছে কিন্তু সে বেহেশতী হয়নি।"

টীকা-১১১ঃ হাদীস শরীফে আছে, "আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারকারীদের জীবন দীর্ঘ হয় এবং রিয্ক্ব প্রশস্ত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

টীকা-১১২ঃ হাদীসঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "আমি এবং এতিমের অভিভাবক এত নিকটে হবো যেমন

*'আসহাবে ফরা-ইয' বা যাদের অংশ ক্বুরআনে নির্ধারিত, তারা তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির যারা মালিক হয় তারা 'আসাবা'। পুত্র সন্তানের ন্যায় কন্যাও আসাবা হয়ে থাকে। পুত্র-সন্তান না থাকলে কন্যা আসাবা হতে পারেনা, বরং সে আসহাবে ফরা-ইযের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যমা।" (বুখারী শরীফ)

হাদীসঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "বিধবা এবং মিসকীনের সাহায্য ও খোঁজ-খবর গ্রহণকারী আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারীর সমতুল্য।"

টীকা-১১৩ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "জিব্রাঈল সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীদের প্রতি অনুগ্রহ করার তাকীদ দিয়ে থাকে এ পর্যন্ত যে, মনে হতো যেন তাদেরকে সম্পত্তির ওয়ারিশ সাব্যস্ত করে দেবেন।" (বুখারী ও মুসলীম)

টীকা-১১৪ঃ অর্থাৎ স্ত্রী কিংবা যে সংস্পর্শে থাকে কিংবা সফরসঙ্গী হয়, কিংবা সহপাঠী হয়, কিংবা মজলিসে-মসজিদে পাশাপাশি বসে।

টীকা-১১৫ঃ এবং মুসাফির ও মেহমান (অতিথি)।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার উচিৎ যেন মেহ্‌মানের সমাদর করে। (বুখারী ও মুসলীম)

নিকট প্রতিবেশীগণ, দূর প্রতিবেশীগণ (১১৩), করটের সঙ্গী (১১৪), পথচারী (১১৫) এবং স্বীয় দাস-দাসীদের সাথেও (১১৬)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পছন্দ হয়না কোন দাম্ভিক, আত্ম-গৌরবকারী (১১৭)।

৩৭ঃ যারা নিজেরাই কৃপণতা করে এবং অন্যান্যদেরকেও কৃপণতা করার জন্য বলে (১১৮) এবং আল্লাহ্ تَعَالٰى যা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে দিয়েছেন তা গোপন করে (১১৯); এবং কাফিরদের জন্য আমি লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

৩৮ঃ এবং যারা আপন ধন-সম্পদ মানুষকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে (১২০) এবং ঈমান আনেনা আল্লাহ্‌র উপর আর না ক্বিয়ামতের উপর এবং যার সঙ্গী হয়েছে শয়তান (১২১), তবে সে কতই মন্দ সাথী!

৩৯ঃ এবং তাদের কি ক্ষতি ছিলো যদি ঈমান আনতো আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত থেকে তাঁর পথে ব্যয় করতো (১২২)? এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন।

৪০ঃ আল্লাহ্ এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং যদি কোন পূণ্য কাজ হয়, তবে সেটাকে দ্বিগুণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে মহা পুরস্কার প্রদান করেন।

وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ
وَمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ۝٣٦
الَّذِیْنَ یَبْخَلُوْنَ وَیَاْمُرُوْنَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَیَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابًا
مُّهِیْنًا ۝٣٧
وَمَاذَا عَلَیْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ
اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِیْمًا ۝٣٩
اِنَّ اللّٰهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ
حَسَنَةً یُّضٰعِفْهَا وَیُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ
اَجْرًا عَظِیْمًا ۝٤٠

টীকা-১১৬ঃ অর্থাৎ তাদেরকে সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিওনা এবং মন্দ বলোনা আর খাদ্য ও পোষাক প্রয়োজনীয় পরিমাণে দাও।

রসূলে আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "জান্নাতে দুশ্চরিত্র প্রবেশ করবেনা।" (তিরমিযী)

টীকা-১১৭ঃ অহংকারী এবং আত্মপ্রসাদী, যে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে।

টীকা-১১৮ঃ 'بخل' (কৃপণতা) হলো নিজে খাওয়া এবং অপর কাউকে না দেয়া। 'شح' নিজেও খায়না, অপরকেও খাওয়ায় না। 'سخا' (বদান্যতা) হচ্ছে, নিজেও খায়, অপরকেও খাওয়ায়।

'جود' (বদান্যতা বিশেষ) নিজে খায়না, কিন্তু অপরকে খাওয়ায়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করতো এবং গোপন করতো।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, 'জ্ঞান' গোপন করা ঘৃণ্য।

টীকা-১১৯ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত- বান্দার নিকট আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রকাশিত হওয়া তাঁর পছন্দনীয়।

মাস্‌আলাঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রকাশ করা যদি নিষ্ঠার সাথে হয়, তবে তাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শামিল এবং এ কারণে মানুষ আপন মর্যাদার উপযোগী, বৈধ পোষাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে উত্তম পোষাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

টীকা-১২০ঃ 'কৃপণতার' পর অপচয়ের কুফল বর্ণনা করেছেন যে, যে সব লোক নিছক লোক-দেখানো এবং খ্যাতি লাভের জন্য ব্যয় করে এবং তাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য থাকেনা, যেমন মুশরিক ও মুনাফিকগণ, তারাও সেসব লোকেরই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যাদের হুকুম উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

টীকা-১২১ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে। দুনিয়ায় তো এভাবে যে, সে শয়তানী কাজ করে তাকে খুশী করতে থাকে এবং পরকালে এ ভাবে যে, প্রত্যেক কাফির একই শয়তানের সাথে আগ্নেয় শিকলে আবদ্ধ থাকবে। (খাযিন)

টীকা-১২২ঃ এর মধ্যে সরাসরি তাদের উপকারই ছিলো।

টীকা-১২৩ঃ সেই নাবীকে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের ঈমান, কুফর ও নিফাক্ব (মুনাফিক্বী) এবং সমস্ত কার্যের উপর সাক্ষ্য দেবেন। কেননা, নাবীগণ আপন আপন উম্মতের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকেন।

টীকা-১২৪ঃ যেহেতু, আপনি নাবীগণের নাবী এবং সমগ্র বিশ্ব আপনারই উম্মত।

টীকা-১২৫ঃ কেননা, যখন তারা আপন অপরাধ অস্বীকার করবে

টীকা-১২৬ঃ শানে নুযূলঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) একদল সাহাবীকে দাওয়াত করলেন। তাতে আহারের পর শরাব (মদ বিশেষ) পরিবেশন করা হলো। কেউ কেউ পান করলেন। কেননা, তখনও পর্যন্ত মদ হারাম ঘোষিত হয়নি। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন। ইমাম নেশাবস্থায় " قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَاَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ " পড়ে গেলেন এবং উভয় স্থানে (لَا) বাদ দিলেন, কিন্তু নেশার ঘোরে জানতে পারেন নি। আর আয়াতের অর্থ বিগড়ে গেলো। এর উপর এ আয়াত নাযিল হলো এবং তাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করতে নিষেধ করা হলো। তখন থেকে মুসলমানগণ নামাযসমূহের সময়ে মদ পান করা পরিহার করলেন। এরপর মদ একেবারেই হারাম করে দেয়া হয়।

৪১ঃ তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো (১২৩)? এবং হে মাহবূব! আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারীরূপে উপস্থিত করবো (১২৪)?

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

৪২ঃ যে দিন কামনা করবে সে সব লোক, যারা কুফর করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে- 'আহা! যদি তাদেরকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে মিশিয়ে ফেলা হতো!' এবং কোন কথাই আল্লাহ্ থেকে গোপন করতে পারবে না (১২৫)।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

রুকূ-৭

৪৩ঃ হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটে যেওনা (১২৬) যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু হুশ না হয় যে, যা বলো তা বুঝতে পারো এবং না অপবিত্র অবস্থায় গোসল ব্যতিরেকে, কিন্তু মুসাফিরীর মধ্যে (১২৭) এবং যদি তোমরা পীড়িত হও (১২৮) কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচকর্ম সমাধা করে এসেছো (১২৯), কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করেছো (১৩০) এবং পানি পাওনি (১৩১), তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো (১৩২), সুতরাং আপন মুখমন্ডল এবং হাতগুলোর উপর মাসেহ্ করো (১৩৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

মাস্আলাঃ ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মানুষ নেশাবস্থায় মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফির হয়না। কেননা, قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এর মধ্যে উভয় স্থানে (لَا) বাদ দেয়া কুফরী। কিন্তু এমতাবস্থায় হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাঁদের বিরুদ্ধে কুফরের হুকুম দেননি; বরং ক্বুরআন পাকে তাঁদেরকে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ (হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।*

টীকা-১২৭ঃ যখন পানি না পাও, তায়াম্মুম করে নাও

টীকা-১২৮ঃ এবং পানির ব্যবহার ক্ষতি করে

টীকা-১২৯ঃ এটা ওযু বিহীন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবহ

টীকা-১৩০ঃ অর্থাৎ স্ত্রী-সহবাস করেছো।

টীকা-১৩১ঃ সেটার ব্যবহারে অক্ষম হও- পানি মওজুদ না থাকার কারণে কিংবা পানি দূরে হওয়ার কারণে কিংবা পানি লাভের উপকরণ না থাকার দরুন; অথবা সাপ, হিংস্র পশু ও শত্রু ইত্যাদি কোন বাধা থাকার কারণে।

টীকা-১৩২ঃ এ হুকুমে পীড়িতগণ, মুসাফিরগণ এবং 'জানাবত' ** ও 'হাদস' *** সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত; যারা পানি পায়না কিংবা তা ব্যবহারে অক্ষম হয়। (মাদারিক)

মাস্আলাঃ 'হায়য' (রজঃস্রাব) ও 'নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ জনিত অপবিত্রতা) থেকেও পবিত্রতা অর্জনের জন্য, পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায় 'তায়াম্মুম' জায়েয; যেমন, হাদীস শরীফ এসেছে।

টীকা-১৩৩ঃ তায়াম্মুমের নিয়মঃ ১) তায়াম্মুমকারী অন্তরে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে। তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত সর্বসম্মতভাবে পূর্বশর্ত। কেননা, এটা 'নস'

*এটা তখনকার জন্য, যখন মদ হারাম করা হয়নি। এখন যেহেতু মদ সুস্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু এখন মদ্যপায়ী মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যা বলে, তা তারই ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য হবে। এ কারণে ফক্বীহগণের মতে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিলে তার উপর তালাক বর্তাবে। (ফিক্বহ্ গ্রন্থাবলী)

**এমন অপবিত্রতা, যার কারণে গোসল ওয়াজিব হয়।

***সেই অপবিত্রতা যা ওযূ দ্বারা দূরীভূত হয়।

(نص অর্থাৎ ক্বুরআনে পাকের আয়াত) থেকে প্রমাণিত হয়েছে। ২) যে বস্তু মাটিজাত হয়- যেমন ধূলা-বালি, পাথর- এসব কিছুর উপর তায়াম্মুম বৈধ- যদিও পাথরের উপর ধূলা-বালি না থাকে; কিন্তু এসব বস্তু পবিত্র হওয়া পূর্বশর্ত। তায়াম্মুমে দু'বার হাত মাটিতে মারার বিধান রয়েছে- একবার হাত মেরে চেহারার উপর মাসেহ্ করে নেবে, দ্বিতীয়বার দু'হাতের উপর।

মাস্আলাঃ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাই 'আসল'। আর তায়াম্মুম, পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ায় অবস্থায় সেটারই পূর্ণাঙ্গ বিকল্প ব্যবস্থা। যেভাবে 'হাদস' (অপবিত্রতা বিশেষ) পানি দ্বারা দূরীভূত, অনুরূপভাবে তায়াম্মুম দ্বারাও। এমনকি একই তায়াম্মুমে অনেক ফরয ও নফল (নামায) পড়া যায়।

মাস্আলাঃ তায়াম্মুমকারীর পেছনে গোসল ও ওযুকারীর 'ইক্বতিদা' সহীহ্ হয়।

শানে নুযূলঃ বানী মুস্তালাক্বের যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈন্যদল এক মরুভূমিতে উপনীত হলো, যেখানে পানি ছিলোনা এবং সকালে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবার ইচ্ছা ছিলো। সেখানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আ'য়িশা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا) হার হারিয়ে গেলো। সেটার সন্ধান করার জন্য সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) সেখানেই অবস্থান করলেন। ভোর হলো; কিন্তু পানি ছিলোনা। আল্লাহ্ تَعَالٰی তায়াম্মুমের আয়াত অবতারণ করলেন। উসায়দ ইবনে হুদায়র (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) আরয করলেন, "হে আবূ বাকরের পরিবারবর্গ! এটা শুধু আপনাদের প্রথম বরকত নয়। অর্থাৎ আপনাদের বরকতে মুসলমানদের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে, অনেক উপকার হয়েছে"। অতঃপর উষ্ট্র দাঁড় করানো হলো। তখন সেটার নীচে হারখানা পাওয়া গেলো। হার হারিয়ে যাওয়া এবং সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) তা (কোথায় সে কথা) না বলার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে। যথা- ১) হযরত আ'য়িশা সিদ্দীক্বাহ্র হারের কারণে সেখানে অবস্থান করা তাঁরই ফযীলত ও উন্নত মর্যাদারই প্রমাণ। ২) সাহাবা কিরামের সেটা তালাশ করার মধ্যে এ পথ-নির্দেশ রয়েছে যে, হুযূর (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর পবিত্র স্ত্রীগণের সেবা করা মু'মিনদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ। ৩) অতঃপর তায়াম্মুমের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূর এর পবিত্র স্ত্রীগণের খিদমতের এমনি পুরুস্কার দেয়া হয়, যা দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ উপকৃত হতে থাকবেন। সুব্হানাল্লাহ্!

সূরাঃ ৪ নিসা	১৬৯	মানযিল-১	পারাঃ ৫

৪৪ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা কিতাব থেকে একটা অংশ লাভ করেছে- (১৩৪)? গোমরাহী ক্রয় করে নেয় (১৩৫) এবং চায় (১৩৬) যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

৪৫ঃ এবং আল্লাহ্ খুব জানেন তোমাদের শত্রুদেরকে (১৩৭) এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট অভিভাবকরূপে (১৩৮) এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট সাহায্যকারীরূপে।

৪৬ঃ কিছু সংখ্যক ইহুদী কথাগুলোকে সেগুলোর স্থান থেকে পরিবর্তিত করে (১৩৯) এবং (১৪০) বলে, 'আমরা শুনেছি ও অমান্য করেছি এবং (১৪১) শুনুন আপনাকে না শুনানো হোক। (১৪২) এবং 'রা'ইনা বলে (১৪৩) জিহ্বাসমূহ ঘুরিয়ে (১৪৪) এবং দ্বীনের প্রতি বিদ্রুপ করার জন্য (১৪৫)।

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ يَشۡتَرُوۡنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَضِلُّوا السَّبِيۡلَ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاَعۡدَآئِكُمۡ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۟ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيۡرًا ﴿٤٥﴾ مِنَ الَّذِيۡنَ هَادُوۡا يُحَرِّفُوۡنَ الۡكَلِمَ عَنۡ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوۡلُوۡنَ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَاسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا ۢ بِاَلۡسِنَتِهِمۡ وَطَعۡنًا فِى الدِّيۡنِ ؕ

টীকা-১৩৪ঃ তা এ যে, তাওরীতের মাধ্যমে তারা শুধু হযরত মূসা (عَلَیۡهِ السَّلَام) এর নাবুয়্যাতকে চিনেছে এবং সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর সম্পর্কে যা সেটার মধ্যে উল্লেখিত ছিলো সে অংশটা থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে গেছে এবং তাঁর নাবুয়্যাতকে অস্বীকার করে বসেছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত রিফ'আহ ইবনে যায়দ এবং মালিক ইবনে দোখশাম ইহুদীদ্বয়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এ দু'জন লোক যখন রসূল কারীম (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর সাথে কথা বলতো, তখন জিহ্বা ঘুরিয়ে বলতো।

টীকা-১৩৫ঃ হুযূর (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর নবুয়্যতকে অস্বীকার করে

টীকা-১৩৬ঃ হে মুসলমানগণ!

টীকা-১৩৭ঃ এবং তিনি তোমাদেরকেও তাদের শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের উচিৎ যেন তাদের থেকে বাঁচতে থাকো।

টীকা-১৩৮ঃ এবং যার ব্যবস্থাপক হন আল্লাহ্ তার আবার শংকা কিসের?

টীকা-১৩৯ঃ যেগুলো তাওরীত শরীফে আল্লাহ্ تَعَالٰی সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর প্রশংসায় ইরশাদ করেন।

টীকা-১৪০ঃ যখন সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) তাদেরকে কিছুর নির্দেশ দিতেন তখন-

টীকা-১৪১ঃ বলে-

টীকা-১৪২ঃ এ বাক্যটার অর্থের দু'টি দিক হতে পারে- একটা ভাল অর্থের, অপরটা কদর্থের। ভাল অর্থের দিক হচ্ছে এ যে, কোন অপছন্দনীয় কথা আপনার কর্ণগোচর নাই হোক। কদর্থের দিক হচ্ছে এ যে, শ্রবণ করা আপনার ভাগ্যে নাই জোটুক।'

টীকা-১৪৩ঃ এতদসত্ত্বেও যে, এ 'কালিমাহ্' সহকারে তাঁকে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এটা তাদের ভাষার মন্দ অর্থ রাখে।

টীকা-১৪৪ঃ সত্য থেকে মিথ্যার প্রতি-

টীকা-১৪৫ঃ অর্থাৎ তারা স্বীয় সাথীদেরকে বলতো, "আমরা হুযূরের নামে অপপ্রচার করি। যদি তিনি নাবী হতেন, তবে তিনি তা জেনে ফেলতেন।" আল্লাহ্

তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের নাপাক উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিলেন।

টীকা-১৪৬ঃ সে সব বাণীর স্থলে, সাহিত্যিকদের নিয়ম মোতাবেক।

টীকা-১৪৭ঃ এতটুকু যে, আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা দিয়েছেন এবং এতটুকু যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না ঈমান বিষয়ক সমস্ত কিছুকে মান্য করে এবং (যতক্ষণ না) ওসব কিছুর সত্যতা স্বীকার করে নেয়।

টীকা-১৪৮ঃ তাওরীত

টীকা-১৪৯ঃ চোখ, নাক, কান এবং ভ্রু-ইত্যাদি নক্শা নিশ্চিহ্ন করে।

টীকা-১৫০ঃ এ দু'টি কথার মধ্যে যে কোন একটি অনিবার্য। আর অভিসম্পাত তো তাদের উপর এমনভাবে আপতিত হয়েছে যে, বিশ্ব তাদেরকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করে।

এখানে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে-

কেউ কেউ এ শাস্তি দুনিয়াতেই কার্যকর হবে বলে মত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলেন, "তা আখিরাতেই সংঘটিত হবে।"

কেউ কেউ বলেন যে, তা সংঘটিত হয়েই গেছে। কারো কারো মতে- এখনো প্রতীক্ষিত। কারো কারো অভিমত হচ্ছে- এ হুমকি ঐ অবস্থায় ছিলো যখন ইহুদী সম্প্রদায়ের কেউ ঈমান আনতোনা। আর যেহেতু, বহু সংখ্যক ইহুদী ঈমান নিয়ে আসলো যে কারণে পূর্বশর্ত অনুপস্থিত। কাজেই, শাস্তিও রহিত হয়ে গেছে।

হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, যিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা বড় আ'লিম ছিলেন, তিনি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এ আয়াত শ্রবণ করলেন এবং আপন ঘরে পৌঁছার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর দরবারে হাযির হলেন। আর আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ধারণা ছিলোনা যে, আমি আমার মুখমন্ডল পিঠের দিকে ফিরে যাবার এবং চেহারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পূর্বে আপনার দরবারে উপস্থিত হতে পারবো।" অর্থাৎ এ ভয়ে তিনি ঈমান আনার ক্ষেত্রে ত্বরা করেছিলেন। কেননা, তাওরীত শরীফের মাধ্যমে তিনি তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সত্য রসূল হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চত জ্ঞান রাখতেন। এই ভয়ে হযরত কা'ব-ই-আহ্‌বার, যিনি ইহুদী আ'লিমদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর নিকট এ আয়াত শুনে মুসলমান হয়ে গেলেন।

সূরাঃ ৪ নিসা	১৭০	মানযিল-১	পারাঃ ৫

এবং যদি তারা (১৪৬) বলতো, 'আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি এবং হুযূর, আমাদের কথা শুনুন! এবং হুযূর, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন!' তবে তাদের জন্য মঙ্গল ও সরলতার বৃদ্ধি হতো। কিন্তু তাদের উপর তো আল্লাহ্ লা'নত করেছেন তাদের কুফরের কারণে। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেনা কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (১৪৭)।

৪৭ঃ হে কিতাবীগণ! ঈমান আনো সেটার উপর যা আমি অবতারণ করেছি তোমাদের সঙ্গেকার কিতাব (১৪৮) এর সত্যায়নকারীরূপে এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দেবো কিছু চেহারাকে (১৪৯); অতঃপর সেগুলো ঘুরিয়ে দেবো সেগুলোর পিঠের দিকে, অথবা তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি শনিবার পালনকারীদেরকে (১৫০) এবং খোদার নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

৪৮ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর সাথে কুফর (শির্ক) করা হবে এবং কুফরের নিম্নে যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন (১৫১); এবং যে খোদার শরীক স্থির করেছে সে মহা পাপের তুফান গড়েছে।

৪৯ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে (১৫২),

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۶﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا
بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى
اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ
السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۴۷﴾
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا
دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ

টীকা-১৫১ঃ অর্থ এ যে, যে কুফর অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তার জন্য ক্ষমা নেই। তার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অবধারিত। আর যে কুফর করেনি, সে যতোই মহাপাপ করুক না কেন, আর তাওবা ব্যতিরেকেও মারা যায়, তবুও তার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি নেই। তার মাগফিরাত আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন-ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন অথবা তার পাপের জন্য শাস্তি দেবেন। অতঃপর আপন করুণায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এ আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায়কে ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এ অর্থও প্রকাশ পায় যে, ইহুদীদের বেলায় শরীয়তের পরিভাষায় 'মুশরিক' শব্দের ব্যবহার দুরস্ত আছে।

টীকা-১৫২ঃ এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র বলতো আর দাবী করতো যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের ধার্মিকতা, সততা, খোদভীরুতা, নৈকট্যধন্য ও বরেণ্য হওয়ার দাবী করা এবং নিজ মুখেই নিজের প্রশংসা করা কোন কাজে আসেনা।

টীকা-১৫৩ঃ অর্থাৎ মোটেই যুলুম হবে না। ততটুকু শাস্তিই দেয়া হবে, যতটুকু সে উপযোগী।

টীকা-১৫৪ঃ নিজেই নিজেকে পাপশূন্য ও আল্লাহ্‌র দরবারে বরেণ্য বলে-

টীকা-১৫৫ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত কা'আব ইবনে আশরাফ প্রমুখ ইহুদী আ'লিমদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সত্তরজন আরোহীর একটা দল নিয়ে কুরাঈশদের কাছ থেকে সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর অঙ্গীকার নেয়ার জন্য গিয়েছিলো। কুরাঈশগণ তাদেরকে বললো, "যেহেতু তোমরা কিতাবী, সেহেতু তোমরা সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে অধিক নৈকট্য রাখো।

বরং আল্লাহ্‌ যাকে চান পবিত্র করেন এবং তাদের প্রতি যুলুম হবেনা খোরমা-বীজের আঁশ পরিমাণও (১৫৩)।

৫০ঃ দেখুন, তারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা রচনা করছে (১৫৪)? এবং এটাই যথেষ্ট প্রকাশ্য পাপরূপে।

রুকূ-৮

৫১ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা কিতাবের একটা অংশ লাভ করেছে, (তারা) ঈমান আনছে বোত ও শয়তানের উপর এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলে, 'এরা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিকতর সঠিক পথের উপর রয়েছে।'

৫২ঃ এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্‌ লা'নত করেছেন এবং যাকে আল্লাহ্‌ লা'নত করেন, তবে কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবেনা (১৫৫)।

৫৩ঃ তাদের কি রাজ্যে কোন অংশ আছে (১৫৬)? এমন হলে তারা মানুষকে এক কপর্দক পরিমাণও দেবেনা।

৫৪ঃ অথবা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে (১৫৭) সেটারই উপর, যা আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে দিয়েছেন (১৫৮)? সুতরাং আমি তো ইব্রাহীমের বংশধরগণকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছি (১৫৯)।

৫৫ঃ অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ এর উপর ঈমান এনেছে (১৬০) এবং কেউ কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়েছে (১৬১) এবং দোযখ যথেষ্ট প্রজ্জ্বলিত আগুন (১৬২)।

৫৬ঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবো। যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হয়ে

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, তোমরা আমাদের সাথে প্রতারণামূলক সাক্ষাৎ করছো না? যদি আমাদেরকে আস্থাশীল করতে চাও, তবে আমাদের বোতগুলোকে সাজদা করো।" তখন তারা শয়তানের আনুগত্য করে বোতগুলোকে সাজদা করেছিলো। অতঃপর আবু সুফিয়ান বললো, "আমরা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত, না মুহাম্মাদ (মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)?" কা'আব ইবনে আশরাফ বললো, "তোমরাই সঠিক পথের উপর আছো।" এর উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ تَعَالٰى তাদেরকে লা'নত করলেন; যেহেতু তারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর প্রতি শত্রুতা করতে গিয়ে মুশরিকদের বোতগুলোর পর্যন্ত পূজা করলো।

টীকা-১৫৬ঃ ইহুদী সম্প্রদায় বলতো, "আমরা রাষ্ট্র ও নাবুয়্যাতের অধিক হকদার। কাজেই, আমরা কিভাবে আরববাসীদের আনুগত্য করবো?" আল্লাহ্‌ تَعَالٰى তাদের এ দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করলেন যে, তাদের আবার রাজ্যের মধ্যে অংশই বা কিসের? আর যদি কিছুক্ষণের জন্য তেমন কিছু কল্পনাও করা হয়, তবে তাদের কার্পণ্য এ পর্যায়ের হবে যে,

টীকা-১৫৭ঃ অর্থাৎ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং ঈমানদারদের সাথে-

টীকা-১৫৮ঃ নবূয়্যত, সাহায্য, বিজয় ও সম্মান ইত্যাদি নি'মাত।

টীকা-১৫৯ঃ যেমন, হযরত য়ূসুফ, হযরত দাঊদ এবং হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে ।

এরপর যদি আপন হাবীব সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর অনুগ্রহ করেন, তবে এর উপর কেন জ্বলছো এবং হিংসা করছো?

টীকা-১৬০ঃ যেমন হযরত আ'বদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর উপর ঈমান এনেছেন।

টীকা-১৬১ঃ এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত রয়েছে

টীকা-১৬২ঃ তারই জন্য, যে সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনে নি।

টীকা-১৬৩ঃ যারা প্রত্যেক প্রকারের নাপাকি এবং ঘৃণ্য বস্তু থেকে পবিত্র

টীকা-১৬৪ঃ অর্থাৎ বেহেশতের ছায়া, যার আরাম ও শান্তি অনুভবের কথা অনুধাবন এবং বর্ণনার বহু উর্ধ্বে।

টীকা-১৬৫ঃ আমানতদারগণ এবং নির্দেশ-দাতাদেরকে আমানত ও ধর্মপরায়ণতার সাথে হকদারের প্রতি অর্পন করার এবং ফয়সালাসমূহের বেলায় ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন 'মুফাস্‌সির'-এর অভিমত হচ্ছে- ফরযসমূহও আল্লাহ্ تَعَالٰی র আমানত সেগুলো আদায় করাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-১৬৬ঃ উভয় পক্ষের মুলতঃ কারো পক্ষপাতিত্ব না হওয়া চাই। ওলামা কিরাম বলেছেন- হাকিমগণের উচিত যেন তাঁরা পাঁচটা বিষয়ে উভয় পক্ষের সাথে সমান ব্যবহার করেন। যথা- ১) নিজেদের সামনে আসার ব্যাপারে একপক্ষকে যেমন সুযোগ দিবেন অপরকেও তেমনি দেবেন, ২) বৈঠক উভয়কে একধরণের দেবেন, ৩) উভয় পক্ষের দিকে সমানভাবে দৃষ্টিপাত করবেন, ৪) কথা শুনার ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে সমান নিয়ম অবলম্বন করবেন এবং ৫) ফয়সালা প্রদানের সময় ন্যায়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। যার উপর অপরের প্রাপ্য থাকে তা পূর্ণাঙ্গরূপে পরিশোধ করাবেন। হাদীস শরীফে আছে- ন্যায় বিচারকারীদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মধ্যে নূরানী মিম্বর প্রদান করা হবে।

শানে নুযূলঃ কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন- মক্কা বিজয়ের সময় সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কা'বা শরীফের খাদিম ওসমান ইবনে তালহা থেকে কা'বা শরীফের চাবি নিয়ে নিলেন। অতঃপর যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো, তখন তিনি সেই চাবি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এখন থেকে এ চাবি সর্বদা তোমারই বংশে থাকবে।" এর উপর ওসমান ইবনে তালহা হাজবী ইসলাম গ্রহণ করলেন।

যদিও ঘটনাটি কিছু কিছু পরিবর্তন করে অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হাদীস শরীফসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়না। কেননা, ইবনে আ'বদুল্লাহ্, ইবনে মান্দাহ ও ইবনে আসীরের বর্ণনাদি থেকে জানা যায় যে, ওসমান ইবনে তালহা ৮ম হিজরী সনে মাদীনা তৈয়্যিবায় হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন এবং তিনি মক্কা বিজয়ের দিন চাবি নিজেই আনন্দচিত্তে পেশ করলেন। (বুখারী ও মুসলিমের হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।)

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۵۶﴾

যাবে তখন আমি তাদেরকে সেগুলোর স্থলে অন্য চামড়া বদলে দেবো, যাতে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿۵۷﴾

৫৭ঃ এবং যেসব লোক ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; (তারা) সেগুলোতে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র স্ত্রীরা রয়েছে (১৬৩) এবং আমি তাদেরকে সেখানেই প্রবেশ করাবো যেখানে শুধু ছায়া আর ছায়া হবে (১৬৪)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿۵۸﴾

৫৮ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন আমানতসমূহ যাদের, তাদেরকে অর্পন করো (১৬৫) এবং এরই যে, যখন তোমরা মানুষের মধ্যে ফয়সালা করো তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করো (১৬৬) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কতোই উৎকৃষ্ট উপদেশ দেন! নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শুনেন, দেখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

৫৯ঃ হে ঈমানদারগণ, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্‌র এবং নির্দেশ মান্য করো রসূলের (১৬৭) এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত (১৬৮)।

টীকা-১৬৭ঃ কারণ, রসূলের আনুগত্য আল্লাহ্‌রই আনুগত্যের নামান্তর মাত্র। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত- সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।"

টীকা-১৬৮ঃ এ হাদীস শরীফেই হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য করেছে সে আমারই আনুগত্য করেছে এবং যে ব্যক্তি শাসকের আদেশ অমান্য করেছে সে আমাকে অমান্য করেছে।" এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমান শাসকগণ এবং হাকিমগণের আনুগত্য করা অপরিহার্য, যতক্ষণ তারা ন্যায়ের অনুসরণ করেন। যদি তারা ন্যায়ের পরিপন্থী নির্দেশ দেন, তবে তাদের আনুগত্য করতে নেই।

টীকা-১৬৯ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আহকাম (শরীয়তের বিধি-বিধান) তিন প্রকারের। যথা-
اولی الامر (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ) এর মধ্যে ইমাম, শাসক, বাদশাহ্‌, হাকিম ও কাযী-সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। পরিপূর্ণ খিলাফত তো রিসালাতের যুগের পর ত্রিশ বছর ছিলো, কিন্তু অসম্পূর্ণ খিলাফত আব্বাসী খলীফাগণের মধ্যেও ছিলো। আর বর্তমানে তো ইমাম হবার যোগ্যতাও বিরল। কেননা, 'ইমাম' হওয়ার জন্য ক্বুরাইশ বংশীয় হওয়া পূর্বশর্ত। আর একথা অধিকাংশ স্থানেই অনুপস্থিত। কিন্তু 'সালতানাৎ' এবং বাদশাহী যেহেতু এখনও বর্তমান রয়েছে এবং যেহেতু সুলতান এবং শাসকগণও اولی الامر এর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু আমাদের উপর তাঁদের আনুগত্য করাও অপরিহার্য।
(১) যা সুস্পষ্টভাবে কিতাব অর্থাৎ ক্বুরআন থেকে প্রমাণিত হয়,
(২) যা সুস্পষ্টভাবে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় এবং
(৩) যা ক্বুরআন ও হাদীস শরীফের দিকে 'ক্বিয়াসের' পদ্ধতিতে রুজু করার ফলে প্রমাণিত হয়।

فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَیۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِیۡلًا ﴿۵۹﴾

অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে, তবে সেটাকে আল্লাহ্‌ ও রসূলের সম্মুখে রুজু করো যদি আল্লাহ্‌ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখো (১৬৯)। এটা উত্তম এবং পরিণাম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

রুকূ'-৯

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ یَزۡعُمُوۡنَ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یَّتَحَاکَمُوۡۤا اِلَی الطَّاغُوۡتِ وَ قَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ یَّکۡفُرُوۡا بِهٖ ؕ وَ یُرِیۡدُ الشَّیۡطٰنُ اَنۡ یُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًۢا بَعِیۡدًا ﴿۶۰﴾

৬০ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদের দাবী হচ্ছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেটারই উপর, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেটার উপর, যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর শয়তানকে তাদের সালীস বানাতে চায় এবং তাদের প্রতি নির্দেশ তো এ ছিলো যেন তাকে মোটেই মান্য না করে। আর ইবলীস তাদেরকে দূরে পথভ্রষ্ট করতে চায় (১৭০)।

وَ اِذَا قِیۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا اِلٰی مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَی الرَّسُوۡلِ رَاَیۡتَ الۡمُنٰفِقِیۡنَ یَصُدُّوۡنَ عَنۡكَ صُدُوۡدًا ﴿۶۱﴾

৬১ঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব এবং রসূলের প্রতি এসো।' তখন তোমরা দেখবে যে, মুনাফিক্ব তোমাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

فَکَیۡفَ اِذَاۤ اَصَابَتۡهُمۡ مُّصِیۡبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡهِمۡ

৬২ঃ কেমন হবে যখন তাদের উপর কোন মুসীবত এসে পড়বে (১৭১) সেটারই পরিণাম স্বরূপ, যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে প্রেরণ করেছে (১৭২)।

টীকা-১৭০ঃ বিশ্‌র নামক একজন মুনাফিক্বের সাথে এক ইহুদীর বিবাদ ছিলো। ইহুদী বললো, "চলো, সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর মাধ্যমে মীমাংসা করিয়ে নিই।" মুনাফিক্ব মনে মনে ভাবলো-হুযূর তো কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই নির্ভেজাল ন্যায় ফয়সালা করবেন। ফলে, তার অসদুদ্দেশ্য হাসিল হবে না। এ জন্য সে ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বললো, "কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে সালীস মানো।" (ক্বুরআন মাজীদে 'তাগূত' দ্বারা এ কা'আব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার প্রার্থী হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে।) ইহুদী জানতো যে, কা'আব ঘুষখোর। এজন্য সে স্বধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সালীস মেনে নেয়নি। অগত্যা মুনাফিক্বকে ফয়সালার জন্য সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর দরবারে আসতে হলো। হুযূর যে ফয়সালা দিলেন তা ইহুদীর অনুকূলে গেলো। এখান থেকে রায় শুনার পর আবার মুনাফিক্ব ইহুদীর পিছে লাগলো এবং তাকে বাধ্য করে হযরত ওমর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর নিকট আরয করলো, "আমার ও তার মামলার ব্যাপারে সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু এ লোকটা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর ফয়সালা মানতে রাজী নয়। আপনার নিকট পুনঃ ফয়সালা চায়।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি এসে ফয়সালা করে দিচ্ছি।" এ বলে তিনি ঘরের ভিতর তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তরবারী এনে তাকে কতল করে ফেললেন আর বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের ফয়সালায় রাজি না হয় আমার নিকট তার ফয়সালা এটাই।"

টীকা-১৭১ঃ যা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় থাকে না; যেমন বিশ্‌র মুনাফিক্বের উপর এসে পড়েছিলো যে, তাকে হযরত ওমর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কতল করে ফেললেন।

টীকা-১৭২ঃ কুফর, নিফাক্ব এবং পাপাচারসমূহ, যেমন বিশ্‌র মুনাফিক্ব রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে করেছে।

ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

অতঃপর হে মাহ্‌বূব! আপনার নিকট হাযির হয়ে আল্লাহ্‌র শপথ করে (বলে), 'আমাদের উদ্দেশ্য তো কল্যাণ এবং সম্প্রীতিই ছিলো (১৭৩)।'

৬৩ঃ তাদের অন্তরসমূহের কথা তো আল্লাহ্ জানেন। সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিন আর তাদের মামলায় তাদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বলুন (১৭৪)

৬৪ঃ এবং আমি কোন রসূল প্রেরণ করিনি কিন্তু এ জন্য যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হবে (১৭৫); এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে (১৭৬) তখন, হে মাহ্‌বূব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে (১৭৭)।

৬৫ঃ সুতরাং হে মাহ্‌বূব! আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুসলমান হবেনা যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে (১৭৮)।

টীকা-১৭৩ঃ এবং সে ওযর-আপত্তি এবং অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। যেমন বিশ্‌র মুনাফিক্ব কতল (নিহত) হয়ে যাওয়ার পর তার উত্তরাধিকারীগণ তার খুনের বদলা তলব করতে এসেছিলো এবং অযথা ওযরসমূহ পেশ এবং বিভিন্ন অভিযোগ তৈরী করতে লাগলো। আল্লাহ্ تَعَالٰی তার খুনের কোন বদলা প্রদান করাননি। কেননা, সেটা তার আত্মহত্যার শামিল ছিলো।

টীকা-১৭৪ঃ যা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

টীকা-১৭৫ঃ যখন রসূল প্রেরণেই এজন্য যে, তাঁদের আনুগত্য করানো হবে এবং তাঁদের আনুগত্য ফরয করা হবে, তখন যে ব্যক্তি তাঁদের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হবে না সে রিসালাতকেই অমান্যকারী হবে, সে কাফির এবং তাকে কতল করা অপরিহার্য (واجب القتل)।

টীকা-১৭৬ঃ অবাধ্যতা ও অমান্য করে

টীকা-১৭৭ঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌র দরবারে রসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওসীলা এবং তাঁর সুপারিশ অর্জনের জন্য উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওফাত শরীফের পর একজন গ্রাম্য লোক রওযা-ই-আক্বদাসের নিকট হাযির হয়ে রওযা শরীফের 'পবিত্র মাটি নিয়ে তার মাথায় মালিশ করলো এবং আরয করতে লাগলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, যা আপনি ইরশাদ করেছেন আমরা তা শুনেছি। আর যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে এ আয়াতও আছে, وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا الاٰية, আমি নিশ্চয়ই আপন আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং আপনার দরবারে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমার গুণাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হাযির হয়েছি। সুতরাং আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে দিন।" তদুত্তরে রওযা শরীফ থেকে সুসংবাদ আসলো, "তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়েছে।" এ থেকে কতিপয় মাস্‌আলা প্রতিভাত হয়ঃ-

মাস্‌আলাঃ আল্লাহ্ تَعَالٰی এর দরবারে স্বীয় প্রয়োজন আরয করার জন্য তাঁর মাক্ববূল বান্দাদেরকে ওসীলা বানানো কৃতকার্যতার উপায়।

মাস্‌আলাঃ ক্ববরের নিকট প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে যাওয়াও جَآءُوْكَ এর অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট যুগেরই স্বীকৃত আ'মল।

মাস্‌আলাঃ ওফাতের পর আল্লাহ্‌র মাক্ববূল বান্দাগণকে ' يا' (ইয়া) সহকারে সম্বোধণ করা বৈধ।

মাস্‌আলাঃ আল্লাহ্‌র মাক্ববূল বান্দাগণ সাহায্য করেন এবং তাঁদের দুআ'য় মনষ্কামনা পূরণ হয়।

টীকা-১৭৮ঃ অর্থ এ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফয়সালা এবং নির্দেশকে অন্তরের নিষ্ঠা সহকারে মেনে না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না। (سبحان الله)। এ থেকে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শান প্রতিভাত হয়।

শানে নুযূলঃ পাহাড় থেকে প্রবাহমান একটা নালা, যা দ্বারা বাগানসমূহে পানি পৌঁছানো হতো তা নিয়ে একজন আনসারীর হযরত যুবায়র (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর সাথে ঝগড়া হলো। মামলাটা হুযূর সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট পেশ করা হলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোমার প্রতিবেশীর (বাগানের) দিকে পানি ছেড়ে দিও।" এটা আনসারীর নিকট পছন্দ হলোনা এবং তার মুখ থেকে এ বাক্যটা বের হলো- "যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই হন।" অথচ উক্ত ফায়সালায় হযরত যুবায়রকে আন্‌সারীর প্রতি অনুগ্রহ করার হিদায়ত করা হয়েছে। কিন্তু আনসারী সেটার মর্যাদা দেয়নি। তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত যুবায়রকে হুকুম দিলেন- আপন বাগানে পানি দিয়ে পানির গতি রোধ করো। বিচারে পার্শ্ববর্তী লোকই পানির উপযোগী। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৭৯ঃ যেমন বানী ইস্রাঈলকে মিশর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য এবং তাওবার জন্য নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শানে নুযূলঃ সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসকে এক ইহুদী বললো, "আল্লাহ্ আমাদের উপর, নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করা এবং গৃহ ত্যাগ করা ফরয করে দিয়েছিলেন। আমরা সেটা পালন করেছি"। সাবিত বললেন, "যদি আল্লাহ্ আমাদের উপর ফরয করতেন তবে আমরাও নিশ্চয় পালন করতাম।"এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৮০ঃ অর্থাৎ রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য এবং তাঁর কথা মান্য করার।

টীকা-১৮১ঃ সুতরাং নাবীগণের নিষ্ঠাবান অনুগত লোকেরা জান্নাতে তাঁদের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবেনা।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيٰرِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿۶۶﴾ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۶۷﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۶۸﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿۶۹﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿۷۰﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿۷۱﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ

৬৬ঃ এবং যদি আমি তাদের উপর ফরয করতাম, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করে ফেলো কিংবা আপন ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হয়ে যাও' (১৭৯) তবে তাদের মধ্যে কমসংখ্যক লোকই এমন করতো। এবং যদি তারা (তা) করতো যে কথার তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে (১৮০), তবে তাতে তাদের মঙ্গল ছিলো এবং ঈমানের উপর খুব প্রতিষ্ঠিত থাকা।

৬৭ঃ এবং এমন হলে নিশ্চয় আমি তাদেরকে আমার নিকট থেকে মহা পুরস্কার দিতাম।

৬৮ঃ এবং নিশ্চয় তাদেরকে সোজা পথে হিদায়ত করতাম।

৬৯ঃ এবং যে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন- অর্থাৎ নাবীগণ (১৮১), সত্যনিষ্ঠগণ (১৮২), শহীদ (১৮৩) এবং সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিগণ (১৮৪)। এরা কতই উত্তম সঙ্গী।

৭০ঃ এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট জ্ঞানী।

রুকূ-১০

৭১ঃ হে ঈমানদারগণ! সতর্কতা সহকারে কাজ করো (১৮৫) অতঃপর শত্রুর দিকে অল্প অল্প হয়ে বের হও অথবা একত্রিত হয়ে অগ্রসর হও।

৭২ঃ এবং তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা অবশ্যই দেরী (গড়িমসি) করবে (১৮৬)। অতঃপর তোমাদের উপর কোন

টীকা-১৮২ঃ 'সিদ্দীক্ব' নাবীগণের সাচ্চা অনুসারীদেরকে বলে, যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু এ আয়াতে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবা কিরামই উদ্দেশ্য; যেমন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ)।

টীকা-১৮৩ঃ যাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

টীকা-১৮৪ঃ সেসব দ্বীনদার ব্যক্তি, যাঁরা বান্দার হক (প্রাপ্য) এবং আল্লাহ্র হক্ক (বিধি-নিষেধ) উভয়ই আদায় করে এবং তাঁদের অবস্থাদি ও কার্যাবলী এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিকগুলো ভালো ও পবিত্র হয়।

শানে নুযূলঃ হযরত সাওবান সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে পূর্ণ ভালাবাসা রাখতেন। বিচ্ছেদের বিষাদ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি একদিন এতোই দুঃখিত ও চিন্তিত অবস্থায় হাযির হলেন যে, তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ রং কেন পরিবর্তিত হলো?" আরয করলেন, "না আমার কোন রোগ হয়েছে, না কোন ব্যথা। কারণ শুধু এটাই যে, যখন হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) চোখের সামনে থাকেন না তখন মনে চূড়ান্ত নির্জনতার ভয় ও দুঃখের সঞ্চার হয়। যখন পরকালের কথা স্মরণ করি তখন এ আশংকা হয় যে, সেখানে আমি কিভাবে সাক্ষাৎ লাভ করবো। আপনি তো সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করবেন? আমাকে আল্লাহ্ تَعَالٰى স্বীয় দয়াবশতঃ জান্নাত দিলেন, তবুও সেই উচ্চস্তরে পৌঁছবো কি করে?" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো এবং তাঁকে শান্তনা দেয়া হলো যে, মর্যাদার স্তরের তারতম্য সত্ত্বেও অনুগত বান্দাদের সাক্ষাতের সুযোগ এবং সঙ্গরূপী নি'মাত দ্বারা ধন্য করা হবে।

টীকা-১৮৫ঃ শত্রুর চাতুরী থেকে বাঁচো এবং তাকে নিজেদের বিরুদ্ধে সুযোগ দিওনা। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, 'হাতিয়ার সাথে রাখো।'

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শত্রুর মুক্বাবিলায় আত্মরক্ষার কৌশলাদি অবলম্বন করা জায়েয।

টীকা-১৮৬ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ।

اَصٰبَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ
اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾
وَلَئِنْ اَصٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ
تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ
مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾
فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا
﴿٧٤﴾
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ
هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ
لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا
اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ
ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَ
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

মুসীবত এসে পড়ে, তবে বলে, 'আমার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছিলো যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।'

৭৩ঃ আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করো (১৮৭) তবে অবশ্যই (এমনভাবে) বলে (১৮৮) যেন তোমাদের এবং তাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্বই ছিলোনা, 'আহা যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম তবে (আমিও) বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।

৭৪ঃ সুতরাং তাদের আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা উচিত, যারা পার্থিব জীবন বিক্রয় করে আখিরাতকে গ্রহণ করে এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয় তবে অবিলম্বে আমি তাকে মহা পুরস্কার দেবো।

৭৫ঃ এবং তোমাদের কী হলো যে, যুদ্ধ করছোনা আল্লাহ্‌র পথে (১৮৯) এবং দুর্বল নর-নারী ও দুর্বল শিশুদের জন্য? যারা এ প্রার্থনা করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ বস্তী থেকে বের করো, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে ত্রাণকর্তা দাও এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে কোন সাহায্যকারী প্রদান করো।'

৭৬ঃ ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে (১৯০) এবং কাফিরগণ শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং শয়তানের সাথে (১৯১) যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল (১৯২)।

রুকূ-১১

৭৭ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে বলা হয়েছিলো, 'নিজেদের হস্ত সংবরণ করো (১৯৩), নামায কায়েম রাখো এবং যাকাত দাও।' অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো (১৯৪) তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে লাগলো

টীকা-১৮৭ঃ তোমাদের বিজয় হয় এবং গণীমতের মাল হাতে আসে।

টীকা-১৮৮ঃ ঐ ব্যক্তি, যার উক্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে,

টীকা-১৮৯ঃ অর্থাৎ জিহাদ করা ফরয এবং তা পরিহার করার পক্ষে তোমাদের নিকট কোন গ্রহণযোগ্য ওযর নেই।

টীকা-১৯০ঃ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; যাতে তারা সেই দুর্বল মুসলমানদেরকে কাফিরদের যুলুমের কবল থেকে মুক্ত করে, যাঁদেরকে মক্কা মুকার্‌রামায় মুশরিকগণ আটক করে রেখেছিলো এবং বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিলো। আর তাঁদের নারী ও শিশুদের উপর পর্যন্ত অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিলো। বস্তুতঃ তাঁরা তাদের হাতে বাধ্য (অসহায়) ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেদের মুক্তি ও খোদায়ী সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতেন। এ প্রার্থনা কুবূল হলো এবং আল্লাহ্ تَعَالٰی আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে তাদের অভিভাবক (ত্রাণকর্তা) এবং সাহায্যকারী করেন এবং তাঁদেরকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত করেন। আর মক্কা মুকার্‌রামাহ্ বিজয় করে তাঁদের বিরাট সাহায্য দান করেন।

টীকা-১৯১ঃ দ্বীনকে সমুন্নত করণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে

টীকা-১৯২ঃ অর্থাৎ কাফিরদের এবং সেটা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কতোই নগণ্য।

টীকা-১৯৩ঃ যুদ্ধ থেকে,

শানে নুযুলঃ মুশরিকগণ মুক্কা মুকার্‌রামার মুসলমানদেরকে বহু ধরণের কষ্ট দিতো। হিজরতের পূর্বে রসূল পাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদের একটা দল হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খিদমতে আরয করলেন, "আপনি আমাদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। তারা আমাদের উপর বহু নির্যাতন করেছে এবং বহু কষ্ট দিচ্ছে।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে হাত সংবরণ করো। নামায ও যাকাত, যা তোমাদের উপর ফরয, সেগুলো তোমরা আদায় করতে থাকো।"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামায ও যাকাত জিহাদের পূর্বে ফরয হয়েছে।

টীকা-১৯৪ঃ মাদনিা তৈয়্যিবায় এবং বদরে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৯৫ঃ এ ভয় স্বভাবগত ছিলো। মানুষের এটা স্বভাবজাত যে, সে ধ্বংস এবং মৃত্যুকে ভয় করে।

টীকা-১৯৬ঃ সেটার হিকমত কি? এ প্রশ্নটা হিকমতের প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করার জন্য ছিলো, আপত্তির সূত্রে ছিলোনা। এ কারণেই তাদেরকে এ প্রশ্নের জন্য তিরস্কার করা হয়নি; বরং শান্তনাদায়ক জবাব দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৯৭ঃ ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

টীকা-১৯৮ঃ এবং তোমাদের সাওয়াব হ্রাস করা করা হবে না। কাজেই জিহাদের ক্ষেত্রে আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা।

টীকা-১৯৯ঃ এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। আর যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন বিছানার উপর মৃত্যুবরণ করার চাইতে আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করাই উত্তম, যেহেতু এটা পরকালের সৌভাগ্যের কারণ।

كَخَشۡيَةِ اللّٰهِ اَوۡ اَشَدَّ خَشۡيَةً ۚ وَقَالُوۡا رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا الۡقِتَالَ ۚ لَوۡلَاۤ اَخَّرۡتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيۡبٍ ؕ قُلۡ مَتَاعُ الدُّنۡيَا قَلِيۡلٌ ۚ وَالۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۞ وَلَا تُظۡلَمُوۡنَ فَتِيۡلًا ﴿٧٧﴾

যেমন আল্লাহকে ভয় করে এবং তদপেক্ষাও বেশী (১৯৫) এবং বললো, হে প্রতিপালক আমাদের! তুমি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরয করে দিলে (১৯৬)? আরো কিছুকাল যদি আমাদেরকে জীবিত থাকতে দেয়া হতো! (হে হাবিব) আপনি বলে দিন, "পার্থিব ভোগ সামান্য (১৯৭) এবং ভীতি সম্পন্নদের জন্য পরকাল উত্তম এবং তোমাদের উপর সুতা পরিমাণে যুলুমও হবে না (১৯৮)

اَيۡنَ مَا تَكُوۡنُوۡا يُدۡرِكْكُّمُ الۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ بُرُوۡجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنۡ تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٌ يَّقُوۡلُوۡا هٰذِهٖ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَّقُوۡلُوۡا هٰذِهٖ مِنۡ عِنۡدِكَ ؕ قُلۡ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۤءِ الۡقَوۡمِ لَا يَكَادُوۡنَ يَفۡقَهُوۡنَ حَدِيۡثًا ﴿٧٨﴾

৭৮ঃ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবে (১৯৯) যদিও সুদৃঢ় দুর্গসমূহে অবস্থান করো এবং তাদের নিকট যদি কোন কল্যাণ পৌঁছে (২০০) তবে বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে' এবং তাদের নিকট যদি কোনো ক্ষতি পৌঁছে (২০১) তবে বলে এটা হুযূরের দিক থেকে এসেছে' (২০২)। আপনি বলুন, 'সবকিছু আল্লাহর নিকট থেকেই (২০৩)' কাজেই ঐসব লোকের কি হলো? তারা কোন কথা বুঝছে বলে মনে হয়না।

مَاۤ اَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَاۤ اَصَابَكَ مِنۡ سَيِّئَةٍ فَمِنۡ نَّفۡسِكَ ؕ وَاَرۡسَلۡنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوۡلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًا ﴿٧٩﴾

৭৯ঃ হে শ্রোতা! তোমার নিকট যা কল্যাণ পৌঁছে তা আল্লাহর নিকট থেকে (২০৪) এবং যে অকল্যাণ পৌঁছে তা তোমার নিজের তরফ থেকেই (২০৫)। এবং হে মাহবূব! আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করেছি (২০৬)। এবং আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী রূপে (২০৭)।

مَنۡ يُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

৮০ঃ যে ব্যক্তি রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে (২০৮)।

টীকা-২০০ঃ ফল-ফসলের সহজলভ্যতা ও অধিক ফলন ইত্যাদি।

টীকা-২০১ঃ দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

টীকা-২০২ঃ এ অবস্থা মুনাফিকদের যে, যখন তাদের নিকট কোন মুসীবত এসে পড়তো, সৈয়দে আলম এর প্রতি সেটার সম্পর্কে করে দিতো। আর বলতো, "যখন থেকে তিনি এসেছেন, তখন থেকেই এসব মুসীবত ও বিপদ-আপদ আসতে আরম্ভ করেছে।"

টীকা-২০৩ঃ দুর্মূল্য হোক কিংবা সুলভ মূল্য; দুর্বলতা কিংবা সচ্ছলতা; দুঃখ হোক কিংবা শান্তি; বিজয় হোক কিংবা পারাজয়, বাস্তবিকপক্ষ, সবাই আল্লাহর নিকট থেকে।

টীকা-২০৪ ঃ তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া।

টীকা-২০৫ঃ যে, তুমি এমন সব গুনাহ সম্পাদন করেছো, সুতরাং তুমি সেটার উপযোগী হয়েছো।

মাস্‌আলাঃ ঃ এখানে কল্যাণের সম্পর্ক 'রূপক' (مجاز) এবং পূর্বে যা উলেখ করা হয়েছে সেটা 'প্রকৃত' (حقيقت) ছিলো। কোন কোন তাফসীর কারক বলেছেন যে, মন্দ কাজের সম্পর্ক বান্দার প্রতি শিষ্টাচার (আদাব) এর নিয়ম হিসেবে। মোট কথা হচ্ছে বান্দা যখন প্রকৃত কর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তখন প্রত্যেক কিছু তারই নিকট থেকে বলে ধারণা করবে এবং যখন উপায়-উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তখন অকল্যাণসমূহকে তার প্রবৃত্তির অপকর্মের ফলশ্রুতি বলে বুঝে নেবে।

টীকা-২০৬ঃ আরব হোক কিংবা অনারব; তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রসূল করা হয়েছে এবং সমগ্র জাহানকে তাঁর উম্মত করা হয়েছে এটা সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মহান ও উচ্চ মর্যাদার বিবরণ।

টীকা-২০৭ঃ তাঁর ব্যাপক রিসালাতের উপর সুতরাং সবার উপর তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর অনুসরণ করা ফরয।

টীকা-২০৮ঃ শানে নুযুলঃ রসুল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "যে আমার আনুগত্য করেছে, সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে। আর যে আমার সাথে ভালোবাসা রেখেছে সে আল্লাহ এর সাথে ভালোবাসা রেখেছে।"এর উপর ভিত্তি করে আজকালকার বে আদব বদ-দ্বীন লোকদের

ন্যায়, সে যুগের কোন কোন মুনাফিক বলেছিলো যে, মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এটা চান যে, আমরা তাকে প্রতিপালক মেনে নিই, যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়, হযরত মারয়াম-তনয় ঈসা (عليه السلام) কে প্রতিপালক মেনে নিয়েছে। এর উপর আল্লাহ তা'আলা তাদের খন্ডনে এ আয়াত নাযিল করে স্বীয় নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

টীকা-২০৯ঃ তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

টীকা-২১০ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে ঈমান ও আনুগত্যের অভ্যন্তরতার কথা প্রকাশ করতো এবং বলতো, "আমরা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান এনেছি। আমরা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সত্যতা স্বীকার করেছি হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)আমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা পালন করা আমাদের উপর অপরিহার্য।"

وَمَن تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (২০৯) তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করিনি।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ ۖ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

৮১ঃ এবং বলে, 'আমরা নির্দেশ মান্য করেছি (২১০)'। অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে একদল যা বলে গিয়েছিলো রাতে তার বিপরীত পরিকল্পনা করে এবং আল্লাহ্ লিখে রাখেন তাদের রাতের পরিকল্পনাসমূহ (২১১)। সুতরাং হে মাহবূব! আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট কার্য সমাধানের জন্য।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ ۖ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

৮২ঃ তবে কি তারা গভীর চিন্তা করে না কুরআনের মধ্যে (২১২)? এবং যদি তা খোদা ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে হতো তবে তাতে বহু বিরোধ পেতো (২১৩)।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى

৮৩ঃ যখন তাদের * নিকট প্রশান্তি (২১৪) অথবা শংকা (২১৫) এর কোন বার্তা আসতো তখন (তারা) সেটা প্রচার করে বেড়াতো (২১৬) আর যদি সেক্ষেত্রে (তারা) সেটা ** রসূল এবং নিজেদের ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের (২১৭)

টীকা-২১১ঃ তাদের আমল সমূহের মধ্যে এবং তাদেরকে সেটার বদলা দেবেন।

টীকা-২১২ঃ এবং সেটার জ্ঞানসমূহ ও নির্দেশন দেখছেনা? সেটা তো আপন ভাষা-অলংকার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে অক্ষম (স্তব্ধ) করে নিয়েছে এবং 'অদৃশ্যের বিষয়ের খবরসমূহ' দ্বারা মুনাফিক্বদের অবস্থাদি ও তাদের ধোকা ও চক্রান্তকে ফাঁস করে দিয়েছে আর পূর্ব ও পরবর্তীদের খবরাদি দিয়েছে।

টীকা-২১৩ঃ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অদৃশ্য খবরাদি বাস্তবের সাথে মিল থাকতো না; এবং যখন এমন হয়নি এবং কুরআন পাকের অদৃশ্য খবরাদি 'ভষ্যিতে' ঘটমান ঘটনাবলী মুতাবেক হয়ে চলে আসতে লাগলো, তখন প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চিতভাবে সে কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। অনুরূপ, এর বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যেও পরস্পর বিরোধ নেই। তেমনিভাবে, ভাষা-অলংকারের বিষয়াদিতেও। কেননা, মাখলূকের কালাম ভাষা-অলংকার সমৃদ্ধ হলেও সব এক সমান হয়না; কিছু কিছু যথাযথভাবে অলংকার সম্মত হলেও কিছু অংশে অলংকারের দিক হালকা হয়; যেমন কবি ও ভাষাবিদদের কথাবার্তার দেখা যায় যে, কোনটা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও অলংকার সম্মত হয়, আর কোনটা নিতান্ত অলংকারশূন্য। এটা আল্লাহ্ تَعَالٰى এরই কালামের শান যে, তাঁর সমগ্র কালামই ভাষা-অলংকার শাস্ত্রের সর্বোচ্ছ স্তরের উপর ইরশাদ হয়েছে।

টীকা-২১৪ঃ অর্থাৎ ইসলামের বিজয়।

টীকা-২১৫ঃ অর্থাৎ মুসলমানদরে বিপর্যয়ের সংবাদ।

টীকা-২১৬ঃ যা বিভ্রান্তির কারণ হয়। অর্থাৎ মুসলমানদরে বিজয়ের প্রসিদ্ধি থেকে তো কাফিরদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পরাজয়ের সংবাদ দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে নিরুৎসাহের সঞ্চার হয়।

টীকা-২১৭ঃ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ, যাঁরা বিচারবোধ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন।

*অর্থাৎ অবুঝ ও দুর্বল মুসলমানদের।

**প্রচার না করা।

টীকা-২১৮ঃ এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব না খাটাতো,

টীকা-২১৯ঃ মাস্‌আলাঃ ঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এ আয়াতে দলীল রয়েছে ক্বিয়াসের বৈধতার স্বপক্ষে। আর এটাও জানা যায় যে, একটা জ্ঞান তো সেটাই, যা ক্বুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে হাসিল হয় এবং অন্য একটা জ্ঞান হচ্ছে- যা ক্বুরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা এবং অনুমান দ্বারা অর্জিত হয়।

মাস্‌আলাঃ ঃ এও জানা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়াদিতে প্রত্যেকের দখল দেয়া বৈধ নয়, (বরং) যিনি উপযুক্ত তাঁকে সোপর্দ করা উচিৎ।

টীকা-২২০ঃ রসূল কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেরিত হওয়া

টীকা-২২১ঃ ক্বুরআন অবতীর্ণ হওয়া।

টীকা-২২২ঃ এবং কুফর ও ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকতে,

টীকা-২২৩ঃ ঐসব লোক, যারা সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রেরিত হওয়া এবং ক্বুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন। যেমন, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল, ওয়ারাক্বাহ্ ইবনে নওফল এবং ক্বায়েস ইবনে সা-'ইদাহ্।

গোচরে আনতো (২১৮) তবে নিশ্চয় তাঁদের নিকট * থেকে সেটার বাস্তবতা ** জানতে পারতো, যারা পরবর্তী (তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) প্রচেষ্টা চালায় (২১৯); এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (২২০) এবং তাঁর দয়া (২২১) না হতো, তবে অবশ্যই তোমরা শয়তানের অনুসরণ আরম্ভ করতে (২২২), কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (২২৩)।

৮৪ঃ সুতরাং হে মাহ্‌বূব, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুন (২২৪)। আপনাকে কষ্ট দেয়া হবে না, কিন্তু নিজেরই কাজের জন্য (২২৫) এবং মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন (২২৬)। এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ্ কাফিরদের প্রচন্ডতা প্রতিহত করবেন (২২৭) এবং আল্লাহ্‌র শক্তি সর্বাধিক প্রবল এবং তাঁর শাস্তি সর্বাধিক কঠোর।

৮৫ঃ যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করে (২২৮) তার জন্য সেটার মধ্যে অংশ রয়েছে (২২৯) এবং যে মন্দ সুপারিশ করে তার জন্য সেটার মধ্য থেকে অংশ রয়েছে (২৩০) এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান।

الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

টীকা-২২৪ঃ চাই কেউ আপনার সঙ্গে থাকুক কিংবা নাই থাকুক এবং আপনি একাই থাকুন না কেন

টীকা-২২৫ঃ শানে নুযূলঃ 'বদর-ই-সুগ্‌রা' বা 'বদরের ছোটতর যুদ্ধ' যা আবূ সুফিয়ানের সাথে স্থির হয়েছিলো। যখন সেটার সময় এসে পড়লো, তখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) সেখানে যাওয়ার জন্য লোকদের আহ্বান জানালেন। কেউ কেউ সেটাকে কঠিনবোধ করলে আল্লাহ্ تَعَالٰى এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন। আর স্বীয় হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি জিহাদ পরিহার না করেন, যদিও একাকী হন। আল্লাহ্ই তাঁর সাহায্যকারী, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। এ নির্দেশ লাভ করে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'বদর-ই-সুগরা' এর যুদ্ধের জন্য রওনা দিলেন। মাত্র সত্তর জন আরোহী তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গে ছিলেন।

টীকা-২২৬ঃ তাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন এবং এটাই যথেষ্ট।

টীকা-২২৭ঃ সুতরাং অনুরূপই হলো যে, মুসলমানদের এ ছোট সৈন্যদল কৃতকার্য হলো আর কাফিরগণ এতই আতংকিত হয়েছিলো যে, মুসলমানদরে মুকাবিলায় তারা ময়দানেও আসতে পারেনি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সৈয়্যদে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলেন বীরত্বের মধ্যে সকলের উর্ধ্বে, এ কারণে তাঁকে একাকীই কাফিরদের মুকাবিলায় তাশরীফ নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। আর তিনিও প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

টীকা-২২৮ঃ কারো পক্ষ থেকে কারো জন্য, যেন সে উপকৃত হয়, কিংবা কারো মুসীবত ও বালা থেকে মুক্ত করবেন এবং তা শরীয়ত মুতাবিক হলে-

টীকা-২২৯ঃ পুরস্কার ও প্রতিদান

টীকা-২৩০ঃ শাস্তি ও প্রতিফল

*অর্থাৎ রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও ক্ষমতাবান শীর্ষস্থানীয় সাহাবা কিরামের নিকট

**অর্থাৎ খবরের রহস্য কি এবং প্রচার করা উত্তম হবে, না চুপ থাকা, (জালালাঈন ইত্যাদি)

টীকা-২৩১ঃ সালামের মাসা-ইলঃ সালাম দেয়া সুন্নাত এবং জবাব দেয়া ফরয। আর জবাবের মধ্যে উত্তম হলো- সালাম দাতার সালামের উপর কিছু অতিরিক্ত বলা। যেমন- প্রথম ব্যক্তি 'আস্সালামু আলাইকুম' বললে অপর ব্যক্তি 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্' বলবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তি 'ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ও' বলে, তবে জবাবদাতা 'ওয়া বারাকাতুহু' অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলবে। অতঃপর সালাম ও জবাবের মধ্যে আর কোন কিছু বৃদ্ধি করতে নেই। কাফির, গোম্‌রাহ্, ফাসিক এবং পায়খানা-প্রস্রাবরত মুসলমানকে সালাম করবে না। যে ব্যক্তি খোৎবা, তিলাওয়াত ক্বুরআন, হাদীস, ইলমের পারস্পারিক আলোচনা ও আযান বা তাকবীরে মশগুল, এমতাবস্থায় তাকে সালাম করা যাবে না এবং যদি কেউ সালাম বলে ফেলে তবে তাদের উপর জবাব দেয়া অপরিহার্য নয় এবং যে ব্যক্তি সতরঞ্জ, 'চওনর' (ক্রীড়া বিশেষ), তাশ, গনজিফা (এক প্রকার তাস) ইত্যাদি কোন অবৈধ খেলা খেলছে কিংবা গান-বাদ্যে মশগুল হয় অথবা পায়খানা বা গোসলখানায় থাকে অথবা বিনা কারণে উলঙ্গ হয়- তাকে সালাম করা যাবে না।

মাস্আলাঃ ঃ মানুষ যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন স্ত্রীকে সালাম করবে। ভারতে (এ উপমহাদেশে) এটা বড় রকমের ভুল প্রথা যে, স্ত্রী ও স্বামী এতই ঘনিষ্ট হওয়া সত্বেও একে অপরকে সালাম থেকে বঞ্চিত করে; অথচ সালাম যাকে করা হয়, তার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

মাস্আলাঃ উত্তম আরোহী নিম্ন পর্যায়ের আরোহীকে, নিম্নতর আরোহী পদাতিককে, পদাতিক উববিষ্টকে, ছোট বড়কে এবং অল্পসংখ্যক অধিকসংখ্যককে সালাম করবে।

টীকা-২৩২ঃ অর্থাৎ তিনি অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কেউ নেই। এ জন্য যে, তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। কেননা, মিথ্যা বলা দোষ। আর যে কোন ধরণের দোষই আল্লাহ্র পক্ষে অসম্ভব। তিনি সব ধরণের দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র।

টীকা-২৩৩ঃ শানে নুযূলঃ মুনাফিক্বদের একটা দল সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রইলো। তাদের সম্পর্কে সাহাবা কিরাম দু'দল হয়ে গেলো- একদল তাদেরকে হত্যা করার জন্য পুনঃপুনঃ প্রস্তাব করছিলেন। আর অন্যদল তাদেরকে হত্যা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছিলেন। এ মামলা প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৩৪ঃ যেন তারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গে জিহাদে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا ﴿۸۶﴾

৮৬ঃ এবং যখন তোমাদেরকে কেউ কোন বচন দ্বারা সালাম করে, তবে তোমরা তা অপেক্ষা উত্তম বচন জবাবে বলে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছুর হিসাব গ্রহণকারী (২৩১)।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿۸۷﴾

৮৭ঃ আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই এবং তিনি নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্র করবেন ক্বিয়ামতের দিন, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য (২৩২)?

রুকূ-১২

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾

৮৮ঃ সুতরাং তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেছো (২৩৩)? আল্লাহ্ তাদেরকে কুঁজো করে দিয়েছেন (২৩৪) তাদের কৃতকর্মের কারণে (২৩৫)। তোমরা কি চাও যে, তাকেই সৎপথ প্রদর্শন করবে যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তবে তুমি কখনো তার জন্য পথ পাবেনা।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۸۹﴾

৮৯ঃ তারাতো এটা কামনা করে যে কোনমতে তোমরাও কাফির হয়ে যাও যেমন তারা কাফির হয়েছে অতঃপর তোমরাও এক সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না (২৩৬) যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করবে না (২৩৭)। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (২৩৮), তবে তাদেরকে গ্রেফতার করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো, এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও না বন্ধুরূপে গ্রহণ করো; না সহায়রূপে (২৩৯)।

টীকা-২৩৫ঃ তাদের কুফর ও ধর্মত্যাগ এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে তো উচিত যেন মুসলমানগণও তাদের কুফরের বিষয়ে মতবিরোধ না করেন।

টীকা-২৩৬ঃ এ আয়াত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও তারা ঈমান প্রকাশ করে।

টীকা-২৩৭ঃ এবং তা থেকে তাদের ঈমানের পরীক্ষা না হয়ে যায়।

টীকা-২৩৮ঃ ঈমান ও হিজরত থেকে এবং স্বীয় অবস্থার উপর অটল থাকে।

টীকা-২৩৯ঃ এবং যদি তোমাদের সাথে বন্ধত্বের দাবী করে এবং সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়, তবে তাদের সাহায্য গ্রহণ করো না।

টীকা-২৪০ঃ এ 'পৃথকীকরণ' (استثناء) 'হত্যার নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। * কেননা, কাফির ও মুনাফিক্বদের সাথে বন্ধুত্ব কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। আর 'অঙ্গীকার' দ্বারা ঐ অঙ্গীকার বুঝায়, যার কারণে ঐ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় এবং যে এ সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় তার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। যেমন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মক্কা মুকার্‌রামায় তাশরীফ নিয়ে যাবার সময় হিলাল ইবনে উয়ায়মার আস্‌লামীর সাথে সম্পাদন করেছিলেন।

৯০ঃ কিন্তু যে সব লোক যারা এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে যে, তাদের ও তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে (২৪০) অথবা তোমাদের নিকট এমনভাবে আসলো যে, তাদের অন্তরসমূহে সাহস ছিলো না- তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার (২৪১) অথবা আপন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করার (২৪২) এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন। তখন তারা নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো (২৪৩)। অতঃপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে যায় এবং যুদ্ধ না করে ও শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ রাখেননি (২৪৪)।

৯১ঃ এখন তোমরা আরো এমন কিছু লোক পাবে, যারা এটা চায় যে, তোমাদের নিকট থেকেও নিরাপদে থাকবে এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট থেকেও নিরাপদে থাকবে (২৪৫)। যখনই তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে ফ্যাসাদ (২৪৬) এর দিকে ফেরায় তখন তারা সেটার উপর কুঁজো হয়ে পতিত হয়; অতঃপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায় এবং (২৪৭) সন্ধির গর্দান অবনত না করে এবং আপন হাত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে গ্রেফতার করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো। এরাই হচ্ছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ইখতিয়ার দিয়েছি (২৪৮)।

রুকূ-১৩

৯২ঃ এবং মুসলমানদের জন্যে এটা শোভা পায় না যে, মুসলমানকে হত্যা করবে; কিন্তু হাত লক্ষ্যচ্যুত হয়ে (২৪৯); এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে না জেনে হত্যা করে তবে তার উপর একটা মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা (অপরিহার্য) এবং রক্তপণ, যা নিহতের লোকজনকে অর্পণ করা হয় (২৫০),

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۭ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۭ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۭ

টীকা-২৪১ঃ আপন সম্প্রদায়ের সাথী হয়ে

টীকা-২৪২ঃ তোমাদের সাথী হয়ে

টীকা-২৪৩ঃ কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোতে আতঙ্কের সঞ্চার করেছেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

টীকা-২৪৪ঃ যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ নির্দেশ, আয়াত- اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো।) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-২৪৫ঃ শানে নুযূলঃ মাদীনা তৈয়্যবায় 'আসাদ' ও 'গাত্‌ফান' গোত্রদ্বয়ের লোকেরা কালিমা পড়তো এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো। আর যখন তাদের কেউ আপন গোত্রীয় লোকদের সাথে মিলিত হতো এবং তারা তাদেরকে বলতো, "তোমরা কোন বস্তুর উপর ঈমান এনেছো?" তখন ঐ সব লোক বলতো, "বানর ও বিচ্ছু ইত্যাদির উপর।" এ বাচনভঙ্গীতে তাদের এ উদ্দেশ্য ছিলো যে, তারা উভয় পক্ষের সাথে সামাজিকতা ও যোগসূত্র রক্ষা করবে এবং কোন দিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এসব লোক মুনাফিক্ব ছিলো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৪৬ঃ শির্ক অথবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ

টীকা-২৪৭ঃ যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে।

টীকা-২৪৮ঃ তাদের কুফর, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনের কারণে।

টীকা-২৪৯ঃ অর্থাৎ কাফিরের মত মু'মিনের রক্ত হালাল নয়; যার বিধান উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানকে হত্যা করা, শরীয়তসম্মত কোন কারণ ব্যতিরেকে বৈধ নয়। আর মুসলমানের শান এ নয় যে, তার দ্বারা কোন মুসলমানের হত্যা সংঘটিত হবে, ভুলবশতঃ অবস্থা ব্যতিরেকে। যেমন- মারছিলো শিকারকে কিংবা শত্রু রাষ্ট্রের কাফিরকে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আঘাত পড়লো মুসলমানের গায়ে। অথবা এভাবে যে, কোন ব্যক্তিকে শত্রুরাষ্ট্রের কাফির মনে করে মারলো কিন্তু সে ছিলো মুসলমান।

টীকা-২৫০ঃ অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে। তারা সেটাকে ত্যাজ্য সম্পত্তির ন্যায় বন্টন করে নেবে।

*এর দিকে নয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'হত্যার নির্দেশ' থেকে এদেরকে আলাদা করা হয়েছে; কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

‘দিয়াৎ’ (রক্তপণ) নিহতের ত্যাজ্য সম্পত্তির হুকুমের (বিধান) অন্তর্ভুক্ত। তা থেকে নিহতের কর্জও শোধ করা হবে, ওসীয়তও পূরণ করা হবে।

টীকা-২৫১ঃ যাকে ভুলবশতঃ হত্যা করা হয়েছে।

টীকা-২৫২ঃ অর্থাৎ কাফির

টীকা-২৫৩ঃ এবং রক্তপন নয়।

টীকা-২৫৪ঃ অর্থাৎ যদি নিহত ব্যক্তি যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুললিম নাগরিক) হয়, তবে তার জন্যও সেই বিধান, যা মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

টীকা-২৫৫ঃ অর্থাৎ কোন ক্রীতদাসের মালিক হতে না পারে

টীকা-২৫৬ঃ লাগাতার রোযা রাখার অর্থ এ যে, সে রোযাগুলোর মধ্যখানে যেন রমযান এবং ‘তাশরীক্ব’ (ক্বুরবানী)- এর দিনগুলো না হয় এবং মাঝখানে রোযাগুলোর ধারাবাহিকতা যেন ওযরবশতঃ কিংবা বিনা ওযরে, কোন মতেই ভঙ্গ না হয়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আইয়্যাশ ইবনে রবী‘আহ্ মাখ্যূমীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকার্‌রমায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকজনের ভয়ে মাদীনা তৈয়্যিবায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লো এবং সে হারিস ও আবূ জাহ্‌ল- স্বীয় পুত্রদ্বয়কে, যারা আইয়্যাশের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলো, একথা বললো, “আল্লাহ্‌র শপথ, না আমি ছায়ায় বসবো, না আহার করবো, না পানি পান করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আইয়্যাশকে আমার নিকটে নিয়ে আসবে।” উভয়ে হারিস ইবনে যায়দ ইবনে আবী আনীসাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে খোঁজ করার জন্য বের হলো এবং মাদীনা তৈয়্যবায় পৌঁছে আইয়্যাশকে পেলো। আর তাকে মায়ের অস্থিরতা, ব্যতিব্যস্ততা ও পানাহার পরিহার করার সংবাদ শুনালো এবং আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে এ প্রতিশ্রুতি দিলো, “আমরা ধর্মের ব্যাপারে তোমাকে কিছুই বলবো না।” এ ভাবে তারা আইয়্যাশকে মাদীনা থেকে বের করে আনলো এবং মাদীনার বাইরে এসে তাকে বেঁধে ফেললো এবং প্রত্যেকে একশ’টা করে চাবুক মারলো। অতঃপর মায়ের নিকট নিয়ে এলো। তখন মা বললো, “আমি তোমার বন্ধন খুলবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দেবে।” অতঃপর আইয়্যাশকে বাঁধা অবস্থায় রোদে ফেলে রাখলো। এসব মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে আইয়্যাশ তাদের কথা মেনে নিলো এবং স্বীয় দ্বীন ছেড়ে দিলো। তখন হারিস ইবনে যায়দ আইয়্যাশকে তিরস্কার করতে লাগলো এবং বললো, “তুমি ঐ দ্বীনের উপর ছিলে- যদি সেটা সত্য হতো, তবে তুমি সত্যকে ছেড়ে দিয়েছো। আর যদি বাতিল হয়, তবে তুমি বাতিল দ্বীনের উপর ছিলে।” এ কথাটা আইয়্যাশের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় হলো এবং আইয়্যাশ বললো, “আমি যদি তোমাকে একাকী পাই তবে আল্লাহ্‌র শপথ, অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো।” এরপর আইয়্যাশ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি মাদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করলেন। এরপর হারিসও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং হিজরত করে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে পৌঁছলেন; কিন্তু সেদিন আইয়্যাশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, না তিনি হারিসের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হলেন। ক্বুবার নিকটে আইয়্যাশ হারিসকে দেখতে পান এবং হত্যা করেন। তখন লোকেরা বললো, “হে আইয়্যাশ, তুমি খুব মন্দ কাজ করেছো। হারিস তো ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।” এটা শুনে আইয়্যাশের খুব আফসোস হলো এবং তিনি সৈয়্যদে আ’লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করে বললেন, “তাকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তার ইসলাম গ্রহণের খবর আমার জানা ছিলো না।” এর প্রসঙ্গে এ আয়াতে কারীমাহ্ অবতীর্ণ হয়েছে।

فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوٍّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٍۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٍۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

কিন্তু তারা ক্ষমা করে দিলে; অতঃপর যদি সে (২৫১) ঐ সম্প্রদায় থেকে হয়, যারা তোমাদের শত্রু (২৫২) এবং নিজে হয় মুসলমান, তবে শুধু একজন ক্রীতদাস আযাদ করা (অপরিহার্য) (২৫৩) এবং যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যে, তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে, তবে তার লোকজনকে রক্তপণ অর্পণ করা হবে এবং একজন মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা (অপরিহার্য) (২৫৪) সুতরাং যার সামর্থ্য নেই (২৫৫) সে লাগাতার দু’মাস রোযা রাখবে (২৫৬)। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট তার তাওবা; এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

৯৩ঃ এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জেনে বুঝে হত্যা করে, তবে তার বদলা জাহান্নাম, দীর্ঘদিন তাতে থাকবে (২৫৭) এবং আল্লাহ্ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তার জন্য তৈরি রেখেছেন মহা শাস্তি।

টীকা-২৫৭ঃ মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ এবং জঘণ্যতম কাবীরাহ্ গুনাহ। হাদীস শরীফে আছে যে, গোটা দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট একজন মুলমানের হত্যা সংঘটিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর হাল্কা। অতঃপর এ হত্যা যদি ঈমানের শত্রুতার কারণে হয় কিংবা হন্তা সে হত্যাকে হালাল জানে তবে তা কুফরই।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ خلود 'দীর্ঘকাল'- এর অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং হত্যাকারী যদি শুধু পার্থিব শত্রুতার কারণে মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ মনে না করে তবুও তার শাস্তি দীর্ঘকালের জন্য জাহান্নাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ خلود শব্দটা 'দীর্ঘকাল'- এর অর্থেও ব্যবহৃত হলে ক্বুরআন কারীমে সেটার সাথে اَبَدًا শব্দটা উল্লেখ করা হয় না। কাফিরদের সম্বন্ধে 'স্থায়ী' অর্থে এসেছে। তখন এর সাথে اَبَدًا শব্দটাও উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২৫৮ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুক্বাইয়্যাস ইবনে খাব্বাহ্‌র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ভাইকে বনূ নাজ্জার গোত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো এবং হত্যাকারী জানা ছিলোনা। বনূ নাজ্জার রসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশে রক্তপণ পরিশোধ করলো। এরপর মুক্বাইয়্যাস শয়তানের প্ররোচনায় একজন মুসলমানকে গোপনে হত্যা করলো এবং রক্তপণের উট নিয়ে মক্কাভিমুখে রওনা দিলো এবং ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো। সেই ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ছিলো।

কিংবা যার মধ্যে ইসলামের চিহ্ন পাওয়া যায় তার দিক থেকে হস্ত সংবরণ করো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফর প্রমাণিত না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার দিকে হাত বাড়িয়োনা। আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে, সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন কোন সৈন্যবাহিনীকে রওনা করতেন তখন নির্দেশ দিতেন, "যদি তোমরা মসজিদ দেখো কিংবা আযান শোনো তবে হত্যা করবে না।"

মাস্‌আলাঃ ঃ অধিকাংশ ফক্বীহ বলেছেন, যদি ইহুদী কিংবা খৃষ্টান এটা বলে যে, "আমি ঈমানদার", তবে তাকে ঈমানদার গণ্য করা যাবে না। কেননা, সে স্বীয় ধর্মবিশ্বাসকেই 'ঈমান' বলে এবং যদি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্" বলে, তবু তাকে মুসলমান বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে আপন দ্বীন (ইহুদী কিংবা খৃষ্টধর্ম)- এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তা বাতিল বলে স্বীকার করে। এ থেকে জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি কোন 'কুফর'-এ লিপ্ত হয়, তার জন্য সে কুফরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং সেটাকে কুফর জ্ঞান করা অপরিহার্য।

সূরাঃ ৪ নিসা	১৮৩	মানযিল-১	পারাঃ ৫
৯৪ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা জিহাদে যাত্রা করো তখন যাচাই করে নাও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে এটা বলোনা, 'তুমি মুসলমান নও (২৫৮)'। তোমরা ইহজীবনের সামগ্রী কামনা করছো। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট প্রচুর অনায়াসলভ্য সম্পদ রয়েছে। পূর্বে তোমরাও এরূপ ছিলে (২৫৯)। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (২৬০)। সুতরাং তোমাদের উপরে যাচাই করা অপরিহার্য (২৬১)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কার্যাদির খবর রয়েছে। ৯৫ঃ সমান নয় ঐ মুসলমানরা যারা বিনা ওযরে জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে (২৬২)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ		

টীকা-২৫৯ঃ অর্থাৎ যখন তোমরা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছিলে তখন তোমাদের মুখে 'কলেমা-ই-শাহাদাত' শ্রবণ করে তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ করে দেয়া হয়েছিলো এবং তোমাদের স্বীকারোক্তিকে মূল্যহীন সাব্যস্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে, ইসলামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমাদেরও ভাল আচরণ করা উচিত।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মিরদাস ইবনে নুহায়কের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি ফিদ্‌কবাসীদের একজন ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত তাঁর সম্প্রদায়ের কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা সংবাদ পেলো যে, ইসলামী সৈন্যদল তাদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে। তখন সে সম্প্রদায়ের সবাই পলায়ন করলো কিন্তু মিরদাস সেখানে রয়ে গেলেন। তিনি যখন দূর থেকে ইসলামী সৈন্যদলকে দেখলেন তখন সেটা কোন অমুসলিম সৈন্যদল কিনা তা যাচাই করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় স্বীয় ছাগলের পাল নিয়ে আরোহণ করলেন। মুসলিম সৈন্যদল যখন এসে পড়লো এবং তিনি যখন (না'রায়ে তাকবীর) "আল্লাহু আকবার"-এর 'না'রা' (ধ্বনি) শুনলেন তখন নিজেও তাকবীরের ধ্বনি করতে করতে নেমে আসলেন আর বলতে লাগলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। আস্‌সালামু আলাইকুম"। মুসলিম সৈন্যরা ভাবলেন, "ফিদ্‌কবাসী সবাইতো কাফির। এ ব্যক্তি প্রতারণা করার জন্য মুখে ঈমান প্রকাশ করছে।" এ ধারণা করে হযরত উসামা ইবনে যায়দ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তাকে কতল করলেন এবং তার ছাগলগুলো নিয়ে এলেন। যখন সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হলেন, তখন সম্পূর্ণ ঘটনা আরয করলেন। (এটা শুনে) হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বড়ই দুঃখবোধ করলেন। আর ইরশাদ করেন, "তোমরা তার সামগ্রীর জন্যই তাকে হত্যা করেছো।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উসামাকে নিহত ব্যক্তির ছাগলগুলো তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা-২৬০ঃ যে, তোমাদেরকে ইসলামের উপর অটলতা দান করেছেন এবং তোমরা যে মু'মিন সে কথা প্রসিদ্ধ করেছেন।

টীকা-২৬১ঃ যাতে তোমাদের হাতে কোন ঈমানদার নিহত না হয়।

টীকা-২৬২ঃ এ আয়াতে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, জিহাদকারীগণ এবং (জিহাদ না করে) যারা বসে থাকে, তারা সমান নয়। মুজাহিদদের জন্য মহা মর্যাদাসমূহ এবং পুরস্কার রয়েছে। আর এ মাস্‌আলাও প্রমাণিত হয় যে, যে সব লোক রোগ, বার্দ্ধক্য, অক্ষমতা, অন্ধত্ব, হাত-পা

অকেজো হওয়া কিংবা কোন ওযরের কারণে জিহাদে হাজির না হয় তাদেরকে জিহাদের ফযীলত থেকে বঞ্চিত করা হবেনা, যদি নিয়্যত (মনের ইচ্ছা) বিশুদ্ধ হয়। বুখারী শরীফে আছে, সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঐতিহাসিক তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ইরশাদ করেন, "কিছু সংখ্যক লোক মাদীনায় রয়ে গেছে। আমরা কোন ঘাঁটি কিংবা আবাদীতে চলার প্রাক্কালে তারা আমাদের সাথেই থাকতো; তাদেরকে ওযর বাধা প্রদান করেছে।"

টীকা-২৬৩ঃ যারা ওযর হেতু জিহাদে হাযির হতে পারে নি, যদিও তারা নিয়তের সাওয়াব পাবে, কিন্তু জিহাদকারীগণ আ'মলের ফযীলত তাদের থেকে অধিক পাবেন।

টীকা-২৬৪ঃ জিহাদে অংশগ্রহণকারীগণ হোক কিংবা তারাই হোক যারা ওযর হেতু বিরত থাকে।

টীকা-২৬৫ঃ বিনা ওযরে

টীকা-২৬৬ঃ হাদিস শরীফে আছে- আল্লাহ্ تَعَالٰى মুজাহিদদের জন্য জান্নাতের মধ্যে এমন একশ উচ্চ মর্যাদা তৈরি করে রেখেছে যে, প্রতি দু'টি মর্যাদার মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে, যতটুকু দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানে রয়েছে।

টীকা-২৬৭ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐ সব লোকের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলামের কালিমাহ্ তো মুখে উচ্চারণ করেছে; কিন্তু যে যুগে হিজরত ফরয ছিলো তখন হিজরত করেনি এবং যখন মুশরিকগণ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য গেলো তখন এসব লোক তাদের সাথী হলো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে থাকা ও হিজরতের ফরয ছেড়ে দেয়া আত্মার উপর অত্যাচার করার নামান্তর।

টীকা-২৬৮ঃ মাস্আলাঃ এ আয়াত বুঝাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আপন শহরে স্বীয় দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছেনা এবং এ কথা জানে যে, অন্য স্থানে চলে যাওয়ার ফলে স্বীয় দ্বীনী কর্তব্যাদি পালন করতে পারবে, তার উপর হিজরত 'ওয়াজিব' হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনের হিফাযতের জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর গ্রহণ করে, যদিও এক বিঘত পরিমাণ হয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম এবং সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

টীকা-২৬৯ঃ কুফরের যমীন থেকে বের হবার এবং হিজরত করার,

সূরাঃ ৪ নিসা	১৮৪	মানযিল-১	পারাঃ ৫

আল্লাহ্ স্বীয় ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদাকে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে তাদের চেয়ে বড় করেছেন (২৬৩); এবং আল্লাহ্ সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন (২৬৪); এবং আল্লাহ্ জিহাদকারিদেরকে (২৬৫), যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে তাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন;

৯৬ঃ তাঁর নিকট থেকে অনেক মর্যাদা ক্ষমা এবং দয়া (২৬৬); আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ-১৪

৯৭ঃ ঐসব লোক যাদের প্রাণ ফিরিশতারা বের করেন, এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করতো, তাদেরকে ফিরিশতারা বলে, "তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম (২৬৭)।' তারা বলে, "আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে।' সুতরাং এমন লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং অতিব মন্দ জায়গা ফিরে যাবার (২৬৮)।

৯৮ঃ কিন্তু ঐসব লোক, যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে- পুরুষ, নারীগণ ও শিশুগণ, যাদের না উপায় অবলম্বনের সুযোগ হয় (২৬৯), না পথের সন্ধান জানে,

৯৯ঃ তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে ক্ষমা করবেন (২৭০) এবং আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

১০০ঃ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল এবং অবকাশ পাবে; এবং যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে বের হয়েছে (২৭১)

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ
الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى
الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۹۵﴾
دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۹۶﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْۤ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْۤا اَلَمْ تَكُنْ
اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۹۷﴾
اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ
سَبِيْلًا ﴿۹۸﴾
فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۹۹﴾
وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ
مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ
بَيْتِهٖ

টীকা-২৭০ঃ যেহেতু, তিনি দয়ালু (كريم)। আর দয়ালু (كريم) তিনিই, যিনি যা আশ্বাস দেন তা পূর্ণ করেন এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষমা করেন।

টীকা-২৭১ঃ শানে নুযূলঃ এর পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাযিল হলো তখন জুনদাহ্ ইবনে যোমায়রাহ্ লায়সী সেটা শুনলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক ছিলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, "আমি, যাদের উপর হিজরত ফযর হবার নির্দেশ বর্তায় তাদের বহির্ভূত (مستثنى) লোক হতেই পারিনা। কেননা, আমার নিকট এতটুকু সম্পদ রয়েছে, যা দ্বারা আমি মাদীনা তৈয়্যিবায় হিজরত করে পৌঁছতে পারি। আল্লাহ্‌র শপথ, মক্কা মুকার্‌রামায় আমি আর এক রাতও অবস্থান করবো না। আমাকে নিয়ে চলো"। সুতরাং তাঁরা তাকে একটা চৌকির উপর বহন করে চললো। 'মাক্বামে তান'ঈম' (স্থান) এসে তাঁর ইনতিক্বাল হয়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে তিনি স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন এবং বললেন, "হে প্রতিপালক, এটা তোমার এবং এটা তোমার রসূলের। আমি সেটার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছি, যার উপর তোমার রসূল বায়'আত করেছেন।" এ খবর পেয়ে সাহাবা কিরাম বললেন, "আহা! যদি লোকটা মাদীনা শরীফে পৌঁছতে পারতো তবে তার প্রতিদান কতোই মহান হতো!" আর মুশরিকগণ উপহাস করলো এবং বলতে লাগলো, "যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো সেটা পেলোনা।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৭২ঃ তাঁর ওয়াদাসমূহ এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায়। কেননা, কর্তব্যের দিক থেকে কোন বস্তু তাঁর উপর ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়। তাঁর শান এর বহু উর্ধ্বে।

মাস্‌আলাঃ যে কোন ব্যক্তি পূণ্যের ইচ্ছা করে এবং সেটা পূরণে অক্ষম হয়ে যায় সে সেই বন্দেগীর সাওয়াব পাবে।

মাস্‌আলাঃ বিদ্যার্জন, জিহাদ,হজ্জ, যিয়ারত, ইবাদত-বন্দেগী, পৃথিবীতে আনাসক্তি, অল্পে তুষ্টি এবং হালাল রিযক্ব তালাশ করার জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করা আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি হিজরতেরই শামিল। এ পথে মৃত্যুবরণকারী প্রতিদান (পুরস্কার) পাবে।

টীকা-২৭৩ঃ অর্থাৎ চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত পড়বে;

সূরাঃ ৪ নিসা	১৮৫	মানযিল-১	পারাঃ ৫

আল্লাহ্‌ ও রসূলের পথে হিজরতকারী হয়ে, অতঃপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসেছে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এসে গেছে (২৭২)। এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। রুকূ-১৫ ১০১ঃ এবং যখন তোমরা যমীনে সফর করো তখন এ'তে গুনাহ নেই যে, কোন কোন নামায 'ক্বসর' করে পড়বে (২৭৩); যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফির তোমাদেরকে কষ্ট দেবে (২৭৪)। নিশ্চয় কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১০২ঃ এবং হে মাহ্‌বূব! যখন আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন (২৭৫), অতঃপর নামাযে তাদের ইমামতি করেন (২৭৬),	مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

টীকা-২৭৪ঃ কাফিরদের ভয় 'ক্বসর' (নামায সংক্ষিপ্ত) করার জন্য পূর্বশর্ত নয়।

হাদীসঃ ইউ'লা ইবনে উমাইয়া হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) -কে বললো, "আমরা তো নিরাপদে আছি। অতঃপর আমরা 'ক্বসর' করবো কেন?" বললেন, "আমারও তাতে আশ্চর্য লাগতো। তখন আমি সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে জিজ্ঞাসা করলাম। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 'সাদাক্বাহ্‌' (দান)। তোমরা তাঁর সাদক্বাহ্‌ গ্রহণ করো।"

এ' থেকে এ মাস্‌আলা জানা যায় যে, সফরের মধ্যে চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযকে পুরোপুরি পড়া জায়েয নয়। কেননা, যেসব বস্তু কাউকে মালিক বানানোর যোগ্য নয় সেগুলোর সাদাক্বাহ্‌ নিছক 'ইসক্বাত' (গুনাহ ক্ষমার আশায় দান করা) মাত্র; প্রত্যাখ্যানের অবকাশ রাখেনা। আয়াতের অবতারণকালে সফর আশংকামুক্ত ছিলোনা। এ জন্য আয়াতের মধ্যে সেটার উল্লেখ অবস্থার বিবরণ মাত্র; ক্বসর করার পূর্বশর্ত নয়। হযরত আ'বদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর ক্বিরআতও এ পক্ষে দলীল, যার মধ্যে ان يفتنكم রয়েছে ان خفتم ব্যতীত। সাহাবা কিরামেরও এটার উপর আ'মল ছিলো যে, তাঁরা নিরাপদ সফরসমূহেও 'ক্বসর' পড়তেন। যেমন উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ থেকেও প্রমণিত হয় এবং অন্যান্য হাদীস শরীফসমূহ থেকেও এটা প্রমাণিত হয়। আর পূর্ণ চার রাক'আত পড়ার মধ্যে আল্লাহ্‌ تَعَالٰى এর সাদাক্বাহ্‌ প্রত্যাখ্যান করা অনিবার্য হয়ে যায়। এ জন্য 'ক্বসর' জরুরী।

সফরের সময়সীমা

মাস্‌আলাঃ যে সফরে নামাযে ক্বসর করা হয় সেটার ন্যূনতম সময়সীমা তিন রাত তিন দিনের দূরত্ব (অতিক্রম করার সময়ই), যা উট অথবা পদব্রজে মাঝারি গতিতে অতিক্রম করা যায়। আর সেটার পরিমাণসমূহ স্থল, সাগর এবং পাহাড়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে; সুতরাং যেই দূরত্ব মাঝারি গতিতে অতিক্রমকারীরা তিন দিনের মধ্যে অতিক্রম করে সেই সফর 'ক্বসর' হবে।

মাস্‌আলাঃ মুসাফিরের দ্রুতগতি ও ধীরগতি কোন বিবেচনার বস্তু নয়। চাই সে তিন দিনের দূরত্ব তিন ঘন্টার মধ্যে অতিক্রম করুক, তখনো 'ক্বসর' পড়তে হবে। আর যদি একদিনের দূরত্ব তিন দিনেরও অধিক সময়ে অতিক্রম করে তখন 'ক্বসর' পড়তে হবেনা। মোটকথা, দূরত্বই বিবেচ্য।

টীকা-২৭৫ঃ অর্থাৎ স্বীয় সাহাবা কিরামের মধ্যে।

টীকা-২৭৬ঃ এ'তে ভয়সঙ্কুল অবস্থায় জামা'আত সহকারে নামায আদায় করার বিবরণ রয়েছে।

শানে নুযূলঃ (একদা) জিহাদে যখন মুশরিকগণ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে দেখলো যে, তিনি তাঁর সমস্ত সাহাবীকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে যোহরের নামায আদায় করেছেন, তখন তাদের আফসোস হলো যে, কেন তারা ঐ সময় হামলা করেনি এবং পরস্পর একে অপরকে বলতে লাগলো যে, কতই সুবর্ণ সুযোগ ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলো, "এর পরে আরেকটা নামায আছে, যা মুসলমানদের নিকট আপন মাতা-পিতা অপেক্ষাও প্রিয়, অর্থাৎ আসরের নামায। যখন মুসলমানগণ এ নামায আদায় করার জন্য দন্ডায়মান হবে তখন পূর্ণ শক্তি সহকারে হামলা করে তাদেরকে হত্যা করো।" তখন হযরত জিব্রাইল (عليه السلام) নাযিল হলেন এবং তিনি সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এটা 'ভয়ের সময়কার নামায' صَلٰوةُ الْخَوْفِ এবং মহান আল্লাহ্ ফরমাচ্ছেন- وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ الاٰية

টীকা-২৭৭ঃ অর্থাৎ উপস্থিত মুসল্লীদেরকে দু'দলে বিভক্ত করা হবে। তাদের একদল আপনার সাথে থাকবে। আপনি তাঁদেরকে নামায পড়াবেন এবং অপরদল শত্রুর মুকাবিলায় দন্ডায়মান থাকবে।

টীকা-২৭৮ঃ অর্থাৎ যে সব লোক শত্রুর মুকাবিলায় থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত যে, যদি জামা'আতে অংশগ্রহণকারী নামাযী উদ্দেশ্য হয় তবে ঐসব লোক এমন হাতিয়ার সাথে রাখবে, যাতে নামাযের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতি না হয়। যেমন তরবারী ও খঞ্জর ইত্যাদি। কোন কোন তাফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে- হাতিয়ার সাথে রাখার নির্দেশ উভয় দলের জন্য এবং এটাই সতর্কতার নিকটবর্তী।

টীকা-২৭৯ঃ অর্থাৎ উভয় সাজদা করে রাকা'আত পূর্ণ করে নেবে।

টীকা-২৮০ঃ যাতে শত্রুর মুকাবিলায় দন্ডায়মান হতে পারে।

তখন উচিৎ যেন তাদের মধ্য থেকে একটা দল আপনার সঙ্গে থাকে (২৭৭) এবং তারা (অপর দল) নিজেদের হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকে (২৭৮)। অতঃপর যখন তারা (যারা সাথে নামায আরম্ভ করেছে) সাজদা করে নেয় (২৮৯) তখন তারা হটে গিয়ে তোমাদের পেছনে এসে যাবে (২৮০)। এবং এখন দ্বিতীয় দল আসবে, যারা তখনো পর্যন্ত নামাযে শরীক ছিলোনা (২৮১), এখন তারা আপনার মুক্তাদী হবে এবং উচিৎ যেন স্বীয় আশ্রয় এবং হাতিয়ার নিয়ে অবস্থান করে (২৮২)। কাফিরদের কামনা হচ্ছে যে, কখনো তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং আসবাবপত্র থেকে অসতর্ক হয়ে যাবে, তখনই তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে (২৮৩)।	فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۣ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۠ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ

টীকা-২৮১ঃ এবং এখন পর্যন্ত শত্রুর মুকাবিলায় ছিলো,

টীকা-২৮২ঃ 'আশ্রয়' মানে 'বর্ম' (زره) ইত্যাদি এমন সব অস্ত্র, যেগুলো দ্বারা শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এগুলো সাথে রাখা প্রত্যেক অবস্থায় ওয়াজিব; যেমন অবিলম্বে ইরশাদ হচ্ছে خُذُوْا حِذْرَكُمْ। অন্যান্য হাতিয়ার সাথে রাখা মুস্তাহাব।

'নামাযে খাওফ' (صَلٰوةُ الْخَوْفِ) বা 'ভয়ের নামায' এর সংক্ষিপ্ত নিয়ম হচ্ছে- প্রথম দল ঈমামের সাথে এক রাকা'আত পূর্ণ করে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল যারা শত্রুর মুকাবিলায় দন্ডায়মান ছিলো (তারা) এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত পড়বে। অতঃপর শুধু ইমাম সালাম ফিরাবেন ও প্রথম দল এসে দ্বিতীয় রাক'আত ক্বিরআত ছাড়াই পড়ে নেবে এবং সালাম ফিরাবে ও শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল আপন স্থানে এসে রাক'আত, যা বাকী ছিলো, ক্বিরআত সহকারে পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। কেননা, এসব লোক হচ্ছে 'মাসবূক' (যারা প্রথম ভাগের নামায ইমামের সাথে পড়তে পারেনি) এবং প্রথম দল "লাহিক্ব" (ঐ মুসল্লী, যে প্রথমে নামায ইমামের সাথে পেয়েছে, কিন্তু মাঝখানে বা শেষে কোন কারণবশতঃ পড়তে পারেনি।) হযরত ইবনে মাস্ঊদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এভাবে 'সালাতুল খাওফ' (ভয়ের নামায) আদায় করেছেন বলে বর্ণিত আছে। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পরও 'নামাযে খাওফ' সাহাবা কিরাম পড়তে থাকেন। ভয়সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে শত্রুর মুকাবিলায় এ ধরণের গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করার ঘটনা থেকে একথা জানা যায় যে, জামা'আত কতই জরুরী।

মাসাইলঃ সফরের অবস্থায় যদি এ ধরণের ভয়ের সম্মুখীন হয় তবে তার নামাযের এ বিবরণ দেয়া হলো; কিন্তু যদি 'মুক্বীম' (মুসাফির নয় এমন লোক) এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় তবে ইমাম চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযসমূহের প্রতি দলকে দু'দু'রাক'আত পড়াবেন। আর তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দলকে দু'রাকাত এবং দ্বিতীয় দলকে এক (রাক'আত পড়াবেন)।

টীকা-২৮৩ঃ শানে নুযূলঃ যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'যাত-আর-রাক্বা' এর যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এবং শত্রু পক্ষের অনেক লোককে গ্রেফতার করলেন, গণীমতের বিপুল মালও হস্তগত হলো এবং কোন মুকাবিলাকারী ও শত্রু অবশিষ্ট থাকলো না, তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বিশেষ প্রয়োজনে একাকী জঙ্গলে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন শত্রু দলীয় জনৈক ব্যক্তি হুয়ায়রিস ইবনে হারিস মুহারেবী এ সংবাদ পেয়ে গোপনে পাহাড় থেকে নেমে আসলো এবং হঠাৎ হযরত (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট গিয়ে পৌঁছলো আর তরবারি উঁচিয়ে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জবাবে বললেন, 'আল্লাহ্ تَعَالٰى।" এবং দুআ' করলেন। যখনই সে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর তরবারি চালানোর জন্য উদ্যত হলো, তখনই সে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং তরবারি

হাত থেকে ছুটে গেলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সে তরবারি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, “তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?” সে বলতে লাগলো, “আমাকে রক্ষাকারী কেউ নেই।” ইরশাদ করেন, "اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" পড়ো। তবে তোমার তরবারি তোমাকে ফেরৎ দেবো।” সে তা করতে অস্বীকৃতি জানালো আর বললো “এরই অঙ্গীকার করতে পারি যে, আমি আপনার সাথে কখনো যুদ্ধ করবোনা এবং আমরণ আপনার কোন শত্রুর সাহায্য করবো না।” তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তার তরবারি তাকে ফেরৎ দিলেন। সে (তখন) বলতে লাগলো, “হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনি আমার চাইতে বহুগুণে উত্তম।” ইরশাদ করেন, “হ্যাঁ, আমার জন্য এটাই শোভাময়।” এই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর হাতিয়ার ও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম সাথে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আহ্‌মাদী)

টীকা-২৮৪ঃ যে, সেটা সাথে রাখা সর্বদা জরুরী।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, “হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আহত ছিলেন এবং তখন হাতিয়ার সাথে রাখা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন ছিলো। তাঁর প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং ওযরের অবস্থায় হাতিয়ার খুলে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۰۲﴾

এবং বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা পীড়িত হও তবে স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখার মধ্যে তোমাদের ক্ষতি নেই এবং ‘আশ্রয়’ নিয়ে অবস্থান করো (২৮৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿۱۰۳﴾

১০৩ঃ অতঃপর যখন তোমরা নামায পড়ে নাও তখন আল্লাহ্‌র স্মরণ করো- দন্ডায়মান হয়ে ও উপবিষ্ট হয়ে এবং করটসমূহের উপর শুয়ে (২৮৫)। অতঃপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও তখন বিধি মুতাবিক নামায ক্বায়েম করো। নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানদের জন্য সময় নির্ধারিত ফরয (২৮৬)

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۰۴﴾

১০৪ঃ এবং কাফিরদের তালাশ করার বেলায় আলস্য করোনা। যদি তোমরা ক্লেশ পেয়ে থাকো, তবে তারাও ক্লেশ পায় যেমনি তোমরা পাও। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সেই আশা রাখো যা তারা রাখেনা। এবং আল্লাহ্ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (২৮৭)।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

১০৫ঃ হে মাহ্‌বূব! নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করেন (২৮৮) যেভাবে

টীকা-২৮৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ‘যিকর’ বা স্মরণকে সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখো এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে অলস হয়ো না। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, “আল্লাহ্ تَعَالٰى প্রত্যেক ফরযের একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছেন একমাত্র ‘যিকর’ ব্যতীত; সেটার কোন সময়সীমা রাখেন নি বরং ইরশাদ করেন, ‘যিকর করো দন্ডায়মান হয়ে, বসে, করটসমূহের উপর শুয়ে- রাতে হোক কিংবা দিনে; স্থলে হোক কিংবা জলে, সফরে কিংবা ঘরে, সচ্ছলতায় ও অভাবগ্রস্ত অবস্থায়; সুস্থতায় এবং অসুস্থতায়; গোপনে এবং প্রকাশ্যে।”

মাস্‌আলাঃ এ থেকে নামাযসমূহের অব্যবহিত পরেই ‘কালিমা-ই-তাওহীদ’ পাঠ করার স্বপক্ষে প্রমাণ স্থির করা যেতে পারে, যেমন পীর-মাশাঈখের নিয়ম রয়েছে এবং সহীহ্ হাদীস সমূহ থেকেও প্রমাণিত।

মাস্‌আলাঃ ‘যিকর’-এর মধ্যে ‘তাসবীহ্’ (সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করা), ‘তাহ্‌মীদ’ (আলহামদুলিল্লাহ্ পাঠ করা), ‘তাহ্‌লীল’ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করা), ‘তাকবীর’ (আল্লাহু আকবার বলা), ‘সানা’ (সুবহানাকা বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা-বাক্য আবৃত্তি করা) এবং ‘দুআ’ (প্রার্থনা) করা সবই শামিল রয়েছে।

টীকা-২৮৬ঃ কাজেই, এগুলো সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

টীকা-২৮৭ঃ শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে যখন আবূ সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা ফিরে যাচ্ছিলো তখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যে সব সাহাবী উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সাহাব কিরাম ছিলেন আহত। তাঁরা নিজেদের আহত হওয়ার কথা আরয করলেন। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৮৮ঃ শানে নুযূলঃ আন্‌সার সম্প্রদায়ের বানী যোফর গোত্রের এক ব্যক্তি তা’মাহ্ ইবনে উবায়রাক স্বীয় প্রতিবেশী ক্বাতাদাহ্ ইবনে নো’মানের লৌহ-বর্ম চুরি করে সেটা আটার বস্তার মধ্যে লুকিয়ে যায়দ ইবনে সামীন ইহুদীকে গোপনে রাখতে দিলো। যখন বর্মের তল্লাশী চালানো হলো এবং তা’মার উপর সন্দেহ করা হলো তখন সে অঙ্গীকার করলো আর শপথ করে বসলো।

এদিকে বস্তাটা ছেঁড়া ছিলো এবং তা থেকে আটা মাটিতে পড়েছিলো। এর সূত্র ধরে লোকেরা ইহুদীর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছলো। বস্তা সেখানে পাওয়া গেলো।

ইহুদী বললো, তা'মাহ্ তার নিকট সেটা রেখে গেছে এবং তাদের দল তার পক্ষে সাক্ষী দিলো। আর তা'মাহ'র গোত্র বানী যোফরের লোকেরা এ মর্মে প্রতীজ্ঞা করলো যে, তারা ইহুদীকেই চোর সাব্যস্ত করবে এবং এর উপর শপথ করে ফেলবে যাতে তাদের গোত্র লজ্জিত না হয়। আর তাদের কাম্য

ছিলো যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তা'মাহ কে নির্দোষ খালাস দেবেন এবং ইহুদীকে শাস্তি দেবেন। এ জন্য তারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সামনে তা'মাহ্র পক্ষে এবং ইহুদীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো। এ সাক্ষ্যের উপর কোন আলোচনা-সমালোচনা হয়নি। এ ঘটনা সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (উল্লেখ্য,) এ আয়াত সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা এসেছে এবং সেগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধও রয়েছে।

টীকা-২৮৯ঃ এবং জ্ঞান দান করেছেন। 'ইলমে ইয়াক্বীনী' যেহেতু অতিদৃঢ়ভাবে প্রকাশিত, সেহেতু সেটাকে (ইল্‌মে ইয়াক্বীন) 'দেখা' অর্থে ব্যবহার করেছেন। হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, কখনো কেউ যেন একথা না বলে, "আল্লাহ্ আমাকে যা দেখিয়েছেন আমি সেটার ভিত্তিতে ফায়সালা করেছি।" কেননা, আল্লাহ্ تَعَالٰى এ বিশেষ পাদ-মর্যাদা তাঁর নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কেই দান করেছেন। তাঁর রায় সব সময় সঠিক ও নির্ভুল। কেননা, আল্লাহ্ تَعَالٰى হাক্বীক্বতসমূহ এবং ঘটনাবলী তাঁরই চোখের সামনে (প্রকাশ) করে দিয়েছেন। আর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মতামত ظن (অধিক সম্ভাবনাময় ধারণা)- এর মর্যাদা রাখে।

টীকা-২৯০ঃ নির্দেশ অমান্য করে।

টীকা-২৯১ঃ লজ্জাবোধ করে না

টীকা-২৯২ঃ তাদের অবস্থা জানেন। তাঁর নিকট থেকে তাদের রহস্য গোপন থাকতে পারেনা।

টীকা-২৯৩ঃ যেমন তা'মাহ্র পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে মিথ্যা শপথ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।

টীকা-২৯৪ঃ হে তা'মাহ্র সম্প্রদায়।

টীকা-২৯৫ঃ কাউকে অপরের পাপের উপর শাস্তি প্রদান করেন না।

টীকা-২৯৬ঃ 'সগীরাহ্' (ছোটখাটো পাপাচার) কিংবা 'কাবীরাহ্' (মহাপাপ, যা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয়না)।

টীকা-২৯৭ঃ আপনাকে নাবী ও নিষ্পাপ করে এবং রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা দ্বারা।

টীকা-২৯৮ঃ কেননা, সেটার প্রতিফল তাদেরই উপর বর্তাবে।

آللّٰهُ آپনাকে...

আল্লাহ্ আপনাকে দেখিয়েছেন (২৮৯) এবং প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করোনা।

বِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾

১০৬ঃ এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾

১০৭ঃ এবং তাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করোনা, যারা আপন আত্মাসমূহকে অবিশ্বস্ততার মধ্যে নিক্ষেপ করে (২৯০)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন মহা প্রতারণাকারী পাপীকে।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾

১০৮ঃ লোকদের নিকট গোপন থাকে এবং আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকেনা (২৯১) এবং আল্লাহ্ তাদের নিকটেই আছেন (২৯২) যখন অন্তরে সে কথার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা আল্লাহ্র অপছন্দনীয় (২৯৩) এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যাদিকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾

১০৯ঃ শুনছো, এই যে তোমরা (২৯৪)। পার্থিব জীবনে তোমরা তো তাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করেছো। সুতরাং কে তাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করবে আল্লাহ্র সাথে ক্বিয়ামতের দিনে কিংবা কে তাদের মধ্যস্থতাকারী হবে?

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾

১১০ঃ এবং যে কেউ মন্দ কাজ কিংবা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾

১১১ঃ এবং যে পাপ উপার্জন করে, তাহলে তার আত্মার উপর পতিত হয়; এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (২৯৫)।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

১১২ঃ এবং যে ব্যক্তি কোন দোষ কিংবা পাপ উপার্জন করেছে (২৯৬), অতঃপর সেটা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করেছে, সে অবশ্যই অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ্ বহন করেছে।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

রুকূ-১৭

১১৩ঃ এবং হে মাহ্বূব! যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া আপনার উপর না থাকতো (২৯৭) তবে তাদের মধ্যেকার কিছু লোক এটা চাচ্ছে যে, আপনাকে ধোকা দেবে; এবং তারা নিজেরা নিজেকেই পথভ্রষ্ট করেছে (২৯৮)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

টীকা-২৯৯ঃ কেননা, আল্লাহ্ تَعَالٰی আপনাকে সর্বক্ষণের জন্য নিষ্পাপ করেছেন
টীকা-৩০০ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন কারীম
টীকা-৩০১ঃ ধর্মীয় বিষয়াদি, শরীয়াতের বিধানাবলী এবং অদৃশ্য জ্ঞানসমূহ
মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰی স্বীয় হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানসমূহ দান করেছেন এবং কিতাব ও হিকমাতের রহস্যাবলী ও হাক্বীক্বতসমূহের উপর অবহিত করেছেন। এ মাস্আলাটা ক্বুরআন কারীমের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত।
টীকা-৩০২ঃ যে, আপনাকে সে সব নি'মাত (অনুগ্রহ) সহকারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য করেছেন।
টীকা-৩০৩ঃ এটা সমস্ত মানুষের বেলায় ব্যাপক।

وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾
لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا

এবং আপনার কিছুই ক্ষতি করবেনা (২৯৯) আর আল্লাহ্ আপনার উপর কিতাব (৩০০) ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না (৩০১) এবং আপনার উপর আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে (৩০২)।

১১৪ঃ তাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই (৩০৩) কিন্তু যেই নির্দেশ দেয় খয়রাত (দান) কিংবা ভালকথা অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের এবং যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে এমন (কাজ) করে তাকে অনতিবলম্বে আমি মহা প্রতিদান দেবো।

১১৫ঃ যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতা করে এরপরে যে, সঠিক পথ তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো; এবং কতোই মন্দ স্থান প্রত্যাবর্তন করার (৩০৪)।

১১৬ঃ আল্লাহ্ এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর কোন শরীক দাঁড় করানো হবে এবং এর নিম্ন পর্যায়ের যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন- (৩০৫); এবং যে আল্লাহ্র শরীক দাঁড় করায় সে দূরের পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হয়েছে।

রুকূ-১৮

১১৭ঃ এ অংশীবাদীগণ আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করেনা, কিন্তু কতেক স্ত্রী লোককে (৩০৬);

টীকা-৩০৪ঃ এ আয়াত এ কথার প্রমাণ যে, 'ইজমা' বা উম্মতের ঐক্যমত্য 'শরীয়তের দলীল।' সেটার বিরোধিতা করা বৈধ নয়; যেমনিভাবে কিতাব ও সুন্নাহ্র বিরোধিতা করা বৈধ নয়। (মাদারিক) আর এটা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পথই 'সিরাতুল মুস্তাক্বীম' বা সোজা পথ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, জামা'আত এর উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে, "সাওয়াদ-ই-আ'যম" অর্থাৎ বড় জামা'আতের অনুসরণ করো। যে মুসলমানদের জামা'আত বা দল থেকে পৃথক হয়েছে সে দোযখবাসী।"
এ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, হক বা সত্য মাযহাব (মতাদর্শ) হচ্ছে- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।
টীকা-৩০৫ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত শরীফ এক বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, "হে আল্লাহ্র নাবী! আমি বৃদ্ধ, গুনাহ্সমূহে নিমজ্জিত; কিন্তু যখন থেকে আমি আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করেছি এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছি, তখন থেকে আমি কখনো তাঁর সাথে শির্ক করিনি, তিনি ছাড়া কাউকে (প্রকৃত) সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিনি, দুঃসাহসিকতার সাথেও গুনাহে লিপ্ত হইনি এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমি এ ধারণা করিনি যে, আমি আল্লাহ্র আওতা থেকে পলায়ন করতে পারবো। আমি লজ্জিত, তাওবাকারী এবং গুনাহ্র ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ্র নিকট আমার কি অবস্থা হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এ আয়াত শরীফ এ মর্মে সুস্পষ্ট দলীল (نص) যে, 'শির্ক' ক্ষমা করা যাবে না, যদি মুশরিক স্বীয় শির্কের উপর মৃত্যুবরণ করে। কেননা, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুশরিক, যে আপন শির্ক থেকে তাওবা করে এবং ঈমান আনে তার তাওবা ও ঈমান মাক্ববূল হয়।
টীকা-৩০৬ঃ অর্থাৎ স্ত্রীরূপী মূর্তিগুলোকে; যেমন- লাত, ওয্যা, মানাত ইত্যাদি। এগুলো স্ত্রীরূপী প্রতীমা এবং আরবের প্রত্যেক গোত্রের (নিজস্ব) বোত ছিলো, যাকে তারা পূজা করতো এবং সে গোত্রের 'উনসা' (স্ত্রী-প্রতিমা) বলতো।
হযরত আ'য়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) থেকে বর্ণিত ক্বিরআতে "اِلَّا اَوْثَانًا" (ইল্লা আও ছানান) এসেছে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)

এর ক্বিরআতে "اِلَّآ اُنُثًا"(ইল্লা উছনান) এসেছে। এ থেকেও প্রমাণিত হলো যে, 'ইনাস' দ্বারা বোতই বুঝানো হয়েছে।
এক অভিমত এটাও আছে যে, আরবের মুশরিকগণ স্বীয় বাতিল উপাস্যদেরকে 'খোদার কন্যা' বলতো। অন্য এক অভিমত হচ্ছে যে, বোতগুলোকে অলংকার ইত্যাদি পরিধান করিয়ে স্ত্রী লোকদের ন্যায় সাজাতো।
টীকা-৩০৭ঃ কেননা, তারই প্ররোচনার শিকার হয়ে প্রতিমা পূজা করে।
টীকা-৩০৮ঃ শয়তান,
টীকা-৩০৯ঃ তাদেরকে আমার অনুগত করবো।
টীকা-৩১০ঃ বিভিন্ন ধরণের। কখনো দীর্ঘ জীবনের, কখনো পার্থিব আরাম-আয়েশের, কখনো কু-মনোবৃত্তিসমূহের কখনো এটার, কখনো ওটার।
টীকা-৩১১ঃ সুতরাং তারা এমন করলো যে, উট্‌নী যখন পাঁচবার প্রসব করতো তখন তারা সেটাকে ছেড়ে দিতো এবং ওটা দ্বারা উপকৃত হওয়াকে নিজেদের উপর হারাম করে নিতো এবং সেটার দুধ বোতগুলোর জন্য নির্ধারিত করে নিতো আর সেটাকে 'বহীরাহ্' বলতো। শয়তান তাদের মনে একথা বদ্ধমূল করেছিলো যে, এমন কাজ করা ইবাদত।
টীকা-৩১২ঃ পুরুষদের নারীদের মতো রঙ্গীন পোষাক পরিধাণ করা, নারীদের ন্যায় কথাবার্তা বলা ও আচরণ করা 'সুরমা' অথবা সিঁদুর ইত্যাদি শরীরের উপর উল্কি আঁকা এবং চুলের মধ্যে চুল মুড়ে বড় বড় জটলা পাকানোও এর মধ্যে শামিল রয়েছে।
টীকা-৩১৩ঃ এবং হৃদয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা বাসনা ও প্ররোচনা সৃষ্টি করে, যাতে মানুষ পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হয়।
টীকা-৩১৪ঃ কেননা, যে বস্তুর উপকারের ধারণা সৃষ্টি করে প্রকৃত পক্ষে সেটার মধ্যে মারাত্মক ক্ষতি থেকে যায়।
টীকা-৩১৫ঃ যা তোমরা ধারণা করে বসেছো যে, বোত তোমাদের উপকার করবে।
টীকা-৩১৬ঃ যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও প্রিয় পাত্র। আমাদেরকে আগুন দিন কতেকের অধিক জ্বালাবে না।" ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণাও মুশরিকদের ন্যায় বাতিল।
টীকা-৩১৭ঃ চাই মুশরিকদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে।
টীকা-৩১৮ঃ এ হুমকি কাফিরদের বিরুদ্ধে।

وَاِنۡ يَّدۡعُوۡنَ اِلَّا شَيۡطٰنًا مَّرِيۡدًا ﴿۱۱۷﴾
لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ
نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا ﴿۱۱۸﴾
وَّلَاُضِلَّنَّهُمۡ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمۡ وَلَاٰمُرَنَّهُمۡ
فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الۡاَنۡعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمۡ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يَّتَّخِذِ
الشَّيۡطٰنَ وَلِيًّا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَقَدۡ خَسِرَ
خُسۡرَانًا مُّبِيۡنًا ﴿۱۱۹﴾
يَعِدُهُمۡ وَيُمَنِّيۡهِمۡ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيۡطٰنُ اِلَّا غُرُوۡرًا ﴿۱۲۰﴾
اُولٰٓٮِٕكَ مَاۡوٰٮهُمۡ جَهَنَّمُ ۡ وَلَا يَجِدُوۡنَ
عَنۡهَا مَحِيۡصًا ﴿۱۲۱﴾
وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا
الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ
حَقًّا ؕ وَمَنۡ اَصۡدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيۡلًا ﴿۱۲۲﴾
لَيۡسَ بِاَمَانِيِّكُمۡ وَلَاۤ اَمَانِىِّ اَهۡلِ
الۡكِتٰبِ ؕ مَنۡ يَّعۡمَلۡ سُوۡٓءًا يُّجۡزَ بِهٖ ۙ
وَلَا يَجِدۡ لَهٗ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا
نَصِيۡرًا ﴿۱۲۳﴾

এবং পূজা করে না, কিন্তু বিদ্রোহী শয়তানকে (৩০৭)।
১১৮ঃ যার উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং (সে) বলেছে (৩০৮), 'শপথ রইলো, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু নির্ধারিত অংশ নেবো (৩০৯)
১১৯ঃ শপথ রইলো, আমি তাদের মধ্যে বাসনা সৃষ্টি করবো (৩১০) এবং অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেবো। অতঃপর তারা চতুষ্পদ পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে (৩১১) এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে বলবো। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টবস্তুগুলো বিকৃত করবে' (৩১২); এবং যে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে।
১২০ঃ শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং (তাদের মধ্যে) মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে (৩১৩) এবং শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় না, কিন্তু ধোকার (৩১৪)
১২১ঃ তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ। তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার স্থান (তারা) পাবে না।
১২২ঃ এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সদা সর্বদা তারা সেগুলোর মধ্যে থাকবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; আল্লাহ্ অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য?
১২৩ঃ কাজ না তোমাদের খেয়াল-খুশী অনুসারে (৩১৫) এবং না কিতাবীদের কামনা অনুসারে (৩১৬) এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে (৩১৭) (সে) তারা প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত নিজের জন্য না কোন অভিভাবক পাবে, না কোন সাহায্যকারী (৩১৮)।

টীকা-৩১৯ঃ মাস্‌আলাঃ এ'তে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কর্মসমূহ ঈমানের 'অংশ' নয়।
টীকা-৩২০ঃ অর্থাৎ আনুগত্য ও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে।
টীকা-৩২১ঃ যা দ্বীন ইসলামেরই মতো। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়ত ও দ্বীণ নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য দ্বীন-ই-মুহাম্মাদী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বৈশিষ্টাবলী তা থেকেও অধিক। দ্বীন-ই-মুহাম্মাদীর অনুসরণ করলে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দ্বীন ও শরীয়তের অনুসরণ হয়ে যায়। যেহেতু আরবের লোকেরা এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সবাই হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি সম্পর্ক স্থাপনে গর্ববোধ করতো এবং তাঁর শরীয়ত তাদের সবার নিকট গ্রহণীয় ছিলো। যেহেতু শরীয়তে মুহাম্মাদী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সেটাকে শামিল করে নেয়। কাজেই, তাদের সকলের জন্য দ্বীন-ই-মুহাম্মাদীর মধ্যে দাখিল হওয়া ও সেটাকে গ্রহণ করা অপরিহার্য।
টীকা-৩২২ঃ خلت (خليل শব্দের মূল) খাঁটি ভালবাসা এবং (প্রেমাস্পদ ব্যতীত) অন্য কারো থেকে সম্পর্কচ্ছেদকেই বলা হয়। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَات)ও এ ধরণের গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে 'খলীল' বা 'আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ট বন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'খলীল' ঐ প্রেমিককে বলা হয়, যার ভালবাসা পরিপূর্ণ ও নিখুঁত। এ অর্থটাও হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মধ্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মধ্যে যেসব পূর্ণতা রয়েছে সবই নাবীকূল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে রয়েছে। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ্‌র 'খলীল'ও। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে; এবং 'হাবীব'-ও; যেমন তিরমীযী শরীফের হাদীসে আছে যে, [হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন] "আমি আল্লাহ্‌র 'হাবীব' এবং এটা আমি অহংকার করে বলছিনা।"
টীকা-৩২৩ঃ এবং সেগুলো তাঁরই জ্ঞান ও কুদরতের আওতার মধ্যে রয়েছে। জ্ঞানের আওতা এটা যে, কোন বস্তুর জন্য যত ধরণের দিক থাকতে পারে, তম্মধ্যে কোন দিকই 'জ্ঞান' বহির্ভূত থাকে না।
টীকা-৩২৪ঃ শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগে আরবের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ সাব্যস্ত করতোনা। যখন 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন তারা আরয করলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! নারী এবং ছোট শিশুরাও কি ওয়ারিশ হবে?" হুযূর তাদেরকে এ আয়াত দ্বারা জবাব দিলেন। হযরত আ'য়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) বলেন, এতিমদের অভিভাবকদের নিয়ম ছিলো যে, যদি এতিম বালিকা সম্পদ ও সৌন্দর্যের অধিকারীনী হতো, তবে তাকে স্বল্প মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে নিতো। আর যদি সুন্দরী ও সম্পদের অধিকারীনী না হতো তবে তাকে ছেড়ে দিতো। আর যদি সুন্দরী না হয়েও সম্পদশালানী হতো, তবে তাকে বিবাহ করতো না এবং এ ভয়ে অপরের সাথেও বিয়ে দিতো না যে, সে সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ تَعَالٰى এ আয়াতগুলো নাযিল করে তাদেরকে এসব স্বভাব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন।
টীকা-৩২৫ঃ মীরাস থেকে
টীকা-৩২৬ঃ এতিম

وَمَن يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৪ঃ এবং যা কিছু সৎ কাজ করবে, পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক এবং যদি হয় মুসলমান (৩১৯) তবে, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং তাদেরকে অণু পরিমাণও কম দেয়া হবে না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

১২৫ঃ এবং সে ব্যক্তি অপেক্ষা কার দ্বীন উত্তম, যে আপন চেহারা আল্লাহ্‌র জন্য ঝুঁকিয়ে দিয়েছে (৩২০) এবং সে সৎকর্মপরায়ণ এবং ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর চলে (৩২১), যে প্রত্যেক প্রকার বাতিল থেকে পৃথক ছিলো? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে আপন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন (৩২২)।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

১২৬ঃ এবং আল্লাহ্‌রই জন্য যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে, এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহ্‌রই ক্ষমতা রয়েছে (৩২৩)।

রুকূ-১৯

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ

১২৭ঃ এবং আপনার নিকট নারীদের সম্পর্কে 'ফাতাওয়া' জিজ্ঞাসা করছে (৩২৪)। আপনি বলে দিন,'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে 'ফাতাওয়া' দিচ্ছেন; এবং তাও (বলে দিচ্ছেন), যা তোমাদের নিকট কুরআনের মধ্যে পাঠ করা হয় ঐ এতিম কন্যাদের সম্পর্কে যাদেরকে তোমরা প্রদান করছোনা যা তাদের জন্য নির্দ্ধারিত রয়েছে (৩২৫) এবং তাদেরকে বিবাহাধীন আনতেও বিমুখ থাকছো এবং দুর্বল (৩২৬)

মِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى
بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾
وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا
اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ
يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ
وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾
وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ
النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَ
اِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾
وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ
سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾

শিশুদের সম্বন্ধে; এবং এটাও যে, এতিমদের প্রতি ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো (৩২৭);' এবং তোমরা যেই সৎকর্ম করো, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত

১২৮ঃ এবং যদি কোন নারী আপন স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশংকা করে (৩২৮), তবে তার জন্য এতে গুনাহ্ নেই যে, পরস্পরের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেবে (৩২৯) এবং আপোষ-নিষ্পত্তি উত্তম (৩৩০) এবং অন্তরসমূহ লোভ লিপ্সার ফাঁদে আটক রয়েছে (৩৩১); এবং যদি তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করো (৩৩২) তবে তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ খবর রাখেন (৩৩৩)।

১২৯ঃ তোমরা কখনো পারবেনা স্ত্রীদেরকে সমানভাবে রাখতে, এবং যতই ইচ্ছা করো না কেন (৩৩৪), তখন এমন যেন না হয় যে, এক স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়বে যার জন্য অপর স্ত্রীকে ঝুলানো অবস্থায় রেখে দেবে (৩৩৫); এবং যদি তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৩০ঃ যদি তারা উভয়ে (৩৩৬) পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তোমাদের প্রত্যেককে অপরের দিক থেকে অভাবমুক্ত করে দেবেন (৩৩৭) এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

টীকা-৩২৭ঃ তাদের পূর্ণ প্রাপ্য তাদেরকে অর্পন করো;

টীকা-৩২৮ঃ 'দুর্ব্যবহার' তো এভাবে যে, তার নিকট থেকে পৃথক থাকে, পানাহার সরবরাহ করনা অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয় কিংবা মারধর বা গালিগালাজ কর। আর 'উপেক্ষা' এ যে, ভালবাসেনা, কথাবার্তা বর্জন করে কিংবা কম করে।

টীকা-৩২৯ঃ এবং এ আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য স্বীয় প্রাপ্যসমূহের বোঝা হ্রাস করে নেয়ার উপর রাজি হয়ে যায়

টীকা-৩৩০ঃ এবং দুর্ব্যবহার ও বিচ্ছেদ উভয়টি অপেক্ষা শ্রেয়

টীকা-৩৩১ঃ প্রত্যেকে আপন-আয়েশেই চায় এবং নিজে কোন কষ্ট সহ্য করে অপরের আরামকে প্রাধান্য দেয়না;

টীকা-৩৩২ঃ এবং অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজের বর্তমান স্ত্রীদের উপর ধৈর্যধারণ করো, সঙ্গদানজনিত কর্তব্যের প্রতি সযত্ন হয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদেরকে কষ্ট দেয়া, মানসিক নির্যাতন করা ও বিবাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকো এবং সহবাস ও সামাজিকতায় সদাচারণ করো
আর এ কথা জেনে রেখো যে, তারা তোমাদের নিকট আমানত স্বরূপ।

টীকা-৩৩৩ঃ তিনি তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৩৩৪ঃ অর্থাৎ যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তবে এটা তোমাদের সামর্থ্যের আওতায় নয় যে, প্রত্যেক বিষয়ে তোমরা তাদেরকে সমান রাখবে এবং কোন বিষয়েই কাউকেও কারো উপর প্রাধান্য পেতে দেবেনা- না মিল-মুহাব্বাতে, না কামনা ও আকর্ষণে, না সামাজিকতা ও মেলা-মেশায়, না দৃষ্টিপাত ও মনোনিবেশে। তোমরা চেষ্টা করেও এটা করতে পারবে না। কিন্তু যদি এতটুকু তোমাদের সাধ্যাতীত হয় (আয়াত দেখুন।) আর উক্ত কারণেই এসব বাধ্যবাধকতার বোঝা তোমাদের দায়িত্বে রাখা হয়নি এবং আন্তরিক ভালবাসা ও স্বভাবজাত আকর্ষণ, যা তোমাদের ইখতিয়ারাধীন নয়, তাতে সমতা রক্ষা করার নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি।

টীকা-৩৩৫ঃ বরং এটা জরুরী যে, যে পর্যন্ত তোমাদের সামর্থ্য ও ইখতিয়ার আছে সেই পর্যন্ত সমানভাবে আচরণ করো। ভালবাসা ইচ্ছাধীন বস্তু নয়, তবে কথা-বার্তা, সদাচার, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছেদ ও কাছে রাখা এবং এমন সব বিষয়ে সমতা রক্ষা করা তো ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাভূক্ত- এসব বিষয়ে উভয়ের সাথে সমান আচরণ করা আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য।

টীকা-৩৩৬ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের আপোষ-নিষ্পত্তি না করে এবং তারা পৃথক হওয়াকেই শ্রেয় মনে করে ও 'খুলা' সহকারে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় কিংবা খোরপোষের অর্থ আদায় করে দেয় এবং অনুরূপভাবে তারা

টীকা-৩৩৭ঃ এবং প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

টীকা-৩৩৮ঃ তাঁরই আনুগত্য করো এবং তাঁর নির্দেশের বরখেলাপ করোনা, 'তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) ও শরীয়াত (খোদায়ী বিধান) এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর নির্দেশ 'প্রাচীন' (قديم); সমস্ত উম্মতের উপর এর তাকীদ প্রদত্ত হয়ে আসছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾

১৩১ঃ এবং আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে; এবং নিশ্চয়ই আমি তাকীদ দিয়েছি তাদেরকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং তোমাদেরকেও; যেন (তোমরা) আল্লাহকে ভয় করতে থাকো (৩৩৮) এবং যদি কুফর করো, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে যা কিছু যমীনে রয়েছে (৩৩৯); এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত (৩৪০), যাবতীয় প্রশংসাভাজন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾

১৩২ঃ এবং আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট কর্ম সমাধাকারী।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

১৩৩ঃ হে মানবকুল! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন (৩৪১) এবং অন্যান্যদেরকে নিয়ে আসবেন; এবং এর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রয়েছে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

১৩৪ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পুরস্কার চায়, তবে আল্লাহ্‌রই নিকট দুনিয়া ও আখিরাত- উভয়েরই পুরস্কার রয়েছে (৩৪২) এবং আল্লাহ্‌ই শ্রোতা, দ্রষ্টা।

রুকূ-২০

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৫ঃ হে ঈমানদারগণ! ন্যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানকারী অবস্থায়, যদিও তাতে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হয় অথবা মাতাপিতার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের; যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন (৩৪৩), সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌রই সেটার ইখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়োনা যাতে সত্য থেকে আলাদা হয়ে পড়; এবং যদি তোমরা হেরফের করো (৩৪৪) অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও (৩৪৫), তবে আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কর্ম সমূহের খবর রয়েছে (৩৪৬)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

১৩৬ঃ হে ঈমানদারগণ! ঈমান রাখো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের উপর (৩৪৭) এবং

টীকা-৩৩৯ঃ সমগ্র পৃথিবী তাঁরই অনুগতদের দ্বারা পরিপূর্ণ। তোমাদের কুফরের কারণে তাঁর ক্ষতি কি!

টীকা-৩৪০ঃ সমস্ত সৃষ্টি থেকে এবং তাদের ইবাদত থেকে।

টীকা-৩৪১ঃ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন

টীকা-৩৪২ঃ অর্থ এ যে, যে ব্যক্তির স্বীয় কর্মের বিনিময়ে দুনিয়াই উদ্দেশ্য থাকে এবং তার উদ্দেশ্য এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ হয়, আল্লাহ্ তাকে তা দিয়ে দেন এবং আখিরাতের সাওয়াব থেকে সে বঞ্চিত থাকে। আর যে ব্যক্তি কর্ম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করে, তবে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাত- উভয়ের মধ্যে সাওয়াব প্রদানকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে শুধু দুনিয়া তথা ইহকালের প্রার্থী হয় সে মূর্খ, নিকৃষ্ট এবং কাপুরুষ।

টীকা-৩৪৩ঃ কারো মন রক্ষার্থে এবং পক্ষপাতিত্ব করে ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়োনা এবং যেন কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে বাঁধ সাধতে না পারে,

টীকা-৩৪৪ঃ সত্য কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং যা উচিত তা না বলো

টীকা-৩৪৫ঃ যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে,

টীকা-৩৪৬ঃ 'যেমন কর্ম তেমন ফল' দেবেন।

টীকা-৩৪৭ঃ অর্থাৎ ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। এ অর্থ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ (হে ঈমানদারগণ) দ্বারা সম্বোধন মুসলমানদেরকেই করা হয়। আর যদি সম্বোধন ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে করা হয় তবে অর্থ এ হবে, "ও হে কোন কোন কিতাব ও কোন কোন রসূলের উপর ঈমান স্থাপনকারীরা! তোমাদের উপর এ (আয়াতে বর্ণিত) নির্দেশ হয়েছে। "আর যদি সম্বোধন মুনাফিক্বদের করা হয়, তবে অর্থ এ যে, "হে ঈমানের বাহ্যিক দাবীদারগণ! নিষ্ঠার সাথে ঈমান নিয়ে এসো।" (এখানে) 'রসূল' দ্বারা নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং 'কিতাব' দ্বারা 'ক্বুরআন পাক'- এর কথা বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এ আয়াত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, আসাদ, উসায়দ, সা'লাবাহ্ ইবনে ক্বায়স, সালাম, সালামাহ্ এবং ইয়ামীনের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এঁরা কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার ছিলেন। (তাঁরা একদিন) রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, "আমরা আপনার উপর এবং আপনার কিতাবের উপর, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ও

وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

সেই কিতাবের উপর, যা আপন সেই রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই কিতাবের উপর যা পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন (৩৪৮)। আর যে ব্যক্তি অমান্য করে আল্লাহকে এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ এবং ক্বিয়ামতকে (৩৪৯), তবে সে অবশ্যই দূরের পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৭ঃ নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফির হয়েছে, অতঃপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফির হয়েছে, অতঃপর কুফরের মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে (৩৫০), আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন (৩৫১), না তাদেরকে সৎপথ দেখাবেন।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۨ ﴿١٣٨﴾

১৩৮ঃ শুভ সংবাদ দিন মুনাফিক্বদেরকে যে, তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

১৩৯ঃ ঐ সব লোক, যারা মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (৩৫২), তারা কি ওদের নিকট সম্মান তালাশ করে? তবে সম্মান তো সব আল্লাহ্‌রই জন্য (৩৫৩)।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ

১৪০ঃ এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর কিতাব (৩৫৪) এর মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্পর্কে শুনবে যে, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং সেগুলোর প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তবে সে সব লোকের সাথে বসো না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয় (৩৫৫)।

তাওরীতের উপর এবং হযরত ওযায়র (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান আনছি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কিতাব ও রসূলগণের উপর ঈমান আনবোনা।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদেরকে বললেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর, ক্বোরআন মাজীদ এবং সেটার পূর্ববর্তী প্রত্যেক কিতাবের উপর ঈমান আনো।" এর সমর্থনে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৩৪৮ঃ অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের উপর এবং ঐসব কিতাবের উপর ঈমান আনো এবং যেগুলো আল্লাহ্ تَعَالٰى ক্বোরআন শরীফের পূর্বে স্বীয় নাবীগণের উপর নাযিল করেছেন।

টীকা-৩৪৯ঃ অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে কোন একটাকেও অমান্য করে। কারণ, কোন একজন রসূল এবং একটা মাত্র কিতাবকে অমান্য করাও সব কটিকে অমান্য করার শামিল।

টীকা-৩৫০ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান এনেছিলো। অতঃপর গো-বাছুরের পূজা করে কাফির হয়ে গিয়েছিলো। সেটার পর আবার ঈমান আনলো। অতঃপর হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং ইঞ্জীলকে অমান্য করে কাফির হয়ে গেলো। অতঃপর সৈয়্যদে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং ক্বোরআন কারীমকে অস্বীকার করে কুফরের মধ্যে আরো অগ্রসর হলো।

অপর এক অভিমত অনুযায়ী, এ আয়াত মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা একবার ঈমান এনে আবার কাফির হয়ে যায়। পুনরায় ঈমান আনার পর আবারও কাফির হয়ে যায় অর্থাৎ তারা স্বীয় ঈমানের কথা প্রকাশ করে, যেন তাদের উপর মু'মিনদের মতো বিধি-বিধান জারী হয়। অতঃপর কুফরের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ কুফরের উপরই তাদের মৃত্যু হয়।

টীকা-৩৫১ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করে। কেননা, 'কুফর' ক্ষমা করা হয় না। কিন্তু যখন কাফির তাওবা করে এবং ঈমান আনে (তখন ক্ষমা করা হয়)। যেমন ইরশাদ করেন- "قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ" (অর্থাৎ হে হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনি বলে দিন কাফিরদেরকে যে, তারা যদি 'কুফর' থেকে বিরত হয় (তাওবা করে), তবে তাদের পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করা হবে।)

টীকা-৩৫২ঃ এটা ঐ মুনাফিক্বদের অবস্থা, যাদের ধারণা ছিলো যে, ইসলামের বিজয় হবে। আর তারা এ কারণেই কাফিরদেরকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মনে করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতো এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকাকে সম্মানজনক মনে করতো, অথচ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা নিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সম্মানের প্রত্যাশা করা বাতিল।

টীকা-৩৫৩ঃ এবং তারই জন্য, যাকে তিনি সম্মান দান করেন। যেমন, নাবীগণ ও মু'মিনগণ।

টীকা-৩৫৪ঃ অর্থাৎ ক্বোরআন

টীকা-৩৫৫ঃ কাফিরদের সাথে উঠা-বসা এবং তাদের মজলিসে অংশগ্রহণ করা, অনুরূপভাবে, অন্যান্য বে-দ্বীন ও পথভ্রষ্টদের সভা-মজলিশে অংশগ্রহণ করা এবং তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ও সঙ্গ অবলম্বন করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

টীকা-৩৫৬ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কুফরের উপর যে সন্তুষ্ট থাকে সেও কাফির।

টীকা-৩৫৭ঃ এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য 'গণীমত' হাসিলে অংশগ্রহণ করা এবং ভাগ চাওয়া।

টীকা-৩৫৮ঃ যে, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতাম, গ্রেফতার করতাম। কিন্তু আমরা তো এর কিছুই করিনি।

اِنَّكُمۡ اِذًا مِّثۡلُهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ
الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَالۡكٰفِرِيۡنَ فِىۡ جَهَنَّمَ
جَمِيۡعَا ۨ ﴿۱۴۰﴾
الَّذِيۡنَ يَتَرَبَّصُوۡنَ بِكُمۡ ۚ فَاِنۡ كَانَ
لَـكُمۡ فَتۡحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَكُنۡ
مَّعَكُمۡ ۖ وَاِنۡ كَانَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نَصِيۡبٌ ۙ
قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُمۡ
مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ
يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ وَلَنۡ يَّجۡعَلَ اللّٰهُ
لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَبِيۡلًا ﴿۱۴۱﴾ ع
اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَهُوَ
خَادِعُهُمۡ ۚ وَاِذَا قَامُوۡۤا اِلَى الصَّلٰوةِ
قَامُوۡا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوۡنَ النَّاسَ وَلَا
يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيۡلًا ﴿۱۴۲﴾
مُّذَبۡذَبِيۡنَ بَيۡنَ ذٰلِكَ ۖ لَاۤ اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ وَلَاۤ
اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ ؕ وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَنۡ تَجِدَ
لَهٗ سَبِيۡلًا ﴿۱۴۳﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوا
الۡكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ

অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে (৩৫৬)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ মুনাফিক্ব এবং কাফির সবাইকে জাহান্নামের মধ্যে একত্রিত করবেন।

১৪১ঃ ঐ সব লোক, যারা তোমাদের (শুভা-শুভ) অবস্থার প্রতীক্ষা করে, তবে যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় লাভ হয়, তবে (তারা) বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না (৩৫৭)?' এবং ভাগ্য (বিজয়) যদি কাফিরদের অনুকূলে হয় তবে তাদেরকে বলে, 'তোমাদের উপর কি আমাদের ক্ষমতা ছিলোনা (৩৫৮)? এবং আমরা তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করেছি (৩৫৯)।' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের সবার মধ্যে (৩৬০) ক্বিয়ামত-দিবসে ফয়সালা করে দেবেন (৩৬১) এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন পথ (করে) দেবেন না (৩৬২)।

রুকূ-২১

১৪২ঃ নিশ্চয় মুনাফিক্ব লোকেরা তাদের নিজেদের ধারণায়, আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায় (৩৬৩); বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে অন্যমনস্ক করে মারবেন; আর যখন নামাযে দাঁড়ায় (৩৬৪) তখন মনভোলা অবস্থায়, (৩৬৫) মানুষকে দেখায় (মাত্র) এবং আল্লাহকে স্মরণ করেনা কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (৩৬৬)।

১৪৩ঃ মাঝখানে দোদুল্যমান থাকে (৩৬৭), না এ দিকের, না ওদিকের (৩৬৮); এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তবে তার জন্য কোন পথ পাবে না।

১৪৪ঃ হে ঈমানদাররা! কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা মুসলমানদের ব্যতীত (৩৬৯)।

টীকা-৩৫৯ঃ এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের বাহানা করে বাধা দিয়েছি এবং তাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেছি। কাজেই, এখন তোমরা আমাদের এ আচরণের প্রতি যত্নবান হও এবং ভাগ দাও। (এটা মুনাফিক্বদের অবস্থার বিবরণ।)

টীকা-৩৬০ঃ হে ঈমানদারগণ এবং মুনফিক্বগণ!

টীকা-৩৬১ঃ এভাবে যে, মু'মিনদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং মুনাফিক্বদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৩৬২ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ মুসলমানদেরকে না নিশ্চিহ্ন করতে পারবে, না তাদের সাথে বিতর্কে জয়ী হতে পারবে। আ'লিমগণ এ আয়াত থেকে কতিপয় মাস্‌আলা অনুমান করেছেন ১) কাফির মুসলমানদের ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না, ২) কাফির মুসলমানদের নিকট থেকে মুনিবত্ব লাভ করে সম্পত্তির মালিক হতে পারেনা, ৩) মুসলিম গোলামকে ক্রয় করার অধিকার কাফিরের নেই এবং ৪) 'যিম্মী'র পরিবর্তে মুসলমানকে (ক্বিসাসের মধ্যে) কতল করা যাবে না। (জুমাল)

টীকা-৩৬৩ঃ কেননা, প্রকৃতপক্ষে তো আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করা সম্ভবপর নয়;

টীকা-৩৬৪ঃ ঈমানদারদের সাথে

টীকা-৩৬৫ঃ কেননা, ঈমান তো নেই-ই যাতে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী, স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করবে; নিছক লোক দেখানোর জন্য। এ কারণে, মুনাফিক্বদের নিকট নামায বোঝা বলে মনে হয়।

টীকা-৩৬৬ঃ এভাবে যে, মুসলমানদের নিকট থাকলে তো নামায পড়ে আর পৃথক হলে পড়ে না।

টীকা-৩৬৭ঃ কুফর ও ঈমানের

টীকা-৩৬৮ঃ না খাঁটি মুমিন, না প্রকাশ্য কাফির।

টীকা-৩৬৯ঃ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মুনাফিক্বদের স্বভাব। তোমরা তা থেকে বিরত থাকো।

টীকা-৩৭০ঃ স্বীয় মুনাফিক্বীর; এবং জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যাবে?

টীকা-৩৭১ঃ মুনাফিক্বের শাস্তি কাফিরদের চেয়েও কঠোর। কেননা, তারা দুনিয়ার নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করে মুজাহিদদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং কাফির হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করা এবং দ্বীন ইসলামকে বিদ্রুপ করা তাদের স্বভাবই ছিলো।

টীকা-৩৭২ঃ মুনাফিক্বী থেকে।

টীকা-৩৭৩ঃ উভয় জগতে।**

*জাহান্নামের সাতটা 'স্তর' (طبقات) রয়েছে, যেগুলোকে درکات (দারাকাত) বলা হয়। কারণ, সেই 'স্তরগুলো' একটা অপরটার অনুগামী হয়। অর্থাৎ একটা শেষ হতেই অপরটা আরম্ভ হয়ে যায়। এক স্তর অপর স্তরের উপরে-নীচে হয়। অনুরূপভাবে, বেহেশতের মধ্যেও 'স্তরসমূহ' রয়েছে, যেগুলোকে 'درجات' (দারাজাত) বলা হয়। সুতরাং জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ 'স্তর' (درجه) তিনিই লাভ করবেন, যাঁর 'আ'মল' (কর্ম) সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও মহান হয়। পক্ষান্তরে, জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের সেই উপযোগী হবে, যার আ'মল সর্বাপেক্ষা মন্দ হয়, গুনাহ্ও সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। মুনাফিক্বদের ঐ 'তাবাকাহ্' বা স্তরে দেয়া হবে যা জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচে। সেটার অপর নাম 'হাভীয়াহ্'।

اَتُرِيدُونَ اَن تَجعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيكُم سُلطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

তোমরা কি এটা চাও যে, নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ স্থির করে নেবে (৩৭০)?

اِنَّ المُنٰفِقِينَ فِى الدَّركِ الاَسفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَن تَجِدَ لَهُم نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৫ঃ নিশ্চয় মুনাফিক্ব দোযখের সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে (৩৭১) এবং তুমি কখনো তাদের সাহায্যকারী পাবে না।*

اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاَصلَحُوا وَاعتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَاَخلَصُوا دِينَهُم لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ المُؤمِنِينَ ؕ وَسَوفَ يُؤتِ اللّٰهُ المُؤمِنِينَ اَجرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬ঃ কিন্তু সে সব লোক, যারা তাওবা করেছে (৩৭২) এবং সংশোধন করেছে আর আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং নিজেদের দ্বীনকে শুধু আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে করে নিয়েছে, তবে এরা মুসলমানদের সাথে রয়েছে (৩৭৩) এবং অবিলম্বে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে মহা পুরস্কার দেবেন।

مَا يَفعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُم اِن شَكَرتُم وَاٰمَنتُم ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭ঃ এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো? এবং আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ। **

হাদীসঃ হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উ'দ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنهُ) الدَّركُ الاَسفَلِ (জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো (যে, তা কি?)। তিনি বললেন, "তা হচ্ছে জাহান্নামীদের কালো বর্ণের আবাসস্থলসমূহ, যেগুলোর মধ্যে মুনাফিক্বদেরকেই বন্দী করে বাইরের দিকে দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে।"

মুনাফিক্বদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়ার কারণ হচ্ছে, তাদের অপকর্ম বেশী- ১)কুফর, ২) দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও ৩) মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা ইত্যাদি। এতদ্ভিত্তিতে, মুনাফিক্ব কাফিরদের চেয়েও জঘন্যতম হলো।

পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ تَعَالٰى ইরশাদ ফরমান- اِنَّ المُنٰفِقِينَ يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُم অর্থাঃ নিশ্চয় মুনাফিক্বগণ, তাদের ধারণায়, আল্লাহ্র সাথে ধোকা করতে চায়, অর্থাৎ ঐ পন্থাই অবলম্বন করে, যা ধোকাবাজদেরই পন্থার মতো হয়; যেমন- প্রকাশ্যে নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করে, কিন্তু অন্তরে কুফরকেই গোপন করে। আর আল্লাহ্ تَعَالٰى ও তাদেরকে অন্য মনস্ক করে মারবেন। অর্থাৎ তাদের সাথে ঐ ধরণের আচরন, যেমনি তারা করে থাকে। যেমন- তাদের জান-মালকে হিফাযত করেন কিন্তু আখিরাতে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে তাদের জন্য বাসস্থান নির্মান করেন, দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে লিপ্ত করেন, কষ্টে ফেলেন এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখেন।

হাদীসঃ হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنهُمَا) বলেন, ক্বিয়ামতে ঈমানদারদের মতো তাদের জন্য (মুনাফিক্বদের জন্য)ও 'নূর' (আলো) আনা হবে। ঐ নূরের বরকতে মু'মিনগণ আনায়াসে 'পুলসিরাত' অতিক্রম করতে থাকবেন। আর মুনাফিক্বদের জন্য ঐ নূর নির্বাপিত হয়ে যাবে। অতঃপর মুনাফিক্বগণ ঈমাদারদের নিকট আরয করবে, "তোমাদের নূর আমাদের জন্যও আনো! যাতে আমরা পুলসিরাতের উপর দিয়ে আনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারি।" ফিরিশতাগণ তাদেরকে পুলসিরাতের উপরই জবাব দেবেন- "তোমরা তোমাদের নূর তালাশ করো আর পেছনের দিকে ফিরে গিয়ে যেখান থেকে সম্ভব হয় নিয়ে এসো।" কিন্তু তারা না পেছনের দিকে যেতে পারবে, না তাদের নিকট কোন শক্তি থাকবে। এমনই (শোচনীয়) অবস্থা দেখে মু'মিনগণ ভয় পেয়ে যাবেন এ ভেবে যে, কখনো তাঁদের নূরও নিভে যাবে কি-না। এ কারণে তাঁরা তখন আরয করবেন رَبَّنَآ اَتمِم لَنَا نُورَنَا وَاغفِر لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ﴿٨﴾ অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো! নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবেন, কিন্তু মুনাফিক্বগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।)

৬ষ্ঠ পারা

টীকা-৩৭৪ঃ অর্থাৎ কারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া। এর মধ্যে 'গীবত'ও এসে গেছে, চুগলখুরীও। বিবেকবান সে-ই, যে নিজের দোষ-ত্রুটি দেখে। অপর একটা অভিমত এও আছে যে, 'মন্দ কথা' মানে 'গালি দেয়া'।

টীকা-৩৭৫ঃ অর্থাৎ তার জন্য অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে দেয়া বৈধ। সে চোর কিংবা লুণ্ঠনকারী সম্পর্কে একথা বলতে পারবে যে, সে তার মাল চুরী করেছে কিংবা লুণ্ঠন করেছে।

শানে নুযুলঃ এক ব্যক্তি একটা গোত্রের নিকট অতিথি হয়েছিলো। তারা তার যথাযথ আতিথেয়তা করেনি। অতঃপর সে যখন সেখান থেকে বের হলো তখন তাদের বদনামী করতে লাগলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

সূরাঃ ৪ নিসা	১৯৭	মানযিল-১	পারাঃ ৬
১৪৮ঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন না মন্দ কথার প্রচারণা (৩৭৪), কিন্তু নির্যাতিতের নিকট হতে (৩৭৫); এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।	لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾		
১৪৯ঃ যদি তোমরা কোন সৎকর্ম প্রকাশ্যে করো অথবা গোপনে অথবা কারো দোষ ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, শক্তিমান (৩৭৬)।	اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾		
১৫০ঃ এবং (নিশ্চয়) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে অমান্য করে এবং চায় যে, আল্লাহ্ থেকে তাঁর রসূলগণকে পৃথক করে নেবে (৩৭৭),	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ		

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে এ আয়াত শরীফ হযরত আবু বাকর সিদ্দিক (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)- এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। একজন লোক বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সম্মুখে তাঁর (হযরত আবু বাকর সিদ্দিক) সম্পর্কে অশালীন কথা বলতে লাগলো। তিনি (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কয়েকবার নীরব রইলেন। কিন্তু এতে লোকটা বিরত হলোনা। তখন তিনি একবার মাত্র তার সমালোচনার জবাব দিলেন। এ কারণে, হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উঠে দাঁড়ালেন। হযরত সিদ্দিকে আকবার আরয করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। এ লোকটা আমাকে মন্দ বলছিলো, হুযূর কিছুই বললেন না। আমি একবার মাত্র তার জবাব দিলাম। তখনই হুযূর উঠে দাঁড়ালেন।" ইরশাদ ফরমালেন, "একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। যখন তুমি জবাব দিয়েছো ফিরেশতাটা চলে গেলো এবং শয়তান এসে গেলা।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৭৬ঃ তোমরা তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করো, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

আল-হাদীসঃ "তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।"

টীকা-৩৭৭ঃ এভাবে যে, আল্লাহ্ এর উপর ঈমান আনে কিন্তু তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনেনা।

* এ থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, উত্তম আমল (কর্ম) এই যে, প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেবে। কারণ, আল্লাহ তাআ'লা সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদেরকে তাদের গুনাহর ওপর পাকড়াও করার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং ক্ষমা প্রদর্শন করা আল্লাহ তাআ'লার তরীক্বা হলো।

মাসআলাঃ এ'তে মাযলূমকে এরই প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি থাকলেও ক্ষমা করে দেয়া উত্তম পন্থা। তাতে চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

মাসআলাঃ আল্লাহ তাআ'লা কারো মন্দ ও অপমানের বিষয়াদি প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। হ্যাঁ, ঐ অত্যাচারীর দোষ ও অপমানজনক বিষয়াদি প্রকাশ করা বৈধ, যে অনিষ্ট, ধোকা ও প্রতারণায় সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে।

হাদীসঃ হুযূর সরওয়ারে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান اُذْكُرُوْا الْفَاسِقَ بِمَافِيْهِ كَىْ يَحْذَرُوْهُ النَّاسُ "ফাসিক্বের ফাসেক্বী প্রকাশ করে দাও, যাতে লোকেরা তার অনিষ্ট ও অশান্তি থেকে বাঁচতে পারে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, তিন ধরনের মানুষ আছে যাদের গীবত (দোষ-ত্রুটি চর্চা) করা বৈধঃ

১) অত্যাচারী শাসক ২) প্রকাশ্যভাবে পাপাচারে আভ্যস্ত ৩) মন্দ বিদ'আত সম্পন্নকারী যে মানুষকে সেটার প্রতি আহ্বান করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অধিকাংশ মন্দ কাজ জিহ্বার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যদিও তা হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র মাংসখন্ড কিন্তু অধিকাংশ অপরাধ তা দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

হাদীসঃ অর্থাৎ: اَلْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ "বালা মুসিবত অবতীর্ণ হওয়া মুখের কথার ওপর নির্ভরশীল।" (তাফসীর-ই-রুহুল বয়ান)

টীকা-৩৭৮ঃ শানে নুযুলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান এনেছে এবং হযরত ঈসা এবং হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে তারা কুফর করেছে। অপরদিকে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর উপর ঈমান এনেছে এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সাথে কুফর করেছে।

টীকা-৩৭৯ঃ কতেক রসূলের উপর ঈমান আনা তাদেরকে 'কুফর' থেকে বাঁচাতে পারেনা। কেননা কোন একজন নাবীকে অস্বীকার করাও সমস্ত নাবীকে অস্বীকার করার সমতুল্য

টীকা-৩৮০ঃ কবিরা গুনাহকারীও তাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান রাখে। 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায় কবিরাহ গুনাহকারীর উপর চিরস্থায়ী আজাবের আক্বীদা পোষণ করে। এ আয়াত দ্বারা তাদের (মু'তাযিলা সম্প্রদায়) এই আক্বিদা বাতিল বলে প্রমাণিত হয়।

وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا (۱۵۰)

আর বলে,'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতেককে অস্বীকার করি (৩৭৮), এবং এটা চায় যে, ঈমান ও কুফরের মাঝখানে অন্য একটা পথ বের করে নেবে;

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (۱۵۱)

১৫১ঃ এরাই হচ্ছে সত্যি সত্যি কাফির (৩৭৯); এবং আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۱۵۲)

১৫২ঃ এবং সেসব লোক যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের মধ্যে কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেনি, অনতিবলম্বে আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান দেবেন (৩৮০); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩৮১)।

রুকূ'-২২

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (۱۵۳)

১৫৩ঃ হে মাহ্বূব! কিতাবী সম্প্রদায় (৩৮২) আপনার নিকট দাবী করছে যে, (আপনি) তাদের প্রতি আসমান থেকে একটা কিতাব অবতারণ করিয়ে দিন (৩৮৩)। তবে তো তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও অনেক বড় দাবী করেছিলো (৩৮৪)। সুতরাং তারা বলেছিলো,'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ দেখাও।' তখন তাদেরকে বজ্রাঘাত পেয়ে বসেছিলো তাদের পাপরাশির কারণে; অতঃপর গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে বসেছে (৩৮৫) এরপর যে, স্পষ্ট প্রমাণাদি (৩৮৬) তাদের নিকট এসেছে। তখন আমি ক্ষমা করে দিয়েছি (৩৮৭); এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি (৩৮৮)।

টীকা-৩৮১ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা (আল্লাহ্ এর) 'ক্রিয়াবাচক গুণাবলী' (صفات فعليه) 'চিরস্থায়ী' (قديم) বলে প্রমাণিত হয়, কেননা, (অন্যথায়) 'অস্থায়ী' হবার (حادث) মতবাদী এ কথা বলার সুযোগ পাবে যে, আল্লাহ تَعَالٰى (নাউযুবিল্লাহ।) 'অনন্ত অতীতে' (ازل) ক্ষমাশীল ও দয়ালু ছিলেন না, পরবর্তীতে হয়ে গেছেন। তার মতবাদকে এ আয়াত খন্ডন করছে।

টীকা-৩৮২ঃ অবাধ্যতাবশতঃ

টীকা-৩৮৩ঃ একবারেই

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ক'আব ইবনে আশরাফ ও ফিনহাস ইবনে আযূরা বিশ্বকুল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বললো, "আপনি যদি নাবী হন তবে আমাদের নিকট আসমান থেকে একেবারেই কিতাব নিয়ে আসুন, যেমনি ভাবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) 'তাওরীত' এনেছিলেন।" এ দাবিতে তাদের সৎ পথের অনুসরণের উদ্দেশ্য ছিলোনা বরং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের ফলেই ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৩৮৪ঃ অর্থাৎ এ দাবীটা তাদের পূর্ণ মূর্খতাপ্রসূত ছিলো। এ ধরনের মূর্খতার মধ্যে তাদের পিতৃ-পুরুষগণও লিপ্ত ছিলো। যদি এ দাবিটা তাদের হিদায়াত অন্বেষণের জন্য হতো তবে তা পূরণ করা হতো কিন্তু তারা তা কোনো অবস্থাতেই ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিলোনা।

টীকা-৩৮৫ঃ সেটার উপাসনা করতে থাকে

টীকা-৩৮৬ঃ তাওরীত এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মু'জিযাসমূহ; সেগুলো আল্লাহ তাআ'লার একত্ব এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সত্যতার উপর স্পষ্ট প্রমাণই ছিলো; এবং এতদসত্ত্বেও যে, তাওরীতকে আমি একেবারেই অবতরণ করেছিলাম; 'কিন্তু দুশ্চরিত্রের অগণিত অজুহাত' আনুগত্য করার পরিবর্তে তারা আল্লাহকে দেখার দাবি করে বসে ছিলো।

টীকা-৩৮৭ঃ যখন তারা তাওবা করলো। এতে হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর যুগের ইহুদীদের জন্য আশা করার অবকাশ থাকে যে, তারাও যদি তাওবা করে তবে আল্লাহ তাদেরকে নিজ করুণায় ক্ষমা করবেন।

টীকা-৩৮৮ঃ এমন প্রভাব প্রদান করলেন যে, যখন তিনি বানী ঈসরাইলকে 'তাওবা' হিসেবে তাদের নিজেদেরকেই হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন তারা তা

অমান্য করতে পারেনি; বরং তারা মেনেই নিয়েছিলো।
টীকা-৩৮৯ঃ অর্থাৎ মৎস শিকার ইত্যাদি; যে সব কাজ ঐ দিন তোমাদের জন্য বৈধ নয়, (সে সব কাজ) করোনা। সূরা বাকারায় ঐ সব নির্দেশ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৫৪ঃ অতঃপর আমি তাদের ঊর্ধ্বে 'তূর' (পাহাড়)- কে উত্তোলন করেছিলাম তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্য; এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'প্রবেশদ্বার দিয়ে সাজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো' এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'শনিবারে সীমা লংঘন করোনা' (৩৮৯) এবং তাদের নিকট থেকে আমি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (৩৯০)।
১৫৫ঃ তখন তাদের কেমন অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই আমি তাদের উপর অভিশম্পাত করেছি। এবং এ কারণেও যে, তারা আল্লাহ্ এর আয়াতকে অস্বীকার করেছিলো (৩৯১); এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো (৩৯২); এবং তাদের এ উক্তির কারণেও-'আমাদের হৃদয়ের উপর আচ্ছাদন রয়েছে (৩৯৩);' বরং আল্লাহ্ তাদের কুফরের কারণেই তাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর করে দিয়েছেন। সুতরাং ঈমান আনবেনা, কিন্তু অল্প সংখ্যকই।
১৫৬ঃ এবং এ কারণে যে, তারা কুফর করেছে (৩৯৪) এবং হযরত মার্‌য়ামের বিরুদ্ধে জঘণ্য অপবাদ রটনা করেছে।
১৫৭ঃ এবং তাদের এ উক্তির কারণে, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মার্‌য়াম-তনয় ঈসা মসীহকে শহীদ করেছি (৩৯৫)।' প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এটাই যে, তারা তাঁকে না হত্যা করেছে এবং না তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে; বরং তাদের জন্য তাঁরই সদৃশ একটা তৈরি করে দেয়া হয়েছিলো (৩৯৬); এবং সে সব লোক, যারা তাঁর সম্পর্কে মতভেদ করছে নিশ্চয় তারা তাঁর দিক থেকে সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে (৩৯৭); তাদের এ সম্পর্কে কোন খবর নেই (৩৯৮), কিন্তু এ ধারণারই অনুসরণ মাত্র (৩৯৯); এবং নিঃসন্দেহে এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি (৪০০)।
১৫৮ঃ বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন (৪০১) এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَرَفَعۡنَا فَوۡقَهُمُ الطُّوۡرَ بِمِيۡثَاقِهِمۡ
وَقُلۡنَا لَهُمُ ادۡخُلُوا الۡبَابَ سُجَّدًا وَّ
قُلۡنَا لَهُمۡ لَا تَعۡدُوۡا فِى السَّبۡتِ
وَاَخَذۡنَا مِنۡهُمۡ مِّيۡثَاقًا غَلِيۡظًا ﴿١٥٤﴾
فَبِمَا نَقۡضِهِمۡ مِّيۡثَاقَهُمۡ وَكُفۡرِهِمۡ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتۡلِهِمُ الۡاَنۡۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ
حَقٍّ وَّقَوۡلِهِمۡ قُلُوۡبُنَا غُلۡفٌ ؕ بَلۡ
طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيۡهَا بِكُفۡرِهِمۡ فَلَا
يُؤۡمِنُوۡنَ اِلَّا قَلِيۡلًا ﴿١٥٥﴾
وَّبِكُفۡرِهِمۡ وَقَوۡلِهِمۡ عَلٰى مَرۡيَمَ
بُهۡتَانًا عَظِيۡمًا ﴿١٥٦﴾
وَّقَوۡلِهِمۡ اِنَّا قَتَلۡنَا الۡمَسِيۡحَ عِيۡسَى
ابۡنَ مَرۡيَمَ رَسُوۡلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوۡهُ
وَمَا صَلَبُوۡهُ وَلٰكِنۡ شُبِّهَ لَهُمۡ ؕ وَ
اِنَّ الَّذِيۡنَ اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ لَفِىۡ شَكٍّ
مِّنۡهُ ؕ مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوۡهُ يَقِيۡنًا ﴿١٥٧﴾
بَلۡ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيۡهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
عَزِيۡزًا حَكِيۡمًا ﴿١٥٨﴾

টীকা-৩৯০ঃ যেন তাদেরকে যে সব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোই করে এবং যে সব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকে। অতঃপর তারা এ অঙ্গীকারটা ভঙ্গ করেছে।
টীকা-৩৯১ঃ যেগুলো নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এর সত্যতার প্রমাণ বহন করতো; যেমন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর মু'জিযাসমূহ।
টীকা-৩৯২ঃ নাবীগণকে শহীদ করা অন্যায়ই। কোন অবস্থাতেই তা ন্যায়সংগত হতে পারে না। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ধারণায়ও তাদের এ অপকর্মের কোন অধিকার ছিলোনা।
টীকা-৩৯৩ঃ সুতরাং কোন উপদেশ কার্যকর হতে পারেনা।
টীকা-৩৯৪ঃ হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সাথেও
টীকা-৩৯৫ঃ ইহুদীরা দাবী করেছিলো যে, তারা হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে হত্যা করেছে। আর খৃষ্টানরা তা সত্যায়ন করেছিলো। আল্লাহ تَعَالٰى তাদের উভয় সম্প্রদায়ের দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেন।
টীকা-৩৯৬ঃ যাকে তারা হত্যা করেছিলো এবং এই ধারণা পোষণ করেছিলো যে, 'ইনি হযরত ঈসা'; অথচ তাদের এই ধারণা ভুল ছিলো।
টীকা-৩৯৭ঃ এবং নিশ্চিত করে বলতে পারছেনা যে, সেই নিহত লোকটা কে? কেউ কেউ বলে যে, লোকটা হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)। কেউ কেউ বলতে থাকে, "মুখমণ্ডলতো হযরত ঈসার, কিন্তু শরীরতো হযরত ঈসার নয়। সুতরাং এ'তো হযরত ঈসা নয়।" তারা এই সংশয়ের মধ্যে রয়েছে।
টীকা-৩৯৮ঃ যা বাস্তব অবস্থা,
টীকা-৩৯৯ঃ এবং কল্পনার ঘোড়া দৌঁড়ানো মাত্র;
টীকা-৪০০ঃ তাদের হত্যা করার দাবী মিথ্যা;
টীকা-৪০১ঃ সুস্থ অবস্থায় ও নিরাপদে, আসমানের দিকে।
হাদীসসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সূরা আল-ই-ইমরানে এ ঘটনার বিবরণ গত হয়েছে।

وَ اِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ ۚ وَ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يَكُوۡنُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيۡدًا ﴿۱۵۹﴾

১৫৯ঃ কোন কিতাবী এমন নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর ঈমান আনবেনা (৪০২); এবং ক্বিয়ামত-দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (৪০৩)।

فَبِظُلۡمٍ مِّنَ الَّذِيۡنَ هَادُوۡا حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَ بِصَدِّهِمۡ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ كَثِيۡرًا ﴿۱۶۰﴾

১৬০ঃ অতঃপর ইহুদীদের বড় যুলুম (৪০৪)-এর কারণে আমি ঐ কতেক পবিত্র বস্তু, যেগুলো তাদের জন্য হালাল ছিলো (৪০৫), তাদের উপর হারাম করে নিয়েছি; এবং এ কারণে যে, তারা অনেককে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে;

وَّ اَخۡذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدۡ نُهُوۡا عَنۡهُ وَ اَكۡلِهِمۡ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبٰطِلِ ؕ وَ اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ﴿۱۶۱﴾

১৬১ঃ এবং এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো; অথচ তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো; এবং লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে বসতো (৪০৬); এবং তাদের মধ্যে যারা কাফির হয়েছে, আমি তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوۡنَ فِى الۡعِلۡمِ مِنۡهُمۡ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ وَ الۡمُقِيۡمِيۡنَ الصَّلٰوةَ وَ الۡمُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤۡتِيۡهِمۡ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿۱۶۲﴾

১৬২ঃ হাঁ, তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানের মধ্যে পরিপক্ক (৪০৭) এবং ঈমানদার, তারা ঈমান আনে সেটার উপর যা, হে মাহ্‌বূব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (৪০৮) এবং নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ এবং আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ। এমন লোকদেরকে আমি অনতিবিলম্বে বড় সাওয়াব দান করবো।

রুকূ'-২৩

اِنَّاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ كَمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى نُوۡحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ ۚ

১৬৩ঃ নিঃসন্দেহে, হে মাহ্‌বূব! আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি, যেমন ওহী নূহ ও তার পরবর্তী নাবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছি (৪০৯);

টীকা-৪০২ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত এই যে, ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ তাদের মৃত্যুককালে যখন আযাবের ফিরিশতা দেখতে পায় তখন তারা হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান নিয়ে আসে, যাঁর সাথে তারা কুফর করেছিলো; অথচ সেই মুহূর্তের ঈমান গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় অভিমত এই যে, ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) আসমান থেকে অবতরণ করবেন, তখন তৎকালীন সমস্ত কিতাবী তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসবে। হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) 'মুহাম্মাদী শরীয়ত' (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন এবং সেই দ্বীনের ঈমামগণের মধ্যে একজন ঈমাম হিসেবেই থাকবেন। আর খৃষ্টান সম্প্রদায় তার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে রেখেছে সেগুলোর খন্ডন করবেন। তখন ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হয়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। 'জিযয়া' গ্রহণ করার হুকুম হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) অবতরণ করার সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তৃতীয় অভিমত এই যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে- প্রত্যেক কিতাবী আপন মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান নিয়ে আসবে।

চতুর্থ অভিমত এই যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى এর উপর ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু মৃত্যুকালে ঈমান গ্রহণযোগ্য ও ফলদায়ক হবেনা।

টীকা-৪০৩ঃ হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) ইহুদীদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যই দিবেন যে, তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখ খুলেছে। আর খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এ (সাক্ষ্য দেবেন) যে, তারা তাঁকে প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহ্ এর অংশীদার স্থির করেছে। তাছাড়া, কিতাবীদের মধ্যে যেসব লোক ঈমান এনেছে তাদের ঈমানের পক্ষেও তিনি সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-৪০৪ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি; যেগুলো উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৪০৫ঃ যে গুলোর কথা 'সূরা আন'আম'-এর আয়াত وَعَلَى الَّذِيۡنَ هَادُوۡا حَرَّمۡنَا এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৪০৬ঃ ঘুষ ইত্যাদির বিভিন্ন হারাম পন্থায়;

টীকা-৪০৭ঃ যেমন হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ, যাঁরা পরিপক্ক জ্ঞান, স্বচ্ছ বিবেক এবং পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা দ্বীন-ইসলামের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন এবং নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান এনেছেন।

টীকা-৪০৮ঃ পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর

টীকা-৪০৯ঃ শানে নুযূলঃ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট এ দাবী করেছিলো যে, তাদের জন্য আসমান থেকে একইভাবে কিতাব নাযিল করা হোক, তবেই তারা তাঁর নাবূয়্যাতের উপর ঈমান আনবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর তাদের বিরুদ্ধে এ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ব্যতীত আরো বহু সংখ্যক নাবী রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে এগার জনের সম্মানিত নাম এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবী সম্প্রদায়তো তাঁদের সবার নাবুয়্যতকে মান্য করে। এসব হযরতের মধ্যে কারো উপর একইবারে কিতাব নাযিল হয়নি। সুতরাং যখন এ কারণে তাঁদের নাবূয়্যাতকে মেনে নেয়ার মধ্যে কিতাবীদের কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হয়নি তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবুয়্যতকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কি আপত্তি থাকতে পারে?

আর রসূলগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকে পথ-প্রদর্শন, তাদেরকে আল্লাহ تَعَالٰى এর একত্ববাদ ও মা'রিফাতের শিক্ষা দেয়া, ঈমানের পরিপূর্ণতা বিধান করা এবং ইবাদতের পন্থা শিক্ষা দেয়া। বিভিন্ন পন্থায় কিতাব অবতীর্ণ হওয়ায় এ উদ্দেশ্য উত্তমরূপে হাসিল হয়। এতে অল্প অল্প করে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। এ হিকমত না বুঝা, বরং এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা পূর্ণ নির্বুদ্ধিতারই শামিল।

টীকা-৪১০ঃ কুরআন শরীফের মধ্যে তাঁদের নাম-বনাম উল্লেখ করা হয়েছে

টীকা-৪১১ঃ এবং এখনো পর্যন্ত তাঁদের নামসমূহ বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি।

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَ
اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى
وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۱۶۳﴾

এবং আমি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কূব ও তাঁদের পুত্রগণ; এবং ঈসা, আইয়ূব, য়ূনুস, হারূন এবং সুলায়মানের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি; এবং আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ
مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿۱۶۴﴾

১৬৪ঃ এবং ঐ রসূলগণকে (প্রেরণ করেছি) যাদের উল্লেখ আমি আপনার পূর্বে করেছি (৪১০) এবং ঐসব রসূলকে যাদের উল্লেখ আপনার নিকট করিনি (৪১১)। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে প্রকৃত অর্থে, কথা বলেছেন (৪১২)।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۶۵﴾

১৬৫ঃ রসূলগণকে (প্রেরণ করেছি) সুসংবাদদাতা (৪১৩) ও সাবধানকারী করে (৪১৪), যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্ এর নিকট মানুষের কোন অভিযোগের অবকাশ না থাকে (৪১৫); এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ
بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۱۶۶﴾

১৬৬ঃ কিন্তু, হে মাহ্‌বূব! আল্লাহ্ সেটারই সাক্ষী, যা তিনি আপনার প্রতি অবতারণ করেছেন। তিনি তা স্বীয় জ্ঞান থেকে অবতীর্ণ করেছেন; এবং ফিরিশতারাও সাক্ষী রয়েছে; এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ঠ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۶۷﴾

১৬৭ঃ যেসব লোক, যারা কুফর করেছে (৪১৬) এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করেছে (৪১৭) নিশ্চয় তারা দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿۱۶۸﴾

১৬৮ঃ নিশ্চয় যারা কুফর করেছে (৪১৮) এবং সীমা লংঘন করেছে (৪১৯) আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না (৪২০); এবং না তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন;

টীকা-৪১২ঃ সুতরাং যেভাবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সাথে সরাসরি আলাপ করা অন্যান্য নাবীর নাবূয়্যাতের জন্য ক্ষতিকর নয় যাঁদের সাথে আলাপ করা হয়নি, অনুরূপভাবে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি কিতাব একইবারে নাযিল হওয়া অন্যান্য নাবীর নাবূয়্যাতের জন্যও কোনরূপ ক্ষতিকর হতে পারেনা।

টীকা-৪১৩ঃ সাওয়াবের; ঈমানদারগণকে

টীকা-৪১৪ঃ শাস্তির; কাফিরদেরকে, আর একথা বলার সুযোগ না থাকে যে, 'যদি আমাদের নিকট রসূল আসতেন তবে আমরা অবশ্যই তাঁদের নির্দেশ মান্য করতাম এবং আল্লাহ্ এর অনুগত ও বাধ্য হতাম।'

টীকা-৪১৫ঃ এ আয়াত থেকে এ মাস্‌আলাটা জানা যায় যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى রসূলগণকে প্রেরণের পূর্বে সৃষ্টির উপর আযাব করেন না। وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا অর্থাৎ- আমি শাস্তি প্রদানকারী নই, যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ করি।) আর এই মাস্‌আলাটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ এর পরিচিতি শরীয়তের বিবরণ ও নাবীগণের পবিত্র বাণী থেকেই অর্জিত হয়। নিছক বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উক্ত লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়।

টীকা-৪১৬ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাতকে অস্বীকার করে।

টীকা-৪১৭ঃ হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর না'ত (প্রশংসা) ও গুণাবলী গোপন করে এবং মানুষের সংশয়ের উদ্রেক করে। (এটা ইহুদীদের অবস্থা।)

টীকা-৪১৮ঃ আল্লাহ্ এর সাথে

টীকা-৪১৯ঃ আল্লাহ্ এর কিতাবের মধ্যে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলী পরিবর্তন করে এবং তাঁর নাবূয়্যাতকে অস্বীকার করে,

টীকা-৪২০ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরের উপর অটল থাকে কিংবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

অনুবাদ	আয়াত
১৬৯ঃ কিন্তু জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা সদাসর্বদা থাকবে এবং এটা আল্লাহ্ এর পক্ষে সহজ।	اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾
১৭০ঃ হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট এ রসূল (৪২১) সত্য সহকারে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে শুভাগমন করেছেন; এবং তোমরা যদি কুফর করো (৪২২), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ এরই যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾
১৭১ঃ হে কিতাবীগণ! স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা (৪২৩) এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলোনা, কিন্তু সত্যকথা (৪২৪)। মসীহ ঈসা, মার্‌য়াম-তনয় (৪২৫) আল্লাহ্ এর রসূলই এবং তাঁর একটা 'কালিমাহ্' (৪২৬), যা তিনি মার্‌য়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরই নিকট থেকে একটা 'রূহ'। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনো (৪২৭); এবং 'তিন' বলোনা (৪২৮); বিরত থাকো স্বীয় কল্যাণার্থে। আল্লাহতো একমাত্র খোদা (৪২৯)। পবিত্রতা তাঁরই এ থেকে যে, 'তাঁর সন্তান থাকবে; 'তাঁরই সম্পদ যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে (৪৩০) আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট কর্মবিধানে।	يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۙ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وّٰحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

টীকা-৪২১ঃ নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ)

টীকা-৪২২ঃ এবং নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ) এর রিসালাতকে অস্বীকার করো, তবে তাতে তাঁর কোন ক্ষতি নেই এবং আল্লাহ্ তোমাদের ঈমানের প্রতি লালায়িত নন।

টীকা-৪২৩ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত খৃষ্টানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কয়েকটা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে স্বতন্ত্র কুফরী আক্বীদা পোষণ করতোঃ-

নাস্‌তূরী সম্প্রদায় তাঁকে 'আল্লাহ্ এর পুত্র' বলতো।

মারকূসী সম্প্রদায় বলে যে, তিনি তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যার মধ্যেও মতভেদ ছিলো। কেউ কেউ 'তিনটা সত্তা' মানতো। যথা- (১) পিতা, (২) পুত্র এবং (৩) 'রূহুল কুদ্‌স' (পবিত্রাত্মা)। 'পিতা' দ্বারা বুঝাতো 'যাত' (সত্তা), পুত্র দ্বারা বুঝাতো 'হযরত ঈসা' এবং রূহুল 'কুদ্‌স' দ্বারা বুঝাতো- 'তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী জীবন'। সুতরাং তাদের মতে, 'ইলাহ্' 'তিনজন ছিলো এবং তাতে তিনজনকেই 'এক' বলতো। তারা 'ত্রিত্ববাদের মধ্যে একত্ববাদ' কিংবা 'একত্ববাদের মধ্যে ত্রিত্ববাদ'- এর চক্রের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলো। কেউ কেউ বলে বেড়াতো যে, হযরত ঈসার মধ্যে মনুষ্যত্ব ও খোদাত্বের সমাবেশ ঘটেছে। মায়ের দিক থেকে তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব এসেছে, 'পিতার দিক থেকে এসেছে খোদাত্ব। (আল্লাহ্ পাক তাদের এসব উক্তির বহু উর্ধ্বে।)

খৃষ্টানদের মধ্যে এ দলাদলি একজন ইহুদীই সৃষ্টি করেছিলো। তার নাম ছিল 'বুলেস'। সে খৃষ্টানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এ ধরণের আক্বীদা শিক্ষা দিয়েছিলো। এ আয়াতের মধ্যে কিতাবীদেরকে হিদায়াত করা হয় যেন তারা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) সম্পর্কে 'সীমাহীন মানবৃদ্ধি' ও 'মানহানি' (افراط و تفريط) থেকে বিরত থাকে; খোদা এবং খোদার পুত্রও যেন না বলে এবং তাঁর সম্পর্কে মানহানিজনক মন্তব্যও যেন না করে।

টীকা-৪২৪ঃ আল্লাহ্ এর অংশীদার এবং পুত্রও কাউকে সাব্যস্ত করোনা; 'অনুপ্রবেশ' ও 'একতা'- এর দোষও আরোপ করোনা; বরং এ সত্য আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো যে,

টীকা-৪২৫ঃ হন; এবং সেই সম্মানিত ব্যক্তির জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন বংশ-পরিচয় নেই।

টীকা-৪২৬ঃ অর্থাৎ 'কুন' (হয়ে যাও।) বলেছিলেন এবং তিনি পিতা ব্যতীত এবং বীর্যের মাধ্যম ছাড়াই শুধু আল্লাহ্ এর নির্দেশেই সৃষ্ট হয়ে যান।

টীকা-৪২৭ঃ এবং সত্যায়ন করো যে, আল্লাহ্ এক। পুত্র ও সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র এবং তাঁর রসূলগণের সত্যায়ন করো; আর একথারও যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)ও রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত;

টীকা-৪২৮ঃ যেমন খৃষ্টানদের আক্বীদা। এটা নিছক কুফরই।

টীকা-৪২৯ঃ কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

টীকা-৪৩০ঃ এবং তিনি সব কিছুর মালিক। আর যিনি মালিক হন তিনি পিতা হতে পারেননা।

টীকা-৪৩১ঃ শানে নুযূলঃ 'নাজরান'- এর খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট হাযির হলো। তারা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বললো, "আপনি ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি এ দোষারূপ করেন যে, তিনি আল্লাহ্ এর বান্দা।" হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য এটা লজ্জার কথা নয়।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৩২ঃ অর্থাৎ পরকালে এই অহংকারের শাস্তি দেবেন।

টীকা-৪৩৩ঃ আল্লাহ্ এর ইবাদত করাকে

টীকা-৪৩৪ঃ 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' মানে ' বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র সত্তা', যাঁর সত্যতার পক্ষে তাঁর মু'যিজাসমূহ সাক্ষ্য বহন করে এবং অস্বীকারকারীদের বুদ্ধি-বিবেককেও হতভম্ব করে দেয়।

রুকূ'-২৪

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷۴﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۱۷۵﴾ يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ

১৭২ঃ মসীহ 'আল্লাহ্র বান্দা' হওয়াকে বিন্দুমাত্র ঘৃণা করেনা (৪৩১) এবং না ঘনিষ্ট ফিরিশতাগণ; এবং যে আল্লাহ্র 'বান্দা হওয়া'কে ঘৃণা করে ও অহংকার করে, তবে অনতিবিলম্বে তিনি তাদের সবাইকে নিজের দিকে একত্র করবেন (৪৩২)।

১৭৩ঃ সুতরাং যেসব লোক, যারা ঈমান এনেছে ভালকাজ করেছে তিনি তাদের কর্মের প্রতিদান তাদেরকে পূর্ণরূপে প্রদান করবেন এবং নিজ করুণায় তাদেরকে আরো বেশী দেবেন; আর সেসব লোক,যারা (৪৩৩) ঘৃণা ও অহংকার করেছিলো তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন;

১৭৪ঃ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত নিজের জন্য না কোন অভিভাবক পাবে, না সহায়ক।

১৭৫ঃ হে মানবকুল, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্ এর নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে (৪৩৪) এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলো অবতীর্ণ করেছি (৪৩৫)।

১৭৬ঃ সুতরাং সেসব লোক, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন (৪৩৬) এবং তাদেরকে তাঁর দিকে সরল পথ দেখাবেন।

১৭৭ঃ হে মাহ্বূব! আপনার নিকট 'ফতোয়া' জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিন। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে পিতা ও সন্তানবিহীন ব্যক্তি (৪৩৭) সম্বন্ধে 'ফতোয়া' দিচ্ছেন- যদি এমন কোন পুরুষ লোকান্তর হয়, যে নিঃসন্তান হয় (৪৩৮)

টীকা-৪৩৫ঃ অর্থাৎ পবিত্র ক্বোরআন।

টীকা-৪৩৬ঃ এবং জান্নাত ও উচ্চ মর্যাদাসমূহ দান করবেন।

টীকা-৪৩৭ঃ كَلَالَة (কালালাহ্) ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে নিজের মৃত্যুর পর না পিতা রেখে যায়, না সন্তান-সন্ততি।

টীকা-৪৩৮ঃ শানে নুযূলঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি অসুস্থ ছিলেন। তখন রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তখন জাবির বেহুশ ছিলেন হুযূর অজু করে অজুর অবশিষ্ট পানি তাঁর উপর ঢেলে দিলেন। তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। চোখ খুলতেই দেখতে পেলেন যে, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাশরীফ এনেছেন। তিনি আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি আমার সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)
আবূ দাঊদ শরীফের বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত জাবির (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে বললেন, "হে জাবির আমার জ্ঞানে তোমার মৃত্যু এ রোগ দ্বারা হবে না।" হাদীস শরীফ থেকে নিম্নলিখিত কতিপয় মাসআলা প্রতীয়মান হয়ঃ

মাসআলাঃ বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের অযুর অবশিষ্ট পানি বরকতময় আর তা আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সুন্নাত।

মাসআলাঃ অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখাশোনা করা সুন্নাত।

মাসআলাঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে আল্লাহ্ تَعَالٰى 'অদৃশ্যের জ্ঞান' দান করেছেন। এ কারণে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জানা ছিলো যে, হযরত জাবির (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর মৃত্যু ঐ রোগে হবেনা।

টীকা-৪৩৯ঃ যদি সেই বোন সহোদরা অথবা বৈমাত্রেয়া হয়ে থাকে।
টীকা-৪৪০ঃ অর্থাৎ যদি বোন নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার ভাই জীবিত থাকে তবে উক্ত ভাই তার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।*
টীকা-১ঃ 'সূরা মা-ইদাহ' মাদীনা তৈয়্যিবায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিম্নলিখিত আয়াত ব্যতীত
"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الآية"
[অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম (আল আয়াত)] এ আয়াতটি বিদায় হজ্বে 'আরাফাহ দিবস'-এ নাযিল হয়েছে।
বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর ভাষণে এটা পাঠ করেছিলেন। এতে রয়েছে ১২০ খানা আয়াত ও ১২, ৪৬৪ টা বর্ণ।
টীকা-২ঃ عقود (অঙ্গীকারসমূহ) এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। ইবনে জরীর বলেছেন, "এতে কিতাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তখন অর্থ এ দাঁড়ায়- হে কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো। আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান ও তাঁর আনুগত্য করা সম্পর্কে তোমাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছি তা পূরণ করো।" কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- "এতে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে স্বীয় অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "এসব অঙ্গীকার দ্বারা বুঝায়- 'ঈমান' এবং ঐসব অঙ্গীকার যেগুলো হারাম ও হালাল সম্পর্কে কুরআনে পাকে নেয়া হয়েছে।" 'কোন কোন মুফাস্সিরের অভিমত হচ্ছে- "এ অঙ্গীকার মানে মু'মিনদের পরস্পরের চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ।"
টীকা-৩ঃ অর্থাৎ শরীয়াতের মধ্যে যেগুলো হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত অন্য সব জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।
টীকা-৪ঃ মাসআলাঃ স্থলভাগের শিকার ইহ্রামের মধ্যে থাকা অবস্থায় হারাম। সামুদ্রিক শিকার জায়েয আছে। যেমন, এ সূরার শেষভাগে এর বর্ণনা এসেছে।
টীকা-৫ঃ তাঁরই দ্বীনের নিদর্শনসমূহকে। অর্থ এই যে, যেসব বস্তু আল্লাহ تَعَالٰى 'ফরয' করেছেন এবং যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন সবকিছু মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখো।"

وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

এবং তাঁর এক বোন থাকে, তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে তার বোনের জন্য অর্দ্ধাংশ (৪৩৯); এবং পুরুষ তার বোনের উত্তরাধীকারী হবে যদি বোনের সন্তান না থাকে (৪৪০)। অতঃপর, যদি দু'বোন থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে তাদের জন্য দু'তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে পুরুষও, নারীও, তবে পুরুষের অংশ নারীর সমান। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে কিছুতেই তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত। *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মা-ইদাহ্ (মাদানী)	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুনাময় (১)	আয়াত-১২০, রুকূ'-১৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ

রুকূ'-১

১ঃ হে ঈমানদারগণ! স্বীয় অঙ্গীকারপূরণ করো (২)। তোমাদের জন্য হালাল হলো বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তু, কিন্তু (হালাল নয়) ঐসব (জন্তু), যে গুলোর কথা সামনে শুনানো হবে তোমাদেরকে (৩), তবে শিকার হালাল মনে করোনা যখন তোমরা ইহ্রামের মধ্যে থাকো (৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন যা চান।

২ঃ হে ঈমানদারগণ! হালাল সাব্যস্ত করোনা আল্লাহ্ এর নিদর্শনকে (৫)

টীকা-৬ঃ হজ্বের মাসসমূহকে, যেসব মাসে-যুদ্ধ বিগ্রহ অন্ধকার যুগেও নিষিদ্ধ ছিলো। আর ইসলামেও এ নিষেধ বলবৎ রয়েছে।
টীকা-৭ঃ ঐসব ক্বুরবানীকে।
টীকা-৮ঃ আরবের লোকেরা হেরেম শরীফের বৃক্ষাদির ছাল ইত্যাদি দ্বারা 'হার স্বরূপ' তৈরি করে ক্বুরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে দিতো, যাতে দর্শকগণ বুঝতে পারে যে, এগুলো হেরম শরীফের দিকে প্রেরিত ক্বুরবানীর পশু। সে গুলোর প্রতি যেন কেউ অন্যায় আচরণ না করে।
টীকা-৯ঃ হজ্ব ও ওমরাহ্, পালন করার উদ্দেশ্যে,

শানে নুযূলঃ শোরায়হ্ ইবনে হিন্দ একজন কুখ্যাত হতভাগা লোক ছিলো। সে মাদীনা তৈয়্যবায় এসেছিলো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করতে লাগলো, "আপনি আল্লাহ্ এর সৃষ্টিকে কিসের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকেন?" ইরশাদ করলেন, "স্বীয় প্রতিপালকের উপর ঈমান আনার, আমার রিসালাতের সত্যায়ন করার, নামায ক্বায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার প্রতি।" লোকটি বলতে লাগলো, "অতি উত্তম অহ্বান। আমার নেতাদের রায় নিয়ে আমিও ইসলাম গ্রহণ করবো।" অতঃপর সে চলে গেলো। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সেই লোকটা আসার পূর্বেই আপন সাহাবীদেরকে পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, "রাবি'আহ্' গোত্রের একজন লোক আসছে, যে শয়তানী ভাষায় কথা বলবে।" লোকটা যখন চলে গেলো তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বললেন, "কাফিরের চেহারা নিয়ে এসেছে, বিদ্রোহী ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরূপে পৃষ্ঠ ফিরিয়ে চলে গেছে। এ লোকটা ইসলাম গ্রহণকারী নয়।" সুতরাং দেখা গেলো যে, সে বিদ্রোহ করেছে। মাদীনা শরীফ থেকে চলে যাবার পথে সেখানকার পশু ও মালামাল নিয়ে গেছে।

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى
الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ

না সম্মানিত মাসকে (৬), না হেরেমের প্রতি প্রেরিত ক্বুরবানীর পশুকে, না এমন পশুকেও (৭), যেগুলোর গলায় চিহ্নসমূহ ঝুলানো হয়েছে (৮), এবং না সেসব লোকের সম্পদ ও মান ইজ্জতকে, যারা সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে এসেছে (৯), স্বীয় প্রতিপালকের দয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। যখন তোমরা ইহ্রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পারো (১০)। তোমাদেরকে কোন গোত্রের এ শত্রুতা যে, তোমাদেরকে তারা 'মসজিদে হারাম'- এ প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো' যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে (১১) এবং সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করোনা (১২) এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ্ এর শাস্তি কঠোর।
৩ঃ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে (১৩)

পরবর্তী বছর সে 'ইয়ামামা' এর হাজীদের সাথে প্রচুর মালামাল এবং হজ্বের চিহ্ন পরানো ক্বুরবানীর বহু পশু সাথে নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন সাহাবীদের সাথে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সাহাবীগণ শোরায়হ্কে দেখতে পেলেন এবং তার নিকট থেকে পশু ফেরত চাইলেন। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিষেধ করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে এরূপ অবস্থায় থাকবে তার সাথে অশোভন আচরণ করা উচিত নয়।
টীকা-১০ঃ এটা 'মুবাহ্' বা অনুমতির বিবরণ। অর্থাৎ ইহ্রাম খুলে ফেলার পর শিকার করা 'মুবাহ্' হয়ে যায়।
টীকা-১১ঃ অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর সাহাবীগণকে 'হুদায়বিয়া দিবসে' ওম্রাহ্ পালনে বাধা দিয়েছিলো। তোমরা তাদের এ গোঁড়ামীপূর্ণ কাজের প্রতিশোধ নিওনা।
টীকা-১২ঃ কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, "যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বির্‌র' (بِرٌّ) বলা হয় এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়ে তা পরিহার করাকে 'تَقْوٰى' (তাক্বওয়া বা খোদাভীতি) বলা হয়। আর যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন না করাকে বলা হয় 'اِثْمٌ' (পাপ) এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার অপর নাম 'عُدْوَانٌ' (সীমা লংঘন)।

টীকা-১৩ঃ আয়াত- اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ (اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ)-এর মধ্যে যেসব জন্তুর কথা পৃথক করে বলা হয়েছিলো এখানে সেগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে এবং এগারটা বস্তু 'হারাম হওয়া' সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ ১) 'মৃত', অর্থাৎ যেসব জন্তুর জন্য শরীয়তে যবেহ করার হুকুম রয়েছে সেগুলো যদি যবেহ্ ব্যতীত মারা যায়, ২) প্রবাহমান রক্ত, ৩) শূকরের মাংস ও সেটার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ, ৪) ঐ জন্তু, যা যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। যেমন, অন্ধকার যুগের লোকেরা মূর্তির নামে যবেহ করতো। অবশ্য যে জন্তুকে যবেহতো শুধু আল্লাহ্ এর নামে করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে সেটা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে সম্পৃক্ত হতো, তা হারাম নয়। যেমন- আ'বদুল্লাহ্র গরু, আক্বীক্বার ছাগল, ওলীমার পশু; কিংবা ঐসব জন্তু, যেগুলো দ্বারা আউলিয়া কিরামের রূহের প্রতি সাওয়াব পৌঁছানো লক্ষ্য হয়, সেগুলোকে যবেহ করার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে যদি আউলিয়া কিরামের নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়; কিন্তু জবেহ্ শুধু আল্লাহ্ এর নামের উপর করা হয়, তখন অন্য কারো নাম না নেয়া হয়, তবে সেগুলো হালাল ও পবিত্র। এ আয়াতের মধ্যে শুধু ঐসব পশুই হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।

ওহাবী সম্প্রদায়, যারা এখানে 'যবেহ'- এর শর্তারোপ করেনা, তারা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দেয়। তাদের অভিমত সমস্ত নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের পরিপন্থী স্বয়ং আয়াতও তাদের উক্ত ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেনা। কেননা, "مَآ اُهِلَّ بِهٖ" বাক্যটা যদি যবেহের সময়ের সাথে সংযুক্ত করা না হয়, তবে "اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"এ পৃথকীরণের বাক্যটার হুকুম এটার "مَآ اُهِلَّ بِهٖ" এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং (এ অর্থ দাঁড়াবে-) সেসব জন্তু, যেগুলো যবেহের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সেগুলোও "اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" (কিন্তু যা তোমরা যবেহ করেছো) দ্বারা হালাল হয়ে যাবে। মোট কথা, ওহাবীদের জন্য, এ আয়াত থেকে দলীল দেয়ার কোন উপায় নেই, ৫) গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা জন্তু, ৬) ঐ জন্তু যাকে লাঠি, পাথর, ঢিল, গুলি, ধারাল নয় এমন বস্তু দ্বারা মারা হয়েছে, ৭) যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, চাই পাহাড় থেকে পড়ে হোক কিংবা কূপ ইত্যাদির মধ্যে পড়ে হোক, ৮) ঐ জন্তু যাকে অন্য পশু শিং মেরেছে এবং সেটার আঘাতে মারা গেছে; ৯) ঐ জন্তু যার কিছুটা কোন হিংস্র জন্তু খেয়েছে এবং সেটা এর যন্ত্রনায় মারা গেছে; কিন্তু যদি ঐ পশু মারা না যায় এবং এমনটি ঘটার পরও জীবিত থেকে যায়, তারপর তোমরা সেটাকে নিয়ম মুতাবিক যবেহ করো, তবে সেটা হালাল। ১০) যে পশুকে মূর্তি পূজার বেদীর উপর পূজার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছে, যেমন- অন্ধকার যুগের লোকেরা কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করেছিলো। তারা সেগুলোর উপাসনা করতো এবং সেগুলোর জন্য যবেহ্ করতো। আর এ যবেহ্ দ্বারা তারা সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নৈকট্যলাভের নিয়্যত করতো এবং ১১) ভাগ ও নির্দেশ জেনে নেয়ার জন্য জুয়ার তীর নিক্ষেপ করা। অন্ধকার যুগের লোকেরা যখন ভ্রমন, যুদ্ধ, ব্যবসা কিংবা বিবাহ ইত্যাদি কাজের সম্মুখীন হতো, তখন তারা তিনিটা তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় এবং নির্দেশ জেনে নিতো এবং যা বের হতো সেটা অনুযায়ী কাজ করতো। আর সেটাকে তারা খোদার নির্দেশ মনে করতো। এসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-১৪ঃ এ আয়াত বিদায় হজ্জের মধ্যে 'আরাফাহ্ দিবসে', যা জুমু'আর দিন ছিলো, আসরের নামাযের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এ যে, কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে গেছে।

টীকা-১৫ঃ এবং আল্লাহ্ এর পক্ষ থেকে নির্দেশিত কর্মসমূহের মধ্যে হারাম ও হালালের যেসব বিধান রয়েছে সেগুলো এবং 'ক্বিয়াস' * এর বিধান- সবকিছু পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি। এ কারণেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হবার পর 'হারাম' কিংবা 'হালাল' এর কোন আয়াত নাযিল হয়নি; যদিও "وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ" নাযিল হয়েছে, কিন্তু সেই আয়াতটা উপদেশ ও নসীহতের।
কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- 'দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করার অর্থ- 'ইসলামকে বিজয়ী করা'। যার প্রতিক্রিয়া এই হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের মধ্যে যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন কোন 'মুশরিক', মুসলমানদের সাথে হজ্জের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।
অপর এক অভিমত হচ্ছে- এর অর্থ এই যে, 'আমি তোমাদেরকে শত্রু থেকে নিরাপত্তা দান করেছি।'
অন্য এক অভিমত এই যে, 'দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা' হচ্ছে- তা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের ন্যায় রহিত (منسوخ) হবেনা এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

মড়া, রক্ত, শূকরের মাংস, ঐ পশু যা যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, ঐ জন্তু যা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছে, ঐ পশু যাকে ধারাল নয় এমন বস্তু দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, যেই পশুকে অন্য পশু শিং দ্বারা আঘাত করে হত্যা করেছে, যেটাকে অন্য কোন হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে, তবে যেগুলোকে তোমরা যবেহ্ করে নিয়েছো, যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় করা। এটা পাপ কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের দিক থেকে হতাশ হয়ে গেছে (১৪); সুতরাং তাদেরকে ভয় করোনা এবং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম (১৫)	الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ

শানে নুযূলঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর নিকট একজন ইহুদী আসলো। এবং সে বললো, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটা আয়াত আছে। সেটা যদি আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হতো তবে আমরা অবতরণের দিনটাকে 'ঈদের দিন' হিসেবে উদ্‌যাপন করতাম।" তিনি বললেন, "কোন আয়াত সেটা?" সে "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ" আয়াতখানা তিলাওয়াত করলো। তিনি বললেন, "আমি সেই দিন সম্পর্কে অবহিত আছি, যে দিন আয়াত শরীফটি নাযিল হয়েছিলো। আমি নাযিল হবার স্থানটিও চিনি। সেটা হচ্ছে আরাফাতের ময়দান। দিন ছিলো জুমু'আহ্।" এ উক্তিতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, 'আমাদের জন্যও উক্ত দিনটি ঈদের দিন।'

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, তাঁকেও একজন ইহুদী অনুরূপই বলেছিলো। তিনি বলেছিলেন, "যে দিন এটা অবতীর্ণ হয়েছিলো সেদিন দু'টি ঈদ ছিলো- 'জুমু'আহ্' এবং 'আরাফাহ্'।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ধর্মীয় সাফল্যের কোন দিনকে খুশীর দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা জায়িয এবং সাহাবা কিরাম থেকেই এটা প্রমাণিত।

*ক্বিয়াস' ইসলামের চতুর্থ দলীল। কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'র উপর ভিত্তি করে যে হুকুম দেয়া হয় তাকেই 'ক্বিয়াস' বলে।

নতুবা হযরত ওমর (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতেন, "যে দিন কোন খুশীর ঘটনা সংঘটিত হয় সেটার স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সেদিনকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করাকে আমরা ('বিদআত') মনে করি।" এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'ঈদে মীলাদুন্নবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খুশী উদযাপন করা জায়িয। কেননা সেটাতো আল্লাহ্ এর নি'মাত সমূহের মধ্যে সর্ব-বৃহৎ নি'মাত- এরই স্মৃতিচারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর

টীকা-১৬ঃ মক্কা মুকাররমাহ্ বিজয় করে।

টীকা-১৭ঃ অর্থাৎ এটা ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়

টীকা-১৮ঃ এর অর্থ হচ্ছে যে, উপরে হারাম বস্তু সমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন পানাহারের জন্য কোন হালাল বস্তু পাওয়া না যায় আর ক্ষুধা পিপাসায় তীব্রতায় জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সেই মুহূর্তে প্রাণ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানাহারের অনুমতি রয়েছে। তাও এভাবে যে, গুনাহের দিকে ধাবিত হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খাবেনা। আর 'প্রয়োজন' এ পরিমাণ আহার দ্বারা মিটে যায় যা দ্বারা জান রক্ষার আশংকা দূরীভূত হয়।

টীকা-১৯ঃ যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে, কুরআন, হাদীস, ইজমা' এবং ক্বিয়াসে কোনো প্রমাণ নেই। এক অভিমত এটাও আছে যে, (طَيِّبَاتُ) (পবিত্র বস্তুসমূহ) বলতে সেসব বস্তু বুঝায়, যেগুলোকে আরবের লোকেরা এবং সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকেরা (سليم الطبع) পছন্দ করে

এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম (১৬) আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম (১৭)। সুতরাং যে ব্যক্তি ক্ষুধা পিপাসার তীব্রতায় বাধ্য হয়, এভাবে যে পাপের দিকে ধাবিত হয়না (১৮), তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣
৪ঃ হে মাহ্বূব! আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে। আপনি বলে দিন, 'তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র বস্তুসমূহ (১৯), এবং যে শিকারী জন্তুকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছো (২০) সেগুলোকে শিকারের দিকে ধাবিত করে, যে জ্ঞান তোমাদেরকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে সেগুলোকে শিক্ষা দিয়ে। সুতরাং তোমরা আহার কর তা থেকেই যা সেগুলো মেরে তোমাদের জন্য রেখে দেয় (২১), এবং সেটার উপর আল্লাহ্ এর নাম লও (২২) এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় হিসাব করতে আল্লাহ্ এর বেশি সময় লাগেনা।	يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَاۤ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ؗ فَكُلُوْا مِمَّاۤ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٤

আর 'خَبِيْث' (অপবিত্র) বলতে সেসব বস্তুকে বুঝায় যেগুলোকে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকেরা (سليم الطبع) ঘৃণা করে।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেল যে, কোন বস্তুর উপর হারাম হওয়া' এর কোন প্রমাণ না থাকাও সেটা হালাল হবার জন্য যথেষ্ট।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আদী বিন হাতিম এবং যায়দ বিন মুহালহালের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁর নাম রসূল করিম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'যায়দ-আল-খায়র' (শুভ-যায়দ) রেখেছিলেন। এ দু'জন সাহাবী আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্ এর রাসূল! আমরা কুকুর এবং বাজপাখি দিয়ে শিকার করি এটা কি আমাদের জন্য হালাল হবে? এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২০ঃ তা পশু জাতি থেকে হোক, যেমন কুকুর, চিতাবাঘ অথবা শিকারি পক্ষীসমূহ থেকে হোক, যেমন- শেকরা, বাজ, শাহীন ইত্যাদি যখন সেগুলোকে এভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যে, যেটা শিকার করবে সেটা থেকে খাবেনা আর শিকারী যখন সেটাকে ছেড়ে দেবে তখন শিকারের দিকে ছুটে যাবে আবার যখনই ডাকবে তখন ফিরে এসে যাবে। এমন শিকারী জন্তুকে 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' (مُعَلَّمٌ) বলা হয়।

টীকা-২১ঃ এবং নিজে তা থেকে ভক্ষণ করে না,

টীকা-২২ঃ আয়াত থেকে যা বুঝা যায় তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি কুকুর অথবা শেকরা ইত্যাদি কোন শিকারিরা প্রাণীকে শিকারের দিকে ছেড়ে দিলো তখন সেটার শিকার কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে হালাল হয়। যথা-

১) শিকারী প্রাণীটা যদি মুসলমানের হয় এবং প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হয়,

২) সেটা সজীব শিকারকৃত প্রাণীকে জখম করে মারে,

৩) শিকারী জন্তুকে যদি "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং

৪) যদি শিকারীর নিকট শিকার জীবিতাবস্থায় পৌঁছে অতঃপর সেটাকে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে যবেহ করা হয়।

যদি এসব শর্ত থেকে কোন একটা শর্ত পাওয়া না যায় তবে হালাল হবেনা। উদাহরণস্বরূপ যদি শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয় কিংবা সেটা জখম

না করে থাকে, অথবা শিকারের দিকে ছেড়ে দেয়ার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" পড়েনি অথবা শিকার জীবিত অবস্থায় পৌঁছে থাকে আর সেটাকে যবেহ করেনি, অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্তরসাথে সাথে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন জন্তু শিকার এর মধ্যে শরীক হয়ে যায় অথবা এমন কোন শিকারী জন্তু শরীক হয়েছে যাকে ছেড়ে দেয়ার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" পড়া হয়নি অথবা সেই শিকারী জন্তুটি কোন অগ্নি-পূজারী বা কাফিরের হয় এসব ক'টি অবস্থায় শিকারকৃত প্রাণী হারাম হবে।

মাসআলাঃ তীর দ্বারা শিকার করার হুকুমও অনুরূপ যদি "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে তীর নিক্ষেপ করে এবং তাতে শিকার জখমপ্রাপ্ত হয়ে প্রাণ হারায় তবে তা হালাল হবে। আর যদি মারা না যায় তবে পুনরায় সেটাকে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে যবেহ করবে। যদি সেটার উপর 'বিসমিল্লাহ' পড়া না হয় অথবা তীরের জখম সেটার গায়ে না লাগে অথবা জীবিতাবস্থায় পাবার পর সেটাকে যবেহ না করে, এসব কয়টি অবস্থায়ও সেটা হারাম হবে।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۵﴾	৫ঃ আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো এবং কিতাবীদের খাদ্যদ্রব্য (২৩) তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। এবং সচ্চরিত্রবতী মুসলিম নারীগণ (২৪) ও সচ্চরিত্রবতী নারীগণ ওদেরই থেকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে- যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর প্রদান করবে বিবাহ বন্ধনে আনার জন্য (২৫), ব্যভিচারের জন্য নয় এবং উপপত্নী বানানোর জন্যও নয় (২৬)। এবং যে ব্যক্তি মুসলমান থেকে কাফির হয় তার কী রইল? সবই বিনষ্ট হয়ে গেলো এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত (২৭)।
	রুকূ'-২
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا	৬ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতে চাও (২৮) তখন স্বীয় মুখমন্ডল ধৌত করো এবং কনুই পর্যন্ত হাতও (২৯); এবং মাথা মাসেহ করো (৩০); এবং পায়ের গিঁট পর্যন্ত ধৌত করো (৩১)। আর যদি তোমাদের গোসল করার প্রয়োজন হয় তবে বিশেষভাবে পবিত্র হও (৩২); এবং তোমরা যদি পিড়ীত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের থেকে কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান থেকে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করো এবং এ সমস্ত অবস্থায় পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম' করো।

টীকা-২৩ঃ অর্থাৎ তাদের জবেহকৃত প্রাণী।

মাসআলা ঃ মুসলিম ও কিতাবীদের জবেহকৃত প্রাণী হালাল; চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী অথবা বালক হোক।

টীকা-২৪ঃ বিবাহ করার বেলায় নারীর সৎচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা মুস্তাহাব তবে এটা বিবাহ বিশুদ্ধ হবার জন্য পূর্বশর্ত নয়।

টীকা-২৫ঃ বিবাহ করে

টীকা-২৬ঃ অবৈধ পন্থায়, ব্যভিচার করার অর্থ- নির্দ্বিধায় যিনা করা এবং "উপপত্নী বানানো" দ্বারা 'গোপনে যিনা' বুঝায়।'

টীকা-২৭ঃ কেননা, ধর্ম ত্যাগের কারণে সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়

টীকা-২৮ঃ এবং তোমরা অযু বিহীন অবস্থায় থাকো তখন তোমাদের উপর 'অযু করা' ফরয আর অযুর ফরযসমূহ হচ্ছে- ঐ চারটা, যেগুলো সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে-

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর সাহাবীগণ প্রত্যেক নামাযের জন্য তাজা অযু করায় অভ্যস্ত ছিলেন। যদিও একই অযুতে বহু ফরয নামায আদায় করা জায়েয আছে, তবুও প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক অযু করা অতীব বরকত ও সাওয়াব লাভের সহায়ক।

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক অযু করা ফরয ছিলো। পরবর্তীতে তা রহিত করা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অযু ভঙ্গ না হয়, একই অযুতে ফরয ও নফল সবই সম্পন্ন করা জায়েয হয়েছে।

টীকা-২৯ঃ হাতের কনুইসমূহও 'ধৌত করার বিধান' এর অন্তর্ভুক্ত যেমন হাদিস শরিফে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশই ইমাম এ অভিমতই পোষণ করেন।

টীকা-৩০ঃ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয এই পরিমাণ্টুকু হযরত মুগীরার হাদিস থেকে প্রমানিত। বস্তুতঃ এই হাদীস শরীফ আয়াতেরই ব্যাখ্যা।

টীকা-৩১ঃ এটা অযুর চতুর্থ ফরয। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিছু লোককে তাদের পায়ের উপর মাসেহ করতে দেখেছিলেন। তিনি তা নিষেধ করলেন। আর হযরত 'আতা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, তিনি শপথ সহকারে বলেন, "আমার জ্ঞানে, রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদের থেকে কেউ অযুর মধ্যে পা মাসেহ করেননি"

টীকা-৩২ঃ মাসআলাঃ 'জানাবত' (গোসল ওয়াজিবকারী অপবিত্রতা) থেকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা অত্যাবশ্যক। 'জানাবত' কখনো জাগ্রত অবস্থায়

যৌন-উত্তেজনা ও কামনা সহকারে বীর্যপাতের (انزال) কারণে হয়; আর কখনো হয় নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদোষের কারনে; যার কারণে চিহ্ন পাওয়া যায়। এমনকি যদি স্বপ্নের কথা স্মরণ হয়েছে, কিন্তু আদ্রতা পায়নি, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। আর কখনো উভয় সঙ্গম পথের কোনটার মধ্যে * লিঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করানোর ফলে 'কর্তা' ও 'কর্ম' উভয়ের জন্য; চাই বীর্যপাত হোক, অথবা না-ই হোক এসব ক'টি অবস্থা 'জানাবত' এর মধ্যে শামিল এসব অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হয়।

فَامۡسَحُوۡا بِوُجُوۡهِكُمۡ وَاَيۡدِيۡكُمۡ مِّنۡهُ ؕ مَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنۡ حَرَجٍ وَّلٰـكِنۡ يُّرِيۡدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهٗ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ۝٦

তখন আপন মুখ ও হাতগুলো তা দ্বারা মাসেহ করো। আল্লাহ চান না যে, তোমাদের কোন কষ্ট হোক, হ্যাঁ, এটাই চান যে, তোমাদেরকে অতিমাত্রায় পবিত্র করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দেবেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

وَاذۡكُرُوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَمِيۡثَاقَهُ الَّذِىۡ وَاثَقَكُمۡ بِهٖۤ ۙ اِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ۝٧

৭ঃ এবং স্মরণ করো আল্লাহ্ এর অনুগ্রহকে তোমাদের উপর (৩৩) এবং সেই অঙ্গীকারকে, যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন (৩৪), যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি (৩৫); এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহের কথা জানেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا ۖ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ۝٨

৮ঃ হে ঈমানদারগণ। আল্লাহ্ এর আদেশের উপর খুব অটল হয়ে যাও ন্যায়ের সাক্ষ্য দিতে (৩৬), তোমাদেরকে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন এর প্রতি প্ররোচিত না করে যে, সুবিচার করবে না। সুবিচার করো। তা আত্মসংযমের অতি নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّاَجۡرٌ عَظِيۡمٌ ۝٩

৯ঃ ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি আল্লাহ্ এর এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡجَحِيۡمِ ۝١٠

১০ঃ এবং যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা দোযখের অধিবাসী (৩৭)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ هَمَّ قَوۡمٌ اَنۡ يَّبۡسُطُوۡۤا اِلَيۡكُمۡ اَيۡدِيَهُمۡ فَكَفَّ اَيۡدِيَهُمۡ عَنۡكُمۡ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۝١١

১১ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর আল্লাহ্ এর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন একটা সম্প্রদায় চেয়েছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত সম্প্রসারণ করবে। তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে রুখে দিয়েছিলেন (৩৮); এবং আল্লাহকে ভয় করো। মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ এর উপর ভরসা করা চাই।

মাসআলাঃ স্ত্রীলোকের 'হায়েয' (রজঃস্রাব) ও 'নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) এর কারণেও গোসল ওয়াজিব হয়। 'হায়য'- এর মাসআলা সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। আর 'নিফাস' এর কারণে গোসল ওয়াজিব হওয়ার বিধান ইজমা' (ইমামগনের ঐক্যমত্য) দ্বারা প্রমাণিত। আর তায়াম্মুমের বিধান সূরা নিসার মধ্যে গত হয়েছে।

টীকা-৩৩ঃ অর্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান করেছেন

টীকা-৩৪ঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করার সময় 'আক্বাবাহ-রাতে' এবং 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান' - এর মধ্যে।

টীকা-৩৫ঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রত্যেকটা নির্দেশ সর্বাবস্থায়

টীকা-৩৬ঃ এভাবে যে, আত্মীয়তা ও শত্রুতার কোন প্রভাব যাতে তোমাদেরকে সুবিচার থেকে বিচলিত করতে না পারে।

টীকা-৩৭ঃ এ আয়াত শরীফ অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল এটার উপর যে, 'চিরস্থায়ী দোযখবাসী' হওয়া কাফিরগণ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। (খাযিন)

টীকা-৩৮ঃ শানে নুযূলঃ একদা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন। সাহাবীগণ পৃথক পৃথক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন তরবারীখানা একটা গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। একজন গেঁয়ো লোক সুযোগ বুঝে আসল এবং সে তরবারীটা হাতে নিলো। অতঃপর খাপ থেকে তরবারি বের করে হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মাদ। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" হুযুর ইরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ।" এ কথা বলতেই হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) লোকটার হাত থেকে তরবারীটা ফেলে দিলেন। আর নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তারবারীটা হাতে নিয়ে নিলেন, "তোকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" সে বলতে লাগলো, "কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁরই রসূল।" (তাফসীর-ই-আবুস সাউদ)

* পেছনের রাস্তায় সঙ্গম করা (পায়ু পথে) হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ শয়তানের কুপ্ররোচনায় তা করে বসে তখন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ
اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ
وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ
وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۲﴾
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ
مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا
بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ
اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳﴾

রুকূ'-৩

১২ঃ এবং নিঃসন্দেহে, আল্লাহ বানী ইস্রাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন (৩৯); এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন নেতা নিযুক্ত করেছি (৪০); এবং আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আমি (৪১) তোমাদের সাথে আছি।' অবশ্যই তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো, আমার রসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো, এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো (৪২), তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং তোমাদেরকে অবশ্যই বেহেশতসমূহে নিয়ে যাবো যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। অতঃপর এই অঙ্গীকারের পর তোমাদের মধ্যে যে 'কুফর' করেছে সে অবশ্যই সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে (৪৩)।

১৩ঃ অতঃপর তাদের এ কেমনই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে (৪৪) আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি; তারা আল্লাহ্ এর বাণীসমূহকে (৪৫) সেগুলোর যথাস্থান থেকে বিকৃত করে; এবং ভুলে বসেছে সেসব নসিহতের এক বিরাট অংশকে, যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৪৬); এবং আপনি সর্বদা তাদের একটা না একটা প্রতারণা সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন (৪৭) অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত (৪৮); সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন (৪৯) এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্ এর প্রিয়পাত্র।

টীকা-৩৯ঃ এ মর্মে যে, আল্লাহ্ এর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, 'তাওরীত' এর বিধানের অনুসরণ করবে;

টীকা-৪০ঃ প্রত্যেক দলের একজন নেতা, যিনি গোত্রের যিম্মাদার হবেন এ বিষয়ে যে, তারা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং নির্দেশ মেনে চলবে।

টীকা-৪১ঃ সাহায্য ও সহায়তা সহকারে

টীকা-৪২ঃ অর্থাৎ তাঁর পথে ব্যয় করে

টীকা-৪৩ঃ ঘটনা এ ছিলো যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁকে এবং তাঁর গোত্রকে 'পবিত্র ভূমি'র উত্তরাধিকারী করবেন; যার মধ্যে কিন'আন বংশীয় আধিপত্যবাদীরা বসবাস করতো। ফিরআ'উনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর আল্লাহ্ এর নির্দেশ হলো যেন তিনি বনী-ইসরাঈলকে 'পবিত্র ভূমি'র দিকে নিয়ে যান। (আর ঘোষণা করলেন,) "আমি সেটাকে তোমাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান নির্ণয় করেছি। সুতরাং সেখানে যাও এবং যে সব শত্রু সেখানে আছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। আমি তোমাদের সাহায্য করবো। আর হে মূসা! তুমি স্বীয় গোত্রের প্রত্যেক বংশের মধ্য থেকে একজন করে 'সরদার' নিযুক্ত করো। এভাবে বারজন সরদার নিযুক্ত করো। তারা নিজ নিজ গোত্রের নির্দেশ পালন এবং অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে যিম্মাদার থাকবে। "হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) 'সরদার নির্বাচিত করে বানী-ইসরাঈলকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। যখন 'আরীহা'র নিকট পৌঁছলেন তখন সেই সরদারগণকে তিনি গোপনে সেখানকার অবস্থা দেখে নেয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। সেখানে তারা দেখতে পেলো যে, সেখানকার অধিবাসীরা বিরাটাকায়, অতীব শক্তিশালী, শক্তিমান, আতঙ্কময় এবং মর্যাদার অধিকারী। এরা তাদেরকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসলো। আর এসে তারা স্বীয় গোত্রের নিকট সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করলো; অথচ তাদেরকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো; কিন্তু সকলে ওয়াদা ভঙ্গ করলো কালিব ইবনে ইউক্বনা ও ইউশা' ইবনে নূন ব্যতীত। তারা (দু'জন) অঙ্গীকারের উপর অটল রইলেন।

টীকা-৪৪ঃ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ এর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর আগমনকারী নাবীগণের সত্যতা অস্বীকার করেছে, বহু সংখ্যক নাবীকে শহীদ করেছে এবং কিতাবের বিধানাবলীর বিরোধিতা করেছে।

টীকা-৪৫ঃ যেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে এবং যেগুলো তাওরীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৪৬ঃ তাওরাতের মধ্যে; বিশ্বকুল সরদার মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অনুসরণ করে এবং তাঁর উপর ঈমান আনে।

টীকা-৪৭ঃ কেননা, প্রতারণা, অবিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করা তাদের পূর্বপুরুষদের পুরানা স্বভাব।

টীকা-৪৮ঃ যারা ঈমান এনেছে;

টীকা-৪৯ঃ এবং যা কিছু তাদের থেকে পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিলো সেগুলোর জন্য পাকড়াও করোনা

শানে নুযূলঃ কোন কোন ব্যাখ্যাকারীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত সেই গোত্রের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা প্রথমে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ سَلَّمَ) সাথে অঙ্গীকার করেছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন।আর এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন। এমতাবস্থায় এ আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে- 'তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গকে ক্ষমা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে এবং জিযয়া (কর) প্রদানে বাধা না দেয়।'

টীকা-৫০ঃ আল্লাহ্ তাআ'লা এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনার,

১৪ঃ এবং যে সব লোক দাবী করেছিলো 'আমরা খৃষ্টান' আমি তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি (৫০), তখন তারাও ভুলে গিয়েছে সেসব উপদেশের একটা বিরাট অংশকে, যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছে (৫১)। সুতরাং আমি তাদের সকলের মধ্যে ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি (৫২); এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা করতো (৫৩)।

১৫ঃ হে কিতাবীরা (৫৪)। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্ এর এ রসূল (৫৫) তাশরীফ এনেছেন, যিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেন সেসব বস্তু থেকে এমন অনেক কিছু, যেগুলো তোমরা কিতাবের মধ্যে গোপন করে ফেলেছিলে (৫৬) এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন (৫৭), নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্ এর পক্ষ থেকে এটা 'নূর' এসেছে (৫৮) এবং স্পষ্ট কিতাব (৫৯)।

১৬ঃ আল্লাহ্ তা দ্বারা সরল পথ প্রদর্শন করেন তাকেই, যে আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টি মোতাবিক চলে, নিরাপত্তার পথে এবং তাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে (বের করে) আলোর দিকে নিয়ে যান স্বীয় নির্দেশে; এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখান।

১৭ঃ নিশ্চয় কাফির হয়েছে সেসব লোক যারা বলেছে, 'আল্লাহ্ মারয়াম-তনয় মসীহই (৬০)।' আপনি বলে দিন। 'অতঃপর আল্লাহ এর কে কি করতে পারে, যদি তিনি এটাই চান যে, ধ্বংস করে দেবেন মারয়াম-তনয় মসীহ ও তাঁর মাতা এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীকে (৬১)?' আল্লাহ এর জন্য রাজত্ব আসমানসমূহের ও যমীনের এবং এই দু'টির মধ্যবর্তীর (সবকিছুর)। যা চান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿١٥﴾

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

টীকা-৫১ঃ 'ইঞ্জীল'- এর মধ্যে; এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

টীকা-৫২ঃ হযরত ক্বাতাদাহ বলেন, 'যখন খৃষ্টানগণ আল্লাহ্ এর কিতাবের উপর 'আমল করা' পরিহার করলো, রসূলগণের নির্দেশ অমান্য করলো, ফরযসমূহ পালন করলোনা এবং আল্লাহ্ এর সীমাগুলোরও তোয়াক্কা করলোনা, তখন আল্লাহ تَعَالٰى তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিলেন।

টীকা-৫৩ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসে তারা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করবে।

টীকা-৫৪ঃ হে ইহুদি সম্প্রদায় ও খ্রিস্টানরা।

টীকা-৫৫ঃ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

টীকা-৫৬ঃ যেমন, 'প্রস্তর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদানের বিধান' সম্বলিত আয়াত এবং বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর গুণাবলী। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কর্তৃক সেটা প্রকাশ করে দেয়া তাঁর মু'জিযাই।

টীকা-৫৭ঃ সেগুলোর উল্লেখও করছেন না, না সেগুলোর জন্য পাকড়াও করেছেন। কেননা, তিনি ঐসব বস্তুরই উল্লেখ করেন, যার মধ্যে মঙ্গল নিহিত।

টীকা-৫৮ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে 'নূর' বলা হয়েছে। কেননা, তাঁর দ্বারা কুফরের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং সত্যের পথ স্পষ্ট হয়েছে।

টীকা-৫৯ঃ অর্থাৎ 'কুরআন শরীফ'।

টীকা-৬০ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "নাজরান এর খ্রিস্টানদের দ্বারা এই উক্তিটা করা হয়েছে। আর খ্রিস্টানদের মধ্যে, 'য়া'কূবিয়াহ সম্প্রদায় ও 'মালাকানিয়াহ সম্প্রদায়'- এর লোকদের ধর্ম হচ্ছে- 'তারা হযরত মাসীহকে 'আল্লাহ' বলে থাকে। কেননা, তারা 'অনুপ্রবেশ' এর মতবাদে বিশ্বাসী এবং তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা হচ্ছে এই যে, 'আল্লাহ تَعَالٰى হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীরে 'অনুপ্রবেশ' করেছেন। "(আল্লাহ্ এরই আশ্রয়। আল্লাহ তাদের এধরনের অশোভন উক্তির বহু উর্ধ্বে।) আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেন এবং এরপর তাদের বাতুলতা বর্ণনা করেছেন।

টীকা-৬১ঃ এর জবাব এই যে, কেউ কিছুই করতে পারে না। সুতরাং হযরত মাসীহকে 'আল্লাহ' বলা কেমন স্পষ্ট বাতুলতা।

টীকা-৬২ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নিকট একদা কিতাবীগণ আসলো এবং তারা দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করতে আরম্ভ করলো। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন আর আল্লাহ্ এর অবাধ্যতার ফলে তাঁরই শাস্তির ভয় দেখালেন।

তখন তারা বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা তো আল্লাহ্ এর পুত্র এবং তাঁরই প্রিয়পাত্র।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাদের এ দাবীর বাতুলতা প্রকাশ করা হয়েছে।

টীকা-৬৩ঃ অর্থাৎ একথা তো তোমরাও স্বীকার করো যে, গোনা কতেক দিন তোমরা জাহান্নামে থাকবে। কাজেই, চিন্তা করো, 'কোন পিতা তার পুত্রকে অথবা কোন ব্যক্তি তার প্রিয় পাত্রকে কি আগুনে জ্বালায়?' যখন এমন নয়, তখন তোমাদের এ দাবী তোমাদেরই স্বীকারোক্তি থেকে ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

১৮ঃ এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলেছে, 'আমরা আল্লাহ্ এরই পুত্র এবং তাঁরই প্রিয় (৬২)।' আপনি বলে দিন, "অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কেন তোমাদের পাপগুলোর উপর শাস্তি দেন (৬৩)? বরং তোমরা মানুষ, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে। যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন আর আল্লাহ্ এরই জন্য রাজত্ব আসমানসমূহের ও যমীনের এবং এ দু'টির মাঝখানের। প্রত্যাবর্তন করতে হবে তাঁরই দিকে।'

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۹﴾

১৯ঃ হে কিতাবীগণ! নিঃসন্দেহে, তোমাদের নিকট আমার এ রসূল (৬৪) তাশরীফ আনয়ন করেছেন, যিনি তোমাদের নিকট আমার বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, এর পর যে, রসূলগণের আগমন বহুদিন বন্ধ ছিলো (৬৫), যাতে কখনো একথা না বলতে পারো যে, 'আমাদের নিকট কোন সুসংবাদাতা ও সাবধানকারী আসেনি।' সুতরাং এ সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন এবং আল্লাহ্ এর নিকট সর্বশক্তিই রয়েছে।

রুকূ'-৪

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۰﴾

২০ঃ এবং যখন মূসা বললো স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ স্মরণ করো যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে পয়গাম্বর করেছেন (৬৬), তোমাদেরকে বাদশাহ্ করেছেন (৬৭) এবং তোমাদেরকে তাই দিয়েছেন যা আজ সমগ্র জাহানের মধ্যে কাউকেও দেননি (৬৮)।'

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِیْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۲۱﴾

২১ঃ হে সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যেটা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পশ্চাদপসরণ করোনা (৬৯), (যদি করো) তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।

টীকা-৬৪ঃ মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

টীকা-৬৫ঃ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর যুগ পর্যন্ত ৫৬৯ বছরের সময়টা নাবীশূণ্য ছিলো। এরপর হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর শুভাগমনরূপী অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, অতীব প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার মহান অনুগ্রহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে দলিল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুতরাং এখন এ কথা বলার সুযোগ রইলোনা যে, 'আমাদের নিকট সতর্ককারী আসেননি।'

টীকা-৬৬ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, পয়গম্বরদের শুভাগমন নি'মাতই। আর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) স্বীয় সম্প্রদায়কে সেটা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারন তা বারাকাত ও সুফলসমূহের মাধ্যম। এ থেকে বারাকাতময় মিলাদ-মাহফিল কল্যাণ ও সুফলের সহায়ক এবং প্রশংসিত ও ভালো কাজ হবার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-৬৭ঃ অর্থাৎ স্বাধীন এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ও সেবকের অধিকারী। ফিরআউনীদের হাতে বন্দী থাকার পর তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন লাভ করা বিরাট অনুগ্রহ। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ) ইরশাদ করেছেন, "বানী-ইস্রাঈলের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট কোন সেবক, স্ত্রী এবং আরোহণের পশু থাকতো তাকে 'বাদশাহ' (مَلِكٌ) বলা হতো

টীকা-৬৮ঃ যেমন সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা করে দেয়া, শত্রুকে ডুবিয়ে মারা, 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করা এবং মেঘকে ছায়াদানকারী করা ইত্যাদি।

টীকা-৬৯ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বের হবার নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, "হে সম্প্রদায়! 'পবিত্রভূমিতে' প্রবেশ করো।" এ ভূমিকে 'পবিত্র' এ জন্য বলা হয়েছে যে, সেটা নাবীগণের বাসস্থান ছিলো।

মাসআলাঃ এ থকে প্রতীয়মায় হয় যে, নাবীগণের বসবাসের ফলে ভূমির মর্যাদালাভ হয়। আর অন্যান্যদের জন্যও তা বারাকাতের মাধ্যম হয়। কালবী থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) লেবাননের পর্বতমালায় আরোহণ করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, "যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার দৃষ্টি পৌঁছবে ততদূর পর্যন্ত 'পবিত্র' স্থান। আর সেটা আপানার বংশধরদের উত্তরাধিকার।" এ ভূ-খন্ডটা 'তূর পাহাড়' এবং এর আশে পাশের জায়গায় ছিলো। অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'সমগ্র সিরিয়া' (পত্রিভূমি)।

টীকা-৭০ঃ কালিব ইবনে ইউক্বনা এবং ইউশা' ইবনে নূন, যাঁরা সেই 'সরদারদের' মধ্যে ছিলেন, যাদেরকে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ঐ প্রভাবশালী সম্প্রদায়' এর অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

টীকা-৭১ঃ হিদায়ত এবং অঙ্গীকার পূরণ সহকারে। তাঁরা 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়' এর অবস্থাদি শুধু হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট ব্যক্ত করেছিলেন।

২২ঃ তারা বললো, 'হে মূসা! এর মধ্যেতো ক্ষমতাবান লোকেরা রয়েছে এবং আমরা তাতে কখনো প্রবেশ করবোনা যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে আমরা সেখানে যাবো।'

২৩ঃ দু'জন লোক, যারা আল্লাহ্ এর ভয়সম্পন্নদের মধ্যে থেকে ছিলো (৭০), আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (৭১); তারা বললো, 'তোমরা জোর করেই প্রবেশদ্বারের মধ্যে (৭২) তাদের উপর প্রবেশ করো। যদি তোমরা প্রবেশ-দ্বারে প্রবেশ করো, তবে বিজয় তোমাদেরই (৭৩); এবং আল্লাহ্ এরই উপর নির্ভর করো যদি তোমাদের মধ্যে ঈমান থাকে।'

২৪ঃ তারা বললো (৭৪), 'হে মূসা! আমরা তো সেখানে (৭৫) কখনো যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে। সুতরাং আপনিই যান এবং আপনার প্রভু! আপনারা উভয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকবো।'

২৫ঃ মূসা আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার নিজের এবং আমার ভাইয়ের উপর। সুতরাং আমাদেরকে এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের থেকে পৃথক রাখুন (৭৬)।'

২৬ঃ (আল্লাহ্) বললেন, 'তবে এ ভূমি তাদের উপর নিষিদ্ধ রইলো (৭৭) চল্লিশ বছর পর্যন্ত। তারা এ ভূ-খন্ডের মধ্যে হতাশার সাথে ঘুরে বেড়াবে (৭৮)।' সুতরাং আপনি এ নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য দুঃখ করবেন না।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿۲۲﴾

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۬ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳﴾

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿۲۴﴾

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۵﴾

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾

তা ফাঁস করেন নি, কিন্তু অন্যান্য 'সর্দারগণ' তা ফাঁস করে দিয়েছিলো।

টীকা-৭২ঃ শহরের

টীকা-৭৩ঃ "কেননা, আল্লাহ্ تَعَالٰى সহায়্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ হবে। তোমরা 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়'- এর বিরাট বিরাট দেহ-কাঠামো দেখে শংকা করোনা। আমরা তাদেরকে দেখেছি। তাদের গড়ন বিরাট; কিন্তু অন্তর দুর্বল।" এ দু'জন যখন একথা বলেছিলেন, তখন বানী-ইস্রাঈল খুবই ক্ষেপে গেলো এবং তারা চাইলো যে, তাঁদের উপর পাথর বর্ষণ করবে।

টীকা-৭৪ঃ অর্থাৎ বানী ইস্রাঈল।

টীকা-৭৫ঃ 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়'- এর শহরে

টীকা-৭৬ঃ এবং আমাদেরকে তাদের সঙ্গ এবং নৈকট্য থেকে দূরে রাখুন। অর্থ এ যে, আমাদের ও তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

টীকা-৭৭ঃ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না

টীকা-৭৮ঃ ঐ ভূ-ভন্ড, যার মধ্যে এসব লোক নিরুদ্দেশভাবে ঘুরাফেরা করছে। সেটার দৈর্ঘ্য ছিলো নয় ফরসঙ্গ।* তারা সংখ্যায় ছিলো ছয় লক্ষ যোদ্ধা। তারা নিজেদের মালপত্র নিয়ে সারাদিন পথ চলতো। যখন সন্ধ্যা হতো, তখন তারা নিজেদেরকে ঐ স্থানেই দেখতে পেতো, যেখান থেকে তারা যাত্রা আরম্ভ করেছিলো। এটা তাদের জন্য শাস্তি ছিলো। হযরত মূসা ও হযরত হারুন, হযরত ইউশা' ও হযরত কালিব (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ব্যতীত। আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁদের জন্য এটা সহজসাধ্য করে দিয়েছিলেন; যেমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর জন্য অগ্নিকুন্ডকে ঠান্ডা ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। আর এত বড়-বিশাল দলের পক্ষে এত ক্ষুদ্র ভূ-খন্ডের মধ্যে ৪০ বৎসরকাল উদাসীন ও হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং কারো পক্ষে সেখান থেকে বের হতে না পারা অলৌকিক ঘটনাবলীর অন্যতম ছিলো। যখন বানী-ইস্রাঈল এ মরুপ্রান্তরে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)- এ নিকট পানাহার ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিসের এবং তাদের দুঃখ- কষ্টের অভিযোগ করলো, তখন আল্লাহ্ تَعَالٰى হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এ দুআ'র ফলে তাদেরকে আসমানী খাদ্য- 'মান্ন' ও 'সাল্ওয়া' দান

*এক 'ফরসঙ্গ' = ৩ মাইল।

করেছিলেন। আর পোশাক-পরিচ্ছদ স্বয়ং তাদের শরীরের উপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যা তাদের শরীরের সাথে সাথেই বেড়ে যেতো এবং 'তূর' পাহাড়ের একটা সাদা পাথর তাঁকে দান করেছিলেন। যখন তারা কখনো সফর সামগ্রী নামিয়ে যাত্রা বিরতী করতো তখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সেই পাথরের উপর 'লাঠি' দ্বারা আঘাত করতেন। তা থেকে বানী-ইস্রাঈলের বারোটি গোত্রের জন্য বারোটা প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যেতো। ছায়াদানের জন্য এক খন্ড মেঘ প্রেরণ করেন। 'তীহ্' প্রান্তরে যত লোক প্রবেশ করেছিলো তাদের মধ্য থেকে যাদের বয়স বিশ বছরের অধিক ছিলো তারা সবাই সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো; হযরত ইউশা' ইবনে নূন এবং কালিব ইবনে ইউক্বনা ব্যতীত। আর 'পবিত্র ভূমি'-তে প্রবেশ করতে যারা অস্বীকার করেছিলো তাদের মধ্য থেকে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি।

কথিত আছে যে, এ 'তীহ্' প্রান্তরেই হযরত হারুন ও হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ওফাত হয়েছিলো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ওফাতের ৪০ বৎসর পর হযরত ইউশা'কে নবূয়্যত দান করা হয়। অতঃপর 'প্রভাবশালী সম্প্রদায়' এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি বানী ইস্রাঈলের অবশিষ্ট লোকদের সাথে নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং 'জাব্বারীন' (প্রভাবশালী সম্প্রদায়) এর বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।

টীকা-৭৯ঃ যাদের নাম 'হাবীল' ও 'ক্বাবীল' ছিলো। এ সংবাদ শুনানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে, হিংসার কুফল প্রতিভাত হবে। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি যারা হিংসাপরায়ণ তারাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জীবনচরিত ও ইতিহাসবেত্তাদের বিবরণ হচ্ছে এ যে, হযরত হাওয়ার গর্ভে এক সাথে একটা পুত্র ও একটা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। এক গর্ভের পুত্রের সাথে অপর গর্ভের কন্যার বিবাহ দেয়া হতো। আর মানুষ যখন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তখন বিবাহ-বন্ধনের অন্য কোন পন্থাই ছিলোনা। এ নিয়ম মুতাবিক, হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) ক্বাবীলের বিবাহ 'লিওদার' সাথে, যে হাবীলের সাথে জন্ম গ্রহণ করেছিলো এবং হাবীলের বিবাহ্ 'এক্বলীমা'-এর সাথে যে হাবীলের সাথে জন্মগ্রহণ করেছিলো, দিতে চাইলেন। ক্বাবীল এ'তে রাজি হলো না। যেহেতু এক্বলীমা অতীব সুন্দরী ছিলো, সেহেতু সে তার প্রার্থী হয়ে বসলো। হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "সে তোমারই সাথে জন্ম গ্রহণ করেছে। সুতরাং সে তোমার সহোদরা। তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধ নয়।" সে বলতে লাগলো, "এটা তো আপনারই অভিমত। আল্লাহ্ تَعَالٰى এ নির্দেশ দেননি।" হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "তোমরা উভয়ে কুরবানী হাযির করো। যার কুরবানী ক্বূল হবে, সেই এক্বলীমার অধিকারী হবে।" সে যুগে যেই কুরবানী কবূল হতো, আসমান থেকে একটা আগুন এসে সেই কুরবানীকে গ্রাস করে ফেলতো। ক্বাবীল এক স্তুপ গম এবং হাবীল একটা ছাগল কুরবানী হিসেবে পেশ করলো। আসমানী আগুন হাবীলের কুরবানীকেই গ্রাস করলো। কিন্তু ক্বাবীলের গম পড়ে রইলো। এ কারণে ক্বাবীলের অন্তরে জঘণ্য হিংসা-বিদ্বেষের সঞ্চার হলো।

সূরাঃ ৫ মা-ইদাহ্	২১৪	মানযিল-২	পারাঃ ৬

রুকূ'-৫

অনুবাদ	আয়াত
২৭ঃ এবং তাদেরকে পড়ে শুনান, আদমের দু'পুত্রের সত্য সংবাদ (৭৯); যখন তারা উভয়ে এক একটা কুরবানী পেশ করলো; তখন একজনের (কুরবানী) কবুল হলো এবং অন্যজনের কবূল হলোনা। সে বললো, 'শপথ রইলো, আমি তোমাকে হত্যা করবো (৮০)।' অপরজন বললো, 'আল্লাহ্ তাদের থেকেই ক্বূল করেন, যাদের মধ্যে (আল্লাহ্ এর) ভয় আছে (৮১)।	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾
২৮ঃ নিশ্চয়, যদি তুমি তোমার হাত আমার দিকে বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, তবে আমি আপন হাত তোমার দিকে বাড়াবোনা (এ জন্য) যে, তোমাকে হত্যা করবো (৮২)। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি মালিক সমগ্র বিশ্বের।	لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾
২৯ঃ আমি এটা চাই যে, আমার (৮৩) ও তোমার পাপ (৮৪) উভয়টারই ভার তুমি বহন করবে। সুতরাং তুমি দোযখবাসী হয়ে যাবে এবং অন্যায়কারীদের এটাই সাজা।'	اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾

টীকা-৮০ঃ যখন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ চলে গেলেন, তখন হাবীলের উদ্দেশ্যে ক্বাবীল বললো, "আমি তোমাকে হত্যা করবো।" হাবীল বললো, "কেন?" (ক্বাবীল) বলতে লাগলো, 'এ জন্য যে, তোমার কুরবানী কবূল হয়েছে, আমার কবূল হয়নি। তুমি এক্বলীমার উপযোগী হয়েছো। এতে আমার অবমাননা।"

টীকা-৮১ঃ হাবীলের উক্তির এ উদ্দেশ্য যে, 'কুরবানী ক্বূল করা আল্লাহ্ এরই কাজ। তিনি খোদাভীরুদের কুরবানীই ক্বূল করেন। তুমি যদি খোদাভীরু হতে তবে অবশ্যই তোমার কুরবানী ক্বূল হতো। এটা তো খোদ্ তোমারই কর্মের ফল। এতে আমার কি হাত আছে?'

টীকা-৮২ঃ এবং আমার পক্ষ থেকে শুরু হোক। অথচ আমি তোমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও মজবুত। এটা শুধু এ জন্য যে,

টীকা-৮৩ঃ অর্থাৎ আমাকে হত্যা করার।

টীকা-৮৪ঃ যা তুমি ইতিপূর্বে করেছো; তা হচ্ছে তুমি পিতার কথা অমান্য করেছো, হিংসাপরায়ন হয়েছো এবং খোদায়ী ফায়সালা অমান্য করেছো।

টীকা-৮৫ঃ এবং হতভম্ব হয়ে রইলো যে, সে এ সব দেহ নিয়ে কি করবে? কেননা, তখনো পর্যন্ত কোন মানুষই মৃত্যুবরণ করেনি।দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শবদেহটাকে পিঠের উপর বহন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
টীকা-৮৬ঃ বর্ণিত আছে যে, দু'টি কাক পরস্পর ঝগড়া করলো। কিছুক্ষণ পর একটা কাক অপর কাককে মেরে ফেললো। তখন জীবিত কাকটা আপন ঠোঁট ও বাহু দিয়ে মাটি খনন করে গর্ত করলো। তারপর মৃত কাককে সেই গর্তে রেখে উপরে মাটি দিয়ে চাপা দিলো। এটা দেখে ক্বাবীল বুঝতে পারল যে, শবদেহকে দাফন করা উচিত। সুতরাং সেও মাটি খনন করে হাবীলের লাশ দাফন করলো। (জালালাঈন ও মাদারিক ইত্যাদি)

৩০ঃ অতঃপর তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনা দিলো। সুতরাং সে তাকে হত্যা করলো। ফলে সে রয়ে গেলো ক্ষতির মধ্যে (৮৫)।

৩১ঃ অতঃপর আল্লাহ্ একটা কাক পাঠালেন; যা মাটি খনন করছিলো, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় সে কিভাবে তার ভাইয়ের শবদেহ পুঁতে ফেলবে (৮৬)। সে বললো, 'হায়রে সর্বনাশ! আমি তো এই কাকের মতোও হতে পারলাম না যে, আমি আমার ভাইয়ের শবদেহ পুঁতে ফেলতাম। অতঃপর সে অনুতপ্ত হয়েই রইলো (৮৭)।

৩২ঃ এ কারণেই আমি বানী ইস্রাঈলের উপর (এ বিধান) লিখে দিলাম যে, যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করলো কোন প্রাণ হত্যার বদলা ও পৃথিবী-পৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করা ছাড়াই (৮৮), তখন সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো (৮৯)। আর যে ব্যক্তি একটা প্রাণ জীবিত রাখলো (৯০), সে যেন সকল মানুষকেই জীবিত রাখলো। নিশ্চয় তাদের (৯১) নিকট আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে এসেছেন (৯২)। অতঃপর নিশ্চয় তাদের মধ্যে অনেকে এরপরও পৃথিবীতে সীমা লংঘনকারী হয়ে রয়েছে (৯৩)।

৩৩ঃ যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৯৪) এবং রাজ্যের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে গুণে গুণে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়ার মধ্যে তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে;

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ
فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۰﴾
فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ
كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى
اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ
فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿۳۱﴾
مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي
الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ
وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ
جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي
الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿۳۲﴾
اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ
يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ﴿۳۳﴾

টীকা-৮৭ঃ স্বীয় মূর্খতা ও অনুশোচনা বশতঃ। বস্তুতঃ এ অনুশোচনা তার গুনাহের উপর ছিলোনা; যাতে তা তাওবার মধ্যে শামিল হতো। অথবা অনুশোচনা তাওবায় গণ্য হওয়া বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উম্মতের জন্যই খাস। (মাদারিক)
টীকা-৮৮ঃ অর্থাৎ অন্যায়ভাবে খুন করেছে; নাতো নিহত ব্যক্তিকে কোন রক্তের বিনিময়ে প্রতিশোধ (ক্বিসাস) হিসেবে হত্যা করেছে, না শির্ক ও কুফর কিংবা ডাকাতি ইত্যাদির মতো কোনো মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী ফ্যাসাদের কারণে হত্যা করেছে।
টীকা-৮৯ঃ কেননা, সে 'আল্লাহ্ এর হক' এবং শরীয়তের সীমারেখার তোয়াক্কা করেনি।
টীকা-৯০ঃ এভাবে যে, নিহত হওয়া অথবা ডুবে মরা অথবা আগুনে জ্বলে যাওয়া ইত্যাদি ধ্বংসের উপায়সমূহ থেকে রক্ষা করেছে।
টীকা-৯১ঃ অর্থাৎ বনি ইসরাঈলের।
টীকা-৯২ঃ সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ নিয়ে এসেছেন এবং আহকাম ও শরীয়তের বিধানসমূহও।
টীকা-৯৩ঃ কুফর ও হত্যা ইত্যাদি অপরাধ করে সীমা লংঘন করে থাকে।
টীকা-৯৪ঃ 'আল্লাহ্ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' হচ্ছে- তাঁর ওলীগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ডাকাতদের শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে।
শানে নুযূলঃ হিজরী ষষ্ঠ সনে 'ওরায়নাহ' গোত্রের কিছু লোক মাদীনা তৈয়্যিবায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং অসুস্থ হয়ে পড়লো। তাদের (শরীরের) রং হলদে হয়ে গেলো, পেটও ফুলে গেলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) নির্দেশ দিলেন, "যাও! সাদাক্বাহ্র উটের দুধ ও প্রস্রাব মিশ্রিত করে পান করো।" তেমনই করার ফলে তারা আরোগ্য লাভ করলো। কিন্তু আরোগ্য লাভ করতেই তারা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো এবং পনেরটা উট নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমির দিকে রওনা হয়ে গেলো।
বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাদের অনুসন্ধানে হযরত ইয়াসার (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে প্রেরণ করলেন। ঐ লোক গুলো তাঁর হাত-পা কেটে ফেললো এবং কষ্ট দিতে দিতে তাকে শহীদ করে ফেললো। অতঃপর যখন ঐসব লোককে বন্দী করে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দরবারে হাযির করা হলো তখন তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

টীকা-৯৫ঃ অর্থাৎ গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করে নিলে তারা পরকালের শাস্তি এবং রাহাজানির নির্দিষ্ট শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দেয়া এবং 'ক্বিসাস' (খুনের বদলে খুন ইত্যাদি) বান্দারই হক। এটা বলবৎ থেকে যাবে। (আহমাদী)

টীকা-৯৬ঃ যার মাধ্যমে তোমরা তাঁর নৈকট্য পেতে পারো।

টীকা-৯৭ঃ অর্থাৎ কাফিরদের জন্য শাস্তি অনিবার্য এবং তা থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।

টীকা-৯৮ঃ এবং তার চুরি দু'বার স্বীকারোক্তি কিংবা দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা বিচারকের সামনে প্রমাণিত হয়,) আর চুরিকৃত মালও যদি 'দশ দিরহাম' মূল্যের কম না হয় (হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়,)

টীকা-৯৯ঃ অর্থাৎ ডান হাত। কেননা, হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত 'ক্বিরআত' এর মধ্যে (আয়াতাংশ اَیۡدِیَهُمَا এর পরিবর্তে) اَیۡمَانَهُمَا (ডান হাতগুলো) এসেছে।

মাসআলাঃ প্রথমবারের চুরির কারণে ডান হাত কাটা হবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি আবারও চুরি করে তবে বাম পা, অতঃপর আবারও যদি চুরি করে তবে তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যতক্ষণ না তাওবা করবে।

মাসআলাঃ চোরের হাত কাটা তো ওয়াজিব। আর চুরিকৃত মাল যদি মওজুদ থাকে তবে তা ফেরত দেওয়াও অপরিহার্য। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তখন ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব নয়। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

টীকা-১০০ঃ এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দেবেন।

টীকা-১০১ঃ মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলে যে, শাস্তি দেয়া এবং দয়া করা আল্লাহ তাআ'লারই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি মালিক। সুতরাং তিনি যা চান করেন। এতে আপত্তি করার কারো কোন প্রকার অবকাশ নেই। এ থেকে 'ক্বাদারিয়াহ' সম্প্রদায় ও 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায়ের এ দাবি বাতিল হয়ে গেলো যে, 'অনুগতকে দয়া করা এবং অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ এর উপর ওয়াজিব।'

টীকা-১০২ঃ আল্লাহ তাআ'লা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে 'হে রসূল' -এর ন্যায় সম্মানসূচক সম্বোধন বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে এভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, 'হে হাবীব। আমি আপনার সাহায্য ও সহযোগিতাকারী। মুনাফিক্বদের কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া, অর্থাৎ তাদের কুফর প্রকাশ করা এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করার কারনে আপনি দুঃখিত হবেন না।

اِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوۡا مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تَقۡدِرُوۡا عَلَیۡهِمۡ ۚ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۳۴﴾

৩৪ঃ তবে সেসব লোক, যারা তাওবা করেছে এর পূর্বে যে, তোমরা তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করবে (৯৫)। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ'-৬

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابۡتَغُوۡۤا اِلَیۡهِ الۡوَسِیۡلَةَ وَجَاهِدُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِهٖ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৫ঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো (৯৬) এবং তাঁর পথে জিহাদ করো এ আশায় যে, সফলতা পেতে পারো।

اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَوۡ اَنَّ لَهُمۡ مَّا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا وَّمِثۡلَهٗ مَعَهٗ لِیَفۡتَدُوۡا بِهٖ مِنۡ عَذَابِ یَوۡمِ الۡقِیٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنۡهُمۡ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۳۶﴾

৩৬ঃ নিশ্চয়, ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, যা কিছু দুনিয়ায় রয়েছে সবটুকু এবং এরই সমপরিমাণ আরো কিছুও যদি তাদের মালিকানায় থাকে এ জন্য যে, তা (পণ স্বরূপ) দিয়ে ক্বিয়ামতের শাস্তি থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে, তবুও তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না; এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে (৯৭)।

یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یَّخۡرُجُوۡا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمۡ بِخٰرِجِیۡنَ مِنۡهَا ۫ وَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّقِیۡمٌ ﴿۳۷﴾

৩৭ঃ তারা দোযখ থেকে বের হতে চাইবে এবং তারা তা থেকে বের হতে পারবে না; আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقۡطَعُوۡۤا اَیۡدِیَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ ﴿۳۸﴾

৩৮ঃ আর যে পুরুষ কিংবা নারী চোর (সাব্যস্ত) হয় (৯৮), তবে তার হাত কর্তন করো (৯৯); এটা তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহ্ এর পক্ষ থেকে শাস্তি; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَمَنۡ تَابَ مِنۡۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهٖ وَاَصۡلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ یَتُوۡبُ عَلَیۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۳۹﴾

৩৯ঃ সুতরাং যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে চান (১০০)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ یُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ وَیَغۡفِرُ لِمَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۴۰﴾

৪০ঃ তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ্ এরই জন্য আসমানসমূহের বাদশাহী এবং যমীনের? শাস্তি দেন যাকে চান এবং ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন (১০১)।

یٰۤاَیُّهَا الرَّسُوۡلُ لَا یَحۡزُنۡکَ الَّذِیۡنَ یُسَارِعُوۡنَ فِی الۡکُفۡرِ

৪১ঃ হে রসূল, আপনাকে যেন দুঃখিত না করে সেসব লোক, যারা কুফরের উপর দৌড়ায় (১০২)-

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚۖ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۴۱﴾

যা কিছু তারা মুখে বলে থাকে, 'আমরা ঈমান এনেছি;' অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় (১০৩); এবং কিছু সংখ্যক ইহুদী মিথ্যা খুব শুনে (১০৪) এবং ঐসব লোকের কথা খুব শুনে (১০৫) যারা আপনার নিকট হাযির হয়নি। আল্লাহ্ এর বাণীগুলোকে সেগুলোর ঠিকানাসমূহে স্থির হবার পর পরিবর্তন করে দেয়। তারা বলে, 'এ নির্দেশ পেলে তা মান্য করো এবং যদি না পাও তবে বর্জন করো (১০৬)।' আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করতে চান, তবে কখনো তুমি আল্লাহ্ এর নিকট তার জন্য কিছুই করতে পারবেনা। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চাননি। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।

টীকা-১০৩ঃ এটা তাদের 'নিফাক্ব' (কপটতা ও দ্বিমুখী ভূমিকা) এর বর্ণনা।

টীকা-১০৪ঃ তাদের নেতাদের নিকট থেকে এবং তাদের মিথ্যা অপবাদগুলোকে গ্রহণ করে নেয়।

টীকা-১০৫ঃ আল্লাহ্ এর ইচ্ছা ক্রমে। হাযরত 'অনুবাদক' (আ'লা হযরত) কুদ্দিসা সিররুহু, অতি বিশুদ্ধ অনুবাদ করেছেন। এস্থানে কোন কোন অনুবাদক এবং তাফসীরকারকের পদস্খলন ঘটেছে যে, তাঁরা لِقَوْمٍ এর 'لَ' (লা-ম) কে 'কারণ নির্দেশকারী' (عِلَّت) সাব্যস্ত করে আয়াতের অর্থ এটাই বর্ণনা করেছেন যে, 'মুনাফিক্বরা এবং ইহুদি সম্প্রদায় তাদের নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে মিথ্যা কথাগুলো শুনে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বাণীগুলোও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থে কান পেতে শুনে, যাদের পক্ষ থেকে এরা গুপ্তচরের কাজ করে।' কিন্তু এ অর্থ বিশুদ্ধ নয় এবং কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি এর সাথে মোটেই সামঞ্জস্য রাখেনা, বরং এখানে 'لَ' (লাম) 'مِن' (মিন) এর অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ এ যে, 'এসব লোক তাদের নেতাদের মিথ্যা কথাগুলো ভালভাবে শুনে। আর অন্যান্য লোকদের অর্থাৎ খায়বারের ইহুদিদের কথাগুলো খুব মান্য করে, যাদের অবস্থাদির বিবরণ আয়াত শরীফের মধ্যে আসছে।' (তাফসীর-ই-আবুস সাউদ ও জুমাল)

টীকা-১০৬ঃ শানে নুযূলঃ খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্তদের মধ্যে একজন বিবাহিত পুরুষ ও একজন বিবাহিতা নারী যিনা করেছিলো। এর শাস্তি তাওরীতের মধ্যে 'পাথর বর্ষণ করা হত্যা করা'ই ছিলো। এটা তাদের মনঃপূত ছিলোনা। এ কারণে তারা চাইলো যে, এ মুকাদ্দমার ফায়সালা হুযূর বিশ্বকুল সরদার(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মাধ্যমে করাবে। সুতরাং তারা উক্ত দু'জন অপরাধীকে একদল লোকের সাথে মাদীনা তৈয়্যিবায় প্রেরণ করলো। আর বলে দিলো, "যদি হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'নির্ধারিত শাস্তির'র (حد) নির্দেশ দেন, তবে মেনে নিও। 'পাথর বর্ষণের নির্দেশ' দিলে মেনে নিওনা।"

ঐসব লোক বানী কুরায়যা ও বানী নাযীরের ইহুদীদের নিকট আসলো। তারা এ ধারণা করেছিলো যে, এরা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) স্বদেশী। তাদের সাথে তাঁর সন্ধিও রয়েছে। তাদের সুপারিশ দ্বারা কাজ হয়ে যাবে। সুতরাং ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কা'আব ইবনে আশরাফ, কা'আব ইবনে আসাদ, সা'ঈদ ইবনে 'আমর, মালিক ইবনে সায়ফ এবং কিনানা ইবেন আবিল হুক্বায়ক্ব প্রমুখ এদেরকে নিয়ে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির করা হলো এবং মাসআ'লা জানতে চাইলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "তোমরা কি আমার ফায়সালা মেনে নেবে?" তারা স্বীকার করলো। তখন 'পাথর বর্ষণ' এর আয়াত নাযিল হলো। আর পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হলো। ইহুদীগণ এ নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানালো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বললেন, "তোমাদের মধ্যে ইবনে সুরিয়া নামের একজন ফিদকবাসী ফর্সা রঙ্গের একচোখা যুবক আছে। তোমরা কি তাকে চিনো?" তারা বললো, "হাঁ।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "লোকটা কেমন?" তারা বললো, "বর্তমানে পৃথিবীপৃষ্ঠে ইহুদীদের মধ্যে তার সমকক্ষ আ'লিম নেই। তাওরীতের অদ্বিতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "তাকে ডেকে আনো।" অতঃপর তাকে ডেকে আনা হলো। সে যখন উপস্থিত হলো, তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "তুমি কি ইবনে সূরিয়া?" সে আরয করলো, "জ্বী-হাঁ।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে কি সবচেয়ে বড় আ'লিম কি তুমিই?" সে আরয করলো, "লোকেরাতো তাই বলে।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইহুদীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ ফরমালেন, "এ ব্যাপারে তোমরা কি তার কথা মানবে?" সবাই স্বীকার করলো। তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইবনে সূরিয়াকে বললেন, "আমি তোমাকে ঐ আল্লাহ্ এর শপথ দিচ্ছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, যিনি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর 'তাওরীত' নাযিল করেছেন, তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করেছেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়েছেন, তোমাদেরকে মুক্তি দান করেছেন, ফিরআ'উনীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছেন; তোমাদের জন্য মেঘকে ছাউনী করেছেন, যিনি 'মান্ন' ও 'সালওয়া' (আসমানী খাদ্য) অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় কিতাব নাযিল করেছেন, যার মধ্যে হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে। তোমাদের কিতাবে কি বিবাহিত নর-নারীর জন্য (যিনার শাস্তি স্বরূপ) 'পাথর বর্ষণ করে হত্যা করা'র নির্দেশ রয়েছে?" ইবনে সুরিয়া আরয করলো, "নিশ্চয় রয়েছে। তাঁরই শপথ, যাঁর সম্পর্কে আপনি আমার নিকট উল্লেখ করেছেন। আযাব নাযিল হবার আশংকা যদি না থাকতো তবে আমি স্বীকার করতাম না; বরং মিথ্যাই বলে ফেলতাম। কিন্তু আপনি এটাই বলুন যে, আপনার কিতাবের মধ্যে এর কি বিধান রয়েছে?"

হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "যখন চারজন ন্যায়পরায়ন ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর দ্বারা যিনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তখন পাথর মেরে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।" ইবনে সূরিয়া আরয করলো, "আল্লাহ্ এর শপথ, ঠিক এরূপই তাওরীতের মধ্যে রয়েছে।"
অতঃপর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ এর নির্দেশের মধ্যে পরিবর্তন কিভাবে আসলো?" সে আরয করলো, "আমাদের প্রথা এ ছিলো যে, আমরা কোন অভিজাতকে ধরলে তাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু গরীব লোকদের উপর 'নির্ধারিত শাস্তি' প্রতিষ্ঠা করতাম। একারণে অভিজাতদের মধ্যে যিনা অবাধে চলতে থাকে। এমনকি একদা বাদশাহ্র চাচাত ভাই যিনায় লিপ্ত হয়ে গেলো। তখন আমরা তাকে পাথর বর্ষণ করিনি। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আপন গোত্রের এক নারীর সাথে যিনা করলো। তখন বাদশাহ্ তাকে পাথর বর্ষণ করতে চাইলেন। তখন তার গোত্রীয়রা এর প্রতিবাদ জানালো এবং তারা বললো, "যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ্র (চাচাত) ভাইকে 'পাথর বর্ষণ'-এর শাস্তি দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একেও কখনো পাথর বর্ষণ করতে দেয়া হবেনা।" তখন আমরা একত্রিত হয়ে গরীব ও অভিজাত সবারই জন্য 'পাথর বর্ষণের' পরিবর্তে এ শাস্তির বিধান সাব্যস্ত করলাম যে, 'চল্লিশটা চাবুক মারা হবে এবং মুখে কালি মেখে গাধার উপর উল্টো দিকে বসিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হবে।"
এটা শুনে ইহুদীরা অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো আর ইবনে সূরিয়াকে বলতে লাগলো, "তুমি হযরতকে অতি তাড়াতাড়ি এ রহস্য সম্পর্কে অবহিত করে দিলে? আমরা তোমার যতটুকু প্রশংসা করেছি তুমি তার উপযুক্ত নও।" ইবনে সূরিয়া বললো, "হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমাকে তাওরীতের শপথ দিয়েছেন। যদি আযাব নাযিল হবার আশংকা আমার মধ্যে না থাকতো তাহলে আমি তাঁকে কখনো এ সংবাদ দিতামনা।" এরপর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশে উক্ত দু'জন যিনাকারীকে 'পাথর বর্ষণ' করা হলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-১০৭ঃ এটা ইহুদীদের বিচারকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঘুষ নিয়ে হারামকে হালাল করতো এবং শরীয়তের বিধানসমূহের পরিবর্তন সাধন করতো।
মাসআলাঃ ঘুষের লেনদেন হারাম। হাদীস শরীফে ঘুষ-দাতা ও ঘুষ-গ্রহীতা উভয়ের উপর অভিশম্পাত এসেছে।

টীকা-১০৮ঃ অর্থাৎ কিতাবীগণ।

টীকা-১০৯ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। সুতরাং কিতাবীরা যদি তাঁর নিকট কোন মুকাদ্দমা নিয়ে আসে তবে তাঁর ইচ্ছা হলে বিচার-নিষ্পত্তি করবেন, নতুবা তা থেকে বিরত থাকবেন।
কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে যে, এ ইখ্তিয়ার প্রদান আয়াত وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ (এবং যদি বিচার-নিষ্পত্তি করেন তবে ন্যায় বিচার করুন।) দ্বারা রহিত (منسوخ) হয়ে গেছে। ইমাম আহমাদ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন, "এসব আয়াতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। কেননা, এ আয়াত 'ইখতিয়ার' এর অর্থ প্রকাশ করছে এবং আয়াত وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ এর মধ্যে নির্দেশের প্রকৃতির বিবরণ রয়েছে"। (খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾

৪২ঃ বড় মিথ্যা শ্রবণকারী, বড়ই হারামখোর (১০৭)। সুতরাং তারা যদি আপনার নিকট হাযির হয় (১০৮) তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করুন অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১০৯)। এবং যদি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা (১১০)। আর যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা করেন তবে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করুন। নিশ্চয় ন্যায় বিচারককে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩ঃ এবং তারা আপনার নিকট কি করে বিচার চাইবে, অথচ তাদের নিকট তাওরীত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ্ এর নির্দেশ মওজুদ রয়েছে (১১১)। এতদ্সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (১১২) এবং তারা ঈমান আনয়নকারী নয়।

রুকূ'-৭

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللهِ

৪৪ঃ নিশ্চয় আমি তাওরীত অবতীর্ণ করেছি- তাতে পথ-প্রদর্শন এবং আলো রয়েছে; সেটার বিধানানুযায়ী ইহুদীদেরকে নির্দেশ দিতেন- আমার অনুগত নাবীদের, আ'লিমদের ও ফিক্বহ্শাস্ত্রবিদগণ; এজন্য যে, তাদের থেকে আল্লাহ্ এর কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণ চাওয়া হয়েছিলো (১১৩);

টীকা-১১০ঃ কেননা, আল্লাহ্ تَعَالٰى আপনার রক্ষণাবেক্ষণকারী।

টীকা-১১১ঃ কেননা, বিবাহিত পুরুষ ও স্বামীসম্পন্না নারী কর্তৃক কৃত যিনার শাস্তি 'পাথর বর্ষণ করে হত্যা' করা।

টীকা-১১২ঃ এতদ্সত্ত্বেও যে, তাওরীতের উপর ঈমান আনার দাবীদারও। আর তাদের এটাও জানা আছে যে, তাওরীতে 'পাথর বর্ষণের' নির্দেশ রয়েছে। সেটা অমান্য করা এবং আপনার নাবূয়্যাতকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও আপনার নিকট মীমাংসার প্রার্থী হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা।

টীকা-১১৩ঃ অর্থাৎ তাঁরা যেন সেটাকে আপন স্মৃতিপটেই হিফাযত করেন এবং সেটার শিক্ষাদানে মগ্ন থাকেন, যাতে সেই কিতাব ভুলে না যান।

আর এর বিধানও যেন বিনষ্ট না হয়। (খাযিন)

মাসআলাঃ তাওরীত মুতাবিক নাবীগণের নির্দেশ দান, যা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের যেসব বিধান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো পরিহার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেননি, রহিতও হয়নি, সেগুলো আমাদের উপর অপরিহার্য। (জুমাল ও আবূস সাঊদ)

টীকা-১১৪ঃ হে ইহুদীগণ! তোমরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা ও গুণাবলী এবং 'পাথর বর্ষণ' এর নির্দেশ, যা তাওরীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে-

টীকা-১১৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ এর বিধানসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যে কোন অবস্থায়ই নিষিদ্ধ- চাই তা লোকভয়ে হোক কিংবা তাদের অসন্তুষ্টির আশংকায় হোক, অথবা অর্থ, সম্মান ও ঘুষের লোভে হোক।

টীকা-১১৬ঃ সেটাকে অস্বীকার করে, (ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর উক্তি অনুসারে)

সূরাঃ ৫ মা-ইদাহ্	২১৯	মানযিল-২	পারাঃ ৬

এবং তারা সেটার পক্ষে সাক্ষী ছিলো (১১৪)। মানুষকে ভয় করোনা এবং আমাকেই ভয় করো; এবং আমার আয়াতগুলোর পরিবর্তে হীন মূল্য নিওনা (১১৫) এবং যে সব লোক আল্লাহ্ تَعَالٰى যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী নির্দেশ দেয়না (১১৬), তারাই কাফির।	وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾
৪৫ঃ এবং আমি তাওরীতের মধ্যে তাদের উপর ওয়াজিব করেছিলাম (১১৭) যে, প্রাণের বদলে প্রাণ (১১৮), চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ বদলা (১১৯)। অতঃপর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পনের মাধ্যমে 'ক্বিসাস' (প্রতিশোধের শাস্তি) গ্রহণ করে, তবে তা তার গুনাহ্ মোচন করে দেবে (১২০); এবং যেসব লোক আল্লাহ্ এর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দেয়না, তবে তারা যালিম।	وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۵﴾
৪৬ঃ এবং আমি ঐ নাবীগণের পশ্চাতে তাঁদের পদচিহ্নের উপর মারয়াম-তনয় ঈসাকে এনেছি তাওরীতের সমর্থকরূপে, যা তাঁর পূর্বে ছিলো (১২১) এবং আমি তাঁকে ইঞ্জীল দান করেছি, যার মধ্যে পথ-প্রদর্শন ও আলো রয়েছে এবং সমর্থন করছে তাওরীতের, যা তাঁর পূর্বে ছিলো এবং পথ-নির্দেশ (১২২) ও উপদেশ খোদাভীরুদের জন্য।	وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۶﴾

টীকা-১১৭ঃ এ আয়াতে যদিও এ বিবরণ রয়েছে যে, তাওরীতে ইহুদীদের জন্য 'ক্বিসাস' এর এ বিধান ছিলো। কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে সেটা পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, সেহেতু আমাদের উপর সেসব বিধান পালন করা অপরিহার্য হবে। কেননা, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে যেসব বিধান, খোদা ও রসূলের বিবরণের মাধ্যমে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং রহিত হয়নি, সেগুলো আমাদের উপর অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো।

টীকা-১১৮ঃ অর্থাৎ যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তবে তার জান নিহত ব্যক্তির বদলায় ধর্তব্য- চাই সেই নিহত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক; স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম, মুসলিম হোক কিংবা যিম্মী।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আবাবস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, পুরুষকে নারীর বদলে হত্যা করা হতোনা। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (মাদারিক)

টীকা-১১৯ঃ অর্থাৎ সদৃশ এবং সমতুল্য হবার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

টীকা-১২০ঃ অর্থাৎ যেই ঘাতক অথবা অপরাধী স্বীয় অপরাধের উপর অনুশোচনা করে, নির্দেশ অমান্য করার অশুভ পরিণতি থেকে পরিত্রান পাবার আশায় স্বেচ্ছায় নিজের উপর শরীয়তের শাস্তি-বিধান কার্যকর করিয়ে নেয়, তবে এ 'ক্বিসাস' (প্রতিশোধমূলক শাস্তি) তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্ফারা) হয়ে যাবে এবং আখিরাতে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। (জালালাঈন ও জুমাল)

কোন কোন তাফসীরকারক এর অর্থ এটাই বর্ণনা করেছেন যে, যে হকদার 'ক্বিসাস' ক্ষমা করে দেয়, এ ক্ষমা করা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। (মাদারিক)

তাফসীর-ই-আহমাদীতে বর্ণিত হয় যে, এ সমস্ত 'ক্বিসাস' তখনই অপরিহার্য হবে যখন তার হক্বদার তা ক্ষমা না করে। যদি সে ক্ষমা করে দেয় তবে 'ক্বিসাস' বাতিল হয়ে যায়।

টীকা-১২১ঃ তাওরীতের বিধানগুলোর বর্ণনার পর ইঞ্জীলের বিধানাবলীর বিবরণ আরম্ভ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাওরীতের সমর্থক ও সত্যায়নকারী ছিলেন যে, তা আল্লাহ্ এর নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব; রহিত হবার পূর্বে সেটা অনুসারে আমল করা আবশ্যক ছিলো। হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়াতে এর কোন কোন বিধান রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১২২ঃ এ আয়াত ইঞ্জীলের জন্য 'هُدًى' (পথ-প্রদর্শন) পদটা দু'জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম স্থানে 'ভ্রান্তি ও মূর্খতা থেকে রক্ষা

করার জন্য পথ প্রদর্শন' বুঝানো হয়েছে, অপর স্থানে 'هُدًى' (পথ-প্রদর্শন) 'নাবীকুল সরদার আল্লাহ্ এর হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভাগমনের সুসংবাদ' বুঝানো হয়েছে, যা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাতের দিকে মানুষের পথ-প্রাপ্তিরই উপায়।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۵۰﴾

৪৭ঃ এবং এটাই উচিৎ যে, ইঞ্জীলের অনুসারীরা নির্দেশ দেবে তদনুযায়ীই যা আল্লাহ্ সেটার মধ্যে অবতারণ করেছেন (১২৩)। এবং যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী নির্দেশ দেয়না, তারাই ফাসিক (আল্লাহ্ এর নির্দেশ অমান্যকারী)।

৪৮ঃ এবং হে মাহ্বূব! আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে (১২৪) এবং সেগুলোর সংরক্ষক ও সাক্ষীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন (১২৫) তদনুসারে ফায়সালা করুন এবং হে শ্রোতা! তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা নিজের নিকট আগত সত্যকে ত্যাগ করে। আমি তোমাদের সবার জন্য একটা শরীয়াত (আইন) এবং পথ রেখেছি (১২৬) এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে একটা মাত্র উম্মতে (জাতি) পরিণত করে দিতেন; কিন্তু এটাই সাব্যস্ত হলো যে, যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন (১২৭)। সুতরাং সৎ কার্যাদির দিকে তোমরা প্রতিযোগীতা করো। আল্লাহ্রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

৪৯ঃ এবং এ'যে, হে মুসলমান! আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করো এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা এবং তাদের থেকে বাঁচতে থাকো, যাতে কখনো তারা তোমাদের পদস্খলন না ঘটায় কোন বিধানের মধ্যে, যা তোমার প্রতি আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় (১২৮), তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তাদের কোন গুনাহ্র (১২৯) শাস্তি তাদেরকে ভোগ করাতে চান (১৩০); নিশ্চয় অনেক লোক নির্দেশ অমান্যকারী।

৫০ঃ তবে কি তারা অন্ধকার যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে (১৩১)? এবং আল্লাহ্ এর চেয়ে অধিকতর ভাল কার বিচার-ব্যবস্থা আছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য?

টীকা-১২৩ঃ অর্থাৎ- নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনার এবং তাঁর নাবুয়্যাতকে সত্য বলে মেনে নেয়ার নির্দেশ।

টীকা-১২৪ঃ যা এর পূর্বে নাবীগণ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি নাযিল হয়েছিলো।

টীকা-১২৫ঃ অর্থাৎ যখন কিতাবী সম্প্রদায় স্বীয় মুকাদ্দমাসমূহ আপনার প্রতি রুজু' করে তখন আপনি কুরআন পাক অনুযায়ী মীমাংসা করুন।

টীকা-১২৬ঃ অর্থাৎ বিধানাবলীর ধারা-উপধারা এবং কর্মপদ্ধতি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এবং দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা সবার এক। হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "ঈমান হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগ থেকে ছিলো- 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ' এর সাক্ষ্য দেয়া এবং যা আল্লাহ্ এর নিকট থেকে এসেছে তা স্বীকার করা। আর শরীয়াত (বিধানাবলী) এবং অনুসৃত ও গৃহীত কর্ম-পদ্ধতি প্রত্যেক উম্মতের আলাদা আলাদা ছিলো।"

টীকা-১২৭ঃ এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ করবেন, যাতে একথা প্রকাশ পায় যে, প্রত্যেক যুগের উপযোগী যেই বিধানাবলী দেয়া হয়েছে, সেগুলোর উপর তোমরা এ দৃঢ় বিশ্বাস ও আক্বীদা সহকারে আ'মল করছো যে, এগুলোর প্রভেদ আল্লাহ্রই ইচ্ছা অনুসারে, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞা এবং ইহ ও পরকালীন বহু ফলদায়ক মঙ্গলের উপরই প্রতিষ্ঠিত কিংবা সত্যকে ত্যাগ করে রিপুর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছো। (তাফসীর-ই-আবুস্ সাউদ)

টীকা-১২৮ঃ আল্লাহ্ تَعَالٰى এর অবতীর্ণ বিধান থেকে,

টীকা-১২৯ঃ যাদের মধ্যে এ মুখ-ফিরিয়ে নেয়ার অভ্যাসও রয়েছে

টীকা-১৩০ঃ ইহ জগতে হত্যা, কারাবন্দী এবং দেশান্তর করা সহকারে; আর সমস্ত গুণাহ্র শাস্তি পরকালে দেবেন।

টীকা-১৩১ঃ যা আদ্যোপান্ত ভ্রান্তি, যুলুম ও আল্লাহ্ এর নির্দেশের পরিপন্থীই ছিলো।

শানে নুযূলঃ বনী নাযীর ও বানী কুরায়যাহ্- ইহুদীদের দু'টি গোত্র ছিলো। তাদের মধ্যে পরস্পর হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকতো। যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

মদীনা তৈয়্যিবায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন এসব লোক তাদের মুক্বাদ্দমা হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট পেশ করলো। বনী কুরায়যা বললো, "বানী নাযির আমাদের ভাই। অমরা এবং তারা একই পিতামহের বংশধর, একই ধর্মের অনুসারী, একই কিতাব (তাওরীত)কেই মান্য করি। কিন্ত যখন বানী নাযির আমাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করে, তখন তার খুনের বদলে তারা আমাদেরকে 'সত্তর ওয়াসাক্ব' খেজুর দিয়ে থাকে। আর যদি অমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাউকে হত্যা করে তখন তার খুনের বদলে তারা আমাদের নিকট থেকে একশ চল্লিশ 'ওয়াসস্ক' খেজুর গ্রহণ করে। আপনি এর ফয়সালা করে দিন।"

হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, বিচারে কুরায়যাহ এবং নাযীর সম্প্রদায়দ্বয়ের খুনের বদলা সমান। কারো উপর অপরের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" এর উপর বানী নাযীর অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো এবং বলতে লাগলো, "আমরা আপনার বিচারে সন্তুষ্ট নই। আপনি আমাদের শত্রু। আপনি আমাদের মানহানি করতে চান।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'তোমরা কি মূর্খতার যুগের ভ্রষ্টতা ও অত্যাচারের বিধান কামনা করো?"

টীকা-১৩২ঃ মাসআলাঃ এ আয়াতের মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের সাহায্য করা, তাদের থেকে সাহায্য চাওয়া এবং তাদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নির্দেশ ব্যাপক, যদিও আয়াতটার অবতরণ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত সাহাবী এবং আবদুল্লাহ্ ইবেন উবাই ইবনে সুসূল এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যে মুনাফিক্বদের সরদার ছিলো। হযরত ওবাদাহ্ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) আরয করলেন, "ইহুদীদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে, যারা খুবই প্রভাবশালী ও শক্তিশালী লোক। এখন আমি তাদের সাথে বন্ধত্ব রাখতে নারায এবং আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত আমার অন্তরে অন্য কারো বন্ধত্বকে স্থান দেয়ার অবকাশ নেই।" এরপর আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, "আমিতো ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে নারায হতে পারিনা। ভবিষ্যতে আমার বিপদাপদের আশংকা রয়েছে এবং তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক।" হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তার উদ্দেশ্যে ইরশাদ ফরমালেন, "ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রাখা তোমারই কাজ, এটা ওবাদাহ্ এর কাজ নয়।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

রুকূ'-৮	
৫১ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা (১৩২)। তারা পরস্পর বন্ধু (১৩৩) এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (১৩৪)। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অন্যায়কারীদেরকে পথ দেখান না (১৩৫)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾
৫২ঃ এখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে (১৩৬) যে, তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ধাবিত হচ্ছে এ বলে যে, 'আমরা আশংকা করছি যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে যাবে (১৩৭)।'	فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ

টীকা-১৩৩ঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফির যে কেউ হোক না কেন, তাদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুকনা কেন, মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা সবাই এক " اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ " অর্থাৎ 'কুফর' বলতেই একটা মাত্র ধর্ম।' (মাদারিক)

টীকা-১৩৪ঃ এর মধ্যে এমর্মে অতি কঠোরতা ও তাকীদ রয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য ইহুদী, খৃষ্টান এবং প্রত্যেক দ্বীন-ইসলাম-বিরোধী (চক্র) থেকে আলাদা ও পৃথক থাকা আবশ্যক। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-১৩৫ঃ যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের আত্মার উপর যুলুম করে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর সচিব ছিলো একজন খৃষ্টান। হযরত আমীরুল মু'মিনীন ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বললেন, "খৃষ্টাননের সাথে কিসের সম্পর্ক ? তুমি কি এ আয়াত শরীফ শোনোনি?

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ....... الاية)

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা......... আল-আয়াত।)

তিনি আরয করলেন, "তার দ্বীন তো তারই সাথে, আমারতো তার লেখার কাজেই উদ্দেশ্য।" আমীরুল মু'মিনীন (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বললেন, "আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। তুমি তাদেরকে সম্মান দিওনা। আল্লাহ্ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তুমি তাদেরকে কাছে টেনে নিওনা।" হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) আরয করলেন, "সে ব্যতীত বসরা সরকারের কাজ পরিচালনা করা দুষ্কর। অর্থাৎ এ প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে তাকে রেখেছি। যেহেতু তার সমতুল্য যোগ্য ব্যক্তি এখনো মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না।"এরপর আমীরুল মু'মিনীন বললেন, "খৃষ্টান মরে গেলো, তখন কি সরকারী কাজ বন্ধ হয়ে যাবে? অর্থাৎ মনে করো, সে মরে গেলো। তখন যে ব্যবস্থা করতে তা এখনই করো এবং তার দ্বারা কখনো কাজ নিওনা। এটাই শেষ কথা।" (খাযিন)

টীকা-১৩৬ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বী

টীকা-১৩৭ঃ যেমন- আ'বদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক্ব বলেছিলো।

*এক ওয়াসাক্ব= প্রায় সাড়ে ছয় মণ।

টীকা-১৩৮ঃ এবং স্বীয় রসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে সফলকাম ও বিজয়ী করবেন এবং তাঁর দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপর প্রাধান্য দেবেন। আর মুসলমানদেরকে তাদের দুশমন ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি কাফিরদের উপর বিজয় দান করবেন। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হলো এবং আল্লাহ্ এর অনুগ্রহক্রমে, মক্কা মুকার্‌রমাহ্ ও ইহুদীদের শহরগুলো বিজিত হলো। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৩৯ঃ যেমন- হিযায ভূমি (মক্কা, মাদীনা ও ইয়েমেন) কে ইহুদী থেকে মুক্ত করা, সেখানে তাদের নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করা অথবা মুনাফিক্বদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা। (খাযিন ও জালালাঈন)

টীকা-১৪০ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বী অথবা মুনাফিকদের এ ধারণা যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কাফিরদের বিরুদ্ধে সফলকাম হবেন না।

টীকা-১৪১ঃ মুনাফিক্বদের স্বরূপ উন্মোচিত হবার পর।

সুতরাং এটা নিকটে যে, আল্লাহ্ বিজয় এনে দেবেন (১৩৮) অথবা নিজের নিকট থেকে কোন নির্দেশ (১৩৯); অতঃপর ঐসব জিনিসের উপর, যেগুলো তারা তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে গোপন করেছিলো (১৪০), অনুশোচনা করতে থাকবে।

৫৩ঃ এবং (১৪১) ঈমানদারগণ বলছে, 'এরা কি তারাই, যারা আল্লাহ্ এর নামে (এ মর্মে) শপথ করেছিলো, স্বীয় শপথের মধ্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা সহকারে যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে?' তাদের কী রইলো? সবইতো বিনষ্ট হলো। সুতরাং তারা ক্ষতির মধ্যেই রয়ে গেলো (১৪২)।

৫৪ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে (১৪৩), তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ এমন সব লোককে নিয়ে আসবেন, যারা আল্লাহ্ এর প্রিয়পাত্র এবং আল্লাহ্ও তাদের নিকট প্রিয়; তারা মুসলমানদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্ এর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেনা (১৪৪); এটা আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ, যাকে চান তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ বিস্তৃতিময়, সর্বজ্ঞ।

৫৫ঃ তোমাদের বন্ধু নয়, কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ও ঈমানদারগণ (১৪৫),

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۵۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۴﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا

টীকা-১৪২ঃ অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির উপযোগী হয়ে রইলো।

টীকা-১৪৩ঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের সাহায্য করা ধর্মদ্রোহীতা ও ধর্মত্যাগেরই নামান্তর। এর নিষেধ ঘোষণার পর ধর্মত্যাগীদের কথা উল্লেখ করেন এবং ধর্মত্যাগী হবার পূর্বেই লোকদের ধর্মত্যাগী হবার পূর্বাভাষ দিয়ে দেন। সুতরাং এ খবর সত্য প্রমাণিত হয় এবং অনেক লোক ধর্মত্যাগী হয়ে যায়।

টীকা-১৪৪ঃ এসব গুণাবলী যাঁদের, তাঁরা কারা? এ প্রসঙ্গে কয়েকটা অভিমত রয়েছে। হযরত আ'লী মুরতাদা, হযরত হাসান ও ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "এ সব লোক হচ্ছেন- 'হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব এবং তাঁর সাথীগণ যাঁরা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর পর ধর্মত্যাগী ও যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।"
আয়ায্ ইবনে গানাম আশ্'আরী থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো, তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এঁরা তাঁর গোত্রের লোক।" অপর এক অভিমত এও আছে যে, এঁরা হচ্ছেন ইয়েমেনবাসী, যাঁদের প্রশংসা বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে।
সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- এসব লোক হলেন- 'আন্‌সার'; যাঁরা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)এর খেদমত করেছেন।
বস্তুতঃ এসব অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। কারণ, ঐ সব হযরতই এসব গুণে গুণান্বিত হওয়া শুদ্ধ।

টীকা-১৪৫ঃ যাদের সাথে সহযোগীতা করা হারাম তাদের উল্লেখ করার পর সেসব লোকের বর্ণনা দেয়া হয়, যাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব। (আবশ্যক)।

শানে নুযূলঃ হযরত জাবির (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "এ আয়াত হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তিনি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্ এর রসূল! আমাদের গোত্র ক্বুরায়যাহ্ এবং নাযীর আমাদেরকে ত্যাগ করেছে এবং এ মর্মে শপথ করেছে যে, আমাদের সাথে উঠাবসা করবেনা।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেন, "আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্ প্রতিপালক হবার উপর, তাঁর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নাবী হবার উপর এবং মু'মিনগণ বন্ধু হবার উপর।" আর আয়াতের এ নির্দেশ সমস্ত মু'মিনদের বেলায় প্রযোজ্য। সবই একে অপরের বন্ধু।

টীকা-১৪৬ঃ "وَهُمْ رٰكِعُوْنَ" (এবং তারা আল্লাহ্ এর সম্মুখে বিনত)- এ বাক্যটার দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যথা- এক) এটা পুর্ববর্তী বাক্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত (معطوف) এবং দুই) এটার অবস্থা ব্যক্তকারী (حال)

প্রথোমোক্ত ব্যাখ্যাটা অধিকতর স্পষ্ট এবং মজবুত। হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু)এর অনুবাদও এ ব্যাখ্যাটার সহায়ক। (جُمَلُ عَنِ السَّمِيْنِ) শেষোক্ত ব্যাখ্যায় আবার দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে; একটা হচ্ছে- বাক্যটা পূর্বোল্লেখিত "يُقِيْمُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ" এ দু'টি ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা ব্যক্তকারী। তখন অর্থ এ দাঁড়াবে যে, "তারা বিনয় সহকারে একাগ্রচিত্তে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। (তাফসীর-ই-আবূস সাঊদ)

অপরটা হচ্ছে শুধু "يُؤْتُوْنَ" ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা ব্যাক্তকারী (حال)। তখন অর্থ দাঁড়াবে- 'তারা নামায কায়েম করে এবং বিনত হয়ে যাকাত প্রদান করে।' (জুমাল)

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۝٥٥ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝٥٦ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٥٧ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝٥٨

যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ এরই সামনে বিনত হয় (১৪৬)।

৫৬ঃ এবং যেসব লোক আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদেরকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এর দল বিজয়ী হয়।

রুকূ'-৯

৫৭ঃ হে ঈমানদারগণ! যে সব লোক তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে (১৪৭) সেসব লোকের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পূর্বে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং কাফিরগণও (১৪৮): তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো যদি ঈমান রেখে থাকো (১৪৯)।

৫৮ঃ এবং যখন তোমরা নামাযের জন্য আযান দাও তখন তারা সেটাকে হাসি ও খেলায় পরিণত করে (১৫০)। এটা এজন্য যে, তারা নিরেট বোধশক্তিহীন লোক (১৫১)।

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যিনি নামাযের মধ্যে ভিখারীকে আংটি দান করেছিলেন। বস্তুতঃ আংটিখানা আঙ্গুল মুবারকে ঢিলাভাবে লাগানো ছিলো। 'আমলে কাছির' (এ পরিমান নামায-বহির্ভূত কাজ যাতে নামায ভঙ্গ হয়) ছাড়াই আঙ্গুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) তাঁর তাফসীর-ই-কাবীর এর মধ্যে এটার তীব্র খণ্ডন করেন এবং এটার বাতুলতার উপর দলীল স্থির করেন

টীকা-১৪৭ঃ শানে নুযূলঃ রিফা'আহ্ ইবনে যায়দ ও সুয়ায়দ (سويد) ইবনে হারিস উভয়ে ইসলাম প্রকাশ করার পর মুনাফিক্ব হয়ে গিয়েছিলো। কোন কোন মুসলমানের তাদের সাথে বন্ধুত্ব ছিলো। আল্লাহ্ تَعَالٰى এ আয়াত শরীফ নাযিল করে এ কথা বলে দিলেন যে, মুখে ইসলাম প্রকাশ করা এবং অন্তরের মধ্যে কুফর গোপন করে রাখা দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুতে পরিণত করার নামান্তর।

টীকা-১৪৮ঃ অর্থাৎ বোত-পুজারী অংশীবাদীগণ, যারা কিতাবী সম্প্রদায় অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর।

টীকা-১৪৯ঃ কেননা, খোদার দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ইমানদারদের কাজ নয়।

টীকা-১৫০ঃ শানে নুযূলঃ কাল্‌বীর অভিমত হচ্ছে- যখন আল্লাহ্ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মুয়ায্‌যিন নামাযের জন্য আযান দিতেন এবং মুসলমানগণ নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতেন তখন ইহুদীগণ তা নিয়ে হাস্য ও উপহাস করতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- মাদীনা তৈয়্যিবায় যখন মুয়ায্‌যিন আযানের মধ্যে "اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" এবং "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" ("আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ও "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ") বলতো, তখন এক খৃষ্টান একথা বলতো, "জ্বলে যাক মিথ্যুক।" রাতে তার সেবক আগুন আনলো এবং তার ঘরের লোকেরা ঘুমাচ্ছিলো। আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ উড়লো এবং সেই খৃষ্টান ও তার ঘরের লোকেরা এবং সম্পূর্ণ ঘরটা জ্বলে গেলো।

টীকা-১৫১ঃ যারা এমন নির্বোধ ও মূর্খ সুলভ আচরণ করে। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'আযান' কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা (দলীল) থেকে প্রমাণিত।

টীকা-১৫২ঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের একটা দল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কে বললো, "আপনি নাবীগণের মধ্য থেকে কাকে কাকে মানেন?" এ প্রশ্নে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'আপনি যদি হযরত ঈসাকে (عَلَيْهِ السَّلَام) স্বীকৃতি না দেন তবে তারা আপনার উপর ঈমান আনবে।' কিন্তু হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর জবাবে ইরশাদ ফরমালেন, "আমি আল্লাহ্ এর উপর ঈমান রাখি এবং সেটার উপর, যা তিনি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং যা হযরত ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কুব ও তাঁদের বংশধরদের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং যা হযরত ঈসা ও হযরত মূসা (عَلَيْهِمَا السَّلَام) কে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরীত ও ইঞ্জীল; এবং যা কিছু অন্যান্য নাবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে সব কিছুকে মানি। আমি নাবীগণের মধ্যে পার্থক্য করিনা যে, কাউকেও মানবো, আর কাউকে মানবোনা।"
যখন তারা এ কথা বুঝতে পারলো যে, তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবুয়্যাতকেও মানেন তখন তারা (ইহুদীগণ) তাঁর (হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) নাবুয়্যাতকেও অস্বীকার করে বসলো। আর বলতো লাগলো, "যিনি ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে মানেন, তাঁর উপর আমরা ঈমান আনবোনা।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৫৩ঃ অর্থাৎ এ সত্য দ্বীনের অনুসারীদেরকেতো তোমরা নিছক স্বীয় গোঁড়ামী ও শত্রুতার কারণেই মন্দ বলছো এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং ক্রোধন্বিত হয়েছেন। আর আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি তোমাদের অবস্থাই হয় তবে তোমরাইতো সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ে রয়েছো। সুতরাং তোমরা নিজেরা অন্তরের মধ্যে কিছু চিন্তা-ভাবনা করো।

টীকা-১৫৪ঃ তাদের আকৃতি পরিবর্তিত করে

টীকা-১৫৫ঃ আর সেটা হচ্ছে জাহান্নাম।

টীকা-১৫৬ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের একটা দল সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর দরবারে হাযির হয়ে নিজেদের ঈমান ও নিষ্ঠার কথা প্রকাশ করেছিলো। আর 'কুফর' ও 'ভ্রান্তি'-কে গোপন করে রেখেছিলো। তখন আল্লাহ্ تَعَالٰى এ আয়াত শরীফ নাযিল করে স্বীয় হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন।

টীকা-১৫৭ঃ অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়।

টীকা-১৫৮ঃ 'গুনাহ্' প্রতিটি আদেশ নিষেধ অমান্য করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কোন কোন মুফাস্সিরের অভিমত হচ্ছে- 'গুনাহ্' মানে তাওরীতের বিষয়সমূহ গোপন করা এবং তাতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর যে সব সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো গোপন করা। আর 'সীমালংঘন' (عُدْوَانٌ) দ্বারা 'তাওরীত' এর মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু পরিবর্দ্ধন করা এবং 'হারামখুরী' দ্বারা ঘুষ ইত্যাদি (গ্রহণ করা) বুঝানো হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-১৫৯ঃ অর্থাৎ তারা লোকজনকে পাপাচারে এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়না।
মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, উপদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া আ'লিম সম্প্রদায়ের উপর ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি অন্যায় থেকে বিরত

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯ঃ আপনি বলে দিন, 'হে কিতাবীরা! তোমাদের নিকট আমাদের কি মন্দ লেগেছে? এটা নয় কি যে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ এর উপর এবং সেটার উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেটার উপর, যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (১৫২)?' এবং এই যে, তোমাদের মধ্যে অনেকেই হুকুম অমান্যকারী।

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿۶۰﴾

৬০ঃ আপনি বলে দিন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো যা আল্লাহ্ এর নিকট এ থেকে আরো নিকৃষ্টতর পর্যায়ে আছে (১৫৩)? ঐ সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশম্পাত করেছেন, যাদের কতেককে করেছেন বানর ও শূকর (১৫৪) এবং শয়তানের পূজারীরা, তাদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট (১৫৫) এবং তারা সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১ঃ এবং তারা যখন তোমাদের নিকট আসে (১৫৬) তখন বলে, 'আমরা মুসলমান'; এবং তারা আসার সময়ও কাফির ছিলো এবং যাওয়ার সময়ও কাফির এবং আল্লাহ্ খুব জানেন যা তারা গোপন করছে।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২ঃ এবং তাদের (১৫৭) মধ্যে আপনি অনেককে দেখবেন যে, তারা পাপ, সীমা লংঘন এবং নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণের দিকে ধাবিত হচ্ছে (১৫৮); নিশ্চয় (তারা) অতিমাত্রায় মন্দ কাজ করে।

لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩ঃ তাদেরকে কেন নিষেধ করেনা তাদের পাদ্রীগণ এবং দরবেশগণ পাপের কথা বলতে এবং অবৈধ ভক্ষণ করতে? তারা নিঃসন্দেহে খুবই মন্দ কাজ করছে (১৫৯)।

করা ছেড়ে দেয় এবং অন্যায় কাজে বাধা দান করা থেকে বিরত থাকে সেও পাপাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-১৬০ঃ অর্থাৎ (مَعَاذَ اللّٰهُ) 'মা'আযাল্লাহ্, 'তিনি কৃপণ।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, 'ইহুদীগণ খুবই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সম্পদশালী ছিলো। যখন তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাতকে অস্বীকার করলো এবং তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করলো তখন থেকে তাদের জীবিকা হ্রাস পেলো। তখন ফিন্‌হাস নামক ইহুদী বললো, "আল্লাহ্ এর হাত বাঁধা"। অর্থাৎ (مَعَاذَ اللّٰهُ) 'মা'আযাল্লাহ্, তিনি রিযক্বদানে এবং ব্যয় করায় কার্পণ্য করেন। তার একথার বিরুদ্ধে কোন ইহুদী প্রতিবাদ করলোনা; বরং তারা সন্তুষ্ট রইলো। এ কারণে এটাকে সবারই উক্তি হিসেবে স্থির করা হয়েছে এবং এ আয়াত শরীফ তাদেরই প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

৬৪ঃ এবং ইহুদীগণ বললো, 'আল্লাহ্ এর হাত রুদ্ধ' (১৬০); তাদের হাত রুদ্ধ হোক (১৬১)। এবং তাদের উপর এটা বলার কারণে অভিশম্পাত করা হয়েছে; বরং তাঁর হাত প্রশস্ত (১৬২); (তিনি) দান করেন যাকে চান (১৬৩)। এবং হে মাহ্বূব। এটা (১৬৪), যা আপনারই প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের মধ্যে অনেকের ধর্মদ্রোহীতা ও কুফরের উন্নতি হবে (১৬৫)। এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আমি ক্বিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি (১৬৬), যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তখনই আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন (১৬৭) এবং তারা ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বংস করার জন্য দৌঁড়ে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ ধ্বংস সাধনকারীদের ভালবাসেন না।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيٰنًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫ঃ এবং যদি কিতাবীগণ ঈমান আনতো এবং খোদাভীরু হতো, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপ অপনোদন করতাম এবং নিশ্চয় তাদেরকে শান্তির কাননে নিয়ে যেতাম।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

৬৬ঃ এবং যদি তারা প্রতিষ্ঠিত রাখতো তাওরীত ও ইঞ্জীলকে (১৬৮) এবং যা কিছু তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (১৬৯), তবে তারা জীবিকা পেতো উপরের দিক থেকে এবং পায়ের নীচে থেকে (১৭০)। তাদের মধ্য থেকে একদল মধ্যপন্থী রয়েছে (১৭১); এবং তাদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করছে (১৭২)।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

রুকূ'-১০

৬৭ঃ হে রসূল! পৌঁছিয়ে দিন যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৭৩);

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ

টীকা-১৬১ঃ সংকীর্ণতা দ্বারা এবং দান দক্ষিণা থেকে। এ উক্তির প্রতিক্রিয়া এ হলো যে, ইহুদীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক কৃপণ হয়ে গেলো।
অথবা এ অর্থ যে, তাদের হাত জাহান্নামের মধ্যে বাঁধা হবে এবং এমতাবস্থায়ই তাদেরকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের অহেতুক উক্তি এবং অশালীন আচরণের শাস্তি স্বরূপ।

টীকা-১৬২ঃ তিনি দানশীল ও দাতা;

টীকা-১৬৩ঃ অর্থাৎ নিজ প্রজ্ঞানুযায়ী। এর মধ্যে কারো আপত্তির অবকাশ নেই।

টীকা-১৬৪ঃ ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-১৬৫ঃ অর্থাৎ- যতই ক্বোরআন পাক অবতীর্ণ হতে থাকবে ততই তাদের হিংসা-বিদ্বেষও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তারা সেটার সাথে কুফর ও গোঁড়ামীর মধ্যে বাড়তে থাকবে।

টীকা-১৬৬ঃ তারা সর্বদা পরস্পর বিবাদময় থাকবে এবং তাদের অন্তরসমূহ কখনো মিলিত হবেনা।

টীকা-১৬৭ঃ এবং তাদের সাহায্য করেন না। ফলে তারা লাঞ্ছিত হয়।

টীকা-১৬৮ঃ এভাবে যে, নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনতো এবং তাঁর অনুসরণ করতো; যেহেতু তাওরীত ও ইঞ্জীলে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৬৯ঃ অর্থাৎ সমস্ত কিতাব, যেগুলো আল্লাহ্ تَعَالٰى তাঁর রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; সবটিতে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁর উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে।

টীকা-১৭০ঃ অর্থাৎ জীবিকার প্রাচুর্য হতো এবং চতুর্দিক থেকেই পৌঁছতো।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, দ্বীনের অনুসরণ এবং আল্লাহ্ এর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ফলে রিযক্বে প্রাচুর্য আসে।

টীকা-১৭১ঃ সীমালংঘণ করেনা। এরা ইহুদীদের মধ্যে ঐসব লোক, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান এনেছে

টীকা-১৭২ঃ যারা কুফরের উপর অটল রয়েছে।

টীকা-১৭৩ঃ এবং কোন আশংকা করোনা।

وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٦٧
قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ
حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ
اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ
كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ۝٦٨
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٩
لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ
اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ
رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا
كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝٧٠
وَحَسِبُوْۤا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا
وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا
وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ
بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝٧١
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ

এবং যদি এমন না হয় তবে আপনি তাঁর কোন সংবাদই পৌঁছালেন না। আর আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষ থেকে (১৭৪)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে সুপথ দেখান না।

৬৮ঃ আপনি বলে দিন! হে কিতাবী সম্প্রদায়! তোমরা কিছুই নও (১৭৫) যতক্ষণ না তোমরা প্রতিষ্ঠা করো তাওরীতকে ও ইঞ্জীলকে এবং যা কিছু তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (১৭৬); এবং নিঃসন্দেহে, হে মাহ্বূব! যা আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের মধ্যে অনেকের ঔদ্ধত্য ও কুফরের আরো উন্নতি হবে (১৭৭)। সুতরাং আপনি কাফিরদের জন্য কোন দুঃখ করবেন না।

৬৯ঃ নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে (১৭৮) এবং অনুরূপভাবে ইহুদী, নক্ষত্র পূজারীগণ এবং খৃষ্টানগণ; তাদের মধ্যে যে কেউ সরল অন্তরে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তবে তাদের না থাকবে কোন ভয়, না কোন দুঃখ।

৭০ঃ নিশ্চয়, আমি বানী-ইস্রাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি (১৭৯) এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন রসূল তাদের নিকট এমন কোন বাণী নিয়ে এসেছেন, যা তাদের মনঃপূত হয়নি (১৮০) তখন তারা একদলকে অস্বীকার করেছে এবং অন্য একদলকে তারা শহীদ করে (১৮১)।

৭১ঃ এবং তারা মনে করেছিলো যে, 'তাদের কোন শাস্তি হবেনা (১৮২)'। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিলো (১৮৩)। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করেন (১৮৪)। পুনরায় তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ দেখছেন।

৭২ঃ নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে ঐসব লোক, যারা একথা বলে যে, 'আল্লাহ্ সেই মার্য়ামের পুত্র মাসীহ্ই (১৮৫)'

টীকা-১৭৪ঃ এবং কাফিরদের থেকে, যারা আপনাকে শহীদ করার কু-উদ্দেশ্য পোষণ করে। সফরসমূহের মধ্যে রাতে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে পাহারা দেয়া হতো। যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো তখন থেকে পাহারা প্রত্যাহার করা হলো। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পাহারাদারদেরকে বললেন, "তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন।"

টীকা-১৭৫ঃ কোন দ্বীন ও ধর্মের মধ্যে নও

টীকা-১৭৬ঃ অর্থাৎ ক্বোরআন পাক। ঐ সব কিতাবে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলী ও প্রশংসা এবং তাঁর উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে। যতক্ষণ না হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাওরীত ও ইঞ্জীলকে প্রতিষ্ঠা করার দাবী করা সঠিক হবেনা।

টীকা-১৭৭ঃ কারণ, যতই ক্বোরআন পাক নাযিল হতে থাকবে, ততই এরা অহংকার ও গোঁড়ামী বশতঃ সেটাকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতে থাকবে।

টীকা-১৭৮ঃ এবং অন্তরের মধ্যে ঈমান রাখেনা, মুনাফিক্ব

টীকা-১৮৯ঃ 'তাওরীত'-এ, যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ্ এর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে।

টীকা-১৮০ঃ এবং তারা যদি নাবীগণের নির্দেশাবলীকে তাদের খেয়াল-খুশীর পরিপন্থী পায়, তবে তাঁদের মধ্য থেকে-

টীকা-১৮১ঃ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে অস্বীকার করার মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টান- উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে অংশ নেয়; কিন্তু শহীদ করা বিশেষভাবে ইহুদীদের কাজ। তারা বহু সংখ্যক নাবীকে শহীদ করেছে, যাঁদের মধ্যে হযরত যাকারিয়া ও হযরত য়াহ্য়া (عَلَيْهِمَا السَّلَام)-ও রয়েছেন।

টীকা-১৮২ঃ এবং জঘণ্য অপরাধ করা সত্ত্বেও শাস্তি দেয়া হবেনা।

টীকা-১৮৩ঃ সত্য দেখা ও শুনা থেকে। এটা তাদের চূড়ান্ত মুর্খতা ও কুফর এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকার বিবরণ।

টীকা-১৮৪ঃ যখন তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর তাওবা করেছিলো। এর পরে

টীকা-১৮৫ঃ খৃষ্টানদের অনেক দল রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে 'য়া'কূবিয়াহ্' ও 'মালকানিয়াহ্'- সম্প্রদায়দ্বয়ের এ মতবাদ ছিলো যে, তারা বলতো, "মার্য়াম খোদা প্রসব করেছে।" একথাও বলতো, "আল্লাহ্ تَعَالٰى হযরত ঈসার সত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন এবং তিনি তাঁর (হযরত ঈসা) সাথে এক হয়ে গেছেন। সুতরাং ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-ও খোদা হয়ে

গেছেন।” (তারা যা বলে থাকে আল্লাহ্ তার বহু উর্ধ্বে।) (খাযিন)

টীকা-১৮৬ঃ এবং আমি তাঁর বান্দা; খোদা নই।

টীকা-১৮৭ঃ এ উক্তিটা হচ্ছে- খৃষ্টানদের অপর দু'টি দল- 'মারকূসিয়াহ্' ও 'নাসতূরিয়া'-এরই। অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ কথায় তারা এটাই বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ্, মারয়াম এবং ঈসা তিন জনই খোদা হন, আর খোদা হওয়াটাও এসবের মধ্যে সমানভাবে শরীক। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ (নাউযুবিল্লাহ্)

'ইলমে কালাম' (علم الكلام)- বেত্তাগণ * বলেন, "খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা- এ তিনটা মিলে এক খোদা। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ (নাউযুবিল্লাহ্)

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا
اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ
النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ
يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾
اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾
مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ
كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ
لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾
قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

এবং মসীহ্তো এটাই বলেছিলো, "হে বানী ইস্রাঈল! আল্লাহ্ এর ইবাদত করো, যিনি আমার প্রতিপালক (১৮৬) এবং তোমাদের প্রতিপালক।' নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ এর সাথে (কাউকে) শরীক সাব্যস্ত করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

৭৩ঃ নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে ঐসব লোক, যারা এ কথা বলে, আল্লাহ্ তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়' (১৮৭); আর খোদাতো নেই, কিন্তু (আছেন) একমাত্র খোদা (১৮৮); এবং যদি তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হয় (১৮৯), তবে তাদের মধ্যে যারা কাফিররূপে মৃত্যুবরণ করবে তাদের নিকট নিশ্চয় বেদনাদায়ক শাস্তি পৌঁছবে।

৭৪ঃ তবে কেন তারা প্রত্যাবর্তন করছেনা আল্লাহ্ এর দিকে? এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেনা? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭৫ঃ মারয়াম-তনয় মাসীহ্ নয়, কিন্তু একজন রসূল (১৯০) তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে (১৯১) এবং তাঁর মাতা 'সিদ্দীক্বাহ্' (সত্যনিষ্ঠা) (১৯২)। তাঁরা উভয়ে খাদ্যাহার করতো (১৯৩)। দেখোতো! আমি কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনমূহ তাদের জন্য বর্ণনা করছি, অতঃপর দেখো তারা কিভাবে বিমূখ হয়ে যাচ্ছে;

৭৬ঃ আপনি বলে দিন, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুরই ইবাদত করছো যা তোমাদের না ক্ষতি করার মালিক, না উপকারের (১৯৪)? এবং আল্লাহই শুনেন, জানেন।'

টীকা-১৮৮ঃ না আছে তাঁর দ্বিতীয়, না তৃতীয়। তিনি 'ওয়াহ্দানিয়াত' (একত্ব)- এ গুণে গুণান্বিত। তাঁর কোন শরীক নেই। পিতা, পুত্র ও স্ত্রী- সবকিছু থেকে পবিত্র।

টীকা-১৮৯ঃ তিন খোদায় বিশ্বাসী থাকে, 'তাওহীদ' (একত্ববাদ) কে গ্রহণ করেনি।

টীকা-১৯০ঃ তাঁকে 'আল্লাহ্' মানা ভুল, বাতিল এবং কুফর।

টীকা-১৯১ঃ তাঁরাও মু'জিযার (অলৌকিক শক্তি) অধিকারী ছিলেন। এসব মু'জিযা তাঁদের নাবূয়্যাতের সত্যতারই প্রমাণবহ ছিলো। অনুরূপভাবে, হযরত মাসীহ্ (عَلَيْهِ السَّلَام)-ও রসূল। তাঁর মু'জিযাসমূহও তাঁর নাবূয়্যাতের প্রমাণ। তাঁকে রসূল হিসেবে বিশ্বাস করা চাই। যেমন, অন্যান্য নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে তাঁদের মু'জিযাসমূহের ভিত্তিতে খোদা মানা হয়না, অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কেও খোদা সাব্যস্ত করোনা।

টীকা-১৯২ঃ যিনি আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।

টীকা-১৯৩ঃ এর মধ্যে খৃষ্টানদের খন্ডন রয়েছে। যেহেতু, যিনি 'আল্লাহ্' হন, তিনি খাদ্যাহারের মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। সুতরাং যে খাদ্যাহার করে, শরীর ধারণ করে এবং যেই শরীরের ক্ষয় হয়, আর খাদ্য সে ক্ষয়ের সম্পূরক হয়, সে কিভাবে আল্লাহ্ হতে পারে?

টীকা-১৯৪ঃ এটা শির্ক খন্ডনের অপর এক দলীল। এর সারবস্তু এইযে, ইলাহ্ (ইবাদতের উপযোগী) তিনিই হতে পারেন, যিনি লাভ ও লোকসান ইত্যাদি- প্রত্যেকটা বস্তুর উপর নিজস্ব ক্ষমতা ও অধিকার রাখেন। যে এমন নয় সে 'ইলাহ্' (উপাস্য) হতে পারেনা। হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) লাভ-ক্ষতির নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন না। আর আল্লাহ্ تَعَالٰی মালিক করায় মালিক হয়েছেন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ হবার বিশ্বাস পোষণ করা বাতিল।

*যাদের দর্শনের ভিত্তি কুরআন ও হাদীসই।

৭৭ঃ আপনি বলুন, 'হে কিতাবীগণ! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে অন্যায় বর্দ্ধিত করোনা (১৯৫) এবং এমন লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা (১৯৬); যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে দূরে সরে গেছে।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿۷۷﴾

রুকূ'-১১

৭৮ঃ অভিশপ্ত হয়েছিলো ঐ সব লোক, যারা কুফর করেছিলো, বানী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে, দাঊদ এবং মারয়াম-তনয় ঈসার ভাষায় (১৯৭)। এটা (১৯৮) পরিণাম তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৯ঃ যারা অন্যায় কাজ করতো, পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে বারণ করতোনা। তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করতো (১৯৯)।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾

৮০ঃ তাদের মধ্যে আপনি অনেককে দেখবেন যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। কতই নিকৃষ্ট বস্তু নিজেদের জন্য নিজেরা অগ্রে প্রেরণ করছে। এ 'যে, তাদের উপর আল্লাহ্ এর ক্রোধ হয়েছে এবং তারা শাস্তির মধ্যে চিরদিন থাকবে (২০০)।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮১ঃ এবং তারা যদি ঈমান আনতো (২০১) আল্লাহ্ ও এ নাবীর উপর এবং সেটার উপর, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তবে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতোনা (২০২); কিন্তু তাদের মধ্যে তো অনেকে নির্দেশ অমান্যকারী।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۱﴾

টীকা-১৯৫ঃ ইহুদীদের সীমালংঘনতো এই যে, তারা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবূয়্যাতকে স্বীকার করতোনা এবং খৃষ্টানদের সীমালংঘন হচ্ছে এইযে, তারা তাঁকে (হযরত ঈসা) উপাস্য সাব্যস্ত করে।

টীকা-১৯৬ঃ অর্থাৎ স্বীয় বিধর্মী পিতা- পিতামহ প্রমূখের;

টীকা-১৯৭ঃ 'আয়লা'র বাসিন্দাগণ যখন সীমালংঘন করলো এবং শনিবারে শিকার পরিহার করার যে নির্দেশ ছিলো তারই বিরোধিতা করলো, তখন হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের উপর অভিসম্পাত করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ' করলেন। তখন তাদেরকে বানর এবং শূকরের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হলো। 'মা-ইদাহ্-প্রাপ্তগণ' যখন অবতীর্ণ দস্তরখানার নি'মাতসমূহ খাওয়ার পর কুফর করেছে, তখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ফলে, তারা শূকর ও বানর হয়ে গিয়েছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার। (জুমাল ইত্যাদি)

কোন কোন মুফাস্সিরের অভিমত হচ্ছে এই যে, ইহুদীগণ তাদের পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে গৌরব করতো এবং বলতো, "আমরা' নাবীগণের বংশধর।" এ আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, সেই নাবীগণই তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে যে, হযরত দাঊদ ও হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন।

অপর এক অভিমত হচ্ছে এ'যে, হযরত দাঊদ ও হযরত ঈসা (عَلَيْهِمَا السَّلَام) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর যারা ঈমান আনেনি তাদের এবং কাফিরদের উপর অভিসম্পাত করেছিলেন।

টীকা-১৯৮ঃ অভিসম্পাত

টীকা-১৯৯ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, মন্দকাজ থেকে লোকজনকে বারণ করা ওয়াজিব এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকা মহাপাপ। তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে, যখন বানী ইস্রাঈল গুণাহ্র কাজে লিপ্ত হলো, তখন তাদের আ'লিমগণ প্রথমেতো তাদেরকে নিষেধ করলো। তারা যখন বিরত হয়নি তখন সেই আ'লিম সম্প্রদায়ও তাদের সাথে মিলিত হলো এবং পানাহার ও উঠাবসায় তাদের সাথে শামিল হয়ে গেলো। তাদের এ নির্দেশ অমান্য করা এবং সীমালংঘন করার কুফল এ হলো যে, আল্লাহ্ تَعَالٰى হযরত দাঊদ ও হযরত ঈসা (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর মুখে তাদের উপর অভিসম্পাত করান।

টীকা-২০০ঃ মাসআলাঃ এ আয়াতে বুঝা গেলা যে, কাফিরদের সাথে বন্ধত্ব ও পরস্পর সাহায্য- সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া হারাম এবং আল্লাহ্ تَعَالٰى এর শাস্তিরই কারণ।

টীকা-২০১ঃ সততা ও নিষ্ঠা সহকারে; মুনাফিক্বী ব্যতিরেকে

টীকা-২০২ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুশরিকদের সাথে ভালবাসা ও পরস্পর সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মুনাফিক্বীরই চিহ্ন।

টীকা-২০৩ঃ এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা পবিত্রতম যুগ পর্যন্ত হযরত ঈসা (عَلَیۡہِ السَّلَام) এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) প্রেরিত হবার পর তাঁর নাবূয়্যাত সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসে।

শানে নুযূলঃ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যখন কুরাঈশ গোত্রীয় কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বহু কষ্ট দেয়, তখন সাহাবা কিরামের মধ্য থেকে এগারজন পুরুষ ও চারজন স্ত্রীলোক হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم) এর নির্দেশে হাবশাহ্ (আবিসিনিয়া)- এর দিকে হিজরত করেছিলেন। ঐ সব হিজরতকারী হলেন- হযরত ওসমান গণি ও তাঁর পবিত্রা বিবি হযরত রুক্বাইয়াহ্ বিনতে রাসূলিল্লাহ্, হযরত যুবায়র, হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌ঊদ, হযরত আ'বদুর রহ্‌মান ইবনে আউফ, হযরত আবূ হুযায়ফাহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত সাহ্‌লাহ্ বিনতে সুহায়ল, হযরত মাস্‌'আব ইবনে 'উমায়র, হযরত আবূ সালমাহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমাহ্ বিনতে উমাইয়া, হযরত ওসমান ইবনে মায্‌'ঊন, হযরত 'আমির ইবনে রাবী'আহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা বিনতে আবী খায়স্‌মাহ্, হযরত হাতিব ইবনে 'আমর এবং হযরত সুহায়ল ইবনে বায়দা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ)।

এসব হযরত নাবূয়্যাতের ৫ম সালে, রজব মাসে সামুদ্রিক সফর করে 'হাবশাহ্' (আবিসিনিয়া) পৌঁছেন। এ হিজরতকে (ইসলামের ইতিহাসে) ১ম হিজরত বলে। এরপর হযরত ইবনে আবী তালিব গিয়েছিলেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলমানগণও হিজরত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত শিশু ও নারীগণ ব্যতীত হিজরতকারী পুরুষদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২তে।

কুরাইশীগণ যখন এ হিজরত সম্পর্কে অবগত হলো, তখন তারা বিভিন্ন উপঢৌকন সহকারে একটা দল হাব্‌শাহ্‌র বাদশাহ্ নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরণ করলো। তারা বাদশাহ্‌র দরবারে পৌঁছে তাঁকে বললো, "আমাদের দেশে একজন লোক নাবূয়্যাতের দাবী করেছেন এবং লোকদেরকে বোকা বানিয়ে ফেলেছেন। তাঁর যে দল আপনার এখানে এসেছে তারা এখানে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। আর আপনার প্রজাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলবে। আমরা আপনাকে খবর দেয়ার জন্য এসেছি। আমাদের গোত্র আপনার নিকট এ দরখাস্ত করছে যে, আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।"

নাজ্জাশী বাদশাহ্ বললেন, "আমি প্রথমে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে দেখি।" একথা বলে তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে পাঠালেন। আর প্রশ্ন করলেন, "আপনারা হযরত ঈসা (عَلَیۡہِ السَّلَام) এবং তাঁর মাতা সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন।" হযরত ইবনে আবী তালিব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বললেন, "হযরত ঈসা (عَلَیۡہِ السَّلَام) আল্লাহ্ এর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি 'কালিমাতুল্লাহ্' ও 'রূহুল্লাহ্'। আর হযরত মার্‌য়াম কুমারী ও পূত-পবিত্রা ছিলেন।" একথা শুনে নাজ্জাশী বাদ্‌শাহ্ মাটি থেকে এক টুকরা কাঠ নিয়ে উত্তোলন করে বললেন, "আল্লাহ্ এর শপথ। তোমাদের মুনিব, হযরত ঈসা (عَلَیۡہِ السَّلَام) সম্বন্ধে এতটুকুও কম-বেশী করেননি যতটুকু এ কাঠ।" অর্থাৎ হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর ইরশাদ ও হযরত ঈসা (عَلَیۡہِ السَّلَام) এর বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৮২ঃ নিশ্চয় আপনি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন ইহুদী ও অংশীবাদীদেরকে পাবেন; * এবং নিশ্চয় আপনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটতম তাদেরকেই পাবেন যারা বলতো, 'আমরা খৃষ্টান (২০৩)' এটা এ জন্য যে, তাদের মধ্যে জ্ঞানী ও দরবেশগণ রয়েছে এবং এরা অহংকার করেনা (২০৪)। ***	لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدٰوَةً لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوا الۡیَهُوۡدَ وَالَّذِیۡنَ اَشۡرَكُوۡا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقۡرَبَهُمۡ مَّوَدَّةً لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوا الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّا نَصٰرٰی ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّیۡسِیۡنَ وَرُهۡبَانًا وَّاَنَّهُمۡ لَا یَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۸۲﴾

এটা দেখে মক্কার মুশরিকদের চেহারা মলিন হয়ে গেলো। অতঃপর নাজ্জাশী বাদশাহ্ পবিত্র কুরআন থেকে কিছু শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত জা'ফর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) সূরা মার্‌য়াম তিলাওয়াত করলেন। ঐ দরবারে খৃষ্টান ধর্মীয় আ'লিম এবং দরবেশগণও উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই কুরআন মাজীদ শুনে অনিচ্ছকৃতভাবেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

নাজ্জাসী মুসলমানদেরকে বললেন, "আপনাদের জন্য আমার রাজ্যে কোনরূপ ভয়-ভীতি নেই।" মক্কার মুশরিকগণ নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। মুসলমানগণ নাজ্জাশীর নিকট অতি সম্মান ও সুখের সাথে রইলেন এবং আল্লাহ্ এর অনুগ্রহক্রমে নাজ্জাশী বাদশাহ্‌ও ঈমান গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।** এ ঘটনার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২০৪ঃ মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, জ্ঞান ও অহংকার -বর্জন অতিশয় কাজে আসার বস্তু। এর ফলে হিদায়াত লাভ হয়। ***

*ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতার কারণ হচ্ছে তাদের পুনরুত্থান ও পরকালকে অস্বীকার করা। কেননা, তারা দুনিয়াকে অত্যন্ত ভালবাসে। যে দুনিয়াকে খুব ভালবাসে সে দুনিয়ার খাতিরে দ্বীন-ধর্মকে পৃষ্ঠ পেছনে নিক্ষেপ করে। তারপর যে কোন ধরণের মন্দ কাজের ও আল্লাহ্ تَعَالٰی এর অবাধ্যতার প্রদর্শনের জন্য উদ্ধত হয়ে যায়। এ কারণেই তারা পার্থিব ও ধর্মীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনিবার্যভাবে শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। যেমন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে حُبُّ الدُّنۡیَا رَاۡسُ كُلِّ خَطِیۡئَةٍ (দুনিয়ার ভালবাসা হচ্ছে প্রত্যেক গুণাহ্‌র শির।) পক্ষান্তরে, 'নাসারা' (খৃষ্টান)-এর ঈমানদারদের প্রতি ভালবাসা এ কারণেই রয়েছে (যেমন وَلَتَجِدَنَّ اَقۡرَبَهُمۡ مَّوَدَّةً الخ এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে) যে, ধর্মীয় মৌলিক বিষয়াদিতে (اصول دین) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। তা হচ্ছে- তাঁরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন করেন। আর অধিকাংশ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করেন; নেতৃত্ব ক্ষমতা, অহংকার ও উচ্চাভিলাষ থেকে দূরে থাকেন। আর নিয়ম আছে যে, যাঁরা এমনই গুণাবলীতে গুণান্বিত হন তাঁরা না মানুষকে কষ্ট দেন, না তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করেন, বরং সত্যের অন্বেষণ করার নিমিত্ত নম্র-অন্তর ও ভদ্র-স্বভাবসম্পন্ন হন। অথচ নাসারা (খৃষ্টানগণ) কুফরের মধ্যে ইহুদীদের চেয়েও জঘন্য হয়ে থাকে। কারণ, খৃষ্টানদের

(*পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

কুফর 'উলূহিয়াত' (খোদার বৈশিষ্ট) এর সম্পর্ক, আর অধিকাংশ ইহুদীদের কুফর নাবূয়্যাতের বিষয়ে।

অবশ্য সমস্ত নাসারাও আবার মুসলমানদেরকে ভালবাসে না। কারণ, তাদের অধিকাংশ এমনই যে, তাদের শত্রুতা মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তারাও চায় যে, মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হোক, তাঁদেরকে বন্দী করা হোক কিংবা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হোক, তাঁদের মাসজিদসমূহকে ধ্বংস করে ফেলা হোক এবং তাঁদের কুরআন মাজীদ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে যাক। এতদ্ভিত্তিতে, তারা না মুসলমানদেরকে ভালবাসে, না তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাকে বরদাশ্‌ত করে। সুতরাং ইমাম বাগাভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন, "এ আয়াতে সমস্ত খৃষ্টানের কথা বলা হয়নি, বরং আয়াত ঐ সমস্ত নাসারা (বা খৃষ্টানগণ)-এর বেলায় প্রযোজ্য, যাঁদের প্রসঙ্গে তা অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ হযরত নাজ্জাশী ও তাঁর সঙ্গীগণ্‌ কারণ, হযরত নাজ্জাশী হাবশাহ্‌র (আবিসিনিয়া) খৃষ্টান ছিলেন। যতদিন পর্যন্ত ইসলাম প্রকাশ পায়নি ততদিন তাঁরা খৃষ্টানধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বাদশাহ্‌ নাজ্জাশীর ওফাতও মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে।

** ইসলাম গ্রহণের ঘটনাঃ উল্লেখ্য, 'নাজ্জাশী' হাবশার বাদশাহ্‌র উপাধি ছিলো যে ভাবে রোমের বাদশাহর উপাধি 'কায়সার' এবং পারস্য সম্রাটের উপাধি 'কিসরা' ছিলো। হযরত নাজ্জাশীর নাম ছিলো 'আস্‌হমাহ্‌ (اصحمه)। আসহামাহ্‌ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'عطيه" (দান)।

হযরত জা'ফর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) যখন হাবশাহ্‌র বাদশাহ্‌ নাজ্জাশী আসহামার নিকট ফিরে আসলেন তখন তিনি (নাজ্জাশী) আপন শাহ্‌জাদা 'আয্‌হার ইবনে আসহামাহ্‌ ইবনিল হুর' (ازہر بن اصحمه بن الحر) -কে হাবশাহ্‌ থেকে ছয়জন লোক সহকারে প্রেরণ করে হুযূর সরওয়ারে আ'লম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র দরবারে লিখেছিলেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ صَادِقًا مُّصَدِّقًا وَّ قَدْ بَايَعْتُكَ وَ بَايَعْتُكَ بِابْنِ عَمِّكَ وَاَسْلَمْتُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ قَدْ بَعَثْتُ اِبْنِيْ اَزْهَرَ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ اٰتِيْكَ بِنَفْسِيْ فَعَلْتُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্‌ এর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌ تَعَالٰى এর সত্যবাদী ও সত্যায়িত রসূল হন। সুতরাং আমি আপনার বায়'আত কবূল করছি, আপনার চাচাত ভাই জা'ফর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহ্‌ تَعَالٰى রাব্বুল 'আ'লামীনের একত্বের উপর ঈমান এনেছি। এখন আমি আমার পুত্র (আয্‌হার)-কে প্রেরণ করছি। যদি আপনার মহান নির্দেশ হয় তবে আমি নিজেও হাযির হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। এবং সালাম আপনার উপর, হে আল্লাহ্‌ এর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।"

হযরত নাজ্জাশীর সাহেবজাদা কিস্তির উপর আরোহন করলেন। তাঁর সাথে তাঁর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবও ছিলেন। কিস্তি সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছলে তা ডুবে গেলো। আরোহীদের সবাই নিমজ্জিত হলেন। (কারণ, এসব লোক হযরত জাফর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর পর রওনা হয়েছিলেন।) হযরত জাফর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) পূর্বেই পৌঁছেছিলেন। তাঁর সাথে সত্তরজন লোক ছিলেন। তাঁদের পোষাক ছিলো পশমের তৈরি। তাঁদের মধ্যে পঁয়ষট্টিজন ছিলেন হাবশাহ্‌বাসী এবং আটজন ছিলেন সিরিয়ার। তাঁরা সবাই বাদশাহ্‌ নাজ্জাশীরই প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বুহায়রা রাহিবও ছিলেন। তিনি যখন তাঁদের সামনে 'সূরা ইয়াসীন' শরীফ পাঠ করলেন তখন পবিত্র কুরআন শুনে তাঁরা কেঁদে ফেলেছিলেন এবং ঈমান আনেন। (তাফসীরে-ই-রুহুল বয়ান)

قِسِّيْسِيْنَ (ক্বিস্‌সীসীন)ঃ এটা قِسِّيْسٌ এর বহুবচন। রোমানদের ভাষায় قِسِّيْسٌ (ক্বিস্‌সীস্‌)'আ'লিম' (জ্ঞানী)-কে বলা হয়।

ইমাম রাগিব বলেছেন, قِسِّيْسٌ শব্দটা تَقَسُّ الشَّئُ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটা তখনই বলা হয়, যখন কেউ কারো পেছনে চলে এবং তাকে রাতের বেলায় তালাশ করে। قِسِّيْسٌ - مبالغه এর صيغه (অতিশয়তার অর্থবোধক)। খৃষ্টান- আ'লিমদেরকে مبالغه রূপে قِسِّيْسٌ এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তাঁরা তাদের জ্ঞানের অনুসারী এবং ইবাদতের মধ্যে লেগে থাকেন।

হযরত ওরওয়াহ্‌ ইবনে যুবাইর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, নাসারা (খৃষ্টানগণ) যখন 'ইঞ্জীল'-কে বিনষ্ট করে নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা তাতে অন্তর্ভুক্ত করে দিলো, তখন তাদের মধ্যে এমন একজন লোক বেঁচে গেলেন, যিনি মূল ইঞ্জীলের আ'লিম (জ্ঞানী) ছিলেন। আর সত্য দ্বীনের অন্বেষণকারী ছিলেন। তাঁর নাম 'ক্বিসসীসীন' (قِسِّيْسِيْنَ)। এতদ্ভিত্তিতে, যে কেউ তার অনুসৃত দ্বীনের অনুসারী হতো তাকে 'ক্বিস্‌সীস্‌' (قِسِّيْسٌ) বলা হতো।

رُهْبَانًا (দরবেশগণ)ঃ এটা رَاهِبٌ এর বহুবচন; যেমন راكب এর বহুবচন رُكْبَانٌ হয়। কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটা (رُهْبَانٌ) একবচন ও বহুবচন উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, رَاهِبٌ থেকে . رُهْبَانٌ গৃহীত হয়। الرهب অর্থ ভয়; অন্তরে ভয় রেখে গীর্জা -ইবাদতখানায় ইবাদত করা। উভয় শব্দকে نكره (অনির্দিষ্ট) সূচক বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করা হয়েছে আধিক্য বুঝানোর জন্যই। (তাফসীর-ই-রুহুল বয়ান।)

টীকা-২০৫ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ,

টীকা-২০৬ঃ এটা তাদের কোমল অন্তরের রোদনের বিরবরণ। তারা ক্বুরআন শরীফের, তাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তুসমূহ শুনে কেঁদে ফেললো। সুতরাং বাদশাহ্ নাজ্জাশীর অনুরোধে হযরত জা'ফর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) তাঁর দরবারে 'সূরা মারয়াম' ও 'সূরা ত্ব-হা' এর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনালেন। তখন বাদশাহ্ নাজ্জাশী এবং তাঁর রাজন্যবর্গ, যাঁদের মধ্যে তাঁর গোত্রীয় আ'লিমগণও উপস্থিত ছিলেন, সবাই তুমুলভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনুরূপভাবে, নাজ্জাশীর গোত্রের সত্তরজন লোক, যাঁরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন, হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) হতে 'সূরা ইয়াসীন' শুনে খুব ক্রন্দন করেন।

টীকা-২০৭ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উপর এবং আমরা তাঁর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছি।

টীকা-২০৮ঃ এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উম্মতের মধ্যে দাখিল করো, যিনি ক্বিয়ামত-দিবসে সমস্ত উম্মতের সাক্ষী হবেন। (এটা তারা ইঞ্জীল থেকে জেনে নিয়েছিলো।)

টীকা-২০৯ঃ যখন হাবশার (আবিসিনিয়া) প্রতিনিধিদল ইসলাম দ্বারা (তা গ্রহণ করে) ধন্য হয়ে ফিরে গেলো, তখন ইহুদীগণ এজন্য তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করলো। এরই প্রত্যুত্তরে তাঁরা একথা বললেন, "যখন সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, তখন আমরা কেন ঈমান আনবোনা?" অর্থাৎ এমতাবস্থায় ঈমান না আনাই নিন্দাযোগ্য কাজ, ঈমান আনা নয়। কেননা, এটা উভয় জগতের সাফল্য লাভের উপায়।

টীকা-২১০ঃ যারা সত্যতা ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছে এবং সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে।

টীকা-২১১ঃ শানে নুযূলঃ সাহাবা কিরামের একটা দল রসূলে করীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর ওয়াজ শুনে একদিন হযরত ওসমান ইবনে মায'উনের নিকট সমবেত হলেন এবং তাঁরা পরস্পর সংসার ত্যাগের অঙ্গীকার করলেন আর এর উপর একমত হলেন যে, 'তাঁরা মোটা কাপড় পরিধান করবেন, সর্বদা দিনের বেলায় রোযা রাখবেন, রাত আল্লাহ্ এর ইবাদতের মধ্যে জাগ্রত থেকেই অতিবাহিত করবেন, বিছানায় শয়ন করবেন না, মাংস ও চর্বি আহার করবেন না, আপন স্ত্রীদের থেকেও পৃথক থাকবেন এবং খুশবু লাগাবেন না।' এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁদেরকে এ ইচ্ছা থেকে রুখে দেয়া হয়েছে।

টীকা-২১২ঃ যেভাবে হারামকে পরিত্যাগ করা যায় সেভাবে হালাল বস্তুসমূহকে পরিত্যাগ করোনা এবং অতিরঞ্জিত করে এটাও বলোনা, "আমরা এটাকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছি।"

৮৩ঃ এবং তারা যখন শ্রবণ করে সেটা, যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (২০৫), তখন তাদের চক্ষুসমূহ দেখো- অশ্রুতে ভরে উঠেছে (২০৬), একারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, 'হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা ঈমান এনেছি (২০৭)। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের সাক্ষীগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নিন (২০৮)।'

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۸۳﴾

৮৪ঃ 'এবং আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা ঈমান আনবোনা আল্লাহ্ এর উপর এবং ঐ সত্যের উপর যা আমাদের নিকট এসেছে? এবং আমরা এ প্রত্যাশা করি যে, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন (২০৯)।'

وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ نَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۸۴﴾

৮৫ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তাদের এ স্বীকারোক্তির বিনিময়ে তাদেরকে (এমন) জান্নাত সমূহ দিলেন, যেগুলোর নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। (তারা) সেগুলোর মধ্যে সর্বদা অবস্থান করবে। এটাই পুরস্কার (২১০) সৎ লোকদের।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۵﴾

৮৬ঃ এবং ঐসব লোক, যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা হচ্ছে দোযখবাসী।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۸۶﴾

রুকূ-১২

৮৭ঃ হে ঈমানদারগণ (২১১)! তোমরা হারাম করোনা সেসব পবিত্র বস্তুকে, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন (২১২) এবং সীমাতিক্রম করোনা। নিশ্চয় সীমাতিক্রমকারীরা আল্লাহ্ এর নিকট পছন্দনীয় নয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৮ঃ এবং আহার করো যা কিছু তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকা দিয়েছেন, হালাল-পবিত্র, এবং ভয় করো আল্লাহকে, যাঁর উপর তোমাদের ঈমান আছে।

وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

টীকা-২১৩ঃ ভুল বুঝে শপথ করা, অর্থাৎ যাকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'নিরর্থক শপথ' (يمين لغو) বলা হয়। তা হচেছ- 'মানুষ কোন ঘটনাকে নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে নিলো, কিন্তু বাস্তবে তা অনুরূপ নয়।' এমন শপথের উপর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই।

টীকা-২১৪ঃ অর্থাৎ 'ইচ্ছাকৃত শপথ' (يمين منعقده), ভবিষ্যতে কোন কাজের উপর ইচ্ছা করে যে শপথ করা হয়। এমন শপথ ভঙ্গ করা গুনাহ এবং এর উপর কাফফারাও আবশ্যক।

টীকা-২১৫ঃ দু'বেলার। হয়ত তাদেরকে আহার করাবে, নতুবা পৌণে দু'সের (অর্ধসা) গম অথবা সাড়ে তিন সের যব (একসা') 'সাদ্‌ক্বাহ-ই-ফিতর' এর মতো দিয়ে দেবে।*

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمٰنِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمٰنَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمٰنِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمٰنَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯ঃ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের ভুল বুঝে শপথ করার উপর (২১৩), হাঁ, ঐসব শপথের উপর পাকড়াও করবেন যেগুলোকে তোমরা সুদৃঢ় করেছো (২১৪)। তখন এমন শপথের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া (২১৫) আপন পরিবারের লোকদেরকে যা আহার করাও তার মধ্যম ধরণের (২১৬), অথবা তাদেরকে কাপড় দেয়া (২১৭), অথবা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়া। অতঃপর যে ব্যক্তি এসবের কোনটার সামর্থ্য রাখেনা তার জন্য তিন দিনের রোযা রাখা (২১৮)। এটাই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের শপথসমূহের, যখন শপথ করবে (২১৯) এবং স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো (২২০)। এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০ঃ হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য-নির্ণায়ক শর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১ঃ শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ এর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায় (২২১)। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে?

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ

৯২ঃ এবং নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্‌ এর এবং আদেশ পালন করো রসূলের এবং সতর্ক থাকো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (২২২),

মাসআলাঃ এটাও বৈধ যে, একজন মিসকীনকে দশদিন যাবৎ দেবে অথবা আহার করাবে।

টীকা-২১৬ঃ অর্থাৎ না খুব উন্নতমানের, না একবারে নিম্নমানের, বরং মধ্যম ধরণের।

টীকা-২১৭ঃ মধ্যম ধরণের, যা দ্বারা অধিকাংশ শরীর ঢাকতে পারে। হযরত ইবনে ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত- 'একটা লুঙ্গী ও একটা জামা অথবা একটা লুঙ্গী ও একটা চাদর দিতে হবে।'

মাসআলাঃ কাফফারার ক্ষেত্রে এ তিনটা বস্তুর মধ্যেই ইখতিয়ার আছেঃ হয়ত খাদ্য দেবে কিংবা কাপড় দেবে অথবা ক্রীতদাস মুক্ত করবে। যে কোন একটা দ্বারা কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

টীকা-২১৮ঃ মাসআলাঃ রোযা দ্বারা কাফফারা তখনই আদায় করা যাবে যখন খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান এবং গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য না থাকে।

মাসআলাঃ এটাও জরুরী যে, রোযাগুলোও একাধারে রাখবে।

টীকা-২১৯ঃ অর্থাৎ শপথ করে তা ভঙ্গ করো, অর্থাৎ তা রক্ষা না করো।"

মাসআলাঃ শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা দেয়া দুরস্ত নয়।

টীকা-২২০ঃ অর্থাৎ সেগুলো পূরণ করো যদি সেগুলোতে শরীয়াত মতে কোনরূপ ক্ষতি না থাকে এবং এটাও শপথ রক্ষা করার শামিল যে, শপথ করার অভ্যাস পরিহার করবে।

টীকা-২২১ঃ এ আয়াতে মদ ও জুয়ার কুফলসমূহ এবং মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন- মদ্যপান এবং জুয়া খেলার একটা কুফল তো এটাই যে, এ'তে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। আর যারা এসব অপকর্মের মধ্যে লিপ্ত হয় তারা আল্লাহ্‌ এর স্মরণ ও নামাযের ওয়াক্তগুলোর প্রতি নিয়মানুবর্তিতা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

টীকা-২২২ঃ আল্লাহ্‌ এর আনুগত্য ও রসূলের অনুসরণ থেকে।

*১সা'= ৪ কেজি প্রায় ১০ গ্রাম। অর্দ্ধ সা'= ২ কেজি প্রায় ৫ গ্রাম। - আ'লা হযরত (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

টীকা-২২৩ঃ এটা হচ্ছে শাস্তির হুমকি ও ধমক। যখন রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ্ এর বিধি-নিষেধ স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর উপর যা কর্তব্য ছিলো তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে শাস্তির উপযোগী হবে।

টীকা-২২৪ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যাঁরা মদ হারাম হবার পূর্বে ইনতিকাল করে গেছেন। মদ হারাম হবার বিধান অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কিরামের অন্তরে তাঁদের জন্য এ চিন্তা-ভাবনার সঞ্চার হলো যে, 'তাঁদেরকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে কি-না।' তাঁদেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হারাম হবার বিধান অবতীর্ণ হবার পূর্বে যেসব সৎকর্মপরায়ন ঈমানদার কিছু পানাহার করেছে তাতে তাঁরা গুনাহ্গার নন।

টীকা-২২৫ঃ আয়াতের মধ্যে 'اتقوا' ক্রিয়াপদটা, যার অর্থ 'ভয় করা ও সাবধানে চলা' তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটার অর্থ- 'শির্ককে ভয় করা ও তা থেকে বিরত থাকো।' দ্বিতীয়টার অর্থ- 'মদ ও জুয়া থেকে বেঁচে থাকা।' আর তৃতীয়টার অর্থ হচ্ছে- 'সমস্ত হারাম বা অবৈধ বস্তু থেকে নিবৃত্ত হওয়া।' কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- প্রথমটা দ্বারা 'শির্ক পরিহার করা', দ্বিতীয়টা দ্বারা 'গুনাহ ও অবৈধ বস্তুসমূহ পরিহার করা', এবং তৃতীয়টা দ্বারা 'সন্দেহজনক বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা' বুঝানো হয়েছে।

তবে জেনে রেখো- আমার রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়াই (২২৩)।	فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾
৯৩ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের উপর কোন গুনাহ নেই (২২৪) যা কিছুর স্বাদ তারা গ্রহণ করেছে। যখন (আল্লাহকে) ভয় করে এবং ঈমান রাখে ও সৎ কার্যাদি করে, পুনরায় (আল্লাহকে) ভয় করে ও ঈমান রাখে, পুনরায় ভয় করে ও সৎভাবে থাকে এবং আল্লাহ্ সৎ ব্যক্তিবর্গকে ভালবাসেন (২২৫)।	لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾
রুকূ-১৩	
৯৪ঃ হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এমন কতেক শিকার-প্রাণী দ্বারা, যেগুলো পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা পৌঁছবে (২২৬), যাতে আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দেন ঐসব লোকের, যারা তাঁকে না দেখেও ভয় করে। অতঃপর, এর পরেও যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করবে (২২৭) তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾
৯৫ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করোনা যখন তোমরা ইহরাম-অবস্থায় থাকো (২২৮)	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- প্রথমটা দ্বারা সমস্ত হারাম বা অবৈধ বস্তু থেকে বেঁচে থাকা', দ্বিতীয়টা দ্বারা 'সেটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা' এবং তৃতীয়টা দ্বারা ওহী নাযিল হবার কিংবা এর পরবর্তী সময়ে যা কিছু নিষেধ করা হয় সেগুলো পরিহার করা' উদ্দেশ্য। (মাদারিক, খাযিন, ও জুমাল ইত্যাদি

টীকা-২২৬ঃ ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। এ বৎসর মুসলমানগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। এমমতাবস্থায় তাঁদেরকে এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করা হলো যে, শিকারের বহু সংখ্যক পশু ও পক্ষী তাঁদের হাতের নাগালে আসলো এবং তাঁদের আরোহণের পশুগুলোর উপর এভাবে ছাইয়ে গেলো যে, সেগুলোকে হাতে ধরে ফেলা ও অস্ত্র দিয়ে শিকার করা তাঁদের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারেই ছিলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন। আর এ পরীক্ষায় তাঁরা, আল্লাহ্ এর করুণায়, অনুগত প্রমাণিত হলেন এবং আর নির্দেশ পালনের মধ্যে অবিচল রইলেন।

টীকা-২২৭ঃ এবং পরীক্ষার পরে অবাধ্যতা প্রকাশ করবে

টীকা-২২৮ঃ মাসআলাঃ ইহরামধারীর জন্য শিকার করা, অর্থাৎ স্থলভাগের কোন বন্য শিকার-পশুকে হত্যা করা হারাম।

মাসআলাঃ শিকার-জন্তুর দিকে ইঙ্গিত করা অথবা অন্য কোন উপায়ে বাতলে দেয়াও শিকার করার শামিল এবং নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ দংশনকারী কুকুর, কাক, বিচ্ছু, চিল, ইঁদুর, নেকড়ে বাঘ এবং সাপ- এ সব প্রাণীকে হাদীস শরীফে 'ফাওয়াসিক্ব' (فواسق) বলা হয়েছে এবং সেগুলোকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ মশা, পিপীলিকা, মাছি, মাটির বিষাক্ত কীট এবং আক্রমনকারী হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা ক্ষমাযোগ্য। (তাফসীর-ই-আহ্মাদী)

টীকা-২২৯ঃ মাসআলাঃ ইহরাম-অবস্থায় যে সব প্রাণীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ-চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলবশতঃ হোক। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার বিধান (প্রায়শ্চিত্ত) তো আয়াত শরীফ থেকে জানা গেলো, আর ভুলবশতঃ হত্যা করার হুকুম (প্রায়শ্চিত্তের বিধান) হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়। (মাদারিক)

টীকা-২৩০ঃ অনুরূপ, 'জন্তু প্রদান করা'র অর্থ হচ্ছে- তা মূল্যের মধ্যে হত্যাকৃত জন্তুর সমান হওয়া। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এবং ইমাম আবূ য়ূসুফ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এরও একই অভিমত। ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফে'ঈ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর মতে, গড়ন ও আকৃতিতে হত্যাকৃত পশুর সমান হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-মাদারিক ও আহমাদী)

وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে (২২৯) তবে তার বদলা (প্রায়শ্চিত্ত) এই যে, অনুরূপ গবাদি পশু থেকে প্রদান করা (২৩০), তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক সেটার নির্দেশ (ফায়সালা) করবে (২৩১), এটা এমন কুরবানী হবে, যা কা'বায় পৌঁছবে (২৩২), অথবা কাফফারা দেবে- কতিপয় দরিদ্রের অন্ন (২৩৩), কিংবা এর সমপরিমাণ রোযা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের কুফল ভোগ করে। আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন যা গত হয়ে গেছে (২৩৪), এখন যে ব্যক্তি পুণরায় করবে আল্লাহ তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন, এবং আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬ঃ হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা ভক্ষণ করা, তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারার্থে, এবং তোমাদের জন্য হারাম স্থলের-শিকার (২৩৫) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম-অবস্থায় থাকবে এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর দিকে তোমরা উত্থিত হবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۹۷﴾

৯৭ঃ আল্লাহ সম্মানিত ঘর কা'বাকে মানুষের আবাসস্থল করেছেন (২৩৬) এবং সম্মানিত মাস (২৩৭), হেরমে প্রেরিত কুরবাণীর পশু ও গলায় ঝুলন্ত চিহ্নবিশিষ্ট জন্তুসমূহকে (২৩৮)। এটা এ জন্যই যেন তোমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে, এবং এটাও যে, আল্লাহ সব কিছু জানেন।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۸﴾

৯৮ঃ জেনে রেখো যে, আল্লাহ এর শাস্তি কঠোর (২৩৯) এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

টীকা-২৩১ঃ অর্থাৎ তাঁরা মূল্য নির্ণয় করবেন। এ মূল্য ঐ জায়গায়ই গ্রহণযোগ্য হবে, যেখানে শিকার-পশুকে হত্যা করা হয়েছে। অথবা তার পাশ্ববর্তী স্থানের।

টীকা-২৩২ঃ অর্থাৎ কাফফারার পশু মক্কার হেরম শরীফের বাইরে যবেহ করা দুরস্ত নয়, বরং মক্কা মুকাররামার অভ্যন্তরেই হওয়া চাই। কা'বা ঘরের ভিতর যবেহ করাও বৈধ নয়। এজন্য যে, 'কা'বা ঘরের দিকে' পৌঁছানোর কথা ইরশাদ হয়েছে, 'কা'বার ভিতর' বলা হয়নি। আর কাফফারা 'খাদ্যবস্তু' অথবা 'রোযা'র মাধ্যমে আদায় করা যাবে। তখন তার জন্য মক্কা মুকাররমার অভ্যন্তরে হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি, বরং বাইরেও জায়েয আছে। (আহমাদী ইত্যাদি)।

টীকা-২৩৩ঃ মাসআলাঃ এটাও জায়েয হবে যে, শিকারকৃত পশুর সমমূল্যের খাদ্য-শস্য ক্রয় করে মিসকীনদেরকে এভাবে প্রদান করবে যেন প্রত্যেক মিসকীন 'সাদক্বাহ-ই-ফিতর'- এর সমান পায়।

এটাও জায়েয আছে যে, এ মূল্যের মধ্যে যতজন মিসকীন এরূপ অংশ পরিমাণ খাদ্য-শস্য পাবে, ততোসংখ্যক রোযা রাখবে।

টীকা-২৩৪ঃ অর্থাৎ- এ আদেশের পূর্বে যেসব শিকার-জন্তু হত্যা করা হয়েছে,

টীকা-২৩৫ঃ এ আয়াতের মধ্যে এ মাসআলাটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহরামধারীর জন্য সামুদ্রিক শিকার বৈধ এবং স্থলের শিকার হারাম। সামুদ্রিক শিকার হচ্ছে এমন প্রাণী, যা সমুদ্রেই জন্মলাভ করে। আর স্থলের শিকার হচ্ছে ঐ প্রাণী যা স্থলভাগেই হয়।

টীকা-২৩৬ঃ অর্থাৎ যেখানে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার বিষয়াদি সম্পাদন করা হয়। ভীত লোক সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দুর্বলেরা সেখানেই নিরাপত্তা পায়। ব্যবসায়ীরা সেখানে লাভবান হয়। হজ্জ ও ওমরাহকারীগণ সেখানেই হাযির হয়ে হজ্জের বিধানসমূহ পালন করে থাকেন।

টীকা-২৩৭ঃ অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসকে, যার মধ্যে হজ্জ পালন করা হয়।

টীকা-২৩৮ঃ অর্থাৎ এগুলোতে সাওয়াব বেশী, এসব ক'টিকে তোমাদের মঙ্গল প্রতিষ্ঠার উপায়-উপকরণ করেছেন।

টীকা-২৩৯ঃ সুতরাং হেরম ও ইহরামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর গুণবাচক নাম- 'কঠোর শাস্তি দাতা' উল্লেখ করেছেন, যাতে 'ভয় ও আশা' দ্বারা ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। এর পরে 'ক্ষমাশীল' ও 'দয়ালু' উল্লেখ করে নিজের ব্যাপক করুণার কথা

প্রকাশ করেছেন।

টীকা-২৪০ঃ সুতরাং যখন রসূল নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিয়ে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তখন তোমাদের উপর তাঁর আনুগত্য করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে এবং দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আর কোন অবকাশ অবশিষ্ট রইলো না।

টীকা-২৪১ঃ তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াদি এবং মুনাফিক্বী ও নিষ্ঠা- সব কিছু জানেন।

টীকা-২৪২ঃ অর্থাৎ হালাল ও হারাম, সৎ ও অসৎ, মুসলিম ও কাফির, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট- এক পর্যায়ের হতে পারেনা।

টীকা-২৪৩ঃ শানে নুযূলঃ কোন কোন লোক বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অনেক অহেতুক বিষয়ে প্রশ্ন করতো। এত হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরক্তিবোধ হতো। একদিন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বললেন, "যা কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে জিজ্ঞাসা করো, আমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবো।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, "আমার পরিণাম কি হবে?" ইরশাদ ফরমালেন, "জাহান্নাম"। অপর একজন জিজ্ঞাসা করলো, "আমার পিতা কে?" তিনি তার প্রকৃত পিতার নাম বলে দিলেন, যার বীর্য থেকে তার জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ 'সাদাক্বাহ্' অথচ তার মায়ের স্বামী ছিলো অন্য একজন। এ ব্যক্তি তারই পুত্র বলে খ্যাত ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যেগুলো প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

৯৯ঃ রসূলের উপর নেই, কিন্তু নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়া (২৪০) এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো (২৪১)।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۹۹﴾

১০০ঃ আপনি বলে দিন, 'অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয় (২৪২) যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! যাতে তোমরা সাফল্য পাও।

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

রুকূ'-১৪

১০১ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যেগুলো তোমাদের ওপর প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে (২৪৩), এবং যদি ঐসব বিষয়ে ঐসময় প্রশ্ন করো, যখন কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে, তবে তোমাদের উপর প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ সেগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন (২৪৪), এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, একদিন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) খুৎবাহ্ দেয়ার সময় ইরশাদ ফরমালেন, "যার যা প্রশ্ন করার আছে প্রশ্ন করো।" আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাহ্ সাহমী দন্ডায়মান হয়ে বলেন, "আমার পিতা কে?" ইরশাদ ফরমালেন, "হুযাফাহ্"। অতঃপর ইরশাদ ফরমালেন. "আরো জিজ্ঞাসা করো।" তখন হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) উঠে আপন ঈমান ও হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর রিসালাতের স্বীকারোক্তির উচ্চারণ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ইবনে শিহাবের বর্ণনা হচ্ছে এ যে, আ'বদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাহ মা থাকে অভিযোগ করে বললেন, "তুমি অতি অনুপযুক্ত ছেলে। তোমার কি জানা আছে- অন্ধকার যুগে নারীদের অবস্থা কি ছিলো? খোদা না করুন। তোমার মা থেকে যদি কোন অপরাধ হয়ে যেতো, তবে তুমি আজ কেমনই অপমানিত হতে?" এর জবাবে হযরত আ'বদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাহ্ বললেন, "যদি হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একজন হাবশী গোলামকেও আমার পিতা বলতেন তবুও আমি তা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মেনে নিতাম।" বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, লোকেরা ঠাট্টাবশতঃ এধরণের প্রশ্ন করতো- কেউ বলতো, "আমার পিতা কে?" কেউ বলতো, "আমার উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে। সেটা কোথায়?" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলে কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) খুৎবার মধ্যে 'হজ্জ্ ফরয হওয়া' সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। এর উপর এক ব্যক্তি আরয করলেন, "হজ্জ্ কি প্রতি বৎসর ফরয?" হযরত চুপ রইলেন। প্রশ্নকর্তা বারংবার প্রশ্ন করতে লাগলেন। তখন ইরশাদ ফরমালেন, "আমি যা বর্ণনা করবোনা সেটার জন্য অগ্রসর হয়োনা। আমি যদি 'হ্যাঁ' বলে দিতাম, তবে প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ্ ফরয হয়ে যেতো। আর তোমরা পালন করতে পারতে না।"

মাসআলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শরীয়াতের আহকাম (বিধি-নিষেধ) হুযূরের ইখতিয়ারেও দেয়া হয়েছে। যা তিনি 'ফরয' বলে দেন তা ফরয হয়ে যায় এবং 'না' বললে হয় না।

টীকা-২৪৪ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে বিষয়ে শরীয়াতের সধ্যে কোন নিষেধ আসেনি সেটা 'মুবাহ' বা বৈধ। হযরর সালমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- হালাল হচ্ছে ঐ বস্তু, যাকে আল্লাহ স্বীয় কিতাবের মধ্যে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন এবং হারাম হচ্ছে ঐবস্তু, যাকে তিনি আপন কিতাবেই হারাম করেছেন। আর যেটা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন সেটা মাফ। সুতরাং তোমরা কোন প্রকার অসুবিধায় পড়োনা। (খাযিন)

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১০২ঃ তোমাদের পূর্বেও এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছে (২৪৫), অতঃপর (তারা) ঐ বিষয়কে অস্বীকার করে বসে।

১০৩ঃ আল্লাহ নির্ধারণ করেননি কানচেরা উষ্ট্রীকে, না মানস হিসেবে ছেড়ে দেয়া উষ্ট্রীকে, না সাতটা বাচ্চার জননী ছাগীকে, না দশটা বাচ্চার জন্মদাতা উষ্ট্রকে (২৪৬)। হাঁ, কাফিরগণ আল্লাহ এর প্রতি মিথ্যা রচনা করেছে (২৪৭), এবং তাদের মধ্যে অনেকে নিরেট বোধশক্তিহীন (২৪৮)।

১০৪ঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'এসো সেটার প্রতি, যাকে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, এবং রসূলের প্রতি (২৪৯)।' (তখন) তারা বলে, 'আমাদের জন্য সেটাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।' কী! যদিও তাদের বাপ-দাদা কিছুই না জানে এবং না থাকে সৎ পথের উপর তবুও (২৫০)?

১০৫ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই চিন্তা ভাবনা রাখো।তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো (২৫১)। তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন আল্লাহ এরই দিকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করছিলে।

১০৬ঃ হে ঈমানদারগণ (২৫২)!

টীকা-২৪৫ঃ নিজেদের নাবীগণকে এবং তারা অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছিলো। সুতরাং নাবীগণ 'আহকাম' বর্ণনা করে দিলেন, তারা তখন তা পালন করতে পারেনি।

টীকা-২৪৬ঃ অন্ধকারযুগে কাফিরদের এ প্রথা ছিলো যে, যে উষ্ট্রী পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করতো আর শেষ বারে নয় বাচ্চা প্রসব করতো সেটার কান চিরে দিতো। অতঃপর না সেটার পৃষ্ঠে আরোহন করতো, না সেটা যবেহ করতো, না পানি ও চারণভূমি থেকে তাড়া করতো। সেটাকে 'বাহীরাহ্' (কানচেরা উষ্ট্রী) বলা হতো। আর যখন কোন সফরের সম্মুখীন হতো অথবা কেউ পীড়িত হতো তখন এ মানস করতো যে, যদি আমি সফর থেকে নিরাপদে ফিরে আসি অথবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি, তবে আমার এ উষ্ট্রীটা 'সা-ইবাহ' (প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত) হবে। আর সেটা থেকেও কোনরূপ উপকৃত হওয়া 'বাহীরাহ্'র মতো হারাম মনে করতো। সুতরাং সেটাকে আযাদরূপে ছেড়ে দিতো। ছাগী সাতবার বাচ্চা দিতো, আর সপ্তম বারে যখন নর-বাচ্চা প্রসব করতো তখন সেটার মাংস শুধু পুরুষেরা আহার করতো, কিন্তু যদি মাদী-বাচ্চা প্রসব করতো, তখন সেটাকে ছাগীগুলোর পালে ছেড়ে দিতো। অনুরূপভাবে, যদি নর ও মাদী উভয়ই প্রসব করতো তখন বলতো, "এটা তার ভাইয়ের সাথে মিলে গেছে" (আর) সেটাকে 'ওসীলাহ্' (وصيله) বলতো। যখন কোন নর উষ্ট্রী থেকে দশটা বাচ্চার প্রজনন কার্যসম্পন্ন হতো, তখন সেটাকে ছেড়ে দিতো, না সেটাকে কোন কাজে লাগাতো, না সেটাকে পানি ও চারণভূমি থেকে তাড়া করতো। সেটাকে তারা 'হামী বলতো। (মাদারিক)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, 'বাহীরাহ্' হচ্ছে ঐ উষ্ট্রী, যেটার দুধ প্রতিমার জন্য উৎসর্গ করা হতো। কেউ সেই জন্তুর দুধ দোহন করতোনা। 'সা-ইবাহ্' হচ্ছে সেই উষ্ট্রী, যেটাকে তাদের প্রতিমাগুলোর নামে ছেড়ে দেয়া হতো, কেউ সেটাকে কাজে লাগাতোনা। এ প্রথা অন্ধকার যুগ থেকে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছিলো। এ আয়াতে এ সব কুসংস্কারকে বাতিল করা হয়েছে।

টীকা-২৪৭ঃ কেননা, আল্লাহ তা'আলা এসব জন্তুকে হারাম করেন নি। তাঁর প্রতি এটা সম্পৃক্ত করা ভুল।

টীকা-২৪৮ঃ যারা নিজেদের নেতৃবৃন্দের কথামতো সেসব বস্তুকে হারাম মনে করতো, তারা এতটুকুও উপলব্ধি করতে পারতোনা যে, যে সব বস্তুকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হারাম করেননি সেগুলোকে কেউ হারাম করতে পারেনা।

টীকা-২৪৯ঃ অর্থাৎ খোদার হুকুম (পালন করো) ও রসূলের আনুগত্য করো এবং বুঝে নাও যে, এসব বস্তু হারাম নয়।

টীকা-২৫০ঃ অর্থাৎ বাপ-দাদার অনুসরণ তখনই দুরস্ত হবে, যখন তারা জ্ঞানের অধিকারী হবে এবং সোজাপথের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

টীকা-২৫১ঃ মুসলমানগণ কাফিরদের বঞ্চিত হবার উপর অনুশোচন করতেন। আর তাদের দুঃখ হতো এ জন্য যে, কাফিরগণ গোড়ামীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে ইসলামরূপী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে শান্তনা দেন এ বলে যে, "এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। ভালকাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়ার 'ফরয' পালন করে তোমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। তোমরা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান পেয়ে যাবে।" আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বলেন, "এ আয়াতের মধ্যে সৎ কাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখা আবশ্যক হবার উপর বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। কেননা, নিজেদের চিন্তা-ভাবনা রাখার অর্থ এ'যে, এ'কে অপরের খবরাখবর রাখবে, সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (খাযিন)।

টীকা-২৫২ঃ শানে নুযূলঃ মুহাজিরদের মধ্যে বুদায়ল, যিনি হযরত আমর ইবনুল আস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর আযাদকৃত গোলামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দিকে দু'জন খৃষ্টানের সাথে রওনা হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম তামীম ইবনে আউস দারী ছিলো, অপর জনের নাম ছিলো আদী ইবনে বাদ্দা। সিরিয়ায় পৌঁছতেই বুদায়ল পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত মালপত্রের একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করে মালপত্রের মধ্যে রেখে দিলেন। কিন্তু সফর সঙ্গীদেরকে এ সম্বন্ধে অবহিত করেননি। যখন তাঁর পীড়া কঠিন আকার ধারণ করলো তখন বুদায়ল তামীম ও আদী- উভয়কে ওসীয়ত করলেন যেন মাদীনা শরীফে পৌঁছে তাঁর সমস্ত মালপত্র তাঁর পরিবার-পরিজনকে দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বুদায়লের মৃত্যু ঘটলো। এ দু'জন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মালপত্র দেখলো। তম্মধ্যে একটা রৌপ্যের পাত্র ছিলো। যেটার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছিলো। সেটার মধ্যে ৩০০ 'মিস্ক্বাল'* রৌপ্য ছিলো। বুদায়ল এ পাত্রটা বাদশাহকে উপঢৌকন দেয়ার মানসে এনেছিলেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর সফরসঙ্গীদ্বয় এ পাত্রটা গোপন করে ফেললো এবং স্বীয় কার্যাদি সম্পাদন করার পর যখন তারা মাদীনা শরীফে পৌঁছলো তখন বুদায়লের মালপত্র তাঁর পরিবারের নিকট হস্তান্তর করলো। মালগুলো খুলতেই মালের তালিকাটা তাদের হস্তগত হলো, যেটার মধ্যে সমস্ত মালের বিরবণ ছিলো। মালগুলোকে তারা তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখলো। তখন পাত্রটা পেলোনা। তখন তারা তামীম ও আদীর নিকট গিয়ে বললো, "বুদায়ল কি কোন সামগ্রী বিক্রি করেছিলেন?" এরা বললো, "না।" তারা বললো, "কোন ব্যবসায়িক লেন-দেন করেছিলেন?" এরা বললো, "না"। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলো, "বুদায়ল বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। সুতরাং তিনি কি চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যয় করেছেন?" এরা বললো, "না। তিনি তো শহরে পৌঁছার সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁর ইনতিকাল হয়ে গেছে।"

এতদভিত্তিতে, তারা বললো, "তাঁর সামগ্রীর মধ্যে একটা তালিকা পাওয়া গেছে। তাতে, রূপার পাত্র, যার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০ মিসক্বাল রূপা ছিলো বলে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" তামীম ও আদী বললো, "আমাদের জানা নেই। আমাদেরকে যেই ওসীয়ত করেছেন তদনুযায়ী সামগ্রী আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। পাত্রের ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই।"

এ মুকাদ্দমা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দরবারে পেশ করা হলো। তামীম এবং আদী সেখানেও অস্বীকৃতির উপর অটল রইলো এবং শপথ কর নিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (খাযিন)

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর বর্ণনায় আছে- অতঃপর ঐ পাত্র মক্কা মুকাররমায় ধরা পড়লো। যার নিকট এ পাত্রটা ছিলো সে বললো, "আমি এ পাত্রটা তামীম এবং আদীর নিকট থেকে ক্রয় করেছি।" তারপর পাত্রের মালিকের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে শপথ করে বললো, "আমাদের সাক্ষ্য এদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এ পাত্রটা আমাদের 'মূল ব্যক্তি'র (مورث) ত্যাজ্য সামগ্রী।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (তিরমিযী শরীফ)

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

তোমাদের পরস্পরের সাক্ষ্য হচ্ছে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় (২৫৩), ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অথবা তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জন, যখন তোমরা ভূ -পৃষ্ঠে সফরে যাও, অতঃপর তোমাদের নিকট মৃত্যুর বিপদ এসে পৌঁছে। ঐ দুইজনকে নামাযের পর আটক করো (২৫৪)। তখন তারা আল্লাহ্ এর নামে শপথ করে বলবে, যদি তোমাদের কোনোরূপ সন্দেহ হয় (২৫৫), এ মর্মে যে, 'আমরা শপথ এর বিনিময়ে কোন সম্পদ ক্রয় করবো না (২৫৬), যদি সে নিকট আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্ এর সাক্ষ্যকে গোপন করবোনা, এমন করলে আমরা অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

টীকা-২৫৩ঃ অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, জীবনের আশা বাকী না থাকে এবং মৃত্যুর চিহ্নসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে।

টীকা-২৫৪ঃ এ 'নামায' দ্বারা 'আসরের নামায' বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, এটা লোকজনের সমবেত হবার সময়। হযরত হাসান (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন, "যোহর অথবা আসরের নামায। কেননা, হিজাযের লোকেরা (মক্কা, মাদীনা ও ইয়েমেনের বাসিন্দারা) মুকাদ্দমাসমূহ এ সময়েই পেশ করতেন।" হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে তখন রসূলে কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) আসরের নামায শেষ করে আদী ও তামীমকে ডেকে পাঠালেন। সে দু'জনকেই মিম্বর শরীফের পার্শ্বে শপথ করালেন। এরা দু'জনই শপথ করলো। এরপর মক্কা মুকাররমায় সেই পাত্রটা ধরা পড়লো। তখন তা যে লোকটার নিকট ছিলো সে বললো, "আমি এটা তামীম ও আদীর নিকট থেকে ক্রয় করেছি।" (মাদারিক)

টীকা-২৫৫ঃ তাদের বিশ্বস্ততা ও ধর্মপরায়ণতায়, এবং তারা একথা বলে যে,

টীকা-২৫৬ঃঅর্থাৎ মিথ্যা শপথ করবোনা এবং কারো খাতিরেও এমন করবোনা।

*আরবে প্রচলিত নিক্তি বিশেষ। সাড়ে চার মাশায় এক 'মিসক্বাল'। (আট রত্তি পরিমিত ওজনে এক মাশা হয়।)- ফরহাঙ্গে রব্বানী।
অথবা আরবের দেড় দিরহাম পরিমিত ওজন= এক 'মিস্ক্বাল'। অবশ্য কখনো এর কমবেশীও হতো। - আল মুনজিদ।

টীকা-২৫৭ঃ আত্মসাৎ কিংবা মিথ্যাবাদিতা ইত্যাদি,
টীকা-২৫৮ঃ এবং তারা মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোক এবং আত্মীয়-স্বজন হয়,
টীকা-২৫৯ঃ সুতরাং যখন বুদায়লের ঘটনার মধ্যে তার সঙ্গী দু'জনের আত্মসাৎ প্রকাশ পেলো তখন বুদায়লের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে দু'জন লোক দন্ডায়মান হলেন এবং তাঁরা শপথ করে বললেন, "এ পাত্রটা আমাদের উত্তরাধিকারীদের (মু'রিস)। আর আমাদের সাক্ষ্য এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর সঠিক।"

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭ঃ অতঃপর যদি এটার হদীস মিলে যে, তারা (দু'জন) কোন অপরাধে অপরাধী হয়েছে (২৫৭), তবে তাদের স্থলে অপর দু'জন লোক স্থলাভিষিক্ত হবে ঐসব লোকের মধ্য থেকে, যাদেরকে এ অপরাধ অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য তাদের হক নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (২৫৮), যারা মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটের হয়।অতঃপর তারা আল্লাহ্ এর শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অধিকতর সত্য ঐ দু'জন লোকের সাক্ষ্যের চেয়ে এবং আমরা সীমা লংঘন করিনি (২৫৯), এমন করলে আমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবো।'

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮ঃ এ (পদ্ধতি) টা অধিকতর কাছাকাছি এ কথার যে, সাক্ষ্য যেমন হওয়া চাই তেমনিভাবে আদায় করবে, অথবা এরই ভয় করবে যে, কিছু কিছু শপথ বাতিল করে দেয়া হবে তাদের শপথগুলোর পর (২৬০), এবং আল্লাহকে ভয় করো ও নির্দেশ শ্রবণ করো, এবং আল্লাহ্ আদেশ অমান্যকারীদেরকে সরল পথ দেখান না।

রুকূ'-১৫

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾

১০৯ঃ যেদিন আল্লাহ্ একত্র করবেন রসূলগণকে (২৬১) অতঃপর বলবেন, 'তোমরা কি জবাব পেয়েছিলে (২৬২)?' (তাঁরা) আরয করবেন, 'আমাদের কোন জ্ঞান নেই, নিঃসন্দেহে আপনিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত (২৬৩)।'

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ

১১০ঃ যখন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মারয়াম-তনয় ঈসা! স্মরণ করো আমার করুণাকে তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর (২৬৪) যখন আমি 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছিলাম (২৬৫), তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় থাকাবস্থায় (২৬৬) ও পরিপক্ক বয়সে (২৬৭),

টীকা-২৬০ঃ সারার্থ এই যে, এ মামলার যে ফয়সালা দেয়া হয়েছে তদনুযায়ী আদী ও তামীমের শপথের পরে, মাল প্রকাশ পাওয়ার পর মৃতব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে যে-ই শপথ নেয়া হয়েছে, তা এ কারণে যে, মানুষ এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে সৎ ও সঠিক পথ পরিহার করবেনা। আর এ মর্মে ভীত থাকবে যে, মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণাম অবমাননা ও লজ্জাই।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বাদীর শপথের বিধান নেই, কিন্তু এখানে যখন মাল পাওয়া গেছে, তখন বিবাদী দু'জন দাবী করলো যে, তারা সেই মাল (পাত্র) মৃত ব্যক্তি থেকে ক্রয় করেছিলো। এখন তাদের অবস্থা 'বাদী'র পর্যায়ে দাঁড়ালো। আর তাদের নিকট এটার কোন প্রমাণও ছিলো না। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে শপথ নেয়া হয়েছে।
টীকা-২৬১ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনে।
টীকা-২৬২ঃ অর্থাৎ যখন তোমরা আপন উম্মতদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলে। তখন তারা তোমাদেরকে কি জবাব দিয়েছিলো?' এ প্রশ্নের মধ্যে অস্বীকারকারীদের প্রতি তিরস্কার রয়েছে।
টীকা-২৬৩ঃ নাবীগণের এ জবাব তাঁদের পূর্ণাঙ্গ আদবের অবস্থা প্রকাশ করে যে, তাঁরা আল্লাহ্ এর জ্ঞানের সামনে নিজেরদের জ্ঞানকে মূলতঃ দৃষ্টিগোচরেই আনবেন না এবং উল্লেখ করার যোগ্যও সাব্যস্ত করবেন না। আর মামলা আল্লাহ্ তা'আলারই জ্ঞান ও ন্যায়-বিচারের উপর ছেড়ে দেবেন।
টীকা-২৬৪ঃ অর্থাৎ আমি তাঁকে পবিত্র করেছি এবং বিশ্বের রমণীকুলেরর উপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।
টীকা-২৬৫ঃ অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) দ্বারা, এভাবে যে, তিনি হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে থাকতেন এবং বিপদাপদে তাঁকে সাহায্য করতেন।
টীকা-২৬৬ঃ শিশু অবস্থায়, এবং এটা তাঁর মু'জিযা (বা অলৌকিক কাজ)
টীকা-২৬৭ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ক্বিয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন। কেননা, পরিপক্ক বয়স আসার পূর্বেই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অবতরণ করার সময় তিনি ৩৩ বছর বয়সের যুবকের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন। আর আয়াতের সঠিক মর্মার্থ অনুযায়ী, কথা বলবেন এবং যা তিনি দোলনার মধ্যে বলেছিলেন (اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ এর বান্দা), সেটাই বলবেন। (জুমাল)

টীকা-২৬৮ঃ অর্থাৎ জ্ঞানের রহস্যাদি,

টীকা-২৬৯ঃ এটাও হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর মু'জিযা ছিলো,

টীকা-২৭০ঃ জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে দৃষ্টিশক্তি দান করা ও নিরাময় করা এবং মৃত ব্যক্তিদেরকে তাদের কবর থেকে জীবিত করে বের করা- এসব ক'টিই হচ্ছে আল্লাহ এর অনুমতিক্রমে, হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এরই মহান মু'জিযাদি।

وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ۚ وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ
الطِّیْنِ كَهَیْـَٔةِ الطَّیْرِ بِاِذْنِیْ فَتَنْفُخُ
فِیْهَا فَتَكُوْنُ طَیْرًۢا بِاِذْنِیْ وَ تُبْرِئُ
الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ بِاِذْنِیْ ۚ وَ اِذْ تُخْرِجُ
الْمَوْتٰى بِاِذْنِیْ ۚ وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا
سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۱۰﴾
وَ اِذْ اَوْحَیْتُ اِلَى الْحَوَارِیّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا
بِیْ وَ بِرَسُوْلِیْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ اشْهَدْ
بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾
اِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ یٰعِیْسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ
یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ اَنْ یُّنَزِّلَ عَلَیْنَا مَآىٕدَةً
مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۱۲﴾
قَالُوْا نُرِیْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَىٕنَّ
قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا

এবং যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব (২৬৮), তাওরীত এবং ইঞ্জীল, এবং যখন তুমি মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি আমারই নির্দেশে তৈরি করতে অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার দিতে, তখন সেটা আমার নির্দেশে উড়তে আরম্ভ করতো (২৬৯), এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে আমারই নির্দেশে নিরাময় করতে, এবং যখন তুমি মৃতদেরকে আমার নির্দেশে জীবিত বের করতে (২৭০) এবং যখন আমি বানী ইস্রাঈলকে তোমার (-কে শহীদ করা) থেকে নিবৃত্ত রেখেছি (২৭১) যখন তুমি তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলে, তখন তাদের মধ্য থেকে কাফিরগণ বলেছিলো, 'এ (২৭২) তো নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট যাদু।'

১১১ঃ এবং যখন আমি 'হাওরীদের' অন্তরে (২৭৩) এ প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলাম যে, 'আমার উপর এবং আমার রসূলের উপর (২৭৪) ঈমান আনো।' (তারা) বললো, 'আমরা ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান (২৭৫)।'

১১২ঃ যখন 'হাওয়ারীগণ' বললো, 'হে মারয়াম-তনয় ঈসা! আপনার প্রতিপালক কি এমন করবেন যে, আমাদের প্রতি আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা' অবতারণ করবেন (২৭৬)?' তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যদি ঈমান রাখো (২৭৭)।'

১১৩ঃ (তারা) বললো, 'আমরা চাই (২৭৮) যে, তা থেকে আহার করবো এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে (২৭৯) আর আমরা স্বচক্ষে দেখে নেবো যে, আপনি আমাদের সত্য বলেছেন (২৮০)

টীকা-২৭১ঃ এটা অপর এক অনুগ্রহের বিবরণ। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে ইহুদীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছেন, যারা হযরতের অলৌকিক কার্যাদি দেখে তাঁকে শহীদ করার পরিকল্পনা করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমানের উপর উঠিয়ে নিয়ে যান। ফলে, ইহুদীরা হতাশ হয়ে রইলো।

টীকা-২৭২ঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর মু'জিযাসমূহ

টীকা-২৭৩ঃ 'হাওয়ারীগণ' হলেন- হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সঙ্গীরা এবং তাঁরই বিশেষ ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

টীকা-২৭৪ঃ হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উপর

টীকা-২৭৫ঃ প্রকাশ্যে ও গোপনে, বাহ্যিকভাবে ও অন্তরে, নিষ্ঠাপূর্ণ ও অনুগত।

টীকা-২৭৬ঃ অর্থ হচ্ছে- 'আল্লাহ কি এ ব্যাপারে আপনার দুআ' (প্রার্থনা) কবূল করবেন?'

টীকা-২৭৭ঃ এবং খোদাভীরুতা অবলম্বন করো যাতে এ মনষ্কামনা পূরণ হয়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'অর্থ এ'যে, সমস্ত উম্মত থেকে ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো।' অথবা অর্থ এ'যে, 'তাঁর (আল্লাহ) পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপর ঈমান রেখে থাকলে এ ব্যাপারে সংশয় করোনা।' 'হাওয়ারীগণ' ঈমানদার, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং আল্লাহ এরই কুদরতের স্বীকৃতিদাতা ছিলেন। তাঁরা হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর দরবারে আবেদন করেছিলেন-

টীকা-২৭৮ঃ বরকত অর্জন করার মানসে

টীকা-২৭৯ঃ এবং বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে এবং আমরা যেমন আল্লাহ এর কুদরতের দলীল প্রমাণ দ্বারা জেনেছি, তেমনিভাবে স্বচক্ষে দেখে সেটাকে আরো দৃঢ় করে নেবো

টীকা-২৮০ঃ 'নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ এর রসূল হন।'

টীকা-২৮১ঃ আমাদের পরবর্তীদের পক্ষে। 'হাওয়ারী' গণের এ আবেদন করার পর হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে ত্রিশ দিন রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন আর বললেন, "তোমরা যখন এ রোযাগুলো পালন করে অবসর গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা এর দরবারে যে প্রার্থনাই করবে তা ক্বুবুল হবে।" তাঁরা রোযা পালন করে 'খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতারণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) গোসল করলেন, মোটা কাপড়ের পোশাক পরিধান করলেন এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। অতঃপর আপন শির মুবারক অবনত করে কেঁদে কেঁদে ঐ দুআ' (প্রার্থনা) করলেন, যার কথা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-২৮২ঃ অর্থাৎ আমরা সেটা অবতরণের দিবসকে উৎসবের দিন হিসেবে উদযাপন করবো, সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো, খুশী প্রকাশ করবো, আপনারই ইবাদত করবো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

এবং আমরা সেটার উপর সাক্ষী হয়ে যাবো (২৮১)।'

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪ঃ মারয়াম-তনয় ঈসা আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্, হে প্রতিপালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-খাঞ্চা' অবতারণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) হবে (২৮২)- আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য (২৮৩) এবং আপনার নিকট থেকে নিদর্শন (২৮৪), এবং আমাদেরকে রিযক্ব দান করুন আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা।'

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾ ع

১১৫ঃ আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাদের প্রতি সেটা অবতারণ করবো। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কুফর করবে (২৮৫) তখন আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কাউকেও দেবোনা (২৮৬)।'

রুকূ'-১৬

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ۗ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلّٰمُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

১১৬ঃ এবং যখন আল্লাহ্ বলবেন (২৮৭), 'হে মারয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি জনগণকে বলেছিলে- তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দু'খোদারূপে গ্রহণ করো (২৮৮)?' তখন তিনি আরয করবেন, 'পবিত্রতা আপনারই (২৮৯)। আমার জন্য শোভা পায়না যে, ঐ কথা বলবো, যা বলার অধিকার আমার নেই (২৯০), যদি আমি এমন বলতাম, তবে তা অবশ্যই আপনার জানা থাকতো। আপনি জানেন যা আমার অন্তরে রয়েছে এবং আমি জানিনা যা আপনার জ্ঞানে রয়েছে। নিঃসন্দেহে, আপনিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে খুব জ্ঞাত (২৯১)

মাসআলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা এর খাস রহমত নাযিল হয়, সেদিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, ইবাদত করা এবং আল্লাহ্ এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আল্লাহ্ এর প্রিয় বান্দাদেরই অনুসৃত পথ। আর এ'তে সন্দেহ নেই যে, বিশ্বকুল সরদার (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শুভাগমন আল্লাহ্ তা'আলা এর সবচেয়ে মহান নি'মাত এবং শ্রেষ্ঠতম রহমত। এ কারণে হুযূর (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বারাকতময় জন্মের দিনে আনন্দ উদযাপন করা এবং মিলাদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্ এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ও খুশী প্রকাশ করা পছন্দনীয় ও প্রসংসনীয় কাজ এবং আল্লাহ্ এর মাক্ববুল বান্দাদেরই তরীক্বা।

টীকা-২৮৩ঃ যে সব ধার্মিক লোক আমাদের যুগে রয়েছেন তাঁদের এবং যাঁরা আমাদের পরে আসবেন তাঁদের

টীকা-২৮৪ঃ আপনার কুদরতের এবং আমার নাবুয়্যাতের।

টীকা-২৮৫ঃ অর্থাৎ 'খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা' অবতীর্ণ হবার পর।

টীকা-২৮৬ঃ সুতরাং আসমান থেকে 'খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা' অবতীর্ণ হয়েছে। এর পরে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফর করেছে, তাদের আকৃতিসমূহ বিকৃত করে শূকরে পরিণত করা হয়েছে এবং তিন দিনের মধ্যে তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-২৮৭ঃ ক্বিয়ামত দিবসে খৃষ্টানদের তিরস্কার করার জন্য,

টীকা-২৮৮ঃ এ সম্বোধন শুনে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) প্রকম্পিত হবেন এবং

টীকা-২৮৯ঃ সকল প্রকারের দোষত্রুটি থেকে এবং এ থেকেও যে, কেউ আপনার শরীক হতে পারে।

টীকা-২৯০ঃ অর্থাৎ যখন কেউ আপনার শরীক হতে পারেনা তখন আমি কিভাবে একথা জনগণকে বলতে পারি?

টীকা-২৯১ঃ জ্ঞানকে আল্লাহ্ এরই প্রতি সম্পৃক্ত করা, মামলা তাঁরই প্রতি সোপর্দ করা এবং আল্লাহ্ এর মহত্বের সম্মুখে নিজের হীনতা প্রকাশ করা- এগুলো হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর আদবেরই বহিঃপ্রকাশ।

টীকা-২৯২ঃ (تَوَفَّيْتَنِيْ) ক্রিয়াপদ দ্বারা হযরত ঈসা 'توفى' এর ওফাতের উপর প্রমাণ আনা যথার্থ হবেনা। কেননা, প্রথমতঃ 'تَوَفِّىْ' শব্দটা 'মৃত্যু'র অর্থ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট নয়, (বরং) কোন বস্তুকে পূর্ণাঙ্গরূপে লওয়াকে বলা হয়- চাই সেটা মৃত্যু ছাড়াই হোক, যেমন ক্বোরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে- অর্থাৎ "আল্লাহ কব্জ করেন তাদের রূহকে সেগুলোর মৃত্যুর সময় এবং ঐসময় রূহকে যেগুলোর তাদের নিদ্রার মধ্যে মৃত্যু হয়না।"

দ্বিতীয়তঃ যখন এ প্রশ্নোত্তর ক্বিয়ামত দিবসের এবং যদি "اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا" শব্দটা 'মৃত্যু' অর্থের জন্যও ধরে নেয়া হয়, তবুও হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর ওফাত (মৃত্যু) তাঁর অবতরণের পূর্বে এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

১১৭ঃ আমি তো তাদেরকে বলিনি, কিন্তু তা-ই যা বলার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে- 'তোমরা আল্লাহ্ এরই ইবাদত করো, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং আমি তাদের সম্বন্ধে অবগত ছিলাম যতদিন যাবৎ আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন (২৯২) তখন আপনিই তো তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন, এবং প্রতিটি বস্তু আপনারই সামনে উপস্থিত (২৯৩)।

১১৮ঃ যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (২৯৪)।'

১১৯ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, 'এটা (২৯৫) হচ্ছে ঐ দিন, যার মধ্যে সত্যবাদীদের (২৯৬) সত্যতা তাদের কাজে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা সেগুলোর মধ্যেই থাকবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্ এর উপর সন্তুষ্ট। এটাই হচ্ছে বড় সাফল্য।

১২০ঃ আল্লাহ্ এরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীন এবং যা কিছু এ গুলোর মধ্যে রয়েছে সবকিছুরই রাজত্ব এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান (২৯৭)।*

টীকা-২৯৩ঃ এবং আমার ও তাদের কারো অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়।

টীকা-২৯৪ঃ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জানা আছে যে, গোত্রের মধ্যে কিছু লোক কুফরের উপর অটল রয়েছে। কিছু কিছু লোক ঈমানের সম্মান দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ এর দরবারে তাঁর এ আরয ছিলো যে, তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরের উপর অটল থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া তো একেবারে সত্য ও যথার্থ এবং সেটা হবে আপনার ন্যায়-বিচার। কেননা, তারা প্রমাণ পরিপূর্ণ হবার পরও কুফর অবলম্বন করেছে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ক্ষমা করলে তা হবে আপনার অনুগ্রহ ও করুণা এবং আপনার প্রতিটি কাজই হচ্ছে প্রজ্ঞা।

টীকা-২৯৫ঃ ক্বিয়ামত-দিবসে

টীকা-২৯৬ঃ যারা দুনিয়ায় সত্যতার উপর থাকবে। যেমন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-২৯৭ঃ সত্যবাদীকে সাওয়াব দান করারও এবং মিথ্যাবাদীকে শাস্তি দানেও।

মাসআলাঃ 'ক্বুদরত' এ সম্পর্ক হচ্ছে সম্ভাবনাময় বস্তুর সাথে, 'আবশ্যক' ও 'অসম্ভব বস্তু' (واجبات و محالات) এর সাথে নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক 'অস্তিত্বে আসার সম্ভাবনাময়' বস্তুর (ممكن الوجود) উপর শক্তিমান।" (জুমাল)

মাসআলাঃ 'মিথ্যা' ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ ও দূষণীয় কাজ মহান, পবিত্র ও বরকতময় আল্লাহ্ এর জন্য অসম্ভব। সুতরাং এগুলোকে আল্লাহ্ এর ক্বুদরতের অন্তর্ভুক্ত বলা এবং এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা ভুল ও বাতিল।*

টীকা-১ঃ 'সূরা আন'আম' মাক্কী। এ'তে বিশটি রুকূ', একশ পঁয়ষট্টিটি আয়াত, তিন হাজার একশটি পদ এবং বার হাজার নয়শ পঁয়ত্রিশটি বর্ণ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এ সমগ্র সূরাটা একই রাতে মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর সাথে সত্তর হাজার ফিরিশতা এসেছিলেন, যাঁদের দ্বারা আসমানের পার্শ্বদেশ ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো।

এক বর্ণনা এও আছে যে, ঐ সব ফিরিশতা আল্লাহ এর পবিত্রবাক্য পাঠ করতে করতে এসেছিলেন আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی (আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলতে বলতে সাজদায় অবনত হন।

টীকা-২ঃ হযরত কা'আব-ই আহবার (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "তাওরীতের সর্বপ্রথম এ আয়াত শরীফই রয়েছে। এ আয়াতে বান্দাদেরকে, আল্লাহ পাক 'কারো মুখাপেক্ষী নন' মর্মে ঘোষণা সহকারে তাঁরই প্রশংসার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর আসমান ও যমীন সৃষ্টির কথা এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনাকারীদের জন্য কুদরতের অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু, দুর্লভ প্রজ্ঞা, উপদেশসমূহ ও উপকারাদি মওজুদ রয়েছে।

টীকা-৩ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক অন্ধকার ও আলো। চাই সেই অন্ধকার রাতের হোক কিংবা কুফরের অথবা অজ্ঞতার হোক কিংবা জাহান্নামের, আর আলোও চাই দ্বীনের হোক অথবা ঈমান, হিদায়ত, জ্ঞান এবং জান্নাতের হোক। (আয়াতে) ظُلُمَاتْ শব্দটা বহুবচন এবং نُوْر শব্দটা এক বচনে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে ভ্রান্তির পথ অনেক রয়েছে এবং সত্যের পথ শুধু একটাই- 'দ্বীন-ই-ইসলাম'।

টীকা-৪ঃ অর্থাৎ এমন স্পষ্ট প্রমাণাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং এমনি কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে নেয়া সত্ত্বেও

টীকা-৫ঃ অন্যান্যদেরকে, এমনকি পাথরসমূহের পর্যন্ত পূজা করে, এটা স্বীকার করা সত্ত্বেও যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ।

টীকা-৬ঃ অর্থাৎ তোমাদের আদি পুরুষ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে, যাঁর বংশ হতে তোমরা জন্ম লাভ করেছো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ'তে মুশরিকদের দাবীর খন্ডন রয়েছে, যারা বলতো, "আমরা যখন বিগলিত হয়ে মাটি হয়ে যাবো তখন কীভাবে জীবিত করা হবে?" তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, "তোমাদের মূল তো মাটি থেকেই। সুতরাং পূর্ণবার সৃষ্ট হবার উপর আশ্চর্য কিসের? যেই সর্বশক্তিমান (খোদা) প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাকে তাঁরই ক্ষমতার অতীত মনে করা মূর্খতাই।"

টীকা-৭ঃ যা পূর্ণ হবার পর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে

টীকা-৮ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের,

টীকা-৯ঃ তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-১০ঃ এখানে 'হক' (সত্য) মানে হয়ত কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ, অথবা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর মু'জিযাসমূহ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আন'আম (মাক্কী)	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুনাময় (১)	আয়াত- ১৬৫, রুকূ'- ২০

১ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই জন্য, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (২) এবং অন্ধকাররাশি ও আলো সৃষ্টি করেছেন (৩), অতঃপর (৪) কাফিরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় (৫)।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ۬ ؕ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۝۱
২ঃ তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে (৬) মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর একটা নির্দিষ্ট কালের হুকুম রেখেছেন (৭) এবং একটা নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি তাঁরই নিকট রয়েছে (৮), অতঃপর তোমরা সন্দেহ করছো।	هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝۲
৩ঃ এবং তিনিই আল্লাহ আসমানসমূহ এবং যমীনের (৯), তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জানা আছে এবং তিনি তোমাদের কর্ম (সম্পর্কে) জানেন।	وَ هُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ فِی الْاَرْضِ ؕ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ یَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝۳
৪ঃ এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শনই আপন প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ থেকে আসেনা, কিন্তু তা থেকে (তারা) মুখ ফিরিয়ে নেয়।	وَ مَا تَاْتِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ۝۴
৫ঃ অতঃপর নিঃসন্দেহে তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (১০)	فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ

টীকা-১১ঃ যে, তা কতোই মহান এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার পরিণাম কেমনই মন্দ এবং শাস্তি।
টীকা-১২ঃ পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মধ্য থেকে।
টীকা-১৩ঃ শক্তি, সম্পদ এবং দুনিয়ার প্রচুর সামগ্রী দান করে
টীকা-১৪ঃ যা দ্বারা ক্ষেতসমূহ সজীব হয়
টীকা-১৫ঃ যা দ্বারা বাগান লালিত-পালিত হয় এবং পার্থিব জীবনের জন্য আরাম-আয়েশের সামাগ্রীসমূহ একই সাথে পাওয়া যায়,
টীকা-১৬ঃ কারণ, তারা নাবীগণকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের এসব সম্পদ তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি
টীকা-১৭ঃ এবং অন্য মানবগোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি। মোটকথা, গত হওয়া উম্মতগুলোর অবস্থা থেকে এ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহন করা উচিৎ যে, ঐ সব লোক শক্তি, সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের প্রাচুর্য সত্ত্বেও কুফর ও গোঁড়ামীর কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষার্জন করে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া চাই।

لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٥
اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٦
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧
وَ قَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَ لَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨
وَلَوْ جَعَلْنٰهُ

যখন তাদের নিকট এসেছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে তাদের নিকট খবর আসবে ঐ বিষয়ে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো (১১)।
৬ঃ তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে (১২) কতো মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি? তাদেরকে আমি দুনিয়ায় ঐ প্রতিষ্ঠা দান করেছি (১৩) যা তোমাদেরকে দান করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৪) আর তাদের নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছি (১৫), অতঃপর তাদেরকে তাদের পাপরাশির কারণে ধ্বংস করেছি (১৬) এবং তাদের পরে অন্য নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি (১৭)
৭ঃ এবং যদি আমি আপনার উপর কাগজের মধ্যে লিখিত কিছু অবতারণ করতাম (১৮), অতঃপর তারা তা তাদের হাত দ্বারা স্পর্শ করতো তবুও কাফিরগণ বলতো যে, 'এটা তো নয়, কিন্তু স্পষ্ট যাদু।'
৮ঃ এবং (তারা) বললো (১৯), 'তাঁর উপর (২০) কোন ফিরিশতা কেন অবতারণ করা হয়নি?' এবং যদি আমি ফিরিশতা অবতারণ করতাম (২১), তবে চূড়ান্ত ফায়সালাই হয়ে যেতো (২২) অতঃপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া যেতোনা (২৩)।
৯ঃ এবং যদি আমি নাবীকে ফিরিশতা করতাম

টীকা-১৮ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ নাযার ইবনে হারিস, আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া এবং নওফেল ইবনে খুয়ায়লেদ এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা বলেছিলো, "হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনার উপর আমরা কখনো ঈমান আনবোনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ এর পক্ষ থেকে এমন কিতাব আনবেন না, যার সাথে চারজন ফিরিশতা থাকবেন এবং তাঁরা এ সাক্ষ্য দেবেন যে, এটা আল্লাহ এর কিতাব এবং আপনি তাঁর রসূল।"
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ সব তাদের প্রতারণা ও ফন্দি-বাহানা মাত্র। যদি কাগজের উপর লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করা হতো, আর তারা সেটাকে হাত দ্বারা স্পর্শও করতো এবং হাতড়ে দেখেও নিতো আর একথা বলারও কোন উপায় থাকতোনা যে, 'দৃষ্টি শক্তি আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, নতুবা এসব হতভাগা লোক ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা, সেটাকে 'যাদু' বলতো। যেভাবে চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করার মতো মু'জিযা দেখেও ঈমান আনেনি, তেমনিভাবেও এটার উপরও ঈমান আনতোনা। কেননা, যেসব লোক গোঁড়ামীবশতঃ অস্বীকার করে তারা আয়াতসমূহ ও মু'জিযা থেকে উপকৃত হতে পারেনা।

টীকা-১৯ঃ মুশরিকগণ,
টীকা-২০ঃ অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর
টীকা-২১ঃ এবং এরপরও এরা ঈমান না আনতো,
টীকা-২২ঃ অর্থাৎ শাস্তি অবধারিত হয়ে যেতো। আর এটা্ই আল্লাহ এর প্রচলিত নিয়ম যে, যখন কাফিরগণ কোন নিদর্শন তলব করে এবং এরপরও ঈমান আনেনা, তখন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।
টীকা-২৩ঃ একটা মুহূর্তের জন্যও, এবং শাস্তিকে পিছিয়ে দেয়া হতোনা। সুতরাং ফিরিশতা অবতীর্ণ করা, যা তারা তলব করে, তাদের কী উপকারে আসতো।

টীকা-২৪ঃ এটা সে-ই কাফিরদের প্রতি জবাব, যারা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উদ্দেশ্যে বলে বেড়াতো, “তিনি আমাদের মতো মানুষ” এবং এ পাগলামীর মধ্যে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যেতো। তাদেরকে মানুষের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করার ‘হিকমত’ বলা হচ্ছে যে, তাদের উপকৃত হবার এবং নাবীর শিক্ষা থেকে উপকার লাভের এটাই উপায় যে, নাবী মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন। কেননা, ফিরিশতাকে তাঁর আপন আকৃতিতে দেখা এসব লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়, দেখতেই ভয়ে অচেতন হয়ে যেতো অথবা মরে যেতো। এ কারণে যদি ধরে নেয়া হয়, রসূল যদি ফিরিশতাই বানানো হতো।

টীকা-২৫ঃ এবং মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, যাতে এসব লোক তাঁকে দেখতে পারে, তাঁর কথা শুনতে পারে, তাঁর নিকট থেকে দ্বীনের আহকাম জানতে পারে, কিন্তু যদি ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আসতো, তখন তাদের পুনরায় একথা বলার অবকাশ থাকতো যে, ‘এটা মানুষই।’ তখন ফিরিশতাকে নাবী বানানোর মধ্যে কি লাভ হতো?

টীকা-২৬ঃ তারা শাস্তির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর হৃদয়ের শান্তনা ও মনের প্রশান্তি রয়েছে যে, ‘আপনি দুঃখিত ও মর্মাহত হবেন না। পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও কাফিরদের এ ধরণের আচরণ ছিলো এবং এর মন্দ পরিণাম ঐসব কাফিরকেই ভোগ করতে হয়েছে।’

অনুরূপভাবে, মুশরিকদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর অবস্থা থেকে শিক্ষালাভ করে এবং নাবীগনের সাথে শিষ্টাচার বজায় রাখে, যাতে পূর্ববর্তীদের মতো শাস্তি ভোগ করতে না হয়।

টীকা-২৭ঃ হে হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। ঐসব ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীকে যে, তোমরা-

টীকা-২৮ঃ এবং তারা কুফর ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কী কুফল ভোগ করেছে।

টীকা-২৯ঃ তারা যদি এর জবাব না দেয়, তবে-

টীকা-৩০ঃ কেননা, এটা ব্যতীত অন্য কোন জবাবই নেই। আর তারা এর বিরোধিতাও করতে পারেনা। কেননা, বোত, যেগুলোর মুশরিকগণ উপাসনা করে, সেগুলো নিষ্প্রাণ, কোন বস্তুরই মালিক হবার যোগ্যতা রাখেনা। আসমান ও যমীনের তিনিই মালিক হতে পারেন, যিনি চিরজীবি, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর সমস্ত কিছুর যথাযথ ব্যবস্থাপনাকারী, আদি-অন্তহীন, চির-বিরাজমান, অসীম ক্ষমতাবান, প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং সক্ষম হুকুমদাতা, সমস্ত বস্তু তিনি সৃষ্টি করার কারণে অস্তিত্বের মধ্যে এসেছে। আর আল্লাহ ব্যতীত এমন অন্য কেউই নেই। এ কারনে সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্ট-বস্তুসমূহের মালিক তিনি ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেনা।

(২৪) তবুও তাকে পুরুষই করতাম (২৫) এবং তাদের উপর সেই সন্দেহ রাখতাম, যার মধ্যে তারা এখন পতিত হয়েছে।

مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿٩﴾

১০ঃ এবং নিশ্চয়, হে মাহবুব। আপনার পূর্বে রসূলগণের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ তাদেরকেই পেয়ে বসেছে (২৬)।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

রুকূ-২

১১ঃ আপনি বলে দিন (২৭), ‘ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমন করো। অতঃপর দেখো মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কী পরিণাম হয়েছে (২৮)।’

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

১২ঃ আপনি বলুন, ‘কার, যা কিছু আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে রয়েছে (২৯)?’ আপনি বলুন, ‘আল্লাহ এরই (৩০)’। তিনি নিজ করুণার দায়িত্বে রহমত লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন (৩১)। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে একত্রিত করবেন (৩২), এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ঐ সব লোক, যারা আপন প্রাণকে ক্ষতিতে ফেলেছে (৩৩) তারা ঈমান আনেনা।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩ঃ এবং তাঁরই, যা কিছু অবস্থান করে রাত এবং দিনে (৩৪),

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ

টীকা-৩১ঃ অর্থাৎ তিনি রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং মিথ্যা বলা অসম্ভব। আর ‘রহমত’ হচ্ছে ব্যাপক বিস্তৃত-ধর্মীয় হোক অথবা পার্থিব। তাঁর পরিচিতি, একত্ববাদ এবং জ্ঞানের দিকে পথ-প্রদর্শন করাও তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল। আর কাফিরদের অবকাশ দেয়া এবং শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত না করাও (এরই অন্তর্ভুক্ত) কারণ, এর দ্বারা তাদের তাওবা ও সৎপথের দিকে ফিরে আসার সুযোগ লাভ হয়। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৩২ঃ এবং আমলসমূহের বদলা দেবেন,

টীকা-৩৩ঃ ‘কুফর’ অবলম্বন করে

টীকা-৩৪ঃ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি-জগত তাঁরই মাকিনাধীন এবং তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক,

টীকা-৩৫ঃ তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়।

টীকা-৩৬ঃ শানে নুযূলঃ যখন কাফিরগণ হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে তাদের বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিল তখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো।

টীকা-৩৭ঃ অর্থাৎ সৃষ্টিকুল তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

টীকা-৩৮ঃ কেননা, নাবী দ্বীনের ক্ষেত্রে আপন উম্মতগণের অগ্রণী হন।

এবং তিনিই হন শ্রবণকারী, জ্ঞানী (৩৫)।

১৪ঃ আপনি বলুন, "আল্লাহ ব্যতীত কি অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো (৩৬)? ঐ আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আহার করান ও আহার থেকে পবিত্র (৩৭)।' আপনি বলুন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন সবার আগে আমিই আত্মসমর্পণ করি (৩৮) এবং যেন কখনো অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত না হই।'

১৫ঃ আপনি বলুন, 'যদি আমি আপন প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি তবে আমার, বড় দিন (৩৯) এর শাস্তির ভয় রয়েছে।'

১৬ঃ সেদিন যার দিক থেকে শাস্তি ফিরিয়ে নেয়া হবে (৪০) অবশ্যই তার উপর আল্লাহ এর দয়া হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে স্পষ্ট সফলতা।

১৭ঃ এবং যদি তোমাকে আল্লাহ কোন ক্ষতি (৪১) পৌঁছান, তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী অন্য কেউ নেই। আর যদি তোমাকে কোন মঙ্গল দান করেন (৪২) তবে তিনি সবকিছু করতে পারেন (৪৩)।

১৮ঃ এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন বান্দাদের উপর এবং তিনিই হন প্রজ্ঞাময়, অবহিত।

১৯ঃ আপনি বলুন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য কার (৪৫)?' আপনি বলে দিন। 'আল্লাহ সাক্ষী হন আমার এবং তোমাদের মধ্যে (৪৫), এবং আমার প্রতি এ কুরআনের ওহী এসেছে যেন আমি তা দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করি (৪৬) এবং যে যে লোকের নিকট এটা পৌঁছে (৪৭)।'

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾
قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ
اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَ لَا
تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾
قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾
مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾
وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ
اِلَّا هُوَ ؕ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾
وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ
الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾
قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ۫
شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ۙ۫ وَ اُوْحِيَ اِلَيَّ
هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

টীকা-৩৯ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-৪০ঃ এবং মুক্তি দেয়া হবে

টীকা-৪১ঃ রোগ, দারিদ্র অথবা অন্য কোন বিপদ

টীকা-৪২ঃ যেমন-সুস্থতা, ধন-দৌলত ইত্যাদি।

টীকা-৪৩ঃ অসীম ক্ষমতাবান, সবকিছুর উপর নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন। কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী কীভাবে হতে পারে? এটা শির্কের খন্ডনে অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রমাণ।

টীকা-৪৪ঃ শানে নুযূলঃ মক্কাবাসীগণ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। আমাদেরকে এমন মু'জিযা দেখান, যা আপনার রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৫ঃ এবং এতো বড় ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য আর কার হতে পারে?

টীকা-৪৬ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার নাবূয়্যাতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এ কারণেই, তিনি আমার প্রতি এ কুরআনের ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আর এটা এমন মু'জিযা যে, তোমরা স্পষ্টভাষী, অবস্থার উপযোগী কথা বলার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ভাষা-পন্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম রয়েছো। সুতরাং এ কিতাব আমার উপর অবতীর্ণ হওয়া, আল্লাহ এর পক্ষ থেকে আমি রসূল হবার পক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য, যখন এ কুরআন আল্লাহ তা'আলা এর পক্ষ থেকে নিশ্চিত সাক্ষ্য এবং আমার প্রতি ওহী অবতারণ করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করি যেন তোমরা আল্লাহ এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ না করো।

টীকা-৪৭ঃ অর্থাৎ আমার পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারীদেরকেও, যাদের নিকট এ পবিত্র কুরআন পৌঁছবে, চাই তারা মানুষ হোক অথবা জ্বীন হোক। তাদের সবাইকে আমি আল্লাহ এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে সতর্ক করি।

হাদীস শরীফে- বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তির নিকট পবিত্র কুরআন পৌঁছেছে সে যেন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং তাঁর বারাকাতময় বাণী শ্রবণ করেছে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে তখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) 'কিসরা' (ইরানের বাদশাহ) এবং 'ক্বায়সার' (রোমের বাদশাহ) প্রমূখের নিকট ইসলামী দাওয়াতের পত্র প্রেরণ করেছিলেন।" (মাদারিক ও খাযিন)

এর ব্যাখ্যায় একটা অভিমত এও রয়েছে যে, 'مَنْ بَلَغَ' এর মধ্যে 'مَنْ' পদটা এর 'رفع' স্থলে (কর্তা হিসেবে) এসেছে এবং অর্থ দাঁড়ায়- 'এ কুরআন দ্বারা আমি তোমাদেরকে সতর্ক করবো এবং সেসব লোককেও সতর্ক করবে, যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে।'
তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে- "আল্লাহ সজীব রাখুন সে-ই ব্যক্তিকে, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে এবং যেমন শুনেছে তেমনিই পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এমন অনেক লোক, যাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছবে, তারা অধিকতর উপযুক্ত হবে তাদের চেয়ে যারা আমার বাণী শ্রবণ করে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে।" অপর এক বর্ণনায় আছে, (যাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছানো হবে তারা) "আমার নিকট থেকে শ্রবণকারীগণ অপেক্ষা অধিকতর মর্ম উদঘাটনকারী হয়ে থাকে।" এ'তে ফক্বীহগণের মর্যাদা প্রতীয়মান হয়।

اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

তাহলে তোমরা কি (৪৮) এ সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহ এর সাথে অন্য খোদাও রয়েছে?' আপনি বলুন (৪৯)। আমি এ সাক্ষ্য দিইনা (৫০)।' আপনি বলুন, 'তিনি তো একমাত্র মা'বুদ (৫১) এবং আমি অসন্তুষ্ট ঐগুলো থেকে যেগুলোকে শরীক সাব্যস্ত করো।

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০ঃ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি (৫৩) তারা এ নাবীকে চিনে (৫৪), যেমন তারা আপন সন্তানদেরকে চিনে (৫৫), যারা আপন প্রাণকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তারা ঈমান আনেনা।

রুকূ-৩

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১ঃ এবং সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম কে? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৫৬), অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পাবেনা।

وَ یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ اَشْرَكُوْۤا اَیْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِیْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২ঃ এবং যে দিন আমি সবাইকে উঠাবো, অতঃপর অংশীবাদীগণকে বলবো, 'কোথায় তোমাদের ঐসব শরীক, যাদের তোমরা দাবী করতে?'

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا وَ اللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِیْنَ ﴿۲۳﴾

২৩ঃ অতঃপর তাদের কোন অজুহাতই থাকলোনা (৫৭) কিন্তু এই যে, তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এরই শপথ, আমরা তো মুশরিক ছিলামনা।

اُنْظُرْ كَیْفَ كَذَبُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪ঃ দেখো, কেমন মিথ্যা রচনা করলো নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে (৫৮) এবং হারিয়ে গেলো তাদের নিকট থেকে সেসব মিথ্যা কথা, যেগুলো তারা রচনা করতো।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ یَّسْتَمِعُ اِلَیْكَ ۚ

২৫ঃ তাদের মধ্যে কতেক এমন রয়েছে, যারা আপনার দিকে কান পেতে রাখে (৫৯),

টীকা-৪৮ঃ হে মুশরিকগণ।

টীকা-৪৯ঃ হে হাবীব আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৫০ঃ যেই সাক্ষ্য তোমরা দিচ্ছো এবং আল্লাহ এর সাথে অন্য উপাস্য স্থির করছো।

টীকা-৫১ঃ তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-৫২ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে তার জন্য উচিত যেন সে তাওহীদ ও রিসালাত- এর সাক্ষ্য সহকারে ইসলাম বিরোধী প্রত্যেক আক্বীদা ও ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

টীকা-৫৩ঃ অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টির আ'লিমগণ যারা 'তাওরীত'ও 'ইঞ্জীল' পেয়েছে।

টীকা-৫৪ঃ তাঁর পবিত্র গড়ন এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী সহকারে, যা তাদের কিতাবাদীতে উল্লেখ করা হয়েছে,

টীকা-৫৫ঃ অর্থাৎ কোনরূপ সন্দেহ ব্যতিরেকে,

টীকা-৫৬ঃ তাঁর শরীক স্থির করে, অথবা যে কথা তার জন্য শোভা পায়না তা তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করে,

টীকা-৫৭ঃ অর্থাৎ কোন প্রকার অজুহাত পাওয়া যায়নি।

টীকা-৫৮ঃ অর্থাৎ সারা জীবনের শির্ককেই অস্বীকার করলো।

টীকা-৫৯ঃ আবূ সুফিয়ান, ওয়ালিদ, নাযার এবং আবূ জাহল প্রমূখ একত্রিত হয়ে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র কুরআন পাঠ শুনতে থাকে। তখন নাযারকে তার সাথীগণ বললো, "মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কী বললেন?" সে বলতে লাগলো, "আমি

জানিনা, তিনি তো শুধু জিহ্বা নাড়াচাড়া করছেন এবং পূর্ববর্তী লোকদের গল্প-কাহিনী বলেছেন। যেমন- আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি।” আবূ সুফিয়ান বললেন, “তাঁর কথাগুলো আমার নিকট সত্য বলে মনে হচ্ছে।” আবূ জাহল বলে উঠলো, “এ কথা স্বীকার করার চাইতে মরে যাওয়াই শ্রেয়।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬০ঃ এতদ্বারা তাদের উদ্দেশ্য- ‘কালামে পাক আল্লাহ্ এরই ওহী হওয়াকে অস্বীকার করা।’

টীকা-৬১ঃ অর্থাৎ মুশরিকগণ লোকজনকে ক্বোরআন শরীফ থেকে অথবা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে, এবং তাঁর উপর ঈমান আনতে ও তাঁর অনুসরণ করতে বাধা প্রদান করে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা মানুষকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনতে এবং তাঁর মজলিসে হাযির হতে ও ক্বোরআন শরীফ শ্রবণ করতে বারণ করতো। আর নিজেরাও দূরে সরে থাকতো যাতে কখনো ক্বোরআন মাজীদ তাদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, “এ আয়াত হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চাচা আবূ তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি মুশরিকদেরকে তো হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে কষ্ট দেয়া থেকে বাধা দিতেন এবং নিজে ঈমান আনা থেকে বিরত থাকতেন।*

وَ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۵﴾

এবং আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ পরায়ে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানের মধ্যে বধিরতা, এবং যদি সমস্ত নিদর্শন দেখে নেয় তবুও সেগুলোর উপর ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন আপনার নিকট আপনারই সাথে বিতর্ক করতে উপস্থিত হয় তখন কাফিরগণ বলে, ‘এতো নয়, কিন্তু পূর্ববর্তী লোকদের গল্প-কাহিনী মাত্র (৬০)।’

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬ঃ এবং তারা তা থেকে বিরত রাখে (৬১) এবং তা থেকে দূরে পলায়ন করে, আর ধ্বংস করেনা কিন্তু নিজেদের প্রাণসমূহকে (৬২), অথচ তারা উপলব্ধি করেনা।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৭ঃ এবং আপনি যদি কখনো দেখতেন যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে, ‘কোন প্রকারে যদি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হতো (৬৩)। এবং আপন প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করতাম ও মুসলমান হয়ে যেতাম’

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮ঃ বরং তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যা তারা পূর্বে গোপন করতো (৬৪), এবং যদিও তাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হয় তবুও তারা তা-ই করবে যা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছিলো এবং নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যুক।

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿۲۹﴾

২৯ঃ তারা বলে (৬৫), ‘সেটাতো আমাদের এ পার্থিব জীবনই এবং আমাদের পুনরুত্থান নেই (৬৬)।

টীকা-৬২ঃ অর্থাৎ এর ক্ষতি তাদের নিজেদেরকেই স্পর্শ করবে।

টীকা-৬৩ঃ দুনিয়ার মধ্যে।

টীকা-৬৪ঃ যেমন পূর্বে এ রুকূ’র মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকদেরকে যখন বলা হবে, “তোমাদের শরীক কোথায়?” তখন তারা স্বীয় কুফরের কথা গোপন করবে। আর আল্লাহ্ এর শপথ করে বলবে, “আমরা মুশরিক ছিলাম না।” এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অতঃপর যখন প্রকাশ পাবে যে, তাদের অঙ্গপ্রতঙ্গই তাদের কুফর ও শির্কের সাক্ষ্য দেবে, তখন তারা দুনিয়াতে ফিরে আসার কামনা করবে।

টীকা-৬৫ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা পুনরুত্থিত হওয়া ও আখিরাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। আর এর ঘটনা এ ছিলো যে, যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কাফিরদেরকে ক্বিয়ামতের অবস্থাদি এবং আখিরাতের জীবন, ঈমানদারগণ ও বাধ্যদের জন্য নির্ধারিত সাওয়াব এবং কাফিরগণ ও অবাধ্যদের জন্য অবধারিত শাস্তির কথা উল্লেখ করেন, তখন কাফিরগণ বলতে লাগলো, “জীবন তো শুধু দুনিয়ারই।”

টীকা-৬৬ঃ অর্থাৎ মৃত্যুর পরে।

*খাজা আবূ তালিবের ‘ঈমান আনা’ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

টীকা-৬৭ঃ তোমাদেরকে কি মৃত্যুর পর জীবিত করা হয়নি?

টীকা-৬৮ঃ গুনাহসমূহের

টীকা-৬৯ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, কাফির যখন স্বীয় কবর থেকে বের হবে, তখন তার সামনে অত্যন্ত কুৎসিত, ভয়ানক এবং অসহনীয় দুর্গন্ধময় আকৃতি আসবে। সেটা কাফিরকে বলবে, “তুমি কি আমাকে চিনো?” কাফির বলবে, “না”। তখন সেটা কাফিরকে বলবে, “আমি তোমার অতি নিকৃষ্ট আমল হই। দুনিয়ার মধ্যে তুমি আমার উপর আরোহন করে রয়েছিলে। আজ আমি তোমারই উপর আরোহণ করবো এবং তোমাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে অপমানিত করবো।” অতঃপর সেটা তার উপর আরোহণ করে বসবে।

টীকা-৭০ঃ যার স্থায়িত্ব নেই। অতিসত্বর অতিবাহিত হয়ে যায়। আর নেক কাজসমূহ এবং ইবাদতসমূহ যদিও মু'মিনদের দ্বারা দুনিয়াতেই সম্পাদিত হয় কিন্তু সেগুলো আখিরাতের কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত।

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَیْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ رَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০ঃ এবং কখনো আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, (তিনি) বলবেন, ‘এটা কি সত্য নয়?” (তারা) বলবে, ‘কেন নয়? আমাদের প্রতিপালকের শপথ।’ (তিনি) বলবেন, ‘অতঃপর এখন শাস্তি ভোগ করো তোমাদের কুফরের পরিণাম স্বরূপ।’

রুকূ’-৪

قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا یٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِیْهَا ۙ وَ هُمْ یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَزِرُوْنَ ﴿۳۱﴾

৩১ঃ নিঃসন্দেহে, ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ঐসব লোক, যারা আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, এমনকি যখন তাদের উপর ক্বিয়ামত অকস্মিকভাবে এসে গেলো, তখন তারা বললো, * ‘হায় আফসোস আমাদের! এজন্য যে, তা মান্য করার বিষয়কে আমরা কম গুরুত্ব দিয়েছি।’ এবং তারা নিজেদের (৬৮) বোঝা নিজেদের পৃষ্ঠদেশে বহন করে আছে। ওহে, তারা কতই নিকৃষ্ট বোঝা বহন করে আছে (৬৯)।

وَ مَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩২ঃ এবং পার্থিব জীবন তো নয়, কিন্তু খেলাধূলা মাত্র (৭০), এবং নিঃসন্দেহে পরকালের ঘর শ্রেয় তাদেরই জন্য, যারা ভয় করে (৭১)। সুতরাং তোমাদের কি বুঝ নেই?

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَیَحْزُنُكَ الَّذِیْ یَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا یُكَذِّبُوْنَكَ وَ لٰكِنَّ الظّٰلِمِیْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩ঃ আমি জানি যে, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে ঐ কথা, যা এরা বলছে (৭২)। অতঃপর তারা তো আপনাকে অস্বীকার করছেনা (৭৩), বরং যালিমগণই আল্লাহ এর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে (৭৪)।

টীকা-৭১ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুত্তাক্বী (খোদাভীরু)-দের কার্যাদি ব্যতিরেকে দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবই খেলাধূলা মাত্র।

টীকা-৭২ঃ শানে নুযূলঃ আখনাস ইবনে শুরায়ক্ব এবং আবূ জাহলের মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাত হলো। তখন আখনাস আবু জাহলকে বললো, “হে আবুল হাকাম! (কাফিরগণ আবূ জাহলকে ‘আবুল হাকাম’ বলে ডাকতো) এটা নির্জন স্থান। এখানে এমন কেউ নেই যে আমার ও তোমার আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। এখন তুমি আমাকে ঠিক ঠিক বলো- “মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সত্য কি-না।” আবূ জাহল বললো, “আল্লাহ এরই শপথ। মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিঃসন্দেহে সত্য। কখনো কোন মিথ্যা বর্ণ পর্যন্ত তাঁর রসনা দ্বারা উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু কথা হলো, ইনি ‘কুসাই’ এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। আর পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ‘নাদওয়াহ্’ বা লোকসভা ইত্যাদির সব সম্মান তো তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাবুয়্যাতও যদি তাদের মধ্যে হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট ক্বুরাঈশ বংশীয়দের জন্য সম্মানের বস্তু কি থাকলো?”

ইমাম তিরমিযী হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহল হযরত নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বললো, “আমরা আপনাকে অস্বীকার করিনা। আমরা তো সেই কিতাবকে অস্বীকার করি, যা আপনি নিয়ে এসেছেন।” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৭৩ঃ এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মনের শান্তনা রয়েছে যে, গোত্রীয় লোকেরা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো, কিন্তু তাদের প্রকাশ্যে অস্বীকৃতির কারণ হচ্ছে তাদের হিংসা ও গোঁড়ামী।

টীকা-৭৪ঃ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, “হে হাবীবে আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনাকে অস্বীকার করা আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করারই নামান্তর এবং অস্বীকারকারীরা যালিম।’

*যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত তা আরবী ভাষা অলংকার অনুসারে অতীতকালসূচক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ‘ক্বিয়ামত’ সংগঠিত হওয়াও। একেবারে সুনিশ্চিত। তাই, ক্বুরআনে কারীমে ‘ক্বিয়ামত’ সংগঠিত হবার কথা অতীতকালসূচক ‘ক্রিয়াপদ’ দ্বারা ইরশাদ করা হয়েছে।

টীকা-৭৫ঃ এবং অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৭৬ঃ তাঁর নির্দেশকে কেউ রদ্ করতে পারে না। রসূলগণের সাহায্যে এবং তাঁদেরকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস তিনি যে সময়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন তখন অবশ্যই তা সংঘটিত হবে।

টীকা-৭৭ঃ এবং আপনি জানেন যে, তাঁদেরকে কাফিরগণ কেমন কষ্ট দিয়েছে। এ কথার প্রতি লক্ষ্য করে আপনি অন্তরকে শান্ত রাখুন।

টীকা-৭৮ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর একান্ত কাম্য ছিলো যে, সব লোকই ইসলাম গ্রহণ করুক। যারা ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকতো তাদের এ বঞ্চনা তাঁর নিকট বড়ই কষ্টদায়ক ছিলো।

৩৪ঃ এবং আপনার পূর্বেও বহু রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে। তখন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এ অস্বীকার করা ও কষ্ট পাওয়ার উপর, যে পর্যন্ত তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে (৭৫), এবং আল্লাহ এর বাণীসমূহ পরিবর্তনকারী কেউ নেই (৭৬) এবং আপনার নিকট রসূলগণের খবরাদি এসেই গেছে (৭৭)।

৩৫ঃ এবং যদি তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া আপনার নিকট কষ্টকর হয় (৭৮) তাহলে যদি আপনার জন্য সম্ভবপর হয়, তবে ভূ-গর্ভে কোন সুড়ঙ্গ তালাশ করুন কিংবা আসমানে কোন সিঁড়ি। অতঃপর তাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে আসুন (৭৯), এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে হিদায়াতের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং, হে শ্রোতা! তুমি কখনো মূর্খ হয়োনা।

৩৬ঃ মান্য তো করে তারাই, যারা শ্রবণ করে (৮০) আর সেই মৃত অন্তরসমূহকে (৮১) আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন (৮২), অতঃপর তাঁর দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে (৮৩)।

৩৭ঃ এবং বললো (৮৪), 'তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি (৮৫)? আপনি বলুন, 'আল্লাহ সক্ষম এর উপর যে, তিনি কোন নিদর্শন নাযিল করবেন,' কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে নিরেট মূর্খ রয়েছে (৮৬)।

৩৮ঃ এবং নেই কোন ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এবং নেই কোন পাখি, যা আপন ডানার সাহায্যে ওড়ে, কিন্তু সবই তোমাদের মতো উম্মত (৮৭)। আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِی الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۴﴾

وَ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقًا فِی الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِی السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۳۵﴾

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَ الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۳۶﴾

وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَ لَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِی الْكِتٰبِ مِنْ شَیْءٍ

টীকা-৭৯ঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাদের ঈমান আনার দিক থেকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আশার পথ বন্ধ করে দেয়া, যাতে তাদের বিমুখ হওয়া ও ঈমান না আনার কারণে তাঁর দুঃখ ও কষ্টবোধ না হয়।

টীকা-৮০ঃ অন্তর দিয়ে অনুধাবন করার জন্য তারাই উপদেশ গ্রহণ করে এবং সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বানে সাড়া দেয়।

টীকা-৮১ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-৮২ঃ ক্বিয়ামত দিবসে,

টীকা-৮৩ঃ এবং স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে।

টীকা-৮৪ঃ মক্কার কাফিরগণ,

টীকা-৮৫ঃ কাফিরদের পথভ্রষ্টতা এবং তাদের গোঁড়ামী এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তারা অগণিত নিদর্শন এবং মু'জিযা, যেগুলো তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হতে প্রত্যক্ষ করেছিলো, সেগুলোর উপর সন্তুষ্ট থাকেনি এবং সবগুলোকেই অস্বীকার করেছে। আর এমন সব নিদর্শন দেখানোর জন্য দাবী করতে লাগলো, যে গুলোর সাথে আল্লাহ এর কঠিন শাস্তি সম্পৃক্ত। যেমন, তারা বলেছিলোঃ " اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ " অর্থাৎ হে প্রতিপালক আমাদের! যদি এটা সত্য হয় তোমারই নিকট থেকে তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো!) (তাফসীর-ই-আবুস সাউদ)

টীকা-৮৬ঃ জানিনা যে, সেটার অবতরণ তাদের জন্য বিপদ যে, অস্বীকার করা মাত্রই ধ্বংস কর দেয়া হবে।

টীকা-৮৭ঃ অর্থাৎ সমস্ত জীব- চাই সেগুলো চতুষ্পদ জন্তু হোক, অথবা হিংস্র প্রাণী হোক অথবা পাখী হোক, তোমাদের মতো সৃষ্টিকুল। এ সাদৃশ্য সব দিক থেকে নয়, বরং বিশেষ কোন দিক থেকেই। ঐসব দিকের বর্ণনায় কোন কোন ব্যাখ্যাকারী একথা বলেছেন যে, এসব প্রাণী তোমাদের মতো আল্লাহকে চিনে ও এক জানে, তাঁর পবিত্রতা-বাক্য জপ করে এবং ইবাদত করে। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, সেগুলো সৃষ্টি হবার মধ্যে তোমাদের সমতুল্য। কোন কোন মুফাসসিরের অভিমত এই যে, সেগুলো মানুষের মতো

পরস্পরের সাথে ভালবাসা রাখে এবং একে অপরের সাথে বুঝাপড়া করে থাকে। কারো কারো মতে, জীবিকার অন্বেষণ, ধ্বংস থেকে বাঁচা এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে তোমাদের সদৃশ। কারো কারো অভিমত হলো, সৃষ্ট হওয়া, মৃত্যুবরণ করা এবং মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হবার মধ্যে তোমাদের সমতুল্য।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝٣٨ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّ بُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَ مَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٣٩ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤٠ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝٤١ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۝٤٢ فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٤٣ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا

করতে ত্রুটি করিনি (৮৮)। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে উঠানো হবে (৮৯)।

৩৯ঃ এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা বধির ও মূক (৯০), অন্ধকার রাশিতে রয়েছে (৯১)। আল্লাহ্ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে নিয়ে ঢেলে দেন (৯২)।

৪০ঃ আপনি বলুন, ‘হাঁ, তোমরা বলো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ এর শাস্তি আসে অথবা ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে (৯৩)’ যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৯৪)।

৪১ঃ বরং (তোমরা) তাঁকেই ডাকবে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে (৯৫) যে কারণে তোমরা তাঁকে ডাকছো তা দূর করবেন এবং শরীকদের ভুলে যাবে (৯৬)।

রুকূ’-৫

৪২ঃ এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে বহু জাতির প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর তাদেরকে কঠোরতা ও কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি (৯৭), যাতে তারা কোন মতে হীনতা ও বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে (৯৮)।

৪৩ঃ সুতরাং কেন (এমন) হলো না যে, যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এলো, তখন যদি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতো। কিন্তু তাদের অন্তর তো কঠিন হয়ে গেছে (৯৯), এবং শয়তান তাদের কার্যক্রমকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল করে দেখিয়েছে।

৪৪ঃ অতঃপর যখন তারা বিস্মৃত হলো সেসব উপদেশ যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো (১০০), তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছি (১০১), এমনকি, যখন তারা আনন্দিত হলো সেটার উপর, যা তারা পেয়েছিলো (১০২) তখন আমি অকস্মাৎ

টীকা-৮৮ঃ অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান এবং যা কিছু ছিলো ও যা কিছু হবে- সব কিছুরই এর মধ্যে বিবরণ রয়েছে। আর সমস্ত কিছুর জ্ঞান এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এ ‘কিতাব’ দ্বারা এ ‘ক্বোরআন কারীম’ বুঝানো হয়েছে অথবা ‘লাওহ্-ই-মাহ্ফূয’। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৮৯ঃ এবং সমস্ত জীবজন্তু ও পক্ষীকুলের হিসাব-নিকাশ হবে। এরপর সেগুলোকে মাটিতে পরিণত করা হবে।

টীকা-৯০ঃ যে, সত্যকে মেনে নেয়া এবং সত্য কথা বলা তাদের ভাগ্যে জোটেনি,

টীকা-৯১ঃ মূর্খতা, হতাশা এবং কুফরের

টীকা-৯২ঃ ইসলাম গ্রহণ করার শক্তি প্রদান করেন

টীকা-৯৩ঃ এবং যাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে উপাস্যরূপে মান্য করতে তাদের নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণ করার কামনা করবে?

টীকা-৯৪ঃ তোমাদের এ দাবীতে যে, (আল্লাহ এর নিকট পানাহ চাই।) ‘প্রতিমাই উপাস্য, সুতরাং এ মুহূর্তে তাদেরকে ডাকো। কিন্তু তা করবে না।

টীকা-৯৫ঃ তবে এ বিপদকে

টীকা-৯৬ঃ যেগুলোকে তোমাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মধ্যে উপাস্য মনে করতে, এবং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতও করবে না। কেননা, তোমাদের জানা আছে যে, সেগুলো তোমাদের কাজে আসতে পারে

টীকা-৯৭ঃ দারিদ্র, অর্থাভাব এবং রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত করেছি,

টীকা-৯৮ঃ আল্লাহ এর প্রতি ফিরে যায়, স্বীয় গুণাহসমূহ থেকে বিরত হয়।

টীকা-৯৯ঃ তারা আল্লাহ এর দরবারে বিনীত হবার পরিবর্তে কুফর ও মিথ্যাচারের উপর অটল থাকে।

টীকা-১০০ঃ তারা কোন মতেই উপদেশ গ্রহণ করেনি- না আগত বিপদাপদ থেকে, না নাবীগণের উপদেশ থেকে।

টীকা-১০১ঃ সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবিকার প্রাচুর্য এবং আরাম-আয়েশ ইত্যাদির,

টীকা-১০২ঃ এবং নিজেরা নিজেদেরকে সেটার উপযুক্ত মনে করলো এবং কারূনের ন্যায় অহংকার করতে রইলো।

টীকা-১০৩ঃ এবং শাস্তিতে লিপ্ত করলাম।
টীকা-১০৪ঃ এবং সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হলো, কাউকেও অবশিষ্ট রাখা হলোনা।
টীকা-১০৫ঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, পথভ্রষ্ট, বে-দ্বীন এবং যালিমদের ধ্বংস আল্লাহ্‌ তা'আলারই নি'মাত। এর উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।
টীকা-১০৬ঃ এবং ইলম ও মা'রিফাতের সমস্ত নিয়ম-শৃংখলা তছনছ করে দেয়া হয়,

তাদেরকে পাকড়াও করলাম (১০৩), এখন তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেলো।
৪৫ঃ অতঃপর মূলোচ্ছেদ করা হলো অত্যাচারীদের (১০৪), এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ এর, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক (১০৫)।
৪৬ঃ আপনি বলুন, 'আচ্ছা বলোতো, 'যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের কান ও চোখ কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে দেন (১০৬), তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন খোদা আছে, যে তোমাদেরকে এসব বস্তু ফিরিয়ে দেবে (১০৭)?' দেখো, কি কি রূপে আমি আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি। অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।
৪৭ঃ আপনি বলুন! আচ্ছা বলোতো, 'যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌ এর শাস্তি আসে হঠাৎ (১০৮) অথবা প্রকাশ্যে (১০৯), তবে কারা ধ্বংস হবে অত্যাচারীগণ ব্যতীত (১১০)?'
৪৮ঃ এবং আমি প্রেরণ করিনা রসূলগণকে কিন্তু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই (১১১), সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সংশোধন করেছে (১১২), তাদের জন্য না আছে কোন আশংকা, না আছে কোন দুঃখ।
৪৯ঃ এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তাদের নিকট শাস্তি পৌঁছবে পরিণামরূপে তাদের নির্দেশ অমান্য করার।
৫০ঃ আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌ এর ধন ভান্ডার আছে এবং না একথা বলছি যে, আমি নিজে নিজেই অদৃশ্য বিষয়ে জেনে নিই। আর না তোমাদেরকে এটা বলছি যে, আমি ফিরিশতা হই (১১৩)

اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ
اَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ
اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ
يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾
قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ
بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ
اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ
وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾
وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾
قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ
وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ
مَلَكٌ ۚ

টীকা-১০৭ঃ এর জবাব এটাই যে, 'কেউ নেই।' সুতরাং এখন একত্ববাদের উপর শক্তিশালী প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো যে, যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ এতো বেশী শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই। শির্ক সবচেয়ে জঘণ্য যুলুম ও অপরাধ।
টীকা-১০৮ঃ যার চিহ্ন ও পূর্বাভাষ প্রথম থেকে জানা যায়না।
টীকা-১০৯ঃ চোখদেখা,
টীকা-১১০ঃ অর্থাৎ কাফিরদের। কারণ, তারা নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করেছে, আর এ ধ্বংস তাদের জন্য শাস্তিই।
টীকা-১১১ঃ ঈমানদারগণকে জান্নাত ও সাওয়াবের সুসংবাদ দেন এবং কাফিরদেরকে জাহান্নাম ও আযাবের সতর্কবাণী শুনান,
টীকা-১১২ঃ ভাল কাজ করে,
টীকা-১১৩ঃ কাফিরদের প্রথা ছিলো যে, তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতো। কখনো বলতো, "যদি আপনি রসূল হন, তবে আমাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিন যাতে আমরা কখনো পরমুখাপেক্ষী না হই। আমাদের জন্য পাহাড়গুলোকে স্বর্ণ করে দিন।" কখনো বলতো, "অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদসমূহ শুনিয়ে দিন এবং আমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যতের সংবাদ দিন যে, কখন কি কি ঘটবে? যাতে আমরা কল্যাণাদি লাভ করতে পারি এবং সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে নিতে পারি।" কখনো বলতো, "আমাদেরকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময়টা বলে দিন যে, তা কবে আসবে।" কখনো বলতো, "আপনি কেমন নাবী, যিনি পানাহারও করেন, বিবাহ-শাদীও করেন?" তাদের এসব কথার এ আয়াতে জবাব দেয়া হয়েছে যে, তাদের এসব কথা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও মূর্খসুলভ। কেননা, যে ব্যক্তি কোন কিছুর দাবীদার হয় তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যা তার দাবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করা এবং সেগুলোকে তার দাবীর বিরুদ্ধে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা। এ কারণে ইরশাদ হয়েছে, "আপনি বলে দিন, আমার দাবী তো এটা নয় যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌ এর ধন-ভান্ডার রয়েছে, যাতে তোমরা আমার নিকট যে কোন ধন-সম্পদ চেয়ে বসবে আর আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করলে তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে বসবে। না আমার দাবী নিজস্ব অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী

হবার, কাজেই, যদি আমি তোমাদেরকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সংবাদ বলে না দিই তবে আমার নাবূয়্যাতকে অমান্য করার অজুহাত প্রদর্শন করতে পারো? না আমি ফিরিশতা হবার দাবী করছি, যাতে পানাহার ও বিবাহ-শাদী করা আপত্তিকর হয়। সুতরাং যে সব বস্তুর দাবীই করিনি, সেগুলোর প্রশ্ন করা অযৌক্তি এবং সেগুলোর জবাব দেয়াও আমার উপর অপরিহার্য নয়। আমার দাবী নাবূয়্যাত ও রিসালাতের। যখন এর উপর মজবুত দলিলাদি এবং শক্তিশালী প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলার কি অর্থ হতে পারে?"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেলো যে, এই পবিত্র আয়াতকে বিশ্বকুল সরদার এর অদৃশ্য জ্ঞান প্রদত্ত হবার কথা অস্বীকার করার জন্য সনদ হিসেবে স্থির করা তেমনই অযৌক্তিক যেমন কাফিরদের এসব প্রশ্নকে নাবূয়্যাতের অস্বীকৃতির জন্য প্রমাণরূপে স্থির করা অযৌক্তিক ছিলো।

এতদ্ব্যতীত, এ আয়াত থেকে হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খোদা-প্রদত্ত জ্ঞানের অস্বীকৃতির অর্থ কোন মতেই প্রকাশ পায়না। কেননা, তখন আয়াতসমূহের মধ্যে পরস্পর সংঘাত রয়েছে বলে স্বীকার করতে হয়। তা হচ্ছে বাতিল।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾	আমি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার নিকট ওহী আসে (১১৪)।' আপনি বলুন, 'তবে কি সমান হয়ে যাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান (১১৫)? তবে কি তোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছোনা?'
	রুকূ'-৬
وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾	৫১ঃ এবং এ ক্বুরআন দ্বারা তাদেরকেই সতর্ক করুন, যাদের এ ভয় আছে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের প্রতি এভাবে উঠানো হবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের না কোন রক্ষাকারী থাকবে, না থাকবে কোন সুপারিশকারী, এ আশায় যে, তারা পরহেযগার হয়ে যাবে।
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾	৫২ঃ এবং বিতাড়িত করবেন না তাদেরকে, যারা আপন প্রতিপালককে ডাকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায়, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় (১১৬)। আপনার উপর তাদের হিসাব-নিকাশের কিছুই নেই এবং তাদের উপরও আপনার হিসাবের কিছুই নেই (১১৭), অতঃপর তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করলে এ কাজ ন্যায়-বিচার বহির্ভূত হবে।
وَ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾	৫৩ঃ এবং এভাবে আমি তাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য 'ফিত্‌না' রূপে স্থির করেছি যে, ধনবান কাফিরগণ দরিদ্র মুসলমানদেরকে দেখে (১১৮) বলবে, 'কী এরাই, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের মধ্য থেকে (১১৯)?' আল্লাহ্ কি ভালই জানেন না সত্য মান্যকারীদেরকে?

মুফাসিরগণের এক অভিমত এটাও যে, হুযূরের "لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ" الاٰيه (আমি বলছিনা যে, ... আল আয়াত) বলা তাঁর বিনয়ভাব প্রকাশার্থেই। (খাযিন, মাদারিক, জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-১১৪ঃ এবং এটাই নাবীর কাজ। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সেটাই দেবো, যা দেবার আমাকে অনুমতি দেয়া হবে, সেটাই বলবো, যা বলার অনুমতি হবে, সেটাই করবো, যা করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হবো।

টীকা-১১৫ঃ মু'মিন ও কাফির, জ্ঞানী ও মূর্খ?

টীকা-১১৬ঃ শানে নুযূলঃ কাফিরদের একটা দল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট আসলো। তখন তারা দেখলো যে, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চতুর্পাশে গরীব সাহাবীদের একটা দল উপস্থিত রয়েছেন, যারা নিম্নমানের পোশাক পরিহিত ছিলেন। এটা দেখে তারা বলতে লাগলো, "আমাদের এসব লোকের পাশে বসতে লজ্জাবোধ হয়। সুতরাং যদি আপনি তাদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করে দেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসবো। আর আপনারই খেদমতে নিয়োজিত থাকবো।" হুযূর তাদের এ প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-১১৭ঃ সবারই হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্ এর হাতে। তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে জীবিকা প্রদান করেন। তিনি ব্যতীত কারো দায়িত্বে কারো হিসাব-নিকাশ নেই। সারার্থ হচ্ছে, ঐ সব দুর্বল দারিদ্র্যলোক, যাঁদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনার দরবারে নৈকট্যলাভের উপযুক্ত। তাঁদেরকে দূরে না সরানোই যথার্থ।

টীকা-১১৮ঃ বিদ্বেষ বশতঃ

টীকা-১১৯ঃ 'যে, তাদেরকে ঈমান ও হিদায়ত দান করেছেন? অথচ ঐসব লোক দরিদ্র ও সম্বলহীন। আর আমরা হলাম নেতা ও সর্দার।' এ উক্তিতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্ তা'আলা এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা যে, 'দরিদ্রগণ আমীর-উমারার উপর অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রাখেনা। সুতরাং সেই ধর্ম যদি সত্য হতো, যায় উপর এসব দরিদ্র লোক রয়েছে, তবে তারা আমাদের অগ্রণী হতোনা।'

৫৪: এবং যখন আপনার নিকট তারা উপস্থিত হবে, যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন তাদেরকে আপনি বলুন, ‘তোমাদের উপর শান্তি! তোমাদের প্রতিপালক নিজ করুণার দায়িত্বে রহমত অবতীর্ণ করেছেন (১২০) যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ মূর্খতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর এর পরে তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।’

৫৫: এবং এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি (১২১) এবং এ জন্য যে, অপরাধীদের পথ প্রকাশ হয়ে যাবে (১২২)।

৫৬: আপনি বলুন, ‘আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সে সবের ইবাদত করতে, যাদের তোমরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করো (১২৩)।’ আপনি বলুন, ‘আমি তোমাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করিনা (১২৪), এমন হলে আমি পথভ্রষ্ট হবো এবং সঠিক পথের উপর থাকবো না।’

৫৭: আপনি বলুন, ‘আমি তো আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপরই রয়েছি (১২৫) এবং তোমরা সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো। আমার নিকট নেই যা তোমরা শীঘ্রই চাচ্ছো (১২৬)। নির্দেশ নেই, কিন্তু আল্লাহ এর। তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী।’

৫৮: আপনি বলুন, ‘যদি আমার নিকট থাকতো ঐ বস্তু, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছো (১২৭), তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার মতভেদের পরিসমাপ্তি ঘটতো (১২৮) এবং আল্লাহ ভালভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।’

৫৯: এবং তাঁরই নিকট রয়েছে অদৃশ্য জ্ঞান ভান্ডারের চাবি সমূহ। সেগুলো একমাত্র তিনিই জানেন, এবং জানেন যা কিছু স্থলে ও জলে রয়েছে, এবং যে পাতাটা ঝরে পড়ে তিনি সেটা সম্বন্ধেও অবগত। এবং এমন কোন শস্যকণা নেই যমীনের অন্ধকাররাশির মধ্যে এবং না আছে এমন কোন তাজা ও শুষ্ক বস্তু যা একটা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই (১৩০)।

৬০: তিনিই হন, যিনি রাত্রিকালে তোমাদের রূহসমূহ হনন করেন (১৩১)

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۴﴾
وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ
سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۵۵﴾
قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ
ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۵۶﴾
قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا
عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا
لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿۵۷﴾
قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ
الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۸﴾
وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا
هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ
ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا
فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۹﴾
وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ

টীকা-১২০ঃ স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণাবশতঃ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

টীকা-১২১ঃ যাতে সত্য প্রকাশিত হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা যায়,

টীকা-১২২ঃ যাতে তা থেকে বিরত থাকা যায়।

টীকা-১২৩ঃ কেননা, এটা যুক্তি এবং ক্বোরআন-সুন্নাহ উভয়টারই পরিপন্থী।

টীকা-১২৪ঃ অর্থাৎ তোমাদের চলার পথ হচ্ছে- তোমাদের কু-প্রবৃত্তি এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ, দলীলের অনুসরণ নয়। এ কারণে গ্রহণ করার উপযোগী নয়,

টীকা-১২৫ঃ এবং আমার নিকট এর পরিচিতি অর্জিত হয়েছে, আমি জানি যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। ‘স্পষ্ট প্রমাণ’ এর মধ্যে ক্বোরআন শরীফ, মু‘জিযাসমূহ এবং আল্লাহ এর একত্ববাদের সমস্ত স্পষ্ট অকাট্য প্রমাণাদি- সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-১২৬ঃ কাফিরগণ ঠাট্টাবশতঃ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে বলতো, “আমাদের উপর সত্বর আযাব অবতীর্ণ করান।” এ আয়াতে তাদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে। আর প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হুযূরের নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

টীকা-১২৭ঃ অর্থাৎ শাস্তি

টীকা-১২৮ঃ আমি তোমাদেরকে একটা মুহূর্তের জন্যও অবকাশ দিতাম না। তোমাদেরকে প্রতিপালকের বিরোধী দেখা মাত্রই নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে দিতাম। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা সহনশীল, শাস্তি প্রদানের ত্বরা করেন না।

টীকা-১২৯ঃ সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। তিনি অবহিত করানো ছাড়া কেউ অদৃশ্য সম্বন্ধে জানতে পারেনা (ওয়াহেদী)

টীকা-১৩০ঃ ‘স্পষ্ট কিতাব’ বলতে ‘লওহে মাহফূয’ বুঝায়। আল্লাহ তা’আলা, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সব কিছুর জ্ঞান এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।

টীকা-১৩১ঃ তখন তোমাদের উপর নিদ্রা প্রভাব বিস্তার করে এবং তোমাদের

ক্ষমতা-প্রয়োগ আপন অবস্থায় স্থায়ী থাকে না।

টীকা-১৩২ঃ এবং 'জীবন' তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে

টীকা-১৩৩ঃ আখিরাতে। এ আয়াতে মৃত্যুরপর পুনর্জীবিত হবার পক্ষে প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে দৈনন্দিন শয়ন করার সময় এক প্রকারের মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত করা হয়, যার কারণে তোমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, চলাফেরা, ধারণ করা এবং চেতনা অবস্থায় সব কাজ নিষ্ক্রিয় (স্তব্ধ) হয়ে যায়। এরপরে আবার জাগ্রত হবার সময় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেন। এটা স্পষ্ট প্রমাণ এ কথার পক্ষে যে, তিনি জীবনের কর্ম-সম্পাদনের ক্ষমতাসমূহ মৃত্যুর পর প্রদান করার উপরও এভাবেই সক্ষম।

টীকা-১৩৪ঃ ফিরিশতাগণ, যাঁদেরকে 'কিরামান কাতিবীন' বলে। তাঁরা আদম-সন্তানের ভাল ও মন্দ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। প্রত্যেক মানব সন্তানের সাথে দু'জন ফিরিশতা থাকেন। একজন ডান পাশে অপরজন বাম পাশে। ভালো কার্যাদি ডানদিকের ফিরিশতা লিখেন আর মন্দ কার্যাদি বাম দিকের ফিরিশতা লিখেন। বান্দাদের সতর্ক থাকা চাই এবং মন্দ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং ক্বিয়ামত দিবসে তার আমলনামা সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে পাঠ করা হবে। তখন পাপাচার কতই লজ্জার কারণ হবে। আল্লাহ আশ্রয় দিন। হে প্রভু! কবুল করুন। অতঃপর, কবুল করুন।

টীকা-১৩৫ঃ এসব ফিরিশতা বলতে হয়তো এককভাবে মৃত্যুর ফিরিশতাকে বুঝায়, এমতাবস্থায় 'বহুবচন' এর ব্যবহার সম্মানার্থে হয়েছে, অথবা মৃত্যুর ফিরিশতাকে ঐসব ফিরিশতা সহকারে বুঝায়, যাঁরা তাঁর সহযোগী। যখন কারো মৃত্যুর সময় আসে তখন মৃত্যুর ফিরিশতা আল্লাহ এর নির্দেশে আপন সহযোগীদেরকে তাঁর প্রাণ হননের নির্দেশ দেন। রূহ যখন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে তখন তিনি নিজেই তা কব্জ করেন। (খাযিন)

টীকা-১৩৬ঃ এবং হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে তাদের থেকে কোনরূপ ত্রুটি সংঘটিত হয় না এবং তাদের কার্য সম্পাদনের অলসতা ও বিলম্বের অবকাশ থাকেনা। নিজেদের কর্তব্য ও করণীয় কার্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন করেন।

টীকা-১৩৭ঃ এবং সেদিন তিনি ব্যতীত কোন নির্দেশ দাতা নেই।

টীকা-১৩৮ঃ কেননা, তার চিন্তা-ভাবনা, যাচাই-বাছাই কিংবা গননা করার প্রয়োজন নেই, যে কারণে দেরি হবে।

টীকা-১৩৯ঃ এ আয়াতের মধ্যে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয় যে, স্থল ও জল ভাগের সফর সমূহের মধ্যে যখন তারা বিপদের সম্মুখীন হয়ে পেরেশান হয়ে যায় এবং এমন সব মুসিবত ও ভয়ানক অবস্থাদি উপস্থিত হয়, যেগুলোর কারণে অন্তর কেঁপে ওঠে এবং আশঙ্কাদি অন্তরসমূহকে অস্থির করে দেয়, তখন মূর্তিপূজারীগণও প্রতিমাগুলোকে ভুলে যায় এবং আল্লাহ তা'আলারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁরই দরবারে কান্নাকাটি করে। আর বলে, "এ মুসিবত থেকে যদি আপনি মুক্তি দান করেন তবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হবো এবং আপনার নি'মাতের হক আদায় করবো।"

টীকা-১৪০ঃ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার স্থলে এমন জঘন্য অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো এবং এটা জানা সত্ত্বেও যে, বোত অকেজো, কোন কাজের নয়, অতঃপর সেগুলোকে আল্লাহ এর শরীক সাব্যস্ত করছো। এটা কত জঘন্য ভ্রান্তি।

এবং জানেন যা কিছু দিনের বেলায় অর্জন করো। অতঃপর তোমাদেরকে দিনে উঠান, যাতে নির্ধারিত সময়সীমা পরিপূর্ণ হয় (১৩২)। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে (১৩৩)। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা তোমরা করতে।	وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾
রুকূ-৮	
৬১: এবং তিনি পরাক্রমশালী আপন বান্দাদের উপর এবং তোমাদের উপর রক্ষক প্রেরণ করেন (১৩৪), অবশেষে যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার ফিরিশতাগণ তার রূহ হনন করে (১৩৫) এবং তারা ত্রুটি করেনা (১৩৬)।	وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২: অতঃপর তারা প্রত্যানীত হয় তাদের প্রকৃত মুনিবের দিকে। শুনছো! তাঁরই নির্দেশ (১৩৭) এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী (১৩৮)	ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩: আপনি বলুন! 'তিনি কে হন, যিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেন স্থল ও সমুদ্রের বিপদাপদ থেকে, যাকে তোমরা ডাকছো কাতরভাবে এবং নীরবে যে, 'যদি তিনি আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো (১৩৯)	قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪: আপনি বলুন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে মুক্তি দেন তা থেকে এবং প্রত্যেক অস্থিরতা থেকে, অতঃপর তোমরা তাঁর শরীক স্থির করছো (১৪০)।'	قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা-১৪১ঃ তাফসীরকারকগণের এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে। একটা দল বলেছেন যে, এ থেকে 'উম্মাতে মুহাম্মাদী'-ই উদ্দেশ্য। আর আয়াত তাদেরই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এটা নাযিল হয়েছে, "তিনিই সক্ষম তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে", তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "(হে খোদা!) তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর যখন এটা নাযিল হয়েছে, "অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে, "তখন ইরশাদ করলেন, "আমি (হে খোদা,) তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর যখন এটা অবতীর্ণ হলো, "তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একে অপরের কঠোর নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে (সক্ষম), "তখন ইরশাদ করলেন, "এটা অবশ্য সহজ (কম কষ্টকর)।"

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বানী মু'আবিয়া মসজিদে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং এরপর দীর্ঘ প্রার্থনা করলেন। অতঃপর সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, "আমি আপন প্রতিপালকের নিকট তিনটা প্রার্থনা জানাই। তন্মধ্যে দু'টি কবূল হয়েছে। একটা প্রার্থনা তো এ ছিলো যে, 'আমার উম্মাতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করবেন না।' এটা কবূল হয়েছে। অপর একটা প্রার্থনা এই ছিলো যে, 'তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেবেন না।' এটাও কবুল হয়েছে। তৃতীয় প্রার্থনা এ ছিলো যে, 'তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়।' এটা কবূল হয়নি।"

টীকা-১৪২ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফকে অথবা আযাব অবতীর্ণ হওয়াকে।

টীকা-১৪৩ঃ আমার কাজ হচ্ছে- পথ প্রদর্শন করা। অন্তরসমূহের দায়িত্ব আমার উপর নেই।

টীকা-১৪৪ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব খবর দিয়েছেন, সেগুলোর জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেগুলো ঠিক সে সময়েই সংঘটিত হবে।

টীকা-১৪৫ঃ সমালোচনা, দুর্নাম এবং ঠাট্টা সহকারে,

টীকা-১৪৬ঃ এবং তাদের সাথে উঠা-বসা বর্জন করবো।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বেদ্বীনদের যে বৈঠকে দ্বীনের প্রতি সম্মান দেখানো হয়না মুসলমানদের জন্য সেখানে বসা বৈধ নয়। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ এবং বেদ্বীনদের জলসায়, যার মধ্যে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে, সেগুলোর মধ্যে যাওয়া, শ্রবণ করা, শরীক হওয়া বৈধ নয়। আর তাদের খন্ডনের জন্য যাওয়া, 'তাদের সাথে উঠাবসার' মধ্যে শামিল নয়, বরং সত্যকে প্রকাশ করার শামিল। তা নিষিদ্ধ নয়। যেমন পরবর্তী আয়াত থেকে এটা প্রকাশ পায়।

টীকা-১৪৭ঃ অর্থাৎ সমালোচনা ও ঠাট্টাকারীদের গুনাহ তাদেরই উপর বর্তাবে তাদের নিকট থেকেই এর হিসাব নেয়া হবে, পরহেযগারদের নিকট থেকে নয়,

শানে নুযূলঃ মুসলমানগণ বলেছিলেন যে, আমাদের মনে গুনাহের আশঙ্কা রয়েছে, যখনই আমরা তাদেরকে বর্জন করি এবং বাধা না দিই। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৪৮ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, উপদেশ ও সত্য প্রকাশের জন্য তাদের নিকট বসা বৈধ।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿۶۵﴾ وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۶۶﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾ وَ مَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ لٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۶۹﴾

৬৫: আপনি বলুন, 'তিনিই সক্ষম তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে কিংবা পায়ের নীচে থেকে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিতে এবং এককে অপরের কঠোর নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে।' দেখো, আমি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত করছি, যাতে কখনো তাদের বোধশক্তির উদয় হয় (১৪১)।

৬৬: এবং ওটাকে (১৪২) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তোমার সম্প্রদায় এবং ওটাই সত্য। আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের উপর কোন কার্যনির্বাহক নই (১৪৩)।'

৬৭: প্রতিটি বস্তুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে (১৪৪) এবং অদূর ভবিষ্যতে তোমরা অবহিত হবে।

৬৮: এবং হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার নিদর্শনমূহের মধ্যে লেগে আছে (১৪৫), তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (১৪৬) যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, অতঃপর স্মরণ আসতেই যালিমদের নিকটে বসোনা।

৬৯: এবং পরহেযগারদের উপর তাদের হিসাব থেকে কিছুই নেই (১৪৭), হাঁ, উপদেশ দেয়া, হয়ত তারা ফিরে আসবে (১৪৮)।

টীকা-১৪৯ঃ এবং শরীয়াতের বিধি-বিধান বর্ণনা করো।
টীকা-১৫০ঃ এবং নিজের অপরাধসমূহের কারণে জাহান্নামের শাস্তিতে গ্রেপ্তার হয়োনা।

وَ ذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّ
لَهْوًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ ذَكِّرْ
بِهٖۤ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖۗ لَيْسَ
لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَ اِنْ
تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ
بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০: এবং বর্জন করো তাদেরকে, যারা নিজেদের দ্বীনকে খেলা-তামাশারূপে গ্রহন করেছে এবং তাদেরকে পার্থিব জীবন প্রতারিত করেছে, এবং ক্বোরআন থেকে তাদেরকে উপদেশ দাও (১৪৯) যাতে কখনো কোন প্রাণ নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার না হয় (১৫০)। আল্লাহ্ ব্যতীত তার জন্য না কোন অভিভাবক থাকবে, না কোন সুপারিশকারী, এবং যদি নিজের বিনিময়ে সবকিছুও দেয় তবুও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। এরা হচ্ছে (১৫১) তারাই, যাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় এবং বেদনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরের বদলা স্বরূপ।

রুকূ-৯

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا
وَلَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ
هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ
فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۪ لَهٗۤ اَصْحٰبٌ
يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ
هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾
وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ
الَّذِىْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾
وَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ
بِالْحَقِّ ؕ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ؕ
قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ
فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ؕ
وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭১: আপনি বলুন (১৫২), 'আমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করবো, যা আমাদের না কোন উপকার করতে পারে, না অপকার (১৫৩)? এবং আমাদেরকে কি পশ্চাদপদে ফিরিয়ে দেয়া হবে এর পরে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন (১৫৪) তারই মতো, যাকে শয়তান যমীনের মধ্যে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে (১৫৫), হতবুদ্ধি হয়ে আছে?' তার সাথী তাকে পথের দিকে আহ্বান করছে, 'এদিকে এসো।' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ এর হিদায়তই হিদায়ত (১৫৬) এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা তাঁর জন্য গর্দান ঝুঁকিয়ে দিই (১৫৭), যিনি প্রতিপালক হন সমগ্র বিশ্বের।'

৭২: এবং এ যে, নামায কায়েম রাখো এবং তাঁকেই ভয় করো, এবং তিনিই হন, যাঁর প্রতি তোমাদের উত্থান।

৭৩: এবং তিনিই, যিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন (১৫৮), এবং যেদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিটি বস্তুর উদ্দেশ্যে বলবেন, 'হয়ে যাও।' সেটা তখনই হয়ে যাবে। তাঁরই বাণী সত্য, এবং তাঁরই রাজত্ব হবে যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (১৫৯), প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, অবহিত।

টীকা-১৫১ঃ দ্বীনকে হাস্যাস্পদ ও খেলা তামাশা হিসেবে স্থিরকারী এবং পার্থিব ফিৎনায় নিপতিত।

টীকা-১৫২ঃ হে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), ঐ সব অংশীবাদীকে, যারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে আহ্বান করে,

টীকা-১৫৩ঃ এবং সেটার মধ্যে কোনো ক্ষমতা নেই।

টীকা-১৫৪ঃ এবং ইসলাম ও একত্ববাদের নেয়ামত দান করেছেন এবং বোত-পূজার নিকৃষ্টতম পরিণাম থেকে রক্ষা করেছেন।

টীকা-১৫৫ঃ এ আয়াতে হক ও বাতিলের প্রতি আহবানকারীদের একটা উপমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেমন মুসাফির তার সঙ্গীদের সাথে ছিলো। জঙ্গলের মধ্যে ভূত ও শয়তানরা তাকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে এবং বলেছে, "গন্ত ব্যস্থলের পথ এটাই।" আর তার সাথীগণ তাকে সরল পথের দিকে আহবান করতে লাগলো। সে হতবুদ্ধি হয়ে রইলো- কোনদিকে যাবে। তার পরিণতি হবে এটাই যে, যদি সে ভূতদের পথে চলে যায় তবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সফর সঙ্গীদের কথা মানলে নিরাপদে থাকবে এবং গন্ত ব্য স্থানে পৌঁছে যাবে। এ অবস্থা ঐ ব্যক্তিরও যে ইসলামের পথ থেকে সরে গেছে এবং শয়তানের রাস্তায় চলেছে। মুসলমানরা তাকে সঠিক পথের দিকে আহবান করছে যদি তাদের কথা মান্য করে তবে সঠিক পথ পাবে, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

টীকা-১৫৬ঃ অর্থাৎ যে পথ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং যেই দ্বীন-ইসলাম তাদের জন্য স্থির করেছেন, সেটাই হিদায়াত ও আলো এবং যা সেটা ব্যতীত রয়েছে সে-ই দ্বীন বাতিল।

টীকা-১৫৭ঃ এবং তাঁরই আনুগত্য ও নির্দেশ মান্য করি এবং বিশেষ করে তাঁরই ইবাদত করি,

টীকা-১৫৮ঃ যা দ্বারা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা আর সব বিষয়কে পরিবেষ্টনকারী জ্ঞান এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশল প্রকাশ পায়,

টীকা-১৫৯ঃ যে, নাম মাত্রও কেউ রাজত্বের দাবীদার থাকবেনা। সমস্ত আধিপত্যবাদী ও ফিরআউনী সম্প্রদায় এবং দুনিয়ায় রাজত্বের অহংকারীরা দেখবে

যে, দুনিয়ার মধ্যে যা তারা রাজত্বের দাবি করতো সেটা বাতিল ছিলো।

টীকা-১৬০ঃ 'ক্বামূস' নামক অভিধানে আছে যে, 'আযর' হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর চাচার নাম। ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَيْهِ) তাঁর 'মাসা-লিকুল হুনাফা' নামক কিতাবের মধ্যেও অনুরূপ লিখেছেন। চাচাকে পিতা বলার প্রচলন প্রত্যেক দেশেই রয়েছে, বিশেষ করে, আরবে। কুরআন কারীমের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে "- نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا " (অর্থাৎঃ আমরা ইবাদত করবো আপনার খোদার এবং আপনার পিতৃপুরুষগণ ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ইসহাক (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর খোদার, যিনি একমাত্র খোদা) এ'তে হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে হযরত য়া'ক্বুব (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর পিতৃপুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ তিনি হলেন চাচা। হাদীস শরীফের মধ্যে হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) -কে 'পিতা' বলেছেন। সুতরাং ইরশাদ ফরমাইয়াছেন "رُدُّوْا عَلَيَّ اَبِيْ" (অর্থাৎঃ তোমরা আমার সম্মুখে আমার 'পিতা' কে ফিরিয়ে আনো।) আর এখানে اَبِيْ (আমার পিতা) শব্দ দ্বারা হযরত আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কেই বুঝানোই উদ্দেশ্য। (মুফরাদাত, কৃত-ইমাম রা-গিব ও তাফসীর-ই-কাবীর ইত্যাদি)

টীকা-১৬১ঃ এ আয়াতে আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ, যারা হযরত ইবরাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সম্মানিত হিসেবে জানতো এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। তাদেরকে এটা দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) মূর্তি পূজাকে কতো বড় দোষ ও ভ্রান্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন যে, 'যদি তোমরা তাঁকে মেনে থাকো, তবে মূর্তি পূজা তোমরাও ছেড়েও দাও।'

সূরাঃ ৬ আন'আম্	২৫৭	মানযিল-২	পারাঃ ৭
৭৪: এবং স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম আপন পিতা (১৬০) আযরকে বলেছিলো, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে খোদা বানাচ্ছো? নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি (১৬১)।' ৭৫: এবং এভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেখাচ্ছি সমগ্র বাদশাহী আসমানসমূহের ও যমীনের (১৬২) এবং এ জন্য যে, তিনি স্বচক্ষে-দেখে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন (১৬৩)। ৭৬: অতঃপর যখন তাঁর উপর রাতের অন্ধকার নেমে আসলো তখন একটা নক্ষত্র দেখলেন (১৬৪)। বললেন, 'এটাকেই কি আমার প্রতিপালককে স্থির করছো?' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন বললেন, 'আমি পছন্দ করিনা যা অস্তমিত হয়।'	وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾		

টীকা-১৬২ঃ অর্থাৎ যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে ধর্মের ক্ষেত্রে অন্তর-দৃষ্টি দান করেছি, অনুরূপভাবে, তাঁকে আসমানসমূহ এবং যমীনের বাদশাহী দেখাচ্ছি। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "তা দ্বারা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির কথাই বুঝানো হয়েছে।" হযরত মুজাহিদ ও হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবায়ির বলেছেন, "আসমানসমূহ ও যমীনের নিদর্শনসমূহের কথাই বুঝানো হয়েছে।" তা এভাবে যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে 'সাখরাহ' (পাথর)-এর উপর দাঁড় করানো হয়েছে এবং তাঁর জন্য আসমানসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। এমন কি, তিনি আরশ, কুরসী এবং আসমান সমূহের সমস্ত আশ্চর্যজনক বস্তু এবং জান্নাতের মধ্যে স্বীয় স্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর জন্য জমিনের রহস্যবলী উদ্ভাসিত করেছেন। এমন কি, তিনি সর্বনিম্নের যমীন পর্যন্ত দেখেছেন এবং জমিন সমূহের সমস্ত আশ্চর্য বিষয়াদি অবলোকন করেছেন।

তাফসীরকারকদের এ'তে মতভেদ রয়েছে- এটা কি অন্তর-দৃষ্টি তারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, না কপালের চক্ষু দ্বারা। (তাফসীর-ই-দূররে মানসূর ও খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৬৩ঃ কেননা, সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু তাঁরই সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির আমলসমূহ থেকে কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন ছিলো না।

টীকা-১৬৪ঃ তাফসীর, ইতিহাস ও জীবন-চরিত লিখকগণের বিবরণ হচ্ছে- কিন'আন-তনয় নমরূদ বড় যালিম বাদশাহ ছিলো। সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় মুকুট পরিধান করেছিলো। এ বাদশাহ লোকজন দ্বারা তার উপাসনা করাতো। জ্যোতিষী ও গণক অধিক সংখ্যায় তার দরবারে হাজির থাকতো। নমরূদ স্বপ্নে দেখেছিলো যে, একটা তারকা উদিত হলো সেটার আলোর সামনে চন্দ্র-সূর্য একেবারে ম্লান হয়ে গেলো। এতে সে অতিশয় ভীত হয়ে পড়লো। জ্যোতিষীদের নিকট থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলো। তারা বললো, "এ বৎসর তোমার রাজ্যে একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তোমার সাম্রাজ্যের পতনের কারন হবে এবং তোমার ধর্মের লোকেরা তার হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" এ সংবাদ শুনে সে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো এবং সে নির্দেশ দিয়ে দিলো-'যেউ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হোক, পুরুষগণ তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবে।' এসব তদারকের জন্য একটা পৃথক বিভাগ কায়েম করা হলো।

অদৃষ্টের লিখনসমূহ কে খন্ডন করতে পারে? হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বুযূর্গ জননী গর্ভবতী হলেন। আর জ্যোতিষীগণ এটার সংবাদ দিয়ে দিলো যে, উক্ত সন্তান মায়ের গর্ভে এসে গেছে। কিন্তু যেহেতু হযরতের জননী অল্পবয়স্কা ছিলেন, সেহেতু তাঁর গর্ভবতী হওয়ার পরিচয় কোন মতেই পাওয়া

যায়নি। যখন প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তার জননী ঐ গুহায় চলে গেলেন, যা তাঁর পিতা শহর থেকে দূরে খনন করে রেখেছিলেন। সেখানে তাঁর জন্ম হলো এবং সেখানেই তিনি রইলেন। পাথর দ্বারা সেই গুহার দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো। প্রত্যহ তাঁর আম্মাজান তাকে দুধ পান করায়ে আসতেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছতেন, তখন দেখতেন যে, তিনি (হযরত ইব্রাহীম) হাতের আঙ্গুল চুষছেন আর তা থেকে দুধ বের হচ্ছে। তিনি দ্রুত বড় হতে থাকেন। এক মাসে এতটুকু বাড়তেন যতটুকু অন্যান্য সন্তান এক বছরে বাড়তো।

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি গুহার মধ্যে গতকাল ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, “সাত বৎসরকাল।” কারো কারো মতে, “তের বৎসর।” কেউ কেউ বলেন, “সতের বৎসর।” এ বিষয়টা নিশ্চিত যে, নাবীগণ সর্বাবস্থায় নিষ্পাপ হন। তাঁরা তাদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই অস্তিত্বের সব সময়টুকুতেই খোদা-পরিচিতিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

একদিন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর আম্মাজানকে বললেন, “আমার পালনকর্তা কে?” তিনি বললেন, “আমি”। তিনি বললেন, “তোমার পালনকর্তা কে?” বললেন, “তোমার পিতা”। তিনি বললেন, তাঁর পালনকর্তা কে?” এর জবাবে তাঁর আম্মাজান বললেন, “চুপ থাকো।” অতঃপর তিনি গিয়ে স্বামীকে বললেন, “যে সন্তান সম্পর্কে এ কথার প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সে পৃথিবীবাসীদের দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলবে, সে হচ্ছে তোমারই সন্তান।” এরপর এ কথোপকথনের কথা বর্ণনা করলেন।

অনুবাদ	আয়াত
৭৭: অতঃপর যখন চন্দ্রকে চমকিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন, ‘এটাকেই কি আমার প্রতিপালক স্থির করছো?’ অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বললেন, ‘যদি না আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন করতেন, তবে আমিও সেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (১৬৫)।’	فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّیْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ یَهْدِنِیْ رَبِّیْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّیْنَ ﴿۷۷﴾
৭৮: অতঃপর যখন সূর্যকে ঝিলিমিলি করতে দেখেলেন, তখন বললেন, ‘এটাকে কি আমার প্রতিপালক বলছো (১৬৬)? এটাতো সেগুলো অপেক্ষা বড়।’ অতঃপর যখন সেটা অস্তমিত হলো, তখন বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি অসন্তুষ্ট সেসব বস্তুর প্রতি যেগুলোকে তোমরা শরীক স্থির করছো (১৬৭)।	فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّیْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ یٰقَوْمِ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۷۸﴾
৭৯: আমি আমার মুখমন্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই হয়ে (১৬৮) এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।’	اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۷۹﴾
৮০: এবং তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে বিতর্ক করতে লাগলো। (তিনি) বললেন, ‘তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্ক করছো? তিনি তো আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন (১৬৯)	وَ حَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنِ ؕ

হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) প্রথম থেকেই আল্লাহ এর একত্ববাদের সমর্থন এবং কুফরী আক্বীদাসমূহের খন্ডন আরম্ভ করেছিলেন। আর যখন গর্তের একটা ছিদ্র দিয়ে রাত্রিকালে তিনি ‘যুহরা’ (শুক্রগ্রহ) অথবা ‘মুশতারী’ (বৃহস্পতি) নামক নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করলেন তখনই অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করলেন। কেননা, সে যুগের লোকেরা বোত ও নক্ষত্ররাজির পূজা করতো। তখন তিনি একটা অতি উত্তম ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় তাদেরকে গভীর চিন্তা-ভাবনা বা যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে সত্য সন্ধানের দিকে পথপ্রদর্শন করলেন, যা দ্বারা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সমস্ত জগতই ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, ‘ইলাহ’ (উপাস্য) হতে পারেনা। তা নিজেই ঐ স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপকের প্রতি মুখাপেক্ষী, যাঁরই ক্ষমতা ও ইচ্ছায় তাতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে

টীকা-১৬৫ঃ এর মধ্যে সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, চন্দ্রকে যে উপাস্য স্থির করেছে সে পথভ্রষ্ট।কেননা, সেটার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অস্তিত্বে আসার জন্য স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হওয়ারই প্রমাণবহ।

টীকা-১৬৬ঃ (আরবী ব্যকরণ মতে,) ‘شمس’ (সূর্য) ‘অপ্রকৃত স্ত্রী-লিঙ্গ’। সেটার জন্য ‘পুংলিঙ্গ’ কিংবা 'স্ত্রী-লিঙ্গ' বাচক উভয় প্রকার ‘শব্দরূপ’ ব্যবহার করা যায়।এখানে ‘هٰذَا’ (পুংলিঙ্গ) ব্যবহৃত হয়েছে। এ‘তে আদব (শালীনতা) শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ‘রব’ (প্রতিপালক) পদটার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের ব্যবহার করা হয়নি।একারণেই আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ হিসেবে, ‘ علام’ (আ'ল্লাম) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, ‘علامة’ (আ'ল্লামাহ) শব্দ নয়।

টীকা-১৬৭ঃ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) একথা প্রমাণিত করে দিলেন যে, নক্ষত্ররাজির মধ্যে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত কোনটাই ‘রব’ (প্রতিপালক) হবার যোগ্যতা রাখেনা, সেগুলো ‘ইলাহ’ (উপাস্য) হওয়া বাতিল। আর সম্প্রদায়ের লোকেরা যে শিরকের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং এরপর সত্য দ্বীনের কথা বর্ণনা করেছেন, যা পরবর্তীতে আসছে।

টীকা-১৬৮ঃ অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অবশিষ্ট সব ধর্ম থেকে পৃথক রয়ে।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তখনই হতে পারে, যখন সমস্ত বাতিল দ্বীন থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়।

টীকা-১৬৯ঃ স্বীয় ‘তাওহীদ’ ও ‘মা’রিফাত’-এর

টীকা-১৭০: কেননা, সেগুলো হচ্ছে প্রাণহীন বোত- না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে।সেগুলোকে কেন ভয় করবে? এটা তিনি মুশরিকদের প্রতি জবাবে বলেছিলেন।তারা তাঁকে বলেছিলো, "বোতগুলোকে ভয় করুন। সেগুলোকে মন্দ বললে যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়।"
টীকা-১৭১ঃ তাই হবে।কেননা, আমার প্রতিপালক অসীম ক্ষমতাশীল।

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشۡرِكُوۡنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ
رَبِّىۡ شَيۡـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىۡ كُلَّ شَىۡءٍ عِلۡمًا ؕ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوۡنَ ﴿۸۰﴾
وَكَيۡفَ اَخَافُ مَاۤ اَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُوۡنَ
اَنَّكُمۡ اَشۡرَكۡتُمۡ بِاللّٰهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهٖ
عَلَيۡكُمۡ سُلۡطٰنًا ؕ فَاَىُّ الۡفَرِيۡقَيۡنِ اَحَقُّ
بِالۡاَمۡنِ ۚ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۸۱﴾
اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَمۡ يَلۡبِسُوۡۤا اِيۡمَانَهُمۡ بِظُلۡمٍ
اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡاَمۡنُ وَهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ ﴿۸۲﴾
وَتِلۡكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيۡنٰهَاۤ اِبۡرٰهِيۡمَ عَلٰى
قَوۡمِهٖ ؕ نَرۡفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنۡ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
حَكِيۡمٌ عَلِيۡمٌ ﴿۸۳﴾
وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ ؕ كُلًّا
هَدَيۡنَا ۚ وَنُوۡحًا هَدَيۡنَا مِنۡ قَبۡلُ وَمِنۡ
ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيۡمٰنَ وَاَيُّوۡبَ وَيُوۡسُفَ
وَمُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجۡزِى
الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۸۴﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحۡيٰى وَعِيۡسٰى وَاِلۡيَاسَ ؕ
كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۸۵﴾
وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَالۡيَسَعَ وَيُوۡنُسَ وَلُوۡطًا ؕ
وَكُلًّا فَضَّلۡنَا عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۸۶﴾

এবং আমার নিকট সেসবের ভয় নেই, যেগুলোকে তোমরা (তাঁর) শরীক বলছো (১৭০), হাঁ, কোন বিষয়ে আমারই প্রতিপালক যা চান (১৭১) আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সব কিছুর পরিবেষ্টনকারী, তোমরা কি উপদেশ মানবে না?

৮১: আমি তোমাদের শরীকদেরকে কেন ভয় করবো (১৭২)? অথচ তোমরা (এতো) ভয় করছো না যে, তোমরা আল্লাহ এর শরীক ওটাকেই স্থির করছো, যার সম্পর্কে তোমাদের উপর তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং দু'দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিক উপযোগী কে (১৭৩)? যদি তোমরা জানো।'

৮২: ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং আপন ঈমানের মধ্যে কোন অসত্যের সংমিশ্রন করেনি, তাদেরই জন্য নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সৎপথের উপর রয়েছে।

রুকূ'-১০

৮৩: এবং এটা আমার দলীল যে, আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় দান করেছি। আমি যাকে চাই বহু মর্যাদায় উন্নীত করি (১৭৪)। নিঃসন্দেহে, আপনার প্রতিপালক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

৮৪: এবং আমি তাঁকে ইসহাক্ব ও য়া'কূবকে দান করেছি। তাঁদের সবাইকে আমি সৎপথ দেখিয়েছি এবং তাঁদের পূর্বে নূহকে সৎপথ প্রদর্শন করেছি আর তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, য়ূসুফ, মূসা এবং হারূনকেও, এবং আমি অনুরূপভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি সৎকর্ম পরায়নদেরকে।

৮৫: এবং যাকারিয়া, য়াহ্য়া, ঈসা এবং ইলইয়াসকেও। এরা সবাই আমার নৈকট্যের উপযোগী।

৮৬: এবং ইসমাঈল, য়াসা', য়ূনুস এবং লূতকেও, এবং আমি প্রত্যেককে তাঁরই যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (১৭৫)।

টীকা-১৭২ঃ যা হচ্ছে প্রাণহীন জড়বস্তু এবং নিছক অক্ষম।
টীকা-১৭৩ঃ একত্বে বিশ্বাসী, না অংশীবাদী?
টীকা-১৭৪ঃ জ্ঞান ও বিবেক, বোধশক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সহকারে যেমন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর মর্যাদাকে সম্মানিত করেছি- পৃথিবীতে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নাবুয়্যাত সহকারে এবং আখিরাতে নৈকট্য ও সাওয়াব সহকারে।
টীকা-১৭৫ঃ নাবুয়্যত ও রিসালাত সহকারে।
মাসআলাঃ এই আয়াতকে এ মর্মে সনদ হিসেবে গ্রহণ করা যায় যে, নাবীগণ ফিরিশতাগণ অপেক্ষা উত্তম।কেননা, 'জগত' (عَالَم) শব্দে আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিই শামিল রয়েছে, ফিরিশতাগণও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তখন ফিরিশতাদের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। এখানে আল্লাহ তাআলা আঠারজন নাবীর উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনার ক্রমবিন্যাস না তাঁদের যুগের অনুসারে, না মর্যাদানুসারে, না 'واو' (অব্যয়পদ) দ্বারা 'ক্রম-বিন্যাস' বুঝায়।কিন্তু যে অবস্থায় নাবীগণের নামগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এক আশ্চর্যজনক রহস্য রয়েছে।তা হচ্ছে-
আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের প্রত্যেক দলকে এক বিশেষ ধরনের কারামত ও বৈশিষ্ট সহকারে গৌরবান্বিত করেছেন।সুতরাং হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্ব, হযরত য়া'কুব (عَلَيۡهِمُ السَّلَام)-এর কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন।কেননা, তাঁরা হলেন সম্মানিত নাবীগণের মূল-পুরুষ।অর্থাৎ তাদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে নাবী হয়েছেন, যাঁদের বংশ-পরম্পরা তাদেরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।নাবুয়্যতের পর বিবেচনাযোগ্য মর্যাদাসমূহের মধ্যে রাজ্য, ক্ষমতা, রাজত্ব ও শাসন-ক্ষমতা অন্যতম।আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِمَا السَّلَام) কে এর পরিপূর্ণ অংশ প্রদান করেছেন।এর উন্নত মর্যাদাসমূহের মধ্যে মুসীবত ও বিপদাপদের উপর ধৈর্যশীল থাকা অন্যতম।আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়্যুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে তা দ্বারা বিশেষিত করেছেন।অতঃপর রাষ্ট্রক্ষমতা ও ধৈর্য উভয় মর্যাদা প্রদান করেছেন হযরত য়ূসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে।তিনি কষ্ট ও বিপদের উপর বহুকাল ধৈর্য ধারণ করেছেন।অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নাবুয়্যাত প্রদান করেন এবং মিশরের

রাজত্ব দান করেছেন। অধিক সংখ্যক মু'জিযা এবং অকাট্য প্রমাণাদি শক্তিও বিবেচনাযোগ্য মর্যাদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) কে তার দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন। দুনিয়ার প্রতি অনীহা পোষণকারী ও সংসার ত্যাগী হওয়াও উল্লেখযোগ্য মর্যাদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত যাকারিয়া, হযরত য়াহয়া, হযরত ঈসা এবং হযরত ইলইয়াস (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে আল্লাহ তা'আলা এরই বিশেষত্ব দান করেছেন।

এসব হযরতের পর আল্লাহ তা'আলা ঐসব নাবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁদের না অনুসারী বাকী রয়েছে, না তাঁদের শরীয়াত। যেমন, হযরত ইসমাঈল, হযরত য়াসা', হযরত য়ূনুস এবং হযরত লূত (عَلَيْهِمُ السَّلَام)।

এ ভঙ্গীতে নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর উল্লেখ করার মধ্যে তাঁদের অলৌকিক শক্তি এবং বৈশিষ্টাদির এক বিস্ময়কর সূক্ষ্ম রহস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

وَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ۚ وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۷﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰۤؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۰﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ

৮৭: এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, বংশধরগণ এবং ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কতেককেও (১৭৬), এবং আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি ও সোজা পথ দেখিয়েছি।

৮৮: এটা আল্লাহ এর হিদায়াত যে, আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে চান প্রদান করে থাকেন, এবং তারা যদি শির্ক করতো তবে অবশ্যই তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হতো।

৮৯: এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাঁদেরকে আমি কিতাব, ফয়সালা করার ক্ষমতা ও নাবূয়্যাত প্রদান করেছি, অতঃপর যদি এসব লোক (১৭৭) তা অস্বীকার করে, তবে আমি সেটার জন্য এমন একটা জনসমষ্টিকে নিয়োজিত রেখেছি যারা অস্বীকারকারী নয় (১৭৮)।

৯০: এরা হচ্ছে এমন সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদেরই পথে চলো (১৭৯)। আপনি বলে দিন, 'আমি কুরআনের জন্য তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা।' তাতো নয়, কিন্তু উপদেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য (১৮০)।

রুকূ'-১১

৯১: এবং ইহুদীগণ আল্লাহ এর প্রকৃত মর্যাদা জানেনি যেমন জানা উচিত ছিলো (১৮১)

টীকা-১৭৬ঃ আমি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি

টীকা-১৭৭ঃ অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ

টীকা-১৭৮ঃ এ 'জনসমষ্টি' বলতে হয়ত 'আনসার' বুঝানো হয়েছে, নতুবা 'মুহাজিরগণ' কিংবা 'রসূলে পাকের সমস্ত সাহাবী' অথবা 'হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনে এমনসব লোক বুঝানো হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত এ অর্থই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সহায্য করবেন। আর তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন এবং সেটাকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করবেন। সুতরাং এটা অনুরূপই হয়েছে এবং অদৃশ্যের সংবাদরূপে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-১৭৯ঃ মাসআলাঃ দ্বীনের আ'লিমগণ এ আয়াত থেকে এ মাসআলাটাই প্রমাণিত করেছেন যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সমস্ত নাবী অপেক্ষা উত্তম। কেননা, মহত্বের বৈশিষ্টাবলী এবং সম্মানের গুণাবলী, যেগুলো পৃথক পৃথকভাবে নাবীগণকে দান করা হয়েছে সবই নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন- فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ, সুতরাং যেহেতু তিনি (হুযূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সমস্ত নাবীর মহত্বের গুণাবলীর ধারক হলেন, সেহেতু তিনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম।

টীকা-১৮০ঃ এ আয়াত থেকে প্রমানিত হলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। আর তাঁর দ্বীনী-আহ্বান সমস্ত সৃষ্টির জন্য ব্যাপক, সমগ্র জাহান তাঁরই উম্মত। (খাযিন)

টীকা-১৮১ঃ এবং তাঁর পরিচিতি থেকে বঞ্চিত থাকে এবং তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর যে দয়া ও করুণা রয়েছে সেটা জানলোনা।

শানে নুযূলঃ ইহুদীদের একটা দল তাদের প্রধান পুরোহিত মালিক ইবনে সায়ফকে সাথে নিয়ে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে তর্ক করার জন্য আসলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে বললেন, আমি তোমাকে ঐ প্রতিপালকের শপথ দিচ্ছি, যিনি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি তাওরীত অবতারণ করেছেন। তাওরীতের মধ্যে তুমি কি এটা দেখেছো- "اِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الْحِبْرَ السَّمِيْنَ" (নিশ্চয়, আল্লাহ মোটা আ'লিমকে পছন্দ করেন না।) সে বললো, "হ্যাঁ। এটা তাওরীতে আছে।" হুযূর ইরশাদ করলেন, "তুমি তো

সেই মোটা আ'লিম।" এটা শুনে সে রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলো, "আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতারণ করেননি।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর তাতে বলা হয়েছে যে, "কে অবতারণ করেছে ঐ কিতাব, যা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) নিয়ে এসেছিলেন?" তখন সে লা-জওয়াব হয়ে গেলো। ইহুদীগণ এতে ক্ষেপে গেলো এবং তাকে তিরস্কার করতে লাগলো। আর তাকে 'পুরোহিত' এর পদ থেকে অপসারিত করে দিলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-১৮২ঃ সেগুলোর মধ্য কিছু অংশকে, যেগুলোকে প্রকাশ করা নিজের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী মনে করছো।

টীকা-১৮৩ঃ যেগুলো তোমাদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত হয়। যেমন, তাওরীতের ঐসব বিষয়বস্তু, যে গুলোতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

টীকা-১৮৪ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শিক্ষা এবং ক্বুরআনে কারীম থেকে।

টীকা-১৮৫ঃ অর্থাৎ যখন সে এর জবাব দিতে পারলোনা যে, 'সেই কিতাব কে অবতীর্ণ করেছেন?' তখন আপনিই বলে দিন, "আল্লাহই।"

যখন তারা বললো, 'আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই অবতারণ করেননি।' আপনি বলুন, 'কে অবতারণ করলো সে-ই কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছিলেন, আলো ও মানুষের জন্য হিদায়তরূপে, যার তোমরা পৃথক পৃথক কপি তৈরি করে নিয়েছো, সেগুলোকে প্রকাশ করছো (১৮২) এবং অনেক কিছু গোপন করছো (১৮৩) এবং তোমাদেরকে সেটাই শিক্ষা দেয়া হয় (১৮৪) যা না তোমাদের জানা ছিলো, না তোমাদের পিতৃপুরুষদের?' 'আল্লাহ' বলুন (১৮৫)। অতঃপর, তাদেরকে ছেড়ে দিন তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে খেলতে (১৮৬)।	اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾
৯২: এবং এটা বরকতময় কিতাব, যা আমি অবতারণ করেছি (১৮৭), প্রত্যায়ন করছে ঐসব কিতাবের যেগুলো পূর্বে ছিলো, এবং এ জন্য যে, আপনি সতর্ক করবেন 'সমস্ত বস্তির সরদার'কে (১৮৮) এবং তাকে যে সমগ্র জাহানে সেটার চতুর্পাশে রয়েছে, এবং যারা পরকালের উপর ঈমান আনে (১৮৯) তারা ঐ কিতাবের উপর ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে।	وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾
৯৩: এবং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৯০)? অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী হয়েছে,' অথচ তার প্রতি কোন ওহী হয়নি (১৯১), এবং যে বলে, 'এখনই আমি অবতীর্ণ করছি তেমনি, যেমন আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন (১৯২),'	وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِیَ اِلَیَّ وَ لَمْ یُوْحَ اِلَیْهِ شَیْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ

টীকা-১৮৬ঃ কেননা, 'যখন আপনি দলীল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ভয়-প্রদর্শন ও উপদেশকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য কোন অজুহাত পেশ করার অবকাশ রাখেন নি, এতদ্সত্ত্বেও তারা বিরত হয়নি, তখন তাদেরকে তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে ছেড়ে দিন।' এটা কাফিরদের জন্য শাস্তির হুমকি ও ধমক স্বরূপ।

টীকা-১৮৭ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ।

টীকা-১৮৮ঃ 'বস্তিসমূহের সর্দার' হচ্ছে 'মক্কা মুকাররমাহ।' কেননা, সেটা হচ্ছে সমস্ত দুনিয়াবাসীর ক্বিবলা।

টীকা-১৮৯ঃ এবং ক্বিয়ামত, আখিরাত এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং স্বীয় পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন ও অজ্ঞাত নয়।

টীকা-১৯০ঃ এবং নাবূয়্যাতের মিথ্যা দাবীদার সাজে?

টীকা-১৯১ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুসায়লামা কাযযাব সম্বন্ধে অতীর্ণ হয়েছে। সে ইয়েমেনের ইয়ামামা এলাকায় নবূয়্যতের মিথ্যা দাবী করেছিলো। 'বানী-হানীফাহ্' গোত্রের কিছু লোক তার ধোকার শিকার হয়। এ মিথ্যুক হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এ খিলাফত আমলে হযরত আমীর হামযা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর হত্যাকারী ওয়াহ্শীর হাতে নিহত হয়েছিলো।

টীকা-১৯২ঃ শানে নুযূলঃ এটা আ'বদুল্লাহ ইবনে আবী সুরাহ ওহী লিখকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন আয়াত "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ" নাযিল হয়, তখন সে লিপিবদ্ধ করলো এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে মানব সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হলো এবং এমতাবস্থায় আয়াতের শেষাংশ "فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ" অনিচ্ছাকৃত ভাবে তার মুখের উপর জারী হয়ে গেলো। এতে তার মনে এ অহংকার এলো যে, তার প্রতি ওহী আসতে আরম্ভ করেছে। অতঃপর সে ধর্ম ত্যাগী হয়ে গেলো। এটা বুঝলোনা যে, ওহীর আলো এবং কালামের প্রভাব-ক্ষমতা ও সৌন্দর্য থেকে আয়াতের শেষাংশ মুখে এসে গেছে। এতে তার নিজস্ব যোগ্যতার কোন দখল ছিলোনা। কালামের শক্তিই সেটার শেষাংশ বাতলিয়ে দিয়ে থাকে। যেমন, কোন কবি কোন উত্তম বিষয়বস্তু আবৃত্তি করলো সে-ই বিষয়বস্তু নিজেই

তার শেষ ছন্দ বাতলিয়ে দেয়। আর শ্রোতাগণ কবির আগেই পংক্তির শেষাংশটা পাঠ করে ফেলে। তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে যারা কখনো তেমনি কবিতা বলতে সক্ষম নয়। সুতরাং ছন্দ বা পংক্তির শেষাংশ বলা তাদের যোগ্যতা নয়, কালাম বা বাণীর শক্তি। আর এখানে তো ওহীর জ্যোতি এবং নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আলো থেকে বক্ষের মধ্যে আলো আসছিল। সুতরাং উক্ত বৈঠক থকে পৃথক হবার এবং ধর্মত্যাগী হবার পরক্ষণ থেকে সে এমন একটা বাক্য বলতেও সক্ষম ছিলোনা, যা পবিত্র ক্বুরআনের বাক্য-বিন্যাসের সাথে সাদৃশ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র জীবদ্দশায়ই সে মক্কা বিজয়ের পূর্বে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলো।

টীকা-১৯৩ঃ রূহসমূহ বের করে নেয়ার জন্য তিরস্কার করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন-

টীকা-১৯৪ঃ নভবুয়্যাত ও ওহীর মিথ্যা দাবি করে এবং আল্লাহ এর জন্য শরিক ও স্ত্রী স্থির করে।

টীকা-১৯৫ঃ তোমাদের সাথে না আছে সম্পদ, না আছে সন্তান-সন্ততি, যাদের মায়া-মমতার মধ্যে তোমরা গোটা জীবন আবদ্ধ ছিলে, না আছে সে সব বোত, যেগুলোর তোমরা পূজা করেছিলে, আজ সেগুলোর কোনো কিছুই তোমাদের কাজে আসেনি।একথা কাফিরদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে বলা হবে।

টীকা-১৯৬ঃ যে, সেগুলোর ইবাদতের উপযোগী হবার ক্ষেত্রে আল্লাহ এর শরীক। (নাউযুবিল্লাহ)

টীকা-১৯৭ঃ এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে

টীকা-১৯৮ঃ তোমাদের ঐ সব মিথ্যা দাবী, যেগুলো পৃথিবীতে করছিলে বাতিল হয়ে গেছে

টীকা-১৯৯ঃ তাওহীদ ও নাবুয়্যাতের বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণাদি উল্লেখ করেন।কেননা, প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে - আল্লাহ পাক এবং তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও কার্যাবলীর পরিচিতি লাভ করা এবং একথা জানা যে, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা।আর যিনিই এমন হবেন তিনিই ইবাদতের উপযোগী হতে পারেন, ঐসব বোত নয়, যেগুলোর অংশীবাদীগণ পূজা করে।শুষ্ক শস্যবীজ ও আঁটিকে চিরে সেগুলো থেকে সবজি ও বৃক্ষ সৃষ্টি করা এবং এমনি পাথরময়ী জমিতে সেগুলোর নরম অংকুর ভেদ করানো যেখানে লোহার তৈরি পেরেক পর্যন্ত কার্যকর নয়, তাঁর ক্ষমতার কেমন বিস্ময়কর রহস্যাদি।

টীকা-২০০ঃ সজীব তরুলতা ও বৃক্ষরাজিকে প্রাণহীন বীজ থেকে এবং মানুষ ও পশুকে বীর্য থেকে আর পক্ষীকে ডিম থেকে

টীকা-২০১ঃ সজীব বৃক্ষ থেকে নির্জীব আঁটি ও বীজকে এবং মানুষ এবং পশু থেকে বীর্যকে আর পক্ষী থেকে ডিমকে- এসবই হচ্ছে তাঁর আশ্চর্যজনক ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা।

টীকা-২০২ঃ এবং এমনি অকাট্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেন ঈমান আনছোনা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছোনা? যিনি প্রাণশূন্য বীর্য থেকে প্রাণময় জীব সৃষ্টি করেন তাঁরই শক্তি দ্বারা মৃতকে জীবিত করা কি অসম্ভব?

টীকা-২০৩ঃ যে, সৃষ্টি এর মধ্যে আরাম পায় এবং দিনের ক্লান্তি ও অবসন্নতাকে বিশ্রাম দ্বারা দূরীভূত করে।আর বিনিদ্র রাত্রি যাপনকারী সংসারের প্রতি

এবং কখনো আপনি দেখতে পাবেন, যখন যালিম মৃত্যু-যন্ত্রণা ভূগতে থাকে এবং ফিরিশতাগণ হাত বিস্তার করে রয়েছে (১৯৩) যে, 'বের করো নিজেদের প্রাণসমূহ। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে এর পরিণামস্বরূপ যে, আল্লাহ এর উপর মিথ্যারোপ করছিলে (১৯৪) এবং তাঁর আয়াতগুলো থেকে অহংকার করতে।'

৯৪: এবং নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম (১৯৫), এবং পৃষ্ঠ-পশ্চাতে ফেলে এসেছো যে ধন-সম্পদ আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, এবং আমি তোমাদের সাথে তোমাদের ঐ সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা, যাদেরকে তোমরা নিজেদের মধ্যে শরীক মনে করতে (১৯৬)। নিশ্চয় তোমাদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কের রশি কেটে গেছে (১৯৭) এবং তোমাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা দাবী করছিলে (১৯৮)।

রুকূ'-১২

৯৫: নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি ভেদ করে অংকুর উৎপাদনকারী (১৯৯), জীবন্তকে মৃত থেকে (২০০) এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে নির্গতকারী (২০১)। ইনিই হন আল্লাহ, তোমরা কোথায় উল্টো দিকে যাচ্ছো (২০২)?

৯৬: অন্ধকারের বুক চিরে ঊষার উন্মেষকারী, এবং তিনি রাতকে শান্তিদায়ক করেছেন (২০৩)

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ غَمَرٰتِ
الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓىٕكَةُ بَاسِطُوْۤا اَیْدِیْهِمْۚ
اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْؕ اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى
اللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰیٰتِهٖ
تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۹۳﴾
وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ
ظُهُوْرِكُمْۚ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ
الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِیْكُمْ شُرَكٰٓؤُاؕ
لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَیْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا
كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۹۴﴾
اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰىؕ یُخْرِجُ
الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ
الْحَیِّؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۹۵﴾
فَالِقُ الْاِصْبَاحِۚ وَ جَعَلَ الَّیْلَ سَكَنًا

এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য (২০৪)। এটা পরাক্রমশালী জ্ঞানীর অগ্রে-নিরূপণ।

৯৭: এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যেন সেগুলো দ্বারা সঠিক পথের দিশা পায় স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে। আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি জ্ঞানীদের জন্য।

৯৮: এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ (সত্তা) থেকে সৃষ্টি করেছেন (২০৫) অতঃপর কোথাও তোমাদেরকে অবস্থান করতে হবে (২০৬) এবং কোথাও গচ্ছিত থাকতে হবে (২০৭)। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেছি বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

৯৯: এবং তিনিই হন, যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা প্রতিটি উদ্ভিদ উদগম করেছি (২০৮), অনন্তর তা থেকে উদগত করেছি সব্জি, যা থেকে শস্যদানা উৎপাদন করি একটা অপরের উপর চড়াবস্থায়, এবং খেজুরের মাথি থেকে পাশাপাশি গুচ্ছ, এবং আংগুরের বাগান, এবং যায়তূন ও আনার- কোন কোন বিষয়ে সদৃশ ও কোন কোন বিষয়ে বিসদৃশ। সেটার ফলের দিকে লক্ষ্য করো যখন ফলবান হয় এবং সেটার পরিপক্ক হবার প্রতি। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

১০০: এবং (২০৯) তারা আল্লাহ এর শরীক স্থির করেছে জিনদেরকে (২১০), অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যাসন্তান গড়ে নিয়েছে মূর্খতাবশতঃ তিনি পবিত্র ও ঐসব কথাবার্তার উর্ধ্বে, যেগুলো তারা বলে থাকে।

রুকূ'-১৩

১০১: কোন নমূনা ব্যতিরেকেই আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কোত্থেকে? অথচ তাঁর কোন স্ত্রী নেই (২১১), এবং তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন (২১২) এবং তিনি সবকিছু জানেন।

১০২: ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক (২১৩), এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা নেই, সবকিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সবকিছুর রক্ষক (২১৪)।

১০৩: চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারেনা (২১৫) এবং সমস্ত চক্ষু তাঁরই আয়ত্বে রয়েছে, এবং তিনিই পরিপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۹۶﴾ وَ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِیْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۹۷﴾ وَ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّفْقَهُوْنَ ﴿۹۸﴾ وَ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَیْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّیْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰی ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ یَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكُمْ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۹۹﴾ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِیْنَ وَ بَنٰتٍۭ بِغَیْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَنّٰی یَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۰۱﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ﴿۱۰۲﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ؗ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۰۳﴾

অনীহা পোষণকারী আপন প্রতিপালকের ইবাদতের মাধ্যমে শান্তি পায়

টীকা-২০৪: যে, এগুলোর প্রদক্ষিণ ও পরিভ্রমণ থেকে ইবাদত এবং লেনদেনের সময়সূচি জানা যায়।

টীকা-২০৫: অর্থাৎ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে।

টীকা-২০৬: মায়ের গর্ভে অথবা ভূপৃষ্ঠে

টীকা-২০৭: পিতার পৃষ্ঠদেশে কিংবা কবরের অভ্যন্তরে।

টীকা-২০৮: পানি এক এবং তা দ্বারা যেসব বস্তু উৎপাদন করেন সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ও রংবেরং এর।

টীকা-২০৯: এতদ্বসত্ত্বেও যে, এসব কুদরতের প্রমাণ ও প্রজ্ঞার আশ্চর্যাদি এবং পুরস্কার ও মর্যাদার দান আর ঐসব নি'মাতকে সৃষ্টি করা বা দান করার দাবী ছিলো যে, সেই দয়াবান কর্ম ব্যবস্থাপক খোদার উপর ঈমান আনবে।কিন্তু এর পরিবর্তে, মূর্তিপূজারীরা ঐ যুলুম করেছে যা আয়াতের মধ্যে পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২১০: যে, তাদের আনুগত্য স্বীকার করে মূর্তি পূজারী হয়ে গেছে,

টীকা-২১১: এবং স্ত্রী ব্যতিরেকে সন্তান হয়না।আর স্ত্রী তাঁর মর্যাদার জন্য শোভা পায়না।কেননা, কোন বস্তু তাঁর সমতুল্য নয়,

টীকা-২১২: সুতরাং যা কিছুই আছে তা তাঁরই সৃষ্টি।সৃষ্টি সন্তান হতে পারে না।কাজেই কোন সৃষ্টিকে 'সন্তান' বলা বাতিল।

টীকা-২১৩: যাঁর গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁর এসব গুণাবলী হবে তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-২১৪: চাই তা জীবিকা হোক কিংবা নির্ধারিত সময় অথবা গর্ভাশয় হোক।*

টীকা-২১৫: 'ইদরাক' (اِدْرَاك) বা 'হাক্বীকৃত অনুধাবন করার জিজ্ঞাস্য বিষয়াদি'র অর্থ হচ্ছে চোখে দেখা জিনিসের চতুর্পাশ্বএবং সীমানার সবদিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া।এটাকেই 'ইহাতাহ'

* অথবা 'কর্ম' হোক।

(اِحَاطَة) বলা হয়।‘ইদরাক’ (اِدْرَاكٌ) এর এ ‘তাফসীর’ ব্যাখ্যা হযরত সা‘ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব এবং হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত। অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসির ‘ইদরাক’ (اِدْرَاكٌ) এর তাফসীর (ব্যাখ্যা) ‘ইহাতাহ’ (اِحَاطَة) শব্দ দ্বারা করে থাকেন।বস্তুতঃ ‘ইহাতাহ’ (اِحَاطَة) সেই বস্তুরই হতে পারে যার নির্ধারিত সীমানা ও দিক থাকে।আল্লাহ তা‘আলার জন্য ‘সীমানা’ ও ‘দিক’ অসম্ভব।সুতরাং তাঁর ‘ইদরাক’ (اِدْرَاكٌ) এবং ‘ইহাতাহ’ (اِحَاطَة)ও অসম্ভব।এটাই হচ্ছে ‘আহলে সুন্নাত’-এর অভিমত।

খারেজী ও মু’তাযিলা প্রমূখ ভ্রান্ত সম্প্রদায় ‘ইদরাক’ ও ‘রুইয়াত’ (দেখা) এর মধ্যে পার্থক্য করেনা।এ কারণে, তারা এ ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে যে, তারা আল্লাহ এর দীদার বা সাক্ষাতকেও ‘যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব’ বলে স্থির করে বসেছে।অথচ না দেখা না জানাকেই অনিবার্য করে দেয়, নতুবা, যেমন- আল্লাহ তা‘আলাকে কোন অবস্থা ও দিক ব্যতিরেকে জানা যেতে পারে, তেমনি তাঁকে দেখাও যেতে পারে কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি জগত এর বিপরীত।কেননা, যদি অন্যান্য সৃষ্টবস্তু কোন ‘অবস্থা’ ও ‘দিক’ ব্যতীত দেখাই না যায়, তাহলে সেটা সম্পর্কে জানাও যেতে পারেনা।এর রহস্য হচ্ছে- দেখা ও সাক্ষাতের অর্থ এ যে, দৃষ্টিশক্তি কোন বস্তুকে, যেমনি সেটা হয় তেমন অনুরোধ করে।সুতরাং যে বস্তুটা দিকসম্পন্ন হবে সেটার দেখা-সাক্ষাৎও কোন দিকের মধ্যে হবে এবং যার জন্য দিক থাকবেনা সেটার দীদারও দিক ব্যতিরেকেই হবে।যেমন, ‘দীদারে ইলাহী’ (আল্লাহ এর সাক্ষাৎ) পরকালেই।আল্লাহ তা‘আলার দীদার মু’মিনদের জন্য আহলে সুন্নাতের আক্বীদা, কুরআন, হাদীস এবং সাহাবীগণ ও ‘সলফে উম্মত’ (মুসলিম-উম্মাহর অগ্রণীগণ)-এর ঐক্যমত্য ইত্যাদি বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে - (وُجُوْهٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মু’মিনদের জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের প্রতিপালকের দীদার বা সাক্ষাৎ সম্ভবপর হবে।এছাড়াও আরো অনেক আয়াত এবং সিহাহর বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়।যদি আল্লাহ এর দীদার সম্ভবপর না হতো তবে হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) দীদার এর আবেদন করতেন না।তিনি “ رَبِّ اَرِنِیْۤ اَنْظُرْ اِلَیْكَ ” (হে প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো।) বলে প্রার্থনা করতেন না।আর তাঁরই প্রত্যুত্তরে-
“ اِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِیْ ”
(অর্থাৎ সেটা যদি আপন অবস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে) বলেও ইরশাদ করা হতো না।এসব দলীল থেকে প্রমাণিত হলো যে, পরকালে মু’মিনদের জন্য আল্লাহ এর দীদার লাভ হওয়া শরীয়াতের মধ্যে প্রমাণিত।আর তা অস্বীকার করা ভ্রান্তি।**

টীকা-২১৬ঃ যাতে দলিল অনিবার্য হয়।

টীকা-২১৭ঃ এবং কাফিরদের অনর্থক কথা-বার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।এ’তে নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র মনে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তার দরুন দুঃখিত হবেন না।এটা তাদেরই দুর্ভাগ্য যে, তারা এমন অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা উপকার লাভ করতে পারছেনা)

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا ؕ وَ مَاۤ اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ﴿۱۰۴﴾

১০৪: তোমাদের নিকট, চোখ খুলে দেয়- এমন প্রমাণাদি এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে, সুতরাং যে-ই দেখেছে তা তার নিজেরই মঙ্গলার্থে দেখেছে এবং যে অন্ধ হয়েছে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং আমি তোমাদের রক্ষক নই*।

وَ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ وَ لِیَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَ لِنُبَیِّنَهٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫: এবং আমি এমনভাবে নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি (২১৬) এবং এ জন্য যে, কাফিরগণ বলে উঠবে, ‘আপনি তো অধ্যায়ন করেছেন,’ এবং এ জন্য যে, সেটাকে জ্ঞানীদের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে দিই।

اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৬: সেটারই অনুসরণ করুন, যা আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে ওহী হয় (২১৭), তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَ مَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ﴿۱۰۷﴾

১০৭: এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা শির্ক করতোনা, এবং আমি আপনাকে তাদের উপর রক্ষক করিনি, এবং আপনিও তাদের উপর রক্ষক নন।

* অর্থাৎ আমি (হযরত মুহাম্মাদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তোমাদের কর্মসমূহের সংরক্ষক নই। আমি হলাম তোমাদের সতর্ককারী। (জালালাইন শরীফ)

** لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَار (চক্ষুসমূহ আল্লাহকে আয়ত্ব করতে পারে না) এর ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, ‘অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে চক্ষুসমূহ দ্বারা আল্লাহকে কেউ দেখতে পারে না।’ অবশ্য স্বপ্নে দেখা সম্ভব। কারণ, ঐ দেখা এ চক্ষুসমূহ দ্বারা নয়। মি’রাজ শরীফে হুযূর আল্লাহকে এ মুবারক চক্ষুদ্বয়েই দেখেছিলেন। বেহেশতী এ চক্ষু দ্বারাই আল্লাহকে দেখবেন। কিন্তু এ দেখা দুনিয়ার মধ্যে নয়। মি’রাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی) । বেহেশতীদের দীদার লাভ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- ("وُجُوْهٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)। আর আল্লাহ পাকের ইরশাদ وَهُوَ یُدْرِكُ الْاَبْصَار (এবং সমস্ত চক্ষু তাঁরই আয়ত্বে রয়েছে) এর ব্যাখ্যা এ যে, ‘আল্লাহ এর জ্ঞানের আয়ত্বেই চক্ষুসমূহ রয়েছে।’ কারণ, শারীরিক আয়ত্ব ও পরিবেষ্টন আল্লাহ এর পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহ তা‘আলা তা থেকে পবিত্র। শরীরের আয়ত্বে সেই আনতে পারে যে নিজেই শরীরবিশিষ্ট হয়। যেমন দেয়াল তার অভ্যন্তরের বস্তুসমূহকে, লোটা পানিকে এবং শহর-প্রাচীর শহরকে আয়ত্বাধীন করে থাকে, ঘিরে থাকে। এটা আল্লাহ এর জন্য শোভা পায়না ও অসম্ভব। (তাফসীর-ই-নুরুল ইরফান, কৃত মুফতী আহমাদ ইয়ারখান আলাইহির রাহমাহ্)

টীকা-২১৮ঃ হযরত ক্বাতাদার অভিমত এই যে, মুসলমানগন কাফিরদের বোতগুলোর সমালোচনা করতেন, যাতে কাফেরদের উপদেশ হয় এবং মূর্তিপূজার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তারা অবহিত হয়।কিন্তু খোদা সম্পর্কে অজ্ঞ এসব মূর্খ লোক উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে আল্লাহ এর শানে বেয়াদবী সহকারে মুখ খুলতে আরম্ভ করে।এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।যদিও বোতগুলোকে মন্দ বলা এবং সেগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে প্রচার করা আনুগত্য ও সওয়াবের কাজ, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শানের মধ্যে কাফিরদের অশালীন কথাবার্তার পথ রোধ করার জন্য সেটা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ইবনে আন্‌বারীর অভিমত হচ্ছে- এ নির্দেশ প্রাথমিক যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিলো।যখন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন তখন তা রহিত হয়ে গেছে।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮: এবং তোমরা ঐসবকে গালি দিওনা, যে গুলোর তারা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছে, কেননা, তারা আল্লাহ এর শানে বেয়াদবী করবে সীমালংঘন ও মূর্খতাবশতঃ (২১৮)। এভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে আমি তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি, অতঃপর, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এবং তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা তারা করতো*।

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰۹﴾

১০৯: এবং তারা আল্লাহ এর নামে শপথ করেছে, ** নিজেদের শপথের মধ্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা সহকারে, এ মর্মে যে, যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই যেন সেটার উপর ঈমান আনে। আপনি বলে দিন যে, নিদর্শনসমূহ তো আল্লহ এরই নিকট (২১৯), এবং তোমাদের (২২০) কি জানা আছে যে, যখন সেগুলো আসবে তখন তারা ঈমান আনবেনা?

وَ نُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ نَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০: এবং আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নসমূহকে (২২১) যেমন তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি (২২২) এবং তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি যেন তারা তাদের গোঁড়ামীতে ঘুরে বেড়ায়।***

টীকা-২১৯ঃ তিনি যখনই চান, তখন প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক অবতীর্ণ করেন।

টীকা-২২০ঃ হে মুসলমানগণ।

টীকা-২২১ঃ সত্য দেখা ও মান্য করা থেকে।

টীকা-২২২ঃ সে সব নিদর্শনের উপর, যেগুলো নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্রতম হাতে প্রকাশ পেয়েছিলো।যেমন- চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ। ***

* এটা আরবের ঐ পরিভাষানুযায়ী ইরশাদ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কাউকে শাস্তির ভয় দেখাতে চায় সেই এমন বলে থাকে- (سَاُخْبِرُكَ بِمَا فَعَلْتَ) অর্থাৎ "আমি অবিলম্বে তোমাকে বলে দেবো যে তুমি কি কাজ করেছ। অবিলম্বে তুমি তার শাস্তি ভোগ করবে।"

একটি সূক্ষ্ম বিষয়ঃ এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, যেসব শরীয়ত বিরোধী কাজ আমাদের নিকট এখানে (দুনিয়ায়) উত্তম বলে মনে হচ্ছে, কাল ক্বিয়ামতে সেগুলো সেটার বিপরীত আকৃতিতে প্রকাশ পাবে।কারণ, পাপ হচ্ছে মানুষের জন্য প্রাণনাশক বিষ।এ দুনিয়ায় তো তা অত্যন্ত সুন্দর লাগে।(বিশেষ করে পাপীদের দৃষ্টিতে অতি তৃপ্তিদায়ক মনে হয়।) সুতরাং এ আয়াতের (زَيَّنَّا) পদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিছু এমনই অবস্থা ইবাদত-বন্দেগীর বেলায় পরিলক্ষিত হয় যে, তা আপন সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বে অতুলনীয় হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো মানুষের নিকট মন্দ লাগে।

হাদিস শরীফঃ হুযূর নাবী পাক (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান- বেহেশতের চতুর্পার্শ্বে 'কঠিন অপছন্দনীয় বিষয়াদি' (مکاره) আর দোযখের চতুর্পার্শ্বে 'রিপুর কুপ্রবৃত্তিসমূহ' দাঁড় করানো হয়েছে।কারণ, কাফির ও পাপীদের নিকট দুনিয়ায় মন্দ কার্যাদি (কুফর ইত্যাদি) এমনই সুশোভিত হিসেবে দৃষ্ট হয় যে, তাদের নিকট সেগুলো ব্যতীত অন্য কিছু ভালো লাগেনা।কিন্তু পরকালে সেগুলোর বাস্তব অবস্থা এমনই অপছন্দনীয় আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে যে, সেগুলো দেখে তারা ভয় পেয়ে যাবে।তখন তাদেরকে বলা হবে, "এগুলো তো তোমাদের ঐসব কৃতকর্ম, যেগুলো তোমরা দুনিয়ায় সম্পন্ন করতে। যেগুলো আজ এতই কুৎসিত আকৃতিতে তোমাদের সম্মুখে হাযির হয়েছে।আর সেগুলোর প্রকৃত অবস্থা ও আকৃতিতো এটাই।" যেগুলোকে তোমরা দুনিয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম আকৃতিতে দেখতে।তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো যে, তোমরা এসব মন্দ কার্যাদির বাহ্যিক আকার দেখোনা।কারণ, সেগুলোর প্রকৃত আকৃতি অত্যন্ত মন্দ ও কুৎসিত কিন্তু তখন তোমরা কোন কথাই মান্য করো নি।"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আল্লাহওয়ালা বান্দাদের নজরে দুনিয়াতেই ঐসব মন্দ কার্যাদি কুৎসিত আকারেই দৃষ্ট হয়ে থাকে।সেগুলোকে তাঁরা সুন্দর আকৃতিতে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেন।

ঘটনাঃ হযরত শেখ আবূ বাকর দারীর (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ) বর্ণনা করেন, "আমার প্রতিবেশে একজন নেককার লোক বসবাস করতেন, যিনি রাতে ইবাদত করতেন আর দিনে রোযা পালন করতেন। একদিন সে আমার নিকট এসে বললো, "আমি রাতে ঘুমের চাপে 'ওযীফাসমূহ' পড়তে পারিনি। ঘুমে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমার হুজরা (কামরা) বিদীর্ণ হয়ে গেলো আর আমার ঐ হুজরা থেকে কিছু সংখ্যক যুবতী সুন্দর অবয়বে বের হয়ে আসলো। তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত কুৎসিত ও অপরিচ্ছন্ন আকৃতি সম্পন্নাও ছিলো।' আমি তাদেরকে বললাম, "তোমরা কার বাঁদী? আর এই কুৎসিৎটা কার?" তারা সবাই বললো আমরা সবাই তোমার ঐসব রাত যাতে যেগুলো তুমি আল্লাহ তা'আলা এর 'যিকর' এর মধ্যে কাটিয়েছো। আর এই কুৎসিত চেহারা সম্পন্না হচ্ছে তোমারই ঐ রাত যাতে তুমি তোমার ওযীফা ইত্যাদি ও ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে ঘুমাচ্ছো। আর যদি তুমি এ রাতে মৃত্যুবরণ করতে তবে এ রাতটা তোমার জন্য এই কুৎসিৎ আকৃতিতে নসীব হতো।' অতঃপর ঐ কুৎসিৎ চেহারাসম্পন্নটা এ শ্লোক আবৃত্তি করলো-

اِسۡاَلۡ لِمَوۡلَاكَ وَارۡدُدۡنِیۡ اِلٰی حَالِیۡ :

فَاَنۡتَ تَبَّحۡنِیۡ مِنۡ بَیۡنِ اَشۡکَالِیۡ

وَقَدۡ اَرَدۡتَ بِخَیۡرٍ اِذۡ وَعَظۡتَ بِنَا

اَبۡشِرۡ فَاَنۡتَ مِنَ الۡمَوۡلٰی عَلٰی حَالِیۡ :

অর্থাৎ "আপন মালিক ও মাওলার দরবারে আমার সম্পর্কে প্রার্থন করো যেন তিনি আমাকে আমার মূল আকৃতিতে ফিরিয়ে নেন। কারণ, তুমিইতো আমাকে কুৎসিৎ করেছো। তুমি তো সৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করেছিলে। সেটারই তো আমাদেরকে নসীহত করে থাকো। এর উপর তোমাকে মুবারকবাদ যে, তুমি আমাদের প্রভূ।"

অতঃপর সুন্দর আকৃতি সম্পন্নদের একজন এ পংক্তিটা আবৃত্তি করলো-

نَحۡنُ اللَّیَالِیۡ الّٰوَاتِیۡ کُنۡتَ تَسۡهَرُهَا تَتۡلُوا الۡقُرۡاٰنَ بِتَرۡجِیۡعٍ وَّاٰنَات

অর্থাৎঃ "আমরা হলাম তোমার ঐসব রাত, যেগুলোকে তুমি সুন্দর সুরে যথাযথভাবে কুরআন পাঠ জীবিত রেখেছিলে।"

"কোন বুযূর্গ ব্যক্তি বলেন, "নাফস বা রিপুর একটা দোষ উন্মোচিত হওয়া 'মালাকূত' বা ফিরিশতা জগতের দ্বার উন্মোচিত হওয়া অপেক্ষাও শ্রেয়। কারণ, মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে- স্বভাব ও নাফসকে সংশোধন করা। আর পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীদেরই বৈশিষ্ট্য আর মানুষের স্বভাবের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মাত্র।"

সুতরাং এ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ভোগ-বিলাসের উচ্চাভিলাষ করে পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তিকে বিনষ্ট করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

** শানে নুযূলঃ বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফিরগণ বললো, "হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনি বলছেন যে, মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর 'লাঠি' ছিলো, যা দ্বারা তিনি মাটিতে আঘাত করলে তা থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতো, আপনি আরো বলছেন যে, ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) মৃতদের জীবিত করতেন এবং হযরত সালিহ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর 'উষ্ট্রী' পাথর থেকে বের করেছেন। আপনিও আমাদেরকে সেগুলো থেকে কোন মু'জিযা দেখান। যদি আপনি আমাদেরকে সেগুলো তেকে কোন মু'জিযা দেখান তবে আল্লাহ এরই শপথ। অবশ্যই আমরা আপনাকে নাবী হিসেবে মেনে নেবো।" আর এ কথার উপর তারা খুব জোর দিলো, বিভিন্ন ধরণের শপথ করলো।

তিনি ইরশাদ ফরমালেন, "বলো, তোমরা কী চাও।" তারা বললো, "আমরা চাচ্ছি- আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণ করে দিন অথবা আমাদের কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিন, যাতে আমরা আপনার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনি সত্য নাবী কি-না। অথবা ফিরিশাতদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসুন যাতে তারা আমাদের নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, আপনি সত্য রসূল।"

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, যদি আমি সেগুলোর একাংশ পূরণ করে দিই তবে তোমরা কি সত্যই ঈমান আনবে? তারা বললো, "আল্লাহ এরই শপথ। আমরা অবশ্যই আপনার উপর ঈমান আনবো।" মুসলমানগণও রসূলে খোদা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করতে লাগলেন, "হুযূর। আপনি অবশ্যই তাদেরকে কিছু না কিছুই দেখিয়ে দিন, যাতে এসব লোক ঈমানের মূল্যবান সম্পদ লাভ করে ধন্য হয়।" তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তা নিয়ে চিন্তিত হলেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) হাযির হলেন এবং আরয করলেন, "আপনি ইচ্ছা করলে উপরোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, কিন্তু এইসব হতভাগা ঈমান আনবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে অস্বীকার করতে দেখবেন তখন তাদেরকে এমন শাস্তিতে লিপ্ত করবেন, যার ফলে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি যদি তাদেরকে তাদের আপন অবস্থার উপর ছেড়ে দেন তাহলে তাদের কারো কারো তাওবা করার তৌফিক নসীব হবে।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান- কুরাঈশের কাফিরগণ আল্লাহ এর নামে শপথসমূহ করেছে, তারা তাদের শপথগুলোতে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শপথগুলোর মধ্যে পূর্ণ তাকিদ করেছে, কিন্তু তারা ঈমান আনবেনা। কারণ, তাদের মধ্যে কুফর ও গোঁড়ামীর ব্যাধি রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ'তে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিরদের শপথসমূহ মিথ্যা। এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা মু'জিযাদি (অলৌকিক ক্ষমতাসমূহ) প্রকাশই করেন না, বরং তাদেরই জন্য প্রকাশ করেন না, যারা আদিকাল (ازل) থেকেই তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

টীকা-২২৩: শানে নুযূলঃ ইবনে জরীরের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত হাসি-ঠাট্টাকারী কুরাঈশ গোত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলেছিলো, "হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনি আমাদের মৃতদেরকে উঠিয়ে আনুন, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো- আপনি যা বলছেন তা সত্য কিনা। আর আমাদেরকে ফিরিশ্‌তা দেখান; যারা আপনার রসূল হবার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। কিংবা আল্লাহকে এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে আমাদের সামনে আনুন।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

১১১: এবং যদি আমি তাদের প্রতি ফিরিশ্‌তা অবতারণ (২২৩) করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথা বলতো আর আমি সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে উঠিয়ে আনতাম তবুও তারা ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা (২২৪), কিন্তু আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (২২৫); কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই নিরেট মূর্খ (২২৬)।

১১২: এবং এরূপে, আমি প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি মানবকুল ও জ্বিনদের মধ্যেকার শয়তানকে, তাদের মধ্যে একে অপরের উপর গোপনে প্ররোচিত করে বানোয়াট কথাবার্তা (২২৭), প্রতারণার উদ্দেশ্যে; এবং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তারা এমন করতোনা (২২৮)। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা রচনার উপর ছেড়ে দিন (২২৯)।

১১৩: এবং এ জন্য যে, সেই (২৩০) দিকে তাদেরই অন্তর ঝুঁকবে, যাদের পরকালের উপর ঈমান নেই; এবং সেটাকে পছন্দ করবে ও পাপার্জন করবে যে (পাপ) তাদের অর্জন করার রয়েছে।

১১৪: তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মীমাংসা চাইবো? এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (২৩১); এবং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা জানে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যই অবতীর্ণ হয়েছে (২৩২)। সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

১১৫: এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ সত্য এবং ন্যায়ের দিক দিয়ে তাঁর বাণীসমূহের কেউ পরিবর্তনকারী নেই (২৩৩) এবং তিনিই শ্রবণকারী, জ্ঞানী।

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۭ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

টীকা-২২৪: তারা হচ্ছে হতভাগা লোক।

টীকা-২২৫: তাঁর যা ইচ্ছা তাই সংঘটিত হয়েছে। তাঁর জ্ঞানে যারা সৌভাগ্যবান তাঁরাই ঈমান এনে ধন্য হন।

টীকা-২২৬: জানে না যে, এসব লোক ঐসব নিদর্শন বরং তদপেক্ষা বেশী দেখেও ঈমান আনয়নকারী নয়। (জুমাল, মাদারিক)

টীকা-২২৭: অর্থাৎ কুপ্ররোচনা ও ধোকার কথাবার্তা, প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে,

টীকা-২২৮: কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, যাতে ঐ বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার ফলে এ কথা প্রকাশ পায় যে, সে মহান প্রতিদান পাওয়ার উপযোগী।

টীকা-২২৯: আল্লাহ তাদেরকে এর বদলা দেবেন, লাঞ্ছিত করবেন এবং আপনাকে সাহায্য করবেন।

টীকা-২৩০: বানোয়াট কথাবার্তার

টীকা-২৩১: অর্থাৎ কুরআন শরীফ, যার মধ্যে আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুতি, শাস্তির ভয় প্রদর্শন, সত্য-মিথ্যার মীমাংসা এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্য এবং তোমাদের মিথ্যা অপবাদের বিবরণ রয়েছে।"

শানে নুযূল: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে মুশরিকগণ বলতো যে, আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করুন। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৩২: কেননা, তাদের নিকট এর পক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে।

টীকা-২৩৩: না কেউ তাঁর ফয়সালার পরিবর্তনকারী আছে, না আছে তাঁর নির্দেশকে রদ্দকারী। না কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ হতে পারে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, যখন বাক্য সম্পূর্ণ তখন সেটা কোন প্রকার ত্রুটি ও পরিবর্তন গ্রহণ করেনা। আর তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন- 'এর অর্থ হচ্ছে, কারো এ ক্ষমতা নেই যে, কুরআন পাকের কোনরূপ বিকৃতি করতে পারে। কেননা, আল্লাহ তাআ'লাই সেটা রক্ষা করার যিম্মাদার। (তাফসীর-ই-আবুস সাঊদ)

টীকা-২৩৪: নিজেদের মূর্খ ও পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষগণের অন্ধ অনুসরণই করে; সত্য দর্শন এবং সত্যকে চেনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।
টীকা-২৩৫: যে, এটা হালাল, এটা হারাম এবং অনুমানের সাহায্যে কোন বস্তু হালাল কিংবা হারাম হতে পারে না। যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল হালাল করেছেন সেটাই হালাল আর যেটাকে হারাম করেছেন সেটাই হারাম।

وَ اِنۡ تُطِعۡ اَكۡثَرَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ یُضِلُّوۡكَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنۡ هُمۡ اِلَّا یَخۡرُصُوۡنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬: এবং হে শ্রোতা, দুনিয়ার মধ্যে অধিকাংশ লোক এমনই রয়েছে যে, যদি তুমি তাদের কথামতো চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ এর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো শুধুমাত্র অনুমানের পেছনে রয়েছে (২৩৪) এবং নিরেট কল্পনার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে (২৩৫)।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ مَنۡ یَّضِلُّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ۚ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৭: তোমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে বিপথগামী হয়েছে তাঁর পথ থেকে এবং তিনিই খুব জানেন সৎপথপ্রাপ্তদেরকে।

فَكُلُوۡا مِمَّا ذُكِرَ اسۡمُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ بِاٰیٰتِهٖ مُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮: সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকে, যার উপর আল্লাহ এর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে (২৩৬), যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহ মান্য করো।

وَ مَا لَكُمۡ اَلَّا تَاۡكُلُوۡا مِمَّا ذُكِرَ اسۡمُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ وَ قَدۡ فَصَّلَ لَكُمۡ مَّا حَرَّمَ عَلَیۡكُمۡ اِلَّا مَا اضۡطُرِرۡتُمۡ اِلَیۡهِ ؕ وَ اِنَّ كَثِیۡرًا لَّیُضِلُّوۡنَ بِاَهۡوَآئِهِمۡ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُعۡتَدِیۡنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯: তোমাদের কী হয়েছে যে, তা থেকে আহার করছোনা, যার (২৩৭) উপর আল্লাহ এর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে? তিনি তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করেছেন যা কিছু তোমাদের উপর হারাম হয়েছে (২৩৮), কিন্তু যখন তোমরা তাতে নিরুপায় হও (২৩৯); এবং নিঃসন্দেহে অনেকে নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা বিপথগামী করে দেয় অজ্ঞানতাবশতঃ; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদেরকে খুব জানেন।

وَ ذَرُوۡا ظَاهِرَ الۡاِثۡمِ وَ بَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَكۡسِبُوۡنَ الۡاِثۡمَ سَیُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُوۡا یَقۡتَرِفُوۡنَ ﴿۱۲۰﴾

১২০: এবং ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ; ঐসব লোক, যারা পাপার্জন করে, অনতিবিলম্বে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে।

وَ لَا تَاۡكُلُوۡا مِمَّا لَمۡ یُذۡكَرِ اسۡمُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسۡقٌ ؕ وَ اِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ لَیُوۡحُوۡنَ اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِهِمۡ لِیُجَادِلُوۡكُمۡ ۚ وَ اِنۡ اَطَعۡتُمُوۡهُمۡ اِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُوۡنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১: এবং সেটা আহার করোনা, যার উপর আল্লাহ এর নাম উচ্চারণ করা হয়নি (২৪০) এবং সেটা নিশ্চয় নির্দেশ অমান্য করা এবং নিশ্চয় শয়তান স্বীয় বন্ধুদের অন্তরে এ প্ররোচনা দেয় যেন তোমাদের সাথে বিবাদ করে এবং তোমরা যদি তাদের কথা মান্য করো (২৪১) তবে তখন তোমরা অংশীবাদী হবে (২৪২)।

রুকূ'-১৫

اَوَ مَنۡ كَانَ مَیۡتًا فَاَحۡیَیۡنٰهُ

১২২: এবং যে ব্যক্তি মৃত ছিলো, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি (২৪৩)

টীকা-২৩৬: অর্থাৎ যা আল্লাহ এর নামে যবেহ করা হয়েছে; না সেটা, যা নিজ মৃত্যুতে মারা গেছে অথবা মূর্তির নামে যবেহ করা হয়েছে; সেটা হারাম। হালাল হওয়া আল্লাহ এর নামে যবেহ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এটা মুশরিকদের ঐ প্রশ্নের জবাব, যা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছিলো। তার হচ্ছে- "তোমরা নিজেদের হত্যাকৃত পশু আহার করো, কিন্তু আল্লাহ এর মারা অর্থাৎ যা স্বীয় স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যায়, তা হারাম জ্ঞান করো।"
টীকা-২৩৭: যবেহকৃত জীব
টীকা-২৩৮: মাসআলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হারাম বস্তুসমূহের বিশদভাবে উলেখ করা হয়ে থাকে এবং হারাম হওয়ার নির্দেশ থাকাও আবশ্যক। আর যে বস্তু সম্বন্ধে শরীয়াতের হারাম হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়না, সেটা 'মুবাহ'।
টীকা-২৩৯: সুতরাং নিরুপায় হওয়ার অবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ আহার করা বৈধ।
টীকা-২৪০: যবেহ করার সময়। না বাস্তবে (تحقيقًا), না অন্তরে আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে এমন (تقديرا); চাই এভাবে যে, সেই জীব স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা গেছে অথবা এভাবে যে, সেটাকে আল্লাহ এর নামে ব্যতীত কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে- এসবই হারাম। কিন্তু যেখানে মুসলমান যবেহকারী যবেহ করার সময় (بِسۡمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكۡبَرُ) (বিসমিল্লাহি আলাহু আকবার) বলতে ভুলে গেছে, তখন সেই যবেহ বৈধ। কারণ, সেখানে মনে মনে আল্লাহ এ নামের উল্লেখ আছে বলে ধরে নেয়া হবে; যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে।
টীকা-২৪১: এবং আল্লাহ এর হারাম করা বস্তুকে হালাল জ্ঞান করো,
টীকা-২৪২: কেননা, ধর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ এর নির্দেশকে ছেড়ে দেয়া এবং অন্য কারো নির্দেশ মান্য করা ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে হুকুমদাতা সাব্যস্ত করা শিরক।
টীকা-২৪৩: মৃত বলতে 'কাফির' এবং জীবিত বলতে 'মু'মিন'-কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, 'কুফর' হচ্ছে হৃদয়ের জন্য মৃত্যু আর ঈমান হচ্ছে জীবন

টীকা-২৪৪: 'নূর' মানে ঈমান, যা দ্বারা মানুষ কুফরের অন্ধকারগুলো থেকে মুক্তি পায়। হযরত ক্বাতাদাহ্ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর অভিমত হচ্ছে 'নূর' মানে 'আল্লাহ এর কিতাব' অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ।

টীকা-২৪৫: এবং দৃষ্টিশক্তি অর্জন করে সত্যের পথকে বেছে নেয়।

টীকা-২৪৬: কুফর, মূর্খতা এবং অভ্যন্তরীন অন্ধকারের এটা একটা দৃষ্টান্ত, যাতে মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, হিদায়াতপ্রাপ্ত মু'মিন সেই মৃত ব্যক্তির ন্যায়, যে জীবন লাভ করেছে এবং ঐ আলো পেয়েছে, যা দ্বারা সে আপন উদ্দেশ্যে- পথের সন্ধান পায়। কাফির সেই ব্যক্তির মতো, যে বিভিন্ন ধরণের অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে বের হতে পারেনি। সব সময় অনুশোচনার মধ্যে লিপ্ত থাকে। এ দু'টি দৃষ্টান্তই প্রত্যেকটা মু'মিন ও কাফিরের বেলায় প্রযোজ্য; যদিও হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) এর অভিমতানুসারে, এগুলোর শানে নুযূল এই যে, আবূ জাহল একদিন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم) এর পবিত্র শরীরের উপর কোন নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করেছিলো, সেদিন হযরত আমীর হামযাহ্ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) শিকার করতে গিয়েছিলেন। যখন তিনি হাতে তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করে ফিরে আসলেন তখনই তাঁকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তখনো তিনি ঈমান এনে ধন্য হননি। কিন্তু এ সংবাদ শুনে তাঁর মনে ভীষণ রাগের সঞ্চার হলো। তৎক্ষনাৎ তিনি আবূ জাহলের উপর চড়াও হলেন এবং তাকে ধনুক দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। তখন আবূ জাহল অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, "হে আবূ ইয়া'লা। (হযরত আমরি হামযাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপনাম।) আপনি কি দেখেন নি যে, মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم) কেমন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, আমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলেছেন? আমাদের পিতৃপুরুষগণের বিরোধিতা করেছেন এবং আমাদেরকে নির্বোধ বলেছেন।" এর জবাবে হযরত আমীর হামযাহ্ বললেন, "তোমাদের মতো নির্বোধ আর কে হতে পারে যারা আল্লাহকে ছেড়ে পাথরের পূজা করছো? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (মুস্তফা) আল্লাহ এর রসূল।" তখনই হযরত আমীর হামযাহ্ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। তখন হযরত আমীর হামযাহ্ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) -এর অবস্থা ঐ ব্যক্তির সদৃশ ছিলো, যে মৃত ছিলো, ঈমান রাখতো না। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জীবিত করেছেন এবং অভ্যন্তরীন নূর দান করেছেন। আবূ জাহলের অবস্থা এই যে, সে কুফর ও মূর্খতার অন্ধকাররাজির মধ্যে নিমজ্জিত; এবং

এবং তার জন্য একটা আলো সৃষ্টি করে দিয়েছি (২৪৪), যা দ্বারা সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে (২৪৫) সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে, যে অন্ধকাররাজিতে রয়েছে (২৪৬), তা থেকে বের হবার নয়? এভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মসমূহ শোভন করে দেয়া হয়েছে।

১২৩: এবং সেভাবে, প্রত্যেক জনপদে আমি সেটার অপরাধীদের প্রধান করেছি, যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে (২৪৭)। আর, তারা চক্রান্ত করেনা কিন্তু নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে; এবং তাদের উপলব্ধি নেই (২৪৮)।

১২৪: এবং যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন বলে, 'আমরা কখনো ঈমান আনবোনা যতক্ষন পর্যন্ত আমাদের তেমনি মিলবেনা, যেমন আল্লাহ এর রসূলগণের মিলেছে (২৪৯); আল্লাহ্ ভাল জানেন কোথায় আপন রিসালাতকে স্থাপন করবেন (২৫০)। অনতিবিলম্বে অপরাধীদের প্রতি আল্লাহ এর নিকট লাঞ্ছনা পৌঁছবে এবং কঠোর শাস্তি, বদলা হিসেবে তাদের চক্রান্তের।'

وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَ مَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

وَ اِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

টীকা-২৪৭: এবং বিভিন্ন ধরণের কলাকৌশল, প্রতারণা এবং ধোকাবাজী দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করেছে এবং বাতিলকে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

টীকা-২৪৮: যে, সেটার অশুভ পরিণতি তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

টীকা-২৪৯: এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিকট ওহী আসবেনা এবং আমাদেরকে নাবী বানানো হবেনা;

শানে নুযূল: ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ বলেছিলো, "যদি 'নাবূয়্যাত' সত্য হয়, তবে সেটার সর্বাধিক উপযোগী আমিই। কেননা, আমার বয়স বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَ سَلَّم) অপেক্ষা বেশী এবং অর্থ-সম্পদও।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৫০: অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে, নাবূয়্যাতের প্রার্থী লোকটা হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা এবং অঙ্গীকার-ভঙ্গ ইত্যাদি দূষনীয় কার্য এবং নিকৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। এ লোকটা কোথায়, আর কোথায় নাবূয়্যাতের সেই সমুচ্চ মর্যাদা?

টীকা-২৫১: তাকে ঈমান গ্রহণের শক্তি দান করেন এবং তার অন্তরে আলোক উদ্ভাসিত করেন।
টীকা-২৫২: যে, যদি সেটার মধ্যে জ্ঞান ও তাওহীদের প্রমাণাদি এবং ঈমানের অবকাশ না থাকে, তবে তার এ অবস্থা যে, তাকে যখন ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয় এবং ইসলামের প্রতি ডাকা হয় তখন তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে আর তার জন্য অতিমাত্রায় কষ্টকর মনে হয়।
টীকা-২৫৩: দ্বীন-ইসলাম
টীকা-২৫৪: তাদেরকে বিপথগামী করেছো এবং প্ররোচিত করেছো
টীকা-২৫৫: এভাবে যে, মানবগোষ্ঠী তাদের কু-প্রবৃত্তি ও নির্দেশ অমান্য জনিত পাপসমূহের মধ্যে তাদের নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছো এবং জিনগণ মানবগোষ্ঠীকে নিজেদের অনুগত করেছে, অবশেষে, সেটার মন্দ পরিমাণও ভোগ করেছে।
টীকা-২৫৬: সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, ক্বিয়ামত-দিবস এসে গেছে এবং অনুতাপ ও লজ্জা রয়ে গেছে।
টীকা-২৫৭: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, "এ পৃথকীকরণ বাক্যে (استثناء) ঐসব লোকের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ এর অনন্ত জ্ঞানে একথা রয়েছে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে- নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সত্যতাকে স্বীকার করবে এবং জাহান্নাম থেকে (তাদেরকে) বের করা হবে।"
টীকা-২৫৮: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন,"আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চান, তখন ভাল ও সৎ লোকদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দান করেন আর যদি অমঙ্গল চান, তবে অসৎ লোকদেরকে। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যে সম্প্রদায় যালিম হয় তাদের উপর যালিম বাদশাহর কর্তৃক চেপে দেয়া হয়। সুতরাং যারা সেই যালিমের যুলুমের হাত থেকে রেহাই পেতে চায় তাদেরও উচিত যেন যুলুম পরিত্যাগ করে।
টীকা-২৫৯: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন।
টীকা-২৬০: এবং আল্লাহ এর শাস্তির ভয় দেখাতেন?
টীকা-২৬১: কাফির জিন ও ইনসান একথা স্বীকার করবে যে, রসূল তাদের নিকট এসেছিলেন। আর তাঁরা মৌখিকভাবে পয়গাম পৌঁছিয়েছিলেন এবং

১২৫: এবং যাকে আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষদেশকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে (২৫১) দেন আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ, খুব সংকোচিত করে দেন (২৫২), যেন (সে) কারো দ্বারা জোরপূর্বক আস্মানের উপর আরোহণ করছে। আল্লাহ এরূপে শাস্তি আপতিত করেন যারা ঈমান আনেনা তাদের উপর।
১২৬: এবং এটাই (২৫৩) আপনার প্রতিপালকের সরল পথ। আমি আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বিবৃত করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।
১২৭: তাদের জন্য নিরাপত্তার ঘর রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তিনিই তাদের প্রভূ হন। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল।
১২৮: এবং যেদিন তিনি তাদের সবাইকে উঠাবেন এবং বলবেন, 'হে জিন্ সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছো (২৫৪)'এবং তাদের বন্ধু-মানুষগণ আরয করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছে (২৫৫) এবং আমরা আমাদের ঐ সময়সীমায় পৌঁছে গেছি যা আপনি আমাদের জন্য নির্দ্ধারণ করেছিলেন (২৫৬)।'(আল্লাহ্) বলবেন, 'আগুনই তোমাদের ঠিকানা, সর্বদা সেটার মধ্যে থাকো; কিন্তু যাকে আল্লাহ্ চান (২৫৭)। হে মাহবূব! নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।'
১২৯: এবং এরূপেই আমি যালিমদের একদলকে অন্য দলের উপর আধিপত্য দিয়ে থাকি বদলা স্বরূপ তাদের কৃতকর্মের (২৫৮)।

রুকূ'-১৬

১৩০: হে জ্বিন্ ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেননি, যাঁরা তোমাদের উপর আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে এ দিনের (২৫৯) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতেন (২৬০)? (তারা) বলবে, 'আমরা আমাদের আত্মগুলোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছি (২৬১)।'এবং তাদেরকে

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ
لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ
صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي
السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲۵﴾
وَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ
فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۲۶﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۷﴾
وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَ قَالَ
اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ
بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ
اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾
وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾
يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ
رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ
يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا
شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْهُمُ

এই দিনে সম্মুখীন হবে- এমন অবস্থাদির ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু কাফিরগণ সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনেনি। কাফিরদের এ স্বীকারোক্তি ঐ সময়কার হবে যখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের শির্ক ও কুফরের সাক্ষ্য দেবে।

টীকা-২৬২: ক্বিয়ামত-দিবস খুব দীর্ঘায়িত হবে। তাতে বহু ধরণের অবস্থা সামনে আসবে। যখন কাফিরগণ মু'মিনদের সম্মান, পুরস্কার প্রাপ্তি ও উন্নত মর্যাদা দেখবে তখন তারা তাদের কৃত কুফর ও শির্ককে অস্বীকার করে বসবে। আর তাও এ ধারণায় যে, হয়ত অস্বীকার করলে কিছু উপকার হতে পারে। এরা বলবে (وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) "(আল্লাহ্, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।)" তখন তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের কুফর ও শির্ক সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে?। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত ইরশাদ হয়েছে-
(وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ)
অর্থাৎ "তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো।"

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾
ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى
بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾
وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَ مَا
رَبُّكَ بِغٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾
وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ
يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا
يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ
اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾
اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّ مَآ اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾
قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ
عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ
لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾
وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَ
الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ
بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ

পার্থিব জীবন প্রতারিত করেছে এবং নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো (২৬২)।

১৩১: এটা (২৬৩) এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক বস্তিসমূহকে (২৬৪) যুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না, যখন সেগুলোর অধিবাসীরা অনবহিত থাকে (২৬৫)।

১৩২: এবং প্রত্যেকের জন্য (২৬৬) তাদের কৃতকর্মের ফলশ্রুতিতে মর্যাদার স্তরসমূহ রয়েছে এবং তোমার প্রতিপালক তাদের কৃতকার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত নন।

১৩৩: এবং হে মাহবূব! আপনার প্রতিপালক বেপরোয়া, দয়াশীল। হে লোকেরা ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে পারেন (২৬৭) এবং যাকে চান তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমনিভাবে তোমাদেরকে অন্যান্যদের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন (২৬৮)।

১৩৪: নিশ্চয় যেটার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (২৬৯) তা অবশ্যই আগমনকারী এবং তোমরা ব্যর্থ করতে পারো না।

১৩৫: বলুন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন স্থানে কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। সুতরাং এখন তোমরা জানতে চাচ্ছো কার জন্য থাকছে আখিরাতের ঘর; নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পায়না।'

১৩৬: এবং (২৭০) আল্লাহ্ যে ক্ষেত ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, সেটার মধ্যে তারা তাঁকে একটা অংশের প্রাপক সাব্যস্ত করেছে, তখন বললো, 'এটা আল্লাহ এরই, তাদের ধারণার মধ্যে এবং এটা আমাদের শরীকদের (দেবতাদের) (২৭১)।' সুতরাং সেটা, যা

টীকা-২৬৩: অর্থাৎ রসূলগণের প্রেরিত হওয়া।

টীকা-২৬৪: তাদের দ্বারা নির্দেশ অমান্য করা এবং

টীকা-২৬৫: বরং রসূলগণ প্রেরিত হন; তাঁরা তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন; দলীলসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। এতদসত্ত্বেও যখন তারা গোঁড়ামী করে তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

টীকা-২৬৬: চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক। সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের পৃথক পৃথক স্তর রয়েছে। সে অনুসারেই সাওয়াব ও শাস্তি হবে।

টীকা-২৬৭: অর্থাৎ ধ্বংস করতে

টীকা-২৬৮: এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

টীকা-২৬৯: তা হচ্ছে- হয়ত ক্বিয়ামত অথবা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া অথবা হিসাব-নিকাশ সাওয়াব ও শাস্তি।

টীকা-২৭০: অন্ধকার যুগে মুশরিকদের প্রথা ছিলো যে, তারা তাদের ক্ষেতসমূহ ও গাছের ফলমূল এবং গবাদি পশু ও সমস্ত সম্পদের একটা অংশ আল্লাহ এর জন্য স্থির করে রাখতো আর একাংশ বোতগুলোর জন্য। সুতরাং যে অংশটা আল্লাহ এর জন্য নির্দিষ্ট করতো সেটাতো অতিথি ও মিসকীনদের জন্য ব্যয় করতো আর যা বোতদের জন্য নির্ধারিত করতো তা শুধু সেই বোতগুলোর জন্য এবং সেগুলোর সেবকদের জন্য ব্যয় করতো। আর যে অংশের কিছু অংশ তাতে মিশ্রিত হতো, তবে সেটা পৃথক করে আবারো বোতের অংশের অন্তর্ভুক্ত করে নিতো। এ আয়াতে তাদের এ মূর্খতা ও বিবেকহীনতার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

টীকা-২৭১: অর্থাৎ বোতগুলোর জন্য।

টীকা-২৭২:এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। নি'মাতদাতা স্রষ্টার সম্মান ও মহিমা বিন্দুমাত্র পরিচিতিও তাদের নেই। আর বিবেক ভ্রষ্টতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা প্রাণহীন মূর্তিগুলো এবং পাথরের আকৃতি গুলোকে দুনিয়ার মহাব্যবস্থাপকের সমকক্ষ করে বসেছে। যেমনিভাবে তাঁর জন্য অংশ নির্দিষ্ট করেছে তেমনি বোতগুলোর জন্যও নির্দিষ্ট করেছে। নিঃসন্দেহে, এটা খুবই হীন কাজ, চরম পর্যায়ের মূর্খতা এবং মহা ভুল ভ্রান্তিই। এরপর তাদের মূর্খতা ও গোমরাহীর জন্য একটা অবস্থার কথা উলেখ করা হচ্ছে।

টীকা-২৭৩: এখানে, 'শরীকগণ' বলতে সে সব শয়তানেই উদ্দেশ্য, যাদের আনুগত্যের আগ্রহের মধ্যে মুশরিকগণ আল্লাহ এর অবাধ্যতা ও তাঁর নির্দেশ অমান্য করাকেও পছন্দ করতো এবং এমন সব ঘৃণ্য কাজ ও মূর্খতাসুলভ কর্ম সম্পাদন করতো যেগুলোকে কোনো সুস্থ বিবেক গ্রহণ করতে পারেনা; আর যেগুলো মন্দ হওয়া সম্বন্ধে সামান্যতম বিবেক সম্পন্ন লোকের মনেও আর সংশয় থাকতে পারে না। মূর্তিপূজার কুফলের কারণে তারা এমন বিবেক ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে যে, তারা চতুষ্পদ পশুর চেয়েও অধম হয়ে গেছে। যেই সন্তানের প্রতি যে কোন প্রাণীরই স্বভাবগত হে মায়া-মমতা থাকে, শয়তানদের অনুসরণে সেই নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করাকেও তারা গ্রহণ করেছে এবং সেটাকে ভালো মনে করতে থাকে।

টীকা-২৭৪: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, "এসব লোক প্রথমে হযরত ইসমাঈল এর দ্বীনের উপর ছিলো। শয়তানগণ তাদেরকে প্রতারিত করে এসব ভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে যাতে তাদেরকে হযরত ইসমাঈল (عَلَیْهِ السَّلَام) এর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়।"

টীকা-২৭৫: অংশাবাদীগণ তাদের গতেক গবাদি পশু ও ক্ষেতসমূহকে তাদের বাতিল উপাস্যদের নামে নির্দিষ্ট করে যে,

টীকা-২৭৬: এগুলো থেকে ফায়দা অর্জন করা নিষিদ্ধ।

টীকা-২৭৭: অর্থাৎ বোতগুলোর সেবকগণ প্রমুখ।

টীকা-২৭৮: যেগুলোকে 'বহীরাহ','সা-ইবাহ' ও 'হামী' ★ বলা হয়;

টীকা-২৭৯: বরং এসব মূর্তির নামে যবেহ করে। আর এ সমস্ত কার্য সম্পর্কে ধারণা করে যে, তাদেরকে আল্লাহই এ নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা-২৮০: শুধু তাদের জন্য বৈধ যদি তা জীবিত জন্মগ্রহণ করে।

টীকা-২৮১: পুরুষ ও স্ত্রী

টীকা-২৮২: শানে নুযূল: এ আয়াত শরীফ অন্ধকার যুগের ঐসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আপন কন্যা সন্তানদেরকে অত্যন্ত পাষণ্ডতা ও নির্দয়তার সাথে জীবিত কবরস্থ করতো। 'রাবী'আহ' ও 'মুদার' ইত্যাদি গোত্রের মধ্যে এর অত্যধিক প্রচলন ছিলো। অন্ধকার যুগের কোন কোন লোক

তাদের শরীকদের জন্য, তাতো আল্লাহ এর কাছে পৌঁছেনা এবং যা আল্লাহ এর জন্যই তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে। তারা কতোই মন্দ ফয়সালা দিচ্ছে (২৭২)।'

১৩৭: এবং এরূপে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে তাদের 'শরীকগণ' সন্তান হত্যাকে শোভন করে দেখিয়েছে (২৭৩) যেন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের ধর্মকে তাদের নিকট সন্দেহপূর্ণ করে তোলে (২৭৪); এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এমন করতোনা, সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন-তারা থাকুক এবং তাদের মিথ্যা রচনা।

১৩৮: এবং তারা বললো (২৭৫), 'এসব গবাদি পশু ও ক্ষেত নিষিদ্ধ (২৭৬); এগুলোকে তারাই খাবে, যাকে আমরা ইচ্ছা করি; তাদের মিথ্যা ধারণা অনুসারে (২৭৭)। এবং কতেক গবাদি পশু রয়েছে, যে গুলোর পৃষ্ঠে আরোহন করা হারাম সাব্যস্ত করেছে (২৭৮); আর কতেক পশু যবেহ করার সময় তারা আল্লাহ এর নাম বলে না (২৭৯); এসবই হচ্ছে আল্লাহ এর নামে মিথ্যা রচনা করা। অনতিবিলম্বে তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন তাদের মিথ্যা রচনাদির।

১৩৯: এবং তারা বলে, 'যা এসব গবাদি পশুর গর্ভে রয়েছে, তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যই (২৮০) এবং তা আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে তারা সবাই (২৮১) তাতে অংশীদার। শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের এসব উক্তির প্রতিফলন দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

১৪০: ধ্বংস হয়েছে তারাই, যারা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করে নির্বুদ্ধিতাসুলভ মূর্খতাবশতঃ (২৮২) এবং হারাম সাব্যস্ত করে ঐ বস্তুকে, যা

لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَ مَا
كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ
مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾
وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَ
لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ
مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾
وَ قَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّ حَرْثٌ حِجْرٌ ۖۗ لَّا
يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ اَنْعَامٌ
حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ
اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ
سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾
وَ قَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤى
اَزْوَاجِنَا ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ
شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾
قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْۤا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ حَرَّمُوْا مَا

*এগুলোর সংজ্ঞা 'সূরা আল মা-ইদার' আয়াত ১০৩ নং এবং টীকা নং ২৪৬-এ দেখুন।

পুত্র সন্তানকে হত্যা করতো। আর নিষ্ঠুরতার এ অবস্থা ছিলো যে, তারা কুকুরের লালন পালন করতো কিন্ত সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতো। তাদের সম্বন্ধে এ ইরশাদ হয়েছে যে, 'তারা ধ্বংস হয়েছে।' এতে সন্দেহ নেই যে, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ এর নি'মাত এবং তাদের ধ্বংসের ফলে নিজেদেরই সংখ্যা কমে যায় ও নিজেদের বংশ নিপাত যায়। এটা পার্থিব ক্ষতি এবং আপন ঘরের ধ্বংস। আর পরকালে এর উপর মহা শাস্তি রয়েছে। সুতরাং এই ঘৃণ্য কাজটা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই মধ্যে ধ্বংসের কারণ হলো এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে ফেলারই শামিল। আর নিজের সন্তান সন্ততির ন্যায় প্রিয় বস্তুর সাথে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতাদুষ্ট আচরণ অবলম্বন করা চরম পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাই।

টীকা-২৮৩: অর্থাৎ 'বহীরাহ' 'সা-ইহবা' ও 'হামী' ইত্যাদি, যেগুলোর কথা পূর্বে (সূরা মা-ইদার ১০৩ নং আয়াত ও ২৪৬ নং টীকায়) উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২৮৪: কেননা, তারা এ ধারণা করে যে, "এমন সব ঘৃণ্য কাজের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন।" তাদের এমন ধারণা আল্লাহ এর নামে মিথ্যা রচনারই শামিল।

টীকা-২৮৫: সত্য ও সঠিকের।

টীকা-২৮৬: (ক). যেমন তরমুজ ইত্যাদি।

টীকা-২৮৬: (খ). অর্থাৎ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান, যেমন আঙ্গুর বৃক্ষ ইত্যাদি।

رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۭ قَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

وَ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۡ وَ لَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرْشًا ۭ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন (২৮৩) , আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে (২৮৪)। নিঃসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং পথ পায়নি (২৮৫) ।

রুকূ'-১৭

১৪১: এবং তিনিই হন, যিনি সৃষ্টি করেছেন উদ্যানসমূহ, কিছু যমীনের উপর ছাইয়ে আছে (২৮৬) (ক) এবং কিছু ছাইয়ে নেই (২৮৬) (খ) । আর খেজুরবৃক্ষ ও ক্ষেত, যাতে রয়েছে রং বেরং-এর খাদ্য (২৮৭) এবং যায়তুন ও আনার কোন কোন বিষয়ে একে অন্যের সাথে সদৃশ (২৮৮) এবং কোন কোন বিষয়ে বিসদৃশও (২৮৯)। আহার করো সেটার ফল যখন ফলবান হয় এবং সেটার প্রাপ্য প্রদান করো যেদিন তা কাটবে (২৯০); এবং অযথা ব্যয় করোনা (২৯১)। নিশ্চয়, অযথা ব্যয়কারী তাঁর পছন্দনীয় নয়।

১৪২: এবং গবাদি পশুর মধ্যে কতেক ভারবাহী এবং কতেক যমীনের উপর বিছানো (২৯২); আহার করো তা থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

টীকা-২৮৭: রং ও স্বাদে এবং পরিমাণ ও গন্ধে পরস্পর ভিন্ন

টীকা-২৮৮: যেমন, রং এর মধ্যে কিংবা পাতাসমূহের দিক দিয়ে

টীকা-২৮৯: যেমন, স্বাদ ও প্রভাব প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে।

টীকা-২৯০: আর তা হচ্ছে এই যে, এসব বস্তু যখন ফলবান হয়, খাওয়া তো তখন থেকেই তোমাদের জন্য 'মুবাহ' (বৈধ) হয় এবং সেটার 'যাকাত' অর্থাৎ 'ওশর' (এক-দশমাংশ) সেটা পূর্ণ হবার পর অপরিহার্য হয়-- যখন শস্য কাটা হয় কিংবা ফল তোলা হয়।

মাসআলা: কাঠ, বাঁশ ও ঘাস ব্যতিরেকে জমিনের অবশিষ্ট উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যদি এসব উৎপন্ন দ্রব্য বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত হয় তবে তাতে "ওশর' (এক-দশমাংশ পরিমাণ যাকাত হিসেবে দেয়া) ওয়াজিব হয়। আর যদি সেচ কার্য তাদের দ্বারা হয়, তবে 'ওশর'-এর অর্ধেক $(\frac{1}{20})$ ওয়াজিব হয়।

টীকা-২৯১: হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু) আরবী 'ইসরাফ' (اسراف) শব্দের অনুবাদ করেছেন 'অযথা ব্যয় করা' (بے جا خرچ کرنا)। এটা অত্যন্ত উত্তম অনুবাদ। যদি কেউ সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করে ফেলে আর স্বীয় পরিবার-পরিজনকে কিছুই না দেয় এবং নিজেও দরিদ্র হয়ে বসে, তবে সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- 'এ ব্যয় অযথা'। আর যদি 'সাদাক্বাহ' (দান-খয়রাত) থেকেই হস্তদ্বয় সংকুচিত করে ফেলে তবে এটাও 'অযথা ব্যয়' ও 'ইসরাফ'- এর অন্তর্ভুক্ত; হযরত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেছেন। হযরত সুফিয়ানের অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ এর আনুগত্য ছাড়া অন্যান্য কাজে যে ধন ব্যয় করা হয় তা যদিও স্বল্প হয় তবুও তা হবে 'ইসরাফ'। ইমাম যুহরীর অভিমত হচ্ছে- এর অর্থ এই যে, "আল্লাহর নির্দেশ অমান্যজনিত পাপ কাজে ব্যয় করোনা।" হযরত মুজাহিদ বলেছেন- আল্লাহ এর হক্ব বা প্রাপ্য খাতে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হওয়াই 'ইসরাফ'। আর যদি 'আবূ কুবায়িস পাহাড়' স্বর্ণে রূপান্তরিত হয় আর তা সম্পূর্ণই আল্লাহ এর রাহে খরচ করে তবুও তা 'ইসরাফ' বা 'অযথা ব্যয় হবে না। আর যদি একটা মাত্র দিরহামও আল্লাহ এর নির্দেশ অমান্যজনিত পাপকার্যে ব্যয় করা হয় তবে তাও 'ইসরাফ' বা 'অযথা খরচ' ।

টীকা-২৯২: চতুষ্পদ প্রাণী দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা- কিছু সংখ্যক হয় বড় আকারের, যেগুলো ভার বহনের কাজে আসে। কিছুসংখ্যক হয় ছোট আকারের; যেমন- ছাগল ইত্যাদি, যেগুলো এর উপযোগী নয়। সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে আল্লাহ তাআ'লা হালাল করেছেন, সেগুলো আহার করো। আর অন্ধকার যুগের লোকদের ন্যায় আল্লাহ এর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করো না।

টীকা-২৯৩: অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআ'লা না ভেঁড়া-ছাগলের নর জাতিকে হারাম করেছেন, না সেগুলোর মাদী জাতিকে হারাম করেছেন; না সেগুলোর বাচ্চা-শাবকগুলোকে। তোমাদের কাজই হচ্ছে এই যে, কখনো নরকে হারাম সাব্যস্ত করছো, কখনো মাদিকে, কখনো আবার সেগুলোর বাচ্চা-শাবককে। এসব তোমাদের নিজেদেরই নতুন আবিষ্কার এবং রিপুর কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র। কোন হালাল বস্তুকে কেউ হারাম করলে তা হারাম হয় না।

টীকা-২৯৪: এ আয়াতে অন্ধকার যুগের লোকদের তিরস্কার করা হয়েছে। যারা নিজেদের পক্ষ থেকে হালাল বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করে নিতো। সেগুলোর উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের মধ্যে করা হয়েছে। যখন ইসলামে দ্বীনি বিধি-নিষেধ বিবৃত হলো, তখন তারা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। আর তাদের 'খতীব' ধর্মীয় (বক্তা) মালিক ইবনে 'আউফ জাশমী বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মাদ! (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমরা শুনেছি আপনি ঐ সমস্ত বস্তুকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, যেগুলো আমাদের পিতৃপুরুষগণ পালন করে আসছে।" হুযূর ইরশাদ করলেন, "তোমরা কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই কয়েক প্রকার চতুষ্পদ জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছো আর আল্লাহ তা'আলা আটটা নর ও মাদীকে স্বীয় বান্দাদের আহার করার ও সেগুলো থেকে তাদের ফায়দা উঠানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কোত্থেকে সেগুলো কে হারাম করেছো? সেগুলোর মধ্যে 'নিষেধ' কি নরের দিক থেকে এসেছে, না মাদির দিক থেকে?" মালিক ইবনে আউফ এ কথা শুনে নির্বাক ও হতভম্ব হয়ে রইলো। কিছুই বলা তার পক্ষে সম্ভবপর হলোনা। নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "বলছোনা কেন?" বলতে লাগলো, আপনিই বলুন, আমি শুনবো।" সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ এরই পবিত্রতা)। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র বাণীর শক্তি ও জোর অন্ধকার যুগের খতীবকে নির্বাক ও হতভম্ব করে দিয়েছে। কি-ই বা বলতে পারত সে! যদি বলতো যে, 'নরের দিক থেকে নিষেধ এসেছে; তখন এ কথা বলা অনিবার্য হয়ে যেতো যে, সমস্ত নরই হারাম।' আর যদি বলত যে, 'মাদির দিক থেকে(নিষেধ এসেছে), তখন একথা বলা অনিবার্য হয়ে যেতো যে, 'প্রত্যেক মাদিই হারাম বা নিষিদ্ধ।' আর যদি বলত যে, 'যার গর্ভে আছে তা নিষিদ্ধ'; তবে সবগুলোই তো হারাম হয়ে যেতো। কেননা, যা গর্ভে থাকে তা হয়ত নর, অথবা মাদি। তারা যেই বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থির করতো এবং কতেককে হালাল এবং কতককে হারাম সাব্যস্ত করতো-এ দলিল তাদের সেই হারাম করার দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত, তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করার যে, 'আল্লাহ নরকে হারাম করেছেন, না মাদিকে! কিংবা সেগুলোর বাচ্চা-শাবককে। এ নাবুয়্যাতের অস্বীকারকারী ও বিরোধীতাকারীকে নাবুয়্যাতের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য করতো। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত নাবুয়্যাতের মাধ্যম না থাকে ততক্ষণ যাবত আল্লাহ তাআ'লা এর ইচ্ছা এবং তার কোনো বস্তুকে হারাম করা সম্পর্কে কিভাবে জানা যেতে পারে? সুতরাং পরবর্তী বাক্য সেটাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

১৪৩: আটটা নর ও মাদি-এক জোড়া ভেঁড়ার * এবং এক জোড়া ছাগলের। আপনি বলুন, 'তিনি কি নর দু'টিকে হারাম করেছেন কিংবা মাদি দু'টিকে, অথবা ওটাকে, যা মাদি দু'টি গর্ভে ধারণ করেছে (২৯৩) ? কোন জ্ঞান দ্বারা বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوٰجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

১৪৪: এবং এক জোড়া উটের এবং এক জোড়া গরুর। আপনি বলুন, 'তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন, অথবা মাদি দু'টিকে, কিংবা ওটাকে, যা মাদি দু'টি গর্ভে ধারণ করেছে (২৯৪)? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন (২৯৫)?' সুতরাং তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, যেন লোকদেরকে নিজ মূর্খতা দ্বারা পথভ্রষ্ট করে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যালিমদেরকে পথ দেখান না।

وَ مِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ ع

রুকূ'-১৮

১৪৫: আপনি বলুন (২৯৬), 'আমি পাচ্ছিনা সেটার মধ্যে, যা আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, কোন আহারকারীর উপর কোন খাদ্য নিষিদ্ধ (২৯৭);

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ

টীকা-২৯৫: যখন এটা নয়; এবং নাবুয়্যাতকেও তো স্বীকার করছো না, তখন এ হারামের বিধানসমূহকে আল্লাহ এর প্রতি সম্পৃক্ত করা মিথ্যা, বাতিল এবং নির্বেট অপবাদ মাত্র।

টীকা-২৯৬: সেই অজ্ঞ মুশরিকদেরকে, যারা হালাল বস্তুসমূকে নিজেদের রিপুর তাড়নায় হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছে,

টীকা-২৯৭: এতে সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন বস্তুর হারাম হওয়া শরীয়াতের দিক থেকেই প্রমাণিত হয়; কারো রিপুর কু-প্রবৃত্তির দ্বারা নয়।
মাসআলা: সুতরাং যে বস্তুর হারাম হবার বিধান শরীয়াতের মধ্যে আসেনি সেটাকে হারাম বা অবৈধ বলা বাতিল। 'হারাম প্রমাণিত হওয়া' হয়ত পবিত্র

কুরআনের ওহী দ্বারা হবে কিংবা হাদীস শরীফের ওহী দ্বারা হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য।
টীকা-২৯৮: সুতরাং যেই রক্ত প্রবাহমান নয়, যেমন কলিজা ও প্লীহা; তা হারাম নয়।

إِلَّآ أَن يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ
لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

কিন্তু মৃত হলে, অথবা শিরা-উপশিরা থেকে প্রবাহমান রক্ত (২৯৮), অথবা শুকরের মাংস-ওটা অপবিত্র, অথবা ঐ অবাধ্যতার পশু, যাকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।' সুতরাং, যে নিরুপায় হয়েছে (২৯৯), এমন নয় যে, নিজেই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এমনও নয় যে, প্রয়োজনীয়তার সীমা লংঘন করে; তাহলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৩০০)।

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى
ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬: এবং ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম প্রত্যেক নখ-বিশিষ্ট পশু (৩০১) এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম; কিন্তু যা সেগুলোর পিঠের মধ্যে লেগে থাকে, অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থির সাথে সংলগ্ন থাকে। আমি এটা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার প্রতিফল দিয়েছি (৩০২) এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি সত্যবাদী।

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَٰسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ
ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭: অতঃপর যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনি বলুন, 'তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক দয়াময় (৩০৩) এবং তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে রদ্দ করা হয় না (৩০৪)।'

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ
أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن
شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم
مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ
إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮: এখন মুশরিকগণ বলবে (৩০৫), 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে না আমরা শির্ক করতাম, না আমাদের পিতৃ পুরুষগণ; না আমরা কোন কিছু হারাম সাব্যস্ত করতাম (৩০৬)।' এ রূপেই, তাদের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। শেষ পর্যন্ত আমার শাস্তি ভোগ করেছে (৩০৭)। আপনি বলুন, 'তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে যে, তা আমার নিকট পেশ করতে পারো? তোমরা তো নিছক কল্পনারই অনুসরণ করেছো; এবং তোমরা এভাবেই অনুমান করছো (৩০৮)।'

قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ
لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯: আপনি বলুন, 'আল্লাহ এরই দলীল চূড়ান্ত (৩০৯)। সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।'

টীকা-২৯৯: এবং প্রয়োজনীয়তা তাকে ঐসব বস্তু থেকে কোন একটা ভক্ষণ করতে বাধ্য করে, এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে সে কিছু আহার করেছে,

টীকা-৩০০: সে জন্য পাকড়াও করবেন না।

টীকা-৩০১: যার আঙ্গুল রয়েছে, চাই সেটা চতুষ্পদ প্রাণী হোক, চাই পাখি হোক। এদের মধ্যে উট এবং উটপাখিও অন্তর্ভুক্ত। (মাদারিক) কোন কোন তাফসীরকারক এর মতে, এখানে উটপাখী এবং উটই বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩০২: ইহুদী সম্প্রদায়কে তাদের গোঁড়ামির কারণে ঐসব বস্তু থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং এসব বস্তু তাদের উপর হারাম রয়েছে এবং আমাদের শরীয়াতে গরু ও ছাগলের চর্বি এবং উট, হাঁস ও উটপাখী হালাল। এরই উপর সাহাবা কিরাম ও তাবে'ঈনগণের 'ঐক্যমত্য' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (তাফসী-ই-আহমাদী)

টীকা-৩০৩: মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে অবকাশ দেন; শাস্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি করেন না, যাতে তারা ঈমান আনার সুযোগ পায়।

টীকা-৩০৪: সেটার নির্ধারিত সময়েই এসে যায়।

টীকা-৩০৫: এটা অদৃশ্যের সংবাদ যে, যে কথা তাঁর বলার ছিলো তা পূর্বে বলে দিয়েছেন।

টীকা-৩০৬: "আমরা যা কিছু করেছি সবই আল্লাহ এর ইচ্ছায় হয়েছে। এটা প্রমাণ এ কথার যে, তিনি এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন।"

টীকা-৩০৭: এবং এ অজুহাত বাতিল; তাদের কোনো কাজে আসেনি। কেননা, কোন বিষয় ইচ্ছাধীন থাকা তাঁর সন্তুষ্টি এবং নির্দেশিত হবার জন্য জরুরী নয়। সন্তুষ্টি সেটাতেই, যা নাবীগনের মাধ্যমে বলা হয়েছে এবং যেটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-৩০৮: এবং ভুল অনুমানই করে যাচ্ছো।

টীকা-৩০৯: যে, তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং সত্য-পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

টীকা-৩১০: যেটা তোমরা নিজেদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করছো এবং বলছো যে, আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সাক্ষ্য এ জন্য তলব করা হয়েছে যেন একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফিরদের নিকট কোন সাক্ষী নেই এবং তারা যা বলে তা তাদের মনগড়া কথাবার্তা।
টীকা-৩১১: এতে সতর্ক করা হয় যে, যদি এ সাক্ষ্য সম্পন্নও হয় তবুও সেটা নিছক রিপুর কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ, মিথ্যা এবং বাতিল হবে।
টীকা-৩১২: মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে মান্য করে এবং শিরকের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।

قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيۡنَ يَشۡهَدُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنۡ شَهِدُوۡا فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡ ۚ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَ الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ وَهُمۡ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُوۡنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০: আপনি বলুন, 'হাজির করো নিজেদের ঐসব সাক্ষীকে, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ সেটা নিষিদ্ধ করেছেন (৩১০)।' অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দিয়ে বসে (৩১১), তবে তুমি, হে শ্রোতা! তাদের সাথে সাক্ষ্য দিওনা এবং তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা, যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনেনা এবং নিজেদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় (৩১২)।

রুকূ'-১৯

قُلۡ تَعَالَوۡا اَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡ اَلَّا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا وَّبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ مِّنۡ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَاِيَّاهُمۡ ۚ وَلَا تَقۡرَبُوا الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوا النَّفۡسَ الَّتِىۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالۡحَـقِّ ؕ ذٰلِكُمۡ وَصّٰٮكُمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿١٥١﴾

১৫১: আপনি বলুন, 'এসো! আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনাবো যা তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালক হারাম করেছেন (৩১৩); তোমরা তাঁর কোন শরীক করবেনা; এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (৩১৪) এবং তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা দারিদ্র্যের কারণে; আমি তোমাদেরকে এবং তাদের সবাইকে জীবিকা দেবো (৩১৫); এবং অশ্লীল কাজকর্মের নিকট যেওনা, যা সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য রয়েছে এবং যা গোপন (৩১৬); এবং যেই জীবের হত্যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন সেটাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করোনা (৩১৭)। এটা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমাদের সুবোধোদয় হয়।'

وَلَا تَقۡرَبُوۡا مَالَ الۡيَتِيۡمِ اِلَّا بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ حَتّٰى يَبۡلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ۚ وَاِذَا قُلۡتُمۡ فَاعۡدِلُوۡا

১৫২: এবং এতিমদের সম্পত্তির নিকটে যেওনা, কিন্তু (যাবে) খুব উত্তম পন্থায় (৩১৮), যে পর্যন্ত সে যৌবনে উপনীত হয় (৩১৯); এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো; আমি কোন ব্যক্তির উপর বোঝা অর্পন করিনা, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ; এবং তোমরা যখন একথা বলবে তখন ন্যায্যই বলবে যদিও

টীকা-৩১৩: তার বিবরণ হচ্ছে এটা-
টীকা-৩১৪: কেননা, তোমাদের উপর তাদের অনেক অধিকার রয়েছে। তারা তোমাদেরকে লালন-পালন করেছেন, তোমাদের সাথে স্নেহ ও দয়াপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রত্যেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কাজেই, তাদের প্রাপ্য অধিকারের প্রতি লক্ষ্য না রাখা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার বর্জন করা হারাম।
টীকা-৩১৫: এতে সন্তানদেরকে জীবিত কবরস্থ করা এবং হত্যা করার নিষেধ বিবৃত হয়েছে, যা অন্ধকার যুগের কথা ছিলো। তারা দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করতো তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের, তাদের-সবারই জীবিকাদাতা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। কাজেই, তোমরা কেন হত্যার মত জঘন্য অপরাধ অবলম্বন করছো?
টীকা-৩১৬: কেননা, মানুষ যখন প্রকাশ্য ও বাহ্যিক পাপাচার থেকে বিরত হয় এবং গোপন পাপাচার থেকে বিরত হয়না, তখন তার প্রকাশ্য পাপাচার থেকে বিরত থাকাও আল্লাহ এর সন্তুষ্টির জন্য হয়না; বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই এবং তাদের সমালোচনা থেকে বাঁচার জন্যই হয়ে থাকে। আল্লাহ এর সন্তুষ্টি ও ছাওয়াবের উপযোগী সেই হয়, যে তাঁর ভয়ে পাপাচার বর্জন করে।
টীকা-৩১৭: ঐসব বিষয়ে, যেগুলোর কারণে হত্যা বৈধ হয়, সেগুলো হচ্ছে- ধর্মত্যাগী হওয়া, খুনের বদলে (ক্বিসাস) কিংবা বিবাহিতের দ্বারা কৃত ব্যভিচার (যিনা)।
বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান, যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেয়, তার খুন হালাল নয়; কিন্তু এ তিনটা কারণ থেকে কোনো একটা কারণে (হালাল। সেগুলো হচ্ছে-) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি তার দ্বারা 'যিনা' (ব্যভিচার) সংঘটিত হয়ে থাকে, অথবা সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে থাকে এবং তার 'ক্বিসাস' তার উপর বর্তায় কিংবা সে ধর্ম ছেড়ে দিয়ে 'মুরতাদ্দ' (দ্বীন-ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যায়।
টীকা-৩১৮: যাতে তার উপকার হয়
টীকা-৩১৯: তখনই তার সম্পত্তি তাকে সোপর্দ করো।

টীকা-৩২০: এ দুইটি আয়াতে যেই নির্দেশ দিয়েছেন।

তোমাদের স্বজনদের মামলা হয়; এবং আল্লাহ এরই অঙ্গীকার পূর্ণ করো; এটা তোমাদেরকে তাকীদ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

১৫৩: এবং এ যে (৩২০), এটাই হচ্ছে- আমার সরল পথ। সুতরাং সেটার অনুসরণ কারো এবং ভিন্ন পথে চলোনা (৩২১); যাতে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করো।

১৫৪: অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম (৩২২) পূর্ণ অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তাদেরই উপর, যারা সৎকর্মপরায়ণ এবং প্রত্যেক কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশনা দয়া রূপে; যেন তারা (৩২৩) তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে (৩২৪)।

রুকূ'-২০

১৫৫: এ বরকতময় কিতাব (৩২৫) আমি নাযিল করেছি; সুতরাং সেটার অনুসরণ করো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো যেন তোমাদের উপর দয়া হয়।

১৫৬: কখনো একথা বলবে যে, 'কিতাব তো আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো (৩২৬); আমাদের নিকট তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে কোন খবরই ছিলোনা (৩২৭)।'

১৫৭: অথবা বলবে যে, 'যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ন হতো তবে আমরা তাদের চেয়ে অধিক সঠিক পথের উপর থাকতাম (৩২৮)।' অতঃপর তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট দলীল, পথ-নির্দেশনা ও দয়া এসেছে (৩২৯)। অতঃপর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অনতিবিলম্বে ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, আমি তাদেরকে মহা আযাবের সাজা দেবো, প্রতিফল স্বরূপ তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ায়।

১৫৮: (তারা) কিসের অপেক্ষায় রয়েছে (৩৩০)?

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنظُرُونَ

টীকা-৩২১: যা ইসলামের পরিপন্থী হয় তা ইহুদীবাদ হোক, কিংবা খৃষ্টবাদ অথবা অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদই হোক।

টীকা-৩২২: তাওরীত

টীকা-৩২৩: অর্থাৎ বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়।

টীকা-৩২৪: এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ, সাওয়াব ও শাস্তি এবং আল্লাহ এর সাক্ষাতের কথা সত্য বলে স্বীকার করে।

টীকা-৩২৫: অর্থাৎ কুরআন শরীফ, যা অধিক মঙ্গলময়, অত্যধিক উপকারী, অধিক বারাকাতময় এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। আর বিকৃতি, পরিবর্তন ও রহিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে।

টীকা-৩২৬: অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টির উপর তাওরীত ও ইঞ্জীল।

টীকা-৩২৭: কেননা, তা আমাদের ভাষার মধ্যেই ছিলোনা, না আমাদেরকে কেউ সেটার অর্থ বলে দিয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন কারীম নাযিল করে তাদের এ অজুহাতকে নাকচ করে দিয়েছেন।

টীকা-৩২৮: কাফিরদের একটা দল বলেছিলো, "ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তারা অশুভ বুদ্ধির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে; সেই কিতাবাদি দ্বারা উপকৃত হয়নি। আমরা তাদের মত হালকা বিবেকসম্পন্ন ও অজ্ঞ নই। আমাদের বিবেক শুদ্ধ। আমাদের বুদ্ধি ও মেধা, বুঝশক্তি ও দূরদর্শিতা এমনই যে, যদি আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা সঠিক পথে থাকতাম।" কুরআন কারীম অবতীর্ণ করে তাদের এ অজুহাতও নাকচ করে দিয়েছেন। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩২৯: অর্থাৎ এ পবিত্র কুরআন, যার মধ্যে সুস্পষ্ট দলীল, স্পষ্ট বর্ণনা, পথ- নির্দেশনাও রয়েছে।

টীকা-৩৩০: যখন 'একত্ববাদ' ও 'রিসালাত' এর উপর অকাট্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কুফর ও ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসসমূহের বাতুলতা প্রকাশ করে দেয়া হলো, তখন ঈমান আনতে বিলম্ব কিসের? অপেক্ষা করারও কি বাকী রয়েছে?

টীকা-৩৩১: তাদের রূহ কব্জ করার জন্য;

টীকা-৩৩২: ক্বিয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ নিদর্শন বলতে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার কথা এ বুঝায়। তিরমিযী শরীফের হাদিসেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবেনা। আর যখন তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখতে পাবে তখন সবাই ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু এ ঈমান আনা উপকারে আসবেনা।

টীকা-৩৩৩: অর্থাৎ আনুগত্য করেন নি। অর্থ এ যে, ক্বিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনবেনা, নিদর্শন প্রকাশের পর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে, নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যে তাওবা করবেনা, নিদর্শন প্রকাশ পাবার পর তা গ্রহণ করা হবেনা। কিন্তু যেই ঈমানদার পূর্ব থেকেই সৎকাজ করে থাকতো ক্বিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পরও তার কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে।

টীকা-৩৩৪: সেগুলো থেকে যে কোন একটার। অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশতাগণের আগমন কিংবা শাস্তি অথবা নিদর্শন প্রকাশ পাবার,

টীকা-৩৩৫: ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো, হাদিস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়- ইহুদীগণ একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে মাত্র একটা দল মুক্তি পাবে। অবশিষ্ট সমস্ত দলেই জাহান্নামী। খৃষ্টানগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যেও একটা দল মুক্তি পাবে, অবশিষ্ট সবই দোযখী হবে। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা সবই জাহান্নামী হবে কিন্তু একটা মাত্র দল; তারাই হচ্ছে 'সাওয়াদ- ই-আযম' অর্থাৎ 'বৃহত্তম দল'।★ অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (মুক্তি পাবার যোগ্য বৃহত্তম দল হচ্ছে) যারা আমি এবং আমার সাহাবীগণের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

টীকা-৩৩৬: এবং পরকালে তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে।

টীকা-৩৩৭: অর্থাৎ যে একটা সৎকাজ করবে তাকে দশটা সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে এবং এটাও চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আ'লা যাকে যত চান ততই তার সৎকর্মসমূহের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন; একটার প্রতিদান সাতশগুণ করবেন কিংবা অগণিত দান করবেন। মূল কথা হচ্ছে যে, সৎকর্মসমূহের প্রতিদান নিরেট অনুগ্রহই। এটা হচ্ছে- 'আহলে সুন্নাত'-এর অভিমত। আর অপকর্মের এতটুকুও শাস্তিও তাঁর ইনসাফ।

اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ اَوْ یَاْتِیَ رَبُّكَ اَوْ یَاْتِیَ بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّكَ ؕ یَوْمَ یَاْتِیْ بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّكَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِیْۤ اِیْمَانِهَا خَیْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْۤا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوْا دِیْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِیْ شَیْءٍ ؕ اِنَّمَاۤ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۚ۬ دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۶۱﴾

কিন্তু এরই যে, তাদের নিকট ফিরিশ্‌তারা আসবে (৩৩১); অথবা আপনার প্রতিপালকের শাস্তি, অথবা আপনার প্রতিপালকের একটা নিদর্শন আসবে (৩৩২)। যেদিন আপনার প্রতিপালকের সেই একটা নিদর্শন আসবে, সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান আনা কোন কাজে আসবেনা, যে প্রথমে ঈমান আনেনি অথবা স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোন মঙ্গল অর্জন করেনি (৩৩৩)। আপনি বলুন, 'অপেক্ষা করো (৩৩৪), আমিও অপেক্ষা করছি।'

১৫৯: ঐসব লোক, যারা আপন দ্বীনের মধ্যে পৃথক পৃথক রাস্তা বের করেছে এবং কয়েক দলে বিভক্ত হয়েছে (৩৩৫), হে মাহবূব ! তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের মামলা আল্লাহ্ এরই হাতে সোপর্দকৃত। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করছিলো (৩৩৬)।

১৬০: যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে (৩৩৭) আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, তবে প্রতিফল মিলবেনা, কিন্তু সেটারই সমান; এবং তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না।

১৬১: আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সোজা পথ দেখিয়েছেন (৩৩৮); সঠিক দ্বীন, ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ, যিনি সমস্ত বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন না (৩৩৯)।'

টীকা-৩৩৮: অর্থাৎ দ্বীন-ই-ইসলাম, যা আল্লাহ এর নিকট গ্রহণযোগ্য।

টীকা-৩৩৯: এতে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের প্রতি খন্ডন রয়েছে, যারা এ ধারণা করতো যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দ্বীনের

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন, "হযরত ইবরাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) মুশরিক ও মূর্তি পূজারী ছিলেননা।" কাজেই, মূর্তিপূজারী মুশরিকদের এ দাবি করা যে, তারা হযরত ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ধর্মাদর্শের উপর রয়েছে, বাতিল।

টীকা-৩৪০: 'তিনি সর্বপ্রথম' এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, নাবীগণের ইসলাম তাদের উম্মতগণের ইসলামের অগ্রণী হয়ে থাকে; অথবা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি'। সুতরাং নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান।

১৬২: আপনি বলুন, 'নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানীসমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ-সবই আল্লাহ এর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের;'

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۲﴾

১৬৩: তাঁর কোন শরীক নেই; আমার প্রতি এটাই হুকুম হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান (৩৪০)।

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৪: আপনি বলুন, 'আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খুঁজবো? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক (৩৪০)। এবং যে কেউ কিছু অর্জন করবে তা তারই যিম্মায় থাকবে; এবং কোন বোঝা বহনকারী ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবেনা (৩৪২)। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৩৪৩) , তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে।'

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

১৬৫: এবং তিনিই হন, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (৩৪৪) এবং তোমাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বহু মর্যাদায় উন্নীত করেছেন (৩৪৫) যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয় (৩৪৬) ঐসব বিষয়ের মধ্যে, যেগুলো তোমাদেরকে দান করেছেন; নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের বেশীক্ষণ সময় লাগেনা শাস্তি প্রদানে এবং নিঃসন্দেহে তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖؗ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۵﴾

টীকা-৩৪১: শানে নুযূল: কাফিরগণ নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কে বলেছিলো, "আপনি আমাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসুন, আমাদের ও উপাস্যগুলোর উপাসনা করুন।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "ওয়ালীদ বিন মুগীরা বলে থাকতো, "আমার পথ অবলম্বন করুন। এতে যদি কোন পাপ হয় তবে তা আমারই কাঁধে (নিলাম) ।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, সেই পথ বাতিল। আল্লাহ এর পরিচিতি প্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে এ কথা সহ্য করতে পারে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক বলা হবে? এবং 'কারো গুনাহ অপর কেউ বহন করতে পারবে' এটাও বাতিল।

টীকা-৩৪২: প্রত্যেকে স্বীয় পাপের জন্যই গ্রেফতার হবে, অপরের পাপের জন্য নয়।

টীকা-৩৪৩: ক্বিয়ামত দিবসে

টীকা-৩৪৪: কেননা, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) শেষ নাবী হন। তাঁর পরে কোনো নাবী নেই এবং তাঁর উম্মতই সর্বশেষ উম্মত। এজন্যই তাঁদেরকে দুনিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তাঁরা সেটার মালিক হন এবং তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

টীকা-৩৪৫: গঠন ও আকৃতিতে, সৌন্দর্যে, জীবিকা ও সম্পদে, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে, ক্ষমতা ও পূর্ণতায়।

টীকা-৩৪৬: অর্থাৎ এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন যে, তোমরা নি'মাত, পদমর্যাদা এবং সম্পদ পেয়ে কেমন কৃতজ্ঞ হও এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে কি ধরনের আচরণ করো।★

টীকা-১: এ সূরা মক্কা মুকাররমাহ'য় অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে, পাঁচটা আয়াত ব্যতীত, যেগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াত হচ্ছে- "وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ"। এ সূরায় দুইশ ছয়টি আয়াত, চব্বিশটি রুকূ', তিন হাজার তিনশ পঁচিশটি পদ এবং চৌদ্দ হাজার দশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: এ ধারণায় যে, সম্ভবতঃ লোকেরা মানবেনা, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং সেটার অস্বীকৃতির দিকে ধাবিত হবে,

সূরা আ'রাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আ'রাফ (মাক্কী) | আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১) | আয়াত-২০৬, রুকূ'-২৪

রুকূ'-১

الٓمّٓصٓ ۟ ﴿١﴾

১: আলিফ, লা---ম, মী---ম, স--দ।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

২: হে মাহবূব, একটা কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন আপনার মনে এটা সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে (২); এ জন্য যে আপনি তা দ্বারা সতর্ক করবেন এবং তা মুসলমানদের জন্য উপদেশ।

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

৩: হে লোকেরা, এটার উপরই চলো, যা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (৩) এবং সেটাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য হুকুমদাতাদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুবই কম বুঝে থাকো।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾

৪: কতো জনপদই আমি ধ্বংস করেছি (৪)। অতঃপর তাদের উপর আমার শাস্তি রাতের বেলায় এসেছে, অথবা যখন তারা দ্বি-প্রহরে বিশ্রামরত ছিলো (৫)।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَاۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

৫: অতঃপর তখন তাদের মুখ থেকে কিছুই নিঃসৃত হয় নি যখনই আমার শাস্তি তাদের উপর এসেছিলো, কিন্তু (তারা) এটাই বলে উঠলো, 'আমরা যালিম ছিলাম (৬)'।

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾

৬: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় আমার জিজ্ঞাসা করার রয়েছে তাদের থেকে, যাদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হয়েছিলো (৭) এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমার জিজ্ঞাসা করার রয়েছে রসূলগণকে (৮)।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾

৭: অতঃপর অবশ্যই আমি তাদের নিকট বিবৃত করবো (৯)

টীকা-৩: অর্থাৎ কুরআন শরীফ, যার মধ্যে পথ-নির্দেশনা ও আলোর বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম যাজ্জাজ বলেছেন, "অনুসরণ করো কুরআন শরীফের এবং সেটারই, যা নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) নিয়ে এসেছেন। কেননা, এসব আল্লাহ্ এরই নাযিলকৃত। যেমন কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে "مَاۤ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الآيه" অর্থাৎ "যা-কিছু রসূল তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।"

টীকা-৪: এখন আল্লাহ্ এর নির্দেশের অনুসরণ পরিত্যাগ করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামসমূহ পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অবস্থাদির মধ্যে দেখানো হচ্ছে।

টীকা-৫: অর্থাৎ এ যে, আমার শাস্তি এমন সময়ে এসেছিলো যখন এ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো না অথবা রাতের বেলায় ছিলো। আর তারা আরামের নিদ্রায় বিভোর ছিলো। অথবা তা ছিলো দিন দুপুরে শয়নের সময় এবং তারা আরামে লিপ্ত ছিলো। না শাস্তি অবতরণের কোন পূর্বাভাস ছিলো; না কোন চিহ্ন, যাতে তারা পূর্ব থেকে সতর্ক হতে পারতো। হঠাৎ করেই এসে পড়লো। এটা দ্বারা কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যেন তারা নিরাপত্তা ও সুখের সামগ্রীর উপর প্রতারিত না হয়। আল্লাহ্ এর শাস্তি যখন আসে তখন একই বারে এসে যায়।

টীকা-৬: শাস্তি আসার পর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলো; কিন্তু সেই মুহূর্তের অপরাধ স্বীকার কোনো উপকারে আসে না।

টীকা-৭: যে, তারা রসূলগণের দাওয়াতের প্রতি কি জবাব দিয়েছে? এবং তাদের নির্দেশ পালন কিভাবে করেছে?

টীকা-৮: যে, তাঁরা তাঁদের উম্মতগণের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কিনা এবং ঐ উম্মতগণও তাঁদেরকে কী জবাব দিয়েছে?

টীকা-৯: রসূলগণকেও এবং তাঁদের উম্মতগণকেও যে, তাঁরা দুনিয়ার মধ্যে কি কি করেছেন।

টীকা-১০: এভাবে যে, আল্লাহ (عَزَّ وَ جَلَّ), একটা 'মীযান' বা 'দাঁড়ি পাল্লা' দাঁড় করাবেন, যার প্রতিটা পাল্লা এতোই প্রশস্ত হবে যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে ব্যাপকতা-বিস্তৃতি রয়েছে।

আল্লামা ইবনে জওযী বলেছেন, হাদীস শরীফে এসেছে যে, হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর দরবারে 'মিযান' (ক্বিয়ামত দিবসের 'দাঁড়িপাল্লা') দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন। যখন 'মিযান' দেখানো হলো এবং তিনিও সেটার পাল্লাগুলোর ব্যাপক বিস্তৃতি দেখতে পান তখন তিনি আরয করলেন, "হে প্রতিপালক, কার শক্তি আছে এগুলোকে নেকী (সৎকর্ম) দ্বারা ভর্তি করতে পারবে?" তখন আল্লাহ তা'আলা এর ইরশাদ হলো, "হে দাঊদ! আমি যখন স্বীয় বান্দার উপর সন্তুষ্ট হই, তখন একটা মাত্র খেজুর দিয়ে তা ভর্তি করে দিই। অর্থাৎ অল্প সৎকর্মও যদি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় তবে আল্লাহ এর অনুগ্রহ দ্বারা তা এতোই বৃদ্ধি পায় যে, 'মিযান'কে ভরপুর করে দেয়।

স্বীয় জ্ঞান সহকারে এবং আমি কিছুতেই অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮: এবং সেদিন পরিমাপ তো অবশ্যই হবে (৯) সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে (১০) তারাই উদ্দেশ্য লাভ করবে।

৯: এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে (১২), তবে তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা নিজেদের সত্তাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে ঐ সব সীমালঙ্ঘনের পরিণাম স্বরূপ যা আমার আয়াতসমূহের মধ্যে করতো (১৩)।

১০: এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য ওটার মধ্যে জীবন ধারণের সামগ্রী তৈরী করেছি (১৪), তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো (১৫)।

রুকূ'-২

১১: এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের নমূনা তৈরী করেছি, অতঃপর আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি, 'আদমকে সাজদা করো। তখন তাদের সকলেই সাজদারত হলো, কিন্তু ইবলীস; সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

১২: (তিনি) বললেন, "কোন বস্তু তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে, তুমি সাজদা করলে না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম (১৬)?' (সে) বললো, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন (১৭)।'

بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ ۚ فَمَنْ
ثَقُلَتْ مَوٰزِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوٰزِيْنُهٗ
فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾
وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾
وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ
قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ
السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾
قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ
قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ
وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾

টীকা-১১: সৎকর্ম বেশি হবে,

টীকা-১২: এবং সেগুলোর মধ্যে কোন সৎকর্ম ছিলোনা। এটা সেসব কাফিরের অবস্থা হবে, যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত এবং এ কারণে তাদের কোনো কৃতকর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা-১৩: অর্থাৎ সেগুলোকে বর্জন করতো, মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো, সেগুলোর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

টীকা-১৪: স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদেরকে সুখ দান করেছি। এতদ্বসত্ত্বেও তোমরা-

টীকা-১৫: 'শুকর' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) এর বাস্তব অর্থ হলো- 'নি'মাতের ধ্যান- ধারণা ও তা প্রকাশ করা এবং 'কৃতঘ্নতা' (نا شکری) হচ্ছে- নি'মাত ভুলে যাওয়া কিংবা তা গোপন করা।'

টীকা-১৬: মাসআলা: এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'আমর' (امر) বা 'আদেশ' وجوب (আবশ্যক হওয়া) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সাজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা তিরস্কারের জন্যই ছিলো। আর এজন্য যে, শয়তানের গোঁড়ামি এবং তার কুফর ও অহংকার এবং তার মূল উপাদানের উপর গর্ব করা ও হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপাদান বা মূল বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাবে।

টীকা-১৭: তার উদ্দেশ্য ছিলো যে, 'আগুন মাটি অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যার মৌলিক উপাদান আগুন হবে সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে যার মৌলিক উপাদান মাটি হবে।' অথচ উক্ত নাপাকের এ ধারণা ভুল ও ভ্রান্ত। কেননা, উত্তম হচ্ছেন তিনিই, যাকে মালিক ও মুনিব (আল্লাহ তাআ'লা) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি উৎস মৌলিক উপাদানের উপর নয়; বরং মালিকও মুনিবের আনুগত্য ও হুকুম মান্য করার উপরই নির্ভরশীল। আর আগুন মাটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হবার যুক্তিও শুদ্ধ নয়। কেননা, আগুনের মধ্যে উত্তেজনা ও দ্রুততা এবং অহংকারবোধ রয়েছে। এটা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে। আর মাটি থেকে সম্ভ্রম, সহনশীলতা, লজ্জাবোধ ও ধৈর্যের শিক্ষা লাভ করা যায়। মাটি দ্বারা রাজ্য আবাদ হয় আর আগুন দ্বারা হয় ধ্বংস। মাটি হচ্ছে আমানতদার (বিশ্বস্ত), যা সেটার মধ্যে রাখা হয় তাকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে; কিন্তু আগুন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এতদ্বসত্ত্বেও মজার ব্যাপার হচ্ছে- মাটি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে কিন্তু আগুন মাটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনা। তাছাড়া ইবলীসের বোকামী ও দুর্ভাগ্য যে, সে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেটার বিরুদ্ধে সে যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। আর যে যুক্তি 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' এর বিরোধী হয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য হয়।

টীকা-১৮: জান্নাত থেকে। কারণ, এ স্থান হচ্ছে অনুগত ও বিনয়ীদের, অস্বীকারকারী অবাধ্যদের নয়।

টীকা-১৯: অর্থাৎ মানুষ তোমার দুর্নাম করবে, প্রত্যেক ভাষাভাষী তোমাকে অভিশম্পাত করবে এবং এটাই হচ্ছে- অহংকারীদের পরিণাম।

টীকা-২০: আর এ অবকাশের সময়সীমা 'সূরা হিজর' -এ ইরশাদ হয়েছে- (اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ) (অর্থাৎ "তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো 'জ্ঞাত মুহূর্তের দিন পর্যন্ত।'") এবং এ মুহূর্ত হচ্ছে- প্রথম ফুৎকারের সময়, যখন সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। শয়তান মৃতদের পুনর্জীবিত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিলো। আর এটা দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিলো যে, সে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবে। এটা কিন্তু কবুল হয়নি এবং প্রথম ফুৎকার পর্যন্তই অবকাশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-২১: অর্থাৎ আদম সন্তানদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করবো, তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে ধাবিত করবো, গুনাহসমূহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবো, আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবো এবং পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত করবো।

টীকা-২২: অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে তাদেরকে অবরোধ করে সরলপথ থেকে বিরত রাখবো

টীকা-২৩: যেহেতু শয়তান আদম সন্তানকে গোমরাহ করা এবং যৌন প্রবৃত্তি ও মন্দ কার্যাদিতে লিপ্ত করার মধ্যে তার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যয় করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলো, সেহেতু তার ধারণা ছিলো যে, সে আদম সন্তানকে পথ-ভ্রষ্ট করবে এবং তাদেরকে ধোকা দিয়ে আল্লাহ তাআ'লা এর নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও তাঁর আনুগত্য করা থেকে রুখে দেবে।

টীকা-২৪: তোমাকেও, তোমার বংশধরদেরকেও এবং তোমার আনুগত্যকারী মানুষদেরকেও- সবাইকে জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার পর হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সম্বোধন করেন যা সামনে আসছে-

টীকা-২৫: হযরত হাওয়া (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا)।

১৩: বললেন, 'তুমি এখান থেকে নেমে যাও।' তোমার জন্য এটা শোভা পায় না যে, এখানে থেকে অহঙ্কার করবে। সুতরাং বের হয়ে যাও (১৮)। তুমি হও লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪: বললো, 'আমাকে অবকাশ দিন ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন লোকেরা পুনরুত্থিত হবে।'

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫: বললেন, 'তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো (২০)।'

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬: বললো, 'শপথ এরই যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছো। আমি অবশ্যই তোমার সরল পথের উপর তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো (২১)।'

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٦﴾

১৭: 'অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট আসবো- তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে (২২) এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না (২৩)।'

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮: বললেন, 'এখান থেকে বের হয়ে যা। ধিকৃত ও বিতাড়িত হয়ে যা। ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই, তাদের মধ্যে যারা তোমার কথা মতো চলবে, আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো (২৪)।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯: এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী (২৫) জান্নাতে বসবাস করো। অতঃপর তা থেকে যেখানে ইচ্ছা আহার করো এবং এ বৃক্ষের নিকটে যেও না। গেলে সীমা অতিক্রমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

২০: অতঃপর শয়তান তাদের মনে এ আশঙ্কার সঞ্চার করলো যে তাদের সম্মুখে অনাবৃত করে দেবে তাদের লজ্জার বস্তুগুলো (২৬), যা তাদের থেকে গোপন ছিলো (২৭) এবং বললো, 'তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ থেকে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাবে অথবা চিরজীবী (হয়ে যাবে) (২৮);

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

টীকা-২৬: অর্থাৎঃ এমন শংকার সঞ্চার করলো, যার পরিণাম ফল এই হয় যে, তারা উভয়ে একে অপরের সামনে উলঙ্গ হয়ে যাবেন।
এ আয়াত দ্বারা এ মাসআলা প্রমাণিত হলো যে, শরীরের সেই অঙ্গ, যাকে 'লজ্জাস্থান' বলে, সেটাকে গোপন করা আবশ্যক এবং প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। আর একথা প্রমাণিত হলো যে, তা 'লজ্জাস্থান' আনাবৃত করা সর্বকাল থেকেই বিবেকের নিকট গর্হিত এবং স্বভাবতই অপছন্দনীয় হয়ে আসছে।

টীকা-২৭: এ থেকে বুঝা গেলো যে, তাঁরা দুইজনের কেউ তখন পর্যন্ত একে অপরের লজ্জাস্থান দেখেননি।

টীকা-২৮: অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যেই থেকে যাবে এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।

২১: এবং তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, 'আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী।'
২২: অতঃপর সে তাদেরকে নামিয়ে আনলো প্রতারণার মাধ্যমে (২৯), তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের সম্মুখে তাদের লজ্জার বস্তুগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লো (৩০) এবং নিজেদের শরীরকে জান্নাতের পত্রাদি দ্বারা আবৃত করতে লাগলো; এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করি নি?'আর একথাও কি বলি নি যে, 'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'
২৩: তারা উভয়ে আরয করলো, 'হে প্রতিপালক আমাদের। আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'
২৪: বললেন, 'তোমরা নেমে যাও (৩১)। তোমাদের মধ্যে একে অপরের শত্রু; এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান এবং পার্থিব উপভোগের অবকাশ রয়েছে।'
২৫: বললেন, 'তাতেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং তাতেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং তা থেকেই তোমাদেরকে উঠানো হবে (৩২)।'

রুকূ'-৩

২৬: হে আদম সন্তানগণ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক পোশাক এমনই অবতারণ করেছি, যা দ্বারা তোমাদের লজ্জার বস্তুগুলো গোপন করবে এবং একটি এমনও যে, তোমাদের শোভা হবে (৩৩); এবং তাক্বওয়ার পোশাক, সেটাই সর্বোকৃষ্ট (৩৪)। এটা আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহের অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।
২৭: হে আদম সন্তানগণ (৩৫); সাবধান! তোমাদেরকে শয়তান যেন ফিতনার মধ্যে না ফেলে- যেভাবে তোমাদের মাতা-পিতাকে

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾
فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ
لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ
اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ
لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾
قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ
وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ
﴿٢٤﴾
قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا
تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ
التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ
اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ

টীকা-২৯: এর অর্থ হচ্ছে- অভিশপ্ত ইবলীস মিথ্যা শপথ করে হযরত আদম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে ধোঁকা দিয়েছিলো। সর্বপ্রথম মিথ্যা শপথকারী হচ্ছে ইবলীসই। হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ধারনাই ছিলো না যে, কেউ আল্লাহ এর নামে শপথ করে মিথ্যাও বলতে পারে। এ কারণে, তিনি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন।

টীকা-৩০: এবং জান্নাতী পোশাক শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তারা একে অপরের নিকট থেকে স্বীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ গোপন রাখতে পারেন নি। তখন পর্যন্ত তাদের কেউ নিজে নিজের লজ্জাস্থান পর্যন্ত দেখেন নি এবং না ঐ সময় পর্যন্ত তাদের নিকট এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো।

টীকা-৩১: হে আদম ও হাওয়া! নিজেদের বংশধরগণ সহকারে, যারা তোমাদের মধ্যে রয়েছে-

টীকা-৩২: ক্বিয়ামত দিবসে হিসাব নিকাশের জন্য।

টীকা-৩৩: অর্থাৎ একটা পোষাক তো ওটাই, যা দ্বারা শরীর আবৃত করা যায় এবং পর্দা করা যায়। আর অপর পোশাক ওটাই, যা সৌন্দর্য বাড়ায় এবং এটাও সদুদ্দেশ্যে।★

টীকা-৩৪: 'তাক্বওয়া' বা পরহেযগারীর পোশাক হচ্ছে ঈমান, লজ্জাবোধ, সচ্চরিত্রসমূহ ও সৎ কার্যাদি। এগুলো নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের বেশভূষা অপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট।

টীকা-৩৫: শয়তানের ধোকাবাজি এবং হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে তার শত্রুতার কথা বর্ণনা করে আদম সন্তানদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা হচ্ছে, যাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্ররোচনায় এবং তার ধোঁকাবাজিসমূহ থেকে বেঁচে থাকে। যে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে এমন ধোঁকাবাজি করেছে সে তার বংশধরদের সাথে কখনোই বা তা না করে ছাড়বে?

★ আল্লাহ তাআ'লা তিন ধরনের পোশাক অবতীর্ণ করেছেনঃ দুইটি শারীরিক, একটা আত্মিক(রূহানী)। শারীরিক পোশাকের কিছু কিছু হয় সতর ঢাকার জন্য আর কিছু কিছু শোভার জন্য। এ দুইটিই ভালো। আর রূহানী পোশাক হচ্ছে ঈমান, তাক্বওয়া এবং সৎ কার্যাদি। উল্লেখ্য, এ তিন ধরনের পোশাকেই আল্লাহ আসমান থেকে অবতীর্ণ করেন- বৃষ্টি দ্বারা তুলা, রুই, রেশম ইত্যাদি উৎপন্ন হয় আর ওহী দ্বারা উপার্জিত হয় তাক্বওয়া। উভয়ই আসমান থেকে আসে। (নূরুল ইরফান)

টীকা-৩৬: আল্লাহ্ তাআ'লা জ্বিন জাতিকে এমন দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন যে, তারা মানবজাতিকে দেখতে পায় এবং মানবজাতি এমন দৃষ্টিশক্তি পায়নি যে, তারা জ্বিন জাতিকে দেখতে পারে।
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান মানুষের শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচলের পথে (শিরা-উপশিরায়) ঘুরে বেড়ায়।
হযরত যুন্নুন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেছেন, "যদি শয়তান এমনই যে, সে তোমাদেরকে দেখতে পায়, কিন্তু তোমরা তাকে দেখতে পাও না, তাহলে তোমরাও এমন সত্তার নিকট সাহায্য চাও, যিনি তাকে দেখছেন আর সে তাঁকে দেখতে পায়না। অর্থাৎ দয়ালু, দোষ-ত্রুটি গোপনকরী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্ এর নিকট সাহায্য চাও।"
টীকা-৩৭: এবং কোন মন্দ কাজ অথবা পাপ কাজ তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়; যেমন, অন্ধকার যুগের লোকেরা পুরুষ ও মেয়েলোক উলঙ্গ হয়ে মহান কা'বার 'তাওয়াফ' করতো। হযরত আতার অভিমত হচ্ছে- অশ্লীলতা শির্কই। বাস্তবতা এ যে, প্রত্যেক অশ্লীল কাজ এবং সমস্ত পাপাচার ও বড় বড় গুনাহ এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও এ আয়াত শরীফ, বিশেষ করে উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফের 'তাওয়াফ' করার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন কাফিরদের এমন অশ্লীল কার্যাদির উপর তাদের সমালোচনা করা হয়েছে, তখন এর জবাবে তারা যা বলেছে তা সামনে আসছে-
টীকা-৩৮: কাফিরগণ তাদের মন্দ ও অশ্লীল কার্যাদি করার দুটি অজুহাত বর্ণনা করেছে। একটা এটাই যে, তারা তাদের পূর্বপুরুষগণকে এমন কার্যাদিতে রত পেয়েছে; সুতরাং তারাও তাদের অনুসরণে এমন কাজ করছে। এটাতো মূর্খ ও অসৎ লোকের অন্ধ অনুসরণ হলো এবং এটা কোন বিবেকবান লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অনুসরণ করা হয়ে থাকে জ্ঞানী ও খোদাভীরুদেরই, কোন মূর্খ ও পথভ্রষ্ট লোকের নয়। অপর অজুহাত তাদের এই ছিলো যে, আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। এটাও আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাদের নিছক মিথ্যা রচনা ও অপবাদই ছিলো। সুতরাং আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআ'লা তাদের খন্ডন করেছেন-
টীকা-৩৯: অর্থাৎ তিনি যেভাবে তাদেরকে সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অনুরূপভাবে, মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। এটা পরকালীন জীবনকে যারা অস্বীকার করে তাদের খণ্ডনে অকাট্য দলীল। আর তা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, যখন তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে এবং তিনি কর্মফল প্রদান করবেন, তখন আনুগত্য ও ইবাদতসমূহকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা একান্ত আবশ্যক।

مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾

বেহেশত থেকে বের করেছে, নামিয়ে ফেলেছে তাদের পোশাক, যাতে তাদের লজ্জার বস্তুগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে সেখান থেকে দেখতে পায়; যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না (৩৬); নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদেরই বন্ধু করেছি যারা ঈমান আনে না।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَاۗءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮: এবং যখন তারা কোন অশীল আচরণ করে (৩৭), তখন বলে, আমরা এর উপর আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ্ এর আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন (৩৮)। আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্অশীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো, যার তোমাদের নিকট কোন খবর নেই?'

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۣ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ڛ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾

২৯: আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন; এবং নিজেদের চেহারা সোজা করো প্রত্যেক নামাযের সময় এবং তার ইবাদত করো শুধু তাঁরই বান্দা হয়ে; তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে (৩৯)।'

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۭ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০: একদলকে তিনি সৎপথ প্রদর্শন করেছেন (৪০) এবং এক দলের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়েছে (৪১)। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছে (৪২)আর তারা মনে করে এটাই যে, তারা সৎপথে রয়েছে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

৩১: হে আদম সন্তানগণ! স্বীয় সুন্দর পোশাক পরিধান করো যখন মসজিদে যাও (৪৩) এবং

টীকা-৪০: ঈমান ও খোদা পরিচিতির; এবং তাদেরকে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করার শক্তি দান করেছেন।
টীকা-৪১: তারা হচ্ছে- কাফির সম্প্রদায়।
টীকা-৪২: তাদের আনুগত্য করেছে, তাদের কথামতো চলেছে এবং তাদের নির্দেশে কুফর ও নির্দেশ অমান্যজনিত গুনাহকেই অবলম্বন করেছে।
টীকা-৪৩: অর্থাৎঃ সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ একটা অভিমত এও রয়েছে যে, মাথা আঁচড়ানো এবং খুশবু লাগানোও সেই সৌন্দর্য এর অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলাঃ এবং সুন্নাত হচ্ছে এ যে, মানুষ উৎকৃষ্ট অবস্থার সাথে নামাযের জন্য হাযির হবে। কারণ, নামাযের মধ্যে রয়েছে প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত ও গোপন আলাপ। সুতরাং এর জন্য সুন্দর পরিচ্ছদ গ্রহণ করা ও আতর লাগানো মুস্তাহাব; যেমন লজ্জাস্থান ঢাকা এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।
শানে নুযূলঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার যুগে দিনের বেলায় পুরুষ আর স্ত্রীলোকেরা রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে 'তাওয়াফ করতো। এ আয়াতে লজ্জাস্থান গোপন করা এবং পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর এতে প্রমাণ রয়েছে যে, লজ্জাস্থান গোপন করা নামাযে, তাওয়াফে এবং সর্বাবস্থায় 'ওয়াজিব' বা অপরিহার্য।
টীকা-৪৪: শানে নুযূল: কালবীর অভিমত হচ্ছে- 'আমের' গোত্রের লোকেরা 'হজ্জ' এর সময় নিজেদের আহারের পরিমান খুব হ্রাস করে নিতো এবং মাংস ও চর্বি তো একেবারেই আহার করতো না। আর এটাকে তারা হজ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার শামিল বলে বিশ্বাস করতো। মুসলমানগণ তাদেরকে দেখে আরয করলেন, "হে আল্লাহ এর রসূল! আমরা তো এমনটি করার অধিকতর উপযুক্ত। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর ইরশাদ হয়েছে, "আহার করো ও পান করো। চাই মাংস হোক কিংবা চর্বি। তবে অপব্যয় করোনা।" এবং তাও এ যে , পরিতৃপ্ত হবার পরও খেতে থাকবে অথবা হারামের পরোয়াই করবে না। আর এটা 'ইসরাফ' এর শামিল যে, যে বস্তুকে আল্লাহ হারাম করেননি তা হারাম করে নেবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "খাও যা ইচ্ছা করো, পান করো যা চাও, পরিধান করো যা ইচ্ছা করো। অপব্যয় ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকো।"

আহার করো ও পান করো (৪৪) এবং সীমাতিক্রম করোনা। নিঃসন্দেহে, সীমাতিক্রমকারীদের তিনি পছন্দ করেন না।	وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾
রুকূ'-৪	
৩২: আপনি বলুন, 'কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহ এর সেই শোভার বস্তুকে যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (৪৫) এবং পবিত্র জীবিকাকে (৪৬)?' আপনি বলুন, 'সেগুলো ঈমানদারদের জন্য দুনিয়ার মধ্যে এবং ক্বিয়ামতের দিনে তো বিশেষ করে তাদেরই জন্য।' আমি এভাবে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি (৪৭) জ্ঞানীদের জন্য (৪৮)।	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩: আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তো হারাম করেছেন অশ্লীলতাগুলোকে (৪৯), যা সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য এবং যা গোপন, আর পাপ ও অসংগত সীমা লংঘনকে এবং এটাও (৫০) যে, তোমরা আল্লাহ এর শরীক করবে, যার কোন সনদ তিনি অবতীর্ণ করেন নি আর এটাও (৫১) যে, আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলবে, যে সম্পর্কে তোমরা জ্ঞান রাখো না।	قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

মাসআলা: আয়াতের মধ্যে এ কথার দলীল রয়েছে যে, পানাহারের সমস্ত বস্তুই হালাল। তবে ঐসব বস্তু নয়, যেগুলো হারাম হবার পক্ষে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেননা, এ বিধান সর্বসম্মত ও স্বীকৃত যে, প্রত্যেক বস্তু মূলে 'মুবাহ' বা 'বৈধ'। কিন্তু যেটাকে শারীয়াতদাতা নিষিদ্ধ করেছেন যেটা হারাম হওয়া স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত (তা মুবাহ নয়)
টীকা-৪৫: চাই পোশাক-পরিচ্ছদ হোক কিংবা অন্যান্য শোভা সৌন্দর্যের সামগ্রী হোক।
টীকা-৪৬: এবং পানাহারের সুস্বাদু বস্তুসমূহকে?
মাসআলা: আয়াত সেটার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত; প্রত্যেক খাদ্যবস্তু এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা হারাম হওয়ার পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি। (খাযিন) সুতরাং যেসব লোক 'তোশাহ', গেয়ারভী শরীফ, মীলাদ শরীফ, বুযুর্গদের ফাতিহা-ওরস, শাহাদাতের আলোচনা-মাহফিল ইত্যাদির শিরনী, রাস্তায় শরবত বিতরণ ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ বলে বেড়ায় তারা এ আয়াতের বিরোধিতা করে গুনাহগার হয়। বস্তুত সেগুলোকে নিষিদ্ধ বলা স্বীয় মনগড়া মতবাদকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার শামিল; এটা বিদআ'ত ও পথভ্রষ্টতার নামান্তর।
টীকা-৪৭: যেগুলো থেকে হালাল ও হারামের বিধান জানা যায়।
টীকা-৪৮: যারা একথা জানে যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি যা হারাম বা নিষিদ্ধ করেন তাই হারাম।
টীকা-৪৯: এ সম্বোধন ঐ মুশরিকদেরকে করা হয়েছে; যারা উলঙ্গ হয়ে কা'বাগৃহের তাওয়াফ করতো এবং আল্লাহ তাআ'লা এর হালাল কৃত পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম স্থির করে নিতো। তাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআ'লা এসব বস্তু হারাম করেননি এবং সেগুলো থেকে তাঁর বান্দাদেরকে বারন করেন নি। যে সব বস্তুকে তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঐসব অশোভন কার্যাদি, যেগুলো প্রকাশ্য ও গোপনীয়- কথাবার্তায় হোক কিংবা কাজকর্মে হোক।
টীকা-৫০: হারাম করেছেন
টীকা-৫১: হারাম করেছেন

টীকা-৫২: নির্ধারিত সময়, যার উপর সুযোগের সমাপ্তি ঘটে;
টীকা-৫৩: তাফসীরকারকদের এতে দু'টি অভিমত রয়েছে-

এক) (رُسُلٌ) (রসূলগণ) দ্বারা সমস্ত 'প্রেরিত পুরুষ' কে বুঝানো হয়েছে। এবং

দুই) বিশ্বকুল সরদার, শেষ নাবী হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কথাই বিশেষ করে বুঝানো হয়েছে, যাঁকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 'রসূল' করা হয়েছে। আর 'বহুবচন' শব্দটা সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

টীকা-৫৪: নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ থেকে বিরত থাকবে।

টীকা-৫৫: আনুগত্য ও ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করবে।

টীকা-৫৬: অর্থাৎ যতটুকু বয়োঃসীমা এবং জীবিকা আল্লাহ তাআ'লা তাদের জন্য লিখে দিয়েছেন তা তাদের নিকট পৌঁছবে।

টীকা-৫৭: মৃত্যুর ফিরিশতা এবং তার সহকারীগণ, সেসব লোকের বয়োঃসীমা এবং জীবিকাসমূহের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর।

টীকা-৫৮: তাদের কোথাও নাম চিহ্ন পর্যন্ত নেই

টীকা-৫৯: ঐসব কাফিরকে, ক্বিয়ামত দিবসে

টীকা-৬০: দোযখের মধ্যে

টীকা-৬১: যারা তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তখন অংশীবাদী অংশীবাদীদেরকে এবং ইহুদী ইহুদীদেরকে আর খৃস্টানগণ খ্রিস্টানদেরকে অভিশম্পাত করবে।

টীকা-৬২: অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে আল্লাহ এর দরবারে অভিযোগ করবে।

টীকা-৬৩: কেননা, পূর্বর্তীগণ নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আর পূর্ববর্তীগণও অনুরূপ। তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অন্যান্য পথভ্রষ্টদেরকেও অনুসরণ করতে থাকে।

টীকা-৬৪: যে, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক দলের জন্য কেমন কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৩৪: এবং প্রত্যেক গোত্রের একটা প্রতিশ্রুতি রয়েছে (৫২); সুতরাং যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন এক মুহূর্ত পিছেও হবে না এবং আগেও না।

৩৫: হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে কোন রসূল আসেন (৫৩), আমার নিদর্শনসমূহ পাঠ করেন, তখন যারা সাবধানতা অবলম্বন করে (৫৪) এবং নিজেদের সংশোধন করে (৫৫), তবে তাদের উপর না আছে কোন ভয় এবং না কোন দুঃখ।

৩৬: এবং যারা আমার নিদর্শনসমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর মুকাবিলায় অহংকার করেছে, তারা দোযখবাসী, তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

৩৭: সুতরাং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে, কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ? তাদের নিকট তাদের ভাগ্যের লিখন পৌঁছবেই (৫৬) যতক্ষণ না তাদের নিকট আমার প্রেরিত মৃত্যুর কাজে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ (৫৭) তাদের প্রাণ হননের জন্য আসবে; তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, 'কোথায় রয়েছে তারা, যাদের তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করতে?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে (৫৮)' এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো।

৩৮: আল্লাহ তাদেরকে বলবেন (৫৯), 'তোমাদের পূর্বে যেই অন্যান্য দল জ্বিন ও মানুষের, আগুনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে যাও। যখনই একটা দল (৬০) প্রবেশ করবে, তখন অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে (৬১); অবশেষে, যখন সবাই ওটাতে গিয়ে পড়বে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগন সম্পর্কে বলবে (৬২), 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো। সুতরাং তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করো।' (আল্লাহ) বলবেন, 'সবার জন্য দ্বিগুণ রয়েছে (৬৩), কিন্তু তোমরা অবগত নও (৬৪)।'

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝٣٤

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٣٥

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٣٦

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝٣٧

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۬ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝٣٨

টীকা-৬৫: 'কুফর' ও 'ভ্রান্তি'তে উভয়ই সমান।

টীকা-৬৬: কুফরের এবং মন্দ কার্যাদির।

টীকা-৬৭: না তাদের কৃতকর্মসমূহের জন্য, না তাদের আত্মাসমূহের জন্য। কেননা, তাদের কার্যকলাপ ও আত্মাসমূহ- উভয়ই অপবিত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেছেন, "কাফিরদের আত্মাসমূহের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় না; কিন্তু মু'মিনদের আত্মাসমূহের জন্য খোলা হয়।" ইবনে জুরায়জ বলেছেন, "আসমানের দরজাসমূহ না কাফিরদের কার্যাদির জন্য খোলা হয়, না তাদের আত্মাসমূহের জন্য। অর্থাৎ না

وَقَالَتْ أُولٰىهُمْ لِأُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯: এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের চেয়ে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেনা (৬৫)।' সুতরাং তোমরা ভোগ করো শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মের বদলাস্বরূপ (৬৬)।

রুকূ'-৫

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوٰبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০: ঐ সব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর মুকাবিলায় অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে যতক্ষণ সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করবেনা (৬৮)এবং অপরাধীদেরকে আমি এরূপে প্রতিফল দিয়ে থাকি (৬৯)।

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

৪১: তাদের জন্য আগুনই বিছানা এবং আগুনই উপরের আচ্ছাদন (৭০); এবং যালিমদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ ۫ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾

৪২: এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং সাধ্য মতো সৎকাজ করেছে, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। তারাই জান্নাতবাসী, তাদের সেটার মধ্যেই চিরস্থায়ী অবস্থান।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ

৪৩: এবং আমি তাদের বক্ষসমূহ থেকে হিংসা বিদ্বেষকে টেনে বের করে নিয়েছি (৭১); তাদের নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং বলবে (৭২), 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই, যিনি আমাদেরকে এটার পথ দেখিয়েছেন (৭৩); এবং আমরা পথ পেতাম না যদি

জীবদ্দশায় তাদের কর্মসমূহ আসমানের উপর যেতে পারে, না মৃত্যুর পর তাদের রূহ (যেতে পারে)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক অভিমত এও রয়েছে যে, আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবেনা' মানে 'তারা কল্যাণ, বারাকাত এবং দয়ার অবতরণ (প্রাপ্তি) থেকে বঞ্চিত থাকবে।'

টীকা-৬৮: এবং এটা অসম্ভব সুতরাং কাফিরদের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। কেননা, 'অসম্ভব' এর উপর যা নির্ভরশীল হয় তা নিজেও অসম্ভব হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফিরদের জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকা নিশ্চিত।

টীকা-৬৯: 'অপরাধীগণ' দ্বারা এখানে কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, পূর্বে তাদের দোষসমূহের মধ্যে 'আল্লাহ এর নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং সেগুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৭০: অর্থাৎ উপরে, নিচে- সবদিক থেকে আগুন তাদেরকে অবরোধ করে থাকবে।

টীকা-৭১: যা দুনিয়ায় তাদের মধ্যে ছিলো; এবং স্বভাব-প্রকৃতিকে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ব্যতীত আর কিছুই বাকী থাকেনি। হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বলেন, "এটা আমরা, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।" এটাও তাঁর থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি আশা করি যে, আমি, ওসমান, তালহা এবং যুবায়ির (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمۡ) ঐ সবের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি, যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) (এবং আমি তাদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষকে বের করে নিয়েছি) ইরশাদ করেছেন।" হযরত আলী মুরতাদার এ বাণী রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আক্বীদার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।

টীকা-৭২: মু'মিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার সময়,

টীকা-৭৩: এবং আমাদেরকে এমন কাজ করার শক্তি দিয়েছেন, যার প্রতিদান হচ্ছে এটাই। আর আমাদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে আপন করুণায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন;

টীকা-৭৪: এবং তাঁরা আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে যেসব সাওয়াবের খবরাদি দিয়েছিলেন, সে সবই আমরা প্রকাশ্যে দেখে নিয়েছি। তাঁদের 'হিদায়াত' বা পথ প্রদর্শন আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ দয়া ও করুণাই ছিলো

টীকা-৭৫: মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, যখন বেহেশতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবনই রয়েছে, কখনো মৃত্যুবরণ করবেনা। তোমাদের জন্য রয়েছে সুস্বাস্থ্য, কখনো তোমরা অসুস্থ হবেনা। তোমাদের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ, কখনো তোমরা অভাবগ্রস্থ হবেনা।" জান্নাতকে 'উত্তরাধিকার' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এতে এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে, 'তা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহক্রমে অর্জিত হয়েছে।'

টীকা-৭৬: এবং রসূলগণ বলেছিলেন, "ঈমান ও আনুগত্যের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করবে।"

টীকা-৭৭: 'কুফর' এবং 'অবাধ্যতার' জন্য শাস্তির

টীকা-৭৮: এবং মানুষকে ইসলাম গ্রহন করতে নিষেধ করে

لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখাতেন। নিঃসন্দেহে, আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্য বাণী এনেছিলেন। এবং ঘোষণা এলো, 'এ জান্নাত তোমরা 'উত্তরাধিকার' (স্বরূপ) পেয়েছো (৭৫) তোমাদের কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান (হিসেবে)।'

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪: এবং জান্নাতীবাসীগণ দোযখবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমরাতো পেয়েছি যে সত্য প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক দিয়েছিলেন (৭৬) সুতরাং তোমরাও কি পেয়েছো যা তোমাদের প্রতিপালক (৭৭) সত্য প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছিলেন?' তারা বলবে, 'হাঁ' এবং মধ্যখানে ঘোষণাকারী ঘোষণা করে দিলো, 'আল্লাহ এর লা'নত যালিমদের উপর;

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫: যারা আল্লাহ এর পথে বাধা দেয় (৭৮) এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে (৭৯) এবং পরকালকে অস্বীকার করে '।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ

৪৬: এবং জান্নাত ও দোযখের মধ্যখানে একটা পর্দা আছে (৮০); এবং 'আ'রাফ'এর কিছু লোক থাকবে (৮১),

টীকা-৭৯: অর্থাৎ এটাই চাই যে, আল্লাহ এর দ্বীনকে বদলে ফেলবে এবং যে পথ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তাতেও পরিবর্তন সাধন করবে। (খাযিন)

টীকা-৮০: যাকে 'আ'রাফ' ★ বলা হয়

টীকা-৮১: এরা কোন স্তরের লোক হবে সে প্রসঙ্গে বহুবিধ অভিমত রয়েছে। যথা-

এক) এরা হবে ঐ সব লোক, যাদের সৎকর্ম ও অপকর্মসমূহ সমান হবে। তারা 'আ'রাফ'- এর উপর অবস্থান করবে। যখন তারা জান্নাতবাসীদেরকে দেখবে তখন তাদেরকে সালাম করবে এবং যখন দোযখবাসীদেরকে দেখবে তখন বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক। "আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

দুই) যেসব লোক জিহাদে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তাদের উপর তাদের মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট ছিলেন তাদেরকেই 'আ'রাফ' এ অবস্থান করানো হবে।

তিন) যে সব লোক এমনই যে, তাদের পিতা-মাতা থেকে যেকোনো একজন তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং অপরজন অসন্তুষ্ট; তাদেরকেই 'আ'রাফ'-এ রাখা হবে।

এসব অভিমত থেকে জানা যায় যে, আ'রাফবাসীদের মর্যাদা জান্নাতবাসীদের অপেক্ষা কম হবে। হয়রত মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে এ যে, 'আ'রাফ'-এ সালিহীন বান্দাগণ (নেককার লোকেরা), ফকীর-দরবেশগণ এবং আলিমগণ থাকবেন। তাদের অবস্থান সেখানে এজন্য হবে যে, অন্যান্যরা তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দেখতে পাবে। অপর এক অভিমত হচ্ছে, "আ'রাফ'- এর মধ্যে নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) থাকবেন। তাঁদেরকে এ উন্নত স্থানে সমস্ত ক্বিয়ামতবাসীর উপর বিশেষ সম্মান দেয়া হবে। আর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত মর্যাদা প্রকাশ করা হবে, যাতে জান্নাতবাসী এবং দোযখবাসীগণ তাদেরকে দেখতে পায়, আর তারা ঐসবের অবস্থাদি, সাাওয়াব এবং আযাব (শাস্তি) এর পরিমাণ ও অবস্থাদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। এসব অভিমতের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, 'আ'রাফবাসীগণ জান্নাতবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর লোক হবেন। কেননা, তারা অন্যান্যদের মধ্যে মর্যাদায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

উক্ত সব অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, এমনও হতে পারে যে, প্রত্যেক স্তরের লোককে 'আ'রাফ'-এর মধ্যে অবস্থান করানো হবে এবং প্রত্যেকের অবস্থানের 'হিকমত'-ও পৃথক পৃথক হবে।

★ (اعراف) (আ'রাফ) আরবী (عرف) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ 'উচ্চ স্থান'। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীরকে (اعراف) বলা হয়।

টীকা-৮২: 'উভয় দল' দ্বারা জান্নাতবাসীই উদ্দেশ্য। জান্নাতবাসীদের চেহারাসমূহ "শুভ্র' (চমকপ্রদ) এবং সজীব ও (উজ্জ্বল) হবে। আর দোযখবাসীদের চেহারাসমূহ কালো হবে এবং চোখগুলো নীল বর্ণের যা হবে তাদের চিহ্ন।
টীকা-৮৩:আ'রাফবাসীগণ এখনো পর্যন্ত

যারা উভয় দলকে তাদের কপালের চিহ্ন দ্বারা চিনবে (৮২) এবং তারা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'শান্তি (বর্ষিত) হোক তোমাদের উপর।'এরা (৮৩) জান্নাতে প্রবেশ করে নি, অথচ সেটার আকাঙ্ক্ষা রাখে।

৪৭: এবং যখন তাদের (৮৪) দৃষ্টি দোযখবাসীদের প্রতি ফিরাবে (তখন তারা) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের সঙ্গী করোনা।'

রুকূ'-৬

৪৮: এবং আ'রাফবাসীগণ কিছু সংখ্যক লোককে (৮৫), যাদেরকে তাদের কপালের চিহ্নসমূহ দ্বারা চিনবে, সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের কি কাজে আসলো তোমাদের দল এবং যা তোমরা অহঙ্কার করতে (৮৬) ?'

৪৯: এরাই কি সেসব লোক (৮৭), যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে, 'আল্লাহ তাদের প্রতি কোন দয়াই প্রদর্শন করবেন না (৮৮)?' তাদেরকেই তো বলা হলো, 'জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের না আছে কোন আশংকা, না আছে কোন দুঃখ।'

৫০: এবং দোযখবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের পানির কিছু ছিটে-ফোঁটা দাও, অথবা ঐ খাদ্য থেকে, যা আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন (৮৯)।' বলবে 'নিশ্চয় আল্লাহ এ দু'টিকেই কাফিরদের উপর হারাম করেছেন;

৫১: যারা তাদের দ্বীনকে খেলা তামাশা বানিয়ে নিয়েছে (৯০) এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে (৯১)। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করবো যেমনি তারা এ দিনের সাক্ষাতের ধারণা পরিত্যাগের করেছিলো এবং যেমনি আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করছিলো।

৫২: এবং নিঃসন্দেহে আমি তাদের নিকট এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছি (৯২),

يَعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۟ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝٤٦

وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٧

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٤٨

اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝٤٩

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٥٠

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝٥١

وَ لَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ

টীকা-৮৪: আ'রাফবাসীদের
টীকা-৮৫: কাফিরদের মধ্য থেকে।
টীকা-৮৬: এবং আ'রাফবাসীগণ গরীব মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলবেন,
টীকা-৮৭: যাদেরকে তোমরা দুনিয়ার মধ্যে হীন জ্ঞান করতে এবং
টীকা-৮৮: এখন দেখে নাও যে, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির মধ্যে কেমন সম্মান ও মর্যাদার সাথে রয়েছে।
টীকা-৮৯: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত যে, যখন আ'রাফবাসীগণ জান্নাতে চলে যাবেন তখন দোযখবাসীদের মনেও আকাঙ্ক্ষা জাগবে এবং তারা আরয করবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! জান্নাতে আমাদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে। অনুমতি দিন, আমরা তাদেরকে দেখব এবং তাদের সাথে কথা বলবো।" তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। তখন তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে জান্নাতের বিভিন্ন নি'মাতের মধ্যে দেখতে পাবে এবং তাঁদেরকে চিনতে পারবে। কিন্তু জান্নাতবাসীগণ ঐসব দোযখী আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারবে না। কেননা, দোযখবাসীদের মুখ কালো বর্ণের হয়ে যাবে। তাদের চেহারাও বিকৃত হয়ে যাবে। তখন তারা জান্নাতবাসীদেরকে তাঁদের নাম নিয়ে সম্বোধন করবে। কেউ আপন পিতাকে ডাকবে, কেউ ভাইকে আর বলবে, "আমি তো জ্বলে গেলাম, আমার উপর পানি ঢালো। আর তোমাদেরকে আল্লাহ পাক দান করেছেন। আমাদেরকে খেতে দাও।" এর জবাবে জান্নাতবাসীগণ
টীকা-৯০: অর্থাৎ হালাল-হারামের ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়েছিলো। যখন ঈমানের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হলো, তখন তারা (তা নিয়ে) হাসি ঠাট্টা করতে লাগলো।
টীকা-৯১: সেটার স্বাদ উপভোগের মধ্যে পরকালকে ভুলে গিয়েছিলো।
টীকা-৯২: ক্বুরআন শরীফ

টীকা-৯৩: এবং তা হচ্ছে ক্বিয়ামত দিবস।
টীকা-৯৪: না সেটার উপর ঈমান আনতো, না সেটা অনুযায়ী কাজ করতো।
টীকা-৯৫: অর্থাৎ কুফরের স্থলে ঈমান আনবো এবং পাপাচার ও অবাধ্যতার স্থলে আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে চলার পথ অবলম্বন করবো; কিন্তু না সুপারিশ তাদের ভাগ্যে জুটবে, না তাদেরকে দুনিয়ায় পুনরায় প্রেরণ করা হবে।

فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾

যাকে আমি এক মহাজ্ঞান দ্বারা বিস্তারিতভাবে সুবিন্যস্ত করেছি- পথ নির্দেশনা ও দয়া ঈমানদারদের জন্য।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩: তারা কিসের পথ দেখছে? কিন্তু সেটারই যে, এ কিতাবের বর্ণিত পরিনাম সম্মুখে আসবে। যেদিন ওটার বর্ণিত পরিণাম সংঘটিত হবে (৯৩), সেদিন বলে উঠবে ঐসব লোক, যারা ওটার কথা পূর্বে ভুলে গিয়েছিলো (৯৪), 'নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রসূল সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন; সুতরাং আমাদের কি কোন সুপারিশকারী আছে, যাঁরা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরে যেতে দেওয়া হবে, যেন আমরা পূর্বের কৃতকর্মের বিপরীত কাজ করি (৯৫) ? নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের প্রাণগুলোকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে যা অপবাদ তারা রচনা করতো (৯৬)।

রুকূ'-৭

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪: নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (৯৭) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন (৯৮), অতঃপর আরশের উপরে 'সমাসীন' হন, (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়) (৯৯); দিবা-রাত্রির মধ্যে একটাকে অপরটা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে সেটার পেছনে দ্রুত সংলগ্ন হয়ে আসে এবং সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। শুনো! তাঁরই হাতে রয়েছে সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দেয়া (নিয়ন্ত্রন করা)। বড়ই বারাকাতময় হন আল্লাহ্, প্রতিপালক সমস্ত সৃষ্টি- জগতের।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫: স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে দুআ' প্রার্থনা করো বিনীতভাবে এবং গোপনে। নিশ্চয় সীমাতিক্রমকারীগণ তাঁর নিকট পছন্দনীয় নয় (১০০)।

টীকা-৯৬: এবং এই মিথ্যা বকাবকি করতো যে, বোত খোদার শরীক এবং আপন পূজারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এখন, পরকালে তারা বুঝতে পারল যে, তাদের ঐ দাবী মিথ্যা ছিলো।
টীকা-৯৭: ঐ সমস্ত বস্তু সহকারে, যেগুলো, ওগুলোর মধ্যখানে রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ) (অর্থাৎ; "এবং নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি আসমানসমূহ ও যমীন এবং যা সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, ছয় দিনের মধ্যেই।")
টীকা-৯৮: 'ছয় দিন' দ্বারা দুনিয়ার ছয় দিনের পরিমাণ সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, এ সমস্ত দিনতো তখন ছিলোইনা। সূর্যও ছিলোনা, যা দ্বারা দিন হতো। আর আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিমান ছিলেন যে, একটামাত্র মুহূর্তে অথবা তা অপেক্ষাও কম সময়ে সৃষ্টি করতেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে (ছয় দিন) এগুলো সৃষ্টি করা তাঁর 'হিকমত' বা বাস্তব সুক্ষ্মজ্ঞানের চাহিদা অনুসারে ছিলো। আর এটা দ্বারা বান্দাদেরকে তাদের কাজকর্মে ধীরস্থির পন্থা অবলম্বনের শিক্ষাদান রয়েছে।
টীকা-৯৯: এ (استیو) (ইস্তিওয়া) বিভিন্ন অর্থে সম্ভাবনাময় শব্দসমূহের (متشابهات) অন্তর্ভুক্ত। আমরা এর উপর এ মর্মে ঈমান আনি যে, এটা দ্বারা যে অর্থই আল্লাহ এর উদ্দেশ্য, সেটাই সত্য। হযরত ইমাম আবু হানিফা (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন, (استیو) শব্দের অর্থ জ্ঞাত, কিন্তু সেটার প্রকৃতি বা অবস্থা অজ্ঞাত। এর উপর ঈমান আনা আবশ্যক। হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে- সৃষ্টির সমাপ্তি 'আরশ'- এর উপর গিয়ে ঠেকেছে। আল্লাহ্ই তাঁর কিতাবের রহস্যাদি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।
টীকা-১০০: দুআ' আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট কল্যাণ কামনা করাকেই বলা হয়। আর এটাও ইবাদতের শামিল। কেননা, যে দুআ' করে সে নিজেকে অক্ষম ও মুখাপেক্ষী এবং আপন প্রতিপালককে প্রকৃত শক্তিমান ও প্রয়োজন পূরণকারী বলে বিশ্বাস করে। এ কারণে, হাদীস শরীফে এসেছে (اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ) অর্থাৎ 'দুআ' হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু।' (تَضَرُّعْ) মানে- আপন অক্ষমতা ও বিনয়কেই প্রকাশ করা। আর দুআ'র নিয়ম কানুন হচ্ছে- ' তা গোপনে ও নিম্নস্বরে হওয়া।'
হযরত হাসান (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর অভিমত হচ্ছে, "গোপনে দুআ' করা

প্রকাশ্যে দুআ' করা অপেক্ষা সত্তর গুণ অধিক উত্তম।"

মাসআলা: এতে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইবাদাত প্রকাশ্যে করা উত্তম না গোপনে করা। কেউ কেউ বলেন যে, গোপনে করাই উত্তম। কেননা, তা লোকদেখানো থেকে দূরে। কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্যে করাই উত্তম, এ কারণে যে, এটা তারা অন্যান্যদের মধ্যেও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইমাম তিরমিযী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি আপন অন্তরে 'লোক দেখানো' -এর আশঙ্কা বোধ করে, তবে তার জন্য গোপনে ইবাদত করা উত্তম। আর যদি অন্তর পরিষ্কার থাকে, 'লোক-দেখানো'র আশংকা মুক্ত হয়, তবে প্রকাশ্যভাবেই করাই উত্তম। কোন কোন হযরত এটাও বলে থাকেন যে, 'ফরয' ইবাদতসমূহ প্রকাশ্যে করা উত্তম। ফরয নামাযসমূহ মসজিদে আদায় করাই উত্তম। যাকাত প্রকাশ্যভাবে দেয়াই শ্রেয়। নফল ইবাদতের মধ্যে, চাই তা নামায হোক কিংবা সাদাক্বাহ ইত্যাদি, সেগুলোতে গোপনীয়তাই উত্তম। দুআ'র মধ্যে সীমাতিক্রম করা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। তার মধ্যে এটাও যে, অতি উচ্চ স্বরে চিৎকার করবে।

টীকা-১০১: কুফর, পাপাচার এবং অত্যাচার করে,

৫৬: এবং যমীনের মধ্যে ফ্যাসাদ ছড়িয়োনা (১০১)সেটাকে সংশোধন করার (১০২) পর এবং তার নিকট দুআ' প্রার্থনা করো ভীত ও আশাবাদী হয়ে। নিশ্চয় আল্লাহ এর দয়া সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

৫৭: এবং তিনিই হন, যিনি বায়ুসমূহ প্রেরণ করেন তাঁর দয়ার প্রাক্কালে সুসংবাদ শুনানোর জন্য (১০৩); শেষ পর্যন্ত, যখন বহন করে নিয়ে আসে ভারী বাদলকে তখন আমি সেটাকে কোন নির্জীব শহরের দিকে চালনা করেছি (১০৪); অতঃপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, তারপর তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপন্ন করেছি। অনুরূপভাবে, আমি মৃতদেরকে বের করবো (১০৫); যাতে তোমরা উপদেশ মান্য করো।

৫৮: এবং যা উৎকৃষ্ট জমি হয়, সেটার সবুজজাত (ফসল) আল্লাহ এর নির্দেশেই উৎপন্ন হয় (১০৬) এবং যা নিকৃষ্ট, সেটার মধ্যে উৎপন্ন হয়না, কিন্তু অল্প, অতিকষ্টের বিনিময়ে (১০৭)। আমি এভাবেই বিভিন্নভাবে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি (১০৮) তাদের জন্য, যারা কৃতজ্ঞ।

রুকূ'-৮

৫৯: নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি (১০৯),

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٦

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٥٧

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝٥٨

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ

টীকা-১০২: নাবীগণ (عليهم السلام) -এর শুভাগমন করা, তাঁদের সত্যের প্রতি আহবান করা, বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার পর।

টীকা-১০৩: বৃষ্টির; এবং অনুগ্রহ দ্বারা এখানে বৃষ্টিপাত বুঝানো উদ্দেশ্য।

টীকা-১০৪: যেখানে বৃষ্টিপাত হলে সেখানে সবজি (ফসল) জন্মায়নি;

টীকা-১০৫: অর্থাৎ যেভাবে মৃত যমীনকে নির্জীবতার পর জীবন (সজীবতা) দান করেন সেটাকে সবুজ ও তাজা করেন এবং সেটা থেকে গাছ-গাছড়া ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন; অনুরূপভাবে, নেতাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উঠাবেন। কেননা, যিনি শুষ্ক কাঠ থেকে তরুতাজা ফল উৎপন্ন করার শক্তি রাখেন, তাঁর পক্ষে মৃতকে জীবিত করা কোন অসম্ভব কাজ? কুদরতের এ নিদর্শন দেখে নেয়ার পর বিবেকবান ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে মৃতদেরকে জীবিত করার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারেনা।

টীকা-১০৬: এটা মু'মিনেরই উদাহরণ। যেভাবে উৎকৃষ্ট জমি পানি দ্বারা উপকৃত হয় এবং তাতে ফল ও ফুল জন্মে, অনুরূপভাবে যখন মু'মিনের অন্তরের উপর ক্বুরআনী আলোক বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন সেটা তার দ্বারা উপকৃত হয়, ঈমান আনে, আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীর ফল-ফুলে পরিপূর্ণ হয়।

টীকা-১০৭: এটা কাফিরদের উদাহরণ। নিকৃষ্ট জমি যেমন বৃষ্টি তারা উপকৃত হতে পারে না অনুরূপভাবে, কাফিরও ক্বুরআ'ন পাক দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

টীকা-১০৮: যা' আল্লাহ এর একত্ব এবং ঈমানের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হয়,

টীকা-১০৯: হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পিতার নাম 'লামাক'। তিনি মুতাওয়াশখালের পুত্র ছিলেন। তিনি 'আখনূখ' (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধর ছিলেন। 'আখনুখ' হযরত ইদরীস (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাম। হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নাবুয়্যাতের সম্মানে ভূষিত হন। উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআ'লা আপন কুদরতের প্রমাণাদি এবং সৃষ্টিকর্মের চমৎকারিত্ব বর্ণনা করেন, যেগুলো দ্বারা তাঁর একত্ব এবং 'রবুবিয়্যাত' (প্রতিপালকত্ব) প্রমাণিত হয়। আর সৃষ্টির মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার ও পুনরায় জীবিত হবার সত্যতার উপর অকাট্য প্রমাণাদিও প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর নাবীগণ (عليه السلام)-এর কথা উলেখ করেন এবং তাঁদের ঐসব ঘটনার কথা (উলেখ করেন,) যেগুলো তাঁদের উম্মতদের

সাথে ঘটেছিলো। এতে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সান্তনা রয়েছে যে, শুধু আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেনা, বরং পূর্বেকার যুগের উম্মতগণও সত্য থেকে বিমুখ থাকতো। আর নবীগণকে অস্বীকার করার পরিনাম হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে ধ্বংস এবং পরকালে মহা শাস্তি। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, নাবীগণকে অস্বীকারকারীগণ আল্লাহ এর শাস্তিরই উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অস্বীকার করবে তারও এই পরিণাম হবে।

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾

অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ এর ইবাদত করো (১১০), তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই (১১১)। নিশ্চয় আমার মনে তোমাদের উপর মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে (১১২)।'

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۶۰﴾

৬০: তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।'

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۱﴾

৬১: (তিনি) বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো সৃষ্টি জগৎগুলোর প্রতিপালকের রসূল হই।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২: তোমাদের নিকট আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি, আর আমি আল্লাহ এর নিকট থেকে সেই জ্ঞান রাখি, যা তোমরা রাখোনা।'

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩: এবং তোমাদের কি এর উপর বিস্ময় হচ্ছে যে, 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা উপদেশ এসেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন পুরুষের মাধ্যমে (১১৩), যাতে তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন এবং তোমরা ভয় করো আর যাতে তোমাদের উপর দয়া হয়?'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪: অতঃপর তারা তাঁকে (১১৪) অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি তাঁকে ও যারা (১১৫) তাঁর সাথে তরণীতে ছিলো তাদেরকে রক্ষা করেছি; এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আমি নিমজ্জিত করেছি। নিশ্চয় তারা এক অন্ধ সম্প্রদায় ছিলো (১১৬)।

রুকূ'-৯

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫: এবং 'আদ'এর প্রতি (১১৭) তাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকে হূদকে প্রেরণ করেছি। (১১৮) বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ এর ইবাদত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে, তোমাদের কি ভয় নেই (১১৯)?'

নাবীগণের আলোচনার মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাতের পক্ষে এক মহান দলীল রয়েছে। কেননা, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'উম্মী' ছিলেন। অতঃপর তাঁর এসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, বিশেষ করে তাও এমন এক দেশের মধ্যে, যেখানে কিতাবী সম্প্রদায়ের আলিমগণ বহুল সংখ্যায় মজুদ ছিলো এবং তাঁর ঘোর বিরোধিতায়ও তারা বিশেষ তৎপর ছিলো। সামান্য কথা সুযোগ পেতেই তারা বিরাট হইচই শুরু করতো। সেখানে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর এসব ঘটনা বর্ণনা করা এবং কিতাবীগণ (তা শুনে) নিশ্চুপ ও হতভম্ব হয়ে থাকা একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি সত্য নাবী। বিশ্বপ্রতিপালক তাঁর প্রতি জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

টীকা-১১০: তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-১১১: সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না।

টীকা-১১২: ক্বিয়ামত-দিবসের অথবা তুফান দিবসের, যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ না করো এবং সরলপথে না আসো।

টীকা-১১৩: যাঁর সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবে জ্ঞাত এবং তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কেও পরিচিত,

টীকা-১১৪: অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১১৫: তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং

টীকা-১১৬: সত্য যাদের দৃষ্টিগোচর হতোনা। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "তাদের অন্তর অন্ধ ছিলো। মা'রিফাতের আলো দ্বারা ধন্য ছিলোনা।"

টীকা-১১৭: এখানে 'প্রথম আদ'-এর কথা বলা হয়েছে। এরা হচ্ছে-হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়। 'দ্বিতীয় আদ' হচ্ছে- হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়। তাদেরকে 'সামুদ' বলা হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান ছিলো। (জুমাল)

টীকা-১১৮: হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১১৯: আল্লাহ এর শাস্তির?

টীকা-১২০: অর্থাৎঃ রিসালাতের দাবীর মধ্যে সত্যবাদী মনে করিনা।

টীকা-১২১: হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে কাফিরদের এ শালীনতা বিবর্জিত মন্তব্য- ‘ তোমাকে আমরা নির্বোধ মনে করি, মিথ্যুক বলে বিশ্বাস করি;’

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬: তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বোধ মনে করি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের মধ্যে গণ্য করি (১২০)।’

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭: বললো, ‘হে আমার সম্প্রদায়, নির্বোধ হবার সাথে আমার কি সম্পর্ক ? আমি তো বিশ্ব-প্রতিপালকের রসূল হই।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮: তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হই (১২১)।

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯: এবং তোমাদের কি এটার উপর বিস্ময় হয়েছে যে, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা উপদেশ এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষের মাধ্যমে এ জন্য যে, তোমাদেরকে সতর্ক করবে? এবং স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে নূহ এর সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেনে (১২২) এবং তোমাদের গড়নের মধ্যে প্রশস্ততা বৃদ্ধি করেছেন (১২৩)। সুতরাং আল্লাহ এর নি'মাতসমূহকে স্মরন করো (১২৪), যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।’

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০: (তারা) বললো, ‘তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছো(১২৫) যে, আমরা এক আল্লাহ এরই ইবাদত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের (১২৬) ইবাদত করতো তাদেরকে ছেড়ে দেবো? সুতরাং আনয়ন করো (১২৭) (সেটা) যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।’

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْۤ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১: বললো (১২৮), ‘নিশ্চয় তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি এবং ক্রোধ পতিত হয়ে (১২৯) গেছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে শুধু সেসব নাম সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রচনা করে রেখেছো (১৩০), আল্লাহ সেগুলোর কোন সনদ অবতরণ করেন নি? সুতরাং তোমরা রাস্তা দেখো (১৩১), আমিও তোমাদের সাথে দেখছি।’

তাদের চূড়ান্ত পর্যায়েরই বেয়াদবী এবং হীনমন্যতা ছিলো আর তারা এ কথার উপযোগী ছিলো যে, তাদেরকে কঠোর ভাষায় জবাব দেয়া যেতো। কিন্তু তিনি (হযরত হূদ) স্বীয় উন্নত চরিত্র, শালীনতা এবং সহনশীলতার সাথে যে জবাব দিয়েছিলেন সেটার মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতার কোন অবস্থার সৃষ্টি হতে দেননি এবং তাদের মূর্খতাকে উপেক্ষাই করেছিলেন। এ থেকে দুনিয়া শিক্ষা লাভ করতে পারে যে, নির্বোধ এবং দুশ্চরিত্র লোকদেরকে এভাবে সম্বোধন করা চাই। নেতাদের সঙ্গে তিনি স্বীয় রিসালাতের মর্যাদা, হিতাকাংখিতা-ও বিশ্বস্ততারই কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ থেকে এ মাসআলা বুঝা যায় যে, জ্ঞানী ও পূর্ণতার অধিকারী লোকদের জন্য স্থানভেদে নিজেদের উচ্চপদ ও পূর্ণতা প্রকাশ করা বৈধ।

টীকা-১২২: এটা তাঁর কত বড় অনুগ্রহ।

টীকা-১২৩: এবং খুব বেশি শক্তি ও দীর্ঘ কায়া দান করেছেন।

টীকা-১২৪: এবং এমন অনুগ্রহকারী সত্তার উপর ঈমান আনো এবং আনুগত্য ও ইবাদতসমূহ পালন করে তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১২৫: অর্থাৎ নিজ ইবাদতখানা থেকে। হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন সম্প্রদায়ের বস্তি থেকে পৃথক একটা নির্জন স্থানে ইবাদত করতেন। যখন তাঁর নিকট ওহী আসতো তখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট এসে তা শুনিয়ে দিতেন।

টীকা-১২৬: বোত

টীকা-১২৭: সে-ই শাস্তি,

টীকা-১২৮: হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১২৯: এবং তোমাদের অবাধ্যতার কারণে তোমাদের উপর শাস্তি আসাটা অবধারিত ও নিশ্চিত হয়ে গেছে।

টীকা-১৩০: এবং সেগুলোর উপাসনা আরম্ভ করছো এবং উপাস্যরূপে মানতে আরম্ভ করছো; অথচ সেগুলোর কোন ‘হাক্বীকত’ বা বাস্তবতাই নেই। আর ‘ইলাহ’ হবার অর্থ থেকেই সেগুলো একেবারে শূন্য ছিলো।

টীকা-১৩১: আল্লাহ এর শাস্তির,

টীকা-১৩২: যারা তাঁর অনুসারী ছিল এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছিলো

টীকা-১৩৩: সেই শাস্তি থেকে, যা হযরত হূদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো।

টীকা-১৩৪: এবং হযরত হূদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে অস্বীকার করতো,

টীকা-১৩৫: এবং এভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজনও রক্ষা পায়নি।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ 'আদ সম্প্রদায়' 'আহক্বাফ'-এ বসবাস করতো, যা ওমান ও হাজারী মাউত-এর মধ্যবর্তী ইয়েমেনী এলাকার একটা মরুভূমি ছিলো। তারা ভূ-পৃষ্ঠকে অপকর্মে ভর্তি করে দিয়েছিলো। দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়েকে তারা অত্যাচার ও শক্তির দাপটে পদদলিত করে ছিলো। তারা মূর্তিপূজারী ছিলো। তাদের একটা মূর্তির নাম ছিলো 'সাদা' (صداء), একটা নাম ছিল 'সামূদ' (صمود) এবং একটা নাম ছিলো 'হাবা' (هباء)।

আল্লাহ তাআ'লা তাদের মধ্যে হযরত হূদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ এর একত্বকে স্বীকার করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। শির্ক, মূর্তিপূজা এবং যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। ঐসব লোক তা মান্য করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তাঁকে অস্বীকার করতে লাগলো। অধিকন্তু বলতে লাগলো, "আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কে আছে?" মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন মাত্র তাদের মধ্য থেকে হযরত হূদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান আনলেন। তাঁরা সংখ্যায় অতি স্বল্প ছিলেন এবং নিজেদের ঈমানকে গোপন করে রাখতেন। ঐসব ঈমানদারদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো 'মারসাদ ইবনে সা'আদ ইবনে 'উদায়র' (عَلَيۡهِ السَّلَام)। তিনি স্বীয় ঈমানকে গোপন রাখতেন।

যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো, তাদের নাবী হযরত হূদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে অস্বীকার করলো, দুনিয়ায় ফ্যাসাদ আরম্ভ করলো, যুলুম অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং অতি উচ্চ ও মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করলো- মনে হচ্ছিলো যেন তারা এ কথাই বিশ্বাস করতো যে, তারা এ দুনিয়ায় চিরদিনই থাকবে; যখন তাদের অপরাধ এ পর্যায়ে পৌঁছলো, তখন আল্লাহ তাআ'লা বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। তিন বছর যাবত বৃষ্টিপাত হয়নি। তখন তারা মহাবিপদে পড়লো।

সে যুগে একটা প্রথা ছিলে যে, যখন বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হতো তখন লোকেরা পবিত্র কা'বা গৃহের হাযির হয়ে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে সেই মুসিবত দূরীভূত করার জন্য প্রার্থনা করতো। এজন্য তারাও একদল প্রতিনিধি 'বাইতুলাহ শরীফ' রওনা করলো। এ প্রতিনিধি দলের মধ্যে ক্বায়ল ইবনে আনায, না'ঈমান ইবনে বায়াস এবং মারসাদ ইবনে সা'আজও ছিলো। তারা ঐসব লোক ছিলেন, যারা হযরত হূদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান এনেছিলো এবং স্বীয় ঈমানকে গোপন করতো।

<table>
<tr><td>সূরাঃ ৭ আ'রাফ</td><td>২৯৪</td><td>মানযিল-২</td><td>পারাঃ ৮</td></tr>
<tr><td colspan="2">৭২: অতঃপর আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে (১৩২) স্বীয় এক মহা দয়া পূর্বক উদ্ধার করেছি (১৩৩)এবং যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো (১৩৪) তাদেরকে নির্মূল করেছি (১৩৫) আর তারা ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা।</td><td colspan="2">فَاَنۡجَيۡنٰهُ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗ بِرَحۡمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعۡنَا دَابِرَ الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٧٢﴾</td></tr>
</table>

সে যুগে মক্কা মুকাররমায় 'আমালীক্ব' (সম্প্রদায়) বসবাস করতো। তাদের নেতা ছিলো মু'আবিয়া ইবনে বাকার। তার নানা-সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন 'আদ গোত্রের মধ্যে ছিলো। সেই এলাকা থেকে প্রতিনিধিদলটা মক্কা মুকাররমার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুআ'বিয়া ইবনে হারারের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করতো। সেসব লোকের যথেষ্ট সমাদর করলো, অতিমাত্রায় আতিথিয়েতা করলো। এখানে এসব লোক মদ্য পান করতে এবং দাসীদের নৃত্য উপভোগ করতে লাগলো। এভাবে তারা আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাসের মধ্যে পূর্ণ একটা মাস অতিবাহিত করলো। তখন মু'আবিয়া মনে মনে এ কথা ভাবলো যে, এসব রক্ত আরাম-আয়েশের নেশায় এমনি মত্ত হয়ে গেছে যে, নিজেদের গোত্রের ঐ বিপদের কথা পর্যন্ত ভুলে বসেছে, যাতে তারা সেখানে আটকা পড়েছে। কিন্তু মু'আবিয়া ইবনে বাকারের এ ধারণাও ছিলো যে, যদি সে ওই সব লোককে কিছু বলে তবে তারা সম্ভবত এ কথা মনে করতে পারে যে, 'এখন তাদের আতিথেয়তা তার নিকট কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছে।' এ কারণে সে গায়িকা দাসীদেরকে এমন সব কবিতা পাঠের নির্দেশ দিলো, 'যে গুলোর মধ্যে আদ গোত্রের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ ছিলো। দাসীরা যখন উক্ত সব কবিতা পাঠ করলো, তখন তাঁদের স্মরণ হলো, "আমরাতো ঐ গোত্রীয়দের বিপদের কথা ফ রিয়াদ করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় প্রেরিত হয়েছি।"

অতএব, তারা তখনই হেরম শরীফে প্রবেশ করে তাদের সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করার মনস্থ করলো। তখন মারসাদ ইবনে সা'আদ বললেন, "আল্লাহ এর শপথ, তোমাদের প্রার্থনায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে না; কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের নাবীর কথা মেনে চলো তবে বৃষ্টিপাত হবে।" তখনই মারসাদ স্বীয় 'ইসলাম' প্রকাশ করলো। এসব লোক মারসাদকে ত্যাগ করলো এবং নিজেরা মক্কা মুকাররমায় গিয়ে প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তাআ'লা তিনটা মেঘ প্রেরণ করলেন- একটা সাদা, একটা লাল এবং একটা কালো। আর আসমান থেকে আহবান আসলো- "হে ক্বায়ল! নিজের জন্য ও নিজ সম্প্রদায়ের জন্য এ মেঘগুলো থেকে যে কোন একটা মেঘকে গ্রহন করো।" সে কালো বর্ণের মেঘকে গ্রহন করলো, এ ধারণায় যে, তা থেকে খুব বেশি পানি বর্ষিত হবে।

অতঃপর সেই কালো মেঘ 'আদ গোত্রের দিকে রওনা হলো এবং ওসব লোকটা দেখে খুব খুশি হলো। কিন্তু তা থেকে এক বাতাস প্রবাহিত হলো। তাই এত প্রবল ছিলো যে, মোটা মানুষকে উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো। এটা দেখে ঐসব লোক আপন আপন ঘরে ঢুকে পড়লো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো, কিন্তু তারা বাতাসের তীব্রতা থেকে বাঁচতে পারেনি। বাতাস দরজাগুলো উৎপাটিত করলো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললো। আর

আল্লাহ এর কুদরতে, কালো বর্ণের পাখি আত্মপ্রকাশ করলো, যেগুলো তাদের লাশগুলোকে উঠিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো, হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) মু'মিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে সরে গিয়েছিলেন। একারণে, তাঁরা নিরাপদে ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর ঈমানদারগণকে সঙ্গে নিয়ে হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) মক্কা মুকাররমায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে আল্লাহ এর ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকেন।

টীকা-১৩৬: যারা হেযাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী 'হিজর' নামক ভূখণ্ডে বসবাস করতো।

রুকূ'-১০

৭৩: এবং 'সামূদ' (সম্প্রদায়) এর প্রতি (১৩৬) তাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকে 'সালিহ'কে প্রেরণ করেছি। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ এর ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালিকের নিকট থেকে (১৩৭) উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে (১৩৮), এটা 'আল্লাহ এর উষ্ট্রী' (১৩৯), তোমাদের জন্য নিদর্শন। সুতরাং ওটাকে ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ এর যমীনের মধ্যে চরে খায় এবং সেটার গায়ে মন্দভাবে হাত লাগাবে না (১৪০), যার ফলে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসবে।'

৭৪: এবং স্মরণ করো (১৪১), যখন তিনি তোমাদেরকে 'আদ (সম্প্রদায়) এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং রাজ্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন-নরম জমিতে প্রাসাদ তৈরী করছো এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো (১৪২)। সুতরাং আল্লাহ এর অনুগ্রহগুলোকে স্মরণ করো (১৪৪); এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী হয়ে বিচরণ করো না।

৭৫: তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে দাম্ভিকগণ দুর্বল মুসলমানদেরকে বললো, 'তোমরা কি জানো যে, সালিহ তাঁর প্রতিপালকের রসূল হন? (তারা) বললো, 'যা কিছু নিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তার উপর ঈমান রাখি (১৪৫)।'

৭৬: দাম্ভিকেরা বললো, 'তোমরা যার উপর ঈমান আনছো আমরা তা বিশ্বাস করি না।'

৭৭: অতঃপর তারা (১৪৬) উষ্ট্রীর গোছগুলো কেটে ফেললো এবং আপন প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো আর বললো,

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً
فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ
وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾
وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ
وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا
قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ
فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾
قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ
قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ
بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ
وَقَالُوْا

টীকা-১৩৭: আমার নাবূয়্যাতের সত্যতার উপর

টীকা-১৩৮: যার বিবরণ হচ্ছে এটা যে,

টীকা-১৩৯: যা, না কোন ঔরশে ছিলো, না কোন গর্ভে; যা না কোন 'নর উষ্ট্র' থেকে জন্মলাভ করেছে, না কোন মাদী থেকে (প্রসূত হয়েছে), না সেটার গড়ন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে; বরং তা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পাহাড়ের একটা পাথর থেকে একেবারেই সৃষ্ট হয়েছে। সেটার এমনই সৃষ্টি ছিলো একটা মু'জিয়া (অলৌকিক ঘটনা)। তারপর সেটা একদিন পানি পান করতো সমগ্র 'সামূদ সম্প্রদায়' একদিন (পান করতো)। এটাও এক মু'জিযা যে, একটা উষ্ট্রী একটা গোত্রের লোকদের সমপরিমাণ পান করতো। এতদ্ব্যতীত, সেটা যেদিন পানি পান করতো সেদিনই তা থেকে দুধ দোহন করা হতো। তাও এত বেশি পরিমাণে হতো যে, গোটা গোত্রের জন্যই তা যথেষ্ট হতো এবং পানির বিকল্প হয়ে যেতো। এটাও এক 'মুজিযা' ছিলো এবং সমস্ত জঙ্গলী পশু ও জীবগুলো সেটার পানি পান করার দিন পানি পান করা থেকে বিরত থাকতো। এটাও একটা 'মু'জিযা ছিলো। এতসব মু'জিযা হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবূয়্যাতের সত্যতার পক্ষে মহান দলিল ছিলো।

টীকা-১৪০: মারবেনা এবং তাড়াবেও না। যদি এমন করো তবে এ পরিণামই ভোগ করতে হবে-

টীকা-১৪১: হে সামূদ সম্প্রদায়!

টীকা-১৪২: গরমের মৌসুমে আরাম উপভোগ করার জন্য

টীকা-১৪৩: শীতের মৌসুমের জন্য।

টীকা-১৪৪: এবং সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো;

টীকা-১৪৫: তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করি, তাঁর রিসালাতকে বিশ্বাস করি।

টীকা-১৪৬: সামূদ সম্প্রদায়

টীকা-১৪৭: সেই শাস্তি,

টীকা-১৪৮: যখন তারা অবাধ্য হলো। বর্ণিত হয় যে, ঐসব লোক বুধবারে উষ্ট্রীর গোছগুলো কেটেছিলো (সেটাকে বধ করেছিলো)। অতঃপর হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "তোমরা এরপর মাত্র তিন দিন জীবিত থাকবে। প্রথম দিন তোমাদের সবার চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে যাবে, দ্বিতীয় দিন লাল, আর তৃতীয় দিন কালো হয়ে যাবে। চতুর্থ দিন শাস্তি আসবে।" সুতরাং অনুরূপই হয়েছিলো। পরবর্তী রবিবার দুপুরের পূর্বক্ষণে আসমান থেকে একটা ভয়ানক আওয়াজ আসলো, যার ফলে ঐসব লোকের হৃদযন্ত্র ফেটে গেলো এবং সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

টীকা-১৪৯: যিনি হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ভ্রাতুষ্পুত্র হন। তিনি সাদ্দূমবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। যখন তাঁর চাচা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন এবং ফিলিস্তিন ভূমিতে গিয়ে উপনীত হন তখন হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) জর্দানে অবতরণ করলেন। আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁকে সাদ্দূমবাসীদের প্রতি প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানকার লোকদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিতেন এবং কুকর্মে বাধা দিতেন। যেমন আয়াত শরীফের উল্লেখ আসছে-

টীকা-১৫০: অর্থাৎ তাদের সাথে বলৎকার করছো।

টীকা-১৫১: অর্থাৎ হালাল ছেড়ে হারামে লিপ্ত হয়েছো এবং কুকর্মে লিপ্ত হয়েছো মানুষকে তো 'কাম-তৃপ্তি' বংশ বিস্তার ও দুনিয়াকে আবাদ রাখার জন্যই দেয়া হয়েছে। আর নারী জাতিকে 'যৌন-কামস্থল' এবং বংশবিস্তারের পাত্রী করা হয়েছে, যাতে তাদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ পন্থায় শরীয়াতের অনুমতি অনুসারে সন্তান লাভ করা যায়। যখন পুরুষেরা নারীদের ছেড়ে তাদের কাজ পুরুষদের থেকে নিতে চাইলো, তখন তারা সীমা লঙ্ঘন করে গেলো। আর তারা সেই (কাম) শক্তির সঠিক উদ্দেশ্যকে হারিয়ে বসলো। কেননা, পুরুষদের মধ্যে না গর্ভধারনের ক্ষমতা আছে না সে সন্তান প্রসব করে।। সুতরাং তাদের যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়া শয়তানী কর্ম ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে জীবনচরিত ইতিহাসবেত্তাদের বর্ণনা হচ্ছে- লূত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলো অতিব সুজলা-সুফলা ছিলো। সেখানে শস্য ও ফলমূল খুব বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হতো। দুনিয়ার অন্য কোনো ভূখন্ড এর মত ছিলোনা। এ কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এখানে আসতো এবং তাদেরকে বিরক্ত করতো। এমনি যুগসন্ধিক্ষণে অভিশপ্ত ইবলিস একজন বৃদ্ধের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, "তোমরা যদি অতিথিদের আধিক্য থেকে মুক্তি পেতে চাও, তবে যখন তারা আসবে তখন তাদের সাথে কুকর্ম (বলৎকার) করো।" এভাবেই তারা এ কুকর্মটা শয়তানের নিকট থেকে শিখেছিলো এবং তা তাদের মধ্যে প্রচলিত হলো।

টীকা-১৫২: অর্থাৎ হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে

টীকা-১৫৩: এবং পবিত্রতাই উত্তম হয়ে থাকে। সেটাইতো প্রশংসার যোগ্য হয়; কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের রুচি এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা এ প্রশংসনীয় গুনকে দোষ বলে সাব্যস্ত করলো।

টীকা-১৫৪: অর্থাৎ হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) কে

يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾

'হে সালিহ! আমাদের উপর নিয়ে এসো (১৪৭) যেটার তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যদি তুমি রসূল হও।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮: অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো। ফলে, প্রভাতে তারা তাদের ঘরগুলোর মধ্যে অধোঃমুখে পতিত অবস্থায় রয়ে গেলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯: অতঃপর সালিহ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৪৮) এবং বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের 'রিসালাত (বাণী) পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা হিতাকাংখীদের কল্যাণ পছন্দই করো না।'

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০: এবং লূতকে প্রেরণ করেছি (১৪৯)। যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা কি সে-ই নির্লজ্জ কাজ করছো, যা তোমাদের পুর্বে বিশ্বের মধ্যে কেউ করে নি?'

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১: তোমরা তো পুরুষদের নিকট কাম তৃপ্তির উদ্দেশ্য গমন করছো (১৫০) নারীদেরকে ছেড়ে; বরং তোমরা সীমালঙ্ঘন করে গেছো (১৫১)।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২: এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কোন উত্তরই ছিলো না, কিন্তু এ কথাই বলা যে, 'তাদেরকে (১৫২) তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এসব লোক তো পবিত্রতা চায়।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ

৮৩: এবং আমি তাঁকে (১৫৪) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করেছি, কিন্তু তাঁর স্ত্রী;

টীকা-১৫৫: সে কাফিরা ছিলো এবং সেই সম্প্রদায়কে ভালোবাসতো।

টীকা-১৫৬: আশ্চর্য ধরনের, যার সাথে এমন পাথর বর্ষিত হয়েছিলো যে, তা গন্ধক ও আগুন মিশ্রিত ছিলো।

সে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো (১৫৫)।

৮৪: এবং আমি তাদের উপর এক (প্রকার শীলা) বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫৬); সুতরাং দেখো অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিলো (১৫৭)।

৮৫: এবং মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে শুআ'ইবকে প্রেরণ করেছি (১৫৮)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ এর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে (১৫৯)। সুতরাং (তোমরা) মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে করো এবং লোকদের পণ্যসমূহ কম দিও না (১৬০) আর যমীনের মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর ফ্যাসাদ ছড়িয়োনা; এটা তোমাদের জন্য কল্যাণই, যদি ঈমান আনো।'

৮৬: এবং প্রত্যেক পথের উপর এভাবে বসোনা যে, পথিকদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে, আল্লাহ এর পথে তাদেরকেই বাধা দেবে (১৬১) যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং সেটার মধ্যে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। এবং স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন (১৬২); এবং দেখো (১৬৩), ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছে।***

৮৭: এবং যদি তোমাদের মধ্যে একটা দল সেটার উপর ঈমান আনে, যা নিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আর একটা দল তা মানেনি (১৬৪), তবে ধৈর্যধারণ করে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন (১৬৫) এবং আল্লাহ এর মীমাংসাই সবচেয়ে উত্তম।

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٨٣

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٨٤

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ
جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا
الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ
اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨٥

وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ
وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ
وَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ
قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٨٦

وَ اِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِیْۤ
اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ طَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا
فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَ هُوَ
خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨٧

এক অভিমত এটা, রয়েছে যে, বস্তিতে বসবাসকারীগণ, যারা সেখানে অবস্থান করছিলো, আর যারা সফররত ছিলো, তারা উক্ত বৃষ্টি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

টীকা-১৫৭: হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) অবতীর্ণ হন এবং তিনি স্বীয় বাহুকে লূত সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহের নিচে রেখে সেই ভূ-খণ্ডকে উৎপাটিত করে আসমানের কাছাকাছি পৌঁছে সেটাকে উল্টিয়ে নিচে ফেলে দিলেন। এরপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছিলো।

টীকা-১৫৮: হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام)।

টীকা-১৫৯: যা দ্বারা আমার নাবুয়্যাত ও রিসালাত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। এ 'প্রমাণ' দ্বারা 'মু'জিযা' এর কথাই বুঝানো হয়েছে।★

টীকা-১৬০: তাদের প্রাপ্য বিশ্বস্ততা সহকারে পূর্ণভাবে প্রদান করো।

টীকা-১৬১: এবং দ্বীনের অনুসরণ করার পথে মানুষের জন্য প্রতিবন্ধক হয়োনা।★★

টীকা-১৬২: তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং তাঁর এ অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো।

টীকা-১৬৩: শিক্ষা গ্রহণ করার মনোভাব সহকারে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থাদি ও বিগত যুগগুলোর মধ্যে অবাধ্যতা প্রদর্শনকারীদের পরিণাম দেখো এবং চিন্তা-ভাবনা করো।

টীকা-১৬৪: এবং যদি তোমরা আমার নাবুয়্যাতের মধ্যে মতভেদ করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাও- একদল মান্য করো এবং অপরদল অস্বীকার করো,

টীকা-১৬৫: অর্থাৎ সত্যায়নকারী ঈমানদারগণকে সম্মানিত করেন এবং তাদের সাহায্য করেন আর মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে ধ্বংস করে দেন ও মহা শাস্তি প্রদান করেন।

টীকা-১৬৬: কেননা, তিনিই প্রকৃত হাকিম।★★★

হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মু'জিযা এ ছিলো যে, তিনি খুব উঁচু পর্বতকে নির্দেশ দিতেন। তখন তা নিচু হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি সেটার উপর আরোহণ করতেন। এতদ্ব্যতীত আরো মু'জিযা রয়েছে, যেগুলো কাশশাফ প্রণেতা তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(★পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) পৃষ্ঠা-২৯৮

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অন্যান্য নাবীগণের ন্যায় হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মু'জিযা কুরআন মাসজিদে বর্ণনা করা হয়নি; যেমনিভাবে আমাদের নাবী আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অনেক মু'জিযা কুরাআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়নি। এমনকি হাদীস শরীফেও হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মু'জিযাদির বর্ণনা আসেনি। যেমন 'তাফসীর-ই-ফারেসী'র প্রণেতা উল্লেখ করেছেন।)

হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশঃ হযরত শুআ'ইব ইবনে মীকীল ইবনে ইয়াশখার ইবনে মাদয়ান। ইনি রায়সা বিনতে লূতাম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বিবাহ করেন। তাঁর ঔরশে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ এতো অধিক বিস্তার লাভ করেছে যে, তাদের এই পৃথক গোষ্ঠী 'মাদয়ান' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর ভয়ে অত্যধিক কান্নাকাটি করতেন। কাঁদতে কাঁদতে শেষ পর্যন্ত তার চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। যার ফলে, এ কথা প্রসিদ্ধিলাভ করল যে, তিনি (عَلَيْهِ السَّلَام) অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর উপাধি ছিলো 'খতীবুল আম্বিয়া' (خطيب الانبياء) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিমাপে কম বেশি করতো। এটাই তাদের কুফরের উপর অতিরিক্ত ব্যাধি ছিলো। সুতরাং তিনি তাদেরকে ওজন ও পরিমাপে কম বেশি না করে তা পরিপূর্ণভাবে করার জন্য নির্দেশ দিলেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- (فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ) অর্থাৎ "তোমরা পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে করো।"

সুক্ষ্ম বিষয়ঃ ওজন ও পরিমাপে কমবেশি করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং তা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষই করে থাকে। এমন অপকর্ম সেই করে, যে তার লোভ-লালসা ও রিপুর কুপ্রবৃত্তির নিকট হেরে গেছে। বস্তুতঃ এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পালন করলে মানুষের মধ্যেকার 'নাফস-ই-আম্মারাহ' (মন্দ কাজের নির্দেশ দাতা রিপু) থেকে পবিত্র হওয়া যায়, যাকে 'তাযকিয়াহ-ই-নাফস' বা 'আত্মার পরিশুদ্ধি'ও বলা হয়।

হাদীসঃ হুযূর ইরশাদ ফরমান- "নামায, ওযূ ও ওজন-পরিমাপ- এ সবই আমানত।"

হাদীসঃ হুযূর সরওয়ারে আ'লম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান- "তোমাদেরকে ওজন এবং পরিমাপের (জিম্মাদার) আমানতদার করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো তাতে কমবেশি করার পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

★★ বর্ণিত আছে যে, কাফিরগণ হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) নিকট আসার বিভিন্ন রাস্তার উপর বসে যেতো। আর প্রত্যেক পথিককে বলতো, "কোথায় যাচ্ছো?" যদি বলতো- "শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) নিকট যাবো;" তবে বলতো, "তাঁর নিকট গিয়ে কি করবে? তিনি তো একজন মহা মিথ্যাবাদী। (নাঊযুবিল্লাহ!) তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বেন।"

এভাবে প্রত্যেক মু'মিনকেও বিভিন্ন ধরনের অযথা কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করতো।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা ডাকাত ছিলো। পথিকদের মালামাল লুট করতো। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

★★★ প্রকাশ্যভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ উক্তিও শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর। তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেছেন- "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ঐতিহাসিক অবস্থাদির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করো এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। হতে পারে যে, এ সম্বোধনটা আরববাসীদের করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, ঐতিহাসিক অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া, সম্প্রদায়গুলোর উত্থান ও পতনের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা খোদারই নির্দেশ।

অনুরূপভাবে, বুযুর্গানে দ্বীনের, বিশেষ করে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র আদর্শ জীবনী পাঠ করা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা উত্তমের ইবাদতেরই শামিল। এ থেকে খোদাভীরুতা, খোদার ভয় এবং ইবাদতের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

টীকা-১৬৭: হযরত শুয়াইব (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১৬৮: সারমর্ম হলো যে, আমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবো না এবং তোমরা যদি আমাদেরকে বাধ্য করো তবুও আমরা মানবো না। কেননা-

টীকা-১৬৯: এবং তোমাদের ভ্রান্ত ধর্মের অনিষ্ট ফ্যাসাদ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۚ (٨٨)

৮৮: তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বললো, 'হে শুআইব! শফথ (এ কথার উপর) যে, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথী মুসলমানগণকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে এসে যাও।' বললো (১৬৭), 'যদিও আমরা ঘৃণা করি তবুও কি (১৬৮)?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ (٨٩)

৮৯: অবশ্যই আমরা তো আল্লাহ এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবো যদি তোমাদের দ্বীনে এসে যাই এরপর যে, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন (১৬৯) এবং আমাদের মুসলমানদের কারো কাজ নয় যে, তোমাদের ধর্মের মধ্যে ফিরে আসবো, কিন্তু আল্লাহ চাইলে (১৭০), যিনি আমাদের প্রতিপালক। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছুকে আয়ত্ত করে আছে। আমরা আল্লাহ এরই উপর নির্ভর করেছি (১৭১)। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্য ফায়সালা করে দাও (১৭২) এবং তোমার ফায়সালাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।'

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ (٩٠)

৯০: এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানগণ বললো, 'যদি তোমরা শুআ'ইবের অনুসারী হও তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে থাকবে।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۚۖ (٩١)

৯১: অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো। ফলে, প্রভাতে তারা আপন আপন ঘরে অধোঃমুখে পতিত অবস্থায় রয়ে গেলো (১৭৩)

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۛۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ (٩٢)

৯২: শু'আইবকে অস্বীকারকারীগণ যেন ঐসব ঘরের মধ্যে কখনো বসবাসই করেনি, শু'আইবকে অস্বীকারকারীরাই ধ্বংসে পতিত হলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ

৯৩: অতঃপর শু'আইব তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৭৪) এবং বললো,

টীকা-১৭০: এবং তাকে ধ্বংস উদ্দেশ্য থাকলে আর যদি এরূপই তার অদৃষ্টের লিখন হয়ে থাকে,

টীকা-১৭১: আমাদের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে তিনিই আমাদেরকে অধিকমাত্রায় দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি দেবেন।

টীকা-১৭২: যাজ্জায বলেছেন, "এর এও হতে পারে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বিষয়টা প্রকাশ করে দিন,' এর মর্মার্থ হলো- তাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ করুন যাতে তারা যে ভ্রান্ত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শুয়াইব (عَلَيْهِ السَّلَام) ও তাঁর অনুসারীগণ যে সত্যের উপর রয়েছেন তা প্রকাশ পায়।

টীকা-১৭৩: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "আল্লাহ تَعَالٰى ঐ সম্প্রদায়ের উপর জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং তাদের উপর দোযখের প্রচন্ড গরম প্রেরণ করেছিলেন, যার ফলে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন না তাদেরকে ছায়া উপকৃত করতো, না পানি। এমতাবস্থায় তারা নিজ গৃহ সমূহের সর্বনিম্ন কক্ষে প্রবেশ করলো, যাতে তারা সেখানে কিঞ্চিত স্বস্তি পায়। কিন্তু সেখানে বাইরে থেকে অধিকতর উত্তাপ ছিলো, সেখান থেকে বের হয়ে তারা জঙ্গলের দিকে দৌঁড়ে পালালো। আল্লাহ تَعَالٰى একখন্ড মেঘ প্রেরণ করলেন। ওটাতে অতি শৈত্য এবং মনোরম বায়ু ছিলো। তারা ওটার ছায়ায় আসলো আর একে অপরকে ডেকে ডেকে সেখানে একত্রিত করলো। পুরুষ, নারী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই একত্রিত হলো। তখন সেটা (মেঘখণ্ড) আল্লাহ এর নির্দেশে আগুনে পরিণত হয়ে জ্বলে উঠলো আর তারা তাতে এমনভাবে জ্বলে গেলো যেমন কড়াইতে কোন বস্তু ভাজা হয়ে যায়।' হযরত ক্বাতাদাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "আল্লাহ تَعَالٰى হযরত শুয়াইব (عَلَيْهِ السَّلَام) কে আয়কাহবাসীদের প্রতিও প্রেরণ করেছিলেন এবং মাদয়ানবাসীদের প্রতিও। আয়কাহবাসীরা তো 'মেঘখন্ড' দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিলো এবং মাদয়ানবাসীগণ ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং একটা ভয়ানক আওয়াজ শুনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়।

টীকা-১৭৪: যখন তাদের উপর শাস্তি আসলো

টীকা-১৭৫: কিন্তু তোমরা কোনমতেই ঈমান আনোনি,
টীকা-১৭৬: যাঁকে তাঁর সম্প্রদায় অস্বীকার করেনি,
টীকা-১৭৭: অভাব অনটন এবং রোগ-পীড়ায় আক্রান্ত করেছি,
টীকা-১৭৮: অহংকার ছেড়ে দেয় ও তাওবা করে এবং আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়।
টীকা-১৭৯: অর্থ-সংকট দুঃখ-ক্লেশের পর শান্তি লাভ করা এবং শারীরিক ও আর্থিক নি'মাতসমূহ পাওয়া আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে অপরিহার্য করে দেয়,

يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের (প্রেরিত) বাণী পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য উপদেশ দিয়েছি (১৭৫), সুতরাং (আমি) কি করে সমবেদনা প্রকাশ করি কাফিরদের জন্য।'

রুকূ'-১২

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪: এবং আমি প্রেরণ করিনি কোন জনপদের মধ্যে কোন নাবীকে (১৭৬), কিন্তু এ যে, সেটার অধিবাসীদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে লিপ্ত করেছি (১৭৭), যাতে তারা কোনো প্রকারে কান্নাকাটি করে (১৭৮)।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫: অতঃপর আমি অকল্যাণের স্থানে কল্যাণকে পরিবর্তিত করে দিয়েছি (১৭৯), অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেলো (১৮০) আর বললো, 'আমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকটও দুঃখ আর সুখ পৌঁছেছিলো (১৮১)।' অতঃপর আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে তাদের অজ্ঞাতসারে পাকড়াও করেছি (১৮২)

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬: এবং যদি ঐসব জনপদগুলোর অধিবাসীগণ ঈমান আনতো এবং ভয় করতো (১৮৩) তবে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীন থেকে বারাকাতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম (১৮৪), কিন্তু তারা তো অস্বীকার করেছে (১৮৫)। সুতারাং আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার করেছি (১৮৬)।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭: তবে কি জনপদসমূহের অধিবাসীরা (১৮৭) ভয় করে না যে, তাদের উপর শাস্তি রাতে আসবে যখন তারা নিদ্রায় মগ্ন থাকবে?

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮: অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় করে না যে, তাদের উপর আমার শাস্তি পূর্বাহ্নে আসবে যখন তারা খেলায় মগ্ন থাকবে (১৮৮)?

টীকা-১৮০: তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং অর্থ বেড়ে যায়
টীকা-১৮১: অর্থাৎ যুগের নিয়ম-নীতিই এই যে, কখনো কষ্ট হয় আবার কখনো সুখ-শান্তি। আমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর এমন সব অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে তাদের দাবী এ ছিলো যে, পরবর্তী যুগ, যা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিলো, তা আল্লাহ تَعَالٰی এর পক্ষ থেকে কোনো পরিনতি ও শাস্তিই ছিলো না। সুতরাং আপন ধর্ম ত্যাগ করা উচিত হবে না। না ঐসব লোক দুঃখ-দুর্দশা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছে, না সুখ-শান্তি থেকেও তাদের মধ্যে (আল্লাহ এর) আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো। তারা অবহেলার মধ্যেই নিমগ্ন ছিলো।
টীকা-১৮২: যখন তাদের শাস্তির প্রতি কোন খেয়ালই ছিলোনা। এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আর বান্দাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা ত্যাগ করে আপন প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
টীকা-১৮৩: আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য গ্রহণ করতো এবং যেসব বস্তু আল্লাহ ও রসূল নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতো।
টীকা-১৮৪: চতুর্দিক থেকে তারা কল্যাণ লাভ করতো। সময় মত উপকারী ও প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হতো। জমিতে ক্ষেত ও ফলমূল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হতো, রিযক্বের প্রাচুর্য হতো নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করতো এবং বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকতো।
টীকা-১৮৫: আল্লাহ এর রসূলগণকে।
টীকা-১৮৬: এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত করেছি।
টীকা-১৮৭: কাফিরগণ, চাই তারা মক্কা মুকাররমার অধিবাসী হোক কিংবা এর আশে-পাশের অথবা অন্য কোন স্থানের হোক
টীকা-১৮৮: এবং আযাব আসা সম্পর্কে অনবগত থাকবে?

টীকা-১৮৯: এবং তাঁর অবকাশ দেয়া ও পার্থিব নি'মাত প্রদানের কারণে অহংকারী হয়ে তার শাস্তি সম্পর্কে ভাবনাহীন হয়ে গেছে।
টীকা-১৯০: এবং তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দারাই তাঁর ভয় রাখে। রাবী' ইবনে খায়সামের কন্যা তাঁকে বলেছিলো, "এর কারণ কি যে, আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত লোক

ঘুমাচ্ছে, আর আপনি ঘুমাচ্ছেন না?" (তিনি) বললেন, হে আমার নয়নমণি! তোমার পিতা রাত্রে ঘুমানোকে ভয় করে।" অর্থাৎ যেন অলস হয়ে ঘুমিয়ে পড়া কখনো আযাবের কারণ না হয়ে যায়।

৯৯: তারা কি আল্লাহ এর গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অচেতনই রয়েছে (১৮৯)? সুতরাং আল্লাহ এর গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে কেউ নির্ভীক হয়না, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তরা (১৯০)।

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾

রুকূ'-১৩

১০০: এবং ঐসব লোক, যারা যমীনের মালিকদের পর সেটার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা কি এতটুকুও হিদায়াতও লাভ করেনি যে আমি চাইলে তাদের নিকট তাদের পাপের দরুন বিপদ পৌঁছাই (১৯১)? এবং আমি তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর করে দিই, যাতে তারা কিছুই শুনতে না পায় (১৯২)।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১: এসব হচ্ছে কতগুলো জনপদ (১৯৩), যেগুলোর কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি (১৯৪), এবং নিশ্চয়ই তাদের নিকট তাদের রসূল স্পষ্ট প্রমাণসমূহ (১৯৪) নিয়ে এসেছেন। অতঃপর তারা এর উপযোগী হয়নি যে, তারা সেটারই উপর ঈমান আনবে যাকে প্রথমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো (১৯৭)। আল্লাহ এভাবে মোহর করে দেন কাফিরদের হৃদয়গুলোর উপর (১৯৮)।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০২: এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশকে আমি কথায় সত্য পাইনি (১৯৯) এবং অবশ্যই তাদের মধ্যে অধিকাংশকে হুকুম অমান্যকারী পেয়েছি।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩: অতঃপর তাদের (২০০) পর আমি মূসাকে আপন নিদর্শনসমূহ (২০১) সহকারে ফিরআ'উন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরণ করেছি, অতঃপর তারা সেই নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিচার করেছে (২০২)। সুতরাং দেখো কি পরিণাম হয়েছে ফ্যাসাদকারীদের!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪: এবং মূসা বলেছিলো, 'হে ফির'আউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রসূল হই।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫: আমার জন্য এটাই শোভা পায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে বলবোনা, কিন্তু সত্য কথাই (২০৩)। আমি তোমাদের সবার নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন

حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

টীকা-১৯১: যেমনিভাবে আমি তাদের পূর্বপুরুষগণকে তাদের অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করেছি
টীকা-১৯২: এবং কোন উপদেশ ও নসিহত না মানে।
টীকা-১৯৩: হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায় এবং 'আদ ও সামুদ' সম্প্রদায়, হযরত লূত ও হযরত শুয়াইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়।
টীকা-১৯৪: যাতে একথা জানা যায় যে, আমি আমার রসূলগণকে এবং তাদের উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে আপন শত্রুগণ অর্থাৎ কাফিরগণের মুকাবিলায় সাহায্য করে থাকি।
টীকা-১৯৫: অর্থাৎ স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ
টীকা-১৯৬: মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত
টীকা-১৯৭: নিজেদের কুফর অস্বীকার করার উপরই অটল থেকে যায়।
টীকা-১৯৮: যাদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান রয়েছে যে, তাঁরা কুফরের উপর অটল থাকবে এবং কখনো ঈমান আনবেনা।
টীকা-১৯৯: তারা আল্লাহ এর অঙ্গীকার পূরণ করেনি। তাদের উপর যখনই কোন মুসীবত আসতো তখন অঙ্গীকার করতো, "হে প্রতিপালক! তুমি যদি এ বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো।" অতঃপর যখন মুক্তি পেয়ে যেতো তখন অঙ্গীকার থেকে ফিরে যেতো। (মাদারিক)
টীকা-২০০: উল্লেখিত নাবীগণের
টীকা-২০১: আর স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ, যেমন- 'শুভ্র হস্ত' এবং 'লাঠি' ইত্যাদি।
টীকা-২০২: সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং কুফর করেছে।
টীকা-২০৩: কেননা রসূলের এটাই মর্যাদা। আর তারা কখনো ভুল কথা বলেন না এবং রিসালাতের প্রচার কার্যে তাদের পক্ষে মিথ্যা সম্ভবপরই নয়।

টীকা-২০৪: যা দ্বারা আমার রিসালাত প্রমাণিত হয়। আর সেই নিদর্শন হচ্ছে- মু'জিযাসমূহ।
টীকা-২০৫: এবং তোমাদের কয়েদ থেকে মুক্ত করে দাও, যাতে তারা আমার সাথে ঐ পবিত্র ভূমিতে চলে যায়, যা তাদের জন্মভূমি।
টীকা-২০৬: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন যে, যখন হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) 'লাঠি' নিক্ষেপ করলেন, তখন তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়েছিলো। রং হলদে, মুখ উন্মুক্ত, জমি থেকে এক মাইল উঁচু (উক্ত অজগর) স্বীয় লেজের উপর ভর করে দন্ডায়মান হয়ে গেল। আর সেটা তার এক চোয়াল জমির ওপর রাখল আর অপরটা রাখলো শাহী অট্টালিকার দেয়ালের ওপর। অতঃপর তা ফেরাউনের দিকে মুখ করল তখন ফেরাউন আপন তখত থেকে লাফিয়ে পলায়ন করলো এবং ভয়ে তার হাওয়া বের হয়ে গেল। আর সেটা যখন জনগণের দিকে মুখ করলো তখন তারা এমনভাবে পলায়ন করল যে, হাজার হাজার মানুষ পরস্পরের দ্বারা পদদলিত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলো। ফিরাআউন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চিৎকার করতে লাগলো, "হে মূসা! তোমার ঐ প্রতিপালকের শপথ, যিনি তোমাকে রসূল করেছেন। তুমি ওটাকে ধরে ফেলো। আমি তোমার উপর ঈমান আনছি এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) সেটা উঠিয়ে নিলেন। তখনই তা পূর্বের ন্যায় লাঠিই হয়ে গেলো।
টীকা-২০৭: এবং সেটার আলো এবং চমক সূর্যের আলো থেকেও বেড়ে গিয়েছিলো।
টীকা-২০৯: যে যাদু দ্বারা 'নজরবন্দী' করেছে এবং (ফলে) লোকদের নজরে 'লাঠি' অজগর মনে হয়েছে আর গম বর্ণের হাত সূর্য অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল মনে হচ্ছিলো,
টীকা-২০৯: মিশর
টীকা-২১০: হযরত হারূন (عَلَیْهِ السَّلَام)
টীকা-২১১: যারা যাদুতে দক্ষ এবং সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সুতরাং লোকেরা রওনা হলো এবং চতুর্দিক ও বিভিন্ন শহর থেকে যাদুকরদের তালাশ করে নিয়ে এলো।
টীকা-২১২: প্রথমে আপনার 'عَصَا' (লাঠি)
টীকা-২১৩: যাদুকরগণ হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) এর প্রতি আদব প্রদর্শন করেছিলো যে তাঁকে প্রথমে রেখেছেন এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত নিজেদের যাদুকর্মে রত হয়নি। এই আদবের প্রতিদান তারা এটাই লাভ করেছিলো যে, আল্লাহ تَعَالٰی তাদেরকে হিদায়েত দ্বারা ধন্য করেছেন।

নিয়ে এসেছি (২০৪), সুতরাং বনী-ইসরাঈলকে আমার সাথে ছেড়ে দাও (২৭৫)।'	فَاَرْسِلْ مَعِیَ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۰۵﴾
১০৬: (ফির'আউন) বললো, 'যদি তুমি কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তাহলে নিয়ে এসো। যদি তুমি সত্য হও।'	قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰیَةٍ فَاْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۰۶﴾
১০৭: অতঃপর মূসা আপন লাঠি নিক্ষেপ করলেন। তা তৎক্ষনাৎই একটা প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেলো (২০৬)।	فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۰۷﴾
১০৮: এবং আপন হাত বগলে (আস্তিন) ঢুকিয়ে বের করলো। তখন দর্শকদের সামনে ঝলমল করতে লাগলো (২০৭)।	وَّ نَزَعَ یَدَهٗ فَاِذَا هِیَ بَیْضَآءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ﴿۱۰۸﴾
রুকূ'-১৪	
১০৯: ফির'আউন-সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, 'এতো একজন জ্ঞানী যাদুকর (২০৮),	قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۰۹﴾
১১০: তোমাদেরকে তোমাদের দেশ (২০৯) থেকে বহিস্কার করতে চায়, সুতরাং তোমাদের কি পরামর্শ?'	یُّرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿۱۱۰﴾
১১১: (তারা) বললো, 'তাঁকে এবং তাঁর ভাই (২১০)-কে অবকাশ নিতে দাও এবং শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারীদেরকে পাঠিয়ে দাও,	قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ اَرْسِلْ فِی الْمَدَآىٕنِ حٰشِرِیْنَ ﴿۱۱۱﴾
১১২: যেন (তারা) প্রত্যেক জ্ঞানী যাদুকরকে তোমার নিকট নিয়ে আসে (২১১)।'	یَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِیْمٍ ﴿۱۱۲﴾
১১৩: এবং যাদুকরগণ ফির'আউনের নিকট আসলো। বললো, 'নিশ্চয়ই আমরা কিছু পুরুষ্কার পাবো তো, যদি আমরা বিজয়ী হই।'	وَ جَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْۤا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِیْنَ ﴿۱۱۳﴾
১১৪: (সে) বললো, 'হাঁ, এবং তখন তোমরা আমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে যাবে।'	قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ﴿۱۱۴﴾
১১৫: (তারা) বললো, 'হে মূসা! হয়ত (২১২) আপনি নিক্ষেপ করুন, নতুবা আমরাই নিক্ষেপকারী হবো (২১৩)।'	قَالُوْا یٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِیَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِیْنَ ﴿۱۱۵﴾
১১৬: বললো, 'তোমরাই নিক্ষেপ করো (২১৪)।'	قَالَ اَلْقُوْا ۚ

টীকা-২১৪: এটা বলা হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) এর জন্যই ছিলো যে, তিনি এসবের কোনটার পরোয়া করতেন না। আর এ কথার পূর্ণ ভরসা

রাখতেন যে, তাঁর মু'জিযার সামনে যাদু ব্যর্থ ও পরাভূত হবে।

টীকা-২১৫: তাদের সামগ্রী, যার মধ্যে ছিলো বড় বড় রশি এবং তীর। তখন সেগুলো অজগরের মতো দেখাচ্ছিলো আর ময়দান সেগুলো দ্বারা পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিলো।

টীকা-২১৬: যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তা একটা বিরাট আকার অজগরে পরিণত হয়েছিলো। ইবনে যায়দ এর অভিমত হচ্ছে- এ জমায়েতটা আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে হয়েছিলো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর অজগরের লেজ সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। সেটা যাদুকরদের যাদুগুলো একটার পর একটা করে গ্রাস করতে লাগলো। আরো যেসব রশি ও লাঠি, তারা একত্রিত করেছিলো, যা তিনশ উটের বোঝাই ছিলো সবই নিঃশেষ করেছিলো। যখন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন মুবারক হাতে উঠিয়ে নিলেন তখনই পূর্বের ন্যায় লাঠি হয়ে গিয়েছিলো। তার সেটার আকার ও ওজন পূর্বাবস্থায় থেকে গেলো। এটা দেখে যাদুকরগণ বুঝতে পেরেছিলো যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর 'লাঠি' 'যাদু' নয়। কোন মানবীয় শক্তি এমন অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেনা। অবশ্যই এটা একটা আসমানী বিষয় (খোদায়ী হুকুম)। একথা বুঝতে পেরে তারা (اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) (আমরা জগতসমূহের প্রতিপালক এর উপর ঈমান এনেছি) বলে সাজদাবনত হয়ে গেল।

টীকা-২১৭: অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখে তাদের মনে এমন প্রভাব পড়লো যে, তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে সাজদাবনত হয়ে গেলো, মনে হচ্ছিলো যেন কেউ কপালসমূহ মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছে।

টীকা-২১৮: অর্থাৎ তোমরা এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সবাই একমত হয়ে।

টীকা-২১৯: এবং নিজেরা এর (মিশর) উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসো।

টীকা-২২০: যে, আমি তোমাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করছি।

টীকা-২২১: নীলনদের তীরে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন যে, দুনিয়ায় সর্বপ্রথম শূলবিদ্ধকারী ও সর্বপ্রথম হস্ত-পদ কর্তনকারী হচ্ছে ফিরআউন। ফিরাউনের উক্ত কথোপকথনের উপর যাদুকরগণ ঐ জবাব দিয়েছিলো, যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে

টীকা-২২২: সুতরাং আমাদের মৃত্যুর জন্য দুঃখ কিসের? কেননা, মৃত্যুবরণ করে আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎ এবং তাঁর দয়া আমাদের ভাগ্যে জুটবে। আর যখন সবাইকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, কাজেই, তিনি নিজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।

فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

যখন তারা নিক্ষেপ করলো (২১৫) তখন তারা লোকদের চোখে যাদু করলো ও তাদেরকে আতংকিত করলো এবং বড় যাদু আনলো।

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭: এবং আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'তুমি আপন লাঠি নিক্ষেপ কর।' সুতরাং তৎক্ষণাৎ তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো (২১৬)।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮: ফলে, সত্য প্রমাণিত হলো এবং তাদের কাজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯: অতঃপর এখানে তারা পরাভূত হলো ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরলো।

وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০: এবং যাদুকরদের সাজদায় পতিত করা হলো (২১৭)।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১: (তারা) বললো, 'আমরা ঈমান আনলাম জগতের প্রতিপালকের উপর,

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২: যিনি প্রতিপালক মূসা ও হারূনের।'

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩: ফিরআ'উন বললো, 'তোমরা এর উপর ঈমান নিয়ে এসেছো এর পূর্বেই যে, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেবো? এতো মহা চক্রান্ত, যা তোমরা সবাই (২১৮) শহরের মধ্যে প্রসার করেছো, যাতে শহরবাসীদেরকে তা থেকে বহিস্কৃত করতে পারো (২১৯)। সুতরাং এখনই জেনে নেবে (২২০)।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪: শপথ (করে বলছি) যে, আমি তোমাদের এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলবো, অতঃপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো (২২১)।'

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫: (তারা) বললো, 'আমরা আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (২২২)।

টীকা-২২৩: অর্থাৎ আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করো এবং এতো বেশী পরিমাণে দান করো, যেমন পানি কারো মাথার উপর ঢেলে দেয়া হয়।

টীকা-২২৪: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "এসব লোক দিনের প্রথমাংশে যাদুকর ছিলেন এবং ঐ দিনেরই শেষভাগে তাঁরা শহীদ হন।"

টীকা-২২৫: অর্থাৎ মিশরের মধ্যে তোমার বিরোধিতা করবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের দ্বীন বদলে ফেলবে। আর একথা তারা এজন্যই বলেছিলো যে, যাদুকরদের সাথে ছয় লক্ষ লোক ঈমান এনেছিলো। (মাদারিক)

টীকা-২২৬: অর্থাৎ না তোমার উপাসনা করবে, না তোমার নির্ধারিত দেবতাগুলোর। সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের জন্য বোত (প্রতিমা) তৈরি করে দিয়েছিলো এবং সেগুলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছিলো। আর বলতো, "আমি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং এসব মূর্তিরও।" কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "ফিরআউন নাস্তিক (دهرى) ছিলো। অর্থাৎ সে বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিলো। তার ধারণা ছিলো যে, এ নিম্ন জগতের ব্যবস্থাপক হচ্ছে- ওসব তারকা ও নক্ষত্র। এ কারণে সে তারকারাজির আকৃতিতে মূর্তি তৈরি করেছিলো। সেগুলোর নিজেও পূজা করতো এবং অন্যান্যদেরকেও সেগুলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিতো। আর সে নিজেই নিজেকে গোটা দুনিয়ার আনুগত্য ও সেবার উপযোগী বলে দাবী করতো। এ কারণেই সে বলতো- اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক)

টীকা-২২৭: ফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণের উক্তি- 'তুমি কি মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে এ জন্যই ছেড়ে দিচ্ছো যে, তারা যমীনে ফ্যাসাদ ছড়াবে?' এর মধ্যে এ উদ্দেশ্য ছিলো- ফিরআউনকে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করার জন্য উত্তেজিত করা। যখন তারা এমনি ভূমিকা পালন করলো, তখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে শাস্তি অবতীর্ণ হবার ভয় দেখালেন। আর ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের ইচ্ছা আকাঙ্খা পূরণ করার ক্ষমতা রাখতোনা। কেননা, সে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মু'জিযার শক্তি দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। সে কারণে সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "আমরা বানী ইস্রাঈলের পুত্রদেরকে হত্যা করবো, কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেবো।" এতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'এভাবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা হ্রাস করে তাঁর শক্তিকে খর্ব করবে।' আর জনসাধারণের সম্মুখে আপন সম্ভ্রম (!) রক্ষা করার জন্য সে একথাও বলেছিলো যে, "আমরা নিঃসন্দেহে তাদের উপর প্রতাপশালী।" কিন্তু ফিরআউনের এ কথায়- 'আমরা বানী ইস্রাঈলের পুত্রদেরকে হত্যা করবো', বানী ইস্রাঈলের মধ্যে কিছুটা দুশ্চিন্তার সঞ্চার হয়েছিলো। আর তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট এর অভিযোগ করলো। এর জবাবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এ কথাই বললেন, (যার বিবরণ এর পরে আসছে।)

টীকা-২২৮: তা-ই যথেষ্ট

টীকা-২২৯: মুসীবৎ ও আপন-বিপদের উপর, এবং ভয় করোনা।

টীকা-২৩০: এবং মিশরের ভূ-খন্ডও এর অন্তর্ভুক্ত,

টীকা-২৩১: এ কথা বলে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বানী ইস্রাঈলকে আশ্বাস দিলেন যে, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বানী-ইস্রাঈল তাদের জমি এবং শহরগুলোর মালিক হবে।

টীকা-২৩২: তাদের জন্য বিজয় ও সাফল্য এবং তাঁদের জন্য প্রশংসনীয় প্রতিফল রয়েছে।

১২৬: এবং তোমার নিকট আমাদের কি মন্দ লেগেছে? এটাই নয় কি যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনগুলোর উপর ঈমান এনেছি যখন সেগুলো আমাদের নিকট এসেছে? হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করো (২২৩) এবং আমাদেরকে মুসলমানরূপে উঠাও (২২৪) রুকূ'-১৫

১২৭: ফিরআ'উনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, 'তুমি কি মুসা এবং তার সম্প্রদায়কে এ জন্য ছেড়ে দিচ্ছো যে, তারা জমীনে ফ্যাসাদ ছড়াবে (২২৫) এবং মুসা তোমাকে এবং তোমার স্থাপিত দেবতাগুলোকে ছেড়ে দেবে (২২৬)? এবং (সে) বললো, 'এখন আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখবো। আর আমরা নিশ্চয়ই তাদের উপর প্রতাপশালী (২২৭)।'

১২৮: মুসা তার সম্প্রদায়কে বললো, 'আল্লাহ এর সাহায্য প্রার্থনা করো (২২৮) এবং ধৈর্য্য ধারণ করো (২২৯)। নিশ্চয় জমীনের মালিক আল্লাহ (২৩০), স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান উত্তরাধিকারী করেন (২৩১) এবং শেষ ময়দান পরহেযগারদের হাতে (২৩২)।'

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾

টীকী-২৩৩: ফিরআউন এবং ফিরআউনী সম্প্রদায় আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের মুসিবতের শিকার করে রেখেছিলো এবং (তোমাদের) ছেলেদেরকে বহুল সংখ্যার হত্যা করেছিলো।

টীকী-২৩৪: যে, এখন তারা আবার আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করার ইচ্ছে করছে। সুতরাং আমাদের সাহায্য কবে হবে? আর এ মুসিবতই বা কবে দূর করা হবে?

টীকী-২৩৫: এবং কিভাবে আল্লাহ এর নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকী-২৩৬: দারিদ্র ও ক্ষুধার মুসিবতে লিপ্ত করেছি,

১২৯: (তারা) বললো, 'আমরা নির্যাতিত হয়েছি আপনারা আসার পূর্বে (২৩৩) এবং আপনার শুভাগমনের পরে (২৩৪)।' (তিনি) বললেন, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তার স্থলে জমিনের মালিক তোমাদেরকে করবেন। অতঃপর (তিনি) দেখবেন তোমরা কেমন কাজ করো (২৩৫)।'

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

রুকূ'-১৬

১৩০: এবং নিশ্চয়ই আমি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে বছরগুলোর দুর্ভিক্ষ এবং ফলগুলোর ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও করেছি (২৩৬), যাতে তারা উপদেশ মান্য করে (২৩৭)।'

وَلَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩১: অতঃপর যখন তারা কোন কল্যাণ লাভ করতো (২৩৮), তখন বলতো, 'এটা আমাদের জন্যই' (২৩৯), আর যখন কোন অকল্যাণ পৌঁছতো তখন মূসা ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অমঙ্গলের জন্য দায়ী করতো (২৪০), শুনে নাও! তাদের অদৃষ্টের অশুভ পরিণাম তো আল্লাহ এরই নিকট রয়েছে (২৪১), কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবগত নয়।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩২: এবং তারা বললো, 'তুমি যে কোন নিদর্শনই নিয়ে আমাদের নিকট আসবে না কেন, যাতে আমাদের উপর তা দ্বারা যাদু করতে পারো আমরা কোন প্রকারেই তোমার উপর ঈমান আনয়নকারী নই (২৪২)।'

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩৩: অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি তাদের উপর প্লাবন (২৪৩), পঙ্গপাল, ঘুণ (অথবা

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

টীকী-২৩৭: এবং যেন কুফর ও অবাধ্যতা থেকে বিরত হয়।
ফিরআউন তার চারশ বছর বয়সের মধ্যে তিনশ বছর তো এমনই আরামে অতিবাহিত করেছে যে, এ (দীর্ঘ) সময়ের মধ্যে সে কখনো ব্যথা, জ্বর এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়নি। এখন দুর্ভিক্ষের কষ্ট তাদের উপর এ জন্য অবধারিত করা হয়েছে যেন তারা এ কষ্টেরই কারণে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু তারা কুফরের মধ্যে এমনইভাবে মজবুত হয়েছিলো যে তাদের দুঃখ-কষ্টের পরও তাদের অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

টীকী-২৩৮: এবং জিনিসপত্রের সহজলভ্যতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও সুস্থতা পেতো।

টীকা-২৩৯: অর্থাৎ আমরা সেটার উপযোগীই এবং সেটাকে তাঁরা আল্লাহ এর অনুগ্রহ বলে জানতো না আর আল্লাহ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না।

টীকী-২৪০: আর বলতো যে, এসব বালা-মুসিবত তাঁদের কারণেই এসেছে। যদি এঁরা না হতেন, তবে এসব মুসিবতও আসতোনা।

টীকী-২৪১: তিনি যা অদৃষ্টে লিখেছেন তাই আসে, আর এটা তাদের কুফরের কারণেই (এসেছে)। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, অর্থ এ যে, বড় অকল্যাণ তো সেটাই যা তাদের জন্য আল্লাহ এর নিকট অবধারিত রয়েছে, অর্থাৎ দোযখের শাস্তি।

টীকী-২৪২: যখন তাদের অবাধ্যতা এ পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ' (অভিসম্পাত) করলেন। তারা দুআ' (প্রার্থনা) ছিলো আল্লাহ এর দরবারে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাঁর (অভিসম্পাত) গ্রহণ করা হয়েছিলো।

টীকা-২৪৩: যখন যাদুকরগণ ঈমান আনার পরও ফির'আউনের অনুসারীগণ তাদের কুফর ও অবাধ্যতার উপর অটল থেকে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহ একের পর এক আসতে লাগলো। কেননা, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) দুআ' করেছিলেন, "হে প্রতিপালক! ফির'আউন দুনিয়ার মধ্যে অত্যন্ত অবাধ্য হয়ে গেছে এবং তার সম্প্রদায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে এমন শাস্তিতে লিপ্ত করুন যার তারা উপযোগী হয় এবং আমার সম্প্রদায় ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা হয়।" তখন আল্লাহ تَعَالٰی প্লাবন (তুফান) প্রেরণ করলেন। মেঘ এলো। অন্ধকার হয়ে গেলো। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। ক্বিবতীদের (ফির'আউনের

সম্প্রদায়) ঘরগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত তাদের তাতে দন্ডায়মান হয়ে থাকতে হলো এবং পানি তাদের গলার হাড় পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে যারা বসা ছিলো তারা নিমজ্জিত হলো। না এদিক সেদিক নড়াচড়া করতে পারতো, না কোন কাজ করতে পারতো। এক শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত সাত দিন যাবত এই মুসিবতের মধ্যে লিপ্ত রইলো। বনী ইসরাঈলের ঘর তাদের ঘরের সাথে সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাদের ঘরে পানি ঢুকেনি। যখন এসব লোক ক্লান্ত হয়ে গেলো তখন তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট আরয করলো, "আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন এ মুসিবত অপসারিত হয়। তখন আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো। আর বনী-ইসরাঈলকে আপনার সাথে প্রেরণ করবো।"

হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) প্রার্থনা করলেন। প্লাবনের মুসিবত অপসারিত হলো। দুনিয়ায় এমনই সজীবতা আসলো, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ক্ষেত ভালোই হলো। বৃক্ষগুলো ভালো ফল দিলো। তখন ফির'আউনের সম্প্রদায় বলতে লাগলো সে-ই পানি তো নি'মাত ছিলো আর ঈমান আনলোনা।

একটা মাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো। অতঃপর আল্লাহ تَعَالٰی 'পঙ্গপাল' প্রেরণ করলেন। সেগুলো ক্ষেত-ফসল ও ফল-মূল, গাছের পাতা, ঘরের দরজা, ছাদ, তক্তা এবং অন্যান্য সামগ্রী এমনকি লোহার পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেললো এবং ক্বিবতীদের ঘর ভর্তি হয়ে গেলো। (কিন্তু) বানী-ইসরাঈলের ঘরে প্রবেশ করলোনা। আর ক্বিবতীগণ পেরেশান হয়ে আবার হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট দুআ'র প্রার্থনা করলো, ঈমান আনার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো। এর উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করলো। সাত দিন, অর্থাৎ শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত পঙ্গপালের সংকটের মধ্যে লিপ্ত রইলো। অতঃপর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুআ' প্রার্থনার কারণে রক্ষা পেলো। (কিন্তু) তারা ক্ষেত ও ফল-মূল যা কিছু অবশিষ্ট রইলো তা দেখে বলতে লাগলো, "এতটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আমাদের ধর্ম (!) ত্যাগ করবো না।" সুতরাং তারা ঈমান আনলোনা। অঙ্গীকার পূরণ করলো না এবং নিজেদের গর্হিত কাজেই লিপ্ত হয়ে থেকে গেলো। এক মাস শান্তিতে অতিবাহিত করলো।

অতঃপর আল্লাহ تَعَالٰی উকুন (قمل) প্রেরণ করলেন। এক্ষেত্রে তাফসীরকারকদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "তা ছিলো ঘুন"। কেউ কেউ বলেন, "উকুন"। কেউ কেউ বলেন, 'অন্য একটা ক্ষুদ্র কীট'। এসব কীট যেসব ক্ষেতের ফসল ও ফলমূল অবশিষ্ট ছিলো সবই খেয়ে ফেললো। পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়তো, শরীরের চামড়া কামড়াতে আরম্ভ করতো, তাদের মধ্যে ভর্তি হয়ে যেতো, যদি কেউ দশ বস্তা গম চাক্কিতে পেষণের জন্য নিয়ে যেতো, তখন তা থেকে মাত্র তিন সের ফিরিয়ে আনতে পারতো। অবশিষ্ট সবটুকুই কীট গুলো খেয়ে ফেলতো। এ কীটগুলো ফির'আউনী সম্প্রদায়ের লোকদের চুল এবং চোখের ভ্রু ও পলক পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো। শরীরের মধ্যে জল-বসন্তের দানার ন্যায় হয়ে ভরে যেতো। শয়ন করা পর্যন্ত তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো মুসিবতের কারনে ফির'আউনীরা আর্তনাদ করতে লাগলো। আর তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট আরয করলো, "আমরা তাওবা করছি। আপনি এ 'বালা' অপসারিত হবার জন্য প্রার্থনা করুন।" সুতরাং সাতদিন পর এ মুসিবতও হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুআ'য় দূরীভূত হয়েছিলো। কিন্তু ফির'আউনী সম্প্রদায় আবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং পূর্বের চেয়েও অধিক খারাপ কাজে লিপ্ত হলো। একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হবার পর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আবার বদ দুআ' করলেন।

সূরাঃ ৭ আ'রাফ	৩০৬	মানযিল-২	পারাঃ ৯
كلنى অথবা উকূন), ব্যাঙ এবং রক্ত। পৃথক পৃথক নিদর্শনসমূহ (২৪৪), অতঃপর তারা অহংকার করলো (২৪৫) এবং তারা অপরাধী সম্প্রদায় ছিলো।		وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۟ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾	

অতঃপর আল্লাহ تَعَالٰی 'ব্যাঙ' পাঠালেন এবং এমন অবস্থা হলো যে, মানুষ বসতো অমনি মজলিস ব্যাঙে ভরে যেতো। কথা বলার জন্য মুখ খুলতো তখন ব্যাঙ লাফ দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে পড়তো। হাড়ি-পাতিলে ব্যাঙ। খাদ্য-দ্রব্যে ব্যাঙ। চুলার মধ্যেও ব্যাঙ ভর্তি হয়ে যেতো, চুলার আগুন নিভে যেতো। বিছানায় শয়ন করলে শরীরের উপর বসে পড়তো। এ মুসিবতের কারণে ফির'আউনীরা কেঁদে ফেললো । আর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট আরয করল, "এবার আমরা পাকাপাকি তওবা করছি।" হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়ে দুআ' করলেন। সুতরাং সাতদিন পর এ মুসিবত দূরীভূত হলো। এক মাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো। কিন্তু আবারও তারা ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং তাদের পূর্বের কুফরের দিকে ধাবিত হলো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আবার বদ-দুআ' করলেন। অতঃপর সমস্ত কূপের পানি, নদীর পানি, ঝর্ণার পানি, নীল নদের পানি, মোটকথা সব ধরনের পানি তাদের জন্য তাজা রক্তে পরিণত হলো। তারা ফিরআউনের নিকটে এর অভিযোগ করলো। সে জবাবে বলতে লাগলো, "হযরত মূসা যাদুর দ্বারা তোমাদের 'নজরবন্দ' করেছে মাত্র।" তারা বলল, "কেমন নজরবন্দী আবার? আমাদের পাত্রে তাজা রক্ত ব্যতীত পানির নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই।" তখন ফিরআউন নির্দেশ দিলো যেন ক্বিবতী ও বানী ইসরাঈল একই পাত্র থেকে পানি নেয়। অতঃপর যখন বানী ইসরাঈল পানি উঠাতো তখন তা পানিই বের হতো। (কিন্তু) ক্বিবতীরা উঠালে সে পাত্র থেকে তাজা রক্তই বের হতো। এমনকি, ফির'আউনী নারীগণ পিপাসায় কাতর হয়ে বানী ইসরাঈলের নারীদের নিকট আসলো আর তাদের নিকট পানি চাইলো। তখন পানি তাদের পাত্রে আসতেই তা রক্তে পরিনত হলো। তখন ফির'আউনী নারীরা বলতে লাগলো, "তোমরা মুখে পানি নিয়ে আমাদের মুখের মধ্যে কুল্লী করো।" যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পানি বানী ইসরাঈলী নারীর মুখে থাকতো ততক্ষণ পানিই থাকতো। আর যখনই ফিরআউনী নারীর মুখে আসলো তখনই তা রক্তে পরিণত হয়ে গেলো। ফির'আউন নিজেও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। তখন সে ভেজা ঘাসের রস চুষতে আরম্ভ করলো। আর সে রস তার মুখে পৌঁছতেই রক্ত হয়ে গেলো। সাতদিন পর্যন্ত রক্ত ব্যতীত কারো পক্ষে কোন কিছু পান করা সম্ভবপর হয়নি। তখন তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট প্রার্থনা করার জন্য দরখাস্ত করলো এবং ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিলো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)ও দুআ' করলেন। এ বিপদও অপসারিত হলো কিন্তু তখনও তারা ঈমান আনেনি।

টীকা-২৪৪: একের পর অপরটা। আর প্রত্যেকটা শাস্তি এক সপ্তাহ যাবৎ স্থায়ী হতো এবং পূর্ববর্তী শাস্তি থেকে (মধ্যখানে) এক মাসের ব্যবধান থাকতো।

টীকা-২৪৫: এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান আনেনি।

১৩৪: এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসতো, (তখন তারা) বলতো, 'হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো। ঐ অঙ্গীকারের কারণে, যা তাঁর তোমার সাথে রয়েছে (২৪৬)। নিশ্চয়, যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করে নাও তবে আমরা অবশ্যই তোমার উপর ঈমান আনবো এবং বানী-ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেবো।'

১৩৫: অতঃপর যখনই আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে পর্যন্ত তারা পৌঁছার রয়েছে তখনই তারা ফিরে যেতো।

১৩৬: সুতরাং আমি তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি (২৪৭), এজন্য যে তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এবং সেগুলো সম্পর্কে অনবগত ছিলো (২৪৮)।

১৩৭: এবং আমি সেই সম্প্রদায়কে (২৪৯) যাদেরকে দমিয়ে রাখা হয়েছিলো ঐ জমীন এর পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করেছি, যাতে আমি বারাকাত রেখেছি (২৫১), এবং তোমাদের প্রতিপালকের উত্তম প্রতিশ্রুতি বানী ইসরাঈলের উপর পূর্ণ হয়েছে, তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ, আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (২৫২) যা কিছু ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায় গড়তো এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করতো।

১৩৮: এবং আমি (২৫৩) বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি, অতঃপর তাদের এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আগমন ঘটেছিলো, যারা আপন আপন প্রতিমার সামনে আসন পেতে বসেছিলো (২৫৪)। বললো, 'হে মূসা! আমাদের জন্য একটা এমন খোদা বানিয়ে দাও, যেমন তাদের জন্য এতগুলো রয়েছে।' বললো, 'তোমরা নিশ্চয়ই একটা মূর্খ সম্প্রদায় (২৫৫)।

১৩৯: এ অবস্থা তো ধ্বংস হবারই, যার মধ্যে এসব (২৫৬) লোক রয়েছে এবং (তারা) যা কিছু করেছে তা নিরেট ভ্রান্ত।'

১৪০: (তিনি আরো) বললেন, 'আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কী অন্য কোন খোদা খুঁজবো? অথচ তিনি তোমাদেরকে গোটা যুগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (২৫৭)।'

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ
كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ
هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ
بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا
غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾
وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا
يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشٰرِقَ الْاَرْضِ وَمَغٰرِبَهَا
الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۗ
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ
وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾
وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى
قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا
يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۗ
قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾
اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾
قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ
فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

টীকা-২৪৬: কারণ, তিনি আপনার দোয়া কবুল করবেন।

টীকা-২৪৭: অর্থাৎ নীলনদের মধ্যে। যখন তাদের শাস্তি থেকে উদ্ধার করা হলো এবং তারা কোন অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলো না। আর ঈমানও আনলোনা এবং কুফরও পরিহার করলো না। তখন মেয়াদ পূর্ণ হবার পর, যা তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিলো আল্লাহ تَعَالٰى তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

টীকা-২৪৮: (সেগুলো নিয়ে) মূলতঃ চিন্তা-ভাবনা করতোনা।

টীকা-২৪৯: বানী ইসরাঈলকে,

টীকা-২৫০: অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়া

টীকা-২৫১: নদ-নদী, বৃক্ষাদি, ফল-মূল, ক্ষেত-খামার এবং ফসলের আধিক্য দ্বারা,

টীকা-২৫২: উক্ত সব ইমারত, অট্টালিকা এবং বাগানসমূহ।

টীকা-২৫৩: ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়কে ১০ই মুহাররাম সমুদ্রে নিমজ্জিত করার পর

টীকা-২৫৪: এবং সেগুলোর উপাসনা করতো। ইবনে জুরায়জ বলেছেন যে, ঐসব প্রতিমা গাভীর আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছিলো। সেগুলো দেখে বানী-ইস্রাঈল

টীকা-২৫৫: কারণ, এতগুলো নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও একথা অনুধাবন করেনি যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই। আর অন্য কারো ইবাদত করা বৈধও নয়।

টীকা-২৫৬: মূর্তি পূজারী

টীকা-২৫৭: অর্থাৎ খোদা তা হতে পারে না, যাকে খুঁজে তৈরি করে নেয়া হয়। খোদা হচ্ছে তিনিই, যিনি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কেননা, তিনি অনুগ্রহ ও দয়ার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-২৫৮: অর্থাৎ যখন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে এমন মহা অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তখন তোমাদের জন্য কিভাবে একথা শোভা পাবে যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে?

টীকা-২৫৯: 'তাওরীত' দান করার জন্য যিলক্বদ মাসের

টীকা-২৬০: যিলহজ্জ মাসের

টীকা-২৬১: বানী-ইস্রাঈলের সাথে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ওয়াদা ছিলো যে, যখন আল্লাহ تَعَالٰى তাদের দুশমন ফির'আউনকে ধ্বংস করে দেবেন তখন তিনি তাদের নিকট আল্লাহ تَعَالٰى এর পক্ষ থেকে একটা কিতাব আনয়ন করবেন, যার মধ্যে হালাল ও হারামের বর্ণনা থাকবে। যখন আল্লাহ تَعَالٰى ফির'আউনকে ধ্বংস করলেন, তখন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) আপন প্রতিপালকের নিকট সেই কিতাব অবতারণ করার দরখাস্ত করলেন। নির্দেশ হলো- "ত্রিশটা রোযা রাখো।" যখন তিনি রোযাগুলো পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর মুখ মুবারক থেকে একপ্রকার গন্ধ অনুভূত হলো। তখন তিনি মিসওয়াক করে নিলেন। ফিরিশতাগণ আরয করলেন, "আমাদের নিকট আপনার মুখ মুবারক থেকে অতি প্রিয় খুশবো আসতো। আপনি মিসওয়াক করে তা নিঃশেষ করে দিলেন।" আল্লাহ تَعَالٰى নির্দেশ দিলেন, "যিলহজ্জ মাসে (আরো) দশটা রোযা রাখো।" আরো ইরশাদ করলেন, "হে মূসা! তুমি কি জানো না যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার নিকট 'মিশক' এর খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়?"

টীকা-২৬২: পাহাড়ের উপর মুনাজাতের জন্য যাওয়ার সময়।

টীকা-২৬৩: আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ تَعَالٰى হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সাথে কথা বলেছেন। এর উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। আর আমাদের নিকট কি বাস্তব যুক্তি রয়েছে যে, আমরা কথোপকথনের বাস্তবতা সম্পর্কে বিতর্ক করবো?

হাদিস শরীফ সমূহে বর্ণিত হয় যে, যখন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) আল্লাহ এর বাণী শ্রবণ করার জন্য হাজির হলেন, তখন তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন। পবিত্র পোশাক পরিধান করলেন এবং রোযা রেখে 'তূর-ই-সীনা' (তূর পাহাড়) এর উপর উপস্থিত হলেন। আল্লাহ تَعَالٰى একখন্ড মেঘ অবতীর্ণ করলেন যা চতুর্দিক থেকে পাহাড়কে চার 'ফরসঙ্গ' (১২মাইল) পরিমাণ এলাকা জুড়ে ঢেকে নিয়েছিলো। শয়তানগণ এবং জমিনের প্রাণী, এমনকি সাথে অবস্থানকারী ফিরিশতাদেরকেও সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তখন তিনি স্বচক্ষে ফিরিশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, তাঁরা হাওয়ার উপর দন্ডায়মান রয়েছেন আর তিনি আল্লাহ এর আরশকেও পরিষ্কারভাবে দেখেছিলেন। এমনকি তিনি, 'ফলকসমূহে'র উপর 'কলম' এর আওয়াজও শুনতে পান। আর আল্লাহ تَعَالٰى তাঁর সাথে কথা বলেন। তিনি আল্লাহ এর মহান দরবারে তাঁর দরখাস্ত গুলো পেশ করলেন। তিনি স্বীয় মহান বাণী শুনিয়ে তাঁকে ধন্য করলেন। হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাঁর সাথে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ تَعَالٰى হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে যা বলেছিলেন, তা তিনি (হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام) কিছুই শোনেন নি। হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) আল্লাহ এর সাথে কথা বলে যেই তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তা তাঁকে আল্লাহ এর সাক্ষাতের প্রতি একান্ত আগ্রহী করে তুলেছিলো। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-২৬৪: এ চক্ষুদ্বয় দ্বারা এবং দরখাস্ত করে, কিন্তু আল্লাহ এর সাক্ষাৎ (দর্শন লাভ) দরখাস্ত ব্যতিরেকে, শুধু তাঁরই বদান্যতা ও অনুগ্রহ ক্রমে অর্জিত হবে। তাও এ নশ্বর চোখে নয় বরং চিরস্থায়ী চোখ দ্বারাই অর্থাৎ কোন মানব আমাকে দুনিয়ার মধ্যে দেখার শক্তি রাখেনা। আল্লাহ تَعَالٰى এ কথা বলেন নি, "আমাকে দেখা সম্ভব পর নয়।" এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ এর সাক্ষাৎ (দীদার) সম্ভব, যদিও তা দুনিয়ায় সম্ভবপর না হয়। কেননা, বিশুদ্ধ হাদিস শরীফসমূহে

وَ اِذْ اَنْجَیْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ یُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ یَسْتَحْیُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِیْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِیْمٌ ﴿۱۴۱﴾

১৪১: এবং স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআ'উনের অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো। আর সেটার মধ্যে প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ রয়েছে (২৫৮)।

রুকূ'-১৭

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِیْنَ لَیْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً ۚ وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِیْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ وَ اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِیْلَ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۱۴۲﴾

১৪২: এবং আমি মূসার সাথে(২৫৯) ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছি এবং সেগুলোর মধ্যে (২৬০) আরো দশটা বৃদ্ধি করে পূর্ণ করেছি। সুতরাং তাঁর প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ চল্লিশ রাতেরই হলো (২৬১), এবং মূসা (২৬২) তাঁর ভাই হারূনকে বলল, 'আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিরূপে থাকবে এবং সংশোধন করবে, আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথকে দখল দিওনা।'

وَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِیْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِیْۤ اَنْظُرْ اِلَیْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِیْ وَ لٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ

১৪৩: এবং যখন মূসা আমার ওয়াদার উপর হাযির হলো এবং তার সাথে তার প্রতিপালক কথা বললেন (২৬৩), (তখন) আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপন দর্শন দাও আমি তোমাকে দেখবো।' (তিনি) বললো, 'তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবেনা (২৬৪), বরং এ পাহাড়ের প্রতি দেখো। এটা যদি স্বস্থানে

বর্ণিত হয় যে, ক্বিয়ামত দিবসে মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রতিপালক মহামহিম আল্লাহ تَعَالٰی এর দীদার (দর্শন দান) দ্বারা ধন্য করা হবে।

তাছাড়া, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ছিলেন আল্লাহ এর পরিচিতি সম্পন্ন। যদি আল্লাহ এর দিদার অসম্ভব হতো, তবে তিনি কখনো 'দীদার'।

টীকা-২৬৫: এবং পাহাড় স্থির থাকা 'সম্ভব ব্যাপার' (امر ممكن)। কেননা, সে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে (جَعَلَهٗ دَكًّا) (অর্থাৎ) "সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো।" সুতরাং যে বস্তুটা আল্লাহ تَعَالٰی এর সৃষ্ট (مجعول) হয় এবং সেটাকে তিনি 'মওজুদ' সাব্যস্ত করেছেন, সম্ভবপর সেই বস্তুটা 'মওজুদ' হবেনা যদি সেটাকে তিনি 'মওজুদ' না করেন। কেননা, তিনি আপন কাজে পূর্ণ ইখতিয়ারসম্পন্ন। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় স্থির থাকা একটা সম্ভব ব্যাপার (امر ممكن), অসম্ভব (محال) নয়। আর যে বস্তুকে কোন 'সম্ভব' বস্তুর উপর নির্ভরশীল (সম্পৃক্ত) করা হয়, তবে সেটাও

স্থির থাকে, তবে তুমি অনতিবিলম্বে আমাকে দেখে নেবে (২৬৫)।' অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর আপন নূর প্রজ্জ্বলিত করলেন, তখন ওটা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরে পেলো তখন বললো, 'পবিত্রতা তোমার, আমি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি সবার মধ্যে প্রথম মুসলমান হই (২৬৬)।'

১৪৪: (তিনি) বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে লোকদের মধ্য থেকে মনোনীত করে নিয়েছি স্বীয় রিসালাত (-এর বাণীসমূহ) এবং স্বীয় বাক্যালাপ দ্বারা, সুতরাং গ্রহণ করো আমি তোমাকে যা দান করেছি এবং কৃতজ্ঞদের অন্ত ভুক্ত হও।'

১৪৫: এবং আমি তার জন্য ফলকসমূহে (২৬৭) লিখে দিয়েছি প্রত্যেক কিছুর উপদেশ এবং প্রত্যেক জিনিসের বিশদ বিবরণ, এবং বললেন, 'হে মূসা! সেটা শক্তভাবে ধরো এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন সেটার উত্তম কথা গুলো গ্রহন করে নেয় (২৬৮)। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাবো নির্দেশ অমান্যকারীদের ঘর (২৬৯)।

১৪৬: এবং আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো যারা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে নিজেদের অহংকার প্রকাশ করতে চায় (২৭০) এবং যদি সমস্ত নিদর্শনও তারা দেখে নেয় তবুও তারা সেগুলোর উপর ঈমান আনবেনা, এবং যদি হিদায়াতের পথও দেখে নেয় তবুও তাতে চলা পছন্দ করবেনা (২৭১)।

اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَ بِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

وَ كَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ

সম্ভবই হয়ে থাকে, অসম্ভব (محال) হয়না। সুতরাং আল্লাহর দীদার, যেটাকে পাহাড়ের স্থির থাকার উপর নির্ভরশীল সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাও একটা সম্ভবপর বিষয় হলো। কাজেই ঐসব লোকের কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো, যারা আল্লাহ تَعَالٰی এর দীদার লাভ করাকে অসম্ভব বলে থাকে।

টীকা-২৬৬: বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে।

টীকা-২৬৭: তাওরীতের, যার সংখ্যা সাতটা ছিলো কিংবা দশটা। সেগুলো 'যবরজদ' (পান্নাবিশেষ) কিংবা 'যুমররদ' (পান্না) পাথরের ছিলো।

টীকা-২৬৮: সেটার বিধানাবলী মুতাবিক আমল করে।

টীকা-২৬৯: যারা পরকালে তাদের ঠিকানা। হযরত হাসান ও আতা বলেছেন যে, নির্দেশ অমান্যকারীদের 'বাসস্থান' মানে 'জাহান্নাম'। হযরত ক্বাতাদাহর অভিমত অনুসারে অর্থ হচ্ছে, 'আমি তোমাদেরকে সিরিয়ায় প্রবেশ করাবো এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের বাস স্থানসমূহ দেখাবো, যারা আল্লাহ এর বিরোধিতা করেছিলো, যাতে তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।' হযরত আতিয়ার 'আওফীর অভিমত হচ্ছে- 'নির্দেশ অমান্যকারীদের বাসস্থান' (دار الفاسقين) বলতে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি কথাই বুঝায়, যেগুলো মিশরে অবস্থিত। সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- 'এটা দ্বারা কাফেরদের বাসস্থান সমূহ বুঝায়। কালবী বলেছেন, "(সেগুলো দ্বারা) 'আদ, সামূদ এবং অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহের ঘরবাড়ি বুঝায়, যেগুলোর উপর দিয়ে আরবের লোকেরা তাদের সফরগুলোর মধ্যে অতিক্রম করতো।"

টীকা-২৭০: হযরত যুন্নুন (কুদ্দিসা সিররুহু) বলেছেন, "আল্লাহ تَعَالٰی 'কুরআনের প্রজ্ঞা' দ্বারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তরসমূহকে মর্যাদা সম্পন্ন করেন না।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, "এর অর্থ হচ্ছে- যেসব লোক আমার বান্দাদের উপর জোর জুলুম চালায় এবং আমার ওলী বা বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ গ্রহণ এবং সত্যায়ন করার দিক থেকে ফিরিয়ে দেবো। যাতে তারা আমার উপর ঈমান আনে। এটা তাদের গোঁড়ামির শাস্তি যে, তাদেরকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

টীকা-২৭১: এটাই দম্ভ করার প্রতিফল, দাম্ভিকের পরিণাম।

টীকা-২৭২: 'তূর' এর প্রতি, স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে, মুনাজাত এর জন্য যাবার
টীকা-২৭৩: যেগুলো তারা ফিরআউনের সম্প্রদায়ের থেকে তাদের ঈদ-উৎসবের জন্য ধার করে নিয়েছিলো।
টীকা-২৭৪: এবং সেটার মুখের ভিতর হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঘোড়ার পায়ের নিচের মাটি ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, যার প্রভাবে সেটা
টীকা-২৭৫: অসম্পূর্ণ, অক্ষম এবং জড় পদার্থ মাত্র। অথবা হোক প্রাণী, উভয় অবস্থাতেই এ যোগ্যতা রাখেনা যে, সেটার উপাসনা করা যেতো।
টীকা-২৭৬: যেহেতু, তারা আল্লাহ تَعَالٰی এর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো এবং এমনই এক অক্ষম ও অসম্পূর্ণ গো-বৎসের পূজা করেছিলো।
টীকা-২৭৭: স্বীয় প্রতিপালকের সাথে গোপন আলাপ করে ধন্য হয়ে 'তূর' পাহাড় থেকে
টীকা-২৭৮: এজন্য যে, আল্লাহ تَعَالٰی তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, সামেরী তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে,
টীকা-২৭৯: যে, লোকদেরকে গো-বৎসের পূজা করা থেকে বাধা দাওনি।
টীকা-২৮০: এবং আমি তাওরীত নিয়ে আসার অপেক্ষা করলেনা?
টীকা-২৮১: 'তাওরীত' -এর, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)
টীকা-২৮২: কেননা, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট, তাঁর সম্প্রদায় এমন নিকৃষ্টতম পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অতিমাত্রায় কষ্টকর অসহনীয় ছিলো। তখন হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)
টীকা-২৮৩: আমি সম্প্রদায়কে বাধা দানে এবং তাদেরকে সৎপথ প্রদানে কোন কার্পণ্য করিনি, কিন্তু
টীকা-২৮৪: এবং আমার সাথে এমন আচরণ করো না, যাতে তারা খুশী হয়।
টীকা-২৮৫: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন ভাইয়ের ওযর গ্রহণ করে আল্লাহ এর দরবারে
টীকা-২৮৬: যদি আমাদের মধ্যে কারো থেকে কোন অতিরঞ্জন কিংবা কার্পণ্য হয়ে থাকে। এ প্রার্থনাটা তিনি ভাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং শত্রুদের আস্ফালন প্রশমনের জন্য করেছিলেন।

وَ اِنۡ يَّرَوۡا سَبِيۡلَ الۡغَيِّ يَتَّخِذُوۡهُ سَبِيۡلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوۡا عَنۡهَا غٰفِلِيۡنَ ۝١٤٦

আর ভ্রান্তির পথ দেখলে সেটা দিয়ে চলার জন্য উপস্থিত হয়ে যাবে। এটা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলো সম্বন্ধে গাফিল হয়ে থাকে।

وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الۡاٰخِرَةِ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ ؕ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ۝١٤٧

১৪৭: এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। তারা কী প্রতিফল পাবে, কিন্তু তা-ই, যা তারা করতো।'

রুকূ'-১৮

وَاتَّخَذَ قَوۡمُ مُوۡسٰى مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيۡهِمۡ سَبِيۡلًا ۘ اِتَّخَذُوۡهُ وَكَانُوۡا ظٰلِمِيۡنَ ۝١٤٨

১৪৮: এবং মূসার (২৭২) পর তাঁর সম্প্রদায়ের অলংকারাদি দ্বারা (২৭৩) এক গো-বৎস গড়ে বসলো, এক প্রাণহীনের অবয়ব (২৭৪), গাভীর ন্যায় আওয়াজ করতো। তারা কি দেখলোনা যে, তা তাদের সাথে না কথা বলছে এবং না তাদেরকে কোন পথ দেখাচ্ছে (২৭৫)? তারা সেটাকে গ্রহণ করেছে এবং তারা যালিম ছিলো (২৭৬)।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيۡۤ اَيۡدِيۡهِمۡ وَرَاَوۡا اَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّوۡا ۙ قَالُوۡا لَئِنۡ لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ۝١٤٩

১৪৯: এবং যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারলো যে, তারা বিপথগামী হয়েছে, তখন বললো, 'যদি আমাদের প্রতিপালক আমাদের উপর দয়া না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوۡسٰۤى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئۡسَمَا خَلَفۡتُمُوۡنِيۡ مِنۡۢ بَعۡدِيۡ ۚ اَعَجِلۡتُمۡ اَمۡرَ رَبِّكُمۡ ۚ وَاَلۡقَى الۡاَلۡوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاۡسِ اَخِيۡهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيۡهِ ؕ قَالَ ابۡنَ اُمَّ اِنَّ الۡقَوۡمَ اسۡتَضۡعَفُوۡنِيۡ وَكَادُوۡا يَقۡتُلُوۡنَنِيۡ ۖ فَلَا تُشۡمِتۡ بِيَ الۡاَعۡدَآءَ وَلَا تَجۡعَلۡنِيۡ مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ۝١٥٠

১৫০: এবং যখন মূসা (২৭৭) স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন রাগে পরিপূর্ণ ও ক্ষুব্ধাবস্থায় (২৭৮), বললো, 'তোমরা আমার কতই নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো আমার পরে (২৭৯)! তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের পূর্বে ত্বরা করলে (২৮০)?' এবং ফলকগুলো ফেলো দিলো (২৮১) আর স্বীয় ভাইয়ের চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো (২৮২)। বললো, 'হে আমার সহোদর (২৮৩)! সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম হয়েছিলো। সুতরাং তুমি আমার উপর শত্রুদেরকে হাসিয়োনা (২৮৪) এবং আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করোনা (২৮৫)।'

قَالَ رَبِّ اغۡفِرۡ لِيۡ وَلِاَخِيۡ وَاَدۡخِلۡنَا

১৫১: (হযরত মূসা) আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো (২৮৬) এবং আমাদেরকে তোমার

فِىْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿۱۵۲﴾

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۡ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵۳﴾

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ ۭ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۭ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ ۭ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۭ قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۭ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ

দয়ার মধ্যে আশ্রয় দাও আর তুমিই সর্বাধিক দয়াময়।'

রুকূ'-১৯

১৫২: নিশ্চয়ই ঐসব লোক, যারা গো-বৎসকে গ্রহণ করে বসেছে, অনতিবিলম্বে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে পার্থিব জীবনে, এবং আমি এভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে।

১৫৩: এবং যারা অসৎ কার্যাদি করেছে এবং সেগুলোর পরে তাওবা করেছে ও ঈমান এনেছে, অতঃপর, এরপরে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু (২৮৭)।

১৫৪: এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন এবং সেগুলোর লিখিত বিষয়াদির মধ্যে পথ-নির্দেশ ও রহমত রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে।

১৫৫: এবং মূসা আপন সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার প্রতিশ্রুতির জন্য মনোনীত করলো (২৮৮)। অতঃপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো (২৮৯), তখন মূসা আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে তো পূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে (২৯০), তুমি কি আমাদেরকে সেই কাজের জন্য ধ্বংস করবে, যা আমাদের নির্বোধ লোকেরা করেছে (২৯১)? ওটা তো নয়, কিন্তু তোমার পরীক্ষা করা। তুমি তা দ্বারা বিপথগামী করো যাকে চাও এবং সৎপথে পরিচালিত করো যাকে ইচ্ছা করো। তুমি আমাদের মুনিব, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর দয়া করো। আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল।

১৫৬: এবং আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় কল্যাণ লিপিবদ্ধ করো (২৯২) এবং আখিরাতেও, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি।' বললেন (২৯৩), 'আমার শাস্তি আমি যাকে চাই দিয়ে থাকি (২৯৪), আর আমার দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে (২৯৫), সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি (২৯৬) নি'মাতসমূহ তাদের জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে।

১৫৭: ঐসব লোক, যারা দাসত্ব করবে এ রসূল, পড়াবিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতার (২৯৭),

টীকা-২৮৭ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, গুনাহ চাই ছোট হোক কিংবা বড়, যখনই বান্দা তা থেকে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া تَعَالٰى স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপা দ্বারা সেসবই ক্ষমা করে দেন।

টীকা-২৮৮ঃ যে, তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে আল্লাহ এর দরবারে হাযির হয়ে সম্প্রদায়ের গো-বৎস পূজার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে সাথে নিয়ে হাযির হলেন।

টীকা-২৮৯ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, 'ভূমিকম্প' দ্বারা আক্রান্ত হবার কারণ এ ছিলো যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন গো-বৎস দাঁড় করিয়েছিলো তখন এসব লোক তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়নি। (খাযিন)

টীকা-২৯০ঃ অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে হাযির হবার পূর্বে, যাতে বানী ইস্রাঈল তাদের সবার ধ্বংস নিজেদের চোখে দেখে নিতো এবং তাদের আমার বিরুদ্ধে হত্যার অপবাদ দেয়ার সুযোগ হতো না।

টীকা-২৯১ঃ অর্থাৎ আমাদেরকে ধ্বংস করোনা এবং তোমারই দয়া ও করুণা করো।

টীকা-২৯২ঃ এবং আমাদেরকে আনুগত্য করার শক্তি প্রদান করুন।

টীকা-২৯৩ঃ আল্লাহ تَعَالٰى, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে

টীকা-২৯৪ঃ আমার ইখতিয়ার আছে, সবাই আমার মালিকানাধীন বান্দা

টীকা-২৯৫ঃ দুনিয়ার মধ্যে ভাল ও মন্দ সবাই পেয়ে থাকে,

টীকা-২৯৬ঃ আখিরাতের

টীকা-২৯৭ঃ এখানে 'রসূল' দ্বারা, মুফাস্সিরগণের ঐক্যমত্যানুসারে, বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কথাই বুঝানো হয়েছে। তাঁর প্রশংসা 'রিসালাতের গুণ' সহকারে আরম্ভ করা হয়েছে। কেননা, তিনি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যখানে

'মাধ্যমই'। তিনি 'রিসালাত'-এর সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ تَعَالٰی এর বিধি-নিষেধ, শরীয়াত ও বিধানাবলী তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর গুণাবলীর মধ্যে 'নাবী' এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর অনুবাদ হযরত 'অনুবাদক' (কুদ্দিসা সিররুহু) 'অদৃশ্যের সংবাদদাতা' দ্বারা করেছেন।

এটা অতি বিশুদ্ধ অনুবাদ। কেননা, (আরবীতে) (نَبَاءٌ) খবরবেই বলা হয়, যা 'জ্ঞান' এরই অর্থবোধক এবং মিথ্যার লেশ থেকেও শূন্য বা পবিত্র হয়। পবিত্র কুরআন উক্ত শব্দটা এ অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে- قُلۡ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيۡمٌ (অর্থাৎ আপনি বলুন, তা হচ্ছে- মহা সংবাদ)।

অপর এক জায়গায় ইরশাদ করেছেন- تِلۡكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ نُوۡحِيۡهَاۤ اِلَيۡكَ (অর্থাৎ সেগুলো হচ্ছে- অদৃশ্যের সংবাদগুলো, যা আমি আপনার প্রতি ওহী করি।)

আরেক জায়গায় ইরশাদ করেন- فَلَمَّاۤ اَنۡۢبَاَهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ (অর্থাৎ অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে সেগুলোর নামসমূহের সংবাদ দিলেন)।

আরো বহু স্থানে এ শব্দটা এ অর্থেই ইরশাদ করা হয়েছে।

অতঃপর এ শব্দটা (نَبِیٌّ) হয়ত 'কর্তা' (فاعل) অর্থে ব্যবহৃত অথবা 'কর্ম'(مفعول) অর্থে ব্যবহৃত। প্রথমোক্ত অর্থে 'নাবী' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'অদৃশ্যের সংবাদদাতা' আর শেষোক্ত অর্থে সেটার অর্থ হবে-'অদৃশ্যের সংবাদ প্রদত্ত'। উভয় অর্থের সমর্থন পবিত্র কুরআন থেকেই পাওয়া যায়।

প্রথোমক্ত অর্থের সমর্থন এ আয়াতে মিলে- نَبِّئۡ عِبَادِىۡۤ অর্থাৎ আপনি আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দিন।)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-قُلۡ اَؤُنَبِّئُكُمۡ (অর্থাৎ- আপনি বলুন। আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো?)

আর এ জাতীয় অর্থের শামিল হযরত ঈসা মাসীহ (عَلَيۡهِ السَّلَام)এর সেই বাণী- যা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- اُنَبِّئُكُمۡ بِمَا تَاۡكُلُوۡنَ وَمَا تَدَّخِرُوۡنَ (অর্থাৎঃ আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যা তোমরা আহার করবে এবং যা তোমরা জমা রাখছো)।

শেষোক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এ আয়াতে- نَبَّاَنِىَ الۡعَلِيۡمُ الۡخَبِيۡرُ (অর্থাৎ আমাকে সর্বজ্ঞাতা, সর্ববিষয়ে অবগত সত্তা সংবাদ দিয়েছেন)।

আর প্রকৃতপক্ষে, নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) অদৃশ্যের সংবাদদাতাই হয়ে থাকেন। 'তাফসীর-ই-খাযিন'- এ বর্ণিত হয় যে, তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) গুণাবলীর মধ্যে একটা 'নাবী' বলেছেন। কেননা, 'নাবী' হওয়া সর্বাধিক উচ্চ ও অভিজাত মর্যাদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তা এ কথাই প্রকাশ করে যে, তিনি আল্লাহ এর নিকট অতি উন্নত মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট থেকে সংবাদদাতা। উম্মী শব্দের অনুবাদ হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু) 'পড়াবিহীন' (بے پڑھے) বলে উল্লেখ করেছেন।

যাঁকে লিপিবদ্ধ পাবে নিজেদের নিকট তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে (২৯৮), তিনি তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন এবং অসৎকার্যে বাধা	الَّذِىۡ يَجِدُوۡنَهٗ مَكۡتُوۡبًا عِنۡدَهُمۡ فِى التَّوۡرٰىةِ وَالۡاِنۡجِيۡلِ‌ يَاۡمُرُهُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهٰهُمۡ عَنِ الۡمُنۡكَرِ

এ অনুবাদটা হুবহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) এর বর্ণনা মুতাবিকই হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে উম্মী হওয়া তার মু'জিযাসমূহের অন্যতম। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে কারো নিকট তিনি পড়েননি, অথচ কিতাব সেটাই নিয়ে এসেছেন, যার মধ্যে পূর্ববর্তী এবং অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান রয়েছে। (খাযিন) কবি বলেছেনঃ-

মাটিতে অবস্থান করছেন, অথচ আরশের উপরে তাঁর স্থান।	خاکی وبراوج عرش منزل ،
'উম্মী' অথচ তাঁর হৃদয় ছিলো কুতুবখানা।	اُمّی وکتاب خانه دردل دیگر:
উম্মী, অথচ বিশ্বের সুক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কেও জ্ঞাত।	اُمّی ودقیقه دان عالَم
তাঁর ছায়া ছিলো না, অথচ সমগ্র বিশ্বের ছায়াদাতা।	بے سایه وسائبان عالَم صلوٰة الله تعالیٰ علیه وسلامُه

টীকা-২৯৮: অর্থাৎঃ তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রশংসা ও গুণাবলী এবং নাবূয়্যাতের কথা লিপিবদ্ধ পাবে।

হাদীসঃ হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার হযরত আ'বদুল্লাহ ইবনে আমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) থেকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ঐসব গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যেগুলো তাওরীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, "হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর যে গুণাবলীর কথা কুরআন কারীমে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু গুণাবলী তাওরীতেও উল্লেখ করা হয়েছে।" এরপর তিনি পাঠ করতে আরম্ভ করলেন, 'হে নাবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং উম্মীদের তত্ত্বাবধানকারীরূপে। আপনি আমার বান্দা ও আমার রসূল। আমি আপনার নাম 'আমার উপর ভরসাকারী' রেখেছি। আপনি মন্দ চরিত্রের অধিকারী নন, কঠোর মেজাজীও নন। আপনি না বাজারসমূহে নিজের আওয়াজ উচ্চ করেন, না মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী হন। কিন্তু অপরাধকারীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করে থাকেন। আল্লাহ تَعَالٰی আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারই বারাকাতের মাধ্যমে বক্র ধর্মকে এমনিভাবে সোজা করবেন না যে, লোকেরা সততা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর রসূল' কালিমা উচ্চরবে ঘোষণা করতে থাকবে। আর আপনারই মাধ্যমে অন্ধ- চোখসমূহ দৃষ্টিশক্তি, বধির কানগুলো শ্রবণশক্তি এবং আবরণসমূহে আবৃত অন্তরগুলো প্রশস্ত হয়ে যাবে।"

হযরত কা'আব-ই-আহবার থেকে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলীর উপর তাওরীত শরীফের এ বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ تَعَالٰى তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, "আমি তাঁকে সব ধরণের প্রশংসার উপযুক্ত করবো, প্রত্যেক প্রকার উন্নত চরিত্র দান করবো। আর অন্তরের প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যকে তাঁর পোষাক বানাবো। ইবাদত বন্দেগী ও সৎকার্যাদি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য করবো, তাক্বওয়া বা খোদাভীরুতাকে তাঁর মনের রুচি আর হিকমত বা প্রজ্ঞাকে তাঁর অন্তরের রহস্য করবো। তাছাড়া, সততা ও প্রতিশ্রুতি পালন করাকে তাঁর স্বভাব, ক্ষমা-প্রদর্শন ও দয়াকে তাঁর অভ্যাস, ন্যায়-বিচারকে তাঁর চরিত্র-সৌন্দর্য, সত্য প্রকাশ করাকে তাঁর শরীয়াত (আইন), হিদায়াতকে তাঁর ইমাম (পথ-নির্দেশক) এবং ইসলামকে তাঁর দ্বীন করবো। 'আহমাদ' তাঁর নাম। সৃষ্টিকে-তাঁরই মাধ্যমে গোমরাহীর পর হিদায়ত, মূর্খতার পর জ্ঞান ও খোদা পরিচিতি, অখ্যাতির পর সুখ্যাতি ও উন্নত মর্যাদা দান করবো। আর তাঁরই বারাকাতে সংখ্যায় স্বল্পতার পর সংখ্যাধিক্য, দারিদ্রের পর অর্থ-সম্পদ এবং পরস্পর বিচ্ছিন্নতার পর ভালবাসা দান করবো। তাঁরই বদৌলতে বিভিন্ন কু-প্রবৃত্তি এবং মত-বিরোধী অন্তরসমূহের মধ্যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করবো। আর তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করবো।"

অপর এক হাদীসে, তাওরীত শরীফ থেকে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলী বর্ণিত হয়- "আমার বান্দা আহমাদ-ই-মুখতার। তাঁর জন্মস্থান মক্কা মুকাররমাহ। আর হিজরতের স্থান মাদীনা তৈয়্যিবাহ। তাঁর উম্মত সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ এর অধিক পরিমাণ প্রশংসাকারী।"

এসব ক'টি বর্ণনা হাদীস শরীফসমূহ থেকে উদ্ধৃত হলো। আল্লাহ এর কিতাবসমূহ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ ছিলো। কিতাবীগণ প্রতিটি যুগে নিজ নিজ কিতাবসমূহে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের বিরাট প্রচেষ্টা এতদুদ্দেশ্যে অব্যাহত থাকে যেন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বর্ণনা তাদের কিতবাদিতে নামে মাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি তাদেরই হাতে ছিলো। এ কারণে, উক্ত অপকর্মটা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিলোনা। কিন্তু হাজারো পরিবর্তন করার পরও বর্তমান যামানার বাইবেলেও হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভাগমনের সুসংবাদাদির কিছু না কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, 'ব্রিটিশ এন্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি', লাহোর (**BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, LAHORE**) কর্তৃক ১৯৩১ ইংরেজীতে মুদ্রিত বাইবেলের মধ্যে 'ইউহনা'- এর ইঞ্জীলের চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৬শ আয়াতে রয়েছে- "এবং আমি পিতার নিকট দরখাস্ত করবো। তখন তিনি তোমাদেরকে অপর এক সাহায্যকারী দান করবেন যিনি চিরদিন তোমাদের সাথে থাকবেন।" এখানে 'সাহায্যকারী' শব্দের উপর পাদটীকা দেয়া হয়েছে। তাতে সেটার অর্থ 'ব্যবস্থাপক', কিংবা 'সুপারিশকারী' লিখা হয়েছে। সুতরাং এখন ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর এমন আগমনকারী, যিনি সুপারিশকারী হবেন এবং চিরদিন থাকবেন, অর্থাৎ যাঁর দ্বীন কখনো রহিত হবেনা, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ব্যতীত আর কে হতে পারে?

সূরাঃ ৭ আ'রাফ	৩১৩	মানযিল-২	পারাঃ ৯
দেবেন, আর পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করবেন এবং অপবিত্র বস্তু সমূহ তাদের উপর হারাম করবেন, এবং তাদের উপর থেকে সেই কঠিন কষ্টের বোঝা (২৯৯)	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ		

অতঃপর ২৯ ও ৩০ তম আয়াতদ্বয়ে রয়েছে- "এবং যখন আমি তোমাদেরকে তিনি আসার পূর্বেই বলে দিয়েছি, যাতে তিনি যখন আবির্ভূত হবেন তখন তোমরা বিশ্বাস করো। এরপর আমি তোমাদের সাথে বেশী কথাবার্তা বলবো না। কেননা, "দুনিয়ার সরদার' আবির্ভূত হচ্ছেন। আর আমার মধ্যে তাঁর (গুণাবলীর) কিছুই নেই।" কেমনই সুস্পষ্ট সংবাদ। হযরত মাসীহ ঈসা তাঁর উম্মতকে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বেলাদত শরীফের জন্য কেমনই অপেক্ষাকারী করে দিয়েছেন এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। 'দুনিয়ার সরদার' হচ্ছে খাস 'বিশ্বকুল সরদার' (سَيِّدِ عَالَم) এরই হুবহু অনুবাদ। আর একথা বলা যে, 'আমার মধ্যে তাঁর কিছুই নেই"- হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মহত্বকে প্রকাশ করারই নামান্তর এবং তাঁরই সামনে স্বীয় পূর্ণ আদব ও বিনয় প্রকাশ করা।

অতঃপর উক্ত কিতাবের ১৬শ অধ্যায়ের সপ্তম আয়াতে রয়েছে- "কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী। কেননা, আমি যদি না যাই, তবে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু যদি চলে যাই, তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবো।" এ'তে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আবির্ভাবের সুসংবাদের সাথে সাথে একথারও সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'শেষ নাবী'। তাঁর আবির্ভাব তখনই হবে, যখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)ও তাশরীফ নিয়ে যাবেন।

এরই ১৩শ' আয়াত হচ্ছে- 'কিন্তু যখন তিনি, অর্থাৎ 'সত্যতার প্রাণ' আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সমস্ত সত্যতার রাস্তা দেখাবেন। এ কারণে যে, তিনি তাঁর নিকট থেকে কিছুই বলবেন না। তবে তিনি যা (ওহী) শুনবেন, তা-ই বলবেন। আর তোমাদেরকে ভবিষ্যতের সংবাদ দেবেন।"

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভাগমন ঘটলে আল্লাহ এর দ্বীনের পূর্ণতা বিধান হয়ে যাবে। আর তিনি সত্যের পথ, অর্থাৎ 'সত্য দ্বীন'-কে পরিপূর্ণ করে দেবেন। এ থেকে এ ফলশ্রুতিই প্রকাশ পায় যে, তাঁর পরে কোন নাবী আগমন করবেন না। আর এ বাক্য যে, "তিনি নিজ তরফ থেকে কিছুই বলবেন না, যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন", তা হচ্ছে বিশেষ করে, مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ يُّوْحٰى ۞-এরই অনুবাদ। আর এ বাক্য 'তোমাদেরকে ভবিষ্যতের খবরাদি দেবেন'-এর মধ্যে এ কথার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, সেই নাবী (আকরাম) অদৃশ্য জ্ঞানসমূহের শিক্ষা দেবেন। যেমন, পবিত্র ক্বুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (তিনি তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দেন যা তোমরা চেষ্টা করেও জানতে পারবে না) এবং مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۞ অর্থাৎ তিনি অদৃশ্য সংবাদ দানে কার্পণ্য করেন না।)

টীকা-২৯৯: অর্থাৎ অসহনীয় কষ্টসমূহ, যেমন- তাওবাস্বরূপ নিজে নিজেকে হত্যা করা এবং যেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে পাপাচার সম্পাদিত হয় সেগুলো কেটে ফেলা।

اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ
وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾
قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ
جَمِيْعَا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۠
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾
وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ
وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾
وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَ
اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ
اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا
مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا
وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾
وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

ও গলার শৃঙ্খল (৩০০) যা তাদের উপর ছিলো, নামিয়ে অপসারিত করবেন। সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাঁর উপর (৩০১) ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে (৩০২) তারাই সফলকাম।

রুকূ'-২০

১৫৮: আপনি বলুন, 'হে মানবকুল! আমি তোমাদের সবার প্রতি ঐ আল্লাহ এরই রসূল হই (৩০৩) যে, আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ এর উপর ও তাঁর রসূল, পড়া-বিহীন, অদৃশ্যের সংবাদদাতার উপর, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁরই গোলামী করো, তবেই তোমরা পথ পাবে।'

১৫৯: এবং মূসার সম্প্রদায় থেকে এমন এক দল রয়েছে, যারা সত্যের পথের সন্ধান দেয় এবং তা দ্বারা (৩০৪) ন্যায় বিচার করে।

১৬০: এবং আমি তাদেরকে বারটা গোত্রে, দল দল করে বিভক্ত করেছি এবং আমি ওহী প্রেরণ করেছি মূসার প্রতি, যখন তাঁর নিকট তাঁর সম্প্রদায় (৩০৫) পানি চেয়েছিলো, 'এ পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করো।' অতঃপর তা থেকে বারটা প্রস্রবণ ফেটে বের হলো (৩০৬)। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিলো, এবং আমি তাদের উপর মেঘকে ছায়া বিস্তারকারী করেছিলাম (৩০৭), আর তাদের উপর 'মান্ন ও 'সালওয়া' অবতারণ করেছি। 'খাও! আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ।' এবং তারা (৩০৮) আমার কোন ক্ষতি করেনি, কিন্তু নিজেদের আত্মারই ক্ষতি করছে।

১৬১: এবং স্মরণ করো! যখন তাদেরকে (৩০৯) বলা হয়েছিলো, 'এ শহরে বসবাস

টীকা-৩০০: অর্থাৎ কঠিন বিধানাবলী। যেমন, শরীর ও পোষাকের যে স্থানে নাপাক বস্তু লেগে যেতো, সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে দেয়া, ধর্ম-যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মালামাল (গণিমতের মাল) জ্বালিয়ে দেয়া এবং পাপাচারসমূহ বাসস্থানের দরজার উপর প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি।

টীকা-৩০১: অর্থাৎ মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর

টীকা-৩০২: এ 'নূর' মানে ক্বোরআন শরীফ, যা দ্বারা মু'মিনের অন্তর আলোকিত হয় এবং সন্দেহ ও মূর্খতার অন্ধকারসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের আলোক সম্প্রসারিত হয়।

টীকা-৩০৩: এটা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ব্যাপক রিসালাতের প্রমাণ। অর্থাৎ তিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টিরই রসূল। আর কুল জাহান তাঁরই উম্মত।

বুখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীসঃ হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "পাঁচটা বস্তু আমাকে এমনই দান করা হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। সেগুলো হচ্ছে-
(১) প্রত্যেক নাবী বিশেষ বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন। আর আমি লাল-কালো- সবারই প্রতি প্রেরিত হয়েছি।
(২) আমার জন্য যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যাক্ত মালামাল (গণিমতের মাল) বৈধ করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে কারো জন্য তা হালাল ছিলো না।
(৩) আমার জন্য যমীন পবিত্রকারী, পবিত্রকারী (তায়াম্মুমের উপযোগী) ও মসজিদ করা হয়েছে, সুতরাং যার নিকট যখন যেখানেই নামাযের সয় এসে যায়, সে তখন সেখানেই নামায পড়ে নেবে।
(৪)শত্রুর উপর দীর্ঘ এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত আমার প্রভাবের আতংক বিস্তার করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে,
(৫) আমাকে 'শাফাআ'ত বা সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে।"
মুসলিম শরীফের হাদীসে এটাও বর্ণিত হয় যে, "আমাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 'রসূল' করা হয়েছে এবং আমার মাধ্যমে নাবীগণের আগমনের ধারা পরিসমাপ্তি করা হয়েছে।"

টীকা-৩০৪:অর্থাৎ ন্যায়ভাবে

টীকা-৩০৫:'তীহ্' এর ময়দানে

টীকা-৩০৬: প্রত্যেক দলের জন্য একটা করে প্রস্রবণ।

টীকা-৩০৭: যাতে রোদ থেকে নিরাপদ থাকে,

টীকা-৩০৮: অকৃতজ্ঞ হয়ে।

টীকা-৩০৯: অর্থাৎ বানী ইস্রাঈলকে।

টীকা-৩১০: 'অর্থাৎ 'বায়তুল মাক্বদাস'।

টীকা-৩১১: অর্থাৎ নির্দেশ ছিলো (حِطَّةٌ) বা 'গুনাহ ক্ষমা হোক' বলতে বলতে দরজায় প্রবেশ করার।" حِطَّةٌ -হচ্ছে 'তাওবা' ও 'ইস্তিগফার' অনুশোচনা ও গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা) এর শব্দ কিন্তু তারা সেটার পরিবর্তে ঠাট্টাস্বরূপ (حنطة فى شعيرة) যবের মধ্যে গম বলতে বলতে প্রবেশ করেছিলো।

টীকা-৩১২: শাস্তি প্রেরণের কারণ তাদের যুলূম বা সীমালংঘন ও আল্লাহ এর নির্দেশের বিরোধীতা করা।

টীকা-৩১৩: হযরত নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সম্বোধন করা হয়, 'আপনি আপনার নিকটে বসবাসকারী ইহুদীদেরকে তিরস্কারস্বরূপ সেই জনপদ (বস্তী) বাসীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন।' এ জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ছিলো কাফিরদের সম্মুখে এ কথা প্রকাশ করে দেয়া যে, কুফর ও অবাধ্যতা তাদেরই সনাতন নিয়ম। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যত ও হুযূরের মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করা, এটা তাদের জন্য নতুন কোন কথা নয়। তাদের পূর্ববর্তীগণও 'কুফর' এর উপর অটল ছিলো।

করো (৩১০) এবং এর মধ্যে যা ইচ্ছা আহার করো আর বলো, 'গুনাহ্ ঝরে যাক।' এবং দরজায় সাজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবা। অনতিবিলম্বে সৎকর্মপরায়ণদেরকে অধিক দান করবো।'

১৬২: অতঃপর তাদের মধ্যে যালিমগণ 'বাক্য' বদলে দিলো সেটারই বিপরীত, যা বলার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো (৩১১)। সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম তাদের যুলূমের বদলাস্বরূপ (৩১২)।

রুকূ'-২১

১৬৩: এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন সেই জনপদের অবস্থা, যা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিলো (৩১৩), যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন করতো (৩১৪), যখন শনিবারে তাদের মাছগুলো পানির উপর সাঁতার কেটে তাদের সামনে আসতো, এবং যেদিন শনিবার হতোনা সেদিন আসতোনা। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম, তাদের নির্দেশ অমান্য করার কারণে।

وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾
فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾
وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

এরপর তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে বানর ও শুকর এর আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়েছিলো। উক্ত জনপদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, সেটা কাদের ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, 'তা ছিলো একটা শহর, যা মিশর ও মাদীনার মধ্যখানে অবস্থিত ছিলো। এক অভিমত এটাও যে, 'মাদয়ান' ও 'তূর'- এর মধ্যখানে ওটা অবস্থিত ছিলো। ইমাম যুহরী বলেছেন, "সেই শহর হচ্ছে- সিরিয়ার তাবারিয়ায়।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, সেটা হচ্ছে মাদয়ানই। কেউ কেউ বলেছেন- 'আয়লা'। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

টীকা-৩১৪: অর্থাৎ নিষেধ আসা সত্ত্বেও শনিবারে (মৎস্য) শিকার করতো। সেই বস্তির লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিলো- এক-তৃতীয়াংশ লোক এমন ছিলো যে, তারা শিকার থেকে বিরত থাকে। আর শিকারীদেরকে বাধা দিতে থাকে। এক তৃতীয়াংশ লোক নীরবতা পালন করলো। অন্যান্যদেরকে বাধা তো দিতোনা, আর যারা বাধা দিতো তাদের উদ্দেশ্যে বলতো, এমন দলকে কেন সদুপদেশ দিচ্ছো যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংসকারী? "অপর একদল লোক অপরাধীই ছিলো যারা আল্লাহ এর নির্দেশের বিরোধিতা করতো। মৎস্য শিকার করে সেগুলো আহার করেছিলো, বিক্রিও করেছিলো। যখন তারা এ পাপকার্য থেকে বিরত হয়নি তখন বাধা প্রদানকারী দল তাদেরকে বললো, আমরা তোমাদের সাথে বসবাস করবো না।" তারা বস্তিকে ভাগ করে মাঝখানে একটা দেয়াল নির্মাণ করে নিলো। বাধা প্রদানকারীদের তাতে একটা দরজা পৃথক ছিলো, যা দিয়ে তারা আসা-যাওয়া করতো, হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) পাপীদেরকে অভিসম্পাত করলেন। একদিন বাধা প্রদানকারীরা দেখলো যে, পাপীগণের মধ্য থেকে কেউ ঘর থেকে বের হয়নি। তারা মনে করলো যে হয়ত ওরা মদ্যপান করে নেশায় বিভোর হয়ে আছে। সুতরাং তাদেরকে দেখার জন্য দেয়ালের উপর আরোহন করলো। তখন দেখলো ওদের সবাইকে বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা দরজা খুলে ওদের এলাকায় প্রবেশ করলো, তখন সেই বানরেরা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারতো এবং তাদের নিকট এসে তাদের কাপড়ের ঘ্রাণ নিতো। আর এসব লোক ঐ বানরে পরিনত লোকদেরকে চিনতে পারতো না। এসব লোক তাদের উদ্দেশ্যে বললো, "আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিই নি?" ওরা মাথার ইঙ্গিতে বললো, "হ্যাঁ।" অতঃপর ওরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো আর বাধা প্রদানকারীরা নিরাপদে রইলো।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ
قَوْمَا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى
رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

১৬৪: এবং তাদের মধ্য থেকে একদল বলেছিলো, 'কেন সদুপদেশ দিচ্ছো ঐসব লোককে, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংসকারী কিংবা কঠোর শাস্তিদাতা?' তারা বললো, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ওযররূপে (পেশ করার জন্য) (৩১৫) এবং হয়ত তাদের ভয় হবে (৩১৬)।'

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا
الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍۭ بِمَا
كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۱۶۵﴾

১৬৫: অতঃপর যখন তারা ভুলে গেলো যেই উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি উদ্ধার করে নিয়েছি ঐসব লোককে, যারা অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতো এবং যালিমদেরকে মহা শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছি তাদের নির্দেশ অমান্য করার বদলাস্বরূপ।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا
لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿۱۶۶﴾

১৬৬: অতঃপর যখন তারা নিষেধ সূচক হুকুমের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলো, তখন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'হীন বানর হয়ে যাও (৩১৭)।'

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ
الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ
الْعِقَابِ ۚۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۷﴾

১৬৭: এবং যখন তোমার প্রতিপালক নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন যে, অবশ্যই তিনি ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের উপর (৩১৮) এমন সবকে প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগাতে থাকবে (৩১৯)। নিঃসন্দেহে, আপনার প্রতিপালক শীঘ্রই শাস্তি দাতা (৩২০) এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩২১)।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ
الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ؗ
وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৮: এবং তাদেরকে আমি দুনিয়ায় বিভক্ত করে দিয়েছি দলে দলে। তাদের মধ্যে কতেক সৎ-কর্মপরায়ণ (৩২২) এবং কতেক অন্যরূপ (৩২৩)। এবং আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে (৩২৪)।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا
الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا
الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ
يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ

১৬৯: অতঃপর তাদের স্থলে তাদের পরে, সে-ই (৩২৫) অযোগ্য উত্তর-পুরুষ এসেছে, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে (৩২৬), এবং বলে, 'এখন আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে' (৩২৮) এবং যদি অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আরো আসে তবে তারা তাও গ্রহণ করে (৩২৯)।

টীকা-৩১৫: যাতে আমাদের বিরুদ্ধে, অন্যায় কাজে বাধা না দেয়ার অপবাদ থেকে না যায়,

টীকা-৩১৬: এবং তারা সদুপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

টীকা-৩১৭: তারা বানর হয়ে গিয়েছিলো এবং তিন দিন এমনি অবস্থায় আক্রান্ত থাকার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো,

টীকা-৩১৮: অর্থাৎ ইহুদীদের উপর।

টীকা-৩১৯: সুতরাং আল্লাহ্ تَعَالٰی তাদের বিরুদ্ধে বোখত-ই-নাসর, সানজারীব এবং রোমের বাদশাহগণকে প্রেরণ করেছেন, যারা তাদেরকে কঠিন ও অসহনীয় কষ্ট দিয়েছিলো এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তাদের উপর 'যিযয়া' লাঞ্ছনা অবধারিত হয়ে গেলো।

টীকা-৩২০: তাদের জন্য, যারা কুফরের উপর অটল থাকে। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাদের উপর শাস্তি স্থায়ীভাবে থাকবে দুনিয়ায়ও, আখিরাতেও।

টীকা-৩২১: তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ এর আনুগত্য করেছে এবং ঈমান এনেছে।

টীকা-৩২২: যারা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে

টীকা-৩২৩: যারা নির্দেশ অমান্য করেছে এবং যারা কুফর করেছে আর দ্বীনকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করেছে।

টীকা-৩২৪: 'মঙ্গল' মানে- নি'মাত ও আরাম। আর 'অমঙ্গল' মানে দুঃখ ও কষ্ট।

টীকা-৩২৫: যাদের দুটি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৩২৬: অর্থাৎ তাওরীতের, তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে পেয়েছিলো এবং সেটার আদেশ ও নিষেধসমূহ বৈধকরণ ও নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলো। 'তাফসীর-ই-মাদারিক'-এ বর্ণিত হয় যে, তারা ছিলো ঐসব লোক যারা রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর যুগে ছিলো, তাদের অবস্থা ছিলো এই যে-

টীকা-৩২৭: ঘুষ হিসেবে, বিধানাবলীর মধ্যে পরিবর্তন করার এবং আল্লাহ্ এর কালাম (বাণী) কে বিকৃত করার বিনিময়ে, তারা জানতোও যে, এটা 'হারাম', কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও এমন জঘন্য পাপের উপর বারংবার অটল ছিলো।

টীকা-৩২৮: এবং এসব পাপের জন্য আমাদেরকে কোনরূপ জবাবদিহি করতে হবে না

টীকা-৩২৯: এবং ভবিষ্যতেও গুনাহ করতেই থাকেঃ সুদ্দী বলেছেন, "বানী ইস্রাঈলের মধ্যে কোন বিচারক এমন ছিলোনা যে ঘুষ নিতো না। যখন তাকে

বলা হতো, 'তুমি তো ঘুষ নিচ্ছো।' তখন সে বলতো, "এ পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" তাঁরই যুগে তাকে অন্যান্যরা তিরস্কার করতো কিন্তু যখন সে মৃত্যুবরণ করতো কিংবা তাকে অপসারণ করা হতো এবং সেই তিরস্কারকারীগণের কেউ তার স্থলে 'বিচারক' হতো, তখন সেও অনুরূপভাবে ঘুষ গ্রহণ করতো।

টীকা-৩৩০: কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সেটার বরখেলাপ করেছে। তাওরীতের মধ্যে বারবার গুনাহ্ কারীর জন্য ক্ষমার কোন প্রতিশ্রুতি ছিলো না। সুতরাং তাদের গুনাহ করতে থাকা, তাওবা না করা এবং এর উপর একথা বলা, "আমাদেরকে তজ্জন্য জবাবদিহি করতে হবে না"- এসবই আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করারই শামিল।

টীকা-৩৩১: যারা আল্লাহ্ এর শাস্তিকে ভয় করে এবং ঘুষ ও হারাম থেকে নিবৃত্ত থাকে আর তাঁরই নির্দেশ মান্য করে।

টীকা-৩৩২: এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করে সেটার সমস্ত বিধান মেনে চলে এবং সেটার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন কিংবা বিকৃত করা বৈধ মনে করেনা।

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۱﴾ ع وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۷۲﴾

তাদের নিকট থেকে কি কিতাবের মধ্যে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্ এর দিকে সম্পৃক্ত করবেনা, কিন্তু সত্যকে? এবং তারা তা পড়েছে (৩৩০), এবং নিশ্চয় পরকালীন ঘরই শ্রেয় খোদাভীরুদের জন্য (৩৩১)। সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই?

১৭০: এবং ঐসব লোক, যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে (৩৩২) এবং তারা নামায কায়েম রেখেছে, আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।

১৭১: এবং যখন আমি পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছি ওটা ছিলো যেন এক ছায়াদানকারী এবং তারা মনে করেছিলো যে, ওটা তাদের উপর পতিত হবে (৩৩৩), 'গ্রহণ করো দৃঢ়ভাবে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি (৩৩৪) এবং স্মরণ করো যা তাতে রয়েছে, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও।' রুকূ'-২২

১৭২: এবং হে মাহবূব, স্মরণ করুন। যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরগণকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সাক্ষী করেছেন- 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই (৩৩৫)?' সবাই বললো, 'কেন নয়? (নিশ্চয়।) আমরা সাক্ষী হলাম (৩৩৬)।' যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন না বলো- 'আমরা তো সে বিষয়ে অবগত ছিলাম না (৩৩৭)।'

শানে নুযুলঃ এ আয়াত কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ এমন সব সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসরণ করেছে, সেটার মধ্যে বিকৃতি সাধন করেনি এবং সেটার বিষয়বস্তুসমূহ গোপন করেনি। সেই কিতাবের অনুসরণের কারণে, তাঁরা ক্বোরআন পাকের উপরও ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৩৩৩: যখন বানী ইস্রাঈল কঠিন বিধানাবলীর কারণে তাওরীতের বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো তখন হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ্ এর নির্দেশে একটা পাহাড়, যার আয়তন তাদের লস্করের সমান- এক 'ফরসঙ্গ' (তিন মাইল দীর্ঘ) এবং এক 'ফরসঙ্গ' প্রস্থ ছিলো, উঠিয়ে শামিয়ানার ন্যায় তাদের মাথার নিকটস্থ করে ধরেছিলেন। আর তাদেরকে বলা হয়েছিলো, "তাওরীতের বিধানসমূহ গ্রহণ করো। নতুবা এটা তোমাদের উপর ফেলে দেয়া হবে।" পাহাড়কে মাথার উপর দেখে সবাই সাজদায় পতিত হলো। তাও কিন্তু এভাবে যে, তারা চেহারার বাম পার্শ্ব ও বাম চোখের পাতা সাজদায় রাখলো আর ডান চোখে পাহাড়টাকে দেখছিলো- কখনো তাদের উপর পড়ছে কি-না। সুতরাং এখন পর্যন্ত ইহুদীদের সাথে সাজদার এ অবস্থাই রয়েছে।

টীকা-৩৩৪: দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা সহকারে।

টীকা-৩৩৫: হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ تَعَالٰى হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে বের করেছেন এবং তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। ক্বোরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদীস শরীফ উভয়ের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ কথা জানা যায় যে, বংশধরদেরকে বের করা পরম্পরার সাথেই ছিলো যেভাবে দুনিয়ায় একে অপরের থেকে জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ এর রাবূবিয়্যাৎ (প্রতিপালকত্ব) ও একত্বের প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করে ও বিবেক প্রদান করে তাদের থেকে তাঁর প্রতিপালকত্বের সাক্ষ্য তলব করেন।

টীকা-৩৩৬: নিজেদের উপর। আর আমরা তোমার 'রবূবিয়্যাত' একত্বকে স্বীকার করেছি। এ সাক্ষী এ জন্যই বানানো হয়েছে,

টীকা-৩৩৭: "আমাদেরকে কোন প্রকার সতর্ক করা হয়নি।"

টীকা-৩৩৮: যেমনি তাদেরকে দেখেছি তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে অনুরূপই করতে থাকি,

টীকা-৩৩৯: এ ওযর পেশ করার অবকাশ থাকে না যখন তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো, তাদের নিকট রসূল আগমন করেন, তাঁরা সেই অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহ এর একত্বের ওপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টীকা-৩৪০: যাতে বান্দাগণ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সত্য ও ঈমান গ্রহণ করে

টীকা-৩৪১: শির্ক ও কুফর থেকে 'তাওহীদ' ও 'ঈমান' -এর দিকে এবং মু'জিযার ধারক নাবীর বর্ণনা থেকে নিজেদের অঙ্গীকারকে স্মরণ করবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে।

টীকা-৩৪২: অর্থাৎ বাল'আম বাঊর, যার ঘটনা তাফসীরকারকগণ এভাবে বর্ণনা করেন- হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) 'জাব্বারীন' (আধিপত্যবাদী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সিরিয়া ভূমিতে গিয়ে উপনীত হন, তখন 'বাল'আম বাঊর' এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট আসলো এবং তাকে বলতে লাগলো, "হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) অত্যন্ত কড়া মেজাজের। তদুপরি, তার সাথে রয়েছে বিরাট সৈন্যবাহিনী। তারা এখানে এসে পড়েছেন। আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবেন, হত্যা করবেন। আমাদের স্থলে বানী-ইসরাঈলকে এ ভূখন্ডে পুনর্বাসিত করবেন। তোমার নিকট 'ইসমে আ'যম' আছে। তোমার প্রার্থনা কবুল হয়। সুতরাং তুমি বের হও এবং আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করো যাতে আল্লাহ تَعَالٰی তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেন।" বাল'আম বাঊর বললো, "তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও। হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) হলেন আল্লাহ এর নাবী। তার সাথে ফিরিশতা রয়েছেন এবং ঈমানদার লোকেরা আছেন। আমি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করবো? আমি জানি আল্লাহ এর নিকট তাদের কি মহা-মর্যাদা রয়েছে। যদি আমি অনুরূপ করি, তবে আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বারংবার অনুরোধ করতে লাগলো এবং খুব বিনয় ও কান্নাকাটি সহকারে তাদের এ অনুরোধ অব্যাহত রাখলো। তখন বাল'আম বাঊর বললো, "আমি প্রথমে আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা জেনে নিই।" তার নিয়ম ছিলো যে, যখনই কোন বিষয়ে প্রার্থনা করতো তখন তার পূর্বে আল্লাহ এর ইচ্ছা জেনে নিতো এবং স্বপ্নে সেটার জবাব পেয়ে যেতো। সুতরাং এবারও সেই জবাবেই পেয়েছিলো যে, সে যেন হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা না করে।

অতঃপর সে সম্প্রদায়কে বলে দিলো, "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু আমার প্রতিপালক তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।" তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে উপঢৌকন ও নজরানা দিলো, যেগুলো সে গ্রহণ করলো। আর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের অনুরোধ অব্যাহতই রাখলো। অতঃপর বাল'আম বাঊর দ্বিতীয়বার আল্লাহ তাবারকা ওয়া تَعَالٰی এর নিকট অনুমতি চাইলো। এবার কিন্তু কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। তখন সে সম্প্রদায়কে বলে দিলো, "এবার তো কোন জবাবই পেলাম না।" তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগলো, "যদি তা আল্লাহ এর নিকট মঞ্জুর না হতো, তবে প্রথমবারের মতো এবারও তিনি তোমাকে নিষেধ করে দিতেন।" তখন সম্প্রদায়ের অনুরোধের মাত্রা পূর্বের তুলনায় আরও বেশি হলো। এমনকি তারা তাকে এক চরম পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলো।

শেষ পর্যন্ত সে 'বদ-দুআ' করার জন্য পাহাড়ের উপর আরোহন করলো। তখন সে যে বদ দুআ'ই করতো তার মুখের ভাষাকে আল্লাহ تَعَالٰی তার সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে ফিরিয়ে দিতেন আর স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যেই মঙ্গলের প্রার্থনা করতো তা তার সম্প্রদায়ের স্থলে বানী ইসরাঈলের নামে তার মুখে এসে যেতো।

সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "হে বাল'আম। তুমি এ কি করছো? বানী ইসরাঈলের জন্য দুআ', আর আমাদের জন্য করছো বদ দুআ'?" সে বললো, "এটা আমার ইচ্ছার আওতার মধ্যেকার কথা নয়। আমার জিহ্বা আমার আওতাভুক্ত নেই। আমনি তার জিহ্বা বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়লো। তখন সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, "আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেছে।" এ আয়াতে এটারই বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৩৪৩: এবং সেগুলোর অনুসরণ করেনি।

১৭৩: কিংবা একথা না বলো- 'শির্ক তো পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ করেছিলো, আর আমরাতো তাদের পর তাদের বংশধররূপে বেঁচে রয়েছি (৩৩৮), তবে কি তুমি আমাদেরকে সেই কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস করবে, যা বাতিল পন্থীগণ করেছিলো (৩৩৯)?'

اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۷۳﴾

১৭৪: এবং আমি এভাবে নিদর্শন বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করি (৩৪০) এবং এজন্য যে, কখনো তারা ফিরে আসবে (৩৪১)।

وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۷۴﴾

১৭৫: এবং হে মাহবুব। তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাদি দিয়েছি (৩৪২), অতঃপর সে সেগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বের হয়ে গেলো (৩৪৩)। তখন শয়তান তার পেছনে লাগলো আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ الَّذِیْۤ اٰتَیْنٰهُ اٰیٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ ﴿۱۷۵﴾

টীকা-৩৪৪: এবং উন্নত মর্যাদা দান করে আল্লাহ এর সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের স্তরসমূহে পৌঁছিয়ে দিতাম,
টীকা-৩৪৫: এবং দুনিয়ার মায়াজালে আঁটকা পড়েছে
টীকা-৩৪৬: এটা একটা নিকৃষ্ট পশুর সাথে তুলনা করা। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি লোভী ব্যক্তিকে যদি সদুপদেশ দাও, তবে তা কোনো উপকারে আসবেনা, সে লোভের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। যদি উপদেশ না দিয়ে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তবুও সে সেই লোভের মধ্যে আঁটকা পড়ে থাকবে। যেমন জিহ্বা বের করে দেয়া কুকুরের অনিবার্য স্বভাব, অনুরূপভাবে লোভ-লালসাও এদের জন্য অনিবার্য হয়ে গেছে।
টীকা-৩৪৭: অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদের কাফির হওয়া আল্লাহ এর চিরন্তন ইলমের মধ্যে রয়েছে।
টীকা-৩৪৮: অর্থাৎ সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ এর আয়াতসমূহের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। আর এটাই অন্তরের বিশেষ কাজ ছিলো।

১৭৬: এবং আমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনসমূহের কারণে তাকে উঠিয়ে নিতাম (৩৪৪), কিন্তু সে তো যমীনকে স্থায়ীভাবে ধরে রেখেছে, (৩৪৫) এবং স্বীয় কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে, সুতরাং তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়- তুমি তার উপর হামলা করলে সেটা জিহ্বা বের করে দেয় এবং ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে দেয় (৩৪৬)। এ অবস্থা হচ্ছে তাদেরই, যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আপনি উপদেশ শুনান, যাতে তারা চিন্তা করে।
১৭৭: কতোই মন্দ উপমা তাদের, যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং নিজেদেরই আত্মার ক্ষতি করছিলো।
১৭৮: আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যাকে বিপথগামী করেন, তবে তারাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।
১৭৯: এবং নিশ্চয় আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি বহু জিন ও মানবকে (৩৪৭), তারা এমন হৃদয় ধারণ করে, যেগুলোর মধ্যে বোধ-শক্তি নেই (৩৪৮), তাদের এমন চক্ষু রয়েছে, যেগুলো দ্বারা তারা দেখে না (৩৪৯) এবং তাদের এমন কান রয়েছে, যা দ্বারা তারা শুনেনা (৩৫০), তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় (৩৫১) বরং তা অপেক্ষাও অধিক ভ্রান্ত (৩৫২), তারাই আলস্যের মধ্যে পড়ে রয়েছে।
১৮০: এবং আল্লাহ এরই রয়েছে বহু উত্তম নাম (৩৫৩),

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ
اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾
سَآءَ مَثَلَا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۷۷﴾
مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ
يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۷۸﴾
وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ ۖۚ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫
وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ
اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ
كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾
وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

টীকা-৩৪৯: সত্যপথ, হিদায়ত, আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহ এবং আল্লাহ এর একত্ববাদের প্রমাণাদি।
টীকা-৩৫০: সদুপদেশাবলীকে গ্রহণের কানে। আর হৃদয় ও ইন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করা সত্ত্বেও তারা দ্বীনের বিষয়াদিতে সেগুলো দ্বারাও উপকার লাভ করে না। একারণে
টীকা-৩৫১: স্বীয় হৃদয় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর ও খোদা পরিচিতির স্তরসমূহকে অনুধাবন করেনা পানাহার ইত্যাদি পার্থিব কার্যাবলীর ব্যাপারে সমস্ত পশুও স্বীয় ইন্দ্রিয় শক্তিকে কাজে লাগায়। মানুষও যদি শুধু এতটুকু করতে থাকে তবে পশুগুলোর উপর তার আবার প্রাধান্য কিসের?
টীকা-৩৫২: কেননা, চতুষ্পদ পশুও তো আপন ও উপকারের দিকে অগ্রসর হয়, ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং তা থেকে পেছনে সরে যায়। কিন্তু কাফির জাহান্নামের পথে চলে নিজেদের ক্ষতি ও সর্বনাশকেই বেছে নেয়। কাজেই সে পশুর থেকেও নিকৃষ্টতর হলো। মানুষ হচ্ছে 'রূহানী' (আত্মিক), 'শাহ্ওয়ানী' (প্রবৃত্তি সম্পর্কীয়) 'সামাভী' (আসমানী) ও 'আরদী' (পার্থিব)। যখন তার 'রূহ' (আত্মা) 'শাহ্ওয়াত' বা কু-প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হয় তখন সে ফিরিশতাকুল অপেক্ষাও উত্তম হয়ে যায়। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি যখন 'রূহ' এর উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তবে সে চতুষ্পদ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়।
টীকা-৩৫৩: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, আল্লাহ تَعَالٰی এর নিরানব্বই নাম যে ব্যক্তি কণ্ঠস্থ করে রাখে সে জান্নাতী হয়ে যায়। বিজ্ঞ আলিমদের এতে ঐক্যমত রয়েছে যে, আল্লাহ এর নাম সমূহ নিরানব্বইতে সীমাবদ্ধ নয়। হাদীস শরীফের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু এ'যে, এতগুলো নাম স্মরণ করলেও মানুষ জান্নাতী হয়ে যায়।
শানে নুযূল: আবূ জাহ্ল বলেছিলো, "মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দাবী হচ্ছে যে, তিনি এক খোদার ইবাদত করেন। তাহলে 'আল্লাহ' ও 'রহমান' দু'নামে কেন ডাকেন?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর সেই মূর্খ নির্বোধকে বলা হয়েছে যে, উপাস্য (মা'বূদ) তো একজনই, তবে তাঁর বহু নাম রয়েছে।

টীকা-৩৫৪: তাঁর নাম সমূহের ক্ষেত্রে সত্য ও অটলতা থেকে বের হয়ে যাওয়া কয়েক প্রকারের হয়। যথা:-

মাসআলা: এক) তাঁর নামসমূহের কিছুটা বিকৃত করে অন্যান্যদের জন্য ব্যাবহার করা। যেমন, মুশরিকগণ 'ইলাহ' কে বলতো 'লাত' 'আযীয'কে বলতো 'ওয্যা' এবং 'মান্নান' কে 'মানাত'- এ পরিবর্তিত করে তাদের (প্রতিমা)- গুলোর নাম রেখেছিলো। এটা হচ্ছে- নামসমূহের মধ্যে সত্যের সীমালংঘন করা ও অবৈধ।

দুই) আল্লাহ تَعَالٰی এর এর জন্য এমন সব নাম সাব্যস্ত করা, যা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে আসেনি। এটাও বৈধ নয়। যেমন, 'দানশীল' (سخى) অথবা 'সাথী' (رفيق) বলা। কেননা, আল্লাহ تَعَالٰی এর নাম সমূহ ওহীর উপর নির্ভরশীল (توقيفيه)। ★

তিন) সুন্দর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা (আবশ্যক)। সুতরাং শুধু (يَا ضَارُّ) (হে অনিষ্টদাতা) (يَا مَانِعُ) (হে বাধাদানকারী), (يَا خَالِقَ الْقِرَدَةِ) (হে বানর সৃষ্টিকারী) বলা বৈধ নয়, বরং অন্যান্য নাম সমূহের সাথে মিলিয়ে বলা উচিত। যেমন (يَا ضَارُّ . يَا مَانِعُ) (হে অনিষ্টদাতা ও উপকারদাতা) এবং (يَا مُعْطِىْ . يَا خَالِقَ الْخَلْقِ) হে দাতা, হে সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা)।

চার) আল্লাহ تَعَالٰی এর জন্য এমন কোনো নাম নির্ধারণ করা, যার অর্থ বিকৃত ও ভ্রান্ত। এটাও একান্ত অবৈধ, যেমন- 'রাম' ও 'পরম্মা' ইত্যাদি।

فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۰﴾	সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো, এবং এসব লোককে বর্জন করো, যারা তাঁর নামসমূহের মধ্যে সত্যের সীমা থেকে বেরিয়ে যায় (৩৫৪) এবং তারা শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের ফল পাবে।
وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۸۱﴾	১৮১: এবং আমার সৃষ্টদের মধ্যে একদল এমন রয়েছে, যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং সেটার উপর ন্যায় বিচার করে (৩৫৫)।
	রুকূ'-২৩
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۲﴾	১৮২: এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে (৩৫৬) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবো, যেখান থেকে তাদের খবরও হবেনা।
وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿۱۸۳﴾	১৮৩: এবং আমি তাদেরকে সময়-সুযোগ দেবো (৩৫৭), নিশ্চয়, আমার গোপন কৌশল অত্যন্ত পাকা (৩৫৮)।
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۸۴﴾	১৮৪: তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সঙ্গেকার পথ পদর্শকের সাথে উন্মাদনার কোন সম্পর্ক নেই, তিনি তো এক স্পষ্ট সাবধানকারী (৩৫৯)।
اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ	১৮৫: তারা কি লক্ষ্য করেনি আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্বের মধ্যে এবং যে যে বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে (৩৬০)?

পাঁচ) এমন সব নাম ব্যবহার করা যেগুলোর অর্থ বোধগম্য নয়। আর এটাও জানা অসম্ভব যে, সেগুলো আল্লাহ এর মহত্বের জন্যে শোভা পায় কি-না।

টীকা-৩৫৫: এই দলটা হচ্ছে সত্যের অনুসারী বিজ্ঞ আলিম ও দ্বীনের পথপ্রদর্শকদের। এ আয়াত থেকে এ মাসআলাটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক যুগের সত্যের অনুসারীদের 'ঐক্যমত্য' (اجماع) শরীয়াতের দলীল। একথা প্রমাণিত হলো যে, কোন যুগে সত্যের অনুসারী ও দ্বীনের পথপ্রদর্শকদের থেকে শূন্য থাকবে না। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- আমার উম্মাতের একটা দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকবে তাদেরকে কারো শত্রুতা ও বিরোধিতা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেন না।"★★

টীকা-৩৫৬: অর্থাৎ ক্রমশঃ

টীকা-৩৫৭: তাদের সময়সীমা বৃদ্ধি করে,

টীকা-৩৫৮: এবং আমার কঠিন পাকড়াও।

টীকা-৩৫৯: শানে নুযূল: যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ করে রাতের বেলায় প্রতিটি সম্প্রদায়কে আহ্বান করলেন এবং বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী।" আর তিনি তাদেরকে আল্লাহ এর ভয় দেখালেন ও ভবিষ্যতের ভয়ানক ঘটনাবলী উল্লেখ করলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করলো। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলা হয়েছে, "তারা কি চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগায়নি? আর অপরিণামদর্শিতা ও দূরদর্শিতাকে কি তারা একেবারে থাকের উপর তুলে রেখেছে? আর এটা দেখেও যে, নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে এবং দুনিয়া ও এর ভোগ-বিলাস থেকে তিনি বিমুখ হয়ে গেছেন, আখিরাতেরই দিকে মনোনিবেশকারী, আল্লাহ এর প্রতি আহ্বান ও তাঁরই ভয় প্রদর্শনের মধ্যে রাতদিন রত রয়েছেন, এসব লোক তাঁর প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করে বসেছে, এটা তাদের ভুল।"

টীকা-৩৬০: এসবের মধ্যে তাঁরই একত্ব, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে।

★ সুতরাং মনগড়াভাবে আল্লাহ এর নাম নির্ধারণ করা বৈধ নয়।

★★ (তা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত)- এর প্রকৃত অনুসারী দল।

টীকা-৩৬১: এবং তারা কুফরের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় জ্ঞানী লোকের উপর আবশ্যক যেন চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝেসুঝে দলিলাদির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে।

টীকা-৩৬২: অর্থাৎ ক্বুরআনে পাকের পর অন্য কোন কিতাব এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পর অন্য রসূল আগমনকারী নেই, যার জন্য অপেক্ষা করা যাবে। কেননা, তিনি হলেন -'সর্বশেষ নাবী'। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৩৬৩: শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, ইহুদীগণ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলেছিলো, "যদি আপনি নাবী হন, তবে আমাদেরকে বলুন, ক্বিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? কেননা, সেটা সংঘটিত হবার সময় আমাদের জানা আছে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

আর এটার মধ্যেও যে, সম্ভবতঃ তাদের প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে (৩৬১)? সুতরাং এরপর আর কোন কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে (৩৬২)?	وَّاَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۵﴾
১৮৬: আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই এবং তাদেরকে ছেড়ে দেন যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।	مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۸۶﴾
১৮৭: (তারা) আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে (৩৬৩) যে, তা কখন সংঘটিত হবে। আপনি বলুন, 'সেটার জ্ঞান তো আমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। সেটাকে তিনিই সেটার নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন (৩৬৪), তা গুরুতর হয়ে আছে আসমান ও যমীনের মধ্যে, তোমাদের উপর আসবে না, কিন্তু আকস্মিকভাবে।' আপনাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করছে যেন আপনি সেটাকে খুব ভালভাবে অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলুন, 'সেটার জ্ঞান তো আল্লাহ এরই নিকট রয়েছে, কিন্তু অনেক লোক জানে না (৩৬৫)।'	يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔۘ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾
১৮৮: আপনি বলুন, 'আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের মধ্যে খোদ-মুখতার (স্বাধীন) নই (৩৬৬), কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন (৩৬৭) এবং যদি আমি অদৃশ্যকে জেনে নিতাম, তবে এমনই হতো যে, আমি প্রভূত কল্যাণই সংগ্রহ করে নিয়েছি এবং আমাকে কোন অনিষ্টই স্পর্শ করেনি (৩৬৮)।	قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚۛ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚۛ

টীকা-৩৬৪: "ক্বিয়ামতের সময়" বর্ণনা করা রিসালাতের জন্য অপরিহার্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- তোমরা সেটাকে তেমনি সাব্যস্ত করেছো। আর হে ইহুদীগণ! তোমরা যে সেটার সংগঠিত হবার সময় সম্পর্কে অবগত আছো বলে দাবী করছো তাও ভুল। আল্লাহ تَعَالٰى তা গোপন রেখেছেন। আর এর মধ্যে তাঁর রহস্য রয়েছে।

টীকা-৩৬৫: সেটাকে গোপন করার হিকমত সম্পর্কে 'তাফসীর-ই-রুহুল বয়ান' এ বর্ণিত হয়েছে যে, কোন কোন মাশায়েখ এ মত পোষণ করেন যে, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট, আল্লাহ এর অবগত করানোর মাধ্যমে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। এটা আয়াতের 'সীমাবদ্ধকরণ' (حصر) এর বিপরীত নয়।

টীকা-৩৬৬: শানে নুযূল: 'বানী মুস্তালাক্ব' এর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তীব্র হওয়া প্রবাহিত হলো। জীবজন্তু' পলায়ন করলো। তখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) খবর নিলেন যে, মাদীনা তৈয়্যিবায় হযরত রিফা'আর ইনতিকাল হয়েছে। একথাও বলেছিলেন, "দেখো! আমার উষ্ট্রীটা কোথায়?" আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক্ব তার দলীয় লোকদেরকে বলতে লাগলো, "তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কেমন আশ্চর্যজনক অবস্থা যে, মাদীনা তৈয়্যিবায় মৃত্যুবরণকারীর সংবাদ দিচ্ছেন, আর নিজের উষ্ট্রীটা সম্পর্কে তাঁর জানা নেই যে, তা কোথায়?" তার এ মন্তব্যও হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট গোপন থাকেনি। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "মুনাফিক্বরা এমন এমন বলছে। আর আমার উষ্ট্রীটা অমুখ ঘাঁটিতে রয়েছে। সেটার লাগাম একটা গাছের সাথে আটকা পড়েছে।" সুতরাং হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যেমনি বলেছিলেন তেমনি অবস্থায়ই উষ্ট্রীটা পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর-ই-কাবীর)

টীকা-৩৬৭: তিনি প্রকৃত মালিক। যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই দান

টীকা-৩৬৮: এই উক্তিটা আদব ও বিনয় প্রকাশার্থেই। অর্থ এ যে, আমি নিজ থেকেই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি না, যা জানি তা আল্লাহ تَعَالٰى রই অবহিতকরণ এবং তা তাঁরই দান হতে। (খাযিন)

হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু) বলেছেন যে, 'কল্যাণ সঞ্চয় করা' এবং 'অকল্যাণ স্পর্শ না করা' তাঁরই ইখতিয়ারে থাকতে পারে, যিনি নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন। আর নিজস্ব ক্ষমতা তিনি রাখেন, যার জ্ঞানও নিজস্ব হয়। কেননা, যাঁর একটা গুণ 'নিজস্ব' (যাতী), তাঁর সমস্ত গুণ'ই নিজস্ব (যাতী) হবে। সুতরাং এ অর্থ দাঁড়ায় যে, "যদি আমার (হুযূর কারীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জ্ঞান নিজস্ব (যাতী) হতো, তবে আমার ক্ষমতাও নিজস্ব (যাতী) হতো এবং আমি কল্যাণ সঞ্চয় করে নিতাম, কোন অকল্যাণ স্পর্শ করতে দিতাম না।" 'কল্যাণ' মানে আরাম ও সাফল্যাদি এবং শত্রুদের উপর বিজয়। আর 'কল্যাণ' মানে 'সংকট, দুঃখ-কষ্ট এবং শত্রুদের বিজয়ী হওয়া।' এটাও হতে পারে যে, 'কল্যাণ' মানে অবাধ্যদেরকে অনুগত, নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে নির্দেশ পালনকারী এবং কাফিরদেরকে মু'মিন করে ফেলা।' আর 'অকল্যাণ' মানে 'হতভাগা' লোকদের (ঈমানের) দাওয়াত পৌঁছানো সত্ত্বেও বঞ্চিত থাকা।'

সুতরাং মোটকথা এ হলো যে, "যদি আমি লাভ-ক্ষতির নিজস্ব ক্ষমতা (যাতী ইখতিয়ার) রাখতাম, তবে হে মুনাফিক্ব ও কাফিরগণ! তোমাদের সবাইকে মু'মিন করে ফেলতাম এবং তোমাদের কুফরের অবস্থা দেখে আমাকে এত দুঃখিত হতে হতো না।

টীকা-৩৬৯: শুনাই কাফিরদেরকে

টীকা-৩৭০: হযরত ইকরামার অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে সম্বোধন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (ব্যাপক)। আর অর্থ এই যে, 'আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে একই ব্যক্তি থেকে, অর্থাৎ তার পিতা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই স্বজাতি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যখন তারা উভয় সংগত হয়েছে এবং গর্ভ প্রকাশ পেয়েছে, আর উভয়ে সুস্থ সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছে এবং এমন সন্তান লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে, অতঃপর আল্লাহ تَعَالٰى তাদেরকে তেমনি সন্তান দান করলেন, তখন তাদের অবস্থা এই হলো যে, কখনো তারা এ সন্তানকে প্রকৃতির দিকে সম্পৃক্ত করতে থাকে, যেমন নাস্তিকদের (دهريه) অবস্থা, কখনো নক্ষত্ররাজির দিকে যেমন- তারকা পূজারীদের প্রথা, কখনো মূর্তিগুলোর দিকে, যেমন- মূর্তিপূজারীদের নিয়ম-নীতি। আল্লাহ تَعَالٰى ইরশাদ করেন, "তিনি তাদের উক্তসব শির্কের অনেক ঊর্ধ্বে"। (তাফসীর-ই-কাবীর)

টীকা-৩৭১: অর্থাৎ তার পিতার স্বজাতি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন

টীকা-৩৭২: 'পুরুষের ছেয়ে ফেলা'- এর মধ্যে 'স্ত্রী সহবাস করা'র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং 'লঘু গর্ভধারণ' মানে- গর্ভধারণের প্রারম্ভিক অবস্থার বিবরণ।'

টীকা-৩৭৩: কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে কুরাঈশকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা 'কুসাইর বংশধর'। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে একটা মাত্র ব্যক্তি 'কুসাই' থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তার স্ত্রীকে তার স্বজাতি থেকে, আরবী কুরাঈশীনী করেছি, যাতে তার নিকট থেকে শান্তি ও আরাম পায়। অতঃপর যখন তাদেরকে দরখাস্ত মুতাবিক সুস্থ-সন্তান দান করেছেন, তখন তারা আল্লাহ এর সেই দানের মধ্যে অন্যান্যদেরকে অংশীদার স্থির করেছে এবং তার চার পুত্রের নাম রাখলো- 'আবদে মান্নাফ, আবদুল উযযা, আবদে কুসাই এবং আবদুদ দার।

টীকা-৩৭৪: অর্থাৎঃ বোতগুলোকে, যেগুলো কিছুই সৃষ্টি করেননি।

টীকা-৩৭৫: এর মধ্যে মূর্তিগুলোর লাঞ্চনা এবং শিরকের বাতুলতা বর্ণনা ও মুশরিকদের পূর্ণাঙ্গ মূর্খতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই হতে পারেন, যিনি ইবাদতকারীদের উপকার করতে পারেন এবং ক্ষতিও বিপদ-আপদ অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন। মুশরিকগণ যেসব মূর্তির পূজা করে, সেগুলোর অক্ষমতা এমন পর্যায়ের যে, সেগুলো কোন কিছুরই স্রষ্টার নয়। কোন কিছুর স্রষ্টা হওয়া তো দূরের কথা, নিজেরা নিজেদের বেলায়ও অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারে না। সেগুলো নিজেরাই সৃষ্ট, অসৃষ্টিকারীর মুখাপেক্ষী। এর চেয়ে আরও বড় অক্ষমতা হচ্ছে এ যে,

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

আমি তো এ ভয় (৩৬৯) ও খুশীর সুসংবাদদাতা হই তাদেরকেই, যারা ঈমান রাখে।'

রুকূ'-২৪

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে একটা মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন (৩৭০), এবং সেটা থেকেই তার সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন (৩৭১) যেন তার নিকট থেকে শান্তি পায়। অতঃপর যখন পুরুষ তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করেছে (৩৭২) এবং সেটা নিয়েই সে চলাফেরা করেছে। অতঃপর যখন গর্ভ ভারী হয়ে পড়লো, তখন তারা উভয়ে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো, 'অবশ্যই যদি তুমি আমাদেরকে যেমনি চাই তেমনি সন্তান দান করো, তবে আমরা নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ হবো।'

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

১৯০: অতঃপর যখন তিনি 'যেমনই চায় তেমনি সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের মধ্যে তাঁর শরীক দাঁড় করালো। অতঃপর, আল্লাহ বহু ঊর্ধ্বে তাদের শির্ক হতে (৩৭৩)।

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

১৯১: তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করেছে, যা কিছুই সৃষ্টি করেনি (৩৭৪)? এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট,

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

১৯২: এবং তারা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং না নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে (৩৭৫)।

সেগুলো কারো সাহায্য করতে পারেনা। কারো সাহায্য কি করবে? কেউ সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেললে, নিক্ষেপ করলে, যেমন ইচ্ছা তেমনই করলেও সেগুলো নিজেদেরকে তা থেকে রক্ষা করতে পারে না। এমনি বাধ্য অক্ষমের পূজা করা চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামীই।

টীকা-৩৭৬: অর্থাৎ বোতগুলোকে।

১৯৩: এবং যদি তোমরা তাদেরকে (৩৭৬) সৎ পথে আহবান করো তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না (৩৭৭), তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান (৩৭৮)- চাই তাদেরকে আহবান করো অথবা চুপ থাকো।

১৯৪: নিশ্চয় তারা, যাদের তোমরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করছো, তোমাদেরই ন্যায় বান্দা (৩৭৯), সুতরাং তোমরা তাদেরকে আহবান করো, অতঃপর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৫: তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলাফেরা করবে? কিংবা তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরবে? কিংবা তাদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখবে? অথবা কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনবে (৩৮০)? আপনি বলুন, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাকো এবং আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিওনা (৩৮১)।

১৯৬: নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহই, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৩৮২) এবং তিনি সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৩৮৩)।'

১৯৭: এবং যাদের, তিনি ব্যতীত উপাসনা করছো, তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারেনা, এবং না তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে (৩৮৪)।

১৯৮: এবং যদি তোমরা তাদেরকে সৎপথে আহবান করো তবে তারা শ্রবণ করবে না, এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে (৩৮৫) এবং তারা কিছুই দেখে না।

وَاِنۡ تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَى الۡهُدٰى
لَا يَتَّبِعُوۡكُمۡ‌ؕ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ
اَدَعَوۡتُمُوۡهُمۡ اَمۡ اَنۡتُمۡ صَامِتُوۡنَ ﴿۱۹۳﴾
اِنَّ الَّذِيۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ عِبَادٌ
اَمۡثَالُكُمۡ فَادۡعُوۡهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيۡبُوۡا
لَـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۱۹۴﴾
اَلَهُمۡ اَرۡجُلٌ يَّمۡشُوۡنَ بِهَآ‌ۖ اَمۡ لَهُمۡ اَيۡدٍ
يَّبۡطِشُوۡنَ بِهَآ‌ۖ اَمۡ لَهُمۡ اَعۡيُنٌ
يُّبۡصِرُوۡنَ بِهَآ‌ۖ اَمۡ لَهُمۡ اٰذَانٌ يَّسۡمَعُوۡنَ
بِهَا‌ؕ قُلِ ادۡعُوۡا شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ
كِيۡدُوۡنِ فَلَا تُنۡظِرُوۡنِ ﴿۱۹۵﴾
اِنَّ وَلِىِّۦَ اللّٰهُ الَّذِىۡ نَزَّلَ الۡكِتٰبَ‌ۖ وَهُوَ
يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۱۹۶﴾
وَالَّذِيۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ لَا
يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ نَصۡرَكُمۡ وَلَاۤ اَنۡفُسَهُمۡ
يَنۡصُرُوۡنَ ﴿۱۹۷﴾
وَاِنۡ تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَى الۡهُدٰى لَا
يَسۡمَعُوۡا‌ؕ وَتَرٰٮهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَيۡكَ
وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۱۹۸﴾

টীকা-৩৭৭: কেননা, তারা না শুনতে পায়, না বুঝতে পারে।

টীকা-৩৭৮: তা যে কোন অবস্থায় অক্ষম। এমন সবের পূজা করা ও উপাস্য বানানো বড় বিবেকহীনতারই নামান্তর মাত্র।

টীকা-৩৭৯: এবং আল্লাহ تَعَالٰى এর মালিকানাধীন ও সৃষ্টি কোন মতেই উপাসনার উপযোগী নয়। এতদসত্ত্বেও কি তোমরাও তাদেরকে উপাস্য বলছো?

টীকা-৩৮০: এগুলোর কিছুই নেই। এরপরও নিজেদের চেয়ে অধম বস্তুকে পূজা করে কেন অপমানিত হচ্ছো!

টীকা-৩৮১: শানে নুযূল: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন মূর্তিপূজার কঠোর সমালোচনা করলেন এবং মূর্তিগুলোর অক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীনতা বর্ণনা করলেন, তখন মুশরিকগণ তাঁকে ধমক দিলো এবং বললো, "মূর্তিগুলোকে যারা মন্দ বলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়, বরবাদ হয়ে যায়। এসব বোত (মূর্তি) তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।" এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে (আর বলা হয়েছে- হে হাবীব! আপনি বলে দিন) যে, যদি তোমরা মূর্তিগুলোর মধ্যেও কোনো ক্ষমতা আছে বলে মনে করে থাকো, তবে সেগুলোকে ডাকো এবং আমার ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে সেগুলোর নিকট থেকে সাহায্য নাও। আর তোমরাও যে কোন ষড়যন্ত্র করতে পারো তা আমার সম্মুখে করো, বিলম্ব করো না। তোমাদের ও তোমাদের এসব উপাস্যের কিছুতেই আমি পরোয়া করিনা। আর তোমরা সবাই আমার কিছুই ক্ষতি করতে পারবেনা।"

টীকা-৩৮২: এবং আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

টীকা-৩৮৩: এবং তাদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী। তাঁর উপর ভরসাকারীদের জন্য মুশরিক প্রমুখের আশঙ্কা কিসের! এবং তোমরা ও তোমাদের উপাস্যগুলো আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

টীকা-৩৮৪: সুতরাং আমার কি ক্ষতি করতে পারবে?

টীকা-৩৮৫: কেননা, বোতগুলোর আকৃতি সমূহ এমন অবস্থায় করা হতো, যেন কেউ (অপরকে) দেখছে।

টীকা-৩৮৬: কোন কুপ্ররোচনা দিয়ে থাকে,

টীকা-৩৮৭: এবং তারা সেই কু-প্ররোচনাকে দূর করে দেয় এবং আল্লাহ تَعَالٰی এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

টীকা-৩৮৮: অর্থাৎ কাফিরগণ,

টীকা-৩৮৯: মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যখন ক্বুরআন শরীফ পাঠ করা হয় -চাই নামাযে হোক, কিংবা নামাযের বাইরে হোক, তখন তা শ্রবণ করা ও নীরব থাকা 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য)। অধিকাংশ সাহাবা কিরামের এ অভিমত যে, এ আয়াত শরীফ মুক্তাদীদের শ্রবণ করা ও নীরব থাকার প্রসঙ্গেই। অপর এক অভিমত হচ্ছে -এতে মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করা এবং নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য এক অভিমতানুসারে, এতে নামায ও খুতবা- উভয়ের মধ্যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও নীরব থাকা ওয়াজিব প্রমানিত হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়, তিনি কিছু লোককে শুনেছেন যে, তারা নামাযের মধ্যে ইমামের সাথে 'ক্বিরআত' পড়ছেন। অতঃপর তিনি নামায সমাপান্তে বললেন, "এখনও কি সময় আসেনি যে, তোমরা এ আয়াতের অর্থ বুঝবে?" মোট কথা হচ্ছে -এ আয়াত থেকে ইমামের পেছনে 'ক্বিরআত' এর নিষেধই প্রমাণিত হয় এবং অন্য কোন হাদীস এমন নেই, যাকে এটার বিপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। ইমামের পিছনে 'ক্বিরআত' এর সমর্থনে সর্বাপেক্ষা যে হাদীসের উপর নির্ভর করা যায়, তা হচ্ছে (لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (অর্থাৎঃ সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পরিপূর্ণ হয় না।) কিন্তু এ হাদীস শরীফ থেকে তো ইমামের পেছনে 'ক্বিরআত' ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না, বরং শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা ব্যতিরেকে নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং যখন হাদীস-(قِرَاْءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ) (ইমামের ক্বিরআতই মুক্তাদীর ক্বিরআত) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদির ক্বিরআতের শামিল।
কাজেই, যখন ইমাম 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করলেন আর মুক্তাদি চুপ রইলো তখন তার 'ক্বিরআত' পরোক্ষভাবে (حكمی) সম্পন্ন হয়ে গেলো। তার নামায 'ক্বিরআত' ব্যতীরেকেই কোথায় রইলো?
এটাতো পরোক্ষভাবে 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করার শামিল (قراءة حكميه) হলো। সুতরাং ইমামের পিছনে 'ক্বিরআত' আদায় না করলেও ক্বুরআন ও হাদীস উভয়ের উপরই আমল হয়ে যায় এবং 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করলে আয়াতের অনুসরণ বর্জিত হয়। অতএব, আবশ্যক যে, ইমামের পিছনে 'সূরা ফাতিহা' ইত্যাদি কিছুই পড়বেনা।

টীকা-৩৯০: উপরোক্ত আয়াতের পর এ আয়াত শরীফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, ক্বুরআন শরীফ শ্রবণকারীর নীরব থাকা এবং আওয়াজ ছাড়াই অন্তরে 'যিকর করা' অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ এর মহত্ব ও মহিমাকে হাজির করা অপরিহার্য। (যেমন, 'তাফসীরে ইবনে জরীর'- এ বর্ণিত হয়েছে।)

এ থেকে ইমামের পেছনে উচ্চস্বরে কিংবা অনুচ্চস্বরে 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় এবং অন্তরের মধ্যে আল্লাহ تَعَالٰی এর মহত্ব ও মহিমাকে

অনুবাদ	আয়াত
১৯৯: হে মাহবূব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মুর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।	خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾
২০০: এবং হে শ্রোতা যদি শয়তান তোমাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয় (৩৮৬), তবে আল্লাহ এর আশ্রয় চাইবে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।	وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۰۰﴾
২০১: নিশ্চয়ই ঐসব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায় (৩৮৭)।	اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۚ﴿۲۰۱﴾
২০২: এবং ঐসব লোক যারা শয়তানের ভাই (৩৮৮), শয়তান তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় অতঃপর তারা এ বিষয়ে ত্রুটি করে না।	وَ اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾
২০৩: হে মাহবূব! আপনি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন না, তখন তারা বলে, 'আপনি আপানার হৃদয় থেকে কেন একটা গড়ে নেননি?' আপনি বলুন, 'আমি তো সেটারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে 'ওহী' আসে। এটা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চোখ খুলে দেয়া এবং পথ-প্রদর্শন ও দয়া মুসলমানদের জন্য।	وَ اِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰۳﴾
২০৪: এবং যখন ক্বুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর দয়া হয় (৩৮৯)।	وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾
২০৫: এবং আপন প্রতিপালকের আপন অন্তরে স্মরণ করো (৩৯০) সবিনয়ে ও ভয়	وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً

উপস্থিত রাখাই অন্তরের যিকর।

মাসআলা: উচ্চস্বরে ও অনুচ্চস্বরে- উভয় প্রকার যিকরের পক্ষে শরীয়তের সুস্পষ্ট দলিল (نصوص) এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তির যে ধরনের যিকরের প্রতি মনে পূর্ণ স্বাদ ও উৎসাহ এবং পূর্ণ নিষ্ঠা জন্মে, তার জন্য সে ধরনের যিকরই উত্তম। (ফতোয়া-ই-শামী)

টীকা-৩৯১: 'সন্ধ্যা' মানে- 'আসর' ও 'মাগরিব' এর মধ্যবর্তী সময়। এ দু'টি সময়ের মধ্যে যিকর করা উত্তম। কেননা, ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, অনুরূপভাবে, আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ। এ কারণে, এসব সময়ের মধ্যে 'যিকর' করাই 'মুস্তাহাব', যাতে বান্দার সমগ্র সময়টুকুই আল্লাহ এর নৈকট্য ও বন্দেগীতে মশগুল থাকে।

وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِیْنَ ﴿۲۰۵﴾
اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ یُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ یَسْجُدُوْنَ ۩ ﴿۲۰۶﴾

সহকারে এবং মুখ থেকে উঁচু আওয়াজ ছাড়াই বের হবে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় (৩৯১), এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

২০৬: নিশ্চয়ই ঐসব লোক, যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে (৩৯২), তারা অহংকারে তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না, এবং তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর তাকে সাজদা করে (৩৯৩)। ★

সূরা আনফাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা আনফাল মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)	আয়াত-৭৫, রুকূ'-১০

রুকূ'-১

یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَیْنِكُمْ ۪ وَ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱﴾
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَّ عَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۚۖ ﴿۲﴾

১: হে মাহবূব! 'যুদ্ধে পরিত্যক্ত মালামাল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে (২)। আপনি বলুন, 'যুদ্ধে পরিত্যক্ত মালামালের মালিক আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৩), সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর (৪) এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখো আর আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি ঈমান রাখো।'

২: ঈমানদার হচ্ছে তারাই যে, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয় (৫) এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমানে উন্নতি হয় এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (৬)।

টীকা-৩৯২: অর্থাৎ আল্লাহ এর নৈকট্য ধন্য ফিরেশতাগণ,

টীকা-৩৯৩: এ আয়াত শরীফ 'সাজদার আয়াতসমূহ' এরই অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, মানুষ যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করে নেয় তখন শয়তান কান্নাকাটি করে এবং বলে, "হায় আফসোস! আদম সন্তানকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে তো করে জান্নাতী হয়ে গেলো। আর আমাকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো- অতঃপর আমি তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে জাহান্নামী হয়ে গেলাম।"★

টীকা-১: এ সূরা মাদানী, চার আয়াত, যেগুলো মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছে এবং এই আয়াতগুলো اِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِیْنَ থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় পঁচাত্তর খানা আয়াত, এক হাজার পঁচাত্তর খানা পদ এবং পাঁচ হাজার আশিটা বর্ণ আছে।

টীকা-২: শানে নুযূল: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন- এ আয়াত শরীফ আমাদের বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন 'গণীমত' বা 'যুদ্ধে পরিত্যাক্ত মালামালের' ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটার উপক্রম হয়েছিলো তখন আল্লাহ تَعَالٰی মামলাটা আমাদের হাত থেকে বের করে আপন রসূলের হাতে সোপর্দ করলেন। তিনি সেই মালামাল যথাযথভাবে বন্টন করে দিলেন।

টীকা-৩: যেমনি চান বন্টন করেন,

টীকা-৪: এবং পরস্পর মতবিরোধ করোনা

টীকা-৫: তখন তাঁর মহাত্ম ও মহিমার কারণে

টীকা-৬: এবং স্বীয় সমস্ত কার্যাদি তাঁরই হাতে সোপর্দ করে।

টীকা-৭: তাদের কৃতকর্ম অনুসারে। কেননা, মু'মিনদের অবস্থাদি এ গুণাবলীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণে, তাদের মর্যাদাসমূহও পৃথক পৃথক।
টীকা-৮: যা সব সময় সম্মান ও মর্যাদা সহকারে, কোন কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত দান করা হয়।
টীকা-৯: অর্থাৎ মাদীনা তৈয়্যিবাহ থেকে বদরের দিকে,
টীকা-১০: কেননা, তারা দেখছিলো যে, তারা সংখ্যায় কম, হাতিয়ার স্বল্প, শত্রুর সংখ্যাও বেশি আর তারা অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি বড় সামগ্রী-সম্ভার রাখে।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা: সিরিয়া থেকে আবু সুফিয়ানের একটা কাফিলার আগমনের সংবাদ পেয়ে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন সাহাবা-কিরামের সাথে তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য রওনা দিলেন। মক্কা মুকাররমা থেকে আবু জাহ্‌লও কুরাঈশের একটা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে 'কাফিলা'র সাহায্যের জন্য রওনা দিলো।

আবু সুফিয়ান তো রাস্তা বদলে তার কাফিলা নিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী রাস্তায় কেটে পড়লো এবং আবূ জাহলকে তার সঙ্গীরা বললো, "কাফিলা তো বেঁচে গেলো। চলো, আমরাও মক্কা মুকাররমায় ফিরে যাই।" তখন সে তাতে অসম্মতি জানালো। অতঃপর সে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বদরের দিকে অগ্রসর হলো।

বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন সাহাবা-কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন এবং ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ تَعَالٰى আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ تَعَالٰى কাফিরদের দু'টি দল থেকে একটি দলের উপর মুসলমানদেরকে জয়যুক্ত করবেন, চাই 'কাফিলাহ্' হোক অথবা কুরাঈশের সৈন্যদল। সাহাবা কিরাম তাতে ঐক্যমত পোষণ করলেন। কিন্তু কেউ কেউ এ ওযর পেশ করলেন, "আমরাতো প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি এবং না আমাদের সংখ্যা ততো বেশি, না আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সামগ্রী আছে।" এ কথা রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট অপছন্দনীয় হলো। আর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "কাফিলা তো সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে বের হয়ে গেছে, আবূ জাহ্‌ল সামনে আসছে।" এরপর ঐ সব লোক আবারো আরয করলেন, "হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কাফিলার পিছু ধাওয়া করা হোক এবং শত্রুর দলকে ছেড়ে দেয়া হোক।" একথাও হুযূরের পবিত্রতম অন্তরে অতি অপছন্দনীয় হলো। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) দন্ডায়মান হয়ে স্বীয় নিষ্ঠা, আনুগত্য, সন্তুষ্টি-প্রার্থনা এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন। আর অতি জোর দিয়ে দৃঢ়তা সহকারে আরয করলেন যে, তাঁরা যে কোন প্রকারে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মর্জি মুবারকের বিরোধিতা করে অলসতাকারী নন। অতঃপর অন্যান্য সাহাবীগণও আরজ করলেন, "আল্লাহ تَعَالٰى হুযূরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে মুতাবিকই অগ্রসর হোন। আমরা আপনারই সাথে রয়েছি। কখনো পিছু হটবোনা। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আমরা আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমরা আপনার অনুসরণের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছি। আপনার অনুসরণ করতে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "চলো। আল্লাহ এর বারাকাতের উপরই ভরসা করো। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি। শত্রুদের পতনের স্থান আমার চোখের সামনে ভাসছে।" আর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কাফিরদের মৃত্যু ও পতনের স্থান প্রত্যেকের নামসহ বলে দিলেন এবং প্রত্যেকের পতনের স্থানের উপর চিহ্ন এঁকে দিলেন। বস্তুতঃ এ মু'জিযা দেখা গেলো যে, তাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে পতিত হয়েছিলো সেই চিহ্নের উপরই পতিত হয়েছিলো তাতে বিন্দুমাত্র এদিক-সেদিক হয়নি।

৩: এসব লোকই, যারা নামায প্রতিষ্ঠা রাখে এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে।	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣
৪: এরাই প্রকৃত মুসলমান। তাদের জন্য মর্যাদা সমূহ রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট (৭), আর ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানের জীবিকা (৮)।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤
৫: যেভাবে হে মাহবূব! আপনাকে আপনার প্রতিপালক আপনার গৃহ থেকে সত্য সহকারে বের করেছিলেন (৯) এবং নিশ্চয়ই মুসলমানদের একটা দল এর উপর অসন্তুষ্ট ছিলো (১০)।	كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۠ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥
৬: সত্য কথার মধ্যে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতো (১১), এর পরে যে, সত্য প্রকাশিত হয়েছে (১২), তারা যেন চোখ দেখা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে (১৩)।	يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦

টীকা-১১: এবং বলতো, "আমাদের কুরাঈশ বাহিনীর অবস্থায় জানা ছিলোনা, তাহলে আমরা তাদের মুকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে যাত্রা করতাম।"
টীকা-১২: একথা যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যা কিছু করেন, আল্লাহ এরই নির্দেশে করেন। আর তিনি ঘোষণা করে দেন যে, মুসলমানদেরকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করা হবে,
টীকা-১৩: অর্থাৎ কুরাঈশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা তাদের নিকট এতই ভয়ানক মনে হচ্ছিলো।

টীকা-১৪: অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের কাফিলা ও আবূ জাহলের সৈন্যবাহিনী।
টীকা-১৫: অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের কাফিলা,
টীকা-১৬: সত্য দ্বীনকে বিজয় দান করবেন এবং সেটাকে উন্নত ও মর্যাদাবান করবেন
টীকা-১৭: এবং তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করবেন যে, তাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকবেন না,
টীকা-১৮: অর্থাৎ ইসলামকে প্রচার-প্রসার ও স্থায়িত্ব দান করবেন এবং কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন,
টীকা-১৯: শানে নুযূল: মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বদরের দিন হুযূর রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মুশরিকদেরকে অবলোকন করলেন। দেখলেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার। কিন্তু তাঁর সাহাবীগণের সংখ্যা তিনশ দশ অপেক্ষা কিছু বেশি। তখন হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিবলামুখী হলেন এবং আপন মোবারক হাত তুলে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে প্রতিপালক! তুমি আমার সাথে

৭: এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেই দুইদলের (১৪) মধ্যে একটা তোমাদের জন্য, এবং তোমরা এটা চাচ্ছিলে যে, তোমরা সেটাই লাভ করবে যার মধ্যে কন্টকের সংকট নেই (১৫), এবং আল্লাহ এটা চাচ্ছিলেন যে, তিনি স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য করে দেখাবেন (১৬) এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করে দেবেন (১৭),

৮: (এটা এজন্য) যে, তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণ করবেন এবং মিথ্যাকে মিথ্যা (১৮), যদিও অপছন্দ করে অপরাধীরা।

৯: যখন তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে (১৯), তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন (আর বলেছিলেন), আমি তোমাদের সাহায্যকারী হাজার হাজার সারিবদ্ধ ফিরিশতা দ্বারা (২০)।'

১০: এবং এটা তো আল্লাহ করেননি, কিন্তু তোমাদের খুশির জন্য এবং এজন্য যে, তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে, এবং সাহায্য নেই কিন্তু আল্লাহ এর নিকট থেকে (২১), নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ'-২

১১: যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিলেন, তখন তাঁরই পক্ষ থেকে স্বস্তি ছিলো (২২)

وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٧

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝٩

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ

যে ওয়াদা করেছো তা পূরণ করো। হে প্রতিপালক! তুমি আমার সাথে যা ওয়াদা করেছো তা দান করো। হে প্রতিপালক! যদি তুমি মুসলমানদের এ জামা'আতকে ধ্বংস করে দাও, তবে এ পৃথিবীবুকে তোমার ইবাদতই হবে না।" এভাবেই হুযূর দুআ' করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর কাঁধ মুবারক থেকে চাদর শরীফ পড়ে গিয়েছিলো। অতঃপর হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) হাযির হলেন এবং চাদর মুবারক কাঁধ মুবারকে তুলে দিলেন আর আরজ করলেন, "হে আল্লাহ এর নাবী! আপনার এ মুনাজাত আপনার প্রতিপালকের দরবারে যথেষ্ট হয়েছে। তিনি অতিসত্বর তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২০: সুতরাং প্রথমে এক হাজার ফিরিশতা আসলেন, অতঃপর তিন হাজার, অতঃপর পাঁচ হাজার আসলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "মুসলমানগণ সেদিন কাফিরদের পিছু ধাওয়া করছিলেন। আর কাফিরগণ মুসলমানদের আগে আগে পালাচ্ছিলো তখন হঠাৎ করে উপর থেকে চাবুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো এবং অশ্বারোহীর এ বাক্য শুনা যাচ্ছিলো- اَقْدِمْ حَيْزُوْمُ অর্থাৎ 'হে হায়যূম! সামনে অগ্রসর হও।' (হায়যূম হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘোড়ার নাম) এবং দেখা যাচ্ছিলো যে, কাফির মাটিতে পতিত হয়ে মরে গেছে। আর তাদের নাক তলোয়ার দিয়ে ছিন্ন করা হয়েছে। তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলো। সাহাবা কিরাম বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট তাঁদের প্রত্যক্ষ করা ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "এটা হচ্ছে তৃতীয় আসমানের সাহায্য।"
আবূ জাহ্ল হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে বললো, "কোথা থেকে তলোয়ারের আঘাত আসছিলো, আঘাতকারী আমাদের নজরে আসতোনা। তিনি বললেন, "ফিরিশতাদের নিকট (থেকে সেই আঘাত আসতো)।" তখন সে বলতে লাগলো, "তাহলে তারাইতো বিজয়ী হয়েছে, তোমরাতো বিজয়ী হওনি।"
টীকা-২১: সুতরাং বান্দাদের উচিত যেন তাঁরই উপর ভরসা করে এবং স্বীয় জোর শক্তি, অস্ত্র-শস্ত্র ও সামগ্রী এবং দলের উপর অহংকার না করে।
টীকা-২২: হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "তন্দ্রা যদি যুদ্ধের মধ্যে হয়, তবে তা হয় নিরাপত্তা এবং আল্লাহ এরই পক্ষ থেকে, আর যদি

নামাযের মধ্যে হয়, তবে তা হয় শয়তানের নিকট থেকে।" যুদ্ধে 'তন্দ্রা' নিরাপত্তা'র পরিচায়ক হওয়া এ কথা প্রকাশ পায় যে, যার হৃদয়ে প্রাণের ভয় থাকে তার তন্দ্রা ও নিদ্রা আসেনা। সে ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে থাকে। ভীষণ ভয়ের সময় তন্দ্রা আসা নিরাপত্তা লাভ ও ভীতি দূরীভূত হবার প্রমাণ। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "যখন মুসলমানদের অন্তরে শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও মুসলমানদের সংখ্যা কম হবার কারণে প্রাণের ভয় অনুভূত হলো এবং তারা খুব বেশি পিপাসিত হয়ে পড়লেন, তখন তাদের উপর তন্দ্রা ছাইয়ে দেয়া হলো যার মাধ্যমে তাদের অন্তরে শান্তি অর্জিত হলো এবং ক্লান্তি ও পিপাসা দূরীভূত হয়ে গেলো। আর তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি লাভ করলেন। এই তন্দ্রা তাদের জন্য (আল্লাহ্ এর) অনুগ্রহ ছিলো আর একই সাথে সবার উপরই এসেছিলো।" একটা বিরাট দলের মারাত্মক ভীতিময় অবস্থায় এভাবে একই বারে তন্দ্রারত হওয়া অস্বাভাবিকই। এ কারণে, কোন কোন ইমাম বলেছেন, "এ তন্দ্রা অলৌকিক শক্তির (প্রভাবের) অন্তর্ভুক্ত।" (খাযিন)

টীকা-২৩: বদর দিবসে মুসলমানগণ মরুভূমিতে উপনীত হন। তাঁদের ও তাঁদের পশুগুলোর পা বালির মধ্যে আটকে যাচ্ছিলো। আর মুশরিকগণ তাদের পূর্বেই পানির কূপ গুলো দখল করে রেখেছিলো। সাহাবা কিরামের মধ্যে কারো ওযূর এবং কারো গোসলের প্রয়োজন ছিলো আর পিপাসার তীব্রতা ছিলো। তখন শয়তান কুপ্ররোচনা দিলো, "তোমরা ধারণা করছো যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ এর নাবী রয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহ্ এর প্রিয়। আর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মুশরিকগণ বিজয়ী হয়ে পানির উপর পৌঁছে গেছে এবং তোমরা ওযূ ও গোসল ছাড়া নামায আদায় করছো। কাজেই, তোমরা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হবার কিভাবে আশা করছো?" তখন আল্লাহ্ تَعَالٰی বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, যার ফলে গোটা মরুভূমি পানিতে ভেসে গেলো। মুসলমানগণ তা থেকে পানি পান করলেন, গোসল করলেন, অযূ করলেন এবং তাদের পশুগুলোকেও পান করালেন, আর নিজেদের পাত্রগুলো পানি ভর্তি করে রাখলেন। মরুভূমির বালি বসে গেলো এবং ভূমিও এর উপযোগী হলো যে, তাতে পা স্থির থাকতে লাগলো। শয়তানের কুপ্ররোচনাও দূরীভূত হলো। সাহাবা কিরামের হৃদয়-মন খুশিতে ভরে গেলো। সে অনুগ্রহ বিজয় লাভের দলীল হয়েছিলো

টীকা-২৪: তাদেরকে সাহায্য করে এবং তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে,

টীকা-২৫: আবূ দাঊদ মায়ানী, যিনি বদরে হাজির হয়েছিলেন, বললেন, "আমি মুশরিকের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের দিকে অগ্রসর হলাম। তার মাথা আমার তরবারির আঘাত লাগার পূর্বেই কেটে মাটিতে পড়ে গেলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।" হযরত সাহ্ল ইবনে হানাফী বলেন, "বদরের দিন আমাদের মধ্য থেকে কেউ তরবারি দ্বারা ইঙ্গিত করতেই তার তরবারি পৌঁছার পূর্বেই মুশরিকের মাথা দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যেতো।" বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এক মুষ্টি পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তখন কোন কাফির এমন ছিলো না যার চক্ষুদ্বয়ে তা থেকে কিছু না কিছু পড়েনি। বদরের এ ঘটনা দ্বিতীয় হিজরি সনের ১৭ই রমযান মুবারক জুমু'আর দিন ভোরে সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-২৬: যা বদরের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো এবং কাফিরগণ নিহত ও বন্দী হয়েছিলো। এগুলো তো দুনিয়ার শাস্তি।

টীকা-২৭: আখিরাতে।

টীকা-২৮: অর্থাৎ যদিও কাফিরগণ সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে বেশি হয়, তবুও তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করোনা।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿۱۱﴾

এবং আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করলেন, যাতে তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন এবং শয়তানের অপবিত্রতা তোমাদের থেকে দূর করে করে দেন আর তোমাদের হৃদয়সমূহকে দৃঢ় করে দেন ও এটা দ্বারা তোমাদের পা অটল রাখেন (২৩)

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿۱۲﴾

১২: যখন, হে মাহবূব! আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদের নিকট 'ওহী' প্রেরণ করতেন আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা মুসলমানদেরকে অবিচলিত রাখো (২৪), 'অনতিবিলম্বে আমি কাফিরদের হৃদয়সমূহে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো, সুতরাং কাফিরদের গর্দানসমূহের উপর আঘাত করো এবং তাদের এককেটা জোড়ার উপর আঘাত করো (২৫)।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾

১৩: এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছিলো, এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহ্ এর শাস্তি কঠিন।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۴﴾

১৪: এটার আস্বাদ গ্রহণ করো (২৬) এবং সেটার সাথে এটাও রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি (২৭)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿۱۵﴾

১৫: হে ঈমানদারগণ! যখন কাফির বাহিনীর সাথে তোমাদের দ্বন্দ্ব হয়, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না (২৮)।

টীকা-২৯ঃ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি যুদ্ধের মধ্যে কাফিরদের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করেছে, সে আল্লাহ এর শাস্তিতে গ্রেফতার হয়েছে, তার ঠিকানা দোযখে- তবে দু'অবস্থা ব্যতীত। একঃ তো এ'যে, যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করার জন্য কিংবা শত্রুদের সাথে প্রতারণা করার জন্য পিছু হটেছে। সে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ও পলায়নকারী নয়। দুইঃ যে ব্যক্তি আপন দলের সাথে মিলিত হবার জন্য পিছু হটেছে সেও পলায়নকারী নয়।

টীকা-৩০ঃ শানে নুযূলঃ যখন মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন, "আমি অমুককে হত্যা করেছি" অপর একজন বলতেন, "আমি অমুককে হত্যা করেছি।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং ইরশাদ হয়েছে- এ হত্যাকে তোমরা নিজেদের জোর বা শক্তির দিকে সম্পৃক্ত করো না। এটা প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ এরই সাহায্য এবং তাঁরই শক্তি দান ও সমর্থন।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۶﴾

১৬: এবং যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করা কিংবা স্বীয় দলের সাথে একত্রিত হবার লক্ষ্যে ব্যতীত, তবে সে আল্লাহ এর ক্রোধের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করলো এবং তার ঠিকানা হচ্ছে দোযখ, আর তা কতোই নিকৃষ্ট স্থান প্রত্যাবর্তন করার (২৯)।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾

১৭: অতঃপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই (৩০) তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং হে মাহবূব! সেই মাটি, যা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন এবং এজন্য যে, মুসলমানদেরকে তা থেকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮: এ (৩১) তো লও। এবং এর সাথে এও যে, আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎকারী।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯: হে কাফিরগণ! যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে এ মীমাংসা তোমাদের নিকট থেকে এসেছে (৩২) এবং যদি ফিরে আসো (৩৩), তবে তোমাদের জন্য মঙ্গল, এবং যদি তোমরা পুনরায় দুষ্টামি করো তবে আমি পুনরায় শাস্তি দেবো, এবং তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না, সংখ্যায় যতই বেশি হোক না কেন এবং এর সাথে এও যে, আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। রুকূ'-৩

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০: হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো (৩৪) এবং শুনাশুনি করে তা থেকে মুখ ফিরিয়োনা।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১: এবং তাদের মত হয়োনা, যারা বলেছে, 'আমরা শুনেছি', বস্তুত তারা শুনে না (৩৫)।

টীকা-৩১ঃ বিজয় ও সাহায্য

টীকা-৩২ঃ শানে নুযূলঃ এ সম্বোধন মুশরিকদেরকে করা হয়েছে, যারা বদরে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো এবং তাদের মধ্যে আবূ জাহল নিজের এবং হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সম্পর্কে এ দুআ'ই করেছিলো, "হে প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে যে তোমার নিকট ভালো, তারই সাহায্য করো। আর যে মন্দ, তাকে বিপদগ্রস্ত করো।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, মুশরিকগণ মক্কা মুকাররমাহ থেকে বদরের দিকে যাওয়ার সময় কা'বা মুআযযমার পর্দা জড়িয়ে ধরে এ দুআ'ই করেছিলো, "হে প্রতিপালক! যদি মুহাম্মদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তুমি তাঁরই সাহায্য করো। যদি আমরা সত্যের উপর হই তবে আমাদের সাহায্য করো।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (আর ইরশাদ হয়েছে) যে, 'যেই ফয়সালা তোমরা চেয়েছিলে তাই করে দেয়া হয়েছে। আর যেই দল সত্যের উপর ছিলো সেটাকেই বিজয় দান করা হয়েছে। এটা তো তোমাদেরই প্রার্থিত ফায়সালা। এখন আসমানী ফায়সালা থেকেও, যা তাদের প্রার্থিত ছিলো, ইসলামের সত্যতাই প্রমাণিত হলো। আবূ জাহলও এ যুদ্ধে লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে নিহত হয়েছিলো, তার ছিন্ন মস্তক আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সামনে হাযির করা হয়েছিলো।

টীকা-৩৩ঃ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে শত্রুতা হুযূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে,

টীকা-৩৪ঃ কেননা, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ এর আনুগত্য একই জিনিস। যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করেছে, সে আল্লাহ এরই আনুগত্য করেছে।

টীকা-৩৫ঃ কেননা, যে শুনে উপকার গ্রহণ করেনি ও উপদেশ গ্রহণ করেনি তা শ্রবণ করাই নয়। এটা মুনাফিক্ব ও মুশরিকদেরই অবস্থা। মুসলমানদেরকে তা থেকে দূরে থাকারই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

টীকা-৩৬ঃ না তারা সত্য শ্রবণ করছে, না সত্য বলছে, না সত্যকে অনুধাবন করছে। তারা কান, জিহ্বা ও বিবেক থেকে উপকৃত হচ্ছেনা। তারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। কেননা, এসব লোক দেখে ও জেনে বধির ও মূক সেজে বসেছে এবং বিবেকের সাথে শত্রুতা করছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'কুসাই-এর পুত্র আবদুদ দার'- এর বংশধরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলতো যে, "যা কিছু মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিয়ে এসেছেন, আমরা তা থেকে বধির, মূক ও অন্ধ।" এসব লোক উহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। তাদের মধ্য থেকে শুধু দু'জন লোক ঈমান এনেছিলেন- মাস'আব ইবনে উমায়র ও সুয়াইবাত ইবনে হায়মালাহ।

টীকা-৩৭ঃ অর্থাৎ সত্যতা ও আগ্রহ

টীকা-৩৮ঃ বর্তমান অবস্থায় একথা জেনেও যে, তাদের মধ্যে সততা ও আগ্রহ নেই।

টীকা-৩৯ঃ নিজেদের গোঁড়ামী ও সত্যের প্রতি শত্রুতার কারণে।

টীকা-৪০ঃ কেননা, রসূলের আহ্বান করা আল্লাহ এরই আহ্বান করার নামান্তর মাত্র। বুখারী শরীফে হযরত সাঈদ ইবনে মু'আল্লাহ (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, "আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। আমাকে রসূলে আকরাম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আহ্বান করলেন। আমি জবাব দিলাম না। অতঃপর আমি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, "হে আল্লাহ এর রসূল। আমি নামাযরত ছিলাম।" হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ تَعَالٰى কি একথা ইরশাদ করেননি- আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে হাযির হও?"

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২২: নিশ্চয় আল্লাহ এর নিকট সমস্ত জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারাই, যারা বধির, মূক, যাদের বিবেক নেই (৩৬)।

২৩: এবং যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে ভাল কিছু (৩৭) জানতেন তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন এবং যদি (৩৮) শুনিয়ে দিতেন তবুও তারা ফলশ্রুতিতে মুখ ফিরিয়ে পাল্টে যেতো (৩৯)।

২৪: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে হাজির হও (৪০)। যখন রসূল তোমাদেরকে সেই বস্তুর জন্য আহবান করেন, যা তোমাদেরকে জীবনদান করবে (৪১) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ এর নির্দেশ মানুষ ও তার মনের ইচ্ছা সমূহের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায় এবং এ কথাও যে, তোমাদেরকে তাঁর প্রতি উঠতে হবে।

২৫: এবং এমন ফিৎনাকে ভয় করতে থাকো, যা কখনো তোমাদের মধ্যে বিশেষ করে শুধু যালিমদেরকে স্পর্শ করবেনা (৪২) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ এর শাস্তি কঠিন।

অনুরূপভাবে, অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- হযরত উবাই ইবনে কা'আব নামায পড়ছিলেন। হুযূর তাঁকে আহবান করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে সালাম আরয করলেন। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "ডাকে সাড়া প্রদানে তোমাকে কে নিষেধ করেছিলো?" তিনি আরয করলেন, "হুযূর, আমি নামাযের মধ্যে ছিলাম।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "তোমরা কি কুরআন পাকে একথা পাওনি, "আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে হাযির হও?" তিনি আরয করলেন, "নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতে এমনি হবেনা।"

টীকা-৪১ঃ 'সেই বস্তু' দ্বারা হয়ত 'ঈমান' বুঝানো হয়েছে। কেননা, কাফির মৃতই হয়ে থাকে। 'ঈমান' দ্বারা তাদের নতুন জীবন লাভ হয়। হযরত ক্বাতাদাহ বলেন, 'সেই বস্তু' হচ্ছে- 'কুরআন কারীম'। কেননা, তাতে হৃদয়সমূহের জীবন রয়েছে। আর তাতে মুক্তি এবং উভয় জাহানে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা রয়েছে।" মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব বলেন, "উক্ত বস্তু হচ্ছে- 'জিহাদ'। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনার পর সম্মান দান করেন।" কোন কোন তাফসীরকারক বলেনে, "সেই বস্তু হচ্ছে- শাহাদাত"। আল্লাহ এর পথে নিহত হওয়া)। এ কারণে যে, শহীদগণ আল্লাহ এর নিকট জীবিত।"

টীকা-৪২ঃ বরং যদি তোমরা তা থকে ভয় না করো এবং সেটার কারণগুলো অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে পরিহার না করো এবং সেই ফিৎনা অবতীর্ণ হয়, তখন এমন হবে না যে, সেটার মধ্যে শুধু যালিমগণ ও অসৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিগণই লিপ্ত হবে, বরং সেটা সৎ ও অসৎ- সবার নিকটই পৌঁছে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, আল্লাহ تَعَالٰى মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা নিজেরদের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন হতে না দেয়, অর্থাৎ যথাসাধ্য অসৎ কাজে বাধা দেয় ও পাপাচারকারীদেরকে পাপাচারে বাধা প্রদান করে। যদি তারা এমন না করে, তবে শাস্তি তাদের সবাইকে পরিব্যপ্ত করবে- পাপী ও পাপী নয় এমন সবাই তাতে আক্রান্ত হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, আল্লাহ تَعَالٰى বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ডের উপর শাস্তিকে ব্যাপকাকারে প্রদান করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে লোকেরা এমন করবেনা যে, নিষিদ্ধ কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত হতে দেখতে থাকবে এবং তাতে বাধা প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা প্রদান করবেন না, নিষেধও করবেনা। যখন এমন হতে থাকে, তখন আল্লাহ تَعَالٰى শাস্তির মধ্যে 'সাধারণ ও বিশেষ' উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে আক্রান্ত করেন।

আবূ দাঊদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসৎকর্মে তৎপর হয় আর যদি সে সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিরোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে বাধা না দেয়, তবে আল্লাহ تَعَالٰی মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে শাস্তির মধ্যে লিপ্ত করেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সম্প্রদায় অসৎ কাজে বাধাদানের কর্তব্য পরিহার করে এবং মানুষকে অসৎ কাজে বাধা দেয়না, তারা এ কর্তব্য কাজ থেকে বিরত থাকার পরিণাম স্বরূপ শাস্তিতে আক্রান্ত হয়।

টীকা-৪৩ঃ হে মু'মিনগণ। মুহাজিরগণ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে হিজরত করার পূর্বে মক্কা মুকাররামায়

টীকা-৪৪ঃ কুরাঈশ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো আর তোমরা

টীকা-৪৫ঃ মাদীনা তৈয়্যিবাহ্য়

টীকা-৪৬ঃ অর্থাৎ যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মালামাল, যা তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের জন্যই হালাল করা হয়নি,

টীকা-৪৭ঃ ফরযসমূহ ছেড়ে দেয়া আল্লাহ এর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করার শামিল এবং সুন্নাতকে পরিহার করা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করার শামিল।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ আবূ লুবাবাহ হারূন ইবনে আ'বদুল মুনযির আনসারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা এ ছিলো যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইহুদী গোত্র বনূ-কুরায়যা'-কে দু'সপ্তাহেরও অধিকাল যাবৎ অবরোধ করে রাখেন। তারা এ অবরোধের কারণে সংকুচিত হয়ে আসলো এবং তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তখন তাদেরকে তাদের নেতা কা'আব ইবনে আসাদ বললো, "এখন তিনটা পন্থা আছে। হয়ত সেই ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সত্য বলে মেনে নাও এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে নাও। কেননা, আল্লাহ এরই শপথ, তিনি প্রেরিত নাবী ও রসূল। একথা সুস্পষ্ট হয়েছে। এবং তিনি সেই রসূল, যাঁর উল্লেখ তোমাদের কিতাবের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তাঁর উপর ঈমান নিয়ে এসো। এতে তোমাদের জান-মাল, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি সবই নিরাপদে থাকবে।" কিন্তু একথা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মানলোনা। তখন কা'আব দ্বিতীয় পন্থা পেশ করলো এবং বললো, "তোমরা যদি এ কথা না মানো, তবে এসো। আমরা প্রথমে আমাদের স্ত্রী-পুত্র সবাইকে হত্যা করি।

অতঃপর খোলা তরবারিসহ হযরত মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হই। যদি আমরা সেই যুদ্ধে নিহতও হয়ে যাই, তবে আমাদের সাথে স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার পরিজনের দুঃখ তো থাকবেনা।" এর উপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "পরিবার-পরিজন এবং সন্তান ও সন্ততি ছাড়া বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?" তখন কা'আব বললো, 'এটাও যদি না মানো তবে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট সন্ধির জন্য দরখাস্ত করো হয়ত এতে কোন মঙ্গলজনক পন্থা বের হয়ে আসবে।"

সূরাঃ ৮ আনফাল	৩৩১	মানযিল-২	পারাঃ ৯

২৬: এবং স্মরণ করো (৪৩)। যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে রাজ্যে দমিতে অবস্থায় (৪৪), আশঙ্কা করতে- লোকেরা তোমাদেরকে কখনো অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, তখন তিনি তোমাদেরকে (৪৫) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন এবং পবিত্র বস্তুসমূহ তোমাদেরকে জীবিকারূপে প্রদান করেন (৪৬) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

২৭:হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করোনা (৪৭)

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

তারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে সন্ধির জন্য দরখাস্ত করলো, কিন্তু হুযূর তা গ্রহণ করেননি- এটা ব্যতীত যে, তারা তাদের ক্ষেত্রে হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর ফায়সালাকেই মেনে নেবে। তখন তারা বললো, "আমাদের নিকট আবূ লুবাবাহকে প্রেরণ করা হোক।" কেননা, আবূ লুবাবাহ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো এবং আবূ লুবাবাহ এর সম্পদ, তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা সবাই 'বানী কুরায়যাহ' গোত্রের নিকটই ছিলো।

অতঃপর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আবূ লুবাবাহকে প্রেরণ করলেন। 'বনূ কুরায়যাহ' এর লোকেরা তাঁর রায় জানতে চাইলো- "আমরা কি সা'আদ ইবনে মু'আযের ফয়সালা মেনে নেবো?" আবূ লুবাবাহ স্বীয় গর্দানের উপর হাত বুলিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে, এটা তো গলা কাটানোর কথা। আবূ লুবাবাহ বলেছেন, "আমার পদযুগল সেই স্থান থেকে সরানোর পূর্বেই আমার মনে এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি।" এটা ভেবে তিনি হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে তো আসেননি সোজা মসজিদে নাববী শরীফেই চলে গেলেন। আর মসজিদ শরীফের একটা স্তম্ভের সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন এবং আল্লাহ এর শপথ করলেন যে, না কিছু আহার করবেন, না কিছু পান করবেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন অথবা আল্লাহ تَعَالٰی তাঁর তাওবা কবূল করবেন।

অতঃপর যথাসময়ে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে নামাযসমূহের জন্য এবং মানবীয় প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি) মিটানোর জন্য খুলে দিতেন, অতঃপর আবার বেঁধে দিয়ে চলে যেতেন।

হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন এ খবর পেলেন, তখন বললেন, “আবু লুবাবাহ যদি আমার নিকট আসতো তবে আমি তার মাগফিরাতের জন্য দুআ’ করতাম, কিন্তু সে যখন এমনই করলো, তখন আমি তাকে খুলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল না করেন।”
তিনি (হযরত আবূ লুবাবাহ্) দীর্ঘ সাত দিন বন্দী রইলেন। না কিছু আহার করেছেন, না কিছু পান করেছেন। শেষ পর্যন্ত বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।
অতঃপর আল্লাহ্ تَعَالٰی তাঁর তাওবা কবুল করলেন। সাহাবা কিরাম তাঁকে তাওবা কবূল হবার সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ্ এরই শপথ, “আমি আমার বন্ধন খুলবো না যতক্ষন পর্যন্ত রসূলে পাক (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমাকে খুলে না দেন।”
হযরত (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁকে আপন পবিত্রতম বারাকাতময় হাতে খুলে দিলেন। আবু লুবাবাহ্ বললেন, “আমার তাওবা তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন আমি আপন সম্প্রদায়ের সেই জনপথ ছেড়ে দেবো যেখানে আমার দ্বারা এ অপরাধ সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি আমার সমস্ত স্বীয় সম্পদ মালিকানা থেকে বের করে দেবো।” হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, “এক-তৃতীয়াংশ দান করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে।” তাঁরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।
টীকা-৪৮: যা পরকালের কার্যাদির পথে অন্তরায় হয়
টীকা-৪৯: সুতরাং বিবেকবানের উচিত যে, সেটারই প্রার্থী হয়ে থাকবে এবং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির কারণে তা থেকে বঞ্চিত হবেনা।
টীকা-৫০: এভাবে যে, গুনাহ পরিহার করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো,

এবং আপন আমানতসমূহের মধ্যে জেনেশুনে অবিশ্বস্ততা করোনা।	وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾
২৮: এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি সবই ফিতনা (৪৮) এবং আল্লাহ্ এর নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে (৪৯)।	وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِیْمٌ ﴿۲۸﴾
রুকূ’-৪	
২৯: হে ঈমানদারগণ! যদি আল্লাহকে ভয় করো (৫০) তবে তোমাদেরকে তা-ই প্রদান করবেন যা দ্বারা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে নেবে এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, এবং আল্লাহ্ অতিশয় করুণাময়।	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ یُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ﴿۲۹﴾
৩০: হে মাহবুব, স্মরণ করুন! যখন কাফির আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে (৫১)	وَ اِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لِیُثْبِتُوْكَ اَوْ یَقْتُلُوْكَ اَوْ یُخْرِجُوْكَ ؕ

টীকা-৫১: এতে ঐ ঘটনার বিবরণ রয়েছে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বর্ণনা করেন। তা হচ্ছে- কুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ ‘দার-আন-নাদওয়াহ’ (মন্ত্রণা সভা) এর মধ্যে রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য মিলিত হলো। আর অভিশপ্ত ইবলিস এক বৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে আসলো এবং বলতে লাগল, “আমি হলাম ‘নজদের শেখ’। আমি তোমাদের এ সভার সংবাদ পেয়েছি। সুতরাং আমি এসেছি। তোমরা আমার নিকট থেকে কিছুই গোপন করো না। আমি তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে যথাযথ রায় দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা করবো।” তারা তাকেও শামিল করে নিলো।
আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে মতামত প্রদান আরম্ভ হলো। আবুল বুখতারী বললো, “আমার প্রস্তাব যে, মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ধরে এনে একটা ঘরে বন্দী করো এবং শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখো। দরজা বন্ধ করে দাও। শুধু একটা ছিদ্র রাখো। তা দিয়ে কখনো কখনো খাদ্য-পানীয় দেয়া যাবে। আর সেখানেই তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।” এটা শুনে অভিশপ্ত শয়তান, যে শায়খ-ই-নজদী সেজেছিলো, খুবই নাখোশ হয়ে গেলো আর বললো, “এটা খুবই ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব। এ খবর প্রকাশ পাবে এবং তাঁর সাহাবীগণ আসবেন। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।” লোকেরা বললো, “শায়খ-ই-নজদী ঠিক বলছে।”
অতঃপর হিশাম বিন আমর দণ্ডায়মান হলো। সে বললো, “আমার প্রস্তাব হচ্ছে এ যে, তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে উটের উপর আরোহন করিয়ে নিজ শহর থেকে বহিষ্কার করা হোক। অতঃপর তিনি যা কিছু করুন, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।” ইবলীস এ প্রস্তাবটাকেও নাকচ করে দিলো। আর বললো, “যে ব্যক্তি তোমাদেরকে হতভম্ব করে ছেড়েছেন, তোমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে পর্যন্ত তিনি হতবাক করে ফেলেছেন, তাঁকে কি তোমরা অপর লোকজনের নিকট প্রেরণ করছো? তোমরা তাঁর মধুর কথা, তরবারীরূপী অকাট্য বানী ও এর মর্মস্পর্শিতা দেখোনি। যদি তোমরা এমন করো তবে তিনি অপর গোত্রের লোকদের হৃদয় জয় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাবেন।” সভায় উপস্থিত লোকেরা বললো, “শায়খ-ই-নজদীর মতামত ঠিকই।”
অতঃপর আবূ জাহল দাঁড়ালো। আর সে এ প্রস্তাব দিলো যে, “কুরাঈশ বংশের প্রতিটি খান্দান থেকে একজন করে সম্ভ্রান্ত যুবককে নির্বাচিত করা হোক। অতঃপর তাদের হাতে ধারালো তরবারি দেওয়া হোক। তারা সবাই একই বারে হযরতের উপর হামলা করে তাঁকে নিহত করবে। তখন ‘বানী হাশিম’ (হাশেমী

খান্দান) কুরাঈশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে পারবেন না। শেষ ফায়সালা এটাই হবে যে, রক্তপণ (দিয়াৎ) তো দিতে হবে। তখন তা দেয়া যাবে।" অভিশপ্ত ইবলীস এ প্রস্তাবটা গ্রহণ করলো এবং আবু জাহ্লের খুবই প্রশংসা করলো এবং এর উপর সকলের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

(এদিকে) হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাজির হয়ে ঘটনা আরজ করলেন। আর আবেদন করলেন, "হুযূর! আপনি নিজ নিদ্রালয়ে রাত্রে থাকবেন না। আল্লাহ تَعَالٰى অনুমতি দিয়েছেন, মাদীনা তৈয়্যিবার দিকে চলে যাবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন।"

হুযূর হযরত আলী মুর্তাদা (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে রাত্রিবেলায় আপন নিদ্রালয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং ইরশাদ ফরমালেন, "আমার চাদর শরীফ মুড়িয়ে শুয়ে থাকবে। তুমি কোন ক্ষতির সম্মুখিন হবে না।" অতঃপর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন পবিত্র গৃহ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। আর এক মুষ্ঠি মাটি হাত মুবারকে নিলেন এবং আয়াত اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنٰقِهِمْ اَغْلٰلًا পাঠ করে অবরোধকারীদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তা প্রত্যেকেরই চোখে ও মাথায় গিয়ে পড়লো। সবাই অন্ধ হয়ে গেলো এবং হুযূরকে দেখতে পায়নি। অতঃপর হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে সঙ্গে নিয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

হযরত আলী মুর্তাদা (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে মানুষের আমানতের মাল তাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য মক্কা মুকাররমাহয় রেখে গিয়েছিলেন। মুশরিকগণ সারারাত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র গৃহের চতুর্দিকে পাহারা দিতে লাগলো। সকালে যখন হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা করলো তখন দেখতে পেলো, যেখানে হযরত আলী (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ)।

তাঁর নিকট হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো- তিনি কোথায়। তিনি বললেন, "আমি জানিনা।" অতঃপর তারা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে খুঁজতে বের হয়ে পড়লো। খুঁজে যখন গুহা পর্যন্ত পৌঁছলো, দেখলো (গুহার মুখে) মাকড়শার জাল। বলতে লাগলো, "যদি তিনি (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে প্রবেশ করতেন, তাহলে এ জালগুলো অক্ষত থাকতো না।" হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উক্ত গুহায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর মাদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওনা দিলেন।

এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছে, আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন, এবং আল্লাহ এর গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম।।	وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۳۰﴾
৩১: এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, 'হ্যাঁ, আমরা শ্রবণ করেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও অনুরূপ বলে দিতাম। এগুলোতো নয়, কিন্তু পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র (৫২)।'	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَاۤ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۱﴾
৩২: এবং যখন তারা বললো, (৫৩), 'হে আল্লাহ! যদি এ (কুরআন) তোমারই নিকট থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো কিংবা কোন বেদনাদায়ক শাস্তি আমাদের উপর আনয়ন করো।'	وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۲﴾
৩৩: এবং আল্লাহ এর কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবুব! আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন (৫৪)	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ

টীকা-৫২: শানে নুযূল: এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট পবিত্র কুরআন মাজীদ শ্রবণ করে বলেছিলো, "ইচ্ছা করলে আমরাও তেমনি 'কিতাব' বলে ফেলতাম।" আল্লাহ تَعَالٰى তার এ উক্তিটা উদ্ধৃত করেছেন। (আর ইরশাদ করেন) যে, এর মধ্যে তাদের পূর্ণ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, পবিত্র কুরানের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা এবং আরবের নামকরা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদেরকে কুরআন কারীমের ন্যায় একটা সূরা রচনা করার জন্য আহবান জানানো আর তারা সবাই অক্ষম ও অসহায় থাকার পর এ উক্তি করা এবং তেমনি ভিত্তিহীন দাবী চূড়ান্ত পর্যায়ের হীন তৎপরতা বৈ আর কিছুই নয়।

টীকা-৫৩: কাফিরগণ এবং তাদের মধ্যে এ উক্তিকারী ছিলো- হয়ত নাযার ইবনে হারিস অথবা আবূ জাহ্ল। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদসে রয়েছে।

টীকা-৫৪: কেননা, আপনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমাত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ এর রীতি হচ্ছে- যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নাবী বর্তমান থাকেন, ততক্ষন পর্যন্ত তাদের উপর এমন ব্যাপক (সর্বসাধারণের) ধ্বংসের শাস্তি প্রেরণ করেন না, যার কারণে সবাই ধ্বংস হয়ে যায় এবং কেউ বেঁচে থাকেনা। তাফসীরকারকদের একটা দলের অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত শরীফ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি তখনি অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন তিনি মক্কা মুকাররমায় অবস্থানরত ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি হিজরত করলেন এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান সেখানে রয়ে গেলেন, যাঁরা আল্লাহ এর দরবারে 'ইস্তিগফার' বা গুনাহ এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তখন (وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ) অবতীর্ণ হয়, যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ঈমানদার মওজুদ থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি আসবেনা। অতঃপর যখন ঐসব হযরতও মাদীনা তৈয়্যিবায় চলে গেলেন তখন আল্লাহ تَعَالٰى মক্কা বিজয়ের অনুমতি দিলেন। আর ঐ প্রতিশ্রুত শাস্তি এসে গেলো, যার সম্পর্কে এ আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন- وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব বলেছেন- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ-ও কাফিরদেরই

উক্তি, যা তাদের থেকে উদ্ধৃতি স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। মহামহিম আল্লাহ তাদের মূর্খতার কথা উল্লেখ করেছেন যে, তারা এমনই নির্বোধ যে, নিজেরাইতো একথা বলে, "হে প্রতিপালক! যদি এটা তোমারই পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো।" আবার তারা নিজেরাই বলছে যে, হে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি থাকছেন, শাস্তি অবতীর্ণ হবে না। কেননা, কোন উম্মতকে তাদের নাবীর উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয় না। এসব কেমনই স্ব-বিরোধী বক্তব্য।

টীকা-৫৫: এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ এর দরবারে গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকারই মাধ্যম। হাদীছ শরীফ-এ বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ تَعَالٰى আমার উম্মাতের জন্য দু'টি 'নিরাপত্তা' অবতীর্ণ করেন। একটা হচ্ছে আমার তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা, অপরটা হচ্ছে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (استغفار) করা।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দাতা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকছে (৫৫)।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪: এবং তাদের কী বা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না? তারা তো 'মসজিদে হারাম' থেকে নিবৃত্ত করছে (৫৬) এবং তারা সেটার তত্ত্বাবধায়কও নয় (৫৭)। সেটার তত্ত্বাবধায়ক তো খোদাভীরুরাই, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই জ্ঞান নেই।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫: এবং কা'বার নিকট তাদের নামায নাই, কিন্তু শিশ★ ও করতালি দেয়াই (৫৮)। সুতরাং এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো (৫৯) স্বীয় কুফরের বদলাস্বরূপ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬: নিশ্চয় কাফিরগণ নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে (এজন্য) যে, আল্লাহ এর পথ থেকে নিবৃত্ত রাখবে (৬০), সুতরাং এখন তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, অতঃপর তা তাদের উপর অনুতাপের কারণ হবে (৬১) এরপর তাদেরকে পরাভূত করে দেয়া হবে এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ ع

৩৭: এজন্য যে, আল্লাহ অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করে দেবেন (৬২) এবং অপবিত্রগুলোকে নিচে-উপরে রেখে সবই এক স্তূপ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (৬৩)।

রুকূ'-৫

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ

৩৮: আপনি কাফিরদেরকে বলুন, 'যদি তারা বিরত থাকে, তবে যা অতীতে গত হয়েছে তা

টীকা-৫৬: এবং মু'মিনদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করার জন্য আসতে দিতোনা। যেমন হুদায়বিয়ার ঘটনার সালে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর সাহাবীগণকে বাধা দিয়েছিলা।

টীকা-৫৭: এবং কা'বার বিষয়াদিতে ক্ষমতা প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো ইখতিয়ার তাদের ছিলোনা। কেননা, তারা অংশীবাদী।

টীকা-৫৮: অর্থাৎ নামাযের স্থলে শীশ (উলূ) ও করতালি দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, কুরাঈশগণ উলঙ্গবস্থায় কাবাগৃহের তাওয়াফ করতো এবং শীশ (উলূ) দিতো ও করতালি দিতো। এ কাজ হয়ত তারা তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে করতো যে, শীশ (উলূ) এবং করতালি দেওয়াও ইবাদাত। অথবা এ দুষ্ট খেয়ালে করতো যে, তাদের এ হট্টগোলের কারণে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নামাযে অস্বস্তিবোধ করবেন।

টীকা-৫৯: হত্যা ও কারাবন্দীর, বদরের যুদ্ধে

টীকা-৬০: অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ ও রসূলের উপর ঈমান আনার পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

শানে নুযূল: এ আয়াত কাফিরদের মধ্যে ঐ বারজন কুরাঈশ বংশীয়দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কাফিরদের সৈন্য বাহিনীর খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব নিজেদের উপর নিয়েছিলো তাদের মধ্যে প্রত্যেকে সৈন্যবাহিনীর খাবার সরবরাহ করতো। প্রত্যেক দিন দশটা করে উট দিতো।

টীকা-৬১: কারণ, ধন-সম্পদও গেলো এবং সফলকামও হলোনা।

টীকা-৬২: অর্থাৎ কাফিরদের দলকে মুসলমানদের দল থেকে পৃথক করে দেবেন

টীকা-৬৩: ইহকাল ও পরকালে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে পরকালের শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে।

★ মুখের ভিতর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে যে উলু দেয়া হয় তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

وَ اِنۡ یَّعُوۡدُوۡا فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۳۸﴾

তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে (৬৪), এবং যদি আবারো তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের, অনুসৃত প্রথা অতিবাহিত হয়েছে (৬৫)।

وَ قٰتِلُوۡهُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَۃٌ وَّ یَکُوۡنَ الدِّیۡنُ کُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انۡتَهَوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا یَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ ﴿۳۹﴾

৪০:এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফ্যাসাদ (৬৬) অবশিষ্ট না থাকে এবং সমগ্র দ্বীন আল্লাহ এরই হয়ে যায়,★★ এবং যদি তারা বিরত থাকে, তবে আল্লাহ তাদের কাজ দেখছেন।

وَ اِنۡ تَوَلَّوۡا فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ مَوۡلٰىکُمۡ ؕ نِعۡمَ الۡمَوۡلٰی وَ نِعۡمَ النَّصِیۡرُ ﴿۴۰﴾

৪০: এবং যদি তারা মুখ ফিরায় (৬৭) তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক (৬৮), সুতরাং কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী।★★★

টীকা-৬৪ঃ মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, কাফির যখন কুফর থেকে ফিরে আসবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে তার পূর্বেকার কুফর ও গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।★

টীকা-৬৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ تَعَالٰی তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন এবং স্বীয় নাবীগন ও ওলীগণের সাহায্য করেন।

টীকা-৬৬ঃ অর্থাৎ শির্ক

টীকা-৬৭ঃ ঈমান আনা থেকে

টীকা-৬৮ঃ তাঁরই সাহায্যের উপর ভরসা রাখো।★★★

★কিন্তু বান্দার হক মাফ হবে না। যদি মুশরিক কারো কর্জ পরিশোধ না করে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার কর্জ মাফ হবে না। (নুরুল ইরফান)।

★★আল্লাহ تَعَالٰی এর ফরমান- (وَقٰتِلُوۡهُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَۃٌ) (তোমরা 'তাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এ পর্যন্ত যে, কোন ফিৎনা বাকী থাকবে না।) এর কতিপয় তাফসীর বা ব্যাখ্যা হতে পারেঃ

১. (قَاتِلُوۡا) তোমরা জিহাদ করো।) দ্বারা সম্বোধন হয়ত সাহাবা কিরামকে করা হয়েছে এবং (هُمۡ) (তাদের বিরুদ্ধে) দ্বারা আরবের কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। আর (فِتۡنَۃٌ) (ফিৎনা) মানে 'শিরক'। তখন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এই- "হে সাহাবা কিরামের দল। তোমরা আরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ মুবারক ভূ-খন্ডের মধ্যে কুফর ও শির্ক অবশিষ্ট থাকবে না। তা এভাবে যে, কাফিরগণ হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা আরব ভূ-খন্ড ছেড়ে দেবে অথবা তাদেরকে কতল করে ফেলা হবে। এই ভূ-খন্ডে শুধু ইসলামই থাকবে। (وَ یَکُوۡنَ الدِّیۡنُ کُلُّهٗ لِلّٰهِ) এবং এখানে সমগ্র দ্বীন আল্লাহ تَعَالٰی এরই হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইসলাম। কিন্তু যদি কাফিরগণ তোমাদের হামলার পূর্বে কুফর থেকে বিরত হয়ে ইসলামে প্রবেশ করে তবে আল্লাহ تَعَالٰی তাদেরকে বহু সাওয়াব দান করবেন, তাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, কেননা, আল্লাহ تَعَالٰی তাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেখছেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, কুফরের উপর অটল থেকে যায়, তবে তোমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী ও সর্বোত্তম অভিভাবক। সুতরাং তোমাদের জন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।"এ তাফসীরই উৎকৃষ্টতম।

২.অথবা সম্বোধন সাহাবা কিরামকে করা হয়েছে আর (هُمۡ) (কর্ম) দ্বারা সমস্ত কাফির বুঝানো হয়েছে- চাই আরবীয় হোক কিংবা অনারবীয় হোক। আর 'ফিৎনা' মানে শির্ক কিংবা কাফিরদের শক্তি। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়াবে "হে সাহাবা কিরাম। তোমরা সমস্ত কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো যে পর্যন্ত না আরব ভূমি থেকে কুফর ও শির্ক সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায় এবং সমগ্র দ্বীন (ইসলাম) আল্লাহ এর জন্যই হয়ে যায়, আর পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-খন্ডেও কুফর ও শির্কের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, যাতে আল্লাহ এর দ্বীন দমিত না হয়ে যায় এবং কাফিরগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে না পারে।"

৩. (قَاتِلُوۡا) তোমরা জিহাদ করো।) দ্বারা সম্বোধন ঐ সমস্ত শক্তিশালী মুসলমানকে করা হয়েছে, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে এবং (هُمۡ) (তাদের বিরুদ্ধে) দ্বারা 'সমস্ত কাফির' বুঝানো হয়েছে। আর (فِتۡنَۃٌ) মানে 'কাফিরদের ঐ শক্তি' যার কারণে মুসলমান ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইবাদত বন্দেগী সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। আর (حَتّٰی)ও (کَیۡ) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় "হে মুসলমানরা। তোমরা কাফিরদের সাথে জিহাদ করো। তবে মাল ও সম্মান অর্জনের জন্য নয় বরং এ জন্য যে, কুফরের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদেরকে স্বাধীনভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধা দিতে পারবে না, অথবা এ নিয়্যতে তোমরা জিহাদ করো যে, কাফিরগণ ঈমানের দিশা ও ছোঁয়া পাবে। এখন তারা চাই মুসলমান হয়ে যাক, কিংবা না-ই হোক, বরং 'জিযয়া' (কর) দিয়ে তোমাদের প্রজা হয়ে যাক। তখন তোমাদের এই সদুদ্দেশ্য থাকলে তোমরা সাওয়াব পাবে।"

এ তাফসীরের ভিত্তিতে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত শক্তিশালী সাধারণ মুসলমানদের উপর জিহাদের নির্দেশের উদ্দেশ্য এ নয় যে, কাফিরদেরকে জবরদস্তি করে মুসলমান বানিয়ে নেয়া হোক, বরং উদ্দেশ্য এ যে, কুফরের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা হোক, যাতে ইসলামের রাস্তা পরিষ্কার (সুগম) হয়ে যায়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ تَعَالٰی ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- (حَتّٰی یُعۡطُوا الۡجِزۡیَۃَ عَنۡ یَّدٍ وَّهُمۡ صٰغِرُوۡنَ), এর মধ্যেও এ কথাই ইরশাদ করা হয়েছে। কারণ, যখন কাফিরগণ জিযয়া দিতে রাজি হয়ে যায় তখন তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। হুযুর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- (اُمِرۡتُ اَنۡ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰی یَقُوۡلُوۡا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ), এখানেও حَتّٰی- کَیۡ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ দাঁড়াবে- "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন কাফিরদের সাথে জিহাদ করি যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়। অর্থাৎ জিহাদে মাল ও সম্মান অর্জনের জন্য না যাওয়া চাই, বরং তা দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই।

এখন কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকছে না।

জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম খুব চমকিত হওয়া। আর কোন কাফির যেন মুসলমাননের উপর জবরদস্তি করে তাকে সৎকার্যাদি সম্পাদনে বাধা দেয়ার দুঃসাহস দেখাতে না পারে। মোট কথা তরবারি কুরআনের রাস্তা পরিষ্কার করবে আর কুরআন তরবারিকে নিয়ন্ত্রন করবে, যেন তা ভুল পথে চালিত না হয়।

(★★পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

এ আয়াতগুলো থেকে কতিপয় বিষয় সুস্পষ্ট হয়ঃ

(১) ইসলামী আইন মতে, আরব ভূমিতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন থাকতে পারবে না। এটা (حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ) এর প্রথম তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়, যখন 'ফিৎনা' মানে কুফর ও শিরক হয়, আর قٰتِلُوْهُمْ এর মধ্যে (هُمْ) (তাদের বিরুদ্ধে) দ্বারা আরবের কাফিরগণ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়।

(২) আরবের কাফিরদের থেকে 'জিযয়া' (কর) গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাদের জন্য দু'টি রাস্তা মাত্র- কতল অথবা ইসলাম গ্রহণ। এটাও উপরোক্ত ১ম তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়।

(৩) আরব ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য ভূ-খন্ডগুলোতে জিহাদের উদ্দেশ্যে কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করা এবং কুফর ও শির্ককে বিলীন করা নয়, বরং কাফিরদের শক্তিকে দুর্বল করাই উদ্দেশ্য হয়। এ কথা حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ - এর দ্বিতীয় তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়, যখন 'ফিৎনা' মানে হয় 'কুফরের শক্তি' সেখানে কাফিরদের জন্য তিনটা রাস্তা থাকবে ক) ইসলাম, খ) জিযয়া অথবা ৩) কতল। এর তাফসীর হচ্ছে এ আয়াত-

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

৪) জিহাদের মধ্যে গণীমতের মাল অর্জন করা, নিছক রাজ্য জয় করা ও সুনাম অর্জন করা ইত্যাদি কোন কিছুর উদ্দেশ্য যেন না থাকে। শুধু ইসলামের গৌরব ও ক্ষমতাকে উন্নত করারই উদ্দেশ্যে থাকবে। এটা حَتّٰى لَا تَكُوْنَ এর একটা তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়, যখন حَتّٰى - كَیْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এ প্রসঙ্গে দু'টি বিশেষ জরুরী প্রশ্ন ও জবাবঃ

প্রশ্নঃ যদি আরব দ্বীপে কাফিরদের বসবাসের অনুমতি না থাকে, তাহলে তা ধর্মে জবরদস্তি করা হলো। অর্থাৎ কাফিরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হলো। অথচ আল্লাহ تَعَالٰی ইরশাদ ফরমান (لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ) অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে জোর-জবরদস্তি নেই।

জবাবঃ জোর-জবরদস্তি তো তখনই হয়, যখন তাদেরকে শুধু ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে-হয়ত তারা আরব ভূমি থেকে বের হয়ে যাবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে। যেমন অন্যান্য মুসলিম দেশে কাফিরদের জন্য অনুমতি রয়েছে- হয়ত জিযয়া দেবে অথবা মুসলমান হবে।

প্রশ্নঃ কাফিরদের আরব ভূমিতে থাকার অনুমতি না দেয়ার কারণ কি?

জবাবঃ এর বহু হিকমত আছে। এ প্রসঙ্গে 'আসরারুল আহকাম' নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট- কিছু কিছু স্থানকে আল্লাহ تَعَالٰی নিজের বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যেখানে প্রবেশ করার অনেক কঠোর নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন মসজিদ, কা'বা মু'আযযমাহ্ সেখানে অপবিত্র মানুষ অথবা অপবিত্রতাসম্পন্নদের প্রবেশাধিকার নেই। যার মুখে দুর্গন্ধ, কাপড়-চোপড় দুর্গন্ধ, ধূমপান করে, পেঁয়াজ ও রসূন ইত্যাদি খেয়ে নেয়, সে যেতে পারেনা। অনুরূপভাবে, আল্লাহ تَعَالٰی আরব-ভূমিতে ইসলাম প্রচারের জন্য কেন্দ্রস্থল করেছেন। আরবকে আপন দ্বীন ও আপন রসূলের জন্য খাস করে নিয়েছেন। সুতরাং সেখানে কাফিরদের থাকার অনুমতি নেই। উদাহরণস্বরূপ, যে কোন দেশের রাজধানী ইত্যাদিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে বা ভবনে প্রবেশ করার জন্য এমন সব নিয়মকানুন রয়েছে যেগুলো অন্য কোথাও নেই। রামপুর, জুনাগড় ইত্যাদির কোন কোন স্থানে, যখন ইসলামী রাজ্য ছিলো, তখন এককালে শুধু পাগড়ী পরিহিতরাই প্রবেশ করতে পারতো। বিশ্বের কোথাও কোথাও এমন স্থানও রয়েছে যেখানে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই।

জিহাদের ফযীলতঃ

এক মুহূর্তকাল আল্লাহ এর রাস্তায় জিহাদের মধ্যে অবস্থান করা 'লায়লাতুল ক্বদর' এর গোটারাত, তাও 'হাজর-ই-আসওয়াদ' এর নিকটে, ইবাদত করার চাইতেও উত্তম।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সরওয়ারে আ'লম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আমাদের সাথে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ تَعَالٰی অঙ্গীকার করেছেন যে, সে গুলো থেকে কোন একটার উপর আ'মল করলে আল্লাহ تَعَالٰی তাকে বেহেশত দান করবেনঃ

(১) রোগীর খোঁজখবর নেয়া, (২) জানাযার সাথে চলা, (৩) ইমামের খেদমতে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাযির হওয়া, (৪) আল্লাহ এর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যাওয়া এবং (৫) আপন ঘরে অবস্থান করা ও লোকদেরকে বিরক্তি না করা।

১০ম পারা

টীকা-৬৯: চাই কম হোক অথবা বেশী। ‘গণীমত’ হচ্ছে সেই সম্পদ, যা কাফিরদের নিকট হতে যুদ্ধের মধ্যে আধিপত্য ও বিজয় সূত্রে মুসলমানদের অর্জিত হয়। *

মাসআলা: গণীমতের মাল পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, তন্মধ্যে চারভাগ বিজয়ী যোদ্ধাদের। গণীমতের পঞ্চমাংশকে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে একভাগ, যা সর্বমোট মালের ১/২৫ অংশ হয়, আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জন্য, এক ভাগ তাঁর-আত্মীয় স্বজনদের জন্য, বাকী তিন অংশ এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।

মাসআলা: রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর (ওফাতের) পর হুযূর ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অংশও এতিম, মিসকিন ও মুসাফিররা পাবে। আর এ পঞ্চমাংশও সেই তিন ধরনের লোকেদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এটা ইমাম আবু হানিফা (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর অভিমত।

সূরাঃ ৮ আনফাল	৩৩৭	মানযিল-২	পারাঃ ১০

৪১: এবং জেনে রেখো যে, যা কিছু ‘যুদ্ধেপ্রাপ্ত পরিত্যক্ত সম্পদ’ লাভ করো (৬৯), অতঃপর তার এক পঞ্চমাংশ বিশেষ করে, আল্লাহ এর, রসূলের, স্বজনদের, এতিমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদেরই (৭০); যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ এর উপর এবং সেটার উপর, যা আমি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছি, যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলো (৭১); এবং আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন।

৪২: যখন তোমরা উপত্যকার নিকটতম প্রান্তে ছিলে (৭২), আর কাফিররা ছিলো দূরপ্রান্তে, আর কাফিলা (উষ্ট্রারোহী বনিকদল) (৭৩) ছিলো তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে (৭৪); এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে কোন অঙ্গীকার করতে, তবে অবশ্যই যথাসময়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারতে না (৭৫); কিন্তু এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পূরণ করেন যেই কাজ হবার ছিলো (৭৬), যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন প্রমাণের আলোকে ধ্বংস হয় (৭৭) এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন প্রমাণের আলোকে জীবিত থাকে (৭৮); এবং নিশ্চয় আল্লাহ অবশ্যই শুনেন, জানেন।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ
خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی
وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ
اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰی
عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی
الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾
اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
الْقُصْوٰی وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ
لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۬ۙ لِّیَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْۢ بَیِّنَةٍ وَّیَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْۢ بَیِّنَةٍ ؕ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۴۲﴾

টীকা-৭১: ‘এ দিন’ দ্বারা বদর দিবসই বুঝানো হয়েছে। আর ‘উভয় সৈন্যদল’ দ্বারা মুসলিম সৈন্যদল ও কাফির বাহিনী বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এই ঘটনা সতের অথবা উনিশে রমযান ঘটেছিলো। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদের সংখ্যা তিনশ দশ অপেক্ষা বেশি ছিলো। আর মুশরিকগণ এক হাজারের কাছাকাছি ছিলো। আল্লাহ تعالٰی তাদেরকে (মুশরিকগণ) পরাস্ত করেছেন। আর তাদের মধ্য থেকে সত্তর অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক নিহত হয়েছিলো এবং সমান সংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়েছিলো।

টীকা-৭২: যা মাদীনা তৈয়্যিবাহ এর প্রান্তে অবস্থিত,

টীকা-৭৩: কুরাঈশের; যাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান প্রমুখও ছিলো।

টীকা-৭৪: তিন মাইলের দূরত্বে সমুদ্র তীরের দিকে;

টীকা-৭৫: আর যদি তোমরা ও তারা পরস্পর যুদ্ধের কোন সময় নির্ধারিত করতে, অতঃপর তোমাদের নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং তাদের সংখ্যাধিক্যে ও অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা জানতে, তবে তোমরা আতংক ও আশঙ্কার কারণে যুদ্ধের মেয়াদ নির্ধারণ করার মধ্যে মতভেদ করতে।

টীকা-৭৬: অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য ও দ্বীনের সম্মান বর্ধন এবং ইসলামের শত্রুদের ধ্বংসও। একারণে তোমাদেরকে তিনি কোন মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতিরেকেই যুদ্ধের সম্মুখীন করে দিয়েছেন।

টীকা-৭৭: অর্থাৎ প্রকাশ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও শিক্ষা গ্রহণের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নেয়ার পর

টীকা-৭৮: মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব বলেছেন যে, ‘ধ্বংস’ দ্বারা ‘কুফর’ এবং ‘জীবন’ দ্বারা ‘ঈমান’ বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, যে কেউ কাফির হয় তার জন্য উচিত যেন প্রথমে দলীল প্রতিষ্ঠা করে এবং অনুরূপভাবে, যে ঈমান আনে সে যেন নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে ঈমান আনে এবং দলীল ও অকাট্য প্রমান সহকারে জেনে নেয় যে, এটা সত্য দ্বীন। আর অসৎকর্মপরায়ণের ঘটনা তো সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এরপর যে, সে কুফরকে গ্রহণ করেছে, অহংকার করেছে এবং নিজেকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

★ অথবা এভাবে বলা যায়, মুসলমানদের সাথে ও মুসলমানদের ধর্মীয় যুদ্ধের সময় পরাজিত কিংবা পলায়নকারী অমুসলিমের পরিত্যক্ত মালামালকেই ‘গনিমতের মাল’ বলা হয়।

টীকা-৭৯: এটা আল্লাহ তাআ'লা এর নি'মাত ছিলো যে, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে কাফিরদের সংখ্যা স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন আর তিনি সেই স্বপ্ন সাহাবীদেরকে বলেছিলেন। এর ফলে তাঁদের সাহস বৃদ্ধি পেয়েছিলো এবং নিজেদের দুর্বলতার কোন আশংকা বাকী থাকেনি। তাঁদের অন্তরে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস সৃষ্টি হয়েছিলো আর তাঁদের হৃদয়-মন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

নাবীর স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। তাঁকে (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কাফিরদের দেখানো হয়েছিলো এবং এমন সব কাফিরকেও, যারা দুনিয়া থেকে বে-ঈমান হয়ে পরকালের দিকে পাড়ি জমাবে। আর কুফরের উপরই তাদের মৃত্যু হবে। তাদের সংখ্যা স্বল্পই ছিলো। কেননা, যেই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলো, যাদের জীবদ্দশায়ই ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিলো। আর 'স্বপ্নে স্বল্পতা'র ব্যাখ্যা 'দুর্বলতা' দ্বারাই দেয়া হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করে কাফিরদের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন;

টীকা-৮০: এবং অটলতা ও পলায়ন করার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে।

টীকা-৮১: তোমাদের সাহস হারা হওয়া,

টীকা-৮২: হে মুসলমানগণ।

টীকা-৮৩: হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "তারা আমাদের দৃষ্টিতে এতই স্বল্প দেখাচ্ছিলো যে, আমি আমার পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম, "তোমার ধারণায় কি কাফিরদের সংখ্যা সত্তরজন হবে?" সে বললো, আমার ধারণায় একশ হবে। অথচ তারা ছিলো সংখ্যায় এক হাজার।

টীকা-৮৪: এমন কি আবূ জাহ্ল বলেছিলো, "তাদেরকে রশিতেই বন্দী করে নাও।" সে যেন মুসলিম বাহিনীকে এতই স্বল্প দেখছিলো যে, তাঁদের বিরুদ্ধে হামলা কিংবা যুদ্ধ করার উপযোগীও মনে করছিলো না। আর মুশরিকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা এতো স্বল্প করে দেখানোর মধ্যে হিকমত ছিলো যে, মুশরিকগণ যুদ্ধ করার জন্য অটল হয়ে থাকবে, পলায়ন করবে না। এমনি দৃশ্য ছিলো যুদ্ধের প্রাথমিক সময়ে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর তারা মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী দেখতে লাগলো।

টীকা-৮৫: অর্থাৎ ইসলামের বিজয়, শির্কের মূলোৎপাটন মুশরিকদের লাঞ্ছনা এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর এ মু'জিযাকে প্রকাশ করা যে, তিনি যাই বলেছিলেন তাই ঘটেছে- ক্ষুদ্র দল বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে।

৪৩: যখন হে মাহবুব! আল্লাহ আপনাকে আপনার স্বপ্নে কাফিরদের সংখ্যা স্বল্প দেখাচ্ছিলেন (৭৯) এবং হে মুসলমানগণ! যদি তিনি তোমাদেরকে তাদেরকে সংখ্যার অধিক করে দেখাতেন, তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ-বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে (৮০); কিন্তু আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন (৮১)। নিশ্চয়, তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন। **৪৪:** এবং যখন যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে কাফিরদের সংখ্যা স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন (৮৩) এবং তোমাদের সংখ্যাও তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন (৮৪), যাতে তিনি সম্পন্ন করেন যে কাজ সম্পন্ন হবার ছিলো (৮৫) এবং আল্লাহ এর দিকেই সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন। **রুকূ'-৬** **৪৫:** হে ঈমানদারগণ! যখন কোন সৈন্যদলের সাথে মুকাবিলা হয় তখন অবিচলিত থাকো এবং আল্লাহ এর স্মরণ অধিক পরিমাণে করো (৮৬), যাতে তোমরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারো। **৪৬:** এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করোনা। করলে পুনরায় সাহস হারাবে এবং তোমাদের সঞ্চিত বায়ু বিলুপ্ত হতে থাকবে (৮৭) এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিঃসন্দেহে,	اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۴۳﴾ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۴۴﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۴۵﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ

টীকা-৮৬: তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার প্রার্থনা করতে থাকো,

মাসআলা: এ থেকে বুঝা গেলো যে, মানুষের সর্বাবস্থায়ই উচিত যেন সে নিজের হৃদয় মন জিহ্বাকে আল্লাহ এরই স্মরণে রত রাখে এবং কোন দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁর স্মরণ থেকে গাফিল না হয়।

টীকা-৮৭: এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ, দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও পদ মর্যাদাহীনতারই কারণ হয়। এ কথাও বুঝা গেলো যে, পরস্পর বিবাদ থেকে মুক্ত থাকার উপায় হচ্ছে- খোদা ও রসূলের আনুগত্য করা এবং দ্বীনের অনুসরণ করা।

টীকা-৮৮: তাদের সাহায্যকারী।
টীকা-৮৯: শানে নুযূল: এ আয়াত কুরাঈশের কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা বদর প্রান্তরে অতি দম্ভভরে ও অহংকারী বেশে এসেছিলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দুআ' করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এ কুরাঈশগণ এসে পড়েছে। অহংকার ও দম্ভে মাতাল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তোমার রসূলকে অস্বীকার করে। হে আমার প্রতিপালক! এখন ঐ সাহায্য প্রদান করা হোক, যার তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।"
হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন যে, যখন আবূ সুফিয়ান দেখলেন যে, এখন 'কাফিলা' (বনিকদল) এর কোন ভয় রইলোনা, তখন তিনি কুরাঈশের সৈন্যদলের নিকট খবর পাঠালেন, "তোমরা কাফিলার সাহায্যার্থে এসেছিলে। এখন সেটার জন্য কোন আশংকা নেই। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও।" এর জবাবে আবূ জাহ্ল বললো, 'আল্লাহ্ এরই শপথ! আমরা ফিরে যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বদর প্রান্তরে অবতরণ করবো। তিন দিন অবস্থান করবো। উট যবেহ করবো। প্রচুর খাবার তৈরী করবো, মদ্যপান করবো, দাসীদের গান-বাদ্য উপভোগ করবো। গোটা আরবদেশে আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চিরদিনেরর জন্য স্থায়ী হয়ে যাবে।"
কিন্তু আল্লাহ এর নিকট অন্য কিছু মঞ্জুর ছিলো। তারা যখন বদরে পৌঁছলো, তখন তাদেরকে মদের পেয়ালার পরিবর্তে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হলো। দাসীদের গান-বাদ্যের পরিবর্তে আর্তনাদকারীণীরাই আর্তনাদ করলো।
আল্লাহ্ তাআ'লা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং একথা বুঝে নেয় যে, গর্ব, লোক দেখানো এবং দম্ভ-অহংকারের পরিণতি মন্দই হয়ে থাকে। বান্দাদের নিষ্ঠা এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য করাই উচিত।

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮৮)।	اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿۴۶﴾
৪৭: এবং তাদেরই ন্যায় হবে না, যারা স্বীয় গৃহ হতে বের হয়েছিলো দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ এর পথ থেকে নিবৃত্ত করতে (৮৯); এবং তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহ এর নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।	وَلَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ خَرَجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ بَطَرًا وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ ﴿۴۷﴾
৪৮: এবং যখন শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে শোভন করেছিলো (৯০) আর বলেছিলো, 'আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হবার মত নেই এবং তোমরা আমার আশ্রয়ে রয়েছো।' অতঃপর যখন উভয় সৈন্য বাহিন্য পরস্পরের সম্মুখীন হলো, তখন সে উল্টোপদে পালিয়ে গেলো। আর বললো, 'আমি তোমাদের থেকে পৃথক হই (৯১)। আমি তা-ই দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখছোনা (৯২)। আমি আল্লাহকে ভয় করি (৯৩); এবং আল্লাহ এর শাস্তি খুবই কঠিন।'	وَاِذۡ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيۡطٰنُ اَعۡمَالَهُمۡ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الۡيَوۡمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىۡ جَارٌ لَّكُمۡ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الۡفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيۡهِ وَقَالَ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّنۡكُمۡ اِنِّىۡۤ اَرٰى مَا لَا تَرَوۡنَ اِنِّىۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۴۸﴾

টীকা-৯০: এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে শত্রুতা ও মুসলমানদের বিরোধিতা করার মধ্যে যা কিছু তারা করেছিলো সেজন্য তাদের খুব প্রশংসা করেছে এবং তাদেরকে গর্হিত কার্যাদির উপর অটল থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। আর যখন কুরাঈশগণ বদরে যাবার জন্য ঐক্যমত্যে পৌঁছলো, তখন তাদের স্মরণ হলো যে, তাদের ও বানূ বাকর গোত্রের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে। এ সম্ভাবনা ছিলো যে, তারা এটা ধারণা করে ফিরে যাবার ইচ্ছা করে বসবে। এটা শয়তানের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলো না। এ কারণে, সে এ প্রতারণা করলো যে, সুরাক্বাহ ইবনে মালিক ইবনে জা'শম, বানূ কিনানার সরদারের আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে উপস্থিত হলো। আর একটা সৈন্যদল ও একটা ঝান্ডা হাতে নিয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, "আমি তোমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না।"
যখন মুসলমান ও কাফিরদের উভয় সৈন্যদল কাতারবন্দী হয়ে পরস্পর সম্মুখীন হলো এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলো। আর হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) অভিশপ্ত ইবলীসের দিকে অগ্রসর হলেন, যে সুরাক্বাহ্র আকৃতিতে হারিস ইবনে হিশামের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার দল সহকারে পলায়ন করলো। হারিস চিৎকার করতে লাগলো, 'সুরাক্বাহ, তুমি তো আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলে। কোথায় যাচ্ছো?" সে বলতে লাগলো, "আমি দেখছি যা তোমরা দেখছোনা।" এ আয়াতে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে।
টীকা-৯১: "এবং নিরাপত্তার যেই দায়িত্বভার নিয়েছিলাম তা আমি প্রত্যাহার করছি।" এর জবাবে, হারিস ইবনে হিশাম বললো, "আমরা তোমারই উপর ভরসা করে এসেছিলাম। তুমি কি এমতাবস্থায় আমাদেরকে অপমানিত করবে?" সে বলতে লাগলো-
টীকা-৯২: অর্থাৎ ফিরিশতার সৈন্যবাহিনী।
টীকা-৯৩: কখনো তিনি আমাকে ধ্বংস করে দেন কি-না!
যখন কাফিরগণ পরাস্ত হলো এবং পরাজিত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় ফিরে এলো, তখন তারা একথা ছড়িয়ে দিলো যে, আমাদের এ পরাজয়ের জন্য

সুরাইক্বাহ্ই দায়ী। সুরাক্বাহ্ যখন এ সংবাদ পেলো, তখন সে হতভম্ব হলো এবং বললো, "(তারা) এসব কী বলছে। না, আমি তাদের আগমন সম্পর্কে কিছু জানি, না ফিরে যাওয়া সম্পর্কে কিছু অবহিত আছি। তারা পরাজিত হয়েছে; তখনই আমি শুনলাম।" তখন কুরাঈশগণ বললো, "তুমি অমুক অমুক দিন আমাদের নিকট এসেছিলে।" সে শপথ করে বললো যে, এটা ভুল। তখন তারা বুঝতে পারলো যে, সে শয়তান ছিলো।

টীকা-৯৪: মাদীনার

টীকা-৯৫: এরা মক্কা মুকাররমার কিছু লোক ছিলো, যারা ইসলামের কালিমাতো পড়েছিলো, কিন্তু তখনো তাদের অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় বিরাজ করছিলো। যখন কুরাঈশের কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হলো, তখন এরাও তাদের সাথে বদরের প্রান্তরে পৌঁছলো। সেখানে গিয়ে মুসলমানদেরকে সংখ্যায় স্বল্প দেখলো। ফলে, তাদের অন্তরে সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেলো এবং ধর্মত্যাগী (মুরতাদ্দ) হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো-

রুকূ'-৭

إِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯ঃ যখন বলেছিলো মুনাফিক্বগণ (৯৪) এবং ঐসব লোক, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে (৯৫) এসব মুসলমানকে তাদের দ্বীন প্রতারিত করেছে (৯৬)।' এবং যে আল্লাহ এর উপর নির্ভর করে (৯৭), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ (৯৮) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ تَرٰىٓ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾

৫০ঃ এবং কখনো তুমি যদি দেখতে পেতে যখন ফিরিশতাগণ কাফিরদের প্রাণ হনন করছে, আঘাত করছে তাদের মুখমন্ডলের উপর এবং তাদের পৃষ্ঠের উপর (৯৯); 'এবং স্বাদ গ্রহণ করো আগুনের শাস্তির।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

৫১ঃ এটা (১০০) হচ্ছে বদলা সেটারই, যা তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছিলো এবং আল্লাহ বান্দাদের উপর যুলুম করেন না (১০২)।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫২ঃ যেমন ফিরআ'উনের অনুসারী ও তাদের পূর্ববর্তীদের (১০৩), তারা আল্লাহ এর নির্দেশগুলোকে অস্বীকার করেছে'; অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, কঠিন শাস্তিদাতা।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾

৫৩ঃ এটা এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায় থেকে, যেই অনুগ্রহ তাদেরকে প্রদান করেছেন তা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা বদলে না যায় এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

টীকা-৯৬: যে, নিজেদের এমন স্বল্প সংখ্যা সত্ত্বেও এমন এক বিরাট সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

টীকা-৯৭: এবং নিজের কাজ তাঁরই প্রতি সোপর্দ করে দেয় এবং তাঁর অনুগ্রহ ও ইহসানের উপর চিত্ত-প্রশান্ত থাকে।

টীকা-৯৮: তাঁর রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী,

টীকা-৯৯: লোহার হাতুড়ী, যা আগুনে জ্বালিয়ে লাল করা হয়েছে এবং সেটার যেই আঘাতই লাগে, তাতে আগুন ঝরে ও জ্বলন সৃষ্টি হয়। তা দ্বারা আঘাত করে ফিরিশতাগণ কাফিরদের বলেন-

টীকা-১০০: মুসিবতসমূহ ও শাস্তি

টীকা-১০১: অর্থাৎ যা তোমরা অর্জন করেছো- কুফর ও নির্দেশ অমান্য করা

টীকা-১০২: কাউকেও বিনা দোষে শাস্তি দেন না এবং কাফিরকে শাস্তি দেয়া ন্যায়-বিচারই।

টীকা-১০৩: অর্থাৎ এসব কাফিরদের অভ্যাস কুফর ও অবাধ্যতার মধ্যে, ফিরআ'উনী ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই। সুতরাং যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো, এদেরকেও বদরের দিন হত্যা ও গ্রেফতারের শাস্তিতে আক্রান্ত করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, যেভাবে ফিরআ'উনের অনুসারীগণ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবুয়্যাতকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে তাঁকে অস্বীকার করেছিলো, এ-ই অবস্থা এসব লোকেরও যে, তারা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর রিসালাতকেও জেনে-চিনে অস্বীকার করে।

টীকা-১০৪: এবং তদপেক্ষা অধিক খারাপ অবস্থার শিকার না হয়। যেমন আল্লাহ তাআ'লা মক্কার কাফিরদেরকে জীবিকা দান করে ক্ষুধার কষ্ট দুরীভূত করেছিলেন, নিরাপত্তা প্রদান করে ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে স্বীয় হাবীব (বন্ধু) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নাবী করে প্রেরণ করেছেন। তারা এসব নি'মাতের উপর কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করেনি; বরং এতদস্থলে, এ অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিলো যে, তারা নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অস্বীকার করেছিলো, তাঁর রক্তপাতের জন্য উদ্ধত হয়েছিলো এবং মানুষকে সত্য পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলো।

সুদ্দী বলেছেন যে, আল্লাহ এর নি'মাত অনুগ্রহ হচ্ছে নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-১০৫: অনুরূপই এসব কুরাঈশ বংশীয় কাফির, যাদেরকে বদরে ধ্বংস করা হয়েছিলো।

টীকা-১০৬: শানে নুযূল: (اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ) (নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব) এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ বনী কুরায়যার ইহুদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের সাথে রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চুক্তি ছিলো যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, না তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য করবে। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং মক্কার মুশরিকগণ যখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো তখন তারা হাতিয়ার দিয়ে সাহায্য করেছে। অতঃপর হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, "আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের ত্রুটি হয়েছে।" অতঃপর, পুনরায় অঙ্গীকার করলো এবং তাও ভঙ্গ করলো। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে নিকৃষ্ট জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

টীকা-১০৭: আল্লাহকে, না চুক্তি ভঙ্গ করার মারাত্মক পরিণতিকে; না তাতে লজ্জাবোধ করে। অথচ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট লজ্জাজনক অপরাধ। আর চুক্তি ভঙ্গকারী সবার নিকট অনির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। তাদের লজ্জাহীনতা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, তখন নিঃসন্দেহে তারা জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর।

টীকা-১০৮: এবং তাদের সাহস ভেঙ্গে দাও ও তাদের দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দাও,

টীকা-১০৯: এবং তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে

টীকা-১১০: এবং এমন চিহ্ন ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে, তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এবং চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেনা।

টীকা-১১১: অর্থাৎ তাদেরকে সেই চুক্তির বিরোধিতা করার পূর্বে অবহিত করে দাও যে, "তোমাদের চুক্তি ভঙ্গের আভাস পাওয়া গেছে;" সুতরাং সেই চুক্তির আর কোন নির্ভরযোগ্যতা রইলো না, সেটা পালনও করা হবে না।

টীকা-১১০: বদরের যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে হত্যা ও গ্রেফতার থেকে বেঁচে গেছে এবং মুসলমানদের-

টীকা-১১৩: নিজেদের গ্রেফতারকারীদেরকে। এরপর মুসলমাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে-

টীকা-১১৪: চাই তা হাতিয়ার হোক, বা কিংবা কিল্লা হোক, অথাব তিরান্দাজি হোক। মুসলীম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে 'শক্তি' এর অর্থ 'রামী' এবং 'তীর নিক্ষেপের কৌশল' বলেছেন।

অনুবাদ	আয়াত
৫৪: যেমন ফিরআ'উনের অনুসারী ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাস,তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন গুলোকে অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করেছি এবং ফিরআ'উনের অনুসারীদেরকে নিমজ্জিত করেছি (১০৫) এবং তারা সকলেই যালিম ছিলো।	كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾
৫৫: নিশ্চয় সমস্ত জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহ এর নিকট তারাই, যারা কুফর করেছে এবং ঈমান আনে না।	اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾
৫৬: ঐসব লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছিলেন, অতঃপর প্রত্যেকবার (তারা) তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে (১০৬) এবং ভয় করেনা (১০৭)।	اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۶﴾
৫৭: সুতরাং যদি তোমরা তাদেরকে কোন যুদ্ধের মধ্যে পাও, তবে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করো, যা দ্বারা তাদের পশ্চাতে যারা আছে, তাদেরকে বিতাড়িত করো (১০৮), এ আশায় যে, হয়ত তাদের শিক্ষা হবে (১০৯)	فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾
৫৮: এবং যদি আপনি কোন সম্প্রদায় থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা করেন (১১০) তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করুন সমানভাবে (১১১)। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস ভঙ্গকারীগণ আল্লাহ এর পছন্দনীয় নয়।	وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۸﴾

রুকূ'-৮

অনুবাদ	আয়াত
৫৯: এবং কখনো কাফিরগণ যেন এ অহংকারের মধ্যে না থাকে যে, তারা (১১২) হাতের নাগাল থেকে বের হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে তারা হতবল করছে না (১২৩)।	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾
৬০: তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখো যে শক্তি তোমাদের সাধ্যে রয়েছে।	وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

টীকা-১১৫: অর্থাৎ কাফিরগণ- চাই মক্কাবাসীরা হোক অথবা অন্যান্যরা।
টীকা-১১৬: ইবনে যায়িদের অভিমত হচ্ছে এখানে 'অন্যান্যদের' দ্বারা 'মুনাফিক্বদের' বুঝানো হয়েছে। হাসানের অভিমত অনুযায়ী 'কাফির জ্বিন্'।
টীকা-১১৭: সেটার পরিপূর্ণ প্রতিদান মিলবে।
টীকা-১১৮: তাদের থেকে সন্ধি গ্রহণ করে নাও।
টীকা-১১৯: এবং সন্ধির ইচ্ছা প্রতারণার জন্যই প্রকাশ করে।

অনুবাদ	আয়াত
এবং যত সংখ্যক ঘোড়া বাঁধতে পারো যে, তা দ্বারা তাদেরই অন্তরে ভীতির সঞ্চার করো যারা আল্লাহ এর শত্রু এবং তোমাদের শত্রু (১১৫); এবং তারা ব্যতীত অন্যান্যদের অন্তরে, যাদেরকে তোমরা জানোনা (১১৬) এবং আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর আল্লাহ এর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে (১১৭) এবং কোন প্রকার ক্ষতির মধ্যে থাকবেনা।	وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১: এবং তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকবে (১১৮) এবং আল্লাহ এর উপর ভরসা রাখো। নিঃসন্দেহে, তিনিই হন শ্রোতা, জ্ঞাতা।	وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾
৬২: যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায় (১১৯) তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই আপনার জন্য যথেষ্ঠ; তিনি ঐ সত্তা, যিনি আপনাকে শক্তি প্রদান করেছেন স্বীয় সাহায্য এবং মু'মিনদের দ্বারা।	وَاِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۗ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩: এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন (১২০)। যদিও তোমরা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবই ব্যয় করে ফেলতে, তবুও তোমরা তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন করতে পারতেনা (১২১); কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে ভালবাসা দ্বারা মিলিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়, তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۗ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾
৬৪: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)। আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট এবং এ যতসংখ্যক মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে (১২২)।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা-১২০: যেমন 'আউস ও খাযরাজ' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; অথচ তাদের মধ্যে একশ বছরের অধিকালের শত্রুতা ছিলো এবং বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকতো। এটা শুধু আল্লাহ এরই করুণা।

টীকা-১২১: অর্থাৎ তাদের পারস্পারিক শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের সমস্ত উপায় অকেজো হয়ে পড়েছিলো। অন্য কোন বিকল্পই বাকী থাকেনি। অতি ছোট ছোট কথার উপর বিগড়ে যেতো এবং শত শত বছর যাবৎ যুদ্ধ স্থায়ী হতো। কোন প্রকারেই দুইটি হৃদয় মিলিত হতে পারতো না। যখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রেরিত হলেন, আর আরবের লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনলেন এবং তাঁরা তাঁরই অনুসরণ করলেন তখন উক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো এবং হৃদয়সমূহ থেকে শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে গেলো আর ঈমানী ভালবাসা সৃষ্টি হলো। এটা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সমুজ্জ্বল মু'জিযা।

টীকা-১২২: শানে নুযূল: হযর সা'ঈদ ইবনে জুবায়ির হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর ঈমান আনার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন মাত্র ৩৩ জন পুরুষ ও ৬ জন রমণী ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন, তখন হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এর বর্ণনার ভিত্তিতে, এ আয়াত শরীফ 'মাক্কী'। নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশে এটাকে 'মাদানী' সূরার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বেই নাযিল হয়েছে। এতদ্ভিত্তিতে, এ আয়াত শরীফ 'মাদানী।" আর 'মু'মিনগণ' দ্বারা এখানে, এক অভিমতানুসারে, আনসারকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য অভিমতানুসারে, সমস্ত মুহাজির ও আনসার উভয়কেই বুঝানো উদ্দেশ্য।

টীকা-১২৩:এটা আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ যে, মুসলিম বাহিনী যদি ধৈর্যশীল থাকেন, তবে আল্লাহ এর সাহায্যক্রমে, তাঁরা দশগুণ কাফিরের উপর বিজয়ী থাকবেন। কেননা, কাফিরগণ মূর্খ এবং যুদ্ধের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য না সাওয়াব লাভ করা, না আযাবের ভয়; পশুদের মতো যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বেড়ায় মাত্র। সুতরাং আল্লাহ এরই জন্য যুদ্ধকারীদের মুকাবিলায় কিভাবে তারা টিকে থাকতে পারবে?
বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো তখন মুসলমানদের উপর এটা ফরয করে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের একজন দশজন কাফিরের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করবেনা। অতঃপর আয়াত اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এটা অপরিহার্য করা হয়েছে যে, একশ জন দুইশ জনের মুকাবিলায় অটল থাকবে। অর্থাৎ 'দশগুণের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করা'র 'ফরয হওয়া' (অপরিহার্যতা) রহিত হয়ে গেছে। আর দ্বিগুণ লোকের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
টীকা-১২৪: এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের হত্যার ক্ষেত্রে অতিশয়তা অবলম্বন করে কুফরের লাঞ্ছনা ও ইসলামের গৌরবকে প্রকাশ করবে না;

রুকূ'-৯

৬৫. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা! মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুইশ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তাহলে কাফিরদের এক সহস্রের উপর বিজয়ী হবে; এজন্য যে তারা বোধশক্তি রাখেনা (১২৩)।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে ভার লাঘব করেছেন এবং তিনি অবগত আছেন যে, তোমরা দুর্বল। সুতরাং যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্যশীল থাকে , তবে তারা দুইশ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের এক সহস্র থাকে, তবে তারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ এর নির্দেশক্রমে এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।	اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. কোন নাবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, কাফিরদেরকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত যমীনে তাদের খুন ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করা হবেনা (১২৪); তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করে থাকো (১২৫) এবং আল্লাহ চান আখিরাত (১২৬); এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

শানে নুযূল: মুসলিম শরীফ ইত্যাদির হাদীসসমূহে বর্ণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফিরকে বন্দী করে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির করা হলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের সম্পর্কে সাহাবা কিরামের পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন, "এরা আপনারই সম্প্রদায় ও গোত্রের লোক। আমার অভিমত হচ্ছে এ যে, তাদেরকে 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) নিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে মুসলমানদের শক্তিও বাড়বে। আর এতে আশ্চর্যেরও কি আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন?" হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, "এসব লোক আপনাকে অস্বীকার করেছে। আপনাকে মক্কা মুকাররমায় থাকতে দেয়নি। এরা কাফিরদের নেতা ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের শিরচ্ছেদ করুন। আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে 'ফিদিয়া'র মুখাপেক্ষী করেননি। আলী মুরতাদাকে আক্বীলের, হযরত হামযাকে আব্বাসের এবং আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনের শিরচ্ছেদের জন্য নিয়োজিত করুন।" শেষপর্যন্ত 'ফিদিয়া' (মুক্তিপন) নেয়ার প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিলো, অতঃপর যখন 'ফিদিয়া' গ্রহণ করা হলো তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১২৫: এ সম্বোধন মু'মিনদেরকে করা হয়েছে। আর 'মাল' (সম্পদ) দ্বারা 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১২৬: অর্থাৎ তোমাদের জন্য পরকালের সাওয়াব, যা কাফিরদের হত্যা করা ও ইসলামের সম্মান বৃদ্ধির জন্য অবধারিত। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "এ নির্দেশ বদরে ছিলো, যখন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প ছিলো। অতঃপর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁরা আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে, শক্তিশালী হলেন, তখন যুদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গে এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলো "فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً" (অর্থাৎ হয়ত তাদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিন অথবা মুক্তিপণ নিন)। আর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও মু'মিনদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, হয়তো কাফিরদেরকে হত্যা করবেন, নতুবা তাদেরকে 'দাস' করে রাখবেন কিংবা 'ফিদিয়া' গ্রহণ করবেন অথবা আযাদ করে দেবেন।"
বদরের বন্দীদের মুক্তিপন মাথাপিছু চল্লিশ 'আউক্বিয়া' স্বর্ণ ছিলো, যা ষোলশ দিরহামের সমমূল্যই দাঁড়ায়, নির্ধারণ করা হয়েছিলো।

টীকা-১২৭: তা হচ্ছে- 'ইজতিহাদ' এর উপর আমলকারীদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। এখানে সাহাবীগণ 'ইজতিহাদ' করেছিলেন এবং তাদের চিন্তা ধারায় একথাই এসেছিলো যে, কাফিরদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার মধ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, হত্যা করার মধ্যে ইসলামের সম্মান বৃদ্ধি রয়েছে এবং কাফিরদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন রয়েছে।

মাসআলা: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ধর্মীয় মামলায়, সাহাবা কিরামের মতামত জানতে চাওয়া, 'ইজতিহাদ করা শরীয়ত সম্মত' হবার প্রমাণ বহন করে। অথবা (كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ) দ্বারা সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা তিনি 'লাওহ-ই-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হচ্ছে- "বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীকে আযাব করা হবেনা।"

টীকা-১২৮: যখন উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা তা (ফিদিয়া) গ্রহণ করা থেকে হাত রুখে নিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে, "তোমাদের গনিমতসমুহ হালাল করা হয়েছে; সুতরাং সেগুলো আহার করো।"
সহীহাঈন (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)- এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা আমাদের জন্য গনিমতের মালামাল হালাল করেছেন। আমাদের পূর্বে অন্য কোন জাতির জন্য তা হালাল করা হয়নি।

টীকা-১২৯: এই আয়াত হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চাচা হন। তিনি কুরাঈশ গোত্রীয় সেই দশজন সর্দারের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্য বাহিনীর রসদ এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলো। আর তিনি সেই ব্যয়ভার বহন করার জন্য 'বিশ আউক্বিয়া' ★ স্বর্ণ সাথে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন খাদ্য সরবরাহের পালা তাঁর উপর সাব্যস্ত হয়েছিলো, বিশেষ করে সেদিনই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। আর যুদ্ধের মধ্যে খানা খাওয়ানোর সুযোগেই হয়নি। ফলে, সে-ই বিশ আউক্বিয়া স্বর্ণ তাঁরই নিকট অবশিষ্ট রয়ে গেলো। যখন তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং ঐ স্বর্ণ তাঁর নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত করা হলো, তখন তিনি আরয করলেন যেন তাঁর সেই স্বর্ণ 'মুক্তিপণ' হিসেবে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আর এ ইরশাদ করলেন, "যে বস্তু আমাদের বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য এনেছেন, তা ছাড়া হবে না।"
হযরত আব্বাস এর উপর তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আক্বীল ইবনে আবু তালিব এবং নওফাল ইবনে হারিসের মুক্তিপণের দায়িত্বভারও বর্তানো হলো। তখন হযরত আব্বাস আরয করলেন, "হে মুহাম্মাদ! (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনি আমাকে কি এমনি অবস্থায় ছেড়ে দিতে চান যে, আমি আমার বাকী জীবনটা কুরাঈশদের থেকে ভিক্ষা করেই অতিবাহিত করবো?" তখন হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "অতঃপর স্বর্ণ কোথায়, যা তোমাদের মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে রওনা দেয়ার সময় তোমার স্ত্রী উম্মুল ফযল মাটিতে পুঁতে রেখেছিলো? আর তুমিও তাদেরকে বলে এসেছো, "আমার জানা নেই যে, আমার উপর কি ঘটনা ঘটবে। যদি আমি যুদ্ধে নিহত হই, তবে এতটুকু তোমার এবং আব্দুল্লাহ ও ওবায়দুল্লাহ এর, ফযল ও কুসুমের?" (এরা সবাই তাঁর সন্তান) হযরত আব্বাস আরয করলেন, "আপনি কিভাবে জানেন?" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "আমাকে আমার প্রতিপালক অবগত করেছেন।" এর উপর হযরত আব্বাস আরয করলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি সত্য এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি তাঁরই বান্দা ও রসূল। আমার এ রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অবহিত ছিলেন না।" হযরত আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) স্বীয় দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আক্বীল ও নওফালকেও নির্দেশ দিলেন যেন তারাও ইসলাম কবূল করেন।

সূরাঃ ৮ আনফাল	৩৪৪	মানযিল-২	পারাঃ ১০
৬৮: যদি আল্লাহ পূর্বেই একটা কথা (বিধান) লিপিবদ্ধ না করতেন (১২৭) তবে, হে মুসলমানগণ! তোমরা যা কাফিরদের নিকট থেকে 'মুক্তিপণের মাল' গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আসতো। ৬৯: সুতরাং তোমরা আহার করো যে-ই গণীমত (যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মাল) তোমরা লাভ করেছো, বৈধ ও পবিত্র (১২৮); এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾		
রুকূ'-১০			
৭০: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা; যে সব যুদ্ধবন্দী আপনাদের করায়ত্বে রয়েছে তাদেরকে বলুন (১২৯), 'যদি আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু জানেন (১৩০), তবে তোমাদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে (১৩১)	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ		

টীকা-১৩০: নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও নিয়্যতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে,
টীকা-১৩১: অর্থাৎ 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ)
★ এক আউক্বিয়া =৪০ দিরহাম (তোলা)।

টীকা-১৩২: যখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নিকট বাহরাঈনের মাল আসলো, যার পরিমাণ ছিলো আশি হাজার, তখন হুযূর যোহরের নামাযের জন্য অযূ করলেন এবং নামাযের পূর্বেই সম্পূর্ণ মাল বন্টন করে দিলেন। আর হযরত আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) কে বললেন, "এ থেকে নাও।" সুতরাং তিনিও যতটুকু বহন করতে পারতেন ততটুকুই নিলেন এবং বলেছিলেন, "এটুকু ঐ মাল থেকে উত্তম, যা আল্লাহ আমার নিকট থেকে নিয়েছেন। আর আমি তাঁরই মাগফিরাতের আশা পোষণ করি।" আর তাঁর ধনাঢ্যতার এমন অবস্থা হলো যে, তাঁর বিশ জন ক্রীতদাস ছিলো। সবাই ছিলো ব্যবসায়ী। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মূলধন যার ছিলো, তার মূলধনের পরিমাণ ছিল 'বিশ হাজার'

টীকা-১৩৩: সেই বন্দীগণ।

خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

তা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৩২)।

৭১: এবং হে মাহবুব! যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায় (১৩৩), তবে এর পূর্বে (তারা) আল্লাহ এর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, যার উপর তিনি এত কিছু আপনার করায়ত্বে দিয়ে দিয়েছেন (১৩৫) এবং আল্লাহ জ্ঞাতা, প্রজ্ঞাময়।

৭২: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ এর জন্য (১৩৬) ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহ এর পথে নিজ সম্পদ ও জীবনসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করেছে (১৩৭); এবং ঐসব লোক, যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে (১৩৮) তারা পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী (১৩৯)। আর ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে (১৪০) এবং হিজরত করেনি তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছুরই তোমরা মালিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করে এবং যদি তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখছেন।

৭৩: এবং কাফিরগণ পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী (১৪১); এমন না করলে যমীনে ফিতনা ও বড় ফ্যাসাদ হবে (১৪২)।

৭৪: এবং ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ এর পথে যুদ্ধ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানের জীবিকা (১৪৩)।

টীকা-১৩৪: আপনার বায়আ'ত থেকে ফিরে গিয়ে এবং কুফর অবলম্বন করে।

টীকা-১৩৫: যেমন, তারা বদরের মধ্যে দেখছে যে, নিহত হয়েছে ও গ্রেফতার হয়েছে। ভবিষ্যতেও যদি তাদের রীতি নীতি অনুরূপই থেকে যায়, তবে তাদের উচিত যেন তারা সেটারই আশাবাদী থাকে;

টীকা-১৩৬: এবং তাঁরই রসূলের ভালোবাসায় তারা নিজেদের

টীকা-১৩৭: এঁরা হচ্ছেন- প্রথম পর্যায়ের হিজরতকারী,

টীকা-১৩৮: মুসলমানদের; এবং তাঁদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁরা হলেন- 'আনসার'। এ-ই মুহাজিরগণ ও আনসার উভয়ের উদ্দেশ্যে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৩৯: মুহাজির আনসারের এবং আনসার মুহাজিরের। এ উত্তরাধিকারের বিধান আয়াত- (وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১৪০: এবং মক্কা মুকাররমাহ্ এর মধ্যেই বসবাস করতে থাকেন

টীকা-১৪১: তাদেরও মু'মিনদের মধ্যে উত্তরাধিকার নেই। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও উত্তরাধিকার স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর মুসলমানদের উপর পরস্পর মেলামেশা রাখা অপরিহার্য করা হয়েছে।

টীকা-১৪২: অর্থাৎ যদি মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা না থাকে এবং তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে এক শক্তিতে পরিণত না হয়, তবে কাফিরগণ অধিক শক্তিশালী হবে ও মুসলমানগণ হবে দুর্বল। আর এটা হবে মহা ফিতনা ও ফ্যাসাদ।

১৪৩: প্রথমোক্ত আয়াতে মুহাজিরগণ ও আনসারের পারস্পারিক সম্পর্কসমূহ এবং তাঁদের মধ্যে একে অপরের সাহায্য ও সহযোগীতাকারী হবার বর্ণনা ছিলো। এ আয়াতের মধ্যে উভয়ের ঈমানের সত্যায়ন এবং তাঁদের, আল্লাহ এর দয়া ও করুণার অবতরণস্থল হবার উল্লেখ রয়েছে।

টীকা-১৪৪: এবং তোমাদেরই হুকুমের মধ্যে হে মুহাজিরগণ ও আনসার! মুহাজিরদের কয়েকটা স্তর রয়েছে-

এক) তাঁরাই, যাঁরা প্রথমবারেই মাদীনা তৈয়্যিবাহ্য় হিজরত করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয় (مُهَاجِرِيْنَ اَوَّلِيْنَ) বা 'প্রথম স্তরের মুহাজিরগণ'।

দুই) ঐ হযরতগণই, যাঁরা প্রথমে 'হাবশা' (আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া) এর প্রতি হিজরত করেছিলেন। অতঃপর মদীনা তৈয়্যিবাহ্র দিকে (হিজরত করেন)। তাঁদেরকে (اَصْحَابُ الْهِجْرَتَيْنِ) বা 'দুইবার হিজরতকারী' বলা হয়।

তিন) কোন কোন হযরত এমনও রয়েছেন, যাঁরা (ঐতিহাসিক) 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র পর এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত করেন। তাঁদেরকে '২য় স্তরের মুহাজির' বলা হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথম স্তরের মুহাজিরদের উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের মুহাজিরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৪৫: এ আয়াত দ্বারা হিজরতের মাধ্যমে যে-ই উত্তরাধিকারের বিধান ছিলো তা রহিত হয়ে গেছে। আর আত্মীয়গণের উত্তরাধিকারসূত্রই প্রমাণিত হলো।★

টীকা-১: 'সূরা' তাওবা' মাদানী; কিন্তু এর শেষাংশের আয়াতদ্বয় (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ) থেকে শেষ পর্যন্তকে আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ 'মাক্কী' বলেছেন। এ সূরায় ১৬টি রুকূ' ১২৯টি আয়াত, ৪০৭৮ টি পদ এবং ১০,৪৮৮টি বর্ণ আছে।

এ সূরার দশটি নাম আছে। তন্মধ্যে তাওবাহ্ ও 'বারা-আত' দুইটি নাম প্রসিদ্ধ।

এ সূরার প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়নি। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে 'বিসমিল্লাহ' নিয়ে অবতীর্ণ হননি। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ) 'বিসমিল্লাহ' লেখার নির্দেশ দেননি।

হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, 'বিসমিল্লাহ হচ্ছে নিরাপত্তা' আর সূরাটা তরবারি দিয়ে নিরাপত্তা উড়িয়ে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম বুখারী হযরত বারা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ক্বুরআন কারীমের সূরা সমূহের মধ্যে সর্বশেষ এ সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২: আরবের মুশরিকগণ ও মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি ছিলো। তান্মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য সবই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। সুতরাং সেই চুক্তি ভঙ্গকারীদের চুক্তি বাতিল করা হলো। আর নির্দেশ দেয়া হলো যে, চার মাস যাবত তারা নিরাপত্তার সাথে যেখানে চায় চলাফেরা করতে পারবে; (এ সময়সীমার মধ্যে) তাদের উপর কোনো বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হবে না। এ সময়সীমার মধ্যে তাদের জন্য সুযোগ ছিলো খুব ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নেবে যে, তাদের জন্য কোনটা মঙ্গলময়। আর নিজেদের জন্য সতর্কতার পথ বেছে নেবে এবং জেনে নেবে যে, এ সময়সীমার পর হয়ত ইসলাম গ্রহণ করতে হবে নতুবা হত্যা।

সূরাঃ ৯ তাওবা	৩৪৬	মানযিল-২	পারা-১০
৭৫:এবং যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাঁরাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত (১৪৪); এবং আত্মীয়গণ একে অপর অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আল্লাহ এর কিতাবের মধ্যে (১৪৫)। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন।*		وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾	

সূরা তাওবাহ

সূরা তাওবাহ (মাদানী)	হিজরতের পর মাদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ	আয়াত-১২৯, রুকূ'-১৬

রুকূ'-১

১: দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির হুকুম শুনানো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে ঐসব মুশরিককে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো এবং তারা সেটার উপর অটল থাকেনি (২)।	بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١﴾

এ সূরা নবম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের এক বৎসর পর অবতীর্ণ হয়েছে। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এ বৎসর হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে 'আমীরুল হজ্জ' (হজ্জ পরিচালক) হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর পরে আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে হাজীগণের জামায়াতে এ সূরা শুনিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

সুতরাং হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ১০ই যিলহজ্জ 'জামরা-ই-আক্বাবাহ' এর পাশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন- يَآاَيُّهَا النَّاسُ "(হে লোকেরা!) আমি তোমাদের প্রতি রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নিকট থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি।" লোকেরা বললো, "আপনি কি পয়গাম নিয়ে এসেছেন?" অতঃপর তিনি এ সূরা মুবারকের ৩০ অথবা ৪০ খানা আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর বললেন, "আমি চারটা নির্দেশ নিয়ে এসেছিঃ

★ 'সূরা আনফাল' সমাপ্ত।

১) এ বছরের পর কোন মুশরিক কা'বা মুআ'যযমার পার্শ্বে আসতে পারবে না।
২) কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে কা'বা মু'আ'যযমায় 'তাওয়াফ' করতে পারবে না।
৩) জান্নাতে মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবেনা এবং
৪) যাদের সাথে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চুক্তি রয়েছে সেই চুক্তি আপন মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। আর যে চুক্তির সময়সীমা নির্ধারিত হয়নি তার মেয়াদ (আগামী) চার মাস অতিবাহিত হবার সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যাবে।"

মুশরিকগণ এ কথা শুনে বললো, "হে আলী! আপনার চাচার সন্তান (অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সংবাদ দিয়ে দিন যে, আমরা চুক্তি পৃষ্ঠ পেছনে নিক্ষেপ করলাম। আমাদের ও তাঁর মধ্যে আর কোন চুক্তি নেই- তীরের খেলা ও তরবারির আঘাত ব্যতীত।"

এ ঘটনায় হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) খলিফা নিযুক্ত হবার প্রতিও এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তা হচ্ছে-হুয্

فَسِيۡحُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ
وَّاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۲﴾
وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ
يَوۡمَ الۡحَجِّ الۡاَكۡبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىۡۤءٌ مِّنَ
الۡمُشۡرِكِيۡنَ ۙ وَرَسُوۡلُهٗ ؕ فَاِنۡ تُبۡتُمۡ
فَهُوَ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ ۚ وَاِنۡ تَوَلَّيۡتُمۡ
فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ؕ
وَبَشِّرِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿۳﴾
اِلَّا الَّذِيۡنَ عٰهَدْتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ثُمَّ
لَمۡ يَنۡقُصُوۡكُمۡ شَيۡـًٔـا وَّلَمۡ يُظَاهِرُوۡا
عَلَيۡكُمۡ اَحَدًا فَاَتِمُّوۡۤا اِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ
اِلٰى مُدَّتِهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۴﴾
فَاِذَا انۡسَلَخَ الۡاَشۡهُرُ الۡحُرُمُ فَاقۡتُلُوا
الۡمُشۡرِكِيۡنَ حَيۡثُ وَجَدْتُّمُوۡهُمۡ

২: অতঃপর (তোমরা) চারমাস যমীনে চলাফেরা করো এবং জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না (৩) এবং এ যে, আল্লাহ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন (৪)।

৩: এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা দিচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত লোকের মধ্যে মহান হজ্জের দিনে (৫) যে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট মুশরিকদের উপর এবং তাঁর রসূলও; সুতরাং যদি তোমরা তাওবা করো (৬), তবেই তোমাদের কল্যাণ। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও (৭), তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে ঠেকাতে পারবে না (৮) এবং কাফিরদেরকে সুসংবাদ শুনাও বেদনাদায়ক শাস্তির;

৪: কিন্তু ঐসব মুশরিক, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো, অতঃপর তারা তোমাদের চুক্তির কোন রূপ ত্রুটি করেনি (৯) এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি; সুতরাং তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করো। নিশ্চয় আল্লাহ খোদাভীরুদেরকে ভালোবাসেন।

৫: অতঃপর যখন সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদেরকে হত্যা করো (১০) যেখানে পাও (১১)।

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত আবূ বাক্‌রকে 'আমীরুল হাজ্জ' করে পাঠিয়েছিলেন। আর হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে তাঁর পেছনে 'সূরা বারা-আত' পাঠ করে শুনানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং হযরত আবু বাক্‌র ইমাম হলেন এবং হযরত আলী মুরতাদা হলেন মুক্বতাদী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)। এ থেকে হযরত আবু বক্‌র সিদ্দিক এর হযরত আলী মুরতাদা এর চেয়ে অগ্রণী হওয়া প্রমাণিত হলো।

টীকা-৩: এবং এ সময়-সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

টীকা-৪: দুনিয়ার মধ্যে হত্যা দ্বারা এবং আখিরাতের শাস্তি দ্বারা।

টীকা-৫: 'হজ্জ'কে 'মহান হজ্জ' (হজ্জ আকবার) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণে সে যুগে 'ওমরাহ' কে 'ছোট হাজ্জ'। (হজ্জে আসগর) বলা হতো।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- 'এ হজ্জ'-কে 'হজ্জ-ই-আকবার' (মহান হজ্জ) এজন্যেই বলা হয় যে, ঐ বৎসর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হজ্জ করেছিলেন। যেহেতু ওটা জুমুআ'র দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেহেতু মুসলমানগণ ঐ হজ্জকে, যা জুমু'আর দিন অনুষ্ঠিত হয়, 'বিদায়-হজ্জ'-এর স্মারক জ্ঞান করে 'হজ্জ-ই-আকবার' বলে থাকেন।

টীকা-৬: কুফর ও বিশ্বাসভঙ্গ থেকে,

টীকা-৭: ঈমান আনা ও তাওবা করা থেকে,

টীকা-৮: এটা এক মহা হুমকি। আর এতে এ ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা আযাব (শাস্তি) অবতারণ করার উপর শক্তিমান।

টীকা-৯: সেটাকে সেটার শর্তাবলী সহকারে পূরণ করেছে। এসব লোক ছিলো 'বানী দামরাহ' (بَنِى ضمره) সম্প্রদায়; যারা 'বানী কিনানাহ্‌র'-ই একটা উপগোত্র ছিলো এবং তাদের মেয়াদের নয় মাস মাত্র বাকী ছিলো।

টীকা-১০: যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

টীকা-১১: 'হিল্ল' বা হেরমের বাইরে হোক, কিংবা হেরমের ভিতরে; 'সময়' কিংবা 'স্থান'- এর কথার বিশেষভাবে উল্লেখ নেই।

وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥ وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

এবং তাদেরকে ধর-পাকড়াও করো ও বন্দী করো আর প্রতিটি স্থানে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসো অতঃপর যদি তারা তাওবা করে (১২) এবং নামায ক্বায়েম রাখে ও যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও (১৩)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
৬: এবং হে মাহবূব! যদি কোনো মুশরিক আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে (১৪), তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহ এর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন (১৫); এটা এজন্য যে, তারা অজ্ঞ লোক (১৬)

রুকূ'-২

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧ كَيْفَ وَ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠ فَاِنْ تَابُوْا

৭: মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট কোন অঙ্গীকার কি করে বলবৎ থাকবে (১৭)? কিন্তু ঐ সব লোক, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি মসজিদে হারামের নিকটে হয়েছে (১৮); সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের জন্য স্থির থাকো। নিঃসন্দেহে, পরহেযগারদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।
৮: হ্যাঁ, কীভাবে (১৯)? তাদের অবস্থা তো এই যে, তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা না আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, না চুক্তির প্রতি, নিজেদের মুখের কথা দিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে (২০) এবং তাদের হৃদয় সমূহের মধ্যে অস্বীকার রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশই নির্দেশ অমান্যকারী (২১)।
৯: আল্লাহ এর আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য ক্রয় করে নিয়েছে (২২); অতঃপর তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে (২৩)। নিশ্চয় তারা খুবই মন্দ কাজ করেছে।
১০: তারা কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, না অঙ্গীকারের (২৫) এবং তারাই সীমালংঘনকারী।
১১: অতঃপর যদি তারা (২৫) তাওবা করে,

টীকা-১২: শিরক ও কুফর থেকে। আর ঈমান গ্রহণ করে
টীকা-১৩: বন্দী থেকে মুক্ত করে দাও এবং তাদের প্রতি উদ্ধত হয়োনা।
টীকা-১৪: 'সময়-সুযোগের মাসগুলো' অতিবাহিত হবার পর, যাতে আপনার নিকট থেকে তাওহীদের মাসাইল ও কুরআন পাক শুনতে পায়, যার প্রতি আপনি দাওয়াত দিয়ে থাকেন।
টীকা-১৫: যদি ঈমান না আনে
মাসাইল: এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি' (مُسْتَأْمَنٌ) কে কষ্ট দেয়া যাবেনা এবং মেয়াদ অতিবাহিত হবার পর 'দারুল-ইসলাম' (ইসলামী রাষ্ট্র) এর মধ্যে অবস্থান করার অধিকার নেই।
টীকা-১৬: ইসলাম ও তার হাক্বীক্বত (বাস্তবতা) সম্পর্কে জানেনা। সুতরাং তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার যথার্থ প্রজ্ঞার পরিচায়ক, যাতে তারা আল্লাহ এর বাণী শুনতে পায় ও অনুধাবন করতে পারে
টীকা-১৭: কারণ, তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করে।
টীকা-১৮: এবং তাদের দিক থেকে কোন প্রকার চুক্তিভঙ্গ প্রকাশ পায়নি। যেমন- 'বানী কিনানাহ' ও 'বানী দামরাহ' (গোত্রদ্বয়)।
টীকা-১৯: অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং কীভাবে প্রতিশ্রুতির উপর স্থির থাকবেন?
টীকা-২০: ঈমান ও অঙ্গীকার পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে
টীকা-২১: চুক্তি ভঙ্গকারী, কুফরের মধ্যে অবাধ্য, মানবতাহীন, মিথ্যাচারে নির্লজ্জ তারা
টীকা-২২: এবং পৃথিবীর স্বল্পলাভের পেছনে পড়ে ঈমান ও কুরআনকে ছেড়ে বসেছে আর যেই চুক্তি রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাথে করেছিলো তা, তারা আবূ সুফিয়ানের সামান্য লোভ দেখানোর ফলে ভঙ্গ করেছিলো।
টীকা-২৩: এবং জনগণের জন্য আল্লাহ এর দ্বীনে প্রবেশ করার পথে 'বাধা' হয়েছিলো।
টীকা-২৪: যখনই সুযোগ পায় হত্যা করে ফেলে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত যে, যখন মুশরিকদের উপর বিজয় হবে, তখন তাদেরকে ক্ষমা করবে না।
টীকা-২৫: কুফর ও চুক্তিভঙ্গ করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে এবং ঈমান গ্রহণ করেছে।

টীকা-২৬: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'আহলে ক্বিবলা' (যারা ক্বিবলায় বিশ্বাসী)- এর রক্তপাত ঘটানো হারাম।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

নামাজ কায়েম রাখে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই (২৬); এবং আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানীদের জন্য (২৭)।

وَاِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ
الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

১২: এবং যদি চুক্তি করে নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো (২৮) নিশ্চয়, তাদের সব পথসমূহ কিছুই নয়, এ আশায় যে, হয়তো তারা ফিরে আসবে (২৯)।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ
وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ
بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ
اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩: তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে (৩০) এবং রসূলের নির্বাসনের জন্য সংকল্প করেছে (৩১)? অথচ তাদেরই পক্ষ থেকে সূচনা হয়েছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছো? সুতরাং আল্লাহ একথারই অধিক উপযোগী যে, তাঁকে ভয় করবে যদি ঈমান রেখে থাকো।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ
وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪: কাজেই, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে শাস্তি দেবেন তোমাদের হাতে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন (৩২), আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য দেবেন (৩৩) এবং ঈমানদারদের মনকে প্রশান্ত করবেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ
عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫: এবং তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করবেন (৩৪) এবং আল্লাহ যার ইচ্ছা তাওবা কবুল করবেন (৩৫) এবং আল্লাহ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ
وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬: তোমরা কি এই ধারণায় রয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে এবং এখনো আল্লাহ পরিচয় করাননি ঐসব লোকের, যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করবে (৩৬) এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন না (৩৭)? এবং আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত।

রুকূ'-৩

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ
اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ

১৭: মুশরিকদের জন্য শোভা পায় না যে, তারা আল্লাহ এর মসজিদসমূহ আবাদ করবে (৩৮) নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষ্য

টীকা-২৭: এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যার প্রতি যাঁর দৃষ্টি রয়েছে তিনিই আ'লিম।

টীকা-২৮: মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে কাফির যিম্মী , দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে প্রকাশ্য সমালোচনা করে তার চুক্তি বহাল থাকে না এবং সে নিরাপত্তা-চুক্তির দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যায়। তাকে হত্যা করা বৈধ।

টীকা-২৯: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করায় মুসলমানদের উদ্দেশ্য তাদেরকে কুফর ও মন্দ কার্যাদি থেকে নিবৃত্ত করে দেয়া।

টীকা-৩০: এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের বন্ধু-গোত্র 'খাযা'আহ' এর বিরুদ্ধে বনু বাক্র গোত্রের সাহায্য করেছে।

টীকা-৩১: মক্কা মুকাররমাহ থেকে, 'দার-আন-নাদওয়াহ' এর মধ্যে পরামর্শ করে?

টীকা-৩২: হত্যা ও গ্রেফতার দ্বারা।

টীকা-৩৩: এবং তাদের উপর বিজয় দান করবেন।

টীকা-৩৪: এসব মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে এবং নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ভবিষ্যৎবাণীসমূহ সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং নাবুয়্যাতের প্রমাণ স্পষ্টতর হয়ে গেছে।

টীকা-৩৫: এতে অবহিত করা হয়েছে যে, কোন কোন মক্কাবাসী কুফর থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাওবা করবে। এ সংবাদও বাস্তবে অনুরূপই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আবূ সুফিয়ান, ইকরামাহ ইবনে আবূ জাহ্ল এবং সুহায়ল ইবনে আমর ঈমান এনে ধন্য হয়েছেন।

টীকা-৩৬: নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ এর পথে।

টীকা-৩৭: এ থেকে বুঝা গেলো যে, নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাহীনের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়া হবে। আর এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে এবং তাদের নিকট মুসলমানদের রহস্য ফাঁস করতে নিষেধ করা।

টীকা-৩৮: 'মসজিদসমূহ' দ্বারা 'মসজিদে হারাম'- কা'বা মুআ'যযমার কথা বুঝানো হয়েছে। এটাকে 'বহুবচন' পদ দ্বারা এজন্যই উল্লেখ করেছেন যে,

সেটা সমস্ত মসজিদের ক্বিবলা ও ইমাম। সেটাকে আবাদকারী তেমনি যেমন সমস্ত মসজিদকে আবাদকারী।
‘বহুবচন’ পদ উল্লেখ করার কারণ এটাও হতে পারে যে, পত্যেক ভূখণ্ড মসজিদে হারামেরই মসজিদ।
আর এটাও হতে পারে যে, ‘মসজিদসমূহ’ দ্বারা ‘জাতিবাচক’ বুঝানো হয়েছে আর কা’বা মুআয্যমাহ্ও সেটার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, ওটা এ ‘জাতিরই’ প্রধান।

শানে নুযূল: কুরাঈশের কাফিরদের একদল নেতা, যারা বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন, তাদেরকে সাহাবা কিরাম শির্ক করার উপর তিরস্কার করলেন। আর হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তো বিশেষ করে হযরত আব্বাসকে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসার জন্য খুবই মন্দ বলেছিলেন। হযরত আব্বাস বলতে লাগলেন, “তোমরা আমাদের দোষগুলোতো বর্ণনা করছো আর আমাদের গুণাবলী গোপন করছো।” তাঁকে বলা হলো, “আপনাদের কিছু গুণাবলীও কি রয়েছে?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ”। আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। আমরা মসজিদে হারামকে আবাদ রাখি, কা’বার খিদমত করি, হাজীদের পানি সরবরাহ করি এবং বন্দীদের মুক্ত করি।’ এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (আর বলা হয়েছে) যে, মসজিদসমূহকে আবাদ করা কাফিরদের জন্য শোভা পায়না। কেননা, মসজিদকে আবাদ করা হয় আল্লাহ এর ইবাদতের জন্য। যারা আল্লাহকেই অস্বীকার করে ও তাঁর সাথে কুফর করে, তারা মসজিদকে কী আবাদ করবে?

অনুবাদ	আয়াত
দিয়ে (৩৯); তাদের সমস্ত কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা সর্বদা আগুনেই অবস্থান করবে (৪০)।	أُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮: আল্লাহ এর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে (৪১) এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না (৪২); সুতরাং এটাই সন্নিকটে যে, এসব লোক সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ ۖ فَعَسٰٓى أُولٰٓئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯: তোমরা কি হাজীদের পানি সরবারাহ এবং মসজিদে হারামের খেদমতকে তারই সমান স্থির করছো, যে আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান এনেছে ও আল্লাহ এর পথে জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহ এর নিকট সমান নয় এবং আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না (৪৩)।	أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

‘আবাদ করা’ - এর অর্থের ক্ষেত্রেও কতিপয় ব্যাখ্যা রয়েছেঃ
১) ‘আবাদ করা’ দ্বারা ‘মসজিদ নির্মাণ করা, উঁচু করা এবং মেরামত করা’ বুঝানো হয়েছে। কাফিরকে তাতে বাধা দেয়া হবে।
২) ‘মসজিদ আবাদ করা’ দ্বারা ‘মসজিদে প্রবেশ করা ও বসা’ বুঝানো উদ্দেশ্য।

টীকা-৩৯: এবং মূর্তি পূজার স্বীকৃতি দিয়ে; অর্থাৎ এ দু’টি কথা কীভাবে একত্রিত হতে পারে যে, একজন লোক কাফিরও হবে এবং বিশেষ করে, ইসলাম ও তাওহীদের ইবাদতখানাকে আবাদও করবে?

টীকা-৪০: কেননা, কুফর অবস্থায় কর্মসমূহ (আল্লাহ এর নিকট) গ্রহণযোগ্য নয়- না আতিথেয়তা, না হাজিদের সেবা, না বন্দীদের মুক্ত করা। এ কারণে যে, কাফিরের কোন কাজ আল্লাহ এর জন্য তো হয়না। কাজেই, তার সমস্ত কাজ নিষ্ফল। আর যদি সে এ কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করে তবে জাহান্নামে তার জন্য স্থায়ী শাস্তি অবধারিত।

টীকা-৪১: এ আয়াতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদসমূহকে আবাদ করার উপযোগি হচ্ছে মু’মিনগণ। মসজিদসমূহ আবাদ করার মধ্যে এসব বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত- মসজিদে ঝাড়ু দেয়া, পরিস্কার করা, আলোকিত করা এবং মসজিদসমূহকে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও এমনসব বস্তু থেকে মুক্ত রাখা, যেগুলোর জন্য সেগুলোকে নির্মাণ করা হয়নি। মসজিদসমূহকে আল্লাহ এর ইবাদত করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বীনি শিক্ষার পাঠ দান করাও যিক্র-এর শামিল।

টীকা-৪২: অর্থাৎ কারো সন্তুষ্টিকে আল্লাহ এর সন্তুষ্টির উপর যে কোন আশংকায়ও প্রাধান্য দেয় না। এই অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করার এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় না করার।

টীকা-৪৩: অর্থ এ যে, কাফিরদের মু’মিনদের সাথে কোন সম্পর্কেই নেই; না তাদের কার্যাদি তাঁদের কার্যাদির সাথেও। কেননা, কাফিরদের কার্যাদি নিষ্ফল-চাই তারা হাজিদের জন্য পানি সরবরাহ করুক, কিংবা মসজিদে হারামের খিদমত করুক; তাদের কর্মসমূহকে মুসলমানদের কর্মের সমতুল্য স্থির করা যুলুমই।

শানে নুযূল: বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আব্বাস যখন বন্দী হয়ে আসলেন, তখন তিনি রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবা কিরামকে বললেন, “তোমাদের ইসলাম গ্রহণ, হিজরত এবং জিহাদে অগ্রণী হবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে; সুতরাং আমাদেরও মসজিদে হারামের খিদমত ও হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ছে।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবহিত করা হয়েছে যে, যেই আমল

(সৎকর্ম) ঈমানের সাথে হয় না তা নিষ্ফলই।

টীকা-৪৪: অন্যান্যদের চেয়ে।

টীকা-৪৫: এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

২০: এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ এর পথে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ এর নিকট তাদের মর্যাদা বড় (৪৪) এবং তারাই সফলকাম (৪৫)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوٰلِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১: তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন স্বীয় দয়া ও আপন সন্তুষ্টির (৪৬) এবং ঐসব বাগানের (জান্নাত), যে গুলোর মধ্যে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি রয়েছে।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوٰنٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২: সদা-সর্বদা তারা সেগুলোর মধ্যে থাকবে। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ এর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২৩: হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও নিজ ভাইদেরকে অন্তরঙ্গ মনে করোনা যদি তারা ঈমানের উপর কুফরকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে; এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তবে তারাই যালিম (৪৭)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوٰنَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪: আপনি বলুন, 'যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য, যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান- এ সব বস্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহ এর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ আনা পর্যন্ত (৪৮)। এবং আল্লাহ ফাসিক্বদের সৎপথ প্রদান করেন না।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوٰنُكُمْ وَاَزْوٰجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوٰلُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

রুকূ'-৪

২৫: নিশ্চয় আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন (৪৯) এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর অহংকারী হয়ে গিয়েছিলে, তখন তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি (৫০), এবং

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ

টীকা-৪৬: এবং এটা সর্বোচ্চ সুসংবাদ। কেননা, মুনিবের দয়া ও সন্তোষ বান্দার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় ও প্রিয় উদ্দেশ্য।

টীকা-৪৭: যখন মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন কেউ কেউ বললো, "এটা কেমন করে সম্ভব যে, মানুষ তার পিতা-ভ্রাতা প্রমুখ নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়- চাই তাদের সাথে যে কোন আত্মীয়তাই থাকুক। সুতরাং সামনে ইরশাদ করেন-

টীকা-৪৮: এবং সহসা আগমনকারী শাস্তির মধ্যে আক্রান্ত করা পর্যন্ত অথবা দেরীতে আগমনকারীর মধ্যে। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের মুকাবিলায় পার্থিব সম্পর্কসমূহ কিছুই লক্ষ্যনীয় নয়। আর খোদা ও রসূলের ভালবাসা ঈমানেরই প্রমাণ।

টীকা-৪৯: অর্থাৎ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর যুদ্ধসমূহে মুসলমানদেরকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করেছেন। যেমন বদরের ঘটনায়, কুরায়যা ও নাযীর গোত্রদ্বয়, হুদায়বিয়া, খায়বার ও মক্কা বিজয়ের ঘটনায়।

টীকা-৫০: 'হুনায়ন' একটা উপত্যকা; তায়েফের নিকট, মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে মক্কা বিজয়ের অল্প কয়দিন পর 'হাওয়াযিন' ও 'সাক্বীফ' গোত্রদ্বয়ের সাথে (মুসলমানদের) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী- বারো হাজার অথবা ততোধিক। আর মুশরিকদের সংখ্যা চার হাজার ছিলো।*
যখন উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হলো, তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে এ কথা বলেছিলো, "এখন আমরা কিছুতেই

*অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় আরো বেশী বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তাদের ছয় হাজার শুধু তীরান্দাজ ছিলো বলেও বর্ণনা এসেছে।

পরাজিত হবো না।” এ উক্তিটা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট খুবই অপছন্দনীয় হলো। কেননা, হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআ'লা এর উপরই নির্ভর করতেন; সংখ্যায় স্বল্পতা কিংবা আধিক্যের প্রতি দেখতেন না।

যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ প্রচন্ড আকার ধারণ করলো। মুশরিকগণ পলায়ন করলো। আর মুসলমানগণ গণীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হলেন। তখন পলায়নকারী সৈন্যগণ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো এবং বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষণ শুরু করে দিলো। তীরান্দাজিতে তারা খুব পটু ছিলো। ফলশ্রুতি এ হলো যে, সংঘর্ষে মুসলমানদের পদচ্যুতি ঘটলো। মুসলিম সৈন্যদল পালাতে আরম্ভ করলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট হুযূরের চাচা হযরত আব্বাস এবং তাঁর চাচাত ভাই আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকেননি।

সেই মুহূর্তে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন সাওয়ারীকে কাফিরদের দিকে অগ্রসর করলেন আর হযরত আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি উচ্চস্বরে আপন সাহাবীদেরকে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বান শুনে তাঁরা 'হাযির' 'হাযির' বলতে বলতে ফিরে আসলেন এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হলো। যুদ্ধ যখন খুবই উত্তপ্ত হলো, তখন হুযূর আপন বারাকাতময় হস্তে পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন এবং ইরশাদ করলেন, “মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতিপালকের শপথ। ওরা পলায়ন করুক।”

পাথরকণাগুলো নিক্ষেপ করতেই কাফিরগণ পলায়ন করলো এবং রসূল (কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের পরিত্যক্ত সম্পদগুলো (গণীমতের মাল) মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এ আয়াতসমূহে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿۲۵﴾

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶﴾

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

পৃথিবী এতই বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিলো (৫১) অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গিয়েছিলে।

২৬: অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন- আপন রসূলের উপর (৫২) ও মুসলমানদের উপর (৫৩) এবং এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি (৫৪), এবং কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছেন (৫৫)। আর অস্বীকারকারীদের শাস্তি এটাই।

২৭: অতঃপর, এরপরে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাওবা (এর শক্তি) প্রদান করবেন (৫৬); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৮: হে ঈমানদারগণ! মুশরিকগণ নিরেট অপবিত্র (৫৭)। সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদে হারামের নিকটেও আসতে না পারে (৫৮)। এবং যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো (৫৯), তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তোমাদের ধনী করে দেবেন আপন করুণা থেকে যদি ইচ্ছা করেন (৬০)। নিশ্চয়, আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

টীকা-৫১: এবং তোমরা সেখানে টিকে থাকতে পারোনি।

টীকা-৫২: যাতে প্রশান্তি সহকারে আপন স্থানে স্থির থাকেন

টীকা-৫৩: যে, হযরত আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর আহবানের ফলে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খিদমতে ফিরে আসলেন

টীকা-৫৪: অর্থাৎ ফিরিশতাগণ, যাদেরকে কাফিরগণ সাদা কালো মিশ্রিত রংয়ের ঘোড়াসমূহের পৃষ্ঠে সাদা পোশাক পরিহিত ও পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় পেয়েছিলো। এসব ফিরিশতা মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এসেছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করেননি। যুদ্ধ শুধু বদরে করেছিলেন।

টীকা-৫৫: যে, বন্দী করা হলো, হত্যা করা হলো, তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ মুসলমানদের আয়ত্বে আসলো।

টীকা-৫৬: এবং ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেবেন। সুতরাং 'হাওয়াযিন' সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদেরকে শক্তি দিয়েছিলেন এবং তারা মুসলমান হয়ে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হলো এবং হুযূর তাদের বন্দীদেরকে মুক্তি দিলেন।

টীকা-৫৭: অর্থাৎ তাদের অন্তর অপবিত্র এবং তারা না পবিত্রতা অবলম্বন করে, না অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে।

টীকা-৫৮: না হজ্জের জন্য, না ওমরাহ্র জন্য। আর 'এ বৎসর' দ্বারা ৯ম হিজরী সাল' বুঝানো হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে এ যে, মুসলমানগণ তাদেরকে বাধা দেবেন।

টীকা-৫৯: অর্থাৎ মুশরিকগণকে হজ্জ করতে বাধা দিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হবে এবং মক্কাবাসীগণ সংকটে পড়বে।

টীকা-৬০: ইকরামা বলেছেন, “অনুরূপই হলো। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন। বৃষ্টি খুব বর্ষিত হলো। ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হলো।” হযরত মুক্বাতিল বলেন, “ইয়েমেন অঞ্চলের লোকেরা মুসলমাণ হলো এবং তারা মক্কাবাসীদের উপর নিজেদের প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেছিলো।' 'যদি ইচ্ছা করেন' ইরশাদ করার মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার উচিত যেন মঙ্গল কামনা ও বিপদ দূরীভূত করার জন্য সর্বদা আল্লাহ্ এর দিকেই মনোনিবেশ করে এবং সমস্ত বিষয়কে তাঁরই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত মনে করে।

টীকা-৬১: 'আল্লাহ এর উপর ঈমান আনা' তাঁর সত্তা এবং সমস্ত গুণ ও পবিত্রতাসমূহকে মান্য করবে এবং যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী নয় সেগুলোকে তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করবেনা। কোন কোন তাফসীরকারক রসূলগণের উপর ঈমান আনাকেও আল্লাহ এর উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ যদিও আল্লাহ এর উপর ঈমান আনার দাবীদার, কিন্তু তাদের এ দাবী অবাস্তব। কেননা, ইহুদীগণ আল্লাহ এর জন্য শরীর ও সাদৃশ্যে বিশ্বাসী এবং খৃষ্টানগণ حلول বা অনুপ্রবেশে বিশ্বাসী। কাজেই, তারা কিভাবে আল্লাহ এর উপর ঈমান আনয়নকারী হতে পারে?

অনুরূপভাবে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা হযরত উযায়র (عَلَيْهِ السَّلَام) কে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মাসীহ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে 'আল্লাহ এর পুত্র' বলে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহ এর উপর ঈমান আনয়নকারী হলোনা। অনুরূপভাবে, যে এক রসূলকে অস্বীকার করে সে আল্লাহতে অবিশ্বাসী। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ অনেক নাবীকে অস্বীকার করে। সুতরাং তারা আল্লাহ এর উপর ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শানে নুযূল: মুজাহিদ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আর ওটা নাযিল হবার পর তাবূকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

কালবীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত ইহুদীদের মধ্যে কুরায়যাহ ও নাযীর গোত্রদ্বয়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের সাথে সন্ধি মঞ্জুর করেছিলেন এবং এটাই প্রথম জিযয়া, যা মুসলমানরা পেয়েছিলেন। আর এটাই ছিলো সর্বপ্রথম অবমাননা, যা কাফিরগণ মুসলমানদের হস্তে পেয়েছিলো।

টীকা-৬২: কুরআন ও হাদীসে। আর কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, অর্থ এ যে, 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' অনুসারে কাজ করেনা। সেগুলোতে বিকৃতি সাধন করে এবং বিধানাবলী মনগড়াভাবে রচনা করে।

সূরাঃ ৯ তাওবাহ (মাদানী)	৩৫৩	মানযিল-২	পারাঃ ১০

২৯: যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনেনা- আল্লাহ এর উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর (৬১) এবং হারাম বলে মান্য করেনা ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৬২), সত্য দ্বীন (৬৩) এর অনুসারী হয়না, অর্থাৎ সেসব লোক, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, যে পর্যন্ত নিজ হাতে যিযয়া দেবেনা লাঞ্ছিত হয়ে (৬৪)	قٰتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝٢٩
রুকূ'-৫	
৩০: এবং ইহুদী বলে, 'উযায়র আল্লাহ এর পুত্র (৬৫)।' এবং খৃষ্টান বলে, 'মসীহ আল্লাহ এর পুত্র' এসব কথা তারা নিজেদের মুখে বকাবকি করে (৬৬)। পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা রচনা করে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। ওরা উল্টো দিকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (৬৭)?	وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٣٠

টীকা-৬৩: ইসলাম, আল্লাহ এর দ্বীন।

টীকা-৬৪: চুক্তিবদ্ধ কিতাবী সম্প্রদায়েল মধ্য থেকে যে-ই 'কর' নেয়া হয় সেটার নাম 'জিযয়া'।

মাসআলা: এ 'জিযয়া' নগদ গ্রহণ করা হয়। এতে বাকী রাখা যায়না।

মাসআলা: জিযয়াদাতাকে নিজেই হাযির হয়ে দিতে হয়।

মাসআলা: পদব্রজে এসে দন্ডায়মান হয়ে পেশ করতে হয়।

মাসআলা: 'জিযয়া' গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তুর্কি এবং হিন্দু ইত্যাদিও কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত, আরবের মুশরিকগণ ব্যতীত। তাদের থেকে জিযয়া গ্রহযোগ্য নয়।

মাসআলা: ইসলাম গ্রহণ করলে 'জিযয়া' রহিত হয়ে যায়।

হিকমত: 'জিযয়া' নির্ধারণ করার হিকমত এ যে, কাফিরদেরকে এতে অবকাশ দেয়া হয়; যাতে তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রমাণাদির শক্তি দেখতে পায় এবং পূর্ববর্তী কিতাবীদের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর যেই ভবিষ্যৎবাণী এবং প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সুযোগ পায়।

টীকা-৬৫: কিতাবীদের ধর্মহীনতার যে বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে সেটারই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ তারা আল্লাহ এর শানে এমনি ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে থাকে এবং সৃষ্টিকে 'আল্লাহ এর পুত্র' সাব্যস্থ করে উপাসনা করে।

শানে নুযূল: রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে ইহুদীদের একটা দল আসলো। তারা বলতে লাগলো, "আমরা আপনার কিভাবে অনুসরণ করবো? আপনি আমাদের ক্বিবলা ছেড়ে দিয়েছেন এবং আপনি হযরত উযায়রকে খোদার পুত্র মনে করেন না।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৬৬: যেগুলোর উপর না কোন দলীল আছে, না কোন অকাট্য প্রমাণ। অতঃপর তারা স্বীয় মূর্খতার কারণে এ সুস্পষ্ট বাতিল আক্বীদাও পোষণ করে।

টীকা-৬৭: এবং আল্লাহ তা'আলার একত্বের উপর অকাট্য প্রমাণাদি স্থির হওয়া ও দলীলাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা ঐ কুফরের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে।

৩১: তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও সংসার বিরাগীদেরকে খোদারূপে গ্রহণ করে নিয়েছে (৬৮) এবং মারয়াম-তনয় মাসীহকেও (৬৯); এবং তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলোনা (৭০), কিন্তু এ যে, তারা একমাত্র আল্লাহ এরই ইবাদত করবে; তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। তিনি পবিত্র তাদের শির্ক থেকে।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২: তারা চায় আল্লাহ এর জ্যোতি (৭১) তাদের মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে; এবং আল্লাহ মানবেন না, কিন্তু আপন জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসনই (৭২), যদিও অপছন্দ করে কাফির।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩: তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে (৭৩) পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেন, এজন্য যে, সেটাকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন (৭৪) যদিও অপছন্দ করে মুশরিক।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪: হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় বহু পাদ্রী ও সংসার-বিরাগী মানুষের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে (৭৫) এবং আল্লাহ এর পথ থেকে (৭৬) নিবৃত্ত করে আর ঐসব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ এর পথে ব্যয় করেনা (৭৭); তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

টীকা-৬৮: আল্লাহ এর নির্দেশ ছেড়ে তাদের নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়েছে।

টীকা-৬৯: অর্থাৎ তাঁকেও খোদা সাব্যস্থ করেছে। আর তাঁর সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত-বিশ্বাস পোষণ করেছে যে, তিনি খোদা কিংবা খোদার পুত্র হন অথবা খোদা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন।

টীকা-৭০: তাদের কিতাবাদিতে; না তাদের নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর পক্ষ থেকে,

টীকা-৭১: অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম কিংবা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবুয়্যাতের প্রমাণাদি।

টীকা-৭২: এবং স্বীয় দ্বীনকে জয়যুক্ত করাই।

টীকা-৭৩: হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৭৪: এবং সেটার প্রমাণাদি শক্তিশালী করবেন। আর অন্যান্য দ্বীনকে সেটা দ্বারা রহিত করে দেবেন। সুতরাং (আল্লাহ এরই জন্য সমস্ত প্রশংসা) অনুরূপই হয়েছে।

দাহহাক- এর অভিমত হচ্ছে- এটা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর অবতরণের সময় প্রকাশ পাবে। তখন কোন ধর্মবিশ্বাসী এমন থাকবেনা, যে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবেনা।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন- হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম সব বিলীন হয়ে যাবে।

টীকা-৭৫: এভাবে যে, দ্বীনের বিধানাবলী পরিবর্তিত করে লোকদের নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করে এবং নিজেদের কিতাবাদীর মধ্যে অর্থ-সম্পদের লোভে বিকৃতি ও পরিবর্তন করে। আর পূর্ববর্তী কিতাবাদীর যেসব আয়াতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রসংশা ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থোপার্জনের নিমিত্ত সেগুলোর মধ্যে ভ্রান্ত ও বিকৃতি ব্যাখ্যা প্রদান করে।

টীকা-৭৬: ইসলাম থেকে এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনা থেকে।

টীকা-৭৭: কার্পণ্য করে ও সম্পদের প্রাপ্যাদি আদায় করে না এবং যাকাত দেয়না;

শানে নুযূল: সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত যাকাতে বাধা প্রদানকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন আল্লাহ তাআ'লা পাদ্রী ও সংসার-বিরাগীদের অর্থ-লিপ্সার কথা উল্লেখ করেন, তখন মুসলমানদেরকে সম্পদ সঞ্চয় করা ও সেটার প্রাপ্য আদায় না করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়েছে সেটা 'সঞ্চিত সম্পদ' নয়- চাই, তা মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদই হোক। আর যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়নি তা 'সঞ্চিত সম্পদ', যার উল্লেখ কুরআন পাকের মধ্যে করা হয়েছে যে, সেটার মালিককে তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বর্ণ ও রৌপ্যের তো এ অবস্থা হলো; সুতরাং কোন সম্পদই উত্তম, যাকে সঞ্চয় করা যাবে?" হুযূর ফরমালেন, "যিক্‌রকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর, সতী স্ত্রী, যে ঈমানদারকে তার ঈমানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে, অর্থাৎ পরহেযগার হয় যে, তার সঙ্গ দ্বারা আল্লাহ এর আনুগত্য ও ইবাদতের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।" (ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করেন।)

মাসআলা: সম্পদ সংগ্রহ করা মুবাহ (বৈধ), মন্দ নয়; যদি সেটার 'দেয়' পরিশোধ করা হয়। হযরত আ'ব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ ও হযরত তালহা প্রমূখ

সাহাবী সম্পদশালী ছিলেন। আর যেসব সাহাবী সম্পদ সঞ্চয় করাকে ঘৃণা করতেন তাঁরা এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন না।

টীকা-৭৮: এবং ভীষণ উত্তাপের কারণে সাদা বর্ণের হয়ে যাবে,

টীকা-৭৯: শরীরের সমস্ত পার্শ্ব ও দিকে এবং বলা হবে-

টীকা-৮০: এখানে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শারীয়াতের বিধানাবলী চান্দ্রমাসসমূহের উপর নির্ভরশীল, যেগুলোর হিসাব চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত।

টীকা-৮১: এখানে 'আল্লাহ এর কিতাব' দ্বারা হয়তো 'লাওহ-ই-মাহ্ফূয (সংরক্ষিত ফলক) অথবা 'কুরআন মাজীদ' কিংবা ঐ 'নির্দেশ' বুঝানো হয়েছে, যা (পালন করা) তিনি আপন বান্দার উপর অপরিহার্য করেছেন।

টীকা-৮২: তিনটা পরপর মিলিত- যিলক্বদ, যিলহজ্জ ও মুহাররাম। আর একটা পৃথক- 'রজব'। আরবের লোকেরা অন্ধকার যুগেও এসব মাসের সম্মান করতো এবং সেগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম জ্ঞান করতো। সুতরাং ইসলামেও এ মাসগুলোর সম্মান ও মহত্ব আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩৫: যেদিন তা উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে (৭৮), অতঃপর তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে তাদের ললাটসমূহে এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশসমূহে (৭৯), এটা হচ্ছে তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, এখন স্বাদ গ্রহণ করো এ পুঞ্জীভূত করার।'

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝٣٥

৩৬: নিশ্চয় মাসগুলোর সংখ্যা আল্লাহ এর নিকট বার মাস (৮০), আল্লাহ এর কিতাবের মধ্যে (৮১), যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটা সম্মানিত (৮২)। এটাই সরল-সোজা দ্বীন। সুতরাং এ মাসগুলোর মধ্যে (৮৩) নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করোনা এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথে আছেন (৮৪)।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ۬ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٣٦

৩৭: তাদের মাসকে পিছিয়ে দেয়া নয়, বরং কুফরের মধ্যে আরো এগিয়ে যাওয়া (৮৫); এটা দ্বারা কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। এক বৎসর সেটাকে (৮৬) বৈধ সাব্যস্থ করে এবং আরেক বৎসর সেটাকে অবৈধ মানে, যাতে ঐ গণনার সমান হয়ে যায়, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন (৮৭) এবং আল্লাহ এর নিষিদ্ধকৃতকে হালাল করে নেয়। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের চোখে ভাল লাগে; এবং আল্লাহ কাফিরদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না।

اِنَّمَا النَّسِیْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّ يُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٣٧

টীকা-৮৩: পাপাচার ও নির্দেশ অমান্য করা দ্বারা।

টীকা-৮৪: তাদের সাহায্য ও মদদ করবেন।

টীকা-৮৫: 'نَسِی' (নাসী) অভিধানে, সময়কে পিছিয়ে দেয়াকে বলা হয়। আর এখানে 'শাহ্‌র-ই-হারাম' (সম্মানিত মাস) এর সম্মানকে অপর মাসের দিকে পিছিয়ে দেয়া বুঝানোই উদ্দেশ্য। অন্ধকার যুগে আরবের লোকেরা 'সম্মানিত মাসসমূহ'- যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম ও রজব- এর সম্মান ও মহত্বে বিশ্বাসী ছিলো। সুতরাং যখনই যুদ্ধ চলাকালে এ সম্মানিত মাসগুলো এসে যেতো, তখন তা তাদের নিকট স্পষ্ট কষ্টকর মনে হতো। এ কারণে, তারা এমনই করতো যে, এক মাসের সম্মান অপর মাসের দিকে সরিয়ে দিতে লাগলো। মুহাররমের সম্মান সফরের দিকে সরিয়ে মুহাররমে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতো এবং এর পরিবর্তে সফরকেই 'মাহে-হারাম' (সম্মানিত মাস) রূপে স্থির করে নিতো এবং যখন তা থেকেও তার সম্মান প্রদর্শনকে সরানোর প্রয়োজন মনে করতো তখন সে মাসেও যুদ্ধ হালাল করে নিতো এবং রবিউল আউয়ালকে 'সম্মানিত মাস' হিসেবে স্থির করতো। এভাবে 'সম্মান প্রদর্শন' বছরের সমস্ত মাসেই ঘুরতে থাকতো। এমনকি তাদের এ ধরণের কর্মকান্ডের ফলে 'সম্মানিত মাসগুলো'র বিশেষত্বই আর অবশিষ্ট থাকেনি। এভাবে তারা হাজ্জকে বিভিন্ন মাসের মধ্যে ঘুরাতে থাকলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বিদায় হজ্জে ঘোষণা করলেন, 'নাসী' (نَسِی) বা সময়কে পিছিয়ে দেয়ার মাসগুলো গত হয়ে গেছে। এখন মাসসমূহের সময়সূচী আল্লাহ এরই নির্ধারণ অনুসারেই সংরক্ষণ করা হবে এবং কোন মাসকেই আপন অবস্থান থেকে হটানো যাবেনা। আর আয়াতের মধ্যে 'নাসী' (نَسِی) (সময়কে পিছানো) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং 'কুফরের উপর কুফরের বৃদ্ধি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, এতে সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ হারাম হওয়াকে হালাল জানা এবং খোদার হারামকৃত মাসকে হালাল করে নেয়াও পাওয়া যায়।

টীকা-৮৬: অর্থাৎ 'মাহে হারাম' কে অথবা এ পেছনে হটানোকে।

টীকা-৮৭: অর্থাৎ 'সম্মানিত মাস' চারটাই থাকবে। এটাতো মেনে চলে, কিন্তু সেগুলোর বিশেষত্ব ভেঙ্গে আল্লাহ এ নির্দেশের বিরোধিতা করে, যে মাস হারাম

ছিলো সেটাকে হালাল করে দিয়েছে; সেটার স্থলে অপর মাসকে হারাম বলে স্থির করে নিয়েছে।
টীকা-৮৮: এবং সফর করতে ভয় পাও?
শানে নুযূল: এ আয়াত তাবূকের যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাবূক একটা স্থান। সিরিয়ার পার্শ্বে, মাদীনা তৈয়্যিবাহ থেকে চৌদ্দ 'মানযিল' ★ দূরত্বে অবস্থিত। নবম হিজরী সনের রজব মাসে তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) খবর পেলেন যে, আরবের খ্রিস্টানদের উস্কানীতে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোম ও শাম (সিরিয়া)-বাসীদের নিয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছে। আর তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার ইচ্ছা রাখে, তখন হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐ সময়টা অত্যন্ত অভাব, দুর্ভিক্ষ এবং প্রখর গরমের ছিলো। এমনকি প্রতি দুই জন লোক একেকটা মাত্র খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন দূর-পাল্লার অভিযান ছিলো। শত্রুর সংখ্যাও বিরাট এবং শক্তিশালী ছিলো। এ কারণে কোন কোন গোত্রের লোকেরা (ঘরে) বসে রইলো এবং তাদের নিকট জিহাদে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য মনে হলো। এ যুদ্ধে অনেক মুনাফিক্বেরও মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিলো এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিলো।

হযরত উসমান গণী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এ যুদ্ধে খুবই উচ্চ সাহসিকতার সাথে ব্যয় করেছিলেন। দশ হাজার মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রদান করেন। দশ হাজার দিনার এ যুদ্ধে ব্যয় করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত নয়শ উট ও একশ ঘোড়া সাজ-সরঞ্জামসহ অতিরিক্ত দান করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবীগণও খুব খরচ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আবু বাক্র সিদ্দিক (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) যিনি স্বীয় সমস্ত সম্পদ হাযির করেছিলেন।- এর পরিমাণ ছিলো চার হাজার দিরহাম মূল্যের সমান। হযরত ওমর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক হাযির করেন।

বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহকারে রওনা দিলেন। হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কে মাদীনা তৈয়্যিবাহ্য় রেখে যান। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথি মুনাফিক্বগণ 'সানিয়াতুল বিদা' পর্যন্ত গিয়ে সেখানেই থেমে গিয়েছিলো।
মুসলিম বাহিনী যখন তাবূকে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, কূপের মধ্যে পানির পরিমাণ খুব স্বল্প তখন রাসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সেটার পানি দিয়ে তাতে কুল্লী করলেন। যার বারাকাতে পানি ফুলে উঠলো। কূপ ভর্তি হয়ে গেলো। সৈন্য বাহিনী ও তাদের সমস্ত পশু ভালভাবে তৃপ্ত হলো। হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে অবস্থান করলেন।
হিরাক্লিয়াস হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সত্য নাবী অন্তরে জানতো। এ কারণে, সে ভয় পেয়ে গেলো এবং হুযূরের সাথে যুদ্ধ করেনি। হুযূর চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন। সুতরাং হযরত খালিদকে চারশতের অধিক অশ্বারোহী সৈন্য সহকারে আকীদর, দু'মাতুল জুনদাল এর শাসকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। আর ইরশাদ করেছিলেন, "তোমরা তাকে বন্য গাভী শিকাররত অবস্থায়ই বন্দী করে নাও।" সুতরাং তাই করা হলো। যখন সে বন্য গাভী শিকারের জন্য আপন কিল্লা থেকে বের হয়েছিলো, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) তাকে গ্রেপ্তার করে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির করলেন। হুযূর জিযয়া (কর) নির্ধারিত করে তাকে ছেড়ে দিলেন। অনুরূপভাবে, 'আয়লা'-এর শাসকের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলো এবং 'জিযয়া' এর উপর চুক্তি করলেন।
ফেরার সময় যখন হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদীনা তৈয়্যিবাহ্র কাছাকাছি তাশরীফ আনলেন, তখন যেসব লোক জিহাদে অংশগ্রহণ না করে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তারা হাযির হলো। হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সাহাবা কিরামকে ইরশাদ ফরমালেন, "তোমরা তাদের মধ্যে কারো সাথে কথা বলবেন না, নিজেদের নিকটে বসবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পুনরায় অনুমতি না দিই।" সুতরাং মুসলমানগণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি পিতা ও ভাইয়ের প্রতিও তারা দৃষ্টিপাত করেননি। এ প্রসঙ্গে এ পবিত্র আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাঃ ৯ তাওবাহ (মাদানী)	৩৫৬	মানযিল-২	পারাঃ ১০
রুকূ'-৬			
৩৮: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, 'আল্লাহ এর পথে অভিযানে বের হও।' তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনের উপর বসে পড়ো (৮৮)? তোমরা কি পার্থিব জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে পছন্দ করে নিয়েছো? এবং পার্থিব জীবনের সামগ্রীসমূহ আখিরাতের তুলনায় নয়, কিন্তু কিঞ্চিতকর (৮৯)। ৩৯: যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে (৯০),	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿۳۸﴾ اِلَّا تَنْفِرُوْا		

টীকা-৮৯: অর্থাৎ দুনিয়া এবং এর সমস্ত সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত ও এর সমস্ত নি'মাত চিরস্থায়ী।
টীকা-৯০: হে মুসলমানগণ! রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশ মুতাবিক; তবে আল্লাহ তাআ'লা-
*এক মানযিল= ষোল মাইল

টীকা-৯১: যারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ও অনুগত হবে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহায্য ও তাঁর দ্বীনকে সম্মান প্রদানের জন্য নিজেই যিম্মাদার। সুতরাং যদি তোমরা রসুল পাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশ পালনে ত্বরা করো তবে এ সৌভাগ্য তোমরাই লাভ করতে পারবে। আর যদি তোমরা অলসতা করো তবে আল্লাহ তাআ'লা অন্য লোকদেরকেই আপন নাবীর সেবার সৌভাগ্য দ্বারা সম্মানিত করবেন।

টীকা-৯২: অর্থাৎ হিজরতের সময় মক্কা মুকাররমাহ থেকে। যখন কাফিরগণ 'দারুন্নাদওয়াহ' এর মধ্যে হুযূরের বিরুদ্ধে তাঁকে শহীদ করা ও বন্দী করা ইত্যাদি মন্দ ধরনের বিভিন্ন পরামর্শ করছিলো।

টীকা-৯৩: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)

টীকা-৯৪: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত আবূ বাকর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে

يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে নিয়ে আসবেন (৯১) এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেন না; এবং আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০: যদি তোমরা 'মাহবূব'কে সাহায্য না করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে (৯২)- শুধু দুইজন থেকে, যখন তারা উভয়ই (৯৩) গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন আপন সঙ্গীকে (৯৪) ফরমাচ্ছিলেন, 'দুঃখিত হয়ো না', নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর আপন প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন (৯৫) এবং তাঁকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফিরদের কথা নিচে নিক্ষেপ করেছেন (৯৭); আল্লাহ এর কথাই সর্বোপরি; এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১: অভিযানে বের হয়ে পড়ুক, চাই হালকা প্রাণে হোক, চাই ভারি হৃদয়ে হোক (৯৮) এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানো (৯৯)।

মাসআলা: হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সাহাবী হবার প্রমাণ এ আয়াত থেকে পাওয়া যায়। হাসান ইবনে ফযল বলেছেন, "যে ব্যক্তি হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে সে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে।"★

টীকা-৯৫: এবং হৃদয়কে প্রশান্তি দান করেছেন

টীকা-৯৬: 'সেগুলো' দ্বারা ফিরিশতাদের সৈন্যবাহিনী বুঝানো হয়েছে যারা কাফিরদের গতিধারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা তাদেরকে দেখতে পায়নি। আর বদর, আহযাব এবং হুনায়নের যুদ্ধসমূহেও তাদেরকে অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছিলেন।

টীকা-৯৭: কুফর ও শির্কের প্রতি আহ্বানকে নিচু করেছিলেন;

টীকা-৯৮: অর্থাৎ আনন্দচিত্তে হোক অথবা নিরানন্দে। অপর এক অভিমত এ যে, শক্তি সহকারে কিংবা দুর্বলতা সহকারে এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যতীত কিংবা সরঞ্জাম সহকারে।

টীকা-৯৯: অর্থাৎ জিহাদের সাওয়াব বসে থাকা অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং যথাযথভাবে প্রস্তুতি নাও, অলসতা করোনা।

★ এ থেকে দুটি মাসআলা জানা যায়: এক) হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর সাহাবীত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাঁকে 'সাহাবী' বলে মেনে নেয়া ঈমানী ও কুরআনী বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে অবিশ্বাস করা 'কুফর'। দুই) সিদ্দীক্বে আকবারের মর্যদা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পর সর্বাপেক্ষা ঊর্ধ্বে। কারণ, তাঁকে আল্লাহ তাআ'লা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'দ্বিতীয়' বলেছেন। একারণেই হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁকে আপন মুসাল্লার ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চার ঔরসের সাহাবীঃ তাঁর মাতা-পিতাও, তিনি নিজেও, তাঁর সমস্ত সন্তান-সন্ততিও এবং তাঁর পৌত্র পৌত্রীও (সাহাবী); যেমন হযরত য়ূসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) চার ঔরসের নাবী। এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। একথা জানা যায় যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পর খিলাফত হযরত সিদ্দিক্বে আকবারেরই। খোদ আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে 'দ্বিতীয়' হবার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুতরাং তাঁকে তৃতীয়/চতুর্থ ইত্যাদি কে করতে পারে? তিনি তো ইন্তেকালের পর কবরে 'দ্বিতীয়'; হাশর ময়দানেও দ্বিতীয় হবেন। (নূরুল ইরফান)

টীকা-১০০: এবং পার্থিব লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের আশঙ্কা না থাকতো,
টীকা-১০১: শানে নুযূল: এ আয়াত ঐসব মুনাফিক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো।
টীকা-১০২: এসব মুনাফিক্ব; এবং এভাবে ক্ষমা চাইবে-
টীকা-১০৩: মুনাফিকগণ এ ক্ষমা চাওয়ার পূর্বে খবর দিয়ে দেয়া অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান ও নাবুয়্যাতের প্রমাণাদির শামিল। সুতরাং যেভাবে ইরশাদ করেছিলেন সেভাবেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং তারা এ-ই অজুহাতই পেশ করেছিলো এবং মিথ্যা শপথ করেছিলো।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২: যদি কোন নিকটবর্তী সম্পদ কিংবা মধ্যম ধরনের সফর হতো (১০০), তবে তারা অবশ্যই আপনার সাথে যেতো (১০১); কিন্তু তাদের উপর তো কষ্টের পথ সুদীর্ঘ মনে হলো; এবং এখন আল্লাহ এর নামে শপথ করে বলবে (১০২), 'পারলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম (১০৩)।' তারা নিজেদের আত্মাগুলোকেই ধ্বংস করছে (১০৪) এবং আল্লাহ জানেন যে, তারা নিশ্চয় নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

রুকূ'-৭

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩: আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন (১০৫), আপনি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট স্পষ্ট হয়নি সত্যবাদীরা এবং প্রকাশ পায়নি মিথ্যাবাদীরা।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪: এবং ঐ সব লোক যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, তারা ছুটি প্রার্থনা করবে না এ থেকে যে, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে; এবং আল্লাহ খুব ভালোভাবে জানেন পরহেযগারদেরকে।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫: আপনার নিকট এ ছুটি প্রার্থনা করছে তারাই, যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখেনা (১০৬) এবং যাদের অন্তর সংশয়ে পড়েছে। সুতরাং তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত (১০৭)।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً

৪৬: যদি তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো (১০৮), তবে তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।

টীকা-১০৪: মিথ্যা শপথ করে
মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যা শপথ করা ধ্বংসের কারণ।

টীকা-১০৫: عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ (আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।) বাক্য দ্বারা বক্তব্য আরম্ভ করা ও সম্বোধনের সূচনা করা সম্বোধিতজনের তা'যীম ও সম্মানের মধ্যে বিশেষ জোর দেয়ার জন্যই। আর আরবী ভাষায় এ পরিভাষা সুপ্রচলিত যে, সম্বোধিতজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়।

ক্বাযী আয়ায (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) তাঁর শিফা শরীফে বলেছেন, "যে কেউই এ বাক্যকে 'অসন্তোষ প্রকাশ' বলে ধরে নিয়েছে সে ভুল করেছে। কারণ, তাবূকের যুদ্ধে হাযির না হওয়া এবং ঘরে বসে থাকার জন্য অনুমতি প্রার্থীদেরকে অনুমতি দেয়া বা না দেয়া উভয়ই হযরত (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ইখতিয়ারভুক্ত ছিলো এবং তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে স্বাধীন ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা ইরশাদ করেছেন- فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ (সুতরাং আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন)। কাজেই, لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ (আপনি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলেন?) ইরশাদ ফরমানো অসন্তোষ প্রকাশের জন্য নয়; বরং এ কথায় প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, আপনি যদি তাদেরকে অনুমতি না দিতেন, তবুও তারা জিহাদে অংশগ্রহণকারী ছিলোনা।" আর عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ এর অর্থ এই যে, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! গুনাহের সাথে তো আপনার কোন সম্পর্কেই নাই। এতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ, তাঁর অন্তরকে প্রশান্তি ও সান্ত্বনা প্রদানই উদ্দেশ্য যেন لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ইরশাদ করার ফলে তাঁর বারাকাতময় হৃদয়ে কোন প্রকার বোঝা অনুভব না হয়।
টীকা-১০৫: অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ
টীকা-১০৭: না এদিকের হলো, না ওদিকের; না কাফিরদের সাথে থাকতে পারলো, না মু'মিনদের সঙ্গে থাকতে পারলো।
টীকা-১০৮: এবং জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করতো,

টীকা-১০৯: তাদের অনুমতি চাওয়ার উপর
টীকা-১১০: ‘যারা বসে রয়েছে’ দ্বারা স্ত্রীলোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং পঙ্গু লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১১১: এবং বিভিন্ন মিথ্যা কথা বানিয়ে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো;
টীকা-১১২: যারা তোমাদের কথা তাদের নিকট পৌঁছায়
টীকা-১১৩: এবং তারা আপনার সাহাবীদেরকে দ্বীন থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করেছিলো; যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক্ব উহুদ যুদ্ধের দিনে করেছিলো যে, মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য স্বীয় দল নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো।

কিন্তু আল্লাহ এরই নিকট তাদের অভিযাত্রা মনঃপুত হলোনা; সুতরাং তাদের মধ্যে অলসতা ভর্তি করে দিলেন এবং (১০৯) বলা হলো, ‘যারা বসে রয়েছে তাদের সাথে বসে থাকো (১১০)।’
৪৭: যদি তারা তোমাদের মধ্যে বের হতো, তবে তাদের দ্বারা ক্ষতি ব্যতীত তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি পেতোনা এবং তোমাদের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝখানে ছুটাছুটি করতো (১১১); এবং তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর মওজুদ রয়েছে (১১২) এবং আল্লাহ খুব জানেন যালিমদেরকে।
৪৮: নিঃসন্দেহে তারা প্রথমই ফিৎনা চেয়েছিলো (১১৩) এবং হে মাহবূব! আপনার জন্য তারা কার্যপ্রণালীকে ওলট-পালট করে ফেলেছিলো (১১৪), শেষ পর্যন্ত সত্য আসলো (১১৫) এবং আল্লাহ এর হুকুম প্রকাশ পেলো (১১৬) এবং (তা) তাদের অপছন্দনীয় ছিলো।
৪৯: এবং তাদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট এভাবে আরয করে, ‘আমাকে অব্যাহতি দিন এবং ফিৎনায় ফেলবেন না (১১৭)।’ শুনে নাও! তারাই ফিৎনার মধ্যে পড়েছে (১১৮); এবং নিশ্চয়, জাহান্নাম বেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে।
৫০: যদি আপনার মঙ্গল হয় (১১৯), তবে তাদের খারাপ লাগে, আর যদি আপনার কোন বিপদ ঘটে (১২০) তবে তারা বলে (১২১), ‘আমরা আমাদের কাজ পূর্বেই ঠিক করে নিয়েছিলাম।’ এবং তারা খুশী উদযাপন করে বেড়ায়।

وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ
وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾
لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا
خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ
يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ
سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾
لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ
وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ
الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ
كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا
تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ
اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾
اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ
تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ
اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

টীকা-১১৪: এবং তারা আপনার কর্ম পন্ড করার জন্য এবং দ্বীনের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অনেক ধরনের চক্রান্ত প্রতারণা করেছিলো।
টীকা-১১৫: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লার নিকট থেকে সমর্থন ও সাহায্য
টীকা-১১৬: এবং তাঁর দ্বীন বিজয়ী হলো
টীকা-১১৭: শানে নুযূল: এ আয়াত জুদ ইবনে ক্বায়স মুনাফিক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) তাবূকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন তখন জুদ ইবনে ক্বায়স বললো, “হে আল্লাহ এর রসূল! আমার সম্প্রদায় জানে যে, আমি স্ত্রীলোকদের প্রতি বড়ই আসক্ত। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমি রোমান স্ত্রীলোকদের দেখলে নিজেকে সামলাতে পারবো না। একারণে, আপনি আমাকে এখানেই থেকে যাবার অনুমতি দিন। আর ঐসব স্ত্রীলোকের ফিৎনায় ফেলবেন না। আপনাকে আমার সম্পদ দ্বারা সাহায্য করবো।” হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, “এটা তার চালবাজিই ছিলো। এতে মুনাফিক্বী ব্যতীত অন্য কোনো কারণ ছিলোনা।” রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) তার দিক থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১১৮: কেননা, জিহাদ থেকে বিরত থেকে যাওয়া রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশের বিরোধিতা করাই হচ্ছে মহা ফিৎনা।
টীকা-১১৯: আর আপনি শত্রুর উপর বিজয়ী হন এবং ‘যুদ্ধে পরিত্যক্ত সম্পদ’ গণীমত আপনার হাতে আসে,
টীকা-১১৯: এবং কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হন
টীকা-১২০: অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ যে, চালাকীর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে,
টীকা-১২১: হয়ত বিজয় ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত সম্পদ (গণীমত) পাওয়া যাবে অথবা শাহাদত ও মাগফিরাত। কেননা, মুসলমান যখন জিহাদে যান তখন

যদি তিনি বিজয়ী হন, তবে তিনি বিজয়, গণীমত এবং মহা সওয়াব লাভ করেন। আর যদি আল্লাহ এর পথে নিহত হন, তবে তাঁর শাহাদাত লাভ হয়, যা তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যই হয়।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১: আপনি বলুন, 'আমাদের নিকট পৌঁছবে না, কিন্তু যা কিছু আল্লাহ আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মুনিব এবং মুসলমানদের, আল্লাহ এর উপরই নির্ভর করা উচিত।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২: আপনি বলুন। 'তোমরা আমাদের উপর কোন জিনিসের অপেক্ষা করছো? কিন্তু দু'টি মঙ্গলের মধ্য থেকে একটারই (১২২) এবং আমরা তোমাদের উপর এ প্রতীক্ষায় রয়েছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন তাঁরই নিকট থেকে (১২৩) অথবা আমাদেরই হাত (১২৪)। সুতরাং তোমরা এখন প্রতীক্ষা করো। আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি (১২৫)।'

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩: আপনি বলুন, 'সানন্দে ব্যয় করো অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে- তোমাদের নিকট থেকে কখনো গৃহীত হবেনা (১২৬); নিশ্চয়, তোমরা নির্দেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪: এবং তারা যা ব্যয় করে তা গ্রহণ করা বন্ধ হয়নি, কিন্তু এ জন্যই যে, তারা আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকার করেছে, এবং নামাযে আসেনা কিন্তু অলসতার সাথে এবং খরচ করেনা কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে (১২৭)।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫: সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ এটাই চান যে, পার্থিব জীবনেই ঐসব বস্তু দ্বারা তাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন এবং কুফরের উপরই তাদের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাক (১২৮)।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬: এবং (তারা) আল্লাহ এর নামে শপথ করে (১২৯) যে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্তই (১৩০); অথচ (তারা) তোমাদের অন্তর্ভুক্তই নয় (১৩১) হ্যাঁ, সেসব লোক ভয় করে থাকে (১৩২)।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭: যদি পায় কোন আশ্রয়স্থল অথবা গিরিগুহা কিংবা সঙ্কুলান-স্থান, তবে অবাধ্য হয়ে সেদিকে ফিরে যাবে (১৩৩)।

টীকা-১২৩: এবং তোমাদেরকে আদ ও সামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মতোই ধ্বংস করবেন।

টীকা-১২৪: তোমাদেরকে হত্যা ও গ্রেফতারের শাস্তিতে আক্রান্ত করবেন।

টীকা-১২৫: যে, তোমাদের কি পরিনতি হয়?

টীকা-১২৬: শানে নুযূল: এ আয়াত জুদ ইবনে ক্বায়স মুনাফিক্বের প্রত্যুত্তরে নাযিল হয়েছে, যে জিহাদে না যাবার অনুমতি প্রার্থনা করার সাথে সাথে একথাও বলেছিলো, "আমি আমার সম্পদ দ্বারা সাহায্য করবো।" এর জবাবে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা আপন হাবীব বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পক্ষে ইরশাদ করলেন, "তোমরা খুশি হয়ে দাও কিংবা নাখোশ হয়ে দাও তোমাদের মাল গ্রহণ করা হবে না।" অর্থাৎ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তা গ্রহণ করবেন না। কেননা, এ দেয়াটা আল্লাহ এর জন্যই নয়।

টীকা-১২৭: কেননা, তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ এর সন্তুষ্টি লাভ করা নয়।

টীকা-১২৮: সুতরাং সেই মাল তাদের পক্ষে শান্তির কারণ হলো না, বরং শাস্তির কারণ হলো।

টীকা-১২৯: অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ; এর উপর যে,

টীকা-১৩০: অর্থাৎ তোমাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান;

টীকা-১৩১: অর্থাৎ তোমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে ও মিথ্যা বলছে

টীকা-১৩২: যে, যদি তাদের মুনাফিক্বী প্রকাশ পেয়ে যায়, তখনতো মুসলমানগণ তাদের সাথে তেমনি ব্যবহার করবে, যেমন মুশরিকদের সাথে করেছেন। এ কারণে, তারা তাদের বাতিল আক্বীদাকে গোপন করে (تقية) নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করছে।

টীকা-১৩৩: কেননা, তাদের অন্তরে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও মুসলমানদের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিদ্বেষ বিরাজ করছে।

টীকা-১৩৪: শানে নুযূল: এ আয়াত যুল-খুয়ায়সারাহ্ তামীমীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ ব্যক্তির নাম- 'হারক্বস ইবনে যুহায়র'। এ লোকটাই হচ্ছে খারেজী সম্প্রদায়ের মূল ও বুনিয়াদ। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন যুল-খোয়ায়সারাহ্ বললো, "হে আল্লাহ্ এর রসূল! ইনসাফ করুন।" হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "তোমার অনিষ্ট হোক। আমি ইনসাফ না করলে ইনসাফ কে করবে?" হযরত ওমর (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আবেদন করলেন, "আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিক্বের গর্দান উড়িয়ে দিই।" হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "তাকে ছেড়ে দাও। তার আরো এমন সঙ্গী ও অনুসারী রয়েছে যে, তোমরা তাদের নামাযগুলোর সম্মুখে নিজেদের নামাযগুলোকে এবং তাদের রোযাগুলোর সম্মুখে নিজেদের রোযাগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। আর তারা ক্বুরআন পড়বে এবং তা তাদের কণ্ঠসমূহের নীচে নামবেনা। তারা দ্বীন থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে।"

টীকা-১৩৫ সাদাক্বাহসমূহ

টীকা-১৩৬: যেন, (তিনি) আমাদের উপর আপন করুণাকে প্রশস্ত করেন এবং আমাদেরকে এমন ধনী করেন যেন সৃষ্টির ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী না হই।

টীকা-১৩৭: যখন মুনাফিক্বগণ সাদাক্বাহসমূহ বন্টনের ক্ষেত্রে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলো, তখন মহামহিম আল্লাহ্ এ আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিলেন যে, সাদাক্বাহসমূহের উপযুক্ত শুধু এ আট প্রকারের লোকই। এদের উপর সাদাক্বাহসমূহ

৫৮: এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, সাদাক্বাহ বন্টনের ক্ষেত্রে আপনার সমালোচনা করে (১৩৪), সুতরাং যদি সেগুলো (১৩৫) থেকে কিছু পায়, তবে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আর যদি না পায়, তবে তখনই তারা নারায হয়ে যায়।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ۝٥٨
৫৯: এবং কতই ভাল হতো যদি তারা তাতেই সন্তুষ্ট হতো, যা আল্লাহ্ ও রসূল তাদেরকে দিয়েছেন এবং বলতো, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এখন আল্লাহ্ আমাদেরকে দিচ্ছেন আপন করুণা থেকে এবং আল্লাহ্ এর রসূলও; আমরা আল্লাহ্ এরই প্রতি আসক্ত (১৩৬)।	وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝٥٩
রুকূ'-৮	
৬০: যাকাত তো এসব লোকেরই জন্য (১৩৭)- যারা অভাবগ্রস্ত, নিতান্ত নিঃস্ব, যারা তা সংগ্রহ করে আনে, যাদের অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, ক্রীতদাস-মুক্তির মধ্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্ এর পথে এবং মুসাফিরদরে জন্য। এটা বিধান আল্লাহ্ এর। আর আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।	اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦٠

ব্যয় করা যাবে। এরা ব্যতীত অন্য কেউ উপযুক্ত নয়। আর রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর, সাদাক্বাহ্র মালের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর সাদাক্বাহসমূহ হারাম। সুতরাং সমালোচনাকারীদের জন্য আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ কোথায়? এ আয়াতের মধ্যে 'সাদাক্বাহ্সমূহ' দ্বারা 'যাকাতের কথা' বুঝানো হয়েছে।

মাসআলা: যাকাতের উপযোগী মোট আট ধরণের লোকই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে (مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ) 'যাদের অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়' সাহাবা কিরামের ঐক্যমত্য দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, যখন আল্লাহ্ তাআ'লা ইসলামকে বিজয় দান করেছেন, তখন সেটার প্রয়োজন বাকী থাকেনি। এ 'ঐক্যমত্য' হযরত আবু বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফাত কালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাসআলা: (فَقِيْرٌ) (অভাবগ্রস্ত) হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিঞ্চিত সামগ্রী রয়েছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এক বেলার জন্য কিছু থাকে তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়।

(مِسْكِيْنٌ) (মিসকীন বা নিতান্ত নিঃস্ব) হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই। সে ভিক্ষা করতে পারে।

عَامِلِيْنَ (যারা যাকাত সংগ্রহ করে আনে) হচ্ছে তারাই, যাদেরকে ইমাম সাদাক্বাহ্ সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন। তাদেরকে ইমাম ঐ পরিমাণ দেবেন, যা তাদের জন্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য যথেষ্ট হয়।

মাসআলা: যদি সাদাক্বাহ্ সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তি ধনী হয় তবুও তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ।

মাসআলা: যদি 'সাদাক্বাহ সংগ্রহকারী' সৈয়্যদ কিংবা হাশেমী হলে, তবে তিনি যাকাত থেকে গ্রহণ করবেন না।

'দাসমুক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য এ যে, যেসব ক্রীতদাসকে তাদের মুনিবেরা 'মুকাতাব' (مُكَاتَبْ) সাব্যস্থ করেছে তাদেরকে মুক্ত করা।

'মুকাতাব' (مُكَاتَبْ) হচ্ছে ঐসব দাস, যাদের জন্য তাদের মুনিব একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল (অর্থ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, ঐ পরিমাণ পরিশোধ করলে তারা আযাদ হবে। তারাও উপযোগী। তাদেরকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের মাল দেয়া যাবে।

'ঋণগ্রস্তগণ': যারা কোন পাপ ব্যতীতই ঋণগ্রস্ত হয় এবং এ পরিমাণ সম্পদেরও মালিক নয় যে, তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে। তাদেরকে ঋণমুক্ত করার

জন্য যাকাতের মাল থেকে সাহায্য করা যাবে।
'আল্লাহ এর পথে ব্যয় করা' দ্বারা 'সাজ-সরঞ্জামহীন মুজাহিদ এবং দরিদ্র হাজীদের জন্য ব্যয় করা' বুঝানো হয়েছে।
(اِبْنِ سَبِيْلُ ইবনে সাবীল) হচ্ছে- ঐসব মুসাফির, যাদের সাথে মাল সামগ্রী নেই।
মালামালঃ যাকাতদাতার জন্য এটাও বৈধ যে, সে এ সমস্ত শ্রেনীর লোককে যাকাত দেবে। এটাও বৈধ যে, তাদের মধ্যে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে প্রদান করবে।
মাসআলা: যেহেতু যাকাত উপরোক্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু তারা ব্যতীত অন্য কোন খাতে তা ব্যয় করা যাবে না। না মাসজিদ নির্মানের কাজে, না মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য, না তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য।
মাসআলা: যাকাত হাশেমী বংশের লোক, ধনী এবং তাদের কৃতদাসকে দেয়া যাবেনা এবং না কেউ তার স্ত্রী সন্তান-সন্তুতি এবং কৃতদাসকেও দেবে
(তাফসীর-ই-আহমাদী ও মাদারিক)

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬১: এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে, যারা সেই অদৃশ্যের সংবাদদাতাকে কষ্ট দেয় (১৩৮) এবং বলে, 'তিনি তো কান।' আপনি বলুন, 'তোমাদের মঙ্গলের জন্যই কান হন।' আল্লাহ এর উপর ঈমান আনেন এবং মু'মিনদের কথায় বিশ্বাস করেন (১৩৯); আর তোমাদের মধ্যে যারা মুসলমান, তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহ এর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
৬২: আমাদের সামনে আল্লাহ এর নামে শপথ করে (১৪০) যেন তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে নেয় (১৪১); আল্লাহ ও রসূলের এ হক অধিক ছিলো যে, তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা ঈমান রাখতো।
৬৩: তারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের, তবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই বড় লাঞ্ছনা।
৬৪: মুনাফিক্বরা ভয় করে যে, তাদের (১৪২) উপর কোন সূরা এমন নাযিল হয় কি-না, যা তাদের (১৪৩) অন্তরগুলোর গোপন কথা (১৪৪) ব্যক্ত করে দেবে। আপনি বলুন। বিদ্রুপ করতে থাকো, আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার তোমাদের ভয় রয়েছে।'

টীকা-১৩৮: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে
শানে নুযূল: মুনাফিক্বগণ তাদের বৈঠক সমূহের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সমন্ধে অশোভন কথাবার্তা বলে বকাবকি করতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, "যদি হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّ) অবহিত হয়ে যান, তবে আমাদের জন্য মঙ্গল হবে না।" জাল্লাস ইবনে সুয়াইদ মুনাফিক্ব বললো, "আমরা যা ইচ্ছা বলবো, হুযূরের সামনে গিয়ে প্রতারণা করবো। আর শপথ করে ফেলবো।' তিনি তো কানই; তাঁকে যা বলে দেয়া হয় তা শুনে মেনে নিয়ে থাকেন।" এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন। আর একথা ইরশাদ করেন যে, যদি তিনি শ্রবণকারীও হন তবে তিনি মঙ্গল ও সংশোধনের কথাই শ্রবণ করেন ও মেনে নেন, অনিষ্ট ও ফ্যাসাদের কথা নয়।
টীকা-১৩৯: না মুনাফিক্বদের কথার উপর থেকে
টীকা-১৪০: মুনাফিকগণ; এজন্য যে
টীকা-১৪১: শানে নুযূল: মুনাফিক্বগণ তাদের বৈঠকসমূহে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّ) এর সমালোচনা করতো। আর মুসলমানদের নিকটে এসে তা অস্বীকার করতো এবং আল্লাহ এর নামে বিভিন্ন শপথ করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে শপথ করার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করা। যদি তারা ঈমান রাখতো, তবে তারা এমনি আচরণ কেনইবা করলো, যা খোদা ও রসুলের অসন্তুষ্টিরই কারণ হয়।
টীকা-১৪২: অর্থাৎ মুসলমানদেরকে
টীকা-১৪৩: অর্থাৎ মুনাফিক্বদের
টীকা-১৪৪: 'অন্তর সমূহের গোপন কথা' হচ্ছে- তাদের মুনাফিক্বী এবং ঐ বিদ্বেষ ও শত্রুতা, যা তারা মুসলমানদের প্রতি রাখতো এবং গোপন করতো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মু'জিযাসমূহ দেখা, তার অদৃশ্যের সংবাদ শুনা এবং তা বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার

পর মুনাফিক্বদের আশঙ্কা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্ এমন কোন সূরা নাযিল করছেন কিনা, যাতে তাদের রহস্য ফাঁস করে দেয়া হবে এবং তাদের লাঞ্ছনা হবে। এ আয়াতে এরই বিবরণ রয়েছে।

টীকা-১৪৫: শানে নুযূল: তাবূকের যুদ্ধে যাবার সময় মুনাফিক্বদের তিন ব্যক্তির মধ্যে দু'জন লোক রাসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সম্পর্কে বিদ্রূপবশতঃ বলেছিলো, "তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলেছেন যে, তাঁরা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন। এ কেমনই অবাস্তব ধারণা।" অপর একজন তো কিছুই বলতো না, কিন্তু উক্ত মন্তব্যগুলো শুনে হাসতে থাকতো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের তলব করে ইরশাদ ফরমালেন, "তোমরা এমন এমন বলছিলে?" তারা বললো, "আমরা তো পথ অতিক্রম করার জন্য হাসি-কৌতুক স্বরূপ কিছু মনভোলানো কথাবার্তা বলছিলাম।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের এ বাহানা-অজুহাত গৃহীত হয়নি। তাদের প্রসঙ্গে এটাই ইরশাদ হয়েছে, যা সামনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ لَيَقُوۡلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوۡضُ وَنَلۡعَبُ ؕ قُلۡ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوۡلِهٖ كُنۡتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۶۵﴾ لَا تَعۡتَذِرُوۡا قَدۡ كَفَرۡتُمۡ بَعۡدَ اِيۡمَانِكُمۡ ؕ اِنۡ نَّعۡفُ عَنۡ طَآئِفَةٍ مِّنۡكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمۡ كَانُوۡا مُجۡرِمِيۡنَ ﴿۶۶﴾

৬৫: এবং হে মাহবূব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলবে, 'আমরা তো এমনি হাসি-খেলার মধ্যে ছিলাম (১৪৫)।' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?'

৬৬: মিথ্যা অজুহাত রচনা করোনা। তোমরা কাফির হয়ে গেছো মুসলমান হবার পর (১৪৬)। যদি আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে ক্ষমা করে দিই (১৪৭), তবে অন্যান্যদেরকে শাস্তি দেবো; এ কারণে যে, তারা অপরাধী ছিলো (১৪৮)।

রুকূ'-৯

اَلۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتُ بَعۡضُهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ ۘ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمُنۡكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمَعۡرُوۡفِ وَيَقۡبِضُوۡنَ اَيۡدِيَهُمۡ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمۡ ؕ اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتِ وَالۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ هِىَ حَسۡبُهُمۡ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّقِيۡمٌ ﴿۶۸﴾

৬৭: মুনাফিক্ব নর ও মুনাফিক্ব নারীগণ এক থলের একই বস্তু (১৪৯), অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় (১৫০) এবং সৎকর্মে নিষেধ করে (১৫১) আর নিজেদের মুষ্ঠি বন্ধ রাখে (১৫২) ও তারা আল্লাহকে ছেড়ে বসেছে (১৫৩); নিশ্চয় মুনাফিক্বরা সেই পাকা নির্দেশ অমান্যকারী।

৬৮: আল্লাহ্ মুনাফিক্ব নর, মুনাফিক্ব নারীগণ এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে এবং সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর তাদের উপর আল্লাহ্ এর অভিসম্পাত রয়েছে এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

টীকা-১৪৬: মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শানে বেয়াদবি করা কুফর; তা যে ধরনেরই হোক না কেন, তাতে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা-১৪৭: তার তাওবাকারী হওয়া ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনার কারণে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্বের অভিমত হচ্ছে- এটা দ্বারা ঐ ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়েছে, যে হাসি-বিদ্রূপ করতো, কিন্তু সে স্বীয় মুখে অশালীন মন্তব্য করেনি। যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সে ব্যক্তি তাওবাহ করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছে। আর সে এ প্রার্থনা করেছে , "হে প্রতিপালক! আমাকে আমার এই যাত্রাপথে শহীদ করিয়ে এমন মৃত্যু দান করো যাতে কোনো ব্যক্তি এ একথা বলতে না পারে- 'আমি গোসল দিয়েছি, আমি কাফন পরিয়েছি ও আমি দাফন করেছি।' সুতরাং অনুরূপই ঘটেছিলো। সে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো এবং এরপর তার লাশের কোনো হদিসই পাওয়া যায়নি। তার নাম 'ইয়াহ্য়া ইবনে হিমইয়ার আশজা'ঈ'। যেহেতু সে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সমালোচনা থেকে নিজের জিহ্বাকে বিরত রেখেছিলো, সেহেতু তাঁর তাওবাহ ও ঈমান আনার তৌফিক লাভ হয়েছে।

টীকা-১৪৮: নিজেদের অপরাধের উপর অটল থেকে যায় এবং তাওবাহও করেনি।

টীকা-১৪৯: তারা সবাই মুনাফিক্বী ও অপকর্মের মধ্যে সমান। তাদের অবস্থা হচ্ছে এ যে,

টীকা-১৫০: অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতায় এবং রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অস্বীকার করার। (খাযিন)

টীকা-১৫১: অর্থাৎ ঈমান, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য এবং রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সত্যায়ন করতে (বাধা দেয়)।

টীকা-১৫২: আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করা থেকে

টীকা-১৫৩: এবং তারা তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টি তালাশ করেনি;

টীকা-১৫৪: এবং প্রতিদান ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯: যেমন ঐসব লোক, যারা তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে ছিলো, তোমাদের চেয়ে শক্তিতে অধিক ছিলো এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের চেয়ে বেশি ছিলো; সুতরাং তারা নিজেদের অংশ (১৫৫) ভোগ করে গেছে, অতঃপর তোমরা তোমাদের অংশ ভোগ করছো, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের অংশ ভোগ করে গেছে। আর তোমরা অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়েছো, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিলো (১৫৬)। তাদের কর্ম বিনষ্ট হয়েছে- দুনিয়া ও আখিরাতে এবং সেসব লোকই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (১৫৭)।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০: তাদের নিকট (১৫৮) কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ আসেনি (১৫৯)? নূহের সম্প্রদায় (১৬০), 'আদ (২৬১), সামূদ (১৬২) ও ইব্রাহীমের সম্প্রদায়, (১৬৩) এবং মাদয়ানবাসীদের (১৬৮) এবং আর বস্তিসিমূহের, যেগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে (১৬৫)? তাদের রসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট নিয়ে এসেছিলেন (১৬৬)। সুতরাং আল্লাহ এর এ শান ছিলোনা যে, তাদের উপর যুলুম করতেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মাগুলোর উপর অত্যাচারী ছিলো (১৬৮)।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১: এবং মুসলমান নর ও মুসলমান নারীগণ একে অপরের বন্ধু(১৬৯); সৎকর্মের নির্দেশ দেয় (১৭০) এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে; নামায ক্বায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও (তাঁর) রসূলের নির্দেশ মান্য করে। তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ সহসা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা-১৫৫: পার্থিব ভোগ-বিলাস ও কামোদ্দীপনাসমূহে

টীকা-১৫৬: এবং তোমরা বাতিলের অনুসরণ, খোদা ও রসূলের অস্বীকার করা এবং মু'মিনদের সাথে বিদ্রুপ করার মধ্যে তাদের পথকেই বেছে নিয়েছো।

টীকা-১৫৭: সেই কাফিরদের ন্যায়, হে মুনাফিক্বগণ! তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের কর্ম নিষ্ফল।

টীকা-১৫৮: অর্থাৎ মুনাফিক্বদের নিকট

টীকা-১৫৯: গত হয়েছে এমন উম্মতদের অবস্থা সম্পর্কে কি অবগত হয়নি? আমি তাদেরকে আমার নির্দেশের বিরোধিতা এবং নিজ রসূলগণের অবাধ্য হবার কারণে কিভাবে ধ্বংস করেছি!

টীকা-১৬০: যারা তুফান দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-১৬১: যাদেরকে প্রচন্ড বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-১৬২: যাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছে।

টীকা-১৬৩: যাদেরকে (তাদের নিকট থেকে) নি'মাত ছিনিয়ে নিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর নমরূদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো ক্ষুদ্র মশা দ্বারা।

টীকা-১৬৪: অর্থাৎ হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়, যারা 'মেঘ-দিবসের' শাস্তি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-১৬৫: এবং ওলট-পালট করে ফেলা হয়েছে। সেগুলো লূত-সম্প্রদায়ের বস্তি ছিলো।

আল্লাহ তাআ'লা উপরোক্ত ছয় সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন- এ কারণে যে, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, যেগুলো আরবভূমির একেবারেই নিকটবর্তী, এসব শহরে উপরোক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিলো; আর আরবের লোকেরা ঐসব স্থানের উপর দিয়ে প্রায়শঃ যাতায়াত করতো।

টীকা-১৬৬: সেসব লোক সত্যায়ন করার পরিবর্তে নিজেদের রসূলগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে অস্বীকার করেছিলো; যেমন হে মুনাফিক্ব কাফিরগণ! তোমরা করছো। ভয় করো যেন তাদেরই মতো কঠিন শাস্তির শিকার না হও।

টীকা-১৬৭: কেননা, তিনি প্রজ্ঞাময়, বিনা অপরাধে কাউকেও শাস্তি দেননা;

টীকা-১৬৮: অর্থাৎ- কুফর এবং নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে অস্বীকার করে শাস্তির উপযোগী হয়েছে।

টীকা-১৬৯: এবং পরস্পর দ্বীনী ভালবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা রাখে এবং একে অপরের সাহায্য ও সহযোগীতাকারী;

টীকা-১৭০: এবং আল্লাহ ও রসূলের উপর ঈমান আনার এবং শারীয়াতের অনুসরণের

টীকা-১৭১: হাসান (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) আনহু থেকে বর্ণিত, বেহেশতের মধ্যে মণিমুক্তা, লালবর্ণের রুবী পাথর এবং যবরজদ পাথরের অট্টালিকা মু'মিনদেরকেই দেয়া হবে।

টীকা-১৭২: সমস্ত নি'মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ এর আশিকগণের সর্বাপেক্ষা বড় আকাংখা। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে তাঁর হাবীব (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওসীলায় দান করুন। (আমীন।)

টীকা-১৭৩: কাফিরদের বিরুদ্ধে তো তরবারি ও যুদ্ধ দ্বারা, আর মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করে।

টীকা-১৭৪: শানে নুযূল: ইমাম বাগাভী কালবী থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত জাল্লাস ইবনে সুয়াইদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা এ ছিলো যে, একদিন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাবূকে খোৎবা প্রদান করেছিলেন। তাতে মুনাফিক্বদের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের দূরবস্থা ও অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা করেন। এটা শুন জাল্লাস বললো, "যদি মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সত্য হন, তবে আমরা গাধা অপেক্ষাও অধম।" যখন হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন আমির ইবনে ক্বায়স হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে জাল্লাসের উক্ত মন্তব্যের কথা বলে দিলেন। জাল্লাস তা অস্বীকার করলো। আর বললো, "হে আল্লাহ এর রসূল! আমির আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে।" হুযূর উভয়কে নির্দেশ দিলেন যেন মিম্বর শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে শপথ করে। জাল্লাস আসরের নামাযের পর মিম্বর শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ এর নামে শপথ করে বললো যে, সে উক্ত মন্তব্য করেনি এবং আমিরই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর আমির দাঁড়িয়ে শপথ করে বললেন, "নিঃসন্দেহে এ উক্তি জাল্লাস করেছে। আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিনি।" অতঃপর আমির হাত তুলে আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে প্রতিপালক! আপনার নাবীর প্রতি সত্যের সত্যায়ন অবতীর্ণ করুন।"

তারা উভয়ে পরস্পর থেকে পৃথক হবার পূর্বেই হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)- এ আয়াত শরীফ নিয়ে অবতীর্ণ হন। আয়াতে فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ শুনা মাত্রই জাল্লাস দাঁড়িয়ে গেলো এবং আরয করলো, "হে আল্লাহ এর রসূল, শুনুন! আল্লাহ আমাকে তাওবাহ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমির বিন ক্বায়স যা কিছু বলেছে সত্য বলেছে। আমি উক্ত উক্তি করেছিলাম আর এখন আমি 'তাওবাহ-ইস্তিগফার করছি।" হুযূর তার তাওবাহ গ্রহণ করলেন। আর সেও তাওবাহর উপর অটল থাকলো।

টীকা-১৭৫: মুজাহিদ বলেছেন, "রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার আশংকায় আমিরকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলো। সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন যে, তা পূর্ণ হয়নি।"

টীকা-১৭৬: এমতাবস্থায় তাদের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই অপরিহার্য ছিলো; অকৃতজ্ঞতা নয়।

টীকা-১৭৭: তাওবাহ ও ঈমান থেকে; এবং কুফর ও মুনাফিক্বীর উপর অটল থাকে।

টীকা-১৭৮: যে, তাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৭২: আল্লাহ মুসলমান নর ও মুসলমান নারীদেরকে জান্নাতসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, যেগুলোর মধ্যে তারা স্থায়ী হবে; এবং পবিত্র স্থানসমূহের (১৭১); বসবাস করার বাগানসমূহের মধ্যে; এবং আল্লাহ এর সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ (১৭২)। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্যলাভ।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۷۲﴾

রুকূ'-১০

৭৩: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে (১৭৩) এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের ঠিকানা দোযখ এবং তা কতই নিকৃষ্ট স্থান প্রত্যাবর্তনের।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جٰهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۳﴾

৭৪: আল্লাহ এর শপথ করে যে, তারা বলেনি (১৭৪); এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা কুফরের কথা বলেছে এবং ইসলামের মধ্যে এসে কাফির হয়ে গেছে এবং তারা যা চেয়েছিলো তা তারা পায়নি (১৭৫); এবং তাদের নিকট কি মন্দ লেগেছে? একথাই নয় কি যে, আল্লাহ ও রসূল তাদেরকে নিজ কৃপায় অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন (১৭৬)? সুতরাং তারা যদি তাওবাহ করে তবে তাদের জন্য ভালো হবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৭৭) তবে আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন দুনিয়া ও আখিরাতে এবং পৃথিবীতে না তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে, না সাহায্যকারী (১৭৮)।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۷۴﴾

টীকা-১৭৯: শানে নুযূল: সা'লাবাহ ইবনে হাতিব বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযূর তার জন্য ধনী হবার দুআ' করেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "হে সা'লাবাহ! স্বল্প সম্পদ, যার তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা ঐ অধিক সম্পদ অপেক্ষা উত্তম যার শুকরিয়া তুমি আদায় করতে পারবে না।" অতঃপর পুনরায় সা'লাবাহ্ পবিত্র দরবারে হাযির হয়ে একই দরখাস্ত করলো। আর আরয করলো, "তাঁরই শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নাবী করে প্রেরণ করেছেন। তিনি যদি আমাকে সম্পদ দান করেন, তবে আমি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করবো।"

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দুআ' ফরমালেন। আল্লাহ তাআ'লা তার ছাগলের পালে বারাকাত দান করলেন এবং (তা) এতই বেড়ে গেলো যে, মাদীনা মুনাওয়ারার মধ্যে সেগুলো রাখার স্থান সংকুলান হয়নি। অতঃপর সা'লাবাহ সেগুলো নিয়ে জঙ্গলে চলে গেলো। আর জুমু'আহ্ ও জামা'আত থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে গেলো।

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সাহাবা কিরাম আরয করলেন, "তার সম্পদ অনেক বেড়ে গেছে এবং এখন জঙ্গলেও তার মালের স্থান সংকুলান হচ্ছেনা।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "সা'লাবাহ্র উপর আফসোস!"

অতঃপর যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যাকাত সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করলেন, লোকেরা তাঁদেরকে আপন আপন সাদাক্বাহসমূহ দিয়ে দিলো। যখন সা'লাবার নিকট গিয়ে তাঁরা সাদাক্বাহ্ তলব করলেন, তখন সে বললো, "এটাতো ট্যাক্স (কর) হয়ে গেলো। যাও, আমি চিন্তা-ভাবনা করে নিই।"

যখন তাঁরা (যাকাত সংগ্রহকারীগণ) নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে ফিরে আসসেন, তখন তাদের পক্ষ থেকে কিছু আবেদন করার পূর্বেই হুযূর দু'বার ইরশাদ করলেন, 'সা'লাবাহ্র উপর আফসোস।" তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। অতঃপর সা'লাবাহ্ সাদাক্বাহ (যাকাত) নিয়ে হাযির হলো। তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ তাআ'লা আমাকে এ সাদাক্বাহ্ গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।" আর সে আপন মাথায় মাটি মেরে (দুঃখ প্রকাশ করে) ফিরে গেলো।

অতঃপর এ সাদাক্বাহকে সে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) খিলাফত আমলে তাঁর নিকট নিয়ে এসেছিলো। তিনিও তা গ্রহণ করেন নি। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফত আমলে তাঁর নিকট নিয়ে এসেছিলো। তিনিও তা গ্রহণ করেন নি। হযরত ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফতের সময় সে ধ্বংস হয়েছিলো। (মাদারিক)

৭৫: এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ এর নিকট অঙ্গীকার করেছিলো, 'যদি তিনি আমাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই সাদাক্বাহ দেবো এবং আমরা নিশ্চয়ই ভালো মানুষ হয়ে যাবো (১৭৯)।'	وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۵﴾
৭৬: অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং মুখ ফিরিয়ে উল্টে গেলো।	فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۷۶﴾
৭৭: অতঃপর এর পেছনে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিক্বী স্থাপন করলেন ঐ দিবস পর্যন্ত, যেটার সাথে তাদের সাক্ষাত হবে, পরিমাণ এটার যে, তারা আল্লাহ এর সাথে মিথ্যা অঙ্গীকার করেছে এবং পরিণাম এরই যে, তারা মিথ্যা বলতো (১৮০)।	فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۷۷﴾
৭৮: তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন কথা এবং তাদের কানাঘুষা জানেন এবং এও যে, আল্লাহ সমস্ত অদৃশ্য বিশেষভাবে জানেন (১৮১)?	اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۷۸﴾
৭৯: ঐসব লোক, যারা দোষারোপ করে ঐসব মুসলমানকে, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাক্বাহ দেয় (১৮২) এবং তাদেরকেও যারা কিছুই পায়না,	اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ

টীকা-১৮০: ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন- এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার কারণে 'মুনাফিক্বী' সৃষ্টি হয়। সুতরাং মুসলমানদের উপর কর্তব্য যে, এসব গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রচেষ্ট চালাবে।

হাদীস শরীফে আছে যে, 'মুনাফিক্ব' এর তিনটা চিহ্নঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, রক্ষা করেনা, যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় আত্মসাৎ করে।

টীকা-১৮১: তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই। তিনি মুনাফিক্বদের অন্তরের কথাও জানেন। আর পরস্পরের মধ্যে তারা একে অপরকে যা বলে তাও (জানেন)।

টীকা-১৮২: শানে নুযূল: যখন সাদাক্বাহ্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তখন লোকেরা সাদাক্বাহ নিয়ে আসলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অধিক পরিমানে

নিয়ে আসলেন। তাঁদেরকে তো মুনাফিক্বগণ 'রিয়াকার' (লোক দেখানোর জন্য সাদাক্বাহ্‌দাতা) বললো; আর কেউ মাত্র এক সা' পরিমাণ নিয়ে আসেন। তখন তাদের উদ্দেশ্যে তো বলতো, "আল্লাহ এর নিকট এর দরকারই বা কি?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا) থেকে বর্ণিত, যখন রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) মানুষকে সাদাক্বাহ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করলেন, তখন হযরত আ'বদুর রহমান ইবনে আউফ চার হাজার দিরহাম নিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, "হে আল্লাহ এর রসূল। আমার সমগ্র সম্পত্তি ছিলো আট হাজার দিরহাম। এ চার হাজার তো আল্লাহ এর পথে উপস্থিত। আর বাকি চার হাজার আমি আমার পরিবারের লোকদের জন্য রেখে দিয়েছি।" হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "যা তুমি দিয়েছো আল্লাহ তাতে বারাকাত দিন। আর যা রেখে দিয়েছো তাতেও বারাকাত দান করুন।" হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দুআ'র ফলশ্রুতি এ হলো যে, তাঁর সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলো। এমনকি তিনি যখন ইনতিক্বাল করেন, তখন তিনি দুইজন স্ত্রী রেখে যান। তারা তাঁর সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পেলেন; যার পরিমাণ এক লক্ষ আট হাজার দিরহাম ছিলো।

টীকা-১৮৩: আবূ আক্বীল আনসারী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এক সা' খেজুর নিয়ে হাযির হন। আর তিনি রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলেন, "আমি গতরাতে পানি উঠানোর মজুরী করেছি। এর পারিশ্রমিক হিসেবে দুই সা' খেজুর পেয়েছি। এক সা' তো আমি পরিবারের সদস্যদের জন্য রেখে এসেছি; আর এক সা' আল্লাহ এর রাস্তায় উপস্থিত।" হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এ সাদাক্বাহ্‌ কবূল করেছিলেন এবং এর যথেষ্ঠ মূল্যায়ন করেছিলেন।

অনুবাদ	আয়াত
কিন্তু নিজ পরিশ্রম দ্বারা (১৮৩), অতঃপর তারা তাঁদেরকে বিদ্রুপ করে (১৮৪)। আল্লাহ তাদের বিদ্রুপের শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۷۹﴾
৮০: আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন কিংবা না-ই করুন, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না (১৮৫)। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ ফাসিক্বদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না (১৮৬)।	اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً فَلَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ﴿۸۰﴾
রুকূ'-১১	
৮১: যারা পশ্চাতে রয়ে গেলো তারা এ কথার উপর খুশি হলো যে, তারা রসূলের পশ্চাতে বসে আছে (১৮৭) এবং তাদের নিকট একথা পছন্দ হলো না যে, নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ এর পথে জিহাদ করবে; এবং বললো, 'এ গরমের মধ্যে (অভিযানে) বের হয়ো না।' আপনি বলুন, 'জাহান্নামের আগুন সর্বাপেক্ষা বেশি গরম।' যে কোন প্রকারে তাদের বুঝে আসতো (১৮৮)।	فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْۤا اَنْ یُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِی الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا یَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾
৮২: সুতরাং তাদের উচিত যেন অল্প হাসে এবং প্রচুর কাঁদে (১৮৯); ফলস্বরূপ সেটারই, যা তারা উপার্জন করতো (১৯০)।	فَلْیَضْحَكُوْا قَلِیْلًا وَّلْیَبْكُوْا كَثِیْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾
৮৩: অতঃপর হে মাহবূব! (১৯১) যদি	فَاِنْ

টীকা-১৮৪: মুনাফিক্বগণ এবং সাদাক্বাহ্‌র স্বল্পতার উপর লজ্জা দিতো।

টীকা-১৮৫:শানে নুযূল: উপরোল্লেখিত আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হলো এবং মুনাফিক্বদের কপটতার মুখোশ খুলে গেলো আর মুসলমানদের নিকট এটা প্রকাশ পেলো, তখন মুনাফিক্বগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হলো এবং তাঁর নিকট ওযর পেশ করে বলতে লাগলো, "আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, যদিও আপনি (হে হাবীব!) প্রার্থনার মধ্যে অতিমাত্রায় জোর দেন।

টীকা-১৮৬: যারা ঈমানের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরের উপর অটল থাকে। (মাদারিক)

টীকা-১৮৭: তাবূকের যুদ্ধে যায়নি।

টীকা-১৮৮: তবে তারা কিছু সময়ের জন্য গরম সহ্য করতো এবং চিরস্থায়ী আগুনের মধ্যে জ্বলা থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতো।

টীকা-১৮৯: অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে খুশী হওয়া এবং হাস্য করা, চাই যতই দীর্ঘকালের জন্য হোক, কিন্তু আখিরাতের ক্রন্দনের তুলনায় অতি অল্পই। কেননা, দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাত হচ্ছে স্থায়ী ও অনন্ত।

টীকা-১৯০: অর্থাৎ আখিরাতের ক্রন্দন দুনিয়ার মধ্যে হাস্য করা ও অসৎ কাজ করারই পরিণাম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে অতি অল্পই হাসতে আর খুব বেশী ক্রন্দন করতে।"

টীকা-১৯১: তাবূকের যুদ্ধের পর।

টীকা-১৯২: অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে আছে।
টীকা-১৯৩: যদি ঐসব মুনাফিক্ব, যারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে বসে রয়েছিলো।
টীকা-১৯৪: অর্থাৎ স্ত্রীলোক, ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং বিকলাঙ্গদের সাথে।
মাসআলা: এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি থেকে প্রতারণা ও ধোকাবাজি প্রকাশ পায় তবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। আর শুধু ইসলামের দাবীদার হলেই তার সাথে সঙ্গ দেয়া ও তার পক্ষ সমর্থন করা বৈধ হয়না। এ কারণে, আল্লাহ তাআ'লা আপন নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাথে মুনাফিক্বদেরকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আজকাল যেসব লোক বলে, "প্রত্যেক কালিমাহ আবৃত্তিকারীকে সাথে নিয়ে নাও এবং তার সাথে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করো;" এটা পবিত্র ক্বুরআনের এ নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
টীকা-১৯৫: এ আয়াত শরীফে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে মুনাফিক্বের জানাযার নামাযে এবং তাদের দাফনকার্যে অংশ গ্রহন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآىِٕفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ۝٨٣

আল্লাহ আপনাকে তাদের (১৯২) মধ্য থেকে কোন দলের দিকে ফেরৎ নিয়ে যান এবং তারা (১৯৩) আপনার নিকট জিহাদে বের হবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমার সাথে বের হবেনা এবং কখনো আমার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে। সুতরাং বসে থাকো তাদেরই সাথে, যারা পেছনে বসে থাকে (১৯৪)।'

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨٤

৮৪: এবং তাদের মধ্যে কারো মৃতের উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং না তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং নির্দেশ অমান্য করার (ফাসিক্বী) মধ্যেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে (১৯৫)।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٨٥

৮৫: এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর আশ্চর্যবোধ করবেন না। আল্লাহ এটাই চান যে, তা দ্বারা তাদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি দেবেন এবং কুফরের উপরেই তাদের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবে।

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ

৮৬: এবং যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এ মর্মে যে, আল্লাহ এর উপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো, তখন তাদের

মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কাফিরের জানাযার নামায কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। আর কাফিরের কবরের পার্শ্বে দাফন করা ও যিয়ারতের জন্য দন্ডায়মান হওয়াও নিষিদ্ধ। আর এ যে, ইরশাদ করেছেন (এবং তারা ফাসেক্বীর মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে) এখানে فِسْقٌ দ্বারা 'কুফর' বুঝানো। হয়েছে ক্বুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গায়ও 'ফিসক্ব' (فِسْقٌ) 'কুফর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আয়াত (اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا) এর মধ্যে (হয়েছে)।
মাসআলা: 'ফাসিক্ব* (কাবীরাহ্ গুনাহ্কারী) -এর জানাযার নামায পড়া বৈধ। এর উপর সাহাবা ও তাবেঈনের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাই নেককার আলিমগণের আ'মল। আর এটাই হচ্ছে- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত।
মাসআলা: এ আয়াত থেকে মুসলমানদের জন্য জানাযার নামাযের বৈধতাও প্রমাণিত হয়। আর তা 'ফরয-ই-কিফায়া' হওয়া 'হাদীস-ই-মাশহুর' দ্বারা প্রমাণিত।
মাসআলা: যে ব্যক্তির 'মু'মিন হওয়া' ও 'কাফির হওয়া'র মধ্যে সন্দেহ হয় তার জানাযার নামায পড়া যাবেনা।
মাসআলা: যখন কোন কাফির মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তার অভিভাবক মুসলমান হয়, তবে তার উচিৎ যেন সুন্নাতসম্মত উপায়ে গোসল না দেয়, বরং নাপাকীর ন্যায় তার উপর পানি ঢেলে দেয় এবং না সুন্নাতসম্মত উপায়ে তাকে কাফন দেবে, বরং এতটুকু কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে দেবে, যাতে সতরটা ঢাকা যায়, না সুন্নাতসম্মত উপায়ে দাফন করা যাবে, না সুন্নাতসম্মত উপায়ে কবর তৈরি করা যাবে; নিছক একটা গর্ত খনন করে সেটার মধ্যে রেখে তাকে মাটি দিয়ে চাপা দেয়া হবে।
শানে নুযূল: আ'বদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক্বদের নেতা ছিলো। যখন সে মারা গেলো, তখন তার পুত্র, যিনি একজন সৎ মুসলমান ও নিষ্ঠাবান সাহাবী এবং অধিক ইবাদতকারী ছিলেন, আকংখা প্রকাশ করেছিলেন যেন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তার পিতা আ'বদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূলকে কাফন পরানোর জন্য আপন জামা মুবারক দান করেন এবং তাঁর জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। হযরত ইবনে ওমর (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ)

*'ফাসিক্ব' (فَاسِقٌ): ক্বুরআনের পরিভাষায় 'ফাসিক্ব' শব্দটা 'কাফির' ও 'কাবীরাহ্ গুণাহ্কারী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এর রায় এর বিপক্ষে ছিলো। কিন্তু যেহেতু ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নিষেধ আসেনি এবং হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জানা ছিলো যে, হুযূরের এ কাজ এক হাজার মানুষের ঈমান গ্রহণের কারণ হবে, সেহেতু হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন জামা মুবারক দান করেছিলেন এবং জানাযার নামাযেও শরীক হয়েছিলেন।

মুবারক জামা দান করার একটা কারণ এও ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চাচা হযরত আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا), যিনি বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছিলেন, তখন আ'বদুল্লাহ ইবনে উবাই তার নিজ জামা তাঁকে পরিয়েছিলো। সেটা পরিশোধ করাই হুযূরের উদ্দেশ্য ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এর পরে কখনো বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কোন মুনাফিক্বের জানাযার নামাযে শরীক হননি। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপরোক্ত কাজের শুভ ফলশ্রুতিও পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেছে। সুতরাং যখন কাফিরগণ দেখলো যে, এমন কট্টর শত্রুও যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র জামার বারাকাত অর্জন করতে

اسْتَأْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যবান লোকেরা আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদেরকে রেহাই দিন যাতে আমরা যারা বসে থাকে তাদের সাথী হয়ে যাই।'

৮৭: তাদের পছন্দ হলো যে, পেছনে যে সব নারী রয়ে গেছে তাদেরই সাথী হয়ে যাবে এবং তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর করা হয়েছে (১৯৬); সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না (১৯৭)।

৮৮: কিন্তু রসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবনসমূহ দ্বারা জিহাদ করেছে এবং তাদের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে (১৯৮); আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে।

৮৯: আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন বেহেশতসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সর্বদা তাতেই অবস্থান করবে। এটাই মহাসাফল্যলাভ।

রুকূ'-১২

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا

৯০: এবং অজুহাত রচনাকারী মরুবাসীরা আসলো (১৯৯) যেন তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং বসে রইলো ঐসব লোক, যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা কথা বলেছিলো (২০০); অতি সত্বর তাদের মধ্যেকার কাফিরদের নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি পৌঁছবে (২০১)।

৯১: দুর্বলদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই (২০২), না পীড়িতদের বিরুদ্ধে (২০৩) এবং না

চাচ্ছে, তখন তার বিশ্বাসের মধ্যেও, তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর হাবীব (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) এবং তাঁর সত্য রসূল হন; একথা ভেবে এক হাজার কাফির মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-১৯৬: তাদের কুফর ও মুনাফেক্বী অবলম্বন করার কারণে;

টীকা-১৯৭: যে, জিহাদের মধ্যে কেমন সাফল্য ও সৌভাগ্য! আর বসে থাকার মধ্যে কেমনই ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য রয়েছে!

টীকা-১৯৮: উভয় জগতের;

টীকা-১৯৯: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এরর দরবারে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অজুহাত পেশ করার জন্য।

'দাহ্হাক' এর অভিমত হচ্ছে- এরা আমির ইবেন তুফায়িল এর দল ছিলো। তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করেছিলো, "হে আল্লাহ এর নাবী! যদি আমরা আপনার সাথে জিহাদে যাই, তবে তাঈ গোত্রের আরবরা আমাদের বিবি, সন্তা-সন্ততি এবং পশুগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আমাকে আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আর তিনি আমাকে তোমাদের মুখাপেক্ষী করবেন না।" আমর বিন আলা বলেন, "ঐসব লোক মিথ্যা অজুহাত বানিয়ে পেশ করেছিলো।"

টীকা-২০০: এটা অপর দলের অবস্থা, যারা কোন অজুহাত ছাড়াই বসে রয়েছিলো। এরা মুনাফিক্ব ছিলো। এরা ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ছিলো।

টীকা-২০১: পৃথিবীতে নিহত হবার এবং আখিরাতে জাহান্নামের।

টীকা-২০২: মিথ্যা অজুহাত রচনাকারীদের উল্লেখ করার পর সত্য অজুহাতধারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তাদের উপর জিহাদ ফরয হবার নির্দেশ স্থগিত হয়। তারা কোন ধরণের লোক ছিলো, তাদের কয়েকটা স্তরের কথা বর্ণনা করেছেনঃ

প্রথমতঃ দুর্বল। যেমন- বৃদ্ধ, ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকগণ। আর এসব লোকও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যারা জন্মগতভাবে শক্তিহীন, দুর্বল, রোগা ও অকেজো।

টীকা-২০৩: এটা দ্বিতীয় স্তর; যাতে অন্ধ, খোঁড়া এবং পঙ্গুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۱﴾

তাদের বিরুদ্ধে, যাদের ব্যয় করার সামর্থ্য নেই (২০৪) যখন তারা আল্লাহ ও রসূলের শুভাকাঙ্খী থাকবে (২০৫)। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোনো পথ নেই (২০৬); এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২: এবং না তাদের উপর, যারা আপনার দরবারে উপস্থিত হয় যেন আপনি তাদেরকে বাহন দান করেন (২০৭), আপনার নিকট জবাব পেয়েছে যে, 'আমার নিকট কোন কিছু মওজুদ নেই, যার উপর তোমাদেরকে আরোহন করাবো।'★★ ফলে, তারা এভাবে ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ থেকে অশ্রু বিগলিত হতে থাকে এ দুঃখে যে, তারা অর্থ-ব্যয়ের সামর্থ্য পায়নি।★★★

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩: অভিযোগ তো তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে; অথচ তারা ধনবান (২০৮)। তাদের পছন্দ হলো যে, স্ত্রীলোকদের সাথী হয়ে পেছনে বসে থাকবে; এবং আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর করে দিয়েছেন। ফলে, তারা কিছুই জানে না (২০৯)। ★★★★

টীকা-২০৪: এবং জিহাদের সামগ্রী যোগাড় করতে পারেনি এমন লোকেরা জিহাদে না গিয়ে থেকে গেলেও তাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই।

টীকা-২০৫: তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং মুজাহিদদের পরিবার পরিজনদের খোঁজ-খবর নেয় ও দেখাশুনা করে।

টীকা-২০৬: পাকড়াও করার

টীকা-২০৭: শানে নুযূল: রসূল পাক (صَلَّى تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক জিহাদে যাবার জন্য হাযির হলেন। তাঁরা হুযূরের দরবারে সাওয়ারীর জন্য দরখাস্ত করলেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আমার নিকট কিছু নেই, যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ করাবো।" তখন তাঁরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ফিরে গেলেন। তাঁদের সম্বন্ধে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।*

টীকা-২০৮: জিহাদে যাবার সামর্থ্য রাখে। এতদসত্ত্বেও

টীকা-২০৯: যে, জিহাদের মধ্যে কি উপকার ও প্রতিদান রয়েছে। ****

*এ থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রমাণিত হয়ঃ

১) ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য চাওয়া জায়েয। এ কারণে, গরীব ও 'তালিবে ইলম' (শিক্ষার্থী) প্রয়োজনমত সাহায্যের প্রার্থী হতে পারবে। দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করাও জিহাদের মত ইবাদত।

২) নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থই দান করা উচিত। কেননা, সাহাবা কিরামের নিকট তো নিজেদের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সামগ্রী মওজুদ ছিলো যা তাঁরা গরীবদেরকে দেননি।

৩) যেই জিহাদে সফর করতে হয়, তা কারো উপর ফরয হওয়ার জন্য তার নিকট সফরের যানবাহন থাকা ও পাওয়া পূর্বশর্ত। যেমন- হজ্জ্ প্রত্যেক মক্কাবাসীর উপর ফরয। কিন্তু এর বাইরের লোকদের মধ্যে শুধু ধনীদের উপর ফরয। গরীবদের উপর নয়। (নুরুল ইরফান)

** এখানে স্মর্তব্য যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'আমার নিকট কোন কিছু মওজুদ নেই' বলা প্রার্থীকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নয়, বরং 'ওযর' পেশ করার জন্যই ছিলো। 'হুযূরের পবিত্র মুখে প্রার্থীকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কখনো (لَا) (না) শব্দ উচ্চারিত হয়নি।" (হাদীস)

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, এখানে (لَا اَجِدُ) 'আমার নিকট নেই' বলা প্রকাশ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ছিলো নতুবা হুযূরের তো আল্লাহ এর ধন-ভান্ডারের মালিক। যেমন আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- (اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ) (অর্থাৎ "তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন আপন অনুগ্রহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল।")

হুযূরের এ ওযর পেশ করার মাধ্যমে উম্মতদেরকে ওযর পেশ করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। সুতরাং দেওবন্দী ওহাবীদের জন্য এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করার সুযোগ নেই। (নুরুল ইরফান)

*** এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৎকাজ করতে না পেরে আফসোস করা এবং ক্রন্দন করাও ইবাদত। অনুরূপভাবে, পাপ করে অনুশোচনা করা এবং কান্নাকাটি করাও ইবাদত। (নুরুল ইরফান)

টীকা-২১০: এবং বাতিল অজুহাত পেশ করবে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন মুনাফিক্বগণ, তোমাদের এ সফর থেকে প্রর্তাবর্তনের সময়।
টীকা-২১১: যে, তোমরা কি মুনাফিক্বী থেকে তাওবাহ করছো, না সেটার উপর অটল থাকছো। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, ভবিষ্যতে তারা মু'মিনদরে সাহায্য করবে। এটাও হতে পারে যে, এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে- আল্লাহ ও রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন- তোমরা তোমাদের এ প্রতিশ্রুতিটাও পূরণ করছো কি-না।
টীকা-২১২: নিজেদের এ অভিযান থেকে ফিরে গিয়ে মাদীনা তায়্যিবাহ্'য়

সূরাঃ ৯ তাওবাহ (মাদানী)	৩৭১	মানযিল-২	পারাঃ ১১

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪: তোমাদের নিকট অজুহাত বানিয়ে পেশ করবে (২১০) যখন তোমরা তাদের দিকে ফিরে যাবে। আপনি বলুন, 'অজুহাত বানিয়ে পেশ করোনা, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করবোনা। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং এখন আল্লাহ ও রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন (২১১)। অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা করছিলে।'

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ؗ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫: এখন তোমাদের সামনে আল্লাহ এর শপথ করবে, যখন (২১২) তোমরা তাদের দিকে ফিরে যাবে এ কারণে যে, তোমরা তাদের চিন্তা-ভাবনায় থাকবেনা (২১৩)। তবে হাঁ, তোমরা তাদের চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দাও (২১৪)। তারা তো নিরেট অপবিত্র (২১৫) এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; ফলস্বরূপ সেটারই, যা তারা উপার্জন করতো (২১৬)।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬: তোমাদের সামনে শপথসমূহ করছে যেন তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও; সুতরাং যদি তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে যাও (২১৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ তো ফাসিক্ব লোকদের প্রতি তুষ্ট হবেন না (২১৮)।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا

৯৭: মরুবাসীগণ (২১৯) কুফর ও মুনাফিক্বীর মধ্যে কঠোরতর (২২০) এবং এরই উপযোগী যে, আল্লাহ যেই নির্দেশ আপন রসূলের উপর

টীকা-২১৩: এবং তাদের প্রতি দোষারোপ ও তিরস্কার করোনা।
টীকা-২১৪: এবং তাদেরকে পাশ কেটে চলো। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এর অর্থ হলো- 'তাদের সাথে বসা ও তাদের সাথে কথা বলা পরিহার করো।' সুতরাং যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদীনায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা মুনাফিক্বদের সাথে উঠা-বসা না করেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা না বলেন। কেননা, তাদের অন্তর অপবিত্র এবং কার্যকলাপ মন্দ। আর দোষারোপ ও তিরস্কারের ফলে তাদের সংশোধন হবেনা। এ কারণে যে,
টীকা-২১৫: এবং অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়ার কোন উপায় নেই
টীকা-২১৬: দুনিয়াতে অসৎকার্যকলাপ।
শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "এ আয়াত জুদ ইবনে ক্বায়স ও মা'তার ইবনে ক্বুশায়র এবং তাদের সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা আশি জন মুনাফিক্ব ছিলো।" নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "তাদের নিকট বসবেনা ও তাদের সাথে কথা বলবে না।" হযরত মুক্বাতিল বলেছেন, "এ আয়াত আ'বদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সামনে শপথ করে বলেছিলো যে, এখন থেকে সে আর কখনো জিহাদে যাবার বেলায় অলসতা করবেনা। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযূর তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ এবং এর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে।
টীকা-২১৭: এবং তাদের অজুহাত গ্রহণ করে নাও, তবে তাতে তাদের কোন উপকার হবেনা। কেননা, তোমরা যদি তাদের শপথের প্রতি গুরুত্বও দাও,
টীকা-২১৮: এ জন্য যে, তিনি তাদের অন্তরের কুফর ও মুনাফিক্বী সম্পর্কে জানেন।
টীকা-২১৯: অর্থাৎ জঙ্গলে বসবাসকারীগণ
টীকা-২২০: কেননা, তারা জ্ঞানের সভা-সমিতি ও জ্ঞানীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকে

টীকা-২২১ঃ কেননা, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা আল্লাহ এর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তো করেনা; বরং লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানদের ভয়েই ব্যয় করে থাকে।

টীকা-২২২ঃ এর তারা এ প্রতীক্ষায় থাকে যে, মুসলমানদের শক্তি কখন হ্রাস পাচ্ছে এবং কখন তাঁরা পরাজিত হচ্ছে। তাদের তো খবর নেই আল্লাহ এর ইচ্ছা সম্পর্কে। তা বলে দেয়া হচ্ছে-

টীকা-২২৩ঃ এবং তারাই দুঃখ-দুর্দশা ও দুরবস্থার শিকার হবে;

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আসাদ, গাতফান ও তামীম গোত্রসমূহের অশিক্ষিত লোকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাদের মধ্যে যাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কথা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। (খাযিন)

টীকা-২২৪ঃ মুজাহিদ বলেছেন যে, এসব লোক 'মুযায়নাহ্' গোত্রের উপগোত্র 'মুক্বার্‌রান-এরই। কালবী বলেছেন, তারা ছিলো 'আসলাম', 'গিফার' ও 'জুহায়নাহ্' গোত্রগুলোর লোক। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) "তারা কুরাঈশ ও আনসার, জুহায়নাহ্ ও মুযায়নাহ্, আসলাম ও শোজা' এবং গিফার নামক গোত্রগুলোর আযাদকৃত ক্রীতদাস। আল্লাহ ও রসূল ব্যতীত তাদের অন্যকোন অবিভাবক নেই।

টীকা-২২৫ঃ অর্থাৎ যখন তারা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে সাদাক্বাহ নিয়ে আসতো, তখন হুযূল তাদের জন্য কল্যাণ, বারাকাত ও মাগফিরাতের দুআ' করতেন। এটাই রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিয়ম ছিলো।

মাসআলাঃ এটাই ফাতিহা-খানির উৎস যে, সাদাক্বাহ্‌র সাথে মাগফিরাতের দুআ' করা হয়। সুতরাং ফাতিহাকে বিদ'আদ কিংবা অবৈধ বলা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী।

টীকা-২২৬ঃ ঐসব হযরত, যাঁরা উভয় ক্বিবলার দিকে নামায আদায় করেছেন, অথবা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা, কিংবা যাঁরা 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণ করেছেন।

টীকা-২২৭ঃ প্রথম আক্বাবাহ্‌র বায়'আত-এ অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁরা সংখ্যায় ছয়জন ছিলেন। আর দ্বিতীয় আক্বাবার বায়'আতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁরা সংখ্যায় বার জন ছিলেন এবং তৃতীয় বায়'আত-ই-আক্বাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাঁরা সত্তরজন সাহাবী ছিলেন। তাঁদেরকে আনসার সাহাবীদের অগ্রণী বলা হয়। (খাযিন)

টীকা-২২৮ঃ কথিত আছে যে, 'তারা' বলতে অবশিষ্ট 'মুহাজির' ও 'আনসার' সাহাবীগণকে বুঝায়। সুতরাং তখন সমস্ত সাহাবীই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'অনুসারীগণ; দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐসব ঈমানদারের কথা বুঝানো হয়েছে, যাঁরা ঈমান, আনুগত্য ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে আনসার ও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করেন।

টীকা-২২৯ঃ তাঁর নিকট তাদের সৎকর্ম গৃহীত।

টীকা-২৩০ঃ তাঁর সাওয়াব ও দানের উপর সন্তুষ্ট।

اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۹۷﴾

অবতীর্ণ করেন তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۹۸﴾

৯৮: এবং কিছু সংখ্যক মরুবাসী হচ্ছে তারাই, যারা যা কিছু আল্লাহ এর পথে ব্যয় করে তাকে অর্থদন্ড বলে মনে করে (২২১) এবং তোমাদের উপর ভাগ্য-বিপর্যয় আসার প্রতীক্ষায় থাকে (২২২); এবং তাদের উপরই রয়েছে মন্দ ভাগ্য-চক্র (২২৩); এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾

৯৯: এবং কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে (২২৪) এবং যা কিছু ব্যয় করে তাকে আল্লাহ এর নৈকট্যসমূহ এবং রসূলের নিকট দুআ'সমূহ লাভ করার উপায় মনে করে (২২৫)। হাঁ হাঁ, তা তাদের জন্য (আল্লাহ এর) সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ অতি সত্বর তাদেরকে নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ'-১৩

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

১০০: এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির (২২৬) ও আনসার (২২৭) এবং যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে (২২৮), আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (২২৯); এবং তারাও আল্লাহ এর প্রতি সন্তুষ্ট (২৩০) এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা

টীকা-২৩১ঃ অর্থাৎ মাদীনা তৈয়্যিবাহ্'র আশে-পাশে
টীকা-২৩২ঃ এবং অর্থ হয়ত এই যে, এমনভাবে জানা, যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তারা অবহিত হবে, তা হচ্ছে 'আমার জানা যে, আমি তাদেরকে শাস্তি দেবো।

অথবা, এ যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মুনাফিক্বদের অবস্থা সম্পর্কে জানার অস্বীকৃতি পূর্বেকার বিবেচনায়ই। হুযূরকে এ জ্ঞান পরে দান করা হয়েছে। যেমন, অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- ''وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ'' অর্থাৎ "অবশ্যই আপনি তাদেরকে কথার সুরেই চিনতে পারবেন।" (জুমাল)

কালবী ও সুদ্দী বলেছেন, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জুমু'আর দিন খুৎবার জন্য দন্ডায়মান হয়ে একেক জনের নাম ধরে ইরশাদ করেছিলেন, "বের হয়ে যাও, হে অমুক! তুমি মুনাফিক্ব। বের হয়ে যাও, হে অমুক! তুমি মুনাফিক্ব।" তখন কয়েকজন লোককে মসজিদ থেকে অপমানিত করে বের করে দিয়েছিলেন। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পরে মুনাফিক্বদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে।
টীকা-২৩৩ঃ একবারতো দুনিয়ার মধ্যে লাঞ্ছনা ও হত্যা দ্বারা আর দ্বিতীয়বার কবরের মধ্যে।
টীকা-২৩৪ঃ অর্থাঃ দোযখের আযাবের দিকে, যাতে তারা সর্বদা বন্দী থাকবে।
টীকা-২৩৫ঃ এবং তারা অন্যান্যদের মত মিথ্যা অজুহাত পেশ করেনি এবং আপন কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়েছে।

اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؔۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১: এবং তোমাদের আশপাশ (২৩১) এর কিছু সংখ্যক মরুবাসী মুনাফিক্ব এবং কিছু সংখ্যক মাদীনাবাসী; তাদের স্বভাবই হয়ে গেছে মুনাফিক্বী। আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি তাদেরকে জানি (২৩২)। অতি সত্বর আমি তাদেরকে দু'বার (২৩৩) শাস্তি দেবো। অতঃপর মহা শাস্তির দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে (২৩৪)।

وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صٰلِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا

১০২: এবং অপর কতেক লোক রয়েছে, যারা নিজেদের গুণাহসমূহ স্বীকার করেছে (২৩৫) এবং মিশ্রিত করেছে- একটা কাজ ভালো (২৩৬) এবং অপরটা মন্দ (২৩৭)।

শানে নুযূলঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মাদীনা তৈয়্যিবাহ্'র মুসলমানদের একটা দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। এরপরে লজ্জিত হয়েছে এবং তাওবাহ করেছে। আর বলেছে, "হায় আফসোস! আমরা পথভ্রষ্টদের সাথে অথবা স্ত্রীলোকদের সাথেই রয়ে গেলাম। আর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর সাহাবীগণ জিহাদরত রয়েছেন।" যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন অভিযান থেকে ফিরে আসলেন এবং মাদীনা শরীফের নিকটে এসে পৌঁছলেন তখন ঐসব লোক শপথ করেছিলো, "আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেবো এবং কখনো খুলবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিজেই খুলে দেবেন না।" এই শপথ করে তাঁরা মসজিদ শরীফের স্তম্ভগুলোর সাথে নিজেদেরকে বেঁধে নিয়েছিলো। যখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাশরীফ আনলেন ও তাঁদেরকে দেখলেন, তখন ইরশাদ ফরমালেন, "এরা কারা?" আরয করা হলো, "এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে মাদীনা শরীফেই অবস্থান করেছিলো। তারা আল্লাহ এর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, তারা নিজেরা নিজেদেরকে খুলবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে নিজেই খুলে দেবেন না।"

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আমিও আল্লাহ এর শপথ করছি, আমি তাদেরকে না খুলে দেবো, না তাদের অজুহাত গ্রহণ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে খুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে না।"

তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদেরকে খুলে দিলেন। তখন তাঁরা আরয করলেন, 'হে আল্লাহ এর রসূল! এ সম্পদই আমাদের বসে থাকার কারণ হয়েছে। এ গুলো আপনি গ্রহণ করুন! আর সাদাক্বাহ করে দিন এবং আমাদেরকে পবিত্র করে দিন ও আমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ' করুন।"

হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "আমাকে তোমাদের সম্পদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।" এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ তাদের সম্পদ থেকে নিন।)
টীকা-২৩৬ঃ এখানে সৎকর্ম দ্বারা হয়ত 'অপরাধ স্বীকার করা' ও 'তাওবাহ করা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে অথবা এবার জিহাদে না গিয়ে পেছনে বসে থাকার পূর্বে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে অন্যান্য ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার কথা, কিংবা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য ও পরহেযগারীর সমস্ত কর্মের কথা বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াত শরীফ সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য হবে।
টীকা-২৩৭ঃ এটা দ্বারা জিহাদে না গিয়ে বসে থাকার কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৩৮ঃ আয়াতের মধ্যে যেই সাদাক্বাহ্'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। যথাঃ-
এক) এটা ওয়াজিব সাদাক্বাহ্ ছিলোনা। কাফ্ফারা স্বরূপ ঐসব সাহাবী তা দিয়েছিলেন, যাঁদের কথা উপরোল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে।
দুই) এ সাদাক্বাহ্ দ্বারা ঐ যাকাতের কথা বুঝানো হয়েছে, যা তাদের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিলো। তারা তাওবাহ করেছে এবং যাকাত আদায় করতে চেয়েছে। তখন আল্লাহ তাআ'লা তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবূ বাকর রাযী জাসসাস এ অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আয়াতে বর্ণিত 'সাদাক্বাহ্' মানে 'যাকাত'। (খাযিন ও আহকামুল ক্বুরআন)
মাদারিকের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, সুন্নাত হচ্ছে এ যে, সাদাক্বাহ্ গ্রহীতা সাদাক্বাহ্ দাতার জন্য দুআ' করবে।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

এ কথা নিকটে যে, আল্লাহ তাদের তাওবাহ ক্বুবূল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৩: হে মাহবূব! তাদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য মঙ্গলের দুআ' করুন (২৩৮)। নিশ্চয় আপনার দুআ' তাদের অন্তরসমূহের শান্তি এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

১০৪: তাদের কি খবর নেই যে, আল্লাহই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ ক্বুবূল করেন এবং সাদাক্বাহসমূহ নিজেই স্বীয় ক্বুদরতের হাতে গ্রহণ করেন; এবং এ'যে আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, দয়ালু (২৩৯)।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫: এবং আপনি বলুন, 'কাজ করো এখন তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মুসলমানগণ। আর অবিলম্বে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সবই জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদের কর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।'

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰۶﴾

১০৬: এবং কিছু লোককে (২৪০) স্থগিত রাখা হয়েছে আল্লাহ এর নির্দেশের প্রতীক্ষায়- তিনি হয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবাহ ক্বুবূল করবেন (২৪১); এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا

১০৭: এবং ঐসব লোক, যারা মসজিদ নির্মান করেছে (২৪২)

বুখারী ও মুসলীম শরীফে হযরত আ'বদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা থেকে হাদীস বর্ণিত, যখন কেউ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নিকট সাদাক্বাহ নিয়ে আসতো তখন তিনি তার জন্য দুআ' করতেন। আমার পিতা সাদাক্বাহ্ নিয়ে হাযির হলে হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) দুআ' করলেন- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰۤى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! আবূ আওফার উপর তোমার রহমাত বর্ষণ করো।"
মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ফাতিহা'র মধ্যে সাদাক্বাহ গ্রহীতারা সাদাক্বাহ পেয়ে যেই দুআ' করে তা ক্বুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
টীকা-২৩৯ঃ এতে তাওবাহ কারীদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের তাওবাহ ও তাদের সাদাক্বাহ্সমূহ গ্রহণযোগ্য। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, যেসব লোক এখনো পর্যন্ত তাওবাহ করেনি, এ আয়াতে তাদেরকে তাওবাহ্ ও সাদাক্বাহ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।
টীকা-২৪০ঃ যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসেছিলো এমন লোকদের থেকে;
টীকা-২৪১ঃ যারা যুদ্ধে না গিয়ে বসে থাকে; অর্থাৎ যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি, তারা তিন ধরণের লোক ছিলোঃ-
এক) মুনাফিক্বগণ, যারা মুনাফিক্বীতে অভ্যস্ত ছিলো।
দুই) ঐসব লোক, যারা অপরাধ স্বীকার ও তাওবাহ করার ক্ষেত্রে ত্বরা করেনি; যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
তিন) ঐসব লোক, যারা প্রতীক্ষায় ছিলো। তাড়াতাড়ি তাওবাহ করেনি। এ আয়াতে এদের কথাই বুঝানো হয়েছে।
টীকা-২৪২ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত একদল মুনফিক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 'মসজিদ-ই-ক্বুবা'- এর ক্ষতি সাধন ও সেটার জামাআ'তে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেটার নিকটেই একটা মসজিদ নির্মান করেছিলো। এ কাজের মধ্যে তাদের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছিলো। তা হলো এই যে, আবূ আমির, যে অন্ধকার যুগে খৃষ্টান ধর্ম-যাজক হয়ে গিয়েছিলো, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ) মাদীনা তৈয়্যিবায়হ্য় তাশরীফ আনয়ন করার পর হুযূরকে বলতে লাগলো, "এটা কোন দ্বীন যা আপনি নিয়ে এসেছেন?" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "আমি দ্বীন-ই-হানীফিয়্যাহ্', ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর দ্বীন নিয়ে এসেছি।" সে বলতে লাগলো, "আমি উক্ত দ্বীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "না"। সে বললো, "আপনি

সেটার সাথে আরো কিছু সংযোজন করেছেন।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "না। আমি বিশুদ্ধ ও নির্মল ধর্মই নিয়ে এসেছি।" আবূ আমির বললো, "আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তাকে সফরের মধ্যে একাকী ও অসহায় অবস্থায় ধ্বংস করুন।" হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ফরমালেন, "আমীন।" লোকেরা তার নাম রাখলো- 'আবূ আমির ফাসিক্ব'।

উহুদের যুদ্ধের দিন আবূ আমির ফাসিক্ব হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বললো, "যেখানেই আমি এমন কোন সম্প্রদায় পাই, যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাথী হয়েই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।' সুতরাং হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত সে তাই করতে থাকে এবং হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো।

যখন 'হাওয়াযিন' গোত্র পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায়র দিকে পলায়ন করলো। অতঃপর সে মুনাফিক্বদের খবর প্রেরণ করলো, "তোমরা যুদ্ধ-সমাগ্রী যা সংগ্রহ করতে পারো, শক্তি ও অস্ত্র-সস্ত্র সবই সঞ্চয় করো এবং আমার জন্য একটা মসজিদ নির্মান করো। আমি রোমের বাদশাহ্‌র নিকট যাচ্ছি। সেখান থেকে রোমান সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে আসবো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে বের করবো।"

এ সংবাদ পেয়ে ঐসব লোক (মুনাফিক্বরা) 'মসজিদ-ই-দিরার' (ক্ষতির মসজিদ) নির্মান করলো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলো, "এ মসজিদ আমরা সুবিধার জন্য নির্মান করেছি। যে সব লোক বৃদ্ধ ও দুর্বল, তারা এখানে বিনা কষ্টে নামায আদায় করে নিতে পারবে। আপনি একবার মাত্র নামায সেটাতে আদায় করে নিন। আর বারাকাতের জন্য দুআ' করে দিন।"

হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "এখন তো আমি তাবূকের অভিযানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি ও বের হয়ে যাচ্ছি। ফিরে আসার পর আল্লাহ এর ইচ্ছা থাকলে সেখানে নামায পড়ে নেবো।"

ক্ষতি সাধনের জন্য (২৪৩) কুফরের কারণে (২৪৪) এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে (২৪৫) এবং তারই প্রতীক্ষায়, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধী (২৪৬); এবং তারা অবশ্যই বহু শপথ করবে, 'আমরাতো কল্যাণই চেয়েছি।' এবং আল্লাহ (এ মর্মে) সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।	ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾
১০৮: ঐ মসজিদের মধ্যে আপনি কখনো দাঁড়াবেন না (২৪৭); নিশ্চয় ঐ মসজিদ, যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই পরহেযগারীর উপর রাখা হয়েছে (২৪৮), তা এরই উপযুক্ত যে,	لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ

হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মাদীনা তৈয়্যিবাহ্'র নিকট একস্থানে যাত্রাবিরতি করলেন, তখন মুনাফিক্বগণ হুযূরের দরবারে আবেদন করলো যেন তিনি (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের মসজিদের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের কু-উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তখন রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যেন উক্ত মসজিদে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে দেন এবং জ্বালিয়ে দেন। সুতরাং অনুরূপই করা হলো। অপরদিকে, আবূ আমির রাহেব (ফাসিক্ব) সিরিয়ার সফররত অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

টীকা-২৪৩ঃ ক্বুবা-মসজিদের মুসল্লীদের,

টীকা-২৪৪ঃ যে, তারা সেখানে খোদা ও রসূলের সাথে কুফর করবে এবং মুনাফিক্বীকে জোরদার করবে

টীকা-২৪৫ঃ যারা ক্বুবা-মসজিদে নামায আদায় করার জন্য একত্রিত হন

টীকা-২৪৬ঃ অর্থাৎ আবূ আমির রাহিব (ধর্ম-যাজক)

টীকা-২৪৭ঃ এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে 'মসজিদ-ই-দিরার' এর নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ যে মসজিদ অহংকার, লোক দেখানো এবং আল্লাহ এর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা অপবিত্র সম্পদ দ্বারা নির্মান করা হয়েছে, তা 'মসজিদ-ই-দিরার'-এরই শামিল। (মাদারিক)

টীকা-২৪৮ঃ এটা দ্বারা 'মসজিদ-ই-ক্বুবা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যেটার ভিত্তি রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রেখেছিলেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ক্বুবায় অবস্থান করেন, তাতেই নামায পড়েছেন।

বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রত্যেক সপ্তাহে মসজিদ-ই-ক্বুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয় যে, মসজিদ-ই-ক্বুবায় নামায পড়ার সাওয়াব ওমরাহ্'র সমান।

তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, তা দ্বারা 'মসজিদ-ই-মাদীনা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গেও হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

এ দুইটি অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন সংঘাত নেই। কেননা, আয়াত শরীফ মসজিদ-ই-ক্বুবায় অবতীর্ণ হওয়ায় এ কথা জরুরী হয়না যে, মাদীনা শরীফের মসজিদে উক্ত সব গুণাবলী নেই।

টীকা-২৪৯ঃ সমস্ত অপবিত্রতা থেকে অথবা পাপ থেকে

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মসজিদ-ই-ক্বুবাবাসীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাঁদেরকে বলেছিলেন, “হে আনসার দল। মহামহিম আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা ওযূ ও ইস্তিন্জার * সময় কি আমল করো?” তাঁরা আরয করলেন, “হে আল্লাহ এর রসূল। (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ) আমরা ‘বড় ইস্তিনজা’ তিনটা ঢিলা দ্বারা করি। অতঃপর আবার আমরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করি।”

মাসআলাঃ অপবিত্রতা যদি নির্গমন স্থল থেকে আশে পাশে অতিক্রম করে, তবে পানি দ্বারা ‘ইস্তিন্জা’ করা ওয়াজিব; নতুবা’ মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ ‘ঢিলা’ দ্বারা ইস্তিন্জা করা সুন্নাত। নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এটা নিয়মিতভাবে করতেন। কখনো তা পরিহারও করেছেন। (বরং শুধু পানিই ব্যবহার করতেন।)

تَقُوْمَ فِيْهِ ۭ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

আপনি তাতে দাঁড়াবেন এবং সেটার মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে, যারা খুব পবিত্র হতে চায় (২৪৯) এবং পবিত্র লোকেরা আল্লাহ এর নিকট প্রিয়।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯: তবে কি যে ব্যক্তি স্বীয় ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ এর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর (২৫০) সে-ই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি, যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে এক গভীর গর্তের কিনারায় (২৫১), ফলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধ্বসে পড়েছে (২৫২)? এবং আল্লাহ যালিমদেকে পথ দেখান না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০: ঐ ঘর যার ভিত্তি তারা নির্মান করেছে, তা তাদের অন্তরসমূহে (দুঃখ) খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে (২৫৩); কিন্তু এ যে, তাদের অন্তর খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে (২৫৪); এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ’-১৪

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۭ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১১১: নিশ্চয় আল্লাহ মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন এ বিনিময়ের উপর যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে (২৫৫)। তারা আল্লাহ এর পথে যুদ্ধ করবে

টীকা-২৫০ঃ যেমন ‘ক্বুবা-মসজিদ’ ও ‘মাদীনা মসজিদ’

টীকা-২৫১ঃ যেমন ‘মসজিদ-ই-দিরার’- বাসীগণ।

টীকা-২৫২ঃ এর অর্থ হচ্ছে এ যে, ‘যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনের ভিত্তি তাক্বওয়া ও আল্লাহ এর সন্তুষ্টির মজবুত সমতল ভূমির উপর স্থাপন করেছে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি যে আপন দ্বীনের ভিত্তি বাতিল ও নিফাক্বের (কপটতা) গভীর খাদের উপর স্থাপন করেছে?’

টীকা-২৫৩ঃ এবং সেটা ধ্বসে পড়ার দুঃখ থেকে যাবে;

টীকা-২৫৪ঃ হয়ত নিহত হয়ে কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অথবা কবরের মধ্যে কিংবা জাহান্নামে। অর্থ এ যে, তাদের অন্তরসমূহের দুঃখ ও ক্রোধ আমৃত্যুই স্থায়ী হবে।

কবি বলেনঃ-

بمیر تا برہی اے حسود کیں رنجیست
کہ از مشقت او جز بمرگ نتواں رست

অর্থাৎ “হে হিংসুক। তুমি মরে যাও। তবেইতো তুমি মুক্তি পাবে। কারণ, হিংসা এমন এক দুঃখ যার কষ্ট থেকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় রেহাই পেতে পারো না।”

আর এ অর্থও হতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তর নিজেদের অপরাধের লজ্জা ও অনুশোচনা দ্বারা খন্ড বিখন্ড হয় এবং তারা নিষ্ঠার সাথে তাওবাহ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ দুঃখ ও অনুতাপের মধ্যে থাকবে। (মাদারিক)

টীকা-২৫৫ঃ আল্লাহ এর পথে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে জান্নাত লাভকারী ঈমানদারদের একটা উপমা, যা দ্বারা পরিপূর্ণ দয়া ও বদান্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, বিশ্ব প্রতিপালক তাদেরকে জান্নাত দান করাকেই তাদের জীবন ও সম্পদের ‘বিনিময়’ সাব্যস্ত করেছেন এবং নিজেই নিজেকে ‘ক্রেতা’ বলেছে। এটা পূর্ণ সম্মান বৃদ্ধিরই শামিল যে, তিনি আমাদের ‘ক্রেতা’ হয়েছেন। আর আমাদের নিকট থেকে ক্রয় করছেন কোন বস্তু? যা আমাদের তৈরী করা বস্তুও নয়, না আমাদের সৃষ্ট। তা যদি প্রাণই হয় তবুও তা’তো তাঁরই সৃষ্ট; যদি সম্পদ হয়, তবে তা’তো তাঁরই প্রদত্ত।

শানে নুযূলঃ যখন ‘আনসার’ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর পবিত্র হাতে আক্বাবাহ্-রাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন, তখন আ’বদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন, “হে আল্লাহ এর রসূল। আপন প্রতিপালকের জন্য এবং নিজের জন্য কিছু শর্ত

*পায়খানা প্রস্রাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা।

নির্ধারণ করুন, যা আপনি চান।” তিনি ইরশাদ ফরমান, “আমি আমার প্রতিপালকের জন্য তো এ শর্তই নির্ধারণ করছি যে, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো এবং কাউকেও তাঁর সাথে শরীক করোনা। আর নিজের জন্য এ যে, যে সব বস্তু থেকে তোমরা নিজেদের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করো ও সংরক্ষণ করো, তা আমার জন্যও পছন্দ করোনা।” তাঁরা আরয করলেন, “এমন করলে আমরা কি পাবো?” হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, “জান্নাত।”

টীকা-২৫৬ঃ আল্লাহ এর শত্রুদেরকে

টীকা-২৫৭ঃ আল্লাহ এর পথে।

টীকা-২৫৮ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত শরীয়াত ও ধর্মের মধ্যেই জিহাদের নির্দেশ ছিলো।

টীকা-২৫৯ঃ সমস্ত গুণাহ্ থেকে,

টীকা-২৬০ঃ আল্লাহ এর অনুগত বান্দাগণ, যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁরই ইবাদত করে এবং ইবাদতকে নিজেদের উপর অপরিহার্য বলে জানে।

টীকা-২৬১ঃ যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ এর প্রশংসা করে।

টীকা-২৬২ঃ অর্থাৎ নামাযসমূহের পাবন্দ এবং সেগুলো অতি সুন্দরভাবে সম্পন্নকারী।

টীকা-২৬৩ঃ এবং তাঁরই বিধানাবলী পালনকারী। এসব লোক জান্নাতী।

অতঃপর তারা হত্যা করবে (২৫৬) এবং নিহত হবে (২৫৭)। তাঁর বদান্যতার দায়িত্বে সত্য প্রতিশ্রুতি- তাওরীত, ইঞ্জীল এবং কুরআনে (২৫৮); এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক অঙ্গীকার পূরণকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ উদযাপন করো আপন ব্যবসার জন্য, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো এবং এটাই মহা সাফল্য।

১১২: তাওবাহকারীগণ (২৫৯), ইবাদতকারীগণ (২৬০), প্রশংসাকারীগণ (২৬১), রোযা পালনকারীগণ, রুকূ'কারীগণ, সাজদাকারীগণ (২৬২), সৎকাজের নির্দেশদাতাগণ, অসৎকাজে নিষেধকারীগণ এবং আল্লাহ এর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারীগণ (২৬৩); এবং সুসংবাদ শুনাও মুসলমানদেরকে (২৬৪)।

১১৩: নাবী ও মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে যদিও হয় তারা আত্মীয়-স্বজন (২৬৫) যখন

فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۱﴾

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السّٰٓئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْۤا اُولِيْ قُرْبٰى

টীকা-২৬৪ঃ যে, তারা আল্লাহ এর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-২৬৫ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত অবতরণের পটভূমিকায় তাফসীরকারক গণের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ-

এক) নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন চাচা আবূ তালিবকে বলেছিলেন, “আমি আপনার জন্য আল্লাহ এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হয়।” তখন আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করে নিষেধ করেছিলেন।

দুই) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, “আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মায়ের কবরে যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। অতঃপর তিনি আমাকে (তজ্জন্য) অনুমতি দেননি এবং আমার উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে .... (مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ)

আমার মতে, * শানে নুযূলের এ (শেষোক্ত) অভিমতটা শুদ্ধ নয়। কারণ, এ হাদীস হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী হাকীমের উপর নির্ভর করে ‘মীযান’ নামক কিতাবে সেটাকে শুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ‘মুখতাসারুল মুস্তাদরাক’ নামক কিতাবের মধ্যে ইমাম যাহাবী এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। আরো বলেছেন যে, আইয়ূব ইবনে হানীকে (জনৈক বর্ণনাকারী) হাফিয ইবনে মুঈন ‘দুর্বল’ বলেছেন। তাছাড়া, এ হাদীস বুখারী শরীফের হাদীসেরও পরিপন্থী, যার মধ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ হিসেবে তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আম্মাজানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলা হয়নি; বরং বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আবূ তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রসঙ্গে এ হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য হাদীস শরীফগুলো, যেগুলো এ বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে ইমাম তাবরানী, ইবনে সা'আদ এবং ইবনে শাহীন প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, সে সবই দুর্বল। ইবনে সা'আদ ‘তাবক্বাত’ নামক কিতাবের মধ্যে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর সেটাকে ভুল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আর ‘মুহাদ্দিসকুলের সনদ’ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) স্বীয় পুস্তিকা ‘আত্ তা'যীম ওয়াল মান্নাত’ এর মধ্যে এ বিষয়বস্তুর সমস্ত হাদীসকে ‘মা'লূল (معلول) ** বলেছেন। সুতরাং এ কারণটা আয়াতের শানে নুযূলের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নয়। আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে,

*সদরুল আফাযিল নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)।

** (معلول) অর্থাৎ ‘মা'লূল’ (اَلْمَعْلُوْلُ مَا فِيْهِ عِلَّةٌ غَامِضَةٌ قَادِحَةٌ فِي الصِّحَّةِ) হচ্ছে- এমন হাদীস, যার মধ্যে এমন সুক্ষ্ম কারণ বিদ্যমান যেটা হাদীস বিশুদ্ধতার জন্য ক্ষতিকর।

এ প্রসঙ্গে বহু প্রমাণও মওজুদ আছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মহাসম্মানিত আম্মাজান ছিলেন আল্লাহ এর 'তাওহীদ' বা একত্বে বিশ্বাসী এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর ধর্মাবলম্বী।

তিন) কোন কোন সাহাবী বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট তাঁদের পিতৃপুরুষদের জন্য দূআ' করার দরখাস্ত করেছিলেন। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৬৬: শির্কের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

টীকা-২৬৭: অর্থাৎ আযর।

টীকা-২৬৮: এটা দ্বারা হয়ত ঐ প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) আযরের সাথে করেছিলেন। আর তা হচ্ছে- "আমি আপন প্রতিপালকের নিকট তোমার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো।" অথবা এই প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা আযর হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করার মর্মে করেছিলো।

শানে নুযূল: হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত নাযিল হলো, سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّيْ (আমি তোমার ক্ষমার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করবো) তখন আমি শুনতে পেলাম, "এক ব্যক্তি আপন মাতা-পিতার জন্য মাগফিরাত কামনা করছে, অথচ তারা উভয়ই মুশরিক ছিলো।" তখন আমি বললাম, "তুমি কি মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করছো?" সে বললো, "হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কি আযরের জন্য দুআ' করেন নি? সেও তো (আযর) মুশরিক ছিলো।"

এ ঘটনা আমি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলাম। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর আযরের জন্য মাগফিরাত কামনা করা (তার) ইসলাম গ্রহণের আশায় ছিলো; যার ওয়াদা আযর তাঁকে (হযরত ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে দিয়েছিলো। আর তিনিও আযরের সাথে মাগফিরাত কামনার ওয়াদা করেছিলেন। যখন তাঁর আশা আর বাকি রইলোনা তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন।

টীকা-২৬৯: এবং মাগফিরাত কামনা করা ছেড়ে দিলেন।

টীকা-২৭০: অধিক প্রার্থনাকারী ও বিনয়ী,

টীকা-২৭১: আর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্টতার নির্দেশ দেবেন এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টদের অন্ত র্ভুক্ত করবেন। (অর্থাৎ আল্লাহ এমন করেন না।)

টীকা-২৭২: অর্থ এ যে, যে জিনিস নিষিদ্ধ এবং যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য, সেটার কারণে আল্লাহ তাবারকা ও তাআ'লা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাদেরকে পাকড়াও করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা নিষিদ্ধ হবার সুস্পষ্ট বিবরণ আল্লাহ এর নিকট থেকে না আসে। সুতরাং নিষেধ আসার পূর্বে উক্ত কাজ করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। (মাদারিক ও খাযিন)

মাসআলা: এ থেকে জানা গেলো যে, যে বস্তুর পক্ষে শরীয়াতের নিষেধ না থাকে, সেটা জায়েয (বৈধ)।

শানে নুযূল: যখন মু'মিনদের, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, তখন তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হলো, "আমরা ইতোপূর্বে যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি তজ্জন্য কখনো জবাবদিহি করতে হবে কিনা।" এ আয়াতে তাঁদেরকে শান্তনা দেয়া হলো। আর বলে দেয়া হলো যে, নিষেধের বিবরণ আসার পর সেটার উপর আমল করলে তজ্জন্যই জবাবদিহি করতে হয়।

তাদের সামনে সুস্পষ্ট হলো যে, ঐসব লোক জাহান্নামী (২৬৬)।	بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾
১১৪: এবং ইব্রাহীমের তার পিতার (২৬৭) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তা'তো ছিলোনা, কিন্তু একটা ওয়াদার কারণে, যা সে তার সাথে করেছিলো (২৬৮)। অতঃপর যখন ইব্রাহীমের নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ এর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন (২৬৯)। নিশ্চয়, ইব্রাহীম অতি ক্রন্দনকারী (২৭০), সহনশীল।	وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾
১১৫: এবং আল্লাহ এর জন্য শোভা পায় না যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন (২৭১) যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেবেন না কোন বস্তু থেকে তাদেরকে বাঁচতে হবে (২৭২)। নিশ্চয়, আল্লাহ সবকিছু জানেন।	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾
১১৬: নিশ্চয় আল্লাহ এর জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর আল্লাহ ব্যতীত না তোমাদের অভিভাবক আছে এবং না আছে সাহায্যকারী।	اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۱۶﴾

টীকা-২৭৩ঃ অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে, যেটাকে 'সংকটময় যুদ্ধ'ও বলা হয়। এই যুদ্ধে অভাব-অনটন ও সঙ্কটের অবস্থায় ছিলো যে, প্রতি দশ জনের জন্য বাহন ছিলো একটা মাত্র উট। তাঁরা পালাক্রমে সেটার উপর আরোহন করে চলতেন। আর খাদ্যের স্বল্পতার এ অবস্থা ছিলো যে, একেকটা খেজুরের উপর কয়েকজন লোক কালাতিপাত করতেন। তা এভাবে যে, প্রত্যেকে তা চুষে নিয়ে এক চুমুক পানি পান করে নিতেন। পানিও অতি অল্প ছিলো। গরম ছিলো অসহনীয়। পিপাসার জোর; অথচ পানি ছিলো দুর্লভ। এমনি অবস্থায় সাহাবা কিরাম স্বীয় সততা, দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর জন্য আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে অবিচলিত থাকেন।

হযরত আবূ বাকর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন, "হে আল্লাহ এর রসূল! আল্লাহ এর দরবারের দুআ' করুন!" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "তোমাদের কি এটাই কাম্য?" আরয করলেন, "জ্বি-হাঁ।" তখন হুযূর বারাকাতময় দু' হাত তুলে দুআ' করলেন। এখনি হাত মুবারক উঠালেন মাত্র। এদিকে আল্লাহ তাআ'লা মেঘ প্রেরণ করলেন। বৃষ্টি হলো। মুসলিম সৈন্যবাহিনী তৃপ্ত হলেন। সৈন্যগণ নিজেদের পাত্রগুলোতেও পানি ভর্তি করে নিলেন। অতঃপর যখন আরো সম্মুখে অগ্রসর হলেন তখন দেখলেন, ভূতল শুষ্ক। মেঘমালা সৈন্যবাহিনীর এলাকার বাইরে বৃষ্টিপাতই করেনি। সেটা শুধু এ সৈন্যদলেরই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ
الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ
فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾

১১৭: নিশ্চয়, আল্লাহ এর রহমাতসমূহ ধাবিত হলো এ অদৃশ্যের সংবাদ দাতা এবং ঐ মুহাজিরগণ ও আনসারের প্রতি, যাঁরা সংকটকালে তাঁর সাথে ছিলো (২৭৩) এর পরে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো (২৭৪); অতঃপর তাদের প্রতি রহমাত সহকারে দৃষ্টিপাত করেন (২৭৫)। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا
مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
ع ﴿۱۱۸﴾

১১৮: এবং সেই তিন জনের প্রতি, যাদেরকে মওকূফ রাখা হয়েছিলো (২৭৬) এ পর্যন্ত যে, যখন পৃথিবী এতো বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো (২৭৭) এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিলো (২৭৮) আর তাদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, আল্লাহ এর নিকট থেকে অন্যত্র আশ্রয়স্থল নেই, কিন্তু (আছে) তাঁরই নিকট। অতঃপর (২৭৯) তাদের তাওবাহ কবূল করেন যেন তারা তাওবাহকারী হয়ে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ কবূলকারী, দয়ালু। রুকূ'-১৫

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا
مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো (২৮০) এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো (২৮১)।

টীকা-২৭৪ঃ এবং তারা যেন এ কঠিন ও সংকটময় মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর নিকট থেকে পৃথক হওয়াকেই পছন্দ করবে!

টীকা-২৭৫ঃ এবং তাঁরা ধৈর্যশীল ও অটল থাকেন। আর তাঁদের নিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকে এবং যে সংশয় তাঁদের অন্তরে জেগেছিলো তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

টীকা-২৭৬ঃ তাওবাহ গ্রহণ করা থেকে, যাঁদের উল্লেখ আয়াত وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ এর মধ্যে করা হয়েছে এবং সেই তিনজন সাহাবী হলেন- ১) কাআ'ব ইবনে মালিক, ২) হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং ৩) মুরারাহ ইবনে রাবী'। তারা সবাই আনসারী ছিলেন। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাবূক থেকে ফিরে এসে তাঁদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আর ইরশাদ করলেন, "অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্য কোন ফায়সালা না করেন।" আর মুসলমানদেরকে তাঁদের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এমন কি, তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব ও তাঁদের সাথে কথা-বার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এমনি মনে হতো যেন তাদেরকে কেউ চিনেও না এবং তাঁদের সাথে যেন কারো কোন পরিচয়ই নেই। এমতাবস্থায়, তাদের পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিলো।

টীকা-২৭৭ঃ এবং তারা এমন কোন স্থান পাননি, যেখানে তারা একটামাত্র মুহূর্তের জন্য শান্তি ও স্বস্তি পেতেন। সবসময় দুঃখ, মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা ভোগ করেছিলেন।

টীকা-২৭৮ঃ অসহনীয় দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে। না ছিলো কোন সঙ্গী, যার সাথে কথা বলতে পারতেন; না ছিলো কোনো সহানুভূতিশীল ব্যক্তি, যাকে মনের ব্যথার অবস্থা শুনাতে পারতেন। ছিলো শুধু ভয় ও নির্জনতা। অহরহ কান্নাকাটি।

টীকা-২৭৯ঃ আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হলেন এবং

টীকা-২৮০ঃ আল্লাহ এর নির্দেশ অমান্য করা বর্জন করো

টীকা-২৮১ঃ যাঁরা সত্যিকারের ঈমানদার ও নিষ্ঠাবান। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর, নিষ্ঠার সাথে সত্যায়ন করেন। সা'ঈদ

ইবনে যুবাইর এর অভিমত হচ্ছে- 'সাদিক্বীন' সত্যবাদী গণ দ্বারা হযরত আবু বাকর ও হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর কথা বুঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর বলেন, (সত্যবাদীগণ হলেন) 'মুহাজিরগণ'। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "ঐসব লোক যাদের নিয়্যতসমূহ অটল থাকে, অন্তর ও আমলসমূহ সর- সঠিক এবং (যাঁরা) নিষ্ঠার সাথে তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।"

মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'ইজমা' (ইমামদের ঐক্যমত্য)-ও শারীয়াতের দলীল। কেননা, সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা দ্বারা তাঁদের কথা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়।

টীকা-২৮২ঃ এখানে 'মদিনাবাসী' দ্বারা মদীনা তৈয়্যিবার মধ্যে বসবাসকারীদের কথা বুঝানো হয়েছে- চাই তারা মুহাজির হোক, কিংবা আনসার।

টীকা-২৮৩ঃ এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না

টীকা-২৮৪ঃ বরং তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো যেন কঠিন ও সংকটময় মুহূর্তে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গ ত্যাগ না করে এবং সংকটময় ক্ষেত্রে তার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ١٢٠

১২০: মাদীনাবাসী (২৮২) এবং তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত ছিলোনা যে, আল্লাহ এর রসূল থেকে পেছনে বসে থাকবে (২৮৩) এবং না এও যে, তাঁর জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে (২৮৪)। এটা এ জন্য যে, তাদেরকে যেই পিপাসা অথবা কষ্ট কিংবা ক্ষুধা আল্লাহ এর পথে স্পর্শ করে এবং যেখানে তারা এমন স্থানে পা রাখে (২৮৫), যা কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এবং যা কিছু কোন শত্রুর ক্ষতি করে (২৮৬) এসব কিছুর পরিবর্তে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় (২৮৭); নিশ্চয়, আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١٢١

১২১: এবং তারা যা কিছু ব্যয় করে ক্ষুদ্র (২৮৮) অথবা বৃহৎ (২৮৯) এবং যেই প্রণালী (প্রান্তর)-ই অতিক্রম করে, সবই তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করা হয় যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজসমূহের পুরস্কার প্রদান করেন (২৯০)।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۗفَّةً ۭ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۗىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ

১২২: এবং মুসলমানদের থেকে এটাতো হতেই পারেনা যে, সবই একসাথে বের হবে (২৯১); সুতরাং কেন এমন হলোনা যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে (২৯২) একটা দল বের হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো (২৯৩);

টীকা-২৮৫ঃ এবং কাফিরদের ভূমি নিজেদের ঘোড়ার পদখুর দ্বারা দলিত করে,

টীকা-২৮৬ঃ বন্দী করে অথবা হত্যা করে-

টীকা-২৮৭ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এর আনুগত্যের ইচ্ছা করে তার উঠাবসা, চলাফেরা, নড়াচড়া ও অনড় থাকা- সবই সৎকর্ম; আল্লাহ এর দরবারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা-২৮৮ঃ অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ, যেমন একটা খেজুর

টীকা-২৮৯ঃ যেমন হযরত ওসমান গণি (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) 'অভাব অনটন ও সংকটময় যুদ্ধে' (তাবূকের যুদ্ধ) ব্যয় করেছিলেন।

টীকা-২৯০ঃ এ আয়াত থেকে জিহাদের ফযিলত এবং সেটা সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হওয়াই প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-২৯১ঃ এবং একেবারে স্বীয় মাতৃভূমি শুন্য করে দেবে;

টীকা-২৯২ঃ একটা দল মাতৃভূমিতে থাকবে এবং

টীকা-২৯৩ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা গোত্র থেকে লোকেরা দলে দলে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট হাযির হতো এবং তারা হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট থেকে দ্বীনের মাসাইল শিক্ষা করতো, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতো, নিজেদের জন্য বিধানাবলী জিজ্ঞাসা করতো, হুযুর তাদেরকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিতেন। আর নামায, যাকাত ইত্যাদির শিক্ষার জন্য তাদেরকে তাদের গোত্রের জন্য নিয়োগ করতেন। যখন ঐসব লোক তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যেতো তখন ঘোষণা করে দিতো- "যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত।" আর মানুষকে আল্লাহ এর ভয় দেখাতো ও দ্বীনের বিরোধিতা থেকে সতর্ক করতো। শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাদের মাতা-পিতাকে পর্যন্ত ছেড়ে দিতো। তাছাড়া, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদেরকে দ্বীনের সমস্ত জরুরী জ্ঞানও শিক্ষা দিতেন।

এটা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মহা মু'জিযাই যে, তিনি একেবারে অশিক্ষিত লোকদের অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বীনের বিধানাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী ও গোত্রের পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিতেন।

এ থেকে কতিপয় মাসআলা জানা যায়ঃ-

মাসআলাঃ ইলমে দ্বীন' ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন করা ফরয়। যা কিছু বান্দার উপর 'ফরয' ও 'ওয়াজিব' (একান্ত অপরিহার্য) এবং যা কিছু তার জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম সে সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা 'ফরয-ই-আইন'। আর তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান অর্জন করা 'ফরয-ই-কিফায়া'।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।" ইমাম শাফে'ঈ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেন, "জ্ঞান অর্জন করা 'নফল' ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"

মাসআলা: জ্ঞান অর্জন করার জন্য সফর করা নির্দেশ হাদীস শরীফে রয়েছে- "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার জন্য পথ চলতে আরম্ভ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।" (তিরমিযী শরীফ)

এ আশায় যে, তারা সতর্ক হবে (২৯৪)।

রুকূ'-১৬

১২৩: হে ঈমানদারগণ! জিহাদ করো ঐসব কাফিরের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী (২৯৫); এবং উচিত যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়; এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ পরহেয্গারদের সাথে আছেন (২৯৬)।

১২৪: এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে থাকে, 'তা তোমাদের মধ্যে কার ঈমানে উন্নতি প্রদান করলো (২৯৭)?' সুতরাং ঐসব লোক, যারা ঈমানদার তাদেরই ঈমানকে তা উন্নতি প্রদান করেছে এবং তারা খুশী উদ্‌যাপন করছে।

১২৫: এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে (২৯৮), তাদের মধ্যে কলুষতার উপর আরো কলুষতা বৃদ্ধি করছে (২৯৯); এবং তারা কুফরের অবস্থারই উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

১২৬: তারা (৩০০) কি অনুধাবন করছেনা যে, প্রতি বছরই এক অথবা দু'বার পরীক্ষা করা হচ্ছে (৩০১)? অতঃপর তারা না তাওবাহ করছে, না উপদেশ গ্রহণ করছে।

১২৭: এবং যখই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (৩০২), 'কেউ তোমাদেরকে লক্ষ্য করছেনা তো?' (৩০৩)

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾

وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ

মাসআলা: 'ফিক্বহ' হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআ'লা যার মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের মধ্যে 'ফিক্বহবিদ' (ধর্মীয় জ্ঞানী) করেন। আমি হলাম বণ্টনকারী আর আল্লাহ তা'আলা দাতা।" (বুখারি ও মুসলিম)

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে, একজন ফক্বীহ (ফিক্বহবিদ) শয়তানের উপর হাজার আ'বিদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা অধিক কঠোর (তিরমিযী)

'ফিক্বহ' দ্বীনের বিধানাবলীর জ্ঞানকেই বলা হয়। ফক্বীহদের পারিভাষিক 'ফিক্বহ' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'সেটাই এর বিশুদ্ধ প্রয়োগ ক্ষেত্র।★

টীকা-২৯৪ঃ আল্লাহ এর শাস্তি থেকে; দ্বীনের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়।

টীকা-২৯৫ঃ সমস্ত কাফিরের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব- নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক। কিন্তু নিকটবর্তীদের সাথে সর্বাগ্রে; অতঃপর যারা তাদের সাথে সংলগ্ন; এমনিভাবে, স্তরক্রমে।

টীকা-২৯৬ঃ তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেন।

টীকা-২৯৭ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ পরস্পর ঠাট্টার সুরে এমন মন্তব্য করতো। তাদের খন্ডনে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২৯৮ঃ সন্দেহ ও মুনাফিক্বীর।

টীকা-২৯৯ঃ অর্থাৎ প্রথমে যে পরিমাণ অবতীর্ণ হয়েছিলো সেটুকু অস্বীকার করার শাস্তিতে গ্রেফতার ছিলো; এখন আরো যা অবতীর্ণ হলো সেটাকে অস্বীকার করার মতো অন্যায় কাজে রত রয়েছে।

টীকা-৩০০ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ

টীকা-৩০১ঃ রোগসমূহ, বিপদাপদ ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দ্বারা

টীকা-৩০২ঃ এবং বের হয়ে পালিয়ে যাবার জন্য চোখে ইশারা করে আর বলে,

টীকা-৩০৩ঃ যদি লক্ষ্য করছে এমন হতো তবে বসে যেতো, নতুবা বের হয়ে যেতো।

*অর্থাৎ 'ফিক্বহ শাস্ত্র'ই এর বিশুদ্ধতম প্রয়োগক্ষেত্র।

টীকা-৩০৪ঃ কুফরের দিকে।
টীকা-৩০৫ঃ সেই কারণে।
টীকা-৩০৬ঃ নিজেদের লাভ ও ক্ষতি বুঝতে পারছেনা।
টীকা-৩০৭ঃ মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আরাবী। কুরাঈশী; যাঁর বংশ-মর্যাদা ও বংশ -পরম্পরা সম্পর্কে তোমরা ভালভাবে অবগত আছো যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ বংশীয় এবং তোমরা তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, খোদাভীতি, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা এবং প্রশংসিত চরিত্র সম্পর্কে খুব অবহিত রয়েছো।

আর অপর এক 'ক্বিরআ'ত'-এ أَنْفَسِكُمْ (ف) তে (فَتْحَة) (যবর) এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে- 'তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিজাত ও উত্তম'
এ আয়াত শরীফে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভাগমন অর্থাৎ তাঁর বরকতময় জন্ম (মিলাদ) বিবরণ রয়েছে। তিরমিযী শরীফের হাদিস শরীফ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিজের জন্মের বিবরণ দন্ডায়মান হয়ে দিয়েছেন।
মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বারাকাতময় মীলাদ মাহফিলের উৎসব কুরআন ও হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয়।
টীকা-৩০৮: এ আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে আপন দুইটি নাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সম্মান প্রদান এ 'সরওয়ারে আনওয়ার' (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি।
টীকা-৩০৯: অর্থাৎ মুনাফ্বিকগন কাফিরগণ [হে হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)] আপনার উপর ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়।
টীকা-৩১০: হাকিম 'মুস্তাদরাক'-এ উবাই ইবনে কা'আব থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, (لَقَدْ جَآءَكُمْ) থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াত দুটি কুরআন কারীমের মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে।★
টীকা-১: 'সূরা য়ূনুস' মাক্কী, তিনটি আয়াত ব্যতীত- (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ) থেকে। এর মধ্যে ১১টি রুকূ', ১০৯টি আয়াত, ১৮৩২ টি পদ এবং ৯০৯৯ টি বর্ণ আছে।

ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

অতঃপর ফিরে যায় (৩০৪)। আল্লাহ তাদের অন্তর পাল্টিয়ে দিয়েছেন (৩০৫)। কারণ, তারা বোধশক্তিহীন লোক (৩০৬)।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

১২৮: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে ঐ রসূল (৩০৭) যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু (৩০৮)।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾

১২৯: অত:পর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৩০৯), তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি (৩১০)।'

সূরা য়ূনুস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা য়ূনুস (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১০৯, রুকূ'-১১

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿۱﴾

১: এ গুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

২: মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, আমি তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষকে ওহী প্রেরণ করেছি, 'মানুষকে সতর্ক করুন (২)

টীকা-২: শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) বলেন, যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে 'রিসালাত' দ্বারা ধন্য করলেন আর তিনিও তা প্রকাশ করলেন তখন আরবের লোকেরা তাকে অস্বীকার করলো এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বললো, "আল্লাহ এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি কোনো মানুষকে রসূল করবেন।" এর খণ্ডনে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩: কাফিরগণ প্রথমে তো কোন মানুষের পক্ষে রসূল হওয়াকে বিস্ময়কর ও অস্বীকারযোগ্য স্থির করলো। অতঃপর যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) মু'জিযাদি দেখলো এবং দৃঢ় বিশ্বাস করলো যে, এগুলো মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে, তখন তাঁকে যাদুকর বললো। তাদের এই দাবী তো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; কিন্তু তাতেও হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর পূর্ণতা এবং তাদের অক্ষমতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

টীকা-৪: অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগতের কার্যাদি প্রজ্ঞার চাহিদা অনুসারে ব্যবস্থা করেন।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؔ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۲﴾

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۳﴾

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۴﴾

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

এবং ঈমাদারগণকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সত্যের মর্যাদা রয়েছে।' কাফিরগণ বললো, 'নিশ্চয় এ'তো এক সুস্পষ্ট যাদুকর (৩)।'

৩: নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' ফরমায়েছেন (সমাসীন হন) যেমনই তাঁর মর্যাদার উপযোগী হয়, কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন (৪)। কোন সুপারিশকারী নেই, কিন্তু তাঁরই অনুমতি লাভ করার পর (৫)। ইনিই হন আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক (৬); সুতরাং তাঁর ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা ধ্যান করছোনা?

৪: তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৭); আল্লাহ্ এর সত্য প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয় তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর বিলীন হবার পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন; এ জন্য যে, ঐসব লোককে, যারা ঈমান এনেছে এবং সত্য কাজ করেছে, ন্যায়ের সাথে পুরস্কার দেবেন (৮); এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে পান করার নিমিত্ত অত্যুষ্ণ পানি এবং বেদনাদায়ক শাস্তি, পরিণাম স্বরূপ তাদের কুফরের।

৫: তিনিই হন, যিনি সূর্যকে ঝকমককারী করেছেন এবং চন্দ্রকে (করেছেন) জ্যোতির্ময়। আর সেটার জন্য 'মানযিলসমূহ' নির্দিষ্ট করেছেন (৯), যাতে তোমরা বছরসমূহের গণনা ও (১০) হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ্ সেটা সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু সত্য সহকারে (১১)। তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (১২)।

টীকা-৫: এর মধ্যে মূর্তিপূজারীদের এ উক্তির খন্ডন রয়েছে- 'মূর্তি তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে।' তাদেরকে বলা হয়েছে যে, সুপারিশ অনুমতিপ্রাপ্তগণ ব্যতীত কেউ করতে পারবে না। আর অনুমতিপ্রাপ্তগণ শুধু তাঁর মানবকুল হবেন।

টীকা-৬: যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং সমস্ত কার্যের ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যতীত অন্য মা'বুদ (উপাস্য) নেই। একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত।

টীকা-৭: ক্বিয়ামত-দিবসে; এবং এটাই হচ্ছে-

টীকা-৮: এ আয়াতের মধ্যে হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের বিবরণ ও অস্বীকারকারীদের প্রতি খন্ডন রয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা ভঙ্গির মধ্যে এ মর্মে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, সংযোজিত অঙ্গগুলোকে সৃষ্টি করেন এবং সজ্জিত করেন। সুতরাং মৃত্যু সহকারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেগুলোকে পুনরায় সংযোজিত করা এবং সৃষ্ট মানুষকে অস্তিত্বহীন হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করা আর ঐ প্রাণ যা উক্ত শরীরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সেটাকে সে শরীর সুবিন্যস্ত হওয়ার পর পুনরায় ঐ শরীরে সংযুক্ত করে দেয়া তাঁর শক্তি বহির্ভূত হওয়ার কি যুক্তি আছে? আর এ পুনরায় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া অর্থাৎ অনুগতকে প্রতিদান দেয়া এবং অবাধ্যকে শাস্তি দেয়াই।

টীকা-৯: আটাশ 'মানযিল' (তিথি); যেগুলো বারটা 'বুরূজ' (برج) বা কক্ষপথে বিভক্ত। প্রত্যেক 'বুরূজ' বা কক্ষপথ (برج) এর জন্য $2\frac{1}{3}$ (মানযিল) (তিথি) রয়েছে। চন্দ্র প্রত্যেক রাতে একটা 'মানযিল' বা তিথিতে অবস্থান করে। আর মাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তবে দুই রাত, নতুবা একরাত গোপন থাকে।

টীকা-১০: মাস দিন এবং ঘন্টা সমূহে।

টীকা-১১: যাতে তা দ্বারা তাঁরই কুদরত ও একত্ববাদের পক্ষে দলীলসমূহ প্রকাশ পায়।

টীকা-১২: যেন তারা সেগুলোর মধ্যে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে উপকার লাভ করে।

টীকা-১৩: ক্বিয়ামতের দিন এবং সাওয়াব ও শাস্তির কথা স্বীকার করেনা।

টীকা-১৪:এবং এ নশ্বরকে অবিনশ্বরের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, আর জীবন সেটার তালাশের মধ্যে অতিবাহিত করেছে।

টীকা-১৫:হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত যে, এখানে 'নিদর্শনসমূহ' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র সত্তা ও ক্বুরআন শরীফ বুঝানো হয়েছে। আর 'গাফিলতি করা' দ্বারা সেগুলো থেকে 'মুখ ফিরিয়ে নেয়া' বুঝানো উদ্দেশ্যে।

টীকা-১৬: জান্নাত সমূহের দিকে;
হযরত ক্বাতাদাহর অভিমত হচ্ছে- মু'মিন যখন আপন কবর থেকে বের হবে, তখন তার কৃতকর্ম খুব সুন্দর আকৃতিতে তার সামনে এসে যাবে। ঐ ব্যক্তি বলবে, "তুমি কে?" সেটা বলবে, "আমি তোমার কৃতকর্ম।" আর তার জন্য নূর হবে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কাফিরের মামলা হবে এর বিপরীত। আর কৃতকর্ম কুৎসিত অবয়বে তার সামনে প্রকাশ পাবে। তাকে জাহান্নামের মধ্যে পৌঁছাবে।

টীকা-১৭: অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা আল্লাহ তাআ'লা এর পবিত্রতা (তাসবীহ), প্রশংসা (তামহীদ) ও মহত্ব (তাক্বদীস) বর্ণনায় মগ্ন থাকবে। আর তাঁর যিকরের মাধ্যমে তাদের খুশি ও আনন্দ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বাদ লাভ হবে। (সুবহানাল্লাহ)

টীকা-১৮: অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে অভিবাদন ও সম্মান 'সালাম' দ্বারাই জানাবেন। অথবা ফিরিশতাগণ তাঁদেরকে অভিবাদন স্বরূপ 'সালাম' আরয করবেন।। অথবা ফিরিশতারা মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে তাঁদের নিকট 'সালাম' নিয়ে আসবেন।

টীকা-১৯: তাদের কথোপকথনের প্রারম্ভ আল্লাহ এর মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমেই হবে। আর কথাবার্তার সমাপ্তিও তাঁর 'হামদ' ও 'সানা' (প্রশংসা বাক্য) দ্বারাই হবে।

টীকা-২০: অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআ'লা মানুষের অমঙ্গল কামনাকে, যেমন তারা ক্রোধের সময় নিজেদের জন্য এবং নিজেদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের প্রসঙ্গে করে থাকে আর বলে, "আমরা ধ্বংস হয়ে যাই। খোদা, আমাদেরকে ধ্বংস করুন এবং বরবাদ করুন।" আর এমন সব বাক্য নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের বেলায়ও বলে ফেলে। যেমন-হিন্দি ভাষায় এ ধরনের অমঙ্গল কামনাকে 'কুসনা' (کوسنا) বলা হয়, এমনই তাড়াতাড়ি কবূল করে নিতেন, যেমন তাড়াতাড়ি তারা মঙ্গল কামনা কবূল হবার ক্ষেত্রে চায়, তবে ঐসব লোকের পরিসমাপ্তিই ঘটে থাকতো। আর তারা কবেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা, আপন করুণায় মঙ্গলকামনা করাকেই ত্বরান্বিত করেন; অমঙ্গল কামনা পূরনে তা করেন না। এটা তাঁরই দয়া।

৬: নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তিত হতে থাকা এবং যা কিছু আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে ভীতিসম্পন্নদের জন্য।	اِنَّ فِی اخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَّقُوۡنَ ﴿۶﴾
৭: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা (১৩) এবং পার্থিব জীবনকেই পছন্দ করে বসেছে এবং সেটাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে (১৪), আর ঐসব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ রয়েছে (১৫);	اِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یَرۡجُوۡنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوۡا بِالۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ اطۡمَاَنُّوۡا بِهَا وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنۡ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوۡنَ ﴿۷﴾
৮: সেসব লোকের ঠিকানা দোযখ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।	اُولٰٓئِکَ مَاۡوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ﴿۸﴾
৯: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন (১৬); তাদের নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে নি'মাতের বাগানসমূহে।	اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ یَهۡدِیۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِاِیۡمَانِهِمۡ ۚ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهِمُ الۡاَنۡهٰرُ فِیۡ جَنّٰتِ النَّعِیۡمِ ﴿۹﴾
১০: তাদের প্রার্থনা তাতে এ-ই হবে, 'হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা (১৭)।' এবং সাক্ষাতের সময় আনন্দের প্রথম কথা হবে 'সালাম' (১৮); এবং তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে এ'যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ এর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক (১৯)।	دَعۡوٰىهُمۡ فِیۡهَا سُبۡحٰنَکَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمۡ فِیۡهَا سَلٰمٌ ۚ وَ اٰخِرُ دَعۡوٰىهُمۡ اَنِ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۰﴾
রুকূ'-২ ১১: এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর অমঙ্গল এমনই তাড়াতাড়ি প্রেরণ করতেন যেমন তারা তাদের কল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চায়, তবে তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণই হয়ে যেতো (২০)।	وَ لَوۡ یُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسۡتِعۡجَالَهُمۡ بِالۡخَیۡرِ لَقُضِیَ اِلَیۡهِمۡ اَجَلُهُمۡ

শানে নুযূল: নযর ইবনে হারিস বলেছিলো, "হে প্রতিপালক! এ দ্বীন-ইসলাম যদি তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের জন্য শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করতেন, যেমনি তাদের জন্য সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির প্রার্থিব কল্যাণ দানে তাড়াতাড়ি করেছেন, তবে তারা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

টীকা-২১: এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিই এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি করিনা।।
টীকা-২২: এখানে 'মানুষ' শব্দ তারা কাফির বুঝানো হয়েছে।
টীকা-২৩: সর্বাবস্থায়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনায় মগ্ন থাকে।
টীকা-২৪: নিজেদের প্রথম নিয়ম মুতাবিক এবং সে কুফরের পন্থা অবলম্বন করে, আর কষ্টের সময় ভুলে যায়।
টীকা-২৫: অর্থাৎ কাফিরদেরকে।

فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١﴾

সুতরাং আমি ছেড়ে দিই তাদেরকেই যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখেনা, যেন তারা স্বীয় অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে (২১)।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسٰنَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২: এবং যখন মানুষকে (২২) দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকে- শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে (২৩)। অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করে দিই তখন এমনিভাবে চলে যায় (২৪) যেন কখনো কোন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার কারণে আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে সীমা লংঘণকরীদেরকে (২৫) তাদের কৃতকর্মকে (২৬)।

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩: এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে বহু মানব-গোষ্ঠীকে (২৭) ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিলো (২৮) এবং তাদের রসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট দলীলাদি নিয়ে আসেন (২৯); এবং তারা এমন ছিলোইনা যে, ঈমান আনবে। আমি এমনিভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি অপরাধীদেরকে।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪: অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি যেন দেখি তোমরা কিরূপ কাজ করো (৩০)।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ

১৫: এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ (৩১) পাঠ করা হয়, তখন তারা বলতে থাকে, যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা (৩২), 'এটা ব্যতীত অন্য একটা ক্বুরআন নিয়ে আসুন (৩৩) অথবা সেটাকে বদলিয়ে ফেলুন (৩৪)।

টীকা-২৬: উদ্দেশ্যে যে, মানুষকে দুঃখ কষ্টের সময় খুব ধৈর্যহীন হয় এবং শান্তির সময় হয় অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন দাঁড়িয়ে, শুয়ে ও বসে সর্বাবস্থায়ই প্রার্থনা করে। আর যখন আল্লাহ দুঃখ দূরীভূত করে দেন, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আপন পূর্বাবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ অবস্থা হচ্ছে গাফিলদের। বিবেকবান মু'মিনদের অবস্থা তার বিপরীত। তাঁরা বালা ও মুসিবতের সময় ধৈর্য ধারণ করেন। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুঃখ ও আনন্দ- সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ এর দরবারে বিনয় ও কান্নাকাটি করে এবং ফরিয়াদ করে। আরো একটা মর্যাদা তদপেক্ষাও উন্নত, যা মু'মিনদের মধ্যেও খাস বান্দাদেরই অর্জিত- যখনই কোনো বালা মুসিবত আসে, তারা তখন সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেন, খোদায়ী ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
টীকা-২৭: অর্থাৎ উম্মতগণ।
টীকা-২৮: এবং কুফরের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে।
টীকা-২৯: যেগুলো তাদের সত্যতার খুবই স্পষ্ট প্রমাণ ছিলো; কিন্তু তারা মান্য করেনি এবং নবীগণের সত্যায়ন করেনি।
টীকা-৩০: যাতে তোমাদের সাথে তোমাদের আমলের উপযোগী মামলা করি।
টীকা-৩১: যেগুলোর মধ্যে আমার একত্ববাদ এবং মূর্তি-পূজার ক্ষতি ও মূর্তি পূজারীদের শাস্তির বর্ণনা রয়েছে,
টীকা-৩২: এবং পরকালে বিশ্বাস করেনা,
টীকা-৩৩: যেটার মধ্যে মূর্তিগুলোর সমালোচনা না থাকে
টীকা-৩৪: শানে নুযূল: কাফিরদের একটা দল নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হয়ে বললো, "যদি আপনি চান যে, আমরা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসি তবে আপনি এ ক্বুরআন ব্যতীত, অন্য একটা ক্বুরআ'ন নিয়ে আসুন, যেটার মধ্যে 'লাত', 'ওযযা' ও 'মানাত' ইত্যাদি বোতের প্রতি দোষারোপ এবং সেগুলোর উপাসনা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ না থাকে। আর যদি আল্লাহ এমন ক্বুরআ'ন নাযিল না করেন, তবে আপনি নিজের

পক্ষ থেকে একটা রচনা করে নিন অথবা এ ক্বুরআনকে পরিবর্তিত করে (সেটাকে) আমাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী করে দিন। তবেই আমরা ঈমান নিয়ে আসবো।" তাদের এ উক্তি হয়ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ স্বরূপ ছিলো, অথবা তারা পরীক্ষা-যাচাই করার জন্য তেমনি বলেছিলো যে, যদি তিনি অপর একটা ক্বুরআন রচনা করে নিয়ে আসেন অথবা সেটাকে পরবর্তিত করে নেন তখন একথাই প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, 'ক্বুরআন' আল্লাহ এর বাণী নয়। আল্লাহ তাআ'লা আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নির্দেশ দিলেন যেন এর ঐ জবাব দেন যা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-৩৫: আমি এতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারিনা। এটা আমার বাণী নয়, আল্লাহ এরই বাণী।

টীকা-৩৬: কিংবা তাঁর কিতাবের বিধিবিধানকে পরিবর্তিত করি,

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾

আপনি বলুন, 'আমার জন্য শোভা পায়না যে, আমি তা নিজ পক্ষ থেকে বদলিয়ে ফেলবো। আমি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার প্রতি ওহী করা হয় (৩৫); আমি যদি আপন প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি (৩৬), তবে আমার নিকট মহা দিবসের ভয় রয়েছে (৩৭)।'

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬: আপনি বলুন, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি সেটা তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না, না তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন (৩৮)। অতঃপর আমি এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে স্বীয় একটা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করেছি (৩৯); সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই (৪০)?'

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭: সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে (৪১) অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; নিঃসন্দেহে, অপরাধীদের মঙ্গল হবেনা।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮: এবং আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর (৪২) পূজা করে, যা তাদের না কোন ক্ষতি করে, না উপকার। আর বলে, 'এগুলো হচ্ছে- আল্লাহ এর নিকট আমাদের সুপারিশকারী (৪৩)।' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ঐ কথা বলছো, যা তাঁর জ্ঞানে না আসমানসমূহে আছে, না যমীনের মধ্যে (৪৪)?' তিনি পবিত্র এবং তিনি ঊর্ধ্বে তাদের শির্ক থেকে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْ

১৯: এবং মানুষ একই জাতি (উম্মত) ছিলো (৪৫) অতঃপর পরস্পর ভিন্ন হয়েছে; এবং যদি

টীকা-৩৭: এবং অন্য ক্বুরআন রচনা করা মানুষের শক্তির বাইরে এবং সৃষ্টি এ বিষয়ে অক্ষম হওয়া খুবই স্পষ্ট হয়েছে?

টীকা-৩৮: অর্থাৎ সেটার তিলাওয়াত শুধু আল্লাহ এরই ইচ্ছায়

টীকা-৩৯: এবং চল্লিশ বছর তোমাদের মধ্যে রয়েছি। এ সময় সীমার মধ্যে আমি তোমাদের নিকট কিছুই আনিনি এবং আমি তোমাদেরকে কিছুই শুনাইনি। তোমরা আমার অবস্থাদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছো। আমি কারো নিকট একটা অক্ষরও পড়িনি। কোন বই-পুস্তকও অধ্যয়ন করিনি। অতঃপর আমি এমন এক মহান কিতাব নিয়ে এসেছি যেটার মুকাবিলায় প্রত্যেক ভাষা-শিল্প সমৃদ্ধ কথাই হীন ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এ কিতাবের মধ্যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসমূহ রয়েছে। নীতিমালা, উপনীতিমালা এবং কর্ম ও আচরণবিধির বর্ণনা রয়েছে। উত্তম চরিত্রের শিক্ষা রয়েছে। অদৃশ্যে সংবাদসমূহ রয়েছে। সেটার কথা ও ভাষা-শিল্প সমগ্র দেশের কথা ও ভাষা শিল্পীদেরকেও অক্ষম করে দিয়েছে। প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের জন্য একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটা আল্লাহ এর 'ওহী' ব্যতীত সম্ভবপরই নয়।

টীকা-৪০: যে, এতটুকু বুঝতে পারো যে, এ ক্বুরআন আল্লাহ এরই পক্ষ থেকে এসেছে, কোন সৃষ্টির সাধ্যের মধ্যে নেই যে, সেটার সমতুল্য কিতাব রচনা করতে পারে।

টীকা-৪১: তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করে

টীকা-৪২: মূর্তি

টীকা-৪৩: অর্থাৎ প্রার্থিব বিষয়াদিতে। কেননা, পরকাল ও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার কথা তো তারা বিশ্বাসই করেনা।

টীকা-৪৪: অর্থাৎ সেটারই অস্তিত্বই নেই; কেননা, যা কিছু মওজুদ রয়েছে তা অবশ্যই আল্লাহ এর জ্ঞানে রয়েছে।

টীকা-৪৫: একমাত্র দ্বীন-ইসলামের উপর। যেমন, আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগে কাবীল হাবীলকে হত্যা করার সময় পর্যন্ত হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর বংশধর একই ধর্মের উপর ছিলো। এর পরে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে।

অন্য এক অভিমত এযে, হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যমানা পর্যন্ত তারা একই দ্বীনের উপর ছিলো। অতঃপর মতবিরোধ দেখা দিলো। তখন হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) প্রেরিত হলেন। এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) জাহাজ থেকে অবতরণের সময় সমস্ত লোক একই দ্বীনের উপর ছিলো। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগ থেকে সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো এ পর্যন্ত যে, 'আমর ইবনে লুহাই' দ্বীনকে বিকৃত করেছিলো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে (اَلنَّاسُ) শব্দ দ্বারা, বিশেষ করে আরবের লোকদের কথা বুঝাবে।

অপর অভিমতানুসারে, সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর ছিলো, অর্থাৎ কুফরের উপর। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা নাবীগণকে প্রেরণ করলেন। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান এনেছে।

কোন কোন আলিম বলেছেন, এর অর্থ এ যে, মানুষ প্রথম সৃষ্টির মধ্যে 'সঠিক পথ' (فطرة سليمه) এর উপর ছিলো। অতঃপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক শিশু তার 'বিশুদ্ধ অবস্থা'র উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে অথবা খৃষ্টান করে ফেলে, কিংবা 'অগ্নিপূজারী' বানায়। আর হাদীসে فطرة দ্বারা فطرة اسلام বা 'দ্বীন-ই-ইসলাম' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৬: এবং প্রত্যেক জাতির জন্য যদি একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করা না হতো, অথবা কৃত কার্যাদির প্রতিদান ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত না হতো,

টীকা-৪৭: শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা কথার ফয়সালা না হয়ে থাকতো (৪৬), তবে এখানেই তাদের মতভেদসমূহের মীমাংসা তাদের মধ্যে হয়েই যেতো (৪৭)।	لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾
২০: এবং তারা বলে, 'তাঁর উপর তাঁরই প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি (৪৮)?' আপনি বলুন, 'অদৃশ্য তো আল্লাহ এরই জন্য, এখন তোমরা প্রতীক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' রুকূ'-৩	وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১: এবং যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই, কোন দুঃখ-দৈন্যের পর, যা তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো, তখন তারা আমার নিদর্শনসমূহের সাথে প্রতারণা করে (৪৯)।	وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۭ

টীকা-৪৮: বাতিল সম্প্রদায়ের নিয়ম-রীতি হচ্ছে- যখন তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অকাট্য প্রমাণ স্থির হয় এবং তারা সেটার খন্ডনে অপারগ হয়ে যায় তখন সেই 'অকাট্য প্রমাণের' উল্লেখ এমনভাবে পরিহার করে যেন সেটা পেশই করা হয়নি। আর একথা বলে বেড়ায়, 'প্রমাণ নিয়ে এসো।' যাতে শ্রোতাগণ এ বিভ্রান্তিতে পড়ে যে, (হয়ত) তাদের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন দলীলই দাঁড় করা হয়নি।'

অনুরূপভাবে, কাফিররা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মু'জিযাদি এবং বিশেষ করে কুরআন কারীম, যা এক 'মহা মুজিযা', এর দিক থেকে চোখ বন্ধ করে একথা বলতে আরম্ভ করেছে যে, 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি?' যেন কোন মু'জিযাই তারা দেখেনি। আর কুরআন পাককে তারা নিদর্শন বলে গণ্যই করেনা। আল্লাহ তাআ'লা আপন রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বললেন, "আপনি বলে দিন যে, অদৃশ্য তো আল্লাহ এর জন্যই। এখন অপেক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।"

তাদের বক্তব্যের জবাব এ যে, এ কথার উপর অকাট্য প্রমাণ স্থির হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর কুরআন পাক প্রকাশিত হওয়া অতি মহান মু'জিযাই। কেননা, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন, তাদের মাঝেই হুযূর প্রতিপালিত হন, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র জীবনের সমগ্র সময়টাই তাদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে। তারা খুব ভালরূপে অবহিত আছে যে, তিনি না কোন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন, না কোন ওস্তাদের শীষ্যত্ব অবলম্বন করেছেন। সরাসরি কুরআন কারীম তাঁরই উপর প্রকাশ লাভ করেছে। আর এমনই অনুপম সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব এমনি মর্যাদা সহকারে অবতীর্ণ হওয়া 'ওহী' ব্যতীত সম্ভবপরই নয়। এটা কুরআন কারীমের এক শক্তিশালী প্রমাণ হওয়ারই পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। যখন এমনই এক শক্তিশালী প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন নবূয়্যত (-এর সত্যতা) প্রমাণ করার জন্য অন্য নিদর্শন তালাশ করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। এমতাবস্থায় ঐ নিদর্শন অবতীর্ণ না করা আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে- ইচ্ছা করলে করবেন, নতুবা করবেন না। এটা একটা অদৃশ্য বিষয় হলো আর এটার জন্য প্রতীক্ষা করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে যে, আল্লাহ কী করছেন! কিন্তু ঐ অপ্রয়োজনীয় নিদর্শন, যা কাফিররা তালাশ করেছিলো, অবতীর্ণ করুন কিংবা না-ই করুন- নাবূয়্যাত প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং রিসালাতের প্রমাণ অকাট্য দলীলাদি দ্বারা পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে।

টীকা-৪৯: মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করলেন; যার মুসীবতে তারা দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করলো। এমন কি তারা ধ্বংসের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলো। অতঃপর তিনি দয়া পরবশ হলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হলো। জমিগুলো শস্য-শ্যামলা হলো। তখন যদিও এ সুখ-দুঃখ উভয়েরই মধ্যে আল্লাহ এর কুদরতের নিদর্শনাদি ছিলো এবং দুঃখের পর সুখ মহান অনুগ্রহ ছিলো বিধায় সেটার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য ছিলো; কিন্তু সেটার পরিবর্তে

তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং ফ্যাসাদ ও কুফরের দিকেই ফিরে গেলো।

টীকা-৫০: এবং তাঁর শাস্তি আসতে বিলম্ব করে না।

টীকা-৫১: এবং তোমাদের গোপন ষড়যন্ত্র সমূহ কৃতকর্ম লিখক ফিরিশতাদের নিকট গোপন থাকেনি। সুতরাং সর্বজ্ঞাতা ও সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তা আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট কিভাবে গোপন থাকতে পারে?

টীকা-৫২: এবং তোমাদেরকে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করার শক্তি দেন। স্থলে তোমরা পদব্রজে ও যানবাহনে করে দিনের পর দিন পথ অতিক্রম করো। সমুদ্রগুলোর বুকে নৌকা ও জাহাজের সফর করে থাকো। তিনি তোমাদের জন্য স্থল ও জল উভয় ক্ষেত্রে ভ্রমণ উপকরণ প্রদান করেন।

টীকা-৫৩: অর্থাৎ নৌকা জাহাজ

টীকা-৫৪: যেহেতু বাতাস অনুকূলে আছে; কিন্তু হঠাৎ করে,

টীকা-৫৫: তোমার অনুগ্রহগুলোর, তোমার উপর ঈমান আনে এবং একমাত্র তোমারই ইবাদত করে।

টীকা-৫৬: এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত হয়

টীকা-৫৭: এবং তোমাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দেবেন

টীকা-৫৮: শস্য, ফলমূল ও শাকসবজি;

টীকা-৫৯: ফুল ও ফলে ভরে গেলো, শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠলো

টীকা-৬০: অর্থাৎ ক্ষেতগুলো তৈরি হয়ে গেছে, ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে এমনই সময়ে-

টীকা-৬১: অর্থাৎ হঠাৎ করে আমার শাস্তি এসে পড়েছে- চাই বিদ্যুৎ বজ্রপাতের আকারে হোক, অথবা শিলা বৃষ্টি বর্ষণ কিংবা ঝড়ের আকারে হোক।

টীকা-৬২: এটা ঐসব লোকের অবস্থার একটা দৃষ্টান্ত, যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত এবং পরকালের তাদের কোনো তোয়াক্কাই নেই। এতে অতি মর্মস্পর্শী পন্থায় একথা হৃদয়ঙ্গম করানো হয়েছে যে, পার্থিব জীবন আশা-আকাঙ্খাদির সবুজবাগ মাত্র। এর মধ্যেই জীবন শেষ করে যখন মানুষ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে, যেখানে সে তার প্রত্যাশিত বস্তু পাবার আশা পোষণ করে, আর সে সাফল্য লাভের নেশায় মত্ত হয়, ঠিক তখনই তার মৃত্যু ঘটে যায় এবং সে সমস্ত নি'মাত ও পরিতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

বাংলা	আরবি
আপনি বলুন, 'আল্লাহ এর গোপন ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক তাড়াতাড়ি কার্যকর হয়ে যায় (৫০) নিশ্চয়ই আমার ফিরিশতাগণ তোমাদের প্রতারণা লিপিবদ্ধ করছে (৫১)	قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও জলে ভ্রমণ করান (৫২); এমনকি তোমরা যখন জাহাজে আরোহী হও এবং সেগুলো (৫৩) অনুকূল বাতাসে তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে এবং তারা তাতে আনন্দিত হলো (৫৪), তখন সেগুলোর উপর ঝড়ের ঝাপটা আসলো এবং চতুর্দিক থেকে তরঙ্গ এসে তাদেরকে ঘিরে বসলো এবং তারা একথা বুঝতে পারলো, আমরা অবরুদ্ধ হয়ে গেলাম'; তখন তারা আল্লাহকে ডাকে একান্ত তাঁরই নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে (এ বলে), যদি তুমি আমাদেরকে এটা থেকে রক্ষা করো, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হবো (৫৫)	هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩: অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে পরিত্রান দেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে সীমা অতিক্রম করতে থাকে (৫৬)। হে মানবকুল! তোমাদের সীমাতিক্রম করা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি। পার্থিব জীবনে সুখ ভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো যা তোমাদের কৃতকর্ম ছিলো (৫৭)।	فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪: পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো এমনই, যেমন ঐ পানি, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদসমূহ- সবই ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হলো, যা কিছু মানুষ ও গবাদি পশু আহার করে (৫৮); শেষ পর্যন্ত, যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করলো (৫৯) এবং খুবই সজ্জিত হলো, আর সেটার মালিকগণ মনে করলো, 'এ গুলো আমাদের আয়ত্তে এসে গেছে (৬০); এবং আমার নির্দেশ সেটার প্রতি এসে পড়লো রাতে অথবা দিনে (৬১) তখন আমি সেটাকে এমন ভাবে নির্মূল করে দিয়েছি, যেন তা গতকাল ছিলোই না (৬২)	اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ

হযরত ক্বাতাদাহ বলেন, “দুনিয়াকামী মানুষ যখন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তখন তার উপর আল্লাহ এর শাস্তি আসে। আর তার সমস্ত সহায়-সম্বল, যেগুলোর সাথে তার বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা জড়িত ছিলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।”

টীকা-৬৩: যাতে তারা উপকার লাভ করে এবং অন্ধকাররাশি, সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্তি পায় এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়।

টীকা-৬৪: দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা বর্ণনা করার পর চিরস্থায়ী আবাসের দিকে আহ্বান করেন;

হযরত ক্বতাদাহ বলেন, ‘শান্তির আবাস’ হচ্ছে- ‘জান্নাত।’ এটা আল্লাহ এর পূর্ণতম দয়া ও বদান্যতা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে জান্নাতের প্রতি আহবান করেছেন।

টীকা-৬৬: সোজা পথ হচ্ছে ‘দ্বীন-ইসলাম।’

বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে ফিরিশতাগণ হাযির হলেন। তখন তিনি নিদ্রারত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, “তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিদ্রারত আছেন। কেউ কেউ বললেন, তাঁর চোখ মুবারকগুলো নিদ্রারত, কিন্তু তাঁর পবিত্র হৃদয় জাগ্রত। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, “তাঁর কোনো উদাহরণ বর্ণনা করো।” তখন তারা বললেন, “যেমন কোন ব্যক্তি একটা বাড়ি নির্মাণ করলো। আর সেটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নি’মাত তৈরি করলো এবং একজন আহবানকারীকে প্রেরণ করলো যেন লোকজনকে আহবান করে। (সুতরাং) যে ব্যক্তি সেই আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিয়েছে এবং এই ঘরে প্রবেশ করেছে সেই উক্ত নি’মাতসমূহ আহার ও পান করেছে। আর যে ব্যক্তি আহবানকারীর আনুগত্য করেনি সে না ঐ বাড়িতে প্রবেশ করতে পেরেছে, না কিছু খেতে পেরেছে।” অতঃপর তাঁরা বলতে লাগলেন, “এ উদাহরণের একটা সামঞ্জস্য নির্ণয় করো, যাতে বুঝে আসে। সামঞ্জস্য হচ্ছে- এ যে, বাড়ীটা হচ্ছে জান্নাত। আহবানকারী হচ্ছেন মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করেছে সে আল্লাহ এরই আনুগত্য করেছে। (পক্ষান্তরে,) যে ব্যক্তি তাঁর কথা অমান্য করেছে সে আল্লাহকেই অমান্য করেছে।

টীকা-৬৬: ‘সৎকর্মকারীগণ’ দ্বারা আল্লাহ এর আনুগত্যশীল মু’মিন বান্দাদের কথা বুঝানো হয়েছে। আর ইরশাদ হয়েছে যে, ‘তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে।’ সেই ‘মঙ্গল’ দ্বারা ‘জান্নাত’ বুঝানো হয়েছে এবং ‘তদপেক্ষা বেশী’ হচ্ছে ‘আল্লাহ এর সাক্ষাত।

আমি এভাবেই নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীলদের জন্য (৬৩)।	كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫: এবং আল্লাহ শান্তির আবাস এর দিকে আহবান করেন (৬৪); এবং যাকে চান সোজা পথে পরিচালিত করেন (৬৫)	وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾
২৬: সৎকর্ম কারীদের জন্য মঙ্গল রয়েছে এবং তদপেক্ষা বেশী (৬৬) আর তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না কালিমা ও লাঞ্ছনা (৬৭) তারাই জান্নাতের অধিবাসী তারা তাতে থাকবে।	لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭: এবং যারা মন্দ অর্জন করেছে (৬৮), সুতরাং মন্দের প্রতিফল অনুরূপই (৬৯); এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা ছেয়ে বসবে; তাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তি হতে রক্ষা করার কেউ হবে না; যেন তাদের চেহারা গুলোকে রাতের টুকরাগুলো দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে (৭০); তারাই দোযখবাসী, তারা তাতে সর্বদা থাকবে।	وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, জান্নাতীদের জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তাআ’লা ইরশাদ ফরমাবেন, “তোমরা কি চাও যে, তোমাদের উপর আরো অধিক অনুগ্রহ প্রদান করি।” তাঁরা আরয করবেন, “হে প্রতিপালক! তুমি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করোনি? তুমি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাওনি? তুমি কি আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দাওনি?” হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, “অতঃপর পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন আল্লাহ এর দীদার তাদের নিকট সমস্ত অনুগ্রহ অপেক্ষা প্রিয় হবে।” সিহাহ্ এর বহু হাদীস একথা প্রমাণ করে যে, আয়াতের মধ্যে ‘তদপেক্ষা অধিক’ দ্বারা আল্লাহ এর দর্শন বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬৭: এ কথাটা জান্নাতবাসীদের জন্য।

টীকা-৬৮: অর্থাৎ কুফর এবং অবাধ্যতার পাপে লিপ্ত হয়েছে।

টীকী-৬৯: এমন নয় যে, যেমন সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ অথবা সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়, তেমনি অসৎকর্মের শাস্তিও বৃদ্ধি করা হবে; বরং যে পরিমাণ অসৎকর্ম সম্পাদিত হবে সে পরিমাণই শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-৭০: এই অবস্থা হবে তাদের চেহারা কালো হবার। নাউযুবিল্লাহ্!

টীকা-৭১: এবং সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব গ্রহণের স্থানে একত্রিত করবো।
টীকা-৭২: অর্থাৎ সেই বোতগুলো, যেগুলোর তোমরা পূজা করতে
টীকা-৭৩: ক্বিয়ামত-দিবসে একটা মুহূর্তে এমনই কঠিন হবে যে, বোতগুলো নিজেদের পূজারীদের পূজার করার কথা অস্বীকার করবে আর আল্লাহ্ এর শপথ করে বলবে, "আমরা না শুনতাম, না জানতাম, না বুঝতাম যে, তোমরা আমাদের পূজা করছিলে।" তখন মূর্তি-পূজারীরা বলবে, "আল্লাহ্ এরই শপথ, আমরা তোমাদের পূজা করতাম।" অতঃপর বোতগুলো বলবে-
টীকা-৭৪: অর্থাৎ ঐ স্থানে সবাই জ্ঞাত হয়ে যাবে যে, তারা প্রথমে যে কর্ম করেছিলো তা কেমন ছিলো- ভালো কিনা মন্দ; ক্ষতিকর, না উপকারী।
টীকা-৭৫: বোতগুলোকে খোদার অংশীদার স্থির করা এবং উপাস্য সাব্যস্ত করা
টীকা-৭৬: এবং বাতিল ও অবাস্তব প্রমাণিত হবে।
টীকা-৭৭: আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং জমি থেকে শাক-সবজি উৎপন্ন করে,
টীকা-৭৮: এবং ইন্দ্রিয় শক্তি তোমাদেরকে কে দিয়েছেন? কে তোমাদেরকে আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ দান করেছেন? সে গুলোকে কে এতো দীর্ঘকাল যাবত সংরক্ষণ করেন?
টীকা-৭৯: মানুষকে বীর্য থেকে এবং বীর্যকে মানুষ থেকে; পাখিকে ডিম থেকে আর ডিমকে পাখি থেকে; মু'মিনকে কাফির থেকে এবং কাফিরকে মু'মিন থেকে; জ্ঞানীকে মূর্খ থেকে এবং মূর্খকে জ্ঞানী থেকে।
টীকা-৮০: এবং তাঁরই পরিপূর্ণ ক্ষমতার কথা স্বীকার করবে এবং এটা ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ই থাকবে না।
টীকা-৮১: তাঁরই শাস্তি থেকে; এবং কেন বোতগুলোকে পূজা করছো এবং সেগুলোকে উপাস্য স্থির করছো; অথচ সেগুলো কোন ক্ষমতাই রাখেনা?
টীকা-৮২: যাঁর এমনই পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে;
টীকা-৮৩: অর্থাৎ যখন এমন অকাট্য প্রমাণনাদি এবং সন্দেহাতীত দলিলাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, ইবাদতের উপযোগী একমাত্র আল্লাহ্ই। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু বাতিল ও ভ্রান্তিই যখন তোমরা তাঁর ক্ষমতার পরিচয় লাভ করেছো এবং তাঁরই কর্ম ব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করেছো, তখন
টীকা-৮৪: যারা কুফরের মধ্যে পরিপক্ক হয়ে গেছে। আর 'প্রতিপালকের বাণী' দ্বারা 'আল্লাহ্ এর হুকুম' বুঝায় অথবা আল্লাহ্ তাআ'লা এর এ বাণী

لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيه আল আয়াত (অর্থাৎ: আমি অবশ্যই ভর্তি করবো জাহান্নাম)।

وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ شُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮: এবং যেদিন আমি তাদের সবাইকে উঠাবো (৭১), অতঃপর মুশরিকদেরকে বলবো, 'স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করো- তোমরা ও তোমাদেরকে শরীকগণ (৭২); সুতরাং আমি তাদেরকে মুসলমানদের থেকে পৃথক করে দেবো এবং তাদের শরীকগণ তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদেরকে কখন পূজা করতে (৭৩)?

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿۲۹﴾

২৯: সুতরাং আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের ব্যাপারে যে, আমাদের নিকট তোমাদের পূজা করার খবরই ছিলোনা'

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ اَسْلَفَتْ وَ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০: এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি যাচাই করে নেবে যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে (৭৪) এবং তাদেরকে আল্লাহ্ এরই প্রতি ফিরিয়ে আনা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত প্রতিপালক এবং তাদের সমস্ত মনগড়া কথাবার্তা (৭৫) তাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৭৬)। রুকূ'-৪

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۳۱﴾

৩১: আপনি বলুন, 'তোমাদেরকে কে জীবিকা প্রদান করেন আসমান ও যমীন থেকে (৭৭), অথবা কে মালিক কান ও চোখগুলোর (৭৮) এবং কে নির্গত করেন জীবিতকে মৃত থেকে, আর নির্গত করেন মৃতকে জীবিত থেকে (৭৯) এবং যে সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করেন? তারা এখন বলবে, 'আল্লাহ্' (৮০)। সুতরাং, আপনি বলুন, 'তবে কেন ভয় করছো না (৮১)?'

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩২: সুতরাং ইনিই আল্লাহ্। তোমাদের সত্য প্রতিপালক (৮২); অতঃপর সত্যের পর কি আছে? কিন্তু (আছে কেবল) পথভ্রষ্টতা (৮৩); অতঃপর কোথায় চালিত হচ্ছো?

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْۤا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩: এমনিভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে আপনার প্রতিপালকের বাণী ফাসিক্বদের বিরুদ্ধে (৮৪) এবং তারা ঈমান আনবে না।

টীকা-৮৫: যে গুলোকে, হে মুশরিকগণ! তোমরা উপাস্য স্থির করে থাকো

টীকা-৮৬: এর জবাব সুস্পষ্ট যে, 'কেউ এমন নেই।' কেননা, মুশরিকরাও জানে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই। সুতরাং হে নবী মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)!

টীকা-৮৭: এবং এমন সমুজ্জ্বল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সোজা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছো

টীকা-৮৮: দলিল ও ধর্মীয় প্রমাণাদি স্থির করে, রসূল প্রেরণ করে, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করে এবং শরীয়তের নির্দেশ পালনে আদিষ্ট লোকদেরকে বিবেক ও

৩৪: আপনি বলুন, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে (৮৫) কি কেউ এমনও আছে, যে প্রথমবার সৃষ্টি করে অতঃপর বিলীন হবার পরে পুনর্বার সৃষ্টি করে (৮৬)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহই প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ধ্বংস হবার পর পুনর্বার বার করবেন। সুতরাং কোথায় উল্টো পথের দিকে ফিরে যাচ্ছো (৮ ৭)?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৫: আপনি বলুন, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে কি কেউ এমনও আছে, যে সত্যের পথ দেখাবে (৮৮)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। সুতরাং তিনি সত্যের পথ দেখাবেন, তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী চলা উচিত। না তারই, যে নিজেই পথ পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে পথ দেখানো হয় না (৮৯); সুতরাং তোমাদের কী হয়েছে? কিরূপ সিদ্ধান্ত দিচ্ছো?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬: এবং তাদের (৯০) মধ্যে অধিকাংশই তো চলে না, কিন্তু অনুমানের উপর (৯১)। নিশ্চয়ই অনুমান সত্যের (মুকাবিলায়) কোন কাজে আসে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৭: এবং এ ক্বোরআনের ক্ষেত্রে এ কথা শোভা পায় না যে, সেটাকে কেউ নিজ পক্ষ থেকে রচনা করে নেবে, আল্লাহ এর অবতারণ করা ব্যতীত (৯২); হ্যাঁ, সেটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন (৯৩) এবং লাওহ-এর মধ্যে যা কিছু লেখা আছে সব কিছুরই বিশদ ব্যাখ্যা; সেটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, (সেটা) প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৮: তারা কি এ কথা বলে (৯৪) যে, তারাই ওটাকে রচনা করেছে? আপনি বলুন (৯৫),

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ

উদ্ভাবনী শক্তি দান করে? এর সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে- 'কেউ নেই' সুতরাং এ হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)!

টীকা-৮৯: যেমন, তোমাদের বোতগুলো যে, সেগুলো কোথাও যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বহনকারী সেগুলোকে বহন করে নিয়ে না যায়।। আর না কোন বস্তুর বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে এবং না সত্যের পথ চিনতে পারে, এতদ্ব্যতীত যে, যদি আল্লাহ তাআ'লা সেগুলোকে জীবন, বিবেক ও বোধশক্তি দেন। সুতরাং যখন সেগুলোর অক্ষমতার এ অবস্থা, তখন সেগুলো অন্যান্যদেরকে কি পথ প্রদর্শন করতে পারবে? এমন সবকে উপাস্য স্থির করা ও সেগুলোর অনুগত হওয়া কতই বাতিল ও অর্থহীন!

টীকা-৯০: অর্থাৎ মুশরিকদের

টীকা-৯১: যেটার পক্ষে তাদের নিকট কোন প্রমান নেই, না সেটা সত্যতার পক্ষে দৃঢ়তা ও বিশ্বাস আছে। সন্দেহের বেড়াজালে আঁটকা পড়ে রয়েছে। আর এ ধারণা পোষণ করে যে, 'পূর্ববর্তী লোকেরাও মূর্তি পূজা করতো। সম্ভবতঃ তারাও কিছু তো বুঝতো এমন হবে।'

টীকা-৯২: মক্কার কাফিরগণ এ সন্দেহ করেছিলো যে, ক্বোরআন কারীমকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিজেই রচনা করে নিয়েছেন। এ আয়াতের মধ্যে তাদের সন্দেহ দূরীভূত করা হয়েছে। কারণ, ক্বোরআন কারীম এমন কোন কিতাব নয়, যার সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ করা যেতে পারে। সেটার সমতুল্য কিতাব রচনা করতে সমগ্র সৃষ্টি-জগতই অক্ষম। সুতরাং নিঃসন্দেহে তা আল্লাহরই নাযিলকৃত কিতাব।

টীকা-৯৩: তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদির

টীকা-৯৪: কাফিররা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে-

টীকা-৯৫: যে, যদি তোমাদের এই অবস্থা হয়, তবে তোমরাও তো আরব, আরবি ভাষাশিল্পী হবার দাবী করো, দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষ এমন নেই, যার কথার বিপরীত বাক্য রচনা করাকে তোমরা অসম্ভব মনে করো। যদি তোমাদের ধারণায় এটা মানুষের বাণী হয়-

টীকা-৯৬: এবং তাদের নিকট থেকে সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করো এবং সবাই মিলে ক্বুরআনের মতো একটা মাত্র সূরা রচনা করো।
টীকা-৯৭: অর্থাৎ ক্বুরআন পাককে বুঝা ও জানা ব্যতীত তারা সেটাকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু এটা পূর্ণ মুর্খতা যে, কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত সেটাকে অস্বীকার করা হবে। কুরআন কারীম এমনসব জ্ঞান সম্বলিত হওয়া, যেগুলোকে জ্ঞান ও বিবেকের দাবিদাররা আয়ত্ব করতে পারেনা। এটা এ কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে প্রকাশ করে। সুতরাং এমন উন্নত জ্ঞান সম্বলিত কিতাবকে মান্য করা উচিত ছিলো, অস্বীকার করা নয়।
টীকা-৯৮: অর্থাৎ ঐ শাস্তি যার সম্পর্কে পবিত্র ক্বুরআনের মধ্যে সতর্কবাণী এসেছে।

فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

'সুতরাং সেটার মত একটা সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাকে পাওয়া যায় সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো (৯৬) যদি তোমরা সত্য হও।'

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯: বরং সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যার জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেনি (৯৭) এবং এখনও তারা সেটার পরিণাম দেখেনি (৯৮)। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীগণ অস্বীকার করেছিলো (৯৯); সুতরাং দেখো যালিমদের কেমন পরিণাম হয়েছে (১০০)।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০: এবং তাদের মধ্যে (১০১) কেউ সেটার (১০২) উপর ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে কেউ সেটার উপর ঈমান আনেনা এবং তোমাদের প্রতিপালক ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোভাবে জানেন (১০৩)। রুকূ'-৫

وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১: এবং যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে (১০৪) তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম (১০৫)। তোমাদের আমার কর্মের সাথে সম্পর্ক নেই আর আমার তোমাদের কর্মের সাথে সম্পর্ক নেই (১০৬)।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২: এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে, যে আপনার প্রতি কান পেতে রাখে (১০৭), তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাবেন যদিও তাদের বিবেক না থাকে (১০৮)?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ لَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩: এবং তাদের মধ্যে কেউ আপনার দিকে তাকায় (১০৯)। তবে কি আপনি অন্ধদেরকে পথ দেখাবেন, যদিও তারা দেখতে না পায়?

টীকা-৯৯: গোঁড়ামী বশতঃ আপন রসূলগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে এতদ্ব্যতীত যে, তাঁদের মু'জিযাসমূহ ও নিদর্শনাদি দেখে গভীর উদ্ভাবনী শক্তি ও পরিণামদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে;
টীকা-১০০: এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাঁদের নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে অস্বীকার করে কেমন কেমন শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে! সুতরাং হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনাকে অস্বীকারকারীদেরও সেটাকে ভয় করা উচিত।
টীকা-১০১: মক্কাবাসীরা
টীকা-১০২: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অথবা ক্বুরআন কারীম।
টীকা-১০৩: যারা গোঁড়ামি বশতঃ ঈমান আনেনা এবং কুফরের উপর অটল থাকে।
টীকা-১০৪: হে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাদের সত্য ও হিদায়াত গ্রহণ করার আশা বাকী না থাকে
টীকা-১০৫: প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে।
টীকা-১০৬: কারো কৃতকর্মের জন্য অন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। যাকে পাকড়াও করা হবে, তাকে তার কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করা হবে। এটা বলা তিরস্কার হিসেবেই যে, তোমরা উপদেশ মান্য করো না এবং হিদায়াত গ্রহণ করোনা; সুতরাং সেটার অশুভ পরিণাম তোমাদের উপরই বর্তাবে; এতে অন্য কারো ক্ষতি হবে না।
টীকা-১০৭: এবং আপনার নিকট থেকে ক্বুরআন পাক ও দ্বীনের বিধানাবলী শুনে; কিন্তু বিদ্বেষ ও শত্রুতা বশতঃ অন্তরে (সেগুলোকে) স্থান দেয় না এবং গ্রহণ করেনা। সুতরাং এ শুনা অনর্থক এবং তারা হিদায়াত দ্বারা উপকৃত না হবার দৃষ্টিকোণ থেকে বধিরদেরই সদৃশ।
টীকা-১০৮: এবং তারা না ইন্দ্রিয় শক্তিকে কাজে লাগায়, না বিবেককে।
টীকা-১০৯: এবং সত্যতার প্রমাণাদি ও নাবুয়্যাতের নিদর্শনাদি দেখে; কিন্তু সত্যায়ন করে না এবং এ ধরনের দেখা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা, উপকার লাভ করেনা। তারা হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত এবং অন্তরের দিক থেকে অন্ধ।

টীকা-১১০: বরং তাদেরকে হিদায়াত এবং সঠিক পথ পাবার সমস্ত উপকরণ দান করেন; আর উজ্জ্বল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করেন।

টীকা-১১১: যে, ঐ সব প্রমাণাদির মধ্যে গভীর চিন্তা করেন না, আর সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়।

টীকা-১১২: কবরসমূহ থেকে হিসাব গ্রহণ-স্থলের মধ্যে হাযির করার জন্য তো সেই দিনের ভীতি ও আতঙ্কের কারণে এ অবস্থা হবে যে, তারা দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করার সময়সীমাকে অতি অল্প মনে করবে এবং এ ধারণা করবে যে,

টীকা-১১৩: এবং এর কারণ এই যে, যেহেতু কাফিরগণ দুনিয়া অর্জনের মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনটাই বিনষ্ট করেছে এবং আল্লাহ এর আনুগত্য, যা আজ কাজে আসতো, পালন করেনি, সেহেতু তাদের জীবনের সময়টুকু তাদের কাজে আসেনি। এ কারণে তারা সেটাকে অতি স্বল্পকালীন মনে করবে।

টীকা-১১৪: কবর থেকে বের হবার সময় তো একে অপরকে চিনবে, যেমন দুনিয়ার মধ্যে চিনতো। অতঃপর রোজ ক্বিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাদি ও ভয়ংকর দৃশ্যাবলী দেখে এ পরিচিতি আর বাকি থাকবেনা।

অনুবাদ	আয়াত
৪৪: নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেননা-(১১০); হ্যাঁ, মানুষই নিজে নিজের উপর যুলুম করে (১১১)।	إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫: এবং যেদিন তাদেরকে উঠাবেন (১১২), যেন তারা পৃথিবীতে ছিলোই না; কিন্তু (ছিলো মাত্র) এদিনের একটা মুহূর্তকাল (১১৩); পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করবে (১১৪) যে, সম্পূর্ণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ এর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অস্বীকার করেছে এবং হিদায়াতের উপর ছিলোনা (১১৫)।	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬: এবং যদি (হে হাবীব!) আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই কিছু (১১৬) তা থেকেই, যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি (১১৭) অথবা আপনাকে প্রথমেই নিজের নিকট ডেকে নিয়ে আসি (১১৮)- যেকোনো অবস্থাতেই তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আল্লাহ সাক্ষী (১১৯) তাদের কার্যাদির উপর।	وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭: এবং প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রসূল হয়েছেন (১২০); যখন তাদের রসূল তাদের নিকট আসতেন (১২১), তখনই তাদের উপর ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দেয়া হতো (১২২) এবং তাদের উপর যুলুম হতো না।	وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮: এবং (তারা) বলে, ‘এ প্রতিশ্রুতি কবে (বাস্তবে) আসবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১২৩)?’	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

অপর এক অভিমত হচ্ছে যে, ক্বিয়ামত দিবসে প্রতি মুহূর্তে অবস্থাদি পরিবর্তিত হতে থাকবে। কখনো এমন অবস্থা হবে যে, একে অপরকে চিনবে, কখনো এমন হবে যে, চিনবেনা। আর যখন চিনবে তখন বলবে-

টীকা-১১৫: যা তাদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতো।

টীকা-১১৬: শাস্তি

টীকা-১১৭: দুনিয়ার মধ্যে, আপনার জীবদ্দশারই মধ্যে, তবে সেটাকে প্রত্যক্ষ করুন।

টীকা-১১৮: তবে, আখিরাতে আপনাকে তাদের শাস্তি দেখাবো। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)কে কাফিরদের অনেক শাস্তি এবং তাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা জীবদ্দশায় দেখাবেন। সুতরাং বদর ইত্যাদির মধ্যে দেখানো হয়েছে। আর যে শাস্তি কাফিরদের জন্য কুফর ও অস্বীকার করার কারণে আখিরাতেই স্থির করেছেন, তা আখিরাতেই দেখাবেন।

টীকা-১১৯: অবহিত; শাস্তি প্রদানকারী

টীকা-১২০: যিনি তাদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন এবং আল্লাহ এর আনুগত্য ও ঈমানের নির্দেশ দেন।

টীকা-১২১: এবং আল্লাহ এর বিধানাবলী প্রচার করতেন, তবে কিছু লোক ঈমান আনতো এবং কিছু লোক মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করতো তবে,

টীকা-১২২: যে, রসূলকে এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের মুক্তি দেয়া হতো এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হতো। আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য অভিমত হচ্ছে- এর মধ্যে পরকালের বিবরণ রয়েছে এবং অর্থ হলো যে, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল হবেন, যাঁর প্রতি তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হবে। যখন সেই রসূল হিসাব গ্রহণের স্থানে আসবেন, আর মু'মিন ও কাফিরের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন তখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হবে। অর্থাৎ মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, আর কাফিরগণ শাস্তিতে আক্রান্ত হয়ে থাকবে।

টীকা-১২৩: শানে নুযূল: যখন আয়াত اِمَّا نُرِيَنَّكَ এর মধ্যে শাস্তির হুমকি দেয়া হলো, তখন কাফিরগণ গোঁড়ামীবশতঃ এ কথা বললো যে, "হে মুহাম্মাদ! (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) যে শাস্তিরই আপনি হুমকি দিচ্ছেন, সেটা কবে আসবে? এতে বিলম্ব কিসের? সেই শাস্তিকে শীঘ্রই নিয়ে আসুন।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝٤٩

৪৯: আপনি বলুন, 'আমি নিজের ভালো-মন্দের (সত্তাগতভাবে) ক্ষমতা রাখিনা, কিন্তু যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন (১২৪)।' প্রত্যেক দলের একটা প্রতিশ্রুতি রয়েছে (১২৫); যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন একটা মুহূর্ত না পেছনে হটবে, না সামনে বাড়বে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٥٠

৫০: আপনি বলুন, 'হাঁ, বলোতো, 'যদি তাঁর শাস্তি (১২৬) তোমাদের উপর রাতে এসে পড়ে (১২৭) অথবা দিনের বেলায় (১২৮), তবে তাতে সে কোন বস্তু রয়েছে যে, অপরাধীরা তাতে ত্বরান্বিত করতে চায়?'

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝٥١

৫১: তবে কি যখন (১২৯) ঘটে যাবে তখনই সেটা বিশ্বাস করবে (১৩০)? এখনই কি মেনে নিচ্ছো? প্রথমে তো (১৩১) এটা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছিলে?

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝٥٢

৫২: অতঃপর যালিমদেরকে বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করো, তোমাদের অন্য কোন প্রতিফলন মিলবে না, কিন্তু সেটাই, যা তোমরা উপার্জন করতে (১৩২)।

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝٥٣

৫৩: এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'সেটা কি (১৩৩) সত্য?' আপনি বলুন, 'হাঁ। আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় নিশ্চয় সেটা সত্য এবং তোমরা কিছুতেই অক্ষম করতে পারবে না (১৩৪)।'

রুকূ'-৬

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٥٤

৫৪: এবং যদি প্রত্যেক অত্যাচারীর সত্তা পৃথিবীতে যা কিছু আছে (১৩৫) সবকিছুর মালিক হতো, তবে আবশ্যই সে নিজ সত্তাকে মুক্ত করার জন্য (তা) দিয়ে দিতো (১৩৬) এবং অন্তরে চুপে চুপে লজ্জিত হবে যখন শাস্তি দেখবে; এবং তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দেয়া হবে; এবং তাদের উপর যুলুম হবে না।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٥

৫৫: শুনে নাও। 'নিশ্চয় আল্লাহ এরই, যা কিছু আসমান সমূহের মধ্যে রয়েছে এবং যমীনে (১৩৭)।' শুনে নাও। 'নিশ্চয় আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকের নিকট খবর নেই।'

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٥٦

৫৬: তিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

৫৭: হে মানবকুল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে (১৩৮)

টীকা-১২৪: অর্থাৎ শত্রুদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করা, বন্ধুদেরকে সাহায্য করা ও তাদেরকে বিজয় দান করা- এ সবই আল্লাহ এর ইচ্ছার দ্বারা হয় এবং আল্লাহ এর ইচ্ছার মধ্যে রয়েছে।

টীকা-১২৫: সেটার ধ্বংস ও শাস্তির একটা নির্ধারিত সময় আছে, তা 'লাওহ-ই-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

টীকা-১২৬: যেটার জন্য তোমরা ত্বরা করছো।

টীকা-১২৭: যখন তোমরা অলস হয়ে শুয়ে পড়ো।

টীকা-১২৮: যখন তোমরা জীবিকা অর্জনের কাজে মগ্ন থাকো।

টীকা-১২৯: সেই শাস্তির তোমাদের উপর অবতারণ

টীকা-১৩০: ঐ সময়ের বিশ্বাস কোন উপকারে আসবে না এবং বলা হবে,

টীকা-১৩১: অস্বীকার ও ঠাট্টার সুরে

টীকা-১৩২: অর্থাৎ পৃথিবীতে যেই কর্ম করতে এবং কুফর ও নাবীগণকে অস্বীকার করার মধ্যে লিপ্ত থাকতে- সেটারই প্রতিফল।

টীকা-১৩৩: পুনর্জীবিত হওয়া ও শাস্তি, যা অবতীর্ণ হবার সংবাদ আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন

টীকা-১৩৪: অর্থাৎ ঐ শাস্তি তোমাদের নিকট অবশ্যই পৌঁছবে।

টীকা-১৩৫: ধন-সম্পদ ও প্রোথিত ধনভান্ডার

টীকা-১৩৬: এবং ক্বিয়ামতের দিন সেটা নিজ মুক্তির জন্য বিনিময় মূল্য হিসাবে দিয়ে দিতো। কিন্তু এ বিনিময় মূল্য গ্রহণযোগ্য নয়। সমগ্র দুনিয়ার ধন-সম্পদ ব্যয় করেও এখন মুক্তি লাভ করা সম্ভবপর নয়। যখন ক্বিয়ামতে এ দৃশ্য প্রকাশ হবে এবং কাফিরদের আশা ভেঙ্গে পড়বে।

টীকা-১৩৭: কাজেই, কাফির কোন কিছুরই মালিক নয়, বরং তারা নিজেরাও আল্লাহ এর মালিকানাধীন; তাদের পক্ষে বিনিময় মূল্য দেয়াই সম্ভবপর নয়।

টীকা-১৩৮: এ আয়াতের মধ্যে ক্বুরআন কারীম আসা, তা সদুপদেশ, রোগমুক্তি,

হিদায়াত এবং রহমাত হওয়ার বিবরণ রয়েছে যে, এ কিতাব ঐসব মহা উপকারের পরিপূর্ণ ধারক। 'সদুপদেশ' (موعظت) এর অর্থ হচ্ছে-সেই বস্তু, যা মানুষকে পছন্দনীয় বস্তুর দিকে আহবান করে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে। খলিল বলেছেন- 'সদুপদেশ' হচ্ছে সৎকর্মের উপদেশ দেয়া, যা দ্বারা অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হয়।

'রোগমুক্তি' (شفاء) এর অর্থ এই যে, ক্বুরআন পাক অন্তরের রোগগুলোকে দূরীভূত করে। অন্তরের রোগগুলো হচ্ছে- "অসৎ চরিত্রসমূহ, ভ্রান্ত-বিশ্বাস এবং ধ্বংসকারী মুর্খতা।' ক্বুরআন পাক উক্ত সব রোগকে দূরীভূত করে। ক্বুরআন কারীমের গুণাবলির মধ্যে 'হিদায়াত'ও ইরশাদ হয়েছে। কেননা, সেটা গোমরাহী থেকে রক্ষা করে আর সত্য পথ দেখায় এবং 'ঈমানদারগণের জন্য রহমত' এ জন্য ইরশাদ করেছেন যে, সে ব্যক্তিরাই এ থেকে উপকার গ্রহণ করে।

এবং অন্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হিদায়াত এবং রহমাত ঈমানদারদের জন্য।

৫৮: আপনি বলুন, 'আল্লাহ এরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত (১৩৯)। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।'

৫৯: আপনি বলুন, 'হ্যাঁ, বলতো, সেটাই, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য 'রিযক্ব অবতারণ করেছেন, তাতে তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম ও হালাল স্থির করে নিয়েছো (১৪০)।' আপনি বলুন, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে সেটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ এর প্রতি মিথ্যা রচনা করছো (১৪১)?

৬০: এবং কি ধারণা সেসব লোকের, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, ক্বিয়ামতে তাদের কি অবস্থা হবে? নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহ করেন (১৪২); কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

রুকূ'-৭

৬১: এবং আপনি যে কোনো কর্মে রত হোন (১৪৩) এবং তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ক্বুরআন পাঠ করুন এবং তোমরা (১৪৪) যে কোন কাজ করো, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা সেটা আরম্ভ করো, এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অণু -পরিমাণ কোন

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ

টীকা-১৩৯: (فرح) খুশীঃ কোন প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু লাভ করার ফলে অন্তরে যে-ই আনন্দ পাওয়া যায় সেটাকেই (فرح) বলা হয়। এর অর্থ এ যে, ঈমানদারদেরকে আল্লাহ এর অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আনন্দিত হওয়া উচিত; যেহেতু তিনি তাদেরকে উপদেশাদি ও অন্তরের রোগমুক্তি, ঈমান সহকারে অন্তরের সুখ ও শান্তি দান করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান এবং ক্বাতাদাহ বলেছেন যে, 'আল্লাহ এর অনুগ্রহ' দ্বারা 'ইসলাম' ও 'তাঁর দয়া' দ্বারা ক্বুরআন বুঝানো হয়েছে। অন্য এক অভিমত এ যে, 'আল্লাহ এর অনুগ্রহ' দ্বারা 'ক্বুরআন' এবং 'রহমত' দ্বারা 'হাদীস শরীফগুলো' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪০: যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা বহিরাহ্ ও সা-ইবা ইত্যাদি নামের পশুকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলো।

টীকা-১৪১: মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোন বস্তুকে নিজ থেকেই হালাল কিংবা হারাম করা নিষিদ্ধ এবং আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার শামিল। (আল্লাহ এরই আশ্রয়!) আজকাল অনেক লোক এতে লিপ্ত রয়েছে যে, নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে হালাল বলে এবং বৈধ বস্তুগুলোকে হারাম বলে। কেউ কেউ সুদকেও হালাল করার জেদ ধরেছে। কেউ কেউ ফটো তৈরি করাকে, কেউ খেলা-তামাশাকে, কেউ কেউ নারীদেরকে বাধা বিঘ্ন-হীন ও বে-পর্দা করাকে, কেউ কেউ (আমরণ) অনশন ধর্মঘটকে, যা আত্মহত্যার শামিল, বৈধ মনে করছে ও হালাল সাব্যস্ত করছে। আর কেউ কেউ হালাল বস্তুগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করার জেদ ধরেছে। যেমন মীলাদ মাহফিল, ফাতিহা খানি, গেয়ারভী শরীফ পালন এবং ঈসালে সাওয়াবের অন্যান্য ভালো পন্থা সমূহকে। কেউ কেউ মীলাদ শরীফ, ফাতিহা, তোশাহ, শিরনী ও তাবাররুককে, যেগুলো হালাল ও পবিত্র বস্তু, অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলে বেড়ায়। এ ধরনের কাজকেই পবিত্র ক্বুরআনে 'আল্লাহ এর প্রতি মিথ্যা রচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

টীকা-১৪২: যে, তিনি রসূল প্রেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করেন।

টীকা-১৪৩: হে মহা সম্মানিত হাবীব! (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

টীকা-১৪৪: হে মুসলমানগণ।

টীকা-১৪৫: 'সুস্পষ্ট কিতাব' দ্বারা 'লাওহ্-ই-মাহফূয' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪৬: (ولى) শব্দটা (ولاء) থেকে উদ্ভূত; যা 'নৈকট্য' ও 'সাহায্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ولى الله) (আল্লাহ এর ওলী) হচ্ছেন তিনিই, যিনি ফরয ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ এর নৈকট্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ এর আনুগত্যের মধ্যে রত থাকেন; আর তাঁর অন্তর আল্লাহ এর নূরের পরিচিতির মধ্যে মগ্ন থাকে। তিনি যখন দেখেন, তখন আল্লাহ এর কুদরতের প্রমাণাদি দেখেন, যখন শুনেন তখন আল্লাহ এর আয়াতগুলোই শুনেন, আর যখন বলেন তখন আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারেই বলেন, যখন নড়াচড়া করেন তখন আল্লাহ এর আনুগত্যের মধ্যেই নড়াচড়া করেন এবং যখন চেষ্টা করেন তখন এমন বিষয়েই প্রচেষ্টা চালান যা দ্বারা আল্লাহ এর নৈকট্য অর্জন করা যায়। আল্লাহ এর স্মরণে ক্লান্ত হননা। আর অন্তর চক্ষু দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও দেখেন না। এসব গুণাবলী আউলিয়া কিরামেরই। বান্দা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে তখন আল্লাহ তাঁর অভিভাবক, সাহায্যকারী এবং সহায়তাকারী হন।

'ইলম-ই কালাম'★ বিশারদগণ বলেন, 'ওলী হচ্ছেন তিনিই যিনি বিশুদ্ধ আক্বীদা অকাট্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে পোষণ করেন। আর সৎকার্যাদি শারীয়তের বিধানাবলী অনুযায়ী পালন করেন।"

কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, "বেলায়েত হচ্ছে আল্লাহ এর নৈকট্য ও সর্বদা আল্লাহ এর ধ্যানে মশগুল থাকার নাম। যখন বান্দা এ পর্যায়ে পৌঁছে যান তখন তাঁর নিকট আর না কোনো কিছুরই ভয় থাকে এবং না কোন বস্তু হারিয়ে ফেলার অনুশোচনা থাকে।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "ওলী হচ্ছেন তিনিই যাঁকে দেখলে আল্লাহ এর কথা স্মরণ হয়।" এটা ইমাম তাবারীর বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে যায়দ বলেছেন, "ওলী হচ্ছেন তিনিই, যাঁর মধ্যে ঐ গুণ থাকে, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ 'ঈমান' ও 'তাক্বওয়া' উভয়েরই সমাবেশ ঘটে।

কোন কোন আলিম বলেছেন, "ওলী হচ্ছেন তিনিই যিনি শুধু আল্লাহ এর জন্যই ভালোবাসেন।"

আল্লাহ এর ওলীগণের এসব গুণ বহু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেছেন, "ওলী তিনিই যিনি আল্লাহ এর ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা আল্লাহ এর নৈকট্য তালাশ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা কারামতের মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন। অথবা তাঁরাই, যাঁদের হিদায়াতের, অকাট্য প্রমাণাদি সহকারেই আল্লাহ যিম্মাদার হন। আর তাঁরা তাঁর (আল্লাহ) ইবাদতের হক আদায় করার এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করার জন্য আত্মোৎসর্গ করে থাকেন।

এসব অর্থ ও বর্ণনা যদিও পরস্পরের ভিন্ন, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মূলতঃ পরস্পর বিরোধ বলতে কিছুই নেই। কেননা, প্রত্যেকটা বর্ণনায় ওলীর একেকটা গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি আল্লাহ এর নৈকট্য অর্জন করেন, তাঁর মধ্যে এসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকে।

বেলায়েতের স্তর ও মর্যাদা গুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকে আপন আপন স্তর অনুসারে মর্যাদা ও সম্মান রাখেন।

অনুবাদ	আয়াত
বস্তুও অগোচর নয়-পৃথিবীতে, না আসমানের মধ্যে; এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং না তদপেক্ষা বৃহত্তর কোনো বস্তুই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবের মধ্যে নেই (১৪৫)।	فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾
৬২: শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ এর ওলীগণের না কোন ভয় আছে, না কোন দুঃখ (১৪৬);	اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩: ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করে;	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪: তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে (১৪৭) এবং পরকালে।	لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

টীকা-১৪৭: এ 'সুসংবাদ' দ্বারা হয়ত সেটাই উদ্দেশ্য, যা পরহেযগার ঈমানদারদেরকে কুরআন কারীমের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে, অথবা 'উত্তম স্বপ্ন' যা মু'মিনগণ দেখেন কিংবা তাদের জন্য দেখা যায়; যেমন বহু সংখ্যক হাদীসে এসেছে। আর এর কারণ এ যে, ওলীর হৃদয় ও তাঁর আত্মা উভয়ই আল্লাহ এর স্মরণে নিমগ্ন থাকে। সুতরাং স্বপ্ন দেখার সময়ও তাঁর অন্তরে আল্লাহ এর যিকর ও মা'রিফাত ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা। এ কারণে, যখন ওলী স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর স্বপ্নও সত্য হয় এবং আল্লাহ এরই পক্ষ থেকে তাঁর অনুকূলে সুসংবাদই হয়।

কোন কোন তাফসীরকারক উক্ত 'সুসংবাদ' দ্বারা পার্থিব সুনামের অর্থ বুঝিয়েছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকূল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করা হলো, "ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি ইরশাদ করেন, যে সৎকর্ম করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা বা সুনাম করে?" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "এটা মু'মিনদের জন্য ত্বরিত সুসংবাদই।" ওলামা কিরাম বলেন, "এ 'ত্বরিত সুসংবাদ' আল্লাহ এর সন্তুষ্টি, আল্লাহ এর ভালবাসা এবং সৃষ্টির অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করারই প্রমাণ।" যেমন হাদীস শরীফে এসেছে যে, তাঁকে পৃথিবীতে প্রিয় করে তোলা হয়।

হযরত ক্বাতাদাহ বলেছেন, 'ফিরিশতারা মৃত্যুর সময় আল্লাহ এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেন।" হযরত আতার অভিমত হচ্ছে- দুনিয়ার সুসংবাদতো সেটাই,

যা ফিরিশতারা মৃত্যুর সময় শুনান। আর পরকালের সুসংবাদ হচ্ছে- যা মু'মিনকে তার প্রাণ বের করার পরক্ষণে শুনানো হয়। তা হচ্ছে 'আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।'

টীকা-১৪৮: তাঁর ওয়াদার বিপরীত হতে পারেনা, যা তিনি নিজ কিতাব এবং আপন রসূলগণের ভাষায় আপন ওলীগণ ও আপন আনুগত্যশীল বান্দাদের সাথে করেছেন।

টীকা-১৪৯: এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, অযোগ্য কাফিররা, যারা আপনাকে অস্বীকার করছে এবং আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তমূলক পরামর্শ করছে আপনি সেটার কারণে কোনরূপ দুঃখ বোধ করবেন না।

টীকা-১৫০: তিনি যাকে চান সম্মান দান করেন, আর যাকে চান অপমানিত করেন। হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তিনি আপনার সাহায্যকারী। তিনি আপনাকে ও আপনার ওসীলায় আপনার অনুসারীদেরকে সম্মান দিয়েছেন। যেমন, অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ এরই জন্য সম্মান এবং তাঁর রসূলের জন্য ও ঈমানদারদের জন্য।"

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٦٤

আল্লাহ এর বাণীসমূহ পরিবর্তিত হতে পারেনা (১৪৮)। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦٥

৬৫: এবং আপনি তাদের কথায় দুঃখিত হবেন না (১৪৯)। নিশ্চয়ই সম্মান সবই আল্লাহ এর জন্য (১৫০)। তিনিই শুনেন, জানেন।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۗءَ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝٦٦

৬৬: শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ এরই মালিকানাধীন যত কিছু আসমান গুলোতে রয়েছে এবং যতকিছু যমীনগুলোর মধ্যে (১৫১); এবং কিসের পেছনে যাচ্ছে (১৫২) ঐসব লোক যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শরীকরূপে ডাকছে? তারা তো অনুসরণ করছে না, কিন্তু অনুমানের এবং তারা তো নয়, কিন্তু শুধু কল্পনার ঘোড়া দৌঁড়াচ্ছে (১৫৩)।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝٦٧

৬৭: তিনিই যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেটার মধ্যে তোমরা শান্তি পাও (১৫৪) এবং দিন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের চোখ খুলতে (১৫৫); নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে শ্রবণকারীদের জন্য (১৫৬)।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۭ هُوَ الْغَنِيُّ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٦٨

৬৮: তারা বললো, আল্লাহ নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করেছেন (১৫৭)' পবিত্রতা তাঁরই। তিনিই অভাবমুক্ত। তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে (রয়েছে) এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (১৫৮)। তোমাদের নিকট সেটার কোন সনদই নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে ঐ কথা রচনা করছো যে বিষয় তোমাদের জ্ঞানই নেই।

টীকা-১৫১: সবই তাঁর মালিকানাধীন। তাঁরই ক্ষমতা ইখতিয়ারের আওতাভুক্ত। আর কোন প্রভুত্বাধীন বস্তু প্রতিপালক হতে পারেনা। এ কারণে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর উপাসনাই বাতিল। এটা 'তাওহীদ'(আল্লাহ এর একত্ববাদ)- এর এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

টীকা-১৫২: অর্থাৎ কোন প্রমাণের অনুসরণ করছে? অর্থ এ যে, তাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই।

টীকা-১৫৩: এবং কোন প্রমাণ ছাড়াই নিছক ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা তাদের বাতিল উপাস্যগুলোকে খোদার অংশীদার সাব্যস্ত করছে। এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় কুদরত ও নি'মাতের কথা প্রকাশ করেছেন।

টীকা-১৫৪: এবং বিশ্রাম করে দিনের ক্লান্তি দূরীভূত করো

টীকা-১৫৫: আলোকময়, যাতে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনাদি ও জীবিকার উপায়-উপকরণ ব্যবস্থা করতে পারো;

টীকা-১৫৬: যারা শুনে ও বুঝে যে, যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনিই মা'বূদ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। এরপর অংশীদারদের একটা উক্তির উল্লেখ করেছেন-

টীকা-১৫৭: কাফিরদের এ উক্তি অতীব গর্হিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতাপূর্ণ। আল্লাহ তাআ'লা সেটার খন্ডন করেছেন

টীকা-১৫৮: এখানে মুশরিকদের উক্ত উক্তির খন্ডনে তিনটা জবাব দিয়েছেনঃ-

প্রথমতঃ উক্ত উক্তির খন্ডন سُبْحٰنَهٗ এর মধ্যেই রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, তাঁরই (আল্লাহ) পবিত্র সত্তাই সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র। তিনিই প্রকৃত একক।

দ্বিতীয়তঃ সেটার খন্ডন هُوَ الْغَنِيُّ ইরশাদ করার মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে কারো মুখাপেক্ষী নন। কাজেই, তাঁর জন্য সন্তান কিভাবে হতে পারে? সন্তান তো হয়ত দুর্বল ব্যক্তিই কামনা করে, যে তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে, অথবা অভাবী লোকই চায়, যে তার নিকট

থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে। অথবা হীন লোকই চায় যে তার দ্বারা সম্মান লাভ করবে। ★ মোটকথা, যেই চায় সে তার প্রয়োজনেই চায়। সুতরাং যিনি ধনী ও অভাবমুক্ত হন তাঁর জন্য সন্তান কিভাবে হতে পারে?

তাছাড়া (وَلَدٌ) সন্তান (والد) বা পিতার একটি অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং যিনি জনক হবেন তিনি অবশ্যই সংযোজিত (مركب) সত্তা হবেন। সংযোজিত সত্তার জন্য 'সম্ভাবনাময়' (ممكن) হওয়া অপরিহার্য' বস্তুতঃ প্রত্যেক 'সম্ভাবনাময় সত্তা'(ممكن) পরমুখাপেক্ষী হয়।

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

৬৯: আপনি বলুন, 'ঐসব লোক, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের মঙ্গল হবে না।'

৭০: দুনিয়ার মধ্যে কিছু সুখ-সম্ভোগ করাই। অতঃপর আমার দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাবো প্রতিফলস্বরূপ তাদের কুফরের। রুকূ'-৮

৭১: এবং তাদেরকে নূহের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনান; যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের নিকট দুর্বিষহ হয় আমার দণ্ডায়মান হওয়া (১৫৯) এবং আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া (১৬০), তবে আমি আল্লাহ এরই উপর নির্ভর করেছি (১৬১)। সুতরাং তোমরা সম্মিলিত হয়ে কাজ করো এবং নিজেদের মিথ্যা উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজ পাকাপাকি করে নাও। পরে যেন তোমাদের কাজের মধ্যে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। অতঃপর (তোমাদের পক্ষে) যা সম্ভবপর হয় আমার সম্বন্ধে করে নাও। এবং আমাকে অবকাশ দিওনা (১৬২)।

৭২: অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (১৬৩), তবে আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই নি (১৬৪)। আমার পারিশ্রমিক তো নেই কিন্তু আল্লাহ এরই নিকটই (১৬৫); আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি মুসলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকি।'

৭৩: সুতরাং তারা তাঁকে (১৬৬) অস্বীকার করেছে; অতঃপর আমি তাঁকে ও যারা তাঁর সাথে তরণীতে ছিলো তাদেরকে উদ্ধার করেছি; এবং আমি তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি (১৬৭); আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করেছি। সুতরাং দেখো! যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের পরিণাম কী হলো?

সুতরাং সেটা নতুন সৃষ্টি (حادث) হতে বাধ্য। একারণে, অভাবহীন চিরস্থায়ী সত্তা (আল্লাহ তাআ'লা)-এর জন্য সন্তান হওয়া অসম্ভবই হলো।

তৃতীয়তঃ (কাফিরদের উক্ত) উক্তির খন্ডন 'لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ'-এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি তো তাঁরই (আল্লাহ) মালিকানাধীন কোন জিনিস এক সাথে 'মালিকানাধীন' ও 'সন্তান' হতে পারে না। সুতরাং সেগুলোর কোনো কিছুই তাঁর (আল্লাহ) 'সন্তান' হতে পারে না

টীকা-১৫৯: এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা

টীকা-১৬০: এবং এ কারণে তোমরা আমাকে শহীদ করার এবং এখান থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করেছো।

টীকা-১৬১: এবং আমার মামলা ঐ একক ও শরীকহীন সত্তা আল্লাহ এরই প্রতি সোপর্দ করেছি।

টীকা-১৬২: আমার কোন ভয় নেই। হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ) এর এ উক্তি তাদেরকে কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যই ছিলো (تعجيز)। এর মর্মার্থ হচ্ছে এ যে, 'আমার আপন সর্বশক্তিশালী ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের উপর পরিপূর্ণ ভরসা রয়েছে। তোমরা এবং তোমাদের অক্ষম উপাস্য আমার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।'

টীকা-১৬৩: আমার উপদেশ থেকে,

টীকা-১৬৪: যা পাওয়া না গেলে আমার মনে আফসোস থাকবে।

টীকা-১৬৫: তিনিই আমাকে প্রতিদান দেবেন। মোটকথা আমার ওয়াজ-নসিহত একমাত্র আল্লাহ এরই (সন্তুষ্টির) জন্য, কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়।

টীকা-১৬৬: অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)

টীকা-১৬৭: এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের পর পৃথিবীতে পুনর্বাসিত করেছি;

★ অথবা সন্তান চায় বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য।

৭৪: অনন্তর, এরপরে আরও রসূল (১৬৮) আমি তাদের সম্প্রদায়গুলোর প্রতি প্রেরণ করেছি। অতঃপর তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলো। তবুও তারা এমন ছিলো না যে, ঈমান আনতো সেটার উপর, যেটাকে তারা ইতোপূর্বে অস্বীকার করেছিলো। আমি এভাবেই মোহর করে দিই অবাধ্যদের হৃদয়সমূহের উপর।

৭৫: অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও হারূনকে ফিরআ'উন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি আমার নিদর্শনাদি সহকারে প্রেরণ করেছি। অতঃপর তারা অহংকার করেছে এবং তারা অপরাধী লোক ছিলো।

৭৬: অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার নিকট থেকে সত্য আসলো (১৬৯), (তখন তারা) বললো, 'এটা তো অবশ্যই সুস্পষ্ট যাদু।'

৭৭: মূসা বললো, 'তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এরূপ বলছো যখন তা তোমাদের নিকট আসলো? এটা কি যাদু (১৭০)? এবং যাদুকরেরা সফলকাম হয়না।'

৭৮: (তারা) বললো, (১৭১), তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছো যে, আমাদেরকে তা (১৭২) থেকে ফিরিয়ে দেবে, যার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং পৃথিবীতে তোমরা দু'জনেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে? এবং আমরা তোমাদের উপর ঈমান আনয়নকারী নই।'

৭৯: এবং ফিরআ'উন (১৭৩) বললো, 'প্রত্যেক জ্ঞানী যাদুকরকে আমার নিকট নিয়ে এসো।'

৮০: অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসলো, তখন তাদেরকে মূসা বললো, 'নিক্ষেপ করো যা তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে (১৭৪)।'

৮১: অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বললো, 'এ'যে তোমরা যা এনেছো, তা যাদু (১৭৫)। এখন আল্লাহ্ তা অসার করে দেবেন। আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।'

৮২: এবং আল্লাহ্ তাঁর বাণীসমূহ দ্বারা (১৭৬) সত্যকে সত্য করে দেখান যদিও অপ্রীতিকর মনে করে অপরাধীরা। রুকূ'-৯

৮৩: অতঃপর মূসার উপর ঈমান আনেনি কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের বংশধরদের কিছু সংখ্যক লোক (১৭৭)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۷۴﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَ هٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۷۵﴾

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۶﴾

قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿۷۷﴾

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ ؕ وَ مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۸﴾

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿۷۹﴾

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿۸۰﴾

فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾

وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾ ع

فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ

টীকা-১৬৮: হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত লূত ও হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِمُ السَّلَام) প্রমূখ।

টীকা-১৬৯: হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মাধ্যমে এবং ফিরআ'উনের অনুসারীরা চিনতে পেরেছিলো যে, এটা সত্য, আল্লাহ্ এর পক্ষ থেকেই। সুতরাং রিপুর অনুসারী হয়ে,

টীকা-১৭০: কখনো নয়।

টীকা-১৭১: ফিরআ'উনের অনুসারীরা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে,

টীকা-১৭২: ঐ দ্বীন ও মিল্লাত এবং মূর্তি-পূজা ও ফিরআ'উন-পূজা,

টীকা-১৭৩: এই অবাধ্য অহংকারী চেয়েছিল যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মু'জিযার সাথে মুকাবিলা বাতিল দ্বারা করবে আর দুনিয়াবাসীকে এ ভুল ধারণার মধ্যে ফেলতে চাইলো যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মু'জিযাদি (আল্লাহ্ এরই আশ্রয়।) যাদুর এক শ্রেণী মাত্র। এ কারণে, সে

টীকা-১৭৪: রশি ও কড়িকাঠ ইত্যাদি; এবং যা তোমাদের যাদু করার আছে করো। একথা তিনি এজন্য বলেছিলেন যেন সত্য ও মিথ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর যাদুর বাহাদুরী যা তাদের দেখানোর ছিলো সেগুলোর অসারতা স্পষ্ট হয়।

টীকা-১৭৫: না আল্লাহ্ এর ঐ সব নিদর্শন, যেগুলোকে ফিরআ'উন আপন বে-ঈমানী বশতঃ যাদু বলেছিলো।

টীকা-১৭৬: অর্থাৎ নিজ আদেশ, নিজ ফয়সালা ও নির্ধারণ এবং আপন এ প্রতিশ্রুতি দ্বারা যে, 'তিনি হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে যাদুকরদের উপর বিজয়ী করবেন।'

টীকা-১৭৭: এর মধ্যে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি আপন উম্মতের ঈমান আনার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করতেন এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে দুঃখিত হতেন। তাঁকে শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ বলে যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এতবড় মু'জিযা দেখানো সত্ত্বেও অতি অল্প সংখ্যক লোকেই ঈমান গ্রহণ করেছে। এমন সব অবস্থা পূর্ববর্তী নবীগণ

عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۸۳﴾

ফিরআ'উন ও তার পরিষদবর্গকে এ ভয় করে যে, কখনোই তাদেরকে (১৭৮) বিচ্যুত হবার উপর বাধ্য করবে কিনা এবং নিশ্চয়ই ফিরআ'উন যমীনের উপর অহংকারী হয়ে উঠেছিলো এবং নিশ্চয়ই সে সীমা অতিক্রম করেছে (১৭৯)।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۴﴾

৮৪: এবং মূসা বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ এর উপর ঈমান এনে থাকো তবে তাঁরই উপর নির্ভর করো (১৮০), যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে থাকো।'

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۵﴾

৮৫: তারা বললো, 'আমরা আল্লাহ এরই উপর নির্ভর করেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী লোকদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করোনা (১৮১)।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬: এবং স্বীয় অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কাফিরদের থেকে রক্ষা করো (১৮২)।'

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭: এবং আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যে, 'মিশরে আপন সম্প্রদায়ের জন্য গৃহসমূহ নির্মাণ করো; এবং নিজেদের ঘরগুলোকে নামাযের স্থান করো (১৮৩) এবং নামায কায়েম রাখো; আর মুসলমানদেরকে সুসংবাদ শুনাও (১৮৪)।'

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَ

৮৮: এবং মূসা আরয করলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআ'উন ও তার রাজন্যবর্গকে শোভা (১৮৫) ও সম্পদ পার্থিব জীবনে দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক! তা এজন্য যে, তারা তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করবে। হে প্রতিপালক আমাদের! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দাও এবং তাদের হৃদয়

(عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর ঘটে এসেছে। সুতরাং আপনি আপনার উম্মতের বিমুখতার কারণে দুঃখিত হবেন না।

(আয়াতে) (من قومه) এর মধ্যে যেই (ه) সর্বনাম রয়েছে তা দ্বারা হয়ত হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কথা বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, 'সম্প্রদায়ের বংশধরগণ' দ্বারা 'বনী-ইসরাঈল' বুঝাবে, যাঁদের বংশধর মিশরে তাঁর সাথে ছিলো।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- তা দ্বারা ঐ সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ফিরআউনের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিলো। কেননা, যখন বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদেরকে ফিরআ'উনের নির্দেশে হত্যা করা হতো তখনকার সময়ে বনী ইসরাঈলের কিছুসংখ্যক নারী, যারা ফিরআ'উনের গোত্রীয় স্ত্রীলোকদের সাথে কিছুটা সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতো, তারা যখন সন্তান প্রসব করতো, তখন তার প্রাণ নাশের ভয়ে সেই সন্তানকে ফিরআ'উনী সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে দিতো। এমনসব সন্তান যেগুলো ফিরআ'উনী সম্প্রদায়ের ঘরে লালিত হয়েছিলো, তারা ঐ দিনই হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর উপর ঈমান নিয়ে আসলো, যে দিন আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে যাদুকরদের উপর বিজয় দান করেছিলেন।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ সর্বনাম (ه) দ্বারা 'ফিরআ'উন' বুঝানো হয়েছে। তখন 'সম্প্রদায়ের বংশধর' দ্বারা ফিরআ'উনের সম্প্রদায়ের বংশধরদের কথা বুঝাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত যে, তারা ফিরআ'উনের সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক লোকই ছিলো, যারা ঈমান এনেছিলো।

টীকা-১৭৮: দ্বীন থেকে

টীকা-১৭৯: যে, বান্দা হয়ে খোদা হবার দাবিদার হয়েছে।

টীকা-১৮০: তিনি আপন আনুগত্যকারীদের সাহায্য করেন এবং শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন।

মাসআলা: এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ এর উপর নির্ভর করা পরিপূর্ণ ঈমানেরই পরিচায়ক।

টীকা-১৮১: অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করবেন না যেন তারা এ ধারণা না করে যে, তারা সত্যের উপর আছে।

টীকা-১৮২: এবং তাদের যুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা করো।

টীকা-১৮৩: যাতে কিবলামুখী হও। হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর ক্বিবলা 'কাবা শরীফ' ছিলো এবং প্রথমে বানী ইসরাঈলের প্রতি এটাই নির্দেশ ছিলো যেন তারা ঘরের মধ্যে গোপনে নামায আদায় করে, যাতে তারা ফিরআ'উনের অনুসারীদের ক্ষতি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়।

টীকা-১৮৪: আল্লাহ এর সাহায্য ও জান্নাতের

টীকা-১৮৫: উত্তম পোশাক, উৎকৃষ্ট বিছানা, মূল্যবান অলঙ্কার এবং বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী।

টীকা-১৮৬: কারন, তারা তোমাদের নি'মাতসমূহের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে দুঃসাহসী হয়ে শরীয়তের নির্দেশ অমান্যজনিত পাপ করছে। হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রার্থনা কবূল হলো এবং অমনি ফিরআ'উনীদের দিরহাম ও দিনার ইত্যাদি পাথরে পরিণত হয়ে গেলো; এমনকি ফলমূল এবং খাদ্যদ্রব্যও। আর এটা ঐ নয়টা নিদর্শনের মধ্যে একটা, যেগুলো হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে প্রদান করা

হয়েছিলো

টীকা-১৮৭: যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ঐসব লোকের ঈমান আনার ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে গেলেন, তখনই তিনি তাদের বিরুদ্ধে এ দুআ' করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাই হলো যে, তারা নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনেনি।

মাসআলা: এ থেকে জানা গেলো যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করার দুআ' করা কুফর নয়। (মাদারিক)

টীকা-১৮৮: দুআ'র সম্পর্ক হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) উভয়ের প্রতি করা হয়েছে; অথচ দুআ' করেছিলেন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)ই। হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) 'আমীন' বলেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যারা 'আমীন' বলে তারাও দুআ'কারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

মাসআলা: একথাও প্রমাণিত হলো যে, 'আমীন'ও 'দুআ'। সুতরাং সেটা নিঃশব্দে বলাটাই উত্তম। (মাদারিক) হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুআ' এবং সেটা গৃহীত হয়ে বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান হলো।

وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۸۸﴾

কঠোর করে দাও যেন ঈমান না আনে যতক্ষণ পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে না নেয় (১৮৭)।'

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯: তিনি বললেন, 'তোমরা দু'জনের প্রার্থনা কবুল হয়েছে (১৮৮); সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাকো (১৮৯) এবং অজ্ঞদের পথে চলো না (১৯০)।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۰﴾

৯০: এবং আমি বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিয়েছিলাম। অতঃপর ফিরআ'উন ও তার সৈন্যবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো অবাধ্যতা ও যুলুমবশতঃ। শেষ পর্যন্ত যখন তাকে নিমজ্জন পেয়ে বসলো (১৯১), তখন বললো, 'আমি ঈমান এনেছি (এ মর্মে) যে, কোন সত্য উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত, যাঁর উপর বানী-ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমান (১৯২)'

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۹۱﴾

৯১: 'এখন কি (১৯৩)? এবং পূর্ব থেকে আদেশ অমান্যকারী ছিলে এবং তুমি ফ্যাসাদী ছিলে (১৯৪)।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২: আজ আমি তোমার লাশ রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও (১৯৫) এবং নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।'

টীকা-১৮৯: ধর্মের প্রতি আহ্বান ও সেটার প্রচারকার্যের উপর।

টীকা-১৯০: যারা দুআ' কবুল হবার পর তা প্রকাশে বিলম্ব হবার রহস্য জানেনা

টীকা-১৯১: তখন ফিরআ'উনকে

টীকা-১৯২: ফিরআ'উন কবূল হবার আশায় ঈমানের বাক্যগুলো তিন বার আবৃত্তি করেছিলো; কিন্তু তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হলো না। কেননা, ফিরিশ্‌তাদের এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় সে মাত্র একবারও এ কালিমা বলতো তবুও তার ঈমান গ্রহণ করে নেয়া হতো। কিন্তু সে সময়-সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এ জন্য তাকে সেটাই বলা হয়েছে যা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৯৩: বাধ্য অবস্থায়, যখন নিমজ্জিত হচ্ছিলে এবং জীবনের আশা আর বাকী থাকেনি, তখনই ঈমান আনছো?

টীকা-১৯৪: নিজেও পথভ্রষ্ট ছিলে, অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছিলে। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) ফিরআউনের নিকট একটা বিষয়ে ফাতাওয়া তলব করলেন। যার বিষয়বস্তু ছিলো এই, "বাদশাহর কি নির্দেশ, এমন দাসের ক্ষেত্রে যে এক ব্যক্তির সম্পদ ও নি'মাতের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তাঁর হককে অস্বীকার করেছে এবং নিজে নিজেই মুনিব হবার দাবী করে বসেছে। এর জবাবে ফিরআ'উন লিখেছিলো, "যে দাস আপন মুনিবের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং তাঁর সাথে মুকাবিলা করার জন্য উদ্যত হয়, তার শাস্তি হচ্ছে- তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হোক।" যখন ফিরআ'উন নিমজ্জিত হচ্ছিলো, তখন হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) তার ঐ ফাতাওয়া তার সামনে এনে দেখালেন, সেও এটা দেখে চিনতে পেরেছিলো। (আল্লাহ এরই পবিত্রতা)

টীকা-১৯৫: ব্যাখ্যাকারী আলিমগণ বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরআ'উন ও তার অনুসারী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করলেন এবং মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) তাঁর সম্প্রদায়কে তাদের ধ্বংস সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, তখন কোন কোন বানী-ইসরাঈলের মনে সন্দেহ থেকে গেলো এবং তার দাপট ও ভয় তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, তার কারণে তাদের তার ধ্বংস সম্পর্কে বিশ্বাস আসলোনা, আল্লাহ এর নির্দেশে সমুদ্র ফিরআ'উনের লাশকে সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করলো। বানী- ইসরাঈল তাকে দেখে চিনতে পেরেছিলো।

টীকা-১৯৬: 'সম্মানের স্থান' দ্বারা হয়তো মিশর রাজ্য এবং ফিরআ'উন ও ফিরআ'উনের অনুসারীদের মালিকানাধীন স্থানসমূহ বুঝায় অথবা সিরিয়া ভূমি, বায়তুল মুক্বাদ্দাস এবং জর্দান, যেগুলো অতীব শস্য-শ্যামলা অতি উর্বর শহর

টীকা-১৯৭: বানী ইসরাঈল, যাদের সাথে এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো;

টীকা-১৯৮: 'জ্ঞান' দ্বারা এখানে হয়তো তাওরীত বুঝানো হয়েছে, যার অর্থের ক্ষেত্রে ইহুদীরা পরস্পর বিভেদ করতো, অথবা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর শুভাগমনের কথা বুঝানো হয়েছে যে, এর পূর্বে তো ইহুদীরা সবাই তাঁকে (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) স্বীকার করতো এবং তাঁর নাবুয়্যাতের ক্ষেত্রে একমত ছিলো আর তাওরীতের মধ্যে তাঁর যত গুণাবলী উল্লেখিত ছিলো, সবই মান্য করতো কিন্তু তাঁর শুভাগমনের পর মতবিরোধ করতে থাকে; কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে, আর কিছু সংখ্যক লোক হিংসা ও শত্রুতাবশতঃ কুফর করেছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে 'জ্ঞান' দ্বারা 'কুরআন কারীম' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৯৯: এভাবে যে, হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনার উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আপনাকে অস্বীকারকারীদেরকে দোযখে শাস্তি দেবেন।

টীকা-২০০: আপন রসূল, মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মাধ্যমে,

টীকা-২০১: অর্থাৎ আহলে কিতাবের আলিমগণকে, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীরা; যাতে তাঁরা তোমাকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবুওয়্যাতের প্রতি আস্থাশীল করেন এবং তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী, তাওরীতে যার উল্লেখ রয়েছে, তা শুনিয়ে সন্দেহ দূরীভূত করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: (شك) এর সংজ্ঞা হচ্ছে- মানুষের নিকট কোন বিষয়ের উভয় দিক সমান হওয়া- চাই তা এভাবে হোক যে, উভয় দিকের সমান আকার- ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, অথবা এভাবে যে কোন দিকেরই কোন আকার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে না।

বিশারদদের মতে (شك) (সন্দেহ) অজ্ঞতার বিভিন্ন শ্রেণীর এক শ্রেণী। (جهل) (অজ্ঞতা) ও (شك) (সন্দেহ) এর মধ্যে (عام و خاص مطلق) এর সম্পর্ক। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের সন্দেহ 'অজ্ঞতা'-ই, কিন্তু প্রত্যেক (جهل) (অজ্ঞতা) সন্দেহ (شك) নয়।

৯৩: এবং নিশ্চয় আমি বানী ইসরাঈলকে সম্মানের স্থান দিয়েছি (১৯৬) এবং তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছি; অতঃপর (তারা) বিভেদের মধ্যে পড়েনি (১৯৭) কিন্তু জ্ঞান আসার পর (১৯৮); নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিনে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা ঝগড়া করতো (১৯৯)।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪: এবং হে শ্রোতা! যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে তাতে, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি (২০০), তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, যারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করতো (২০১) নিশ্চয়, তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যে এসেছে (২০২)। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

فَإِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫: এবং অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা, যারা আল্লাহ এর নিদর্শনাদিকে অস্বীকার করেছে, যাতে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬: নিশ্চয় ঐসব লোক, যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে (২০৩), ঈমান আনবে না;

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭: যদিও সব নিদর্শন তাদের নিকট আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত (তারা) বেদনাদায়ক শাস্তি দেখবে না (২০৪)।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

৯৮: তবে এমন কোন জনপদ (২০৫) নেই

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ

টীকা-২০২: যা অকাট্য ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দ্বারা এতই সুস্পষ্ট যে, তার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (খাযিন)

টীকা-২০৩: অর্থাৎ ঐ বাক্য তাদের উপর অনিবার্য সাব্যস্ত হয়ে গেলো যা 'লাওহ্-ই-মাহফূয'- এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেটা সম্পর্কে ফিরিশতারা সংবাদ দিয়েছেন যে, এসব লোক কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তারা

টীকা-২০৪: এবং ঐ মুহূর্তের ঈমান উপকারী নয়।

টীকা-২০৫: ঐসব জনপদের মধ্য থেকে, যেগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি

টীকা-২০৬: এবং নিষ্ঠার সাথে 'তাওবাহ' করতো, শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। (মাদারিক)

টীকা-২০৭: হযরত য়ূনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঘটনা এ যে, 'মসূল' অঞ্চলে অবস্থিত 'নীন্ওয়া'য় এসব লোক বসবাস করতো এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তাদের প্রতি প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিহার করার এবং ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। ঐসব লোক অস্বীকৃতি জানালো। হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে অস্বীকার করলো। তিনি তাদেরকে আল্লাহ এর নির্দেশে শাস্তি অবতীর্ণ হবার সংবাদ দিলেন। ঐসব লোক পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলো- হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) তো কখনও কোন কথা ভুল বলেন নি। দেখো, যদি তিনি রাতে এখানে থাকেন, তবে তো কোনো আশঙ্কা নেই। যদি তিনি রাতে এখানে না থাকেন, তবে একথা বুঝে নেয়া উচিত হবে যে, শাস্তি আসবেই।

রাতে হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) সেখান থেকে (অন্যত্র) তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ভোরে শাস্তির চিহ্ন প্রকাশ পেলো। আকাশে কালো ভয়ানক মেঘমালা আসলো। আর প্রচুর পরিমাণ ধুঁয়া একত্রিত হলো। সমগ্র শহরের উপর তা ছেয়ে গেলো। এটা দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, শাস্তি আসবেই। তখন তারা হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) কে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেলোনা। তখন তাঁদের মনে আশঙ্কা আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হলো। অতঃপর তারা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র ও পালিত পশু সাথে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বের হয়ে গেলো। মোটা কাপড় পরিধান করলো এবং 'তাওবাহ' ও 'ইসলাম' ঘোষণা করলো। স্বামী থেকে স্ত্রী এবং মা থেকে সন্তান পৃথক হয়ে গেলো। আর সবাই আল্লাহ এর দরবারে কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলো এবং বললো, "হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) যা নিয়ে এসেছেন সেটার উপর আমরা ঈমান আনলাম এবং সত্য তাওবাহ করলাম।" যা যুলুম-অত্যাচার তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিলো সে সবই ত্যাগ করলো। অপরের সম্পদ ফিরিয়ে দিলো; এমনকি যদি একটা পাথর অপরের কোন ভিত্তিতে লেগে গিয়ে থাকে তবে ভিত্তি উপড়িয়ে পাথর বের করে নিলো এবং ফিরিয়ে দিলো; আর আল্লাহ তাআ'লা এর দরবারে নিষ্ঠার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বিশ্ব প্রতিপালক তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন। প্রার্থনা কবূল করলেন। শাস্তি তুলে নেয়া হলো। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যখন শাস্তি অবতীর্ণ হবার পর ফিরআ'উনের ঈমান ও তাওবাহ কবূল হয়নি, তখন হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের তাওবাহ কবূল করার ও শাস্তি তুলে নেয়ার মধ্যে কি রহস্য (হিকমাত) নিহিত রয়েছে?

ওলামা কিরাম এর কতিপয় জবাব দিয়েছেন। যথাঃ

এক) এটা বিশেষ করুণাই ছিলো হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের প্রতি।

দুই) ফিরআ'উন শাস্তিতে আক্রান্ত হবার পরেই ঈমান এনেছিলো; যখন জীবনের আর কোন আশাই বাকী থাকেন নি। আর হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের শাস্তি যখন নিকটবর্তী হয়েছিলো তখন শাস্তিতে আক্রান্ত হবার পূর্বেই তারা ঈমান নিয়ে এসেছিলো। আল্লাহ অন্তরসমূহের খবর জানেন। নিষ্ঠাবানদের নিষ্ঠার জ্ঞান তাঁরই নিকট রয়েছে।

(যারা আমার আযাব দেখে) ঈমান এনেছে (২০৬) অতঃপর সেই ঈমান তাদের কাজে এসেছে, কিন্তু একমাত্র ইউনূসের সম্প্রদায়। যখন (তারা) ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে লাঞ্ছনার শাস্তি পার্থিব জীবনে অপসারিত করে দিয়েছি এবং একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে ভোগ করতে দিয়েছি (২০৭)।	فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾
৯৯: এবং যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন, তবে পৃথিবীতে যতই রয়েছে সবই ঈমান নিয়ে আসতো (২০৮); তবে কি আপনি জনগণকে জবরদস্তী করবেন এই পর্যন্ত যে, তারা মুসলমান হয়ে যাবে (২০৯)?	وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾
১০০: এবং কোন ব্যক্তির সাধ্য নেই যে, ঈমান নিয়ে আসবে, কিন্তু আল্লাহ এর হুকুমে (২১০)। আর শাস্তি তাদের উপর আপতিত করেন, যাদের বিবেক নেই।	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

টীকা-২০৮: অর্থাৎ ঈমান আনা আদি ও অনন্ত সৌভাগ্যের (سعادتِ ازلی) উপরই নির্ভরশীল। ঈমান তারাই আনবে যাদের জন্য আল্লাহ এর সাহায্য সহায়ক হবে। এতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সান্ত্বনা রয়েছে এভাবে যে, আপনি চান যে, সবাই ঈমান নিয়ে আসুক। আর সঠিক পথ অবলম্বন করুক। অতঃপর যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, তাদের জন্য আপনার দুঃখ হয়। এর জন্য আপনার দুঃখ না হওয়া চাই। কেননা, যে ব্যক্তি আদি ও অনন্তকাল থেকে হতভাগা, সে ঈমান আনবে না।

টীকা-২০৯: এবং ঈমানের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি হতে পারে না। কেননা, ঈমান গঠিত হয় অন্তরের দৃঢ়-বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তি দ্বারা, কিন্তু জবরদস্তি ও বাধ্য করার ফলে অন্তরের বিশ্বাস অর্জিত হয়না।

টীকা-২১০: তাঁরই ইচ্ছায়।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۰۵﴾

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۶﴾

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۷﴾

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۱۰۸﴾

১০১: (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'দেখো (২১১), আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে কী রয়েছে (২১২); এবং নিদর্শনসমূহ ও রসূল তাদেরকে কিছুই দেয়না, যাদের অদৃষ্টে ঈমান নেই।'

১০২: অতঃপর, তাদের কিসের প্রতীক্ষা রয়েছে? কিন্তু ঐসব লোকেরই দিনগুলোর মতো, যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে (২১৩)। আপনি বলুন, 'সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রয়েছি (২১৪)।'

১০৩: অতঃপর আমি আমার রসূলগণ ও ঈমানদারগণকে উদ্ধার করবো। কথা হলো এই- আমার করুণার দায়িত্বের উপর অধিকার রয়েছে মুসলমানদের উদ্ধার করা। রুকু'-১১

১০৪: আপনি বলুন, 'হে মানবকুল, যদি তোমরা আমার দ্বীনের দিক দিয়ে কোন সংশয়ের মধ্যে থাকো, তবে আমি তো সেগুলোর ইবাদত করবো না, যে গুলোর তোমরা পূজা করছো (২১৫) আল্লাহ্ ব্যতীত। হাঁ (আমি) ঐ আল্লাহ্ এর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের প্রাণ বের করবেন (২১৬); আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হই।'

১০৫: এবং এ যে, 'আপন চেহারা দ্বীনের জন্য সোজা রাখো অন্যসব থেকে পৃথক হয়ে (২১৭) এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।'

১০৬: এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সেটার বন্দেগী করোনা, যা না তোমার উপকার করতে পারে, না অপকার; অতঃপর, যদি এমন করো তবে তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০৭: 'এবং আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন দুঃখ কষ্ট-দেন, তবে সেটাকে মোচনকারী কেউ নেই তিনি ব্যতীত। আর যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর অনুগ্রহকে প্রতিহত করার কেউ নেই (২১৮)। তাকেই প্রদান করেন আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এবং তিনিই হন ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

১০৮: আপনি বলুন, 'হে লোকেরা! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য এসেছে (২১৯)। সুতরাং যে সরল পথে এসেছে সে স্বীয় মঙ্গলের জন্যই সৎপথে এসেছে (২২০); আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে (২২১) এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই (২২২)।'

টীকা-২১১: অন্তর-চক্ষু দ্বারা আরো গভীরভাবে চিন্তা কর যে,

টীকা-২১২: যা আল্লাহ্ তাআ'লা এর একত্বের প্রমাণ বহন করে

টীকা-২১৩: যেমন নূহ, আদ, সামূদ প্রমুখ সম্প্রদায়

টীকা-২১৪: তোমাদের ধ্বংস ও শাস্তির। রবী' ইবনে আনাস বলেন যে, শাস্তির ভয় দেখানোর পর পরবর্তী আয়াতে একথা বর্ণনা করেন যে, যখন শাস্তি আপতিত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল ও তাঁদের সাথে ঈমানদারগণকেও মুক্তি দান করে থাকেন

টীকা-২১৫: কেননা, সেগুলো তো সৃষ্টিই; ইবাদতের উপযুক্ত নয়

টীকা-২১৬: কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান স্বাধীন উপাস্য, সত্য এবং ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-২১৭: অর্থাৎ নিষ্ঠাবান মু'মিন হও

টীকা-২১৮: তিনিই উপকার ও অপকারের মালিক। সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান। তিনি প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রার্থনা ছাড়াই আপন করুণায় দাতা (جودو كرم والا)। বান্দাদের উচিত তাঁরই প্রতি আগ্রহ রাখা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁরই উপর ভরসা ও নির্ভর করা। আর উপকার ও অপকার যা কিছু আছে সবই-

টীকা-২১৯: 'সত্য' দ্বারা এখানে 'ক্বোরআন' বুঝায় অথবা ইসলাম কিংবা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-২২০: কেননা, তার উপকার সেই উপভোগ করবে;

টীকা-২২১: কেননা, সেটার অপকার তারই উপর বর্তাবে।

টীকা-২২২: যে, তোমাদের উপর জবরদস্তি করবো।

টীকা-২২৩: কাফিরদের অস্বীকার করা ও তাদের নির্যাতনের উপর।
টীকা-২২৪: মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার এবং কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে 'জিযয়া' গ্রহণ করার।
টীকা-২২৫: কারণ, তাঁর নির্দেশের মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই এবং তিনি বান্দাদের রহস্যাদি ও গোপন অবস্থাদি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত রয়েছেন। তাঁর মীমাংসায় কোন প্রমাণ বা সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।★

টীকা-১: 'সূরা হূদ' মাক্কী। হাসান ও ইকরামা প্রমুখ তাফসীরকারক বলেছেন যে, আয়াত وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ (এবং নামায কায়েম করো দিনের দু'অংশে) ব্যতীত বাকী সমগ্র সূরাটাই মাক্কী। হযরত মুক্বাতিল বলেন, আয়াত- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ এবং আয়াত اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ এবং اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ব্যতীত সমগ্র সূরা মাক্কী।
এতে ১০টি রুকূ', ১২৩টি আয়াত, ১৬০০টি পদ এবং ৯৫৬৭টি বর্ণ আছে।

১০৯: এবং সেটার উপরই চলুন যা আপনার প্রতি ওহী হয় এবং ধৈর্য ধারণ করুন (২২৩) এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ (অন্য) নির্দেশ দেবেন (২২৪) এবং তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম নির্দেশদাতা (২২৫)	وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ ع

সূরা হূদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হূদ মাক্কী	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়	আয়াত-১২৩, রুকূ'-১০

রুকূ'-১

১: আলিফ-লাম-রা। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বাস্তব জ্ঞানে পরিপূর্ণ (২); অতঃপর সুবিন্যস্ত করা হয়েছে (৩) প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে;	الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿١﴾
২: যে, ইবাদত করোনা কিন্তু আল্লাহ্ এরই। নিঃসন্দেহে, আমি তোমাদের জন্য তাঁরই পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হই।	اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ﴿٢﴾
৩: এবং এ যে, আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তারই প্রতি তাওবাহ	وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীরা আরয করলেন, "হে আল্লাহ্ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) আপনার পবিত্র সত্তায় বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ ফরমালেন, "আমাকে (سورة هود) 'সূরা হূদ', সূরা (سورة و اقعه)'ওয়াক্বিয়াহ', 'সূরা (عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ) 'আম্মা ইয়াতাসা-আলুন' এবং সূরা (اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) 'ইযাশ্ শামসু কুওয়িরাত' বৃদ্ধ করে ফেলেছে (তিরমিযী)।
খুব সম্ভব এটা এ কারণেই ইরশাদ করেছেন যে, উক্ত সব সূরায় ক্বিয়ামত, পুনরায় জীবিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত ও দোযখের বিবরণ রয়েছে।
টীকা-২: যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'হিকমত' (حكمت) এর অর্থ হচ্ছে- সেগুলোর 'বাচনভঙ্গি'কে (نظم) 'মুহকাম' ★ ও মজবুত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের এ অর্থ হবে- 'এ গুলোর মধ্যে কোন প্রকারের অসম্পূর্ণতা ও ভুলত্রুটি স্থান পেতে পারেনা; বরং সেগুলো মৌলিকভাবে মজবুত।'
হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, কোন কিতাবই সেগুলোর রহিতকারী নেই; যেমন এটা অন্যান্য কিতাব ও শারীয়া'তকে রহিত করে দিয়েছে।
টীকা-৩: এবং সূরা সূরা, আয়াত আয়াত এবং পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; অথবা আলাদা আলাদাভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, কিংবা 'আক্বীদাসমূহ', বিধি-বিধান, উপদেশাবলী, ঘটনাবলী এবং অদৃশ্য-সংবাদসমূহ সেগুলোর মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
★ 'সূরা ইউনূস' সমাপ্ত।
★★ মুহকাম (محكم) হচ্ছে- ঐ আয়াত, যার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যার মধ্যে একাধিক অর্থের অবকাশ নেই। যাতে রহিতকরণ কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধনেরও সম্ভাবনা নেই।

টীকা-৪: দীর্ঘায়ু, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন এবং প্রচুর জীবিকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিষ্ঠার সাথে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করা দীর্ঘায়ু ও প্রচুর রিযক্ব প্রাপ্তির জন্য এক উত্তম আমল।

টীকা-৫: যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে উত্তম কাজ করেছে এবং তার ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকার্যাদি বেশি হয়।

টীকা-৬: তাকে জান্নাতের মধ্যে তার আমল অনুসারে মর্যাদা প্রদান করবেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে এ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাআ'লা ভবিষ্যতের জন্যও তাকে সৎকর্ম ও ইবাদত অনুসারে শক্তি-সাহায্য প্রদান করবেন।

يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ كَبِیْرٍ ﴿٣﴾

করো। তিনি তোমাদেরকে অতি উত্তম সামগ্রী উপভোগ করতে দেবেন (৪) একটা নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত; এবং প্রত্যেক মর্যাদাবানের নিকট (৫) তাঁর অনুগ্রহ পৌঁছাবেন (৬)। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের (৭) শাস্তির আশংকা করছি।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٤﴾

৪: তোমাদেরকে আল্লাহ এরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৮); এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল (৯)।

اَلَاۤ اِنَّهُمْ یَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِیَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِیْنَ یَسْتَغْشُوْنَ ثِیَابَهُمْ ۙ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَ مَا یُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٥﴾

৫: শুনো! তারা আপন বক্ষকে দ্বিভাঁজ করে (এজন্য যে,) আল্লাহ এর নিকট গোপন করবে (১০)। শুনো! যখন তারা আপন বস্ত্র দ্বারা সমগ্র শরীর আচ্ছাদিত করে নেয়, তখনও আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের কথা সম্পর্কে জ্ঞাত।★

টীকা-৭: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-৮: পরকালে। সেখানে সৎকার্যাদি ও অসৎকার্যাদির যথাক্রমে প্রতিদান ও শাস্তি পাওয়া যাবে।

টীকা-৯: পৃথিবীতে জীবিকা দানের উপরও, মৃত্যু প্রদানের উপরও, মৃত্যুর পর জীবিত করা এবং প্রতিদান ও শাস্তি প্রদানের উপরও

টীকা-১০: শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, এ আয়াত আখনাস ইবনে শুরায়ক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অত্যন্ত মিষ্টভাষী লোক ছিলো। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সামনে আসলে অতিমাত্রায় তোষামদপুর্ণ কথা বলতো। কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা গোপন করতো। এর প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এ যে, তারা আপন অন্তরে শত্রুতা গোপন করে রাখে, যেমনিভাবে কাপড়ের ভাঁজের ভিতর কোন বস্তুকে গোপন রাখা হয়। অপর এক অভিমত হচ্ছে- কোন কোন মুনাফিক্বের এ অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সম্মুখীন হতো, তখন বুক ও পিঠ ঝুঁকিয়ে নিতো এবং মাথানত করে নিতো। চেহারাকে গোপন করতো যাতে তাদেরকে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দেখতে না পান। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম বুখারী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ) তাঁর 'ইফরাদ' নামক কিতাবে একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানরা পায়খানা-প্রস্রাব ও স্ত্রী-সহবাস করার সময় আপন শরীর বস্ত্রহীন করতে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁদেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে (আর ইরশাদ হয়েছে) যে, আল্লাহ এর নিকট বান্দার কোন অবস্থাই গোপন নেই। সুতরাং তাদের উচিত যেন শরীয়াতের অনুমতি মুতাবিক কাজ করতে থাকে।*

টীকা-১১: প্রাণী

সূরাঃ ১১ হূদ	৪০৭	মানযিল-৩	পারাঃ ১২

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (۶)

৬: এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কেউ (১১) এমন নেই যার জীবিকা আল্লাহ্ এর করুণার দায়িত্বে নয় (১২), এবং তিনি জানেন যে, সে কোথায় অবস্থান করবে (১৩) এবং তাকে কোথায় সোপর্দ করা হবে (১৪), সবকিছু একটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী কিতাব (১৫) এর মধ্যে রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (۷)

৭: এবং তিনিই হন, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আরশ পানির উপর ছিলো (১৬) এ জন্য যে, তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন (১৭) তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল, এবং যদি আপনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে তোমরা মৃত্যুর পর পুরুত্থিত হবে,' তবে কাফিরগণ অবশ্যই বলবে যে, এটা (১৮) তো নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট যাদু (১৯)।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (۸)

৮: এবং যদি আমি তাদের থেকে (২০) শাস্তিকে কিছু নির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিই তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'কোন বস্তু নিবারণ করেছে(২১)? শুনে নাও! যেদিন তাদের নিকট আসবে সেদিন (তা) তাদের নিকট থেকে ফিরিয়ে দেয়া যাবেনা এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে ঐ শাস্তি, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

রুকূ'-২

ركوع-٢

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ (۹)

৯: এবং যদি আমি মানুষকে আমার কোন রহমতের আস্বাদ দেই (২২), অতঃপর তার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নেই, অবশ্যই সে বড় হতাশ ও অকৃতজ্ঞ (২৩)।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ (۱۰)

১০: এবং যদি আমি তাকে নিয়ামতের আস্বাদ প্রদান করি ঐ মুসীবতের পর, যা তাকে স্পর্শ করেছে, তবে সে অবশ্যই বলবে, 'বিপদসমূহ আমার কাছ থেকে কেটে গেছে,' নিশ্চয়ই সে উৎফুল্ল, অহংকারী (২৪)

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ (۱۱)

১১: কিন্তু যারা ধৈর্য্যধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে (২৫), তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রয়েছে।

টীকা-১২: অর্থাৎ তিনি আপন অনুগ্রহে প্রত্যেক প্রাণীর জীবিকার যিম্মাদার।

টীকা-১৩: অর্থাৎ তিনি তার অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

টীকা-১৪: 'সোপর্দ হওয়ার স্থান' দ্বারা হয়তো 'দাফন হওয়ার স্থান' বুঝায়, অথবা আবাসস্থল, কিংবা মৃত্যু অথবা কবর বুঝায়।

টীকা-১৫: অর্থাৎ 'লাওহ্-ই- মাহফূয'

টীকা-১৬: অর্থাৎ আরশের নীচে পানি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি ছিলোনা। তা থেকে একথা জানা গেলো যে, আরশ ও পানিকে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে।

টীকা-১৭: অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন, যার মধ্যে তোমাদের উপকরণাদি ও মঙ্গলসমূহ রয়েছে, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন এবং এ কথা প্রকাশ পেলো- কে কৃতজ্ঞ, খোদাভীরু ও অনুগত হয় এবং

টীকা-১৮: অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ, যার মধ্যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে এটা

টীকা-১৯: অর্থাৎ মিথ্যা ও ধোকা

টীকা-২০: যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

টীকা-২১: সেই শাস্তি কেন অবতীর্ণ হচ্ছেনা? বিলম্ব কিসের? কাফিরদের এ ত্বরান্বিত করা অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যেই।

টীকা-২২: সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অথবা প্রচুর জীবিকা ও সম্পদের,

টীকা-২৩: অর্থাৎ পুনরায় ঐ নিয়ামতপ্রাপ্তি থেকে হতাশ হয়ে যায়, আর আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ থেকে নিজ আকাঙ্ক্ষা পরিহার করে নেয়। ধৈর্য ও (আল্লাহ্ এর ইচ্ছা) বা সন্তুষ্টির উপর অটল থাকেনা। আর গত হওয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

টীকা-২৪: কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে ও নিয়ামতের হক আদায় করার পরিবর্তে।

টীকা-২৫: বিপদে ধৈর্যশীল ও নিয়ামত লাভ করে কৃতজ্ঞ হয়েছে,

টীকা-২৬: ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটা ‘না বোধক’ অর্থ প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ ‘আপনার প্রতি যেই ওহী আসে সবই আপনি পৌঁছিয়ে দিন এবং মনকে সংকুচিত করবেন না।’ এটা হচ্ছে- রিসালাতের বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা। অথচ, আল্লাহ তা’আলা জানেন যে, তাঁর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করেন না, আর তিনি তাঁকে তা থেকে নিষ্পাপ করেছেন। এ গুরুত্বারোপের মধ্যে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র মনের সান্ত্বনা রয়েছে। পক্ষান্তরে, কাফিদের হতাশাও রয়েছে যে, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ধর্ম প্রচারের কাজে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনা।

শানে নুযূল: আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া মাখযূমী রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলেছিলো, “যদি আপনি সত্য রসূল হন এবং আপনার খোদাও সর্বশক্তিমান হন, তবে আপনার প্রতি তিনি ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ করেন নি? কিংবা আপনার সাথে কোন ফিরিশতা কেন প্রেরণ করেন নি, যে আপনার রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দিতো?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৭: আপনার ভয় কিসের যদি কাফির মান্য না করে কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে?

টীকা-২৮: অর্থাৎ মক্কার কাফিররা ক্বুরআন শরীফ সম্পর্কে

টীকা-২৯: কেননা, মানুষ যদি এমন বাণী রচনা করতে পারতো, তবে তার অনুরূপ রচনা করাও তোমাদের ক্ষমতার অতীত হবেনা। তোমরাও তো আরবি ভাষাভাষী, ভাষা-অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ হও। কাজেই, চেষ্টা করো।

টীকা-৩০: তোমাদের সাহায্যের জন্য

টীকা-৩১: তোমাদের এ দাবীতে যে, ‘এ বাণী (ক্বুরআন) মানুষের রচিত।’

টীকা-৩২: এবং এতে বিশ্বাস করবে যে, এটা আল্লাহ এরই পক্ষ থেকে? অর্থাৎ ক্বুরআনের সাথে মুকাবিলায় নিজেকে অক্ষম দেখে নেয়ার (اعجاز) পর ঈমান ও ইসলামের উপর অটল থাকো।

টীকা-৩৩: এবং নিজের অসাহসিকতার কারণে পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখে না,

টীকা-৩৪: এবং যেসব কর্ম তারা পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত করেছিলো সেগুলোর প্রতিদান- সুস্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, জীবিকার প্রাচুর্য ও অধিক সন্তান ইত্যাদি দ্বারা পৃথিবীতে পূর্ণ করে দেবো।

টীকা-৩৫: শানে নুযূল: দাহহাক বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি আত্মীয়তা বজায় রাখে অথবা অভাবীকে দান করে কিংবা কোন দুঃখ-ক্লিষ্টকে সাহায্য করে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো ভালো কাজ করে, তবে আল্লাহ তাআ’লা রিযক্বের প্রাচুর্য ইত্যাদি দ্বারা তাদের সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আর পরকালে তাদের জন্যে কোন অংশ নেই। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পরকালের প্রতিদানে তো বিশ্বাসী ছিলোনা। আর জিহাদসমূহে গনিমতের মাল অর্জন করার জন্য অংশগ্রহণ করতো।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعۡضَ مَا يُوۡحٰۤى اِلَيۡكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدۡرُكَ اَنۡ يَّقُوۡلُوۡا لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيۡهِ كَنۡزٌ اَوۡ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ نَذِيۡرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ وَّكِيۡلٌ (١٢)

১২: তবে কি আপনার প্রতি যে ওহী আসে তা থেকে আপনি কিছু বর্জন করবেন এবং এতে কি মন সংকুচিত হবে (২৬), এতদভিত্তিতে যে, তারা বলে, ‘তাঁর সাথে কোন ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফিরিশতা আসতো।’ নিশ্চয়ই আপনি তো সতর্ককারী(২৭) আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهٖ مُفۡتَرَيٰتٍ وَّادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ (١٣)

১৩: তবে কি (২৮) তারা একথা বলে, ‘তিনি তা নিজের মন থেকে রচনা করেছেন?’ আপনি বলুন, ‘তোমরা এর অনুরূপ স্বরচিত দশটা সূরা নিয়ে এসো (২৯) এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে পাওয়া যায় (৩০) সবাইকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩১)।

فَاِلَّمۡ يَسۡتَجِيۡبُوۡا لَكُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ بِعِلۡمِ اللّٰهِ وَاَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ (١٤)

১৪: তবে, হে মুসলমানগণ! যদি তারা তোমাদের এই আহবানে সাড়া দিতে না পারে, তবে বুঝে নাও যে, তা আল্লাহ এরই জ্ঞান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তবে কি এখন তোমরা মেনে নেবে (৩২)?

مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا وَزِيۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِيۡهَا وَهُمۡ فِيۡهَا لَا يُبۡخَسُوۡنَ (١٥)

১৫: যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন সাজ-সজ্জা কামনা করে (৩৩), আমি তাতে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল দিয়ে দেব (৩৪) এবং এর মধ্যে কম দেয়া হবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ (١٦)

১৬: এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের জন্য পরলোকে কিছুই নাই, কিন্তু আগুনই এবং নিষ্ফল হয়েছে যা কিছু ওখানে করতো এবং বিলীন হয়েছে যা তাদের কৃতকর্ম ছিলো (৩৫)।

اَفَمَنۡ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّهٖ

১৭: তবে কি (তারা ঐ ব্যক্তির সমতুল্য), যে আপন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (৩৬),

টীকা-৩৬: সে কি তারই সমতুল্য হতে পারে, যে পার্থিব জীবনের সুখ শান্তি চায়? এমন নয়। উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’

দ্বারা ঐ যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণ বুঝায় যা ইসলামের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ বহন করে। আর ঐ ব্যক্তি দ্বারা, যে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ঐ ইহুদীর কথা বুঝানো হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)।

টীকা-৩৭: এবং তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষী হচ্ছে ক্বুরআন মাজীদ।

টীকা-৩৮: অর্থাৎ তাওরীত

এবং তার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষী আসে, এবং তার পূর্বে মূসার কিতাব (৩৭) পরিচালক ও অনুগ্রহ (হিসেবে ছিলো) তারা সেটার উপর (৩৮) ঈমান আনে (৩৯)। আর যে ব্যক্তি সেটা অস্বীকার করে সমস্ত দলের মধ্যে (৪০), তবে আগুনই তার প্রতিশ্রুতি। সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি তাতে সন্দিগ্ধ হয়োনা। নিশ্চয়, তা সত্য, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। কিন্তু অনেক মানুষ ঈমান রাখেনা।

১৮: এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৪১)? তাদেরকে আপন প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে (৪২) এবং সাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই হচ্ছে যারা আপন প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছিলো। ওহে! যালিমদের উপর আল্লাহ এর লা'নত (৪৩),

১৯: যারা আল্লাহ এর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে, এবং তারাই পরলোককে অস্বীকার করে।

২০: তারা পৃথিবীতে (আল্লাহকে) ঠেকাতে পারে এমন নয় (৪৪) এবং না আল্লাহ থেকে পৃথক তাদের কোন সাহায্যকারী আছে (৪৫)। তাদের শাস্তির উপর শাস্তি হবে (৪৬)। না তারা শুনতে পারতো এবং না দেখতে পেতো (৪৭)।

২১: তারাই হচ্ছে, যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে এবং তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে যেসব কথা তারা রচনা করতো।

২২: নিশ্চয়ই তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতির মধ্যে (থাকবে) (৪৮)।

২৩: নিশ্চয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আর আপন প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, তারা জান্নাতবাসী, তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۱۷)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (۱۸)

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (۱۹)

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ (۲۰)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (۲۱)

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ (۲۲)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (۲۳)

টীকা-৩৯: অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফের উপর

টীকা-৪০: যে কেউ হোক না কেন,

হাদিস শরীফ: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "তাঁরই শপথ, যাঁর হাতে আমি মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ, এ উম্মতের মধ্যে যে কেউ থাকুক, চাই সে ইহুদী হোক কিংবা খ্রিস্টান, যারই নিকট আমার সংবাদ পৌঁছবে এবং সে আমার দ্বীনের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জাহান্নামী।"

টীকা-৪১: এবং তাঁর জন্য শরীক এবং সন্তান-সন্ততি স্থির করে। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআ'লা সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করা নিকৃষ্টতম যুলুম।

টীকা-৪২: ক্বিয়ামতের দিন এবং তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর নাবীগন ও ফিরিশতাগণ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-৪৩: বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রোজ ক্বিয়ামতে কাফির ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে বলা হবে, "এরা হচ্ছে ঐসব লোক যারা আপন প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে, জালিমদের উপর খোদার লানত।" এভাবে তাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে অপমানিত করা হবে।

টীকা-৪৪: আল্লাহকে, যদি তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। কেননা, তারা তাঁর করায়ত্বে ও মালিকানাধীন রয়েছে, না তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করতে পারে, না বাঁচতে পারে।

টীকা-৪৫: যে, তাদেরকে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

টীকা-৪৬: কেননা, তারা মানুষকে আল্লাহ এর পথে বাধা দিয়েছে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হাওয়াকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৪৭: হযরত ক্বাতাদাহ বলেছেন যে, তারা সত্য শ্রবণে বধির হয়ে গেছে। সুতরাং তারা কোন কল্যাণের কথা শুনে উপকার লাভ করে না এবং না তারা কুদরতের নিদর্শনসমূহ দেখে উপকৃত হয়।

টীকা-৪৮: যেহেতু তারা জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামকে বেছে নিয়েছে।

২৪: উভয় দলের (৪৯) অবস্থা এমনই, যেমন একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন (৫০)। উভয়ের অবস্থা কি এক সমান (৫১)? তবে কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করছো না?

রুকূ’-৩

২৫: এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম (৫২) যে, ‘আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

২৬: যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি (৫৩)।’

২৭: সুতরাং তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কাফির হয়েছিলো, বললো, ‘আমরা তো তোমাকে আমাদের মত মানুষ দেখছি (৫৪), এবং আমরা দেখছিনা যে, তোমার অনুসরণ কেউ করেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে হীন লোকেরাই (৫৫), অগভীর দৃষ্টিতে (৫৬), এবং আমরা তোমাদের মধ্যে আমাদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা (৫৭), বরং আমরা তোমাদেরকে (৫৮) মিথ্যাবাদী মনে করি।’

২৮: বললো, ‘হে আমার সম্প্রদায়! হাঁ বলোতো, যদি আমি আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই (৫৯) এবং তিনি আমাকে তার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করে থাকেন (৬০), অতঃপর তোমরা সে বিষয়ে অন্ধ হয়ে থাকো, আমরা কি সেটাকে তোমাদের গলায় বেঁধে দেবো আর তোমরা অসন্তুষ্ট হও (৬১)?’

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَ الْاَصَمِّ وَ الْبَصِيْرِ وَ السَّمِيْعِ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۴﴾

رکوع-۳

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ ۫ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۲۵﴾

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۶﴾

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّاْیِ ۚ وَ مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿۲۷﴾

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَ اٰتٰىنِیْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿۲۸﴾

টীকা-৪৯: অর্থাৎ কাফির ও মু’মিনের

টীকা-৫০: কাফিরের উপমা ঐ ব্যক্তির মতো, যে না দেখতে পায়, না শুনতে পায়। এ হচ্ছে অসম্পূর্ণ। আর মু’মিনের উপমা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দেখে ও শুনে। সে হচ্ছে পরিপূর্ণ। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে।

টীকা-৫১: কখনো নয়।

টীকা-৫২: তিনি সম্প্রদায়কে বললেন

টীকা-৫৩: হযরত ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু তাআ’লা আনহুমা) বলেন যে, হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) চল্লিশ বছর পর নাবীরূপে প্রেরিত হন। আর ৯৫০ বছর যাবৎ আপন সম্প্রদায়কে ঈমানের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তিনি তুফানের পরও ৬০ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন। সুতরাং তাঁর বয়স হয় সর্বমোট ১০৫০ বছর। এতদ্ব্যতীত ও তাঁর বয়স সম্পর্কে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৫৪: এ ভ্রান্তিতে বহু জাতি লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকে। ক্বুরআন পাকে স্থানে স্থানে তাদের আলোচনা রয়েছে। এ উম্মতের মধ্যে অনেক হতভাগ্য নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ‘মানুষ’ বলে আখ্যায়িত করে। তাঁর সমতুল্য হবার ভ্রান্ত ধারণা রাখে। আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন।

টীকা-৫৫: ‘হীন লোকেরা’ দ্বারা তাদের ঐসব লোকের কথাই বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের দৃষ্টিতে হীন পেশা অবলম্বন করেছিলো। আর বাস্তব ঘটনা হলো, তাদের এ উক্তি ছিলো তাদের নিছক অজ্ঞতারই ফসল। কারণ, মানুষের মর্যাদা দ্বীনের অনুসরণ ও রসূলের আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত, সম্পদ, পদ-মর্যাদা ও পেশার এ কোন দখল নেই। দ্বীনদার ও সচ্চরিত্রবান পেশাদার লোককে ঘৃণার চোখে দেখা ও তুচ্ছজ্ঞান করা মূর্খতা মাত্র।

টীকা-৫৬: অর্থাৎ কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই-

টীকা-৫৭: সম্পদ ও রাজত্বের ক্ষেত্রে তাদের এ উক্তিও মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা, আল্লাহ এর নিকট বান্দার জন্য ঈমান ও আনুগত্যই মর্যাদার মাপকাঠি, ধন-সম্পদ ও রাজত্ব নয়।

টীকা-৫৮: (হে নূহ তোমাকে) নাবূয়্যাতের দাবীতে এবং তোমার অনুসারীদেরকে সেটার সত্যায়নের ক্ষেত্রে

টীকা-৫৯: যা আমার দাবীর সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেয়

টীকা-৬০: অর্থাৎ নাবূয়্যাত দান করেন,

টীকা-৬১: এবং ঐ প্রমাণকে অপছন্দ করেছো?

টীকা-৬২: অর্থাৎ রিসালাতের বাণী পৌঁছানোর পরিবর্তে

টীকা-৬৩: যাতে তা প্রদান করা তোমাদের উপর বোঝা না হয়,

টীকা-৬৪: এটা হযরত নূহ (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাদের ঐ কথার জবাবরূপে বলেছিলেন, যা তারা বলতো। তা হচ্ছে- "হে নূহ! হীন লোকদেরকে আপনার বৈঠক থেকে বের করে দিন, যাতে আমাদের আপনার মজলিশে বসতে লজ্জাবোধ না হয়। "

টীকা-৬৫: এবং তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হবে, কাজেই, আমি তাদেরকে কিভাবে বের করে দিই?

টীকা-৬৬: ঈমানদারগণকে 'হীনলোক' বলে আখ্যায়িত করছো এবং তাঁদের মূল্যায়ন করছো না আর জানো না যে, তাঁরা তোমাদের চেয়ে উত্তম।

টীকা-৬৭: হযরত নূহ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسۡلِيۡمَاتِ)- এর সম্প্রদায় তাঁর নাবুয়্যাত সম্পর্কে তিনটা সন্দেহ করেছিলোঃ

প্রথম সন্দেহ হচ্ছে مَا نَرٰی لَکُمۡ عَلَیۡنَا مِنۡ فَضۡلٍ (আমরা তো তোমাদের মধ্যে আমাদের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা) অর্থাৎ "তোমরা তো ধন-সম্পদের মধ্যে আমাদের চেয়ে অধিক নও। "

এর জবাবে হযরত নূহ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বলেন, لَاۤ اَقُوۡلُ لَکُمۡ عِنۡدِیۡ خَزَآئِنُ اللّٰهِ অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহ এর ধন-ভান্ডার সমূহ রয়েছে। " সুতরাং তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমি কখনো ধন-সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিনি আর পার্থিব সম্পদের প্রতি তোমাদেরকে আশাবাদীও করিনি এবং আমার দাওয়াতকে ধন-সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত করিনি। সুতরাং তোমরা একথা বলার কিভাবে উপযোগী হও যে, "আমরা তোমাদের মধ্যে সম্পদের দিক দিয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা। " আর তোমাদের এ আপত্তি নিছক অর্থহীন।

২৯: এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট এর পরিবর্তে (৬২) কোন ধন-সম্পদ চাইনা (৬৩), আমার প্রতিদান তো আল্লাহরই উপর রয়েছে এবং আমি মুসলমানদেরকে বিতাড়নকারী নই (৬৪), নিশ্চয় তারা আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারী (৬৫), কিন্তু আমি তোমাদেরকে নিরেট মূর্খ লোকরূপেই পাচ্ছি (৬৬)।	وَ یٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ مَالًا ؕ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا ؕ اِنَّهُمۡ مُّلٰقُوۡا رَبِّهِمۡ وَ لٰکِنِّیۡۤ اَرٰىکُمۡ قَوۡمًا تَجۡهَلُوۡنَ ﴿۲۹﴾
৩০: হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে আল্লাহ থেকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তাদেরকে বিতাড়িত করি? তবুও কি তোমরা মনোযোগ দিচ্ছো না?'	وَ یٰقَوۡمِ مَنۡ یَّنۡصُرُنِیۡ مِنَ اللّٰهِ اِنۡ طَرَدۡتُّهُمۡ ؕ اَفَلَا تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۳۰﴾
৩১: এবং আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ এর ধন-ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, এবং না এও যে, আমি অদৃশ্য জেনে নিই, আর এ কথা বলি না যে, আমি ফিরিশতা হই (৬৭) এবং আমি তাদেরকে এ কথা বলিনা যাদেরকে তোমাদের দৃষ্টি হীন মনে করে যে,'আল্লাহ কখনও তাদেরকে কোন মঙ্গল দেবেননা।'	وَ لَاۤ اَقُوۡلُ لَکُمۡ عِنۡدِیۡ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعۡلَمُ الۡغَیۡبَ وَ لَاۤ اَقُوۡلُ اِنِّیۡ مَلَکٌ وَّ لَاۤ اَقُوۡلُ لِلَّذِیۡنَ تَزۡدَرِیۡۤ اَعۡیُنُکُمۡ لَنۡ یُّؤۡتِیَهُمُ اللّٰهُ خَیۡرًا ؕ

দ্বিতীয় সন্দেহ হযরত নূহ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায় এটাই করেছিলো- مَا نَرٰىکَ اتَّبَعَکَ اِلَّا الَّذِیۡنَ هُمۡ اَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّاۡیِ অর্থাৎ "আমরা দেখতে পাচ্ছিনা যে, কেউ তোমার অনুসরণ করেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে হীন লোকেরা, অগভীর দৃষ্টিতে। " (এতে তাদের) উদ্দেশ্য ছিলো যে, 'তারাও শুধু প্রকাশ্যভাবে মু'মিন, আন্তরিকভাবে নয়।' এর জবাবে হযরত নূহ (عَلَيۡهِ السَّلَام) বললেন, "আমি একথা বলছিনা যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জেনে নিই। " তখন আমার বিধি-বিধানগুলো অদৃশ্য জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল হতো। তখন তোমাদেরও এ আপত্তি করার সুযোগ থাকতো। যখন আমি একথা বলিই নি তখন আপত্তিও অযথা। শরীয়তের মধ্যে প্রকাশ্য অবস্থারই গুরুত্ব দেয়া হয়। সুতরাং তোমাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে, لَاۤ اَعۡلَمُ الۡغَیۡبَ (আমি অদৃশ্য জানিনা) বলার মধ্যে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে এ কথার প্রতিও সুক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কারো গোপনীয় বিষয়ের উপর হুকুম দেয়া তাঁরই কাজ, যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। আমি তো তা দাবী করিনি, নাবী হওয়া সত্ত্বেও। তোমরা কিভাবে বলছো যে, তাঁরা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি?

তৃতীয় সন্দেহ উক্ত সম্প্রদায়ের এ ছিলো যে, مَا نَرٰىکَ اِلَّا بَشَرًا مِّثۡلَنَا অর্থাৎ "আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষই দেখতে পাচ্ছি। "

এর জবাবে তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে একথা বলছি না যে, আমি ফিরিশতা। " অর্থাৎ, আমি আমার দাওয়াতকে নিজে ফিরিশতা হওয়ার উপর নির্ভরশীল করিনি, যাতে তোমাদের আপত্তি করার অবকাশ হতো যে, 'প্রকাশ তো করছেন নিজেকে একজন ফিরিশতা, অথচ হলেন একজন মানুষ।' সুতরাং তোমাদের এ আপত্তিও বাতিল।

টীকা-৬৮: সৎ কাজ, না অসৎকাজ, নিষ্ঠা, না কপটতা।

টীকা-৬৯: অর্থাৎ যদি আমি তাদের প্রকাশ্য ঈমানের দিকটাকে অস্বীকার করে তাদের অন্তরের অবস্থার বিরুদ্ধে অপবাদ দিই এবং তাদেরকে বের করে দিই, তবে

টীকা-৭০: এবং আল্লাহ এর প্রশংসাক্রমে, আমি যালিমদের কখনো অন্তর্ভুক্ত নই। সুতরাং আমি কখনো এমন করবোনা।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (۳۱)
قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۳۲)
قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (۳۳)
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۗ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (۳۴)
اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ (۳۵)

ركوع-٤

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (۳۶)
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ (۳۷)
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۟ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۗ قَالَ

আল্লাহ ভালভাবে জানেন যা কিছু তাদের অন্তরে রয়েছে (৬৮)। এমন করলে (৬৯) অবশ্যই আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবো (৭০)।'

৩২: (তারা) বললো, 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করছো এবং অতিমাত্রায় ঝগড়া করছো, সুতরাং তা নিয়ে এসো যেটার (৭১) আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

৩৩: বললো, 'সেটা তো আল্লাহ তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন যদি চাও। আর তোমরা ঠেকাতে পারবেনা (৭২)।

৩৪: এবং তোমাদেরকে আমার উপদেশ উপকার দেবে না যদিও আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি, যখন আল্লাহ তোমাদের পথভ্রষ্টতা চান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে (৭৩)।'

৩৫: তারা কি বলে, 'তিনি সেটা মনগড়াভাবে রচনা করে নিয়েছেন (৭৪)? আপনি বলুন, 'যদি আমি রচনা করে থাকি তবে আমার পাপ আমার উপরই বর্তাবে (৭৫) এবং আমি হলাম তোমাদের পাপ থেকে পৃথক।'

রুকূ'-৪

৩৬: এবং নূহের প্রতি ওহী হয়েছে, 'তোমার সম্প্রদায় থেকে মুসলমান হবেনা কিন্তু যত সংখ্যক লোক ঈমান এনেছেন। সুতরাং তুমি দুঃখ করো না তজ্জন্য, যা তারা করছে (৭৬)।

৩৭: এবং নৌকা নির্মাণ করো আমারই সামনে (৭৭) এবং আমারই নির্দেশে, এবং যালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলোনা (৭৮), তাদেরকে অবশ্যই ডুবিয়ে মারা হবে (৭৯)।

৩৮: এবং নূহ নৌকা নির্মাণ করেছেন, আর যখন তাঁর সম্প্রদায়-প্রধানরা তাঁর নিকট দিয়ে যেতো তখন উপহাস করতো (৮০),

টীকা-৭১: অর্থাৎ শাস্তির

টীকা-৭২: তাঁকে, শাস্তি প্রদানে, অর্থাৎ তোমরা না সেই শাস্তিতে বাধা দিতে পারবে, না তা থেকে বাঁচতে পারবে।

টীকা-৭৩: পরকালে, তিনিই তোমাদের কর্মসূহের প্রতিফল দেবেন।

টীকা-৭৪: এবং এভাবে, তারা আল্লাহ এর কালাম এবং সেটার বিধি-বিধান মান্য করা থেকে বিরত থাকে ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় এবং তাঁরই প্রতি মিথ্যা-বানোয়াট কথা-বার্তাকে সম্পৃক্ত করে, যাঁর সত্যতা সুস্পষ্ট অকাট্য দলীলাদি ও শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে? সুতরাং এখন তাদের উদ্দেশ্য

টীকা-৭৫: অবশ্যই সেটার শাস্তি আসবে, কিন্তু আল্লাহ এর প্রশংসাক্রমে, আমি সত্যবাদী। তোমরা বুঝে নাও যে, তোমাদের অস্বীকারের পরিণামফল তোমাদের উপরই বার্তাবে।

টীকা-৭৬: অর্থাৎ কুফর, আপনাকে অস্বীকার করা এবং আপনাকে কষ্ট দেয়া। কারণ, এখন তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সময় এসে গেছে।

টীকা-৭৭: আমারই তত্ত্বাবধাণে আমারই শিক্ষা দ্বারা,

টীকা-৭৮: অর্থাৎ তাদের পক্ষে সুপারিশ এবং শাস্তি অপসারণের প্রার্থনা করবেন না। কেননা, তাদের নিমজ্জিত হওয়া অবধারিত হয়ে গেছে।

টীকা-৭৯: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আল্লাহ এর নির্দেশে 'শাল বৃক্ষ' রোপন করলেন। বিশ বছরে সেই বৃক্ষটা তৈরী হলো। এ সময়সীমার মধ্যে কোন সন্তানই জন্মগ্রহণ করেনি। ইতিপূর্বে যে সন্তান জন্মলাভ করেছিলো তারা বয়োপ্রাপ্ত হলো। তারাও হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। আর হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) 'নৌকা' তৈরী করার কাজে মশগুল হয়ে গেলেন।

টীকা-৮০:আর বলতো, "হে নূহ! তুমি কি করছো?" তিনি বলতেন, "এমন বাসস্থান তৈরী করছি, যা পানির উপর চলতে পারে।" তা শুনে তারা উপহাস করতো। কেননা, তিনি নৌকা নির্মান করতেন জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ছিলোনা। তখন ঐসব লোক উপহাস করে একথাও বলতো, "প্রথমে তো আপনি নাবী ছিলেন, এখন কি ছুতার মিস্ত্রী হয়ে গেলেন?"

টীকা-৮১ঃ তোমাদেরকে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে দেখে।

টীকা-৮২ঃ নৌকা দেখে। বর্ণিত আছে যে, এ নৌকা দু'বছরের অভ্যন্তরে তৈরী হয়েছিলো। সেটার দৈর্ঘ্য তিনশ গজ, প্রস্থ ছিলো পঞ্চাশ গজ এবং উচ্চতা ত্রিশ গজ। (এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমত আছে *) ঐ নৌকার তিনটা স্তর নির্মাণ করা হয়। নিম্নস্তরে বন্যপশু ও হিংস্র জন্তু এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গ (هَوَامّ), মধ্যম স্তরে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ ইত্যাদি এবং উচ্চ স্তরে খোদ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) ও তাঁর সঙ্গীগণ, আর হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দেহ মুবারক, যা পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের মধ্যখানে অন্তরায় ছিলো, খাদ্য ইত্যাদি সামগ্রীও ছিলো। পাখীগুলোও উচ্চ স্তরে ছিলো। (খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-৮৩ঃ পৃথিবীতে এবং সেটা হচ্ছে- নিমজ্জিত হবার শাস্তি।

সূরাঃ ১১ হূদ	১৩	মানযিল-৩	পারাঃ ১২

বললা, 'যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস করো তবে আমরাও একসময় তোমাদেরকে উপহাস করবো (৮১), যেমন তোমরা উপহাস করছো (৮২)।
৩৯: সুতরাং অনতিবিলম্বে জেনে নেবে কার উপর আসছে ঐ শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করবে (৮৩) এবং আপতিত হবে ঐ শাস্তি যা স্থায়ী হবে (৮৪)।'
৪০: অবশেষে, যখন আমার আদেশ আসলো (৮৫) এবং উনান উথলে উঠলো (৮৬) আমি বললাম, 'নৌকায় উঠিয়ে নাও প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক জোড়া করে- নর ও মাদী এবং যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে (৮৭) তারা ব্যতীত আপন পরিবার-পরিজনকে ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে,' এবং তার সাথে মুসলমান ছিলোনা কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (৮৮)।
৪১: এবং বললো, 'এতে আরোহন করো (৮৯), আল্লাহ এর নামে সেটার গতি ও সেটার স্থিতি (৯০)। আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু।
৪২: এবং সেটাই তাদেরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো এমন সব তরঙ্গের মধ্যে যেমন পাহাড় (৯১) এবং নূহ আপন পুত্রকে আহ্বান করে

إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ
كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ
يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٩﴾
حَتّٰىٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا
احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ
أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ
اٰمَنَ ؕ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾
وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا
وَمُرْسٰىهَا ؕ إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾
وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۟
وَنَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ

টীকা-৮৪ঃ অর্থাৎ পরকালের শাস্তি।

টীকা-৮৫ঃ শাস্তি ও ধ্বংসের

টীকা-৮৬ঃ এবং পানি তা থেকে সবেগে উঠতে লাগলো। এখানে 'উনান' দ্বারা হয়ত ভূ-পৃষ্ঠ বুঝানো হচ্ছে, অথবা ঐ উনানই যার মধ্যে রুটি তৈরী করা হয়। এ প্রসঙ্গেও কতিপয় অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অভিমত এ যে, সেই উনান পাথরের তৈরী ছিলো। তা হযরত হাওয়া (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এরই, যা তিনি (হযরত নূহ) মীরাস হিসেবে পেয়েছিলেন এবং সেটা সিরিয়ার মধ্যে ছিলো অথবা ভারতে। আর সেই উনান উথলে ওটা শাস্তি আসারই পূর্বাভাষ ছিলো।

টীকা-৮৭ঃ অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো। আর তা দ্বারা তাঁর স্ত্রী 'ওয়াইলাহ্' বুঝায়, যে ঈমান আনে নি এবং তাঁর পুত্র 'কিন'আন'। সুতরাং হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام), তাদের সবাইকে আরোহন করালেন। পশু তাঁর নিকট আসতো আর তাঁর বরকতময় ডান হাত নরের উপর ও বাম হাত মাদীর উপর পড়তো। এভাবেই তিনি সেগুলোকে আরোহন করিয়ে নিচ্ছিলেন।

টীকা-৮৮ঃ হযরত মুক্বাতিল বলেছেন যে, সর্বমোট নর-নারীর সংখ্যা ছিলো ৭২ (বাহাত্তর) এবং এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমতও রয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহই অবগত আছেন। তাদের সংখ্যা কোন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

টীকা-৮৯ঃ এটা বলতে বলতে যে,

টীকা-৯০ঃ এতে এ শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার উচিত যে, যখন সে কোন কাজ করতে চায়, তখন সেটা 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করেই আরম্ভ করবে যাতে উক্ত কাজে বরকত হয় আর তা কৃতকার্যতারও কারণ হয়।

হযরত দাহ্হাক বলেছেন যে, যখন হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এটা ইচ্ছা করতেন যে, নৌকা চালিত হোক, তখন 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতেন। তখনই নৌকা চলতে থাকতো। আর যখন চাইতেন যে, নৌকা থেমে যাক, তখনও 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করতেন। তৎক্ষণাৎ তা থেমে যেতো।

টীকা-৯১ঃ চল্লিশ রাত ও দিন যাবৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতে এবং যমীন থেকে পানি উথলাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পাহাড়-পর্বত ডুবে গেলো।

* নৌকাটা সেগুন কাঠের তৈরী, ১২০০ গজ দৈর্ঘ, ৬০০ গজ প্রস্থ এবং ৩০০ গজ উচ্চতা সম্পন্ন। (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান)

টীকা-৯২ঃ অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে পৃথক ছিলো, তাঁর সাথে (নৌকায়) আরোহন করেনি।

وَ كَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ (٤٢)
قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ (٤٣)
وَ قِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَ غِيْضَ الْمَآءُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤٤)
وَ نَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ (٤٥)
قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﱟ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٤٦)
قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٤٧)
قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَ عَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ

বললো, অথচ সে তার নিকট থেকে পৃথক ছিলো (৯২), 'হে আমার পুত্র। আমাদের সাথে আরোহন করো, এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়োনা (৯৩)।'

৪৩: সে বললো, 'এখনই আমি কোন পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি। তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।' বললো, 'আজ আল্লাহ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করবেন।' এবং তাদের মধ্যখানে তরঙ্গ আড়াল হলো। অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো (৯৪)।

৪৪: এবং নির্দেশ দেয়া হলো, 'হে যমীন, তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আসমান, থেমে যাও।' এবং পানি শুকিয়ে দেয়া হলো। আর কার্য সমাপ্ত হলো এবং নৌকা (৯৫) জুদী-পর্বতের উপর থেমে গেলো (৯৬)। আর বলা হলো, 'দূর হোক। ইনসাফহীন লোকেরা।'

৪৫: এবং নূহ আপন প্রতিপালককে আহ্বান করলো। আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক। আমার পুত্রও তো আমার পরিবারভুক্ত (৯৭) এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সবচেয়ে বড় নির্দেশদাতা (৯৮)।'

৪৬: ইরশাদ করলেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয় (৯৯), নিঃসন্দেহে, তার কর্ম বড়ই অনুপযুক্ত। তুমি আমার নিকট ঐ কথা বলো না যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই (১০০)। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।'

৪৭: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিকট ঐ বস্তুর জন্য প্রার্থনা করা থেকে, যে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই এবং তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো।'

৪৮: বলা হলো, 'হে নূহ। নৌকা থেকে অবতরণ করো। আমারই পক্ষ থেকে শান্তি এবং বরকতসমূহের সাথে (১০১), যেগুলো তোমার উপর রয়েছে এবং তোমার সঙ্গেকার কিছু সম্প্রদায়ের উপর (১০২)।

টীকা-৯৩ঃ যাতে ধ্বংস হয়ে যাও। এ পুত্র 'মুনাফিক্ব' ছিলো। তার পিতার সামনে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো, আর গোপনে কাফিরদের সাথে একমত ছিলো। (হোসাঈনী)

টীকা-৯৪ঃ যখন প্লাবন তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছলো আর কাফিরগণ নিমজ্জিত হলো, তখন আল্লাহ এর নির্দেশ এলো।

টীকা-৯৫ঃ ছয় মাস ধরে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে

টীকা-৯৬ঃ যা মসুল অথবা সিরিয়ার সীমানায় অবস্থিত। হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) নৌকার মধ্যে ১০ই রজব আরোহণ করেছিলেন এবং ১০ই মুহাররাম জূদী পর্বতের উপর থেমে গেলো। তখন তিনি এর শুকরিয়ার উদ্দেশ্যে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।

টীকা-৯৭ঃ এবং তুমি আমাকে ও আমার পরিবারভূক্তদেরকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো।

টীকা-৯৮ঃ কাজেই, এতে কি রহস্য রয়েছে? শেখ আবুল মানসূর মাতুরীদী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন, "হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর পুত্র কিন'আন মুনাফিক্ব ছিলো এবং তাঁর সামনে নিজেকে মু'মিন বলে প্রকাশ করতো। যদি সে তার কুফরকে প্রকাশ করে দিতো তবে তিনি আল্লাহ এর দরবারে তার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন না। (মাদারিক)

টীকা-৯৯ঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বংশীয় আত্মীয়তা অপেক্ষা ধর্মীয় আত্মীয়তা অধিক শক্তিশালী।

টীকা-১০০ঃ যে, তা প্রার্থনা করার উপযোগী কিনা।

টীকা-১০১ঃ এবং ঐসব বরকত দ্বারা তাঁর বংশধর ও তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়েছে যে, অধিক সংখ্যক নাবী ও দ্বীনী ইমামগণ তাঁর পবিত্র বংশ থেকে জন্মলাভ করেন। তাঁদের সম্পর্কেই ইরশাদ করেছেন যে, এসব বরকত হচ্ছে

টীকা-১০২ঃ মুহাম্মাদ ইবনে কা'আব খাযা'ঈ বলেছেন যে, ঐসব দলের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন হবে, তাদের প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-১০৩: এটা দ্বারা হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর পর জন্মলাভকারী কাফির সম্প্রদায়ের কথা বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত ব্যাপক সুখ-শান্তি ও প্রচুর রিযক্ব দান করবেন।

টীকা-১০৪: পরকালে।

টীকা-১০৫: এ সম্বোধন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কেই করা হয়েছে।

টীকা-১০৬: খবর দেয়া

টীকা-১০৭: আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনসমূহের উপর, যেমন হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ করেছেন।

টীকা-১০৮: যে, পৃথিবীতে বিজয়ী ও খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পরকালে পুরস্কৃত ও সাওয়াবপ্রাপ্ত।

وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۴۸)

এবং এমন কিছু সম্প্রদায় আছে, যাদেরকে আমি দুনিয়া উপভোগ করতে দেবো (১০৩) অতঃপর তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে বেদনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে (১০৪)।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ (۴۹)

৪৯: এ সমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ আমি আপনারই প্রতি ওহী করছি (১০৫)। সেগুলো না আপনি জানতেন, না আপনার সম্প্রদায়, এ (১০৬)-র পূর্বে, সুতরাং ধৈর্যধারণ করো (১০৭)। নিঃসন্দেহে, শুভ-পরিণাম পরহেযগারদের জন্যই (১০৮)।

রুকূ'-৫

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ (۵۰)

৫০: এবং আদ-সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের স্বীয় সম্প্রদায়ের লোক হূদকে (১০৯)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়। আল্লাহ এরই ইবাদত করো (১১০), তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী (১১১)।

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۗ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (۵۱)

৫১: হে সম্প্রদায়। আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাচ্ছিনা। আমার প্রতিদান তো তাঁরই দায়িত্বে রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (১১২)। তবুও কি তোমাদের বোধশক্তি নেই (১১৩)?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

৫২: এবং হে আমার সম্প্রদায়। (তোমরা) আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো (১১৪)। অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো।

টীকা-১০৯: 'নাবী' করে পাঠিয়েছি। হযরত হূদ عَلَيْهِ السَّلَام কে 'اَخٌ' (ভাই) বংশানুসারে বলা হয়েছে। এ কারণে, হযরত অনুবাদক (আলা হযরত) কুদ্দিসা এ শব্দের অনুবাদ করেছেন (اَخٌ) 'স্বীয় সম্প্রদায়' এবং (আল্লাহ তাঁর মর্যাদাকে আরো বুলন্দ করুন।)

টীকা-১১০: তাঁরই একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী থাকো তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা,

টীকা-১১১: যেমন- মূর্তিগুলোকে আল্লাহ এর শরীক স্থির করছো।

টীকা-১১২: যতজন রাসূল তাশরীফ এনেছেন সবাই আপন আপন সম্প্রদায়কে এটাই বলেছেন। আর নির্মল উপদেশ হচ্ছে সেটাই, যা কোন লোভের বশবর্তী হয়ে করা হয়না।

টীকা-১১৩: যাতে এতটুকু বুঝতে পারো যে, যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে উপদেশ দেয় সে নিঃসন্দেহে হিতকামী সত্য। পক্ষান্তরে, অসৎকর্মপরায়ণ, যে কাউকে পথভ্রষ্ট করে, সে অবশ্যই কোন না কোন কুউদ্দেশ্যে এবং কোন না কোন হীন স্বার্থেই করে থাকে। এটা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা যায়।

টীকা-১১৪: ঈমান এনে। যখন আদ সম্প্রদায় হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দাওয়াত কবূল করেনি তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদের কুফরের কারণে তিন বছর যাবৎ বৃষ্টি বর্ষণ মওকুফ করে দিলেন এবং অতি মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। আর তাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধ্যা করে দিলেন। যখন ঐসব লোক খুব পেরেশান হয়ে পড়লো, তখন হযরত হূদ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি তারা আল্লাহ এর উপর ঈমান আনে, তাঁর রসূলকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং তাঁর নিকট তাওবাহ ও ইস্তিগফার (অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা) করে তবে আল্লাহ তাআ'লা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আর তাদের ভূমিগুলোকে সুজলা-সুফলা করে নতুন জীবন দান করবেন এবং শক্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

হযরত ইমাম হাসান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) একদা হযরত আমিরে মুয়া'বিয়া (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন তাঁকে আমিরে মু'আবিয়ার একজন কর্মচারী বললো, "আমি একজন ধনী লোক, কিন্তু আমার কোনো সন্তান নেই। আমাকে এমন কিছু বলে দিন, যার ফলে আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন।" তিনি বললেন, "ইস্তিগফার পড়তে থাকো।" লোকটা 'ইস্তিগফার' এর মাত্রা এত বৃদ্ধি করলো যে, প্রতিদিন সাতশ বার ইস্তিগফার পড়তে আরম্ভ করলো। এর বরকতে সে ব্যক্তির দশটা পুত্রসন্তান জন্মলাভ করলো। এর সংবাদ হযরত মু'আবিয়ার নিকট পৌঁছলো। তখন তিনি এ লোকটাকে

বললেন, "তুমি হযরত ইমামকে একথাও কেন জিজ্ঞাসা করনি যে, এ আমলটা তিনি কোন উৎস থেকে বলেছেন।" দ্বিতীয়বার যখন হযরত ইমামের সাথে লোকটার সাক্ষাৎ হলো, তখন সে তাঁকে তা জিজ্ঞাসা করলো। হযরত ইমাম বললেন, "তুমি কি হযরত হূদ এর উক্তি শুনোনি? তিনি বলেছিলেন- يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ ["তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে শক্তির সাথে শক্তি বাড়িয়ে দেবেন] এবং হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এ ইরশাদ- 'يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ' (তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অধিক জীবিকা ও সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে অধিক ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) কুরআনী আমল।

يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ (٥٢)

(তিনি) তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি আছে তা অপেক্ষা আরো অধিক দেবেন (১১৫)। এবং অপরাধ করে মুখ ফিরিয়ে নিওনা (১১৬)।'

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ (٥٣)

৫৩: (তারা) বললো, 'হে হূদ! তুমি কোন প্রমাণ নিয়ে আমাদের নিকট এসোনি (১১৭) এবং আমরা শুধু তোমার কথায় আমাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দেবার নই, না তোমরা কথায় বিশ্বাস করবো।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (٥٤)

৫৪: আমরাতো এটাই বলি, আমাদের কোন খোদার অশুভ আক্রমণ তোমাকে স্পর্শ করবে (১১৮)।' বললো, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সবাই সাক্ষী হয়ে যাও যে, 'আমি অসন্তুষ্ট ওসব থেকে যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ ব্যতিত তাঁর শরীক স্থির করো।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ (٥٥)

৫৫: তোমরা সবাই মিলে আমার অমঙ্গল কামনা করো (১১৯), অতঃপর আমাকে অবকাশ দিওনা (১২০)।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٥٦)

৫৬: আমি আল্লাহ এর উপরই ভরসা করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। এমন কোন বিচরণকারী নেই (১২১) যার কপালের কেশগুচ্ছ (ঝুঁটি) তাঁর কুদরতের আয়ত্বে নেই (১২২)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালককে সরল পথেই পাওয়া যায়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَ

৫৭: অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি যা নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি (১২৩), এবং আমাদের প্রতিপালক তোমাদের স্থলে অন্যান্যদেরকে নিয়ে আসবেন (১২৪),

টীকা-১১৫: ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সহকারে।

টীকা-১১৬: আমার (দাওয়াত (দ্বীনের প্রতি আহ্বান) এর দিক থেকে।

টীকা-১১৭: যা তোমার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে এবং এ কথাটা তারা একেবারে ভুল ও মিথ্যা বলেছিলো। হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে যেসব মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোকে অস্বীকার করলো।

টীকা-১১৮: অর্থাৎ 'তুমি যে বোতগুলোকে মন্দ বলছো, এ কারণে সেগুলো তোমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে।' এতে তাদের উদ্দেশ্য এ যে, এখন যা কিছু বলছো তা উন্মাদনার কথা।' (আল্লাহ এরই আশ্রয়।)

টীকা-১১৯: অর্থাৎ তোমরা ও সেগুলো যেগুলোকে তোমরা উপাস্য মনে করছো সবাই মিলে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করো।

টীকা-১২০: আমাকে তোমাদের ও তোমাদের উপাস্যগুলোর এবং তোমাদের ধোকাবাজিগুলোর কোনো পরোয়া নেই।

আর তোমাদের মর্যাদা ও ক্ষমতার কোন ভয় আমার নেই। যেগুলোকে তোমরা উপাস্য বলছো, সেগুলোতো প্রাণহীন জড়বস্তু,না কারো কোন উপকার করতে পারে, না কোন অপকার। সেগুলোর কি বাস্তবতা যে, সেগুলো আমাকে উন্মাদ করতে পারে? এটা হযরত (হূদ عَلَيْهِ السَّلَام) মু'জিযা যে, তিনি এ ক্ষমতাবান, প্রতিহিংসাপরায়ণ, শক্তিশালী ও (মর্যাদাবান) সম্প্রদায়কে যারা তাঁর খুনের পিপাসু, প্রাণের শত্রু ছিলো, এ ধরনের উপদেশ বাক্য বলেছিলেন এবং মোটেই ভয় করেন নি। আর সেই সম্প্রদায় চূড়ান্ত পর্যায়ের শত্রুতা ও দুশমনী সত্ত্বেও তাঁর ক্ষতিসাধন করতে অক্ষম থেকে যায়।

টীকা-১২১: এতে বনী-আদম ও পশু অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

টীকা-১২২: অর্থাৎ তিনিই সবার মালিক এবং সবার উপর বিজয়ী, শক্তিমান ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী।

টীকা-১২৩: এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে,

টীকা-১২৪: অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং যেই বিধানাবলী আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি সেগুলো গ্রহণ না করো

তবে, আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন। আর তোমাদের স্থলে অপর এমন এক জাতিকে তোমাদের দেশ ও ধন-সম্পদের মালিক করে দেবেন, যারা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং তাঁরই ইবাদত করে।

টীকা-১২৫: কেননা, তিনি এ থেকে পবিত্র যে, কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে। কাজেই, তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষতি যা হবার আছে তা তোমাদেরকেই পেয়ে বসবে।

لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۵۷﴾

এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধণ করতে পারবেনা (১২৫)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী (১২৬)।'

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۵۸﴾

৫৮: এবং যখন আমার নির্দেশ আসলো তখন আমি হূদ ও তাঁর সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে (১২৭) আমার অনুগ্রহ করে রক্ষা করেছি (১২৮) এবং তাদেরকে (১২৯) কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দিয়েছি।

وَتِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۵۹﴾

৫৯: এবং এ 'আদ সম্প্রদায় (১৩০), যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিলো এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরন করেছিলো।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿۶۰﴾

৬০: এবং তাদের পেছনে লেগেছিলো এ দুনিয়ায় অভিসম্পাত এবং ক্বিয়ামতের দিনে। শুনে নাও। নিশ্চয় আদ-সম্প্রদায় আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। ওহে, দূর হোক 'আদ, হূদের সম্প্রদায়।

রুকূ'-৬

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿۶۱﴾

৬১: এবং সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের স্বগোত্রীয় সালিহকে (১৩১)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়। আল্লাহ এর ইবাদত করো (১৩২), তিনি ব্যতীত তোমাদরে অন্য কোন উপাস্য নেই (১৩৩)। তিনি তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন (১৩৪) এবং তিনি সেটাতেই তোমাদেরকে আবাদ করেছেন (১৩৫)। সুতরাং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করো। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটেই, প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ اَتَنْهٰنَاۤ

৬২: (তারা) বললো, 'হে সালিহ! এর পূর্বেতো তুমি আমাদের মধ্যে আশপ্রদ মনে করা হতে (১৩৬)

টীকা-১২৬: এবং কারো কথা ও কাজ তাঁর নিকট গোপন নয়। হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায় উপদেশ গ্রহণ করেনি, তখন সত্য ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআ'লা এর দরবার থেকে তাদের শাস্তির নির্দেশ কার্যকর হলো।

টীকা-১২৭: যাদের সংখ্যা চার হাজার ছিলো,

টীকা-১২৮: এবং 'আদ সম্প্রদায়' কে 'প্রচন্ড বাতাস' এর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছি।

টীকা-১২৯: অর্থাৎ মুসলমানদেরকে যেমন দুনিয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি, তেমনি আখিরাতেরও।

টীকা-১৩০: এতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর (تِلْكَ) দ্বারা 'আদ সম্প্রদায়ের কবর ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করো, সেগুলো দেখো এবং শিক্ষা অর্জন করো।'

টীকা-১৩১: প্রেরণ করেছি। তখন হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে

টীকা-১৩২: এবং তাঁরই একত্ববাদকে স্বীকার করো

টীকা-১৩৩: শুধু তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-১৩৪: তোমাদের পিতামহ হযরত আদম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে তা থেকে সৃষ্টি করে আর তোমাদের বংশের উৎস -মূল বীর্যের উপাদানগুলোকে তা থেকে সৃষ্টি করে।

টীকা-১৩৫: এবং পৃথিবীতে তোমাদের দ্বারা আবাদ করেছেন। ইমাম দাহহাক 'اِسْتَعْمَرَكُمْ' এর অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন যে, 'তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন।' এমনকি, তাদের বয়স তিনশ বছর থেকে একহাজার পর্যন্ত হতো।

টীকা-১৩৬: "এবং আমরা আশা করতাম যে, আপনি আমাদের সরদার হবেন। কেননা, আপনি দূর্বলদের সাহায্য করতেন, অভাবীদেরকে দান করতেন।" যখন তিনি তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং বোতগুলোর মন্দ সমালোচনা করলেন তখন সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর দিক থেকে ভেস্তে গেলো এবং বলতে লাগলো-

اَنۡ نَّعۡبُدَ مَا یَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَا وَ اِنَّنَا لَفِیۡ شَکٍّ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَاۤ اِلَیۡهِ مُرِیۡبٍ ﴿۶۲﴾

তুমি কি আমাদেরকে আমাদের বাপ-দাদার উপাস্যগুলোর পূজা করতে বাধা দিচ্ছো? নিঃসন্দেহে, যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছো, আমরা তা দ্বারা এক মহা বিভ্রান্তি কর সন্দেহের মধ্যে আছি।'

قَالَ یٰقَوۡمِ اَرَءَیۡتُمۡ اِنۡ کُنۡتُ عَلٰی بَیِّنَۃٍ مِّنۡ رَّبِّیۡ وَ اٰتٰىنِیۡ مِنۡهُ رَحۡمَۃً فَمَنۡ یَّنۡصُرُنِیۡ مِنَ اللّٰهِ اِنۡ عَصَیۡتُهٗ ۟ فَمَا تَزِیۡدُوۡنَنِیۡ غَیۡرَ تَخۡسِیۡرٍ ﴿۶۳﴾

৬৩: বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! হাঁ, বলোতো, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেন (১৩৭), তবে আমাকে তাঁর থেকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি (১৩৮)? সুতরাং তোমরা ক্ষতি ব্যতীত আমার অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না (১৩৯)।'

وَ یٰقَوۡمِ هٰذِهٖ نَاقَۃُ اللّٰهِ لَکُمۡ اٰیَۃً فَذَرُوۡهَا تَاۡکُلۡ فِیۡۤ اَرۡضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوۡهَا بِسُوۡٓءٍ فَیَاۡخُذَکُمۡ عَذَابٌ قَرِیۡبٌ ﴿۶۴﴾

৬৪: এবং হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহ্ এরই উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শন। সুতরাং ওটা ছেড়ে দাও যাতে আল্লাহ্ এর জমিতে চরে এবং সেটার গায়ে মন্দভাবে হাত লাগিয়োনা, যেন তোমাদের উপর আশু শাস্তি আপতিত হয়ে (১৪০)।'

فَعَقَرُوۡهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوۡا فِیۡ دَارِکُمۡ ثَلٰثَۃَ اَیَّامٍ ؕ ذٰلِکَ وَعۡدٌ غَیۡرُ مَکۡذُوۡبٍ ﴿۶۵﴾

৬৫: অতঃপর তারা (১৪১) সেটার গোছগুলো কেটে দিলো। অতঃপর সালিহ্ বললো, 'তোমরা তোমাদের ঘরে আরো তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও (১৪২)। এটা প্রতিশ্রুতি, যা মিথ্যা হবার নয় (১৪৩)।'

فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّیۡنَا صٰلِحًا وَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَۃٍ مِّنَّا وَ مِنۡ خِزۡیِ یَوۡمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ الۡقَوِیُّ الۡعَزِیۡزُ ﴿۶۶﴾

৬৬: অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসলো, তখন আমি সালিহ্ ও তাঁর সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ পূর্বক (১৪৪) রক্ষা করেছি এবং ঐ দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক শক্তিমান, মর্যাদাবান।

وَ اَخَذَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوا الصَّیۡحَۃُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دِیَارِهِمۡ جٰثِمِیۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৭: এবং যালিমদেরকে ভয়ানয়ক শব্দ পেয়ে বসলো (১৪৫)। ফলে, ভোরে তারা নিজ নিজ ঘরে হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে রইলো,

کَاَنۡ لَّمۡ یَغۡنَوۡا فِیۡهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَاۡ کَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّثَمُوۡدَ ﴿۶۸﴾

৬৮: যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। শুনে নাও! নিশ্চয় 'সামূদ-সম্প্রদায়' তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। ওহে, লা'নত হোক সামূদ গোত্রের উপর।

রুকূ'-৭

وَ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِیۡمَ بِالۡبُشۡرٰی قَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ

৬৯: এবং নিশ্চয় আমার ফিরিশতারা ইব্রাহীমের নিকট (১৪৬) সুসংবাদ নিয়ে আসলো। তারা বললো, 'সালাম'। বললো (১৪৭), 'সালাম।'

টীকা-১৩৭: হিকমাত (প্রজ্ঞা) ও নবুয়্যাত দান করেন।

টীকা-১৩৮: রিসালাতের প্রচার ও মূর্তি পূজা থেকে বাধা দেয়ার মধ্যে।

টীকা-১৩৯: অর্থাৎ আমার মধ্যে তোমাদের ক্ষতির অভিজ্ঞতা আরো বেশি হবে

টীকা-১৪০: সামুদ সম্প্রদায় হযরত সালিহ (عَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর নিকট মু'জিযা তলব করেছিলো। (যার বিবরণ সূরা আ'রাফে দেয়া হয়েছে) তিনি আল্লাহ্ তাআ'লা এর নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ্ এর নির্দেশে পাথর থেকে উষ্ট্রী সৃষ্টি হলো। এ উষ্ট্রীটা তাদের জন্য নিদর্শন ও মু'জিযা ছিলো। এ আয়াতের মধ্যে এই সম্পর্কে বিধানাবলী ইরশাদ করা হয়েছে যে, "সেটাকে জমিতে চরতে দাও এবং কোনো প্রকার কষ্ট দিওনা। অন্যথায় দুনিয়াতে শাস্তিতে আক্রান্ত হবে এবং অবকাশ পাবে না।"

টীকা-১৪১: আল্লাহ্ এর নির্দেশের বিরোধিতা করলে এবং বুধবারে

টীকা-১৪২: অর্থাৎ জুমুআ'র দিন পর্যন্ত যা কিছু পার্থিব জীবনে উপভোগ করার আছে, করে নাও। শনিবার তোমাদের উপর শাস্তি আসবে। প্রথম দিন তোমাদের চেহারা হলদে বর্ণের (হয়ে যাবে)। দ্বিতীয় দিন লাল বর্ণের, তৃতীয় দিন অর্থাৎ জুমুআর দিন কালো বর্ণের হয়ে যাবে এবং শনিবার শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

টীকা-১৪৩: অতএব, অনুরূপই ঘটেছিলো।

টীকা-১৪৪: ঐসব বালা-মুসীবত থেকে-

টীকা-১৪৫: অর্থাৎ ভয়ানক গর্জন, যার আতংকে তাদের হৃদযন্ত্র ফেটে গিয়েছিলো আর তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো।

টীকা-১৪৬: শুভ্র-চেহারাধারী যুবকদের সুন্দর আকৃতিতে, হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (عَلَیۡهِمَا السَّلَام) এর জম্মের

টীকা-১৪৭: হযরত ইব্রাহীম (عَلَیۡهِ السَّلَام)

টীকা-১৪৮: তাফসিরকারকগণ বলেন যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অতিথি ব্যতীত খানা খেতেন না। তখনকার সময়ে ঘটনাক্রমে মনে হলো যে, দীর্ঘ পনেরো দিন ধরে কোন মেহমানই আসেনি। তিনি চিন্তায় ছিলেন। (অতঃপর) এসব অতিথিকে দেখতেই তিনি তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশনে তৎপর হলেন। যেহেতু তাঁর নিকট গরুই বেশী ছিলো, এ জন্য গরু বাছুরের ভাজা করা মাংস তাদেরকে পরিবেশনন করা হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) দস্তর খানার উপর গরুর মাংসই বেশীরভাগ থাকতো। আর তিনিও তা পছন্দ করতেন। গরুর মাংস ভক্ষণককারীরা যদি হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সুন্নাত পালন করার নিয়ত করে, তাহলে অধিক সাওয়াব লাভ করবে।

টীকা-১৪৯: শাস্তি দেয়ার জন্য

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ (٦٩)

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ؕ(٧٠)

وَ امْرَاَتُهٗ قَآىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ (٧١)

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجِيْبٌ (٧٢)

قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (٧٣)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَ جَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ؕ(٧٤)

অতঃপর অল্পক্ষণও বিলম্ব করেনি, একটা ভাজা করা গো-বৎস নিয়ে আসলো (১৪৮)।

৭০: অতঃপর যখন দেখলো যে, তাদের হাত খাদ্যের দিকে প্রসারিত হচ্ছেনা, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলো এবং মনে মনে তাদেরকে ভয় করতে লাগলো। তারা বললো, 'ভয় করবেন না। আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি (১৪৯) প্রেরিত হয়েছি।'

৭১: এবং তাঁর স্ত্রী (১৫০) দন্ডায়মান ছিলো। সে হাসতে লাগলো। অতঃপর আমি (১৫১) ইসহাক্বের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাক্বের পরবর্তী (১৫২) ইয়া'কূবের (১৫৩)।

৭২: সে বললো, 'হায়রে দুঃখ! আমার কি সন্তান হবে! এবং (আমি) হলাম বৃদ্ধা (১৫৪)। আর ইনি আমার স্বামী বৃদ্ধ (১৫৫)। নিঃসন্দেহে, এটাতো অদ্ভূত ব্যাপার।'

৭৩: ফিরিশতাগণ বললো, 'আল্লাহ এর কাজে কি তুমি বিষ্ময় বোধ করছো? আল্লাহ এর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ তোমাদের প্রতি রয়েছে, হে পরিবারবর্গ। নিঃসন্দেহে, (১৫৬) তিনিই হন সমস্ত প্রশংসার মালিক, সম্মানের অধিকারী।'

৭৪: অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভয় দূরীভূত হলো এবং তিনি সুংবাদ পেলেন, তখন আমাদের সাথে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে বাদানুবাদ করতে লাগলো (১৫৭)।

টীকা- ১৫০: হযরত সারাহ পর্দার অন্তরালে

টীকা-১৫১: তাঁর সন্তান

টীকা-১৫২: হযরত ইসহাকের সন্তান

টীকা-১৫৩: হযরত সারাহকে সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সন্তানের আনন্দ পুরুষের তুলনায় মেয়েরা বেশী অনুভব করে। তাছাড়া, এ কারণও ছিলো যে, হযরত সারাহর কোন সন্তান ছিলোনা। আর হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর (অপর স্ত্রী হযরত হাজিরার গর্ভের) সন্তান হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এ সুসংবাদের অন্তরালে অপর এক সংবাদ এও ছিলো যে, হযরত সারাহর বয়স এতই দীর্ঘায়িত হবে যে, তিনি পৌত্র পর্যন্ত দেখতে পাবেন।

টীকা-১৫৪: আমার বয়স ৯০ বছরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

টীকা-১৫৫: যাঁর বয়স একশ বিশ বছর পর্যন্ত হয়ে গেছে।

টীকা-১৫৬: ফিরিশতাদের বক্তব্যের অর্থ এ যে, 'তোমাদের আশ্চর্যবোধ করার কি আছে? তোমরা তো এমন ঘরে রয়েছো যা মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী এবং আল্লাহ তাআ'লা এর রহমত ও বরকতসমূহের অবতরণ-স্থল হয়ে আছে।'

মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীগণও 'আহলে বায়ত' (পরিবারবর্গ) এর অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-১৫৭: অর্থাৎ বাদানুবাদ করতে লাগলেন। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর বাদানুবাদে ছিলো যে, তিনি ফিরিশতাদেরকে বললেন, "লূতের সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহে যদি পঞ্চাশজন ঈমানদার থাকে তবুও কি তাদেরকে তোমরা ধ্বংস করবে? ফিরিশতারা বললেন, "না।" তিনি বললেন, "যদি ৪০ জন থাকে?" তাঁরা বললেন, "তবেও না" তিনি বললেন, "যদি৩০ জন থাকে?" তাঁরা বললেন, "তবেও না।" তিনি এভাবে বলে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, "যদি একজন মুসলমানও বিদ্যমান থাকে তবেও কি তাদেরকে ধ্বংস করবে? তারা বললেন, "না।" অতঃপর তিনি বললেন, "সেটার মধ্যে লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) রয়েছেন।" এর জবাবে ফিরিশতাগণ বললেন, "আমাদের জানা আছে, যাঁরা সেখানে রয়েছেন। আমরা হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত।" ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তিনি শাস্তি বিলম্বে আসা কামনা করতেন, যেন ঐ বস্তিবাসীদেরকে কুফর ও অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে আনার আরেকটা সময়-সুযোগ পাওয়া

যায়। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর গুণাবলী বর্ননা করে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৫৮: এসব গুণাবলীতে তাঁর কোমল হৃদয় এবং তাঁর সহানুভূতি ও দয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেগুলো বাদানুবাদের কারণে হয়েছিলো। ফিরিশতারা বললেন-

টীকা-১৫৯: সুন্দর সুন্দর আকৃতিতে। আর হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাঁদের গড়ন ও সৌন্দর্য দেখে সম্প্রদায়ের ব্যভিচার ও কুকর্মের কথা কল্পনা করে-

টীকা-১৬০: বর্ণিত আছে যে, ফিরিশতাদের প্রতি আল্লাহ এর নির্দেশ ছিলো যেন তাঁর লূতের সম্প্রদায়কে ততক্ষন পর্যন্ত ধ্বংস না করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) নিজেই ঐ সম্প্রদায়ের কুকর্মের উপর চারবার সাক্ষ্য দেবেন না। অতএব, যখন এ ফিরিশতাগণ হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি এ বস্তিবাসীদের অবস্থা জানা ছিলোনা?" ফিরিশতাগণ বললেন, "তাদের অবস্থা কি?" তিনি বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কর্মের দিক দিয়ে, ভূ-পৃষ্ঠে এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম বস্তি।" এবং তিনি একথা চারবার বলেছিলেন। হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর স্ত্রী, যে কাফির ছিলো, বের হলো এবং সে তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে খবর দিল যে, হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর নিকট এমনই মনোরম চেহারাধারী ও সুন্দর সুন্দর মেহমান এসেছে, যাদের মত এ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নজরে পড়েনি।

টীকা-১৬১: এবং কোনো লজ্জা-শরমই অবশিষ্ট থাকেনি। হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام)

টীকা-১৬২: এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে উপভোগ করো। কারণ, এগুলোই তোমাদের জন্য বৈধ। হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাদের স্ত্রীদেরকে, যারা সে সম্প্রদায়েরই কন্যা ছিলো, পিতৃতুল্য স্নেহের কারণে 'আপন কন্যা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যাতে এ সুন্দর চরিত্র থেকে উপকার গ্রহণ করে এবং মর্যাদাবোধ শিখে

টীকা-১৬৩: অর্থাৎ তাদের প্রতি আমাদের আগ্রহ নেই

৭৫: নিশ্চয় ইব্রাহীম সহনশীল, অতি ক্রন্দনকারী এবং আল্লাহ-অভিমুখী (১৫৮)।	إِنَّ إِبۡرٰهِيۡمَ لَحَلِيۡمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيۡبٌ (٧٥)
৭৬: হে ইব্রাহীম! এই চিন্তায় পড়োনা। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে পড়েছে এবং নিঃসন্দেহে, তাদের প্রতি শাস্তি আগমনকারী, যা হটানো যাবেনা।	يٰٓإِبۡرٰهِيۡمُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا ۚ إِنَّهٗ قَدۡ جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمۡ اٰتِيۡهِمۡ عَذَابٌ غَيۡرُ مَرۡدُوۡدٍ (٧٦)
৭৭: এবং যখন লূতের নিকট আমার ফিরিশতারা আসলো (১৫৯), তখন তাঁর মনে তাদের জন্য দুঃখ হলো এবং তাদের কারণে হৃদয় সংকুচিত হলো এবং বললো, 'এটা অতি কঠিন দিন (১৬০)।'	وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِيۡٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوۡمٌ عَصِيۡبٌ (٧٧)
৭৮: তাঁর নিকট তাঁর সম্প্রদায় ছুটে আসলো এবং তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই মন্দ কাজের অভ্যাস স্থান পেয়েছিলো (১৬১)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! এ গুলো হচ্ছে আমার সম্প্রদায়ের কন্যা। এরা তোমাদের জন্য পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (১৬২) এবং আমাকে আমার মেহমানদের মধ্যে লজ্জিত করোনা। তোমাদের মধ্যে কি একজন লোকও সচ্চরিত্রবান নেই?'	وَجَآءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ إِلَيۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيۡ هُنَّ أَطۡهَرُ لَكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِيۡ ضَيۡفِيۡ ؕ أَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ (٧٨)
৭৯: (তারা) বললো, 'তোমার জানা আছে যে, তোমার সম্প্রদায়ের কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন কর্তব্য নেই (১৬৩) এবং তুমি অবশ্যই জানো যা আমাদের অভিলাষ।'	قَالُوۡا لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِيۡ بَنٰتِكَ مِنۡ حَقٍّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيۡدُ (٧٩)
৮০: বললেন, 'হায়! তোমাদের প্রতিরোধের যদি আমার শক্তি থাকতো কিংবা যদি কোন মজবুত স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম (১৬৪)।'	قَالَ لَوۡ أَنَّ لِيۡ بِكُمۡ قُوَّةً أَوۡ اٰوِيۡٓ إِلٰى رُكۡنٍ شَدِيۡدٍ (٨٠)
৮১: ফিরিশতারা বললো, 'হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত হই (১৬৫)।	قَالُوۡا يٰلُوۡطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ

টীকা-১৬৪: অর্থাৎ আমার নিকট যদি তোমাদের প্রতিরোধের শক্তি থাকতো কিংবা এমন গোত্র থাকতো, যারা আমার সাহায্য করতো, তবে তোমাদের সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ করতাম। হযরত লূত (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) স্বীয় ঘরের দরজা বন্ধ করে নিয়েছিলেন এবং ভিতর থেকে কথোপকথন করছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা চেয়েছিলো দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে। ফিরিশতাগণ যখন তার বিষন্নতা অস্থিরতা দেখলেন তখন

টীকা-১৬৫: আপনার ভিত্তি মজবুত আছে। আমরা এসব লোককে শাস্তি দেয়ার জন্যই এসেছি আপনি দরজা খুলে দেন এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে ছেড়ে দিন।

টীকা-১৬৬: এবং আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। হযরত দরজা খুলে দিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘরে প্রবেশ করলো। হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর নির্দেশে তাঁর পাখা দিয়ে তাদের মুখের উপর আঘাত করলেন। সবাই অন্ধ হয়ে গেলো এবং হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বাসগৃহ থেকে বের হয়ে পলায়ন করলো। তারা রাস্তা দেখতে পায়নি এবং একথা বলতে বলতে যাচ্ছিলো, হায়! হায়! লূতের ঘরে বড় বড় যাদুকর রয়েছে। তারা আমাদেরকে যাদু করেছে। ফিরিশতাগণ হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বললেন-

টীকা-১৬৭: এভাবে আপনার ঘরের সব লোক চলে যাবে,

টীকা-১৬৮: হযরত লূত (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বললেন, "এই শাস্তি কবে সংঘটিত হবে?" হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন-

টীকা-১৬৯: হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "আমি তো আরও শীঘ্রই চাই।" হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বললেন-

لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ (٨١)

তারা আপনার নিকটে পৌঁছতে পারবেনা (১৬৬)। সুতরাং আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে পড়ুন এবং আপনার মধ্যে কেউ পেছন দিকে ফিরে দেখবে না (১৬৭), আপনার স্ত্রী ব্যতীত। তাকেও তা স্পর্শ করা উচিত যা তাদেরকে স্পর্শ করবে (১৬৮)। নিশ্চয় তাদের প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে প্রভাতকাল (১৬৯)। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?'

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ (٨٢)

৮২: অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো তখন আমি উক্ত জনপদের উপরিভাগকে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম (১৭০) এবং তাদের উপর ক্রমাগত কঙ্কর বর্ষাণো হলো,

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ (٨٣)

৮৩: যেগুলো চিহ্নিত হয়ে এসেছিলো তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৭১) এবং সেই পাথরগুলো যালিমদের থেকে দূরে নয় (১৭২)।

রুকূ'-৮

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ (٨٤)

৮৪: এবং (১৭৩) মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের স্বগোত্রী শু'আ'ইবকে (১৭৪)। বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ এর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (১৭৫) এবং মাপে ও ওজনে কম করোনা, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থাসম্পন্ন দেখছি (১৭৬) এবং আমি তোমাদের সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশংকা করছি (১৭৭)।

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٨٥)

৮৫: এবং হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তুসমূহ কম করে দিওনা এবং যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়োনা।

টীকা-১৭০: অর্থাৎ ওলট-পালট করে দিলাম। এভাবে যে, হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) লূত সম্প্রদায়ের শহর ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে অবস্থিত ছিলো সেটার নিম্নভাগে স্বীয় ডানা স্থাপন করলেন। আর ঐ পাঁচটি শহরকে, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলো 'সাদ্দুম' এবং সেগুলোতে চার লক্ষ মানুষ বসবাস করতো, এতই উপরে উঠালেন যে, সেখানকার কুকুর ও মোরগের ডাক আসমানের উপর পৌঁছতে লাগলো এবং এত ধীরগতিতে উঠিয়েছিলেন যে, কোন পাত্রের পানি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েনি এবং কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিও জাগ্রত হয়নি। অতঃপর সেই উচ্চাকাশ থেকে সেটাকে উপুড় করে উল্টিয়ে দিলেন।

টীকা-১৭১: সে কঙ্করগুলোর উপর এমন চিহ্ন ছিলো, যে কারণে সেগুলো অন্যান্য কঙ্কর থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় ছিলো। হযরত হাসান ও সুদ্দীর অভিমত হলো, সেগুলোর উপর মোহর অঙ্কিত ছিলো। অপর এক অভিমত এ যে, যে পাথর দ্বারা যে ব্যক্তিকে ধ্বংস করা অবধারিত ছিলো তার নাম সে পাথরের উপর লিপিবদ্ধ ছিলো।

টীকা-১৭২: অর্থাৎ মক্কাবাসীদের থেকে

টীকা-১৭৩: আমি প্রেরণ করেছি- শহরের বাসিন্দাগণ

টীকা-১৭৪: তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে

টীকা-১৭৫: প্রথমে তো তিনি তাওহীদ ও ইবাদতের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছিলেন, যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতঃপর সেসব বদ-অভ্যাসে তারা লিপ্ত ছিলো সেগুলোতে বাধা দিলেন এবং ইরশাদ করলেন-

টীকা-১৭৬: এমতাবস্থায় মানুষের উচিত যেন নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং স্বীয় সম্পদ দ্বারা অপরের উপকার সাধন করে যেন তাদের প্রাপ্যসমূহ হ্রাস না করে। এমতাবস্থায় এই কুকর্মের অভ্যাস থেকে আশঙ্কা রয়েছে যে, কখনো সেই স্বভাব থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয় কিনা।

টীকা-১৭৭: যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ সাধ্য হবে না এবং সবাই একচ্ছত্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এও হতে পারে যে, 'ঐদিনের শাস্তি' দ্বারা 'পরকালের শাস্তি' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৭৮: অর্থা অবৈধ সম্পদ বর্জন করার পর যে পরিমাণ বৈধ সম্পদ ও অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য উত্তম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন, "পরিপূর্ণভাবে মাপা ও ওজন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই উত্তম।"

টীকা-১৭৯: যে, তোমাদের কার্যকলাপের উপর ধর-পাকড়াও করবো। আলিমগণ বলেন যে, কোন কোন নাবীর জন্য যুদ্ধেরও অনুমতি ছিলো। যেমন, মুসা (عَلَیۡهِ السَّلَام), হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান (عَلَیۡهِ السَّلَام) প্রমুখ। কোন কোন নাবী এমনও ছিলেন, যাঁদের প্রতি যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি, হযরত শুআ'ইব (عَلَیۡهِ السَّلَام) তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি গোটা দিন ওয়াজ-নসিহত করতেন আর পূর্ণরাত নামাযে অতিবাহিত করতেন। সমপ্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বলতো, "এ নামায দ্বারা আপনার কি লাভ?" তিনি বলতেন, "নামায সৎকার্যাদির নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়।"

টীকা-১৮০: মূর্তিপূজা করবোনা।

টীকা-১৮১: উদ্দেশ্যে এই ছিলো যে, 'আমরা আমাদের ধন-সম্পদের উপর অধিকার রাখি- ইচ্ছা হলে মাপে কম দেবো, ইচ্ছা হলে ওজনে কম দেবো।

টীকা-১৮২: অন্তর-দৃষ্টি ও হিদায়েতের উপর।

টীকা-১৮৩: অর্থাৎ নবুয়্যাত ও রিসালাত অথবা বৈধ সম্পদ, হিদায়াত এবং মা'রিফাত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান)। কাজেই, এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি তোমাদেরকে মূর্তিপূজা ও পাপকার্যে নিষেধ করবো না? কেননা, নাবীগণ এজন্যই প্রেরিত হয়ে থাকেন।

টীকা-১৮৪: ইমান ফখরুদ্দীন রাযী (رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ) বলেন যে, সম্প্রদায় হযরত শুআ'ইব (عَلَیۡهِ السَّلَام) এর সহনশীল ও সুপথগামী হবার কথা স্বীকার করেছিলো এবং তাদের এ উক্ত বিদ্রুপ ছিলো না, বরং উদ্দেশ্য ছিলো যে, তিনি সহনশীলতা ও পূর্ণ বিবেক সত্ত্বেও আমাদেরকে নিজেদের ধন-সম্পদের মধ্যে আমাদের ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কেন নিষেধ করছেন? হযরত শুআ'ইব (عَلَیۡهِ السَّلَام) এই প্রশ্নের জবাবে যা বলেছিলেন তার সারকথা হলো- 'যখন তোমরা আমার পরিপূর্ণ বিবেকের কথা স্বীকার করছো তখন তোমাদের এ কথা অনুধাবন করা উচিত যে, আমি আমার জন্য যে কথা পছন্দ করেছি তা হবে সেটাই, যা সর্বাধিক উত্তম এবং তা হচ্ছে আল্লাহ এর একত্ববাদ এবং মাপ ও ওজনে অবিশ্বস্ততা বর্জন করা। আমি হলাম সেটা নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালনকারী। সুতরাং তোমাদের এই কথা বুঝে নেয়া উচিত যে, এ পন্থাই হলো উত্তম।

টীকা-১৮৫: তাদের উপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়নি, না তারা কিছু দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী। সুতরাং তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيۡكُمۡ بِحَفِيۡظٍ (۸۶)

৮৬: আল্লাহ এর প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বিশ্বাস করো (১৭৮) এবং আমি তোমাদের কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক নই (১৭৯)।'

قَالُوۡا يٰشُعَيۡبُ اَصَلٰوتُكَ تَاۡمُرُكَ اَنۡ نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَاۤ اَوۡ اَنۡ نَّفۡعَلَ فِىۡۤ اَمۡوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنۡتَ الۡحَلِيۡمُ الرَّشِيۡدُ (۸۷)

৮৭: (তারা) বললো, 'হে শুআ'ইব। তোমার নামায কি তোমাকে এ নির্দেশ দিচ্ছে যে, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদের খোদাগুলোকে বর্জন করবো (১৮০) অথবা স্বীয় ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছা তা করবো না (১৮১)? হাঁ-জ্বী। তুমি তো বড়ই বুদ্ধিমান, সদাচারী হও।'

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَرَزَقَنِىۡ مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيۡدُ اَنۡ اُخَالِفَكُمۡ اِلٰى مَاۤ اَنۡهٰٮكُمۡ عَنۡهُ ؕ اِنۡ اُرِيۡدُ اِلَّا الۡاِصۡلَاحَ مَا اسۡتَطَعۡتُ ؕ وَمَا تَوۡفِيۡقِىۡۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ (۸۸)

৮৮: বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! হাঁ, বলোতো যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই (১৮২) এবং তিনি আমাকে তাঁর নিকট থেকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়ে থাকেন (১৮৩), এবং আমি চাইনা যে, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি নিজেই সেটার বরখেলাফ করতে থাকবো (১৮৪)। আমিতো যথাসম্ভব সংশোধনই করতে চাই এবং আমার সামর্থ আল্লাহ এরই নিকট থেকে। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হচ্ছি।

وَيٰقَوۡمِ لَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شِقَاقِىۡۤ اَنۡ يُّصِيۡبَكُمۡ مِّثۡلُ مَاۤ اَصَابَ قَوۡمَ نُوۡحٍ اَوۡ قَوۡمَ هُوۡدٍ اَوۡ قَوۡمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوۡمُ لُوۡطٍ مِّنۡكُمۡ بِبَعِيۡدٍ (۸۹)

৮৯: হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করিয়ে বসে যাতে তোমাদের উপর আপতিত হয় যা আপতিত হয়েছিলো নূহ-এর সম্প্রদায় অথবা হূদ-এর সম্প্রদায় কিংবা সালিহ-এর সম্প্রদায়ের উপর, এবং লূত-এর সম্প্রদায়তো তোমাদের থেকে মোটেই দূরে নয় (১৮৫),

وَاسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ ؕ اِنَّ رَبِّىۡ رَحِيۡمٌ وَّدُوۡدٌ (۹۰)

৯০: এবং আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।'

টীকা-১৮৬: যে, যদি আমরা আপনার প্রতি কোন অন্যায় করি, তবে আপনার মধ্যে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই।
টীকা-১৮৭: যারা ধর্মের মধ্যে আমাদের সমর্থক এবং যাদেরকে আমরা ভালোবাসি।

৯১: (তারা) বললো, 'শুআ'ইব! তোমার অনেক কথা আমাদের বুঝে আসেনা এবং নিঃসন্দেহে আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখছি (১৮৬)। এবং যদি তোমার স্বজনবর্গ না থাকতো (১৮৭) তবে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে থাকতাম। এবং আমাদের দৃষ্টিতে তোমার কোন মর্যদা নেই।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ (٩١)

৯২: বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার স্বজনবর্গের প্রভাব কি আল্লাহ অপেক্ষাও বেশী (১৮৮)? এবং তোমরা তাঁকে তোমাদের পৃষ্ঠ-পশ্চাতে ফেলে রেখেছো (১৮৯)। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করছো সবই আমার প্রতিপালকের ক্ষমতাধীন রয়েছে।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْۤ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (٩٢)

৯৩: এবং হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব স্থানে আপন আপন কাজ করতে থাকো। আমি আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসছে ঐ শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কে মিথ্যাবাদী (১৯০)। এবং অপেক্ষা করো (১৯১), আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি।'

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ (٩٣)

৯৪: এবং যখন (১৯২) আমার নির্দেশ আসলো তখন আমি শুআ'ইব এবং তাঁর সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ করে রক্ষা করেছি এবং যালিমদেরকে ভয়ানক বিকট শব্দ পেয়ে বসেছিলো (১৯৩)। ফলে, তারা নিজ নিজ ঘরে হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে রইলো,

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۙ (٩٤)

৯৫: যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। ওহে! দূর হোক মাদয়ানবাসী যেমন দূরীভূত হয়েছে সামূদ-সম্প্রদায় (১৯৪)।

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ (٩٥)

রুকূ'-৯

৯৬: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ (১৯৫) এবং সুস্পষ্ট দলীল সহকারে,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ (٩٦)

৯৭: ফিরআ'উন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরণ করেছি। অতঃপর তারা ফিরআ'উনের কথামত চললো (১৯৬), এবং ফিরআ'উনের কার্যকলাপ সরলতার উপর ছিলো না (১৯৭)।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (٩٧)

টীকা-১৮৮: অর্থাৎ আল্লাহ এর জন্য তো তোমরা আমাকে হত্যা করা থেকে বিরত হওনি, অথচ আমার স্বজনবর্গের কারণে বিরত থাকছো এবং তোমরা আল্লাহ ও নাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তো করোনি বরং স্বজনবর্গেকেই মর্যাদা দিয়েছো।

টীকা-১৮৯: এবং তাঁর নির্দেশের কোন তোয়াক্কাই করলে না।

টীকা-১৯০: আপন দাবীসমূহের মধ্যে। অর্থাৎ তোমরা শীঘ্রই অবগত হবে যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, না তোমরা, এবং আল্লাহ এর শাস্তি দ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তির দুর্ভাগ্য প্রকাশ পেয়ে যাবে।

টীকা-১৯১: কর্মের পরিণাম ও প্রতিফলের,

টীকা-১৯২: তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য

টীকা-১৯৩: হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) ভয়ানক কণ্ঠে বললেন, مُوْتُوْا جَمِيْعاً (তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও।) উক্ত আওয়াজের ভয়ে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলো, সবাই মরে গেলো।

টীকা-১৯৪: আল্লাহ এর রহমত থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, কখনো দুইটি জাতিকে একই শাস্তিতে আক্রান্ত করা হয়নি, হযরত শুআ'ইব ও সালিহ (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর উম্মতগণ ব্যতীত কিন্তু হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়কে তাদের নিম্নদেশ থেকে ভয়ানক শব্দ ধ্বংস করেছিলো। আর হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়কে উপর থেকে আগত বিকট শব্দ ধ্বংস করেছিলো।

টীকা-১৯৫: অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ

টীকা-১৯৬: এবং কুফরে লিপ্ত হয়েছে ও হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান আনেনি।

টীকা-১৯৭: সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো। কেননা, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও খোদা হওয়ার দাবি করেছিলো। আর প্রকাশ্যভাবে, এমন জুলুম-অত্যাচার সমূহ করেছিলো যে কার্যকলাপ শয়তানী হওয়াটা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত। সে কোথায় এবং তার খোদায়ী কোথায়? পক্ষান্তরে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মধ্যে সরলতা ও সততা ছিলো। তাঁর সত্যতার প্রমাণসমূহ ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট মু'জিযাদি সেসব লোক পর্যবেক্ষণ করেছিলো। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর অনুসরণ থেকে

টীকা-১৯৮: যেমন তাদেরকে নীলনদে (মতান্তরে, লোহিত সাগরে) নিয়ে নিক্ষেপ করেছিলো।
টীকা-১৯৯: অর্থাৎ দুনিয়াতে ও অভিশপ্ত এবং পরকালে অভিশপ্ত।

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ
النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ (٩٨)
وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ (٩٩)
ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ
مِنْهَا قَآئِمٌ وَّ حَصِيْدٌ (١٠٠)
وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ
فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا
جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ
تَتْبِيْبٍ (١٠١)
وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَ
هِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ (١٠٢)
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ
الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ
النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ (١٠٣)
وَ مَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ (١٠٤) ؕ
يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ (١٠٥)

৯৮: সে আপন সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে ক্বিয়ামতের দিনে, অতঃপর সে তাদেরকে দোযখের মধ্যে নিয়ে অবতরণ করাবে (১৯৮) এবং সেটা কতই নিকৃষ্ট ঘাট অবতরণের।
৯৯: এবং তাদের পেছনে পড়লো এ জগতে অভিশাপ এবং ক্বিয়ামতের দিনে (১৯৯)। কতই নিকৃষ্ট পুরস্কার, যা তারা লাভ করেছে।
১০০: এ হচ্ছে বস্তিসমূহের (২০০) সংবাদ, যা আমি আপনাকে শুনাচ্ছি (২০১), সেগুলোর মধ্যে কতেক এখনো দন্ডায়মান (২০২) এবং কতেক নির্মূল হয়ে গেছে (২০৩)।
১০১: এবং আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই (২০৪) নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। অতঃপর তাদের উপাস্যগুলো, যে গুলোকে (২০৫) তারা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করতো, তাদের কোন কাজে আসেনি (২০৬) যখন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ আসলো, এবং ঐসব (২০৭)-এর কারণে তাদের ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি পায়নি।
১০২: এবং অনুরূপই পাকড়াও তোমার প্রতিপালকের, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের যুলুমের কারণে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও বেদনাদায়ক , কঠিন (২০৮)।
১০৩: নিশ্চয় তাতে নিদর্শন (২০৯) রয়েছে তারই জন্য, যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে, ঐ দিন, যাতে সমস্ত মানুষ (২১০) একত্রিত হবে এবং ঐ দিন হাযির হবারই (২১১)।
১০৪: এবং আমি সেটাকে (২১২) পেছনে হটাই না, কিন্তু গোনা কিছু সময়ের জন্য (২১৩)।
১০৫: যখন ঐ দিন আসবে তখন আল্লাহ এর নির্দেশ ব্যতীত কেউ কথা বলবে না (২১৪), অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হতভাগ্য এবং কেউ ভাগ্যবান (২১৫)।

টীকা-২০০: অর্থাৎ বিগত উম্মতগুলোর,
টীকা-২০১: যে, আপনি আপনার উম্মতদেরকে খবর দিন যাতে তারা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঐসব বস্তির অবস্থা ক্ষেতসমূহের মতো যে,
টীকা-২০২: সেটার ঘরবাড়ির দেয়ালগুলো এখনো বিদ্যমান রয়েছে, ধ্বংস প্রাপ্ত অট্টালিকা পাওয়া যায়, চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন আদ ও সামূদ সম্প্রদায় দুটির বাসস্থানসমূহ।
টীকা-২০৩: অর্থাৎ কর্তিত ক্ষেতের মতো একেবারে নাম-নিশানা শুন্য হয়ে গেলো এবং সেটার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকেনি, যেমন হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বাসস্থানগুলো।
টীকা-২০৪: কুফর পাপাচার করে
টীকা-২০৫: অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা বশতঃ
টীকা-২০৬: এবং একটা ক্ষুদ্র পরিমান শাস্তিকে ও প্রতিহত করতে পারেনি।
টীকা-২০৭: মূর্তি ও মিথ্যা উপাস্যগুলো
টীকা-২০৮: সুতরাং প্রত্যেক যালিমের উচিত যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শীঘ্রই তারা তওবাহ করে।
টীকা-২০৯: শিক্ষা ও উপদেশ
টীকা-২১০: পূর্ব ও পরবর্তী হিসাব-নিকাশের জন্য
টীকা-২১১: যাতে আসমানবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই উপস্থিত হবে।
টীকা-২১২: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনকে,
টীকা-২১৩: অর্থাৎ যে সময়সীমা আমি দুনিয়ার স্থায়ীত্বের জন্য নির্দিষ্ট করছি তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।
টীকা-২১৪: সমস্ত সৃষ্টি নিশ্চুপ হবে। ক্বিয়ামতের দিন হবে খুবই দীর্ঘ। এর অবস্থাদি বিভিন্ন ধরনের হবে। কোন কোন অবস্থায়, এ ভয়ানক ভীতির কারণে কেউ আল্লাহ এর নির্দেশ ব্যতীত কোন কথা মুখে উচ্চারণ করার সাহস পাবে না। আর কোন কোন অবস্থায় অনুমতি দেয়া হবে। তখন লোকেরা অনুমতি নিয়ে কথা বলবে। কোন কোন অবস্থায় ভয় ও আতঙ্ক কম হবে। তখন লোকেরা নিজেদের ব্যাপারে বিতর্ক করবে এবং নিজেদের মোকাদ্দমা পেশ করবে।
টীকা-২১৫: শাক্বীক্ব বলখী (কুদ্দিসা সিররূহু) বলেছেন, সৌভাগ্যবানের পাঁচটি চিহ্ন রয়েছে। যথা- ১) অন্তরের নম্রতা, ২) অধিক ক্রন্দন ৩) দুনিয়ার

প্রতি ঘৃণা, ৪) আশা কম হওয়া এবং ৫) লজ্জাবোধ
এবং হতভাগ্যের চিহ্ন পাঁচটি। যথা ১) হৃদয়েরর পাষণ্ডতা, ২) চক্ষুর অশ্রুশূন্যতা, ৩) দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, ৪) দীর্ঘ আশা এবং ৫) লজ্জাহীনতা
টীকা-২১৬: এতটুকু আরো অধিক থাকবে, এবং এ আধিক্যের কোন শেষ নেই। সুতরাং অর্থ হচ্ছে এ যে, 'তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, কখনো মুক্তি পাবে না।' (জালালাঈন)

فَاَمَّا الَّذِيۡنَ شَقُوۡا فَفِى النَّارِ لَهُمۡ فِيۡهَا زَفِيۡرٌ وَّ شَهِيۡقٌ (١٠٦)

১০৬: অতঃপর সেসব লোক, যারা হতভাগ্য, তারা তো দোযখের মধ্যে যাবে, তারা সেখানে গাধার মত চিৎকার করবে,

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الۡاَرۡضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ‌ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيۡدُ (١٠٧)

১০৭: তারা সেখানে থাকবে যতিদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন থাকবে, কিন্তু যতটুকু আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করেন (২১৬), নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যখন যা চান করেন।

وَاَمَّا الَّذِيۡنَ سُعِدُوۡا فَفِى الۡجَـنَّةِ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالۡاَرۡضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ‌ ؕ عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوۡذٍ (١٠٨)

১০৮: এবং ঐসব লোক, যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা জান্নাতের মধ্যে থাকবে, সর্বদা সেখানে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন থাকবে, কিন্তু যতটুকু আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করেন (২১৭)। এটা এমন এক দান, যা কখনো শেষ হবে না।

فَلَا تَكُ فِىۡ مِرۡيَةٍ مِّمَّا يَعۡبُدُ هٰٓؤُلَاۤءِ‌ ؕ مَا يَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا كَمَا يَعۡبُدُ اٰبَآؤُهُمۡ مِّنۡ قَبۡلُ‌ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوۡهُمۡ نَصِيۡبَهُمۡ غَيۡرَ مَنۡقُوۡصٍ (١٠٩)

১০৯: সুতরাং, হে শ্রোতা। ধোকায় পড়োনা তা দ্বারা, যার এ কাফিরগণ পূজা করছে (২১৮), এরা তেমনি পূজা করে যেমন পূর্বে তাদের পিতৃপুরুষেরা পূজা করতো (২১৯)। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের অংশ তাদেরকে পুরোপুরি ভর্তি করে দেবো, যাতে কম করা হবেনা।

রুকূ'-১০

وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ فَاخۡتُلِفَ فِيۡهِ‌ ؕ وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِنۡ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيۡنَهُمۡ‌ ؕ وَاِنَّهُمۡ لَفِىۡ شَكٍّ مِّنۡهُ مُرِيۡبٍ (١١٠)

১১০: এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি (২২০), অতঃপর তাতে মতবিরোধ ঘটেছিলো (২২১)। যদি আপনার প্রতিপালকের একটা সিদ্ধান্ত (২২২) পূর্বেই না নেয়া হতো, তবে শীঘ্রই তাদের মীমাংসা করে দেয়া হতো (২২৩)। এবং নিশ্চয় তারা সেটার দিক থেকে (২২৪) বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে (২২৫)।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمۡ رَبُّكَ اَعۡمَالَهُمۡ‌ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ (١١١)

১১১: এবং নিশ্চয় যতই রয়েছে (২২৬) একেক জনকে আপনার প্রতিপালক তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। তিনি তাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন (২২৭)।

فَاسۡتَقِمۡ كَمَاۤ اُمِرۡتَ وَمَنۡ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡا‌ ؕ

১১২: সুতরাং স্থির থাকুন (২২৮) যেমন আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এবং যে আপনার সাথে প্রত্যাবর্তন করেছে (২২৯)। এবং হে লোকেরা। ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করোনা।

টীকা-২১৭: এতটুকু আরো অধিক থাকবে, আধিক্যের কোন শেষ নেই। এটা দ্বারা চিরস্থায়িত্ব বুঝায়। সুতরাং ইরশাদ করেছেন-
টীকা-২১৮: নিশ্চয়, এটা ঐ মূর্তিপূজার কারণে শাস্তি দেয়া হবে, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতগণ শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে।
টীকা-২১৯: আর তোমরা অবহিত হয়েছো যে, তাদের কি পরিণাম হবে।
টীকা-২২০: অর্থাৎ তাওরীত
টীকা-২২১: কতেক সেটার উপর ঈমান এনেছিলো এবং কতেক কুফর করেছিলো।
টীকা-২২২: অর্থাৎ তাদের হিসাবের মধ্যে ত্বরান্বিত করবেন না। সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের দিন হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।
টীকা-২২৩: এবং দুনিয়াতেই শাস্তিতে লিপ্ত হবে।
টীকা-২২৪: অর্থাৎ তাঁর উম্মতের কাফিররা কুরআন কারীমের দিক থেকে
টীকা-২২৫: যা তাদেরকে বিবেক হতভম্ব করে দিয়েছিলো।
টীকা-২২৬: সমস্ত সৃষ্টি সত্যায়নকারী হোক কিংবা অস্বীকারকারী হোক ক্বিয়ামতের দিন
টীকা-২২৭: তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নেই। এর মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ ও সত্যায়নকারীদের জন্য তো এ সুসংবাদ রয়েছে যে, সৎকর্মের প্রতিদান পাবেন। পক্ষান্তরে, কাফিরগণ ও অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির এ হুমকি রয়েছে যে, তারা তাদের অসৎকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার হবে।
টীকা-২২৮: আপন প্রতিপালকের নির্দেশ এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি দাওয়াতের উপর,
টীকা-২২৯: এবং সে আপনার দ্বীনকে গ্রহণ করেছে, সেও যেন দ্বীন ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।
মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়- সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাক্বাফী রাসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলেন, আমাকে ধর্মের ক্ষেত্রে এমন একটা কথা বলে দিন যাতে আবার কাউকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। ইরশাদ করলেন, اٰمَنۡتُ بِاللّٰهِ (আমি

আল্লাহ এর উপর ঈমান এনেছি) বলো এবং স্থির থাকো।”

টীকা-২৩০: ‘কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া’- তার সাথে মেলামেশা ও ভালোবাসা রাখাকেই বলা হয়। আবুল আলীয়া বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে- ‘যালিমদের কার্যকলাপের উপর সন্তুষ্ট হয়োনা।’ সুদ্দী বলেছেন, “তাদের সাথে কোন প্রকার শিথিলতা করোনা।” হযরত ক্বাতাদাহ বলেছেন, “মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করোনা।”

মাসআলা: এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ এর অবাধ্যদের সাথে, অর্থাৎ কাফির, বে-দ্বীন এবং পথভ্রষ্টদের সাথে মেলামেশা সামাজিকতা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখা, তাদের সুরে সুর মিলানো এবং তাদের সাথে চাটুকারিতা থাকা নিষিদ্ধ।

টীকা-২৩১: তোমাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। এ অবস্থাতো ঐসব লোকের, যারা যালিমদের সাথে সামাজিকতা, মেলামেশা ও ভালোবাসা রাখে এবং এর উপর ঐসব লোকের অবস্থা অনুমান করা উচিত যারা নিজেরাই যালিম।

টীকা-২৩২: ‘দিনের দু-প্রান্ত’ দ্বারা ‘সকাল’ ও ‘সন্ধ্যা’ বুঝানো হয়েছে। সূর্য স্থির হবার সময়কার সময় ‘সকাল’- এর মধ্যে এবং পরবর্তী সময় ‘সন্ধ্যার’ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সকালের নামায হচ্ছে ‘ফজর’ আর সন্ধ্যার নামায হচ্ছে ‘যোহর’ ও ‘আসর’।

টীকা-২৩৩: এবং ‘রাতের কিছু অংশের’ নামাযসমূহ হচ্ছে ‘মাগরিব’ ও ‘ইশা’।

টীকা-২৩৪: ‘সৎ কর্মসমূহ’ দ্বারা হয়তো ঐ পাঞ্জেগানা নামায বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর কথা আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত, অথবা যে কোন ইবাদত কিংবা سُبۡحَانَ اللهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكۡبَرُ পাঠ করার কথা বুঝানো হয়েছে।

মাসআলা: আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, সৎ কর্মসমূহ ছোটখাটো পাপাচারের জন্য ‘কাফফারা’ হয়- চাই সেই সৎকর্ম নামায হোক কিংবা ‘দান-সাদাক্বাহ’ অথবা যিকর ও ইস্তিগফার (আল্লাহ এর স্মরণ ও তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা) অথবা অন্য কিছু। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং জুমুআ'হ পরবর্তী জুম'আহ পর্যন্ত, অপর এক বর্ণনা মতে, এক রমযান পরবর্তী রমযান পর্যন্ত এসবই কাফফারা ঐসব পাপের জন্য, যেগুলো এর মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত হয়েছে, যখন মানুষ ‘কবীরাহ গুনাহ’ (ঐ মহাপাপ যা তাওবাহ ব্যতিরেকে মার্জিত হয়না) থেকে বিরত থাকে।

বাংলা	আরবি
নিশ্চয় তিনি তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন। ১১৩: এবং যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা। পড়লে তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে (২৩০) এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই (২৩১)। অতঃপর তোমরা সাহায্য পাবেনা। ১১৪: এবং নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে (২৩২) এবং রাতের কিছু অংশে (২৩৩)। নিশ্চয় সৎকর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে মিটিয়ে দেয় (২৩৪)। এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য। ১১৫: এবং ধৈর্যধারণ করো। কারণ, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। ১১৬: সুতরাং কেন হয়নি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে (২৩৫) এমন সব লোক, যাদের মধ্যে মঙ্গলের কিছু অংশ লেগেই থাকতো, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়াতে বাধা দিতো (২৩৬)? হাঁ, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছিলো তারাই, যাদেরকে আমি রক্ষা করেছি (২৩৭)। এবং যালিমগণ সে-ই ভোগ-বিলাসের পেছনে পড়ে রইলো যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে (২৩৮) এবং তারা পাপী ছিলো। ১১৭: এবং আপনার প্রতিপালক এরূপ নন	اِنَّهٗ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ (١١٢) وَلَا تَرۡكَنُوۡۤا اِلَى الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ اَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنۡصَرُوۡنَ (١١٣) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ يُذۡهِبۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰى لِلذّٰكِرِيۡنَ (١١٤) وَاصۡبِرۡ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ (١١٥) فَلَوۡلَا كَانَ مِنَ الۡقُرُوۡنِ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ اُولُوۡا بَقِيَّةٍ يَّنۡهَوۡنَ عَنِ الۡفَسَادِ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّمَّنۡ اَنۡجَيۡنَا مِنۡهُمۡ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مَاۤ اُتۡرِفُوۡا فِيۡهِ وَكَانُوۡا مُجۡرِمِيۡنَ (١١٦) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهۡلِكَ

শানে নুযূল: এক ব্যক্তি কোন একজন নারীকে দেখেছিলো। তখন তার দ্বারা কোন হালকা ধরনের নির্লজ্জ কাজ সম্পন্ন হয়েছিলো। এর উপর সে লজ্জিত হলো এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আপন কৃতকর্মের কথা আরয করলো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। লোকটা আরয করলো, “ছোট খাটো পাপের জন্য সৎকর্মসমূহ কাফফারা হওয়া কি বিশেষ করে আমার জন্যই?” হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, “না, প্রত্যেকের জন্য।”

টীকা-২৩৫: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-২৩৬: অর্থ এই যে, ঐসব উম্মতের মধ্যে এমন সব কল্যাণকামী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি যারা মানুষকে পৃথিবীত ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে এবং পাপাচারে বাধা দিতো। একারণে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি।

টীকা-২৩৭: তারা নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এর উপর ঈমান এনেছে, তাঁদের বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত থাকে এবং মানুষকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে বাধা দিতে থাকে।

টীকা-২৩৮: এবং আরাম-আয়েশ, রিপুর কামনা ও কুপ্রবৃত্তির এবং যৌন কামনাকে চরিতার্থ করণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কুফর ও পাপাচারের নিমজ্জিত থাকে।

টীকা-২৩৯:ফলে, সবই এক ধর্মাবলম্বী হতো।

যে, তিনি বস্তিগুলোকে বিনা কারণে ধ্বংস করবেন অথচ সেগুলোর অধিবাসীরা হয় ভালো।	الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ(۱۱۷)
১১৮: এবং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে একই উম্মত (জাতি) করতে পারতেন (২৩৯) এবং তারা সর্বদা মতভেদেই থাকবে (২৪০),	وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا یَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِیْنَ(۱۱۸)
১১৯: কিন্তু যাদের উপর আপনার প্রতিপালক দয়া করেছেন (২৪১) এবং মানুষকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন (২৪২)। এবং আপনার প্রতিপালকের এ কথা চুড়ান্ত হয়েছে, 'নিশ্চয় নিশ্চয় জাহান্নাম পূর্ণ করবো জিন ও মানুষ- উভয়কে সম্মিলিতি করে (২৪৩)।	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـٴَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ(۱۱۹)
১২০: এবং সব কিছু আমি আপনাকে রসূলগণের সংবাদই শুনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করবো (২৪৪) এবং এই সূরায় আপনার নিকট সত্য এসেছে (২৪৫) এবং মুসলমানদের জন্য উপদেশ ও নসীহত (২৪৬)।	وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَ جَآءَكَ فِیْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِیْنَ(۱۲۰)
১২১: এবং কাফিরদেরক বলুন, 'তোমরা আপন জায়গায় কাজ করে যাও (২৪৭), আমিও আমার কাজ করে যাচ্ছি (২৪৮)।	وَ قُلْ لِّلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ(۱۲۱)
১২২: এবং অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষা করছি (২৪৯)।	وَ انْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ(۱۲۲)
১২৩: এবং আল্লাহ এরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়াদি (২৫০) এবং তাঁরই দিকে সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন, সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করো এবং এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখো। এবং আপনার প্রতিপালক তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অনবহিত নন।*	وَ لِلّٰهِ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَیْهِ ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۠(۱۲۳)

সূরা ইউসুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা ইউসুফ মাক্কী	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)	আয়াত-১১১, রুকূ'-১২

রুকূ'-১ ১: আলিফ-লাম-রা,	الٓرٰ ۫

টীকা-২৪০: কতেক এক ধর্মে, কতেক অন্য ধর্মে,

টীকা-২৪১: তারা সত্য দ্বীনের উপর একমত থাকবে এবং তাতে মতভেদ করবেনা

টীকা-২৪২: অর্থাৎ মতভেদকারীদেরকে মতভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং করুণাপ্রাপ্তগণ ঐক্যমত্যের জন্য।

টীকা-২৪৩: কেননা, তিনি জানেন যে, ভ্রান্তি অবলম্বনকারীরা সংখ্যায় বেশি হবে।

টীকা-২৪৪: এবং নবীগণের অবস্থা ও তাঁদের উম্মতগণের আচরণ দেখে আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতন সহ্য করা এবং সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করা আপনার জন্য সহজ হবে।

টীকা-২৪৫: এবং নবীগণ ও তাঁদের উম্মতগণের আলোচনা বাস্তবানুযায়ী বিবৃত হয়েছে, যা অন্যান্য কিতাবসমূহ ও অন্যান্য লোকদের অর্জিত হয়নি। অর্থাৎ যে সব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো সত্য।

টীকা-২৪৬: -ও, যাতে বিগত উম্মতগণের অবস্থাদি এবং তাদের পরিণাম ফল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-২৪৭: অনতিবিলম্বে এর ফল পেয়ে যাবে।

টীকা-২৪৮: যা করার জন্য আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা-২৪৯: তোমাদের পরিণাম-ফলের।

টীকা-২৫০: তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না।★

টীকা-১: সূরা ইউসূফ মাক্কী। এর মধ্যে ১২ টি রুকূ', ১১১ টি আয়াত, ১৬০০ টি পদ এবং ৭১৬৬ টি বর্ণ রয়েছে।

শানে নুযূল: ইহুদি সম্প্রদায়ের আলিমগণ আরবের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, "বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে জিজ্ঞাসা করুন- হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সন্তানগণ সিরিয়া থেকে মিশরে কিভাবে পৌঁছলো এবং তারা সেখানে গিয়ে আবাদ হবার কারণ কি ছিলো? আর

হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ঘটনা কি?" এর জবাবে এ সূরা মুবারক অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২: যার সাথে মুকাবিলা করা মনুষ্য শক্তি বহির্ভূত হওয়া (اعجاز) সুস্পষ্ট ও (তা) আল্লাহ এর নিকট থেকে হওয়া পরিষ্কার। আর এর মাহাত্ম ও জ্ঞানীদের নিকট সন্দেহাতীত এবং এর মধ্যে হালাল-হারাম, শরীয়তের সীমারেখা ও বিধানাবলী পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অপর এক অভিমত এ যে, এর মধ্যে পূর্ববর্তীদের অবস্থাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়া হয়েছে।

টীকা-৩: যাতে অনেক আশ্চর্যজনক ও বিরল বিষয়াদি, প্রজ্ঞাসমুহ এবং উপদেশাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর সেটার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার বহু উপকারী বিষয়, শাসকবৃন্দ ও শাসিতের এবং অনেক জ্ঞানীর অবস্থা, নারীদের স্বভাব, নানা নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ ও তাদের উপর আধিপত্য লাভের পর তাদেরকে ক্ষমা করার উত্তম বিবরণ রয়েছে, যা দ্বারা শ্রবণকারীর মধ্যে সু-স্বভাব ও নির্মল চরিত্র সৃষ্টি হয়। 'বাহর আল-হাক্বাইক্ব'- এর রচয়িতা বলেছেন যে, এ বিবরণ সর্বোত্তম হওয়া এ কারণে যে, এ কাহিনী মানুষের অবস্থাদির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে- যদি 'হযরত ইউসুফ' দ্বারা 'অন্তর' হযরত ইয়া'ক্বুব দ্বারা 'আত্মা', 'রাহীল' দ্বারা 'সত্তা' এবং 'হযরত ইউসুফ- এর ভ্রাতাগণ' দ্বারা 'শক্তিশালী ইন্দ্রিয় শক্তিগুলো' বুঝানো যায় এবং সমগ্র ঘটনার মানুষের অবস্থাদির সাথে সামঞ্জস্য দেখানো হয়। অতএব, তিনি সেই সামঞ্জস্য বর্ণনাও করেছেন, যেগুলো এখানে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়।

টীকা-৪: হযরত ইয়া'ক্বুব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম (عَلَيۡهِمُ السَّلَام)

টীকা-৫: হযরত ইউসূফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) স্বপ্ন দেখেন যে, আসমান থেকে এগারটা নক্ষত্র অবতরণ করেছে এবং সেগুলোর সাথে সূর্য এবং চন্দ্রও রয়েছে। সেসবই তাঁকে সিজদা করেছে। এ স্বপ্নটা তিনি শুক্রবার রাতে দেখেছিলেন। সে রাতটাও ছিলো 'শবে ক্বদর'। নক্ষত্রগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে- তাঁর 'এগারজন ভ্রাতা' সূর্য হচ্ছে 'তাঁর পিতা', আর 'চন্দ্র' জন্য হচ্ছে তাঁর 'মাতা' অথবা 'খালা' তাঁর মহীয়সী মায়ের নাম 'রাহীল'।

সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে যেহেতু রাহিলের ইন্তেকাল হয়েছিলো, সেহেতু 'চন্দ্র' দ্বারা 'তাঁর খালা' বুঝানো হয়েছে। আর সাজদা করার অর্থ হচ্ছে 'বিনয় প্রকাশ করা ও অনুগত হওয়া'।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- বাস্তব 'সাজদা'-ই বুঝানো হয়েছে। কেননা, সেই যুগে আমাদের সালামের মতো 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ' (সম্মানসূচক সাজদাহ) এর বিধান ছিলো।

হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর পবিত্র বয়স তখন বার বছর। সাত বছর ও সতের বছর-এর অভিমতও এসেছে। হযরত ইয়া'কূব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রতি খুব গভীর স্নেহ ছিলো। এ কারণে তাঁর প্রতি তাঁর ভাইয়েরা ঈর্ষা পোষণ করতো। হযরত ইয়া'কূব (عَلَيۡهِ السَّلَام) সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ কারণে, হযরত ইউসূফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) যখন এ স্বপ্ন দেখলেন তখন হযরত ইয়া'কূব (عَلَيۡهِ السَّلَام)

সূরাঃ ১২ ইউসুফ	৪২৮	মানযিল-৩	পারাঃ ১২
এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (২)। ২: নিশ্চয়, আমি সেটাকে আরবী ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। ৩: আমি আপনাকে সর্বোত্তম বর্ণনা শুনাচ্ছি (৩) এজন্য যে, আমি আপনার প্রতি এ ক্বোরআনের ওহী প্রেরণ করেছি, যদিও নিশ্চয় ইতিপূর্বে আপনার নিকট খবর ছিলোনা। ৪: স্মরণ করুন। যখন ইউসুফ তার পিতা-(৪) কে বললো, 'হে আমার পিতা! আমি এগারটা নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র দেখেছি, সেগুলোকে আমার জন্য সাজদা করতে দেখেছি(৫)।' ৫: বললো, 'হে আমার পুত্র! আপন স্বপ্ন আপন ভাইদের নিকট বর্ণনা করোনা (৬)। তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করবে (৭)। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (৮)।		تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ﴿۱﴾ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ﴿۲﴾ نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بِمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ ۖ وَاِنۡ كُنۡتَ مِنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الۡغٰفِلِيۡنَ﴿۳﴾ اِذۡ قَالَ يُوۡسُفُ لِاَبِيۡهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىۡ رَاَيۡتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبًا وَّالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ رَاَيۡتُهُمۡ لِىۡ سٰجِدِيۡنَ﴿۴﴾ قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلٰٓى اِخۡوَتِكَ فَيَكِيۡدُوۡا لَكَ كَيۡدًا ؕ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لِلۡاِنۡسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ﴿۵﴾	

টীকা-৬: কেননা, তারা সেটার ব্যাখ্যা বুঝে ফেলবে। হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) জানতেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে নবুয়্যাতের জন্য মনোনীত করবেন এবং উভয় জাহানের অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করবেন। এ কারণে, তাঁর মনে তাঁর ভ্রাতাদের বিদ্বেষের আশঙ্কা ছিলো এবং তিনি বললেন,

টীকা-৭: এবং তোমরা ধ্বংসের কোন পথ খুঁজে বের করবে।

টীকা-৮: তাদেরকে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষের প্রতি উৎসাহিত করবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ভ্রাতাগণ যদি হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর বিরুদ্ধে তাকে কষ্ট দেয়ার কিংবা ক্ষতি সাধনের কোন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তার কারণ শয়তানের প্ররোচনাই হবে। (খাযিন)

বুখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসুল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ এর নিকট থেকে। সেটা কোন বন্ধু ভাবাপন্ন লোকের নিকট বর্ণনা করা উচিত। মন্দ স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে। যখন কেউ এমন স্বপ্ন দেখে তখন তার উচিত স্বীয় বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলা এবং এ দুআ'টা পাঠ করা- اَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡمِ وَمِنۡ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤۡيَا (আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ এর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহ এর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই স্বপ্নের অমঙ্গল থকে)

টীকা-৯: (اِجْتِبَاء) (ইজতিবা) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে মনোনীত করে নেয়া বা নির্বাচিত করা। এর অর্থ এই যে, কোন বান্দাকে আল্লাহ এর দানের সাথে বিশেষিত করা, যাঁর কারণে তাঁর বিভিন্ন অলৌকিকতা ও পরিপূর্ণতা কোন প্রকার চেষ্টা বা পরিশ্রম ব্যতীত অর্জিত হয়। এ মর্যাদা নাবীগণের জন্যই নির্দিষ্ট এবং তাঁদের ওসীলায় তাঁদের নৈকট্যপ্রাপ্ত, অতি সত্যবাদী, শহীদ এবং নেককার লোকেরাও ঐ নি'মাত লাভ করে ধন্য হন।

টীকা-১০ঃ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করবেন এবং পূর্ববর্তী কিতাবাদি ও নবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর হাদীসসমূহের দুর্বোধ্য অর্থসমূহ সুস্পষ্ট করবেন। আর তাফসীরকারকগণ এটা দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানও বুঝিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে বড় দক্ষ ছিলেন।

টীকা-১১ঃ 'নবুওয়্যাত' দান করে, যা সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহের অন্যতম এবং সৃষ্টির সমস্ত উচ্চপদ ও তদপেক্ষা নিম্নতর এবং রাজকীয় ক্ষমতা প্রদান করে দ্বীন ও দুনিয়ার নি'মাতসমূহ দ্বারা ধন্য করে,

টীকা-১২ঃ অর্থাৎ তাঁদেরকে নবুওয়্যাত দান করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "এ নি'মাত দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)- কে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি প্রদান ও আপন 'খলীল' (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করা এবং হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام) কে হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) ও পুত্র-পৌত্র দান করা বুঝানো হয়েছে।"

টীকা-১৩ঃ হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রথম স্ত্রী লায়্যা বিনতে লাইয়্যান, তাঁর মামার কন্যা ছিলেন। তাঁর গর্ভে তাঁর ছয় সন্তান জন্মলাভ করেন। তাঁরা হলেন- (১) রুবীল, (২) শাম'উন, (৩) লাওয়া, (৪) ইয়াহুদা ৯৫) যাবুলূন ও (৬) ইয়াশজার। অপর চার সন্তান তাঁর পবিত্র 'রেহম' থেকে জন্মলাভ করেন। তাঁরা হলেন- ১) দা-ন, (২) নাফতা'লী, (৩) জাদ এবং (৪) আশর। তাঁদের মাতাগণ হলেন- যুলফা ও বালহা। লায়ার ইন্তিকালের পর

৬: এবং এভাবে তোমাকে তোমার প্রতিপালক মনোনীত করবেন (৯) এবং তোমাকে কথার পরিণাম বের করা শিক্ষা দেবেন (১০), এবং তোমার উপর আপন অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন এবং ইয়া'কূবের পরিবার পরিজনের উপরও (১১), যেভাবে তোমার পূর্বে উভয়ই- পিতা ও পিতামহ ইব্রাহীম ও ইসহাক্বের উপর পূর্ণ করেছেন (১২)। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জ্ঞানীময় ও প্রজ্ঞাময়।	وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶﴾
রুকূ'-২	
৭: নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে (১৩) জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য বহু নির্দশন রয়েছে (১৪)।	لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿۷﴾
৮: যখন তারা বললো (১৫), 'অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই (১৬)	اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ

হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর (লায়্যা) বোন রাহীলকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে দু' সন্তান জন্ম লাভ করেন- ইউসুফ ও বিন ইয়ামীন। এঁরা হলেন হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ১২ জন সন্তান। তাঁদেরকেই 'আসবাত' (اسباط) বলা হয়। *

টীকা-১৪ঃ 'জিজ্ঞাসাকারীগণ' দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে যারা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) ও হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বংশধরদের কিন'আন-ভূমি থেকে মিশরের দিকে স্থানান্তরিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলো তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর অবস্থান বর্ণনা করলেন এবং ইহুদীগণ তাওরীতের বর্ণনার অবিকল হুবহু পেলো। কারণ, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিতাব পাঠ করা, আলিমগণ ও তাদের ধর্মীয় নেতাদের মজলিশে বসা এবং কারো নিকট থেকে কিছু শিক্ষা করা ছাড়াই এরূপ সঠিক ঘটনাবলী কিভাবে বর্ণনা করলেন। এটা একথার অকাট্য প্রমাণ যে, 'তিনি অবশ্যই নাবী হন এবং ক্বুরআন পাক নিঃসন্দেহে আল্লাহ এর ওহী।' আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পবিত্র জ্ঞান প্রদান করে ধন্য করেছেন। এতদ্ব্যতীত, এই ঘটনার মধ্যে বহু শিক্ষা, উপদেশ এবং বাস্তব জ্ঞান রয়েছে।

টীকা-১৫ঃ ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ভ্রাতাগণ

টীকা-১৬ঃ অর্থাৎ সহোদর বিন-ইয়ামীন

*অথবা এভাবে বলা যায়- হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুইজন স্ত্রী ছিলেন এবং দুইজন ছিলো ক্রীতদাসী। স্ত্রী দু'জন হলেন- ১) লায়া ও ২) রাহীল আর ক্রীতদাসী দুইজন হলো- ১) যূলফা ও ২) বালহা। এর চার জনের গর্ভে সর্বমোট ১২ জন পুত্র সন্তান এবং কিছু সংখ্যক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করেন। সুতরাং প্রথমা লায়্যার এক কন্যা- 'দানিয়া' এবং ছয় পুত্র জন্ম লাভ করেনঃ ১) রুভীল, ২) শামঊন, ৩) লাওয়া, ৪) ইয়াহূদা, ৫) ইয়াশজার এবং ৬) যিয়ালূন (বা যবূলূন)। আর দ্বিতীয় স্ত্রী রাহীলের গর্ভে দুই সন্তান- ১) হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং বিন-ইয়ামীন জন্ম গ্রহণ করেন। ক্রীতদাসী যুলফার গর্ভে দু'ইজন সন্তান- জাদ ও আশর এবং বালহার গর্ভে দুই সন্তান- দা-ন ও নাফতালীর জন্ম হয়। রাহীল প্রথমে বন্ধ্যা ছিলেন। তাঁর সন্তান হয় বৃদ্ধ বয়সেই। তিনি বিন-ইয়ামীন ভূমিষ্ট হবার অবস্থায় ওফাত পান। তখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বয়স ছিলো দুই বছর। তাদের সবার মধ্যে ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) পিতার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন। (নূরুল ইরফান)

টীকা-১৭ঃ শক্তিশালী হই, অধিক কাজে আসতে পারি, বেশী উপকার সাধন করতে পারি। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) হলেন কনিষ্ঠ, তিনি কি কাজে আসতে পারেন?

টীকা-১৮ঃ এবং একথা তাদের কল্পনায় আসেনি যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মাতা শিশু বয়সে ইন্তেকাল করে গেছেন এ কারণে, তিনি অধিক স্নেহ ও ভালোবাসার পাত্র হয়েছিলেন। আর তাঁর মধ্যে সরলতা ও আভিজাত্যের ঐ সব নিদর্শন পাওয়া যেতো যেগুলো অন্যান্য ভাইয়ের মধ্যে ছিলোনা। এ কারণে, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর এতবেশি স্নেহ ছিলো। এসব কথা কল্পনায় না এসে তাদের নিকট, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি তাদের মহান পিতার অধিকতর ভালোবাসা অসহনীয়ই হয়েছিলো এবং তারা পরস্পর মিলে পরামর্শ করেছিলো যে, 'এমন কোন তদবীর বা কৌশল খুঁজে বের করা চাই যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি আমাদের প্রতি অধিকতর নিবদ্ধ হয়।' কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, শয়তানও উক্ত পরামর্শ বৈঠকে শরীক ছিলো এবং সে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে হত্যা করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। পরামর্শ বৈঠকে আলোচনা এভাবে হয়েছিলো-

টীকা-১৯ঃ জনপদ থেকে দূরে। এসব পন্থায় যথেষ্ট, যেগুলোর কারণে

টীকা-২০ঃ এবং তাঁর অন্তরে শুধু তোমাদেরই স্নেহ থাকবে, অন্য কারো নয়

টীকা-২১ঃ এবং তাওবাহ করে নেবে।

টীকা-২২ঃ অর্থাৎ ইয়াহূদা' অথবা রূবীল

টীকা-২৩ঃ কেননা, হত্যা মহাপাপ।

টীকা-২৪ঃ অর্থাৎ কোন মুসাফির সে স্থান অতিক্রম করবে এবং তাঁকে অন্য কোন দেশে নিয়ে যাবে। এ থেকেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে যে, না তিনি এখানে থাকবেন, না পিতার কৃপাদৃষ্টি তাঁর প্রতি এভাবে নিবদ্ধ থাকবে।

টীকা-২৫ঃ এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উচিত তো হচ্ছে কিছুই করো না, কিন্তু যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো তবে শুধু এতটুকুই করে ক্ষান্ত হও। অতএব, সবাই এ কথার উপর একমত হলো এবং তাদের পিতাকে

টীকা-২৬ঃ অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের বৈধ কার্যাদির আনন্দ উপভোগ করবেন। যেমন শিকার করা, তীরান্দাজী ইত্যাদি।

টীকা-২৭ঃ তার পণ্য রক্ষনাবেক্ষন করবো

টীকা-২৮ঃ কেননা, তাঁর এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ সহ্য করার মতো নয়।

টীকা-২৯ঃ কেননা, ঐ ভূ-খন্ডে নেকড়ে বাঘও হিংস্র প্রাণী অনেক।

টীকা-৩০ঃ এবং নিজেদের ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদে

টীকা-৩১ঃ অতএব, তাঁকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। অদৃষ্টের লিখন তাই ছিলো। হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام) অনুমতি দিলেন। রওনা দেয়ার সময় হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বরকতময় জামা, যা বেহেশতী রেশমের তৈরী ছিলো এবং যখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বস্ত্রহীন

أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾

قَالُوا يَٰأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰصِحُونَ ﴿١١﴾

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَٰفِظُونَ ﴿١٢﴾

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং আমরা একটা দল (১৭), নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্টতঃ তাদের ভালোবাসায় নিমজ্জিত রয়েছেন (১৮)।

৯: ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা অন্য কোথাও যমীনে ফেলে এসো (১৯), এতে তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের মধ্যেই নিবিষ্ট থাকবে (২০) এবং এরপর তোমরা আবার ভালো লোক হয়ে যাবে (২১)।'

১০: তাদের মধ্যে একজন বক্তা (২২) বললো, 'ইউসুফকে হত্যা করো না (২৩) এবং তাকে গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করো, যাতে কোন যাত্রী এসে তাকে নিয়ে যায় (২৪), যদি তোমরা কিছু করতে চাও (২৫)।'

১১: বললো, 'হে আমাদের পিতা! আপনার কি হয়েছে যে, যূসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না? অথচ আমরা তো তার শুভাকাংখী হই।

১২: আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধূলা করবে (২৬) এবং নিশ্চয় আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণকারী (২৭)।'

১৩: বললো, 'নিশ্চয় একথা আমাকে কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে (২৮) এবং আমি আশংকা করছি যে, তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে (২৯) আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হয়ে থাকবে (৩০)।'

১৪: (তারা) বললো, 'যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা হলাম একটা দল, তখন তো আমরা কোন কাজের লোকই হবো না (৩১)।'

করে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন হযরত জিবরাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) ঐ জামাটা তাঁকে পরিয়েছিলেন, ঐ বরকতময় জামা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ السَّلَام) হযরত ইসহাক্ব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর নিকট এবং তাঁর নিকট থেকে তার সন্তান হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর নিকট পৌঁছেছেছিলো, ঐ জামাকে হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাবিজ বানিয়ে হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

টীকা-৩২ঃ এভাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাদেরকে দেখছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে আপন স্কন্ধে সসম্মানে ও সযত্নে নিয়ে যায়। যখন দূর প্রান্তে চলে গেল এবং হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর দৃষ্টির অন্তরাল হলো তখন তারা হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে মাটির উপর ছুঁড়ে মারলো এবং তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিলো তা প্রকাশ করলো। যারই দিকে যেতেন সেই মারধর করতো এবং তিরস্কার করতো। আর তাঁর স্বপ্নের কথা তারা যে কোন প্রকারে শুনতে পেয়েছিলো। সেটার উপর তিরস্কার করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো- "তোমার স্বপ্নকে ডাকো, এখন সেটা তোমাকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করুক।" তাদের নির্যাতন যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছলো তখন হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) ইয়াহুদাকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো এবং এসব লোককে এসব নির্যাতন থেকে বাধা দাও।" আর তার ভাইদের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমরা আমার সাথে কি অঙ্গীকার করেছিলে? তা স্মরণ করো। হত্যার সিদ্ধান্ত তো গৃহীত হয়নি?" তখন তারা এ আচরণ থেকে বিরত হলো।

টীকা-৩৩ঃ সুতরাং তারা তাই করলো। সে কূপটা 'কিন'আন' শহর থেকে তিন ফরসঙ্গ * দূরে বায়তুল মুকাদ্দাসের আশেপাশে জর্ডান ভূমিতে অবস্থিত ছিলো। উপরের দিকে সেটার মুখ সংকীর্ণ ছিলো এবং ভিতর দিকটা প্রশস্ত। হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর হাত-পা বেঁধে জামা খুলে তারা কূপের মধ্যে ছেড়ে দিলো। যখন তিনি কূপের অর্ধেক গভীরে পৌঁছলেন তখন তারা রশি ছেড়ে দিলো যাতে তিনি পানিতে পতিত হয়ে শহীদ হয়ে যান। হযরত জিব্রাঈল আমিন আল্লাহ এর নির্দেশে সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তিনি তাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিলেন, যা ঐ কূপের মধ্যেই ছিলো। আর তাঁর হাত দুটি খুলে দিলেন এবং ঘর থেকে রওনা হবার সময় হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর যে জামাটা তাবিজ বানিয়ে তার গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন সেটা খুলে তাঁকে পরায়ে দিলেন। ফলে, অন্ধকার কূপ আলোকিত হয়ে গেলো। (সুবহানল্লাহ) (আল্লাহ এরই পবিত্রতা) নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এর বরকতময় শরীরের মধ্যে কি বরকত। একটা জামা, যা ঐ বরকতময় শরীর স্পর্শ করেছিলো, তা অন্ধকার কূপকে আলোকিত করে দিলো।

মাসআলা: এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ এর মাক্ববূল বান্দাদের পোষাক এবং স্মৃতিসমূহের বরকত অর্জন করা শরীয়তসম্মত এবং নাবীগণেরই সুন্নাত।

১৫: অতঃপর যখন তাকে নিয়ে গেলো (৩২) এবং সবার সিদ্ধান্ত এটাই হলো যে, তাঁকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করবে (৩৩) এবং আমি তার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম (৩৪), নিশ্চয় তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা জানিয়ে দেবে (৩৫) এমনি সময়ে যে, তারা অনুধাবন করতে পারবে না (৩৬)।'	فَلَمَّا ذَهَبُوۡا بِهٖ وَ اَجۡمَعُوۡۤا اَنۡ یَّجۡعَلُوۡهُ فِیۡ غَیٰبَتِ الۡجُبِّ ۚ وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمۡ بِاَمۡرِهِمۡ هٰذَا وَ هُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۵﴾
১৬: এবং রাত হলো। তারা তাদের পিতার নিকট কাঁদতে কাঁদতে আসলো (৩৭)।	وَ جَآءُوۡۤ اَبَاهُمۡ عِشَآءً یَّبۡکُوۡنَ ﴿ؕ۱۶﴾
১৭: (তারা) বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌঁড়ের প্রতিযোগীতায় দূরে চলে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম (৩৮), অতঃপর	قَالُوۡا یٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ وَ تَرَکۡنَا یُوۡسُفَ عِنۡدَ مَتَاعِنَا

টীকা-৩৪ঃ হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর মাধ্যমে অথবা 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা)-এর পন্থায়। আপনি দুঃখিত হবেন না। আমি আপনাকে গভীর কূপ থেকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবো, আপনার ভাইদেরকে অভাবগ্রস্ত করে আপনার নিকট উপস্থিত করবো, তাদেরকে আপনারই শাসনাধীন করবো এবং এমন হবে-

টীকা-৩৫ঃ যা তারা ঐ সময় আপনার সাথে করেছিলো

টীকা-৩৬ঃ যে, তুমি ইউসুফ হও। কেননা, তখন তাঁর মর্যাদা এতই উচ্চ হবে, তিনি ঐ সালতানাত ও রাজ্য পরিচালনায় এমন উচ্চ মসনদে আসীন হবেন যে, তারা তাঁকে চিনতে পারবেনা। মোটকথা, ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ভ্রাতাগণ হযরত ইউসুফকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে ফিরে গিয়েছিলো এবং হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর যে জামাটা তারা খুলে নিয়েছিলো তা একটা ছাগলের বাচ্চার রক্তে রঞ্জিত করে সাথে নিয়ে গেলো।

টীকা-৩৭ঃ যখন বাড়ির নিকট পৌঁছলো তখন হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাদের আর্তনাদের (চিৎকার) শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি আতঙ্কিত হয়ে বাইরে তাশরীফ আনলেন। আর বললেন, "হে আমার সন্তানেরা! তোমাদের ছাগলের পালের কি কোন ক্ষতি হয়েছে?" তারা বললো, "না।" বললেন, "তবে কি বিপদ ঘটেছে? এবং ইউসুফ কোথায়?"

টীকা-৩৮ঃ অর্থাৎ আমরা একে অপরের সাথে দৌঁড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম কে কার উপর প্রাধান্য লাভ করবে, এভাবে আমরা অনেক দূর প্রান্তে চলে গিয়েছিলাম

*৩ মাইল= ১ ফরসঙ্গ।

টীকা-৩৯ঃ কেননা, আমাদের সাথে না কোন সাক্ষী আছে, না এমন কোনো প্রমাণ বা চিহ্ন, যা দ্বারা আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

টীকা-৪০ঃ এবং জামাটা ছিঁড়তে ভুলে গিয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام) তাঁর জামাটা আপন চেহারা মুবারকের উপর রেখে খুব ক্রন্দন করলেন আর বললেন, "আজব ধরনের হুঁশিয়ার নেকড়ে বাঘ ছিলো, যা আমার পুত্রকেতো খেয়ে ফেলেছে কিন্তু জামাটাও ছিঁড়লো না।"

অপর এক বর্ণনায় এও এসেছে যে, তারা একটা নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে এসেছিলো এবং হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে বলতে লাগলো এ নেকড়ে বাঘটা হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-কে সাবাড় করেছে।" তিনি হযরত ইয়াকুব (عَلَيۡهِ السَّلَام) নেকড়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। বাঘটা আল্লাহ এর নির্দেশে বাকশক্তি লাভ করে বলতে লাগলো, "হুযূর, না আমি আপনার সন্তানকে খেয়েছি এবং না কোন নাবীর সাথে কোন নেকড়ে বাঘ এমন করতে পারে।" হযরত উক্ত নেকড়েটাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুত্রদের উদ্দেশ্যে

টীকা-৪১ঃ এবং বাস্তবাতা তার বিপরীত,

টীকা-৪২ঃ হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام) তিন দিন যাবৎ কূপের মধ্যে ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে তা থেকে রক্ষা করলেন।

فَاَكَلَهُ الذِّئۡبُ ۚ وَمَاۤ اَنۡتَ بِمُؤۡمِنٍ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صٰدِقِيۡنَ ﴿۱۷﴾

তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে, এবং আপনি কোন মতেই আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই (৩৯)।'

وَجَآءُوۡ عَلٰى قَمِيۡصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَـكُمۡ اَنۡفُسُكُمۡ اَمۡرًا ؕ فَصَبۡرٌ جَمِيۡلٌ ؕ وَاللّٰهُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮: এবং তারা তাঁর জামায় এক মিথ্যা রক্ত লেপন করে নিয়ে এসেছিলো (৪০)। বললো, 'বরং তোমাদের অন্তরগুলো একটা কাহিনী তোমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে (৪১), সুতরাং ধৈর্যই শ্রেয়, এবং আল্লাহ এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এ সব বিষয়ে, যা তোমরা বলছো (৪২)।'

وَجَآءَتۡ سَيَّارَةٌ فَاَرۡسَلُوۡا وَارِدَهُمۡ فَاَدۡلٰى دَلۡوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشۡرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوۡهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯: এবং একটা কাফিলা আসলো (৪৩), তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করলো (৪৪), অতঃপর সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিলো (৪৫)। (সে) বলে উঠলো, 'আহ্, কেমন সুখবর! এ যে এক কিশোর!' এবং (তারা) তাকে একটা মূলধন বানিয়ে লুকিয়ে রাখলো (৪৬), এবং আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কেই, যা তারা করছে।

وَشَرَوۡهُ بِثَمَنٍۢ بَخۡسٍ دَرَاهِمَ مَعۡدُوۡدَةٍ ۚ وَكَانُوۡا فِيۡهِ مِنَ الزّٰهِدِيۡنَ ﴿۲۰﴾

২০: এবং ভাইয়েরা তাকে নগণ্য মূল্যে-মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো (৪৭) এবং তাদের মধ্যে এতে কোন আগ্রহই ছিলো না (৪৮)।

টীকা-৪৩ঃ যা মাদয়ান থেকে মিসরের দিকে যাচ্ছিলো। তারা পথ ভুলে এই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছিলো। জনবসতি থেকে বহুদূরে এ কূপটা অবস্থিত ছিলো এবং সেটার পানি লবনাক্ত ছিলো, কিন্তু হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর বরকতে মিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। যখন উক্ত কাফিলা ঐ কূপের নিকট এসে পৌঁছলো তখন,

টীকা-৪৪ঃ যার নাম ছিলো মালিক বিন যা'আর খাযাঈ। এ লোকটা মাদয়ানের অধিবাসী ছিলো। যখন সে কূপের নিকট পৌঁছলো,

টীকা-৪৫ঃ হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام) উক্ত ডোলটিকে ধরে ফেললেন এবং তাতে লটকে গেলেন। মালিক ডোল টেনে উপরে উঠালো। তিনি বাইরে তাশরীফ আনলেন। সে তাঁর বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্য দেখতে পেলো। তখন অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়ে তার সফর সঙ্গীদেরকে সুসংবাদ দিলো।

টীকা-৪৬ঃ ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ভাইয়েরা, যারা উক্ত জঙ্গলে মেষ চরাচ্ছিলো তারা সজাগ দৃষ্টি রাখতো। সে দিন যখন তারা ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে কূপের মধ্যে দেখতে পায়নি। তখন তারা খোঁজ করতে লাগলো এবং কাফিলার নিকটে এসে পৌঁছলো। সেখানে তারা মালিক ইবনে যা'আরের নিকট হযরত ইউসুফ(عَلَيۡهِ السَّلَام) কে দেখতে পেলো এবং তখন তারা তাঁকে বলতে লাগলো, 'এই ক্রীতদাসটা আমাদের নিকট থেকে পালিয়ে এসেছে। কোন কাজের নয় এবং অবাধ্য। যদি তোমরা কিনতে চাও তাহলে আমরা তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে ফেলবো। অতঃপর তাঁকে কোথাও বহুদূরে নিয়ে যাও, যাতে আমরা তার খবরও শুনতে না পাই।" হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাদের ভয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তিনি কিছুই বললেন না।

টীকা-৪৭ঃ যার পরিমাণ হযরত ক্বাতাদাহ্- এর বর্ণনা মতে বিশ দিরহাম ছিলো।

টীকা-৪৮ঃ অতঃপর মালিক ইবনে যা'আর তার সাথীরা হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে মিসরে নিয়ে গেলো। সে যুগে মিসরের বাদশাহ্ ছিলা রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদ ইবনে নাযওয়ান আমলীক্বি। তিনি তাঁর সালাতানাতের বাগডোর ক্বিতফীর মিসরীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত ধন-ভান্ডার তারই আয়ত্বে ছিলো এবং তাকে মিসরের 'আযীয' বলতেন। তিনি বাদশাহর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

যখন ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে মিশরের বাজারে বিক্রি করার জন্য আনা হলো, তখন প্রত্যেকটা লোকের অন্তরে তাঁকে পাবার আশার সঞ্চার হলো এবং ক্রেতাদের দাম বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত, তাঁর ওজন পরিমাণ স্বর্ণ, সে পরিমাণ রৌপ্য, সে পরিমাণ মিশক্ব এবং সে পরিমাণ রেশম মূল্য নির্ধারিত হলো। এবং তাঁর ওজন তখন ৪০০ 'রিতল' (رطل) ছিলো এবং বয়স ছিলো ১৩ অথবা ১৭ বছর। মিশরের 'আযীয' উক্ত মূল্যে তাঁকে খরিদ করে নিলেন এবং আপন ঘরে নিয়ে এলেন। অন্যান্য ক্রেতারা তাঁর মুকাবিলায় খামোশ হয়ে গেলো।

টীকা-৪৯ঃ তার নাম 'যুলায়খাহ্' ছিলো,

টীকা-৫০ঃ যেন তার আবাসস্থল উত্তম হয়, পোশাক এবং খাবারও যেন উন্নত মানের হয়,

টীকা-৫১ঃ এবং তিনি আমাদের কার্যাবলীতে আপন গভীর চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা আমাদের উপকার ও সাহায্য করবেন। সালতানাতের কার্যাবলী ও রাজ্য রক্ষার কাজ সম্পাদনে আমাদের উপকারে আসবেন। কেননা, বিছক্ষণতার নিদর্শনাদি তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হচ্ছে।

টীকা-৫২ঃ 'ক্বিতফীর' এ কথাটা এ জন্য বলেছিলো যে, তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিলোনা।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ
لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ
يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ
مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ
عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ (۲۱)
وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (۲۲)
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ
وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ
قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ
مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (۲۳)
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ
بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ

রুকূ'-৩

২১: এবং মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে তার স্ত্রীকে বললো (৪৯), 'তাঁকে সসম্মানে রাখো (৫০), সম্ভবতঃ তিনি আমাদের উপকারে আসবেন (৫১) অথবা আমরা তাঁকে পুত্র রূপে গ্রহণ করবো (৫২)।' এবং এভাবে আমি ইউসুফকে ঐ যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এ জন্য যে, তাকে কথার পরিণাম শিক্ষা দেবো (৫৩), এবং আল্লাহ্ আপন কার্য-সম্পাদনে পরাক্রমশালী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।

২২: এবং যখন আপন পরিপূর্ণ বয়সে উপনীত হলো (৫৪), তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞান দান করেছি (৫৫), এবং আমি এভাবেই পুরস্কার দিই সৎকর্ম পরায়নদেরকে।

২৩: এবং সে যে স্ত্রীলোক (৫৬)-এর ঘরে ছিলো সে তাকে প্রলোভিত করলো যেন তার কামনায় বাধা না দেয় (৫৭) এবং দরজাগুলোর সবই বন্ধ করে দিলো (৫৮) এবং বললো, 'এসো। তোমাকেই বলছি (৫৯)।' বললো, 'আল্লাহ এরই আশ্রয় (৬০)। সেই 'আযীয' তো আমার প্রভূ অর্থাৎ লালনকারী। তিনি আমাকে ভাল মতে রেখেছেন (৬১), নিশ্চয় যালিমদের মঙ্গল হয়না।'

২৪: এবং নিশ্চয় স্ত্রীলোকটা তার কামনা করেছিলো এবং সেও স্ত্রীলোকের ইচ্ছা করতো যদি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখতো (৬২)।

টীকা-৫৩ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

টীকা-৫৪ঃ যৌবন পূর্ণতায় পৌঁছলো এবং বয়স, 'দাহ্হাক' এর মতানুসারে, বিশ বছর ছিলো এবং সুদ্দীর মতানুসারে, ত্রিশ বছর আর কালবীর মতানুযায়ী, আঠার ও ত্রিশের মধ্যবর্তী।

টীকা-৫৫ঃ অর্থাৎ আমলসহ জ্ঞান ও ধর্মের সুক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন। কোন কোন আলিম বলেছেন, 'হুকুম' দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত এবং 'জ্ঞান' হচ্ছে 'বস্তুর নিগূঢ় রহস্য জানা' এবং 'হিকমত' হচ্ছে 'জ্ঞান মুতাবিক কাজ করা।'

টীকা-৫৬ঃ অর্থাৎ যুলায়খাহ।

টীকা-৫৭ঃ এবং তাঁর সাথে সঙ্গত হয়ে তার অবৈধ কামনা পূরণ করে। জুলায়খাহর বাসগৃহে একের পর এক করে সাতটা দরজা ছিলো। সে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট তো এ কামনাই প্রকাশ করেছিলো।

টীকা-৫৮ঃ তালাবদ্ধ করে নিল

টীকা-৫৯ঃ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-৬০ঃ তিনি আমাকে ঐ কুকাজ থেকে রক্ষা করবেন, যা তুমি কামনা করছো। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এ কাজটা হারাম। আমি সেটার নিকটে যেতেও রাজি নই।

টীকা-৬১ঃ এর বিনিময় এই নয় যে, আমি তাঁর পরিবারের মধ্যে খিয়ানত করবো। যে ব্যক্তি এমন করে সে যালিম।

টীকা-৬২ঃ কিন্তু হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আপন প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেছিলেন এবং ঐ কু উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থাকেন। এবং ঐ 'বুরহান' প্রমাণ হলো নাবীগণের নিষ্পাপ হওয়া। আল্লাহ তাআ'লা নাবীগণ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর পবিত্র আত্মাগুলোকে অসৎ চরিত্র ও মন্দ কার্যাবলী থেকে পবিত্র করেই সৃষ্টি করেছেন এবং সমুন্নত পবিত্র চরিত্র সৌন্দর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে সৃষ্টি করেছেন। আর এই কারণে তাঁরা অনুচিত কার্যাদি থেকে বিরত থাকেন।

অপর এক বর্ণনায় এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, যখন জুলায়খাহ তাঁর প্রতি উদ্যত হলো তখন তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে দেখেছিলেন যে, তিনি আঙ্গুল মুবারক পবিত্র দাঁতে চেপে ধরে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন।

টীকা-৬৩ঃ এবং খিয়ানত ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত রাখে।

টীকা-৬৪ঃ যাদেরকে আমি চয়ন করেছি এবং যারা আমার আনুগত্যের মধ্যে খাঁটি। মোটকথা, যখন যুলায়খাহ তাঁর প্রতি উদ্যত হয়েছিলো তখন হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) দৌঁড়ে পালিয়ে যান এবং জুলায়খাহ তাঁর পেছনে তাঁকে ধরার জন্য দৌড়ালো। হযরত যে যে দরোজায় পৌঁছতেন সেটার তালা খুলে খসে পড়তে আরম্ভ করলো।

টীকা-৬৫ঃ শেষ পর্যন্ত জুলায়খাহ্ হযরতের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলো। আর তাঁর জামার পেছন দিক থেকে ধরে তাঁকে টেনে ধরলো যাতে তিনি বের হতে না পারেন। কিন্তু তিনি বিজয়ী হন।

টীকা-৬৬ঃ অর্থাৎ মিশরের আযিযকে

টীকা-৬৭ঃ তৎক্ষণাৎ যুলায়খাহ্ নিজেকে নির্দোষ প্রকাশ করার এবং হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-কে তার প্রতারণার প্রতি ভয় দেখানার জন্য চালবাজির আশ্রয় নিলো এবং স্বামীকে

টীকা-৬৮ঃ এতটুকু বলার পর সে আশঙ্কা করলো যে, কখনো আযীয রাগান্বিত হয়ে হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-কে হত্যা করতে উদ্যত হবেন কিনা, এটা জুলায়খাহ্ এর গভীর ভালবাসা কখনো সহ্য করতে পারতো না। এই কারণে, সে এ কথা বলেছিলো-

টীকা-৬৯ঃ অর্থাৎ তাঁকে চাবুক মারা হোক। যখন হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) দেখলেন যে, যুলায়খাহ্ তাঁর প্রতি উল্টো অপবাদ দিচ্ছে এবং তাঁর জন্য জেল ও শাস্তির পন্থা বের করছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার এবং প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং

টীকা-৭০ঃ অর্থাৎ সে আমার সাথে কুকর্ম করার প্রবৃত্তি প্রকাশ করেছে। আমি তাতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছি এবং আমি পলায়ন করেছি। আযীয বললেন, "এ কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়?" হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) বললেন, "ঘরের মধ্যে চার মাস বয়সের একটা শিশু দোলনার মধ্যে রয়েছে। সে যুলায়খাহর মামার পুত্র ছিলো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হোক।" আযীয বললেন, "চার মাস বয়সে সন্তান কি জানে এবং সে কিভাবে বলবে?" হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) বললেন, "আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে বাকশক্তি প্রদানে এবং আমার নিষ্পাপ হবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করার যোগ্যতা প্রদানে সক্ষম।" আযিয ঐ শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ এর শক্তিক্রমে, শিশুটি বাকশক্তি লাভ করলো এবং সে হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সত্যতা প্রমাণ করলো ও যুলায়খার কথা অবাস্তব প্রমাণিত করলো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

টীকা-৭১ঃ অর্থাৎ ঐ শিশুটা

টীকা-৭২ঃ কেননা, এ সুরতেহাল এ কথা প্রকাশ করছে যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) যদি সম্মুখে অগ্রসর হন, যুলায়খাহ যদি তাকে প্রতিরোধ করে, তবে তাঁর জামা সম্মুখদিকে ছেঁড়া থাকবে।

টীকা-৭৩ঃ এটার কারণে, এ অবস্থাটা সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) তার নিকট থেকে পালাচ্ছিলেন এবং জুলায়খাহ তাঁকে পেছন দিক থেকে ধরছিলো। সে কারণে, তাঁর জামা পেছন দিকে ছেঁড়া ছিলো।

টীকা-৭৪ঃ এবং বুঝতে পারলেন যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) সত্যবাদী আর যুলায়খাহ্ মিথ্যাবাদী।

كَذٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ السُّوۡٓءَ وَ الۡفَحۡشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِيۡنَ (٢٤)

আমি এরূপ এ জন্যই করেছি যেন তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূরে রাখি (৬৩)। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (৬৪)

وَ اسۡتَبَقَا الۡبَابَ وَ قَدَّتۡ قَمِيۡصَهٗ مِنۡ دُبُرٍ وَّ اَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الۡبَابِ ؕ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ اَرَادَ بِاَهۡلِكَ سُوۡٓءًا اِلَّاۤ اَنۡ يُّسۡجَنَ اَوۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ (٢٥)

২৫: এবং তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌঁড়ে গেলো (৬৫) এবং স্ত্রীলোকটা তাঁর জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে ফেললো আর তারা উভয়েই স্ত্রীলোকটার স্বামীকে (৬৬) দরজার নিকট পেয়েছিলো (৬৭)। (স্ত্রী লোকটা) বললো, 'কি শাস্তি হতে পারে তার, যে তোমার গৃহিণীর সাথে কুকর্ম কামনা করে (৬৮), কিন্তু এ যে, তাকে কারাগারে বন্দী করা হোক কিংবা কষ্টদায়ক শাস্তি (৬৯)।

قَالَ هِىَ رَاوَدَتۡنِىۡ عَنۡ نَّفۡسِىۡ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ كَانَ قَمِيۡصُهٗ قُدَّ مِنۡ قُبُلٍ فَصَدَقَتۡ وَ هُوَ مِنَ الۡكٰذِبِيۡنَ (٢٦)

২৬: বললো, 'সে-ই আমাকে প্রলোভিত করেছে, যেন আমি আত্মসংবরণ না করি (৭০), এবং স্ত্রীলোকটার পরিবারের একজন সাক্ষী (৭১) সাক্ষ্য দিলো-'যদি তাঁর জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে আর ইনি মিথ্যা বলেছেন (৭২)।

وَ اِنۡ كَانَ قَمِيۡصُهٗ قُدَّ مِنۡ دُبُرٍ فَكَذَبَتۡ وَ هُوَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ (٢٧)

২৭: এবং যদি তাঁর জামার পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয় তবে স্ত্রীলোকটা মিথ্যাবাদী আর ইনি সত্যবাদী (৭৩)।'

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيۡصَهٗ قُدَّ مِنۡ دُبُرٍ

২৮: অতঃপর যখন 'আযীয' তাঁর জামা পেছন দিক থেকে ছিন্নকৃত দেখলো (৭৪)

টীকা-৭৫ঃ অতঃপর হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর প্রতি ফিরে 'আযীয' এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলো-

টীকা-৭৬ঃ 'এবং এ কারণে তুমি দুঃখিত হয়োনা। নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র।' এ উক্তির উদ্দেশ্যও ছিলো যে, এই কথা কাউকে বলোনা, যাতে লোকেরা এ নিয়ে চর্চা না করে এবং ঘটনাটা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এতদ্ব্যতীতও ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর নির্দোষ হওয়ার বহু প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো। যেমনঃ

এক) কোন সম্ভ্রান্ত বংশের উন্নত স্বভাবের লোক আপন শুভাকাঙ্খীর সাথে এধরনের অবিশ্বস্ততার বৈধ মনে করে না। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এমন সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে কিভাবে এমন কাজ করতে পারেন? (কখনো পারেন না)

দুই) দর্শকগণ তাঁকে দৌঁড়ে পালিয়ে আসতে দেখেছিলো। বস্তুত কোনো প্রেমিকের এমন অবস্থা হতে পারে না। তিনি যদি নিজেই সে কাজের প্রতি উদ্যত হতেন তবে পালাতেন না। সেই দৌঁড়ে পালায়, যে কোনো বিষয়ে বাধ্য হয়ে যায় অথচ সে তা পছন্দ করে না।

তিন) স্ত্রী লোকটা অতিমাত্রায় সাজ-সজ্জা করেছিলো এবং অস্বাভাবিকভাবে সেজেগুঁজে ছিলো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আগ্রহ ও গুরুত্ব দান শুধু তারই দিক থেকে ছিলো।

قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ (٢٨)

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَ اسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ (٢٩)

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٣٠)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ

তখন বললো, 'নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদেরই ষড়যন্ত্র, নিঃসন্দেহে, তোমাদের ষড়যন্ত্র ভীষণ (৭৫)।'

২৯: হে ইউসুফ! তুমি এটার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করোনা (৭৬)। এবং হে নারী! তুমি আপন পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো (৭৭), নিশ্চয় তুমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত (৭৮)।

রুকূ'-৪

৩০: এবং শহরের কিছু নারী বললো (৭৯), 'আযীযের স্ত্রী তার যুবকের হৃদয়কে প্রলোভিত করেছে, নিশ্চয় তাঁর প্রেম তার অন্তরকে উন্মত্ত করেছে, আমরাতো তাকে স্পষ্ট প্রেম-বিভোর দেখতে পাচ্ছি (৮০)।'

৩১: অতঃপর যখন যুলায়খা তাদের এ চর্চা শুনতে পেলো, তখন ঐসব নারীকে ডেকে পাঠালো (৮১) আর তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো (৮২) এবং তাদের প্রত্যেককে একটা করে ছুরি দিলো (৮৩) আর ইউসুফকে (৮৪) বললো, 'তাদের সম্মুখে বের হও (৮৫)।' যখন নারীরা ইউসুফকে দেখলো, তখন তারা তাঁর পবিত্রতার মহত্ব বর্ণনা করতে লাগলো (৮৬)

চার) হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর খোদাভীতি ও পবিত্রতা, যাদের লক্ষণ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়েছিলো, তাতে তাঁর দিক থেকে কোন অশোভন কাজের সম্পর্ক কোনমতেই বিবেচনাযোগ্য হতে পারতো না। অতঃপর মিশরের আযিয জুলয়খাহ এর দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন-

টীকা-৭৭ঃ কারণ, তুমি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিয়েছো।

টীকা-৭৮ঃ মিশরের আযিয যদিও এ ঘটনাকে খুবই ধামাচাপা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে খবরটা গোপন থাকতে পারেনি, বরং তার চর্চা ও প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে।

টীকা-৭৯ঃ অর্থাৎ মিশরের অভিজাত ব্যক্তিদের স্ত্রীগণ,

টীকা-৮০ঃ যে, উন্মত্ততার মধ্যে তাকে আপন সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং তার পর্দা ও পবিত্রতার লেশমাত্রও বাকি থাকে নি।

টীকা-৮১ঃ অর্থাৎ যখন শেষ হলো যে, মিশরের অভিজাত লোকদের স্ত্রীরা হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর প্রেমের কারণে তার সমালোচনা করছেন। তখন সে চাইলো যে, সে তার ওজর তাদের নিকট প্রকাশ করে দেবে। এ কারণে, সে তাদেরকে দাওয়াত করলো এবং মিশরের চল্লিশ জন অভিজাত ব্যক্তির স্ত্রীদেরকে আমন্ত্রন জানালো। তাদের মধ্যে ঐ সব নারীও ছিলো, যারা এই প্রেমের উপর সমালোচনা করেছিলো। যুলায়খাহ সেই নারীদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথির মর্যাদা দিলো।

টীকা-৮২ঃ অতীব লৌকিতাপূর্ণ, যে গুলোর উপর তারা অতি গর্ভভরে ও আরামে হেলান দিয়ে বসেছিলো দস্তরখানা বিছানো হলো আর বিভিন্ন ধরণের খাদ্য ও ফলমূলের আয়োজন করা হলো।

টীকা-৮৩ঃ যাতে আহার করার জন্য তা দিয়ে মাংস ও ফলমূল কাটতে পারে।

টীকা-৮৪ঃ উত্তম পোশাক পরায়ে তাঁকে

টীকা-৮৫ঃ প্রথমেও তো তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু যখন অতিমাত্রায় তাকিদ সহকারে বারবার বলা হলো, তখন তার বিরোধীতার আশঙ্কায় তাঁকে আসতে হলো।

টীকা-৮৬ঃ কেননা, তারা সেই বিশ্বউজ্জ্বলকারী সৌন্দর্যের সাথে নবুয়্যাত ও রিসালাতের আলো, বিনয় ও নম্রতার চিহ্নসমূহ এবং বাদশাসুলভ ভয়

ও ক্ষমতা এবং সুস্বাদু খাদ্য ও সুন্দরী নারীদের দিক থেকে অনাসক্তির অবস্থাও দেখলো এবং তারা বিস্ময়াভিভূত হলো এবং তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলো যে, সেই নারীরাও আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-৮৭ঃ লেবুর পরিবর্তে। আর তাদের হৃদয় হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রতি এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিলো যে, হাত কাটার কোন কষ্টও মোটেই অনুভব হয়নি।

টীকা-৮৮ঃ যে , এমন রূপ ও সৌন্দর্য মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি এবং তৎসঙ্গে অন্তরের পবিত্রতা এ যে, মিশরের উচ্চবংশীয় সুন্দর পর্দানশীন মহিলাগণ নানা ধরণের উত্তম পোষাক এবং অলংকারাদি সজ্জিত হয়ে সামনে উপস্থিত রয়েছে আর তিনি তাদের কারও প্রতিই দৃষ্টিপাত করতেন না, এমনকি মোটেই ভ্রুক্ষেপও করতেন না।

টীকা-৮৯ঃ এখন তোমরা দেখে নিলে এখন তোমরা বুঝতে পারলে যে, আমার প্রেম কোন আশ্চর্যজনক ও সমালোচনাযোগ্য ব্যাপার নয়।

وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ (۳۱) قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَ لَىِٕنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ (۳۲)

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ (۳۳)

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (۳۴)

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ

এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো- (৮৭) আর বললো, 'আল্লাহ্‌রই জন্য পবিত্রতা, এটাতো মানব জাতির কেউ নয় (৮৮), এটাতো নয়, কিন্তু কোন সম্মানিত ফিরিশতা।'

৩২: যুলায়খা বললো, 'এই তো সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করছিলে (৮৯) এবং নিশ্চয় আমি তাকে প্রলোভিত করতে চেয়েছি। অতঃপর তিনি নিজেই নিজকে পবিত্র রেখেছেন (৯০), এবং নিশ্চয় যদি তিনি সেই কাজ না করেন, যা আমি তাঁকে বলছি, তবে অবশ্যই তিনি কারারুদ্ধ হবেন এবং তিনি নিশ্চয় লাঞ্ছনা ভোগ করবেন (৯১)।'

৩৩: ইউসুফ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট কারাগারই অধিক প্রিয় ঐ কর্ম অপেক্ষা, যার প্রতি তারা আমাকে আহ্বান করছে, এবং যদি তুমি আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা না করো (৯২) তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।'

৩৪: অতঃপর তার প্রতিপালক তার প্রার্থনা কবূল করলেন এবং তাকে নারীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনি সব শুনেন, জানেন (৯৩)।

৩৫: অতঃপর সবকিছু-নিদর্শনাবলী পরীক্ষা করার পর তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এই হলো যে,

টীকা-৯০ঃ এবং কোনমতেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হননি। এরপর মিশরের মহিলাগণ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে বললো, "আপনি জুলায়খাহর প্রস্তাব মেনে নিন।" জুলায়খাহ বললো-

টীকা-৯১ঃ এবং চোর, হত্যাকারী ও অবাধ্য লোকদের সাথে জেলখানায় থাকবে। কারণ, তিনি আমার হৃদয় জয় করেছেন এবং আমার কথা অমান্য করেছেন আর বিচ্ছেদের তরবারি দ্বারা আমার রক্তপাত ঘটিয়েছিছেন। কাজেই, ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্যও সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় এবং আরামদায়ক নিদ্রার সুযোগ হবেনা, যেমন আমি বিচ্ছেদের বেদনাসমূহের মধ্যে বিপদসমূহ সহ্য করে যাচ্ছি এবং এর আঘাত সমস্যায় জর্জরিত হয়ে কালাতিপাত করছি, তেমনি তিনিও তো কিছু কষ্ট সহ্য করুন। আমার সাথে রেশমের শাহী খাটে শয়ন করার আরাম-আয়েশ পছন্দ না হলে জেলখানায় অসমতল চাটাইয়ের উপর নগ্ন শরীর দেখানো পছন্দ করবেন। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এ একথা শুনে মজলিস থেকে চলে গেলেন এবং মিসরের মহিলাগণ তাকে তিরস্কারের অজুহাতে বের হয়ে আসে এবং প্রত্যেকে তাঁর নিকট আপন-আপন কামনা ও কুউদ্দেশ্য প্রকাশ করলো। তাঁর নিকট তাদের কথাবার্তা অত্যন্ত অপছন্দ হলো। সুতরাং তিনি আল্লাহ এর দরবারে- (খাযিন, মাদারিক, হুসায়নী)

টীকা-৯২ঃ এবং স্বীয় চারিত্রিক পবিত্রতার আশ্রয়ের মধ্যে স্থান না দেন

টীকা-৯৩ঃ যখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) থেকে আশা পূর্ণ হবার কোন উপায় দেখলো না, তখন মিশরের নারীগণ তাঁকে বললো, এখন এটা শ্রেয় মনে হচ্ছে যে, আপাততঃ দু-তিনদিন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে কারারুদ্ধ করা হোক, তখন সেখানকার পরিশ্রম ও কষ্ট দেখে তিনি নিয়ামত ও আরামের মর্যাদা বুঝতে পারবেন এবং তিনি তোমার প্রস্তাব মেনে নেবেন। যুলায়খাহ্ এ পরমর্শ গ্রহণ করলো এবং মিশরের আযীযকে বললো, "আমি এই হিব্রু যুবকের কারণে দুর্নামের ভাগী হয়েছি এবং আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে আরম্ভ করেছে। এটাই উপযুক্ত হবে যে, তাঁকে কারারুদ্ধ করা হোক যাতে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, সেই অপরাধী এবং আমি সমালোচনা থেকে মুক্তি পাবো।" এ কথা আযীযের মনঃপুত হলো।

টীকা-৯৪ঃ সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং তাঁকে জেলখানায় প্রেরণ করলেন।

টীকা-৯৫ঃ তাদের মধ্যে একজন তো মিশরের মহান বাদশাহ ওয়ালিদ ইবনে নাযওয়ান আমলীক্বের রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। আর অপরজন ছিলো তার সাক্বী (পানি সরবরাহকারী)। তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিলো যে, তারা বাদশাহকে বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলো। এই অপরাধে উভয়কে কারারুদ্ধ করা হয়েছিলো। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) যখন কারাবন্দী হলেন, তখন তিনি তার জ্ঞানকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন, "আমি স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান রাখি।"

টীকা-৯৬ঃ যে বাদশাহর সাক্বী ছিলো,

টীকা-৯৭ঃ আমি এক বাগানে উপস্থিত। সেখানে দেখলাম একটা আঙ্গুর গাছে তিনটা গুচ্ছ পাশাপাশি লেগে রয়েছে। বাদশাহর সুরাপাত্র আমার হাতে রয়েছে। উক্ত আঙ্গুর গুচ্ছগুলো থেকে

টীকা-৯৮ঃ অর্থাৎ রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক,

টীকা-৯৯ঃ যে, তিনি দিনে রোযা রাখতেন। সারারাত নামায আদায় করতেন। যখন কারাগারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তো তখন তার দেখাশোনা করতেন। যখন কেউ কোন অসুবিধায় পড়তো তখন তার জন্য নিস্কৃতির পথ বের করতেন। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে আপন মু'জিযাসমূহের প্রকাশ ও তাওহীদ (আল্লাহ এর একত্ববাদের) প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেছিলেন এবং একথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, জ্ঞানে তাঁর মর্যাদা তদপেক্ষাও বেশি, যতটুকু আছে বলে সেসব লোক তাঁর সম্পর্কে বিশ্বাস করতো। কেননা, স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে মনের ধারণার প্রধান দিক। এ কারণে তিনি চাইলেন তাদের নিকট এ কথা প্রকাশ করত যে, তিনি 'গায়ব' বা অদৃশ্যের নিশ্চিত খবরসমূহ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। আর সৃষ্টি তাতে অক্ষম। যাঁকে আল্লাহ 'গায়ব' (অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ) দান করে তাঁর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা কোন বড় কথা নয়। তখন তিনি মু'জিযাসমূহ এজন্য প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি জানতেন যে, তাদের মধ্যে একজনকে অবিলম্বে শুলে চড়ানো হবে। তাই তিনি চেয়েছেন যে, তাকে কুফর থেকে বের করে ইসলামে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারাগারে আবদ্ধ করতো হবে (৯৪)।

রুকূ'-৫

৩৬: এবং তার সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করলো (৯৫)। তাদের একজন (৯৬) বললো, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম (৯৭)-আমি আঙ্গুর নিংড়ায়ে রস বের করছি। আর অপরজন বললো (৯৮)-আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথার উপর কিছু রুটি বহন করছি, যেগুলো থেকে পাখী খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন। নিশ্চয় আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি (৯৯)।'

৩৭: ইউসুফ বললো, 'যে খাদ্য তোমরা পেয়ে থাকো, সে খাদ্য তোমাদের নিকট আসার পূর্বেই তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দেবো (১০০)। এটা ঐসব জ্ঞান থেকেই, যা আমাকে আমার প্রতিপালক শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আমি সেসব লোকের ধর্ম মেনে নেইনি, যারা আল্লাহ এর উপর ঈমান আনেনা এবং তারা পরকালে অবিশ্বাসী।

৩৮: এবং আপন পিতামহ ইব্রাহীম, ইসহাক্ব এবং ইয়া'কূবের ধর্মকে গ্রহণ করেছি (১০১)। আমাদের জন্য একথা শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ এর শরীক স্থির করবো,

لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ (۳۵)
وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ
اَحَدُهُمَآ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ قَالَ
الْاٰخَرُ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا
تَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ ۚ اِنَّا
نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ (۳۶)
قَالَ لَا یَاْتِیْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا
نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِیْلِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّاْتِیَكُمَا ؕ
ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ ؕ اِنِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ
قَوْمٍ لَّا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ كٰفِرُوْنَ (۳۷)
وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَ اِسْحٰقَ
وَ یَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ
مِنْ شَیْءٍ ؕ

মাসাআলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যদি আলিম আপন জ্ঞানের স্তর এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন যে, মানুষ তা থেকে উপকার লাভ করবে, তবে তা বৈধ। (মাদারিক, খাযিন)

টীকা-১০০ঃ তার পরিমাণ, তার রং, তা আসার সময়, এবং এও যে, তোমরা কি রেখেছো কিংবা কতটুকু খেয়েছো অথবা কখন খেয়েছো।

টীকা-১০১ঃ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন মু'জিযা প্রকাশ করার পর এ কথাও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তিনি নাবী বংশেরই সন্তান এবং তাঁর পিতৃ-পুরুষগণ নাবী, যাঁদের উচ্চ মর্যাদা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। এতে তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, শ্রোতাগণ তাঁর 'দাওয়াত' কবূল করবে এবং তাঁর হিদায়তকে মেনে নেবে।

টীকা-১০২ঃ ‘তাওহীদ’ (আল্লাহ এর একত্ববাদ) অবলম্বন করা এবং শির্ক থেকে বেঁচে থাকা।
টীকা-১০৩ঃ তাঁর ইবাদত পালন করে না, বরং সৃষ্টির পূজা করে।
টীকা-১০৪ঃ যেমন, মূর্তি পূজারীরা বানিয়ে রেখেছে কেউ স্বর্ণের, কেউ রৌপ্যের, কেউ তামার, কেউ লোহার, কেউ কাঠের, কেউ পাথরের, কেউ অন্য কিছুর- কেউ ছোট, কেউ বড় আকারের। কিন্তু সবই অকেজো বেকার, না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে- এমন মিথ্যা উপাস্য।
টীকা-১০৫ঃ যে, না কেউ তাঁর মুকাবিলা করতে পারে, না কেউ তাঁর নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে, না কেউ তাঁর শরীক আছে, না সমকক্ষ, বরং সবার উপর তাঁর নির্দেশ বলবৎ এবং সবাই তাঁর মালিকানাধীন।
টীকা-১০৬ঃ এবং সেগুলোর নামও ‘উপাস্য’ রেখেছিলো, অথচ সেগুলো নির্জীব পাথর।

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (٣٨)
يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؕ (٣٩)
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٠)
يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ؕ (٤١)
وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ؕ (٤٢)

এটা (১০২) আল্লাহ এর এক অনুগ্রহ আমাদের উপর এবং মানবকুলের উপর, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা (১০৩)।
৩৯: হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক শ্রেয় (১০৪), না এক আল্লাহ, যিনি সবার উপর পরাক্রমশালী (১০৫)?
৪০: তোমরা তিনি ব্যতীত পূজা করছো না কিন্তু নিছক কতগুলো নামের, যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদা গড়ে নিয়েছে (১০৬), আল্লাহ্ সেগুলোর কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নি। নির্দেশ নেই, কিন্তু আল্লাহ এরই। তিনি বলেছেন-তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা (১০৭)। এটাই সরল দ্বীন (১০৮), কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা (১০৯)।
৪১: হে কারা সঙ্গীদ্বয়। তোমাদের মধ্যে একজন আপন প্রভূ (বাদশাহ্)-কে মদ্যপান করাবে (১১০), রইলো অপরজন (১১১) তাকে শূলে চড়ানো হবে, অতঃপর পাখী তার মস্তক খাবে (১১২)। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ঐ কথারই, যেটা সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করছো (১১৩)।’
৪২: এবং ইউসুফ এদের উভয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে মনে করলো (১১৪) তাকে বললো, ‘তোমার প্রভূ (বাদশাহ্)-এর নিকট আমার কথা উল্লেখ করো (১১৫)।’ অতঃপর শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো যে, সে তার প্রভূ (বাদশাহ্)-এর সামনে য়ূসুফের কথা উল্লেখ করবে, সুতরাং আরো কয়েক বছর কারাগারে রইলো (১১৬)।

টীকা-১০৭ঃ কেননা, কেবল তিনিই ইবাদতের উপযোগী।
টীকা-১০৮ঃ সেটার পক্ষে বহু অকাট্য প্রামাণও দলিল রয়েছে।
টীকা-১০৯ঃ তাওহীদ ও আল্লাহ এর ইবাদতের দাওয়াত দেয়ার পর হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং ইরশাদ করলেন-
টীকা-১১০ঃ অর্থাৎ বাদশাহর ‘সাক্বী’। সুতরাং তাকে তার পূর্ব পদে বহাল করা হবে এবং বাদশাহকে পূর্বের ন্যায় সুরা পান করাবে। আর তিনটা গুচ্ছ, যেগুলোর কথা স্বপ্নের বিবরণে বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো ‘তিন দিন’ এ সময়টুকু সে কারাগারে থাকবে। অতঃপর বাদশাহ তাকে ডেকে নেবন।
টীকা-১১১ঃ অর্থাৎ রন্ধনশালা অখাদ্যের তত্ত্বাবধায়ক
টীকা-১১২ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে উভয়ে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে বললো, “স্বপ্নতো আমরা কিছুই দেখিনি। আমরা তো ঠাট্টা করছিলাম। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন-
টীকা-১১৩ঃ যা আমি বলে দিয়েছি তা অবশ্যই সংঘটিত হবে- তোমরা স্বপ্ন দেখে থাকো কিংবা নাই দেখো, এখন এ নির্দেশ (ব্যাখ্যা) অটল থাকবেই।
টীকা-১১৪ঃ অর্থাৎ সাক্বীকে
টীকা-১১৫ঃ এবং আমার অবস্থা বর্ণনা করবে যে, কারাগারে একজন মজলুম নির্দোষ কয়েদি রয়েছেন। কারাগারে তাঁর এক দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছে।
টীকা-১১৬ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারক এর পক্ষে যে, এ ঘটনার পর হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) আরো সাত বছর কারাগারে ছিলেন এবং পাঁচ বৎসর এর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছিলো। এ সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কারামুক্তি আল্লাহ এর দরবারে মঞ্জুর হলো, তখন মিশরের মহান বাদশাহ রাইয়্যান বিন ওয়ালীদ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। এতে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি রাজ্যের যাদুকর, গণক এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদেরকে সমবেত করে তাদের নিকট স্বপ্নের বিবরণ দিলেন।

রুকূ’-৬

৪৩: এবং বাদশাহ্ বললো, ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম-সাতটা মোটা- স্থূলকায় গাভী, সেগুলোকে সাতটা শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটা সবুজ শীষ এবং অপর সাতটা শুষ্ক (১১৭)। হে সভাষদমন্ডলী! আমার স্বপ্নের জবাব দাও যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো।’

وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ (۴۳)

৪৪: (তারা) বললো, ‘দুশ্চিন্তার স্বপ্ন এবং আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিনা।’

قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَ مَا نَحْنُ بِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِیْنَ (۴۴)

৪৫: এবং বললো ঐ ব্যক্তি, যে এই দু’জনের মধ্য থেকে মুক্তি পেয়েছিলো (১১৮) এবং এক দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলো (১১৯), ‘আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবো আমাকে প্রেরণ করো (১২০)।’

وَ قَالَ الَّذِیْ نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِیْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ (۴۵)

৪৬: ‘হে ইউসুফ! হে বড় সত্যবাদী! আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন সাতটা স্থূলকায় মোটা তাজা গাভীর, যেগুলোকে সাতটা শীর্ণকায় গাভী ভক্ষন করছে এবং সাতটা সবুজ শীষ ও অপর সাতটা শুষ্ক (১২১)। হয়ত আমি লোকদের নিকট ফিরে যাবো, হয়ত তারা অবগত হতে পারবে (১২২)।’

یُوْسُفُ اَیُّهَا الصِّدِّیْقُ اَفْتِنَا فِیْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّیْۤ اَرْجِعُ اِلَی النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُوْنَ (۴۶)

৪৭: (ইউসুফ) বললো, ‘তোমরা চাষাবাদ করবে একাদিক্রমে সাত বছর (১২৩)। সুতরাং যা কাটবে তাকে সেটার শীষের মধ্যেই রেখে দাও (১২৪), কিন্তু যতটুকু খাবে (১২৫)।

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِیْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِیْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ (۴۷)

৪৮: অতঃপর, এর পরে সাতটা বছর কঠিন আসবে (১২৬), যেগুলোতে খেয়ে ফেলবে যা তোমরা সেগুলোর জন্য পূর্বে সঞ্চয় করে রেখেছিলে (১২৭), কিন্তু অল্প, যা তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে (১২৮)।

ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ (۴۸)

৪৯: অতঃপর, সেগুলোর পর এক বছর আসবে, যাতে লোকদেরকে বৃষ্টি প্রদান করা হবে এবং সেটার মধ্যে তারা (প্রচুর ফলের) রস নিংড়াবে (১২৯)।’

ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِیْهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَ فِیْهِ یَعْصِرُوْنَ (۴۹)

টীকা-১১৭ঃ যেগুলোর সবুজগুলোর উপর পড়ে চেপে ধরেছে এবং সেগুলোর সবুজ শীষগুলোকে শুকিয়ে ফেলেছে।

টীকা-১১৮ঃ অর্থাৎ সাক্বী

টীকা-১১৯ঃ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁকে বলেছিলেন, “তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করবে।” আর সাক্বী বললো,

টীকা-১২০ঃ কারাগারের মধ্যে একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী আলিম রয়েছেন। সুতরাং বাদশাহ তাকে প্রেরণ করলেন। সে কারাগারে পৌঁছে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দরবারে আরয করতে লাগলো–

টীকা-১২১ঃ এ স্বপ্নটা বাদশাহ দেখেছেন। আর দেশের সমস্ত আলিম, পন্ডিত এরা ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। হযরত এর ব্যাখ্যা ইরশাদ করুন।

টীকা-১২২ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এবং আপনারা জ্ঞান ও প্রাধান্য এবং মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে জানতে পারে। আর আপনাকে এমন পরিশ্রম থেকে মুক্ত করে তাঁর নিকট ডেকে নেন। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ব্যাখ্যা দিলেন এবং

টীকা-১২৩ঃ সেই সময় শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাবে। ‘সাতটা স্থূলকায় গাভী’ ও ‘সাতটা সবুজ শীষ’ দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

টীকা-১২৪ঃ যাতে নষ্ট না হয় এবং বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে।

টীকা-১২৫ঃ সেটার উপর ভূষি বের করে নাও এবং সেটা পরিষ্কার করে নাও। অবশিষ্টগুলোকে গুদামজাত করে সংরক্ষণ করো।

টীকা-১২৬ঃ যে গুলোর প্রতি শীর্ণকায় গাভীগুলো এবং শুষ্ক শীষগুলোর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।

টীকা-১২৭ঃ এবং গুদামজাত করে নিয়েছিলে।

টীকা-১২৮ঃ বীজের জন্য, যাতে তা দ্বারা চাষাবাদ করবে।

টীকা-১২৯ঃ আঙ্গুরের এবং তিল ও যায়তূনের তৈল বের করবে। এ বৎসর

প্রচুর মঙ্গলময় হবে। জমি ফুলে-ফলে ভরে যাবে। বৃক্ষ প্রচুর ফল দেবে। হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর নিকট এ ব্যাখ্যা শুনে ফিরে গেলো এবং বাদশাহের দরবারে গিয়ে ব্যাখ্যা বর্ণনা করলো। বাদশহের এই ব্যাখ্যাটা খুব পছন্দ হলো এবং তাঁর বিশ্বাস হলো যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) যেমন বলেছেন অবশ্য তেমনি হবে। বাদশাহের অন্তরে আগ্রহ জন্মালো যে, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা নিজেই হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর পবিত্র মুখে শুনবেন।

وَ قَالَ الۡمَلِكُ ائۡتُوۡنِىۡ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوۡلُ قَالَ ارۡجِعۡ اِلٰى رَبِّكَ فَسۡـَٔلۡهُ مَا بَالُ النِّسۡوَةِ الّٰتِىۡ قَطَّعۡنَ اَيۡدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّىۡ بِكَيۡدِهِنَّ عَلِيۡمٌ (۵۰)

৫০: এবং বাদশাহ বললো, 'তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো।' অতঃপর যখন তাঁর নিকট দূত আসলো (১৩০) তখন সে বললো, 'আপন প্রভূ-বাদশার নিকট ফিরে যাও, অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করো (১৩১), কি অবস্থা ঐসব নারীর, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিলো। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত আছেন (১৩২)।'

رکوع-۷

রুকূ'-৭

قَالَ مَا خَطۡبُكُنَّ اِذۡ رَاوَدۡتُّنَّ يُوۡسُفَ عَنۡ نَّفۡسِهٖ ؕ قُلۡنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمۡنَا عَلَيۡهِ مِنۡ سُوۡٓءٍ ؕ قَالَتِ امۡرَاَتُ الۡعَزِيۡزِ الۡـٰٔنَ حَصۡحَصَ الۡحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدۡتُّهٗ عَنۡ نَّفۡسِهٖ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيۡنَ (۵۱)

৫১: (বাদশাহ) বললো, 'হে নারীরা। তোমাদের কি কাজ ছিলো, যখন, তোমরা য়ূসুফের অন্তরকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলে?' (তারা) বললো, 'আল্লাহ এর জন্য পবিত্রতা। আমরা তাঁর মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাই নি।' আযীযের স্ত্রী (১৩৩) বললো, 'এখনই আসল কথা প্রকাশ হলো। আমিই তাঁর মনকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলাম এবং তিনি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী (১৩৪)।'

ذٰلِكَ لِيَعۡلَمَ اَنِّىۡ لَمۡ اَخُنۡهُ بِالۡغَيۡبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِىۡ كَيۡدَ الۡخَآئِنِيۡنَ (۵۲)

৫২: ইউসুফ বললো, 'এটা আমি এ জন্য করেছি যাতে আযীয অবগত হয়ে যায় এ মর্মে যে, আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ্ প্রতারকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না।

টীকা-১৩০ঃ এবং সে হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর দরবারে বাদশাহের পয়গাম আরয করলো তখন তিনি–

টীকা-১৩১ঃ অর্থাৎ তাঁর নিকট দরখাস্ত করো যাতে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তদন্ত করেন

টীকা-১৩২ঃ এটা তিনি এজন্য বলেছিলেন যেন বাদশাহের সম্মুখে তাঁর পবিত্রতা এবং অপরাধহীনতা প্রকাশ পায় এবং একথা সম্পর্কে তিনি অবহিত হন যে, এ দীর্ঘ কারাবন্দী বিনা দোষেই হয়েছিলো যাতে ভবিষ্যতে হিংসুকগণ তাদের হিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ না পায়।

মাসাআলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, অপবাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক। তখন দূত হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام)-এর নিকট থেকে এ পয়গাম নিয়ে বাদশাহের দরবারে পৌঁছলো। বাদশাহ এটা শুনে নারীদের একত্রিত করলেন এবং তাদের সাথে আযীযের স্ত্রীকেও।

টীকা-১৩৩ঃ যুলায়খাহ্

টীকা-১৩৪ঃ বাদশা হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর নিকট এ পয়গাম পাঠালেন যে, নারীগণ আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং আযীযের স্ত্রী তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। এর জবাবে*

টীকা-১৩৫ঃ যুলায়খাহর স্বীকারোক্তির পর হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) একথা বলেছিলেন, "আমি আমার নির্দোষ হবার কথা এজন্যই প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম যেন আযিয এ কথা জেনে নেয় যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আমি তার গৃহিনীর শ্লীলতা হানি করা থেকে বিরত রয়েছি এবং যে অপবাদ আমার বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে আমি তা থেকে পবিত্র হই।" এরপর তাঁর পবিত্র খেয়াল এ দিকে গেলো যে, 'এর মধ্যে তো নিজের দিকে পবিত্রতার সম্পর্ক ও স্বীয় পূণ্যের বিবরণ রয়েছে। এমনও যেন না হয় যে, এর মধ্যে আত্মম্ভিরতা ও আত্মপ্রসাদের আভাস পাওয়া যাক।' এ কারণে তিনি আল্লাহ্ তাআলা'র দরবারে অতি বিনয় ও বিনম্রভাবে আরয করলেন, "আমি নিজেকে নির্দোষ বলছিনা, আমি নিষ্পাপ হবার উপর গর্ব করছি না এবং আমি পাপ থেকে মুক্তি পাওয়াকে স্বীয় আত্মার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য স্থির করছি না। মানব মনের অবস্থা এই যে,

টীকা-১৩৬ঃ অর্থাৎ আপন যেই খাস বান্দাকে স্বীয় দয়ায় নিষ্পাপ করেন, তবে তার মন্দ কার্যাদি থেকে মুক্ত থাকা আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারাই এবং নিষ্পাপ করা তাঁরই করুণা।

টীকা-১৩৭ঃ যখন বাদশাহ্ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর জ্ঞান ও বিশ্বস্ততার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তিনি তাঁর সুন্দর ধৈর্য ও শিষ্টাচার, কারাবন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহর এবং পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে অটল ও স্থির থাকা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাঁর অন্তরে তাঁর (হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) প্রতি অত্যন্ত গভীর বিশ্বাসের সঞ্চার হলো।

টীকা-১৩৮ঃ এবং আমার খাস ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করবো। বাদশাহ্ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের একটা দল উৎকৃষ্ট পরিবহন-জন্তু এবং শাহী সাজসজ্জার সামগ্রী এবং উন্নত পোশাক সহকারে কারাগারে প্রেরণ করলেন, যেন তারা হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাজ দরবারে নিয়ে আসেন। তাঁরা হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহের পয়গাম আরয করলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং কারাগার থেকে বের হবার সময় বন্দীদের জন্য দুআ' করলেন।

সূরাঃ ১২ ইউসুফ	৪৪১	মানযিল-৩	পারাঃ ১৩

৫৩: এবং আমি নিজেকে নির্দোষ বলছিনা (১৩৫)। নিশ্চয় রিপুতো মন্দকর্মের বড় নির্দেশদাতা, কিন্তু যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন (১৩৬)। নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৩৭)।

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِىۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىۡ ؕ اِنَّ رَبِّىۡ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۵۳﴾

৫৪: এবং বাদশাহ্ বললো, 'তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো; আমি তাঁকে বিশেষ করে আমার জন্য নির্বাচিত করে নেবো (১৩৮)।' অতঃপর যখন তাঁর সাথে কথা বললো, তখন বললো, 'নিশ্চয় আজ আপনি আমাদের নিকট সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হলেন (১৩৯)।'

وَقَالَ الۡمَلِكُ ائۡتُوۡنِىۡ بِهٖۤ اَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِىۡ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِيۡنٌ اَمِيۡنٌ ﴿۵۴﴾

কারাগার থেকে যখন বাইরে তাশরীফ আনলেন, তখন সেটার দরজায় লিখলেন, "এটা বিপজ্জনক ঘর, জীবিতদের কবর ও শত্রুদের তিরস্কার এবং সত্যবাদীদের পরীক্ষাস্থল।" অতঃপর গোসল করলেন এবং পোষাক পরিধান করলেন, রাজ দরবারের দিকে রওনা হলেন। যখন কিল্লার দরজায় পৌঁছলেন, তখন বললেন, "আমার প্রতিপালক আমার জন্য যথেষ্ঠ, তাঁর আশ্রয় মহান, তাঁর প্রশংসা উচ্চ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই।" অতঃপর কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করলেন।"

বাদশাহের সম্মুখে পৌঁছে এ দুআ' করলেন, "হে প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহ থেকে তার মঙ্গল কামনা করছি এবং তার ও অন্যান্যদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" যখন বাদশাহের সাথে সাক্ষাত হলো, তখন তিনি আরবী ভাষায় সালাম করলেন। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন- "এটা কোন ভাষা?" তিনি বললেন, "এটা আমার চাচা হযরত ইসমাঈল এর ভাষা।" অতঃপর তিনি তাঁকে হিব্রু ভাষায় দুআ' করলেন। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন- "এটা কোন ভাষা?" তিনি বললেন, "এটা আমার পিতৃপুরুষদের ভাষা।"

বাদশাহ্ উক্ত দু'টি ভাষার কোনটাই বুঝতে পারেন নি, অথচ তিনি সত্তরটা ভাষা জানতেন। অতঃপর বাদশাহ্ যে ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি সে ভাষায়ই তার জবাব দিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। এ বয়সে জ্ঞানের এই প্রশস্ততা দেখে বাদশাহ্ অত্যন্ত হতবাক হলেন এবং তিনি তাঁকে নিজের সমান মর্যাদা দিলেন।

টীকা-১৩৯ঃ বাদশাহ্ দরখাস্ত করলেন যেন হযরত (ইউসুফ) নিজেই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপন বারাকাতময় ভাষায়ই শুনিয়ে দেন। হযরত সেই স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দিলেন। এমনকি, যে যে অবস্থায় বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন তাও বলে দিলেন। অথচ এই স্বপ্ন ইতোপূর্বে তাঁকে সংক্ষেপে বলা হয়েছিলো। এটা শুনে বাদশাহ্ অতি আশ্চার্যান্বিত হলেন। আর বলতে লাগলেন, "আপনি যে আমার স্বপ্ন হুবহু বলে দিলেন। স্বপ্ন তো আশ্চর্যজনকই ছিলো, কিন্তু আপনার এভাবে বর্ণনা করা এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক। এখন এর ব্যাখ্যা ইরশাদ করা হোক। তিনি ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, "এখন এটা আবশ্যকীয় যে, শস্য গুদামজাত করা হোক এবং স্বাচ্ছন্দের বছরগুলোতে অধিক পরিমাণে চাষাবাদ করানো হোক আর শস্যগুলো শীস সহকারে সংরক্ষিত করা হোক এবং জনসাধারণের উৎপাদিত ফসল থেকেও এক পঞ্চমাংশ সংগ্রহ করা হোক। এ থেকে যা সংগৃহীত হবে তা মিশর ও মিশরের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এর পর আল্লাহ্ এর সৃষ্টি চতুর্দিক থেকে তোমার নিকট শস্য ক্রয়ের জন্য আসবে। আর তোমার এখানে এমন বিশাল ধন-ভান্ডার ও সম্পদ সঞ্চিত হবে, যা তোমার পূর্ববর্তীদের জন্যও সঞ্চিত হয়নি।" বাদশাহ্ বললেন, "এর ব্যবস্থাপনা কে করবে?"

টীকা-১৪০ঃ অর্থাৎ 'আপন রাজ্যের সমস্ত ধন-ভান্ডার আমার হাতে সোপর্দ করো।' বাদশাহ বললেন, “আপনার চেয়ে এর অধিক উপযোগী আর কে হতে পারে?” এবং তিনি তা মঞ্জুর করলেন।

মাসা-ইল: হাদীসসমূহে নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়ায় নিষেধ এসেছে। এর অর্থ এই যে, যখন রাজ্যে উপযুক্ত লোক থাকে এবং আল্লাহ এর বিধানাবলী কায়েম করার দায়িত্ব কোন এক ব্যক্তির উপর সীমাবদ্ধ না হয়, তখন নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়া মাকরূহ; কিন্তু যখন একমাত্র ব্যক্তিই উপযোগী হয় তখন তাঁর জন্য আল্লাহ এর বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা করার জন্য নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়া জায়েয; বরং ওয়াজিব। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এই অবস্থায় ছিলেন যে, তিনি রসূল ছিলেন। উম্মতের মঙ্গলময় বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এ কথা জানতেন যে, দুর্ভিক্ষ মারত্মক আকার ধারণ করবে, যাতে আল্লাহ এর সৃষ্টির সুখ ও শান্তি বহাল করার এই একমাত্র উপায় যে, রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর নিজের হাতেই নেবেন। এ কারণে, তিনি নেতৃত্বের প্রার্থী হয়েছিলেন।

মাসআলাঃ যালিম বাদশাহের তরফ থেকে উচ্চপদ গ্রহণ করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে হলে, তা বৈধ।

মাসআলাঃ যদি দ্বীনের বিধানাবলী জারী করা, কাফির কিংবা ফাসিক্ব বাদশাহ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান ব্যতীত সম্ভবপর না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ।

মাসআলাঃ আত্মপ্রশংসা করা গর্ব ও অহংকারের উদ্দেশ্যে বৈধ নয়; কিন্তু অপরকে উপকৃত করা কিংবা সৃষ্টির প্রাপ্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে যদি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে নিষিদ্ধ নয়। এ কারণেই হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বাদশাহকে বললেন, “আমি সুরক্ষক ও সুবিজ্ঞ।”

টীকা-১৪১ঃ সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়ার এক বছর পর বাদশাহ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে ডেকে তাঁর মাথায় মুকুট পরালেন আর তলোয়ার ও মোহর তাঁরই সামনে পেশ করলেন এবং তাঁকে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বসালেন, যা বিভিন্ন মনি-মুক্তা দ্বারাও খচিত ছিলো এবং আপন রাজ্য তাঁকে সোপর্দ করলেন। আর ক্বিতফীর (মিশরের আযীয) কে অপসারিত করে তার স্থলে তাঁকে শাসক নিযুক্ত করলেন, সমস্ত ধন-ভান্ডার তাঁকেই সোপর্দ করলেন এবং রাজ্যের সমস্ত কার্যভার তাঁর হাতে ন্যাস্ত করলেন। আর নিজে একজন অনুগতের মতো হয়ে গেলেন, তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতেন না এবং তাঁর প্রত্যেক নির্দেশকে মেনে নিতেন।

সূরাঃ ১২ ইউসুফ	৪৪২	মানযিল-৩	পারাঃ ১৩
৫৫: ইউসুফ বললো, 'আমাকে রাজ্যের ধন-ভান্ডারসমূহের কর্তৃত্ব প্রদান করো। নিশ্চয় আমি সুরক্ষক, সুবিজ্ঞ হই (১৪০)।'	قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (۵۵)		
৫৬: এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে ঐ দেশের উপর ক্ষমতা দান করেছি এর মধ্যে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করবে (১৪১)।	وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ		

ঐ সময় মিশরের আযীযের ইন্তেকাল হলো। তাঁর ইন্তিকালের পর বাদশাহ জুলায়খাহ এর বিবাহ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সাথে দিয়ে দিলেন। যখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) যুলায়খারহ এর নিকট পৌঁছলেন এবং তাকে বললেন, “এটা কি তা অপেক্ষা উত্তম নয়, যা তুমি চাচ্ছিলে?” যুলায়খাহ আরজ করলো, “হে মহান সত্যবাদী। আমি সুশ্রী ছিলাম, যুবতী ছিলাম। বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতাম। আর মিশরের আযীয স্ত্রীর সাথে কোন সম্পর্কই রাখতেন না। আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে এই সৌন্দর্য দান করেছেন। আমার মন আমার আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছিলো এবং আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে নিষ্পাপ করেছেন। তাই আপনি পাপ-মুক্ত ছিলেন।” হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) যুলায়খাহকে কুমারী পেয়েছিলেন এবং তাঁর গর্ভে দু' সন্তান জন্মলাভ করে- আফরাসীম ও মীসা।

মিশরে তাঁর প্রশাসন-কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হলো। তিনি ন্যায় বিচারের ভিত্তিগুলো প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রত্যেক নারী-পুরুষের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মালো। তিনি দুর্ভিক্ষের সালগুলোর জন্য শস্যাদি গুদামজাত করার ব্যবস্থা করলেন। এ জন্য অনেক প্রশস্ত ও সুউচ্চ গুদাম নির্মান করালেন এবং প্রচুর শস্য ভান্ডার মওজুদ করলেন।

যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সালগুলো অতিবাহিত হয়ে দুর্ভিক্ষের যুগ আসলো, তখন তিনি বাদশাহ ও তাঁর সেবকদের জন্য প্রত্যহ শুধু এক বেলার খাদ্য বরাদ্দ করে দিলেন। একদিন দুপুর বেলায় বাদশাহ হযরতের নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, “এটা তো দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভিক কাল।' প্রথম সালে মানুষের নিকট যা মওজুদ ভান্ডার ছিলো সব শেষ হয়ে গেলো। বাজার শূন্য হয়ে রইলো। মিশরবাসী হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর নিকট থেকে জিনিসপত্র কিনতে লাগলো। ফলে, তাদের সমস্ত দিরহাম দিনার তাঁর নিকট এসে গেলো। দ্বিতীয় বৎসর অলংকারাদির বিনিময়ে শস্য ক্রয় করলো। ফলে, সে সবও তাঁর নিকট এসে গেলো। জনসাধারণের নিকট অলঙ্কার ও মনিমুক্তা জাতীয় কোন বস্তু বাকী রইলোনা। তৃতীয় বৎসর চতুষ্পদ প্রাণী ও জীবজন্তু দিয়ে শস্য ক্রয় করলো আর রাজ্যের মধ্যে কেউ কোন পশুর মালিক রইলো না। চতুর্থ বৎসর খাদ্য শস্যের জন্য সমস্ত ক্রীতদাস ও দাসী বিক্রি করে দিলো। ৫ম সালের সমস্ত জমি-জমা, আমলা ও জায়গীর বিক্রি করে হযরতের নিকট থেকে খাদ্যশস্য খরিদ করলো। ফলে, এসব কিছুও সায়্যিদুনা হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট পৌঁছে গেলো। ষষ্ঠ সালে যখন কিছুই রইলো না তখন তারা নিজেদের সন্তানদের বিক্রি করে দিলো। এভাবে খাদ্যশস্য ক্রয় করে দিনাতিপাত করলো। ৭ম সালে সে সব লোক নিজেরাই বিক্রিত হয়ে গেলো এবং ক্রীতদাস হয়ে গেলো। ফলে, মিশরে কোন আযাদ নারী কিংবা পুরুষই অবশিষ্ট ছিলোনা। যে পুরুষ ছিলো সে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ক্রীতদাস ছিলো। যে নারী ছিলো সে তাঁরই দাসী ছিলো। আর সমস্ত লোকের মুখে এই বাক্য ছিলো, “হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মত বড়ত্ব ও মহত্ব কখনো কোনো বাদশাহর ভাগ্যে জোটেনি।” হযরত

ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বাদশাহকে বললেন, "তুমি দেখলে তো আমার উপর আল্লাহ এর কেমন দয়া রয়েছে? তিনি আমার প্রতি এমন মহা অনুগ্রহ করেছেন। এখন তাঁর সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত?" বাদশাহ বললেন, "আপনার অভিমতই আমার অভিমত। আমরা আপনারই অনুগত।" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমাকে সাক্ষী করছি এ মর্মে যে, আমি সমস্ত মিসরবাসীকে আযাদ করে দিলাম এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ এবং জমি ও জায়গীর ফেরত দিলাম।"

তখনকার যুগে হযরত কখনো পরিতৃপ্ত হয় আহার করেন নি। তাঁর খেদমতে আরজ করা হলো, "এত বড় ধন-ভান্ডারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আপনি অনাহার যাপন করেছেন?" তিনি বললেন, "এ আশঙ্কায় যে, আমি এদিকে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলে কখনও ক্ষুধার্তদেরকে ভুলে যাই কিনা, তাই।" সুবাহানাল্লাহ! (আল্লাহ এরই পবিত্রতা।) কতই পবিত্র চরিত্র!

তাফসীরকারকগণ বলেন, মিশরের সমস্ত নারী-পুরুষকে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ক্রীতদাস-দাসীতে পরিণত করার মধ্যে আল্লাহ তাআলা'র এ রহস্য নিহিত ছিলো যে, এতে কারো পক্ষে এ কথা বলার অবকাশ থাকছে না যে, 'হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) দাস হিসেবেই (অবস্থা) এসেছিলেন, মিশরের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন; 'বরং সমস্ত মিশরই তাঁর ক্রীতদাস এবং আযাদকৃত। আর হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) যে এ অবস্থার উপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন তার প্রতিদানই দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৪২ঃ অর্থাৎ রাজ্য, ধন-দৌলত ও নাবূয়্যাত

টীকা-১৪৩ঃ এ থেকে প্রমানিত হলো যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর জন্য পরকালের প্রতিদান, তা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যা আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে দুনিয়ায় দান করেছেন। ইবনে 'উয়ায়নাহ বলেন, "মু'মিন আপন সৎকর্মসমূহের প্রতিফল দুনিয়া ও আখীরাত- উভয়ের মধ্যে পেয়ে থাকেন। আর কাফির যা কিছু পায় কেবল দুনিয়াতেই পায়। আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।"

তাফসীরকারকরা বর্ণনা করেন যে, যখন দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করলো এবং মহাবিপদ ব্যাপক আকারে দেখা দিলো, সমস্ত দেশ ও শহর দুর্ভিক্ষের কঠিনতর মুসিবতে আক্রান্ত হলো এবং চতুর্দিক থেকে মানুষ খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য মিশর পৌঁছতে লাগলো তখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) কাউকেও এক উটের বোঝার অধিক খাদ্য শস্য দিতেন না; যাতে সমতা বজায় থাকে এবং সবারই বিপদ দূরীভূত হয়। দুর্ভিক্ষরূপী মুসিবত যেমন মিশর ও অন্যান্য দেশে এসেছিলো তেমনি কিন'আনও এসেছিলো। তখন হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) বিন-ইয়ামিনকে ছাড়া তাঁর দশ পুত্রকে খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য মিশর পাঠিয়েছিলেন।

অনুবাদ	আয়াত
আমি আপন দয়া (১৪২) যাকে ইচ্ছা পৌঁছাই এবং আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।	نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦)
৫৭: এবং নিশ্চয় পরকালের পুরস্কার তাদেরই জন্য উত্তম, যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেয্গার রয়েছে (১৪৩)।	وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٥٧)
রুকূ'-৮	
৫৮: এবং য়ূসুফের ভ্রাতাগণ আসলো অতঃপর তার নিকট উপস্থিত হলো। তখন ইউসুফ তাদেরকে (১৪৪) চিনে ফেললো এবং তারা তাকে চিনতে পারলো না (১৪৫)।	وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (٥٨)
৫৯: এবং যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে	وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

টীকা-১৪৪ঃ দেখতেই

টীকা-১৪৫ঃ কেননা, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে কূপের মধ্যে ফেলে দেয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল অতিবাহিত হয়েছে এবং তাদের ধারণা ছিলো যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর হয়তো ইনতিকাল হয়ে গেছে। আর এখানে তিনি বাদশাহের সিংহাসনে শাহী পোশাকে শান-শওকত সহকারে উপবিষ্ট ছিলেন। একারণে, তারা তাঁকে চিনতে পারেনি এবং তাঁর সাথে তারা হিব্রু ভাষায় কথাবার্তা বললো। তিনিও সে ভাষায় জবাব দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কারা?" তারা আরজ করলো, "আমরা সিরিয়ার অধিবাসী। যেই মুসিবতে দুনিয়া আক্রান্ত,আমরাও তার শিকার হয়েছি। তাই আপনার নিকট রসদ ক্রয়ের জন্য এসেছি।" তিনি বললেন, "তোমরা কোন গুপ্তচর নওতো?" তারা বললো, "আমরা আল্লাহ এর শপথ করে বলছি, আমরা গুপ্তচর নই। আমরা সবাই পরস্পর ভাই, একই পিতার সন্তান। আমাদের পিতা বড়ই বুযুর্গ, বয়োঃবৃদ্ধ ও সত্যবাদী। তাঁর পবিত্র নাম হযরত ইয়া'কূব। তিনি আল্লাহ এর নাবী।"

তিনি বললেন, "তোমরা কয় ভাই?" তারা বলতে লাগলো, "ছিলাম তো আমরা বার জন। কিন্তু আমাদের এক ভাই আমাদের সাথে জঙ্গলে গিয়েছিলো, সেখানে মৃত্যুবরণ করেছে এবং সে পিতা মহোদয়ের নিকট আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলো। তিনি বললেন, "এখন তোমরা কয়জন আছো?" আরজ করলো, "দশজন।" তিনি বললেন, "একাদশ কোথায়?" তারা বললো, "সে পিতা মহোদয়ের নিকট আছে।" কেননা, যে মৃত্যুবরণ করেছে সে তারই সহোদর ছিলো। এখন পিতা মহোদয় তারই মাধ্যমে কিছুটা শান্তনা পান।" হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর ভাইদের প্রতি খুবই সম্মান দেখালেন এবং অতি যত্ন সহকারে তাদের আতিথেয়তা করলেন।

قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا
تَرَوْنَ اَنِّيْۤ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ
الْمُنْزِلِيْنَ (٥٩)
فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ
عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ (٦٠)
قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا
لَفٰعِلُوْنَ (٦١)
وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ
رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَاۤ اِذَا انْقَلَبُوْۤا
اِلٰۤى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٦٢)
فَلَمَّا رَجَعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مُنِعَ
مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَاۤ اَخَانَا نَكْتَلْ وَ
اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (٦٣)
قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَاۤ اَمِنْتُكُمْ
عَلٰۤى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪
وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٦٤)
وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا
بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا
نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَ
نَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ
بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ (٦٥)
قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ
مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ

দিলো (১৪৬) তখন বললো, তোমাদের সৎ ভাই (১৪৭)-কে আমার নিকট নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছোনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিচ্ছি (১৪৮) এবং আমি সবার চাইতে উত্তম অতিথিপরায়ন?

৬০: অতঃপর যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আসো, তবে তোমাদের জন্য আমার এখানে কোন পরিমাপ (বরাদ্দ) নেই এবং আমার নিকট এসো না।'

৬১: (তারা) বললো,'আমরা এর কামনা করবো তার পিতার নিকট এবং অবশ্যই এটা আমাদের করা উচিৎ।'

৬২: এবং ইউসুফ নিজ ভৃত্যদেরকে বললো, 'তাদের মূলধন (পণ্যমূল্য) তাদেরই (মালপত্রের) ঝুলির মধ্যে রেখে দাও (১৪৯) হয়ত এটা তারা বুঝতে পারবে যখন তারা আপন ঘরের দিকে ফিরে যাবে (১৫০), হয়ত তারা ফিরে আসবে।'

৬৩: অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলো (১৫১), তখন বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্য-শস্য (-এর বরাদ্দ) নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে (১৫২); সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।'

৬৪: বললো, 'আমি কি এর সম্পর্কে তেমনি বিশ্বাস করবো, যেমন পূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম (১৫৩)? সুতরাং আল্লাহ্ সর্বাধিক উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনি সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

৬৫: এবং যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো, তখন তারা তাদের মূলধন (পণ্যমূল্য) দেখতে পেলো যে, তাদেরকে তা ফেরৎ দেয়া হয়েছে; এবং তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! এখন আর কি চাইবো-এই হচ্ছে আমাদের মূলধন (পণ্যমূল্য), যা আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে; এবং আমরা আমাদের ঘরের জন্য খাদ্য-সামগ্রী আনবো এবং আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবো আর আমরা অতিরিক্ত আরেক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য পাবো, এ দান বাদশাহর সম্মুখে কিছুই নয় (১৫৪)।'

৬৬: বললো, 'আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকট আল্লাহর নামে এ অঙ্গীকার করো (১৫৫)

টীকা-১৪৬ঃ প্রত্যেকের উষ্ট্র বোঝাই ভর্তি করে নিলেন এবং সফর সামগ্রীও দিয়ে দিলেন।

টীকা-১৪৭ঃ অর্থাৎ বিন- ইয়ামীন।

টীকা-১৪৮ঃ তাকে নিয়ে আসলে এক উষ্ট্র বোঝাই শস্য তার অংশের অতিরিক্ত দেবো।

টীকা-১৪৯ঃ যা তারা মূল্য হিসেবে দিয়েছিলো; যাতে তারা যখন সামগ্রীগুলো খুলবে তখন তাদের মূলধন (পণ্যমূল্য) তারা পেয়ে যায়। আর দুর্ভিক্ষের সময় তাদের কাজে আসে। আর তা যেন গোপনভাবেই তাদের নিকট পৌঁছে, যাতে তারা তা গ্রহণে লজ্জাবোধ না করে। আর তাঁর এ বদান্যতা ও উপকার করা দ্বিতীয়বার আসার প্রতি তাদের উৎসাহেরও কারণ হয়।

টীকা-১৫০ঃ এবং তা ফেরত দেয়া আবশ্যকীয় মনে করে।

টীকা-১৫১ঃ এবং বাদশাহের সদ্ব্যবহার ও তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করলো। তারা বললো, "তিনি আমাদের প্রতি এমন সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করেন যে, যদি আপনার সন্তানদের মধ্যেও কেউ হতো তবুও এমন করতে পারত না।" তিনি বললেন, "এখন যদি তোমরা মিশরের বাদশাহের নিকট যাও তবে তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে। আর বলিও, আমাদের পিতা তোমার জন্য এমন সব ব্যবহারের কারণে মঙ্গলের দুআ' করছেন।"

টীকা-১৫২ঃ যদি আপনি আমাদের ভাই বিন-ইয়ামীনকে আমাদের সাথে প্রেরণ না করেন তবে রসদ পাওয়া যাবেনা।

টীকা-১৫৩ঃ তখনও তোমরা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলে।

টীকা-১৫৪ঃ কেননা, তিনি এর চেয়ে অধিক অনুগ্রহ করেছেন।

টীকা-১৫৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ এর নামে শপথ না করো,

টীকা-১৫৬ঃ এবং তাকে নিয়ে আসা তোমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত হয়ে যায়।
টীকা-১৫৭ঃ হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام),
টীকা-১৫৮ঃ মিশরে
টীকা-১৫৯ঃ যাতে তোমরা অশুভ দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকো।
বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, 'অশুভ দৃষ্টির প্রভাব সত্য।'
প্রথমবার হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এটা বলেন নি। কারণ, তখনো পর্যন্ত কেউ এ কথা জানতো না যে, এরা সবাই পরস্পর ভাই এবং এক পিতারই সন্তান। কিন্তু এখন যেহেতু অবগত হয়েছে, সেহেতু অশুভদৃষ্টির প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে। এ কারণে, তিনি পৃথক পৃথকভাবে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিপদ আপদ থেকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন করা নাবীগণের সুন্নাত এবং এর সাথেই তিনি বিষয়টাকে আল্লাহ এর নির্দেশের উপর অর্পণ করেছেন যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনা সত্ত্বও নির্ভর ও ভরসা আল্লাহ এর উপরই। নিজের তদবীর বা কলা কৌশলের উপর ভরসা নেই।

যে, অবশ্যই তোমরা তাকে নিয়ে আসবে; কিন্তু এ যে, তোমরা (যদি) পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ো (১৫৬)।' অতঃপর যখন তারা ইয়া'কূবের নিকট প্রতিজ্ঞা করলো তখন বললো- (১৫৭), 'আল্লাহ্‌রই যিম্মা এ কথারই উপর, যা আমরা বলছি।'

لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ (٦٦)

৬৭: এবং বললো, 'হে আমার পুত্রগণ (১৫৮)! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না এবং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (১৫৯)। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে বাঁচাতে পারি না (১৬০)। নির্দেশ তো সব আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি; এবং ভরসাকারীদের তাঁরই উপর ভরসা করা উচিৎ।'

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (٦٧)

৬৮: এবং যখন তারা প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা নির্দেশ দিয়েছিলো (১৬১); সেতো তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে কিছুই রক্ষা করতে পারতো না; তবে হ্যাঁ, যা'কূবের অন্তরের একটা অভিপ্রায় ছিলো, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছে এবং নিশ্চয় সে জ্ঞানী, আমার শিক্ষা দানের ফলে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা (১৬২)।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٦٨)

রুকূ'-৯

৬৯: এবং যখন তারা যূসুফের নিকট গেলো (১৬৩), তখন সে আপন সহোদোরকে নিজের পাশে স্থান দিলো (১৬৪), বললো, 'বিশ্বাস করো আমি তোমার সহোদর (১৬৫) হই, সুতরাং এরা যা কিছু করছে তার জন্য দুঃখ করোনা (১৬৬)।'

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٦٩)

টীকা-১৬০ঃ অর্থাৎ অদৃষ্টের লিখন তদবীর দ্বারা হটানো যায় না।
টীকা-১৬১ঃ অর্থাৎ শহরের বিভিন্ন ফটক দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে প্রবেশ করবে।
টীকা-১৬২ঃ আল্লাহ তাআ'লা আপন মনে মনোনীত বান্দাদেরকে যে জ্ঞান দেন।
টীকা-১৬৩ঃ এবং তারা বললো, "আমরা আপনার নিকট আমাদের ভাই বিন-ইয়ামীনকে নিয়ে এসেছি।" তখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "তোমরা খুব ভালো করেছো।" অতঃপর তাদেরকে সসম্মানে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেন নিলেন এবং স্থানে স্থানে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। দস্তরখানায় দুজন করে বসানো হলো। বিন-ইয়ামীন একা রয়ে গেলো। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন, আর বলতে লাগলেন, "আজ যদি আমার ভাই ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) জীবিত থাকতেন, তাহলে আমাকে সাথে নিয়ে বসতেন।" হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বললেন, "তোমাদের এক ভাই তো একাকী হয়ে গেলো।" তিনি বিন-ইয়ামীনকে আপন দস্তরখানায় বসালেন।
টীকা-১৬৪ঃ এবং বললেন, "তোমার মৃত ভাইয়ের স্থানে আমি তোমার ভাই হয়ে গেলে কি তুমি তা পছন্দ করবে?" বিন-ইয়ামিন বললেন, "আপনার মত ভাই কয় জনেরই ভাগ্যে জোটে; কিন্তু ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সন্তান এবং রাহীল (হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام) এর আম্মাজান-এর চোখের জ্যোতি হওয়া আপনার পক্ষে কীভাবে সম্ভব?" হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) কেঁদে ফেললেন এবং বিন-ইয়ামীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং
টীকা-১৬৫ঃ ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)
টীকা-১৬৬ঃ নিশ্চয়, আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে কল্যান সহকারে একত্রিত করেছেন। তবে, এ রহস্য ভাইদের নিকট উদঘাটন করোনা। এটা শুনে বিন-ইয়ামীন খুশিতে আত্মহারা হন এবং হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে বলতে লাগলেন, "এখন থেকে আমি আপনার সঙ্গ ছাড়বে না।" তিনি বললেন, "পিতা মহোদয় আমার বিচ্ছেদের ফলে মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন। যদি আমি তোমাকেও রুখে দিই, তবে তিনি আরো বেশি দুঃখ পাবেন।

তাছাড়া, তোমার প্রতি কোন অপবাদ দেয়া ব্যতীত তোমাকে রুখে রাখার অন্য কোনো উপায়ও নেই।” বিন-ইয়ামীন বললেন, “এতে কোন অসুবিধা নেই।”
টীকা-১৬৭ঃ এবং প্রত্যেককে এক একটা উটের বোঝাই রসদ দিয়ে দিলেন আর একটা উটের বোঝাই রসদ বিন-ইয়ামীনের নামে নির্দিষ্ট করে দিলেন।
টীকা-১৬৮ঃ যা বাদশাহরই পান-পাত্র, স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত ছিলো এবং তখন তা দ্বারা খাদ্যশস্য মাপা হতো। এ পান-পাত্রটা বিন-ইয়ামীন এর হাওদার মধ্যে রেখে দেয়া হলো। আর কাফেলা কিন'আনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। যখন তারা শহরের বাইরে গিয়ে পৌঁছলো তখন গুদামের কর্মচারীরা জানতে পারলো যে, পেয়ালা (সেখানে) নেই। তাদের ধারণায় এটাই আসলে যে, সেটা ঐ কাফেলার লোকেরাই নিয়ে গেছে। তারা এটা তালাশ করার জন্য লোক পাঠালো।

৭০: অতঃপর যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো (১৬৭), তখন পেয়ালা সে আপন সহোদোরের হাওদার মধ্যে রেখে দিলো (১৬৮), অতঃপর এক ঘোষক চিৎকার করে বললো, 'হে যাত্রীদল! নিশ্চয় তোমরা চোর।'	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ(٧٠)
৭১: তারা বললো, এবং তাদের দিকে মুখ ফেরালো, 'তোমরা কি পাচ্ছো না?'	قَالُوْا وَ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُوْنَ(٧١)
৭২: (তারা) বললো, 'বাদশাহ্‌র পরিমাপ-পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না এবং যে তা এনে দেবে তার জন্য এক উষ্ট্র-বোঝাই মাল রয়েছে এবং আমি সেটার জামিন হই।'	قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ(٧٢)
৭৩: তারা বললো, 'আল্লাহর শপথ! তোমরা ভালভাবে জানো যে, আমরা যমীনে ফ্যাসাদ করার জন্য আসিনি এবং না আমরা চোর হই।'	قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ(٧٣)
৭৪: তারা বললো, 'তবে এর কি শাস্তিযদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও (১৬৯)?'	قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ(٧٤)
৭৫: (তারা) বললো, 'এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে-ই এর পরিণামে দাস হয়ে থাকবে (১৭০)। আমাদের এখানে যালিমদের এই শাস্তি (১৭১)।'	قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ(٧٥)
৭৬: অতঃপর সে প্রথমে তাদের থলে থেকে তল্লাশী শুরু করলো আপন ভাই (১৭২)-এর থলের পূর্বে। অতঃপর সেটা তার ভাইয়ের থলে থেকে বের করে নিলো (১৭৩)। আমি ইউসুফকে এই কৌশল বলে দিয়েছি (১৭৪)। বাদশাহী আইনের মধ্যে তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না তার সহোদরকে আটক করা (১৭৫), কিন্তু এ যে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (১৭৬)। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদাসমূহে উন্নীত করি (১৭৭)। এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর একজন অধিক জ্ঞানী আছেন (১৭৮)।	فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ(٧٦)

টীকা-১৬৯ঃ এ কথায় এবং পানপাত্র (পেয়ালা) তোমাদের নিকট যদি পাওয়া যায়?
টীকা-১৭০ঃ এবং হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়তে চুরির শাস্তি নির্ধারিত ছিলো; সুতরাং তারা বললো-
টীকা-১৭১ঃ অতঃপর এই কাফেলাকে মিশরে আনা হলো এবং তাদেরকে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দরবারে হাজির করা হলো।
টীকা-১৭২ঃ অর্থাৎ বিন-ইয়ামীন
টীকা-১৭৩ঃ অর্থাৎ বিন-ইয়ামীনের থলে থেকে পানপাত্র বেরিয়ে এলো।
টীকা-১৭৪ঃ তাঁর ভাইকে রুখে দেয়ার। তা হলো- এই ব্যাপারে ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যেন তারা হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শরীয়তের হুকুম বলে দেয়; যার কারণে ভাইকে পাওয়া যেতে পারে।
টীকা-১৭৫ঃ কেননা, মিশরের বাদশাহের আইন চুরির শাস্তি 'প্রহার করা' এবং দ্বিগুণ মাল উসুল করে নেয়াই নির্ধারিত ছিলো।
টীকা-১৭৬ঃ অর্থাৎ একথা আল্লাহ এর ইচ্ছাক্রমে হয়েছে যে, তাঁর অন্তরে জাগিয়ে দিলেন, 'শাস্তি' ভ্রাতাগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদের অন্তরেও জাগিয়ে দিলেন যেন তারা সুন্নাত মোতাবেক জবাব দেয়।'
টীকা-১৭৭ঃ জ্ঞানে। যেমন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন।
টীকা-১৭৮ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর তাঁর অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী থাকেন।" শেষ পর্যন্ত এ সিলসিলা (পরম্পরা) আল্লাহ তাআ'লা পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর জ্ঞান সবার জ্ঞান অপেক্ষা অধিক।
মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ভ্রাতাগণ জ্ঞানী ছিলো। আর হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) তাদের চেয়েও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। যখন পান-পাত্র বিন-ইয়ামীনের মালপত্র থেকে বের করা হলো, তখন ভাইয়েরা লজ্জিত হয়েছিলো এবং তারা মাথা নীচু করে নিলো।

টীকা-১৭৯ঃ অর্থাৎ মালপত্রের মধ্যে পান-পাত্র পাওয়া যাওয়ায় মালপত্রের মালিকই যে চুরি করেছে, তা নিশ্চিত নয়; কিন্তু যদি এ কাজটা তারই হয় তবে,

টীকা-১৮০ঃ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)। আর যে কাজটাকে চুরি স্থির করে তা হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি সম্পৃক্ত করেছে, সে ঘটনাটা এই ছিলো যে, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নানার একটা মূর্তি ছিলো, যার সে পূজা করতো। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) গোপনে মূর্তিটা নিলেন এবং ভেঙ্গে রাস্তায় ময়লা-আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিলেন। এটা প্রকৃতপক্ষে চুরি ছিলোনা; মূর্তি পূজাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্যই ছিলো। তাঁর ভাইদের এটা উল্লেখ করার পেছনে উদ্দেশ্য একথা বলা, "আমরা বিন-ইয়ামীনের সৎ ভাই। এ কাজ (চুরি) যদি সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে তা হয়ত বিন-ইয়ামীনেরই হবে, না আমরা তাতে অংশগ্রহণ করেছি, না সে সম্পর্কে অবহিত আছি।"

টীকা-১৮১ঃ তার চেয়েও, যার প্রতি তোমরা চুরির সম্পর্ক করছো। কেননা, চুরির সম্পর্ক হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পতি তো ভুলই। সেই কাজটা তো 'শির্ককে বাতিল প্রমাণ করা'এবং ইবাদতই ছিলো। আর তোমরা যা ইউসুফের সাথে করেছো তা ছিলো মারাত্মক সীমালংঘন।

টীকা-১৮২ঃ তাকে খুব ভালবাসে এবং তাকে নিয়ে তাঁর অন্তরে সান্ত্বনা রয়েছে;

টীকা-১৮৩ঃ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)।

টীকা-১৮৪ঃ কেননা, তোমাদের ফয়সালা মোতাবেক আমি তাকে রাখার উপযোগী হলাম, যার হাওদার মধ্যে আমাদের মাল পাওয়া গেছে; যদি আমরা তার পরিবর্তে অন্য কাউকে রাখি,

টীকা-১৮৫ঃ আমার নিকট ফিরে আসার

টীকা-১৮৬ঃ আমার ভাইকে মুক্তি দিয়ে কিংবা তাকে ছেড়ে তোমাদের সাথে চলে যাওয়ার।

টীকা-১৮৭ঃ অর্থাৎ তাঁর প্রতি চুরির সম্পর্ক রচনা করা হয়েছে।

টীকা-১৮৮ঃ অর্থাৎ পান-পাত্র তার হাওদার মধ্যে পাওয়া গেছে।

টীকা-১৮৯ঃ এবং আমরা জানতাম না যে, এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটে যাবে। প্রকৃত অবস্থা কি, আল্লাহ্ই জানেন আর পান-পাত্রটাওবা কিভাবে বিন-ইয়ামীনের মাল-পত্র থেকে বেরিয়ে আসলো।

টীকা-১৯০ঃ অতঃপর এসব লোক তাদের পিতার নিকট ফিরে আসলো এবং সফরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছিলো তার সংবাদ দিলো এবং বড় ভাইও যা-কিছু বলেছিলো তাও পিতার নিকট আরয করলো।

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (٧٧)

৭৭: ভ্রাতাগণ বললো, 'যদি সে চুরি করে (১৭৯) তবে নিশ্চয় এর পূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিলো (১৮০)।' তখন ইউসুফ একথা নিজের মনে গোপন রাখলো এবং তাদের নিকট প্রকাশ করেনি, মনে মনে বললো, 'তোমরা তো মর্যাদায় হীনতর (১৮১) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন যে কথা তোমরা রচনা করছো।'

قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٧٨)

৭৮: (তারা) বললো, 'হে আযীয। তার এক পিতা আছেন- অতিশয় বৃদ্ধ (১৮২); সুতরাং আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন। নিশ্চয়, আমরা আপনার অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করছি।'

রুকূ'-১০

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ (٧٩)

৭৯: বললো (১৮৩), 'আল্লাহ্রই শরণ নিচ্ছি এ থেকে যে, আমরা, যার নিকট আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে রাখবো (১৮৪)। এরূপ করলে তো আমরা যালিম হয়ে যাবো।'

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۗ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (٨٠)

৮০: অতঃপর যখন তার নিকট থেকে নিরাশ হলো, তখন তারা নির্জনে গিয়ে কানাঘুষা করতে লাগলো। তাদের বড় ভাই বললো, 'তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং ইতোপূর্বে য়ূসুফের ব্যাপারে তোমরা কেমন ত্রুটি করেছিলে? সুতরাং আমি কিছুতেই এ স্থান ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ না আমার পিতা (১৮৫) আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ (১৮৬) দেন এবং তাঁর নির্দেশ সবচেয়ে উত্তম।'

اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ (٨١)

৮১: 'তোমরা নিজ পিতার নিকট ফিরে যাও অতঃপর আরয করো, 'হে আমাদের পিতা। নিশ্চয় আপনার পুত্র চুরি করেছে (১৮৭) এবং আমরা তো এতটুকু কথারই সাক্ষী হয়েছিলাম যতটুকু আমাদের জ্ঞানে ছিলো (১৮৮) এবং আমরা অদৃশ্যের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলাম না (১৮৯)।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٨٢)

৮২: এবং ঐ বস্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যার মধ্যে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যার সাথে আমরা এসেছি। এবং আমরা নিঃসন্দেহে সত্যবাদী (১৯০)।'

টীকা-১৯১ঃ হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "বিন-ইয়ামীনের দিকে চুরির সম্পর্ক করা ভিত্তিহীন এবং চুরির সাজা যে, গোলাম বানানো তাও কে জানে, যদি তোমরা ফতোয়া না দিতে এবং তোমরাই যদি না বলতে, তবে-

টীকা-১৯২ঃ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে এবং তাঁর দু'ভাইকে।

টীকা-১৯৩ঃ হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) বিন-ইয়ামীনের খবর শুনে; এবং তাঁর মনস্তাপ ও দুঃখ চরম সীমায় পৌঁছলো

টীকা-১৯৪ঃ কাঁদতে কাঁদতে চক্ষুমণির কালো রং চলে গেলো এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেলো। হাসান (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর বিচ্ছেদের মধ্যে হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) দীর্ঘ আশি বছর কাঁদতে থাকেন। আর প্রিয়জনদের বিষাদে ক্রন্দন করা যদি বানোয়াট ও লোক দেখানোর জন্য না হয় এবং তৎসঙ্গে আল্লাহ এর প্রতি দোষারোপ ও ধৈর্যহীনতা পাওয়া না যায়, তবে তা রহমত। দুঃখের ঐ দিনগুলোতে হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বারাকাতময় মুখে কখনো কোনো অস্থিরতাপূর্ণ বাক্য উচ্চারিত হইনি।

টীকা-১৯৫ঃ হযরত ইউসুফ এর ভাইয়েরা আপন পিতাকে,

টীকা-১৯৬ঃ তোমাদের কিংবা অন্য কারো নিকট নয়

টীকা-১৯৭ঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) জানতেন যে, ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) জীবিত আছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করতেন। আর একথাও জানতেন যে, তাঁর স্বপ্ন সত্য, অবশ্যই তা বাস্তবে রূপায়িত হবে। একটা বর্ণনা এও এসেছে যে, তিনি হযরত 'মালাকুল মাওত'কে জিজ্ঞাসা করেছেন, "তুমি কি আমার পুত্র ইউসুফের রূহ হনন করেছো?" তিনি আরজ করলেন, "না"। এতেও তিনি তাঁর জীবিত থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেন,

টীকা-১৯৮ঃ এ কথা শুনে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর ভ্রাতাগণ আবার মিশরের দিকে রওনা হলো।

টীকা-১৯৯ঃ অর্থাৎ অভাব ও ক্ষুধার কষ্ট এবং শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া।

টীকা-২০০ঃ তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট, যা কোনো ব্যবসায়ী পণ্যের বিনিময়ে গ্রহণ করে না। তা ছিলো কয়েকটা অচল দিরহাম এবং ঘরের আসবাবপত্রের কয়েকটা পুরাতন জীর্ণশীর্ণ বস্তু মাত্র।

টীকা-২০১ঃ যেমন খাঁটি মুদ্রার বিনিময় দিতেন।

টীকা-২০২ঃ ক্রটিযুক্ত মূলধন গ্রহণ করে।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (۸۳)

৮৩: বললো (১৯১), 'তোমাদের মন তোমাদের জন্য কোন বাহানা তৈরি করে দিয়েছে; সুতরাং ধৈর্যই শ্রেয়, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার সাক্ষাৎ করাবেন (১৯২)। নিশ্চয় তিনি-ই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ (۸۴)

৮৪: এবং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৯৩) এবং বললো, 'হায় আফসোস য়ূসুফের বিচ্ছেদের জন্য! এবং তার চক্ষুদ্বয় শোকে সাদা হয়ে গেলো (১৯৪)। সে রাগ সংবরণ করছিলো।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ (۸۵)

৮৫: বললো (১৯৫), 'আল্লাহর শপথ! আপনি সব সময় ইউসুফকে স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি কবরের পার্শ্বে গিয়ে লাগবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।'

قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۸۶)

৮৬: বললো, 'আমি তো আমার বেদনা ও দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ্‌রই নিকট করছি (১৯৬) এবং আল্লাহর ঐ সব মহিমা আমার জানা আছে, যেগুলো তোমরা জানোনা (১৯৭)।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ (۸۷)

৮৭: হে আমার পুত্ররা! যাও ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়না, কিন্তু কাফিরগণ (১৯৮)।'

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ (۸۸)

৮৮: অতঃপর যখন তারা য়ূসুফের নিকট পৌঁছলো, তখন বললো, 'হে আযীয! আমরা ও আমার পরিবারবর্গ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি (১৯৯) এবং আমরা তুচ্ছ পণ্যমূল্য নিয়ে এসেছি (২০০); সুতরাং আপনি আমাদের রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন (২০১) এবং আমাদেরকে দান করুন (২০২)। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাতাদেরকে

টীকা-২০৩ঃ তাদের এই অবস্থা শুনে হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং মুক্তাবর্ষী চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো এবং

টীকা-২০৪ঃ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে প্রহার করা, কূপে নিক্ষেপ করা, বিক্রি করা, পিতার নিকট থেকে বিচ্ছেদ ঘটানো এবং এরপর তাঁর ভাইকে কোণঠাসা করা ও মানসিকভাবে কষ্ট দেয়ার কথা তোমাদের স্মরণ আছে কি? একথা বলে হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর পবিত্র মুখে মুচকি হাসি আসলো এবং তারা তাঁর মুক্তা-সদৃশ দান্দান মুবারকের সৌন্দর্য দেখে চিনতে পারলো যে, এতে ইউসুফী রূপেরই মহিমা।

قَالَ هَلۡ عَلِمۡتُمۡ مَّا فَعَلۡتُمۡ بِيُوۡسُفَ وَ اَخِيۡهِ اِذۡ اَنۡتُمۡ جٰهِلُوۡنَ ﴿۸۹﴾ قَالُوۡۤا ءَاِنَّكَ لَاَنۡتَ يُوۡسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوۡسُفُ وَ هٰذَاۤ اَخِىۡ ۫ قَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيۡنَا ؕ اِنَّهٗ مَنۡ يَّتَّقِ وَ يَصۡبِرۡ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۹۰﴾ قَالُوۡا تَاللّٰهِ لَقَدۡ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيۡنَا وَ اِنۡ كُنَّا لَخٰطِـِٕيۡنَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثۡرِيۡبَ عَلَيۡكُمُ الۡيَوۡمَ ؕ يَغۡفِرُ اللّٰهُ لَكُمۡ ۫ وَ هُوَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِيۡنَ ﴿۹۲﴾ اِذۡهَبُوۡا بِقَمِيۡصِىۡ هٰذَا فَاَلۡقُوۡهُ عَلٰى وَجۡهِ اَبِىۡ يَاۡتِ بَصِيۡرًا ۚ وَ اۡتُوۡنِىۡ بِاَهۡلِكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۹۳﴾ وَ لَمَّا فَصَلَتِ الۡعِيۡرُ قَالَ اَبُوۡهُمۡ اِنِّىۡ لَاَجِدُ رِيۡحَ يُوۡسُفَ لَوۡ لَاۤ اَنۡ تُفَنِّدُوۡنِ ﴿۹۴﴾ قَالُوۡا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىۡ ضَلٰلِكَ الۡقَدِيۡمِ ﴿۹۵﴾ فَلَمَّاۤ اَنۡ جَآءَ الۡبَشِيۡرُ

পুরস্কৃত করেন (২০৩)।'

৮৯: বললো, 'কিছু খবর আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে (২০৪)?'

৯০: তারা বললো, 'তবে কি সত্যি সত্যি আপনি-ই ইউসুফ?' বললো, 'আমিই ইউসুফ এবং এ-ই আমার সহোদর; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (২০৫)। নিশ্চয় যে ব্যক্তি পরহেয্গারী ও ধৈর্য ধারণ করে, তবে আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়নদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না (২০৬)।'

৯১: তারা বললো, 'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম (২০৭)।'

৯২: বললো, 'আজ (২০৮) তোমাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হবেনা। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি সমস্ত দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়ালু (২০৯)।

৯৩: আমার এই জামা নিয়ে যাও (২১০)। এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট নিয়ে এসো।'

রুকূ'-১১

৯৪: যখন কাফেলা মিশর থেকে বের হয়ে পড়লো (২১১), এখানে তাদের পিতা (২১২) বললো, 'নিশ্চয় আমি য়ূসুফের খুশবু পাচ্ছি, যদি আমাকে তোমরা এ কথা না বলো যে, আমার স্বাভাবিক অবস্থা লোপ পেয়েছে।'

৯৫: পুত্রগণ বললো, 'আল্লাহর শপথ! আপনি আপনার ঐ পুরানো পুত্রস্নেহের মধ্যে বিভোর রয়েছেন (২১৩)।'

৯৬: অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো (২১৪)

টীকা-২০৫ঃ আমাদেরকে বিচ্ছেদের পর নিরাপদে মিলিত করেছেন এবং দুনিয়া ও দ্বীনের অনুগ্রহরাজি দ্বারা ধন্য করেছেন।

টীকা-২০৬ঃ হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ভ্রাতাগণ ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে

টীকা-২০৭ঃ এরই পরিণতি যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মান দিয়েছেন বাদশাহের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আমাদেরকে মিসকীন করে আপনার সামনে হাজির করেছেন।

টীকা-২০৮ঃ যদিও আজ তিরস্কারের দিন, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে

টীকা-২০৯ঃ এরপর হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাদের নিকট আপন সম্মানিত পিতার অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। তারা বললো, "আপনার বিচ্ছেদের শোকে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বহাল থাকেনি।" তিনি বললেন,

টীকা-২১০ঃ যা আমার পিতামহোদয় তাবিজ বানিয়ে আমার গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

টীকা-২১১ঃ এবং কিন'আনের দিকে রওনা হলো। তখন

টীকা-২১২ঃ আপন পৌত্রগণ ও নিকটে যারা ছিলো তাদেরকে

টীকা-২১৩ঃ কেননা, তারা এ ধারণায় ছিলো যে, এখন হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কোথায়। হয়তো তাঁর ওফাতই হয়ে গেছে।

টীকা-২১৪ঃ কাফেলার অগ্রভাগে। তিনি হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ভ্রাতা ইয়াহুদা ছিলেন। তিনি বললেন, হযরত ইয়া'কূব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর নিকট রক্তমাখা জামাও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমিই বলেছিলাম যে, ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-কে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। আমিই তাঁকে শোকাহত করেছিলাম, আজ জামাটাও আমিই নিয়ে যাবো এবং হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ السَّلَام) জীবিত থাকার আনন্দদায়ক খবরটাও আমিই শুনাবো।" অতঃপর ইয়াহুদা খোলা মাথায় ও জুতোবিহীন পদব্রজে জামাটা নিয়ে আশি ফরসঙ্গ রাস্তা দৌঁড়ে আসলেন। পথিমধ্যে খাওয়ার জন্যও সাতটা রুটিও সাথে নিয়েছিলেন। প্রবল আগ্রহের এই অবস্থা ছিলো যে, সেই রুটিগুলোও পথিমধ্যে খেয়ে শেষ করতে পারেননি।

টীকা-২১৫ঃ হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) জিজ্ঞাসা করলেন, "ইউসুফ কেমন আছে?" ইয়াহুদা আরয করলো, "হুযুর! তিনি তো মিশরের বাদশাহ।" তিনি বললেন, "আমি বাদশাহী দিয়ে কি করবো?" একথা বলো যে, 'কোন দ্বীনের উপর রয়েছে?' "দ্বীন-ই-ইসলামের উপর।" তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "আলহামদুলিল্লাহ! (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই) আল্লাহ এর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হলো। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ভ্রাতাগণ

টীকা-২১৬ঃ হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) রাতের শেষ ভাগে নামায আদায় করে হাত উঠিয়ে আল্লাহ তাআ'লা এর দরবারে আপন সাহেবজাদের জন্য দুআ' করলেন। তা (আল্লাহ এর দরবারে) কবুল হলো। আর হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি ওহী করা হলো- "সাহেবজাদাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে।"

হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন পিতা মহোদয়কে দেখে পরিবারের সমস্ত সদস্য সহকারে নিয়ে আসার জন্য তাঁর ভ্রাতাদের সাথে দুইশ সাওয়ারী এবং প্রচুর মালপত্র পাঠিয়েছিলেন। হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) মিশরে যাবার জন্য মনস্থ করলেন এবং পরিবারের সবাইকে একত্রিত করলেন। সবমিলে সর্বমোট ৭২ জন কিংবা ৭৩ জন হয়েছিলো। আল্লাহ তাআ'লা তাদের মধ্যে এ বারাকাত দিয়েছিলেন যে, তাঁদের বংশধর এতই বৃদ্ধি পেলো যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে বনী-ইসরাঈল মিশর থেকে যখন বের হলো তখন তারা ছয় লক্ষের চেয়েও বেশি ছিলো। অথচ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যমানা তাঁর মাত্র ৪০০ বছর পরেই ছিলো।

মোটকথা, হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) যখন মিশরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলেন, তখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) মহান বাদশাহকে আপন পিতা মহোদয়ের আগমনের সংবাদ দিলেন আর চার হাজার সৈন্য এবং অনেক মিশরী অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে তিনি আপন পিতা মহোদয়কে সংবর্ধনা ও স্বাগত জানানোর জন্য শত শত রেশমী পতাকা উড়িয়ে কাতার বেঁধে রওনা হলেন।

হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন সন্তান ইয়াহুদার হাতের উপর ভর করে তাশরীফ আনয়ন করছিলেন। যখন তাঁর দৃষ্টি সৈন্যদের উপর পড়লো এবং তিনি দেখলেন যে, মরুভূমি জাঁক-জমকপূর্ণ সৈন্যদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি বললেন, "হে ইয়াহুদা! এ কি মিশরের ফিরআ'উন, যার সৈন্যবাহিনী এত জাঁক-জমক সহকারে আসছে?" আরয করলো, "না", এ তো হুযুর, আপনার সন্তান ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)।" হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁকে আশ্চার্যান্বিত দেখে আরয করলেন, "বাতাসের দিকে দেখুন! আপনার খুশিতে শরীক হবার জন্য ফিরিশতারাও এসেছেন, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার দুঃখের কারণে কাঁদছিলেন।" ফিরিশতাদের 'তাসবীহ' এবং ঘোড়াগুলোর ডাক, বিঘুল-তবলার আওয়াজে এক আজব অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো।

সূরাঃ ১২ ইউসুফ	৪৫০	মানযিল-৩	পারাঃ ১৩
তখন সে জামাটা ইয়া'কূবের মুখমন্ডলের উপর রাখলো। তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসলো। বললো, 'আমি কি বলতাম না যে, আমার, আল্লাহর সে সব মহিমা জানা আছে, যা তোমরা জানো না (২১৫)?'		اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ(٩٦)	
৯৭: (তারা) বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরা অপরাধী।'		قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ(٩٧)	
৯৮: বললো, 'শীঘ্রই আমি তোমাদের ক্ষমা আমার প্রতিপালকের নিকট চাইবো। (নিশ্চয়) তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু (২১৬)।'		قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ(٩٨)	
৯৯: অতঃপর যখন তারা সবাই য়ূসুফের নিকট পৌঁছলো, তখন সে আপন মাতা (২১৭) ও পিতাকে নিজের পাশে স্থান দিলো এবং বললো, 'মিশরে (২১৮) প্রবেশ করুন, আল্লাহ্ যদি চান, নিরাপদ অবস্থায় (২১৯)।'		فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ(٩٩)	

এই দিনটি ছিলো ১০ই মুহাররাম, যখন উভয় হযরত- পিতা ও পুত্র, বাপ-বেটা নিকটবর্তী হলেন, তখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) আরয করার ইচ্ছা করলেন, "একটু অপেক্ষা করুন এবং পিতা মহোদয়কেই প্রথমে সালাম করার সুযোগ দিন।" সুতরাং ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذْهِبَ الْاَحْزَانِ অর্থাৎ "হে দুঃখ অপসারণকারী! তোমার উপর সালাম।" অতঃপর উভয় হযরত অবতরণ করে পরস্পর আলিঙ্গন করলেন এবং সাক্ষাৎ করে খুব কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর ঐ সুসজ্জিত শিবিরে প্রবেশ করলেন, যা প্রথম থেকে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য উন্নতমানের তাঁবু ইত্যাদি স্থাপন করে সাজানো হয়েছিলো। এটা মিশরের সীমানায় প্রবেশের ঘটনা ছিলো। এরপর দ্বিতীয় প্রবেশ বিশেষ করে শহরের মধ্যে ছিলো যার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে আসছে-

টীকা-২১৭ঃ 'মাতা' বলতে হয়ত বিশেষ করে আপব মাতাকে বুঝানো হয়েছে; যদি তখনকার সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন অথবা 'খালা' (বুঝানো হয়েছে)।

টীকা-২১৮ঃ অর্থাৎ বিশেষ শহরে

টীকা-২১৯ঃ যখন মিশরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন মসনদ অলঙ্কৃত করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

টীকা-২২০ঃ অর্থাৎ মাতা-পিতা ও সব ভাই

টীকা-২২১ঃ এটা ছিলো সম্মান প্রদর্শন ও বিনয়ের সাজদা, যা তাদের শরীয়তে জায়েয ছিলো; যেমন আমাদের শরীয়তে কোন শ্রদ্ধাভাজনের সম্মানের জন্য ‘ক্বিয়াম’ বা দাঁড়ানো, করমর্দন করা এবং হস্ত চুম্বন করা জায়েয।

‘সাজদা-ই-ইবাদত’ (ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজদা) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে কখনো জায়েয হয়নি এবং কখনো হতেও পারে না। কেননা, তা শিরক। আর ‘সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ’ (সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাজদা)ও আমাদের শরীয়তের বৈধ নয়; যদিও তা শির্ক নয়। (বরং হারাম)

টীকা-২২২ঃ যা আমি শৈশবে দেখেছিলাম।

টীকা-২২৩ঃ এখানে, তিনি তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা) এর কথা উল্লেখ করেননি, যাতে তাঁর ভাইদেরকে লজ্জিত হতে না হয়।

টীকা-২২৪ঃ ঐতিহাসিকদের বিবরণে জানা যায় যে, হযরত ইয়া’কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন সন্তান হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট মিশরে

১০০: এবং আপন মাতাপিতাকে তার সিংহাসনে বসালো এবং সবাই (২২০) তার সম্মানে সাজদায় পড়লো (২২১); আর ইউসুফ বললো, ‘হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা (২২২); নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সেটা সত্যে পরিণত করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন (২২৩) এবং আপনাদের সবাইকে গ্রামাঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন এরপর যে, শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিলো। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যে বিষয় চান তা সহজ করে দেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (২২৪)।

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (۱۰۰)

১০১: হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি আমাকে একটা রাজ্য দিয়েছো এবং আমাকে কিছু কথার পরিণাম উদ্ঘাটন করার বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছো। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমি আমার কর্মব্যবস্থাপক-দুনিয়ায় ও আখিরাতে। আমাকে মুসলমানরূপে উঠাও এবং তাদেরই সাথে মিলাও, যারা তোমার একান্ত নৈকট্যের উপযোগী (২২৫)।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۟ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ (۱۰۱)

১০২: এ কিছু অদৃশ্যের সংবাদ, যা আপনার প্রতি ওহী করেছি এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না (২২৬) যখন তারা নিজেদের কাজের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি করেছিলো এবং তারা চক্রান্ত করেছিলো (২২৭)।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ (۱۰۲)

চব্বিশ বৎসর সুখে, আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন। ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে ওসীয়ত করলেন যেন তাঁর ‘জানাযা’ শামদেশে (সিরিয়া) নিয়ে ‘পবিত্র’ ভূমিতে তাঁর পিতা হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কবর শরীফের পাশেই দাফন করা হয়। এ ওসীয়ত পূর্ণ করা হলো।

তাঁর ওফাতের পর শাল বৃক্ষের কাঠ দ্বারা তৈরি তাবূতের মধ্যে তাঁর পবিত্রতম শরীর মুবারক রেখে তা শামদেশে (সিরিয়া) আনা হলো। ঠিক তখনই তাঁর ভ্রাতা ‘ঈস’-এর ওফাত হয়েছিলো। তাঁরা দু’ভাইয়ের জন্মও একই সাথে হয়েছিলো। দাফনও একই কবরে করা হয়। উভয় হযরতের বয়স ছিলো ১৪৫ বৎসর। যখন হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর পিতা ও চাচাকে দাফন করে মিশরে ফিরে যান তখন তিনি ঐ দুআ’টা করেছিলেন; যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

টীকা-২২৫ঃ অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্ব এবং হযরত ইয়াকূব (عَلَيْهِمُ السَّلَام)। নাবীগণ সবাই নিষ্পাপ। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুআ’ উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই, যাতে তারা ভাল পরিণামের জন্য প্রার্থনা করতে থাকে। হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর পিতা মহোদয়ের পর ২৩ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হলো। তাঁর দাফনের স্থান নিয়ে মিশরবাসীদের মধ্যে ভীষণ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রত্যেক মহল্লাবাসী বারাকাত অর্জনের উদ্দেশ্যে আপন আপন মহল্লায় দাফন করার দাবীতে অটল ছিলো। শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো যে, ‘তাঁকে নীল নদের মধ্যে দাফন করা হোক; যাতে পানি তাঁর কবর শরীফ স্পর্শ করে প্রবাহিত হয় এবং এর বারাকাত দ্বারা সমগ্র মিশরবাসী উপকৃত হয়।’

সুতরাং তাঁকে ‘মার্বেল পাথর’ কিংবা ‘মর্মর পাথর’-এর সিন্দুকের মধ্যে রেখে নীল নদের মধ্যেই দাফন করা হয়েছিলো। আর তিনি সেখানেই ছিলেন। এভাবে দীর্ঘ ৪০০ বছর পর হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) তাঁর তাবূত শরীফ সেখান থেকে বের করে আনেন এবং তাঁকে তাঁর সম্মানিত পিতৃপুরুষদের নিকটে শামদেশেই দাফন করেন।

টীকা-২২৬ঃ অর্থাৎ ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ভাইদের নিকট।

টীকা-২২৭ঃ এতদসত্ত্বেও, হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), আপনার সেসব ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা অদৃশ্যের

সংবাদ দান ও মু'জিযাই।
টীকা-২২৮ঃ ক্বুরআন শরীফ
টীকা-২২৯ঃ স্রষ্টা এবং তাঁর তাওহীদ ও গুণাবলীর প্রমাণবহ। এসব নিদর্শন দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতদের ধ্বংসাবশেষ বুঝানো হয়েছে। (মাদারিক)
টীকা-২৩০ঃ এবং সেগুলো প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু চিন্তা ভাবনা করেনা, শিক্ষা গ্রহণ করে না।
টীকা-২৩১ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ আয়াত মুশরিকদের খন্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআ'লা স্রষ্টা ও রিযক্বদাতা হওয়ার কথা স্বীকার করার সাথে মূর্তি পূজা করে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যদেরকেও ইবাদতের মধ্যে তাঁর শরীক করতো।

টীকা-২৩২ঃ হে মুস্তফা, (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। এসব মুশরিককে যে, আল্লাহ এর একত্ববাদ ও দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বান করুন।
টীকা-২৩৩ঃ ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর সাহাবীগণ সুন্দরতম পথ ও সর্বোৎকৃষ্ট হিদায়াতের উপর রয়েছেন। তাঁরা হলেন জ্ঞানের খনি, ঈমানের ভান্ডার এবং পরম দয়ালু আল্লাহ এর সেনা।
হযরত ইবনে মাস'ঊদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, 'তরীক্বা' অবলম্বনকারীদের উচিত যেন তাঁরা , যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদেরই তরীক্বা অবলম্বন করেঃ তাঁরা হলেন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর সাহাবা, যাঁদের অন্তর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র, জ্ঞানে সর্বাধিক গভীর, লৌকিকতায় সবচেয়ে কম। তাঁরা হচ্ছেন এমন সব মহাপুরুষ, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআ'লা আপন নাবী (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সঙ্গ এবং তাঁর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য মনোনীত করেছেন।
টীকা-২৩৪ঃ সব ধরণের দোষত্রুটি, অপূর্ণতা এবং শরীক, বিরোধীতাকারী ও সমকক্ষ থেকে।
টীকা-২৩৫ঃ না ফিরিশতারদেরকে, না কোন নারীকে নাবী করা হয়েছে। এটা মক্কাবাসীদের প্রতি জবাব, যারা বলেছিলো, "আল্লাহ তাআ'লা ফিরিশতাদেরকে কেন নাবী করে পাঠালেন না?" তাদেরকে বলা হয়েছে যে, "এটা কি কোন আশ্চর্যজনক কথা" পূর্ব থেকে কখনো কোন ফিরিশতা নাবী হয়ে আসেননি।"
টীকা-২৩৬ঃ হাসান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, মরু অঞ্চলের অধিবাসী, জিন এবং স্ত্রী লোকদের মধ্য থেকে কখনো কোন নাবী করা হয়নি।

১০৩: এবং অধিকাংশ লোক, তুমি যতোই চাওনা কেন ঈমান আনবে না।	وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ (١٠٣)
১০৪: এবং আপনি এর বিনিময়ে তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না। এ (২২৮) তো নয়, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রতি উপদেশ।	وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٠٤)
রুকূ'-১২	
১০৫: এবং কতই নিদর্শন রয়েছে (২২৯) আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে যে, অধিকাংশ লোক এগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করে (২৩০) অথচ এগুলো হতে উদাসীন থেকে যায়।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ (١٠٥)
১০৬: এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তারাই, যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না, কিন্তু শিরক করে (২৩১)।	وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ (١٠٦)
১০৭: তবে কি তারা এ থেকে নির্ভীক হয়ে বসে আছে যে, আল্লাহর শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে বসবে অথবা ক্বিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে পড়বে, অথচ তাদের খবরই থাকবে না।	اَفَاَمِنُوْۤا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٠٧)
১০৮: আপনি বলুন (২৩২), 'এটা আমার পথ, আমি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি। অন্তরচক্ষু সম্পন্ন-আমি এবং যারা আমার পদাংক অনুসরণ করে (২৩৩) এবং আল্লাহর জন্যই পবিত্রতা (২৩৪) আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।	قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٨)
১০৯: এবং আমি আপনার পূর্বে যতো রসূল প্রেরণ করেছি সবই পুরুষ ছিলো (২৩৫) যাদেরকে আমি ওহী করতাম এবং সবাই শহরের অধিবাসী ছিলো (২৩৬)। তবে কি এসব লোক যমীনে ভ্রমণ করেনা? তবে তো দেখতো তাদের	وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْۤ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا

টীকা-২৩৭ঃ নাবীগণকে অস্বীকার করার কারণে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।
টীকা-২৩৮ঃ অর্থাৎ লোকদের উচিত যেন তারা আল্লাহ এর শাস্তিতে বিলম্ব এবং আরাম-আয়েশ দীর্ঘদিন স্থায়ী হওয়ার উপর অহংকারী না হয়ে যায়। কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও বহু অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের শাস্তি আসার মধ্যে খুব বিলম্ব হলো এবং প্রকাশ্য উপায়-উপকরণের মাধ্যমে রসূলগণের নিকট তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি পৃথিবীতে প্রকাশ্য শাস্তি আসার কোন আশা রইলো না, (আবুস সাঊদ)
টীকা-২৩৯ঃ অর্থাৎ সম্প্রদায়গুলো মনে করেছিলো যে, রসূলগণ তাদেরকে শাস্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হবার নয়। (মাদারিক ইত্যাদি)

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (۱۰۹)

পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে (২৩৭)। এবং নিশ্চয় পরকালের ঘর পরহেযগারদের জন্য শ্রেয়। তবে কি তোমাদের বিবেক নাই?

حَتّٰۤى اِذَا اسْتَايْـَٔسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَ لَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ (۱۱۰)

১১০: অবশেষে, যখন রসূলগণের নিকট প্রকাশ্য কোন উপায় উপকরণের আশা রইলো না (২৩৮) এবং লোকেরা ভাবলো যে, রসূলগণ তাদেরকে ভুল বলেছিলো (২৩৯), তখন আমার সাহায্য আসলো। অতঃপর আমি যাকে চেয়েছি তাকে উদ্ধার করা হয়েছে (২৪০)। এবং আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে রদ্দ করা যায় না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (۱۱۱)

১১১: নিশ্চয়, তাদের খবরাদি দ্বারা (২৪১) বিবেকবানদের চক্ষু খুলে যায় (২৪২)। এটা কোন বানোয়াট কথা নয় (২৪৩); কিন্তু নিজের পূর্ববর্তী বাণীগুলোর (২৪৪) সত্যায়ন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণ আর মুসলমানদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।

সূরা রা'দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরাঃ ১৩ রা'দ (মাদানী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়	আয়াত-৪৩, রুকূ'-৬

الٓمّٓرٰ ۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

১: আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো আয়াত (২); এবং তা-ই যা (হে হাবীব!) আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (৩) সত্য (৪);

*'সূরা ইউসুফ' সমাপ্ত।

টীকা-২৪০ঃ আপন বান্দাদের মধ্য থেকে; অর্থাৎ আনুগত্যকারী ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করেছি।
টীকা-২৪১ঃ অর্থাৎ নাবীগণের এবং তাঁদের সম্প্রদায়গুলোর।
টীকা-২৪২ঃ যেসব হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ঘটনা থেকে বড় বড় ফলাফল প্রকাশ পায় এবং জানা যায় যে, ধৈর্যের সুফল হচ্ছে- নিরাপত্তা ও সম্মান। আর নির্যাতন ও অশুভকামনার পরিণাম হচ্ছে-লজ্জিত হওয়াই এবং আল্লাহ এর উপর নির্ভরকারী সফলকাম হয়। আর বান্দাদের বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মূখীন হলে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ এর রহমত সহায়ক হলে কারো অমঙ্গল কামনা ক্ষতি করতে পারে না। এরপর কুরআন পাক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে
টীকা-২৪৩ঃ যাকে কোন মানুষ নিজ থেকে রচনা করে নিয়েছে। কেননা, এর মুকাবিলা করতে অক্ষম হওয়া তা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে হবার বিষয়টাকে অখন্ডনীয় প্রমাণিত করেছে।
টীকা-২৪৪ঃ তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি আল্লাহ এর কিতাব সমূহের।*
টীকা-১ঃ সূরা রা'দ মাক্কী। অপর একটা বিবরণ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) তাআ'লা আনহুমা থেকে এযে, নিম্নলিখিত আয়াত দু'টি ব্যতীত অবশিষ্ট সবই মাক্কী; لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا অপর এক অভিমত এই যে, এই সূরাটা মাদানী। এতে ছয়টা রুকূ', ৪৩ কিংবা ৪৫টা আয়াত, ৮৫৫টা পদ এবং ৩,৫০৬টা বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফের।
টীকা-৩ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফ।
টীকা-৪ঃ যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই;

টীকা-৫: অর্থাৎ মক্কার মুশরিকগন, যারা এ কথা বলছে যে, এ বাণী মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর। তিনি এটা নিজেই রচনা করেছেন। এ আয়াতে তাদের খণ্ডন করেছেন এবং এরপর আল্লাহ্ তাআ'লা আপন রাবুবিয়াত (প্রতিপালকত্ব) এর প্রমাণসমূহ এবং আপন আশ্চর্যজনক ক্ষমতার বর্ণনা করেছেন, যেগুলো তাঁর একত্ববাদের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৬: এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথাঃ

এক) তিনি আসমানসমূহকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে ঊর্ধ্বলোকে স্থাপন করেছেন; যেমন তোমরা সেগুলো দেখতে পাচ্ছো। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে কোনো স্তম্ভই নেই এবং

দুই) এ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্তম্ভ ছাড়াই ঊর্ধ্বলোকে স্থাপন করেছেন। এতদভিত্তিতে অর্থ এ হবে যে, স্তম্ভ তো রয়েছে; কিন্তু তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর বিশুদ্ধ- এটাই অধিকাংশের মত। (খাযিন ও জুমাল)

টীকা-৭: আপন বান্দাদের উপকার এবং আপন শহরগুলোর মঙ্গলের জন্য। সেগুলো নির্দেশ মোতাবেক পরিভ্রমণের মধ্যে রয়েছে।

টীকা-৮: অর্থাৎ দুনিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হবার সময় পর্যন্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, 'নির্ধারিত সময়সীমা' দ্বারা সেগুলোর বিভিন্ন স্তর ও তিথিগুলো বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ সেগুলো আপন-আপন তিথিতে ও কক্ষপথে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে, যা অতিক্রম করতে পারেনা। সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যেকটার জন্য বিশেষ পরিভ্রমণ গতি, বিশেষ দিকের প্রতি- দ্রুত গতি ও ধীর গতি এবং পরিভ্রমণের বিশেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন।

টীকা-৯: নিজ একত্ব ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার,

টীকা-১০: এবং জেনে রেখো যে, যিনি মানুষকে অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্বময় করার উপর ক্ষমতা রাখেন তিনি তাকে মৃত্যুর পরও জীবিত করার উপর ক্ষমতা রাখেন।

টীকা-১১: অর্থাৎ মজবুত পাহাড়

টীকা-১২: অর্থাৎ কালো ও সাদা, তিক্ত ও মিষ্ট, ছোট ও বড়, মরুভূমির ও বাগানের, গরম ও ঠাণ্ডা এবং ভিজা ও শুষ্ক ইত্যাদি।

টীকা-১৩: যারা একথা বুঝতে পারে যে, এ সমস্ত নিদর্শন প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনেনা (৫)।	وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾
২: আল্লাহ্ হন; যিনি আসমানগুলোকে উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, যাতে তোমরা তা দেখো (৬)। অতঃপর আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' ফরমায়েছেন (সমাসীন হন যেভাবে তাঁর মর্যাদার জন্য শোভা পায়) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করে রেখেছেন (৭), প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত কাল পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে (৮); আল্লাহ্ কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন এবং বিশদভাবে নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন (৯), যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করো (১০)।	اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴿۲﴾
৩: এবং তিনিই হন, যিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে (নোঙ্গররূপী) পর্বতমালা (১১) ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন; এবং যমীনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফল দু' দু' প্রকারের সৃষ্টি করেছেন (১২)। রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য (১৩)।	وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۳﴾
৪: এবং যমীনের বিভিন্ন ভূ-খন্ড রয়েছে এবং রয়েছে পাশাপাশি (১৪); আর বাগান রয়েছে আঙ্গুরের এবং শস্য ক্ষেত্র ও খেজুরের গাছ একটা গুঁড়ি থেকে উৎপন্ন- একটা এবং একাধিক; সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আর ফলগুলোর মধ্যে আমি একটাকে অপরটা অপেক্ষা উত্তম করি। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে বিবেকবানদের জন্য (১৫)।	وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۴﴾

টীকা-১৪: একটা অপরের সাথে সংলগ্ন। সেগুলোর মধ্যে কতেক চাষাবাদযোগ্য, কতেক চাষাবাদযোগ্য নয়, কতেক কংকরময়, কতেক বালিময়।

টীকা-১৫: হাসান বসরী (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, এর মধ্যে আদম সন্তানদের অন্তরগুলোর একটা উপমা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে- যেভাবে ভূতল একটা ছিলো; অতঃপর সেটার বিভিন্ন ভূ-খণ্ড হয়েছে। সেগুলোর উপর আসমান থেকে একই পানি বর্ষিত হয়। তা থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফুল, ভাল-মন্দ উৎপন্ন হয়েছে। অনুরূপভাবে মানবজাতিকে হযরত আদম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি আসমান থেকে হিদায়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তা দ্বারা কতেক অন্তর নম্র হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়েছে। (পক্ষান্তরে,) কতেক পাষাণ হয়ে গেছে। তারা খেলাধুলায়

ও অনর্থক কাজে মগ্ন হয়েছে। সুতরাং যেভাবে ভূ-তলের খণ্ডগুলো আপন ফল-ফুলের দিক দিয়ে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে এবং তেমনিভাবে, মানুষের অন্তর ও আপন আপন চিহ্নাদি এবং জ্যোতি ও রহস্যের মধ্যে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে।

টীকা-১৬: হে মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ!) কাফিরদের অস্বীকার করার কারণে; এতদ্বসত্ত্বেও আপনি তাদের মধ্যে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টীকা-১৭: এবং তারা কিছুই বুঝতে পারেনি যে, যিনি প্রথমে কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কোন মুশকিল ব্যাপার নয়।

টীকা-১৮: ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-১৯: মক্কার মুশরিকগণ এবং এই ত্বরান্বিত করা ঠাট্টার সূত্রেই ছিলো। আর 'রহমত' দ্বারা নিরাপত্তা ও সুস্থতা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২০: তারাও রসূলগনকে অস্বীকার এবং শাস্তি সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তাদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

টীকা-২১: অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টা ত্বরান্বিত করেন না এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।

৫: এবং যদি আপনি বিস্মিত হন (১৬) তবে বিস্ময় তো তাদের কথারই যে, 'আমরা কি মাটিতে পরিণত হওয়ার পর নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হবো (১৭)।' এবং তারাই হচ্ছে, যারা আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে এবং তারাই হচ্ছে- যাদের ঘাড়গুলোতে লোহার শিকল থাকবে (১৮) এবং তারা দোযখবাসী; তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ۬ؕ اُولٰٓىٕكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَ اُولٰٓىٕكَ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓىٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ(۵)

৬: এবং আপনার নিকট তারা শাস্তি তাড়াতাড়ি চাচ্ছে রহমতের পূর্বে (১৯) এবং তাদের পূর্ববর্তীদের শাস্তি হয়ে গেছে (২০)। এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তো লোকদের অত্যাচারের উপরও তাদেরকে এক ধরনের ক্ষমা করে দেন (২১); এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের শাস্তি কঠোর (২২)।

وَ یَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِیْدُ الْعِقَابِ(۶)

৭: এবং কাফিররা বলে, 'তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি (২৩)?' আপনি তো সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক (২৪)।

وَ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ(۷)

টীকা-২২: যখন শাস্তি দেন।

টীকা-২৩: কাফিরদের এই উক্তিটা অত্যন্ত বেঈমানীমূলক উক্তি ছিলো। যত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো সবটাকেই তারা অস্তিত্বহীনরূপে স্থির করেছিলো। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায় এবং সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণেরই শামিল। যখন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো এবং অনস্বীকারযোগ্য প্রমাণাদি প্রদর্শন করা হলো আর এমন সব দলিল দ্বারা দাবী প্রমানিত করা হলো যেগুলোর খন্ডন করতে বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত জ্ঞানী ও কৌশলী অক্ষম হয়ে রইলো তাদের পক্ষে ওষ্ঠদ্বয় নাড়া এবং মুখ খোলা অসম্ভবই হয়ে পড়লো, তখন এমন সব সুস্পষ্ট আয়াত ও দলিলাদি এবং প্রকাশ্য মু'জিযাদি দেখে একথা বলে দেয়া- 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না', প্রকাশ্য দিবালোকে দিনকে অস্বীকার করার চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট ও ভিত্তিহীন কাজ। বাস্তবিকপক্ষে, এটা সত্যকে চিনে সেটার প্রতি একগুঁয়েমি প্রদর্শন ও তা থেকে পলায়ন করারই নামান্তর মাত্র। কোন দাবীর পক্ষে যখন অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, অতঃপর সেটার পক্ষে দ্বিতীয় বার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন থাকে না এবং এমতাবস্থায় প্রমাণ তলব করা একগুঁয়েমি ও অহংকার বৈ কিছুই নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণকে খন্ডন করা যায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অপর কোনো প্রমাণ চাওয়ার অধিকার রাখেনা। আর যদি এই পরম্পরা স্থির করে দেয়া যায় যে, প্রত্যেকের জন্য নতুন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সে তলব করবে এবং ঐ নিদর্শনই নিয়ে আসতে হবে, যা সে চাইবে, তবে নিদর্শনসমূহের পরম্পরাও শেষ হবেনা। এ কারণে আল্লাহ এর হিকমত এ যে, নাবীগণকে এমন সব মু'জিযা প্রদান করা হয়, যেগুলো দ্বারা প্রত্যেকে তাদের সততা ও নাবুয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। অধিকাংশ সময় এটা সেই পর্যায়ের হয় যার মধ্যে তাঁদের উম্মত ও তাঁদের যুগের লোকেরা অধিক অনুশীলন ও দক্ষতা রাখে। যেমন-হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগে যাদুবিদ্যা পূর্ণতায় পৌঁছেছিলো এবং সে যুগের লোকেরা যাদুবিদ্যায় খুব দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত ছিলো তখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে ঐ মু'জিযা প্রদান করা হলো যা দ্বারা তিনি যাদুকেও বাতিল করে দিলেন এবং যাদুকরদের মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করে দিলেন যে, 'যেই পূর্ণতা হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) দেখালেন, তা খোদায়ী নিদর্শনই; যাদু দ্বারা এর মুকাবিলা করা সম্ভবপর নয়। অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিলো। তখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ) কে রোগের আরোগ্য ও মৃতকে জীবিত করার মতো ঐ মু'জিযা দান করলেন, যা করতে চিকিৎসা শাস্ত্রের দক্ষ ব্যক্তিবর্গ অক্ষম ছিলো। ফলে, তারা একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলো যে, এ কাজ সম্পন্ন করা চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে অসম্ভব; অবশ্যই এটা আল্লাহ তাআ'লা এর জবরদস্ত নিদর্শন। এভাবে বিশ্বকুল সরদার

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বারাকাতময় যুগে আরবের ভাষা-অলঙ্কারশাস্ত্র উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিলো এবং সেসব লোক সুন্দর বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে বিশ্বে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ঐ মু'জিযা প্রদান করা হলো, যা তাদেরকে অক্ষম এবং হতভম্ব করে দিলো। আর তাদের মহৎ থেকে মহত্তর লোকেরা এবং তাদের ভাষা বিশারদদের দলগুলো পবিত্র কুরআনের মুকাবিলায় একটা ছোট বাক্য পেশ করতেও অক্ষম এবং অপারগ হয়ে রইলো। আর কুরআনের ঐ পূর্ণতা একথা প্রমাণ করে দিলো যে, নিঃসন্দেহে এটা খোদার এক মহান নিদর্শন। আর এর সমতুল্য কিছু রচনা করে পেশ করার মানবীয় শক্তির সাধ্যের মধ্যে নেই। তাছাড়া, আরও শত সহস্র মু'জিযা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রকাশ করেন, যেগুলো প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মনে তাঁর রিসালাতের সত্যতার নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে দিয়েছে। এসব মু'জিযা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলে দেয়া, কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি কেমনই একগুঁয়েমি ও সত্য প্রত্যাখ্যান?

টীকা-২৪: স্বীয় নাবুয়্যাতের প্রমানাদি উপস্থাপন করার এবং সন্তোষজনক মু'জিযাসমূহ দেখে আপনার রিসালাত প্রমাণিত করে দেয়ার পর আল্লাহ এর বিধানাবলী পৌঁছানো ও আল্লাহ এর ভয় দেখানো ব্যতীত আপনার উপর কোন কিছুই আবশ্যকীয় নয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার কাঙ্খিত পৃথক পৃথক নিদর্শন উপস্থাপন করাও আপনার জন্য জরুরী নয়; যেমন আপনার পূর্বে পথপ্রদর্শকগণ (নাবীগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এর নিয়ম ছিলো।

টীকা-২৫: নর-নারী- এক কিংবা বেশী ইত্যাদি

সূরাঃ ১৩ রা'দ	৪৫৬	মানযিল-৩	পারাঃ ১৩

রুকূ'-২

৮: আল্লাহ জানেন যা কিছু কোন মাদীর গর্ভে থাকে (২৫) এবং জরায়ুতে যা-কিছু কমে ও বাড়ে (২৬); এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁর নিকট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে (২৭)।

৯: এবং প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী; সবচেয়ে মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান (২৮)।

১০: সমানই যে তোমাদের মধ্যে কথা আস্তে বলে এবং যে সরবে বলে আর যে রাত্রে আত্মগোপন করে এবং দিনের বেলায় পথে বিচরণ করে (২৯)।

১১: মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী ফিরিশতা রয়েছে তার সম্মুখে ও পশ্চাতে (৩০), যারা আল্লাহ এর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে (৩১)। নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তাঁর নি'মাতের পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা (৩২) নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে না এবং যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান (৩৩) তখন সেটা রদ্দ হতে পারেনা এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৩৪)।

اَللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ اُنۡثٰى وَمَا تَغِيۡضُ الۡاَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِنۡدَهٗ بِمِقۡدَارٍ ﴿۸﴾

عٰلِمُ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ الۡكَبِيۡرُ الۡمُتَعَالِ ﴿۹﴾

سَوَآءٌ مِّنۡكُمۡ مَّنۡ اَسَرَّ الۡقَوۡلَ وَمَنۡ جَهَرَ بِهٖ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفٍۢ بِالَّيۡلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿۱۰﴾

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ ﴿۱۱﴾

টীকা-২৬: অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়সীমায় কার গর্ভের সন্তান তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হবে, কার বিলম্বে হবে। গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়সীমা, যার মধ্যে সন্তান লাভ করে জীবিত থাকতে পারে, ৬ মাস। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা দুই বছর। এটাই হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا) বলেছেন। আর হযরত ইমাম আবু হানিফা (رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ)ও এটাই বলেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এটাও বলেছেন যে, গর্ভের হ্রাসবৃদ্ধি বলতে সন্তান শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ গড়ন সম্পন্ন হওয়া এবং অপরিপূর্ণ গড়ন সম্পন্ন হওয়াই বুঝায়।

টীকা-২৭: তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না।

টীকা-২৮: প্রত্যেক প্রকারের দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

টীকা-২৯: অর্থাৎ অন্তরের গোপন কথা এবং মুখে সশব্দে উচ্চারিত আর রাতে গোপনে কৃত আমল ও দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে কৃত কর্ম- সবই আল্লাহ তাআ'লা জানেন, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

টীকা-৩০: বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে ফিরিশতাগণ পালাক্রমে আসেন, রাত ও দিনে, ফজর ও আসর নামাজের মধ্যে একত্রিত হন। নতুন নতুন ফিরিশতা থেকে যান এবং যেসব ফিরিশতা ছিলেন তারা চলে যান। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে বলেন, "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় রেখে এসেছো?" তাঁরা আরয করেন, "তাঁদেরকে নামাযরত অবস্থায় পেয়েছি এবং নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি।

টীকা-৩১: মুজাহিদ বলেন- প্রত্যেক বান্দার সাথে একজন ফিরিশতা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত থাকেন, তিনি তার ঘুমন্ত ও জাগ্রত প্রত্যেক অবস্থায় জিন, ইনসান ও কষ্টদায়ক প্রণীসমূহ থেকে রক্ষা করেন আর প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তুকে তার থেকে রুখে রাখেন। এটা ব্যতীত যা পৌঁছে তা তার ভাগ্যেই রয়েছে।

টীকা-৩২: পাপাচারে লিপ্ত হয়ে

টীকা-৩৩: তাকে শাস্তি দিতে ও ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন

টীকা-৩৪: যে তাঁর শাস্তিকে রুখতে পারে।

টীকা-৩৫: যে, তা পতিত হবার ফলে ক্ষতি হবার আশংকা থাকে এবং বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা কিংবা কারো কারো ভয় থাকে। যেমন মুসাফিরদের, যারা সফরে থাকে এবং কেউ কেউ উপকৃত হওয়ার আশা করেন; যেমন কৃষক ইত্যাদি।
টীকা-৩৬: 'বজ্র' অর্থৎ মেঘ থেকে যে শব্দ হয়। এর 'আল্লাহ এর পবিত্রতা বর্ণনা' করার অর্থ হচ্ছে- এ শব্দের সৃষ্টি হওয়া মহান স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, যে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র (আল্লাহ এর) অস্তিত্বের প্রমাণ। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, বজ্রের 'তাসবীহ' (আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করা) মানে- উক্ত শব্দ শুনে আল্লাহ এর বান্দারা তাঁরই 'তাসবীহ' করে।" কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- 'রা'দ একজন ফিরিশতার নাম, যিনি মেঘমালা নিয়ন্ত্রনের কাজে নিয়োজিত। তিনি তা পরিচালনা করেন।
টীকা-৩৭: অর্থাৎ তাঁর ভয় ও মহিমার কারণে তাঁরই 'তাসবীহ' বা 'পবিত্রতা ঘোষণা' করে।

১২: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে বিজলী দেখান ভয় ও আশার নিমিত্ত (৩৫) এবং ঘন মেঘমালা উত্তোলন করেন; ১৩: এবং বজ্র তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে (৩৬) এবং ফিরিশতাগণ তাঁর ভয়ে * (৩৭); এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন (৩৮), অতঃপর সেটা আপতিত করেন যার উপর চান এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বাক-বিতন্ডা করতে থাকে (৩৯); এবং তাঁর পাকড়াও কঠোর।	هُوَ الَّذِیۡ یُرِیۡكُمُ الۡبَرۡقَ خَوۡفًا وَّ طَمَعًا وَّ یُنۡشِیُٔ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿ۚ۱۲﴾ وَ یُسَبِّحُ الرَّعۡدُ بِحَمۡدِهٖ وَ الۡمَلٰٓئِكَةُ مِنۡ خِیۡفَتِهٖ ۚ وَ یُرۡسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیۡبُ بِهَا مَنۡ یَّشَآءُ وَ هُمۡ یُجَادِلُوۡنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِیۡدُ الۡمِحَالِ ﴿ؕ۱۳﴾

টীকা-৩৮: 'সা-ইক্বাহ' (صاعقة) ঐ প্রচন্ড আওয়াজ, যা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী থেকে অবতীর্ণ হয়; অতঃপর তাতে আগুণের সৃষ্টি হয়ে যায় অথবা 'শাস্তি' কিংবা 'মৃত্যু'। আর সেটা নিজ সত্তায় একই বস্তু। এই তিনটা জিনিস তা থেকেই সৃষ্টি হয়। (খাযিন)
টীকা-৩৯: শানে নুযূল: হযরত হাসান (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আরবের এক অতি গোঁড়া কাফিরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য আপন সাহাবা কিরামের একটা দলকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা তাকে দাওয়াত দিলেন। সে বলতে লাগলো, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতিপালক কে, যাঁর প্রতি তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছো? তিনি কি স্বর্ণের, না রৌপ্যের, না লৌহের কিংবা তামার?" মুসলমানদের নিকট তা খুবই অসহনীয় বোধ হলো। তাঁরা ফিরে গিয়ে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলেন, "আমরা এমন কট্টর কাফির ও পাষাণ-হৃদয়, গোঁড়া লোক কখনো দেখিনি।" হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "তার নিকট পুনরায় যাও।" সে এবারও একই কথা বললো, তবে এতটুকু বাড়িয়ে বললো, "আমি কি মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দাওয়াত কবুল করে এমন প্রতিপালককে মেনে নেবো, যাঁকে না দেখেছি, না চিনেছি?" এসব হযরত পুনরায় ফিরে আসলেন এবং তাঁরা আরয করলেন, "হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তার ধৃষ্টতা আরও উন্নতির দিকে।" হুযূর ইরশাদ করলেন, "তোমরা পুনরায় যাও।" নির্দেশ পালনার্থে তাঁরা তার সাথে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন এবং সেও এমনই কালো পাষাণ-হৃদয় সুলভ বুলি আওড়িয়ে বকবক করছিলো, তখন একটা মেঘ আসলো, তা থেকে বিজলী চমকালো ও বজ্রধ্বনি হলো এবং বিদ্যুৎ পতিত হলো আর তা ঐ কাফিরকে জ্বালিয়ে দিলো। এসব হযরত তার নিকটে উববিষ্ট ছিলেন। যখন সেখান থেকে তাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথে সাহাবীদের অন্য একটা দলের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো, তাঁরা বলতে লাগলেন, "বলুন! ঐ ব্যক্তি কি জ্বলে গেছে?" ঐসব হযরত বললেন, "আপনারা এ কথা কিভাবে জানতে পারলেন?" তাঁরা বললেন, "বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট ওহী এসেছে-
وَیُرۡسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیۡبُ بِهَا مَنۡ یَّشَآءُ وَهُمۡ یُجَادِلُوۡنَ فِی اللّٰهِ (খাযিন)
কোন কোন তাফসীরকারক উল্লেখ করেছেন যে, আমির ইবনে তোফায়িল আরবাদ ইবনে রাবী'আহকে বললো, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট চলো। আমি তাঁকে আলাপ আলোচনায় মগ্ন করবো আর তুমি পেছন থেকে তরবারী দ্বারা হামলা করো।" এ পরামর্শ করে তারা হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট চললো। আমির হুযূরের সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলো। দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর সে বলতে লাগলো, "এখন আমরা চলি এবং বিরাট হামলাকারী সৈন্যদল আপনার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবো।" এ কথা বলে সে চলে আসলো। বাইরে এসে আরবাদকে বললো, "তুমি তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলে না কেন?" সে বললো, "যখন আমি আঘাত করার ইচ্ছা করতাম তখনই তুমি মাঝখানে এসে যেতে।" বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তারা বের হয়ে যাওয়ার সময় এ দুআ' করেছিলেন- "اَللّٰهُمَّ اكۡفِهِمَا بِمَا شِئۡتَ
যখন এদের উভয়ে মাদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে আসলো তখন তাদের উপর বিজলী পতিত হলো। আরবাদ জ্বলে গলো আর আমিরও সে পথেই অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (হুসাইনী)।
*যে ব্যক্তি বজ্রপাতের সময় এই দুআ' পড়বে সে ইনশা-আল্লাহ বিদ্যুৎ থেকে নিরাপদ থাকবে-
سُبۡحٰنَ الَّذِیۡ یُسَبِّحُ الرَّعۡدُ بِحَمۡدِهٖ وَ الۡمَلٰٓئِكَةُ مِنۡ خِیۡفَتِهٖ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ (নুরুল ইরফান)

টীকা-৪০: অর্থাৎ তাঁর তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই) বলা অথবা এই অর্থ যে, দুআ' কবূল করেন এবং তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা শোভা পায়।

টীকা-৪১: মা'বূদ জেনে, অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা মূর্তি পূজা করে এবং সেগুলোর নিকট থেকে মনস্কামনা পূর্ণ করতে চায়;

টীকা-৪২: সুতরাং হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করলে এবং আহবান করলে পানি কূপ থেকে বের হয়ে তার মুখের মধ্যে আসবে না। কেননা, পানির না জ্ঞান আছে, না অনুভূতি আছে, তার প্রয়োজন ও পিপাসা বুঝবে, তার আহবানকে অনুধাবন করবে এবং চিনতে পারবে; না সেটার মধ্যে এই ক্ষমতা আছে যে, আপন স্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারে এবং সেটা সৃষ্টিগত স্বভাবের বরখেলাপ করে উপরের দিকে উঠে আহবানকারীর মুখে পৌঁছতে পারবে। এ অবস্থাই হলো মূর্তিগুলোর। সেগুলো না পূজারীদের আহবানের খবর রাখতে পারে, না আছে তাদের প্রয়োজনের অনুভূতি, না সেগুলো কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখে।

১৪: তাঁরই আহ্বান করা সত্য (৪০); এবং তিনি ব্যতীত যাদের তারা ইবাদত করে (৪১) সেগুলো তাদের কিছুই শুনেনা, কিন্তু সে ব্যক্তিরই মতো, যে পানির সামনে আপন হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করে বসে এ জন্য যে, সেটা তার মুখে পৌঁছে যাবে (৪২), এবং তা কখনো পৌঁছবেনা; আর কাফিরদের প্রত্যেক প্রার্থনা নিষ্ফল হয়ে ফিরে।

১৫: এবং আল্লাহকেই সাজদা করে যতকিছু আসমানসমূহে ও যমীনে রয়েছে-ইচ্ছায় হোক (৪৩) কিংবা অনিচ্ছায় (৪৪) এবং তাদের ছায়াগুলোও প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় (৪৫)।

(সাজদাহ-২)

১৬: আপনি বলুন, 'কে প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের?' আপনি নিজেই বলুন, 'আল্লাহ (৪৬), 'আপনি বলুন। 'তবে কি তোমরা তিনি ব্যতীত এমন সবকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের উপকার ও অপকার করতে পারে না (৪৭)?' আপনি বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে যাবে (৪৮), অথবা অন্ধকারসমূহ এবং আলোও কি সমান হয়ে যাবে (৪৯)? তারা কি আল্লাহ এর জন্য এমন শরীক স্থির করেছে, যারা আল্লাহ এর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে? সুতরাং তাদের নিকট সে গুলোর এবং তাঁর 'সৃষ্টি করা' এক ধরণের মনে হয়েছে (৫০)? আপনি বলুন, 'আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা (৫১) এবং তিনি একাই সবার উপর বিজয়ী (৫২)।'

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَی الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ (۱۴)

وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ (۱۵)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِیَآءَ لَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَ الْبَصِیْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۶)

টীকা-৪৩: যেমন মু'মিন

টীকা-৪৪: যেমন মুনাফিক্ব ও কাফির।

টীকা-৪৫: তাদের অনুসরণে আল্লাহকে সাজদা করে। যাজ্জায বলেছেন যে, কাফির আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে সাজদা করে এবং তার ছায়া (সাজদা) করে আল্লাহকে। ইবনে আনবারি বলেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা এর জন্য এটা কোনো অসম্ভব বিষয় নয় যে, ছায়াগুলোর মধ্যে এমন বোধশক্তির সৃষ্টি করবেন যে, সেগুলো আল্লাহকে সাজদা করবে। কোন কোন তাফসীরকারকেরা অভিমত হচ্ছে- 'সাজদা' মানে- ছায়ার একদিক থেকে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়া এবং সূর্যের উঠা নামার সাথে সাথে দীর্ঘ ও খাটো হওয়া। (খাযিন)

টীকা-৪৬: কেননা, এই প্রশ্নের এটা ব্যতীত অন্য কোন জবাবই নেই এবং মুশরিকগণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ। যখন এই বিষয়টা সর্বজন স্বীকৃত,

টীকা-৪৭: অর্থাৎ মূর্তি। যখন এগুলোর এই অক্ষমতা ও উপায়হীনতা, তখন সেগুলো অপরের কি উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? এমন সব বস্তুকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা এবং মহান স্রষ্টা, রিয্ক্বদাতা, শক্তিমান ও শক্তিশালী আল্লাহকে ছেড়ে দেয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্টতাই।

টীকা-৪৮: অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন,

টীকা-৪৯: অর্থাৎ কুফর ও ঈমান;

টীকা-৫০: এবং এই কারণে যে, সত্য তাদের নিকট সন্দেহজনক হয়ে গেলো এবং তারা মূর্তিপূজা করতে আরম্ভ করলো এমন তো নয়, বরং যেসব মূর্তির তারা পূজা করে সেগুলো আল্লাহ এর সৃষ্ট বস্তুর মত কিছু তৈরি করাতো দূরের কথা, সেগুলো বান্দাদের গড়া বস্তুগুলোর মতও কিছু তৈরি করতে পারে না, নিছক অক্ষমও। এমন সব পাথরকে পূজা করা বিবেক ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

টীকা-৫১: যা সৃষ্ট হবার যোগ্যতা রাখে সে সব বস্তুর 'স্রষ্টা আল্লাহই'; অন্য কেউ নয়। সুতরাং অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করা কোনো বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে সহ্য করতে পারে?

টীকা-৫২: সবই তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারাধীন।

টীকা-৫৩: যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামা ইত্যাদি
টীকা-৫৪: থালা ইত্যাদি
টীকা-৫৫: অনুরূপভাবে, মিথ্যা যদিও যতই উন্নতি করুক না কেন এবং কোন কোন সময় ও অবস্থায় ফেনার মতো সীমাতীত উপরেও উঠুকনা কেন, কিন্তু পরিণামে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সত্য মূলবস্তু ও পরিস্কার মূল উপাদানের মতো স্থায়ী এবং অটল থাকে।

اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتۡ اَوۡدِیَۃٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحۡتَمَلَ السَّیۡلُ زَبَدًا رَّابِیًا ؕ وَ مِمَّا یُوۡقِدُوۡنَ عَلَیۡهِ فِی النَّارِ ابۡتِغَآءَ حِلۡیَۃٍ اَوۡ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثۡلُهٗ ؕ کَذٰلِکَ یَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡحَقَّ وَ الۡبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَیَذۡهَبُ جُفَآءً ۚ وَ اَمَّا مَا یَنۡفَعُ النَّاسَ فَیَمۡکُثُ فِی الۡاَرۡضِ ؕ کَذٰلِکَ یَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ ﴿ؕ۱۷﴾

১৭: তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। ফলে, নদী-নালা আপন আপন উপযুক্ততা মোতাবেক প্রবাহিত হলো। অতঃপর জলস্রোত সেটার উপরিভাগে ভেসে উঠা ফেনা বহন করে নিয়ে আসলো; এবং যেটার উপর আগুন প্রজ্বলিত করে (৫৩) গয়না অথবা আসবাবপত্র (৫৪) তৈরি করার উদ্দেশ্যে, তা থেকেও অনুরূপ ফেনা উঠে। আল্লাহ বলে দেন যে, হক ও বাতিলের এ-ই উপমা; সুতরাং ফেনা তো এমনিতেই দূর হয়ে যায় আর যা মানুষের কাজে আসে তা যমীনে থেকে যায় (৫৫)। আল্লাহ এভাবে উপমাসমূহ বর্ণনা করেন।

لِلَّذِیۡنَ اسۡتَجَابُوۡا لِرَبِّهِمُ الۡحُسۡنٰی ؕؔ وَ الَّذِیۡنَ لَمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَهٗ لَوۡ اَنَّ لَهُمۡ مَّا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا وَّ مِثۡلَهٗ مَعَهٗ لَافۡتَدَوۡا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ سُوۡٓءُ الۡحِسَابِ ۬ۙ وَ مَاۡوٰىهُمۡ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمِهَادُ ﴿۱۸﴾

১৮: যে সব লোক আপন প্রতিপালকের আদেশ মান্য করেছে তাদেরই জন্য মঙ্গল রয়েছে (৫৬)। এবং যারা তাঁর হুকুম অমান্য করেছে (৫৭), যদি যমীনে যা কিছু আছে সেসব এবং এর সম পরিমাণ আরও কিছু তাদের মালিকানায় থাকতো, তবে তারা আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিয়ে দিতো। এরাই হচ্ছে, যাদের মন্দ হিসাব হবে (৫৮); এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা কতই নিকৃষ্ট বিছানা।

রুকূ'-৩

اَفَمَنۡ یَّعۡلَمُ اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ مِنۡ رَّبِّکَ الۡحَقُّ کَمَنۡ هُوَ اَعۡمٰی ؕ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿ۙ۱۹﴾

১৯: তবে কি ঐ ব্যক্তি, যে জানে যে, যা কিছু (হে হাবীব!) আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, সত্য (৫৯), সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মতো হবে যে অন্ধ (৬০)? উপদেশ তারাই মান্য করে যাদের সত্যিকার বিবেক শক্তি রয়েছে;

الَّذِیۡنَ یُوۡفُوۡنَ بِعَهۡدِ اللّٰهِ وَ لَا یَنۡقُضُوۡنَ الۡمِیۡثَاقَ ﴿ۙ۲۰﴾

২০: ঐসব লোক, যারা আল্লাহ এর প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে (৬১) এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বেড়ায় না।

وَ الَّذِیۡنَ یَصِلُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنۡ یُّوۡصَلَ وَ یَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَ یَخَافُوۡنَ سُوۡٓءَ الۡحِسَابِ ﴿ؕ۲۱﴾

২১: এবং তারাই, যারা জুড়েছে সেই বন্ধনকে, যা জোড়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন (৬২) এবং আপন প্রতিপালককে ভয় করে আর হিসাবের মন্দ পরিনামের আশঙ্কাবোধ করে (৬৩)।

টীকা-৫৬: অর্থাৎ বেহেশতে
টীকা-৫৭: এবং কুফর করেছে
টীকা-৫৮: অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে তা থেকে কোন কিছু ক্ষমা করা হবে না। (জালালাঈন ও খাযিন)।
টীকা-৫৯: সুতরাং সেটার উপর ঈমান আনে ও সেটা অনুযায়ী কাজ করে
টীকা-৬০: সতত্যকে জানেনা, ক্বুরআনের উপর ঈমান আনে না এবং তদনুযায়ী কাজ করে না। এ আয়াত হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবূ জাহলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-৬১: তাঁর রাবূবিয়্যাতের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে।
টীকা-৬২: অর্থাৎ আল্লাহ এর সমস্ত কিতাব এবং তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান আনে; তাঁদের কাউকে মান্য করে কিন্তু অন্য কাউকে অস্বীকার করে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেনা। অথবা অর্থ এই যে, আত্মীয়তার কর্তব্যাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করেনা। এরই মধ্যে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আত্মীয়তাসমূহ এবং ঈমানী আত্মীয়তাসমূহও অন্তর্ভুক্ত। 'সম্মানিত সায়্যিদগণ' [নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বংশধরগণ] এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মুসলমানদের সাথে ভালবাসা, তাদের উপকার করা, তাদের সাহায্য করা, তাদের শত্রুদের প্রতিহত করা, তাঁদের সাথে স্নেহ-মমতা, সালাম ও দুআ' অব্যাহত রাখা, মুসলমান রোগীদের দেখাশুনা করা, এবং আপন বন্ধু-বান্ধব, সেবক, প্রতিবেশী ও সফর সঙ্গীদের প্রতি কর্তব্য পালনে সচেতনতা অবলম্বন করাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। শরীয়াতের প্রতি সজাগ থাকার উপর জোর তাকিদ এসেছে। বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।
টীকা-৬৩: এবং হিসাব নিকাশের সময় আসার পূর্বে নিজেরা নিজেদের হিসাব-নিকাশ করে নেয়।

২২: ঐসব লোক, যারা ধৈর্য্য ধারণ করেছে (৬৪) আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, নামায কায়েম রেখেছে এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে আমারই পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে কিছু ব্যয় করেছে (৬৫) এবং মন্দের পরিবর্তে ভালো কাজ করে সেটার প্রতিকার করে (৬৬)- তাদের জন্য পরকালের লাভ রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৩: বসবাস করার বাগান, যেগুলোতে তারা প্রবেশ করবে এবং যারা উপযুক্ত হয় (৬৭) তাদের পিতৃ-পুরুষ, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে (৬৮); এবং ফিরিশতাগণ (৬৯) প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট (৭০) এ কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে-

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৪: 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর তোমাদের ধৈর্যধারণের পুরস্কার; সুতরাং পরকালের ঘর কতই ভালো মিলেছে।'

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৫: এবং যেসব লোক যারা আল্লাহ এর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে তা পাকাপাকি হবার (৭১) পর ভঙ্গ করে, যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফ্যাসাদ ছড়ায় (৭২) তাদের অংশ হচ্ছে অভিসম্পাতই এবং তাদের ভাগ্যে জুটবে মন্দ ঘর (৭৩)।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৬: আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা প্রশস্ত ও (৭৪) সংকুচিত করেন, আর কাফির পার্থিব জীবনের উপর উল্লাসিত হয়েছে (৭৫); এবং পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় নয়, কিন্তু কিছুদিন ভোগ করা মাত্র।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

রুকূ'-৪

২৭: এবং কাফিররা বলে, 'তাদের প্রতি কোন নিদর্শন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে কেন অবতীর্ণ হয়নি?' আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন (৭৬) এবং আপন পথ তাকেই প্রদান করেন, যে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾

২৮: ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি পায়; শুনে নাও, আল্লাহ এর স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে (৭৭)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

টীকা-৬৪: ইবাদাত-বন্দেগী ও বিপদের সময় এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে

টীকা-৬৫: নফল ইবাদাত গোপনে করা এবং ফরজ ইবাদত প্রকাশ্যে সম্পন্ন করা উত্তম।

টীকা-৬৬: দুর্ব্যবহারের জবাব মিষ্ট ভাষায় দিয়ে থাকে এবং যে তাদেরকে বঞ্চিত করে তাকে দান করে; যখন তাদের উপর অত্যাচার করা হয় তখন ক্ষমা করে দেয়; যখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তখন তারা তা পুনরায় স্থাপন করে; যখন গুনাহের কাজ করে তখনই তাওবাহ করে নেয়; যখন অবৈধ কাজ দেখে তখন সেটার পরিবর্তিন ঘটায়; অজ্ঞতার পরিবর্তে সহনশীলতা এবং নির্যাতনের পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে।

টীকা-৬৭: অর্থাৎ মু'মিন হয়।

টীকা-৬৮: যদিও লোকেরা তাদের মতো সৎকর্ম করেনি, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্মানার্থে ওদেরকেও তাঁদের মর্যাদা স্থলে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৬৯: প্রত্যেক দিবারাত্রিতে বিভিন্ন উপঢৌকন ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ নিয়ে বেহেশতের

টীকা-৭০: অভিবাদন ও সম্মান প্রকাশার্থে

টীকা-৭১: এবং তা গ্রহণ করে নেয়ার

টীকা-৭২: কুফর ও পাপাচার সম্পন্ন করে;

টীকা-৭৩: অর্থাৎ জাহান্নাম।

টীকা-৭৪: যার জন্যে ইচ্ছা করেন

টীকা-৭৫: এবং কৃতজ্ঞ হয়নি;

মাসআলা: পার্থিব ধন-সম্পদের উপর অহংকার করা ও গর্ব করা হারাম।

টীকা-৭৬: যে, তারা নিদর্শনসমূহ ও মু'জিযাদি অবতীর্ণ হবার পরও এ কথা বলতে থাকে- 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি?' কোন মু'জিযা কেন আসেনি?' অসংখ্য মু'জিযা আসা সত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্ট থেকে যায়।

টীকা-৭৭: তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ এবং তাঁর উপকার করা ও দয়া প্রদর্শনকে স্মরণ করলে অশান্ত অন্তরসমূহে স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জিত হয়; যদিও তাঁর ন্যায় বিচার ও শাস্তির স্মরণ অন্তরগুলোকে ভীত করে দেয়; যেমন অপর আয়াতে ইরশাদ করেন- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎ "নিশ্চয় মু'মিনগণ, যাদের নিকট আল্লাহ্‌ এর কথা স্মরন করা হলে তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে যায়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমান যখন আল্লাহ্‌ এর নামে শপথ করে তখন অপর মুসলমান তার কথা বিশ্বাস করে নেয়। তাদের অন্তরগুলো প্রশান্ত হয়ে যায়।

টীকা-৭৮: "طُوۡبٰی" হচ্ছে- আরাম, অনুগ্রহ, আনন্দ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুসংবাদ। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়ির বলেন যে, 'হাবশী' (আবিসিনীয়) ভাষায় 'طُوۡبٰی' বেহেশতের নাম। হযরত আবূ হুরায়রাহ এবং অন্যান্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত যে, 'طُوۡبٰی' বেহেশতের একটা গাছের নাম যার ছায়া প্রত্যেকটা বেহেশতের মধ্যে পৌঁছে। এ গাছটা 'জান্নাত-ই-আদন' এর মধ্যে রয়েছে; এর মূল হচ্ছে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর স্বর্গীয় সুউচ্চ প্রাসাদের মধ্যে। আর সেটার শাখা-প্রশাখা হচ্ছে- জান্নাতের পত্যেক কক্ষ ও অট্টালিকায়। এতে 'কালো' ব্যতীত প্রত্যেক প্রকারের রং ও মনোরম সৌন্দর্যের শোভা পায়। প্রত্যেক ধরনের ফল-মূল ঐ বৃক্ষে জন্মে থাকে। এর মূলে 'কাফূর-ই-সালসাবীল'-এর নহরসমূহ প্রবাহিত।

টীকা-৭৯: সুতরাং আপনার উম্মত সবচেয়ে পরে এসেছে। আর আপনি হচ্ছেন সর্বশেষ নাবী। আপনাকে অতি শান-শওকত সহকারে রিসালাত দান করেছি।

টীকা-৮০: সেই মহান কিতাব

টীকা-৮১: শানে নুযূল: ক্বাতাদাহ ও মুক্বাতিল প্রমূখের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র সময় অবতীর্ন হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত ঘটনা হচ্ছে- সুহায়ল ইবনে আমর যখন সন্ধির জন্য আসলো এবং সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার উপর একমত হলো তখন বিশ্বকুল সরদার

২৯: তারাই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে; তাদের জন্য খুশি রয়েছে এবং শুভ-পরিণাম (৭৮)।	اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰی لَهُمۡ وَ حُسۡنُ مَاٰبٍ ﴿۲۹﴾
৩০: এভাবেই, আমি (হে হাবীব!) আপনাকে ঐ উম্মতের মধ্যে প্রেরন করেছি, যার পূর্বে উম্মতসূহ গত হয়েছে (৭৯) এজন্য যে, আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন (৮০) যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি। এবং তারা পরম দয়ালুকে অস্বীকার করছে (৮১)। আপনি বলুন, 'তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং তাঁরই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন।'	کَذٰلِکَ اَرۡسَلۡنٰکَ فِیۡۤ اُمَّۃٍ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتۡلُوَا۠ عَلَیۡهِمُ الَّذِیۡۤ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ وَ هُمۡ یَکۡفُرُوۡنَ بِالرَّحۡمٰنِ ؕ قُلۡ هُوَ رَبِّیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَ اِلَیۡهِ مَتَابِ ﴿۳۰﴾
৩১: এবং যদি এমন কুরআন আসতো যা দ্বারা পর্বত স্থানচ্যুত হয়ে যেতো (৮২), অথবা যমীন বিদীর্ণ হতো, অথবা মৃতগণ কথা বলতো, তবুও এ কাফিররা মান্য করতো না (৮৩); বরং সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌ এরই ইখতিয়ারভূক্ত (৮৪); তবে কি মুসলমানগণ এ থেকে নিরাশ হয়নি *	وَ لَوۡ اَنَّ قُرۡاٰنًا سُیِّرَتۡ بِهِ الۡجِبَالُ اَوۡ قُطِّعَتۡ بِهِ الۡاَرۡضُ اَوۡ کُلِّمَ بِهِ الۡمَوۡتٰی ؕ بَلۡ لِّلّٰهِ الۡاَمۡرُ جَمِیۡعًا ؕ اَفَلَمۡ یَایۡـَٔسِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا

(صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)-কে বললেন, "লিখো- (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)।" কাফিরগণ এতে আপত্তি করলো। আর বললো, "আপনি আমাদের প্রথা অনুযায়ী بِاسۡمِکَ اللّٰهُمَّ ('বিসমিকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমারই নামে)' লিপিবদ্ধ করান।' এ সম্পর্কে আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, তারা 'রহমান' (অতি দয়ালু) শব্দের বিরোধিতা করছে।

টীকা-৮২: আপন স্থান থেকে,

টীকা-৮৩: শানে নুযুল: কুরাইশের কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-কে বলেছিলো, "আপনি যদি সেটা চান যে, আমরা আপনার নাবুয়্যাত মেনে নিই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আপনি কুরআন শরীফ পাঠ করে সেটার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দ্বারা মক্কা-মুকাররমাহ্‌র পাহাড়কে সেটার স্থান থেকে সরিয়ে নিন, যাতে আমরা ক্ষেত-খামার করার জন্য প্রশস্ত মাঠ পেয়ে যাই এবং যমীন বিদীর্ণ করে প্রস্রবণ প্রবাহিত করুন; যাতে আমরা ক্ষেত ও বাগানগুলোতে তা থেকে পানি সরবরাহ করতে পারি। কুসাই ইবনে কিলাব প্রমূখ আমাদের মৃত পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করুন। তারা আমাদেরকে বলে যাবে যে আপনি নাবী।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব বাহানাকারী কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবেনা।

টীকা-৮৪: সুতরাং ঈমান তারাই আনবে যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন এবং শক্তি দেন। সে ব্যতীত অন্য কেউ ঈমান আনবে না, যদিও তাদেরকে ঐ নিদর্শন দেখানো হয়, যা তারা দাবী করে।

*আয়াতে উল্লেখিত (یَیۡـَٔسۡ) শব্দের অর্থ (یَعۡلَمۡ)ও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তাফসীরে জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে- (اَفَلَمۡ یَیۡـَٔسِ) (یعلم) (اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا الایۃ) অর্থাৎ "তবে কি মু'মিনগণ এ কথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই সৎ পথ প্রদান করতেন।" এর 'হাশিয়া'য় (পার্শ্বটীকা) উল্লেখ করা হয়েছে- অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন- এর অর্থ (اَفَلَمۡ یَعۡلَمُوۡا) অর্থাৎঃ "তবে কি তারা জানে নি?" এটা হচ্ছে- আরবের প্রসিদ্ধ 'নাখা' (نخع) ও 'হাওয়াযিন' (هوازن) গোত্রের অভিধান অনুসারেই। যেমন- 'তাফসীরে কাবীর', 'তাফসীরে আবূস সাঊদ' এবং 'তাফসীরে মা'আলিমুত তানযীল'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা (اَلۡیَأۡسُ) শব্দটি (اَلۡعِلۡم) (জেনে নেয়া)-এর অর্থে এ জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে, উক্ত শব্দটা (الیأس) এর মধ্যে 'জ্ঞান'-এর অর্থেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে 'নিরাশ' হলে সে এ কথা 'জানে' যে, উক্ত বিষয়টা অস্তিত্বে আসবে না (জুমাল)।

اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ
جَمِيْعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ
قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٣١)
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢)
اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا
كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ قُلْ
سَمُّوْهُمْ ۗ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى
الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ
زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

(যে, কাফিররা ঈমান আনবে? এবং তারা কি এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানেনা) (৮৫) যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন (৮৬) এবং কাফিরদের নিকট সব সময় তাদের কৃতকর্মের উপর এ কঠোর বিপদ ধ্বনি পৌঁছতে থাকবে (৮৭), অথবা তাদের ঘরগুলোর নিকট আপতিত হবে (৮৮), যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি আসে (৮৯)। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না (৯০)।

রুকূ'-৫

৩২: এবং নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের সাথে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছলো। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিয়েছিলাম। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি (৯১)। অতঃপর, আমার শাস্তি কেমন ছিলো!

৩৩: তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার কর্মসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করেন (৯২)? আর তারা আল্লাহ এর অংশীদার দাঁড় করায়। আপনি বলুন, 'তাদের নাম তো বলো (৯৩)।' তোমরা কি তাকে তাই বলছো, যা তাঁর জ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীতে নেই (৯৪), না এমনি ভাসাভাসা কথা (৯৫)? বরং কাফিরদের দৃষ্টিতে

টীকা-৮৫: অর্থাৎঃ (মুসলমানরা কি নিরাশ হয়নি) কাফিরদের ঈমান আনা থেকে- তাদেরকে যত নিদর্শনই দেখানো হোক না কেন? আর মুসলমানদের কি একথার নিশ্চিত জ্ঞান নেই?

টীকা-৮৬: কোন নিদর্শন ব্যতিরেকেই। কিন্তু তিনি যা চান তাই করেন এবং সেটাই হিকমত বা প্রজ্ঞা। এটা জবাব ঐ মুসলমানদের প্রতি, যারা কাফিরদের নতুন নতুন নিদর্শন দাবী করার ক্ষেত্রে এটাই চেয়েছিলেন যে, যে কোন কাফিরই যে কোন নিদর্শন দাবী করুক, সেটাই তাকে দেখানো হোক। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, যখন মহান নিদর্শন এসে গেছে, সন্দেহ ও সংশয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং দ্বীনের সত্যতা আলোকোজ্জ্বল দিনের চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আর এসব সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি সত্ত্বেও যে সব লোক অস্বীকার করেছে ও সত্যকে স্বীকার করেনি, তখন একথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো যে, তারা হঠকারীই। আর হঠকারী লোক কোন বিষয়কে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মেনে নেয় না। সুতরাং এখন মুসলমানগণ তাদের দিক থেকে সত্য গ্রহণের কী আশা করতে পারে? এদের হঠকারীতা দেখে এবং সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং দলীলসমূহ থেকে তাদের বিমুখ হওয়ার অবস্থা দেখেও তাদের দিক থেকে সত্য গ্রহণের কি কোন আশা করা যেতে পারে? অবশ্য, এখন তাদের ঈমান আনা ও মান্য করার এই একমাত্র পথ আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে বাধ্য করবেন ও তাদের ইখতিয়ার ছিনিয়ে নেবেন; যদি এ ধরনের হিদায়াত করতে চাইতেন তবে সমস্ত মানুষকে হিদায়াত করতেন এবং কোন কাফিরই থাকতো না, কিন্তু পরীক্ষা জগতের হিকমাত তা চায়না।

টীকা-৮৭: অর্থাৎ তারা এই অস্বীকার ও হঠকারিতার কারণে বিভিন্ন প্রকারের দুর্ঘটনা, বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হয়ে থাকবে; কখনো অভাব-অনটনে, কখনো লুটতরাজের শিকার হয়ে, কখনো নিহত হয়ে এবং কখনো জেলখানায় বন্দী হয়ে,

টীকা-৮৮: এবং তাদের অস্থিরতা ও বিভ্রান্তির কারণ হবে এবং তাদের নিকট পর্যন্ত এসব বিপদ-আপদের ক্ষতি পৌঁছবে,

টীকা-৮৯: আল্লাহ এর নিকট থেকে বিজয় ও সাহায্য আসে এবং রাসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর দ্বীন বিজয়ী হয় আর মক্কা মুকাররমাহ বিজিত হয়ে যায়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা 'ক্বিয়ামত' বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে কৃতকর্মগুলোর প্রতিদান দেয়া হবে।

টীকা-৯০: এরপর আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মনে সান্ত্বনা প্রদান করছেন যেন এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন এবং এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তিনি দুঃখিত না হন। কারণ, পথ-প্রদর্শকগণকে এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং ইরশাদ করেছেন

টীকা-৯১: এবং পৃথিবীতে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, হত্যা ও কারাবন্দিত্বে আক্রান্ত করেছেন আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

টীকা-৯২: সৎকর্মেরও, ও অসৎ কর্মেরও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আ'লা. তিনি কি ঐসব মূর্তির মতো হতে পারেন, যেগুলো এমন নয়? না সেগুলোর জ্ঞান আছে, না ক্ষমতা; (বরং) অক্ষম ও অনুভূতিহীন

টীকা-৯৩: তারা হচ্ছেইবা কে?

টীকা-৯৪: এবং যা তাঁর জ্ঞানে না থাকে তা নিচক বাতিল। সেটা হতেই পারেনা; কেননা, প্রত্যেক কিছুই তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর জন্য শরীক থাকা বাতিল এবং ভ্রান্ত

টীকা-৯৫: বলার জন্য উদ্যত হচ্ছো; যার কোন ভিত্তি এবং অস্তিত্ব নেই।

টীকা-৯৬: অর্থাৎ হিদায়াত ও ধর্মের পথ থেকে।
টীকা-৯৭: হত্যা ও কারাবন্দীর।
টীকা-৯৮: অর্থাৎ সেটার ফলসমূহ এবং সেটার ছায়া চিরস্থায়ী। সেগুলো থেকে কিছুই বন্ধ অপসারিত হবে না। বেহেশতের অবস্থা আশ্চর্যজনক। এ'তে না সূর্য আছে, না চন্দ্র, না অন্ধকার। এতদসত্ত্বেও তাতে নিরবিচ্ছিন্ন ও স্থায়ী ছায়া রয়েছে।

তাদের প্রতারণা ভালো স্থির হয়েছে এবং সৎ পথ থেকে তাদেরকে রুখে দেয়া হয়েছে (৯৬) এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সৎপথ প্রদর্শনকারী নেই।
৩৪: তাদের পার্থিব জীবনেই শাস্তি আসবে (৯৭) এবং নিঃসন্দেহে আখিরাতের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর; এবং তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই।
৩৫: এবং অবস্থাদি ঐ জান্নাতের, যার প্রতিশ্রুতি খোদাভীরুদের জন্য তো রয়েছে (এরূপ)-সেটার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়; সেটার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং সেটার ছায়াও (৯৮)। খোদাভীরুদের তো এই শুভ-পরিণাম (৯৯); এবং কাফিরদের পরিনাম আগুন।
৩৬: এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি (১০০) তারা সেটারই উপর আনন্দিত হয়, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐসব দলের মধ্যে (১০১) কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা সেটার কিছু অংশকে অস্বীকার করে। আপনি বলুন, 'আমাকে তো এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যেন আমি আল্লাহ এর বন্দেগী করি এবং যেন তাঁর শরীক দাঁড় না করি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করছি এবং তাঁরই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন (১০২)।
৩৭: এবং এভাবে আমি সেটাকে আরবী মীমাংসা অবতীর্ণ করেছি (১০৩) এবং হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো (১০৪) এরপর যে, তোমার নিকট জ্ঞান এসেছে, তবে আল্লাহ এর সম্মুখে না তোমার কোন অভিভাবক থাকবে, না রক্ষাকারী।

রুকূ'-৬

৩৮: এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের জন্য স্ত্রী (১০৫) ও সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছি এবং কোন রসূলের

مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٣٣)
لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ (٣٤)
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۗ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ (٣٥)
وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۗ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۗ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ (٣٦)
وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ (٣٧)
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ

টীকা-৯৯: অর্থাৎ খোদাভীরুদের জন্য জান্নাত রয়েছে;
টীকা-১০০: অর্থাৎ তারা হচ্ছে ইহুদী ও খৃস্টান; যারা ইসলাম দ্বারা ধন্য হয়েছে; যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমূখ এবং 'হাবশাহ' (আবিসিনিয়া) ও 'নাজরান'-এর খৃষ্টানগণ।
টীকা-১০১: ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের, যারা আপনার সাথে শত্রুতার বিহ্বল এবং আপনার উপর তারা বহুবার আক্রমণ করেছে।
টীকা-১০২: এর মধ্যে কোন কথাটা অস্বীকারযোগ্য? কেন তারা মেনে নেয় না?
টীকা-১০৩: অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী নাবীগণকে (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)-কে তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় বিধি-বিধান দিয়েছিলেন অনুরূপভাবে, আমি এ কুরআন, হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনার আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। কুরআন কারীমকে মীমাংসা (حكم) এ জন্যই বলেছেন যে, তাতে আল্লাহ এর ইবাদত ও তাঁর তাওহীদ, তাঁর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত, শরীয়তের সমস্ত বিধি-নিষেধ ও বিধি-বিধান এবং হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেছেন যে, যেহেতু আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত সৃষ্টির উপর কুরআন শরীফকে গ্রহণ করার এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু সেটার নাম 'হুকুম' (নির্দেশ) রেখেছেন।
টীকা-১০৪: অর্থাৎ কাফিরদেরকে, যারা তাদের (তথাকথিত) ধর্মের প্রতি আহ্বান করে।
টীকা-১০৫: শানে নুযূল: কাফিররা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি এ দোষারোপ করেছিলো যে, 'তিনি বিবাহ করেন। তিনি যদি নাবী হতেন, তবে দুনিয়া ত্যাগী হতেন; স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে কোন সম্পর্ক রাখতেন না। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রী-পুত্র থাকা নাবুয়্যাতের পরিপন্থী নয়। সুতরাং এ আপত্তি উত্থাপন করা নিছক অর্থহীন। আর পূর্বে যেসব রসূল এসেছেন তাঁরা বিবাহ করতেন। তাঁদের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি ছিলো।

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

কাজ এই নয় যে, কোন নিদর্শন নিয়ে আসবেন, কিন্তু আল্লাহ এর নির্দেশে। প্রত্যেক প্রতিশ্রুতির একটা নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ রয়েছে (১০৬)।

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)

৩৯: আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন (১০৭); এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে (১০৮)

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠)

৪০: এবং আমি যদি আপনাকে দেখিয়ে দিই কোন প্রতিশ্রুতি (১০৯), যা তাদেরকে দেয়া হয় অথবা পূর্বেই (১১০) আমার নিকট ডেকে নিই, তবে উভয় অবস্থাতেই আপনার কর্তব্য তো শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া; আর হিসাব নেয়া (১১১) আমারই দায়িত্বে (১১২)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١)

৪১: তাদের কি বোধগম্য হয়না যে, আমি চুতুর্দিক থেকে তাদের আবাদী-ভূমিকে সংকুচিত করে আনছি (১১৩)? এবং আল্লাহ আদেশ করেন; তাঁর আদেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই (১১৪) এবং হিসাব গ্রহণে তাঁর বিলম্ব হয়না।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢)

৪২: এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ (১১৫) প্রতারণা করেছিলো। অতঃপর সমস্ত গোপন ব্যবস্থাপনার মালিক তো আল্লাহই (১১৬)। তিনি জানেন যা কিছু কোন ব্যক্তি উপার্জন করে (১১৭) এবং এখন কাফিরগণ জানতে চায় কে পাবে পরকালের আবাস (১১৮)।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣)

৪৩: এবং কাফিররা বলে, 'আপনি রসূল নন।' আপনি বলুন, 'আল্লাহ সাক্ষীরূপে যথেষ্ট আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (১১৯); এবং সেই, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে (১২০)।*

টীকা-১০৬ঃ তার আগে ও পরে হতে পারে না- চাই সে প্রতিশ্রুতি শাস্তির হোক, কিংবা অন্য কিছুর।

টীকা-১০৭ঃ হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়ির ও ক্বাতাদাহ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ যেই বিধি-বিধানকে চান রহিত করেন, যেগুলোকে রাখতে চান বলবৎ রাখেন। এ ইবনে জুবায়েরর অপর এক অভিমত এ যে, বান্দাদের গুনাসমূহ থেকে আল্লাহ যা চান ক্ষমা করে নিশ্চিহ্ন করে দেন, যা চান বহাল রাখেন। ইকরামাহ্‌র অভিমত হচ্ছে- 'আল্লাহ তাআ'লা (বান্দার) তাওবাহ দ্বারা যে পাপ চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সেটার স্থলে পূণ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন।' এর ব্যাখ্যায় আরো বহু অভিমত রয়েছে।

টীকা-১০৮ঃ যা তিনি অনাদিকালেই (ازال) লিপিবদ্ধ করেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ এর জ্ঞান। অথবা 'মূল লেখা' (ام الکتاب) মানে 'লাওহ-ই-মাহফূয' (لوح محفوظ)। যাতে সমস্যা সৃষ্টি এবং বিশ্বের ঘটমান সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত বস্তু লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়না।

টীকা-১০৯ঃ শাস্তির

টীকা-১১০ঃ আমি আপনাকে

টীকা-১১১ঃ এবং কর্মসমূহের প্রতিফল দেয়া

টীকা-১১২ঃ কাজেই, আপনি কাফিরদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে দুঃখিত হবেন না এবং শাস্তি প্রার্থনায় ত্বরা করবেন না।

টীকা-১১৩ঃ এবং শির্কের ভূমির প্রশস্ততা মুহূর্তে মুহূর্তে হ্রাস করে আনছি এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জন্য কাফিরদের চতুর্দিকের ভূখণ্ডগুলো একের পর এক বিজিত হতে চলেছে। আর এটা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীবের সাহায্য করেন এবং তাঁর সৈন্যদেরকে বিজয়ী করেন, আর তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করেন।

টীকা-১১৪ঃ তাঁর নির্দেশ কার্যকর। কারো শক্তি নেই যে, তাতে 'কি ও কেন' বলবে কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে। যখন তিনি ইসলামকে বিজয় দান করতে চান এবং কুফরকে দমিত করতে চান তখন কার ক্ষমতা আছে তার নির্দেশে হস্তক্ষেপ করার?

টীকা-১১৫ঃ অর্থাৎ গত হওয়া উম্মতদের মধ্যেকার কাফিররা তাদের নাবীগণের সাথে

টীকা-১১৬ঃ অতঃপর তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কার কি চলতে পারে? আর যখন বাস্তবতা এই হয়, তখন সৃষ্টির সন্দেহ কিসের?

টীকা-১১৭ঃ প্রত্যেকের উপার্জন (কৃতকর্ম) সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত রয়েছেন। আর তাঁর নিকট এর প্রতিফল বা প্রতিদানও নির্ধারিত রয়েছে।

টীকা-১১৮ঃ অর্থাৎ কাফিররা অবিলম্বে জেনে নেবে যে, পরকালের শান্তি মু'মিনদের জন্যেই; আর সেখানকার লাঞ্ছনা ও অবমাননা কাফিরদের জন্য।

টীকা-১১৯ঃ যিনি আমার হস্তদ্বয়ের মধ্যে প্রকাশ্য মু'জিযাদি ও প্রভাবশালী নিদর্শনাদি প্রকাশ করে 'আমি প্রেরিত নাবী' মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন;

টীকা-১২০ঃ চাই তারা ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমদের মধ্যে থেকে তাওরীতের জ্ঞানী হোক কিংবা খৃস্টানদের মধ্যে থেকে ইঞ্জীলের জ্ঞানী হোক তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'রিসালাত' এর বিবরণ নিজেদের কিতাবগুলোর মধ্যে দেখে জেনে নেয়। এসব আলিমের অধিকাংশই আপনার 'রিসালাত' এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।*

*'সূরা রা'দ' সমাপ্ত।

টীকা-১ঃ সূরা ইব্রাহীম মাক্কীঃ আয়াত ----- اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ بَدَّلُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ كُفۡرًا এবং এর পরবর্তী আয়াত ব্যতীত। এ সূরায় সাতটি রুকূ', ৫২টি আয়াত, ৮৬১টি পদ এবং ৩৪৩৪টি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২ঃ এ ক্বুরআন শরীফ,
টীকা-৩ঃ কুফর, পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির।
টীকা-৪ঃ ঈমানের

সূরা ইব্রাহীম

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরাঃ ইব্রাহীম (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়	আয়াত-৫২, রুকূ'-৭

১: আলিফ-লাম-রা। একটি কিতাব (২), যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে (৩) অন্ধকাররাশি থেকে (৪) আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন (৫), তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে- তাঁরই পথ (৬)-এর দিকে, যিনি মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী;

২: আল্লাহ, তাঁরই যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে (৭) এবং কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে একটি কঠিন শাস্তি থেকে;

৩: যাদের নিকট পরকাল অপেক্ষা পার্থিব জীবন প্রিয় এবং যারা আল্লাহ এর পথে বাধা দেয় (৮) ও তাতে বক্রতা চায়, তারা দূরের ভ্রান্তিতে রয়েছে (৯)।

৪: এবং আমি প্রত্যেক রসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি (১০) যেন সে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেয় (১১); অতঃপর আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান এবং তিনিই মহাসম্মানিত, প্রজ্ঞাময়।

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ۬ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِۙ﴿۱﴾ اللّٰهِ الَّذِىۡ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَوَيۡلٌ لِّلۡكٰفِرِيۡنَ مِنۡ عَذَابٍ شَدِيۡدِ ﴿۲﴾

الَّذِيۡنَ يَسۡتَحِبُّوۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا عَلَى الۡاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَيَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰۤٮِٕكَ فِىۡ ضَلٰلٍۢ بَعِيۡدٍ ﴿۳﴾ وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۴﴾

টীকা-৫ঃ 'অন্ধকাররাশি' (ظلمات) কে বহুবচন এবং আলোক (نور) কে একবচন ব্যবহার করার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সত্য দ্বীনের পথ হচ্ছে শুধু একটা, কিন্তু কুফর ও পথভ্রষ্টতার পথ অসংখ্য।
টীকা-৬ঃ অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম।
টীকা-৭ঃ তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক, সবই তাঁর বান্দা ও মালিকানাধীন। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা সবার উপর অপরিহার্য এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা বৈধ নয়।
টীকা-৮ঃ এবং লোকদেরকে আল্লাহ এর দ্বীন গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত রাখে
টীকা-৯ঃ যে, সাতটা থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে।
টীকা-১০ঃ যার মধ্যে সে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, চাই তাঁর দাওয়াত ব্যাপক এবং অন্যান্য জাতি ও রাজ্যের অধিবাসীদের উপর তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য হোক। যেমন- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর রিসালাত সমস্ত মানব জাতি, জ্বিনজাতি; বরং সমগ্র সৃষ্টির প্রতি এবং তিনি সবারই নাবী। যেমন ক্বুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে- لِيَكُوۡنَ لِلۡعٰلَمِيۡنَ نَذِيۡرًا অর্থাৎ "যেন তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হোন।"
টীকা-১১ঃ এবং যখন তাঁর সম্প্রদায় ভালোভাবে বুঝে নেবে, তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট অনুবাদের মাধ্যমে সেসব বিধান পৌঁছানো যাবে আর সেগুলোর মাহাত্ম বুঝিয়ে দেয়া যাবে।

কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন যে, (قَوۡمِهٖ) (তাঁর জাতি বা সম্প্রদায়) এর 'সর্বনাম পদ' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কেই বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ দাঁড়াবে- "আমি প্রত্যেক রসুলকে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর ভাষা অর্থাৎ আরবিতেই ওহী করেছি। আর এ অর্থটা একটা 'বর্ণনায়'ও এসেছে- (বর্ণিত হয়,) "ওহী সর্বদাই আরবী ভাষায়ই অবতীর্ণ হতো। অতঃপর নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) আপন সম্প্রদায়ের জন্য তাঁদেরই ভাষায় অনুবাদ করে দিতেন।
(ইত্ক্বান ও তাফসীর-ই-হোসাইনী)

মাসআলা: এ থেকে বুঝা যায় যে, 'আরবী' সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।
টীকা-১২ঃ যেমন- 'লাঠি' ও 'শুভ্র-হস্ত' ইত্যাদি সুস্পষ্ট মু'জিযা।
টীকা-১৩ঃ কুফরের অন্ধকাররাশি থেকে বের করে ঈমানের-
টীকা-১৪ঃ 'ক্বামূস' এর মধ্যে রয়েছে যে, (اَيَّامُ اللّٰهِ) দ্বারা আল্লাহ এর অনুগ্রহরাজি'র কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'আব, মুজাহিদ ও ক্বাতাদাহ্ও (اَيَّامُ اللّٰهِ) (আল্লাহ এর দিবস সমূহ) এর ব্যাখ্যায় 'আল্লাহ এর অনুগ্রহসমূহ' দ্বারা করেছেন। মুক্বাতিলের অভিমত হচ্ছে- (اَيَّامُ اللّٰهِ) দ্বারা ঐ সব বড় বড় ঘটনা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ এর নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছে।
কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন (اَيَّامُ اللّٰهِ) 'আল্লাহ এর দিবসসমূহ' হচ্ছে ঐসব দিন, যেগুলোতে আল্লাহ আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যেমন বানী ইসরাঈলের জন্য 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করার দিন; হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য সমুদ্রের রাস্তা করার দিন। (খাযিন, মাদারিক ও ইমাম রাগিব কৃত মুফরাদাত)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (۵)

৫: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি (১২) সহকারে প্রেরণ করেছি, 'আপন সম্প্রদায়কে অন্ধকাররাশি থেকে (১৩) আলোতে আনয়ন করো এবং তাদেরকে আল্লাহ এর দিবসসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও (১৪)।।' নিশ্চয় সেটার মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক বড় ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (۶)

৬: এবং যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলো (১৫), 'স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহ এর অনুগ্রহকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরআ'উনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো এবং তোমাদের পুত্রদের যবেহ করতো ও তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো; এবং এতে (১৬) তোমাদের প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ হয়েছে।

রুকূ'-২

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ (۷)

৭: এবং স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক শুনিয়ে দিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেবো (১৭) এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠোর।'

এসব দিবসের (اَيَّامُ اللّٰهِ) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের দিন হচ্ছে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বেলাদত (জন্ম) ও মি'রাজের দিন। এগুলোর স্মরণকে প্রতিষ্ঠা করাও এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, অন্যান্য বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লা এর যেসব অনুগ্রহ হয়েছে, অথবা যেসব দিনে বড় ধরনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে; যেমন ১০ই মুহাররাম কারবালার ভয়ংকর ঘটনা; সেগুলোর স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করা ও আল্লাহ এর দিবসসমূহকে স্মরণ করানোর শামিল। কিছু সংখ্যক লোক মিলাদ শরীফ, মি'রাজ শরীফ ও শাহাদাত স্মরণের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদান সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে থাকে, তাদের এ আয়াত থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।
টীকা-১৫ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) এর আপন সম্প্রদায়কে এটা ইরশাদ করাও 'আল্লাহ এর দিবসসমূহ'কে স্মরণ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ পালনের শামিল।
টীকা-১৬ঃ অর্থাৎ মুক্তি প্রদানের মধ্যে।
টীকা-১৭ঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' দ্বারা আল্লাহ এর অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শুকর (কৃতজ্ঞতা) এর মূল হচ্ছে যে, মানুষ অনুগ্রহের কল্পনা করবে এবং সেটা প্রকাশ করবে। আর প্রকৃত শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) হচ্ছে যে, নি'মাতকে সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সহকারে স্বীকার করবে এবং নাফসকে সেটার প্রতি অভ্যস্থ করবে। এখানে একটা সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। সেটা এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ তাআ'লা এর নি'মাতসমূহ এবং তাঁর বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ, বদান্যতা ও উপকার দানের কথা পর্যালোচনা করে, তখন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মগ্ন হয়, তখন এর ফলে আল্লাহ এর অনুগ্রহসমূহ বৃদ্ধি পায়। আর বান্দার অন্তরে আল্লাহ তাআ'লা এর মুহাব্বাত বাড়তে থাকে এবং এ স্তর খুবই উচ্চ পর্যায়ের। তা থেকে অধিকতর উচ্চ স্তর এ যে, নি'মাত দাতার ভালোবাসা এ পর্যন্ত লাভ করবে যে, অনুগ্রহসমূহের প্রতি হৃদয়ের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকবেনা (বরং নি'মাতদাতার প্রতিই থাকবে)। এই স্তর হচ্ছে 'সিদ্দীক্ব' (মহা সত্যবাদী) গণেরই। আল্লাহ তাআ'লা আপন অনুগ্রহক্রমে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দিন।

টীকা-১৮ঃ তখন তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তোমরাই নি'মাতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকবে।
টীকা-১৯ঃ কতই ছিলো।
টীকা-২০ঃ এবং তাঁরা মু'জিযাদি দেখিয়েছেন।

৮: এবং মূসা বললো, 'যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যত রয়েছে সকলেই কাফির হয়ে যাও (১৮), তথাপি নিশ্চয় আল্লাহ বেপরোয়া, সমস্ত প্রশংসার মালিক।
৯: তোমাদের নিকট কি সেসব লোকের সংবাদ আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো- নূহের সম্প্রদায়, 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায় এবং যারা তাদের পরবর্তীতে হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহই জানেন (১৯)। তাদের নিকট তাদের রসূল স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছেন (২০) অতঃপর তারা আপন হাতগুলো (২১) আপন মুখের দিকেই নিয়ে গেলো (২২); আর বললো, 'আমরা অস্বীকারকারী হই সেটার, যা কিছু তোমাদের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যে পথ (২৩)-এর দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছো, তাতে আমাদের মনে এই সন্দেহ রয়েছে যে, তা বক্তব্যকে স্পষ্ট হতে দেয়না।
১০: তাদের রসূলগণ বলেছিলেন, 'আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে (২৪)? আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তোমাদেরকে আহ্বান করেন (২৫) যেন তোমাদের কিছু পাপ মার্জনা করেন (২৬) এবং মৃত্যুর নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের জীবন শাস্তিবিহীন অবস্থায় অতিবাহিত করান।' তারা বললো, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ (২৭)। তোমরা তো চাচ্ছো আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে, যার আমাদের পিতৃপুরুষগণ পূজা করতো (২৮)। এখন আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে এসো (২৯)।'
১১: তাদের রসূলগণ তাদেরকে বললেন (৩০), 'আমরা হই তো তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ আপন বান্দাদের মধ্যে যাঁরই প্রতি চান অনুগ্রহ করেন (৩১)। আর আমাদের কাজ নয় যে, আমরা তোমাদের নিকট কোন সনদ নিয়ে আসবো, কিন্তু আল্লাহ এরই নির্দেশক্রমে। এবং মুসলমানদের আল্লাহ এরই উপর নির্ভর করা উচিত (৩২)।

وَقَالَ مُوْسٰۤى اِنْ تَكْفُرُوْۤا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ (٨)

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِىْۤ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ (٩)

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (١٠)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١١)

টীকা-২১ঃ তীব্র ক্রোধে
টীকা-২২ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন যে, তারা রাগের বশীভূত হয়ে নিজেদের হাত চিবাতে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, তারা আল্লাহ এর কিতাব শুনে অবাক হয়ে নিজেদের মুখের উপর হাত রাখলো। মোটকথা, এটা কোন না কোন অস্বীকারেরই বহিঃপ্রকাশ ছিলো।
টীকা-২৩ঃ অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমান
টীকা-২৪ঃ তাঁর তাওহীদের মধ্যে কি কোনো প্রকার সন্দেহ আছে? এটা কিভাবে হতে পারে, এর পক্ষে প্রমাণাদি তো অতীব সুস্পষ্ট।
টীকা-২৫ঃ আপন আনুগত্য ও ঈমানের দিকে।
টীকা-২৬ঃ তোমরা যখন ঈমান নিয়ে এসো। এ কারণে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়- বান্দাদের প্রাপ্য ব্যতীত। এ কারণেই কিছু 'গুনাহ' বলে ইরশাদ করেন।
টীকা-২৭ঃ বাহ্যিকভাবে তোমরা আমাদের নিকট আমাদেরই মতো মনে হচ্ছো। অতঃপর এ কথা কিভাবে মেনে নেয়া যাবে যে, 'আমরা তো নাবী হলাম না কিন্তু তোমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়ে গেলো?'
টীকা-২৮ঃ অর্থাৎ মূর্তিপূজা থেকে।
টীকা-২৯ঃ যা তোমাদের দাবীর বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এ কথাটা তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতাবশতঃ ছিলো; অথচ নাবীগণ নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন ও মু'জিযাসমূহ দেখিয়েছিলেন। তবুও তারা নতুন সনদ চেয়েছে। আর প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহকে অস্তিত্বহীনরূপে সাব্যস্ত করেছে।
টীকা-৩০ঃ আচ্ছা, এটাই মেনে নাও যে, আমরা বাস্তবিক পক্ষে মানুষ,
টীকা-৩১ঃ এবং নবুয়্যাত ও রিসালাত সহকারে মনোনীত করেন এবং ঐ মহা মর্যাদায় ভূষিত করেন।
টীকা-৩২ঃ তিনিই শত্রুদের অনিষ্টকে প্রতিহত করেন এবং তা থেকে রক্ষা করেন।

টীকা-৩৩ঃ আমাদের দ্বারা এমন হতেই পারে না। কেননা, আমরা জানি যে, যা-কিছু আল্লাহ এর ফায়সালার মধ্যে রয়েছে তাই সংঘটিত হবে। আমাদের তাতে পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস রয়েছে। হযরত আবূ তুরাব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর অভিমত হচ্ছে- সুতরাং 'তাওয়াককুল' এর অর্থ হলো- শরীরকে আল্লাহ এর ইবাদতে রত রাখা, হৃদয়কে তাঁর রবুবিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত রাখা, অনুগ্রহ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করাই।

وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَیْتُمُوْنَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۠(۱۲)

وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِیْنَ(۱۳)

وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَ خَافَ وَعِیْدِ(۱۴)

وَ اسْتَفْتَحُوْا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ(۱۵)

مِّنْ وَّرَآىٕهٖ جَهَنَّمُ وَ یُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِیْدٍ(۱۶)

یَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا یَكَادُ یُسِیْغُهٗ وَ یَاْتِیْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَیِّتٍ ؕ وَ مِنْ وَّرَآىٕهٖ عَذَابٌ غَلِیْظٌ(۱۷)

مَثَلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ﹰاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیْحُ فِیْ یَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا یَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِیْدُ(۱۸)

১২: এবং আমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ এর উপর নির্ভর করবোনা (৩৩)? তিনি তো আমাদের পথগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন (৩৪) এবং তোমরা আমাদেরকে যেই কষ্ট দিচ্ছো, আমরা অবশ্যই সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করবো এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহ এরই উপর নির্ভর করা উচিত।

রুকূ'-৩

১৩: এবং কাফিরগণ তাদের রসূলগণকে বললো, 'আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের ভূমি (৩৫) থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমরা আমাদের দ্বীনের পথে ফিরে এসো।' অতঃপর তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেছেন, 'আমি অবশ্যই যালিমদেরকে বিনাশ করবো।'

১৪: এবং নিশ্চয় আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করাবো (৩৬)। এটা তার জন্য, যে (৩৭) আমার সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং আমি যেই শাস্তির নির্দেশ শুনিয়ে দিয়েছি সেটারও ভয় রাখে।'

১৫: এবং তারা (৩৮) মীমাংসা চেয়েছে এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে (৩৯)।

১৬: জাহান্নাম তার পেছনে লেগে আছে এবং তাকে পূঁজের পানি পান করানো হবে।

১৭: অতি কষ্টে তা থেকে অল্প অল্প করে গলাধঃকরণ করবে এবং গলার নিচে অবতরণ করানোর আশাই থাকবেনা (৪০) এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং তার পেছনে একটা কঠিন শাস্তি (৪১)

১৮: আপন প্রতিপালককে অস্বীকারকারীদের অবস্থা এমন যে, তাদের কর্মসমূহ হচ্ছে (৪২) ভস্ম সদৃশ, যার উপর দিয়ে বাতাসের প্রচন্ড ঝাপটা আসলো ঝড়ের দিনে (৪৩)। সমস্ত উপার্জন থেকে কিছুই হাতে আসলো না; এটাই হচ্ছে দূরের পথভ্রষ্টতা।

টীকা-৩৪ঃ এবং হিদায়াত ও মুক্তির পথগুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং আমরা জানি যে, সমস্ত বিষয় তাঁরই ক্ষমতা ও ইখতিয়ারাধীন

টীকা-৩৫ঃ অর্থাৎ আপন এলাকাগুলো

টীকা-৩৬ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তার ঘরের মালিক ঐ প্রতিবেশীকে করে দেন।

টীকা-৩৭ঃ ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-৩৮ঃ অর্থাৎ নাবীগণ আল্লাহ তাআলা' এর নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, অথবা উম্মতগণ নিজেদের ও রসুলগণের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে

টীকা-৩৯ঃ অর্থ এই যে, নাবীগণকে সাহায্য করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে বিজয় প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, সত্য-বিরোধী অবাধ্য কাফির নিরাশ হয়েছে এবং তাদের রক্ষা পাবার কোন পথ বাকী থাকেনি।

টীকা-৪০ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামবাসীকে পুঁজের পানি পান করানো হবে। তা যখন তাদের মুখের নিকট আসবে তখন তা তাদের নিকট খুবই অসহনীয় অনুভূত হবে। যখন আরো নিকটবর্তী হবে তখন তাতে তাদের চেহারা জ্বলে ভুনে যাবে এবং মাথা পর্যন্ত চামড়া জ্বলে খসে পড়বে। আর যখন পান করবে তখন নাড়িভুঁড়ি কেটে বের হয়ে যাবে। (আল্লাহ এরই আশ্রয়।)

টীকা-৪১ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক শাস্তির পরে তদপেক্ষাও অধিক কঠিন শাস্তি হবে। আল্লাহ এর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহ এর আশ্রয় নিচ্ছি।)

টীকা-৪২ঃ যেগুলোকে তারা সৎ কাজ বলে মনে করতো। যেমন- অভাবীদের সাহায্য করা, মুসাফিরদের প্রতি সহায়তা দান এবং অসুস্থদের খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। যেহেতু ওগুলো ঈমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেহেতু সেগুলো সবই নিষ্ফল এবং সেগুলোর উপমা এরূপই-

টীকা-৪৩ঃ এবং সে সবই উড়ে গেছে, সেগুলোর অংশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আর তা থেকে কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এ অবস্থাই হচ্ছে কাফিরদের

কর্মসমূহের। তাদের কুফর ও শির্কের কারণে এসব বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।

টীকা-৪৪ঃ সেগুলোর মধ্যে বহুল নিগূঢ় রহস্য রয়েছে এবং সেগুলোর সৃষ্টি অনর্থক নয়।

টীকা-৪৫ঃ অস্তিত্ব বিলীন করে দেবেন।

টীকা-৪৬ঃ তোমাদের স্থলে, যারা অনুগত হবে। এটা কি তাঁরই ক্ষমতা বহির্ভূত যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাশীল?

টীকা-৪৭ঃ অস্তিত্ব বিলোপ করা এবং অস্তিত্বে নিয়ে আসা।

টীকা-৪৮ঃ ক্বিয়ামত দিবসে।

১৯: তুমি কি লক্ষ্য, করো না যে , আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন (৪৪)? যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন (৪৫); আর একটি নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে আসবেন (৪৬)।

২০: এবং এটা (৪৭) আল্লাহ এর জন্য আদৌ কঠিন নয়।

২১: এবং সবই আল্লাহ এর নিকট (৪৮) প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হবে; তখন যারা দুর্বল ছিলো (৪৯) (তারা) অহংকারীদেরকে বলবে (৫০), 'আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, সুতরাং তোমাদের দ্বারা কি এটা সম্ভব হবে যে, আল্লাহ এর শাস্তি থেকে কিছু আমাদের থেকে সরিয়ে নেবে (৫১)? (তারা) বলবে,, 'আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরা তোমাদেরকেও করতাম (৫২)। আমাদের জন্য একই কথা- চাই অস্থির হই কিংবা ধৈর্যশীল হয়ে থাকি, আমাদের কোথাও আশ্রয় নেই।

রুকূ'-৪

২২: এবং শয়তান বলবে যখন মীমাংসা হয়ে যাবে (৫৩), 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (৫৪) এবং আমি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম (৫৫) তা তোমাদের সাথে রক্ষা করিনি এবং তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিলো না (৫৬) কিন্তু এতটুকুই যে, আমি তোমাদেরকে (৫৭) আহবান করেছিলাম, তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে (৫৮) সুতরাং তোমরা আমার

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۹﴾
وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۲۰﴾
وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا
لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ
اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ
لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ اَجَزِعْنَاۤ
اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۱﴾

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِیَ الْاَمْرُ اِنَّ
اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ
وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِیَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ
دَعَوْتُكُمْ

টীকা-৪৯ঃ এবং ধনশালী ও প্রভাবশালী লোকদের অনুসরণ করতে গিয়ে তারা কুফর অবলম্বন করেছিলো।

টীকা-৫০ঃ যে, দ্বীন ও ধর্ম-বিশ্বাসে।

টীকা-৫১ঃ তাদের এই উক্তি তিরস্কার ও হঠকারিতা হিসেবে হবে। অর্থাৎ 'পৃথিবীতে তোমরা পথভ্রষ্ট করেছিলে, সত্য পথে বাধা দিয়েছিলে এবং আগে আগে কথা বলছিলে। এখন সেই দাবীর কি হলো? এখন শাস্তির কিছুটা হলেও হটাও।' কাফিরদের নেতাগণ প্রত্যুত্তরে

টীকা-৫২ঃ 'যখন নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তখন তোমাদেরকে কী পথইবা দেখাতাম? এখন তো রক্ষা পাবার কোনো পথ নেই, না কাফিরদের পক্ষে সুপারিশ। এসো, কান্নাকাটি করি আর ফরিয়াদ করি।' পাঁচশ বছর যাবত ফরিয়াদ ও কান্নাকাটি করবে। কিন্তু তা কোনো কাজে আসবে না। তখন বলবে, 'এখন ধৈর্য ধারণ করে দেখো হয়তো তাতে কোনো ফল পাওয়া যাবে। পাঁচশ বছর যাবত ধৈর্য ধরবে। তাও কোনো কাজে আসবে না। তখন বলবে,

টীকা-৫৩ঃ এবং হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করে দেবেন। বেহেশতিগণ বেহেশতের এবং দোযখীগণ নির্দেশ পেয়ে যথাক্রমে বেহেশত ও দোযখে প্রবেশ করবে। আর দোযখীরা শয়তানের প্রতি দোষারোপ করবে, তাকে মন্দ বলবে- "হে হতভাগা। তুই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমাদেরকে এ বিপদে গ্রেফতার করেছিস।" তখন সে জবাব দেবে।

টীকা-৫৪ঃ যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে আর পরকালে সৎকর্মসমূহ ও অসৎকর্মসমূহের প্রতিফল মিলবে। আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি সত্য ছিলো; প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত হয়েছে ।

টীকা-৫৫ঃ যে, 'না মৃত্যুর পর জীবিত হতে হবে, না কোন প্রতিফল ভোগ করতে হবে, না জান্নাত আছে এবং না দোযখ।'

টীকা-৫৬ঃ না আমি তোমাদেরকে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলাম অথবা এই যে, আমি আমার প্রতিশ্রুতির পক্ষে তোমাদের সম্মুখে কোন মুক্তি বা অকাট্য প্রমাণ পেশ করিনি।

টীকা-৫৭ঃ প্ররোচনা দিয়ে পথভ্রষ্টতার দিকে।

টীকা-৫৮ঃ এবং যুক্তি কিংবা অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই তোমরা আমার প্রতারণার শিকার হয়ে গেছো; অথচ আল্লাহ্ তা'আ'লা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তোমরা শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়োনা। আর তাঁর রসূলগণ তাঁরই পক্ষ থেকে প্রমাণাদি নিয়ে তোমদের নিকট এসেছেন এবং তাঁরা অকাট্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। অকাট্য দলিলাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং খোদ তোমাদেরই জন্য অপরিহার্য ছিলো যে, তোমরা সেগুলোর অনুসরণ করবে এবং তাঁদের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ থেকে মুখ ফেরাবেনা আর আমার কথায় কান দেবে না এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না; কিন্তু তোমরা তো তা করোনি।

টীকা-৫৯ঃ কেননা, আমি হলাম শত্রু এবং আমার শত্রুতা প্রকাশ্যই। সুতরাং শত্রু থেকে মঙ্গল-কামনার আশা করাই তো বোকামী। কাজেই,

টীকা-৬০ঃ আল্লাহ্ এর, তাঁর ইবাদতের মধ্যে। (খাযিন)

فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۲۲)

আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে (৫৮)। সুতরাং তোমরা আমার উপর দোষারোপ করোনা (৫৯) তোমরা নিজেদের উপরই দোষারোপ করো। না আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো, না তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। ঐ যে তোমরা পূর্বে আমাকে শরীক স্থির করেছিলে (৬০), আমি তাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।' নিশ্চয় যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَ اُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ (۲۳)

২৩: এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে বাগানসমূহে প্রবেশ করানো হবে, যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহমান; সর্বদা সেগুলোর মধ্যে অবস্থান করবে আপন প্রতিপালকের নির্দেশে। সেখানে তাদের সাক্ষাতের সময়কার অভিবাদন হবে 'সালাম' (৬১)।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ (۲۴)

২৪: আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিলেন পবিত্র বাক্যের (৬২)? যেমন, পবিত্র বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা প্রশাখা আসমানে;

تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (۲۵)

২৫: সর্বদা তার ফলদান করে আপন প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে (৬৩); আর আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য উপমাসমূহ দিয়ে থাকেন যাতে তারা অনুধাবন করে (৬৪)।

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (۲۶)

২৬: এবং অপবিত্র বাক্য (৬৫) এর উপমা যেমন একটা অপবিত্র গাছ (৬৬), যা ভূ-পৃষ্ঠের উপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে, এখন সেটার কোন অবস্থান নেই (৬৭)।

টীকা-৬১ঃ আল্লাহ্ তা'আ'লা এর পক্ষ থেকে, ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে এবং পরস্পর পরস্পরের পক্ষ থেকে।

টীকা-৬২ঃ কালিমা-ই-তাওহীদের।

টীকা-৬৩ঃ অনুরূপভাবে, ঈমানের কালিমা যে, সেটার মূল মু'মিনের হৃদয়ের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেটার শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ আমল আসমানে পৌঁছে যায় এবং সেটার ফলমূলসমূহ বারাকাত ও সাওয়াব অর্জিত হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সাহাবা কিরামকে বলেন, "ঐ বৃক্ষের নাম বলো, যা মু'মিনদের মতোই। সেটার পাতা ঝরেনা আর সেটা সর্বদা ফল প্রদান করে (অর্থাৎ যেমন মু'মিনের আমল বা সৎকর্ম নিস্ফল হয়না) এবং সেটার বারাকাতসমূহ সর্বদা অর্জিত থাকে।" সাহাবীগণ চিন্তামগ্ন হলেন, ভাবতে লাগলেন- এমনটি কোন বৃক্ষ হতে পারে, যার পাতা ঝরেনা, সেটার ফল সর্বদা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাঁরা জঙ্গলের বৃক্ষাদির নাম উল্লেখ করলেও এমন কোন বৃক্ষের কথা তাঁদের কল্পনায়ও আসেনি।

তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে জিজ্ঞাসা করলেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "সেটা হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।" হযরত ইবনে ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আপন সম্মানিত পিতা হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর দরবারে আরয করলেন, "যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন আমার মনে এসেছিলো যে, সেটা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু বড় বড় সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। আমি ছিলাম বয়সে ছোট। এ কারণে, আদব করে আমি নিশ্চুপ রইলাম।" হযরত উমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "যদি তুমি বলে ফেলতে তবে আমি খুব খুশি হতাম।"

টীকা-৬৪ঃ এবং ঈমান আনে; কেননা, উপমাসমূহ দ্বারা অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়।

টীকা-৬৫ঃ অর্থাৎ কুফরসূচক উক্তি।

টীকা-৬৬ঃ اندرائن (তিক্তফল) এর মতো; যা স্বাদে তিক্ত, গন্ধে অপছন্দনীয়; অথবা রসুনের ন্যায় দুর্গন্ধময়।

টীকা-৬৭ঃ কেননা, সেটার মূল মাটিতে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় নয়; শাখা-প্রশাখা উচ্চ হয়না। এ অবস্থা হচ্ছে কুফরসূচক উক্তিরও। কারণ, সেটার মূল মোটেই

সুদৃঢ় নয়। এর পক্ষে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই, যা দ্বারা তাতে দৃঢ়তা আসে। না আছে তাতে কোন বারাকাত বা মঙ্গল, যা গ্রহণযোগ্যতার উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে।

টীকা-৬৮ঃ অর্থাৎ ঈমানের কালিমাহ্

টীকা-৬৯ঃ যে, তাঁরা চরম পরীক্ষা এবং বিপদের সময়ও ধৈর্যশীল এবং অটল থাকেন; সত্যপথ ও সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত হননা। শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবনের পরিসমাপ্তিও ঈমানের উপরই হয়ে থাকে।

টীকা-৭০ঃ অর্থাৎ কবরে, যা পরকালের প্রথম সোপান। যখন 'মুনকার' ও 'নাকীর' এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কোনটা? আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর সম্বন্ধে তুমি কি বলো?" তখন মু'মিন এ সোপানে, আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে, সুদৃঢ় থাকে আর বলে দেন- "আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম, আর ইনি হলেন আমার নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), আল্লাহ এর বান্দা এবং তাঁর রসূল।" অতঃপর তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং এর মধ্যে বেহেশতের বাতাস ও খুশবু আসে এবং তা আলোকিত করে দেয়া হয়; আর আসমান থেকে আহ্বান করা হয়- "আমার বান্দা সত্য বলেছে।"

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

২৭: আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠত রাখেন ঈমানদারদেরকে শাশ্বত বাণী (৬৮)-তে, পার্থিব জীবনে (৬৯) এবং পরকালে (৭০) আর আল্লাহ যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন (৭১) এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

রুকূ'-৫

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৮: আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আল্লাহর অনুগ্রহ অকৃতজ্ঞতাবশতঃ পরিবর্তিত করেছে (৭২) এবং আপন সম্প্রদায়কে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে এনেছে?

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

২৯: তা হচ্ছে দোযখ। তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং কতই নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩০: এবং আল্লাহ এর জন্য সমকক্ষ স্থির করলো (৭৩) তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। আপনি বলুন (৭৪), 'কিছু ভোগ করে নাও, তোমাদের পরিণাম আগুনেই (৭৫)।'

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

৩১: আমার ঐসব বান্দাদেরকে বলুন, যারা ঈমান এনেছে, যেন তারা নামায কায়েম রাখে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ঐদিন আসার পূর্বে, যেদিন না সওদাগরী (৭৬) হবে, না বন্ধুত্ব (৭৭)।

টীকা-৭১ঃ তারা কবরে 'মুনকার' ও 'নাকীর'কে সঠিক জবাব দিতে পারে না এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে এটাই বলে, "হায়! হায়! আমি জানিনা।" আসমান থেকে আহ্বান আসে, "আমার বান্দা মিথ্যুক। তার জন্য আগুনের বিছানা করে দাও, দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও, দোযখের দিকে দরজা খুলে দাও।" তার গায়ে দোযখের গরম ও অগ্নিশিখা স্পর্শ করে। আর কবরও এতো সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, এক পাশের পাঁজর অপর পাশে এসে যায়। শাস্তি প্রদানকারী ফিরিশতাদেরকে তার উপর নিয়োগ করা হয়, যারা তাকে লোহার গদা দিয়ে প্রহার করে (আল্লাহ আমাদেরকে আশ্রয় দিন। কবরের শাস্তি থেকে এবং আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।)

টীকা-৭২ঃ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে- 'সেসব লোক' বলতে মক্কার কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে। আর ঐ নি'মাত যার কৃতজ্ঞতা তারা প্রকাশ করেনি, এটা হচ্ছে আল্লাহ এর হাবীব বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বারাকাতময় অস্তিত্ব দ্বারা এ উম্মতকে ধন্য করেছেন এবং তাঁরই আপাদমস্তক বুযুর্গীময় সাক্ষাতের সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করেছেন। কাজেই, অপরিহার্য ছিলো এই মহান অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর অনুসরণ করে অধিক অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হওয়া। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা অকৃতজ্ঞ হলো। বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে অস্বীকার করলো আপন সম্প্রদায়কে যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত ছিলো ধ্বংসের ঘরে পৌঁছিয়ে দিলো।

টীকা-৭৩ঃ অর্থাৎ বোতগুলোকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করলো।

টীকা-৭৪ঃ হে মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! ঐ সব কাফিরকে যে, কিছুদিন পার্থিব প্রবৃত্তিগুলোর

টীকা-৭৫ঃ পরকালে

টীকা-৭৬ঃ যে, ক্রয়-বিক্রয়; অর্থাৎ আর্থিক বিনিময় মুক্তিপণ ইত্যাদি দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে।

টীকা-৭৭ঃ যে, তা থেকে উপকার লাভ করা যাবে; বরং বহু বন্ধু একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। এ আয়াতের মধ্যে স্বার্থভিত্তিক ও অনুগত বন্ধুত্বের অস্তি ত্বকে

অস্বীকার করা হয়েছে; আর ঈমানী ভালবাসা, যা আল্লাহ এর প্রতি ভালোবাসার কারণে গড়ে ওঠে, তা স্থায়ী থাকবে। যেমন 'সূরা যুখরুফ' এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে اَلْاَ خِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ "বন্ধুরা সেদিন পরস্পর-পরস্পরের শত্রু হবে কিন্তু খোদাভীরুরা।"

টীকা-৭৮ঃ এবং তা থেকে তোমরা উপকৃত হও;

টীকা-৭৯ঃ যাতে সেগুলো থেকে তোমরা উপকার লাভ করো।

টীকা-৮০ঃ না ক্ষান্ত হয়, না অচল হয়ে থাকে। তোমরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হও;

টীকা-৮১ঃ বিশ্রাম ও কাজের জন্য।

টীকা-৮২ঃ যে, কুফর ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে নিজেদের উপর অত্যাচার করে। আর আপন প্রতিপালকের নি'মাত এবং তাঁর উপকারের হক স্বীকার করেনা। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, 'মানুষ' বলতে এখানে আবু জাহেলের কথা বুঝানো হয়েছে। যাজ্জায বলেছেন- 'মানুষ' বলতে এখানে 'জাতিবাচক বিশেষ্য' এবং এখানে তা দ্বারা কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৮৩ঃ মক্কা মুকাররমাহ

টীকা-৮৪ঃ যেন ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পৃথিবী ধ্বংস হবার সময় পর্যন্ত ধ্বংস থেকে এরা নিরাপদে থাকে, অথবা এ নগরবাসীরা নিরাপদে থাকে। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) এর এই দুআ' কবুল হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা মক্কা মুকাররমাহকে ধ্বংস হওয়া থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং কেউ তা ধ্বংস করতে সক্ষম হতে পারেনি এবং সেটাকে আল্লাহ 'হেরম' করেছেন ফলে, তাতে না কোন মানুষকে খুন করা যাবে, না কারো উপর যুলুম করা যাবে, না সেখানে কোন প্রাণী শিকার করা যাবে, না তৃণলতা কাটা যাবে।

টীকা-৮৫ঃ নাবীগণ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) মূর্তিপূজা ও সব ধরণের পাপ থেকে পবিত্র (নিষ্পাপ)। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) এর এই দুআ' প্রার্থনা করা আল্লাহ এর দরবারে বিনয় প্রকাশ ও অভাব প্রকাশ করার জন্যই; অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও যে, তুমি আমাকে নিজ করুণায় নিষ্পাপ করেছো, কিন্তু আমরা আপনার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি ভিক্ষার হাত প্রসারিত করছি।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۲﴾

৩২: আল্লাহ তিনিই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন; অতঃপর তা দ্বারা কিছু ফলমূল তোমাদের জীবিকার জন্য উৎপাদন করেছেন; এবং তোমাদের জন্য নৌযানকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে, সমুদ্রে বিচরণ করে (৭৮); এবং তোমাদের জন্য নদীসমূহ নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন (৭৯)।

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآىِٕبَیْنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ ﴿۳۳﴾

৩৩: এবং তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন, যেগুলো একই নিয়মে চলছে (৮০); এবং তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে অনুগত করেছেন (৮১)।

وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

৩৪: এবং তোমাদেরকে অনেক কিছু মৌখিক প্রার্থনার উপর প্রদান করেছেন এবং যদি আল্লাহ এর অনুগ্রহসমূহ গণনা করো, তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়, মানুষ বড় যালিম, বড়ই অকৃতজ্ঞ (৮২)।

রুকূ'-৬

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِیْ وَ بَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿ؕ۳۵﴾

৩৫: এবং স্মরণ করুন! যখন ইব্রাহীম আরজ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এ শহর (৮৩) কে নিরাপদ করে দাও (৮৪) এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমাসমূহের পূজা থেকে দূরে রাখো (৮৫)।

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ ۚ وَ مَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۳۶﴾

৩৬: হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়, এসব প্রতিমা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে (৮৬); সুতরাং যে আমার সঙ্গ অবলম্বন করেছে (৮৭) সে তো আমারই; যে আমার কথা অমান্য করেছে, তবে নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু (৮৮)।

টীকা-৮৬ঃ অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে যে, তারা সেগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করেছে।

টীকা-৮৭ঃ এবং আমার ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে;

টীকা-৮৮ঃ ইচ্ছা করলে তুমি তাকে হিদায়াত করো এবং তাওবাহ করার শক্তি প্রদান করো।

টীকা-৮৯ঃ অর্থাৎ এই উপত্যকায় যার মধ্যে বর্তমানে সম্মানিত মক্কা অবস্থিত। আর 'বংশধর' দ্বারা হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি সিরিয়া ভুমিতে শামদেশে হযরত হাজিরা (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) এর স্ত্রী হযরত 'সারাহ' এর কোন সন্তান ছিলোনা। এ কারণে তাঁর মনে ঈর্ষাভাব জন্মালো এবং তিনি হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে বললেন, "আপনি হাজিরা ও তাঁর সন্তানকে আমার নিকট থেকে পৃথক করে দিন।" আল্লাহ তাআ'লা এর হিকমত এটাকে একটা কারণ হিসাবে স্থির করলো। সুতরাং ওহী আসলো, "আপনি হযরত হাজিরা ও ইসমাঈল (عَلَيْهِمَا السَّلَام) কে ঐ পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যান; (যেখানে বর্তমানে মক্কা মুকাররমাহ্ অবস্থিত।) তিনি উভয়কেই বোরাক্বের উপর আরোহন করিয়ে 'শামদেশে' (সিরিয়া) থেকে হেরেমের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে আসলেন এবং পবিত্র কা'বার নিকটে অবতরণ করলেন।*

এখানে তখনকার দিনে না ছিলো কোন জনপদ, না কোন পানির প্রস্রবণ, না পানি। একপাত্রে ছিলো কিছু খেজুর এবং একপাত্র পানি তাঁদেরকে দিয়ে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। আর তিনি ফিরে তাদের দিকে একবারও দেখলেন না।

হযরত হাজিরা, হযরত ইসমাঈলের মাতা, আরয করলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আর আমাদেরকে এই উপত্যকার মধ্যে কোন সাথী সঙ্গী ছাড়াই রেখে যাচ্ছেন?" কিন্তু তিনি এর কোন জবাবই দিলেন না। এমনকি তাঁদের দিকে ফিরেও চাইলেন না। হযরত হাজিরা কয়েকবার এভাবে আরয করলেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। তখন তিনি আরয করলেন, "তাহলে কি আল্লাহই আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। তা শুনে তিনি চিন্তামুক্ত হলেন।

হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) চলে গেলেন এবং তিনি আল্লাহ তাআ'লা এর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করলেন, যা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত হাজিরা (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) আপন পুত্র হযরত ইসমাইল (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে দুধ পান করাতে লাগলেন। যখন ঐ (সংরক্ষিত) পানি শেষ হয়ে গেলো এবং পিপাসায় কাতর হয়ে গেলেন আর সাহেবজাদার কণ্ঠ শরীফও তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেলো, তখন তিনি পানির তালাশে অথবা জনপদের তালাশে সাফা ও মারওয়ার মধ্য ভাগে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এমনিভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ হলো। শেষ পর্যন্ত ফিরিশতার আঘাতে কিংবা হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কদম মুবারকের আঘাতে এই শুষ্ক ভূমিতে একটা ঝর্নার ঝমঝম সৃষ্টি হলো। আয়াতে 'সম্মানিত গৃহ' দ্বারা 'বায়তুল্লাহ'র কথা বুঝানো হয়েছে যা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর তুফানের পূর্বে পবিত্র কা'বার স্থানেই ছিলো এবং তুফানের সময় আসমানের উপর উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো।

সূরাঃ ১৪ ইব্রাহীম	৪৭৩	মানযিল-৩	পারাঃ ১৩
৩৭: হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে এমন এক উপত্যকায় বসবাস করালাম, যাতে ক্ষেত হয়না- তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট (৮৯); হে আমার প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা (৯০) নামায কায়েম রাখবে। অতঃপর তুমি কিছু লোকদের হৃদয়কে তাদের দিকে অনুরাগী করে দাও (৯১)		رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ	

হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর এই ঘটনা তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার পর সংগঠিত হয়েছিলো। অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবার ঘটনার মুহূর্তে তিনি দুআ' করেননি কিন্তু এই ঘটনার সময় তিনি দুআ' করলেন এবং কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহ তাআ'লা এর ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রার্থনা না করাও 'নির্ভরশীলতা' এর পরিচায়ক এবং উত্তম। কিন্তু দুআ'র মর্যাদা এর চেয়েও বেশি। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর শেষোক্ত ঘটনায় দুআ' করা এবং এ কারণে ছিলো যে, তিনি পূর্ণতার বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথেই ছিলেন।

টীকা-৯০ঃ অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরগণ এ ক্ষেত-অনুপযোগী উপত্যকায় তোমার যিকর ও ইবাদতে মশগুল হবে এবং তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে।

টীকা-৯১ঃ যেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ও বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আসে এবং তাদের অন্তরগুলোকে এই পবিত্র স্থানের যিয়ারতের প্রেরণা আকর্ষণ করে। এতে ঈমানদারদের জন্য এই দুআ' রয়েছে যেন তাদের জন্য আল্লাহ এর ঘরের হজ্জ সহজ হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী তাঁর বংশধরদের জন্য এই দুআ' ছিলো যেন তারা যিয়ারতের জন্য আগমনকারীদের দ্বারা উপকৃত হতে থাকে।

মোটকথা, এই দুআ' পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ধরনের বারাকাত সম্বলিত ছিলো। হযরতের দুআ' কবুল হলো। জুরহাম গোত্রের লোকেরা এ দিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় একটা পাখি দেখেছিলো। তখন তারা অবাক হয়ে গেলো যে, 'ধূধূ মরুভূমিতে পাখি এলো কিভাবে? সম্ভবতঃ কোথাও পানির ঝরনার সৃষ্টি হয়েছে।' তালাশ করলো তখন দেখতে পেলো 'ঝমঝম' শরীফে পানি আছে। এটা দেখে তারা হযরত হাজিরা (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا)-এর

*হযরত মাওলানা মুস্তাহসান ফারুক্বী 'আস্তানা-ই-দেহলী' নামক ম্যাগাজিনের মধ্যে তাঁর এক গবেষণামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, এই ঘটনার পেছনে প্রকৃতপক্ষে হযরত সারাহ্ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا)- এর কোন ঈর্ষামূলক ভূমিকা ছিলোনা। আর সায়্যিদুনা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর মতো এক মহা-মর্যাদাবনি, দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী (اولوا العزم) পয়গাম্বরের ঈর্ষাপূর্ণ ইঙ্গিতের বশবর্তী হয়ে আপন অপর স্ত্রীকে নির্বাসনে দেবেন তা কখনো কল্পনাও করা যায় না; বরং প্রথমতঃ খোদা-প্রেমের পরীক্ষা হিসেবে স্ত্রী ও পুত্রকে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে দেয়া হলেও এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনার মধ্যে পরবর্তীতে প্রথম কা'বাকে পুনরায় আবাদ করার মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর অসংখ্য নি'মাত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। দ্বিতীয়তঃ তাঁর এ সাময়িক বেদনাদায়ক বিচ্ছেদকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা ও তাঁকে পরবর্তীদের জন্য আদর্শরূপে স্থির করা হয়।

নিকট সেখানে বসবাস করার অনুমতি চাইলো। তিনি এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, পানিতে তোমাদের দাবী থাকবেনা। তাঁরা সেখানে বসবাস করতে লাগলো। হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) যুবক হলেন। তখন তারা তাঁর মধ্যে যোগ্যতা ও খোদাভীরুতা দেখে তারা তাদের খান্দানে তাঁর শাদী করিয়ে দিলেন। হযরত হাজিরা (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এর ইনতিকাল হয়ে গেলো। এভাবেই হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুআ' কবূল হলো। তিনি দুআ'য় এ কথাও বলেছিলেন-

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ (٣٧)

এবং তাদেরকে কিছু ফলমূল খেতে দাও (৯২), হয়ত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ (٣٨)

৩৮: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি জানো যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি এবং আল্লাহ এর নিকট কিছুই গোপন নেই যমীনে এবং না আসমানে (৯৩)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ (٣٩)

৩৯: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক্বকে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ (٤٠)

৪০: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায কায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকে (৯৪)। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল করে নাও।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (٤١)

৪১: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে (৯৫) ও সমস্ত মুসলমানকে, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ (٤٢)

৪২: এবং নিশ্চয়ই আল্লাহকে অনবহিত মনে করোনা জালিমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে (৯৬)। তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন না, কিন্তু এমন দিনের জন্য, যে দিনে (৯৭) চক্ষুসমূহ বিস্তারিত (স্থির) হয়ে থাকবে;

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ (٤٣)

৪৩: হঠাৎ ভীত-বিহবল হয়ে দৌঁড়ে বের হয়ে পড়বে (৯৮) মাথা উঠানো অবস্থায় যে, তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরবে না (৯৯) এবং তাদের অন্তরসমূহে কোন স্থিরতা থাকবে না (১০০)।

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

৪৪: এবং মানুষকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন (১০১)। যখন তাদের উপর শাস্তি আসবে তখন যালিমগণ (১০২) বলবে,

টীকা-৯২: তারই ফল যে, বিভিন্ন ঋতুর যেমন- বসন্ত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও শীতের ফলমূল সেখানে একই সময়ে পাওয়া যায়।

টীকা-৯৩: হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আরেক সন্তানদের জন্য দুআ' করেছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা কবূল করলেন। তখন তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আর আল্লাহ এর দরবারে আরয করলেন-

টীকা-৯৪: কেননা, কিছু সংখ্যক লোকের সম্পর্কে তো তিনি আল্লাহ এর সংবাদ প্রদানক্রমে অবহিত ছিলেন যে, তারা কাফির হবে। এ কারণে কিছু সংখ্যক বংশধরের জন্য নামাযসমূহের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করার ও যত্নবান থাকার প্রার্থনা করলেন।

টীকা-৯৫: ঈমান আনার শর্ত সাপেক্ষে অথবা 'মাতা-পিতা' দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৬: এতে মজলুমকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা যালিম থেকে তার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবেন।

টীকা-৯৭: ভয় ভীতির কারণে

টীকা-৯৮: হযরত ইস্রফীল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দিকে, যিনি তাদেরকে হাশরের ময়দানের প্রতি আহবান করবেন

টীকা-৯৯: যাতে নিজেরা নিজেদেরকে দেখতে পায়

টীকা-১০০: তীব্র হতভম্বতা ও আতঙ্কের কারণে। ক্বাতাদাহ বলেছেন, অন্তরসমূহ বক্ষস্থল থেকে বের হয়ে কণ্ঠে এসে আঁটকা পড়বে, না বাইরে আসতে পারবে, না আপন স্থানে ফিরে যেতে পারবে। অর্থাৎ এ যে, সেদিনের ভয়ানক ভয় ও আতঙ্কের এমনই অবস্থা হবে যে, মাথা উপরের দিকে উঠে থাকবে, চোখগুলো খোলাই থেকে যাবে, অন্তর কোন স্থানে স্থির থাকতে পারবে না।

টীকা-১০১: অর্থাৎ কাফিরদেরকে ক্বিয়ামতের দিনের ভয় প্রদর্শন করুন।

টীকা-১০২: অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-১০৩: দুনিয়ায় পুনরায় প্রেরণ করো এবং
টীকা-১০৪: এবং তোমারা তাওহীদ এর উপর ঈমান আনবে।
টীকা-১০৫: এবং আমাদের দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে সেটার প্রতিকার করবো। এর উপর তাদেরকে তিরস্কারও ভৎর্সনা করা হবে এবং বলা হবে-
টীকা-১০৬: দুনিয়ায়
টীকা-১০৭: আর তোমরা কি পুনরায় জীবিত হওয়া ও পরকালকে অস্বীকার করোনি?
টীকা-১০৮: কুফর ও অবাধ্যতার পাপ করে; যেমন নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়, 'আদ ও সামূদ গোত্রদ্বয়' ইত্যাদি।
টীকা-১০৯: এবং তোমরা আপন চক্ষুদ্বয়ে তাদের বাসগৃহগুলোতে শাস্তির চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ দেখেছো এবং তোমরা তাদের ধ্বংসের সংবাদ পেয়েছো। এসব কিছু দেখে ও জেনে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করোনি এবং তোমরা কুফর থেকে নিবৃত্ত হওনি।

'হে আমার প্রতিপালক! কিছুকালের জন্য আমাদেরকে (১০৩) অবকাশ দেন যেন আমরা তোমার আহবানে সাড়া দেই (১০৪) এবং রসূলগণের গোলামী করি (১০৫)।' তবে কি তোমরা পূর্বে (১০৬) শপথ করে বলতে না, 'আমাদেরকে দুনিয়া থেকে কোথাও সরে যেতে হবেনা (১০৭)।'	رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَؕ اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍۙ(۴۴)
৪৫: এবং তোমরা তাদের এই ঘরগুলোতে বসবাস করতে, যারা নিজেদের অনিষ্ট করেছিলো (১০৮) এবং তোমাদের নিকট খুবই সুস্পষ্ট হয়েছিলো- আমি তাদের সাথে কেমন করেছি (১০৯) এবং আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দিয়েই বলে দিয়েছি (১১০)।	وَّ سَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ(۴۵)
৪৬: এবং নিশ্চয়ই তারা (১১১) নিজেদের সাধ্যমত চক্রান্ত করেছিলো (১১২) এবং তাদের চক্রান্ত আল্লাহ এর আয়ত্বাধীন রয়েছে এবং তাদের চক্রান্ত কিছুটা এমনই ছিলো না যে, তাতে এ পর্বত টলে যেতো (১১৩)।	وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْؕ وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ(۴۶)
৪৭: তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ আপন রসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন (১১৪)। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍؕ(۴۷)
৪৮: যে দিন (১১৫) পরিবর্তিত করা হবে যমীনকে ঐ যমীন ব্যতীত; এবং আসমানগুলোকেও (১১৬);	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ

টীকা-১১০: যাতে তোমরা পরবর্তী কর্মকান্ডের সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কলাকৌশল অবলম্বন করো, অনুধাবন করো এবং শাস্তি ও ধ্বংস থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করো।
টীকা-১১১: ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে ও কুফরকে সহায়তা করতে, নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে
টীকা-১১২: অর্থাৎ তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে শহীদ করার অথবা বন্দী করার অথবা বের করে দেয়ার জন্য সংকল্প করেছিলো।
টীকা-১১৩: অর্থাৎ আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহ এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শরীয়তের বিধানাবলী, যেগুলো আপন আপন শক্তি ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অটল পাহাড়ের সমতুল্য। এটা অসম্ভবই যে, কাফিরদের চক্রান্ত ও তাদের কলা-কৌশল দ্বারা সেগুলোকে আপন অবস্থান থেকে টলাতে পারবে।
টীকা-১১৪: এটাতো সম্ভবপরই নয়। তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং আপন রসূলের সাহায্য করবেন। তাঁদের দ্বীনকে বিজয়ী করবেন, তাঁদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন।
টীকা-১১৫: 'এ দিন' দ্বারা ক্বিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১১৬: 'যমীন ও আসমানের পরিবর্তন' প্রসঙ্গে তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত রয়েছেঃ
এক) সেগুলোর গুণাবলী পরিবর্তন করা হবে। যেমন পৃথিবী-পৃষ্ঠ একই তলবিশিষ্ট হয়ে যাবে; না সেটার উপর পাহাড়-পর্বত অবশিষ্ট থাকবে; না উচ্চ টিলাসমূহ; না গভীর গুহা থাকবে, না গাছপালা; না থাকবে অট্টালিকা, না কোন জনপদ। দেশ-মহাদেশের চিহ্ন এবং আসমানের বুকে কোন নক্ষত্রের অস্তিত্বও থাকবেনা আর চন্দ্র ও সূর্যের আলো একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এ'তো গুণাবলীর পরিবর্তন, সত্তার নয়।

দুই) আসমান ও জমিনের সত্তাই বদলে যাবে। মাটির যমীনের স্থলে অন্য একটি রৌপ্যের যমীন হবে। বর্ণ হবে একেবারে সাদা ও স্বচ্ছ। সেটার উপর না কখনো কারো রক্তপাত ঘটানো হয়েছে-

এবং সব লোক বের হয়ে দন্ডায়মান হবে (১১৭) এক আল্লাহ এর সামনে, যিনি সবার উপর বিজয়ী (পরাক্রমশালী)।	وَ بَرَزُوۡا لِلّٰهِ الۡوَاحِدِ الۡقَهَّارِ ﴿۴۸﴾
৪৯: এবং সে দিন আপনি অপরাধীদেরকে (১১৮) দেখবেন যে, তারা বেড়ীসমূহে একে অপরের সাথে শৃংখলিত হবে (১১৯)।	وَ تَرَى الۡمُجۡرِمِیۡنَ یَوۡمَئِذٍ مُّقَرَّنِیۡنَ فِی الۡاَصۡفَادِ ﴿۴۹﴾
৫০: তাদের জামাসমূহ হবে আলকাতরার (১২০) এবং তাদের মুখ-মন্ডলগুলোকে আগুন আচ্ছন্ন করে নেবে।	سَرَابِیۡلُهُمۡ مِّنۡ قَطِرَانٍ وَّ تَغۡشٰی وُجُوۡهَهُمُ النَّارُ ﴿۵۰﴾
৫১: এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এর পক্ষে হিসাব গ্রহণে কোন বিলম্বই হয় না।	لِیَجۡزِیَ اللّٰهُ کُلَّ نَفۡسٍ مَّا کَسَبَتۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِیۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۵۱﴾
৫২: এটা (১২১) মানুষের নিকট নির্দেশ পৌঁছানো এবং এজন্য যে, এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হবে, এবং এজন্য যে, তারা এ কথা জেনে নেবে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য হন (১২২); এবং এজন্য যে, বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ মান্য করবে।*	هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِیُنۡذَرُوۡا بِهٖ وَ لِیَعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِیَذَّکَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۵۲﴾

সূরা হিজর

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরাঃ ১৫ হিজর (মাক্কী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়	আয়াত-৯৯, রুকূ'-৬

রুকূ'-১ ১: আলিফ-লাম-রা। এসব আয়াত হচ্ছে কিতাব ও সুস্পষ্ট ক্বুরআনের।**	الٓرٰ ۟ تِلۡکَ اٰیٰتُ الۡکِتٰبِ وَ قُرۡاٰنٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۱﴾

এমন হবে, না পাপাচার করা হয়েছে- এমন। আর আসমান হয়ে যাবে স্বর্ণের। উপরোক্ত অভিমত দুটি পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে গুণাবলীতে পরিবর্তন আসবে এবং হিসাব-নিকাশের পর শেষোক্ত পরিবর্তন সংঘটিত হবে। এতে যমীন ও আসমানের সত্তাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

টীকা-১১৭: আপন কবর থেকে

টীকা-১১৮: অর্থাৎ কাফিরগণকে

টীকা-১১৯: নিজেদের শয়তানদের সাথে আবদ্ধ থাকবে।

টীকা-১২০: কালো বর্ণের, দুর্গন্ধময়; যেগুলো থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ আরো সজোরে প্রজ্বলিত হয়ে যাবে (মাদারিক ও খাযিন) তাফসীর-ই-বায়দাভীতে উল্লেখ করা হয় যে, তাদের শরীরের উপর আলকাতরা লেপন করে দেয়া হবে। তখন তা জামার মত হয়ে যাবে। সেটার জ্বালা ও সেটার রং-এর ভয় ও দুর্গন্ধের কারণে কষ্ট পাবে।

টীকা-১২১: ক্বুরআন শরীফ

টীকা-১২২: অর্থাৎ এসব আয়াত বা নিদর্শন থেকে আল্লাহ তাআ'লা এর 'তাওহীদ' (একত্ব) এর প্রমাণাদির লাভ করবে। ★

★★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা হিজর' মাক্কী। এতে ৬টি রুকূ', ৯৯টি আয়াত, ৬৫৪টি পদ এবং ২৭৬০টি বর্ণ আছে। ★★

টীকা-২: এসব আশা-আকাংখা হয়ত মৃত্যু-যন্ত্রনার মূহুর্তে শাস্তি দেখে করা হবে, যখন কাফিররা অবগত হয়ে যাবে যে, তারা গোমরাহীর মধ্যে ছিলো, অথবা পরকালে রোজ-ক্বিয়ামতের কঠিন ও ভয়ানক অবস্থাদি এবং নিজেদের পরিণাম ও শেষাবস্থা দেখে।
যাজ্জাজ- এর অভিমত হচ্ছে যে, কাফিররা যখন কখনো আপন শাস্তির অবস্থাদি ও মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ এর রহমাত দেখবে তখন প্রত্যেকবার এ আকাংখা করবে যে,

টীকা-৩: হে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

অনুবাদ	আয়াত
২: বহু আশা-আখাংখা করবে কাফিররা (২)- যদি (তারা) মুসলমান হতো।	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ(٢)
৩: তাদেরকে ছাড়ুন (৩)। খেতে থাকুক এবং ভোগ করতে থাকুক (৪)। আর আশা-আকাংখা (৫) তাদেরকে খেলাধূলায় মগ্ন রাখুক। অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (৬)।	ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ(٣)
৪: এবং যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি সেটার একটা জ্ঞাত লিপিবদ্ধ সময় ছিলো (৭)।	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ(٤)
৫: কোন গোষ্ঠী আপন প্রতিশ্রুত সময় কাল থেকে আগেও বাড়তে পারেনি এবং পেছনেও হটতে পারেনি।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ(٥)
৬: এবং বললো (৮), 'হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি ক্বুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তুমি উন্মাদ (৯)।	وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ(٦)
৭: আমাদের নিকট ফিরিশতা কেন উপস্থিত করছোনা (১০) যদি তুমি সত্যবাদী হও (১১)?'	لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ
৮: আমি ফিরিশতাদেরকে বিনা কারণে প্রেরণ করিনা এবং তারা অবতীর্ণ হলে এরা অবকাশ পাবে না (১২)।	مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ(٨)
৯: নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই ক্বুরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটার সংরক্ষক (১৩)।	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ(٩)
১০: এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ(١٠)

টীকা-৪: পার্থিব আনন্দ ও সুখ-সম্ভোগ।

টীকা-৫: সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস এবং দীর্ঘ জীবনের, যে কারণে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকে,

টীকা-৬: নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে, দীর্ঘ আশা-আকাংখাসমূহের বেড়াজালে আটকা পড়া ও পার্থিব সুখ ভোগের তালাশে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া ঈমানদারের জন্য শোভা পায় না। হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "দীর্ঘ আশা-আকাংখাসমূহ পরকালকে ভুলিয়ে দেয় এবং কুপ্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ সত্য থেকে নিবৃত্ত রাখে।"

টীকা-৭: 'লাওহ্-ই-মাহ্ফূয্'- এর মধ্যে। ঐ নির্ধারিত সময়ে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-৮: মক্কার কাফিররা হযরত নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে

টীকা-৯: তাদের এ উক্তি হাসি-ঠাট্টা স্বরূপই ছিলো। যেমন- ফিরআউন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে বলেছিলো- "اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ" ("নিশ্চয়, তোমাদের রসূল, যিনি তোমাদের প্রতি প্রেরিত, অবশ্যই উন্মাদ।")

টীকা-১০: যারা আপনি রসূল হওয়ার ও ক্বুরআন শরীফ আল্লাহ এর কিতাব হওয়ার সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-১১: এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

টীকা-১২: তৎক্ষণাৎ শাস্তিতে লিপ্ত করা হবে।

টীকা-১৩: অর্থাৎ আমি বিকৃত, পরিবর্তন এবং হ্রাস-বৃদ্ধি করা থেকে সেটাকে সংরক্ষণ করি। সমস্ত জ্বীন ও মানব জাতি এবং সমস্ত সৃষ্টির পক্ষেও সম্ভবপর নয় যে, তাতে একটা অক্ষরের হ্রাস বা বৃদ্ধি করবে কিংবা কোন প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করবে।
আর যেহেতু আল্লাহ তাআ'লা ক্বুরআন কারীমকে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেহেতু, এ বৈশিষ্ট্য শুধু ক্বুরআন শরীফেরই জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কোন আসমানী কিতাব এ প্রতিশ্রুতি লাভ করেনি।
উক্ত 'সংরক্ষণ করা' কয়েক প্রকারের হতে পারে:-

এক) কুরআন কারীমকে এমন মু'জিযা করেছেন যে, মানুষের উক্তি এর মধ্যে মিশ্রিত হতেই পারেনা।
দুই) সেটাকে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষা করেছেন, ফলে কেউই সেটার মতো কোন বাক্য গড়তেও সক্ষম হয়নি।
তিন) সমস্ত সৃষ্টিকেই সেটাকে নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষম করে দিয়েছেন। ফলতঃ কাফিররা তাদের পরিপূর্ণ শত্রুতা সত্ত্বেও এই পবিত্র কিতাবকে নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষম হয়েছে।

টীকা-১৪: এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, যেভাবে মক্কার কাফিররা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে মূর্খ সুলভ কথাবার্তা বলেছে, আর বেয়াদবীবশতঃ তাঁকে উন্মাদ বলেছে, অনুরূপভাবে, প্রাচীনকাল থেকেই নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর সাথে কাফিরদের এ কুপ্রথাই চলে আসছে এবং তারা রসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এতে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অন্তর মুবারকের শান্তনা দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
১১: এবং তাদের নিকট কোন রসূল আসতেন না, কিন্তু তার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো (১৪)।	وَ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (١١)
১২: এভাবেই, আমি এ ঠাট্টা-বিদ্রূপকে সেসব অপরাধীদের (১৫) অন্তরগুলোর মধ্যে পথ প্রদান করি,	كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ (١٢)
১৩: তারা সেটার উপর (১৬) ঈমান আনে না এবং পূর্ববর্তীদের এ রূপ প্রথাই গত হয়েছে (১৭)।	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ (١٣)
১৪: এবং যদি আমি তাদের জন্য আসমানে কোন দরজা খুলে দিই, যেন দিনের বেলায় তারা তাতে আরোহন করে,	وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ (١٤)
১৫: তবুও তারা একথাই বলতো, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে (১৮)।' রুকূ'-২	لَقَالُوْۤا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ (١٥)
১৬: এবং নিশ্চয় আমি আসমানের মধ্যে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছি (১৯) এবং সেগুলোকে প্রত্যক্ষকারীদের জন্য সুশোভিত করেছি (২০)।	وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ (١٦)
১৭: এবং সেটাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে সংরক্ষণ করেছি (২১),	وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (١٧)
১৮: কিন্তু যে চুরি করে গোপনে শোনার জন্য যায়, তখন তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা (২২)।	اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ (١٨)
১৯: এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে নোঙ্গর স্থাপন করেছি (২৩), আর সেটার মধ্যে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উদগত করেছি।	وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُوْنٍ (١٩)

টীকা-১৫: অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের

টীকা-১৬: অর্থাৎ নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অথবা কুরআনের উপর

টীকা-১৭: যে, তারা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে অস্বীকার করে আল্লাহ এর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হতে থাকে। এমতাবস্থা তাদেরই। সুতরাং তাদের আল্লাহ এর শাস্তিকে ভয় করা উচিত।

টীকা-১৮: অর্থাৎ- যেসব কাফিরের হঠকারিতা এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, যদি তাদের জন্য আসমানের দরজাও খুলে দেয়া হয়, তাদের জন্য তাতে আরোহন করাও সহজ করে দেয়া হয় এবং দিনের বেলায়ই তা অতিক্রম করে ও স্বচক্ষে দেখে নেয়, তবুও তারা মানবেনা, বরং একথা বলে বসবে, "আমাদের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করা হয়েছে এবং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।" সুতরাং যখন স্বচক্ষে অবলোকন করেও তাদের বিশ্বাস হয়নি, তখন ফিরিশতাদের আগমন ও সাক্ষ্য দেয়া, যা তারা দাবী করছে, তাদের কি উপকার করবে?

টীকা-১৯: যা গ্রহ-নক্ষত্রের তিথিসমূহ (রাশিচক্র)। এগুলোর সংখ্যা সর্বমোট বারটা: ১) মেষ, ২) বৃষ, ৩) মিথুন, ৪) কর্কট, ৫) সিংহ, ৬) তুলা, ৭) বৃশ্চিক, ৮) ধনু, ৯) মকর, ১০) কুম্ভ, ১১) মীন এবং ১২) কন্যা।

টীকা-২০: তারকাসমূহ দ্বারা।

টীকা-২১: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "শয়তানরা আসমানসমূহে প্রবেশ করতো এবং সেখানকার খবরসমূহ জ্যোতিষীদের নিকট নিয়ে আসতো। যখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন শয়তানদেরকে তিন আসমান থেকে রুখে দেয়া হয়। যখন হযরত সায়্যিদে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বেলাদত শরীফ হলো তখন সমস্ত আসমান থেকেই রুখে দেয়া হলো।

টীকা-২২: ' শিহাব' (شهاب) ঐ নক্ষত্রকে বলা হয়, যা অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল হয়। আর ফিরিশতাগণ তা দ্বারা শয়তানদের প্রহার করে।

টীকা-২৩: পর্বতসমূহের, যাতে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় থাকে এবং নড়াচড়া না করে।

টীকা-২৪: শস্য ও ফলমূল ইত্যাদি।
টীকা-২৫: বাঁদী, গোলাম, চতুষ্পদ প্রাণী ও ভৃত্য ইত্যাদি।
টীকা-২৬: 'ভান্ডারসমূহ থাকা' মানে- 'ক্ষমতা ও ইখতিয়ার থাকা। অর্থ এ'যে, আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম- যতই ইচ্ছা করি এবং যে পরিমাণ হিকমত বা প্রজ্ঞার চাহিদা হয়।'
টীকা-২৭: যা আবাদিগুলোকে পানি দ্বারা ভর্তি ও উর্বর করে দেয়।
টীকা-২৮: যে, পানি তোমাদের ইখতিয়ারাধীন হবে, অথচ সেটার প্রতি তোমাদের চাহিদা রয়েছে। এতে আল্লাহ তাআ'লা এর কুদরত এবং বান্দাদের অক্ষমতার উপর মহাপ্রমাণ রয়েছে।
টীকা-২৯: অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আমিই চিরস্থায়ী। আর মালিকানার দাবিদারের মালিকানা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সমস্ত মালিকের মালিক স্থায়ী থাকবেন।

২০: এবং তোমাদের জন্য সেটার মধ্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি (২৪) এবং তাদের জন্যও, যাদের তোমরা জীবিকাদাতা নও (২৫)।

وَ جَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيۡهَا مَعَايِشَ وَمَنۡ لَّسۡتُمۡ لَهٗ بِرٰزِقِيۡنَ (٢٠)

২১: এবং এমন কোন বস্তু নেই, আমার নিকট যেটার ভান্ডার নেই (২৬)। এবং আমি সেটাকে অবতীর্ণ করিনা, কিন্তু এক পরিজ্ঞাত পরিমাণে।

وَاِنۡ مِّنۡ شَىۡءٍ اِلَّا عِنۡدَنَا خَزَآٮِٕنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ (٢١)

২২: এবং আমি বায়ুসমূহ প্রেরণ করেছি মেঘমালার বহনকারী রূপে (২৭), অতঃপর আমি আসমান থেকে ভারী বর্ষণ করেছি, অতঃপর তা তোমাদেরকে পান করতে দিয়েছি এবং তোমরা তার কোন খাজাঞ্চি নও (২৮)।

وَاَرۡسَلۡنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسۡقَيۡنٰكُمُوۡهُ ۚ وَمَاۤ اَنۡتُمۡ لَهٗ بِخٰزِنِيۡنَ (٢٢)

২৩: এবং নিশ্চয়ই আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই মালিক (২৯)।

وَاِنَّا لَنَحۡنُ نُحۡىٖ وَنُمِيۡتُ وَنَحۡنُ الۡوٰرِثُوۡنَ (٢٣)

২৪: এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে তোমাদের মধ্যে যারা আগে অগ্রসর হয়েছে এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে যারা তোমাদের মধ্যে পেছনে রয়েছে (৩০),

وَلَقَدۡ عَلِمۡنَا الۡمُسۡتَقۡدِمِيۡنَ مِنۡكُمۡ وَلَقَدۡ عَلِمۡنَا الۡمُسۡتَاۡخِرِيۡنَ (٢٤)

২৫: এবং নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক তাদেরকে ক্বিয়ামতে উঠাবেন (৩১)। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময়। রুকূ'-৩

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحۡشُرُهُمۡ ؕ اِنَّهٗ حَكِيۡمٌ عَلِيۡمٌ (٢٥)

২৬: এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে (৩২) ঠনঠনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, যা প্রকৃতপক্ষে এক কালো গন্ধযুক্ত কাদা ছিলো (৩৩)।

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ ۚ (٢٦)

টীকা-৩০: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ এবং হযরত মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উম্মাত, যারা সমস্ত উম্মতের পরেই আসবে। অথবা ঐসব লোক, যারা আনুগত্য ও সৎকাজে অগ্রগামী হয়, আর যারা আলস্য করে পেছনে থেকে যায়। অথবা যারা মর্যাদা লাভের নিমিত্ত আগে বাড়ে, আর যারা কোনো ওজর বশত: পেছন থেকে যায়।
শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) থেকে বর্ণিত- নবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) জামাআত সহকারে নামাজের প্রথম কাতারের ফযীলত বর্ণনা করলে, সাহাবা কিরাম প্রথম কাতারে স্থান লাভ করার জন্য অত্যন্ত তৎপর হলেন এবং তাঁদের ভিড় হতে লাগলো, আর যেসব হযরতের বাসস্থান মসজিদ শরীফ থেকে দূরে অবস্থিত ছিলো, তাঁরা দূরবর্তী বাসস্থান বিক্রি করে নিকটে ঘর ক্রয়ের জন্য প্রস্তুতি নিলেন যাতে প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া থেকে কখনো বঞ্চিত না হন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, সাওয়াব 'নিয়ত' বা সংকল্পের উপরেই নির্ভরশীল আর আল্লাহ তাআ'লা অগ্রগামীদেরকেও জানেন, আর যাঁরা যুক্তিসঙ্গত কারণে পেছনে রয়ে গেছেন তাদেরকেও জানেন। তাঁদের 'নিয়ত' বা মনের ইচ্ছা ও সংকল্প সম্পর্কেও অবগত আছেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়।
টীকা-৩১: যে, অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটেছে।
টীকা-৩২: অর্থাৎ হযরত আদম (عَلَيۡهِ السَّلَامُ) কে শুষ্ক
টীকা-৩৩: আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত আদম (عَلَيۡهِ السَّلَامُ) কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন যমীন থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিলেন। তা পানিতে মিশিয়ে খামীর করলেন। যখন সেই কাদামাটি কালো বর্ণের আকার ধারণ করলো এবং তাতে গন্ধের সৃষ্টি হলো, তখন তাতে মনুষ্য আকৃতি তৈরি করলেন। অতঃপর তা শুকিয়ে গেলো। তারপর যখন সেটার ভিতর বাতাস প্রবেশ করতো তখন তা বাজতো এবং সেটার মধ্যে আওয়াজ সৃষ্টি হতো। যখন সূর্যের তাপে তা একেবারে শুকনো

ও পাকা পোক্ত হয়ে গেলো তখন সেটার মধ্যে রূহ ফুৎকার করলেন আর তা 'মানুষ' হয়ে গেলো।

টীকা-৩৪: যা আপন তাপ ও সুক্ষ্মতার কারণে লোমকূপগুলোতে ঢুকে পড়ে।

টীকা-৩৫: এবং সেটাকে জীবন দান করি,

টীকা-৩৬: অভিবাদন ও সম্মানের

টীকা-৩৭: এবং হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে সাজদা করেনি, তখন আল্লাহ তাআ'লা

টীকা-৩৮: আসমান ও যমীনবাসীরা তোমার উপর লা'নত করবে। আর যখন ক্বিয়ামত-দিবস আসবে, তখন উক্ত লা'নতের সাথে চিরস্থায়ী শাস্তিতে গ্রেফতার করা হবে, যা থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। একথা শুনে শয়তান

টীকা-৩৯: অর্থাৎ রোজ ক্বিয়ামত পর্যন্ত। এতে শয়তানের এ উদ্দেশ্য ছিলো যে, সে যেন কখনো মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। কেননা, ক্বিয়ামতের পর কেউ মরবে না। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তো সে অবকাশ চেয়েই নিলো। কিন্তু তার এ প্রার্থনা আল্লাহ তাআ'লা এভাবে কবুল করলেন যে,

টীকা-৪০: যেদিন সমস্ত সৃষ্টিই মরে যাবে। আর তা হচ্ছে 'প্রথম ফুৎকার'। সুতরাং শয়তানের মৃত থাকার সময়সীমা হবে- 'প্রথম ফুৎকার' থেকে দ্বিতীয় ফুৎকার' পর্যন্ত - চল্লিশ বছর। আর তাকে এ পরিমাণ অবকাশ দেয়া তার সম্মানের জন্য নয়, বরং তার বিপদ, দুর্ভাগ্য ও শাস্তি-বৃদ্ধির জন্যই। একথা শুনে শয়তান

টীকা-৪১: অর্থাৎ পৃথিবীতে পাপাচারসমূহের প্রতি উৎসাহিত করবো

টীকা-৪২: অন্তরসমূহে প্ররোচনা সৃষ্টি করে

টীকা-৪৩: যাদেরকে তুমি তাওহীদ ও ইবাদতের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছো, তাদের প্রতি শয়তানের প্ররোচনা এবং তার চক্রান্ত চলবেনা।

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ (٢٧)

২৭: এবং জ্বীন জাতিকে তাদের পূর্বে সৃষ্টি করেছি ধোঁয়া বিহীন আগুন থেকে (৩৪)।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (٢٨)

২৮: এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টিকারী ঠনঠনে মাটি থেকে, যা দুর্গন্ধময় কালো কাদা থেকেই।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (٢٩)

২৯: অতঃপর যখন আমি সেটাকে ঠিক করে দিই এবং সেটার মধ্যে আমার নিকট থেকে বিশেষ সম্মানিত রূহ ফুৎকার করে দিই (৩৫), 'তখন সেটার (৩৬) নিমিত্ত সাজদাবনত হয়ে পড়ো।'

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (٣٠)

৩০: তখন যত ফিরিশতা ছিলো সবই একত্রে সাজদাবনত হয়ে পড়লো,

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (٣١)

৩১: ইবলীস ব্যতীত, সে সাজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করলো (৩৭)।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (٣٢)

৩২: ইরশাদ করলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কী হয়েছে যে, সাজাদাকারীদের থেকে পৃথক রয়েছো?'

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (٣٣)

৩৩: বললো, 'আমার জন্যে শোভা পায় না যে, মানুষকে সাজদা করবো, যাকে তুমি ঠনঠনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো যা কালো, গন্ধযুক্ত কাদা থেকেই ছিলো।'

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ (٣٤)

৩৪: তিনি বললেন, 'তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত,

وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ (٣٥)

৩৫: এবং নিশ্চয় ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর লা'নত রইলো (৩৮)।'

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (٣٦)

৩৬: বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবকাশ দাও ঐ-দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে (৩৯)।'

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (٣٧)

৩৭: তিনি বললেন, 'তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে,

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (٣٨)

৩৮: সেই পরিজ্ঞাত সময়সীমার দিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে (৪০)।'

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٣٩)

৩৯: বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! এর শপথ যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছো, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্ররোচিত করবো (৪১) এবং নিশ্চয় আমি তাদের সবাইকে (৪২) বিপদগামী করবো,

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (٤٠)

৪০: কিন্তু যাঁরা তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দা রয়েছে (৪৩)।'

টীকা-৪৪: ঈমানদার
টীকা-৪৫: অর্থাৎ যে কাফির তোমার অনুসারী ও অনুগত হয়ে যায় এবং তোমারই অনুসরণের সংকল্প করে নেয়।
টীকা-৪৬: ইবলীসেরও এবং তার অনুসারীদেরও,
টীকা-৪৭: অর্থাৎ সাতটা স্তর। ইবনে জুরায়জ- এর অভিমত হচ্ছে যে, দোযখের সাতটা স্তর রয়েছে: ১) জাহান্নাম, ২) লাযা, ৩) হুতামাহ্, ৪) সা'ঈর, ৫) সাক্বার, ৬) জাহীম ও ৭) হাভিয়াহ্।

৪১: বললেন, 'এপথ সোজা আমার দিকে আসে'
৪২: নিশ্চয়, আমার (৪৪) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই ঐসব পথভ্রষ্ট লোক ব্যতীত, যারা তোমার সঙ্গ দেয় (৪৫)।
৪৩: এবং নিশ্চয় জাহান্নামই তাদের প্রতিশ্রুতি (৪৬),
৪৪: সেটার সাতটা দরজা আছে (৪৭), প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটা অংশ বন্টিত রয়েছে (৪৮)। রুকূ'-৪
৪৫: নিশ্চয় খোদাভীরুরা বাগান ও প্রস্রবণসমূহে থাকবে (৪৯)।
৪৬: 'সেগুলোতে প্রবেশ করো শান্তি সহকারে নিরাপত্তার মধ্যে (৫০)।'
৪৭: এবং আমি তাদের বক্ষসমূহের মধ্যে যা কিছু (৫১) হিংসা-বিদ্বেষ ছিলো সবই টেনে বের করে নিয়েছি (৫২), পরস্পর ভাই-ভাই (৫৩), আসনসমূহের উপর মুখোমুখি হয়ে উপবিষ্ট,
৪৮: না তাদেরকে সেটার মধ্যে কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে, না তাদেরকে তা থেকে বহিষ্কার করা হবে।
৪৯: খবর দিন (৫৪) আমার বান্দাদেরকে যে, নিশ্চয় আমিই হই ক্ষমাশীল, দয়ালু,
৫০: এবং আমার শাস্তিই অতি বেদনাদায়ক শাস্তি।
৫১: এবং তাদেরকে অবস্থাদির কথা শুনান ইব্রাহীমের অতিথিদের (৫৫)।
৫২: যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলো তখন বললো, 'সালাম'(৫৬)। বললো, 'আমরা তোমাদের দিক থেকে ভয় অনুভব করছি (৫৭)।'

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ (٤١)
اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (٤٢)
وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٤٣)
لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ (٤٤)
اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ (٤٥)
اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ (٤٦)
وَ نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ (٤٧)
لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (٤٨)
نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (٤٩)
وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ (٥٠)
وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ (٥١)
اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ (٥٢)

টীকা-৪৮: অর্থাৎ শয়তানের অনুসারীরাও সাত প্রকারে বিভক্ত। তাদের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটা করে স্তর নির্ধারিত রয়েছে।
টীকা-৪৯: তাদেরকে বলা হবে যে,
টীকা-৫০: আর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করো নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে, না এখান থেকে বহিস্কৃত হবে, না মৃত্যু আসবে, না কোনো বিপদ প্রকাশ পাবে, না কোনো ভয়-ভীতি, না দুঃখ-দুর্দশা।
টীকা-৫১: পৃথিবীতে
টীকা-৫২: এবং তাদের অন্তরসমূহকে হিংসা-বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও শত্রুতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করে দিয়েছি, তারা
টীকা-৫৩: একে অপরের সাথে ভালোবাসা রাখে এমন। হযরত আলী মুরতাদা (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "আমি আশা করি যে, আমি, ওসমান, তালহা ও যুবায়র তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমাদের অন্তরসমূহ থেকে হঠকারিতা ও শত্রুতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বের করে নেয়া হয়েছে। আমরা পরস্পর খাঁটি ভালবাসা রাখি।" এতে রাফেযী (শিয়া সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ)-এর দাবীর খণ্ডন রয়েছে।
টীকা-৫৪: হে মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
টীকা-৫৫: যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআ'লা এ জন্য প্রেরণ করেছিলেন যে, তাঁরা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে সন্তানের সুসংবাদ দেবেন এবং হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবেন। সেই অতিথিরা ছিলেন হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কতিপয় ফিরিশতা সহকারে।
টীকা-৫৬: অর্থাৎ ফিরিশতারা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে 'সালাম' করলেন এবং তাঁর প্রতি অভিবাদন ও সম্মান জানালেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে
টীকা-৫৭: এজন্য যে, তারা বিনা অনুমতিতে ও অসময়ে এসেছিলেন এবং খাদ্য আহার করেননি।

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (٥٣)

৫৩: তারা বললো, 'আপনি ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি (৫৮)।'

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ (٥٤)

৫৪: বললো, 'তোমরা কি আমাকে এতদ্বসত্ত্বেও সুসংবাদ দিচ্ছো যে, আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি? এখন কি বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছো (৫৯)?'

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ (٥٥)

৫৫: বললো, 'আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি (৬০), আপনি হতাশ হবেন না।'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ (٥٦)

৫৬: বললো, 'আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে কে হতাশ হয়? কিন্তু তারাই, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (৬১)।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ (٥٧)

৫৭: বললো, 'অতঃপর তোমাদের কি কাজ রয়েছে, ফিরিশতারা (৬২)?'

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ (٥٨)

৫৮: তারা বললো, 'আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছি (৬৩),

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥٩)

৫৯: কিন্তু লূতের পরিবারবর্গ, তাদের সবাইকে আমরা রক্ষা করবো (৬৪),

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٦٠)

৬০: কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে (নয়),আমরা স্থির করেছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত (৬৫)।' রুকূ'-৫

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلُوْنَ (٦١)

৬১: অতঃপর যখন লূতের ঘরে ফিরিশতারা আসলো (৬৬),

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ (٦٢)

৬২: বললো, 'তোমরা কিছুসংখ্যক অপরিচিত লোক হও (৬৭)।'

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (٦٣)

৬৩: বললো, 'বরং আমরা তো আপনার নিকট সেটাই (৬৮) নিয়ে এসেছি, যে বিষয়ে এসব লোক সন্দিহান ছিলো (৬৯)।'

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٦٤)

৬৪: এবং আমরা আপনার নিকট সত্য নির্দেশ নিয়ে এসেছি এবং আমরা নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ (٦٥)

৬৫: 'সুতরাং আপনি নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে রাতের কিছু অংশ থাকতে বের হয়ে যান এবং আপনি তাদের পেছনে চলুন, আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায় (৭০) এবং যেখানে যাবার নির্দেশ রয়েছে সোজা সেখানে চলে যান (৭১)।'

টীকা-৫৮: অর্থাৎ হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর। এর উপর হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-৫৯: অর্থাৎ এমনই বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়া আশ্চর্যজনক ও বিরল। সন্তান কিভাবে হবে? আমাদেরকে কি আবারও যৌবন দান করা হবে, না এমনই অবস্থায় পুত্র সন্তান দান করা হবে? ফিরিশতাগণ

টীকা-৬০: আল্লাহ এর ফায়সালা এ মর্মে কার্যকর হলো যে, আপনার পুত্র সন্তান হবে এবং তাঁর বংশধরগণ খুব বিস্তৃত হবে।

টীকা-৬১: অর্থাৎ আমি তাঁর অনুগ্রহ থেকে হতাশ নই। কেননা, 'অনুগ্রহ' থেকে হতাশ হয় কাফিররাই। অবশ্য, তাঁর নির্ধারিত নিয়ম, যা পৃথিবীতে জারি আছে তার ভিত্তিতে একথা আশ্চর্যজনক মনে হলো। আর হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) ফিরিশতাদেরকে

টীকা-৬২: এ সুসংবাদ প্রদান ছাড়া আর কি কাজ আছে, যার নিমিত্ত তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে?

টীকা-৬৩: অর্থাৎ লূত-এর সম্প্রদায়ের প্রতি যে, আমরা তাদেরকে ধ্বংস করবো।

টীকা-৬৪: কেননা, তারা ঈমানদার,

টীকা-৬৫: আপন কুফরের কারণে।

টীকা-৬৬: সুশ্রী যুবকদের আকৃতিতে এবং হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) আশঙ্কা বোধ করলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের প্রতি উদ্যত হবে। সুতরাং তিনি ফিরেশতাদেরকে

টীকা-৬৭: "নাতো এখানকার বাসিন্দা হও, না কোনো মুসাফিরের চিহ্ন তোমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেন এসেছো?" ফিরিশতাগণ

টীকা-৬৮: শাস্তি, যা অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আপনি আপন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতেন,

টীকা-৬৯: এবং আপনাকে অস্বীকার করতো।

টীকা-৭০: (এবং এটা না দেখে) যে, সম্প্রদায়ের উপর কী কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তারা কোন শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে।

টীকা-৭১: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, নির্দেশ ছিলো সিরিয়া চলে যাবার।

টীকা-৭২: এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হবে।

টীকা-৭৩: অর্থাৎ 'সাদ্দূম' শহরের বাসিন্দাগণ, হযরত লূত (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা, হযরত লূত (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর নিকট সুশ্রী যুবকদের আগমনের সংবাদ শুনে কু-উদ্দেশ্যে ও অপবিত্র ইচ্ছা পোষণ করে

টীকা-৭৪: এবং অতিথির প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক। তোমরা তাদের অবমানার সংকল্প করে

অনুবাদ	আয়াত
৬৬: এবং আমি তাকে এই হুকুমের ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছি যে, ভোর হতেই সেই কাফিরদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে (৭২)।	وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ (٦٦)
৬৭: এবং নগরবাসীরা (৭৩), উল্লাসিত হয়ে উপস্থিত হলো।	وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ (٦٧)
৬৮: লূত বললো, 'এরা আমার অতিথি (৭৪), তোমরা আমাকে লজ্জিত করোনা (৭৫)।	قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ (٦٨)
৬৯: এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে অপমানিত করোনা (৭৬)।'	وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ (٦٩)
৭০: বললো, 'আমরা কি তোমাকে নিষেধ করিনি যেন অন্যান্যদের মামলায় হস্তক্ষেপ না করো?'	قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (٧٠)
৭১: বললো, 'এই সম্প্রদায়ের নারীরা আমার কন্যা। যদি তোমাদের করতে হয় (৭৭)।'	قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ (٧١)
৭২: হে মাহবুব! আপনার প্রাণের শপথ (৭৮), নিশ্চয় তারা আপন নেশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করছে।	لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (٧٢)
৭৩: অতঃপর দিবালোক আরম্ভ হতেই মহা-নাদ তাদেরকে পেয়ে বসলো (৭৯)।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ (٧٣)
৭৪: অতঃপর আমি উক্ত বস্তির উপরের অংশ সেটার নিচের অংশ করে দিলাম (৮০) এবং তাদের উপর কংকর-পাথর বর্ষণ করেছি।	فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ (٧٤)
৭৫: নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ (٧٥)
৭৬: এবং নিশ্চয় সেই বস্তি ঐ পথের উপর রয়েছে যা এখনো চলমান (৮১)।	وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ (٧٦)
৭৭: নিশ্চয়, এর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٧٧)
৭৮: নিশ্চয় জঙ্গলবাসীরা অবশ্যই যালিম ছিলো (৮২)।	وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ (٧٨)
৭৯: সুতরাং আমি তাদের থেকে বদলা নিয়েছি (৮৩), এবং নিশ্চয়ই উভয় বস্তি (৮৪) প্রকাশ্য রাস্তার পাশে অবস্থিত (৮৫)।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ (٧٩)

টীকা-৭৫: কারণ, অতিথির অবমাননা অতিথি সেবকের জন্য অসম্মান ও লজ্জার কারণ হয়ে থাকে।

টীকা-৭৬: তাদের সাথে মন্দ ইচ্ছা পোষণ করে এতদভিত্তিতে, সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে

টীকা-৭৭: তবে তাদের সাথে বিবাহ করে নাও এবং হারাম থেকে বিরত হও। এখন আল্লাহ তাআ'লা আপন হাবীবে আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সম্বোধন করছেন-

টীকা-৭৮: এবং আল্লাহ এর সৃষ্টির মধ্য থেকে কোন আত্মা আল্লাহ এর দরবারে আপনার পবিত্র আত্মার মতো সম্মান ও উন্নত মর্যাদা রাখেনা এবং আল্লাহ তাআ'লা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর জীবন ব্যতীত অন্য কারো জীবনের শফথ করেননি। এ মর্যাদা শুধু হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এরই রয়েছে। এখানে শপথের পর ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৭৯: অর্থাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ

টীকা-৮০: এভাবে যে, হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এ ভূ-খন্ডকে উঠিয়ে আসমানের নিকটে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করলেন।

টীকা-৮১: এবং কাফিলাসমূহ সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করে, আর আল্লাহ এর গজবের চিহ্নসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

টীকা-৮২: অর্থাৎ কাফির ছিলো। 'আয়কাহ্' বলে বন-জঙ্গলকে। ঐসব লোকের শহর সবুজ জঙ্গলসমূহ ও তৃণভূমির মাঝখানে অবস্থিত ছিলো। আল্লাহ তাআ'লা হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام)- কে তাদের প্রতি রসূল করে প্রেরণ করেছেন আর ঐসব লোক অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে এবং হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৮৩: অর্থাৎ শাস্তি প্রেরণ করে ধ্বংস করেছি,

টীকা-৮৪: অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের শহর ও জঙ্গলবাসীদের।

টীকা-৮৫: যেখানে মানুষ বিচরণ করে এবং দেখে। সুতরাং হে মক্কাবাসীরা! এটা দেখে তোমরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করছোনা?

বাংলা	আরবি
৮০: এবং নিশ্চয় হিজরবাসীরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছিলো (৮৬),	وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸۰﴾
৮১: এবং আমি তাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ দিয়েছি (৮৭), অতঃপর তারা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে (৮৮)।	وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۸۱﴾
৮২: এবং তারা পাহাড়সমূহ কেটে ঘর নির্মাণ করতো নিরাপদ বাসের জন্য (৮৯)।	وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿۸۲﴾
৮৩: অতঃপর তাদেরকে ভোর হতেই মহা-নাদ পেয়ে বসলো (৯০),	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿۸۳﴾
৮৪: সুতরাং তাদের উপার্জন কিছুই তাদের উপকারে আসেনি (৯১)।	فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۴﴾
৮৫: এবং আমি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু এগুলোর মধ্যে রয়েছে, অযথা সৃষ্টি করিনি এবং নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত আগমনকারী (৯২), সুতরাং (হে হাবীব!) আপনি উত্তমরূপে ক্ষমা করুন (৯৩)।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿۸۵﴾
৮৬: নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকেই প্রচুর সৃষ্টিকারী, জ্ঞানী (৯৪)।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿۸۶﴾
৮৭: এবং নিশ্চয় আমি আপনাকে সপ্ত আয়াত প্রদান করেছি, যেগুলো পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় (৯৫) শ্রেষ্ঠত্বসম্পন্ন ক্বুরআন।	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿۸۷﴾
৮৮: আপন চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করে ঐ বস্তুর প্রতি তাকাবেন না, যা আমি তাদের কিছু সংখ্যক যুগলকে ভোগ করার জন্য প্রদান করেছি (৯৬) এবং তাদের জন্য দুঃখিত হবেন না (৯৭), এবং মুসলমানদেরকে আপন দয়ার ডানায় অন্তর্ভুক্ত করে নিন (৯৮)।	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۸﴾

টীকা-৮৬: 'হিজর' হচ্ছে একটা উপত্যকা। এটা মাদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। সামূদ সম্প্রদায় বসবাস করতো। তারা তাদের পয়গাম্বর হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام)- কে অস্বীকার করেছিলো। আর একজন নাবীকে অস্বীকার করা সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে অস্বীকার করার শামিল। কেননা, প্রত্যেক রসূলই সমস্ত নাবীর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেন।

টীকা-৮৭: যেমন- প্রস্তরখন্ডের ভিতর থেকে উষ্ট্রী সৃষ্টি করেছিলাম, যা বহু আশ্চর্যজনক নিদর্শন বহন করতো। যেমন- সেটা বিরাটকায় হওয়া, সৃষ্ট হওয়া মাত্রই বাচ্চা প্রসব করা, অতিমাত্রায় দুধ দেয়া, যা সমগ্র সামূদ সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিলো ইত্যাদি। এসবই হযরত সালিহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)- এর মু'যিজা এবং সামূদ সম্প্রদায়ের জন্য আমার নিদর্শনাদিই ছিলো।

টীকা-৮৮: এবং ঈমান আনেনি।

টীকা-৮৯: যে, তাদের মনে সেটা ভেঙ্গে পড়ার ও সেটাতে সুড়ঙ্গ হবার আশঙ্কা ছিলোনা এবং তারা মনে করতো যে, এ ঘরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারেনা, তাদের উপর কোন বিপদ আসতে পারেনা।

টীকা-৯০: এবং তারা শাস্তিতে আক্রান্ত হয়,

টীকা-৯১: এবং তাদের সম্পদ ও সামগ্রী এবং তাদের মজবুত গৃহাদি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

টীকা-৯২: এবং প্রত্যেকেই তার কর্মফল লাভ করবে।

টীকা-৯৩: হে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। এবং আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতন সমূহ সহ্য করুন।' এর নির্দেশ 'জিহাদ' এর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৯৪: তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেন এবং তিনি আপন সৃষ্টির সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

টীকা-৯৫: অর্থাৎ নামাযের রাকআ'তসমূহে, এবং প্রত্যেক রাকআ'তে পাঠ করা হয় এবং ঐ 'সাত আয়াত' দ্বারা 'সূরা ফাতিহা' বুঝানো হয়েছে, যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৯৬: অর্থ এ যে, 'হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আমি আপনাকে এমন অনুগ্রহ প্রদান করেছি, যেগুলোর সম্মুখে পার্থিব নি'মাতসমূহ তুচ্ছই। সুতরাং আপনি সেসব পার্থিব ভোগ্য সামগ্রী থেকে উর্ধ্বে থাকুন, যেগুলো ইহুদী ও খৃষ্টান প্রমুখ বিভিন্ন শ্রেনীর কাফিরদেকে দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি ক্বুরআনের বদৌলতে প্রত্যেক বস্তু থেকে বেপরোয়া না হয়ে যায়।" অর্থাৎ ক্বুরআন এমন অনুগ্রহ, যার সম্মুখে পার্থিব নি'মাতসমূহ একেবারেই তুচ্ছ।

টীকা-৯৭: (এজন্য) যে তারা ঈমান আনেনি।

টীকা-৯৮: এবং তাদেরকে আপন বদান্যতা দ্বারা ধন্য করুন।

টীকা-৯৯: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) বলেন, ‘বিভক্তকারীগণ’ দ্বারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে, যেহেতু তারা ক্বুরআন কারীমের কিছু অংশের উপর ঈমান আনে, যেটুকু তাদের ধারণায়, তাদের কিতাবের অনুরূপ ছিলো, আর কিছু অংশের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। ক্বাতাদাহ্ ও ইবনে সা-ইব-এর অভিমত হচ্ছে ‘বিভক্তকারীগণ’ দ্বারা ক্বুরাঈশ বংশীয় কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু সংখ্য লোক ক্বুরআনকে ‘যাদু’, কিছু সংখ্যক লোক ‘জ্যোতিঃশাস্ত্র’, আর কিছু সংখ্যক লোক ‘গল্প-কাহিনী’ বলে আখ্যায়িত করতো। অনুরূপভাবে, তারা ক্বুরআন কারীম সম্বন্ধে তাদের অভিমতসমূহকে বিভক্ত করে রেখেছিলো।
এক অভিমত এই যে, ‘বিভক্তকারীদের’ দ্বারা ঐ বারজন লোককে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে কাফিররা মক্কা মুকাররমার পথে নিয়োগ করেছিলো। হজ্জের সময় প্রত্যেক রাস্তার উপর তাদের মধ্য থেকে একজন লোক বসে যেতো এবং তারা আগমনকারীদের বিভ্রান্ত করার এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর বিরোধী করে তোলার জন্য এক একটা কথা নির্ধারণ করে নিতো। কেউ আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে বলতো, “তাঁর কথা বিশ্বাস করো না, কারণ তিনি যাদুকর।” কেউ কেউ বলতো, “তিনি উন্মাদ।” কেউ বলতো, “তিনি জ্যোতিষী।” কেউ বলতো, “তিনি কবি।” এ কথা শুনে লোকেরা যখন কা’বা ঘরের দরজায় আসতো, সেখানে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরাহ উপবিষ্ট থাকতো এবং তারা তাকে নাবী কারীম

সূরাঃ ১৫ হিজর | ৪৮৫ | মানযিল-৩ | পারাঃ ১৪

অনুবাদ	আয়াত
৮৯: এবং বলুন! ‘আমিই হই সুস্পষ্ট সতর্ককারী (ঐ শাস্তি সম্পর্কে)।’	وَقُلْ اِنِّیْۤ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ (٨٩)
৯০: যেভাব আমি বিভক্তকারীদের উপর অবতীর্ণ করেছি,	كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِیْنَ (٩٠)
৯১: যারা আল্লাহ এর কালামকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে (৯৯)।	الَّذِیْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِیْنَ (٩١)
৯২: সুতরাং আপনার প্রতিপালকের শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সকলকেই প্রশ্ন করবো (১০০)	فَوَرَبِّكَ لَنَسْــٴَـلَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ (٩٢)
৯৩: সে সসম্পর্কেই, যা কিছু তারা করতো (১০১)।	عَمَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (٩٣)
৯৪: অতএব, প্রকাশ্যভাবে বলে দিন যে কথার আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (১০২) এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১০৩)।	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ (٩٤)
৯৫: নিশ্চয়ই সেই বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমি আপনার জন্য যথেষ্ঠ (১০৪),	اِنَّا كَفَیْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِیْنَ (٩٥)

(صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করতো এবং বলতো, “আমরা মক্কা মুকাররমাহ্য় আসার পথে শহরের পার্শ্বে তাঁর সম্পর্কে এমন শুনেছি।” তখন সে বলে দিতো, “ঠিক শুনেছো।” এভাবে তারা সৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতো। ঐসব লোককে আল্লাহ তাআ’লা ধ্বংস করেছেন।

টীকা-১০০: রোজ ক্বিয়ামতে।

টীকা-১০১: এবং যা কিছু তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ও ক্বুরআন সম্পর্কে বলতো

টীকা-১০২: এ আয়াতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-কে রিসালাতের প্রচারণা ও ইসলামের দাওয়াতকে প্রকাশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
আব্দুল্লাহ ইবনে ওবায়িদের অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত অবতরণের সময় পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে দেয়া হতো না।

টীকা-১০৩: অর্থাৎ আপন দ্বীনকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মুশরিকদের সমালোচনার পরোয়া করবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না এবং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের জন্যে দুঃখ করবেন না।

টীকা-১০৪: ক্বুরাঈশ গোত্রীয় কাফিরদের পাঁচজন সরদার- ‘আস-ইবনে ওয়াইল সাহমী, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে য়াগূস এবং এবং হারিস ইবনে ক্বায়স আর তাদের সবার নেতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী- এসব লোক নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উপর বহু ধরণের নির্যাতন করতো এবং তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করতো। আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিবের বিরুদ্ধে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) দুআ’ করেছিলেন, “হে প্রতিপালক! একে অন্ধ করে দাও।”
একদিন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) মসজিদে হারামে তাশরীফ রাখছিলেন। উক্ত পাঁচজন নেতা সেখানে আসলো এবং তারা তাদের নিয়ম মোতাবেক তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ মূলক উক্তি করতে লাগলো এবং তাওয়াফে মশগুল হয়ে গেলো।
এমতাবস্থায়, হযরত জিব্রাঈল আমীন (عَلَیۡہِ السَّلَام) হযরত (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে পৌঁছলেন এবং তিনি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্র পায়ের গোছার দিকে, ‘আসের পায়ের তালুর দিকে, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিবের চক্ষুদ্বয়ের দিকে, আসওয়াদ ইবনে য়াগূসের পেটের দিকে এবং হারিস ইবনে ক্বায়সের মাথার দিকে ইঙ্গিত করলেন আর বললেন, “আমি তাদের অনিষ্টের প্রতিরোধ করবো।” সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলো। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা তীর বিক্রেতার দোকানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলো। তার লুঙ্গীতে একটা তীরের ফলা গিয়ে লাগলো। কিন্তু সে

অহংকার বশতঃ তা বের করার জন্য মাথা ঝুঁকালোনা। এতে তার পায়ের গোছায় আঘাত লাগলো। আর সেটার বিষক্রিয়ায় সে মারা গেলো। ‘আস ইবনে ওয়াইলের পায়ে কাঁটা বিধলো এবং তা নজরে আসলোনা। ফলে, তার পা ফুলে গেলো। এর কারণে সেও মরে গেলো। আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিবের চক্ষুদ্বয়ে এমনই ব্যাথা হলো যে, যন্ত্রনায় দেওয়ালে মাথা ঠুকছিলো। আর এমতাবস্থায় মরে গেলো। আর একথা বলতে বলতে মৃত্যুমুখে পতিত হলো, “আমাকে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) হত্যা করেছে।” আর আসওয়াদ ইবনে আবদে য়াগূসের ‘অতি পিপাসার রোগ’ হয়েছিলো। কালবীর বর্ণনায় আছে যে, তার গায়ে ‘লূ’ (হাওয়া) স্পর্শ করেছিলো। ফলে, তার মুখমন্ডলে এতই কালো হয়ে গিয়েছিলো যে, তার পরিবার-পরিজনেরাও তাকে চিনতে পারেনি এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো। এমতাবস্থায় একথা বলে মৃত্যুমুখে পতিত হলো, “আমাকে মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)- এর প্রতিপালক হত্যা করেছে।” আর হারিস ইবনে ক্বায়সের নাক থেকে রক্ত ও পূঁজ নির্গত হতে লাগলো। এতেই তার মৃত্যু ঘটলো। তাদেরই সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

অনুবাদ	আয়াত
৯৬: যারা আল্লাহ এর সাথে অন্য উপাস্য স্থির করে, সুতরাং শীঘ্রই তারা জেনে যাবে (১০৫)।	الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٩٦)
৯৭: এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে যে, তাদের কথায় আপনার অন্তর সংকুচিত হয় (১০৬),	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ (٩٧)
৯৮: সুতরাং আপনি আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন (১০৭)।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ (٩٨)
৯৯: এবং মৃত্যুর মূহুর্ত পর্যন্ত আপন প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে থাকুন।*	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (٩٩)

সূরা নাহল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নাহল (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-১২৮, রুকূ’-১৬

অনুবাদ	আয়াত
১: এখন আসছে আল্লাহ এর নির্দেশ, সুতরাং সেটা ত্বরান্বিত করতে চাইবেনা (২), পবিত্রতা তাঁরই এবং তিনি উর্ধ্বে ঐসব শরীক থেকে (৩)।	اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١)
২: ফিরিশতাদেরকে ঈমানের প্রাণ অর্থাৎ ওহী নিয়ে স্বীয় যেসব বান্দার উপর চান অবতারণ করেন (৪)। সতর্কবাণী শুনাও যে, আমি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং আমাকে ভয় করো (৫)।	يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ (٢)

টীকা-১০৫: আপন পরিণাম সম্পর্কে।

টীকা-১০৬: এবং তাদের তিরস্কার, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং শির্ক ও কুফরের উক্তিগুলো আপনাকে দুঃখ দিতো,

টীকা-১০৭: যে, খোদার ইবাদতকারীদের জন্য তাসবীহ্ ও ইবাদতে মশগুলে থাকা ‘দুঃখের উৎকৃষ্টতম চিকিৎসা’। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো তখন তিনি নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।*

টীকা-১: সূরা নাহল মাক্কী। কিন্তু আয়াত فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ থেকে সূরার শেষাংশ পর্যন্ত যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলো মাদীনা তৈয়্যিবাহ্য় অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য অভিমতও রয়েছে। এ সূরায় ১৬ টি রুকূ’, ১২৮টি আয়াত, ২৮৪০টি পদ এবং ৭৭০৭টি বর্ণ আছে।

টীকা-২: শানে নুযূলঃ যখন কাফিররা প্রতিশ্রুত শাস্তির অবতারণ ও ক্বিয়ামত কায়েম হওয়ার কামনায়, অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ বশতঃ ত্বরা করেছিলো, তখন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, যার জন্য তোমরা ত্বরা করছো তা মোটেই দূরে নয়, অত্যন্ত নিকটে এবং আপন নির্ধারিত সময়ে নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হবে। আর যখনই তা সংঘটিত হবে তখন তোমরা তা থেকে মুক্তি পাবার কোন পথই খুঁজে পাবেনা। আর ঐসব বোত, যেগুলোর তোমরা পূজা করছো, সেগুলো তোমাদের কোন কাজে আসবেনা।

টীকা-৩: তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-৪: এবং তাঁদেরকে নাবূয়্যাত ও রিসালাত সহকারে নির্বাচিত করেন।

টীকা-৫: এবং আমারই ইবাদত করো এবং আমি ব্যতীত অন্য কারো পূজা করোনা। কেননা, আমি হলাম তিনিই যে,

টীকা-৬: যেগুলোর মধ্যে তাঁর তাওহীদের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।
টীকা-৭: অর্থাৎ বীর্য থেকে, যার মধ্যে না আছে কোন অনুভূতি, না আছে কোনো স্পন্দন। অতঃপর আমি সেটাকে আমারই পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা মানুষের 'রূপ' দিয়েছি, শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছি।
শানে নুযূল: এ আয়াত উবাই ইবনে খালাফের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। একদা সে কোন মৃতের গলিত হাড় উঠিয়ে নিয়ে আসলো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলতে লাগলো, আপনার কি এই ধারণা যে, আল্লাহ তাআ'লা এ হাড়টাকে জীবিত করবেন?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং অতি উত্তম জবাব দেয়া হয়েছে যে, 'হাড়তো কিছু না কিছু আকার ধারণ করে। আল্লাহ তাআ'লা একটা ক্ষুদ্র অনুভূতি ও স্পন্দন-শূণ্য ফোঁটা থেকে তোমার মত ঝগড়াটে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এটা দেখেও তুমি তাঁর কুদরতের উপর ঈমান আনছো না।'

সূরাঃ ১৫ হিজর	৪৮৭	মানযিল-৩	পারাঃ ১৪

৩: তিনি আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন (৬), তিনি তাদের শির্কের বহু উর্ধ্বে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳﴾
৪: (তিনি) মানুষকে এক ফোঁটা শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন (৭), সুতরাং তখনই সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿۴﴾
৫: এবং তিনি চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে গরম পোশাক ও বহু উপকার রয়েছে (৮) এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করছো।	وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۵﴾
৬: এবং সেগুলোর মধ্যে শোভা রয়েছে যখন সেগুলোকে সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনো এবং যখন চরার জন্য ছেড়ে দাও।	وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ﴿۶﴾
৭: এবং সেগুলো ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন সব শহরের দিকে, যেখানে তোমরা পৌঁছতে পারোনা, কিন্তু আধমরা হয়ে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু (৯)।	وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷﴾
৮: এবং ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, যাতে সেগুলোর উপর তোমরা আরোহন করো এবং তোমাদের শোভার জন্য। এবং তিনি তা সৃষ্টি করবেন (১০) যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও (১১)।	وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾
৯: মধ্যবর্তী পথ (১২) ঠিক আল্লাহ্ পর্যন্ত এবং কোন কোন পথ রয়েছে বক্র (১৩)। এবং তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে নিয়ে আসতেন (১৪)।	وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۹﴾
রুকূ'-২	
১০: তিনিই হন, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তাতে রয়েছে পানীয় এবং তা থেকেই রয়েছে বৃক্ষ, যা থেকে তোমরা চরিয়ে থাকো (১৫)।	هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿۱۰﴾

টীকা-৮: যে, সেগুলোর বংশধর থেকে সম্পদ বাড়াচ্ছো, সেগুলোর দুধ পান করছো এবং সেগুলোর পিঠে আরোহণ করছো।
টীকা-৯: যে, তিনি তোমাদের উপকার বা আরামের জন্য এসব বস্তু সৃষ্টি করেন।
টীকা-১০: এমন আশ্চর্যজনক ও বিরল বস্তুসমূহ,
টীকা-১১: এর মধ্যে ঐসব বস্তুও এসে গেছে, যেগুলো মানুষের উপকার, সুখ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে আসে এবং তখনো পর্যন্ত মওজুদ হয়নি, কিন্তু আল্লাহ এর, ভবিষ্যতে সেগুলো সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিলো। যেমন- বাষ্পচালিত জাহাজ, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ, বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা চালিত যন্ত্রপাতি, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক মেশিনসমূহ, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ইত্যাদি সংবাদ পৌঁছানোর যন্ত্রাদি ও শব্দ প্রচারণার সামগ্রী এবং আল্লাহ জানেন এতদ্ব্যতীত আরো কতকিছু সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য রয়েছে।
টীকা-১২: অর্থাৎ 'সিরাত-আল-মুস্তাক্বীম' বা 'সরল পথ' ও দ্বীন-ই-ইসলাম। কেননা, দু'স্থানের মধ্যখানে যতই পথ আবিষ্কার করা হয় তন্মধ্যে যে পথটা মধ্যবর্তী হবে তাই সোজা-সরল হবে।
টীকা-১৩: যে পথের পথিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেনা। কুফরের সমস্ত পথই এরূপ।
টীকা-১৪: সঠিক পথে।
টীকা-১৫: আপন আপন পথগুলোকে। এবং আল্লাহ তাআ'লা

টীকা-১৬: বিভিন্ন ধরনের আকৃতি,রং, স্বাদ ও গন্ধের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেসবই একই পানি দ্বারা সৃষ্টি হয় আর প্রত্যেকটার গুণাবলী পরস্পর পৃথক। এসবই আল্লাহ এর নি'মাত।
টীকা-১৭: তাঁর কুদরত, হিকমাত এবং একত্বের,
টীকা-১৮: যে ব্যক্তি এসব বস্তুর মধ্যে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে সে বুঝবে যে, আল্লাহ তাআ'লা স্বাধীন কর্তা এবং উর্ধ্ব ও অধঃজগৎসমূহের সবকিছু তাঁর ক্ষমতাধীন ও ইচ্ছাধীন।
টীকা-১৯: চাই পশুসমূহের শ্রেণী থেকে হোক কিংবা বৃক্ষসমুহ ও ফলমূল থেকে হোক।
টীকা-২০: ফলে, সেটার মধ্যে নৌযানগুলোর উপর আরোহন করে ভ্রমণ করছো অথবা ডুব দিয়ে সেটার নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছো কিংবা তা থেকে শিকার করছো,
টীকা-২১: অর্থাৎ মৎস
টীকা-২২: অর্থাৎ মনি-মুক্তা ও প্রবাল পাথর।
টীকা-২৩: অর্থাৎ ভারী পর্বতসমূহের,
টীকা-২৪: আপন উদ্দেশ্যাদির দিকে।
টীকা-২৫: সৃষ্টি করেন, যেগুলো দ্বারা তোমরা পথের সন্ধান পাও।
টীকা-২৬: স্থলে ও জলে এবং তা দ্বারা তারা পথ ও ক্বিবলার পরিচয় পায়।
টীকা-২৭: এ সব বস্তুকে আপন ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা।
টীকা-২৮: কোন কিছুই, এবং অক্ষম ও ক্ষমতাশূণ্য হয়, যেমন মূর্তি। সুতরাং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কি কখনো শোভা পায় যে, এমন স্রষ্টা ও মালিকের ইবাদাত পরিহার করে অক্ষম ও মূর্তিগুলোর পূজা করবে কিংবা সেগুলোকে ইবাদতের মধ্যে তাঁর শরীক দাঁড় করাবে?
টীকা-২৯: সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা,
টীকা-৩০: যে, তোমরা যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আপন নি'মাতসমূহ থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করেন না।
টীকা-৩১: তোমাদের সমস্ত কথাবার্তা ও কার্যাবলী,

১১: ঐ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য জন্মান এবং যায়তূন, খেজুর ও আংগুর এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল (১৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে (১৭) চিন্তাশীলদের জন্য।

يُنۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ (١١)

১২: এবং তিনি তোমাদের জন্য অনুগত করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে, তাঁরই নির্দেশাধীন রয়েছে। নিশ্চয় এ আয়াতের মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (১৮),

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوۡمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ۙ (١٢)

১৩: এবং তিনি যা তোমাদের জন্য যমীনে সৃষ্টি করেছেন রং-বেরং-এর (১৯)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে স্মরণকারীদের জন্য।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمۡ فِى الۡاَرۡضِ مُخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّذَّكَّرُوۡنَ (١٣)

১৪: এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অধীন করেছেন (২০), যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাংস আহার করো (২১), এবং তা থেকে গয়না আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো (২২), এবং তুমি তাতে দেখতে পাও নৌযানগুলোকে যে, পানির বুক চিরে চলাচল করে, এবং এজন্য যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

وَهُوَ الَّذِىۡ سَخَّرَ الۡبَحۡرَ لِتَاۡكُلُوۡا مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِيًّا وَّتَسۡتَخۡرِجُوۡا مِنۡهُ حِلۡيَةً تَلۡبَسُوۡنَهَا ۚ وَتَرَى الۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيۡهِ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ (١٤)

১৫: এবং তিনি পৃথিবীতে নোঙ্গর স্থাপন করেছেন (২৩), যাতে কখনো তোমাদের নিয়ে কম্পিত না হয় এবং নদীসমূহ ও পথ, যাতে তোমরা রাস্তা পাও (২৪),

وَاَلۡقٰى فِى الۡاَرۡضِ رَوَاسِىَ اَنۡ تَمِيۡدَ بِكُمۡ وَاَنۡهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ۙ (١٥)

১৬: এবং চিহ্নসমূহও (২৫)। আর নক্ষত্রসমূহের সাহায্যেও তারা পথ পায় (২৬)।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُوۡنَ (١٦)

১৭: তবে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন (২৭), তিনি তারই মতো হয়ে যাবেন, যে সৃষ্টি করেনা (২৮)? তবে কি তোমরা উপদেশ মানবেনা?

اَفَمَنۡ يَّخۡلُقُ كَمَنۡ لَّا يَخۡلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ (١٧)

১৮: এবং যদি আল্লাহ এর অনুগ্রহসমূহ গণনা করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা (২৯), নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, দয়ালু (৩০)।

وَاِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ لَا تُحۡصُوۡهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ (١٨)

১৯: এবং আল্লাহ্ জানেন (৩১) যা তোমরা গোপন করো এবং প্রকাশ করো।

وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا تُسِرُّوۡنَ وَمَا تُعۡلِنُوۡنَ (١٩)

টীকা-৩২: অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকে,
টীকা-৩৩: সৃষ্টি করবেই বা কি? যেহেতু
টীকা-৩৪: এবং আপন অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষী এবং সেগুলো
টীকা-৩৫: নির্জীব
টীকা-৩৬: সুতরাং এমনই অক্ষম, নিষ্প্রাণ ও জ্ঞানহীন কিভাবে মাবূদ (উপাস্য) হতে পারে? এসব অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে,

২০: এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যেগুলোর পূজা করে (৩২) সেগুলো কিছুই সৃষ্টি করেনা এবং (৩৩) সেগুলো নিজেরাই সৃষ্ট (৩৪)।

২১: নিষ্প্রাণ (৩৫), জীবিত নয় এবং খবর নেই লোকদেরকে কবে উঠানো হবে (৩৬)।

রুকূ'-৩

২২: তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ (৩৭), সুতরাং ঐসব লোক, যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনেনা, তাদের অন্তর অস্বীকারকারী (৩৮) এবং তারা হচ্ছে অহংকারী (৩৯)।

২৩: বাস্তবক্ষেত্রে আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, নিঃসন্দেহে তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

২৪: এবং যখন তাদেরকে বলা হবে (৪০), 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতারণ করেছেন (৪১)?' তারা বলবে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা (৪২)।'

২৫: যে, রোজ-ক্বিয়ামতে নিজেদের (৪৩) বোঝা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং কিছু বোঝা তাদেরও, যাদেরকে নিজ অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। শুনে নাও! 'তারা কতই নিকৃষ্ট বোঝা বহন করে।'

রুকূ'-৪

২৬: নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরা (৪৪) প্রতারণা করেছিলো, তখন আল্লাহ্ তাদের দেয়ালগুলোকে ভিত্তি থেকে (অপসারণ করে) নিলেন, তখন উপর থেকে তাদের উপর ছাদ ধ্বসে পড়লো এবং শাস্তি তাদের উপর সেখান থেকেই আসলো যেখানকার তাদের খবরই ছিলোনা (৪৫)।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾
اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾
اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾
لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾
لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾
قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

টীকা-৩৭: মহামহিম আল্লাহ, যিনি আপন সত্ত্বা ও গুণাবলীতে তাঁর কোনো শরীক ও সমকক্ষ হওয়া থেকে পবিত্র,
টীকা-৩৮: একত্বের
টীকা-৩৯: যে, সত্য প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সেটার অনুসরণ করে না।
টীকা-৪০: এসব লোক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে,
টীকা-৪১: মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর? তখন
টীকা-৪২: অর্থাৎ মিথ্যা গল্প-কাহিনীসমূহ, মান্য করার মতো কিছুই নয়।
শানে নুযূল: এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অনেক গল্প কাহিনী মুখস্ত করে নিয়েছিলো। তাকে যখন কেউ কুরআন কারীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তখন 'কুরআন শরীফ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব এবং সত্য ও পথ-নির্দেশনায় ভরপুর' এ কথা জানা সত্ত্বেও সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বলতো, "সেটাতো পূর্ববর্তী লোকদের গল্প-কাহিনী মাত্র। এমন বহু গল্প-কাহিনী আমারও জানা আছে।" আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমান, "মানুষকে এভাবে পথভ্রষ্ট করার পরিণতি এই
টীকা-৪৩: পাপরাশির, পথ-ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্ত করার
টীকা-৪৪: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের নাবীগণের সাথে
টীকা-৪৫: এটা একটা উপমা। তা হচ্ছে পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের রসূলগণের সাথে প্রতারণা করার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে তাদের এই পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ধ্বংস করেছিলেন। সুতরাং তাদের অবস্থা এমনই হলো, যেমন কোন সম্প্রদায় কোন সুউচ্চ ইমারত তৈরী করলো। অতঃপর সেই ইমারত তাদের উপর ধ্বসে পড়লো এবং তারা ধংস হয়ে গেলো। তেমনিভাবে কাফিররা আপন প্রতারণাগুলোর কারণে নিজেরাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিলো।

তাফসীরকারকগণ একথা উল্লেখ করেন যে, আয়াতের মধ্যে 'পূর্ববর্তী প্রতারণাকারীগণ দ্বারা' 'কিন'আন- পুত্র নমরূদকেই বুঝানো হয়েছে, যে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগে পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা বড় বাদশাহ ছিলো। সে বাবেল শহরে খুব উঁচু একটা ইমারত নির্মাণ করেছিলো, যার উচ্চতা পাঁচ হাজার গজ ছিলো এবং তার চক্রান্ত এই ছিলো যে, সে এই উচ্চ ইমারত, আপন ধারণা, আসমানের উপর পৌঁছার ও আসমান বাসীদের সাথে যুদ্ধ

করার জন্য নির্মাণ করেছিলো।
আল্লাহ তাআ'লা বায়ু প্রবাহিত করলেন এবং সেই ইমারত তাদের উপর ধ্বসে পড়লো আর ঐসব লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।
টীকা-৪৬: যেগুলো তোমরা গড়ে নিয়েছিলেন এবং
টীকা-৪৭: মুসলমানদের সাথে?
টীকা-৪৮: অর্থাৎ সেই উম্মতগুলোর নাবীগণ ও আলিমগণ, যাঁরা তাদেরকে পৃথিবীতে ঈমানের পথে দাওয়াত দিতেন এবং উপদেশ দিতেন। আর এসব লোক তাদের কথা অমান্য করতো।
টীকা-৪৯: অর্থাৎ শাস্তি
টীকা-৫০: অর্থাৎ কুফরের মধ্যে লিপ্ত ছিলো
টীকা-৫১: এবং মৃত্যুর সময় তাদের কুফর করার কথা অস্বীকার করবে এবং বলবে

সূরাঃ ১৬ নাহল	৪৯০	মানযিল-৩	পারাঃ ১৪

২৭: অতঃপর রোজ ক্বিয়ামতে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার ঐ সমস্ত শরীক (৪৬) যাদের সম্বন্ধে তোমরা বাক বিতন্ডা করতে (৪৭)?' জ্ঞান-সম্পন্নরা (৪৮) বলবে, 'আজ সমস্ত লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল (৪৯) কাফিরদের উপরই,'
২৮: ঐসব লোক, যাদের প্রাণ ফিরিশতাগণ বের করে নেয় এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেদেরই অমঙ্গল করতো (৫০), এখন তারা আত্মসমর্পণ করবে (৫১) যে, 'আমরা তো কোন মন্দ কর্ম করতামনা (৫২)।' হাঁ, কেন নয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কেই, যা কৃতকর্ম ছিলো (৫৩)।
২৯: এখন জাহান্নামের দ্বারগুলোতে প্রবেশ করো, সেখানে সর্বদা থাকো। সুতরাং কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের।
৩০: এবং খোদভীরুদেরকে (৫৪) বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন?' বললো, 'মহাকল্যাণ' (৫৫)। যারা এ পৃথিবীতে সৎকর্ম করেছে (৫৬),

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۷﴾
الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾
فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۹﴾
وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

টীকা-৫২: এর জবাবে ফিরিশতাগণ বলবেন,
টীকা-৫৩: সুতরাং এ অস্বীকার করা তোমাদের জন্য উপকারী নয়।
টীকা-৫৪: অর্থাৎ ঈমানদারগণকে
টীকা-৫৫: অর্থাৎ কুরআন শরীফ, যা সমস্ত সৌন্দর্যের ধারক এবং পূণ্য ও বারাকাতসমূহের প্রস্রবণ আর দ্বীনি ও দুনিয়াবী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পূর্ণতা সমূহের উৎস।
শানে নুযূল: আরবীয় গোত্রগুলো হজ্জের দিনগুলোতে হযরত নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর অবস্থাদির অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মুকাররমায় দূত প্রেরণ করতো। ঐ দূত মক্কা মুকাররমায় পৌঁছতো এবং শহরের পাশে রাস্তাগুলোর উপর কাফিরদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত লোকদের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটতো (যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে), তখন এ প্রতিনিধিরা তাদের নিকট নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করতো। এসব লোক বিভ্রান্ত করার কাজে নিয়োজিত থাকতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হযরতকে 'যাদুকর' বলতো, কেউ কেউ বলতো 'জ্যোতষী', কেউ কেউ 'কবি' কেউ কেউ 'মিথ্যুক' এবং কেউ কেউ 'উন্মাদ' বলতো। তদসঙ্গে একথাও বলতো, "তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করোনা। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।"
জবাবে দূতগুলো বলতো, "যদি আমরা মক্কা মুকাররমাহ্য় পৌঁছে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাই, তবে আমরা অনুপযুক্ত দূত হয়ে যাবো। এমন করলে দূতের স্বীয় পদের দায়িত্ব পরিহার করা এবং সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আমাদেরকে অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য তাঁর আপন ও পর সবার নিকট থেকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং যা কিছু আমরা জানতে পারবো সবকিছু সম্পর্কে কোনো প্রকার কমবেশি করা ছাড়াই সম্প্রদায়ের লোকজনদের অবহিত করা।"
এ ধারণায় এসব লোক মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করে ও রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাহাবীদের সাথেও সাক্ষাত করতো এবং তাঁদের নিকট থেকেও তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতো। সাহাবা কিরাম তাদেরকে সমস্ত অবস্থা বলতেন। নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর অবস্থাদি, পূর্ণতাসমূহ এবং কুরআন কারীমের বিষয়বস্তুগুলো সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতেন। তাঁদের উল্লেখ এ আয়াত শরীফে করা হয়েছে।
টীকা-৫৬: অর্থাৎ ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।

টীকা-৫৭: অর্থাৎ পবিত্র জীবন, বিজয়, সাফল্য ও প্রশস্ত জীবিকা ইত্যাদি নি'মাত।
টীকা-৫৮: এবং পরকালে,
টীকা-৫৯: এবং এগুলো জান্নাত ব্যতীত কোন ব্যক্তির ভাগ্যে অন্য কোথাও জুটবে না।
টীকা-৬০: অর্থাৎ তারা শিরক ও কুফর থেকে পবিত্র হন, তাঁদের কথাবার্তা, কার্যাবলী, চরিত্র ও চালচলন কলুষমুক্ত হয়, ইবাদত-বন্দেগী তাঁদের নিত্যসঙ্গী

তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে (৫৭) এবং নিশ্চয় (৫৮) পরকালীন আবাস সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় কতই উৎকৃষ্ট আবাস পরহেয্গারদের।
৩১: বসবাস করার বাগান, যেগুলোতে তারা প্রবেশ করবে, সেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহমান, সেখানে তারা পাবে যা চাইবে (৫৯)। আল্লাহ্ এমনই পুরস্কার দেন পরহেযগারদেরকে,
৩২: ঐসব লোক, যাদের প্রাণ বের করে ফিরিশতাগণ পবিত্র থাকা অবস্থায় (৬০), এ কথা বলতে বলতে যে, 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর (৬১), জান্নাতে প্রবেশ করো আপন কৃতকর্মের প্রতিদান হিসাবে।'
৩৩: তারা কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে (৬২)? কিন্তু এরই যে, ফিরিশতাগণ তাদের নিকট আসবে (৬৩), অথবা আপনার প্রতিপালকের শাস্তি আসবে (৬৪)। তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করেছে (৬৫)। এবং আল্লাহ্ তাদের উপর কোন যুলুম করেননি। হ্যাঁ, তারা নিজেরাই (৬৬) নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করতো।
৩৪: সুতরাং তাদের মন্দ উপার্জনগুলো তাদেরই উপর আপতিত হলো (৬৭) এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো তা (৬৮), যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

রুকূ'-৫

৩৫: এবং মুশরিকরা বললো, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে পূজা করতাম না, না আমরা, না আমাদের পিতৃপুরুষেরা এবং না তাঁর থেকে পৃথক হয়ে (আমরা) কোন বস্তুকে হারাম স্থির করতাম (৬৯)।' অনুরূপই তাদের পূর্ববর্তীরা করেছে (৭০), সুতরাং রসূলগণের কর্তব্য কি? কিন্তু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া (৭১)।

حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُتَّقِيْنَ (۳۰)
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ
كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ (۳۱)
الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ
يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۳۲)
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ
كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۳۳)
فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (۳۴)
وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا
عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَاۤ
اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ
كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ
عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (۳۵)

হয়, হারাম বা নিষিদ্ধ কোন কিছুর কালিমা দ্বারা তাঁদের কর্মের আঁচল কলঙ্কিত হয় না, প্রাণ হননের সময় তাদেরকে বেহেশত, আল্লাহ এর সন্তুষ্টি, করুণা ও সম্মানের সুসংবাদ দেয়া হয়। এমতাবস্থায়, মৃত্যু তাঁদের নিকট আরামদায়ক মনে হয়। আর 'রূহ' সুখ ও আনন্দের সাথে দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং ফিরিশতাগণও সসম্মানে তা বের করে নেন। (খাযিন)
টীকা-৬১: বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর নিকটতম মুহূর্তে মু'মিন বান্দার নিকট ফিরিশতা এসে বলেন, "হে আল্লাহ এর বন্ধু! তোমার উপর সালাম এবং আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে সালাম বলেছেন। আর পরকালে তাদেরকে বলা হবে,
টীকা-৬২: কাফিরগণ কেন ঈমান আনেনা? তারা কিসের অপেক্ষায় আছে?
টীকা-৬৩: তাদের রূহগুলো বের করার জন্য।
টীকা-৬৪: পৃথিবীতে অথবা ক্বিয়ামত দিবসে।
টীকা-৬৫: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের কাফিরগণও, তারা কখনো অস্বীকার করার মতো অপকর্মের উপর অটল থাকে।
টীকা-৬৬: কুফর অবলম্বন করে,
টীকা-৬৭: এবং তারা আপন অপকর্মের শাস্তি পেয়েছে
টীকা-৬৮: শাস্তি,
টীকা-৬৯: যেমন 'বহীরাহ' ও 'সা-ইবাহ' ইত্যাদি পশু*। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে, তাদের শির্ক করা এবং উক্ত সব বস্তুকে নিষিদ্ধ স্থির করে নেয়া আল্লাহ এর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিক্রমে হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন
টীকা-৭০: অর্থাৎ তারা রসূলগনকে অস্বীকার করেছে এবং হালালকে হারাম করেছে, এমনই ঠাট্টা-বিদ্রূপের কথা বলেছে-
টীকা-৭১: সত্যকে প্রকাশ করে দেয়া এবং শির্ক যে বাতিল ও মন্দ সে সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া।

*'বহিরাহ' ও 'সা-ইবাহ' ইত্যাদি পশুর সংজ্ঞা ও অবস্থাদি সম্পর্কে 'সূরা মা-ইদাহ্'র আয়াত ১০৩ এবং টীকা ২৪৬-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

টীকা-৭২: এবং প্রত্যেক রসূলকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেন
টীকা-৭৩: উম্মতগণের
টীকা-৭৪: তারা ঈমান গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে
টীকা-৭৫: তারা তাদের আদি দুর্ভাগ্যের কারণে কুফরের ওপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকে
টীকা-৭৬: যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আ'লা ধ্বংস করেছেন এবং তাদের শহরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। উজাড় হওয়া বস্তিগুলো তাদের ধ্বংসের খবর দিচ্ছে। সেটা দেখে অনুধাবন করো যে, যদি তোমরাও তাদের মতো কুফর ও অস্বীকার এর উপর অটল থাকো তবে তোমাদের পরিণতিও অনুরূপ হওয়া নিশ্চিত।

টীকা-৭৭: হে মুহাম্মদ মোস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। অথচ এসব লোক তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের পথভ্রষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের দুর্ভাগ্য অনাদি কালীন।
টীকা-৭৮: **শানে নুযূলঃ** একজন মুশরিক একজন মুসলমানের নিকট ঋণী ছিলো। মুসলমান মুশরিকের নিকট উক্ত ঋণ পরিশোধ করার দাবী করলেন। কথোপকথনের মধ্যখানে তিনি (মুসলমান) এ বলে আল্লাহ এর শপথ করলেন, "তাঁরই শপথ! যাঁর সাথে আমি মৃত্যুর পর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা রাখি।" এটা শুনে মুশরিক বললো, "তোমার কি এ ধারণা যে, তুমি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে?" এবং মুশরিক শপথ করে বললো যে, আল্লাহ মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন না। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইরশাদ করা হয়েছে-
টীকা-৭৯: অর্থাৎ অবশ্যই উঠাবেন।
টীকা-৮০: এ উঠানোর হিকমত বা রহস্যও তাঁর ক্ষমতা (সম্পর্কে)। নিঃসন্দেহে, তিনি মৃতদেরকেও জীবিত করে উঠাবেন।
টীকা-৮১: অর্থাৎ মৃতদেরকে উঠানোর বিষয়ে যে, তা সত্য,
টীকা-৮২: এবং তাদেরকে জীবিত করার বিষয়টি অস্বীকার করা ভুল।
টীকা-৮৩: সুতরাং মৃতকে জীবিত করা আমার পক্ষে কি কঠিন? (মোটেই নয়।)
টীকা-৮৪: তাঁরই দ্বীনের খাতিরে হিজরত করেছে।
শানে নুযূলঃ ক্বাতাদাহ বলেছেন- এ আয়াত আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁদের উপর মক্কাবাসীরা বহু অত্যাচার করেছে এবং তাঁদেরকে দ্বীনের খাতিরে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিলো। তাদের মধ্যে কেউ 'হাবশাহ" (আবিসিনিয়া) চলে গেলেন। অতঃপর সেখান থেকে মাদীনা তৈয়্যিবাহ'য় আসলেন। আর কেউ কেউ মাদীনা শরীফেই হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা
টীকা-৮৫: সেই মাদীনা তৈয়্যিবাহ্, যাকে আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের জন্য 'হিজরত ভূমি' করেছেন।

৩৬: নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন রসূল প্রেরণ করেছি (৭২) যে, 'আল্লাহ্ এরই ইবাদত করো এবং শয়তান থেকে বাঁচো।' অতঃপর তাদের (৭৩) মধ্যে কাউকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন (৭৪) এবং কারো উপর পথ-ভ্রান্তি সঠিক অবতারণ করেছে (৭৫)। সুতরাং পৃথিবীতে ঘুরেফিরে দেখো কেমন পরিনতি হয়েছে অস্বীকারকারীদের (৭৬)।

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (٣٦)

৩৭: যদি আপনি তাদেরকে হিদায়াত করার আগ্রহ করেন (৭৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎপথ প্রদান করেন না যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٣٧)

৩৮: তারা আল্লাহ এর নামে শপথ করেছে আপন শপথের মধ্যে শেষ সীমার প্রচেষ্টা সহকারে এ মর্মে যে, 'আল্লাহ্ মৃতকে উঠাবেন না (৭৮)। হ্যাঁ, কেন নয় (৭৯), সত্য প্রতিশ্রুতি তাঁরই দায়িত্বে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা (৮০),

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٨)

৩৯: এ জন্য যে, তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে বলে দেবেন যে বিষয়ে বিতন্ডা করতো (৮১), এবং এ জন্য যে, তারা মিথ্যুক ছিলো (৮২)।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ (٣٩)

৪০: যা কিছু আমি ইচ্ছা করি সেটার উদ্দেশ্যে আমার নির্দেশ এটাই হয় যে, আমি বলি, 'হয়ে যাও!' (ফলে), তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় (৮৩)।

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَاۤ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٤٠)

রুকূ'-৬

৪১: এবং যারা আল্লাহ এর পথে (৮৪) আপন ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেয় অত্যাচারিত হয়ে, অবশ্যই আমি তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে উত্তম আবাস দেবো (৮৫),

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ

টীকা-৮৬: অর্থাৎ কাফিররা অথবা ঐসব লোক, যারা হিজরত না করে থেকে গিয়েছিলো। তাঁর পুরস্কার কতই শ্রেষ্ঠ।

টীকা-৮৭: মাতৃভূমি বিচ্ছেদ, কাফিরদের নির্যাতন এবং প্রাণ ও সম্পদ ব্যয় করার উপর।

টীকা-৮৮: এবং তাঁর দ্বীনের কারণে যার সম্মুখীন হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট রয়েছে এবং সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারে সত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছে। আর 'সালিক' (আল্লাহ এর পথের পথিক)- এর জন্য এটাই হচ্ছে যাত্রার চূড়ান্ত স্থান।

টীকা-৮৯: শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার মুশরিকদের খন্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবুওয়্যাত কে এভাবে (বলে) অস্বীকার করেছিলো যে, 'আল্লাহ তাআ'লা এর শান-এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে রসূল বানাবেন।' তাদেরকে বলা হয়েছে যে,

এবং নিশ্চয় আখিরাতের সাওয়াব খুব বড়, কোন প্রকারে লোকেরা জানতো (৮৬)।	وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (۴۱)
৪২: ঐসব লোক, যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (৮৭) এবং আপন প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে (৮৮)।	الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (۴۲)
৪৩: এবং আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি কিন্তু পুরুষকে (৮৯), যাদের প্রতি আমি ওহী করতাম। সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি জ্ঞান না থাকে (৯০),	وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۴۳)
৪৪: স্পষ্ট নিদর্শন ও কিতাবসমূহ সহকারে (৯১)। এবং হে মাহ্‌বূব! আমি আপনার প্রতি এ 'স্মৃতি' অবতীর্ণ করেছি (৯২) যেন আপনি লোকদের নিকট বর্ণনা করেন, যা (৯৩) তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা তাতে চিন্তাভাবনা করে।	بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ؕ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (۴۴)
৪৫: তবে কি যারা মন্দ প্রতারণা করছে (৯৪) এ থেকে ভয় করছেনা যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেবেন (৯৫), কিংবা তাদের প্রতি সেখান থেকেই শাস্তি আসবে, যে স্থান থেকে (শাস্তি আসার) খবরই থাকেনা (৯৬)।	اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ (۴۵)
৪৬: অথবা তাদেরকে চলাফেরা করতে থাকাকালে (৯৭) পাকড়াও করে নেবেন যে, তারা ব্যর্থ করতে পারবেনা (৯৮)।	اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (۴۶)
৪৭: অথবা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে করতে গ্রেফতার করে নেবেন যে, নিশ্চয় প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু (৯৯)।	اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (۴۷)
৪৮: এবং তারা কি দেখেনি যে, যে (১০০) বস্তু আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন সেটার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে (১০১),	اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَآئِلِ

আল্লাহ এর বিধান তো এভাবেই জারী রয়েছে যে, তিনি সবসময় মানবজাতির মধ্য থেকে শুধু পুরুষদেরকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন।'

টীকা-৯০: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, অজ্ঞতার পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করার উপায় হচ্ছে- ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা করা। সুতরাং আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তারা তোমাদেরকে বলে দেবেন আল্লাহ এর বিধান এভাবেই জারি রয়েছে যে, তিনি পুরুষদেরকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন।

টীকা-৯১: তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবাদির জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের নিকট দলিল ও কিতাবের জ্ঞান না থাকে।'

মাসআলা: এ আয়াত থেকে ইমামগণের 'তাক্বলীদ' বা অনুসরণ করা যে ওয়াজিব- তা প্রমাণিত হয়।

টীকা-৯২: অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-৯৩: অর্থাৎ যে নির্দেশ।

টীকা-৯৪: রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে, এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য তৎপর থাকে। আর গোপনে সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। যেমন মক্কার কাফিররা।

টীকা-৯৫: যেমন কারূণকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন।

টীকা-৯৬: সুতরাং অনুরূপেই ঘটেছিলো যে, বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করা হয়েছে, অথচ তারা এটা বুঝতে পারতো না।

টীকা-৯৭: সফরে কিংবা আপন বাসস্থানে থাকা সর্বাবস্থায়

টীকা-৯৮: আল্লাহকে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে।

টীকা-৯৯: সহনশীল থাকেন এবং শাস্তি প্রদানে ত্বরা করেন না।

টীকা-১০০: ছায়াসম্পন্ন

টীকা-১০১: সকালে ও সন্ধ্যায়,

টীকা-১০২: নীচ ও অক্ষম, অনুগত ও বাধ্যগত।
টীকা-১০৩: সাজদা দু'ধরণের। যথা-
এক) যা আনুগত্য ইবাদতের জন্য করা হয়। যেমন- মুসলমানদের সাজদা আল্লাহ এর জন্য।
দুই) যা বশ্যতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য করা হয়। যেমন ছায়া ইত্যাদির সাজদাহ। প্রত্যেক কিছুর সাজদাহ সেটার অবস্থান ও মর্যাদা অনুসারে হয়। মুসলমান ও ফিরিশতাদের সাজদাহ আনুগত্য ও ইবাদতের সাজদাহ এবং তাদের ব্যতীত অন্যান্য জিনিস যেই সাজদাহ করে তা হচ্ছে বশ্যতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য।

سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ (٤٨)
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (٤٩)
يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (٥٠)
وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ (٥١)
وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۭ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ (٥٢)
وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ (٥٣)
ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ (٥٤)
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (٥٥)
وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۭ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ (٥٦)

আল্লাহকে সাজদা করে এবং তারা তাঁরই সম্মুখে হীন (১০২)?

৪৯: এবং আল্লাহ্‌কেই সাজদা করে যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে বিচরণকারী রয়েছে (১০৩)- এবং ফিরিশতাগণ, এবং তারা অহংকার করেনা। (সাজদাহ-৩)

৫০: নিজেদের উপর নিজেদের প্রতিপালকের ভয় রাখে এবং তাই করে যা করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় (১০৪)।

রুকূ'-৭

৫১: এবং আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, 'দু'জন খোদা স্থির করোনা (১০৫)। তিনি তো একমাত্র মা'বূদ। সুতরাং আমাকেই ভয় করো (১০৬)।'

৫২: এবং তাঁরই, যাকিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে এবং তাঁরই আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। তবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করবে (১০৭)?

৫৩: এবং তোমাদের নিকট যত নি'মাত রয়েছে সবই আল্লাহ এর তরফ থেকে। অতঃপর যখন তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শে করে (১০৮) তখন তাঁরই দিকে আশ্রয় নিতে যাও (১০৯)।

৫৪: অতঃপর যখন তিনি তোমাদের নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদের মধ্যে একটা দল আপন প্রতিপালকের শরীক দাঁড় করাতে থাকে (১১০),

৫৫: এজন্য যে, আমার প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সুতরাং কিছু ভোগ করে নাও (১১১) যে, অনতিবিলম্বে জেনে যাবে (১১২)।

৫৬: এবং জ্ঞানহীন বস্তুসমূহের জন্য (১১৩) আমার প্রদত্ত জীবিকা থেকে (১১৪) অংশ নির্ধারণ করে। আল্লাহ এর শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে সে সম্পর্কেই, যা কিছু মিথ্যা রচনা করছিলে (১১৫)।

টীকা-১০৪: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফিরিশতাদের উপরও শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায়। আর যখন একথা প্রমাণিত করা হলো যে, সমস্ত আসমান ও যমীনে যত কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবকিছু আল্লাহ এরই সম্মুখে অবনত ও বিনয়ী, ইবাদতকারী ও অনুগত এবং সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন এবং তাঁরই ক্ষমতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন তখন এটা দ্বারা শির্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।
টীকা-১০৫: কেননা, দু'জন খোদা তো হতেই পারে না।
টীকা-১০৬: আমিই সেই সত্য মা'বূদ, যাঁর কোনো শরীক নেই।
টীকা-১০৭: এতদসত্ত্বেও যে, সত্য মাবূদ শুধু তিনিই?
টীকা-১০৮: চাই দারিদ্রের হোক কিংবা রোগের অথবা অন্যকিছুর,
টীকা-১০৯: তাঁরই নিকট প্রার্থনা করো, তাঁরই দরবারে ফরিয়াদ করো।
টীকা-১১০: এবং সেসব লোকের পরিণতি এটাই হয়,
টীকা-১১১: এবং কিছুদিন এমতাবস্থায় জীবনাতিপাত করে নাও।
টীকা-১১২: যে, সেটার কি পরিণতি হয়েছে।
টীকা-১১৩: অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর জন্য, 'ইলাহ' (উপাস্য) ও ইবাদতের উপযোগী হওয়া এবং উপকার কিংবা অপকার সাধনকারী হওয়া সম্পর্কে সেগুলোর জানাই নেই।
টীকা-১১৪: অর্থাৎ ক্ষেত-খামার ও চতুষ্পদ পশুগুলো ইত্যাদি থেকে।
টীকা-১১৫: প্রতিমাগুলোকে উপাস্য ও নৈকট্যলাভের উপযোগী এবং মূর্তিপূজাকে আল্লাহ এরই নির্দেশ বলে অভিহিত করে।

টীকা-১১৬: যেমন 'খাযা'আহ' ও 'কিনানাহ' সম্প্রদায় দুটির লোকেরা বলতো, "ফিরিশতাগণ আল্লাহ এর কন্যা।" (আল্লাহ এরই পানাহ।)
টীকা-১১৭: তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তি করা চূড়ান্ত বেয়াদবী ও কুফর।
টীকা-১১৮: অর্থাৎ কুফর সহকারে। এটা চরম বেয়াদবীও যে, নিজেদের জন্য পুত্রসন্তানকে পছন্দ করে, কন্যাসন্তানকে অপছন্দ করে, আর আল্লাহ এর জন্য, যিনি সন্তান-সন্ততি থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র এবং যাঁর জন্য সন্তান-সন্ততি নির্ধারিত করা তাঁর প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপ করারই নামান্তর, তাঁরই জন্য সন্তানদের মধ্যে তাই স্থির করে, যাকে নিজেদের জন্য হীন ও লজ্জার কারণ মনে করে।
টীকা-১১৯: গ্লানিতে

৫৭: এবং আল্লাহ এর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করে (১১৬)। পবিত্রতা তাঁরই জন্য (১১৭)। এবং নিজেদের জন্য তা-ই (স্থির করে), যা তাদের মন চায় (১১৮)।
৫৮: এবং যখন তাদের মধ্যে কাউকে কন্যাসন্তান হবার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সারা দিন তার মুখমন্ডল (১১৯) কালো থাকে এবং সে ক্রোধকে হজম করে।
৫৯: লোকদের নিকট থেকে (১২০) আত্মগোপন করে বেড়ায় এ সুসংবাদের গ্লানি হেতু, তাকে কি লাঞ্ছনা সহকারে রাখবে কিংবা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে (১২১)? ওহে! তারা কতই নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করে (১২২)।
৬০: যারা পরকালের উপর ঈমান আনেনা তাদের অবস্থা নিকৃষ্ট, এবং আল্লাহ এর মর্যাদা সবারই উর্ধ্বে (১২৩), এবং তিনি সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

রুকূ'-৮

৬১: এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের যুলুমের উপর পাকড়াও করতেন (১২৪), তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকে ছাড়তেন না (১২৫), কিন্তু তাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন (১২৬)। অতঃপর যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন না এক মুহূর্তকাল পেছনে হটবে, না সম্মুখে বাড়বে।
৬২: এবং আল্লাহ এর জন্য তাই স্থির করে যা (তারা) নিজেদের জন্য অপছন্দ করে (১২৭) এবং তাদের জিহ্বাগুলো মিথ্যাসমূহ বর্ণনা করে যে, তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে (১২৮)।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾
وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾
وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ

টীকা-১২০: লজ্জাবশতঃ
টীকা-১২১: যেমন মুদার, খুযা'আহ ও তামিম গোত্রগুলোর কাফিররা কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলতো।
টীকা-১২২: যে, আল্লাহ তাআ'লা এর জন্য ঐ কন্যাসন্তানদের নির্ধারণ করা, যারা তাদের নিজেদের জন্য এতই ঘৃণিত।
টীকা-১২৩: যে, তিনি পিতা ও পুত্র সবকিছু থেকে পাক-পবিত্র। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত মহিমায় মহিমান্বিত ও পূর্ণতাসূচক গুণাবলীতে গুণবান।
টীকা-১২৪: অর্থাৎ পাপাচারসমূহের কারণে পাকড়াও করতেন এবং শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করতেন,
টীকা-১২৫: সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলতেন। 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী' দ্বারা হয়ত 'কাফিরদের' কথা বুঝানো হয়েছে, যেমন- অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (অর্থাৎ আল্লাহ এর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিচরণকারী হচ্ছে কাফিরগণ।) অথবা অর্থ এই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো বিচরণকারীকে অবশিষ্ট রাখতেন না। যেমন হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যমানায় যা কিছু ভূ-পৃষ্ঠে ছিলো সে সব কিছুকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। শুধু তারাই অবশিষ্ট ছিলো, যারা ভূ-পৃষ্ঠে ছিলনা, হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে কিস্তির মধ্যে ছিলো। অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, অর্থ হচ্ছে যালিমদেরকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তাদের বংশ বিস্তার বন্ধ হয়ে যেতো। অতঃপর পৃথিবীতে কেউ অবশিষ্ট থাকতোনা।'
টীকা-১২৬: আপন অনুগ্রহ, দয়া ও সহনশীলতা দ্বারা। 'নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি' দ্বারা হয়তো জীবনের পরিসমাপ্তি উদ্দেশ্য অথবা ক্বিয়ামত।
টীকা-১২৭: অর্থাৎ কন্যাগণ ও শরীক
টীকা-১২৮: অর্থাৎ বেহেশত। কাফিরগণ নিজেদের কুফর ও অপবাদ দেয়া এবং আল্লাহ এর জন্য কন্যাদের নির্ধারণ করা সত্ত্বেও নিজেরা নিজেদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে ধারণা করতো আর বলতো, 'যদি মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সত্য হন এবং সৃষ্টি তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয়, তবে জান্নাত আমাদেরই মিলবে। কেননা, আমরা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।" তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

টীকা-১২৯: জাহান্নামের মধ্যেই ছেড়ে দেয়া হবে।

টীকা-১৩০: এবং তারা তাদের পাপগুলোকে পূণ্য বলে মনে করলো,

টীকা-১৩১: পৃথিবীতে তারই কথামত চলে আর যারা শয়তানকে আপন সাথী ও কর্ম-নির্দেশকরূপে গ্রহণ করেছে তারা অবশ্যই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে অথবা এযে, শেষ দিবসে শয়তান ব্যতীত তারা অন্য কোন সাথী পাবেনা এবং শয়তান নিজেই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে, তাদেরকে কী সাহায্য করতে পারবে?

টীকা-১৩২: পরকালে।

جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ اَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ (٦٢)

অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং তাদেরকে সীমা থেকে অতিক্রম করানো হবে (১২৯)।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٦٣)

৬৩: আল্লাহ এর শপথ! আমি আপনার পূর্বে বহু উম্মতের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি, তখন শয়তান তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছে (১৩০), সুতরাং সে-ই আজ তাদের সাথী (১৩১) এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (১৩২)।

وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٦٤)

৬৪: এবং আমি আপনার উপর এ কিতাব অবতীর্ণ করিনি (১৩৩), কিন্তু এ জন্য যে, আপনি লোকদের নিকট সুস্পষ্ট করে দেবেন যে কথায় তারা মতভেদ করে (১৩৪) এবং পথ-নির্দেশনা ও দয়া ঈমানদারদের জন্য।

وَ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ (٦٥)

৬৫: এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষন করেন, অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে (১৩৫) পুনর্জীবিত করে দেন সেটার মৃত্যুর পর (১৩৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা (সত্য গ্রহণের) কান রাখে (১৩৭)।

রুকূ’-৯

وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ (٦٦)

৬৬: এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে (গভীর) দৃষ্টি অর্জিত হবার ক্ষেত্র রয়েছে (১৩৮)। আমি তোমাদেরকে পান করাই ঐ বস্তু থেকে, যা সেগুলোর উদরের মধ্যে রয়েছে, গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে, বিশুদ্ধ দুধ, গলা দিয়ে সহজে নেমে যায়, পানকারীদের জন্য (১৩৯)।

টীকা-১৩৩: অর্থাৎ কুরআন শরীফ,

টীকা-১৩৪: ধর্মীয় বিষয়াদি থেকে

টীকা-১৩৫: উদ্ভিদের উৎপাদন থেকে শ্যামল-সজীবতা দান করে।

টীকা-১৩৬: অর্থাৎ ঘাস ও লতাপাতাশুন্য ও শস্যহীন হওয়ার পর।

টীকা-১৩৭: এবং বুঝেশুনে ও চিন্তাভাবনা করে। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যে সত্য সর্বশক্তিমান (আল্লাহ) ভূমিকে সেটার মৃত্যু অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার পর পুনরায় নতুন জীবন দান করেন, তিনি মানুষকে ও তার মৃত্যুর পর নিঃসন্দেহে জীবিত করার উপর শক্তিমান।

টীকা-১৩৮: যদি তোমরা তাতে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করো তবে ফলাফল লাভ করতে পারো এবং আল্লাহ এর প্রজ্ঞা সমূহের নিগূঢ় ও আশ্চর্যজনক রহস্যাদি সম্পর্কে তোমাদের অবগতি অর্জিত হতে পারে।

টীকা-১৩৯: যার মধ্যে কোন বস্তুর সংমিশ্রণের লেশমাত্র নেই, অথচ প্রাণীর শরীরের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের একটিমাত্র স্থান রয়েছে। যেখানে গাছের চারা, ঘাস-পাতা ও ভুষি ইত্যাদি গিয়ে পৌঁছে এবং দুধ, রক্ত ও গোবর সবকিছু উক্ত খাদ্য থেকেই সৃষ্টি হয়, সেগুলোর কোনটাই অপরটার সাথে মিশ্রিত হতে পারেনা। দুধের মধ্যে না রক্তের রং এর লেশমাত্র থাকে, না গোবরের গন্ধ। অতঃপর অত্যন্ত পরিষ্কার পবিত্র বা সুস্বাদু হয়েই বের হয়ে আসে। এ থেকে আল্লাহ এর আশ্চর্যজনক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পূর্বে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার কথা বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ মৃতদের জীবিত করার কথা। কাফিরগণ একথা অস্বীকার করতো এবং এ বিষয়ে তাদের মনে দুটি সংশয় ছিলোঃ- এক) যে বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং যার জীবনই শেষ হয়ে গেছে, সেটার মধ্যে পুনরায় জীবন কিভাবে ফিরে আসবে?” তাদের এ সংশয় পূর্ববর্তী আয়াতে দূরীভূত করা হয়েছে। এভাবে যে, তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, আমি মৃত ভূমিকে শুকিয়ে যাবার পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে জীবন দান করে থাকি। সুতরাং আল্লাহ এর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখার পর কোন সৃষ্টির মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া এমন স্বাধীন ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সত্তার শক্তির মোটেই অতীত নয়।

দুই) “কাফিরদের দ্বিতীয় সংশয় এ ছিলো যে, “যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করলো এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো ও মাটিতে মিশে গেলো, সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা হবে? আর মাটির কণাগুলো থেকে সেগুলোকে কিভাবে পৃথক করা যাবে ?” এ আয়াত শরীফে যেই পরিষ্কার দুধের কথা ইরশাদ করেছেন, তাতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে উক্ত সংশয় ও সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ এর ক্ষমতার এ মহিমা তো প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, তিনি খাদ্যের মিশ্রিত অংশগুলো থেকে বিশুদ্ধ দুধ নির্গত করেন। আর সেটার আশেপাশের জিনিসগুলো মিশ্রিত হবার লেশমাত্রও এর মধ্যে থাকে না। ঐ প্রজ্ঞাময় সত্য প্রভুর ক্ষমতার একথা কিভাবে অতীত হতে পারে যে, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার পর পুনরায় একত্রিত করে দেবেন।

শাক্বীক বলখী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন, “আল্লাহ এর অনুগ্রহের পূর্ণতা এটাই যে, দুধ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ভাবে নির্গত হয়ে থাকে আর তাতে রক্ত ও গোবরের রং ও গন্ধের নাম-নিশানা পর্যন্ত থাকেনা। অন্যথায় অনুগ্রহ পূর্ণ হবে না এবং ‘মানুষের সুস্থ-স্বভাব’ (طبع سلیم) তা গ্রহণ করবে না। যেভাবে বিশুদ্ধ নি’মাত প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, বান্দারও কর্তব্য যেন স্বীয় প্রতিপালকের সাথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে এবং তাঁর কর্মও যেন লোক দেখানো ও মনের কু-প্রবৃত্তির সাথে মিশ্রণ থেকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়। যাতে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয়।

টীকা-১৪০: আমি তোমাদেরকে রস পান করাই

টীকা-১৪১: অর্থাৎ সিরকা, ঘন রস, খুর্মা এবং তাজা খেজুর ইত্যাদি।

৬৭: এবং খেজুর ও আঙ্গুর-ফলের মধ্য থেকে (১৪০) যে, সেটা থেকে ‘পানীয়’ তৈরি করছো এবং উত্তম জীবিকা (১৪১)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।	وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ(۶۷)
৬৮: এবং আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে ‘ইলহাম’ (প্রেরণা দান) করেছেন, ‘পাহাড়সমূহে ঘর নির্মান করো এবং বৃক্ষ সমূহে ও ছাদ সমূহে।	وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلَی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُوْنَ(۶۸)
৬৯: অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের ফল থেকে কিছু কিছু আহার করো (১৪২) এবং আপন প্রতিপালকের পথসমূহে চলো, যে গুলো তোমার জন্য নরম ও সহজ (১৪৩)।’ সেটার উদর থেকে এক পানীয় বস্তু (১৪৪) রংবেরং-এর নির্গত হয় (১৪৫), যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে (১৪৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে (১৪৭) চিন্তাশীলদের জন্য (১৪৮)।	ثُمَّ كُلِیْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِیْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ یَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِیْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ(۶۹)

মাসআলা: তাজা খেজুর ও আঙ্গুর ইত্যাদির রস যখন এ পরিমাণ সিদ্ধ করা হয় যে, তার দুই-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে ও ঘন হয়ে যায় তখন সেটাকে (আরবি ভাষায়) ‘নবীয’ (نبیذ) বলা হয় এবং এটা নেশার সীমা পর্যন্ত না পৌঁছলে এবং নেশা সৃষ্টি না করলে, ইমাম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (شَیْخَیْنِ) (رَحِمَهُمُ اللهُ)-মতে তা হালাল। এর পক্ষে এ আয়াত ও বহু হাদীস শরীফ প্রমাণ বহন করে।

টীকা-১৪২: ফলমূলের সন্ধানে

টীকা-১৪৩: আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে, যার তোমাকে ‘ইলহাম’ বা তোমার মনে প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছে, এমনকি তোমার নিকট চলাফেরা করা কষ্টকর নয় এবং তুমি যত দূরেই বের হয়ে যাও না কেন, পথ ভুলে যাও না এবং আপন স্থানেই ফিরে এসে যাও।

টীকা-১৪৪: অর্থাৎ মধু

টীকা-১৪৫: সাদা, হলদে ও লাল,

টীকা-১৪৬: এবং সর্বাধিক উপকারী ঔষধ সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং অধিক বলকারক ঔষধগুলোর পর্যায়ভুক্ত।

টীকা-১৪৭: আল্লাহ তাআ’লা এর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার পক্ষে

টীকা-১৪৮: যে, তিনি একটা দুর্বল ও হীন মৌমাছিকে এমনই চতুরতা ও বুদ্ধি দান করেছেন এবং এমন তীক্ষ্ণ শিল্পকর্ম প্রদান করেছেন। তিনি পাক এবং কোন কিছু তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে তাঁর শরীক হওয়া থেকে পবিত্র। এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনাকারীদের প্রতি এ মর্মেও সতর্ক করা হয় যে, তিনি আপন পরিপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা একটা নগণ্য দুর্বল মৌমাছিকে এই গুণ দান করেন যে, সেটা বিভিন্ন প্রকারের ফল ও ফুল থেকে এমনই তীক্ষ্ম অংশ সংগ্রহ করে, যা থেকে উত্তম মধু তৈরী হয় যা অত্যন্ত রুচিসম্মত, পবিত্র পরিষ্কার (পানীয়), বিনষ্ট হওয়া ও পঁচে যাওয়ার যোগ্যতা সেটার মধ্যে থাকে না। সুতরাং সেই মহাশক্তিমান প্রজ্ঞাময় (আল্লাহ) একটা মৌমাছিকে ঐ উপাদান সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন, তিনি যদি মৃত মানুষের বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে দেন তবে তা তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত হবে কেন? মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়াকে যারা অসম্ভব মনে করে তারা কেমনই নির্বোধ।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাদের উপর আপন ক্ষমতার ঐসব নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা খোদ সেগুলোর মধ্যে ও সেগুলোর অবস্থাদি থেকেই প্রকাশ পায়।

টীকা-১৪৯: অস্তিত্বহীনতা থেকে, অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্ব দান করেছেন। এ কেমন আশ্চর্যজনক ক্ষমতা!

টীকা-১৫০: এবং তোমাদেরকে জীবনের পর মৃত্যু প্রদান করবেন- যখন তোমাদের বয়োসীমা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যা তিনি নির্ধারণ করেছেন- চাই শৈশবে হোক কিংবা যৌবনে হোক অথবা বার্ধক্যে হোক।

টীকা-১৫১: যে সময়টা মানব-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ষাট বছরের পরে আসে এ বয়সে তার শক্তি ও অনুভূতি সবই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর মানুষের এ অবস্থা হয়ে যায়

টীকা-১৫২: এবং অজ্ঞতার মধ্যে ছোট ছেলেমেয়ের চেয়েও অধম হয়ে যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে আল্লাহ এর কুদরতের কেমন আশ্চর্যজনক বিষয়াদি মানুষের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) বলেছেন যে, মুসলমানগণ আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে এটা থেকে মুক্ত। দীর্ঘ জীবন ও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কারণে তারা আল্লাহ এর নিকট সম্মান, বোধশক্তি ও মা'রিফাত (খোদা পরিচিতি) অধিকমাত্রায় অর্জন করে এবং এটাও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধতার এতই আধিক্য হয় যে, এ নশ্বর পৃথিবীর সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে যায় এবং আল্লাহ এর মাক্ববূল বান্দা দুনিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা থেকেও বিরত হয়ে যায়। ইকরামাহ অভিমত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ক্বুরআন পাঠ করেছে সে এমন নিকৃষ্ট বয়সের অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছবেনা যে, জ্ঞান লাভের পর পুনরায় নিরেট জ্ঞানহীন হয়ে যাবে।

টীকা-১৫৩: সুতরাং কাউকে ধনী করেছেন, কাউকে দরিদ্র, কাউকে সম্পদশালী, কাউকে সম্পদহীন, কাউকে মালিক, কাউকে মালিকানাধীন।

টীকা-১৫৪: এবং দাস-দাসী মুনিবদের শরীক হয়ে যায়। যখন তোমরা আপন দাস-দাসীদেরকে আপন শরীক বানানো পছন্দ করো না, তখন আল্লাহ এর বান্দাদের এবং তাঁর মালিকানাধীনদের শরীক স্থির করা কিভাবে পছন্দ করছো? আল্লাহ এরই পবিত্রতা। এটা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কেমনই উত্তম, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী খণ্ডন।

وَ اللّٰہُ خَلَقَکُمۡ ثُمَّ یَتَوَفّٰىکُمۡ ۟ۙ وَ مِنۡکُمۡ مَّنۡ یُّرَدُّ اِلٰۤی اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِکَیۡ لَا یَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٍ شَیۡئًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمٌ قَدِیۡرٌ ﴿۷۰﴾

৭০: এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন (১৪৯), অতঃপর মৃত্যু ঘটাবেন (১৫০), এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বয়সের দিকে ফেরানো হচ্ছে (১৫১), যাতে জানার পর কিছুই না জানে (১৫২)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন সবকিছু করতে পারেন।

রুকূ'-১০

وَ اللّٰہُ فَضَّلَ بَعۡضَکُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ فِی الرِّزۡقِ ۚ فَمَا الَّذِیۡنَ فُضِّلُوۡا بِرَآدِّیۡ رِزۡقِہِمۡ عَلٰی مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُہُمۡ فَہُمۡ فِیۡہِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعۡمَۃِ اللّٰہِ یَجۡحَدُوۡنَ ﴿۷۱﴾

৭১: এবং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে এককে অপরের উপর জীবিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (১৫৩)। অতঃপর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তারা আপন জীবিকা আপন দাস-দাসীদেরকে ফিরিয়ে দেবেনা, যাতে তারা সবাই এর মধ্যে সমান হয়ে যায় (১৫৪)। তবে কি তারা আল্লাহ এর অনুগ্রহ অস্বীকার করে (১৫৫)?

وَ اللّٰہُ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِکُمۡ بَنِیۡنَ وَ حَفَدَۃً وَّ رَزَقَکُمۡ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ اَفَبِالۡبَاطِلِ یُؤۡمِنُوۡنَ وَ بِنِعۡمَتِ اللّٰہِ ہُمۡ یَکۡفُرُوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭২: এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জাতি থেকে নারীদের সৃষ্টি করেন এবং তোমাদের জন্য স্ত্রীদের থেকে পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্রবস্তুসমূহ থেকে জীবিকা দান করেছেন (১৫৬)। তবুও কি তারা মিথ্যা কথার (১৫৭) উপর বিশ্বাস করছে এবং আল্লাহ এর অনুগ্রহ (১৫৮) অস্বীকার করছে?

وَ یَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ مَا لَا یَمۡلِکُ لَہُمۡ رِزۡقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ شَیۡئًا وَّ لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ ﴿۷۳﴾

৭৩: এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সবের পূজা করছে (১৫৯), যেগুলো তাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে কোন জীবিকা দেয়ার ইখ্‌তিয়ারই রাখে না এবং না কিছু করতে পারে।

টীকা-১৫৫: যে, তাঁকে ছেড়ে সৃষ্টির পূজা করছে?

টীকা-১৫৬: বিভিন্ন ধরনের শস্য, ফলমূল জাতীয় খাদ্য ও পানীয় বস্তু থেকে।

টীকা-১৫৭: অর্থাৎ শির্ক ও মূর্তিপূজার

টীকা-১৫৮: আল্লাহ এর অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর মহান সত্ত্বা অথবা 'ইসলাম' এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৫৯: অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে।

টীকা-১৬০: কাউকেও তাঁর শরীক করোনা।
টীকা-১৬১: এ যে,
টীকা-১৬২: যেমন ইচ্ছা তেমনই ব্যবহার করে। সুতরাং সে হলো অক্ষম মালিকানাধীন ও দাস, আর এ লোকটা হচ্ছে স্বাধীন মালিক ও সম্পদের অধিকারী, যে আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখে।
টীকা-১৬৩: কখনো হবে না। সুতরাং যখন গোলাম ও আযাদ এক সমান হতে পারে না, অথচ উভয়ই আল্লাহ এর বান্দা, সুতরাং আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান তাঁর সাথে ক্ষমতাহীন ও ইখতিয়ারশুন্য প্রতিমা কিভাবে শরীক হতে পারে এবং এসবকে তাঁর সমতুল্য স্থির করা কত বড় যুলুম ও অজ্ঞতা।
টীকা-১৬৪: যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য দলিলাদি থাকা সত্ত্বেও শির্ক করা কত বড় শাস্তি ও মন্দ পরিনামের কারণ।
টীকা-১৬৫: না নিজের কোন কথা কাউকেও বলতে পারে, না অন্যের কথা বুঝতে পারে।
টীকা-১৬৬: এবং কোন কাজে আসেনা। এটা কাফিরেরই উপমা।
টীকা-১৬৭: এ উদাহরণ হচ্ছে মু'মিনের। এই যে, কাফির অকেজো, মূক ও দাসের ন্যায়। সে কখনো কোন মতে ঐ মুসলমানের মতো হতে পারে না, যে নির্দেশ দেয় এবং সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।
কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন- মূক, অকেজো দাস দ্বারা প্রতিমাসমূহের উপমা দেয়া হয়েছে। আর 'ন্যায়ের নির্দেশ' দেয়া দ্বারা আল্লাহ এর শান বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তাআ'লা এর সাথে প্রতিমাগুলোকে শরীক করা বাতিল। কেননা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহের সাথে মূক ও অকেজো দাসের সম্পর্কই বা কিসের?
টীকা-১৬৮: এতে আল্লাহ তাআ'লা এর পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞানী। তাঁর নিকট কোন গোপনীয় বস্তুও গোপন থাকতে পারেনা।
কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, এটা দ্বারা 'ক্বিয়ামতের জ্ঞান'-কেই বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১৬৯: কেননা, চোখের পলক মারাও সময় সাপেক্ষ, যাতে পলকের গতি সঞ্চালিত হয়। আর আল্লাহ তাআ'লা কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনতে চাইলে তিনি তখন 'কুন' (হয়ে যা) বলা মাত্রই তা অস্তিত্বে এসে যায়।
টীকা-১৭০: এবং আপন জন্মের প্রারম্ভে এবং স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ও পরিচিতি থেকে একেবারে শুন্য ছিলে।

৭৪: সুতরাং আল্লাহ এর জন্য কোন সদৃশ স্থির করোনা (১৬০)। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানোনা।

৭৫: আল্লাহ্ এক উপমা বর্ণনা করেছেন (১৬১)- একজন বান্দা রয়েছে অপর একজনের মালিকানাধীন, নিজে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না এবং একজন সে-ই যাকে আমি আমার নিকট থেকে উত্তম জীবিকা প্রদান করেছি। তখন সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে (১৬২), তারা কি পরস্পর সমান হয়ে যাবে (১৬৩)? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই জন্য, বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই খবর নেই (১৬৪)।

৭৬: এবং আল্লাহ উপমা বর্ণনা করেছেন- দু'জন পুরুষ, তম্মধ্যে একজন মূক, যে কোন কাজ করতে পারেনা (১৬৫) এবং সে আপন মুনিবের উপর বোঝা স্বরূপ, তাকে যে দিকেই প্রেরণ করুক, কোন মঙ্গল নিয়ে আসেনা (১৬৬), সে কি সমান হয়ে যাবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সে সরল পথেই রয়েছে (১৬৭)?

রুকূ'-১১

৭৭: এবং আল্লাহ এরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের গোপন বস্তুসমূহ (১৬৮) এবং ক্বিয়ামতের ব্যাপার নয়, কিন্তু চক্ষুর এক পলক মারার ন্যায়ই, বরং তা অপেক্ষাও সত্বর (১৬৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।

৭৮: এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে সৃষ্টি করেছেন (এমন অবস্থায়) যে, তোমরা কিছুই জানতেনা (১৭০) এবং তোমাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন (১৭১), যাতে তেমারা অনুগ্রহ স্বীকার করো (১৭২)।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۷۴)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۷۵)

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَ هُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۷۶)

وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۷۷)

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۷۸)

টীকা-১৭১: যাতে তোমরা সেগুলো দ্বারা স্বীয় সৃষ্টিগত অজ্ঞতাকে দূরীভূত করতে পারো,
টীকা-১৭২: এবং জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা ধন্য হয়ে নি'মাত দাতার কৃতজ্ঞতা পালন করো এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল হও, আর তাঁর নি'মাতের হক আদায় করো।

টীকা-১৭৩: নীচে পড়ে যাওয়া থেকে, অথচ ভারী দেহ স্বাভাবিক কারণে নিচে পড়ে যেতে চায়।
টীকা-১৭৪: যে, তিনি সেগুলোকে এরূপভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, বাতাসে উড়তে পারে এবং স্বীয় ভারী দেহের স্বভাবজাত ধর্মের বিপরীত বাতাসেই স্থির থাকে, নিচে পড়ে যায় না। আর বাতাসকেও এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে সেগুলোর পক্ষে উড়ে বেড়ানো সম্ভবপর হয়। ঈমানদার এতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ এর কুদরতের কথা স্বীকার করে।
টীকা-১৭৫: যেগুলোর মধ্যে তোমরা বিশ্রাম নাও

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٧٩)

৭৯: তারা কি পক্ষী সমূহ দেখে নি, নির্দেশের প্রতি বাধ্য, আসমানের শূন্যগর্ভে? তাদেরকে কেউ স্থির রাখেন না (১৭৩) আল্লাহ্ ব্যতীত। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (১৭৪)।

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ مِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٨٠)

৮০: এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঘর দিয়েছেন বসবাস করার জন্য (১৭৫) এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোর চামড়া থেকে কিছু ঘর নির্মান করেন (১৭৬), যে গুলো তোমাদের জন্য হালকা হয় ভ্রমনের দিনে এবং ভ্রমনপথে গম্যস্থানসমূহে অবস্থান করার দিনে এবং সেগুলোর পশম, বাবরি চুল ও লোম থেকে কিছু গৃহ-সমগ্রী (১৭৭) এবং ব্যবহারের উপকরণাদি একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ (٨١)

৮১: এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্বীয় সৃষ্ট বস্তুসমূহ (১৭৮) থেকে ছায়া প্রদান করেছেন (১৭৯), এবং তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহে গোপনে আশ্রয় নেয়ার স্থান তৈরি করেছেন (১৮০) এবং তেমাদের জন্য কিছু পরিধেয় সৃষ্টি করেন, যা তাপ থেকে রক্ষা করে, আর কিছু পরিধেয় বস্ত্র (১৮১) যা যুদ্ধের মধ্যে তোমাদেরকে রক্ষা করে (১৮২)। এভাবে তিনি আপন অনুগ্রহ তোমাদের উপর পূর্ণ করেন (১৮৩), যাতে তোমরা নির্দেশ মান্য করো (১৮৪)।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٨٢)

৮২: অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৮৫), তবে হে মাহ্‌বুব! আপনার কর্তব্য নয়, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া (১৮৬)।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ

৮৩: (তারা) আল্লাহ এর অনুগ্রহ চিনে (১৮৭), অতঃপর তা অস্বীকার করে (১৮৮)

টীকা-১৭৬: তাঁবু ইত্যাদির ন্যায়,
টীকা-১৭৭: বিছানো ও গায়ে পরার সামগ্রীসমূহ
মাসআলা: এ আয়াতে আল্লাহ এর অনুগ্রহসমূহের বর্ণনাকারী এবং এ থেকে পশম, পশম সামগ্রী এবং লোমসমূহের পবিত্রতা ও সেগুলো ব্যবহার করার বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
টীকা-১৭৮: বাসস্থান, দেওয়াল ও ছাদসমূহ এবং বৃক্ষরাজি ও মেঘমালা ইত্যাদি।
টীকা-১৭৯: যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করো,
টীকা-১৮০: গুহা ইত্যাদি, যার মধ্যে ধনী ও দরিদ্র সবাই আরাম করতে পারে।
টীকা-১৮১: পোশাক ও লৌহবর্ম ইত্যাদি
টীকা-১৮২: যে, তীর, তলোয়ার, বর্ম ইত্যাদি থেকে, আত্মরক্ষার সামগ্রী হয়।
টীকা-১৮৩: পৃথিবীতে তোমাদের প্রয়োজনাদি পূরণের উপকরণাদি সৃষ্টি করে,
টীকা-১৮৪: এবং তাঁর অনুগ্রহসমূহের কথা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করো এবং সত্য দ্বীনকে কবূল করো।
টীকা-১৮৫: এবং হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তারা আপনার উপর ঈমান আনা ও আপনার সত্যতা স্বীকার করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজেদের কুফরের উপর অটল থাকে।
টীকা-১৮৬: এবং যখন আপনি আল্লাহ এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তখন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং অমান্য করার শাস্তি তাদের ঘাড়ের উপরই রইলো।
টীকা-১৮৭: অর্থাৎ সেসব অনুগ্রহ, যেগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সবই তারা চিনে ও জানে যে, এসবই আল্লাহ এর পক্ষ থেকে। তবুও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।
সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- 'আল্লাহ এর অনুগ্রহ' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কথাই বুঝানো হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে, অর্থ এ যে, তারা হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে চিনে ও বুঝে যে, তাঁর অস্তিত্ব আল্লাহ তাআ'লা এর মহান নি'মাত এতদসত্ত্বেও
টীকা-১৮৮: এবং দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করেনা

টীকা-১৮৯: একগুঁয়ে যে, হিংসা ও হঠকারিতাবশতঃ কুফরের উপরে অটল থেকে যায়।

টীকা-১৯০: অর্থাৎ রোজ ক্বিয়ামতে

টীকা-১৯১: যিনি তাদের সত্যায়ন অস্বীকার এবং ঈমান ও কুফরের সাক্ষ্য দেবেন। আর এ 'সাক্ষী' হচ্ছেন নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)

টীকা-১৯২: ক্ষমা প্রার্থনা করার, কিংবা কোনো কথা বলার অথবা পৃথিবীর দিকে ফিরে যাবার।

এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ কাফির (১৮৯)।

أَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ (۸۳)

রুকূ'-১২

৮৪: এবং যেদিন (১৯০) আমি উঠাবো প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (১৯১), অতঃপর কাফিরদেরকে না অনুমতি দেয়া হবে (১৯২), না তাদেরকে রাজী করা হবে (১৯৩)।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ (۸۴)

৮৫: এবং যালিমরা (১৯৪) যখন শাস্তি দেখবে তখন থেকেই তা না তাদের উপর লঘু করা হবে, না তারা অবকাশ পাবে।

وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ (۸۵)

৮৬: এবং মুশরিকরা যখন আপন শরীকদেরকে দেখবে (১৯৫), তখন বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ গুলো হচ্ছে আমাদের শরীক, যেগুলোর আমরা আপনাকে ব্যতীত পূজা করতাম। অতঃপর তারা তাদের প্রতি কথা নিক্ষেপ করবে যে, 'তোমরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী (১৯৬)।'

وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ (۸۶)

৮৭: এবং সেদিন (১৯৭) আল্লাহ এর প্রতি বিনয় সহকারে পতিত হবে (১৯৮) এবং তাদের নিকট থেকে হারিয়ে যাবে যা কিছু মিথ্যা রচনা করতো (১৯৯)।

وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ٍالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (۸۷)

৮৮: যারা কুফর করেছে এবং আল্লাহ এর পথে বাধা দিয়েছে, আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করেছি (২০০) তাদের ফ্যাসাদ সৃষ্টির পরিণাম স্বরূপ।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ (۸۸)

৮৯: এবং যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সাক্ষী তাদের মধ্য থেকে উঠাবো যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে (২০১), এবং হে মাহবূব! আপনাকে তাদের সবার উপর (২০২) সাক্ষী বানিয়ে উপস্থিত করবো এবং আমি আপনার উপর এ ক্বুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ (২০৩), পথ নির্দেশনা, দয়া ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (۸۹)

টীকা-১৯৩: এবং না তাদের থেকে তিরস্কার ও নিন্দা দূরীভূত করা হবে।

টীকা-১৯৪: অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-১৯৫: প্রতিমাগুলো ইত্যাদিকে, যেগুলোর তারা পূজা করতো

টীকা-১৯৬: এতে যে, তোমরা আমাদেরকে উপাস্য বলছো। আমরাতো তোমাদেরকে আমাদের উপাসনা করার পথে আহবান করিনি।

টীকা-১৯৭: মুশরিকগণ

টীকা-১৯৮: এবং তাঁরই অনুগত হতে চাইবে।

টীকা-১৯৯: পৃথিবীতে প্রতিমাগুলোকে 'খোদার শরীক' বলে।

টীকা-২০০: তাদের কুফরের শাস্তি এবং অন্যান্যদেরকে আল্লাহ এর পথে বাধা দানের ও পথভ্রষ্ট করার শাস্তি।

টীকা-২০১: এ সাক্ষী হবেন নবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام), যারা আপন আপন উম্মতদের উপর সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-২০২: উম্মতগণ ও তাদের সাক্ষীগণের উপর, যাঁরা নবীগণই হবেন। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا

[অর্থাৎ তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং হে হাবীব! আপনাকে এসব সাক্ষীর সত্যায়নকারী হিসেবে আনবো? (আবূস সাউদ ইত্যাদি)]

টীকা-২০৩: যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ (অর্থাৎ আমি কিতাবে কিছুই লিপিবদ্ধ না করে ছাড়িনি)। এবং তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ভবিষ্যতে আগমনকারী ফিতনাগুলো সম্পর্কে খবর দিলেন। সাহাবা কিরাম সেগুলোর কবল থেকে মুক্তি পাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ এর কিতাবের মধ্যে তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীরও সংবাদ রয়েছে তোমাদের পরবর্তী ঘটনাবলীরও আর এর মধ্যবর্তী সময়ের জ্ঞান তোমাদের রয়েছে।"

হযরত ইবনে মাসউদ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন ক্বুরআন পাঠ করাকে অপরিহার্য

করে নেয়। তাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই খবরাদি রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বলেন, "উম্মতের সমস্ত জ্ঞান হচ্ছে হাদিসের ব্যাখ্যা, আর হাদীস কুরআনের (ব্যাখ্যা) একথাও বলেছেন, "নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) যে কোন নির্দেশই দিয়েছেন তা ছিলো তা-ই, যা তিনি কুরাআন পাক থেকে অনুধাবন করেছেন।"

আবূ বাকর ইবনে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন বললেন যে, বিশ্বের মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই, যা আল্লাহ এর কিতাব অর্থাৎ কুরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। এর উপর কেউ তাকে বললো, "সরাইখানাসমূহের উল্লেখ কোথায় আছে?" তিনি বললেন, "এ আয়াতে-

لَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَدۡخُلُوۡا بُیُوۡتًا غَیۡرَ مَسۡکُوۡنَۃٍ فِیۡہَا مَتَاعٌ لَّکُمۡ الخ

অর্থাৎ "তোমাদের উপর কোন গুনাহ নেই যে, তোমরা প্রবেশ করবে এমন ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো বসবাসের জন্য নয়। এগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য ভোগের সামগ্রী রয়েছে।"

ইবনে আবুল ফযল মারসী বলেছেন, "পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানসমূহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা, এই কিতাব সমস্ত জ্ঞানের পরিব্যাপক। যে যতটুকু এর জ্ঞান লাভ করেছে সে ততটুকুই জানে।

টীকা-২০৪: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) বলেছেন, "ন্যায় বিচার এ যে, মানুষ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই) মর্মে সাক্ষ্য দেবে। আর 'পূন্য' হচ্ছে - অন্যান্য অপরিহার্য কর্তব্যাদি পালন করা।" এবং তাঁর থেকে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, 'ন্যায় বিচার' হচ্ছে- 'শির্ককে বর্জন করা' আর 'পূণ্য' হচেছ- 'আল্লাহ এর ইবাদত এভাবে সম্পন্ন করা যেন তিনি তোমাদেরকে দেখছেন এবং অপরের জন্য তাই পছন্দ করা যা নিজেদের জন্য পছন্দ করো। সে যদি মু'মিন হয় তবে তার ঈমানের বারাকাতসমূহের উন্নতিও তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে, আর যদি কাফির হয়, তবে তোমাদের নিকট একথা পছন্দনীয় হবে যে, সেও তোমাদের ইসলামী ভাই হয়ে যাক।'

তাঁর থেকে অন্য এক বিবরণ এটাও রয়েছে যে, 'ন্যায় বিচার' হচেছ- 'তাওহীদ' (আল্লাহ এর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়া) আর পুণ্য হচ্ছে নিষ্ঠা।

<table>
<tr><td>সূরাঃ ১৬ নাহল</td><td>রুকূ'-১৩</td><td>৫০২</td><td>মানযিল-৩</td><td>পারাঃ ১৪</td></tr>
<tr><td colspan="3">৯০: নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ন্যায় বিচার, পূণ্য (২০৪) ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার (২০৫) এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা (২০৬), মন্দ কথা (২০৭) ও অবাধ্যতা থেকে (২০৮), তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা ধ্যান করো।
৯১: এবং আল্লাহ এর অঙ্গীকার পূর্ণ করো (২০৯) যখন পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হও এবং শপথগুলোকে দৃঢ় করে ভঙ্গ করোনা,</td><td colspan="2">اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ وَ اِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ یَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ وَ الۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۹۰﴾
وَ اَوۡفُوۡا بِعَہۡدِ اللّٰہِ اِذَا عٰہَدۡتُّمۡ وَ لَا تَنۡقُضُوا الۡاَیۡمَانَ بَعۡدَ تَوۡکِیۡدِہَا</td></tr>
</table>

বস্তুতঃ উক্ত সব বিবরণের বর্ণনাভঙ্গি যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু সবকটির সারকথা ও লক্ষ্যবস্তু এক ও অভিন্ন।

টীকা-২০৫: এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা ও সদ্ব্যবহার করার

টীকা-২০৬: অর্থাৎ প্রত্যেক লজ্জাকর, ঘৃণ্য কথা ও কাজ

টীকা-২০৭: অর্থাৎ শিরক ও কুফর এবং পাপাচারসমূহ ও শরীয়তের সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়াদি

টীকা-২০৮: অর্থাৎ যুলুম ও অহংকার। ইবনে উয়াইনা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'ন্যায়বিচার' (عدل) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কর্তব্য আনুগত্য পালন করাকেই বলা হয়। 'ইহসান' (সৎকাজ) এই যে, গোপন অবস্থা প্রকাশ্য অবস্থা অপেক্ষা উত্তম হবে। আর 'অশ্লীলতা', 'মন্দকথা' ও 'অবাধ্যতা' এই যে, প্রকাশ্য আচরণ ভালো হবে, কিন্তু গোপন অবস্থা অনুরূপ হবেনা।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা তিনটা জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনটা বস্তু নিষেধ করেছেন। 'ন্যায়বিচার'- এর নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য- কথায় ও কাজে। এর বিপরীত হচ্ছে অশ্লীলতা অর্থাৎ লজ্জাহীনতা। তা হচ্ছে- অশোভন কথা ও কাজ। আর 'ইহসান' সৎকাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে এই- যে যুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দাও। আর যে ক্ষতি করেছে তার উপকার করো। এর বিপরীত হচ্ছে 'মুনকার' (মন্দ কথা)। অর্থাৎ যে উপকার করে তার উপকারকে অস্বীকার করা। তৃতীয় নির্দেশ এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজনকে দান করা, তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখা এবং মায়া-মমতা ও ভালোবাসা রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। এর বিপরীত হচ্ছে- 'অবাধ্যতা' (بَغۡیٌ)।' আর তা হচ্ছে- নিজেকে নিজে উচ্চ মনে করা ও আপন সম্পর্কের লোকজনের প্রাপ্যসমূহ বিনষ্ট করা।

হযরত ইবনে মাসউদ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বলেছেন যে, এ আয়াত সমস্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিবরণেরই পরিব্যাপক। এ আয়াতেই হযরত উসমান ইবনে মাযঊন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এর ইসলাম গ্রহনের কারণ হয়েছিলো। তিনি বলেন, "এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণে ঈমান আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। এ আয়াতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এতই শক্তিশালী হয় যে, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ও আবু জাহলের মতো পাষাণ-হৃদয় কাফিরদের মুখেও এর প্রশংসা উচ্চারিত হয়ে যায়।" এ কারণে, এ আয়াত প্রত্যেক খুতবার শেষভাগে পাঠ করা হয়।

টীকা-২০৯: এ আয়াত ঐসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র হাতে ইসলামের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

তাদেরকে নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ মানুষের প্রত্যেক অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাকে শামিল করে।
টীকা-২১০: তাঁর নামে শপথ করে
টীকা-২১১: তোমরা অঙ্গীকার ও শপথগুলো ভঙ্গ করে
টীকা-২১২: মক্কা মুকাররমাহ্য় রিতাহ বিনতে আমর নাম্নী একজন নারী ছিলো, যে স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত সন্দেহ পরায়ণা ছিলো এবং তার বোধশক্তিতে ত্রুটি ছিলো। সে দিন দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে সুতা কাটতো এবং তার দাসীদের দ্বারাও কাটাতো। আর দুপুরের সময় পাকানো সুতাগুলো ছিঁড়ে টুকরো

وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (۹۱)

এবং তোমরা আল্লাহকে (২১০) নিজেদের উপর জামিন করেছো। নিশ্চয় আল্লাহ্ কার্যাদি জানেন।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (۹۲)

৯২: এবং (২১১) ঐ নারীর মতো হয়োনা যে আপন সূতা মজবুত হবার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেছে (২১২)। আপন শপথসমূহকে পরস্পরের মধ্যে একটা ভিত্তিহীন অজুহাত বানিয়ে নিয়ে থাকো, যাতে একদল অপর দল অপেক্ষা অধিক না হও (২১৩)। আল্লাহ্ তো এটা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন (২১৪) এবং অবশ্যই সম্মুখে সুস্পষ্ট করে দেবেন ক্বিয়ামত-দিবসে (২১৫) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো (২১৬)।

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۹۳)

৯৩: আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একই উম্মত (জাতি) করতেন (২১৭), কিন্তু আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন (২১৮) যাকে চান, এবং পথ প্রদান করেন (২১৯) যাকে চান, এবং অবশ্যই তোমাদেরকে (২২০) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে (২২১)।

وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَ تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۹۴)

৯৪: এবং নিজেদের শপথসমূকে পরস্পরের মধ্যে ভিত্তিহীন অজুহাত গড়ে নিও না যাতে কোথাও কোন পা (২২২) স্থির হবার পর ফসকে না যায় এবং অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষতির আস্বাদ গ্রহন করতে হয় (২২৩) পরিণাম স্বরূপ এটার যে, তোমরা আল্লাহ এর পথে বাধা দিতে, এবং তোমাদের জন্য মহাশাস্তি (অবধারিত) হয় (২২৪)।

وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (۹۵)

৯৫: এবং আল্লাহ এর অঙ্গীকারের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করোনা (২২৫)। নিশ্চয় তা (২২৬), যা আল্লাহ এর নিকট রয়েছে, তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ

৯৬: যা তোমাদের নিকট রয়েছে (২২৭) তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যা আল্লাহর নিকট আছে (২২৮) তা স্থায়ী হবারই,

টুকরো করে ফেলতো। বাঁদীদের দ্বারাও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করাতো। এটাই ছিলো তার নিত্যদিনের কাজ। অর্থ এ যে, 'তোমরা স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে উক্ত নারীর মতো হয়োনা।'
টীকা-২১৩: মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে, লোকজনের নিয়ম এ ছিলো যে, তারা একটা সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করতো এবং যখন অপর গোত্রকে তা অপেক্ষা সংখ্যা কিংবা সম্পদ অথবা ক্ষমতায় অধিক পেতো, তখন ইতোপূর্বে যেই সন্ধি করেছিলো তা ভঙ্গ করে ফেলতো এবং তখন অপর গোত্রের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতো। আল্লাহ তাআ'লা তা নিষিদ্ধ করেছেন এবং অঙ্গীকার পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
টীকা-২১৪: যাতে অনুগত ও অবাধ্যের পরিচয় প্রকাশ পায়
টীকা-২১৫: কার্যাদির প্রতিদান দিয়ে
টীকা-২১৬: পৃথিবীর অভ্যন্তরে
টীকা-২১৭: তোমরা সবাই একই ধর্মের অনুসারী হতে,
টীকা-২১৮: স্বীয় ন্যায়-বিচারের কারণে
টীকা-২১৯: আপন অনুগ্রহ
টীকা-২২০: ক্বিয়ামত দিবসে
টীকা-২২১: যা তোমরা পৃথিবীতে করেছো।
টীকা-২২২: সত্য পথ ও ইসলামী কর্মপন্থা থেকে
টীকা-২২৩: অর্থাৎ শাস্তি
টীকা-২২৪: আখিরাতে
টীকা-২২৫: এভাবে যে, অস্থায়ী পৃথিবীর স্বল্প লাভের বিনিময়ে সেটা ভঙ্গ করে বসবে।
টীকা-২২৬: প্রতিদান ও পুরস্কার,
টীকা-২২৭: পার্থিব সামগ্রী, এসবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নিঃশেষ হবে
টীকা-২২৮: তাঁর দয়ার ভান্ডার ও পরকালের প্রতিদান,

টীকা-২২৯: অর্থাৎ তাদের অতিব ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ভালো কাজের পরিবর্তেও এমন প্রতিদান ও পুরস্কার দেয়া হবে, যা তারা তাদের সর্বোচ্চ সৎকাজের জন্য পেতো। (আবুস সাউদ)

টীকা-২৩০: এটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। কেননা, কাফিরদের কর্মসমূহ নিস্ফল। সৎকর্ম সাওয়াবের উপযোগী হবার জন্য ঈমানই পূর্বশর্ত।

টীকা-২৩১: পৃথিবীতে হালাল জীবিকা ও সন্তুষ্টি দান করে এবং আখিরাতে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রদান করে,
কোন কোন আলিম বলেছেন, উত্তম জীবন দ্বারা ইবাদতে স্বাদ উদ্দেশ্য।

নিগূঢ় রহস্যঃ মু'মিন যদি নিতান্ত গরীবও হয়, তার জীবন সম্পদশালী কাফিরের বিলাসবহুল জীবন থেকেও উত্তম এবং পবিত্র। কেননা, মু'মিন একথা জানে যে, তার জীবিকা আল্লাহ এর নিকট থেকে দেয়া হয়। তিনি যা অদৃষ্টে নির্ধারণ করেন সেটারই উপর সন্তুষ্ট থাকে। আর অন্তর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও শান্তিতে থাকে।
পক্ষান্তরে, কাফির, যে আল্লাহ এর প্রতি লক্ষ্য রাখেনা, সে লোভী ও লিপ্সু থাকে এবং সর্বদা দুঃখ ও ক্লান্তি এবং অর্থ লাভের চিন্তায় অস্থির থাকে।

টীকা-২৩২: অর্থাৎ ক্বুরআন কারীমের তিলাওয়াত আরম্ভ করার সময়-
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
পাঠ করো। এটা মুস্তাহাব।
(اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الخ) (আউযুবিল্লাহ) পাঠ করার মাসআলাসমূহ সূরা ফাতিহার তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২৩৩: তারা শয়তানী প্ররোচনাসমূহ গ্রহণ করেনা।

টীকা-২৩৪: এবং আপন প্রজ্ঞা দ্বারা একটা নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ প্রদান করেন

শানে নুযূল: মক্কার মুশরিকগণ অজ্ঞতাবশতঃ রহিতকরণ এর উপর আপত্তি করতো এবং এর রহস্যাদি সম্পর্কে অনবগত হবার কারণে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। আর বলতো যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একদিন এক নির্দেশ দেন। অপর দিন অন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি আপন মন থেকে কথাগুলো রচনা করেন। এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৩৫: যে, তাতে কি 'হিকমাত' (গূঢ় রহস্য) রয়েছে এবং তাঁর বান্দাদের জন্য তাতে কি কল্যাণ রয়েছে।

টীকা-২৩৬: আল্লাহ তাআ'লা এর জবাবে তাদেরকে অজ্ঞ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর ইরশাদ করেন-

টীকা-২৩৭: এবং এ রহিতকরণ ও পরিবর্তন করার রহস্য ও উপকারাদি সম্পর্কে তারা অবগত নয় এবং এ কথাও জানে না যে, ক্বুরআন কারীমের দিকে মিথ্যা রচনার কোন সম্পর্কই হতে পারে না। কেননা, যেই 'কালাম' এর সমতুল্য রচনা করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে তা কোন মানুষের গড়া বা রচিত কিভাবে হতে পারে! সুতরাং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সম্বোধন করা হয়েছে-

অনুবাদ	আয়াত
এবং নিশ্চয় আমি ধৈর্যধারণকারীদেরকে তাদের ঐ পুরস্কার দেবো, যা তাদের সর্বাধিক উত্তম কাজের উপযোগী হবে (২২৯)।	وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)
৯৭: যে সৎকর্ম করে-পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে মুসলমান হয় (২৩০), তবে অবশ্যই আমি তাকে উত্তম জীবনে জীবিত রাখবো (২৩১) অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের পুরস্কার দেবো, যা তাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম কর্মের উপযোগী হয়।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٧)
৯৮: অতঃপর যখন তোমরা ক্বুরআন পড়ো, তখন আল্লাহ এর শরণ চাইবে বিতাড়িত শয়তান থেকে (২৩২)।	فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٩٨)
৯৯: নিশ্চয় তার কোন আধিপত্য সেসব লোকের উপর নেই, যারা ঈমান এনেছে এবং আপন প্রতিপালকেরই উপর ভরসা রাখে (২৩৩)।	اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٩٩)
১০০: তার আধিপত্য তো তাদেরই উপর, যারা তার সাথে ভালোবাসা স্থাপন করে এবং তাকে শরীক স্থির করে।	اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ (١٠٠)
রুকূ'-১৪	
১০১: যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত পরিবর্তন করি (২৩৪) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন (২৩৫), কাফিররা বলে, 'আপনি তো মন থেকে পড়ে নিয়ে আসছেন (২৩৬),' বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশের জ্ঞান নেই (২৩৭)।	وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٠١)

১০২: আপনি বলুন, 'সেটাকে পবিত্রতার আত্মা' (২৩৮) অবতীর্ণ করেছে তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে ঠিক ঠিক, যাতে সেটা দ্বারা ঈমানদারদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং পথ-নির্দেশনা ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।
১০৩: এবং নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা বলে, 'এটাতো কোন মানুষ শিক্ষা দেয়।' (তারা) যার প্রতি এটা নিক্ষেপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, আর এটা হচ্ছে স্পষ্ট আরবী ভাষা (২৩৯)।
১০৪: নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনেনা (২৪০) আল্লাহ্ তাদেরকে সরলপথ প্রদান করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি (২৪১)।
১০৫: মিথ্যা-অপবাদ তারাই রচনা করে, যারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখেনা (২৪২) এবং তারা মিথ্যাবাদী।
১০৬: যে ঈমান এনে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে (২৪৩), সে ব্যতীত যাকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচলিত থাকে (২৪৪), হাঁ সে ব্যক্তি,

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (۱۰۲)
وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ (۱۰۳)
اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۱۰۴)
اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (۱۰۵)
مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ

টীকা-২৩৮: অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-২৩৯: ক্বুরআন কারীমের মাধুর্য ও এর জ্ঞানভান্ডারের আলোক-ঔজ্জ্বল্য যখন মানবমনগুলোকে আকৃষ্ট করতে লাগলো এবং কাফিরগণ দেখলো যে, পৃথিবী সেটার দিকে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে আর কোন চেষ্টা-তদবীরই ইসলামের বিরোধিতায় সফলকাম হচ্ছে না তখন তারা নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিতে আরম্ভ করলো। কখনো সেটাকে 'যাদু' বললো, কখনো 'পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী' বললো, কখনো এ কথা বললো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সেটা নিজেই রচনা করে নিয়েছেন, এবং সার্বিক প্রচেষ্টা চালালো যেন কোন মতে লোকেরা এ পবিত্র কিতাবের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে। তাদের ঐসব ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র এটাও ছিলো যে, তারা একটা অনারবীয় দাসের সম্পর্কে বললো যে, সে-ই নাকি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে শিক্ষা দেয়। এর খণ্ডন এ আয়াতে কারীমাহ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, এমন বাতিল কথাগুলো পৃথিবীতে কে বিশ্বাস করতে পারে? যেই দাসের প্রতি কাফিরগণ সেটা সম্বন্ধ রচনা করছে সে তো 'আজমী' (অনারবীয় লোক)। এমন 'বাণী' রচনা করা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভবপর হতো। যেহেতু তোমাদের মধ্যে যারা সাহিত্য বিশারদ, অলংকার সম্মত ভাষার পন্ডিত, যাদের ভাষাবিদ হওয়ার উপর আরবীয়রা গর্ব করে, তাদের সবাই তো হতভম্ব এবং কয়েকটা মাত্র বাক্য পর্যন্ত ক্বুরআনের মতো রচনা করতে তারা অপারগ, তাদের ক্ষমতার বাইরে, কাজেই, একটা অনারবের প্রতি এমন সম্বন্ধ রচনা করা কি ধরনের বাতিল ও লজ্জাকর কাজ। আল্লাহ এর শান। যেই দাসের প্রতি কাফিরগণ এ সমম্ধ রচনা করেছিলো এ পবিত্র অপ্রতিদ্বন্দী কালাম তাকেও আকৃষ্ট করে নিয়েছিলো। সেও বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছিলো এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

টীকা-২৪০: এবং সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করেনা।

টীকা-২৪১: ক্বুরআনকে এবং রসূল (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে অস্বীকার করার কারণে

টীকা-২৪২: অর্থাৎ সেগুলোকে 'মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করা ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া বে-ঈমানদেরই কাজ।

মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে,, 'মিথ্যা বলা' মহাপাপগুলোর মধ্যে নিকৃষ্টতর পাপ।

টীকা-২৪৩: তার উপর রয়েছে আল্লাহ এর গযব,

টীকা-২৪৪: তাদের উপর গযব আপতিত হবেনা,

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আম্মার ইবনে ইয়াসীরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে, তাঁর পিতা ইয়াসির ও তাঁর মাতা সুমাইয়্যা এবং সুহায়ব, বেলাল, খাব্বাব ও সালিম (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ)-কে গ্রেপ্তার করে কাফিররা কঠিনতর শাস্তি দিলো, যেন তাঁরা ইসলাম ধর্ম বর্জন করেন। কিন্তু এসব হযরত ধর্ম ত্যাগ করেন নি। তখন কাফিরগণ হযরত আম্মারের মাতা ও পিতাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করলো। আম্মার দুর্বল ছিলেন। তাই তিনি পলায়ন করতে পারছিলেন না। তিনি বাধ্য হয়ে যখন দেখলেন যে, প্রাণ রক্ষা পাচ্ছেনা, তখন তিনি মনের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'কুফরি বাক্য' মুখে উচ্চারণ করে ফেললেন।

অতঃপর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে খবর দেওয়া হলো যে, আম্মার কাফির হয়ে গেছেন। তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বললেন, "কখনো নয়। আম্মার আপাদমস্তক ঈমানে পরিপূর্ণ এবং তার দেহের মাংস ও রক্তে ঈমানের স্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে।" অতঃপর হযরত আম্মার ক্রন্দনরত অবস্থায় নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বললেন, "কি হয়েছে?" আম্মার আরয করলেন, "হে খোদার রসূল। খুবই মন্দ ঘটেছে এবং অতীব নিকৃষ্ট বাক্য আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে।" ইরশাদ ফরমালেন, "তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কিরূপ ছিলো?" আরয করলেন, "তখন অন্তর ঈমানের উপর খুবই অবিচলিত ছিলো।" নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর প্রতি স্নেহ ও দয়াপরবশ হলেন আর ইরশাদ করলেন, "যদি আবারও এধরনের ঘটনা ঘটে যায় তবে এরূপই করা উচিত হবে।" এর সমর্থনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, কোন অবস্থায় বাধ্য করা হলে, যদি অন্তর ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে তখন ‘কুফরী বাক্য’ মুখে উচ্চারণ করে নেয়া জায়েয, যখন কোনো মানুষ স্বীয় প্রাণ কিংবা শরীরের কোন অঙ্গ হানির আশংকা করে।

মাসআলা: যদি উক্ত অবস্থায়ও ধৈর্য ধারণ করে এবং হত্যা করে ফেলা হয় তবে সে পুরস্কৃত ও শহীদ হবে। যেমন হযরত খোবায়ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং তাঁকে শূলের উপর আরোহন করিয়ে শহীদ করা হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাঁকে শহীদদের সরদার রূপে আখ্যা দিয়েছিলেন।

মাসআলা: যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়, যদি তখন তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচলিত না থাকে তবে সে কুফরি বাক্য মুখে উচ্চারণ করলে কাফির হয়ে যাবে।

মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ঠাট্টা-বিদ্রূপ কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ কুফরী বাক্য মুখে উচ্চারণ করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

যে হৃদয়কে উন্মুক্ত করে (২৪৫) কাফির হয়, তাদের উপর আল্লাহ এর গযব (আপতিত) হয়, এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠٦)

১০৭: এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে আখিরাত অপেক্ষা প্রিয় মনে করেছে (২৪৬) এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ (এমন) কাফিরদেরকে সরল পথ প্রদান করেন না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (١٠٧)

১০৮: এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তর, কান এবং চোখগুলোর উপর আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন (২৪৭) এবং তারাই অলসতার মধ্যে পড়ে আছে (২৪৮)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (١٠٨)

১০৯: অবশ্যই তাঁরা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত (২৪৯)।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٠٩)

১১০: অতঃপর নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক তাদেরই জন্য, যারা আপন ঘর ছেড়ে দিয়েছে (২৫০), এরপর যে, তারা নির্যাতিত হয়েছে (২৫১), অতঃপর তারা (২৫২) জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যশীল রয়েছে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এর (২৫৩) পর অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١١٠)

রুকূ’-১৫

১১১: যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেরই পক্ষে যুক্তি পেশ করতে আসবে (২৫৪) এবং প্রত্যেক আত্মাকে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না (২৫৫)।

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (١١١)

টীকা-২৪৫: সন্তুষ্টিও বিশ্বাস সহকারে

টীকা-২৪৬: এবং যখন এ দুনিয়া ধর্ম ত্যাগের পথে অগ্রসর হওয়ার কারণ হয়,

টীকা-২৪৭: না তারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, না উপদেশাবলীর প্রতি কর্ণপাত করে, না সরল ও সঠিক পথ দেখে

টীকা-২৪৮: যে, স্বীয় পরিণামের কথা ভাবেনা।

টীকা-২৪৯: যে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

টীকা-২৫০: এবং মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে মাদীনা তৈয়বার প্রতি হিজরত করেছে।

টীকা-২৫১: কাফিরগণ তাদের প্রতি কঠোর নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদেরকে কুফর গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

টীকা-২৫২: হিজরতের পরে

টীকা-২৫৩: অর্থাৎ হিজরত, জিহাদ ও ধৈর্যের।

টীকা-২৫৪: তা হচ্ছে রোজ ক্বিয়ামত, তখন প্রত্যেকে ‘নাফসী’, ‘নাফসী’, বলতে থাকবে এবং সবাই নিজ নিজ মুক্তি কামনায় মগ্ন থাকবে

টীকা-২৫৫: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ক্বিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্যে ঝগড়া এ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে যে, প্রত্যেকের আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া হবে। আত্মা বলবে, “হে আমার প্রতিপালক! না আমার হাত ছিলো, যা দিয়ে আমি কাউকে ধরতে পারতাম, না আমার পা ছিলো যা দিয়ে চলতে পারতাম, না ছিলো চোখ, যা দ্বারা দেখতে পেতাম।” আর দেহ বলবে, “হে আমার প্রতিপালক! আমি তো ছিলাম কাঠের ন্যায়। না আমার হাত ধরতে পারতো, না চলতে পারতো এবং না চোখ দুটি দেখতে পেতো। যখন এ ‘আত্মা’ (রূহ) আলোক রশ্মির ন্যায় আসলো, তখন তা দ্বারা আমার রসনা বলতে আরম্ভ করেছে, চোখ দুটি দৃষ্টিশক্তি লাভ করছে, পা দুটি হাঁটতে আরম্ভ করেছে। (সুতরাং) যা কিছু করেছে এ আত্মাই করেছে।”

তখন আল্লাহ তাআ’লা একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করবেন। তা হচ্ছে - “একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু। উভয়ে একটা বাগানে গেলো। অন্ধতো ফল দেখতে পেতো না, আর পঙ্গু লোকটার হাত সেগুলো পর্যন্ত পৌঁছতো না। তখন অন্ধ লোকটা পঙ্গু লোকটাকে তার কাঁধের উপরে উঠালো। এভাবে তারা ফল আহরণ করলো। ফলে, উভয়ই শাস্তির উপযোগী হলো। এ কারণে, আত্মা ও দেহ উভয়ই অপরাধী হলো।”

টীকা-২৫৬: এমনসব লোকের জন্য, যাদের উপর আল্লাহ তাআ'লা অনুগ্রহ করেছেন এবং তারা সেই নি'মাতের উপর অহংকারী হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে লাগলো ও কাফির হয়ে গেলো।
এটা আল্লাহ তাআ'লা এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে। তাদের উপমা এরূপ মনে করো, যেমন
টীকা-২৫৭: মক্কার ন্যায়,
টীকা-২৫৮: না তাদের উপর শত্রু আক্রমণ করতো, না সেখানকার লোক হত্যা ও বন্দী হবার বিপদে গ্রেফতার হতো,
টীকা-২৫৯: এবং সেটা আল্লাহ এর নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে অস্বীকার করলো।
টীকা-২৬০: যে, সাত বছর যাবৎ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অভিশাপের কারণে দুর্ভিক্ষ ও খরার বিপদে আক্রান্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা মৃতের মাংস খেতো। অতঃপর নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবর্তে ভয়-ভীতি তাদের উপর আধিপত্য লাভ করলো এবং সব সময় মুসলমানদের হামলা ও আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় থেকে গেলো।
টীকা-২৬১: অর্থাৎ নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)
টীকা-২৬২: ক্ষুধা ও ভয়ের
টীকা-২৬৩: যা তিনি বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বরকতময় হাতে দান করেছেন।
টীকা-২৬৪: সেই হারাম ও অপবিত্র সম্পদগুলোর পরিবর্তে তা লুটতরাজ, জবরদখল ও অন্যায় পন্থাসমূহ দ্বারা অর্জিত।
অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ আয়াতের মধ্যে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, এতে সম্বোধন মক্কার মুশরিকদের করা হয়েছে। কালবী বলেছেন যে, যখন মক্কাবাসীগণ দুর্ভিক্ষের কারণে ক্ষুধায় অস্থির হলো এবং কষ্ট সহ্য করার শক্তি রইলো না, তখন তাদের নেতৃবৃন্দ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলো, "আপনার সাথে শত্রুতা তো পুরুষেরা করে থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকগণ ও ছোট ছেলেমেয়েরা যে কষ্ট পাচ্ছে সেদিকে কৃপাদৃষ্টি করুন।
এর জবাবে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অনুমতি দিলেন- 'তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হোক।' এ আয়াতের মধ্যে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।
উভয় অভিমতের মধ্যে প্রথমোক্ত অভিমত অধিকতর বিশুদ্ধ। (খাযিন)
টীকা-২৬৫: অর্থাৎ সেটাকে প্রতিমাগুলোর নামে যবেহ করা হয়।
টীকা-২৬৬: এবং সেই হারাম বস্তুগুলোর মধ্য থেকে কিছুটা আহার করতে বাধ্য হয়,
টীকা-২৬৭: অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পরিমানের উপর ধৈর্য ধারণ করে,

অনুবাদ	আয়াত
১১২: এবং আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (২৫৬)ঃ একটা জনপদ (২৫৭), যা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিলো (২৫৮), সব দিক থেকে সেটার জীবনোপকরণ প্রচুর পরিমাণে আসতো। অতঃপর তা আল্লাহ এর অনুগ্রহসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো (২৫৯)। তখন আল্লাহ্ সেটাকে এই শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করালেন যে, তাকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরালেন (২৬০)- পরিণাম তাদের কৃতকর্মের।	وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (۱۱۲)
১১৩: এবং নিঃসন্দেহে তাদের নিকট তাদেরই মধ্যে থেকে একজন রসূল তাশরীফ এনেছেন (২৬১)। অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। সুতরাং তাদেরকে শাস্তি গ্রাস করলো (২৬২) এবং তারা অন্যায়কারী ছিলো।	وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ (۱۱۳)
১১৪: অতঃপর আল্লাহ এর প্রদত্ত জীবিকা (২৬৩), হালাল পবিত্র আহার করো (২৬৪) এবং আল্লাহ এর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো।	فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (۱۱۴)
১১৫: তোমাদের উপর তো এগুলো হারাম করেছেন- মড়া, রক্ত, শূকর-মাংস এবং সেটা, যা যবেহকালে আল্লাহ এর পরিবর্তে অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে (২৬৫), অতঃপর যে অনন্যোপায় হয় (২৬৬), না অভিলাষী হয়ে এবং না সীমালংঘনকারী হয়ে (২৬৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۱۵)

টীকা-২৬৮: অন্ধকার যুগের লোকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কোন বস্তুকে হালাল ও কোন কোন বস্তুকে হারাম করে নিতো। আর সে কাজের সম্বন্ধ করে নিতো আল্লাহ্ এর সাথে। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর সেটাকে আল্লাহ্ এর প্রতি মিথ্যারোপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আজকালও যেসব লোক নিজ থেকে হালাল বস্তুসমূহকে হারাম বলে দেয়, যেমন- মিলাদ শরীফের শিরনী, ফাতিহা, গেয়ারবী শরীফ ও ওরস ইত্যাদি ইসালে সাওয়াব' এর বস্তুসমূহ, যেগুলো হারাম হওয়ার পক্ষে শরীয়তে কোনো প্রমাণ নেই, তাদের এ আয়াত শরীফের নির্দেশকে ভয় করা উচিত। কারণ, এসব বস্তু সম্বন্ধে একথা বলে দেয়া- 'এগুলো শরীয়ত মতে হারাম', আল্লাহ্ তাআ'লা এর প্রতি মিথ্যারোপ করার নামান্তর মাত্র।

টীকা-২৬৯: এবং দুনিয়ার কিছুদিনের ভোগ-বিলাস মাত্র, যা স্থায়ী থাকার নয়।

টীকা-২৭০: রয়েছে, আখিরাতে।

টীকা-২৭১: সূরা আনআ'মের আয়াত

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ الاٰيه

(অর্থাৎ ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম)- আল-আয়াত

টীকা-২৭২: বিদ্রোহ অবাধ্যতা সম্পাদন করে, যার শাস্তিস্বরূপ ঐসব বস্তু তাদের উপর হারাম হয়েছে যেমন, আয়াত-

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ

(অর্থাৎঃ "অতঃপর ইহুদীদের যুলুমের কারণে আমি তাদের জন্য হারাম করেছি এমন সব পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য পূর্বে হালাল করা হয়েছিলো।") -এর মধ্যে ইরশাদ করা হয়েছে।

টীকা-২৭৩: পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা ব্যতিরেকে

টীকা-২৭৪: অর্থাৎ তাওবাহ্ এর

টীকা-২৭৫: সৎ-চরিত্রসমূহ, পছন্দনীয় আচার-ব্যবহার ও প্রশংসিত গুণাবলীর পরিব্যাপক,

টীকা-২৭৬: দ্বীন-ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত।

টীকা-২৭৭: এতে কুরাঈশ গোত্রীয় কাফিরদের দাবী মিথ্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা নিজেরা নিজেদেরকে ইব্রাহীমী দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে ধারণা করতো,

টীকা-২৭৮: স্বীয় 'নাবূয়্যাত' ও 'খলীল' (একান্ত ঘনিষ্ট বন্ধু) হওয়ার জন্য

টীকা-২৭৯: (তা হচ্ছে) রিসালাত, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, সুন্দর-প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা ধর্মাবলম্বী মুসলমান- ইহুদী ও খ্রিস্টান এবং আরবের মুশরিকগণ সবাই তাঁকে সম্মান করে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখে।

১১৬: এবং জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বর্ণনা করছে বলে তোমরা এটা বলোনা, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম,' এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্ এর প্রতি মিথ্যা রচনা করবে (২৬৮)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ এর প্রতি মিথ্যা রচনা করে তাদের মঙ্গল হবে না। ১১৭: অল্প সুখ-সম্ভোগ মাত্র (২৬৯), এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (২৭০)। ১১৮: এবং বিশেষ করে ইহুদীদের উপর আমি হারাম করেছি ঐসব বস্তু, যা পূর্বে আপনাকে আমি (পড়ে) শুনিয়েছি (২৭১) এবং আমি তাদের উপর যুলুম করিনি। হ্যাঁ, তারাই তাদের আত্মাসমূহের উপর যুলুম করতো (২৭২)। ১১৯: অতঃপর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশতঃ (২৭৩) মন্দ কাজ করে বসেছে, অতঃপর এর পরে তাওবা করেছে এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এরপর (২৭৪) অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।	وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ؕ﴿۱۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۹﴾
রুকূ'-১৬	
১২০: নিশ্চয় ইব্রাহীম এক 'ইমাম' ছিলো (২৭৫), আল্লাহ্ এর অনুগত এবং সবার থেকে আলাদা (২৭৬), এবং মুশরিক ছিলো না (২৭৭), ১২১: তার অনুগ্রহসমূহের উপর কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাকে বেছে নিয়েছিলেন (২৭৮) এবং তাকে সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন। ১২২: এবং আমি তাকে দুনিয়ায় মঙ্গল দিয়েছি (২৭৯) এবং নিঃসন্দেহে, আখিরাতে সে নৈকট্যের উপযোগী।	اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَ هَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَ اٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۲۲﴾

টীকা-২৮০: 'অনুসরণ' (اتباع) দ্বারা এখানে ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি দ্বারা (عقائد و اصول دين) এর প্রতি ঐক্যমত পোষণ করা বুঝায়। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে এ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মহা মর্যাদা ও উচ্চাসনের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর 'দ্বীন-ই-ইব্রাহীম'-এর প্রতি ঐক্যমত পোষণ করা তথা সমর্থন করা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর জন্য তাঁর সমস্ত মর্যাদা ও পূর্ণতার মধ্যে সর্বোচ্চ অনুগ্রহ ও আভিজাত্য রয়েছে। কেননা, তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হচ্ছেন-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। যেমন, 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর সমস্ত নাবী ও সমগ্র সৃষ্টি অপেক্ষা তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মর্যাদা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ। কবির ভাষায়

تو اصلی و باقی طوفیل تو اند

تو شاہی و مجموع خیل تو اند

অর্থাৎ: "আপনি আসল ও মূল এবং অন্যান্যরা আপনার ওসীলায়। আপনি বাদশাহ আর অন্যান্যরা সবাই আপনার অশ্বারোহী সৈন্যদল।"

টীকা-২৮১: অর্থাৎ 'শনিবার'- এর প্রতি সম্মান দেখানো, সেদিন শিকার বর্জন করা এবং সময়কে ইবাদতের জন্য অবসর করে নেয়া ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর ফরয করা হয়েছিলো। আর এর ঘটনা এরূপ ছিলোঃ

হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) প্রথমে তাদেরকে 'জুমুআ'হ' বারের প্রতি সম্মান দেখাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ইরশাদ করেছিলেন, "তোমরা সপ্তাহের একটা দিন ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করো। উক্ত দিনে অন্য কোন কাজ করো না।" এতে তারা মতবিরোধ করলো এবং বললো, "সে দিনটি জুমুআ'হ নয়, বরং 'শনিবার হওয়া চাই,'" তাদের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র দল ব্যতীত, যারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নির্দেশে জুমুআ'হ দিনকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলো। আল্লাহ তাআ'লা ইহুদীদেরকে 'শনিবার' এর অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং এ দিনে শিকার হারাম করে দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। অতঃপর যেসব লোক জুমুআ'হ এর উপর সন্তুষ্ট ছিলো, শুধু তারাই অনুগত রইলো। তারাই শুধু নির্দেশ মেনে চললো। অবশিষ্ট লোকেরা ধৈর্যধারণ করতে পারলোনা। তারা শিকার করলো। এর পরিণাম এই হয়েছিলো যে, তাদের আকৃতি বিকৃত করে দেয়া হলো। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা 'আ'রাফ'-এ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-২৮২: এভাবে যে, অনুগতকে পুরস্কার দেবেন, আর অমান্যকারীকে শাস্তি দেবেন। এরপর বিশ্বকুল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সম্বোধন করা হচ্ছে-

১২৩: অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যে, 'ইব্রাহীমের দ্বীনের অনুসরণ করুন। যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন না (২৮০)।'	ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (۱۲۳)
১২৪: শনিবারকে তো তাদের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদকারী হয়ে গেছে (২৮১)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো (২৮২)।	اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (۱۲۴)
১২৫: (আপনি) আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন (২৮৩) পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা (২৮৪) এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয় (২৮৫)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালোভাবে জানেন সৎ পথ প্রাপ্তদেরকে।	اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (۱۲۵)
১২৬: এবং যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে এমনই শাস্তি দাও যেমন তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছিলো (২৮৬)	وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ

টীকা-২৮৩: আর্থাৎ সৃষ্টিকে দ্বীন ইসলামের প্রতি আহবান করুন।

টীকা-২৮৪: 'পরিপক্ক কলা-কৌশল' দ্বারা ঐ মজবুত প্রমাণের কথা বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা সত্যকে সুস্পষ্ট করে ও সন্দেহাদি দূরীভূত করে দেয়। আর 'সদুপদেশ' দ্বারা সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করা ও ভীতিপ্রদ বস্তুসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৮৫: 'উত্তম কর্মপন্থা' দ্বারা এই কথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা এর প্রতি তাঁর নির্দেশনা ও দলিলাদি সহকারে আহবান করবেন।

মাসআলা: এ থেকে বুঝা গেলো যে, সত্যের প্রতি আহ্বান ও দ্বীনের সত্যতা প্রকাশের জন্য মুনাযারাহ্'য় (তর্কযুদ্ধ) অবতীর্ণ হওয়া বৈধ।

টীকা-২৮৬: অর্থাৎ শাস্তি যেন অপরাধের পরিমাণে হয়, তা থেকে যেন অধিক না হয়।

শানে নুযূল: উহুদের যুদ্ধে কাফিরগণ মুসলমানদের শহীদদের চেহারাগুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করে তাদের আকৃতিকে বদলিয়ে দিয়েছিলো। আর তাঁদের পেট চিরে ফেলেছিলো। তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করেছিলো। ঐসব শহীদদের মধ্যে হযরত হামযাহ্‌ও ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। আর হুযুর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শপথ করেছিলেন যে, এক হযরত হামযাহ্‌ এর প্রতিশোধ সত্তর জন কাফির থেকে নেয়া হবে এবং সত্তর জন কাফিরের এই অবস্থা করা হবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন হুযুর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন আপন শপথের কাফফারা আদায় করেছিলেন।

মাসআলা: 'মুসলাহ' (مُثْلَةٌ) অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করে কারো শারীরিক আকৃতিকে বিকৃত করে ফেলা শরীয়ত মতে হারাম। (মাদারিক)

টীকা-২৮৭: এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করোনা।

টীকা-২৮৮: যদি তারা ঈমান না আনে

টীকা-২৮৯: কেননা, আমিই আপনার সাহায্যকারী ও সহায়ক।★

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ (١٢٦)	এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো (২৮৭), তবে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য ধৈর্যই সর্বাধিক উত্তম।
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ (١٢٧)	**১২৭:** এবং হে মাহ্‌বূব! আপনি ধৈর্যধারণ করুন। এবং আপনার ধৈর্য আল্লাহ্ এরই সাহায্যক্রমে, আর তাদের জন্য দুঃখ করবেন না (২৮৮) এবং তাদের প্রতারণার কারণে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবে না (২৮৯)।
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (١٢٨)	**১২৮:** নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরই সাথে আছেন, যারা ভয় করে এবং যারা সৎকর্ম করে। *

টীকা-১: সূরা বানী ইসরাঈল। এর অপর নাম 'সূরা ইসরা' এবং সুরা 'সুবহানও'। এ সুরা মাক্কী; তবে আটটি আয়াত وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ থেকে نَصِيْرًا পর্যন্ত মাক্কী নয়। এই অভিমত হযরত ক্বাতাদাহ্র। ইমাম বায়দাভী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এ সূরা সম্পূর্ণটাই মাক্কী। এ সূরায় ১২টি রুকূ', ১১০টি আয়াত বসরীদের মতে, ১১১ টি আয়াত কূফীদের মতে, ৫৩৩টি পদ এবং ৩৪৬০টি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: পূত পবিত্র তাঁর সত্তা সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে,

টীকা-৩: 'মাহবূব' মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৪: মি'রাজের রাতে

টীকা-৫: যার দূরত্ব চল্লিশ 'মানযিল' অর্থাৎ সোয়া এক মাসেরও অধিক পথ,

শানে নুযূল: যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মি'রাজের রাতে উচ্চ মর্যাদাসমূহ ও উন্নত স্তরসমূহ লাভ করলেন তখন মহামহিম প্রতিপালক সম্বোধন করলেন, "হে মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। এই মর্যাদা ও সম্মান আমি আপনাকে কেন দান করেছি?" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আরয করলেন, এ জন্য যে, আপনি আমাকে আবদিয়াত সহকারে (বান্দা হিসেবে) নিজের দিকে সম্পৃক্ত করছেন।" এ প্রসঙ্গে এ বারাকাতময় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৬: ধর্মীয়ও, পার্থিবও। কেননা, ঐ পবিত্র ভূমি হলো ওহীর অবতরণস্থল, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর ইবাদতের স্থান, তাঁদের অবস্থানস্থল এবং ইবাদতের ক্বিবলা।

সূরাঃ ১৭ বানী ইস্রাঈল	৫১১	মানযিল-৪	পারাঃ ১৫

বানী ইস্রাঈল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বানী ইস্রাঈল (মাক্কী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-১১১, রুকূ'-১২

১: পবিত্রতা তাঁরই জন্য (২), যিনি আপন বান্দা (৩)-কে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত (৫), যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই, নিশ্চয় তিনি শুনেন, জানেন।।	سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱﴾

আর অসংখ্য নদী-নহর ও গাছপালা দ্বারা ঐ ভূমি সবুজ-সজীব এবং ফলমূলের আধিক্যের কারণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তম স্থান।

মি'রাজ শরীফ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর এক অনন্য মু'জিযা ও আল্লাহ তাআ'লা এর এক মহা অনুগ্রহ। এ থেকে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ঐ পরিপূর্ণ নৈকট্যপ্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ এর সৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে অর্জিত হয়নি।

নাবুয়্যাতের দ্বাদশ সালে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মি'রাজ দ্বারা ধন্য হন। মাস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধতম অভিমত হচ্ছে- ২৭শে রজব মি'রাজ হয়েছিলো।

মক্কা মুকাররমাহ থেকে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর, রাতের একটা ক্ষুদ্র অংশে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া 'কুরআনের স্পষ্ট উদ্ধৃতি' (نصّ قرآنى) থেকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফির। আর আসমানসমূহের ভ্রমন ও নৈকট্যের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বহু হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, যে গুলো 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতির'-এর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।

মি'রাজ শরীফ জাগ্রতবস্থায়- শরীর ও রূহ মুবারক উভয়টি সহকারে সংঘটিত হয়েছে। এটিই অধিকাংশ মুসলমানের আক্বীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর সাহাবীদের মধ্যে এক বিরাট দল এবং হুযূরের শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ এতেই বিশ্বাসী। সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত অর্থ সম্বলিত কুরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকেও এটি বুঝা যায়।

ভ্রান্ত চিন্তাধারার দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারণা (এ প্রসঙ্গে) নিছক বাতিল। আল্লাহ এর ক্ষমতার দৃঢ়-বিশ্বাসীদের সামনে উক্ত সন্দেহ নিছক অবাস্তব।

হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর 'বুরাক্ব' নিয়ে হাযির হওয়া, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনপূর্বক আরোহন করিয়ে নিয়ে যাওয়া, 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'- এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর, নাবীগণের ইমামতি করা, অতঃপর সেখান থেকে আসমানসমূহের ভ্রমনের প্রতি মনোনিবেশ করা, জিব্রাঈল আমীনের প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলানো, প্রত্যেক আসমানের উপর সেখানে অবস্থানরত উচ্চ মর্যাদাশীল নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হওয়া ও হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা ও তাঁর শুভাগমনের জন্য মুবারকবাদ জানানো, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর এক আসমান থেকে অপর আসমানের দিকে ভ্রমন করা, সেখানকার

আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করা, সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্তদের ঐ চূড়ান্ত গন্তব্যস্থান 'সিদরাতুল মুন্তাহা'য় পৌঁছা, যেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন নৈকট্যধন্য ফিরিশতারও অবকাশ নেই, জিব্রাঈল আমীনের সেখানেই আপন অপারগতার জন্য ক্ষমা চেয়ে থেকে যাওয়া, অতঃপর বিশেষ নৈকট্যের স্থানে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উন্নতি করা ও ঐ উচ্চতম নৈকট্যে পৌঁছা, যেখানে কোন সৃষ্টির কল্পনা, ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, সেখানে করুণা ও দয়ার অবতরণস্থল হওয়া এবং আল্লাহ এর পুরস্কারাদি ও বিভিন্ন বিশেষ গুণাবলী লাভ করে ধন্য হওয়া, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং তদপেক্ষা উত্তম জগতেরও জ্ঞানসমূহ লাভ করা, উম্মতদের জন্য নামায ফরয হওয়া, হুযূরের সুপারিশ করা, জান্নাত ও দোযখের পরিভ্রমন, অতঃপর আপন স্থানে পুনরায় তাশরীফ নিয়ে আসা, উক্ত ঘটনার খবর দেয়া, কাফিরদের এর উপর হৈ চৈ করা, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ইমারতের অবস্থা ও সিরিয়া গমণকারী কাফিলাসমূহের অবস্থাদি সম্পর্কে হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে জিজ্ঞাসা করা, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সবকিছুই বলে দেয়া, কাফিলাগুলোর যে সব অবস্থা হুযূর বর্ণনা করেছিলেন কাফিলাগুলো ফিরে আসার পর সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া- এ সবই 'সিহাহ' (বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহ)-এর নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত এবং বহু সংখ্যক হাদীস উক্তসব বিষয়ের বিবরণ ও সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ؕ﴿۲﴾

২: এবং মূসাকে কিতাব দান করেছি (৭) এবং সেটাকে বনী-ইসরাঈলের জন্য 'হিদায়াত' করেছি, যাতে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্ম ব্যবস্থাপকরূপে স্থির না করো।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿۳﴾

৩: হে ঐসব ব্যক্তির সন্তানেরা, যাদেরকে আমি নূহের সাথে (৮) আরোহন করিয়েছি! নিশ্চয় সে বড় কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো (৯)।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿۴﴾

৪: এবং আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাব (১০)-এর মধ্যে ওহী প্রেরণ করেছি- 'অবশ্যই তোমরা ধরাপৃষ্ঠে দু'বার ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে (১১) এবং অবশ্যই তোমরা বড় অহংকার করবে (১২)।'

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ﴿۵﴾

৫: অতঃপর যখন উভয়ের মধ্যে প্রথমবার (১৩)-এর প্রতিশ্রুতি উপস্থিত হলো (১৪) তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছি, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী (১৫), অতঃপর তারা শহরগুলোর মধ্যে তোমাদেরকে তালাশ করার জন্য প্রবেশ করলো (১৬)। আর এটা একটা প্রতিশ্রুতি ছিলো (১৭), যা পূরণ হবারই ছিলো।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ﴿۶﴾

৬: অতঃপর আমি তাদের উপর পুনরায় হামলা করে দিলাম (১৮) এবং তোমাদেরকে ধন ও পুত্র সন্তানদের দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদের দলকে বৃদ্ধি করে দিলাম।

টীকা-৭: অর্থাৎ তাওরীত।
টীকা-৮: কিস্তিতে
টীকা-৯: অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞ ছিলেন। যখনই তিনি কোন কিছু আহার করতেন, পান করতেন কিংবা পরিধান করতেন, তখন আল্লাহ তাআ'লা এর প্রশংসা করতেন ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তাঁর বংশধরদের উপরও কর্তব্য যেন তারাও আপন সম্মানিত পিতামহের নিয়ম বা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।
টীকা-১০: তাওরীত
টীকা-১১: এটা দ্বারা সিরিয়া ভূমি ও 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর দু'বার ফ্যাসাদ সৃষ্টির বিরবণ পরবর্তী আয়াতে আসছে।
টীকা-১২: এবং অত্যাচার ও বিদ্রোহে লিপ্ত হবে।
টীকা-১৩: এর ফ্যাসাদের শাস্তি
টীকা-১৪: এবং তারা তাওরীতের বিধানাবলীর বিরোধিত করেছে এবং অবৈধ কাজ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। হযরত শা'ইয়া পয়গাম্বর (عَلَيْهِ السَّلَام), অপর এক অভিমতানুসারে, হযরত আরমিয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) কে শহীদ করেছে। (বায়দাভী ইত্যাদি)
টীকা-১৫: খুবই জোরদার ও শক্তিশালী; তাদেরকে তোমাদের উপর আধিপত্য দিয়েছি এবং তারা ছিলো বাদশাহ সাঞ্জারীব ও তার সৈন্যদল অথবা বোখতে নাস্‌র কিংবা জালূত, যারা বানী ইস্রাঈলের আ'লিমদের হত্যা করেছে, তাওরীত জ্বালিয়ে দিয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করেছে এবং সত্তর হাজার লোককে তাদের মধ্য থেকে গ্রেফতার করেছে।
টীকা-১৬: যে, তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করবে এবং হত্যা ও বন্দী করবে।
টীকা-১৭: শাস্তির, যা অপরিহার্য ছিলো,
টীকা-১৮: যখন তোমরা তাওবাহ করেছো এবং অহংকার ও ফ্যাসাদ থেকে বিরত হয়েছো, তখন আমি তোমাদেরকে সম্পদ দিয়েছি এবং তাদেরই উপর বিজয় দান করেছি, যারা তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।

টীকা-১৯: তোমরা এ সৎকর্মের পুরস্কার পাবে।

টীকা-২০: এবং তোমরা পুনরায় ফ্যাসাদ ছড়িয়েছিলে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে শহীদ করার জন্য উদ্যত হয়েছিলে। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে রক্ষা করেছেন ও নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তোমরা হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহয়া (عَلَيْهِمَا السَّلَام)-কে শহীদ করছো। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসী ও রোমানদেরকে বিজয়ী করেছেন যেন তোমাদেরকে তোমাদের ঐ শত্রুরা হত্যা করে অথবা তোমাদেরকে বন্দী করে এবং তোমাদেরকে এতোই কষ্ট দেয়।

টীকা-২১: যে, দুঃখ ও গ্লানির চিহ্ন তোমাদের চেহারাসমূহে প্রকাশ পায়

টীকা-২২: অর্থাৎ 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' এর মধ্যে এবং সেটাকে ধ্বংস করে;

টীকা-২৩: এবং সেটাকে ধ্বংস করেছিলো তোমাদের প্রথম বিপর্যয়ের সময়

৭: যদি তোমরা সৎকর্ম করো, তবে নিজেদেরই কল্যাণ করবে (১৯)। আর যদি মন্দ কর্ম করো, তবে তাও নিজেদেরই। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি উপস্থিত হলো (২০) এজন্য যে, শত্রু তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেবে (২১) এবং মসজিদে প্রবেশ করবে (২২), যেমন প্রথমবার প্রবেশ করেছিলো (২৩) এবং যে জিনিসের উপর তারা আধিপত্য লাভ করবে (২৪) তা ধ্বংস করে উজাড় করে দেবে।	إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾
৮: একথা সন্নিকটে যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (২৫) এবং যদি তোমরা আবারও দুষ্টামী করো (২৬) তবে আমিও আবার শাস্তি দেবো (২৭), এবং আমি জাহান্নামকে কাফিরদের কারাগার করেছি।	عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾
৯: নিশ্চয় এ ক্বোরআন ঐ পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সোজা (২৮) এবং সুসংবাদ দেয় ঐ ঈমানদারদেরকে, যারা সৎকর্ম করে যে, 'তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।'	إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾
১০: এবং এই যে যেসব লোক আখিরাতের উপর ঈমান আনেনা, আমি তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

রুকূ'-২

১১: এবং মানুষ অকল্যাণ কামনা করে (২৯) যেভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে (৩০) এবং মানুষ অতিমাত্রায় ত্বরাপ্রিয় (৩১)।	وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

টীকা-২৪: বানী ইসরাঈলের শহরগুলো থেকে সেটা

টীকা-২৫: দ্বিতীয় বারের পরও যদি তোমরা আবার তাওবাহ করো এবং পাপাচার থেকে ফিরে আসো

টীকা-২৬: তৃতীয় বার

টীকা-২৭: সুতরাং তেমনি হয়েছে। আর তারা আবারও দুষ্টামীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো এবং হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র যুগে হুযূর আক্বদাস (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) কে অস্বীকার করলো। ফলে, তাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য লাঞ্ছনা অনিবার্য করে দেয়া হলো। আর মুসলমানদেরকে তাদের উপর আধিপত্য দান করা হলো। যেমন ক্বুরআন কারীমে ইহুদীদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الآية (অর্থাৎ তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত হলো- আল- আয়াত)

টীকা-২৮: তা হচ্ছে- আল্লাহ তাআ'লা এর একত্ব, তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনা এবং তাঁদের আনুগত্য করা।

টীকা-২৯: নিজের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য, আপন সম্পদের জন্য এবং আপন সন্তান-সন্ততির জন্য; আর রাগের বশবর্তী হয়ে তাদের সবাইকে অভিশাপ দেয় ও তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বদ দুআ' করে।

টীকা-৩০: যদি আল্লাহ তাআ'লা তাদের ঐ বদ দুআ' কবূল করে নেন, তবে সেই ব্যক্তি অথবা তার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় তা কবূল করেন না।

টীকা-৩১: কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এ আয়াতের মধ্যে 'মানুষ' দ্বারা 'কাফির'ই বুঝানো হয়েছে। আর 'অমঙ্গল কামনা' মানে 'তাঁর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করার কামনা করা।' হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, নযর ইবনে হারিস কাফির বললো, "হে প্রতিপালক! যদি এ দ্বীন-ইসলাম তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো।" আল্লাহ তাআ'লা তার এ দুআ' কবূল করে নিলেন এবং তার শিরচ্ছেদ করা হলো।

টীকা-৩২: আপন একত্ব ও মহাশক্তির প্রতি নির্দেশকারী;
টীকা-৩৩: অর্থাৎ রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন যেন তাতে আরাম লাভ করা যায়
টীকা-৩৪: উজ্জ্বল, যাতে সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়,
টীকা-৩৫: এবং উপার্জন ও জীবিকা আহরণের কাজ সহজে আঞ্জাম দিতে পারো
টীকা-৩৬: রাত ও দিনের আবর্তনের ফলে
টীকা-৩৭: দ্বীনি ও দুনিয়াবী কার্যাদির সময়ের।
টীকা-৩৮: চাই সেটার চাহিদা দ্বীনের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা দুনিয়ার ক্ষেত্রে হোক। উদ্দেশ্য এ যে, প্রত্যেক বস্তু বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

مَا فَرَّطۡنَا فِی الۡکِتٰبِ مِنۡ شَیۡءٍ

অর্থাৎ "আমি কিতাবে (কুরআন মাজীদে) কোন বস্তুর কথা উল্লেখ না করে ছাড়িনি।" অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

وَنَزَّلۡنَا عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ تِبۡیَانًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ

(অর্থাৎ- "হে হাবীব! আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বস্তুর সুপ্রমান বর্ণনাকারীরূপে।) মোটকথা, এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন কারীমের মধ্যে সমস্ত বস্তুরই বিবরণ রয়েছে।

(سبحان الله) 'সুবহানাল্লাহ্' (আল্লাহ এর জন্য পবিত্রতা।) কেমন কিতাব! কেমন সেটার ব্যাপকতা! (জুমাল, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)
টীকা-৩৯: অর্থাৎ যা কিছু তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে- ভালো কিংবা মন্দ, সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, তা তাঁর জন্য এমনিভাবে অনিবার্য যে, যেমন গলার হার, সে যেখানে যায় সেখানেই তার সাথে থাকে, কখনো পৃথক হয় না। হযরত মুজাহিদ বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের গলায় তার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের লিপি ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

১২: এবং আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি (৩২), সুতরাং রাতের নিদর্শনকে স্তিমিত রেখেছি (৩৩) এবং দিনের নিদর্শনকে প্রদর্শনকারী (৩৪), যাতে আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করো (৩৫) এবং (৩৬) বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো (৩৭)। আর আমি প্রত্যেক বস্তুকে অত্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করে দিয়েছি (৩৮)।	وَ جَعَلۡنَا الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ اٰیَتَیۡنِ فَمَحَوۡنَاۤ اٰیَةَ الَّیۡلِ وَ جَعَلۡنَاۤ اٰیَةَ النَّهَارِ مُبۡصِرَةً لِّتَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِیۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ وَ کُلَّ شَیۡءٍ فَصَّلۡنٰهُ تَفۡصِیۡلًا (۱۲)
১৩: এবং প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য আমি তার গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি (৩৯) এবং তার জন্য ক্বিয়ামত দিবসে একটা লিপিবদ্ধ (কিতাব) বের করবো, যা তারা উন্মুক্ত পাবে (৪০)।	وَ کُلَّ اِنۡسَانٍ اَلۡزَمۡنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیۡ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخۡرِجُ لَهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ کِتٰبًا یَّلۡقٰىهُ مَنۡشُوۡرًا (۱۳)
১৪: ইরশাদ হবে, 'আপন কিতাব পাঠ করো ! আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'	اِقۡرَاۡ کِتٰبَکَ ؕ کَفٰی بِنَفۡسِکَ الۡیَوۡمَ عَلَیۡکَ حَسِیۡبًا (۱۴)
১৫: যে সঠিক পথে এসেছে সে নিজেই কল্যাণের জন্য সঠিক পথে এসেছে (৪১)। আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে আপন অকল্যাণের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে (৪২) এবং কোন ভারবাহী আত্মা অন্য কারো বোঝা বহন করবে না (৪৩) এবং আমি শাস্তিদাতা নই যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ করি (৪৪)।	مَنِ اهۡتَدٰی فَاِنَّمَا یَهۡتَدِیۡ لِنَفۡسِهٖ ۚ وَ مَنۡ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیۡهَا ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰی ؕ وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِیۡنَ حَتّٰی نَبۡعَثَ رَسُوۡلًا (۱۵)
১৬: এবং যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন সেটার স্বাচ্ছন্দসম্পন্ন ব্যক্তিদের (৪৫) উপর বিধানাবলী প্রেরণ করি। অতঃপর তারা তাতে নির্দেশ অমান্য করে, অতঃপর সেটার প্রতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়ে যায়। তখন আমি সেটাকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিই।	وَ اِذَاۤ اَرَدۡنَاۤ اَنۡ نُّهۡلِکَ قَرۡیَةً اَمَرۡنَا مُتۡرَفِیۡهَا فَفَسَقُوۡا فِیۡهَا فَحَقَّ عَلَیۡهَا الۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنٰهَا تَدۡمِیۡرًا (۱۶)

টীকা-৪০: তা হবে তার 'আমলনামা'।
টীকা-৪১: তার পুরস্কার সে নিজেই পাবে।
টীকা-৪২: তার পথভ্রষ্টতার পাপ ও শাস্তি তার উপর আপতিত হবে।
টীকা-৪৩: প্রত্যেকের গুনাহসমূহের বোঝা তারই উপর হবে।
টীকা-৪৪: যিনি উম্মাতকে তার উপর নির্ধারিত ফরযসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবেন, সত্য পথ তাদের সামনে সুস্পষ্ট করবেন এবং দলীল প্রতিষ্ঠা করবেন।
টীকা-৪৫: এবং নেতৃবর্গের,

টীকা-৪৬: অর্থাৎ অস্বীকারকারী উম্মতগণকে।
টীকা-৪৭: 'আদ ও সামূদ' ইত্যাদির ন্যায়।
টীকা-৪৮: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগতের কিছুই তাঁর নিকট থেকে গোপন করা যায়না।
টীকা-৪৯: অর্থাৎ দুনিয়া অন্বেষণকারী হয়।
টীকা-৫০: এটা জরুরী নয় যে, দুনিয়া অন্বেষণকারীর প্রত্যেক আকাঙ্খা পূর্ণ করা হবে এবং তাকে প্রদানই করা হবে আর সে যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে। এমন নয়, বরং তাদের মধ্য থেকে যাকে চান দান করেন এবং যা চান তা-ই দেন। কখনো এমন হয় যে, তাকে বঞ্চিত করে দেন। কখনো এমন হয় যে,

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا (١٧)

১৭: এবং আমি কত মানবগোষ্ঠীকে (৪৬) নূহের পরে ধ্বংস করে দিয়েছি (৪৭)। এবং আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট, আপন বান্দাদের গুনাহ সমূহের খবর রাখেন, দেখেন (৪৮)।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا (١٨)

১৮: যে ব্যক্তি এ শীঘ্রতাসম্পন্নাকে চায় (৪৯) আমি তাকে তাতে শীঘ্রই দিয়ে দিই- আমি যা ইচ্ছা করি যাকে চাই (৫০)। অতঃপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যাতে সে তাতে প্রবেশ করে নিন্দিত অবস্থায় ধাক্কা খেতে খেতে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا (١٩)

১৯: এবং যে আখিরাত চায় আর সেটার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে (৫১) আর হয় ঈমানদার, তবে তাদেরই প্রচেষ্টা ঠিকানায় পৌঁছে থাকে (৫২)।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (٢٠)

২০: আমি সবাইকে সাহায্য দিই- এদেরকেও (৫৩), ওদেরকেও (৫৪), আপনারই প্রতিপালকের দান থেকে (৫৫) এবং আপনার প্রতিপালকের দানের উপর বাধা-বিপত্তি নেই (৫৬)।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا (٢١)

২১: দেখুন! আমি তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি(৫৭)। এবং নিশ্চয়ই আখিরাত স্তরসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আর অনুগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا (٢٢)

২২: হে শ্রোতা! আল্লাহ এর সাথে অন্য খোদা স্থির করো না! যেন তুমি বসে থাকো নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে (৫৮)।

সে অনেক কিছু চায়, কিন্তু দান করেন অল্প। কখনো এমনও হয় যে, সে আয়েশ চায়, দেন দুঃখ। এমনসব অবস্থায় কাফির দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর যদি দুনিয়ায় তার সমস্ত আকাঙ্খা পূর্ণও করা হয় তবে আখিরাতের দুর্ভাগ্য ও অদৃষ্টের মন্দ পরিনাম তো তখনই অবধারিত রয়েছে। মু'মিনের অবস্থা তার বিপরীত। সে পরকাল কামনা করে। যদি সে দুনিয়ার দারিদ্রময় জীবনও অতিবাহিত করে যায়, তবুও পরকালের চিরস্থায়ী নি'মাত তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর যদি দুনিয়ার মধ্যেও আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে সে সুখময় জীবন যাপন করার সুযোগ পায় তবে সে উভয় জাহানেই কামিয়াব হয়। মোটকথা, মু'মিন প্রত্যেক অবস্থায়ই সফলকাম। পক্ষান্তরে, কাফির দুনিয়ায় যদি আরাম-আয়েশ পেয়েও যায় তবুও তা কিছুই নয়। কেননা,
টীকা-৫১: এবং সৎকর্ম পালন করে
টীকা-৫২: এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম আল্লাহ এর দরবারে গৃহীত হবার জন্য তিনটা পূর্বশর্ত রয়েছে যথা- ১) আখিরাতের কামনা করা; অর্থাৎ সদুদ্দেশ্য, ২) প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কর্মকে যত্নসহকারে, সেটার নির্ধারিত নিয়মাবলী সহকারে সম্পাদন করা এবং ৩) ঈমান, যা সর্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যকীয়
টীকা-৫৩: যারা দুনিয়া চায়
টীকা-৫৪: যারা আখিরাত কামনা করে।
টীকা-৫৫: পৃথিবীতে সবাইকে জীবিকা প্রদান করেন। আর পরিণতি হয় প্রত্যেকের অবস্থানুসারে।
টীকা-৫৬: দুনিয়ার মধ্যে সবাই তার উপকার ভোগ করে- সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক।
টীকা-৫৭: ধন-সম্পদ, পূর্ণতা, বংশমর্যাদা এবং আর্থিক সমৃদ্ধিতে।
টীকা-৫৮: কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী ছাড়াই।

টীকা-৫৯: দুর্বলতার প্রভাব হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি না থাকে এবং যেমন তুমি শৈশবে তাঁদের নিকট শক্তিহীন ছিলে তেমনিভাবে তাঁরা শেষ বয়সে তোমার নিকট শক্তিহীন হয়ে থাকে;

টীকা-৬০: অর্থাৎ এমন কোনো শব্দ মুখ থেকে উচ্চারণ করোনা যা থেকে এটা বুঝা যায় যে, তাদের দিক থেকে তুমি মানসিকভাবে কিছু বিরক্তি বোধ করছো।

টীকা-৬১: এবং সুন্দর শালীনতা সহকারে তাদেরকে সম্বোধন করবে।

মাসআলা: মাতা-পিতাকে তাঁদের নাম ধরে ডাকবেনা। এটা শালীনতা বিরোধী এবং তাতে তাঁরা মনে কষ্ট পান। কিন্তু যদি তাঁরা সামনে না থাকেন তবে তাঁদের নাম নিয়ে তাঁদের আলোচনা করা বৈধ।

মাসআলা: মাতা-পিতার সাথে এভাবে কথাবার্তা বলবে যেমন গোলাম বা দাস তার মুনিবের সাথে বলে।

টীকা-৬২: অর্থাৎ নম্রতা ও বিনয় সহকারে সম্মুখীন হও এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় মমতা ও ভালবাসাসূচক ব্যবহার করবে। কারন, তাঁরা তোমার অক্ষমতার সময় তোমাকে ভালোবাসা ও স্নেহ দ্বারা প্রতিপালন করেছেন। আর যা কিছু তাঁদের প্রয়োজন হয় তা তাদের জন্য ব্যয় করতে কার্পন্য করোনা।

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا (۲۳)

২৩: এবং আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় (৫৯) তবে তাদেরকে উহ বলোনা (৬০) এবং তাদেরকে তিরস্কার করোনা আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে (৬১)।

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا ؕ (۲۴)

২৪: এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও (৬২) নম্র হৃদয়ে, আর আরয করো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেমনিভাবে তাদের উভয়ে আমার শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন (৬৩)।'

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِیْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِیْنَ غَفُوْرًا (۲۵)

২৫: তোমাদের প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যা তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (৬৪)। যদি তোমরা উপযুক্ত হও (৬৫), তবে নিশ্চয়ই তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ

২৬: এবং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও (৬৬) এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও,

টীকা-৬৩: মোটকথা এ যে, পৃথিবীতে উত্তম আচরণ ও সেবার মধ্যে যতই অতিশয়তা করা হোক না কেন; কিন্তু মাতা পিতার প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা যায় না। এ কারণে, বান্দার উচিত যেন আল্লাহ এর দরবারে তাঁদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করার জন্য প্রার্থনা করে এবং এই আরয করে, "হে প্রতিপালক! আমার সেবা তো তাঁদের অনুগ্রহের প্রতিদান হতে পারেনা; তুমিই তাদের উপর দয়া করো যেন তা তাঁদের ইহসানের বিনিময় হয়।"

মাসআলা: এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানের জন্য 'রহমত' ও 'মাগফিরাত' (যথাক্রমে আল্লাহ এর দয়া ও ক্ষমা) এর দুআ' করা বৈধ এবং তা তাদেরকে উপকৃত করে। মৃত ব্যক্তিদের রূহের 'সাওয়াব পৌঁছানো' (اصال ثواب)- এর মধ্যেও তাদের জন্য রহমত বর্ষণের দুআ' করা হয়। সুতরাং সেটার পক্ষে এটা মূল দলীল।

মাসআলা: মাতাপিতা কাফির হলে তাদের জন্য হিদায়াত ও ঈমান প্রাপ্তির দুআ' করবে। এটাই তাদের জন্য রহমত বা দয়া।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা এর সন্তুষ্টি নিহিত। আর তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা এর অসন্তুষ্টি রয়েছে। অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মাতা-পিতার অনুগত সন্তান জাহান্নামী হবে না। আর তাঁদের অবাধ্য সন্তান যতই সৎ কাজ করুক না কেন, আল্লাহ এর শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "মাতা-পিতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকো। একারণে যে, জান্নাতের খুশবু হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত আসে। কিন্তু (মাতা-পিতার) অবাধ্য সন্তান সে খুশবু পাবে না, না পাবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, না বৃদ্ধ যিনাকারী, না অহংকারবশতঃ আপন লুঙ্গি বা পরনের কাপড় গোঁড়ালির নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধানকারী।"

টীকা-৬৪: মাতা-পিতার আনুগত্যের ইচ্ছা এবং তাঁদের সেবা করার আগ্রহ বা প্রেরণা।

টীকা-৬৫: এবং তোমাদের থেকে মাতা-পিতার সেবায় ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হলে তোমরা যদি তাওবাহ করো,

টীকা-৬৬: তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো, ভালবাসা ও মেলামেশা করো, খোঁজ-খবর নাও ও সুযোগমত সাহায্য করো এবং সুন্দর সামাজিকতা বজায় রাখো।

মাসআলা: এবং তারা যদি একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হয় ও অভাবগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যয়ভার বহন করাও তাদের প্রাপ্য এবং তা সামর্থবান আত্মীয়দের উপর অপরিহার্যও।

কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন যে, 'আত্মীয়-স্বজন' বলতে 'বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাথে যারা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ, তাঁদের কথা বুঝানো হয়েছে। আর তাঁদের প্রাপ্য হচ্ছে- গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ (خُمُس) প্রদান করা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখা।

টীকা-৬৭: তাদের প্রাপ্য প্রদান করো অর্থাৎ যাকাত দাও।

টীকা-৬৮: অর্থাৎ অবৈধ কাজে ব্যয় করো না। হযরত ইবনে মাসউদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন যে, (تَبْذِيْر) বা 'অপব্যয়' হচ্ছে সম্পদকে অন্যায় পথে ব্যয় করা।

টীকা-৬৯: অর্থাৎ তাদের পথের অনুসারী

টীকা-৭০: সুতরাং তার পথ অবলম্বন না করা উচিত

টীকা-৭১: অর্থাৎ আত্মীয়, মিসকীন এবং মুসাফিরদের থেকে।

শানে নুযূল: এ আয়াত মাহজা', বিলাল, সুহায়ব, সালিম ও খোববাব- রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা সময় সময় বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট আপন-আপন প্রয়োজনাদি ও চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য প্রার্থনা করতেন। যদি কখনো হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট কিছুই না থাকতো, তবে তিনি লজ্জাবশতঃ তাদেরকে উপেক্ষা করতেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যেতেন- এ প্রতীক্ষায় যে, আল্লাহ তাআ'লা কিছু প্রেরণ করলে তা তাঁদেরকে দান করবেন।

(৬৭) এবং অপব্যয় করো না (৬৮)। **২৭:** নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই (৬৯) এবং শয়তান আপন প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ (৭০)। **২৮:** এবং যদি তুমি তাদের দিক থেকে (৭১) মুখ ফিরাও আপন প্রতিপালকের দয়ার প্রতীক্ষায়, যার প্রতি তুমি আশাবাদী, তবে তাদের সাথে নম্র কথা বলো (৭২)। **২৯:** এবং আপন হাত ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ রেখোনা এবং না সম্পূর্ণভাবে খুলে দাও, যেন তুমি বসে থাকো নিন্দিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে (৭৩)।	وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا (٢٦) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا (٢٧) وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا (٢٩)

টীকা-৭২: অর্থাৎ তাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিন কিংবা তাদের অনুকূলে দুআ' করুন।

টীকা-৭৩: এটা একটা দৃষ্টান্ত। এটা দ্বারা আল্লাহ এর পথে ব্যয় করার মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি লক্ষ্য রাখার উপদেশ দেয়াই উদ্দেশ্য। আর এটা ইরশাদ করা হচ্ছে যে, না এভাবে হাতকে আবদ্ধ রাখো যে, মোটেই ব্যয় করবেনা এবং এটাই মনে হয় যেন হাতকে গলদেশের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, কিছু প্রদান করার জন্য নড়াচড়াই করতে পারছেনা। এমন করাতো মন্দ সমালোচনার কারণ হয়; যেহেতু কৃপণকে সবাই মন্দ বলে। আর এমনিভাবে হাতকে উন্মুক্তও করে দিওনা যে, স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যও কিছু অবশিষ্ট না থাকে।

শানে নুযূল: একজন মুসলমান মহিলার সামনে এক ইহুদী নারী এসে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বদান্যতার কথা বর্ণনা করলো এবং সে তা এতই অতিরঞ্জিত করলো যে, তাঁকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে বসলো। আর বললো যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ)-এর বদান্যতা এমন শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, আপন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া যা কিছু তাঁর নিকট থাকতো, সবই তিনি ভিক্ষুককে দিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ কথা মুসলিম মহিলাটার নিকট অপছন্দনীয় মনে হলো, তিনি বললেন, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সবাই দয়া ও পূর্ণতার অধিকারী হন। সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ)-এর বদান্যতা ও দানশীলতায় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বে এবং এটা বলে তিনি চেয়েছিলেন যে, তিনি ইহুদী নারীর সম্মুখে হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বদান্যতা ও দানশীলতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং তিনি আপন ছোট মেয়েটিকে হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ)-এর নিকট পাঠালেন যেন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট থেকে জামা মুবারক চেয়ে নিয়ে আসে। তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট একটা মাত্র জামা মুবারক ছিলো, যা তখন তাঁর নূরানী শরীরে শোভা পাচ্ছিলো। তিনি তা খুলে মেয়েটাকে দিয়ে দিলেন। আর নিজেই হুজুরা মুবারকের অভ্যন্তরে তাশরীফ রাখছিলেন। লজ্জাবশতঃ বাইরে আসছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আযানের সময় এসে পৌঁছলো। আযান হলো। সাহাবা কিরাম অপেক্ষা করছিলেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাশরীফ আনেন নি।

সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবস্থা জানার জন্য পবিত্র দরবারে হাযির হলেন। তখন দেখলেন পবিত্র শরীর মুবারকের উপর জামা শরীফ নেই। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৭৪: যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন এবং তার জীবিকা
টীকা-৭৫: এবং তাদের অবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে ও কল্যাণার্থে
টীকা-৭৬: অন্ধকার যুগের লোকেরা আপন কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। এর কয়েকটা কারণ ছিলো- সম্পদের স্বল্পতা ও দারিদ্রের ভয় এবং অপহরণ ও লুটতরাজের আশংকা। আল্লাহ তাআ'লা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৩০: নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যাকে চান রিয্ক্ব প্রশস্ত করে দেন এবং (৭৪) সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদেরকে ভালোভাবে জানেন (৭৫), দেখেন।	اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿۳۰﴾

রুকূ'-৪

৩১: এবং আপন সন্তানদেরকে হত্যা করো না দারিদ্র-ভয়ে (৭৬) আমি তাদেরকেও রিয্ক্ব দেবো এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।	وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿۳۱﴾
৩২: এবং অবৈধ যৌন সম্ভোগের নিকটে যেওনা। নিশ্চয়ই সেটা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।	وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾
৩৩: এবং কোন প্রাণকে, যেটার সম্মান আল্লাহ রেখেছেন, অন্যায়ভাবে হত্যা করো না এবং যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তবে নিশ্চয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি (৭৭), অতঃপর সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমাতিক্রম না করে (৭৮)। অবশ্যই তাকে সাহায্য করা হবে (৭৯)	وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿۳۳﴾
৩৪: এবং এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা, কিন্তু ঐ পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা উত্তম (৮০) যতদিন না সে আপন যৌবনে পদার্পণ করে (৮১) এবং অঙ্গীকার পূরণ করো (৮২), নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।	وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾
৩৫: এবং ওজন করলে পূর্ণ মাপে ওজন করো এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটাই উত্তম এবং সেটার পরিণাম উৎকৃষ্ট।	وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۳۵﴾
৩৬: এবং ঐ কথার পেছনে পড়োনা, যেটা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই (৮৩)। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে (৮৪)।	وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾

টীকা-৭৭: হত্যার প্রতিশোধ (ক্বিসাস) গ্রহণ করার;
মাসআলা: আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'ক্বিসাস' গ্রহণের অধিকার তার অভিভাবকের রয়েছে। আর তারা হবে আসাবাহ'র ★ ক্রমানুসারে।
মাসআলা: যার অভিভাবক না থাকে তার অভিভাবক 'সুলতান' বা শাসক।
টীকা-৭৮: এবং যেন অন্ধকার যুগের ন্যায় একজন নিহতের পরিবর্তে একাধিক লোককে কিংবা হত্যাকারীর পরিবর্তে তার সম্প্রদায় বা দলের অন্য কোনো লোককে হত্যা না করে।
টীকা-৭৯: অর্থাৎ অভিভাবককে অথবা অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তিকে কিংবা ঐ ব্যক্তিকে, যাকে অভিভাবক অন্যায়ভাবে হত্যা করে।
টীকা-৮০: এবং তা হচ্ছে এ যে, তার সংরক্ষণ করা এবং তা বৃদ্ধি করো।
টীকা-৮১: এবং তা হচ্ছে- আঠার বছর বয়সীমা। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এর মতে, এটাই গ্রহণযোগ্য। আর হযরত ইমাম আ'যম আবু হানিফা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) চিহ্ন প্রকাশ না হওয়ার অবস্থায় 'বালেগ' (বয়োপ্রাপ্ত) হওয়ার শেষ সময়সীমা এটার ভিত্তিতেই আঠার বছর নির্ধারণ করেছেন। (আহমাদী)
টীকা-৮২: আল্লাহ এরও, বান্দাদেরও
টীকা-৮৩: অর্থাৎ যে বস্তুকে দেখোনি সেটা সম্বন্ধে এ কথা বলো না যে, 'আমি দেখেছি, যা শুনোনি সেটা সম্বন্ধে বলোনা যে, 'আমি শুনেছি'। ইবনে হানাফিয়াহ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা।' ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, কারো বিরুদ্ধে ঐ অপবাদ দিওনা, যা তোমরা জানো না।
টীকা-৮৪: যে, তোমরা সেগুলো কি কাজে ব্যবহার করেছো।
★'আসাবাহ' (عَصَبَه): 'ইলম-ই-ফরাইয' বা সম্পত্তির বন্টনের বিধান সম্বলিত শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'আসাবা' হচ্ছে মৃতের ঐসব উত্তরাধিকারী, যারা মৃতের সম্পত্তি থেকে ক্বোরআনে নির্ধারিত অংশের প্রাপকগণ (যাভীল ফুরূয) তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হয়। যেমন পুত্র ইত্যাদি।

টীকা-৮৫: অহংকার ও আত্মগৌরব প্রদর্শন করে।
টীকা-৮৬: অর্থাৎ যে, অহংকার ও আত্মদম্ভ প্রদর্শনে কোন লাভ নেই।
টীকা-৮৭: যেগুলোর সত্যতার পক্ষে বিবেক সাক্ষ্য দেয় এবং যেগুলো দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়, সেগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া অপরিহার্য। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেছেন যে, ঐসব আয়াতের সারকথা হচ্ছে আল্লাহ্ এর একত্ব, সৎ কার্যাদি ও আল্লাহ্ এর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখিরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেছেন যে, এ আঠারটি আয়াত-

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا (٣٧)

৩৭: এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকার করে বিচরণ করোনা (৮৫)। নিশ্চয়ই কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পর্বত-প্রমাণ হতে পারবেনা (৮৬)।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا (٣٨)

৩৮: এ যা কিছু গত হয়েছে তন্মধ্যে মন্দ বিষয় তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

ذٰلِكَ مِمَّاۤ اَوْحٰۤى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا (٣٩)

৩৯: এটা ঐ ওহী সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি প্রেরণ করেছেন, হিকমতের বাণীসমূহ (৮৭) এবং হে শ্রোতা! আল্লাহ্ এর সাথে অন্য খোদা স্থির করো না, যে কারণে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত হয়ে, ধাক্কা খেতে খেতে।

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا (٤٠)

৪০: তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান নির্বাচিত করে দিয়েছেন এবং নিজের জন্য ফিরিশতাকুল থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন (৮৮)? নিশ্চয়ই তোমরা বড় কথা বলে থাকো (৮৯)।

রুকূ'-৫

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا (٤١)

৪১: এবং নিশ্চয় আমি এ ক্বোরআনের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছি (৯০) যাতে তারা বুঝতে পারে (৯১), এবং এ থেকে তাদের বৃদ্ধি পায় না কিন্তু বিমুখতাই (৯২)।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا (٤٢)

৪২: আপনি বলুন, 'যদি তাঁর সাথে আরো খোদা থাকতো যেমন এরা বকছে, তবে তারা আরশ অধিপতির দিকে কোনো পথ খুঁজে বের করতো (৯৩)।'

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٤٣)

৪৩: তাঁরই পবিত্রতা এবং তিনি তাদের মন্তব্যগুলো থেকে, বহু উর্ধ্বে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ

৪৪: তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে (৯৪) এবং কোন (৯৫) বস্তু নেই, যা তাঁর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করে না (৯৬), হাঁ, তোমরা সেগুলোর তাসবীহ (পবিত্রতা

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ থেকে (مَدْحُوْرًا) পর্যন্ত হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর 'ফলকগুলো'র (اَلْوَاح) মধ্যেও ছিলো। সেগুলোর প্রারম্ভ 'তাওহীদ' দ্বারা হয়েছে আর সমাপ্তি হয়েছে শির্কের নিষেধের মাধ্যমে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক হিকমাত বা বাস্তব জ্ঞানের মূলকথা হচ্ছে- 'তাওহীদ' ও 'ঈমান' এবং কোন কথা ও কাজ এতদ্ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হয় না।
টীকা-৮৮: এই হিকমাত বিরোধী কথা কিভাবে বলছো ?
টীকা-৮৯: যে, আল্লাহ্ তাআ'লা এর জন্য সন্তান-সন্ততি নির্ধারিত করছো, যেগুলো সৃষ্টিরই বৈশিষ্ট্য। তা থেকে আল্লাহ্ তাআ'লা পবিত্র। আবার তাতেও নিজেদের বড়ত্ব রক্ষা করছো। নিজেদের জন্য তো পুত্রসন্তান পছন্দ করছো আর তাঁর জন্য কন্যা সন্তানদের স্থির করছো। কত বড় বেআদবী ও অশালীনতা!
টীকা-৯০: প্রমাণাদি থেকেও, উপমাসমূহ থেকেও, হিকমাতসমূহ থেকেও, দৃষ্টান্তসমূহ থেকেও এবং বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুগুলোকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি।
টীকা-৯১: এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পারে;
টীকা-৯২: এবং সত্য থেকে দূরে থাকা।
টীকা-৯৩: এবং তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায়ে উপনীত হতো, যেমন বাদশাহগণের নিয়ম রয়েছে।
টীকা-৯৪: অবস্থার ভাষায়, এভাবে যে, সেগুলোর অস্তিত্বেই স্রষ্টার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বুঝায়। অথবা মুখের ভাষায়। বস্তুতঃ এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। বহু হাদীস শরীফের সাথে এ শেষোক্ত অভিমতই প্রমাণ করে। সালফে সালেহীন থেকে এ অভিমতই বর্ণিত হয়েছে।
টীকা-৯৫: জড়বস্তু, তৃণলতা ও প্রাণী থেকে জীবিত
টীকা-৯৬: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেছেন, "প্রত্যেক জীবিত বস্তু আল্লাহ্ তাআ'লা এর পবিত্রতা ঘোষণা করে।" আর প্রত্যেক

বস্তুর জীবনও সেটার অবস্থানুসারেই।” তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, দরজা খোলার শব্দ এবং ছাদের চড়চড় শব্দ করাও ‘তাসবীহ’-এর শামিল। আর সেগুলোর ‘তাসবীহ’ হচ্ছে- سبحان الله و بحمده (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি) অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ এরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি।’ হযরত ইবনে মাসউদ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) থেকে বর্ণিত যে, রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে আমরা দেখেছি এবং আমরা এটাও দেখেছি যে, আহার করার সময় খাদ্যবস্তু ‘তাসবীহ’ পাঠ করতো। (বুখারী শরীফ)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, “আমি ঐ পাথরকে চিনি, যা আমার নাবুওয়্যাত প্রকাশের সময় আমাকে সালাম করতো।” (মুসলীম শরীফ)

لَّا تَفۡقَهُوۡنَ تَسۡبِيۡحَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيۡمًا غَفُوۡرًا ﴿۴۴﴾

ঘোষণা করা) অনুধাবন করতে পারো না (৯৭)। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ (৯৮)।

وَاِذَا قَرَاۡتَ الۡقُرۡاٰنَ جَعَلۡنَا بَيۡنَكَ وَبَيۡنَ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسۡتُوۡرًا ﴿۴۵﴾

৪৫: এবং হে মাহবূব! যখন আপনি কুরআন পাঠ করেছেন, আমি আপনার ও তাদের মধ্যে, যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না, এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিয়েছি (৯৯),

وَّجَعَلۡنَا عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ اَكِنَّةً اَنۡ يَّفۡقَهُوۡهُ وَفِىۡۤ اٰذَانِهِمۡ وَقۡرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِى الۡقُرۡاٰنِ وَحۡدَهٗ وَلَّوۡا عَلٰٓى اَدۡبَارِهِمۡ نُفُوۡرًا ﴿۴۶﴾

৪৬: এবং আমি তাদের অন্তর গুলোর উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা সেটা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানের মধ্যে বধিরতা (১০০)। এবং যখন আপনি কুরআনের মধ্যে আপন একমাত্র প্রতিপালকের কথা স্মরণ করেন তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে বিমুখ হয়ে।

نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا يَسۡتَمِعُوۡنَ بِهٖۤ اِذۡ يَسۡتَمِعُوۡنَ اِلَيۡكَ وَاِذۡ هُمۡ نَجۡوٰٓى اِذۡ يَقُوۡلُ الظّٰلِمُوۡنَ اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُوۡرًا ﴿۴۷﴾

৪৭: আমি ভালোভাবে জানি কিজন্য তারা শুনছে (১০১) যখন তারা আপনার প্রতি কান পাতে, এবং যখন পরস্পর পরামর্শ করে, তখন যালিমগণ বলে, ‘তোমরা তো অনুসরণ করোনি, কিন্তু এমন এক পুরুষের, যার উপর যাদু করা হয়েছে (১০২)।’

اُنۡظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُوۡا لَكَ الۡاَمۡثَالَ فَضَلُّوۡا فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ سَبِيۡلًا ﴿۴۸﴾

৪৮: দেখুন, তারা আপনার কেমন উপমাসমূহ দিয়েছে। সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। ফলে, তারা পথ পেতে পারে না।

وَقَالُوۡۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ خَلۡقًا جَدِيۡدًا ﴿۴۹﴾

৪৯: এবং বললো, ‘আমরা যখন হাড় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো তখনও কি আমরা বাস্তবিকই নূতন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হবো (১০৩)?’

হযরত ইবনে ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) থেকে বর্ণিত রাসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কাঠের একটা ঠুনির সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। যখন মিম্বর তৈরি করা হলো এবং হুযূর মিম্বর শরীফের উপর তাশরীফ রাখলেন, তখন সেই ঠুনিটি ক্রন্দন করলো। হুযূর (عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالتَّسۡلِیۡمَاتِ) সেটার উপর করুণার হাত বুলিয়ে দিলেন, স্নেহ করলেন এবং শান্তনা দিলেন। (বুখারী শরীফ)

উক্ত সব হাদীস থেকে জড় পদার্থের কথা বলা ও ‘তাসবীহ’ পাঠ করা প্রমানিত হয়েছে।

টীকা-৯৭: ভাষার বিভিন্নতার কারণে কিংবা বুঝা কঠিন হওয়ার কারণে।

টীকা-৯৮: যে, বান্দাদের অলসতার কারণে শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করেন না।

টীকা-৯৯: যাতে তারা আপনাকে দেখতে না পায়; শানে নুযুলঃ যখন আয়াত تَبَّتۡ يَدَا অবতীর্ণ হলো, তখন আবূ লাহাবের স্ত্রী পাথর নিয়ে এলো। তখন হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আবু বাক্র সিদ্দিক (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এর সঙ্গে তাশরীফ রাখছিলেন। সে হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কে দেখতে পায়নি। আর হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) কে বলতে লাগলো, “তোমাদের মুনিব কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, তিনি আমার দুর্নাম করেছেন।” হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বললেন, “তিনি তো কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন না।” তখন সে একথা বলতে বলতে ফিরে গিয়েছিলো যে, আমি তাঁর মাথা ভেঙে চুরমার করে দেয়ার জন্য এ পাথর নিয়ে এসেছিলাম।” হযরত সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলেন, “সে কি হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-কে দেখেনি?” হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, আমার ও তার মধ্যখানে একজন ফিরিশতা অন্তরায় হয়েছিলো। এ ঘটনার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১০০: বধিরতা, যে কারণে তারা কুরআন শরীফ শুনতে পেতো না।

টীকা-১০১: অর্থাৎ তারা শুনলেও তা ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও অস্বীকার করার জন্যই (শুনে)।

টীকা-১০২: সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে উন্মাদ বলছে, কেউ কেউ যাদুকর বলছে, কেউ কেউ বলছে গনক, আর কেউ কেউ বলছে কবি।

টীকা-১০৩: এ কথা তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছে এবং মৃত্যুবরণ করা ও মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর জীবিত হওয়াকে তারা একেবারে অসম্ভব মনে করেছে। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের খণ্ডন করলেন। আর হাবীব (عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام)-কে ইরশাদ করলেন-

টীকা-১০৪: এবং জীবন থেকে দূরে হয়, তার সাথে কখনো প্রাণের সম্পর্কই না থাকে, তবুও الله تبارك و تعالى (আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা) তোমাদেরকে জীবিত করবেন এবং পূর্বাবস্থার প্রতি প্রত্যাবর্তন করাবেন; এবং হাড়গুলো এবং শরীরের কণাগুলোও কি? সেগুলোকে জীবিত করা তাঁর শক্তি বহির্ভূত হবে কেন? সেগুলোর সাথে তো প্রাণ প্রথম থেকেই সম্পৃক্ত ছিলো।

টীকা-১০৫: অর্থাৎ ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে এবং মৃতদেরকে কখন পুনরুত্থিত করা হবে?

টীকা-১০৬: ক্ববরসমূহ থেকে ক্বিয়ামতের অবস্থানের দিকে-

টীকা-১০৭: নিজেদের মাথা থেকে ধুলিবালি ঝাড়তে ঝাড়তে এবং سُبۡحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ ('সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা') অর্থাৎ হে খোদা! তোমারই প্রশংসা সহকারে তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলতে বলতে এবং একথা স্বীকার করতে করতে যে, 'আল্লাহই স্রষ্টা এবং তিনি মৃত্যুর পর উত্তোলনকারী (পুনরায় জীবিত করে)

৫০: আপনি বলুন, 'পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও,	قُلۡ كُوۡنُوۡا حِجَارَةً اَوۡ حَدِيۡدًا ۙ﴿۵۰﴾
৫১: অথবা অন্যকোন সৃষ্টি, যা তোমাদের ধারণায় বড় হয় (১০৪)।' অতঃপর এখন তারা বলবে, 'আমাদেরকে পুনরায় কে সৃষ্টি করবে?' আপনি বলুন, 'তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর এখন আপনার প্রতি বিদ্রুপবশতঃ মাথা নেড়ে বলবে, 'এটা কবে (১০৫)?' আপনি বলুন, 'সম্ভবতঃ' শীঘ্রই হবে,	اَوۡ خَلۡقًا مِّمَّا يَكۡبُرُ فِىۡ صُدُوۡرِكُمۡ ۚ فَسَيَقُوۡلُوۡنَ مَنۡ يُّعِيۡدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىۡ فَطَرَكُمۡ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنۡغِضُوۡنَ اِلَيۡكَ رُءُوۡسَهُمۡ وَيَقُوۡلُوۡنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلۡ عَسٰٓى اَنۡ يَّكُوۡنَ قَرِيۡبًا ﴿۵۱﴾
৫২: যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন (১০৬) তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং (১০৭) বুঝবে যে, তোমরা অবস্থান করোনি (১০৮), কিন্তু অল্প কালই।'	يَوۡمَ يَدۡعُوۡكُمۡ فَتَسۡتَجِيۡبُوۡنَ بِحَمۡدِهٖ وَتَظُنُّوۡنَ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا ﴿۵۲﴾
রুকূ'-৬	
৫৩: এবং আমার (১০৯) বান্দাদেরকে বলুন (১১০) ঐ কথা বলতে যা সর্বাপেক্ষা উত্তম হয় (১১১)। নিশ্চয়ই শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।	وَقُلۡ لِّعِبَادِىۡ يَقُوۡلُوا الَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ يَنۡزَغُ بَيۡنَهُمۡ ؕ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ كَانَ لِلۡاِنۡسَانِ عَدُوًّا مُّبِيۡنًا ﴿۵۳﴾
৫৪: তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবে জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর দয়া করেন (১১২), ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন, এবং আমি আপনাকে তাদের কর্ম ব্যবস্থাপক করে পাঠাইনি (১১৩)।	رَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِكُمۡ ؕ اِنۡ يَّشَاۡ يَرۡحَمۡكُمۡ اَوۡ اِنۡ يَّشَاۡ يُعَذِّبۡكُمۡ ؕ وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ عَلَيۡهِمۡ وَكِيۡلًا ﴿۵۴﴾
৫৫: এবং আপনার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে রয়েছে (১১৪), এবং নিশ্চয়ই আমি নাবীগণের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর	وَرَبُّكَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَلَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ النَّبِيّٖنَ

টীকা-১০৮: পৃথিবীতে অথবা কবরসমূহে

টীকা-১০৯: ঈমানদার

টীকা-১১০: যে, তারা কাফিরদেরকে

টীকা-১১১: নম্র হয় কিংবা পবিত্র হয়, শালীনতা ও সভ্যতর হয় এবং সদুপদেশ ও পথ-নির্দেশের হয়। কাফিরগণ যদি অনর্থক কথা বলে তবে তাদের জবাব যেন তাদেরই ভঙ্গিতে না দেয়া হয়।

শানে নুযূল: মুশরিকগণ মুসলমানদের সাথে মন্দ ব্যবহার করতো এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাতো। তাঁরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে এ অভিযোগ পেশ করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেন কাফিরদের মূর্খতাসুলভ কথাবার্তার জবাব তাদের ভঙ্গিতে না দেন; বরং ধৈর্য ধরেন এবং বলে দেন- يَهۡدِيۡكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত করুন।"
উক্ত নির্দেশ 'জিহাদ' ও যুদ্ধের নির্দেশের পূর্বের ছিলো। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে এবং ইরশাদ করা হয়েছে-
يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الۡكُفَّارَ وَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَاغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡ
অর্থাৎ "হে নাবী! কাফির ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।"
অন্য এক অভিমত এ যে, এ আয়াত হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ)-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। একজন কাফির তাঁর সম্পর্কে অশোভন কথা মুখে উচ্চারণ করেছিলো। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে ধৈর্য্য ধারণ করার ও ক্ষমা করার নির্দেশ দিলেন।

টীকা-১১২: এবং তোমাদেরকে তাওবাহ ও ঈমান আনার শক্তি দান করেন,

টীকা-১১৩: যেন আপনি তাদের কর্মসমূহেরও যিম্মাদার হন।

টীকা-১১৪: সবকিছুর অবস্থাদি এবং এ কথাও যে, কে কিসের উপযোগী;

টীকা-১১৫: বিশেষ বিশেষ মর্যাদা সহকারে। যেমন, হযরত ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে 'খলীল' করেছেন, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে 'কালীম' করেছেন এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে করেছেন 'হাবীব'।

টীকা-১১৬: 'যাবূর' আল্লাহ এর কিতাব, যা হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে ১৫০টি সূরা রয়েছে। সবকটিতে দুআ', আল্লাহ এর প্রশংসা এবং তাঁর স্তুতিবাক্য ও মহত্বের বর্ণনা রয়েছে। সেগুলোতে না হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে, না ফরযসমূহের, না শাস্তির বিধি-বিধানের।

এ আয়াতে বিশেষভাবে হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ এর কতিপয় ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

এক) এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নাবীগণের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। অতঃপর ইরশাদ করেন যে, হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে 'যাবূর' দান করেছেন; হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে নাবুয়্যাতের সাথে রাজত্ব দান করেছিলেন কিন্তু সেটার কথা উল্লেখ করেননি। এতে অবগত করা হয়েছে যে, আয়াতের মধ্যে যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে জ্ঞানগত মর্যাদা, সম্পদ ও রাজত্বের মর্যাদা নয়।

দুই) আল্লাহ তাআ'লা 'যাবূর' এর মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সর্বশেষ নাবী। আর তাঁর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। এ কারণে আয়াতের মধ্যে হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) ও 'যাবূর' -এর উল্লেখ বিশেষ ভাবে করা হয়েছে।

তিন) ইহুদীদের ধারণা ছিল যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর কোন নাবী নেই এবং তাওরাতের পর কোন কিতাব নেই। এ আয়াতের মধ্যে হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে যাবূর দান করার কথা উল্লেখ করে ইহুদীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং তাদের দাবী বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মোটকথা, এ আয়াত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাকে প্রমান করছে।

কবি বলেনঃ

ای وصفِ تو در کتابِ موسٰی
وے نعت تو در زبور داؤد
مقصود توئی ز آفرینش
باقی به طفیلِ تست موجود۔

অর্থাৎ "১) হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনার প্রশংসা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান এবং হে আল্লাহ এর হাবীব! আপনার প্রশংসা হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যাবূরের মধ্যেও রয়েছে।

২) সৃষ্টির মধ্যে আপনিই উদ্দেশ্যে। বাকি সবকিছু আপনারই ওসীলায় অস্তিত্ব লাভ করেছে।"

সূরাঃ ১৭ বানী ইস্রাঈল	৫২২	মানযিল-৪	পারাঃ ১৫

মর্যাদা দিয়েছি (১১৫) এবং দাঊদকে 'যাবূর' দান করেছি (১১৬)।	عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا (৫৫)
৫৬: আপনি বলুন। ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত ধারণা করতে। সুতরাং সেগুলো কোন ক্ষমতা রাখেনা তোমাদের নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করার এবং না ফিরিয়ে দেয়ার (১১৭)।	قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا (৫৬)
৫৭: ঐসব মাক্ববূল বান্দা, যাদেরকে এসব কাফির পূজা করে (১১৮), তারা নিজেরাই আপন প্রতিপালকের প্রতি মাধ্যম সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত (১১৯), তাঁর দয়ার আশা রাখে এবং তাঁর শাস্তি কে ভয়	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ

টীকা-১১৭: শানে নুযূল: কাফিরগণ যখন কঠিন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আক্রান্ত হলো এবং তাদের অবস্থা এ পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, তারা কুকুর ও মৃতের মাংস পর্যন্ত আহার করলো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে ফরিয়াদ করলো ও তাঁর নিকট দুআ' প্রার্থনা করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তিরস্কার স্বরূপ ইরশাদ হয়েছে, "যেহেতু তোমরা প্রতিমাগুলোকে খোদা বলে বিশ্বাস করছো, সেহেতু এখন সেগুলোকেই ডাকো যেন তারা তোমাদের সাহায্য করে! আর যেহেতু তোমরা জানো যে, সেগুলো তোমাদের সাহায্য করতে পারেনা, সেহেতু, কেন সেগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছো?"

টীকা-১১৮: যেমন হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র (عَلَيْهِمَا السَّلَام) ও ফিরিশতাগণ,

শানে নুযূল: হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "এ আয়াত আরবের একদল লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জ্বীন জাতির একটা দলকে পূজা করতো এবং ঐসব 'জ্বীন' ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। একথা তাদের পূজারীদের জানাই ছিলোনা। আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন এবং তাদের তজ্জন্য লজ্জিত করেছেন।

টীকা-১১৯: যাতে যে সর্বাপেক্ষা নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় তাঁকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে।

মাসআলা: এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ এর নৈকট্যধন্য বান্দাদেরকে আল্লাহ এর দরবারে ওসীলা বানানো জায়েয। আর আল্লাহ এর মাকবূল বান্দাদের এটাই নিয়ম।

টীকা-১২০: কাফিরগণ তাদেরকে কিভাবে উপাস্য মনে করছে?

টীকা-১২১: হত্যা ইত্যাদি দ্বারা যখন তারা কুফর করে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়। হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন যে, যখন কোন বস্তিতে যিনা ও সুদের কুপ্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন আল্লাহ তাআ'লা সেটার ধ্বংসের নির্দেশ দেন।

টীকা-১২২: 'লাওহ-ই-মাহফূয'-এ

টীকা-১২৩: ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন যে, মক্কাবাসীগণ নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-কে বলেছিলো যেন 'সাফা পর্বত'কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন এবং পর্বতগুলোকেও মক্কা ভূমি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেন। এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা আপন রসূল (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-কে ওহী করলেন যে, 'যদি আপনি বলেন তবে আপনার উম্মাতকে অবকাশ দেয়া হবে। আর যদি আপনি চান তবে তারা যা চেয়েছে তাও পূরণ করা হবে। কিন্তু তবুও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এ কারণে যে, আমার নিয়ম হচ্ছে এই যে, যখন কোন সম্প্রদায় নিদর্শন দাবী করে সেটার উপর ঈমান না আনে তবে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিই এবং অবকাশ দিই না। আমি পূর্ববর্তীদের সাথে এমনিই করেছি।' এরই বর্ণনায় এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৪: তাদেরই দাবী অনুসারে

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)

করে (১২০)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়ের বস্তু।

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨)

৫৮: এবং কোন জনপদ নেই, কিন্তু এমনই যে, আমি সেটাকে ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করে ফেলবো, কিংবা সেটাকে কঠিন শাস্তি দেবো (১২১)। এটা কিতাবের মধ্যে (১২২) লিপিবদ্ধ আছে।

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (٥٩)

৫৯: এবং আমি এমন সব নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে এজন্যই বিরত রয়েছি যে, সেগুলোকে পূর্ববর্তী উম্মতগণ অস্বীকার করেছে (১২৩)। এবং সামূদ সম্প্রদায়কে (১২৪) উষ্ট্রী প্রদান করেছি চোখগুলো খোলার জন্য (১২৫), অতঃপর সেটার প্রতি যুলুম করেছে (১২৬)। এবং আমি এমনিই নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করিনা, কিন্তু ভয় দেখানোর জন্যই (১২৭)।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (٦٠)

৬০: এবং যখন আমি আপনাকে বলেছি যে, সব লোক আপনার প্রতিপালকের আয়ত্বাধীন রয়েছে (১২৮) এবং আমি করিনি ঐ দৃশ্যকে (১২৯) যা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম (১৩০), কিন্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৩১) এবং ঐ বৃক্ষকেও যেটার উপর ক্বুরআনে অভিশাপ রয়েছে (১৩২)। এবং আমি তাদেরকে ভয় দেখাই (১৩৩), অতঃপর তাদের বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু ঘোর অবাধ্যতাই।

টীকা-১২৫: অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল,

টীকা-১২৬: এবং কুফর করেছে; অর্থাৎ তা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে হওয়াকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১২৭: শীঘ্র আগমনকারী শাস্তি থেকে।

টীকা-১২৮: তাঁরই কুদরতের মুঠোর মধ্যে। সুতরাং আপনি প্রচার করুন এবং কাউকে ভয় করবেন না। আল্লাহ আপনার রক্ষণাবেক্ষণকারী।

টীকা-১২৯: অর্থাৎ আল্লাহ এর আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণের।

টীকা-১৩০: মি'রাজ রাত্রিতে জাগ্রত অবস্থায়,

টীকা-১৩১: অর্থাৎ মক্কাবাসীদের। সুতরাং যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তাদেরকে মি'রাজের ঘটনার সংবাদ দিলেন, তখন তারা সেটা অস্বীকার করলো এবং কতেক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো আর বিদ্রূপ বশতঃ 'বায়তুল মুকাদ্দাস'-এর ইমারতের নকশা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। হুযূর সমগ্র নকশা বর্ণনা করলেন। অতঃপর এটা শুনে কাফিরগণ তাঁকে যাদুকর বলতে লাগলো।

টীকা-১৩২: অর্থাৎ 'যাক্কুম বৃক্ষ', যা জাহান্নামেই উৎপন্ন হয় সেটাকে পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আবূ জাহল বললো, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখাচ্ছেন যে, তা পাথরগুলোকেও জ্বালিয়ে দেবে আর একথাও বলেছেন যে, তাতে গাছ জন্মাবে। আগুনে গাছ কিভাবে থাকতে পারে?" এই আপত্তি তারা উত্থাপন করেছে এবং আল্লাহ এর কুদরত থেকে গাফিল রয়েছে। একথা বুঝতে পারেনি যে, এ স্বাধীন সর্বশক্তিমান সত্তার শক্তি দ্বারা আগুনের মধ্যে বৃক্ষ সৃষ্টি করা অসম্ভবপর কিছুই নয়।
'সামন্দর' একটা পোকা, যা আগুনেই জন্মে, আগুনেই থাকে। তুর্কি দেশে এর পশম দ্বারা তোয়ালে তৈরি করা হতো, যা অপরিষ্কার হয়ে গেলে আগুনে নিক্ষেপ করে সেটা পরিষ্কার করা হতো এবং তা জ্বলতো না'। উটপাখি জলন্ত আগুনের কয়লা খেয়ে ফেলে। কাজেই, আল্লাহ এর অসীম শক্তি দ্বারা আগুনের মধ্যে বৃক্ষ জন্মানো কি করে অসম্ভবপর হতে পারে?

টীকা-১৩৩: ধর্মীয় ও পার্থিব ভয়ানক বিষয়াদি থেকে

৬১: এবং স্মরণ করুন, যখন আমি ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, 'আদমকে সাজদা করো (১৩৪)।' তখন তারা সবাই সাজদা করলো ইবলীস ব্যতীত। সে বললো, 'আমি কি তাকেই সাজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো?'

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿۶۱﴾

৬২: সে বললো (১৩৫), 'দেখোতো এই যে, তুমি যাকে আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত করেছো (১৩৬), যদি তুমি আমাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও, তবে অবশ্যই আমি তার বংশধরগণকে পিষ্ট করে ফেলবো (১৩৭), কিন্তু অল্প কতককে (১৩৮)।'

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۲﴾

৬৩: বললেন, 'দূর হও (১৩৯), অতঃপর তাদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে, তবে নিশ্চয়ই সবার পরিণতি জাহান্নাম, পূর্ণাঙ্গ শাস্তি।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿۶۳﴾

৬৪: এবং পদস্খলিত করে দাও তাদের মধ্যে যাকে পারো আপন আওয়াজ দ্বারা (১৪০) এবং তাদের বিরুদ্ধে সমর সজ্জিত করে আনো আপন অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে (১৪১) এবং তাদের সাথী হও ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে (১৪২) এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও (১৪৩) এবং শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় না, কিন্তু ছলনা দ্বারা।

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۶۴﴾

৬৫: নিশ্চয় যারা আমার বান্দা (১৪৪) তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট কর্ম ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত (১৪৫)।

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿۶۵﴾

৬৬: তোমাদের প্রতিপালক হন তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যেন (১৪৬) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ।

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۶۶﴾

৬৭: এবং যখন তোমাদেরকে সমুদ্রে বিপদ স্পর্শ করে (১৪৭), তখন তিনি ব্যতীত যাদেরকে

وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا

টীকা-১৩৪: সম্মান প্রদর্শনের।
টীকা-১৩৫: শয়তান,
টীকা-১৩৬: এবং তাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো এবং তাকে সাজদা করিয়েছো। সুতরাং আমি শপথ করছি যে,
টীকা-১৩৭: পথভ্রষ্ট করে,
টীকা-১৩৮: যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করবেন এবং নিরাপদে রাখবেন তারা তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দা। শয়তানের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা তার উদ্দেশ্যে
টীকা-১৩৯: তোমাকে 'প্রথম ফুৎকার' পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো,
টীকা-১৪০: প্ররোচনা দিয়ে ও পাপাচারের দিকে আহ্বান করে। কোন কোন আলিম বলেছেন, "এটা দ্বারা গান-বাজনা ও খেলাধুলার আওয়াজসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, "যেই আওয়াজ আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির পরিপন্থী, মুখ থেকে বের হয় তা হচ্ছে শয়তানী আওয়াজ।"
টীকা-১৪১: অর্থাৎ স্বীয় সমস্ত ছলনা কার্যকর করো এবং আপন সমস্ত সৈন্য থেকে সাহায্য নাও।
টীকা-১৪২: যাজ্জাজ বলেছেন, যে গুনাহ সম্পদের মধ্যে হয় কিংবা সন্তান-সন্ততিতে হয়, ইবলীস তাতে শরীক থাকে। যেমন, সুদ ও সম্পদ অর্জনের অন্যান্য অবৈধ পন্থাসমূহ এবং পাপ কাজে ও নিষিদ্ধ কার্যাদিতে ব্যয় করা এবং যাকাত না দেয়া- এসবই সম্পদগত বিষয়াদির শামিল- যেগুলোতে শয়তান শরীক হয়। আর যিনা ও অবৈধ পন্থায় সন্তান লাভ করা এই সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের অংশগ্রহণ রয়েছে।
টীকা-১৪৩: আপন আনুগত্যের উপর।
টীকা-১৪৪: সৎ, নিষ্ঠাবান, নাবীগণ, গুণবান এবং কল্যাণময় ব্যক্তিবর্গ,
টীকা-১৪৫: তাদেরকে তিনি তোমার বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদে রাখবেন এবং শয়তানী চক্রান্ত ও প্ররোচনাসমূহ দূরীভূত করবেন।
টীকা-১৪৬: সে গুলোর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণ করে
টীকা-১৪৭: এবং নিমজ্জিত হবার আশংকা হয়,

টীকা-১৪৮: এবং ঐ মিথ্যা উপাস্যগুলোর মধ্যে কোনোটারই নাম মুখে আসেনা, তখন আল্লাহ্ তাআ'লা এর নিকট অভাব পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করে থাকো।

টীকা-১৪৯: তাঁর একত্ববাদ থেকে। আর পুনরায় সেসব নিষ্ক্রিয় প্রতিমাগুলোর পূজা আরম্ভ করে দাও।

টীকা-১৫০: সমুদ্র থেকে মুক্তি পেয়ে

টীকা-১৫১: যেমন কারুণকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, স্থল ও জল উভয়ই তাঁর ক্ষমতাধীন। তিনি যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া ও রক্ষা করা- উভয়টার উপর ক্ষমতাবান, তেমনি স্থলেও ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া এবং নিরাপদে রাখা- উভয়টার উপর শক্তিমান। স্থলে ও জলে যে কোন স্থানে বান্দা তাঁরই করুণার মুখাপেক্ষী। তিনি ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়ার উপরও ক্ষমতাবান এবং এ বিষয়েও ক্ষমতা রাখেন যে,

পূজা করো সবই হারিয়ে যায় (১৪৮), অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলের দিকে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকো (১৪৯) এবং মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৮: তোমরা কি (১৫০) এ থেকে নির্ভীক হয়েছো যে, তিনি স্থলেরই কোন পার্শ্ব তোমারসহ ধ্বসিয়ে দেবেন (১৫১), অথবা তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন (১৫২), অতঃপর তোমাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না (১৫৩)?

৬৯: অথবা এ থেকে নির্ভীক হয়েছো যে, তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন, অথবা তোমাদের উপর জাহাজ ধ্বংসকারী প্রচন্ড ঝটিকা প্রেরণ করবেন, অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কুফরের কারণে নিমজ্জিত করবেন, তারপর তোমাদের জন্য এমন কাউকে পাবেনা যে এর উপর আমার পশ্চাদ্ধাবন করবে (১৫৪)?

৭০: এবং নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি (১৫৫) এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে (১৫৬) আরোহন করিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দিয়েছি (১৫৭) এবং তাদেরকে আপন বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (১৫৮)।

نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا (٦٧)

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا (٦٨)

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا (٦٩)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا (٧٠)

টীকা-১৫২: যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর বর্ষণ করেছিলেন।

টীকা-১৫৩: যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-১৫৪: এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, আমি কেন এমন করেছি। কেননা, আমি স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, যা চাই তাই করি। আমার কাজে কোন হস্ত ক্ষেপকারী ও আপত্তি উত্থাপনকারী নেই।

টীকা-১৫৫: বিবেক, জ্ঞান, বাকশক্তি, পবিত্র আকৃতি, মাঝারি গড়ন, জীবিকা অর্জন ও পরকালের ব্যবস্থাপনাদি এবং সমস্ত বস্তুর উপর প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করে, এতদ্ব্যতীত, আরো বহু মর্যাদা দান করে।

টীকা-১৫৬: আরোহনের জন্তু, অন্যান্য যানবাহন এবং নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদির মধ্যে।

টীকা-১৫৭: সুস্বাদু, রুচিসম্মত, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ- প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য খুব ভালোভাবে পাকানো। কেননা, মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যে পাকানো খাদ্য কোনটারই খোরাক নয়।

টীকা-১৫৮: হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে- (كَثِيْرًا) শব্দটা (كل) (সমস্ত) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন কারীমেও ইরশাদ হয়েছে। (وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ) (অর্থাৎঃ তারা সবই মিথ্যুক) এবং (وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا) (অর্থাৎ তারা সবাই অনুসরণ করে না, কিন্তু নিজেদের কল্পনারই)-এর মধ্যে (اَكْثَرُ) শব্দ দ্বারা (كل) (সমস্ত) বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ফিরিশতাগণও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আর বিশেষ বিশেষ মানুষ অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) বিশেষ বিশেষ ফিরিশতাগণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অন্যান্য মানুষের মধ্যে সালেহীন বা বুযূর্গ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাধারন ফিরিশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মু'মিন আল্লাহ এর নিকট ফিরিশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা রাখে। এর কারণ এই যে, ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ এর আনুগত্যের জন্যই সৃষ্টিগতভাবে তৈরি করা হয়েছে- এটাই তাদের স্বভাব। তাঁদের মধ্যে বিবেক আছে, যৌনশক্তি নেই। আর চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে যৌন শক্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেক নেই। আর মানবজাতির মধ্যে যৌন ও বোধশক্তি- উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে যিনি বিবেক-বুদ্ধিকে যৌন শক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি ফিরিশতাগণ অপেক্ষাও উত্তম। আর যে ব্যক্তি যৌন শক্তিকে বোধশক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছে সে চতুষ্পদ প্রাণী অপেক্ষাও অধম।

টীকা-১৫৯: তারা পৃথিবীতে যার অনুসরণ করতো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا) বলেন, এতে যুগের ঐ 'ইমাম'-এর কথা বলা হয়েছে, যার আহবানে দুনিয়ার মধ্যে লোকেরা চলে; চাই সেই ব্যক্তি সত্যের প্রতি আহবান করুক কিংবা মিথ্যার প্রতি করুক। মোটকথা এ যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন ঐ নেতার নিকট একত্রিত হবে, যার নির্দেশে তারা দুনিয়ায় চলতো। আর তাদেরকে তারই নামে ডাকা হবে। যেমন- 'হে অমুখের অনুসারীগণ।'

টীকা-১৬০: সৎ লোকেরা, যারা পৃথিবীতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলো এবং সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তাদেরকে তাদের 'আমলনামা' ডান হাতে প্রদান করা হবে। তাঁরা তাতে নিজের পুণ্যময় কার্যাদি ও আনুগত্যগুলো দেখতে পাবে। তখন সেটা অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে। পক্ষান্তরে, যেসব লোক হতভাগ্য কাফির তাদের 'আমলনামা' বাম হাতে প্রদান করা হবে। তারা সেগুলো দেখে লজ্জিত হবে, আর ভয়ের কারণে পুরোপুরি পাঠ করতেও সক্ষম হবে না।

৭১: যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহবান করবো (১৫৯), অতঃপর যাকে আপন 'আমলনামা' দক্ষিণ হস্তে প্রদান করা হবে তখন এসব লোক আপন আপন 'আমলনামা' পাঠ করবে (১৬০), এবং তাদের প্রাপ্য সূতা পরিমাণ বিনষ্ট করা হবেনা (১৬১)।	يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (٧١)
৭২: এবং যে ব্যক্তি এ জীবনে (১৬২) অন্ধ হয়, সে পরকালেও অন্ধ (১৬৩) এবং আরো বেশি পথভ্রষ্ট।	وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا (٧٢)
৭৩: এবং তারাতো নিকটবর্তী ছিলো (হে হাবীব!) আপনার পদস্খলন ঘটানোর আমার ঐ ওহী থেকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি অন্যকিছুর সম্বন্ধ গড়ে দেন। আর যদি এমন হতো তাহলে তারা আপনাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু করে নিতো (১৬৪)।	وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا (٧٣)
৭৪: এবং যদি আমি আপনাকে (১৬৫) অবিচলিত না রাখতাম, তবে একথা নিকটবর্তী ছিলো যে, আপনি তাদের প্রতি সামান্য কিছু ঝুঁকে পড়তেন,	وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۙ (٧٤)
৭৫: এবং এমনই হলে আমি আপনাকে দ্বিগুণ বয়স এবং দ্বিগুণ মৃত্যু (১৬৬) এর স্বাদ প্রদান করতাম। অতঃপর আপনি আমার বিরুদ্ধে আপন কোন সাহায্যকারী পেতেন না।	اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا (٧٥)

টীকা-১৬১: অর্থাৎ আমলগুলোর সাওয়াবের মধ্যে সেগুলো থেকে সামান্যটুকুও কম করা হবে না।

টীকা-১৬২: পার্থিব জীবনে সত্য দেখার ক্ষেত্রে

টীকা-১৬৩: মুক্তির পথ দেখার ক্ষেত্রে। অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে কাফির-পথভ্রষ্ট হয়, সে পরকালে অন্ধ হবে। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে তাওবাহ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু পরকালে তাওবাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা-১৬৪: শানে নুযূল: 'সাক্বীফ' গোত্রের এক প্রতিনিধি দল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) এর নিকট এসে বলতে লাগলো, "যদি আপনি তিনটি আবেদন মঞ্জুর করে নেন তবে আমরা আপনার হাতে বাইআ'ত গ্রহণ করবো। সেগুলো হচ্ছে- ১) নামাযে মাথা নত করবো না; অর্থাৎ রুকূ'- সাজদাহ করবোনা, ২) আমরা আমাদের প্রতিমাগুলো আমাদের হাতে ভাঙ্গবোনা এবং ৩) 'লাত'-এর তো পূজা করবো না; কিন্তু এক বছর যাবৎ তা থেকে উপকার লাভ করবো। অর্থাৎ সেটার পূজারীরা যেসব নযর-মান্নত ইত্যাদি উৎসর্গ করতে আনবে সেগুলো উশূল করে নেবো। বিশ্বকুল (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করলেন, ঐ দ্বীনের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই যার মধ্যে রুকূ'-সাজদা নেই। আর প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার এবং 'লাত' ও 'ওযযা' দ্বারা উপকার লাভের অনুমতি আমি কখনো দেবোনা।" তারা বলতে লাগলো, "হে আল্লাহ এর রসূল! (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) আমরা তো চাই এটাই যে, আপনার নিকট থেকে আমরা এমন সম্মান লাভ করি, যা অন্য কেউ লাভ করেনি, যাতে আমরা গর্ব করতে পারি। এতে যদি আপনার এই আশঙ্কা হয় যে, আরবের লোকেরা আপনার সমালোচনা করবে, তাহলে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ এর নির্দেশই এমন ছিলো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৬৬: নিষ্পাপ করে

টীকা-১৬৬: এর শাস্তি

টীকা-১৬৭: অর্থাৎ আরব থেকে।

শানে নুযূল: মুশরিকগণ একমত হয়ে চেয়েছিলো যে, সবাই মিলে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে আরব ভূমি থেকে বের করে দেবে; কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তাদের ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেননি এবং তাদের ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। এ ঘটনা প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-১৬৮: এবং শীঘ্র ধ্বংস করে ফেলা হতো।

টীকা-১৬৯: অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ই তাদের মধ্য থেকে আপন রসূলকে বের করেছে তাদের জন্য আল্লাহ এর নিয়ম রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বাংলা	আরবি
৭৬: এবং নিশ্চয় নিকটবর্তী ছিলো যে, তারা আপনাকে এ ভূমি থেকে (১৬৭) উৎখাত করবে আপনাকে তা থেকে বের করে দেয়ার জন্য, এবং এমন হলে তারা আপনার পরে টিকে থাকতো না, কিন্তু অল্পকাল (১৬৮)।	وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا (٧٦)
৭৭: নিয়ম তাদেরই, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি (১৬৯) এবং আপনি আমার কানুনকে পরিবর্তনশীল পাবেন না।	سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا (٧٧)

রুকূ'-৯

বাংলা	আরবি
৭৮: নামায কায়েম রাখুন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (১৭০) এবং ভোরের ক্বোরআন (১৭১)। নিঃসন্দেহে, ভোরের ক্বোরআনের মধ্যে ফিরিশতাগণ হাযির হয় (১৭২)।	اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا (٧٨)
৭৯: এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটা খাস আপনারই জন্য অতিরিক্ত (১৭৩)। একথা সন্নিকটে যে, আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন স্থানে দন্ডায়মান করবেন যেখানে সবাই আপনার প্রশংসা করবে (১৭৪)।	وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۗ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (٧٩)
৮০: এবং এভাবে আরয করুন! 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্যভাবে প্রবেশ করাও এবং সত্যভাবে বাইরে নিয়ে যাও (১৭৫)	وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّا

টীকা-১৭০: এতে 'যোহর' থেকে 'ইশা' পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ এসে গেছে।

টীকা-১৭১: এটা দ্বারা 'ফযরের নামায'- এর কথা বুঝানো হয়েছে। এটাকে 'ক্বোরআন' এজন্য বলা হয়েছে যে, 'ক্বিরাআত' নামাযের একটা 'রুকন' (অভ্যন্তরীণ ফরয)। একটা অংশকে উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তুকেই বুঝানো যায়। যেমন, ক্বোরআন করীমে 'নামায'কে 'রুকূ' এবং 'সাজদাহ' দ্বারাও বুঝানো হয়েছে।

মাসআলা: এ থেকে বুঝা যায় যে, 'ক্বিরআত নামাযের একটা 'রুকন।'

টীকা-১৭২: অর্থাৎ ফযরের নামাযের মধ্যে রাতের ফিরিশতাগণও উপস্থিত থাকেন এবং দিনের ফিরিশতাগণও এসে যান।

টীকা-১৭৩: 'তাহাজ্জুদ' হচ্ছে নামাযের জন্য নিদ্রা বর্জন করা; অথবা ইশার নামাযের পর শয়নের পর যে নামায পড়া হয় তাকেই বলা হয়।

হাদিস শরীফে 'তাহাজ্জুদ' নামাযের বহু ফযিলত এসেছে। তাহাজ্জুদ নামায বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উপর ফরয ছিলো। অধিকাংশ ইমামের অভিমত এটাই। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উম্মতের জন্য এ নামায সুন্নত।

মাসআলা: 'তাহাজ্জুদ'-এর নামায কমপক্ষে দুই রাকাআ'ত; মাঝারি, চার রাকআ'ত। সুন্নাত হচ্ছে- দু' দু' রাকআ'তের নিয়ত সহকারে পড়া।

মাসআলা: যদি মানুষ রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতে চায় এবং দুই-তৃতীয়াংশ ঘুমাতে চায়, তবে রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। মধ্যবর্তী তৃতীয়াংশে 'তাহাজ্জুদ' পড়া উত্তম। আর যদি অর্ধরাত্রি ঘুমাতে চায় ও অর্ধরাত্রি ইবাদত করতে চায়, তবে (তাজ্জুদের জন্য) শেষার্ধ উত্তম।

মাসআলা: যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত হয় তার জন্য তাহাজ্জুদ ছেড়ে দেয়া মাকরূহ; যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (রাদ্দুল মুহতার)

টীকা-১৭৪: 'মাক্বামে মাহমূদ' হচ্ছে 'শাফাআ'তের স্থান'। এখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই হুযূরের প্রশংসা করবে। এটাই অধিকাংশের অভিমত।

টীকা-১৭৫: যেখানেই আমি প্রবেশ করি এবং যেখান থেকেই আমি বের হয়ে আসি- চাই তা হোক কোন বাসগৃহ কিংবা হোক কোন পদবী অথবা কর্ম।

কিছুসংখ্যক তাফসীরকারক বলেন, এর অর্থ এ যে, 'আমাকে কবরে সন্তুষ্টি ও পবিত্রতা সহকারে প্রবেশ করাও। আর (ক্বিয়ামতের দিন) পুনরুত্থানের সময় সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বের করে আনো।'
কেউ কেউ বলেছেন, অর্থ এই যে, 'আমাকে আপনার আনুগত্যের মধ্যে সততা সহকারে প্রবেশ করান এবং আপনার নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে সত্যতা সহকারে বের করুন।'
এর অর্থের ক্ষেত্রে একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'নাবুয়্যাতের পদমর্যাদায়' আমাকে সত্য সহকারে প্রবেশ করান এবং সত্য সহকারেই এই পৃথিবী থেকে বিদায়কালে নাবূয়্যাতের সমস্ত কর্তব্য থেকে দায়িত্বমুক্ত করুন।' অপর এক অভিমত হচ্ছে- 'আমাকে মাদীনা তৈয়্যিবায় পছন্দনীয় অবস্থায় প্রবেশ করার সুযোগ দান করুন, আর মক্কা মুকাররমাহ থেকে আমার বহির্গমন সত্য সহকারে করুন, যাতে আমার অন্তরে দুঃখ না পাই। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা তখনই বিশুদ্ধ হতে পারে যখন এই আয়াত 'মাদানী' (হিজরতোত্তর অবতীর্ণ) না হয়। যেমন, আল্লামা সুয়ূতী, قِيْلَ (কেউ কেউ বলেছেন) বলে এ আয়াত 'মাদানী' হবার অভিমতটা দুর্বল হবার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

টীকা-১৭৬: ঐ ক্ষমতা দান করুন, যা দ্বারা আমি আমার শত্রুদের উপর বিজয়ী হতে পারি এবং ঐ যুক্তি-প্রমাণ, যা দ্বারা আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীদের উপর বিজয় লাভ করি; আর ঐ প্রকাশ্য বিজয়, যা দ্বারা আমি আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করতে পারি।

এবং আমাকে তোমার নিকট থেকে সাহায্যকারী বিজয়-শক্তি দাও (১৭৬)।'	جْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (٨٠)
৮১: এবং বলুন, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে (১৭৭)। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই ছিলো (১৭৮)।	وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۭ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (٨١)
৮২: এবং আমি ক্বুরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি ঐ বস্তু (১৭৯), যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত (১৮০), এবং এ থেকে যালিমদের (১৮১) ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا (٨٢)
৮৩: এবং যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি (১৮২) তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের দিকে দূরে সরে যায় (১৮৩) আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে (১৮৪), তখন হতাশ হয়ে পড়ে (১৮৫)।	وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا (٨٣)

উক্ত প্রার্থনা কবূল হয়েছে। আর আল্লাহ তাআ'লা আপন হাবীবের মাধ্যমে তাঁর ধর্মকে বিজয় করার ও তাঁকে শত্রু থেকে নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

টীকা-১৭৭: অর্থাৎ ইসলাম এসেছে এবং কুফর বিলুপ্ত হয়েছে। অথবা ক্বুরআ'ন এসেছে এবং শয়তান ধ্বংস হয়েছে।

টীকা-১৭৮: কেননা, যদিও মিথ্যা কখনো ধন ও প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু সেটার স্থায়িত্ব নেই। সেটার পরিণত হচ্ছে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা।
হযরত ইবনে মাসউদ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা মুকাররমাহ্'য় প্রবেশ করলেন। তখন পবিত্র কা'বার চতুর্পাশে তিনশ ষাটটা মূর্তি বসানো ছিলো। সেগুলোকে লৌহ ও দস্তা দ্বারা জুড়ে শক্ত করা হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বারাকাতময় হস্তে এক টুকরা কাঠ ছিলো। হুযূর এ আয়াত শরীফ পাঠ করে উক্ত কাঠ দ্বারা যেই মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে যাচ্ছিলেন সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলো।

টীকা-১৭৯: সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ

টীকা-১৮০: যে, সেটা দ্বারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রোগসমূহ, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা ইত্যাদি দূরীভূত হয় এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সুস্থতা অর্জিত হয়; মিথ্যা ধর্ম-বিশ্বাস ও মন্দ চরিত্র দূরীভূত হয়। আর সত্য ধর্ম বিশ্বাস ও খোদা-পরিচিতি, প্রশংসাযোগ্য গুণাবলী ও উত্তম চরিত্র সৌন্দর্য লাভ হয়। কেননা, এ মহান কিতাব এমন সব জ্ঞান ও দলিলাদির ধারক যে, তা কাল্পনিক ও শয়তানি অন্ধকার রাশিকে স্বীয় আলোক-রশ্মি দ্বারা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর সেটার এক একটা বর্ণ বারাকাত সমূহের ভান্ডার। তা দ্বারা শারীরিক রোগসমূহ এবং জ্বীনের প্রভাব দূর হয়।

টীকা-১৮১: অর্থাৎ কাফিরদের; যারা সেটা অস্বীকার করে।

টীকা-১৮২: অর্থাৎ কাফিরের প্রতি যে, তাকে সুস্বাস্থ্য ও অর্থের প্রাচুর্য দিই; তখন সে আমার স্মরণ, আমাকে ডাকা, আমার আনুগত্য করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে

টীকা-১৮৩: অর্থাৎ অহংকার করে।

টীকা-১৮৪: কোন মহা বিপদ ও অনিষ্ট এবং কোন অভাব ও দুর্ঘটনা; তখন বিনয় ও কান্নাকাটি করতে করতে আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং যখন উক্ত প্রার্থনা সমূহ কবূল হওয়ার কোনো চিহ্ন প্রকাশ পায়না।

টীকা-১৮৫: মু'মিনদের জন্য এমন করা উচিত নয়। যদি প্রার্থনা গৃহীত হতে বিলম্ব হয়, তবে তারা যেন হতাশ হয়ে না পড়ে এবং আল্লাহ তাআ'লা এর রহমতের আশাবাদী থাকে।

টীকা-১৮৬ঃ আমরা আমাদের নিয়মের উপর, তোমরা তোমাদের নিয়মের উপর। যার সত্তার মূল উপাদান অভিজাত ও পবিত্র হয় তার দ্বারা সুন্দর কার্যাদি এবং পবিত্র চরিত্রসুলভ কাজসমূহ সম্পন্ন হয়, আর যার সত্তাগত উপাদান (বা প্রবৃত্তি) অপবিত্র হয়, তার দ্বারা অপবিত্র এবং হীন কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

টীকা-১৮৭ঃ ক্বোরাঈশ পরামর্শের জন্য সমবেত হলো এবং তাদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা এ হলো যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমাদের মধ্যে ছিলেন। আর কখনো আমরা তাঁকে সততা ও বিশ্বস্ততায় দুর্বল পাইনি। কখনো তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার কোন সুযোগ আমাদের হাতে আসেনি। এখন তিনি নাবূয়্যাতের দাবী করে বসেছেন। সুতরাং তাঁর চরিত্র ও তাঁর চালচলনের বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা তো সম্ভবপর নয়; কাজেই, ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে যে, এমতাবস্থায় কি করা যায়।
এতদুদ্দেশ্যে একটা দলকে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করা হলো। ইহুদীগণ বললো, 'তাঁকে তিনটা প্রশ্ন করো। যদি তিনি উক্ত তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে না পারেন, তবে তো তিনি নাবীই নন। আর যদি প্রশ্ন তিনটার জবাব দিয়ে দেন, তবুও তিনি নাবী নন। যদি দু'টির জবাব দেন, একটার জবাব না দেন তবেই তিনি সত্য নাবী। উক্ত প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে-

৮৪: আপনি বলুন, 'প্রত্যেকে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে (১৮৬) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালক ভালোভাবে অবহিত আছেন কে অধিক সরল পথে আছে।'	قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا (۸۴)
রুকূ'-১০	
৮৫: এবং আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, 'রূহ' আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে একটা বস্তু।' এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়নি কিন্তু সামান্য (১৮৭)।	وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (۸۵)
৮৬: এবং আমি ইচ্ছা করলে এ ওহী, যা আমি আপনার প্রতি করেছি, তা প্রত্যাহার করে নিতাম (১৮৮)। অতঃপর আপনি কাউকে এমন পেতেন না, যে আপনার পক্ষে আমার সম্মুখে এর উপর ওকালতি করতো,	وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا (۸۶)
৮৭: কিন্তু আপনার প্রতিপালকের রহমত (১৮৯)। নিশ্চয় আপনার উপর তাঁর মহা অনুগ্রহ রয়েছে (১৯০)।	اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا (۸۷)
৮৮: আপনি বলুন, 'যদি মানুষ ও জ্বীন সবাই একথার উপর একমত হয়ে যায় যে (১৯১), এ কুরআনের অনুরূপ আনয়ন করবে, তবে এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবেনা, যদিও তাদের পরস্পর পরস্পরের জন্য সাহায্যকারী হয় (১৯২)।	قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (۸۸)

এক) 'আসহাব-ই-কাহফ' (গুহাবাসীগণ)-এর ঘটনা, দুই) 'যুল-ক্বারনাঈন'- এর ঘটনা এবং তিন) 'রূহ'-এর অবস্থা (সম্পর্কে)।
সুতরাং ক্বুরঈশগণ হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে উক্ত তিনটা প্রশ্ন করলো। তিনি 'আসহাব-ই-কাহফ' ও 'যুল ক্বারনাঈন'-এর ঘটনা তো বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলেন এবং 'রূহ'-এর অবস্থা অস্পষ্ট রাখলেন, যেভাবে তাওরীতে অস্পষ্ট রাখা হয়েছিলো। ক্বুরাঈশ এ প্রশ্নগুলো করে লজ্জিত হলো।
অবশ্য, এতে মতভেদ রয়েছে যে, প্রশ্ন কি 'রূহ'-এর বাস্তব অবস্থা (হাক্বীক্বত) সম্পর্কে ছিলো, না সেটা 'সৃষ্ট হওয়া' সম্পর্কে ছিলো। জবাব উভয়টারই দেয়া হয়েছে। আর আয়াতে এটাও বিবৃত হয়েছে যে, সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ এর জ্ঞানের সামনে সামান্য, যদিও (وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ) এর সম্বোধন ইহুদীদের সাথে খাস হয়।

টীকা-১৮৮ঃ অর্থাৎ কুরআন কারীমকে বক্ষসমূহ ও কিতাবপত্র থেকে মুছে ফেলতাম এবং সেটার কোন চিহ্নও বাকী রাখতাম নাম।

টীকা-১৮৯ঃ যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেটাকে স্থায়ী রেখেছি এবং যে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন থেকে পবিত্র রেখেছি। হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন- "কুরআন পাক খুব পড়ো এর পূর্বে যে, কুরআন পাককে উঠিয়ে নেয়া হবে। কেননা, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন পাককে উঠিয়ে নেয়া হবেনা।"

টীকা-১৯০ঃ যে, তিনি আপনার উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন এবং সেটাকে স্থায়ী ও অক্ষুন্ন রেখেছেন। আর আপনাকে সমস্ত বানী আদমের সরদার ও সর্বশেষ নাবী করেছেন এবং 'মাক্বামে মাহমূদ' দান করেছেন।

টীকা-১৯১ঃ ভাষালংকার শাস্ত্র, সুন্দর বাচনভঙ্গী ও বিন্যাস, অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ এবং আল্লাহ এর পরিচিতির বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন পূর্ণতারই মধ্যেই,

টীকা-১৯২: শানে নুযূল: মুশরিকগণ বলেছিলো, "আমরা ইচ্ছা করলে এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারি। এর জবাবে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন যে, স্রষ্টার বাণীর মতো সৃষ্টির কথা কখনো হতে পারে না। যদিও তারা সবাই পরস্পর মিলে প্রচেষ্টা চালায় তবুও সম্ভবপর নয় যে, অনুরূপ 'কালাম' রচনা করবে। সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে। সমস্ত কাফির অক্ষম হয়েছে।

এবং তাদেরকে অপমানিত হতে হয়েছে। তারা একটা লাইনও কুরআন কারীমের মুকাবিলায় রচনা করে পেশ করতে পারেনি।
টীকা-১৯৩: এবং সত্যকে অস্বীকার করার পথই বেছে নিলো।
টীকা-১৯৪: শানে নুযূল: যখন কুরআন কারীমের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ভালোভাবে প্রকাশিত হলো এবং সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ অকাট্য যুক্তি-প্রমান স্থির করে দিলো, আর কাফিরদের জন্য কোন অজুহাতের অবকাশ থাকেনি, তখন তারা মানুষের মনে ভুল-বুঝাবুঝি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শন দাবী করতে লাগলো। আর তারা এ কথা বলে দিলো, "আমরা কখনো আপনার উপর ঈমান আনবো না।" বর্ণিত আছে যে, কুরাঈশ বংশীয় কাফিরদের নেতৃবৃন্দ কা'বা মুআ'যযমায় একত্রিত হলো এবং তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে ডেকে পাঠালো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাশরীফ আনলেন। অতঃপর তারা বললো, "আমরা আপনাকে এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আজ পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে আপনার সাথে বিরোধ মীমাংসা করে নেবো, যাতে আমরা পুনরায় আপনার বিষয়ে সঙ্গত কারণে অপারগ বলে বিবেচিত হই।
আরবে কোন ব্যক্তি এমন হয়নি, যে আপন সম্প্রদায়ের উপর এমন সব সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যা আপনি করেছেন। আপনি আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে মন্দ বলেছেন, আমাদের দ্বীনের প্রতি দোষারোপ করেছেন, আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বুদ্ধিহীন সাব্যস্ত করেছেন, উপাস্যগুলোর অবমাননা করেছেন, দলীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন, আপনি কোন প্রকার ক্ষতি না করে ক্ষান্ত হননি। এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? যদি আপনি ধন চান, তবে আমরা আপনার জন্য এত বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করবো যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনিই সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। যদি মান-সম্মান চান তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করে নেবো। যদি রাজত্ব ও সাম্রাজ্য চান তাহলে আমরা আপনাকে 'বাদশাহ' মেনে নেবো। এসব কাজ করার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আর যদি আপনি কোনো মানসিক রোগে ভুগে থাকেন কিংবা কোনো ব্যাকুলতায় ভুগে থাকেন তাহলে আমরা আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো আর এতে যত অর্থই ব্যয় হোক আমরা তা বহন করবো।"

সূরাঃ ১৭ বানী ইস্রাঈল	৫৩০	মানযিল-৪	পারাঃ ১৫
৮৯: এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এ কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উপমা বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছি। অতঃপর অধিকাংশ মানুষ মানে নি, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (১৯৩)।		وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۡ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا (٨٩)	
৯০: এবং বললো যে, 'আমরা আপনার উপর কখনো ঈমান আনবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের জন্য ভূমি হতে কোন প্রস্রবণ উৎসারিত করবেন না (১৯৪)।		وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا (٩٠)	

বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "সেগুলোর মধ্যে কোনটাই নয়। আমি ধন-সম্পদ, সালতানাত ও নেতৃত্ব কোনটারই সন্ধানী নই। ঘটনা শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্ তাআ'লা আমাকে রসূল করে প্রেরণ করেছেন এবং আমার প্রতি স্বীয় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে তা মান্য করার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টি ও পরকালের অনুগ্রহ প্রাপ্তির সুসংবাদ দিই এবং অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ্ এর শাস্তির ভয় দেখাই। আমি তোমাদের নিকট আপন প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য পৃথিবী ও পরকালের সৌভাগ্য। আর যদি অমান্য করো, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং আল্লাহ্ এর ফায়সালার অপেক্ষা করবো।"
এটা শুনে ঐসব লোক বললো, "হে মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি যদি আমাদের উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলো গ্রহণ না করেন, তাহলে এসব পর্বতকে হটিয়ে দিন, পরিষ্কার ময়দান বের করে আনুন, নদী-নালা প্রবাহিত করে দিন এবং আমাদের মৃত পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করে দিন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো যে, আপনি যা বলছেন তা সত্য কিনা। যদি তারা বলে দেয়, তাহলে আমরা মেনে নেবো।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "আমি এসব কাজের জন্য প্রেরিত হইনি। যা-কিছু পৌঁছানোর জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যদি তোমরা মান্য করো, তাহলে তোমাদের সৌভাগ্য, আর অমান্য করলে আমি আল্লাহ্ এর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করবো।"
কাফিরগণ বললো, "আপনি আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে একজন ফিরিশতা ডেকে আনুন, যিনি আপনার সত্যতা ঘোষণা করবেন। আর আপনার জন্য বাগান, প্রাসাদ এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের ভান্ডারসমূহ চেয়ে নিন।"
ইরশাদ করলেন, "আমি এজন্যও প্রেরিত হইনি। আমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।"
এর জবাবে তারা বলতে লাগলো, "তাহলে আমাদের উপর আকাশ ভেঙ্গে পতিত করুন।" আবার তাদের মধ্যে কেউ বললো, "আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহকে ও ফিরিশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে হাযির করবেন না।"
এর উপর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উক্ত মজলিশ থেকে উঠে আসলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াও তাঁর সাথে উঠে আসলো। আর বলতে লাগলো, "আল্লাহ্ এর শপথ! আমি কখনো আপনার উপর ঈমান আনবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানের উপর আরোহন করেন এবং না আমার চোখের সামনেই সেখান থেকে একটা কিতাব এবং ফিরিশতাদের একটি দল নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ্ এর শপথ! এটাও যদি করে দেখান, আমার মনে হয় তবুও আমি মানবো না।"

রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) যখন দেখলেন যে, এসব লোক এতই জেদ ও একগুঁয়েমির মধ্যে রয়েছে এবং সত্যের প্রতি তাদের শত্রুতা সীমাতিক্রম করে গেছে, তখন তাদের এ অবস্থার উপর তিনি দুঃখিত হলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿۹۱﴾

৯১: অথবা আপনার জন্য খেজুরের অথবা আঙ্গুরের কোন বাগান হবে, অতঃপর সেটার মধ্যে চলমান নদী-নালা প্রবাহিত করবেন।

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿۹۲﴾

৯২: অথবা আপনি আমাদের উপর আসমানের পতন ঘটাবেন, যেমন আপনি বলেছেন, খন্ড-বিখন্ড করে, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাদেরকে জামিন হিসেবে নিয়ে আসবেন (১৯৫),

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۳﴾

৯৩: অথবা আপনার জন্য একটা স্বর্ণ নির্মিত ঘর হবে, অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আরোহণের উপরও কখনো ঈমান আনবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর একটা কিতাব অবতীর্ণ করবেন না, যা আমরা পাঠ করবো। আপনি বলুন, 'পবিত্রতা আমার প্রতিপালকের জন্য। আমি কে হই? কিন্তু মানুষ, আলাহ এরই প্রেরিত (১৯৬)।'

রুকূ'-১১

وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۴﴾

৯৪: এবং কোন কথা মানুষকে ঈমান আনতে বাধা দিয়েছে যখন তাদের নিকট হিদায়াত এসেছে, কিন্তু এটাই যে, তারা বলেছে, 'আল্লাহ কি মানুষকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন (১৯৭)?'

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿۹۵﴾

৯৫: আপনি বলুন, 'যদি পৃথিবীতে ফিরিশতাগণ থাকতো (১৯৮) নিশ্চিন্ত হয়ে বিচরণ করতো, তাহলে তাদের উপর রসূলও আমি ফিরিশতা অবতারণ করতাম (১৯৯)।'

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿۹۶﴾

৯৬: আপনি বলুন, 'আল্লাহ যথেষ্ট সাক্ষীরূপে আমার ও তোমাদের মধ্যে (২০০)। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদের জানেন, দেখেন।'

وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾

৯৭: এবং আল্লাহ যাকে পথ প্রদান করেন, সে-ই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন (২০১) তবে তাদের জন্য তাঁকে ব্যতীত কোন অভিভাবক পাবেন না (২০২) এবং আমি তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুখের উপর ভর করে (২০৩) উঠাবো অন্ধ, মূক ও বধির করে (২০৪)। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, যখন কখনো স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো।

টীকা-১৯৫: আমাদের সামনে আপনার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-১৯৬: আমার কাজ আল্লাহ এর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন যে পরিমাণ মু'জিযা ও নিদর্শন বিশ্বাস ও মনের শান্তনার জন্য দরকার ছিলো তা অপেক্ষা বহু বেশী পরিমাণে আমার প্রতিপালক প্রকাশ করেছেন। অকাট্য দলিল স্থির করার কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন এ কথা বুঝে নাও যে, রসূলকে অস্বীকার করার ও আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিনতি কি হয়?

টীকা-১৯৭: রসূলগণকে 'মানুষ' বলেই জানতে থাকে এবং তাঁদের নবূয়্যাতের পদ-মর্যাদা ও খোদা প্রদত্ত পূর্ণতাসমূহকে স্বীকার করেনি ও মেনে নেয় নি। এটাই তাদের কুফরের মূল কারণ ছিলো। আর এ জন্যই তারা বলে বেড়াতো, "কোন ফিরিশতা কেন প্রেরণ করা হয় নি।" এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে ইরশাদ ফরমান, "হে হাবীব! তাদেরকে

টীকা-১৯৮: তারাই সেখানে বসবাস করতো

টীকা-১৯৯: কেননা, সে-ই তাদের সমজাতীয় হতো; কিন্তু যখন পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করে তখন তাদের রসূল হিসেবে ফিরিশতা চাওয়া নিতান্তই অশোভন।

টীকা-২০০: আমার সত্যতা ও রিসালাতের দায়িত্বাবলী সম্পন্ন করা এবং তোমাদের মিথ্যা ও শত্রুতার উপর।

টীকা-২০১: ও সৎ পথে আসার জন্য সাহায্য না করেন,

টীকা-২০২: যে তাদেরকে হিদায়াত করবে।

টীকা-২০৩: হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে

টীকা-২০৪: যেমন তারা পৃথিবীতে সত্য দেখা, বলা ও শুনা থেকে অন্ধ, মূক ও বধির সেজে বসেছে তেমনই তাদেরকে উঠানো হবে।

টীকা-২০৫: এমন মহান ও প্রশস্ত তিনি,
টীকা-২০৬: এটা তাঁর ক্ষমতায় আশ্চর্যের কিছুই নয়।
টীকা-২০৭: শাস্তির অথবা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের
টীকা-২০৮: সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও।
টীকা-২০৯: যেগুলোর কোন শেষ নেই।
টীকা-২১০: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, উক্ত নয়টা নিদর্শন হচ্ছে এইঃ ১) লাঠি, ২) শুভ্র হস্ত, ৩) ঐ তোতলানো, যা হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) এর জিহ্বা মুবারকে ছিলো, অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তা দূরীভূত করলেন, ৪) সমুদ্রের পানি দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া এবং তার মাঝখানে রাস্তা হয়ে যাওয়া, ৫) তুফান, ৬) ফড়িং, ৭) ঘুন, ৮) ব্যাঙ এবং ৯) রক্ত। তন্মধ্যে শেষোক্ত ছয়টির বিস্তারিত বিবরণ নবম পারার ষষ্ঠ রুকূ'তে গত হয়েছে।
টীকা-২১১: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام)
টীকা-২১২: অর্থাৎ আল্লাহ এর আশ্রয়, যাদুর প্রভাবের কারণে, আপনার বিবেক-বুদ্ধি বহাল নেই, 'مَسْحُوْرٌ' শব্দটা 'سَاحِرٌ' (যাদুকর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন অর্থ দাঁড়াবে ঐসব আশ্চর্যজনক বস্তু, যেগুলো আপনি দেখাচ্ছেন, এ সবই যাদুর চমৎকারিত্ব মাত্র। এর জবাবে হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام)
টীকা-২১৩: হে হঠকারী ফিরআ'উন।
টীকা-২১৪: যে, ওসব নিদর্শন দ্বারা আমার সত্যতা ও আমার যাদুর প্রভাব মুক্ত হওয়া এবং এসব নিদর্শন আল্লাহ এর পক্ষ থেকে হওয়াই সুস্পষ্ট।
টীকা-২১৫: এটা হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام) এর পক্ষ থেকে ফিরআ'উনের ঐ উক্তির খণ্ডন যে, সে তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছিলো। কিন্তু তার উক্তি মিথ্যা ও অসার ছিলো। একথা সে নিজেও জানতো, কিন্তু তার হঠকারিতা তাকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছিলো। আর তাঁর বর্ণনা সত্য ও বিশুদ্ধ। সুতরাং বাস্তবেও অনুরূপ ঘটেছিলো।
টীকা-২১৬: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَیْهِ السَّلَام)-কে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে মিশরের।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا (۹۸)

৯৮: এটা তাদের শাস্তি, এ জন্য যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বললো, 'যখন আমরা অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তবুও কি সত্যি সত্যি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?'

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا (۹۹)

৯৯: এবং তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, ঐ আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (২০৫) ঐসব লোকের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন (২০৬)? এবং তিনি তাদের জন্য (২০৭) একটা নির্দিষ্ট কাল স্থির করে রেখেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি, যালিমগণ মান্য করেনা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে (২০৮)।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا (۱۰۰)

১০০: আপনি বলুন, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারসমূহের মালিক হতে (২০৯) তবে সেগুলোও ধরে রাখতে এ আশংকায় ব্যয় হয়ে যায় কিনা- এবং মানুষ অতিশয় কৃপণ।'

রুকূ'-১২

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا (۱۰۱)

১০১: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে নয়টা সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি (২১০), সুতরাং আপনি বানী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন। যখন সে (২১১) তাদের নিকট আসলো, তখন তাকে ফিরআউন বললো, 'হে মূসা! আমার ধারণায় তো তোমার উপর যাদু করা হয়েছে (২১২)'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا (۱۰۲)

১০২: বললেন, 'তুমি অবশ্যই ভালভাবে অবগত আছো (২১৩) যে, এ গুলো অবতারণ করেননি কিন্তু আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকই, অন্তরের চোখগুলো- উন্মুক্তকারী (২১৪), এবং আমার ধারণায় তো হে ফিরআউন, অবশ্যই তোমার ধ্বংস আসন্ন (২১৫)।

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

১০৩: অতঃপর সে ইচ্ছা করলো যে, তাদেরকে (২১৬) ভূ-খণ্ড থেকে উচ্ছেদ করবে,

টীকা-২১৭: এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে ও তাঁর সম্প্রদায়কে আমি শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছি।

টীকা-২১৮: অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়ার ভূ-খন্ডে। (খাযিন ও কুরতবী)

টীকা-২১৯: অর্থাৎ ক্বিয়ামত

টীকা-২২০: ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার নির্ধারিত স্থানে। অতঃপর সৌভাগ্যবান ও হতভাগ্যদেরকে এককে অপর থেকে পৃথক করবো।

টীকা-২২১: শয়তানের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রয়েছে এবং কোন প্রকার পরিবর্তন তাতে স্থান পায়নি। 'তিবয়ান'-এ বর্ণিত হয় যে, 'সত্য' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সত্তা মুবারকের কথা বুঝানো হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আয়াত শরীফের এ বাক্যটি প্রত্যেক প্রকারের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এক পরীক্ষিত 'আমল'। রোগস্থলের উপর হাত রেখে এটা পাঠ করে যদি ফুঁক দেয়া হয় তাহলে আল্লাহ এর নির্দেশক্রমে, রোগ দূরীভূত হয়ে যায়।

فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا (١٠٣)
وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ
الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا (١٠٤)
وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَ
مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا (١٠٥)
وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ
عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا (١٠٦)
قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا
يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ
سُجَّدًا (١٠٧)
وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ
رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا (١٠٨)

তখন আমি তাকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সবাইকে নিমজ্জিত করেছি (২১৭)।

১০৪: এবং এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বলেছি, 'এই ভূ-খণ্ডে বসবাস করো (২১৮)। অতঃপর যখন পরকালের প্রতিশ্রুতি আসবে (২১৯) তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্র করে উপস্থিত করবো (২২০)।

১০৫: এবং আমি ক্বুরআনকে সত্য সহকারেই অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যের জন্যই অবতীর্ণ করেছি (২২১)। এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই।

১০৬: এবং ক্বুরআনকে আমি পৃথক পৃথক করে (২২২) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন (২২৩) এবং আমি সেটাকে ক্রমশঃ থেমে থেমে অবতীর্ণ করেছি (২২৪)।

১০৭: এবং আপনি বলুন, 'তোমরা এর উপর ঈমান আনো অথবা না আনো (২২৫)। নিশ্চয় ঐসব লোক যারা এটা অবতীর্ণ হবার পূর্বে জ্ঞান লাভ করেছে (২২৬), যখনই তাদের উপর পাঠ করা হয়, তখন তারা থুতনির উপর ভর করে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।'

১০৮: এবং বলে, 'পবিত্রতা আমাদের প্রতিপালকের জন্য, নিঃসন্দেহে, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবারই ছিলো (২২৭)।'

মুহাম্মাদ ইবনে সাম্মাক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর ভক্তবৃন্দ বোতল নিয়ে একজন খৃষ্টান চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন লোকের দেখা হলো। লোকটা অতীব হাসিমুখে ও মনোরম পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁর শরীর মুবারক থেকে অতি পবিত্র খুশবো আসছিলো। তিনি বললেন, "কোথায় যাচ্ছেন?" তাঁরা বললেন, "ইবনে সাম্মাকের (প্রস্রাবের) বোতল দেখানোর জন্য অমুক চিকিৎসকের নিকট যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "আল্লাহ এরই পবিত্রতা! আল্লাহ এর ওলীর জন্য আল্লাহ এর শত্রুর নিকট সাহায্য চাচ্ছেন? বোতলটা ফেলে দিন। ফিরে যান। আর তাঁকে বলুন। ব্যাথার স্থলে হাত রেখে পড়ুন, وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ('ওয়াবিল হাক্বক্বি আনযালনাহু ওয়া বিল হাক্বক্বি নাযালা') একথা বলে উক্ত বুযুর্গ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঐ ভক্তবৃন্দ ফিরে গিয়ে ইবনে সাম্মাককে ঘটনাটা বললেন। তিনি ব্যাথার স্থানে হাত রেখে ঐ কালিমাহ্‌টা পাঠ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন। অতঃপর ইবনে সাম্মাক বললেন, "তিনি ছিলেন- হযরত খিযর (عَلٰى نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)।

টীকা-২২২: তেইশ বছরের সময়ের মধ্যে।

টীকা-২২৩: যাতে সেটার বিষয়বস্তুসমূহ সহজে শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে।

টীকা-২২৪: কল্যাণ ও ঘটনার চাহিদা মুতাবিক।

টীকা-২২৫: এবং নিজেদের জন্য পরকালের অনুগ্রহ অবলম্বন করো কিংবা জাহান্নামের শাস্তি।

টীকা-২২৬: অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ঈমান এনেছেন, যাঁরা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবুয়্যাত প্রকাশের পূর্ব থেকেই তাঁর অপেক্ষায় ও সন্ধানরত ছিলেন, আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবুয়্যাত প্রকাশের পর ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। যেমন- যায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল, সালমান ফারসী এবং আবূ যার প্রমুখ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ)

টীকা-২২৭: যা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে ইরশাদ করেছিলেন। তা হচ্ছে- শেষ যুগের নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে প্রেরণ করবেন।"

টীকা-২২৮: আপন প্রতিপালকের দরবারে বিনয় ও আবেদন সহকারে এবং নম্র হৃদয়ে

টীকা-২২৯: মাসআলা: কুরআন কারীম তিলাওতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যে ব্যক্তি আল্লাহ এর ভয়ে কান্নাকাটি করেছে।

টীকা-২৩০: শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) বলেন, এক রাতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) দীর্ঘক্ষণ সাজদারত ছিলেন। আর আপন সাজদায় তিনি বলছিলেন (یَا اَللّٰہُ یَا رَحۡمٰنُ) (ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাহমানু!) আবূ জাহল তা শুনে বলতে লাগলো, "হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আমাদেরকে তো কয়েকজন উপাস্যের উপাসনা করতে বাধা দেন, অথচ নিজে দুইজনকেই আহ্বান করছেন- 'আল্লাহ'কে ও 'রাহমান'কে (আল্লাহ এরই আশ্রয়।) এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ' ও 'রহমান' দুটি নাম একই সত্য মা'বূদের; চাই, যে কোন নামেই আহ্বান করো।

টীকা-২৩১: অর্থাৎ (এমন) মাঝারি স্বরে পড়ো, যাতে 'মুক্তাদী' সহজে শুনতে পায়।
শানে নুযূল: রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) মক্কা মুকাররমায় যখন আপন সাহাবীদের ইমামত করতেন তখন উচ্চস্বরে ক্বিরআত পাঠ করতেন। মুশরিকগণ শুনতো। তখন কুরআন পাককে এবং এর অবতরণকারীকে ও যাঁর উপর তা অবতীর্ণ হয়েছে- সবাইকে গালি দিতো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৩২: যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণা রয়েছে।

টীকা-২৩৩: যেমন মুশরিকরা বলে থাকে।

টীকা-২৩৪: অর্থাৎ তিনি দুর্বল নন, যে কারণে তাঁর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়।

টীকা-২৩৫: হাদীস শরীফে আছে, "ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের প্রতি সর্বপ্রথম ঐসব লোককে ডাকা হবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ এর 'হামদ' বা প্রশংসা করে।" অন্য হাদীসে বর্ণিত হয় যে, সর্বোৎকৃষ্ট দুআ' হচ্ছে- (اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ) (আলহামদু লিল্লাহ) আর সর্বোৎকৃষ্ট 'যিকর' হচ্ছে- (لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ) (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) (তিরমিযী শরীফ)
মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- "আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট চারটা কালিমাহ্ খুব প্রিয়-
(১) لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ (২) اَللّٰہُ اَکۡبَرُ (৩) سُبۡحَانَ اللّٰہِ (৪) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ
১) লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ২) আল্লাহু আকবার, ৩) সুবহানাল্লাহ ৪) আলহামদু-লিল্লাহ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই আয়াতের নাম 'আয়াতুল ইযয' (সম্মানের আয়াত)ও। আব্দুল মুত্তালিব বংশের শিশুগণ যখন কথা বলতে আরম্ভ করতো তখন তাদেরকে সর্বপ্রথম এ আয়াত (قُلِ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ) শিখানো হতো।★

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১০৯: 'এবং থুতনির উপর ভর করে লুটিয়ে পড়ে (২২৮) ক্রন্দনরত হয়ে, আর এ কুরআন তাদের অন্তরের বিনয় বৃদ্ধি করে (২২৯)।'	وَیَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ یَبۡکُوۡنَ وَیَزِیۡدُہُمۡ خُشُوۡعًا ۩ (۱۰۹)
১১০: আপনি বলুন, 'আল্লাহ' বলে আহবান করো কিংবা 'রহমান' বলে ডাকো- যা বলেই আহবান করো- সবই তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম (২৩০)। এবং আপন নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়ো, না একে বারে ক্ষীণ স্বরে এবং এ দুইয়ের মধ্যখানে পথ সন্ধান করো (২৩১)।] (সাজদাহ-৪)	قُلِ ادۡعُوا اللّٰہَ اَوِ ادۡعُوا الرَّحۡمٰنَ ؕ اَیًّا مَّا تَدۡعُوۡا فَلَہُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ۚ وَلَا تَجۡہَرۡ بِصَلَاتِکَ وَلَا تُخَافِتۡ بِہَا وَابۡتَغِ بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبِیۡلًا (۱۱۰)
১১১: এবং এভাবে বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই, যিনি নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করেননি (২৩২) এবং বাদশাহীর মধ্যে কেউ তাঁর শরীক নেই (২৩৩) এবং দুর্বলতার কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই (২৩৪), এবং তাঁরই মহত্ত্ব ঘোষণার নিমিত্ত 'তাকবীর' বলো (২৩৫)।*	وَقُلِ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ لَمۡ یَتَّخِذۡ وَلَدًا وَّلَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ شَرِیۡکٌ فِی الۡمُلۡکِ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَکَبِّرۡہُ تَکۡبِیۡرًا (۱۱۱)

টীকা-১: এই সূরার নাম- 'সূরা কাহফ'। এই সূরা মাক্কী; অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ। এতে ১১০টি আয়াত, ১৫৭৭টি পদ এবং ৬৩৬০টি বর্ণ আছে।

কাহফ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা কাহফ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-১১০, রুকূ'-১২

অনুবাদ	আয়াত
১: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই, যিনি আপন বান্দা (২)-এর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৩) এবং সেটার মধ্যে বাস্তবিকই কোন বক্রতা রাখেননি (৪)।	اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلٰی عَبۡدِهِ الۡکِتٰبَ وَ لَمۡ یَجۡعَلۡ لَّهٗ عِوَجًا ؕ﴿۱﴾
২: ন্যায় বিচার সম্বলিত কিতাব, যাতে (৫) আল্লাহ এর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ঈমানদারদেরকে যারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেন যে, তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে,	قَیِّمًا لِّیُنۡذِرَ بَاۡسًا شَدِیۡدًا مِّنۡ لَّدُنۡهُ وَ یُبَشِّرَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا حَسَنًا ۙ﴿۲﴾
৩: যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে,	مَّاکِثِیۡنَ فِیۡهِ اَبَدًا ۙ﴿۳﴾
৪: এবং ঐসব (৬)-কে সতর্ক করবেন, যারা একথা বলে, 'আল্লাহ আপন কোন সন্তান গ্রহণ করেছেন।'	وَّ یُنۡذِرَ الَّذِیۡنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ٭﴿۴﴾
৫: এ সম্পর্কে না তারা কোন জ্ঞান রাখে, না তাদের পিতৃপুরুষেরা (৭), কি সাংঘাতিক কথা, তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে! নিছক মিথ্যা কথা বলছে।	مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ وَّ لَا لِاٰبَآئِهِمۡ ؕ کَبُرَتۡ کَلِمَۃً تَخۡرُجُ مِنۡ اَفۡوَاهِهِمۡ ؕ اِنۡ یَّقُوۡلُوۡنَ اِلَّا کَذِبًا ﴿۵﴾
৬: তবে সম্ভবতঃ আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন তাদের পেছনে যদি তারা এ বাণীর উপর (৮) ঈমান না আনে, আক্ষেপে (৯)।	فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفۡسَکَ عَلٰۤی اٰثَارِهِمۡ اِنۡ لَّمۡ یُؤۡمِنُوۡا بِهٰذَا الۡحَدِیۡثِ اَسَفًا ﴿۶﴾
৭: নিশ্চয় আমি পৃথিবীর শোভা করেছি (তাকেই,) যা-কিছু সেটার উপর রয়েছে (১০), যাতে তাদেরকে এ পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কার কর্ম উত্তম (১১)।	اِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَی الۡاَرۡضِ زِیۡنَۃً لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ اَیُّهُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ﴿۷﴾
৮: এবং নিশ্চয় যা-কিছু সেটার উপর রয়েছে একদিন আমি তা উদ্ভিদ শুন্য ময়দানে পরিণত করে ছাড়বো (১২)।	وَ اِنَّا لَجٰعِلُوۡنَ مَا عَلَیۡهَا صَعِیۡدًا جُرُزًا ؕ﴿۸﴾
৯: আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা (১৩) আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?	اَمۡ حَسِبۡتَ اَنَّ اَصۡحٰبَ الۡکَهۡفِ وَ الرَّقِیۡمِ ۙ کَانُوۡا مِنۡ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ﴿۹﴾
১০: যখন ঐ যুবকরা (১৪) গুহায় আশ্রয়	اِذۡ اَوَی الۡفِتۡیَۃُ اِلَی الۡکَهۡفِ

টীকা-২: হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৩: অর্থাৎ কুরআন পাক, যা তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ এবং বান্দাদের জন্য মুক্তি ও সাফল্যেরই কারণ।

টীকা-৪: না শব্দগত, না অর্থগত, না তাতে কোন মতভেদ আছে, না পরস্পর বিরোধ।

টীকা-৫: কাফিরদেরকে

টীকা-৬: কাফিরগণ

টীকা-৭: নিরেট মূর্খতাবশতঃ এ অপবাদ দেয় এবং এমনই ভিত্তিহীন কথা বকতে থাকে।

টীকা-৮: অর্থাৎ কুরআন শরীফের উপর

টীকা-৯: এতে নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র অন্তরে শান্ত না দেয়া হয়েছে এ বলে, "আপনি ঐ বে-ঈমানদের ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে এতো দুঃখ ও বিষন্নতা বোধ করবেন না এবং আপন পবিত্র প্রাণকে এ দুঃখেই ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না।

টীকা-১০: চাই তা প্রাণী হোক কিংবা উদ্ভিদ অথবা খনিসমূহ হোক কিংবা নদী-নালা।

টীকা-১১: এবং কে এই পৃথিবীর মায়া মোহ ত্যাগ করে এবং কে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকে।

টীকা-১২: এবং আবাদ হবার পর ধ্বংস করে দেবো আর উদ্ভিদ ও গাছ-পালা ইত্যাদি- যেসব বস্তু সাজ-সজ্জারই ছিলো সেগুলো থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ার এ অস্থায়ী সৌন্দর্যে মোহিত হয়োনা।

টীকা-১৩: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন, 'রাক্বীম' (رَقِیۡم) ঐ উপত্যকার নাম, যাতে 'আসহাব-ই-কাহফ' (গুহাবাসীগণ) রয়েছেন। আয়াতে ঐ গুহাবাসীদের সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে যে, তাঁরা

টীকা-১৪: আপন কাফির সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য-

টীকা-১৫: এবং পথ-প্রদর্শন ও সাহায্য; রিযক্ব ও মাগফিরাত এবং শত্রুদের আক্রমন থেকে নিরাপত্তা প্রদান করুন।

আসহাব-ই-কাহফ

সর্বাধিক শক্তিশালী অভিমত এ যে, তাঁরা ছিলেন সাতজন সম্মানিত ব্যক্তি। যদিও তাঁদের নামের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ আছে, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)-এর বর্ণনা মতে, যা 'তাফসীর-ই-খাযিন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের নাম নিম্নরূপঃ ১) মাকসালমীনা (مكسلمينا) ২) ইয়ামলীখা (يمليخا), ৩) মারতূনাস (مرطونس), ৪) বায়নূনাস (بينونس), ৫) সারীনূনাস (سارينونس), ৬) যূ-নুওনাস (ذونوانس) এবং ৭) কাশাফীত তানূনাস (كشفيط طنونس)। আর তাঁদের কুকুরের নাম 'ক্বীতমীর' (قطمير)।

বৈশিষ্টাবলীঃ ★ উক্ত নামগুলো লিখে ঘরের দরজায় লাগিয়ে দিলো ঘর জ্বলে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকে, ★ মূলধনের উপর রেখে দিলে চুরি হয়না, ★ নৌকা অথবা জাহাজ সেগুলোর বারাকাতে ডুবে যায় না,
★ পলাতক ব্যক্তি সেগুলোর বারাকাতে ফিরে আসে, ★ কোথাও আগুন লাগলে আর এ নামগুলো কাপড়ের উপর লিখে আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন নিভে যায়, ★ শিশুদের কান্নাকাটি, পালা জ্বর, মাথা ব্যাথা, ভয়ে শিশুদের চমকিয়ে উঠা (ام الصبيان), জল ও স্থলের সফরের মধ্যে প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা, বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা ও বন্দীদের মুক্তি লাভের জন্য এ নামগুলো লিখে তাবিজরূপে হাতের বাহুতে বেঁধে দেয়া যায়। (জুমাল)

ঘটনাঃ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর 'ইঞ্জীল'-এর অনুসারীদের অবস্থা অতি খারাপ হয়ে গেলো। তারা মূর্তি পূজায় লিপ্ত হলো এবং অন্যান্যদেরকেও মূর্তিপূজায় বাধ্য করতে লাগলো।

তাদের মধ্যে দাক্বইয়ানূস বাদশাহ বড় অত্যাচারী ছিলো। সে যে ব্যক্তি মুর্তিপূজা করতে অস্বীকৃতি জানাতো তাকে হত্যা করে ফেলতো। 'আসহাব-ই-কাহফ' 'আফসোস' নামক শহরের অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈমানদার লোক ছিলেন। তাঁরা দাক্বইয়ানূসের যুলুম ও জবরদস্তি থেকে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করলেন এবং পার্শ্ববর্তী পর্বতের এক গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে শুয়ে পড়লেন।

তিনশত বছরেরও অধিককাল যাবৎ তাঁরা এমতাবস্থায় থাকেন। বাদশাহ তালাশ করে জানতে পারলো যে, তাঁরা পাহাড়ের গুহায় আছেন। তখন সে নির্দেশ দিলো যেন গুহাটাকে একটা কংকর ঢালাইকৃত দেয়াল নির্মাণ করে বন্ধ করে দেয়া হয়, যাতে তাঁরা সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আর সেটাই যেন তাঁদের কবর হয়ে যায়। এটাই (তার পক্ষ থেকে) তাঁদের শাস্তি।

সরকারি আমলাদের মধ্য থেকে যাঁকে ঐ দায়িত্ব দেয়া হলো তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। তিনি উক্ত আসহাব'এর নাম, সংখ্যা ও পূর্ণ ঘটনা দস্তার ফলকের উপর খোদাই করিয়ে তামার সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করে গুহার দেয়ালের ভিতরের মধ্যে সংরক্ষিত করে দিলেন। এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ধরনের একটা পলক শাহী রাজকোষের মধ্যেও সংরক্ষিত হয়েছে।

সূরাঃ ১৮ কাহফ	৫৩৬	মানযিল-৪	পারাঃ ১৫
নিলো, অতঃপর বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার নিজ থেকে অনুগ্রহ দান করো (১৫) এবং আমাদের কাজকর্মে আমাদের জন্য সঠিক পথ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করো।	فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (١٠)		

কিছুকাল পর দাক্বইয়ানূসের মৃত্যু হলো। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো। সালতানাৎ পরিবর্তিত হলো। শেষ পর্যন্ত একজন নেককার বাদশাহ্ ক্ষমতায় এলেন। তাঁর নাম ছিলো- 'বায়দরূস' (بيدروس) তিনি আটষট্টি সাল যাবৎ রাজত্ব করেছিলেন।

অতঃপর দেশে দলাদলি আরম্ভ হলো। কতেক লোক মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার কথা অস্বীকার করতে লাগলো। বাদশাহ একটা নির্জন গৃহে বন্দী হয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনি কান্নাকাটি করতে করতে আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করলেন- "হে প্রতিপালক! এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করো, যা দ্বারা সৃষ্টির মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে।"

সেই যুগে এক ব্যক্তি তার ছাগলগুলোর জন্য আরামদায়ক স্থান লাভের উদ্দেশ্যে ঐ গুহাটাকেই ঠিক করলো এবং দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেললো। দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার পর এমন কিছু ভয়ের সঞ্চার হলো যে, যারা দেয়াল ভাঙ্গতে গিয়েছিলো তারা পালিয়ে এলো।

'আসহাব-ই-কাহফ' আল্লাহ এর নির্দেশক্রমে আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে জাগ্রত হলেন। তাঁদের চেহারা প্রস্ফুটিত, খোশ-মেজাজ, জীবনের নব-উদ্দীপনা ছিলো উপস্থিত। একে অপরকে সালাম করলেন। নামাযের জন্য দন্ডায়মান হলেন। নামায শেষে ইয়ামলীখাকে বললেন, "আপনি যান এবং বাজার থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে আসুন। আর এ খবরও নিয়ে আসুন যে, দাক্বইয়ানূস আমাদের সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করে।"

তিনি বাজারে গেলেন এবং নগর রক্ষার প্রাচীরের মূল ফটকে ইসলামী চিহ্ন দেখতে পান। নতুন নতুন লোকের সাক্ষাত হলো। তাদেরকে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নামের শপথ করতে শুনেন। আশ্চার্যান্বিত হলেন। একি ব্যাপার! গতকাল পর্যন্ত তো কেউ আপন ঈমান প্রকাশ করতে পারতো না। হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাম উচ্চারণ করলে তাকে হত্যা করা হতো। আর আজ ইসলামী চিহ্নাবলী নগর রক্ষার প্রাচীরের উপর শোভা পাচ্ছে। লোকেরা নির্ভয়ে হযরতের নামে শপথ করছে!

অতঃপর তিনি রুটি বিক্রেতার দোকানে গেলেন। খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য তাকে দাক্বইয়ানূস বাদশাহের মুদ্রার টাকা দিলেন; অথচ সে গুলো কয়েক শতাব্দী থেকে অচল হয়ে গিয়েছিলো এবং ঐ মুদ্রা দেখেছে এমন কেউ অবশিষ্ট ছিলোনা। বাজারের লোকেরা মনে করলো যে, কোন পুরাতন গুপ্তধণ তাঁর হাতে এসেছে। তারা তাঁকে ধরে নগর প্রশাসকের নিকট নিয়ে গেলো। তিনি সৎ লোক

ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- “এ গুপ্তধন কোথায়?” তিনি বললেন, “গুপ্তধন কোথাও নেই। এ টাকা আমাদের নিজস্ব।” প্রশাসক বললেন, “এ কথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এতে যে সন লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতো তিনশ বছরের অধিক পূর্বেকার। অথচ আপনি একজন যুবক লোক। আর আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমরা তো কখনো এই মুদ্রা দেখতে পাইনি।”

তিনি (ইয়ামলীখা) বললেন, “আমি যা জিজ্ঞাসা করবো তার জবাবে ঠিক ঠিক বলবেন, তবেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। একথা বলো যে, দাক্বইয়ানূস বাদশাহ কোন অবস্থায় ও কোন খেয়ালে আছে।” প্রশাসক বললেন, “বর্তমানে সেই নামের কোন বাদশাহ ভূ-পৃষ্ঠে নেই। অবশ্য শত শত বছর পূর্বে একজন বে-ঈমান বাদশাহ এ নামের গত হয়েছে।” তিনি বললেন, “গতাকালেই তো আমরা তার ভয়ে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করেছি। আমার সাথীরা নিকটস্থ পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। চলো, আমি তোমাদেরকে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিই।”

প্রশাসক ও শহরের নেতৃবর্গ এবং জনগণের একটা বিরাট দল তাঁর সঙ্গে গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছলো। ‘আসহাব-ই-কাহাফ’ ইয়ামলীখার অপেক্ষায় ছিলেন। বহু লোকের আগমনের শব্দ ও পদধ্বনি শুনে তারা ভাবলেন, “ইয়ামলীখা ধরা পড়েছেন এবং দাক্বইয়ানূসের সৈন্যরা আমাদের সন্ধানে আসছে।” তাঁরা আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে, এসব লোক এসে পৌঁছলো। ইয়ামলীখা সমস্ত ঘটনা শুনালেন। এসব হযরত বুঝতে পারলেন, “আমরা আল্লাহ এর হুকুমই এতো দীর্ঘ কাল পর্যন্ত ঘুমন্ত ছিলাম। আর এখন এজন্যই জাগরিত হয়েছি যেন মানুষের জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার প্রমাণ ও নিদর্শন (কায়েম) হয়।

فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾

১১: অতঃপর আমি ঐ গুহায় তাদের কানের উপর হাতে গোনা কয়েকটা বছর অতিবাহিত করালাম (১৬)।

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾

১২: অতঃপর আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে দেখি (১৭) দু'দলের মধ্যে কোনটা তাদের অবস্থিতিকাল অধিক সঠিকভাবে বর্ণনা করে।

রুকূ'-২

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

১৩: আমি তাদের ঠিক ঠিক অবস্থা আপনাকে শুনাচ্ছিঃ তারা কয়েকজন যুবক ছিলো, যারা আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিলো এবং আমি তাদের মধ্যে হিদায়াত বৃদ্ধি করেছি।

وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا

১৪: এবং আমি তাদের চিত্তের দৃঢ়তাকে মজবুত করে দিয়েছি যখন তারা (১৮) দন্ডায়মান হয়ে বললো, ‘আমাদের প্রতিপালক হন তিনিই,

প্রশাসক গুহার মুখে পৌঁছাইতেই তামার সিন্দুক দেখতে পেলেন। সেটা খুলতেই দস্তার ফলকটা বেরিয়ে আসলো। ঐ ফলকের উপর এই ‘আসহাবের’ নাম এবং তাদের কুকুরের নাম লিপিবদ্ধ ছিলো। এটাও লিপিবদ্ধ ছিলো, “দলটা আপন দ্বীন-ধর্ম রক্ষার জন্য দাক্বইয়ানূসের ভয়ে এই গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। দাক্বইয়ানূস খবর পেয়ে একটা দেয়াল নির্মাণ করিয়ে তাঁদের গুহার মধ্যে আটকিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা এ বৃত্তান্ত এ জন্যই লিপিবদ্ধ করলাম যে, যদি কখনো গুহার মুখ খুলে যায় তখন লোকেরা তাঁদের অবস্থা জানতে পারবে।”

এই ফলকটা পাঠ করে সবাই অবাক হলো। আর লোকেরা আল্লাহ এর প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করলো এ জন্য যে, তিনি এমন নিদর্শন প্রকাশ করলেন, যা দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়।

প্রশাসক বাদশাহ, ‘বায়দরূস’-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনিও আমীর উমারা এবং রাজন্যবর্গকে সাথে নিয়ে হাজির হলেন এবং আল্লাহ এর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাজদা করলেন। এজন্য যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছেন।

‘আসহাব-ই-কাহফ’ বাদশাহ এর সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর বললেন, “আমরা তোমাকে আল্লাহ এর সোপর্দ করলাম। (وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ) (এবং আল্লাহ তোমার উপর শান্তি, রহমত ও বারাকাত বর্ষন করুন।), আল্লাহ তোমাকে ও তোমার রাজ্যকে রক্ষা করুন। আর জীন ও মানব জাতির অনিষ্ট থেকে হিফাজত করুন।”

বাদশাহ দণ্ডায়মান ছিলেন। আর এসব হযরত তাঁদের নিদ্রাস্থানের দিকে ফিরে গিয়ে নিদ্রারত হলেন এবং আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে ওফাত দিলেন। বাদশাহ তাঁদের শবদেহগুলোকে শাল বৃক্ষের কাঠের সিন্দুকে সংরক্ষিত করলেন। আর আল্লাহ তাআ'লা ভয়-ভীতি দ্বারা সেগুলোকে হিফাযত করলেন- কারো সাধ্য নেই যে, সেখানে পৌঁছবে। বাদশাহ গুহার মুখে একটা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। আর একটা খুশীর দিন নির্ণয় করলেন, যাতে প্রত্যেক বছর লোকেরা ঈদের ন্যায় সেখানে হাযির হয়। (খাযিন ইত্যাদি)

মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ‘সালেহীন’ বান্দাদের মধ্যে ‘ওরস’-এর প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই।

টীকা-১৬: অর্থাৎ তাঁদেরকে এমন নিদ্রায় করলেন যে, কোন শব্দই তাঁদেরকে জাগরিত করতে পারেনি।

টীকা-১৭: যে, ‘আসহাব-ই-কাহফ’-এর

টীকা-১৮: দাক্বইয়ানূস বাদশাহর সামনে

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا (١٤) هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا (١٥)

যিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদের ইবাদত করবোনা। এমন হলে আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনের কথা বলেছি।

১৫: এ যে আমাদের সম্প্রদায়, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য খোদা স্থির করে রেখেছে, তারা কেন উপস্থিত করছেনা তাদের সম্মুখে কোন স্পষ্ট প্রমাণ? অতঃপর তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৯)?'

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا (١٦)

১৬: এবং যখন তোমরা তাদের নিকট থেকে ও যা কিছু তারা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছে সেসব থেকে পৃথক হয়ে যাও, তখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য আপন দয়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের সহজতার উপায়-উপকরণ তৈরি করে দেবেন।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (١٧)

১৭: এবং হে মাহবূব! আপনি সূর্যকে দেখবেন যে, যখন তা উদিত হয় তখন তা তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন তাদের বাম পার্শ্ব দিয়ে হেলে অতিক্রম করে যায় (২০), অথচ তারা ঐ গুহায় উন্মুক্ত চত্বরে রয়েছে (২১)। এটা আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যাকে আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে সেই সঠিক পথে রয়েছে এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তবে কখনো তার কোন অভিভাবক, পথ প্রদর্শনকারী পাবেন না।

রুকূ'-৩

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٨)

১৮: এবং আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে করবেন (২২) এবং তারা নিদ্রিত, আর আমি তাদেরকে ডান-বাম পার্শ্বদ্বয় পরিবর্তন করাই (২৩) এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে আছে গুহাদ্বারে চৌকাঠের উপর (২৪)। হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়েও দেখো তাহলে তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে এবং তাদের ভয়ে পূর্ণ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে (২৫)।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا

১৯: এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম (২৬) যে, তারা একে অপরের অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে (২৭)। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসাকারী বললো (২৮), 'তোমরা এখানে কতকাল অবস্থান করেছো?' কেউ কেউ বললো, 'একদিন অবস্থান করেছি অথবা

টীকা-১৯: এবং তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে। অতঃপর তারা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে বললো

টীকা-২০: অর্থাৎ তাদের উপর সারা দিন ছায়া থাকে এবং সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন একটা মুহূর্তেই রোদের তাপ তাদের শরীরে স্পর্শ করেনা।

টীকা-২১: এবং তাজা হাওয়া তাদের গায়ে লাগে।

টীকা-২২: কেননা, তাঁদের চক্ষুসমূহ খোলা রয়েছে

টীকা-২৩: বছরে একবার মুহাররমের দশ তারিখে

টীকা-২৪: যখন তারা পার্শ্ব পরিবর্তন করেন, সেটাও পার্শ্ব পরিবর্তন করে। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 'তাফসীর-ই-সা'লাভী'তে আছে, যে কেউ এ কালিমাগুলো (আয়াতাংশ) وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ লিখে সাথে রাখে, সে কুকুরের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।

টীকা-২৫: আল্লাহ তাআ'লা এমন ভয়-ভীতি দ্বারা তাঁদের সংরক্ষণ করেছেন যে, তাঁদের নিকটে কেউ পৌঁছতে পারেনা। হযরত মুআ'বিয়া (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় 'কাহফ' (গুহা)-এর দিকে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি 'আসহাব-ই-কাহফ' এর নিকট যেতে চাইলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) তাঁকে নিষেধ করলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর একটা দল হযরত আমীর মুআ'বিয়ার নির্দেশে সেখানে প্রবেশ করলো। তখন আল্লাহ তাআ'লা এমন এক বাতাস প্রবাহিত করলেন, যার তাপে সবাই জ্বলে গেলো।

টীকা-২৬: এক দীর্ঘ মেয়াদকাল পর

টীকা-২৭: এবং আল্লাহ তাআ'লা এর মহা ক্ষমতা দেখে তাঁদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো এবং তাঁর অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

টীকা-২৮: অর্থাৎ মাকসালমীনা, যিনি তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাঁদের সরদার ছিলেন।

টীকা-২৯ঃ কেননা, তাঁরা গুহার মধ্যে সূর্যোদয়কালে প্রবেশ করেছিলেন আর যখন জাগ্রত হলেন তখন সূর্য অস্তমিত হবার নিকটবর্তী ছিলো। এ কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, সেটা ঐ দিনই।

মাসআলা: এতে প্রতীমান হয় যে, 'ইজতিহাদ' বৈধ এবং ধারণার আধিক্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করাও দুরস্ত আছে।

টীকা-৩০ঃ তাঁরা হয়ত 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা জানতে পারলেন যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, অথবা তাঁরা এমন কিছু দলীল-প্রমাণ লাভ করেছিলেন, যেমন- লোম ও নখসমূহ বেড়ে যাওয়া, যার কারণে তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে।

اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا (١٩)

একদিনের কিছু কম (২৯)।' অন্যান্যরা বললো, 'তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন কতকাল তোমরা অবস্থান করেছো (৩০)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একজনকে এ রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে (৩১) নগরে প্রেরণ করো। অতঃপর সে গভীরভাবে লক্ষ্য করবে যে, সেখানে কোন খাদ্য অধিক পবিত্র (৩২) যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং সে যেন নম্রতা অবলম্বন করে* এবং কিছুতেই যেন কাউকেও তোমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে না দেয়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا (٢٠)

২০: নিশ্চয়, তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জেনে যায়, তবে তোমাদেরকে পাথর বর্ষণ করে হত্যা করবে (৩৩) অথবা তাদের ধর্মে (৩৪) ফিরিয়ে নেবে এবং এমন হলে তোমাদের কখনো মঙ্গল হবে না।'

وَ كَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚۤ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا (٢١)

২১: এবং এ ভাবে আমি তাদের বিষয়ে জানিয়ে দিলাম (৩৫), যাতে লোকেরা জ্ঞাত হয় (৩৬) যে, আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, যখন ঐসব লোক তাদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতে লাগলো (৩৭), অতঃপর (তারা) বললো, 'তাদের গুহার উপর কোন ইমারত নির্মান করো।' তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তারা বললো, যারা এ কাজে প্রবল ছিলো (৩৮), 'শপথ রইলো যে, আমরা তাদের উপর মসজিদ নির্মান করবো (৩৯)।'

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا

২২: এখন বলবে (৪০), 'তারা তিনজন, চতুর্থটি তাদের কুকুর,' এবং কিছুলোক বলবে, 'তারা পাঁচজন, যষ্ঠটি তাদের কুকুর'- না দেখে

টীকা-৩১ঃ অর্থাৎ বাদশাহ দাক্বইয়ানুসের মুদ্রায় টাকা-পয়সা, যা তাঁরা ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং শয়নকালে তাঁদের শিয়রে রেখেছিলেন।

মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসাফির রাহ খরচ সাথে রাখলে তা 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহ এর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। নির্ভর আল্লাহ এর উপরই রাখা চাই।

টীকা-৩২ঃ এবং তাতে হারাম বা অবৈধতার কোনরূপ সন্দেহ নেই।

টীকা-৩৩ঃ এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করবে।

টীকা-৩৪ঃ অর্থাৎ জোর-যুলুম দ্বারা কুফরী ধর্মে

টীকা-৩৫ঃ লোকদেরকে দাক্বইয়ানূসের মৃত্যু ও দীর্ঘসময়সীমা অতিবাহিত হবার পর,

টীকা-৩৬ঃ এবং বায়দরূসের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব লোক মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার কথা অস্বীকার করে তারা অবহিত হয়ে যায়।

টীকা-৩৭ঃ অর্থাৎ তাঁদের ওফাতের পর তাঁদের চতুর্পাশে ইমারত নির্মানের বিষয়ে;

টীকা-৩৮ঃ অর্থাৎ বায়দরূস বাদশাহ ও তার সাথী।

টীকা-৩৯ঃ যার মধ্যে মুসলমানগণ নামায পড়বে এবং তাঁদের নৈকট্য দ্বারা বারাকাত অর্জন করবে। (মাদারিক)

মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুযুর্গদের মাযারের পাশে মসজিদ নির্মান করা মু'মিনদের প্রাচীন নিয়ম এবং কুরআন কারীমে এর উল্লেখ করা ও নিষেধ না করা এ কাজটা বৈধ হবার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ।

মাসআলা: এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, বুযুর্গদের নিকটে বারাকাত পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ-ওয়ালাদের মাযারে লোকেরা বারাকাত অর্জন করার জন্য গমন করে থাকে এবং এ কারণেই কবরসমূহের যিয়ারত করা সুন্নাত ও সাওয়াব অর্জনের উপায়।

টীকা-৪০: খৃষ্টানগণ, যেমন তাদের মধ্য থেকে 'সৈয়্যদ' ও 'আক্বিব' বলেছে,

*কুরআনের অর্দ্ধাংশ বর্ণের সংখ্যানুসারে; সুতরাং 'তা' ('ইয়া'র পর) প্রথমার্ধের ২য় লাম হচ্ছে শেষার্দ্ধের।

টীকা-৪১ঃ যা না জেনে বলে দেয়, তা কোন মতেই শুদ্ধ হতে পারেনা।

টীকা-৪২ঃ আর এসব উক্তিকারী হচ্ছে মুসলমান। আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। কেননা, তারা যা কিছু বলেছেন, তা নাবী (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে বলেছেন।

টীকা-৪৩ঃ কেননা, জগতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ এরই রয়েছে অথবা তিনি যাঁকে দান করেন।

টীকা-৪৪ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, "আমি ঐ অল্প সংখ্যক লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের কথা আয়াতে আলাদা (استثناء) করে বলা হয়েছে।

টীকা-৪৫ঃ কিতাবীদের সাথে

টীকা-৪৬ঃ এবং ক্বুরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি সেটুকুর উপরই যথেষ্ট করুন এবং এ বিষয়ে ইহুদীদের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেয়ার জন্য তৎপর হবেন না;

بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّىٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۠ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

অনুমানের উপর ভিত্তি করে (৪১), এবং কিছুলোক বলবে, 'তারা সাতজন (৪২) এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর।' আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক তাদের সংখ্যা ভাল জানেন (৪৩)।' তাদের সংখ্যা জানেনা, কিন্তু অল্প কয়েকজনই (৪৪)। সুতরাং তাদের সম্পর্কে (৪৫) বিতর্ক করোনা, কিন্তু এতটুকু আলোচনা, যা প্রকাশ পেয়েছে (৪৬), এবং তাদের (৪৭) সম্পর্কে কোন কিতাবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনা।

রুকূ'-৪

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৩: এবং কখনো আপনি কোন বিষয়ে বলবেন না যে, 'আমি এটা আগামীকাল করবো,

২৪: কিন্তু এ যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে (৪৮), এবং আপন প্রতিপালকের স্মরণ করো যখন তুমি ভুলে যাও- (৪৯) এবং এভাবে বলো, 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এটা (৫০) অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ দেখাবেন (৫১)।'

২৫: তারা নিজেদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করেছিলো, আরো নয় বছর বেশী (৫২)।

টীকা-৪৭ঃ অর্থাৎ 'আসহাব-ই-কাহফ'- এর

টীকা-৪৮ঃ আর্থাৎ যখন কোন কাজের ইচ্ছা হয় তখন এ কথা বলা উচিত- 'ইনশাআল্লাহ তাআ'লা এমন করবো।' 'ইনশাআল্লাহ' ব্যতীত বলা উচিত নয়।

শানে নুযূল: মক্কাবাসীগণ রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে যখন 'আসহাব-ই-কাহফ'- এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো, তখন হুযূর ইরশাদ করলেন, "আগামীকাল বলবো এবং 'ইনশাআল্লাহ' বলেন নি। অতঃপর কয়েকদিন ওহী আসেনি। অতঃপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

টীকা-৪৯ঃ অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ তাআ'লা' বলতে স্মরণ না থাকলে যখনই স্মরণ হয় তখনই বলে নেবে। হাসান (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর মতে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মজলিসে থাকবে।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ কতেক তাফসীরকারক বলেন, "অর্থ এই যে, যদি কোন নামাযের কথা ভুলে যায় তবে স্মরণ হতেই তা আদায় করে নেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

কোন কোন আ'রিফ বান্দা বলেছেন, 'অর্থ এ যে, যখন আপন প্রতিপালকের স্মরণ করো তখনই তুমি নিজে নিজেকে ভুলে যাবে। কেননা, এটাই যিকরের পূর্ণতা যে, 'যিকরকারী', যাকে 'যিকর' বা স্মরণ করে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কবি (আল্লামা রূমী 'ফানা ফিল্লাহ' বা আল্লাহতে বিলীন হবার স্তরের বর্ণনা দিয়ে) বলেন:

ذکر و ذاکر محو گردد بالتمام

جملگی مذکور ماند والسلام

অর্থাৎ "ঐ মকামে (স্তরে) 'সালিক' (আল্লাহ এর পথের পথিক) পৌঁছলে তিনি এমন অবস্থায় উপনীত হন যে, যিকরকারী 'সালিক' তার যিকহ সব কিছু হারিয়ে ফেলে, তখন শুধু 'মাযরে' (যাকে স্মরণ করে) অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা এর যাত (সত্তা)- এর তাজাল্লী রহমত ও শান্তির মধ্যে ঐ মালিক বান্দাকে ঘিরে ফেলে।"

টীকা-৫০ঃ 'আসহাব-ই-কাহফ'-এর ঘটনার বিবরন ও সেটার সংবাদ দেয়া।

টীকা-৫১ঃ অর্থাৎ এমন সব মু'জিযা দান করবেন, যা আমার নবূয়্যতের পক্ষে তদপেক্ষাও বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। যেমন, পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থাদির বিবরণ, অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন সব ঘটনার বর্ণনা, চন্দ্রকে দ্বি-খন্ডিতকরণ এবং জীবজন্তুগুলো দ্বারা স্বীয় নাবূয়্যাতের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করানো ইত্যাদি। (খাযিন ও জুমাল)

টীকা-৫২ঃ এবং যদি তারা এ সময়-সীমার বিষয়ে বিতর্ক করে তবে,

টীকা-৫৩ঃ তাঁরই বর্ণনা সত্য।

শানে নুযূল: নাজরানের খৃষ্টানগণ বলেছিলো, "তিনশ বছর তো ঠিক আছে কিন্তু আরো নয় বছর বৃদ্ধি কিভাবে করা হলো? এ সম্পর্কে তো আমাদের জ্ঞান নেই।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَ اَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫ وَّ لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا (٢٦)

২৬: আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ ভাল জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিলো (৫৩),' তারই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়, তিনি কতই উত্তম দেখেন এবং কতই উত্তম শুনেন (৫৪)। তিনি ব্যতীত তাদের (৫৫) কোন অভিভাবক নেই এবং তিনি আপন হুকুম দানের মধ্যে কাউকেও শরীক করেন না।

وَ اتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (٢٧)

২৭: এবং পাঠ করুন যা আপনারই প্রতিপালকের কিতাব (৫৬) আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই (৫৭) এবং কখনই আপনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না।

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا (٢٨)

২৮: এবং আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় (৫৮) এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্য দিকে না ফিরে, আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করবেন? এবং তার কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে আর তার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে গেছে।

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩)

২৯: এবং বলে দিন, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকেই (৫৯), সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর করুক (৬০)।' নিশ্চয় আমি যালিমদের (৬১) জন্য ঐ আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার দেয়ালসমূহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে এবং যদি (৬২) পানির জন্য ফরিয়াদ করে তবে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে ঐ পানি দ্বারা, যা গলিত ধাতুর ন্যায় যে, তার মুখমন্ডল ভূনে ফেলবে। কতই নিকৃষ্ট পানীয় (৬৩) এবং দোযখ কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠)

৩০: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি তাদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা, যাদের কর্ম ভাল হয় (৬৪)।

টীকা-৫৪ঃ কোন প্রকাশ্য এবং কোন অপ্রকাশ্যই তাঁর নিকট গোপন নেই।

টীকা-৫৫ঃ আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের।

টীকা-৫৬ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ

টীকা-৫৭ঃ অন্য কারো এতে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করার ক্ষমতা নেই।

টীকা-৫৮ঃ অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে সর্বদা আল্লাহ্ এর আনুগত্যের মধ্যে মশগুল থাকে।

শানে নুযূল: কাফিরদের নেতৃবৃন্দের একটা দল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে আরয করলো, "গরীব ও দূরবস্থাসম্পন্ন লোকদের সাথে বসতে আমরা লজ্জাবোধ করি। আপনি যদি তাদেরকে আপনার সান্যিধ্য থেকে আলাদা করে দেন তাহলে আমরা ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে যাবো। আর আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে বহু সংখ্যক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে।" এ প্রসঙ্গে আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৫৯: অর্থাৎ তাঁর সাহায্য দ্বারা এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আমি তো মুসলমানদেরকে তাদের দারিদ্রের কারণে তোমাদের মন রক্ষার জন্য আপন মজলিস মুবারক থেকে পৃথক করবোনা।

টীকা-৬০: নিজেদের পরিণতি পরিণামের কথা ভেবে নিক ও বুঝে নিক যে,

টীকা-৬১: অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-৬২: পিপাসার তীব্রতার কারণে

টীকা-৬৩: আল্লাহ তা'আলা এর আশ্রয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "তা হচ্ছে দূষিত পানি, যায়তূন তেলের গাদের মতো।" তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, যখন তা মুখের নিকটস্থ করা হবে তখন মুখের চামড়া সেটার উত্তাপে জ্বলে নিচে খসে পড়বে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, তা হবে গলিত রাঙ্গতা ও পিতল।

টীকা-৬৪: বরং তাদেরকে তাদের সৎকর্মসমূহের পুরস্কার দিই।

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩১: তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের বাগান। সেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে (৬৫) এবং তারা সুক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে, সেখানে সুসজ্জিত আসনের উপর সমাসীন হবে (৬৬), কতই উত্তম পুরস্কার এবং জান্নাত কতই উত্তম আরামদায়ক স্থান।

রুকূ’-৫

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ؕ ﴿٣٢﴾

৩২: এবং তাদের সম্মুখে দু’জন পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করুন (৬৭) যে, তাদের মধ্যে একজনকে (৬৮) আমি আঙ্গুরের দু’টি বাগান দিয়েছি এবং সেই দু’টিকেই খেজুর বৃক্ষসমূহ দ্বারা ঢেকে নিয়েছি এবং সেই দু’টির মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র রেখেছি (৬৯)।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۙ ﴿٣٣﴾

৩৩: উভয় বাগান নিজ নিজ ফলদান করলো এবং তাতে কোন কিছু কম দেয়নি (৭০) এবং উভয়ের মধ্যখানে আমি নহর প্রবাহিত করেছি।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৪: এবং সে (৭১) ফলমূলের মালিক ছিলো (৭২)। অতঃপর সে আপন সাথী (৭৩)-কে কথা প্রসঙ্গে অহংকার করে বলতো (৭৪), ‘আমি তোমার চেয়ে ধন সম্পদে অধিক হই এবং জনবল বেশী রাখি (৭৫)।’

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۙ ﴿٣٥﴾

৩৫: আপন বাগানে প্রবেশ করলো (৭৬) আপন আত্মার উপর অত্যাচারী অবস্থায় (৭৭), বললো, ‘আমি মনে করিনা যে, এটা কখনো ধ্বংস হবে,

وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৬: এবং আমি মনে করিনা যে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যদি আমি (৭৮) আমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরে যাই, তবেও তো অবশ্যই এই বাগান অপেক্ষা অধিক উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাবো (৭৯)।’

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ؕ ﴿٣٧﴾

৩৭: তার সাথী (৮০) তার প্রত্যুত্তরে বললো, ‘তুমি কি তাঁরই সাথে কুফর করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন, অতঃপর পরিশোধিত পানির ফোঁটা থেকে, তারপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ করেছেন (৮১)?

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮: কিন্তু আমি তো এ কথাই বলি, ‘আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করিনা।’

টীকা-৬৫: প্রত্যেক বেহেশতীকে তিনটা করে কঙ্কন পরানো হবে- স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তার। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওযূর পানি যেখানে যেখানে পৌঁছে সে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেহেশতী অলংকার দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

টীকা-৬৬: শাহী শান-শওকত বা মহা আড়ম্বর সহকারে থাকবেন।

টীকা-৬৭: যাতে কাফির ও মু’মিন তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আপন আপন পরিণতি- পরিণাম সম্পর্কে অনুধাবন করে। আর সেই দুইজন পুরুষের অবস্থা হচ্ছে এ যে,

টীকা-৬৮: অর্থাৎ কাফিরকে

টীকা-৬৯: অর্থাৎ সেগুলোক অতি উত্তম ক্রম-বিন্যাসের সাথে বিন্যস্ত করেছি।

টীকা-৭০: বসন্ত খুব সুন্দরভাবে আগমন করেছে

টীকা-৭১: বাগানের মালিক, এতদ্ব্যতীত আরো

টীকা-৭২: অর্থাৎ অধিক ধন সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের বস্তু

টীকা-৭৩: ঈমানদার

টীকা-৭৪: এবং দম্ভভরে ও সম্পদের উপর গর্ব করে বলতে লাগলো যে,

টীকা-৭৫: আমার সম্প্রদায় ও গোত্র বড়, কর্মচারী, সেবক ও চাকর-বাকর অনেক রয়েছে।

টীকা-৭৬: এবং মুসলমানের হাত ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো। সেখানে তাকে গর্ব সহকারে চতুর্দিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ালো এবং প্রত্যেক প্রকারের বস্তু দেখালো

টীকা-৭৭: কুফর সহকারে এবং বাগানের সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখে অহংকারী হয়ে গেলো এবং

টীকা-৭৮: যেমন তোমার ধারনা, আর আমিও মনে মনে ধরে নিই,

টীকা-৭৯: কেননা, পৃথিবীতেও আমি উৎকৃষ্ট স্থান পেয়েছি।

টীকা-৮০: মুসলমান

টীকা-৮১: বোধশক্তি, পরিণত বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন। আর তুমি সব কিছু পেয়েও কাফির হয়ে গেছো

টীকা-৮২: এবং যদি তুমি বাগান দেখে 'মাশাআল্লাহ' (আল্লাহ যা চান) বলতে আর এ কথা স্বীকার করতে যে, এ বাগান এবং সেটার সমস্ত আয় ও লাভ আল্লাহ তা'আলা এরই ইচ্ছা এবং তাঁরই অনুগ্রহ ও বদান্যতারই ফল এবং সবকিছু তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত- ইচ্ছা করলে সেটাকে আবাদ রাখেন, ইচ্ছা করলে ধ্বংস করেন। এ কথা বললে তা তোমার জন্য মঙ্গলই হতো, তুমি কেন এমন করলে না?

বাংলা	আরবী
৩৯: এবং কেন এমন হলো না যে, যখন তুমি আপন বাগানে প্রবেশ করেছো তখন বলতে, 'আল্লাহ যা চান, আমাদের কোন জোর নেই, কিন্তু আল্লাহ এর সাহায্যের (৮২)।' যদি তুমি আমাকে তোমার চেয়ে ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে নিকৃষ্টতর হিসেবে দেখতে (৮৩)-	وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿۳۹﴾
৪০: তবে এটা সন্নিকটে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন (৮৪) এবং তোমার বাগানের উপর আসমান থেকে বিজলীসমূহ অবতারণ করবেন, তখন তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে (৮৫),	فَعَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿۴۰﴾
৪১: অথবা সেটার পানি ভূ-গর্ভে ধ্বসে যাবে (৮৬), অতঃপর তুমি কখনো সেটার সন্ধান করতে পারবে না (৮৭)।	اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿۴۱﴾
৪২: এবং সেটার ফল পরিবেষ্টিত করা হলো (৮৮) তখন আপন হাত মোচড়াতে মোচড়াতে রয়ে গেলো (৮৯) ঐ মূলধনের উপর যা এ বাগানে ব্যয় করেছিলো এবং তা আপন মাচানগুলোর উপর পতিত হলো (৯০) এবং বলতে লাগলো, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আপন প্রতিপালকের সাথে শরীক না করতাম!'	وَ اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿۴۲﴾
৪৩: এবং তার নিকট এমন কোন দল ছিলো না যে, আল্লাহ এর সম্মুখে তার সাহায্য করতো, না সে প্রতিশোধ নেয়ার উপযোগী ছিলো (৯১)।	وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿۴۳﴾ؕ
৪৪: এখানে সুস্পষ্ট হয় (৯২) যে, ইখতিয়ার সত্যই আল্লাহ এর। তাঁর পুরস্কার সর্বাধিক উত্তম এবং তাঁকে মান্য করার পরিণাম সবচেয়ে ভালো।	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿۴۴﴾

রুকূ'-৬

বাংলা	আরবী
৪৫: এবং তাদের (৯৩) পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন (৯৪)ঃ যেমন- এক পানি আমি আসমান থেকে অবতীর্ণ করেছি, অতঃপর সেটার মাধ্যমে ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হলো (৯৫), যা শুষ্ক ঘাস হয়ে গেছে, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় (৯৬) এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (৯৭)।	وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾
৪৬: ধনৈশ্বর্য ও পুত্রগণ- এটা পার্থিব জীবনেরই শোভা (৯৮), এবং স্থায়ী উত্তম	اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ

টীকা-৮৩: এ কারণে অহংকারে লিপ্ত ছিলে এবং নিজে নিজেকে বড় মনে করতে

টীকা-৮৪: দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে

টীকা-৮৫: যে, তাতে উদ্ভিদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি,

টীকা-৮৬: নীচের দিকে চলে যাবে, যাতে কোনমতেই তা বের করা যাবেনা।

টীকা-৮৭: সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে; শাস্তি এসেছে।

টীকা-৮৮: এবং বাগান একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে,

টীকা-৮৯: অনুশোচনায় ও আক্ষেপে

টীকা-৯০: এমতাবস্থায় পৌঁছে তার মনে মু'মিনের উপদেশের কথা স্মরণ হয় এবং তখন সে বুঝতে পারে যে, এটা তার কুফর ও অবাধ্যতারই কুফল।

টীকা-৯১: যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকে ফিরিয়ে আনতে পারতো।

টীকা-৯২: এবং এমতাবস্থায় বুঝা যায়

টীকা-৯৩: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৯৪: যে, সেটার অবস্থা এমনই-

টীকা-৯৫: ভূ-পৃষ্ঠ তরুতাজা হয়েছে, অতঃপর স্বল্প সময়েই এমন হলো-

টীকা-৯৬: এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

টীকা-৯৭: সৃষ্টি করার উপরও এবং ধ্বংস করার উপরও। এ আয়াতের মধ্যে দুনিয়ার সজীবতা, ঔজ্জ্বল্য, প্রফুল্লতা এবং সেটা বিলীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপমা সবুজ তৃণলতার সাথে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে সবুজ তৃণলতা তরুতাজা হয়ে পরে বিলীন হয়ে যায় এবং সেটার নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনা, এমনি অবস্থা দুনিয়ার অসার জীবনেরও। এর উপর অহংকারী এবং এর প্রতি মোহিত ও আসক্ত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

টীকা-৯৮: কবর ও আখিরাতের জন্য পথের পাথেয় নয়। হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন- ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার ক্ষেত্র মাত্র, আর সৎ কর্মসমূহ হচ্ছে পরকালের এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনেক বান্দাকে এ সবকটিই দান করেন।

টীকা-৯৯: اَلْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ (স্থায়ী উত্তম কথাবার্তা) দ্বারা 'সৎকর্ম সমূহ'-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। যার ফলাফল মানুষের জন্য স্থায়ী হয়। যেমন- পাঞ্জেগানা নামায, তাসবীহ ও তাহমীদ (আল্লাহ এর পবিত্রতা ও প্রশংসা বাক্যসমূহ পাঠ করা)। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) "باقيات صالحات" অধিক মাত্রায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, "সেগুলো কি?" ইরশাদ ফরমালেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা ক্বুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ');

টীকা-১০০: যে, আপন অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে মেঘের ন্যায় আকাশে রওয়ানা হয়ে যাবে।

টীকা-১০১: না সেটার উপর কোন পর্বত থাকবে, না ইমারত, না গাছ পালা।

টীকা-১০২: কবরসমূহ থেকেও হিসাব অনুষ্ঠানের স্থানে হাযির করবো।

টীকা-১০৩: প্রত্যেক উম্মতের দলের কাতার পৃথক পৃথক; আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন-

টীকা-১০৪: জীবিত, বস্ত্রহীন শরীরে, খোলা পায়ে এবং সম্পদহীন অবস্থায়।

টীকা-১০৫: যেই প্রতিশ্রুতি আমি নাবীগণের ভাষায় দিয়েছিলাম। এটা তাদেরকেই বলা হবে, যে সব লোক মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করতো;

টীকা-১০৬: প্রত্যেকের; তার হাতেই। মু'মিনের ডান হাতে, কাফিরের বাম হাতে।

টীকা-১০৭: তাতে আপন পাপ-কার্যাদি লিখিত দেখে

টীকা-১০৮: না কাউকেও বিনা দোষে শাস্তি দেন, না কারো সৎ কর্মসমূহ হ্রাস করেন।

টীকা-১০৯: সম্মান প্রদর্শনের।

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

কথাবার্তা (৯৯), সেগুলোর পুরস্কার আপনার প্রতিপালকের নিকট উত্তম এবং তা আশার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৭: এবং যে দিন আমি পর্বতসমূহকে সঞ্চালিত করবো (১০০) আর আপনি পৃথিবীকে উন্মুক্ত দেখবেন (১০১) এবং আমি তাদেরকে উঠাবো (১০২), তখন তাদের মধ্যে কাউকেও ছাড়বো না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۫ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৮: এবং সবাইকে আপনার প্রতিপালকের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে (১০৩)। নিঃসন্দেহে, তোমরা আমার নিকট তেমনিভাবে এসেছো যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম (১০৪), বরং তোমাদের ধারণা ছিলো যে, আমি কখনো তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতির সময় রাখবো না (১০৫)।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

৪৯: এবং আমলনামা রাখা হবে (১০৬), অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, তারা তাঁর লিখন থেকে ভীত থাকবে এবং (১০৭) বলবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এ লিপিটার কি হলো! না সেটা কোন ছোট পাপকে বাদ দিয়েছে, না বড়কে, কিন্তু সেটাকে তা পরিবেষ্টন করেছে।' এবং আপন সব কৃতকর্ম তারা সামনে পেয়েছে, আর আপনার প্রতিপালক কারো উপর যুলুম করেন না (১০৮)।

রুকূ'-৭

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৫০: এবং স্মরণ করুন, যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি, 'আদমকে সাজদা করো (১০৯)।' তখন সবাই সাজদা করলো ইবলীস ব্যতীত, সে জ্বীন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নির্দেশ থেকে বের হয়ে গেলো (১১০)। তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে আমার পরিবর্তে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছো (১১১)? এবং কতই নিকৃষ্ট বিনিময় পেলো (১১২)।

مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৫১: না আমি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিকালে তাদেরকে সামনে বসিয়ে নিয়েছিলাম,

টীকা-১১০: নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও সে সাজদা করেনি। সুতরাং হে আদম সন্তানগণ!

টীকা-১১১: এবং তাদের আনুগত্যকেই বেছে নিচ্ছো

টীকা-১১২: যে, তারা আল্লাহ এর আনুগত্যের স্থলে শয়তানের আনুগত্যে লিপ্ত হলো।

টীকা-১১৩: অর্থ এই যে, বস্তুসমূহ সৃষ্টি করার মধ্যে আমি একক ও অদ্বিতীয়। না আছে আমার কর্মে কোন শরীক, না আছে আমার কর্মের কোন উপদেষ্টা। অতঃপর আমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা কি ভাবে বৈধ হতে পারে?

না খোদ তাদেরকে সৃষ্টিকালে এবং না এ কথা আমার জন্য শোভা পায় যে, পথভ্রষ্টকারীদেরকে বাহু বানিয়ে নেবো (১১৩)।	وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا (٥١)
৫২: এবং যেদিন বলবেন (১১৪), 'আহ্বান করো আমার শরীকদেরকে, যা তোমরা ধারণা করতে।' তখন তারা তাদেরকে আহ্বান করবে। তারা তাদেরকে জবাব দেবে না এবং আমি তাদের (১১৫) মধ্যস্থলে এক ধ্বংসের ময়দান করে দেবো (১১৬)।	وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٢)
এবং অপরাধীরা দোযখ দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তাতেই পতিত হতে হবে এবং তা থেকে ফেরার কোন স্থান পাবে না। ৫৩: এবং অপরাধীরা দোযখ দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তাতেই পতিত হতে হবে এবং তা থেকে ফেরার কোন স্থান পাবে না।	وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۠ (٥٣)
রুকূ'-৮	
৫৪: এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এ ক্বুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উপমা বিভন্নভাবে বর্ণনা করেছি (১১৭) এবং মানুষ প্রত্যেক কিছু অপেক্ষা অধিক বিতর্ককারী (১১৮)।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٤)
৫৫: এবং মানুষকে কোন বস্তু এতে বাধা প্রদান করেছে যে, তাঁরা ঈমান আনতো যখন হিদায়াত (১১৯) তাদের নিকট এসেছে এবং আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো (১২০)? কিন্তু এটাই যে, তাদের উপর পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে গৃহীত রীতি আসবে (১২১), কিংবা তাদের উপর বিভিন্ন ধরণের শাস্তি আসবে।	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (٥٥)
৫৬: এবং আমি রসূলগণকে প্রেরণ করিনা (১২২), কিন্তু সুসংবাদদাতা ও (১২৩) সতর্ককারী রূপেই এবং যারা কাফির তারা বাতিলের আশ্রয় নিয়ে বিতণ্ডা করে (১২৪) যাতে তা দ্বারা সত্যকে অপসারণ করে দেয় এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যেই ভয়ের বাণী শুনানো হয়েছে (১২৫) সে গুলোকে বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে।	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا (٥٦)
৫৭: এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا

টীকা-১১৪: আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরক,

টীকা-১১৫: অর্থাৎ প্রতিমাগুলো ও প্রতিমা পূজারীদের অথবা হিদায়াতপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের

টীকা-১১৬: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, مَوْبِقٌ (মাওবিক্ব) জাহান্নামের একটা উপত্যকার নাম।

টীকা-১১৭: যাতে তারা বুঝতে পারে ও উপদেশ গ্রহণ করে।

টীকা-১১৮: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, এখানে 'মানুষ' শব্দ দ্বারা 'নযর' ইবনে হারিস' এবং 'বাক-বিতণ্ডা' দ্বারা 'ক্বুরআন পাক' সম্বন্ধে তার বিতর্ক করা'ই বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'উবাই ইবনে খালাফ' এর কথা বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকারকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'সমস্ত কাফির'-কেই বুঝানো হয়েছে।
কোন কোন তাফসীরকারকদের মতে, আয়াত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত এবং এটাই বিশুদ্ধতর।

টীকা-১১৯: অর্থাৎ ক্বুরআন কারীম অথবা সম্মানিত রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর মুবারক সত্তা

টীকা-১২০: অর্থ এই যে, অজুহাত পেশ করার কোন অবকাশ তাদের জন্য থাকেনি। কেননা, তাদের জন্য ঈমান আনার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

টীকা-১২১: অর্থাৎ ঐ ধ্বংস, যা তাদের অদৃষ্টে নির্ধারিত, সেটার পর,

টীকা-১২২: ঈমানদার ও আনুগত্য-প্রিয় লোকদের জন্য প্রতিদানের,

টীকা-১২৩: বে-ঈমান ও অবাধ্যদের জন্য শাস্তির

টীকা-১২৪: এবং রসূলগণকে নিজেদের মতো মানুষ বলে।

টীকা-১২৫: শাস্তির

وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا (٥٧)

নেয় (১২৬) এবং তার হস্তদ্বয় যা অগ্রে প্রেরণ করেছে (১২৭) তা ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরগুলোর উপর আবরণ করে দিয়েছি যাতে ক্বোরআন না বুঝে এবং তাদের কানগুলোতে বধিরতা (১২৮)। আর যদি আপনি তাদেরকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করেন তবুও তারা কখনো সৎপথ পাবে না (১২৯)।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا (٥٨)

৫৮: এবং আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। যদি তিনি তাদেরকে (১৩০) তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করতেন, তাহলে শীঘ্রই তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতেন (১৩১), বরং তাদের জন্য একটা প্রতিশ্রুতির সময় রয়েছে (১৩২), যার সামনে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবেনা।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا (٥٩)

৫৯: এবং এসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (১৩৩) যখন তারা যুলুম করেছে (১৩৪) এবং আমি তাদের ধ্বংসের একটা প্রতিশ্রুতি রেখেছি।

রুকূ'-৯

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠)

৬০: এবং স্মরণ করুন। যখন মূসা (১৩৫) আপন খাদেমকে বললো (১৩৬), 'আমি বিরত হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছবো না যেখানে দুটি সমুদ্র মিলিত হয়েছে (১৩৭) অথবা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো (১৩৮)।'

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١)

৬১: অতঃপর যখন তারা উভয়ে এই সমুদ্র-গুলোর সঙ্গমস্থলে পৌঁছলো (১৩৯) তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো এবং সেটা সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিলো সুড়ঙ্গ করে।

فَلَمَّا جَاوَزَا

৬২: অতঃপর যখন সেখান থেকে অতিক্রম করে গেলো (১৪০),

টীকা-১২৬: এবং উপদেশ গ্রহণ করে না এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনেনা

টীকা-১২৭: অর্থাৎ অবাধ্যতা, পাপ ও নির্দেশ অমান্য করা- যা কিছু সে করেছে

টীকা-১২৮: যাতে সত্য কথা না শুনে।

টীকা-১২৯: এটা তাদেরই প্রসঙ্গে, যারা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত।

টীকা-১৩০: দুনিয়াতেই

টীকা-১৩১: কিন্তু তাঁর দয়া যে, তিনি অবকাশ দিয়েছেন এবং শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করেন নি

টীকা-১৩২: অর্থাৎ রোজ ক্বিয়ামত, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের দিন

টীকা-১৩৩: সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং সে সব বস্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ঐসব বস্তি দ্বারা লূত, আদ ও সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৩৪: সত্যকে মান্য করেনি এবং কুফর অবলম্বন করেছে।

টীকা-১৩৫: ইমরানের পুত্র, সম্মানিত নাবী, তাওরীত ও সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহের ধারক

টীকা-১৩৬: যাঁর নাম ইউশা' ইবনে নূন। যিনি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সেবায় ও সাহচর্যে থাকতেন, তাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করতেন এবং তারপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

টীকা-১৩৭: পারস্য সাগর ও রোম সাগর পূর্ব-পার্শ্বে আর مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ (বা দু'সমূদ্রের সঙ্গমস্থল) হচ্ছে ঐ স্থান, যেখানে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো। এ কারণে, তিনি সেখানে পৌঁছার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। আর বলেছিলেন, "আমি আপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছবো না।

টীকা-১৩৮: যদিও সে স্থানটা দূরে অবস্থিত হয়। অতঃপর এই হযরতদ্বয় রুটি, লবনাক্ত ভূনা মাছ থলের মধ্যে পাথেয় হিসেবে সাথে নিয়ে রওনা হন।

টীকা-১৩৯: যেখানে একটি চওড়া পাথর ছিলো এবং জীবন-ঝর্ণা ছিলো। সুতরাং সেখানে উভয় হযরত বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং নিদ্রারত হলেন। ইত্যবসরে, ভূনা মাছটা থলের মধ্যে জীবিত হয়ে গেলো এবং লাফাতে লাফাতে সমুদ্রে পড়ে গেলো আর সেটার উপর দিয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো এবং একটা মিহরাব সদৃশ হয়ে গেলো। হযরত ইউশা' (عَلَيْهِ السَّلَام) জাগ্রত হবার পর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট সেটার কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৪০: এবং চলতে থাকেন; শেষ পর্যন্ত পরদিন খাবার সময় এসে উপস্থিত হলো। তখন হযরত

টীকা-১৪১: ক্লান্তিও অনুভূত হচ্ছে, ক্ষুধার যন্ত্রণাও পীড়া দিচ্ছে। এটা যখন দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে পৌঁছেন তখন অনুভূত হয়নি, গন্তব্যস্থান অতিক্রম করে আরো সামনে গিয়ে পৌঁছলে ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভূত হলো। এতে আল্লাহ তা'আলা এর হিকমাত ছিলো যে, তাঁরা তখন মাছের কথা স্মরণ করবেন এবং সেটার অনুসন্ধানে গন্তব্য স্থানের দিকে ফিরে আসবেন। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) একথা বললে খাদেম ক্ষমা চাইলেন এবং

টীকা-১৪২: অর্থাৎ মাছ

টীকা-১৪৩: মাছ চলে যাওয়াই তো আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের নিদর্শন হয়েছে এবং যাঁর সন্ধানে আমরা চলেছি তার সাক্ষাৎ সেখানেই হবে।

টীকা-১৪৪: যিনি চাদর মুড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি হযরত খিযর ছিলেন। **(عَلٰى نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)** 'খিযর' (**خضر**) শব্দটা অভিধানে তিনটা 'রূপে' এসেছে।

যথা:

১) خِضْر (خ তে কسره বা 'যের' ও ض-এ سكون বা 'জযম' সহকারে, 'খিযর'।)

২) خَضِر (خ তে فتحه বা 'যবর' ও ض-এ کسره বা 'যের' সহকারে, 'খাযির')

৩) خَضْرٌ (خ তে فتحه বা 'যবর' ও ض-এ سكون বা জযম সহকারে 'খাযর'।)

তখন মূসা খাদেমকে বললো, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আনো, নিশ্চয় আমরা আমাদের এ সফরে বড় কষ্টের সম্মুখীন হলাম (১৪১)।'	قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا (۶۲)
৬৩: বললো, 'ভালো, দেখুন তো।' যখন আমরা ঐ শিলাখণ্ডের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন নিশ্চয় আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমাকে শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছিলো সেটার কথা উল্লেখ করতে এবং সেটা (১৪২) তো সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিয়েছে, আশ্চর্যজনকভাবে।'	قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۫ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا (۶۳)
৬৪: মূসা বললো, 'এটারই তো আমরা অনুসন্ধান করছিলাম (১৪৩)।' অতঃপর তারা ফিরে নিজেদের পদচিহ্ন ধরে চলে গেলো।	قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا (۶۴)
৬৫: অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেলো (১৪৪), যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছি (১৪৫) এবং তাকে আপন 'ইলমে লাদুন্নী' দান করেছি (১৪৬)।	فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (۶۵)
৬৬: তাকে মূসা বললো, 'আমি কি তোমার সাথে থাকবো এই শর্তে যে, তুমি আমাকে শিক্ষা দেবে ভালো কথা, যা তোমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে (১৪৭)?'	قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (۶۶)
৬৭: বললো, 'আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না (১৪৮)।	قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا (۶۷)

এটা হচ্ছে উপাধি। এ উপাধির কারণ এ ছিলো যে, তিনি যেখানে বসতেন অথবা নামায আদায় করতেন সেখানে ঘাস শুষ্ক থাকলেও তা সবুজ ও সজীব হয়ে যেতো। তাঁর নাম 'বালইয়া ইবনে মালিকান' এবং 'কুনিয়াত' (উপনাম) 'আবুল আব্বাস'।

একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, তিনি বানী-ইসরাঈল সম্প্রদায় থেকে ছিলেন। অপর এক অভিমতে, তিনি শাহাজাদা হন। তিনি পার্থিব মায়া ত্যাগ করে সংসারে অনাসক্ত খোদাপ্রেমিক বুযুর্গের (زاهد) জীবন অবলম্বন করেন।

টীকা-১৪৫: এই 'অনুগ্রহ' (رحمة) দ্বারা হয়ত 'নবূয়্যাত' এর কথা বুঝানো হয়েছে অথবা 'ওলীত্ব' (ولايت) কিংবা 'জ্ঞান' অথবা 'দীর্ঘ জীবন'-এর কথা বুঝানো হয়। তিনি তো নিঃসন্দেহে ওলী। তবে তাঁর নাবূয়্যাতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

টীকা-১৪৬: অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান। তাফসীরকারকগণ বলেন, 'ইলমে লাদুন্নী হচ্ছে ঐ বিশেষ জ্ঞান যা বান্দার নিকট 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) সূত্রে অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে আছে- যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত খিযর (عَلٰى نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-কে দেখলেন যে, তিনি সাদা চাদর মুড়িয়ে আছেন, তখন তিনি তাঁকে সালাম করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের ভূ-খন্ডে সালাম কোথায়?" তিনি বললেন, "আমি মূসা হই।" তিনি বললেন, "বনী ইস্রাঈলের মূসা?" তিনি বললেন, "জ্বী-হাঁ।" অতঃপর

টীকা-১৪৭: মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সর্বদা জ্ঞানের অন্বেষণে থাকা উচিত, সে যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন।

মালআলাঃ এ কথাও জানা যায় যে, যাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করবে তাঁর সামনে নম্রতা ও শিষ্টাচার সহকারে হাযির হওয়া উচিত। (মাদারিক)।

হযরত 'খিযর' হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রশ্নের জবাবে

টীকা-১৪৮: হযরত খিযর এটা এ জন্যই বলেছিলেন যে, তিনি জানতেন যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) (বাহ্যিকভাবে) অগ্রহনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি দেখতে পাবেন। আর নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর পক্ষে একথা অসম্ভবই যে, তারা অগ্রহণযোগ্য কার্যাদি দেখে নীরবে সহ্য করতে পারবেন। অতঃপর হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) এ ধৈর্য পরিহার করার যুক্তিসঙ্গত কারণও নিজেই বলে দিলেন এবং বললেন

টীকা-১৪৯: বাহ্যিকভাবে তা নিষিদ্ধ বিষয়াদিই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বললেন, এক প্রকার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমনি প্রদান করেছেন, যা আপনি জানেন না। আর এক প্রকার জ্ঞান আপনাকে এমনি দান করেছেন, যা আমি জানিনা।"

তাফসীরকারক ও হাদীস বিশারদগণ বলেন, "যে জ্ঞান হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে 'ইলম-ই-বাতিন' ও 'মুকাশাফাহ' (علم باطن و مكاشفه) যথাক্রমে, গোপন তত্ত্বজ্ঞান ও সৃষ্টির রহস্যাদি অন্তর-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হওয়া')। বস্তুতঃ এটা কামিল ব্যক্তিবর্গের জন্য মহত্ত্বের কারণ। সুতরাং বর্ণিত হয় যে, হযরত সিদ্দীক্ব-এর নামায ইত্যাদি সৎ কাজের ভিত্তিতে সাহাবা কিরামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নয়; বরং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঐ বস্তুর কারণে, যা তাঁর বক্ষে রয়েছে অর্থাৎ 'ইলম-ই-বাতিন' ও 'ইলম-ই-আসরার' (علم باطن و علم اسرار) যথাক্রমে, 'গোপন তত্ত্বজ্ঞান' ও 'রহস্যজ্ঞান')। কেননা, যেসব কর্ম সম্পন্ন হবে তা কোন গূঢ় রহস্য থেকে হবে; যদিও তা বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে অন্যায় মনে হয়।

টীকা-১৫০: মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওস্তাদ (মুর্শিদ)-এর প্রতি শাগরিদ ও শিষ্যের আদবসমূহের মধ্যে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত যে, সে শায়খ বা ওস্তাদের কার্যাদির উপর অভিযোগের মুখ খুলবেনা; বরং এ কথার অপেক্ষায় থাকবে যে, তিনি নিজেই সেটার হিকমত বা রহস্য প্রকাশ করবেন। (মাদারিক ও আবুস সাঊদ)।

টীকা-১৫১: এবং নৌকার আরোহীগণ হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) কে চিনতে পেরে কোন বিনিময় ব্যতীতই আরোহণ করিয়ে নিলো।

টীকা-১৫২: দাঁড় কিংবা কুড়াল দিয়ে সেটার একটি বা দু'টি তক্তা উপড়ে ফেললেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি

টীকা-১৫৩: হযরত খিযর।

টীকা-১৫৪: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে

টীকা-১৫৫: কেননা, ভুলের জন্য শরীয়তে পাকড়াও নেই

টীকা-১৫৬: অর্থাৎ নৌকা থেকে নেমে একটা স্থান অতিক্রম করছিলেন, যেখানে ছেলেরা খেলাধূলা করছিলো।

টীকা-১৫৭: যে তাদের মধ্যে সুন্দর ছিলো এবং বয়োপ্রাপ্ত হয়নি। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'যুবক' ছিলো এবং রাহাজানি করতো।

টীকা-১৫৮: যার কোন পাপ প্রমাণিত হয়নি।

৬৮: এবং ঐ কথার উপর কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন যাতে আপনার জ্ঞান পরিবেষ্টন করেনি (১৪৯)?'

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৯: বললো, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে এবং আমি তোমার কোন নিদর্শনের বিরোধীতা করবো না।

قَالَ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾

৭০: বললো, 'তাহলে যদি আপনি আমার সাথে থাকেন, তবে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে সেটা উল্লেখ করবো না (১৫০)।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰۤى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

রুকূ'-১০

৭১: অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো (১৫১), তখন ঐ বান্দা সেটাকে ছেদ করে দিলো (১৫২)। মূসা বললো, 'তুমি কি এটা এজন্য ছেদ করেছো যে, এর আরোহণকারীদেরকে নিমজ্জিত করে দেবে? নিঃসন্দেহে, তুমি এটা তো মন্দ কাজেই করেছো (১৫৩)।'

فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾

৭২: বললো, 'আমি কি বলছিলাম না যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না (১৫৪)?'

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

৭৩: বললো, 'আমাকে আমার ভুলে যাবার জন্য পাকড়াও করো না (১৫৫) এবং আমার উপর আমার কাজের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করো না।'

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾

৭৪: অতঃপর উভয় চলতে লাগলো (১৫৬), শেষ পর্যন্ত যখন একটা বালকের সাথে সাক্ষাৎ হলো (১৫৭) তখন ঐ বান্দা তাকে হত্যা করে ফেললো। মূসা বললো, 'তুমি কি একটি নির্দোষ প্রাণ (১৫৮) অন্য কোনো প্রাণের বদলা ব্যতীতই হত্যা করে ফেললে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছো।'*

فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

টীকা-১৫৯: হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام), 'হে মূসা!'

টীকা-১৬০: এর জবাবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১৬১: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, 'উক্ত গ্রাম' দ্বারা 'ইন্তাক্বিয়া' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৬২: এবং আতিথেয়তা করার জন্য প্রস্তুত হলোনা। হযরত ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত, ঐ বস্তি বা জনপদ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যেখানে অতিথিদের আতিথেয়তা করা হয়না।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿۷۵﴾

৭৫: বললো (১৫৯), 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্য-ধারণ করে থাকতে পারবেন না- (১৬০)?'

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ﴿۷۶﴾

৭৬: বললো, 'এর পর যদি আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি তবে তুমি আমার সাথে আর থেকো না, নিঃসন্দেহে আমার দিক থেকে তোমার ওজর-আপত্তি পরিপূর্ণ হয়েছে।'

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿۷۷﴾

৭৭: অতঃপর উভয়ে চললো, শেষ পর্যন্ত যখন একটা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট আসলো (১৬১), তখন সেসব গ্রামবাসীর নিকট খাদ্য চাইলো। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করলো (১৬২)। অতঃপর উভয়ে সে গ্রামে একটা এমন প্রাচীর পেলো, যা পতিত হবার উপক্রম হয়েছিলো। উক্ত বান্দা (১৬৩) সেটাকে স্থির করে প্রতিষ্ঠা করে দিলো। মূসা বললো, 'তুমি ইচ্ছা করলে সেটার জন্য কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতে (১৬৪)।'

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿۷۸﴾

৭৮: বললো, 'এটাই (১৬৫) আমার ও আপনার বিদায়, এখন আমি আপনাকে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো, যেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি (১৬৬),

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿۷۹﴾

৭৯: ঐ যে নৌকা ছিলো, সেটা এমন কিছু অভাবগ্রস্ত লোকেরই ছিলো (১৬৭), যারা সমুদ্রে কাজ করতো, অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটাকে ত্রুটিযুক্ত করে দেবো এবং তাদের পেছনে একজন বাদশাহ ছিলো (১৬৮) যে প্রত্যেক ত্রুটিমুক্ত নৌকা বল প্রয়োগ করে ছিনিয়ে নিতো (১৬৯)।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿۸۰﴾

৮০: এবং ঐ যে বালক ছিলো, তার মাতা-পিতা মুসলমান ছিলো। তখন আমাদের আশংকা ছিলো যে, সে তাদেরকে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরের উপর বাধ্য করবে (১৭০)।

টীকা-১৬৩: হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন বারাকাতময় হাত লাগিয়েই আপন 'কারামত' বা অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা

টীকা-১৬৪: কেননা, এটা তো তোমাদের প্রয়োজনের সময় এবং গ্রামবাসীরাতো আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, এমতাবস্থায় তাদের কার্য সম্পাদনের জন্য পারিশ্রমিক নেয়া যুক্তিযুক্ত ছিলো। এর জবাবে হযরত খিযর

টীকা-১৬৫: অর্থাৎ এ সময় অথবা এ বারের অস্বীকার (আপত্তি)

টীকা-১৬৬: এবং সেগুলোর মধ্যে কি রহস্য ছিলো সেগুলো প্রকাশ করবো।

টীকা-১৬৭: যারা দশ ভাই ছিলো। তাদের মধ্যে পাঁচজন তো পঙ্গু ছিলো। যারা কিছুই করতে সক্ষম ছিলোনা, আর বাকী পাঁচজন সুস্থ ছিলো।

টীকা-১৬৮: যে, তাদেরকে ফেরার পথে তার পার্শ্ব দিয়ে আসতে হতো। ঐ বাদশাহর নাম ছিলো 'জালন্দী'। নৌকার মালিকগণ তার অবস্থা সম্পর্কে জানতো এবং তার স্বভাব ছিলো এ যে,

টীকা-১৬৯: যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তবে ছেড়ে দিতো। এ কারণে, আমি উক্ত নৌকাটা ত্রুটিযুক্ত করে দিলাম, যাতে তা উক্ত দরিদ্রের জন্য রক্ষা পেয়ে যায়।

টীকা-১৭০: এবং তার মায়ায় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর এ আশংকা এ কারণে ছিলো যে, আল্লাহ তা'আ'লা এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়ার কারণে তিনি তার গোপন অবস্থা সম্পর্কে জানতেন।

হাদীস: মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয় যে, উক্ত বালকটা কাফিররূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলো। ইমাম সুবকী বলেন যে, গোপন অবস্থা জেনে বালককে হত্যা করার বৈধতা শুধু খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام)এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। তাঁর জন্য এ কাজের অনুমতি ছিলো। কোন ওলী যদি কোন ছেলের এমন অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। 'আরাইস' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে, যখন হযরত মূসা

(عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বললেন, "তুমি তো পবিত্র প্রাণকে হত্যা করেছো," তখন তাঁর নিকট তা কষ্টকর বোধ হলো। সুতরাং তিনি উক্ত বালকের কাঁধ ভেঙ্গে সেটার মাংশপেশী চিরে ফেললেন। তখন সেটার ভিতরে লিখিত ছিলো- "সে কাফির, কখনো আল্লহ এর উপর ঈমান আনবেনা।" (জুমাল)

টীকা-১৭১ঃ শিশু, পাপসমূহ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র এবং

টীকা-১৭২ঃ যে মাতা-পিতার সাথে শিষ্টাচারের পন্থা অবলম্বন করবে, সুন্দর ব্যবহার করবে এবং মমতা ও ভালবাসা রাখবে।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটা কন্যা সন্তান দান করলেন। একজন নাবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিলো এবং তাঁর গর্ভে নাবী জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁর হাতে আল্লাহ তাআ'লা একটা সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ এর ইচ্ছা ও ফায়সালার উপরই বান্দার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এতেই মঙ্গল নিহিত।

টীকা-১৭৩ঃ যাদের নাম 'আসরাম' (اَصْرَمُ) ও 'সুরাইম' (صُرَيْمُ) ছিলো।

টীকা-১৭৪ঃ তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, উক্ত প্রাচীরের নিম্নদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রোতিথ ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, সেখানে স্বর্ণের একখানা ফলক ছিলো। সেটার উপর একপাশে লিখা ছিলো, "তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যার অন্তরে মৃত্যুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে খুশি হয় কিভাবে। তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ এর ইচ্ছা ও অদৃষ্টে (قضا و قدر) দৃঢ় বিশ্বাসী হয় সে রাগান্বিত হয় কিভাবে? তার অবস্থা আশ্চর্যজনক যে রিযক্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে সে কেন কষ্টে পড়ে। তার অবস্থা আশ্চর্যজনক যে 'হিসাব-নিকাশে' বিশ্বাস করে সে কিভাবে অলস থাকে। তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যার অন্তরে পৃথিবী ধ্বংস ও পরিবর্তনশীল হবার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে নিশ্চিন্ত থাকে কিভাবে।" এবং এতদসঙ্গে লিখিত ছিলো (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ) (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) আল্লাহ এর রসূল।) আর ঐ ফলকের অপর পাশে লিখিত ছিলো- "আমি আল্লাহ হই, আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমি একক, আমার কোন শরীক নেই। আমি ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছি, তারই জন্য আনন্দ যাকে আমি মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারই হস্তদ্বয়ে মঙ্গল জারি করেছি, (পক্ষান্তরে) তারই জন্য ধ্বংস, যাকে আমি অনিষ্টের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারই হাতে মন্দ জারী করেছি।

৮১: অতঃপর আমরা চাইলাম যে, তাদের উভয়ের প্রতিপালক তার চেয়ে উত্তম (১৭১), পবিত্র এবং তার চেয়ে দয়ার মধ্যে অধিক নিকটতর (সন্তান) দান করবেন (১৭২)। **৮২:** বাকী রইলো ঐ প্রাচীর, তা ছিলো নগরের দু'জন এতিম বালকের (১৭৩) এবং সেটার নীচে তাদের গুপ্ত ধন-ভান্ডার ছিলো (১৭৪) এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিলো (১৭৫), সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, তারা উভয়ে তাদের যৌবনে পদার্পন করুক (১৭৬) এবং তারা আপন ধন-ভান্ডার উদ্ধার করুক, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে। আর এসব কিছু আমি নিজ ইচ্ছায় করিনি (১৭৭)। এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা ঐসব বিষয়ের যেগুলোর উপর আপনার পক্ষে ধৈর্য-ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি (১৭৮)।'	فَاَرَدْنَاۤ اَنْ یُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا (٨١) وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَیْنِ یَتِیْمَیْنِ فِی الْمَدِیْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ یَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ یَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖۗ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِیْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِیْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَیْهِ صَبْرًا (٨٢)

টীকা-১৭৫ঃ তাঁর নাম 'কাশিহ' ছিলো। এই লোকটা খোদাভীরু ছিলো। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির বলেন, আল্লাহ তাআ'লা বান্দার সৎকর্মের কারণে তার সন্তানদেরকে এবং তার সম্প্রদায়ভুক্তদেরকে এবং তার মহল্লাবাসীদেরকে আপন হিফাযতের মধ্যে রাখেন। (সুবহানাল্লাহ)

টীকা-১৭৬ঃ এবং তাদের বিবেক পূর্ণ হয়ে যাক এবং তারা শক্তিশালী ও শক্ত হয়ে যাক।

টীকা-১৭৭ঃ বরং আল্লাহ এর নির্দেশে এবং খোদার ইঙ্গিতেই (اِلْهَامُ) করেছি।

টীকা-১৭৮ঃ কিছু লোক নাবীকে ওলীর উপর প্রাধান্য দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা একথা ধারণা করেছে যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে জ্ঞান শিক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, অথচ হযরত খিযর ওলী ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ওলীকে নাবীর উপর প্রাধান্য দেয়া 'প্রকাশ্য কুফর' (كفر جلى) এবং হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) নাবী। আর তা যদি না হয়, যেমন কেউ কেউ ধারণা করে, তবে এটা আল্লাহ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য একটা পরীক্ষা ছিলো।

তাছাড়া, কিতাবী সম্প্রদায় একথা বলে থাকে যে, এটা বনী-ইসরাঈলের পয়গাম্বর মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঘটনাই নয়, বরং মূসা ইবনে মাসান এর ঘটনা। বস্তুতঃ ওলী তো নাবীর উপর ঈমান আনার কারণে 'বেলায়াত' এর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, ওলীর মর্যাদা নাবীর চেয়েও বেড়ে যাবে। (মাদারিক)

অধিকাংশ ওলামার অভিমত হলো, সূফীতত্ত্বের মাশাইখ ও আল্লাহ এর আরিফ বান্দাগণ একথার উপর একমত যে, হযরত খিযর (عَلَيْهِ السَّلَام) জীবিত

শেখ আবূ আমর ইবনে সালাহ তাঁর লিখিত 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে লিখেছেন , হযরত খিযর , অধিকাংশ ওলামা ও সালেহীন (বুজুর্গ) ব্যক্তিবর্গের মতে, জীবিত আছেন। একথা বলা হয়েছে যে, হযরত খিযর ও ইলইয়াস- উভয়ই জীবিত রয়েছেন। প্রতি হজ্বের সময় মিলিত হন। এটাও বর্ণিত হয় যে, হযরত খিযর (عَلَيۡهِ السَّلَام) চিরজীবন লাভের কূপে গোসল করেছেন এবং সেটার পানি পান করেছেন। আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন। (খাযিন)

টীকা-১৭৯: আবূ জাহল প্রমূখ মক্কাবাসী কাফির অথবা ইহুদী পরীক্ষামূলকভাবে।

টীকা-১৮০ঃ 'যূল-ক্বারনায়ন'-এর নাম 'ইস্কান্দর'। তিনি হযরত খিযর (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর খালাত ভাই। তিনি (মিশরের) 'ইস্কান্দরীয়া' (বা আলোকজান্দ্রিয়া) শহর প্রতিষ্ঠা করেন। আর সেটার নামও নিজ নামানুসারে রাখলেন। হযরত খিযর (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাঁর মন্ত্রী ও পতাকাধারী ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে এমন চারজন বাদশাহ জন্ম লাভ করেছেন যারা তৎকালীন সমগ্র বিশ্বের শাসনকর্তা ছিলেনঃ দু'জন কাফির- (১) নমরূদ ও (২) বোখত-ই-নাসর এবং এবং অনতিবিলম্বেই পঞ্চম বাদশাহ এ উম্মত থেকেই হবেন। তাঁর নাম মুবারক 'ইমাম মাহদী'। তাঁর শাসন কর্তৃত্ব সমগ্রই বিশ্বব্যাপী হবে। 'যুল-ক্বারনায়ন'-এর নাবূয়্যাত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত আ'লী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বলেন, "তিনি নাবী ছিলেন না, ফিরিশতাও ছিলেন না। আল্লাহ প্রেমিক বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে আপন প্রিয় বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"

৮৩: এবং আপনাকে (১৭৯) 'যুল ক্বারনায়ন' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে (১৮০)। আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট তার বর্ণনা পড়ে শুনাচ্ছি।'

৮৪: নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছি এবং প্রত্যেক বস্তুর একটা উপায়-উপকরণ দান করেছি (১৮১),

৮৫: অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের অনুসরণ করলো (১৮২)।

৮৬: শেষ পর্যন্ত যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌঁছলো, তখন সে সেটাকে একটা কালো কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখতে পেলো (১৮৩) এবং সেখানে (১৮৪) একটা সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো (১৮৫)। আমি বললাম, 'হে যুল ক্বারনায়ন। হয়ত তুমি তাদেরকে শাস্তি দেবে (১৮৬) অথবা তাদের সাথে উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে পারো (১৮৭)।'

৮৭: আরয করলো, যে কেউ যুলুম করবে (১৮৮), তাকে তো আমরা শীঘ্রই শাস্তি দেবো

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۭ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۭ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ

টীকা-১৮১ঃ যে বস্তুর সৃষ্টির প্রয়োজন হয় এবং যা কিছু বাদশাহগণের দেশ ও শহরসমূহ জয় করার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয় সে সবই দান করেছেন।

টীকা-১৮২ঃ 'উপায়-উপকরন' হচ্ছে ঐ বস্তু, যা উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য মাধ্যম হয়-চাই তা জ্ঞান হোক, কিংবা শক্তি। সুতরাং যুল-ক্বারনায়ন যে উদ্দেশ্য হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন সেটারই উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছিলেন।

টীকা-১৮৩ঃ যুল-ক্বারনায়ন কিতাবসমূহে দেখেছিলেন যে, 'সাম'-এর বংশধরদের একজন লোক চিরজীবন লাভের কূপ থেকে পানি পান করবেন এবং তাঁর নিকট মৃত্যু আসবেনা। এটা দেখে তিনি 'চিরজীবন কূপ'-এর সন্ধানে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে রওনা হন এবং তাঁর সাথে হযরত খিযরও ছিলেন। তিনি তো 'চিরজীবন কূপ' পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন আর তিনি তা থেকে পানি পান করে নেন, কিন্তু যুল ক্বারনায়নের অদৃষ্টে তা ছিলো না। তাই তিনি পাননি। উক্ত সফরে তিনি পশ্চিম দিকে রওনা হন। সুতরাং যতদূর পর্যন্ত জনবসতি ছিলো ততদূর পর্যন্ত সব সেই গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে ফেললেন এবং পশ্চিম দিগন্তের ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান, যেখানে জন-বসতির নাম-চিহ্নও ছিলো না। সেখানে গিয়ে তিনি সূর্য অস্ত যাবার সময় এমনই দেখতে পান যেন তা কালো জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে, যেমন সমুদ্রপথে ভ্রমণকারীদের পানির মধ্যে সূর্য অস্ত যাবার সময় মনে হয়।

টীকা-১৮৪ঃ উক্ত জলাশয়ের নিকট

টীকা-১৮৫ঃ যারা শিকারকৃত পশুর চামড়া পরিহিত ছিলো। এতদ্ব্যতীত তাদের শরীরে অন্য কোন পোশাক ছিলো না। সমুদ্রের মৃত জন্তুগুলো ছিলো তাদের খাদ্য। এসব লোক কাফির ছিলো।

টীকা-১৮৬ঃ এবং তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন না তাদেরকে হত্যা করবে

টীকা-১৮৭ঃ এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধানাবলী শিক্ষা দেবে, যদি তারা ঈমান আনে।

টীকা-১৮৮ঃ এবং কুফর ও শির্ক অবলম্বন করবে, ঈমান আনবেনা,

টীকা-১৮৯ঃ হত্যা করবে, এটাতো তাদের পার্থিব শাস্তি।
টীকা-১৯০ঃ ক্বিয়ামতে।
টীকা-১৯১ঃ অর্থাৎ জান্নাত।
টীকা-১৯২ঃ এবং তাকে এমনসব বিষয়ের নির্দেশ দেবো, যা তাদের উপর সহজ হবে, কঠিন হবেনা। এখন যুল-ক্বারনায়ন সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে যে, তিনি-

ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا (٨٧)

(১৮৯), অতঃপর আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে (১৯০)। তিনি তাকে মন্দ শাস্তি দেবেন।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨)

৮৮: এবং যে ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, তবে তার প্রতিদান কল্যাণই রয়েছে (১৯১) এবং অনতিবিলম্বে আমি তাকে সহজ কাজ বাতলিয়ে দেবো (১৯২)।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا (٨٩)

৮৯: অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের অনুসরণ করলো (১৯৩)।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا (٩٠)

৯০: শেষ পর্যন্ত যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছলো তখন সেটাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখতে পেলো, যাদের জন্য আমি সূর্য থেকে কোন অন্তরাল সৃষ্টি করিনি- (১৯৪),

كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (٩١)

৯১: প্রকৃত ঘটনা এই, এবং যা কিছু তার নিকট ছিলো (১৯৫) সবকিছুকেই আমার জ্ঞান পরিবেষ্টনকারী (১৯৬)।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا (٩٢)

৯২: অতঃপর (অন্য) একটা উপকরণের অনুসরণ করলো (১৯৭)।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا (٩٣)

৯৩: শেষ পর্যন্ত যখন দু'টি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলো, তখন সেগুলো থেকে এদিকে কিছু এমন লোক পেলো, যারা কোন কথা বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছিলো না (১৯৮)।

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤)

৯৪: তারা বললো, 'হে যুল-ক্বারনায়ন! নিশ্চয় য়া'জূজ ও মা'জূজ (১৯৯) ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করছে, সুতরাং আমরা কি আপনার জন্য কিছু অর্থ যোগান দেবো এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে দেবেন (২০০)?'

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ

৯৫: বললো, 'যার উপর আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট (২০১), সুতরাং আমাকে সাহায্য 'শক্তি' দ্বারা করো

টীকা-১৯৩ঃ পূর্বদিকে।
টীকা-১৯৪ঃ ঐ স্থানে, যেই স্থান ও সূর্যের মধ্যখানে পাহাড়, গাছ-পালা ইত্যাদি কোন বস্তুই অন্তরাল ছিলোনা, না সেখানে কোন ইমারত নির্মান করা যেতো। আর সেখানকার লোকদের অবস্থা এ ছিলো যে, সূর্যোদয়ের সময় তারা পাহাড়ের গুহাসমূহে ঢুকে পড়তো এবং সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে বের হয়ে নিজেদের কাজকর্ম করতো।
টীকা-১৯৫: সৈন্যদল, যুদ্ধের অস্ত্রসস্ত্র, সাম্রাজ্যের উপায়-উপকরণ এবং কিছুসংখ্যক তাফসীরকারক বলেছেন, বাদশাহী রাজ্যধারণের যোগ্যতা ও রাজ্য শাসনের কার্যাদি পরিচালনার উপযুক্ততা।
টীকা-১৯৬: তাফসীরকারকগণ 'كَذٰلِكَ' এর ব্যাখ্যায় এ কথাও বলেছেন যে, 'এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যুল-ক্বারনায়ন পাশ্চাত্যের সম্প্রদায়ের সাথে যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি প্রাচ্যবাসীদের সাথেও করেছিলেন। কেননা, এসব লোকও ওদের মত কাফির ছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন আর যারা কুফরের উপরে অটল থাকে তাদেরকে শাস্তি দেন।
টীকা-১৯৭: উত্তর দিকে (খাযিন)।
টীকা-১৯৮: কেননা, তাদের ভাষা ছিলো অত্যাশ্চর্যজনক। তাদের সাথে ইঙ্গিত ইশারা ইত্যাদির সাহায্যে অতি কষ্টে কথাবার্তা বলা যেতো।
টীকা-১৯৯: এরা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পুত্র 'ইয়াফিস' এর বংশধরদের মধ্যে অতীব সন্ত্রাসী দল ছিলো। তাদের সংখ্যা খুব বেশি। পৃথিবী-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। বসন্তকালে বের হতো। তখন ক্ষেতসমূহ, শাক-সবজি ও তরিতরকারি পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো। কিছুই অবশিষ্ট রাখতো না। শুষ্ক বস্তু পেলে তা বোঝাই করে নিয়ে যেতো। মানুষজনকেও খেয়ে ফেলতো। পশু, বন্য প্রাণী ও সাপ-বিচ্ছু পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো। লোকেরা হযরত 'যুল-ক্বারনায়ন'- এর নিকট এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলো যে, তারা
টীকা-২০০: যাতে তারা আমাদের নিকট আসতে না পারে, আর আমরা তাদের অনিষ্ট ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাই?
টীকা-২০১: অর্থাৎ আল্লাহ এর অনুগ্রহে আমার নিকট প্রচুর সম্পদ ও প্রত্যেক প্রকার সামগ্রী মওজুদ আছে। তোমাদের নিকট থেকে কিছু নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

টীকা-২০২: এবং যেই কাজ আমি বলবো তা সম্পাদন করো।

টীকা-২০৩: ঐসব লোক আরয করলো, "অতঃপর আমাদের কি করার আছে?" বললেন,

টীকা-২০৪: এবং ভিত্তি খনন করালেন। যখন পানি পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তাতে পাথর ও গলিত তামা দ্বারা ঢালাই করে দিলেন। আর লোহার পাত উপরে-নীচে স্থাপন করে সেগুলোর মধ্যভাগে কাঠ ও কয়লা ভর্তি করে দিলেন। তারপর তাতে আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করলেন। এভাবে এই প্রাচীরটি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঁচু করে নির্মাণ করলেন। আর দু'পাহাড়ের মধ্যখানে কোন স্থান খালি ছাড়া হয়নি। উপর থেকে গলিত তামা প্রাচীরের মধ্যে ঢালাই করা হলো। এসব মিলে একটা শক্ত (প্রাচীররূপী) কায়ায় পরিণত হলো।

(২০২)। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যখানে একটা মজবুত প্রাচীর গড়ে দেবো (২০৩),

৯৬: আমার নিকট লোহার তক্তাসমূহ আনয়ন করো (২০৪)।' শেষ পর্যন্ত তারা যখন প্রাচীরকে দু'পর্বতের পার্শ্বগুলোর সমান করে দিলো, তখন বললো 'তোমরা ফুঁকতে থাকো।' শেষ পর্যন্ত যখন সেটাকে আগুন করে দিলো তখন বললো, 'নিয়ে এসো' আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দিই।

৯৭: অতঃপর য়া'জূজ ও মা'জূজ সেটার উপর না আরোহন করতে পারলো এবং না তাতে ছিদ্র করতে পারলো।

৯৮: বললো (২০৫), 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত সময় আসবে (২০৬) তখন সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য (২০৭)।'

৯৯: এবং সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এ অবস্থায় যে, তাদের একদল অপর দলের উপর সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (২০৮)। অতঃপর আমি সবাইকে (২০৯) একত্রিত করে আনবো।

১০০: এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে কাফিরদের সম্মুখে উপস্থিত করবো (২১০),

১০১: তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের চক্ষুগুলোর উপর আমার স্মরণ থেকে পর্দা পড়েছিলো (২১১) এবং সত্য কথা শুনতে পারতোনা (২১২)।

بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

টীকা-২০৫: যুল-ক্বারনায়ন যে,

টীকা-২০৬: এবং য়া'জূজ ও মা'জূজ বের হবার সময় আসবে ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে।

টীকা-২০৭: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, য়া'জূজ ও মা'জূজ প্রত্যহ ঐ প্রাচীরটা ভাঙ্গতে থাকে এবং সারাদিন পরিশ্রম করে যখন সেটা ভেঙ্গে ফেলার কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন তাদের মধ্যে কেউ বলে, "এখন চলো, অবশিষ্টটুকু আগামীকাল ভাঙ্গবো।" পরদিন যখন আসে, তখন তা আল্লাহ এর নির্দেশে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মজবুত হয়ে যায়। যখন তাদের বের হবার সময় আসবে, তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, "এখন চলো প্রাচীরের বাকিটুকু আগামীকাল ভাঙ্গবো, ইনশাআল্লাহ।" 'ইনশাআল্লাহ' বলার এ-ই ফল হবে যে, সেদিনের পরিশ্রম নিষ্ফল হবেনা এবং পরদিন তারা প্রাচীর ততটুকু ভঙ্গ অবস্থায় পাবে, যতটুকু পূর্বদিন ভেঙ্গে চলে গিয়েছিলো। অতঃপর তারা বের হয়ে আসবে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়াবে। হত্যা ও লুটতরাজ করবে, ঝর্ণা ও জলাশয়ের পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। প্রাণী, গাছপালা ও যেই মানুষ হাতের নাগালে পাবে, সবই খেয়ে ফেলবে। মক্কা মুকাররামাহ, মাদীনা তৈয়্যিবাহ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে পারবেনা। আল্লাহ তাআ'লা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুআ'র ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। এভাবে তাদের ঘাড়ে পোকা জন্ম নেবে যা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।

টীকা-২০৮: এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, য়া'জূজ ও মা'জূজ বের হওয়া ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হবার পূর্বাভাস গুলোর অন্যতম।

টীকা-২০৯: অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে, শাস্তি ও সাওয়াবের জন্য ক্বিয়ামত দিবসে

টীকা-২১০: যাতে সেটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়,

টীকা-২১১: এবং তারা আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহ, ক্বুরআ'ন ও হিদায়াত, বিশদ বিবরণ, ক্বুদরতের প্রমানাদি ও ঈমান থেকে অন্ধ হয়ে থাকে এবং সেগুলো থেকে কিছুই তারা দেখতে পায়নি।

টীকা-২১২: আপন দুর্ভাগ্যের কারণে এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে শত্রুতা রাখার কারণে।

টীকা-২১৩: যেমন, হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশতাগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام)

টীকা-২১৪: এবং তা থেকে কোন উপকার পাবে? এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা, বরং সেসব বান্দা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। নিশ্চয় আমি তাদের এ শির্কের কারণে শাস্তি দেবো

টীকা-২১৫: অর্থাৎ তারা কারা, যারা কর্ম করে ক্লান্ত হয়েছে ও পরিশ্রম করেছে আর এ আসা করতে থাকে যে, এসব কর্মের প্রতিদানস্বরূপ অনুগ্রহ ও পুরস্কার দ্বারা ধন্য করা হবে, কিন্তু এর পরিবর্তে তারা ধ্বংস ও ক্ষতিতে পতিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন, "তারা ইহুদী ও খ্রিস্টানই।"

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, তারা ঐসব 'রাহিব ও পাদ্রী' যারা গীর্জা ইত্যাদিতে সংসার ত্যাগী হয়ে অবস্থান করতো, হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বলেন যে, এসব লোক হচ্ছে- হারুরাবাসী অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায়েরই লোক।

টীকা-২১৬: এবং কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে

টীকা-২১৭: রসূল ও ক্বোরআ'নের উপর ঈমান আনেনি, পুনরুত্থিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ এবং পরকালীন প্রতিদানের বিষয়াদিকেও অস্বীকার করেছে।

টীকা-২১৮: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বলেন যে, ক্বিয়ামত-দিবসে কিছু লোক এমন কর্ম নিয়ে উঠবে, যা তাদের ধারণায় মক্কা মুকাররমার পর্বতসমূহ অপেক্ষা অধিকতর বড় হবে, কিন্তু যখন তা ওজন করা হবে তখন সেগুলোর কোন ওজনেই থাকবে না।

টীকা-২১৯: হযরত আবূ হুরায়রাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) থেকে বর্ণিত যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেনঃ "যখন আল্লাহ তা'আলা এর নিকট চাইবে তখন 'ফিরদাউস'-ই চাইবে। কেননা, তা হচ্ছে জান্নাত সমূহের মধ্যে সবগুলোর মধ্যখানে ও সর্বাপেক্ষা উঁচু এবং এর উপরেই আল্লাহ (রাহমান) এর আরশ। এর মধ্য থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।" হযরত কা'আব বলেন, "ফিরদাউস জান্নাতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং এর মধ্যে সৎকাজের নির্দেশদাতাগণ ও অসৎকাজে বাধা সৃষ্টিকারীগণ আরামে জীবন যাপন করবেন।"

টীকা-২২০: যেভাবে দুনিয়ার মধ্যে মানুষ যতই উৎকৃষ্ট স্থানে হোক না কেন তদপেক্ষা অধিক উত্তম ও উন্নত স্থানই কামনা করে থাকে, এ কথা জান্নাতের বেলায় হবে না। কেননা, তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে তারা বহু উন্নত ও উৎকৃষ্ট স্থান ও মর্যাদা লাভ করেছে।

টীকা-২২১: অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা এর জ্ঞান ও হিকমাতের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, আর সেগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য সমস্ত সমুদ্রের পানিকে

আয়াত	অনুবাদ
اَفَحَسِبَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنۡ يَّتَّخِذُوۡا عِبَادِىۡ مِنۡ دُوۡنِىۡۤ اَوۡلِيَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نُزُلًا (١٠٢)	**১০২:** তবে কি কাফিরগণ একথা মনে করে যে, আমার বান্দাদেরকে (২১৩) আমার পরিবর্তে অভিভাবক করে নেবে (২১৪)? নিশ্চয় আমি কাফিরদেরকে আতিথেয়তার জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছি।
قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُمۡ بِالۡاَخۡسَرِيۡنَ اَعۡمَالًا ؕ (١٠٣)	**১০৩:** আপনি বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যহীন কর্ম কাদের (২১৫)?'
اَلَّذِيۡنَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ يُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا (١٠٤)	**১০৪:** তাদেরই, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই হারিয়ে গেছে (২১৬) এবং তারা এ ধারণায় রয়েছে যে, 'তারা সৎকর্ম করছে,
اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فَلَا نُقِيۡمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَزۡنًا (١٠٥)	**১০৫:** এ সব লোক হচ্ছে তারাই, যারা আপন প্রতিপালকের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অস্বীকার করেছে (২১৭)। অতঃপর তাদের কি রইলো? সবই নিষ্ফল-হয়েছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে কোন ওজন স্থির করবো না (২১৮)।
ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوۡا وَاتَّخَذُوۡۤا اٰيٰتِىۡ وَرُسُلِىۡ هُزُوًا (١٠٦)	**১০৬:** জাহান্নাম- এটাই তাদের প্রতিফল, এ কারণে যে, তারা কুফর করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহ ও আমার রসূলগণকে বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে।
اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنّٰتُ الۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ۙ (١٠٧)	**১০৭:** নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, ফিরদাউসের বাগানই (২১৯) তাদের আতিথেয়তা।
خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا لَا يَبۡغُوۡنَ عَنۡهَا حِوَلًا (١٠٨)	**১০৮:** তারা সর্বদা তাতেই থাকবে, তা থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না-(২২০)
قُلۡ لَّوۡ كَانَ الۡبَحۡرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىۡ لَنَفِدَ الۡبَحۡرُ قَبۡلَ اَنۡ تَنۡفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىۡ وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهٖ مَدَدًا (١٠٩)	**১০৯:** আপনি বলে দিন, 'যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লেখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ শেষ হবেনা, যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি (২২১)।'

কালিতে পরিণত করা হয় এবং সমস্ত সৃষ্টি লিখতে থাকে, তবুও সেই বাণীগুলো শেষ হবেনা, আর এই সমস্ত পানিই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এই পরিমাণ আরও অতিরিক্ত পানি আনলে তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এ যে, তাঁর জ্ঞান ও হিকমাতের শেষ নেই।

শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) বলেন যে, ইহুদীগণ বললো, "হে মুহাম্মাদ। (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আপনার ধারণা যে, আমাদেরকে 'হিকমাত' দেয়া হয়েছে। আর আপনার কিতাবেই এ কথা রয়েছে যে, যাকে হিকমাত দেয়া হয়েছে তাকে প্রচুর মঙ্গল দেয়া হয়েছে। অতঃপর আপনি কিভাবে বলেন যে, তোমাদেরকে দেয়া হয়নি কিন্তু অল্প জ্ঞান?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, যখন আয়াত শরীফ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অবতীর্ণ হলো, তখন ইহুদীগণ বললো, "আমাদেরকে তাওরীতের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান রয়েছে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানও আল্লাহ এর জ্ঞানের সম্মুখে অত্যল্পই। আর এতটুকুও নয় যতটুকু একটা ফোঁটা পানি সমগ্র সমুদ্রের তুলনায় দাঁড়ায়।

টীকা-২২২: যেমন- আমার মধ্যে মানবীয় অবস্থাদি ও রোগসমূহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিশেষ সূরতে কেউ তাঁর সমতুল্য নয়।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

১১০: আপনি বলুন, '(প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো) আমি তোমাদের মতো (২২২), আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মা'বূদই (২২৩)। সুতরাং যার আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে তার উচিত যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীক না করে (২২৪)।*

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৌন্দর্যমণ্ডিত আকৃতিতেও সর্বাপেক্ষা উত্তম ও উন্নত করেছেন। আর হাক্বীকত, আত্মা ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে সমস্ত নাবীই মানুষের গুনাবলী থেকে উত্তম। যেমন, কাযী আয়াজ কৃত 'শিফা-শরীফ' -এ রয়েছে এবং শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, নবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর শরীরসমূহ ও বাহ্যিক আকৃতি তো মানবীয় সীমায় রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের রূহ বা আত্মাসমূহ বাশারীয়াতের (মানবীয় বৈশিষ্ট্য)ও উর্ধ্বে ও উচ্চতর জগৎবাসী (ফিরিশতা দল) এর সাথে সম্পর্কময়।

শাহ আব্দুল আযীয সাহিব মুহাদ্দিসে দেহলভী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) সূরা (وَالضُّحٰى) 'সূরা দুহা' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তাঁর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) (بشریت) মানবীয় অস্তিত্বের দিকটা তো মোটেই বাকী থাকেনি, বরং আল্লাহ এর 'নূরসমূহ' এর আধিক্য সার্বক্ষণিকভাবে তাঁকে ঘিরে রেখেছে। সর্বাবস্থায়ই তাঁর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সত্তা ও পূর্ণতাসমূহের মধ্যে কেউই তাঁর মতো নয়। এ আয়াতে কারীমায় তাঁকে আপন বাহ্যিক মানবীয় আকৃতির কথা প্রকাশ করার জন্য বিনয় প্রকাশার্থেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে- এটাই বলেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا)। (খাযিন)

মাসআলা: কারো জন্য হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কে নিজের মতো মানুষ বলা বৈধ নয়। কেননা, প্রথমতঃ যেসব শব্দ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বিনয় প্রকাশার্থে বলে থাকেন সেগুলো বলা অন্যান্যদের জন্য বৈধ নয়। দ্বিতীয়তঃ যাকে আল্লাহ তাআ'লা মহৎ গুণাবলি ও উচ্চমর্যাদা সমূহ দান করেন, তাঁর সেসব গুণাবলী ও মর্যাদার উল্লেখ না করে এমন সব সাধারণ গুনাবলী উল্লেখ করা, যেগুলো যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, সেই বিশেষ গুণাবলী ও পূর্ণতাসমূহকে অমান্য করারই শামিল। তৃতীয়তঃ কুরআন কারীমে বিভিন্ন জায়গায় কাফিরদের এমন মন্দ রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নাবীগণকে 'তাদের মতো' মানুষ বলতো আর এ কারণেই তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর এরপরে আয়াত (يُوْحٰٓى اِلَيَّ) (আমার প্রতি ওহী আসে) এর মধ্যে হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর 'জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত হওয়া' ও 'আল্লাহ এর নিকট সম্মানিত হবার' কথা ইরশাদ করা হয়েছে।

টীকা-২২৩: তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-২২৪: 'শির্ক-ই-আকবার' (বৃহত্তর শির্ক) থেকেও যেন বাঁচতে থাকে এবং 'রিয়া' 'লোক দেখানো' থেকেও, যেটাকে 'শির্ক-ই-আসগর' (বা ছোটতর শির্ক) বলা হয়।

মুসলীম শরীফে আছে, যে ব্যক্তি 'সূরা কাহফ' -এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে দাজ্জালের ফিত্না থেকে মুক্ত রাখবেন। এটাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তি 'সূরা কাহফ' পড়বে, সে আট দিন পর্যন্ত প্রত্যেক ফিত্না থেকে মুক্ত থাকবে।★

টীকা-১: 'সূরা মারয়াম' মাক্কী। এতে ছয়টি রুকূ', আটানব্বইটি আয়াত, সাতশ আশিটি পদ এবং তিন হাজার সাতশ আশিটি বর্ণ রয়েছে।

মারয়াম

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা মারয়াম (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৯৮, রুকূ'-৬

کٓہٰیٰعٓصٓ ﴿۱﴾

১: কাফ-হা-য়া-'আয়ন-সাদ,

ذِکۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّکَ عَبۡدَہٗ زَکَرِیَّا ﴿۲﴾

২: এটা হচ্ছে বিবরণ তোমার প্রতিপালকের ঐ অনুগ্রহের, যা তিনি আপন বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছেন,

اِذۡ نَادٰی رَبَّہٗ نِدَآءً خَفِیًّا ﴿۳﴾

৩: যখন সে আপন প্রতিপালককে নীরবে আহবান করেছে (২)।

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ وَہَنَ الۡعَظۡمُ مِنِّیۡ وَ اشۡتَعَلَ الرَّاۡسُ شَیۡبًا وَّ لَمۡ اَکُنۡۢ بِدُعَآئِکَ رَبِّ شَقِیًّا ﴿۴﴾

৪: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক। আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে (৩) এবং মাথার চুলগুলো থেকে উজ্জ্বল শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছে (৪) এবং হে আমার প্রতিপালক। তোমাকে আহবান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি (৫)।

وَ اِنِّیۡ خِفۡتُ الۡمَوَالِیَ مِنۡ وَّرَآءِیۡ وَ کَانَتِ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرًا فَہَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا ﴿۵﴾

৫: এবং আমার মনে আমার পরে আমার স্বজনদের সম্পর্কে আশংকা রয়েছে (৬), এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং আমাকে তোমার নিকট থেকে এমন কাউকে দান করো যে আমার কাজ সম্পাদন করবে (৭)।

یَّرِثُنِیۡ وَ یَرِثُ مِنۡ اٰلِ یَعۡقُوۡبَ ٭ۖ وَ اجۡعَلۡہُ رَبِّ رَضِیًّا ﴿۶﴾

৬: সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং য়া'কূবের বংশধরদের উত্তরাধিকারী হবে, এবং হে আমার প্রতিপালক। তাকে পছন্দনীয় করো (৮)।'

یٰزَکَرِیَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلٰمِ ۣاسۡمُہٗ یَحۡیٰی ۙ لَمۡ نَجۡعَلۡ لَّہٗ مِنۡ قَبۡلُ سَمِیًّا ﴿۷﴾

৭: হে যাকারিয়া। আমি তোমাকে সুসংবাদ শুনাচ্ছি এক পুত্রের, যার নাম য়াহ্য়া, এর পূর্বে আমি এ নামে কাউকেও নামকরণ করিনি।

قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَکُوۡنُ لِیۡ غُلٰمٌ وَّ کَانَتِ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرًا وَّ قَدۡ بَلَغۡتُ مِنَ الۡکِبَرِ عِتِیًّا ﴿۸﴾

৮: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক। আমার পুত্র কোত্থেকে হবে? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা এবং আমি বার্দ্ধক্যের কারণে শুকিয়ে যাবার অবস্থায় পৌঁছে গেছি (৯)।'

قَالَ کَذٰلِکَ ۚ

৯: বললেন, 'এরূপই হবে (১০)।' তোমার

টীকা-২: কেননা, নীরবে প্রার্থনা 'রিয়া' বা লোক দেখানো থেকে দূরে এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ থাকে। অনুরূপভাবে এ উপকারও ছিলো যে, বার্দ্ধক্যের বয়সে যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর কিংবা আশি বছর ছিলো, তখন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করা এ সম্ভাবনা রাখতো যে, জনসাধারণ এ জন্য সমালোচনা করবে। এ কারণেও এ প্রার্থনা নীরবে করা যথাযথ ছিলো।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- বার্দ্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে হযরতের কণ্ঠস্বরও দুর্বর হয়ে গিয়েছিলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩: অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের দুর্বলতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, অস্থি (হাড়), যা খুবই মজবুত অঙ্গ, তাতেও দুর্বলতা এসে গেলো। কাজেই, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তির অবস্থাও বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা।

টীকা-৪: অর্থাৎ সমগ্র মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-৫: সর্বদা তুমি আমার প্রার্থনা কবূল করেছো এবং আমাকে তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত করেছো যাঁদের প্রার্থনা কবূল হয়।

টীকা-৬: চাচাত ভাই ইত্যাদি সম্পর্কে, যারা দুষ্টলোক, যাতে আমার দ্বীনের মধ্যে কালিমা লেপন করতে না পারে। যেমন বানী ইস্রাঈলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

টীকা-৭: এবং আমার জ্ঞানের ধারক হবে,

টীকা-৮: যে, আপন অনুগ্রহে তাঁকে নাবূয়্যাত দান করবেন। আল্লাহ তাআ'লা হযরত যাকারিয়াহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর এ দুআ' কবূল করলেন। আর ইরশাদ করলেন-

টীকা-৯: এ প্রশ্নটা তিনি, তা আল্লাহ এর জন্য অসম্ভব মনে করে করেননি, বরং উদ্দেশ্য এ কথা জানতে চাওয়া যে, সন্তান দান কোন পন্থায় করা হবে? পুনরায় কি যৌবন দান করা হবে, না এমতাবস্থায়ই সন্তান দান করা হবে?

টীকা-১০: তোমাদের উভয় থেকে পুত্র পয়দা করাই মঞ্জুর হয়েছে।

টীকা-১১: সুতরাং যিনি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম তিনি বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান দান করলে আশ্চর্যের কী আছে।
টীকা-১২: যা দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে, আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে।
টীকা-১৩: সুস্থ ও নিরাপদে থাকা সত্ত্বেও, কোনো রোগ ছাড়াই এবং বোবা না হয়েও। সুতরাং অনুরূপই হয়েছে। উক্ত দিনসমূহে তিনি মানুষের সাথে বাক্যালাপ করতে সক্ষম হননি। যখন আল্লাহ এর 'যিকর' করতে চাইতেন তখন মুখ খুলে যেতো।
টীকা-১৪: যা তাঁর নামাযের স্থান ছিলো। আর লোকেরা মেহেরাবের পেছনে অপেক্ষমান ছিলো যেন তিনি তাদের জন্য দরজা খুলেন। অতঃপর তারা প্রবেশ করবে ও নামায আদায় করবে। যখন হযরত যাকারিয়াহ (عَلَيْهِ السَّلَام) বের হয়ে আসলেন তখন তাঁর রং পরিবর্তিত হয়েছিলো বাক্যালাপ করতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো- এ কি অবস্থা?

প্রতিপালক বলেছেন, 'তা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমিতো এর পূর্বে তোমাকে ঐ সময় সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না (১১)।'	قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْـًٔا (۹)
১০: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন নিদর্শন দিয়ে দাও (১২)।' বললেন, 'তোমার নিদর্শন এ যে, তুমি তিন রাত-দিন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবে না একেবারে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও (১৩)।'	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (۱۰)
১১: অতঃপর আপন সম্প্রদায়ের নিকট মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলো (১৪), তারপর তাদেরকে ইঙ্গিতে বললো, 'সকাল-সন্ধ্যায় (আল্লাহ এর) পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো (১৫)।'	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا (۱۱)
১২: 'হে য়াহ্য়া! কিতাবটা (১৬) দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো।' এবং আমি তাকে শৈশবেই নাবুয়্যাত প্রদান করেছি (১৭)	يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (۱۲)
১৩: এবং আমার নিকট থেকে দয়া (১৮) ও পবিত্রতা (১৯), এবং (সে) পরিপূর্ণ খোদা-ভীতিসম্পন্ন ছিলো (২০)।	وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكٰوةً ؕ وَ كَانَ تَقِيًّا (۱۳)
১৪: এবং আপন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী ছিলো, উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলোনা (২১)।	وَّ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (۱۴)
১৫: এবং শান্তি তারই উপর যেদিন জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন	وَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ

টীকা-১৫: এবং নিয়ম মোতাবেক ফযর ও আসরের নামাজ আদায় করতে থাকো। তখন হযরত যাকারিয়াহ (عَلَيْهِ السَّلَام) নিজে কথা বলতে না পারার কারণে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর স্ত্রী সাহেবা গর্ভবতী হয়ে গেছেন এবং হযরত ইয়াহয়াহ (عَلَيْهِ السَّلَام) জন্মের দু'বছর পর আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা ইরশাদ করেন-
টীকা-১৬: অর্থাৎ তাওরীতকে
টীকা-১৭: যখন তাঁর পবিত্র বয়স তিন বছর ছিলো তখন তাঁকে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা পরিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি দান করলেন এবং তাঁর প্রতি ওহী করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এর অভিমত এটাই। আর এতো অল্প বয়সেই বুঝশক্তি, প্রজ্ঞা, পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি এবং জ্ঞান থাকা অস্বাভাবিক অলৌকিক অবস্থার শামিল। আর যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর করুণায় এসব গুণাবলী অর্জিত হয়, তখন এমতাবস্থায় নাবুয়্যাত লাভ করা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং আয়াতের মধ্যে 'হুকম' (حُكْم) শব্দ দ্বারা 'নাবুয়্যাত' বুঝানো হয়েছে।
এ অভিমতই বিশুদ্ধ। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, তা দ্বারা 'হিকমাত' অর্থাৎ তাওরীত বুঝার শক্তি ও ধর্ম বিষয়ে বুঝ শক্তির কথাই বুঝানো হয়েছে। (খাযিন, মাদারিক ও কাবীর)
বর্ণিত হয় যে, এ শৈশবকালে অন্যান্য ছেলেরা তাঁকে খেলাধুলা করার জন্য আহবান করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, (مَالِلَّعِبِ خُلِقْنَا) অর্থাৎ "আমাদেরকে খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।"
টীকা-১৮: দান করেছি এবং তাঁর অন্তরে কোমলতা ও দয়া রেখেছি যেন মানুষকে দয়া করে।
টীকা-১৯: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, 'زَكٰوة' দ্বারা এখানে ইবাদত-বন্দেগী ও নিষ্ঠাই বুঝানো হয়েছে।
টীকা-২০: এবং তিনি আল্লাহ এর ভয়ে অতিমাত্রায় কান্নাকাটি করতেন। এমনকি তাঁর পবিত্র বরকতময় চেহারার উপর অশ্রুধারা প্রবাহিত হবার চিহ্ন পরিলক্ষিত হতো।
টীকা-২১: অর্থাৎ তিনি অতি বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন এবং আল্লাহ তাআ'লা এর নির্দেশের প্রতি অনুগত ছিলেন।

টীকা-২২: যে, এর তিনটা দিন খুবই আশঙ্কাজনক। কেননা, এ দিনগুলোতে মানুষ তাই দেখতে পায়, যা এর পূর্বে দেখতে পায়নি। এ কারণে এ তিনটা স্থানে অতিমাত্রায় ভীতির সঞ্চার হয়। আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইয়াহইয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সম্মানিত করেছেন যে, এ তিনটি স্থানে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করেছেন।

টীকা-২৩: অর্থাৎ হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। কুরআ'ন কারীমে হযরত মারয়ামের ঘটনা পাঠ করে ঐসব লোককে শুনিয়ে দিন, যাতে তারা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে।

টীকা-২৪: স্বীয় স্থানে কিংবা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পূর্ব পার্শ্বে লোকদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে ইবাদতের জন্য নির্জন অবস্থান গ্রহণ করলেন,

টীকা-২৫: অর্থাৎ নিজের ও পরিবারবর্গের মধ্যখানে।

টীকা-২৬: জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-২৭: এটাই আল্লাহ এর নিকট সাব্যস্ত হয়েছে যে, তোমাকে পুরুষের স্পর্শ করা ছাড়াই পুত্র সন্তান দান করবেন।

টীকা-২৮: অর্থাৎ পিতা ছাড়া পুত্র প্রদান করা

টীকা-২৯: এবং আপন ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ

টীকা-৩০: তাদেরই জন্য, যারা তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করে, তাঁর উপর ঈমান আনে,

টীকা-৩১: আল্লাহ এর জ্ঞানে। এখনা না রদ্দ হতে পারে, না বদলাতে পারে। যখন হযরত মারয়াম (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আশ্বস্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁর দুশ্চিন্তা দূরীভূত হলো তখন হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর জামার বুকের দিকে উন্মুক্ত অংশে অথবা আস্তিনে কিংবা আঁচলে অথবা মুখের মধ্যে ফুঁক দিলেন এবং তিনি আল্লাহ এর কুদরতক্রমে, তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হয়ে যান। তখন হযরত মারয়ামের বয়স তের কিংবা দশ বছর ছিলো।

টীকা-৩২: আপন পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে। আর উক্ত স্থান ছিলো 'বায়ত লাহম' (বেথেলহাম)। ওয়াহাব- এর অভিমত হচ্ছে সর্বপ্রথম যে ব্যাক্তি হযরত মারয়ামের গর্ভবতী হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন তিনি তাঁর চাচাত ভাই ইউসূফ নাজ্জার ছিলেন, তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের খাদেম ছিলেন এবং খুব বড় ইবাদতকারী লোক ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন মারয়াম গর্ভবতী, তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনই তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী, তাক্বওয়া বা খোদাভীতি এবং সবসময় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যে উপস্থিত থাকা ও কখনো অনুপস্থিত না থাকার কথা স্মরণ করে নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। আবার যখন তাঁর গর্ভবতী হবার কথা ভাবতেন, তখন তাঁকে মন্দ জ্ঞান করা কষ্টসাধ্য মনে হতো। পরিশেষে, তিনি হযরত মারয়ামকে বললেন, "আমার মনে একটা কথা এসেছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তা মুখে উচ্চারণ না করতে, কিন্তু এখন ধৈর্য হচ্ছেনা। আপনি অনুমতি দিলে তা বলে দিতে পারি, যাতে আমার মনের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে যায়।" হযরত মারয়াম বললেন, "ভাল কথা, বলো।" তখন

জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে (২২)	وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥)
রুকূ'-২	
১৬: এবং কিতাবে মারয়ামকে স্মরণ করুন (২৩)। যখন আপন পরিবারবর্গ থেকে পূর্বদিকে পৃথক এক স্থানে চলে গিয়েছিলো (২৪)।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦)
১৭: অতঃপর তাদের দিক থেকে সেখানে (২৫) একটা পর্দা করে নিলো। তারপর তার প্রতি আমি আপন 'রূহানী' প্রেরণ করেছি (২৬), সে তার সামনে একজন সুস্থ মানুষের রূপে আত্ম প্রকাশ করলো।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧)
১৮: বললো, 'আমি তোমার থেকে রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ্) এর আশ্রয় চাচ্ছি যদি তোমার মধ্যে খোদার ভয় থাকে।'	قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨)
১৯: বললো, 'আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত হই, আমি তোমাকে একটা পবিত্র পুত্র প্রদান করবো।'	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا (١٩)
২০: বললো, 'আমার পুত্র কোত্থেকে হবে, আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি, না আমি ব্যভিচারিনী?'	قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠)
২১: বললো, 'এরূপই হবে (২৭),' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'এটা (২৮) আমার জন্য সহজসাধ্য এবং এ জন্য যে, আমি তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন (২৯) করবো এবং আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ (৩০), এবং এ কাজটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে (৩১)	قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢١)
২২: তখন মারয়াম তাকে গর্ভে ধারণ করলো, অতঃপর তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো (৩২)।	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢)

তিনি বললেন, "হে মারয়াম! আমাকে বলুন! বীজ ছাড়া ফসল, বৃষ্টি ছাড়া বৃক্ষ এবং পিতা ছাড়াও কি সন্তান হতে পারে?" হযরত মারয়াম বললেন, "হ্যাঁ। তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তাআ'লা সর্বপ্রথম যে ফসল সৃষ্টি করেছেন তা বীজ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। আর স্রষ্টা নিজ ক্ষমতায় বৃষ্টি ছাড়াই উৎপাদন করলেন, তুমি কি একথা বলতে পারবে যে, আল্লাহ্ তাআ'লা পানির সাহায্য ব্যতীত বৃক্ষ উৎপাদন করতে সক্ষম নন?" ইউসুফ বললো, "আমি তো তা বলছি না। নিঃসন্দেহে আমি একথা স্বীকার করি যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন। যাকে 'কুন' (হয়ে যা) বলেন তা হয়ে যায়।"
হযরত মারয়াম বললেন, "তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ্ তাআ' লা হযরত আদম ও তাঁর স্ত্রীকে পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন?" হযরত মারয়ামের ঐ কথায় ইউসুফের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেলো। আর হযরত মারয়াম গর্বের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেন। একারণে তিনি মসজিদের সেবা কার্যে তাঁর স্থলাভিষিক্তের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত মারয়ামকে 'ইলহাম' (গোপন আদেশ) করলেন যেন তিনি আপন সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে চলে যান। এ কারণে, তিনি বায়ত লাহম (বেথেলহামে) চলে গেলেন।
টীকা-৩৩: যে বৃক্ষটা জঙ্গলে শুকিয়ে গিয়েছিলো। তখন তীব্র শীতের মৌসুম ছিলো। তিনি সেই বৃক্ষের তলায় আসলেন, যেন সেটার সাথে হেলান দিতে পারেন। আর লজ্জিত হবার আশঙ্কায়-

২৩: অতঃপর তাকে প্রসব-বেদনা একটা খেজুর-বৃক্ষমূলে নিয়ে আসলো (৩৩)। বললো, 'হায়! এর পূর্বে কোন মতে আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!'	فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا (۲۳)
২৪: অতঃপর তাঁকে (৩৪) তার নিম্নদেশ থেকে আহবান করলো, 'তুমি দুঃখ করোনা (৩৫), নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তোমার নিম্নদেশে একটা নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন (৩৬)।	فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (۲۴)
২৫: এবং খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুরসমূহ ঝরে পড়বে (৩৭)।	وَهُزِّىْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (۲۵)
২৬: সুতরাং তুমি আহার করো এবং পান করো আর চক্ষু জুড়াও (৩৮)। অতঃপর যদি তুমি কোন মানুষ দেখো (৩৯) তবে বলে দিও, 'আমি আজ 'রাহমান' (পরম দয়ালু আল্লাহ্) এর উদ্দেশ্যে রোযার মান্নত করেছি, সুতরাং আজ কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবোনা (৪০)।'	فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْۤ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا (۲۶)
২৭: অতঃপর তাকে কোলে নিয়ে আপন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলো (৪১)।	فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ

টীকা-৩৪: হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) উপত্যকার নিম্নদেশ থেকে
টীকা-৩৫: স্বীয় একাকিত্বের জন্য, পানাহারের কোন বস্তু মওজুদ না থাকার কারণে এবং মানুষের অপবাদের আশঙ্কা করে-
টীকা-৩৬: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) অথবা হযরত জিব্রাঈল আপন পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটির উপর আঘাত করলেন। তখনই মিষ্টি পানির একটা প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে গেলো এবং খেজুরের বৃক্ষটা তরুতাজা হয়ে ফল ধারণ করলো। উক্ত ফল 'তাজা-পাকা' পেড়ে নেয়ার সময় হয়ে গেলো। অতঃপর হযরত মারয়ামকে বলা হলো-
টীকা-৩৭: যা প্রসূতির জন্য অতি উত্তম খাদ্য।
টীকা-৩৮: আপন সন্তান হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে দেখে।
টীকা-৩৯: যে তোমাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে,
টীকা-৪০: পূর্ববর্তী যুগে 'কথা বলা' ও 'কথপোকথন করার'ও রোযা পালন করা হতো, যেমন আমাদের শরীয়তের পানাহারের রোযা পালন করা হয়। আমাদের শরীয়তে নিশ্চুপ থাকার রোযার বিধান রহিত হয়ে গেছে। হযরত মারয়ামকে নিশ্চুপ থাকার জন্য মান্নত করার নির্দেশ এজন্যই দেয়া হয়েছিলো, যেন কথা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) নিজেই বলেন। আর তাঁর কথাগুলোও যেন মজবুত দলীল হয়, যাতে অপবাদ দূরীভূত হয়ে যায়।
এ থেকে কতিপয় মাসআলা জানা যায়ঃ-

মাসআলাঃ নির্বোধ লোকের কথার জবাবে নিশ্চুপ থাকা ও উপেক্ষা করা উচিত। কবির ভাষায় جواب جاہلاں باشد خموشی (অর্থাৎ মূর্খ লোকের কথার উত্তম জবাব হলো চুপ থাকা)
মাসআলা: কথা কোন উত্তম ব্যক্তির প্রতিও সোপর্দ করা উত্তম। হযরত মারয়াম এটাও ইঙ্গিত দ্বারা বলেছেন যে, "আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না।"
টীকা-৪১: যখন লোকেরা দেখলো যে, হযরত মারয়াম এর কোলে একটা শিশুসন্তান, তখন তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ও দুঃখিত হলো। কেননা, তাঁরা

সালেহীন পরিবারের লোক ছিলেন।

টীকা-৪২: এবং 'হারূন' হয়ত হযরত মারয়ামের ভাইয়ের নাম ছিলো অথবা বানী ইস্রাঈলের মধ্যে একজন অত্যন্ত বুযুর্গ ও সৎকর্মপরায়ন লোকের নাম ছিলো, যাঁর তাক্বওয়া বা পরহেযগারীর সাথে উপমা দেয়ার জন্য ঐসব লোক হযরত মারয়ামকে 'হারূনের বোন' বলে আখ্যায়িত করেছিলো অথবা হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ভাই হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি সম্পৃক্ত করেছিলো যদিও তাঁর যুগ বহুদিন আগের ছিলো এবং হাজার বছর কাল অতিবাহিত হয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর বংশীয় ছিলেন সেহেতু 'হারূনের বোন' বলে দিয়েছিলেন। যেমন আরবের প্রবাদ ছিলো যে, তারা বনূ-তামীম গোত্রীয় যে কোন লোককে 'হে তামীমের ভ্রাতা!' বলে সম্বোধন করতো।

সূরাঃ ১৯ মারয়াম	৫৬০	মানযিল-৪	পারাঃ ১৬

অনুবাদ	আয়াত
তারা বললো, 'হে মারয়াম! তুমি অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ করে বসেছো।	قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا (٢٧)
২৮: হে হারূনের বোন (৪২)! তোমার পিতা (৪৩) মন্দ লোক ছিলো না এবং না তোমার মাতা (৪৪) ব্যভিচারীনী।'	يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨)
২৯: এর জবাবে মারয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করলো (৪৫)। তারা বললো, 'আমরা কিভাবে কথা বলবো তারই সাথে, যে দোলনার শিশু (৪৬)?'	فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩)
৩০: শিশুটি বললো, 'আমি হই আল্লাহ্‌র বান্দা (৪৭)। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী) করেছেন (৪৮),	قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِىْ نَبِيًّا (٣٠)
৩১: এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (৪৯) আমি যেখানেই থাকিনা কেন এবং আমাকে নামায ও যাকাতের তাকিদ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি,	وَّ جَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١)
৩২: এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী (৫০) এবং আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি,	وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِىْ ۫ وَ لَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢)
৩৩: ঐ শান্তি আমার প্রতি (৫১) যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হবে আর যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো (৫২)	وَ السَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا (٣٣)

টীকা-৪৩: অর্থাৎ ইমরান

টীকা-৪৪: হান্নাহ

টীকা-৪৫: যা কিছু বলার আছে খোদ তাকেই বলো। এর জবাবে সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্রোধান্বিত হলো এবং

টীকা-৪৬: এ কথোপকথন শুনে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) দুধ পান করা ছেড়ে দিলেন এবং আপন বাম হাতের উপর ভর করে সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন আর বারাকাতময় ডানহাতে ইশারা করে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

টীকা-৪৭: সর্বপ্রথম তিনি নিজে (আল্লাহ এর) বান্দা হবার কথা স্বীকার করলেন যাতে কেউ তাঁকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলে না বসে। কেননা, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত অপবাদ দেয়ারই সম্ভাবনা ছিলো বেশী। আর এ অপবাদ তখন আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা এরই উপর গিয়ে ঠেকতো। এ কারণে, 'রিসালাত' এর মহান পদের দাবী এটাই ছিলো যে, মায়ের পবিত্রতা বর্ণনা করার পূর্বে ঐ অপবাদকেই দূরীভূত করে দেবেন, যা আল্লাহ পাকের মহা মর্যাদার বিরুদ্ধে দেয়া হবে। আর এটা দ্বারা ঐ অবপাদও দূরীভূত হয়ে গেলো যা (তাঁর) মহীয়সী মাতার বিরুদ্ধে দেয়া যেতো। কেননা, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা এ মহান পদমর্যদা (নাবূয়্যাত ও রিসালাত) যেই বান্দাকে দান করেন, নিশ্চয় তাঁর জন্ম এবং তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাব অতীব পাক-পবিত্রই হয়ে থাকে।

টীকা-৪৮: 'কিতাব' দ্বারা 'ইঞ্জীল' বুঝানো হয়েছে। হাসানের মতানুসারে, তিনি মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায়ই তাঁর প্রতি তাওরীতের জ্ঞান 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) সূত্রে প্রদান করা হয়েছিলো। আর তিনি শিশু অবস্থায় লালিত হচ্ছিলেন, তখনই তাঁকে নাবূয়্যাত দান করা হয়েছিলা। বস্তুতঃ এমতাবস্থায় 'কথা বলা' তাঁর মু'জিযাই ছিলো।

কোন কোন তাফসীরকারক আয়াতের অর্থ বলতে গিয়ে এটাও বর্ণনা করেন যে, এটা ছিলো 'নাবূয়্যাত' ও 'কিতাব' প্রাপ্ত হবার সংবাদ, যা অনতিবিলম্বেই তিনি লাভ করতে যাচ্ছিলেন।

টীকা-৪৯: অর্থাৎ মানুষের উপকার সাধনকারী মঙ্গলের শিক্ষাদাতা এবং আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর তাওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি আহবানকারী।

টীকা-৫০: করেছেন।

টীকা-৫১: যা হযরত ইয়াহইয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর বর্ষিত হয়েছিলো।

টীকা-৫২: যখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এ কথা বললেন, তখন লোকদের মনে হযরত মারয়ামের দোষমুক্ত ও পবিত্র হওয়া সম্পর্কে

বাংলা	আরবী
৩৪: এ-ই- হচ্ছে ঈসা, মারয়াম-তনয়। সত্য কথা, যাতে তারা সন্দেহ করছে (৫৩)।	ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫: আল্লাহ্ এর জন্য শোভা পায় না যে, তিনি কাউকে আপন সন্তান স্থির করবেন। পবিত্রতা তাঁরই জন্য (৫৪)। যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন এভাবেই সেটার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হয়ে যা।' সেটা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।	مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾
৩৬: এবং ঈসা বললো, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রতিপালক হন আমার ও তোমাদের (৫৫)। সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করো। এ পথই সোজা সরল।'	وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾
৩৭: অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো (৫৬), সুতরাং ধ্বংস কাফিরদের জন্য এক মহা দিবসের উপস্থিতি থেকে (৫৭)।	فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮: কতই শুনবে এবং কতই দেখবে, যেদিন আমার নিকট হাজির হবে (৫৮)! কিন্তু আজ যালিমগণ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে (৫৯)।	اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾
৩৯: এবং তাদেরকে সতর্ক করুণ। পরিতাপের দিবস সম্পর্কে (৬০), যখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে (৬১)। আর তারা অলসতার মধ্যে রয়েছে (৬২) ও মান্য করছেনা।	وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০: নিশ্চয় পৃথিবী এবং যা কিছু সেটার উপর রয়েছে-সব কিছুর মালিক আমিই হবো (৬৩) এবং তারা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (৬৪)।	اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾

দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো। আর হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এতটুকু বলে নিশ্চুপ হয়ে যান। এরপর আর কথা বলেননি, যতদিন পর্যন্ত না ঐ বয়সে উপনীত হলেন, যাতে শিশুরা কথা বলে থাকে। (খাযিন)

টীকা-৫৩: অর্থাৎ ইহুদীগণ তো তাঁদেরকে যাদুকর ও মিথ্যুক বলতো (আল্লাহ্ এরই পানাহ)। আর খৃষ্টানগণ তাঁকে খোদা, খোদার পুত্র এবং তিন খোদার মধ্যে তৃতীয় বলে। (তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে।) এরপর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআ'লা স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করছেন-

টীকা-৫৪: তা থেকে।

টীকা-৫৫: এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

টীকা-৫৬: এবং হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে খৃষ্টানরা কতিপয় দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছেঃ এক) য়া'কূবিয়া, দুই) নাস্তুরিয়া এবং তিন) মালাকানিয়া।

'য়া'কূবিয়া' বলতো যে, তিনি (হযরত ঈসা) খোদা হন, পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, আবার আসমানের উপর উঠে গেছেন।

'নাস্তুরিয়া'-এর বক্তব্য হচ্ছে- তিনি হচ্ছেন খোদার পুত্র। যতদিন পর্যন্ত (খোদা) ইচ্ছা করেছেন, ততদিন পৃথিবী পৃষ্ঠে রেখেছেন। অতঃপর উঠিয়ে নিয়েছেন।

'তৃতীয় দল' এ কথা বলতো যে, তিনি (হযরত ঈসা) আল্লাহ্ এর বান্দা সৃষ্ট ও নাবী হন। এ দলটা ঈমানদার ছিলো। (মাদারিক)

টীকা-৫৭: 'মহা দিবস' দ্বারা রোজ ক্বিয়ামত বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫৮: এবং সেদিনের দেখা ও শ্রবণ করা কোন উপকারে আসবে না যখন তারা দুনিয়ায় সত্যের প্রমাণাদি দেখেনি আর আল্লাহ্ এর প্রতিশ্রুতি সমূহ শুনেনি। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, এ বাণীটা হুমকি স্বরূপ ইরশাদ হয়েছে যে, সেদিন এমন ভয়ানক কথাবার্তা শুনবে ও দেখবে, যেগুলোর কারণে হৃদযন্ত্র ফেটে যাবে।

টীকা-৫৯: না সত্য দেখেছে, না শুনেছে, বধির ও অন্ধ বনেই রয়ে গেছে। হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে 'ইলাহ' ও 'উপাস্য' স্থির করছে, অথচ তিনি নিজেই সুস্পষ্ট ভাষায় নিজকে (আল্লাহ্ এর) বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন।

টীকা-৬০: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কাফিরগণ জান্নাতের বিভিন্ন স্তর দেখতে পাবে, যেগুলো থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তখন তারা লজ্জিত ও দুঃখিত হবে আর বলবে, "হায়! পৃথিবীতে যদি ঈমান আনতাম।"

টীকা-৬১: এবং জান্নাতিগণ জান্নাতে ও দোযখীগণ দোযখে পৌঁছে যাবে, এমন কঠিন দিবস সম্মুখে রয়েছে।

টীকা-৬২: এবং ঐ দিনের জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করেনা।

টীকা-৬৩: অর্থাৎ সবাই বিলীন হয়ে যাবে, আমিই স্থায়ী থাকবো।

টীকা-৬৪: আমি তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবো।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (۴۱)

৪১: কিতাবে (৬৫) ইব্রাহীমকে স্মরণ করো। নিশ্চয় সে অতীব সত্যবাদী (৬৬) ছিলো, (নবী) অদৃশ্যের সংবাদদাতা।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا (۴۲)

৪২: যখন আপন পিতাকে বললো (৬৭), ‘হে আমার পিতা! কেন এমন কিছুর পূজা করছো, যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন কাজে আসে (৬৮)?

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (۴۳)

৪৩: হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার নিকট (৬৯) ঐ জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ করো (৭০), আমি তোমাকে সরল পথ দেখাবো (৭১)।

يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا (۴۴)

৪৪: হে আমার পিতা! শয়তানের বান্দা হয়োনা (৭২)। নিঃসন্দেহে শয়তান পরম দয়ালু (আল্লাহ্)-এর অবাধ্য।

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا (۴۵)

৪৫: হে আমার পিতা! আমি এই আশংকা করছি যে, তোমাকে ‘রাহ্‌মান’- এর কোন শাস্তি স্পর্শ করবে। তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে যাবে (৭৩)।’

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا (۴۶)

৪৬: বললো, ‘তুমি কি আমার খোদাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো হে ইব্রাহীম? নিশ্চয়, যদি তুমি (৭৪) নিবৃত্ত না হও, তবে আমি তোমার উপর পাথর বর্ষণ করবো এবং আমার নিকট থেকে দীর্ঘকালের জন্য সম্পর্কহীন হয়ে যাও (৭৫)।’

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا (۴۷)

৪৭: বললো, ‘ব্যাস। তোমার প্রতি সালাম (৭৬), অবিলম্বে আমি তোমার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো (৭৭)। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল।

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۫ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا (۴۸)

৪৮: এবং আমি পৃথক হয়ে (একদিকে) যাবো (৭৮) তোমাদের থেকে এবং ঐসব থেকে যেগুলোর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো এবং আমি আমার প্রতিপালকেরই ইবাদত করবো (৭৯)। এটা সন্নিকটে যে, আমি আমার প্রতিপালকের বন্দেগী দ্বারা হতভাগ্য হবো না (৮০)।’

টীকা-৬৫: ক্বুরআনের মধ্যে।

টীকা-৬৬: অর্থাৎ অধিক সত্যনিষ্ঠ। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, ‘সিদ্দীক্ব’ (صديق) -এর অর্থ হচ্ছে ‘অধিক সত্যায়নকারী, যিনি আল্লাহ্ তাআ’লা ও তাঁর একত্বের, তাঁর নাবীগণ ও তাঁর রসূলগণের এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার সত্যায়ন করেন ও আল্লাহ এর বিধানাবলী পালন করেন।

টীকা-৬৭: অর্থাৎ মূর্তি পূজারী আযরকে।

টীকা-৬৮: অর্থাৎ ‘ইবাদত’ হচ্ছে মা’বূদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করা। এর তিনিই উপযোগী হতে পারেন। যিনি পূর্ণতার সমস্ত গুণাবলী ও অনুগ্রহের মালিক হন, প্রতিমার মত অকেজো বস্তুগুলো নয়। মোটকথা, একক লা-শারীক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের উপযোগী নয়।

টীকা-৬৯: আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আল্লাহ এর পরিচিতির।

টীকা-৭০: আমার দিন কবূল করো,

টীকা-৭১: যা দ্বারা তুমি আল্লাহ এর নৈকট্যের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারবে।

টীকা-৭২: এবং তাঁর আনুগত্য করে কুফর ও শির্কে লিপ্ত হয়োনা।

টীকা-৭৩: এবং অভিসম্পাত ও শাস্তিতে তার সঙ্গী হয়ে যাবে। এর করুণামাখা উপদেশ ও হৃদয়গ্রাহী পথনির্দেশনা থেকে আযর উপকার গ্রহণ করেনি এবং এর জবাবে

টীকা-৭৪: প্রতিমাগুলোর বিরোধিতা ও সেগুলোকে মন্দ বলা এবং সেগুলোর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে

টীকা-৭৫: যাতে আমার হাত ও জিহ্বা থেকে নিরাপদে থাকো। হযরত ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-৭৬: এটা ছিলো পরস্পর পরস্পর থেকে বিদায় বিচ্ছেদের সালাম।

টীকা-৭৭: যাতে তিনি তাওবাহ করা ও ঈমান আনার শক্তি দিয়ে তোমাকে ক্ষমা করেন।

টীকা-৭৮: ‘বাবেল’ শহর থেকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে।

টীকা-৭৯: যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

টীকা-৮০: এতে এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেভাবে তোমরা প্রতিমা পূজা করে হতভাগ্য হয়েছো, খোদার ইবাদতকারীর জন্য এ কথা প্রযোজ্য নয়। তাঁর ইবাদতকারী কখনো হতভাগ্য ও বঞ্চিত হয়না।

টীকা-৮১: 'পবিত্র ভূমি'র প্রতি হিজরত করে
টীকা-৮২: পুত্র সন্তান
টীকা-৮৩: সন্তানের সন্তান। অর্থাৎ পৌত্র।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর বয়স শরীফ এতই দীর্ঘ হয়েছিলো যে, তিনি আপন পৌত্র হযরত ইয়া'কূব (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে দেখেছিলেন। এ আয়াতের মধ্যে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ এর জন্য হিজরত করা ও আপন ঘর-বাড়ী ত্যাগ করার এই প্রতিদান পাওয়া গেলো যে, আল্লাহ্ তাআ'লা পুত্র ও পৌত্র দান করেছেন।
টীকা-৮৪: অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দান করেছেন।

৪৯: অতঃপর যখন তাদের নিকট থেকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্যান্য উপাস্যগুলো থেকে পৃথক হয়ে গেলো (৮১) তখন আমি তাকে ইসহাক্ব (৮২) এবং য়া'কূব (৮৩)-কে দান করেছি এবং প্রত্যেককেই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী) করেছি।	فَلَمَّا اعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلۡنَا نَبِيًّا ﴿۴۹﴾
৫০: এবং আমি তাদেরকে আপন অনুগ্রহ দান করেছি (৮৪) আর তাদের জন্য সত্য সমুচ্চ খ্যাতি রেখেছি (৮৫)।	وَوَهَبۡنَا لَهُمۡ مِّنۡ رَّحۡمَتِنَا وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ لِسَانَ صِدۡقٍ عَلِيًّا ﴿۵۰﴾

রুকূ'-৪

৫১: এবং কিতাবের মধ্যে মূসাকে স্মরণ করুন। নিশ্চয় সে মনোনীত ছিলো এবং রসূল ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী।	وَاذۡكُرۡ فِى الۡكِتٰبِ مُوۡسٰٓى ۫ اِنَّهٗ كَانَ مُخۡلَصًا وَّكَانَ رَسُوۡلًا نَّبِيًّا ﴿۵۱﴾
৫২: আমি তাকে তূর পর্বতের ডান দিক থেকে আহ্বান করেছি (৮৬) এবং তাকে আপন রহস্য বলার জন্য নিকটবর্তী করেছি (৮৭)।	وَنَادَيۡنٰهُ مِنۡ جَانِبِ الطُّوۡرِ الۡاَيۡمَنِ وَقَرَّبۡنٰهُ نَجِيًّا ﴿۵۲﴾
৫৩: এবং নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারূনকে দান করেছি (অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী) নাবীরূপে (৮৮)।	وَوَهَبۡنَا لَهٗ مِنۡ رَّحۡمَتِنَاۤ اَخَاهُ هٰرُوۡنَ نَبِيًّا ﴿۵۳﴾
৫৪: এবং কিতাবের মধ্যে ইসমাঈলকে স্মরণ করুন (৮৯)। নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিলো (৯০) এবং রসূল ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী,	وَاذۡكُرۡ فِى الۡكِتٰبِ اِسۡمٰعِيۡلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُوۡلًا نَّبِيًّا ﴿ۚ۵۴﴾
৫৫: এবং আপন পরিজনবর্গকে (৯১) নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতো, আর আপন প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয় ছিলো (৯২)।	وَكَانَ يَاۡمُرُ اَهۡلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنۡدَ رَبِّهٖ مَرۡضِيًّا ﴿۵۵﴾

টীকা-৮৫: অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মুসলমান হোক কিংবা ইহুদী অথবা খ্রীস্টান- সবাই তাঁর প্রশংসা করে এবং নামাযসমূহের মধ্যে তাঁর ও তাঁর সন্তানদের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়।
টীকা-৮৬: 'তূর' হচ্ছে একটা পর্বতের নাম, যা মিশর ও মাদয়ান এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) মাদয়ান থেকে আসার সময় 'তূর'- এর ঐদিক থেকে, যা হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ডান দিকে ছিলো, একটা বৃক্ষ থেকে আহবান করা হলো- (يٰمُوۡسٰۤى اِنِّىۡۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ) (অর্থাৎঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।)
টীকা-৮৭: নৈকট্য-এর মর্যাদা দান করেছেন। পর্দা (অন্তরাল) উঠিয়ে দিলেন, এমনকি তিনি 'কলম'-এর লিখার শব্দ শুনতে পান। আর তাঁর মান-মর্যাদাকে উন্নত করা হয়েছে এবং তাঁর সাথে আল্লাহ তাআ'লা কথা বলেছেন।
টীকা-৮৮: যখন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) প্রার্থনা করলেন- হে প্রতিপালক! আমার পরিজনবর্গের মধ্য থেকে আমার ভ্রাতা হারূনকে আমার উযির করুন।' আল্লাহ তাআ'লা আপন অনুগ্রহে এ প্রার্থনা কবুল করলেন এবং হযরত হারূন (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে তাঁর দুআ'য় নাবী করেছেন। হযরত হারূন (عَلَيۡهِ السَّلَام) হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন।

টীকা-৮৯: যিনি হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ السَّلَام)- এর সন্তান এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পিতামহ।
টীকা-৯০: নাবীগণ সবাই সত্যনিষ্ঠ হন, কিন্তু তিনি এই বিশেষ গুণের কারণে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। একদিন কোন এক স্থানে তাঁকে কোন একজন লোক বলে গিয়েছিলো, "আপনি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি।" তিনি সে স্থানে তার অপেক্ষায় তিনদিন যাবত অবস্থান করেছিলেন। তিনি ধৈর্য ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 'যবেহ'-এর সময় তিনি এমনিভাবেই তা পূরণ করেন। (সুবহানাল্লাহ্!)
টীকা-৯১: এবং আপন সম্প্রদায় 'জুরহাম'-কে, যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন।
টীকা-৯২: আপন ইবাদত বন্দেগী, সৎকর্মসমূহ, ধৈর্য ও অটলতা, অবস্থাদি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে।

অনুবাদ	আয়াত
৫৬: এবং কিতাবের মধ্যে ইদ্‌রীসকে স্মরণ করুন (৯৩)। নিঃসন্দেহে সে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾
৫৭: এবং আমি তাকে উচ্চ স্থানের উপর উঠিয়ে নিয়েছি (৯৪)।	وَّ رَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾
৫৮: তারাই, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন অদৃশ্যের সংবাদদাতাগণের মধ্য থেকে (৯৫), তাদের মধ্যে যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম (৯৬), এবং ইব্রাহীম (৯৭) ও য়া'কূবের বংশধরদের মধ্য থেকে (৯৮) এবং তাদেরই মধ্য থেকে, যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করে নিয়েছি (৯৯), যখন তাদের নিকট রহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে সাজদারত ও ক্রন্দনরত হয়ে (১০০)। সাজদাহ্-৫	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ﴿٥٨﴾

টীকা-৯৩: তাঁর নাম 'আখনূস'। তিনি হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পিতার দাদা ছিলেন। হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর তিনিই প্রথম রসূল হন। তাঁর পিতা হলেন হযরত 'শীষ ইবনে আদম' (عَلَيْهِ السَّلَام)। তিনিই সর্বপ্রথম কলম দিয়ে লিখেছেন। কাপড় সেলাই করা ও সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করার সূচনাও তিনি করেছিলেন। তাঁর পূর্বেকার লোকেরা পশুর চামড়া পরিধান করতো। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম হাতিয়ার প্রস্তুতকারী, দাঁড়ি-পাল্লার আবিষ্কারক এবং নক্ষত্র ও গণনা শাস্ত্রের (علم نجوم) মধ্যে গভীর উদ্ভাবনকারী ছিলেন তিনিই। এসব কাজের তিনিই সর্বপ্রথম সূচনা করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রতি ত্রিশখানা 'সহীফা' অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ এর কিতাবসমূহ অধিক পরিমাণে পাঠ করার কারণে তাঁর নাম 'ইদরীস' হয়েছে।

টীকা-৯৪: 'পৃথিবীতে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।' অথবা এ অর্থ যে, 'আসমানে উঠিয়ে নিয়েছি।' বস্তুতঃ এটাই বিশুদ্ধতর। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মি'রাজ রাত্রিতে হযরত ইদরীস (عَلَيْهِ السَّلَام) কে চতুর্থ আসমানের উপর দেখতে পান। হযরত কা'আব আহবার প্রমূখ থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইদরীস (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) 'মালাকুল মাওত'কে (মৃত্যুর ফিরিশতা) বললেন, "আমি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে চাই, তা কিরূপ। তুমি আমার রূহ হনন করে দেখাও। তিনি তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। 'রূহ' হনন করে তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, "এখন আমাকে জাহান্নাম দেখাও, যাতে আল্লাহ এর ভয় আরও বৃদ্ধি পায়।' সুতরাং তাও করা হলো। জাহান্নাম দেখে তিনি দোযখের দারোগা 'মালিক'-কে বললেন, "দরজা খুলে দাও। আমি সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে চাই।" সুতরাং তাই করা হলো। আর তিনি সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি 'মালাকুল মাওত'কে বললেন, "আমাকে জান্নাত দেখাও।" তিনি তাঁকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। তিনি দরজা খুলে বেহেশতে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে 'মালাকুল মওত' বললেন, "এখন আপনি আপন স্থানে তাশরীফ নিয়ে চলুন।" তিনি বললেন, "এখন আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ (প্রত্যেককে মৃত্যুসূধা পান করতে হবে)। তার স্বাদতো আমি গ্রহণ করেছি। আরো ইরশাদ করেন- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا (অর্থাৎ প্রত্যেককে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে)। আমি তা অতিক্রম করেছি। এখন আমি জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছি। আর জান্নাতে যারা পৌঁছে যায় তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন- وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা)। সুতরাং এখন আমাকে জান্নাত থেকে বের হবার জন্য কেন বলছো?" আল্লাহ তাআ'লা 'মালাকুল মাওত'-কে ওহী করলেন- "হযরত ইদরীস (عَلَيْهِ السَّلَام) যা কিছু করেছেন সবই আমার অনুমতিক্রমে করেছেন। আর তিনি আমারই অনুমতিক্রমে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে ছেড়ে দাও তিনি জান্নাতেই থাকবেন।" সুতরাং তিনি সেখানেই জীবিত আছেন।

টীকা-৯৫: অর্থাৎ হযরত ইদরীস ও হযরত নূহ (عَلَيْهِمَا السَّلَام)

টীকা-৯৬: অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام), যিনি নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পৌত্র এবং তাঁর সন্তান 'সাম'-এরই সন্তান হন।

টীকা-৯৭: এর বংশধরগণ থেকে হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِمُ السَّلَام)

টীকা-৯৮: হযরত মূসা, হযরত হারূন, হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহ্ইয়া এবং হযরত ঈসা (صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهٗ)

টীকা-৯৯: শরীয়তের ব্যাখ্যা ও বাস্তবতা উদঘাটনের জন্য।

টীকা-১০০: আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াতগুলোতে সংবাদ দিয়েছেন যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام), আল্লাহ তাআ'লা এর আয়াতসমূহ শুনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে এবং ভয়ে ক্রন্দন করতেন ও সাজদা করতেন।

মাসআলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাককে অন্তরে বিনয় ও নম্রতা সহকারে শ্রবণ করা ও ক্রন্দন করা মুস্তাহাব।

টীকা-১০১: ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায়।

টীকা-১০২: আল্লাহ এর আনুগত্য করার পরিবর্তে তাঁর অবাধ্যতার পথকেই বেছে নিয়েছে।

টীকা-১০৩: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলে, 'গায়া' (غَيّ) জাহান্নামের একটা উদ্যান। সেটার উত্তাপ থেকে জাহান্নামের অন্যান্য উদ্যানগুলো পর্যন্ত আশ্রয় চায়। এটা ঐসব লোকের জন্য, যারা যিনায় অভ্যস্ত ও তা বারংবার করতে থাকে। আর যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত, যারা সুদ খায় ও সুদে অভ্যস্ত হয় এবং যারা মাতা-পিতার অবাধ্য। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

৫৯: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ঐ অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসলো (১০১), যারা নামাযসমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে (১০২), সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য'-এর জঙ্গল পাবে (১০৩),

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿۶۰﴾

৬০: কিন্তু যারা তাওবাকারী হয়েছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, সুতরাং এসব লোক জান্নাতে যাবে এবং তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (১০৪),

جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿۶۱﴾

৬১: বসবাসের জন্য বাগানসমূহ, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি রাহমান স্বীয় (১০৫) বান্দাদেরকে অদৃশ্যেই দিয়েছেন (১০৬)। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিশ্রুতি আগমনকারীই।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۶۲﴾

৬২: তারা সেখানে কোন অসার বাক্য শুনবে না, কিন্তু 'সালাম' (১০৭) এবং তাদের জন্য তাতে তাদের জীবিকা রয়েছে সকাল সন্ধ্যায় (১০৮)।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿۶۳﴾

৬৩: এটা হচ্ছে ঐ বাগান, যার অধিকারী আমি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে তাকেই করবো, যে খোদাভীরু।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۴﴾

৬৪: এবং (জিবরাঈল মাহ্‌বূবের নিকট আরয করলো) (১০৯), 'আমরা ফিরিশতারা অবতরণ করিনা, কিন্তু হুযূরের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। তাঁরই, যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে আর যা আমাদের পেছনে রয়েছে আর যা এর মধ্যখানে রয়েছে (১১০), এবং হুযূরের প্রতিপালক ভুলে যান না (১১১)।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿۶۵﴾

৬৫: আসমানসমূহ ও যমীন এবং যা কিছু এ দু'এর মধ্যবর্তী রয়েছে সবকিছুরই মালিক, সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর বন্দেগীর উপর অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর নামের অন্য কাউকে জানো (১১২)?

টীকা-১০৪: এবং তাদের কর্মসমূহের প্রতিদানে কোনরূপ হ্রাস করা হবেনা।

টীকা-১০৫: ঈমানদার, সৎকর্মপরায়ন এবং তাওবাকারী

টীকা-১০৬: অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে, জান্নাত তাদের নিকট থেকে অদৃশ্য, তাদের চোখের সামনে নেই। অথবা এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরা জান্নাতের নিকট থেকে অনুপস্থিত, সেটা স্বচক্ষে দেখে না।

টীকা-১০৭: ফিরিশতাদের অথবা একে অপরের

টীকা-১০৮: অর্থাৎ অনবরত, কেননা, জান্নাতের মধ্যে রাত ও দিন নেই। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা নূরের মধ্যেই থাকবে। অথবা অর্থ এই যে, পৃথিবীর দিনের পরিমাণ সময়ের মধ্যে দু'বার বেহেশতী নি'মাতসমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

টীকা-১০৯: শানে নুযূল: বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, "হে জিব্রাঈল! তুমি যতবার আমার নিকট এসে থাকো তদপেক্ষা বেশী আসোনা কেন?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১১০: অর্থাৎ সমস্ত স্থানের তিনিই মালিক। আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরই ইচ্ছা ও নির্দেশের তাবেদার। তিনি প্রত্যেক নড়াচড়া ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং আলস্য ও ভুলে যাওয়া থেকে পবিত্র।

টীকা-১১১: যখনই তিনি চান আমাদেরকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেন।

টীকা-১১২: অর্থাৎ কেউ তাঁর সাথে নামগত শরীকও নেই এবং তাঁর ওয়াহ্‌দানিয়াত (একত্ব) এতই সুস্পষ্ট যে, মুশরিকগণও তাদের কোন বাতিল উপাস্যের নাম 'আল্লাহ' রাখেনি।

টীকা-১১৩: 'মানুষ' দ্বারা এখানে ঐ কাফিরদের কথা বুঝায়, যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। যেমন-উবাই ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্। এসব লোকেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটাই তা অবতীর্ণ হবার কারণ।
টীকা-১১৪: সুতরাং যিনি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি যদি আপন ক্ষমতায় মৃতকে জীবিত করে দেন তবে তাতে আশ্চর্য কিসের?
টীকা-১১৫: অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার বিষয়কে অস্বীকারকারীদের।
টীকা-১১৬: অর্থাৎ কাফিরদেরকে তাদের পথভ্রষ্টকারী শয়তানদের সাথে, এভাবে যে, প্রত্যেক কাফির শয়তানের সাথে একই শিকলে আবদ্ধ থাকবে।
টীকা-১১৭: কাফিরদের

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৬: এবং মানুষ বলে, 'আমি যখন মরে যাবো তখন কি অবশ্যই অনতিবিলম্বে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবো (১১৩)?'

اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْــًٔا ﴿٦٧﴾

৬৭: এবং মানুষের কি স্মরণ নেই যে, আমি এর পূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছি আর সে কিছুই ছিলো না (১১৪)?

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৮: সুতরাং আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকে (১১৫) এবং শয়তানদের-সবাইকে পরিবেষ্টিত করে আনবো (১১৬) এবং তাদেরকে দোযখের আশেপাশে হাযির করবো, হাঁটুর উপর ভর করে পতিত অবস্থায়।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৬৯: অতঃপর, আমি (১১৭) প্রত্যেক দল থেকে বের করবো যে তাদের মধ্যে পরম দয়ালুর প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য হবে (১১৮)।

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭০: অতঃপর আমি ভালভাবে জানি তাদেরকে, যারা এ আগুনে ভূনার অধিক উপযোগী।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭১: এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না (১১৯)। আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয় (১২০)।

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭২: অতঃপর আমি ভয়সম্পন্নদের উদ্ধার করে নেবো (১২১) এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৩: এবং যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন কাফিরগণ (১২২) মুসলমানদেরকে বলে, 'কোন দলের অবস্থান শ্রেষ্ঠ এবং মজলিস উত্তম (১২৩)?'

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾

৭৪: এবং আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি (১২৪), যারা তাদের চেয়েও সামগ্রী এবং বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো।

টীকা-১১৮: অর্থাৎ দোযখে প্রবেশের ক্ষেত্রে, যে অধিক অবাধ্য এবং কুফরের মধ্যে সর্বাধিক জঘণ্য হবে তাকে সর্বাগ্রে প্রবেশ করানো হবে।
কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামের চতুর্পার্শ্বে শিকলে আবদ্ধ করে এবং গলায় ফাঁস পরিয়ে হাযির করা হবে। তারপর যারা কুফর ও অবাধ্যতায় অধিক জঘন্য হবে তাদেরকে সর্বাগ্রে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।
টীকা-১১৯: সৎকর্মপরায়ণ হোক কিংবা অসৎকর্মপরায়ন হোক, তবে সৎকর্মপরায়ণগণ নিরাপদে থাকবে। আর যখন তারা জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে থাকবে, তখন দোযখ থেকে এ ধ্বনি উঠবে- "হে মু'মিন অতিক্রম করে যাও। তোমার 'নূর' (জ্যোতি) আমার লেলিহান অগ্নিশিখাকে ঠান্ডা করে দিয়েছে।"
হাসান ও ক্বাতাদাহ বর্ণনা করেন, "দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা দ্বারা 'পুলসিরাত'-এর উপর দিয়ে অতিক্রম করা বুঝানো হয়েছে, যা দোযখের উপরই স্থাপিত।"
টীকা-১২০: অর্থাৎ জাহান্নাম অতিক্রম করা যা নিশ্চিত ফায়সালা, যা আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাদের জন্য অপরিহার্য করেছেন।
টীকা-১২১: অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে
টীকা-১২২: যেমন নযর ইবনে হারিস প্রমূখ কুরাঈশ গোত্রীয় কাফিরগণ সাজসজ্জা করে, চুলে তেল মেখে ও আঁচড়ে এবং ভাল পেশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে গর্ব ও দম্ভ সহকারে গরীব ও ফকীর
টীকা-১২৩: উদ্দেশ্য এই যে, যখন আয়াতগুলো অবতারণ করা হয় এবং অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করা হয়, তখন কাফিররা সেগুলোর মধ্যে তো চিন্তা-ভাবনা করেনা এবং সেগুলো থেকে উপকার গ্রহণ করেনা, বরং তদস্থলে ধ্বন-সম্পদ, পেষাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের উপর গর্ব ও দম্ভ করতে থাকে।
টীকা-১২৪: কত উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছি,

টীকা-১২৫: পৃথিবীতে তার বয়স দীর্ঘায়িত করে এবং তাকে তার বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে,
টীকা-১২৬: পৃথিবীর হত্যা ও বন্দী হওয়া
টীকা-১২৭: যাতে বিভিন্ন ধরণের লাঞ্ছনা ও শাস্তি শামিল রয়েছে।
টীকা-১২৮: কাফিরদের শয়তানী ফৌজ কিংবা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সৈন্যদল। এতে মুশরিকদের ঐ কথার খন্ডন রয়েছে, যা তারা বলেছিলো, "কোন দলের মর্যাদা উৎকৃষ্ট এবং মজলিস উত্তম?"
টীকা-১২৯: এবং ঈমান দ্বারা ধন্য হয়েছে,

বঙ্গানুবাদ	আয়াত
৭৫: আপনি বলুন! যারা বিভ্রান্তিতে থাকে পরম দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেন (১২৫) এ পর্যন্ত যে, যখন তারা দেখে নেয় ঐ বিষয়, যার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তা শাস্তি হোক (১২৬) অথবা ক্বিয়ামত হোক (১২৭)। অতঃপর শীঘ্রই জানতে পারবে-কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কার সৈন্যদল দুর্বল (১২৮)।	قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰۤى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا (٧٥)
৭৬: এবং যারা সৎপথ পেয়েছে (১২৯), আল্লাহ্ তাদের জন্য হিদায়াত আরো বৃদ্ধি করবেন (১৩০) এবং চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহের (১৩১) তোমার প্রতিপালকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান ও সর্বাপেক্ষা উত্তম পরিণাম রয়েছে (১৩২)।	وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا (٧٦)
৭৭: তবে কি আপনি তাকে দেখেছেন, যে আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং বলে, 'আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই (১৩৩)।'	أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا (٧٧)
৭৮: সে কি অদৃশ্যেকে উঁকি মেরে দেখে এসেছে (১৩৪) কিংবা পরম দয়াময়ের নিকট কোন অঙ্গীকার করে রেখেছে?	أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا (٧٨)
৭৯: কখনো নয় (১৩৫)। এখন আমি লিখে রাখবো যা তারা বলে এবং তাকে খুবই দীর্ঘ শাস্তি প্রদান করবো,	كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٧٩)
৮০: এবং যে সব বিষয় বলছে (১৩৬) সেগুলোর আমিই মালিক থাকবো এবং আমার নিকট একাই আসবে (১৩৭)।	وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا (٨٠)

টীকা-১৩০: এর উপর অটলতা দান করে এবং অধিক তীক্ষ্মদৃষ্টি ও শক্তি প্রদান করে।
টীকা-১৩১: ইবাদত-বন্দেগীসমূহ, পরকালের জন্য সমস্ত সৎকর্ম, পাঞ্জেগানা নামায, আল্লাহ তাআ'লা এর 'তাসবীহ' ও 'তাহমীদ' (পবিত্রতা ও প্রশংসা বাক্য পাঠ করা), তাঁর 'যিকর' (স্মরণ) এবং সমস্ত সৎকর্ম- এ সবই 'স্থায়ী সৎকর্ম'। এ গুলো মু'মিনদের জন্য স্থায়ী হয় এবং কাজে আসে।
টীকা-১৩২: কিন্তু কাফিরদের কর্মসমূহ তার বিপরীত। এগুলো সবই অকেজো ও বাতিল।
টীকা-১৩৩: শানে নুযূল: বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত খুব্বাব ইবনে আরতের অন্ধকার যুগে আস ইবনে ওয়াইল সাহ্মীর উপর কিছু কর্জ ছিলো। তিনি তা উশুল করার জন্য তার নিকট গেলেন। তখন আস বললো, "আমি আপনার উক্ত ঋণ পরিশোধ করবো না যতক্ষণ না আপনি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে ফিরে যান এবং কুফর অবলম্বন করেন।" হযরত খুব্বাব বললেন, "এমন কখনো হতে পারে না, এমন কি যদি তুমি মৃত্যু বরণও করো এবং মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে ওঠো।" সে বলতে লাগলো, "আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবো?" হযরত খুব্বাব বললেন, "হ্যাঁ।" আস বললো, "তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন। এ পর্যন্ত যে, আমি মৃত্যুবরণ করি এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে আসি আর আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ হয়। তখনই আপনার ঋণ পরিশোধ করবো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১৩৪: এবং সে কি 'লাওহ্-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে দেখে নিয়েছে যে, পরকালে সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করবে?
টীকা-১৩৫: এমন না হলে,
টীকা-১৩৬: অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এসব থেকে তার মালিকানা ও তার ক্ষমতা প্রয়োগ তার ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে যাবে।
টীকা-১৩৭: যে, তার নিকট না সম্পদ থাকবে, না সন্তান-সন্ততি এবং তার এ দাবী করা মিথ্যা হয়ে যাবে।

টীকা-১৩৮: অর্থাৎ মুশরিকগণ বোতগুলোকে তাদের উপাস্য করে নিয়েছে এবং সেগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করেছে। তাও এ আশায় যে,
টীকা-১৩৯: এবং তাদের সহায় হয় এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করে,
টীকা-১৪০: এমন হতেই পারেনা।
টীকা-১৪১: বোত, যেগুলোর এরা পূজা করে।
টীকা-১৪২: তাদেরকে অস্বীকার করবে ও অভিসম্পাত করবে। আল্লাহ তাআ'লা সেগুলোকে বাকশক্তি দেবেন, আর সেগুলো বলবে, "হে প্রতিপালক! তাদেরকে শাস্তি দাও!"
টীকা-১৪৩: অর্থাৎ শয়তানদেরকে তাদের প্রতি ছেড়ে দিয়েছি এবং বিজয়ী করে দিয়েছি।
টীকা-১৪৪: এবং পাপাচারের প্রতি উৎসাহিত করছে?
টীকা-১৪৫: কর্মসমূহের প্রতিদানের জন্য অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস নিঃশেষ করার জন্য, অথবা দিন-মাস ও বছরগুলোর ঐ মেয়াদের জন্য, যা তাদের শাস্তির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
টীকা-১৪৬: হযরত মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, মুত্তাক্বী মু'মিনদেরকে হাশরে তাঁদের কবর থেকে আরোহন করিয়ে উঠানো হবে আর তাঁদের যানবাহগুলোর উপর স্বর্ণ খচিত আসন ও পাল্কী (হাওদা) শোভা পাবে।
টীকা-১৪৭: লাঞ্ছনা ও অবমাননার সাথে তাদের কুফরের কারণে,
টীকা-১৪৮: অর্থাৎ যাঁরা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করেছেন, তাঁরাই সুপারিশ করবেন। অথবা অর্থ এ যে, সুপারিশ শুধু মু'মিনদেরই পক্ষে করা হবে এবং তাঁরাই তা দ্বারা উপকৃত হবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ঈমান এনেছে, যে – (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলেছে, তাঁর জন্য আল্লাহ এর নিকট 'প্রতিশ্রুতি' রয়েছে।
টীকা-১৪৯: অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকগণ, যারা ফিরিশতাদেরকে 'আল্লাহ এর কন্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করতো যে,
টীকা-১৫০: এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বাতিল এবং অতি জঘন্য ও মন্দ (বিশ্রী) উক্তি তোমরা মুখে উচ্চারণ করেছো!
টীকা-১৫১: অর্থাৎ এ উক্তিটা এমনই অশালীনতা ও বেয়াদবীপূর্ণ যে, যদি আল্লাহ তাআ'লা ক্রোধান্বিত হন, তাহলে সেটার কারণেই সমগ্র সৃষ্টিজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তছনছ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, কাফিরগণ যখন এ

৮১: এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদা স্থির করে বসেছে (১৩৮) যাতে সেগুলো তাদেরকে শক্তি যোগায় (১৩৯), ৮২: কখনো নয় (১৪০), অনতিবিলম্বে তারা (১৪১) ওদের বন্দেগীর কথা অস্বীকার করবে (১৪২) এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।	وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

রুকূ'-৬

৮৩: আপনি কি প্রত্যক্ষ করেন নি- আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে শয়তানদের প্রেরণ করেছি (১৪৩) যে, তারা তাদেরকে খুব প্রলুব্ধ করছে (১৪৪)?	اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾
৮৪: সুতরাং আপনি তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি (১৪৫)।	فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾
৮৫: যে দিন আমি খোদাভীরুদেরকে পরম দয়াময়ের প্রতি নিয়ে যাবো মেহমান বানিয়ে (১৪৬),	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾
৮৬: এবং অপরাধিদেরকে জাহান্নামের দিকে খেদায়ে নিয়ে যাবো তৃষ্ণাতুর অবস্থায় (১৪৭)	وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾
৮৭: লোকেরা সুপারিশের মালিক নয়, কিন্তু ঐসব লোক যারা পরম দয়াময়ের নিকট অঙ্গীকার রেখেছে (১৪৮)।	لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾
৮৮: এবং কাফিরগণ বললো (১৪৯), 'পরম দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' ৮৯: নিঃসন্দেহে তোমরা চরম সীমার ভারী কথা নিয়ে এসেছো (১৫০), ৯০: এতে আসমান বিদীর্ণ হবার উপক্রম হবে এবং পৃথিবী খন্ডবিখন্ড হয়ে যাবে আর পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে (১৫১),	وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

বেয়াদবী করলো এবং এমন বেপরোয়া কথা মুখে উচ্চারণ করলো, তখন একমাত্র জিন ও মানুষজাতি ছাড়া আসমান, যমীন ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো
এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিলো। ফিরিশতাগণ ক্রোধান্বিত হলেন, জাহান্নাম উত্তেজিত হলো। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আপন পবিত্রতা বর্ণনা করলেন।

টীকা-১৫২:তিনি তা থেকে পবিত্র এবং তাঁর জন্য সন্তান-সন্ততি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

টীকা-১৫৩: বান্দা হবার কথা স্বীকার করে। আর 'বান্দা হওয়া' ও 'সন্তান হওয়া' একত্রিত হতেই পারেনা এবং সন্তান-সন্ততি মামলূক হয়না। যারা 'মামলূক' হয় তারা কখনো সন্তান-সন্ততি হতে পারেনা।

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا (٩١)

৯১: এ জন্য যে, তারা পরম দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করেছে।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢)

৯২: এবং পরম দয়াময়ের জন্য শোভা পায়না যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (১৫২)।

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (٩٣)

৯৩: আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে যত কিছু আছে সবই তাঁর সামনে বান্দারূপে হাযির হবে (১৫৩)।

لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤)

৯৪: নিশ্চয় তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে একেকটি করে গণনা করে রেখেছেন (১৫৪)।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا (٩٥)

৯৫: এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকে ক্বিয়ামত-দিবসে তাঁরই সম্মুখে একাকী হাযির হবে (১৫৫)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (٩٦)

৯৬: নিশ্চয় ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে অবিলম্বে তাদের জন্য পরম দয়াময় (পরস্পরের মধ্যে) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন (১৫৬)।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (٩٧)

৯৭: অতঃপর আমি এ ক্বুরআনকে আপনার ভাষায় এ জন্য সহজ করেছি যেন আপনি ভীতি সম্পন্নদেরকে সুসংবাদ দেন এবং ঝগড়াটে লোকদেরকে তাঁর ভয় প্রদর্শন করেন।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (٩٨)

৯৮: এবং আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করে দিয়েছি (১৫৭)। আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকেও দেখতে পাচ্ছেন, অথবা তাদের কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছেন (১৫৮)?

টীকা-১৫৪: সব তাঁরই জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত। প্রত্যেকর শ্বাস-প্রশ্বাস, রাত-দিন, স্মৃতিসমূহ, চিহ্নাদি এবং সমস্ত অবস্থা ও সমস্ত বিষয় তাঁরই গণনার মধ্যে রয়েছে। তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নয়। সবই তাঁর ব্যবস্থাপনা ও ক্ষমতাধীন রয়েছে।

টীকা-১৫৫: ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সাহায্যকারী ব্যতিরেকেই।

টীকা-১৫৬: অর্থাৎ আপন মাহবূব করে নেবেন। আর আপন বান্দাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- যখন আল্লাহ তাআ'লা কোন বান্দাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করেন, তখন জিব্রাইলকে বলেন, "অমুক ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়।" তখন থেকে হযরত জিবরাঈলও তাঁকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল আসমানগুলোতে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ তাআ'লা অমুক লোককে ভালোবাসেন। তোমরাও সবাই তাঁকে ভালোবাসো।" তখন আসমানবাসীগণ তাঁকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যাপক করে দেয়া হয়।

মাসাআলাঃ এ থেকে জানা গেল যে, সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ ও কামিল ওলীগণের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তাদের আল্লাহ এর প্রিয়পাত্র হবারই প্রমাণবহ। যেমন হযরত গাওসে আযম (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ), হযরত সুলতান নিযাম উদ্দীন দেহলভী, হযরত সুলতান সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সামনানী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) ও অন্যান্য সম্মানিত কামিল ওলীগণের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তাঁদের আল্লাহ এর মাহবূব বান্দা হবারই প্রমাণ।

টীকা-১৫৭: নাবীগণকে অস্বীকার করার কারণে কত উম্মতকেই আমি ধ্বংস করেছি।

টীকা-১৫৮: সে সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে, এসব লোকও যদি ঐ পন্থা অবলম্বন করে, তবে তাদেরও একই পরিণতি হবে। *

টীকা-১ঃ ‘সূরা ত্ব-হা’ মাক্কী, এতে আটটি রুকূ’, একশ পঁয়ত্রিশটি আয়াত, এক হাজার ছয়শ একচল্লিশটি পদ এবং পাঁচ হাজার দুইশ বিয়াল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২ঃ এবং সমগ্র রাত্রি জাগ্রত থাকার কষ্ট সহ্য করবেন।

শানে নুযূল: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইবাদতের মধ্যে খুবই কষ্ট সহ্য করতেন। গোটা রাত্রি (নামাযে) দাঁড়ানো অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। এমনকি, এ কারণে তাঁর কদম মুবারকে পানি এসে স্ফীত হয়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) হাযির হয়ে আল্লাহ এর নির্দেশক্রমে আরয করলেন, “আপনার শরীর মুবারককে কিছু আরাম দিন, সেটারও প্রাপ্য রয়েছে।”

অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) লোকদের কুফর করা এবং তাদের ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকার উপর অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত থাকতেন এবং পবিত্র অন্তরে এর কারনে দুঃখ ও বিষন্নতা বিরাজ করতো। এ আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যেন তিনি দুঃখ ও বিষন্নতার কষ্ট সহ্য না করেন। কুরআন পাক তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়নি।

টীকা-৩ঃ তারা তা থেকে উপকার গ্রহণ করবে ও হিদায়ত পাবে।

টীকা-৪ঃ যা সপ্ত জমিনের নিচে রয়েছে। অর্থ এ যে, সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে- আরশ, আসমানসমূহ, যমীন ও মাটির সর্বনিম্ন স্তরে যা কিছুই থাকুক কিংবা যেখানেই থাকুক- সবকিছুরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।

টীকা-৫ঃ (سِرَّ) অর্থাৎ ‘রহস্য’ হচ্ছে- যা মানুষ ধারণ করে ও গোপন করে। আর তদপেক্ষাও গোপন হচ্ছে যা মানুষ সম্পাদন করবে, কিন্তু এখনো সে সম্পর্কে সে জানেও না। না সেটার সাথে তার ইচ্ছাও সম্পৃক্ত হয়েছে, না সেটা পর্যন্ত তার ধ্যান-ধারণা পৌঁছেছে।

এক অভিমত এও রয়েছে যে, ‘রহস্য’ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের নিকট থেকে গোপন করে, আর তদপেক্ষাও গোপন বস্তু হচ্ছে মনের প্ররোচনা।

অপর এক অভিমত হচ্ছে এই যে, বান্দার রহস্য হচ্ছে তাই যা সম্পর্কে বান্দা জানে ও আল্লাহ তাআ’লা জানেন। আর তা অপেক্ষাও অধিক গোপন হচ্ছে- আল্লাহ এর রহস্যাদি, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহই জানেন, বান্দা জানেনা। আয়াতের মধ্যে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষের মন্দ ও নিন্দিত কার্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত, প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনীয়। কেননা, আল্লাহ তাআ’লা এর নিকট কিছুই গোপন নয়।

আর এতে সৎ কার্যাদির প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এভাবে যে, বন্দেগী প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্য, আল্লাহ তাআ’লা এর নিকট গোপন নেই। তিনি সেগুলোর প্রতিদান দেবেন।

‘তাফসীর-ই-বায়দাভী’-তে ‘উক্তি’ (কথা) দ্বারা ‘আল্লাহ এর যিকর’ ও ‘দুআ’ বুঝানো হয়েছে। আর (আ’ল্লামা বায়দাভী) বলেন যে, এ আয়াতে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ এর যিকর ও দুআ’ উচ্চকন্ঠে করা আল্লাহ তাআ’লাকে শুনানোর জন্য নয়, বরং ‘যিকর’-কে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও ‘নাফস’-কে অন্য কিছুতে মগ্ন করা থেকে বাধা দান ও বিরত রাখার জন্যই।

ত্ব-হা-

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ত্ব-হা- (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-১৩৫, রুকূ’-৮

১: ত্ব-হা	طٰهٰ (١)
২: হে মাহবূব! আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন (২),	مَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰۤى (٢)
৩: হ্যাঁ, তারই জন্য উপদেশ, যে ভয় করে (৩),	اِلَّا تَذۡكِرَةً لِّمَنۡ يَّخۡشٰى (٣)
৪: তাঁরই অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সমুচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন।	تَنۡزِيۡلًا مِّمَّنۡ خَلَقَ الۡاَرۡضَ وَ السَّمٰوٰتِ الۡعُلٰى (٤)
৫: তিনি মহান দয়ালু, তিনি আরশের উপর (ইস্তওয়া) করেন (সমাসীন হন), যেমনই তাঁর মর্যাদার জন্য শোভা পায়।	اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰى (٥)
৬: তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, যা কিছু যমীনে রয়েছে, যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে এবং যা কিছু এ ভেজা মাটির নীচে রয়েছে (৪)।	لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ الثَّرٰى (٦)
৭: এবং যদি তুমি কথা উচ্চ কণ্ঠে বলো তবে তিনি তো গোপন রহস্য জানেন এবং তাও, যা তদপেক্ষাও অধিক গোপন (৫)।	وَاِنۡ تَجۡهَرۡ بِالۡقَوۡلِ فَاِنَّهٗ يَعۡلَمُ السِّرَّ وَاَخۡفٰى (٧)

টীকা-৬: তিনি মূলতঃ-ই একক যাত। আর নামসমূহ ও গুণাবলী বিভিন্নভাবে এর প্রকাশনা মাত্র। প্রকাশ থাকে যে, 'বর্ণনার বিভিন্নতা অর্থের বিভিন্নতার দাবীদার নয়।'

টীকা-৭: হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর অবস্থাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে এ কথা জানা যায় যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) যাঁরা উন্নত মর্যাদাসমূহ লাভ করেন, তাঁরা নাবুয়্যাত ও রিসালাতের 'ফরয' বা কর্তাবাদি পালনের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেন এবং কেমনই কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ করেন। এখানে হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর ঐ সফরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তিনি 'মাদয়ান' থেকে মিশরের দিকে হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আপন মহীয়সী মায়ের সাক্ষাত করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি সিরিয়ার বাদশাহগণের ভয়ে সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের পথ অতিক্রম করাই অবলম্বন করলেন। তাঁর বিবি সাহেবা গর্ভবতী ছিলেন। চলতে চলতে তাঁরা 'তূর' পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হলেন। এখানে রাত্রি বেলায় বিবি সাহেবার প্রসব-বেদনা আরম্ভ হলো। উক্ত রাত ছিলো তমসাচ্ছন্ন। বরফ পড়ছিলো। তীব্র শীত ছিলো। তিনি দূর থেকে আগুন দেখতে পান।

৮: আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই, তাঁরই রয়েছে সব উত্তম নাম (৬)।	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى (٨)
৯: এবং আপনার নিকট কি মূসার কোন সংবাদ এসেছে (৭)?	وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِیْثُ مُوْسٰى (٩)
১০: যখন সে এক আগুন দেখলো, তখন তার স্ত্রীকে বললো, 'দাঁড়াও, এক আগুন আমার নজরে পড়েছে। সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসবো অথবা আগুনের উপর রাস্তা পাবো।'	اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (١٠)
১১: অতঃপর যখন আগুনের নিকট আসলো (৮), আহবান করা হলো, 'হে মূসা!	فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِیَ یٰمُوْسٰى ؕ (١١)
১২: নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক হই। সুতরাং তুমি আপন জুতা খুলে ফেলো (৯), নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'-এর মধ্যে এসেছো (১০)	اِنِّیْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ؕ (١٢)
১৩: এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি (১১)। এখন কান পেতে শোনো, যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়।	وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰى (١٣)
১৪: নিশ্চয়, আমি হলাম 'আল্লাহ', আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম রাখো (১২)।	اِنَّنِیْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ (١٤)
১৫: নিশ্চয় ক্বিয়ামত আগমনকারী। এটাই নিকটবর্তী ছিলো যে, আমি সেটাকে সবার নিকট থেকে গোপন রেখে দিই (১৩) যেন প্রত্যেকে আপন প্রচেষ্টার প্রতিদান পায় (১৪)।	اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ اَكَادُ اُخْفِیْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى (١٥)

টীকা-৮: সেখানে একটা তরুতাজা, পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ দেখতে পান, যা উপর থেকে নীচে পর্যন্ত অতি উজ্জ্বল ছিলো। তিনি যতই সেটার নিকটে যাচ্ছিলেন তা ততই দূরে সরে যাচ্ছিলো। যখন দাঁড়িয়ে যেতেন, তখন সেটা তাঁর নিকটে আসতো। তখন তাঁকে

টীকা-৯: এতে বিনয় প্রকাশ ও সম্মানিত ভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পবিত্র উপত্যকার মাটি থেকে বারাকাত অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

টীকা-১০: 'তূওয়া' পবিত্র উপত্যকার নাম, যেখানে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-১১: তোমার সম্প্রদায় থেকে নাবুয়্যাত ও রিসালাত এবং সরাসরি কথা বলার মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছি। এ আহ্বানে হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারাই শুনেছিলেন। আর তাঁর শ্রবনশক্তি এতই ব্যাপক হয়েছিলো যে, তাঁর সমগ্র শরীরই কান হয়ে গিয়েছিলো। (সুবহানাল্লাহ- আল্লাহ এরই পবিত্রতা।)

টীকা-১২: যাতে তুমি তার মধ্যে আমাকে স্মরণ করো এবং আমার স্মরণের মধ্যে নিষ্ঠা ও আমারই সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়; অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। অনুরূপভাবে, লোক দেখানোরও যেন কোন দখল না থাকে।

অথবা এ অর্থ যে, তুমি আমার নামায কায়েম রাখো, যাতে আমিও তোমাকে আমার নিজ করুণা দ্বারা স্মরণ করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ঈমানের পর সর্বাপেক্ষা বড় ফরয হচ্ছে নামায।

টীকা-১৩: এবং বান্দাদেরকে সেটা কখন আসবে তা বলবো না এবং সেটা আসার খবর দেয়া যেতো না, যদি এই সংবাদ প্রদানের মধ্যে এ রহস্য না থাকতো-

টীকা-১৪: এবং তাঁর ভয়ে পাপাচার বর্জন করে, সৎকর্ম বেশী করে এবং সর্বদা তাওবাহ করতে থাকে।

টীকা-১৫: হে মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উম্মতগণ। সম্বোধনটা বাহ্যতঃ মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য তা দ্বারা তাঁর উম্মতগণই। (মাদারিক)

টীকা-১৬: এবং যদি তুমি তার কথা মান্য করো এবং ক্বিয়ামতের উপর ঈমান না আনো তবে

টীকা-১৭: এ প্রশ্নের রহস্য এ'যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন 'লাঠি' দেখে নেবেন এবং তাঁর মনে এ কথা খুব বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, 'এটা একটা লাঠি।' ফলে, যখন তা সাপের আকৃতি ধারণ করবে, তখন তাঁর পবিত্র অন্তরে কোনরূপ দুঃচিন্তা আসবে না।

অথবা রহস্য এ যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে এমনভাবে পরিচিত করা হবে, যাতে কথোপকথনের আতংকের প্রভাব হ্রাস পায়। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-১৮: উক্ত লাঠির উপরিভাগের দু'টি শাখা ছিলো। সেটার নাম ছিলো 'নাবআ'হ, (نبعه)

টীকা-১৯: যেমন, সফর সামগ্রী ও পানি বহন করা, কষ্টদায়ক প্রাণীকে প্রতিহত করা, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার কাজে লাগানো ইত্যাদি। এসব উপকারের কথা উল্লেখ করা আল্লাহ এর অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই ছিলো। আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে।

টীকা-২০: এবং আল্লাহ এর ক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়েছে যে, যে লাঠি হাতেই থাকতো এবং এতসব কাজে আসতো, এখনই হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর অজগর সাপ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে

টীকা-২১: এ কথা বলতেই ভয়-ভীতি দূরীভূত হতে থাকে। এমন কি তিনি আপন হাত মুবারক সেটার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। আর তাঁর হাতে স্পর্শ করতেই তা পূর্বের ন্যায় লাঠি হয়ে গেলো। তখন এরপরে আর একটা মু'জিযা দান করলেন, সেটা সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

টীকা-২২: অর্থাৎ ডান হাতের তালু বাম হাতের বাহুর সাথে বগলের নীচে মিলিয়ে বের করে আনুন। তখন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধিয়ে এবং

টীকা-২৩: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, "হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর বারাকাতময় হাত থেকে রাত ও দিনে সূর্যের ন্যায় আলো প্রকাশ পেতো এবং এ মু'জিযা তাঁর মহান মু'জিযাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো। অতঃপর আবার যখন তিনি আপন হাত মুবারক বগলের নীচে রেখে বাহুর সাথে মিলিয়ে নিতেন, তখন ঐ পবিত্র হাত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতো।

টীকা-২৪: আপনার নাবূয়্যাতের সত্যতার পক্ষে লাঠির পর এ নিদর্শনও গ্রহণ করুন।

টীকা-২৫: রসূল হয়ে,

টীকা-২৬: এবং কুফরের মধ্যে সীমা অতিক্রম করে গেলো ও খোদা হবার দাবী করতে লাগলো।

অনুবাদ	আয়াত
১৬: সুতরাং কখনো তোমাকে (১৫) যেন সেটা মান্য করা থেকে নিবৃত্ত না করে ঐ ব্যক্তি, যে সেটার উপর ঈমান আনেনা এবং আপন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে (১৬), অতঃপর তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى (١٦)
১৭: এ যে তোমার ডান হাতে কি, হে মূসা (১৭)?'	وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى (١٧)
১৮: আরয করলো, 'এটা আমার লাঠি (১৮) আমি সেটার উপর ভর করি এবং তা দিয়ে আমি আপন মেষ পালের উপর গাছের পাতা ঝেড়ে থাকি এবং তাতে আমার আরো কাজ আছে (১৯)।'	قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى (١٨)
১৯: ইরশাদ করলেন, 'সেটা নিক্ষেপ করো, হে মূসা।'	قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى (١٩)
২০: অতঃপর মূসা তা নিক্ষেপ করলো। তখনই তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো (২০)।	فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى (٢٠)
২১: বললেন, 'সেটা উঠিয়ে নাও এবং ভয় করোনা, এখনই আমি সেটাকে আবার পূর্বের ন্যায় করে দেবো (২১)।	قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٚ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى (٢١)
২২: এবং আপন হাত আপন বাহুর সাথে মিলিয়ে নাও (২২), তা অতি শুভ্র হয়ে বের হবে, কোন রোগের কারণে নয় (২৩), অপর একটা নিদর্শন রূপে (২৪)।	وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى (٢٢)
২৩: এজন্য যে, আমি তোমাকে বড় বড় নিদর্শন দেখাবো।	لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى (٢٣)
২৪: ফিরআ'নের নিকট যাও (২৫), সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে (২৬)।'	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (٢٤)

টীকা-২৭: এবং সেটাকে 'রিসালাত'-এর দায়িত্বভার বহনের জন্য প্রশস্ত করে দিন।
টীকা-২৮: যা শৈশবে আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে পুরে নেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছিলো। আর এর ঘটনা এ ছিলো যে, শৈশবে তিনি একদিন ফিরআ'উনের কোলে ছিলেন। তিনি তার দাঁড়ি ধরে তার মুখের উপর জোরে এক চড় মেরেছিলেন। তাতে তার ভীষণ রাগ হলো আর তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো। বিবি আসিয়া (ফিরআ'উনের স্ত্রী) বললেন, "হে বাদশাহ! এতো এক অবুঝ শিশু! কি বুঝে সে? তুমি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।" এ পরীক্ষার জন্য একটা পাত্রে আগুন এবং এক পাত্রে লালবর্ণের মণিমুক্ত তাঁর সামনে পেশ করা হলো। তিনি মণিমুক্তা নিতে চাইলেন। কিন্তু ফিরিশতা তাঁর হাতকে অঙ্গারের উপর রেখে দিলেন এবং ঐ অঙ্গার তাঁর মুখে পুরে দিলেন। তাতে তাঁর জিহ্বা মুবারক জ্বলে গিয়েছিলো। ফলে, জিহ্বায় জড়তার (তোৎলান) সৃষ্টি হলো। এটা দূরীভূত হবার জন্য তিনি এ দুআ' করেছিলেন।

সূরাঃ ২০ ত্বা-হা-	রুকূ'-২	৫৭৩	মানযিল-৪	পারাঃ ১৬

২৫: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষ খুলে দাও (২৭)।	قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾
২৬: এবং আমার জন্য আমার কর্ম সহজ করে দাও।	وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾
২৭: এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও (২৮),	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾
২৮: যাতে সে আমার কথা বুঝতে পারে।	يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾
২৯: এবং আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উযির করে দাও (২৯)।	وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾
৩০: সে কে? আমার ভাই হারূন,	هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾
৩১: তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করো।	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾
৩২: এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করো (৩০),	وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾
৩৩: যাতে আমরা তোমার প্রচুর পবিত্রতা ঘোষনা করতে পারি,	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾
৩৪: এবং অধিক ভাবে তোমাকে স্মরণ করি (৩১)	وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾
৩৫: নিশ্চয়ই তুমি আমাদেরকে দেখেছো (৩২)'	إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾
৩৬: বললেন, 'হে মূসা! তোমার প্রার্থনা তোমাকে প্রদান করা হলো।	قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾
৩৭: এবং নিশ্চয়ই আমি (৩৩) তোমার উপর আরও একবার অনুগ্রহ করেছি,	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾
৩৮: যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছি যা অনুপ্রেরণা যোগাবার ছিলো (৩৪)	إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾
৩৯: যে, তুমি এ শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে সমুদ্রে (৩৫) ভাসিয়ে দাও, অতঃপর সমুদ্র সেটাকে তীরে ঠেলে দেবে, সেটাকে উঠিয়ে নেবে ঐ ব্যক্তি, যে আমার শত্রু এবং তারও শত্রু (৩৬), এবং আমি তোমার উপর আমার নিকট	أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ

টীকা-২৯: যে আমার সাহায্যকারী ও নির্ভরযোগ্য হবে।
টীকা-৩০: অর্থাৎ নাবুয়্যাত ও রিসালাতের প্রচার কার্যে,
টীকা-৩১: নামাযসমূহের অভ্যন্তরেও নামাযের বাইরেও।
টীকা-৩২: আমাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এ দরখাস্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআ'লা
টীকা-৩৩: এর পূর্বে,
টীকা-৩৪: অন্তরে সৃষ্টি করে, অথবা স্বপ্ন যোগে, যখন তাঁর মনে তাঁর জন্মের সময় ফিরআউনের পক্ষ থেকে তাঁকে হত্যা করে ফেলার আশংকা হলো।
টীকা-৩৫: অর্থাৎ নীলনদে,
টীকা-৩৬: অর্থাৎ ফিরআ'উন। সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মাতা একটা সিন্ধুক তৈরী করলেন এবং তাতে রুই বিছিয়ে দিলেন আর হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে তাতে রেখে সিন্ধুকের মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং এর ফাটলগুলোকে তৈলাক্ত আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তিনি ঐ সিন্ধুকের ভিতরে রেখে পানির নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর উক্ত সিন্দুকটা নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ নদ থেকে একটা বড় নহর বের হয়ে ফিরআ'উনের রাজমহলের মধ্যে পৌঁছেছিলো। ফিরআ'উন তার স্ত্রী আসিয়ার সাথে নহরের তীরে উপবিষ্ট ছিলো। নহরে সিন্দুকটা ভেসে আসতে দেখে সে দাসদাসীদেরকে তা উঠিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিলো। সিন্দুক উঠিয়ে সামনে আনা হলো, খুললো। তাতে নূরানী আকৃতির এক সন্তান ছিলো, যার কপাল থেকে সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। তাঁকে দেখতেই ফিরআ'উনের অন্তরে এমন ভালবাসা সৃষ্টি হলো যে, সে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো। তার বিবেক-বুদ্ধিও স্থির থাকলোনা। সে তখন নিজেকে সামলাতে পারলোনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাবারকা ও তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-
টীকা-৩৭ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে প্রিয়পাত্র করেছেন এবং সৃষ্টির নিকটও প্রিয়পাত্র করেছেন। যাকে আল্লাহ তাআ'লা আপন বন্ধুত্ব দ্বারা ধন্য করেন, হৃদয়সমূহে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

এমনি অবস্থা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এরও ছিলো। যে কেউই তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতো তারই অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যেতো। ক্বাতাদাহ বলেন যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর চক্ষুদ্বয় এমন লাবণ্যময় আকর্ষণ ছিলো যে, তাঁকে দেখে প্রত্যেক দৃষ্টিপাতকারীর অন্তরে ভালবাসার ঢেউ খেলতো।

টীকা-৩৮ঃ অর্থাৎ আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

টীকা-৩৯ঃ যার নাম মারয়াম ছিলো, যাতে সে তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কে খবরাখবর নেয় এবং জেনে নেয় যে, সিন্দুকটা কোথায় পৌঁছেছে? যখন সে দেখলো যে, সিন্দুকটা ফিরআ'উনের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেখানে ধাত্রীদেরকে দুধপান করানোর জন্য হাযির করা হলো। কিন্তু তিনি কারও স্তন মুখে লাগান নি, তখন তাঁর বোন

টীকা-৪০ঃ ঐসব লোক তা মঞ্জুর করলো। সে তাঁর আপন মাতাকে নিয়ে গেলো। তিনি তাঁর স্তনের দুধ গ্রহণ করলেন।

টীকা-৪১ঃ তাঁকে দেখে,

টীকা-৪২ঃ অর্থাৎ বিচ্ছেদের বিষাদ দূর হয়ে গেলো। এরপর হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর অপর এক ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-৪৩ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) ফিরআ'উনের সম্প্রদায়ের একজন কাফিরকে প্রহার করেছিলেন। সে মৃত্যুবরণ করেছিলো।
কথিত আছে যে, তখন তাঁর বয়স ছিলো বার বছর। এ ঘটনার কারণে তিনি ফিরআ'উনের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা বোধ করেছিলেন।

টীকা-৪৪ঃ বিভিন্ন কষ্টে ফেলে এবং সেগুলো থেকে মুক্তি দিয়ে।

টীকা-৪৫ঃ 'মাদয়ান' একটা শহর। মিশর থেকে আট 'মানযিল' দূরে অবস্থিত। এখানে হযরত শু'আ'ইব (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) বসবাস করতেন। হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) মিশর থেকে মাদয়ান আসলেন এবং কয়েক বছর যাবৎ হযরত শু'আ'ইব (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام)এর নিকটে অবস্থান করলেন। আর তাঁর সাহেবজাদী সাফূরার সাথে তাঁর বিবাহ হলো।

সূরাঃ ২০ ত্ব-হা-	৫৭৪	মানযিল-৪	পারাঃ ১৬

থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি (৩৭) এবং এজন্য যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই লালিত-পালিত হও (৩৮)।'	مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ (٣٩)
৪০: তোমার বোন চললো (৩৯) অতঃপর বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে তারই কথা বলে দেবো, যে এ শিশুর প্রতিপালন করবে (৪০)?' তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চক্ষু (৪১) জুড়ায় ও দুঃখ না পায় (৪২), এবং তুমি একটা প্রাণ বধ করেছিলে (৪৩), অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি (৪৪), অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে (৪৫), এরপর তুমি এক নির্ধারিত প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হয়েছিলে, হে মূসা (৪৬)।	اِذْ تَمْشِيْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ ؕ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۬ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى (٤٠)
৪১: এবং আমি তোমাকে বিশেষ করে আমার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছি (৪৭)।	وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ (٤١)
৪২: তুমি ও তোমার ভ্রাতা- উভয়ে আমার নিদর্শনসমূহ (৪৮) নিয়ে যাও এবং আমার স্মরণে আলস্য করোনা।	اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَ لَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ (٤٢)
৪৩: তোমরা দুজন ফিরআ'উনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে মাথাচাড়া দিয়েছে।	اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (٤٣)
৪৪: অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বলবে (৪৯), এই আশায় যে, সে মনোযোগ দেবে অথবা	فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ

টীকা-৪৬ঃ অর্থাৎ আপন বয়সের ৪০ তম বছরে। আর এটা হচ্ছে ঐ বয়স, যে বয়সে নাবীগণের প্রতি ওহী করা হয়।

টীকা-৪৭ঃ আপন ওহী ও রিসালাতের জন্য, যাতে তুমি আমার ইচ্ছা ও আমার ভালবাসার উপর ভিত্তি করে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারো এবং আমারই অকাট্য যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আর আমার ও আমার সৃষ্টির মধ্যখানে পয়গাম পৌঁছাতে পারো।

টীকা-৪৮ঃ অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ

টীকা-৪৯ঃ অর্থাৎ তাকে নম্রভাবে উপদেশ দেবে। বস্তুতঃ তার সাথে নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ এ জন্য ছিলো যে, সে শৈশবে তাঁর সেবা করেছিলো। কোন

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'নম্রতা' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর সাথে এ ওয়াদা করেন যে, সে যদি ঈমান গ্রহণ করে তবে, সে সমগ্র জীবন যুবক থাকবে, কখনো বার্ধক্য আসবে না এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার রাজত্ব স্থায়ী থাকবে, পানাহার ও বিবাহ-শাদীর স্বাদ ও আনন্দ আমৃত্যু স্থায়ী থাকবে। আর মৃত্যুর পর সহজে জান্নাতে প্রবেশ অধিকার লাভ করবে।

যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ফিরআ'উনকে ঐ প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন তার নিকট এ কথা খুবই পছন্দ হলো, কিন্তু সে কোন কাজের জন্য হামানের সাথে পরামর্শ করা ব্যাতীরেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো না।

হামান তখন উপস্থিত ছিলো না। সে যখন আসলো তখন ফিরআ'উন তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলো আর বললো, "আমি চাচ্ছি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর হিদায়াত অনুযায়ী ঈমান গ্রহণ করতে।" হামান বলতে লাগলো, "আমি তো তোমাকে জ্ঞানী ও বিবেকবান মনে করতাম। তুমিতো 'রব্ব' (প্রতিপালক) হও, 'বান্দা' হয়ে যেতে চাও? তুমি তো 'মা'বূদ' (উপাস্য), এখন উপাসক হবার আগ্রহ প্রকাশ করছো?" ফিরআ'উন বললো, "তুমি ঠিক বলেছো।"

হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) মিশরে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট আসেন আর হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে ওহী করলেন যেন তিনি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সুতরাং তিনি এক 'মানযিল' সামনে অগ্রসর হয় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আর যেই ওহী তাঁর প্রতি হয়েছিলো সে সম্পর্কে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অবহিত করলেন।

يَخْشٰى ﴿۴۴﴾

কিছুটা ভয় করবে (৫০)।'

قَالَا رَبَّنَاۤ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَاۤ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿۴۵﴾

৪৫: তারা দু'জন আরজ করলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয়ই আমরা আশঙ্কা করছি যে, সে আমাদের উপর সীমালংঘন করবে অথবা অন্যায় আচরণ সহকারে অগ্রসর হবে।'

قَالَ لَا تَخَافَاۤ اِنَّنِیْ مَعَكُمَاۤ اَسْمَعُ وَ اَرٰى ﴿۴۶﴾

৪৬: বললেন, 'ভয় করোনা, আমি তোমাদের সাথে আছি (৫১) শুনছি ও দেখছি (৫২)।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۬ۙ وَ لَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَ السَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿۴۷﴾

৪৭: সুতরাং তার নিকট যাও। আর তাকে বলো যে, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত হই, সুতরাং আমাদের সাথে ইয়া'কূবের সন্তানদেরকে ছেড়ে দাও (৫৩), এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না (৫৪)। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি (৫৫) এবং শান্তি তাদেরই প্রতি, যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে (৫৬)।'

اِنَّا قَدْ اُوْحِیَ اِلَيْنَاۤ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿۴۸﴾

৪৮: 'নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, শাস্তি তারই জন্য, যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (৫৭) এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (৫৮)।'

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿۴۹﴾

৪৯: সে বললো, 'তোমরা দু'জনের খোদা কে, হে মূসা?'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْۤ اَعْطٰى كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿۵۰﴾

৫০: বললো, 'আমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সেটার উপযোগী আকৃতি প্রদান করেছেন (৫৯) অতঃপর পথ প্রদর্শন

টীকা-৫০ঃ অর্থাৎ আপনার শিক্ষা ও উপদেশে এ আশা সহকারে হওয়া চাই যেন আপনার জন্য প্রতিদান এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণ আবশ্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর কোন প্রকার ওযর আপত্তি পেশ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে তা-ই হয়, যা আল্লাহ অদৃষ্টে রাখেন।

টীকা-৫১ঃ আপন সাহায্য সহকারে।

টীকা-৫২ঃ তার উক্তি ও কর্ম।

টীকা-৫৩ঃ এবং তাদেরকে দাসত্ব ও বন্দী থেকে মুক্ত করে দাও।

টীকা-৫৪ঃ পরিশ্রমের ও কষ্টদায়ক কাজ নিয়ে

টীকা-৫৫ঃ অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ, যেগুলো আমার নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে প্রমাণবহ। ফিরআ'উন বললো, "সেগুলো কি?" তখন তিনি শুভ্র হস্তের মু'জিযা দেখালেন।

টীকা-৫৬ঃ অর্থাৎ উভয় জাহানে তার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

টীকা-৫৭ঃ আমাদের নবুওয়াতকে এবং সেসব বিধানকে যেগুলো আমরা নিয়ে এসেছি।

টীকা-৫৮ঃ আমাদের হিদায়াত থেকে। হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام) ফিরআ'উনকে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার পর সে

টীকা-৫৯ঃ হাতকে সেটার উপযোগী করেন, এমনিভাবে যে, কোন বস্তুকে ধরতে পারে, পদদ্বয়কে সেগুলোর উপযুক্ত করে যেন চলতে পারে, চক্ষুদ্বয়কে সেগুলোর উপযোগী করেন যেন দেখতে পায়। আর কর্ণদ্বয়কে এমনি করেন যেন শুনতে পারে।

করেছেন (৬০)।’

৫১: বললো (৬১), ‘পূর্ববর্তী যুগের লোকদের অবস্থা কি (৬২) ?’

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى (٥١)

৫২: বললো, ‘তাদের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট একটি কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে (৬৩)। আমার প্রতিপালক না পথভ্রষ্ট হন, না ভুলে যান।

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَ لَا يَنْسَى (٥٢)

৫৩: তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং তোমাদের জন্য তাতে চলার পথসমূহ করে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষন করেছেন (৬৪)।’ অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের জোড়া উৎপন্ন করেছি (৬৫)।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى (٥٣)

৫৪: তোমরা আহার করো এবং নিজেদের গবাদি পশু চরাও (৬৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।

كُلُوْا وَ ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى (٥٤)

রুকূ’-৩

৫৫: আমি যমীন থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (৬৭), সেটার মধ্যেই তোমাদেরকে আবার নিয়ে যাবো (৬৮) এবং সেটা থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো (৬৯)।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (٥٥)

৫৬: এবং নিশ্চয় আমি তাকে (৭০) আপন সমস্ত নিদর্শন (৭১) দেখিয়েছি, অতঃপর সে অস্বীকার করেছে এবং অমান্য করেছে (৭২)।

وَ لَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ اَبٰى (٥٦)

৫৭: বললো, ‘তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছো যে, আমাদেরকে তোমার যাদু দ্বারা আমাদের ভূমি থেকে বের করে দেবে, হে মূসা ৭৩)?’

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى (٥٧)

৫৮: অতঃপর আমরাও অবশ্যই তোমার সামনে অনুরূপ যাদু উপস্থিত করবো (৭৪)।

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ

টীকা-৬০ঃ এবং সেটা সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান করেন যেন পার্থিব জীবন ও পরকালীন সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহ এর প্রদত্ত নি’মাতগুলোকে কাজে লাগানো যায়।

টীকা-৬১ঃ ফিরআ’উন

টীকা-৬২ঃ অর্থাৎ যেসব উম্মত (সম্প্রদায়) গত হয়েছে। যেমন- হযরত নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামূদ সম্প্রদায়দ্বয়, যারা প্রতিমাগুলোর পূজা করতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। এর জবাবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-৬৩ঃ অর্থাৎ ‘লাওহ্-ই-মাহফূয’-এ তাদের সমস্ত অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ক্বিয়ামত দিবসে তাদের সেসব কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে।

টীকা-৬৪ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বাণী তো এখানে সমাপ্ত হয়েছে। এখন আল্লাহ তাআ’লা মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে সেটা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন।

টীকা-৬৫ঃ অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সবুজ গাছপালা, তৃণলতা, শাকসবজি- বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন গন্ধের ও বিভিন্ন আকৃতির, কিছু মানুষের জন্য, কিছু জীব জন্তুর জন্য।

টীকা-৬৬ঃ এ নির্দেশ বৈধতা-নির্দেশক ও (আল্লাহ এর) নি’মাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য। আমি এসব তরুলতা উৎপন্ন করেছি, তোমাদের জন্য সেগুলো আহার করা ও তোমাদের গবাদি পশু চরানো বৈধ করে।

টীকা-৬৭ঃ তোমাদের আদি পিতামহ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে তা থেকে সৃষ্টি করে,

টীকা-৬৮ঃ তোমাদের মৃত্যু ও দাফনের সময়,

টীকা-৬৯ঃ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৭০ঃ অর্থাৎ ফিরআ’উনকে

টীকা-৭১ঃ অর্থাৎ সর্বমোট ৯ টা নিদর্শন। যেগুলো হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে দান করেছিলেন,

টীকা-৭২ঃ এবং এসব নিদর্শনকে যাদু বলেছে এবং সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে।

টীকা-৭৩ঃ অর্থাৎ আমাদেরকে মিশর থেকে বের করে নিজেই এটা দখল করবে এবং বাদশাহ হয়ে যাবে?

টীকা-৭৪ঃ এবং যাদু-বিদ্যায় আমাদের ও তোমার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

টীকা-৭৫ঃ এ 'মেলা' দ্বারা ফিরআ'উন সম্প্রদায়ের 'মেলা' বুঝানো হয়েছে, যা তাদের ঈদ উৎসব ছিলো। তাতে তারা সাজ-সজ্জা করে একত্রিত হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, এ দিবসটা 'আশুরা' অর্থাৎ ১০ই মুহাররাম। সে বৎসর উক্ত দিনটা শনিবার ছিলো। উক্ত দিনটাকে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এ জন্যই নির্ধারিত করেছিলেন যে, তা তাদের জন্য চূড়ান্ত জাঁকজমক ও মহত্ত্ব প্রকাশের দিন ছিলো। সেটাকে নির্ধারিত করা তাঁর পূর্ণ সাহসিকতা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ছিলো। তাছাড়া এর মধ্যে এ হিকমাত ছিলো যে, সত্যের প্রকাশ ও অসত্যের লাঞ্ছনার জন্য এমনই সময় বিশেষ উপযোগী। তখন চতুর্দিক থেকে সমস্ত লোক এসে একত্রিত হয়।

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى (٥٨)

সুতরাং আমাদের মধ্যেও তোমার মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি স্থির করো, যাকে না আমরা ভঙ্গ করবো, না তুমি, (তা হচ্ছে) সমতল ভূমি (-তে জমায়েত হওয়া)

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (٥٩)

৫৯: মূসা বললো, 'তোমার প্রতিশ্রুত মেয়াদ হচ্ছে মেলার দিন (৭৫) এবং এ যে, লোকদেরকে পূর্বাহ্নে সমবেত করা হবে (৭৬)।'

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى (٦٠)

৬০: অতঃপর ফির'আউন ফিরে গেলো এবং নিজের চক্রান্ত সমূহ একত্রিত করলো (৭৭), আবার আসলো (৭৮)।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى (٦١)

৬১: তাদেরকে মূসা বললো, 'তোমাদের ধ্বংস হোক! আল্লাহ এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা (৭৯), যাতে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেন এবং নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েই রয়েছে যে মিথ্যা রচনা করেছে (৮০)।'

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى (٦٢)

৬২: অতঃপর নিজেদের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধকারী হয়ে গেলো (৮১) এবং গোপনে পরামর্শ করলো।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى (٦٣)

৬৩: বললো, 'নিশ্চয়ই এ দু'জন (৮২) অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় যে, তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে আপন যাদুর জোরে বের করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম দ্বীন নিয়ে যাবে।

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى (٦٤)

৬৪: অতএব তোমরা তোমাদের চক্রান্তগুলোকে পাকাপোক্ত করে নাও, অতএব সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। এবং আজ সফলকাম হবে যে জয়ী হবে।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى (٦٥)

৬৫: বললো (৮৩), 'হে মূসা! হয়তো আপনি নিক্ষেপ করুন (৮৪), অথবা আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করবো (৮৫)।'

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى (٦٦)

৬৬: মূসা বললো, 'বরং তোমরা নিক্ষেপ করো (৮৬)।' যখনই তাদের দড়িগুলো ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর জোরে তাঁর ধারণায় ছুটাছুটি করছে বলে মনে হলো (৮৭),

টীকা-৭৬ঃ যাতে আলোকরশ্মি খুবই প্রসারিত হয়। আর দর্শকরা ভালোভাবে দেখতে পাবে। সবকিছু পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হবে,

টীকা-৭৭ঃ বহুসংখ্যক যাদুকরকে সমবেত করলো।

টীকা-৭৮ঃ প্রতিশ্রুত দিবসে তাদের সবাইকে নিয়ে

টীকা-৭৯ঃ কাউকে তার শরীক করে,

টীকা-৮০ঃ আল্লাহ তাআ'লা সম্বন্ধে

টীকা-৮১ঃ অর্থাৎ যাদুকরগণ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উক্ত বাণী পরস্পর মতবিরোধকারী হয়ে গেলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, "ইনিও আমাদের মতো যাদুকর।" কেউ কেউ তো বললো, "এসব বাণী যাদুকরের নয়। তিনি তো আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনে নিষেধ করেছেন।"

টীকা-৮২ঃ অর্থাৎ হযরত মূসা ও হযরত হারূন

টীকা-৮৩ঃ যাদুকরগণ,

টীকা-৮৪ঃ প্রথমে আপন 'লাঠি'

টীকা-৮৫ঃ নিজেদের যাদুক্রিয়া আরম্ভ করার ব্যাপারকে যাদুকররা আদব-রক্ষার্থে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর বারাকাতময় মতামতের উপর ছেড়ে দিলো। এরই বারাকাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা ঈমানের মহা সম্পদ দ্বারা ধন্য করলেন।

টীকা-৮৬ঃ একথা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এ জন্য বলেছিলেন যে, যা কিছু যাদুর কৌশল রয়েছে সবই প্রথমে প্রকাশ করা হোক। অতঃপর তিনি আপন মু'জিযা দেখাবেন আর সত্য বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। মু'জিযা যাদুকে বাতিল করে দেবে। অতঃপর দর্শকগণ অন্তর্দৃষ্টি যাচাই শক্তি দ্বারা উপদেশ লাভ করবে। সুতরাং যাদুকর দড়ি ও লাঠিসমূহ ইত্যাদি যেসব সামগ্রী এনেছিলো সবই নিক্ষেপ করলো এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দিলো,

টীকা-৮৭ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) দেখলেন, ভূমি সাপে ভরে গেছে, এবং মেলার ময়দানে সাপই সাপ ছুটাছুটি করছিলো। আর দর্শকগণ উক্ত যাদুর মিথ্যা দৃষ্টিবন্দী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলো। কখনো এমন না হয় যে, কিছু মু'জিযা দেখার পূর্বেই তারা এ যাদুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে এবং মুজিযা দেখবেন না।

টীকা-৮৮ঃ অর্থাৎ নিজ লাঠি

টীকা-৮৯ঃ অতঃপর হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) আপন লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সেটা যাদুকরদের সমস্ত অজগর ও অন্যান্য সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেললো। আর লোকেরা সেটার ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) সেটাকে আপন হাতে উঠিয়ে নিলেন। তখনই তা পূর্বের ন্যায় লাঠিতে পরিণত হয়ে গেলো। এটা দেখে যাদুকরগণ বিশ্বাস করলো যে, এটা মু'জিযা, যার সাথে যাদু বিদ্যা মুকাবিলা করতে পারে না এবং যাদুর প্রতারণারূপী কৌশল এর সম্মুখে টিকে থাকতে পারে না।

টীকা-৯০ঃ আল্লাহ এরই পবিত্রতা। কি অদ্ভূত ব্যাপার। যেসব লোক এখনই কুফর ও অস্বীকারের জন্য (যাদুর) রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করেছে, এক্ষুণি মু'জিযা দেখে তারাই কৃতজ্ঞতা ও সাজদা করার নিমিত্ত শির অবনত করেছে ও আপন ঘাড় পেতে দিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ঐ সাজদায় তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ দেখানো হয়েছে, আর তারা জান্নাতে তাদের অবস্থানগুলো দেখে নিয়েছিলো।

টীকা-৯১ঃ অর্থাৎ যাদু বিদ্যায় সে সুদক্ষ ওস্তাদ এবং তার মর্যাদা তোমাদের সবারই উপরে। (আল্লাহ এরই আশ্রয়।)

টীকা-৯২ঃ অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা,

টীকা-৯৩ঃ এ উক্তিতে অভিশপ্ত ফিরআ'উনের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'তার শাস্তিই কঠিনতর, না সমগ্র জাহানের প্রতিপালক (আল্লাহ)-এর?' ফিরআ'উনের এ অহংকারীসুলভ উক্তি শুনে ঐ যাদুকরগণ

টীকা-৯৪ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শুভ্র হস্ত ও লাঠি। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, তাদের যুক্তি এ ছিলো যে, 'যদি তুমি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর মু'জিযাকেও 'যাদু' বলো তাহলে বলো ঐসব রশি ও লাঠিগুলো কোথায় অদৃশ্য হলো?' কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন, 'স্পষ্ট প্রমাণাদি' দ্বারা 'জান্নাত এবং সেখানে নিজেদের স্থানসমূহ, প্রত্যক্ষ করা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৫ঃ তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই।

অনুবাদ	আয়াত
৬৭: তখন মূসা তার অন্তরে ভয় অনুভব করলো।	فَاَوْجَسَ فِیْ نَفْسِهٖ خِیْفَةً مُّوْسٰی ﴿۶۷﴾
৬৮: আমি বললাম,'ভয় করো না, নিশ্চয় তুমিই জয়ী।	قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ﴿۶۸﴾
৬৯: এবং নিক্ষেপ করো যা তোমার ডান হাতে রয়েছে (৮৮) এবং (তা) তাদের কৃত্রিম বস্তুগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা কিছু তৈরি করে এনেছে তা তো জাদুর প্রতারণা। যাদুকরের মঙ্গল হয় না যেখানেই আসুক (৮৯)।'	وَ اَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَیْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا یُفْلِحُ السّٰحِرُ حَیْثُ اَتٰی ﴿۶۹﴾
৭০: অতঃপর সমস্ত যাদুকরকে সাজদাবনত করানো হলো, তারা বললো, 'আমরা' তাঁরই উপর ঈমান আনলাম, যিনি হারূন ও মূসার প্রতিপালক (৯০)।'	فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰی ﴿۷۰﴾
৭১: ফিরআ'উন বললো, 'তোমরা কি তার উপর ঈমান এনেছো এর পূর্বেই যে, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দিই? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে (৯১)। সুতরাং আমি শপথ করছি, অবশ্যই আমি তোমাদের এক পার্শ্বের হাত ও অপর পার্শ্বের পা কর্তন করবোই (৯২) এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডের উপর শূলবিদ্ধ করবোই এবং নিশ্চয় তোমরা জেনে যাবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী (৯৩)।'	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِیْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَیْدِیَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِیْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَ لَتَعْلَمُنَّ اَیُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰی ﴿۷۱﴾
৭২: তারা বললো, 'আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেবো না এসব স্পষ্ট প্রমাণাদির উপর, যেগুলো আমাদের নিকট এসেছে (৯৪),আমাদের সৃষ্টিকর্তার নামে আমাদের শপথ। সুতরাং তুমি করো যা তোমার করার আছে (৯৫)। তুমি এ পার্থিব জীবনেই তো করবে (৯৬)।	قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰی مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَیِّنٰتِ وَ الَّذِیْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِیْ هٰذِهِ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا ﴿۷۲﴾

টীকা-৯৬ঃ সামনে তো তোমার কোন অবকাশ নেই। আর পৃথিবী হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং এখানকার সবকিছু ধ্বংসশীল। তুমি দয়াপরবশ হলেও তুমি স্থায়িত্ব প্রদানে অক্ষম। অতঃপর পার্থিব জীবন এবং সেটার আরাম-আয়েশ দূরীভূত হলেও তাতে দুঃখ কিসের? বিশেষ করে, যে এ কথা জানে যে, পরকালে পার্থিব

কর্মসমূহের প্রতিদান পাওয়া যাবে। (তার তো দুঃখই নেই।)

টীকা-৯৭ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মুকাবিলায়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, ফিরআ'উন যখন যাদুকরদেরকে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে মুকাবিলার জন্য আহ্বান করলো, তখন যাদুকররা ফিরআ'উনকে বললো, "আমরা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে শায়িত অবস্থায় দেখতে চাই।" সুতরাং সেটার প্রচেষ্টা চালানো হলো। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এমন সুযোগও দেয়া হলো। তারা দেখলো হযরত (মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)) নিদ্রারত আছেন আর তাঁর লাঠি শরীফটা তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। এটা দেখে যাদুকরগণ ফিরআ'উনকে বললো, "মূসা যাদুকর নন। কেননা, যাদুকর যখন নিদ্রাভিভূত হয় তখন তার যাদু বিদ্যা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।" কিন্তু ফিরআ'উন তাদেরকে যাদু করার জন্য বাধ্য করলো। তারা এর জন্য আল্লাহ তাআ'লা এর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হলো।

৭৩: নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং ঐ যাদু যা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছো (৯৭)। এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠ (৯৮) এবং সর্বাধিক স্থায়ী (৯৯)।'	اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى (٧٣)
৭৪: নিশ্চয় যে আপন প্রতিপালকের নিকট অপরাধী (১০০) হয়ে উপস্থিত হয় অবশ্যই তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে, যেখানে সে না মরবে (১০১), না বাঁচবে (১০২)।	اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى (٧٤)
৭৫: এবং যে তাঁর নিকট ঈমান সহকারে উপস্থিত হয়- এমতাবস্থায় যে, সে সৎকর্ম করেছে (১০৩), তবে তাদেরই মর্যাদা সমূচ্চ-	وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى (٧٥)
৭৬: বসবাসের বাগান, যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত সর্বদা সেগুলোর মধ্যে থাকবে, এবং এটা পুরস্কার তারই জন্য, যে পবিত্র হয়েছে (১০৪)।	جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى (٧٦)

রুকূ'-৪

৭৭: এবং নিশ্চয় আমি মূসার প্রতি ওহী করেছি (১০৫), 'আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি নিয়ে চলো (১০৬) এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক রাস্তা বের করে দাও (১০৭)। তোমার এ ভয় থাকবে না যে, ফিরআ'উন এসে পড়বে এবং না ভীতি (১০৮)।'	وَلَقَدْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى (٧٧)
৭৮: অতঃপর ফিরআ'উন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো আপন সৈন্য বাহিনী নিয়ে (১০৯), অতঃপর তাদেরকে সমুদ্র গ্রাস করে নিলো যেমনিভাবে গ্রাস করার ছিলো (১১০)।	فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ؕ (٧٨)
৭৯: এবং ফিরআ'উন আপন সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সৎপথ দেখায় নি (১১১)।	وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى (٧٩)

টীকা-৯৮ঃ অনুগতদেরকে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে

টীকা-৯৯ঃ শাস্তি প্রদান অনুসারে অবাধ্যদের উপর।

টীকা-১০০ঃ অর্থাৎ কাফির, যেমন ফিরআ'উন,

টীকা-১০১ঃ যাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তা থেকে পরিত্রান পেতে পারে,

টীকা-১০২ঃ এমন বাঁচা, যা দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হতে পারে।

টীকা-১০৩ঃ অর্থাৎ যাদের ঈমানের উপর জীবনের অবসান হয়েছে, তারা আপন জীবনে সৎকাজ করেছে এবং 'ফরয' ও 'নফলসমূহ' পালন করেছে,

টীকা-১০৪ঃ কুফরের অপবিত্রতা ও পাপাচারসমূহের আবর্জনাসমূহ থেকে।

টীকা-১০৫ঃ যখন ফিরআ'উন মু'জিযাসমূহ দেখে সৎপথে আসলোনা এবং উপদেশ গ্রহণ করলোনা আর বানী ইস্রাঈলের প্রতি যুলুম অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করলো।

টীকা-১০৬ঃ মিশর থেকে, আর যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছে এবং ফিরআ'উনের সৈন্যদল পেছনে এসে পড়ে তখন ভয় করোনা।

টীকা-১০৭ঃ আপন লাঠি নিক্ষেপ করে।

টীকা-১০৮ঃ সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর নির্দেশ পেয়ে রাত্রির প্রথম ভাগে সত্তর হাজার বানী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে মিশর থেকে রওনা হলেন।

টীকা-১০৯ঃ যাদের মধ্যে ছয় লক্ষ 'ক্বিবতী' ছিলো,

টীকা-১১০ঃ তারা নিমজ্জিত হয়ে গেলো এবং পানি তাদের মাথা অপেক্ষা উঁচু হয়েছিলো।

টীকা-১১১ঃ এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় অন্যান্য অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন এবং ইরশাদ করেন-

টীকা-১১২ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়

টীকা-১১৩ঃ এরই যে, আমি মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সেখানে তাওরীত দান করবো, যা অনুসারে আমল করা হবে।

টীকা-১১৪ঃ 'তীহ' নামক ময়দানে এবং বলেন-

টীকা-১১৫ঃ অকৃতজ্ঞ হয়ে ও নি'মাতের শোকর আদায় না করে এবং সেসব অনুগ্রহকে পাপাচার ও গুনাহের কাজে ব্যয় করে কিংবা একে অপরের প্রতি অত্যাচার করে।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى(۸۰)

৮০: হে বানী ইস্রাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে তোমারদের শত্রু (১১২) থেকে উদ্ধার করেছি, তোমাদেরকে 'তূর' পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১১৩) এবং তোমাদের প্রতি 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছি (১১৪)।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَ مَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى(۸۱)

৮১: আহার করো যেসব পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছি এবং তাতে সীমা লংঘন করোনা (১১৫)। ফলে, তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হবে, এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হয়েছে, নিঃসন্দেহে সে পতিত হয়েছে (১১৬)।

وَ اِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى(۸۲)

৮২: এবং নিঃসন্দেহে আমি খুবই ক্ষমাকারী হই তাকে, যে তাওবাহ করেছে (১১৭) ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অতঃপর সৎপথের উপর (অবিচলিত) রয়েছে (১১৮)।

وَ مَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى(۸۳)

৮৩: এবং তুমি আপন সম্প্রদায় থেকে কেন ত্বরা করলে, হে মূসা (১১৯)?

قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَ عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى(۸۴)

৮৪: আরয করলো, 'তারা এইতো, আমার পেছনে, এবং হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতি আমি ত্বরা করে হাযির হয়েছি, যাতে তুমি রাজি হও (১২০)।'

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ(۸۵)

৮৫: বললেন, 'সুতরাং আমি তোমার চলে আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে (১২১) পরীক্ষায় ফেলেছি, এবং তাদেরকে সামেরী পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে (১২২)।'

فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ

৮৬: অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি ফিরে গেলো (১২৩) ক্রোধে ভরা অনুতাপ করতে করতে (১২৪), বললো, 'হে আমার

টীকা-১১৬ঃ জাহান্নামে, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে

টীকা-১১৭ঃ শির্ক থেকে

টীকা-১১৮ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

টীকা-১১৯ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) যখন আপন সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করে তাওরীত আনার জন্য 'তূর' পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা এর সাথে কথা বলার আগ্রহে আগে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাদেরকে পেছনে রেখে গেলেন, আর বলেছিলেন, "আমার পেছনে পেছনে চলে এসো।" এর উপর আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা ইরশাদ ফরমান- (وَمَآ اَعْجَلَكَ) (তুমি কি কারণে ত্বরা করলে?) তখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১২০ঃ অর্থাৎ আপনার সন্তুষ্টি আরো অধিক লাভ হয়।

মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা 'ইজতিহাদ' করার বৈধতা প্রমাণিত হলো। (মাদারিক)

টীকা-১২১ঃ যাদেরকে তিনি হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে রেখে গিয়েছিলেন

টীকা-১২২ গরু-বাছুর পূজা করার প্রতি আহ্বান করে।

মাসআলাঃ এ আয়াতে (اضلال) 'পথভ্রষ্ট করা' ক্রিয়াটার সম্বন্ধ সামেরীর প্রতি করা হয়েছে। কেননা, সেই এটার কারণ হয়েছিলো। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোন বস্তুকে তার কারণের প্রতি সম্পর্কিত করাও বৈধ। এভাবে বলা যাবে যে, 'মাতা-পিতা প্রতিপালন করেছেন, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ হিদায়াত করেছেন, ওলীগণ চাহিদা পূরণ করেছেন ও বুযুর্গগণ বিপদ দূরীভূত করেছেন।' তাফসীরকারকগণ বলেন যে, কার্যাদিকে বাহ্যিকভাবে উৎস ও কারণের প্রতি সম্বন্ধিত করা যায়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে সেগুলোর স্রষ্টা আল্লাহ তাআ'লাই। আর ক্বুরআন কারীমে এ ধরণের সম্বন্ধ বহু স্থানে করা হয়েছে। (খাযিন)।

টীকা-১২৩ঃ চল্লিশ দিন পূর্ণ করে তাওরীত নিয়ে

টীকা-১২৪ঃ তাদের অবস্থার উপর,

টীকা-১২৫ঃ যে, তিনি তোমাদেরকে তাওরীত দান করবেন, যার মধ্যে হিদায়াত রয়েছে, নূর রয়েছে ও এক হাজার সূরা রয়েছে, প্রত্যেক সূরার মধ্যে হাজার আয়াত রয়েছে?

টীকা-১২৬ঃ এবং এমন ত্রুটিপূর্ণ কাজ করলে যে, গো-বৎসকে পূজা করতে আরম্ভ করলে? তোমাদের অঙ্গীকারতো আমার সাথে এ ছিলো যে, 'তোমরা আমার নির্দেশ মান্য করবে, এবং আমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

সম্প্রদায়! তোমাদেরকে কি তোমাদের প্রতিপালক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নি (১২৫)? তবে কি তোমাদের উপর প্রতিশ্রুতিকাল সুদীর্ঘ হয়ে অতিবাহিত হয়েছে, না তোমরা চেয়েছিলে যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ আপতিত হোক, যে কারণে তোমরা আমার (প্রতি প্রদত্ত) অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে (১২৬)?

يٰقَوۡمِ اَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۬ؕ اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ يَّحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُمۡ مَّوۡعِدِىۡ ﴿۸۶﴾

৮৭: তারা বললো, 'আমরা আপনার অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, তবে, আমাদের উপর কিছু বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এ সম্প্রদায়ের গয়নার (১২৭), তখন আমরা সেগুলো (১২৮) নিক্ষেপ করেছি, অতঃপর অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করলো (১২৯),

قَالُوۡا مَاۤ اَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلۡنَاۤ اَوۡزَارًا مِّنۡ زِيۡنَةِ الۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلۡقَى السَّامِرِىُّ ۙ﴿۸۷﴾

৮৮: অতঃপর সে তাদের জন্য একটা গরু বাছুর গড়ে আনলো, প্রাণহীন দেহ, গাভীর মতো ডাকতো (১৩০), অতঃপর বললো (১৩১), 'এটাই হচ্ছে তোমাদের উপাস্য এবং মূসার উপাস্য, মূসাতো ভুলে গেছে (১৩২)।'

فَاَخۡرَجَ لَهُمۡ عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوۡا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمۡ وَاِلٰهُ مُوۡسٰى ۬ فَنَسِىَ ؕ﴿۸۸﴾

৮৯: তবে কি তারা দেখছেনা যে, তা (১৩৩) তাদেরকে কোন কথার জবাব দিচ্ছে না এবং তাদের কোন ভাল-মন্দের ক্ষমতাও রাখেনা (১৩৪)?

اَفَلَا يَرَوۡنَ اَلَّا يَرۡجِعُ اِلَيۡهِمۡ قَوۡلًا ۙ وَّلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرًّا وَّلَا نَفۡعًا ﴿۸۹﴾

রুকূ'-৫

৯০: এবং নিশ্চয় তাদেরকে হারূন ইতোপূর্বে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! এমনি যে, তোমরা এর কারণে পরীক্ষায় পড়েছো (১৩৫)। এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক 'রাহমান' (পরম দয়াময়)। সুতরাং আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।'

وَلَقَدۡ قَالَ لَهُمۡ هٰرُوۡنُ مِنۡ قَبۡلُ يٰقَوۡمِ اِنَّمَا فُتِنۡتُمۡ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحۡمٰنُ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ وَاَطِيۡعُوۡۤا اَمۡرِىۡ ﴿۹۰﴾

৯১: (তারা) বললো, 'আমরা তো এর উপর আসন পেতে জমে থাকবো (১৩৬) যতক্ষণ

قَالُوۡا لَنۡ نَّبۡرَحَ عَلَيۡهِ عٰكِفِيۡنَ حَتّٰى

টীকা-১২৭ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উন-সম্প্রদায়ের অলংকারাদি, যেগুলো বানী ইস্রাঈল সেসব লোক থেকে ধার হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলো।

টীকা-১২৮ঃ সামেরীর নির্দেশে আগুনে

টীকা-১২৯ঃ সেসব অলংকারকে, যেগুলো তার নিকট ছিলো এবং ঐ মাটিকে, যা হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ঘোড়ার পায়ের নীচে থেকে সে সংগ্রহ করেছিলো।

টীকা-১৩০ঃ এ গো-বৎস সামেরী নির্মাণ করেছিলো, আর সেটার দেহে কিছু সংখ্যক ছিদ্র এভাবে রেখেছিলো যে, যখন সেগুলো দিয়ে বাতাস প্রবেশ করতো তখন তা থেকে গো-বৎসের ডাকের ন্যায় শব্দ সৃষ্টি হতো।

এক অভিমত এও রয়েছে যে, তা জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ঘোড়ার পায়ের নীচের মাটি রাখার কারণে জীবিত হয়ে গো-বৎসের ন্যায় আওয়াজ করতো।

টীকা-১৩১ঃ সামেরী ও তার অনুসারীগণ,

টীকা-১৩২ঃ অর্থাৎ মূসা উপাস্যের কথা ভুলে গেছেন এবং সেটাকে এখানে ছেড়ে সেটার তালাশে 'তূর' পর্বতে চলে গেছেন (আল্লাহ এরই আশ্রয়!)

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, আয়াত (نَسِىَ) 'ভুলে গেছে' ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে 'সামেরী'। আর অর্থ এই যে, সামেরী, যে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গড়েছে, সে আপন প্রতিপালককে ভুলে গেছে, অথবা সে 'ক্ষণস্থায়ী শরীর' থেকে প্রমাণ গ্রহণের কথা ভুলে গেছে।

টীকা-১৩৩ঃ গো-বৎস

টীকা-১৩৪ঃ সম্বোধন করতে বা জবাব দিতে অক্ষম এবং উপকার বা ক্ষতি করতেও (অপারগ), সেটা কীভাবে উপাস্য হতে পারে"

টীকা-১৩৫ঃ সুতরাং সেটার পূজা করোনা।

টীকা-১৩৬ঃ গো-বৎস পূজা করার উপর অটল থাকবো এবং তোমার কথা মানবোনা।

টীকা-১৩৭ঃ এর ফলে, হযরত হারূন (তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে বার হাজার এমন লোকও ছিলো, যারা গো-বৎসের পূজা করেনি। যখন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাদের শোরগোল ও বাদ্য-বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন, যারা গো-বৎসের চতুর্পার্শ্বে নৃত্য করছিলো। তিনি তখন তাঁর সত্তর জন সঙ্গীকে বললেন, "এতো ফিতনার শব্দ!" যখন নিকটে পৌঁছলেন এবং হযরত হারূন (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে দেখলেন তখন তাঁর ধর্মীয় জযবা থেকে সৃষ্ট রাগ, যা তাঁর পবিত্র স্বভাবই ছিলো, জোশের মধ্যে এসে তাঁর মাথার চুল ডান হাতে এবং দাঁড়ি বাম হাতে ধরলেন এবং

يَرۡجِعَ اِلَيۡنَا مُوۡسٰى (٩١)

পর্যন্ত আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসেন (১৩৭)।'

قَالَ يٰهٰرُوۡنُ مَا مَنَعَكَ اِذۡ رَاَيۡتَهُمۡ ضَلُّوۡۤا (٩٢)

৯২: মূসা বললো, 'হে হারূন! তোমাকে কোন বিষয় নিবৃত্ত রেখেছিলো যখন তুমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখেছিলে?

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيۡتَ اَمۡرِىۡ (٩٣)

৯৩: যে, আমার পশ্চাদানুসরণ করতে (১৩৮)। তবে কি তুমি আমার নির্দেশ মানলে না?'

قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَاۡخُذۡ بِلِحۡيَتِىۡ وَلَا بِرَاۡسِىۡ ۚ اِنِّىۡ خَشِيۡتُ اَنۡ تَقُوۡلَ فَرَّقۡتَ بَيۡنَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِىۡ (٩٤)

৯৪: বললো, 'হে আমার সহোদর! না আমার দাড়ি ধরো, না আমার মাথার চুল। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, 'তুমি বানী ইস্রাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও তুমি আমার বাক্যের অপেক্ষা করলে না (১৩৯)।'

قَالَ فَمَا خَطۡبُكَ يٰسَامِرِىُّ (٩٥)

৯৫: মূসা বললো, 'এখন তোমার কি অবস্থা, হে সামেরী (১৪০)।'

قَالَ بَصُرۡتُ بِمَا لَمۡ يَبۡصُرُوۡا بِهٖ فَقَبَضۡتُ قَبۡضَةً مِّنۡ اَثَرِ الرَّسُوۡلِ فَنَبَذۡتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتۡ لِىۡ نَفۡسِىۡ (٩٦)

৯৬: সে বললো, 'আমি তাই দেখেছিলাম যা লোকেরা দেখেনি (১৪১), অতঃপর আমি এক মুষ্টি ভরে নিলাম ফিরিশতার পদচিহ্ন থেকে। অতঃপর তা নিক্ষেপ করলাম (১৪২) এবং আমার মনে এটাই ভাল লেগেছে (১৪৩)।'

قَالَ فَاذۡهَبۡ فَاِنَّ لَكَ فِى الۡحَيٰوةِ اَنۡ تَقُوۡلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوۡعِدًا لَّنۡ تُخۡلَفَهٗ ۚ وَانۡظُرۡ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىۡ ظَلۡتَ عَلَيۡهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنۡسِفَنَّهٗ فِى الۡيَمِّ نَسۡفًا (٩٧)

৯৭: বললো, 'দূর হও (১৪৪)। পার্থিব জীবনে তোমার শাস্তি এই যে, (১৪৫), তুমি বলবে, 'স্পর্শ করে যেও না (১৪৬)।' এবং নিঃসন্দেহে তোমার জন্য একটা প্রতিশ্রুত কাল রয়েছে (১৪৭), তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না, আর তোমার ঐ উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য করো, যার সামনে তুমি দিনভর আসন পেতে বসেছিলে (১৪৮)। শপথ রইলো যে, অবশ্যই আমরা সেটাকে জ্বালিয়ে দেবো, অতঃপর টুকরো টুকরো

টীকা-১৩৮ঃ এবং আমাকে খবর দিতে, অর্থাৎ যখন তারা তোমার কথা অমান্য করেছিলো, তখন তুমি আমার সাথে কেন সাক্ষাৎ করলে না? তোমার তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াও তাদের প্রতি একটা তিরস্কার হতো।

টীকা-১৩৯ঃ এ কথা শুনে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) সামেরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সুতরাং

টীকা-১৪০ঃ তুমি কেন এমন করেছো? তার কারণ ব্যক্ত করো।

টীকা-১৪১ঃ অর্থাৎ আমি হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে দেখেছি এবং তাঁকে চিনে ফেলেছি। তিনি জীবন প্রদানকারী ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। আমার অন্তরে এ কথা জাগলো যে, 'আমি তাঁর ঘোড়ার পদচিহ্নের মাটি সংগ্রহ করে রেখে দেবো।'

টীকা-১৪২ঃ ঐ গো-বৎসের মধ্যে, যা গড়েছিলাম

টীকা-১৪৩ঃ এবং এ কাজটা আমি আমার মনের কুপ্রবৃত্তি থেকেই করেছি, অন্য কেউ তাতে উৎসাহ বা মদদ যোগায়নি। এ কথা শুনে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)

টীকা-১৪৪ঃ 'দূর হয়ে যা।'

টীকা-১৪৫ঃ যখন তোমার সাথে এমন কেউ সাক্ষাত করতে চাইবে, যে তোমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তখন তাকে

টীকা-১৪৬ঃ অর্থাৎ সবার থেকে পৃথক থাকবে, কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না, না তুমি কাউকে স্পর্শ করবে। লোকজনের সাথে মেলামেশা করা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। আর সাক্ষাত, কথোপকথন, ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যেকের সাথেই হারাম করে দেয়া হলো। আর যদি ঘটনাচক্রে কেউ তাকে স্পর্শ করতো, তবে সে এবং ঐ স্পর্শকারী উভয়ই কঠিন জ্বরে ভোগতো। সে জঙ্গলে একথা চিৎকার করে বলে ঘুরে বেড়াতো- 'কেউ যেন আমাকে ছুঁয়ে না যাও।' আর বন্য ও হিংস্র পশুর মধ্যে তার অবশিষ্ট জীবনের দিনগুলো অতি তিক্ততা ও ভয়-ভীতির মধ্যে অতিবাহিত করছিলো।

টীকা-১৪৭ঃ অর্থাৎ শাস্তির প্রতিশ্রুতির, এ পার্থিব শাস্তির পর পরকালে, তোমার শির্ক ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে।

টীকা-১৪৮ঃ এবং সেটার উপাসনার উপর স্থির ছিলে।

টীকা-১৪৯ঃ সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) অনুরূপই করেছিলেন। আর যখন তিনি সামেরীর উক্ত ফ্যাসাদকে নির্মূল করলেন, তখন বানী-ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে সত্য-দ্বীনের বিশদ বর্ণনা দিলেন এবং ইরশাদ করলেন-

করে সাগরে ভাসিয়ে দেবো (১৪৯)

৯৮: তোমাদের মা'বূদ তো এ আল্লাহ্‌ই, যিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। প্রত্যেক কিছুকেই তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টনকারী।

إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا (٩٨)

৯৯: আমি এভাবেই আপনার সামনে পূর্বেকার সংবাদসমূহ বর্ণনা করি, এবং আমি আপনাকে আমার নিকট থেকে একটা উপদেশ দান করেছি (১৫০)।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا (٩٩)

১০০: যে তা থেকে বিমুখ হয় (১৫১), অতঃপর নিঃসন্দেহে সে কিয়ামত দিবসে একটি বোঝা বহন করবে (১৫২)।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا (١٠٠)

১০১: তা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে (১৫৩) এবং তা কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য কতই মন্দ বোঝা বহন হবে!

خَٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ حِمْلًا (١٠١)

১০২: যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (১৫৪) এবং আমি সেদিন অপরাধীদেরকে (১৫৫) উঠাবো তাদের চক্ষুদ্বয় নীলাভ অবস্থায় (১৫৬)।

يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢)

১০৩: তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে 'তোমরা পৃথিবীতে ছিলে না, কিন্তু দশটা রাত মাত্র (১৫৭)।'

يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣)

১০৪: আমি খুব ভালোভাবে জানি যা তারা (১৫৮) বলবে যখন তাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়বিচারক ব্যক্তি বলবে, 'তোমরা শুধু একদিন অবস্থান করেছিলে (১৫৯):'

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (١٠٤)

রুকূ'-৬

১০৫: এবং তারা আপনাকে পর্বতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে (১৬০)। আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে উড়িয়ে দেবেন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا (١٠٥)

১০৬: অতঃপর যমীনকে (এমনই) সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦)

১০৭: যে, তুমি তাতে উঁচু-নিচু কিছুই দেখতে পাবে না।'

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا (١٠٧)

১০৮: সেদিন (তারা) আহবানকারীর পেছনে দৌঁড়াবে (১৬১), তার মধ্যে বক্রতা থাকবে না

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ

টীকা-১৫০ঃ অর্থাৎ কুরআন পাক। তা হচ্ছে এক মহা উপদেশ। যে-ই সেটার প্রতি মনোনিবেশ করে তার জন্য এ সম্মানিত কিতাবে মুক্তি এবং বারাকাতসমূহ রয়েছে। আর এ পবিত্র কিতাবে পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর এমন অবস্থা সমূহের উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ও উপদেশ লাভ করার উপযোগী।

টীকা-১৫১ঃ অর্থাৎ কুরআন থেকে, এবং সেটার প্রতি ঈমান না আনে এবং সেটার পথ-নির্দেশনা থেকে উপকার গ্রহণ না করে।

টীকা-১৫২ঃ পাপরাশির ভারী বোঝা।

টীকা-১৫৩ঃ অর্থাৎ ঐ পাপের শাস্তির মধ্যে

টীকা-১৫৪ঃ লোকদেরকে হাশর-ময়দানে হাযির করার জন্য। এটা দ্বারা 'দ্বিতীয় ফুৎকার' এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৫৫ঃ অর্থাৎ কাফিরদেরকে এমতাবস্থায়

টীকা-১৫৬ঃ এবং চেহারার রঙ হবে কালো।

টীকা-১৫৭ঃ পরকালের অবস্থাদি ও সেখানকার ভয়ংকর গম্য স্থানসমূহ দেখে পার্থিব জীবনকালকে তাদের নিকট অতি অল্প মনে হবে।

টীকা-১৫৮ঃ পরস্পর পরস্পরের সাথে

টীকা-১৫৯ঃ কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, "তারা সেদিনের সংকটময় অবস্থা দেখে তাদের পৃথিবীতে অবস্থানের পরিমাণ ভুলে যাবে।"

টীকা-১৬০ঃ শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, 'সাক্বীফ, গোত্রের একজন লোক রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে জিজ্ঞাসা করলো, "ক্বিয়ামত দিবসে পর্বতগুলোর অবস্থা কী হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৬১ঃ যে তাদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে 'অবস্থানের' দিকে আহ্বান করবে এবং বলবে- "চলো পরম দয়াময়ের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য।" এই আহ্বানকারী হবেন হযরত ইস্রাফীল (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১৬২: এবং এই আহবানকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবেনা
টীকা-১৬৩: আতঙ্ক ও মহত্ত্বের কারণে
টীকা-১৬৪: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন, "এমনই যে তাদের শুধু ওষ্ঠের নড়াচড়া থাকবে।"
টীকা-১৬৫: সুপারিশ করার
টীকা-১৬৬: অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছু এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআ'লা এর জ্ঞান বান্দাদের সত্তা ও গুণাবলী এবং সমস্ত অবস্থাব্যাপী রয়েছে।
টীকা-১৬৭: অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি জগতের জ্ঞান আল্লাহ এর সত্তাকে আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর সত্তাকে বোধ শক্তির আয়ত্তে আনা সৃষ্টির জ্ঞানের আয়ত্বের বহু উর্ধ্বে। শুধু তাঁর নামসমূহ, গুণাবলী ও তাঁর কুদরতের ক্রিয়াদি এবং তাঁর কর্ম-কৌশলের ধারা থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বলেন-

کجا دریابد او را عقل چالاک
که او بالا تر است از حدِ ادراک
نظر کن اندر اسماء وصفاتش
که واقف نیست کس از کنه ذاتش

অর্থাৎ ১) কোথায় পাবে তাঁকে সতেজ বোধশক্তি? কারণ, তিনি তো মানুষের আয়ত্তের সীমার অনেক উর্দ্ধে।
২) তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলির মধ্যে তুমি গভীর চিন্তা করো। তাঁর সত্তার হাক্বীক্বত সম্পর্কে কেউ অবগত নয়।
কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন, "সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ এর জ্ঞানসমূহকে আয়ত্ত করতে পারেনা।
বাহ্যতঃ এ বর্ণনাভঙ্গী দু'ধরনের, কিন্তু পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী একথা সহজে বুঝে নিতে পারে যে, পার্থক্য শুধু বর্ণনাভঙ্গীরই।
টীকা-১৬৮: এবং প্রত্যেকে বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা সহকারে হাযির হবে, কারো মধ্যে অবাধ্যতা থাকবেনা। আল্লাহ তাআ'লা এর ক্রোধ ও ক্ষমতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।
টীকা-১৬৯: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "যে শির্ক করেছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে এবং নিঃশ্চয় শির্ক জঘন্যতম যুলুম। আর যে এ জুলুমের বোঝা বহন করে ক্বিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে, সে অপেক্ষা বড় ব্যর্থ ব্যক্তি আর কে হতে পারে?"
টীকা-১৭০: মাসআলা: এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আনুগত্য ও সৎ কার্যাদি- সব কিছুর গ্রহণযোগ্যতা ঈমানের সাথেই শর্তযুক্ত। ঈমান থাকলে সৎকর্ম উপকারে আসবে, কিন্তু যদি ঈমান না থাকে তবে সবই বেকার।
টীকা-১৭১: ফরযসমূহ বর্জন করা ও নিষিদ্ধ কার্যাদি সম্পাদন করার পরিণাম স্বরূপ,
টীকা-১৭২: যার ফলে তাদের মনে সৎকর্মসমূহের প্রতি আগ্রহ ও অসৎকার্যাদির প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং তারা উপদেশ অর্জন করবে।
টীকা-১৭৩: যিনি প্রকৃত মালিক হন এবং সমস্ত বাদশাহ তাঁরই মুখাপেক্ষী,

(১৬২) এবং সকল শব্দ পরম দয়াময়ের সামনে (১৬৩) স্তব্ধ হয়ে থেকে যাবে, সুতরাং তুমি শুনতে পাবে না, কিন্তু অত্যন্ত মৃদু শব্দ (১৬৪)।
১০৯: সেদিন কারও সুপারিশ কাজে আসবে না কিন্তু তাঁরই, যাকে পরম দয়াময় (১৬৫) অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন এবং যাঁর কথা পছন্দ করেছেন।
১১০: এবং তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পশ্চাতে আছে (১৬৬) এবং তাদের জ্ঞান তাঁকে পরিবেষ্টিত করতে পারেনা (১৬৭)।
১১১: এবং সকল মুখ ঝুঁকে পড়বে ঐ চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী- বিশ্বের যথার্থ ব্যবস্থাপকের সম্মুখে (১৬৮) এবং নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়ে থাকবে যে জুলুমের ভার বহন করবে (১৬৯)।
১১২: এবং যে কিছু সৎকর্ম করে এবং মুসলমান হয়, তবে তার না অবিচারের ভয় থাকবে, না ক্ষতির (১৭০)।
১১৩: এবং এভাবেই আমি সেটাকে আরবি ক্বুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে বিভিন্নভাবে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১৭১), যাতে তারা ভয় করে কিংবা তাদের অন্তরে কিছু চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি করে (১৭২)।
১১৪: অতঃপর সর্বাধিক মহান আল্লাহ (১৭৩), এবং ক্বুরআনে ত্বরা

وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا (۱۰۸)
يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهٗ قَوْلًا (۱۰۹)
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا (۱۱۰)
وَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (۱۱۱)
وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّ لَا هَضْمًا (۱۱۲)
وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (۱۱۳)
فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ

টীকা-১৭৪: শানে নুযূল: যখন হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) ক্বুরআন নিয়ে অবতরণ করতেন, তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং তাতে ত্বরা করতেন যেন ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে যে, "আপনি কষ্ট করবেন না।" সূরা ক্বিয়ামাহ্য় আল্লাহ্ তা'আ'লা নিজেই এর দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে আরও অধিক সান্ত্বনা দিয়েছেন।

করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওহী আপনার প্রতি সম্পূর্ণ না হয় (১৭৪) এবং আরয করুন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান বেশি দাও।'	مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (۱۱۴)
১১৫: এবং নিশ্চয় আমি আদমকে এর পূর্বে একটা তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছিলাম (১৭৫)। অতঃপর সে তা ভুলে গিয়েছিলো এবং আমি তার ইচ্ছা পাইনি।*	وَ لَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (۱۱۵)
১১৬: এবং যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সাজদা করো।' তখন সবাই সাজদাবনত হলো, কিন্তু ইবলীস, সে মানলোনা।	وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى (۱۱۶)
রুকূ'-৭	
১১৭: অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এটা তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু (১৭৬)। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, সে তোমাদের দু'জনকে জান্নাত থেকে বের করে দেবে অতঃপর তুমি কষ্টের মধ্যে পতিত হবে (১৭৭)।	فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى (۱۱۷)
১১৮: নিশ্চয় তোমার জন্য জান্নাতের মধ্যে এটা রয়েছে যে, তুমি না ক্ষুধার্ত হবে এবং না নগ্ন হবে,	اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى (۱۱۸)
১১৯: এবং এ যে, তাতে না তোমার পিপাসা হবে, না রোদের তাপ (অনুভূত হবে) (১৭৮)।'	وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى (۱۱۹)
১২০: অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিলো- বললো, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেবো চিরস্থায়ী জীবন বৃক্ষের কথা (১৭৯) এবং ঐ বাদশাহীর কথা, যা পুরাতন হবে না (১৮০)?'	فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى (۱۲۰)
১২১: অতঃপর তারা দুজন তা থেকে ভক্ষণ করলো, তখনই তাদের সামনে তাদের লজ্জার বস্তুসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়লো (১৮১)। আর জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো (১৮২) এবং আদম থেকে আপন প্রতিপালকের নির্দেশের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংঘটিত হলো, তখন যেই উদ্দেশ্য চেয়েছিলো সেটার পথ পায়নি (১৮৩)।	فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَ عَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (۱۲۱)

টীকা-১৭৫: যেন নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট না যায়।

টীকা-১৭৬: এ থেকে জানা যায় যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য সম্পন্নের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার না করা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা থেকে বিমুখ থাকা হিংসা ও বিদ্বেষেরই প্রমাণবহ। এ আয়াতে শয়তানের, আদমকে সাজদা না করাকে তাঁর প্রতি তার শত্রুতা প্রদর্শনের প্রমাণ স্থির করা হয়েছে।

টীকা-১৭৭: এবং আপন খাদ্য ও খোরাকীর জন্য জমি চাষ করা, ক্ষেত করা, শস্য উৎপন্ন করা, সেগুলো পেষণ করা ও পাক করার পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হবে। আর যেহেতু স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর বর্তায়, সে কারণে এসব পরিশ্রমের সম্বন্ধ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি করা হয়েছে।

টীকা-১৭৮: প্রত্যেক প্রকারের আরাম-আয়েশ জান্নাতে মওজুদ রয়েছে, উপার্জন ও পরিশ্রম থেকে সম্পূর্ন নিরাপত্তা রয়েছে।

টীকা-১৭৯: যা আহার করলে ভক্ষণকারীর চিরস্থায়ী জীবন অর্জিত হয়ে যায়?

টীকা-১৮০: এবং তাতে ধ্বংস ও পরিবর্তন আসবে না?

টীকা-১৮১: অর্থাৎ বেহেশতী পোশাক তাঁদের শরীর থেকে খসে পড়েছে।

টীকা-১৮২: লজ্জাস্থান গোপন করার ও শরীর ঢাকার জন্য

টীকা-১৮৩: এবং ঐ বৃক্ষের ফল আহার করার ফলে চিরস্থায়ী জীবন পাওয়া যায়নি। অতঃপর হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) তাওবাহ ও ইস্তিগফারে রত হলেন এবং আল্লাহ এর দরবারে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওসীলা দিয়ে দুআ' করেন

* গুনাহের মধ্যে, কারণ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলো না। (বায়দাভী, হাশিয়া-ই জালালাঈন)

১২২: অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, অতঃপর তার দিকে কৃপা-দৃষ্টি ফেরালেন এবং আপন বিশেষ নৈকট্যের পথ প্রদর্শন করলেন।	ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى (١٢٢)
১২৩: (তিনি) বললেন, 'তোমরা উভয়ে একসাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর যদি তোমাদের সবার নিকট আমার পক্ষ থেকে সৎ পথের নির্দেশ আসে (১৮৪), তবে যে আমার হিদায়েতের অনুসারী হবে সে না বিপদগামী হবে (১৮৫), না হতভাগ্য হবে (১৮৬)।	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى (١٢٣)
১২৪: এবং যে আমার স্মরণে বিমুখ হয় (১৮৭), তবে তার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবন-যাপন (১৮৮) এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।'	وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى (١٢٤)
১২৫: সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি কেন অন্ধ অবস্থায় উঠালে? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম (১৮৯)।'	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْۤ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا (١٢٥)
১২৬: তিনি বলবেন, 'এভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিলো (১৯০), তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে এবং অনুরূপভাবেই আজ কেউ তোমার খোঁজ-খবর নেবে না (১৯১)।	قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى (١٢٦)

টীকা-১৮৪: অর্থাৎ কিতাব ও রসূল,

টীকা-১৮৫: অর্থাৎ পৃথিবীতে,

টীকা-১৮৬: পরকালে। কেননা, পরকালের দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে সৎ পথ থেকে বিপথগামী হবারই পরিণাম। সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্ এর কিতাব ও রসূলের অনুসরণ করে ও তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চলে সে দুনিয়ায় বিপদগামী হওয়া থেকে এবং পরকালে তাঁর শাস্তি ও অশুভ পরিণতি থেকে মুক্তি পাবে।

টীকা-১৮৭: এবং আমার হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

টীকা-১৮৮: পৃথিবীতে অথবা কবরে অথবা পরকালে অথবা দ্বীনের মধ্যে অথবা এসব কটিতেই। দুনিয়ায় 'সংকুচিত জীবন-যাপন' এ যে, হিদায়াতের অনুসরণ না করার কারণে মন্দকর্ম ও নিষিদ্ধ (হারাম) কাজে লিপ্ত হয়, অথবা অল্পে তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে লোভ-লিপ্সায় গ্রেফতার হয়ে যাবে। আর অধিক ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রের আধিক্য সত্ত্বেও সে মানসিক শান্তি ও অন্তরের স্বস্তি পায়না, বরং অন্তর প্রত্যেক বস্তুর অন্বেষায় বিচলিত হয়ে যায় এবং লোভ-লিপ্সার দুশ্চিন্তায়, যেমন এটা নয়, ওটা নয়, তমসাচ্ছন্ন অবস্থা ও সময়কাল খারাপ থাকে, আল্লাহ্ এর উপর নির্ভরশীল ঈমানদার ব্যক্তির ন্যায় তার মনে শান্তি ও স্বস্তি অর্জিতই হয়না। যাকে 'হায়াতে তৈয়্যিবাহ' (পবিত্র জীবন) বলা হয়,যেমন- আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

قَالَ تَعَالٰى فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

(সুতরাং আমি তাকে পবিত্র জীবন সহকারে জীবিত রাখবো।) তা সে লাভ করতে পারবে না। কবরের সংকুচিত জীবনযাপন এই যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে কাফিরের উপর নিরানব্বইটি অজগরকে তার কবরের মধ্যে নিয়োজিত করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন-

শানে নুযূল: এ আয়াত আসওয়াদ ইবনে আব্দুল ওযযা মাখযূমীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর ক্ববরের জীবন-যাপন দ্বারা কবরের এমন কঠোরভাবে চাপ দেয়ার কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, যার কারণে এক পাশের পাঁজর অপর পাশে চলে যায়।

পরকালের সংকুচিত জীবন-যাপন হচ্ছে 'জাহান্নামের শাস্তি', যেখানে 'যাক্কুম' (زقوم), উচ্ছ্বাসিত উত্তপ্ত পানি এবং জাহান্নামবাসীদের গলিত রক্ত ও তাদের পুঁজ আহার ও পান করার জন্য দেয়া হবে।

দ্বীনের মধ্যে 'সংকুচিত জীবন-যাপন' হচ্ছে এ যে, সৎকর্মের পথসমূহ সংকুচিত হয়ে যাবে এবং মানুষ হারাম উপার্জনের মধ্যে লিপ্ত হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, বান্দা অল্প লাভ করুক কিংবা বেশি, যদি আল্লাহ্ এর ভয় না থাকে তবে তাতে কোন মঙ্গল নেই। এটাই হচ্ছে সংকুচিত জীবন-যাপন। (তাফসীর-ই-কাবীর, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি।)

টীকা-১৮৯: পৃথিবীতে

টীকা-১৯০: তুমি সেগুলোর প্রতি ঈমান আন নি এবং

টীকা-১৯১: জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।

টীকা-১৯২: যারা রসূলগনকে অমান্য করতো।

টীকা-১৯৩: অর্থাৎ কুরাঈশগণ আপন সফরসমূহে তাদের ঘরবাড়ী ও অঞ্চলের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখছে।

টীকা-১৯৪: যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অনুধাবন করে যে, নাবীগণের প্রতি মিথ্যাবাদ দেয়া ও তাঁদের বিরোধিতার পরিনাম মন্দই হয়।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى (١٢٧)

১২৭: এবং আমি এভাবেই প্রতিফল দিই তাকে, যে সীমা অতিক্রম করেছে এবং আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনেনি, এবং নিঃসন্দেহে পরকালের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং সর্বাধিক স্থায়ী।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى (١٢٨)

১২৮: তবে কি তাদের এটা থেকে সৎ পথ অর্জিত হলো না যে, আমি তাদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি (১৯২), যাদের বসবাসের স্থানে এরা বিচরণ করছে (১৯৩)? নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে বিবেকবানদের জন্য (১৯৪)

রুকূ'-৮

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى (١٢٩)

১২৯: এবং যদি আপনার প্রতিপালকের একটা বাণী (চূড়ান্তভাবে) গত না হতো (১৯৫), তবে অবশ্যই শাস্তি তাদেরকে (১৯৬) জড়িয়ে ফেলতো এবং যদি না থাকতো একটা নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি (১৯৭)।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى (١٣٠)

১৩০: সুতরাং আপনি ঐসব লোকের কথার উপর ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে (১৯৮) এবং তা অস্তমিত হবার পূর্বে (১৯৯), এবং রাত্রিকালের মুহূর্তগুলোতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন (২০০) আর দিবসের প্রান্ত সমূহে (২০১) এই আশায় যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন (২০২)।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ

১৩১: এবং হে শ্রোতা, তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করো না সেটার দিকে, যা আমি কাফিরদের জোড়াগুলোকে ভোগ করার জন্য দিয়েছি পার্থিব জীবনের সজীবতা স্বরূপ, (২০৩) এজন্য যে, আমি তাদেরকে এরই কারণে পরীক্ষায় ফেলবো (২০৪) এবং তোমার

টীকা-১৯৫: হযরত মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উম্মতকে শাস্তি বিলম্বে দেয়া হবে,

টীকা-১৯৬: পৃথিবীতেই

টীকা-১৯৭: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-১৯৮: এটা দ্বারা 'ফযরের নামায' এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৯৯: এটা দ্বারা যোহর ও আসরের নামায বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দিনের শেষার্ধে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার ও সূর্যাস্তের মধ্যভাগে আদায় করা হয়।

টীকা-২০০: অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামাযগুলো পড়ো

টীকা-২০১: ফজর ও মাগরিবের নামাযসমূহ। এগুলোর প্রতি তাকীদ দেয়ার নিমিত্ত পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এবং দিনের প্রান্তগুলোতে যোহরের নামাযের কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের যুক্তি এ যে, যোহরের নামায সম্পন্ন করা হয় সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর। তখন দিনের প্রথমার্ধে ও শেষার্ধের প্রান্ত সমূহ পাওয়া যায়- প্রথমার্ধের শেষ ও শেষার্ধের প্রারম্ভ। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-২০২: আল্লাহ এর অনুগ্রহ দান এবং তাঁর পুরস্কার ও সম্মান দান করে আপনাকে উম্মতের পক্ষে সুপারিশকারী বানিয়ে আপনার সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

(অর্থাৎ অনতিবিলম্বে আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন)।

টীকা-২০৩: অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের কাফিরগণ, ইহুদী ও খ্রিস্টান প্রমুখকে যে সব পার্থিব আসবাবপত্র দিয়েছি। মু'মিনদের উচিত যেন সেগুলোকে অনুগ্রহ ও আত্মতৃপ্তিরতার দৃষ্টিতে না দেখে। হাসান (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, অবাধ্যদের জাঁকজমক দেখো না, বরং এটাই দেখো যে, পাপ ও নির্দেশ অমান্য করার লাঞ্ছনা কিভাবে তাদের ঘাড়সমূহ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

টীকা-২০৪: এভাবে যে, তাদের উপর অনুগ্রহ যতই অধিক হয়, ততই তাদের অবাধ্যতা ও তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায় এবং তারা পরকালের শাস্তির উপযোগী হয়।

টীকা-২০৫: অর্থাৎ জান্নাত ও সেটার নি'মাতসমূহ
টীকা-২০৬: এবং এ নির্দেশ পালনে বাধ্য করছি না যে, আমার সৃষ্টিকে জীবনোপকরণ দাও। কিংবা নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকার জিম্মাদার হও, বরং
টীকা-২০৭: এবং তাঁদেরকেও, তুমি জীবিকার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা, আপন অন্তরকে পরকালের জন্য অবসর রাখো। কারণ, যে আল্লাহ এর কাজে থাকে আল্লাহ তার কর্ম ব্যবস্থাপনা করেন।

وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى(۱۳۱)	প্রতিপালকের রিযক্ব (২০৫) সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী।
وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى(۱۳۲)	১৩২: এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচলিত থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাই না (২০৬), আমি তোমাকে জীবিকা দেবো (২০৭), এবং শুভ পরিণাম খোদাভীরুতার জন্য।
وَ قَالُوْا لَوْ لَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَ لَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى(۱۳۳)	১৩৩: এবং কাফিরগণ বললো, 'ইনি (২০৮) আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন নিয়ে আসছেন না (২০৯)? তাদের নিকট কি এর বিবরণ আসেনি, যা পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে রয়েছে (২১০)?'
وَ لَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَ نَخْزٰى(۱۳۴)	১৩৪: এবং যদি আমি তাদেরকে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম রসূল আসার পূর্বে, তবে তারা (২১১) অবশ্যই বলতো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রতি কোন রসূল কেন প্রেরণ করোনি, যাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের উপর চলতাম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে।'
قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدٰى(۱۳۵)	১৩৫: আপনি বলুন! 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে (২১২), সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, তবে অবিলম্বে জেনে যাবে (২১৩) কারা হচ্ছে সরল পথের পথিক এবং কে হিদায়াত পেয়েছে।'

টীকা-২০৮: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
টীকা-২০৯: যা তাঁর নাবুওয়্যাতের সত্যতার উপর প্রমাণ বহন করতো অথচ বহু আয়াত এসেছে ও মু'জিযাসমূহ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাচ্ছিলো। অতঃপর কাফিরগণ সর্বাধিক অন্ধ সেজে রইলো এবং তারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উদ্দেশ্যে এ কথা বলে দিলো- "আপনি আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন আনেন না?" এর জবাবে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-
টীকা-২১০: অর্থাৎ ক্বুরআ'ন ও বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সুসংবাদ এবং তাঁর নাবূয়্যাত ও প্রেরিত হওয়ার আলোচনা- এটা কেমনই মহান নিদর্শন। এগুলো হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন নিদর্শন চাওয়ার অবকাশ কোথায়?
টীকা-২১১: ক্বিয়ামত দিবসে
টীকা-২১২: আমরাও, তোমরাও।
শানে নুযূল: মুশরিকগণ বলেছিলো যে, আমরা যুগের নিত্যনতুন ঘটনাবলীর ও বিপ্লবের অপেক্ষা করছি যে, কখন মুসলমানদের উপর আসবে এবং তাদের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের ধ্বংসের অপেক্ষা করছো আর মুসলমানরাও তোমাদের অশুভ পরিণাম ও শাস্তির অপেক্ষা করছে।
টীকা-২১৩: যখন খোদার নির্দেশ আসবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।★

টীকা-১: 'সূরা আম্বিয়া' মাক্কী। এতে সাতটি রুকু', একশ বারোটি আয়াত, এক হাজার ছিয়াশিটি পদ এবং চার হাজার আটশ নব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের সময়- ক্বিয়ামতের দিন আসন্ন হয়েছে আর লোকেরা এখনো পর্যন্ত অলসতার মধ্যে রয়েছে।

শানে নুযূল: এ আয়াত পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার বিষয়কে মেনে নেয় না। রোজ ক্বিয়ামতকে বিগত যুগগুলোর অনুপাতে 'আসন্ন' ও 'নিকটবর্তী' বলা হয়েছে। কেননা, যতই দিন গত হতে যাচ্ছে ততই 'আগমনকারী দিন' নিকটবর্তী হতে যাচ্ছে।

টীকা-৩: না তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, না শিক্ষা অর্জন করে, না আগমনকারী সময়ের জন্য কোনরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

টীকা-৪: আল্লাহ এর স্মরণ থেকে গাফিল রয়েছে,

সূরাঃ ২১ আম্বিয়া	৫৮৯	মানযিল-৪	পারাঃ ১৭

আম্বিয়া

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা আম্বিয়া (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-১১২, রুকূ'-৭

১: মানুষের হিসাব-নিকাশ আসন্ন এবং তারা অলসতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে (২)।	اِقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَ هُمۡ فِیۡ غَفۡلَۃٍ مُّعۡرِضُوۡنَ ۚ﴿۱﴾
২: যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন সেটা তারা শুনেনা, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে (৩)	مَا یَاۡتِیۡهِمۡ مِّنۡ ذِکۡرٍ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ مُّحۡدَثٍ اِلَّا اسۡتَمَعُوۡهُ وَ هُمۡ یَلۡعَبُوۡنَ ۙ﴿۲﴾
৩: তাদের অন্তর খেলাধূলায় পড়ে রয়েছে (৪), এবং যালিমগণ পরস্পরের মধ্যে গোপনে পরামর্শ করেছে (৫), 'ইনি কে? একজন তোমাদেরই মতো মানুষ মাত্র (৬)। তোমরা কি যাদুর নিকট যাচ্ছো দেখেশুনে?'	لَاهِیَۃً قُلُوۡبُهُمۡ ؕ وَ اَسَرُّوا النَّجۡوَی ٭ۖ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا ٭ۖ هَلۡ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُکُمۡ ۚ اَفَتَاۡتُوۡنَ السِّحۡرَ وَ اَنۡتُمۡ تُبۡصِرُوۡنَ ﴿۳﴾
৪: নাবী বললেন, 'আমার প্রতিপালক জানেন, আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে প্রত্যেক কথাই এবং তিনিই হন শ্রোতা, জ্ঞাতা (৭)।	قٰلَ رَبِّیۡ یَعۡلَمُ الۡقَوۡلَ فِی السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ ۫ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۴﴾
৫: বরং তারা বললো, '(এ হচ্ছে) উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্নসমূহ (৮), বরং তাঁরই মনগড়া (৯),	بَلۡ قَالُوۡۤا اَضۡغَاثُ اَحۡلَامٍۭ

টীকা-৫: এবং সেটার গোপনীয়তায় অতিশয়তা অবলম্বন করেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তাদের গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। আর বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তারা রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সম্পর্কেই একথা বলেছে-

টীকা-৬: এটা কুফরের মূলনীতি ছিলো যে, 'যখন একথা লোকদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে যে, তিনি (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তোমাদের মতো মানুষ, তখন কেউ তাঁর উপর ঈমান আনবেনা।' হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর যমানার কাফিরগণ একথা বলেছিলো এবং তা গোপন করেছিলো। কিন্তু আজকালকার কিছু সংখ্যক খোদাভীতিশূন্য লোক প্রকাশ্যভাবে একথা বলে বেড়ায় এবং লজ্জাবোধও করেনা। কাফিরগণ উক্ত কথাটা বলার সময় একথাও জানতো যে, তাদের ঐ কথাটা কারো হৃদয়ঙ্গম হবেনা। কেননা, লোকেরা রাতদিন মু'জিযা দেখছে। তারা কিভাবে একথা বিশ্বাস করতে পারবে যে, হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আমাদের মতো মানুষ? এ কারণে, তারা মু'জিযাকে 'যাদু' বলেছে এবং বলেছে-

টীকা-৭: তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন থাকতে পারেনা, যতই আড়ালে ও রহস্যের মধ্যে রাখা হোক না কেন, তাদের সেই গোপন রহস্যও এর মধ্যে ফাঁস করে দিয়েছেন। এরপর থেকে ক্বুরআন কারীমের কারণে তারা অতীব চিন্তাগ্রস্ত ও হতবুদ্ধি ছিলো যে, কিভাবে সেটাকে অস্বীকার করবে। তাতো এমনই সুস্পষ্ট মু'জিযা, যা সমস্ত দেশের গৌরবময় দক্ষ ব্যক্তিদেরকেও অক্ষম এবং হতবাক করে দিয়েছে। আর তারা সেটার দু'চারটা আয়াতের মতো উক্তিও রচনা করে উপস্থিত করতে পারেনি। এই দুঃখে তারা ক্বুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য করেছিলো, যেগুলোর বিবরণ পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

টীকা-৮: 'সেগুলোকেই নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর ওহী মনে করেছেন।' কাফিরগণ এ কথাটা বলে চিন্তা করলো যে, (তাদের) এ কথাটাতো বাস্তবধর্মী হতে পারেনা। সুতরাং সেটা ত্যাগ করে এখন বলতে আরম্ভ করেছে-

টীকা-৯: এ কথা বলার পর তাদের ধারণা হলো যে, লোকেরা এ কথা বলবে, "যদি এ 'কালাম' (বাণী) হযরতের রচিত হয়ে থাকে আর তোমরা তাঁকে তোমাদের মতো মানুষ বলে থাকো, তবে তোমরা এমন 'কালাম' কেন রচনা করতে পারছোনা?' এ কথা ভেবে তারা এ মন্তব্যটাকেও বর্জন করলো। আর বলতে লাগলো-

টীকা-১০: এবং এ কালাম হচ্ছে কবিতাই। এ ধরণের উক্তি তারা উদ্ভাবনই করতে থাকে। কোন একটা কথার উপর স্থির থাকতে পারলো না। বস্তুতঃ বাতিল ও মিথ্যুকদের এমনই অবস্থা হয়। এখন তারা বুঝতে পারলো যে, এসব কথার মধ্যে কোনটাই কার্যকর নয়, তখন বলতে লাগলো-

টীকা-১১: এর খন্ডন ও জবাবে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা বলছেন-

টীকা-১২: অর্থ এই যে, তাদের পূর্বে লোকদের নিকট যেসব নিদর্শন এসেছে তারা তো সেগুলোর উপর ঈমান আনেনি, বরং সেগুলোকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছে এবং এ কারনেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ সব লোক কি নিদর্শন দেখে ঈমান আনবে? অথচ এদের গোঁড়ামী তাদের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বরং তিনি একজন কবি (১০)। সুতরাং আমাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেমন পূর্ববর্তীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন (১১)।'

بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ (٥)

৬: তাদের পূর্বে কোন জনপদ ঈমান আনেনি, যাকে আমি ধ্বংস করেছি, তবে কি এরা ঈমান আনবে (১২)?

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ (٦)

৭: এবং আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি, কিন্তু পুরুষগণকে, যাদেরকে আমি ওহী করতাম (১৩), সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে (১৪)।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٧)

৮: আমি তাদেরকে (১৫) এমন নিছক দেহ তৈরি করিনি যে, খাদ্য আহার করবে না (১৬) এবং না তারা দুনিয়ার মধ্যে সর্বদা থাকবে।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ (٨)

৯: অতঃপর আমি তাদেরকে আমার প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছি (১৭), অতঃপর তাদেরকে উদ্ধার করেছি এবং তাদেরকেও, যাদেরকে ইচ্ছা করছি (১৮) আর সীমা লংঘণকারীদেরকে (১৯) ধ্বংস করে দিয়েছি।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ (٩)

১০: নিশ্চয় আমি তোমাদেরর প্রতি (২০) একটা কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের খ্যাতির উল্লেখ রয়েছে (২১), তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (২২)?

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٠)

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٠)

টীকা-১৩: এটা তাদের পূর্ববর্তী উক্তির খন্ডন- এভাবে যে, নাবীগণ মানব-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করা নাবূয়্যাতের পরিপন্থী নয়। সর্বদা এমনিই হয়ে এসেছে।

টীকা-১৪: কেননা, যারা অনবগত তাদের জন্য জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই নেই। আর অজ্ঞতার রোগের চিকিৎসাই হচ্ছে- জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং তাঁদের নির্দেশ মুতাবিক কাজ করা।

মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা 'তাক্বলীদ' (মাযহাবের কোন ঈমামের অনুসরণ করা) 'ওয়াজিব হওয়া' প্রমাণিত হয়। এখানে ঐ জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করো- আল্লাহ এর রসূল মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন কিনা। এতে তোমাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে।

টীকা-১৫: অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে,

টীকা-১৬: সুতরাং তাঁদের পানাহার করার উপর আপত্তি উত্থাপন করা এবং একথা বলা যে, (مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ) (অর্থাৎ কি হলো এ রসূলের? তিনি তো খাদ্য আহার করছেন।) নিছক ভিত্তিহীন। সমস্ত নাবীর এই বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাঁরা সবাই আহারও করতেন, পানও করতেন।

টীকা-১৭: তাঁদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করার এবং তাঁদেরকে উদ্ধার করার,

টীকা-১৮: অর্থাৎ ঈমানদারগণকে, যাঁরা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)কে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

টীকা-১৯: যারা নাবীগণকে অস্বীকার করতো

টীকা-২০: হে কুরাঈশ গোত্রীয়রা!

টীকা-২১: 'যদি তোমরা সেটা অনুসারে আমল করো। অথবা এই অর্থ যে, 'ঐ কিতাব তোমাদের ভাষায়ই' অথবা এই অর্থ যে, 'তাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে।' অথবা এ যে, 'তাতে তোমাদের ধর্মীয় ও পর্থিব বিষয়াদি এবং প্রয়োজনসমূহের বিবরণ রয়েছে।'

টীকা-২২: যে, ঈমান এনে ঐ মান-সম্মান ও সৌভাগ্য অর্জন করবে?

টীকা-২৩: অর্থাৎ কাফির ছিলো,
টীকা-২৪: অর্থাৎ সেসব যালিম,
টীকা-২৫: শানে নুযূল: তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ইয়েমেন-ভূমিতে একটা বস্তি আছে, যেটার নাম 'হাসূর'। সেখানকার অধিবাসীগণ আরব ছিলো। তারা তাদের নাবীকে অস্বীকার করলো এবং শহীদ করলো। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাদের বিরুদ্ধে বোখতে নাসর বাসশাহকে বিজয়ী করলেন।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّ
اَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ (١١)

১১: এবং কত জনপদই আমি ধ্বংস করেছি, যারা অত্যাচারী ছিলো (২৩), এবং তাদের পর অপর সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا
يَرْكُضُوْنَ (١٢)

১২: অতঃপর যখন তারা (২৪) আমার শাস্তি পেলো, তখন তারা তা থেকে পলায়ন করতে লাগলো (২৫)।

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ
فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْـَٔلُوْنَ (١٣)

১৩: 'পলায়ন করোনা এবং ফিরে যাও সেসব ভোগ-বিলাসের দিকে, যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছিলো এবং তোমাদের বাসগৃহসমূহের দিকে, হয়ত তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (২৬)।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (١٤)

১৪: তারা বললো, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম (২৭)।'

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى
جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ (١٥)

১৫: সুতরাং তারা এ আর্তনাদই করতে থাকলো, যতক্ষণ না আমি তাদেরকে করেছি কর্তিত (২৮), নির্বাপিত।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ (١٦)

১৬: এবং আমি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, অনর্থক সৃষ্টি করিনি (২৯)।

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ
مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ (١٧)

১৭: যদি আমি কোন ক্রীড়া-উপকরণ অবলম্বন করতে চাইতাম (৩০), তবে আমার নিকট থেকেই অবলম্বন করতাম, যদি আমার করতেই হতো (৩১)।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ
الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ (١٨)

১৮: বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারি, ফলে, তা সেটার মস্তিষ্ক বের করে দেয়, অতঃপর তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (৩২) এবং তোমাদের দুর্ভোগ (৩৩) সেসব উক্তির কারণে যেগুলো তোমরা রচনা করছো (৩৪)।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

১৯: এবং তাঁরই জন্য, যত কিছু আসমানসমূহ এবং যমীনে রয়েছে (৩৫)

সে তাদেরকে হত্যা করলো এবং বন্দী করলো। তার এ হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রইলো। এসব লোক বস্তি ছেড়ে পলায়ন করলো। তখন ফিরিশতাগণ তাদেরকে বিদ্রুপ করে বললেন, যা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে-

টীকা-২৬: যে, তোমাদের কি ভোগান্তি হয়েছে এবং তোমাদের ধন-সম্পদের কি হলো? তখন তোমরা জিজ্ঞাসাকারীদেরকে স্বীয় জ্ঞান ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা থেকে জবাব দিতে পারবে।

টীকা-২৭: আযাব দেখার পর তারা গুনাহের কথা স্বীকার করেছে এবং লজ্জিত হয়েছে। এ কারণে, এ আপত্তি তাদের কাজে আসেনি।

টীকা-২৮: ক্ষেতের মতো যে, তাদেরকে তরবারি দ্বারা টুকরো টুকরো করা হয়েছে এবং নির্বাপিত আগুনের মতো হয়ে গেছে।

টীকা-২৯: যে, সেগুলোর দ্বারা কোন উপকার হবেনা, বরং সেগুলোতে আমার বহু হিকমাত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমার বান্দগণ সেগুলো দ্বারা আমার কুদরত ও হিকমাত (প্রজ্ঞা)-এর পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করবে এবং তারা আমার গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার পরিচিতি লাভ করবে।

টীকা-৩০: স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ন্যায়, যেমন খৃষ্টানরা বলে থাকে এবং আমার জন্য স্ত্রী ও কন্যার কথা বলে। যদি তা আমার জন্য সম্ভবপর হতো।

টীকা-৩১: কেননা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীরা স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিজের কাছেই রাখে। কিন্তু আমি তা থেকে পবিত্র, আমার জন্য এটা সম্ভবই নয়।

টীকা-৩২: অর্থ এ যে, আমি ভ্রান্ত লোকদের মিথ্যাকে সত্যের বিশদ বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দিই।

টীকা-৩৩: হে অকর্মা অযোগ্য কাফিররা!

টীকা-৩৪: আল্লাহ এর শানে যে, তাঁর জন্য স্ত্রী ও সন্তান স্থির করছো।

টীকা-৩৫: তিনি সবকিছুরই মালিক। আর সবই তাঁর মালিকানাধীন। সুতরাং কেউই তাঁর সন্তান কিভাবে হতে পারে? মামলূক হওয়া ও সন্তান হওয়া পরস্পর বিপরীত।

টীকা-৩৬: তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তাগণ, যাঁদের তাঁরই কৃপায়, তাঁর সান্নিধ্যে নৈকট্য ও মর্যাদা অর্জিত হয়েছে।
টীকা-৩৭: সর্বদা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায় মগ্ন থাকেন। হযরত কা'আব-ই-আহবার বলেছেন যে, ফিরিশতাদের জন্য তাসবীহ (আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা) তেমনই, যেমন মানব-সন্তানদের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা হয়।
টীকা-৩৮: অর্থাৎ যমীনের মূল্যবান উপাদান থেকে, যেমন সোনা, রূপা ও মূল্যবান পাথর ইত্যাদি,
টীকা-৩৯: এমন তো নয়, এবং না এটা হতে পারে যে, যা নিজে প্রাণহীন হয়, সেটা অপরকে প্রাণ দিতে পারবে। সুতরাং সেটাকে উপাস্য সাব্যস্ত করা ও 'ইলাহ' স্থির করা কতই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি? 'ইলাহ হচ্ছেন তিনিই, যিনি প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তুর (ممکن) উপর ক্ষমতাবান। যে শক্তিহীন সে আবার 'ইলাহ' কিভাবে হতে পারে?'
টীকা-৪০: আসমান ও যমীন
টীকা-৪১: কেননা, যদি 'খোদা' শব্দ দ্বারা ঐ 'খোদা' বুঝানো হয় যাদের খোদা হওয়ায় মূর্তি পূজারীরা বিশ্বাসী, তবে বিশ্ব-জগতের বিপর্যয় আবশ্যকীয় (অনিবার্য) হওয়াই সুস্পষ্ট। কেননা, সেগুলো তো জড় পদার্থ, বিশ্বের ব্যবস্থাপনার মোটেই ক্ষমতা রাখেনা। আর যদি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত বলে ধরে নেয়া হয়, তবুও বিপর্যয় আবশ্যকীয় হওয়া নিশ্চিত।
কেননা, যদি দু'খোদা কল্পনা করা হয় তবে দু'টি অবস্থার একটি অনিবার্য হয়-হয়ত উভয়ে (কোন বিষয়ে)
একমত হবে, অথবা উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হবে। যদি একটা বিষয়ে উভয়ে একমত হয়, তবে এটাই অনিবার্য হবে যে, একটা বস্তু দু'খোদারই ক্ষমতার প্রভাবাধীন হবে এবং তা উভয়ের শক্তি দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করবে। এটা অসম্ভব।
আর যদি উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয় তবে একটা বস্তু সম্পর্কে উভয়ের ইচ্ছা হয়তো একই সাথে কার্যকর হবে এবং একই সময়ে অস্তিত্বময় ও অস্তিত্বহীন উভয়টাই হয়ে যাবে। অথবা উভয়ের ইচ্ছা কার্যকর হবে না। আর তখন বস্তুটা না অস্তিত্বে আসবে, না অস্তিত্বহীন হবে। অথবা একের ইচ্ছা কার্যকর হবে, অপরের হবেনা। এ সবক'টি অবস্থাই অসম্ভব।
সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কল্পিত প্রত্যেক দিকের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।
'তাওহীদ' বা আল্লাহ এর একত্ববাদের পক্ষে এটা অতি জোরালো ও সন্দেহাতীত প্রমাণ। আর এর ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশদভাবে 'ইলমে কালাম' বা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তর্ক শাস্ত্রের ইমামদের কিতাবাদির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এতটুকুই উল্লেখ করা হলো। (তাফসীর-ই-কাবীর ইত্যাদি)
টীকা-৪২: যে, তাঁর জন্য সন্তান-সন্ততি ও অংশীদার স্থির করতো।

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ (١٩)

এবং তাঁর নিকটবর্তীগণ (৩৬) তাঁর ইবাদত থেকে অহংকার বশতঃ বিমুখ হয় না এবং না ক্লান্ত হয়।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ (٢٠)

২০: দিনরাত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং আলস্য করেনা (৩৭)

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ (٢١)

২১: তারা কি মাটি থেকে কিছু সংখ্যক এমন খোদা তৈরী করেছে (৩৮), যেগুলো কিছু সৃষ্টিও করে (৩৯)?

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (٢٢)

২২: যদি আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন খোদা থাকতো, তবে অবশ্যই সেগুলো (৪০) ধ্বংস হয়ে যেতো (৪১), সুতরাং পবিত্রতা আল্লাহ- আরশাধিপতির, সে সব উক্তি থেকে যেগুলো এরা রচনা করছে (৪২)।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ (٢٣)

২৩: তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না যা তিনি করেন (৪৩) এবং তাদের সবাইকে প্রশ্ন করা হবে (৪৪)।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۭ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ

২৪: তারা কি আল্লাহ ব্যতীত আরো খোদা বানিয়ে রেখেছে? আপনি বলুন (৪৫), 'নিজেদের প্রমাণ উপস্থিত করো (৪৬)। এ কুরআন

টীকা-৪৩: কেননা, তিনিই প্রকৃত মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন- যাকে চান সম্মানিত করেন, যাকে চান অপমানিত করেন, যাকে চান সৌভাগ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা হতভাগা করেন। তিনিই সব কিছুর নির্দেশদাতা। তাঁকে কেউ নির্দেশ দেয়ার নেই যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে।
টীকা-৪৪: কেননা, সবাই তাঁর বান্দা ও মালিকানাধীন। সবার উপর তাঁর আনুগত্য করা ও নির্দেশ মান্য করা অপরিহার্য। এ থেকে তাওহীদের আরেক প্রমাণ পাওয়া যায়- যখন সবাই মামলূক, তখন তন্মধ্যে কেউ আবার খোদা কিভাবে হতে পারে? এরপর প্রশ্নসূত্রে ধিককার স্বরূপ ইরশাদ করেন-
টীকা-৪৫: হে হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! মুশরিকদেরকে যে, তোমরা তোমাদের এ বাতিল দাবীর পক্ষে-
টীকা-৪৬: এবং প্রমাণ স্থির করো- চাই যুক্তিভিত্তিক হোক কিংবা কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হোক। কিন্তু না কোন যুক্তিগত প্রমাণ হাযির করতে পারছো, যেমন- উল্লেখিত সন্দেহাতীত প্রমাণাদি থেকে স্পষ্ট হয়েছে এবং না কোন কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রমান পেশ করতে পারছো। কেননা, সমস্ত আসমানী কিতাবে আল্লাহ তাআ'লা এর তাওহীদের বিবরণ রয়েছে এবং সবকটিতেই শির্ককে বাতিল করা হয়েছে।

টীকা-৪৭: 'সঙ্গে যারা রয়েছে' তারা হলেন- 'তাঁর উম্মতগণ'। ক্বুরআন কারীমে এর উল্লেখ রয়েছে যে, আনুগত্যের জন্য সে কি পুরস্কার লাভ করবে এবং নির্দেশ অমান্য করার ফলে কি শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-৪৮: অর্থাৎ পূর্ববর্তী নাবীগণের উম্মতদের এবং এরই যে, তাদের সাথে দুনিয়ার মধ্যে কি আচরণ করা হয়েছে এবং পরকালে কি আচরণ করা হবে।

مَّعِیَ وَ ذِکۡرُ مَنۡ قَبۡلِیۡ ؕ بَلۡ اَکۡثَرُهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۙ الۡحَقَّ فَهُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿۲۴﴾

আমার সাথে যারা আছে তাদেরই স্মরণ (৪৭) এবং আমার পূর্ববর্তীদের আলোচনা (৪৮), বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে জানেনা, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৪৯)।

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ ﴿۲۵﴾

২৫: এবং আমি আপনার পূর্বে কোন রসূল প্রেরণ করিনি, কিন্তু এ যে, আমি তার প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করি যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।'

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ بَلۡ عِبَادٌ مُّکۡرَمُوۡنَ ﴿ۙ۲۶﴾

২৬: তারা বললো, 'পরম দয়াময় পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন (৫০)।' পবিত্র তিনিই (৫১), তারা হচ্ছে সম্মানিত বান্দা (৫২)।

لَا یَسۡبِقُوۡنَهٗ بِالۡقَوۡلِ وَ هُمۡ بِاَمۡرِهٖ یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭: তারা আগে বেড়ে কথা বলেনা এবং তারা তাঁরই আদেশ অনুসারেই কাজ করে।

یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ وَ لَا یَشۡفَعُوۡنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارۡتَضٰی وَ هُمۡ مِّنۡ خَشۡیَتِهٖ مُشۡفِقُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮: তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তাদের পেছনে রয়েছে (৫৩), আর তারা সুপারিশ করেনা, কিন্তু তারই পক্ষে, যাকে তিনি পছন্দ করেন (৫৪) এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

وَ مَنۡ یَّقُلۡ مِنۡهُمۡ اِنِّیۡۤ اِلٰهٌ مِّنۡ دُوۡنِهٖ فَذٰلِکَ نَجۡزِیۡهِ جَهَنَّمَ ؕ کَذٰلِکَ نَجۡزِی الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯: এবং তাদের মধ্যে যে কেউ বলে, 'আমি আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য হই (৫৫),' তবে তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেবো। আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি যালিমদেরকে।

রুকূ'-৩

اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۳۰﴾

৩০: কাফিররা কি এ কথা ভাবেনি যে, আসমান ও যমীন বন্ধ ছিলো, অতঃপর আমি সেগুলোকে খুলেছি (৫৬) এবং আমি প্রত্যেক জীবনবিশিষ্ট বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি (৫৭)। তবে কি তারা ঈমান আনবে?

وَ جَعَلۡنَا فِی الۡاَرۡضِ رَوَاسِیَ اَنۡ تَمِیۡدَ بِهِمۡ وَ جَعَلۡنَا فِیۡهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمۡ یَهۡتَدُوۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১: এবং যমীনে আমি নোঙ্গর ফেলেছি (৫৮), যাতে সেগুলো নিয়ে প্রকম্পিত না হয় এবং আমি তাতে বহু প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা সঠিক পথ পায় (৫৯)।

টীকা-৪৯: এবং গভীরভাবে একথা চিন্তা-ভাবনা করেনা যে, 'তাওহীদের' উপর ঈমান আনা তাদের জন্য অপরিহার্য।

টীকা-৫০: শানে নুযূল: এ আয়াত 'খাযাআ'হ' গোত্রীয়দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ফিরিশতাদেরকে খোদার কন্যা বলেছিলো।

টীকা-৫১: তাঁর মহান সত্তা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর সন্তান হবে।

টীকা-৫২: অর্থাৎ ফিরিশতাগণ তাঁর মনোনীত ও সম্মানিত বান্দা।

টীকা-৫৩: অর্থাৎ যা কিছু তারা করেছে এবং যা কিছু তারা ভবিষ্যতে করবে।

টীকা-৫৪: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন- অর্থাৎ যারা 'তাওহীদ'-কে স্বীকার করে।

টীকা-৫৫: এ কথার বক্তা হচ্ছে ইবলীস। যে নিজের উপাসনারই প্রতি আহবান করে। ফিরিশতাদের মধ্যে অন্য কেউ এমন নেই, যে এমন কথা বলে।

টীকা-৫৬: 'বন্ধ হওয়া' হয়ত এ যে, একটা অপরটার সাথে ওৎপ্রোতভাবে মিশে ছিলো। অতঃপর সেগুলোকে পৃথক করে খুলেছেন। অথবা অর্থ এ যে, আসমান বন্ধ ছিলো এ অর্থে যে, তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না। আর 'যমীন বন্ধ ছিলো' এ অর্থে যে, তা থেকে উদ্ভিদ জন্মাতোনা। সুতরাং আসমান খোলার অর্থ এ যে তা থেকে বৃষ্টি হতে আরম্ভ করলো। আর যমীনকে খুলে দেয়ার অর্থ এ যে তা থেকে শাক-সবজি ইত্যাদি জন্মাতে লাগলো।

টীকা-৫৭: অর্থাৎ পানিকে প্রাণবানদের জীবনের উপায়-উপকরণ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, অর্থ এ যে, প্রত্যেক প্রাণী পানি থেকে সৃষ্ট। কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেছেন, তা দ্বারা 'বীর্য' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫৮: দৃঢ় পর্বতসমূহের,

টীকা-৫৯: আপন আপন সফরসমূহে এবং যেসব স্থানের ইচ্ছা করে সেস্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

টীকা-৬০ঃ ঢলে পড়া থেকে
টীকা-৬১ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ,
টীকা-৬২ঃ অর্থাৎ আসমানী সৃষ্টিসমূহ- সূর্য, চন্দ্র, তারকা এবং আপন আপন কক্ষপথে সেগুলোর নড়াচড়া অবস্থা এবং নিজ নিজ উদয়স্থল থেকে সেগুলোর উদয়াস্ত ও সেগুলোর বিস্ময়কর অবস্থাদি, যেগুলো বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব এবং তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও নির্ভুল বাস্তব কর্মকৌশলের উপর প্রমাণ বহন করে। কাফিরগণ এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং সেসব প্রমাণ থেকে উপকার গ্রহণ করেনা।
টীকা-৬৩ঃ অন্ধকার, যাতে তারা আরাম করে
টীকা-৬৪ঃ আলোকিত, যাতে তারা জীবকা ইত্যাদি উপার্জনের কাজ সমাধা করে
টীকা-৬৫ঃ যেমনিভাবে সাঁতারু পানিতে
টীকা-৬৬ঃ শানে নুযূল: রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শত্রুগণ তাদের ভ্রান্তি ও ঔদ্ধত্য বশতঃ বলতো যে, 'আমরা কালচক্রের প্রতীক্ষা করছি, অবিলম্বে এমন সময় আসবে যে, হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওফাত হয়ে যাবে।' এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর শত্রুদের জন্য এটা কোন খুশীর কথা নয়। আমি দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব রাখিনি।
টীকা-৬৭ঃ এবং তারা কি মৃত্যুর কঠিন ছোবল থেকে রেহাই পেয়ে যাবে? যখন এমন নয়, তখন আনন্দিত কোন কথার উপর হচ্ছে? বাস্তব ব্যাপার এ যে,
টীকা-৬৮ঃ অর্থাৎ আরাম ও কষ্ট, সুস্থতা ও অসুস্থতা, স্বাচ্ছন্দ ও দারিদ্র, লাভ ও ক্ষতি দ্বারা
টীকা-৬৯ঃ যাতে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে তোমরা কোন স্তরে রয়েছো
টীকা-৭০ঃ আমি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করবো।
টীকা-৭১ঃ শানে নুযূল: এ আয়াত আবূ জাহলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাঁকে দেখে হেসে উঠলো এবং বলতে লাগলো, "ইনি আবদে মান্নাফের বংশধরদের নাবী।' এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো-
টীকা-৭২ঃ কাফিরগণ
টীকা-৭৩ঃ বলে, "আমরা পরম দয়াময়কে জানিই না।" এমনি অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে। আর দেখছেনা যে, হাসি-ঠাট্টার উপযোগী তাদের নিজেদের অবস্থাই।
টীকা-৭৪ঃ শানে নুযূল: এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে বলতো, "শীঘ্রই শাস্তি অবতীর্ণ করান!" এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "এখন আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো, অর্থাৎ শাস্তির যেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর সময় এসে গেছে।" সুতরাং বদর-দিবসে সেই দৃশ্য তাদের চোখের সামনেই এসেছে।

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ (٣٢)

৩২: এবং আমি আসমানকে ছাদ করেছি, সুরক্ষিত (৬০) এবং তারা (৬১) তাঁর নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে (৬২)।

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُوْنَ (٣٣)

৩৩: এবং তিনিই হন, যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত (৬৩) ও দিন (৬৪) এবং সূর্য ও চন্দ্র, প্রত্যেকটি একেকটি কক্ষপথে বিচরণ করছে (৬৫)।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَاۡىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ (٣٤)

৩৪: এবং আমি তোমাদের পূর্বে কোন মানুষের জন্য পৃথিবীতে অনন্ত-জীবন সৃষ্টি করিনি (৬৬)। সুতরাং যদি আপনি ইনতিকাল করেন তবে এরা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে (৬৭)?

كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَیْنَا تُرْجَعُوْنَ (٣٥)

৩৫: প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি মন্দ ও ভাল দ্বারা (৬৮) পরখ করার জন্য (৬৯) এবং আমারই প্রতি তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে (৭০)।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ یَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِیْ یَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (٣٦)

৩৬: এবং যখন কাফিরগণ আপনাকে দেখে তখন আপনাকে সাব্যস্ত করেনা, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্ররূপে 'ইনিই কি ঐ ব্যক্তি, যিনি তোমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলে?' এবং তারা (৭২) পরম দয়াময়েরই স্মরণকে অস্বীকার করে (৭৩)।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِیْكُمْ اٰیٰتِیْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ (٣٧)

৩৭: মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন আমি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ দেখাবো, সুতরাং তোমরা আমার নিকট থেকে তাড়াতাড়ি চেওনা (৭৪)।

টীকা-৭৫ঃ শাস্তির অথবা ক্বিয়ামতের এটা তাদের ত্বরান্বিত করারই বিবরণ।
টীকা-৭৬ঃ দোযখের
টীকা-৭৭ঃ তারা যদি এটা জানতো, তবে কুফরের উপর অটল থাকতো না এবং শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারেও তাড়াহুড়া করতো না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٣٨)

৩৮: এবং বলে, 'কখন পূর্ণ হবে এ প্রতিশ্রুতি (৭৫) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٣٩)

৩৯: যদি কোনমতে জানতো কাফিরগণ ঐ সময়ের কথা, যখন না প্রতিহত করতে পারবে আপন মুখমন্ডল থেকে আগুনকে (৭৬) এবং না নিজেদের পৃষ্ঠগুলো থেকে এবং না তাদেরকে সাহায্য করা হবে (৭৭)।

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ (٤٠)

৪০: বরং তা তাদের উপর হঠাৎ করে এসে পড়বে (৭৮), তখন তা তাদেরকে হতভম্ব করে ছাড়বে, অতঃপর না তারা সেটা রোধ করতে পারবে এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে (৭৯)।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٤١)

৪১: এবং নিশ্চয় আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের প্রতি বিদ্রুপ করা হয়েছে (৮০), তখন ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে বসেছে (৮১)।

রুকূ'-৪

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ (٤٢)

৪২: আপনি বলুন, 'রাত ও দিনে তোমাদেরকে কে রক্ষা করছে 'পরম দয়াময়' থেকে (৮২)? বরং তারা আপন প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে (৮৩)।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ (٤٣)

৪৩: তাদের কি এমন কিছু সংখ্যক খোদা রয়েছে (৮৪), যারা তাদেরকে আমার (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করে (৮৫)? সেগুলো নিজেরা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা (৮৬) এবং না আমার নিকট থেকে তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ (٤٤)

৪৪: বরং আমি তাদেরকে (৮৭) এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগ-সম্ভার প্রদান করেছি (৮৮), এমন কি তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছে (৮৯), তবে কি তারা দেখতে পাচ্ছেনা যে, আমি (৯০) যমীনকে সেটার প্রান্তগুলো থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি (৯১)? তবে কি এরা বিজয়ী হবে (৯২)।'

টীকা-৭৮ঃ ক্বিয়ামত
টীকা-৭৯ঃ তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করলো।
টীকা-৮০ঃ হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
টীকা-৮১ঃ এবং তারা নিজেদের ঠাট্টা বিদ্রুপের অশুভ পরিণাম ও শাস্তিতে গ্রেফতার হলো। এতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি এ শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের জন্যও এই অশুভ পরিণতি রয়েছে।
টীকা-৮২ঃ অর্থাৎ তাঁর শাস্তি থেকে।
টীকা-৮৩ঃ যখন এমনি হয়, তখন তাদের মনে আল্লাহ এর শাস্তির ভয় কিভাবে আসবে? এবং তারা তাদের রক্ষাকারীদেরকেও চিনবে কি করে?
টীকা-৮৪ঃ আমি ব্যতীত, তাদের ধারণায়
টীকা-৮৫ঃ এবং আমার শাস্তি থেকে রক্ষা করে? এমন তো নয়। তারা যদি তাদের প্রতিমাগুলো সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখে, তবে তাদের অবস্থা এ যে,
টীকা-৮৬ঃ নিজেদের উপাসনাকারীদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে?
টীকা-৮৭ঃ অর্থাৎ কাফিরদেরকে
টীকা-৮৮ঃ এবং দুনিয়ার মধ্যে তাদেরকে অনুগ্রহ ও অবকাশ দিয়েছেন।
টীকা-৮৯ঃ এবং তারা তাতে আরো অধিক অহংকারী হয়েছে এবং তারা ধারণা করেছে যে, তারা সর্বদা এমনই থাকবে,
টীকা-৯০ঃ কাফিরদের ভূমির
টীকা-৯১ঃ দিন দিন মুসলমানদেরকে সেটার উপর বিজয় দিচ্ছি এবং একের পর অপর শহর বিজিত হয়ে চলে আসছে, ইসলামের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, কাফিরদের ভূমি ক্রমশঃ কমে আসছে এবং মক্কা মুকাররমাহ্‌র চতুর্পাশের উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তৃত হতে যাচ্ছে। মুশরিকগণ, যারা শাস্তি কামনা করায় ত্বরা করছে তারা কি এটা দেখতে পাচ্ছে না এবং শিক্ষা অর্জন করছে না?
টীকা-৯২ঃ যাদের আয়ত্ব ও নিয়ন্ত্রন থেকে ভূমি মুহূর্তে মুহূর্তে বের হয়ে যাচ্ছে। অথবা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ

سَلَّم) ও তাঁর সাহাবীগণ, যাঁরা আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে, বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে চলেছেন এবং তাঁদের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ (۴۵)

৪৫: আপনি বলুন, 'আমি তোমাদেরকে শুধু ওহী দ্বারাই সতর্ক করি (৯৩), এবং বধিরগণ আহবান শুনেনা যখন সতর্ক করা হয় (৯৪)।'

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (۴۶)

৪৬: এবং যদি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের শাস্তির বাতাস স্পর্শ করে যায়, তবে অবশ্যই বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম (৯৫)।'

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ (۴۷)

৪৭: এবং আমি ন্যায় বিচারের মানদন্ডসমূহ স্থাপন করবো ক্বিয়ামতের দিন। সুতরাং কারো আত্মার প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এবং যদি কোন বস্তু (৯৬) তিল-বীজের পরিমাণও হয়, তবে আমি তাও নিয়ে আসবো। এবং আমি যথেষ্ট হই হিসাব গ্রহণে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ (۴۸)

৪৮: এবং নিশ্চয় মূসা ও হারূনকে 'মীমাংসার মাপকাঠি' প্রদান করেছি (৯৭) এবং উজ্জ্বল আলো (৯৮) আর খোদাভীরুদের জন্য উপদেশ (৯৯)।

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ (۴۹)

৪৯: ঐসব লোক, যারা না দেখেও আপন প্রতিপালককে ভয় করে এবং ক্বিয়ামতের ভয় তাদের মধ্যেই লেগেই রয়েছে।

রুকূ'-৫

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۖ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (۵۰)

৫০: এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণময় উপদেশ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি (১০০)। তবুও কি তোমরা সেটার অস্বীকারকারী হও?

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ (۵۱)

৫১: এবং নিশ্চয় আমি ইব্রাহীমকে (১০১) পূর্ব থেকেই তার সৎপথ দান করেছি এবং আমি তার সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলাম (১০২)।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ (۵۲)

৫২: যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললো, 'এ মূর্তিগুলো কি (১০৩), যে গুলোর সম্মুখে তোমরা আসন পেতে বসে আছো (১০৪)?'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ (۵۳)

৫৩: তারা বললো, 'আমরা আপন বাপ-দাদাকে সেগুলোর পূজা করতে (দেখতে) পেয়েছি' (১০৫)।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۵۴)

৫৪: বললো, 'নিশ্চয় তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদা সবই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ (۵۵)

৫৫: তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছো কিংবা এভাবেই খেলা করছো (১০৬)?'

টীকা-৯৩ঃ এবং আল্লাহ এর শাস্তি সম্পর্কে তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ক করছি,

টীকা-৯৪ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ হিদায়াতকারী ও সতর্ককারীদের বাণী থেকে উপকার গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে বধিরের ন্যায়।

টীকা-৯৫ঃ নাবীর বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনেনি।

টীকা-৯৬ঃ কর্মসমূহ থেকে

টীকা-৯৭ঃ অর্থাৎ তাওরীত দান করেছি, যা হক ও বাতিলের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়

টীকা-৯৮ঃ অর্থাৎ আলো, যা দ্বারা মুক্তির পথ সম্পর্কে জানা যায়

টীকা-৯৯ঃ যা দ্বারা তারা সদুপদেশ গ্রহণ করে এবং ধর্মীয় বিষয়াদির জ্ঞানার্জন করে।

টীকা-১০০ঃ আপন হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি। অর্থাৎ কুরআন পাক। এটা অধিক মঙ্গলময় এবং ঈমান আনয়নকারীদের জন্য এতে রয়েছে মহা কল্যাণসমূহ।

টীকা-১০১ঃ তাঁর প্রথম বয়সে, বয়োপ্রাপ্ত হবার

টীকা-১০২ঃ যে, তিনি হিদায়াত ও নাবূয়্যাতের উপযোগী।

টীকা-১০৩ঃ অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলোকে পশুপক্ষী ও মানুষের আকৃতিসমূহে তৈরি করা হয়,

টীকা-১০৪ঃ এবং সেগুলোর উপাসনায় রত রয়েছো?

টীকা-১০৫ঃ সুতরাং আমরাও তাদের অনুসরণে তেমনি করতে আরম্ভ করেছি।

টীকা-১০৬ঃ যেহেতু তাদের নিকট নিজেদের কর্মপদ্ধতি বিভ্রান্তিরই নামান্তর হওয়া অসম্ভবই মনে হতো এবং সেগুলোকে অস্বীকার করাকে তারা অতি জঘন্য বিষয় বলে জানতো, সেহেতু তারা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বললো, "আপনি কি এ কথা বাস্তবিকই আমাদেরকে বলছেন, না ক্রীড়া-কৌতুক বশতঃ বলছেন?" এর জবাবে তিনি মহান সর্বজ্ঞাতা রাজাধিরাজের রাবূবিয়্যাতের প্রমাণ পেশ করে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে কোন উক্তিকারী নন, বরং সত্যটাই প্রকাশ করছেন। সুতরাং তিনি

টীকা-১০৭ঃ তোমাদের মেলানুষ্ঠানের দিকে।

ঘটনা এই যে, উক্ত সম্প্রদায়ের একটা বার্ষিক মেলানুষ্ঠান হতো। তারা তখন বনভূমিতে চলে যেতো। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে খেলাধূলায় মগ্ন থাকতো। ফেরার সময় বোতখানায় আসতো ও বোতগুলোর পূজা করতো। এরপর আপন আপন বাড়ীঘরে ফিরে যেতো।

যখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের একটা দলের সাথে বোতগুলো সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করলেন, তখন তারা বললো, "আগামীকাল আমাদের ঈদ অনুষ্ঠান। আপনিও সেখানে চলুন। আর দেখুন আমাদের দ্বীন ও কর্মপদ্ধতিতে কেমন শোভা রয়েছে এবং কেমন আনন্দ উপভোগ করা যায়।"

যখন ঐ মেলার দিন আসলো এবং তাঁকে মেলায় যাওয়ার জন্য বলা হলো, তখন তিনি ওযর দেখিয়ে থেকে গেলেন। ঐসব লোক রওনা হয়ে গেলো। যখন তাদের অবশিষ্ট ও দুর্বল লোকেরা, যারা আস্তে আস্তে যাচ্ছিলো, তারা তাঁর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদের বোতগুলোর ধ্বংস কামনা করবো।" এ কথা কেউ কেউ শুনেছিলো। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) বোতখানার দিকে ফিরে গেলেন।

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَ اَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ (۵۶)

৫৬: বললো, বরং তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি হন প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের, যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী হই।

وَ تَاللّٰهِ لَاَكِیْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِیْنَ (۵۷)

৫৭: এবং আমার আল্লাহ এর শপথ। আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ধ্বংস কামনা করবো এরপর যে, তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাবে (১০৭)।'

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِیْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَیْهِ یَرْجِعُوْنَ (۵۸)

৫৮: অতঃপর সে সবকে (১০৮) চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, কিন্তু একটাকে, যেটা সে সবের মধ্যে বড় ছিলো (১০৯) এ জন্য যে, সম্ভবতঃ তারা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে (১১০)।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِیْنَ (۵۹)

৫৯: তারা বললো, 'আমাদের দেবতাগুলোর সাথে কে এমন আচরণ করলো? নিশ্চয় সে যালিম।'

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًی یَّذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِیْمُ ؕ (۶۰)

৬০: তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক বললো, 'আমরা এক যুবককে সেগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি, যাকে ইব্রাহীম বলা হয় (১১১)

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤی اَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُوْنَ (۶۱)

৬১: তারা বললো, 'সুতরাং লোকসম্মুখে তাকে উপস্থিত করো, হয়ত তারা সাক্ষ্য দেবে (১১২)।'

قَالُوْۤا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ؕ (۶۲)

৬২: বললো, 'তুমি কি আমাদের দেবতাগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো, হে ইব্রাহীম (১১৩)।'

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِیْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا یَنْطِقُوْنَ (۶۳)

৬৩: তিনি বললেন, 'বরং সেগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ ঐ বড়টাই করেছে (১১৪)। সুতরাং সেগুলোকে জিজ্ঞাসা করো যদি সেগুলো কথা বলে (১১৫)।'

টীকা-১০৮ঃ অর্থাৎ বোতগুলোকে ভেঙ্গে

টীকা-১০৯ঃ ছেড়ে দিলেন এবং কুঠারটা সেটার কাঁধের উপর রেখে দিলেন

টীকা-১১০ঃ অর্থাৎ বড় মূর্তিকে, 'এসব ছোট মূর্তির অবস্থা কি? এগুলোকে কেন ভেঙ্গেছো? আর কুঠার তোমার কাঁধের উপর রাখলে কিভাবে?' ফলে, তাদের নিকট সেটার অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। আর তাদের জ্ঞান ফিরে আসবে যে, এমন অক্ষম বস্তু খোদা হতে পারেনা।

অথবা অর্থ এই যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে জিজ্ঞাসা করবে। তখন তিনি যুক্তি-প্রমাণ স্থির করার সুযোগ পাবেন।

সুতরাং যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা সন্ধ্যায় ফিরে আসলো এবং মূর্তিঘরে পৌঁছলো, আর তারা দেখলো যে, মূর্তিগুলো ভেঙ্গেচুরে পড়ে আছে তখন

টীকা-১১১ঃ এ সংবাদ যখন অত্যাচারী নমরূদ ও তার রাজন্যবর্গের নিকট পৌঁছলো তখন-

টীকা-১১২ঃ যে, এটা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এরই কাজ। অথবা তাঁকেই মূর্তিগুলো সম্পর্কে এমন কথা বলতে শুনা গেছে। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সাক্ষ্য স্থির হলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং হযরতকে ডাকা হলো এবং তারা

টীকা-১১৩ঃ তিনি সেটার তো কোন জবাবই দিলেন না, বরং তর্কযুদ্ধের নিয়মানুসারে পরোক্ষভাবে এক বিস্ময়কর ও বিরল যুক্তি স্থির করলেন।

টীকা-১১৪ঃ এ ক্রোধে যে, 'তোমরা উপস্থিতি সত্ত্বেও সেটা অপেক্ষা ছোটগুলোকে পূজা করছো।' সেটার কাঁধের উপর কুঠার থাকার কারণে এমনই অনুমান করা যেতে পারে। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করছো? জিজ্ঞাসা করলে

টীকা-১১৫ঃ তখন সেগুলো নিজেরাই বলবে যে, তাদের সাথে এমন আচরণ কে করেছে। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে যে, যেগুলো কথা বলতে পারেনা, যেগুলো কিছু বলতে পারে না সেগুলো খোদা হতে পারেনা। সেগুলোকে খোদা বলে বিশ্বাস করা বাতিল। সুতরাং তিনি এ কথা বললেন-

টীকা-১১৬ঃ আর বুঝতে পারলো যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) সত্যের উপরই রয়েছেন।

টীকা-১১৭ঃ যে এমন অক্ষম ও ক্ষমতাহীনের পূজা করছো। যেটা আপন কাঁধ থেকেও কুঠারটাও সরাতে পারে না সেটা তার পূজারীদেরকে বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা করবে এবং তার দ্বারা কি উপকার হতে পারে?

টীকা-১১৮ঃ এবং সত্য কথাটা বলার পর আবার তাদের দুর্ভাগ্য তাদের শিরে আরোহন করলো। আর তারা কুফরের প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো, বাতিল ও অন্যায় তর্কবিতর্ক ও বাড়াবাড়ি করতে লাগলো এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বলতে লাগলো-

টীকা-১১৯ঃ সুতরাং আমরা সেগুলোকে কিভাবে জিজ্ঞাসা করবো? আর হে ইব্রাহীম! তুমিও আমাদেরকে সেগুলো থেকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ কিভাবে দিচ্ছো?

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪: সুতরাং তারা নিজেদের মনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো, (মনে মনে ভাবতে লাগলো) (১১৬) এবং বললো, 'নিশ্চয়, তোমরাই যালিম (১১৭)।'

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰۤؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫: অতঃপর তাদেরকে তাদের মস্তকের উপর ভর করে অবনত করানো হলো (১১৮) যে, 'আপনি ভাল ভাবে জানেন যে, এরা কথা বলে না (১১৯)।'

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৬: বললো, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন সবের পূজা করছো, যেগুলো না তোমাদের উপকার করতে পারে (১২০) এবং না ক্ষতি করতে পারে (১২১)?

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭: ধিক্কার তোমাদের প্রতি এবং ঐ মূর্তিগুলোর প্রতি, যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা করছো! তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (১২২)?'

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮: তারা বললো, 'তাঁকে জ্বালিয়ে দাও এবং নিজেদের দেবতাগুলোকে সাহায্য করো। যদি তোমাদের কিছু করার থাকে (১২৩)।'

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৬৯: আমি বললাম, 'হে আগুন! হয়ে যা শীতল ও নিরাপদ ইব্রাহীমের উপর (১২৪)।'

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০: এবং তারা তাঁর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করলো। তখন আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম (১২৫)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا

৭১: এবং আমি তাকে ও লূতকে (১২৬)

টীকা-১২০ঃ যদি তোমরা সেগুলোর পূজা করো

টীকা-১২১ঃ যদি, সেটার পূজা বর্জন করো?

টীকা-১২২ঃ যে, এতটুকুও বুঝতে পারো যে, এ মূর্তি পূজা করার উপযোগী নয়। যখন প্রমাণ যথাযথভাবে স্থির হলো এবং সেসব লোক উত্তর দিতে অপারগ হয়ে গেলো, তখন

টীকা-১২৩ঃ নমরূদ এবং তার সম্প্রদায় হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে জ্বালিয়ে দেয়ার উপর একমত হলো এবং তারা তাঁকে একটা ঘরে বন্দী করে দিলো 'কূসী' (كُوْثِىْ) নামক গ্রামে একটা ইমারত তৈরি করলো। এক মাস পর্যন্ত তারা পূর্ণ প্রচেষ্ট দ্বারা নানা ধরণের কাঠ জমা করলো এবং একটা বিরাটাকার অগ্নিকুন্ড জ্বালালো। সেটার তাপে বাতাসে উড়ন্ত পাখী পুড়ে যেতো। একটা 'মিনজানীক্ব' (দূর থেকে ক্ষেপনের অস্ত্র বিশেষ) দাঁড় করানো হলো এবং তাঁকে বেঁধে সেটার মধ্যে রেখে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো। তখন তিনি মুখে উচ্চারণ করলেন-
(حَسْبِىَ اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ)
(অর্থাৎ আমার জন্য উত্তম ব্যবস্থাপক আল্লাহ তাআ'লাই যথেষ্ট)। জিব্রাঈল আমীন তাঁর খেদমতে আরয করলেন, "কিছু করার আছে কি?" তিনি বললেন, "তোমার দ্বারা নয়।" জিব্রাঈল আমীন আরয করলেন, "তবে, আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন।" তিনি বললেন, "সাহায্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা , তিনি যে আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন তাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

টীকা-১২৪ঃ অতঃপর আগুন তাঁর বন্ধনগুলো ব্যতীত অন্য কিছু জ্বালায়নি। আগুনের তাপ দূরীভূত হয়ে গেলো, কিন্তু আলো স্থায়ী রইলো।

টীকা-১২৫ঃ যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আল্লাহ্‌ তাআ'লা উক্ত সম্প্রদায়ের উপর মশা প্রেরণ করলেন, সেগুলো তাদের শরীরের মাংস খেয়ে ফেললো। রক্ত চুষে নিলো। একটা মশা নমরূদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করলো এবং সেটাই তার ধ্বংসের কারণ হলো।

টীকা-১২৬ঃ যিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর ভ্রাতা হারূনের সন্তান ছিলেন, নমরূদ ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে

টীকা-১২৭ঃ এবং ইরাক থেকে।

نَجَّيْنٰهُ وَ لُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ (۷۱)

নাজাত দান করেছি (১২৭) ঐ ভূমির প্রতি (১২৮) যাতে আমি বিশ্ববাসীদের জন্য কল্যাণ রেখেছি (১২৯)।

وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَ يَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَ كُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ (۷۲)

৭২: এবং আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক্ব (১৩০) এবং ইয়া'ক্বূব পৌত্ররূপে এবং আমি তাদের সবাইকে আমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগী করেছি।

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ (۷۳)

৭৩: এবং আমি তাদেরকে 'ইমাম' করেছি, যারা (১৩১) আমার নির্দেশে আহবান করে এবং আমি তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি- সৎকর্ম করতে, নামায প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং যাকাত প্রদান করতে, আর তারা আমার ইবাদত করতো।

وَ لُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَّ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ (۷۴)

৭৪: এবং লূতকে আমি ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রদান করেছি এবং তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছি, যারা অশ্লীল কাজ করতো (১৩২), নিশ্চয় তারা মন্দলোক, নির্দেশ অমান্যকারী ছিলো।

وَ اَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (۷۵)

৭৫: এবং আমি তাকে (১৩৩) আপন করুণার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি। নিঃসন্দেহে, সে আমার একান্ত নৈকট্যের উপযোগীদের অন্যতম।

রুকূ'-৬

وَ نُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (۷۶)

৭৬: এবং নূহকে, যখন সে ইতোপূর্বে আমাকে আহ্বান করেছিলো, তখন আমি তার প্রার্থনা কবূল করেছি এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি (১৩৪)।

وَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ (۷۷)

৭৭: এবং আমি সেসব লোকের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেছি যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে, নিশ্চয় তারা মন্দলোক ছিলো, অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছি।

وَ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ (۷۸)

৭৮: এবং দাঊদ ও সুলায়মানকে স্মরণ করুন। যখন শস্যক্ষেত্রের এক বিবাদ মীমাংসা করছিলো, যখন রাতের বেলায় তাতে কিছুলোকের মেষসমূহ প্রবেশ করেছিলো (১৩৫), এবং আমি তাদের বিচারের সময় উপস্থিত ছিলাম।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ

৭৯: আমি ঐ বিষয়টা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছি (১৩৬)

টীকা-১২৮ঃ রওনা করে,

টীকা-১২৯ঃ এ 'ভূমি' দ্বারা 'সিরিয়া-ভূমি' বুঝানো হয়েছে। সেটার বারাকাত বা কল্যাণ এ যে, এখানে অনেক নাবীর আবির্ভাব ঘটেছে। আর সমগ্র জাহানে তাঁদের ধর্মীয় কল্যাণ পৌঁছেছে এবং ফলমূল ও শাক-সব্জীর সজীবতার দিক দিয়েও এ অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উত্তম ছিলো। এখানে বহু নহর প্রবাহিত। পানি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত। বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) ফিলিস্তীন ভূমিতে অবতরণ করলেন। হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) (অবতরণ করলেন) 'মু'তাফাকা' নামক ভূমিতে।

টীকা-১৩০ঃ এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ তাআ'লার দরবারে পুত্র-সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

টীকা-১৩১ঃ লোকদেরকে আমার দ্বীনের প্রতি

টীকা-১৩২ঃ উক্ত জনপদের নাম ছিলো 'সাদ্দূম।'

টীকা-১৩৩ঃ অর্থাৎ হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) কে,

টীকা-১৩৪ঃ অর্থাঃ তুফান থেকে এবং অবাধ্যদের অস্বীকার করা থেকে।

টীকা-১৩৫ঃ সেগুলোর সাথে কোন রাখাল ছিলো না। সেগুলো ক্ষেতগুলোকে খেয়ে ফেললো। এ মুকাদ্দমাটা হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি রায় দিলেন যে, মেষগুলো ক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেয়া হোক। বস্তুতঃ মেষগুলোর দাম ক্ষেতের ক্ষতির সমান ছিলো।

টীকা-১৩৬ঃ হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সামনে যখন মামলাটা পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন, "উভয় পক্ষের জন্য এর চেয়ে সহজ পন্থাও হতে পারে।" তখন হযরতের বয়স ছিলো মাত্র এগার বছর। হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁকে বাধ্য করলেন যেন ঐ পন্থা বলে দেন। হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) রায় পেশ করলেন, "মেষগুলোর মালিক উক্ত ক্ষেতে কাজ করতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত ক্ষেতের চারাগুলো ঐ অবস্থায় ফিরে না আসে, যে অবস্থায় তার মেষগুলো ক্ষেত খেয়েছিলো, ততদিন

পর্যন্ত ক্ষেতের মালিক মেষগুলোর দুধ দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে। ক্ষেত পূর্বাবস্থায় পৌঁছার পর ক্ষেতের মালিককে ক্ষেত ফেরত দেয়া হবে, আর মেষের মালিককে মেষগুলো ফেরৎ দেয়া হবে।” এ রায়টা হযরত দাঊদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) পছন্দ করেছিলেন।

উক্ত মামলায় এ উভয় রায়ই তাঁদের ‘ইজতিহাদ’-এরই ফসল ছিলো। তা তাঁদেরই শরীয়ত মুতাবিক ছিলো। আমাদের শারীয়াতের নির্দেশ এ যে, যদি রাখাল সাথে না থাকে, তবে পশু যা ক্ষতি করে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই।

মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে- হযরত দাউদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) যে মীমাংসা করেছিলেন তা ঐ মাসআলারই সমাধান ছিলো। আর হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) যে প্রস্তাব পেশ করেন তা ছিলো সন্ধিরই পন্থা।

টীকা-১৩৭ঃ ‘ইজতিহাদ’ *-এর বিভিন্ন পন্থা ও বিধি-বিধানের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদির,

মাসআলা: যে সব আ'লিমের মধ্যে ‘ইজতিহাদ’-এর যোগ্যতা’ অর্জিত হয়েছে, তাঁদের ঐসব বিষয়ে ‘ইজতিহাদ’ করার অধিকার আছে, যেগুলো সম্পর্কে ক্বুরআন ও সুন্নাহয় তাঁরা সমাধান না পান। যদি ইজহিহাদে ভুলও হয়ে যায়, তবুও তাঁদের তজ্জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা।

وَ كُلًّا اٰتَيۡنَا حُكۡمًا وَّ عِلۡمًا ۫ وَّ سَخَّرۡنَا مَعَ دَاوٗدَ الۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَ الطَّيۡرَ ؕ وَ كُنَّا فٰعِلِيۡنَ ﴿۷۹﴾

এবং উভয়কে রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছি (১৩৭), এবং দাউদের সাথে পবর্তকে অনুগত করে দিয়েছি যেন (আমার) পবিত্রতা ঘোষণা করে, এবং পক্ষীকুলকেও (১৩৮)। আর এসব আমারই কাজ ছিলো।

وَ عَلَّمۡنٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوۡسٍ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُمۡ مِّنۡۢ بَاۡسِكُمۡ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ شٰكِرُوۡنَ ﴿۸۰﴾

৮০: এবং আমি তাকে তোমাদের এক পরিধেয় বস্ত্রের নির্মান পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমাদেরকে তোমাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে (১৩৯), অতঃপর তোমরা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে?

وَ لِسُلَيۡمٰنَ الرِّيۡحَ عَاصِفَةً تَجۡرِيۡ بِاَمۡرِهٖۤ اِلَى الۡاَرۡضِ الَّتِيۡ بٰرَكۡنَا فِيۡهَا ؕ وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيۡءٍ عٰلِمِيۡنَ ﴿۸۱﴾

৮১: এবং সুলায়মানের জন্য তীব্র বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছি, তা তার নির্দেশে প্রবাহিত হতো ঐ ভূমির প্রতি, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি (১৪০) এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমার জানা আছে।

وَ مِنَ الشَّيٰطِيۡنِ مَنۡ يَّغُوۡصُوۡنَ لَهٗ وَ يَعۡمَلُوۡنَ عَمَلًا دُوۡنَ ذٰلِكَ ۚ وَ كُنَّا لَهُمۡ حٰفِظِيۡنَ ﴿۸۲﴾

৮২: শয়তানদের মধ্যে যেগুলো তাঁর জন্য ডুব দিতো (১৪১) এবং তা ব্যতীত অন্য কাজও করতো (১৪২) এবং আমি তাদেরকে রুখে রেখেছিলাম (১৪৩)।

وَ اَيُّوۡبَ اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيۡ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِيۡنَ ﴿۸۳﴾

৮৩: এবং আইয়্যূবকে (স্মরণ করুন) যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকলো (১৪৪), ‘আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং তুমি সমস্ত দয়ালুর মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।’

فَاسۡتَجَبۡنَا لَهٗ

৮৪: অতঃপর আমি তার প্রার্থনা শুনেছি।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদীস বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ইরশাদ করেন, “যখন মীমাংসা কারী ‘ইজতিহাদ’ সহকারে ফায়সালা করেন, আর তিনি উক্ত ফায়সালা সঠিকভাবে প্রদানে সক্ষম হন, তবে তাঁর জন্য দু’টি সাওয়াব। আর যদি ‘ইজতিহাদ’-এ ভুল হয়ে যায় তবে একটা সাওয়াব।”

টীকা-১৩৮ঃ পাথর ও পাখী তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে আল্লাহ এর তাসবীহ বা পবিত্রতা ঘোষণা করতো।

টীকা-১৩৯ঃ অর্থাৎ যুদ্ধে শত্রুর মুকাবিলায় উপকারে আসে। তা হচ্ছে ‘বর্ম’। সর্বপ্রথম বর্ম তৈরি করেছেন হযরত দাঊদ (عَلَيۡهِ السَّلَام)।

টীকা-১৪০ঃ এ ‘ভূমি’ দ্বারা ‘শাম’ (সিরিয়া)-ভূমির কথা বুঝানো হয়েছে, যা তাঁর বাসস্থান ছিলো,

টীকা-১৪১ঃ সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করে সাগরের তলদেশ থেকে তাঁর জন্য মণিমুক্তা আহরণ করে নিয়ে আসতো

টীকা-১৪২ঃ আশ্চর্যজনক শিল্পকার্য, অট্টালিকা, মহল, পাত্র, কাঁচের জিনিসপত্র এবং সাবান ইত্যাদি তৈরি করা।

টীকা-১৪৩ঃ যাতে তারা আপনার নির্দেশ উপেক্ষা করে বাইরে চলে না যায়।

টীকা-১৪৪ঃ অর্থাৎ আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করেন। হযরত আইয়ূব (عَلَيۡهِ السَّلَام) হযরত ইসহাক্ব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে প্রত্যেক প্রকারের অনুগ্রহ প্রদান করেছেন- সুন্দর আকৃতিও, অধিক সন্তান-সন্ততিও, প্রচুর ধন-সম্পদও। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর সন্তানগণ ঘর ধ্বসে পড়ায় চাপ পড়ে মৃত্যুবরণ করলো। সমস্ত গৃহপালিত পশু, যেগুলোর মধ্যে হাজার হাজার উট ও হাজার হাজার মেষ ছিলো, সবই মরে গেলো। সমস্ত ক্ষেত-খামার ও বাগান নষ্ট হয়ে গেলো। কিছুই আর অবশিষ্ট রইলো না। আর যখনই তাঁকে এসব বস্তু ধ্বংস কিংবা নষ্ট হয়ে যাবার সংবাদ দেয়া হতো তখন তিনি আল্লাহ এর প্রশংসা করতেন। আর বলতেন, “আমার কি আছে, যাঁর ছিলো তিনিই নিয়ে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত আমাকে দিয়েছেন ও আমার নিকট রেখেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। আমি তাঁর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট আছি।

অতঃপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সারা শরীর মুবারক রোগাক্রান্ত হলো। গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো। সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলো,

*ক্বুরআন হাদীসের নীতিমালার আলোকে শারীয়াতের মাসআলার ফায়সালা দেয়াকে ‘ইজতিহাদ’ বলা হয়।

একমাত্র তাঁর বিবি সাহিবা ব্যতীত। তিনি তাঁর সেবায় নিয়োজিত থেকে যান। এ অবস্থা কয়েক বছর যাবত দীর্ঘায়িত হলো। শেষ পর্যন্ত এমন কোন কারণ তাঁর সম্মুখীন হলো। তখন তিনি আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করলেন।

টীকা-১৪৫ঃ এভাবে যে, হযরত আইয়ূ্যব (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বললেন, "আপনি মাটিতে পায়ের আঘাত করুন।" তিনি পদাঘাত করলেন। একটা ফোয়ারা প্রবাহিত হলো। নির্দেশ হলো- "তা দ্বারা স্নান করুন।" তিনি গোসল করলেন। ফলে, শরীরের বাহ্যিক সমস্ত রোগ দূরীভূত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি চল্লিশ কদম সামনে অগ্রসর হলেন। আবারও মাটিতে পদাঘাতের নির্দেশ দেয়া হলো। অতঃপর তিনি আবার পদাঘাত করলেন। সেটার ফলে আরেকটা ফোয়ারারও সৃষ্টি হলো, যেটার পানি খুবই ঠান্ডা ছিলো। তিনি আল্লাহ এর নির্দেশে তা থেকে পান করলেন। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সমস্ত রোগও দূরীভূত হয়ে গেলো। আর উন্নতমানের স্বাস্থ্যই তাঁর অর্জিত হলো।

টীকা-১৪৬ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) এবং অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন, "আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সমস্ত সন্তানকে জীবিত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে ততসংখ্যক আরো সন্তান দান করেছিলেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর অপর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বিবি সাহিবাকে পুনরায় যৌবন দান করলেন এবং তাঁর গর্ভে আরো বহু সন্তান জন্মলাভ করলো।

তখন আমি দূরীভূত করেছি যে দুঃখ-কষ্ট তার ছিলো (১৪৫), এবং আমি তাকে তার পরিবারবর্গ ও তাদের সাথে তদসংখ্যক আরো দান করলাম (১৪৬) আমার নিকট থেকে দয়া করে এবং ইবাদত কারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ (১৪৭)।	فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ (٨٤)
৮৫: এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলকে (স্মরণ করুন)। তারা সবাই ধৈর্যশীল ছিলো (১৪৮)।	وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ (٨٥)
৮৬: এবং তাদেরকে আমি আপন অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। নিশ্চয় তারা আমার বিশেষ নৈকট্যের উপযেগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।	وَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (٨٦)
৮৭: এবং যুন নূনকে (স্মরণ করুন) (১৪৯), যখন চললো ক্রোধভরে (১৫০), তখন মনে করেছিলো যে, আমি তার উপর বিপদ-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না (১৫১)। অতঃপর অন্ধকাররাশির মধ্যে ডাকলো (১৫২), 'কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত, পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে (১৫৩)।	وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٨٧)
৮৮: তখন আমি তার প্রার্থনা শুনেছি এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি (১৫৪) এবং এভাবেই উদ্ধার করবো মুসলমানদেরকে (১৫৫)।	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَ كَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ (٨٨)
৮৯: এবং যাকারিয়াকে, যখন সে আপন প্রতিপালককে আহ্বান করেছে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখোনা (১৫৬)	وَ زَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا

টীকা-১৪৭ঃ যাতে তারাও এ ঘটনা থেকে বিপদে ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা ও সেটার মহা পুরস্কার সম্পর্কে অবগত হয় এবং ধৈর্যধারণ করে ও সাওয়াব পায়।

টীকা-১৪৮ঃ যেহেতু, তাঁরা দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ এবং ইবাদত পালনের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

টীকা-১৪৯ঃ অর্থাৎ হযরত ইউনূস ইবনে মাত্তাকে,

টীকা-১৫০ঃ আপন সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি ও উপদেশ মান্য করেনি এবং কুফরের উপরই অবিচলিত হয়ে থাকে। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই হিজরত তাঁর জন্য বৈধ। কেননা, এর কারণ শুধু কুফর ও কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ও আল্লাহ এরই (সন্তুষ্টির) জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া, কিন্তু তিনি এ হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহ এর নির্দেশের অপেক্ষা করেন নি।

টীকা-১৫১ঃ অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে মাছের পেটে নিক্ষেপ করলেন।

টীকা-১৫২ঃ কয়েক প্রকারের অন্ধকার ছিলো। যেমন- সমুদ্রের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার। এসব ধরণের অন্ধকারের মধ্যে হযরত ইউনূস (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন প্রতিপালকের দরবারে এভাবে প্রার্থনা করলেন-

টীকা-১৫৩ঃ যে, আমি আপন সম্প্রদায় থেকে আপনার অনুমতি পাবার পূর্বে পৃথক হয়েছি। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যে কোন বিপদগ্রস্ত আল্লাহ এর দরবারে এ বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআ'লা তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন।

টীকা-১৫৪ঃ এবং মৎসকে নির্দেশ দিলেন। তখন সেটা হযরত ইউনূস (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সমুদ্রের তীরে পৌঁছিয়ে দিলো

টীকা-১৫৫ঃ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে, যখন তারা আমার নিকট ফরিয়াদ করবে ও প্রার্থনা করবে।

টীকা-১৫৬ঃ অর্থাৎ সন্তানহীন, বরং ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী দান করুন।
টীকা-১৫৭ঃ সৃষ্টি বিলীন হয়ে যাবার পরও স্থায়ী হবেন। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আমাকে উত্তরাধিকারী না দেন, তবুও কোন দুঃখ নেই, কেননা, আপনি উত্তম 'ওয়ারিস' (মালিক)।
টীকা-১৫৮ঃ সৌভাগ্যবান সন্তান-
টীকা-১৫৯ঃ যে বন্ধ্যা ছিলো। তাকে সন্তান ধারণের উপযোগী করেছি।

وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ (٨٩)

এবং তুমি সর্বাধিক উত্তম ওয়ারিস (মালিক) (১৫৭)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ (٩٠)

৯০: তখন আমি তার প্রার্থনা কবূল করেছি এবং তাকে দান করেছি (১৫৮) ইয়াহয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্না করেছি (১৫৯)। নিশ্চয় তারা (১৬০) সৎকর্মসমূহে ত্বরা করতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং আমার দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতো।

وَالَّتِىْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (٩١)

৯১: এবং ঐ নারীকে, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছে (১৬১), অতঃপর তাঁর মধ্যে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছি (১৬২) এবং তাকে ও তার পুত্রকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নিদর্শন করেছি (১৬৩)।

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ (٩٢)

৯২: নিশ্চয়ই তোমাদের এই দ্বীন হচ্ছে একই দ্বীন (১৬৪), এবং আমি হই তোমাদের প্রতিপালক (১৬৫)। অতএব, তোমরা আমার ইবাদত করো।

وَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ (٩٣)

৯৩: এবং অন্যান্য লোকেরা নিজেদের কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে (১৬৬), সবাইকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৬৭)।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ (٩٤)

৯৪: সুতরাং যে কোনো ভালো কাজ করে এবং হয় ঈমানদার, তবে তার প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করছি।

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۤ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (٩٥)

৯৫: এবং হারাম এই জনপদের উপর, যাকে আমি ধ্বংস করেছি যে, আবার ফিরে আসবে (১৬৮)।

حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ (٩٦)

৯৬: ততদিন পর্যন্ত যে, যখন উন্মুক্ত করা হবে য়া'জূজ ও মা'জূজকে (১৬৯) এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।

টীকা-১৬০ঃ অর্থাৎ উল্লেখিত নাবীগণ
টীকা-১৬১ঃ সম্পূর্ণরূপে। কোন প্রকারেই কোন মানুষ তাঁর সতীত্বকে স্পর্শ করতে পারেনি। এর দ্বারা 'হযরত মারয়াম' (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا) এর কথা বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১৬২ঃ এবং তাঁর গর্ভে হযরত ঈসা (عَلَیْہِ السَّلَام) কে সৃষ্টি করেছি
টীকা-১৬৩ঃ আপন পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার। অর্থাৎ হযরত ঈসা (عَلَیْہِ السَّلَام) কে তাঁর গর্ভ থেকে পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন।
টীকা-১৬৪ঃ দ্বীন-ই-ইসলাম। এটাই হচ্ছে সমস্ত নাবীর দ্বীন। এটা ব্যতীত যত ধর্ম রয়েছে সবই বাতিল। সবাইকে এ দ্বীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকা অপরিহার্য।
টীকা-১৬৫ঃ না আমি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক, না আমার দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন।
টীকা-১৬৬ঃ অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে,
টীকা-১৬৭ঃ আমি তাদেরকে তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবো।
টীকা-১৬৮ঃ পৃথিবীর দিকে, কার্যাদি ও অবস্থাদির প্রতিকারের জন্য। অর্থাৎ এ জন্য যে, তাদের ফিরে আসা অসম্ভব। তাফসীরকারকগণ এর এ অর্থও বর্ণনা করেন যে, 'যে বস্তি বাসীদেরকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের শির্ক ও কুফর থেকে ফিরে আসা সম্ভবপর নয়।' এ অর্থটা এতদভিত্তিতে যে, যখন (لَا) কে অতিরিক্ত স্থির করা হবে। আর (لَا) যদি অতিরিক্ত না হয় তবে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, 'পরকালে তাদের জীবনের দিকে ফিরে না আসা অসম্ভব। এতে মৃত্যুর পর যারা পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করে তাদের খন্ডন রয়েছে। আর উপরে যেই 'كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ' এবং 'لَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ' ইরশাদ হয়েছে সেটার প্রতিই জোরালো সমর্থন দেয়া হয়েছে। (তাফসীর-ই-কাবীর ইত্যাদি)
টীকা-১৬৯ঃ ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এবং য়া'জূজ ও মা'জূজ দু'টি গোত্রের নাম।

টীকা-১৭০ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামত,
টীকা-১৭১ঃ উক্ত দিবসের ভয়-ভীতির কারণে, এবং বলবে-
টীকা-১৭২ঃ পৃথিবীর মধ্যে
টীকা-১৭৩ঃ যে, আমরা রসূলগণের কথা অমান্য করতাম এবং তাদেরকে অস্বীকার করতাম।
টীকা-১৭৪ঃ হে মুশরিকগণ!
টীকা-১৭৫ঃ অর্থাৎ তোমাদের মূর্তিগুলো
টীকা-১৭৬ঃ মূর্তি, যেমন তোমাদের ধারণা,
টীকা-১৭৭ঃ মূর্তিগুলোও এবং সেগুলোর পূজারীরাও
টীকা-১৭৮ঃ এবং শাস্তির কঠোরতার কারণে চিৎকার করবে এবং ছুটাছুটি করবে।

৯৭: এবং সন্নিকটে এসেছে সত্য প্রতিশ্রুতি (১৭০), সুতরাং তখনই কাফিরদের চক্ষুগুলো বিস্ফোরিত হয়ে থেকে যাবে (১৭১) যে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! নিশ্চয়ই আমরা (১৭২) সে বিষয়ে উদাসীনতার মধ্যে ছিলাম, বরং আমরা জালিম ছিলাম (১৭৩)।'	وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِیَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ یٰوَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِیْنَ (۹۷)
৯৮: নিশ্চয়ই তোমরা (১৭৪) এবং যা কিছুর আল্লাহ ব্যতীত তোমরা পূজা করছো (১৭৫) সবাই জাহান্নামের ইন্ধন।তোমাদেরকে সেটার মধ্যে যেতে হবে।	اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ (۹۸)
৯৯: যদি এ (১৭৬) খোদা হতো, তবে জাহান্নামে যেতোনা, এবং তাদের সবাইকে সর্বদা সেটার মধ্যেই থাকতে হবে (১৭৭)।	لَوْ كَانَ هٰۤؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَ كُلٌّ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ (۹۹)
১০০: তারা সেটার মধ্যে আর্তনাদ করবে (১৭৮) এবং তারা সেটার মধ্যে কিছুই শুনবেন না (১৭৯)।	لَهُمْ فِیْهَا زَفِیْرٌ وَّ هُمْ فِیْهَا لَا یَسْمَعُوْنَ (۱۰۰)
১০১: নিশ্চয়ই ঐ সব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে (১৮০)।	اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤی ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (۱۰۱)

টীকা-১৭৯ঃ জাহান্নামের ভীষণ উত্তেজনার কারণে।
হযরত ইবনে মাসঊ'দ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেন- যখন জাহান্নামে ঐসব লোক থেকে যাবে, যাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে, তখন তাদেরকে আগুনের সিন্দুকগুলোর মধ্যে বন্দী করা হবে, অতঃপর ঐ সিন্দুক অন্যান্য সিন্দুকসমূহের মধ্যে, অতঃপর ঐ সিন্দুকগুলোকে অন্যান্য সিন্দুকসমূহের মধ্যে। আর সেসব সিন্দুকের উপর আগুনের পেরেক ঠুকে দেয়া হবে। তখন তারা কিছুই শুনতে পাবে না এবং না তাদের মধ্যে কেউ অপরকে দেখতে পাবে।
টীকা-১৮০ঃ এতে ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। হযরত আ'লী মুরতাদা (كرّم الله تعالٰى وجهه الكريم) এ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, "আমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত এবং হযরত আবূ বাকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যুবায়ির, সাআ'দ এবং আ'বদুর রহমান ইবনে আউফও।
শানে নুযূলঃ রসুল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একদিন কা'বা মুআ'যযমায় প্রবেশ করলেন। তখন কুরাঈশ নেতাগণ 'হাতীম'-এ উপস্থিত ছিলো। আর কা'বা শরীফের চতুর্পাশে ৩৬০ টি মূর্তি ছিলো। নাযার ইবনে হারিস বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সামনে আসলো এবং তাঁর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলো। হুযুর তার প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়ে তাকে নিশ্চুপ করে দিলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- (اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) অর্থাৎ "তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহান্নামের ইন্ধন।"
এটা ইরশাদ করে হুযুর তাশরীফ নিয়ে আসলেন। অতঃপর আ'বদুল্লাহ ইবনে যাবআ'রী সাহ্মী আসলো। তাকে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা উক্ত আলাপ-আলোচনা (মন্তব্য)-এর সংবাদ দিলো। সে বলতে লাগলো, "আল্লাহ এরই শপথ! আমি যদি থাকতাম তাহলে তাঁর সাথে তর্ক করতাম। এ কথার ভিত্তিতে লোকেরা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ডেকে আনলো।
ইবনে যাবআ'রী বলতে লাগলো, "আপনি কি এ কথা বলেছেন, "তোমরা ও আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহান্নামের ইন্ধন?" হুযুর বললেন, "হ্যাঁ।" সে বলতে লাগলো, "ইহুদীরা তো হযরত ওযায়িরকে পূজা করে এবং খৃষ্টানরা হযরত মাসীহকে পূজা করে। আর বানী মালীহ (গোত্রও) ফিরিশতাদের পূজা করে।" এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত নাযিল করলেন। আর ইরশাদ করলেন যে, হযরত ওযায়ির, মাসীহ এবং ফিরিশতাগণ হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাঁদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। আর হুযুর সায়্যিদে আ'লম

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলেন, "বাস্তবপক্ষে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ইত্যাদি শয়তানেরই পূজা করে।" এ সব জবাবের পর তার শ্বাস নেয়ার সুযোগ রইলো না এবং সে নির্বাক হয়েই রইলো।

বস্তুতঃ তার এসব আপত্তি তার পূর্ণ গোঁড়ামীর কারণেই ছিলো। কেননা, যেই আয়াতের উপর সে আপত্তি করেছে, তাতে ইরশাদ হয়েছে- (مَاتَعْبُدُوْنَ), 'مَا' আরবী ভাষায় নির্জীব জড় পদার্থের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এ কথা জেনেও সে অন্ধ সেজে আপত্তি করেছে। এ আপত্তি তো ভাষাবিদদের দৃষ্টিতেও সুস্পষ্ট বাতিল (ভিত্তিহীন) ছিলো, কিন্তু আরো বিশদভাবে বর্ণনা করার নিমিত্ত এ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

টীকা-১৮১ঃ এবং সেটার উত্তেজনার শব্দটুকুও তাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছবে না। তাঁরা জান্নাতের মহলসমূহে আরাম করতে থাকবেন।

টীকা-১৮২ঃ আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ ও মর্যাদাসমূহের মধ্যে

টীকা-১৮৩ঃ অর্থাৎ সর্বশেষ ফুৎকার।

টীকা-১৮৪ঃ কবরসমূহ থেকে বের হবার সময় মুবারকবাদ দেবে, সম্বর্ধনা জানাবে ও এ কথা বলবে-

টীকা-১৮৫ঃ যাঁরা আমলসমূহের লিখক। মানুষের মৃত্যুকালে তার

টীকা-১৮৬ঃ অর্থাৎ আমি যেভাবে প্রথমে অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছিলাম তেমনিভাবেই অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবার পর আবারো সৃষ্টি করবো। অথবা অর্থ এ যে, যেভাবে মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গাবস্থায়, খতনা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম তেমনিভাবেই মৃত্যুর পরেও উঠাবো।

টীকা-১৮৭ঃ এ 'ভূমি' দ্বারা 'জান্নাত ভূমি' বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- 'কাফিরদের ভূমি' বুঝানো হয়েছে যেগুলো মুসলমানগণ অধিকার করবে। অপর এক অভিমতনুযায়ী 'সিরিয়া-ভূমি' বুঝায়।

টীকা-১৮৮ঃ সুতরাং যে সেটার অনুসরণ করে এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করে সে জান্নাত লাভ করবে এবং সফলকাম হবে। 'ইবাদতকারীগণ' দ্বারা 'মু'মিনগণ' বুঝানো হয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে- 'হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত বুঝানো হয়েছে, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে ও হজ্জ করে।

টীকা-১৮৯ঃ যে-ই হোক না কেন, জিন হোক কিংবা মানব হোক, মু'মিন হোক কিংবা কাফির। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'রহমত হওয়া ব্যাপক' ঈমানদারদের জন্যও এবং তার জন্যও, যে ঈমান আনেনি। মু'মিনের জন্য তো তিনি দুনিয়া ও আখিরাত- উভয় জগতের মধ্যে রহমত। আর যে ঈমান আনেনি তার জন্য তিনি দুনিয়ার মধ্যে রহমত। যেহেতু তাঁরই কারণে তাদের শাস্তি ভোগ বিলম্বিত হয়েছে এবং মাটিতে ধ্বসে যাওয়া, চেহারা বিকৃত হওয়া ও মূলোৎপাটিত হওয়ার শাস্তি তুলে নেয়া হয়েছে।"

'তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান'-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শীর্ষস্থানীয় মুফাসসিরদের এ অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে- "আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রহমত (কল্যাণ) করে, যা ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ, যা সমস্ত শর্তযুক্তকে পরিবেষ্টনকারী অদৃশ্য রহমাত এবং

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ (١٠٢)

১০২: তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনিও শুনবে না (১৮১) এবং তারা তাদের মন যেমন চায় তেমন ভোগ-বিলাসের মধ্যে (১৮২) সর্বদা থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (١٠٣)

১০৩: তাদেরকে বিষাদে ফেলবে না ঐ সর্বাপেক্ষা মহা ভীতি (১৮৩) এবং ফিরিশতাগণ তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আসবে (১৮৪), 'এটাই হচ্ছে তোমাদের ঐ দিন, যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিলো।'

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ (١٠٤)

১০৪: যেদিন আমি আসমানসমূহ গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে লেখক ফিরিশতাগণ (১৮৫) আমলনামাসমূহ গুটায়, যেভাবে আমি সর্বপ্রথম সেটা সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করে দেবো (১৮৬)। এটা হচ্ছে প্রতিশ্রুতি আমারই দায়িত্বে, সেটা আমি অবশ্যই করবো।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ (١٠٥)

১০৫: নিশ্চয়ই আমি 'যাবূর'-এর মধ্যে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, এ ভূমির অধিকারী আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই হবে (১৮৭)।

اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ (١٠٦) ؕ

১০৬: নিশ্চয় ক্বোরআন যথেষ্ট ইবাদতকারীদের জন্য (১৮৮)।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٠٧)

১০৭: এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য (১৮৯)।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (١٠٨)

১০৮: আপনি বলুন, 'আমার প্রতি তো এ ওহী হয় যে, 'তোমাদের খোদা নেই, কিন্তু এক আল্লাহ্। তবে কি তোমরা মুসলমান হও?'

জ্ঞানগত, চাক্ষুষ, অস্তিত্বগত ও উপস্থিতিগত সাক্ষ্য আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (করুণা) ইত্যাদি, সমগ্র জাহানের জন্যই- চাই রূহজগত হোক, কিংবা শরীর জগত হোক, বিবেকবান হোক কিংবা জড় পদার্থ হোক। আর যিনি সমস্ত জাহানের জন্য রহমাত হন তিনি অনিবার্যভাবে সমগ্র জাহান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হন।
টীকা-১৯০ঃ এবং ইসলাম গ্রহণ না করে,
টীকা-১৯১ঃ আল্লাহ তাআ'লা বলে দেয়া ব্যতীত। অর্থাৎ এ কথাটা বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা জানার মতো নয়।
এ আয়াতে 'দিরায়াত' (درايت)-কেই অস্বীকার করা হয়েছে (اِنْ اَدْرِیْ)। 'দিরায়াত' বলা হয় আন্দাজ ও অনুমান দ্বারা জেনে নেয়াকে। যেমন ইমাম রাগিব কৃত 'মুফরাদাত' ও 'রুদ্দুল মুহতার'- এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে, আল্লাহ তাআ'লার জন্য 'দিরায়াত' শব্দটা ব্যবহৃত হয়না। আর কুরআন কারীমের সাধারণ ব্যবহারও এই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- (مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ) [অর্থাৎ- আপনি (আন্দাজ-অনুমান দ্বারা) জানতেন না কিতাব কি এবং না ঈমান (কি)।]
সুতরাং এখানে আল্লাহ এর শিক্ষাদান ছাড়া শুধু আপন বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা জেনে নেয়ার কথাকেই অস্বীকার করা হয়েছে, একচ্ছত্র জ্ঞানের কথা নয়। একচ্ছত্র জ্ঞানের কথা অস্বীকার কিভাবে করা যেতে পারে, যখন এ রুকূ'র প্রথমভাগে এসেছে- وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ অর্থাৎ "সন্নিকটে এসেছে সত্য প্রতিশ্রুতি," তখন এখানে একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, 'প্রতিশ্রুতি আসন্ন হওয়া ও দূরস্থিত হওয়া কোন মতেই জানা নেই?'
সারকথা হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, আল্লাহ এর শিক্ষাদানক্রমে জেনে নেয়ার কথা অস্বীকার করা হয়নি।
টীকা-১৯২ঃ শাস্তির অথবা ক্বিয়ামতের।
টীকা-১৯৩ঃ যা, হে কাফিরগণ তোমরা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যায় সমালোচনার সুরে বলছো,
টীকা-১৯৪ঃ নিজেদের অন্তরগুলোতে। অর্থাৎ নাবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, যা তোমাদের অন্তরসমূহে গোপন রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা তাও জানেন। তিনি সবার প্রতিদান দেবেন।
টীকা-১৯৫ঃ অর্থাৎ দুনিয়ায় শাস্তি বিলম্বিত করা
টীকা-১৯৬ঃ যা দ্বারা তোমাদের অবস্থা প্রকাশ পায়
টীকা-১৯৭ঃ অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত।
টীকা-১৯৮ঃ আমার ও তাদের মধ্যে, যারা আমাকে অস্বীকার করছে। এভাবে যে, আমাকে সাহায্য করুন এবং তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করুন। এ প্রার্থনা কবূল হয়েছে এবং কাফিরগণ বদর, আহযাব ও হুনায়ন ইত্যাদিতে শাস্তিতে লিপ্ত হয়েছে।
টীকা-১৯৯ঃ শির্ক, কুফর ও বে-ঈমানীর।*

১০৯: অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৯০), তবে বলে দিন, 'আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছি সমানভাবে, এবং আমি কি জানি (১৯১) আসন্ন, না দূরস্থিত তা-ই, যার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (১৯২)?'	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ اَمْ بَعِیْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ (۱۰۹)
১১০: নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন সশব্দে ব্যক্ত কথা (১৯৩) আর জানেন যা তোমরা গোপন করো (১৯৪)।	اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ (۱۱۰)
১১১: এবং আমি কি জানি, হয়ত তা (১৯৫) তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা (১৯৬) এবং এক কালের জন্য জীবনোপভোগ (১৯৭)?'	وَاِنْ اَدْرِیْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِیْنٍ (۱۱۱)
১১২: নাবী আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ন্যায় মীমাংসা করে দিন (১৯৮) এবং আমাদের প্রতিপালক পরম দয়াময়েরই সাহায্য আবশ্যক ঐসব কথার উপর যা তোমরা বলছো (১৯৯)।*	قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ (۱۱۲)

হাজ্জ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা হাজ্জ (মাদানী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭৮, রুকূ'-১০

১: হে মানবজাতি! আপন প্রতিপালককে ভয় করো (২),	یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ

টীকা-১ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) ও হযরত মুজাহিদের মতে, সূরা হাজ্জ মাক্কী, মাত্র ছয়টি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো هٰذٰنِ خَصْمٰنِ থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় দশটি রুকূ', আটাত্তরটি আয়াত, এক হাজার দুইশ একানব্বইটি পদ এবং পাঁচ হাজার পাঁচাত্তরটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২ঃ তাঁর শাস্তিকে ভয় করো এবং তাঁর বন্দেগীতে মশগুল হও।

টীকা-৩ঃ যা ক্বিয়ামতের পূর্বাভাষসমূহের অন্যতম এবং ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার পূর্বক্ষণে সংঘটিত হবে।
টীকা-৪ঃ সেটার ভয়ে
টীকা-৫ঃ অর্থাৎ গর্ভবতী ঐ দিনের ভয়াবহতার কারণে
টীকা-৬ঃ গর্ভপাত হয়ে যাবে
টীকা-৭ঃ বরং আল্লাহ এর শাস্তির ভয়ে মানুষের হুঁশ চলে যেতে থাকবে,
টীকা-৮ঃ **শানে নুযূল:** এ আয়াত নাযার ইবনে হারিস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক ছিলো। আর ফিরিশতাদেরকে খোদার কন্যা ও ক্বোরআনকে পূর্ববর্তীদের 'কিসসা-কাহিনী' বলতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার বিষয়কে অস্বীকারকারী ছিলো।
টীকা-৯ঃ শয়তানের অনুসরণ থেকে ভয় প্রদর্শন করার পর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করা হচ্ছে-
টীকা-১০ঃ তোমাদের বংশের মূল। অর্থাৎ তোমাদের সর্বপ্রথম পিতামহ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তা থেকে সৃষ্টি করে,
টীকা-১১ঃ অর্থাৎ বীর্যের ফোঁটা (শুক্রবিন্দু) থেকে তাদের সমস্ত সন্তানকে,
টীকা-১২ঃ যেহেতু শুক্র গাঢ় রক্তে পরিণত হয়ে যায়,
টীকা-১৩ঃ অর্থাৎ পূর্ণ গড়ন ও অপূর্ণ গড়ন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "তোমাদের জন্মের উপাদান (শুক্র) মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যই থাকে। অতঃপর তত সংখ্যক দিন পর্যন্ত জমাট রক্তে পরিণত হয়ে থাকে। অতঃপর তত সংখ্যক দিন পর্যন্ত মাংসপিন্ডের মতো থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যিনি তার রিযক্ব, তার বয়স, তার কর্মকান্ড এবং সে হতভাগ্য হবে, না সৌভাগ্যবান হবে তা লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তাতে 'রূহ' ফুৎকার করেন।" (আল-হাদীস)
আল্লাহ তাআ'লা মানুষের সৃষ্টি কার্য এভাবে সমাধা করেন এবং তাকে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থার দিকে পরিবর্তিত করেন। এটা এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে।
টীকা-১৪ঃ এবং তোমরা আল্লাহ তাআ'লা এর পূর্ণ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং আপন প্রারম্ভিক সৃষ্টির অবস্থাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারো যে, যেই সত্য সর্বশক্তিমান সত্তা (আল্লাহ তাআ'লা) প্রাণহীন মৃত্তিকার মধ্যে এতই পরিবর্তন সাধন করে প্রাণময় মানুষ করে দেন তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করলে তা তাঁর ক্ষমতার বাইরে হবে কেন?
টীকা-১৫ঃ অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত,
টীকা-১৬ঃ তোমাদেরকে জীবন দান করেন

অনুবাদ	আয়াত
নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন (৩) অতি ভয়ংকর বস্তু।	إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١)
২: যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, প্রত্যেকটি স্তন্যদাত্রী (৪) আপন দুগ্ধপায়ী শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী (৫) তার গর্ভপাত করে ফেলবে (৬) এবং তুমি মানুষকে দেখবে যেন নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না (৭) কিন্তু ঘটনা এই যে, আল্লাহ এর মার কঠিন।	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ (٢)
৩: এবং কিছু লোক এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহ এর ব্যাপারে বিতণ্ডা করে জ্ঞান-বুঝ ব্যতীতই এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে বসে (৮)।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ (٣)
৪: যার সম্বন্ধে (এ নিয়ম) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে, তবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে এবং তাকে দোযখের শাস্তির পথ প্রদর্শন করবে (৯)।	كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ (٤)
৫: হে মানবকুল! যদি ক্বিয়ামত-দিবসে জীবিত হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের কোনো সংশয় থাকে, তবে একথা গভীরভাবে চিন্তা করো যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে (১০), অতঃপর জলবিন্দু থেকে (১১), অতঃপর রক্তের জমাট থেকে (১২), অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে, গঠিত ও অগঠিত আকৃতি (১৩), যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিই (১৪) এবং আমি স্থির রাখি মাতৃগর্ভে যাকে ইচ্ছা, একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (১৫), অতঃপর তোমাদেরকে বের করি শিশুরূপে, অতঃপর (১৬) এজন্য যে, তোমরা	يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا أَشُدَّكُمْ ۚ

টীকা-১৭ঃ এবং তোমাদের বিবেক ও শক্তি পরিপক্ক হবে
টীকা-১৮ঃ এবং এতই বার্ধক্য এসে পড়ে যে, বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতি পর্যন্ত বহাল থাকেনা এবং এমনই হয়ে যায়,
টীকা-১৯ঃ এবং যা জানে তাও ভুলে যায়। ইকরামা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ক্বুরআন শরীফ নিয়মিতভাবে পাঠ করতে থাকবে, সে এমন অবস্থায় পৌঁছবেনা। এরপর আল্লাহ তাআ'লা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার পক্ষে দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করছেন-
টীকা-২০ঃ শুষ্ক, উদ্ভিদশূণ্য,

وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)

আপন যৌবনে উপনীত হবে (১৭) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্বেই মরে যায়, আর কাউকে সর্বাপেক্ষা হীনতম বয়সে নিয়ে যাওয়া হয় (১৮), যাতে জানার পর কিছুই না জানে (১৯)। এবং তুমি যমীনকে দেখছো বিশুষ্ক (২০), অতঃপর যখন আমি সেটার উপর বারি বর্ষণ করেছি তখন তা তরুতাজা হয়ে গেলো ও স্ফীত হয়ে আসলো এবং প্রত্যেক প্রকার শোভাময় জোড়া (২২) উদগত করে আনলো (২২)।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)

৬: এটা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য (২৩) এবং এ যে, তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং এ যে, তিনি সবকিছু করতে পারেন।

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ (٧)

৭: এবং এজন্য যে, ক্বিয়ামত আগমনকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই, এবং এ যে, আল্লাহ উঠাবেন তাদেরকে, যারা কবরে রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (٨)

৮: এবং কিছু লোক এমন আছে যে, আল্লাহ সম্বন্ধে এমনিই তর্ক করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না কোন প্রমাণ এবং না আছে কোন দীপ্তিমান লিপি (২৪)।

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (٩)

৯: সত্য থেকে আপন ঘাড় বাঁকা করে, যাতে আল্লাহ এর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেয় (২৫)। তার জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা রয়েছে (২৬) এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তাকে আগুনের শাস্তি আস্বাদ করাবো (২৭)।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (١٠)

১০: এটা সেটারই পরিণাম যা তোমার হস্তদ্বয় আগে প্রেরণ করেছে (২৮)। এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না (২৯)।

রুকূ'-২

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ

১১: এমন কিছু লোক আল্লাহ এর ইবাদাত এক দিক (দ্বিধা-দ্বন্দ্বে)-এর উপর করে (৩০),

টীকা-২১ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে মনোরম তরুলতা
টীকা-২২ঃ এসব প্রমাণ বর্ণনা করার পর এর ফলাফলের কথা বিন্যস্তরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে-
টীকা-২৩ঃ এবং এসব যা উল্লেখ করা হয়েছে- মানুষের জন্মবৃত্তান্ত, শুষ্ক ও তৃণহীন ভূমিকে তরুলতাময় ও শস্য-শ্যামলা করে দেয়া সবই তাঁর অস্তিত্ব ও প্রজ্ঞার প্রমাণই। এগুলো থেকে তাঁর অস্তিত্বও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।
টীকা-২৪ঃ শানে নুযূল: এ আয়াত আবূ জাহল প্রমূখের একটা কাফির দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ এর গুণাবলী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করতো এবং তাঁর প্রতি এমন গুণাবলীর সম্বন্ধ রচনা করতো, যেগুলো তাঁর মহামর্যাদার জন্য শোভা পায় না। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, মানুষের কোন কথাই জ্ঞান, সনদ ও দলীল ব্যতীত বলা উচিত নয়, বিশেষ করে, আল্লাহ এর শানে। বস্তুতঃ যে কোন কথা জ্ঞানীর বিরুদ্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বলা যাবে তা অগ্রাহ্য হবে। অতঃপর সেটার উপর এ অনুমান ভিত্তিক কথা বলে, সেটার উপর জেদ ধরে এবং অহংকার করে
টীকা-২৫ঃ এবং তাঁর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়,
টীকা-২৬ঃ সুতরাং বদরের যুদ্ধে তারা লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে নিহত হয়েছিলো।
টীকা-২৭ঃ এবং তাকে বলা হবে-
টীকা-২৮ঃ অর্থাৎ যা তুমি পৃথিবীতে করেছো কুফর ও অস্বীকার
টীকা-২৯ঃ এবং কাউকেও বিনা দোষে পাকড়াও করেন না।
টীকা-৩০ঃ তাতে প্রশান্ত মনে প্রবেশ করেনা এবং তাদের মনে স্থিরতা ও শান্তি অর্জিত হয়না, (বরং) দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। যেভাবে পাহাড়ের কিনারায় দন্ডায়মান ব্যক্তি কম্পিতবস্থায় থাকে।
শানে নুযূল: এ আয়াত একদল গ্রাম্য লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ থেকে এসে মাদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতো। এবং

ইসলাম গ্রহণ করতো। তাদের অবস্থা এ ছিলো যে, যদি তারা খুব সুস্থ থাকতো, সম্পদ বৃদ্ধি পেতো এবং পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো তবে বলতো "ইসলাম ভালো ধর্ম। এর ছায়াতলে এসে উপকৃত হয়েছি।"

কিন্তু যদি কোন বিষয় তাদের আশা-আকাংখার পরিপন্থী সংঘটিত হতো, যেমন- অসুস্থ হয়ে পড়তো কিংবা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতো অথবা সম্পদ হ্রাস পেতো তবে বলতো, "যখন থেকে আমরা এ দ্বীনে প্রবেশ করেছি তখন থেকেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।" আর ধর্মত্যাগ করে বসতো। এ আয়াত এসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এখনো দ্বীনের উপর স্থিরতাই সৃষ্টি হয়নি। তাদের অবস্থা হচ্ছে এই-

টীকা-৩১ঃ কোন প্রকার কষ্ট পেতো,

টীকা-৩২ঃ ধর্মত্যাগী হয়ে যায় ও কুফরের প্রতি ফিরে যায়।

টীকা-৩৩ঃ পার্থিব ক্ষতি তো এ যে, যা তাদের আশা ছিলো তা পূরণ হয়নি এবং ধর্মত্যাগী হবার কারণে তাদের রক্তপাত বৈধ হয়ে গেলো। আর পরকালের ক্ষতি হচ্ছে, 'চিরস্থায়ী শাস্তি।'

টীকা-৩৪ঃ সে সব লোক ধর্মত্যাগী হবার পর মূর্তিপূজা করে এবং

টীকা-৩৫ঃ কেননা, সেগুলো হচ্ছে প্রাণহীন।

টীকা-৩৬ঃ অর্থাৎ যেটার পূজার কাল্পনিক উপকার থেকে সেটার পূজা করার

টীকা-৩৭ঃ অর্থাৎ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতের,

টীকা-৩৮ঃ ঐ মূর্তি

টীকা-৩৯ঃ অনুগতদেরকে পুরস্কার ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান করেন।

টীকা-৪০ঃ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৪১ঃ আমি তাদের দ্বীনকে বিজয় দান করে,

টীকা-৪২ঃ তাদের মর্যাদাসমূহ উন্নত করে,

টীকা-৪৩ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা আপন নাবীকে সাহায্য অবশ্যই করবেন। এর প্রতি যার বিদ্বেষ হয় সে যদি আপন চূড়ান্ত প্রচেষ্টা শেষ করে নেয় এবং এ জ্বালার মধ্যে মরেও যায় তবুও কিছুই করতে পারবে না।

টীকা-৪৪ঃ মু'মিনদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং কাফিরদেরক- যে কোন প্রকারেরই হোক, জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৪৫ঃ হে সর্বাধিক সম্মানিত মাহবূব, (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

অতঃপর যদি কোন কল্যাণ হয়ে যায় তবে সে শান্তি লাভ করে এবং যদি কোন পরীক্ষায় এসে পড়ে (৩১), তবে আপন মুখমন্ডলের উপর ভর করে ফিরে যায় (৩২)। দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়েরই ক্ষতি (৩৩)। এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি (৩৪)।

১২: আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে, যা তাদের ভালো-মন্দ কিছুই করে না (৩৫)। এটাই হচ্ছে দূরের ভ্রান্তি।

১৩: তারা এমন কিছুরই পূজা করে যার উপকার থেকে (৩৬) ক্ষতির আশঙ্কা বেশি (৩৭), নিশ্চয় (৩৮) কতই মন্দ এ অভিভাবক এবং নিশ্চয়ই কতই মন্দ সহচর।

১৪: নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে বাগানসমূহে, যে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। নিশ্চয় আল্লাহ করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন (৩৯)।

১৫: যে এ কথা মনে করে যে, আপন নাবী (৪০)-এর সাহায্য করবেন না- দুনিয়ায় (৪১) ও আখিরাতে (৪২), তার উচিত যেন উপরের দিকে একটা রজ্জু টানে, অতঃপর সে নিজেকে ফাঁসি দিয়ে দেয়, অতঃপর দেখে নেয় যে, তার এ চক্রান্ত কিছুমাত্র দূর করেছে কিনা ঐ কথাকে যার প্রদাহ তার মধ্যে রয়েছে (৪৩)।

১৬: এবং কথা হচ্ছে এ যে, আমি এ ক্বুরআন অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে এবং এ যে, আল্লাহ পথ প্রদান করেন যাকে চান।

১৭: নিশ্চয় মুসলমান, ইহুদী, নক্ষত্রপূজারী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী এবং মুশরিক, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সবার মধ্যে ক্বিয়ামতের দিন ফায়সালা করে দেবেন (৪৪)। নিশ্চয় প্রত্যেক কিছু আল্লাহ এর সম্মুখে রয়েছে।

১৮: আপনি কি দেখেন নি (৪৫) যে, আল্লাহ এর জন্য সাজদা করে যা কিছু যমীনে রয়েছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি,

فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ (١١)

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ (١٢)

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ (١٣)

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (١٤)

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ (١٥)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ (١٦)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ (١٧)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ

টীকা-৪৬ঃ বিনয়ের সাজদা, যেভাবে আল্লাহ চান
টীকা-৪৭ঃ অর্থাৎ মু'মিনগণ। অধিকন্তু, বন্দেগী এবং ইবাদতের সাজদাও
টীকা-৪৮ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ,

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ (١٨)

পর্বতমালা, গাছপালা, চতুষ্পদ জন্তু (৪৬) এবং অনেক মানুষ ৯৪৭)। আর অনেকে এমন রয়েছে, যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে (৪৮), আর যাকে আল্লাহ হেয় করেন (৪৯) তাকে কেউ সম্মানদাতা নেই, নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তাই করেন। (সাজদাহ-৬)

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِیْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ (١٩)

১৯: এরা দুটি দল (৫০), যারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করেছে (৫১), সুতরাং যারা কাফির হয়েছে তাদের জন্য আগুনের কাপড় কর্তন করা হয়েছে (৫২) এবং তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে (৫৩)।

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِیْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ؕ (٢٠)

২০: যা দ্বারা বিগলিত হবে যা কিছু তাদের উদরে থাকে এবং তাদের চর্মসমূহ (৫৪)।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ (٢١)

২১: এবং তাদের জন্য লোহার মুগ্দর রয়েছে (৫৫)।

كُلَّمَآ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (٢٢)

২২: যখন যন্ত্রণার কারণে তা থেকে বের হতে চাইবে (৫৬) তখন তাতে আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং নির্দেশ হবে- 'আস্বাদ করো আগুনের শাস্তি।'

রুকূ'-৩

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ (٢٣)

২৩: নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন, তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, বেহেশতসমূহে যেগুলোর পাদদেশে নদী সমূহ প্রবাহমান, তাতে পরানো হবে স্বর্ণের কঙ্কন ও মুক্তা (৫৭), এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে (৫৮) রেশমের।

وَهُدُوْۤا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖۚ وَهُدُوْۤا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ (٢٤)

২৪: এবং তাদেরকে পবিত্র বাক্যের প্রতি পথ-প্রদর্শন করা হয়েছে (৫৯), এবং তাদেরকে সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত আল্লাহ এর পথ প্রদর্শন করা হয়েছে (৬০)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ

২৫: নিশ্চয় ঐসব লোক যারা কুফর করেছে এবং নিবৃত্ত রাখে আল্লাহ এর পথ (৬১) ও এই সম্মানিত মসজিদ থেকে (৬২), যাকে আমি সমস্ত লোকের জন্য স্থির করেছি যে, তাতে সমান অধিকার রয়েছে সেখানকার অধিবাসী ও বহিরাগতদের জন্য। আর যে কেউ তাতে

টীকা-৪৯ঃ তার দুর্ভাগ্যের কারণে।
টীকা-৫০ঃ অর্থাৎ মু'মিনগণ এবং পাঁচ প্রকারের কাফির, যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
টীকা-৫১ঃ অর্থাৎ তাঁর দ্বীন সম্পর্কে এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে।
টীকা-৫২ঃ অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে।
টীকা-৫৩ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, "এমন প্রচন্ড গরম যে, যদি সেটার একটা বিন্দু পরিমাণও দুনিয়ার পর্বতমালার উপর নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা সেগুলোকে বিগলিত করে ফেলবে।
টীকা-৫৪ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, অতঃপর তাদেরকে অনুরূপই করে দেয়া হবে। (তিরমিযী)
টীকা-৫৫ঃ যেগুলো দ্বারা তাদের প্রহার করা হবে।
টীকা-৫৬ঃ অর্থাৎ দোযখের ভেতর থেকে। তখন মুগদরগুলো দিয়ে আঘাত করে,
টীকা-৫৭ঃ এমনই যে, সেগুলোর চমক পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করে ফেলে। (তিরমিযী)
টীকা-৫৮ঃ যা পরিধান করা পুরুষের জন্য দুনিয়ায় হারাম। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করে, সে পরকালে পরতে পারবে না।"
টীকা-৫৯ঃ অর্থাৎ পৃথিবীতে। আর 'পবিত্র বাক্য' দ্বারা 'তাওহীদের কালিমা' বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, তা দ্বারা 'কুরআন' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৬০ঃ অর্থাৎ আল্লাহ এর দ্বীন 'ইসলাম'।
টীকা-৬১ঃ অর্থাৎ তাঁর দ্বীন ও তাঁর বন্দেগী থেকে
টীকা-৬২ঃ অর্থাৎ তাতে দাখিল হওয়া থেকে।

শানে নুযূল: এ আয়াত সুফিয়ান ইবনে হারব প্রমূখের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে মক্কা-মুকাররমায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো। 'মসজিদুল হারাম' (বা সম্মানিত মসজিদ) দ্বারা হয়ত বিশেষ করে কা'বা-ই-মুআ'যযমাহ্‌র কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন, ইমাম শাফে'ঈ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন। এতদভিত্তিতে, অর্থ এ দাঁড়াবে যে, তা সমস্ত লোকের ক্বিবলা। সেখানকার অধিবাসী ও তাতে বিদেশী সবাই সমান। সবার জন্য সেটার প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাতে হাজ্জের বিধানাবলী পালন করা একই সমান। আর তাওয়াফ ও নামাযের ফযীলতের মধ্যেও সেই শহরবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর মতে, এখানে 'মসজিদুল হারাম' দ্বারা 'মক্কা মুকাররমাহ্‌' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ হেরম শরীফ বুঝানো হয়েছে। এতদভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, হেরম শরীফ শহরবাসী ও বহিরাগত সবার জন্যই সমান। এতে বসবাস করা ও অবস্থান করার সবারই অধিকার আছে। তাছাড়া, কেউ কাউকে বের করতে পারবে না। এ কারণে ইমাম আ'যম সাহিব (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) মক্কা মুকাররমাহ্‌র জমি বিক্রয় ও ভাড়া দেয়া নিষিদ্ধ করেন। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, 'মক্কা মুকাররমাহ্‌' হচ্ছে 'হারাম'- সেখানাকার জমি বিক্রয় করা যাবে না। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

টীকা-৬৩ঃ اِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ অর্থাৎ 'অন্যায়ভাবে সীমালংঘন' দ্বারা হয়ত 'শির্ক ও মূর্তি পূজা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'প্রত্যেক নিষিদ্ধ কথা ও কাজ' বুঝানো হয়েছে। এমনকি 'সেবককে গালি দেয়া পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ হচ্ছে- 'হেরম'-এর অভ্যন্তরে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা, অথবা 'হেরম'-এ যা কিছু নিষিদ্ধ তা সম্পন্ন করা, যেমন- শিকারের পশু হত্যা করা ও গাছপালা কাটা ইত্যাদি।' হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- "অর্থ এই যে, 'যে তোমাকে হত্যা করেনা তাকে হত্যা করা', অথবা 'যে তোমার প্রতি অত্যাচার করেনা, তুমি তার প্রতি অত্যাচার করা।'

<table>
<tr><td>সূরাঃ ২২ হাজ্জ</td><td>৬১০</td><td>মানযিল-৪</td><td>পারাঃ ১৭</td></tr>
<tr><td colspan="2">যেকোন সীমালঙ্গনের অসৎ ইচ্ছা করে, আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদন করাবো (৬৩)।</td><td colspan="2">نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۵﴾</td></tr>
<tr><td colspan="4">রুকূ'-৪</td></tr>
<tr><td colspan="2">২৬: এবং যখন আমি ইব্রাহীমকে ঐ ঘরের ঠিকানা সঠিকভাবে বলে দিয়েছি (৬৪) এবং নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার কোনো শরীক স্থির করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখো (৬৫) তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ'-সাজদাকারীদের জন্য (৬৬)।
২৭: এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের সাধারণ ঘোষণা করে দাও (৬৭), তারা তোমার নিকট উপস্থিত হবে পদব্রজে ও প্রত্যেক ক্ষীণকায় উটনীর পিঠে করে, যা দূরদূরান্তের পথ থেকে আসে (৬৮)।</td><td colspan="2">وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۲۶﴾ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿۲۷﴾</td></tr>
</table>

শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত- নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আ'বদুল্লাহ ইবনে আনীসকে দু'জন লোক সহকারে পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুহাজির আর অপরজন ছিলেন আনসারী। তাঁরা আপন আপন বংশের গৌরব বর্ণনা করলেন। তখন আ'বদুল্লাহ ইবনে আনীসের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হলো এবং সে আনসারীকে হত্যা করে ফেললো আর নিজে ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কা মুকাররমাহ্‌র দিকে পলায়ন করলো। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬৪ঃ কা'বা শরীফের নির্মানকালঃ সর্ব প্রথম কা'বার ইমারত হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) নির্মান করেছিলেন। হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর তুফানের সময় তা আসমানের উপরে তুলে নেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা একটা বায়ু নিয়োগ করলেন, যা সেটার স্থানকে পরিষ্কার করে দিয়েছিলো। অপর এক অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ তাআ'লা একটা মেঘখন্ড প্রেরণ করলেন, যা বিশেষ করে ঐ ভূ-খন্ডের সম্মুখস্থ ছিলো, যেখানে কা'বা মুআ'যমাহ্‌র ইমারত ছিলো। এভাবে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর জন্য কা'বা শরীফের স্থান বর্ণনা করা হয়েছে। আর তিনিও কা'বার প্রাচীন ভিত্তির উপর সেটার ইমারত নির্মান করেন এবং আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে ওহী করলেন।

টীকা-৬৫ঃ শির্ক থেকে, মূর্তি থেকে এবং প্রত্যেক প্রকারের অপিবিত্রতা থেকে

টীকা-৬৬ঃ অর্থাৎ নামাযীদের জন্য

টীকা-৬৭ঃ অতএব, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর আরোহন করে বিশ্বের লোকদেরকে আহ্বান করলেন, "আল্লাহ এর ঘরের হাজ্জ করো, হজ্জ করার যাদের সামর্থ আছে।" তারা পিতৃকুলের পিঠ ও মায়েদের গর্ভ থেকে সাড়া দিয়ে বললো, " لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ " (লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক। অর্থাৎ হাযির, হে খোদা, হাযির।) হযরত হাসান (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে (আহ্বান করো।) দ্বারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং বিদায় হজ্জের সময় হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঘোষণা করে দিলেন ও ইরশাদ করলেন, "হে লোকেরা আল্লাহ তোমাদের উপর হাজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হাজ্জ পালন করো।"

টীকা-৬৮ঃ এবং অধিক ভ্রমন ও সফরের কারণে ক্ষীণকায় হয়ে যায়।

টীকা-৬৯ঃ ধর্মীয়, পার্থিবও, যা শুধু এ ইবাদতের সাথেই নির্দিষ্ট, অন্য কোন ইবাদতের মধ্যে পাওয়া যায়না
টীকা-৭০ঃ যবেহ করার সময়
টীকা-৭১ঃ 'জ্ঞাত দিনগুলো' দ্বারা 'যিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) দশ দিন' বুঝানো হয়েছে। যেমন- হযরত আ'লী, হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও ক্বাতাদাহ্ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ)-এর অভিমত। আর এটাই আমাদের ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানীফা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর অভিমত। আর 'সাহিবাঈন' (হযরত ইমাম আবূ ইউসূফ ও হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ)) এর মতে, 'জ্ঞাত দিনগুলো' দ্বারা 'কুরবানীর দিনগুলো' বুঝানো হয়েছে। এটা অভিমত হচ্ছে হযরত ইবনে ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এর। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি অভিমতের ভিত্তিতে এখানে উক্ত 'দিনগুলো' দ্বারা বিশেষ করে 'ঈদের দিন' বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

২৮: যাতে তারা আপন আপন উপকার পায় (৬৯) এবং আল্লাহ এর নাম নেয় (৭০) জ্ঞাত দিনগুলোতে (৭১) এর উপর যে, তাদেরকে জীবন উপকরণরূপে প্রদান করেছেন বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তু (৭২)। অতঃপর তা থেকে তোমরা আহার করো এবং বিপদগ্রস্ত দরিদ্রকে আহার করাও (৭৩)।	لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِیْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾
২৯: অতঃপর যেন তারা নিজেদের ময়লা আবর্জনা দূর করে (৭৪) এবং নিজেদের মান্নতসমূহ পূর্ণ করে (৭৫) ও এই আযাদ ঘরের তাওয়াফ করে (৭৬)।	ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾
৩০: কথা হচ্ছে এই এবং যে কেউ আল্লাহ এর সম্মানিত বস্তুগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে (৭৭), তবে তা তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট উত্তম, এবং তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তুগুলো (৭৮) ঐগুলো ব্যতীত যেগুলোর নিষেধ তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় (৭৯), সুতরাং দূরে থাকো মূর্তিগুলোর অপবিত্রতা থেকে (৮০) এবং বেঁচে থাকো মিথ্যা কথা থেকে,	ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾
৩১: এক আল্লাহ এর হয়ে, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির করো না, এবং যে কেউ আল্লাহ এর শরীক করে সে যেন পতিত হলো আসমান থেকে, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় (৮১) অথবা বায়ু তাকে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে (৮২)।	حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِیْ بِهِ الرِّيْحُ فِیْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾

টীকা-৭২ঃ উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া।
টীকা-৭৩ঃ নফল, তামাত্তু, ক্বিরান এবং এমন প্রত্যেক কুরবানীর পশু থেকে, যেগুলোর কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আহার করা বৈধ, অবশিষ্ট কুরবানীর পশুগুলো থেকে বৈধ নয়। (তাফসীর-ই-আহমাদী ও মাদারিক)
টীকা-৭৪ঃ গোঁফ ছেঁটে নেয়, নখ কেটে ফেলে, বগল ও নাভীর নিম্নস্থ কেশ দূর করে
টীকা-৭৫ঃ যেগুলো তারা করেছে
টীকা-৭৬ঃ এটা দ্বারা 'তাওয়াফ-ই-যিয়ারত' বুঝানো হয়েছে।
হজ্জের মাসা-ইল বিস্তারিতভাবে সূরা বাক্বারাহ, দ্বিতীয় পারায় উল্লেখ করা হয়েছে।
টীকা-৭৭ঃ অর্থাৎ তাঁর বিধানাবলীর প্রতি, চাই সেগুলো হাজ্জের বিধানাবলী হোক, কিংবা সেগুলো ছাড়া অন্য কিছু হোক। কোন কোন তাফসীরকারক তা থেকে 'হজ্জের বিধানাবলী'-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ 'বায়ত-ই-হারাম' (সম্মানিত কা'বা) 'মাশ'আর-ই-হারাম' (মুযদালিফা), 'শাহর-ই-হারাম' (সম্মানিত মাস মুহাররাম ইত্যাদি), 'বালাদ-ই-হারাম' (সম্মানিত শহর) এবং 'মসজিদ-ই-হারাম'-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন।
টীকা-৭৮ঃ যাতে তোমরা সেগুলোকে যবেহ করে আহার করো
টীকা-৭৯ঃ 'কুরআন-ই-পাক'-এর মধ্যে। যেমন সূরা মা-ইদাহ এর আয়াত "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ"-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।
টীকা-৮০ঃ যেগুলোর পূজা করা নিকৃষ্টতম আবর্জনাযুক্ত হবারই নামান্তর।
টীকা-৮১ঃ এবং টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলে
টীকা-৮২ঃ অর্থ এ যে, শির্ককারী আপন আত্মাকে জঘন্যতম ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ঈমানকে উচ্চতার মধ্যে আসমানের সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর ঈমান বর্জনকারীকে আসমান থেকে পতনশীল ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর তার মনের ঐ কুপ্রবৃত্তিসমূহকে, যেগুলো তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, একেকটি টুকরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় এমন পাখীর সাথে এবং শয়তানদেরকে, যারা তাকে পথভ্রষ্টতার উপত্যকায় নিয়ে নিক্ষেপ করে, বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এমন উৎকৃষ্ট উপমা দ্বারা শির্কের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ (٣٢)
لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (٣٣)

৩২: কথা হচ্ছে এই যে, যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা হচ্ছে অন্তরগুলোর পরহেযগারীর লক্ষণ (৮৩)।
৩৩: তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু গুলোর মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে (৮৪) একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (৮৫), অতঃপর সেগুলো পৌঁছে এ আযাদগৃহ পর্যন্ত (৮৬)।

রুকূ’-৫

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا
اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ
الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ
اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ (٣٤)
الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ
اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣٥)
وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ
اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا
اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا
وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ
اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ
سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٣٦)
لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَ
لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى

৩৪: এবং প্রত্যেক উম্মতের (৮৭) জন্য আমি একটা কুরবানী নির্ধারিত করেছি যেন তারা আল্লাহ এর নাম নেয় তাঁর প্রদত্ত বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ পশুগুলোর উপর (৮৮), অতএব, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্যই (৮৯), সুতরাং তাঁরই সম্মুখে আত্মসমর্পন করো (৯০), এবং হে মাহবূব! সুসংবাদ শুনিয়ে দিন সেই বিনীত লোকদেরকে-
৩৫: (যারা এমন সব লোক) যে, যখন আল্লাহ এর নাম স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হতে থাকে (৯১) এবং যে কোন বিপদাপদ এসে পড়ে তা সহ্যকারী ও নামায প্রতিষ্ঠাকারী, এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে (৯২)।
৩৬: এবং কুরবানীর মোটাতাজা পশু উট ও গাভীকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহের অন্যতম করেছি (৯৩)। তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে (৯৪), সুতরাং সেগুলোর উপর আল্লাহ এর নাম উচ্চারণ করো (৯৫) এক পা বাঁধা, তিন পায়ে দন্ডায়মান (অবস্থায়) (৯৬),অতঃপর যখন সেগুলোর পার্শ্বদেশ পড়ে যায় (৯৭) তখন সেগুলো থেকে নিজরা আহার করো (৯৮) এবং ধৈর্য সহকারে উপবিষ্ট ভিক্ষাকারীকে আহার করাও। এভাবেই আমি সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো।
৩৭: আল্লাহ এর নিকট কখনো না সেগুলোর মাংস পৌঁছে, না সেগুলোর রক্ত, হ্যাঁ, তোমাদের খোদাভীরুতা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে থাকে (৯৯)। এভাবেই আমি সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা আল্লাহ এর

টীকা-৮৩ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا) বলেন, “আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহ দ্বারা কুরবানীর মোটাতাজা উট, গাভী এবং কুরবানীর অন্যান্য পশুগুলো বুঝানো হয়েছে। আর সেগুলোর সম্মান করা হচ্ছে মোটাতাজা, সুন্দর ও দামী পশু নিয়ে যাওয়া।
টীকা-৮৪ঃ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেগুলোর পিঠে আরোহন করা ও প্রয়োজনের সময় সেগুলোর দুধ পান করার
টীকা-৮৫ঃ অর্থাৎ সেগুলো যবেহ করার সময় পর্যন্ত,
টীকা-৮৬ঃ অর্থাৎ হেরম শরীফ পর্যন্ত, যেখানে সেগুলো যবেহ করা হয়
টীকা-৮৭ঃ পূর্ববর্তী ঈমানদার উম্মতদের থেকে-
টীকা-৮৮ঃ সেগুলো যবেহ করার সময়,
টীকা-৮৯ঃ সুতরাং যবেহ করার সময় শুধু তাঁরই নাম নাও। এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে এর উপর যে, আল্লাহ এর নাম স্মরণ করা যবেহের জন্য পূর্বশর্ত। আল্লাহ তাআ’লা প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন যেন তাঁরই জন্য তাঁরই নৈকট্য লাভের উপায় স্বরূপ কুরবানী করে, আর যেন সমস্ত কুরবানীর উপর তাঁরই নাম নেয়া হয়।
টীকা-৯০ঃ এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর আনুগত্য করো,
টীকা-৯১ঃ তাঁর ভয় ও মহত্ত্বের কারণে
টীকা-৯২ঃ অর্থাৎ সাদাক্বাহ প্রদান করে।
টীকা-৯৩ঃ অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের নিদর্শনসমূহের অন্যতম।
টীকা-৯৪ঃ দুনিয়ায় উপকার এবং আখিরাতে পুরস্কার ও সাওয়াব,
টীকা-৯৫ঃ সেগুলো যবেহ করার সময় এমতাবস্থায় যে, সেগুলো হয়-
টীকা-৯৬ঃ উট যবেহ করার এটাই সুন্নাতসম্মত নিয়ম,
টীকা-৯৭ঃ অর্থাৎ যবেহ করার পর সেগুলোর পার্শ্বদেশ মাটিতে পড়ে যায় ও সেগুলোর নড়াচড়া থেমে যায়
টীকা-৯৮ঃ যদি তোমরা চাও
টীকা-৯৯ঃ অর্থাৎ কুরবানীকারীগণ শুধু নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের মধ্যে নিষ্ঠা ও তাক্বওয়ার শর্তাবলীর প্রতি যত্নবান হলেই আল্লাহ তাআ’লাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

শানে নুযূল: অন্ধকার যুগের কাফিরগণ আপন আপন ক্বুরবানীগুলোর রক্ত দ্বারা কা'বা মুআ'যমাহ্‌র দেয়ালগুলোকে রঞ্জিত করতো আর এ কাজকে তারা আল্লাহ এর নৈকট্যের উপায় মনে করতো। এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১০০ঃ সাওয়াবের।
টীকা-১০১ঃ এবং তাদের সাহায্য করেন।
টীকা-১০২ঃ অর্থাৎ কাফিরদেরকে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বস্ততা (খেয়ানত) ও আল্লাহ এর অনুগ্রহগুলোর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (٣٧)

মহত্ত্ব ঘোষণা করো এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, এবং হে মাহবূব! সুসংবাদ শুনান সৎকর্মপরায়ণদেরকে (১০০)।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ (٣٨)

৩৮: নিশ্চয় আল্লাহ বালা-মুসিবতসমূহকে দূরীভূত করেন মুসলমানদের (১০১)। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না প্রত্যেক বড় ধোকাবাজ, অকৃতজ্ঞকে (১০২)।

রুকূ'-৬

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ (٣٩)

৩৯: অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে কাফিরগণ যুদ্ধ করে (১০৩) এতদ্‌ভিত্তিতে যে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে (১০৪) এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করার উপর অবশ্যই শক্তিমান।

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٤٠)

৪০: ঐসব লোক, যাদেরকে আপন ঘর বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে (১০৫) শুধু এতটুকু কথার উপর যে, তারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ (১০৬)' এবং আল্লাহ যদি মানুষের মধ্যে একককে অপর দ্বারা প্রতিহত না করতেন (১০৭), তবে অবশ্যই ভূমিষ্যাৎ করে দেয়া হতো খানকাসমূহ (১০৮), গীর্জা (১০৯), উপাসনালয় (১১০) এবং মসজিদসমূহকে (১১১), যেগুলোতে আল্লাহ এর নাম ব্যাপকভাবে নেয়া হয় এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য করবেন তারই, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে, নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا

৪১: সেসব লোক যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি (১১২), তবে তারা নামায কায়েম রাখবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের

টীকা-১০৩ঃ জিহাদের।
টীকা-১০৪ঃ শানে নুযূল: মক্কার কাফিরগণ আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাহাবীদেরকে দৈনন্দিন হাতে ও মুখে খুব কষ্ট দিতো এবং দুঃখ পৌঁছাতো। আর সাহাবীগণ হুযূরের দরবারে এমতাবস্থায় পৌঁছতেন যে, কারো মাথা ফাটা, কারো হাত ভাঙ্গা, কারো পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। প্রত্যহ এ ধরণের বিভিন্ন অভিযোগ পবিত্রতম দরবারে আসতো। আর সম্মানিত সাহাবীগণ হুযূরের দরবারে কাফিরদের বিভিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতেন। হুযূর এটাই বলতেন, "ধৈর্য ধারন করো। আমাকে এখনো জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়নি।" যখন হুযূর মাদীনা তৈয়্যিবায় হিজরত করলেন তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুতঃ এটা প্রথম আয়াত, যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।
টীকা-১০৫ঃ এবং মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।
টীকা-১০৬ঃ এবং এ বাণী সত্য। আর সত্যের কারণে নিশ্চয় ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা ও দেশান্তর করা অন্যায়।
টীকা-১০৭ঃ জিহাদের অনুমতি দিয়ে ও শাস্তির বিধান কায়েম করে, তা হলে ফল এই হতো যে, মুশরিকদের দাপট চরমে পৌঁছতো, কোন দ্বীন বা ধর্মাবলম্বী তাদের অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পেতো না।
টীকা-১০৮ঃ সংসার বিরাগী খৃষ্টান ধর্মযাজকের,
টীকা-১০৯ঃ খৃষ্টানদের,
টীকা-১১০ঃ ইহুদীদের
টীকা-১১১ঃ মুসলমানদের,
টীকা-১১২ঃ এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করি,

টীকা-১১৩ঃ এতে খবর দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে মুহাজিরদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করার পর তাদের চরিত্র এমনই পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকবে। আর তাঁরা দ্বীনের কার্যাদিতে নিষ্ঠার সাথে রত থাকবেন। এতে হিদায়াতের উজ্জ্বল প্রতীক খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায়পরায়ণতা ও তাঁদের তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর প্রমাণ মিলে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আ'লা প্রতিষ্ঠা ও শাসন ক্ষমতা দান করেছেন এবং ন্যায়বানের চরিত্র দান করেছেন।

টীকা-১১৪ঃ হে হাবীবে আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ (۴۱)

নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখবে (১১৩), এবং আল্লাহ্ এরই জন্য সমস্ত কর্মের পরিণাম।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ (۴۲)

৪২: এবং যদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে (১১৪), তবে নিঃসন্দেহে তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছিলো নূহের সম্প্রদায় এবং 'আদ (১১৫) ও সামূদ (১১৬)।

وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ (۴۳)

৪৩: এবং ইব্রাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়

وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (۴۴)

৪৪: এবং মাদয়ানবাসীরা (১১৭), এবং মূসাকে অস্বীকার করা হয়েছে (১১৮), অতঃপর আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছি (১১৯), অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি (১২০), অতএব, কেমন হয়েছে আমার শাস্তি (১২১)।

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ (۴۵)

৪৫: এবং কত বস্তিই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (১২২) যেহেতু তারা যালিম ছিলো (১২৩)। সুতরাং এখন সেগুলো আপন ছাদসমূহের উপর ধ্বসে পড়েছে এবং কত কূপ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে (১২৪) আর কত প্লাস্টারকৃত প্রাসাদও (১২৫)।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ (۴۶)

৪৬: তবে কি তারা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি (১২৬)? তাহলে তাদের থাকতো অন্তর, যেগুলো দ্বারা তারা বুঝতো (১২৭), অথবা থাকতো কান, যেগুলো দ্বারা শুনতো (১২৮)। তবে (ব্যাপার) এ যে, চক্ষুসমূহ অন্ধ হয়না (১২৯), বরং ঐ সমস্ত অন্তর অন্ধ হয়, যেগুলো বক্ষসমূহে রয়েছে (১৩০)।

টীকা-১১৫ঃ হযরত হুদের সম্প্রদায়

টীকা-১১৬ঃ অর্থাৎ সালিহের সম্প্রদায়।

টীকা-১১৭ঃ অর্থাৎ হযরত শুআ'ইবের সম্প্রদায়,

টীকা-১১৮ঃ এখানে 'মূসার সম্প্রদায়' বলেন নি। কেননা, হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সম্প্রদায় বানী ইস্রাঈল তাঁকে অস্বীকার করেনি, এবং ফিরআ'উনের সম্প্রদায় ক্বিবতীগণই হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অস্বীকার করেছিলো।

বস্তুতঃ এসব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা এবং প্রত্যেকে আপন আপন নাবীকে অস্বীকার করার বর্ণনা করা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র মনে সান্তনা প্রদানের জন্যই। এটা কাফিরদের প্রাচীন প্রথা। পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও তাদের (উম্মতগণ) এ নিকৃষ্ট নিয়ম চলে এসেছে।

টীকা-১১৯ঃ এবং তাদের শাস্তিকে বিলম্বিত করেছি এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি,

টীকা-১২০ঃ এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছি,

টীকা-১২১ঃ তাঁকে অস্বীকারকারীদের উচিত যেন তারা নিজেদের পরিণামের কথা ভেবে দেখে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-১২২ঃ এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি,

টীকা-১২৩ঃ অর্থাৎ সেখানকার অধিবাসীগণ কাফির ছিলো।

টীকা-১২৪ঃ অর্থাৎ সেগুলো থেকে পানি সংগ্রহ করার কেউ নেই।

টীকা-১২৫ঃ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়ে আছে।

টীকা-১২৬ঃ অর্থাৎ কাফিরগণ, যাতে তারা এ সব অবস্থা স্বচক্ষে দেখতো।

টীকা-১২৭ঃ যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে অস্বীকার করার পরিণাম কি হয়েছে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতো,

টীকা-১২৮ঃ পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থাদি এবং তাদের ধ্বংস হওয়া ও তাদের বস্তিসমূহ বিধ্বস্ত হওয়ার কথা, যাতে তা দ্বারা শিক্ষা অর্জিত হতো।

টীকা-১২৯ঃ অর্থাৎ কাফিরদের বাহ্যিক অনুভূতিশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়নি। তারা ঐসব চক্ষু দ্বারা দেখার বস্তুসমূহ দেখতে পায়।

টীকা-১৩০ঃ এবং অন্তরসমূহে অন্ধ হওয়া এক মহা অভিশাপ। এর কারণে মানুষ দ্বীনের পথ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে।

টীকা-১৩১ঃ অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ, যেমন-নাযার ইবনে হারিস প্রমূখ। আর এই 'ত্বরা করা' তাদের ঠাট্টার সূত্রেই ছিলো।
টীকা-১৩২ঃ এবং অবশ্যই ওয়াদা অনুসারে শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি বদরের যুদ্ধে পূর্ণ হয়েছিলো।
টীকা-১৩৩ঃ পরকালে শাস্তির
টীকা-১৩৪ঃ সুতরাং এসব কাফির কি বুঝেসুঝে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে?

৪৭: এবং এরা আপনার নিকট শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে ত্বরা করছে (১৩১) এবং আল্লাহ্ কখনো আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না (১৩২), এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের নিকট (১৩৩) একটি দিন এমন রয়েছে, যেমন- তোমাদের গণনার মধ্যে হাজার বছর (১৩৪)।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮: এবং কত বস্তি, যেগুলোকে আমি অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা যালিম ছিলো। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি (১৩৫), এবং আমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসতে হবে (১৩৬)।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

রুকূ'-৭

৪৯: আপনি বলে দিন, 'হে লোকেরা! আমি তো এ যে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই।'	قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾
৫০: সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা (১৩৭):	فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾
৫১: এবং ঐসব লোক, যারা প্রচেষ্টা চালায় আমার আয়াতসমূহের মধ্যে হার-জিতের উদ্দেশ্যে (১৩৮), তারা জাহান্নামী।	وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾
৫২: এবং আমি আপনার পূর্বে যত রসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করেছি (১৩৯) সবার উপর কখনও এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, যখনই তারা পাঠ করেছে, তখন শয়তান তাদের পড়ার মধ্যে মানুষের উপর কিছু নিজ থেকে সংযোজন করে দিয়েছে, অতঃপর মুছে দেন আল্লাহ্ ঐ শয়তানের সংযোজিত অংশটুকু, অতঃপর আল্লাহ্ আপন আয়াতসমূহকে মজবুত করে দেন (১৪০), এবং আল্লাহ্ জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাময়।	وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾
৫৩: যাতে শয়তানের সংযোজিত বিষয়কে 'ফিতনা' করে দেন (১৪১) তাদের জন্য যাদের	لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً

টীকা-১৩৫ঃ এবং দুনিয়ায় তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করেছি।
টীকা-১৩৬ঃ আখিরাতে।
টীকা-১৩৭ঃ যা কখনো নিঃশেষ হবে না। তা হচ্ছে জান্নাত।
টীকা-১৩৮ঃ যে, কখনো সেসব আয়াতকে 'যাদু' বলে, কখনো 'কবিতা', কখনো বলে 'পূর্ববর্তীদের কিসসা- কাহিনী'। আর তারা এ ধারণা করে যে, ইসলামের সাথে তাদের এই প্রতারণা কার্যকর হবে।
টীকা-১৩৯ঃ 'নাবী' ও 'রসূল'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নাবী' ব্যাপক অর্থে (عام) ব্যবহৃত, কিন্তু 'রসূল' বিশেষার্থে (خاص) ব্যবহৃত। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'রসূল' শারীয়াতের প্রচলনকারী (প্রবক্তা) হন, আর 'নাবী, সেটার রক্ষক হন।
শানে নুযূল: সূরা 'ওয়ান্ নাজম' অবতীর্ণ হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'মাসজিদুল হারাম'-এ তা তিলাওয়াত করলেন। আর তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আয়াতগুলোর মধ্যখানে থেমে থেমে আস্তে আস্তে সেগুলো তিলাওয়াত ফরমালেন, যাতে শ্রোতারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে পারে এবং মুখস্তকারীরা মুখস্থ করারও সুযোগ পায়। যখন তিনি وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى পাঠ করে নিয়ম মুতাবিক থামলেন, তখন শয়তান মুশরিকদের কানে সেটার সাথে 'আরো দু'টি' পদ সংযোজন করে এমনভাবে বলে দিলো, যা দ্বারা মূর্তিগুলোর প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছিলো। জিব্রাঈল আমীন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খেদমতে হাযির হয়ে উক্ত অবস্থার কথা আরয করলেন। এতে হুযূর দুঃখিত হলেন। আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর শান্তনার জন্য এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন।
টীকা-১৪০ঃ পয়গাম্বর যা পাঠ করেন এবং সেগুলোর সাথে শয়তানী পদ-বাক্যের সংযোজন থেকে সেগুলোকে রক্ষা করেন।
টীকা-১৪১ঃ এবং পরীক্ষা ও যাচাইয়ের বস্তু করে দেন।

لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ (۵۳)

অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে (১৪২) এবং যাদের হৃদয় পাষাণ (১৪৩), এবং নিশ্চয় যালিম (১৪৪) দূরের ঝগড়াটে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۵۴)

৫৪: এবং এজন্য যে, জানতে পারে ঐসব লোকও, যারা জ্ঞান লাভ করেছে (১৪৫) যে, তা (১৪৬) আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য, অতঃপর তারা যেন সেটার উপর ঈমান আনে, অতঃপর সেটার জন্য ঝুঁকে যায় তাদের অন্তরসমূহ, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে সরল পথে পরিচালনাকারী।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ (۵۵)

৫৫: এবং কাফিরগণ তাতে (১৪৭) সর্বদা সন্দেহের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের উপর ক্বিয়ামত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে (১৪৮), অথবা তাদের উপর এমন দিনের শাস্তি এসে পড়বে, যার ফল তাদের জন্য মোটেই ভাল হবে না (১৪৯)।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (۵۶)

৫৬: বাদশাহী ঐ দিনে (১৫০) একমাত্র আল্লাহ্ এরই, তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং (১৫১) সৎকর্ম করেছে, তারা শান্তির কাননসমূহে থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (۵۷)

৫৭: এবং যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

রুকূ'-৮

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (۵۸)

৫৮: এবং ঐসব লোক যারা আল্লাহ্ এর পথে আপন ঘর বাড়ি ছেড়েছে (১৫২) অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা যারা মারা গেছে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন (১৫৩), এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এর প্রদত্ত জীবিকা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (۵۹)

৫৯: অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে যাবেন যাকে তারা পছন্দ করবে (১৫৪), এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানবান, সহনশীল।

টীকা-১৪২ঃ সন্দেহ ও মুনাফিক্বী বা কপটতার।
টীকা-১৪৩ঃ সত্যকে গ্রহণ করে নেয়না এবং এরা হচ্ছে মুশরিক,
টীকা-১৪৪ঃ অর্থাৎ মুশরিক ও মুনাফিক্বগণ
টীকা-১৪৫ঃ আল্লাহ্ এর দ্বীনের এবং তাঁর আয়াতসমূহের
টীকা-১৪৬ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ
টীকা-১৪৭ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফে অথবা দ্বীন-ইসলামে
টীকা-১৪৮ঃ অথবা মৃত্যু, যেহেতু তাও ছোট ক্বিয়ামত,
টীকা-১৪৯ঃ তা দ্বারা 'বদরের দিন' বুঝানো হয়েছে, যেদিন কাফিরদের জন্য আনন্দ ও আরাম বলতে কিছুই ছিলোনা। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, তা দ্বারা 'ক্বিয়ামতের দিন' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১৫০ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন
টীকা-১৫১ঃ যারা
টীকা-১৫২ঃ এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে মাতৃভূমি থেকে বের হয়েছে এবং মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে মাদীনা তৈয়্যিবাহ্ এর প্রতি হিজরত করেছে
টীকা-১৫৩ঃ অর্থাৎ জান্নাতের রিযক্ব, যা কখনো বন্ধ হবে না,
টীকা-১৫৪ঃ সেখানে তাদের প্রত্যেকটা মন-বাসনা পূরণ করা হবে এবং কোন অশোভন কথার সম্মুখীন হবেনা।

শানে নুযূল: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আমাদের যেসব সঙ্গী শহীদ হয়ে গেছেন, আমরা জানি যে, আল্লাহ্ এর দরবারে তাঁদের বড় মর্যাদা রয়েছে, আর আমরা জিহাদসমূহে হুযূরের (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সাথে থাকবো, কিন্তু যদি আমরা আপনার সাথে থেকে যাই এবং শাহাদাত ব্যতীতই আমাদের নিকট মৃত্যু এসে যায়, তবে আখিরাতে আমাদের জন্য কি রয়েছে?" এর জবাবে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

টীকা-১৫৫ঃ কোন মু'মিন যুলুমের, মুশরিক থেকে,
টীকা-১৫৬ঃ যালিমের পক্ষ থেকে তাকে দেশ-ছাড়া করে,

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ (٦٠)

৬০: কথা হচ্ছে এই- যে প্রতিশোধ গ্রহণ করে (১৫৫) যেমনি কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, অতঃপর তার প্রতি অত্যাচার করা হয় (১৫৬), তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন (১৫৭), নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল (১৫৮)।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ (٦١)

৬১: এ জন্য যে, আল্লাহ তাআ'লা রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের অংশে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের অংশে (১৫৯), এবং এজন্য যে, আল্লাহ শুনেন, দেখেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (٦٢)

৬২: এটা এ জন্য (১৬০) যে, আল্লাহই সত্য, এবং তিনি ব্যতীত তারা যার পূজা করছে (১৬১) তা-ই অসত্য, এবং এজন্য যে, আল্লাহই সমুচ্চ, মহান।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۫ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (٦٣)

৬৩: তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, আর সকালে যমীন (১৬২) সবুজ-শ্যামল হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, পরিজ্ঞাত।'

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (٦٤)

৬৪: তাঁরই সম্পদ যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

রুকূ'-৯

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٦٥)

৬৫: তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, আল্লাহ তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে (১৬৩) এবং নৌযানসমূহ, সেগুলো সমুদ্রে তাঁর নির্দেশে বিচরণ করে (১৬৪) এবং তিনি স্থির রেখেছেন আসমানকে, যাতে পৃথিবীর উপর আপতিত না হয়, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড় দয়াদ্র, দয়ালু (১৬৫)।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ۫ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ (٦٦)

৬৬: এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন (১৬৬), অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন (১৬৭), অতঃপর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন (১৬৮)। নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃজ্ঞ (১৬৯)।

টীকা-১৫৭ঃ শানে নুযূল: এ আয়াত মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুহাররাম মাসের শেষ ভাগের দিনগুলোতে মুসলমানদের উপর হামলা করে বসেছিলো। আর মুসলমানগণ মুহাররাম মাসের সম্মানার্থে যুদ্ধ করতে চাইলেন না, কিন্তু মুশরিকগণ তা মানলো না, (বরং) তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলো। মুসলামনগণও তাদের মুকাবিলায় অবিচল রইলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের সাহায্য করেছিলেন।
টীকা-১৫৮ঃ অর্থাৎ মাযলূমকে সাহায্য করা এজন্য যে, আল্লাহ যা চান তা করতে সক্ষম, এবং তাঁর কুদরতের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টই।
টীকা-১৫৯ঃ অর্থাৎ কখনো দিনকে বৃদ্ধি করেন, রাতকে হ্রাস করেন, আর কখনো রাতকে বৃদ্ধি করেন ও দিনকে হ্রাস করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর উপর ক্ষমতা রাখেনা। যিনি এমনই ক্ষমতাশীল, তিনি যাকে চান সাহায্য করেন এবং যাকে চান বিজয়ী করেন।
টীকা-১৬০ঃ অর্থাৎ এ সাহায্য এজন্যও যে,
টীকা-১৬১ঃ অর্থাৎ বোত (মূর্তি)
টীকা-১৬২ঃ তরুলতায়
টীকা-১৬৩ঃ পশু ইত্যাদি, যেগুলোর পিঠে তোমরা আরোহন করো। এবং যেগুলো তোমরা কাজে লাগাও।
টীকা-১৬৪ঃ তোমাদের জন্য তা চালানোর নিমিত্ত বাতাসও পানিকে বশীভূত করেছি।
টীকা-১৬৫ঃ যে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণের দ্বারসমূহ খুলে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন।
টীকা-১৬৬ঃ প্রাণহীন বীর্য থেকে সৃষ্টি করে,
টীকা-১৬৭ঃ তোমাদের বয়োসীমা পূর্ণ হবার মুহূর্তে,
টীকা-১৬৮ঃ পুনরুত্থানের দিন, সাওয়াব ও শাস্তির জন্য।
টীকা-১৬৯ঃ যে, এতসব নি'মাত সত্ত্বেও তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং প্রাণহীন সৃষ্টির পূজা করে।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَ ادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ (٦٧)

৬৭: প্রত্যেক উম্মতের জন্য (১৭০) আমি ইবাদত-পদ্ধতি তৈরি করে দিয়েছি, যাতে তারা সেটার অনুসরণ করে (১৭১), অতঃপর কখনো যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে (১৭২) এবং আপন প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো (১৭৩) নিশ্চয় আপনি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

وَ اِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (٦٨)

৬৮: যদি তারা (১৭৪) আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে আপনি বলে দিন যে, 'আল্লাহ সম্যক অবহিত তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٦٩)

৬৯: আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন ক্বিয়ামতের দিন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছো (১৭৫)।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ (٧٠)

৭০: তুমি কি জানোনি যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে, নিশ্চয় এসব কিছু একটি কিতাবে রয়েছে (১৭৬)। নিশ্চয় এটা (১৭৭) আল্লাহ এর নিকট সহজ (১৭৮)।

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ (٧١)

৭১: এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে (১৭৯), যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেননি, এবং এমন কিছুকেও, যেগুলো সম্বন্ধে তাদের নিজেদেরও কোন জ্ঞান নেই (১৮০), এবং যালিমদের (১৮১) কোন সাহায্যকারী নেই (১৮২)।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ (٧٢)

৭২: এবং যখন তাদের সম্মুখে আমার সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (১৮৩), তখন আপনি তাদেরই চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাবেন, যারা কুফর করেছে। এ কথা সন্নিকটে যে, তারা আক্রমন করেন ঐসব লোককে, যারা আমার আয়াতসমূহ তাদের সম্মুখে পাঠ করে। আপনি বলে দিন, 'তবে কি আমি বলে দেবো যা তোমাদের এ অবস্থা থেকেও (১৮৪) মন্দতর? তা হচ্ছে আগুন। আল্লাহ সেটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং কেমনই মন্দ প্রত্যাবর্তনের জায়গা।

টীকা-১৭০ঃ ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়সমূহ থেকে
টীকা-১৭১ঃ এবং আমলকারী হয়,
টীকা-১৭২ঃ অর্থাৎ দ্বীনী ব্যাপারে অথবা যবেহকৃত পশুর ব্যাপারে
শানে নুযূল: এ আয়াত বুদায়ল ইবনে ওয়ারাক্বাহ্র বংশধরগণ, বিশ্র ইবনে সুফিয়ান এবং ইয়াযিদ ইবনে খুনায়সের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লোক রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদেরকে বলেছিলো, "কি ব্যাপার! যেই পশুকে তোমরা নিজেরা হত্যা করো সেটা তো আহার করো, আর যেটাকে আল্লাহ মারেন সেটা খাও না?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১৭৩ঃ এবং মানুষকে তাঁর উপর ঈমান আনার, তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করার এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল হবার প্রতি আহ্বান করো।
টীকা-১৭৪ঃ আপনার মতো প্রদান করা সত্ত্বেও
টীকা-১৭৫ঃ এবং তোমাদের সামনে প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।
টীকা-১৭৬ঃ অর্থাৎ 'লাওহ-ই-মাহ্ফূয'-এ।
টীকা-১৭৭ঃ অর্থাৎ সেসব কিছুর জ্ঞান অথবা সমস্ত ঘটনা 'লাওহ-ই-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ করা
টীকা-১৭৮ঃ এরপর কাফিরদের মূর্খতাগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা এমন সবের ইবাদত করে, যেগুলো ইবাদতের উপযোগী নয়।
টীকা-১৭৯ঃ অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে,
টীকা-১৮০ঃ অর্থাৎ তাদের নিকট ঐ কাজের না কোন যুক্তিগত দলীল আছে, না উদ্ধৃতিগত। নিছক মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়ে আছে এবং যেগুলো কোন মতেই পূজা করার যোগ্যতা রাখেনা সেগুলোর পূজা করছে। এটা জঘন্যতম যুলুম।
টীকা-১৮১ঃ অর্থাৎ মুশরিকদের
টীকা-১৮২ঃ যারা তাদেরকে আল্লাহ এর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।
টীকা-১৮৩ঃ এবং ক্বুরআন কারীম তাদেরকে শুনানো হয়, যাতে রয়েছে বিধি-বিধানের বিবরণ এবং হালাল ও হারামের বিস্তারিত বর্ণনা,
টীকা-১৮৪ঃ অর্থাৎ তোমাদের এই ক্রোধ ও অসন্তোষ অপেক্ষাও, যা ক্বুরআন পাক শ্রবণ করার পর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়

টীকা-১৮৫ঃ এবং তাতে খুব গভীরভাবে চিন্তা করো, ঐ উপমা এ যে, তোমাদের মূর্তিগুলো হচ্ছে-
টীকা-১৮৬ঃ সেগুলোর অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার এমন অবস্থা যে, সেগুলো অতি ক্ষুদ্র বস্তু
টীকা-১৮৭ঃ সুতরাং বিবেকবানের জন্য কবে শোভা পাবে যে, এমনসব বস্তুকে উপাস্য স্থির করবে? এমন কিছুর পূজা করা এবং ইলাহ স্থির করা কেমনই চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা।
টীকা-১৮৮ঃ ঐ মধু ও যা'ফরান ইত্যাদি, যা মুশরিকগণ মূর্তিগুলোর মুখে ও মাথার উপর মালিশ করে, যেগুলোর উপর মাছি ভনভন করে,
টীকা-১৮৯ঃ এমন সবকে খোদা বানানো এবং উপাস্য স্থির করা কতই আশ্চর্যজনক ও বিবেক-অগ্রাহ্য ব্যাপার।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ (۷۳)

৭৩: হে মানবকুল! একটা উপমা দেয়া হচ্ছে, সেটা কান লাগিয়ে শুনো (১৮৫)ঃ ঐগুলো, যেগুলোর, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছো (১৮৬), একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা যদিও তারা সবাই এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে যায় (১৬৭), এবং যদি মাছি তাদের নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় (১৮৮) তবে তাও সেটার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না (১৮৯)। কতই দুর্বল প্রার্থনাকারী এবং সেও, যার নিকট প্রার্থনা করেছে (১৯০)।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (۷۴)

৭৪: তারা আল্লাহ এর মর্যাদা উপলব্দি করেনি যেমন করা উচিত ছিলো (১৯১)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ (۷۵)

৭৫: আল্লাহ মনোনীত করে নেন ফিরিশতাদের মধ্য থেকে রসূল (১৯২) এবং মানুষের মধ্য থেকেও (১৯৩)। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন, দেখেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (۷۶)

৭৬: তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে রয়েছে (১৯৪), এবং সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ এর দিকে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩ (۷۷)

৭৭: হে ঈমানদারগণ! রুকূ' ও সাজদা করো (১৯৫) এবং আপন প্রতিপালকের বন্দেগী করো (১৯৬) এবং সৎকর্ম করো (১৯৭) এ আশায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করবে।

টীকা-১৯০ঃ 'প্রার্থনাকারী' দ্বারা 'মূর্তিপূজারী' আর 'যার নিকট প্রার্থনা করা হয়' দ্বারা 'মূর্তি' বুঝানো হয়েছে। অথবা 'প্রার্থনা বা অন্বেষণকারী' দ্বারা 'মাছি' বুঝানো হয়েছে, যা মূর্তিগুলোর উপর থেকে মধু ও যা'ফরান অন্বেষণ করে, আর 'যা অন্বেষণ করা হয়' দ্বারা 'বোত' বুঝায়। কেউ কেউ বলেন, 'অন্বেষণকারী' দ্বারা 'মূর্তি' বুঝানো হয় এবং 'যার নিকট প্রার্থনা করা হয়' দ্বারা 'মাছি' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১৯১ঃ এবং তাঁর মহত্ব বুঝেনি। যারা এমন সবকে খোদার শরীক স্থির করেছে, যেগুলো মাছি অপেক্ষাও দুর্বলতর। মা'বুদ হন তিনিই, যিনি পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা রাখেন।
টীকা-১৯২ঃ যেমন-জিব্রাঈল ও মীকাঈল প্রমুখ
টীকা-১৯৩ঃ যেমন- হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এবং হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
শানে নুযূল: এ আয়াত ঐসব কাফিরের খন্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 'বাশার' (মানুষ) রসূল হবার বিষয়কে অস্বীকার করেছে। আর বলেছে যে, 'বাশার' (মানুষ) কিভাবে রসূল হতে পারে?' এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর ইরশাদ ফরমান যে, আল্লাহ মালিক, যাকে চান আপন রসূল বানান, তিনি মানুষ থেকেও রসূল বানান, ফিরিশতাকুল থেকেও যাকে ইচ্ছা করেন।
টীকা-১৯৪ঃ অর্থাৎ পার্থিব বিষয়াদিও এবং পরকালীন বিষয়াদিও। অথবা তাদের বিগত দিনগুলোর কর্মসমূহও এবং ভবিষ্যতের অবস্থাদিও।
টীকা-১৯৫ঃ নিজেদের নামাযসমূহে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামায রুকূ' ও সাজদা ব্যতীতই ছিলো, অতঃপর নামাযে রুকূ' ও সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
টীকা-১৯৬ঃ অর্থাৎ রুকূ' ও সাজদা যেন খাস আল্লাহ এর জন্যই হয়। আর ইবাদতের মধ্যে নিষ্ঠা অবলম্বন করো।
টীকা-১৯৭ঃ আত্মীয়তা বজায় রাখা, উন্নত চরিত্র ইত্যাদি সৎকর্মসমূহ

টীকা-১৯৮ঃ অর্থাৎ সত্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্য সহকারে আল্লাহ এর দ্বীনের গৌরবকে উন্নত রাখার নিমিত্ত।

টীকা-১৯৯ঃ আপন দ্বীন ও ইবাদতের জন্য

টীকা-২০০ঃ বরং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। যেমন, সফরে নামাযের 'ক্বসর' (চার রাকআ'তের স্থলে দু'রাকআ'ত পড়ার বিধান), রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দান। পানি না পাওয়া কিংবা পানি ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশংকাপূর্ণ অবস্থায় গোসল ও ওযূর পরিবর্তে 'তায়াম্মুম'। সুতরাং তোমরা দ্বীনের অনুসরণ করো।

টীকা-২০১ঃ যারা দ্বীন-ই-মুহাম্মাদী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে দাখিল হয়েছে।

টীকা-২০২ঃ ক্বিয়ামত-দিবসে যে, তোমাদের নিকট আল্লাহ এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

টীকা-২০৩ঃ যে, তাদের নিকট ঐ রসূলগণ খোদার বিধি-নিষেধ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে এই সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন।

টীকা-২০৪ঃ এটা সর্বদা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করো,

টীকা-২০৫ঃ এবং তাঁর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।*

৭৮: এবং আল্লাহ এর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত (১৯৮)। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন (১৯৯) এবং তোমাদের উপর দ্বীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি (২০০), তোমাদের পিতা ইব্রাহীম-এর দ্বীন (২০১), আল্লাহ তোমাদের নাম 'মুসলমান' রেখেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং এ ক্বোরআন, যাতে রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী হন (২০২) এবং তোমরা অন্যান্য লোকদের উপর সাক্ষী দাও (২০৩)। সুতরাং নামায কায়েম রাখো (২০৪), যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ এর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো (২০৫)। তিনি তোমাদের অভিভাবক, অতএব, কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী।*	وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۖۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۷۸﴾

টীকা-১ঃ 'সূরা মু'মিনূন' মাক্কী। এতে ছয়টি রুকূ' একশ আঠারটি আয়াত, এক হাজার আটশ চল্লিশটি পদ এবং চার হাজার আটশ দু'টি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২ঃ তাদের অন্তরে আল্লাহ এর ভয় থাকে এবং তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ শান্ত থাকে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, নামাযের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা

মু'মিনুন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা মু'মিনুন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-১১৮, রুকূ'-৬

১: নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ,	قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ﴿۱﴾
২: যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত নম্র হয় (২),	الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ صَلَاتِهِمۡ خٰشِعُوۡنَ ۙ﴿۲﴾
৩: এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করে না (৩),	وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَ ۙ﴿۳﴾
৪: এবং যারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে (৪),	وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوۡنَ ۙ﴿۴﴾
৫: এবং যারা লজ্জাস্থানগুলোকে সংযত রাখে,	وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ لِفُرُوۡجِهِمۡ حٰفِظُوۡنَ ۙ﴿۵﴾
৬: কিন্তু নিজেদের পত্নীগণ অথবা শরীয়তসম্মত ঐ দাসীগণের নিকট যেগুলো তাদের হাতের মালিকানাধীন রয়েছে যেহেতু এ জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হবে না (৫),	اِلَّا عَلٰۤی اَزۡوَاجِهِمۡ اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَیۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُوۡمِیۡنَ ۚ﴿۶﴾
৭: সুতরাং যারা এই দুই প্রকার ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে তারাই হয় সীমালংঘনকারী (৬),	فَمَنِ ابۡتَغٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ ۚ﴿۷﴾
৮: এবং ঐসব লোক, যারা তাদের আমানতগুলো ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (৭),	وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَ عَهۡدِهِمۡ رٰعُوۡنَ ۙ﴿۸﴾
৯: এবং ঐসব লোক, যারা নিজ নিজ নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হয় (৮)	وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ عَلٰی صَلَوٰتِهِمۡ یُحَافِظُوۡنَ ۘ﴿۹﴾
১০: এসব লোকই উত্তরাধিকারী (৯)	اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡوٰرِثُوۡنَ ۙ﴿۱۰﴾
১১: যে, তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী পাবে, তারা তাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।	الَّذِیۡنَ یَرِثُوۡنَ الۡفِرۡدَوۡسَ ؕ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۱﴾
১২: এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি (৯)	وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ سُلٰلَةٍ مِّنۡ طِیۡنٍ ۚ﴿۱۲﴾
১৩: অতঃপর সেটাকে (১০) পানির ফোঁটারূপে	ثُمَّ جَعَلۡنٰهُ نُطۡفَةً

এ যে, তাতে মন লাগা থাকে, দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ সরে যায়, দৃষ্টি নামাযের স্থান থেকে সরে যায় না, চোখের কোণা দিয়ে কোন দিকে দেখেনা, কোন প্রকার অনর্থক কাজ করে না, কোন কাপড় কাঁধের উপর থেকে এভাবে ঝুলায়না যে, সেটার দু'পাশ ঝুলতে থাকে ও উভয় পার্শ্ব পরস্পর মিলিত অবস্থায় থাকে না, আঙ্গুল মটকায়না এবং এ ধরণের কার্যাদি থেকে বিরত থাকে।

কেউ কেউ বলেন, 'নম্রতা' এই যে, আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না।

টীকা-৩ঃ প্রত্যেক প্রকার খেলাধূলা ও বাতুলতা থেকে বিরত থাকে,

টীকা-৪ঃ অর্থাৎ তা নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালন করে এবং সবসময় করতে থাকে,

টীকা-৫ঃ আপন আপন বিবি ও বাঁদীদের সাথে বৈধ পন্থায় মিলিত হবার ক্ষেত্রে,

টীকা-৬ঃ যে হালাল থেকে হারামের দিকে অতিক্রম করে,

মাসআলা: এ থেকে বুঝা যায় যে, হাত দ্বারা যৌন প্রবৃত্তি মেটানো (হস্ত মৈথুন) হারাম।

সাঈ'দ ইবনে জুবায়ির (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বলেন, আল্লাহ তাআ'লা এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্তি দিয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থান দ্বারা খেলাধূলা করে।

টীকা-৭ঃ চাই ঐ আমানতগুলো আল্লাহ এর হোক, অথবা সৃষ্টির হোক, অনুরূপভাবে, অঙ্গীকার আল্লাহ এর সাথে হোক অথবা সৃষ্টির সাথে হোক- সবটিই পূরণ করা অপরিহার্য।

টীকা-৮ঃ এবং সেগুলোকে সে গুলোর নির্ধারিত সময়ে, সে গুলোর শর্ত ও নিয়মাবলী সহকারে সম্পন্ন করে এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সবকিছুর প্রতি যত্নবান হয়।

টীকা-৯ঃ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, 'ইনসান' (মানুষ) দ্বারা এখানে 'হযরত আদম' (عَلَیۡهِ السَّلَام)-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১০ঃ অর্থাৎ তাঁর বংশধরকে

অনুবাদ	আরবি
স্থাপন করেছি একটা মজবুত আধারের মধ্যে (১১)	فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۪(۱۳)
১৪: অতঃপর আমি উক্ত পানির ফোঁটাকে রক্ত পিন্ডে পরিণত করেছি, অতঃপর ঐ রক্তপিণ্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, অতঃপর মাংসপিণ্ডকে অস্থিতে পরিণত করেছি, অতঃপর উক্ত অস্থিগুলোর উপর মাংস পরিয়েছি, অতঃপর সেটাকে অন্য আকৃতিতে গড়ে তুলেছি (১২), অতএব, মহা মঙ্গলময় হন আল্লাহ, সর্বোত্তম স্রষ্টা।	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ؕ(۱۴)
১৫: অতএব, এরপরে তোমরা অবশ্যই (১৩) মরণশীল।	ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ؕ(۱۵)
১৬: অতঃপর তোমাদের সবাইকে ক্বিয়ামতের দিন (১৪) পুনরুত্থিত করা হবে।	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ (۱۶)
১৭: এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের উর্ধ্বে সাতটা পথ সৃষ্টি করেছি, এবং আমি সৃষ্টি সম্পর্কে অনবগত নই (১৬)।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ (۱۷)
১৮: এবং আমি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছি (১৭) একটা পরিমাণ মতো (১৮), অতঃপর সেটুকু যমীনের মধ্যে সংরক্ষিত করেছি এবং নিশ্চয় আমি সেটুকুকে অপসারিত করতেও সক্ষম (১৯)।	وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۚ(۱۸)
১৯: অতঃপর তা দ্বারা আমি তোমাদের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি- খেজুর ও আংগুরের, তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর ফল রয়েছে (২০) এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করে থাকো (২১),	فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ(۱۹)
২০: এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বত থেকে বের হয় (২২), যা জন্মায় তৈল এবং ভোজনকারীদের জন্য ব্যঞ্জন (২৩)।	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ (۲۰)
২১: এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্যে চতুস্পদ পশুগুলোর মধ্যে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকেই, যা সেগুলোর উদরে রয়েছে (২৪) এবং তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে (২৫), এবং সেগুলো থেকে তোমাদের খোরাক রয়েছে (২৬),	وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ(۲۱)
২২: এবং সেগুলোর উপর (২৭) ও নৌযানের উপর (২৮) তোমাদেরকে আরোহন করানো হয়।	وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۠(۲۲)

টীকা-১১ঃ অর্থাৎ মাতৃগর্ভে।
টীকা-১২ঃ অর্থাৎ তাতে রূহ স্থাপন করেছি, উক্ত প্রাণহীনকে প্রাণবান করেছি। বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি,
টীকা-১৩ঃ আপন জীবনকাল পূর্ণ হবার পর
টীকা-১৪ঃ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য
টীকা-১৫ঃ সেগুলো দ্বারা আসমানসমূহ বুঝানো হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ফিরিশতাদের আরোহন-অবতরণের পথ,
টীকা-১৬ঃ সবার কার্যাদি,কথাবার্তা ও মনের গোপন কথা সম্পর্কেও অবহিত। কোন কিছুই আমার নিকট গোপন নেই।
টীকা-১৭ঃ অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।
টীকা-১৮ঃ যতটুকু আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে সৃষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন,
টীকা-১৯ঃ যেমনিভাবে আপন ক্ষমতায় বর্ষণ করেছি, অনুরূপভাবে এর উপরও সক্ষম যে, সেটাকে অপসারণ করবো। সুতরাং বান্দাদের জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে উক্ত অনুগ্রহের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।
টীকা-২০ঃ বিভিন্ন ধরনের,
টীকা-২১ঃ শীত ও গরম ইত্যাদি মৌসুমে এবং জীবনযাপন করছো,
টীকা-২২ঃ এ বৃক্ষ দ্বারা 'যায়তুন'বৃ ঝানো হয়েছে,
টীকা-২৩ঃ এতো সেটার মধ্যে এক আশ্চর্যজনক গুণ যে, তা তৈল ও তৈলের উপকারিতা এবং গুণাবলীও তা থেকে লাভ করা যায়, জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়, ব্যঞ্জনের (তরকারী) কাজেও আসে যে, এককভাবে তা দ্বারাও রুটি খাওয়া যেতে পারে।
টীকা-২৪ঃ অর্থাৎ দুধ, পছন্দনীয় ও রুচিসম্মত, যা এক হালকা সুস্বাদু খাদ্যও।
টীকা-২৫ঃ যেমন- সেগুলোর লোম, চামড়া এবং পশম ইত্যাদিও কাজে লাগাচ্ছো।
টীকা-২৬ঃ যে, সেগুলোকে জবেহ করে খেয়ে থাকো।
টীকা-২৭ঃ স্থলভাগে
টীকা-২৮ঃ সমুদ্রগুলোতে।

টীকা-২৯ঃ তাঁর শাস্তির? কারণ, তাঁকে ব্যতীত অন্যান্যদের পূজা করছো।

টীকা-৩০ঃ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্য থেকে যে,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩: নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি, সুতরাং সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহ এর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন খোদা নেই। তবে কি তোমাদের ভয় নেই (২৯)?'

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۴﴾

২৪: অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের যেসব সরদার কুফর করেছে তারা বললো (৩০), 'এতো নয়, কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ, চায় তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠ হতে (৩১) আল্লাহ ইচ্ছা করলে (৩০) ফিরিশতা অবতরণ করতেন, আমরা তো একথা পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের মধ্যে শুনিনি (৩৩)।

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿۲۵﴾

২৫: সেতো নয়, কিন্তু একজন উম্মাদ পুরুষ, সুতরাং কিছুকাল পর্যন্ত তার অপেক্ষা করেই থাকো (৩৪)।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿۲۶﴾

২৬: নূহ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন (৩৫) এর উপর যে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে।'

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭: অতঃপর আমি তার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, 'আমার দৃষ্টির সামনে (৩৬) এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি করো, অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে এবং উনুন উথলে উঠবে (৩৮) তখন তাতে বসিয়ে নিও (৩৯) প্রত্যেক জোড়া থেকে দুইটি করে (৪০) এবং নিজ পরিবার পরিজনকে (৪১) কিন্তু তাদের মধ্য থেকে সেসব লোক (-কে নয়), যাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পূর্বেই হয়ে গেছে (৪২) এবং ঐসব যালিমদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথাই বলবে না (৪৩), এদেরকে অবশ্যই নিমজ্জিত করা হবে।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۸﴾

২৮: অতঃপর যখন ঠিকভাবে বসে পড়বে নৌকার উপর তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা, তখন বলো- 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই, যিনি আমাদেরকে এই যালিমদের থেকে উদ্ধার করেছেন।'

টীকা-৩১ঃ এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুসারী করতে চায়,

টীকা-৩২ঃ যে, রসূল প্রেরণ করবেন এবং সৃষ্টিপূজা নিষিদ্ধ করবেন।

টীকা-৩৩ঃ যে, মানুষও রসূল হয়। এটা তাদের বোকামি ছিলো যে, মানুষ রসূল হবার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি, অথচ পাথরগুলোকে খোদা মেনে বসেছে। আর তারা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে একথাও বলেছিলো-

টীকা-৩৪ঃ যে পর্যন্ত তাঁর উন্মাদনা দূরীভূত হয়ে যায়। তেমন হলে তো ভালো, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলো। যখন হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের ঈমান আনা থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং সেসব লোকের হিদায়াত-প্রাপ্তির আশা বাকী রইলো না, তখন হযরত

টীকা-৩৫ঃ এবং এ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন।

টীকা-৩৬ঃ অর্থাৎ আমারই সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে

টীকা-৩৭ঃ তাদের ধ্বংসের এবং শাস্তির চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায়

টীকা-৩৮ঃ এবং সেটার মধ্য থেকে পানি বের হয়ে আসে, তবে সেটা আযাব আরম্ভ হবারই চিহ্ন,

টীকা-৩৯ঃ অর্থাৎ নৌকায় জন্তুগুলোর

টীকা-৪০ঃ নর ও নারী

টীকা-৪১ঃ অর্থাৎ আপন ঈমানদার বিবি এবং ঈমানদার সন্তানগণ অথবা সমস্ত মু'মিন,

টীকা-৪২ঃ এবং অনন্ত আদি বাণীতে তাদের শাস্তি ও ধ্বংস নির্ধারিত হয়েছে। সে তাঁর এক পুত্র ছিলো। তার নাম 'কিনআন' এবং এক স্ত্রী। তারা দুজন কাফির ছিলো। তিনি তাঁর তিন সন্তান সাম, হাম ও ইয়াফিস এবং তাদের স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মু'মিনগণকে আরোহন করালেন। সমস্ত লোক, যারা নৌকায় ছিলো, তাদের সংখ্যা আটাত্তর ছিলো- অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক স্ত্রীলোক।

টীকা-৪৩ঃ এবং তাদের জন্য মুক্তি তলব করবেন না এবং প্রার্থনাও করবেন না,

وَ قُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ(۲۹)

২৯: এবং আরয করো (৪৪), 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণকর স্থানে অবতরণ করাও এবং তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।'

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِیْنَ(۳۰)

৩০: নিশ্চয় তাতে (৪৫) অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে (৪৬) এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরীক্ষাকারী ছিলাম (৪৭)।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَۚ(۳۱)

৩১: অতঃপর, তাদের (৪৮) পর আমি অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি (৪৯)।

فَاَرْسَلْنَا فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۠(۳۲)

৩২: অতঃপর তাদের মধ্যে এক রসূল তাদেরই মধ্য থেকে প্রেরণ করেছি (৫০), 'আল্লাহ্ এর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন খোদা নেই। তবে কি তোমাদের ভয় নেই (৫১)।'

রুকূ'-৩

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ اَتْرَفْنٰهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَاۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْۙ یَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ۪ۙ(۳۳)

৩৩: এবং বললো, ঐ সম্প্রদায়ের সরদারগণ, যারা কুফর করেছে ও আখিরাতে হাযির হওয়াকে (৫২) অস্বীকার করেছে এবং আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে আরাম দিয়েছি (৫৩), 'এতো নয় কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা যা আহার করো তা থেকেই আহার করে এবং যা পান করো, তা থেকেই পান করে (৫৪),

وَ لَىٕنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَۙ(۳۴)

৩৪: এবং যদি তোমরা তোমাদেরই মতো কোন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তো তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে,

اَیَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ۪ۙ(۳۵)

৩৫: সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তোমরা যখন মরে যাবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে তারপর আবারও তোমাদেরকে (৫৫) বের করে আনা হবে?

هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ۪ۙ(۳۶)

৩৬: কতই দূরে! কতই দূরে! যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (৫৬),

اِنْ هِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَ نَحْیَا

৩৭: তাতো নয়, কিন্তু আমাদের পার্থিব জীবনই (৫৭) যে, আমরা মরি ও বাঁচি (৫৮)

টীকা-৪৪ঃ নৌকা থেকে অবতরণ করার সময়, অথবা আরোহন করার সময়,

টীকা-৪৫ঃ অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَیْهِ السَّلَام) এর ঘটনা এবং তাতেই যা আল্লাহ্ এর শত্রুদের প্রতি করা হয়েছে।

টীকা-৪৬ঃ এবং শিক্ষা, উপদেশ ও আল্লাহ্ এর কুদরতের প্রমাণাদিও

টীকা-৪৭ঃ উক্ত সম্প্রদায়কে, হযরত নূহ (عَلَیْهِ السَّلَام) কে তাদের প্রতি প্রেরণ করে এবং তাদেরকে উপদেশ মান্য করার নির্দেশ প্রদান করে, যাতে এ কথা প্রকাশ পেয়ে যায় যে, আযাব নাযিল হবার পূর্বে কে উপদেশ গ্রহণ করছে, এবং সত্যায়ন ও আনুগত্য করছে। আর কোন অবাধ্য ব্যক্তি অস্বীকার ও বিরোধিতার উপর একগুঁয়েমি অবলম্বন করছে।

টীকা-৪৮ঃ অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَیْهِ السَّلَام) এর সম্প্রাদায়ের শাস্তি ও ধ্বংসের

টীকা-৪৯ঃ অর্থাৎ আদ ও হুদ সম্প্রদায়।

টীকা-৫০ঃ অর্থাৎ হুদ (عَلَیْهِ السَّلَام) এবং তাঁর মাধ্যমে ঐ সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছি যে,

টীকা-৫১ঃ তাঁর শাস্তির? সুতরাং শির্ক বর্জন করো এবং ঈমান আনো।

টীকা-৫২ঃ এবং সেখানকার সাওয়াব ও শাস্তি ইত্যাদিকে

টীকা-৫৩ঃ অর্থাৎ কোন কোন কাফির, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআ'লা জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ এবং পার্থিব অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন। তারা আপন নাবী (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলতে লাগলো

টীকা-৫৪ঃ অর্থাৎ 'ইনি যদি নাবী হতেন, তবে ফিরিশতাকুলের ন্যায় পানাহার থেকে পবিত্র থাকতেন।'
এসব হৃদয়ান্ধ লোক নাবুয়্যাতের পরিপূর্ণতার গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি, এবং পানাহারের বৈশিষ্ট্যাবলী দেখে নাবীকে নিজেদের মতো মানুষ বলতে শুরু করেছে। এটাই তাদের পথভ্রষ্টতার ভিত্তি হলো। সুতরাং তা থেকেই তারা সিদ্ধান্ত বের করলো এবং পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো।

টীকা-৫৫ঃ কবরসমূহ থেকে, জীবিত

টীকা-৫৬ঃ অর্থাৎ তারা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে একেবারে অসম্ভব মনে করলো এবং এ কথাই মনে করলো যে, এমন কখনো হবারই নয়, আর এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে বলতে লাগলো,

টীকা-৫৭ঃ এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যে, পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোনো জীবনই নেই। জীবন শুধু এতটুকুই।

টীকা-৫৮ঃ যে, আমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে কেউ জন্মলাভ করে

টীকা-৫৯ঃ মৃত্যুর পর আর আপন রসূল (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে তারা একথা বলল যে,

টীকা-৬০ঃ যে, নিজে নিজেকেই তাঁর নাবী বলে ঘোষণা করেছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার সংবাদ দিয়েছেন।

টীকা-৬১ঃ পয়গাম্বর (عَلَيۡهِ السَّلَام) যখন তাদের ঈমান আনার ক্ষেত্রে নিরাশ হলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সম্প্রদায় অবাধ্যতার চরম সীমায়, তখন তিনি তাদেরকে অভিসম্পাত করলেন এবং আল্লাহ এর দরবারে

وَ مَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوۡثِيۡنَ (٣٧)
اِنۡ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۣافۡتَرٰی عَلَی اللّٰهِ
كَذِبًا وَّ مَا نَحۡنُ لَهٗ بِمُؤۡمِنِيۡنَ (٣٨)
قَالَ رَبِّ انۡصُرۡنِیۡ بِمَا كَذَّبُوۡنِ (٣٩)
قَالَ عَمَّا قَلِيۡلٍ لَّيُصۡبِحُنَّ نٰدِمِيۡنَ (٤٠)
فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ بِالۡحَقِّ
فَجَعَلۡنٰهُمۡ غُثَآءً ۚ فَبُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ
الظّٰلِمِيۡنَ (٤١)
ثُمَّ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قُرُوۡنًا
اٰخَرِيۡنَ (٤٢)
مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا
يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ (٤٣)
ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ
اُمَّةً رَّسُوۡلُهَا كَذَّبُوۡهُ فَاَتۡبَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ
بَعۡضًا وَّ جَعَلۡنٰهُمۡ اَحَادِيۡثَ ۚ فَبُعۡدًا
لِّقَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ (٤٤)
ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰی وَ اَخَاهُ هٰرُوۡنَ ۬ۙ
بِاٰيٰتِنَا وَ سُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ (٤٥)
اِلٰی فِرۡعَوۡنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ فَاسۡتَكۡبَرُوۡا وَ
كَانُوۡا قَوۡمًا عَالِيۡنَ (٤٦)
فَقَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَ
قَوۡمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ (٤٧)

এবং আমাদেরকে উঠতে হবে না (৫৯)।

৩৮: সে তো নয়, এমন এক পুরুষ, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে (৬০) এবং আমরা তাকে মান্য করারই নই (৬১)।'

৩৯: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। এর উপর যে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে।'

৪০: আল্লাহ বলেন, 'কিছু সময় অতিবাহিত হতেই তারা ভোর করবে অনুতপ্ত অবস্থায় (৬২)।'

৪১: অতঃপর তাদেরকে পেয়ে বসেছে সত্য মহাচিৎকার (৬৩), অতঃপর আমি তাদেরকে খড়কুটায় পরিণত করে দিলাম (৬৪), সুতরাং দূর হোক (৬৫) যালিম লোকেরা।

৪২: অতঃপর আমি তাদের পর অন্যান্য বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি (৬৬)।

৪৩: কোন উম্মত আপন নির্ধারিত মেয়াদকাল থেকে না পূর্বে যাবে, না পেছনে থাকবে (৬৭)।

৪৪: অতঃপর আমি আপন রসূল প্রেরণ করেছি একের পর এক। যখন কোন উম্মতের নিকট তাঁর রসূল এসেছেন তখন তারা তাকে অস্বীকার করেছে (৬৮), অতঃপর আমি পূর্ববর্তীদের সাথে পরবর্তীদেরকে মিলিয়ে দিয়েছি (৬৯) এবং তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি (৭০), সুতরাং দূর হোক ঐসব লোক যারা ঈমান আনে না।

৪৫: অতঃপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদ (৭১) সহকারে প্রেরণ করেছি-

৪৬: ফিরআউন ও তার সভাসদবর্গের প্রতি। অতঃপর তারা অহংকার করলো (৭২) এবং সেসব লোক আধিপত্যপ্রাপ্ত ছিলো (৭৩)।

৪৭: সুতরাং তারা বললো, 'আমরা কি ঈমান নিয়ে আসবো আমাদেরই মতো দু'জন লোকের উপর (৭৪), অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করছে (৭৫)?'

টীকা-৬২ঃ নিজেদের কুফর ও অস্বীকার করার জন্য, যখন তারা আল্লাহ এর শাস্তি দেখতে পাবে।

টীকা-৬৩ঃ অর্থাৎ তারা শাস্তি ও ধ্বংসের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে,

টীকা-৬৪ঃ অর্থাৎ তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় খড়কুটার ন্যায় হয়ে গেছে।

টীকা-৬৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ এর রহমত থেকে দূরে থাকুক নাবীগণকে অস্বীকারকারীগণ।

টীকা-৬৬ঃ যেমন হযরত সালিহ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায়, হযরত লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায়, ও হযরত শুআ'ইব (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায় ইত্যাদি।

টীকা-৬৭ঃ যার জন্য ধ্বংসের যেই সময় নির্ধারিত হয়, তারা ঠিক তখনই ধ্বংস হবে, তাতে এক মুহূর্তের জন্যও ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত হতে পারেনা।

টীকা-৬৮ঃ এবং তাঁর হিদায়াত মান্য করেনি এবং তাঁর উপর ঈমান আনেনি,

টীকা-৬৯ঃ এবং পরবর্তী যুগের লোকদেরকে পূর্ববর্তীদের মতো ধ্বংস করে দিয়েছি।

টীকা-৭০ঃ যে, পরবর্তীগণ গল্পকাহিনীর মতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করবে এবং তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের বিবরণ শিক্ষা গ্রহণের কারণ হবে।

টীকা-৭১ঃ যেমন, লাঠি ও শুভ্রহস্ত ইত্যাদি মু'জিযা

টীকা-৭২ঃ এবং স্বীয় অহংকারের কারণে ঈমান আনেনি

টীকা-৭৩ঃ বানী ইস্রাঈলের উপর, তাদের যুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে। যখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيۡهِمَا السَّلَام) তাদেরকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিলেন,

টীকা-৭৪ঃ হযরত মূসা ও হযরত হারূনের প্রতি,

টীকা-৭৫ঃ অর্থাৎ বানী ইস্রাঈল আমাদের কর্তৃত্বাধীন। কাজেই, এটা কিভাবে বরদাশ্‌ত হবে যে, ঐ সম্প্রদায়েরই দু'জন লোকের উপর ঈমান এনে তাদের

অনুগত হয়ে যাবো?
টীকা-৭৬ঃ এবং ডুবিয়ে মারা হলো।
টীকা-৭৭ঃ অর্থাৎ তাওরীত শরীফ, ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায় ধ্বংসের পর
টীকা-৭৮ঃ অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায় বানী ইস্রাঈলকে
টীকা-৭৯ঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করে আপন ক্ষমতার
টীকা-৮০ঃ তা দ্বারা হয়ত 'বায়তুল মুক্বাদাস' অথবা দামেস্ক কিংবা ফিলিস্তিন বুঝানো হয়েছে। এ কয়েকটা অভিমতই রয়েছে।
টীকা-৮১ঃ অর্থাৎ ভূমি সমতল ও বিস্তৃত, প্রচুর ফলমূল সম্পন্ন, যাতে বসবাসকারীরা নিরাপদে স্বাচ্ছন্দের সাথে জীবন যাপন করতে পারে।
টীকা-৮২ঃ এখানে, 'পয়গাম্বরগণ' দ্বারা হয়ত 'সমস্ত পয়গাম্বর' বুঝানো হয়েছে এবং প্রত্যেক রসূলকে তাঁর যুগে এ আহ্বানই করা হয়েছে অথবা 'রসূলগণ' বলে বিশেষ করে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা ' হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কয়েকটা অভিমত রয়েছে।
টীকা-৮৩ঃ সেগুলোর প্রতিদান দেবো।
টীকা-৮৪ঃ অর্থাৎ 'ইসলাম'
টীকা-৮৫ঃ দলে দলে বিভক্ত হয়েছে- ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি পূজারীগণ ইত্যাদি,
টীকা-৮৬ঃ এবং নিজেরা নিজেদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে মনে করে। আর অন্যান্যদেরকে ভ্রান্তির উপর রয়েছে বলে মনে করে। এভাবেই তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ রয়েছে। এখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সম্বোধন করা হচ্ছে-
টীকা-৮৭ঃ অর্থাৎ তাদের কুফর, ভ্রান্তি ও অলসতার মধ্যে
টীকা-৮৮ঃ অর্থাৎ তাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত
টীকা-৮৯ঃ পৃথিবীতে,
টীকা-৯০ঃ এবং আমার এসব অনুগ্রহ তাদের কর্মসমূহেরই প্রতিদান? অথবা আমার সন্তুষ্টিরই দলীল? এমন মনে করা ভুল হবে। বাস্তব ঘটনা তা নয়।
টীকা-৯১ঃ যে, আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি।

৪৮: অতঃপর তারা তাদের দুইজনকে অস্বীকার করলো, ফলে ধ্বংসিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো (৭৬)। ৪৯: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি (৭৭) যাতে তারা (৭৮) হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। ৫০: এবং আমি মারয়াম ও তার পুত্রকে নিদর্শন করেছি এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি একটা উচ্চ ভূমিতে (৮০) যেখানে রয়েছে বসবাসের উপযুক্ত স্থান (৮১) এবং চোখের সামনে প্রবাহমান পানি।	فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ (٤٨) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ (٤٩) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ (٥٠)

রুকূ'-৪

৫১: হে পয়গাম্বরগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো (৮২) এবং সৎকর্ম করো। আমি তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবগত আছি (৮৩)। ৫২: এবং নিশ্চয় এ যে, তোমাদের দ্বীন একই দ্বীন (৮৪) এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক হই, অতএব আমাকে ভয় করো। ৫৩: অতঃপর তাদের উম্মতগণ নিজেদের কাজ (ধর্ম)-কে পরস্পরের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে (৮৫), প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত (৮৬)। ৫৪: সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন তাদের নেশার মধ্যে (৮৭) একটা সময়সীমা পর্যন্ত (৮৮)। ৫৫: তারা কি একথা মনে করছে যে, আমি তাদেরকে ঐ যে সাহায্য করেছি ধনৈশ্বর্য ও সন্তানদের দ্বারা (৮৯), ৫৬: তা যে, তাদেরকে শীঘ্র শীঘ্র কল্যাণসমূহই প্রদান করছি (৯০)? বরং তাদের খবর নেই (৯১)।	يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (٥١) وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ (٥٢) فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (٥٣) فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ (٥٤) اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (٥٦)

টীকা-৯২ঃ তাদের অন্তরে তাঁর শাস্তির ভয় রয়েছে। হযরত হাসান বসরী (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "মু'মিন সৎকর্ম করে এবং খোদাকে ভয় করে, পক্ষান্তরে, কাফির অসৎকর্ম করে এবং ভয়শূণ্য থাকে।"
টীকা-৯৩ঃ এবং তাঁর কিতাবগুলোকে মান্য করে,
টীকা-৯৪ঃ যাকাত ও সাদাক্বাহসমূহ, অথবা অর্থ এই যে, সৎকর্মসমূহ পালন করে
টীকা-৯৫ঃ তিরমীযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মুল মু'মিনীন আ'য়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) বিশ্বকুল সরদার

৫৭: নিশ্চয়ই ঐসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে (৯২),	اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮: এবং ঐসব লোক, যারা আপন প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে (৯৩),	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯: এবং ঐসব লোক যারা আপন প্রতিপালকের সাথে কোন শরীক স্থির করে না,	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০: এবং ঐসব লোক, যারা প্রদান করে যা কিছু প্রদান করে থাকে (৯৪) এবং তাদের অন্তর ভয় করতে থাকে এ কথাকে যে, তাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৯৫)-	وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১: এসব লোক কল্যাণকর কার্যাদি দ্রুত সম্পাদন করে এবং এরাই সর্বপ্রথম সেগুলোর নিকট পৌঁছে (৯৬)।	اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২: এবং আমি কোন প্রাণের উপর বোঝা অর্পন করিনা, কিন্তু তার সাধ্যমতো এবং আমার নিকট একটা কিতাব আছে যা সত্য ব্যক্ত করে (৯৭) এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না (৯৮),	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩: বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে (৯৯) অলসতার মধ্যে রয়েছে এবং তাদের কাজ ঐসব কাজ থেকে ভিন্ন (১০০), যেগুলো তারা করছে।	بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪: শেষ পর্যন্ত যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি (১০১), তখনই তারা ফরিয়াদ করতে থাকে (১০২)।	حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫: 'আজ ফরিয়াদ করোনা, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হবে না।'	لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬: নিশ্চয়ই আমার আয়াতসমূহ (১০৩) তোমাদের নিকট পাঠ করা হতো, তখন তোমরা তোমাদের পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে পেছনে সরে পড়তে (১০৪)	قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭: হেরমের সেবার উপর দম্ভ ভরে (১০৫),	مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ

(صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ আয়াতে কি ঐসব লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মদ্যপান করে ও চুরি করে?" ইরশাদ ফরমালেন, "ওহে (হযরত আবূ বাকর) সিদ্দীক্ব-এর নয়ন মনি! এমন নয়। এটা ঐসব লোকের বিবরণ, যারা রোজা রাখে, সাদাক্বাহ প্রদান করে, আর এ ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে যে, কখনো তাদের এ কার্যাবলী অগ্রাহ্য হয়ে যাচ্ছে কিনা।"
টীকা-৯৬ঃ অর্থাৎ সৎকর্মসমূহের নিকট। অর্থ এই যে, তাঁরা সৎকর্মের ক্ষেত্রে অন্যান্য উম্মতদেরকেও ছাড়িয়ে যায়।
টীকা-৯৭ঃ তাতে প্রত্যেক ব্যক্তির আমল লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর তা হচ্ছে 'লাওহ-ই-মাহফূয।'
টীকা-৯৮ঃ না কারো সৎকর্ম হ্রাস করা হবে। না অসৎকর্ম বৃদ্ধি করা হবে। এরপর কাফিরদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-
টীকা-৯৯ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফ সম্পর্কে
টীকা-১০০ঃ যেগুলো ঈমানদারদেরই কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে,
টীকা-১০১ঃ এবং দিনের পর দিন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আর একটি অভিমত এও রয়েছে যে, উক্ত শাস্তি দ্বারা 'অনাহার' ও 'ক্ষুধা'র ঐ মুসীবত বুঝানো হয়েছে, যা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দুআ'র কারণে তাদের উপর অবধারিত হয়েছিলো। উক্ত দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের এ অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছিলো যে, তারা কুকুর ও মৃতের মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো।
টীকা-১০২ঃ এখন তাদের জবাব এ যে,
টীকা-১০৩ঃ অর্থাৎ কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ
টীকা-১০৪ঃ এবং উক্ত আয়াতসমূহ আমান্য করতো, না সেগুলোর উপর ঈমান আনতো,
টীকা-১০৫ঃ এবং এ কথা বলতো, "আমরা হেরমের অধিবাসী এবং বায়তুল্লাহ (আল্লাহ এর ঘর) এর প্রতিবেশী। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কেউ বিজয়ী

হবেনা। আমাদের কারও ভয় নেই।”

টীকা-১০৬ঃ কা’বা মুআ’যযমার চতুর্পাশে একত্রিত হয়ে, আর উক্ত গল্প-গুজবের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো কুরআন কারীমের বিরুদ্ধে সমালোচনা, সেটাকে ‘যাদু’ ও ‘কবিতা’ বলে মন্তব্য করা। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তাই বলা হতো।

টীকা-১০৭ঃ অর্থাৎ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এবং তাঁর উপর ঈমান আনা ও কুরআন কারীমকে।

টীকা-১০৮ঃ অর্থাৎ কুরআন পাকের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং সেটার সাথে মুকাবিলা করা অসম্ভব হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নি? যার দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারতো যে, এ বাণী (কুরআন) সত্য, এটা সত্য বলে মেনে নেয়া অপরিহার্য, আর যা কিছু তাতে ইরশাদ হয়েছে সবই সত্য ও তা মেনে নেয়া একান্ত আবশ্যক। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সততা ও হক হবার পক্ষে এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি মওজুদ রয়েছে।

টীকা-১০৯ঃ অর্থাৎ রসূলের শুভাগমন এমন কোন নতুন কথা নয়, যা পূর্ববর্তী যুগে কখনো সংঘটিত হয়নি, যে কারণে তারা একথা বলতে পারে যে, আমাদের জানাই ছিলো না যে, খোদার পক্ষ থেকে রসূলও এসে থাকেন, যদি পূর্বেকার যুগসমূহে কোন রসূল এসে থাকেন, আর আমরাও যদি এর আলোচনা শুনতে পেতাম, তাহলে আমরা কেনই বা এ রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে মানতাম না? এ ধরনের ওযর-অজুহাত প্রকাশ করার সুযোগই নেই। কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে রসূল এসেছেন এবং আল্লাহ এর কিতাবও নাযিল হয়েছে।

টীকা-১১০ঃ এবং হুযূরের বারাকাতময় জীবদ্দশার সমস্ত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি এবং তাঁর উচ্চ বংশ, সততা, বিশ্বস্ততা, পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিমত্তা, সুন্দর চরিত্র, পূর্ণ সহনশীলতা, সরলতা, অঙ্গীকার পালন করা, বদান্যতা ও ভদ্রতা ইত্যাদি পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলী এবং কারো নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করা ব্যতিরেকে তিনি জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া আর সমগ্র বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও প্রাধান্যের অধিকারী হওয়ার বিষয়কে অনুধাবন করেনি- তিনি তেমনি কিনা (তা তারা জানতে চেষ্টা করেনি)।

টীকা-১১১ঃ বাস্তবিক পক্ষে এ কথা তো নয়, বরং তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এবং তাঁর গুণাবলী ও ‘কামালাত’ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানে। আর তাঁর প্রশংসিত গুণাবলী বিশ্বের সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ।

بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ (٦٧) اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ (٦٨) اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (٦٩) اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ (٧٠) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ	রাতে সেখানে অর্থহীন গল্প গুজব করতে করতে (১০৬), সত্যকে বর্জন করতে (১০৭) ৬৮: তবে কি তারা এ বানীর মধ্যে গভীর চিন্তা করেনি (১০৮), অথবা তাদের নিকট কি তাই এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি (১০৯)? ৬৯: অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনে নি (১১০), অতঃপর তারা তাকে অপরিচিত মনে করছে (১১১)? ৭০: অথবা তারা কি বলে যে, তাঁর মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে (১১২)? বরং তিনি তো তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন (১১৩) এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশের সত্য ভালো লাগেনা (১১৪)। ৭১: এবং যদি সত্য (১১৫) তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো (১১৬), তবে অবশ্যই আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো (১১৭), বরং

টীকা-১১২ঃ এটাও সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। কেননা, তারা জানে যে, তাঁর মত জ্ঞানী ও পূর্ণাঙ্গ বিবেক ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তা তারা দেখতে পায়নি।

টীকা-১১৩ঃ অর্থাৎ কুরআন কারীম, যা আল্লাহ এর তাওহীদ বা একত্ববাদ ও দ্বীনের বিধি-বিধানের ধারক।

টীকা-১১৪ঃ কেননা, তাতে তাদের রিপুর কামনাসমূহের বিরোধিতা রয়েছে। এ কারণে তারা রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর গুণাবলী ও ‘কামালাত’ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্বেও সত্যের বিরোধিতা করছে।

আয়াতে ‘অধিকাংশ’ শব্দের বিশেষণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থাটা তাদের অধিকাংশ লোকেরই। সুতরাং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলো যারা তাঁকে সত্য বলে জানতো এবং সত্য তাদের নিকট মন্দও লাগতো না কিন্তু তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতা প্রকাশ অথবা তাদের সমালোচনার ভয়ে ঈমান আনেনি, যেমন আবূ তালিব। *

টীকা-১১৫ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফ

টীকা-১১৬ঃ এভাবে যে, সেগুলোর মধ্যে যদি এমন সব বিষয়বস্তু থাকতো, যেগুলোর কাফিরগণ কামনা করে, যেমন বহু-খোদা হওয়া এবং খোদার পুত্র ও কন্যাদি থাকা ইত্যাদি কুফরসমূহ।

টীকা-১১৭ঃ এবং সমগ্র বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতো,

*অবশ্য আবূ তালিবের ঈমান আনা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

টীকা-১১৮ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন পাক

টীকা-১১৯ঃ তাদেরকে হিদায়াত করা ও সৎপথে প্রদর্শন করার জন্য? এমন তো নয় আর তারাই বা কি, আপনাকেও তারা কি-ই বা দিতে পারে, আপনি যদি প্রতিদান চান।

টীকা-১২০ঃ এবং তাঁর অনুগ্রহ আপনার উপর মহান এবং যেসব নি'মাত তিনি আপনাকে দান করেছেন সেগুলো প্রচুর ও উন্নত। কাজেই, আপনার তাদের পরোয়া কিসের? অতঃপর যখন তারা আপনার গুণাবলী ও 'কামালাত' সম্পর্কে অবগতও রয়েছে। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ক্বুরআন পাকের সাথে মুকাবিলায় অক্ষমতা তাদের দৃষ্টিরই সামনে রয়েছে, আর আপনি তাদের নিকট হিদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের জন্য কোন প্রতিদান এবং বিনিময়ও চাননা, সুতরাং এখন তাদের ঈমান আনতে আপত্তি কিসের?

টীকা-১২১ঃ সুতরাং তাদের অপরিহার্য কর্তব্য যেন আপনার দাওয়াত গ্রহণ করে এবং ইসলামে দাখিল হয়।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ (٧١)

আমি তো তাদের নিকট এমন জিনিস এনেছি (১১৮) যাতে তাদের খ্যাতি ছিলো। অতঃপর তারা নিজেদের সম্মান থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّ هُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (٧٢)

৭২: অথবা আপনি কি তাদের নিকট কোন প্রতিদান চাচ্ছেন (১১৯)? সুতরাং আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং তিনি সর্বাধিক উত্তম জীবিকাদাতা (১২০)।

وَ اِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٧٣)

৭৩: এবং নিশ্চয়ই আপনি তাদেরকে সরল পথের দিকে আহবান করছেন (১২১)

وَ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ (٧٤)

৭৪: এবং নিশ্চয় যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তারা অবশ্যই সরল পথ থেকে সরে পড়েছে।

وَ لَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (٧٥)

৭৫: এবং যদি আমি তাদের উপর দয়া করি এবং যে বিপদ (১২৩) তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তা দূর করে দিই, তবুও তারা অবশ্যই অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে (১২৪)।

وَ لَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُوْنَ (٧٦)

৭৬: এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে শাস্তির মধ্যে পাকড়াও করেছি (১২৫), অতঃপর না তারা আপন প্রতিপালকের সম্মুখে বিনত হয়েছে এবং না কাতর প্রার্থনা করে (১২৬)।

حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ (٧٧)

৭৭: অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য খুলে দিই কোন কঠিন শাস্তির দুয়ার (১২৭), তখনই তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে।

টীকা-১২২ঃ অর্থাৎ সত্য দ্বীন থেকে

টীকা-১২৩ঃ সাতসালা দুর্ভিক্ষের

টীকা-১২৪ঃ অর্থাৎ নিজেদের কুফর, অবাধ্যতা এবং গোঁড়ামীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে এবং এ তোষামদ দূরীভূত হতে থাকবে এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও অহংকার, যা তাদের পূর্বেকার নিয়মই ছিলো, তা-ই তারা অবলম্বন করবে।

শানে নুযূল: যখন ক্বুরাঈশগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বদ-দুআ'য় দীর্ঘ সাত বছরের দুর্ভিক্ষে লিপ্ত ও গ্রেফতার হলো এবং তাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে গিয়েছিলো, তখন আবূ সুফিয়ান তাদের পক্ষ থেকে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হলো এবং আরয করলো, "আপনি কি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত হয়ে প্রেরিত হননি?" বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "নিশ্চয়।" আবূ সুফিয়ান বললো, "বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে তো আপনি বদরে হত্যা করেছেন। আর সন্তান-সন্তুতি যারা আছে তারা আপনার বদ-দুআ'র কারণে এমতাবস্থায় পৌঁছেছে যে, তারা দুর্ভিক্ষের বিপদে আক্রান্ত হয়েছে, তারা অনাহারে একেবারে কাতর হয়ে পড়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা হাড্ডিসার হয়ে গেছে। মৃত পর্যন্ত আহার করেছে। আপনাকে আল্লাহ এর শপথ দিচ্ছি এবং আত্মীয়তারও। আপনি আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করুন যেন আমাদের থেকে এ দুর্ভিক্ষকে দূরীভূত করে দেন?।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দুআ' করলেন। আর তারা উক্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেলো। এ ঘটনা সম্পর্কে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৫ঃ দুর্ভিক্ষের অথবা হত্যার,

টীকা-১২৬ঃ বরং নিজেদের একগুঁয়েমী ও অবাধ্যতার উপর থেকে যায়।

টীকা-১২৭ঃ এই শাস্তি দ্বারা হয়ত 'দুর্ভিক্ষ' বুঝায়। যেমন- উপরোল্লেখিত বর্ণনার শানে নুযূল থেকে প্রতিভাত হয়। অথবা 'বদর' দিবসের হত্যা, এটা ঐ অভিমতের ভিত্তিতে, যাতে বলা হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের ঘটনা বদরের ঘটনার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, ঐ 'কঠিন শাস্তি' দ্বারা 'মৃত্যু' বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে, 'ক্বিয়ামত'।

وَهُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ(۷۸)

৭৮: এবং তিনিই হন যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষুসমূহ এবং অন্তঃকরণ (১২৮)। তোমরা খুব কমই সত্য মান্য করো (১২৯)।

وَ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ(۷۹)

৭৯: এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই প্রতি উঠতে হবে (১৩০)।

وَ هُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ(۸۰)

৮০: এবং তিনিই জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁর অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তনসমূহ (১৩১)। তবুও কি তোমাদের বুঝ নেই (১৩২)?

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ(۸۱)

৮১: বরং তারা ঐ কথাই বলেছে যা পূর্ববর্তীরা (১৩৩) বলতো।

قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ(۸۲)

৮২: তারা বললো, 'যখন আমরা মরে যাবো এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাবো, তারপরও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ(۸۳)

৮৩: নিশ্চয় এ প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ তো নয়, কিন্তু ঐ পুরানা কাহিনী (১৩৪)।'

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِیْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ(۸۴)

৮৪: আপনি বলুন, 'কার সম্পদ পৃথিবী ও যা কিছু তাতে রয়েছে যদি তোমরা জানো (১৩৫)?'

سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ(۸۵)

৮৫: তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ এরই (১৩৬) আপনি বলুন, 'অতঃপর কেন চিন্তা ভাবনা করছো না (১৩৭)।'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ(۸۶)

৮৬: আপনি বলুন, 'কে মালিক সপ্তআসমানের এবং মালিক মহান আরশের?'

سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ(۸۷)

৮৭: তখন বলবে, 'এটা আল্লাহ এর মহিমা।' আপনি বলুন, 'তারপরও কেন ভয় করছোনা (১৩৮)?'

قُلْ مَنْۢ بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ هُوَ یُجِیْرُ وَ لَا یُجَارُ عَلَیْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ(۸۸)

৮৮: আপনি বলুন, 'কার হাতে প্রত্যেক কিছুর কর্তৃত্ব (১৩৯) এবং তিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারেনা, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে (১৪০)?'

سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ

৮৯: তখন বলবে, 'এটা আল্লাহ এরই মহিমা।'

টীকা-১২৮ঃ যাতে শুনতে ও দেখতে পাও এবং অনুধাবন করো আর ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারাদি অর্জন করো।

টীকা-১২৯ঃ যেহেতু তোমরা ঐসব নি'মাতের মূল্যায়ন করোনি এবং সেগুলো থেকে উপকার গ্রহণ করোনি?। আর কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহ শ্রবণ করা, দেখা, অনুধাবন করা এবং আল্লাহ এর পরিচিতি লাভ করার আর প্রকৃত অনুগ্রহদাতার প্রাপ্য সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি লাভ করে কৃতজ্ঞ হবার উপকার গ্রহণ করোনি।

টীকা-১৩০ঃ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-১৩১ঃ সে দু'টি একের পর এক করে আগমন করা, অন্ধকার ও আলোকিত হওয়া এবং হ্রাস-বৃদ্ধি হবার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অপরটা থেকে ভিন্নরূপী হওয়া- এসব তাঁরই ক্বুদরতের নিদর্শন।

টীকা-১৩২ঃ সুতরাং সেগুলো থেকে শিক্ষার্জন করো এবং সেগুলোর মধ্যে খোদার মহাক্ষমতা লক্ষ্য করে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়কে মেনে নাও এবং ঈমান আনো।

টীকা-১৩৩ঃ অর্থাৎ তাদের পূর্বে কাফির

টীকা-১৩৪ঃ যেগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। কাফিরদের এই উক্তির খন্ডন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্ত আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা আপন হাবীব (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ইরশাদ করেন-

টীকা-১৩৫ঃ সেটার স্রষ্টা ও মালিককে বলোতো।

টীকা-১৩৬ঃ কেননা, এটা ব্যতীত অন্য কোন জবাবই নেই। আর মুশরিকগণ আল্লাহ তাআ'লাই স্রষ্টা হওয়ার কথা স্বীকার করে তখন তারা এ জবাবই দিয়ে থাকে।

টীকা-১৩৭ঃ যে, যিনি যমীনকে এবং সেটার সৃষ্ট বস্তুগুলোকে শুরুতেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিশ্চয় মৃতদেরকে জীবিত করতেও সক্ষম।

টীকা-১৩৮ঃ তিনি ব্যতীত অন্য কারো পূজা করতে, শির্ক করেতে এবং মৃতকে জীবিত করার উপর আল্লাহ সক্ষম হবার উপর বিষয়কে অস্বীকার করতে?

টীকা-১৩৯ঃ এবং প্রত্যেক কিছুর উপর প্রকৃত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার কার হাতে?

টীকা-১৪০ঃ তা হলে জবাব দাও।

টীকা-১৪১ঃ অর্থাৎ কোন শয়তানী ধোকার মধ্যে রয়েছো, যার কারণে আল্লাহ এর তাওহীদ ও আনুগত্য ছেড়ে সত্যকে মিথ্যা মনে করছো? যখন তোমরা স্বীকার করছো যে, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁরই এবং তাঁর বিরোধিতা করে কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারেনা, সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে বাতিলই।

টীকা-১৪২ঃ যে, আল্লাহ এর না সন্তান হতে পারে, না তাঁর কোন শরীক। এ দু'টির কোনটাই সম্ভব নয়।

টীকা-১৪৩ঃ যারা তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে।

টীকা-১৪৪ঃ তিনি তা থেকে পবিত্র। কেননা তিনি (نوع) ও (جنس) থেকে পবিত্র। * আর সন্তান-সন্ততি সেই হতে পারে যে সমজাতীয় হয়।

টীকা-১৪৫ঃ যে 'ইলাহ' (খোদা) হবার মধ্যে শরীক হয়।

قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ (٨٩)

আপনি বলুন, 'অতঃপর কোন ধরনের যাদুর ধোঁকায় পড়ে রয়েছো (১৪১)?'

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٩٠)

৯০: বরং আমি তাদের নিকট সত্য এনেছি (১৪২) এবং তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী (১৪৩)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (٩١)

৯১: আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি (১৪৪) এবং না তাঁর সাথে অন্য কোন খোদা আছে (১৪৫)। যদি তেমন হতো তবে প্রত্যেক খোদা আপন সৃষ্টি নিয়ে যেতো। (১৪৬) এবং অবশ্যই একে অপরের উপর আপন প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো (১৪৭)। পবিত্রতা আল্লাহ এরই ঐসব কথা থেকে যেগুলো এরা রচনা করছে (১৪৮),

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٩٢)

৯২: পরিজ্ঞাতা প্রত্যেক অদৃশ্য ও দৃশ্যের, সুতরাং তিনি ঊর্ধ্বে তাদের শির্কের।

রুকূ'-৬

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ (٩٣)

৯৩: আপনি আরয করুন, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে দেখাও (১৪৯) যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে,

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٩٤)

৯৪: তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সেসব যালিমের সাথী করোনা (১৫০)।'

وَاِنَّا عَلٰۤى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ (٩٥)

৯৫: এবং নিশ্চয় আমি সক্ষম হই আপনাকে দেখাতে যা আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি (১৫১)।

টীকা-১৪৬ঃ এবং তাকে অন্য কারো নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতোনা

টীকা-১৪৭ঃ এবং অপরের উপর নিজের প্রাধান্য এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে ভালবাসতো। কেননা, পরস্পর বিরোধী শাসক গোষ্ঠীগুলো এটাই চায়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, দু'খোদা হওয়া বাতিল। খোদা একই এবং প্রত্যেক কিছু তাঁরই কর্তৃত্বাধীন।

টীকা-১৪৮ঃ অর্থাৎ তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে,

টীকা-১৪৯ঃ ঐ শাস্তি,

টীকা-১৫০ঃ এবং তাদের সহচর ও সাথী করোনা। এ প্রার্থনাটা বিনয় ও আবদিয়াত প্রকাশার্থে করেছিলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, আল্লাহ তা'আ'লা তাঁকে তাদের সহচর ও সাথী করবেন না। অনুরূপভাবে, নিষ্পাপ নাবীগণ ইস্তিগফার (আল্লাহ এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন, এতদসত্ত্বেও যে, তাঁদের নিজেদের প্রতি খোদা প্রদত্ত ক্ষমা ও সম্মান সম্পর্কে সন্দেহাতীত নিশ্চিত জ্ঞান থাকে। এ সবই বিনয় ও 'বান্দা হওয়া'র কথা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই ছিলো।

টীকা-১৫১ঃ এটা হচ্ছে জবাব ঐ কাফিরদের প্রতি, যারা প্রতিশ্রুত শাস্তিকে অস্বীকার করতো এবং সেটার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'যদি তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করো তবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আ'লা উক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে সক্ষম। এরপরেও অস্বীকার করার এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। আর শাস্তি আসতে যে বিলম্ব হচ্ছে তাতে আল্লাহ এর বহু রহস্য রয়েছে। যেমন- তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনার রয়েছে তারা ঈমান নিয়ে আসবে আর যাদের বংশধরগণ ঈমান আনার রয়েছে তাদের থেকে তাদের বংশধরও জন্মলাভ করবে।

* তর্ক শাস্ত্রের পরিভাষায় نوع হচ্ছে ঐ সমষ্টির নাম, যার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি এককের হাক্বীকৃত বা সত্তা একই শ্রেণীর হয়। যেমন 'মানুষ' এর অন্তর্গত প্রত্যেকে, যেমন-হারূন, রশিদ, বাকর প্রমূখ একই শ্রেণীর সত্তার অধিকারী আর 'মানুষ' শব্দটিও তাদের সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।
আর جنس এমন সমষ্টিকে বলা হয়, যার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি এককও একেকটি সমষ্টি হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি এককের হাক্বীকৃত বা সত্তাও শ্রেণীগত আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন 'জীব' বলতে এমন সমষ্টিকে বুঝায়, যার মধ্যে বিভিন্ন জীবশ্রেণী, যেমন- মানুষ, গরু, ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু সত্তা, চরিত্র ও আকৃতির দিক দিয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি মাত্র সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ পাক এরূপ সমষ্টি, অংশ, শ্রেণী বা একক কোনটিই নন।

টীকা-১৫২ঃ এ সুন্দর বাক্যটার মাহাত্ম্য অতি ব্যাপক। এর এ অর্থ হতে পারে যে 'তাওহীদ'- যা সর্বোচ্চ মঙ্গল দ্বারা শির্কের অমঙ্গলকে দূরীভূত করুন।' এটাও হতে পারে যে, 'আল্লাহ এর আনুগত্য ও খোদাভীরুতার প্রচলন করে অবাধ্যতা ও পাপাচারের অমঙ্গলকে প্রতিহত করুন।' এও হতে পারে যে, 'আপন উন্নত চরিত্র দ্বারা দোষী লোকদের প্রতি এভাবে ক্ষমা ও দয়া করুন, যার ফলে দ্বীনের মধ্যে কোন অলসতা না হয়।

টীকা-১৫৩ঃ আল্লাহ ও রসূল সম্বন্ধে। অতঃপর আমি সেটার প্রতিফল দেবো।

টীকা-১৫৪ঃ যেগুলো দ্বারা তারা মানুষকে ধোকা দিয়ে অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত করে,

اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ السَّیِّئَۃَ ؕ نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا یَصِفُوۡنَ ﴿۹۶﴾

৯৬: সর্বোত্তম পুণ্য দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করো (১৫২)। আমি সবিশেষ অবহিত সেসব উক্তি সম্বন্ধে যেগুলো এরা রচনা করছে (১৫৩)

وَ قُلۡ رَّبِّ اَعُوۡذُ بِکَ مِنۡ ہَمَزٰتِ الشَّیٰطِیۡنِ ﴿۹۷﴾

৯৭: এবং আপনি আরয করুন। 'হে আমার প্রতিপালক তোমারই আশ্রয় (প্রার্থনা করছি) শয়তানদের প্ররোচনারসমূহ থেকে (১৫৪),

وَ اَعُوۡذُ بِکَ رَبِّ اَنۡ یَّحۡضُرُوۡنِ ﴿۹۸﴾

৯৮: এবং হে আমার প্রতিপালক। তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।'

حَتّٰۤی اِذَا جَآءَ اَحَدَہُمُ الۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ارۡجِعُوۡنِ ﴿۹۹﴾

৯৯: এমনকি, যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় (১৫৫) তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক। আমাকে পুনর্বার ফেরত পাঠান (১৫৬)।

لَعَلِّیۡۤ اَعۡمَلُ صَالِحًا فِیۡمَا تَرَکۡتُ کَلَّا ؕ اِنَّہَا کَلِمَۃٌ ہُوَ قَآئِلُہَا ؕ وَ مِنۡ وَّرَآئِہِمۡ بَرۡزَخٌ اِلٰی یَوۡمِ یُبۡعَثُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾

১০০: হয়তো আমি তখন কিছু পুণ্য অর্জন করবো তাতেই, যা আমি ছেড়ে এসেছি (১৫৭)।' নিশ্চয়ই এটা তো একটা উক্তি মাত্র, যা সে আপন মুখে বলছে (১৫৮)। এবং তাদের সম্মুখে একটা বাধা রয়েছে (১৫৯) ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ فَلَاۤ اَنۡسَابَ بَیۡنَہُمۡ یَوۡمَئِذٍ وَّ لَا یَتَسَآءَلُوۡنَ ﴿۱۰۱﴾

১০১: অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (১৬০), তখন না তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে (১৬১) এবং না একে অপরের কথা জিজ্ঞাসা করবে (১৬২)।

فَمَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِیۡنُہٗ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২: সুতরাং যাদের পাল্লা (১৬৩) ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

وَ مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِیۡنُہٗ فَاُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَہُمۡ فِیۡ جَہَنَّمَ خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩: এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে (১৬৪) তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা আপন প্রানসমূহকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, সর্বদা দোযখেই অবস্থান করবে।

تَلۡفَحُ وُجُوۡہَہُمُ النَّارُ وَ ہُمۡ فِیۡہَا کٰلِحُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৪: লেলিহান আগুন তাদের মুখমন্ডলকে বিদগ্ধ করবে আর তারা তাতে বীভৎস চেহারায় থাকবে (১৬৫)।

টীকা-১৫৫ঃ অর্থাৎ কাফির আপন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তো কুফর, অবাধ্যতা, আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করার উপর একগুঁয়েমি অবলম্বন করে। যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, আর তাকে জাহান্নামের মধ্যে তার জন্য যেই নির্ধারিত স্থান রয়েছে তা দেখানো হয় এবং জান্নাতের মধ্যেকার স্থানও দেখানো হয়, যা ঈমান আনলে তাকে দেয়া হতো।

টীকা-১৫৬ঃ পৃথিবীর প্রতি

টীকা-১৫৭ঃ এবং সৎকর্মসমূহ পালন করে স্বীয় ভূল-ত্রুটির প্রতিকার করবো। এর এর জবাবে তাকে বলা হবে-

টীকা-১৫৮ঃ দুঃখ ও অনুশোচনার দ্বারা এটা প্রতিকার হবার নয় এবং সেটা দ্বারা কোন লাভও নেই।

টীকা-১৫৯ঃ যা তাদের দুনিয়ার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার পথে বাধা এবং তা হচ্ছে 'মৃত্যু'। (খাযিন)

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'বরযখ' মৃত্যুকাল থেকে পুনরুত্থিত হবার সময় পর্যন্ত সময়সীমাকে বলা হয়।

টীকা-১৬০ঃ প্রথমবার, যাকে 'প্রথম ফুৎকার' বলা হয়, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-১৬১ঃ যে গুলোর উপর পৃথিবীতে গৌরব করতো। আর পরস্পরের বংশের সম্পর্কসমূহ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আত্মীয়তার ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকবে না। আর এ অবস্থা হবে যে, মানুষ আপন ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও পুত্রের নিকট থেকে পলায়ন করবে।

টীকা-১৬২ঃ যেমনিভাবে, পৃথিবীতে জিজ্ঞাসা করতো। কেননা, প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থায় লিপ্ত থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার করা হবে। হিসাব-নিকাশের পরেই মানুষ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিবে।

টীকা-১৬৩ঃ সৎকর্ম ও সাওয়াবসমূহ দ্বারা

টীকা-১৬৪ঃ সৎকর্ম না থাকার কারণে, এবং তারা হচ্ছে কাফির

টীকা-১৬৫ঃ তিরমিযি শরীফের হাদীসে বর্ণিত, আগুন তাদেরকে ভুনে ফেলবে এবং উপরিভাগের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয়ে মাথার অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর

নিম্নভাগের ওষ্ঠ নাভী পর্যন্ত নেমে ঝুলতে থাকবে। দাঁতগুলো খোলা অবস্থায় থাকবে (আল্লাহ এরই আশ্রয়।) আর তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-১৬৬ঃ পৃথিবীতে

টীকা-১৬৭ঃ তিরমিযি শরীফের হাদীসে বর্ণিত, দোযখবাসীগণ জাহান্নামের দারোগা 'মালিক'-কে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ডাকতে থাকবে। এরপর সে বলবে, "তোমরা জাহান্নামের মধ্যে পড়ে থাকবে। অতঃপর তারা প্রতিপালককে আহবান করবে আর বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করে নাও।" আর এ আহ্বান তাদের পৃথিবীর বয়সের (স্থায়িত্বকাল) দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এরপর তাদেরকে ঐ জবাব দেয়া হবে যা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে। (খাযিন)
আর পৃথিবীর জীবন (স্থায়িত্বকাল) কতটুকু সে সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ কেউ কেউ বলেন পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। কেউ কেউ বলেন বারো হাজার বছর। কারো কারো মতে তিন লক্ষ ষাট বছর। আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন। (তাযকিরাহ-ই-কুরতবী)

اَلَمۡ تَكُنۡ اٰيٰتِىۡ تُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ فَكُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ (۱۰۵)

১০৫: তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো না (১৬৬) অতঃপর তোমরা সেগুলো অস্বীকার করতে।

قَالُوۡا رَبَّنَا غَلَبَتۡ عَلَيۡنَا شِقۡوَتُنَا وَكُنَّا قَوۡمًا ضَآلِّيۡنَ (۱۰۶)

১০৬: তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো এবং আমরা পথভ্রষ্ট লোক ছিলাম।

رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَاِنۡ عُدۡنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوۡنَ (۱۰۷)

১০৭: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করে দিন, অতঃপর যদি আমরা অনুরূপ করি তবে আমরা অবশ্যই যালিম (১৬৭)।'

قَالَ اخۡسَـُٔوۡا فِيۡهَا وَلَا تُكَلِّمُوۡنِ (۱۰۸)

১০৮: প্রতিপালক বলবেন, 'এর মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না (১৬৮)।'

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيۡقٌ مِّنۡ عِبَادِىۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا وَارۡحَمۡنَا وَاَنۡتَ خَيۡرُ الرّٰحِمِيۡنَ (۱۰۹)

১০৯: নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে একটা দল বলতো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর দয়া করো। আর তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু।'

فَاتَّخَذۡتُمُوۡهُمۡ سِخۡرِيًّا حَتّٰٓى اَنۡسَوۡكُمۡ ذِكۡرِىۡ وَكُنۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ تَضۡحَكُوۡنَ (۱۱۰)

১১০: 'অতঃপর তোমরা তাদেরকে হাস্যস্প্রদ করে নিয়েছো (১৬৯), শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হাস্যস্প্রদ করার ব্যস্ততার মধ্যে (১৭০) আমার স্মরণকেও ভুলে গিয়েছো, এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।'

اِنِّىۡ جَزَيۡتُهُمُ الۡيَوۡمَ بِمَا صَبَرُوۡۤا ۙ اَنَّهُمۡ هُمُ الۡفَآٮِٕزُوۡنَ (۱۱۱)

১১১: 'নিশ্চয় আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের পুরস্কারই দিলাম যে তারাই হচ্ছে সফলকাম।'

قٰلَ كَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِى الۡاَرۡضِ عَدَدَ سِنِيۡنَ (۱۱۲)

১১২: বললেন (১৭১), 'তোমরা পৃথিবীতে কতকাল অবস্থান করেছো (১৭২) বছরসমূহের গণনায়?'

قَالُوۡا لَبِثۡنَا يَوۡمًا اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ فَسۡـَٔلِ الۡعَآدِّيۡنَ (۱۱۳)

১১৩: তারা বললো, 'আমরা একদিন অবস্থান করেছি অথবা দিনের কিছু অংশ (১৭৩)। সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (১৭৪)।'

টীকা-১৬৮ঃ তখন তাদের আশা-আকাঙ্খাসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এটা জাহান্নামবাসীদের শেষ উক্তি হবে। এরপর আবার কোন কথা বলা তাদের ভাগ্যে জুটবে না। কান্নাকাটি, চিৎকার ও আর্তনাদই করতে থাকবে।

টীকা-১৬৯ঃ শানে নুযূল: এ আয়াতগুলো কুরাঈশ বংশীয় কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা হযরত বিলাল, হযরত 'আম্মার, হযরত সোহায়ব এবং হযরত খুব্বাব প্রমূখ- আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর গরীব সাহাবীগণ, (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمۡ) কে নিয়ে হাস্য-ঠাট্টা করতো।

টীকা-১৭০ঃ অর্থাৎ তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টায় এতই মশগুল হয়েছে যে,

টীকা-১৭১ঃ আল্লাহ তাআ'লা, কাফিরদেরকে-

টীকা-১৭২ঃ অর্থাৎ দুনিয়ায় এবং কবরে,

টীকা-১৭৩ঃ এ জবাবটা একারণেই দেবে যে, ঐ দিনের আতঙ্ক এবং শাস্তির ভয়ের কারণে তারা স্বীয় পার্থিব জীবনের সময়টুকুর পরিমাণ পর্যন্ত ভুলে যাবে এবং তারা সন্দিহান হয়ে পড়বে এ কারণেই বলবে-

টীকা-১৭৪ঃ অর্থাৎ ঐ ফিরিশতাদেরকে যাদেরকে আপনি বান্দাদের বয়সসমূহ এবং তাদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োগ করেছেন। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা

টীকা-১৭৫ঃ আখিরাতের তুলনায়,
টীকা-১৭৬ঃ এবং আখিরাতে প্রতিদানের জন্য পুনরুত্থিত হতে হবে না? বরং তোমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ তোমাদের উপর ইবাদত করা অপরিহার্য করবো এবং আখিরাতে তোমরা আমার প্রতি ফিরে আসবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করবো।

১১৪: বললেন, 'তোমরা অবস্থান করোনি, কিন্তু অল্পকাল (১৭৫), যদি তোমাদের জ্ঞান থাকতো।'	قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١١٤)
১১৫: তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না (১৭৬)?	اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ (١١٥)
১১৬: সুতরাং বহু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্, প্রকৃত বাদশাহ। কোন মাবূদ নেই তিনি ব্যতীত- সম্মানিত আরশের অধিপতি।	فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ (١١٦)
১১৭: এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এর সাথে অন্য কোন খোদার উপাসনা করে, যে বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নেই (১৭৭), তবে তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। নিঃসন্দেহে, কাফিরদের কোন রেহাই নেই।	وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ (١١٧)
১১৮: এবং আপনি আরয করুণ, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো (১৭৮) ও দয়া করো এবং তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'★	وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ (١١٨)

নূর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নূর (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৬৪, রুকূ'-৯

১: এটা একটা সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং সেটার বিধানকে অবশ্যই পালনীয় করেছি (২), এবং আমি তাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা মনোযোগ দাও।	سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (١)
২: যেই নারী ব্যভিচারিণী হয় এবং যে পুরুষ, তবে তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করো (৩)	اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪

টীকা-১৭৭ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা নিছক বাতিল ও সনদহীন।
টীকা-১৭৮ঃ ঈমানদারদেরকে*
টীকা-১ঃ 'সূরা নূর' মাদানী। এতে নয়টি রুকূ' এবং চৌষট্টিটি আয়াত রয়েছে।
টীকা-২ঃ এবং সেগুলো পালন করা বান্দাদের উপর অপরিহার্য করেছি,
টীকা-৩ঃ এ সম্বোধনটা শারীয়াতের হুকুম দাতাদেরকে করা হয়েছে যে, যে পুরুষ কিংবা নারী দ্বারা যিনা-(ব্যভিচার) সম্পন্ন হয়েছে তার শাস্তি এ যে, 'তাকে একশ কষাঘাত করো।' এ শাস্তি অবিবাহিত আযাদের। কেননা বিবাহিতা আযাদ ব্যক্তির শাস্তি এ যে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, মা-ই'যকে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিলো।
مُحْصِنْ (মুহসিন) ঐ স্বাধীন মুসলমানকে বলা হয়, যার উপর শারীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তায় এবং বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে- চাই একবার হোক। এমন ব্যক্তি দ্বারা যিনা সম্পন্ন হলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (رجم) হবে। আর যদি এগুলোর মধ্যে একটাও পাওয়া না যায়, যেমন- আযাদ না হয়, অথবা মুসলমান না হয় অথবা বয়োপ্রাপ্ত ও বিবেকবান না হয় অথবা সে কখনো আপন বিবির সাথে সহবাস না করে থাকে অথবা যার সাথে সহবাস করেছে তার সাথে সম্পাদিত বিয়ে বিশুদ্ধ না হয়, তবে এসব অবস্থায় সে مُحْصِنْ (মুহসিন) বলে গণ্য হবেনা। এমন সব ব্যভিচারী লোকের শাস্তির বিধান হচ্ছে-'কশাঘাত করা (চাবুক মারা)'।
মাসা-ইলঃ পুরুষকে কশাঘাত করার সময় তাকে দণ্ডায়মান করানো হবে এবং লুঙ্গি ব্যতীত তার পরিধানের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলা হবে। আর তার সমগ্র শরীরেই কশাঘাত করা হবে, মাথা, চেহারা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত। কশাঘাতও এভাবে করা হবে যেন ব্যথা-বেদনা মাংস পর্যন্ত পৌঁছে না যায় এবং 'কশা' মাঝারি ধরনের হবে।

আর নারীকে কষাঘাত করার সময় দণ্ডায়মান করানো যাবে না। তার কাপড় খোলা হবে না। অবশ্য যদি চর্ম-নির্মিত কিংবা তুলা বিশিষ্ট পোশাক পরিহিতা হয়ে থাকে তবে তা খুলে ফেলা হবে। এ শাস্তির বিধান আযাদ পুরুষ ও আযাদ নারীর জন্য।
আর বাঁদী ও গোলামের শাস্তি এর অর্ধেক পরিমাণ। অর্থাৎ পঞ্চাশটি কশাঘাত। যেমন 'সূরা নিসা'র মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

'যিনা' (زنا) প্রমাণিত হবার বিবরণ

তা হয়তো চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় অথবা যিনাকারী চারবার স্বীকার করলে, তবুও 'ইমাম' (বিচারক) পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন যে, 'যিনা' বলে কি বুঝাতে চাচ্ছে, কোথায় করেছে, কার সাথে করেছে এবং কখন করেছে। যদি এসব ক'টিই বর্ণনা করে দেয়, তবে যিনা প্রমাণিত হবে, নতুবা হবেনা। সুস্পষ্ট ভাষায় চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। এতদ্ব্যতীত তা প্রমাণিত হবে না।

পায়ু সঙ্গম (لواطت) (যেমন- পুরুষে-পুরুষে বলৎকারী করা)

এটা 'যিনা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে এ অপকর্মের জন্য 'নির্ধারিত শাস্তি' ওয়াজিব বা অপরিহার্যভাবে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু 'তা'যীর' (تعزير) ★ অপরিহার্য (واجب)। আর বলৎকারকারীর শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে সাহাবীগণ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ) এর কতিপয় অভিমত বর্ণিত আছে- আগুনে জ্বালিয়ে ফেলা, পানিতে ডুবিয়ে মারা, উচ্চ স্থান থেকে ফেলে দেয়া, পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। এতে 'কর্তা' ও 'কর্ম' উভয়ের জন্য একই শাস্তি। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

সূরাঃ ২৪ নূর	৬৩৫	মানযিল-৪	পারাঃ ১৮

এবং তোমাদের যেন তাদের প্রতি দয়া না আসে আল্লাহ এর দ্বীনে (৪) যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর, এবং উচিত যে, তাদের শাস্তির সময় মুসলমানদের একটা দল উপস্থিত থাকবে (৫)।	وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴿۲﴾
৩: ব্যভিচারী পুরুষ বিবাহ করবে না, কিন্তু ব্যভিচারিণীকে অথবা অংশীবাদিনীকে এবং ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করবে না কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক (৬), এবং এ কাজ (৭) ঈমানদারদের উপর হারাম (৮)।	اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ﴿۳﴾
৪: এবং যারা পূতাত্মা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, অতঃপর চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করবেনা, তবে তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করো এবং তাদের কোনো সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করোনা (৯) এবং তারা ফাসিক্বই,	وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴿۴﴾

টীকা-৪: অর্থাৎ 'নির্ধারিত শাস্তিসমূহ' (حدود) পুরোপুরিভাবে কার্যকর করো, ঘাটতি করবে না এবং দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকো

টীকা-৫: যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

টীকা-৬: কেননা, অপবিত্রের ঝোঁক অপবিত্রের প্রতি হয়ে থাকে। সৎ লোকদের আসক্তি চরিত্রহীনদের প্রতি কখনো হয়না।

শানে নুযূল: মুহাজিরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক একেবারে গরীব ছিলেন। না তাদের নিকট কোন সম্পদ ছিলো, না কোন প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন ছিলো। অসতী অংশীবাদী নারীগণ ধনবতী ও ঐশ্বর্যশালী ছিলো। এটা দেখে কোন কোন মুহাজির মনে মনে ভাবলেন যে, যদি তাদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায় তাহলে তাদের সম্পদ কাজে আসবে। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে অনুমতি চাইলেন। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁদেরকে তা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

টীকা-৭: অর্থাৎ ব্যভিচারীদের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া

টীকা-৮: ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা হারাম ছিলো। অতঃপর আয়াত وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৯: এ আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা প্রমাণিত হয়ঃ

মাসআলা: কোনো পুরুষ যদি কোনো পুতপবিত্র পুরুষ কিংবা রমণীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপ করে এবং একথার উপর চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তার উপর 'নির্ধারিত শাস্তি' অপরিহার্য হয়ে যায়। এ শাস্তি হচ্ছে আশিটি কষাঘাত।

আয়াতের মধ্যে (مُحْصَنَاتْ) (সাধ্বী রমণীগণ) শব্দটা বিশেষ ঘটনার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এজন্য যে রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনাই 'অধিক' সংগঠিত হয়।

★ 'তা'যীর (تعزير): শারীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি' (حدود) অপেক্ষা কম পর্যায়ের শাস্তি, যা বিচারকই সামাজিক, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নিজ ক্ষমতার বিবেচনায় প্রশাসনিক তাগীদে নির্ধারণ করবেন।

মাসআলা: এসব লোক, যে যিনার অপবাদের কারণে সাজা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার উপর 'নির্ধারিত শাস্তি'ও কার্যকর করা হয়েছে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে অনুপযোগী (مردود الشهادة) হয়ে যায়। এমন লোকের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হয়না।
পূতাত্মা (پارسا) হচ্ছে ঐসব লোক, যারা মুসলমান, শারীয়াতের বিধি-নিষেধ বর্তায় এমন, আযাদ এবং যিনা থেকে পবিত্র হয়।
মাসআলাঃ যিনার সাক্ষীর নির্ধারিত সংখ্যা হচ্ছে- চার জন।
মাসআলা: 'অপবাদের শাস্তি' (حدّ قذف) কার্যকর করার পূর্বশর্ত হচ্ছে 'শাস্তি দাবী করা'। যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে বিচার প্রার্থনার উপর অপবাদের শাস্তির ব্যবস্থা নির্ভরশীল। সে যদি শাস্তি দাবী না করে, তবে শাস্তি কার্যকর করা বিচারকের জন্য অপরিহার্য নয়।
মাসআলা: শাস্তির দাবী সেই করতে পারবে যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, যদি সে জীবিত হয়। যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পুত্র এবং পৌত্রও তা দাবী করতে পারে।
মাসআলা: ক্রীতদাস তার মুনিবের বিরুদ্ধে এবং পুত্র তার পিতা ও মাতার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদের অভিযোগ আনতে পারবে না।
মাসআলা: 'অপবাদ'-এর শব্দাবলী হচ্ছে এই- 'সে (অপবাদ আরোপকারী) সুস্পষ্ট ভাষায় কাউকেও ব্যভিচারী বলবে অথবা এরূপ বলবে- "তুমি তোমার পিতার সন্তান নও।" অথবা তার পিতার নাম নিয়ে বলবে, "তুমি অমুকের সন্তান নও।" অথবা তাকে 'ব্যভিচারিণীর পুত্র' বলে ডাকবে, অথচ তার মাতা হচ্ছে সতী সাধ্বী, তখন এমন ব্যক্তি- 'অপবাদ আরোপকারী' হয়ে যাবে এবং তার উপর 'হদ্দ' বা 'নির্ধারিত শাস্তি' অবধারিত হবে।
মাসআলা: مُحْصِنْ (মুহসিন) নয় এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি যিনার অপবাদ আরোপ করা হয় যেমন কোন কৃতদাস ও কাফিরের বিরুদ্ধে অথবা এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যার দ্বারা কখনো যিনা সম্পাদিত হওয়া প্রমাণিত হয়েছে, তবে তার (অপবাদ আরোপকারী) উপর অপবাদের 'শাস্তি' (حد) কার্যকর করা হবেনা, বরং তার উপর 'তা'যীর (تعزير) অপরিহার্য হবে। আর ঐ 'শাস্তি' (تعزير) হচ্ছে- তিন থেকে উনচল্লিশটা পর্যন্ত, বিচারকের ফায়সালা অনুযায়ী, কশাঘাত করা।
অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি যিনা ব্যতীত অন্য কোন পাপ কাজের অপবাদ আরোপ করে এবং পুতাত্মা মুসলমানকে 'হে কাফির', 'হে ফাসিক, (কাবীরাহ গুণাহকারী), 'হে দুশ্চরিত্র', 'হে চোর', 'হে পাপী' 'হে নারী সুলভ আচরণকারী', 'হে অধার্মিক', হে পায়ু মৈথুনকারী, 'হে যিনদ্বীক্ব' (ক্বুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের অপব্যাখ্যাকারী), 'হে দাইয়ূস' (নিজ স্ত্রী-কন্যাকে বেপর্দা চলার ও শারীয়াতের পরিপন্থী কাজ করার সুযোগদাতা), 'হে মদ্যপায়ী', 'হে সুদখোর', 'হে পাপাচারিণীর সন্তান', 'হে হারামযাদা'- এ ধরণের শব্দাবলী দ্বারা আখ্যায়িত করে তখন তার উপর (تعزير)-এর শাস্তি কার্যকর করা ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে।

সূরাঃ ২৪ নূর	৬৩৬	মানযিল-৪	পারাঃ ১৮
৫: কিন্তু যারা এরপরে তাওবাহ করে নেয় এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় (১০), তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।		إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾	
৬: এবং ঐসব লোক, যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয় (১১), এবং তাদের নিকট নিজেদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী থাকেনা, তবে (তাদের মধ্যে) এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য হবে যে সে চারবার সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ এর নামে এ মর্মে যে সে সত্যবাদী (১২)।		وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٦﴾	
৭: এবং পঞ্চমবারে একথা (বলবে) যে, আল্লাহ এর লা'নত হোক তার উপর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।		وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٧﴾	

মাসআলা: 'ইমাম' অর্থাৎ শারীয়াতের বিচারক এবং ঐ ব্যক্তি যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে- (অপবাদ) প্রমাণিত হবার পূর্বে (অপবাদ আরোপকারীকে) ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।
মাসআলা: যদি অপবাদ আরোপকারী আযাদ না হয়, বরং ক্রীতদাস হয়, তখন তাকে চল্লিশটি কশাঘাত করা হবে।
মাসআলা: অপবাদ আরোপ করার অপরাধে যাকে শারীয়াত-নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হয়েছে তার সাক্ষ্য কোন মামলায় গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও সে তাওবাহ করে নেয়। কিন্তু রমযান শরীফের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে, তাওবাহকারী ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার অবস্থায় তার উক্তি গ্রহণ করা হবে। কেননা, এটা বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষ্য নয়। এ কারণে, এ ক্ষেত্রে 'সাক্ষ্য' শব্দটা উচ্চারণ করা এবং সাক্ষ্যের 'নিসাব' (সাক্ষ্যদাতাদের নির্ধারিত সংখ্যায় উপস্থিতি) আবশ্যক নয়।
টীকা-১০ঃ আপন অবস্থাদি ও কার্যাদি সংশোধন করে নেয়,
টীকা-১১ঃ যিনার
টীকা-১২ঃ স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে।

টীকা-১৩ঃ তার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে।
টীকা-১৪ঃ এটাকে (لعان) (লিআ'ন) বলা হয়। (নির্ধারিত নিয়মে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে লা'নত করা)
মাসাআলাঃ যখন স্বামী তার স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, তখন যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ততা সম্পন্ন হয়, আর স্ত্রী যদি স্বামীর শাস্তি দাবি করে, তখন স্বামীর উপর (লিআ'ন) অপরিহার্য হয়ে যায়। যদি সে 'লিয়ান' করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটক রাখা হবে যতক্ষণ না সে 'লিআ'ন' করে কিংবা আপন মিথ্যাবাদীতার কথা স্বীকার করে। আর যদি মিথ্যাবাদিতার কথা স্বীকার করে, তবে তাকে অপবাদের ঐ নির্ধারিত শাস্তি (حدّ قذف) দেয়া হবে, যার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। আর যদি 'লিআ'ন' করতে চায় তবে তা এভাবে করবে।
তাকে চার বার আল্লাহ এর নামে শপথ সহকারে বলতে হবে যে, সে তার স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। আর পঞ্চম বারে বলতে হবে, "আল্লাহ এর লা'নত আমার উপর যদি আমি এ অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী হই।" এতোটুকু করার পর স্বামীর উপর থেকে অপবাদ 'অপবাদ'- এর শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে। তখন স্ত্রীর উপর 'লিআ'ন' করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি সে তা করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে বন্দী করা হবে যতক্ষণ না সে 'লিআ'ন' করতে সম্মত হয় অথবা স্বামীর আরোপকৃত অপবাদ সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। যদি তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে স্ত্রীকে 'যিনার নির্ধারিত শাস্তি (حدّ زنا) প্রদান করা হবে। আর যদি 'লিআ'ন' করতে চায় তবে তাকে চারবার আল্লাহ এর নামে শপথ সহকারে বলতে হবে যে, 'স্বামী তার উপর যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী।' আর পঞ্চম বারে এ কথা বলতে হবে, "যদি স্বামী তার প্রতি অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হয়, তবে আমার উপর আল্লাহ এর গজব (ক্রোধ) আপতিত হোক।" এতোটুকু বলার পর স্ত্রীর উপর থেকে 'যিনার শাস্তি' মওকূফ হয়ে যাবে।
আর 'লিআ'ন'-এর পর কাযীর (বিচারক) পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর নির্দেশ সহকারে সাথে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ সংঘটিত হবে, এটা ব্যতীত হবেনা। আর উক্ত বিচ্ছেদ 'তালাক্ব-ই-বা-ইন' বলে বিবেচিত হবে।
আর যদি স্বামী সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়, যেমন- ক্রীতদাস হয়, অথবা কাফির হয় অথবা যিনার অপবাদ আরোপের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয়, তবে 'লিআ'ন' হবেনা। আর অপবাদ আরোপের কারণে স্বামীর উপর অপবাদ এর শাস্তি কার্যকর করা হবে।
আর যদি স্বামী সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে যোগ্যতা না থাকে, এভাবে যে, সে যদি ক্রীতদাসী হয়, অথবা কাফিরাহ হয় অথবা অপবাদ আরোপের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয়, কিংবা বয়োপ্রাপ্তা না হয়, তবে না স্বামীর উপর শাস্তি অবধারিত হবে, না 'লিআ'ন'।
শানে নুযূল: এ আয়াত একজন সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি স্বামী তার স্ত্রীকে যিনায় লিপ্ত দেখে তবে সে কি করবে? তখন তো না সাক্ষী খোঁজ করার সুযোগ থাকে, না কোনো সাক্ষ্য ছাড়া সে এ কথা প্রকাশ করতে পারে? কেননা, তাতে অপবাদের শাস্তির সম্ভাবনা থাকে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর 'লিআ'ন'-এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
৮: এবং স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হবে যে, সে আল্লাহ এর নাম নিয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, পুরুষ (তার স্বামী) মিথ্যাবাদী (১৩)। ৯: এবং পঞ্চমবারে এ কথা (বলবে) যে, তার (স্ত্রী) উপর আল্লাহ এর গযব হোক যদি পুরুষ সত্যবাদী হয় (১৪)।' ১০: এবং যদি আল্লাহ এর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের উপর না হতো এবং এও যে, আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়, তাহলে, তোমাদের রহস্য ফাঁস করে দিতেন।	وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ﴿۸﴾ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۹﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾
রুকু'-২	
১১: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা এ 'বড় অপবাদ' নিয়ে এসেছে তারা তোমাদেরই মধ্যেকার একটা দল (১৫), সেটাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর	اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ

টীকা-১৫ঃ 'বড় অপবাদ' দ্বারা 'হযরত উম্মুল মু'মিনীন (মু'মিনদের মা) আ'য়িশা সিদ্দিক্বাহ্' (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া বুঝানো হয়েছে।
পঞ্চম হিজরী সনে 'বানী মুস্তালাক' যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় কাফিলা মদিনা শরীফের সন্নিকটে একস্থানে অবতরণ করলেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আ'য়িশা সিদ্দিক্বাহ্ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য কোন এক প্রান্তে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে তাঁর হারটা ছিড়ে পড়ে গেলো। তিনি সেটা অনুসন্ধানের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। এদিকে কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেলো। তাঁর পালকি শরীফটাও উটের পিঠে তুলে নিলেন। আর তাঁদের ধারণা ছিলো যে, উম্মুল মু'মিনীন সেই পালকির মধ্যেই রয়েছেন। কাফিলা চলে গেলো।
এদিকে তিনি এসে কাফিলার পূর্ববর্তী স্থানে বসে পড়লেন। তাঁর ধারণা ছিলো, "আমার তালাশে কাফিলা অবশ্যই ফিরে আসবে।"
কাফিলার পেছনে ভুলে ফেলে আসা মালপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য একজন সাহাবী নিয়োজিত থাকতেন। এ অভিযানে হযরত সাফওয়ান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) একাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন সেখানে আসলেন এবং তাঁকে (হযরত আ'য়িশা সিদ্দিক্বাহ্) দেখতে পেলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ) "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ'ন।" হযরত সিদ্দীক্বাহ্ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) কাপড় দিয়ে নিজেকে পর্দার আড়ালে করলেন। হযরত সাফওয়ান আপন

উষ্ট্রীকে বসালেন এবং তিনি (হযরত সিদ্দিক্বাহ) সেটার পিঠে আরোহন করে কাফিলার নিকট পৌঁছলেন। *
কাল হৃদয় বিশিষ্ট মুনাফিক্বগণ তাদের খারাপ ধারণা প্রচার করলো এবং তার সম্বন্ধে অপসমালোচনা আরম্ভ করলো। কোন কোন মুসলমানও তাদের ধোঁকার শিকার হলো। আর তাদের মুখেও কিছু কিছু অশোভন উক্তি উচ্চারিত হয়েছিলো।
উম্মুল মু'মিনীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি অবহিত ছিলেন না তাঁর বিরুদ্ধে মুনাফিক্বগণ কি বকাবকি করছিলো। একদিন উম্মে মিসতাহ্‌র মুখে তিনি এ সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং এর ফলে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়েছিলো এবং এর দুঃখে তিনি এতই কান্নাকাটি করেছিলেন যে, তাঁর অশ্রু থামতোই না, এমনকি একটা মাত্র মুহূর্তের জন্যও তাঁর চোখে ঘুম আসতোনা। এমতাবস্থায়, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ওহী অবতীর্ণ হলো আর হযরত উম্মুল মু'মিনীনের পবিত্রতায় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো এবং তাঁর আভিজাত্য ও উচ্চ মর্যাদাকে আল্লাহ্ তাআলা এতই বৃদ্ধি করেছেন যে, ক্বুরআন কারীমের বহু আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।
ইতোমধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মিম্বর শরীফের উপর তাশরীফ রেখে আল্লাহ এর শপথ সহকারে ইরশাদ করলেন, "আমার পরিবারের পবিত্রতা ও প্রশংসনীয় চরিত্রের কথা নিশ্চিতভাবে আমার জানা আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অপসমালোচনা করেছে তার পক্ষ থেকে কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো?" হযরত ওমর ফারুক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন, "মুনাফিক্বগণ নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী। উম্মুল মু'মিনীণ নিশ্চিতভাবে পুতপবিত্র। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র শরীর মুবারকে মাছি বসা থেকে রক্ষা করেছেন, কারণ, তা অপবিত্র বস্তুর উপর বসে থাকে। সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনাকে খারাপ স্ত্রীর নৈকট্য থেকে রক্ষা করবেন না। হযরত ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)ও এভাবে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার ছায়া ভূ-পৃষ্ঠের উপর পড়তে দেননি, যাতে উক্ত ছায়া শরীফের উপর কারো পায়ের ছাপ না পড়ে। সুতরাং যেই প্রতিপালক আপনার ছায়াকে সংরক্ষণ করেছেন, কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনার পরিবারবর্গের সংরক্ষণ করবেন না?' হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, একটা মাত্র উকুনের রক্ত লাগার কারণে বিশ্ব প্রতিপালক আপনাকে পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেই প্রতিপালক আপনার পবিত্র পাদুকা শরীফদ্বয় এতটুকু ময়লাযুক্ত হওয়াকে পছন্দ করেন নি, কাজেই এ কথা কখনো সম্ভবপরই হতে পারেনা যে, তিনি আপনার পরিবারের অপবিত্রতাকে বরদাশত করবেন।" এভাবে বহুসংখ্যক সাহাবী ও মহিলা সাহাবী বিভিন্নভাবে শপথ করেন**। আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্ব থেকেই হযরত উম্মুল মু'মিনীন এর দিক থেকে মানুষের অন্তরসমূহ প্রশান্তই ছিলো। আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সম্মান ও আভিজাত্যকে আরো বৃদ্ধি করে দিলো। কাজেই অপসমালোচনাকারীদের সমালোচনা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের নিকট ভিত্তিহীন এবং সমালোচকদের জন্য মহাবিপদই।

সূরাঃ ২৪ নূর	৬৩৮	মানযিল-৪	পারাঃ ১৮
মনে করোনা, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর (১৬)। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ পাপ রয়েছে যা সে অর্জন করেছে (১৭), এবং তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ নিয়েছে (প্রধান ভূমিকা পালন করেছে) (১৮)	بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ		

(এমনকি, দু/একজন সরলমনা সাহাবী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর মনও এক্ষেত্রে প্রশান্ত ছিলো।)
টীকা-১৬ঃ যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআ'লা তোমাদেরকে এর উপর প্রতিদান দেবেন এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা ও তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। অতএব, এ পবিত্রতা ঘোষণা করে তিনি আঠারখানা আয়াত অবতীর্ণ করেন।
টীকা-১৭ঃ অর্থাৎ তার কর্ম অনুসারে যেমন কেউ সমালোচনার ঝড় তুলেছে, কেউ অপবাদ রটনাকারীদেরকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে। কেউ হেসে উঠেছে, কেউ কেউ আবার নীরবে শুনে যাচ্ছিলো যে যতটুকু করেছে সে তার পরিণাম ভোগ করবে।
টীকা-১৮ঃ যে, মনগড়াভাবে এ অপবাদ রটনা করেছে এবং সেটাকে প্রচার করে বেড়াতে থাকে বস্তুতঃ সে ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে
* হযরত সাফওয়ান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) পদব্রজে উষ্ট্রীর লাগাম টানছিলেন।
** তাছাড়া, হযরত উসামা বিন যায়দ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আপনার পরিবারের মধ্যে শুধু উত্তম চরিত্রই জানি। এর বিপরীত কিছু আমার জানা নেই। এসবই মিথ্যা ও অপবাদ।"
হযরত বুরায়রাহ্, হযরত আ'য়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) (এর আযাদকৃত দাসী) বললেন, "আল্লাহ এরই শপথ! আমি হযরত আ'য়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)- এর মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কার্যকলাপ দেখিনি। অবশ্য, তিনি অল্প বয়স্কা মেয়ে। অমনোযোগিতা বশতঃ কখনো শুয়ে পড়তেন। এদিকে মেষ ছাগল এসে তৈরিকৃত আটার খামির খেয়ে ফেলতো মাত্র। (এটা বুখারী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।)
হযরত যয়নব বিনতে জাহশ, উম্মুল মু'মিনীন (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এর নিকট রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, "হে আল্লাহ এর রসূল! আমি আপন কান ও চোখকে এ থেকে বাঁচাতে চাই যে, না দেখে ও না শুনে কোন কথা দেখা বা শুনার দিকে সম্পৃক্ত করবো। আল্লাহ এরই শপথ! আমি আ'য়িশার মধ্যে সদগুণ ছাড়া অন্য কিছুই জানিনা।" (হযরত আ'য়িশা বলেন,) অথচ যয়নব সৌন্দর্য ও মর্যাদায় রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট আমার সমতুল্য ছিলেন, কিন্তু খোদা-ভীরুতাই তাঁকে কোন মিথ্যাবাদ কিংবা অপবাদ থেকে বিরত রেখেছে।
হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) বলেন, (سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ) 'সুবহানাকা হাযা বুহতানুন আযীম' অর্থাৎ 'হে খোদা! তোমারই পবিত্রতা ও মহিমা। এটা তো মহা অপবাদ মাত্র।" (আসাহ্‌স সিয়র)

আবী সুলুল মুনাফিক্ব

টীকা-১৯ঃ পরকালে। বর্ণিত আছে যে, এ অপবাদ রটনাকারীদের রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নির্দেশে শারীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেককে আশিটা করে কশাঘাত করা হলো।

টীকা-২০ঃ কেননা, মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয় যেন তারা অপর মুসলমান সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে এবং খারাপ ধারণা করা নিষিদ্ধ। কোন কোন ভয়শূণ্য পথভ্রষ্ট একথা বলে বেড়ালো যে, "বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর মনেও নাকি, আল্লাহ এর আশ্রয়। এ ব্যাপারে বিরূপ ধারণা জন্মেছিলো।" এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যা রটনাকারী ও জঘন্য মিথ্যাবাদী। তারা রসূল পাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর শানে এমন উক্তি করে, যা মু'মিনগণ সম্পর্কেও শোভা পায়না। আল্লাহ তাআ'লা মু'মিনদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কেন ভালো ধারণা করলেনা?" সুতরাং একথা কিভাবে সম্ভব ছিলো যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) বিরূপ ধারণা করেছিলেন? বস্তুতঃ হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর শানে বিরূপ ধারণা করার মন্তব্য মুখে উচ্চারণ করাও বড় কালো হৃদয় বিশিষ্ট হবারই নামান্তর বিশেষ করে, এমন অবস্থা যখন বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) আল্লাহ এর শপথ করে বলেছিলেন, "আমি জানি আমার পরিবারবর্গ পবিত্র।" যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা অবৈধ। আর যখন কোন সৎ লোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তখন কোন প্রমাণ ব্যতীরেকে মুসলমানদের জন্য তার সাথে ঐক্যমত্য ঘোষণা করা ও সেটা সত্য বলে মেনে নেয়া বৈধ নয়।

لَهٗ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ (۱۱)

لَوۡ لَاۤ اِذۡ سَمِعۡتُمُوۡهُ ظَنَّ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتُ بِاَنۡفُسِهِمۡ خَيۡرًا ۙ وَّ قَالُوۡا هٰذَاۤ اِفۡكٌ مُّبِيۡنٌ (۱۲)

لَوۡ لَا جَآءُوۡ عَلَيۡهِ بِاَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذۡ لَمۡ يَاۡتُوۡا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ هُمُ الۡكٰذِبُوۡنَ (۱۳)

وَ لَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَ رَحۡمَتُهٗ فِى الدُّنۡيَا وَ الۡاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمۡ فِىۡ مَاۤ اَفَضۡتُمۡ فِيۡهِ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ (۱۴)

اِذۡ تَلَقَّوۡنَهٗ بِاَلۡسِنَتِكُمۡ وَ تَقُوۡلُوۡنَ بِاَفۡوَاهِكُمۡ مَّا لَيۡسَ لَكُمۡ بِهٖ عِلۡمٌ وَّ تَحۡسَبُوۡنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّ هُوَ عِنۡدَ اللّٰهِ عَظِيۡمٌ (۱۵)

وَ لَوۡ لَاۤ اِذۡ سَمِعۡتُمُوۡهُ قُلۡتُمۡ مَّا يَكُوۡنُ لَنَاۤ اَنۡ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبۡحٰنَكَ هٰذَا بُهۡتَانٌ عَظِيۡمٌ (۱۶)

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنۡ تَعُوۡدُوۡا لِمِثۡلِهٖۤ اَبَدًا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ (۱۷)

وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الۡاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ (۱۸)

তার জন্য মহা শাস্তি রয়েছে (১৯)।

১২: কেন এমন হয়নি যখন তোমরা সেটা শুনেছিলে- মুসলমান পুরুষগণ এবং মুসলমান নারীগণ নিজেদের (লোকদের) বিষয়ে ভালো ধারণা করতো (২০)। এবং বলতো, এতো সুস্পষ্ট অপবাদ (২১)।'

১৩: এ ব্যাপারে চারজনর সাক্ষী কেন উপস্থিত করেনি? সুতরাং যখন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহ এর নিকট মিথ্যাবাদী।

১৪: এবং যদি আল্লাহ এর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে না থাকতো (২২), তাহলে যেই চর্চায় তোমরা লিপ্ত হয়েছো তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো,

১৫: যখন তোমরা এমন কথা নিজেদের মুখে একে অপরের নিকট শুনে নিয়ে আসছিলে এবং নিজেদের মুখ থেকে তা-ই বের করছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই এবং সেটা সহজ (তুচ্ছ) মনে করছিলে (২৩), অথচ সেটা আল্লাহ এর নিকট বড় কথা (২৪)।

১৬: এবং কেন এমন হলো না যখন তোমরা শ্রবণ করেছিলে তখন এ কথা বলতে, 'আমাদের জন্য শোভা পায়না এমন কথা বলা (২৫)। হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা (২৬)। এটাতো গুরুতর অপবাদ।'

১৭: আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তবে কখনো তোমরা এরূপ বলোনা যদি তোমরা ঈমান রাখো।

১৮: এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

টীকা-২১ঃ একেবারে ডাহা মিথ্যা ও অবাস্তব।

টীকা-২২ঃ এবং তোমাদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো। এতে তাওবা করার জন্য অবকাশ প্রদানও শামিল রয়েছে এবং আখিরাতে ক্ষমা করাও।

টীকা-২৩ঃ এবং মনে করতে যে, এতে মহাপাপ হবেনা,

টীকা-২৪ঃ মহা অপরাধ

টীকা-২৫ঃ এটা আমাদের জন্য বৈধ নয়। কেননা, এমন হতেই পারেনা।

টীকা-২৬ঃ এ থেকে যে, তোমার নাবীর পরিবারবর্গকে পাপাচারের অপবিত্রতা স্পর্শ করবে।

মাসাআলাঃ এটা সম্ভবই নয় যে, কোন নাবীর বিবি পাপাচারিণী হতে পারে, যদিও সে (নাবীর স্ত্রী) কুফরে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। কেননা, নাবীগণ কাফিরদের প্রতিই প্রেরিত হন।

সুতরাং একথা অনিবার্য যে, যে বস্তু কাফিরদের নিকটও ঘৃণ্য হয়, তা থেকে সেও পবিত্র হয়। আর এ কথাই সুস্পষ্ট যে, স্ত্রী পাপাচারিণী হওয়া তাদের নিকটও ঘৃণার যোগ্য। (তাফসীর-ই-কাবীর ইত্যাদি)

টীকা-২৭ঃ অর্থাৎ এ পৃথিবীতে। আর তা হচ্ছে নির্ধারিত শাস্তির বিধান কার্যকর করা। সুতরাং ইবনে উবাই, হাসসান এবং মিসতাহকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিলো। (মাদারিক)

টীকা-২৮ঃ দোযখ, যদি তাওবাহ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে।

টীকা-২৯ঃ অন্তরের রহস্য ও গোপনীয় অবস্থাদি।

টীকা-৩০ঃ এবং আল্লাহ্ এর শাস্তি তোমাদেরকে অবকাশ দিতো না।

টীকা-৩১ঃ তার প্ররোচনাসমূহের শিকার হয়োনা এবং অপবাদ আরোপকারীদের কথায় কান দিও না।

টীকা-৩২ঃ এবং আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে তাওবা ও সৎকাজের শক্তি না দিতেন ও ক্ষমা না করতেন।

টীকা-৩৩ঃ তাওবাহ কবুল করে

টীকা-৩৪ঃ ও মর্যাদাশীল ধর্মের মধ্যে

টীকা-৩৫ঃ ঐশ্বর্য ও সম্পদে

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আবু বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি শপথ করেছিলেন যে, মিসতাহ্‌র সাথে ভালো ব্যবহার করবেন না। তিনি তাঁর খালাতো ভাই ছিলেন, খুব গরিব ছিলেন, মুহাজির ছিলেন ও বদরী ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যয়ভার বহন করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি উম্মুল মু'মিনীনের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেছিলেন, এ কারণে তিনি (হযরত সিদ্দীক্ব) এর শপথ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৬ঃ যখন এ আয়াত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তিলাওয়াত ফরমালেন তখন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বললেন, "নিশ্চয় আমার আরজু হচ্ছে যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন এবং আমি মিসতাহ্‌র সাথে যেই সদাচার করতাম সেটাকে কখনো মওকুফ করবো না। সুতরাং তিনি সেটা অব্যাহত রাখলেন।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের উপর শপথ করে এবং পরক্ষণে জানতে পারলেন যে, সেটা করাই উত্তম হবে তাঁর উচিত যেন সে ঐ কাজটা করে নেয় এবং শপথের কাফফারা আদায় করে বিশুদ্ধ হাদীসে এটাই বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর মহত্বই প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা এবং মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে (اولو الفضل) (উপকার সাধনকারী) বলেছেন। এবং

টীকা-৩৭ঃ নারীদের প্রতি, যাঁরা ব্যভিচার ও পাপাচার কি তাও জানতেন না এবং কোন মন্দ ধারণা তাঁদের অন্তরেও জাগতোনা।

অনুবাদ	আয়াত
১৯: ঐসব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে- দুনিয়া (২৭) ও আখিরাতে (২৮) এবং আল্লাহ্ জানেন (২৯) এবং তোমরা জানোনা।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۹)
২০: এবং যদি আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো এবং এই যে, আল্লাহ্ হন তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু, তবে তোমরা সেটার কষ্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতেই করতে (৩০)।	وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (۲۰)

রুকূ'-৩

অনুবাদ	আয়াত
২১: হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। এবং যে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তবে সে তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই কথা বলবে (৩১)। আর যদি আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো, তবে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতোনা (৩২)। হাঁ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে দেন (৩৩) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (۲۱)
২২: এবং তারা যেন শপথ না করে, যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান (৩৪) ও সামর্থবান (৩৫) আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহ্ এর পথে হিজরতকারীদেরকে প্রদান না করার এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩৬)।	وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِي الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۪ۖ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۲۲)
২৩: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা অপবাদ আরোপ করে সরলমনা (৩৭) সাধ্বী ঈমানদার নারীদের প্রতি (৩৮), তাদের উপর লা'নত রয়েছে,	اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا

টীকা-৩৮ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন যে, এটা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র বিবিগণের গুণাবলী। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা দ্বারা সমস্ত ঈমানদার সাধ্বী স্ত্রীলোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের উপর আল্লাহ তাআ'লা লা'নত করেছে।

টীকা-৩৯ঃ এটা আ'বদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূল মুনাফিক্ব সম্পর্কেই। (খাযিন)

টীকা-৪০ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৪১ঃ রসনাগুলোর সাক্ষ্য দেয়া তো তাদের মুখে মোহর লাগানোর পূর্বে সংঘটিত হবে। এরপর তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে, যে কারণে রসনাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ কথা বলতে থাকবে। আর দুনিয়ায় যা কর্ম করা হয়েছে সেগুলোর সংবাদ দেবে। যেমন সামনে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৪২ঃ যেটার তারা উপযুক্ত

টীকা-৪৩ঃ অর্থাৎ তিনি উপস্থিত ও প্রকাশ্য। তাঁরই কুদরতে প্রত্যেক কিছুই অস্তিত্ব লাভ করে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, অর্থ এ যে, কাফিরগণ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআ'লা এর প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে সন্দেহ করতো। আল্লাহ তাআ'লা আখিরাতে তাদেরকে তাদের কর্মফল প্রদান করে উক্তসব প্রতিশ্রুতি সত্য হবার বিষয়কে প্রকাশ করে দেবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কুরআন কারীমে কোন পাপের উপর এমন কঠোরতা, তাকীদ ও পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, যেমনটি হযরত আ'য়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) এর উপর অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে করা হয়েছে। এ থেকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উচ্চ মর্যাদাই প্রকাশ পায়।

বঙ্গানুবাদ	আরবি
দুনিয়া ও আখিরাতে এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে (৩৯),	فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۙ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٢٣)
২৪: যেদিন (৪০) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদেরই রসনাগুলো (৪১), তাদের হাতগুলো ও তাদের চরণগুলো যা কিছু তারা করতো সে সম্বন্ধে-	يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٤)
২৫: সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রকৃত শাস্তি পুরোপুরি প্রদান করবেন (৪২) এবং তারা জেনে নেবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য (৪৩)।	يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ (٢٥)
২৬: অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের জন্য (৪৪), আর পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের জন্য। তারা (৪৫) পবিত্র সেসব উক্তি থেকে যেগুলো এসব লোক (৪৬) বলছে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজন জীবিকা (৪৭)।	اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٢٦)

টীকা-৪৪ঃ অর্থাৎ দুশ্চরিত্রের জন্য দুশ্চরিত্রই উপযোগী। দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য। আর দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে থাকে এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলা দুশ্চরিত্র লোকেরই স্বভাব হয়ে থাকে।

টীকা-৪৫ঃ অর্থাৎ পবিত্র পুরুষ ও নারীগণ, যাঁদের মধ্য থেকে হযরত আ'য়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) এবং সাফওয়ানও রয়েছেন।

টীকা-৪৬ঃ অপবাদ আরোপকারী অসৎ লোকেরা

টীকা-৪৭ঃ অর্থাৎ পবিত্র স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য জান্নাতের মধ্যে।

এ আয়াত দ্বারা হযরত আ'য়িশা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) এর পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা ও আভিজাত্য প্রমাণিত হলো, যেহেতু তাঁকে পাক-পবিত্র করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন কারীমের মধ্যে তাঁর পবিত্রতার বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁকে মাগফিরাত ও সম্মানের জীবিকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আ'য়িশা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) কে আল্লাহ তাআ'লা বহু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, সেগুলো তাঁর জন্য গৌরবের বস্তু। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

(১) হযরত জিব্রাঈল আমীন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে একটা রেশমের উপর তাঁর ছবি এনেছিলেন। আর আরয করলেন, ইনি আপনার স্ত্রী।

(২) নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তিনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে বিবাহ করেন নি।

(৩) নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওফাত শরীফ তাঁরই কোলে, তাঁরই পালার দিন হয়েছিলো।

(৪) তাঁরই হুজুরা শরীফে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বিশ্রামাগার এবং তাঁর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পবিত্র রওজা হয়েছে।

(৫) কখনো কখনো এমন অবস্থায়ই হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীক্বাহ তাঁরই সাথে তাঁরই (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) লেপের মধ্যে ছিলেন।

(৬) তিনি রসূল পাক (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রধান প্রতিনিধি (খলিফা) সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর কন্যা।

(৭) তিনি পবিত্রই সৃষ্ট হন এবং তাঁকে মাগফিরাত ও সম্মানের জীবকারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৮: মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, অপরের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা উচিত নয়। আর অনুমতি নেয়ার নিয়ম হচ্ছে, উচ্চস্বরে 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ' অথবা 'আল্লাহু আকবার' বলবে। অথবা গলার আওয়াজ দেবে, যাতে গৃহবাসী জানতে পারে যে, কেউ ঘরে আসতে চাচ্ছে। অথবা বলবে, "আমার জন্য ভিতরে আসার অনুমতি আছে কি?" অপরের ঘর দ্বারা ঐ ঘর বুঝানো হয়েছে, যাতে অন্য লোক বসবাস করে, চাই সে উক্ত ঘরের মালিক হোক, কিংবা না-ই হোক।

টীকা-৪৯: মাসআলা: অপরের ঘরে গমনকারীর যদি উক্ত গৃহস্বামীর সাথে পূর্বেই সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তবে প্রথমে সালাম করবে, অতঃপর অনুমতি চাইবে। আর যদি সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে, তবে সালাম সহকারে অনুমতি চাইবে এভাবে যে, বলবে, "আসসালামু আলাইকুম। আমার জন্য ঘরের ভিতরে আসার অনুমতি আছে কি?" হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, "সালাম কথাবার্তার পূর্বেই করো।" হযরত আবদুল্লাহ এর 'ক্বিরআত'ও এ কথা ব্যক্ত করে। তাঁর 'ক্বিরআত' এরূপ- حَتّٰى تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا وَتَسْتَاْذِنُوْا (অর্থাৎ: যতক্ষণ না তোমরা সালাম করো সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারীদেরকে এবং তাদের নিকট অনুমতি চেয়ে নাও।) আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রথমে অনুমতি চাইবে অতঃপর সালাম করবে। (মাদারিক, কাশশাফ ও আহমাদী)

মাসআলা: যদি দরজার সামনে দাঁড়ানোর ফলে বেপর্দা জনিত অসুবিধার আশংকা থাকে, তবে ডান কিংবা বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি ঘরে 'আপন মাও থাকে তবুও অনুমতি চাইবে।' (মুআত্তা-ইমাম-মালিক)

টীকা-৫০: অর্থাৎ ঘরে অনুমতি দেয়ার মতো কেউ না থাকে,

টীকা- ৫১: কেননা, অপরের মালিকানার মধ্যে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তার সম্মতি আবশ্যক।

টীকা- ৫২: এবং অনুমতি অর্জনের ক্ষেত্রে জেদ ধরোনা ও সীমা অতিক্রম করো না।

মাসআলা: কারো দরজা খুব জোরে নাড়া দেয়া এবং খুব জোরে চিৎকার করা, বিশেষ করে, ওলামা ও বুযুর্গদের দরজায় এমনই করা, তাঁদেরকে সজোরে ডাকা 'মাকরূহ' ও শালীনতা বিরোধী কাজ।

টীকা- ৫৩: যেমন সরাইখানা ও মুসাফিরখানা ইত্যাদি। সেগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।

শানে নুযূল: এ আয়াত ঐসব সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত, অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত আয়াত নাযিল হবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন- মক্কা মুকাররমাহ ও মাদীনা তৈয়্যিবাহ্র মধ্যখানে এবং সিরিয়ার পথে যেসব মুসাফিরখানা নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেও অনুমতি নেয়া আবশ্যক কিনা।

২৭: হে ঈমানদারগণ। তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলোতে যেওনা যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না নাও (৪৮) এবং সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারীদেরকে সালাম না করো (৪৯)। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা মনোযোগ দাও।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٢٧)
২৮: অতঃপর যদি সেগুলোর মধ্যে কাউকেও না পাও (৫০), তখনও মালিকদের অনুমতি ব্যতীত সেগুলোতে প্রবেশ করোনা (৫১) এবং যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও'। তবে ফিরে যাবে (৫২)। এটা তোমাদের জন্য খুবই পবিত্র। আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্বন্ধে জানেন।	فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (٢٨)
২৯: এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা ঐসব ঘরের ভিতর যাবে, যেগুলো বিশেষ করে বসবাসের নয় (৫৩) আর সেগুলো ভোগ করার তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে, এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো।	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ (٢٩)
৩০: মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নীচু রাখে (৫৪) এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত	قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ

টীকা-৫৪: এবং যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ নয় সেটার প্রতি যেন দৃষ্টিপাত না করে।

মাসাইল: পুরুষের শরীরের নাভীর নিচে থেকে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত 'সতর'। তা দেখা বৈধ নয়। আর নারীদের মধ্যে নিজেদের 'মুহরিমাগণ' (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ) ও অপরের দাসীর বেলায়ও একই বিধান। তবে এতটুকু বেশি যে, তাদের পেট ও পিঠ দেখাও বৈধ নয়। আযাদ 'পরনারী'র (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ) সমগ্র শরীরই সতর। তার শরীরের কোন অংশ দেখাই বৈধ নয়।

اِنْ لَّمْ يَاْمَنْ مِّنَ الشَّهْوَةِ وَاِنْ اٰمِنَ مِنْهَا فَالْمَمْنُوْعُ النَّظْرُ اِلٰى مَاسِوٰى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ وَمَنْ يَّاْمَنُ فَاِنَّ الزَّمَانَ زَمَانُ الْفَسَادِ فَلَا يَحِلُّ النَّظْرُ اِلَى الْحُرَّةِ الْاَجْنَبِيَّةِ مُطْلَقًا مِّنْ غَيْرِ ضُرُوْرَةٍ

(অর্থাৎ "যদি কাম-প্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ না হয়, এবং যদি তা থেকে নিরাপদ হয় তবে চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন

অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ। কে নিরাপদ আছে? নিশ্চয় এ যুগ হচ্ছে ফ্যাসাদের যুগ। সুতরাং আযাদ 'পরনারী'র প্রতি বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত করা কোন অবস্থাতেই বৈধ হবেনা।"

তবে, প্রয়োজনের তাগিদে কাযী, সাক্ষী এবং ঐ নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য তার চেহারা দেখা যায়েয। আর কোনো নারীর মাধ্যমে অবস্থা জানতে পারলে (তাও) দেখবে না। ডাক্তারের জন্য রোগের স্থানকে প্রয়োজন পরিমাণ দেখা বৈধ।

মাসআলা: 'আমরদ (امرد) বা দাঁড়ি-গোফ গজায়নি এমন সুশ্রী বালকের প্রতি কাম-প্রবৃত্তি সহকারে দেখাও হারাম। (মাদারিক ও আহমাদী)

টীকা-৫৫: এবং যেন যিনা ও হারাম থেকে বিরত থাকে। অথবা এই অর্থ যে, নিজেদের লজ্জাস্থানগুলো এবং সেগুলোর সংশ্লিষ্ট স্থান অর্থাৎ নারীর সমগ্র শরীরকে ঢেকে রাখে এবং পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেয়।

টীকা-৫৬: এবং পরপুরুষদেরকে যেন না দেখে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, পবিত্র বিবিগণের মধ্যে, মু'মিনকুলের মাতাদের কেউ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর খিদমতে ছিলেন। তখন ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন। হুযূর পবিত্র বিবিগণকে পর্দার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা আরয করলেন, "সে তো অন্ধ।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "তোমরা তো অন্ধ নও।" (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম নয় এমন ব্যক্তিদেরকে দেখা এবং তার সামনে আসা নারীদের জন্য বৈধ নয়।

করে (৫৫)। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র নিঃসন্দেহে আল্লাহ এর নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

৩১: এবং মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নীচু রাখে (৫৬) এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে (৫৭), কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা (৫৮) অথবা স্বামীর পিতা (৫৯), অথবা আপন পুত্রগণ (৬০) অথবা স্বামীর পুত্রগণ (৬১), অথবা আপন ভাই, অথবা আপন ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা আপন ভাগিনাগণ (৬২) অথবা স্বধর্মীয় নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ (৬৩) অথবা চাকরের নিকট এ শর্তে যে, তারা যৌন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ হবেনা (৬৪), অথবা ঐসব বালক- (-এর নিকট) যারা নারীদের লজ্জার বস্তুগুলোর সম্বন্ধে অবগত নয় (৬৫),

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (۳۰)
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۠ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪

টীকা-৫৭: এটা খুবই স্পষ্ট যে, এটা নামাযেরই নির্দেশ, দৃষ্টিপাতের নয়। কেননা, আযাদ নারীর গোটা শরীরই সতর। 'স্বামী' ও 'মুহরিম' ব্যতীত অন্য কারো জন্য বিনা প্রয়োজনে তার শরীরের কোন অঙ্গ দেখা বৈধ নয়। তবে, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজনে প্রয়োজন-পরিমাণ দেখা জায়িয। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

টীকা-৫৮ঃ আর পিতামহ এবং প্রপিতামহ প্রমূখ পিতৃপুরুষগণও এদের সাথে এ বিধানের আওতাভুক্ত।

টীকা-৫৯ঃ কারণ, তারাও 'মুহরিম' হয়ে যায়।

টীকা-৬০ঃ তাদের সন্তানগণও এদের সাথে এই বিধানের আওতাভুক্ত।

টীকা-৬১ঃ কারণ, তারাও 'মুহরিম' হয়ে গেছে।

টীকা-৬২ঃ এবং এদের সাথে এ বিধানের আওতাভুক্ত রয়েছে- চাচা এবং মামা প্রমূখ সমস্ত মুহরিমই।

হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) হযরত আবূ ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহকে লিখেছিলেন, "কিতাবী কাফিরদের নারীদেরকে মুসলমান নারীদের সাথে গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করবে।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফিরা নারীর সম্মুখেও আপন শরীর বিবস্ত্র করা জায়েয নয়।

মাসআলা: নারীগণ আপন ক্রীতদাসদের থেকেও পরপুরুষের ন্যায় পর্দা করবে। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-৬৩: তাদের নিকট আপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ক্রীতদাস তাদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের জন্য আপন মুনিবার সাজ-সজ্জার স্থানগুলো দেখা বৈধ নয়।

টীকা-৬৪: যেমন, এমন বৃদ্ধ হয় যে, তাদের মধ্যে আদৌ যৌনশক্তি অবশিষ্ট নেই এবং হয় সৎলোক,

মাসআলা: হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, বন্ধ্যাকৃত এবং নপুংশকও দৃষ্টিপাত হারাম হবার মধ্যে পরপুরুষদের বিধানভূক্ত।

মাসআলা: অনুরূপভাবে, অপকর্মকারী নারীসুলভ আচরণে অভ্যস্ত লোক থেকেও পর্দা করা আবশ্যক। যেমম- মুসলিম শরীফের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

টীকা-৬৫ঃ তারা এখনো অজ্ঞ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক,

এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজ-সজ্জা (৬৬)। এবং আল্লাহ এর দিকে তাওবাহ করো, হে মুসলমানগণ। তোমরা সকলেই, এ আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে।

وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِيۡنَ مِنۡ زِيۡنَتِهِنَّ ؕ وَتُوۡبُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيۡعًا اَيُّهَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ (۳۱)

৩২: এবং বিবাহ সম্পাদন করে দাও তোমাদের মধ্যে তাদেরই যারা বিবাহ বিহীন রয়েছে (৬৭) এবং নিজেদের উপযুক্ত দাস এবং দাসীদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন আপন অনুগ্রহ থেকে (৬৮)। এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানী।

وَاَنۡكِحُوا الۡاَيَامٰى مِنۡكُمۡ وَالصّٰلِحِيۡنَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَاِمَآئِكُمۡ ؕ اِنۡ يَّكُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ (۳۲)

৩৩: এবং তারা যেন সংযত থাকে (৬৯), যারা বিবাহের সামর্থ রাখেনা (৭০) এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে সামর্থবান করে দেবেন (৭১)। এবং তোমাদের হাতের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্য থেকে যারা এটা চায় যে, কিছু অর্থ রোজগারের শর্তের ভিত্তিতে তাদেরকে মুক্ত বলে লিখে দাও, তবে লিখে দিও (৭২) যদি তাদের মধ্যে কোন মঙ্গল জানতে পারো (৭৩) এবং এ কথার উপর তাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ এর ঐ সম্পদ থেকে, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন (৭৪) এবং বাধ্য করোনা নিজেদের দাসীদেরকে ব্যভিচার করতে, যখন তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তোমাদের পার্থিব জীবনের কিছু ধন-সম্পদের লালসায় (৭৫),

وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ الَّذِيۡنَ لَا يَجِدُوۡنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغۡنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَالَّذِيۡنَ يَبۡتَغُوۡنَ الۡكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ فَكَاتِبُوۡهُمۡ اِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيۡهِمۡ خَيۡرًا ۖ وَّاٰتُوۡهُمۡ مِّنۡ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىۡۤ اٰتٰٮكُمۡ ؕ وَلَا تُكۡرِهُوۡا فَتَيٰتِكُمۡ عَلَى الۡبِغَآءِ اِنۡ اَرَدۡنَ تَحَصُّنًا لِّتَبۡتَغُوۡا عَرَضَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ؕ

টীকা-৬৬ঃ অর্থাৎ নারীগণ ঘরের ভিতর চলাফেরার মধ্যেও এ পরিমাণ আস্তে পা রাখবে যেন তার অলংকারের ঝংকার শুনা না যায়।

মাসাআলাঃ এ কারণেই নারীদের জন্য বাজনাবিশিষ্ট কোন অলঙ্কার বা কঙ্কন না পরা উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা ঐ সম্প্রদায়ের দোয়া কবুল করেন না, যাদের স্ত্রীগণ বাজনা বিশিষ্ট কঙ্কন পরিধান করে। এটাকে বুঝে নেয়া উচিত যে, যখন অলংকারের আওয়াজ দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ হয়, তখন বিশেষ করে নারীদের শব্দ ও তার বেপর্দা হওয়া আল্লাহ এর কেমন ক্রোধের কারণ হবে? পর্দার দিক থেকে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া ধ্বংসেরই কারণ (আল্লাহ এরই আশ্রয়)। তাফসীর-ই-আহমাদী ইত্যাদি)।

টীকা-৬৭ঃ চাই পুরুষ হোক কিংবা নারী, কুমার-কুমারী হোক কিংবা অকুমার-কুমারী হোক।

টীকা-৬৮ঃ এ (غناء) (অভাবমুক্ত হওয়া) দ্বারা হয়তো 'অল্পেতুষ্টি' বুঝানো হয়েছে, যা হচ্ছে উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য। তা যে ব্যক্তি অল্পের উপর পরিতুষ্ট থাকে তাকে উৎকণ্ঠা থেকে বিরত রাখেই অথবা 'যথেষ্ট হওয়া' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজনের খাদ্য দু'জনের জন্য যথেষ্ট হওয়া। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অথবা 'স্বামী ও স্ত্রীর দু'রিযক্ব একত্রিত হওয়া' অথবা 'বিবাহের' বরকতে স্বাচ্ছন্দ'। যেমন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক্ব (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৬৯ঃ ব্যভিচার থেকে

টীকা-৭০ঃ যাদের পক্ষে মহর ও খোরপোষ বহন করার সহজ না হয়

টীকা-৭১ঃ এবং তারা মহর ও খোরপোষ আদায় করার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন, যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ সচ্চরিত্র ও সততা বজায় রাখতে সাহায্য করে। আর যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না সে রোজা রাখবে। কারণ, রোযা যৌন-প্রবৃত্তিকে দমন করে।

টীকা-৭২ঃ যে, সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে আযাদ হয়ে যাবে। এ ধরনের আযাদীকে 'কিতাবাত' (লিখিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্তি মূল্য পরিশোধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া) বলা হয়। আয়াতে যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে 'মুস্তাহাব সূচক' নির্দেশ। আর এ মুস্তাহাব হওয়াও ঐ শর্তের সাথে জড়িত যা এরপর আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শানে নুযূল: হুয়ায়তাব ইবনে আ'বদুল উযযার দাস সা'বীহ আপন মুনিবের নিকট 'কিতাবাত'-এর জন্য দরখাস্ত করলো। কিন্তু মুনিব তাতে অস্বীকৃতি জানালো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর হুয়ায়তাব তাকে একশ দিনারের শর্তে 'মুকাতাব' (চুক্তিবদ্ধ দাস)-এ পরিণত করে দিলো এবং তা থেকে বিশ দিনার তাকে ক্ষমা করে দিলো। অবশিষ্ট আশি দিনার সে পরিশোধ করেছিলো।

টীকা-৭৩ঃ 'মঙ্গল' দ্বারা বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়নাতা ও উপার্জন করার ক্ষমতা রাখা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে হালাল জীবিকা উপার্জন করে আযাদ হতে পারবে এবং মুনিবকে অর্থ দিয়ে আযাদী লাভ করার জন্য ভিক্ষা করে বেড়াবে না। এ কারণেই হযরত সালমান ফার্সী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) আপন ঐ দাসকে 'মুকাতাব' করতে অস্বীকার করেছিলেন যার ভিক্ষা করা ব্যতীত উপার্জনের অন্য কোন উপায় ছিলো না।

টীকা-৭৪ঃ মুসলমানদের প্রতি পথ-নির্দেশনা রয়েছে যেন তারা মুকাতাব গোলামদেরকে যাকাত ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে, যাতে তারা 'কিতাবাত' (চুক্তি)-এর অর্থ পরিশোধ করে গোলামীর বন্ধনমুক্ত হতে পারে, আযাদ হতে পারে।

টীকা-৭৫ঃ অর্থাৎ ধন-সম্পদের লোভে অন্ধ হয়ে দাসীগুলোকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা।

শানে নুযূল: এ আয়াত আ'বদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য আপন বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করতো। ঐ দাসীগণ হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৭৬ঃ এবং পাপের অশুভ পরিণতি বাধ্যকারীর উপর বর্তাবে।

টীকা-৭৭ঃ যেগুলো হালাল ও হারাম এবং শারীয়াতের বিধি-নিষেধ সবই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

টীকা-৭৮ঃ 'নূর' (জ্যেতি) আল্লাহ তাআ'লা এর নামসমূহের মধ্যে একা নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) বলেন, অর্থ এ যে, 'আল্লাহ আসমান ও যমীনের পথ-নির্দেশক।' সুতরাং আসমানসমূহ ও যমীনবাসীগণ তাঁর জ্যোতি দ্বারা সত্যের দিশা পায় এবং তাঁর হিদায়াত দ্বারা ভ্রান্তির হতাশা থেকে মুক্তি লাভ করে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, অর্থ এ যে, আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীনকে আলোকিতকারী। তিনি আসমানসমূহকে ফিরিশতাগণ দ্বারা এবং যমীনকে নাবীগণ দ্বারা আলোকিত করেছেন।

টীকা-৭৯ঃ 'আল্লাহ এর নূর' দ্বারা হয়ত মু'মিনের হৃদয়ের ঐ আলো বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা সে সঠিক পথের দিশা পায় ও সরল পথপ্রাপ্ত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা এর ঐ নূরের উপমা, যা তিনি মু'মিনকে দান করেছেন।'

কোন কোন তাফসীরকারক 'ঐ নূর' থেকে 'ক্বুরআন' এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। অপর এক ব্যাখ্যা এও যে, ঐ 'নূর' দ্বারা 'বিশ্বকুল সরদার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম হযরত রহমতে আ'লম (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৮০ঃ এ বৃক্ষ অত্যন্ত বরকতময়। কেননা, সেটার তৈল, যাকে 'যায়ত' বলা হয়। অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ আলোক প্রদান করে, মাথায়ও লাগানো যায়, ব্যঞ্জন ও রুটীর তরকারীর স্থলে রুটীর সাথেও আহার করা যায়। দুনিয়ার অন্য কোন তৈলে এ সব বৈশিষ্ট নেই এবং যায়তূন বৃক্ষের পাতা ঝরেও পড়েনা। (খাযিন)

টীকা-৮১ঃ বরং মধ্যবর্তী স্থানের, না উত্তাপ সেটার ক্ষতি করতে পারে, না ঠান্ডা। এবং সেটা অতিমাত্রায় উত্তম ও উন্নত এবং সেটার ফল একেবারে মধ্যম প্রকৃতির।

টীকা-৮২ঃ আপন পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের কারণে নিজেই

টীকা-৮৩ঃ এ উপমার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আ'লিমগণের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ-

এক) 'আলো' দ্বারা হিদায়াত বুঝানো হয়েছে এবং অর্থ দাঁড়ায়- 'আল্লাহ্ তা'আলা এর হিদায়াত অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ 'অনুভূতি জগতের' মধ্যে এর উপমা এমন দীপাধারের সাথে দেয়া যেতে পারে যার মধ্যে খুবই স্বচ্ছ ও পরিস্কার ফানুস থাকবে, সেই ফানুসের মধ্যে এমন প্রদীপ থাকবে, যা অতীব উত্তম ও স্বচ্ছ যায়তূন তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয় যে, সেটার আলোক অতিমাত্রায় উন্নত ও পরিষ্কার হয়।

দুই) অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, এ উপমা নাবীকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নূরেরই। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) হযরত কা'আব-ই-আহ্বারকে বললেন, "এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করো।" তিনি বললেন, "এতে আল্লাহ্ তা'আলা আপন নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপমা দিয়েছেন- 'দীপাধার' তো 'হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বক্ষ শরীফ'। আর 'ফানুস' হচ্ছে 'হৃদয়

আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে, তবে নিশ্চয় এরপর যে, তারা বাধ্যগত অবস্থায় থাকে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৭৬)। ৩৪: এবং নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (৭৭) এবং কিছু এমন লোকের বিবরণ, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে এবং ভীতি সম্পন্নদের জন্য উপদেশ।	وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۴﴾
রুকু'-৫	
৩৫: আল্লাহ্ আলো (৭৮) আসমানসমূহ ও যমীনের। তাঁর আলোর (৭৯) উপমা এমনই যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ। ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তূন দ্বারা (৮০), যা না প্রাচ্যের, না প্রাতীচ্যের (৮১), এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল (৮২) প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর আলো (৮৩)। আল্লাহ্ আপন আলোর প্রতি পথ নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন, এবং আল্লাহ্ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।	اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۳۵﴾

মুবারক' এবং 'প্রদীপ' হচ্ছে 'নাবূয়্যাত', যা নাবূয়্যাতের বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত। আর ঐ 'নূরে মুহাম্মদীর আলোক ও চমক' এমন পূর্ণ প্রকাশিত স্তরে রয়েছে যে, তিনি যদি নিজে নাবী হবার কথা বর্ণনা নাও করতেন তবুও সৃষ্টির নিকট তা প্রকাশ পেয়ে যেতো।

তিন) হযরত ইবনে ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, 'দীপাধার' তো বিশ্বকুল এর 'বক্ষ মুবারক' আর 'ফানুস' হচ্ছে 'পবিত্রতম হৃদয়' এবং 'প্রদীপ' হচ্ছে ঐ 'আলো', যা আল্লাহ্ তা'আলা তাতে স্থাপন করেছেন। যা না প্রাচ্যের, না প্রাতীচ্যের, না ইহুদী, না খৃষ্টান। একটা বরকতময় 'বৃক্ষ' থেকে আলোকিত। ঐ 'বৃক্ষ' হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام)। ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) এর হৃদয়ের আলোকের উপর 'নূরে মুহাম্মদী' (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) 'আলোর উপর আলো'ই।

চার) মুহাম্মদ ইবনে কা'আব ক্বারাদী বলেছেন, "দীপাধার ও ফানূস তো হযরত ইসমাঈল (عَلَیْهِ السَّلَام)। আর প্রদীপ দ্বারা বুঝায় 'হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এবং বরকতময় বৃক্ষ হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام), যেহেতু অধিকাংশ নাবী হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) এরই বংশ থেকে (আবির্ভূত হন)। আর প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের না হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَیْهِ السَّلَام) না ইহুদী ছিলেন, না খৃষ্টান। কেননা, ইহুদীরা পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়ে, আর খৃষ্টানরা পড়ে পূর্ব দিকে ফিরে। এটা সন্নিকটে যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার গুণাবলী ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বেই সৃষ্টির নিকটে প্রকাশ পেয়ে যাবে। 'আলোর উপর আলো' এভাবে যে, 'নাবীর বংশে নাবী', নূরে মুহাম্মাদী নূরে ইব্রাহীমের উপর।" (عَلَیْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام)

এতদ্ব্যতীত আরো বহু অভিমত রয়েছে। (খাযিন)

৩৬: সেসব ঘরের মধ্যে, যেগুলোকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন (৮৪) এবং যেগুলোর মধ্যে তাঁর নাম নেয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করে সকাল ও সন্ধ্যায় (৮৫),	فِیْ بُیُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ ۙ یُسَبِّحُ لَهٗ فِیْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۳۶﴾
৩৭: ঐসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করেনা কোন ব্যবস্যা-বানিজ্য, না বেচা-কেনা- আল্লাহ এর স্মরণ থেকে (৮৬) এবং নামায কায়েম রাখা (৮৭) ও যাকাত প্রদান করা থেকে (৮৮), তারা ভয় করে ঐ দিনকে, যেদিন উল্টে যাবে অন্তর ও চক্ষুসমূহ (৮৯),	رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِیْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ۙ یَخَافُوْنَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ﴿۳۷﴾ۙ
৩৮: যাতে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দেন, তাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজের এবং আপন অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কার বেশী দেন, এবং আল্লাহ জীবিকা দান করেন যাকে চান অপরিমিত পরিমাণে।	لِیَجْزِیَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ یَزِیْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾
৩৯: এবং যারা কাফির হয়েছে তাদের কর্ম এমনই, যেমন রৌদ্রে চমকিত বালু কোন মরুভূমিতে যে, পিপাসার্ত সেটাকে পানি মনে করে। শেষ পর্যন্ত যখন সেটার নিকট আসলো তখন দেখতে পেলো সেটা কিছুই নয় (৯০)	وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِیْعَةٍ یَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءَهٗ لَمْ یَجِدْهُ شَیْـًٔا

টীকা-৮৪ঃ এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও পবিত্ররূপে গ্রহণ করা অপরিহার্য করেছেন। ঐসব ঘর দ্বারা মসজিদসমূহ বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, "মসজিদসমূহ হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠে আল্লাহ এরই ঘর"।

টীকা-৮৫ঃ 'তাসবীহ' (পবিত্রতা ঘোষণা) দ্বারা 'নামাযসমূহ বুঝানো হয়েছে। সকালের তাসবীহ দ্বারা 'ফজরের নামায' আর সন্ধার তাসবীহ দ্বারা 'যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাযসমূহ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৮৬ঃ এবং তাঁর আন্তরিক ও মৌখিক স্মরণ এবং নামাজের সময়গুলোতে মসজিদে হাযির হওয়া থেকে,

টীকা-৮৭ঃ এবং সেগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করা থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বাজারে ছিলেন। মসজিদে নামাজের জন্য ইকামত বলা হলো। তিনি দেখলেন যে, বাজারে উপস্থিত লোকেরা দাঁড়িয়ে গেলো এবং দোকান পাট বন্ধ করে মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন তিনি বললেন, "আয়াত- رِجَالٌ لَّا تُلْهِیْهِمْ (অর্থাৎ:ঐসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করে না...........) এমন সব লোকের বেলায়ই প্রযোজ্য।

টীকা-৮৮ঃ তার নির্ধারিত সময়ে।

টীকা-৮৯ঃ 'অন্তরসমূহ উল্টে যাওয়া' হচ্ছে 'দারুন ভয়ে ও বিচলিত হয়ে সেগুলো পাল্টে গিয়ে গলদেশ পর্যন্ত চড়ে বসবে, না বের হয়ে আসবে, না নিচের দিকে নেমে যাবে এবং চক্ষুদ্বয় উপরের দিকে উঠে যাবে।'

অথবা অর্থ এই যে, কাফিরদের অন্তর কুফর ও সন্দেহ থেকে ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে পাল্টে যাবে এবং চক্ষুর পর্দা দূরীভূত হয়ে যাবে। এতো ঐ দিনের বিবরণ। আয়াতে এটাই ইরশাদ হয়েছে যে, ঐ সমস্ত অনুগত বান্দা, যারা আল্লাহ এর স্মরণ ও আনুগত্যের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রস্তুত থাকে এবং ইবাদত সম্পাদনে তৎপর থাকে, এমন সৎকর্ম করা সত্ত্বেও এ দিবসের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। আর মনে করে যে, আল্লাহ তাআ'লা এর ইবাদতের হক আদায় করা সম্ভব হয়নি।

টীকা-৯০ঃ অর্থাৎ পানি মনে করে সেটার তালাশে যাত্রা আরম্ভ করেছে। যখন সেখানে পৌঁছলো তখন সেখানে পানির নামগন্ধও ছিলো না। অনুরূপভাবে, কাফির নিজ ধারণায় সৎকর্ম করে, আর মনে করে যে, আল্লাহ্ তাআ'লা এর নিকট সেটার প্রতিদান পাবে। যখন ক্বিয়ামতের ময়দানে পৌঁছবে, তখন সাওয়াব পাবে না, বরং মহা শাস্তিতে গ্রেফতার হবে এবং তখন তার অনুশোচনা ও দুঃখ-বেদনায় ঐ পিপাসা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

টীকা-৯১ঃ কাফিরদের কর্মসমূহের উপমা এই যে,

টীকা-৯২ঃ সমুদ্রসমূহের গভীরে

টীকা-৯৩ঃ এক অন্ধকার সমুদ্রের গভীরতার, এর উপর আরেক অন্ধকার পুঞ্জীভূত তরঙ্গরাজির, এর উপর অন্য অন্ধকার মেঘপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত ঘনঘটার। এ অন্ধকার পুঞ্জের তীব্রতার অবস্থা হচ্ছে- যা এতে থাকবে সে

وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾

এবং আল্লাহকে নিজের নিকটে পেলো। অতঃপর তিনি তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় দিলেন, এবং আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন (৯১),

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾

৪০: অথবা যেমন অন্ধকাররাশি কোন সমুদ্রের গভীর জলাশয়ের মধ্যে (৯২), সেটার উপর ঢেউ, ঢেউয়ের উপর আরো ঢেউ, সেটার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ রয়েছে একের উপর এক (৯৩)। যেমন আপন হাত বের করে তখন তা দেখা যাওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই (৯৪) এবং যাকে আল্লাহ্ আলো দান করেন না, তার জন্য কোথাও আলো নেই (৯৫)।

রুকু'-৬

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১: আপনি কি দেখেন নি যে, আল্লাহ্ এর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে এবং পাখীকুল (৯৬) পাখা সম্প্রসারিত করে? সবাই জেনে রেখেছে আপন নামায ও আপন পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং আল্লাহ্ এর তাদের কর্মসমূহ জানেন।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۴۲﴾

৪২: এবং আল্লাহ্ এরই জন্য রাজত্ব আসমানসমূহ ও যমীনের, এবং আল্লাহ্ এরই প্রতি প্রত্যাবর্তন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿۴۳﴾

৪৩: তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ ধীরে ধীরে সঞ্চালন করেন মেঘমালাকে (৯৭), অতঃপর সেগুলোকে পরস্পর একত্র করেন (৯৮), অতঃপর সেগুলোকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সেটার মধ্য থেকে বারিধারা বর্ষিত হয় এবং বর্ষন করেন আসমান থেকে তাতে যেই বরফের পাহাড় রয়েছে, সেগুলো থেকে কিছু শিলাবৃষ্টি (৯৯), অতঃপর বর্ষন করেন সেগুলোকে যার উপর ইচ্ছা করেন (১০০), এবং ফিরিয়ে দেন সেগুলোকে যার দিক থেকে ইচ্ছা করেন (১০১)। উপক্রম হয় সেটার বিদ্যুৎ-ঝলক দৃষ্টি শক্তিকে কেড়ে নেয়ার (১০২)।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ

৪৪: আল্লাহ্ পরিবর্তন ঘটান রাত ও দিনের (১০৩)

টীকা-৯৪ঃ অথচ আপন হাত অতীব নিকটে এবং আপন শরীরেরই অংশ বিশেষ। যখন তাও দৃষ্টিগোচর হয় না তখন অন্য বস্তু কিভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। এমনই অবস্থা কাফিরের। যেহেতু তারা বাতিল ধর্মবিশ্বাস, অসত্য কথাবার্তা এবং মন্দ কর্মের অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে আছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, সমুদ্রের গভীর জলাশয় ও তার গভীরতার সাথে কাফিরের অন্তরকে এবং তরঙ্গ পুঞ্জের সাথে মূর্খতা, সন্দেহ ও হতাশাকে, যা কাফিরদের অন্তরকে ছাইয়ে ফেলেছে এবং মেঘমালার সাথে মোহরকে, যা তাদের অন্তরসমূহের উপর অংকিত হয়েছে, তুলনা করা হয়েছে।

টীকা-৯৫ঃ সৎপথ সে-ই পায়, যাকে তিনি সৎপথ প্রদান করেন।

টীকা-৯৬ঃ যা আসমান ও যমীনের মধ্যখানে রয়েছে।

টীকা-৯৭ঃ যেই ভূ-খণ্ড ও যেসব দেশের প্রতি ইচ্ছা করেন,

টীকা-৯৮ঃ এবং সেগুলোর বিভিন্ন খন্ডকে একত্রিত করে দেন,

টীকা-৯৯ঃ এর অর্থ হয়তো এ যে, যেভাবে ভূপৃষ্ঠে পাথরের পাহাড় রয়েছে, অনুরূপভাবে, আসমানে বরফের পাহাড় আল্লাহ্ তাআ'লা সৃষ্টি করেছেন। আর এটা তার ক্ষমতার বহির্ভূত কোনো কাজ নয়। তিনি উক্ত সব পাহাড় থেকে শিলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অথবা অর্থ এই যে, আসমান থেকে বড় বড় পাহাড়ের আকৃতিতে শিলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে শিলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-১০০ঃ এবং যার প্রাণ ও ধন-সম্পদকে ইচ্ছা করেন সেগুলো দ্বারা ধ্বংস করেন।

টীকা-১০১ঃ তার প্রাণ ও সম্পদকে নিরাপদে রাখেন।

টীকা-১০২ঃ এবং জ্যোতির প্রচণ্ডতা চক্ষুসমূহকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেয়ার উপক্রম হয়।

টীকা-১০৩ঃ যে, রাতের পর দিন আনেন এবং দিনের পর রাত।

টীকা-১০৪ঃ অর্থাৎ সমস্ত জীবজাতিকে পানি জাতীয় বস্তু (বীর্য) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং পানি ঐসব বস্তুরই মূল। আর এ সবই মূলতঃ এক হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর কি পরিমান পরস্পর ভিন্নধর্মী। এটা বিশ্ব স্রষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।
টীকা-১০৫ঃ যেমন সাপ ও বিচ্ছু এবং বহুবিধ পোকা।
টীকা-১০৬ঃ যেমন মানুষ ও পাখি,
টীকা-১০৭ঃ যেমন চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীসমূহ।
টীকা-১০৮ঃ অর্থাৎ কুরআন কারীম, যাতে হিদায়াত, বিধি-নিষেধ এবং হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।
টীকা-১০৯ঃ এবং সোজা পথ, যার উপর চলার কারণে আল্লাহ এর সন্তুষ্টি ও পরকালীন অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব হয়, তা হচ্ছে দ্বীন-ই-ইসলাম।' আয়াতসমূহ উল্লেখ করার পর এ কথা বলা হচ্ছে যে, মানুষ জাতি তিনটা দলে বিভক্ত হয়ে গেছে:
এক) ঐসব লোক, যারা প্রকাশ্যভাবে সত্যকে মেনে নেয়, কিন্তু গোপনে অস্বীকার করতে থাকে। এরা হচ্ছে মুনাফিক্ব।
দুই) ঐসব লোক, যারা প্রকাশ্যেও সত্যায়ন করে, অপ্রকাশ্যেও বিশ্বাসী থাকে। এরা হচ্ছে সত্যবাদী নিষ্ঠাবান লোক (মু'মিন)।
তিন) ঐসব লোক, যারা প্রকাশ্যেও অস্বীকার করে, অপ্রকাশ্যেও, তারা হচ্ছে কাফির। এদের উল্লেখ ক্রমানুসারে করা হচ্ছে।
টীকা-১১০ঃ এবং আপন উক্তিকে নিয়মিতভাবে কার্যকর করে না।
টীকা-১১১ঃ মুনাফিক্ব। কেননা, তাদের অন্তর তাদের মুখের কথার অনুরূপ নয়।
টীকা-১১২ঃ কাফিরগণ ও মুনাফিক্বগণ বহুবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ফায়সালা সরাসরি ন্যায় ও সত্য হয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের মধ্যে যে সত্যবাদী হতো সে তো আগ্রহ প্রকাশ করতো যেন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তার ফায়সালা করে দেন। আর যে সত্যের উপর থাকত সে একথা মানতো যে, রসূল আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সত্য ও ন্যায় বিচারালয় থেকে সে তার অবৈধ ফায়দা লাভ করতে পারবে না। এ কারণে, সে হুযূরের মীমাংসাকে ভয় করতো ও আতঙ্কিত হতো।
শানে নুযূলঃ বিশর নামক একজন মুনাফিক্ব ছিলো। একটা জমির মামলায় একজন ইহুদীদের সাথে তার ঝগড়া হয়েছিলো। ইহুদি জানতো যে, সে তার মামলায় সত্য। আর সে এতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সত্য ও ন্যায় বিচার করেন। এ কারণে, সে আগ্রহ প্রকাশ করলো যে, এ মুকাদ্দমার মীমাংসা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মাধ্যমে করা হোক। কিন্তু মুনাফিক্ব ও জানতো যে, সে অসত্যের উপর রয়েছে। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কারো কোনো পক্ষপাতিত্ব করেন না। এ কারণে, সে হুযূরের ফায়সালার উপর তো রাজি হলো না, বরং কা'আ'ব-ই-ইবনে আশরাফ ইহুদীর মাধ্যমে মীমাংসা করানোর উপর জোর দিলো। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সম্পর্কে বলতে লাগলো- "তিনি আমাদের উপর যুলুম করবেন"। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১১৩ঃ কুফর অথবা মুনাফিক্বীর,
টীকা-১১৪ঃ হুযূর আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাতের বিষয়ে?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ (٤٤)
নিশ্চয় তাতে বুঝার ক্ষেত্র রয়েছে অন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٤٥)
৪৫: এবং আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠে প্রত্যেক বিচরণকারী জীবজন্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন (১০৪), এবং সেগুলোর মধ্যে কতেক পেটের উপর ভর দিয়ে চলে (১০৫), এবং সেগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক দু'পায়ের উপর ভর করে চলে (১০৬), আর সেগুলোর মধ্যে কিছু চার পায়ে চলে (১০৭)। আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা চান। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন।

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٤٦)
৪৬: নিশ্চয়ই আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী নিদর্শনসমূহ (১০৮) এবং আল্লাহ যাকে চান সরল পথ দেখান (১০৯)।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ (٤٧)
৪৭: এবং তারা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের উপর এবং নির্দেশ মান্য করেছি।' অতঃপর কিছু সংখ্যক তাদের মধ্য থেকে এরপর ফিরে যায় (১১০) এবং তারা মুসলমান নয় (১১১)।

وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٤٨)
৪৮: এবং যখন আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে এজন্য যে, রসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন, তখনই তাদের একটা দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ (٤٩) ؕ
৪৯: এবং যদি তাদের পক্ষে রায় দেয়া হয় তবে তাঁর দিকে ছুটে আসে মান্যকারীরূপে (১১২)।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
৫০: তাদের অন্তরসমূহে কি ব্যাধি আছে (১১৩), না (তারা) সংশয় পোষণ করে (১১৪)?

টীকা-১১৫ঃ এমন তো নয়ই। কেননা, এরা ও ওরা ভালভাবে জানে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মীমাংসা ন্যায়ের সীমাতিক্রম করতেই পারেনা। আর কোন অধার্মিক লোক তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ন্যায় বিচার দ্বারা পরেরর প্রাপ্য আত্মসাৎ করার বেলায় সফলকাম হতে পারেনা। এ কারণে, তারা তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মীমাংসা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকে।

না এ ভয় করে যে, আল্লাহ ও রসূল তাদের উপর যুলুম করবেন (১১৫) বরং তারা নিজেরাই যালিম।

اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۭ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

রুকূ'-৭

৫১: মুসলমানদের উক্তিতো এই (১১৬)- 'যখন আল্লাহ ও রসূলের দিকে আহবান করা হয়, এ জন্য যে, রসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, তখন তারা আরয করে, 'আমরা শ্রবণ করলাম এবং হুকুম মান্য করলাম।' এবং এসব লোকেই সফলকাম।

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২: এবং যারা নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এবং আল্লাহকে ভয় করে আর সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে এসব লোকেই সফলকাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩: এবং তারা (১১৭) আল্লাহ এর শপথ করেছে, নিজেদের শপথে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সহকারে, এ মর্মে যে, আপনি যদি তাদেরকে নির্দেশ দেন তবে তারা অবশ্যই জিহাদে বের হবে। আপনি বলুন, 'তোমরা শপথ করোনা (১১৮)। শরীয়ত অনুযায়ী হুকুম পালন করা উচিত। আল্লাহ জানেন যা তোমরা করছো (১১৯)।'

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۭ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪: আপনি বলুন, 'নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ এর এবং নির্দেশ মান্য করো রসূলের (১২০)।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (১২১), তবে রসূলের দায়িত্ব তা-ই রয়েছে, যা তাঁর উপর অপরিহার্য করা হয়েছে (১২২) এবং তোমাদের উপর তা-ই রয়েছে, যার ভার তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে (১২৩)। এবং যদি রসূলের আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে। এবং রসূলের দায়িত্ব নয়, কিন্তু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া (১২৪)।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۭ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

৫৫: আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে (১২৫) যে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত প্রদান করবেন (১২৬)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

টীকা-১১৬ঃ এবং তাদের জন্য এ শালীনতাপূর্ণ পন্থা অপরিহার্য যে,

টীকা-১১৭ঃ অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ (মাদারিক)

টীকা-১১৮ঃ যেহেতু মিথ্যা শপথ পাপ।

টীকা-১১৯ঃ মৌখিক আনুগত্য ও কার্যতঃ বিরোধিতা তাঁর নিকট গোপন নয়।

টীকা-১২০ঃ সত্য অন্তরে ও সদুদ্দেশ্যে।

টীকা-১২১ঃ রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য থেকে, তবে তাতে তাঁর কোন ক্ষতি নেই,

টীকা-১২২ঃ অর্থাৎ দ্বীনের বাণী প্রচার করা এবং আল্লাহ এর বিধান পৌঁছিয়ে দেয়া। তার রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ভালভাবে সম্পন্ন করে নেন এবং তিনি আপন 'কর্তব্য' পালন করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছে॥

টীকা-১২৩ঃ অর্থাৎ রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য ও নির্দেশ পালন।

টীকা-১২৪ঃ সুতরাং রসূল আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) খুব স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

টীকা-১২৫ঃ শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ওহী নাযিল হওয়ার সময় থেকে দীর্ঘ দশ বৎসরকাল পর্যন্ত মক্কা মুকাররমাহ্য় সাহাবা কিরামের সাথে অবস্থান করেন, আর কাফিরদের বিভিন্ন নির্যাতনের উপর, যা অহরহ অব্যাহত ছিলো, ধৈর্যধারণ করেন। অতঃপর আল্লাহ এর নির্দেশে মাদীনা তৈয়্যিবাহ্য় হিজরত করলেন এবং আনসারীদের বাসস্থানগুলোকে স্বীয় অবস্থান দ্বারা ধন্য করলেন। কিন্তু ক্বুরাঈশগণ এতেও ক্ষান্ত হলোনা। দৈনন্দিন তাদের দিক থেকে যুদ্ধের ঘোষণা হতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরণের হুমকি অব্যাহত থাকে। রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাহাবীগণ সর্বদা আশংকাগ্রস্ত থাকতেন এবং হাতিয়ার সাথে রাখতেন। একদিন এক সাহাবী বললেন, "কখনো কি এমন সময়ও আসবে যে, আমরা নিরাপদ হতে পারবো এবং হাতিয়ারের বোঝা থেকে আমরা মুক্তি পাবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৬ঃ এবং কাফিরদের স্থলে তোমাদেরই রাজত্ব কায়েম হবে। হাদীস শরীফে আছে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "যে যে বস্তুর উপর দিন ও রাত অতিবাহিত হয়, সে সবকিছুর উপর ইসলামের প্রবেশ ঘটবে।"

টীকা-১২৭ঃ হযরত দাঊদ ও হযরত সুলাইমান প্রমূখ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে। আর যেভাবে মিশর ও সিরিয়ার অত্যাচারী শাসকগণকে ধ্বংস করে বানী ইস্রাঈলকে খিলাফত দিয়েছেন এবং ঐসব দেশের উপর তাদেরকে বিজয়ী করেছেন।
টীকা-১২৮ঃ অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন।
টীকা-১২৯ঃ অতএব, এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং আরব ভূমি থেকে কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের দেশসমূহ আল্লাহ তআ'লা তাদের জন্য বিজিত করে দেবেন। ইরানের 'কিসরা' (শাসক) গণের রাজ্যসমূহ ও ধন-ভান্ডার তাঁদের হস্তগত হলো। দুনিয়াব্যাপী তাঁদের প্রভাব বিস্তার লাভ করলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতে হযরত আবূ বাকর সিদ্দিক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এবং তাঁর পরবর্তী 'খোলাফায়ে রাশেদীন'-এর খিলাফতেরই প্রমাণ। কেননা, তাঁদের যমানায় মহা বিজয় সাধিত হয়েছে। 'কিসরা (ইরানের শাসক) প্রমূখের ধন-ভান্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। নিরাপত্তা ও শান্তি এবং দ্বীনের বিজয় অর্জিত হয়েছে।
তিরমিযী ও আবূ দাঊদের হাদীসে আছে যে, বিশ্বকুল সরদার ইরশাদ ফরমান, "খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বৎসর কাল। অতঃপর হবে 'রাজত্ব'। এর বিশদ বর্ণনা এ যে, হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফত ২ বৎসর ৩ মাস, হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফত ১০ বছর ৬ মাস, হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফত ১২ বৎসর এবং হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফত ৪ বৎসর ৯ মাস ও হযরত ইমাম হাসান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর খিলাফত ৬ মাস কাল স্থায়ী হয়।
টীকা-১৩০ঃ এবং দাসীগণ
শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একজন আনসারী ক্রীতদাস মুদলিজ ইবনে আমরকে দুপুর বেলায় হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। উক্ত ক্রীতদাস সরাসরি হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর ঘরের ভিতর চলে গেলো। তখন হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সাধারণ বেশে আপন বাসস্থানে অবস্থানরত ছিলেন। হঠাৎ করে এভাবে ক্রীতদাস ভিতরে চলে আসার কারণে তিনি মনে মনে এ কামনাই করেছিলেন, "যদি ক্রীতদাসগুলোকেও ঘরের ভিতর অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হতো" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٥٥)

যেমনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছেন (১২৭), এবং অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দেবেন তাদের ঐ দ্বীনকে যা তাদের জন্য মনোনীত করেছেন (১২৮) এবং অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তী ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দেবেন (১২৯)। আমার ইবাদত করবে, আমার শরীক কাউকে দাঁড় করাবে না। এবং যারা এর পরে অকৃতজ্ঞ হবে, তবে সেসব লোকই নির্দেশ অমান্যকারী।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٥٦)

৫৬: এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٥٧)

৫৭: কখনো কাফিরদেরকে মনে করবেন না যে, তারা কখনো আমার আয়ত্বের বাইরে যেতে পারবে পৃথিবীতে। এবং তাদের আগুনই ঠিকানা, আর অবশ্য কতই নিকৃষ্ট পরিণাম।

রুকূ'-৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۗ

৫৮: হে ঈমানদারগণ! উচিত যে, তোমাদের নিকট থেকে অনুমতি নেবে তোমাদের হাতের সম্পদ দাস (১৩০) এবং ঐ সব ছেলেমেয়ে, যারা তোমাদের মধ্যে এখনো যৌবনে পদার্পণ করেনি (১৩১)- তিনটি সময়ে (১৩২) ফজরের নামাজের পূর্বে (১৩৩) এবং যখন তোমরা আপন পোশাক খুলে রাখবে দ্বি-প্রহরে (১৩৪), আর ই'শা-

টীকা-১৩১ঃ বরং এখন বয়োপ্রাপ্ত হবার কাছাকাছি পৌঁছেছে।
বয়োপ্রাপ্তিঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর মতে- বালকের জন্য আঠারো বৎসর এবং বালিকার জন্য সতের বৎসর। আর সাধারণতঃ আ'লিমদের মতে, বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য পনের বৎসর। * (তাফসীর-ই-আহমাদী)
টীকা-১৩২ঃ অর্থাৎ ঐ তিন সময়ে যেন অনুমতি লাভ করে, যেগুলোর বর্ণনা এ আয়াতের মধ্যে করা হচ্ছে-
টীকা-১৩৩ঃ যেহেতু, এ সময়টা হচ্ছে বিছানা থেকে উঠার এবং নিদ্রার পোশাক খুলে জাগ্রতবস্থায় পোশাক পরিধান করারই।
টীকা-১৩৪ঃ দুপুরে কিছুক্ষণ শয়ন করার জন্য, আর লুঙ্গী পরিধান করে থাকো।
*যদি এর পূর্বে বালেগ হবার চিহ্ন যেমন- স্বপ্নদোষ, ইত্যাদি পরিলক্ষিত না হয়।

টীকা-১৩৫ঃ কারণ, এ সময়টা হচ্ছে জাগ্রতাবস্থায় পোশাক খুলে নিদ্রার পোশাক পরিধান করার।
টীকা-১৩৬ঃ যেহেতু এসব সময়ে নির্জনতা এবং একাকীত্ব অবলম্বন করা হয়। শরীর ঢাকার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। (এমতাবস্থায়) শরীরের এমন কোন অঙ্গ বিবস্ত্র হবার সম্ভাবনা থাকে, যা প্রকাশ পেলে লজ্জার কারণ হয়। সুতরাং এসব সময়ে ক্রীতদাস এবং বালকগণও বিনা অনুমতিতে যেন প্রবেশ না করে। আর তারা ব্যতীত যুবক লোকেরা তো সব সময় অনুমতি গ্রহণ করবে। কখনো যেন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে। (খাযিন ইত্যাদি)
টীকা-১৩৭ঃ মাসআলাঃ অর্থাৎ এ তিন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে ক্রীতদাস ও সন্তানেরা বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। কেননা, তো-
টীকা-১৩৮ঃ কাজ ও সেবার জন্য প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের উপর অপরিহার্য হওয়া অসুবিধারই কারণ হয়। আর শারীয়াতে অসুবিধা দূরীভূত করা হয়েছে। (মাদারিক)।
টীকা-১৩৯ঃ অর্থাৎ আযাদ

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (۵۸)
وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا
كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (۵۹)
وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
لَّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (۶۰)
لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ
وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ
تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ

নামাযের পর (১৩৫)। এ তিন সময় তোমাদের লজ্জার (১৩৬)। এ তিন নময়ের পর কোন পাপ নেই তোমাদের উপর, না তাদের উপর (১৩৭), (তারা তো) আসা-যাওয়া করে তোমাদের নিকট, একে অপরের নিকট (১৩৮)। আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ, এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

৫৯: এবং যখন তোমাদের মধ্যে সন্তানেরা (১৩৯) যৌবনে পৌঁছে যায় তখন তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে (১৪০) যেমন তাদের পূর্ববর্তীগণ (১৪১) অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের নিকট আপন আয়াতসমূহ, এবং আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

৬০: এবং বৃদ্ধ-ঘরে অবস্থানকারী নারীগণ (১৪২), যাদের বিবাহের আশা নেই, তাদের উপর কোন পাপ নেই তাদের বহিরাভরন খুলে রাখলে যখন সাজ-সজ্জা প্রদর্শন না করে (১৪৩)। এবং তা থেকেও বিরত থাকা (১৪৪) তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম, এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

৬১: না অন্ধের জন্য বাধা-বিপত্তি আছে এবং না খোঁড়ার জন্য বাধা-বিপত্তি এবং না তোমাদের মধ্যে কারো জন্য (বাধা আছে) এতে যে, তোমরা আহার করবে আপন সন্তানদের ঘরে (১৪৬), অথবা আপন পিতৃগণের

টীকা-১৪০ঃ সবসময়,
টীকা-১৪১ঃ তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষগণ
টীকা-১৪২ঃ যাদের বয়স বেশি হয় এবং সন্তান-সন্ততি গর্ভে ধারণ করার বয়স না থাকে এবং বার্ধক্যের কারণে
টীকা-১৪৩ঃ এবং চুল, বুক ও পায়ের গোছা ইত্যাদি প্রকাশ না করে।
টীকা-১৪৪ঃ বহিরাবরণ পরিহিত থাকা।
টীকা-১৪৫ঃ শানে নুযুল: সাঈ'দ ইবনে মুসাইয়্যাব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবা কিরাম নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর সাথে জিহাদে যেতেন। তখন নিজ নিজ ঘরের চাবিসমূহ ঐ অন্ধ রুগ্ন ও পঙ্গুদেরকে দিয়ে যেতেন, যারা উক্ত সব ওযর থাকার কারণে জিহাদে যেতে পারতো না এবং তাঁরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিতেন যেন তাদের ঘর থেকে আহার্য বস্তুই নিয়ে আহার করে। কিন্তু তারা তা পছন্দ করতো না, আশঙ্কা করে যে, হয়ত এটা তাদের নিকট আন্তরিকভাবে পছন্দনীয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে সেটার অনুমতি দেয়া হয়েছে।
অপর এক অভিমত হচ্ছে এ যে, অন্ধ, পঙ্গু ও রুগ্নগণ সুস্থ লোকদের সাথে আহার করা থেকে বিরত থাকতো যেন কারো মনে ঘৃণার উদ্রেক না করে। এ আয়াতে তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে।
অন্য এক অভিমত এ যে, যখন অন্ধ ও পঙ্গু কোন মুসলমানের নিকট যেতো এবং তাঁর নিকট তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য কিছু থাকতো না তখন তাদেরকে কোন আত্মীয় স্বজনের নিকট খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতো। এটা তাদের নিকট পছন্দনীয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, তাতে কোন দোষ নেই।
টীকা-১৪৬ঃ যেহেতু সন্তানের ঘর নিজেরই ঘর,
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতারই।" অনুরূপভাবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঘরও নিজেরই ঘর।

টীকা-১৪৭ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) বলেন, এটা দ্বারা মানুষের প্রতিনিধি ও তার কর্ম তত্ত্বাবধায়কের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪৮ঃ অর্থ এ যে, এসব লোকের ঘরে আহার করা বৈধ। চাই তারা উপস্থিত থাকুক কিংবা নাই থাকুক, যখন একথা জানা যায় যে, তারা এতে সম্মত রয়েছে। পূর্ববর্তীদের তো এ অবস্থা ছিলো যে, লোকেরা তার বন্ধুর ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পৌঁছে যেতো তখন তার (বন্ধু) দাসীর মাধ্যমে তার মালামালের থলেটা তলব করতো এবং তা থেকে যা ইচ্ছা করতো তা নিয়ে নিতো। যখন সেই বন্ধু ঘরে আসতো এবং দাসী তাকে উক্ত সংবাদ দিতো তখন ঐ খুশীতে দাসীকে আযাদ করে দিতো। কিন্তু এ যুগে ঐ ধরণের বদান্যতা কোথায়? সুতরাং অনুমতি ছাড়া আহার না করা উচিত। (মাদারিক ও জালালায়ন)

টীকা-১৪৯ঃ শানে নুযূল: বানী লায়স ইবনে আমর গোত্রের লোকেরা একাকী অতিথি ব্যতীত আহার করতোনা। কখনো কখনো অতিথি পাওয়া না গেলে আহার্য নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৫০ঃ মাসআলা: যখন মানুষ আপন ঘরে প্রবেশ করে তখন যেন আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি সালাম করে এবং ঐসব লোকের প্রতিও যারা ঘরের মধ্যে থাকে এ শর্তে যে, তাদের দ্বীনের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। (খাযিন)

মাসআলা: যদি এমন কোন খালি ঘরে প্রবেশ করে, যাতে কেউ না থাকে, তবে বলবে- 'اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ وَرَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی وَبَرَکَاتُہٗ، اَلسَّلَامُ عَلَیۡنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللہِ الصَّالِحِیۡنَ اَلسَّلَامُ عَلٰی اَہۡلِ الۡبَیۡتِ وَرَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی وَبَرَکَاتُہٗ' (অর্থাৎ সালাম নাবী কারীম (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রতি এবং তাঁর উপর আল্লাহ তাআ'লা এর রহমাত ও বারাকাত বর্ষিত হোক। সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ এর নেককার বান্দাদের উপর, সালাম এ ঘরের অধিবাসীদের প্রতি এবং আল্লাহ তাআ'লা এর রহমাত ও বারাকাত বর্ষিত হোক।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) বলেন যে, 'ঘর' দ্বারা এখানে 'মসজিদসমূহ' বুঝানো হয়েছে। ইমাম নাখঈ' বলেন যে, যখন মসজিদে কেউ না থাকে তখন বলবে- اَلسَّلَامُ عَلٰی رَسُوۡلِ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ (অর্থাৎ "আল্লাহ এর রসূল (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উপর 'সালাম' (শান্তি) বর্ষিত হোক।) (শেফা শরীফ)

মোল্লা আ'লী ক্বারী শিফা শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- খালি ঘরে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রতি সালাম আরয করার কারণ এ যে, মুসলমানদের ঘরে [হুযূর (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর] এর পবিত্রতম রূহ উপস্থিত থাকে।

اَوۡ بُیُوۡتِ اُمَّہٰتِکُمۡ اَوۡ بُیُوۡتِ اِخۡوَانِکُمۡ اَوۡ بُیُوۡتِ اَخَوٰتِکُمۡ اَوۡ بُیُوۡتِ اَعۡمَامِکُمۡ اَوۡ بُیُوۡتِ عَمّٰتِکُمۡ اَوۡ بُیُوۡتِ اَخۡوَالِکُمۡ اَوۡ بُیُوۡتِ خٰلٰتِکُمۡ اَوۡ مَا مَلَکۡتُمۡ مَّفَاتِحَہٗۤ اَوۡ صَدِیۡقِکُمۡ ؕ لَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَاۡکُلُوۡا جَمِیۡعًا اَوۡ اَشۡتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلۡتُمۡ بُیُوۡتًا فَسَلِّمُوۡا عَلٰۤی اَنۡفُسِکُمۡ تَحِیَّۃً مِّنۡ عِنۡدِ اللہِ مُبٰرَکَۃً طَیِّبَۃً ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللہُ لَکُمُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۶۱﴾

ঘরে, অথবা আপন মাতৃগণের ঘরে অথবা আপন ভ্রাতৃগণের নিকট অথবা আপন বোনদের ঘরে অথবা আপন পিতৃব্যগণের নিকট অথবা আপন ফুফুদের ঘরে অথবা আপন মাতুলদের ঘরে অথবা আপন খালাদের ঘরে অথবা যেখানকার চাবিসমূহ তোমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে (১৪৭) অথবা আপন বন্ধুদের নিকট (১৪৮), তোমাদের প্রতি কোন দোষারোপ নেই এ ক্ষেত্রে আহার করলে অথবা পৃথক পৃথকভাবে (১৪৯), অতঃপর যখন কোন ঘরে প্রবেশ করো তখন তোমাদের আপন লোকদের প্রতি সালাম করো (১৫০) সাক্ষাতের সময় মঙ্গল কামনা স্বরূপ, (যা) আল্লাহ এর নিকট থেকে কল্যাণময়, পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللہِ وَ رَسُوۡلِہٖ وَ اِذَا کَانُوۡا مَعَہٗ عَلٰۤی اَمۡرٍ جَامِعٍ لَّمۡ یَذۡہَبُوۡا حَتّٰی یَسۡتَاۡذِنُوۡہُ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَسۡتَاۡذِنُوۡنَکَ

৬২: ঈমানদাররা হচ্ছে তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যখন রসূলের নিকট এমন কোন কাজের ব্যাপারে হাযির হয়ে থাকে, যার জন্য তাদেরকে একত্র করা হয়ে থাকে (১৫১), তখন সরে পড়েনা যতক্ষণ না তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নেয়। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে, তারাই হচ্ছে

টীকা-১৫১ঃ যেমন জিহাদ, যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা, জুমুআ'হ, দু'ঈদ, পরামর্শ এবং এমন সব জামায়েত, যা আল্লাহ এর উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়।

টীকা-১৫২ঃ তাদের অনুমতি প্রার্থনা করা আনুগত্যের চিহ্ন ও ঈমান বিশুদ্ধ হবার প্রমাণ বহন করে।
টীকা-১৫৩ঃ এতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম হচ্ছে উপস্থিত থাকা এবং অনুমতি প্রার্থনা না করা।
মাসাআলাঃ ইমাম ও ধর্মীয় কর্ণধারদের মজলিস থেকেও বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া উচিত নয়। (মাদারিক)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۶۲)

ঐসব লোক, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে (১৫২)। অতঃপর যখন তারা আপনার নিকট অনুমতি চায় তাদের কোন কাজের জন্য, তখন আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুমতি দিয়ে দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন (১৫৩)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۶۳)

৬৩: রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো (১৫৪)। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপে চুপে বের হয়ে যায় কোন কিছুর আড়ার গ্রহণ করে (১৫৫)। সুতরাং যেন ভয় করে তারা, যারা রসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যে, কোন বিপর্যয় তাদেরকে পেয়ে বসবে (১৫৬), অথবা তাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে (১৫৭)।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَ يَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (۶۴)

৬৪: শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ এরই যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছো (১৫৮) এবং ঐ দিনকে, যেদিন তারা তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে (১৫৯), অতঃপর তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করেছে এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন (১৬০)।*

ফুরক্বান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফুরক্বান (মাক্কী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৭৭, রুকূ'-৬

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (۱)

১: বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি অবতীর্ণ করেছেন কুরআন আপন বান্দার প্রতি (২), যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন (৩)।

টীকা-১৫৪ঃ কেননা, যাকে আল্লাহ এর রসূল আহ্বান করেন তার জন্য, আহবানে সাড়া দেয়া ও নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য (ওয়াজিব) হয়ে যায় এবং আদব সহকারে হাজির হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর নিকটে হাজির হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে এবং অনুমতি নিয়েই ফিরে যাবে।
অপর এক অর্থ তাফসীরকারকগণ এও বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে আহ্বান করলে যেন আদব ও সম্মান প্রদর্শন সহকারেই করে।
টীকা-১৫৫ঃ শানে নুযুলঃ মুনাফিক্বদের নিকট জুমুআ'হ দিবসে মসজিদে অবস্থান পূর্বক নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খুৎবা শ্রবণ করা কষ্টকর অনুভূত হতো। তখন তারা চুপিচুপি ধীরে ধীরে সাহাবীদেরকে আড়াল করে স্থান পরিবর্তন করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতো. এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১৫৬ঃ পৃথিবীতে কষ্ট অথবা হত্যা, অথবা ভূমিকম্প অথবা আরো অধিক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা কিংবা যালিম বাদশাহ এর অধীনস্থ হওয়া অথবা পাষাণ হৃদয় হওয়া, খোদা-পরিচিতি থেকে বঞ্চিত হওয়া
টীকা-১৫৭ঃ আখিরাতে।
টীকা-১৫৮ঃ ঈমানের উপর, অথবা মুনাফিক্বীর উপর রয়েছো
টীকা-১৫৯ঃ প্রতিদানের জন্য। বস্তুতঃ উক্ত দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন।
টীকা-১৬০ঃ তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই।*
টীকা-১ঃ 'সূরা ফুরক্বান' মাক্কী। এতে ছয়টি রুকূ', সাতাত্তরটি আয়াত, আটশ বিরানব্বইটি পদ এবং তিন হাজার সাতশ তিনটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২ঃ অর্থাৎ নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ سَلَّم)।
টীকা-৩ঃ এতে হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ব্যাপক রিসালাতের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রসূল করে প্রেরিত

হয়েছেন- জ্বিন হোক কিংবা মানুষ অথবা ফিরিশতা হোক অথবা অন্যান্য সৃষ্টি হোক- সবই তাঁর উম্মত। কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুকে عالم (বিশ্ব) বলা হয়। এর মধ্যে সবই শামিল রয়েছে। ফিরিশতাগণকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করা, যেমন 'জালালায়ন' এ শায়খ মহল্লী, 'কাবীর'-এর মধ্যে ইমাম রাযী এবং 'শু'আবুল ঈমান'-এ বায়হাক্বী অন্তর্ভুক্ত করেননি, ভিত্তিহীন।' আর সে কথার উপর 'ইজমা' (উম্মতের ঐক্যমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবী করা প্রমাণ ভিত্তিক নয়। সুতরাং সর্ব ইমাম সুবকী, বারেযী, ইবনে হুযাম ও সুয়ূতী সেটার বিরোধিতা করেছেন। স্বয়ং ইমাম রাযী মেনে নিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুকেই 'বিশ্বজগত' (عالم) বলা হয়। সুতরাং 'عالم' শব্দের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ফিরিশতাগণকে তাতে অন্তর্ভুক্ত না করার পক্ষে প্রমাণ নেই। তাছাড়া, মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়- اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَآفَّةً অর্থাৎ 'আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' আল্লামা আ'লী ক্বারী 'মিরক্বাত'-এ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "অর্থাৎ 'সমস্ত সৃষ্টি'র প্রতি- জিন হোক, অথবা মানুষ হোক অথবা ফিরিশতা হোক, প্রাণীকুল হোক কিংবা জড় পদার্থ হোক।" এ মাসআলার সারকথা ও তথ্য-বিশ্লেষণ ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া'তে রয়েছে।

الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِیْرًا (۲)

২: তিনিই, যার জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং তিনি না গ্রহণ করেছেন সন্তান (৪) এবং তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁর কোন অংশীদার নেই (৫), তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে সঠিক পরিমাণে রেখেছেন।

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا یَخْلُقُوْنَ شَیْـًٔا وَّ هُمْ یُخْلَقُوْنَ وَ لَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا یَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَیٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا (۳)

৩: এবং লোকেরা তিনি ব্যতীত অন্যান্য খোদা স্থির করে নিয়েছে (৬), যারা কিছু সৃষ্টি করে না এবং নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে এবং নিজেরাই নিজেদের প্রাণের উপকার-অপকারের মালিক নয় এবং না মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা রাখে, না বেঁচে থাকার এবং না উঠার।

وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَیْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚۛ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا (۴)

৪: এবং কাফিরগণ বললো (৭), 'এতো নয়, কিন্তু এক মিথ্যাপবাদ, যা তিনি রচনা করে নিয়েছেন (৮) এবং এ ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা (৯) তাঁকে সাহায্য করেছে।' নিঃসন্দেহে তারা (১০) যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।

وَ قَالُوْۤا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلٰى عَلَیْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِیْلًا (۵)

৫: এবং বললো (১১), 'পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী তিনি (১২) লিখে নিয়েছেন, অতঃপর সেগুলো তাঁর নিকট সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়।'

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِیْ یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا (۶)

৬: আপনি বলুন, 'সেটাতো তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের প্রত্যেক বিষয় জানেন (১৩)। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৪)।'

وَ قَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ یَاْكُلُ الطَّعَامَ وَ یَمْشِیْ فِی الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ

৭: এবং বললো (১৫), 'ঐ রসূলের কি হলো যিনি আহার করেন ও হাট-বাজারে চলাফেরা করেন (১৬)? কেন অবতীর্ণ করা হলোনা তাঁর

টীকা-৪ঃ এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি খন্ডন রয়েছে, যারা হযরত ওযায়র ও মাসীহ (عَلَيْهِمَا السَّلَام) কে 'খোদার পুত্র' বলে থাকে। (আল্লাহ্ এরই আশ্রয়।)

টীকা-৫ঃ এতে মূর্তি পূজারীদের প্রতি খন্ডন রয়েছে, যারা প্রতিমাগুলোকে খোদার শরীক স্থির করে।

টীকা-৬ঃ অর্থাৎ মূর্তি পূজারীগন এমনসব প্রতিমাকে 'খোদা' স্থির করেছে, যেগুলো এমনই অক্ষম ও ক্ষমতাহীন,

টীকা-৭ঃ অর্থাৎ নাযার ইবনে হারিস ও তার সাথী ক্বুরআন কারীম সম্পর্কে যে,

টীকা-৮ঃ অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৯ঃ নাযার ইবনে হারিস 'অন্যান্য লোক', দ্বারা 'ইহুদীর' কথা বুঝিয়েছিলো এবং আদাস ও ইয়াসার প্রমূখ কিতাবীদের কথাও।

টীকা-১০ঃ নাযার ইবনে হারিস প্রমুখ মুশরিকগণ, যারা এ অনর্থক কথার বক্তা ছিলো।

টীকা-১১ঃ ঐ মুশরিকগণ ক্বুরআন কারীমের প্রসঙ্গে যে, এটা রুস্তম ও ইসফান্দিয়ার প্রমূখের গল্প-কাহিনীর মতোই।

টীকা-১২ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-১৩ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন কারীমের মধ্যে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ এ কথারই যে, তা মহান, অদৃশ্য বিষয়াদির সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মহান আল্লাহ্ তাআ'লার পক্ষ থেকেই (অবতীর্ণ)।

টীকা-১৪ঃ এ জন্যই কাফিরদেরকে অবকাশ দেন এবং শাস্তি দানে ত্বরা করেন না।

টীকা-১৫ঃ ক্বুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ,

টীকা-১৬ঃ এটা দ্বারা তারা এ কথা বুঝায়েছিলেন যে, 'তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নাবী হলে না আহার করতেন, না বাজারে চলাফেরা করতেন' আর এটাও যদি না হতো, তবে

টীকা-১৭ঃ এবং তাঁর সত্যতা ঘোষণা করতো এবং তিনি যে নাবী সে কথার সাক্ষ্য দিতো।

مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۙ﴿٧﴾ اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَ قَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٨﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۠﴿٩﴾

সাথে কোন ফিরিশতা যে তাঁর সাথে সতর্কবাণী শুনাতো (১৭)?

৮: অথবা অদৃশ্য থেকে কোন ধন-ভান্ডার তিনি প্রাপ্ত হতেন কিংবা তাঁর কোন বাগান থাকতো, যা থেকে আহার করতেন (১৮)?' এবং যালিমগণ বললো (১৯), 'তোমরা তো অনুসরণ করছোনা, কিন্তু একজন এমন ব্যক্তির যার উপর যাদু করা হয়েছে (২০)।'

৯: হে মাহবূব! দেখুন, কেমন সব উপমা আপনার জন্য রচনা করছে, অতঃপর তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা কোন পথ পাচ্ছেনা।

রুকূ'-২

تَبٰرَكَ الَّذِيْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَ يَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾

১০: মহা মঙ্গলময় হন তিনিই যে, তিনি যদি চান তবে আপনার জন্য তদপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন (২১) জান্নাতসমূহকে, যে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান এবং করবেন আপনার জন্য উঁচু উঁচু প্রাসাদ।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۫ وَ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۚ﴿١١﴾

১১: বরং এরা তো ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করছে, এবং যে ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য তৈরি করে রেখেছি প্রজ্জ্বলিত আগুন।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾

১২: যখন সেটা তাদেরকে দূরবর্তী স্থান থেকে দেখবে (২২), তখন তারা শুনতে পাবে সেটার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার।

وَ اِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ؕ﴿١٣﴾

১৩: এবং যখন তাদেরকে সেটার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে (২৩) লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় (২৪), তখন তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে (২৫)।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

১৪: ইরশাদ করা হবে, 'আজ এক মৃত্যু কামনা করোনা, আরো বহু মৃত্যু কামনা করো (২৬)।'

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৫: আপনি বলুন, 'এটাই (২৭) কি শ্রেয়, না ঐ স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি খোদা-ভীরুদেরকে দেয়া হয়েছে। সেটা তাদের পুরস্কার ও পরিণাম স্থল।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ﴿١٦﴾

১৬: তাদের জন্য সেখানে রয়েছে যা তাদের মন চাইবে। সেগুলোতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে ঐ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যার কামনা করা হয়েছে (২৮)।

টীকা-১৮ঃ ধনবান ব্যক্তিবর্গের মতো?

টীকা-১৯ঃ মুসলমানদেরকে-

টীকা-২০ঃ এবং আল্লাহ এরই আশ্রয়, 'তাঁর বিবেক বুদ্ধি বহাল নেই।' এমনই বিভিন্ন ধরণের অনর্থক কথাবার্তা তারা বকতো।

টীকা-২১ঃ অর্থাৎ শীঘ্রই আপনাকে ঐ ধন-ভান্ডার ও বাগান অপেক্ষা উত্তম পুরস্কার দান করবেন, যার কথা এ কাফিররা বলে থাকে।

টীকা-২২ঃ এক বছরের রাস্তা থেকে অথবা একশ বছরের রাস্তা থেকে- উভয় অভিমতই রয়েছে। আর আগুণের দেখাও অসম্ভব কিছু পক্ষে নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেটাকে জীবন, বিবেক-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি দিতে পারেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'জাহান্নামের ফিরিশতারা দেখবেন।'

টীকা-২৩ঃ যা অতীব কষ্ট ও অস্থিরতা সৃষ্টিকারী হবে

টীকা-২৪ঃ এ ভাবে যে, তাদের হাত তাদের গর্দানের সাথে মিলিয়ে বেঁধে দেয়া হবে। অথবা এভাবে যে, প্রত্যেক কাফির আপন আপন শয়তানের সাথে শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে।

টীকা-২৫ঃ এবং وَاثُبُوْرَاهُ وَاثُبُوْرَاهُ (হায়রে মৃত্যু! হায়রে মৃত্যু!) বলে চিৎকার করতে থাকবে। এ অর্থে যে, 'হায়! যদি মৃত্যু এসে যেতো!'

হাদীস শরীফে আছে যে, সর্ব প্রথম যে ব্যক্তিকে আগুনের পোশাক পরানো হবে সে হচ্ছে ইবলীস। আর তার সন্তানেরা তার পেছনে থাকবে এবং এরা সবাই 'মৃত্যু! মৃত্যু!' বলে চিৎকার করতে থাকবে। তাদেরকে

টীকা-২৬ঃ কেননা, তোমরা বিভিন্ন ধরণের শাস্তিতে লিপ্ত হবে।

টীকা-২৭ঃ শাস্তি ও জাহান্নামের ভয়ানক অবস্থাদি, যার বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-২৮ঃ অর্থাৎ প্রার্থনার যোগ্য, অথবা তাই, যা মু'মিনগণ দুনিয়ার মধ্যে এভাবে আরয করতে চেয়েছিলো- رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً (হে প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান করুন!)

অথবা এটা আরয করতে করতে رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ (অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমাদেরকে প্রদান করুন যা কিছু আপনি

আপনার রসূলগণের ভাষায় আমাদেরকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
টীকা-২৯ঃ অর্থাৎ মুশরিকদেরকে।
টীকা-৩০ঃ অর্থাৎ তাদের বাতিল উপাস্যদেরকে- চাই বিবেকশক্তিসম্পন্ন হোক, অথবা বিবেকশক্তিহীন। কালবী বলেছেন, 'সেসব বাতিল উপাস্য' দ্বারা প্রতিমাসমূহ বুঝানো হয়েছে। সেগুলোকে আল্লাহ তাআ'লা বাকশক্তি প্রদান করবেন।
টীকা-৩১ঃ আল্লাহ তাআ'লা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, তাঁর নিকট কিছুই গোপন নয়। এ প্রশ্নটা মুশরিকদেরকে অপমানিত করার জন্য করা হবে, যেহেতু তাদের উপাস্যগুলো তাদেরকে অস্বীকার করলে তাদের দুঃখ ও অপমান আরো বৃদ্ধি পাবে।
টীকা-৩২ঃ এ থেকে যে, তোমার কোন শরীক থাকবে।
টীকা-৩৩ঃ সুতরাং আমরা কি তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারতাম? আমরা তোমারই বান্দা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾

১৭: এবং যেদিন একত্র করবেন তাদেরকে (২৯) এবং যাদের তারা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করে (৩০), অতঃপর উক্তসব উপাস্যকে বলবেন, 'তোমরাই কি পথভ্রষ্ট করেছিলে আমার এ বান্দাদেরকে, না এরা নিজেরাই পথ ভুলে গিয়েছে (৩১)?'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾

১৮: তারা আরয করবে, 'পবিত্রতা তোমারই (৩২)। আমাদের জন্য শোভা পেতোনা তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা (৩৩), কিন্তু তুমি তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিয়েছিলে (৩৪), শেষ পর্যন্ত তারা তোমার স্মরণ থেকে ভুলে গেছে, এবং এসব ছিলোই ধ্বংসশীল (৩৫)

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯: অতঃপর এখন উপাস্যগুলো তোমাদের উক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং এখন তোমরা না শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারো, না নিজেদের সাহায্য করতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে যে যালিম তাকে আমি মহা শাস্তির আস্বাদ করাবো।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

২০: এবং আমি আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি সবাইতো এমনই ছিলে- আহার করতো, হাট-বাজারে চলাফেরা করতো (৩৬) এবং আমি তোমাদের মধ্যে একককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি (৩৭) এবং হে মানুষ! তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে (৩৮)? এবং হে মাহবূব! আপনার প্রতিপালক দেখছেন (৩৯)।*

টীকা-৩৪ঃ এবং তাদেরকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দান করেছিলো।
টীকা-৩৫ঃ হতভাগ্য। অতঃপর কাফিরদেরকে বলা হবে
টীকা-৩৬ঃ এটা কাফিরদের ঐ সমালোচনার জবাব দেয়া হয়েছে, যা তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে করেছিলো যে, 'তিনি হাটে-বাজারে চলাফেরা করেন, আহার করেন।' এখানে বলা হয়েছে যে, এসব কাজ নাবুয়্যাতের পরিপন্থী নয়, বরং এগুলো সমস্ত নাবীরই নিত্য নৈমত্তিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। অতএব, তাদের এ সমালোচনা নিছক অজ্ঞতা ও একগুঁয়েমি মাত্র।
টীকা-৩৭ঃ শানে নুযূলঃ অভিজাতগণ যখন ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করতো, তখন গরিব-মিসকীনদেরকে দেখে ধারণা করতো যে, এরা তো আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা আমাদের উপর একটা শ্রেষ্ঠত্ব পাবে। এ ধারণায় তারা ইসলাম থেকে বিরত থাকতো। আর অভিজাতগণের জন্য গরীবগণ 'পরীক্ষা' হয়ে থাকতো।
এক অভিমত এও যে, এ আয়াত আবু জাহল, ওয়ালীদ ইবনে ওক্ববা, আ-স ইবনে ওয়ায়েল সাহমী এবং নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লোক হযরত আবূ যার, ইবনে মাসঊদ, 'আম্মার ইবনে ইয়াসির, বেলাল, সোহায়ব এবং আমির ইবনে ফুহায়রাহকে দেখলো যে, তাঁরা প্রথম থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আছেন। তখন তারা অহংকারবশতঃ বললো, "আমরাও ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরই মত হয়ে যাবো, তখন আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে পার্থক্যই বা কি থাকবে?" অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত গরিব মুসলমানদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁদেরকে নিয়ে ক্বুরাঈশের কাফিরগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, আর বলতো, "বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অনুসারীগণ হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা আমাদের ক্রীতদাস ও নিম্ন শ্রেণীর লোক।" আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন এবং ঐ মু'মিনদেরকে ইরশাদ করেন- (খাযিন)
টীকা-৩৮ঃ এ দরিদ্র ও কঠিন অবস্থার উপর এবং কাফিরদের এ সমালোচনার উপর?
টীকা-৩৯ঃ তাকে, যে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাকে, যে ধৈর্যহীনতা প্রদর্শন করে। *

টীকা-৪০ঃ কাফির, হাশর ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, এ কারণে

টীকা-৪১ঃ আমাদের জন্য রসূল বানিয়ে অথবা বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নুবুয়্যাত ও রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য করে

টীকা-৪২ঃ তাঁরা নিজেরাই আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিতেন যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাঁর রসূল।

টীকা-৪৩ঃ এবং তাদের অহংকার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আর অবাধ্যতা সীমাতিক্রম করে গেছে। যেহেতু তারা মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও ফিরিশতাদেরকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ করার এবং আল্লাহ তাআ'লাকে দেখার প্রশ্ন তুলেছে।

২১: এবং বললো তারা, যেসব লোক (৪০) আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, 'আমাদের নিকট ফিরিশতা কেন অবতারণ করা হলো না (৪১)? অথবা আমরা স্বয়ং আমাদের প্রতিপালককে দেখতাম (৪২)। নিশ্চয় তারা আপন অন্তরে বড়ই অহংকার করেছে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় এসেছে (৪৩)।	وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا (٢١)
২২: যেদিন ফিরিশতাদেরকে দেখবে (৪৪) সেদিন অপরাধীদের কোন খুশীর দিন হবেনা (৪৫), এবং বলবে, 'হে আল্লাহ! আমাদের ও তাদের মধ্যে এমন কোন আড়াল করে দাও, যা অন্তরায় হয় (৪৬)।'	يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا (٢٢)
২৩: এবং যা কিছু তারা কাজ করেছিলো (৪৭) আমি ইচ্ছা করে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণায় বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণু করে দিয়েছি, যা দিনের তীব্র রোদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় (৪৮)।	وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا (٢٣)
২৪: জান্নাতবাসীদের সেদিন উৎকৃষ্ট ঠিকানা (৪৯) এবং হিসাবের দ্বি-প্রহরের পর উৎকৃষ্ট আরামস্থল (হবে)।	اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا (٢٤)
২৫: এবং যেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান মেঘপুঞ্জসহ এবং ফিরিশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে পরিপূর্ণভাবে (৫০)-	وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا (٢٥)
২৬: সেদিন প্রকৃত বাদশাহী পরম দয়াময়ের এবং সেদিনটি কাফিরদের জন্য কঠিন (৫১)।	اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ٍالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا (٢٦)

টীকা-৪৪ঃ অর্থাৎ মৃত্যুর দিন অথবা ক্বিয়ামতের দিন,

টীকা-৪৫ঃ ক্বিয়ামত-দিবসের ফিরিশতাগণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনাবেন এবং কাফিরদেরকে বলবেন, "তোমাদের জন্য কোন সুসংবাদ নেই।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, ফিরিশতারা বলবেন, "মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কারো জন্য বেহেশতে প্রবেশ করা বৈধ নয়।" এ কারণে সেদিন কাফিরদের জন্য অতীব অনুশোচনা ও অনুতাপ এবং দুঃখ ও দুর্দশার দিন হবে।

টীকা-৪৬ঃ এই বাক্য দ্বারা তারা ফিরিশতাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

টীকা-৪৭ঃ কুফর অবস্থায়, যেমন আত্মীয়তা রক্ষা, আতিথেয়তা ও দুঃস্থ-এতিমের সেবা ইত্যাদি,

টীকা-৪৮ঃ না হাতে স্পর্শ করা যায়, না সেগুলোর ছায়া থাকে। অর্থ এ যে, সে সব কর্ম নিষ্ফল করে দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কোন ভাল প্রতিদান নেই ও কোন উপকার নেই। কেননা, কর্মসমূহ গৃহীত হবার জন্য ঈমান হচ্ছে পূর্বশর্ত। তা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলোনা। এরপর জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইরশাদ করা হচ্ছে-

টীকা-৪৯ঃ এবং তাদের বিশ্রামস্থল ঐসব দাম্ভিক ও অহংকারী মুশরিকদের চেয়ে উচ্চ ও উন্নত, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

টীকা-৫০ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, প্রথম আসমান বিদীর্ণ হবে এবং সেখানকার অবস্থানকারী (ফিরিশতাগণ) অবতীর্ণ হবেন এবং সংখ্যায় তাঁরা সমস্ত পৃথিবীবাসী অপেক্ষা অধিক হবেন, জিন ও ইনসান সবার চেয়েও বেশী। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হবে। সেখানকার অধিবাসীরা অবতীর্ণ হবেন। তাঁরা সংখ্যায় প্রথম আসমানবাসীগণ এবং জিন ও ইনসান-সবার চেয়েও অধিক। এভাবে আসমান বিদীর্ণ হতে থাকবে এবং প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীর সংখ্যা সেটার নিম্নবর্তীদের চেয়ে অধিক হবে। শেষ পর্যন্ত সপ্তম আসমান বিদীর্ণ হবে। অতঃপর আল্লাহ এর নৈকট্যধন্য ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর আরশ বহনকারীগণ। আর এটা ক্বিয়ামত-দিবসেই সংঘটিত হবে।

টীকা-৫১ঃ এবং আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে, মুসলমানদের জন্য সহজ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন মুসলমানদের জন্য সহজ করা হবে।

এমন কি তা তাদের জন্য এক ফরয নামায অপেক্ষাও সহজ হবে, যা দুনিয়ায় সে পড়েছিলো।

টীকা-৫২ঃ দুঃখ ও লজ্জায়। এ অবস্থা যদিও কাফিরদের জন্যও প্রযোজ্য, কিন্তু 'উক্ববা ইবনে আবী মু'ঈতের সাথেই তা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। শানে নুযূলঃ 'উক্ববা ইবনে আবী মু'ঈত উবাই ইবনে খালাফের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলেছিলেন বিধায় সে (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দিয়েছিলো। অতঃপর উবাই ইবনে খালাফ চাপ সৃষ্টি করলে সে পুনরায় 'মুরতাদ্দ' (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সে নিহত হবে বলে ঘোষণা করলেন। সুতরাং সে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। এ আয়াত তারই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন তার চরম পর্যায়ের অনুতাপ ও অনুশোচনা হবে। এ অনুতাপের মধ্যে সে নিজের হাত নিজেই চর্বন করবে।

টীকা-৫৩ঃ অর্থাৎ জান্নাত ও নাজাত লাভের পথ, আর যদি তাঁদেরই অনুসরণ করতাম। এবং তাঁদেরই হিদায়াত (পথ-নির্দেশ) গ্রহণ করে নিতাম।

টীকা-৫৪ঃ অর্থাৎ ক্বোরআন ও ঈমান থেকে।

টীকা-৫৫ঃ এবং বালা-মুসীবত ও শাস্তি আপতিত হবার সময় তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায়। হযরত আবূ হুরায়রাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে আবূ-দাঊদ ও তিরমিযীর মধ্যে একটা হাদীস বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, কাকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে।" হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) হতে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "উঠাবসা করোনা, কিন্তু ঈমানদারের সাথে এবং আহার করিয়োনা, কিন্তু খোদাভীরুকে।"

মাসআলাঃ বে-দ্বীন ও ভ্রান্তপথের পথিকের বন্ধুত্ব ও তার সঙ্গ অবলম্বন করা, তার সাথে মেলামেশা করা, ভালবাসা রাখা এবং তাকে সম্মান দেখানো নিষিদ্ধ।

টীকা-৫৬ঃ কেউ কেউ সেটাকে 'যাদুমন্ত্র' বলেছে, কেউ কেউ 'কবিতা' বলেছে এবং ওসব লোক ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এর উপর আল্লাহ্ তা'আ'লা হুযূরকে শান্তনা দিলেন এবং তাঁকে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। যেমন, সামনে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৫৭ঃ অর্থাৎ নাবীগণের সাথে হতভাগ্য লোকদের এমনই আচরণ চলতে থাকে।

টীকা-৫৮ঃ যেমন তাওরীত, যাবূর ও ইঞ্জীল-এর মধ্যে প্রত্যেকটা কিতাব একবারেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। কাফিরদের এ আপত্তি উত্থাপন করা সম্পূর্ণরূপে অযথা ও অর্থহীন। কেননা, ক্বোরআন কারীমের মু'জিযা ও প্রামাণ্য হওয়ার বিষয়টা সর্বাবস্থায় এক সমান-চাই একবারেই অবতীর্ণ হোক, কিংবা ক্রমান্বয়ে, বরং ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হবার মধ্যে সেটার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব হওয়াটা আরো অধিক পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ পায়। কারণ, যখন একটা আয়াত অবতীর্ণ করা হলো এবং মুকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হলো, আর সেটার সদৃশ রচনা করার ক্ষেত্রে সৃষ্টির অক্ষমতাও প্রকাশ পেলো, অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হলো- এভাবে সেটার সাথেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৃষ্টির অক্ষমতা প্রকাশ পেলো। অনুরূপভাবে, বরভবরই আয়াত-আয়াত করে পবিত্র ক্বোরআন নাযিল হতে থাকলো। প্রত্যেক বারেই সেটা অতুলনীয় হওয়া ও সেটার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৃষ্টির অক্ষমতা প্রকাশ পেতে থাকলো। মোটকথা, কাফিরদের এ আপত্তি উত্থাপন নিছক অযথা ও অর্থহীন। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আ'লা ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করার হিকমাত ও রহস্যের কথা প্রকাশ করেছেন।

টীকা-৫৯ঃ এবং ঐশী-পয়গামের পরম্পরা অব্যাহত থাকার কারণে আপনার বারাকাতময় হৃদয়ে শান্তি আসতে থাকবে আর কাফিরদেরকে প্রত্যেকটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দেয়া অব্যাহত থাকবে।

অনুবাদ	আয়াত
২৭: এবং যেদিন যালিম নিজ হস্তদ্বয় চিবিয়ে ফেলবে (৫২), বলবে, 'হায়, কোন প্রকারে আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম (৫৩)।	وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا (٢٧)
২৮: হায়, দুর্ভোগ আমার! হায়, কোনমতে আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!	يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا (٢٨)
২৯: নিশ্চয় সে আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আমার নিকট থেকে আগত উপদেশ থেকে (৫৪)।' এবং শয়তান মানুষকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় (৫৫)।	لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا (٢٩)
৩০: এবং রসূল আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এ ক্বোরআনকে পরিত্যাজ্যরূপে স্থির করে নিয়েছে (৫৬)।'	وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (٣٠)
৩১: এবং এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য শত্রু করে দিয়েছিলাম অপরাধী লোকদেরকে (৫৭) এবং আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট পথ-প্রদর্শন ও সাহায্য দানের জন্য।	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا (٣١)
৩২: এবং কাফিরগণ বললো, 'ক্বোরআন তাঁর উপর একবারে কেন অবতারণ করা হলো না (৫৮)?' আমি এভাবেই ক্রমশঃ সেটা অবতীর্ণ করেছি, এ জন্য যে, তা'দ্বারা আপনার হৃদয়কে মজবুত করবো (৫৯) এবং আমি সেটাকে থেমে	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا (٣٢)

তাছাড়া, এ উপকারও রয়েছে যে, সেটা হিফয (কণ্ঠস্থ) করা সহজসাধ্য হয়।

টীকা-৬০ঃ হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মুখে অল্প অল্প করে বিশ অথবা তেইশ বৎসরকালে, অথবা অর্থ এ যে, 'আমি আয়াতের পর আয়াত ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছি।' কেউ কেউ বলেছেন, "আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে তিলাওয়াত করার মধ্যে থেমে থেমে প্রশান্ত চিত্তে পাঠ করার এবং ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াতের নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا অর্থাৎ "ক্বোরআন শরীফকে সেটার তিলাওয়াতের নিয়মাবলীর প্রতি খুব লক্ষ্য রেখে পাঠ করো।"

টীকা-৬১ঃ অর্থাৎ মুশরিকগণ আপনার দ্বীনের বিরুদ্ধে অথবা আপনার নাবূয়্যাতের মধ্যে কলঙ্ক সৃষ্টিকারী কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেনা।

টীকা-৬২ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মানুষ ক্বিয়ামতের দিন তিনভাবে উত্থিত হবে- একদল আরোহিত অবস্থায়, একদল পদব্রজে এবং একদল মুখমন্ডলের উপর ভর করে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে। আরয করা হলো, "হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তারা মুখমন্ডলের উপর ভর করে কীভাবে চলবে?" ইরশাদ ফরমান, "যিনি পায়ের উপর ভর করা অবস্থায় চলাফেরা করিয়েছেন, তিনিই মুখমন্ডলের উপর ভর করা অবস্থায় চলাবেন।"

বাংলা	আরবি
থেমে পাঠ করেছি (৬০)। **৩৩:** এবং তারা কোন উপমা আপনার নিকট আনবেনা (৬১), কিন্তু আমি সত্য ও তদপেক্ষা উত্তম বিবরণ নিয়ে আসবো।	وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾
রুকূ'-৪	
৩৪: ঐসব লোক যাদেরকে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের ঠিকানা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট (৬২) এবং তারা হচ্ছে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।	اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾
৩৫: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি এবং তার ভাই হারূনকে উযীর করেছি,	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾
৩৬: অতঃপর আমি বলেছি, 'তোমরা দু'জন যাও ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে (৬৩)।' অতঃপর আমি তাদেরকে বিধ্বস্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছি।	فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾
৩৭: এবং নূহের সম্প্রদায়কে (৬৪), যখন তারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (৬৫), আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করেছি এবং ঐসব লোকের জন্য নিদর্শন করেছি (৬৬), এবং আমি যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾
৩৮: এবং 'আদ, সা'মূদ (৬৭) ও 'কূপ-বাসীদেরকে (৬৮) এবং তাদের মধ্যবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কে (৬৯)।	وَّعَادًا وَّثَمُوْدَاۡ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾

টীকা-৬৩ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উন- সম্প্রদায়ের প্রতি, সুতরাং ঐ হযরতদ্বয় তাদের প্রতি গেলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ এর ভয় দেখালেন ও আপন রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগারা তাঁদেরকে অস্বীকার করলো।

টীকা-৬৪ঃ -ও ধ্বংস করে দিয়েছি।

টীকা-৬৫ঃ অর্থাৎ হযরত নূহ, হযরত ইদরীস এবং হযরত শীস (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে। অথবা কথা এ যে, এক রসূলকে অস্বীকার করা সমস্ত রসূলকে অস্বীকার করার শামিল। সুতরাং যখন তারা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অস্বীকার করলো, তখন তারা সমস্ত রসূলকেই অস্বীকার করলো।

টীকা-৬৬ঃ যাতে পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত মূলক শিক্ষা হয়।

টীকা-৬৭ঃ এবং 'আদ' হচ্ছে হযরত হুদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়। আর 'সামূদ' হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় দু'টিকেও ধ্বংস করেছি।

টীকা-৬৮ঃ এরা হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায় ছিলো, যারা মূর্তিপূজা করতো। আল্লাহ তাআ'লা তাদের প্রতি হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো, হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অস্বীকার করলো এবং তাঁকে কষ্ট দিলো। আর ঐসব লোকের ঘরগুলো কূপের আশেপাশেই ছিলো। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আর সমস্ত সম্প্রদায় আপন বাসস্থানগুলোসহ উক্ত কূপ সহকারে ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বসে গেলো। এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে।

টীকা-৬৯ঃ অর্থাৎ 'আদ, সামূদ এবং কূপবাসীদের অন্তর্বর্তীকালে আরো বহু সম্প্রদায় ছিলো। তাদেরকেও নাবীগণকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তাআ'লা ধ্বংস করেছেন।

টীকা-৭০ঃ এবং প্রমাণসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছি এবং তাদের মধ্যে কাউকেও পূর্বে সতর্ক করা ব্যতীত ধ্বংস করিনি,
টীকা-৭১ঃ অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরকালে বারংবার
টীকা-৭২ঃ ঐ জনপদ দ্বারা 'সাদ্দূম' বুঝানো হয়েছে, যা লূত সম্প্রদায়ের পাঁচটা বস্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বস্তি ছিলো। তন্মধ্যে, সর্বাপেক্ষা ছোট বস্তির লোকেরাই ঐ অপকর্মে লিপ্ত হয়নি যে কাজে অপর চারটা বস্তির বাসিন্দারাই লিপ্ত হয়েছিলো। এ কারণে, এরা (ছোট বস্তির বাসিন্দারা) রক্ষা পেয়েছে আর অপর চার বস্তির লোকদেরকে তাদের অপকর্মের কারণে আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।
টীকা-৭৩ঃ যার ফলশ্রুতিতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং ঈমান আনতো।
টীকা-৭৪ঃ অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার বিষয়টাকে স্বীকার করতো না, যাতে আখিরাতের সাওয়াব ও শাস্তির তারা তোয়াক্কা করতো।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿۳۹﴾

৩৯: এবং আমি সবার জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি (৭০), এবং সবাইকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿۴۰﴾

৪০: এবং নিশ্চয় এরা (৭১) অতিক্রম করে এসেছে এমন জন পদের যার উপর অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো (৭২), তবে কি তারা সেটা দেখতো না (৭৩)? বরং তাদের মধ্যে জীবিত হয়ে উত্থিত হবার আশা ছিলোই না (৭৪)।

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿۴۱﴾

৪১: এবং যখন তারা আপনাকে দেখে তখন আপনাকে স্থির করেনা, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র (৭৫)- 'ইনিই কি তিনি, যাঁকে আল্লাহ রসূল করে প্রেরণ করেছেন?'

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْ لَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۲﴾

৪২: এরই উপক্রম ছিলো যে, তিনি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন, যদি আমরা সেগুলোর উপর অটল না থাকতাম (৭৬), এবং তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যেদি শাস্তি দেখবে (৭৭) যে, কে পথভ্রষ্ট ছিলো (৭৮)।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿۴۳﴾

৪৩: আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে আপন কামনা-বাসনাকেই আপন খোদা স্থির করে নিয়েছে (৭৯)? তবুও কি আপনি তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবেন (৮০)?

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۴﴾

৪৪: অথবা একথা মনে করছেন যে, তাদের মধ্যে অনেকে কিছু শুনে কিংবা বুঝে (৮১)? তারা তো নয়, কিন্তু যেমন চতুষ্পদ পশু, বরং সেগুলোর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট (৮২)।

টীকা-৭৫ঃ এবং বলে
টীকা-৭৬ঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দাওয়াত (ইসলামের প্রতি আহ্বান) ও তাঁর মু'জিযাসমূহ প্রকাশ করা কাফিরদের মধ্যে এতই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো এবং সত্য ধর্মকেও এতই সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলো যে, খোদ কাফিরগণ এ কথা স্বীকার করেছিলো যে, 'যদি তারা তাদের হঠকারিতার উপর অবিচলিত না থাকতো, তবে এ কথার খুব সম্ভাবনা ছিলো যে, তারা মূর্তিপূজা বর্জন করতো এবং দ্বীন-ই-ইসলাম গ্রহণ করতো।' অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের সত্যতা তাদের নিকট খুবই স্পষ্ট হয়েছিলো এবং সর্ব প্রকার সন্দেহই দূরীভূত করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা ও জেদের কারণে বঞ্চিত থেকে গেলো।
টীকা-৭৭ঃ পরকালে
টীকা-৭৮ঃ এটা এরই জবাব যে, কাফিরগণ বলেছিলো, "এরই উপক্রম ছিলো যে, তিনি আমাদেরকে আমাদের খোদাগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন।" এখানে বলা হয়েছে যে, পথভ্রষ্ট হয়েছো তোমরা নিজেরাই। আখিরাতে একথা তোমাদের ভালভাবে জানা হয়ে যাবে। আর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি 'পথভ্রষ্ট করা'র সম্বন্ধ রচনা করা নিতান্তই অমূলক।
টীকা-৭৯ঃ এবং স্বীয় নাফসের কুপ্রবিত্ত বা কামনা-বাসনারই উপাসনা করতে থাকে, সেটারই অনুগত হয়ে বসেছে। তারা 'হিদায়াত' কীভাবে গ্রহণ করবে? বর্ণিত হয় যে, অন্ধকার যুগের লোকেরা একটা পাথরের পূজা করতো। আর যখন এর চেয়েও অন্য কোন ভাল পাথর দৃষ্টিগোচর হতো, তখন পূর্ববর্তী পাথরটা ফেলে দিতো এবং অপর পাথরটার পূজা আরম্ভ করতো।
টীকা-৮০ঃ যে, তার মনের কুপ্রবৃত্তি-পূজাকে রুখে দেবেন?
টীকা-৮১ঃ অর্থাৎ তারা তাদের জঘন্য একগুঁয়েমির কারণে না আপনার বাণী শ্রবণ করছে, না সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি অনুধাবন করছে, বরং বধির ও অবুঝ সেজে বসেছে।
টীকা-৮২ঃ কেননা, চতুষ্পদ পশুও আপন প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে আর যে তাকে খেতে দেয় তার অনুগত হয়ে থাকে, অনুগ্রহকারীকে

চিনে, কষ্টদাতাকে ভয় করে, উপকারীকে তালাশ করে, অপকারী থেকে বেঁচে থাকে এবং চারণভূমির রাস্তাগুলো চিনে। কিন্তু এ কাফিরগণ এগুলোর চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা না প্রতিপালকের আনুগত্য করে, না তাঁর অনুগ্রহ চিনতে পারে, না শয়তানের মতো মহা শত্রুর অনিষ্ট বুঝতে পারে, না সাওয়াবের মতো মহা উপকারী বস্তুর অনুসন্ধান করে, না শাস্তির মতো ক্ষতিকর ও ধ্বংসকারী বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

টীকা-৮৩ঃ যে, তাঁর সৃষ্টিকৌশল ও ক্ষমতা কতই আশ্চর্যজনক।

৪৫: হে মাহবুব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। আপনি কি আপন প্রতিপালককে দেখেন নি (৮৩), তিনি কিভাবে সম্প্রসারিত করেন ছায়াকে (৮৪)? এবং তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে সেটাকে স্থির করে দিতেন (৮৫), অতঃপর আমি সূর্যকে সেটার উপর দলীল করেছি,

৪৬: অতঃপর আমি ধীরে ধীরে সেটাকে নিজের দিকে গুটিয়ে নিয়েছি (৮৬)।

৪৭: এবং তিনিই হন, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য পর্দা করেছেন, নিদ্রাকে আরাম এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত হবার জন্য (৮৭)।

৪৮: এবং তিনিই হন, যিনি বায়ু প্রেরণ করেছেন আপন অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে (৮৮), এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছি, যা পবিত্রকারী,

৪৯: যাতে আমি তা'দ্বারা জীবিত করি কোন মৃত শহরকে (৮৯) এবং তা পান করতে দিই স্বীয় সৃষ্টিকৃত বহু চতুষ্পদ জন্তু ও মানুষকে।

৫০: এবং নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণের পালা রেখেছি (৯০), যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে (৯১), অতঃপর অনেক লোক মানেনি, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৫১: এবং আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী প্রেরণ করতাম (৯২)।

৫২: সুতরাং তুমি কাফিরদের কথা মান্য করোনা এবং এ ক্বোরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো- বড় জিহাদ।

৫৩: এবং তিনিই হন, যিনি দু'টি সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন- এটা মিষ্ট, অতীব মধুর এবং এটা লোনা, অতীব তিক্ত, এবং উভয়ের মধ্যখানে এক অন্তরায় রেখেছেন এবং এক বাধা-প্রদানের অন্তরাল (৯৩)।

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾

টীকা-৮৪ঃ 'সোবহে সাদিক' উদিত হবার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। যেহেতু এ সময়টার মধ্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে শুধু ছায়াই ছায়া থাকে, না রোদ থাকে, না থাকে অন্ধকার।

টীকা-৮৫ঃ সূর্যোদয় হওয়া সত্ত্বেও তা দূরীভূত হতোনা।

টীকা-৮৬ঃ যেহেতু, সূর্যোদয়ের পর সূর্য যতই উপরের দিকে উঠতে থাকে ছায়া ততই গুটাতে আরম্ভ করে।

টীকা-৮৭ঃ যে, তাতে জীবিকা তালাশ করো এবং কার্যাদিতে রত হও। যেমন, হযরত লোকমান আপন সন্তানের উদ্দেশ্যে বলেন, "যেমনি ভাবে শয়ন করছো অতঃপর উঠছো, তেমনি মৃত্যুবরণ করবে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় (জীবিত হয়ে) উঠবে।"

টীকা-৮৮ঃ এখানে 'রহমত' মানে 'বৃষ্টি'।

টীকা-৮৯ঃ যেখানকার ভূ-খন্ড শুষ্ক হয়ে প্রাণহীন হয়ে গেছে।

টীকা-৯০ঃ যে, কখনো কোনো এক শহরে বৃষ্টি হয়, কখনো আবার অন্য শহরে হয়। কখনো কোথাও অধিক বারিপাত হয়, কখনো আবার অন্য ধরনের হয়- খোদায়ী প্রজ্ঞার চাহিদানুসারে,
এক হাদীসে বর্ণিত হয় যে, আসমান থেকে রাত ও দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা সেটাকে যেই ভূ-খণ্ডের দিকে চান ফিরিয়ে থাকেন এবং যে জমিনকেই ইচ্ছা করেন জলসিক্ত করেন।

টীকা-৯১ঃ এবং আল্লাহ তাআ'লা এর ক্ষমতা ও অনুগ্রহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করে।

টীকা-৯২ঃ এবং আপনার উপর থেকে সতর্কীকরণের দায়িত্বভার হালকা করে দিতাম। কিন্তু আমি সমস্ত বস্তিকেই সতর্ক করার দায়িত্বভার আপনার উপরই অর্পণ করেছি, যাতে আপনি সমগ্র জাহানের রসূল হয়ে সমস্ত রসূলের বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারক হন এবং নাবুয়্যাতের ধারা আপনার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যেন আপনার পরে কোন নাবী না হয়।

টীকা-৯৩ঃ যাতে না মিষ্ট লোনা হয়, না লোনা মিষ্ট হয়, না কোনটা অন্যটার স্বাদ বদলাতে পারে। যেমন,'দিজলা' (টাইগ্রিস) নদীর পানি লবণাক্ত সাগরের ভিতর বহু মাইল পর্যন্ত চলে যায়, কিন্তু তার স্বাদে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনা। কি আশ্চর্য শান আল্লাহ এর।

টীকা-৯৪ঃ অর্থাৎ বীর্য থেকে

টীকা-৯৫ঃ যাতে বংশীয় ধারা চলতে থাকে,

টীকা-৯৬ঃ যে, তিনি এক বীর্য থেকে দু'ধরনের মানুষ সৃষ্টি করেছেন- পুরুষ ও নারী। তবুও কাফিরদের এ অবস্থা যে, এর উপর ঈমান আনেনা।

টীকা-৯৭ঃ অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকে,

টীকা-৯৮ঃ প্রতিমার পূজা করা শয়তানকে সাহায্য প্রদানের নামান্তর

টীকা-৯৯ঃ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের

৫৪: এবং তিনিই হন, যিনি পানি থেকে (৯৪) সৃষ্টি করেছেন, মানুষ, অতঃপর তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন (৯৫), এবং আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান (৯৬)।	وَهُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ مِنَ الۡمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهۡرًا ؕ وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِیۡرًا ﴿۵۴﴾
৫৫: এবং আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুরই তারা পূজা করে (৯৭), যা তাদের ভালমন্দ কিছুই করেনা, এবং কাফির আপন প্রতিপালকের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য দেয় (৯৮)।	وَ یَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنۡفَعُهُمۡ وَ لَا یَضُرُّهُمۡ ؕ وَ كَانَ الۡكَافِرُ عَلٰی رَبِّهٖ ظَهِیۡرًا ﴿۵۵﴾
৫৬: এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু (৯৯) সুসংবাদদাতা (১০০) এবং সতর্ককারী করে।	وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِیۡرًا ﴿۵۶﴾
৫৭: আপনি বলুন, 'আমি এ- (১০১)-র জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক (১০২)।'	قُلۡ مَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ اِلَّا مَنۡ شَآءَ اَنۡ یَّتَّخِذَ اِلٰی رَبِّهٖ سَبِیۡلًا ﴿۵۷﴾
৫৮: এবং আপনি নির্ভর করুন ঐ চিরজীবি সত্তার উপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না (১০৩) এবং তাঁরই প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন (১০৪) এবং তিনিই যথেষ্ট আপন বান্দাদের পাপসমূহ সম্পর্কে অবহিত (১০৫),	وَ تَوَكَّلۡ عَلَی الۡحَیِّ الَّذِیۡ لَا یَمُوۡتُ وَ سَبِّحۡ بِحَمۡدِهٖ ؕ وَ كَفٰی بِهٖ بِذُنُوۡبِ عِبَادِهٖ خَبِیۡرًا ﴿۵۸﴾
৫৯: যিনি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন (১০৬), অতঃপর আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন (সমাসীন হন-যেভাবে তাঁর জন্য শোভা পায়) (১০৭), তিনি বড়ই দয়াবান, সুতরাং কোন অবগতজনকে তাঁর প্রশংসা জিজ্ঞাসা করো (১০৮)।	الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ۚۛ اَلرَّحۡمٰنُ فَسۡـَٔلۡ بِهٖ خَبِیۡرًا ﴿۵۹﴾

টীকা-১০০ঃ কুফর ও অবাধ্যতার প্রতিফল স্বরূপ জাহান্নামের শাস্তির

টীকা-১০১ঃ ইসলামের বাণী প্রচার ও উপদেশ দান করা

টীকা-১০২ঃ এবং আল্লাহ এর নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করুক। অর্থ এ যে, ঈমানদারদের ঈমান আনা এবং তাঁদের আল্লাহ এর ইবাদতে মশগুল হওয়াই হচ্ছে আমার প্রতিদান ও বিনিময়। কেননা, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা আমাকে এর প্রতিদান দেবেন। এ কারণে, উম্মতের নেককার ব্যক্তিবর্গের ঈমান ও তাঁদের সৎকর্মসমূহের সাওয়াব তাঁরাও পেয়ে থাকেন। আর তাঁদের নাবীগণও পান, যাদের হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা এ মর্যাদায় পৌঁছেছেন।

টীকা-১০৩ঃ তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত। কেননা, মৃত্যুবরণকারীদের উপর ভরসা করা বিবেকবানদের কাজ নয়।

টীকা-১০৪ঃ তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করো, তাঁর আনুগত্য ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১০৫ঃ না তাঁর নিকট কারো পাপ গোপন থাকে, না কেউ তাঁর পাকড়াও থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-১০৬ঃ অর্থাৎ এতোটুকু পরিমাণে, কেননা, রাত ও দিন এবং সূর্য তো ছিলোই না। আর এ পরিমাণ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করা আপন সৃষ্টিকে আস্তে আস্তে ও স্থির চিত্তে কার্যসম্পাদনের শিক্ষা দানের জন্যই ছিলো। নতুবা তিনি একটা মাত্র মুহূর্তেই সবকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম।

টীকা-১০৭ঃ 'সালাফ' (ইসলামের প্রাথমিক তিনশ শতাব্দীর ইমামগণ)-এর অনুসৃত পথ হচ্ছে এই- তাঁরা বলেন, "ইস্তাওয়া" (اِسۡتَوٰی) এবং এ ধরনের যেসব শব্দ ইরশাদ হয়েছে, সেগুলোর উপর আমরা ঈমান রাখি এবং সেগুলোর প্রকৃতি জানার জন্য অগ্রসর হইনা। সে সম্পর্কে আল্লাহই জানেন।" কোন কোন তাফসীরকারক 'ইস্তাওয়া'-কে 'উন্নত ও উচ্চ মর্যাদা'-এর অর্থে নিয়ে থাকেন। কেউ কেউ 'সর্বাপেক্ষা উপরে'- এর অর্থে (নিয়ে থাকেন)। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যাটাই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও মজবুত।

টীকা-১০৮ঃ এতে মানবজাতিকে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে যেন তারা 'পরম দয়ালু' যাতের গুণাবলী সম্পর্কে, খোদার যাত ও গুণাবলীর পরিচয়সম্পন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে।

টীকা-১০৯ঃ যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) মুশরিকদেরকে বলবেন,

টীকা-১১০ঃ এতে তাদের উদ্দেশ্য এ যে, কে পরম দয়ালু তারা তা জানেনা, বস্তুতঃ এটা ভিত্তিহীন। এ কথা তারা একগুঁয়েমী করে বলেছিলো। কেননা, আরবী অভিধানের পন্ডিত মাত্রই এ কথা ভালভাবে জানেন যে, (رَحْمٰن) (রাহমান) শব্দের অর্থ 'পরম দয়াবান'। আর এটা আল্লাহ তাআ'লা এরই গুণবাচক নাম।

টীকা-১১১ঃ অর্থাৎ সাজদার নির্দেশ তাদের জন্য ঈমান থেকে আরো অধিক দূরত্বের কারণ হয়েছে।

টীকা-১১২ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, بروج (কক্ষপথ) দ্বারা প্রদক্ষিণকারী ঐ সপ্ত নক্ষত্রের 'মানযিল' (তিথি) সমূহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংখ্যা বারোটিঃ ১) মেষ, (২), বৃষ, (৩) মিথুন, (৪), কর্কট, (৫) সিংহ, (৬) কন্যা, (৭) তুলা, (৮) বৃশ্চিক, (৯) ধনু, (১০) মকর, (১১) কুম্ভ এবং (১২) মীন।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ (٦٠)

৬০: এবং যখন তাদেরকে বলা হয় (১০৯), 'পরম দয়াবানকে সাজদা করো।' তখন তারা বলে 'পরম দয়াবান কি? আমরা কি সাজদা করে নেবো যাকেই আপনি সাজদা করতে বলেন?' (১১০) এবং এ নির্দেশ তাদের বিমুখতাকে আরো বৃদ্ধি করেছে (১১১)। (সাজদাহ-৭)

রুকূ'-৬

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا (٦١)

৬১: বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি আসমানে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছেন (১১২) এবং সেগুলোর মধ্যে প্রদীপ স্থাপন করেছেন (১১৩) আর জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا (٦٢)

৬২: এবং তিনিই হন, যিনি রাত ও দিনের পরিবর্তন রেখেছেন (১১৪), তারই জন্য, যে মনোযোগ দিতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (٦٣)

৬৩: এবং পরম দয়াবানের ঐ বান্দাগণ, যারা ভূ-পৃষ্ঠেথীর গতিতে চলাফেরা করে (১১৫) এবং যখন অজ্ঞব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে (১১৬) তখন বলে, 'ব্যাস সালাম (১১৭)।'

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (٦٤)

৬৪: এবং ঐসব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন প্রতিপালকের জন্য সাজদা ও ক্বিয়ামের মধ্যে (১১৮)।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

৬৫: এবং ঐসব লোক, যারা আরয করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দিক থেকে

টীকা-১১৩ঃ এখানে 'প্রদীপ' দ্বারা 'সূর্য' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১৪ঃ অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটা একটার পর অপরটা আসে এবং সেটার স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং যার কোন 'কর্ম রাত কিংবা দিন কোনটাতেই 'কাযা' হয়ে যায়, তবে তা সে অপরটায় সম্পন্ন করতে পারে। অনুরূপ, বলেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এবং রাত ও দিন একটা অপরটার পর আসা এবং স্থলাভিষিক্ত হওয়া আল্লাহ তাআ'লা এর ক্বুদরত ও প্রজ্ঞারই প্রমাণ।

টীকা-১১৫ঃ প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে বিনীত অবস্থার সাথে, না অহংকার সুলভ উপায়ে জুতা দ্বারা খট্‌ খট্‌ শব্দ করে, না সজোরে পদাঘাত করে, না অহংকার করে কারণ, সেগুলো অহংকারীদেরই কাজ। শারীয়াত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

টীকা-১১৬ঃ এবং কোন অশোভন শব্দ অথবা অনর্থক কিংবা শিষ্টাচার ও সভ্যতার পরিপন্থী কথা বলে,

টীকা-১১৭ঃ এটা হচ্ছে পরস্পর বিচ্ছিন্নতার 'সালাম'। অর্থাৎ মূর্খ লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকেন। অথবা অর্থ এ যে, এমন কথা বলেন, যা শুদ্ধ হয় এবং এর মধ্যে উৎপীড়ন ও পাপ থেকে নিরাপদ থাকেন। হযরত হাসান বসরী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন, "এ তো ঐসব বান্দার দিবাকালীন অবস্থা। আর তাঁদের রাত্রিকালীন অবস্থার বর্ণনা সামনে আসছে।" অর্থ এ যে, তাঁদের সামাজিক জীবন এবং সৃষ্টির সাথে মেলামেশা এমন পবিত্র। আর তাঁদের একাকী জীবন ও আল্লাহ এর সাথে সম্পর্কের অবস্থা হচ্ছে এই, যা সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে-

টীকা-১১৮ঃ অর্থাৎ নামায ও ইবাদতের মধ্যে রাত্রি জাগরণ করে থাকেন এবং রাত আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অতিবাহিত করেন। আর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা আপন অনুগ্রহে অল্প ইবাদতকারীদেরকেও রাত্রি জাগরণের সাওয়াব দান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, যে কেউ ই'শার নামাযের পর দু'রাকআ'ত অথবা অধিক নফল নামায আদায় করে সে রাত্রি জাগরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম শরীফে হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, যে কেউ ই'শার নামায জামাআ'ত সহকারে আদায় করেছে সে অর্ধরাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করার সাওয়াব লাভ করেছে এবং যে ফজরের নামাযও জামাআ'ত সহকারে সম্পন্ন করেছে সে সারা রাত্রি ইবাদতকারীর মতোই।

টীকা-১১৯ঃ অর্থাৎ অনিবার্য, পৃথক হবার নয়। এ আয়াতে ঐসব বান্দার রাত্রি জাগরণ এবং ইবাদতের কথা উল্লেখ করার পর তাঁদের এই দুআ' প্রার্থনার বিবরণ দিয়েছেন। এতে এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তাঁরা অধিক ইবাদত করা সত্ত্বেও অন্তরে আল্লাহ তাআ'লা এর ভয় রাখেন এবং তাঁরই দরবারে সবিনয় কান্নাকাটি করেন।

টীকা-১২০ঃ 'اسراف' (অপব্যয়) বলা হয় পাপকার্যাদিতে ব্যয় করাকে। জনৈক বুযুর্গ বললেন, "অপব্যয়ে কোন মঙ্গল নেই।" অপর বুযুর্গ বলেন, "সৎকর্মে অপব্যয়ই নেই।" আর 'কার্পণ্য করা' হচ্ছে এ যে, আল্লাহ তাআ'লা এর নির্ধারিত প্রাপ্যগুলো সম্পাদন করার মধ্যে হ্রাস করা। এটাই হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো প্রাপ্যে বাধা দিয়েছে, সে 'কার্পণ্য' করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায় পথে ব্যয় করেছে সেই 'অপব্যয়' করেছে। এখানে ঐসব বান্দার ব্যয়ের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাঁরা অপব্যয় ও কার্পণ্য করার মধ্যে উভয় প্রকারের ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকেন।

টীকা-১২১ঃ আ'বদুল মালিক ইবনে মারোয়ান হযরত ওমর ইবনে আ'বদুল আযীয (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে তাঁর কন্যার বিবাহের সময়কার ব্যয়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত ওমর ইবনে আ'বদুল আযীয (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, "সৎকর্ম হচ্ছে- দুটি মন্দকর্মের মাঝখানে।" এর অর্থ হচ্ছে এ যে, ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাও সৎকর্মের শামিল। আর তা হচ্ছে- অপব্যয় ও কার্পণ্যের মাঝামাঝি, কারণ, উভয়টিই হচ্ছে- মন্দ কাজের শামিল। এ থেকে আ'বদুল মালিক বুঝতে পারলেন যে, তিনি এ আয়াতেরই বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

তাফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে যে সব হযরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবা, যাঁরা না আনন্দ উপভোগের জন্য আহার করতেন, না সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রদর্শনের জন্য পরিধান করতেন। ক্ষুধা নিবারণ, সতর ঢাকা এবং শীত ও গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া- এটুকুই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো।

টীকা-১২২ঃ শির্ক থেকে পবিত্র ও অসন্তুষ্ট

টীকা-১২৩ঃ এবং তাকে খুন করা বৈধ করেন নি। যেমন মু'মিন ও চুক্তিবদ্ধ, তাকে

টীকা-১২৪ঃ এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে ঐসব কবীরাহ গুণাহ্ এর সম্পর্ক না থাকার কথা ঘোষণা করার মধ্যে ঐসব কাফিরেরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা ঐসব অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে।

টীকা-১২৫ঃ অর্থাৎ তারা শির্কের শাস্তিতে লিপ্ত হবে এবং ঐসব অপকর্মের শাস্তিকে এ শাস্তির উপর বর্ধিত করা হবে।

টীকা-১২৬ঃ শির্ক ও কাবীরাহ্ গুণাহসমূহ থেকে,

টীকা-১২৭ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর

টীকা-১২৮ঃ অর্থাৎ তাওবার পর সৎকর্ম অবলম্বন করে।

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

ফিরিয়ে দিন জাহান্নামের শাস্তিকে, নিশ্চয় সেটার শাস্তি হচ্ছে গলার শৃঙ্খল (১১৯)।'

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬: নিশ্চয় সেটা অতি নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭: এবং ঐসব লোক যে, তারা যখন ব্যয় করে তখন না সীমাতিক্রম করে এবং না কার্পণ্য করে (১২০) এবং সেই দু'টির মাঝখানে মধ্যপন্থায় থাকে (১২১)।

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮: এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ এর সাথে অন্য কোন উপাস্যের পূজা করেনা (১২২) এবং ঐ প্রাণকে, যার রক্তপাত আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন (১২৩), অন্যায়ভাবে হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা (১২৪), এবং যে এ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে।

يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৬৯: বর্দ্ধিত করা হবে তার উপর শাস্তিকে ক্বিয়ামতের দিনে (১২৫) এবং স্থায়ীভাবে সেটার মধ্যে লাঞ্ছনার সাথে থাকবে,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

৭০: কিন্তু যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে (১২৬) এবং ঈমান আনবে (১২৭) আর সৎকাজ করবে (১২৮), তবে এমন লোকদের মন্দকাজগুলোকে আল্লাহ সৎকর্মসমূহে পরিবর্তিত করে দেবেন (১২৯), এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭১: এবং যে তাওবাহ করেছে ও সৎকাজ করেছে, তবে সে আল্লাহ এর দিকেই তেমনিভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে যেমনভাবে করা উচিৎ ছিলো।

টীকা-১২৯ঃ অর্থাৎ অসৎকর্ম করার পর সৎকর্মের তৌফিক দিয়ে, অথবা এ অর্থ যে, পাপাচারসমূকে তাওবাহ দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এবং সেগুলোর স্থলে ঈমান ও ইবাদত ইত্যাদি সৎকার্যাদি লিপিবদ্ধ করে দেবেন। (মাদারিক)

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, “ক্বিয়ামত-দিবসে এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ এর নির্দেশে তার ছোটখাটো গুনাহ একেকটা করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। আর সেও তা স্বীকার করতে থাকবে এবং সে তার বড় গুনাহগুলোও পেশ করা হবে কিনা সেই ভয়ে আতঙ্কিত থাকবে। এরপর বলা হবে, “প্রত্যেক অপকর্ম ক্ষমা করে সেটার পরিবর্তে সৎকর্মের সাওয়াব দান করা হলো।” এটা বর্ণনা করার সময় বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআ'লা এর করুণা ও তাঁর দয়ার অবস্থা দেখে আনন্দিত হলেন এবং পবিত্রতম চেহারার উপর খুশীতে মুচকি হাসির চিহ্ন উদ্ভাসিত হলো।

টীকা-১৩০ঃ এবং মিথ্যুকদের মজলিস থেকে পৃথক থাকে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করেনা,

সূরাঃ ২৫ ফুরক্বান	৬৬৫	মানযিল-৪	পারাঃ ১৯

৭২: এবং যেসব লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না (১৩০), এবং যখন অনর্থক কার্যকলাপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা স্বীয় সম্মানকে রক্ষা করেই অতিক্রম করে (১৩১)।	وَ الَّذِيۡنَ لَا يَشۡهَدُوۡنَ الزُّوۡرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوۡا بِاللَّغۡوِ مَرُّوۡا كِرَامًا (٧٢)
৭৩: এবং ঐসব লোক যারা এমনি যে, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সেগুলোর উপর (১৩২) বধির-অন্ধ হয়ে পতিত হয়না (১৩৩)।	وَ الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِّرُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّوۡا عَلَيۡهَا صُمًّا وَّ عُمۡيَانًا (٧٣)
৭৪: এবং যারা আরয করে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো- আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে চক্ষুসমূহের শান্তি (১৩৪) এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ করুন (১৩৫)।	وَ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا (٧٤)
৭৫: তারা জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাসাদ পুরস্কারস্বরূপ লাভ করবে- প্রতিদান স্বরূপ তাদের ধৈর্যের এবং সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে (১৩৬)।	اُولٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ الۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُوۡا وَ يُلَقَّوۡنَ فِيۡهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا (٧٥)
৭৬: তারা সেটার মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে। কতই উৎকৃষ্ট অবস্থান ও বসবাসের স্থান!	خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرًّا وَّ مُقَامًا (٧٦)
৭৭: আপনি বলুন (১৩৭), ‘তোমাদের কোন মর্যাদা নেই আমার প্রতিপালকের নিকট যদি তোমরা তাঁর ইবাদত না করো, অতঃপর তোমরা তো অস্বীকার করেছিলে (১৩৮) সুতরাং অবিলম্বে ঐ শাস্তি হবে যা জড়িয়ে থাকবে- (১৩৯)।’*	قُلۡ مَا يَعۡبَؤُا بِكُمۡ رَبِّيۡ لَوۡ لَا دُعَآؤُكُمۡ ۚ فَقَدۡ كَذَّبۡتُمۡ فَسَوۡفَ يَكُوۡنُ لِزَامًا (٧٧)

টীকা-১৩১ঃ এবং নিজেকে খেলাধুলা ও অনর্থক কার্যকলাপে জড়িত করেনা, বরং এমন সব মজলিস থেকে বিমুখ থাকে।

টীকা-১৩২ঃ অসাবধানতাবশতঃ

টীকা-১৩৩ঃ যে, চিন্তাভাবনা করেনা, অনুধাবন করেনা, বরং মনোযোগ সহকারে শুনে, অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা দেখে সেই নসীহত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, উপকার লাভ করে এবং ঐ আয়াতসমূহের প্রতি অনুগত বেশে ঝুঁকে পড়ে।

টীকা-১৩৪ঃ অর্থাৎ আনন্দ আহলাদ। অর্থ এ যে, আমাদেরকে স্ত্রীসমূহ ও সন্তান-সন্ততি সৎ ও খোদাভীরুই দান করুন, যাতে তাদের সৎকাজ এবং আল্লাহ ও রসুলের প্রতি তাদের আনুগত্য দেখে আমাদের চক্ষুসমূহে শান্তি লাভ হয় এবং অন্তরে খুশির সঞ্চার হয়।

টীকা-১৩৫ঃ অর্থাৎ আমাদেরকে এমন পরহেযগার এবং এমন ইবাদতকারী ও খোদাভীরু করুন, যাতে আমরা খোদাভীরুদের নেতৃত্বদানের উপযুক্ত হই এবং তারা যেন ধর্মীয় বিষয়াদিতে আমাদের অনুসরণ করে।

মাসাআলাঃ কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, “এতে এ মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হওয়া উচিত। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআ'লা আপন সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ করেন। এরপর তাঁদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

টীকা-১৩৬ঃ ফিরিশতাগণ অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করবেন, অথবা মহামহিম আল্লাহ তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবেন।

টীকা-১৩৭ঃ হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মক্কাবাসীদেরকে-

টীকা-১৩৮ঃ আমার রসূল এবং আমার কিতাবকে,

টীকা-১৩৯ঃ অর্থাৎ চিরস্থায়ী শাস্তি ও অনিবার্য ধ্বংস।

টীকা-১ঃ ‘সূরা শুআ’রা’ মাক্কী- শেষ চার আয়াত ব্যতীত, যেগুলো وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় এগারটি রুকূ’, দু’শ সাতাশটি আয়াত, এক হাজার দু’শ উনিশটি পদ এবং পাঁচ হাজার পাঁচশ চল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

শু‘আরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা শু‘আরা (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-২২৭, রুকূ’-১৯

طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾

১: ত্বা- সী-ন মী-ম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾

২: এ গুলো উজ্জ্বল কিতাবের আয়াত (২)।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳﴾

৩: হয়ত আপনি আপন প্রাণ-বিনাশী হয়ে যাবেন এ দুঃখে যে, তারা ঈমান আনেনি (৩)।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ﴿۴﴾

৪: যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে আসমান থেকে তাদের উপর কোন নিদর্শন অবতারণ করবো, যাতে তাদের উঁচু উঁচু গ্রীবাগুলো সেটার সামনে বিনত হয়ে থেকে যাবে (৪)।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿۵﴾

৫: এবং তাদের নিকট পরম দয়াময়ের নিকট থেকে কোন নতুন উপদেশ আসেনা, কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (৫)।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۶﴾

৬: অতঃপর, নিশ্চয় তারা অস্বীকার করেছে, সুতরাং এখন তাদের উপর আসবে খবরসমূহ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের (৬)।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿۷﴾

৭: তারা কি পৃথিবীর মধ্যে দেখেনি? আমি তাতে কতো সম্মানজনক জোড়া উদগত করেছি (৭)।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸﴾

৮: নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে (৮), এবং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনয়নকারী নয়।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۹﴾

৯: নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, অবশ্যই তিনি মহা সম্মানিত, দয়াময় (৯)।

রুকূ’-২

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰﴾

১০: এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে আহ্বান করলেন (বললেন), ‘যালিম লোকদের নিকট যাও।’

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ

১১: যারা ফিরআ’উনের সম্প্রদায় (১০), তারা

টীকা-২ঃ অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের, যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব হওয়াই সুস্পষ্ট এবং যা সত্যকে বাতিল থেকে পৃথক করে দেয়। এরপর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে দয়া ও করুণার সুরে সম্বোধন করা হচ্ছে-

টীকা-৩ঃ যখন মক্কাবাসীগণ ঈমান আনলো না এবং তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অস্বীকার করলো, তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট তাদের এ বঞ্চিত হওয়া বড়ই কষ্টদায়ক অনুভূত হলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ’লা এ আয়াত অবতীর্ণ করে ইরশাদ করেন যেন তিনি এরূপ দুঃখ প্রকাশ না করেন।

টীকা-৪ঃ এবং অন্য কোন অবাধ্যতা ও পাপাচার সহকারে ঘাড় উঠাতে না পারে।

টীকা-৫ঃ এবং ক্রমশঃ তাদের কুফর বর্ধিত হতে থাকে- যেই উপদেশ নসীহত প্রদান এবং যেই ওহী অবতীর্ণ হয়, তারা সেটাকে অস্বীকার করেই চলেছে।

টীকা-৬ঃ এটা একটা হুমকি ও সতর্কীকরণ। এর মধ্যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বদর-দিবসে অথবা ক্বিয়ামত-দিবসে, যখন তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে তখনই তারা বুঝতে পারবে যে, এটা ক্বোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করারই পরিণাম।

টীকা-৭ঃ অর্থাৎ নানা ধরণের উৎকৃষ্ট ও উপকারী উদ্ভিদ ও উপকারী তৃণলতাসমূহ উৎপন্ন করেছি। ইমাম শা’বী বলেছেন- মানুষও যমীনের উৎপাদিত ফসল। যে জান্নাতী সে মর্যাদাময় ও সম্মানিত, আর যে জাহান্নামী সে হতভাগ্য ও হীন।

টীকা-৮ঃ আল্লাহ তাআ’লা এর পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপর,

টীকা-৯ঃ কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং মু’মিনদের উপর দয়া করেন।

টীকা-১০ঃ যারা কুফর ও অবাধ্যতা করে নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছে এবং বানী ইস্রাঈলকে গোলাম বানিয়ে ও তাদেরকে নানা ধরণের কষ্ট দিয়ে তাদের প্রতি যুলুম করেছে। সে সম্প্রদায়ের নাম ‘ক্বিবত’। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তাদের প্রতি রসূল বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তিনি তাদেরকে তাদের অপকর্মসমূহের জন্য তিরস্কার করেন।

টীকা-১১ঃ আল্লাহকে, এবং আপন প্রাণসমূহকে আল্লাহ তাআ'লা এর উপর ঈমান এনে ও তাঁর আনুগত্য করে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না? এর জবাবে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর দরবারে-

টীকা-১২ঃ তাদের অস্বীকার করার কারণে

টীকা-১৩ঃ অর্থাৎ কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে কিছুটা কষ্টবোধ হয়, ঐ তোৎলানোর কারণে, যা তাঁর জিহ্বায় শৈশবকালে মুখের ভিতর আগুনের জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

টীকা-১৪ঃ যাতে তিনি রিসালাতের বাণী প্রচারের ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেন। যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সিরিয়ায় (শামদেশ) থাকাকালে নাবূয়্যাত দান করা হয় তখন হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) মিশরে ছিলেন।

টীকা-১৫ঃ যে, আমি একজন ক্বিবতীকে মেরেছিলাম।

কি ভয় করবে না (১১)?'

১২: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে,

১৩: এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়েছে (১২) আর আমার মুখ চলে না (১৩)। সুতরাং হারূনকেও রসূল করো (১৪)।

১৪: এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের একটা অভিযোগ আছে (১৫)। সুতরাং আমি আশংকা করছি যে, হয়ত তারা আমাকে (১৬) হত্যা করে ফেলবে।'

১৫: বললেন, 'না, এমন নয় (১৭), তোমরা উভয়ে আমার নির্দশন নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী থাকবো (১৮)।'

১৬: অতএব, তোমরা ফিরআ'উনের নিকট যাও, অতঃপর তাকে বলো, 'আমরা দু'জন তাঁরই রসূল, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জগতের-

১৭: যে, তুমি আমাদের সাথে বানী ইস্রাঈলকে ছেড়ে দাও (১৯)।'

১৮: সে বললো, 'আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে শৈশবে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের এখানে নিজ জীবনের কয়েক বছর অতিবাহিত করেছো (২০),

اَلَا يَتَّقُوْنَ (۱۱)

قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یُّكَذِّبُوْنِ (۱۲)

وَ یَضِیْقُ صَدْرِیْ وَ لَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ

فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ (۱۳)

وَ لَهُمْ عَلَیَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ

یَّقْتُلُوْنِ (۱۴)

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰیٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَكُمْ

مُّسْتَمِعُوْنَ (۱۵)

فَاْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ (۱۶)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ (۱۷)

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِیْنَا وَلِیْدًا وَّ

لَبِثْتَ فِیْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِیْنَ (۱۸)

টীকা-১৬ঃ তার পরিবর্তে

টীকা-১৭ঃ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর দরখাস্ত মঞ্জুর করে হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) কেও নাবী করে দিলেন এবং উভয়কে নির্দেশ দিলেন-

টীকা-১৮ঃ যা তোমরা বলো এবং যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়।

টীকা-১৯ঃ যাতে আমি তাদেরকে সিরিয়া-ভূমিতে নিয়ে যেতে পারি। ফিরআ'উন চারশ বছর পর্যন্ত বানী ইস্রাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো। তখন বানী ইস্রাঈলের সংখ্যা ছিলো ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার। আল্লাহ তাআ'লা এর এই নির্দেশ পেয়ে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) মিশরাভিমুখে রওনা হলেন। তিনি তখন পশমের জুব্বা পরিহিত ছিলেন। বারাকাতময় হাতে 'লাঠি' ছিলো। লাঠির মাথায় একটা থলে ঝুলিয়ে নিলেন, যার মধ্যে সফরের সামগ্রী ছিলো। এমন শান সহকারে তিনি মিশরে পৌঁছে স্বীয় বাসস্থানে প্রবেশ করলেন। হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) সেখানে ছিলেন। তিনি অবহিত করলেন, "আল্লাহ তাআ'লা আমাকে রসূল বানিয়ে ফিরআ'উনের প্রতি প্রেরণ করেছেন আর আপনাকেও রসূল করেছেন, যাতে ফিরআ'উনকে আল্লাহ এর প্রতি আহ্বান করুন।"

একথা শুনে তাঁর মহীয়সী মা ভয় পেয়ে গেলেন। আর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বলতে লাগলেন, "ফিরআ'উন তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার খোঁজে আছে। যখনই তুমি তার নিকট যাবে, তখন সে তোমাকে শহীদ করে ফেলবে।"

কিন্তু হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর এ কথায়ও থামলেন না। তিনি হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে সাথে নিয়ে রাত্রি বেলায়ই ফিরআ'উনের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন। দরজায় করাঘাত করলেন। বললো, "আপনি কে?" হযরত বললেন, 'আমি মূসা, বিশ্ব-প্রতিপালকের রসূল।"

ফিরআ'উনকে সংবাদ দেয়া হলো এবং সকালে তাঁদেরকে ডাকা হলো। তিনি পৌঁছতেই আল্লাহ তাআ'লা এর রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দিলেন। ফিরআ'উন তাঁকে চিনতে পারলো।

টীকা-২০ঃ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, ত্রিশ বছর যাবৎ সেই সময় হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ফিরআ'উনের প্রদত্ত পোশাক পরিধান করতেন ও তার যানবাহনগুলোতে আরোহন করতেন এবং তার সন্তানরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টীকা-২১ঃ ক্বিবতীকে হত্যা করেছো।
টীকা-২২ঃ যে, তুমি আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনি এবং আমাদের একজন লোককে হত্যা করেছো।
টীকা-২৩ঃ আমি জানতাম না যে, ঘুষি মারার ফলে ঐ লোকটা মরে যাবে। আমার সেই প্রহার তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ছিলো, হত্যা করার জন্য নয়।
টীকা-২৪ঃ যে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে এবং 'মাদয়ান' শহরে চলে গিয়েছি,
টীকা-২৫ঃ 'মাদয়ান' থেকে ফেরার সময়। হুকুম দ্বারা এখানে হয়ত 'নাবূয়্যাত' বুঝানো উদ্দেশ্য অথবা 'জ্ঞান',
টীকা-২৬ঃ অর্থাৎ তাতে তোমার কি অনুগ্রহ রয়েছে যে, তুমি আমাকে লালন-পালন করেছো, শৈশবে আমাকে রেখেছো, পানাহার করিয়েছো, পরিধানের কাপড় দিয়েছো। কেননা, তোমার নিকট আমার পৌঁছার কারণই তো এ ছিলো যে, তুমি বানী ইস্রাঈলকে গোলামে পরিণত করে রেখেছো, তাদের সন্তানদরেকে হত্যা করেছো। এটা তোমার জঘন্য অত্যাচার ও এ কথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে, আমার মাতাপিতা আমাকে লালন-পালন করতে পারেন নি। আমাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তুমি যদি এমনটি না করতে, তবে আমি আপন পিতা-মাতারই নিকট থাকতাম। এ কারণে এটা কি এ কথার উপযোগী হয়েছে যে, তার জন্য খোঁটা দিতে পারো?

ফিরআ'উন মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর উক্ত বক্তব্য শুনে 'লা-জওয়াব' হয়ে গেলো। আর সে তখন কথার সুর বদলিয়ে ফেললো এবং উক্ত প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ করলো।
টীকা-২৭ঃ তুমি নিজেকে যার রসূল বলে ঘোষণা করছো।
টীকা-২৮ঃ অর্থাৎ যদি তুমি বস্তুসমূহকে প্রমাণ সহকারে জানার যোগ্যতা রাখো তবে এসব বস্তুর সৃষ্টিই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

'ঈক্বান' (ايقان) ঐ জ্ঞানকে বলে, যা যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ জন্য আল্লাহ তাআ'লা এর শানে (مُوۡقِنۡ) (মু'ক্বিন) বলা যায়না।
টীকা-২৯ঃ তখন তার আশেপাশে তার সম্প্রদায়ের অভিজাতদের মধ্য থেকে পাঁচশ ব্যক্তি স্বর্ণালংকারাদি দ্বারা সজ্জিত সোনালী চেয়ারসমূহে উপবিষ্ট ছিলো। তাদেরকে ফিরআ'উনের এ কথা বলা- 'তোমরা কি মনোযোগ সহকারে শুনছো না?' এ অর্থে ছিলো যে, তারা যমীন ও আসমানকে 'চিরন্তন' (قديم) মনে করতো, এ গুলো 'ক্ষণস্থায়ী' হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করতো। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, যখন এসব বস্তু চিরন্তনই (قديم) তখন এগুলোর জন্য প্রতিপালকেরই প্রয়োজন কি? হযরত মূসা (আমাদের নাবীর উপর ও তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।) ঐসব বস্তু থেকে যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, যেগুলোর ক্ষণস্থায়ী হওয়া এবং যে গুলোর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।
টীকা-৩০ঃ অর্থাৎ যদি তোমরা অন্যান্য বস্তু থেকে যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করতে না পারো, তবে খোদ তোমাদের সত্তাগুলো থেকেই দলীল পেশ করা হচ্ছে। আর তোমরা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে অবহিত রয়েছো- ভূমিষ্ট হয়েছো, আপন পিতৃপুরুষগণ সম্পর্কে অবগত আছো যে, তারা বিলীন হয়ে গেছে। নিজের জন্ম থেকে এবং তাদের ধ্বংস থেকে 'স্রষ্টা' ও 'বিলুপ্তকারী' (আল্লাহ)- এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনুবাদ	আয়াত
১৯: এবং তুমি করেছো তোমার ঐ কাজ, যা তুমিই করেছো (২১) এবং তুমি অকৃজ্ঞ ছিলে (২২)।'	وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾
২০: মূসা বললেন, 'আমি ঐ কাজ করেছি যখন আমার নিকট পথের (পরিণামের) খবর ছিলো না (২৩)।	قَالَ فَعَلْتُهَاۤ اِذًا وَّ اَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ ؕ
২১: অতঃপর আমি তোমাদের এখান থেকে বের হয়ে গিয়েছি যখন তোমাদেরকে ভয় করেছি (২৪), অতঃপর আমাকে আমার প্রতিপালক হুকুম দান করেছেন (২৫) এবং আমাকে পয়গাম্বারদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।	فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾
২২: এবং এটা এমন এক অনুগ্রহ, যেটার (কথা উল্লেখ করে) তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছো, (তা হচ্ছে এই) যে, তুমি বানী ইস্রাঈলকে গোলামে পরিণত করে রেখেছো (২৬)।	وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾ ؕ
২৩: ফিরআ'উন বললো, 'এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক কি (২৭)?'	قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ ؕ
২৪: মূসা বললেন, 'প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু সেগুলোর মাঝখানে রয়েছে, যদি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে (২৮)।'	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫: আপন আশপাশের লোকজনকে বললো, 'তোমরা কি মনোযোগ সহকারে শুনছোনা (২৯)?'	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬: মূসা বললেন, 'প্রতিপালক তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী-পিতা ও পিতামহগণের (৩০)।'	قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭: বললো, 'তোমাদের এ রসূল, যিনি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, অবশ্যই বিবেকবান নয় (৩১)।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْۤ اُرْسِلَ اِلَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ (٢٧)

২৮: মূসা বললেন, 'প্রতিপালক পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাঁরই, যা কিছু সেই দু'টির মধ্যখানে রয়েছে (৩২), যদি তোমাদের বিবেক থাকে (৩৩)।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَیْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ (٢٨)

২৯: বললো, 'যদি তুমি আমি ব্যতীত অন্য কাউকে খোদা স্থির করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারারুদ্ধ করবো (৩৪)।'

قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَیْرِیْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ (٢٩)

৩০: বললেন, 'তবুও কি, যদি আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট বস্তু নিয়ে আসি (৩৫)?'

قَالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ (٣٠)

৩১: বললো, 'তাহলে নিয়ে এসো যদি সত্যবাদী হও।"

قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (٣١)

৩২: অতঃপর মূসা আপন লাঠি রাখলেন। তৎক্ষণাৎ সেটা প্রত্যক্ষ অজগর হয়ে গেলো (৩৬)।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُّبِیْنٌ (٣٢)

৩৩: এবং আপন হস্ত (৩৭) বের করলেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে ঝকমক করতে লাগলো (৩৮)।

وَّ نَزَعَ یَدَهٗ فَاِذَا هِیَ بَیْضَآءُ لِلنّٰظِرِیْنَ (٣٣)

রুকূ'-৩

৩৪: সে তার আশপাশের নেতৃবর্গকে বললো, 'নিশ্চয় ইনি সুদক্ষ যাদু কর,

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِیْمٌ (٣٤)

৩৫: তিনি চাচ্ছেন তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বে রকদ দিতে আপন যাদুর বলে, এখন তোমাদের পরামর্শ কি (৩৯)?'

یُّرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖۗ فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ (٣٥)

৩৬: তারা বললো, 'তাঁকে ও তাঁর ভাইকে রুখে রাখো এবং শহরগুলোতে সংগ্রহকারীদেরকে পাঠাও,

قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثْ فِی الْمَدَآىِٕنِ حٰشِرِیْنَ (٣٦)

৩৭: যেন তারা তোমার নিকট নিয়ে আসে প্রত্যেক বড় জ্ঞানী যাদুকরকে (৪০)।'

یَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِیْمٍ (٣٧)

টীকা-৩১ঃ ফিরআ'উন একথাটা এজন্যই বলেছিলো যে, সে নিজেকে ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করতোনা। আর যে তাকে উপাস্য বলে বিশ্বাস করতো না তাকে সে পাগল বলতো। বস্তুতঃ এ ধরণের কথাবার্তা অপারগতার মুহূর্তে মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু হযরত মুসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) হিদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের কর্তব্য পূর্ণাঙ্গতম পন্থায় সম্পন্ন করেছেন আর ফিরআ'উনের ঐ সমস্ত অনর্থক কথাবার্তা সত্ত্বেও আরো অধিক কথাবার্তার প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

টীকা-৩২ঃ কেননা, পূর্ব দিক থেকে সূর্যকে উদিত করা এবং পশ্চিম দিকে তা অস্ত যাওয়া ও বছরের ঋতু সমূহের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হিসাবের উপর চলা আর বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টি ইত্যাদির নিয়মাবলী- এসবই তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতারই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৩৩ঃ এখন ফিরআ'উন হতবুদ্ধি হয়ে গেলো এবং আল্লাহ এর কুদরতের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কোন পথ বাকী রইলোনা, আর কোনো জবাব দেয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। তখন

টীকা-৩৪ঃ ফিরআ'উনের 'কারারুদ্ধ করা' হত্যা অপেক্ষাও জঘন্যতর ছিলো। তার কারাগার সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় গভীর গর্ত ছিলো। তাতেই সে কয়েদিকে একাকী অবস্থায় নিক্ষেপ করতো। না সেখানে কোন শব্দ যেতো, না কিছু দৃষ্টিগোচর হতো।

টীকা-৩৫ঃ যা আমার রিসালাতের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হয়। তার দ্বারা 'মু'জিযা' বোঝানো হয়েছে। এর জবাবে ফিরআ'উন-

টীকা-৩৬ঃ লাঠিখানা অজগর হয়ে আসমানের দিকে এক মাইল পরিমাণ উড়লো, অতঃপর অবতরণ করে ফিরআ'উনের দিকে অগ্রসর হলো আর বলতে লাগলো, "হে মূসা। আমাকে আপনি যা চান নির্দেশ দিন।" ফিরআ'উন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বললো, "তাঁরই শপথ যিনি তোমাকে রসূল করেছেন। এটাকে ধরো।" হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) সেটাকে আপন বারাকাতময় হাতে ধরলেন। তখনই তা পূর্বের ন্যায় লাঠি হয়ে গেলো। ফিরআ'উন বলতে লাগলো, "এটা ব্যতীত অন্য কোন মু'জিযা আছে কি?" তিনি বললেন, "হাঁ।" তখন তাকে 'শুভ্রহস্ত' দেখালেন।

টীকা-৩৭ঃ বগলের নিম্ন স্থানে (گريبان) ঢুকানোর পর।

টীকা-৩৮ঃ তা থেকে সূর্যের ন্যায় আলোকরশ্মি প্রকাশ পেলো।

টীকা-৩৯ঃ কেননা, সে যুগে যাদুর বহুল প্রচলন ছিলো। এ কারণে, ফিরআ'উন মনে করলো যে, এ কথার পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে আর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা এ প্রতারণার শিকার হয়ে হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) থেকে বিমুখ হয়ে যাবে এবং তাঁর কথা গ্রহণ করবে না।

টীকা-৪০ঃ যারা যাদু বিদ্যায়, তাদের ভাষায়, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষ হয় আর সেসব লোক আপন যাদুর সাহায্যে হযরত

মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর মু'জিযাসমূহের সাথে মুকাবিলা করবে, যাতে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর জন্য কোন অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে। আর ফিরআ'উনীদের জন্যও এ কথা বলার সুযোগ হবে যে, এ কাজ যাদুর সাহায্যেও সম্পন্ন হয়ে যায়। সুতরাং তা নাবূয়্যাতের প্রমাণ নয়।

টীকা-৪১ঃ সেটা ফিরআ'উনীদের ঈদের দিন ছিলো। আর এ মুক্বাবিলার জন্য পূর্বাহ্নই নির্ধারিত হয়েছিলো।

বাংলা	আরবি
৩৮: অতঃপর একত্র করা হলো যাদুকরদেরকে একটা নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির উপর (৪১),	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۳۸﴾
৩৯: এবং লোকদেরকে বলা হলো, 'তোমরা কি সমবেত হবে (৪২)?	وَّ قِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿۳۹﴾
৪০: হয়ত আমরা ঐ যাদুকরদেরই অনুসরণ করবো যদি তারা বিজয়ী হয় (৪৩)।'	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۴۰﴾
৪১: অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসলো, তখন তারা ফিরআ'উনকে বললো, 'আমরা কি কিছু পারিশ্রমিক পাবে যদি আমরা বিজয়ী হই?'	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۴۱﴾
৪২: সে বললো, 'হাঁ, এবং তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ট হয়ে যাবে (৪৪)।'	قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۴۲﴾
৪৩: মূসা তাদেরকে বললেন, 'নিক্ষেপ করো যা তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে (৪৫)।'	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿۴۳﴾
৪৪: অতঃপর তারা আপন রজ্জুগুলো ও লাঠিগুলো ফেললো আর বললো, 'ফিরআ'উনের সম্মানের শপথ। নিশ্চয় বিজয় আমাদেরই (৪৬)।'	فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿۴۴﴾
৪৫: অতঃপর মূসা আপন লাঠি ফেললেন। তখনই তা তাদের কৃত্রিম সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো (৪৭)।	فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿۴۵﴾
৪৬: তখনই সাজদাবনত হয়ে পড়লো যাদুকরগণ।	فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿۴۶﴾
৪৭: তারা বললো, 'আমরা ঈমান আনলাম তাঁরই উপর যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক,	قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۷﴾
৪৮: যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।'	رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۴۸﴾
৪৯: ফিরআ'উন বললো, 'তোমরা কি তার উপর ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে? নিশ্চয় সে তোমাদের বড়জন, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে (৪৮)। সুতরাং এখনই জেনে নেবে (৪৯)। আমি শপথ করে বলছি! নিশ্চয় আমি তোমাদের এক দিকের হাত ও বিপরীত দিকের পা কর্তন করবো এবং	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ

টীকা-৪২ঃ যাতে দেখো যে, দল দু'টি কি করে এবং তাদের মধ্যে কে বিজয়ী হয়।

টীকা-৪৩ঃ হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর বিরুদ্ধে। এতে তাদের উদ্দেশ্য 'যাদুকরদের অনুসরণ করা' ছিলো না, বরং উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, এ প্রতারণার মাধ্যমে লোকজনকে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত করবে।

টীকা-৪৪ঃ তোমাদেরকে 'সভাসদ' করে নেয়া হবে, তোমাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হবে, সবার পূর্বে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে, সর্বশেষ সময় পর্যন্ত তোমরা দরবারে অবস্থান করবে।

অতঃপর যাদুকরগণ হযরত মুসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর নিকট আরয করলো, "হযরত! আপনি কি প্রথমে আপনার লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমাদের জন্য অনুমতি আছে যে, আমরা আমাদের যাদু সামগ্রী নিক্ষেপ করবো?"

টীকা-৪৫ঃ যাতে তোমরা এর পরিণতি দেখে নাও।

টীকা-৪৬ঃ তাদের বিজয়ের উপর তাদের আস্থা ছিলো। কেননা, যাদু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যা চূড়ান্ত কৌশল ছিলো তাই তারা কাজে লাগিয়েছিলো এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো যে, এখন কোন যাদুই সেটার মুকাবিলা করতে পারবে না।

টীকা-৪৭ঃ এগুলো তারা যাদুর সাহায্যে তৈরি করেছিলো। অর্থাৎ তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো, যেগুলো যাদুরই প্রভাবে অজগর হয়ে ছুটাছুটি করতে দেখা গেলো। হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর লাঠি অজগরে পরিণত হয়ে সেসবই গ্রাস করে বসলো। অতঃপর সেই লাঠিখানা হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) আপন বরকতময় হাতে তুলে নিলেন। তখন তা পূর্বের ন্যায় লাঠিই ছিলো। যখন যাদুকরগণ এটা দেখলো তখন তাদের বিশ্বাস হলো যে, এটা যাদু নয়।

টীকা-৪৮ঃ অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) তোমাদের ওস্তাদ। এ কারণে, তিনি তোমাদের চেয়ে আগে বেড়ে গেছেন।

টীকা-৪৯ঃ যে, তোমাদের প্রতি কি আচরণ করা হবে।

টীকা-৫০ঃ এতে উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সাধারণ মানুষ ভীত হয়ে যাবে এবং যাদুকরদের এ অবস্থা দেখে লোকেরা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান আনবেনা।

তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো (৫০)।'	وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٤٩)
৫০: তারা বললো, 'কোন ক্ষতি নেই (৫১)। আমরা আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (৫২)।	قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۡ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ (٥٠)
৫১: আমাদের আশা যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন এ জন্য যে, আমরা সবার পূর্বে ঈমান এনেছি (৫৩)।'	اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٥١)
রুকূ'-৪	
৫২: এবং আমি মূসার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, 'রাতারাতি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে বের হও। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবেই (৫৫)।'	وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ (٥٢)
৫৩: অতঃপর ফিরআ'উন শহরে শহরে সংগ্রাহকদের প্রেরণ করলো (৫৭)-	فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ (٥٣)
৫৪: 'এসব লোক ক্ষুদ্র একটা দল।	اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ (٥٤)
৫৫: এবং নিশ্চয় তারা আমাদের সবার অন্তরে জ্বালা দিচ্ছে (৫৭),	وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ (٥٥)
৫৬: নিশ্চয় আমরা সবাই সদা সতর্ক (৫৮)।'	وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ (٥٦)
৫৭: অতঃপর আমি তাদেরকে (৫৯) বের করে এনেছি বাগান ও প্রস্রবণগুলো থেকে,	فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (٥٧)
৫৮: এবং ধন-ভান্ডার ও উৎকৃষ্ট বাসস্থানগুলো থেকে,	وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ (٥٨)
৫৯: আমি অনুরূপই করেছি এবং তাদের উত্তরাধিকারী করেছি বানী ইস্রাঈলকে (৬০)।	كَذٰلِكَ ؕ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ (٥٩)
৬০: অতঃপর ফিরআ'উনীগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো সূর্যোদয় কালে।	فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ (٦٠)
৬১: অতঃপর যখন মুখোমুখি হলো উভয় দল (৬১), তখন মূসার সাথীরা বললো, 'তারা তো আমাদের ধরে ফেললো (৬২)।'	فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ (٦١)
৬২: মূসা বললেন, 'এমনই নয় (৬৩)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে এখন পথ প্রদর্শন করছেন।'	قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ (٦٢)

টীকা-৫১ঃ চাই দুনিয়ায় যে কোন কিছুই সম্মুখীন হোক। কেননা,

টীকা-৫২ঃ ঈমান সহকারে এবং আমাদের আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে করুণার আশা রয়েছে।

টীকা-৫৩ঃ ফিরআ'উনের প্রজাদের মধ্যে কিংবা এ উপস্থিত গণজমায়েতের মধ্যে।

এ ঘটনার পর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করলেন এবং ঐসব লোককে সত্যের (আল্লাহ) এর প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন, কিন্তু তাদের অবাধ্যতা দিন দিন বেড়েই চলছিলো।

টীকা-৫৪ঃ অর্থাৎ বানী ইস্রাঈলকে মিশর থেকে।

টীকা-৫৫ঃ ফিরআ'উন ও তার সৈন্যবাহিনী তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে এবং তোমাদের পেছনে পেছনে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করবো আর তাদেরকে ডুবিয়ে মারবো।

টীকা-৫৬ঃ সৈন্যদেরকে একত্রিত করার জন্য। যখন সৈন্যগণ একত্রিত হলো, তখন তাদের আধিক্যের মুকাবিলায় বানী-ইসরাঈলের সংখ্যা স্বল্পই মনে হতে লাগলো। সুতরাং বানী ইসরাইল সম্পর্কে বললো-

টীকা-৫৭ঃ আমাদের বিরোধিতা করে এবং আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে আমাদের ভূমি থেকে বের হয়ে,

টীকা-৫৮ঃ সদা-প্রস্তুত, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত।

টীকা-৫৯ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উনীদেরকে

টীকা-৬০ঃ ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায় নিমজ্জিত হবার পর।

টীকা-৬১ঃ এবং তাদের মধ্যে একে অপরকে দেখেছে।

টীকা-৬২ঃ এখন তারা আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। আমাদের মধ্যে না তাদের সাথে মুকাবিলার শক্তি আছে, না পলায়ন করার স্থান আছে। কেননা, সামনে সমুদ্র।

টীকা-৬৩ঃ আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ ভরসা রয়েছে।

টীকা-৬৪ঃ সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) সমুদ্রে আপন লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন।
টীকা-৬৫ঃ এবং সেটার বারোটা অংশ প্রকাশ পেলো।
টীকা-৬৬ঃ এবং সেগুলোর মাঝখানে শুষ্ক রাস্তাসমূহ।
টীকা-৬৭ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উন ও ফিরআ'উনের দলকে। শেষ পর্যন্ত তারা বানী ইস্রাঈলের ঐসব রাস্তা দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলো, যেগুলো তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ এর ক্ষমতায় সৃষ্টি হয়েছিলো।
টীকা-৬৮ঃ সমুদ্র থেকে নিরাপদে বের করে।
টীকা-৬৯ঃ ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়কে, এভাবে যে, যখন বানী ইস্রাঈলের সবাই সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসলো এবং সমস্ত ফিরআ'উনী সমুদ্রের ভিতর এসে গেলো তখন সমুদ্র আল্লাহ এর নির্দেশে মিলিত হয়ে পূর্বের ন্যায় হয়ে গেলো আর ফিরআ'উন তার দলসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো।
টীকা-৭০ঃ আল্লাহ তাআ'লা এর কুদরতের, এবং হযরত মূসা (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর মু'জিযাও রয়েছে।
টীকা-৭১ঃ অর্থাৎ মিশরবাসীদের মধ্যে, তবে শুধু আসিয়া, ফিরআ'উনের স্ত্রী এবং হিযক্বীল, যাঁকে ফিরআ'উন-সম্প্রদায়ের মু'মিন বলা হয়। তিনি নিজে ঈমান গোপন করে থাকতেন। তিনি ফিরআ'উনের চাচাত ভাই ছিলেন। আর মারয়াম, যে হযরত ইউসুফ (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর কবরের চিহ্ন বাতলিয়ে দিয়েছিলো, যখন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) তাঁর 'তাবূত'কে সমুদ্র থেকে বের করেছিলেন (ঈমানদার ছিলেন।)
টীকা-৭২ঃ যেহেতু, তিনি কাফিরদেরকে নিমজ্জিত করে তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিলেন,
টীকা-৭৩ঃ মু'মিনদের প্রতি, যাদেরকে 'নিমজ্জিত হওয়া' থেকে মুক্তি দিলেন।
টীকা-৭৪ঃ অর্থাৎ মুশরিকদের নিকট।
টীকা-৭৫ঃ হযরত ইব্রাহিম (عَلَيۡهِ السَّلَام) জানতেন যে, ঐসব লোক মূর্তি পূজারী। এতদ্বসত্ত্বেও তার প্রশ্ন করা এজন্য ছিলো যে, তিনি লোকদেরকে দেখিয়ে দেবেন যে, ঐসব লোক যেসব বস্তুর পূজা করছে সেগুলো কোন মতেই সেটার উপযোগী নয়।
টীকা-৭৬ঃ যখন এগুলো কিছুই নয়, তখন তোমরা সেগুলোকে কিভাবে উপাস্য স্থির করলে?

৬৩: অতঃপর আমি মূসাকে ওহী করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো (৬৪)।' সুতরাং তখনই সমুদ্র বিভক্ত হয়ে গেলো (৬৫), অতঃপর প্রত্যেক অংশ (এমনই) হয়ে গেলো যেমন বিশাল পাহাড় (৬৬)।	فَاَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی اَنِ اضۡرِبۡ بِّعَصَاکَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرۡقٍ کَالطَّوۡدِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۶۳﴾
৬৪: এবং আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে (৬৭)।	وَ اَزۡلَفۡنَا ثَمَّ الۡاٰخَرِیۡنَ ﴿۶۴﴾
৬৫: এবং আমি রক্ষা করলাম মূসা ও তাঁর সমস্ত সাথীকে (৬৮)।	وَ اَنۡجَیۡنَا مُوۡسٰی وَ مَنۡ مَّعَہٗۤ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۶۵﴾
৬৬: অতঃপর অপর দলটাকে নিমজ্জিত করেছি (৬৯)।	ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِیۡنَ ﴿۶۶﴾
৬৭: নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (৭০), এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান ছিলো না (৭১)।	اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً ؕ وَ مَا کَانَ اَکۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۶۷﴾
৬৮: এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই পরম সম্মানিত (৭২), দয়ালু (৭৩)।	وَ اِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ﴿۶۸﴾

রুকূ'-৫

৬৯: এবং তাদের নিকট পাঠ করো ইব্রাহীমের সংবাদ (৭৪),	وَ اتۡلُ عَلَیۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِیۡمَ ﴿۶۹﴾
৭০: যখন সে আপন পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'তোমরা কিসের পূজা করছো (৭৫)?'	اِذۡ قَالَ لِاَبِیۡهِ وَ قَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۷۰﴾
৭১: তারা বললো, 'আমরা প্রতিমাগুলোর পূজা করছি এবং সেগুলোর সম্মুখে আসন পেতে রয়েছি।'	قَالُوۡا نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰکِفِیۡنَ ﴿۷۱﴾
৭২: বললেন, 'সেগুলো কি তোমাদের কথা শুনতে পায়, যখন তোমরা ডাকো?	قَالَ هَلۡ یَسۡمَعُوۡنَکُمۡ اِذۡ تَدۡعُوۡنَ ﴿۷۲﴾
৭৩: অথবা তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করে (৭৬)?'	اَوۡ یَنۡفَعُوۡنَکُمۡ اَوۡ یَضُرُّوۡنَ ﴿۷۳﴾
৭৪: তারা বললো, 'বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপই করতে পেয়েছি।'	قَالُوۡا بَلۡ وَجَدۡنَاۤ اٰبَآءَنَا کَذٰلِکَ یَفۡعَلُوۡنَ ﴿۷۴﴾
৭৫: বললেন, 'তোমরা কি দেখছো এ গুলোকে, যেগুলো পূজা করছো-	قَالَ اَفَرَءَیۡتُمۡ مَّا کُنۡتُمۡ تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۷۵﴾

টীকা-৭৭ঃ যে (প্রতিমাগুলো) না জ্ঞান রাখে, না ক্ষমতা, না কিছু শুনতে পায়, না কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে?
টীকা-৭৮ঃ আমি সেগুলো উপাসিত হওয়াকে সহ্য করতে পারিনা।
টীকা-৭৯ঃ আমার প্রতিপালক, আমার কর্ম ব্যবস্থাপক। আমি তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই ইবাদতের উপযোগী। তাঁর গুণাবলী এই-
টীকা-৮০ঃ অস্তীত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং স্বীয় আনুগত্যের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।
টীকা-৮১ঃ 'খলীল' (আল্লাহ এর ঘনিষ্টতর বন্ধু) হওয়ার নিয়মাবলীর প্রতি, যেমনিভাবে পূর্বে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের প্রতি পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন।
টীকা-৮২ঃ এবং আমার জীবিকাদাতা,

اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُكُمُ الۡاَقۡدَمُوۡنَ ﴿۷۶﴾

৭৬: তোমরা ও তোমাদের পূর্বেকার পিতৃপুরুষেরা (৭৭)?

فَاِنَّهُمۡ عَدُوٌّ لِّیۡۤ اِلَّا رَبَّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۷۷﴾

৭৭: নিশ্চয় এগুলো সবই আমার শত্রু (৭৮), কিন্তু জগতসমূহের প্রতিপালক (৭৯),

الَّذِیۡ خَلَقَنِیۡ فَهُوَ یَهۡدِیۡنِ ﴿۷۸﴾

৭৮: তিনিই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (৮০), সুতরাং তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন (৮১)।

وَ الَّذِیۡ هُوَ یُطۡعِمُنِیۡ وَ یَسۡقِیۡنِ ﴿۷۹﴾

৭৯: এবং তিনিই, যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান (৮২),

وَ اِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ یَشۡفِیۡنِ ﴿۸۰﴾

৮০: এবং যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন (৮৩),

وَ الَّذِیۡ یُمِیۡتُنِیۡ ثُمَّ یُحۡیِیۡنِ ﴿۸۱﴾

৮১: এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন (৮৪),

وَ الَّذِیۡۤ اَطۡمَعُ اَنۡ یَّغۡفِرَ لِیۡ خَطِیۡٓـَٔتِیۡ یَوۡمَ الدِّیۡنِ ﴿۸۲﴾

৮২: এবং তিনিই, যাঁর প্রতি আমার আশা আছে যে, আমার অপরাধসমূহ ক্বিয়ামত-দিবসে ক্ষমা করবেন (৮৫)।

رَبِّ هَبۡ لِیۡ حُكۡمًا وَّ اَلۡحِقۡنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ ﴿۸۳﴾

৮৩: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হুকুম দান করো (৮৬) এবং আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে দাও যারা তোমার খাস নৈকট্যের উপযোগী (৮৭),

وَ اجۡعَلۡ لِّیۡ لِسَانَ صِدۡقٍ فِی الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿۸۴﴾

৮৪: এবং আমার সত্য-প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখো পরবর্তীদের মধ্যে (৮৮),

وَ اجۡعَلۡنِیۡ مِنۡ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیۡمِ ﴿۸۵﴾

৮৫: এবং আমাকে করো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যারা সুখময় বাগানসমূহের উত্তরাধিকারী (৮৯),

وَ اغۡفِرۡ لِاَبِیۡۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیۡنَ ﴿۸۶﴾

৮৬: এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করো (৯০), নিশ্চয় সে পথভ্রষ্ট,

وَ لَا تُخۡزِنِیۡ یَوۡمَ

৮৭: এবং আমাকে লজ্জিত করোনা, যেদিন

টীকা-৮৩ঃ আমার রোগসমূহ দূর করেন। ইবনে আতা বলেন, অর্থ এ যে, 'যখন আমি সৃষ্টি দর্শনের কারণে পীড়িত হই, তখন আল্লাহ-দর্শনের মাধ্যমে আমাকে আরোগ্য দান করেন।
টীকা-৮৪ঃ জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ক্ষমতার মুষ্ঠিতে রয়েছে।
টীকা-৮৫ঃ নাবীগণ 'মা'সূম' (নিষ্পাপ)। গুনাহ্ তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয়না। তাঁদের 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) হচ্ছে- স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে বিনয় প্রকাশ এবং উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষাদান। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কর্তৃক আল্লাহ তাআ'লা এর গুণাবলী বর্ণনা করা আপন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ মর্মে দলীল প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যে, উপাস্য তিনিই হতে পারেন, যাঁর এসব গুণাবলী থাকে।
টীকা-৮৬ঃ 'হুকম' দ্বারা হয়ত 'জ্ঞান' বুঝানো হয়েছে অথবা 'হিকমাত' (প্রজ্ঞা) অথবা 'নাবুয়্যাত'।
টীকা-৮৭ঃ অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام), এবং তাঁর এ প্রার্থনা কবূল হলো। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন- وَاِنَّهٗ فِی الۡاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیۡنَ (অর্থাৎ এবং তিনি নিশ্চয় আখিরাতে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।)
টীকা-৮৮ঃ অর্থাৎ ঐসব উম্মতের মধ্যে যারা আমার পরে আসবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, সমস্ত ধর্মাবলম্বী তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

টীকা-৮৯ঃ যাদেরকে তুমি জান্নাত দান করবে।
টীকা-৯০ঃ 'তাওবাহ' ও 'ঈমান' দান করে। বস্তুতঃ এ প্রার্থনা তিনি এ জন্য করলেন যে, বিদায়ের সময় তাঁর পিতা তাঁকে ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। যখন একথা প্রকাশ পেলো যে, সে খোদার শত্রু ও তার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিলো, তখন তিনি তার দিক থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলেন। যেমন সূরা 'বারাআত' এ ইরশাদ হয়েছেঃ- مَاكَانَ اسۡتِغۡفَارُ اِبۡرٰهِيۡمَ لِاَبِيۡهِ اِلَّا عَنۡ مَّوۡعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنۡهُ
(অর্থাৎ ইব্রাহীমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছিলো না, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই যা তিনি তাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন এ কথা সুস্পষ্ট

হলো যে, সে আল্লাহ এর শত্রু, তখনই তিনি তার দিক থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলেন।)

টীকা-৯১ঃ অর্থাঃ ক্বিয়ামত-দিবসে,

টীকা-৯২ঃ যা শির্ক, কুফর ও মুনাফিক্বী থেকে পবিত্র, তার ধন-সম্পদও তার উপকারে আসবে- তা আল্লাহ এর পথে ব্যয় করে থাকলে এবং সন্তান-সন্ততিও যদি সৎ হয়। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়- তিনটা ব্যতীতঃ ১) সাদাক্বাহ্-ই-
জারিয়াহ, ২) ঐ জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং সৎ-সন্তান, যে তার জন্য দুআ' করে।

অনুবাদ	আয়াত
সবাই পুনরুত্থিত হবে (৯১),	يُبْعَثُوْنَ (٨٧)
৮৮: যে দিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে এবং না সন্তান-সন্ততি,	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ (٨٨)
৮৯: কিন্তু সেই ব্যক্তি আল্লাহ এর সম্মুখে হাযির হয়েছে (পবিত্র) বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে (৯২)।	اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (٨٩)
৯০: এবং নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে পরহেযগারদের জন্য (৯৩)।	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (٩٠)
৯১: এবং প্রকাশ করা হবে দোযখকে পথ-ভ্রষ্টদের জন্য,	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ (٩١)
৯২: এবং তাদেরকে বলা হবে (৯৪), 'কোথায় তারা, যাদের তোমরা পূজা করতে,	وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ (٩٢)
৯৩: আল্লাহ ব্যতীত? তারা কি তোমাদের সাহায্য করবে (৯৫), অথবা প্রতিশোধ নেবে?'	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ (٩٣)
৯৪: অতঃপর অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে তাদেরকে এবং সমস্ত পথভ্রষ্টকে (৯৬),	فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ (٩٤)
৯৫: এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও (৯৭)।	وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ (٩٥)
৯৬: তারা বলবে এবং তরা তাতে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে,	قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ (٩٦)
৯৭: 'আল্লাহ এর শপথ! নিশ্চয় আমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই ছিলাম,	تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٩٧)
৯৮: যখন (আমরা) তোমাদেরকে সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করতাম।	اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٩٨)
৯৯: এবং আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেনি কিন্তু অপরাধীগণ (৯৮)।	وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ (٩٩)
১০০: সুতরাং এখন আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (৯৯),	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ (١٠٠)
১০১: এবং না কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু (১০০)।	وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ (١٠١)
১০২: সুতরাং কোন মতে আমাদের ফিরে	فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً

টীকা-৯৩ঃ ফলে, তারা তা দেখতে পাবে।

টীকা-৯৪ঃ ধমক ও তিরস্কারের সুরে তাদের শিরক ও কুফর এর উপর,

টীকা-৯৫ঃ আল্লাহ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করে,

টীকা-৯৬ঃ অর্থাৎ প্রতিমা ও তাদের পূজারী, সবাইকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

টীকা-৯৭ঃ অর্থাৎ তার অনুসারীদেরকে- চাই জিন হোক, অথবা ইনসান। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'ইবলীসের বাহিনী' দ্বারা তার সন্তানদের বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৮ঃ যারা প্রতিমা পূজার প্রতি আহ্বান করেছে অথবা পূর্ববর্তী ঐ সমস্ত লোক, যাদের আমরা অনুসরণ করেছি অথবা ইবলীস এবং তার সন্তানগণ,

টীকা-৯৯ঃ যেমনিভাবে মু'মিনদের জন্য নাবী, ওলী, ফিরিশতা ও মু'মিনগণ সুপারিশকারী,

টীকা-১০০ঃ যে উপকারে আসবে। এ কথাটা কাফিরগণ তখনই বলবে, যখন দেখবে যে, নাবী, ওলী, ফিরিশতা ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করছেন এবং তাদের বন্ধুত্ব কাজে আসছে।
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, জান্নাতী বলবেন, "আমার অমুক বন্ধুর কি অবস্থা?" অথচ ঐ বন্ধু তখন গুনাহের কারনে জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তার বন্ধুকে বের করে আনো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাও। সুতরাং যেসব লোক জাহান্নামে স্থায়ী হবে তারা এ কথা বলবে, "আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই, না কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু!"
হযরত হাসান (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন,
"ঈমানদার বন্ধু বাড়াও। কারণ, তাঁরা ক্বিয়ামত দিবসে সুপারিশ করবেন।"

টীকা-১০১ঃ পৃথিবীতে।

টীকা-১০২ঃ অর্থাৎ নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অস্বীকার করা বস্তুতঃ সমস্ত নাবীকে অস্বীকার করার শামিল। কেননা, 'দ্বীন' সমস্ত রসূলের 'এক' এবং প্রত্যেক নাবী জনসাধারণকে সমস্ত নাবীর উপর ঈমান আনার প্রতি আহ্বান করেন।

টীকা-১০৩ঃ আল্লাহ তা'আলাকে? কাজেই, কুফর ও পাপাচার পরিহার করো।

বাংলা	আরবি
যাবার সুযোগ ঘটতো (১০১)। তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম।'	فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٢)
১০৩: নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে ঈমানদার ছিলো না।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٠٣)
১০৪: এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, তিনিই পরম সম্মানিত, দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (١٠٤)

রুকূ'-৬

বাংলা	আরবি
১০৫: নূহের সম্প্রদায় পয়গাম্বরগণকে অস্বীকার করেছিলো (১০২),	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ (١٠٥)
১০৬: যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক নূহ বলেছিলো, 'তোমরা কি ভয় করছোনা (১০৩)?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ (١٠٦)
১০৭: নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ এর প্রেরিত বিশ্বস্ত হই (১০৪),	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (١٠٧)
১০৮: সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো (১০৫)।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (١٠٨)
১০৯: এবং আমি তোমাদের নিকট এর উপর কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।	وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٠٩)
১১০: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।'	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (١١٠)
১১১: তারা বললো, 'আমরা কি তোমারই উপর নিয়ে আসবো, অথচ তোমার সাথে ইতর লোকেরা রয়েছে (১০৬)?'	قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ (١١١)
১১২: বললেন, 'আমি কি জানি তাদের কাজ কি (১০৭)?'	قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١١٢)
১১৩: তাদের হিসাব-নিকাশ তো আমার প্রতিপালকের নিকটই (১০৮), যদি তোমাদের অনুভূতি থাকে (১০৯)।	اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ (١١٣)
১১৪: এবং আমি মুসলমানদেরকে দূরে সরিয় দেয়ার নই (১১০)।	وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١١٤)
১১৫: আমি তো নই, কিন্তু স্পষ্ট	اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (١١٥)

টীকা-১০৪ঃ তাঁর ওহী ও রিসালাতের প্রচারের ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ তাঁর বিশ্বস্ততা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট স্বীকৃত ছিলো। যেমন, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসী একমত ছিলো।

টীকা-১০৫ঃ যা আমি তাওহীদ, ঈমান ও আল্লাহ এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে দিচ্ছি।

টীকা-১০৬ঃ এ উক্তিটা তারা অহংকার-বশতঃ করেছিলো। গরীব লোকদের সাথে বসা তাদের পছন্দনীয় ছিলোনা। এটাকে তারা নিজেদের অবমাননা মনে করতো। এ কারণে, তারা ঈমানের মতো নি'মাত থেকে বঞ্চিত থেকে গেলো। 'ইতর লোক' দ্বারা তারা 'গরীব এবং পেশাদার লোকদের কথা' বুঝিয়েছে। বস্তুতঃ তাদেরকে 'ইতর ও হীন লোক' বলা কাফিরদের দাম্ভিকতাপূর্ণ কাজ ছিলো, নতুবা বাস্তবক্ষেত্রে শিল্প ও পেশা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে মানুষকে হীন ও ইতর করেনা। ধনী বাস্তব পক্ষে ঐ ব্যক্তি, যে ধর্ম-সম্পদে সমৃদ্ধ আর ঐ বংশই মর্যাদাশীল, যেই বংশের মধ্যে পরহেযগারীর মর্যাদা রয়েছে।

মাসআলাঃ মু'মিনকে 'ইতর' বলা বৈধ নয়, সে যতই অভাবী, সম্পদহীন কিংবা যে কোন বংশেরই হোক না কেন। (মাদারিক)

টীকা-১০৭ঃ তারা কোন পেশার লোক- এতে আমার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি তো তাদেরকে আল্লাহ এর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি।

টীকা-১০৮ঃ তিনিই তাদের প্রতিদান দেবেন।

টীকা-১০৯ঃ তা'হলে না তোমরা তাদের প্রতি দোষারোপ করবে, না পেশার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করবে। অতঃপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "আপনি ইতর লোকদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করে দিন, তাহলে আমরা আপনার নিকট আসবো এবং আপনার কথা মানবো।" এর জবাবে বললেন,

টীকা-১১০ঃ এটা আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি তোমাদের এমন সব কামনা পূর্ণ করবো এবং তোমাদের ঈমান আনার লালসায় মুসলমানদেরকে আমার নিকট থেকে বের করে দেবো।

টীকা-১১১ঃ বিশুদ্ধ ও অকাট্য প্রমাণ সহকারে, যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। অতঃপর যারা ঈমান আনবে তারাই আমার নিকট নৈকট্য পাবে, আর যারা ঈমান আনবেনা, তারাই দূরে থাকবে।

সতর্ককারী (১১১)।’

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬: তারা বললো, ‘হে নূহ! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও (১১২), তবে অবশ্যই তোমার প্রতি পাথর বর্ষন করা হবে (১১৩)।’

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿۱۱۷﴾

১১৭: আরয করলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে অস্বীকার করছে (১১৪)।

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮: সুতরাং তুমি আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে পূর্ণ মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে মুক্তি দাও (১১৫)।’

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۱۱۹﴾

১১৯: অতঃপর আমি রক্ষা করেছি তাকে ও তার সাথীদেরকে ভর্তি নৌযানের মধ্যে (১১৬)।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২০: অতঃপর, এর পরে (১১৭) আমি অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করেছি।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১: নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ছিলোনা।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۲﴾

১২২: এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সম্মানিত, দয়ালু।

রুকূ’-৭

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩: ‘আদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (১১৮),

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৪: যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক হূদ বললেন, ‘তোমরা কি ভয় করোনা?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿۱۲۵﴾

১২৫: নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ এর বিশ্বস্ত রসূল হই,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۲۶﴾

১২৬: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো (১১৯) এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۷﴾

১২৭: এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿۱۲۸﴾

১২৮: তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানের উপর একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মান করছো পথচারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্য (১২০)?

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

১২৯: এবং মজবুত প্রাসাদ বেছে নিচ্ছো এ আশায় যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে (১২১)?

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০: এবং যখনই কাউকে পাকড়াও করো তখন খুবই নির্মমভাবে পাকড়াও করে থাকো (১২২)।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۳۱﴾

১৩১: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

وَاتَّقُوا الَّذِيْۤ

১৩২: এবং তাঁকেই ভয় করো যিনি তোমাদের

টীকা-১১২ঃ দ্বীনের দাওয়াত প্রদান ও সতর্কীকরণ থেকে।

টীকা-১১৩ঃ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর দরবারে।

টীকা-১১৪ঃ তোমরা ওহী ও রিসালাতের বিষয়কে। এতে তাঁর উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, আমি যে এদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ’ করছি তার কারণ এ নয় যে, তারা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে, এটাও নয় যে, তারা আমার অনুসারীদেরকে ‘ইতর’ বলেছে, বরং আমার প্রার্থনার কারণ এ যে, তারা তোমার বাণীকে অস্বীকার করেছে এবং তোমার প্রদত্ত রিসালাতকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

টীকা-১১৫ঃ এসব লোকের অপকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে।

টীকা-১১৬ঃ যা মানুষ, পশু-পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীতে ভর্তি ছিলো।

টীকা-১১৭ঃ অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর সাথীদেরকে রক্ষা করার পর।

টীকা-১১৮ঃ ‘আদ হচ্ছে একটা সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে, এটা একজন লোকের নাম, যার বংশধরদের থেকেই এ সম্প্রদায়।

টীকা-১১৯ঃ এবং আমাকে অস্বীকার করোনা।

টীকা-১২০ঃ অর্থাৎ সেটার উপর আরোহন করে পথচারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকো এবং এটাই উক্ত সম্প্রদায়ের কুঅভ্যাস ছিলো। তারা রাস্তার মাথায় মাথায় উঁচু উঁচু স্মৃতি-স্তম্ভের ন্যায় নির্মান করে নিয়েছিলো। সেখানে বসে বসে পথচারীদেরকে উত্ত্যক্ত করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপ করতো।

টীকা-১২১ঃ এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবে না?

টীকা-১২২ঃ তরবারির আঘাতে হত্যা করে, চাবুক মেরে, অতি নির্মমভাবে।

وَ اَمَدَّكُمۡ بِمَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳۲﴾

اَمَدَّكُمۡ بِاَنۡعَامٍ وَّ بَنِيۡنَ ﴿۱۳۳﴾

وَ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوۡنٍ ﴿۱۳۴﴾

اِنِّىۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ﴿۱۳۵﴾

قَالُوۡا سَوَآءٌ عَلَيۡنَاۤ اَوَعَظۡتَ اَمۡ لَمۡ تَكُنۡ مِّنَ الۡوٰعِظِيۡنَ ﴿۱۳۶﴾

اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا خُلُقُ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۱۳۷﴾

وَ مَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِيۡنَ ﴿۱۳۸﴾

فَكَذَّبُوۡهُ فَاَهۡلَكۡنٰهُمۡ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۳۹﴾

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿۱۴۰﴾

সাহায্য করেছেন ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা, যেগুলো তোমাদের জানা আছে (১২৩)।
১৩৩: তোমাদের সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ পশু, সন্তান-সন্ততি
১৩৪: এবং বাগানগুলো ও প্রস্রবণসমূহ দ্বারা।
১৩৫: নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি এক মহাদিবসের শাস্তির (১২৪)।'
১৩৬: তারা বললো, 'আমাদের নিকট সমান- চাই আপনি উপদেশ দিন অথবা উপদেশদাতাদের মধ্যে না-ই হোন (১২৫)।
১৩৭: এতো নয়, কিন্তু ঐ পূর্ববর্তীদের রীতি (১২৬),
১৩৮: এবং আমাদের শাস্তি হবার নয় (১২৭)।'
১৩৯: অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো (১২৮)। সুতরাং আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি (১২৯)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলোনা।
১৪০: এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকেই পরম সম্মানিত, দয়ালু।

রুকূ'-৮

كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۱۴۱﴾

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۴۲﴾

اِنِّىۡ لَكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌ ﴿۱۴۳﴾

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوۡنِ ﴿۱۴۴﴾

وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۴۵﴾

اَتُتۡرَكُوۡنَ فِىۡ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيۡنَ ﴿۱۴۶﴾

فِىۡ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوۡنٍ ﴿۱۴۷﴾

وَّ زُرُوۡعٍ وَّ نَخۡلٍ طَلۡعُهَا هَضِيۡمٌ ﴿۱۴۸﴾

وَ تَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُيُوۡتًا فٰرِهِيۡنَ ﴿۱۴۹﴾

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوۡنِ ﴿۱۵۰﴾

وَ لَا تُطِيۡعُوۡۤا اَمۡرَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ﴿۱۵۱﴾

১৪১: সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে,
১৪২: যখন তাদেরকে তাদের স্বগোত্রীয় লোক সালিহ বললেন, 'তোমরা কি ভয় করছো না?
১৪৩: নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ এর বিশ্বস্ত রসূল হই,
১৪৪: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।
১৪৫: এবং আমি তোমাদের নিকট এর উপর কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।
১৪৬: তোমাদের কি এখানকার (১৩০) নি'মাতসমূহের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে (১৩১)-
১৪৭: বাগান এবং প্রসবণসমূহ
১৪৮: এবং শস্যক্ষেত্রাদি ও এমন খেজুরসমূহের মধ্যে যেগুলোর গুচ্ছ সুকোমল?
১৪৯: এবং তোমরা তো পাহাড় কেটে ঘর নির্মান করছো অহংকারের সাথে (১৩২)।
১৫০: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।
১৫১: এবং সীমালংঘণকারীদের কথা মতো চলো না (১৩৩),

টীকা-১২৩ঃ অর্থাৎ ঐ অনুগ্রহসমূহ, যেগুলো সম্পর্কে তোমরা অবগত রয়েছো। সামনে সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে-

টীকা-১২৪ঃ যদি তোমরা আমার নির্দেশ অমান্য করো। এর জবাব তাদের পক্ষ থেকে এ-ই দেয়া হলো যে,

টীকা-১২৫ঃ আমরা কোন মতেই আপনার কথা মানবো না এবং আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবো না।

টীকা-১২৬ঃ অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তুর আপনি ভয় প্রদর্শন করেছেন। এটা পূর্ববর্তীদেররই রীতি। তারাও এমনি কথাবার্তা বলতো। এতে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'আমরা সেসব কথার প্রতি কোন গুরুত্বই দিই না, সে গুলোকে আমরা মিথ্যা ধারণা করি। অথবা আয়াতের অর্থ এ যে, এ জীবন ও মৃত্যু এবং প্রাসাদসমূহ নির্মান করা পূর্ববর্তীদের রীতি।

টীকা-১২৭ঃ এবং দুনিয়ায়, না মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হতে হবে, না পরকালে হিসাব-নিকাশ হবে।

টীকা-১২৮ঃ অর্থাৎ হূদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে।

টীকা-১২৯ঃ বায়ুর শাস্তি দ্বারা।

টীকা-১৩০ঃ অর্থাৎ পৃথিবীর

টীকা-১৩১ঃ যে, এ সব নি'মাত কখনো অপসারিত হবে না, কখনো শাস্তিও আসবে না এবং কখনো মৃত্যু আসবেনা? সামনে ঐসব নি'মাতের বিবরণ রয়েছে-

টীকা-১৩২ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) বলেন, 'فره' মানে গর্ব ও দম্ভ। অর্থ এ দাঁড়ায় যে, নিজেদের শিল্পের উপর গর্ব করে ও দম্ভভরে।

টীকা-১৩৩ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) বলেন, "সীমা লংঘণকারীগণ দ্বারা 'মুশরিকগণ' বুঝানো হয়েছে।" কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'সীমালংঘণকারীগণ' দ্বারা ঐ নয়জন লোক বুঝানো হয়েছে, যারা 'উষ্ট্রীকে' হত্যা করেছিলো।

টীকা-১৩৪ঃ কুফর, অত্যাচার ও পাপাচারসমূহের মাধ্যমে।
টীকা-১৩৫ঃ ঈমান এনে, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহ্ এর অনুগত হয়ে। অর্থ এ যে, 'তাদের ফ্যাসাদ' হচ্ছে এমন জমাট পাথরের ন্যায়, যা মধ্যে কোনরূপ মঙ্গলের লেশমাত্রও নেই। কোন কোন ফ্যাসাদী এমনও রয়েছে, যারা কিছু ফ্যাসাদও করে এবং কিছু কিছু সৎ কাজও তাদের মধ্যে থাকে। কিন্তু উক্তসব লোক এমন নয়।
টীকা-১৩৬ঃ অর্থাৎ বারংবার অধিক পরিমাণে যাদুর প্রভাব পড়েছে, যার কারণে বিবেক স্থির নেই। (আল্লাহ্ এরই আশ্রয়।)
টীকা-১৩৭ঃ আপন সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ
টীকা-১৩৮ঃ রিসালাতের দাবীতে।
টীকা-১৩৯ঃ এ ব্যাপারে সেটার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। একটি উষ্ট্রী ছিলো, যা তারা মু'জিযার দাবী জানালে তাদেরই ইচ্ছানুসারে হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দুআ'র ফলে পাথর থেকে বের হয়ে এসেছিলো। সেটার বক্ষদেশ ষাট গজ প্রশস্ত ছিলো। যখন সেটার পানি পানের দিন আসতো, তখন তা সেখানকার সমস্ত পানি পান করে ফেলতো। আর যখন মানুষের পান করার দিন আসতো সেদিন পান করতোনা। (মাদারিক)
টীকা-১৪০ঃ না সেটাকে প্রহার করো, না সেটার পায়ের গোছগুলো কর্তন করো।
টীকা-১৪১ঃ শাস্তি আপতিত হবার কারণে ঐ দিনটাকে 'মহাদিবস' বলা হয়েছে, যাতে একথা বুঝা যায় যে, ঐ শাস্তিটাও এমন মহান ও কঠোর ছিলো যে, যে দিন তা সংঘটিত হয়েছে সে দিনকেও সেটার কারণেই 'মহা' বলা হয়েছে।
টীকা-১৪২ঃ উষ্ট্রীর গোছগুলো যে কেটেছিলো তার নাম ছিলো 'ক্বিদার'। আর ঐসব লোক তার এ অপকর্মে সন্তুষ্ট ছিলো। এ কারণে গোছগুলো কর্তন করার সম্পর্ক তাদের সবার প্রতি করা হয়েছে।
টীকা-১৪৩ঃ গোছগুলো কেটে ফেলার কারণে আল্লাহ্ এর শাস্তি আপতিত হবার ভয়ে, এ জন্য নয় যে, কৃত অপরাধের উপর অনুতপ্ত হয়েছে। অথবা ব্যাপার এই যে, শাস্তির চিহ্নসমূহ দেখে অনুতপ্ত হয়েছে। এমন সময়ের অনুতাপতো কোন উপকারে আসেনা।
টীকা-১৪৪ঃ যে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছিলো। অতঃপর তারা ধ্বংস হয়ে গেলো

বাংলা	আরবী
১৫২: সেসব লোক, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়ায় (১৩৪), এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না (১৩৫)।'	الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (١٥٢)
১৫৩: তারা বললো, 'আপনার উপর তো যাদুর প্রভাব পড়েছে (১৩৬)।	قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ (١٥٣)
১৫৪: আপনি তো আমাদের মতো মানুষ। কাজেই, কোন নিদর্শন উপস্থিত করুন (১৩৭) যদি সত্যবাদী হোন (১৩৮)।'	مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (١٥٤)
১৫৫: তিনি বললেন, 'এটা উষ্ট্রী, একদিন এটার পানি পানের পালা (১৩৯) আর একটা নির্ধারিত দিন তোমাদের পালা।	قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (١٥٥)
১৫৬: এবং সেটাকে অনিষ্ট সহকারে স্পর্শ করোনা (১৪০)। করলে, তোমাদের উপর মহা দিবসের শাস্তি এসে পড়বে (১৪১)।'	وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٥٦)
১৫৭: এর জবাবে, তারা সেটার পায়ের গোছগুলো কেটে ফেললো (১৪২), অতঃপর সকালে অনুশোচনা করতে লাগলো (১৪৩)।	فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ (١٥٧)
১৫৮: অতঃপর তাদেরকে গ্রাস করে নিলো (১৪৪)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলোনা।	فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٥٨)
১৫৯: এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সম্মানের অধিকারী, দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (١٥٩)

রুকূ'-৯

বাংলা	আরবী
১৬০: লূতের সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ (١٦٠)
১৬১: যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক লূত বললেন, 'তোমরা কি ভয় করছো না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ (١٦١)
১৬২: নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ এর বিশ্বস্ত রসূল হই,	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (١٦٢)
১৬৩: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (١٦٣)
১৬৪: এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٦٤)

১৬৫: তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের সাথে বলৎকার করছো (১৪৫)?	اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬: এবং বর্জন করছো তাদেরকেই, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক পত্নি তৈরী করেছেন, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী (১৪৬)।'	وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭: তারা বললো, 'হে লূত! যদি আপনি নিবৃত্ত না হন (১৪৭) তাহলে অবশ্যই আপনি নির্বাসিত হবেন (১৪৮)।'	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮: তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এ কর্মকে ঘৃণা করি (১৪৯)।	قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ؕ
১৬৯: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে তাদের অপকর্ম থেকে রক্ষা করো (১৫০)।'	رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০: অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম (১৫১),	فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ۙ
১৭১: কিন্তু এক বৃদ্ধা, সে পেছনে রয়ে গেলো (১৫২)।	اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ۚ
১৭২: অতঃপর আমি অন্যান্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾ۚ
১৭৩: এবং আমি তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫৩)। সুতরাং তা কতোই ক্ষতিকর বর্ষণ ছিলো ভয় প্রদর্শিতদের জন্য।	وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪: নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলো না।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾
১৭৫: এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সম্মানের অধিকারী, দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾ۚ

রুকূ'-১০

১৭৬: 'বন'-বাসীগণ রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (১৫৪),	كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ۚۖ
১৭৭: যখন তাদেরকে শু'আ'ইব বললেন, 'তোমরা কি ভয় করছোনা?'	اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ۚ
১৭৮: নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ এর বিশ্বস্ত রসূল হই,	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ۙ
১৭৯: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ۚ
১৮০: এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক (১৫৫)।	وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾ؕ

টীকা-১৪৫ঃ এর এ অর্থও হতে পারে যে, 'সৃষ্টির মধ্যে কি এমন অপকর্ম ও নিকৃষ্ট কাজের জন্য তোমরাই শুধু রয়ে গেলে? বিশ্বে আরো বহু লোকই তো রয়েছে। তাদেরকে দেখে তোমাদের লজ্জাবোধ করা উচিত।' আর এ অর্থও হতে পারে যে, (বিয়ের উপযোগী) বহু সংখ্যক নারী থাকা সত্ত্বেও এমন অপকর্মে লিপ্ত হওয়া চূড়ান্ত পর্যায়েরই অপবিত্রতা ও অশ্লীলতা।

টীকা-১৪৬ঃ যেহেতু বৈধ ও পবিত্রকে বর্জন করে নিষিদ্ধ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছো।

টীকা-১৪৭ঃ উপদেশ দান ও এ কাজটাকে মন্দ বলা থেকে,

টীকা-১৪৮ঃ শহর থেকে, এবং তোমাকে এখানে থাকতে দেয়া হবে না।

টীকা-১৪৯ঃ এবং তার প্রতি আমার ভীষণ শত্রুতা রয়েছে। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ এর দরবারে প্রার্থনা করলেন-

টীকা-১৫০ঃ তাদের অপকর্মের অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করো।

টীকা-১৫১ঃ অর্থাৎ তাঁর কন্যাদেরকে এবং ঐ সমস্ত লোককে, যাঁরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে।

টীকা-১৫২ঃ যে তাঁর স্ত্রী ছিলো। সে আপন সম্প্রদায়ের অপকর্মে সন্তুষ্ট ছিলো। বস্তুতঃ যে পাপকাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে সে পাপাচারীর শামিল হয়। সে কারণেই, উক্ত বৃদ্ধাও শাস্তিতে গ্রেফতার হলো এবং সে রক্ষা পায়নি।

টীকা-১৫৩ঃ প্রস্তরসমূহের অথবা গন্ধক ও আগুণের।

টীকা-১৫৪ঃ এ 'বন' 'মাদয়ান'-এর কাছাকাছি ছিলো। এতে বহু বৃক্ষ ও জঙ্গল ছিলো। আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তাদের দিকে প্রেরণ করেছিলেন, যেমনিভাবে মাদয়ানবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। বস্তুতঃ এসব লোক হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের ছিলো না।

টীকা-১৫৫ঃ এ সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর দাওয়াতের এ-ই শিরোনাম ছিলো, কেননা, এ সমস্ত হযরত আল্লাহ্ তাআ'লা এর ভয়, তাঁর আনুগত্য এবং

নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের নির্দেশ দিতেন এবং রিসালাতের প্রচারের জন্য কোন প্রতিদান গ্রহণ করতেন না। সুতরাং সবাই এটাই বলেছিলেন।
টীকা-১৫৬ঃ মানুষের প্রাপ্য কম দিও না- মাপ ও ওজনে।

টীকা-১৫৭ঃ রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং ক্ষেত-খামার ধ্বংস করে। এটাই ঐসব লোকের অভ্যাস ছিলো। হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে তাতে বাধা দিলেন।

টীকা-১৫৮ঃ নাবূয়্যাতের অস্বীকারকারীরা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সম্পর্কে সাধারণভাবে এ কথাই বলতো, যেমনিভাবে আজকালকার কোন কোন ভ্রান্ত আক্বীদার লোক বলে থাকে।
টীকা-১৫৯ঃ নাবূয়্যাতের দাবীতে।

টীকা-১৬০ঃ এবং যে শাস্তির তোমরা উপযোগী। তিনি যে শাস্তি প্রদানে ইচ্ছা করবেন তা-ই তোমাদের উপর আপতিত করবেন।
টীকা-১৬১ঃ যা এভাবেই হয়েছে যে, তাদের নিকট প্রকট গরম পৌঁছলো, বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো। সাতদিন যাবৎ তারা প্রচন্ড গরমের শিকার হলো। মাটির নিম্নস্থ কুঠরীতে প্রবেশ করলো। সেখানে আরো অধিক গরম অনুভব করলো। এরপর একখন্ড মেঘ আসলো। সবাই সেটার নীচে এসে জড়ো হলো। তা থেকে আগুন বর্ষিত হলো আর সবাই জ্বলে গেলো। (এ ঘটনার বিবরণ 'সূরা আ'রাফ' ও 'সূরা হূদ'-এ গত হয়েছে।
টীকা-১৬২ঃ 'রুহুল আমীন' দ্বারা হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কথা বুঝানো হয়েছে, যিনি ওহীর আমানতদার।
টীকা-১৬৩ঃ যাতে আপনি তা সংরক্ষিত রাখতে পারেন এবং বুঝতে পারেন ও না ভুলেন। 'হৃদয়'-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এ যে, প্রকৃতপক্ষে সেটাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। যাচাই, বিবেক ও বাছাই-ক্ষমতার উৎসস্থলও সেটা। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেটারই অনুগত ও বাধ্য।
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, 'হৃদয়' বিশুদ্ধ হলে সমগ্র শরীর বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর সেটা বিনষ্ট হয়ে গেলে সমগ্র শরীরই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া, খুশী ও আনন্দ এবং দুঃখ ও ব্যথার স্থান হৃদয়ই। সুতরাং যখন হৃদয় আনন্দিত হয়, তখন সেটার প্রভাব সারা শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর পড়ে থাকে। সুতরাং সেটা প্রধানতুল্য হলো। সেটাই হচ্ছে বিবেক বুদ্ধির স্থান। কাজেই, সেটা হচ্ছে নির্বিশেষ পরিচালক। আর শারীয়াতের বিধি-নিষেধের প্রয়োগ, যা বিবেক ও বুঝশক্তির সাথে শর্তযুক্ত, তাও সেটার সাথে সম্পৃক্ত।

১৮১: মাপ পূর্ণ করো এবং (মাপে) ঘাটতি-কারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা (১৫৬)।	اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২: এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করো।	وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾
১৮৩: এবং লোকদের বস্তুসমূহ কম করে দিওনা আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়িয়োনা (১৫৭)।	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾
১৮৪: এবং তাঁকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্ববর্তী সৃষ্টিকেও'।	وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾
১৮৫: তারা বললো, 'আপনার উপর যাদুর প্রভাব পড়েছে,	قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾
১৮৬: আপনি তো নন, কিন্তু আমাদের মতোই একজন মানুষ (১৫৮), এবং নিশ্চয় আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।	وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾
১৮৭: সুতরাং আমাদের উপর আসমানের কোন একটা খন্ড ফেলে দিন যদি আপনি সত্য হোন (১৫৯)।'	فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾
১৮৮: তিনি বললেন, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন যা তোমাদের কৃতকর্ম রয়েছে (১৬০)।'	قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾
১৮৯: অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। পরে তাদেরকে মেঘ-ছায়াচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করলো। নিশ্চয় তা মহা দিবসের শাস্তি ছিলো (১৬১)।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾
১৯০: নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলোনা।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾
১৯১: নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সম্মানের অধিকারী, দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

রুকূ'-১১

১৯২: এবং নিশ্চয় এই ক্বুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের অবতীর্ণ।	وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾
১৯৩: সেটাকে 'রুহুল আমীন' নিয়ে অবতরণ করেছেন (১৬২)-	نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾
১৯৪: আপনার হৃদয়ের উপর (১৬৩), যাতে আপনি সতর্ক করেন,	عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾
১৯৫: সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾

টীকা-১৬৪ঃ (اِنَّهٗ) এর মধ্যে (ہ) সর্বনাম দ্বারা যদি 'কুরআন' বুঝানো হয়, তবে তার অর্থ এ দাঁড়াবে- 'সেটার উল্লেখ সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে রয়েছে।' আর যদি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কথা বুঝানো হয় তবে এ অর্থ দাঁড়াবে- 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখিত রয়েছে।'

টীকা-১৬৫ঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাত ও রিসালাতের সত্যতার উপর

টীকা-১৬৬ঃ তাদের কিতাবাদির মাধ্যমে এবং লোকদেরকে সংবাদ দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, মক্কাবাসীগণ মাদীনা মুনাওয়ারাহ এর ইহুদীদের নিকট তাদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেছিলো যে, শেষ যামানার নাবী বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে তাদের কিতাবাদির মধ্যে কি বিবরণ রয়েছে" এর জবাব ইহুদী আ'লিমগণ এটাই দিয়েছে যে, এটাই তাঁর আবির্ভাবের যুগ। তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী তাওরীতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ইহুদী আ'লিমদের মধ্যে হযরত আ'বদুল্লাহ ইবনে সালাম, ইবনে ইয়ামীন, সা'লাবাহ, আসাদ এবং উসায়দ- এসব হযরত, যাঁরা তাওরীতের মধ্যে হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলীর বর্ণনা পাঠ করেছিলেন, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান এনেছেন।

অনুবাদ	আয়াত
১৯৬: এবং নিশ্চয় সেটার চর্চা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে রয়েছে (১৬৪)।	وَاِنَّهٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۹۶﴾
১৯৭: এবং এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন ছিলো না (১৬৫) যে, এ নাবীকে জানে বানী ইস্রাঈলের আ'লিমগণ (১৬৬)।	اَوَلَمْ یَكُنْ لَّهُمْ اٰیَةً اَنْ یَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹۷﴾
১৯৮: এবং যদি আমি সেটাকে কোন অনারবীয় ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করতাম,	وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِیْنَ ﴿۱۹۸﴾
১৯৯: অতঃপর সে তা তাদেরকে পাঠ করে শুনাতো, তবুও সেটার উপর ঈমান আনতো না (১৬৭)।	فَقَرَاَهٗ عَلَیْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۹۹﴾
২০০: আমি এভাবেই অস্বীকার করাকে সঞ্চার করে দিয়েছি অপরাধীদের অন্তরে (১৬৮)।	كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِیْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۲۰۰﴾
২০১: তারা সেটার উপর ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে,	لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى یَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ﴿۲۰۱﴾
২০২: অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের উপর এসে পড়বে, আর তাদের খবরও হবেনা,	فَیَاْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾
২০৩: অতঃপর বলবে, 'আমাদেরকে কি কিছু অবকাশ দেয়া হবে (১৬৯)?'	فَیَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾
২০৪: তবে কি তারা আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করছে?	اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

টীকা-১৬৭ঃ অর্থ এ যে, আমি এ কুরআন শরীফ এক ভাষা-অলংকার শাস্ত্র বিশারদ আরবী নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছি, যাঁর ভাষাশিল্প (فصاحت) আরবদের নিকট সর্বজন স্বীকৃত। আর তারা জানে যে, কুরআনের সাথে মুকাবিলা করা অসম্ভব। সেটার সমতুল্য একটা মাত্র ছোট সূরা রচনা করতেও সমগ্র বিশ্ব অক্ষম। এতদ্ব্যতীত, কিতাবী সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এ মর্মে ঐকমত্য রয়েছে যে, সেটা অবতীর্ণ হবার পূর্বে তা অবতীর্ণ হবার সুসংবাদ এবং এ নাবীর গুণাবলীর বিবরণ তাদের কিতাবসমূহের মধ্যে তারা পেয়েছে। এটা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এ নাবী আল্লাহ এরই প্রেরিত এবং এই কিতাবও তাঁরই অবতীর্ণ, আর কাফিরগণ, যারা বিভিন্ন ধরণের অনর্থক কথাবার্তা এই কিতাব সম্পর্কে বলে, সবই অবাস্তব আর খোদ কাফিরগণও হতভম্ব যে, সেটার বিরুদ্ধে কি মন্তব্য করবে। এ জন্যই তারা সেটাকে কখনো 'পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী' বলে, কখনো বলে, 'কবিতা', কখনো 'যাদু' আর কখনো এ যে, আল্লাহ এর আশ্রয়, সেটাকে নাকি খোদ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রচনা করেছেন। আর আল্লাহ তাআ'লা এর প্রতি সেটার সম্পর্কও নাকি ভুলভাবে করে দিয়েছেন। এ ধরণের অনর্থক আপত্তি গোঁড়া ব্যক্তিই সর্বাবস্থায় করতে পারে। এমনকি, যদি এ কথা ধরে নেয়া হয় যে, এ কুরআন কোন অনারবীয় ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করা হতো, যে আরবী ভাষায় দক্ষতা রাখেনা এবং এতদসত্ত্বেও সে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুরআন পাঠ করে শুনাতো তবুও এসব লোক ঐ ধরণের কুফর করতো যেভাবে তারা এখন কুফর ও অস্বীকার করেছে। কেননা, তাদের কুফর ও অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে- গোঁড়ামীই।

টীকা-১৬৮ঃ অর্থাৎ ঐসব কাফিরের, যাদের কুফর অবলম্বন করা এবং সেটার উপর অটল থাকা আমার জানা আছে। সুতরাং তাদের জন্য হিদায়াত করার যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তারা কুফর থেকে ফিরে আসার নয়।

টীকা-১৬৯ঃ যাতে আমরা ঈমান আনতে পারি এবং সত্যায়ন করে নিই, কিন্তু তখন অবকাশ পাওয়া যাবেনা। যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কাফিরদেরকে ঐ শাস্তির খবর দিলেন, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপবশতঃ বলতে লাগলো, "এ শাস্তি কবে আসবে?" এর জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা ইরশাদ ফরমান-

টীকা-১৭০ঃ এবং তৎক্ষণাৎ ধ্বংস না করি,
টীকা-১৭১ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ এর শাস্তি।
টীকা-১৭২ঃ অর্থাৎ পার্থিব জীবন এবং সেটার আরাম-আয়েশ, তা দীর্ঘস্থায়ী হলেও তা না শাস্তিকে রোধ করতে পারবে, না সেটার কঠোরতাকে হ্রাস করতে পারবে।
টীকা-১৭৩ঃ প্রথমে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দিই, সতর্ককারীদের প্রেরণ করি। এরপরেও যেসব লোক সৎপথে আসে না এবং সত্যকে গ্রহণ করেনা তাদেরকে শাস্তি দিই।

অনুবাদ	আয়াত
২০৫: ভালো, দেখোতো, যদি আমি কয়েকটা বছর তাদেরকে ভোগ করতে দিই (১৭০),	اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿۲۰۵﴾
২০৬: অতঃপর এসে পড়ে তাদের উপর যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে (১৭১),	ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿۲۰۶﴾
২০৭: তবে কি কাজে আসবে তাদের, যা তারা ভোগ করে এসেছিলো (১৭২)?	مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿۲۰۷﴾
২০৮: এবং আমি কোন বস্তিকে ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলোনা-	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿۲۰۸﴾
২০৯: উপদেশের জন্য, এবং আমি যুলুম করিনা (১৭৩)।	ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۲۰۹﴾
২১০: এবং এ ক্বুরআনকে নিয়ে শয়তান অবতীর্ণ হয়নি (১৭৪)।	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿۲۱۰﴾
২১১: এবং তারা এর উপযোগীও নয় (১৭৫) এবং না তারা এমন করতে পারে (১৭৬)।	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۲۱۱﴾
২১২: তাদেরকে তো শ্রবণ করার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে (১৭৭)।	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿۲۱۲﴾
২১৩: অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদার পূজা করো না। করলে, তোমার উপর শাস্তি হবে।	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿۲۱۳﴾
২১৪: এবং হে মাহবূব! আপন নিকটাত্মীয়-বর্গকে সতর্ক করুন (১৭৮)।	وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿۲۱۴﴾
২১৫: এবং আপন দয়ার ডানা প্রসারিত করুন (১৭৯), আপন অনুসারী মুসলমানদের জন্য (১৮০)।	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۱۵﴾
২১৬: সুতরাং যদি তারা আপনার নির্দেশ অমান্য করে, তবে বলে দিন, 'আমি তোমাদের কর্মসমূহের সাথে সম্পর্কহীন।'	فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۱۶﴾
২১৭: এবং তাঁরই উপর নির্ভর করুন, যিনি পরম সম্মানিত, দয়ালু (১৮১),	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿۲۱۷﴾
২১৮: যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দন্ডায়মান হোন (১৮২)।	الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿۲۱۸﴾
২১৯: এবং নামাযীদের মধ্যে আপনার পরিদর্শনার্থে ভ্রমণকেও (১৮৩)।	وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿۲۱۹﴾

টীকা-১৭৪ঃ এতে কাফিরদের প্রতি খন্ডন রয়েছে, যারা বলতো যে, 'যেভাবে শয়তানগণ গণকদের নিকট আসমানী সংবাদসমূহ নিয়ে আসে, অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ এরই আশ্রয়! হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট ক্বুরআন নিয়ে আসে।' এ আয়াতে তাদের এই ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন যে, এটা ভুল।
টীকা-১৭৫ঃ যে, ক্বুরআন নিয়ে আসবে।
টীকা-১৭৬ঃ কেননা, এটা তাদের ক্ষমতার বাইরে।
টীকা-১৭৭ঃ অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রতি যেই ওহী করা হয় সেটাকে আল্লাহ্ সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতা তা রসূলের দরবারে পৌঁছিয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানগণ তাঁর নিকট থেকে তা শুনতে পায় না। এরপর আল্লাহ্ তাআ'লা আপন বান্দাদেরকে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন,
টীকা-১৭৮ঃ হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর নিকটাত্মীয় স্বজন হচ্ছেন- 'বানী হাশিম' ও 'বানী মুত্তালিব'। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহ্ এর ভয় দেখিয়েছেন। যেমন-বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয়েছে।
টীকা-১৭৯ঃ অর্থাৎ (তাদের প্রতি) করুণা ও দয়া পরবশ হোন।
টীকা-১৮০ঃ যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে আপনার উপর ঈমান এনেছে-চাই তারা আপনার নিকটাত্মীয় হোক, কিংবা না-ই হোক।
টীকা-১৮১ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআ'লা। আপনি আপনার সমস্ত কাজ তাঁরই প্রতি সোপর্দ করুন।
টীকা-১৮২ঃ নামাযের জন্য অথবা দুআ'র জন্য, অথবা ঐ সমস্ত স্থান, যেখানে আপনি থাকবেন।
টীকা-১৮৩ঃ যখন আপনি আপনার তাহাজ্জুদ-নামায আদায়কারী সাহাবীদের অবস্থাদি পরিদর্শন করার জন্য রাতে ভ্রমণ করেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, অর্থ এ যে, 'যখন আপনি ইমাম হয়ে নামায আদায় করেন এবং ক্বিয়াম, রুকূ', সাজদা ও বৈঠক সম্পন্ন করেন।'

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, অর্থ এ যে, 'তিনি আপনার দৃষ্টির পরিভ্রমণ প্রত্যক্ষ করেন নামাযসমূহের মধ্যে। কারণ, নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্মুখে ও পশ্চাতে সমানভাবে দেখতে পান।'

হযরত আবূ হুরায়রাহ (رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- "আল্লাহ এর শপথ, আমার নিকট তোমাদের হৃদয়ের নম্রতা ও তোমাদের রুকূ' গোপন নয়। আমি তোমাদের আমার সম্মুখ-পশ্চাত-উভয় দিক থেকে দেখি।"

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "এই আয়াতে 'সাজিদীন' (ساجدين) দ্বারা মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। আর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (عَلَيْهِمَا السَّلَام)- এর যামানা থেকে আরম্ভ করে হযরত আ'বদুল্লাহ ও আমিনা খাতুন-এর যমানা পর্যন্ত মু'মিনদেরই ঔরশ ও গর্ভে তাঁর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর স্থানান্তরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করেন।' এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আপনার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সমস্ত 'উসূল' বা পিতৃপুরুষ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) পর্যন্ত সবই মু'মিন। (মাদারিক, জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-১৮৪ঃ তোমাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ এবং তোমাদের নিয়্যত সম্পর্কে। এর পর আল্লাহ তাআ'লা ঐসব মুশরিকের খন্ডনে, যারা বলতো, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর শয়তানগণ অবতীর্ণ হয়", এ ইরশাদ করেন-

টীকা-১৮৫ঃ 'মুসায়লামাহ্' প্রমুখ গণকের মতো,

টীকা-১৮৬ঃ যা তারা ফিরিশতাদের নিকট শুনতে পেয়েছে

সূরাঃ ২৬ শু'আরা	৬৮৩	মানযিল-৪	পারাঃ ১৯

২২০: নিশ্চয় তিনিই শুনেন, জানেন (১৮৪)।	اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۲۰﴾
২২১: আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো- কার নিকট অবতীর্ণ হয় শয়তানগণ?	هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿۲۲۱﴾
২২২: সে অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক জঘন্য অপবাদ রটনাকারী পাপীর নিকট (১৮৫),	تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿۲۲۲﴾
২২৩: শয়তানগণ তাদের শ্রুত কথা (১৮৬) তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী (১৮৭)।	يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿۲۲۳﴾
২২৪: এবং কবিগণের অনুসরণ পথভ্রষ্টরাই করে থাকে (১৮৮)।	وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿۲۲۴﴾
২২৫: আপনি কি দেখে নি যে, তারা প্রত্যেকটি উপত্যকায় হতাশার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় (১৮৯)?	اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِیْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿۲۲۵﴾
২২৬: এবং তারা তাই বলে যা করেনা (১৯০),	وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۲۲۶﴾
২২৭: কিন্তু ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে (১৯১), অধিক	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

টীকা-১৮৭ঃ কেননা, তারা ফিরিশতাদের নিকট থেকে শ্রুত কথাবার্তার সাথে নিজ থেকে বহু মিথ্যা কথাবার্তা সংযোজন করে দেয়।

হাদীস শরীফে আছে, একটা কথা যদি শুনে তবে সেটার সাথে শত মিথ্যা সংযোজন করে দেয়। আর এটাও ততদিন পর্যন্ত ছিলো যতদিন পর্যন্ত তাদেরকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দেয়া হতো না।

টীকা-১৮৮ঃ তাদের কবিতাগুলোর মধ্যে, যেগুলো তারা আবৃত্তি করে, প্রচলন দেয়, এতদসত্ত্বেও যে, সে কবিতাগুলো মিথ্যা ও বাস্তবতা-বিবর্জিত হয়ে থাকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত কাফির কবিদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সমালোচনা করে কবিতা রচনা করতো। আর বলতো যে, 'মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যেমন বলেন, আমরাও তেমনি বলতে পারি।" আর তাদের সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের নিকট থেকে উক্ত কবিতাগুলো সংকলন করতো। সেসব লোকেরই প্রতি এ আয়াতের মধ্যে তিরস্কার করা হয়েছে।

টীকা-১৮৯ঃ এবং সব ধরণের মিথ্যা কথা রচনা করে নেয় এবং বিভিন্ন ধরণের অনর্থক ও ভিত্তিহীন কথা বানাতো, মিথ্যা প্রশংসা করতো ও মিথ্যা দুর্নাম করতো।

টীকা-১৯০ঃ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, যদি কারো শরীর পূঁজ ভর্তি হয়ে যায়, তবে এটা তার জন্য তদপেক্ষা উত্তম যে, তা কবিতায় পূর্ণ হবে। মুসলামন কবিগণ, যাঁরা এ পন্থাটা বর্জন করে তাঁরা এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা-১৯১ঃ এ আয়াতের মধ্যে ইসলামী কবিগণকে পৃথক করা হয়েছে। তাঁরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা বাক্য রচনা করেন, আল্লাহ তাআ'লা এর হামদ লিখেন, ইসলামের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন, উপদেশাবলী লিখেন। এর উপর প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়, "মসজিদে নববীতে হযরত হাসসান (رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)-এর জন্য মিম্বর বিছানো হতো। তিনি সেটার উপর দন্ডায়মান হয়ে রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গৌরবময় গুণাবলী বর্ণনা করতেন আর কাফিরদের সমালোচনার খন্ডন করতেন। ইত্যবসরে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর জন্য দুআ' করতে থাকতেন।" বুখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

ইরশাদ ফরমান, “কোন কোন কবিতা হিকমতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।” হুযূর আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বারাকাতময় মজলিসে অধিকাংশ সময়ে কবিতা পাঠ করা হতো। যেমন- তিরমিযী শরীফের হাদীসে হযরত জাবির ইবনে সা'মুরা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, হযরত আ'য়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) বলেছেন, “কবিতা হচ্ছে ‘উক্তি’- কিছু কিছু ভালো হয় আর কিছু কিছু হয় মন্দ। ভালটুকু গ্রহণ করো আর মন্দটুকু বর্জন করো।”

শাআ'বী বলেছেন, হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলতেন, “হযরত আ'লী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কবিতা রচনাকারী ছিলেন।”

টীকা-১৯২ঃ এবং কবিতা তাদের জন্য আল্লাহ এর স্মরণ থেকে নিবৃত্ত থাকার কারণ হতে পারেনি, বরং ঐ সমস্ত লোক যখন কবিতা পাঠ করেন, তখন তাঁরা আল্লাহ তাআ'লা এর হামদ বা প্রশংসা ও তাঁর একত্ববাদ, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রশংসা, সাহাবা-ই-কিরাম ও উম্মতের সৎ কর্মপরায়ন বান্দাদের প্রশংসা, প্রজ্ঞা ও উপদেশ এবং আল্লাহ এর সন্তুষ্টির জন্য সংসারের অনাসক্তি ও খোদাভীরুতার নিয়মাবলীর প্রসঙ্গেই পাঠ করেন।

টীকা-১৯৩ঃ কাফিরদের বিরুদ্ধে, তাদের অন্যায় সমালোচনার বিরুদ্ধে

টীকা-১৯৪ঃ কাফিরদের দিক থেকে। যেহেতু, তারা মুসলমানদের ও তাঁদের নেতৃবর্গের দুর্নাম রটনা করেছে। সেসব হযরত তা প্রতিহত করেছেন ও তাদের খন্ডন করেছেন। এটা মন্দ নয়, বরং প্রতিদান ও সাওয়াবের উপযোগী। হাদীস শরীফে আছে যে, মু'মিনগণ আপন তরবারী দ্বারাও জিহাদ করেন, আপন রসানা দ্বারাও। এটা ঐসব হযরতের জিহাদই।

টীকা-১৯৫ঃ অর্থাৎ মুশরিকগণ, যাঁরা পবিত্রকুল সরদার, সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দুর্ণাম রটনা করেছে।

টীকা-১৯৬ঃ মৃত্যুর পর। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, জাহান্নামের দিকে: বস্তুতঃ তা অতীব মন্দ ঠিকানা।*

পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করেছে (১৯২) এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে (১৯৩) এর পর যে, তাদের উপর যুলুম হয়েছে (১৯৪) এবং শীঘ্রই জানবে যালিমগণ (১৯৫) যে, কোন পার্শ্বের উপর তারা পলট খাবে (১৯৬)।*	وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَیَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ۠(۲۲۷)

সূরা নামল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নামল (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৯৩, রুকূ'-৭

১: ত্ব-সী-ন। এ গুলো আয়াত কুরআন ও উজ্জ্বল কিতাবের (২),	طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ(۱)
২: পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ ঈমানদারদের জন্য।	هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ(۲)
৩: ঐসব লোক, যারা নামায কায়েম রাখে (৩) ও যাকাত প্রদান করে (৪) এবং যারা আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ(۳)
৪: ঐসব লোক, যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমি তাদের কৃতকর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছি (৫), ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ؕ(۴)
৫: এরা তারাই, যাদের জন্য মন্দ শাস্তি রয়েছে (৬) এবং এরাই আখিরাতে সর্বাপেক্ষা অধিক	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ(۵)

টীকা-১ঃ ‘সূরা নামল’ মাক্কী, এতে ৭টি রুকূ', ৯৩টি আয়াত, এক হাজার তিনশ সতেরটি পদ এবং চার হাজার সাতশ নিরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২ঃ যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এবং যাতে জ্ঞান ও বাস্তবজ্ঞান গচ্ছিত রাখা হয়েছে।

টীকা-৩ঃ এবং সেটা নিয়মিতভাবে পালন করে এবং সেটার শর্তাবলী, নিয়মাবলী ও সমস্ত কর্তব্যের প্রতি যত্নবান হয়।

টীকা-৪ঃ আনন্দচিত্তে

টীকা-৫ঃ যে, তারা স্বীয় দোষ-ত্রুটিকে কাম-প্রবৃত্তির কারণে, পূণ্যময় মনে করে,

টীকা-৬ঃ পৃথিবীতে হত্যা ও গ্রেফতার

ক্ষতিগ্রস্ত (৭)।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ (٦)

৬: এবং নিশ্চয় আপনাকে ক্বুরআন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানীর নিকট থেকে (৮)।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ (٧)

৭: যখন মূসা তার পরিবারকে বললো (৯), 'এক আগুন আমার নজরে পড়েছে, অনতিবিলম্বে আমি তোমাদের নিকট সেটার কোন খবর নিয়ে আসছি, অথবা তা থেকে কোন জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসবো, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো (১০)।'

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٨)

৮: অতঃপর যখন আগুনের নিকট আসলো তখন ঘোষণা করা হলো যে, 'কল্যাণ দেয়া হয়েছে তাকে, যে এ আগুনের আলোময় ভূমিতে রয়েছে, অর্থাৎ মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام কে) এবং (তাদেরকে) যারা সেটার আশপাশে রয়েছে অর্থাৎ ফিরিশতাগণ (১১) এবং পবিত্রতা আল্লাহ এর, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের।

يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٩)

৯: হে মূসা! কথা হচ্ছে এ যে, 'আমিই হই আল্লাহ- পরম সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়।

وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ (١٠)

১০: এবং আপন লাঠি নিক্ষেপ করো (১২)।' অতঃপর যখন মূসা দেখলো সেটা কুটিল গতিতে ছুটাছুটি করছে সাপের ন্যায় তখন সে পেছনের দিকে ফিরে চলে গেলো এবং ফিরেও দেখলো না। আমি বললাম, 'হে মূসা! ভয় করোনা, নিশ্চয় আমার সান্নিধ্যে রসূলগণের ভয় থাকে না (১৩)।

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١١)

১১: হ্যাঁ, যে কেউ সীমাতিক্রম করে (১৪), অতঃপর মন্দকর্মের পর সৎকর্ম দ্বারা পরিবর্তন করে, তবে নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৫)।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (١٢)

১২: এবং আপন হাত নিজ বক্ষ-পার্শ্বের বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। তা বের হয়ে আসবে শুভ্র আলোকিত নির্দোষ হয়ে (১৬), নয়টা নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত (১৭)- ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি। নিশ্চয় তারা নির্দেশ অমান্যকারী লোক।'

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١٣)

১৩: অতঃপর যখন আমার নিদর্শনসমূহ চোখ-খোলার মতো হয়ে তাদের নিকট আসলো (১৮) তখন তারা বললো, 'এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।'

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (١٤)

১৪: এবং সেগুলোকে অস্বীকার করলো, অথচ তাদের অন্তরগুলোতে সেগুলোর (সত্যতার) নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো (১৯), যুলুম ও অহংকারবশতঃ সুতরাং দেখো, কেমন পরিণতি হয়েছে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের (২০)।

টীকা-৭ঃ যে, তাদের পরিণতি চিরস্থায়ী শাস্তি। এরপর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সম্বোধন করা হচ্ছে-

টীকা-৮ঃ এরপর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর একটা ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা জ্ঞানের সুক্ষ্ম বিষয়সমূহ ও প্রজ্ঞার বিস্ময়কর বিষয়াদি সম্বলিত।

টীকা-৯ঃ 'মাদয়ান' থেকে মিশরাভিমুখে সফর করার সময় পথিমধ্যে রাতের অন্ধকার যখন বরফ বর্ষণের কারণে প্রচন্ড শীত পড়ছিলো এবং রাস্তা হারিয়ে গিয়েছিলো আর বিবি সাহেবার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়েছিলো।

টীকা-১০ঃ এবং শীতের কষ্ট থেকে পরিত্রান পেতে পারো।

টীকা-১১ঃ এটা হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রতি অভিবাদন- আল্লাহ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে কল্যাণ সহকারে

টীকা-১২ঃ সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর নির্দেশে লাঠি নিক্ষেপ করলেন আর তা সাপ হয়ে গেলো।

টীকা-১৩ঃ না এ সাপের, না অন্য কোন কিছুর। অর্থাৎ যখন আমি তাঁকে নিরাপত্তা দিই তখন আবার আশংকা কিসের?

টীকা-১৪ঃ ভয় তারই হবে। আর সেও যখন তাওবা করে-

টীকা-১৫ঃ 'তাওবাহ' কবূল করে নিই এবং ক্ষমা করি। এরপর হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে অপর নিদর্শন দেখানো হয়েছে এবং ইরশাদ হয়েছে-

টীকা-১৬ঃ এটা হচ্ছে নিদর্শন ঐসব

টীকা-১৭ঃ যেগুলো সহকারে রসূল করে পাঠানো হয়েছে-

টীকা-১৮ঃ অর্থাৎ তাদেরকে মু'জিযা দেখানো হয়েছে,

টীকা-১৯ঃ এবং তারা জানতো যে, নিশ্চয় এসব নিদর্শন আল্লাহ এর নিকট থেকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদের মুখে অস্বীকার করতে থাকে।

টীকা-২০ঃ যে, তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-২১ঃ অর্থাৎ 'বিচার সম্পর্কীয় ও রাজ নৈতিক জ্ঞান। আর হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের 'তাসবীহ'- সম্পর্কীয় জ্ঞান দিয়েছি এবং হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) কে চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দিয়েছি।' (খাযিন)

টীকা-২২ঃ 'নাবূয়্যাত' ও 'বাদশাহী' দান করে এবং জিন, মানব ও শয়তানদেরকে অনুগত করে।

টীকা-২৩ঃ নাবূয়্যাত, জ্ঞান ও বাদশাহীর ক্ষেত্রে

টীকা-২৪ঃ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে দুনিয়া ও আখিরাতের নি'মাত আমাকে দান করা হয়েছে।

টীকা-২৫ঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتِ) কে আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্তের বাদশাহী দান করেছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক বা বাদশাহ ছিলেন। অতঃপর সমগ্র দুনিয়াব্যাপী রাজত্ব দান করেন। জিন, মানব, শয়তান, পক্ষীকুল, চতুষ্পদ পশু এবং হিংস্র জন্তু- সবারই উপর তাঁর শাসন চলতো। প্রত্যেকের ভাষা তাঁকে দান করেছেন এবং অত্যাশ্চার্য শিল্পাদি তাঁর যুগে কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পায়।

টীকা-২৬ঃ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া থেকে, যাতে সবাই সমবেত হয়ে যায়, অতঃপর পরিচালিত হতো।

টীকা-২৭ঃ অর্থাৎ তায়েফ অথবা শাম-দেশে (সিরিয়া)। ঐ উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, যেখানে প্রচুর পিপীলিকা ছিলো।

সূরাঃ ২৭ নামল	রুকূ'-২	৬৮৬	মানযিল-৪	পারাঃ ১৯

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ(۱۵) وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ(۱۶) وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ(۱۷) حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ(۱۸)

১৫: এবং নিশ্চয় আমি দাঊদ ও সুলায়মানকে বড় জ্ঞান দান করেছি (২১) এবং তারা উভয়ে বলেছে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (২২)।'

১৬: এবং সুলায়মান দাঊদের স্থলাভিষিক্ত হলো (২৩) এবং বললো, 'হে লোকেরা! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক কিছু থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে (২৪)। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ (২৫)।'

১৭: এবং সমবেত করা হয়েছে সুলায়মানের জন্য তাঁর সৈন্য বাহিনীকে- জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুল থেকে। সুতরাং তাদেরকে বাধা দেয়া হতো (২৬)।

১৮: এমন কি যখন তাঁরা পিপীলিকাগুলোর উপত্যকায় এসে পৌঁছলো (২৭), তখন একটা পিপীলিকা বললো (২৮), হে পিপীলিকাকুল! আপন আপন গৃহে চলে যাও, যাতে তোমাদেরকে পদদলিত না করে সুলায়মান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী, অজ্ঞাতসারে (২৯)।

টীকা-২৮ঃ যে পিপীলিকাগুলোর রাণী ছিলো। সেটা খোঁড়া ছিলো।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়ঃ যখন হযরত ক্বাতাদাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কূফায় প্রবেশ করলেন, আর সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর প্রতি বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়লো, তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, "তোমরা যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো।" হযরত আবূ হানীফা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) তখন যুবক ছিলেন। তিনি বললেন, "হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পিপীলিকাটি নারী জাতীয় ছিলো, না পুরুষ জাতীয়?" হযরত ক্বাতাদাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তখন ইমাম সাহেব বললেন, "সেটা নারী জাতীয় ছিলো।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "এটা আপনি কি করে জানতে পারলেন?" তিনি বললেন, "ক্বুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে- قَالَتْ نَمْلَةٌ যদি নর হতো তবে ক্বুরআন শরীফে قَالَ نَمْلٌ ইরশাদ হতো। * সুবহানাল্লাহ! (আল্লাহ এরই পবিত্রতা!) এতে হযরত ইমামের জ্ঞান-গভীরতারই অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। মোটকথা, যখন ঐ পিপীলিকা-রাণী হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সৈন্য বাহিনীকে দেখতে পেলো তখন বলতে লাগলো-

টীকা-২৯ঃ এটা সে এ জন্যই বলেছিলো যে, সে জানতো, হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) নাবী, ন্যায় বিচারক। জোর-যুলুম তাঁর কাজ নয়। তবুও যদি তাঁর সৈন্য বাহিনী দ্বারা পিপীলিকাগুলো পদদলিতও হয়ে যায় তাহলে তাঁর অজ্ঞাতসারেই পদদলিত হবে- যখন তাঁরা পথ অতিক্রম করতে থাকবেন আর এ দিকে তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

পিপীলিকার রাণীর এ কথা হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) তিন মাইল দূরে থাকতেই শুনতে পান। বাতাস প্রত্যেকটা ব্যক্তির আওয়াজ তাঁর বরকতময়

- অর্থাৎ (قَالَتْ) স্ত্রীবাচক ক্রিয়া। আর (نَمْلَةٌ)-ও স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। পিপীলিকাটা নর হলে (نَمْلٌ) আর তজ্জন্য ক্রিয়াও (قَالَ) ব্যবহৃত হতো।

কানে পৌঁছিয়ে দিতো। যখন তিনি পিপীলিকাকুলের উপত্যাকায় পৌঁছলেন, তখন তিনি আপন সৈন্য-বাহিনীর যাত্রা বিরতীর নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত পিপীলিকাগুলো আপন আপন গর্তে প্রবেশ করলো।

হযরত সুলায়মান (عَلَیْهِ السَّلَام) এর এ ভ্রমন যদিও বাতাসের উপর দিয়ে ছিলো তবুও এটা অসম্ভব ছিলো না যে, এ স্থানটা তাঁর অবতরণস্থল হতো।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ(۱۹)

وَ تَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَاۤ اَرَی الْهُدْهُدَ ۖ٘ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآىِٕبِیْنَ(۲۰)

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِیْدًا اَوْ لَاۡاَذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَیَاْتِیَنِّیْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ(۲۱)

فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ یَّقِیْنٍ(۲۲)

اِنِّیْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِیْمٌ(۲۳)

وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ فَهُمْ لَا یَهْتَدُوْنَ(۲۴)

اَلَّا یَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ یَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

১৯: অতঃপর (সুলায়মান) তার উক্তিতে মৃদু হাসলো (৩০) এবং আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি তোমার ঐ অনুগ্রহের যা তুমি (৩১) আমার উপর এবং আমার মাতা-পিতার উপর করেছো, এবং যাতে আমি ঐ সৎ কাজ করতে পারি, যা তোমার পছন্দ হয় এবং আমাকে আপন করুণায় ঐসব বান্দাদের শ্রেণীভূক্ত করো, যাঁরা তোমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগী (৩২)।'

২০: এবং পক্ষীগুলোর সন্ধান নিলো, অতঃপর বললো, 'আমার কি হলো যে, আমি হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছি না, না সে বাস্তবিক পক্ষেই অনুপস্থিত?

২১: অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো (৩৩) অথবা যবেহ করবো, অথবা সে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আমার নিকট নিয়ে আসবে (৩৪)।'

২২: অতঃপর হুদহুদ দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেনি এবং এসে (৩৫) আরয করলো, 'আমি ঐ বিষয় দেখে এসেছি, যা হুযুর, (আপনি) দেখেন নি* এবং আমি 'সাবা শহর' থেকে হুযুরের নিকট একটা নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

২৩: আমি এক নারীকে দেখেছি (৩৬), যে তাদের উপর বাদশাহী করছে এবং তাকে সবকিছু থেকে দেয়া হয়েছে (৩৭) এবং তার এক বিরাট সিংহাসন আছে (৩৮)।

২৪: আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখতে পেলাম যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সাজদা করছে (৩৯) এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তাদেরকে সরল পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে (৪০), সুতরাং তারা সৎপথ পাচ্ছে না।'

২৫: তারা কেন সাজদা করছে না আল্লাহকে, যিনি প্রকাশ করেন আসমানসমূহ ও যমীনের লুক্কায়িত বস্তুসমূহকে (৪১) এবং জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো

টীকা-৩০ঃ নাবীগণের হাসি মুচকি হাসিই হয়ে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে "ঐসব হযরত কখনো অট্টহাসি হাসেন না।"

টীকা-৩১ঃ নাবূয়্যাত, রাজত্ব ও জ্ঞান দান করে

টীকা-৩২ঃ সম্মানিত নাবীগণ ও ওলীগণ।

টীকা-৩৩ঃ তার পাখা ছিন্ন করে, অথবা তাকে তার প্রিয়জনদের নিকট থেকে পৃথক করে, অথবা তাকে তার সম-সাময়িকদের দাসে পরিণত করে, অথবা তাকে অন্যান্য পশুর সাথে বন্দী করে। আর হুদহুদকে প্রয়োজন মতো শাস্তি প্রদান করা তাঁর জন্য বৈধ ছিলো। আর যখন পক্ষীকুলকে তাঁর অনুগত করা হয়েছিলো, তখন তাকে আদব শিক্ষা দেয়া ও শাসন করা উক্ত অনুগত রাখার পন্থাই।

টীকা-৩৪ঃ যাতে তার অপরাগতাই প্রকাশ পায়।

টীকা-৩৫ঃ অত্যন্ত অক্ষমতা ও বিনয় এবং আদব ও নম্রতা প্রকাশপূর্বক ক্ষমা চেয়ে

টীকা-৩৬ঃ যার নাম 'বিলক্বীস' (বিনতে শারজীল ইবনে মালিক ইবনে রাইয়্যান)

টীকা-৩৭ঃ যা বাদশাহগণের জন্য উপযোগী হয়,

টীকা-৩৮ঃ যেটার দৈর্ঘ্য ৮০ গজ ও প্রস্থ ৪০ গজ, স্বর্ণ-রৌপ্যের উপাদান দ্বারা খচিত।

টীকা-৩৯ঃ কেননা, ঐসব লোক অগ্নি ও সূর্য-পূজারী ছিলো।

টীকা-৪০ঃ 'সরল পথ' দ্বারা সত্যের পথ ও 'দ্বীন-ইসলাম' বুঝায়,

টীকা-৪১ঃ আসমানের 'লুক্কায়িত বস্তু' দ্বারা 'বৃষ্টি' এবং 'যমীনের লুক্কায়িত বস্তু' দ্বারা 'উদ্ভিদ' বুঝানো হয়েছে।

*অর্থাৎ আপনি ইয়েমেন গিয়ে দেখেন নি। বস্তুতঃ তিনি সেখানে জাননি। স্মরণ রাখা দরকার যে, 'কাশফ'-এর অবস্থায় (অন্তর্দৃষ্টিতে) নাবীর নিকট কিছুই গোপন থাকে না, তাঁরা সমগ্র বিশ্বকে অবলোকন করেন। এ কারণে হুদহুদ (بِمَا لَمْ تُحِطْ) বলেছে। অর্থাৎ 'আপনি প্রত্যক্ষ করে জ্ঞানবেষ্টিত করেননি সেখানে তাশরীফ নিয়ে সফর করে', (لَمْ تَرَ) বলেনি। (তাফসীর-ই-নুরুল ইরফান)

টীকা-৪২ঃ এতে সূর্য পূজারীগণ, বরং সমস্ত বাতিল পূজারীদের খন্ডন রয়েছে, যারা আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্যান্য যে কোন জিনিসের পূজা করে। উদ্দেশ্য এ যে, ইবাদতের উপযোগী শুধু তিনিই, যিনি যমীন ও আসমানের সমস্ত সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন এবং সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন। যে এমন নয় সে কোন মতেই ইবাদতের উপযোগী নয়।

টীকা-৪৩ঃ অতঃপর হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) একটি পত্র লিখলেন। সেটার বিষয়বস্তু এ ছিলো-
"আল্লাহ এর বান্দা দাঊদ-তনয় সুলায়মানের পক্ষ থেকে সাবা শহরের রাণী বিলক্বীসের প্রতি- আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। সালাম তারই প্রতি যে হিদায়ত গ্রহণ করে। অতঃপর বক্তব্য এ যে, তোমরা আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেওনা এবং আমার সামনে অনুগত হয়ে হাযির হও।"
সেটার উপর তিনি স্বীয় মোহর ছেপে দিলেন এবং 'হুদহুদ'কে বললেন-

বাংলা	আরবী
এবং যা কিছু প্রকাশ করো (৪২)।	وَمَا تُعْلِنُوْنَ (٢٥)
২৬: আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি। (সাজদাহ-৮)	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩ (٢٦)
২৭: সুলায়মান বললেন, 'এখন আমরা দেখবো যে, তুমি কি সত্য বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত (৪৩)।	قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٢٧)
২৮: আমার এ নির্দেশ নিয়ে গিয়ে তাদের উপর নিক্ষেপ করো, অতঃপর তাদের নিকট থেকে সরে পৃথক হয়ে দেখো, তারা কি জবাব দেয় (৪৪)।'	اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ (٢٨)
২৯: নারী বললো, 'হে নেতৃবর্গ! নিশ্চয় আমার প্রতি এক সম্মানিত পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে (৪৫),	قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ (٢٩)
৩০: নিশ্চয় তা সুলায়মান এর নিকট থেকে এবং নিশ্চয় তা আল্লাহ এরই নাম সহকারে। যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣٠)
৩১: এ যে, আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেওনা (৪৬) এবং আত্মসমর্পন করে আমার নিকট হাযির হও (৪৭)।'	اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ (٣١)

রুকূ'-৩

বাংলা	আরবী
৩২: (ঐ নারী) বললো, 'হে নেতৃবর্গ! আমার এ ব্যাপারে আমাকে (তোমাদের) অভিমত দাও, আমি কোন ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট উপস্থিত না হও।'	قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ (٣٢)
৩৩: তারা বললো, 'আমরা শক্তিশালী, অতি কঠোর যোদ্ধা (৪৮), এবং ক্ষমতা তোমারই। তুমি ভেবে দেখো কি নির্দেশ দিচ্ছো (৪৯)।'	قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ (٣٣)
৩৪: সে বললো, 'নিশ্চয় যখন বাদশাহ কোন বস্তিতে (৫০) প্রবেশ করে তখন সেটাকে বিধ্বস্ত	قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا

টীকা-৪৪ঃ সুতরাং 'হুদহুদ' উক্ত মহান পত্রখানা নিয়ে বিলক্বিসের নিকট পৌঁছলো। তখন বিলক্বিসের চতুর্পার্শ্বে তাঁর সভাসদবর্গ ও মন্ত্রীগণ সমবেত ছিলো। হুদহুদ উক্ত পত্রখানা বিলক্বিসের কোলের উপর নিক্ষেপ করলো। অমনি সে তা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং সেটার উপর মোহর দেখে-
টীকা-৪৫ঃ সে উক্ত পত্রখানাকে 'সম্মানিত' হয়ত এ জন্য বলেছিলো যে, সেটার উপর মোহর অঙ্কিত ছিলো। এ থেকে সে বুঝতে পারলো যে, পত্রখানার প্রেরক মহিমান্বিত বাদশাহ। অথবা এ জন্য যে, এ পত্রের প্রারম্ভ আল্লাহ তাআ'লা এর পবিত্র নাম সহকারেই ছিলো।
অতঃপর সে বললো, "এ পত্রখানা কার নিকট থেকে এসেছে?" অতএব বললো-
টীকা-৪৬ঃ অর্থাৎ আমার নির্দেশ মান্য করো এবং অহমিকা প্রদর্শন করো না যেমন কোন কোন বাদশাহ করে থাকে।
টীকা-৪৭ঃ অনুগত বেশে। পত্রের এ বিষয়বস্তু শুনিয়ে বিলক্বিস আপন সভাসদবর্গের প্রতি মনোনিবেশ করলো।
টীকা-৪৮ঃ এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "যদি তোমার সিদ্ধান্ত যুদ্ধের হয়, তাহলে আমরা তজ্জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আমরা বাহাদুর ও সাহসী, শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী। আমাদের ভারী সৈন্যদল রয়েছে, যারা যুদ্ধে অভিজ্ঞ।"
টীকা-৪৯ঃ "হে রাণী! আমরা তোমারই অনুগত থাকবো। তোমারই নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।" এ উত্তরে তারা এ দিকে ইঙ্গিত করলো যে, তাদের অভিমত যুদ্ধ করার পক্ষে। অথবা তাদের উদ্দেশ্য এ কথা বলা, "আমরা যুদ্ধবাজ। অভিমত ও পরামর্শ আমাদের কাজ নয়। তুমি নিজেই জ্ঞানী ও দক্ষ ব্যবস্থাপক। আমরা সর্বাবস্থায়ই তোমার অনুসরণ করবো"।
যখন বিলক্বিস দেখলো যে, এ সব লোক যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী, তখন সে তাদেরকে তাদের অভিমতের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত করলো এবং যুদ্ধের অশুভ পরিণতির কথা তাদের সামনে তুলে ধরলো।
টীকা-৫০ঃ স্বীয় জোর ও ক্ষমতা বলে।

টীকা-৫১ঃ হত্যাযজ্ঞ, গ্রেফতার ও অবমাননার সাথে।

টীকা-৫২ঃ এটাই বাদশাহগণের প্রচলিত রীতি। বাদশাহগণের স্বভাব সম্বন্ধে যা তার জ্ঞান ছিলো, সেটারই ভিত্তিতে সে এ কথা বললো। এতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, যুদ্ধ যথোচিত নয়। এতে রাজা ও রাজ্যবাসীদের ধ্বংসের আশংকা থাকে। এরপর সে স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো এবং বললো,

টীকা-৫৩ঃ এ থেকে বুঝা যাবে যে, তিনি কি বাদশাহ, না নাবী। কেননা, বাদশাহ সসম্মানে উপহার গ্রহণ করেন। যদি তিনি বাদশাহ হন, তবে উপহার গ্রহণ করবেন। আর যদি নাবী হন তাহলে উপহার গ্রহণ করবেন না। আর আমরা তাঁর ধর্মের অনুসরণ করা ব্যতীত তিনি অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। সুতরাং বিলক্বীস পাঁচশ দাস ও পাঁচশ দাসী উন্নতমানের পোশাক ও অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে (ঘোড়ার পিঠের) স্বর্ণখচিত গদির উপর আরোহণ করিয়ে প্রেরণ করলো। আর স্বর্ণের পাঁচশ ইঁট, মণিমুক্তা খচিত রাজমুকুট এবং মেশক ও আম্বর ইত্যাদি ইত্যাদি একটা চিঠি সহকারে আপন দূতের সাথে রওনা করলো। হুদহুদও এটা দেখে রওনা হয়ে গেলো। সেটা হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর নিকট সমস্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলো। তিনি নির্দেশ দিলেন- স্বর্ণ-রোপ্যের ইঁট বানিয়ে নয় ফরসঙ্গ (২৭ মাইল) ময়দানে বিছিয়ে দেয়া হোক এবং এর চতুর্পার্শ্বে স্বর্ণ-রৌপ্যের উচ্চ প্রাচীর তৈরি করে দেয়া হোক। আর জল ও স্থলের সুন্দর সুন্দর পশু ও জিনের বাচ্চাদেরকে ময়দানের ডানে ও বামে উপস্থিত করা হোক।

وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفۡعَلُوۡنَ (٣٤)

করে দেয় এবং সেটার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে করে (৫১) অপদস্ত এবং তারা এরূপই করে (৫২)।'

وَإِنِّىۡ مُرۡسِلَةٌ إِلَيۡهِمۡ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرۡجِعُ الۡمُرۡسَلُوۡنَ (٣٥)

৩৫: এবং আমি তাদের প্রতি একটা উপহার প্রেরণকারিণী। অতঃপর দেখবো যে দুত কি উত্তর নিয়ে ফিরে আসে (৫৩)।'

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيۡمٰنَ قَالَ أَتُمِدُّوۡنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيۡرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمۡ ۚ بَلۡ أَنۡتُمۡ بِهَدِيَّتِكُمۡ تَفۡرَحُوۡنَ (٣٦)

৩৬: অতঃপর যখন সে (৫৪) সুলায়মান এর নিকট আসলো, তখন তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছো? সুতরাং আমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন (৫৫) তা উৎকৃষ্টতর তা থেকে, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন (৫৬), বরং তোমরাই তোমাদের উপহার নিয়ে খুশি হয়ে থাকো (৫৭)।'

اِرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُمۡ بِجُنُوۡدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمۡ بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُمۡ مِّنۡهَآ أَذِلَّةً وَّهُمۡ صٰغِرُوۡنَ (٣٧)

৩৭: ফিরে যাও তুমি তাদের প্রতি, অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে ঐ সৈন্যদল নিয়ে আসবো যাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে শহর থেকে অপদস্থ করে বের করে দেবো, এভাবে যে, তারা অবনমিত হবে (৫৮)।

قَالَ يٰٓأَيُّهَا الۡمَلَؤُا أَيُّكُمۡ يَأۡتِيۡنِىۡ بِعَرۡشِهَا قَبۡلَ أَنۡ يَّأۡتُوۡنِىۡ مُسۡلِمِيۡنَ (٣٨)

৩৮: সুলায়মান বললেন, 'হে সভাসদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসতে পারে এরই পূর্বে যে, সে আমার নিকট অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে (৫৯)?'

টীকা-৫৪ঃ অর্থাৎ বিলক্বীসের দূত আপন দল সহাকারে উপহার নিয়ে

টীকা-৫৫ঃ অর্থাৎ দ্বীন, নাবূয়্যাত, বাস্তব জ্ঞান এবং রাজত্ব

টীকা-৫৬ঃ ধন-সম্পদ ও পার্থিব সামগ্রী,

টীকা-৫৭ঃ অর্থাৎ তোমরা বিলাসপ্রিয় লোক। দুনিয়ার জাঁকজমকের উপর গর্ববোধ করো। আর তোমরা একে অপরের উপহারের উপর খুশী হয়ে থাকো। কিন্তু আমি না দুনিয়া দ্বারা আনন্দিত, না সেটার আমার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ তাআ'লা আমাকে এতো প্রাচুর্য দান করেছেন যে, তা অন্যান্যদেরকে দেয়া হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাকে 'দ্বীন' ও 'নাবূয়্যাত' দ্বারা ধন্য করেছেন। এরপর হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) প্রতিনিধি দলের নেতা মানযার ইবনে আমরকে বললেন, "এ উপহার নিয়ে

টীকা-৫৮ঃ অর্থাৎ তারা যদি আমার নিকট মুসলমান হয়ে হাযির না হয় তবে এ পরিণতিই হবে। যখন রাজদূত উপহার নিয়ে বিলক্বীসের নিকট ফিরে আসলো এবং সমস্ত ঘটনা শুনালো, তখন সে বললো, "নিশ্চয় তিনি নাবী হন। আর তাঁর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।" সুতরাং সে আপন সিংহাসনটা আপন সপ্ত-মহলের সর্ব পশ্চাতের মধ্যে সংরক্ষিত করে সমস্ত দরজা তালাবদ্ধ করে দিলো। আর সেটার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করে দিলো এবং হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর দরবারে হাযির হবার জন্য আয়োজন করলো। তা এ জন্য যে, সে প্রথমে দেখবে তিনি তাকে কি নির্দেশ দেন। অতঃপর সে একটা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে তাঁর দিকে রওনা হলো যার মধ্যে বার হাজার নবাব ছিলো। প্রত্যেক নবাবের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য ছিলো। যখন তারা এতটুকু নিকটে পৌঁছেছিলো যে, হযরতের নিকট থেকে আর শুধু এক ফরসঙ্গ (৩ মাইল) দূরত্ব বাকী ছিলো, তখন

টীকা-৫৯ঃ এতে তাঁর উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, তার সিংহাসন হাযির করে তাকে আল্লাহ তাআ'লা এর কুদরত ও স্বীয় নাবূয়্যাতের পক্ষে প্রমাণবহ মু'জিযা দেখাবেন। কারো কারো অভিমত হচ্ছে- তিনি চেয়েছিলেন যে, সে আসার পূর্বেই সেটার আকৃতি বদলে দেবেন। আর তা দ্বারা তার বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা করবেন যে, সে তা চিনতে পারছেন কি না?

টীকা-৬০ঃ আর তাঁর বৈঠক (সভা) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্থায়ী হতো।

টীকা-৬১ঃ হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "আমি তা অপেক্ষাও শীঘ্র চাই।"

টীকা-৬২ঃ অর্থাৎ তাঁর মন্ত্রী আসিফ ইবনে বারখিয়া, যিনি আল্লাহ এর 'ইসমে-আযম' জানতেন,

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ (٣٩)

৩৯: এক বড় দুষ্ট জিন বললো, আমি উক্ত সিংহাসন আপনার সম্মুখে উপস্থিত করে দেবো এরই পূর্বে যে, হুযূর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন (৬০) এবং আমি নিঃসন্দেহে সেটা করার ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্বস্ত হই (৬১)।'

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ (٤٠)

৪০: ঐ ব্যক্তি আরয করলো, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিলো (৬২), 'আমি সেটা হুযূরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই (৬৩)।' অতঃপর যখন সুলায়মান সিংহাসনটা তাঁর নিকট রক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেলো, তখন বললো, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে, যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, না অকৃতজ্ঞ হই। বস্তুত যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে স্বীয় কল্যাণের জন্যই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করে (৬৪), আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে আমার প্রতিপালক বেপরোয়া, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।'

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ (٤١)

৪১: সুলায়মান নির্দেশ দিলো, 'নারীর সিংহাসনটা তার সামনে আকৃতি বদলিয়ে অপরিচিত করে রেখে দাও, যাতে আমরা দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে, না তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, যারা অনবগত।'

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ (٤٢)

৪২: অতঃপর যখন সে আসলো, তখন তাকে বলা হলো, 'তোমার সিংহাসন কি এরূপই?' সে বললো, 'মনে হচ্ছে সেটাই (৬৫)।' এবং আমরা এ ঘটনার পূর্বেই খবর পেয়েছি (৬৬) এবং আমরা অনুগত হয়েছি (৬৭)।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ (٤٣)

৪৩: এবং তাকে নিবৃত্ত রেখেছে (৬৮) ঐ বস্তু, যা সে আল্লাহকে ব্যতীত পূজা করতো, সে কাফির লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ

৪৪: তাকে বলা হলো, আঙ্গিনায় প্রবেশ করো (৬৯)।' অতঃপর যখন সে সেটা দেখলো, তখন সে ওটাকে গভীর জলাশয় মনে করলো এবং আপন সাক্বদ্বয় (গোড়ালী থেকে হাঁটু পর্যন্ত) খুললো (৭০)। সুলায়মান বললেন, 'এতো এক মসৃণ আঙ্গিনা, আয়নামন্ডিত (৭১)।' নারীটি আরয করলো,'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সত্তার উপর অত্যাচার করেছি

টীকা-৬৩ঃ হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "নিয়ে এসো, হাযির করো।" আসিফ আরয করলেন, "আপনি নাবীর পুত্র নাবী। আর যে মহা মর্যাদা আপনি আল্লাহ এর দরবারে লাভ করেছেন তা এখানে কারো ভাগ্যে জোটেনি। আপনি দুআ' করুন, তাহলে তা আপনার নিকট চলে আসবে।" তিনি বললেন, "তুমি সত্য বলছো।" আর তিনি দুআ' করলেন। তখনই সিংহাসনটা মাটির নীচে দিয়ে এসে হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর চেয়ারের নিকটে প্রকাশ পেলো।

টীকা-৬৪ঃ অর্থাৎ ঐ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুফল খোদ এ কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই প্রত্যাবর্তন করে।

টীকা-৬৫ঃ এ উত্তরে তার পূর্ণাঙ্গ বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেলো। তখন তাকে বলা হলো, "এটা তোমারই সিংহাসন। দরজা বন্ধ করা, দরজায় তালা লাগানো এবং পাহারাদার নিয়োগ করা দ্বারা কি উপকার হলো?" এর জবাবে সে বললো-

টীকা-৬৬ঃ আল্লাহ তাআ'লা এর ক্বুদরতের, আপনার নাবুয়্যাতের সত্যতার- হুদহুদের ঘটনা থেকে এবং প্রতিনিধি দলের নেতার নিকট থেকে।

টীকা-৬৭ঃ আমরা আপনার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেছি।

টীকা-৬৮ঃ আল্লাহ এর ইবাদত ও তাওহীদ থেকে অথবা ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়া থেকে।

টীকা-৬৯ঃ ঐ আঙ্গিনাটা মসৃণ কাঁচের তৈরি ছিলো। এর নীচে পানি প্রবাহিত হচ্ছিলো। তাতে বিভিন্ন ধরণের মাছ ছিলো। আর এর মাঝখানে হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সিংহাসন ছিলো, সেটার উপর তিনি উপবিষ্ট হয়ে নিজ আলো বিকিরণ করছিলেন।

টীকা-৭০ঃ যাতে পানি অতিক্রম করে হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট হাযির হয়।

টীকা-৭১ঃ এতো পানি নয়। এটা শুনিবা মাত্রই বিলক্বীস আপন সাক্বদ্বয় (পায়ের গোছা দু'টি) ঢেকে নিলো। এতে সে অতীব আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেলো। আর সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলো যে, হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর রাজত্ব, শাসন ও ক্ষমতা আল্লাহ এরই পক্ষ থেকে প্রদত্ত। আর ঐসব আশ্চর্যজনক

বিষয়াদি দ্বারা সে আল্লাহ তাআ'লা এর একত্ব ও তাঁর নাবুয়্যাতের পক্ষে দলীল অনুমান করেছিলো। তখন হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) তাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন।
টীকা-৭২ঃ এভাবে যে, তুমি ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করেছি, সূর্যের পূজা করেছি।
টীকা-৭৩ঃ সুতরাং সে নিষ্ঠার সাথে 'তাওহীদ' ও 'ইসলাম' গ্রহণ করলো আর আল্লাহ এর বিশুদ্ধ ইবাদত অবলম্বন করলো।
টীকা-৭৪ঃ এবং কাউকেও তাঁর শরীক স্থির করো না।

(৭২) এবং এখন সুলায়মান এর সাথে আল্লাহ এর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, যিনি সমস্ত জগতের (৭৩) প্রতিপালক।

اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۴۴)

৪৫: নিশ্চয় আমি সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদেরই স্বগোত্রীয় সালিহকে প্রেরণ করেছি, তোমরা আল্লাহ এরই ইবাদত করো (৭৪)। অতঃপর তখন তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলো (৭৫) বিতর্কে লিপ্ত হয়ে (৭৬)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ (۴۵)

৪৬: সালিহ বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! কেন অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করছো (৭৭) মঙ্গলের পূর্বে (৭৮)? আল্লাহ এর নিকট কেন ক্ষমা প্রার্থনা করছোনা (৭৯)? হয়তো তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হবে (৮০)।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (۴۶)

৪৭: তারা বললো, 'আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে (৮১)।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ এর নিকট তোমাদের কাজই তোমাদের অশুভ লক্ষণের কারণ (৮২), বরং তোমরা ফিতনায় পতিত হয়ে আছো (৮৩)।'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ (۴۷)

৪৮: এবং শহরের মধ্যে নয়জন লোক ছিলো (৮৪) যারা ভূ-পৃষ্ঠ অশান্তি সৃষ্টি করতো এবং সংশোধন চাইতো না।

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (۴۸)

৪৯: পরস্পরের মধ্যে আল্লাহর নামে শপথ করে বললো,'আমরা অবশ্যই অতর্কিতে আক্রমণ করবো রাত্রি বেলায় সালিহ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর (৮৫)।' অতঃপর তাঁর উত্তরাধিকারীদেরকে (৮৬) বলবো, 'এ পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না এবং আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী।'

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (۴۹)

৫০: এবং তারা নিজেদের মতো চক্রান্ত করলো এবং আমি আপন গোপন ব্যবস্থাপনা করলাম (৮৭), আর তারা অনবহিতই রয়ে গেলো।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (۵۰)

৫১: অতএব দেখো, কেমন পরিণতি হয়েছে

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

টীকা-৭৫ঃ একদল ঈমানদার আর একদল কাফির।
টীকা-৭৬ঃ প্রত্যেক দলই নিজেদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করতে লাগলো, আর তারা পরস্পর বিতর্ক করতো? কাফির দলটি বললো, "হে সালিহ! যে শাস্তির আপনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা নিয়ে আসুন, যদি আপনি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত হোন।"
টীকা-৭৭ঃ অর্থাৎ বালা-মুসীবত ও শাস্তি।
টীকা-৭৮ঃ 'মঙ্গল' দ্বারা 'সুস্বাস্থ্য' এবং 'রহমত' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৭৯ঃ শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে কুফর থেকে তাওবাহ করে ঈমান এনে
টীকা-৮০ঃ এবং পৃথিবীতে শাস্তি দেয়া হবে না।
টীকা-৮১ঃ হযরত সালিহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) যখন প্রেরিত হলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করলো, সে কারণেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো, দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো এবং লোকেরা অনাহারে মরতে লাগলো। এ সবের জন্য তারা হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শুভাগমনকে দায়ী করলো এবং তাঁর আগমনকে অমঙ্গল মনে করলো।
টীকা-৮২ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "অমঙ্গল যা তোমাদের নিকট এসেছে তা তোমাদের কুফরের কারণেই আল্লাহ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে এসেছে।"
টীকা-৮৩ঃ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে, অথবা আপন ধর্মের কারণে শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছো।
টীকা-৮৪ঃ অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়ের শহরে, যার নাম 'হিজর'। তাদের অভিজাতগণের সন্তানদের মধ্য থেকে নয় ব্যক্তি ছিলো। তাদের নেতা ছিলো ক্বিদার ইবনে সালিফ। তারাই হচ্ছে এমনসব লোক, যারা উষ্ট্রীর গোছগুলো কেটে ফেলার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো।
টীকা-৮৫ঃ অর্থাৎ রাতের বেলায় তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে, যাঁরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, হত্যা করে ফেলবো।
টীকা-৮৬ঃ তাঁদের খুনের বদলা তলব করার যাদের অধিকার থাকবে,
টীকা-৮৭ঃ অর্থাৎ তাদের চক্রান্তের এ প্রতিফল দিয়েছি যে, তাদের শাস্তিকেই ত্বরান্বিত করেছি।

টীকা-৮৮ঃ অর্থাৎ ঐ নয় ব্যক্তিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা ঐ রাত্রিতে হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঘরবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফিরিশতাদের প্রেরণ করলেন। তখন ঐ নয় ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দরজায় আসলো, ফিরিশতারা তাদের প্রতি পাথর বর্ষণ করলেন। ঐ পাথর তাদের গায়ে লাগতো, কিন্তু নিক্ষেপকারী নজরে আসতো না। এ ভাবেই এ নয়জনকে ধ্বংস করেছেন।

مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥١)

তাদের চক্রান্তের। আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তাদেরকে (৮৮) এবং তাদের সমগ্র সম্প্রদায়কে (৮৯)।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٥٢)

৫২: সুতরাং এই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি- জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, বদলা তাদের অত্যাচারের। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।

وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٥٣)

৫৩: এবং আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়েছি যারা ঈমান এনেছে (৯০) এবং ভয় করতো (৯১)?

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ (٥٤)

৫৪: এবং লূতকে, যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছো (৯২) এবং তোমরা অনুধাবন করছো (৯৩)?

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (٥٥)

৫৫: তোমরা কি পুরুষদের নিকট যৌন-প্রবৃত্তি সহকারে যাচ্ছো নারীদেরকে ছেড়ে (৯৪)? বরং তোমরা হও অজ্ঞ লোক (৯৫)।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (٥٦)

৫৬: সুতরাং তার সম্প্রদায়ের কোন উত্তর ছিলো না, কিন্তু এ যে, তারা বললো, 'লূতের পরিবার-পরিজনকে আপন বস্তি থেকে বের করে দাও। এসব লোক তো পবিত্রতা চাচ্ছে (৯৬)।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٥٧)

৫৭: অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করেছি, কিন্তু তার স্ত্রীকে আমি রুখে দিয়েছি যেন সে যারা রয়ে গিয়েছিলো তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় (৯৭)।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ (٥٨)

৫৮: এবং আমি তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (৯৮), সুতরাং তা কতই মন্দ বর্ষণ ছিলো ভয়-প্রদর্শিতদের জন্য।

রুকূ'-৫

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٥٩)

৫৯: আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই (৯৯) এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর (১০০)।' শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ (১০১), না তাদের গড়া শরীক?*

টীকা-৮৯ঃ বিকট শব্দ দ্বারা

টীকা-৯০ঃ হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি

টীকা-৯১ঃ তাঁর অবাধ্যতাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার।

টীকা-৯২ঃ এ অশ্লীলতা দ্বারা তাদের অপকর্ম (পায়ু সঙ্গম) বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৩ঃ অর্থাৎ এ অপকর্মের কুফল সম্পর্কে অবগত রয়েছো। অথবা এই অর্থ যে, 'একে অপরের সম্মুখে পর্দার আড়ালে ছাড়া, প্রকাশ্যভাবেই বলৎকারীতে লিপ্ত হচ্ছো'। অথবা অর্থ এ যে, 'তোমরা তোমাদের পূর্বেকার যুগ থেকেই অবাধ্য লোকদের ধ্বংস ও তাদের শাস্তির নিদর্শনসমূহ দেখতে পাচ্ছো। এতদ্‌সত্ত্বেও কি ঐ অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছো?'

টীকা-৯৪ঃ অথচ পুরুষদের জন্য নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য পুরুষদেরকে এবং নারীদের জন্য নারীদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি। কাজেই, এই অপকর্মটা আল্লাহ এর সৃষ্টি-রহস্যের পরিপন্থী।

টীকা-৯৫ঃ যারা এমন অপকর্ম করছো।

টীকা-৯৬ঃ এবং এ অশ্লীল কাজ করতে নিষেধ করছেন।

টীকা-৭৬ঃ শাস্তিতে

টীকা-৯৮ঃ পাথরের,

টীকা-৯৯ঃ এতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সম্বোধন করা হয়েছে যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংসের উপর তিনি আল্লাহ এর প্রশংসা করেন।

টীকা-১০০ঃ অর্থাৎ নাবীগণ ও রসূলগণের উপর। হযরত ইবনে আব্বাস (عَلَيْهِ السَّلَام) বলেন, 'মনোনীত বান্দাগণ' দ্বারা হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীগের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১০১ঃ খোদার ইবাদতকারীদরে জন্য, যাঁরা একমাত্র তাঁরই জন্য ইবাদত করেন এবং তাঁর উপর ঈমান আনেন, আর তিনি তাঁদেরকে শাস্তি ও ধ্বংস থেকে উদ্ধার করবেন।

টীকা-১০২ঃ অর্থাৎ প্রতিমা, যেগুলো আপন পূজারীদের কোন কাজে আসতে পারেনা। সুতরাং যখন সেগুলোর মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, কাজেই সেগুলো কোন উপকারই করতে পারেনা, সুতরাং সেগুলোর পূজা করা ও উপাস্য বলে মেনে নেয়া নিতান্তই অমূলক। এর পর কয়েকটা শ্রেণীর উল্লেখ করা হচ্ছে যে গুলো আল্লাহ তাআ'লা এর একত্ব ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।*

টীকা-১০৩ঃ সর্বাপেক্ষা মহান বস্তুদ্বয়, যেগুলো দৃষ্টিগোচর হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা এর মহা ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে, সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থ এ যে, 'তবে কি প্রতিমা উত্তম, না তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের মত মহান ও আশ্চর্যজনক মাখলূক তৈরি করেছেন?' (নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ)
টীকা-১০৪ঃ এটা তোমাদের ক্ষমতাধীন ছিলো না।

সূরাঃ ২৭ নামল	৬৯৩	মানযিল-৪	পারাঃ ২০

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০: না তিনি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (১০৩) এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন? অতঃপর আমি তা থেকে সৌন্দর্যমন্ডিত বাগানসমূহ উদগত করেছি, তোমাদের ক্ষমতা ছিলো না সেগুলোর বৃক্ষাদি উদগত করার (১০৪)। আল্লাহ্ এর সাথে কি অন্য খোদাও আছে (১০৫)? বরং ঐসব লোক সৎপথ থেকে সরে পড়েছে (১০৬)।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১: না তিনি, যিনি পৃথিবীকে বসবাস করার জন্য তৈরি করেছেন, সেটার মাঝে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন, সেটার জন্য নোঙ্গর সৃষ্টি করেছেন (১০৭) এবং উভয় সমুদ্রের মধ্যে অন্তরাল রেখেছেন (১০৮)? আল্লাহ্ এর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞ (১০৯)।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২: না তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন (১১০) যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ এবং তোমাদেরকে ভূ-খন্ডের মালিক করেন (১১১)? আল্লাহ্ এর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? অতি স্বল্প সংখ্যক লোকই মনোযোগ দিয়ে থাকে।

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩: না তিনি, যিনি তোমাদেরকে সৎপথ দেখান (১১২) পুঞ্জিভূত অন্ধকারে- স্থলের ও জলের (১১৩) এবং যিনি বায়ুসমূহ প্রেরণ করেন আপন রহমতের পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে (১১৪)? আল্লাহ্ এর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? বহু ঊর্ধ্বে আল্লাহ্ তাদের শির্ক থেকে।

أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪: না তিনি, যিনি সৃষ্টির আরম্ভ করেন, অতঃপর সেটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন (১১৫)? এবং কে তোমাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীন থেকে জীবিকা প্রদান করেন (১১৬)? আল্লাহ্ এর সাথে কি অন্য খোদাও আছে? আপনি বলুন, 'নিজেদের প্রমাণ হাযির করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১১৭)।'

টীকা-১০৫ঃ এ সব মহা ক্ষমতার প্রমাণাদি দেখেও কি এমন বলা যেতে পারে? কখনো না। তিনি একক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।
টীকা-১০৬ঃ যারা তাঁর জন্য শরীক স্থির করে।
টীকা-১০৭ঃ ভারী পর্বতমালা, যেগুলো সেটাকে নড়াচড়া করা থেকে রক্ষা করে।
টীকা-১০৮ঃ যাতে লবণাক্ত ও মিষ্ট পানি পরস্পর মিশতে না পারে।
টীকা-১০৯ঃ যারা আপন প্রতিপালকের একত্ব ও তাঁর ক্ষমতা এবং ইখতিয়ার সম্পর্কে জানে না এবং তাঁর উপর ঈমান আনে না।
টীকা-১১০ঃ এবং চাহিদা পূরণ করেন
টীকা-১১১ঃ যাতে তোমরা তাতে বসবাস করো এবং যুগের পর যুগ, শতাব্দির পর শতাব্দি তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকো?
টীকা-১১২ঃ তোমাদের গন্তব্যস্থানসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলী
টীকা-১১৩ঃ নক্ষত্ররাজি ও চিহ্নসমূহ দ্বারা
টীকা-১১৪ঃ 'রহমত' দ্বারা এখানে 'বৃষ্টি' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১১৫ঃ তার মৃত্যুর পর। যদিও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাকে কাফিরগণ স্বীকার করতো না, কিন্তু যেহেতু সে বিষয়ের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ স্থির করা হয়েছে, সেহেতু সেগুলোকে অস্বীকার করার কোন গুরুত্বই নেই, বরং যখন তারা প্রাথমিক সৃষ্টির কথা স্বীকার করে তখন তাদেরকে পুনরুত্থানের বিষয়কেও মেনে নিতে হবে। কেননা, প্রথমে সৃষ্টি করা পুনর্বার সৃষ্টি করার উপর মজবুত দলীল। সুতরাং এখন তাদের জন্য কোন ওযর-আপত্তি ও অস্বীকার করার কোন অবকাশ থাকেনি।
টীকা-১১৬ঃ আসমান থেকে বৃষ্টি (বর্ষণ করে) এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ (জন্মিয়ে)?
টীকা-১১৭ঃ নিজেদের এই দাবীর মধ্যে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যও রয়েছে, সুতরাং বলোতো পূর্বে যেসব গুণ ও পরিপূর্ণতা উল্লেখ করা হয়েছে

সেগুলো কার মধ্যে রয়েছে? আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কেউ নেই, তখন আবার অন্য কাউকে কীভাবে উপাস্য স্থির করছো?

এখানে, هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ (তোমাদের প্রমাণাদি হাযির করো) ইরশাদ করে তাদের অক্ষমতা ও বাতিল হওয়াটাই প্রকাশ করা হয়েছে।

টীকা-১১৮ঃ তিনিই জ্ঞানী অদৃশ্য বিষয়াদির। তাঁরই ইচ্ছা- যাকে চান সে বিষয়ে অবগত করবেন, সুতরাং তিনি আপন প্রিয় নবীগণকে বলে দেন। যেমন সূরা 'আল-ই-ইমরান' এ ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ এর জন্য শোভা পায় না যে, তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান প্রদান করবেন, হ্যাঁ আল্লাহ্ মনোনীত করেন আপন রসূলগণের মধ্য থেকে যাকে চান।"

আরো বহুসংখ্যক আয়াতের মধ্যে আপন প্রিয় রাসূলগণকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর খোদ এ পারায় এর পরবর্তী রুকূ'তে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ "যত অদৃশ্য বিষয় রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে, সবই একটা বর্ণনাকারী কিতাবে রয়েছে।"

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো।

টীকা-১১৯ঃ এবং তাদের কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, যারা সেটার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে?

টীকা-১২০ঃ তারা এখনো পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবার বিষয়কে বিশ্বাস করেনা।

টীকা-১২১ঃ আপন আপন কবর থেকে জীবিতবস্থায়?

টীকা-১২২ঃ অর্থাৎ (আল্লাহ্ এরই আশ্রয়।) মিথ্যা কথামালা।

টীকা-১২৩ঃ যে, তারা অস্বীকার করার কারণে শাস্তি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-১২৪ঃ তাদের বিমুখ থাকা, অস্বীকার করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে

টীকা-১২৫ঃ কেননা, আল্লাহ্ আপনার রক্ষক ও সাহায্যকারী।

টীকা-১২৬ঃ অর্থাৎ এ শাস্তির প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ করা হবে?

টীকা-১২৭ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ এর শাস্তি। সুতরাং ঐ শাস্তি বদর যুদ্ধের দিনে তাদের উপর এসেই গেছে। আর অবশিষ্ট শাস্তি তারা মৃত্যুর পর ভোগ করবে

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ (٦٥)

৬৫: আপনি বলুন, 'অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না যারা আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ (১১৮)। এবং তাদের খবর নেই যে, তারা কবে পুনরুত্থিত হবে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ (٦٦)

৬৮: তাদের জ্ঞানের পরম্পরা কি আখিরাত সম্পর্কে জানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে (১১৯)? বরং তারা সেটার দিক থেকে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে (১২০), বরং তারা সে বিষয়ে অন্ধ।

রুকূ'-৬

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَاۤ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ (٦٧)

৬৯: এবং কাফিরগণ বললো, 'যখন আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হয়ে যাবো তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে (১২১)?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (٦٨)

৬৮: নিশ্চয় এ কথার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আমাদেরকে ও আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আমাদের পূর্বে। এতো নয় কিন্তু পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী (১২২)।'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (٦٩)

৬৯: আপনি বলুন, 'পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমন করে দেখো কেমন হয়েছে পরিণতি অপরাধীদের (১২৩)।'

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ (٧٠)

৭০: এবং আপনি তাদের সম্পর্কে দুঃখ করবেন না (১২৪) এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হবেন না (১২৫)।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٧١)

৭১: এবং বলে, 'কবে আসবে এ প্রতিশ্রুতি (১২৬) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ (٧٢)

৭২: আপনি বলুন, 'এ কথা নিকটবর্তী যে, তোমাদের পেছনেই এসে পড়েছে সে সব বস্তুর কিছুটা যে বিষয়ে তোমরা ত্বরান্বিত করছো (১২৭)।'

وَاِنَّ رَبَّكَ

৭৩: এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক

টীকা-১২৮ঃ এজন্য শাস্তি প্রদানকে বিলম্বিত করেন,

টীকা-১২৯ঃ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ও স্বীয় অজ্ঞতার কারণে শাস্তির বিষয়কে ত্বরান্বিত করে।

টীকা-১৩০ঃ অর্থাৎ রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাঁর বিরোধিতায় বিভিন্ন চক্রান্ত করা- সবকিছুই আল্লাহ এর জানা আছে। তিনি সেটার শাস্তি দেবেন।

টীকা-১৩১ঃ অর্থাৎ 'লাওহ্-ই-মাহফূয' (সংরক্ষিত ফলক)-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যাঁদের পক্ষে, আল্লাহ এর অনুগ্রহ ক্রমে, সেগুলো দেখা সম্ভব তাঁদের সম্মুখে সেগুলো সুস্পষ্ট।

لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ (٧٣)

অনুগ্রহশীল- মানুষের প্রতি (১২৮), কিন্তু অধিকাংশ লোক সত্যকে স্বীকার করে না (১২৯)।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٧٤)

৭৪: এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন যা তাদের বক্ষসমূহে (অন্তরগুলো) গোপন রয়েছে এবং যা তারা প্রকাশ করে (১৩০)।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٧٥)

৭৫: এবং যত অদৃশ্য বিষয় রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের- সবই এক বর্ণনাকারী কিতাবের মধ্যে রয়েছে (১৩১)।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (٧٦)

৭৬: নিশ্চয় এ ক্বোরআন উল্লেখ করছে বানী ইস্রাঈলের নিকট ঐ সব কথার অধিকাংশই, যেগুলো সম্বন্ধে তারা মতভেদ করে (১৩২)।

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٧٧)

৭৭: এবং নিশ্চয় সেটা হিদায়াত ও রহমাত মুসলমানদের জন্য।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۚ (٧٨)

৭৮: নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদেরই পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দেন স্বীয় নির্দেশ দ্বারা এবং তিনিই হন প্রকৃত সম্মানের অধিকারী, জ্ঞানী।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ (٧٩)

৭৯: সুতরাং আপনি আল্লাহ এর উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ (٨٠)

৮০: নিশ্চয় আপনার শুনানো (কথা) শুনতে পায় না মৃতরা (১৩৩) এবং না আপনার শুনানো (আহ্বান) বধির শুনতে পায় যখন ফিরে যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (১৩৪)।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ (٨١)

৮১: এবং অন্ধ লোকদেরকে (১৩৫) ভ্রান্তি থেকে আপনি সঠিকভাবে আনয়নকারী নন। আপনার শুনানো কথা তো তারাই শ্রবণ করে যারা আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে (১৩৬), আর তারা হচ্ছে মুসলমান।

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

৮২: এবং যখন বাণী তাদের উপর এসে

টীকা-১৩২ঃ ধর্মীয় বিষয়াদিতে কিতাবী সম্প্রদায় পরস্পর মতভেদ করেছে। তাদের বহু দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত ও সমালোচনা করতে থাকে। অতঃপর ক্বোরআন কারীম তা বর্ণনা করেছে। তাও এমনভাবে বর্ণনা করেছে যে, তারা যদি ন্যায় বিচার করে এবং তা গ্রহণ করে নেয় ও ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে এ পারস্পারিক বিরোধ আর থাকবে না।

টীকা-১৩৩ঃ মৃতগণ দ্বারা এখানে কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে, যাদের অন্তরসমূহ মৃত। সুতরাং এ আয়াতের মধ্যে পক্ষান্তরে, মু'মিনদের কথা উল্লেখ করেছেন-

اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا

(অর্থাৎঃ আপনার শুনানো বাণী শুনে না, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহের উপর।)

যে সব লোক এ আয়াত থেকে 'মৃতরা শুনেনা' মর্মে প্রমাণ দাঁড় করাতে চায়, তাদের এ প্রমাণ দাঁড় করানো ভুল। যেহেতু, এখানে 'মৃত' কাফিরদেরকেই বলা হয়েছে। তাছাড়া, তাদের থেকেও সাধারণভাবে প্রত্যেক কথা শুনার অস্বীকৃতি বুঝানো হয়নি, বরং 'গ্রহণের শুনার'র মতো শুনাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। আর উদ্দেশ্য এ যে, কাফিরদের অন্তর মৃত। কারণ, তারা উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। সুতরাং এ আয়াতের এ অর্থ করা যে, 'মৃতরা শুনেনা', নিছক ভুল। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা মৃতদের শ্রবণ করার বিষয় প্রমাণিত হয়।

টীকা-১৩৪ঃ অর্থ এ যে, কাফিরগণ চরমভাবে বিমুখ থাকা ও পৃষ্ঠ প্রদর্শণের কারণে মৃত ও বধিরদের মতোই হয়ে গেছে। ফলে, তাদেরকে ডাকা ও সত্যের প্রতি আহ্বান করা কোনরূপ উপকারী হয়না।

টীকা-১৩৫ঃ যাদের অন্তর্দৃষ্টি নিঃশেষ হতে থাকে এবং অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে

টীকা-১৩৬ঃ যাদের নিকট বুঝশক্তি সম্পন্ন অন্তর রয়েছে এবং যারা আল্লাহ এর জ্ঞানে, ঈমানের সৌভাগ্যের অংশীদার হবার রয়েছে। (বায়দাভী, কাবীর, আবূস সাঊদ ও মাদারিক)

টীকা-১৩৭ঃ অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ এর ক্রোধ আপতিত হবে এবং শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে, আর প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, এভাবে যে, লোকেরা সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কর্মে বাধা দান বর্জন করবে এবং তাদের সংশোধনের কোন আশা অবশিষ্ট থাকবে না, অর্থাৎ ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে আর সেটার চিহ্নসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং তখন তাওবাহ কোন উপকারে আসবে না।

টীকা-১৩৮ঃ ঐ চতুষ্পদ জন্তুকে (دَآبَّةُ الۡاَرۡضِ) (দা-ব্বাতুল আরদ) বলা হয়। সেটা অদ্ভুত আকৃতির জন্তু হবে। তা 'সাফা' পর্বত থেকে বের হয়ে সমস্ত শহরে অতি দ্রুত গতিতে ঘুরে বেড়াবে। সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে। প্রত্যেক লোকের কপালে একটা করে চিহ্ন অংকন করবে। ঈমানদারদের কপালে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর লাঠি দ্বারা নূরানী রেখা টানবে আর কাফিরদের কপালে হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর আংটি দ্বারা কাল মোহর লাগাবে

اَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّةً مِّنَ الۡاَرۡضِ تُكَلِّمُهُمۡ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوۡقِنُوۡنَ ﴿۸۲﴾

পড়বে (১৩৭), আমি তখন মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে তাদের জন্য এক জীব বের করবো (১৩৮), যা মানুষের সাথে কথা বলবে (১৩৯), এ জন্য যে, লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনতো না (১৪০)।

রুকূ'-৭

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُ مِنۡ كُلِّ اُمَّةٍ فَوۡجًا مِّمَّنۡ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمۡ يُوۡزَعُوۡنَ ﴿۸۳﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوۡ قَالَ اَكَذَّبۡتُمۡ بِاٰيٰتِىۡ وَلَمۡ تُحِيۡطُوۡا بِهَا عِلۡمًا اَمَّاذَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۸۴﴾ وَوَقَعَ الۡقَوۡلُ عَلَيۡهِمۡ بِمَا ظَلَمُوۡا فَهُمۡ لَا يَنۡطِقُوۡنَ ﴿۸۵﴾ اَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّا جَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِيَسۡكُنُوۡا فِيۡهِ وَالنَّهَارَ مُبۡصِرًا ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۸۶﴾ وَيَوۡمَ يُنۡفَخُ فِى الصُّوۡرِ فَفَزِعَ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا مَنۡ شَآءَ اللّٰهُ ؕ

৮৩: এবং যে দিন আমি একত্রিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটা দলকে, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে (১৪১), অতঃপর তাদের অগ্রগামীদেরকে বাধা দেয়া হবে, যাতে পেছনের লোকেরা তাদের সাথে এসে মিলিত হয়,

৮৪: শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সমবেত হয়ে যাবে (১৪২) তখন বলবেন, 'তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছো, অথচ তোমাদের জ্ঞান সেগুলো পর্যন্ত পৌঁছেনি (১৪৩), অথবা তোমরা কি কাজ করতে (১৪৪)?'

৮৫: এবং (শাস্তির) বাণী এসে পড়েছে তাদের উপর (১৪৫) তাদের যুলুমের কারণে সুতরাং এখন তারা আর কিছুই বলে না (১৪৬)।

৮৬: তারা কি দেখেনি যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি যেন তারা বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিন সৃষ্টি করেছি প্রদর্শনকারীরূপে, নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে ঐসব লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে (১৪৭)।

৮৭: এবং যে দিন ফুৎকার করা হবে শিঙ্গায় (১৪৮), তখন ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে যতকিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যতকিছু যমীনের মধ্যে রয়েছে (১৪৯), কিন্তু যাকে আল্লাহ ইচ্ছা

টীকা-১৩৯ঃ স্পষ্ট ভাষায়, আর বলবে, "এটা মু'মিন, এটা কাফির।"

টীকা-১৪০ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন পাকের উপর ঈমান আনতো না। যেটার মধ্যে পুনরুত্থিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া, শাস্তির ও 'দাব্বাতুল আরদ' বের হবার বিবরণ রয়েছে। এর পরবর্তী আয়াতে ক্বিয়ামতের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

টীকা-১৪১ঃ যা আমি আমার নাবীগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছি। 'ফৌজ' (দল) দ্বারা 'ব্যাপক দল' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪২ঃ ক্বিয়ামত-দিবসে হিসাব নিকাশের স্থানে

টীকা-১৪৩ঃ এবং তোমরা সে গুলোর পরিচিতি অর্জন করোনি। কোনরূপ চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই ঐসব নিদর্শনকে অস্বীকার করেছো,

টীকা-১৪৪ঃ যখন তোমরা ঐসব নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করোনি। তোমাদেরকে তো অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

টীকা-১৪৫ঃ শাস্তি অবধারিত হয়েছে।

টীকা-১৪৬ঃ যেহেতু, তাদের জন্য আর কোন প্রমাণ এবং কোন কথাবার্তা অবশিষ্ট থাকেনি। এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, শাস্তি তাদেরকে এভাবে ছাইয়ে ফেলবে যে, তারা মুখে কিছুই বলতে পারবে না।

টীকা-১৪৭ঃ এবং আয়াতের মধ্যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে যে, যিনি দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা, রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা পরিবর্তিত করতে সক্ষম, তিনি মৃতকে পুনরায় জীবিত করে পুনরুত্থিত করতেও সক্ষম। অনুরূপভাবে, দিন ও রাতের পরিবর্তন থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, এর মধ্যে তাদের পার্থিব জীবনের ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সুতরাং এটাও অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি, বরং এ জীবনের কর্মসমূহের উপর শাস্তি ও পুরস্কার বর্তানো ন্যায় বিচারের দাবীই। আর দুনিয়া যখন কর্মস্থল, তখন এ কথাই অপরিহার্য যে, একটা পরকালও থাকবে। সেখানকার জীবনে এখানকার কর্মসমূহের প্রতিদান পাওয়া যাবে।

টীকা-১৪৮ঃ আর সেটার ফুৎকারকারী হবে হযরত ইস্রাফীল (عَلَيۡهِ السَّلَام)

টীকা-১৪৯ঃ এমন ভীত হওয়া, যা মৃত্যুর কারণ হবে।

বাংলা	আরবি
করেন (১৫০), এবং সবাই তাঁর সম্মুখে হাযির হবে বিনীত অবস্থায় (১৫১)।	وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ (٨٧)
৮৮: এবং তুমি দেখবে পর্ববতমালাকে, মনে করবে যে, সেগুলো অটল হয়ে আছে এবং সেগুলো চলতে থাকবে মেঘের চলার ন্যায় (১৫২)। এটা কাজ আল্লাহ এরই যিনি নৈপূণ্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক বস্তুকে। নিশ্চয় তিনি খবর রাখেন তোমাদের কর্মসমূহের।	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ (٨٨)
৮৯: যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে আসবে (১৫৩) তার জন্য তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান থাকবে (১৫৪), এবং তাদের জন্য ঐ দিনের ভয় থেকে নিরাপত্তা থাকবে (১৫৫)।	مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ (٨٩)
৯০: এবং যারা অসৎকর্ম নিয়ে আসবে (১৫৬), তবে তাদেরকে অধোমুখ করে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে (১৫৭)। 'তোমরা কি প্রতিফল পাবে? কিন্তু ঐ কাজের জন্য যা তোমরা করছিলে (১৫৮)।'	وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٩٠)
৯১: আমাকে তো এ-ই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি ইবাদত করি এ শহরের প্রতিপালকের (১৫৯), যিনি সেটাকে সম্মানিত করেছেন (১৬০) এবং সবকিছু তাঁরই। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হই।	اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٩١)
৯২: এবং এরই, যেন কুরআন পাঠ করি (১৬১)। সুতরাং যে সঠিক পথ পেয়েছে সে আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে (১৬৩), তবে আপনি বলে দিন 'আমি তো এ-ই সতর্ককারী হই (১৬৪)।'	وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (٩٢)

টীকা-১৫০ঃ এবং যার অন্তরকে আল্লাহ তাআ'লা শান্তি দান করবেন। হযরত আবূ হুরায়রাহ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) থেকে বর্ণিত, "তারা শহীদগণই, যাঁরা নিজেদের তরবারিসমূহ গলায় ঝুলিয়ে আরশের চতুর্পার্শ্বে হাযির হবেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) বলেন, "তাঁরা হলেন শহীদগণ, এ কারণে যে, তাঁরা আপন প্রতিপালকের নিকট জীবিত, ক্বিয়ামতের ভয়-ভীতি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।"
এক অভিমত এ-ও রয়েছে যে, 'প্রথম ফুৎকার'-এর পর হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আযরাঈল অবশিষ্ট থাকবেন।

টীকা-১৫১ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে এবং বিচার-স্থলে আল্লাহ এর দরবারে বিনীতভাবে উপস্থিত হবে। 'অতীত কাল' বাচক ক্রিয়া দ্বারা ইরশাদ করে তা সংঘটিত হবার নিশ্চয়তার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৫২ঃ অর্থ এ যে, ফুৎকারের সময় পর্বতমালা আপন স্থানে অটল ও স্থির রয়েছে বলে মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সেগুলো মেঘপুঞ্জের ন্যায় দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে, যেমনি মেঘমালা ইত্যাদি বৃহৎকায় বস্তু চলার সময় গতিশীল মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত এ সব পর্বত পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর পতিত হয়ে মাটির সাথে সমতল হয়ে যাবে। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

টীকা-১৫৩ঃ 'সৎকর্ম' দ্বারা 'কালিমা-ই-তাওহীদ'-এর সাক্ষ্যদান বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'নিষ্ঠাপূর্ণ কর্ম' (বুঝানো হয়েছে)। কারো কারো মতে, 'প্রত্যেক ইবাদত' বুঝানো হয়েছে, যা শুধু আল্লাহ এরই জন্য করা হয়।

টীকা-১৫৪ঃ জান্নাত ও সাওয়াব,

টীকা-১৫৫ঃ যা শাস্তির ভয় থেকেই সৃষ্টি হবে। প্রথম আতঙ্ক যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, তা এটা ব্যতীতই।

টীকা-১৫৬ঃ অর্থাৎ শির্ক,

টীকা-১৫৭ঃ অর্থাৎ তাদেরকে অধোমুখ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নামের দারোগা তাদেরকে বলবেন-

টীকা-১৫৮ঃ অর্থাৎ শির্ক ও পাপাচার-সমূহ। আর আল্লাহ তাআ'লা আপন রসূলকে বলবেন, "আপনি বলে দিন,

টীকা-১৫৯ঃ অর্থাৎ মক্কা মুকাররমাহ্ এর, এবং আপন ইবাদত যেন সেটারই প্রতিপালকের জন্য খাস করি। মক্কা মুকাররমাহ্ এর কথা বিশেষভাবে এ জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেটা নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর জন্মস্থান ও ওহীর অবতরণস্থল।

টীকা-১৬০ঃ যে, সেখানে না কোন মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা যাবে, না কোন শিকারের পশু হত্যা করা হবে, না সেখানকার ঘাস কর্তন করা যাবে।

টীকা-১৬১ঃ আল্লাহ এর সৃষ্টিকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করার জন্য।

টীকা-১৬২ঃ সেটার উপকার ও সাওয়াব সে-ই পাবে।

টীকা-১৬৩ঃ এবং আল্লাহ এর রসূলের আনুগত্য করেনা ও ঈমান আনেনা,

টীকা-১৬৪ঃ আমার দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দেয়াই ছিলো। তা আমি পালন করেছি। (এ আয়াতটা 'জিহাদের বিধান সম্বলিত আয়াত' দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১৬৫ঃ এসব নিদর্শন দ্বারা 'চন্দ্র দিখন্ডিত করা' ইত্যাদি মু'জিযা বুঝানো হয়েছে এবং ঐসব শাস্তি, যেগুলো পৃথিবীতে এসেছে। যেমন- বদরের যুদ্ধে কাফিরদের নিহত হওয়া, গ্রেফতার হওয়া, ফিরিশতাগণ তাদেরকে আঘাত করা।*

টীকা-১ঃ 'সূরা ক্বাসাস' মাক্কী, চারটি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ থেকে আরম্ভ হয়ে لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -তে শেষ হয়। আর এ সূরায় একটি আয়াত اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ এমনই যে, তা মক্কা মুকাররমাহ্ ও মাদীনা তৈয়্যিবাহ্র মাঝামাঝিতে নাযিল হয়েছে।

এ সূরায় নয়টি রুকূ', আটাশিটি আয়াত, চারশ একচল্লিশটি পদ এবং পাঁচ হাজার আটশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২ঃ যা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দেয়।

টীকা-৩ঃ অর্থাৎ মিশর-ভূমিতে তার প্রতাপ ছিলো। সে যুলুম ও অহংকারের মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছিলো। এমনকি সে যে নিজে একজন বান্দা সে কথাও ভুলে বসেছিলো।

টীকা-৪ঃ অর্থাৎ বানী ইস্রাঈলকে,

টীকা-৫ঃ অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকে সেবার জন্য জীবিত রাখতো। আর পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ এ ছিলো যে, গণকগণ তাকে বলে দিয়েছিলো, "বানী ইস্রাঈলে এমন একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তোমার রাজ্যের পতনের কারণ হবে।" এ কারণে সে এমন করতো।

বস্তুতঃ এটা তার চরম বোকামী ছিলো। কেননা, সে যদি নিজের ধারণায় গণকদেরকে সত্য মনে করতো, তবে এমন সব বাজে কাজের কি-ই বা গুরুত্ব ছিলো? আর হত্যা করারই বা কি অর্থ ছিলো?

টীকা-৬ঃ যাতে তারা লোকজনকে সৎকাজের প্রতি পথ দেখায়, আর লোকেরাও যেন সৎকর্মে তাদেরকে অনুসরণ করে।

টীকা-৭ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়ের জায়গাজমি ও অন্যান্য ধন-সম্পদ বানী ইস্রাঈলের ঐসব দুর্বল লোকদেরকে প্রদান করতে।

টীকা-৮ঃ মিশর ও সিরিয়ার

টীকা-৯ঃ যে, বানী ইস্রাঈলের একটি সন্তানের হাতে তাদের রাজ্যের পতন এবং তাদের ধ্বংস সাধিত হবে।

৯৩: এবং বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই জন্য, অনতিবিলম্বে তিনি আপনাকে আপন নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা সে গুলোকে চিনতে পারবে (১৬৫)। এবং হে মাহবূব, আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন, হে লোকেরা! তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে।*	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾

ক্বাসাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বাসাস (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৮৮, রুকূ'-৯

১: ত্ব-সী-ন, মী-ম।	طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾
২: এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের (২)।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾
৩: আমি আপনার উপর পাঠ করি মূসা ও ফিরআ'উনের সত্য সংবাদ ঐ সমস্ত লোকের জন্য, যারা ঈমান রাখে।	نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾
৪: নিশ্চয় ফিরআ'উন পৃথিবীতে কর্তৃত্ব লাভ করেছে (৩) এবং তার লোকজনকে তার অনুসারী করেছে, তাদের মধ্যে একটা দলকে (৪) দুর্বল দেখতো, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখতো (৫)। নিশ্চয় সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ছিলো।	اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۴﴾
৫: আর আমি চাচ্ছিলাম ঐ দুর্বলদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে (৬) আর তাদেরকেই দেশ ও ধন-সম্পদের অধিকারী করতে (৭),	وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۵﴾
৬: আর তাদেরকে (৮) ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফিরআ'উন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনীকে তাই দেখিয়ে দিতে, যার তাদের মনে এদের দিক থেকে আশংকা ছিলো (৯)।	وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿۶﴾
৭: এবং আমি মূসার মাকে গোপন প্রেরণা	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى

টীকা-১০ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মায়ের নাম 'ইউহানায' ছিলো। তিনি লা-ভী ইবনে য়া'কূবের বংশের ছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে স্বপ্ন কিংবা ফিরিশ্‌তা দ্বারা অথবা তাঁর অন্তরে গোপন প্রেরণা দিয়েছিলেন-

টীকা-১১ঃ সুতরাং তিনি তাঁকে কয়েকদিন যাবৎ দুধ পান করাতে থাকেন। এ সময়টুকুতে তিনি না ক্রন্দন করতেন, না তাঁর কোলে কোন নড়াচড়া করতেন, আর না তাঁর সহোদরা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর জন্ম সম্পর্কে অবিহিত ছিলো।

টীকা-১২ঃ যে, প্রতিবেশীগণ অবগত হয়ে গেছে, তারা গোয়েন্দাগিরী ও চুগলখুরী করবে এবং ফিরআ'উন এ ভাগ্যবান সন্তানকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হয়ে যাবে।

টীকা-১৩ঃ অর্থাৎ মিশরের নীলনদে কোনরূপ ভয়-শংকা ছাড়াই নিক্ষেপ করো এবং তাঁর নিমজ্জিত হওয়া ও মারা যাবার ভয় করোনা।

দিয়েছি (১০) যে, 'তাকে দুধ পান করাও (১১)। অতঃপর যখন তার সম্পর্কে তোমার আশংকা হয় (১২), তবে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো আর ভয় করোনা (১৩) এবং না দুঃখ করো (১৪)। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূল করবো (১৫)।'

৮: অতঃপর তাকে উঠিয়ে নিলো ফিরআ'উনের পরিবারের লোকজন (১৬), যেন সে তাদের শত্রু ও তাদের দুঃখের কারণ হয় (১৭)। নিশ্চয় ফিরআ'উন ও হামান (১৮) এবং তাদের সৈন্যদল অপরাধী ছিলো (১৯)।

৯: এবং ফিরআ'উনের স্ত্রী বললো (২০), 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়নের শান্তি, তাকে হত্যা করোনা, হয়ত এটা আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেবো (২১)।' এবং তারা বুঝতে পারেনি (২২)।

১০: এবং সকালে মূসার মায়ের হৃদয় ধৈর্যহীন হয়ে পড়লো (২৩)। অবশ্যই এর উপক্রম হয়েছিলো যে, সে তার অবস্থা প্রকাশ করে দেবে (২৪) যদি আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, যাতে সে আমার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল থাকে (২৫)।

১১: এবং তার মা তার বোনকে বললো (২৬), 'এবং তার পেছনে পেছনে চলে যা।' অতঃপর সে তাকে দূর থেকে দেখছিলো এবং ওদের

أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ

টীকা-১৪ঃ তাঁর বিচ্ছেদের।

টীকা-১৫ঃ অতঃপর তিনি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তিন মাস যাবৎ দুধ পান করালেন। আর যখন তিনি ফিরআ'উনের দিক থেকে আশংকা বোধ করলেন তখন একটা সিন্দুকে রেখে, যা শুধু এতদুদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিলো, রাতের বেলায় নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন।

টীকা-১৬ঃ ঐ রাতের ভোরে, এবং ঐ সিন্দুকটা ফিরআ'উনের সম্মুখে রাখলো। অতঃপর তা খোলা হলো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বের হয়ে আসলেন, এমতাবস্থায় যে, তিনি তখন আপন আঙ্গুল থেকে দুধ চুষে চুষে পান করেছিলেন।

টীকা-১৭ঃ শেষ পর্যন্ত

টীকা-১৮ঃ যে তার উযীর ছিলো,

টীকা-১৯ঃ অর্থাৎ অবাধ্য। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে এমন শাস্তি দিলেন যে, তার ধ্বংসকারী শত্রুর লালন পালন তার দ্বারাই করিয়েছেন।

টীকা-২০ঃ যখন ফিরআ'উন আপন সম্প্রদায়ের লোকদের উস্কানীর কারণে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) হত্যার ইচ্ছা করলো,

টীকা-২১ঃ কেননা, সে সেটারই উপযোগী। ফিরআ'উনের স্ত্রী 'আসিয়া' অত্যন্ত সতী নারী ছিলেন। নাবীগণের বংশধর ছিলেন। গরীব মিসকীনের প্রতি দয়াপরবশ ও দানশীল ছিলেন। তিনি ফিরআ'উনকে বললেন, "এ সন্তানটা এক বৎসরেরও অধিক বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে। বস্তুতঃ তুমি তো এ বৎসরের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণকারী শিশুদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছো। তদুপরি, এ কথাও জানা নেই যে, এ শিশুটা সমুদ্রে কোন ভূ-খন্ড থেকে ভেসে এসেছে। যে সন্তানের প্রতি তোমার আশংকা রয়েছে সে তো এ দেশেরই বানী ইস্রাঈলের সন্তান বলে পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছে।" আসিয়ার এ কথা ঐসব লোক মেনে নিলো।

টীকা-২২ঃ তাঁর দ্বারা যে পরিণাম হবার ছিলো।

টীকা-২৩ঃ যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর সন্তান ফিরআ'উনের হাতে পৌঁছে গেছে।

টীকা-২৪ঃ এবং মাতৃ-প্রেমের উদ্যম (وَابْنَاهُ! وَابْنَاهُ!) হায় পুত্র! হায় পুত্র) ডেকে উঠলেন।

টীকা-২৫ঃ যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি- "তোমার এ সন্তানকে তোমারই নিকট ফিরিয়ে আনবো।"

টীকা-২৬ঃ যাঁর নাম মারয়াম ছিলো। অবস্থা জানার জন্য,

টীকা-২৭ঃ যে, এ মহিলা এ শিশুর বোন এবং তার দেখাশুনা করছে।

টীকা-২৮ঃ সুতরাং যত সংখ্যক ধাত্রী হাযির করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে কারো স্তন্য তিনি মুখে নেননি। এতে ঐসব লোক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। আর ভাবতে লাগলো- কোত্থেকে এমন ধাত্রী পাওয়া যাবে, যার দুধ তিনি পান করবেন। ধাত্রীদের সাথে তাঁর সহোদরাও এ অবস্থা দেখার জন্য চলে গেলেন। এখন তিনি সুযোগ পেলেন।

টীকা-২৯ঃ সুতরাং তিনি তাদের আগ্রহক্রমে তাঁর মাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ফিরআ'উনের কোলে ছিলো এবং দুধ পান করার জন্য কাঁদছিলেন। ফিরআ'উন তাঁকে স্নেহভরে শান্তনা দিচ্ছিলো। যখন তাঁর মাতা আসলেন, আর তিনি তাঁর খুশবু পেলেন, তখন তিনি শান্ত হলেন এবং তিনি তাঁর দুধ মুখে নিয়ে পান করতে আরম্ভ করলেন।
ফিরআ'উন বললো, "তুমি এ শিশুর কে? তুমি ব্যতীত সে অন্য কারো স্তন্য মুখেও লাগালোনা।" তিনি বললেন, "আমি একজন নারী। পাক-পরিচ্ছন্ন থাকি। আমার স্তনের দুধ সুস্বাদু। আমার শরীর সুবাসিত। এ কারণে যে শিশুর স্বভাবের মধ্যে পবিত্রতা থাকে সে অন্য কোন নারীর স্তনের দুধ পান করেনা। আমার দুধই পান করে।" ফিরআ'উন শিশুটা তাঁকেই দিয়ে দিলো। আর স্তন্য পান করানোর জন্য তাঁকেই নিয়োগ করে শিশু-সন্তানটাকে তাঁর গৃহে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলো। সুতরাং তিনি তাঁকে নিজ গৃহেই নিয়ে আসলেন। আর আল্লাহ তাআ'লা এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। তখনই তাদের মনে পূর্ণ শান্তি আসলো যে, এ সৌভাগ্যবান সন্তান অবশ্যই নাবী হবেন। আল্লাহ তাআ'লা ঐ প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করছেন-

টীকা-৩০ঃ এবং সন্দেহের মধ্যে থেকে যায়।
হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন মায়েরই নিকট দুধ পানের বয়স পর্যন্ত থাকলেন। এ সময়টুকুতে ফিরআ'উন তাঁকে প্রত্যহ একটা 'আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) দিতে থাকে।
স্তন্য বন্ধ করার পর তিনি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে ফিরআ'উনের নিকট নিয়ে আসলেন এবং তিনি সেখানেই লালিত-পালিত হচ্ছিলেন।

টীকা-৩১ঃ বয়স শরীফ ত্রিশ বছর অপেক্ষা বেশী হয়ে গেলো,

টীকা-৩২ঃ অর্থাৎ ধর্ম ও পার্থিব বিষয়াদির উপযোগী জ্ঞান।

টীকা-৩৩ঃ ঐ শহর হয়ত 'মানাফ' ছিলো যা মিশর সীমান্তে অবস্থিত। মূলতঃ এ শব্দটা হচ্ছে 'مافه'(মাফাহ্)। ক্বিবতী ভাষায় এ (مافه) শব্দের অর্থ হলো 'ত্রিশ'। এটাই প্রথম শহর, যা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর তুফানের পর আবাদ হয়েছে। এ ভূ-খন্ডে 'মিসর' ইবনে হাম বসবাস করতেন। এখানে অবস্থানকারীদের সংখ্যা ছিলো তখন 'ত্রিশ'। এ কারণে সেটার নাম 'مافه' (বা ত্রিশ) হলো। অতঃপর এ শব্দটার আরবী 'مَنَفْ' হলো। অথবা ঐ শহর 'حابين' (হাবীন) ছিলো, যা মিশর থেকে দু'ফরসঙ্গ (৬ মাইল) দূরে অবস্থিত ছিলো।
অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, এ শহরটি ছিলো 'আইন-ই-শামস' (عين شمس)। (জুমাল ও খাযিন)

لَا يَشْعُرُوْنَ﴿۱۱﴾ وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ﴿۱۲﴾ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴿۱۳﴾	জানা ছিলো না (২৭)। ১২: এবং আমি পূর্ব থেকেই সমস্ত ধাত্রীকে তার জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম (২৮)। সুতরাং সে বললো, 'আমি তোমাদেরকে কি এমন পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের এ শিশুকে লালন-পালন করবে এবং তারা তার মঙ্গলকামী (২৯)?' ১৩: অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে মায়ের চক্ষু জুড়ায় এবং দুঃখ না করে আর জেনে নেয় যে, আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা (৩০)।

রুকূ'-২

وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِيْنَ﴿۱۴﴾ وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ	১৪: এবং যখন আপন যৌবনে উপনীত হলো এবং পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হলো (৩১) তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞানদান করলাম (৩২) এবং আমি অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করি সৎ-কর্মপরায়ণদেরকে। ১৫: এবং সে-ই শহরে প্রবেশ করলো (৩৩) যখন শহরবাসীগ দ্বি-প্রহরের নিদ্রার মধ্যে অসতর্ক ছিলো (৩৪)। তখন সেখানে দু'টি

টীকা-৩৪ঃ এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) গোপনে প্রবেশ করার কারণ এ ছিলো যে, যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যৌবনে পদার্পন করলেন, তখন তিনি সত্যের প্রচার এবং ফিরআ'উন ও ফিরআ'উনীদের পথভ্রষ্টতার খন্ডন করতে আরম্ভ করলেন। বানী ইস্রাঈলের লোকেরা তাঁর কথা শুনতো ও তাঁর অনুসরণ করতো। তিনিই ফিরআ'নীদের অনুসৃত ধর্মের বিরোধিতা করতেন। ক্রমশঃ সেটার চর্চা হলো। আর ফিরআ'উনীরাও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলো। এ কারণে তিনি যে বস্তিতেই প্রবেশ করতেন, এমন সময়েই প্রবেশ করতেন, যখন সেখানকার লোকেরা অনবহিত থাকতো।
হযরত আ'লী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, সেটা ছিলো 'ঈদের দিন'। লোকেরা সেদিন নিজেদের খেলাধূলায় মশগুল ছিলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩৫ঃ বানী ইস্রাঈলের মধ্য থেকে
টীকা-৩৬ঃ অর্থাৎ ক্বিবতী, ফিরআ'উনের সম্প্রদায় থেকে। এ লোকটা বানী-ইসরাঈলের লোকটার প্রতি জবরদস্তি করেছিলো যেন তার উপর লাকড়ির বোঝা উঠিয়ে ফিরআ'উনের রান্নাঘরে নিয়ে যায়।
টীকা-৩৭ঃ অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর
টীকা-৩৮ঃ প্রথমে তিনি ক্বিবতীকে বললেন, "ইসরাঈলীর উপর যুলুম করোনা, তাকে ছেড়ে দাও।" কিন্তু সে বিরত হলো না, বরং দুর্ব্যবহার করতে লাগলো। অতঃপর হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাকে এ যুলুম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ঘুষি মারলেন।
টীকা-৩৯ঃ অর্থাৎ সে মারা গেলো। আর তিনি তাকে বালির মধ্যে দাফন করে ফেললেন। এতে তাঁর ইচ্ছা হত্যা করার ছিলো না।
টীকা-৪০ঃ অর্থাৎ ইসরাঈলীর উপর যুলুম ঐ ক্বিবতীর যুলুম করা, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়েছিলো। (খাযিন)

اَهۡلِهَا فَوَجَدَ فِيۡهَا رَجُلَيۡنِ يَقۡتَتِلٰنِ ۟ هٰذَا مِنۡ شِيۡعَتِهٖ وَ هٰذَا مِنۡ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسۡتَغَاثَهُ الَّذِىۡ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ عَلَى الَّذِىۡ مِنۡ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوۡسٰى فَقَضٰى عَلَيۡهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيۡنٌ (۱۵)

লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেলো- একজন মূসার সম্প্রদায়ের ছিলো (৩৫) আর অপরজন তাঁর শত্রুদের ছিলো (৩৬)। তখন ঐ লোকটা, যে তাঁর দলেরই ছিলো (৩৭) সে মূসার নিকট সাহায্য চাইলো তার বিরুদ্ধে, যে তাঁর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, অতঃপর মূসা তাকে ঘুষি মারলো (৩৮) সুতরাং সে মরে গেলো (৩৯), বললো, 'এ কাজটা শয়তানের নিকট থেকে হয়েছে (৪০), নিশ্চয় সে শত্রু, প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী।'

قَالَ رَبِّ اِنِّىۡ ظَلَمۡتُ نَفۡسِىۡ فَاغۡفِرۡ لِىۡ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ (۱۶)

১৬: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আপন প্রাণের উপর অতিরিক্ততা করেছি (৪১)। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। সুতরাং প্রতিপালক তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَىَّ فَلَنۡ اَكُوۡنَ ظَهِيۡرًا لِّلۡمُجۡرِمِيۡنَ (۱۷)

১৭: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! যেমন তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, সুতরাং এখন আমি (৪২) অবশ্যই অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।'

فَاَصۡبَحَ فِى الۡمَدِيۡنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسۡتَنۡصَرَهٗ بِالۡاَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوۡسٰۤى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيۡنٌ (۱۸)

১৮: অতঃপর তার ভোর হলো ঐ শহরে ভীত অবস্থায় এ অপেক্ষায় যে, কি ঘটছে (৪৩)। যখনই দেখলো যে, ঐ ব্যক্তি যে গতকাল তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিলো সে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করছে (৪৪)। মূসা তাকে বললো, 'নিশ্চয় তুমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট (৪৫)।'

টীকা-৪১ঃ এ উক্তিটা হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর বিনয় সূত্রেই ছিলো। কেননা, কোন অপরাধ তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়নি। বস্তুতঃ নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) নিষ্পাপ হন। তাঁদের দ্বারা গুনাহ সম্পাদিত হয় না। ক্বিবতীকে প্রহার করা তার জুলুম প্রতিহত করা ও মযলুমকে সাহায্য করাই ছিলো। এটা কোন ধর্মেই পাপ নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ত্রুটিকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা আল্লাহ এর এসব নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদেরই রীতি।
কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এতে বিলম্ব করা অধিকতর উত্তম ছিলো (تَاْخر اولى)। এ কারণে, হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এ 'অধিকতর উত্তম' কাজকেই বর্জন করাকে 'অতিরিক্ততা' বলে আখ্যায়িত করলেন এবং এ জন্য আল্লাহ তাআ'লা এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।
টীকা-৪২ঃ এ অনুগ্রহও করো যে, আমাকে ফিরআ'উনের সঙ্গ এবং তার এখানে অবস্থান করা থেকেও রক্ষা করো। যেহেতু সে দলের মধ্যে গণ্য হওয়া- এটাও এক প্রকার সাহায্যকারী হওয়ার শামিল।
টীকা-৪৩ঃ যে, আল্লাহই জানেন ঐ ক্বিবতীকে হত্যা করার কি ফলাফল হয় এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি করে।
টীকা-৪৪ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) বলেন যে, "ফিরআ'উনের সম্প্রদায়ের লোকেরা ফিরআ'উনকে অবহিত করলো যে, বানী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।' এর জবাবে ফিরআ'উন বললো, "হত্যাকারী ও সাক্ষীদের তালাশ করো।" ফিরআ'উনীরা ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। কিন্তু তারা কোন প্রমাণ পেলোনা। দ্বিতীয় দিন যখন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সম্মুখে এমন এক ঘটনা ঘটে গেলো যে, বানী ইসরাঈলের ঐ ব্যক্তি, যে একদিন পূর্বে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, আজও একজন ফিরআ'উনীর সাথে ঝগড়া করছে এবং সে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে দেখে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলো। তখন হযরত
টীকা-৪৫ঃ অর্থ এ ছিলো যে, 'প্রত্যহ লোকজনের সাথে ঝগড়া করছো, তুমি নিজেকেও বিপদে এবং দুঃখে ফেলছো আর তোমার সাহায্যকারীরাও এমতাবস্থায় বাঁচতে পারছেনা, কেন সতর্ক হচ্ছো না?' অতঃপর হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর মনে দয়া হলো এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, তাকে (ইসরাঈলীকে) ফিরআ'উনী লোকটার অত্যাচারের কবল থেকে উদ্ধার করে আনবেন।

টীকা-৪৬ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উনীর জন্য। অতঃপর ইস্রাঈলী ভুলবশতঃ একথা বুঝে নিলো, "হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) তো আমার প্রতি নারায। তাই তিনি আমাকেই ধরতে চাচ্ছেন।" এটা মনে করে

টীকা-৪৭ঃ ফিরআ'উনী একথা শুনলো ও গিয়ে ফিরআ'উনকে অবহিত করলো যে, গতকালের ফিরআ'উনী নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী হলেন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)। ফিরআ'উন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে হত্যা করার নির্দেশ দিলো। আর তার লোকেরা হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে খোঁজ করতে লাগলো।

টীকা-৪৮ঃ যাকে ফিরআ'উনী সম্প্রদায়ের মু'মিন বলা হয়। এ সংবাদ শুনে নিকটবর্তী পথে-

টীকা-৪৯ঃ ফিরআ'উনের

টীকা-৫০ঃ শহর থেকে

টীকা-৫১ঃ এ কথা হিতাকাঙ্খী হয়ে এবং মঙ্গলময় মনে করে বলছি।

টীকা-৫২ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উনের সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-৫৩ঃ 'মাদয়ান' ঐ স্থান, যেখানে হযরত শুয়া'ইব (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বসবাস করতেন। সেটাকে 'মাদয়ান ইবনে ইব্রাহীম' বলা হয়। মিশর থেকে এ স্থান পর্যন্ত আট দিনের দূরত্ব। এ শহরটা ফিরআ'উনের রাজ্য-সীমার বাইরে ছিলো। হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) সেটার রাস্তাও কখনো দেখেন নি। না তাঁর সাথে কোন সাওয়ারী ছিলো, না ছিলো কোন পাথেয়, না কোন সফরসঙ্গী। পথে গাছের পাতা, জমির শাক-সবজি ব্যতীত খাদ্য হিসেবে কোন বস্তুই পাওয়া যায়নি।

টীকা-৫৪ঃ সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা একজন ফিরিশতা প্রেরণ করলেন, যিনি তাঁকে মাদয়ান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।

টীকা-৫৫ঃ অর্থাৎ কূপের নিকটে, যা থেকে সেখানকার লোকেরা পানি উঠাতো ও তাদের জানোয়ারগুলোকে পান করাতো। ঐ কূপটা শহরের এক প্রান্তে ছিলো।

টীকা-৫৬ঃ অর্থাৎ পুরুষদের থেকে পৃথক স্থানে

টীকা-৫৭ঃ এ অপেক্ষায় যে, লোকেরা অবসর হবে এবং কূপ লোকশূণ্য হবে। কেননা, কূপটাকে শক্তিশালী ও জোরদার লোকেরা ঘিরে রেখেছে। তাদের ভিড়ের মধ্যে নারীদের পক্ষে তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানো সম্ভবপর ছিলোনা।

টীকা-৫৮ঃ অর্থাৎ তোমাদের পশুগুলোকে কেন পানি পান করাচ্ছোনা?

টীকা-৫৯ঃ কেননা, না আমরা পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে যেতে পারি, না পানি উঠাতে পারি। যখন এসব লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে ফিরে যায়, তখন কূপের মধ্যে যা পানি অবশিষ্ট থাকে তা-ই আমরা আমাদের পশুগুলোকে পান করিয়ে নিই।

فَلَمَّآ اَنۡ اَرَادَ اَنۡ يَّبۡطِشَ بِالَّذِىۡ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوۡسٰٓى اَتُرِيۡدُ اَنۡ تَقۡتُلَنِىۡ كَمَا قَتَلۡتَ نَفۡسًۢا بِالۡاَمۡسِ ۖ اِنۡ تُرِيۡدُ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ جَبَّارًا فِى الۡاَرۡضِ وَمَا تُرِيۡدُ اَنۡ تَكُوۡنَ مِنَ الۡمُصۡلِحِيۡنَ (١٩)

১৯: অতঃপর যখন মূসা ইচ্ছা করলো যে, এর উপর পাকড়াও করবো তাকেই যে উভয়ের শত্রু (৪৬), সে (ইস্রাঈলী) বললো, 'হে মূসা! তুমি কি আমাকে তেমনি হত্যা করতে চাও যেমন তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো এটাই চাও যে পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হবে এবং শান্তি স্থাপন করতে চাচ্ছো না (৪৭)।'

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنۡ اَقۡصَا الۡمَدِيۡنَةِ يَسۡعٰى ۡ قَالَ يٰمُوۡسٰٓى اِنَّ الۡمَلَاَ يَاۡتَمِرُوۡنَ بِكَ لِيَقۡتُلُوۡكَ فَاخۡرُجۡ اِنِّىۡ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيۡنَ (٢٠)

২০: এবং শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি (৪৮) ছুটে আসলো, বললো, 'হে মূসা! নিশ্চয়ই রাজন্যবর্গ (৪৯) আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি বাইরে চলে যান (৫০)। আমি আপনার মঙ্গলকামী (৫১)।'

فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآٮِٕفًا يَّتَرَقَّبُ ۡ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ (٢١)

২১: সুতরাং ঐ শহর থেকে বের হয়ে পড়লো ভীত অবস্থায় এ অপেক্ষায় যে, এখন কি ঘটছে। আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অত্যাচারীদের থেকে রক্ষা করে নাও (৫২)।'

রুকূ'-৩

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلۡقَآءَ مَدۡيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىۡۤ اَنۡ يَّهۡدِيَنِىۡ سَوَآءَ السَّبِيۡلِ (٢٢)

২২: এবং যখন মাদয়ান অভিমুখে রওনা হলো (৫৩), তখন বললো, 'আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন (৫৪)।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسۡقُوۡنَ ۠ وَوَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمُ امۡرَاَتَيۡنِ تَذُوۡدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسۡقِىۡ حَتّٰى يُصۡدِرَ الرِّعَآءُ ٜ

২৩: এবং যখন মাদয়ান এর পানির নিকট আসলো (৫৫), সেখানে লোকদের একদলকে দেখলো যে, তারা নিজেদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে, এবং তাদের থেকে আলাদা ওপাশে (৫৬) দুইজন নারীকে দেখলো যে তারা আপন জানোয়ারগুলোকে রুখে রাখছে (৫৭), মূসা বললেন, 'তোমাদের দুজনের কি অবস্থা (৫৮)?' তারা বললো, 'আমরা পানি পান করাতে পারিনা যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত রাখাল পানি পান করিয়ে ফিরে না নিয়ে যায় (৫৯) এবং

টীকা-৬০ঃ দুর্বল, তিনি নিজে কাজ করতে পারেন না। এ কারণে, পশুগুলোকে পানি পান করানোর প্রয়োজন আমাদেরই সম্মুখীন হয়েছে। যখন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদের কথা শুনলেন, তখন তার হৃদয় গলে গেলো এবং দয়াপরবশ হলেন। আর সেখানে অপর এক কূপ, যা সেটার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিলো এবং একটা খুব ভারী পাথর সেটার উপর ঢাকা পড়েছিলো, যা সরাতে অনেক লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিলো, তিনি একাকীই সেটাকে সরিয়ে ফেললেন।

টীকা-৬১ঃ রোদ ও গরমের তীব্রতা ছিলো। তিনি কয়েকদিন থেকে অনাহারে ছিলেন। ক্ষুধার খুব প্রভাব ছিলো। এ কারণে, আরাম গ্রহণ করার জন্য একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহ এর দরবারে

টীকা-৬২ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) খাদ্যদ্রব্য দেখেছেন দীর্ঘ এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়সীমার মধ্যে এক গ্রাস পরিমাণ খাদ্যও আহার করেন নি। ফলে, তাঁর পেট মুবারক পবিত্র পৃষ্ঠদেশের সাথে লেগে গিয়েছিলো। এমতাবস্থায়, আপন প্রতিপালকের নিকট আহার্য প্রার্থনা করলেন। আর এতদসত্ত্বেও যে, আল্লাহ এর দরবারে তিনি অতীব নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মর্যাদাবান ছিলেন, এমন বিনয়-নম্রতা সহকারে রুটির একটা মাত্র টুকরার জন্য প্রার্থনা করলেন। যখন ঐ দুইজন সাহেবজাদী সেদিন খুব শীঘ্রই আপন বাড়িতে ফিরে গেলো, তখন তাদের সম্মানিত পিতা বললেন, "আজ এমনই শীঘ্র ফিরে আসার কারন কি?" তারা আরজ করলো, "আমরা আজ একজন সৎ পুরুষ পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন।" একথা শুনে তাদের পিতা মহোদয় এক সাহেবজাদীকে বললেন, "যাও, ঐ সৎ লোকটাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো।"

আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ লোক (৬০)।'	وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ (٢٣)
২৪: সুতরাং মূসা ঐ দুইজনের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলো। অতঃপর ছায়ার প্রতি ফিরলো (৬১) আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ঐ খাদ্যের প্রতি, যা তুমি আমার জন্য অবতীর্ণ করেছো, মুখাপেক্ষী (৬২)।'	فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ (٢٤)
২৫: অতঃপর ঐ দু'জনের একজন তার নিকট আসলো শরম জড়িত চরণে চলতে চলতে (৬৩), বললো, 'আমার পিতা তোমাকে ডাকছে তোমার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য এরই যে, তুমি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়েছো (৬৪)।' যখন মূসা তার নিকট আসলো এবং তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শুনালো (৬৫), সে বললো, 'আপনি ভয় করবেন না, আপনি বেঁচে গেছেন যালিমদের কবল থেকে (৬৬)।'	فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٢٥)

টীকা-৬৩ঃ চেহারা আস্তীন দ্বারা ঢাকা, শরীর আবৃত অবস্থায়। তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা সাহেবজাদী। তাঁর নাম সাফূরা। অপর এক অভিমত হচ্ছে- তিনি কনিষ্ঠা সাহেবজাদী ছিলেন।

টীকা-৬৪ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে তো রাজি হননি, কিন্তু হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) কে দেখার এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চললেন। আর ঐ সাহেবজাদী সাহেবাকে বললেন, "আপনি আমার পেছন থেকে রাস্তার নির্দেশনা দিতে থাকুন।" একথা তিনি পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য বলেছিলেন এবং এভাবেই তিনি তাশরীফ আনয়ন করলেন। যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট পৌঁছলেন, তখন খাবার সামনে হাজির ছিলো। হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "বসুন, খাবার গ্রহন করুন।" হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। আর (اَعُوْذُ بِاللّٰهِ) (আল্লাহ এরই আশ্রয়।) বলে উঠলেন। হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "কারণ কি, খানা খেতে আপত্তি কি? আপনার কি ক্ষুধা পায়নি?" তিনি বললেন, "আমি এ আশঙ্কা করছি যে, এ খানা আমার ঐ সৎ কাজের বিনিময় হয়ে যাচ্ছে কিনা, যা আমি আপনার পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে সম্পন্ন করেছি। কেননা, আমরা এমন সব লোক যে, আমরা সৎ কর্মের জন্য বিনিময় গ্রহণ করিনা। *
হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "হে যুবক! তেমন নয়। এই খানা আপনার সৎ কর্মের বিনিময়ে নয়, বরং আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের এই অভ্যাস যে, আমরা আতিথেয়তা করে থাকি এবং আহার করাই।"
অতঃপর তিনি বসলেন এবং আহার্য গ্রহণ করলেন।

টীকা-৬৫ঃ এবং সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা, যা ফিরআ'উনের সাথে ঘটেছিলো- স্বীয় বেলাদত শরীফ থেকে আরম্ভ করে ক্বিবতীর হত্যা এবং ফিরআ'উনীদের তাঁর পবিত্র প্রাণনাশের জন্য উদ্যত হওয়া পর্যন্ত, সবটুকুই হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট বর্ণনা করলেন।

টীকা-৬৬ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উন ও ফিরআ'উনীদের কবল থেকে। কেননা, এখানে 'মাদয়ান'-এ ফিরআ'উনের হুকুমত ও শাসন নেই।

*(اِسْتجار علی الطاعة) বা সৎকাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা আল্লাহ এর প্রিয় বান্দাদেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বস্তুত: এটা (استیجار علی الطاعة) বৈধ (ফতোয়া আলমগীরী)

মাসআলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এক ব্যক্তির সংবাদের উপর ভিত্তি করে আমল করা বৈধ, চাই সে গোলাম হোক, অথবা নারী। আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, পরনারীর সাথে তাক্বওয়া ও সর্তকতা অবলম্বন করার অবস্থায় চলা বৈধ। (মাদারিক)

টীকা-৬৭ঃ যাকে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে ডেকে আনার জন্য প্রেরন করা হয়েছিলো সে, জ্যেষ্ঠা কিংবা কনিষ্ঠা।

টীকা-৬৮ঃ যে, ইনি আমাদের মেষগুলো চরাবেন। ফলে এ কাজটা আর আমাদেরকে করতে হবেনা।

টীকা-৬৯ঃ হযরত শুআ'ইব (عَلَيۡهِ السَّلَام) সাহেবজাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা তাঁর শক্তি ও বিশ্বস্ততার সম্পর্কে কি জানো?" তারা আরজ করলো, "শক্তি এ থেকেই প্রকাশ পায় যে, তিনি একাই কূপের উপর থেকে ঐ পাথর উঠিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন যেটা ১০ জনের কম লোকে উঠাতে পারতো না। আর বিশ্বস্ততা এ থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি আমাদেরকে দেখে মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে নিলেন এবং দৃষ্টি উঠাননি। আর আমাদেরকে বললেন, "তোমরা পেছনে চলো, যাতে এমন না হয় যে, বাতাস তোমাদের কাপড় উড়াবে। আর শরীরের কোন অংশ প্রকাশ পেয়ে যাবে।" এ কথা শুনে হযরত শুআ'ইব হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে

টীকা-৭০ঃ এটা বিবাহের প্রতিশ্রুতি ছিলো,'আকদ'-এর বাক্য ছিলো না। কেননা-
মাসআলাঃ 'আকদ'-এর জন্য অতীতকাল বাচক শব্দের দরকার।
মাসআলাঃ এবং অনুরূপভাবে কনে কোনটা তা নির্ধারিত করাও আবশ্যক।

টীকা-৭১ঃ মাসাআলাঃ আযাদ পুরুষের সাথে আযাদ নারীর বিবাহে অপর কোন আযাদ ব্যক্তির সেবা করা অথবা মেষ চরানোকে 'মহর' নির্ধারণ করা বৈধ।
মাসাআলাঃ যদি আযাদ পুরুষ কোন একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্ত্রীর 'সেবা' করাকে অথবা ক্বুরআন শিক্ষা দেয়াকে মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু উপরোক্ত কাজগুলো মহর হতে পারবে না, বরং এমতাবস্তায় সমগোত্রের সমগুণের ও রূপের বিবাহিতা নারীর সমান মহর (مہر مثل) অপরিহার্য হবে। (হিদায়া ও আহমাদী)

টীকা-৭২ঃ অর্থাৎ সেটা তোমার করুণা হবে এবং তা তোমার উপর অপরিহার্য হবে না।

টীকা-৭৩ঃ তোমার উপর পূর্ণ দশ বছরের সেবা অপরিহার্য করে দিয়ে।

টীকা-৭৪ঃ সুতরাং আমার পক্ষ থেকে সদাচার ও প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে। 'ইনশাআল্লাহ তাআ'লা' (যদি আল্লাহ তাআ'লা ইচ্ছা করেন,) বাক্যটা তিনি আল্লাহ তাআ'লা এর সাহায্য সহায়তার উপর নির্ভর করার জন্য বলেছিলেন-

টীকা-৭৫ঃ হয়ত দশ সালের অথবা আট সালের,

টীকা-৭৬ঃ অতঃপর যখন তাঁর আক্দ সম্পন্ন হলো, তখন হযরত শুআ'ইব (عَلَيۡهِ السَّلَام) আপন সাহেবজাদীকে নির্দেশ দিলেন যেন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে একটা লাঠি দেয়, যা দিয়ে তিনি মেষগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং হিংস্র পশু তাড়াবেন। হযরত শুআ'ইব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর নিকট নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এর কয়েকটা লাঠি ছিলো। সাহেবজাদী সাহেবার হাত হযরত আদম (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর লাঠি মুবারকের উপরই পড়লো, যা তিনি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলন, আর নাবীগণ সেটার ওয়ারিশ হয়ে আসছিলেন। এভাবে তা হযরত শুআ'ইব (عَلَيۡهِ السَّلَام) পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলো। হযরত শুআ'ইব (عَلَيۡهِ السَّلَام) ঐ লাঠিটা হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে দিলেন।

টীকা-৭৭ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) দীর্ঘতর মেয়াদ দশ বৎসরই

অনুবাদ	আয়াত
২৬: তাদের মধ্যে একজন বললো (৬৭), 'হে আমার পিতা! তাঁকে মজুর নিযুক্ত করে নিন (৬৮), নিশ্চয় উত্তম মজুর সেই, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত হয় (৬৯)।'	قَالَتۡ اِحۡدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسۡتَاۡجِرۡهُ ۫ اِنَّ خَيۡرَ مَنِ اسۡتَاۡجَرۡتَ الۡقَوِىُّ الۡاَمِيۡنُ ﴿۲۶﴾
২৭: বললো, 'আমি চাচ্ছি আমার দু'কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে (৭০)- এ মহরের উপর যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার নিকট চাকুরী করবে (৭১), অতঃপর যদি পূর্ণ দশ বৎসর পূর্ণ করে নাও তবে তা হবে তোমার নিকট থেকেই (৭২)। এবং আমি তোমাকে কষ্টে ফেলতে চাইনা (৭৩)। অনতিবিলম্বে আল্লাহ ইচ্ছা করলে, তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাবে (৭৪)।'	قَالَ اِنِّىۡۤ اُرِيۡدُ اَنۡ اُنۡكِحَكَ اِحۡدَى ابۡنَتَىَّ هٰتَيۡنِ عَلٰٓى اَنۡ تَاۡجُرَنِىۡ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنۡ اَتۡمَمۡتَ عَشۡرًا فَمِنۡ عِنۡدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيۡدُ اَنۡ اَشُقَّ عَلَيۡكَ ؕ سَتَجِدُنِىۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۲۷﴾
২৮: মূসা বললো, 'এটা আমার ও আপনার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হলো। এ দু'টি মেয়াদের মধ্যে কোন একটা পূর্ণ করলে (৭৫) আমার উপর দাবী থাকবে না এবং আমাদের এ কথার উপর আল্লাহ এর যিম্মা রয়েছে (৭৬)।'	قَالَ ذٰلِكَ بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَكَ ؕ اَيَّمَا الۡاَجَلَيۡنِ قَضَيۡتُ فَلَا عُدۡوَانَ عَلَىَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوۡلُ وَكِيۡلٌ ﴿۲۸﴾
রুকূ'-৪	
২৯: অতঃপর যখন মূসা আপন মেয়াদ পূর্ণ করে দিলো (৭৭) এবং আপন বিবিকে নিয়ে	فَلَمَّا قَضٰى مُوۡسَى الۡاَجَلَ وَسَارَ بِاَهۡلِهٖۤ

পূর্ণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট মিশরের দিকে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন, তিনি অনুমতি দিলেন।
টীকা-৭৮ঃ তাঁর পিতার অনুমতিক্রমে মিশরাভিমুখে
টীকা-৭৯ঃ যখন তিনি জঙ্গলের মধ্যে ছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত ছিলো। শীত প্রকটভাবে পড়ছিলো। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি আগুন দেখে
টীকা-৮০ঃ পথের যে, তা কোন দিকে,

اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْٓ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ (٢٩)

যাত্রা করলো (৭৮), তখন 'তূর' পর্বতের দিক থেকে এক আগুন দেখতে পেলেন (৭৯)। আপন পরিবারবর্গকে বললো, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, তূর পর্বতের দিক থেকে এক আগুন আমার নজরে পড়েছে। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে কিছু খবর নিয়ে আসতে পারি (৮০), অথবা তোমাদের জন্য কোন অংগার নিয়ে আসবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।'

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰۤی اِنِّیْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ (٣٠)

৩০: অতঃপর যখন আগুনের নিকট হাযির হলো, তখন আহ্বান করা হলো ময়দানের ডান পাশ থেকে (৮১), বারাকাতময় স্থানে বৃক্ষ থেকে (৮২), 'হে মূসা! নিশ্চয় আমিই হই আল্লাহ্, প্রতিপালক সমগ্র জাহানের (৮৩),

وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰی مُدْبِرًا وَّ لَمْ یُعَقِّبْ ؕ یٰمُوْسٰۤی اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ (٣١)

৩১: এবং এ যে, 'নিক্ষেপ করো আপন লাঠি (৮৪)।' অতঃপর যখন মূসা সেটা দেখলো যে, তা ছুটাছুটি করছে যেন সর্প, তখন পৃষ্ঠ ফিরিয়ে চলতে লাগলো এবং ফিরে তাকালো না (৮৫)। 'হে মূসা! সামনে এসো এবং ভয় করোনা! নিশ্চয় তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে (৮৬)।

اُسْلُكْ یَدَكَ فِیْ جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَآءَ مِنْ غَیْرِ سُوْٓءٍ ؗ وَّ اضْمُمْ اِلَیْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ (٣٢)

৩২: আপন হাত (৮৭) জামার বুকের পাশের ভিতরে রাখো, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্দোষভাবে (৮৮), এবং আপন হাত আপন বুকের উপর রাখো ভয় দূর করার জন্য (৮৯)। সুতরাং এ দু'টিই প্রমাণ তোমার প্রতিপালকের (৯০)- ফিরআ'উন ও তার সভাসদবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তারা হচ্ছে নির্দেশ অমান্যকারী লোক।'

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ (٣٣)

৩৩: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করেছি (৯১), সুতরাং আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

وَ اَخِیْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّیْ لِسَانًا

৩৪: এবং আমার ভাই হারূন, তার ভাষা আমার চেয়ে অধিক পরিষ্কার। সুতরাং তাকে

টীকা-৮১ঃ যা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ডান হাতের দিকে ছিলো,
টীকা-৮২ঃ এটা ছিলো 'উন্নাব' বৃক্ষ, অথবা 'আওসাজ'। ('আওসাজ' হচ্ছে এক কন্টকময় বৃক্ষ, যা জঙ্গলেই জন্মে।)
টীকা-৮৩ঃ যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সবুজ ও তাজা বৃক্ষে আগুন দেখতে পান, তখন বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তাআ'লা ব্যতীত এটা অন্য কারো ক্ষমতা নয় এবং নিশ্চয় ঐ বাক্যটার বক্তা হলেন আল্লাহ্ই।
এ কথা বর্ণিত আছে যে, উক্ত বাণীটা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) শুধু কান মুবারকে শুনেন নি, বরং আপন পবিত্র শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রতঙ্গই শুনতে পেয়েছিলো।
টীকা-৮৪ঃ সুতরাং তিনি লাঠিটা নিক্ষেপ করলেন তা সর্পে পরিণত হয়ে গেলো।
টীকা-৮৫ঃ তখন ডাকা হলো।
টীকা-৮৬ঃ কোন ভয় নেই।
টীকা-৮৭ঃ আপন কামিজ বা
টীকা-৮৮ঃ সূর্য রশ্মির মতো। সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন বরকতময় হস্ত জামার বক্ষ-পার্শ্বের ভিতরে ঢুকিয়ে বের করলেন। তখন তাতে এমন তীক্ষ্ম চমক ছিলো, যার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা সম্ভব হয়না।
টীকা-৮৯ঃ যাতে হাত আপন পূর্বাবস্থায় হয়ে যায় এবং ভয় দূরীভূত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, 'আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বুকের উপর হাত রাখার নির্দেশ দিলেন, যাতে যে ভয় সাপ দেখার সময় সৃষ্টি হয়েছিলো তা দূরীভূত হয়ে যায়। (উল্লেখ্য,) হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর যে কোন ভীত-সন্ত্রস্ত লোক আপন হাত বুকের উপর রাখবে, তার ভয় দূরীভূত হয়ে যাবে।
টীকা-৯০ঃ অর্থাৎ লাঠি ও শুভ্রহস্ত তোমারই রসূল হবার পক্ষে দু'টি অকাট্য প্রমাণ।
টীকা-৯১ঃ অর্থাৎ 'ক্বিবতী' আমার হাতে

فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ۫ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾

আমার সাহায্যের জন্য রসূল করে নাও, যাতে আমার সত্যায়ন করে। আমি আশংকা করছি যে, তারা (৯২) আমাকে অস্বীকার করবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫: ইরশাদ করলেন, 'অনতিবিলম্বে আমি তোমার বাহুকে তোমার ভাইয়ের দ্বারা শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে বিজয় দান করবো, সুতরাং তারা, তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনসমূহের কারণে, তোমরা দু'জন এবং যারা তোমাদের অনুসরণ করবে, জয়যুক্ত হবে (৯৩)।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬: অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শসমূহ নিয়ে এসেছে, তখন তারা বললো, 'এ তো নয়, কিন্তু অলীক যাদু মাত্র (৯৪)। এবং আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এমনি শুনিনি (৯৫)।'

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭: এবং মূসা বললেন, 'আমার প্রতিপালক খুব ভালো জানেন কে তাঁর নিকট থেকে হিদায়াত (পথ-নির্দেশনা) নিয়ে এসেছেন (৯৬) এবং কার জন্য পরকালের ঘর থাকবে (৯৭)। নিশ্চয় যালিম, (লক্ষ্য অর্জনে) সফলকাম হয়না (৯৮)।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ۚ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮: এবং ফিরআ'উন বললো, 'হে সভাসদবর্গ! আমি তোমাদের জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন খোদা আছে বলে জানিনা। সুতরাং হে হামান! আমার জন্য কাদা পোড়ায়ে (৯৯) একটা প্রাসাদ তৈরি করো (১০০)। হয়ত আমি মূসার খোদাকে উঁকি মেরে দেখে আসবো (১০১), এবং নিশ্চয় আমার ধারণায়তো সে (১০২) মিথ্যাবাদী (১০৩)।'

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯: এবং সে ও তার সৈন্য-বাহিনী ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছে (১০৪) এবং মনে করেছে যে, তাদেরকে আমার প্রতি প্রর্তাবর্তন করতে হবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০: অতএব, আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি (১০৫)। সুতরাং দেখো, কেমন পরিণাম হয়েছে যালিমদের।

নিহত হয়েছে।

টীকা-৯২ঃ অর্থাৎ ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়

টীকা-৯৩ঃ ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

টীকা-৯৪ঃ ঐসব হতভাগা লোক মু'জিযাগুলোকে অস্বীকার করে বসলো এবং সেগুলোকে যাদু বলে ফেললো। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, যেভাবে সব প্রকারের যাদু বাতিল বা অবাস্তব হয় তেমনি, আল্লাহ এর আশ্রয়। এ গুলোও বাতিল।

টীকা-৯৫ঃ অর্থাৎ আপনার পূর্বে এমনি কখনো করা হয়নি। অথবা এ অর্থ যে, যে আহ্বান আপনি আমাদেরকে করছেন তা এমনি অভিনব যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষদের মধ্যেও তেমনি শুনা যায়নি।

টীকা-৯৬ঃ অর্থাৎ কে সত্যের উপর রয়েছে এবং কাকে আল্লাহ তাআ'লা নাবূয়্যাত দান করে মর্যাদাবান করেছেন।

টীকা-৯৭ঃ এবং কাকে সেখানকার নি'মাত ও রহমতসমূহ দ্বারা সম্মানিত করা হবে।

টীকা-৯৮ঃ অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষে পরকালের সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হবে না।

টীকা-৯৯ঃ ইঁট তৈরি করে, কথিত আছে যে, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম সে-ই ইঁট তৈরি করেছে। এ শিল্পটা তার পূর্বে ছিলো না।

টীকা-১০০ঃ অত্যন্ত উঁচু।

টীকা-১০১ঃ সুতরাং হামান হাজার হাজার কারিগর ও মজুর একত্রিত করলো। ইঁট তৈরি করলো। তারপর নির্মান সামগ্রী সংগ্রহ করে এতো উঁচু প্রাসাদ তৈরি করলো যে, পৃথিবীতে সেটার সমান উঁচু কোন প্রাসাদ ছিলো না। ফিরআ'উন এ ধারণা করেছিলো যে, '(আল্লাহ এরই আশ্রয়!) আল্লাহ তা'আলা এরও প্রাসাদ রয়েছে এবং তিনিও সশরীর। তাই তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছা তার জন্য সম্ভবপর হবে!'

টীকা-১০২ঃ অর্থাৎ মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১০৩ঃ আপন এ দাবীতে যে, তাঁর একমাত্র উপাস্য রয়েছেন, যিনি তাঁকে আপন রসূল করে আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন।

টীকা-১০৪ঃ এবং সত্যকে অমান্য করলো ও বাতিলের উপরই থেকে গেলো।

টীকা-১০৫ঃ এবং সবাই নিমজ্জিত হয়ে গেলো।

টীকা-১০৬ঃ পৃথিবীতে

টীকা-১০৭ঃ অর্থাৎ কুফর ও পাপাচারের প্রতি আহ্বান করছে। যার ফলে জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হয় এবং যারা তাদের কথা মতো চলে তারাও জাহান্নামী হয়ে যায়।

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ (۴۱)

৪১: এবং তাদেরকে আমি (১০৬) দোযখবাসীদের নেতা করেছি, তারা আগুনের দিকে আহ্বান করছে (১০৭), এবং ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের সাহায্য করা হবেনা।

وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِیْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ (۴۲)

৪২: এবং এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি (১০৮) এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদের মন্দই রয়েছে।

রুকূ'-৫

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (۴۳)

৪৩: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি (১০৯) এর পর যে, পূর্ববর্তী বহু মানব-গোষ্ঠীকে (১১০) ধ্বংস করে দিয়েছি, যেটার মধ্যে মানব জাতির অন্তরের চক্ষুগুলো খুলো দেয় এমন বাণীসমূহ, পথ-নির্দেশনা এবং দয়া (রয়েছে), যেন তারা উপদেশ মান্য করে।

وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِیِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (۴۴)

৪৪: এবং আপনি (১১১) তূরের পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না (১১২) যখন আমি মূসাকে রিসালাতের হুকুম প্রেরণ করেছি (১১৩) এবং তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন না।

وَ لٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَ مَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِیْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَ لٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ (۴۵)

৪৫: কিন্তু হয়েছে এটাই যে, আমি মানবগোষ্ঠীসমূহ সৃষ্টি করেছি (১১৪), তারপর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে (১১৫), এবং না আপনি মাদয়ানবাসীদের মধ্যে বসবাসরত ছিলেন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তিকারী অবস্থায়, হাঁ, আমিই তো রসূল প্রেরণকারী ছিলাম (১১৬)।

وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَ لٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (۴۶)

৪৬: এবং না আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন, যখন আমি আহ্বান করেছি (১১৭), হাঁ, আপনার প্রতিপালকের দয়া রয়েছে (যে, আপনাকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদান করেছেন) (১১৮), যাতে আপনি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন যার নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি (১১৯), এ আশা করে যে, তাদের উপদেশ হবে।

وَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

৪৭: এবং যদি না এ হতো যে, কখনো তাদেরকে স্পর্শ করতো কোন বিপদাপদ (১২০), সেটার কারণে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে প্রেরণ

টীকা-১০৮ঃ অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও রহমত থেকে দূরত্ব।

টীকা-১০৯ঃ অর্থাৎ তাওরীত

টীকা-১১০ঃ নূহ, আদ ও সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মতো,

টীকা-১১১ঃ হে নাবীকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-১১২ঃ সেটা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর 'মীক্বাত' (নির্দিষ্ট মেয়াদকাল) ছিলো।

টীকা-১১৩ঃ এবং তাঁর সাথে কথা বলেছি ও তাঁকে নৈকট্য দান করেছি।

টীকা-১১৪ঃ অর্থাৎ বহু মানব-গোষ্ঠী হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর,

টীকা-১১৫ঃ অতঃপর তারা আল্লাহ তাআ'লা এর অঙ্গীকার ভুলে গেছে এবং তারা তাঁর আনুগত্য করা বর্জন করেছে। আর এর হাক্বীকৃত (বাস্তবতা) এ যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ও তাঁর সম্প্রদায় থেকে বিশ্বকুল সরদার, আল্লাহ এর হাবীব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কেও তাঁর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। যখন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো এবং জাতির পর জাতি গত হয়ে গেলো, তখন তারা ঐসব অঙ্গীকার ভুলে গেলো এবং সেগুলো পূরণ করাকে বর্জন করলো।

টীকা-১১৬ঃ সুতরাং আমি আপনাকে জ্ঞান দিয়েছি এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেছি।

টীকা-১১৭ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তাওরীত দান করার সময়,

টীকা-১১৮ঃ যা থেকে আপনি তাদের অবস্থাদি বর্ণনা করেন, সে সব বিষয় সম্পর্কে আপনার খবর দেয়া আপনার নাবূয়্যাতেরই প্রকাশ্য প্রমাণ।

টীকা-১১৯ঃ ঐ সম্প্রদায় দ্বারা মক্কা-বাসীদের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা 'ফাতরাত'-ই যুগেরই ছিলো (যা হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর

মধ্যবর্তী পাঁচশ বছরের সময়সীমাকে বলা হয়।)
টীকা-১২০ঃ শাস্তি,
টীকা-১২১ঃ অর্থাৎ যে-ই কুফর ও পাপাচার তারা করেছে।
টীকা-১২২ঃ আয়াতের অর্থ এ যে, রসূলগণকে প্রেরণ করা যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই, যাতে তাদের নিকট এ ওযর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ না থাকে যে, 'আমাদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হয়নি, এ কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি। যদি রসূল আগমন করতেন, তবে আমরা অবশ্যই অনুগত হতাম এবং ঈমান আনতাম।'
টীকা-১২৩ঃ অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
টীকা-১২৪ঃ মক্কার কাফিরগণ,
টীকা-১২৫ঃ অর্থাৎ তাঁকে ক্বুরআন কারীম একবারেই কেন প্রদান করা হয়নি। যেমনিভাবে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে পূর্ণ তাওরীত একবারেই দান করা হয়েছিলো।
অথবা অর্থ এ যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে লাঠি ও শুভ্রহস্তের মতো মু'জিযা কেন দেয়া হয়নি? আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা বলছেন,
টীকা-১২৬ঃ ইহুদীগণ ক্বুরাঈশদের নিকট পয়গাম প্রেরণ করলো যেন তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মতো মু'জিযাসমূহ দেখানোর দাবী করে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, যে সব ইহুদী এ প্রশ্ন করেছিলো তারা কি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে এবং যা তাঁকে আল্লাহ এর নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছিলো তা অস্বীকার করে নি?
টীকা-১২৭ঃ অর্থাৎ তাওরীতকেও এবং ক্বুরআনকেও। এ দু'টিকেই তারা 'যাদু' বলেছিলো। অপর এক 'ক্বিরআত,-এর মধ্যে 'سَاحِرَانِ' এসেছে। এতভিত্তিতে অর্থ এ হবে যে, তাদের ভাষায় উভয়ই যাদুকর। অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)
শানে নুযূলঃ মক্কার মুশরিকগণ মাদীনা শরীফের ইহুদী নেতৃবৃন্দের নিকট দূত প্রেরণ করে জানতে চেয়েছিলো- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবাদিতে কোন খবর আছে কিনা। তারা জবাব দিলো, "হ্যাঁ, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী তাদের কিতাব তাওরীতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।" যখন এ সংবাদ ক্বুরাঈশদের নিকট পৌঁছলো তখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ও বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে বলতে লাগলো, "তাঁরা উভয়ই যাদুকর। তাঁদের মধ্যে একে অপরের সমর্থক ও সাহায্যকারী।" এর খন্ডনে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

করেছে (১২১), তবে বলতো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কেন প্রেরণ করোনি আমাদের প্রতি কোন রসূল, যাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করতাম এবং ঈমান আনাতাম (১২২)?'	فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٤٧)
৪৮: অতঃপর যখন তাদের নিকট সত্য আগমন করলো (১২৩) আমার নিকট থেকে, তখন বললো (১২৪),তাঁকে কেন প্রদান করা হয়নি যা মূসাকে প্রদান করা হয়েছে (১২৫)?' তারা কি অস্বীকার করতো না যা পূর্বে মূসাকে প্রদান করা হয়েছে (১২৬)? তারা বললো,'দু'টি যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে, এবং তারা বললো, 'আমরা এ দু'জনকেই অস্বীকার করি (১২৭)।'	فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْ لَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۙ وَ قَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ (٤٨)
৪৯: আপনি বলুন, 'সুতরাং আল্লাহ এর নিকট থেকে এমন কোন কিতাব নিয়ে এসো, যা ঐ দু'টি কিতাব অপেক্ষা অধিক পথ প্রদর্শনেরই হয় (১২৮), আমি সেটার অনুসরণ করবো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১২৯)।'	قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٩)
৫০: অতঃপর যদি তারা আপনার এ বাণী গ্রহণ না করে (১৩০), তবে জেনে নিন যে, ১৩১) ব্যাস! তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করছে। এবং তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আপন খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে, আল্লাহ এর হিদায়াত থেকে পৃথক হয়ে?	فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ

টীকা-১২৮ঃ অর্থাৎ তাওরীত ও ক্বুরআন অপেক্ষা,
টীকা-১২৯ঃ নিজেদের এ উক্তি যে, 'এ দু'-ই যাদু কিংবা যাদুকর'। এতে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা এটার মতো কিতাব রচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সুতরাং সামনে ইরশাদ করা হচ্ছে-
টীকা-১৩০ঃ এবং এমন কিতাবও আনতে না পারে,
টীকা-১৩১ঃ তাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই,

টীকা-১৩২ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন কারীম তাদের নিকট পরপর ও ধারাবাহিকভাবে এসেছে- প্রতিশ্রুতি, শাস্তির সংবাদ, কাহিনী, শিক্ষনীয় বিষয়াদি এবং উপদেশাবলী, যাতে বুঝতে পারে ও ঈমান আনে।

টীকা-১৩৩ঃ ক্বুরআন শরীফ অথবা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর পূর্বে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা হলেন- হযরত আ'বদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা। অপর এক অভিমত এ যে, তা ঐসব ইঞ্জীলের অনুসারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা হাবশাহ (আবিসিনিয়া) থেকে এসে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উপর ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা চল্লিশ জন ছিলেন, যাঁরা জা'ফর ইবনে আবী তালিবের সাথে এসেছিলেন। যখন তাঁরা মুসলমানদের অভাব ও জীবিকার সংকট দেখলেন তখন রসূল পাকের দরবারে আরয করলেন, "আমাদের নিকট অর্থ সম্পদ আছে। হুযূর যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে আসবো আর তা দ্বারা মুসলমানদের সেবা করবো।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) অনুমতি দিলেন এবং তাঁরা গিয়ে তাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে আসলেন। আর তা দ্বারা মুসলমানদের সেবা করলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো (مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ) পর্যন্ত নাযিল হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, এ আয়াতগুলো আশি জন কিতাবী প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৪০ জন নাজরানের, ৩২ জন 'হাবশাহ' বা আবিসিনিয়ার এবং ৮ জন শামদেশ বা সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন।

টীকা-১৩৪ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন নাযিল হবার পূর্বেই আমরা আল্লাহ এর হাবীব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উপর ঈমান রাখতাম- এ মর্মে যে, 'তিনি সত্য নাবী।' কেননা, তাওরীত ও ইঞ্জীলে তাঁর কথা উল্লেখিত রয়েছে।

টীকা-১৩৫ঃ কেননা, তারা পূর্ববর্তী কিতাবের উপরও ঈমান এনেছে এবং পবিত্র ক্বুরআনের উপরও।

টীকা-১৩৬ঃ যেহেতু তারা আপন দ্বীনের উপরও ধৈর্যধারণ করেছে এবং মুশরিকদের নির্যাতনের উপরও।

বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করেন, "তিন ধরণের লোক এমন রয়েছে, যাঁরা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবেনঃ এক) কিতাবীদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি যে আপন নাবীর উপরও ঈমান এনেছে এবং নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর উপরও, দুই) ঐ ক্রীতদাস, যে আল্লাহ এর প্রতি কর্তব্যও পালন করেছে এবং আপন মুনিবেরও, তিন) ঐ ব্যক্তি, যার নিকট দাসী ছিলো, যার সাথে সে সংগম করতো, অতঃপর তাকে ভালোমতে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে, ভাল শিক্ষা দান করেছে, অতঃপর আযাদ করে এবং তাকে বিবাহ করেছে। তার জন্যও দু'টি প্রতিদান রয়েছে।"

টীকা-১৩৭ঃ আনুগত্য দ্বারা অবাধ্যতাকে এবং জ্ঞান দ্বারা নির্যাতনকে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, তাওহীদের সাক্ষ্য অর্থাৎ (اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই) দ্বারা শির্ককে।

টীকা-১৩৮ঃ আনুগত্যের মধ্যে অর্থাৎ সাদাক্বাহ করে।

টীকা-১৩৯ঃ মুশরিকগণ মক্কা মুকাররমাহ্'র ঈমানদারদেরকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করার এবং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে গালি দিতো এবং মন্দ বলতো। ঐ সব হযরত এসব লোকের অসার বাক্যসমূহ শুনে সেগুলো উপেক্ষা করতেন।

টীকা-১৪০ঃ অর্থাৎ আমরা তোমাদের অসার বাক্যাদির ও গালির জবাবে গালি দেবো না।

নিশ্চয় আল্লাহ হিদায়াত করেন না যালিম লোকদেরকে।	إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾
রুকূ'-৬	
৫১: এবং নিশ্চয় আমি তাদের জন্য বাণী পর পর অবতারণ করেছি (১৩২) যেন তারা মনোযোগ দেয়।	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২: যাদেরকে আমি এর পূর্বে (১৩৩) কিতাব দিয়েছি তারা সেটার উপর ঈমান আনে।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩: এবং যখন তাদের উপর এসব আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। নিশ্চয় এটাই সত্য আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে, আমরা এর পূর্বেই আত্মসমর্পণ করেছিলাম (১৩৪)।'	وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪: তাদেরকে তাদের প্রতিদান দু'বার দেয়া হবে (১৩৫) বিনিময়ে তাদের ধৈর্যের (১৩৬)। এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে (১৩৭) এবং আমারই প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু আমারই পথে ব্যয় করে (১৩৮)।	اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫: এবং যখন অযথা কথাবার্তা শুনে তখন তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৩৯)। আর বলে, 'আমাদের জন্যে আমাদের কর্মফল, ব্যাস! তোমাদের প্রতি সালাম (১৪০)। অজ্ঞলোকদের	وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۫ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫

টীকা-১৪১ঃ তাদের সাথে মেলামেশা, উঠাবসা করতে চাইনা। আমাদের নিকট মূর্খসুলভ চালচলন পছন্দনীয় নয়। نُسِخَ ذٰلِكَ بِالۡقِتَالِ (এটা জিহাদের নির্দেশসূচক আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১৪২ঃ যাদের জন্য তিনি হিদায়াত লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা প্রমাণাদি থেকে উপদেশ গ্রহণ করে ও সত্যের বার্তা মান্য করে।

শানে নুযূলঃ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত আবূ তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে তার মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, “হে চাচা, বলো। ....لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ........), আমি তোমার জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে সাক্ষী থাকবো।” তিনি বললেন, “যদি আমার নিকট কুরাঈশদের সমালোচনার আশংকা না থাকতো, তবে আমি অবশ্যই ঈমান এনে তোমার চক্ষুদ্বয় শান্ত করতাম।” এরপর তিনি এ পংক্তিগুলো পাঠ করেছিলেন-

وَلَقَدۡ عَلِمۡتُ بِاَنَّ دِیۡنَ مُحَمَّدٍ مِنۡ خَیۡرِ اَدۡیَانِ الۡبَرِیَّةِ دِیۡنًا

لَوۡ لَا الۡمَلَامَةُ اَوۡ حِذَارُ مُسَبَّةٍ لَوَجَدۡتَنِیۡ سَمۡحًا بِذَاكَ مُبِیۡنًا

অর্থাৎ “আমি নিশ্চয়তা সহকারে জানি যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দ্বীন সমগ্র জাহানের দ্বীন অপেক্ষা উত্তম, যদি সমালোচনা ও দুর্নামের আশংকা না থাকতো তবে আমি অতীব নিষ্ঠার সাথে এ দ্বীনকেই গ্রহণ করে নিতাম।” এরপর আবূ তালিবের ইনতিকাল হয়ে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

لَا نَبۡتَغِی الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۵۵﴾

কার্যকলাপ আমাদের পছন্দনীয় নয় (১৪১)।’

اِنَّكَ لَا تَهۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ یَهۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ ﴿۵۶﴾

৫৬: নিশ্চয় এটা নয় যে, আপনি যাকেই নিজ থেকে চান হিদায়াত করবেন, হ্যাঁ, আল্লাহই হিদায়াত করেন যাকে চান, এবং তিনি ভালো জানেন সৎ পথের অনুসারীদেরকে (১৪২)।

وَ قَالُوۡۤا اِنۡ نَّتَّبِعِ الۡهُدٰی مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ اَرۡضِنَا ؕ اَوَ لَمۡ نُمَكِّنۡ لَّهُمۡ حَرَمًا اٰمِنًا یُّجۡبٰۤی اِلَیۡهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیۡءٍ رِّزۡقًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵۷﴾

৫৭: এবং তারা বলে, ‘যদি আমরা আপনার সাথে হিদায়াতের অনুসরণ করি তবে লোকেরা আমাদের দেশ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করবে (১৪৩)।’ আমি কি তাদেরকে স্থান দিইনি নিরাপদ হেরমে (১৪৪), যেটার প্রতি সব বস্তুর ফলমূল আমদানি করা হয়, আমার নিকট থেকে জীবিকা স্বরূপ? কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ জ্ঞান নেই (১৪৫)।

وَ كَمۡ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡیَةٍۭ بَطِرَتۡ مَعِیۡشَتَهَا ۚ فَتِلۡكَ مَسٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَنۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا ؕ وَ كُنَّا نَحۡنُ الۡوٰرِثِیۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৮: এবং কত শহরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপর অহংকারী হয়েছে (১৪৬)। সুতরাং এ-ই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি (১৪৭) যে, তাদের পর সেগুলোতে বসবাস হয়নি, কিন্তু সামান্য (১৪৮) এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী (১৪৯)।

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ الۡقُرٰی حَتّٰی

৫৯: এবং আপনার প্রতিপালক শহরগুলোকে ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর মূল

টীকা-১৪৩ঃ অর্থাৎ আরবভূমি থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করবে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হারিস ইবনে ওসমান ইবনে নওফিল ইবনে আবদে মান্নাফের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলেছিলো, “আমরা তো এ কথা নিশ্চয়তার সাথে জানি যে, যা আপনি বলেছেন তা সত্য, কিন্তু আমরা যদি আপনার দ্বীনের অনুসরণ করি তবে আমরা এ আশংকা করছি যে, আরবের লোকেরা আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং আমাদের মাতৃভূমিতে থাকতে দেবে না।” এ আয়াতে তাদের খন্ডন করা হয়েছে।

টীকা-১৪৪ঃ যেখানে বসবাসকারীরা হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ রয়েছে এবং যেখানে পশু ও তরুলতার পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে,

টীকা-১৪৫ঃ এবং তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে জানেনা যে, এ জীবিকা আল্লাহ এর নিকট থেকেই। যদি তাদের এ বোধশক্তি থাকতো তবে জানতো যে, ভয় এবং নিরাপত্তাও তাঁরই নিকট থেকে এবং ঈমান আনার ক্ষেত্রে দেশ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার ভয় করতো না।

টীকা-১৪৬ঃ এবং তারা এ ঔদ্ধত্য অবলম্বন করেছিলো যে, তারা আল্লাহ তাআ'লা এর প্রদত্ত জীবিকা আহার করতো, কিন্তু উপাসনা করতো প্রতিমার। মক্কাবাসীদেরকে এমন সম্প্রদায়ের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা তাদেরই মতো ছিলো, যারা আল্লাহ তাআ'লা এর নি'মাতসমূহ লাভ করতো কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না, বরং উক্ত অনুগ্রহসমূহের উপর দম্ভ করতো। তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৪৭ঃ যেগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর আরবের লোকেরা তাদের সফরে সেগুলো দেখতে পায়

টীকা-১৪৮ঃ যে, কোন মূসাফির অথবা পথচারী সেগুলোতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করে, অতঃপর শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে।

টীকা-১৪৯ঃ ঐ সব বাড়ীঘরের। অর্থাৎ সেখানকার বসবাসকারীগণ এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের পর তাদের কোন উত্তরাধিকারী অবশিষ্ট থাকেনি। এখন আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত সেই ঘরবাড়ীগুলোর অন্য কোন মালিক নেই। সৃষ্টির ধ্বংসের পর তিনিই সবকিছুর মালিক।

টীকা-১৫০ঃ অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, أُمُّ الْقُرٰى দ্বারা মুকাররমাহ বুঝানো হয়েছে এবং 'রসূল' দ্বারা সর্বশেষ নাবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৫১ঃ এবং তাদের নিকট ধর্মের বাণী পৌঁছান এবং এ খবর দেন যে, যদি তারা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, যাতে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির হয়ে যায় এবং তাদের ওযর-আপত্তি পেশ করার কোন অবকাশ না থাকে।

يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَ اَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ (٥٩)

কেন্দ্রস্থলে রসূল প্রেরণ করেন (১৫০) যিনি তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন (১৫১) এবং আমি শহরগুলোকে ধ্বংস করিনা, কিন্তু তখনই যখন সেগুলোর বাসিন্দারা যালিম হয় (১৫২)।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٦٠)

৬০: এবং যে কোন বস্তুই তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তা হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী ও সেটার সাজসজ্জা মাত্র (১৫৩) এবং যা আল্লাহ এর নিকট রয়েছে তা উত্তম ও অধিক স্থায়ী (১৫৫)। তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (১৫৬)।

রুকূ'-৭

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ (٦١)

৬১: তবে কি ঐ ব্যক্তি, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১৫৭) অতঃপর সে সেটার সাক্ষাৎ পাবে, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী ভোগ করতে দিয়েছি, অতঃপর তাকে ক্বিয়ামতের দিনে গ্রেফতার করে হাযির করা হবে (১৫৮)?

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ (٦٢)

৬২: যেদিন তাকে আহবান করবেন (১৫৯) অতঃপর বলবেন, 'কোথায় আমার ঐসব শরীক, যেগুলোকে তোমরা (১৬০) ধারণা করতে?'

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۫ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ (٦٣)

৬৩: বলবে ঐসব লোক, যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে (১৬১)'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই হচ্ছে তারা, যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছি। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি যেমনিভাবে আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম (১৬২)। আমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তারা আমাদের পূজা করতোইনা (১৬৩)।'

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ (٦٤)

৬৪: এবং তাদেরকে বলা হবে, 'নিজেদের শরীকগুলোকে ডাকো (১৬৪)।' অতঃপর তারা ডাকবে। তখন তারা তাদের কথা শুনবে না এবং দেখবে শাস্তি। কতই ভাল হতো যদি তারা সৎ পথ পেতো (১৬৫)।

টীকা-১৫২ঃ রসূলকে অস্বীকার করতে থাকে, নিজেদের কুফরের উপর অটল থাকে এবং এ কারণে শাস্তির উপযোগী হয়।

টীকা-১৫৩ঃ যে গুলোর স্থায়িত্ব অতি স্বল্প এবং যার পরিণতি হচ্ছে বিলীন হয়ে যাওয়া।

টীকা-১৫৪ঃ অর্থাৎ আখিরাতের উপকারাদি।

টীকা-১৫৫ঃ সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত এবং তা স্থায়ী হয়, বন্ধ হয় না।

টীকা-১৫৬ঃ যে, এতটুকুও বুঝতে পারো যে, 'স্থায়ী' 'ধ্বংসশীল' অপেক্ষা উত্তম। এ জন্যই কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি পরকালের উপর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় সে মূর্খ।

টীকা-১৫৭ঃ জান্নাতের পুরস্কারের।

টীকা-১৫৮ঃ এ দু'জন কখনো সমান হতে পারে না। তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সে মু'মিন। আর অপরজন কাফির।

টীকা-১৫৯ঃ আল্লাহ তাআ'লা তিরস্কার সূত্রে

টীকা-১৬০ঃ পৃথিবীতে আমার শরীক

টীকা-১৬১ঃ অর্থাৎ শাস্তি অপরিহার্য হয়ে গেছে। আর সে সব লোক হচ্ছে ভ্রান্ত দের নেতা এবং কাফিরদের সরদার।

টীকা-১৬২ঃ অর্থাৎ সেসব লোক আমাদের বিভ্রান্তকরণের ফলে তাদের নিজ ইচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের ভ্রান্তির ক্ষেত্রে আমাদের কোন দোষ নেই, আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি।

টীকা-১৬৩ঃ বরং তারা নিজেদেরই খেয়াল-খুশীর পূজারী ও কুপ্রবৃত্তিসমূহেরই অনুগত ছিলো।

টীকা-১৬৪ঃ অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে "তোমরা তোমাদের প্রতিমাগুলোকে ডাকো যেন তারা তোমাদেরকে শাস্তি থেকে উদ্ধার করে।"

টীকা-১৬৫ঃ দুনিয়ায়, যাতে আখিরাতে শাস্তি দেখতোই না।

টীকা-১৬৬ঃ অর্থাৎ কাফিরদের জিজ্ঞাসা করবেন-
টীকা-১৬৭ঃ যাঁরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সত্যের প্রতি আহ্বান করতেন।
টীকা-১৬৮ঃ এবং কোন ওযর ও প্রমাণ তারা দেখতে পাবে না।
টীকা-১৬৯ঃ এবং ভয়ানক আতংকের কারণে নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। অথবা কেউ কাউকেও এ কারণে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না যে, জবাব দিতে অক্ষম হওয়ার ব্যাপারে সবাই সমান- চাই অনুসারী হোক, কিংবা অনুসৃত, কাফির হোক অথবা কাফিরে পরিণতকারী হোক।
টীকা-১৭০ঃ শির্ক থেকে
টীকা-১৭১ঃ আপন প্রতিপালকের উপর এবং ঐ সব কিছুর উপর, যেগুলো প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।
টীকা-১৭২ঃ শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুশরিকদের খন্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলেছিলো, "আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নাবূয়্যাতের জন্য কেন মনোনীত করেছেন? এ ক্বুরআন মক্কা ও তায়েফের অন্য কোন বড় লোকের উপর কেন অবতীর্ণ করেন নি?" এ উক্তিটার বক্তা ছিলো ওয়ালীদ ইবনে মূগীরাহ্ আর 'বড় লোক' বলে সে নিজেকে ও 'উরওয়াহ্ ইবনে মাসউ'দ সাক্বাফী'র কথা বুঝাতো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর ইরশাদ হয়েছে যে, রসূলগণকে প্রেরণ করা উক্ত সব লোকের ইচ্ছা অনুসারে নয়, আল্লাহ তাআ'লা এরই মর্জি, তাঁরই প্রজ্ঞা। তিনিই তাদের সম্পর্কে জানেন। তাদের তাঁর মর্জিতে হস্তক্ষেপ করার কি অবকাশ আছে?
টীকা-১৭৩ঃ অর্থাৎ মুশরিকদের
টীকা-১৭৪ঃ অর্থাৎ কুফর ও রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি শত্রুতা, যাকে এসব লোক গোপন করে।
টীকা-১৭৫ঃ নিজেদের মুখে, বাস্তববিরোধী। যেমন- নাবূয়্যাতের বিষয়ে সমালোচনা করা এবং ক্বুরআন পাককে অস্বীকার করা।
টীকা-১৭৬ঃ যে, তাঁর ওলগিণ (প্রিয় বান্দাগণ) দুনিয়ায়ও তাঁর প্রশংসা করেন এবং আখিরাতেও তাঁর প্রশংসা করে তৃপ্ত হন।
টীকা-১৭৭ঃ তাঁরই ইচ্ছা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বলবৎ ও কার্যকর। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "আপন অনুগত বান্দাদের জন্য ক্ষমার ও পাপীদের জন্য সুপারিশের নির্দেশ দেন।"
টীকা-১৭৮ঃ হে হাবীব। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। মক্কাবাসীদেরকে,
টীকা-১৭৯ঃ এবং দিনকে প্রকাশই না করেন,
টীকা-১৮০ঃ যাতে তোমরা জীবিকার্জনের জন্য কাজ করতে পারো?

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ (৬৫)

৬৫: এবং যেদিন তাদেরকে আহবান করবেন, তখন (আল্লাহ) বলবেন, (১৬৬), 'তোমরা রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে (১৬৭)?'

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ (৬৬)

৬৬: অতঃপর সেদিন তাদের উপর খবরসমূহ অন্ধ হয়ে যাবে (১৬৮), তখন তারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (১৬৯)।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ (৬৭)

৬৭: তবে ঐ ব্যক্তি যে তাওবা করেছে (১৭০) এবং ঈমান এনেছে (১৭১), এবং সৎকর্ম করেছে, একথা নিকটে যে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (৬৮)

৬৮: এবং আপনার প্রতিপালক সৃষ্টি করেন যা চান এবং পছন্দ করেন (১৭২)। তাদের (১৭৩) কোন ক্ষমতা নেই। পবিত্রতা আল্লাহ এরই এবং তিনি তাদের শিরক থেকে বহু উর্ধ্বে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (৬৯)

৬৯: এবং আপনার প্রতিপালক জানেন যা তাদের বক্ষসমূহে গোপন রয়েছে (১৭৪) এবং যা তারা প্রকাশ করছে (১৭৫)।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (৭০)

৭০: এবং তিনিই হন আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো খোদা নেই। তাঁরই প্রশংসা বিদ্যমান দুনিয়ায় (১৭৬) ও আখিরাতে নির্দেশ তাঁরই (১৭৭) আর তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ

৭১: আপনি বলুন (১৭৮), 'ভালই তো, দেখো! যদি আল্লাহ সর্বদা তোমাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাতকে স্থায়ী করেন (১৭৯), তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন্ খোদা আছে যে তোমাদেরকে আলো এনে দেবে (১৮০)? তবে

টীকা-১৮১ঃ চেতনার কানে, যেন শির্ক থেকে বিরত হও।
টীকা-১৮২ঃ রাত আসতে না-ই দেন।
টীকা-১৮৩ঃ এবং দিনে যে কাজ ও পরিশ্রম করেছিলে তার ক্লান্তি দূর করবে?
টীকা-১৮৪ঃ যে, তোমরা কতই জঘন্য ভুলের মধ্যে রয়েছো যে, তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করছো।

কি তোমরা শুনতে পাচ্ছো না (১৮১)'

أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

৭২: আপনি বলুন, 'ভালো, দেখো তো! যদি আল্লাহ্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা দিন রেখে দেন (১৮২), তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন খোদা রয়েছে, যে তোমাদের নিকট রাত এনে দেবে, যার মধ্যে তোমরা আরাম করবে (১৮৩)? তবে কি তোমরা ভেবে দেখো না (১৮৪)?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩: এবং তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো (১৮৫) এবং এজন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (১৮৬)।

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪: এবং যেদিন তাদেরকে ডাকবেন, অতঃপর বলবেন, 'কোথায় আমার ঐসব অংশীদার, যা তোমরা দাবী করছিলে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫: এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী বের করে (১৮৭) বলবো, 'তোমাদের প্রমাণ হাযির করো (১৮৮)।' তখন তারা জানতে পারবে যে (১৮৯), হক আল্লাহ্ এরই এবং তাদের নিকট থেকে হারিয়ে যাবে যে সব বানোয়াট তারা করতো (১৯০)।

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

রুকূ'-৮

৭৬: নিশ্চয় ক্বারূন মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো (১৯১), অতঃপর সে তাদের উপর অত্যাচার করেছে, এবং আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দান করেছি, যেগুলোর চাবি একটা বলবান দলের উপরও ভারী ছিলো, যখন তাকে তার সম্প্রদায় (১৯২) বললো, 'দম্ভ করোনা (১৯৩)'। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭: এবং যে সম্পদ তোমাকে আল্লাহ্ প্রদান করেছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো (১৯৪) এবং দুনিয়ার মধ্যে নিজ অংশ ভুলো না (১৯৫)

وَابْتَغِ فِيمَا آتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

টীকা-১৮৫ঃ জীবিকা উপার্জন করো
টীকা-১৮৬ঃ এবং তাঁর অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।
টীকা-১৮৭ঃ এখানে 'সাক্ষী' দ্বারা 'রসূল' বুঝানো হয়েছে, যাঁরা আপন আপন উম্মতদের উপর এ সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁরা তাঁদের নিকট প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং বহু উপদেশ দিয়েছেন।
টীকা-১৮৮ঃ অর্থাৎ শির্ক ও রসূলগণের বিরোধিতা, যা তোমাদের অভ্যাসই ছিলো, সেটার পক্ষে কি প্রমাণ আছে, পেশ করো।
টীকা-১৮৯ঃ 'ইলাহ ও উপাস্য হওয়া' একমাত্র
টীকা-১৯০ঃ পৃথিবীতে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আ'লা এর সাথে যেই শরীক তারা স্থির করতো।
টীকা-১৯১ঃ ক্বারূন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর চাচা 'ইয়াস্হার'- এর পুত্র ছিলো। সে খুব সুন্দর সুঠাম পুরুষ ছিলো। এ কারণে তাকে 'মুনাওয়ার' (আলোকময়) বলা হতো। সে বনী ইস্রাঈলের মধ্যে তাওরীতের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলো। অভাবগ্রস্ত থাকা অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ী ও চরিত্রবান ছিলো। অর্থ-সম্পদ হস্তগত হওয়া মাত্রই তার অবস্থায় পরিবর্তন আসলো। আর সামেরীর মতো 'মুনাফিক্ব' হয়ে গেলো। কথিত আছে যে, ফিরআ'উন তাকে বানী ইস্রাঈলের উপর শাসক নিয়োগ করেছিলো।
টীকা-১৯২ঃ বানী ইস্রাঈলের মু'মিনগণ
টীকা-১৯৩ঃ সম্পদের প্রাচুর্যের উপর।
টীকা-১৯৪ঃ আল্লাহ্ এর অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সম্পদকে আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করে।
টীকা-১৯৫ঃ অর্থাৎ পৃথিবীতে পরকালের জন্য কাজ করে যেন শাস্তি থেকে মুক্তি পাও। এ কারণে যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত অংশ হলো, আখিরাতের জন্য কাজ করবে- দান-সাদাক্বাহ করে আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রেখে সৎকর্ম সহকারে। এর ব্যাখ্যায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, আপন স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন ও ধন-সম্পদকে ভুলে বসো না, এ থেকে যে, এ গুলোর সাথে পরকাল অনুসন্ধান করবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, পাঁচটা বস্তুকে পাঁচটা বস্তুর পূর্বে গণীমত মনে করোঃ ১) যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, ২) সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, ৩) সম্পদের প্রাচুর্যকে অভাবগ্রস্ত হবার পূর্বে, ৪) অবসরকে কর্ম ব্যস্ততার পূর্বে এবং ৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।

টীকা-১৯৬ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে

টীকা-১৯৭ঃ বিধি-নিষেধ অমান্য করে, পাপকর্ম সম্পাদন করে এবং অত্যাচার ও বিদ্রোহ করে

টীকা-১৯৮ঃ অর্থাৎ কারূন বললো, "এ ধন-সম্পদ"

টীকা-১৯৯ঃ এ 'জ্ঞান' দ্বারা হয়তো 'তাওরীতের জ্ঞান' এর কথা বুঝানো হয়েছে অথবা রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান, যা সে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট থেকে অর্জন করেছিলো এবং তা দ্বারা সে দস্তাকে রৌপ্য এবং তামাকে স্বর্ণে পরিণত করে নিতো, অথবা ব্যবসা-সংক্রান্ত জ্ঞান, অথবা কৃষিবিদ্যা, অথবা অন্যান্য পেশা-বিদ্যা।

সাহ্‌ল বলেছেন, "যে আত্মম্ভিরতা প্রদর্শন করেছে সে সাফল্য পায়নি।"

টীকা-২০০ঃ এবং শক্তি ও সম্পদে তার চেয়ে অধিক প্রাচুর্যময় ছিলো এবং সে বড় বড় দল রাখতো। তাদেরকে আল্লাহ্‌ تَعَالٰى ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং সে কেন শক্তি ও সম্পদের প্রাচুর্যের উপর অহংকার করছে? সেতো জানে যে, এমন সব লোকের পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস।

টীকা-২০১ঃ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ تَعَالٰى তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। সুতরাং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করা হবে না, বরং তিরস্কারের জন্যই করা হবে।

টীকা-২০২ঃ অনেক আরোহী সাথে নিয়ে, অলংকারাদিতে সজ্জিত রেশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায়, সুসজ্জিত ঘোড়ার উপর আরোহণ করে।

টীকা-২০৩ঃ বানী ইস্রাঈলের আ'লিমগণ।

টীকা-২০৪ঃ ঐ ধন-সম্পদ দ্বারা, যা দুনিয়ায় কারূন লাভ করেছিলো।

টীকা-২০৫ঃ অর্থাৎ সৎকর্ম ধৈর্যশীল বান্দাদেরই অংশ আর সেটার সাওয়াব তাঁরাই পেয়ে থাকেন।

টীকা-২০৫ঃ অর্থাৎ কারূনকে।

টীকা-২০৭ঃ কারূন ও তার ঘরবাড়ি ধ্বসিয়ে ফেলার ঘটনা জীবন চরিত লেখক ও ঐতিহাসিকগণ এটাই উল্লেখ করেছেন- হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বানী ইস্রাঈলকে সমুদ্র তীরে নিয়ে যাবার পর 'মায্‌বাহ্‌' (পশু যবেহের স্থান) এর নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বভার হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সোপর্দ করলেন। বানী ইস্রাঈল আপন ক্বুরবানীসমূহ হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট নিয়ে আসতো আর তিনি সেগুলো যবেহ্‌খানায় রাখতেন। আস্‌মান থেকে আগুন নেমে এসে সেগুলো খেয়ে ফেলতো। কারূন হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উক্ত পদবীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলো। সে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বললো, "রিসালাততো আপনার সৌভাগ্য হয়েছে। আর ক্বুরবানীর নেতৃত্ব হযরত হারূনের হাতে। আমারতো কিছুই রইলো না, অথচ আমি তাওরীতের উৎকৃষ্টতর পাঠক হই। এতে আমার ধৈর্য হচ্ছে না।" হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "এ পদটা তো হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) কে আমি দেই নি, আল্লাহ্‌ تَعَالٰى-ই দিয়েছেন।" কারূন বললো, "আল্লাহ্‌ এরই শপথ! আমি আপনার কথা সত্য বলে গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আপনি এর প্রমাণ আমাকে দেখাবেন।" হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)

এবং পরোপকার করো (১৯৬) যেমন তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং (১৯৭) পৃথিবীতে অশান্তি চেওনা। নিশ্চয় আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।'

وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (۷۷)

৭৮: বললো, 'এ- (১৯৮) তো আমি এক জ্ঞান থেকে লাভ করেছি যা আমার নিকট রয়েছে (১৯৯)।' এবং তার কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ তার পূর্বে ঐসব মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যাদের সম্প্রদায়গুলো তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী ছিলো এবং সংগ্রহ (শক্তি ও সম্পদ) তার চেয়েও অধিক (২০০)? এবং অপরাধীদেরকে তাদের পাপগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না (২০১)।

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ (۷۸)

৭৯: অতঃপর আপন সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হলো আপন জাঁকজমকের মধ্যে (২০২), বললো ঐসব লোক, যারা পার্থিব জীবন চায়, 'হায়, কোন মতে আমরাও যদি তেমনি পেতাম যেমন পেয়েছে কারূন! নিশ্চয় তার বড় সৌভাগ্য।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ (۷۹)

৮০: এবং বললো ঐসব লোক, যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে (২০৩), 'ধ্বংস হোক তোমাদের! আল্লাহ এর পুরস্কার উত্তম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ঈমান এনেছে এবং সৎ-কর্ম করে (২০৪), আর এটা তারাই পায়, যারা ধৈর্যশীল (২০৫)।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ (۸۰)

৮১: অতঃপর আমি তাকে (২০৬) এবং তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম, অতঃপর তার নিকট কোন মানব-গোষ্ঠী ছিলো না যে, আল্লাহ থেকে বাঁচানোর জন্য তার সাহায্য করতো (২০৭)

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ

বানী ইস্রাঈলের নেতৃবর্গকে একত্রিত করে বললেন, "তোমরা তোমাদের লাঠিগুলো নিয়ে এসো।" সে গুলোর সবটিই তিনি আপন হুজরার মধ্যে জমা করে রাখলেন। সারা রাত ব্যাপী বানী ইস্রাঈল ঐ লাঠিগুলোকে পাহারা দিতে লাগলো। ভোরে দেখা গেলো যে, হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) এর লাঠি তরুতাজা হয়ে গেলো। তা থেকে কচি পাতা বের হয়ে আসলো। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "হে কারূন! তুমি কি এটা দেখছো?" কারূন বললো, "এটা আপনার যাদু বৈ আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তার প্রতি সদ্ব্যবহার করতেন, কিন্তু সে সব সময় তাঁকে কষ্ট দিতো। আর তার অবাধ্যতা ও অহংকার এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি শত্রুতা দিন দিন বাড়তে লাগলো।

সে (কারূন) একটা বাড়ি তৈরি করলো। সেটার দরজা ছিলো স্বর্ণের তৈরি। দেয়ালের উপর স্বর্ণের পাত স্থাপন করলো। বানী ইস্রাঈল সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট আসতো খানা খেতো। নতুন নতুন কথা রচনা করতো এবং তাকে হাসাতো।

যখন যাকাতের নির্দেশ অবতীর্ণ হলো, তখন কারূন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট আসলো। তখন সে নিজেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো যে, সে দিরহাম, দীনার ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি থেকে হাজার হাজার অংশ যাকাত দেবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে হিসাব করে দেখলো যে, তার মোট সম্পদের ততটুকু অংশও পরিমাণে অনেক ছিলো। তার রিপু এতটুকু দিতেও সাহস করলো না।

আর সে বানী ইস্রাঈলকে একত্রিত করে বললো, "তোমরা মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রত্যেক কথাকে মান্য করছো। এখন তিনি তোমাদের সম্পদ নিতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি?" তারা বললো, "আপনি আমাদের মধ্যে বড়। আপনি যা চান নির্দেশ দিন।" সে বললো, "অমুক দুশ্চরিত্রা নারীর নিকট যাও। আর তার জন্য একটা বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ করো। সুতরাং সে মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে।" এমনটি করা সম্ভব হলে বানী ইস্রাঈল হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বর্জন করবে।"

সুতরাং কারূন ঐ নারীকে হাজার স্বর্ণমুদ্রা (আশরাফী) ও হাজার টাকা এবং বহুধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ অপবাদ দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। পরদিন বানী ইস্রাঈলকে একত্রিত করে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট আসলো আর বলতে লাগলো, "বানী ইস্রাঈল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি তাদেরকে কিছু ওয়াজ-নসীহত করুন।"

হযরত তাশরীফ নিয়ে আসলেন। অতঃপর বানী ইস্রাঈলের সমাবেশে দন্ডায়মান হয়ে তিনি বললেন, "হে বানী ইস্রাঈল! যে চুরি করবে তার হাত কেটে ফেলা হবে। যে কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে তাকে আশিটা চাবুক মারা হবে, যে যিনা করবে, তার যদি স্ত্রী না থাকে তবে তাকে একশত চাবুক মারা হবে, আর যদি স্ত্রী থাকে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।"

কারূন বলতে লাগলো, "এ নির্দেশ কি সবার জন্য? চাই আপনিও হোন না কেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যদি আমিও হইনা কেন।" সে বলতে লাগলো, "বানী ইস্রাঈলের ধারণা যে, আপনি অমুক দুশ্চরিত্রা নারীর সাথে যিনা করেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "তাকে ডেকে আনো।" সে আসলো। অতঃপর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন, "তাঁরই শপথ, যিনি বানী-ইস্রাঈলের জন্য সমুদ্র দ্বি-খন্ডিত করেছেন এবং তাতে রাস্তা করে দিয়েছেন আর তাওরীত অবতীর্ণ করেছেন। সত্য কথাই বলে দে।" তখন ঐ নারী ভয় পেয়ে গেলো এবং আল্লাহ্ এর রসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে তাঁকে দুঃখ দেয়ার দুঃসাহস তার হলো না। সে মনে মনে ভাবলো, "এর পরিবর্তে তাওবাহ করে নেওয়াই শ্রেয় হবে।" অতঃপর সে হযরত হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দরবারে আরয করলো, "যা কিছু কারূন আমার দ্বারা বলাতে চাচ্ছে, আল্লাহ্ মহাসম্মানিত, মহামহিমের শফথ! তা মিথ্যা এবং সে আপনার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের বিনিময়ে আমার জন্য বহু অর্থ-নির্ধারণ করেছে।"

সূরাঃ ২৮ ক্বাসাস	৭১৫	মানযিল-৪	পারাঃ ২০
এবং না সে তার বদলা নিতে পারতো (২০৮)।		وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ (٨١)	

হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন প্রতিপালকের দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাজদাবনত হলেন আর এই আরয করতে লাগলেন, "হে আমার প্রতিপালক! যদি আমি তোমার রসূল হয়ে থাকি, তাহলে আমারই কারণে তুমি কারূনকে শাস্তি দাও।"

আল্লাহ্ تَعَالٰی তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন- "আমি যমীনকে আপনার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছি। আপনি তাকে যা চান নির্দেশ দিন।"

হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বানী ইস্রাঈলকে বললেন, "হে বানী ইস্রাঈল! আল্লাহ্ تَعَالٰی আমাকে কারূনের প্রতি প্রেরণ করেছেন যেমন ফিরআ'উনের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। যে কারূনেরই সাথী হবে সে যেন তার সাথেই তার স্থানে স্থির থাকে। আর যে আমার সাথী হবে সে যেন তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায়।"

সমস্ত লোক কারূনের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং মাত্র দু'জন লোক ছাড়া কেউ তার সাথে রইলো না। অতঃপর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যমীনকে নির্দেশ দিলেন যেন তাদেরকে গ্রাস করে নেয়। তখন তারা হাঁটু পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। অতঃপর তিনি একই নির্দেশ দিলেন। তখন কোমর পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। তিনি এভাবে নির্দেশ দিতে রইলেন। ফলে, তারা ঘাড় পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। তখন তারা বহু কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো এবং কারূন তাঁকে আল্লাহ্ এর বিভিন্ন শপথ ও আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিচ্ছিলো, কিন্তু তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাতই করেন নি। শেষ পর্যন্ত, তারা সম্পূর্ণরূপেই ভূ-গর্ভে ধ্বসে গেলো আর ভূ-পৃষ্ঠ সমতল হয়ে গেলো।
হযরত ক্বাতাদাহ বলেন যে, তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ধ্বংসতেই থাকবে।

বানী-ইস্রাঈল বললো, "হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কারূনের প্রাসাদ, তার ধন-ভান্ডার ও ধন-সম্পদের কারণে তার বিরুদ্ধে বদ্-দুআ' করছেন।" এ কথা শুনে তিনি আল্লাহ্ تَعَالٰی এর দরবারে দুআ' করলেন। অতঃপর তার প্রাসাদ, ধন-ভান্ডার এবং সম্পদও ভূ-গর্ভে ধ্বসে গেলো।

টীকা-২০৮ঃ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে

টীকা-২০৯ঃ আপন ঐ কামনার জন্য লজ্জিত হয়ে
টীকা-২১০ঃ যার জন্য ইচ্ছা করেন
টীকা-২১১ঃ বেহেশত,
টীকা-২১২ঃ প্রসংশিত।
টীকা-২১৩ঃ দশগুণ সাওয়াব,
টীকা-২১৪ঃ অর্থাৎ সেটার তিলাওয়াত, প্রচার ও সেটার বিধানাবলী পালন করা অপরিহার্য করেছেন।

وَ اَصۡبَحَ الَّذِیۡنَ تَمَنَّوۡا مَکَانَهٗ بِالۡاَمۡسِ یَقُوۡلُوۡنَ وَیۡکَاَنَّ اللّٰهَ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ وَ یَقۡدِرُ ۚ لَوۡ لَاۤ اَنۡ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَیۡنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَیۡکَاَنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الۡکٰفِرُوۡنَ ﴿۸۲﴾	৮২: এবং গতকাল যারা তার মতো মর্যাদা কামনা করেছিলো সকালে (২০৯) তারা বলতে লাগলো, 'আশ্চর্যজনক কথা! আল্লাহ রিযক্ব প্রশস্ত করেন আপন বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান এবং সংকুচিত করেন (২১০)। যদি আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও ধ্বসিয়ে ফেলতেন। হে আশ্চর্য! কাফিরদের জন্য মঙ্গল নেই।

রুকূ'-৯

تِلۡکَ الدَّارُ الۡاٰخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِیۡنَ لَا یُرِیۡدُوۡنَ عُلُوًّا فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَ الۡعَاقِبَةُ لِلۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۸۳﴾	৮৩: এটা আখিরাতের আবাস (২১১), আমি তাদেরই জন্য নির্ধারিত করি যারা ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার চায়না এবং না অশান্তি, এবং পরকালের শুভ-পরিণাম খোদাভীরুদেরই (২১২)।
مَنۡ جَآءَ بِالۡحَسَنَةِ فَلَهٗ خَیۡرٌ مِّنۡهَا ۚ وَ مَنۡ جَآءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجۡزَی الَّذِیۡنَ عَمِلُوا السَّیِّاٰتِ اِلَّا مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۸۴﴾	৮৪: যে সৎকর্ম করেছে তার জন্য তা অপেক্ষা উত্তম রয়েছে (২১৩), এবং যে মন্দকর্ম করেছে, যারা মন্দ কাজ করে তারা তার বদলা পাবেনা, কিন্তু যতটুকু করেছিলো।
اِنَّ الَّذِیۡ فَرَضَ عَلَیۡکَ الۡقُرۡاٰنَ لَرَآدُّکَ اِلٰی مَعَادٍ ؕ قُلۡ رَّبِّیۡۤ اَعۡلَمُ مَنۡ جَآءَ بِالۡهُدٰی وَ مَنۡ هُوَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۸۵﴾	৮৫: নিশ্চয় যিনি আপনার উপর ক্বুরআনকে ফরয (অপরিহার্য) করছেন (২১৪) তিনি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন যেখানে আপনি ফিরে যেতে চান (২১৫)। আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তাঁকে, যিনি হিদায়াত এনেছেন এবং (তাকেও) যে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে (২১৬)।'
وَ مَا کُنۡتَ تَرۡجُوۡۤا اَنۡ یُّلۡقٰۤی اِلَیۡکَ الۡکِتٰبُ اِلَّا رَحۡمَةً مِّنۡ رَّبِّکَ فَلَا تَکُوۡنَنَّ ظَهِیۡرًا لِّلۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۸۶﴾	৮৬: এবং আপনি আশা করতেন না যে, কিতাব আপনার প্রতি প্রেরণ করা হবে (২১৭)। হ্যাঁ, আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং কখনো কাফিরদের সহায়তা করবেন না (২১৮)।
وَ لَا یَصُدُّنَّکَ عَنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعۡدَ اِذۡ اُنۡزِلَتۡ اِلَیۡکَ	৮৭: এবং কখনো তারা যেন আপনাকে আল্লাহ এর আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ না রাখে এরপর যে, সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ

টীকা-২১৫ঃ অর্থাৎ মক্কা মুকাররমাহ'য়। অর্থ এ যে, আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা মুকাররমাহ'য় অতি জাঁকজমক, মান-সম্মান, বিজয় ও প্রতাপ সহকারে প্রবেশ করাবেন। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই আপনার শাসনাধীন হবে। শির্ক ও সেটার সহায়তাকারী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াতে কারীমাহ্ 'জোহ্ফা'য় অবতীর্ণ হয়েছে। যখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদীনার দিকে হিজরত করে সেখানে পৌঁছলেন, আর তাঁর অন্তরে তাঁর ও তাঁর পিতৃ-পুরুষদের জন্মস্থান মক্কা-মুকাররমাহ'র প্রতি আগ্রহ জন্মালো তখন জিব্রাঈল আমীন আসলেন এবং তিনি আরয করলেন, "হুযূরের মনে কি নিজ শহর মক্কা মুকাররমাহ'র প্রতি আগ্রহ রয়েছে?" ইরশাদ ফরমালেন, "হাঁ।" তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- অতঃপর এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন।

'معاد' শব্দের ব্যাখ্যা- মৃত্যু, ক্বিয়ামত ও জান্নাত দ্বারাও করা হয়েছে।

টীকা-২১৬ঃ অর্থাৎ আমার প্রতিপালক জানেন যে, আমি হিদায়াত (সঠিক পথ-নির্দেশনা) নিয়ে এসেছি এবং আমার জন্য সেটার প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে। আর মুশরিকগণ গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে এবং (তারা) কঠিন শাস্তিরই উপযোগী।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার কাফিরদের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে বলেছে- اِنَّکَ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ অর্থাৎ, 'আপনি অবশ্যই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন।' (আল্লাহ এরই আশ্রয়।)

টীকা-২১৭ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন যে, এ সম্বোধন বাহ্যতঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে করা হয়েছে, বস্তুতঃ উদ্দেশ্য তাতে 'মু'মিনগণই।'

টীকা-২১৮ঃ তাদের সহায়তাকারী ও সাহায্যকারী হবেন না।

টীকা-২১৯ঃ অর্থাৎ কাফিরদের পথভ্রষ্টকারী কথাবার্তার প্রতি দৃষ্টিপাতই করবেন না এবং তাদেরকে প্রতিহত করুন।
টীকা-২২০ঃ সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআ'লা এর একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদতের প্রতি আহবান করুন।
টীকা-২২১ঃ তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন না।
টীকা-২২২ঃ আখিরাতে এবং তিনিই কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন। *...
টীকা-১ঃ 'সূরা আ'নকাবূত' মাক্কী। এতে সাতটি রুকূ', উনসত্তরটি আয়াত, নয়শ আশিটি পদ, চার হাজার একশ পঁয়ষট্টিটি বর্ণ আছে।
টীকা-১ঃ ভীষণ দুঃখ-কষ্ট, বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ, ইবাদতের আগ্রহ, কু-প্রবৃত্তি বর্জন এবং জান-মালের বিনিময় ইত্যাদি দ্বারা, যাতে তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা খুব প্রকাশ পেয়ে যায়, আর নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুনাফিক্বের মধ্যে পার্থক্যটুকু সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

হয়েছে (২১৯), এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করুন (২২০), এবং কিছুতেই যেন অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত না হোন (২২১)।	وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۸۷﴾
৮৮: এবং আল্লাহ এর সাথে অন্য উপাস্যের পূজা করো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন খোদা নেই, প্রত্যেক কিছু ধ্বংসশীল- তাঁরই সত্তা ব্যতীত। নির্দেশ তাঁরই এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাবে (২২২)।	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۸﴾

সূরা আ'নকাবূত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আ'নকাবূত (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৬৯, রুকূ'-৭

১: আলিফ-লাম-মীম।	الٓمّٓ ﴿۱﴾
২: লোকেরা কি এ অহংকারের মধ্যে রয়েছে যে, এতটুকু কথার উপর ছেড়ে দেয়া হবে যে, বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না (২)?	اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿۲﴾
৩: এবং নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি (৩), সুতরাং অবশ্যই আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে দেখবেন এবং অবশ্যই মিথ্যাবাদীদেরকেও দেখবেন (৪)।	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳﴾

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব হযরতের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা মক্কা মুকাররমাহ'য় ছিলেন। আর তারা যখন ইসলামকে স্বীকৃতি দিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর সাহাবা কিরাম তাদের প্রতি লিখলেন যে, শুধু মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না হিজরত করবেন। তাঁরা হিজরত করলেন আর মাদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মুশরিকগণ তাদের উপর হামলা করার প্রতি উদ্যত হলো এবং তাদের সাথে যুদ্ধই করলো। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক শহীদ হয়ে গেলেন। আর বাকীরা বেঁচে আসলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ দু'আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, সেসব লোক দ্বারা বুঝায়- সালমাহ্ ইবনে হিশাম, আইয়্যাশ ইবনে আবী রবীআ'হ্, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ এবং 'আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রমূখ, যাঁরা মক্কা মুকাররমায় ঈমান এনেছেন।
অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত হযরত আম্মারের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি আল্লাহ এর ইবাদতের কারণে নির্যাতিত হতেন, আর কাফিরগণ তাকে অসহনীয় কষ্ট দিতো।

অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াতসমূহ হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর ক্রীতদাস হযরত মাহজা' ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বদরের যুদ্ধের সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর সম্বন্ধে ইরশাদ করলেন যে, মাহজা' শহীদগণের সরদার। আর এ উম্মতের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার প্রতি আহবান করা হবে। তাঁর মাতা-পিতা ও তাঁর স্ত্রী তার জন্য অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে শান্তনা প্রদান করলেন।
টীকা-৩ঃ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন যাঁদেরকে আরা দ্বারা দ্বি-খন্ডিত করা হয়েছিলো। অনেককে লৌহের চিরুনি দিয়ে টুকরা টুকরা করা হয়েছিলো। আর তাঁরা সততা ও বিশ্বস্ততার উপর অবিচলিত থাকেন।
টীকা-৪ঃ প্রত্যেকের অবস্থা প্রকাশ করে দেবেন।
টীকা-৫ঃ শির্ক ও পাপাচার সমূহে লিপ্ত রয়েছে

টীকা-৬ঃ এবং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো না?

টীকা-৭ঃ পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশকে ভয় করে, কিংবা সাওয়াবের আশা রাখে।

টীকা-৮ঃ তিনি সাওয়াব ও আযাবের যে ওয়াদা করেছেন, অবশ্যই তা পূরণ হবে। সুতরাং তজ্জন্য প্রস্তুত থাকা আর সৎকর্মের প্রতি শীঘ্রই অগ্রসর হওয়া উচিত।

টীকা-৯ঃ বান্দাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে।

টীকা-১০ঃ হয়ত ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে অথবা নাফস ও শয়তানের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ এর আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ও অবিচলিত রয়ে।

টীকা-১১ঃ তার উপকার ও পুরস্কার পাবে।

অনুবাদ	আয়াত
৪: অথবা এ কথা মনে করে আছে ঐসব লোক, যারা মন্দ কর্ম করে (৫) যে, তারা কোন মতে বের হয়ে যাবে (৬)? কতই মন্দ সিদ্ধান্ত করে।	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾
৫: যে আল্লাহ এর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে (৭), সুতরাং নিশ্চয় আল্লাহ এর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আগমনকারী (৮) এবং তিনিই শুনেন, জানেন (৯)।	مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾
৬: এবং যে আল্লাহ এর পথে প্রচেষ্টা চালায় (১০), সে নিজের মঙ্গলের জন্যই প্রচেষ্টা চালায় (১১), নিশ্চয়ই আল্লাহ বেপরোয়া সমগ্র জাহান থেকে (১২)।	وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭: এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দেবো (১৩) এবং অবশ্যই তাদেরকে ঐ কর্মের উপর পুরস্কার দেবো, যা তাদের সমস্ত কর্মের মধ্যে উত্তম ছিলো (১৪)।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾
৮: এবং আমি মানুষকে তাগিদ দিয়েছি আপন মাতা পিতার প্রতি সদাচরণ করতে (১৫), এবং যদি তারা তোমার উপর শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করে যেন তুমি আমার শরীক স্থির করো, যার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা অমান্য করো (১৬)। আমারই প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, অতঃপর আমি	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

টীকা-১২ঃ মানুষ, জিন ও ফিরিশতাগণ এবং তাদের কর্ম ও ইবাদতসমূহ থেকে আল্লাহ এর হুকুম করা ও নিষেধ করা বান্দাদের প্রতি তাঁর দয়া ও বদান্যতা প্রকাশের জন্যই।

টীকা-১৩ঃ সৎ কর্মের কারণে

টীকা-১৪ঃ অর্থাৎ সৎ কর্মের উপর।

টীকা-১৫ঃ উপকার সাধন করতে ও সদ্ব্যবহার করতে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত, সূরা লুক্বমান এবং সূরা আহক্বাফের আয়াতসমূহ হযরত সাআ'দ ইবেন আবী ওয়াক্কাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এর সম্বন্ধে এবং ইবনে ইসহাক্ব এর অভিমতানুসারে, সাআ'দ ইবনে মালিক যুহরী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মাতা হামনাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস্ ছিলো। হযরত সাআ'দ ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। আর আপন মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তার মাতা বললো, "তুমি এ কি নতুন কাজ করলে? আল্লাহ এরই শপথ! যদি তুমি তা থেকে ফিরে না আসো তাহলে আমি না কিছু আহার করবো, না পান করবো। শেষ পর্যন্ত মরে যাবো। আর তোমার চিরদিনের জন্য বদনামী হবে এবং তোমাকে 'মায়ের হত্যাকারী' বলা হবে।" অতঃপর উক্ত বৃদ্ধা অনশন করলো এবং একদিন একরাত না পানাহার করলো, না ছায়ায় বসলো। ফলে, সে অতি দুর্বল হয়ে পড়লো। অতঃপর আরো একদিন একরাত এভাবেই অতিবাহিত করলো। তখন হযরত সাআ'দ তার নিকট গেলেন এবং তিনি তাকে বললেন, "হে মাতা! যদি তোমার একশ প্রাণও থাকে, আর একেকটা করে সবটিই বের হয়ে যায়, তবুও আমি আপন দ্বীন বর্জনকারী নই- চাই তুমি আহার করো অথবা না-ই করো।" যখন সে হযরত সাআ'দ এর দিক থেকে নৈরাশ হয়ে গেলো যে, তিনি আপন দ্বীন বর্জনকারী নন, তখন সে পানাহার আরম্ভ করলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আর নির্দেশ দিলেন যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয় কিন্তু যদি তারা কুফর ও শির্কের নির্দেশ দেয় তবে তা পালন করা যাবে না।

টীকা-১৬ঃ কেননা, যে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না, সেটা অন্য কারো কথার উপর ভিত্তি করে মেনে নেয়াকেই 'তাক্বলীদ' (অনুসরণ) বলা হয়। অর্থ এ হলো যে, বাস্তব ক্ষেত্রে আমার কোনো শরীক নেই। সুতরাং জ্ঞান দ্বারা ও সূক্ষ্মভাবে যাচাই করলে তো কেউ কাউকেও আমার শরীকরূপে মানতে পারে না। তা (মান্য করাও) একেবারেই অসম্ভব। বাকী রইলো, না জেনে কারো অনুসরণ করে আমার জন্য শরীক স্থির করা। তাও চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ কাজ। এ ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কখনো আনুগত্য করোনা।

মাসআলাঃ কোন মাখলুকেরই এমন আনুগত্য বৈধ নয়, যাতে আল্লাহ এর নির্দেশ অমান্য করা হয়।

টীকা-১৭ঃ তোমাদের কর্ম ফল প্রদান করে।
টীকা-১৮ঃ যে, তাদের সাথে হাশর করবো, আর 'সালেহীন' (সৎ কর্মপরায়ণগণ) দ্বারা 'নাবীগণ ও ওলীগণ' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১৯ঃ অর্থাৎ দ্বীনের কারণে কোন ক্লেশ ভোগ করে। যেমন কাফিরদের নির্যাতন।
টীকা-২০ঃ এবং যেভাবে আল্লাহ এর শাস্তিকে ভয় করা উচিত ছিলো তেমনিভাবেই মানুষের নির্যাতনকে ভয় করে। এমন কি ঈমান পর্যন্ত বর্জন করে এবং কুফর অবলম্বন করে নেয়। এ অবস্থা হচ্ছে মুনাফিক্বদের।

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

তোমাদেরকে বলে দেবো যা তোমরা করতে (১৭)।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

৯: এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে অবশ্যই আমি তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে শামিল করবো (১৮)।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

১০: এবং কিছু লোক বলে, 'আমরা আল্লাহ এর উপর ঈমান এনেছি, অতঃপর যখন আল্লাহ এর পথে তাদেরকে কোন কষ্ট দেয়া হয় (১৯), তখন লোকদের উৎপীড়নকে আল্লাহ এর শাস্তিরই সমতুল্য মনে করে (২০)। আর যদি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে সাহায্য আসে (২১), তবে অবশ্যই বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম (২২)।' আল্লাহ কি সম্যক অবহিত নন সে সম্পর্কে, যা-কিছু সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে রয়েছে (২৩)?

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

১১: এবং অবশ্যই আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন ঈমানদারগণকে (২৪) এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মুনাফিক্বদেরকে (২৫)।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ۖ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

১২: এবং কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বললো, 'আমাদের পথে চলো। এবং আমরা তোমাদের পাপভার বহন করবো (২৬)।' অথচ তারা তাদের পাপ ভারের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

১৩: এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা নিজেদের (২৭) বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝাসমূহের সাথে আরো বোঝা (২৮) এবং নিশ্চয়ই কিয়ামত-দিবসে জিজ্ঞাসা করা হবে সেই অপবাদ সম্পর্কে যা তারা রটনা করে আসছিলো (২৯)।

রুকূ'-২

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ

১৪: এবং নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। সুতরাং সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম হাজার বছর অবস্থান করেছিলো (৩০)। অতঃপর তাদেরকে প্লাবন গ্রাস করলো

টীকা-২১ঃ যেমন মুসলমানদের বিজয় হয় অথবা তাঁরা সম্পদ লাভ করেন
টীকা-২২ঃ ঈমান ও ইসলামে। এবং তোমাদের মতো দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। সুতরাং আমাদেরকেও তাতে শরীক করে নাও।
টীকা-২৩ঃ কুফর ও ঈমান (সম্পর্কে)?
টীকা-২৪ঃ যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছে এবং বালা-মুসিবতের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।
টীকা-২৫ঃ এবং উভয় দলকে তাদের কর্মফল প্রদান করবেন।
টীকা-২৬ঃ মক্কার কাফিরগণ কুরাঈশ বংশীয় মু'মিনদেরকে বলেছিলো, "তোমরা আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের দ্বীন অবলম্বন করো, তোমাদের নিকট আল্লাহ এর নিকট থেকে যা বিপদ-আপদ আসবে সেগুলোর আমরা যিম্মাদার। আর তোমাদের পাপ ভার আমাদেরই ঘাড়ের উপর। অর্থাৎ যদি আমাদের রীতির উপর থাকার কারণে আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন ও শাস্তি দেন তবে তোমাদের শাস্তি আমরা আমাদের উপর নিয়ে নেবো।"
আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করলেন।
টীকা-২৭ঃ কুফর ও পাপাচারসমূহের।
টীকা-২৮ঃ তাদের পাপ সমূহের, যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সৎ পথে বাধা দিয়েছে।
হাদীস শরীফে আছে- যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন মন্দ রীতি আবিষ্কার করে তার উপর উক্ত রীতি আবিষ্কার করার পাপও বর্তায় আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত যে সব লোক তদনুযায়ী আমল করে তাদের পাপও, অথচ তাদের থেকে কিছু হ্রাস করা হবেনা। (মুসলিম শরীফ)
টীকা-২৯ঃ আল্লাহ তাআ'লা তাদের কার্যাদি ও মিথ্যা রচনা সবই জানেন, কিন্তু তাদেরকে এ প্রশ্নটা তিরস্কারের জন্য করা হবে।

টীকা-৩০ঃ এ গোটা সময়সীমার মধ্যে তিনি সম্প্রদায়কে তাওহীদ ও ঈমানের প্রতি আহবান করা অব্যাহত রাখেন এবং তাদের নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও উক্ত সম্প্রদায় নিবৃত হয়নি, বরং অস্বীকারই করতে থাকলো।

টীকা-৩১ঃ প্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। এতে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর তাঁদের সম্প্রদায়গুলো বহু অত্যাচার -উৎপীড়ন করেছিলো। হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) 'পঞ্চাশ কম হাজার' বছর ধরে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন। আর এতো দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর সম্প্রদায়ের খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিলো। সুতরাং আপনি কোন দুঃখ করবেন না। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা এর অনুগ্রহক্রমে, আপনার স্বল্প সময়ের আহবান এর ফলে অগণিত মানুষ ঈমান এনে ধন্য হয়েছে।

টীকা-৩২ঃ অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) কে

টীকা-৩৩ঃ যারা তাঁর সাথে ছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো আটাত্তর- অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী। তাদের মধ্যে নূহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর সন্তান সাম, হাম ও ইয়াফিস এবং তাদের বিবিগণও শামিল ছিলো।

টীকা-৩৪ঃ কথিত আছে যে, ঐ কিস্তীটি 'জূদী পর্বত'-এর উপর দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান ছিলো।

টীকা-৩৫ঃ স্মরণ করুন।

টীকা-৩৬ঃ যে প্রতিমাগুলোকে খোদার শরীক বলছো।

টীকা-৩৭ঃ তিনিই রিযক্বদাতা।

টীকা-৩৮ঃ আখিরাতে।

টীকা-৩৯ঃ এবং আমাকে মান্য না করলেও তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই, আমি পথ প্রদর্শন করেছি, মু'জিযাসমূহ পেশ করেছি, আমার কর্তব্য কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা মান্য না করো,

টীকা-৪০ঃ নিজেদের নাবীগণকে, যেমন নূহ, আদ ও সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়। তাদের অস্বীকার করার পরিণাম এ-ই হয়েছিলো যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

টীকা-৪১ঃ যে, প্রথমে তাদেরকে বীর্য রূপে সৃষ্টি করেন, অতঃপর জমাটবাঁধা রক্তের আকৃতি প্রদান করেন, অতঃপর মাংসের টুকরারূপ করেন। এভাবে ক্রমশঃ তাদের গড়নকে পরিপূর্ণ করেন।

টীকা-৪২ঃ আখিরাতে পুনরুত্থানের সময়।

টীকা-৪৩ঃ অর্থাৎ প্রথমবার সৃষ্টি করা, অতঃপর মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করা।

টীকা-৪৪ঃ বিগত সম্প্রদায়গুলোর দেশ ও স্মৃতি চিহ্নসমূহকে যে,

টীকা-৪৫ঃ সৃষ্টিকে, অতঃপর তাকে মৃত্যু প্রদান করেন।

টীকা-৪৬ঃ অর্থাৎ যখন এ কথা দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে নিয়েছো যে, প্রথমবার আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, তখন বুঝা গেলো যে, ঐ সৃষ্টিকর্তার পক্ষে সৃষ্টিকে মৃত্যু দেয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব কিছুই নয়।

টীকা-৪৭ঃ স্বীয় ন্যায় বিচার দ্বারা

টীকা-৪৮ঃ আপন অনুগ্রহক্রমে,

وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ (١٤)

এবং তারা অত্যাচারী ছিলো (৩১)।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٥)

১৫: অতঃপর আমি তাকে (৩২) ও কিস্তিতে আরোহণকারীদেরকে (৩৩) উদ্ধার করে নিয়েছি এবং ঐ কিস্তিকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নিদর্শন করেছি (৩৪)।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٦)

১৬: এবং ইব্রাহিমকে (৩৫), যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলো, 'আল্লাহ এর ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো। তাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে যদি তোমরা জানতে।

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (١٧)

১৭: তোমরা আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমার পূজা করছো এবং নিছক মিথ্যা রচনা করছো (৩৬)। নিশ্চয়ই তারা, যাদের তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছো, তোমাদের জীবিকার কিছুরই মালিক নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট জীবিকা তালাশ করো (৩৭) এবং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই অনুগ্রহ স্বীকার করো। তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৩৮)।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (١٨)

১৮: এবং যদি তোমরা অস্বীকার করো (৩৯), তবে তোমাদের পূর্ববর্তী কত সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেছিলো (৪০)। এবং রসূলের দায়িত্ব কিছুই নয়, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।'

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ (١٩)

১৯: এবং তারা কি দেখেনি, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন (৪১)? অতঃপর সেটা পুনরায় সৃষ্টি করবেন (৪২)। নিশ্চয় তা আল্লাহ এর জন্য সহজ (৪৩)।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٠)

২০: আপনি বলুন! ভূ-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখো (৪৪), আল্লাহ কিভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেন (৪৫) অতঃপর আল্লাহ দ্বিতীয় উত্থান ঘটান (৪৬)। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

২১: শাস্তি দেন যাকে চান (৪৭) এবং দয়া করেন যার প্রতি ইচ্ছা করেন (৪৮), এবং

টীকা-৪৯ঃ আপন প্রতিপালকের

টীকা-৫০ঃ তাঁর আয়ত্ত থেকে বাঁচার ও পালানোর কোনো অবকাশ নেই, অথবা অর্থ এ যে, না পৃথিবীবাসী তাঁর নির্দেশ ও নিয়তি থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারে, না আসমানবাসী।

টীকা-৫১ঃ অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ ও পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনেনি।

টীকা-৫২ঃ এ নসীহত ও উপদেশদানের পর আবারও হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তিনি যখন তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানান, প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উপদেশাবলী প্রদান করেন,

তোমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে। ২২: এবং না তোমরা যমীনে (৪৯) আয়ত্ত থেকে বের হতে পারো এবং না আসমানে (৫০) এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না আছে কোন কর্মব্যবস্থাপক, না আছে সাহায্যকারী।	وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ (٢١) وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (٢٢)
রুকূ'-৩	
২৩: এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আমার সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে (৫১) তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের আমার অনুগ্রহ লাভের আশা নেই এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৫২)। ২৪: সুতরাং তার সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু এতটুকুই বললো, 'তাঁকে হত্যা করে ফেলো অথবা জ্বালিয়ে দাও (৫৩)।' অতঃপর আল্লাহ্ তাকে (৫৪) আগুন থেকে রক্ষা করেছেন (৫৫)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (৫৬)। ২৫: এবং ইব্রাহীম (৫৭) বললেন, 'তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত এই মূর্তিগুলো তৈরি করে নিয়েছো, যাদের সাথে তোমাদের ভালোবাসা এই দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত (৫৮)। অতঃপর ক্বিয়ামত-দিবসে তোমাদের মধ্যে একে অপরের সাথে কুফর করবে এবং একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত করবে (৫৯) এবং তোমাদের সবার ঠিকানা জাহান্নাম (৬০) এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৬১)।' ২৬: অতঃপর লূতই তাঁর উপর ঈমান এনেছে (৬২) ইব্রাহীম বললো (৬৩), 'আমি আপন প্রতিপালকের প্রতি হিজরত করছি (৬৪) নিশ্চয় তিনিই সম্মান ও বাস্তব জ্ঞানের	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٣) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٢٤) وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٢٥) فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٦)

টীকা-৫৩ঃ এটা তারা পরস্পর পরস্পরকে বলছে অথবা নেতৃবৃন্দ আপন আপন অনুসারীদেরকে, উভয় অবস্থায় কিছু লোক নির্দেশদাতা ছিলো, কিছু লোক এর উপর সন্তুষ্ট ছিলো। তারা সবাই একমত। এ কারণে এরাও হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৫৪ঃ অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে, যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে।

টীকা-৫৫ঃ ঐ আগুনকে শীতল করে এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য শান্তির বস্তুতে পরিণত করে।

টীকা-৫৬ঃ আশ্চর্যজনক নিদর্শনসমূহ। (যেমন) আগুনের এ আধিক্য সত্ত্বেও কোন প্রতিক্রিয়া না করা, শীতল হয়ে যাওয়া, তদস্থলে বাগান সৃষ্টি হওয়া এবং তাও চোখের পলক মারার পরিমাণ অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়া।

টীকা-৫৭ঃ আপন সম্প্রদায়কে

টীকা-৫৮ঃ অতঃপর বন্ধ হয়ে যাবে এবং আখিরাতে কোন কাজে আসবে না।

টীকা-৫৯ঃ প্রতিমাগুলো আপন পূজারীদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং নেতৃবর্গ তাদের অনুসারীদের প্রতি ও অনুসারীগণ নেতৃবর্গের প্রতি অভিসম্পাত করবে।

টীকা-৬০ঃ বোতগুলোরও এবং পূজারীদেরও, তাদের মধ্যে নেতৃবর্গেরও এবং তাদের অনুগতদেরও

টীকা-৬১ঃ যে তোমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। আর যখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) অগ্নিকুণ্ড থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসলেন এবং তা তাঁর কোন ক্ষতি করলো না,

টীকা-৬২ঃ অর্থাৎ হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) এ মু'জিযা দেখে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর রিসালাতের সত্যায়ন করলেন। তিনি ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী। 'ঈমান' দ্বারা 'রিসালাতকে সত্য বলে মেনে নেয়া' বুঝায়। মূল একত্ববাদের বিশ্বাস তো তাঁর মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান ছিলো। তা এজন্য যে, নাবীগণ সর্বদাই মু'মিন হয়ে থাকেন। আর তাঁদের থেকে কুফর সম্পন্ন হওয়া কোন অবস্থাতেই কল্পনীয় নয়।

টীকা-৬৩ঃ আপন সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে,

টীকা-৬৪ঃ যেখানেই তাঁর নির্দেশ হয়। সুতরাং তিনি ইরাকের শহরতলী থেকে শাম বা সিরিয়া–ভূমির দিকে হিজরত করলেন এবং হিজরতের সময় তাঁর

সাথে তাঁর স্ত্রী 'সারা' এবং হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) সালাম ছিলেন।

টীকা-৬৫ঃ হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর

টীকা-৬৬ঃ যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর যত নাবী হয়েছেন সবাই তাঁর (বংশ) থেকে হয়েছেন।

টীকা-৬৭ঃ 'কিতাব' দ্বারা 'তাওরীত, ইঞ্জীল, যাবূর ও ক্বুরআন শরীফ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬৮ঃ যে, পবিত্র বংশধর দান করেছি, পয়গাম্বরী তাঁরই বংশে রেখেছি। 'কিতাবসমূহ' ঐসব পয়গাম্বরকে দান করেছি, যাঁরা তাঁরই বংশীয়। আর তাঁকে সৃষ্টির মধ্যে প্রিয় ও বরণীয় করেছি। ফলে, সমস্ত জাতি ও ধর্মের লোক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাকে গৌরবের বিষয় মনে করে আর তাঁরই নিমিত্ত দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্তের জন্য দুরূদ নির্ধারিত করেছি। এতো হচ্ছে যা দুনিয়ার মধ্যে দান করেছি-

টীকা-৬৯ঃ যাঁর জন্য রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা।

টীকা-৭০ঃ এ অশ্লীলতার ব্যাখ্যা এর পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে-

টীকা-৭১ঃ পথচারীদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুণ্ঠন করে, এবং একথাও কথিত আছে যে, তারা পথিকদের সাথে বলাৎকার করতো। এমন কি লোকেরা তাদের নিকট দিয়ে যাতায়াত পর্যন্ত মওকুফ করে দিয়েছিলো।

টীকা-৭২ঃ যা বিবেকগত ভাবে এবং প্রথা মতেও মন্দ এবং নিষিদ্ধ- যেমন গালিগালাজ করা, অশ্লীল কথা বলা, তালি ও শিস দেয়া, একে অপরকে পাথর ছুঁড়ে মারা, পথিকদের প্রতি পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা, মদ্যপান করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা এবং একে অপরের প্রতি থুথু ফেলা ইত্যাদি ঘৃণ্য কাজ ও আচরন যেসব কাজে লূত সম্প্রদায় অভ্যস্ত ছিলো। হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) এসব অপকর্মের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করেন।

টীকা-৭৩ঃ এ বিষয়ে যে, এসব কর্ম মন্দ এবং এমন কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর শাস্তি আপতিত হবে, একথা তারা ঠাট্টা-স্বরূপ বলেছিলো। হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যখন এ সম্প্রদায়ের সরল পথে ফিরে আসার কোনো আশা রইলো না, তখন তিনি আল্লাহ এর দরবারে

টীকা-৭৪ঃ শাস্তি অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আমার বাণী পূর্ণ করে

টীকা-৭৫ঃ আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন।

টীকা-৭৬ঃ তাঁর পুত্র ও পৌত্র হযরত ইসহাক্ব ও হযরত ইয়া'কূব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ।

টীকা-৭৭ঃ ঐ শহরের নাম 'সাদুম' ছিলো।

টীকা-৭৮ঃ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام),

টীকা-৭৯ঃ এবং লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর নাবী ও তাঁর মনোনীত বান্দা হন।

অধিকারী।'

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٢٧)

২৭: এবং আমি তাঁকে (৬৫) ইসহাক্ব ও ইয়া'কূবকে দান করেছি এবং আমি তাঁর বংশধরদের মধ্যে নাবুয়্যাত (৬৬) ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (৬৭), এবং আমি দুনিয়ার মধ্যে এর প্রতিদান তাঁকে দান করেছি (৬৮) এবং নিশ্চয় আখিরাতে আমার একান্ত নৈকট্যের উপযোগী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (৬৯)।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٢٨)

২৮: এবং লূতকে উদ্ধার করেছি যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'তোমরা নিশ্চয় এমন অশ্লীল কর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে সারা দুনিয়ায় কেউ করে নি (৭০)।

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٢٩)

২৯: তোমরা কি পুরুষের সাথে বলৎকার করছো এবং ডাকাতি করছো (৭১) এবং নিজেদের মজলিসে ঘৃণ্য কাজ করছো (৭২)?' সুতরাং তাঁর সম্প্রদায়ের কোনো জবাব ছিলো না, কিন্তু এ যে, তারা বললো, 'আমাদের উপর আল্লাহ এর শাস্তি আনয়ন করো যদি তুমি সত্যবাদী হও (৭৩)।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ (٣٠)

৩০: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো (৭৪) এসব অশান্তি সৃষ্টিকারী লোকের বিরুদ্ধে (৭৫)।'

রুকূ'-৪

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (٣١)

৩১: এবং যখন আমার ফিরিশতাগণ ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আসলো (৭৬), তখন তারা বললো, 'আমরা অবশ্যই এ শহরবাসীদেরকে ধ্বংস করবো (৭৭)। নিশ্চয় তাতে বসবাসকারীরা অত্যাচারী।'

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫

৩২: বললো (৭৮), 'তাতে তো লূত রয়েছে (৭৯)।' ফিরিশতাগণ বললো, 'আমরা ভালোভাবে জানি তাতে যা রয়েছে। অবশ্যই

لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهۡلَهٗۤ اِلَّا امۡرَاَتَهٗ ٭ كَانَتۡ مِنَ الۡغٰبِرِيۡنَ ﴿۳۲﴾

وَ لَمَّاۤ اَنۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِهِمۡ وَ ضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ وَ لَا تَحۡزَنۡ ٝ اِنَّا مُنَجُّوۡكَ وَ اَهۡلَكَ اِلَّا امۡرَاَتَكَ كَانَتۡ مِنَ الۡغٰبِرِيۡنَ ﴿۳۳﴾

اِنَّا مُنۡزِلُوۡنَ عَلٰۤی اَهۡلِ هٰذِهِ الۡقَرۡيَةِ رِجۡزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوۡا يَفۡسُقُوۡنَ ﴿۳۴﴾

وَ لَقَدۡ تَّرَكۡنَا مِنۡهَاۤ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۳۵﴾

وَ اِلٰی مَدۡيَنَ اَخَاهُمۡ شُعَيۡبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ ارۡجُوا الۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ﴿۳۶﴾

فَكَذَّبُوۡهُ فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ﴿۳۷﴾

وَ عَادًا وَّ ثَمُوۡدَاۡ وَ قَدۡ تَّبَيَّنَ لَكُمۡ مِّنۡ مَّسٰكِنِهِمۡ ٝ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيۡطٰنُ اَعۡمَالَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ السَّبِيۡلِ وَ كَانُوۡا مُسۡتَبۡصِرِيۡنَ ﴿۳۸﴾

وَ قَارُوۡنَ وَ فِرۡعَوۡنَ وَ هَامٰنَ ۟ وَ لَقَدۡ جَآءَهُمۡ مُّوۡسٰی بِالۡبَيِّنٰتِ فَاسۡتَكۡبَرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا كَانُوۡا سٰبِقِيۡنَ ﴿۳۹﴾

فَكُلًّا اَخَذۡنَا بِذَنۡۢبِهٖ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ اَخَذَتۡهُ الصَّيۡحَةُ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ الۡاَرۡضَ ۚ وَ مِنۡهُمۡ

আমরা তাকে (৮০) এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো, কিন্তু তার স্ত্রীকে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে (৮১)।'

৩৩: এবং যখন আমার ফিরিশতাগণ লূতের নিকট (৮২) আসলো, তখন তাদের আগমন তাঁর নিকট বিস্বাদ অনুভূত হলো এবং তাদের কারণে তাঁর অন্তর সংকুচিত হলো (৮৩) এবং তারা বললো, 'ভয় করবেন না (৮৪) এবং দুঃখও করবেন না (৮৫)। নিশ্চয় আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো, কিন্তু আপনার স্ত্রীকে। সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪: নিশ্চয় আমরা এ শহরবাসীদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতরণকারী- তাদের অবাধ্যতার বদলাস্বরূপ।'

৩৫: এবং নিশ্চয় আমি তা থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য (৮৬)।

৩৬: মাদয়ানের প্রতি তাদের সম-সম্প্রদায়ের শুআ'ইবকে প্রেরণ করেছি। সুতরাং সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহ এর ইবাদত করো এবং শেষ দিবসের আশা রাখো (৮৭)। এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িয়োনা।'

৩৭: অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো। ফলে, তারা ভোরে নিজেদের গৃহসমূহের মধ্যে হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে রইলো (৮৮)।

৩৮: এবং আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি (৮৯) এবং তোমাদের নিকট তাদের বস্তুসিমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে (৯০)। এবং শয়তান তাদের কৃতকর্ম (৯১) তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে এবং তাদের মধ্যে বোধশক্তি ছিলো (৯২)।

৩৯: এবং কারূন, ফিরআ'উন ও হামানকে (৯৩), এবং নিশ্চয় মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শননাদি নিয়ে এসেছে। অতঃপর তারা ভূ-পৃষ্টে অহংকার করেছে এবং তারা আমার আয়ত্ত থেকে বের হয়ে যাবার মতো ছিলো না (৯৪)।

৪০: অতঃপর তাদের প্রত্যেককে আমি তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করেছি, সুতরাং তাদের মধ্যে কারো উপর পাথর বর্ষণ করেছি (৯৫), এবং তাদের কাউকে ভয়ানক শব্দ-ধ্বনি পেয়ে বসলো (৯৬), এবং তাদের মধ্যে কাউকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলেছি (৯৭), এবং তাদের মধ্যে কাউকে

টীকা-৮০ঃ অর্থাৎ লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে

টীকা-৮১ঃ শাস্তিতে।

টীকা-৮২ঃ সুদর্শন অতিথির বেশে

টীকা-৮৩ঃ সম্প্রদায়ের কার্যাদি ও কর্মতৎপরতাসমূহ এবং তাদের অনুপযুক্ততার প্রতি খেয়াল করে। তখন ফিরিশতাগণ প্রকাশ করলেন যে, তাঁরা আল্লাহ এরই প্রেরিত।

টীকা-৮৪ঃ সম্প্রদায়ের লোকজনকে

টীকা-৮৫ঃ আমাদের জন্য যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সাথে কোনরূপ বে-আদবী করবে অথবা অসদাচরণ করবে। আমরা ফিরিশতা। আমরা ঐসব লোককে ধ্বংস করে ফেলবো এবং

টীকা-৮৬ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন যে, ঐ সুস্পষ্ট নিদর্শন হচ্ছে-'লূত সম্প্রদায়ের ঘর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ'।

টীকা-৮৭ঃ অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসের, এমন কর্মসমূহ সম্পাদন করে, যেগুলো আখিরাতে সাওয়াবের কারণ হয়

টীকা-৮৮ঃ প্রাণহীন, মৃত অবস্থায়।

টীকা-৮৯ঃ মক্কাবাসীগণ।

টীকা-৯০ঃ হিজর ও ইয়েমেনের মধ্যে যখন তোমরা তোমাদের সফরে সে স্থান অতিক্রম করো।

টীকা-৯১ঃ কুফর ও পাপ কার্যাদি

টীকা-৯২ঃ বোধশক্তিসম্পন্ন ছিলো, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো, কিন্তু তারা বিবেক ও ন্যায়বিচার শক্তিকে কাজে লাগায়নি।

টীকা-৯৩ঃ আল্লাহ তাআ'লা ধ্বংস করেছেন,

টীকা-৯৪ঃ যেন আমার শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

টীকা-৯৫ঃ এবং সেটা লূত-সম্প্রদায় ছিলো, যাদেরকে ছোট ছোট পাথর দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে, যা প্রবল বায়ুর সাথে তাদের গায়ে লাগতো।

টীকা-৯৬ঃ অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়, যাদেরকে ভয়ংকর ধ্বনি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৯৭ঃ অর্থাৎ কারূণ ও তার সঙ্গীদেরকে
টীকা-৯৮ঃ যেমন নূহ-সম্প্রদায়কে এবং ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়কে।
টীকা-৯৯ঃ তিনি কাউকে গুনাহ্ ছাড়া শাস্তিতে গ্রেফতার করেন না,
টীকা-১০০ঃ নির্দেশসমূহ অমান্য করে এবং কুফর ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে
টীকা-১০১ঃ অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকে উপাস্য স্থির করেছে, তাদের সাথে আশাকে সম্পৃক্ত করে রেখেছে। বাস্তবিকপক্ষে, সেগুলোর অক্ষমতার এবং বাধ্যতার দৃষ্টান্ত এই, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে-
টীকা-১০২ঃ আপন অবস্থানের জন্য, না তা দ্বারা গরম দূরীভূত হয়, না শীত, না ধুলাবালি ও বৃষ্টি- কোন কিছু থেকে হিফাযত হয়। এমনই বোত যে, সেগুলো আপন পূজারীদেরকে না দুনিয়ায় উপকার করতে পারে, না আখিরাতে কোন ক্ষতি করতে পারবে।

ডুবিয়ে মেরেছি (৯৮)। এবং আল্লাহ এর জন্য শোভা পেতো না যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করতেন (৯৯), হ্যাঁ, তারা নিজেরাই (১০০) নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করেছিলো।	مَّنۡ اَغۡرَقۡنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَ لٰكِنۡ كَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ﴿۴۰﴾
৪১: তাদেরই উপমা, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মালিক স্থির করেছে (১০১), মাকড়সার ন্যায়, সে জালের ঘর তৈরি করেছে (১০২), এবং নিশ্চয় সমস্ত ঘরের মধ্যে দূর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর (১০৩), কতোই উত্তম হতো যদি জানতো (১০৪)।	مَثَلُ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ الۡعَنۡكَبُوۡتِ ۚۖ اِتَّخَذَتۡ بَيۡتًا ؕ وَ اِنَّ اَوۡهَنَ الۡبُيُوۡتِ لَبَيۡتُ الۡعَنۡكَبُوۡتِ ۘ لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۱﴾
৪২: আল্লাহ জানেন যে বস্তুর তারা তাঁকে ব্যতীত পূজা করছে (১০৫), এবং তিনিই সম্মান ও বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী (১০৬)।	اِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ شَىۡءٍ ؕ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۴۲﴾
৪৩: এবং এ দৃষ্টান্তসমূহ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করছি, এবং সেগুলো বুঝেনা, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা (১০৭)।	وَ تِلۡكَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعۡقِلُهَاۤ اِلَّا الۡعٰلِمُوۡنَ ﴿۴۳﴾
৪৪: আল্লাহ আসমান ও যমীন সত্য তৈরি করেছেন। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (১০৮) মুসলমানদের জন্য।*	خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۴۴﴾

টীকা-১০৩ঃ এমনই সমস্ত ধর্মের মধ্যে দুর্বলতম ও অকেজো ধর্ম হচ্ছে- মূর্তিপূজারীদের ধর্ম।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ হযরত আ'লী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিজেদের ঘর থেকে মাকড়সার জাল দূরীভূত করো। এটা দারিদ্রের কারণ হয়।
টীকা-১০৪ঃ যে, তাদের দ্বীন এতই অকেজো।
টীকা-১০৫ঃ যে, তার কোন বাস্তবতাই নেই,
টীকা-১০৬ঃ সুতরাং বিবেকবানের জন্য কিভাবে শোভা পাবে যে, সে সম্মান ও প্রজ্ঞার অধিকারী সর্বশক্তিমান ও খোদ মুখতার আল্লাহ এর ইবাদত ছেড়ে জ্ঞানহীন, ক্ষমতাহীন পাথরসমূহের পূজা করবে?
টীকা-১০৭ঃ অর্থাৎ সে গুলোর সৌন্দর্য ও উৎকৃষ্টতা, সেগুলোর উপকারসমূহ ও সেগুলোর রহস্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বুঝে, যেমন দৃষ্টান্ত মুশরিক ও আল্লাহ এর একত্বে বিশ্বাসীর অবস্থাকে খুব উত্তমরূপে প্রকাশ করে দিয়েছে এবং পার্থক্যটুকুও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। কুরাঈশ বংশীয় কাফিররা ভর্ৎসনার সুরে বলেছিল যে, আল্লাহ তাআ'লা মাছি ও মাকড়সার দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। আর তারা এটা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিলো। এ আয়াতের মধ্যে তাদের খন্ডন করা হয়েছে যে, তারা মূর্খলোক, দৃষ্টান্তের রহস্য জানেনা। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানোই উদ্দেশ্য হয় এবং যেমন বস্তু হবে সেটার মান প্রকাশের জন্য অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদান করা হিকমতেরই চাহিদা। সুতরাং বাতিল ও দুর্বল ধর্মের দুর্বলতা ও বাতুলতা প্রকাশ করার জন্য এই উদাহরণটা অতীব উপকারী। যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন, তারাই বুঝতে পারে।
টীকা-১০৮ঃ তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা এবং তাঁর একক ও অদ্বিতীয় হবার উপর প্রমাণ বহন করে। *

টীকা-১০৯: অর্থাৎ কুরআন শরীফ। সেটার তিলাওয়াতও ইবাদত এবং তাতে মানুষের জন্য উপদেশও রয়েছে, বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ এবং উন্নত চরিত্রের শিক্ষাও রয়েছে।

টীকা-১১০: অর্থাৎ শরীয়তের নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায নিয়মিতভাবে পড়ে এবং সেটাকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করে, তার ফল হয়- কোন না কোন দিন সে ঐসব মন্দ কাজ বর্জন করে যেগুলোতে সে লিপ্ত ছিলো। হযরত আনাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক আনসারী যুবক বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর সাথে নামায পড়তো আর বহু মহাপাপ (কবিরা গুনাহ) কাজে লিপ্ত হতো। হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো। তিনি ইরশাদ ফরমালেন তার নামায কোন দিন তাকে সেসব অপকর্ম থেকে রুখে দেবে।” সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে তাওবা করলো এবং তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলো।

হযরত হাসান (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ), “যার নামায তাকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত রাখে না, তার নামাযই নয়।”

টীকা-১১১: যেহেতু, তা হচ্ছে- উৎকৃষ্টতম ইবাদত। তিরমিযি শরীফের হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ইরশাদ করেন, “আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমল সম্পর্কে বলবো না যা তোমাদের কর্ম সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিপালকের নিকট পবিত্রতর, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তোমাদের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য প্রদান করা অপেক্ষাও শ্রেয় এবং জিহাদের মধ্যে যুদ্ধ করা ও নিহত হওয়ার চেয়েও উত্তম? সাহাবা কিরাম আরয করলেন, “নিশ্চয়, হে আল্লাহর রাসূল।” ইরশাদ ফরমালেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এর যিকর।"

তিরমিযী শরীফের অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিয়ামত দিবসে কোন বান্দাদের মর্যাদা উৎকৃষ্টতর?” ইরশাদ করলেন, “অধিক পরিমানে যিকর-কারীদের।” সাহাবীগণ আরয করলেন, “এবং আল্লাহ এর পথে জিহাদকারী?" ইরশাদ ফরমালেন, “যদি সে আপন তরবারী দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে এতটুকু হত্যা করে যে, তার তরবারী ভেঙ্গে যায় এবং তার রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়, তবুও যিকর কারীদের মর্যাদা তদাপেক্ষা উচ্চ।”

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এ আয়াতের এক তাফসীর (ব্যাখ্যা) এটা করেছেন যে, “আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করা বহু বড়।”

অপর এক অভিমত এর তাফসীর এও রয়েছে যে, “অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যাদি থেকে বিরত রাখা এবং নিষেধ করার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এর যিকর মহান)।”

সূরাঃ ২৯ আনকাবূত	রুকূ'-৫	৭২৫	মানযিল-৫	পারাঃ ২১

অনুবাদ	আয়াত
৪৫: হে মাহবুব! পাঠ করুন যে কিতাব আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে (১০৯) এবং নামায কায়েম করুন! নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে (১১০) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ এর স্মরণ সর্বাপেক্ষা বড় (১১১) এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো।	اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ (۴۵)
৪৬: এবং হে মুসলমানগণ! কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করো না, কিন্তু উত্তম পন্থায় (১১২), কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অত্যাচার করেছে (১১৩)। আর বলো (১১৪), ‘আমরা ঈমান এনেছি সেটারই উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর আমাদের-তোমাদের একই উপাস্য এবং আমরা তাঁরই সামনে আত্মসমর্পণ করি (১১৫)’	وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۗ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (۴۶)

টীকা-১১২: আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি তাঁর আয়াতসমূহ দ্বারা আহবান করে এবং প্রমাণাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

টীকা-১১৩: অত্যাচারের মধ্যে সীমা অতিক্রম করেছে, গোঁড়ামি অবলম্বন করেছে, উপদেশ অমান্য করেছে, নম্রতা থেকে উপকার গ্রহণ করেনি, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো। অপর এক অভিমত হচ্ছে, ‘অর্থ এ যে, যেসব লোক বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কে কষ্ট দিয়েছে অথবা যারা আল্লাহ তাআ'লা এর জন্য পুত্র ও শরীক স্থির করেছে তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো। অথবা অর্থ এ যে, জিযয়া (কর) পরিশোধকারী যিম্মীদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো, কিন্তু যারা জুলুম করেছে এবং যিম্মীর দায়িত্ব থেকে বের হয়ে গেছে ও জিযয়া পরিশোধ করা থেকে বিরত রয়েছে তাদের সাথে বিতর্ক তরবারির দ্বারা করো।

মাসআলা: এ থেকে কাফিরদের সাথে ধর্মীয় বিষয়াদিতে বিতর্ক করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে, ‘ইলমে কালাম’ (علم کلام) শিক্ষা করার বৈধতাও।

টীকা-১১৪: কিতাবী সম্প্রদায়কে, যখন তারা তোমাদের নিকট তাদের কিতাবে কোনো বিষয়বস্তু বর্ণনা করে,

টীকা-১১৫: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কিতাবীগণ তোমাদের নিকট কোনো বিষয়বস্তু বর্ণনা করে তখন তোমরা না তাদের সমর্থন করো, না অস্বীকার

করো, বরং এটাই বলে দাও যে আমরা আল্লাহ তা'আলা এর উপর, তাঁর কিতাবাদির উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং যদি তারা ঐ বিষয়বস্তু ভুল বর্ণনা করে তবে তোমরা সেটাকে সমর্থন করার গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে, আর যদি বিষয়বস্তুটা শুদ্ধও ছিলো তবে তা অস্বীকার করা থেকে বেঁচে যাবে।

টীকা-১১৬: 'কুরআন পাক', যেমন তাদের প্রতি তাওরীত ইত্যাদি অবতীর্ণ করেছিলাম,

টীকা-১১৭: অর্থাৎ যাদেরকে তাওরীত প্রদান করেছি, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীগণ,

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ সূরাটি মাক্কী। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীগণ মদীনায় ঈমান এনেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এর পূর্বে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেন। এটা অদৃশ্য সংবাদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত (জুমাল)।

টীকা-১১৮: অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে,

টীকা-১১৯: যারা কুফরের মধ্যে অতীব কঠোর।

'জুহুদ' (جحود) ঐ অস্বীকারকে বলা হয়, যা পরিচয় লাভের পর করা হয় অর্থাৎ জেনেশুনে অস্বীকার করা। বস্তুতঃ ঘটনাও এই ছিলো যে, ঈহুদীগণ খুব জানত যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ তা'আলা এর সত্য নাবী এবং কুরআনও সত্য। এ সবকিছু জেনেশুনেই তারা গোড়ামীবশতঃ অস্বীকার করেছে।

সূরাঃ ২৯ আনকাবূত	৭২৬	মানযিল-৫	পারাঃ ২১
৪৭: এবং হে মাহবুব! অনুরূপভাবে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি (১২৬), সুতরাং এসব লোক, যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি (১১৭), তারা সেটার প্রতি ঈমান আনে। এবং এদের থেকেও কিছু লোক এমন রয়েছে (১১৮), যারা সেটার উপর ঈমান আনে, এবং আমার নিদর্শনসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু কাফিরগণ (১১৯)		وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰۤؤُلَاۤءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ (۴۷)	
৪৮: এবং এ- (১২০)-র পূর্বে আপনি কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং না আপনার হাতে কিছু লিখতেন। এমন যদি হতো (১২১) তাহলে বাতিল সম্প্রদায় অবশ্যই সন্দেহ করতো (১২২)।		وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ (۴۸)	
৪৯: বরং ওটা সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদেরই অন্তর সমূহের মধ্যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে (১২৩), এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে না, কিন্তু অত্যাচারীগণ (১২৪)।		بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ (۴۹)	
৫০: এবং বললো (১২৪), 'কেন অবতীর্ণ হয় না কিছু নিদর্শন তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে (১২৬)?' আপনি বলুন, 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে (১২৭)। আর আমি তো এই স্পষ্ট সতর্ককারী হই (১২৮)।		وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (۵۰)	

টীকা-১২০. কুরআন নাযিল হওয়া

টীকা-১২১. অর্থাৎ আপনি যদি লিখতেন ও পড়তেন- এমন হতো,

টীকা-১২২. অর্থাৎ কিতাবীগণ বলে, "আমাদের কিতাবসমূহে শেষ নাবীর গুণাবলী এই বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'মানুষ' হবেন, না লিখবেন, না পড়বেন। কিন্তু তাদের এ সন্দেহ করার অবকাশই হলো না।

টীকা-১২৩: هو সর্বনাম দ্বারা যদি 'কুরআন' বুঝানো হয়, তবে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, কুরআন কারীম হচ্ছে 'সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ', যেগুলো আলিম ও হাফিযগণের বক্ষসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' হবার অর্থ এ যে, সেগুলোর অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সুস্পষ্টই। আর উভয় বৈশিষ্ট্যই কুরআন কারীমের সাথে খাস। আর অন্য কোন কিতাব এমন নয়, যা মু'জিযা হয় এবং না এমনও যে, প্রত্যেক যুগে বক্ষসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুমা هو 'সর্বনাম'-এর প্রত্যাবর্তনস্থল (বিশেষ্য) হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে স্থির করে আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেন যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'অধিকারী' (صاحب) হন সেসব নিদর্শনের, যেগুলো কিতাবীদের মধ্যে ঐসব লোকের অন্তরসমূহের সংরক্ষিত রয়েছে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা নিজেদের কিতাবসমূহে তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) গুণাবলী ও প্রশংসা পেয়ে থাকে। (খাযিন)।

টীকা-১২৪. অর্থাৎ গোঁড়া ইহুদীগণ, যারা মু'জিযাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পরও জেনে-চিনে গোঁড়ামিবশতঃ অস্বীকারকারী হয়।

টীকা-১২৫. মক্কার কাফিরগণ।

টীকা-১২৬. যেমন হযরত সালিহ-এর উষ্ট্রী, হযরত মূসার লাঠি এবং হযরত ঈসার দস্তরখানা (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)

টীকা-১২৭. প্রজ্ঞানুসারে যা ইচ্ছা করেন অবতারণ করেন।

টীকা-১২৮. অবাধ্যতা প্রদর্শনকারীদেরকে শাস্তির, এবং আমি তজ্জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। এরপর আল্লাহ তাআ'লা মক্কার কাফিরদের ঐ উক্তির জবাব দিচ্ছেন

টীকা-১২৯: অর্থ এ যে, ক্বুরআন কারীম হচ্ছে ‘মু’জিযা’। এটা পূর্ববর্তী নবীগণের মু’জিযা অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ এবং সমস্ত নিদর্শন থেকে সত্য সন্ধানীকে প্রয়োজন মুক্ত করে। কেননা, যতদিন যমানা থাকবে ততদিন পর্যন্ত ক্বুরআন কারীমও স্থায়ী হবে, তা অন্যান্য মু’জিযাদির মতো নিঃশেষ হয়ে যাবে না

৫১: এবং তাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের উপর পাঠ করা হচ্ছে (১২৯)? নিশ্চয় তাতে দয়া ও উপদেশ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ (٥١)

রুকূ’-৬

৫২: আপনি বলুন, ‘আল্লাহ যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে (১৩০), তিনি জানেন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে রয়েছে এবং ঐসব লোক যারা অসত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।’

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ (٥٢)

৫৩: এবং তারা আপনার নিকট শাস্তি তাড়াতাড়ি চাচ্ছে (১৩১), আর যদি একটা নির্ধারিত সময়সীমা না থাকতো (১৩২), তবে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি এসে যেতো (১৩৩) এবং নিশ্চয় তাদের উপর হঠাৎ করে এসে যাবে যখন তারা অনবহিত থাকবে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣)

৫৪: আপনার নিকট শাস্তি তাড়াতাড়ি যাচ্ছে এবং নিশ্চয় জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে (১৩৪),

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ (٥٤)

৫৫: যেদিন তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে শাস্তি- তাদের উপর ও তাদের পায়ের নীচ থেকে এবং তিনি বলবেন, ‘গ্রহণ করো আপন কর্মের স্বাদ (১৩৫)।’

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٥)

৫৬: হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং আমারই ইবাদত করো (১৩৬)।

يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (٥٦)

৫৭: প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে (১৩৭), অতঃপর আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (১৩৮)।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥٧)

৫৮: এবং নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দেবো, তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। কতই উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের (১৩৯)।

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ (٥٨)

টীকা-১৩০. আমার রিসালাতের সত্যতা এবং তোমাদের অস্বীকারের উপর মু’জিযাসমূহ দ্বারা আমাকে সমর্থন করে,

টীকা-১৩১. এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে বলেছিলো, “আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করান।”

টীকা-১৩২. যা আল্লাহ তা’আলা নির্দিষ্ট করেছেন। বস্তুতঃ ঐ মেয়াদকাল পর্যন্ত শাস্তিকে পিছিয়ে দেয়া হিকমতেরই চাহিদা।

টীকা-১৩৩. এবং বিলম্ব হতো না।

টীকা-১৩৪. এর মধ্যে তাদের কেউ রক্ষা পাবে না,

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ নিজ কর্মফল

টীকা-১৩৬. যে ভূ-খণ্ডে সহজে ইবাদত করতে পারো। অর্থ এ যে, যখন মু’মিনের পক্ষে কোন ভূ-খণ্ডে আপন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইবাদত পালন করা কষ্টসাধ্য হয় তখন তার উচিৎ ঐ ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করা যেখানে সে সহজে ইবাদত করতে পারে এবং দ্বীনের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোন বাধার সম্মুখীন হয় না।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার দুর্বল মুসলমানদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের জন্য সেখানে অবস্থান করে ইসলাম প্রকাশ করা ভয়ের কারণ ও কষ্টকর ছিলো, এবং তারা অতীব সংকীর্ণ পরিবেশে ছিলেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো, “আমার ইবাদত তো অবশ্যই করতে হবে, এখানে অবস্থান করে যখন তা করতে পারছো না, তখন মাদীনা শরীফের দিকে হিজরত করে চলে যাও। সেটা প্রশস্ত, সেখানে নিরাপত্তা আছে।”

টীকা-১৩৭. এবং এ ধ্বংসশীল জগত ছাড়তেই হবে,

টীকা-১৩৮. সাওয়াব ও শাস্তি এবং কর্মফলের জন্য। সুতরাং এটাই অপরিহার্য যে, আমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আপন দ্বীনের হিফাজতের জন্য হিজরত করবে।

টীকা-১৩৯: যারা আল্লাহ তা’আলা এর ইবাদত পালন করে।

টীকা-১৪০: বিভিন্ন কষ্টের উপর এবং যে কোন প্রকার কষ্টেও আপন কোন দ্বীন বর্জন করেনি। মুশরিকদের নির্যাতন সহ্য করেছে। হিজরত অবলম্বন করে, দ্বীনের খাতিরে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করার কষ্ট সহ্য করেছে।

টীকা-১৪১: সমস্ত বিষয়ে।

টীকা-১৪২: শানে নুযূলঃ মক্কা মুকাররমায় মুশরিকগণ মু'মিনদেরকে রাতদিন বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিতে থাকতো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদেরকে মাদীনা তৈয়্যিবার প্রতি হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, "আমরা মাদীনা শরীফে কিভাবে চলে যাবো? সেখানে না আছে আমাদের ঘরবাড়ি, না ধন-সম্পদ। কে আমাদেরকে আহার দেবে, কে দেবে পানীয়।" এর জবাবে এ পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, অনেক জীবজন্তু এমনই রয়েছে, যেগুলো আপন জীবিকা সাথে রাখেনা। সেটা অর্জনের শক্তিও তাদের নেই এবং না সেগুলো পরবর্তী দিনের জন্য কোন খাদ্যভান্ডার সংগ্রহ করে। যেমন- চতুস্পদ প্রাণী ও পক্ষীকুল।

টীকা-১৪৩: সুতরাং যেখানে থাকবে তিনি সেখানে রিযিক দেবেন। কাজেই এটা কেমন প্রশ্ন যে, 'আমাদেরকে, কে খাওয়াবে, কে পান করাবে?' সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহই রিযিকদাতা। দুর্বল, সবল, মুক্বীম ও মুসাফির সবাইকে তিনি এই জীবিক দেন।

টীকা-১৪৪: তোমাদের উক্তিসমূহ এবং তোমাদের অন্তরের কথা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা এর উপর নির্ভর করো যেমনিভাবে করা উচিত, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমন জীবিকা দেবেন যেমন পক্ষীকুলকে দেন। সেগুলো সকালে ক্ষুধার্ত, খালি পেটে বের হয়, সন্ধ্যায় তুষ্ট হয়ে ফিরে আসে।" (তিরমিযী)

টীকা-১৪৫: অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে।

টীকা-১৪৬: এবং এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কিভাবে আল্লাহ তা'আলা এর তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টীকা-১৪৭: তাঁকেই স্বীকার করে।

টীকা-১৪৮: কারণ, এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা তাওহীদকে অস্বীকার করে।

টীকা-১৪৯: অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন কিছুক্ষণ খেলাধূলা করে, খেলাধূলায় মনোযোগ দেয়, অতঃপর এসবই ছেড়ে চলে যায়, এমনই অবস্থা দুনিয়ারও। তা অতি তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং মৃত্যুও এর থেকে তেমনিভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যেমন খেলাধূলাকারী ছেলেরা খেলাধূলার পর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

টীকা-১৫০: যেহেতু, সেই জীবনই স্থায়ী ও অন্ত হীন। তাতে মৃত্যু নেই। 'জীবন' বলার যোগ্যতা সেটারই রয়েছে।

৫৯: ঐসব লোক, যারা ধৈর্য্য ধারণ করেছে (১৪০) এবং আপন প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (১৪১)।	الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٥٩)
৬০: এবং যমীনের উপর কতই বিচরণকারী রয়েছে, যেগুলো আপন জীবিকা সাথে রাখে না (১৪২), আল্লাহ রিজিক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে (১৪৩) এবং তিনিই শুনেন, জানেন (১৪৪)।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦٠)
৬১: এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (১৪৫), 'কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং কাজে লাগিয়েছেন সূর্য ও চন্দ্রকে?' তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তাহলে তারা কোথায় যাচ্ছে মুখ নীচু করে (১৪৬)।	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (٦١)
৬২: আল্লাহ প্রশস্ত করেন রিযক্ব আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য চান এবং সংকুচিত করেন যার জন্য চান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন।	اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٦٢)
৬৩: এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে অবতীর্ণ করেছেন আসমান থেকে পানি, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর?' তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ' (১৪৭)। আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই জন্য,' বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশ বিবেকহীন (১৪৭)।	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (٦٣)

রুকূ'-৭

৬৪: এবং এ পার্থিব জীবন তো কিছুই নয়, কিন্তু খেলাধূলা মাত্র (১৪৯)। এবং নিশ্চয়ই আখিরাতের ঘর, অবশ্য সেটাই সত্য জীবন (১৫০)। কতই উত্তম ছিলো যদি তারা জানতো (১৫১)!	وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٦٤)

টীকা-১৫১: দুনিয়া ও আখেরাতের হাক্বীক্বত বা রহস্য, তাহলে, তারা এ ধ্বংসশীল জীবনকে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দিতো না।

টীকা-১৫২: এবং নিমজ্জিত হবার আশংকা হয়। তখন তাদের শির্ক ও গোড়ামী সত্ত্বেও প্রতিমাগুলোকে ডাকে না বরং।
টীকা-১৫৩: যে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার তিনিই করবেন,
টীকা-১৫৪: এবং ডুবে যাবার আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হতে থাকে, প্রশান্তি লাভ হয়,
টীকা-১৫৫: অন্ধকার যুগের লোকেরা সামুদ্রিক সফর করার সময় প্রতিমাগুলো সাথে নিয়ে যেতো। যখন বায়ু প্রতিকূলে প্রবাহিত হতো ও নৌযান বিপদে পড়তো, তখন বোতগুলো সমুদ্রে ফেলে দিতো, আর (يَارَبِّ يَارَبِّ) (হে প্রতিপালক। হে প্রতিপালক) বলে ডাকতে থাকতো কিন্তু নিরাপত্তা লাভ করার পর আবারও ঐ শিরকের পথে ফিরে যেতো।
টীকা-১৫৬: অর্থাৎ এ বিপদ থেকে মুক্তি লাভের প্রতি,

৬৫: অতঃপর যখন নৌযানে আরোহন করে (১২৫), তখন আল্লাহকে আহ্বান করে একমাত্র তাঁরই প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে (১৫৩), অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলের দিকে উদ্ধার করে আনেন (১৫৪) তখনই শির্ক করতে আরম্ভ করে (১৫৫),
৬৬: ফলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি (১৫৬) এবং ভোগ করে (১৫৭), সুতরাং তারা অবিলম্বে জানতে পারবে (১৫৮)।
৬৭: এবং তারা কি (১৫৯) এটা দেখে নি যে, আমি (১৬০) সম্মানিত ভূখণ্ডকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি (১৬১) এবং তাদের চতুর্পাশে অবস্থানকারী লোকদেরকে অপহরণ করে নেয়া হয় (১৬২) তবে কি তারা অসত্যই বিশ্বাস করছে (১৬৩) এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের (১৬৪) প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে?
৬৮: এবং ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৬৫), অথবা সত্যকে অস্বীকার করে (১৬৬) যখন তা তার নিকট আসে? কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয় (১৬৭)?
৬৯: এবং যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো (১৬৮), এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন (১৬৯)।★

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَ لِيَتَمَتَّعُوْا ٝ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

টীকা-১৫৭: এবং তা থেকে উপকার লাভ করে। কিন্তু নিষ্ঠাবান মু'মিনরা, তারা আল্লাহ তা'আলা এর নিয়ামত সমূহের প্রতি নিষ্ঠা সহকারে কৃতজ্ঞ থাকে। আর যখন এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তা থেকে উদ্ধার করেন তখন তাঁর ইবাদতের মধ্যে আরো বেশি তৎপর হয়। কিন্তু কাফিরদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।
টীকা-১৫৮: প্রতিফল নিজ কর্মের।
টীকা-১৫৯: অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ।
টীকা-১৬০: তাদের শহর মক্কা মুকাররমার
টীকা-১৬১: তাদের জন্যই যারা তাতে রয়েছে
টীকা-১৬২: হত্যা করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয়?
টীকা-১৬৩: অর্থাৎ বোতগুলোতে।
টীকা-১৬৪: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও ইসলামের সাথে কুফর করে।
টীকা-১৬৫: তাঁর জন্য শরীক স্থির করে।
টীকা-১৬৬: বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নাবূয়্যাত ও কুরআনকে অমান্য করে
টীকা-১৬৭: নিঃসন্দেহে সমস্ত কাফিরের ঠিকানা জাহান্নামেই।
টীকা-১৬৮: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, অর্থ এ যে, 'যারা আমার পথে চেষ্টা করবে আমি তাকে সাওয়াবের পথ প্রদান করবো।' হযরত জুনাঈদ বলেন, "যারা তাওবার মধ্যে প্রচেষ্টা চালাবে তাদেরকে নিষ্ঠার পথ প্রদান করবো।" হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, "যারা শিক্ষার্জনের চেষ্টা করবে তাদেরকে আমি 'আমল' করার রাস্তা প্রদান করবো।" হযরত সাআ'দ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, "যারা সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করবে আমি তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখাবো।"

টীকা-১৬৯: তাঁদের সাহায্য ও সহায়তা করেন।

টীকা-১: 'সূরা রোম' মাক্কী। এতে ছয়টি রুকূ', ষাটটি আয়াত, আটশ ঊনিশটি পদ এবং তিন হাজার পাঁচশ চৌত্রিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: শানে নুযূলঃ পারস্য ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিলো। যেহেতু পারস্যবাসীরা অগ্নিপূজারী ছিলো, সেহেতু আরবের মুশরিকরা তাদের বিজয় চাইতো। পক্ষান্তরে, 'রোমবাসীরা' আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিলো, তাই মুসলমানদের নিকট বিজয় তাদের ভাল লাগতো। পারস্যের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোমবাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলো। রোম সম্রাট কায়সারও সৈন্য প্রেরণ করলো। এ দু'টি সৈন্যদল সিরিয়া ভূমির মুখোমুখি হলো। পারস্যবাসীরা জয়যুক্ত হলো। মুসলমানদের নিকট এ সংবাদটা বেদনাদায়ক হলো। মক্কার কাফিরগণ এতে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে মুসলমানদেরকে বলতে লাগলো, "তোমরাও আসমানী কিতাবের অধিকারী আর খ্রিষ্টানরাও কিতাবের অধিকারী। আর আমরা অশিক্ষিত, পারস্যবাসীরাও অশিক্ষিত (উম্মী)। আমাদের ভাই পারস্যবাসীগণ তোমাদের ভাই রোমবাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হলে আমরাও তোমাদের উপর বিজয়ী হবো। এর জবাবে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এ খবর প্রচার করা হলো যে, কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হবে।

এ আয়াতগুলো শুনে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) মক্কার কাফিরদের মধ্যে গিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, "আল্লাহ এরই শপথ। রোমবাসীরা অবশ্যই পারস্যবাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে। হে মক্কাবাসীরা! তোমরা এ সময়কার যুদ্ধের ফলাফলের উপর খুশি হয়ো না। আমাদেরকে আমাদের নাবী (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)- এ খবর দিয়েছেন।" উবাই ইবনে খালাফ কাফির তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।

সূরা রোম

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা রোম (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)	আয়াত-৭৫, রুকূ'-১০

১: আলিফ লা-ম মী-ম (২)।	الٓـمّٓ ﴿۱﴾
২: রোমবাসীরা পরাজিত হয়েছে,	غُلِبَتِ الرُّوۡمُ ﴿۲﴾
৩: নিকটবর্তী ভূ-খন্ডে (৩) এবং নিজেদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে (৪)	فِیۡۤ اَدۡنَی الۡاَرۡضِ وَ ہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ غَلَبِہِمۡ سَیَغۡلِبُوۡنَ ﴿۳﴾
৪: কয়েক বছরের মধ্যে (৫), নির্দেশ আল্লাহ এরই পূর্বে ও পরে (৬), এবং সেদিন ঈমানদারগণ খুশি হবে,	فِیۡ بِضۡعِ سِنِیۡنَ ۬ؕ لِلّٰہِ الۡاَمۡرُ مِنۡ قَبۡلُ وَ مِنۡۢ بَعۡدُ ؕ وَ یَوۡمَئِذٍ یَّفۡرَحُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۴﴾

অতঃপর তাঁর ও তার মধ্যে একশ উটের এ শর্ত হয়ে গেলো- 'যদি নয় বছরের মধ্যে পারস্যবাসীরা বিজয়ী হয়ে যায়, তবে হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) উবাইকে একশ উট দেবে, আর যদি রোমবাসীরা বিজয়ী হয়ে যায় তবে উবাই হযরত সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) কে একশ উট দেবে।' তখনও পর্যন্ত বাজি লাগানো হারাম ঘোষিত হয়নি।

মাসআলা: হযরত ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمَا) - এর মতে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অমুসলিম দেশের কাফিরদের সাথে অবৈধ লেনদেন', যেমন- সুদ ইত্যাদি, বৈধ। এ ঘটনাই তাঁদের দলীল।

শেষ পর্যন্ত, সাত বছর পর ঐ পূর্বাভাসের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছিলো। হুদায়বিয়া অথবা বদরের যুদ্ধের দিন রোমবাসীরা পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছিলো। আর রোমবাসীরা মাদায়েনে (পারস্য) তাদের ঘোড়া বেঁধেছিলো। আর ইরাকে 'রুমিয়াহ' নামের একটা শহরও প্রতিষ্ঠা করেছিলো। হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) উবাইর সন্তানদের নিকট থেকে বাজির উটগুলো উসূল করে নিয়েছিলেন। কেননা, ইত্যবসরে সে (উবাই) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো।

বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন বাজির উটগুলো সাদাক্বাহ করে দেন।

বস্তুতঃ এ অদৃশ্যের সংবাদ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নাবুয়্যাতের সত্যতা ও কুর'আন কারীম আল্লাহ এর বাণী হবার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৩: অর্থাৎ সিরিয়ার এ ভূ-খন্ডে, যা পারস্যের (ইরান) অধিকতর নিকটে অবস্থিত

টীকা-৪: পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে,

টীকা-৫: যেগুলোর সময়সীমা নয় বৎসর।

টীকা-৬: অর্থাৎ রোমবাসীদের বিজয়ের পূর্বেও এবং তারপরও। অর্থাৎ প্রথমে পারস্যবাসীদের বিজয় লাভ হওয়া এবং দ্বিতীয়বারে রোমবাসীদের (বিজয়)- এ সবই আল্লাহ এর নির্দেশ ও ইচ্ছায় তাঁরই ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের কারণে হয়েছে।

* অবশ্য এ মাসআলায় উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে।

টীকা-৭: যে, তিনি কিতাবী সম্প্রদায়কে কিতাব-বিহীন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। একই দিনে বদরের প্রান্তরে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সত্যতা এবং নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ও কুর'আন কারীমের পূর্বাভাষের সত্যতাও প্রকাশ করে দেন।

অনুবাদ	আয়াত
৫: আল্লাহ এর সাহায্যে (৭)। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান এবং তিনিই হন সম্মানের মালিক, দয়ালু,	بِنَصۡرِ اللّٰهِ ؕ يَنۡصُرُ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ۙ﴿۵﴾
৬: আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি (৮)। আল্লাহ আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু বহু লোক জানে না (৯)।	وَعۡدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخۡلِفُ اللّٰهُ وَعۡدَهٗ وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶﴾
৭: (তারা) জানে চোখের সামনের পার্থিব জীবনকে (১০), এবং তারা আখিরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।	يَعۡلَمُوۡنَ ظَاهِرًا مِّنَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۖۚ وَهُمۡ عَنِ الۡاٰخِرَةِ هُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۷﴾
৮: তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, সৃষ্টি করেন নি কিন্তু সত্য (১১) ও একটা নির্ধারিত মেয়াদকাল সহকারে (১২)? এবং নিশ্চয় অনেক লোক আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে (১৩)।	اَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُوۡا فِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَـقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمۡ لَـكٰفِرُوۡنَ ﴿۸﴾
৯: এবং তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে (১৪)। তারা এদের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলো এবং জমি চাষ করেছে ও আবাদ করেছে তাদের (১৫) আবাদী অপেক্ষা অধিক এবং তাদের রসূল তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন (১৬)। সুতরাং তাদের প্রতি যুলুম করা (১৭) আল্লাহ এর কাজ ছিলো না, হ্যাঁ, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছিলো (১৮)।	اَوَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ كَانُوۡۤا اَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الۡاَرۡضَ وَعَمَرُوۡهَاۤ اَكۡثَرَ مِمَّا عَمَرُوۡهَا وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلٰـكِنۡ كَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ؕ﴿۹﴾
১০: অতঃপর যারা সীমা ছাড়িয়ে মন্দ কর্ম করেছে তাদের পরিণাম এ হয়েছে যে, তারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে লাগলো এবং সেগুলোর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيۡنَ اَسَآءُوا السُّوۡٓاٰى اَنۡ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوۡا بِهَا يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۱۰﴾

রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
১১: আল্লাহ প্রথমেই সৃষ্টি করেন, অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন (১৯), তারপর (তোমরা) তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (২০)।	اَللّٰهُ يَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ثُمَّ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱﴾
১২: এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীদের আশা ভেঙ্গে পড়বে (২১)।	وَيَوۡمَ تَقُوۡمُ السَّاعَةُ يُبۡلِسُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ﴿۱۲﴾

টীকা-৮: যা তিনি বলেছিলেন যে, রোমবাসীরা কয়েক বছরের মধ্যে আবার বিজয় লাভ করবে।

টীকা-৯: অর্থাৎ জ্ঞানহীন।

টীকা-১০: ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও নির্মাণ কাজ ইত্যাদি পার্থিব পেশা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীর রহস্যও সম্পর্কে জানেনা। সেটারও বাহ্যিক দিকটাই শুধু জানে।

টীকা-১১: অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে আছে। আল্লাহ তাআ'লা সেগুলোকে বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। সেগুলোর সৃষ্টিতে অগণিত রহস্য রয়েছে।

টীকা-১২: অর্থাৎ সবসময়ের জন্য তৈরি করেননি, বরং একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন ঐ সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এটা বিলীন হয়ে যাবে। আর ঐ সময়সীমা ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় পর্যন্ত।

টীকা-১৩: অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়ের উপর ঈমান আনে না।

টীকা-১৪: যে, রসূলগণকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষকারীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য।

টীকা-১৫: মক্কাবাসীগণ

টীকা-১৬: সুতরাং তারা তাঁদের উপর ঈমান আনেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললেন।

টীকা-১৭১: তাদের প্রাপ্য কম দিয়ে এবং তাদেরকে বিনা দোষে ধ্বংস করে,

টীকা-১৮: রসূলগণকে অস্বীকার করে নিজেরা নিজেদেরকে শাস্তির উপযোগী করে।

টীকা-১৯: অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করে।

টীকা-২০: তখন কর্মফল প্রদান করবেন।

টীকা-২১: এবং কোন উপকার ও মঙ্গলের আশা থাকবেনা। কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, তাদের বাকশক্তি একেবারে লোপ পাবে, তারা নিশ্চুপ থাকবে। কেননা, তাদের নিকট পেশ করার মতো কোনো প্রমাণ থাকবে না। কোন কোন তাফসীরকারক এর এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, তারা

অপমানিত হবে।
টীকা-২২: অর্থাৎ প্রতিমাগুলো, যেগুলোর তারা পূজা করতো।
টীকা-২৩: মু'মিন ও কাফির, এরপর আর কখনো একত্রিত হবে না।
টীকা-২৪: অর্থাৎ জান্নাতের বাগানে তাদের সমাদর করা হবে, যাতে তারা খুশি হবে। এ আতিথিয়তা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ দ্বারা করা হবে। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা দ্বারা 'সামা' (سماع) বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তাদেরকে মনমুগ্ধকর সংগীত শোনানো হবে, যা আল্লাহ তা'আলা এর তাসবীহ সম্বলিত হবে।
টীকা-২৫: পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশের জন্য একত্রিত হওয়ার (حشر) অস্বীকারকারী হয়েছে।
টীকা-২৬: না ওই শাস্তি হ্রাস করা হবে, না তা থেকে কখনো বের হবে।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৩: এবং তাদের শরীকগুলো (২২) তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারা নিজেদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ (١٣)
১৪: এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন পৃথক হয়ে যাবে (২৩)।	وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ (١٤)
১৫: সুতরাং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে বাগানের পুষ্পবিথীতে তাদের আতিথ্য করা হবে (২৪)।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ (١٥)
১৬: এবং যেসব লোক কাফির হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে (২৫) তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ করে রাখা হবে (২৬)।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ (١٦)
১৭: সুতরাং আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করো (২৭) যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (২৮) এবং যখন সকাল হয় (২৯)।	فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ (١٧)
১৮: এবং প্রশংসা তাঁরই আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে (৩০) এবং দিনের কিছু অংশ বাকি থাকতে (৩১) আর যখন তোমাদের দুপুর হয় (৩২)।	وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ (١٨)
১৯: তিনি জীবন্তকে নির্গত করেন মৃত থেকে (৩৩) এবং মৃতকে বের করেন জীবন্ত থেকে (৩৪) ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর (৩৫)। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে (৩৬)।	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (١٩)

টীকা-২৭: 'পবিত্রতা ঘোষণা' দ্বারা হয়ত আল্লাহ তা'আলা এর তাসবিহ ও প্রশংসা বাক্য ঘোষণা করা বুঝানো হয়েছে, আর হাদীস শরীফসমূহেও এর বহু ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা তা দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, পাঞ্জেগানা নামাযের বিবরণ ও কুরআন মাজীদে রয়েছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, "এগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও সেগুলোর সময় উল্লেখিত হয়েছে।"
টীকা-২৮: এতে মাগরিব ও ইশার নামায সমূহের বিবরণ এসে গেছে।
টীকা-২৯: এটা হলো ফজরের নামাজ।
টীকা-৩০: অর্থাৎ আসমান ও জমিনবাসীদের উপর তাঁর প্রশংসা করা অপরিহার্য
টীকা-৩১: অর্থাৎ তাসবীহ পাঠ করো দিনের কিছু অংশ বাকি থাকতে। এটা হলো আসরের নামাজ।
টীকা-৩২: এটা হলো জোহরের নামাজ।
হিক্বমাত (নিগূঢ় রহস্য): নামাযের জন্য এ পাঁচটা সময় নির্ধারিত হলো। এ কারণে, সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে সেটাই, যা সর্বদা করা হয়। বস্তুত মানুষের শক্তি নেই যে, তার পূর্ণ সময়টুকু নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করবে।
কেননা, তার রয়েছে পানাহার ইত্যাদির প্রয়োজন ও আবশ্যকাদি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর ইবাদতকে সহজ করে দিয়েছেন এবং তা এভাবে যে, দিনের প্রথমে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে আর রাতের প্রথম ও শেষ ভাগে নামাযসমূহ নির্ধারিত করে দেন, যাতে ঐ সমস্ত সময়ে ইবাদতে মশগুল থাকা সার্বক্ষণিক ইবাদতের শামিল হয়ে যায়। (মাদারিক ও খাযিন)
টীকা-৩৩: যেমন, পাখিকে ডিম থেকে এবং মানুষকে বীর্য (শুক্র) থেকে ও মু'মিনকে কাফির থেকে।
টীকা-৩৪: যেমন, ডিমকে পাখি থেকে, বীর্যকে মানুষ থেকে, কাফিরকে মু'মিন থেকে।
টীকা-৩৫: অর্থাৎ শুকিয়ে যাবার পর, বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে উদ্ভিদ জন্মিয়ে।
টীকা-৩৬: কবরসমূহ থেকে পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের জন্য

টীকা-৩৭: তোমাদের সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ ও তোমাদের মূল হযরত আদম (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে তা থেকে সৃষ্টি করে

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنۡتُمۡ بَشَرٌ تَنۡتَشِرُوۡنَ (٢٠)

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَيۡهَا وَ جَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّ رَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ (٢١)

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافُ اَلۡسِنَتِكُمۡ وَ اَلۡوَانِكُمۡ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡعٰلِمِيۡنَ (٢٢)

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمۡ بِالَّيۡلِ وَ النَّهَارِ وَ ابۡتِغَآؤُكُمۡ مِّنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّسۡمَعُوۡنَ (٢٣)

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖ يُرِيۡكُمُ الۡبَرۡقَ خَوۡفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحۡيٖ بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ (٢٤)

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ تَقُوۡمَ السَّمَآءُ وَ الۡاَرۡضُ بِاَمۡرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمۡ دَعۡوَةً ٭ۖ مِّنَ الۡاَرۡضِ اِذَاۤ اَنۡتُمۡ تَخۡرُجُوۡنَ (٢٥)

وَ لَهٗ مَنۡ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوۡنَ (٢٦)

وَ هُوَ الَّذِيۡ يَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ وَ هُوَ اَهۡوَنُ عَلَيۡهِ ؕ وَ لَهُ الۡمَثَلُ الۡاَعۡلٰى فِي السَّمٰوٰتِ

২০:এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে এ যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে (৩৭), অতঃপর তখনই তোমরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছো।

২১: এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপন করেছি (৩৮)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

২২: এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতা (৩৯)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।

২৩:এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে-রাত ও দিনে তোমাদের শয়ন করা (৪০) এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা (৪১)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে শ্রবণকারীদের জন্য (৪২)

২৪: এবং তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে যে, তোমাদেরকে বিজলী দেখান ভীতি সঞ্চারকরূপে (৪৩) ও আশা সঞ্চারকরূপে (৪৪) এবং আসমান থেকে বারী বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে পুর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য (৪৫)।

২৫: এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে (৪৬)। অতঃপর যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে এক আহবান করবেন (৪৭), তখনই তোমরা বের হয়ে পড়বে (৪৮)।

২৬: এবং তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। সবই তাঁর হুকুমের অধীন।

২৭: এবং তিনিই হন, যিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন, অতঃপর সেটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন (৪৯) এবং এটা তোমাদের বুঝে তাঁর জন্য অধিক সহজ হওয়া চাই (৫০)। এবং তাঁরই জন্য রয়েছে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা আসমানসমূহ

টীকা-৩৮: যে, কোন পূর্ব পরিচিতি ও কোন আত্মীয়তা ব্যতিরেকে পরস্পরের সাথে পরস্পরের ভালোবাসা ও সমবেদনা রয়েছে।

টীকা-৩৯: ভাষার বৈচিত্র্য তো এই যে, কেউ আরবি ভাষায় কথা বলে, কেউ বলে অনারবীয় ভাষায়। কেউ আবার অন্য কিছু। আর বর্ণের বৈচিত্র্য এ যে, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, আর কেউ হচ্ছে গোধূম বর্ণের। বস্তুতঃ এ বৈচিত্র্য অতীব আশ্চর্যজনক। কেননা, সবাই একই মূল থেকেই এবং তারা সবাই হযরত আদম (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সন্তান।

টীকা-৪০: যার কারণে ক্লান্তি দূরীভূত হয় ও আরাম পাওয়া যায়।

টীকা-৪১: ‘অনুগ্রহ সন্ধান করা’ দ্বারা জীবিকা অর্জন করা বুঝায়।

টীকা-৪২: যারা বিবেকের কান দ্বারা শুনে।

টীকা-৪৩: পতিত হওয়া ও ক্ষতি করার।

টীকা-৪৪: বৃষ্টির

টীকা-৪৫: যারা চিন্তাভাবনা করে ও আল্লাহ এর ক্ষমতার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকায়।

টীকা-৪৬: হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে মাসউদ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمۡ) বলেন যে, ঐ দুটিই কোন প্রকার স্তম্ভ ছাড়া স্থির রয়েছে।

টীকা-৪৭: অর্থাৎ তোমাদেরকে কবরসমূহ থেকে আহবান করবেন। তা এভাবে যে, হযরত ইসরাফিল (عَلَيۡهِ السَّلَام) কবরবাসীদেরকে উঠানোর জন্য শিংগায় ফুৎকার করবেন। তখন পূর্ব ও পরবর্তীদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে না। যে উঠবেনা। সুতরাং এর পরপরই ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৪৮: অর্থাৎ কবরসমূহ থেকে জীবিত হয়ে।

টীকা-৪৯: ধ্বংস হবার পর।

টীকা-৫০: কেননা, মানব জাতির অভিজ্ঞতা ও তাদের অভিমত এ কথাই ব্যক্ত করছে যে, কোন জিনিসের পুনঃ সৃষ্টি সেটার প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর হয় এবং আল্লাহ তা’আলা এর জন্য কোনটাই কঠিন নয়।

বাংলা	আরবি
ও যমীনের মধ্যে (৫১)। এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾
রুকূ'-৪	
২৮: তোমাদের জন্য (৫২) একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন তোমাদের নিজেদেরই অবস্থা থেকে (৫৩), তোমাদের জন্য কি তোমাদের হাতের দাসদের মধ্যে কেউ অংশীদার আছে (৫৪) তাতেই, যা আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি (৫৫), অতঃপর তোমরা সবাই তাতে সমান হও (৫৬)? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো (৫৭), যেমন পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ভয় করো (৫৮)? আমি এভাবেই বিস্তারিত নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।	ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯: বরং যালিমগণ (৫৯) আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে বসেছে অজ্ঞতাবশতঃ (৬০)। সুতরাং কে তাকে হিদায়াত করবে, যাকে খোদা পথভ্রষ্ট করেছেন (৬১) এবং তার কোন সাহায্যকারী নেই (৬২)।	بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০: সুতরাং আপন মুখমন্ডল সোজা করুন আল্লাহ্ এর ইবাদতের জন্য একমাত্র তাঁরই হয়ে (৬৩)। আল্লাহ এর স্থাপিত বুনিয়াদ, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (৬৪)। আল্লাহ এর বানানো বস্তুকে বিকৃত করোনা (৬৫), এটাই সোজা ধর্ম, কিন্তু বহু লোক জানে না (৬৬),	فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১: তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে (৬৭)। এবং তাঁকেই ভয় করো ও নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা,	مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾

টীকা-৫১: যে, তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি সত্য উপাস্য। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

টীকা-৫২: হে মুশরিকগণ!

টীকা-৫৩: ঐ দৃষ্টান্ত এ-ই-

টীকা-৫৪: অর্থাৎ তোমাদের দাস কি তোমাদের অংশীদার?

টীকা-৫৫: ধন-সম্পদ ও ভোগ্য পণ্য ইত্যাদি,

টীকা-৫৬: অর্থাৎ মুনিব ও দাসের কি ধন-সম্পদ সামগ্রীর মধ্যে সমান অধিকার রয়েছে? এমনি যে-

টীকা-৫৭: আপন সম্পদ ও সামগ্রীতে এসব দাসের অনুমতি ব্যতীত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে?

টীকা-৫৮: মোট কথা এই যে, তোমরা কোন মতেই আপন মালিকানাধীন দাসগুলোকে নিজেদের অংশীদার করতে পছন্দ করতে পারছো না, সুতরাং এটা কত বড় যুলুম যে, আল্লাহ তা'আলা এর মালিকানাধীন বান্দাদেরকে তাঁর অংশীদার স্থির করছো? হে মুশরিকগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদেরকে আপন মা'বূদ সাব্যস্ত করছো তারা তাঁরই বান্দা ও আয়ত্বাধীন।

টীকা-৫৯: যারা শির্ক করে নিজেদের প্রাণের প্রতি মহা যুলুম করেছে।

টীকা-৬০: অজ্ঞতার কারণে।

টীকা-৬১: অর্থাৎ কেউ তার হিদায়াতকারী নেই

টীকা-৬২: যে তাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-৬৩: অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ এর দ্বীনের উপর অটল ও স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো।

টীকা-৬৪: (فطرت) (ফিতরাত) দ্বারা দ্বীন-ইসলাম বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, আল্লাহ তাআ'লা মানবজাতিকে ঈমানের উপর সৃষ্টি করেছেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে- "প্রত্যেক সন্তানকে (فطرت) -এর উপর সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ঐ অঙ্গীকারের উপর সৃষ্টি করেন যা (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?) বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

বুখারী শরীফের হাদিসে আছে- "অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিপূজারী করে নেয়।" এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-৬৫: অর্থাৎ আল্লাহ এর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

টীকা-৬৬: এর বাস্তবতাকে। সুতরাং এ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো,

টীকা-৬৭: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি, তাওবাহ ও আনুগত্য সহকারে।

টীকা-৬৮: উপাস্যের ব্যাপারে মতভেদ করে

টীকা-৬৯: এবং নিজের মিথ্যাকে সত্য মনে করে।
টীকা-৭০: রোগের অথবা দুর্ভিক্ষের, কিংবা তা ব্যতীত অন্য কিছুর

৩২: তাদের মধ্য থেকে, যারা আপন দ্বীনকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলেছে (৬৮) এবং হয়ে গেছে দল-উপদলে বিভক্ত। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা রয়েছে তারই উপর সন্তুষ্ট (৬৯)।
৩৩: এবং যখন মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে (৭০), তখন আপন প্রতিপালককে ডাকে- তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে, অতঃপর যখন তাদেরকে তাঁর নিকট থেকে রহমতের স্বাদ দান করেন (৭১), তখনই তাদের মধ্য থেকে একদল আপন প্রতিপালকের শরীক স্থির করতে আরম্ভ করে,
৩৪: আমার প্রদত্তের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। সুতরাং ভোগ করে নাও (৭২), অতঃপর অবিলম্বে জানতে পারবে (৭৩)।
৩৫: অথবা আমি কি তাদের নিকট কোন সনদ অবতীর্ণ করেছি (৭৪) যে, তা তাদেরকে শরীক বানানোর কথা বলছে (৭৫)?
৩৬: এবং যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ প্রদান করি (৭৬) তখন তারা সেটার উপর খুশি হয়ে যায় (৭৭) এবং যখন তাদের নিকট কোন দুর্দশা পৌঁছে (৭৮) ঐ কাজের বদলা হিসেবে, যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে প্রেরণ করেছে (৭৯), তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে (৮০)।
৩৭: এবং তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ রিযিক প্রশস্ত করেন যার জন্য চান, এবং সংকুচিত করেন যার জন্য চান। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।
৩৮: সুতরাং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও (৮১) এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে (৮২)। এটা উত্তম তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহ এর সন্তুষ্টি চায় (৮৩) এবং তারাই সফলকাম।
৩৯: এবং তোমরা যে বস্তু অধিক নেয়ার জন্য দাও, যাতে দাতার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে তা আল্লাহ এর নিকট বৃদ্ধি পাবে না (৮৪) এবং তোমরা যা খয়রাত দাও, আল্লাহ এর সন্তুষ্টি চেয়ে

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾
وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾
اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٥﴾
وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٦﴾
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾
فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾
وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ

টীকা-৭১: এর কষ্ট থেকে মুক্তি দান করে এবং আরাম দান করে,
টীকা-৭২: পার্থিব নিয়ামতসমূহকে কিছুদিন
টীকা-৭৩: যে, আখিরাতে তোমাদের কি অবস্থা হবে এবং ঐ দুনিয়া অন্বেষণের কি ফলাফল বের হবে।
টীকা-৭৪: কোন প্রমাণ অথবা কোন কিতাব
টীকা-৭৫: এবং শির্ক করার নির্দেশ দেয় এমন নয়, না কোন প্রমাণ আছে, না কোন সনদ।
টীকা-৭৬: অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য ও প্রশস্ত রিযিকের।
টীকা-৭৭: এবং অহংকার করে
টীকা-৭৮: দুর্ভিক্ষ অথবা ভয় কিংবা অন্য কোনো বালা-মুসিবত।
টীকা-৭৯: অর্থাৎ এই পাপাচারসমূহ ও তাদের গুনাসমূহের।
টীকা-৮০: আল্লাহ তা'আলা এর দয়া থেকে। আর একথা মু'মিনের মর্যাদার পরিপন্থী। কেননা, মু'মিনের অবস্থা এ যে, যখন সে নি'মাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যখন কোন দুঃখ পায় তখন আল্লাহ তা'আলা এর রহমতের প্রার্থী থাকে।
টীকা-৮১: তার সাথে সদ্ব্যবহার করো ও তার উপকার করো।
টীকা-৮২: তাদের প্রাপ্য দাও- সাদাক্বাহ দিয়ে এবং আতিথেয়তা করে।
মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা পরিবারভুক্ত স্বজনদের (محارم) খোরাকী প্রদান অপরিহার্য হওয়া প্রমাণিত হয়।
টীকা-৮৩: এবং আল্লাহ তা'আলা এর নিকট সাওয়াবের অন্বেষণকারী।
টীকা-৮৪: লোকদের রীতি ছিলো যে, তারা বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে অথবা অন্য কাউকে এতোদুদ্দেশ্যে হাদিয়া দিতো যে, তারা তাদেরকে তদাপেক্ষা অধিক দেবে। এটা জায়েজ তো আছে, কিন্তু সেটার জন্য সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং তাতে বারাকাত হবে না। কেননা, ঐ কাজ একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়নি।

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾	(৮৫), তবে তাদেরই জন্য রয়েছে দ্বিগুণ বৃদ্ধি (৮৬)।
اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾	৪০. আল্লাহ্ হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন (৮৭)। তোমাদের শরীকদের মধ্যেও (৮৮) কি কেউ এমন আছে, যে এসব কাজ থেকে কিছু করতে পারে? (৮৯) তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধে তাদের শির্ক থেকে।

রুকূ'-৫

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾	৪১. ছড়িয়ে পড়েছে অশান্তি- স্থলে ও জলে (৯০) এসব কুকর্মের কারণে, যেগুলো মানুষের হাতগুলো অর্জন করেছে, যাতে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের স্বাদগ্রহণ করান, যাতে তারা ফিরে আসে (৯১)।
قُلْ سِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِیْنَ ﴿٤٢﴾	৪২. আপনি বলুন, 'পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো কেমন পরিণতি হয়েছে পূর্ববর্তীদের?' তাদের মধ্যে অনেকে মুশরিক ছিলো (৯২)।
فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ الْقَیِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ یَوْمَئِذٍ یَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾	৪৩. সুতরাং আপন মুখমণ্ডল সোজা করো ইবাদতের জন্য (৯৩) এরই পূর্বে যে, ঐ দিন এসে পড়বে যা আল্লাহ্র দিক থেকে অপসারিত হবার নয় (৯৪)। সেদিন পৃথক হয়ে বিভক্ত হয়ে যাবে (৯৫)।
مَنْ كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ یَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾	৪৪. যে কুফর করে তার কুফরের শাস্তি তারই উপর বর্তায়, আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদের জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছে (৯৬),
لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْكٰفِرِیْنَ ﴿٤٥﴾	৪৫. যাতে পুরস্কার দেন (৯৭) তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, স্বীয় অনুগ্রহ থেকে। নিশ্চয় তিনি কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।
وَ مِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ یُّرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّ لِیُذِیْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾	৪৬. এবং তাঁর নিদর্শনাদনাদি থেকে যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, সুসংবাদবাহীরূপে (৯৮) এবং এজন্য যে, তোমাদেরকে আপন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাবেন এবং এ জন্য যে, নৌযান (৯৯) তাঁর নির্দেশে চলবে এবং এ জন্য যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে (১০০) এবং এ জন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হবে (১০১)।
وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰی قَوْمِهِمْ	৪৭. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে কতো রসূল তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি।

টীকা-৮৫: না সেটার বিনিময় নেয়া উদ্দেশ্য হয়, না লোক দেখানো।
টীকা-৮৬: তাদের প্রতিদান ও পুরস্কার অধিক হবে। একটা সৎকর্মের পরিবর্তে দশগুণ দেয়া হবে।
টীকা-৮৭. সৃষ্টি করা, জীবিকা দান করা, মৃত্যু ঘটানো ও জীবন দান করা- এসব কাজ আল্লাহরই
টীকা-৮৮. অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর মধ্যে, যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ তা'আলা এর শরীক স্থির করছো সে গুলোর মধ্যেও
টীকা-৮৯. এর জবাব দিতে মুশরিকগণ অক্ষম হয়েছে এবং তারা নিঃশ্বাস গ্রহণেরও অবকাশ পায়নি। সুতরাং সুতরাং ইরশাদ ফরমাচ্ছেন--
টীকা-৯০: শির্ক ও পাপাচারসমূহের কারণে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, উৎপাদন হ্রাস, ক্ষেতের অনিষ্ট, ব্যবসায় লোকসান, মানুষ ও পশুর মড়ক, অধিক অগ্নিকাণ্ড, গর্কি এবং প্রত্যেক বস্তুতে বরকতহীনতা।
টীকা-৯১: কুফর ও পাপাচার থেকে এবং তাওবাকারী হয়।
টীকা-৯২. আপন শির্কের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের প্রাসাদ ও বাসস্থানগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে আছে। সেগুলো দেখে শিক্ষাগ্রহণ করো।
টীকা-৯৩. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামের উপর মজবুতভাবে অটল থাকো।
টীকা-৯৪. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস।
টীকা-৯৫. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর পৃথক হয়ে যাবে, অর্থাৎ জান্নাতী জান্নাতের দিকে চলে যাবে, আর দোযখী দোযখের দিকে।
টীকা-৯৬. যেন বেহেশ্তের অট্টালিকাগুলোর মধ্যে সুখ ও আরাম পায়।
টীকা-৯৭. এবং পুরস্কার দান করেন আল্লাহ তা'আলা।
টীকা-৯৮. বৃষ্টি ও অধিক উৎপাদনের।
টীকা-৯৯. সমূদ্রে ঐ বায়ু দ্বারা
টীকা-১০০. অর্থাৎ সামুদ্রিক ব্যবসা দ্বারা জীবিকা উপার্জন করবে
টীকা-১০১. ঐসব নি'মাতের, এবং আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেবে

টীকা-১০২: যেগুলো ঐ রসূলগণের রিসালতের সত্যতার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণই ছিলো। সুতরাং ঐ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে এবং কিছু লোক কুফর করেছে।
টীকা-১০৩: যে, দুনিয়ার মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি।
টীকা-১০৪: অর্থাৎ তাদেরকে উদ্ধার করা এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করা। এতে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে আখিরাতের সাফল্য এবং শত্রুদের উপর বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।
তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, যেই মুসলমান আপন ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত-দিবসে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এটা ইরশাদ করে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন (كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ) (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সাহায্য করা আমি নিজ করুণায় নিজের উপর দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছি।)

فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (٤٧)

সুতরাং তাঁরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন (১০২)। অতঃপর আমি অপরাধীদের নিকট থেকে বদলা নিয়েছি (১০৩) এবং আমার বদান্যতার দায়িত্বেই রয়েছে মুসলমানদের সাহায্য করা (১০৪)।

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (٤٨)

৪৮. আল্লাহ্ হন, যিনি প্রেরণ করেন বায়ুসমূহ, যেগুলো সঞ্চালিত করে মেঘমালাকে, অতঃপর তিনি সেটাকে ছড়িয়ে দেন আসমানে যেমনই ইচ্ছা করেন (১০৫) এবং সেটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন (১০৬)। অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সেটার মধ্য থেকে বৃষ্টি বহির্গত হচ্ছে। অতঃপর যখন সেটা পৌঁছান (১০৭) আপন বান্দাদের মধ্যে যার দিকে ইচ্ছা করেন, তখনই তারা খুশী উদযাপন করে,

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ (٤٩)

৪৯. যদিও তা অবতীর্ণ হবার পূর্বে তারা নিরাশ হয়েই ছিলো।

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (٥٠)

৫০. সুতরাং কিভাবে আল্লাহ্ এর রহমতের চিহ্ন দেখো (১০৮), ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর (১০৯)। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ (٥١)

৫১. এবং যদি আমি কোন বায়ু প্রেরণ করি (১১০), যার ফলে তারা ক্ষেতের শস্যকে হলদে বর্ণের দেখে (১১১), তবে অবশ্যই এরপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে (১১২)।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ (٥٢)

৫২. এ জন্য যে, আপনি মৃতদেরকে শুনান না (১১৩) এবং না বধিরদেরকে আহ্বান শুনান যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায় (১১৪)।

টীকা-১০৫: কম অথবা বেশী।
টীকা-১০৬: অর্থাৎ কখনো তো আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক মেঘমালা প্রেরণ করেন, যার ফলে আসমান আচ্ছাদিত মনে হয়। আবার কখনো খণ্ড-বিখণ্ড, পৃথক পৃথক (দেখায়)।
টীকা-১০৭: অর্থাৎ বৃষ্টিকে
টীকা-১০৮: অর্থাৎ বৃষ্টির প্রতিক্রিয়া যা তার উপর পর্যায়ক্রমে বর্তায়। যেমন- বৃষ্টি ভূমিকে সিক্ত করে, তা থেকে সবুজ উদ্ভিদ জন্মে। উদ্ভিদ থেকে ফল হয়। ফলমূলে রয়েছে খাদ্য হবার যোগ্যতা। আর তা থেকে প্রাণীসমূহের শরীর গঠনে ও রক্ষায় সাহায্য পাওয়া যায় এবং এও দেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব চারা ও গাছপালা ইত্যাদি তৈরী করেন।
টীকা-১০৯. এবং শুষ্ক ময়দানকে সবুজ গাছপালা দ্বারা সজীব করে দেন, যার এ-ই ক্ষমতা!
টীকা-১১০. এমনই যে, ক্ষেত ও শাক-সব্জির জন্য ক্ষতিকর
টীকা-১১১. এরপর যে, তা সবুজ ও সজীব ছিলো.
টীকা-১১২. অর্থাৎ ক্ষেত হলদে বর্ণের হবার পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং পূর্ববর্তী নি'মাতসমূহকেও অস্বীকার করে অর্থ এ যে, ঐসব লোকের অবস্থা এ যে, যখন রহমাত লাভ করে, রিযিক্ব পায় তখন আনন্দিত হয়ে যায়, আর যখন কোন বিপদ আসে, ক্ষেত নষ্ট হয় তখন পূর্ববর্তী নি'মাতগুলোকেও অস্বীকার করে বসে, অথচ উচিত এই ছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর উপর ভরসা করতো এবং যখন নি'মাত লাভ করতো তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, আর যখন বালা-মুসীবত আসতো তখন ধৈর্য ধারণ করতো এবং প্রার্থনা ও ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে মগ্ন হতো। এরপর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআ'লা আপন হাবীবে আকরাম বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে শান্তনা দিচ্ছেন যে, 'আপনি সেসব লোকের বঞ্চিত হওয়া ও তাদের ঈমান না আনার উপরও দুঃখিত হবেন না।' অর্থাৎ যাদের অন্তরের মৃত্যু ঘটেছে এবং তাদের দিক থেকে কোন মতে সত্য গ্রহণের আশাই অবশিষ্ট থাকেনি।
টীকা-১১৪: অর্থাৎ সত্য শুনা থেকে বধির হয়। আর বধিরও এমনই যে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে গেছে। তাদের থেকে কোনমতেই অনুধাবন করার আশা নেই।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ (۵۳)

৫৩. এবং না আপনি অন্ধগণকে (১১৫) তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথে আনয়ন করেন। কাজেই, আপনি তাকেই শুনান, যে আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর তারা হয় আত্মসমর্পণকারী।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّ شَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ (۵۴)

৫৪. আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে প্রথমে দুর্বল করে সৃষ্টি করেন (১১৬), অতঃপর তোমাদেরকে শক্তিহীনতার অবস্থা থেকে শক্তিতে আনয়ন করেন (১১৭), অতঃপর, শক্তির পর (১১৮) দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন (১১৯) এবং তিনিই জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী।

وَ یَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا یُؤْفَكُوْنَ (۵۵)

৫৫. এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করবে এ মর্মে যে, তারা অবস্থান করেনি, কিন্তু এক মুহূর্তকাল মাত্র (১২০)। তারা এভাবেই মুখ নীচের দিকে করে যেতো (১২১)।

وَ قَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَ الْاِیْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۵۶)

৫৬. এবং বললো তারাই, যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান প্রদান করা হয়েছে (১২২), 'নিশ্চয় তোমরা অবস্থান করেছিলে আল্লাহ এর লিপির মধ্যে (১২৩) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। সুতরাং এটাই হচ্ছে ঐ দিন পুনরুত্থানের (১২৪), কিন্তু তোমরা জানতে না (১২৫)।'

فَیَوْمَئِذٍ لَّا یَنْفَعُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَا هُمْ یُسْتَعْتَبُوْنَ (۵۷)

৫৭. অতএব, সেদিন যালিমদের উপকারে আসবেনা তাদের ওযর-আপত্তি এবং না তাদেরকে আল্লাহ এর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে (১২৬)।

টীকা-১১৫. এখানে অন্ধগণ দ্বারা অন্তরের 'অন্ধগণ' বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত থেকে কেউ কেউ এ কথার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন যে, মৃতরা শুনতে পায়না। কিন্তু এ ধরণের প্রমাণ পেশ করা শুদ্ধ নয়, কেননা, এখানে 'মৃতগণ' দ্বারা 'কাফিরগণ' বুঝানো হয়েছে। যারা পার্থিব জীবন ধারণ করে, কিন্তু নসীহত ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয় না। এ কারণে তাদেরকে ঐসব মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যারা কর্মজগত থেকে অতিবাহিত হয়েছে। আর তারা এ কারণে উপদেশাদি দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। সুতরাং আয়াতকে, 'মৃতরা শুনতে পায়না' মর্মে প্রমাণ হিসেবে স্থির করা শুদ্ধ নয়। বস্তুতঃ বহু সংখ্যক হাদিস দ্বারা মৃতদের শ্রবণ করা এবং তাদের কবরের নিকট যিয়ারতের জন্য আগমনকারীদেরকেও চিনতে পারা প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-১১৬: এতে মানুষের অবস্থাদির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা প্রথমে মায়ের গর্ভের মধ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিলো। অতঃপর শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তারপর দুগ্ধপোষ্য ছিলো। এসব অবস্থা অত্যন্ত দুর্বলেরই ছিলো

টীকা-১১৭: অর্থাৎ শৈশবের দুর্বলতার পর যৌবনের শক্তি দান করেন।

টীকা-১১৮: অর্থাৎ যৌবনের ক্ষমতার পর।

টীকা-১১৯: দুর্বলতা ও ক্ষমতা, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এ সবই আল্লাহ এর সৃষ্ট

টীকা-১২০: অর্থাৎ আখিরাতকে দেখে তাদের নিকট দুনিয়া অথবা কবরে থাকার সময়কে অতি স্বল্প মনে হবে। এ কারণই তারা ঐ সময়টাকে 'এক মহূর্তকাল' বলে বর্ণনা করবে।

টীকা-১২১. অর্থাৎ এভাবেই দুনিয়ায় ভুল ও মিথ্যা কথার উপর একগুয়ে হয়ে থাকতো, সত্য থেকে বিমুখ হতো ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো, যেমনিভাবে এখন কবর অথবা দুনিয়ায় অবস্থানের সময়কে শপথ করে 'একটা শপথের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমস্ত মাহশারবাসীর সামনে অপমানিত করবেন, আর সবাই দেখবে যে, তারা এমন বিশাল সমাবেশে শপথ করে এমন স্পষ্ট মিথ্যাই বলছে।

টীকা-১২২: অর্থাৎ নাবীগণ ও ফিরিশতাগণ এবং মু'মিনগণ তাদের খণ্ডন করবেন আর বলবেন, "তোমরা মিথ্যা বলছো।"

টীকা-১২৩: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা তাঁর পূর্বজ্ঞানে 'লওহ-ই-মাহফুয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন সেটারই অনুযায়ী তোমরা কবরসমূহের মধ্যে রয়েছো।

টীকা-১২৪: দুনিয়ায় তোমরা যা অস্বীকার করতে।

টীকা-১২৫: পৃথিবীতে যে, তা সত্য, অবশ্যই সংঘটিত হবে। এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, সেদিনটা এসে গেছে। বস্তুত সেটার আগমন সত্য ছিলো। সুতরাং এ সময়ের 'জানা' তোমাদের জন্য উপকারী হবে না। যেমন-- আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-১২৬: অর্থাৎ, না তাদেরকে এ কথা বলা হবে যে, তাওবাহ করে আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করো যেমনিভাবে দুনিয়ায় তাদের নিকট থেকে তাওবাহ তলব করা হতো।

টীকা-১২৭. যাতে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং সতর্কীকরণ আপন পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে কিন্তু তারা তাদের অন্তরের কালিমা ও কঠোরতার কারণে কোন উপকারই লাভ করেনি, বরং যখনই কুরআনের কোন আয়াত এসেছে তখনই সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করেছে।

টীকা-১২৮: যাদের সম্পর্কে তিনি জানেন যে, তারা পথভ্রষ্টতাই অবলম্বন করবে এবং সত্যের অনুসারীদেরকে মিথ্যুক বলবে।

৫৮: এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এ কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি (১২৭)। এবং যদি আপনি তাদের কোন নিদর্শন আনেন, তবে অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো নও, কিন্তু বাতিলের উপর।'	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ (٥٨)
৫৯. আল্লাহ্ এভাবে মোহর করে দেন অজ্ঞলোকদের হৃদয়গুলোর উপর (১২৮)।	كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (٥٩)
৬০: সুতরাং ধৈর্য ধরুন (১২৯)। নিশ্চয় আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি সত্য (১৩০) এবং আপনাকে যেন বিচলিত না করে এসব লোক, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না (১৩১)।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ (٦٠)

সূরা লুক্বমান

সূরা-৩১: লুক্বমান (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৩৪, রুকূ'-৪

১: আলিফ লা-ম মি-ম।	الٓمّٓ (١)
২: এগুলো বাস্তব জ্ঞানে পরিপূর্ণ কিতাবের আয়াত,	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (٢)
৩: পথনির্দেশনা ও দয়া সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।	هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ (٣)
৪: ঐসব লোক, যারা নামায কায়েম রাখে ও যাকাত প্রদান করে এবং আখিরাতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে,	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤)
৫: তারাই আপন প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম হয়েছে।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥)
৬: এবং কিছু লোক খেলাধূলার কথাবার্তা ক্রয় করে যেন আল্লাহ এর পথ থেকে বিচ্যুত করে	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

টীকা-১২৯: তাদের অত্যাচার ও শত্রুতার উপর।

টীকা-১৩০: আপনাকে সাহায্য করার ও দ্বীন ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করার।

টীকা-১৩১: অর্থাৎ ঐসব লোক, যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না ও পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে তাদের নির্যাতনসমূহ, তাদের অস্বীকৃতি এবং তাদের অশোভন আচরণ আপনার জন্য যেন অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ না হয়। এমনও যেন না হয় যে, আপনি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির প্রার্থনাকে ত্বরান্বিত করবেন

টীকা-১: 'সূরা লুক্বমান' মাক্কী, দু'টি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো (وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ) থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় চারটি রুকূ', চৌত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ আটচল্লিশটি পদ এবং দুই হাজার একশ দশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. ' (لَهْوٌ) ' অর্থাৎ খেলাধূলা- এমন প্রত্যেক অসার ও অযথা বস্তুকে বলা হয়, যা মানুষকে সৎকর্ম থেকে এবং কাজের কথা-বার্তা থেকে অলসতায় ফেলে দেয়। গল্প-কাহিনীও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে হারিস ইবনে কালদাহ এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যবসার পরম্পরায় অন্যান্য দেশে সফর করতো। সে অনারবীয়দের কিতাবাদি ক্রয় করেছিলো, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী ছিলো। সেগুলো সে ক্বোরাঈশদেরকে শুনাতো, আর বলতো, "বিশ্বকুল সরদার (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তোমাদেরকে 'আদ ও সামূদের ঘটনাবলী শুনান। আর আমি রুস্তম, আসফান্দিয়ার ও পারস্যের বাদশাহগণের গল্প-কাহিনী শুনাচ্ছি।" কিছু লোক সেসব কল্পকাহিনীতে মগ্ন হয়ে গেলো, আর কুর'আন পাক শুনা থেকে বিমুখ থেকে গেলো, এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩: অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ লোকদেরকে ইসলামে প্রবেশ করতে ও কুরআন কারীম শুনতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ এর আয়াতসমূহ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে।

টীকা-৪: এবং সেগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না

টীকা-৫: এবং সে বধির।

টীকা-৬: অর্থাৎ কোন স্তম্ভ নেই, তোমাদের দৃষ্টিই খোদ সেটার পক্ষে সাক্ষী রয়েছে।

টীকা-৭: উচ্চ পাহাড়সমূহের,

টীকা-৯: আপন অনুগ্রহে বৃষ্টির।

টীকা-৯: উন্নত ধরণের উদ্ভিদ জন্মিয়েছেন

টীকা-১০: যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো

টীকা-১১: হে মুশরিকরা।

টীকা-১২: অর্থাৎ বোতগুলো, যেগুলোকে তোমরা ইবাদতের উপযোগী স্থির করছো।

টীকা-১৩: মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব বলেন, হযরত লুক্বমানের বংশ পরম্পরা হচ্ছে- লুক্বমান ইবনে বা-‘ঊর ইবনে না-হুর ইবনে তারিখ।

ওয়াহাবের মতে, হযরত লুক্বমান হযরত আইয়ূব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ভাগ্নে ছিলেন। মুক্বাতিলের অভিমত হচ্ছে- তিনি হযরত আইয়ূব (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর খালার সন্তান ছিলেন। ওয়াক্বেদী বলেন- তিনি বানী ইস্রাঈলের কাযী (বিচারক) ছিলেন।

এটাও কথিত আছে যে, তিনি এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন এবং হযরত দাঊদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর যুগ পেয়েছিলেন ও তাঁর নিকট শিক্ষার্জন করেন। আর তাঁর (হযরত দাঊদ عَلَيۡهِ السَّلَام) যুগে ফতোয়া প্রদানে বিরত থাকেন, যদিও তিনি ইতিপূর্বে ফতোয়া প্রদান করতেন।

তাঁর (হযরত লুক্বমান) নাবুয়্যাত সম্পর্কে মতভেদ আছে। অধিকাংশ ওলামার মতে, তিনি ‘হাকীম’ (জ্ঞানী) ছিলেন, ‘নাবী’ ছিলেন না। ‘হিক্বমাত’ (حكمت) বিবেক বুঝশক্তিকেই বলা হয় এবং কথিত আছে যে, ‘হিক্বমাত’ ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যা অনুসারে কাজ করা যায়। কেউ কেউ বলেন, ‘হিক্বমাত’ সূক্ষ্ম পরিচিতি লাভ করা ও প্রত্যেকটি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই বলা হয়। একথা বলা হয় যে, হিক্বমাত এমন বস্তু যে, আল্লাহ তা’আলা তা যার অন্তরে স্থাপন করেন, তার হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়।

টীকা-১৪: এ নি’মাতের উপর যে, আল্লাহ তা’আলা ‘হিক্বমাত’ দান করেছেন।

টীকা-১৫: কেননা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে নি’মাত বৃদ্ধি পায় এবং সাওয়াব পাওয়া যায়।

দেয় না বুঝে (৩) এবং সেটাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপরূপে গ্রহণ করে নেয়, তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।	بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ ﴿۶﴾
৭: এবং যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন অহংকার করে ফিরে যায় (৪) যেন সে সেগুলো শুনেই নি, যেন তাদের কানে বধিরতা রয়েছে (৫)। সুতরাং তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন,	وَاِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَاَنَّ فِىۡۤ اُذُنَيۡهِ وَقۡرًا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿۷﴾
৮: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য শান্তির বাগান রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِيۡمِ ﴿۸﴾
৯: সর্বদা তারা সেগুলোতে থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সত্য এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۹﴾
১০: তিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন এমন সব স্তম্ভ ব্যতীত, যেগুলো তোমরা দেখতে পাও (৬) এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন নোঙ্গরসমূহ (৭) যাতে তোমাদেরকে নিয়ে কম্পন না করে এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি (৮)। অতঃপর পৃথিবীতে প্রত্যেক উৎকৃষ্ট জোড়া উদগত করেছি (৯)।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا وَاَلۡقٰى فِى الۡاَرۡضِ رَوَاسِىَ اَنۡ تَمِيۡدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍ كَرِيۡمٍ ﴿۱۰﴾
১১: এ’তো আল্লাহর সৃষ্ট (১০)। আমাকে তা দেখাও (১১), যা তিনি ব্যতীত অন্যান্যরা সৃষ্টি করেছে (১২), বরং যালিমগণ সুস্পষ্ট ভ্রান্তি তে রয়েছে।	هٰذَا خَلۡقُ اللّٰهِ فَاَرُوۡنِىۡ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوۡنَ فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۱۱﴾

রুকূ’-২

১২: এবং নিশ্চয় আমি লোক্বমানকে হিকমত দান করেছি (১৩) যে, ‘আল্লাহ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (১৪)।’ এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণার্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (১৫), এবং যে অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সকল প্রকার প্রশংসায় প্রশংসিত।	وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا لُقۡمٰنَ الۡحِكۡمَةَ اَنِ اشۡكُرۡ لِلّٰهِ ؕ وَمَنۡ يَّشۡكُرۡ فَاِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيۡدٌ ﴿۱۲﴾

টীকা-১৬: হযরত লুক্বমান (আমাদের নাবী ও তাঁর উপর সালাম)- এর পুত্রের নাম ছিলো আনআম (انعم) অথবা আশকাম (اشكم)। মানুষের উচ্চতর মর্যাদা এ যে, তিনি নিজেও 'কামিল' হবেন, অন্যান্যদেরকেও 'কামিল' করবেন। হযরত লুক্বমান (আমাদের নবী ও তাঁর উপর সালাম)- এর 'কামিল' (كامل) হওয়া তো (اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ)' (আমি লুক্বমানকে হিক্বমাত দান করেছি)-তে বর্ণনা করেছেন। আর 'অপরকে কামিল করা' (يَعِظُه وَهُوَ) (এবং সে তাকে উপদেশ দেয়) দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি উপদেশ পুত্রকেই দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, উপদেশ দানের ক্ষেত্রে স্বীয় পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। তিনি উপদেশ দানের আরম্ভ শির্ককে নিষেধ করা দ্বারা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা-১৭: কেননা তাতে ইবাদতের অনুপোযোগীকে ইবাদতের উপযোগীর সমতুল্য স্থির করা হয় এবং ইবাদতকে সেটার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন না করা- এ দুটিই মহা যুলুম।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (١٣)

১৩: এবং স্মরণ করুন। যখন লুক্বমান আপন পুত্রকে বললো এবং সে উপদেশ দিচ্ছিলো (১৬), 'হে আমার বৎস। কাউকেও আল্লাহ এর শরীক করো না, নিশ্চয় শির্ক চরম যুলুম (১৭)।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ (١٤)

১৪: এবং আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে তাকীদ দিয়েছি (১৮)। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে দুর্বলতার উপর দুর্বলতার সহ্য করে (১৯) এবং তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরের মধ্যে। এও যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন মাতা-পিতার (২০), শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট আসতে হবে।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (١٥)

১৫: এবং যদি তারা উভয়ে তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় যেন তুমি আমার সমকক্ষ দাঁড় করাও এমন বস্তুকে যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই (২১), তবে তাদের কথা মান্য করো না (২২) এবং পৃথিবীতে সৎভাবে তাদের সাথে বসবাস করবে (২৩), আর তাঁরই পথে চলো,: যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে (২৪), অতঃপর আমারই প্রতি তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি বলে দেবো যা তোমরা করছিলে (২৫)।

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ

১৬: 'হে আমার বৎস। মন্দ কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা কঙ্করময় ভূমিতে কিংবা আসমানসমূহে অথবা যমীনের

টীকা-১৮: যেন তাঁদের প্রতি অনুগত থাকে এবং তাঁদের সাথে যেন সদ্ব্যবহার করে। (যেমন এ আয়াতেই সামনে ইরশাদ হচ্ছে)।

টীকা-১৯: অর্থাৎ তার দুর্বলতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। যতই গর্ভস্থ শিশু বাড়তে থাকে বোঝাও ততো ভারী হতে থাকে। এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। নারী গর্ভবতী হওয়ার পর দুর্বলতা ও ক্লান্তি এবং বিভিন্ন ধরণের কষ্ট পেতে থাকে। গর্ভ নিজেই দুর্বলতা সৃষ্টি করে। প্রসব-বেদনা হচ্ছে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা। আর প্রসব করা আরো কঠিন। স্তন্যপান করানো এসবকটি অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর।

টীকা-২০: এটা হচ্ছে ঐ তাকীদ, যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নামায কায়েম করেছে সে আল্লাহ 'তাআ'লা এর কৃতজ্ঞতা পালন করেছে। যে ব্যক্তি পঞ্জেগানা নামাযের পর মাতা- পিতার জন্য দু'আ করেছে সে মাতা- পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা পালন করেছে।

টীকা-২১: অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা তো কাউকেও আমার শরীক স্থির করতেই পারো না। কেননা, আমার শরীক থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব, হতেই পারে না। এখন যে কেউ তা বলবে তবে সে অজ্ঞতাবশতই কোন বস্তুকে শরীক দাঁড় করাতে বলবে- এমন যদি মাতা-পিতাও বলে,

টীকা-২২: নাখঈ বলেছেন যে, মাতা-পিতার আনুগত্য করা ওয়াজিব (অপরিহার্য), কিন্তু যদি তারা শির্ক করার নির্দেশ দেন তবে তাদের আনুগত্য করোনা। কেননা, আল্লাহ এর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন মাখলূক (সৃষ্টি)-এর আনুগত্য করা বৈধ নয়।

টীকা-২৩: সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহার এবং উপকার সাধন ও সহনশীলতা সহকারে

টীকা-২৪: অর্থাৎ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ও তাঁর সাহাবীগণের পথে। সেটাকেই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব' বলা হয়।

টীকা-২৫: তোমাদের কর্মফল প্রদান করে। (وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ) থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে 'বিষয়বস্তু'। এটা হযরত লুক্বমান (আমাদের নাবী ও তাঁর উপর সালাম)-এর নয়, বরং তিনি আপন পুত্রকে আল্লাহ তা'আলা এর নি'মাতের শুকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং শির্ক করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার আনুগত্য এবং সেটার যথোপযুক্ত স্থানও ইরশাদ করেন। এরপর আবার হযরত লুক্বমান (আমাদের নাবী ও তাঁর উপর সালাম)-এর উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তিনি আপন সন্তানকে বলেন-

টীকা-২৬: যতই গুপ্ত জায়গা হোক না কেন, আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে গোপন থাকতে পারে না,
টীকা-২৭: ক্বিয়ামত-দিবসে এর হিসাব নিকাশ করবেন।
টীকা-২৮: অর্থাৎ প্রত্যেক ছোট-বড় তাঁর জ্ঞানের আওতায় রয়েছে।
টীকা-২৯: সৎ কাজে নির্দেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদানের কারণে।
টীকা-৩০: সেগুলো করা অপরিহার্য। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নামায, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান এবং নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ এমন ইবাদত, যেগুলো পালনের জন্য সকল উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

মধ্যে- যেখানেই থাকুক না কেন (২৬), আল্লাহ সেটা উপস্থিত করবেন (২৭)। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞাত, অবহিত (২৮)।

১৭: হে আমার বৎস! নামায কায়েম রাখো এবং সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করো এবং যে বিপদাপদ তোমার উপর আপতিত হয় (২৯) সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় এগুলো সাহসিকতার কাজ (৩০)।

১৮: অন্য কারো সাথে কথা বলার মধ্যে (৩১) আপন মুখমণ্ডল বক্র করো না (৩২) পৃথিবীতে অহংকার করে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত, অহংকারীকে।

১৯: এবং মধ্যম চলনে বিচরণ করো (৩৩) আর আপন কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু করো (৩৪)। নিশ্চয় সমস্ত স্বরের মধ্যে অপ্রীতিকর স্বর হচ্ছে গর্ধভের (৩৫)।

২০: তোমরা কি দেখোনি যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য কাজে নিয়োজিত করেছেন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (৩৬) এবং তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় দিয়েছেন আপন অনুগ্রহসমূহ, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (৩৭)। এবং কোন কোন মানুষ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করে এমনিই যে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে বিবেক,

يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (١٦)

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (١٧)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (١٨)

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (١٩)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى

টীকা-৩১: অহংকারের সূত্রে।
টীকা-৩২: অর্থাৎ মানুষ যখন কথা বলে। তখন তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেয়ার মতো অহংকারী লোকদের পন্থা অবলম্বন করো না। নম্রতার সাথে ধনী লোকদের সম্মুখীন হও।
টীকা-৩৩: না খুব দ্রুতবেগে, না খুব অলসভাবে, কারণ এ উভয় পন্থাই মন্দ। একটার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়, অপরটার মধ্যে ছেলেমী।
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, খুব দ্রুত বেগে চললে মু'মিনের সম্মান লোপ পায়।
টীকা-৩৪: অর্থাৎ শোরগোল ও চিৎকার করা থেকে বিরত থাকো।
টীকা-৩৫: উদ্দেশ্য এই যে, শোরগোল করা ও কণ্ঠস্বর উচু করা মাকরূহ' ও অপছন্দনীয় কাজ এবং এতে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। গাধার স্বর উচু হওয়া সত্ত্বেও তা অপছন্দনীয় ও ভীতিপ্রদ। নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নম্রস্বরে কথা বলা পছন্দ করতেন। কঠোর স্বরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন।
টীকা-৩৬: আসমানগুলোর মধ্যে। যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি যেগুলো দ্বারা তোমরা উপকৃত হও এবং পৃথিবীতে সমুদ্র, নহর, খনি পাহাড়, গাছপালা, ফলমূল ও চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদি, যেগুলো দ্বারা তোমরা উপকৃত হও।
টীকা-৩৭: প্রকাশ্য নি'মাত বা অনুগ্রহসমূহ হচ্ছে- শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা, প্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সুন্দর আকৃতি ও গড়ন ইত্যাদি। আর অপ্রকাশ্য নি'মাতসমূহ হচ্ছে জ্ঞান, পরিচিতি, অতিরিক্ত নৈপুণ্য ইত্যাদি।
হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- প্রকাশ্য নি'মাত তো ইসলাম ও কুর'আন আর অপ্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে- 'তোমাদের পাপাচারসমূহের উপর আড়াল সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের গোপনবস্থার কথা ফাঁস করে দেননি ও শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন নি।'
কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, প্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে- শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা ও সুন্দর গড়ন। আর অপ্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে- আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস। এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, প্রকাশ্য অনুগ্রহ হচ্ছে- রিযিক্ব বা জীবিকা আর অপ্রকাশ্য (অনুগ্রহ হচ্ছে) 'সুন্দর চরিত্র'।
অপর এক অভিমত অনুসারে, 'প্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে- শারীয়া'তের বিধানাবলী সহজ হওয়া আর অপ্রকাশ্য নিয়ামত হচ্ছে- 'শাফাআ'ত'

আরেক অভিমত অনুযায়ী-অনুযায়ী ‘প্রকাশ্যে নি’মাত হচ্ছে- ইসলামের বিজয় ও শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া, আর অপ্রকাশ্য নি’মাত হচ্ছে- ‘সাহায্যার্থে ফিরিশতাদের আগমন’।
অন্য এক অভিমত হচ্ছে- ‘প্রকাশ্য নি’মাত হলো- ‘রসূলের অনুসরণ’ আর ‘অপ্রকাশ্য নি’মাত’ ‘তাঁর ভালোবাসা’। (আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ ও ভালোবাসা দান করুন)

না কোন সমুজ্জ্বল কিতাব (৩৮)।

২১: এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘সেটারই অনুসরণ করো, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেন।’ তখন বলে, ‘বরং আমরাতো সেটারই অনুসরণ করবো, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি (৩৯)।’ তবে কি যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখের শাস্তির দিকে আহবান করে থাকে, তবুও (৪০)?

২২: এবং যে কেউ আপন মুখমণ্ডলকে। আল্লাহ এর দিকে অবনত করে দেয় (৪১) এবং হয় সৎকর্মপরায়ণ, তবে সে নিশ্চয় এক মজবুত গ্রন্থি দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং আল্লাহ এরই দিকে হচ্ছে সব কাজের শেষ পরিণতি।

২৩: এবং যে কেউ কুফর করে, তবে আপনি (৪২) তার কুফরের কারণে দুঃখিত হবেন না। তাদেরকে আমারই দিকে ফিরে যেতে হবে, অতঃপর আমি তাদেরকে বলে দেবো যা তারা (৪৩)। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর সমূহের কথা জানেন।

২৪: আমি তাদেরকে কিছু ভোগ করতে দেবো (৪৪) অতঃপর তাদেরকে অসহায় করে কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যাবো (৪৫)।

২৫: এবং আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন?’ তবে অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ আপনি বলুন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য (৪৬)।’ বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক জানেনা।

২৬: আল্লাহ এর যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে রয়েছে (৪৭)। নিশ্চয় আল্লাহই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

২৭: এবং যদি পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই কলম হয়ে যায় আর সমুদ্র তার কালি হয়, এরপর আরো সাতটি সমুদ্র (৪৮), তবুও আল্লাহ এর বাণীসমূহ নিঃশেষ হবে না (৪৯)। নিশ্চয় আল্লাহ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ (٢٠)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ
قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ
اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ (٢١)

وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَ هُوَ
مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰى ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ (٢٢)

وَ مَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا
مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٢٣)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ
غَلِيْظٍ (٢٤)

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٢٥)

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِيْدُ (٢٦)

وَ لَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ
وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا
نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ (٢٧)

টীকা-৩৮: সুতরাং যে-ই বলুক না কেন, তা হবে অজ্ঞতা ও মুর্খতা। আল্লাহ এর শানে এ ধরণের দুঃসাহসিকতা দেখানো ও মুখ খোলা অযথা ও ভ্রান্তিই।
শানে নুযুলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে হারিস ও উবাই ইবনে খালাফ প্রমূখ কাফিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জ্ঞানশূন্য ও অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে আল্লাহ তা’আলা এর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করতো।

টীকা-৩৯: অর্থাৎ আমাদের বাপ-দাদার প্রচলিত রীতির উপরই থাকবো। এর জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা ইরশাদ করছেন।

টীকা-৪০: তবুও কি তারা আপন পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করতে থাকবে?

টীকা-৪১: দ্বীন একমাত্র তাঁরই জন্য গ্রহণ করে, তাঁরই ইবাদতে মশগুল হয়, আপন কার্যাদি তাঁরই প্রতি সোপর্দ করে, তাঁরই উপর নির্ভর করে।

টীকা-৪২: হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেবো।

টীকা-৪৪: অর্থাৎ স্বল্প অবকাশ দেবো। যাতে তারা দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে।

টীকা-৪৫: আখিরাতে। আর তা হচ্ছে দোযখের শাস্তি, যা থেকে তারা মুক্তি পাবে না।

টীকা-৪৬: এটা তাদের স্বীকারোক্তির উপর তাদেরকে জব্দ করা। অর্থাৎ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি আল্লাহ- একক, শরীকহীন। সুতরাং এটাই আবশ্যক হলো যে, তাঁরই প্রশংসা করা হোক, তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক এবং তিনি ব্যতীত যেন অন্য কারো ইবাদত করা না হয়।

টীকা-৪৭: সবই তাঁর মালিকানাধীন, সৃষ্ট ও বান্দা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই।

টীকা-৪৮: এবং সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তা’আলা এর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং ঐ সমস্ত বৃক্ষ কলম হয় এবং ঐসব সমুদ্রের কালি শেষ হয়ে যায়,

টীকা-৪৯: কেননা, আল্লাহ এর জ্ঞাত বিষয়াদি

অপরিসীম।

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) হিজরত মাদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আননয়ন করলেন তখন ইহুদী আলিম ও ধর্মীয় পণ্ডিতগণ তাঁর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, "আমরা শুনেছি যে, আপনি বলেন- (وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا)- (এই তোমাদেরকে স্বল্প জ্ঞানই দেয়া হয়েছে ।) সুতরাং এটা দ্বারা আপনি কি আমাদেরকেই বুঝিয়েছেন, না শুধু আপনার নিজ সম্প্রদায়কেই?" ইরশাদ ফরমান, "সবাইকে।" তারা বললো, "আপনার কিতাবে কি এ কথা নেই যে, আমাদেরকে তাওরীত দেয়া হয়েছে? তাতে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানও আল্লাহর জ্ঞানের সামনে স্বল্পই। আর তোমাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা এতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন যে, সেটুকু অনুযায়ী কাজ করলে তোমরা উপকার পাবে।" তারা বললো, "আপনি কিরূপ ধারণা করেন? আপনার বাণী তো এই যে, যাকে হিক্বমাত দেয়া হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বল্প জ্ঞান ও অধিক মঙ্গল কিভাবে একত্রিত হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এতদভিত্তিতে এ আয়াতটি 'মাদানী' হবে।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ
وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ (۲۸)

২৮: তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা ও ক্বিয়ামতে উঠানো তেমনি, যেমন একটি প্রাণকে (৫০)। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন, দেখেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ
يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ ۫ كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ
اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (۲۹)

২৯: ওহে শ্রোতা! তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ রাতকে আনয়ন করেন দিনের অংশে এবং দিনকে করেন রাতের অংশে (৫১) এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন (৫২)? প্রত্যেকটি এককেটি নির্ধারিত মেয়াদ-কাল পর্যন্ত বিচরণ করে (৫৩)। এবং এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (۳۰)

৩০: এটা এ জন্য যে, আল্লাহই সত্য (৫৪) এবং তিনি ব্যতীত যাদের তারা পূজা করছে সবই বাতিল (৫৫) এবং এ জন্য যে, আল্লাহই উচ্চ মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী।

রুকূ'-৪

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (۳۱)

৩১: তুমি কি দেখোনি যে, নৌযান সমুদ্রে বিচরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহে (৫৬), যাতে তিনি তোমাদেরকে আপন (৫৭) কিছু নিদর্শন দেখান? নিশ্চয় তাতে নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক বড় ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য (৫৮)।

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ۬ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى
الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ
بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ (۳۲)

৩২: এবং যখন তাদের উপর (৫৯) এসে পড়ে কোন ঢেউ পর্বতমালার মতো, তখন আল্লাহকে ডাকে শুধু তাঁরই উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে (৬০)। অতঃপর যখন তাদেরকে স্থলের দিকে রক্ষা করে নিয়ে আসেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরল পথে থাকে (৬১)। আর আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করবে না কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই।

এক অভিমত এও রয়েছে যে, ইহুদীগণ কুরাঈশদেরকে বলেছিলো, "মক্কায় গিয়ে রাসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাথে এভাবে কথা বলবে ।" অপর এক অভিমত এ যে, মুশরিকগণ বলেছিলো, "কুরআন ও যা কিছু মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) নিয়ে আসেন এসব অনতিবিলম্বে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন কিচ্ছাই খতম।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

টীকা-৫০: আল্লাহ এর জন্য কিছুই কঠিন নয়। তাঁর ক্ষমতা এ যে, একটি মাত্র (كُنْ) ('কুন' বা 'হয়ে যা') শব্দ দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেন।

টীকা-টীকা-৫১: অর্থাৎ একটি হ্রাস করে অপরটি বৃদ্ধি করেন এবং যেই সময়টুকু একটা থেকে হ্রাস করেন তা অপরটার মধ্যে বৃদ্ধি করে দেন।

টীকা-৫২: বান্দাদের উপকারের জন্য।

টীকা-৫৩: অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অথবা নিজ নিজ নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত- সূর্য বৎসরের শেষ ভাগ পর্যন্ত এবং চন্দ্র মাসের শেষাংশ পর্যন্ত।

টীকা-৫৪: তিনিই উল্লেখিত বস্তুসমূহের উপর ক্ষমতাশীল। সুতরাং তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-৫৫: ধ্বংসশীল, সেগুলোর মধ্যে কোনটাই ইবাদতের উপযোগী হতে পারে না।

টীকা-৫৬: তাঁর করুণা ও তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা

টীকা-৫৭: ক্ষমতার আশ্চর্যজনক বিষয়াদির

টীকা-৫৮: যে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এর নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ধৈর্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- এ দুটি মু'মিনেরই বৈশিষ্ট্য।

টীকা-৫৯: অর্থাৎ কাফিরদের উপর।

টীকা-৬০: এবং তাঁর সম্মুখে বিনীত কণ্ঠে কান্নাকাটি করে এবং তাঁরই নিকট প্রার্থনা ও ঝাঞ্ঝা করে। তখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর কথা ভুলে যায়।

টীকা-৬১: আপন ঈমান ও নিষ্ঠার উপর স্থির থাকে, কুফরের প্রতি ফিরে যায় না।

শানে নুযূলঃ কথিত আছে যে, এ আয়াত ইকরামা ইবনে আবু জাহলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে বৎসর মক্কা মুকাররমাহ বিজিত হয়েছিলো, তখন তারা (সমুদ্রের দিকে পলায়ন করেছিলো। সেখানে প্রতিকূল বাতাস তাদেরকে পেয়ে বসলো এবং তারা মহা বিপদের সম্মুখীন হলো, তখন ইকরামা বললেন, "যদি আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তবে আমি অবশ্যই বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দরবারে হাযির হয়ে তাঁর পবিত্র হাতে আমার হাত দিয়ে দেবো। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করবো।" আল্লাহ তা'আলা দয়া করলেন। বাতাস বন্ধ হয়ে গেলো। অতঃপর ইকরামা মক্কা মুকাররামার দিকে এসে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি অতি নিষ্ঠাবান হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলো, যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি। তাদের সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৬২: অর্থাৎ, হে মক্কাবাসীগণ।

টীকা-৬৩: ক্বিয়ামত-দিবসে প্রত্যেক মানুষ 'নাফসী, নাফসী' বলতে থাকবে। আর পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার উপকার করতে পারবে না। না কাফিরদেকে তাদের মুসলিম সন্তানগণ কোন উপকার করতে পারবে, না মুসলমান মাতা-পিতা কাফির সন্তানদেরকে (রক্ষা করতে পারবে)।

টীকা-৬৪: এমন দিন অবশ্যই আসবে এবং পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও কর্মফল প্রদানের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।

টীকা-৬৫: যার সমস্ত নি'মাত ও স্বাদ ধ্বংসশীল। সুতরাং সেগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে যেন ঈমানের নি'মাত থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাও।

টীকা-৬৬: অর্থাৎ শয়তান দূর-দূরান্তের আশা-আকাঙ্খায় ফেলে যেন বিদপসমূহের শিকার করিয়ে না বসে।

টীকা-৬৭: শানে নুযূলঃ এ আয়াত হারিস ইবনে 'আমরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে নাবী করীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো। আর বলেছিলো "আমি ক্ষেতে ফসল বপন করেছি। বলুন, বৃষ্টি কবে বর্ষিত হবে? আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। আমাকে বলে দিন যে, তার গর্ভে কি আছে- পুত্র, না কন্যা? এ কথা তো আমার জানা আছে যে, আমি গতকাল কি করেছি।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٙ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ (٣٣)

৩৩: হে লোকেরা (৬২)! আপন প্রতিপালককে ভয় করো এবং ঐ দিনকে ভয় করো, যেদিন কোন পিতা আপন সন্তানের উপকারে আসবে না এবং না কোন উপযুক্ত সন্তান তার পিতার কোন উপকারে আসবে (৬৩)। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুত সত্য (৬৪)। সুতরাং তোমাকে যেন প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন (৬৫)। এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর সহনশীলতার সুবাদে প্রবঞ্চিত না করে ঐ বড় প্রবঞ্চক (৬৬)।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (٣٤)

৩৪: নিশ্চয় আল্লাহ এর নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান (৬৭) এবং বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে, আর কোন আত্মা জানেনা যে, কাল কি উপার্জন করবে এবং কোন আত্মা জানেনা যে, কোন ভূ-খন্ডে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, সব বিষয়ে খবরদাতা (৬৮)।

এ কথা আমাকে বলে দিন যে, আমি আগামীকাল কি করবো? একথাও জানি যে, আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছি। এ কথা বলুন যে, আমি কোথায় মরবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬৮: যাকে ইচ্ছা করেন, আপন ওলীগণ ও আপন প্রিয় বান্দাদের মধ্য থেকে তাদেরকে উক্তসব বিষয়ে অবহিত করেন।

এ আয়াতে যে পাঁচ বিষয়ের জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য শুধু আল্লাহ তা'আলা এর সাথেই সম্পৃক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে 'সূরা জিন'-এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে - (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ) (অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং তিনি আপন অদৃশ্য বিষয়াদিকে প্রকাশ করেন না, কিন্তু তাঁরই নিকট, যাকে তিনি রসূল থেকে মনোনীত করেন।) মোটকথা এ যে, আল্লাহ তা'আলা এর পক্ষ থেকে অবহিত করা ব্যতীত উক্তসব বস্তুর জ্ঞান অন্য কারো নিকট নেই। আর আল্লাহ তা'আলা আপন প্রিয় বান্দাদের মধ্যে যাঁকে চান তা বলে দেন। বস্তুতঃ তাঁর মনোনীত রসূলগণকে অবহিত করার খবর খোদ তিনিই 'সূরা-ই-জিন' এর মধ্যে দিয়েছেন।

সারকথা এ যে, অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা এর সাথে খাস এবং নাবী ও ওলীগণকে অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা এর শিক্ষাদানের মাধ্যমে যথাক্রমে, মু'জিযা ও কারামত সূত্রে দান করা হয়। এটা উক্ত 'খাস-হওয়ার' পরিপন্থী নয় এবং বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস এর প্রমাণ বহন করে।

বৃষ্টি বর্ষণের সময়, মাতৃগর্ভে কি আছে, আগামী কাল কি করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে- এসব বিষয়ের খবর বহুলাংশে নাবী ও ওলীগণ দিয়েছেন এবং তা কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে ফিরিশতারা হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্ম লাভ করার, হযরত যাকারিয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) কে হযরত ইয়াহয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্মলাভ করার এবং হযরত মারয়ামকে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্মলাভ করার খবর দিয়েছেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, ঐ ফিরিশতাগণও পূর্ব থেকে জানতেন যে, ঐসব মাতৃগর্ভে কি রয়েছে এবং ঐসব হযরতও জানেন, যাদেরকে ফিরিশতাগণ অবহিত করেছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সবের জ্ঞান কুরআন কারীম থেকে প্রমাণিত। সুতরাং আয়াতের অর্থ নিঃসন্দেহে এ যে, 'আল্লাহ

তাআ'লা এর পক্ষ থেকে অবহিত করা ব্যতীত কেউ জানেনা।' এর এ অর্থ নেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেও কেউ জানেনা'- নিছক বাতিল এবং শত শত আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থি। (খাযিন, বায়দাভী, আহমাদী ও রূহুল বয়ান ইত্যাদি।) *

টীকা-১: 'সূরা সাজদাহ' মাক্কী, তিনটি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো (فَمَنۡ کَانَ مُؤۡمِنًا) থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় ত্রিশটি আয়াত, তিনশ আশিটি পদ এবং এক হাজার পাঁচশ আঠারটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ কুরআন কারীমকে, মু'জিযারূপে। এভাবে যে, সেটার মতো একটা সূরা কিংবা ছোট্ট একটি বাক্য রচনা করতে সমস্ত আরবি সাহিত্য বিশারদ ও পণ্ডিত অক্ষমই থেকে গেলো।

টীকা-৩: অর্থাৎ মুশরিকগণ যে, এ পবিত্র কিতাব ,

টীকা-৪: অর্থাৎ নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর?

টীকা-৫: 'এমন লোকগণ দ্বারা 'ফাৎরাত- যুগের' লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। ঐ সময়টা ছিলো হযরত ঈসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর পর থেকে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবীরূপে প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে আল্লাহ তা'আলা এর পক্ষ থেকে কোন রসূল আগমন করেননি।

টীকা-৬: যেমনই 'ইস্তিওয়া' (সমাসীন হওয়া) তাঁর জন্য শোভা পায় ।

টীকা-৭: অর্থাৎ হে কাফিরদের দল। তোমরা আল্লাহ তা'আলা এর সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন না করলে এবং ঈমান না আনলে, না তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে, না কোন সুপারিশকারী, যে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে।

টীকা-৮: অর্থাৎ দুনিয়ার, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যে সব কাজ সম্পাদিত হবে সব কাজের, তাঁরই হুকুম ও নির্দেশ এবং স্বীয় ফয়সালা দ্বারা

টীকা-৯: নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা, দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর

টীকা-১০: অর্থাৎ দুনিয়ার দিনগুলোর হিসেবে। আর ঐ দিন হচ্ছে 'ক্বিয়ামত- দিবস'। ক্বিয়ামত- দিবসের দীর্ঘতা কোন কোন কাফিরের জন্য হাজার বছরের সমান হবে। কারো কারো জন্য পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যেমন 'সূরা মা'আরিজ'-এ ইরশাদ হয়েছে- (تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَالرُّوۡحُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ کَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِیۡنَ اَلۡفَ سَنَۃٍ) অর্থাৎ- "ফিরিশতাগণ, বিশেষ করে জীব্রাঈল তাঁর দিকে আরোহণ করবে এমন এক ভয়ানক দিনের মধ্যে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। আর মু'মিনের জন্য ঐ দিবসটা একটা ফরয নামাযের সময় অপেক্ষাও হালকা হবে, যা সে দুনিয়ায় পড়তো। যেমন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে।

টীকা-১১: মহামহিম স্রষ্টা, কর্ম ব্যবস্থাপক

সূরা সাজদাহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা সাজদাহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)	আয়াত-৩০, রুকূ'-৩

الٓمّٓ ﴿۱﴾

১: আলিফ লা-ম মী-ম।

تَنۡزِیۡلُ الۡکِتٰبِ لَا رَیۡبَ فِیۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲﴾

২: কিতাব অবতীর্ণ করা (২) নিশ্চয় বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট থেকেই।

اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ۚ بَلۡ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکَ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اَتٰىهُمۡ مِّنۡ نَّذِیۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِکَ لَعَلَّهُمۡ یَهۡتَدُوۡنَ ﴿۳﴾

৩: তারা কি বলে (৩), 'তাঁরই রচিত (৪)?" (তা নয়), বরং সেটাই সত্য - আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যেন আপনি সতর্ক করেন এমন সব লোককে, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি (৫), এ আশায় যে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত হবে।

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ مَا لَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیۡعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَکَّرُوۡنَ ﴿۴﴾

৪: আল্লাহ হন, যিনি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মাঝখানে রয়েছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপরে 'ইস্তিওয়া' ফরমায়েছেন (৬)। তাঁকে ছেড়ে তোমাদের না আছে কোন সাহায্যকারী এবং না আছে কোন সুপারিশকারী (৭)। তবে কি তোমরা ধ্যান করছো না?

یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الۡاَرۡضِ ثُمَّ یَعۡرُجُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ کَانَ مِقۡدَارُهٗۤ اَلۡفَ سَنَۃٍ مِّمَّا تَعُدُّوۡنَ ﴿۵﴾

৫: কাজের ব্যবস্থাপনা করেন আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত (৮), অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (৯) ঐ দিন, যার পরিমাণ হাজার বছর তোমাদের হিসেবে (১০)।

ذٰلِکَ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَۃِ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ﴿۶﴾

৬: এ (১১)-ই হন প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, সম্মান ও করুণাময়।

الَّذِیۡۤ اَحۡسَنَ کُلَّ شَیۡءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ

৭: তিনিই, যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন (১২) এবং মানব

টীকা-১২: 'হিক্বমাত' বা প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন । প্রত্যেক প্রাণীকে ঐ আকৃতি দিয়েছেন, যা সেটার জন্য উত্তম হয়। আর তাকে এমন

সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, যেগুলো তার জীবিকা উপার্জনের জন্য যথোপযুক্ত

টীকা-১৩: হযরত আদম (عَلَیۡهِ السَّلَام) কে তা থেকে সৃষ্টি করে

টীকা-১৪: অর্থাৎ বীর্য থেকে

টীকা-১৫: এবং সেটাকে অনুভূতিহীন ও প্রাণহীন থাকার পর অনুভূতি সম্পন্ন ও প্রাণসম্পন্ন করেছেন

টীকা-১৬: যাতে তোমরা শোনো, দেখো ও অনুধাবন করতে পারো।

জাতির সৃষ্টির সূচনা মাটি থেকে করেছেন (১৩)।	خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ﴿۷﴾
৮: অতঃপর তার বংশ সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে (১৪)।	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ﴿۸﴾
৯: অতঃপর সেটাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে তাঁর নিকট থেকে রূহ ফুঁকেছেন (১৫) এবং তোমাদেরকে কান ও চক্ষুসমূহ এবং অন্ত র দান করেছেন (১৬)। কতই অল্প কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।	ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۹﴾
১০: এবং বললো (১৭), 'আমরা যখন মিশে যাবো (১৮) তবুও কি আমরা নতুন করে সৃষ্ট হবো?' বরং তারা আপন প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে (১৯)।	وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِی الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ؕ۬ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۰﴾
১১: আপনি বলুন, 'তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফিরিশতা, যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে (২০)। অতঃপর আপন প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে (২১)।	قُلْ یَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱﴾
১২: এবং কখনো আপনি দেখবেন, যখন অপরাধী (২২) আপন প্রতিপালকের নিকট মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে থাকবে (২৩), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখেছি (২৪) এবং শুনেছি (২৫), আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করো, যাতে আমরা সৎ কাজ করি, আমাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে (২৬)।'	وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿۱۲﴾
১৩: এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেটার প্রতি পথ দেখাতাম (২৭), কিন্তু আমার বাণী অবধারিত হয়ে গেছে যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে ভর্তি করবো	وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَیْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّیْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ

টীকা-১৭: পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীগণ,

টীকা-১৮: এবং মাটি হয়ে যাবো এবং আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ মাটিতে একেবারে বিলীন হয়ে যাবে,

টীকা-১৯: অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবার বিষয়কে অস্বীকার করে। তারা এমন চরমে পৌঁছেছিলো যে, শেষ পরিণতির সমস্ত বিষয়কে অস্বীকার করে বসে, এমনকি প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকেও।

টীকা-২০: ঐ ফিরিশতার নাম আযরাঈল (عَلَیۡهِ السَّلَام) এবং তিনি আল্লাহ তা'আলা এর তরফ থেকে রূহসমূহ হনন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি আপন দায়িত্ব পালনে কোনরূপ অলসতা করেন না। যার মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই তার রূহ হনন করে নেন। বর্ণিত আছে যে, 'মালাকুল মাওত' বা মৃত্যুর ফিরিশতার জন্য এই পৃথিবীকে হাতের তালুর মতো ছোট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাখলূকের রূহসমূহ বিনা কষ্টেই হনন করে নেন। আর রহমত ও আযাবের বহু ফিরিশতা তাঁর অধীনে নিয়োজিত রয়েছেন।

টীকা-২১: এবং হিসাব-নিকাশের জন্য জীবিত করে তোমাদেরকে উঠানো হবে।

টীকা-২২: অর্থাৎ কাফির ও মুশরিক (অংশীবাদী)গণ

টীকা-২৩: আপন কার্যাদির জন্য লজ্জিত হয়ে, আর আরয করতে থাকবে,

টীকা-২৪: মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া এবং তোমার প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকির সত্যতা, যেগুলো আমরা দুনিয়ার মধ্যে অবিশ্বাস করতাম।

টীকা-২৫: তোমার নিকট, তোমার রসূলগণের সত্যবাদিতা। সুতরাং এখন দুনিয়ায়,

টীকা-২৬: এবং এখন আমরা ঈমান এনেছি।' কিন্তু ঐ সময়ের ঈমান আনা তাদের কোন উপকারে আসবেনা

টীকা ২৭: এবং তার জন্য সেটাকে এতই সহজ-সরল করতাম যে, যদি সে সেটা অবলম্বন করতো তবে সঠিক পথের দিশা পেতো, কিন্তু আমি তেমন করিনি। কেননা, আমি কাফিরদের সম্পর্কে জানতাম যে, তারা কুফরকেই অবলম্বন করবে।

টীকা-২৮: যারা কুফর অবলম্বন করেছে। আর যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন জাহান্নামের দারোগা তাদেরকে বলবে-
টীকা-২৯: এবং পৃথিবীতে ঈমান আনোনি।
টীকা-৩০: শাস্তির মধ্যে। এখন তোমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হবে না।
টীকা-৩১: বিনয় ও বিনম্র হৃদয়ে এবং ইসলামের নি'মাতের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে।
টীকা-৩২: অর্থাৎ আরামের নিদ্রার বিছানাসমূহ থেকে উঠে যায় এবং আপন সুখ-শান্তি বর্জন করে
টীকা-৩৩: অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে। এটা 'তাহাজ্জুদ নামায' সম্পন্নকারীদের অবস্থার বিবরণ।

শানে নুযূলঃ হযরত আনাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "এ আয়াতটি আমরা, আনসারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু,আমরা মাগরিবের নামায আদায় করে আমাদের বাসস্থানগুলোর দিকে আসতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাথে ইশার নামায সম্পন্ন করে নিতাম না।"
টীকা-৩৪: যা দ্বারা তারা শান্তি পাবে এবং তাদের নয়ন জুড়াবে।
টীকা-৩৫: অর্থাৎ ঐসব ইবাদত- বন্দেগীর, যেগুলো তারা দুনিয়ায় সম্পন্ন করেছে।
টীকা-৩৬: অর্থাৎ কাফির।

শান নুযূলঃ হযরত আলী মুরতাদা (كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمُ)-এর সাথে ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবী মু'ঈত কোন বিষয়ে তর্ক করছিলো। কথোপকথনের মধ্যখানে এক পর্যায়ে সে বললো, "চুপ থাকো। তুমি ছেলে মানুষ। আমি বৃদ্ধলোক, আমি খুব ধৃষ্টলোক হই। আমার বর্শার ফলা তোমার চাইতে অধিক ধারাল। আমি তোমার চেয়ে অধিক সাহসী। আমার দলও খুব ভারী।" হযরত আলী মুরতাদা (كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمُ) বললেন, "চুপ কর। তুই ফাসিক্ব।" উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "যেসব কথার উপর তুই গর্ব করছিস, মানুষের জন্য সেগুলোর কোনটাই প্রশংসাযোগ্য নয়। ইনসানের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়ার মধ্যে। যে ঐ সম্পদ অর্জন করতে পারেনি সে চূড়ান্ত পর্যায়ের হীন লোক। কাফির মু'মিনের সমমর্যাদার হতে পারে না। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা হযরত আলী মুরতাদা (كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمُ)-এর সমর্থনে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।
টীকা-৩৭: অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে "জান্নাতুল মা'ওয়া'য় মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আতিথ্য করা হবে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (۱۳) فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۱۴)

ঐসব জিন ও মানব- উভয় দ্বারা (২৮)।
১৪: 'এখন স্বাদ গ্রহণ করো এরই পরিণামে যে, তোমরা তোমাদের এ দিনের উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হয়েছিলে (২৯)। আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি (৩০), এখন স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো- নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল।'

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (۱۵)

১৫: আমার আয়াতসমূহের উপর কেবল তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে যখনই সেগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সাজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে (৩১) এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (۱۶)

১৬: তাদের পার্শ্বদেশগুলো পৃথক থাকে শয্যাসমূহ থেকে (৩২) এবং আপন প্রতিপালককে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে (৩৩) এবং আমার প্রদত্ত থেকে কিছু দান-খয়রাত করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۷)

১৭: সুতরাং কোন ব্যক্তির জানা নেই যে নয়নাভিরাম তাদের জন্য লুক্কায়িত রাখা হয়েছে (৩৪) পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মের (৩৫)।

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ (۱۸)

১৮: তবে কি যে ঈমানদার সে তারই মতো হয়ে যাবে, যে নির্দেশ অমান্যকারী (৩৬)? এরা সমান নয়।

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۹)

১৯: যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য বসবাস করার বাগান রয়েছে, তাদের কৃতকর্মসমূহের বিনিময়ে আপ্যায়নরূপে (৩৭)।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا

২০: রইল সমস্ত লোক, যারা নির্দেশ অমান্যকারী (৩৮), তাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

টীকা-৩৮: অবাধ্য কাফির

টীকা-৩৯: পৃথিবীতেই হত্যা ও গ্রেফতারী, দুর্ভিক্ষ ও রোগ-ব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত করে। সুতরাং অনুরূপই সংঘটিত হয়েছে। হুযূরের হিজরতের পূর্বে ক্বোরাঈশগণ রোগ-ব্যাধি ও বিভিন্ন বিপদে আক্রান্ত হয় এবং হিজরতের পর বদরের যুদ্ধে বহু লোক নিহত হয়েছে ও বহু লোক গ্রেফতার হয়েছে। দীর্ঘ সাত বছর দুর্ভিক্ষের এমন কঠিন বিপদে মশগুল হয়েছিলো যে, হাড়সমূহ এবং মৃত ও কুকুরের মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো।

টীকা-৪০: অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তির পূর্বে

টীকা-৪১: এবং নিদর্শনাদিতে চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং সেগুলোর সুস্পষ্টতা ও পথ প্রদর্শন থেকে উপকার গ্রহণ করেনি এবং ঈমান এনে ধন্য হয়নি।

وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ (٢٠)

আর তাদেরকে বলা হবে, 'আস্বাদন করো ঐ আগুনের শাস্তি, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।'

وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٢١)

২১: এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে আস্বাদন করাবো কিছু নিকটস্থ শাস্তি (৩৯) ঐ মহাশাস্তির পূর্বে (৪০) যেটার প্রত্যক্ষকারী আশা করবে যে, এখনই ফিরে আসবে।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ (٢٢)

২২: এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালিম কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (৪১)? নিশ্চয়, আমি অপরাধীদের থেকে বদলা নিয়ে থাকি।

রুকূ'-৩

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ (٢٣)

২৩: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব (৪২) দান করেছি, সুতরাং আপনি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না (৪৩)। এবং আমি তাকে (৪৪) বনী ইস্রাঈলের জন্য 'পথ-নির্দেশনা' করেছি।

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ۟ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ (٢٤)

২৪: এবং আমি তাদের মধ্য থেকে (৪৫) কিছু সংখ্যক ইমাম করেছি, যারা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করতো (৪৬) যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেলো (৪৭)। এবং তারা আমার আয়াত-সমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করতো।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (٢٥)

২৫: নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন (৪৮) ক্বিয়ামতের দিন যেসব বিষয়ে তারা বিরোধ করতো (৪৯)।

اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ (٢٦)

২৬: এবং তাদের (৫০) কি এতেও হিদায়ত হলো না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানব গোষ্ঠীকে (৫১) ধ্বংস করেছি, আজ যাদের বাসস্থানগুলোতে এরা বিচরণ করছে (৫২)? নিশ্চয় নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে। তবে কি তারা শুনছেনা (৫৩)?

টীকা-৪২: অর্থাৎ তাওরীত ,

টীকা-৪৩: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কিতাব লাভের মধ্যে, অথবা এ অর্থ যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে পাওয়া ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না। অতএব, মি'রাজ রাত্রিতে হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم) এর হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। যেমন হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৪৪: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অথবা তাওরীতকে।

টীকা-৪৫: অর্থাৎ বানী-ইসাঈল থেকে।

টীকা-৪৬: লোকদেরকে, আল্লাহ এর আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ পালন আল্লাহ তা'আলা এর দ্বীন ও তাঁর শরীয়াতের অনুসরণ এবং তাওরীতের বিধানাবলী পালন করার প্রতি। আর এ 'ইমামগণ' হলেন বনী-ইস্রাঈলের নাবীগণ অথবা নাবীগণের অনুসারীগণ।

টীকা-৪৭: আপন দ্বীনের উপর এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে আগত বিপদাপদের উপর

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে- ধৈর্যের ফল 'ইমামত ও নেতৃত্ব লাভ করা'

টীকা-৪৮: অর্থাৎ নাবীগণের মধ্যে অথবা তাদের উম্মতগণের মধ্যে অথবা মু'মিনগণ ও মুশরিকগণের মধ্যে

টীকা-৪৯: ধর্মীয় বিষয়াদি থেকে এবং হক ও বাতিল (সত্য ও মিথ্যা)- পন্থীদেরকে পৃথক পৃথক করে আলাদা করে দেবেন

টীকা-৫০: অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে

টীকা-৫১: কতগুলো উম্মতকে। যেমন- 'আদ, সামূদ ও লূত সম্প্রদায়।'

টীকা-৫২: অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ, যখন ব্যবসার পরম্পরায় সিরিয়া সফর করে, তখন উক্তসব লোকের বাসস্থান ও শহরসমূহ অতিক্রম করে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়।

টীকা-৫৩: যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সৎপথ অবলম্বন করে।
টীকা-৫৪: যাতে গাছপালা ও তৃণলতার নামগন্ধও নেই।
টীকা-৫৫: চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ (আহার করে) ভূসি এবং নিজেরা শস্য।
টীকা-৫৬: যেন তারা এটা দেখে আল্লাহ্ তা'আলা এর পূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করে এবং অনুধাবন করে যে, যে সত্য সর্বশক্তিমান সত্তা শুষ্ক ভূমি থেকে ক্ষেতের শস্য উদগত করতে সক্ষম, মৃতকে জীবিত করা তার ক্ষমতা বহির্ভুত হবে কেন?
টীকা-৫৭: মুসলমানগণ বলতেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন এবং বাধ্য ও অবাধ্যদেরকে তাদের কর্মানুসারে প্রতিদান দেবেন।" এতে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "আমাদের উপর দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন এবং কাফির-মুশরিকদেরকে শাস্তিতে লিপ্ত করবেন।" এর জবাবে কাফিরগণ ঠাট্টা-বিদ্রুপ সূত্রে বলতো, "এ ফয়সালা কবে হবে এবং এর সময় কখন আসবে?" আল্লাহ্ তাআ'লা আপন হাবীবকে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-
টীকা-৫৮: যখন আল্লাহ্ এর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।
টীকা-৫৯: 'তাওবা' করার ও 'ওযর-আপত্তি' পেশ করার। 'মীমাংসার দিবস' দ্বারা হয়ত রোজ ক্বিয়ামত বুঝায়, অথবা 'মক্কা বিজয়ের দিন' অথবা 'বদরের যুদ্ধের দিন'। প্রথমোক্ত অভিমতানুসারে, যদি রোজ ক্বিয়ামত' ধরে নেয়া হয়, তা হলে তাদের ঈমান দ্বারা উপকৃত না হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা, ঐ ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যা দুনিয়াতেই হয়, কিন্তু দুনিয়া থেকে বের হবার পর না ঈমান আনার জন্য দুনিয়ায় ফিরে আসা সম্ভবপর হবে। আর যদি ফায়সালার দিন' মানে 'বদরের যুদ্ধ' বা 'মক্কা বিজয়ের দিন' হয় তাহলে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, যখন শাস্তি এসে যাবে এবং তারা নিহত হতে থাকবে, তখন নিহত হবার সময় না তাদের 'ঈমান আনা' গ্রহণযোগ্য হবে এবং না শাস্তিকে বিলম্বিত করে তাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে। সুতরাং যখন মক্কা- মুকাররমাহ বিজিত হলো, তখন 'বানী- কিনানাহ' গোত্রের লোকেরা পলায়ন করলো। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যখন তাদেরকে অবরোধ করলেন, আর তারাও দেখলো যে, এখন হত্যা মাথার উপর এসে পড়েছে, প্রাণ রক্ষার কোন আশাই বাকী রইলো না, তখন তারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত খালিদ তা গ্রহণ করলেন না, বরং তাদেরকে হত্যাই করে ফেললেন। (জুমাল ইত্যাদি)

২৭: এবং তারা কি দেখে না যে, আমি পানি প্রেরণ করি শুষ্ক ভূমির প্রতি (৫৮) অতঃপর তা থেকে শস্য উদ্গত করি, যা থেকে তাদের চতুষ্পদ প্রাণীগুলো এবং তারা নিজেরা আহার করে (৫৫)? তবে কি তারা লক্ষ্য করে না (৫৬)?	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ (۲۷)
২৮: এবং তারা বলে, 'এ মীমাংসা কবে হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৫ ৭)।'	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۲۸)
২৯: আপনি বলুন, 'মীমাংসার দিনে (৫৮) কাফিরদেরকে তাদের ঈমান আনা উপকৃত করবেনা এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে (৫৯)।'	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ (۲۹)
৩০: সুতরাং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন (৬০), নিশ্চয় তাদেরকেও অপেক্ষা করতে হবে (৬১) *	فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ (۳۰)

টীকা-৬০: তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবার।
টীকা-৬১: বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) জুমআর দিন ফজরের নামাযে এ সূরাটা অর্থাৎ 'সূরা সাজদাহ' ও 'সূরা দাহর' পড়তেন।
তিরমিযি শরীফের হাদীসে বর্ণিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এ সূরা ও 'সূরা তাবা-রকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' না পড়তেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন না। হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন- 'সূরা সাজদাহ' 'কবরের আযাব' থেকে রক্ষা করে। (খাযিন ও মাদারিক) ★

টীকা-১: ‘সূরা আহযাব’ মাদানী। এ’তে নয়টি রুকূ’, তিয়াত্তরটি আয়াত, এক হাজার দু’শ আশিটি পদ এবং পাঁচ হাজার সাতশ নব্বইটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: অর্থাৎ আমার নিকট থেকে সংবাদদাতা, আমার রহস্যাদির আমানতদার এবং আমার পয়গাম আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট প্রচারকারী আল্লাহ তাআ’লা আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)কে (يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ) “(হে নবী।) বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ এই যে, যাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁকে পবিত্র নাম নিয়ে ‘ইয়া মুহাম্মদ’ বলে সম্বোধন করেননি, যেমনিভাবে, অন্যান্য নবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে সম্বোধন করেছেন। এতে উদ্দেশ্য তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর সম্মান এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করা।’ (মাদারিক)
টীকা-৩: শানে নুযূলঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, ইকরামা ইবনে জাহল এবং আবুল আ’ওয়ার সালামী উহুদের যুদ্ধের পর মাদীনা তৈয়্যিবায় আসলো আর মুনাফিক্বদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূলের নিকট অবস্থান করলো। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য নিরাপত্তা লাভ করে তারা বললো, “আপনি লা-ত, ওযযা ও মানাত ইত্যাদি মূর্তি সম্পর্কে, যেগুলোকে মুশরিকগণ তাদের উপাস্য মনে করে, কিছুই বলবেন না। শুধু এটুকুই বলে দিন যে, সে গুলোর সুপারিশ সেগুলোর পূজারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। আর আমরাও আপনার এবং আপনার প্রতিপালক সম্বন্ধে কিছুই বলবো না।” বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট তাদের এ প্রস্তাব অত্যন্ত অপছন্দনীয় হলো এবং মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হত্যার অনুমতি দিলেন না। আর ইরশাদ ফরমালেন, “আমি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এ কারণে, তাদেরকে হত্যা করো না। বরং মদীনা শরীফ থেকে বের করে দাও। সুতরাং হযরত ওমর (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তাদেরকে বের করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
এতে সম্বোধন তো বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করা। অর্থাৎ যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিরাপত্তা দিয়েছেন তখন তোমরা সেটা যথাযথভাবে পালন করো এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের ইচ্ছা করো না, আর কাফির ও মুনাফিক্বদের শরীয়াত বিরোধী কথা মেনে নিওনা।
টীকা-৪: যে, একটার মধ্যে আল্লাহ এর ভয় থাকবে আর অপরটার মধ্যে অন্য কারো। যখন একটা মাত্র হৃদয় রয়েছে, তখন যেন শুধু আল্লাহকেই ভয় করে।
শানে নুযূলঃ আবু মা’মার হামীদ ফাহরীর স্মরণশক্তি প্রখর ছিলো, যা শুনতো কণ্ঠস্থ করে ফেলতো। ক্বুরাঈশরা বললো, “তার মধ্যে দু’টি অন্তর রয়েছে। এ কারণেতো তার স্মরণশক্তি এতোই প্রবল।” সে নিজেও বলতো যে, তার মধ্যে দু’টি হৃদয় আছে এবং প্রত্যেকটার মধ্যেই হযরত (বিশ্বকুল সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অপেক্ষা অধিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে।” যখন বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণ পলায়ন করলো, তখন আবু মা’মার এভাবেই পলায়ন করলো যে, একটা জুতা তার হাতে ছিলো, অপরটা পায়ে। আবু সুফিয়ানের সাথে তার সাক্ষাত হলো। তখন আবূ সুফিয়ান বললো, “কি অবস্থা?” সে বললো, “লোকেরা পলায়ন করেছে।” তখন আবূ সুফিয়ান বললো, তোমার একটা জুতা হাতে আরেকটা পায়ে কেন?” বললো, “এর তো আমার খবরই নেই। আমি তো এটাই মনে করেছি যে, আমার উভয় জুতোই পায়ে রয়েছে।” তখনই ক্বুরাঈশ বুঝতে পারলো যে, দু’টি অন্তর থাকলে যেই জুতোটি হাতে নিয়েছিলো তা ভুলে যেতো না। অপর এক অভিমত এ যে, মুনাফিক্বগণ বিশ্বকুল সারদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে দুটি অন্তর রয়েছে বলে মন্তব্য করতো আর বলতো তাঁর একটি অন্তর আমাদের সাথে আছে, অপরটা তাঁর সাহাবীদের সাথে।

সূরা সাজদাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আহযাব (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)	আয়াত-৭৩, রুকূ’-৯

অনুবাদ	আয়াত
১: হে অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী (নাবী) আল্লাহ এর এভাবেই ভয় রাখুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনবেন না (৩), নিশ্চয় আল্লাহ প্রজ্ঞাময়।	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ(۱)
২: এবং সেটারই অনুসরণ করুন, যা আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি ওহী করা হয়। হে লোকেরা! আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখছেন।	وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ(۲)
৩: আর হে মাহবুব! আপনি আল্লাহ এর উপর ভরসা রাখুন। এবং আল্লাহই যথেষ্ঠ কর্ম- ব্যবস্থাপক হিসেবে।	وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ؕ وَكَفٰى بِاللهِ وَكِيْلًا (۳)
৪: আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু’টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি (৪) এবং তোমাদের ঐ সমস্ত স্ত্রীকে	مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ

তাছাড়া, অন্ধকার যুগে যখন কেউ আপন স্ত্রীর সাথে ‘যিহার’ করতো, (অর্থাৎ আপন স্ত্রীর কোন প্রধান অঙ্গকে মা-বোন ইত্যাদি মুহাররামাতের অঙ্গের সাথে তুলনা করতো,) তখন তারা এ ‘যিহার’-কে ‘তালাক্ব’ বলতো। আর ঐ স্ত্রীকে তার ‘মা’ বলে স্থির করতো।
তাকে প্রকৃত পুত্র স্থির করে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতো। আর যাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে, তার স্ত্রীকে নিজের জন্য স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীর মতো হারাম জানতো। এ সব ক'টির রদ্দ বা খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-৫: অর্থাৎ ‘যিহার’-এর কারণে স্ত্রী মায়ের মতো হারাম হয়ে যায়না। ‘যিহার’ বলে- বিবাহকৃত স্ত্রীকে এমন কোন মেয়ে লোকের সাথে তুলনা করা, যে সর্বদাই হারাম। আর ঐ তুলনাও এমন অঙ্গের সাথে করা হয় যা দেখা এবং স্পর্শ করা বৈধ নয়। যেমন কেউ আপন স্ত্রীকে এ কথা বললো, ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠ অথবা পেটের ন্যায়’। তখন সে ‘যিহারকারী’ হয়ে গেলো।
মাসআলা: ‘যিহার’-এর কারণে ‘বিবাহ বন্ধন’ বাতিল বা চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়না, কিন্তু ‘কাফফারা’ আদায় করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। ‘কাফফারা’ আদায় করার পূর্বে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা এবং তার সাথে যৌন মিলন না করা অত্যাবশ্যকীয়।
মাসআলা: ‘যিহারের কাফফারা’ হচ্ছে- ‘একটা ক্রীতদাস আযাদ করা’। এটা সম্ভব না হলে পরপর দু'মাস রোজা পালন করা। এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা আহার করানো।
মাসআলা: ‘কাফফারা’ আদায় করার পর স্ত্রীর নিকট যাওয়া এবং যৌনমিলন হালাল হয়ে যায়।

সূরাঃ ৩৩ আহযাব	৭৫২	মানযিল-৫	পারাঃ ২১

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔیْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِیَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ یَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیْلَ ﴿۴﴾

যাদেরকে তোমরা মায়ের সমান বলে দাও, তেমাদের জননী করেননি (৫), আর তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকেও তোমাদের পুত্র করেননি (৬)। এতো তোমাদের মুখের কথা (৭)। আর আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনিই সৎপথ দেখান (৮)।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِی الدِّیْنِ وَ مَوَالِیْكُمْ ؕ وَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ

৫: তাদেরকে তাদের প্রকৃত পিতারই বলে ডাকো (৯), এটা আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সংগত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতা সম্বন্ধে না জানো (১০), তবে তারা ধর্মে তোমাদের ভাই এবং মানব হিসেবে তোমাদের চাচাত ভাই (১১) এবং তোমাদের উপর এর মধ্যে কোন গুনাহ নেই, যা অজানাবশতঃ তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে (১২), তবে, তা-ই পাপ, যা অন্তরের ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন

টীকা-৬: যদিও তাদেরকে লোকেরা তোমাদের পুত্র বলে থাকে।
টীকা-৭: অর্থাৎ বিবিকে মায়ের মতো বলা এবং পোষ্যপুত্রকে ‘পুত্র’ বলা অবাস্তব কথা। না স্ত্রী মা হতে পারে, না অপরের সন্তান স্বীয় পুত্র। নাবী করীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন হযরত যয়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ করলেন, তখন ইহুদী ও মুনাফিক্বগণ সমালোচনার মুখ খুললো আর বললো, “(হযরত) মুহাম্মদ (মুস্তফা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন পুত্র যায়দের বিবির সাথে বিবাহ করেছেন।” কেননা, প্রথমে হযরত যয়নাব যায়দ'-এর বিবাহাধীন ছিলেন।
আর হযরত যায়দ উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) এর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাঁকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খেদমতে দান করেছিলেন।
অতঃপর হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তবুও তিনি আপন পিতার নিকট যাননি। হুযূরের সেবায়ই নিয়োজিত থেকে যান। হুযূর তাঁকে স্নেহ ও দয়া করতেন। এ কারণে লোকেরা তাঁকে হুযূরের সন্তান বলতে লাগলো। এ কারণে তিনি তো হুজুরের প্রকৃত পুত্র হয়ে যাননি। বস্তুত ইহুদী ও মুনাফিক্বদের সমালোচনা নিছক ভুল ও অযথা ছিলো। আল্লাহ তাআ'লা এখানে ঐসব সমালোচনাকারীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন।
টীকা-৮: সত্যের। এ কারণে পোষ্যপুত্রদেরকে তাদের পালনকারীদের পুত্র সাবস্ত করোনা, বরং
টীকা-৯: যাদের ঔরশে তারা জন্মলাভ করেছে,
টীকা-১০: এবং সে কারণে তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারো,
টীকা-১১: তবে, তোমরা তাদেরকে ভাই বলো এবং সে যার পোষ্য তার পুত্র বলো না,
টীকা-১২: নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বে। অথবা এ অর্থ যে, যদি তোমরা পোষ্যগণকে ভুলবশতঃ ও অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের পালনকারীদের সন্তান বলে ফেলো, অথবা অপর কোন লোকের সন্তানকে নিছক জিহবা ফসকে যাবার কারণে পুত্র বলে থাকো, তাহলে এসব অবস্থায় গুনাহ নেই।

টীকা-১৩: নিষিদ্ধ ঘোষণার পর।
টীকা-১৪: দুনিয়া ও দ্বীনের সমস্ত বিষয়ে, এবং নাবীর নির্দেশ তাদের উপর কার্যকর, নাবীর আনুগত্য ওয়াজিব এবং নাবীর নির্দেশের মুকাবিলায় 'নাফস' বা রিপুর কামনা বর্জন করা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয়। অথবা এ অর্থ যে, নাবী মু'মিনদের উপর তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক দয়া ও মেহেরবানী এবং করুণা ও বদান্যতা প্রদর্শন করেন এবং তা অধিকতর উপকারী। ★
বুখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম। যদি চাও তাহলে এ আয়াত পাঠ করো- (اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ)
হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) 'ক্বিরআত'- এ مِنْ اَنْفُسِهِمْ এরূপ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ - ও রয়েছে (অর্থাৎ তিনি তাদের পিতা।)
মুজাহিদ বলেন যে, সমস্ত নাবী আপন আপন উম্মতের জন্য পিতা হয়ে থাকেন এবং এই আত্মীয়তার কারণে মুসলমানগণকে পরস্পর ভাই বলা হয়। যেহেতু তারা আপন নাবীর দ্বীনী সন্তান।
টীকা-১৫: সম্মান ও মর্যাদা এবং বিবাহ স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ায়। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য বিধানে, যেমন উত্তরাধিকার ও পর্দা ইত্যাদিতে তাঁদের বেলায় ঐ বিধানই কার্যকর, যা পর-নারীরই (اجنبيّه) বেলায় প্রযোজ্য। আর তাঁদের কন্যাগণকে মু'মিনদের বোন এবং তাঁদের ভাই ও বোনদেরকে মু'মিনদের (যথাক্রমে) মামা ও খালা বলা যাবে না।

অনুবাদ	আয়াত
করো (১৩) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু ও ৬: এ নাবী, মুসলমানদের, তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক (১৪), এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা (১৫)। আর নিকটাত্মীয়গণ আল্লাহ্ এর কিতাবের (বিধানের) মধ্যে একে অপরের চাইতেও নিকটতর (১৬) অন্যান্য মুসলমান ও মুহাজিরদের তুলনায় (১৭), কিন্তু এ যে, তোমরা আপন বন্ধু-বান্ধবদের উপকার করো (১৮)। এটা কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে (১৯)। ৭: এবং হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আমি নাবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি (১২) এবং আপনার নিকট থেকে (২১)	وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

টীকা-১৬: পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ায়
টীকা-১৭: মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, اُولِى الْاَرْحَام (নিকটাত্মীয়গণ) একে অপরের 'ওয়ারিস' হয়। কোন অনাত্মীয় (اجنبى) দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে 'ওয়ারিস'(উত্তরাধিকারী) হয় না। **
টীকা-১৮: এভাবে যে, যেকোনো লোকের জন্যই ইচ্ছা করো, কিছু ওসীয়ত করো, তখন এই ওসীয়ত শুধু এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তিতে ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে কার্যকর করা হবে।
সারসংক্ষেপই এ যে, সর্বপ্রথমে ত্যাজ্য সম্পত্তি (ذَوِى الْفُرُوْض) (ঐ সমস্ত নিকটাত্মীয়, যাদের মীরাসের অংশ ক্বুরআন পাকে বর্ণিত হয়)-কে দেয়া হবে। এরপর পাবে (عصبة) (আসাবাগণ) অর্থাৎ (ذَوِى الْفُرُوْض) তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির প্রাপকগণ)। অতঃপর (نَسَبِىْ ذَوِى الْفُرُوْض) (ঐসব স্ববংশীয় লোক, যাদের অংশ ক্বুরআন মাজীদে নির্ধারিত) -এর প্রতি 'রদ্দ' বা পুনর্বন্টন করা হবে।
তারপর (ذَوِى الْاَرْحَام) (ঐ নিকটাত্মীয়গণ, যারা না আসাবা, না যাভীল ফুরূয')-কে দেয়া হবে। তারপর 'মাওলাল মুওয়ালাত'কে (مَوْلَى الْمُوَالاة)
★★★ (তাফসীর-ই-আহমাদী)।
টীকা-১৯: অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফূয'-এ
টীকা-২০: রিসালতের প্রচার এবং সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করার
টীকা-২১: বিশেষভাবে

★ আয়াতে উল্লেখিত (اَوْلٰى) শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিক মালিক, অধিক নিকটে, অধিক হকদার। এখানে এই তিনটি অর্থই প্রযোজ্য সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- 'হুযুর প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান, প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে।" আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ الخ) অর্থাৎ নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের নিকট সম্মানিত রসূল তাশরীফ এনেছেন। একথাও বুঝা গেলো যে, হুযূরের নির্দেশ প্রত্যেক মু'মিনের উপর বাদশাহ ও মাতা-পিতার চেয়েও বেশী কার্যকর। কারণ, হুযুর আমাদের সবার চেয়ে বেশী মালিক অথবা এ অর্থ যে, 'হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের চেয়েও অধিক শান্তি দাতা- দুনিয়া ও আখিরাতে। (নূরুল ইরফান)
★★ অর্থাৎ 'ঈমান' অথবা 'হিজরত'-এর সম্বন্ধের কারণে এখন আর 'মীরাস' পাওয়া যাবে না। ইতোপূর্বে 'ভ্রাতৃত্ব চুক্তি'র মাধ্যমেও মীরাস পাওয়া যেতো। এ আয়াত দ্বারা ঐ বিধান রহিত হতে থাকে।
★★★ ঐ বে-ওয়ারিশ ব্যক্তি, যে কারো সাথে এ শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, সে আপদ-বিপদে সাহায্য করবে এবং মৃত্যুর পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হবে।

মাসআলা: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উল্লেখ অন্যান্য নাবীগণের পূর্বে করা তাঁদের সবার উপর তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করার জন্যই।

টীকা-২২: অর্থাৎ নাবীগণকে, অথবা তাঁদের সত্যায়নকারীদেরকে।

টীকা-২৩: অর্থাৎ যা তাঁরা আপন সম্প্রদায়কে বলেছেন এবং তাদের নিকট প্রচার করেছেন তা জিজ্ঞাসা করা হবে।
অথবা মু'মিনগণকে, তাঁদের সত্যায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।
অথবা অর্থ এ যে, নাবীগণকে, যা তাঁদের উম্মতগণ জবাব দিয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য কাফিরদেরকে অপমানিত ও তিরস্কার করা।

টীকা-২৪: যা তিনি 'আহযাব'-এর যুদ্ধের দিন করেছিলেন, যা 'খন্দকের যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধটা উহুদের যুদ্ধের এক বছর পর সংঘটিত হয়েছিলো, যখন মুসলমানদেরকে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সহকারে মাদীনা-তৈয়্যিবায় অবরোধ করা হয়েছিলো।

টীকা-২৫: কুরাঈশ, বনূ-গাতফান এবং বনু কুরায়যাহ ও বনূ নযীর গোত্রীয় ইহুদীগণ

টীকা-২৬: অর্থাৎ ফিরিশতাগণের বাহিনী।

এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা এবং মারয়াম-তনয়। ঈসার নিকট থেকে, এবং আমি তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি,	وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ﴿۷﴾
৮: যাতে সত্যবাদীদেরকে (২২) তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন (২৩), এবং তিনি কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।	لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۠﴿۸﴾
৯: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো (২৪), যখন তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু সৈন্য এসেছিলো (২৫), তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু ও এমন বাহিনী প্রেরণ করেছি (২৬), যা তোমরা দেখোনি (২৬)	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ

আহযাব-এর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এ যুদ্ধটা ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। যখন বনূ নযীর গোত্রীয় ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করা হলো, তখন তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মক্কা মুকাররমায় গিয়ে কুরাইঈশদের নিকট পৌঁছলো আর তাদেরকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করলো এবং প্রতিশ্রুতি দিলো, "আমরা তোমাদের সাথে থাকবো যতক্ষণ না মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" আবু সুফিয়ান এ তৎপরতার খুব মূল্যায়ন করলেন, আর বললেন, "দুনিয়ার মধ্যে আমাদের সে-ই সর্বাধিক প্রিয়, যে মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি শত্রুতার মধ্যে আমাদের সঙ্গী হয় অতঃপর কুরাঈশগণ ঐসব ইহুদীকে বললো, "তোমরা তো প্রথম কিতাবী সম্প্রদায়। বলতো, আমরা সত্যের উপর আছি, না মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)?"

ইহুদিগণ বললো, 'তোমরাই সত্যের উপর আছো।" এতে কুরাঈশগণ সন্তুষ্ট হলো। এ প্রসঙ্গেই আয়াত-(اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ) (অর্থাৎ হে হাবীব! আপনি কি দেখেননি ঐ সমস্ত লোককে, যারা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করেছে যে, তারা বিশ্বাস করে বোত ও তাগূতে) অবতীর্ণ হয়েছে।

অতঃপর ইহুদীগণ গাতফান, ক্বায়স ও গায়লান ইত্যাদি গোত্রের লোকদের নিকট গেলো। সেখানেও একই তৎপরতা চালানো। তারাও তাদের সমর্থক হয়ে গেলো। এভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাফিরা করলো আর আরবের গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে নিলো। যখন সমস্ত লোক প্রস্তুত হলো, তখন খাযা'আহ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে কাফিরদের ঐ ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করলো। এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই হুযূর হযরত সালমান ফারসী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর পরামর্শ মতো, খন্দক খননের কাজ আরম্ভ করালেন। এ খন্দক খননে মুসলমানদের সাথে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিজেও কাজ করেছিলেন।

মুসলমানগণ খন্দক তৈরী করে যখন অবসরপ্রাপ্ত হলেন তখনই মুশরিকগণ বার হাজার সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর মাদীনা তৈয়্যিবাহ অবরোধ করে নিলো। খন্দকই মুসলমানগণ ও তাদের মধ্যখানে অন্তরায়। সেটা দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো, "এটা এমন এক ব্যবস্থাপনা, যে সম্পর্কে আরবের লোকেরা এখনো পর্যন্ত অবগত ছিলো না।" তখন তারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে

লাগলো। আর এভাবে অবরোধ ১৫/২৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো। মুসলমানদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলো। খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করলেন। আর কাফিরদের প্রতি প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করলেন, অত্যন্ত ঠান্ডা ও অন্ধকার রাতে ঐ হাওয়া তাদের তাঁবুসমূহ উপড়ে ফেললো। তাঁবুর রশিগুলো ছিড়ে ফেললো। খুঁটিগুলো উপড়ে ফেললো।

হাড়ি-পাতিলগুলো উল্টিয়ে দিলো। মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো এবং আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের প্রেরণ করলেন, যাঁরা কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করলেন। তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন কিন্তু এ যুদ্ধে ফিরিশতাগণ নিজে যুদ্ধ করেন নি।

অতঃপর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামানকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন তখন সময় ছিলো প্রচন্ড শীতের। তিনি হাতিয়ার সজ্জিত হয়ে রওনা হলেন। রওনা হবার সময় হুযূর সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর (হযরত হুযায়ফাহ) চেহারা ও শরীরের উপর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন। ফলে, তাঁর উপর ঐ শীতের প্রভাব পড়তে পারেন নি। অতঃপর তিনি শত্রুর সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিলো। আর পাথরের কণা উড়ে উড়ে লোকদের গায়ে আঘাত করছিলো। তাদের চোখে ধূলিকণা পড়ছিলো। আজব দুঃখের পরিবেশ সেখানে বিরাজ করছিলো। কাফির বাহিনীর (তদানিন্তন) নেতা আবূ সুফিয়ান বাতাসের এ গতি দেখে উঠে দাঁড়ালেন, আর কুরাঈশদেরকে ডেকে বললেন, "তোমরা গুপ্তচরদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। প্রত্যেকে যেন আপন আপন পার্শ্ববর্তীকে দেখে নেয়।" এ ঘোষণার পর প্রত্যেকে আপন আপন পার্শ্ববর্তী লোককে দেখতে আরম্ভ করলো। হযরত হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে আপন ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" সে বললো, "আমি অমুকের পুত্র অমুক।"

সূরাঃ ৩৩ আহযাব	৭৫৫	মানযিল-৫	পারাঃ ২১

এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখছেন (২৭)।	وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾
১০: যখন কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছে- তোমাদের উপর থেকে ও তোমাদের নিম্ন থেকে (২৮) এবং যখন বিস্ফোরিত হয়ে রয়ে গেলো দৃষ্টিসমূহ (২৯), হৃদয় কণ্ঠগুলোর নিকটে এসে পড়লো (৩০) এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে (আশা ও হতাশার) (৩১)।	اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾
১১: সেটা এমন স্থান ছিলো, যেখানে মুসলমানদের পরীক্ষা হয়েছে (৩২) এবং ভীষণভাবে নাড়া দেয়া হয়েছে।	هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾
১২: এবং যখন বলতে লাগলো মুনাফিক্ব এবং যাদের অন্তরগুলোতে রোগ ছিলো (৩৩),	وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

এরপর আবূ সুফিয়ান বললেন, "হে কুরাঈশরা! তোমরা এখন আর এখানে অবস্থান করার পর্যায়ে থাকোনি। অশ্ব ও উষ্ট্রগুলো মরে শেষ হয়ে গেছে। বনী কুরায়যা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। আমরা তাদের পক্ষ থেকে সন্দেহজনক সংবাদ পেয়েছি। হাওয়া যে অবস্থা ঘটিয়েছে তা তোমরা দেখছো। সুতরাং এখনি এখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করো। আমি যাত্রা আরম্ভ করলাম।" এ বলে আবূ সুফিয়ান তাঁর উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করলেন। অতঃপর গোটা বাহিনীর মধ্যে اَلرَّحِيْل اَلرَّحِيْل "যাত্রা করো, যাত্রা করো" বলে শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেলো। এ দিকে প্রচণ্ড হাওয়া প্রত্যেক কিছুই উল্টিয়ে নিক্ষেপ করছিলো। কিন্তু এ হাওয়া ঐ বাহিনীর বাইরে ছিলো না। এখন ঐ কাফির বাহিনী পালিয়ে বের হয়ে গেলো। পণ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়া তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়লো। এ কারণে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ সামগ্রী ফেলেই তারা চলে গিয়েছিলো। (জুমাল)

টীকা-২৭: অর্থাৎ তোমাদের খন্দক খনন করা এবং নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্যের উপর অটল থাকা।

টীকা-২৮: অর্থাৎ উপত্যকার উচু দিক পূর্ব থেকে, আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের লোকেরা মালিক ইবনে আওফ নাযারী ও ওয়ায়নাহ ইবনে হাসান ফাযারীর নেতৃত্বে এক হাজার লোক একটা দল নিয়ে এবং তাদের সাথে তুলায়হাহ ইবনে খোয়াইলেদ আসাদী বনি আসাদের লোকজন নিয়ে এবং হুয়াই ইবনে আখতাব ইহুদী বনী কুরায়যাহর দল নিয়ে, আর উপত্যকার নিম্নদিকে পশ্চিম থেকে কুরাঈশ ও কিনানাহ গোত্রদ্বয় আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব-এর নেতৃত্বে

টীকা-২৯: এবং আতঙ্ক ও ভয়ের কঠোরতার কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো,

টীকা-৩০: ভয় ও অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছিলো।

টীকা-৩১: মুনাফিক্ব তো এ-ই ধারণা করতে থাকে যে, মুসলমানদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। কাফিরদের এতবড় দল সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের মনে এ আশা ছিলো যে, আল্লাহ তা'আলা এর নিকট থেকে সাহায্য আসবে এবং তারা বিজয় লাভ করবেন।

টীকা-৩২: তাঁদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা পরীক্ষার কষ্টি-পাথরের উপর নিয়ে আসা হয়।

টীকা-৩৩: অর্থাৎ বিশ্বাসের দুর্বলতা,

টীকা-৩৪: এ উক্তিটা মা'তাব ইবনে ক্বুশায়র কাফিরদের সৈন্যবাহিনী দেখে করেছিলো যে, "মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তো আমাদেরকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যদ্বয় বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, অথচ অবস্থা এ যে, আমাদের মধ্যে কারো এতটুকু অবকাশও নেই যে, আমরা আপন বাসস্থান থেকে বের হতে পারি। সুতরাং এ-ই প্রতিশ্রুতি নিছক প্রতারণা মাত্র।' (নাঊযুবিল্লাহ!)

مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا (۱۲)

'আমাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূল প্রতিশ্রুতি দেননি, কিন্তু প্রতারণারই (৩৪)।'

وَاِذْ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا (۱۳)

১৩: এবং যখন তাদের মধ্যে একদল লোক। বললো (৩৫), 'হে মাদীনাবাসীগণ (৩৬)! এখানে তোমাদের অবস্থান নেই (৩৭), তোমরা গৃহসমূহে ফিরে চলো, এবং তাদের মধ্যে একদল লোক (৩৮) নাবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছিলো এই বলে যে, 'আমাদের ঘর অরক্ষিত,' অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিলো না। তারা তো চাইতো না, কিছু পলায়ন করাই।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُىِٕلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا (۱۴)

১৪: এবং যদি তাদের বিরুদ্ধে শত্রু-সৈন্যরা মাদীনায় বিভিন্ন দিক থেকে প্রবেশ করতো, অতঃপর তাদের নিকট থেকে কুফর চাইতো, তবে অবশ্যই তাদের দাবী পূরণ করে বসতো (৩৯)। এবং তাতে বিলম্ব করতো না, কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا (۱۵)

১৫: এবং নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা আল্লাহ্ এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন না এবং আল্লাহ্ এর (সাথে কৃত) অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে (৪০)।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (۱۶)

১৬: আপনি বলুন! 'কখনো তোমাদের পলায়ন করা উপকারে আসবে না যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো (৪১)। এবং তখনও তোমাদেরকে দুনিয়া ভোগ করতে দেয়া হবে না, কিন্তু সামান্য (৪২)।'

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (۱۷)

১৭: আপনি বলুন, 'সে কে আছে, যে আল্লাহ্ এর নির্দেশ তোমাদের উপর থেকে সরাতে পারে- যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চান (৪৩) অথবা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন (৪৪)?' এবং তারা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবক পাবে না, না কোন সাহায্যকারী।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآىِٕلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ

১৮: নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে তাদেরকে, যারা অন্য লোকদেরকে জিহাদে (অংশগ্রহণে) বাধা দেয় এবং আপন ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো (৪৫)।' এবং

টীকা-৩৫: অর্থাৎ মুনাফিক্বদের একটা দল

টীকা-৩৬: এ উক্তিটা মুনাফিক্বদেরই। তারা মাদীনা-তৈয়্যিবাহকে 'ইয়াসরাব' বলেছে।

মাসআলা: মুসলমানদের জন্য 'ইয়াসরাব' বলা উচিত হবে না।

হাদীস শরীফে মাদীনা তৈয়্যিবাহকে ইয়াসরাব বলার নিষেধ এসেছে। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট মাদীনা তৈয়্যিবাহকে ইয়াসরাব বলা অপছন্দনীয় ছিলো। কেননা, 'ইয়াসরাব'-এর অর্থ ভালো নয়।

টীকা-৩৭: অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সেনা বাহিনীতে,

টীকা-৩৮: অর্থাৎ বনী হারিসাহ ও বনী সালমাহ

টীকা-৩৯: অর্থাৎ ইসলাম থেকে ফিরে যেতো।

টীকা-৪০: অর্থাৎ আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, কেন তা পূর্ণ করা হলো না!

টীকা-৪১: কেননা, যা অদৃষ্টে আছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

টীকা-৪২: অর্থাৎ যদি সময় নাও এসে থাকে, তবুও পলায়ন করে স্বল্প সংখ্যক দিন, যতদিন বয়স বাকী থাকে, ততদিনই দুনিয়াকে ভোগ করবে। বস্তুতঃ এটা একটা সংক্ষিপ্ত সময়।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ তাঁর নিকট যদি তোমাদের হত্যা অথবা মৃত্যু অবধারিত থাকে, তবে সেটাকে কেউ দূরীভূত করতে পারবে না।

টীকা-৪৪: নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করে

টীকা-৪৫: এবং বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ত্যাগ করো, তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করো না। তাতে প্রাণের আশঙ্কা আছে।

শানে নুযূল: এ আয়াত মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের নিকট ইহুদীগণ এ বলে খবর প্রেরণ করলো, "তোমরা কেন নিজেদের প্রাণগুলো আবূ সুফিয়ানের হাতে বিনাশ করতে যাচ্ছো? তার সৈন্যরা এবার যদি তোমাদেরকে হাতের নাগালে পায় তবে তোমাদের থেকে কাউকে জীবিত ছাড়বেনা।

আমরা তোমাদের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করছি। তোমরা আমাদের ভাই তোমরা আমাদের ভাই ও প্রতিবেশী। আমাদের নিকট এসে যাও।' এ সংবাদ পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক্ব এবং তার সঙ্গী, যারা মু'মিনদেরকে আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করে রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাথে যুদ্ধ করতে বাধা দিচ্ছিলো। আর এতে তারা খুব চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিন্তু যে পরিমাণে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো, মু'মিনদের ধীরতা ও স্থিরতা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু অল্প সংখ্যকই (৪৬)।	وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾
১৯: তোমাদের সাহায্যের ব্যাপারে কৃপণতা করে, অতঃপর যখন ভয়-ভীতির সময় আসে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন আপনার প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন তাদের চোখগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো, যাকে মৃত্যু ছাইয়ে ফেলেছে। অতঃপর যখন ভয়-ভীতির সময় অতিবাহিত হয়ে যায় (৪৭), তখন তারা তোমাদের সমালোচনা করতে থাকে তীক্ষ্ম ভাষায়, গণীমতের মালের লোভে (৪৮)। এসব লোক ঈমানই আনেনি (৪৯), তখন আল্লাহ্ তাদের কার্যাদি নিষ্ফল করেছেন (৫০) এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ।	أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾
২০: তারা মনে করছে যে, কাফিরদের সৈন্য বাহিনী এখনো চলে যায়নি (৫১), এবং যদি বাহিনী দ্বিতীয় বার আসে, তবে তাদের (৫২) কামনা হবে যে, কোন মতে গ্রামগুলোর দিকে বের হয়ে (৫৩) তোমাদের খবরাদি জিজ্ঞাসা করতো (৫৪)। এবং যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকতো তবুও যুদ্ধ করতো না, কিন্তু স্বল্পই (৫৫)	يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

রুকূ'-৩

২১: নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর অনুসরণই উত্তম (৫৬), তারই জন্য, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে (৫৭)।	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾
২২: এবং যখন মুসলমানগণ কাফিরদের বাহিনীকে দেখলো তখন বললো, 'এটাতো তাই, যা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৫৮) এবং সত্য বলেছেন	وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۙ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

টীকা-৪৬: রিয়া এবং লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে।

টীকা-৪৭: এবং নিরাপত্তা গণীমতের মীল অর্জিত হয়,

টীকা-৪৮: এবং এ কথা বলে, "আমাদেরকে গণীমতের অংশ বেশী দাও। আমাদেরই কারণে তোমরা বিজয়ী হয়েছো।"

টীকা-৪৯: বাস্তবিকপক্ষে, যদিও তারা মুখে ঈমান প্রকাশ করেছে,

টীকা-৫০: অর্থাৎ যেহেতু তারা বাস্তবিক পক্ষে মু'মিন ছিলো না, সেহেতু তাদের সমস্ত প্রকাশ্য আমল (কর্ম), যেমন- জিহাদ ইত্যাদি, সবই নিষ্ফল করা হয়েছে।

টীকা-৫১: অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ আপন কাপুরুষতা ও অকৃতকার্যতার কারণে এখনো পর্যন্ত এ কথা মনে করছে যে, ক্বুরাঈশ ও গাতফান গোত্রীয় কাফিরগণ এবং ইহুদীগণ প্রমুখ এখনো পর্যন্ত ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেনি যদিও বাস্তব অবস্থা ছিলো যে, তারা পালিয়ে গেছে।

টীকা-৫২: অর্থাৎ মুনাফিক্বদের স্বীয় নৈরাশ্য ও অকৃতকার্যতার কারণে এ অভিপ্রায় ও

টীকা-৫৩: মদীনা তৈয়্যিবাহয় যাতায়াতকারীদের নিকট

টীকা-৫৪: যে, মুসলমানদের কি পরিণতি হয়েছে, কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের কি অবস্থা হলো?

টীকা-৫৫: লোক-দেখানো ও ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য, যাতে এ কথা বলার সুযোগ থাকে যে, "আমরাও তোমাদের সাথে জিহাদে শরীক ছিলাম।"

টীকা-৫৬: তাঁর ভালভাবে অনুসরণ করো, আল্লাহ এর দ্বীনের সাহায্য করো এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সঙ্গ ত্যাগ করো না। বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করো আর রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সুন্নাতসমূহ অনুসারে চলো। এটাই উত্তম।

টীকা-৫৭: প্রত্যেকটি সুযোগে তাকে স্মরণ করো- খুশীতেও, দুঃখেও, অভাবেও, স্বাচ্ছন্দেও

টীকা-৫৮: তা হচ্ছে- "তোমরা কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। আর পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের নিকট বিভিন্ন

আপদ-বিপদ আসবে। শত্রুবাহিনী একত্রিত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে।” কিন্তু পরিণামে তোমরাই বিজয়ী হবে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে।” যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ [অর্থাৎ তোমরা কি এটাই মনে করেছো যে, তোমরা এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের নিকট আসবে না (বিপদসমূহ) যেমন এসেছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট?]

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন সাহাবীদেরকে ইরশাদ ফরমালেন- “পরবর্তী নয় অথবা দশ রাতের মধ্যে তোমাদের প্রতি শত্রু বাহিনী আসবে যখন তাঁরা দেখলেন যে, ঐ মেয়াদের মধ্যে শত্রু বাহিনী এসে পড়েছে, তখন বললেন, “এ'তো ঐ প্রতিশ্রুতি, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন।”

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾ؕ

আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৫৯)। আর এটা দ্বারা তাদের বৃদ্ধি পায়নি, কিন্তু ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ۙ

২৩: মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ রয়েছে, যারা সত্য প্রমাণিত করেছে যে-ই অঙ্গীকার তারা আল্লাহ এর সাথে করেছিলো (৬০), সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নত পূর্ণ করেছে (৬১), এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছে (৬২)। আর তারা সামান্যটুকুও পরিবর্তিত হয়নি (৬৩),

لِّيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ۚ

২৪: যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যের পুরস্কার দেন এবং মুনাফিক্বদেরকে শাস্তি দেন যদি চান অথবা তাদেরকে তাওবাহ এর তৌফিক প্রদান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ۚ

২৫: এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে (৬৪) তাদের অন্তরগুলোর জ্বালা সহকারে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন, এমতাবস্থায় যে, কোন মঙ্গলই তারা পায়নি (৬৫), এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য যথেষ্ঠ ছিলেন (৬৬), এবং আল্লাহ্ শক্তিমান, সম্মানের অধিকারী।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ

২৬: এবং যেসব কিতাবী তাদেরকে সাহায্য করেছিলো (৬৭) তাদেরকে তাদের দুর্গগুলো

টীকা-৫৯: অর্থাৎ তিনি যে সব প্রতিশ্রুতি দেন সবই সত্য, সবই নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়িত হবে। আমাদেরকে সাহায্যও করা হবে, আমাদেরকে বিজয়ও দেয়া হবে। মক্কা মুকাররমামাহ, রোম, পারস্যও বিজিত হবে।

টীকা-৬০: হযরত ওসমান গণী, হযরত তালহা, হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ, হযরত হামযাহ এবং হযরত মাস'আব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) প্রমুখ মান্নত করেছিলেন যে, তারা যখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে জিহাদ করার সুযোগ পাবেন তখন অটল থাকবেন, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যাবেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা তাদের অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন।

টীকা-৬১: জিহাদে অবিচলিত থাকেন, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। যেমন- হযরত হামযাহ ও হযরত মাস'আব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)।

টীকা-৬২: এবং শাহাদাতের জন্য অপেক্ষা করছেন, যেমন হযরত ওসমান ও হযরত তালহা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)।

টীকা-৬৩: নিজেদের অঙ্গীকারের উপর তেমনিভাবেই অবিচলিত থাকে, যারা শহীদ হয়েছেন তাঁরাও, যাঁরা শাহাদতের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তারাও।

এতে ঐ সব মুনাফিক্ব ও রুগ্ন-হৃদয়সম্পন্ন লোকদের প্রতি ইঙ্গিত (تعريض) করা হয়েছে যারা আপন অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি।

টীকা-৬৪: অর্থাৎ ক্বুরাঈশ ও গাতফান ইত্যাদির বাহিনীকে, যাদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৬৫: অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

টীকা-৬৬: শত্রুরা ফিরিশতাদের তাকবীর ও বাতাসের ভয়াবহতার কারণে পালিয়ে গেলো,

টীকা-৬৭: অর্থাৎ বনী ক্বুরায়যা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মুকাবিলায় ক্বুরাঈশ ও গাতফান ইত্যাদি সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্য করেছিলো।

টীকা-৬৮: এতে বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযানের বিবরণ রয়েছে। ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীর যিলক্বদ মাসের শেষের দিকে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। যখন খন্দকের যুদ্ধে রাত্রিবেলায় শত্রুবাহিনী পালিয়ে গেল, উপরোল্লেখিত আয়াতে যা বিবৃত হয়েছে, ঐ রাতের পর সকালে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও সাহাবা কিরাম মাদীনা তৈয়্যিবায় তাশরীফ নিয়ে এলেন। অতঃপর হাতিয়ার রেখে দিলেন। ঐ দিন যোহরের সময় যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মাথা মুবারক ধৌত করা হচ্ছিলো ,তখন জিবরাঈল আমীন হাযির হলেন এবং তিনি আরয করলেন, "হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন। ফিরিশতগণ চল্লিশ দিন যাবৎ হাতিয়ার রাখেননি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বনী কুরায়যাহর দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিচ্ছেন।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নির্দেশ দিলেন- ঘোষণা দেয়া হোক, "যারা আনুগত্যশীল হয় তারা যেন বনী কুরায়যাহয় গিয়েই আসরের নামায সম্পন্ন করে।" হুযূর এ কথা ইরশাদ ফরমায়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং মুসলমানগণও যাত্রা আরম্ভ করলেন আর একের পর এক খেদমতে গিয়ে পৌঁছতে লাগলেন। এমনকি, কিছু কিছু হযরত ইশার নামাযের পরে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু তাঁরা তখনও আসরের নামায পড়েন নি। কেননা, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বনূ কোরায়যায় পৌঁছে আসরের নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কারণে ঐ দিনে তারা আসরের নামায ইশার নামাযের পরেই সম্পন্ন করেছিলেন। আর এ জন্য তাদেরকে না আল্লাহ তাআ'লা পাকড়াও করেছেন, না রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

থেকে অবতরণে বাধ্য করেছিলেন (৬৮) এবং অন্তরসমূহে আতঙ্ককের সঞ্চার করলেন, তাদের মধ্য থেকে একদলকে তোমরা হত্যা করছো (৬৯) এবং একদলকে বন্দী (করছো) (৭০)। **২৭:** এবং আমি তোমাদেরকে অধিকারী করেছি তাদের ভূমির, তাদের ঘর-বাড়ির ও সম্পদের (৭১) এবং ঐ ভূমির, যা তোমরা এখনো পদানত করোনি (৭২) এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান।	وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ اَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾
রুকূ'-৪	
২৮: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)! আপনার বিবিগণকে বলে দিন, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও সেটার ভূষণ কামনা করো (৭৩), তবে এসো, আমি তোমাদেরকে সম্পদ	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ

ইসলামী-লস্কর পঁচিশ দিন যাবত বনী কুরায়যাহকে অবরোধ করে রাখলেন। এতে তারা (বনী কুরায়যাহ) অপারগ হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি আমার নির্দেশে দূর্গ থেকে নেমে আসবে?" তারা তাতে অস্বীকৃতি জানালো। অতঃপর হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "তোমার কি 'আউস' গোত্রের সরদার 'সা'আদ ইবনে মু'আয'-এর নির্দেশে নেমে আসবে?" তারা তাতে সম্মতি জানালো। আর সা'আদ ইবনে মু'আযকে তাদের সম্পর্কে নির্দেশ (বিচারের রায়) দেয়ার জন্য নিয়োগ করলেন। হযরত সা'আদ নির্দেশ দিলেন, "পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, আর স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করা হোক।" অতঃপর মাদীনা শরীফের বাজারে খন্দক খনন করা হলো। আর সেখানে এনে তাদের সবার শিরচ্ছেদ করা হলো। ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে বনী নযীর গোত্রের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব এবং বনী কুরায়যাহ গোত্রের নেতা কা'আব ইবনে আসাদও ছিলো। এরা ছয়শ বা সাতশ যুবক ছিলো, যাদের শিরচ্ছেদ করে খন্দকের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। (মাদারিক ও জুমাল)

টীকা-৬৯: অর্থাৎ যুদ্ধকারীদেরকে

টীকা-৭০: স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে

টীকা-৭১: নগদ টাকা-পয়সা, মাল-সামগ্রী ও গৃহপালিত পশু- সবই মুসলমানদের করয়াত্বে এসেছিলো।

টীকা-৭২: এ 'ভূমি' মানে 'খায়বার', যা কুরায়যাহ বিজয়ের পর মুসলমানদের হাতে আসে। অথবা ঐ সমস্ত ভূ-খণ্ড বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিজিত হয়ে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

টীকা-৭৩: অর্থাৎ যদি তোমাদের অধিক সম্পদ ভোগ-সামগ্রীর দরকার হয়

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র বিবিগণ তাঁর নিকট প্রার্থিব সামগ্রী চাইলেন এবং দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য দরখাস্ত করলেন। এখানে তো পূর্ণ দুনিয়া ত্যাগ' (زهد) ছিলো। পার্থিব সামগ্রী ও তা পুঞ্জিভূত করে রাখা পছন্দনীয়ই ছিলো না।

এ কারণে, তা হুযূরের পবিত্রতম মনে কষ্টদায়ক (অনুভূত) হলো। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। পবিত্রতম বিবিগণকে ইখতিয়ার দেয়া হলো। তখন হুযূরের নয়জন বিবি ছিলেন। পাঁচজন কুরাঈশী ছিলেন। তাঁরা হলেনঃ ১) হযরত আয়িশা বিনতে আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا), ২) হযরত হাফসাহ বিনতে ফারুক্ব, ৩) উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবী সুফিয়ান, ৪) উম্মে সালমাহ বিনতে আবী উমাইয়া এবং ৬) সাওদা বিনতে যামআ'হ। আর চার জন অকুরাঈশী বিবি ছিলেন। তাঁরা হলেনঃ ৬) যয়নাব বিনতে জাহশ আসাদিয়াহ, ৭) মায়মুনাহ বিনতে হারিস হিলালিয়াহ, ৮) সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব খায়বারিয়াহ এবং ৯) জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস মুস্তালাক্বিয়াহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ)। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) সর্বপ্রথম হযরত আয়িশা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) কে এ আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে ইখতিয়ার দিলেন আর ইরশাদ ফরমান-- "ত্বরা করো না। আপন মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে যা সিদ্ধান্ত হয় সেই মুতাবিক কাজ করো তিনি আরয করলেন, "হুযূরের ব্যাপারে পরামর্শ কিভাবে। আমি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে এবং পরকালকেই চাই।" অন্যান্য বিবিগণও একই জবাব দিলেন।

মাসআলা: যেই বিবিকে ইখতিয়ার দেয়া হয়, সে যদি স্বীয় স্বামীকেই গ্রহণ করে, তবে তালাক্ব সংঘটিত হয়না, কিন্তু যদি নিজেকেই ইখতিয়ার করে, তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী (طلاق بَائن) (চূড়ান্ত তালাক্ব) সংঘটিত হয়।

সূরাঃ ৩৩ আহযাব	৭৬০	মানযিল-৫	পারাঃ ২১

দিই (৭৪) এবং সৌজন্যের সাথে ছেড়ে দিই (৭৫)।	وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیْلًا ﴿۲۸﴾
২৯: আর যদি তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও পরকালের ঘর চাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সৎকর্মপরায়ণা নারীদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।'	وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾
৩০: হে নাবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট লজ্জার পরিপন্থী কোন দুঃসাহস দেখায় (৭৬), তবে তার উপর অন্যান্যদের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে (৭৭) এবং এটা আল্লাহ এর জন্য সহজ। *	یٰنِسَآءَ النَّبِیِّ مَنْ یَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ یُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیْرًا ﴿۳۰﴾

টীকা-৭৪: যেই বিবির সাথে বিবাহের পর সহবাস করা হয় কিংবা 'বিশুদ্ধ নির্জনতা' (خلوت صحيحه) হয়, তাকে তালাক্ব দেয়া হলে কিছু মাল- সামগ্রী প্রদান করা মুস্তাহাব। আর সেই সামগ্রী হচ্ছে- তিনটা কাপড়ের সেট। এখানে 'মাল-সামগ্রী' দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।
মাসআলা: যেই বিবির 'মহর' নির্ধারিত না হয়, তাকে যদি সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়, তাহলে 'কাপড় সেট' দেয়া ওয়াজিব।
টীকা-৭৫: কোন ক্ষতি ব্যতীত
টীকা-৭৬: যেমন স্বামীর আনুগত্যের মধ্যে কোনরূপ সংকোচ করা, তার প্রতি রূঢ় আচরণ করা। কেননা, অশ্লীলতা থেকে আল্লাহ তা'আলা নাবীগণ (عَلَیْهِمُ السَّلَام) এর বিবিগণকে পবিত্র রাখেন।
টীকা-৭৭: কেননা, যে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বেশি হয় তাঁর দ্বারা যদি কোন ত্রুটি সম্পন্ন হয়, তবে তাঁর ত্রুটিও অন্যান্যদের ত্রুটি অপেক্ষা অধিক জঘণ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়।
মাসআলা: এ কারণে আ'লিমের গুনাহ মূর্খের গুনাহ অপেক্ষা অধিক মন্দ হয়, একই কারণে আযাদগণের শাস্তি শারীয়তে ক্রীতদাসদের চেয়ে বেশি নির্ধারিত হয়। আর নাবী (عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِیْمَاتِ) এর বিবিগণ সমগ্র জাহানের নারীগণ অপেক্ষা অধিক ফযীলত রাখেন। এ কারণে তাঁদের সামান্য কথাও কঠোর পাকড়াওযোগ্য।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 'ফাহিশাহ' শব্দটা যখন (معرفه) (নির্দিষ্ট) রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তা দ্বারা 'যিনা ও বলাৎকার' (لواطت) উদ্দেশ্য হয়। আর যদি (نکره غير موصوفه) হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা দ্বারা 'সমস্ত গুনাহ'ই উদ্দেশ্য হয়। আর যদি (نکره موصوفه) হয়ে ব্যবহৃত হয় তবে তা দ্বারা 'স্বামীর অবাধ্যতা ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করা' বুঝানো হয়। এ আয়াতে (نکره موصوفه) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে স্বামীর আনুগত্যে ত্রুটি ও রূঢ় ব্যবহারের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত হয়েছে। (জুমাল)★

টীকা-৭৮: হে নাবী (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর বিবিগণ।

টীকা-৭৯: অর্থাৎ যদি অন্যান্যদেরকে এক সৎকর্মের পরিবর্তে দশগুণ সাওয়াব দিই, তবে তোমাদেরকে বিশগুণ। কেননা, সমগ্র জাহানের নারীদের উপর তোমাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর তোমাদের কর্মেও দু'টি দিক রয়েছেঃ এক) ইবাদত পালন করা এবং দুই) রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সন্তুষ্টি অর্জন করা আর স্বল্পে পরিতুষ্টি ও উত্তম জীবন যাপন সহকারে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সন্তুষ্ট করা

টীকা-৮০: জান্নাতে।

টীকা-৮১: তোমাদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তোমাদের পুরস্কার সর্বাপেক্ষা অধিক। বিশ্বের নারীদের মধ্যে কেউ তোমাদের সমকক্ষ নয়।

টীকা-৮২: এতে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে কোন পরপুরুষের সাথে পর্দার আড়ালে কথা বলতে হয়, তাহলে এভাবে বলার ইচ্ছা করো যেন কথা বলার ভঙ্গীতে কোমলতা না আসে, কথায়ও যেন নমনীয়তা না আসে, বরং কথা অতি সাদাসিধেভাবে বলা উচিত। পবিত্রতাশ্রয়ী মহিলাদের জন্য এটাই শোভা পায়।

৩১: এবং (৭৮) যে কেউ তোমাদের মধ্যে অনুগত থাকে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি এবং সৎকাজ করে, আমি তাকে অন্যান্যদের চেয়ে দ্বিগুণ সাওয়াব দেবো (৭৯), এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছি (৮০)।

৩২: হে নাবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও (৮১), যদি আল্লাহকে ভয় করো তা'হলে কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করো না যেন অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে (৮২), হ্যাঁ, ভালো কথা বলো (৮৩)।

৩৩: এবং নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বে-পর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা (৮৪), এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো। আল্লাহ তো এটাই চান, হে নাবীর পরিবারবর্গ- যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন (৮৫)।

৩৪: এবং স্মরণ করো, যা তোমাদের গৃহসমূহে পাঠ করা হয়- আল্লাহ এর আয়াতসমূহ এবং

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ ﴿٣٢﴾

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ ﴿٣٣﴾

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

টীকা-৮৩: দ্বীন ও ইসলামের এবং সৎকর্মের শিক্ষা দান ও সদুপদেশের যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে।

টীকা-৮৪: 'পূর্ববর্তী জাহেলিয়াত' দ্বারা 'প্রাক-ইসলামী যুগ' বুঝানো হয়েছে। ঐ যুগে নারীগণ সগর্বে ঘর থেকে বের হতো, স্বীয় শোভা ও সৌন্দর্যের বাহার দেখাতো যাতে পর-পুরুষেরা তাদের প্রতি তাকায়। পোষাকও এমনভাবে পরিধান করতো যে, তা দ্বারা শরীরের অঙ্গগুলো ভালোভাবে ঢাকতো না। আর 'পরবর্তী জাহেলী যুগ' দ্বারা 'শেষ যুগ' বুঝানো হয়েছে, যে যুগের মধ্যে মানুষের কার্যাদি পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের লোকদের মতো হয়ে যাবে।

টীকা-৮৫: অর্থাৎ পাপরাশির অপবিত্রতা দ্বারা তোমরা অপবিত্র হয়োনা। এ আয়াত দ্বারা 'আহলে বায়ত' (নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পরিবারবর্গ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 'আহলে বায়ত'-এর মধ্যে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র বিবিগণ, হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা যাহরা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا), হযরত আলী মুরতাদা (كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم) এবং হাসনাঈন-ই-কারীমাঈন (হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন) (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) সবাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আয়াত ও হাদীসসমূহ সংগ্রহ করলে এ ফলই বের হয়। এটাই হযরত ইমাম আবুল মানসূর মাতুরীদী (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত হয়। এ আয়াতগুলোতে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'আহলে বায়ত'-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যেন তাঁরা গুনাহ থেকে বিরত থাকেন এবং যেন তাক্বওয়া ও খোদাভীরুতার পাবন্দ থাকেন। 'গুনাহসমূহ'কে অপবিত্রতার অর্থে এবং 'পরহেযগারী-কে' পবিত্রতার অর্থে রূপকভাবে (استعارة) ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পাপরাশি সম্পাদনকারী ব্যক্তি সেগুলো দ্বারা এমনিভাবে অপবিত্র হয়ে যায়, যেভাবে দেহ আবর্জনা দ্বারা হয়। এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গিতে উদ্দেশ্য এ যে, তা দ্বারা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনে পাপাচারের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করা যায় এবং তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর প্রতি উৎসাহিত করা যায়।

টীকা-৮৬: অর্থাৎ সুন্নাহ।

টীকা-৮৭: শানে নুযূলঃ আসমা বিনতে আমীস যখন আপন স্বামী জা'ফর ইবনে আবী তালিবের সাথে হাবশাহ থেকে ফিরে এলেন, তখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর পবিত্র বিবিগণের সাথে সাক্ষাৎ করে আরয করলেন, "নারীদের সম্পর্কেও কি কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে?" তাঁরা বললেন, "না।" তখন আসমা হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দরবারে আরয করলেন, "হুযূর! নারীগণ অতি ক্ষতিগ্রস্ত।" ইরশাদ ফরমালেন, "কেন?" আরয করলেন, "তাদের উল্লেখ মঙ্গল সহকারে হয়ই না, যেমনিভাবে পুরুষের হয়। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের দশটা মর্যাদা পুরুষদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের সাথে এদের প্রশংসাও করা হয়েছে। উক্ত মর্যাদাগুলোর মধ্যে প্রথম মর্যাদা হচ্ছে- 'ইসলাম' যা খোদা ও রসূলের আনুগত্যেরই নাম, দ্বিতীয় হচ্ছে- ঈমান। তা হচ্ছে বিশুদ্ধ আক্বীদা বা ধর্ম-বিশ্বাস এবং যাহির ও বাতিন (গোপন ও প্রকাশ্য) এক হওয়া, তৃতীয় মর্যাদা 'কুনূত' অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা।

টীকা-৮৮: এর মধ্যে চতুর্থ মর্যাদার বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে- সদুদ্দেশ্য এবং সততাপূর্ণ কথা ও কাজ। এরপর পঞ্চম মর্যাদা- 'ধৈর্যের' বিবরণ অর্থাৎ ইবাদতে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা। নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকা- চাই প্রবৃত্তির উপর যতই কঠিন ও ভারী হোক না কেন- আল্লাহ এর সন্তুষ্টির জন্য তা অবলম্বন করা উচিত। এরপর ষষ্ঠ মর্যাদা 'বিনয়ের' বিবরণ রয়েছে, যা আনুগত্যসমূহ ও ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে অন্তরসমূহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহকারে বিনয়ী হওয়া। এরপর সপ্তম মর্যাদা 'সাদাক্বাহর' বিবরণ, যা আল্লাহ তাআ'লা র প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁরই পথে অতিরিক্ত ও নফলরূপে প্রদান করা হয়। অতঃপর অষ্টম মর্যাদা 'রোযার' বিবরণ। এটাও ফরয এবং নফল উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে এক দিরহাম সাদাক্বাহ করে সে 'সাদাক্বাহকারীদের' অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি প্রতি মাসে 'শুভ্র দিবসসমূহ (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এ তিনটা রোযা পালন করে সে 'রোযাদারদের' মধ্যে শামিল হয়। এরপর নবম মর্যাদা 'চরিত্রের পবিত্রতা'র বিবরণ। তা হচ্ছে এই যে, আপন লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে আর যা হালাল নয় তা থেকে বিরত থাকবে। সবশেষে দশম মর্যাদা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা'র বিবরণ। 'যিকর'- এর মধ্যে 'তাসবীহ', হামদ ও তাহলীল, তাকবীর (যথাক্রমে, আল্লাহ এর পবিত্রতা, প্রশংসা, বড়ত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করা,) ক্বুরআন পাঠ করা, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া, নামায, ওয়ায-নসীহত, মীলাদ শরীফ, না'ত শরীফ পাঠ করা- সবই শামিল রয়েছে। কথিত আছে যে, বান্দা তখনই 'যিকরকারীদের' মধ্যে গণ্য হয়, যখন সে দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শয়নরত সর্বাবস্থায় আল্লাহ এর যিকির করে।

হিক্বমাত (৮৬)। নিশ্চয়, আল্লাহ প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয় জানেন, সর্ব বিষয়ে অবহিত।	اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا (۳۴)

রুকূ'-৩৫

৩৫: নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ (৮৭), ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণ, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীগণ, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ (৮৮), ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারীগণ, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারীগণ, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারীগণ, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ- এ সবার জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।	اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا (۳۵)
৩৬: এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, আল্লাহ ও রসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে (৮৯)।	وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

টীকা-৮৯: শানে নুযূলঃ এ আয়াত যয়নাব বিনতে জাহশ আসাদিয়াহ, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এবং তাঁর মাতা উমায়মাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। উমায়মাহ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর ফুফী ছিলেন। ঘটনা এ ছিলো যে, যায়দ ইবনে হারিসাহ, যাঁকে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) আযাদ করেছিলেন এবং তিনি হুযূরেরই সেবায় নিয়োজিত থাকতেন, হুযূর যয়নাবের জন্য তাঁর (যায়দ) বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। যয়নাব ও তাঁর ভাই তা গ্রহণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত যয়নাব ও তাঁর ভাই এ নির্দেশ শুনে রাজি হয়ে গেলেন। আর হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) হযরত যায়েদের বিবাহ তাঁর (যয়নাব) সাথে করিয়ে দিলেন। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাঁর মহর দশ দিনার, ষাট দিরহাম, একজোড়া কাপড়, পঞ্চাশ মুদ্দ (এক ধরনে পরিমাপ যন্ত্র, যার ওজন হয় দু'রিতল। এক রিতল = আধ সের) খাদ্য এবং ত্রিশ সা' খেজুর দিলেন।

মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মানুষের জন্য হুযূর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই

ওয়াজিব বা অপরিহার্য। আর নাবী (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মুকাবিলায় কেউ আপন আত্মারও খোদ-মুখতার নয়।

মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, 'নির্দেশ' (امر) (وجوب) (বা অপরিহার্যতা) নির্দেশক হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কোন কোন তাফসীরে হযরত যায়দকে ক্রীতদাস বলা হয়েছে। কিন্তু এটা 'অন্যমনস্কতা' (تسامح) থেকে মুক্ত নয়। কেননা, তিনি নিজে আযাদ ছিলেন। গ্রেফতারীর কারণে, বিশেষ করে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর রসূল হিসেবে প্রেরিত হবার পূর্বে, শরীয়ত মতে, কোন ব্যক্তিই 'দাস' বা 'মামলূক' হয়ে যায় না। তদুপরি তা' ছিলো 'ফাতরাত-যুগ' (নাবীবিহীন সময়)। ফাতরাত কালীন সময়ের লোকদেরকে 'হারবী' (কাফির-রাষ্ট্রের লোক) বলা যায় না। ('জুমাল'-এ এরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

টীকা-৯০: ইসলামের, যা অতি মহান নি'মাত,

টীকা-৯১: আযাদ করে। এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- হযরত যায়দ ইবনে হারিসাহ। হুযূর তাঁকে আযাদ করে ও তাঁকে লালন-পালন করেন।

টীকা-৯২: শানে নুযূলঃ যখন হযরত যায়দের বিবাহ হযরত যয়নাবের সাথে হলো, তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে ওহী এলো যে, যয়নাব আপনার পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট এটাই মঞ্জুর হয়েছে। তা এভাবে হলো যে, হযরত যায়দ ও যয়নাবের মধ্যে মিল হলো না। হযরত যায়দ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হযরত যয়নাবের কটু কথা, কর্কশ ভাষা, অবাধ্যতা ও নিজেকে বড় মনে করার অভিযোগ করলেন। এভাবে বারংবার ঘটতে লাগলো। হুযূর সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত যায়দকে বুঝ দিতেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে- আল্লাহ ও তাঁর রসূলের, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে।	وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾
৩৭: এবং হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আপনি বলতেন তাকে, যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন (৯০), এবং আপনিও তাকে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন (৯১), 'নিজ বিবিকে নিজের কাছেই থাকতে দাও (৯২) এবং আল্লাহকে ভয় করো (৯৩)।' এবং আপনি স্বীয় অন্তরের মধ্যে ঐ কথা (গোপন) রাখতেন, যেটাকে প্রকাশ করারই আল্লাহ এর ইচ্ছা ছিলো (৯৪) এবং আপনি লোকদের সমালোচনার আশঙ্কা করতেন (৯৫)। এবং আল্লাহই অধিক উপযোগী এ কথার যে, আপনি তাঁরই ভয় রাখবেন (৯৬), অতঃপর যখন 'যায়দ'-এর উদ্দেশ্য তার (যয়নব) থেকে পূর্ণ হয়ে গেলো (৯৭), তারপর আমি তাকে আপনার বিবাহে দিয়ে দিলাম (৯৮), যাতে মুসলমানদের জন্য কোন বাধা না থাকে তাদের পোষ্যপুত্রদের 'বিবিগণের (বিবাহের) ব্যাপারে, যখন তাদের	وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا

টীকা-৯৩: যয়নাবের বিরুদ্ধে বড়াই ও স্বামীকে কষ্ট দেয়ার অভিযোগ করার ক্ষেত্রে।

টীকা-৯৪: অর্থাৎ আপনি এ কথা প্রকাশ করতেন না যে, যয়নাবের সাথে তোমার স্থায়ী মিল হতে পারে না, তালাক্ব অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর এটা প্রকাশ করাই ছিলো আল্লাহ এর সিদ্ধান্ত।

টীকা-৯৫: অর্থাৎ যখন হযরত যায়দ হযরত যয়নাবকে তালাক্ব দিলেন, তখন তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) লোকজনের সমালোচনার আশঙ্কাবোধ করলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা এর নির্দেশ তো রয়েছে হযরত যয়নাবের সাথে বিবাহ করার, কিন্তু তেমনি করলে লোকেরা এ সমালোচনা করবে যে, 'বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এমন মহিলাকে বিবাহ করেছেন, যে তাঁর মুখে বলা পুত্রের বিবাহাধীন ছিলো।' উদ্দেশ্য এই যে, বৈধ কাজের ক্ষেত্রে অনর্থক সমালোচনাকারীদের দিক থেকে কোন আশঙ্কা না করা উচিত।

টীকা-৯৬: এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর ভয় সর্বাপেক্ষা বেশী রাখেন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক তাক্বওয়াসম্পন্ন, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৯৭: এবং হযরত যায়দ হযরত যয়নাবকে তালাক্ব দিয়ে দিলেন। অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হলো।

টীকা-৯৮: হযরত যয়নাবের ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর তাঁর নিকট হযরত যায়দ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পয়গাম (বিয়ের প্রস্তাব) নিয়ে গেলেন এবং তিনি মাথা নীচু করে পূর্ণ লজ্জাভরে ও আদব সহকারে তাঁর নিকট ঐ পয়গাম পৌঁছালেন। তিনি (হযরত যয়নাব) বললেন, "এ ব্যাপারে আমি আমার নিজস্ব মতামতের কোন দখল দিইনা। যা আমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত, তাতেই আমি রাজি আছি।" এ কথা বলে তিনি (হযরত যয়নাব) আল্লাহ এর মহান দরবারে মনোনিবেশ করলেন এবং নামায আরম্ভ করে দিলেন। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত যয়নাব ঐ বিবাহের ফলে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এই শাদীর ওলীমা খুব বড় আয়োজন সহকারে সম্পন্ন করেন।

টীকা-৯৯: অর্থাৎ যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পোষ্যপুত্রের বিবির সাথে বিবাহ করা বৈধ।

টীকা-১০০: অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর জন্য যা বৈধ করেছেন, আর বিবাহের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দান করেছেন সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে কোন বাধা নেই।

টীকা-১০১: অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্যদের তুলানায় অধিক বিবি তাঁদের জন্য হালাল করা হয়েছে। যেমন হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর একশ স্ত্রী ছিলেন, হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর তিনশ স্ত্রী ছিলেন। এটা তাঁদের জন্য বিশেষ বিধান, তাঁদের ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়, না কেউ সেটার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাদের জন্য, যার জন্য যেই বিধান দেন সেটার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার কী অবকাশ আছে? এতে ইহুদীদের খন্ডন রয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিরুদ্ধে চারের অধিক বিবাহ করার উপর সমালোচনা করেছিলো। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটা হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর জন্য খাস বিধান, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের জন্য বহু বিবাহের খাস বিধান ছিলো।

قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا (٣٧)
مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۭ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا (٣٨)
الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (٣٩)
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (٤٠)
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (٤١)
وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (٤٢)
هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

দিক থেকে তাদের প্রয়োজন মিটে যায় (৯৯)। এবং আল্লাহ এর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

৩৮: নাবীর জন্য কোন বাধা নেই এ কথায় যা আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারিত করেছেন (১০০)। আল্লাহ এর বিধান চলে আসছে তাদের মধ্যে, যারা পূর্বে অতীত হয়েছে (১০১) এবং আল্লাহ এর কাজ সুনির্ধারিতই।

৩৯: তারাই, যারা আল্লাহ এর বাণী প্রচার করে এবং তাঁকে ভয় করে, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না, এবং আল্লাহ যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী (১০২)।

৪০: মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন (১০৩), হ্যাঁ, আল্লাহ এর রসূল হন (১০৪) এবং সমস্ত নাবীর মধ্যে সর্বশেষ (১০৫)। এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।

৪১: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো (১০৬)।

৪৩: তিনিই হন, যিনি দুরূদ প্রেরণ করেন তোমাদের উপর এবং তার ফিরিশতাগণ (১০৭),

টীকা-১০২: সুতরাং তাঁকেই ভয় করা চাই।

টীকা-১০৩: সুতরাং হযরত যায়দেরও তিনি বাস্তবে পিতা নন। তা'হলে তার বিবাহকৃত স্ত্রী তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জন্য হালাল হতো না। কাসিম, তৈয়্যিব, তাহির, ইব্রাহীম হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ঐ বয়স পর্যন্ত পৌঁছেন নি যে, তাদেরকে 'পুরুষ' বলা যেতো। তাঁরা শিশু অবস্থায়ই ওফাত পান।

টীকা-১০৪: এবং সমস্ত রসূল হিতাকাংখী ও স্নেহশীল। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করা অপরিহার্য হবার কারণে আপন উম্মতের পিতা হিসেবে আখ্যায়িত হন, বরং তাদের প্রতি কর্তব্য প্রকৃত পিতার প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। কিন্তু এতদসত্বেও উম্মত সন্তান হয়ে যায় না এবং প্রকৃত সন্তানদের সমস্ত বিধান- উত্তরাধিকার ইত্যাদি তার জন্য প্রযোজ্য হয় না।

টীকা-১০৫: অর্থাৎ সর্বশেষ নাবী। অর্থাৎ নাবূয়্যাতের ধারা তার উপরই সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর নাবূয়্যাতের পর কেউ নাবূয়্যাত পেতে পারেনা। এমনকি, যখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) অবতরণ করবেন, তখন যদিও তিনি নাবূয়্যাত পূর্বে পেয়েছিলেন, কিন্তু অবতরণের পর তিনি শরীয়তে মুহাম্মদী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অনুসারে কাজ করবেন এবং এ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দেশ দেবেন ও তাঁরই ক্বিবলা অর্থাৎ কা'বা মুআ'যযমার দিকে মুখ করে নামাজ পড়বেন।

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সর্বশেষ নাবী হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্য। কুরআনের আয়াতও এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে আর 'সিহাহ'-এর বহু সংখ্যক হাদীস, যেগুলো মুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ে পৌঁছে, দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর সর্বশেষ নাবী। তাঁর পরে কেউ নাবী হবে না। যে কেউ হুযূরের নাবূয়্যাতের পর অন্য কারো পক্ষে নাবূয়্যাত পাওয়া সম্ভব বলে জানে, যে 'খতমে নাবূয়্যাত'-কে অস্বীকার করে এবং কাফির ও ইসলাম বহির্ভূত।

টীকা-১০৬: কেননা, সকাল ও সন্ধ্যার সময়গুলো হচ্ছে দিন ও রাতের ফিরিশতাদের একত্রিত হওয়ার সময়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, দিন ও রাতের প্রান্তগুলো উল্লেখ করে সার্বক্ষণিক যিকরের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

টীকা-১০৭: শানে নুযূলঃ হযরত আনাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন যে, যখন আয়াত اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ নাযিল হলো তখন হযরত সিদ্দীকে আকবার (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন, "হে আল্লাহ এর রসূল, (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!) যখন আপনাকে আল্লাহ তাআ'লা কোন অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেন, তখন আমরা অনুগ্রহ-প্রার্থীদেরকেও আপনার মাধ্যমে দান করেন।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা এ

আয়াত শরীফ নাযিল করেন।

টীকা-১০৮: অর্থাৎ কুফর, নির্দেশ অমান্য করা ও খোদাকে না চেনা ইত্যাদির মতো অন্ধকাররাশি থেকে সত্য, সব পথ এবং আল্লাহ এর পরিচিতির আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

টীকা-১০৯: 'সাক্ষাৎকাল' দ্বারা হয়ত 'মৃত্যুকাল' বুঝানো হয়েছে অথবা 'কবর' থেকে বের হবার সময় বুঝানো হয়েছে, অথবা 'জান্নাতে প্রবেশ করার সময়'। বর্ণিত হয় যে, হযরত মালাকুল মওত কোন মু'মিনের রূহ তাকে সালাম না করে হনন করেন না। হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) থেকে বর্ণিত, যখন 'মালাকুল মওত' মু'মিনের রূহ হনন করার জন্য আসেন তখন বলেন, "তোমার প্রতিপালক তোমাকে সালাম বলছেন।" এটাও বর্ণিত হয় যে, মু'মিনগণ যখন কবর থেকে বের হবেন, তখন ফিরিশতাগণ নিরাপত্তা বা শান্তির সুসংবাদ হিসেবে তাদেরকে সালাম করবেন।" (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-১১০: শাহিদ' (شاهد)-এর অনুবাদ 'উপস্থিত-পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাযির) করা খুব উত্তম অনুবাদই। ইমাম রাগিবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মুফরাদাত'-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয় اَلشُّهُوْدُ وَالشَّهَادَةُ اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ অর্থাৎ- (شهود) ও (شهادة) -এর অর্থ হচ্ছে- ঘটনা স্থলে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সাথে হাযির থাকা-চাই সেই দেখা কপালের চোখে হোক কিংবা অন্তরের চোখে হোক। আর 'সাক্ষী'কেও এ জন্য (شاهد) বলা হয়, যেহেতু সাক্ষী স্বচক্ষে অবলোকনের মাধ্যমে যেই জ্ঞান রাখে তা বর্ণনা করে থাকে। বিশ্বকুল সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সমগ্র জাহানের প্রতি প্রেরিত। তাঁর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) রিসালত ব্যাপক (عامه)। যেমন 'সূরা ফুরক্বান'-এর প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হুযূর পুরনূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনেরও সমস্তসৃষ্টির জন্য সাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও কার্যকলাপ, সত্যায়ন ও প্রত্যাখ্যান, হিদায়ত ও গোমরাহী- সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ফরমাচ্ছেন। (আবুস সাউদ, জুমাল)

টীকা-১১১: অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় শুনান।

টীকা-১১২: অর্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহ এর ক্ষমতার প্রতি আহবান জানান।

لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا (٤٣)

যেন তোমাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন (১০৮), এবং তিনি মুসলমানদের উপর দয়ালু।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَ اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا (٤٤)

৪৪: তাদের জন্য সাক্ষাতের সময়ের অভিবাদন হবে 'সালাম' (১০৯) এবং তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا (٤٥)

৪৫: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত' 'পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাযির) করে (১১০), সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে (১১১),

وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا (٤٦)

৪৬: এবং আল্লাহ এর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী (১১২) আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে (১১৩)।

وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا (٤٧)

৪৭: এবং ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ এর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (٤٨)

৪৮: এবং কাফিরদের ও মুনাফিক্বদের খুশী করবেন না, তাদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করুন (১১৪) এবং আল্লাহ এর উপর ভরসা রাখুন। আর আল্লাহ যথেষ্ট কর্মবিধায়ক।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ

৪৯: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুসলমান নারীদেরকে বিবাহ করো, অতঃপর তাদের গায়ে হাত লাগানো ব্যতিরেকেই ছেড়ে দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর এমন কোন 'ইদ্দত' নেই, যা তোমরা গণনা করবে (১১৫)।

টীকা-১১৩: (سراج) (সিরাজ)-এর অনুবাদ- সূর্য। এটা কুরআন কারীমেরই সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যময়। সূর্যকে 'সিরাজ' বলা হয়েছে। যেমন- 'সূরা নূহ'-এ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا; আর শেষ পারার প্রথম সুরায় ইরশাদ হয়েছে- وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا। এসেছে প্রকৃতপক্ষে, হাজার হাজার সূর্য অপেক্ষাও অধিক আলো হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর নাবুয়্যাতের 'নূরই' দান করেছে। আর তিনি (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কুফর ও শির্কের গাঢ় অন্ধকারকে স্বীয় বাস্তবতা বিকিরণকারী 'নূর' দ্বারা দূরীভূত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জন্য আল্লাহ এর পরিচিতি ও একত্ববাদ পর্যন্ত পৌঁছার পথসমূহ সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। পথভ্রষ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদেরকে স্বীয় হিদায়তের আলো দ্বারা সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং নাবূয়্যাতের জ্যোতি দ্বারা হৃদয় ও অন্তরচক্ষু এবং মন ও আত্মাগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর বরকতময় অস্তিত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিত করে সূর্য, যা হাজার হাজার সূর্যই তৈরী করেছে। এ কারণে, তাঁর গুণাবলীর মধ্যে (مُنِيْرٌ) (আলোকদানকারী)ও ইরশাদ হয়েছে।

টীকা-১১৪: যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়।

টীকা-১১৫: মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া হয়, তবে তার উপর 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব নয়।

মাসআলাঃ ‘বিশুদ্ধ নির্জনতা’ (خلوت صحيحه অর্থাৎ এমন এক স্থানে স্বামী ও স্ত্রী একত্রিত হওয়া, যাতে সঙ্গমে কোন বাধা না থাকে)ও স্ত্রী-সহবাসের শামিল। সুতরাং এমন নির্জনতার পর তালাক্ব দিলে ‘ইদ্দত’ পালন করা ওয়াজিব হবে, যদিও সঙ্গম সংঘটিত না হয়।
মাসআলাঃ এ বিধান মু’মিন-নারী ও কিতাবী নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু আয়াতে মু’মিন নারীদেরকেই উল্লেখ করা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিবাহ মু’মিন নারীকেই করা উত্তম।

টীকা-১১৬: মাসআলাঃ অর্থাৎ যদি তাদের ‘মহর’ নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে ‘নির্জনতা’ (خلوت)-এর পূর্বে তালাক্ব দিলে স্বামীর উপর ‘অর্ধেক মহর’ ওয়াজিব হবে। আর যদি মহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তবে এক সেট কাপড় দেয়াই ওয়াজিব, যাতে তিনটা কাপড় থাকে।

টীকা-১১৭: ‘উত্তমরূপ ছেড়ে দেয়া’ এ যে, তাদের প্রাপ্যসমূহ তাদেরকে যথাযথভাবে প্রদান করা হবে, তাদেরকে কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন করা হবে না এবং তাদেরকে রুখে রাখা যাবে না। কেননা, তাদের উপর ইদ্দত নেই।

টীকা-১১৮: ‘মহর’ নগদ প্রদান করা এবং ‘আক্বদ’-এর -সময় তা নির্ধারণ করা উত্তম, হালাল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত নয়। কেননা, ‘মহর’ নগদ হিসেবে দেয়া অথবা তা নির্ধারিত করা ‘শ্রেয়’ মাত্র (اولى) ওয়াজিব নয়। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

টীকা-১১৯: যেমন হযরত সফিয়্যাহ ও হযরত জুয়ায়রিয়া, যাঁদেরকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আযাদ করেছিলেন এবং তাঁদেরকে বিবাহ করেন।
মাসআলাঃ ‘গণীমতের মধ্যে পাওয়া’র উল্লেখ্যও একটা শ্রেয় পন্থার বিবরণ দেয়ার জন্যই। কেননা, হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ- চাই ক্রয় করার মাধ্যমে মালিকানাধীন হোক অথবা দান (هبه) অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ওসীয়ৎ সূত্রে প্রাপ্ত হোক- ঐসবই হালাল।

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ٞ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا

সুতরাং তাদেরকে কিছু উপকারজনক সামগ্রী দাও (১১৬) এবং উত্তমরূপে ছেড়ে দাও (১১৭)।
৫০: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)! আমি আপনার জন্য হালাল করেছি আপনার ঐ বিবিগণকে, যাদেরকে আপনি মহর প্রদান করেছেন (১১৮) এবং আপনার হাতের মাল দাসীগণকে, যা আল্লাহ আপনাকে গণীমতের মধ্যে প্রদান করেছেন (১১৯) এবং (বিবাহের জন্য হালাল করেছি) আপনার চাচার কন্যাগণ, আপনার ফুফীর কন্যাগণ, মামার কন্যাগণ এবং খালার কন্যাগণ, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে (১২০) এবং ঈমানদার নারী, যদি সে স্বীয় প্রাণ (সত্তা) নাবীর জন্য সমর্পণ করে, আর তাকে বিবাহাধীন আনতে চান (১২১)। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, উম্মতের জন্য নয় (১২২)। আমি জানি যা আমি

টীকা-১২০: ‘সঙ্গে হিজরত করার’ শর্তও উৎকৃষ্টতার বিবরণ মাত্র। কেননা, হিজরত করা ব্যতিরেকেও তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে বিবাহ হালাল। এটাও হতে পারে যে, বিশেষ করে, হুযূরের জন্য ঐসব নারী হালাল হওয়া এ শর্তসাপেক্ষই। যেমন, উম্মে হানী বিনতে আবী তালিবের বর্ণনা সেদিকে ইঙ্গিত বহন করে। ★

টীকা-১২১: অর্থ এ যে, আমি আপনার জন্য ঐ মু’মিন নারীকে হালাল করেছি, যে মহর ছাড়াও বিবাহের জন্য কোন শর্ত ব্যতিরেকেই নিজ সত্তাকে নিজে আপনাকে ‘হিবা’ (هبه) বা দান করে, এ শর্তে যে, আপনিও তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, তাতে ভবিষ্যতের বিধান বিবৃত হয়েছে। কেননা, আয়াত নাযিল হবার সময় পর্যন্ত হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিবিগণের মধ্য থেকে কেউ এমন ছিলেন না, যে নিজেকে দান (هبه) করার মাধ্যমে হুযূরের স্ত্রী হিসেবে ধন্য হন। আর (এরপর) যেসব মু’মিন বিবি নিজ সত্তাকে নিজেরা হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বরকতময় স্ত্রী হবার জন্য সোপর্দ করে দেন তাঁরা হলেন- মাইমুনা বিনতে হারিস, খাওলা বিনতে হাকীম, উম্মে শরীক এবং যয়নাব বিনতে খুযায়মাহ। (তাফসীর-ই-আহমাদী)

টীকা-১২২: অর্থাৎ বিবাহ মহর ব্যতিরেকে, বিশেষ করে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর জন্য বৈধ, উম্মতের জন্য নয়। উম্মতের উপর সর্বাবস্থায় মহর ওয়াজিব যদিও

স্মতর্ব্য যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চাচা বারজন এবং ফুফী ছিলেন ছয়জন। চাচাগণ হলেনঃ ১) হারিস, ২) আবু তালিব, ৩) যুবায়র, ৪) আবদুল কা’বাহ, ৫) হামযাহ ৬) মুক্বাওয়াম, যার নাম মুগীরাহ, ৭) দিরার, ৮) আবদুল ওযযা, যার ‘কুনিয়াৎ’ (উপনাম) আবু লাহাব, ৯) আব্বাস, ১০) ক্বাসাম, ১১) ‘ঈযাক্ব ও ১২) হাজাল। তাঁদের মধ্যে হযরত আব্বাস ও হযরত হামযাহ ঈমান এনেছেন। (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)

ফুফীগণ হলেনঃ ১) উম্মে হাকীম, যাঁর নাম বায়দা, ২) আতিকাহ, ৩) বারাহ, ৪) আরওয়া, ৫) উমায়মাহ ও ৬) সফিয়্যাহ।

তাদের মধ্যে হযরত সফিয়্যাহ ঈমান এনেছিলেন। আতিকাহ্ এর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

চাচাত বোন হলেন আটজনঃ ১) সাব্বা’আহ, ২) উম্মুল হাকাম, ৩) উম্মে হানী, জুমানাহ, ৫) উম্মে হাবীবাহ, ৬) আমিনা, ৭) সফিয়্যাহ ও ৮) আরোয়া। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদের মধ্যে কারো সাথে বিবাহ করেন নি। (রুহুল বয়ান ও নূরুল ইরফান)

ঐ মহর নির্ধারণ না করে কিংবা স্বেচ্ছায় 'মহর' প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

মাসআলাঃ বিবাহ (هبه) (দান) শব্দ দ্বারাও বৈধ।

টীকা-১২৩: অর্থাৎ বিবিগণের জন্য যা কিছু নিদ্ধারণ করেছেন- মহর, সাক্ষী, পালার অপরিহার্যতা এবং চারজন বিবি পর্যন্ত বিবাহ করা।

মাসআলা: এটা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, শারীয়তের মধ্যে মহরের পরিমাণ আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট নির্ধারিত রয়েছে। তা হচ্ছে-দশ দিন দিরহাম, যা অপেক্ষা কম নিৰধারণ করা নিষিদ্ধ। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-১২৪: যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনার জন্য নারীগণকে শুধু নিজেদের দান করে স্ত্রীত্ব বরণের মাধ্যমে বিনা মহরেই হালাল করা হয়েছে।

টীকা-১২৫: অর্থাৎ আপনাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, আপনি যে স্ত্রীকেই ইচ্ছা করেন পাশে রাখুন এবং বিবিগণের মধ্যে পালা নির্ধারণ কিংবা না-ই করুন। কিন্তু এ ইখতিয়ার প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সমস্ত পবিত্র বিবিগণের প্রতি সমতা রক্ষা করতেন এবং তাদের পালাসমূহ সমান রাখতেন। হযরত সওদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) ব্যতীত, তিনি আপন পালার দিনটা হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) কে দান করেছিলেন আর রসূল কারীমের দরবারে আরয করেছিলেন, "আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমার হাশর আপনার পবিত্র বিবিগণের মধ্যে হোক।"

مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٥٠)

মুসলমানদের উপর নির্ধারণ করেছি তাদের বিবিগণ ও তাদের হাতের মাল- দাসীদের মধ্যে (১২৩)। এ বিশেষত্ব আপনারই (১২৪) এ জন্যই যেন আপনার কোন অসুবিধা না হয়, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا (٥١)

৫১: পেছনে সরিয়ে দিন তাদের মধ্যে যাকে চান এবং নিজের নিকট স্থান দিন যাকে চান (১২৫) এবং যাকে আপনি দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাকে আপনি কামনা করলে তাতেও আপনার কোন গুনাহ নেই (১২৬)। এ বিষয়টা এরই নিকটতর যে, তাদের নয়নসমূহ জুড়াবে এবং দুঃখ পাবে না এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু দান করবেন তার উপর তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে (১২৭)। এবং আল্লাহ জানেন যা তোমাদের সবার অন্তরে আছে এবং আল্লাহ, সহনশীল।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ

৫২: তাদের পর (১২৮) অন্য কোন নারী আপনার জন্য বৈধ নয় (১২৯) এবং এও নয় যে, তাদের পরিবর্তে অন্য বিবি গ্রহণ করবেন (১৩০), যদিও আপনাকে তাদের সৌন্দর্য বিস্মিত করে, কিন্তু দাসী আপনার হাতের মাল (১৩১)।

হযরত আয়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত ঐসব নারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা স্বীয় প্রাণ হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে উৎসর্গ করেছিলেন। আর হুযূরকেও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যেন তিনি তাদের মধ্য থেকে যাঁকে চান গ্রহণ করুন এবং তাঁকে বিবাহ করুন আর যাকে চান গ্রহণ করতে অস্বীকার করুন।

টীকা-১২৬: অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের মধ্যে আপনি যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন কিংবা যার পালা বাতিল করেছেন আপনি যখনই ইচ্ছা তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং তাকে ধন্য করুন- আপনাকে এর ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

টীকা-১২৭: কেননা, যখন তারা এ কথা জানবেন যে, এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আপনাকে আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে দান করা হয়েছে, তখন তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যাবে।

টীকা-১২৮: অর্থাৎ ঐ নয়জন বিবির পর, যাঁরা আপনার বিবাহাধীন আছেন, যাঁদেরকে আপনি ইখতিয়ার দিয়েছেন, অতঃপর তারা আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রসূলকেই ইখতিয়ার করেছেন।

টীকা-১২৯: কেননা, রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জন্য বিবিগণের নির্ধারিত সংখ্যা (نصاب) হচ্ছে 'নয়', যেমন- উম্মতের জন্য 'চার'।

টীকা-১৩০: অর্থাৎ তাদেরকে তালাক্ব দিয়ে তাদের স্থলে অন্যান্য নারীকে বিবাহ করা- এমনও করবেন না। ঐ বিবিগণের এ সম্মান এ জন্য যে, যখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তখন তারা আল্লাহ ও রসূলকেই ইখতিয়ার করেছিলেন। আর দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদেরই উপর যথেষ্ট করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই বিবিগণই হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সেবায় নিয়োজিত থাকেন। হযরত আয়িশা ও উম্মে সালমাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, পরে হুযূরের জন্য হলাল করে দেয়া হলো যে, তিনি যত সংখ্যক নারীকেই চান, বিবাহ করতে পারেন। এতদ্ভিত্তিতে, এ আয়াত 'মানসুখ' বা রহিত। আর এ রহিতকারী (ناسخ) হচ্ছে আয়াত (اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ) (অর্থাৎ আমি আপনার জন্য হালাল করেছি-করেছ আল আয়াত)

টীকা-১৩১: সুতরাং তা আপনার জন্য হালাল। এরপর হযরত মারিয়া ক্বিবতীয়াহ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মালিকানাধীনে আসেন। আর তাঁরই গর্ভে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে ওফাত পান।

টীকা-১৩২: মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, ঘর পুরুষেরই হয়ে থাকে। এ কারণেই তার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত। স্বামীর ঘরকে স্ত্রীর ঘরও বলা হয়, এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, সেও তাতে বসবাসের অধিকার রাখে। এ কারণেই আয়াত وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ এর মধ্যে ঘরসমূহের সম্বন্ধ স্ত্রীদের সাথে করা হয়েছে। নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর বাসস্থানসমূহ, যেগুলোর মধ্যে হুযূর এর পবিত্র বিবিগণের আবাস ছিলো আর হুযূর দৃষ্টির অন্তরালে তাশরীফ নিয়ে যাবার পরও তাঁরা জীবিত থাকা পর্যন্ত সেগুলোতেই অবস্থান করেন, সেগুলো হুযূরেরই মালিকানাধীন ছিলো। আর হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) পবিত্র বিবিগণকে সেগুলো দান করেন নি বরং বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে পবিত্র বিবিগণের ওফাতের পর সেগুলো তাঁদের ওয়ারিশগণ পাননি, বরং মসজিদ শরীফের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে, যা ওয়াক্বফের শামিল। আর সেগুলোর উপকার সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক।

টীকা-১৩৩: এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নারীদের জন্য পর্দা অপরিহার্য। আর পরপুরুষদের জন্য কারো ঘরে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা বৈধ নয়। আয়াত যদিও বিশেষ করে রসূল পাকের পবিত্র বিবিগণের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর বিধান সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য ব্যাপক।

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) হযরত যয়নবকে বিবাহ করেন এবং 'ওলীমা' (বিবাহোত্তর ভোজের আয়োজন)- এর প্রতি সাধারণ দাওয়াত দিলেন তখন দলে দলে মুসলমানগণ আসতে লাগলেন এবং আহার সমাপ্ত করে চলে যাচ্ছিলেন। পরিশেষে, তিনজন লোক এমন ছিলেন, যাঁরা আহার করার পরও বসে রইলেন এবং তাঁরা দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন ও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করলেন। ঘর ছোট ছিলো বলে ঘরের লোকজনের কষ্ট হলো। এই অসুবিধার সৃষ্টি হলো যে, তাঁদের কারণে নিজেদের কোন কাজকর্ম করতে পারেন নি। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) উঠে গেলেন এবং পবিত্র বিবিগণের কামরাগুলোতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ঘুরে আবার তাশরীফ আনলেন। তখনও পর্যন্ত ঐ লোকগুলো তাদের আলাপেই রত ছিলেন। হুযূর পুনরায় ফিরে গেলেন। এটা দেখে ঐ লোকগুলো রওনা হয়ে গেলেন। অতঃপর হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) বরকতময় গৃহে প্রবেশ করলেন এবং দরজার উপর পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর পরিপূর্ণ লজ্জাবোধ, বদান্যতার শান এবং সুন্দর চরিত্র প্রতীয়মান হয়। যেহেতু, একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও সাহাবীদেরকে একথা বলেননি যে, এখন আপনারা চলে যান, বরং যে পন্থা অবলম্বন করলেন, তা সুন্দর আদবের উৎকৃষ্টতম শিক্ষা দেয়।

এবং আল্লাহ প্রত্যেক কিছুর উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।	وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا (٥٢)
রুকূ'-৭	
৫৩: হে ঈমানদারগণ! নাবীর গৃহসমূহে (১৩২) হাযির হয়ো না যতক্ষণ না অনুমতি পাও (১৩৩), যেমন-- খানার জন্য আমন্ত্রিত হলে, না এভাবে যে, তোমাদেরকে (দীর্ঘ সময় পর্যন্ত) তা রান্না হওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হয় (১৩৪), হাঁ, যখন আহুত হও তখন হাযির হও। আর যখন আহার করে নাও, তখন ছড়িয়ে পড়ো। এমন নয় যে, বসে কথাবার্তার মধ্যে মশগুল হয়ে থাকবে (১৩৫)। নিশ্চয় তাতে নাবীর কষ্ট হতো। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করতেন (১৩৬)। আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। এবং যখন তোমরা তাদের নিকট থেকে (১৩৭) কিছু ভোগ্য-সামগ্রী চাও, তখন পর্দার বাইরে থেকে চাও। এর মধ্যে অধিকতর পবিত্রতা রয়েছে তোমাদের হৃদয়সমূহ ও তাদের অন্তরসমূহের (১৩৮)। এবং তোমাদের জন্য শোভা পায় না যে, আল্লাহ এর রসূলকে কষ্ট দেবে (১৩৯)	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ؕ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ

টীকা-১৩৪: মাসআলা: এ থেকে বুঝা গেলো যে, দাওয়াত ব্যতিরেকে কারো নিকট খাওয়ার জন্য যাওয়া উচিত নয়।

টীকা-১৩৫: যেহেতু তা ঘরের লোকদের কষ্ট এবং তাদের অসুবিধার কারণ হয়।

টীকা-১৩৬: এবং তাদেরকে চলে যাবার জন্য বলতেন না।

টীকা-১৩৭: অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের নিকট থেকে।

টীকা-১৩৮: যে, প্ররোচনাসমূহ ভীতিজনক বস্তুসমূহ থেকে নিরাপদে থাকে।

টীকা-১৩৯: এবং এমন কোন কাজ করো, যা হুযূর পাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর পবিত্রতম হৃদয়ে কষ্টদায়ক হয়।

টীকা-১৪০: কেননা, যে মহিলাকে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বিবাহ করেন তিনি হুযূর ব্যতীত অন্য সবারই উপর স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, ঐ সমস্ত দাসী, যারা হুযূরের খেদমতের সুযোগ পেয়েছে এবং সহবাসের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন তারা অনুরূপভাবে সবার জন্য হারাম।

টীকা-১৪১: এ'তে এ মর্মে ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বহু বড় মহত্ব দান করেছেন এবং তাঁকে সম্মান করা প্রত্যেক অবস্থায় ওয়াজিব করেছেন।

টীকা-১৪২: অর্থাৎ ঐ বিবিগণের উপর কোন গুণাহ নেই যদি তাঁরা ঐ সমস্ত লোকের নিকট থেকে পর্দা না করেন, যাদের সম্পর্কে আয়াত এর সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে-

শানে নুযূলঃ যখন পর্দার বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন নারীদের পিতা, পুত্রগণ এবং নিকটাত্মীয়গণ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, "হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আমরা কি আমাদের মাতা ও কন্যাদের সাথেও পর্দার বাইরে থেকে কথাবার্তা বলবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৪৩: অর্থাৎ এসব নিকটাত্মীয়ের সামনে আসা ও তাদের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন পাপ নেই।

টীকা-১৪৪: অর্থাৎ মুসলমান বিবিগণের সম্মুখে আসা বৈধ। আর কাফির নারীদের থেকে পর্দা করা ও স্বীয় শরীর গোপন করা অপরিহার্য। শরীরের ঐ অংশ ব্যতীত, যা ঘরের কাজকর্ম করার জন্য খোলা জরুরী হয়। (জুমাল)

এবং না এও যে, তার পরে কখনো তাঁর বিবিগণকে বিবাহ করবে (১৪০), নিশ্চয় এটা আল্লাহ এর নিকট বড় জঘন্য কথা (১৪ ১)।	وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا (۵۳)
৫৪: যদি তোমরা কোন কথা প্রকাশ করো, অথবা গোপন করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন।	اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (۵۴)
৫৫: তাদের জন্য অপরাধ নেই (১৪২) তাদের পিতা, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভাগ্নেগণ (১৪৩), তাদের ধর্মের নারীগণ (১৪৪) এবং আপন দাসীগণের মধ্যে (১৪৫)। এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ এর সম্মুখেই রয়েছে।	لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْۤ اٰبَآىِٕهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآىِٕهِنَّ وَلَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآىِٕهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا (۵۵)
৫৬: নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা (নাবী)-এর প্রতি, হে ঈমানদারগণ। তাঁর প্রতি দুরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো (১৪৬)।	اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (۵۶)

টীকা-১৪৫: এখানে চাচা ও মামাদের উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে করা হয়নি। কারণ, তারা পিতাদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-১৪৬: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করা ওয়াজিব--প্রত্যেক মজলিসে হুযূরের নাম উল্লেখকারীর উপরও, শ্রবণকারীর উপরও, একবার। এর অধিক মুস্তাহাব। এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য অভিমত। এটাই অধিকাংশের অভিমত। আর নামাযের শেষ বৈঠকে 'তাশাহহুদ'-এর পর দুরূদ পাঠ করা সুন্নাত। হুযূরের সাথে পরপরই তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ ও অন্যান্য মু'মিনদের প্রতিও দুরূদ প্রেরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ দুরূদ শরীফের মধ্যে তাঁর পবিত্র নামের পর তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু আলাদাভাবে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কারো উপর দুরূদ পাঠ করা মাকরূহ।

মাসআলা: দুরূদ শরীফের মধ্যে হুযূরের বংশধর ও সাহাবীগণের উল্লেখ করার নিয়ম সুন্নাতে মুতাওয়ারিসাহ (বা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নিয়ম)। একথাও বলা হয়েছে যে, 'আ-ল' বা হুযূরের বংশধরগণের উল্লেখ ব্যতীত গৃহীত হয়না।

দুরূদ শরীফ: আল্লাহ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি সম্মান প্রকাশ করাই (দুরুদ)।

আলিমগণ (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ) -এর অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন যে, "হে প্রতিপালক। মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে মহত্ব দান করুন- দুনিয়ায় তাঁর দ্বীনকে উন্নত ও তাঁর 'দাওয়াত' বা দ্বীনের প্রতি আহ্বানকে বিজয় দান করে, তাঁর শারীয়াতকে স্থায়িত্ব দান করে আর পরকালে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে, তাঁর পুরস্কার বৃদ্ধি করে, পূর্ব ও পরবর্তীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করে এবং নাবীগণ, রসূলগণ, ফিরিশতাকুল এবং সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করে।

মাসআলা: দুরূদ শরীফের অসংখ্য বারাকাত ও ফযীলত রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "দুরূদ প্রেরণকারী যখন আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে, তখন ফিরিশতাগণ তার জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করেন।"

মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, যে কেউ আমার প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করে, আল্লাহ তাআ'লা তার উপর দশবার প্রেরণ করেন।

তিরমিযীর হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার উল্লেখ করা হয়, আর সে দুরূদ পাঠ করে না।

টীকা-১৪৭: ঐ কষ্টদাতাগণ হচ্ছে কাফির সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ এর শানে এমন সব কথবার্তা বলে যেগুলো থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র আর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অস্বীকার করে। তাদের উপর উভয় জাহানের অভিসম্পাত রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا (۵۷)

৫৭: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে, তাদের উপর আল্লাহ এর অভিসম্পাত- দুনিয়া ও আখিরাতে (১৪৭) এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন (১৪৮)।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (۵۸)

৫৮: এবং যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে অপরাধমূলক কোন কাজ না করলেও কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ নিজেদের মাথায় নিয়েছে (১৪৯)।

রুকূ'-৮

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۵۹)

৫৯: হে নাবী! আপন বিবিগণ, সাহেবযাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরগুলোর একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে (১৫০), এটা এ কথার অধিকতর নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে (১৫১), ফলে, যেন তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয় (১৫২)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا (۶۰)

৬০: যদি বিরত না হয় মুনাফিক্ব (১৫৩), যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি আছে (১৫৪) এবং মাদীনায় মিথ্যা রটনাকারীগণ (১৫৫), তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের উপর আধিপত্য দান করবো (১৫৬), অতঃপর তারা মাদীনায় আপনার নিকটে থাকবে না, কিন্তু স্বল্প দিন (১৫৭)।

مَّلْعُوْنِيْنَ ۛۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا (۶۱)

৬১: অভিশপ্ত হয়ে, যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং গুনে গুনে হত্যা করা হবে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (۶۲)

৬২: আল্লাহ এর বিধান চলে আসছে ঐসব লোকের মধ্যে, যারা পূর্বে গত হয়েছে (১৫৮) এবং আপনি আল্লাহ এর বিধান কখনো পরিবর্তিত হতে দেখতে পাবেন না।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ

৬৩: লোকেরা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে

টীকা-১৪৮: পরকালে

টীকা-১৪৯: শানে নুযূল: এ আয়াত ঐসব মুনাফিক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হযরত আলী মুরতাদা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে কষ্ট দিতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতো। হযরত ফুদায়ল বলেন, "কুকুর ও শূকরের মতো নিকৃষ্ট পশুকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়, সুতরাং মু'মিন নর-নারীকে কষ্ট দেয়া কি পর্যায়ের জঘণ্য অপরাধ হবে?"

টীকা-১৫০: এবং মাথা ও চেহারা গোপন করবে। যখন কোন প্রয়োজনে সেগুলো প্রকাশ করতে হয়

টীকা-১৫১: যে, এরা 'আযাদ'।

টীকা-১৫২: এবং মুনাফিক্বগণ তাদেরকে উত্যক্ত না করে। মুনাফিক্বদের অভ্যাস ছিলো যে, তারা দাসীদেরকে উত্যক্ত করতো। এ কারণে আযাদ মহিলাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা চাদর দ্বারা শরীর ঢেকে নিয়ে মাথা ও চেহারা গোপন করে দাসীদের থেকে নিজেদের অবস্থানকে পৃথক করে নেয়।

টীকা-১৫৩: তাদের মুনাফিক্বী থেকে।

টীকা-১৫৪: আর যারা খারাপ ধারণা পোষণ করে অর্থাৎ পাপাচারী, ব্যভিচারী। তারা যদি তাদের পাপাচার থেকে বিরত না হয়

টীকা-১৫৫: যারা মুসলিম সেনা-বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে বেড়াতো এবং এ গুজব ছড়াতো যে, মুসলমানগণ পরাস্ত হয়েছেন, তারা নিহত হয়েছেন আর শত্রুরা বিজয়ী বেশে ফিরে আসছে। এতে তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে হতাশ করা এবং তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা। ঐসব লোক সম্বন্ধে ইরশাদ হচ্ছে যে, তারা যদি এসব তৎপরতা থেকে বিরত না হয়,

টীকা-১৫৬: এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবো।

টীকা-১৫৭: অতঃপর মদীনা তৈয়্যিবাহ তাদের থেকে শূন্য করে নেয়া হবে এবং তাদেকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে।

টীকা-১৫৮: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেকার মুনাফিক্বগণ, যারা এমনই তৎপরতা চালাতো। তাদের জন্যও আল্লাহ এর বিধান এটাই রইলো যেন যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করা হয়।

টীকা-১৫৯: যে, কখন সংঘটিত হবে।

শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ তো ঠাট্টা ও বিদ্রূপবশতঃ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো তাদের যেন খুব তাড়াহুড়া। আর ইহুদীগণ তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করতো। কেননা, তাওরীতে এতদসম্পর্কিত জ্ঞান গোপন রাখা হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আপন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নির্দেশ দিলেন-

টীকা-১৬০: এতে রয়েছে- যারা ত্বরান্বিত করে তাদের প্রতি হুমকি, পরীক্ষা করার জন্য যারা প্রশ্ন করে তাদের খণ্ডন এবং তাদের মুখ বন্ধ করাই।

قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا يُدۡرِيۡكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوۡنُ قَرِيۡبًا (٦٣)

জিজ্ঞাসা করছে (১৫৯)। আপনি বলুন, 'এর জ্ঞান তো আল্লাহ এরই নিকট রয়েছে', এবং আপনি কি জানেন? সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যাবে (১৬০)।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الۡكٰفِرِيۡنَ وَاَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيۡرًا ۙ (٦٤)

৬৪: নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের উপর অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য জলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন,

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوۡنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا ۚ (٦٥)

৬৫: তাতে সর্বদা থাকবে, তাতে না কোন অভিভাবক পাবে, না সাহায্যকারী (১৬১)।

يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوۡهُهُمۡ فِى النَّارِ يَقُوۡلُوۡنَ يٰلَيۡتَنَاۤ اَطَعۡنَا اللّٰهَ وَاَطَعۡنَا الرَّسُوۡلَا (٦٦)

৬৬: যে দিন তাদের মুখমণ্ডল উলট-পালট করে আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, এ কথা বলতে থাকবে- 'হায়, কোনমতে যদি আমরা আল্লাহ এর নির্দেশ মান্য করতাম। আর রসূলের নির্দেশ মান্য করতাম (১৬২)।'

وَقَالُوۡا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوۡنَا السَّبِيۡلَا (٦٧)

৬৭: এবং বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আমাদের বড় লোকদের কথামত চলেছি (১৬৩)। অতঃপর তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

رَبَّنَاۤ اٰتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ الۡعَذَابِ وَالۡعَنۡهُمۡ لَعۡنًا كَبِيۡرًا ۠ (٦٨)

৬৮: হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও (১৬৪) এবং তাদের উপর বড় অভিসম্পাত করো।'

রুকূ'-৯

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ اٰذَوۡا مُوۡسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوۡا ؕ وَكَانَ عِنۡدَ اللّٰهِ وَجِيۡهًا ؕ (٦٩)

৬৯: হে ঈমানদারগণ (১৬৫)! তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে (১৬৬)। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন ঐ কথা থেকে যা তারা রটনা করেছে (১৬৭)। এবং মূসা আল্লাহ এর নিকট মর্যাদাবান (১৬৮)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ۙ (٧٠)

৭০: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো সরল কথা বলো (১৬৯)।

يُّصۡلِحۡ لَكُمۡ اَعۡمَالَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ

৭১: তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য সংশোধন করে দেবেন (১৭০) এবং তোমাদের গুনাহ

টীকা-১৬১: যে তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-১৬২: দুনিয়াতে। তাহলে আমরা আজ এ শাস্তিতে আক্রান্ত হতাম না।

টীকা-১৬৩: অর্থাৎ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও বয়োবৃদ্ধ লোকদের এবং আমাদের দলীয় আলিমদের, তারা আমাদেরকে কুফর শিক্ষা দিয়েছে।

টীকা-১৬৪: কেননা, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে।

টীকা-১৬৫: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি আদব ও সম্মান বজায় রাখো এবং এমন কোন কাজ করো না যা তাঁর মনোকষ্ট ও বিষণ্ণতা। কারণ হয় এবং

টীকা-১৬৬: অর্থাৎ ঐ বানী ইস্রাঈলের মতো হয়ো না, যারা উলঙ্গাবস্থায় স্নান করতো এবং হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করতো যে, 'হযরত আমাদের সাথে কেন স্নান করেন না। তাঁর কুষ্ঠ ইত্যাদির মতো কোন রোগ আছে।'

টীকা-১৬৭: এভাবে যে, যখন একদিন হযরত মূসা (عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) গোসল করার জন্য এক নির্জন স্থানে পাথরের উপর কাপড় খুলে রেখে দিলেন আর গোসল করতে আরম্ভ করলেন, তখন পাথরখানা তাঁর কাপড় নিয়ে দৌঁড়াতে লাগলো। তিনি কাপড় নেয়ার জন্য সেটার প্রতি অগ্রসর হলেন। তখন বানী ইস্রাঈল দেখে নিলো যে, শরীর মুবারকের উপর কোন দাগ ও ত্রুটি নেই।

টীকা-১৬৮: উচ্চপদ সম্পন্ন, মর্যাদাবান ও প্রার্থনা গ্রহণের উপযোগী।

টীকা-১৬৯: সত্য ও সঠিক এবং হক্ব ও ইনসাফের। আর আপন রসনা ও কথাবার্তার হিফাযত করো। এটা সৎকর্মসমূহের মূল উৎস। এমন করলে আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হবেন এবং

টীকা-১৭০: তোমাদেরকে সৎকার্যাদির তাওফীক্ব দেবেন এবং তোমাদের ইবাদত-বন্দেগী ক্বূল করবেন।

টীকা-১৭১: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন 'আমানত' মানে আনুগত্য ও অপরিহার্য কার্যাদি', যেগুলোকে আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাদের সম্মুখে পেশ করেন। সেগুলোকেই আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ ও পর্বতমালার উপর পেশ করেছিলেন, এ মর্মে যে, যদি সেগুলো তা পালন করে তবে পুরস্কার দেয়া হবে, আর পালন না করলে শাস্তি দেয়া হবে।

হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেন- 'আমানত' হচ্ছে- 'নামাযসমূহ আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা, খানা-ই-কা'বার হজ্ব করা, সত্য কথা বলা, ওজনে-পরিমাপে ও মানুষের গচ্ছিত মালসমূহে ন্যায়পরায়ন হওয়া।'
কেউ কেউ বলেন- 'আমানত' মানে ঐ সমস্ত বস্তু, যেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন- কান, হাত, পদযুগল ঈত্যাদি সবই আমানত। তার ঈমানেরই কী মূল্য, যে ব্যক্তি আমানতদার নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন 'আমানাত' মানে লোকদের গচ্ছিত মালসমূহ (ফেরৎ দেয়া) এবং অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করা।' সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের উপর অপরিহার্য কর্তব্য যে, না কোন মু'মিনের আমানাতের খিয়ানত করবে, না চুক্তিবদ্ধ কাফিরের, না কম পরিমাণে না বেশিতে। আল্লাহ তাআ'লা এ আমানত আসমান ও যমীনের সত্তাদি ও পর্বতমালার উপর পেশ করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছিলো, "তোমরা এসব আমানতকে তার দায়িত্বভারসহ বহন করবে।" তারা আরয করলো, "দায়িত্বভার কিসের?" ইরশাদ করলেন, "যদি তোমরা সেগুলো ভালভাবে পালন করো তাহলে তোমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে, আর যদি অমান্য করো, তবে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।" তারা আরয করলো, "না, হে প্রতিপালক! আমরা তোমার নির্দেশের প্রতি 'অনুগত। না সাওয়াব চাই, না শাস্তি। বস্তুতঃ তাদের এ আরয করা তাদের ভয়-ভীতির কারণেই ছিলো। আর আমানতও তাদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হয়েছিলো, অর্থাৎ তাদেরকে এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো যেন নিজেদের মধ্যে শক্তি ও সাহস অনুভব করলে বহন করে, নতুবা অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। সেগুলো বহন করা তাদের জন্য অপরিহার্য করা হয়নি। আর যদি অপরিহার্য করা হতো তবে তারা অস্বীকার করতো না।

وَمَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیْمًا (۷۱)

ক্ষমা করে দেবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ করেছে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا (۷۲)

৭২: নিশ্চয় আমি আমানত অর্পণ করেছি (১৭১) আসমানসমূহ, যমীন এবং পর্বতমালার প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে শঙ্কিত হলো (১৭২), কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। নিশ্চয় সে স্বীয় আত্মাকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপকারী, বড় মূর্খ।

لِّیُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِیْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِیْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَیَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا (۷۳)

৭৩: যাতে আল্লাহ শাস্তি দেন মুনাফিক্ব পুরুষদের ও মুনাফিক্ব নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষদের ও মুশরিক নারীদেরকে (১৭৩) এবং আল্লাহ তাওবাহ কবুল করেন মুসলমান পুরুষদের ও মুসলমান নারীদের। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

টীকা-১৭২: যে, যদি আদায় না করে, তবে শাস্তি দেয়া হবে। তখন আল্লাহ মহামহিম ঐ আমানত হযরত আদম (عَلَیْهِ السَّلَام) এর সামনে পেশ করলেন আর ইরশাদ ফরমালেন, "আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার উপর পেশ করেছিলাম। তারা তা পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে নি। তুমি কি সেটার দায়িত্ব সহকারে পালন করতে পারবে?" হযরত আদম (عَلَیْهِ السَّلَام) গ্রহণ করে নিলেন।

টীকা-১৭৩: কথিত আছে যে, অর্থ হচ্ছে- 'আমি আমানত পেশ করেছি, যাতে মুনাফিক্বদের 'নিফাক্ব' ও মুশরিকদের 'শির্ক' প্রকাশ পায় আর আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে শাস্তি দেন। পক্ষান্তরে, মু'মিনগণ, যারা 'আমানত' পালনকারী হন, তাদের ঈমানও যেন প্রকাশ পায় আর আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা তাঁদের তাওবাহ ক্ববূল করেন এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ ও ক্ষমাশীল হন, যদিও তাদের কোন কোন ইবাদত-বন্দেগীতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়ে যায় (খাযিন)। ★

টীকা-১: 'সূরা সাবা' মাক্কী, আয়াত (وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ) ব্যতীত। এতে ছয়টি রুকূ', চুয়ান্নটি আয়াত, আটশ তেত্রিশটি পদ এবং এক হাজার পাঁচশ বারটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মালিক, স্রষ্টা আদেশদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলাই এবং প্রত্যেক নি'মাত তাঁরই প্রতি। সুতরাং তিনিই প্রশংসার উপযোগী এবং তা তাঁরই জন্য শোভা পায়।

সাবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাবা (মাক্কী)	রুকূ'-১	আলাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৫৪, রুকূ'-৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۱﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ﴿۲﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳﴾ لِّيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۴﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِىْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿۵﴾ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

১: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য, যাঁরই মাল যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (২), এবং আখিরাতে তাঁরই প্রশংসা (৩)। আর তিনিই হন প্রজ্ঞাময়, অবহিত।

২: জানেন যা কিছু যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে (৪), যা কিছু যমীন থেকে নির্গত হয় (৫), যা আসমান থেকে অবতরণ করে (৬) এবং যা আরোহণ করে (৭)। আর তিনিই হন, ক্ষমাশীল।

৩: এবং কাফিরগণ বললো, 'আমাদের উপর ক্বিয়ামত আসবে না (৮)।' আপনি বলুন, 'কেন? আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়, অবশ্যই তোমাদের উপর আসবেই, অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত (৯)। তাঁর নিকট গোপন নয় অণু পরিমাণ কোন বস্তুও আসমানসমূহে এবং না যমীনের মধ্যে আর না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ, কিন্তু একটা সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের মধ্যে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে (১০),

৪: যাতে পুরস্কৃত করেন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। এরা হচ্ছে- যাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানজনক জীবিকা (১১)।

৫: এবং যেসব লোক আমার আয়াতসমূহের মধ্যে পরাজিত করার চেষ্টা করেছে (১২) তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

৬: এবং যারা জ্ঞান লাভ করেছে (১৩) তারা জানে যে, যা কিছু আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে

টীকা-৩: অর্থাৎ যেমন দুনিয়ার মধ্যে প্রশংসার উপযোগী আল্লাহ তা'আ'লা, তেমনি আখিরাতেও প্রশংসার উপযোগী তিনিই। কেননা, উভয় জাহান তাঁরই নি'মাতে ভরপুর, দুনিয়ায় তো বান্দাদের উপর তাঁর প্রশংসা করা অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। কেননা, এটা হচ্ছে কর্মজগত। আর আখিরাতে জান্নাতবাসীগণ নি'মাতসমূহের খুশী ও সুখ শান্তির আনন্দের মধ্যে তাঁর প্রশংসা করবেন।

টীকা-৪: অর্থাৎ যমীনের ভিতরে প্রবেশ করে। যেমন বৃষ্টির পানি, মৃত ব্যক্তির লাশ এবং প্রোথিত বস্তুসমূহ।

টীকা-৫: যেমন- শাক-সব্জি, তৃণ-লতা, গাছপালা, ঝরণা, খনিসমূহ এবং হাশর বা পুনরুত্থানের সময়ের মৃতগণ।

টীকা-৬: যেমন- বৃষ্টি, বরফ, শিলাবৃষ্টি, বিভিন্ন ধরণের বরকতসমূহ এবং ফিরিশতাগণ।

টীকা-৭: যেমন- ফিরিশতাগণ, প্রার্থনাসমূহ এবং বান্দাদের কৃতকর্ম।

টীকা-৮: অর্থাৎ তারা ক্বিয়ামত আসার কথা অস্বীকার করেছে।

টীকা-৯: অর্থাৎ আমার প্রতিপালক অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। সুতরাং ক্বিয়ামত আসা ও সেটা অনুষ্ঠিত হবার সময়ও তাঁর জ্ঞানে রয়েছে।

টীকা-১০: অর্থাৎ 'লওহ মাহফূয'-এ।

টীকা-১১: জান্নাতে।

টীকা-১২: এবং সেগুলোর সমালোচনা করে এবং সেগুলোকে 'কবিতা' ও 'যাদু" ইত্যাদি বলে লোকদেরকে সেগুলোর দিক থেকে বাধা দিতে চেয়েছে। (এ সম্বন্ধে আরো অধিক বিবরণ এই সূরার শেষভাগে পঞ্চম রুকু'তে আসবে।)

টীকা-১৩ অর্থাৎ রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাহাবীগণ অথবা কিতাবী মু'মিনগণ, যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা।

টীকা-১৪: অর্থাৎ কুরআন মজীদ।

টীকা-১৫: অর্থাৎ কাফিরগণ পরস্পর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো,

টীকা-১৬: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

টীকা-১৭: যে, তিনি এমন আশ্চর্যজনক কথাবার্তা বলে থাকেন। আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করেছেন এভাবে যে, এ দু'টি মন্তব্যের একটিও ঠিক নয়। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) উক্ত দু'টি মন্তব্য থেকেই পবিত্র।

টীকা-১৮: অর্থাৎ কাফিরগণ পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের বিষয়কে অস্বীকার করে।

টীকা-১৯: অর্থাৎ তারা কি অন্ধ যে, আসমান ও যমীনের প্রতি দৃষ্টিপাতই করেনি এবং নিজের সামনে ও পেছনে দেখেই নি, যাতে তারা জানতে পারতো যে, তারা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিতই রয়েছে? আর যমীন ও আসমানের প্রান্তগুলোর বাইরে যেতেই পারে না? আল্লাহ এর রাজ্য থেকে বের হতে পারে না? আর পলায়ন করার জন্য তাদের কোন স্থানই নেই? তারা আয়াতসমূহ এবং রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ ও অস্বীকারের ভয়ঙ্কর অপরাধ অবলম্বন করেও ভীত হয়নি। আর নিজের ঐ অবস্থার কথা খেয়াল করে সতর্ক হয়নি।

টীকা-২০: তাদের মিথ্যারোপ ও অস্বীকারের শাস্তিস্বরূপ কারূনের ন্যায়

টীকা-২১: অর্থাৎ গভীর দৃষ্টিপাত করা ও চিন্তা-ভাবনা করার মধ্যে

টীকা-২২: যা এ অর্থ প্রকাশ করে যে, আল্লাহ তাআ'লা পুনরুত্থানের উপর এবং সেটার অস্বীকারকারীদের শাস্তি প্রদানের উপর আর প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।

টীকা-২৩: অর্থাৎ নাবূয়্যাত ও কিতাব এবং কথিত আছে যে, 'রাজত্ব'। এক অভিমত এও আছে যে, 'সুন্দর গড়ন ইত্যাদি সমস্ত কিছু, যেগুলো তাকে বৈশিষ্ট্যরূপে দান করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআ'লা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে নির্দেশ দিয়েছেন,

টীকা-২৪: যখন তিনি আল্লাহ এর তাসবীহ পাঠ করেন তোমরাও তাঁর সাথে 'তাসবীহ' পাঠ করো। সুতরাং যখন হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) 'তাসবীহ' পাঠ করতেন। তখন পর্বতমালা থেকেও তাসবীহ'র আওয়াজ শুনা যেতো। আর বিহঙ্গকুল তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তো। এটা তাঁরই মু'জিযা ছিলো।

টীকা-২৫: যে, তাঁর বরকতময় হাতে এসে তা মোম অথবা ঠাসা আটার মতো নরম হয়ে যেতো এবং তা দিয়ে তিনি যা ইচ্ছা তৈরি করতেন- আগুন ব্যতীতই এবং ঠুকানো-পিটানো ছাড়াই তৈরী করে নিতেন। এর কারণ এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ হন, তখন তার রীতি এ ছিলো যে, তিনি জনসাধারণের অবস্থাদি জানার জন্য এভাবে বের হতেন যেন লোকেরা তাকে চিনতে না পারে। যখন কাউকে সামনে পেতেন এবং সে তাঁকে চিনতো না, তখন তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন- "দাঊদ কেমন লোক?" সমস্ত লোক তাঁর সুনাম করতো। আল্লাহ তাআ'লা একজন ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করলেন। হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁকেও পবিত্র অভ্যাস মুতাবিক ওটাই জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ফিরিশতা বললেন, "দাঊদ তো আসলে খুব ভালো লোক, তবে যদি তাঁর মধ্যে একটা স্বভাব না থাকতো।" একথা শুনে তিনি তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আর বললেন, "ওহে

هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿۶﴾

(১৪), তা-ই সত্য এবং সম্মানের অধিকারী, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের পথনির্দেশ করে।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۷﴾

৭: এবং কাফিরগণ বললো (১৫), 'আমরা তোমাদেরকে কি এমন পুরুষের সন্ধান দেবো (১৬) যিনি তোমাদেরকে এ খবর দেন যে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তবুও তোমাদেরকে নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হতে হবে?'

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ الضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿۸﴾

৮: তিনি কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন? কিংবা তাঁর সাথে উন্মাদনা আছে (১৭)? বরং ঐ সব লোক, যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না (১৮), তারা শাস্তি ও বহু দূরের ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿۹﴾

৯: তবে কি তারা দেখেনি, যা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে- আসমান ও যমীন (১৯)। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে (২০) ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেবো অথবা তাদের উপর আসমানের টুকরা পতিত করবো। নিশ্চয় সেটার (২১) মধ্যে নিদর্শন রয়েছে (আল্লাহ এর দিকে) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য (২২)।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَ الطَّيْرَ ۚ وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿۱۰﴾

১০: এবং নিশ্চয় আমি দাঊদকে স্বীয় মহা অনুগ্রহ প্রদান করেছি (২৩), 'হে পর্বতমালা! তার সাথে আল্লাহ এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করো এবং হে পক্ষীকুল (২৪)! এবং আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছি (২৫),

আল্লাহ এর বান্দা। সে কোন স্বভাব?” তিনি বললেন, “তা হচ্ছে- তিনি নিজের ও নিজ পরিবারের ব্যয় বায়তুল মাল’ থেকে গ্রহণ করেন।” এ কথা শুনে তিনি মনে মনে ভাবলেন- যদি তিনি বায়তুল মাল থেকে কোন ভাতা গ্রহণ না করতেন তাহলে অধিক উত্তম হতো। এ কারণে তিনি আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করে দেন, যা দ্বারা তিনি নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন এবং বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে কিছু গ্রহণ করতে না হয়। তাঁর উক্ত প্রার্থনা কবূল হলো। আল্লাহ তাআ’লা তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে দিলেন। আর তাঁকে লৌহ-বর্ম তৈরি করার জ্ঞান দান করলেন। সর্বপ্রথম তিনিই ‘বর্ম’ তৈরী করেন। তিনি প্রতিদিন একটা লৌহবর্ম তৈরী করতেন। তা চার হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করতেন। তা থেকে নিজের ও নিজ পরিবারের ব্যয়ও নির্বাহ করতেন, ফকীর-মিসকীনদেরকেও সাদাক্বাহ দিতেন। এর বিবরণ আয়াতেই রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, “আমি দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য লৌহকে নরম করে তাঁকে বলেছি-

টীকা-২৬: যেন সেটার কড়াগুলো সমান হয় ও মাঝারী ধরণের হয়- না সংকীর্ণ হয়, না খুব প্রশস্ত।

১১: যাতে প্রশস্ত বর্ম তৈরী করো এবং তৈরি করায় পরিমাপ রক্ষা করো (২৬)। আর তোমরা সবাই সৎ কর্ম করো। নিশ্চয় আমি তোমাদের কর্ম দেখছি।

১২: এবং সুলায়মানের অধীন করেছি বায়ুকে, যার প্রভাতের গম্যস্থান এক মাসের পথ (২৭) এবং আমি তাঁর জন্য গলিত তামার একটা প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি (২৮) এবং জিনদের থেকে (কতেক এমন ছিলো) যারা তাঁর সম্মুখে কাজ করতো তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশে (২৯) এবং তাদের মধ্যে যে কেউ আমার নির্দেশ থেকে ফিরে যায় (৩০) তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো।

১৩: তার জন্য নির্মাণ করতো যা সে চাইতো- উঁচু উঁচু প্রাসাদ (৩১) ও প্রতিমূর্তিসমূহ (৩২) এবং বড় বড় চৌবাচ্চাসমূহের সমতুল্য বৃহদাকার পাত্র (৩৩) আর নোঙ্গরসম্পন্ন ডেগসমূহ নির্মাণ করতো (৩৪)। হে দাঊদ- সম্প্রদায়ের লোকেরা! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (৩৫) এবং আমার বান্দাদের মধ্যে কমসংখ্যক লোক আছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

১৪: অতঃপর যখন আমি তার উপর মৃত্যুর নির্দেশ প্রেরণ করেছি (৩৬), তখন জিনদেরকে

أَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۱۱)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ (۱۲)

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ (۱۳)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ

টীকা-২৭: সুতরাং তিনি ভোরে দামেস্ক থেকে রওনা হতেন আর দুপুরে ‘উস্তখার’- এ পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিশ্রাম গ্রহণ (قيلوله) করতেন, যা পারস্য দেশে অবস্থিত। দামেস্ক থেকে এক মাসের পথ। আর বিকেলে ‘উস্তখার’ থেকে রওনা হলে রাত্রে কাবুলে এসে আরাম গ্রহণ করতেন। এটাও দ্রুতগামী যানের জন্য এক মাসের পথ।

টীকা-২৮: যা তিনদিন যাবৎ ইয়েমেন-ভূমিতে পানির মতো প্রবাহিত হতে থাকে। অপর এক অভিমতানুসারে, প্রত্যেক মাসে তিন দিন প্রবাহমান থাকতো। অন্য অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ তাআ’লা হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য তামা বিগলিত করেন, যেমনিভাবে হযরত দাঊদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য লৌহকে নরম করেছিলেন।

টীকা-২৯: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- আল্লাহ তাআ’লা হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য জিনদেরকে অনুগত করেছেন।

টীকা-৩০: এবং হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর আনুগত্য না করে,

টীকা-৩১: এবং সুউচ্চ প্রাসাদ ও মসজিদসমূহ এবং তন্মধ্যে ‘বায়তুল মুকাদ্দাস’ অন্যতম।

টীকা-৩২: চতুষ্পদ জন্তু, পক্ষী ইত্যাদির- তামা, কাঁচ ও পাথর ইত্যাদি দিয়ে। ঐ শারীয়াতে প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হারাম ছিলো না।

টীকা-৩৩: এত বড় যে, একেক পাত্রে হাজার হাজার মানুষ আহার করতো।

টীকা-৩৪: যা আপন পায়াগুলোর উপর স্থাপিত ছিলো। আকারেও খুব বড় ছিলো। এমনকি আপন স্থান থেকে সরানো যেতো না। সিঁড়ির সাহায্যে সেগুলোর উপর আরোহণ করতো। সে গুলো ইয়েমেনে ছিলো। আল্লাহ তাআ’লা ইরশাদ করছেন, “আমি বললাম-

টীকা-৩৫: আল্লাহ তাআ’লা এর ঐসব নি’মাতের উপর, যেগুলো তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তাঁরই আনুগত্য বজায় রেখে।

টীকা-৩৬: হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর দরবারে দু’আ করেছিলেন যেন তাঁর ওফাতের অবস্থা জিনদের নিকট প্রকাশ না পায় যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, জিনজাতি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেনা। অতঃপর তিনি মেহরাবে প্রবেশ করলেন এবং নিয়মানুযায়ী নামাযের জন্য আপন লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিনেরা নিয়মানুযায়ী তাদের সেবাকর্মে লিপ্ত রইলো। আর এ ধারণায় রইলো যে, হযরত জীবদ্দশায় আছেন। হযরত

সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর দীর্ঘদিন যাবৎ এমতাবস্থায় থাকা তাদের নিকট হতভম্ব হবার কোন কারণই ছিলো না। কেননা তারা অনেকবার দেখেছে যে, তিনি এক মাস, দু'মাস, তদপেক্ষাও অধিকাল যাবৎ ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আর তাঁর নামায খুব দীর্ঘ সময়ব্যাপী হতো, এমনকি তাঁর ওফাতের 'পূর্ণ এক বৎসর পর পর্যন্ত জ্বীনগণ তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত হয়নি। আর নিজেদের সেবাকর্মে ব্যস্ত ছিলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এর নির্দেশে উই-পোকা তাঁর লাঠিখানা খেয়ে ফেললো এবং তাঁর শরীর মুবারক, যা ঐ লাঠির উপর ভর করে দন্ডায়মান ছিলো, যমীনের দিকে আসছিলো, তখনই জ্বীনগণ তাঁর ওফাত সম্পর্কে জ্ঞাত হলো।

টীকা-৩৭: যে, তারা অদৃশ্য-বিষয়ে জানেনা।

টীকা-৩৮: তা হলে তারা হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ওফাত সম্পর্কে অবগত হতো।

টীকা-৩৯: এবং এক বৎসর পর্যন্ত নির্মাণ কাজের ভীষণ কষ্ট সহ্য করতো না। বর্ণিত আছে যে, হযরত দাঊদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি ঐ স্থানে স্থাপন করেছেন যেখানে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর তাঁবু খাটানো হয়েছিলো। ঐ ইমারত পূর্ণ হবার পূর্বে হযরত দাঊদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর ওফাতের সময় এসে পড়েছিলো। সুতরাং তিনি আপন সুযোগ্য প্রিয় সন্তান হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে সেটা পূর্ণ করার জন্য ওসীয়ত করলেন। সুতরাং তিনি শয়তানদেরকে (জ্বীন) সেটা পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি (আল্লাহ তাআ'লা এর দরবারে) প্রার্থনা করলেন যেন, তাঁর ওফাতের কথা শয়তানদের নিকট প্রকাশ না পায়, যাতে তারা নির্মাণ কাজ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাজে মগ্ন থেকে যায়। আর তারা অদৃশ্য জ্ঞানের যেই দাবী করতো তাও বাতিল হয়ে যায়। হযরত সুলায়মান (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর পবিত্র বয়স ৫৩ বছর ছিলো। তের বছর বয়স শরীফে তিনি বাদশাহীর তখতে আরোহণ করেন। চল্লিশ বছর শাসনভার পরিচালনা করেন।

তাঁর মৃত্যুর বিষয় জানায়নি, কিন্তু যমীনের উই-পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিলো। অতঃপর যখন সুলায়মান (-এর দেহ) মাটির উপর আসলো, তখন জিনদের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়ে গেলো (৩৭)- যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হতো (৩৮), তা' হলে এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না (৩৯)।

عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ (١٤)

১৫: নিশ্চয় 'সাবা' (৪০)-এর জন্য তাদের ভূমিতে (৪১) নিদর্শন ছিলো (৪২), দু'টি বাগান- ডানে ও বামে (৪৩)। 'আপন প্রতিপালকের রিযক্ব আহার করো (৪৪) এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (৪৫)। পবিত্র শহর (৪৬) এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক (৪৭)।'

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۬ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ (١٥)

১৬: অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো। সুতরাং আমি তাদের উপর প্রবল বন্যা প্রেরণ করলাম (৪৯) এবং তাদের বাগানসমূহের

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ

টীকা-৪০: 'সাবা' আরবের একটা সম্প্রদায়, যা আপন পিতামহের নামে প্রসিদ্ধ। আর ঐ পিতৃপুরুষ ছিলো সাবা ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়া'রাব ইবনে কাহতান।

টীকা-৪১: যা ইয়েমেন সীমান্তে অবস্থিত ছিলো।

টীকা-৪২: আল্লাহ তাআ'লা এর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ব এবং ক্ষমতার অর্থ প্রকাশকারী। আর ঐ নিদর্শন কি ছিলো? সেটার বর্ণনা সামনে আসছে-

টীকা-৪৩: অর্থাৎ তাদের উপত্যকার ডানে ও বামে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে গেছে, আর তাদেরকে বলা হয়েছিলো-

টীকা-৪৪: বাগান এতোই প্রচুর ফলদার ছিলো যে, যখনই কোন ব্যক্তি মাথার উপর খালি টুকরি নিয়ে অতিক্রম করতো তখন হাত লাগানো ব্যতীতই নানা ধরণের ফলমূলে তার টুকরি ভর্তি হয়ে যেতো।

টীকা-৪৫: অর্থাৎ ঐ নি'মাতের জন্য তার আনুগত্য বজায় রাখো।

টীকা-৪৬: মনোরম আবহাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভূমি, না আছে তাতে মশা, না আছে মাছি, না আছে ছারপোকা, না সাপ, না বিচ্ছু। বাতাসের নির্মলতার এ অবস্থা ছিলো যে, যদি অন্য কোন জায়গায় কোন মানুষ ঐ শহরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যেতো, আর তার কাপড়ের মধ্যে উকূন থাকতো, তখন সেগুলো মরে যেতো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) বলেন, 'সাবা' নগরী 'সানা' থেকে তিন ফরসঙ্গ (৯ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত ছিলো।

টীকা-৪৭: অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিপালকের প্রদত্ত জীবিকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো তবে তিনি ক্ষমাশীল।

টীকা-৪৮: তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে, এবং নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) কে অস্বীকার করলো। 'ওয়াহাব'-এর অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের প্রতি তেরজন নাবী প্রেরণ করলেন, যাঁরা তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানালেন, আল্লাহ তাআ'লা এর নি'মাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁরই শাস্তি থেকে সতর্ক করে দিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনলো না এবং নাবীগণকে অস্বীকার করে বসলো, আর বললো, "আমরা জানিনা আমাদের উপর খোদার কোন অনুগ্রহ আছে কিনা। (যদি থাকে, তাহলে) তুমি আপন প্রতিপালককে বলে দাও যেন তিনি, যদি পারেন তাহলে, ঐসব নি'মাত বন্ধ করে দেন।"

টীকা-৪৯: মহা প্লাবন, যার কারণে তাদের বাগান ও মাল-সামগ্রী সবই ডুবে গেলো। আর তাদের বাসস্থানগুলো বালির নিচে দাফন হয়ে গেলো এবং

এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো যে, তাদের ধ্বংস আরববাসীদের জন্য প্রবাদ হয়ে রইলো।

টীকা-৫০: একেবারে স্বাদহীন

টীকা-৫১: যেমনিভাবে ধ্বংসস্তুপগুলোতে জমে যায়, তেমনিভাবে বন-জঙ্গলগুলোও। আর ভীতিজনক জঙ্গলগুলোকে, যেগুলো তাদের মনোরম বাগানগুলোর স্থলে জন্মেছিলো বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে 'বাগান' বলা হয়েছে।

টীকা-৫২: এবং তাদের কুফর

টীকা-৫৩: অর্থাৎ 'সাবা' শহরে

টীকা-৫৪: যে, সেখানকার অধিবাসীদেরকে প্রচুর নি'মাত, পানি, গাছপালা ও ফোয়ারা-হ্রদ দান করেছি। সেগুলো দ্বারা 'সিরিয়ার শহর' বুঝানো হয়েছে। (অর্থাৎ সিরিয়ার শহরগুলোর মধ্যে)

টীকা-৫৫: কাছাকাছি, সাবা থেকে শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত ভ্রমণকারীদেরকে এই পথে পাথেয় ও পানি সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হতো না।

جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلٍ وَّ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ (١٦)

পরিবর্তে দু'টি বাগান তাদেরকে প্রদান করেছি, যেগুলোর মধ্যে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল (৫০) এবং ঝাউ গাছ আর অল্প কিছু কুলগাছ (৫১)।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَ هَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ (١٧)

১৭: আমি তাদেরকে এ বদলা দিলাম- তাদের অকৃতজ্ঞতার (৫২) শাস্তি। এবং আমি কাকে শাস্তি দিই? তাকেই, যে অকৃতজ্ঞ।

وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ (١٨)

১৮: এবং আমি স্থাপন করেছিলাম তাদের মধ্যে (৫৩) এবং ঐ শহরগুলোর মধ্যে, যেগুলোতে আমি কল্যাণ রেখেছি (৫৪) রাস্তার মাথায় মাথায় কতো শহর (৫৫)। আর সে গুলোর মাঝখানে ভ্রমণ-বিরতির পরিমাণ দূরত্ব রেখেছি (৫৬)। 'সেগুলোতে ভ্রমণ করো রাত ও দিনসমূহে নিরাপদে (৫৭)।'

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (١٩)

১৯: সুতরাং তারা বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন করো (৫৮)।' এবং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে ফলে, আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি (৫৯) এবং তাদেরকে পূর্ণ মানসিক দুঃখ দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি (৬০)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক বড় ধৈর্যশীল ও প্রত্যেক বড় কৃতজ্ঞের জন্য (৬১)।

টীকা-৫৬: অর্থাৎ ভ্রমণকারী এক স্থান থেকে ভোরে চলতে আরম্ভ করলে দুপুরে কোন এক জনপদে পৌছে যায়, যেখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী পাওয়া যায়। আবার যখন দুপুরে চলতে আরম্ভ করে তখন সন্ধ্যায় অপর এক শহরে পৌছে যায়। ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত গোটা সফরটা এমনই আরামে অতিক্রম করা যায়। আর আমি তাদেরকে বলেছি,

টীকা-৫৭: না রাতগুলোতে কোন ভয়, না দিনগুলোতে কোন কষ্ট, না শত্রুর আশংকা, না ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুঃশ্চিন্তা। সম্পদশালীদের মধ্যে হিংসার সঞ্চার হয়েছিলো (আর তারা ভাবলো) "আমাদের ও গরীবদের মধ্যে কোন পার্থক্য রইলো না। কাছাকাছি বহু গম্যস্থল রয়েছে। লোকেরা সানন্দে মনোরম গতিতে প্রবাহমান বায়ু উপভোগ করতে করতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অপর বস্তি এসে যায়। সেখানে এসে বিশ্রাম নেয়। ফলে, সফরে না ক্লান্তি আসে, না দুঃখ-কষ্ট। (কিন্তু) গম্যস্থলগুলো যদি দূরত্বে অবস্থিত হতো, সফরের সময়ও দীর্ঘ হতো, পথে পানিও পাওয়া না যেতো এবং অরণ্য ও মরুভূমিগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হতো, তবে আমরা পাথেয় সাথে নিতাম, পানির ব্যবস্থা করতাম, জানবাহন ও সেবকদের সাথে রাখতাম। তখনই সফরে আনন্দ আসতো এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেতো।" এ কথা কল্পনা করে তারা বললো-

টীকা-৫৮: অর্থাৎ আমাদের ও সিরিয়ার মধ্যে জঙ্গল ও মরুভূমি করে দাও, যাতে পাথেয় ও সাওয়ারী ব্যতীত সফর করা সম্ভব না হয়।

টীকা-৫৯: পরবর্তীদের জন্য যাতে তাদের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-৬০: গোত্র গোত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঐসব বস্তি নিমজ্জিত হয়ে গেছে। লোকেরা আবাসহীন হয়ে পৃথক পৃথক শহরগুলোর মধ্যে পৌছে গেলো- 'গাসসান' (গোত্র) সিরিয়ায়, 'আযদ' ওমানে, 'খাযা'আহ' তিহামাহয়, 'খোযায়মাহ'র বংশধরগণ ইরাকে এবং আউস ও খাযরাজের পিতৃ-পুরুষ আমর ইবনে আমের 'মদীনায়।'

টীকা-৬১: এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মু'মিনেরই বৈশিষ্ট্য। যখন সে বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে, আর যখন নি'মাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

টীকা-৬২: অর্থাৎ ইবলীস, যে এ ধারণা রাখতো যে, বনী আদমকে সে মনের কুপ্রবৃত্তি, লোভ ও ক্রোধ দ্বারা পথভ্রষ্ট করে দেবে। এই কুমতলবকে সে 'সাবা'-সম্প্রদায়ের উপর এবং সমস্ত কাফিরের উপর চরিতার্থ করে দেখিয়েছে। ফলে, তারা তার অনুসারী হয়ে গেলো এবং তার আনুগত্য করতে লাগলো।

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٠) وَ مَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَفِيْظٌ (٢١)

২০: এবং নিশ্চয় ইবলীস তাদেরকে স্বীয় ধারণাকে সত্য করে দেখিয়েছে (৬২)। সুতরাং তারা তার অনুসরণ করেছে, কিন্তু একটা দল, যারা মুসলমান ছিলো (৬৩)।

২১: এবং তাদের উপর (৬৪) শয়তানের কোন আধিপত্য ছিলো না, কিন্তু এ জন্য যে, আমি দেখাবো- কে আখিরাতের উপর ঈমান আনে এবং কে তাতে সন্দিহান রয়েছে, আর আপনার প্রতিপালক প্রত্যেক কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

রুকূ'-৩

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الْاَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّ مَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ (٢٢)

২২: আপনি বলুন (৬৫), 'আহ্বান করো তাদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত (৬৬) মনে করে বসেছো (৬৭)। তারা অণু পরিমাণেরও মালিক নয় আসমানসমূহে এবং না যমীনে, আর না তাদের ঐ দু'টির মধ্যে কোন অংশ আছে এবং না তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্ এর সাহায্যকারী।'

وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِيْرُ (٢٣)

২৩: এবং তাঁর নিকট সুপারিশ কাজে আসে না, কিন্তু যাকে তিনি অনুমতি দেন। শেষ পর্যন্ত যখন অনুমতি দিয়ে তাদের অন্তরসমূহের ভীতি দূরীভূত করে দেয়া হয়, তখন একে অপরকে (৬৮) বলে, 'তোমাদেরকে প্রতিপালক কি বললেন?' তারা বলে, 'যা বলেছেন সত্য বলেছেন (৬৯) এবং তিনিই হন সমুচ্চ, মহান।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٤)

২৪: আপনি বলুন, 'কে তিনি, যিনি তোমাদেরকে রিযক্ব প্রদান করেন আসমানসমূহ ও যমীন থেকে (৭০)?' আপনি নিজেই বলুন, আল্লাহ্ (৭১)। আর নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা (৭২) হয়ত সৎপথে স্থিত আছি অথবা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত (৭৩)।

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٢٥)

২৫: আপনি বলুন, 'আমরা তোমাদের ধারণায় যদি কোন অপরাধ করি তবে সেটার জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না, না তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে (৭৪)।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا

২৬: আপনি বলুন, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (৭৫),

হাসান (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেন, "শয়তান না কারো প্রতি তরবারি উঁচিয়েছিলো, না কাউকেও চাবুক মেরেছিলো, বরং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ভিত্তিহীন কামনা দ্বারাই বাতিলপন্থীদের পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে

টীকা-৬৩: তারা তার (শয়তান) অনুসরণ করেনি।

টীকা-৬৪: যাদের সম্পর্কে তার ধারণা পূর্ণ হলো,

টীকা-৬৫: হে মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। মক্কা মুকাররমার কাফিরদেরকে

টীকা-৬৬: নিজেদের উপাস্য

টীকা-৬৭: যে, তারা তোমাদের বিপদাপদকে দূরীভূত করবে। কিন্তু তেমন হতে পারে না। কেননা, কোন লাভ ও ক্ষতিতে

টীকা-৬৮: সুসংবাদ পাবার সূত্রে

টীকা-৬৯: অর্থাৎ সুপারিশকারীদেরকে ঈমানদারদের পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা-৭০: অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং ভূমি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

টীকা-৭১: কেননা, এ প্রশ্নের এটা ছাড়া অন্য কোন জবাবই নেই।

টীকা-৭২: অর্থাৎ উভয় দলের মধ্যে প্রত্যেকটার জন্য এ দু'অবস্থার যে কোন একটা অনিবার্য।

টীকা-৭৩: এবং এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তাআ'লাকে জীবিকাদাতা, বারি বর্ষণকারী এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকারী জেনেও এমন মূর্তির পূজা করে, যা কোন একটা অণু-পরিমাণ বস্তুরও মালিক নয় (যেমন উপরোল্লিখত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) সে নিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

টীকা-৭৪: বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং প্রত্যেকে আপন আমলের প্রতিদান পাবে।

টীকা-৭৫: ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৭৬: সুতরাং সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে ও মিথ্যার অনুসারীদেরকে দোযখে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৭৭: অর্থাৎ যেসব মূর্তিকে তোমরা ইবাদতের মধ্যে শরীক করেছো, আমাকে দেখাও তো সেগুলো কিসের উপযোগী? সেগুলো কি কিছু সৃষ্টি করতে পারে? জীবিকা দেয়? আর যখন সেগুলো এমন কিছুই করতে পারছে না, তখন সেগুলোকে খোদার শরীক স্থির করা এবং সেগুলোর ইবাদত করা কেমনই জঘন্য ভুল! তা থেকে বিরত হও।

টীকা-৭৮: এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর রিসালত ব্যাপক। সমগ্র মানব জাতিই সেটার আওতাভূক্ত। শ্বেতাঙ্গ হোক, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ হোক, আরবীয় হোক, কিংবা অনারবীয় হোক, পূর্ববর্তী হোক, কিংবা পরবর্তীকালীন হোক- সবারই জন্য তিনি রসূল। আর তারা সবাই তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ইরশাদ ফরমান, "আমাকে পাঁচটা বস্তু এমনই দান করা হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। যথাঃ

সূরাঃ ৩৪ সাবা	৭৭৯	মানযিল-৫	পারাঃ ২২

অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দেবেন (৭৬) এবং তিনিই হন শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'	ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ (۲۶)
২৭: আপনি বলুন, 'আমাকে দেখাও তো ঐ শরীককে, যাকে তোমরা তার সাথে জুড়িয়ে নিয়েছো (৭৭), না, কখনো না, বরং তিনিই হন আল্লাহ, সম্মানের মালিক, প্রজ্ঞাময়।'	قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۲۷)
২৮: এবং হে মাহবূব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রিসালত সহকারে, যা সমস্ত জাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয় (৭৮), (৭৯) এবং সতর্ককারী (৮০), কিন্তু অনেকে জানেনা (৮১)।	وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۲۸)
২৯: এবং বলে, 'এ প্রতিশ্রুতি কবে আসবে (৮২)? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۲۹)
৩০: আপনি বলুন, 'তোমাদের জন্য এমন একদিনের প্রতিশ্রুতি, যেদিন থেকে তোমরা না এক মুহূর্তকাল পেছনে হটতে পারো, না আগে বাড়তে পারো (৮৩)।	قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ (۳۰)
রুকূ'-৪	
৩১: এবং কাফিরগণ বললো, 'আমরা কখনো ঈমান আনবোনা এ ক্বুরআনের উপর এবং না ঐসব কিতাবের উপর যেগুলো এর পূর্বে ছিলো (৮৪)।' এবং কোন রকমে তুমি দেখবে! যখন যালিমদেরকে আপন প্রতিপালকের নিকট	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ

এক) এক মাসের দূরত্বব্যাপী আতঙ্ক দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

দুই) সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য 'মসজিদ' ও 'পবিত্র' করা হয়েছে যেন যেখানেই আমার উম্মতের নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায সম্পন্ন করতে পারে।

তিন) আমার জন্য 'গনীমতের মাল' হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিলোনা।

চার) আমাকে 'শাফা'আত' (সুপারিশ করা)-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে।

পাঁচ) নাবীগণ, বিশেষ করে, নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন, কিন্তু আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।"

হাদীস শরীফে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টের বিবরণ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে- হুযূরের ব্যাপক রিসালত' (رسالت عامه), যা সমস্ত জ্বীন ও মানবকে শামিল করে নেয়।

সারকথা এ যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) সমস্ত সৃষ্টিরই রসূল। এ বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে, তাঁর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এরই। এটা ক্বুরআন কারীমের আয়াত ও বহু সংখ্যক হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। 'সূরা ফুরক্বান'- এর প্রারম্ভেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৭৯: ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তাআ'লা এর অনুগ্রহের

টীকা-৮০: কাফিরদেরকে তার ন্যায় বিচারের,

টীকা-৮১: এবং স্বীয় মূর্খতার কারণে, আপনার বিরোধিতা করছে

টীকা-৮২: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের প্রতিশ্রুতি।

টীকা-৮৩: অর্থাৎ তোমরা যদি অবকাশ চাও তবে বিলম্বিত করা সম্ভবপর নয়। আর যদি ত্বরান্বিত করতে চাও, তবে তাও সম্ভবপর নয়। যে কোন অবস্থাতেই এই প্রতিশ্রুতি তার নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হবেই।

টীকা-৮৪: তাওরীত ও ইত্যাদি।

টীকা-৮৫: অর্থাৎ অনুগত ও অনুসারী ছিলো
টীকা-৮৬: অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গকে,
টীকা-৮৭: এবং আমাদেরকে ঈমান আনতে বাধা না দিতে,
টীকা-৮৮: অর্থাৎ তোমরা রাতদিন আমাদের জন্য চক্রান্ত করছিলে এবং সর্বদা আমাদেরকে শির্ক করার জন্য উৎসাহিত করছিলে।
টীকা-৮৯: উভয় দল- অনুসারীও, অনুসৃতও, পায়রবীকারীও এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টকারীরাও- ঈমান না আনার জন্য
টীকা-৯০: জাহান্নামের।
টীকা-৯১: চাই পথভ্রষ্টকারী হোক অথবা তাদের কথা মান্যকারী হোক-সমস্ত কাফিরের এই শাস্তি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ (٣٢)

দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, ঐ সমস্ত লোক, যারা চাপের শিকার হয়েছিলো (৮৫) তাদেরকেই বলবে, যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো (৮৬), 'যদি তোমরা না হতে (৮৭) তবে আমরা অবশ্যই ঈমান নিয়ে আসতাম।'

৩২: ঐ সমস্ত লোক, যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো তারা ঐসব লোককে বলবে, যারা চাপের শিকার হয়ে দুর্বল হয়েছিলো, 'আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছি সৎপথ থেকে এর পরও যে, তোমাদের নিকট (তা) এসেছিলো? বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٣٣)

৩৩: এবং বলবে ঐসব লোক, যারা চাপের মুখে দুর্বল হয়েছিলো, তাদেরকে যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো, 'বরং রাত-দিনের চক্রান্ত ছিলো (৮৮), যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলে। যেন আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং যেন তাঁর সমকক্ষ স্থির করি।' আর মনে মনেই অনুশোচনা করতে থাকবে (৮৯) যখন শাস্তি দেখতে পাবে (৯০)। এবং আমি শৃংখল পরাবো তাদের ঘাড় সমূহে যারা অস্বীকার করতো (৯১)। তারা কি প্রতিফল পাবে? কিন্তু তাই, যা কিছু তারা করতো (৯২)।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (٣٤)

৩৪: এবং আমি যখনই কোন শহরে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন সেখানকার স্বচ্ছল লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, তোমরা যা কিছু সহকারে প্রেরিত হয়েছো আমরা তা অস্বীকার করি (৯৩)।'

টীকা-৯২: দুনিয়ার মধ্যে কুফর ও পাপ কার্যাদি।

টীকা-৯৩: এতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মনে শান্ত না দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি ঐসব কাফিরের মিথ্যাবাদ ও অস্বীকার করার কারণে দুঃখিত হবেন না। নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর সাথে কাফিরদের এ-ই প্রথা চলে আসছে। আর ধনী লোকেরা, অনুরূপভাবে, আপন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির গর্বে নাবীগণকে অস্বীকার করতে থাকে।

শানে নুযূলঃ দু'জন লোক ব্যবসায় শরীক ছিলো। তাদের মধ্যে একজন সিরিয়ায় গিয়েছিলো। অপরজন মক্কা মুকাররমায় ছিলো। যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অবির্ভাব হলো তখন সে সিরিয়ায় হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খবর শুনলো তখন সে আপন শরীককে চিঠি লিখলো এবং তার নিকট হুযূরের বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাইলো। তার শরীক জবাবে লিখলো- "মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিজে নাবী বলে ঘোষণা তো করলেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর দীন ও হীন লোকেরা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর অনুসরণ করেনি।" যখন ঐ পত্র তার নিকট পৌঁছলো তখন সে আপন ব্যবসায়িক কার্যাদি ছেড়ে মক্কা মুকাররামায় আসলো এবং এসেই আপন শরীককে বললো, "আমাকে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ঠিকানা বলো।' আর অবগত হয়ে সে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে হাযির হলো। এবং আরয করলো, "আপনি দুনিয়াকে কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? আর আমাদের নিকট থেকে আপনি কি চান?" ইরশাদ ফরমালেন, "মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ তাআ'লা এর ইবাদত করা।" অতঃপর তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইসলামের বিধানাবলী বললেন। এ বাণীগুলো তার হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। ঐ লোকটা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর আলিম ছিলো। সে বলতে লাগলো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআ'লা এর রসূল।" হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে?" সে বললো, "যখনই কোন নাবী প্রেরিত হয়েছেন তখন সর্বপ্রথম নিম্নশ্রেণীর গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ এর এই সুন্নাত (নিয়ম) সর্বদাই প্রচলিত রয়েছে।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৯৪: অর্থাৎ যখন দুনিয়ার মধ্যে আমরা সঙ্গতি সম্পন্ন আছি, তখন আমাদের কার্যকলাপ এবং চালচলনও আল্লাহ্ এর নিকট পছন্দনীয় হবে। যদি এমনি হয় তবে পরকালে শাস্তিও হবে না। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করলেন। আর ইরশাদ ফরমালেন যে, পরকালের সাওয়াবকে দুনিয়ার সঙ্গতির সাথে অনুমান করা ভুল।

টীকা-৯৫: পরীক্ষা সূত্রে। সুতরাং দুনিয়ার জীবিকার প্রাচুর্য আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। অনুরূপভাবে, আর্থিক অভাব-অনটনও আল্লাহ্ তাআ'লা এর অসন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। কখনো পাপীকে আর্থিক সঙ্গতি প্রদান করেন, কখনো আপন অনুগত বান্দার উপর অভাব-অনটন দেন। এটা তাঁরই 'হিক্বমাত' বা প্রজ্ঞা। আখিরাতের প্রতিদানকে এর উপর অনুমান করা ভুল ও ভিত্তিহীন।

৩৫: বরং তারা বললো, 'আমরা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে অধিক সমৃদ্ধশালী এবং আমাদের উপর শাস্তি হবার নয় (৯৪)।'

وَ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ۙ وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ (٣٥)

৩৬: আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক রিযক্ব প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং সংকীর্ণ করেন (৯৫), কিন্তু বহু লোক জানেনা।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٦)

৩৭: এবং তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের - সন্তান-সন্ততি এরই উপযোগী নয় যে, তোমাদেরকে আমার নিকট পৌঁছাবে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে (৯৬), তাদের জন্য বহুগুণ পুরস্কার (৯৭) তাদের কর্মের প্রতিদান এবং তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে রয়েছে (৯৮)।

وَ مَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ (٣٧)

৩৮: এবং ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহে পরাজিত করার চেষ্টা করে (৯৯) তাদেরকে ধরে এনে শাস্তির মধ্যে হাযির করা হবে (১০০)।

وَ الَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ (٣٨)

৩৯: আপনি বলুন, "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক জীবিকা বৃদ্ধি করেন আপন বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং হ্রাস করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন (১০১)। আর যেই বস্তু তোমরা আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করো, তিনি তার পরিবর্তে আরো অধিক দেবেন (১০২)। এবং তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক রিযক্বদাতা (১০৩)।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (٣٩)

৪০: এবং যেদিন ঐসব লোককে উঠাবেন (১০৪), অতঃপর ফিরিশতাদেরকে বলবেন 'এরা কি তোমাদের উপাসনা করতো (১০৫)?'

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰۤؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ (٤٠)

টীকা-৯৬: অর্থাৎ সম্পদ কারো জন্য নৈকট্যের কারণ নয়- সৎকর্মপরায়ণ মু'মিন ব্যতীত, যে তা আল্লাহ্ এর রাহে ব্যয় করে। সন্তান-সন্ততিও কারো জন্য আল্লাহ্ তাআ'লা এর নৈকট্যের কারণ নয় ঐ মু'মিন ব্যতীত, যে তাদেরকে সৎ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, দ্বীনের শিক্ষা দান করে এবং সৎ ও খোদাভীরুরূপে গড়ে তোলে।

টীকা-৯৭: একটা সৎকর্মের পরিবর্তে দশ থেকে আরম্ভ করে সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং তদপেক্ষাও বেশী- যে পরিমাণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

টীকা-৯৮: অর্থাৎ জান্নাতের সুউচ্চ মানযিলসমূহের মধ্যে।

টীকা-৯৯: অর্থাৎ ক্বোরআন কারীমের বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখ খুলে। আর এ ধারণা করে যে, তাদের এসব ভ্রান্ত কাজের মাধ্যমে তারা লোকজনকে ঈমান আনার পথে বাধা দেবে, তাদের এ চক্রান্তও ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং তারা আমার শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস এ যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানই নেই। সুতরাং শাস্তি এবং পুরস্কার কিসের?

টীকা-১০০: এবং তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না।

টীকা-১০১: স্বীয় হিক্বমাত বা প্রজ্ঞানুসারে।

টীকা-১০২:দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়, "আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, "ব্যয় করো তোমাদের উপর ব্যয় করা হবে।" অন্য হাদীসে আছে, "সাদাক্বাহ করলে সম্পদ হ্রাস পায় না। ক্ষমা করলে সম্মান বৃদ্ধি পায়। বিনয় দ্বারা মর্যাদা উঁচু হয়।"

টীকা-১০৩: কেননা, তিনি ব্যতীত যে কেউ কাউকে কিছু প্রদান করে- চাই বাদশাহ সৈন্যদেরকে, কিংবা মুনিব তাঁর গোলামকে, অথবা পরিবারের কর্তা আপন পরিবারের সদস্যদেরকে প্রদান করুক, সবই আল্লাহ্ তাআ'লা এর সৃষ্ট ও তাঁরই প্রদত্ত জীবিকা থেকেই প্রদান করে থাকে। রিযক্ব ও তা থেকে উপকার গ্রহণ করার উপকরণাদির স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। তিনিই প্রকৃত রিযিক্বদাতা।

টীকা-১০৪: অর্থাৎ ঐসব মুশরিককে

টীকা-১০৫: দুনিয়ায়?

টীকা-১০৬: অর্থাৎ তাদের সাথে আমাদের কোনো বন্ধুত্ব নেই। সুতরাং আমরা কিভাবে তাদের উপাসনা করায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি। আমরা তা থেকে মুক্ত-পবিত্র।

টীকা-১০৭: অর্থাৎ শয়তানদেরকে যে, তাদের আনুগত্যের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পূজা করতো।

৪১: তারা আরয করবে, 'পবিত্রতা তোমারই, তুমি আমাদের বন্ধু, তারা নয় (১০৬), বরং তারা জিনদের উপাসনা করতো (১০৭)। তাদের মধ্যে অধিকাংশ তাদেরই প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো (১০৮)।'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ (۴۱)

৪২: সুতরাং আজ তোমাদের মধ্যে একে অপরের উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতা রাখবে না (১০৯)। আমি বলবো যালিমদেরকে, 'এ আগুনের শাস্তি আস্বাদন করো, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে (১১০)।'

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ (۴۲)

৪৩: এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (১১১) পাঠ করা হয়, তখন বলে (১১২), 'এ তো নয়, কিন্তু একজন পুরুষ, যে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় তোমাদের বাপ-দাদার উপাস্যগুলো থেকে (১১৩)।' আর বলে (১১৪), 'এতো নয়, কিন্তু মনগড়া অপবাদ মাত্র।' এবং কাফিরগণ সত্যকে বললো (১১৫) যখন তাদের নিকট আসলো, 'এতো নয় কিন্তু এক সুস্পষ্ট যাদু।'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (۴۳)

৪৪: এবং আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিইনি, যেগুলো তারা পাঠ করে, না আপনার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এসেছে (১১৬)।

وَمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ (۴۴)

৪৫: এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা (১১৭) অস্বীকার করেছে এবং এটা সেটার এক দশমাংশ পর্যন্তও পৌঁছেনি, যা আমি তাদেরকে প্রদান করেছিলাম (১১৮)। অতঃপর তারা আমার রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং কেমন হলো আমাকে অস্বীকার করা (১১৯)!

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (۴۵)

রুকূ'-৬

৪৬: আপনি বলুন, 'আমি তোমাদেরকে একটা উপদেশ দিচ্ছি (১২০) যে, আল্লাহ্ এর জন্য দন্ডায়মান থাকো (১২১)

قُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ

টীকা-১০৮: অর্থাৎ শয়তানদের প্রতি।

টীকা-১০৯: এবং ঐ মিথ্যা উপাস্যগুলো আপন পূজারীদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না।

টীকা-১১০: পৃথিবীতে।

টীকা-১১১: অর্থাৎ ক্বোরআনের আয়াতসমূহ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর ভাষায়,

টীকা-১১২: হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে।

টীকা-১১৩: অর্থাৎ মূর্তিগুলো থেকে।

টীকা-১১৪: ক্বোরআন শরীফ সম্পর্কে,

টীকা-১১৫: অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফকে

টীকা-১১৬: অর্থাৎ আপনার পূর্বে, আরবের মুশরিকদের নিকট না কোন কিতাব এসেছে, না রসূল, যার প্রতি তারা তাদের ধর্মের সম্বন্ধ রচনা করতে পারে। সুতরাং এরা যেই ধারণায় আছে, তাদের নিকট এর কোন সনদ নেই। বস্তুতঃ তা তাদের কুপ্রবৃত্তির প্রতারণাই।

টীকা-১১৬: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ, যেমন কুরাঈশরা রসূলগণকে অস্বীকার করলো এবং তাঁদেরকে

টীকা-১১৮: অর্থাৎ যে শক্তি ও প্রাচুর্য, সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এবং দীর্ঘ জীবন পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিলো, কুরাঈশ গোত্রীয় মুশরিকদের নিকট তো তার একদশমাংশও নেই। তাদের পূর্বে তো তাদের অপেক্ষা শক্তি ও ক্ষমতা, ধন-সম্পদে দশগুণ অপেক্ষাও বেশী ছিলো।

টীকা-১১৯: অর্থাৎ তাদেরকে অপছন্দ করা, শাস্তি প্রদান করা ও ধ্বংস করা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীগণ যখন আমার রসূলগণকে অস্বীকার করলো, তখন আমি আমার শাস্তি দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করেছি। আর তাদের শক্তি, ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ কোন কিছুই কাজে আসলো না। সেসব লোকের হাক্বীক্বতই বা কি? তাদের ভয় করা উচিত।

টীকা-১২০: যদি তোমরা তদনুযায়ী কাজ করো তবে তোমাদের নিকট সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমরা প্ররোচনা, সন্দেহাদি এবং পথভ্রষ্টতার মুসিবত থেকে নাজাত পাবে। ঐ উপদেশ এই-

টীকা-১২১: নিছক সত্যের সন্ধানের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজেকে পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত করে

টীকা-১২২: যাতে পরস্পর পরামর্শ করতে পারো এবং প্রত্যেকে অপরকে নিজ চিন্তার ফলাফল বর্ণনা করতে পারো আর উভয়ে ন্যায়বিচারের নিরিখে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারো।

টীকা-১২৩: যাতে জমায়েত ও সমাবেশের কারণে স্বভাবতঃ ভীত না হয়। আর পক্ষপাতিত্ব, পক্ষ সমর্থন, প্রতিবাদ ও চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি থেকে স্বভাব ও প্রকৃতি পবিত্র থাকে এবং স্বীয় অন্তরে ন্যায় বিচার করার সুযোগ পাওয়া যায়।

টীকা-১২৪: এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো যে, যেমন-কাফিরগণ তাঁর প্রতি উন্মাদনার যেই অপবাদ দেয়, তাতে সত্যের লেশ মাত্রও আছে কিনা, তোমাদের স্বীয় অভিজ্ঞতায় কুরাঈশে অথবা মানুষ জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তিও ঐ পর্যায়ের বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিনা, এমন তেজস্বী, এমন সঠিক রায়দাতাও কি কখনো দেখেছো? এমন সত্যবাদী ও এমন পবিত্র আত্মাও কি কখনো পেয়েছো? যখন তোমাদের আত্মাই এ রায় দেয় এবং তোমাদের হৃদয়-মনও মেনে নেয় যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঐসব গুণাবলীতে একক ও উপমাহীন, তখন তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও

مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۫ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ (٤٦)
قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ (٤٧)
قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (٤٨)
قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيْدُ (٤٩)
قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَ اِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ (٥٠)

দু'দু'জন (১২২) এবং একা একা (১২৩)। অতঃপর চিন্তা করো (১২৪) যে, তোমাদের এ 'সাহিব'-এর মধ্যে উন্মাদনার কোন বিষয় নেই। তিনি তো নন, কিন্তু তোমাদেরকে সতর্ককারী (১২৫) এক কঠিন শাস্তির পূর্বে (১২৬)।'

৪৭: আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই (১২৭), আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্ এরই উপর, এবং তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী।'

৪৮: আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন (১২৮), খুব পরিজ্ঞাতা সমস্ত অদৃশ্যের।

৪৯: আপনি বলুন, 'সত্য এসেছে (১২৯) এবং মিথ্যা না সূচনা করে এবং না ফিরে আসে (১৩০)।'

৫০: আপনি বলুন, 'যদি আমি বিপথগামী হই, তবে আমি নিজেরই মন্দের জন্য বিপথগামী হয়েছি (১৩১)। আর যদি আমি সৎপথ পেয়ে থাকি তবে সেটার কারণ হচ্ছে- যা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী করেন (১৩২)। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা, সন্নিকট (১৩৩)।'

টীকা-১২৫: আল্লাহ্ তা'আ'লা এর নাবী

টীকা-১২৬: এবং তা হচ্ছে- আখিরাতের শাস্তি।

টীকা-১২৭: অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট উপদেশ, সৎপথের দিশা দান ও রিসালতের বাণী প্রচারের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না।

টীকা-১২৮: আপন নাবীগণের প্রতি

টীকা-১২৯: অর্থাৎ কুরআন ও ইসলাম

টীকা-১৩০: অর্থাৎ শির্ক ও কুফর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, না সেটার শুরু রইলো, না সেটার প্রত্যাবর্তন। অর্থ এ যে, তা ধ্বংস হয়ে গেছে।

টীকা-১৩১: মক্কার কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলতো, "আপনি বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।" (আল্লাহ্ তা'আ'লা এরই আশ্রয়।) আল্লাহ্ তা'আ'লা আপন নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নির্দেশ দিলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন, "যদি এ কথা কিছুক্ষণের জন্য ধরেও নেয়া হয় যে, আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি' তবে সেটার প্রতিফল আমারই আত্মার উপর বর্তাবে।

টীকা-১৩২: হিক্‌মাত ও সুস্পষ্ট বর্ণনার। কেননা, সঠিক পথের দিশা পাওয়া তাঁরই শক্তিদান ও দিশাদানের উপর নির্ভরশীল। নাবীগণ সবাই নিষ্পাপ হন। পাপ তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারেনা। আর হুযূর তো নাবীগণের সরদার। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। সৃষ্টি সৎকর্মগুলোর পথ তাঁরই অনুসরণের মাধ্যমে লাভ করে। মহান মর্যাদা ও সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হুযূরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পথভ্রষ্টতার সম্বন্ধ নিজের আত্মার দিকে অপ্রকৃত ও কাল্পনিকভাবেই করে নিন, যাতে সৃষ্টিজগত জানতে পারে যে, পথভ্রষ্টতার উৎস হচ্ছে মানুষের 'নাফস' (রিপু)। যখন সেটাকে সেটার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তা থেকে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আর হিদায়াত আল্লাহ্ তা'আ'লা, মহামহিমের দয়া ও বদান্যতা দ্বারা অর্জিত হয়। 'নাফস' (মনের প্রবৃত্তি) সেটার উৎস নয়।

টীকা-১৩৩: প্রত্যেক সৎপথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টকে জানেন। আর তাদের কর্ম ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কেউ যতই গোপন করুক না কেন, কারো অবস্থা তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে না। আরবের এক খ্যাতনামা কবি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন কাফিরগণ তাঁকে বললো, "তুমি কি আপন দ্বীন থেকে ফিরে গেলে? এত বড় কবি ও ভাষাবিদ হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনলে?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। তিনি আমার উপর বিজয়ী হয়েছেন। কুরআন কারীমের তিনটি আয়াত আমি শুনতে পেয়েছি এবং চাইলাম সেগুলোর ছন্দের সাথে মিল রেখে তিনটা শ্লোক রচনা করতে। পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি

পরিশ্রম করেছি, আমার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছি, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, এটা কোন মানুষের বাণী নয়। ঐ তিনটি আয়াত হচ্ছে- (قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَقْذِفُ بِالْحَقِّ) থেকে (سَمِیْعٌ قَرِیْبٌ) পর্যন্ত। (রুহুল বয়ান)

টীকা-১৩৪: কাফিরদেরকে মৃত্যুর অথবা কবর থেকে উঠার সময় অথবা বদরের দিন।

টীকা-১৩৫: এবং কোন স্থান পলায়ন করার এবং আশ্রয় গ্রহণ করার পেতে পারে না।

টীকা-১৩৬: যেখানেই থাকুক না কেন, কেননা, যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাআ'লা এর পাকড়াও থেকে দূর হতে পারে না। তখন আল্লাহ এর পরিচিতি লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।

টীকা-১৩৭: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি।

টীকা-১৩৮: অর্থাৎ এখন শরীয়াতের বিধি-নিষেধের আওতা বহির্ভূত হয়ে তাওবাহ ও ঈমান কীভাবে পেতে পারে।

টীকা-১৩৯: অর্থাৎ শাস্তি দেখার পূর্বে।

টীকা-১৪০: অর্থাৎ না জেনে বলে বেড়ায়। যেমন- তারা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শানে বলেছিলো যে, তিনি কবি, যাদুকর ও জ্যোতিষী। আর তারা কখনো হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মাধ্যমে কবিত্ব, যাদু ও জ্যোতিষিক কাজ সম্পন্ন হতে দেখেনি।

টীকা-১৪১: অর্থাৎ সত্যতা ও বাস্তবতা থেকে দূরে যে, তাদের এসব সমালোচনা সত্যতার ধারে কাছেও নেই।

টীকা-১৪২: অর্থাৎ তাওবাহ ও ঈমানের মধ্যে।

টীকা-১৪৩: যে, তাদের তাওবাহ ও ঈমান 'নৈরাশ্যের' মুহূর্তে কৃবূল করা হয়নি।

টীকা-১৪৪: ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে। ★

****

টীকা-১: 'সূরা ফাতির' মাক্কী। এতে পাঁচটি রুকু', পঁয়তাল্লিশটি আয়াত, নয়শ সত্তরটি পদ এবং তিন হাজার একশ ত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: আপন নাবীগণের প্রতি

টীকা-৩: ফিরিশতাদের মধ্যে এবং তাদের ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে

টীকা-৪: যেমন বৃষ্টি, রিযক্ব এবং সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি,

৫১: এবং কোন রকমে তুমি দেখবে (১৩৪), যখন তারা ভয়-ভীতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রক্ষা পেয়ে বের হতে পারবে না (১৩৫) এবং এক নিকটবর্তী স্থান থেকে ধৃত হবে (১৩৬)।	وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿۵۱﴾
৫২: এবং বলবে, 'আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি (১৩৭), এবং এখন তারা তাঁকে কিভাবে পাবে এতো দূরবর্তী স্থান থেকে (১৩৮)।	وَّقَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۲﴾
৫৩: যে, পূর্বে (১৩৯) তো তার সাথে কুফর করেছিলো এবং না দেখে ছুঁড়ে মারে (১৪০) দূরবর্তী স্থান থেকে (১৪১)।	وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾
৫৪: এবং রুখে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ও সেটার মধ্যে যা তারা কামনা করে (১৪২), যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর সাথে করা হয়েছিলো (১৪৩)। নিশ্চয় তারা প্রতারণাকারী সন্দেহের মধ্যে ছিলো (১৪৪)।*	وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿۵۴﴾

সূরা ফাতির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাতির (মাক্কী)	রুকূ'-১	আলাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৪৫, রুকূ'-৫

১: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, ফিরিশতাদেরকে বার্তাবাহককারী (২), যাদের দু' দু', তিন তিন ও চার চার পাখা রয়েছে, বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা করেন (৩)। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْۤ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱﴾
২: আল্লাহ যা রহমত মানুষের জন্য উন্মুক্ত করেন (৪), তা'তে কেউ বাধা সৃষ্টিকারী নেই এবং তিনি যা কিছু নিরুদ্ধ করেন, তখন তাঁর নিরুদ্ধ করার পর সেটাকে কেউ উন্মুক্তকারী নেই এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲﴾

টীকা-৫: যেমন তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে বিছানা করেছেন, আসমানকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্থির করেছেন, আপন পথ-নির্দেশনা ও সত্যের প্রতি আহ্বান করার জন্য রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং জীবিকার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করেছেন।
টীকা-৬: বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং বিভিন্ন ধরণের তৃণ ও শাক-সবজি উৎপন্ন করে।
টীকা-৭: এবং এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তিনিই স্রষ্টা ও রিযক্বদাতা, ঈমান ও তাওহীদ থেকে কেন বিমুখ হচ্ছো? এরপর নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)-এর শান্তনার জন্য ইরশাদ হচ্ছে-
টীকা-৮: হে মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)। এবং আপনার নাবূয়্যাত ও রিসালাত অমান্য করে আর তাওহীদ, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তির বিষয়কে অস্বীকার করে।

সূরাঃ ৩৫ ফাতির	৭৮৫	মানযিল-৫	পারাঃ ২২

বাংলা	আরবি
৩: হে মানবকুল! তোমাদের উপর আল্লাহ এর অনুগ্রহকে স্মরণ করো (৫)। আল্লাহ ব্যতীত কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তাও আছে যে আসমান ও যমীন থেকে (৬) তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করে? তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় যাচ্ছো পৃষ্ঠদেশ কুঁজো করে (৭)?	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ(۳)
৪: এবং যদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে (৮), তবে নিশ্চয় আপনার পূর্বে কত রসূলকেই অস্বীকার করা হয়েছে (৯) এবং সমস্ত কাজ আল্লাহ এরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে (১০)।	وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ(۴)
৫: হে মানবকুল! নিশ্চয় আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি সত্য (১১), সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন (১২), এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে আল্লাহ এর নির্দেশের উপর প্রতারণা না করে ঐ বড় প্রতারক (১৩)।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ(۵)
৬: নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরাও তাকে শত্রু মনে করো (১৪)। সেতো আপন দলকে (১৫) এ জন্যই আহ্বান করে যেন তারা দোষীদের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬)।	اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ(۶)
৭: কাফিরদের জন্য (১৭) কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে (১৮) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ۬ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ(۷)
রুকূ’-৮	
৮: তবে কি সে-ই, যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কর্ম শোভন করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করেছে? সে কি হিদায়ত প্রাপ্তের মতো হয়ে যাবে (১৯)?	اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ

টীকা-৯: তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন, আপনিও ধৈর্য ধারণ করুন। নাবীগণের সাথে কাফিরদের এ রীতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।
টীকা-১০: তিনি অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং রসূলগণকে সাহায্য করবেন।
টীকা-১১: ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরুত্থান রয়েছে, কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ নিশ্চিতভাবে হবে এবং প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল নিশ্চয় পাবে।
টীকা-১২: যাতে সেটার ভোগ বিলাসের মধ্যে মত্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে না যাও।
টীকা-১৩: অর্থাৎ শয়তান তোমাদের অন্তরসমূহে এ প্ররোচনা দেয় যে, ‘পাপাচারসমূহ দ্বারা তৃপ্ত হও। আল্লাহ তাআ’লা সহনশীল। তিনি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তাআ’লা নিশ্চয় সহনশীল।’ কিন্তু শয়তানের প্রতারণা এ যে, সে বান্দাদেরকে এ ভাবে তাওবাহ ও সৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখে এবং পাপ ও নির্দেশ অমান্য করতে দুঃসাহসী করে তোলে। তার প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকো।
টীকা-১৪: এবং তার আনুগত্য করো না এবং আল্লাহ তাআ’লা এরই আনুগত্যে রত থাকো।
টীকা-১৫: অর্থাৎ আপন অনুসারীদেরকে কুফরের প্রতি
টীকা-১৬: এখন শয়তানের অনুসারী ও তার বিরোধিতাকারীদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।
টীকা-১৭: যদি এরা শয়তানের দলভুক্ত থাকে।
টীকা-১৮: এবং শয়তানের প্রতারণায় না আসে এবং তাঁর পথে না চলে।

টীকা-১৯: কখনো নয়। অসৎ কর্মকে যে ভাল মনে করে সে সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় কীভাবে হতে পারে, সে ঐ পাপী অপেক্ষা বহুগুণ বেশি উত্তম, যে আপন অসৎ কর্মকে খারাপ জানে এবং সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা জানে।
শানে নুযূল: এ আয়াত আবু জাহল প্রমুখ মক্কাবাসী মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের শির্ক ও কুফরের মতো কুৎসিত কার্যাদিকে শয়তানের

প্ররোচনা ও সুশোভিত করে দেখানোর কারণে ভাল মনে করতো। অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত বিদ'আতকারী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের মধ্যে রাফেযী (শিয়া) ও খারেজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, তারা তাদের বাতিল মতবাদীদেরকে ভাল মনে করে। আর তাদেরই দলভূক্ত সমস্ত বাতিলপন্থী- চাই 'ওহাবী' হোক কিংবা 'গায়র মুক্বাল্লিদ' (মাযহাবের ইমামদের অমান্যকারী সম্প্রদায়) অথবা মির্যায়ী হোক কিংবা চাকড়ালবী হোক। কিন্তু ঐ কবীরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীরা, যারা আপন পাপাচারগুলোকে মন্দ জানে ও হালাল মনে করে না, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা-২০: যে, আফসোসে। তারা ঈমান আনেনি এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। অর্থ এ যে, আপনি তাদের কুফর ও ধ্বংসের জন্য দুঃখ করবেন না।

টীকা-২১: যাতে তৃণ, শাক-সবজী এবং ক্ষেত নেই, শুষ্ক মৌসুমের কারণে সেখানে ভূমি প্রাণহীন হয়ে গেছে।

টীকা-২২: এবং তা দ্বারা শস্য-শ্যমলা করে দিই। এতে আমার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

টীকা-২৩: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে একজন সাহাবী আরয করলেন, "আল্লাহ্ তাআ'লা মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন? সৃষ্টির মধ্যে তার কোন নিদর্শন থাকলে ইরশাদ করুন।" ইরশাদ করলেন, "তুমি কি এমন কোন জঙ্গল দিয়ে কখনও অতিক্রম করেছো, যা শুষ্ক মৌসুমের কারণে নির্জীব হয়ে গেছে আর সেখানে কোন শাক-সবজী ও গাছ-পালার নাম নিশানাও নেই? অতঃপর ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছো, যখন সেটার সবুজ শষ্যের চারাগুলো আন্দোলিত হতে দেখেছো?" ঐ সাহাবী আরয করলেন, "নিশ্চয় তেমনি দেখেছি।"

فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (٨)

এ কারণে, আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান এবং সৎপথ প্রদান করেন যাকে চান। সুতরাং আপনার প্রাণ যেন তাদের জন্য আক্ষেপের মধ্যে না যায় (২০)। আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন যা কিছু তারা করে থাকে।

وَاللّٰهُ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ (٩)

৯: এবং আল্লাহ্ হন, যিনি প্রেরণ করেন বায়ু, যা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর আমি সেটাকে কোন নির্জীব শহরের দিকে পরিচালিত করি (২১) তারপর, তা দ্বারা আমি যমীনকে জীবন দান করি সেটার মৃত্যুর পর (২২)। এ রূপেই হচ্ছে হাশরে পুনরুত্থান (২৩)।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ (١٠)

১০: যে কেউ সম্মান চায়, তবে সম্মান তো সব আল্লাহ্ এরই হাতে (২৪)। তাঁরই দিকে আরোহণ করে পবিত্র বাণীসমূহ (২৫) এবং যেই সৎকাজ আছে তা সেটাকে উন্নীত করে (২৬)। এবং ঐসব লোক, যারা মন্দ চক্রান্ত করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে (২৭)। এবং তাদেরই চক্রান্ত বিনষ্ট হবে (২৮)।

হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআ'লা মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং সৃষ্টির মধ্যে এটা তাঁর নিদর্শন"।

টীকা-২৪: দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিই সম্মানের মালিক। তিনি যাকে চান সম্মান প্রদান করেন। সুতরাং যে কেউ সম্মানের প্রার্থী হয় সে যেন আল্লাহ্ তাআ'লা এর নিকট সম্মানের প্রার্থী হয়। কেননা, প্রত্যেক কিছু সেটার মালিকের নিকট থেকে চাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মহামহিম বরাকাতময় প্রতিপালক প্রত্যেক দিন ইরশাদ করেন, "যে কেউ উভয় জগতের সম্মান কামনা করে তার উচিত যেন ঐ মহা সম্মানের মালিক (আল্লাহ্ তাআ'লা)-এর আনুগত্য করে।" বস্তুতঃ সম্মান লাভের মাধ্যম হচ্ছে- ঈমান ও সৎকর্ম।

টীকা-২৫: অর্থাৎ সেটার স্থান গ্রহণযোগ্যতা ও সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে। 'পবিত্র বাণী' দ্বারা 'কলিমা-ই-তাওহীদ' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্) তাসবীহ (সুবহা-নাল্লাহ্), হামদ (আলহামদুলিল্লাহ্) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। যেমন-হাক্বিম ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) (كلم طيب) (পবিত্র বাণী) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এর অর্থ হচ্ছে 'যিক্‌র' (আল্লাহ্ এর স্মরণ)। কোন কোন তাফসীরকারক 'ক্বোরআন' ও 'দু'আ' বলেও বর্ণনা করেছেন।

টীকা-২৬: 'সৎ কর্ম' মানে হচ্ছে ঐ ভাল কাজ ও ইবাদত, যা নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা হয়। আর অর্থ এ যে, 'কালিমা-ই-তৈয়্যিবাহ সৎকর্মকে উন্নীত করে।' কেননা, কোন কর্মই আল্লাহ্ এর একত্বকে স্বীকার করা ও ঈমান আনা ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা অর্থ এ যে, 'সৎকর্মকে আল্লাহ্ তাআ'লা কবূলিয়াতের উন্নত মর্যাদা দান করেন। অথবা এ অর্থ যে, 'সৎকর্ম সৎকার্য সম্পাদনকারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করে।' সুতরাং যে ব্যক্তি সম্মান লাভ করতে চায় তার জন্য সৎ কাজ করাই অপরিহার্য।

টীকা-২৭: ঐসব চক্রান্তকারী দ্বারা ঐ সমস্ত ক্বোরাঈশ গোত্রীয় লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা 'দার আল-নাদওয়া'-তে একত্রিত হয়ে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে বন্দী, হত্যা ও দেশান্তর করার বিষয়ে পরামর্শ করেছিলো, যার বিস্তারিত বিবরণ 'সূরা আনফাল'- এর মধ্যে দেয়া হয়েছে।

টীকা-২৮: এবং নিজেদের চক্রান্ত ও প্রতারণায় সফলকাম হবে না। সুতরাং তেমনিই হয়েছে। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকেন। আর তারা তাদের প্রতারণা ও চক্রান্তের শাস্তি ভোগ করেছে। বদরে বন্দীও হয়েছে, নিহতও হয়েছে এবং মক্কা

মুকাররমাহ থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছে।

টীকা-২৯: অর্থাৎ তোমাদের মূল হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)

১১: আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (২৯) মাটি থেকে, অতঃপর (৩০) পানির বিন্দু থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া-জোড়া (৩১) এবং কোন নারী গর্ভধারণ করেন না এবং না সে প্রসব করে, কিন্তু তাঁরই জ্ঞাতসারেই। এবং যে কোন দীর্ঘায়ুকে আয়ু প্রদান করা হয় কিংবা যে কারো আয়ু হ্রাস করা হয়- এ সবই একটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (৩২)। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌ এর জন্য সহজ (৩৩)।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ (١١)

১২: এবং সমুদ্র দু'টি একরূপ নয় (৩৪)- একটা সুমিষ্ট, খুব মিষ্টি পানি এবং এটা লোনা, তিক্ত। প্রত্যেকটা থেকে তোমরা আহার করছো তাজা মাংস (৩৫) এবং বের করছো পরিধান করার এক গয়না (৩৬)। নৌযানগুলোকে তাতে দেখো যে, সেগুলো পানির বুক চিরে চলাচল করে (৩৭), যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো (৩৮) এবং কোন মতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (৩৯)।

وَمَا يَسْتَوِی الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٢)

১৩: রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের অংশে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের অংশে (৪১)। এবং তিনি কাজে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করছে (৪২)। তিনিই হন আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রতিপালক, তাঁরই জন্য বাদশাহী। এবং তিনি ব্যতীত তোমরা যেগুলোর পূজা করছো (৪৩), সেগুলো খেজুর-আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِی النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ؕ (١٣)

১৪: তোমরা সেগুলোকে আহ্বান করলে সেগুলো তোমাদের আহ্বান শুনে না (৪৪) এবং যদি শুনছে বলে ধরেও নেয়া হয়, তবে তোমাদের চাহিদা মেটাতে পারে না (৪৫)। এবং কিয়ামত দিবসে সেগুলো তোমাদের শির্ককে অস্বীকার করবে (৪৬)। এবং তোমাদেরকে কিছুই বলবেনা ঐ বর্ণনাকারীর মতো (৪৭)।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ (١٤)

রুকূ'-৩

১৫: হে মানবকুল! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌ এর মুখাপেক্ষী (৪৮), আর আল্লাহ্‌ই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِيْدُ (١٥)

টীকা-৩০: তাদের বংশকে

টীকা-৩১: পুরুষ ও স্ত্রীলোক।

টীকা-৩২: অর্থাৎ 'লাওহ্‌-ই-মাহফূয'- এর মধ্যে। হযরত ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত যে, 'বয়োপ্রাপ্ত' (معمر) হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার বয়স ষাট বছরে পৌঁছেছে। অথচ 'কমবয়স্ক' হচ্ছে- যে এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে।

টীকা-৩৩: অর্থাৎ কৃতকর্ম ও মৃত্যুর সময় লিপিবদ্ধ করা।

টীকা-৩৪: বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

টীকা-৩৫: অর্থাৎ মৎস্য

টীকা-৩৬: মুক্তা ও প্রবাল।

টীকা-৩৭: সমুদ্রে চলমান অবস্থায় এবং একই বাতাসে আসেও, যায়ও।

টীকা-৩৮: ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হয়ে

টীকা-৩৯: এবং আল্লাহ্‌ তা'আ'লা এর নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-৪০: তখন দিন দীর্ঘায়িত হয়ে যায়।

টীকা-৪১: তখন রাত দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। এমনকি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দিন ও রাতের পরিমাণ পনের ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর হ্রাস পেয়ে নয় ঘন্টায় এসে দাঁড়ায়।

টীকা-৪২: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত যে, যখন তা এসে পড়বে, তখন সেগুলোর চলা স্থগিত হয়ে যাবে এবং এই নিয়ম-শৃংখলা অবশিষ্ট থাকবে না।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ মূর্তি।

টীকা-৪৪: কেননা, প্রাণহীণ জড়পদার্থ।

টীকা-৪৫: কেননা, মূলতঃ কোন প্রকার ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিকারী নয়।

টীকা-৪৬: এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। আর বলবে, তোমরা আমাদের পূজা করোনি।"

টীকা-৪৭: অর্থাৎ উভর জগতের অবস্থাদি ও মূর্তি পূজার পরিণামের খবর যেভাবে আল্লাহ্‌ তা'আ'লা দেন তেমনি অন্য কেউ দিতে পারে না।

টীকা-৪৮: অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ ও ইহসানের মুখাপেক্ষী। সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী। হযরত যুন্নূন (মিশরী) বলেন- সৃষ্টি প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি

পলকে আল্লাহ তাআ'লা এর মুখাপেক্ষী। তা হবেও না কেন? তাদের অস্তিত্ব ও তাদের স্থায়িত্ব- সবই তাঁর দয়া ও বদান্যতার ফল।

টীকা-৪৯: অর্থাৎ তোমাদেরকে বিলীন করে দেবেন। কেননা, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ও সত্তাগতভাবে অভাবমুক্ত।

টীকা-৫০: তোমাদের পরিবর্তে যারা অনুগত ও নির্দেশ মান্যকারী হয়।

টীকা-৫১: অর্থ এই যে, ক্বিয়ামত-দিবসে প্রত্যেকটা সত্তার উপর তারই পাপের বোঝা হবে, যা সে করেছে। আর কোন সত্তাকে অন্য কারো পরিবর্তে পাকড়াও করা হবে না। হ্যাঁ, যে সব পথভ্রষ্টকারী রয়েছে, তাদের পথভ্রষ্ট করার কারণে যেসব লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সমস্ত পথভ্রষ্টতার বোঝা ঐসব পথভ্রষ্টদের উপরও হবে এবং ঐসব পথভ্রষ্টকারীদের উপরও। যেমন- পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে- (وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ) অর্থাৎ নিশ্চয় তারা বহন করবে নিজেদের গুনাহের বোঝা এবং তাদের গুনাহের বোঝার সাথে অন্যান্যদের গুনাহের বোঝাও।" এবং বাস্তবপক্ষে, এটা তাদেরই উপার্জিত অন্য কারো নয়,

টীকা-৫২: পিতা কিংবা মাতা, পুত্র কিংবা ভাই- কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- মাতা-পিতা পুত্রকে জড়িয়ে ধরবে আর বলবে, "হে আমাদের পুত্র! আমাদের কিছু পাপের বোঝা বহন করো।" সে বলবে, "আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমার নিজের বোঝা কি কম ভারী?"

টীকা-৫৩: অর্থাৎ মন্দ কর্ম থেকে বিরত রয়েছে এবং সৎকর্ম করেছে।

টীকা-৫৪: ঐ সৎকর্মের উপকার সে-ই পাবে।

টীকা-৫৫: অর্থাৎ মূর্খ ও জ্ঞানী অথবা কাফির ও মু'মিন

টীকা-৫৬: অর্থাৎ কুফর

টীকা-৫৭: অর্থাৎ ঈমান

টীকা-৫৮: অর্থাৎ সত্য অথবা জান্নাত

টীকা-৫৯: অর্থাৎ মিথ্যা অথবা দোযখ

টীকা-৬০: অর্থাৎ মু'মিনগণ ও কাফিরগণ অথবা আলিমগণ (জ্ঞানীগণ) ও মূর্খগণ।

টীকা-৬১: অর্থাৎ যাকে হিদায়ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাকে তা গ্রহণ করার শক্তি দেন।

টীকা-৬২: অর্থাৎ কাফিরদেরকে। এ আয়াতে কাফিরদেরকে মৃতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, যেভাবে মৃতরা শ্রুত কথা থেকে উপকৃত হতে পারে না এবং উপদেশও লাভ করতে পারে না, অশুভ পরিণতিসম্পন্ন কাফিরদের অবস্থাও অনুরূপ যে, তারা হিদায়ত ও উপদেশ থেকে উপকার লাভ করতে পারে না। এ আয়াত থেকে 'মৃতরা শুনতে পায় না' মর্মে প্রমাণ গ্রহণ করা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, আয়াতের মধ্যে কবরবাসীগণ দ্বারা কাফিরদের বুঝানো হয়েছে, 'মৃতগণ' নয় আর 'শ্রোতাগণ' দ্বারা ঐ শ্রোতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের উপর সুপথপ্রাপ্ত হবার উপকার বর্তায়। বাকী রইলো- মৃতদের শ্রবণ করা। তা বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ মাসআলার বিবরণ বিংশতম পারার দ্বিতীয় রুকূতে গত হয়েছে।

টীকা-৬৩: সুতরাং যদি শ্রোতা আপনার সতর্কীকরণের প্রতি কান দেয় এবং গ্রহণের কানে শুনে, তবে উপকৃত হবে। আর যদি বারংবার অস্বীকারকারীই হয় এবং আপনাদের উপদেশ গ্রহণ না করে তবে আপনার কোন ক্ষতি নেই, সে-ই বঞ্চিত।

টীকা-৬৪: ঈমানদারগণকে জান্নাতের

১৬: তিনি চাইলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন (৪৯), এবং নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন (৫০)।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾

১৭: এবং এটা আল্লাহ এর জন্য কঠিন কিছু নয়।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۱۷﴾

১৮: এমন কোনো বোঝা বহনকারী প্রাণ অন্যের বোঝা বহন করবে না (৫১)। এবং যদি কোনো বোঝা ধারী আপন বোঝা বহন করার জন্য কাউকে ডাকে, তবে তার বোঝা থেকে কেউ কিছুই বহন করবে না, যদিও নিকটাত্মীয় হয় (৫২)। হে মাহবূব! আপনার সতর্ক করা তাদেরই উপকারে আসে যারা না দেখে আপন প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম রাখে। আর যে পবিত্র হয়েছে (৫৩), তবে সে নিজের কল্যাণার্থেই পবিত্র হয়েছে (৫৪)। এবং আল্লাহ এরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

১৯: এবং সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান (৫৫),

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿۱۹﴾

২০: এবং না অন্ধকারসমূহ (৫৬) ও আলো (৫৭)।

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿۲۰﴾

২১: না ছায়া (৫৮) এবং না প্রখর রোদ (৫৯)।

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿۲۱﴾

২২: এবং সামান নয় জীবিতরা ও মৃতরা (৬০)। নিশ্চয় আল্লাহ শুনান যাকে চান (৬১)। এবং আপনি শুনান না তাদেরকে, যারা কবরগুলোতে পড়ে আছে (৬২)।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿۲۲﴾

২৩: আপনি তো হোন এই সতর্ককারী (৬৩)।

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿۲۳﴾

২৪: হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা (৬৪) ও

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا

টীকা-৬৫: কাফিরদেরকে শাস্তির।

সতর্ককারীরূপে (৬৫) এবং যে কোন সম্প্রদায়ই ছিলো সবটির মধ্যে একজন সতর্ককারী গত হয়েছে (৩৬)। ২৫: এবং যদি এরা (৬৭) আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তাদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছে (৬৮)। তাদের নিকট তাদের রসূলগণ এসেছেন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (৬৯), গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাব (৭০) নিয়ে। ২৬: অতঃপর আমি কাফিরদেরকে পাকড়াও করেছি (৭১)। সুতরাং কেমন হলো আমার অস্বীকার (৭২)?	وَّ نَذِيْرًا ۭ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ (٢٤) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ (٢٥) ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (٢٦)

রুকূ'-৪

২৭: তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ আসমান থেকে বারী বর্ষণ করেছেন (৭৩), অতঃপর আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি (৭৪) পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে পথসমূহ- শুভ্র ও লাল, বিভিন্ন রং এর এবং কিছু ঘোর কালো। ২৮: এবং মানবকুল, জন্তুসমূহ ও চতুষ্পদ পশুগুলোর রং এমনিতেই নানা ধরনের (৭৫)। আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন (৭৬)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, সম্মানিত। ২৯: নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ এর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম রাখে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে- গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমনি ব্যবসার আশাবাদী (৭৭) যাতে কখনো লোকসান নেই, ৩০: যাতে তাদের প্রতিদান তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় দেন এবং আপন অনুগ্রহে আরও অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, মূল্যায়নকারী (গুনগ্রাহী)। ৩১: এবং ঐ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি (৭৮), তাই সত্য, নিজের পূর্ববর্তী কিতাবাদির সত্যতা ঘোষণা করে। নিশ্চয় আল্লাহ আপন বান্দাদের খবর রাখেন, দেখেন (৭৯)।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۭ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاۗبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۭ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰۗؤُا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ (٢٨) اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ (٣٠) وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ (٣١)

টীকা-৬৬: চাই তিনি নাবী হোন, কিংবা দ্বীনী আলিম, যারা নাবীর পক্ষ থেকে আল্লাহ এর সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআ'লা এর ভয় দেখিয়েছেন।
টীকা-৬৭: অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ
টীকা-৬৮: তাদের রসূলগণের প্রতি। পুরাকাল থেকেই নাবীগণের প্রতি কাফিরদের এ আচরণ চলে আসছে।
টীকা-৬৯: অর্থাৎ নাবুয়্যাত প্রমাণকারী মু'জিযাসমূহ,
টীকা-৭০: তাওরীত, ইঞ্জীল ও যাবুর
টীকা-৭১: বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি থেকে তাদের অস্বীকারের কারণে।
টীকা-৭২: আমার শাস্তি প্রদান করা।
টীকা-৭৩: বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন?
টীকা-৭৪: সবুজ, লাল ও হলদে ইত্যাদি বিচিত্র ধরণের আনার, আপেল, ডুমুরফল, আঙ্গুর ও খেজুর ইত্যাদি অগণিত
টীকা-৭৫: যেমন- ফল-মূল এবং পর্বতমালায়। এখানে আল্লাহ তাআ'লা আপন আয়াতসমূহ ও আপন কুদরতের নিদর্শনাদি ও সৃষ্টি কৌশলের চিহ্নসমূহ, যেগুলোকে তাঁর যাত ও গুণাবলীর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়, উল্লেখ করেছেন। এরপর ইরশাদ করেন-
টীকা-৭৬: এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানে, তাঁর মহত্ব সম্পর্কে পরিচিতি রাখে। জ্ঞান যত বেশী, ভয়ও তত বেশী। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- অর্থ এ যে, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা এর ভীতি তাঁরই মধ্যে আছে, যিনি আল্লাহ তাআ'লা এর অসীম ক্ষমতা, তাঁর সম্মান ও মহামর্যাদা সম্পর্কে অবিহিত রয়েছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "শপথ মহামহিম আল্লাহ তাআ'লা এর। আমি আল্লাহ তাআ'লাকে সর্বাধিক জানি বং তাঁর সর্বাধিক ভীতি সম্পন্ন।"
টীকা-৭৭: অর্থাৎ সাওয়াবের।
টীকা-৭৮: অর্থাৎ কুরআন মাজীদ।
টীকা-৭৯: এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনের পরিজ্ঞাতা।

ثُمَّ اَوۡرَثۡنَا الۡكِتٰبَ الَّذِيۡنَ اصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَا ۚ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مُّقۡتَصِدٌ ۚ وَ مِنۡهُمۡ سَابِقٌۢ بِالۡخَيۡرٰتِ بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَضۡلُ الۡكَبِيۡرُ ﴿۳۲﴾

৩২: অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম আপন মনোনীত বান্দাদেরকে (৮০)। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ আপন প্রাণের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদের মধ্যে কেউ মধ্যম চালচলনের, আর তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ এর নির্দেশে সৎকর্মসমূহের মধ্যে অগ্রগামী হয়ে গেছে (৮১)। এটাই মহা অনুগ্রহ।

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۳۳﴾

৩৩: বসবাসের বাগানসমূহে প্রবেশ করবে তারা (৮২), তাদেরকে সেগুলোর মধ্যে স্বর্ণের কংকন ও মুক্তা পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী।

وَ قَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡۤ اَذۡهَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَكُوۡرُۨ ﴿۳۴﴾

৩৪: এবং বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই নিমিত্ত, যিনি আমাদের দুঃখ দূরীভূত করেছেন (৮৩)। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, মূল্যায়নকারী (গুণাগ্রাহী) (৮৪)।

الَّذِيۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَةِ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

৩৫: তিনিই, যিনি আমাদেরকে আরামের স্থানে অবতরণ করিয়েছেন, আপন অনুগ্রহে, যেখানে কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, না সেখানে আমাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে।'

وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقۡضٰى عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوۡتُوۡا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمۡ مِّنۡ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِيۡ كُلَّ كَفُوۡرٍ ﴿۳۶﴾

৩৬: এবং যারা কুফর করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের প্রতি আদেশ আসবে যে, মরে যাবে (৮৫) এবং না তাদের উপর সেটার (৮৬) শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে। আমি এভাবেই শাস্তি দিই প্রত্যেক বড় অকৃতজ্ঞকে।

وَ هُمۡ يَصۡطَرِخُوۡنَ فِيۡهَا ۚ رَبَّنَاۤ

৩৭: এবং তারা তাতে আর্তনাদ করে বলতে থাকবে (৮৭), 'হে আমাদের প্রতিপালক!

টীকা-৮০: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মতকে এ কিতাব দান করেছি, যাদেরকে সমস্ত উম্মতের উপর প্রাধান্য দিয়েছি এবং রসূলকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গোলামী ও মুখাপেক্ষিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছি। এই উম্মতের লোকেরা বিভিন্ন স্তরের মর্যাদার অধিকারী।

টীকা-৮১: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا) বলেন, "অগ্রবর্তী ব্যক্তি হচ্ছেন- নিষ্ঠাবান মু'মিন। আর 'মধ্যমপন্থী' অর্থাৎ 'মধ্যম চালচলনসম্পন্ন' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কার্যকলাপ লোক-দেখানোর শামিল। আর 'যালিম' মানে এখানে সে ব্যক্তিই, যে আল্লাহ এর নি'মাতের অস্বীকারকারী তো নয়, কিন্তু কৃতজ্ঞও নয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "আমাদের অগ্রবর্তী তো অগ্রবর্তীই। আর 'মধ্যমপন্থী' মুক্তি পাবার যোগ্য এবং যালিম ক্ষমার যোগ্য।"

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত- হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন- 'সৎকর্মসমূহে অগ্রবর্তী ব্যক্তি জান্নাতে বিনা হিসাবেই প্রবেশ করবে এবং মধ্যমপন্থীর হিসাব গ্রহণের মধ্যে সহজ করা হবে। আর যালিমকে হিসাবের স্থানে আটকিয়ে রাখা হবে। সে দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا) বলেন, "অগ্রবর্তী হচ্ছে রসূল পাকের যুগের ঐসব নিষ্ঠাবান লোক, যাঁদের জন্য রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর 'মধ্যমপন্থী' হচ্ছেন ঐসব সাহাবী, যাঁরা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অনুসৃত জীবন বিধান মোতাবেক কাজ করতেন আর 'নিজের উপর অত্যাচারী' হচ্ছে- আমাদের-তোমাদের মতো লোকেরাই।"

বস্তুতঃ এটা হযরত সিদ্দীক্বাহ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا)-এর পরিপূর্ণ বিনয় ছিলো যে, তিনি নিজে নিজেকে তৃতীয় স্তরের মধ্যে গণ্য করেছেন, অথচ তাঁর ছিলো ঐ মহান মর্যাদা ও উচ্চ স্তর, যা তাকে আল্লাহ তাআ'লা প্রদান করেছিলেন।

তাফসীরের ক্ষেত্রে আরো বহু মতামত রয়েছে, যেগুলো তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৮২: দলত্রয়,

টীকা-৮৩: এই 'দুঃখ' দ্বারা হয়ত এ দোখের দুঃখ বুঝানো হয়েছে অথবা মৃত্যুর, কিংবা পাপসমূহের অথবা ইবাদতসমূহ গৃহীত না হওয়ার, অথবা ক্বিয়ামতের অবস্থাদির। মোটকথা, তাদের কোন দুঃখ থাকবে না। আর তারা এ জন্য আল্লাহ এর প্রশংসা করবে।

টীকা-৮৪: যে, পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং ইবাদতসমূহ করেন

টীকা-৮৫: এবং মরে শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

টীকা-৮৬: অর্থাৎ জাহান্নামের

টীকা-৮৭: অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে চিৎকার ও ফরিয়াদ করতে থাকবে যে,

টীকা-৮৮: অর্থাৎ দোযখ থেকে বের করো এবং দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করো।

أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٣٧)

আমাদেরকে বের করো (৮৮) যেন আমরা সৎ কাজ করি, সেটারই বিপরীত, যা আমরা পূর্বে করতাম (৮৯)। আমি কি তোমাদেরকে পূর্বে ঐ দীর্ঘজীবন দান করিনি, যাতে অনুধাবণ করতো যার অনুধাবন-ক্ষমতা আছে এবং সতর্ককারী (৯০) তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছিলেন (৯১)। এখন স্বাদ গ্রহণ করো (৯২), যেহেতু যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

রুকূ'-৫

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٨)

৩৮: নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞাত আসমানসমূহ ও যমীনের প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে। নিশ্চয় তিনি অন্ত রসমূহের কথা জানেন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٩)

৩৯: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেছেনে (৯৩) সুতরাং যে কুফর করে (৯৪), তার কুফরের অশুভ পরিণাম তারই উপর বর্তাবে (৯৫), এবং কাফিরদের জন্য তাদের কুফর তাদের প্রতিপালকের নিকট বৃদ্ধি করবেনা, কিন্তু অসন্তুষ্টিই (৯৬), এবং কাফিরদের জন্য তাদের কুফর বৃদ্ধি করবে না, কিন্তু ক্ষতিই (৯৭)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (٤٠)

৪০: আপনি বলুন, 'ভালো, বলতো। তোমাদের ঐ শরীকগণ (৯৮), যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত পূজা করো, আমাকে দেখাও। তারা যমীন থেকে কোন অংশটা সৃষ্টি করেছে, অথবা আসমানসমূহের মধ্যে তাদের কোন অংশ আছে (৯৯)? না, আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা সেটার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহের উপর রয়েছে (১০০)? বরং যালিমগণ পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দেয়না, কিন্তু প্রতারণার (১০১)।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤١)

৪১: নিশ্চয় আল্লাহ ধরে রেখেছেন আসমানসমূহ ও যমীনকে যাতে নড়াচড়া না করে (১০২)। এবং যদি সেগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যায় তবে সেগুলোকে কে রুখে রাখবে, আল্লাহ ব্যতীত? নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ

৪২: এবং তারা আল্লাহ এর শপথ করেছে, আপন শপথগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সহকারে যে, যদি তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে, তবে তারা অবশ্যই কোন না কোন দল অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের অনুসারী হবে (১০৩)

টীকা-৮৯: অর্থাৎ আমরা কুফরের পরিবর্তে ঈমান আনবো এবং পাপাচার ও তোমার নির্দেশ অমান্য করার পরিবর্তে তোমার প্রতি আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করবো। এর জবাবে তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-৯০: অর্থাৎ রসূলে আকরাম, সায়্যিদে আলম মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৯১: তোমরা এই সম্মানিত রসূলের আহ্বান গ্রহণ করোনি এবং ইবাদত ও তাঁর আনুগত্য বজায় রাখো নি।

টীকা-৯২: শাস্তির স্বাদ

টীকা-৯৩: এবং তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী করেছেন এবং সেগুলোর মুনাফাসমূহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন, যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-৯৪: এবং ঐ নি'মাতসমূহের জন্য আল্লাহ এরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,

টীকা-৯৫: অর্থাৎ আপন কুফরের অশুভ পরিণতি তাকেই বরদাস্ত করতে হবে,

টীকা-৯৬: অর্থাৎ আল্লাহ এর শাস্তি

টীকা-৯৭: আখিরাতে

টীকা-৯৮: অর্থাৎ মূর্তি

টীকা-৯৯: যে, আসমানসমূহ সৃষ্টি করার মধ্যে কি সেগুলোর কোন দখল আছে? কি কারণে সেগুলোকে ইবাদতের উপযোগী সাব্যস্ত করছো?

টীকা-১০০: সে গুলোর মধ্যে কোনটাই নেই।

টীকা-১০১ যে, তাদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্টকারী রয়েছে, তারা আপন অনুসারীদেরকে ধোকা দেয় এবং মূর্তিগুলোর তরফ থেকে তাদেরকে মিথ্যা আশা প্রদান করে।

টীকা-১০২: এবং না আসমান ও যমীনের মধ্যভাগে শির্ক-এর মতো পাপকার্যসম্পন্ন হয়, তাহলে আসমান ও যমীন কিভাবে কায়েম থাকবে?

টীকা-১০৩: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাত প্রকাশের পূর্বে কুরাঈশীগণ ইহুদী ও খৃষ্টানদের আপন নাবীগণকে অমান্য করা

ও তাঁদেরকে অস্বীকার করা সম্পর্কে বলেছিলো, “আল্লাহ্ তাআ’লা তাদের উপর অভিসম্পাত করুন। কারণ, তাদের নিকট আল্লাহ্ তাআ’লা এর নিকট থেকে রসূল এসেছেন, আর তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে ও অমান্য করেছে। আল্লাহ্ এর শপথ। আমাদের নিকট কোন রসূল আসলে, তবে আমরা তাদের অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের উপর থাকবো এবং তাঁকে রসূলরূপে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের উত্তম দলের অপেক্ষাও অগ্রবর্তী হয়ে যাবো।”

টীকা-১০৪: অর্থাৎ নাবীকুল সরদার, শেষনাবী, আল্লাহ্ এর হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভ আবির্ভাবের ও আলো বিকিরিত হলো।

টীকা-১০৫: সত্য ও সৎপথের দিশা দান থেকে এবং

টীকা-১০৬: ‘মন্দ চক্রান্ত’ দ্বারা হয়ত শির্ক ও কুফর বুঝানো হয়েছে অথবা রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে প্রতারণা ও ধোকা করা।

টীকা-১০৭: অর্থাৎ প্রতারকের উপর। সুতরাং প্রতারণাকারীগণ বদরে নিহত হয়েছে।

টীকা-১০৮: যে, তারা অস্বীকার করেছে এবং তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১০৯: অর্থাৎ তারা কি সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়েমেনের সফরগুলোতে নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস এবং শাস্তি ও পতনের নিদর্শনাবলী দেখেনি, যাতে সেগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারতো?

টীকা-১১০: অর্থাৎ ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহ- এ মক্কাবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর শাক্তিশালী ছিলো। এতদসত্ত্বেও এতটুকুও তো হতে পারেনি যে, তারা শাস্তি থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে পারে।

টীকা-১১১: অর্থাৎ তাদের পাপাচারগুলোর কারণে

টীকা-১১২: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-১১৩: অর্থাৎ তাদেরকে তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন। যারা শাস্তির উপযোগী তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর যারা দয়া পাবার উপযোগী তাদের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন।★

فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ۙ (۴۲)

অতঃপর যখন তাদের নিকট সতর্ককারী তাশরীফ আনলেন (১০৪) তখন তিনি তাদের জন্য বৃদ্ধি করেন নি, কিন্তু ঘৃণাই (১০৫)-

اسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا (۴۳)

৪৩: যমীনের মধ্যে অহংকার করা এবং মন্দ ষড়যন্ত্রই (১০৬)। মন্দ ষড়যন্ত্রের কুফল ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই আপতিত হয় (১০৭)। সুতরাং তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্তু সেটারই, যা পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত প্রথাই ছিলো (১০৮)। সুতরাং তুমি কখনো আল্লাহ্ এর বিধানে পরিবর্তন পাবে না এবং কখনো আল্লাহ্ এর আইনে কোন ব্যতিক্রমও পাবেনা।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا (۴۴)

৪৪: এবং তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে (১০৯) এবং তারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর শক্ত ছিলো (১১০)। এবং আল্লাহ্ তেমন নন, যার আয়ত্ব থেকে বের হতে পারে কোন কিছুই- আসমানসমূহের মধ্যে এবং না যমীনের মধ্যে। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا (۴۵)

৪৫: এবং যদি আল্লাহ্ মানবকুলকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন (১১১), তবে পৃথিবী পৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকেই ছাড়তেন না, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা (১১২) পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে, তখন আল্লাহ্ এর সমস্ত বান্দা তাঁরই দৃষ্টিভুক্ত (১১৩)। *

টীকা-১: 'সূরা ইয়া-সীন' মাক্কী, এতে পাঁচটি রুকু', তিরাশিটি আয়াত, সাতশ ঊনত্রিশটি পদ এবং তিন হাজার বর্ণ আছে। তিরমিযীর হাদিস শরীফে বর্ণিত- প্রত্যক কিছুর হৃদয় আছে এবং কুরআন কারীমের হৃদয় হচ্ছে 'ইয়া-সীন'। যে ব্যক্তি (একবার সূরা) ইয়া-সীন পাঠ করে, আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য দশবার কুরআন পাঠ করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের (غريب) এবং এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত আছে। আবূ দাউদের হাদীসে বর্ণিত- "বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন- "আপন মৃতদের উপর "ইয়া-সীন" পাঠ করো।" এ কারণে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মৃত্যুযন্ত্রণাকালে মৃত্যুবরণকারীর নিকটে 'সূরা ইয়া-সীন' পাঠ করা হয়।

টীকা-২: হে নাবীকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৩: যা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। এ পথ 'তাওহীদ' ও 'হিদায়াতের'ই পথ। সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এ আয়াতে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলতো (لَسْتَ مُرْسَلًا) অর্থাৎ "আপনি রসূল নন।"এরপর কুরআন কারীম সম্পর্কে ইরশাদ ফরমান-

ইয়াসীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইয়াসীন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আলাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৮৩, রুকূ'-৫

১: ইয়া-সীন।	يٰسٓ ﴿١﴾
২: হিকমতময় কুরআনের শপথ	وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩: নিশ্চয় আপনি (২) প্রেরিত	اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾
৪: সরল পথের উপর (৩)।	عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾
৫: সম্মানিত, দয়াময়ের অবতীর্ণ,	تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾
৬: যাতে আপনি এ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি (৪)। সুতরাং তারা গাফিল। ৭: নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের উপর বাণী অবধারিত হয়েছে (৫), সুতরাং তারা ঈমান আনবে না (৬)। ৮: আমি তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি যে, সেগুলো থুতনী পর্যন্ত পৌঁছেছে, সুতরাং তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে (৭)।	لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

টীকা-৪: অর্থাৎ তাদের নিকট কোন নাবী পৌঁছেননি। বস্তুতঃ কুরাইশ গোত্রীয়দেরই এ অবস্থা যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পূর্বে তাদের মধ্যে কোন রসূল আসেন নি।

টীকা-৫: আল্লাহ এর নির্দেশ ও 'আদি ফয়সালা' (قضاء ازلى) তাদের শাস্তির উপর কার্যকর হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা এর ইরশাদ (لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ) [অর্থাৎ আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভর্তি করবো (অবাধ্য) জ্বীন ও ইনসানকে একত্রিত করে] তাদেরই বেলায় প্রমাণিত ও প্রযোজ্য হয়েছে। আর শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যাওয়া এ কারণেই যে, তারা কুফর ও অস্বীকারের উপর স্বেচ্ছায় অবিচলিত থেকে যায়।

টীকা-৬: এরপর তাদের কুফরের মধ্যে পরিপক্বতার উপমা ইরশাদ হয়েছে।

টীকা-৭: এটা উপমা তাদেরই কুফরের মধ্যে এমন পাকাপোক্ত হবারই যে, আয়াতসমূহ, সতর্কীকরণ, উপদেশ ও পথ প্রদর্শন- কোনটা দ্বারাই তারা উপকৃত হতে পারে না। যেমন- ঐ ব্যক্তি, যার ঘাড়সমূহে 'বেড়ী' জাতীয় বস্তু লেগে আছে, যা থুতনী পর্যন্ত পৌঁছে থাকে এবং সে কারণে সে মাথা নত করতে পারে না। এমনি অবস্থা তাদেরই, যারা কোন মতেই সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে না এবং তাঁর (আল্লাহ) মহান দরবারে মাথা অবনত করে না।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "এটা তাদেরই প্রকৃত অবস্থা। জাহান্নামে তাদেরকে এমতাবস্থায়ই শাস্তি দেয়া হবে। যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমায়েছেন- (اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ) অর্থাৎ 'যখন বেড়ীসমূহ তাদের ঘাড়ে পরানো হবে।'

শানে নুযূল: এ আয়াত আবূ জাহল ও তার দু'জন মাখযূম গোত্রীয় বন্ধুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আবু জাহল শপথ করে বলেছিলো যে, যদি সে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নামায পড়তে দেখে, তবে সে পাথর মেরে তাঁর শির মুবারক ভেঙ্গে ফেলবে। যখন সে হুযূরকে নামাযরত অবস্থায় দেখলো তখন ঐ কু উদ্দেশ্যে একটা ভারী পাথর হাতে নিয়ে আসলো। অতঃপর পাথরটা উঠালো। তখন তার হাত দুটি তার গর্দানের সাথে আটকা পড়ে রইলো। আর পাথরটি তার হাতকে আঁকড়ে ধরলো। এ অবস্থা দেখে সে তার বন্ধুদ্বয়ের দিকে ছুটে পালালো আর তাদেরকে

ঘটনার বিবরণ দিলো। তা শুনে তার বন্ধু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা বললো, “এ কাজটা আমিই করবো। আমি তাঁর শির পিষ্ট করেই আসবো।” সুতরাং সে পাথর নিয়ে আসলা। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তখনো নামাযেই রত ছিলেন। যখন সে নিকটে পৌঁছুলো, তখন আল্লাহ তাআ'লা তার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন। সে হুযূরের শব্দ শুনতে লাগলো, কিন্তু চোখে কিছুই দেখতে পেলো না। সেও হতভম্ব হয়ে আপন সঙ্গীদের প্রতি ফিরে আসলো। কিন্তু সে তাদেরকেও দেখতে পায়নি। তারাই তাকে ডেকে বললো, “তুমি কি করে এসেছো?” সে বলতে লাগলো, “আমি তার শব্দতো শুনতে পেলাম। কিন্তু তাকে দেখতেই পেলাম না।” এখন আবু জাহলের তৃতীয় বন্ধু দাবী করলো যে, সে ঐ কাজটা সমাধা করবে এবং খুব জোর দাবী সহকারে সে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু উল্টো পায়ে এমনই বোধশক্তিহারা হয়ে পালিয়ে আসলো যে, এসেই মুখের উপর উপুড় করে লুটিয়ে পড়লো। তার সঙ্গীরা অবস্থা জানতে চাইলো, তখন সে বলতে লাগলো, “আমার অবস্থা অতি শোচনীয়। আমি একটা খুব বিরাটকায় ষাঁড় দেখতে পেলাম, যা আমার ও হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। লাত ও ওযযার শপথ! যদি আমি সামান্যটুকুও সম্মুখে অগ্রসর হতাম, তবে তা আমাকে খেয়ে ফেলতো।” এই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন ও জুমাল)

টীকা-৮: এটাও একটা উপমা- যেমন কোন মানুষের জন্য উভয় দিকে প্রাচীর হলে এবং চতুর্দিক থেকে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হলে সে কখনো আপন উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। এই অবস্থা ঐসব কাফিরেরও। কারণ, তাদের চতুর্দিক থেকে ঈমানের রাস্তা বন্ধ। সম্মুখে তাদের দুনিয়ার অহংকারের প্রাচীর, তাদের পেছনে আখিরাতকে অস্বীকারের। আর তারা মূর্খতার জেলখানায় বন্দী রয়েছে। নিদর্শনাদি ও প্রমাণসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার তাদের সুযোগ নেই।

টীকা-৯: অর্থাৎ আপনার সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে তারাই উপকৃত হয়।

৯: এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর। আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে দিয়েছি। সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না (৮)	وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (٩)
১০: এবং তাদের পক্ষে এক সমান- আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না-ই করুন! ঈমান আনবে না।	وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠)
১১: আপনি তো তাকেই সতর্ক করছেন (৯), যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন (১০)।	اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ (١١)
১২: নিশ্চয় আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো এবং আমি লিপিবদ্ধ করছি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে (১১) এবং যে সব নিদর্শন পেছনে রেখে গেছে (১২) এবং প্রত্যেক বস্তু আমি গণনা করে	اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۟ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ

টীকা-১০: অর্থাৎ জান্নাতের।

টীকা-১১: অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম করেছে, যাতে সেটার উপর প্রতিফল দেয়া যায়।

টীকা-১২: অর্থাৎ- এবং আমি তাদের ঐসব নিদর্শন ও কর্মপন্থাদিও লিপিবদ্ধ করি, যেগুলো তারা তাদের পশ্চাতে রেখে গেছে। চাই ঐ কর্মপন্থা সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক। যেসব সৎপন্থা উম্মতেরা বের করে সেগুলোকে বলা হয় ‘বিদ’আত-ই-হাসানাহ’ (بدعتِ حسنه) বা উত্তম নবপন্থা। আর এমন পন্থার আবিষ্কারকগণ এবং তদনুযায়ী কার্য সম্পাদনকারীগণ- উভয়ই সাওয়াব পায়। পক্ষান্তরে, যে সব লোক মন্দ পন্থাসমূহ বের করে সেগুলোকে ‘বিদ’আত-ই সাইয়্যিআহ’ (بدعتِ سیّئه) বা মন্দ নবপন্থা বলে। এমন পন্থার আবিষ্কারকগণ ও তদনুযায়ী আমলকারীগণ- উভয়ই গুণাহগার হয়। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে ভালোপন্থা আবিষ্কার করেছে সে ঐ পন্থা বের করারও সাওয়াব পাবে এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারীদের সমান সাওয়াবও পাবে এবং আমলকারীদের সাওয়াবে কোন কোনরূপ হ্রাস করা হবে না। আর যে ইসলামে মন্দ পন্থা বের করেছে, তবে তার উপর ঐ মন্দ পন্থা বের করার গুনাহও বর্তাবে এবং তদনুযায়ী আমলকারীদের গুনাহও। আর এগুলোর উপর আমলকারীদের গুণাহে কোনরূপ হ্রাস করা হবেনা।” এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, শতশত সৎকর্ম, যেমন- ফাতিহা, গেয়ারবী, তৃতীয়া, চল্লিশতম (দিবসের ফাতিহা), ওরস, খানার আয়োজন, খতমে কুর'আন, যিকর-মাহফিল ও মীলাদ-মাহফিল, শাহাদাতের স্মরণসভা ইত্যাদি, যেগুলোকে বাতিলপন্থী লোকেরা ‘বিদ’আত’ বলে নিষেধ করে এবং মানুষকে এসব সৎকর্ম থেকে বাধা দেয়, ঐসব কর্মই সঠিক এবং প্রতিদান ও সাওয়াব পাবার উপযোগী। সেগুলোকে ‘মন্দ বিদ’আত’ বলা ভুল ও অবাস্তব। ঐসব ইবাদত ও সৎকর্মসমূহ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যিকর, তিলাওয়াত, সাদাক্বাহ-খায়রাত ইত্যাদি। সেগুলো ‘মন্দ বিদ’আত’ নয়। ‘মন্দ-বিদআ'ত’ হচ্ছে ঐসব মন্দপন্থা, যেগুলোর কারণে ধর্মের ক্ষতি হয় ও সুন্নাতের পরিপন্থী। যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে- “যেই সম্প্রদায় ‘বিদ’আত’ আবিষ্কার করে, যার কারণে একটা সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং ‘বিদ’আত-ই-সাইয়্যিআহ’ বা ‘মন্দ-বিদ’আত’ হচ্ছে- তাই, যা দ্বারা সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়। যেমন রাফেযী হওয়া,

খারেজী হওয়া ও ওহাবী হওয়া ইত্যাদি এসবই চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ ও গর্হিত বিদ'আত। রাফেযী মতবাদ ও খারেজী মতবাদ দু'টি যথাক্রমে, সাহাবা কিরাম ও রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'আহলে বায়ত' (পরিবারবর্গ ও বংশধরগণ)-এর প্রতি শত্রুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ গুলোর কারণে আসহাব ও 'আহলে বায়ত'-এর প্রতি ভালবাসা ও তাদের প্রতি ভক্তি পোষণ করার সুন্নাত উঠে যায়, অথচ শারীয়তে এর তাকীদী-নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওহাবী (ইত্যাদি) মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে- আল্লাহ এর মাক্ববূল বান্দাগণ, সম্মানিত নাবীগণ ও ওলীগণের শানে বেয়াদবী ও অশালীনতা এবং সমস্ত মুসলমানকে মুশরিক সাব্যস্ত করার উপরই। এ মতবাদ দ্বারা বুযর্গানে দ্বীনের প্রতি সম্মান এবং শিষ্টাচার ও শালীনতা প্রদর্শনের এবং মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা রাখার ঐসব সুন্নাত বিলীন হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি কঠোর তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং যা ধর্মে খুব প্রয়োজনীয় জিনিসও। এ আয়াতের তাফসীরে এ কথাও বলা হয় যে, 'নিদর্শনসমূহ' মানে ঐ পদক্ষেপন, যা নামাযী মসজিদের প্রতি চলাচলের সময় করে থাকে। এ অর্থের ভিত্তিতে আয়াতের শানে নুযূল এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনী সালমাহ মাদীনা তৈয়্যিবাহর দূর প্রান্তে বসবাস করতো। তারা চাইলো মসজিদ শরীফের নিকটে এসে বসবাস করতে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "তোমাদের পদাংকসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। তোমরা তোমাদের বাসস্থান পরিবর্তিত করো না। অর্থাৎ যতই দূর থেকে আসবে ততই পদাঙ্ক বেশী পড়বে। আর পুরস্কার এবং সাওয়াবও বেশী হবে।

টীকা-১৩: অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফুয'-এর মধ্যে।

টীকা-১৪: ঐ শহর দ্বারা 'ইন্তাকিয়া' (انطاقيه) বুঝানো হয়েছে। এটা এক বড় শহর। এতে প্রস্রবণ ছিলো, কতিপয় পর্বত ছিলো। তাতে একটা মজবুত কিল্লা ছিলো, তা বার মাইল দূরে অবস্থিত।

টীকা-১৫: হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আপন দু'জন 'হাওয়ারী'- 'সাদিক' ও 'সাদূক'-কে ইন্তাকিয়ায় প্রেরণ করলেন, যেন তারা সেখানকার লোকদেরকে, যারা মূর্তির পূজারী ছিলো, সত্য দ্বীনের প্রতি আহবান করেন। যখন তারা দু'জন শহরের নিকটে পৌঁছলেন, সেখানে তাঁরা একজন বৃদ্ধ লোককে দেখতে পান। লোকটা মেষ চরাচ্ছিল। তাঁর নাম ছিলো 'হাবীব-ই-নাজ্জার'। তিনি তাদের অবস্থাদি জানতে চাইলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন- "আমরা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রেরিত। তোমাদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহবান করার জন্য এসেছি, যেন তোমরা মূর্তিপূজা বর্জন করে খোদার ইবাদতের পথ অবলম্বন করো।"

সূরাঃ ৩৬ ইয়াসীন	৭৯৫	মানযিল-৫	পারাঃ ২২
রেখেছি এক বর্ণনাকারী কিতাবে (১৩)।	فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۲﴾		
রুকূ'-২			
১৩: এবং তাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করো ঐ শহরবাসীদের (১৪) যখন তাদের নিকট প্রেরিত পুরুষগণ এসেছিলো (১৫)।	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۳﴾		

হাবীব-ই-নাজ্জার তাদের নিকট কোন নিদর্শন আছে কিনা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, "নিদর্শন এ যে, আমরা রোগীদেরকে আরোগ্য দান করি, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়ে থাকি এবং কুষ্ঠ রোগীর রোগ দূরীভূত করি।" হাবীব-ই-নাজ্জারের একটা পুত্র সন্তান দু'বছর ধরে রুগ্ন ছিলো। তাঁরা তার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। সে সুস্থ হয়ে গেলো। হাবীব-ই- নাজ্জার ঈমান আনলেন। অতঃপর এ ঘটনার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

শেষপর্যন্ত, আল্লাহ এর সৃষ্টির এক বিরাট অংশ তাঁদের হাতে নিজেদের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলো। এ সংবাদ পেয়ে বাদশাহ তাদেরকে ডেকে বললো, "আমাদের উপাস্যগুলো ছাড়া কি অন্য কোন উপাস্যও আছে?" তারা উভয়ে বললেন, "হাঁ। তিনিই যিনি তোমাকে এবং তোমার উপাস্যগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।" অতঃপর লোকেরা তাঁদের প্রতি ধাবিত হলো এবং তাঁদেরকে প্রহার করলো। আর তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হলো। অতঃপর হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) শামঊ'নকে প্রেরণ করলেন। তিনি অপরিচিত লোক বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। তারপর বাদশাহর সভাসদমণ্ডলী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে বাদশাহর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তার উপরও স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে নিলেন।

যখন শামঊ'ন দেখলেন যে, বাদশাহ তাঁর প্রতি খুব আসক্ত হয়ে পড়েছেন তখন একদিন বাদশাহর নিকট উল্লেখ করলেন, "যেই দু'জন লোককে বন্দী করা হয়েছে তাদের কথাও কি শুনা হয়েছে যে, তারা কি বলতে চেয়েছিলো?" বাদশাহ বললেন, "না-তো। যখন তারা নতুন দ্বীনের নাম নিলো তৎক্ষণাৎ আমার রাগ এসে গেলো।" শামঊ'ন বললেন, "যদি বাদশাহর অনুমতি পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে ডাকা যেতে পারে। দেখা যাক তাদের নিকট কী আছে?" সুতরাং তাদের উভয়কে হাযির করা হলো। শামঊ'ন তাদেকে বললেন, "তোমাদেরকে কে প্রেরণ করেছে?" তারা বললেন, "ঐ আল্লাহ, যিনি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক প্রাণীকে জীবিকা দিয়েছেন এবং যাঁর কোন শরীক নেই।" শামঊ'ন বললেন, "তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।" তাঁরা বললেন, "তিনি যা চান তা করেন। যা ইচ্ছা করেন তা নির্দেশ দেন।" শামঊ'ন বললেন, "তোমাদের নিদর্শন কি আছে?" তাঁরা বললেন, "বাদশাহ যা চান" অতঃপর বাদশাহ একজন অন্ধ বালককে ডেকে হাযির করলেন। তাঁরা দুআ' করলেন। সে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। শামঊ'ন বাদশাহকে বললেন, "এখন এটা উচিত হবে যে, আপনার উপাস্যগুলোকে বলা হোক যেন তারাও অনুরূপ করে দেখায়, যাতে তোমার ও সেগুলোর সম্মান প্রকাশ পায়।"

বাদশাহ শামঊ'নকে বললো, "তোমার নিকট তো গোপন করার কোন কথা নেই। আমাদের উপাস্যগুলো না দেখতে পায়, না শুনতে পায়। না কিছু ধ্বংস করতে পারে, না কিছু গড়তে পারে।" অতঃপর বাদশাহ ঐ দু'জন হাওয়ারীকে বললো, "যদি তোমাদের উপাস্য মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে আমরা তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসবো।" তাঁরা বললেন, "আমাদের মা'বূদ প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।" বাদশাহ এক গ্রামবাসী কৃষকের ছেলেকে (শবদেহ) হাযির করালেন, যে সাতদিন পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো। তার শবদেহটি গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। তাঁদের দুআ'য় আল্লাহ তাআ'লা তাকে জীবিত করলেন এবং সে উঠে দাঁড়ালো। আর বলতে লাগলে "আমি মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম। আমাকে জাহান্নামের সাতটা উপত্যকায় প্রবেশ করানো হয়েছিলো। আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তোমরা যেই ধর্মের উপর আছো তা খুবই ক্ষতিকারক। তোমরা ঈমান আনো।" আরো বলতে লাগলো, "আসমানের দরজাগুলো খুললো। তখন একজন খুব সুন্দর যুবক আমার নজরে পড়লো, যে এই তিনজন লোকের পক্ষে সুপারিশ করছে।" বাদশাহ বললেন, "কোন তিনজন?" সে বললো, "একজন শাম'ঊন আর এ দু'জন।" বাদশাহ হতবাক হয়ে গেলো। যখন শামঊ'ন দেখলেন যে, তার কথা বাদশাহর মনে প্রভাব ফেলেছে তখন তিনি বাদশাহকে উপদেশ দিলেন। সুতরাং সে ঈমান আনলো। তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায়েরও কিছু লোক ঈমান আনলো। আর কিছু লোক ঈমান আনেনি। ফলে, তারা আল্লাহ এর শাস্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলো।

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪: যখন আমি তাদের প্রতি দু'জনকে পাঠিয়েছিলাম (১৬), অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে, অতঃপর আমি তৃতীয় দ্বারা শক্তিশালী করেছি (১৭), তখন তারা সবাই বললো (১৮), 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

১৫: বললো, 'তোমরা তো নও, কিন্তু আমাদের মতো মানুষ এবং পরম দয়ালু কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা নিরেট মিথ্যুক!'

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬: তারা বললো, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৭: এবং আমাদের দায়িত্ব নয়, কিন্তু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া (১৯)।

قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮: তারা বললো, 'আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি (২০)। নিশ্চয় যদি তোমরা ফিরে না আসো (২১), তা'হলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং নিশ্চয় আমাদের হাতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।

قَالُوا طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

১৯: তাঁরা বললেন, 'তোমাদের অমঙ্গল তো তোমাদের সাথে (২২) তোমরা কি এরই উপর ক্ষেপে উঠছো যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে (২৩)? বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী লোক (২৪)।'

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

২০: এবং শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একজন পুরুষ ছুটে আসলো (২৫), বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, প্রেরিত পুরুষগণের অনুসরণ করো।

اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

২১: এমন লোকদের অনুসরণ করো, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না এবং তাঁরা সৎপথের উপর রয়েছেন।'

টীকা-১৬: অর্থাৎ দু'জন হাওয়ারী। ওয়াহাব বলেন যে, তাঁদের নাম- ইউহনা ও বূ-লাস ছিলো। আর কা'আবের অভিমত হচ্ছে- তাদের নাম সাদিক ও সাদূক।

টীকা-১৭: অর্থাৎ শাম'ঊনের মাধ্যমে শক্তি ও সমর্থন পৌঁছানো হয়েছে।

টীকা-১৮: অর্থাৎ তিনিই প্রেরিত।

টীকা-১৯: সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে, এবং তিনি অন্ধ ও রুগ্ন লোকদেরকে সুস্থ করেন ও মৃতদেরকে জীবিত করেন।

টীকা-২০: যখন থেকে তোমরা এসেছো বৃষ্টি হয়নি।

টীকা-২১: আপন দ্বীনের প্রচার থেকে

টীকা-২২: অর্থাৎ তোমাদের কুফর।

টীকা-২৩: এবং তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

টীকা-২৪: পথভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতার মধ্যে এবং এটাই বড় অমঙ্গল।

টীকা-২৫: এবং হাবীব-ই-নাজ্জার, যিনি পাহাড়ের গুহায় আল্লাহ এর ইবাদতে রত ছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ প্রেরিত পুরুষদেরকে অস্বীকার করেছে, *

টীকা-২৬: হাবীব-ই-নাজ্জারের এ কথাগুলো শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, “তবে কি তুমি তাদের দ্বীনে দীক্ষিত হয়েছো এবং তুমি কি তাদের উপাস্যের উপর ঈমান নিয়ে এসেছো?” এর জবাবে হাবীব-ই-নাজ্জার বললো-

টীকা-২৭: অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রারম্ভ থেকে আমাদের উপর যার অনুগ্রহরাজি রয়েছে এবং শেষ পর্যন্তও তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ঐ প্রকৃত মালিকের ইবাদত না করার কি অর্থ এবং তাঁর সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করাও কেমন (জঘন্য)? প্রত্যেকে আপন অস্তিত্ব লাভের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর নি'মাত ও অনুগ্রহের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে বুঝতে পারে।

সূরাঃ ৩৬ ইয়াসীন	৭৯৭	মানযিল-৬	পারাঃ ২৩

২২: (২৬) এবং আমার কি হলো যে, তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে (২৭)।	وَمَا لِیَ لَاۤ اَعۡبُدُ الَّذِیۡ فَطَرَنِیۡ وَاِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩: আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য খোদাও স্থির করবো (২৮) যদি পরম দয়ালু আমার কোন ক্ষতি চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং না আমাকে বাঁচাতে পারবে,	ءَاَتَّخِذُ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَۃً اِنۡ یُّرِدۡنِ الرَّحۡمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغۡنِ عَنِّیۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَیۡـًٔا وَّلَا یُنۡقِذُوۡنِ ﴿ۚ۲۳﴾
২৪: নিশ্চয় তখন তো আমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে হবো (২৯)।	اِنِّیۡۤ اِذًا لَّفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۲۴﴾
২৫: নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আমার কথা শোন (৩০)।	اِنِّیۡۤ اٰمَنۡتُ بِرَبِّکُمۡ فَاسۡمَعُوۡنِ ﴿ؕ۲۵﴾
২৬: তাকে বলা হলো, ‘জান্নাতে প্রবেশ করো (৩১)।’ বললো, ‘কোন মতে আমার সম্প্রদায় যদি জানতো-	قِیۡلَ ادۡخُلِ الۡجَنَّۃَ ؕ قَالَ یٰلَیۡتَ قَوۡمِیۡ یَعۡلَمُوۡنَ ﴿ۙ۲۶﴾
২৭: কীভাবে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (৩২)।	بِمَا غَفَرَ لِیۡ رَبِّیۡ وَجَعَلَنِیۡ مِنَ الۡمُکۡرَمِیۡنَ ﴿۲۷﴾
২৮: এবং আমি তারপর তার সম্প্রদায়ের উপর আসমান থেকে বাহিনী অবতীর্ণ করিনি (৩৩) এবং না আমার সেখানে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করার (প্রয়োজন) ছিলো।	وَمَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلٰی قَوۡمِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ جُنۡدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا کُنَّا مُنۡزِلِیۡنَ ﴿۲۸﴾
২৯: তা তো কেবল একটা বিকট শব্দ ছিলো, তখনই তারা নির্বাপিত হয়ে রয়ে গেলো (৩৪)।	اِنۡ کَانَتۡ اِلَّا صَیۡحَۃً وَّاحِدَۃً فَاِذَا هُمۡ خٰمِدُوۡنَ ﴿۲۹﴾
৩০: এবং বলা হলো, ‘হায় আফসোস! ঐসব বান্দার জন্য (৩৫), যখন তাদের নিকট কোন রসূল আসেন, তখন তারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা করে।	یٰحَسۡرَۃً عَلَی الۡعِبَادِ ۚ مَا یَاۡتِیۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا کَانُوۡا بِهٖ یَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۳۰﴾

টীকা-২৮: অর্থাৎ মূর্তিগুলোকেই কি উপাস্যরূপে গ্রহণ করবো?

টীকা-২৯: যখন হাবীব-ই-নাজ্জার আপন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এমন উপদেশমূলক কথা বলছিলেন, তখনই ঐ সমস্ত লোক একই বারে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাঁর প্রতি পাথর বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। তাঁকে পদদলিত করলো। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করে ফেললো। তাঁর কবর ইন্তাকিয়াতেই রয়েছে। যখন সম্প্রদায়ের লেকেরা তাঁর উপর হামলা করলো, তখন তিনি হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর প্রেরিত লোকদেরকে খুব তাড়াতাড়ি করে এ কথা বলেছিলেন-

টীকা-৩০: অর্থাৎ আমার ঈমানের পক্ষে সাক্ষী থাকো। যখন তাঁকে শহীদ করা হলো, তখন তাঁর সম্মানার্থে

টীকা-৩১: যখন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে বিভিন্ন নি'মাত দেখতে পেলেন,

টীকা-৩২: হাবীব-ই-নাজ্জার এ কামনা করেছিলেন যে, তাঁর সম্প্রদায় জেনে নিক যে, আল্লাহ تَعَالٰی হাবীবকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা রসূলগণের দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হয়। যখন হাবীব-ই- নাজ্জারকে হত্যা করা হলো তখন আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের পক্ষ থেকে ঐ সম্প্রদায়ের উপর ক্রোধ আপতিত হলো এবং তাদেরকে শাস্তি দানে বিলম্ব করা হয়নি। হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাঁর একই ভয়ানক গর্জনে সবাই মরে গেলো। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩৩: ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য।

টীকা-৩৪: বিলীন হয়ে গেলো যেমন আগুন নিভে যায়।

টীকা-৩৫: তাদের জন্য এবং তাদের মতো অন্য সবার জন্য, যারা রসূলগণকে অস্বীকার করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-৩৬: অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ, যারা নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অস্বীকার করে।

টীকা-৩৭: অর্থাৎ দুনিয়ায় প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী নয়। এসব লোক কি এদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না?

টীকা-৩৮: অর্থাৎ সমস্ত উম্মতকে ক্বিয়ামত-দিবসে আমারই সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্য বিচারের স্থানে হাযির করা হবে

টীকা-৩৯: যা এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ تَعَالٰى মৃতকে জীবিত করবেন।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (۳۱) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (۳۲)

৩১: তারা কি দেখেনি (৩৬) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা এখন তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী নয় (৩৭)?
৩২: এবং যতোই আছে সবাইকে তোমারই সম্মুখে হাযির করা হবে (৩৮)।

রুকু-৩

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ (۳۳) وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ (۳۴) لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۖ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (۳۵) سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۶) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ (۳۷) وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (۳۸) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى

৩৩: এবং তাদের একটা নিদর্শন মৃতভূমি (৩৯), আমি সেটাকে জীবিত করেছি (৪০) এবং এরপর তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, অতঃপর তা থেকে তারা আহার করে।
৩৪: এবং আমি তাতে (৪১) বাগান সৃষ্টি করেছি- খেজুর ও আঙ্গুরের এবং আমি তাতে কিছু সংখ্যক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি,
৩৫: যাতে সেটার ফলমূল থেকে আহার করতে পারে এবং এটা তাদের হাতের তৈরি নয়, তুবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না (৪২)?
৩৬: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন (৪৩) ঐসব বস্তু থেকে, যেগুলো ভূমি উৎপন্ন করে (৪৪) এবং তাদের নিজেদের থেকে (৪৫) আর ঐসব বস্তু থেকে, যেগুলো সম্বন্ধে তাদের খবর নেই (৪৬)।
৩৭: এবং তাদের জন্য এক নিদর্শন (৪৭) রাত থেকে, আমি সেটার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করে নিই (৪৮), তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,
৩৮: এবং সূর্য ভ্রমন করে আপন এক অবস্থানের জন্য (৪৯), এটা হচ্ছে নির্দেশ পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের (৫০)।
৩৯: এবং চন্দ্রের জন্য আমি মানযিলসমূহ (তিথি) নির্ধারণ করেছি (৫১), অবশেষে তা

টীকা-৪০: বারি বর্ষণ করে

টীকা-৪১: অর্থাৎ যমীনে

টীকা-৪২: এবং আল্লাহ تَعَالٰى এর নি'মাতগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?

টীকা-৪৩: অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন প্রকারের।

টীকা-৪৪: শস্য ও ফলমূল ইত্যাদি

টীকা-৪৫: সন্তান- পুত্র ও কন্যাগণ

টীকা-৪৬: জল ও স্থলের আশ্চর্যজনক সৃষ্টিগুলোর মধ্য থেকে, যেগুলো সম্বন্ধে মানুষ অবহিতই নয়।

টীকা-৪৭: আমার মহাশক্তির পক্ষে প্রমাণবহ।

টীকা-৪৮: তখন একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থেকে যায়, যেমন ভীষণ কালো বর্ণের হাবশীর গায়ের সাদা পোষাক খুলে নেয়া হলে, এরপর শুধু কালোই কালো থেকে যায়।
এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী মহাশূন্য মূলতঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো এর জন্য এক সাদা পোশাকের ন্যায়। যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, তখন ঐ (আলোর) পোষাক খসে পড়ে। আর মহাশূন্য তার মূল অবস্থার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়।

টীকা-৪৯: অর্থাৎ যেই পর্যন্ত সেটার ভ্রমণের শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ তা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস। ঐ সময়সীমা পর্যন্ত তা চলমানই থাকবে। অথবা এ অর্থ যে, তা আপন মানযিলসমূহেই প্রদক্ষিণ করে। যখন সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে, তখন পূণরায় ফিরে আসে। কেননা, এটাই তার নির্ধারিত গন্তব্যস্থান।

টীকা-৫০: এবং এটা নিদর্শন, যা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও চুড়ান্ত প্রজ্ঞারই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৫১: চন্দ্রের আঠাশটা মানযিল (তিথি) রয়েছে। প্রতি রাতে তা এককেট মানযিলে অবস্থান করে। আর সেটা সমস্ত তিথিই প্রদক্ষিণ করে নেয়- না কম ভ্রমণ করে, না বেশী। উদয়ের তারিখ থেকে আঠাশতম তারিখ পর্যন্ত সমস্ত তিথি অতিক্রম করে নেয় এবং যদি মাস ত্রিশ দিনের হয়, তবে দু'রাত আর ঊনত্রিশ দিনের হলে এক রাত গোপন থাকে। আর যখন স্বীয় সর্বশেষ তিথিতে পৌঁছে, তখন অন্ধকারাচ্ছন এবং ধনুকের ন্যায় বক্র ও হলদে বর্ণের

হয়ে যায়।
টীকা-৫২: যা শুষ্ক হয়ে হালকা-পাতলা, বক্র ও হলদে বর্ণের হয়ে যায়।
টীকা-৫৩: অর্থাৎ রাতে, যা সেটার জাঁকজমক প্রকাশের সময় সেটার সাথে মিলিত হয়ে সেটার আলোকে পরাভূত করে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যেকটার জাঁকজমক প্রকাশের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট আছে। সূর্যের জন্য দিন এবং চাঁদের জন্য রাত।

عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ (٣٩)

পুনরায় (তেমনি) হয়ে গেলো যেমন খেজুরের পুরাতন শাখা (৫২)।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (٤٠)

৪০: সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া (৫৩) এবং না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা (৫৪) এবং প্রত্যেকটা একেক বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ (٤١)

৪১: এবং তাদের জন্য একটা নিদর্শন এ যে, আমি তাদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের পৃষ্ঠদেশের মধ্যে বোঝাই নৌযানে আরোহন করিয়েছিলাম (৫৫)।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ (٤٢)

৪২: এবং তাদের জন্য অনুরূপ নৌযানসমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছি, যেগুলোতে তারা আরোহন করছে।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ (٤٣)

৪৩: এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি (৫৬), তখন এমন কেউ নেই যে, তাদের ফরিয়াদ শুনে সাড়া দেবে এবং না তাদেরকে রক্ষা করা হবে,

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٤٤)

৪৪: কিন্তু আমার নিকট থেকে দয়া ও একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দেয়া (হলে) (৫৭)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٤٥)

৪৫: এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ভয় করো তাকে, যা তোমাদের সম্মুখে আছে (৫৮) এবং যা তোমাদের পেছনে আগমনকারী (৫৯) এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٤٦)

৪৬: এবং যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ থেকে কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে তখনই তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৬০)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٤٧)

৪৭: এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করো।' তখন কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বলে, 'আমরা কি তাকেই আহার করাবো, যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আহার করাতেন (৬১) তোমরা তো নও, কিন্তু সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

টীকা-৫৪: যে, দিনের সময়সীমা পূর্ণ হবার পূর্বে এসে যাবে- এমনও নয়, বরং রাত ও দিন উভয়ই নির্ধারিত হিসাবের সাথে এসে যায়। সে গুলোর মধ্য থেকে কোনটাই আপন সময়ের পূর্বে আসে না এবং জ্যোতিষ্ক দু'টি অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের কোনটাই অপরটার জ্যোতি প্রকাশের সীমানায় প্রবেশকারী হয় না- না সূর্য রাতে চমকিত হয়, না চাঁদ দিনের বেলায়।

টীকা-৫৫: যা সামগ্রী ও আসবাবপত্র ইত্যাদিতে ভরপুর ছিলো। তা দ্বারা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর 'কিস্তি' বুঝানো হয়েছে, যাতে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে আরোহণ করানো হয়েছিলো, আর (তখন) এসব তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের পৃষ্ঠদেশেই ছিলো।

টীকা-৫৬: নৌযানসমূহ সত্ত্বেও

টীকা-৫৭: যেগুলো তাদের জীবন যাপনের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

টীকা-৫৮: অর্থাৎ পার্থিব শাস্তি

টীকা-৫৯: অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি

টীকা-৬০: অর্থাৎ তাদের প্রথা ও কর্মপন্থাই এ ছিলো যে, তারা প্রত্যেক আয়াত ও নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টীকা-৬১: শানে নুযূলঃ এ আয়াত কুরাঈশ বংশীয় কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদেরকে মুসলমানগণ বলেছিলেন, "তোমরা আপন সম্পদের ঐ অংশটাই গরীব-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করো, যা তোমরা নিজেদের ধারনা মতে, আল্লাহ تَعَالٰی এর জন্য বের করে নিয়েছো।" এর জবাবে তারা বললো, "অমরা কি তাদেরকেই আহার করাবো, যাদেরকে আল্লাহ تَعَالٰی ইচ্ছা করলে আহার করাতেন? আল্লাহ এর ইচ্ছা হচ্ছে- মিসক্বীনদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখা। সুতরাং তাদেরকে আহার করতে দেয়া তাঁরই ইচ্ছার বিরোধিতা হবে।" এ কথাটা তারা কার্পণ্য বশতঃ বিদ্রুপ করেই বলেছিলো এবং এটা অত্যন্ত অবাস্তব ছিলো। কেননা, দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষাস্থল। গরীব হওয়া ও ধনী হওয়া উভয়টাই হচ্ছে পরীক্ষা। গরীবের পরীক্ষা ধৈর্যের মাধ্যমে এবং ধনীর পরীক্ষা হয় আল্লাহ এর রাহে ব্যায়ের মাধ্যমে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত

আছে যে, মক্কা মুকাররমায় ‘যিন্দীক্ব’ লোকও ছিলো। যখন তাদেরকে বলা হতো, “মিসক্বীনদেরকে দান করো,” তখন তারা বলতো, “কখনো না। এটা কীভাবে হতে পারে যে, যাকে আল্লাহ تَعَالٰی অভাবী করেন, তাকে আমরা আহার করাবো?”

টীকা-৬২: পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামতের,

টীকা-৬৩: নিজেদের দাবীতে। তাদের এ সম্বোধন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর সাহাবা কিরামকেই করা হয়েছিলে। আল্লাহ تَعَالٰی তাদের প্রসঙ্গে বলেন-

টীকা-৬৪: অর্থাৎ শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের, যা হযরত ইস্রাফীল (عَلَيْهِ السَّلَام) ফুৎকার করবেন।

টীকা-৬৫: বেচা-কেনায় ও পানাহারে এবং বাজার ও সভা সমিতিতে, পার্থিব কাজকর্মে যে, হঠাৎ ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান- ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যখানে কাপড় বিছানো থাকবে। না বেচাকেনা সম্পূর্ণ হতে পারবে, না কাপড় গুটিয়ে নিতে পারবে। ইত্যবসরে, ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ লোকেরা আপন আপন কাজে লিপ্ত থাকবে, আর ঐ কাজ তেমনি অসম্পূর্ণ পড়ে থাকবে, না সেগুলো তারা নিজেরা পূর্ণ করতে পারবে, না অন্য কাউকেও তা সম্পূর্ণ করার জন্য বলতে পারবে। আর যারা ঘর থেকে বাইরে গেছে, তারা আর ফিরে আসতে পারবে না। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৬৬: সেখানেই মরে যাবে এবং ক্বিয়ামত সুযোগ ও অবকাশ দেবে না।

টীকা-৬৭: দ্বিতীয়বার। এটা দ্বিতীয় ফুৎকায়, যা মৃতদেরকে উঠানোর জন্য করা হবে। আর ঐ দু'টি ফুৎকারের মধ্যভাগে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।

টীকা-৬৮: জীবিত হয়ে

টীকা-৬৯: এই উক্তিটা কাফিরদেরই হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, “তারা একথাটা এ জন্যই বলবে যে, আল্লাহ تَعَالٰی উভয় ফুৎকারের মধ্যভাগে তাদের থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেবেন, আর এ সময়টুকুতে তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পর যখন উঠানো হবে এবং ক্বিয়ামতের অবস্থাদি দেখবে তখন এভাবে চিৎকার করে উঠবে। আর এটাও কথিত আছে যে, যখন কাফিরগণ জাহান্নাম ও এর শাস্তি দেখবে, তখন সেটার মুক্বাবিলায় কবরের শাস্তি তাদের নিকট সহজতর মনে হবে। এ কারণে, তারা নিজেদের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে চিৎকার করে উঠবে এবং তখন বলবে--

টীকা-৭০: এবং তখনকার স্বীকারোক্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না। তখন বলবে-

টীকা-৭১: অর্থাৎ সর্বশেষ ফুৎকারে এক ভয়ঙ্কর শব্দ হবে।

টীকা-৭২: হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরায় তাদেরকে বলা হবে-

* যারা আল্লাহ এর একত্ববাদ ও তাঁর বিধিবিধানকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে।

৪৮: এবং বলে, ‘কবে আসবে এ প্রতিশ্রুতি। (৬২), যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৬৩)?’	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٨)
৪৯: অপেক্ষা করছে না, কিন্তু একটা বিকট শব্দের (৬৪), যা তাদেরকে গ্রাস করবে যখন তারা দুনিয়ায় ঝগড়ার মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে (৬৫)।	مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ (٤٩)
৫০: তখন তারা না ওসীয়ত করতে পারবে এবং না আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবে (৬৬)।	فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ (٥٠)
রুকূ'-৪	
৫১: এবং ফুৎকার দেয়া হবে শিঙ্গায় (৬৭), তখনই তারা কবরগুলো থেকে (৬৮) আপন প্রতিপালকের প্রতি ছুটে আসবে।	وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ (٥١)
৫২: বলবে, ‘হায়, আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলো (৬৯)। এটা হচ্ছে তাই, যার পরম করুণাময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্যই বলেছেন (৭০)।*	قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ٚ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (٥٢)
৫৩: তা' তো হবে না, কিন্তু এক বিকট শব্দ (৭১), তখনই তারা সবাই আমার সম্মুখে হাযির হয়ে যাবে (৭২)।	اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (٥٣)
৫৪: সুতরাং আজ কোন আত্মার উপর কোন যুলুম হবে না এবং তোমরা প্রতিফল পাবে না, কিন্তু আপন কৃতকর্মের।	فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٥٤)

টীকা-৭৩: বিভিন্ন প্রকারের নি'মাত এবং বিভিন্ন ধরনের খুশী। আর আল্লাহ تَعَالَىٰ এর পক্ষ থেকে আতিথ্য, জান্নাতের নহরসমূহের পার্শ্বে বেহেশতী বৃক্ষরাজির মনোরম পরিবেশ, মনমুগ্ধকর গান-বাজনা, বেহেশেতের সুন্দরী রমণীদের এবং বিভিন্ন প্রকারের নি'মাতের আস্বাদন- এগুলোই হবে তাঁদের কর্মব্যস্ততা।

إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ (٥٥)

৫৫: নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ সেদিন মনের আনন্দে শান্তি ভোগ করবে (৭৩)

هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ (٥٦)

৫৬: তারা এবং তাদের বিবিগণ ছায়াসমূহে থাকবে আসনসমূহে হেলাল দিয়ে।

لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٥٧)

৫৭: তাদের জন্য তাতে ফলমূল থাকবে এবং তাদের জন্য থাকবে তাতে যা তারা চাইবে।

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (٥٨)

৫৮: তাদের উপর হবে 'সালাম', বলা হবে- পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (৭৪)।

وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٩)

৫৯: আর 'আজ পৃথক হয়ে যাও হে অপরাধীরা (৭৫)।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠)

৬০: হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি (৭৬) যে, শয়তানকে পূজা করো না (৭৭), নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦١)

৬১: এবং আমার বন্দেগী করো (৭৮)। এটাই সোজা পথ।

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ (٦٢)

৬২: এবং নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে অনেক সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তবুও কি তোমাদের বিবেক ছিলো না (৭৯)?

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣)

৬৩: এটাই হচ্ছে ঐ জাহান্নাম, যেটার তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ছিলো।

ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤)

৬৪: আজ সেটার মধ্যে যাও, প্রতিফল স্বরূপ, নিজেদের কুফরের।

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ (٦٥)

৬৫: আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দেবো (৮০) এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৮১)।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ (٦٦)

৬৬: এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের চক্ষুসমূহকে বিলীন করে দিতাম (৮২), অতঃপর তারা লম্ফ দিয়ে রাস্তার দিকে যেতো, তখন তারা কিছুই দেখতো না (৮৩)।'

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٧)

৬৭: এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদের ঘরে বসা অবস্থায়ই তাদের আকৃতিগুলো বিকৃত করে দিতাম (৮৪)। তখন তারা না আগে বাড়তে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো (৮৫)।

টীকা-৭৪: অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহ তাদের প্রতি সালাম বলবেন- চাই পরোক্ষভাবে হোক অথবা প্রত্যক্ষভাবে হোক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। এর অর্থ হচ্ছে- ফিরিশতাগণ জান্নাতবাসীদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে এসে বলবেন- "তোমাদের উপর তোমাদের পরম দয়াময়ের সালাম।"

টীকা-৭৫: যখন মু'মিনদেরকে জান্নাতের দিকে রওনা করা হবে, তখন কাফিরদেরকে বলা হবে- "তোমরা পৃথক হয়ে যাও। মু'মিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।" অপর এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, এই নির্দেশ কাফিরদেরকে দেয়া হবে যেন পৃথক পৃথক হয়ে জাহান্নামের মধ্যে নিজ নিজ অবস্থানের উপর পৌঁছে যায়।

টীকা-৭৬: আপন নাবীগণের মাধ্যমে

টীকা-৭৭: তার আনুগত্য করো না

টীকা-৭৮: অন্য কাউকে আমার ইবাদতে শরীক করো না।

টীকা-৭৯: যে, তোমরা তার শত্রুতা ও বিভ্রান্তকরণকে বুঝতে? যখন তারা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-৮০: যাতে তারা বলতে না পারে এবং এ মোহর করা তাদের এ কথা বলার কারণে হবে, "আমরা মুশরিক ছিলামনা, না আমরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছি।"

টীকা-৮১: তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বলে উঠবে এবং যা কিছু সেগুলো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিলো সবই বলে দেবে।

টীকা-৮২: যে, চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকতো না- এমনই অন্ধ করে দিতাম।

টীকা-৮৩: কিন্তু আমি এমন করিনি এবং আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতা দ্বারা দৃষ্টিশক্তির নি'মাতকে তাদের নিকট অবশিষ্ট রেখেছি। সুতরাং এখন তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও কুফর না করা।

টীকা-৮৪: এবং তাদেরকে বানর অথবা শুকরে পরিণত করে দিতাম।

টীকা-৮৫: এবং তাদের অপরাধই এর দাবিদার ছিলো, কিন্তু আমি আমার রহমত ও হিক্মতের চাহিদা অনুযায়ী তাদের শাস্তির ক্ষেত্রে ত্বরা করিনি এবং

তাদের জন্য অবকাশ রেখেছি।
টীকা-৮৬: অর্থাৎ সে শিশু অবস্থার ন্যায় দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকে ফিরে যেতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ তার শক্তি ও ক্ষমতা এবং শরীর ও বুদ্ধি, হ্রাস পেতে থাকে।
টীকা-৮৭: যে, যিনি অবস্থাদিতে পরিবর্তন ঘটানোর উপর এমনই শক্তিমান হন যে, শিশু-অবস্থার দূর্বলতা ও অক্ষমতা এবং শারীরিকভাবে ছোট ও অজ্ঞতার পর যৌবনের শক্তি ও সামর্থ্য এবং সুঠাম শরীর ও জ্ঞান দান করেন। অতঃপর বার্ধক্য ও শেষ বয়সে এ সুঠামদেহী যুবককে হালকা-পাতলা ও হীন করে দেন। তখন না তার সেই স্বাস্থ্য অবশিষ্ট থাকে, না শক্তি। উঠা ও বসার মধ্যে দুর্বলতারই সম্মুখীন হয়। বিবেক ও বুদ্ধি কাজ করে না। কথাবার্তা ভুলে যায়। আত্মীয়-স্বজনদেরকে চিনতে পারে না। যে প্রতিপালক এ পরিবর্তন সাধন করেন তিনি এর উপর শক্তিমান যে, চক্ষুদান করার পর তা বিলুপ্ত করবেন এবং ভাল-আকৃতি দান করার পর সেটাকে বিকৃত করবেন আর মৃত্যু ঘটানোর পর পুনরায় জীবিত করবেন।
টীকা-৮৮: অর্থ এ যে, আমি আপনাকে কাব্য রচনার অভিজ্ঞতা দান করিনি। অথবা এ যে, ক্বুরআন কাব্য শিক্ষার জন্য নয়। আর ‘কাব্য’ দ্বারা এখানে ‘মিথ্যা বাণী’ বুঝানো উদ্দেশ্য- চাই ছন্দময় হোক কিংবা না-ই হোক। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে আল্লাহ تَعَالٰى এর তরফ থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেগুলো দ্বারা প্রকৃত অবস্থাগুলো প্রকাশ পায়। আর হুযূরের জ্ঞানসমূহ বাস্তবভিত্তিক ও বাস্তবানুযায়ীই, মিথ্যা কাব্য নয়, যা বাস্তবিকপক্ষে অজ্ঞতাই। তা তাঁর জন্য মানানসই নয়। আর তার পবিত্র দামন তা থেকে পবিত্র। এতে ‘কাব্য’ মানে ছন্দময় বাণী সম্পর্কে জানা। কিন্তু সেটা বিশুদ্ধ ও দুর্বল, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টকে চেনার অস্বীকৃতি নয়। নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনাকারীদের জন্য এ আয়াত কোন মতেই সনদ হতে পারে না। আল্লাহ تَعَالٰى হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান দান করেছেন। এ বিষয়টি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে এ আয়াতকে পেশ করা নিছক ভুল।

সূরাঃ ৩৬ ইয়াসীন	৮০২	মানযিল-৬	পারাঃ ২৩
রুকূ’-৫			
৬৮: এবং যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি তাকে সৃষ্টিগত গঠনের মধ্যে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিই (৮৬)। তবুও কি তারা বুঝে না (৮৭)?	وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ (٦٨)		
৬৯: এবং আমি তাঁকে কাব্য রচনা করা শেখাই নি (৮৮) এবং না তা তাঁর পক্ষে শোভা পায়। তা তো নয়, কিন্তু উপদেশ ও সুস্পষ্ট ক্বুরআনই (৮৯),	وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ (٦٩)		
৭০: যাতে সতর্ক করে যে জীবিত থাকে তাকে (৯০), এবং (যাতে) কাফিরদের উপর বাণী অবধারিত হয়ে যায় (৯১)।	لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٧٠)		

শানে নুযূলঃ ক্বুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ বলেছিলো, “মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কবি। আর তিনি যা বলেন, অর্থাৎ ক্বুরআন পাক তা হচ্ছে ‘কাব্য’।” এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এটাও ছিলো যে, (আল্লাহ এরই আশ্রয়!) এটা ‘মিথ্যা বাণী’। যেমন ক্বুরআন কারীমে তাদের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে- (بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ) (বরং তিনি মিথ্যা রচনা করেছেন, বরং তিনি একজন কবি।) এ আয়াতে সেটারই খণ্ডন করা হয়েছে যে, ‘আমি আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এমন অবাস্তব কথা বলার অভিজ্ঞতাই দান করিনি। এ কিতাবও মিথ্যা কাব্য-শ্লোকের ধারক নয়। ক্বুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ ভাষার ক্ষেত্রে এমন রুচিহীন ও ভাষা-অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে এমন অজ্ঞ ছিলোনা যে, গদ্যকে পদ্য বলে দিতো এবং পবিত্র কালামকে কাব্য ও ছন্দময় বাক্য বলে বসতো’। আর ‘বাক্য’ নিছক অলংকার শাস্ত্রের মাপকাঠির উপর হওয়া এমনও ছিলো না যে, সেটার উপর আপত্তি উত্থাপন করা যেতো।’ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঐসব ধর্মহীনের উদ্দেশ্য ‘কাব্য’ দ্বারা ‘মিথ্যা কাব্য’ই বুঝানো ছিলো। (মাদারিক, জুমাল, রুহুল বয়ান) হযরত শায়খ-ই-আকবার (মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী) কুদ্দিসা সিররুহ এ আয়াতের অর্থের প্রসঙ্গে বলেন- অর্থ এ যে, ‘আমি (আল্লাহ) আপন নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাথে এমন কোন জটিল ও সংক্ষিপ্ত কথা বলিনি, যাতে অর্থ গোপন থাকার সম্ভাবনা থাকে, বরং সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার কথাই বলেছি, যা দ্বারা সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হয়ে যায় এবং জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু, কাব্য অর্থহীন, দ্ব্যর্থক, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সংক্ষেপ বাক্যেরই প্রকাশ স্থল হয়। সে কারণে ‘কাব্য’-এর অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।
টীকা-৮৯: পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট, সত্য ও পথ-নির্দেশনা। কোথায় সেই পবিত্র আসমানী কিতাব, সমস্ত জ্ঞানের ধারক? আর কোথায় কাব্যের মতো মিথ্যা বাণী (چه نسبت خاک را با عالمِ پاک) “পবিত্র জগতের সাথে মৃত্তিকার কী তুলনা হতে পারে?” (আল কিবরীত আল-আহমর, কৃত শায়খ-ই-আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)
টীকা-৯০: অন্তরকে জীবিত রাখে, বাণী ও সম্বোধন বুঝে। বস্তুতঃ এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মু’মিনেরই।
টীকা-৯১: অর্থাৎ শাস্তির যৌক্তিকতা ও প্রমাণ স্থির হয়ে যায়।

টীকা-৯২: অর্থাৎ বশীভূত ও নির্দেশাধীন করে দিয়েছি।
টীকা-৯৩: এবং আরো উপকার রয়েছে, যেমন- সে গুলোর চামড়া, লোম ও পশম ইত্যাদি ব্যবহার করে
টীকা-৯৪: দুধ ও দুধ থেকে তৈরী বস্তুসমূহ- দধি, মিষ্টি ইত্যাদি।
টীকা-৯৫: আল্লাহ تَعَالٰى এর ঐসব নি'মাতের?
টীকা-৯৬: অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর পূজা করতে থাকে,
টীকা-৯৭: এবং বিপদাপদে কাজে আসে আর শাস্তি থেকে রক্ষা করে। বস্তুতঃ এমন সম্ভবপর নয়
টীকা-৯৮: কেননা, প্রাণহীন জড়পদার্থ, শক্তিহীন, অনুভূতিহীন

৭১: এবং তারা কি দেখেনি যে, আমি আপন হাতের তৈরীকৃত চতুষ্পদ জন্তু তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি অতঃপর এরা সেগুলোর মালিক?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ (٧١)

৭২: এবং সেগুলোকে তাদের জন্য দিয়েছি (৯২)। সুতরাং কতেকের উপর আরোহন করে এবং কতেককে আহার করে।

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ (٧٢)

৭৩: এবং তাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কয়েক প্রকার উপকারিত (৯৩) এবং পানীয় বস্তুসমূহ রয়েছে (৯৪)। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না (৯৫)?

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (٧٣)

৭৪: এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য খোদা সাব্যস্ত করে নিয়েছে (৯৬), এ আশায় যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে (৯৭)।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ (٧٤)

৭৫: সেগুলো তাদের সাহায্য করতে পারে না (৯৮) এবং সেগুলো তাদের বাহিনী, সবাইকে গ্রেফতার করে জাহান্নামের মধ্যে হাযির করা হবে (৯৯)।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ (٧٥)

৭৬: অতএব, আপনি তাদের কথায় দুঃখ করবেন না (১০০), নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে (১০১)।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٧٦)

৭৭: এবং মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে পানির ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি? তখনই সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে (১০২)।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (٧٧)

৭৮: এবং আমার জন্য উপমা রচনা করে (১০৩) এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ

টীকা-৯৯: অর্থাৎ কাফিরদের সাথে তাদের মূর্তিগুলোকেও গ্রেফতার করে হাযির করা হবে। আর সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে- বোতগুলোও এবং তাদের পূজারীরাও

টীকা- ১০০: এতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ تَعَالٰى আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে শান্তনা দিচ্ছেন যেন কাফিরদের মিথ্যারোপ ও অস্বীকার, তাদের নির্যাতন ও যুলুমের কারণে দুঃখিত না হন।

টীকা-১০১: আমি তাদেরকে কৃতকর্মের শাস্তি দেবো

টীকা-১০২: শানে নুযূলঃ এ আয়াত আস ইবনে ওয়া-ইল অথবা আবূ জাহল এবং প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে, উবাই-ইবনে খালাফ জামহীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে এসেছিলো। তখন তার হাতে একটা গলিত হাড্ডি ছিলো, যা ভেঙ্গেই যাচ্ছিলো। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলতে লাগলো, "আপনি কি এ কথা ধারণা করেন যে, এ হাড়টা পঁচে গলে যাওয়ার এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ تَعَالٰى জীবিত করবেন?" হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ইরশাদ ফরমান, "হাঁ, এবং তোমাকেও মৃত্যুর পর উঠাবেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, গলিত অস্থিও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার পর আল্লাহ تَعَالٰى এর কুদরতে জীবন গ্রহণ করা, স্বীয় অজ্ঞতার কারণে অসম্ভব মনে করা কতই বোকামী। সে নিজে নিজকেও দেখছেনা- সে প্রারম্ভে ছিলো এক ফোঁটা নাপাক বীর্য, গলিত হাড্ডি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। আল্লাহ এর পরিপূর্ণ ক্ষমতা তাতে প্রাণের সঞ্চার করলো, মানুষে পরিনত করলো। অতঃপর এমনই অহংকারী দাম্ভিক মানুষ হলো যে, তাঁরই ক্ষমতাকে অস্বীকার করে বিতর্ক করার জন্য এসে গেছে। এতটুকু ভেবে দেখছেনা যে, যেই সর্বশক্তিমান মহাসত্য স্রষ্টা শুক্রবিন্দুকে শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান মানুষে পরিণত করেন তাঁরই ক্ষমতায় গলিত হাড্ডিকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করা অসম্ভব হবে কেন? এবং সেটাকে অসম্ভব মনে করা কতই স্পষ্ট মূর্খতা।

টীকা-১০৩: অর্থাৎ গলিত হাড্ডিকে হাতে গুঁড়ো করে উদাহরণ তৈরী করে যে, 'এটাতো এমনই বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, কীভাবে জীবিত হবে?"

(১০৪)। বললো, 'এমন কে আছে যে, অস্থিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন সেগুলো একেবারে পঁচে গলে যায়?'	قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ (٧٨)
৭৯: আপনি বলুন। 'সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথম বারেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যেক সৃষ্টির জ্ঞান রয়েছে (১০৫),	قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ (٧٩)
৮০: যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন, তখনই তোমরা তা দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে থাকো (১০৬)।	الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ (٨٠)
৮১: এবং যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন, তিনি কি সেগুলোর মতো আরো সৃষ্টি করতে পারেন না (১০৭)? কেন নয় (১০৮)? এবং তিনিই হন মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।	اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؔ بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (٨١)
৮২: তাঁর কাজ তো এ যে, যখন কোন কিছু করতে চান (১০৯) তখন সেটার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হয়ে যা।' তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায় (১১০)।	اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٨٢)
৮৩: সুতরাং পবিত্রতা তাঁরই, যার হাতে প্রত্যেক কিছুর অধিকার রয়েছে এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে (১১১)। *	فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٨٣)

সূরা সাফফাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাফফাত (মাক্কী)	রুকূ'-১	আলাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-১৮২, রুকূ'-৫

১: শপথ তাদের, যারা নিয়মিতভাবে সারিবদ্ধ (২),	وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ (١)
২: অতঃপর তাদের, যারা কঠোরভাবে পরিচালনা করে (৩),	فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ (٢)

টীকা-১০৪: যে, শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
টীকা-১০৫: পূর্ববর্তী সম্বন্ধেও মৃত্যুর পরবর্তী সম্বন্ধেও,
টীকা-১০৬: আরবের দু'ধরনের বৃক্ষ জন্মে, যে গুলো সেখানকার জঙ্গলেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। একটার নাম 'মারখ' (مرخ), অপরটার নাম 'আফফার' (عَفَّار) সেই দু'টি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য এ যে, যখন সেগুলোর সবুজ ডাল-পালা কেটে একটাকে অপরটার সাথে ঘর্ষণ করা হয়, তখন তা থেকে আগুন জ্বলে উঠে, অথচ সেগুলো এতই ভেজা হয় যে, সেগুলো থেকে পানি ঝরতে থাকে। এতে কুদরতের কেমন আশ্চর্যজনক নিদর্শন রয়েছে যে, আগুন ও পানি উভয়ই পরস্পর বিপরীত। উভয়ই আবার একই স্থানে একই কাঠের মধ্যে মওজুদ। না পানি আগুন নির্বাপিত করে, না আগুন কাঠকে জ্বালায়। যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ এর এ কলা-কৌশল, তিনি যদি একই শরীরে মৃত্যুর পরে জীবন সঞ্চারিত করেন তাহলে তা তাঁর কুদরত বহির্ভূত হবে কেন? আর সেটাকে অসম্ভব বলা কুদরতের নিদর্শন দেখে মূর্খ ও এক গুঁয়েসুলভ অস্বীকারেরই শামিল।
টীকা-১০৭: কিংবা তাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে পারেন না?
টীকা-১০৮: নিশ্চয় তিনি তাতে ক্ষমতাবান
টীকা-১০৯: যে, তা সৃষ্টি করবেন
টীকা-১১০: অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব তাঁরই আদেশের তাবেদার।
টীকা-১১১: পরকালের মধ্যে।*
টীকা-১: 'সূরা ওয়াস সাফফাত' মাক্কী, এতে পাঁচটি রুকু', একশ বিরাশিটি আয়াত, আটশ ষাটটি পদ এবং তিন হাজার আটশ ছাব্বিশটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া تَعَالٰى কয়েকটি দলের শপথ স্মরণ করেছেন। হয়ত সেগুলো দ্বারা ফিরিশতাদের দল বুঝানো হয়েছে, যারা নামাযীদের মত সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় রত থাকেন, অথবা দ্বীনী আলিমদের দল, যাঁরা তাহাজ্জুদ ও সমস্ত নামাযে সারিবদ্ধ হয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকেন, অথবা গাযীদের দল, যাঁরা আল্লাহ এর পথে কাতারবন্দী হয়ে সত্যের দুষমনদের সম্মুখীন হন। (মাদারিক)
টীকা-৩: প্রথমমোক্ত অর্থের ভিত্তিতে, 'কঠোরভাবে পরিচালনাকারীগণ' দ্বারা ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা মেঘমালা চালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং

সেগুলোকে নির্দেশ দিয়ে চালনা করে থাকেন। আর দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতে, ঐ সমস্ত আ'লিম বুঝায়, যাঁরা ওয়াজ-নসীহত দ্বারা লোকজনকে ভয় দেখিয়ে দ্বীনের রাহে পরিচালনা করেন। তৃতীয় অর্থের ভিত্তিতে, ঐ সমস্ত গাযী বুঝায়, যাঁরা অশ্বগুলোকে হাঁকিয়ে যুদ্ধের মধ্যে পরিচালনা করেন।

টীকা-৪: অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং সেগুলোর মধ্যবর্তী সৃষ্টিকুল এবং সমস্ত সীমান্ত ও দিগন্ত- সব কিছুরই মালিক হচ্ছেন তিনিই, সুতরাং অন্য কেউ কিভাবে ইবাদতের উপযোগী হতে পারে? অতএব, তিনি শরীক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

৩: অতঃপর তাদেরই দলগুলোর, যারা ক্বুরআন পাঠ করে,

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾

৪: নিশ্চয় তোমাদের মা'বূদ অবশ্যই এক।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾

৫: মালিক আসমানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে আছে এবং মালিক পূর্ব-দিকগুলোর (৪)।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ٟالْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾

৬: এবং নিশ্চয় আমি নিম্ন আসমানকে (৫) তারকারাজির সাজে সজ্জিত করেছি,

وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾

৭: এবং রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে (৬)।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾

৮: ঊর্ধ্ব জগতের দিকে কর্ণপাত করতে পারে না (৭) এবং তাদের উপর প্রত্যেক দিক থেকে আঘাত হানা হয় (৮),

دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾

৯: তাদেরকে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য (৯) অবিরাম শাস্তি রয়েছে,

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

১০: কিন্তু যে এক-আধবার ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে (১০), তখনই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে (১১)।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

১১: সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (১২), তাদের সৃষ্টি কি অধিকতর মজবুত, না আমার অন্যান্য সৃষ্টি- আসমানসমূহ ও ফিরিশতাকুল ইত্যাদির (১৩)?' নিশ্চয় আমি তাদেরকে আঠাল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (১৪)।

بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾

১২: বরং আপনি আশ্চর্য বোধ করেছেন (১৫) এবং তারা হাসি-ঠাট্টা করছে (১৬),

وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩: এবং বুঝালেও বুঝছেনা।

وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪: এবং যখন কোন নিদর্শন দেখে (১৭) তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে

وَ قَالُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৫: এবং বলে, 'এতো নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট যাদু

টীকা-৫: যা যমীনের অনুপাতে অন্যান্য আসমান অপেক্ষা নিকটতর।

টীকা-৬: অর্থাৎ আমি আসমানকে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে মুক্ত রেখেছি। যখন শয়তানগণ আসমানের উপর যাবার ইচ্ছা করে, তখন ফিরিশতাগণ উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে তাড়া করেন। সুতরাং শয়তানগণ আসমানের উপর যেতে পারে না এবং

টীকা-৭: এবং আসমানের ফিরিশতাদের কথোপকথন শুনতে পারে না

টীকা-৮: অঙ্গারসমূহের, যখন তারা এতদুদ্দেশ্যে আসমানের দিকে যায়,

টীকা-৯: পরকালের

টীকা-১০: অর্থাৎ যদি কোন শয়তান ফিরিশতাদের কোন শব্দ কখনো নিয়ে পলায়ন করে,

টীকা-১১: তাকে জ্বালানোর ও কষ্ট দেয়ার জন্য।

টীকা-১২: অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে,

টীকা-১৩: সুতরাং যেই সত্য সর্বশক্তিমানের পক্ষে আসমান ও যমীনের মতো মহান সৃষ্টিকে পয়দা করা কোন মুশকিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, সুতরাং মানুষকে সৃষ্টি করা তার জন্য অসাধ্য হবে কেন?

টীকা-১৪: এটা তাদের দুর্বলতার আরেক সাক্ষ্য কারণ, তাদের সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, যা কোন কঠোরতা ও শক্তি ধারণ করে না। আর তাতে তাদের বিরুদ্ধে আরেকটা প্রমাণ স্থির করা হয়েছে যে, আঠাল মৃত্তিকাই তাদের সৃষ্টির উপাদান। সুতরাংএখন শেষ পর্যন্ত শরীর পঁচে গলে মাটি হয়ে যাবার পর ঐ মাটি থেকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে তারা কেন অসম্ভব মনে করছে? উপাদানও মওজুদ, স্রষ্টাও মওজুদ। সুতরাং পুনরায় সৃষ্টি কিভাবে অসম্ভব হতে পারে?

টীকা-১৫: তাদের অস্বীকারের ফলে এই যে, এমন সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত ও প্রমানাদি সত্ত্বেও তারা কিভাবে মিথ্যারোপ করে।

টীকা-১৬: আপনার সাথে, আপনার বিস্মিত হবার সাথে অথবা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সাথে।

টীকা-১৭: যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ ইত্যাদি অলৌকিক শক্তি।

টীকা-১৮: যারা আমাদের থেকে কালে অগ্রবর্তী। কাফিরদের মতে, তাদের বাপ-দাদার পুনরুত্থান তাদের নিজেদের পুনর্জীবিত হওয়া অপেক্ষাও অধিকতর অসাধ্য ব্যাপার ছিলো। এ কারণেই তারা এ কথা বলেছিলো। আল্লাহ تَعَالٰی আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-১৯: অর্থাৎ পুনরুত্থান।

টীকা-২০: একটা মাত্র ভয়ানক শব্দ দ্বিতীয় ফুৎকারের

টীকা-২১: জীবিত হয়ে আপন কৃতকর্মসমূহ এবং যে সব অবস্থার সম্মুখীন হবে সেগুলো-

টীকা-২২: অর্থাৎ ফিরিশতাগণ বলবে যে, এটা বিচারের দিন। এটা হিসাব ও প্রতিদানের দিন।

টীকা-২৩: দুনিয়ার মধ্যে এবং ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে।

টীকা-২৪: যালিমগণ দ্বারা কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। আর তাদের জোড়াগণ দ্বারা তাদের শয়তানদের বুঝানো হয়েছে, যারা দুনিয়ায় তাদের সহচর ও সাথী হিসেবে থাকতো। প্রত্যেক কাফিরকে তার শয়তানের সাথে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দেয়া হবে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, 'জোড়া বা সহচরগণ' মানে 'সদৃশ ও সমতুল্যগণ' । অর্থাৎ প্রত্যেক কাফিরকে তার নিজের মতো কাফিরদের সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মূর্তি পূজারীকে মূর্তি পূজারীদের সাথে এবং অগ্নি-পূজারীকে অগ্নি-পূজারীর সাথে এভাবেই অনুমিত।

টীকা-২৫: 'পুল-সিরাতের' পাশে,

টীকা-২৬: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে ক্বিয়ামাত দিবসে বান্দা আপন স্থান থেকে হেলতে পারবে না যতক্ষণ না চারটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ

এক) তার বয়স কোন কাজে অতিবাহিত হয়েছে?

দুই) তার জ্ঞান। তা অনুসারে কি কাজ করেছে?

তিন) তার সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করেছে, কোথায় ব্যয় করেছে?

চার) তার শরীর। তা কোন কাজে ব্যবহার করেছে?

টীকা-২৭: এটা তাদেরকে জাহান্নামের দারোগা তিরস্কার করে বলবেন যে, 'দুনিয়ায় তো একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতার উপর বড় অহংকার করতে। আজ দেখো, কতই অক্ষম। তোমাদের মধ্যে কেউ কারো সাহায্য করতে পারছো না।

টীকা-২৮: অক্ষম ও লাঞ্ছিত হয়ে।

টীকা-২৯: নিজেদের নেতৃবর্গকে, যারা দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট করতো।

১৬: আমরা কি যখন মরে মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাবো তখনও কি আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবো?	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ (١٦)
১৭: এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাও (১৮)?'	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ (١٧)
১৮: আপনি বলুন, 'এমনি যে, লাঞ্ছিত হয়ে।'	قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ (١٨)
১৯: সুতরাং তা (১৯)-তো একটা মাত্র প্রচণ্ড শব্দ (২০)। তখনই তারা (২১) দেখতে থাকবে।	فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ (١٩)
২০: এবং বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ।' তাদেরকে বলা হবে, 'এটা বিচারের দিন (২২)।'	وَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ (٢٠)
২১: এটা হচ্ছে ঐ ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে (২৩)।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ (٢١)

রুকূ'-২

২২: হাঁকাও যালিমদের ও তাদের সহচরদেরকে (২৪) এবং যা কিছুর তারা পূজা করতো-	اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ (٢٢)
২৩: আল্লাহকে ছাড়া। ঐসবকে হাঁকাও দোযখের পথের দিকে।	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ (٢٣)
২৪: এবং তাদেরকে থামাও (২৫), তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (২৬),	وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ (٢٤)
২৫: 'তোমাদের কি হয়েছে? একে অপরকে কেন সাহায্য করছো না (২৭)?"	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ (٢٥)
২৬: বরং তারা আজ আত্মসমর্পণ করে আছে (২৮)।	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ (٢٦)
২৭: এবং তাদের মধ্যে একে অপরের দিকে মুখ করেছে, পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসাকারী অবস্থায়।	وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ (٢٧)
২৮: বললো (২৯), 'তোমরা আমাদের ডান	قَالُوْۤا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ

দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আসছিলে (৩০)

২৯: জবাব দেবে, 'তোমরা নিজেরাই ঈমানদার ছিলে না (৩১),

৩০: এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন ক্ষমতাই ছিলো না (৩২), বরং তোমরা অবাধ্য লোক ছিলে।

৩১: সুতরাং সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে আমাদের উপর আমাদের প্রতিপালকের বাণী (৩৩), আমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে (৩৪)।

৩২: সুতরাং আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি, যেহেতু আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।

৩৩: সুতরাং সেদিন (৩৫) তারা সবাই শাস্তির মধ্যে শরীক হবে (৩৬)।

৩৪: অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি।

৩৫: নিশ্চয় যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই, তখন তারা অহংকার করতো (৩৭),

৩৬: এবং বলতো, 'আমরা কি আমাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দেবো এক উন্মাদ কবির কথায় (৩৮)?'

৩৭: বরং তিনি তো সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তিনি রসূলগণের সত্যায়ন করেছেন (৩৯)।

৩৮: নিশ্চয় তোমাদেরকে অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

৩৯: সুতরাং তোমরা প্রতিফল পাবে না, কিন্তু আপন কৃতকর্মের (৪০)।

৪০: কিন্তু যাঁরা আল্লাহর মনোনীত বান্দা (৪১)

৪১: তাদের জন্য ঐ জীবিকা রয়েছে, যা আমার জ্ঞানে রয়েছে-

৪২: ফলমূল (৪২), এবং তারা সম্মানিত হবে শান্তির বাগানসমূহে,

৪৩: শান্তির বাগানসমূহে,

৪৪: আসনসমূহে আসীন হবে সামনা-সামনি (৪৩)

৪৫: তাদের নিকট ফেরানো হবে, চোখেরই সামনে সুরাপূর্ণ পাত্র (৪৪)।

৪৬: সাদা রংয়ের (৪৫), পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (৪৬)

تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨)

قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩)

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۚ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (٣٠)

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ (٣١)

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢)

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣)

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥)

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (٣٦)

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧)

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨)

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (٤١)

فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ (٤٢)

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣)

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (٤٤)

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (٤٥)

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (٤٦)

টীকা-৩০: অর্থাৎ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদেরকে পথভ্রষ্টতার উপর উদ্বুদ্ধ করতো। এর জবাবে কাফিরদের নেতৃবর্গ বলবে এবং

টীকা-৩১: 'প্রথম থেকেই কাফির ছিলে এবং ঈমান থেকে স্বেচ্ছায় নিজেরাই বিমুখ হয়েছিলে।'

টীকা-৩২: যে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের অনুসরণ করার জন্য বাধ্য করতাম।

টীকা-৩৩: যা তিনি বলেছেন, "আমি অবশ্যই জাহান্নামকে জ্বীন ও মানব দ্বারা ভর্তি করবো।" এ কারণে-

টীকা-৩৪: এর শাস্তি পভ্রষ্টদেরকেও এবং পথভ্রষ্টকারীদেরকেও ভোগ করতে হবে।

টীকা-৩৫: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৩৬: পথভ্রষ্টগণও, তাদের পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গও। কেননা, এরা সবাই দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট করার কাজে শরীক ছিলো।

টীকা-৩৭: এবং 'তাওহীদ' গ্রহণ করতো না, শির্ক থেকে বিরত হতো না।

টীকা-৩৮: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার, আল্লাহ এর হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর কথায়।

টীকা-৩৯: দ্বীন ও তাওহীদ এবং শির্ক প্রত্যাখ্যান।

টীকা-৪০: ঐ শির্ক ও অস্বীকারের, যা দুনিয়ায় করে এসেছো।

টীকা-৪১: ঈমানদারগণ ও নিষ্ঠাবানগণ

টীকা-৪২: এবং উত্তম ও সুস্বাদু নি'মাতসমূহ, রুচিসম্মত, সুগন্ধময় ও সুদৃশ্য।

টীকা-৪৩: একে অপরের প্রতি অন্তরঙ্গ ও আনন্দিত হয়ে।

টীকা-৪৪: যার পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নহরসমূহ চোখের সামনে প্রবাহিত হবে।

টীকা-৪৫: দুধ অপেক্ষাও অধিক সাদা

টীকা-৪৬: পার্থিব ঐ মদ-সুরার বিপরীত, যা দুর্গন্ধময় ও অরুচিকর হয় এবং পানকারী তা পান করার সময় মুখমণ্ডল বিকৃত করে ফেলে

টীকা-৪৭: যার কারণে বিবেক-বুদ্ধিতে বিকৃতি আসে।
টীকা-৪৮: দুনিয়ার মদের বিপরীত। এতে অনেক প্রকার ফ্যাসাদ ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে। এর কারণে পেটেও ব্যথা হয়, মাথায়ও। প্রস্রাবেও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বমি হয়। মাথায় চক্কর আসে ও বিবেক-বুদ্ধি আপন স্থানে স্থির থাকে না।

অনুবাদ	আয়াত
৪৭: না তাতে নেশা থাকবে (৪৭) এবং না সেটার কারণে তাদের মাথা চক্কর দেবে (৪৮)।	لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ (٤٧)
৪৮: এবং তাদের নিকট থাকবে এমনসব রমণী, যারা স্বামীগণ ব্যতীত অন্য দিকে চক্ষু তুলে দেখবে না, (৪৯) বড় বড় চক্ষু সম্পন্নাগণ	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ (٤٨)
৪৯: যেন তারা কতগুলো ডিম্ব, গোপনে রক্ষিত (৫০)।	كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ (٤٩)
৫০: সুতরাং তাদের মধ্যে (৫১) একে অপরের দিকে মুখ করবে জিজ্ঞাসাবাদকারীরূপে (৫২)।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ (٥٠)
৫১: তাদের মধ্যে উক্তিকারী বলবে, 'আমার এক সঙ্গী ছিলো (৫৩)।'	قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ (٥١)
৫২: আমাকে বলতো, 'তুমি কি এটাকে সত্য মান্য করো (৫৪)?	يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ (٥٢)
৫৩: আমরা কি যখন মরে মাটি ও অস্থিতে পরিনত হবো তবুও কি আমাদেরকে প্রতিদান- প্রতিফল দেয়া হবে (৫৫)?'	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ (٥٣)
৫৪: (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে (৫৬)?'	قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ (٥٤)
৫৫: অতঃপর উঁকি দিয়ে দেখবে, তখন তাকে আগুনের মধ্যভাগে দেখতে পাবে (৫৭)।	فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ (٥٥)
৫৬: বলবে, 'আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে (৫৮)।	قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ (٥٦)
৫৭: আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ না করলে (৫৯) অবশ্যই আমাকেও ধরে উপস্থিত করা হতো (৬০)।	وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ (٥٧)
৫৮: তবে কি আমাদেরকে মরতে হবেনা?	اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ (٥٨)
৫৯: কিন্তু আমাদের প্রথম মৃত্যুই (৬১) আর আমাদের উপর শাস্তি হবে না (৬২)।	اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ (٥٩)
৬০: নিশ্চয় এটাই মহা সাফল্য।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٦٠)
৬১: এমনই কথার জন্য কর্মপরায়ণদের কর্ম উচিত।	لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ (٦١)
৬২: সুতরাং এ আপ্যায়নই উত্তম (৬৩),	اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا

টীকা-৪৯: যে, তার নিকট তার স্বামীই সুন্দর ও প্রিয় হয়।
টীকা-৫০: ধূলা-বালি থেকে মুক্ত পরিচ্ছন্ন, চিত্তাকর্ষক রংসম্পন্ন।
টীকা-৫১: অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে।
টীকা-৫২: যে, দুনিয়ায় কি অবস্থায় ছিলে, কোন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলে।
টীকা-৫৩: দুনিয়ায় যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার বিষয়কে অস্বীকার করতো এবং সে সম্পর্কে তিরস্কার সূত্রে
টীকা-৫৪: অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়কে।
টীকা-৫৫: এবং আমাদের নিকট থেকে হিসাব নেয়া হবে। এটা বর্ণনা করে ঐ জান্নাতী আপন জান্নাতী বন্ধুকে
টীকা-৫৬: যে, আমার ঐ সঙ্গী জাহান্নামে কি অবস্থায় আছে।
টীকা-৫৭: যে, শাস্তির মধ্যে আক্রান্ত। তখনও এ জান্নাতী তাকে-
টীকা-৫৮: সোজা পথ থেকে বিপথগামী করে।
টীকা-৫৯: এবং যদি আপন দয়া ও বদান্যতা দ্বারা আমাকে তোমার বিপথগামী করা থেকে রক্ষা না করতেন এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তি না দিতেন তবে
টীকা-৬০: তোমার সাথে জাহান্নামে, এবং যখন মৃত্যুকে যবেহ করে ফেলা হবে তখন জান্নাতীগণ ফিরিশতাদেরকে বলবে-
টীকা-৬১: সেটাই যা দুনিয়ায় সংঘটিত হয়েছে।
টীকা-৬২: ফিরিশতাগণ বলবেন, "না।" এবং জান্নাতবাসীদের এ জিজ্ঞাসা করা আল্লাহ্ تَعَالٰى এর রহমত দ্বারা আনন্দ- উপভোগ করা এবং চিরস্থায়ী জীবনের নি'মাত ও শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার জন্যই, একথা উল্লেখ করার ফলে তাদের মনে আনন্দ লাভ হবে।
টীকা-৬৩: অর্থাৎ জান্নাতী নি'মাতসমূহ ও আনন্দ উপভোগ এবং সেখানকার উত্তম ও স্বচ্ছ খাদ্য ও পানীয় আর চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ এবং অশেষ সুখ ও আনন্দ।

টীকা-৬৪: অতিমাত্রায় তিক্ত, সাংঘাতিক দুর্গন্ধময় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বিস্বাদ এবং অত্যন্ত অপছন্দনীয়, যার দ্বারা দোযখীদের আপ্যায়ন করা হবে এবং তাদেরকে তা ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হবে।

টীকা-৬৫: যে, দুনিয়রে মধ্যে কাফির সেটা অস্বীকার করে। আর বলে, "আগুন বৃক্ষসমূহকে জ্বালিয়ে ফেলে। সুতরাং আগুনে বৃক্ষ আসবে কোত্থেকে?"

টীকা-৬৬: এবং সেটার শাখা-প্রশাখাগুলো জাহান্নামের স্তরসমূহে পৌঁছে যায়।

أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ (٦٢)

না 'যাক্কুম' বৃক্ষ (৬৪)?

إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ (٦٣)

৬৩: নিশ্চয় আমি সেটাকে যালিমদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি (৬৫)।

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ (٦٤)

৬৪: নিশ্চয় তা একটা বৃক্ষ, যা জাহান্নামের মূল থেকে উদগত হয় (৬৬),

طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ (٦٥)

৬৫: সেটার মুকুল যেন শয়তানদের মাথা (৬৭)

فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ (٦٦)

৬৬: অতঃপর নিশ্চয় তারা তা থেকে ভক্ষণ করবে (৬৮) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ (٦٧)

৬৭: অতঃপর নিশ্চয় তাদের জন্য সেটার উপর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে (৬৯)।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ (٦٨)

৬৮: অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে (৭০)

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ (٦٩)

৬৯: নিশ্চয় তারা আপন বাপ-দাদাকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে

فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ (٧٠)

৭০: সুতরাং তারা তাদেরই পদাংকের উপর ধাবিত হচ্ছে (৭১)।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ (٧١)

৭১: এবং নিশ্চয় তাদের পূর্বে বহু পূর্ববর্তী লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে (৭২)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (٧٢)

৭২: এবং নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি (৭৩),

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ (٧٣)

৭৩: সুতরাং লক্ষ্য করো যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে (৭৪)?

إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (٧٤)

৭৪: কিন্তু আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (৭৫)।

রুকূ'-৩

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ (٧٥)

৭৫: এবং নিশ্চয় আমাকে নূহ আহ্বান করেছিলো (৭৬), অতঃপর আমি কতই উত্তম সাড়াদাতা (৭৭)।

وَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (٧٦)

৭৬: এবং আমি তাকে ও তার পরিবার বর্গকে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি।

টীকা-৬৭: অর্থাৎ অত্যন্ত বিশ্রী ধরণের ও কুশ্রী দেখায়।

টীকা-৬৮: অসহনীয় ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে।

টীকা-৬৯: অর্থাৎ জাহান্নামী 'যাক্কুমবৃক্ষ' দ্বারা তারা নিজেদের পেট ভর্তি করবে। তা জ্বলতে থাকবে। পেটগুলোকে জ্বালাবে। সেটার পোড়নের কারণে পিপাসার জোর বৃদ্ধি পাবে আর দীর্ঘকাল যাবত তো পিপাসার কষ্টে রাখা হবে, অতঃপর যখন পান করার জন্য দেয়া হবে তখন গরম ফুটন্ত পানিই (দেয়া হবে)। সেটার তাপ ও জ্বালা ঐ যাক্কুমের তাপ ও জ্বালার সাথে মিশ্রিত হয়ে কষ্ট ও অস্থিরতাকে আরো বৃদ্ধি করবে।

টীকা-৭০: কেননা, যাক্কুম ভক্ষণ করানো ও গরম পানি পান করানোর জন্য তাদেরকে আপন স্তরসমূহ থেকে অন্য স্তরসমূহে স্থানান্তরিত করা হবে। অতঃপর আবার নিজেদের স্তরসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। এরপর তাদের শাস্তির উপযোগী হবার কারণ ইরশাদ করা হচ্ছে-

টীকা-৭১: এবং গোমরাহীর মধ্যে তাদের অনুসরণ করছে এবং সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে চক্ষু বন্ধ করে নিচ্ছে।

টীকা-৭২: এ কারণে যে, তারা আপন বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ বর্জন করেনি এবং যুক্তি-প্রমাণ থেকে উপকার লাভ করেনি।

টীকা-৭৩: অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام), যাঁরা তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও অপকর্মের অশুভ পরিণামের ভয় প্রদর্শন করেন।

টীকা-৭৪: যে, তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৭৫: ঈমানদারগণ, যাঁরা আপন নিষ্ঠার কারণে মুক্তি পেয়েছে।

টীকা-৭৬: এবং আমার নিকট আপন সম্পদের শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য দরখাস্ত করেছিলো।

টীকা-৭৭: যে, আমি তার দুআ' কবূল করেছি এবং তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করেছি ও তাদের নিকট থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ নিয়েছি যে, তাদেরকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে ফেলেছি।

টীকা-৭৮: সুতরাং এখন দুনিয়ার যত মানুষ আছে সবই হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর বংশধর থেকেই। হযরত ইবনে (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا) থেকে বর্ণিত, হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর নৌযান থেকে অবতরণ করার পর তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যেই পরিমাণ পুরুষ ও নারী ছিলো সবাই মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁরই সন্তান-সন্ততি এবং তাঁদের স্ত্রীগণ ব্যতীত। তদেরই ঔরশ থেকে দুনিয়ার বংশসমূহ চলে আসছে- আরব, পারস্য ও রোম তাঁর সন্তান 'সামের' বংশধর থেকে, সুদানের লোকেরা তাঁর সন্তান 'হাম' এর বংশ থেকে, আর তুর্কী ও য়া'জূজ মা'জূজ প্রমুখ তাঁর সাহেবজাদা 'ইয়াফিস'-এর বংশধর থেকে।

টীকা-৭৯: অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী নাবীগণ (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর উম্মতগণের মধ্যে হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর 'উত্তম স্মরণ' বা সুনামকে স্থায়ী রেখেছি।

অনুবাদ	আয়াত
৭৭: এবং আমি তারই বংশধরকে বিদ্যমান রেখেছি (৭৮)।	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ (٧٧)
৭৮: এবং আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা বিদ্যমান রেখেছি (৭৯)।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ (٧٨)
৭৯: নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে (৮০),	سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ (٧٩)
৮০: নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (٨٠)
৮১: নিশ্চয় সে আমার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (٨١)
৮২: অতঃপর আমি অন্যান্যদেরকে নিমজ্জিত করেছি (৮১)।	ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ (٨٢)
৮৩: এবং নিশ্চয় ইব্রাহীম তারই অনুগামী দলের অন্তর্ভুক্ত (৮২)।	وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ (٨٣)
৮৪: যখন আপন প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হলো অন্যান্যদের থেকে মুক্ত হৃদয় নিয়ে (৮৩)।	اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (٨٤)
৮৫: যখন তিনি আপন পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন (৮৪), 'তোমরা কিসের পূজা করছো?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ (٨٥)
৮৬: : তোমরা কি মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্য খোদা চাচ্ছো?	اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ (٨٦)
৮৭: সুতরাং তোমাদের কি ধারণা জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে (৮৫)?	فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٨٧)
৮৮: অতঃপর সে তারকারাজির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলো (৮৬)।	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ (٨٨)
৮৯: অতঃপর বললো, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো (৮৭)।'	فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ (٨٩)

টীকা-৮০: অর্থাৎ ফিরিশতাগণ, জ্বীন জাতি ও মানব জাতি সবাই তাঁর প্রতি ক্বিয়ামত পর্যন্ত 'সালাম' প্রেরণ করতে থাকবে ও

টীকা-৮১: অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায়ের কাফিরদেরকে।

টীকা-৮২: অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর দ্বীন ও মিল্লাত এবং তাঁরই কর্মপন্থা ও সুন্নাতের উপরই ছিলেন। হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) ও হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর মধ্যে দু'হাজার ছয়শ চল্লিশ বৎসরকালের ব্যবধান ছিলো। আর উভয় হযরতের মধ্যবর্তী যেই যুগ অতিবাহিত হয়েছে তাতে শুধু দু'জন নাবী ছিলেন- হযরত হূদ ও হযরত সালিহ (عَلَيْهِمَا السَلام)।

টীকা-৮৩: অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন অন্তরকে আল্লাহ تَعَالٰی এর জন্য বিশুদ্ধ করেছিলেন এবং অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন।

টীকা-৮৪: তিরস্কারসূত্রে

টীকা-৮৫: যে, যদি তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো পূজা করো, তবে তিনি কি তোমাদেরকে শাস্তি ব্যতীত ছেড়ে দেবেন? অথচ তোমরা জানো যে, তিনিই সত্যিকার নি'মাতদাতা, ইবাদতের উপযোগী। সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিলো, "আগামীকাল আমাদের ঈদ, জঙ্গলে মেলা বসবে। আমরা উন্নতমানের খাদ্য তৈরী করে মূর্তিগুলোর নিকট রেখে যাবো। আর মেলা থেকে ফিরে এসে 'তাবাররুক' (!) 'প্রসাদ' হিসেবে তা আহার করবো। আপনিও আমাদের সাথে চলুন। জমায়েত ও মেলার জাঁকজমক দেখুন। সেখান থেকে ফিরে এসে মূর্তিগুলোর সুন্দর সাজসজ্জা এবং সেগুলোক প্রসাধনীর বাহার দেখুন। এ তামাশা দেখার পর আমরা মনে করি যে, আপনি মূর্তি পূজার জন্য আমাদেরকে আর মন্দ বলবেন না।"

টীকা-৮৬: যেমনিভাবে, নক্ষত্র-বিদ্যায় (জ্যোতির্বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তি) তারকারাজির মিলন ও বিচ্ছেদের অবস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

টীকা-৮৭: সম্প্রদায়ের লোকেরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই বিশ্বাসী ছিলো, তারা মনে করেছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) নক্ষত্রসমূহ দেখে নিজে অসুস্থ হয়ে যাবার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। এখন তিনি কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে চলছেন। সংক্রামক ব্যাধিকে ঐ সমস্ত লোক খুব বেশি ভয় করতো।

মাসআলা: জ্যোতির্বিজ্ঞান সত্য, তবে শিক্ষা করার মধ্যে মশগুল হওয়ার অনুমতি রহিত হয়ে গেছে।
মাসআলা: শরীয়াত মতে কোন রোগই সংক্রামক হয় না অর্থাৎ এক ব্যক্তির রোগ হবহু সেটাই অন্য কারো মধ্যে সংক্রমিত হয়না। তবে দেহের উপাদানগুলো বিনষ্ট হলে এবং বাতাস ইত্যাদির বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে একই সময়ে বহু লোক একই শ্রেণীর রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। কারো রোগ অন্য কারো মধ্যে সংক্রমিত হয়না।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ (٩٠)

৯০: অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেলো (৮৮)।

فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ (٩١)

৯১: তারপর সে গোপনে তাদের উপাস্যগুলোর দিকে গেলো। অতঃপর বললো, 'তোমরা কি আহার করোনা (৮৯)?

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ (٩٢)

৯২: তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কথা বলছোনা (৯০)।'

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ (٩٣)

৯৩: অতঃপর লোকদের অগোচরে সেগুলোকে ডান হাতে মারতে লাগলো (৯১)।

فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ (٩٤)

৯৪: তখন কাফিরগণ তার প্রতি সবেগে ছুটে আসলো (৯২)।

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ (٩٥)

৯৫: বললেন, 'তোমরা কি নিজেদের হাতের গড়া (মূর্তি) গুলোর পূজা করছো?

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ (٩٦)

৯৬: অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মসমূহকে (৯৩)।'

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ (٩٧)

৯৭: তারা বললো, 'তার জন্য একটা ইমারত তৈরি করো (৯৪)। তারপর তাকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ (٩٨)

৯৮: অতঃপর তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইলো। আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম (৯৫)।

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ (٩٩)

৯৯: এবং বললো, 'আমি আপন প্রতিপালকের দিকে চললাম (৯৬)। এখন তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন (৯৭)।

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٠٠)

১০০: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উপযুক্ত সন্তান দান করো!

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ (١٠١)

১০১: সুতরাং আমি তাকে সুসংবাদ শুনালাম এক বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ

১০২: অতঃপর যখন সে তার সঙ্গে কাজ করার উপযুক্ত হলো, তখন (ইব্রাহীম) বললো 'হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি

টীকা-৮৮: নিজেদের ঈদের দিকে, এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে রেখে গেলো। তিনি বোতখানায় তাশরীফ আনলেন।

টীকা-৮৯: অর্থাৎ ঐ খাদ্যকে, যা তোমাদের সম্মুখে রাখা হয়েছে। মূর্তিগুলো এর কোন জবাব দেয়নি। বস্তুতঃ সেগুলো কি জবাবই বা দিতো? অতঃপর তিনি বললেন-

টীকা-৯০: এর উপরও মূর্তিগুলোর দিক থেকে কোন জবাব আসেনি। সেগুলো প্রাণহীন পাথর ছিলো, কি জবাব দিতো?

টীকা-৯১: এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) মূর্তিগুলোকে আঘাতের পর আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন। যখন কাফিরদের নিকট এর সংবাদ পৌঁছলো,

টীকা-৯২: এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে বলতে লাগলো, 'আমরা তো ঐ সব মূর্তির পূজা করি, তুমি সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেছো?"

টীকা-৯৩: সুতরাং ইবাদতের উপযোগী তো তিনিই, মূর্তি নয়। এ কথা শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের নিকট থেকে তো কোন সদুত্তর আসেনি (বরং)

টীকা-৯৪: পাথরের, ত্রিশ গজ দীর্ঘ ও বিশ গজ প্রস্থ, চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা। অতঃপর তা কাঠ দিয়ে ভর্তি করো ও তাতে আগুন ধরিয়ে দাও। যতক্ষণ না আগুন খুব জোরদার হয়।

টীকা-৯৫: হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে ঐ আগুনে নিরাপদে রেখে। সুতরাং অগ্নিকুন্ড থেকে তিনি নিরাপদে বের হয়ে আসলেন।

টীকা-৯৬: এ কুফরের দেশ থেকে হিজরত করে, যেখানে যাবার জন্য আমার প্রতিপালক নির্দেশ দেন।

টীকা-৯৭: সুতরাং আল্লাহ এর নির্দেশে তিনি সিরিয়া-ভূমিতে 'পবিত্র ভূমি'র অবস্থানে পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি সেখানে আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করলেন-

তোমাকে যবেহ করছি (৯৮)। এখন তুমি দেখো তোমার অভিমত কি (৯৯)? বললো, 'হে আমার পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, খোদা ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।	أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (١٠٢)
১০৩: অতঃপর যখন উভয়ে আমার নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করলো এবং পিতা পুত্রকে মাথার উপর ভর করে শায়িত করলো, (ঐ সময়কার অবস্থা জিজ্ঞাসা করোনা) (১০০),	فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ (١٠٣)
১০৪: এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম 'হে ইব্রাহীম!	وَنَادَيْنٰهُ أَنْ يّٰٓإِبْرٰهِيْمُ (١٠٤)
১০৫: নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে (১০১)। আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি সংকর্মপরায়ণদেরকে।	قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١٠٥)
১০৬: নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিলো।	إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ (١٠٦)
১০৭: এবং আমি এক মহান কুরবানী তার বিনিময়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়েছি (১০২)।	وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (١٠٧)
১০৮: এবং আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা স্থায়ী রেখেছি।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ (١٠٨)
১০৯: শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহীমের উপর (১০৩)।	سَلٰمٌ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ (١٠٩)
১১০: আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে।	كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١١٠)
১১১: নিশ্চয় সে আমার উন্নততর মর্যাদার, পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (١١١)
১১২: এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, যে অদৃশ্যের সংবাদদাতা, নাবী, আমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগীদের অন্যতম (১০৪)।	وَبَشَّرْنٰهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (١١٢)
১১৩: এবং আমি বারাকাত অবতীর্ণ করেছি, তার উপর এবং ইসহাক্বের উপর (১০৫), এবং তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ সৎকর্মকারী (১০৬) এবং কেউ কেউ আপন প্রাণের উপর সুস্পষ্ট যুলুমকারী (১০৭)।	وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى إِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ (١١٣)

টীকা-৯৮: অর্থাৎ তোমাকে জবেহ করার ব্যবস্থাপনা করছি। বস্তুতঃ নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর স্বপ্ন সত্য ও বাস্তব হয়ে থাকে এবং তাঁদের কার্যাদিও আল্লাহ এর নির্দেশে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

টীকা-৯৯: এ কথা তিনি এ জন্যই বলেছিলেন যেন তাঁর সন্তান, জবেহের সংবাদে ভীতসন্ত্রস্ত না হন, আর আল্লাহ এর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য আগ্রহ সহকারে প্রস্তুতি নেন। সুতরাং ঐ ভাগ্যবান সন্তানও আল্লাহ এর সন্তুষ্টির প্রতি আত্মবিসর্জন দেয়ার কথাই পরিপূর্ণ আগ্রহের সাথে প্রকাশ করলেন।

টীকা-১০০: এ ঘটনা 'মিনা' তে সংঘটিত হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) সন্তানের গলায় ছুরি চালালেন। আল্লাহ এরই কুদরত। ছুরি কোন কাজ করলো না

টীকা-১০১: আনুগত্য ও নির্দেশ পালনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছো। পুত্রকে যবেহ করার জন্য নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করেছো। ব্যাস, এখন এতটুকুই যথেষ্ট।

টীকা-১০২: এ'তে মতভেদ রয়েছে যে, এই সন্তান কি হযরত ইসমাঈল ছিলেন, না হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِمَا السَّلَام)। কিন্তু শক্তিশালী প্রমানাদি এটাই ব্যক্ত করছে যে, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)ই। তাঁর বিনিময়ে জান্নাত থেকে মেষ প্রেরিত হয়েছিলো, যেটা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) যবেহ করেছিলেন।

টীকা-১০৩: আমার নিকট থেকে।

টীকা-১০৪: যবেহের ঘটনার পর হযরত ইসহাক্বের সুসংবাদ এ কথারই প্রমাণ যে, 'যবীহ' (যবেহের জন্য মনোনীত) হলেন হযরত ইসমাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)-ই।

টীকা-১০৫: প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ-ধর্মীয়ও, পার্থিবও। প্রকাশ্য কল্যাণ তো এ যে, হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর সন্তানের মধ্যে প্রাচুর্য দান করেছেন। হযরত ইসহাক্ব (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর বংশ থেকে বহু সংখ্যক নাবী করেছেন। হযরত য়া'কূব থেকে হযরত ঈসা (عَلَيْهِمُ السَّلَام) পর্যন্ত

টীকা-১০৬: অর্থাৎ মু'মিন

টীকা-১০৭: অর্থাৎ কাফির

বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, কোন পিতা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হলে সন্তানদেরও তাঁর মতো হওয়া আবশ্যকীয় নয়। এটা

১১৪: এবং আমি মূসা ও হারূনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি (১০৮)।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫: এবং তাদের উভয়কে ও তাদের সম্প্রদায়কে (১০৯) মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি (১১০)।	وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾
১১৬: এবং আমি তাদের সাহায্য করেছি (১১১)। সুতরাং তারাই বিজয়ী হয়েছে (১১২)।	وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭: এবং আমি তাদের উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি (১১৩)।	وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮: এবং তাদেরকে সোজা পথ প্রদর্শন করেছি।	وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾
১১৯: এবং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের প্রশংসাকে স্থায়ী রেখেছি।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০: শান্তি বর্ষিত হোক মূসা ও হারূনের উপর।	سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১: নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২: নিশ্চয় তাদের উভয়ে আমার উন্নততর মর্যাদাশীল, পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩: এবং নিশ্চয় ইলিয়াস পয়গাম্বরদের অন্যতম (১১৪)	وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪: যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বললো 'তোমরা কি ভয় করছো না (১১৫)?	اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫: তোমরা কি 'বা'আল'-এর পূজা করছো (১১৬) আর বর্জন করছো সর্বাপেক্ষা উত্তম স্রষ্টা-	اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾
১২৬: আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদার (১১৭)?	اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾
১২৭: অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করলো। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে (১১৮)	فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮: কিন্তু আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (১১৯)	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯: এবং আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা স্থায়ী রেখেছি	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
১৩০: শান্তি বর্ষিত হোক ইলিয়াসের উপর	سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾
১৩১: নিশ্চয় আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২: নিশ্চয় সে আমার উন্নত মর্যাদাশীল পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

আল্লাহ تَعَالٰی এরই মহান কুদরত যে, কখনো সৎকর্মপরায়ণ থেকে সৎ সন্তান সৃষ্টি করেন, কখনো অসৎকর্মপরায়ণ লোক থেকে অসৎ, কখনো অসৎ লোক থেকে সৎ সন্তান। না সন্তানগণ অসৎ হলে পিতৃপুরুষদের জন্য দুষনীয় হয়, না পিতৃপুরুষদের অপকর্ম সন্তানদের জন্য।

টীকা-১০৮: যে, তাদের নাবূয়্যাত রিসালত দান করেছি।

টীকা-১০৯: অর্থাৎ বনী-ইসরাঈল

টীকা-১১০: যে, ফিরআউন ও ফিরআউনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারসমূহ থেকে মুক্তি দিয়েছি।

টীকা-১১১: কিবতী' সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়।

টীকা-১১২: ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়ের উপর।

টীকা-১১৩: যার বর্ণনা অলংকারসমৃদ্ধ এবং তা শাস্তির বিধান ও অন্যান্য বিধি- বিধানের ধারক। এই 'কিতাব' দ্বারা 'তাওরীত শরীফ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১৪: যিনি 'বা' আলাবাক' ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

টীকা-১১৫: অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কি আল্লাহ تَعَالٰی এর ভয় নেই?

টীকা-১১৬: 'বা'আল' তাদের মূর্তির নাম ছিলো, যা স্বর্ণের তৈরী ছিলো। সেটার দৈর্ঘ্য ছিলো বিশ গজ। মুখ ছিলো চারটা। তারা সেটার প্রতি অতি ভক্তি প্রকাশ করতো। যে স্থানে মূর্তিটা স্থাপিত ছিলো সেটার নাম ছিলো 'বাক'। এ কারণে 'বা'আলাবাক' মিশ্রিত নাম হয়েছে। এটা সিরিয়ার একটা শহর।

টীকা-১১৭: তাঁর ইবাদত বর্জন করছো?

টীকা-১১৮: জাহান্নামে

টীকা-১১৯: অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায় থেকে আল্লাহ تَعَالٰی এর মনোনীত বান্দাগণ, যারা হযরত ইলইয়াস (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর উপর ঈমান এনেছে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে।

টীকা-১২০: শাস্তির মধ্যে।

টীকা-১২১: অর্থাৎ হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায়ের কাফিরগণকে।

টীকা-১২২: হে মক্কাবাসীগণ।

টীকা-১২৩: অর্থাৎ নিজেদের সফরসমূহে রাত-দিন তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করছো।

টীকা-১২৪: যে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে?

টীকা-১২৫: হযরত ইবনে আব্বাস ও ওয়াহাবের অভিমত হচ্ছে- হযরত য়ূনুস (عَلَيْهِ السَّلَام) আপন সম্প্রদায়কে শাস্তির ওয়াদা দিয়েছিলেন। তাতে বিলম্ব হয়েছিলো। সুতরাং তিনি তাদের নিকট থেকে গোপনে বের হয়ে গেলেন এবং তিনি সামুদ্রিক সফরের ইচ্ছা করলেন। নৌযানে সাওয়ার হলেন। সমুদ্রের মাঝখানে নৌযান থেমে গেলো। কিন্তু তা থেমে যাবার কোন প্রকাশ্য কারণ বিদ্যমান ছিলো না। মাল্লাগণ বললো, "এ কিস্তীতে আপন মুনিব থেকে পলায়নকারী কোন গোলাম আছে। লটারী টানলে তা প্রকাশ পাবে।" লটারীর আয়োজন করা হলো তখন তাঁরই নাম বের হলো। তখন তিনি বললেন, "আমিই ঐ গোলাম হই।" এবং তাঁকে পানিতে নিক্ষেপ করা হলো। কেননা, প্রথা এ ছিলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পলাতক গোলামকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হতোনা ততক্ষণ পর্যন্ত নৌযান চলতো না।

টীকা-১২৬: যে, কেন বের হওয়ার ত্বরা করলেন এবং সম্প্রদায়ের নিকট থেকে পৃথক হবার ক্ষেত্রে কেন আল্লাহ এর নির্দেশের অপেক্ষা করলেন না।

টীকা-১২৭: অর্থাৎ আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে এবং মাছের পেটের ভিতর (لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) পাঠকারী।

টীকা-১২৮: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত

টীকা-১২৯: মাছের পেট থেকে বের হয়ে আশি দিন অথবা তিন দিন অথবা সাত দিন অথবা চল্লিশ দিন পর

টীকা-১৩০: অর্থাৎ মাছের পেটের ভিতর থাকার কারণে তিনি এমন দুর্বল, হালকা-পাতলা ও নাজুক হয়ে পড়েছিলেন যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর হয়ে থাকে। শরীরের চামড়া নরম হয়ে গিয়েছিলো, শরীরের উপর লোম বাকী থাকে নি।

টীকা-১৩১: ছায়া দান করা ও মাছি থেকে রক্ষা করার জন্য।

১৩৩: এবং নিশ্চয় লূত পয়গাম্বরদের অন্যতম।	وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪: যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছি,	اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫: কিন্তু এক বৃদ্ধা, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো (১২০)।	اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾
১৩৬: অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি ধ্বংস করে ফেলেছি (১২১)।	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭: এবং নিশ্চয় তোমরা (১২২) তাদেরকে অতিক্রম করছো সকালে।	وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮: এবং রাতে (১২৩)। তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (১২৪)?	وَبِالَّيْلِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

রুকূ'-৫

১৩৯: এবং নিশ্চয় ইউনুসও পয়গাম্বরদের অন্যতম।	وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾
১৪০: যখন বোঝাই নৌ-যানের দিকে বের হয়ে পড়েছিলো (১২৫)।	اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾
১৪১: অতঃপর লটারীতে যোগদান করলো। সুতরাং সে নিক্ষিপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾
১৪২: অতঃপর তাকে মৎস্য গিলে ফেললো এবং সে নিজেকে নিজে তিরস্কার করতে লাগলো (১২৬)।	فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾
১৪৩: তবে যদি সে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী না হতো (১২৭),	فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾
১৪৪: তবে অবশ্যই সেটার পেটে অবস্থান করতো ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন লোকদেরকে উঠানো হবে (১২৮)।	لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾
১৪৫: অতঃপর আমি তাকে (১২৯) তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিলো অসুস্থ (১৩০)।	فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾
১৪৬: এবং আমি তার উপর (১৩১) লাউ গাছ উদগত করেছি (১৩২)।	وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾

টীকা-১৩২: কদুর লতা, যা মাটির উপর ছড়ায়। কিন্তু সেটা তাঁর মু'জিযা ছিলো যে, ঐ লাউ গাছ কাণ্ড সম্পন্ন বৃক্ষের ন্যায় শাখা-প্রশাখা ধারণ করছিলো

সেটার বড় বড় পাতার ছায়ায় তিনি আরাম করছিলেন। আর আল্লাহ এর নির্দেশে প্রত্যহ একটা ছাগী আসতো আর আপন স্তন্য হযরতের মুখ মুবারকে দিয়ে তাঁকে সকাল সন্ধ্যায় দুধ পান করায়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত শরীর মুবারকের ত্বক শরীফ শক্ত হলো। শরীরের নির্দিষ্ট স্থান গুলোতে লোম মুবারক গজালো। আর বরকতময় শরীরে শক্তি ফিরে আসলো।

বাংলা	আরবি
১৪৭: এবং আমি তাকে (১৩৩) লক্ষ মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছি, বরং আরো অধিক।	وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿۱۴۷﴾
১৪৮: অতঃপর তারা ঈমান এনেছিলো (১৩৪), তারপর আমি তাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম (১৩৫)।	فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۱۴۸﴾
১৪৯: সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তোমাদের প্রতিপালকের জন্য কি কন্যাগণ (১৩৬) আর তাদের জন্য পুত্রগণ (১৩৭)?'	فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿۱۴۹﴾
১৫০: অথবা আমি কি ফিরিশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি আর তখন তারা উপস্থিত ছিলো (১৩৮)?	اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾
১৫১: শুনছো! নিশ্চয় তারা তাদের মিথ্যাপবাদ থেকেই বলছে	اَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾
১৫২: যে, 'আল্লাহর সন্তান আছে' এবং নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۵۲﴾
১৫৩: তিনি কি কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন পুত্র সন্তান ছেড়ে?	اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿۱۵۳﴾
১৫৪: তোমাদের কী হয়েছে? কেমন বিচার করছো (১৩৯)?	مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۱۵۴﴾
১৫৫: তবে কি তোমরা ধ্যান করছোনা। (১৪০)?	اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۵﴾
১৫৬: অথবা তোমাদের জন্য কি কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?	اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵۶﴾
১৫৭: সুতরাং আপন কিতাব আনো (১৪১) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۵۷﴾
১৫৮: এবং তাঁর মধ্যে ও জ্বীনদের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করেছে (১৪২) এবং নিশ্চয় জ্বীনদের জানা আছে যে, তাদেরকে (১৪৩) অবশ্যই উপস্থিত করা হবে (১৪৪),	وَ جَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾
১৫৯: পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য ঐসব কথা থেকে যেগুলো তারা বলে,	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۵۹﴾
১৬০: কিন্তু আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (১৪৫)।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۱۶۰﴾
১৬১: সুতরাং তোমরা এবং যা কিছুর তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত পূজা করছো (১৪৬),	فَاِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۶۱﴾
১৬২: তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকেও বিভ্রান্তকারী নও (১৪৭),	مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿۱۶۲﴾
১৬৩: কিন্তু তাকে, যে প্রজ্জ্বলিত আগুনে	اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۶۳﴾

টীকা-১৩৩: পূর্বের ন্যায় মসূল-ভূমিতে 'নিনওয়া' সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-১৩৪: শাস্তির চিহ্নসমূহ দেখে। (এর বর্ণনা সূরা ইয়ূনুসের দশম রুকূ'তে গত হয়েছে। আর এই ঘটনার বিবরণ সূরা আম্বিয়ার ষষ্ঠ রুকূ'তে এসেছে।)

টীকা-১৩৫: অর্থাৎ তাদের শেষ বয়স পর্যন্ত তাদেরকে সুখে স্বাচ্ছন্দে রেখেছি। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ تَعَالٰى আপন হাবীবে আকরাম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে, আপনি মক্কার কাফিরদেরকে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করুন। সুতরাং ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-১৩৬: যেমন জুহায়নাহ ও বনী সালমাহ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কাফিরদের বিশ্বাস যে, 'ফিরিশতাগণ খোদার কন্যা'।

টীকা-১৩৭: অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো তারা কন্যা সন্তান ভালবাসছেনা, বরং মন্দজ্ঞান করছে আর এমনসব বস্তুকে আবার খোদার দিকে সম্পৃক্ত করছে।

টীকা-১৩৮: প্রত্যক্ষ করছিলো? কেন এমন অনর্থক কথাবার্তা বলে?

টীকা-১৩৯: যা অন্যায় ও বাতিল।

টীকা-১৪০: এবং এতটুকুও বুঝেনা যে, আল্লাহ تَعَالٰى সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে।

টীকা-১৪১: যাতে এ সনদ থাকে।

টীকা-১৪২: যেমন কোন কোন মুশরিক বলেছিলো যে, আল্লাহ تَعَالٰى জ্বীন জাতির মধ্যে শাদী করেছেন। তা থেকে ফিরিশতা পয়দা হয়েছে। (আল্লাহ এরই আশ্রয়।) কেমন মহা কুফর অবলম্বন করেছে!

টীকা-১৪৩: অর্থাৎ ঐ অনর্থক উক্তিকারীগণ

টীকা-১৪৪: জাহান্নামে শাস্তির জন্য।

টীকা-১৪৫: ঈমানদার আল্লাহ এর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করে। ঐ সমস্ত উক্তি থেকে, যেগুলো এ হতভাগা কাফিরগণ বলে থাকে।

টীকা-১৪৬ অর্থাৎ তোমাদের মুহূর্তে একচ্ছত্র ভাবে সবাই, তারা এবং

টীকা-১৪৭: পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

অনুবাদ	আয়াত
প্রবেশকারী (১৪৮)। ১৬৪: এবং ফিরিশতাগণ বলে, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের একটা স্থান নির্ধারিত রয়েছে (১৪৯),	وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾
১৬৫: এবং নিশ্চয় আমরা পাখা সম্প্রসারিত করে নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।	وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬: এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'	وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭: এবং নিশ্চয় তারা বলতো (১৫০),	وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮: 'যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ থাকতো (১৫১),	لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯: তবে, আমরা অবশ্যই আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (১৫২)।'	لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০: অতঃপর তারা সেটার অস্বীকারকারী হলো, সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা জেনে নেবে (১৫৩)।	فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾
১৭১: এবং নিশ্চয় আমার বাণী পূর্বে স্থির হয়েছে আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾
১৭২: যে, নিশ্চয় তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।	اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩: এবং নিঃসন্দেহে আমারই বাহিনী (১৫৪) বিজয়ী হবে।	وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪: সুতরাং একটা কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১৫৫)।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾
১৭৫: এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন যে, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে (১৫৬)।	وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾
১৭৬: তবে কি তারা আমার শাস্তি কে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭: অতঃপর যখন নেমে আসবে তাদের আঙ্গিনায় তখন সতর্কীকৃতদের কতই মন্দ প্রভাত হবে।	فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮: এবং কিছু কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾
১৭৯: এবং অপেক্ষা করুন যে, তারা অনতিবিলম্বে প্রত্যক্ষ করবে।	وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾
১৮০: পবিত্রতা আপনার প্রতিপালকের জন্য, মহাসম্মানিত প্রতিপালকের জন্য- তাদের উক্তি সমূহ থেকে (১৫৭)।	سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১: এবং শান্তি বর্ষিত হোক পয়গাম্বগণের প্রতি (১৫৮),	وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২: এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক।★	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

টীকা-১৪৮: যাদের ভাগ্যেই এটা রয়েছে যে, তারা আপন অপকর্মের কারণে জাহান্নামের উপযোগী হবে।

টীকা-১৪৯ যাতে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) বলেন যে, আসমানসমূহে এক বিঘত পরিমাণ স্থানও এমন নেই, যাতে কোন না কোন ফিরিশতা নামায আদায় করছেন না অথবা আল্লাহ এর 'তাসবীহ' পাঠ করছেন না।

টীকা-১৫০: অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার কাফির ও মুশরিকগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর শুভাগমনের পূর্বে বলতো যে,

টীকা-১৫১: কোন কিতাব পাওয়া যেতো,

টীকা-১৫২: তাঁর নির্দেশ মেনে চলতাম এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদত পালন করতাম। অতঃপর যখন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক মর্যাদাবান ও অপ্রতিদ্বন্দী কিতাব তারা লাভ করলো, অর্থাৎ কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হলো-

টীকা-১৫৩: স্বীয় কুফরের পরিণাম।

টীকা-১৫৪: অর্থাৎ ঈমাদারগণ

টীকা-১৫৫: যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া না হয়।

টীকা-১৫৬: বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। যখন এ আয়াত অবর্তীর্ণ হলো, তখন কাফিরগণ ঠাট্টা ও বিদ্রুপ বশতঃ বললো, "এই শাস্তি কবে অবতীর্ণ হবে?" এর জবাবে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৫৭: যেগুলো কাফিরগণ তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকে এবং তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে।

টীকা-১৫৮: যারা মহামহিম আল্লাহ এর তরফ থেকে তাওহীদ ও শারীয়াতের বিধানাবলী প্রচার করেন। মানবীয় মর্যাদাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে যে, নিজে পরিপূর্ণ হবে এবং অপরকেও পরিপূর্ণ করবে। এই মর্যাদা নাবীগণেরই। (عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام)। সুতরাং প্রত্যেকের উপর ঐসব হযরতের অনুসরণ ও তাঁদের ইক্বতিদা করা অপরিহার্য। *

টীকা-১: 'সূরা সোয়াদ'। এর অপর নাম 'সূরা দাঊদও'। এ সূরাটি মাক্কী, এতে পাঁচটি রুকু', আটাশিটি আয়াত, সাতশ বত্রিশটি পদ এবং তিন হাজার ছিষট্টিটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: যা মর্যাদাসম্পন্ন। এই বাণী অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
টীকা-৩: এবং নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এ কারণে, সত্য স্বীকার করে না।
টীকা-৪: অর্থাৎ আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে কত উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছি এই দাম্ভিকতা ও নাবীগণের বিরোধিতার কারণে
টীকা-৫: অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হবার সময় তারা ফরিয়াদ জানালো

সূরা স-দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা স-দ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আলাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৮৮, রুকূ'-৫

অনুবাদ	আয়াত
১: স-দ। এ নামকরা ক্বুরআনের শপথ (২)।	صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِؕ(۱)
২: বরং কাফির অহংকার ও বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে (৩)।	بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ(۲)
৩: আমি তাদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি (৪), অতঃপর তারা ফরিয়াদ করেছে (৫) এবং তখন পরিত্রাণের সময় ছিলো না (৬)।	كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّ لَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ(۳)
৪: এবং তারা এ কথার বিস্ময়বোধ করেছে তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে এক সতর্ককারী তাশরীফ এনেছেন (৭) এবং কাফিরগণ বললো, 'এ'তো যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।	وَ عَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ٘ وَ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌۖۚ(۴)
৫: সে কি বহু খোদাকে একটি খোদা করে দিলো (৮)? নিশ্চয় এটা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।'	اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۖۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ(۵)
৬: এবং তাদের মধ্যে থেকে সরদারগণ চলে গেলো (৯), 'তার নিকট থেকে চলে যাও! এবং নিজেদের খোদাগুলোর (বিশ্বাসের) উপর অটল থাকো। নিশ্চয় তাতে তার কোন উদ্দেশ্য আছে।'	وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَ اصْبِرُوْا عَلٰۤى اٰلِهَتِكُمْ ۖۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ(۶)

টীকা-৬: যেন মুক্তি পেতে পারে। ঐ সময়ের ফরিয়াদ নিষ্ফল ছিলো। মক্কার কাফিরগণ তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি।
টীকা-৭: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্ত ফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
টীকা-৮: শানে নুযূল: যখন হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন মুসলমানগণ খুশী হলেন। কিন্তু কাফিরগণ অতি দুঃখিত হলো। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ ক্বুরাঈশ বংশীয় নির্ভরযোগ্য ও নেতৃস্থানীয় পঁচিশজন লোককে একত্রিত করলো। অতঃপর তাদেরকে আবূ তালিবের নিকট নিয়ে এলো। আর তাঁকে বললো, "আপনি আমাদের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা আপনার নিকট এ জন্যই এসেছি যে, আপনি আমাদের ও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তাঁর দলের নিম্ন পর্যায়ের লোকেরা যেই বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রেখেছে তা আপনি জানেন।" আবূ তালিব হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ডেকে আরয করলেন, এরা আপনার সম্প্রদায়েরই লোক। তারা আপনার সাথে সন্ধি করতে চায়। আপনি তাদের দিক থেকে একটুও বিমুখ হবেন না। " বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "এরা আমার নিকট কি চায়?" তারা বললো, "আমরা এতটুকুই চাই যে, আপনি আমাদের ও আমাদের মূর্তিগুলোর সমালোচনা ছেড়ে দিন। আমরাও আপনার এবং আপনার মা'বূদের সমালোচনায় অগ্রসর হবো না।" হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ইরশাদ ফরমালেন, "তোমরা কি এমন একটা কালিমা গ্রহণ করতে পারো যেটা দ্বারা আরব ও অনারবের মালিক ও শাসক হয়ে যেতে পারবে? আবূ জাহল বললো, "একটা কেন, আমরা দশটা কালিমা গ্রহণ করতে পারবো।" বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন- বলো, "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ" - এ কথা শুনে ঐ সব লোক রাগান্বিত হয়ে উঠে গেলো, আর বলতে লাগলো, "তিনি কি বহু খোদাকে একটা মাত্র খোদা করে দিলেন? এতসব সৃষ্টির জন্য একটা মাত্র খোদা কিভাবে যথেষ্ট হতে পারে?" (নাঊযু বিল্লাহ।)
টীকা-৯: আবূ তালিবের মজলিস থেকে, পরস্পর এই বলতে লাগলো

টীকা-১০: খৃষ্টানগণও তো তিন খোদায় বিশ্বাসী। ইনি তো মাত্র একটা খোদা বলছেন।

টীকা-১১: মক্কাবাসীদের মনে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাবূয়্যাতের পদমর্যাদার প্রতি হিংসার সৃষ্টি হলো আর তারা বললো, "আমাদের মধ্যে অভিজাত ও সম্মানিত লোক মওজুদ ছিলো। তাদের মধ্যে কারো প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ হলো না। বিশেষ করে নাবীকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তাফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপরই অবতীর্ণ হলো।"

টীকা-১২: কারণ, তারা সেটার আনয়নকারী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অস্বীকার করে।

টীকা-১৩: যদি আমার শাস্তি ভোগ করে নিতো তবে, এ সন্দেহে, অস্বীকার ও হিংসা-বিদ্বেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। আর নাবী (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর সত্যায়ন করতো। কিন্তু তখনকার সত্যায়ন কোন উপকারে আসতো না।

টীকা-১৪: এবং নবুয়্যাতের চাবিসমূহ কি তাদের হাতেই রয়েছে যে, যাকেই চায় দিয়ে দেবে? তারা নিজেদেরকে কি মনে করে? তারা আল্লাহ تَعَالٰى ও তাঁর প্রভূত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ।

টীকা-১৫: তাঁর বাস্তব জ্ঞানের চাহিদানুসারে যাকে যা চান দান করেন। তিনি আপন হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে নাবূয়্যাত দান করেছেন। সুতরাং তাতে কারো হস্তক্ষেপ করার ও আপত্তি করার কি অবকাশ আছে?

টীকা-১৬: এমন ক্ষমতা থাকলে যাকে ইচ্ছা ওহীর সাথে খাস করে নিক। আর বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও নিজ হাতে নিয়ে নিক। যখন এমন কিছু নেই, তখন মহান প্রতিপালকের কার্যাদি ও আল্লাহ এর ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করছে কেন? সেগুলোর মধ্যে তাদের কি অধিকার আছে? কাফিরদেরকে জবাব দেয়ার পর আল্লাহ তাবারকা ওয়া تَعَالٰى আপন নাবী কারীম মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাথে সাহায্য ও সহযোগিতার ওয়াদা করেছেন।

টীকা-১৭: অর্থাৎ এই কুরাঈশ দল ঐ সব বাহিনীর মধ্যে একটা, যারা আপনার পূর্বেকার নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর মুক্বাবিলায় দল বেঁধে আসতো এবং সীমা লংঘন ও যুলুম-অত্যাচার করতো। ঐ কারণেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ تَعَالٰى আপন নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে খবর দিলেন যে, এই অবস্থা তাদেরই। তাদেরও পরাজয় হবে। বদরের যুদ্ধে তেমনই সংঘটিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র মনের শান্তনার জন্য পূর্ববর্তী নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ও তাঁদের সম্প্রদায়গুলোর কথা উল্লেখ করেন।

টীকা-১৮: যে কারো প্রতি ক্রোধাম্বিত হলে তাকে মাটির উপর শায়িত করে তার হাত পা চারটিই টেনে চতুর্দিকে খুঁটিগুলোর সাথে বেঁধে দেয়া হতো। অতঃপর তাকে পিটানো হতো এবং তার প্রতি নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হতো।

টীকা-১৯: যারা (আসহাবুল আয়কাহ বা অরণ্যবাসী) হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো।

* (اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ) (আসহাবুল আয়কাহ): এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে গহীন অরণ্যের অধিবাসী। হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বসবাস করতো বলে তাঁদেরকে "আসহাবুল আয়কাহ' বলা হয়। 'আয়কাহ' হচ্ছে মাদয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা। হযরত শুআ'ইব (عَلَيْهِ السَّلَام) এ দু'এলাকারই প্রতি প্রেরিত হন (নাবী ছিলেন)। (কাশশাফ ও জালালাঈন ইত্যাদি)

অনুবাদ	আয়াত
৭: এ কথাতো আমরা সর্বাপেক্ষা পরবর্তী দ্বীন খৃষ্টান ধর্মেও শুনিনি (১০)। এ'তো নিরেট নতুন মনগড়া উক্তি।	مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۖۚ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۖۚ﴿۷﴾
৮: আমাদের সবার মধ্য থেকে কি শুধু তাঁরই উপর কুরআন অবতীর্ণ হলো (১১)?' বরং তারা সন্দিহান আমার কিতাব সম্পর্কে (১২) বরং এখনো আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি (১৩)।	ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ؕ﴿۸﴾
৯: তারা কি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের খাজাঞ্চী (১৪)? তিনি সম্মানের মালিক, মহান দাতা (১৫)।	اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۚ﴿۹﴾
১০: তাদের জন্য কি আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব রয়েছে এবং যা কিছু সে দু'টির মধ্যখানে রয়েছে? থাকলে, রজ্জুসমূহ লটকিয়ে আরোহণ করুক (১৬)।	اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۟ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ ﴿۱۰﴾
১১: এতো এক লাঞ্ছিত বাহিনী ঐসব বাহিনীর মধ্য থেকে, যাকে সেখানেই তাড়িয়ে দেয়া হবে (১৭)।	جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ﴿۱۱﴾
১২: তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছে নূহের সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায় ও চৌ-পেরেক বিদ্ধকারী (১৮),	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۙ﴿۱۲﴾
১৩: এবং সামূদ ও লূতের সম্প্রদায় এবং বনবাসীগণ (১৯)।	وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ؕ

টীকা-২০: যারা নাবীগণের মুক্বাবিলায় দলবদ্ধ হয়ে এসেছে। মক্কার মুশরিকগণ এসব দলেরই অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-২১: অর্থাৎ ঐসব বিগত উম্মত নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) কে অস্বীকার করলো তখন তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেলো। সুতরাং ঐ সমস্ত দুর্বল লোকের কি অবস্থা হবে, যখন তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

টীকা-২২: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের প্রথম ফুৎকারের, যা তাদের শাস্তিরই মেয়াদকাল,

টীকা-২৩: এ উক্তিটা নাযার ইবনে হারিস বিদ্রূপবশতঃ করেছিলো। এর জবাবে আল্লাহ تَعَالٰی আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলেছেন যে,

হচ্ছে ঐসব দল (২০)।

১৪: তাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে রসলূগণকে অস্বীকার করেনি, অতঃপর আমার শাস্তি অবধারিত হয়েছে (২১)।

১৫: এবং এরা অপেক্ষা করছে এমন একটা বিকট শব্দের (২২), যাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

১৬: এবং বললো, 'হে প্রতিপালক! আমাদের প্রাপ্যাংশ আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও, হিসাব-নিকাশের পূর্বে (২৩) *

১৭: আপনি তাদের কথাগুলোর উপর ধৈর্য ধারণ করুন! এবং নি'মাতসমূহের অধিকারী আমার বান্দা দাঊদকে স্মরণ করুন (২৪), নিশ্চয় সে বড় প্রত্যাবর্তনকারী (২৫)।

১৮: নিশ্চয় আমি তার সাথে পর্বতকে অনুগত করে দিয়েছি যেন (সেগুলো) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে (২৬) সন্ধ্যায় ও সূর্য চমকিত হবার সময় (২৭),

১৯: এবং পক্ষীসমূহকে সমবেত করে (২৮), সবাই তাঁর অনুগত ছিলো (২৯),

২০: এবং আমি (৩০) এবং তাকে প্রজ্ঞা (৩১) ও মীমাংসাকারী বাগ্মিতা দিয়েছি (৩২),

২১: এবং আপনার নিকট (৩৩) কি ঐ অভিযোগকারীদের খবরও পৌঁছেছে, যখন তারা দেয়াল ডিঙিয়ে দাঊদের মাসজিদে এসেছিলো (৩৪)?

أُولٰٓئِكَ الۡاَحۡزَابُ (۱۳)

اِنۡ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (۱۴)

وَمَا يَنۡظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنۡ فَوَاقٍ (۱۵)

وَقَالُوۡا رَبَّنَا عَجِّلۡ لَّنَا قِطَّنَا قَبۡلَ يَوۡمِ الۡحِسَابِ (۱۶)

اِصۡبِرۡ عَلٰى مَا يَقُوۡلُوۡنَ وَاذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَيۡدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ (۱۷)

اِنَّا سَخَّرۡنَا الۡجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحۡنَ بِالۡعَشِيِّ وَالۡاِشۡرَاقِ (۱۸)

وَالطَّيۡرَ مَحۡشُوۡرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ (۱۹)

وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهٗ وَاٰتَيۡنٰهُ الۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ الۡخِطَابِ (۲۰)

وَهَلۡ اَتٰىكَ نَبَؤُا الۡخَصۡمِ ۘ اِذۡ تَسَوَّرُوا الۡمِحۡرَابَ (۲۱)

টীকা-২৪: যাঁকে ইবাদত করার খুব শক্তি প্রদান করা হয়েছিলো। তাঁর এ নিয়ম ছিলো যে, একদিন রোযা রাখতেন, একদিন রোযা ছেড়ে দিতেন আর রাতের প্রথম অর্ধাংশে ইবাদত করতেন। এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশ বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর অবশিষ্ট এক ষষ্ঠাংশ ইবাদতে অতিবাহিত করতেন।

টীকা-২৫: আপন প্রতিপালকের প্রতি।

টীকা-২৬: হযরত দাউদ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর তাসবীহ পাঠের সাথে।

টীকা-২৭: এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ تَعَالٰی হযরত দাউদ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর জন্য পর্বতমালাকে এমনই অনুগত করেছিলেন যে, যেখানেই তিনি ইচ্ছা করতেন, সঙ্গে নিয়ে যেতেন। (মাদারিক)

টীকা-২৮: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত দাউদ (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাসবীহ পাঠ করতেন, তখন পর্বতমালাও তাঁর সাথে আল্লাহ এর তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা বাক্য) পাঠ করতেন। আর পাখীগুলোও তাঁর সাথে সমবেত কণ্ঠে তাসবীহ পাঠ করতেন।

টীকা-২৯: পর্বতমালাও, পাখীগুলোও।

টীকা-৩০: সৈন্য-বাহিনীর আধিক্য ও প্রাচুর্য দান করে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا) বলেন, "পৃথিবী পৃষ্ঠের বাদশাহগণের মধ্যে হযরত দাউদ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর রাজত্ব খুব সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ছিলো। ছত্রিশ হাজার পুরুষ তাঁর মেহরাবের (সিংহাসন) পাহারায় নিয়োজিত ছিলো।

টীকা-৩১: অর্থাৎ নবুয়্যাত। কোন কোন তাফসীরকারক 'হিক্বমত'-এর তাফসীর 'ন্যায় বিচার' দ্বারা করেছেন। কেউ কেউ করেছেন 'আল্লাহ এর কিতাবের জ্ঞান ' দ্বারা। কেউ কেউ 'ধর্মীয় বিষয়ের বুঝশক্তি' দ্বারা আর কেউ 'সুন্নাহ' দ্বারা করেছেন (জুমাল)।

টীকা-৩২: 'মীমাংসাকারী বাগ্মিতা' দ্বারা বিচার সম্বন্ধীয় জ্ঞান, যা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়

টীকা-৩৩: হে বিশ্বকুল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৩৪: এ আগমনকারীগণ, প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে ফিরিশতাগণই ছিলেন যাঁরা হযরত দাউদ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর পরীক্ষার জন্য এসেছিলেন।

টীকা-৩৫: তাদের এই উক্তি একটা মাসআলাকে কাল্পনিকরূপে উপস্থাপন করে 'জবাব' লাভ করার উদ্দেশ্যেই ছিলো। বস্তুতঃ কোন মাসআলা সম্পর্কে সমাধান জানার জন্য কাল্পনিকভাবে কোন (ঘটনা রচনা করে নেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি সেটার সম্বন্ধ রচনা করা হয় এবং যাতে মাসআলাটার বিবরণ খুব স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় এবং সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এখানে মাসআলার যেই প্রকৃতি এই ফিরিশতাগণ পেশ করলেন তাতে উদ্দেশ্য ছিলো ঐ বিষয়ের প্রতি হযরত দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই, যার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন। তা এই ছিলো যে, তাঁর নিরানব্বই স্ত্রী ছিলো। এরপর তিনি আরো এক মহিলার প্রতি বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, যার প্রতি একজন মুসলমান তাঁর পূর্বেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর বিবাহ-প্রস্তাব পৌঁছার পর মহিলার অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনগণ অন্য প্রস্তাবদাতার প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করবে কেন? তারা তাঁর পক্ষে রাজি হয়ে গেলো এবং তাঁর সাথে বিয়ে হয়ে গেলো।

অপর এক অভিমত এও আছে যে, ঐ মুসলমানের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো। তিনি ঐ মুসলমানের নিকট আপন আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন আর এটাই চেয়েছিলেন যেন সে আপন স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়। লোকটা তাঁর খাতিরে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি ও তালাক্ব দিয়ে দিলো। অতঃপর তাঁর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলো।

বস্তুতঃ ঐ যুগের এই প্রথা ছিলো যে, যদি কোন ব্যক্তির মনে কারো স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ হতো, তবে তার নিকট দাবী করে তালাক্ব প্রদান করানো হতো এবং ইদ্দতপূর্তির (তালাকোত্তর অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্ধারিত মেয়াদকাল) পর বিবাহ করে নিতো। এটা না শারীয়াত মতে অবৈধ ছিলো, না সে যুগের প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী ছিলো। কিন্তু নাবীর মর্যাদা বহু উচ্চ ও উন্নত হয়। এ কারণে, এটা তাঁর উন্নত মর্যাদারজন্য শোভা পাচ্ছিলোনা। সুতরাং আল্লাহ تَعَالٰى এর ইচ্ছা হলো যে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং সেটার কারণও এভাবে সৃষ্টি করলেন যে, ফিরিশতাগণ বাদী ও বিবাদীর রূপে তাঁর সম্মুখস্থ হলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি বুযুর্গ লোকদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হয় এবং তাঁর জন্য শোভা পায়না- এমন কোন কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে আদব হলো এই বিরূপ অভিযোগের ভাষা ব্যবহার করবে না, বরং ঐ ঘটনার মত একটা ঘটনা রচনা করে সেই সম্পর্কে প্রশ্নকারী ও ফতোয়াপ্রার্থী ও জানতে ইচ্ছুক হয়ে প্রশ্ন করবে এবং তাঁর মহত্ব ও সম্মানের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করবে। এ কথাও জানা যায় যে, মহামহিম মালিক ও মুনিব আল্লাহ تَعَالٰى আপন নাবীগণের সম্মান এভাবেই রক্ষা করেন যে, তাদেরকে কোন বিষয় অবহিত করার জন্য ফিরিশতাগণকে এমন আদবের সাথে হাযির হবার নির্দেশ দেন।

২২: যখন তারা দাঊদের নিকট প্রবেশ করলো, তখন সে তাদের কারণে ভীত হয়ে পড়লো। তারা আরয করলো, 'ভয় করবেন না, আমরা দু'টি দল, একে অপরের প্রতি যুলুম করেছে (৩৫)। সুতরাং আমাদের মধ্যে সত্য ফায়সালা করে দিন এবং ন্যায়ের পরিপন্থী করবেন না (৩৬) আর আমাদেরকে সোজা পথ বাতলিয়ে দিন।'	اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿۲۲﴾
২৩: নিশ্চয় এ আমার ভাই (৩৭)। তার নিকট নিরানব্বইটা মাদী দুম্বা, আর আমার নিকট একটা মাত্র মাদী দুম্বা, এখন এ বলছে, 'তাও আমাকে হস্তান্তর করে দাও এবং কথায় আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছে।'	اِنَّ هٰذَاۤ اَخِیْ ۟ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِیَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۟ فَقَالَ اَكْفِلْنِیْهَا وَعَزَّنِیْ فِی الْخِطَابِ ﴿۲۳﴾
২৪: দাঊদ বললেন, 'নিশ্চয় এ তোমার প্রতি অন্যায় করছে যে, তোমার মাদী দুম্বটাও তার মাদী দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছে। এবং নিশ্চয় অধিকাংশ শরীক একে অপরের প্রতি যুলুম করে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, এবং তারা খুবই স্বল্প সংখ্যক লোক (৩৮)।' এখন দাঊদ বুঝতে পেরেছে যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি (৩৯), তখন আপন	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَیَبْغِیْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِیْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ

টীকা-৩৬: যার ভুল হয়েছে তার চেহারার দিকে লক্ষ্য না করে তার বিচারের রায় দিয়ে দিন।

টীকা-৩৭: অর্থাৎ ধর্মীয় ভাই।

টীকা-৩৮: হযরত দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর এ কথোপকথন শুনে ফিরিশতাদের মধ্য থেকে একে অপরের দিকে দেখলেন এবং মৃদু হেসে তাঁরা আসমানের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

টীকা-৩৯: এবং 'মাদী দুম্বা' ছিলো একটা ইঙ্গিতসূচক শব্দ মাত্র, যা দ্বারা 'স্ত্রীর' কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, নিরানব্বইটি স্ত্রী তাঁর নিকট থাকা সত্ত্বেও আরো একটি স্ত্রীর প্রতি তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে মাদী দুম্বার উপমা দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। যখন তিনি এটা বুঝতে পারলেন,

টীকা-৪০: মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে রুকূ' করা সাজদা-ই-তিলাওতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়, যদি নিয়্যাত করা হয়।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ (۲۴) فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ (۲۵)

প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চেয়েছে এবং সাজদায় লুটিয়ে পড়েছে ও ফিরে এসেছে (৪০)।
২৫: অতঃপর আমি তাকে তা ক্ষমা করেছি। এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে অবশ্যই নৈকট্য ও ভাল ঠিকানা রয়েছে। (সাজদাহ্-১০)

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ (۲۶)

২৬: হে দাঊদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি (৪১)। সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে সঠিক ফয়সালা করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়, ঐসব লোক, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এ জন্য যে, তারা হিসাব-নিকাশের দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে (৪২)।

রুকূ'-৩

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ (۲۷)

২৭: এবং আমি আসমান, যমীন ও যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা (৪৩)। সুতরাং কাফিরদের দুর্ভোগ আগুন থেকেই।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؗ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ (۲۸)

২৮: আমি কি ঐসব লোককে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরই মত করে দেবো, যারা যমীনের মধ্যে সন্ত্রাস বিস্তার করেছে? অথবা আমি খোদাভীরুদেরকে অসৎ পাপীদের সমান স্থির করবো (৪৪)?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْۤا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ (۲۹)

২৯: এটা এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি (৪৫), বারাকাতময়, যাতে তারা সেটার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা উপদেশ মান্য করে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ (۳۰)

৩০: এবং আমি দাঊদকে (৪৬) সুলায়মানকে দান করেছি। কতই উত্তম বান্দা। নিশ্চয় সে অতিশয় প্রত্যাবর্তনকারী (৪৭)।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ (۳۱)

৩১: যখন তাঁর সামনে পেশ করা হলো তিপ্রহরে (৪৮) (ঐ অশ্বরাজিকে,) যে গুলোকে থামালে তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয় চতুর্থ ক্ষুরের প্রান্ত মাটিতে লাগানো অবস্থায়। আর ধাবিত করলে বাতাস হয়ে যায় (৪৯)।

فَقَالَ اِنِّىْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ۚ حَتّٰى

৩২: অতঃপর সুলায়মান বললো, 'আমার নিকট ঐ ঘোড়াগুলোর ভালবাসা পছন্দ হলো আপন প্রতিপালকের স্মরণের জন্য (৫০)। অতঃপর সেগুলোকে ধাবিত করার নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত সেগুলো দৃষ্টির অন্তরালে

টীকা-৪১: সৃষ্টির ব্যবস্থাপনার জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং আপনার নির্দেশ তাদের মধ্যে কার্যকর করেছেন।
টীকা-৪২: এবং এ কারণে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। যদি তাদের বিচার-দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতো তবে দুনিয়াতেই ঈমান নিয়ে আসতো।
টীকা-৪৩: যদিও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলে না যে, আসমান ও যমীন এবং সমগ্র দুনিয়া অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু যখন পুনরুত্থান ও প্রতিদানের বিষয়কে অস্বীকারকারী হয়েছে, তখন ফলশ্রুতি এই হলো যে, তারা দুনিয়ার সৃষ্টিকে অনর্থক ও নিষ্ফল মনে করে।
টীকা-৪৪: একথা সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা-বিরোধী। আর যে ব্যক্তি প্রতিদানের বিষয়কে অস্বীকার করে সে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও সংশোধনকারী এবং পাপী ও পরহেযগারকে সমান সাব্যস্ত করবে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করবে না, কাফিরগণ এই অজ্ঞতার মধ্যেই আটকা পড়ে রয়েছে।
শানে নুযূলঃ কুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "আখিরাতে যে সব নি'মাত তোমরা লাভ করবে আমরাও তা পাবো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, সৎ ও অসৎ, মু'মিন ও কাফিরকে এক সমান করে দেয়া প্রজ্ঞার চাহিদা নয়, বরং এটা কাফিরদের ভ্রান্ত-ধারণাই।
টীকা-৪৫: অর্থাৎ কুরআন শরীফ
টীকা-৪৬: প্রিয় সন্তান
টীকা-৪৭: আল্লাহ تَعَالٰی এর প্রতি এবং সব সময় আল্লাহ এর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা এবং স্মরণেই রত আছেন।
টীকা-৪৮: যোহরের পর এমন সব ঘোড়া,
টীকা-৪৯: এগুলো হাজার ঘোড়া ছিলো, যে গুলো জিহাদের জন্য, হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সামনে পরিদর্শনের নিমিত্ত যোহরের পর পেশ করা হয়েছিলো।
টীকা-৫০: প্রতি আল্লাহ এর সন্তুষ্টি এবং দ্বীনের শক্তি ও সমর্থনের নিমিত্ত ভালবাসা রাখি, সেগুলোর প্রতি আমার ভালবাসা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়। (তাফসীর-ই-কাবীর)

টীকা-৫১: অর্থাৎ চোখের আড়ালে চলে গেলো,
টীকা-৫২: এবং এই হাত বুলানোর কতগুলো কারণ ছিলো, যথা-
এক) ঘোড়াগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করা, কারণ, সেগুলো শত্রুর মুকাবিলায় উত্তম সহায়ক।
দুই) রাজ্যের বিষয়াদি নিজেই দেখাশুনা করা, যেন সমস্ত কর্মচারীও স্বীয় কর্তব্য পালনে প্রস্তুত থাকে।
তিন) তিনি ঘোড়ার অবস্থাদি, সে গুলোর রোগ ব্যাধি এবং দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সর্বাধিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে সেগুলোর অবস্থাদি পরীক্ষা করছিলেন।
কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতগুলোর তাফসীর বা ব্যাখ্যায় বহু অবাস্তব কথাবার্তা লিখে দিয়েছেন, যেগুলো সত্যতার পক্ষে কোন প্রমান নেই বস্তুতঃ সেগুলো নিছক গল্প মাত্র, যেগুলো মজবুত প্রমাণাদির সম্মুখে কোন মতেই গ্রহণযাগ্য নয়। আর এ তাফসীর, যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ এরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাফসীর-ই-কবীর)

تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ

অদৃশ্য হয়ে গেলো (৫১)।

৩৩: অতঃপর নির্দেশ দিলো, 'সে গুলোকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনো।' অতঃপর সে গুলোর গোছ ও গর্দানগুলোর উপর হাত বুলাতে লাগলো (৫২)

৩৪: এবং নিশ্চয় আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম (৫৩) এবং তার সিংহাসনের উপর একটা প্রাণহীন ধড় রেখে দিলাম (৫৪), অতঃপর প্রত্যাবর্তন করলো (৫৫)।

৩৫: আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয় (৫৬), নিশ্চয় তুমি বড়ই দাতা।'

৩৬: অতঃপর আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার নির্দেশে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো (৫৭), যেখানেই সে চাইতো,

৩৭: এবং প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী (৫৮) এবং ডুবুরীদেরকে (৫৯),

৩৮: এবং আরো অনেককে আবদ্ধাবস্থায় (৬০)।

৩৯: এটা আমার দান। এখন তুমি ইচ্ছা

টীকা-৫৩: বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ইরশাদ ফরমান- হযরত সুলায়মান (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বলেছিলেন, "আমি আজ রাতে আমার নব্বই বিবির সাথে সাক্ষাত করবো, এর ফলে প্রত্যেক বিবিই গর্ভবতী হবে। প্রত্যেকের গর্ভে আল্লাহ এর রাস্তায় জিহাদকারী অশ্বারোহী সন্তান জন্ম নেবে।" কিন্তু এ কথা বলার সময় বারাকাতময় মুখে 'ইনশাল্লাহ' বলেন নি। খুব সম্ভব, হযরত এমন কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, যার ফলে সেদিকে খেয়াল ছিলো না। সুতরাং কোন স্ত্রীই গর্ভবতী হয়নি, একটি মাত্র ব্যতীত। তার গর্ভেও এক অসম্পূর্ণ গড়নের শিশু জন্ম লাভ করলো।
বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "যদি হযরত সুলায়মান, 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তবে ঐ সব স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তানই জন্মলাভ করতো। আর তারা আল্লাহ এর পথে জিহাদ করতো। (বুখারী, ১৩শ পারাঃ কিতাবুল আম্বিয়া)
টীকা-৫৪: অর্থাৎ অসম্পূর্ণ গড়নের শিশু।
টীকা-৫৫: আল্লাহ تَعَالٰى এর প্রতি, আল্লাহ এর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে, ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যাবার কারণে এবং হযরত সুলাইমান (عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ এর দরবারে
টীকা-৫৬: এতে উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এমন রাজ্য তার জন্য মু'জিযা হোক।
টীকা-৫৭: অনুগত বেশে
টীকা-৫৮: যে তাঁরই নির্দেশে ও তাঁর ইচ্ছা মুতাবিক অত্যাশ্চর্য ও দুর্লভ প্রাসাদসমূহ নির্মান করতো
টীকা-৫৯: যে তার জন্য সমুদ্র থেকে মুক্তা তুলে আনতো। দুনিয়ায় সর্বপ্রথম সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণকারী তিনিই।
টীকা-৬০: অবাধ্য শয়তানকেও তাঁর বশীভূত করে দেয়া হয়, যাদেরকে তিনি শিক্ষা দান করার জন্য ফ্যাসাদ-বিপর্যয় থেকে বাধা দানের জন্য বেড়ী ও শিকল বেঁধে বন্দী রাখতেন।

টীকা-৬১: যাকে চাও।

টীকা-৬২: যে কারো থেকে চাও। অর্থাৎ দেয়া কিংবা না দেয়ার অধিকার আপনাকে দেয়া হয়েছে-যেমন ইচ্ছা তেমনই করুন।

অনুবাদ	আয়াত
করলে অনুগ্রহ করো (৬১) অথবা রুখে দাও (৬২)। তোমার উপর কোন হিসাব নেই।	أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)
৪০: এবং নিশ্চয় তার জন্য আমার দরবারে অবশ্যই নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা রয়েছে।	وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (٤٠)
রুকূ'-৪	
৪১: এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিলো, 'আমাকে শয়তান যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে (৬৩)।'	وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ۘ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١)
৪২: আমি বললাম, 'আপন পদ দ্বারা ভূমিকে আঘাত করো (৬৪)।' এটা হচ্ছে সুশীতল প্রস্রবণ গোসলের ও পান করার জন্য (৬৫)।'	ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢)
৪৩: এবং আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন এবং তাদের সমসংখ্যক আরো অধিক দান করলাম আপন অনুগ্রহ প্রদর্শনরূপে (৬৬) এবং বোধশক্তিসম্পন্নদের উপদেশের জন্য।	وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣)
৪৪: এবং বললাম, 'আপন হাতে একটা ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা আঘাত করো (৬৭) এবং শপথ ভঙ্গ করো না।' নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। কতই উত্তম বান্দা (৬৮)! নিশ্চয় সে অতি প্রত্যাবর্তনকারী।	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٤)
৪৫: এবং স্মরণ করুন! আমার বান্দাগণ- ইব্রাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব- ক্ষমতা ও জ্ঞানসম্পন্নদেরকে (৬৯)।	وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥)
৪৬: নিশ্চয় আমি তাদেরকে এক খাঁটি বাণী দ্বারা স্বাতন্ত্র (বিশেষত্ব) দান করেছি, তা হচ্ছে ঐ জগতের স্মরণ (৭০)।	إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)
৪৭: এবং নিশ্চয় তারা আমার নিকট মনোনীত পছন্দনীয়।	وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٤٧)
৪৮: এবং স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইয়াসা' ও যুল-কিফলকে (৭১) এবং সবই সজ্জন।	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٨)
৪৯: এটা উপদেশ এবং নিশ্চয় (৭২) খোদাভীরুদের ঠিকানা,	هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (٤٩)
৫০: উত্তম বসবাসের বাগান। সেগুলোর সমস্ত দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত।	جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠)
৫১: সে গুলোর মধ্যে হেলান দিয়ে (৭৩), সে গুলোর মধ্যে প্রচুর ফলমূল ও পানীয় চাইবে।	مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥١)
৫২: এবং তাদের নিকট এমনসব স্ত্রী রয়েছে যারা আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কারো দিকে	وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ

টীকা-৬৩: শরীর ও সম্পদে। এটা দ্বারা তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়া ও এর যন্ত্রণাদি বুঝানো হয়েছে। (এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 'সূরা আম্বিয়ার ষষ্ঠ রুকূ'তে গত হয়েছে)

টীকা-৬৪: সুতরাং তিনি মাটিতে পদাঘাত করলেন। ফলে, তা থেকে একটা মিষ্ট পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। আর তাকে বলা হলো-

টীকা-৬৫: অতএব, তিনি তা থেকে পান করলেন এবং গোসল করলেন। ফলে, সমস্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন রোগ-ব্যাধি এবং যন্ত্রণা ও কষ্ট দূরীভূত হয়ে গেলো।

টীকা-৬৬: সুতরাং বর্ণিত আছে যে, তাঁর যেসব সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিলো আল্লাহ تَعَالٰى তাদেরকেও জীবিত করলেন এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে তত সংখ্যক আরো দান করলেন।

টীকা-৬৭: আপন বিবিকে, যাকে একশ'টা বেত্রাঘাত করার শপথ করেছিলেন দেরীতে হাযির হবার কারণে।

টীকা-৬৮: অর্থাৎ হযরত আইয়ুব (عَلَيْهِ السَّلَام)।

টীকা-৬৯: যাকে আল্লাহ تَعَالٰى জ্ঞানগত ও কর্মগত প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আপন মা'রিফাত (পরিচিতি লাভ) ও আনুগত্য করার শক্তি দান করেছেন।

টীকা-৭০: অর্থাৎ পরকালের। তা লোকদেরকে এরই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অধিক পরিমাণে তাকে স্মরণ করে। দুনিয়ার ভালবাসা তাদের অন্তরসমূহে স্থান পায়নি।

টীকা-৭১: অর্থাৎ তাদের মর্যাদাসমূহ ও তাদের কথা, যাতে তাদের পবিত্র স্বভাবগুলো থেকে লোকেরা সৎকর্মের আগ্রহ অর্জন করে। আর 'যুল-কিফল' নাবী ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।

টীকা-৭২: পরকালে

টীকা-৭৩: কারুকার্যকৃত আসনগুলোর উপর,

টীকা-৭৪: অর্থাৎ সবাই বয়সে সমান। অনুরূপভাবে, সৌন্দর্য ও যৌবনে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা রাখবে, না একে অপরের প্রতি শত্রুতা, না ঈর্ষা এবং না হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে।

চোখ তুলে দেখে না, একই বয়সের (৭৪)।	الطَّرْفِ اَتْرَابٌ(۵۲)
৫৩: এটা হচ্ছে তা-ই, যেটার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় হিসাব-নিকাশের দিবসে।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ(۵۳)
৫৪: এটা আমার রিযক্ব, যা কখনো নিঃশেষ হবে না (৭৫)।	اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ(۵۴)
৫৫: তাদের জন্য তো এটাই (৭৬)। এবং নিশ্চয় অবাধ্যদের নিকৃষ্টতম ঠিকানা-	هٰذَا ؕ وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ(۵۵)
৫৬: জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবিষ্ট হবে, সুতরাং কতই মন্দ বিছানা (৭৭)।	جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ(۵۶)
৫৭: তাদের জন্য এটাই, অতঃপর সেটা ভোগ করবে- ফুটন্ত পানি ও পুঁজ (৭৮)।	هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ(۵۷)
৫৮: এবং এই আকৃতির আরো বহু জোড়া (৭৯)।	وَّ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ(۵۸)
৫৯: তাদেরকে বলা হবে, 'এটা অন্য এক বাহিনী, তোমাদের সাথে ধ্বসিয়ে পড়েছে, যা তোমাদেরই ছিলো (৮০)। তারা বলবে, 'তারা যেন উন্মুক্ত স্থান না পায়। আগুনেই তো তাদেরকে যেতে হবে।	هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ(۵۹)
৬০: সেখানেও সংকীর্ণ স্থানে থাকবে। অনুসারীরা বলবে, 'বরং তোমরা যেন উত্তম স্থান না পাও। এ বিপদ তোমরাই আমাদের সম্মুখে এনেছো (৮১)। সুতরাং কতই মন্দ ঠিকানা (৮২)।	قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ(۶۰)
৬১: তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যারা এ বিপদ আমাদের সামনে এনেছে তাদেরকে আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ শাস্তি বৃদ্ধি করো।'	قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ(۶۱)
৬২: এবং (৮৩) বলবে, 'আমাদের কী হলো যে, আমরা ঐসব পুরুষকে দেখছিনা যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম (৮৪)।	وَ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ(۶۲)
৬৩: 'আমরা কি তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করে নিয়েছি (৮৫), না তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরে গেছে (৮৬)?	اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ(۶۳)
৬৪: নিশ্চয় এটা অবশ্যই সত্য, দোযখীদের পারস্পরিক ঝগড়া।	اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ(۶۴)
রুকূ'-৫	
৬৫: আপনি বলুন (৮৭), 'আমি সতর্ককারী	قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مُنْذِرٌ ۖۗ

টীকা-৭৫: চিরদিন স্থায়ী থাকবে। সেখানে যা কিছু নেওয়া হবে তা ব্যয় করা হবে তা আপন স্থানে তেমনি সৃষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার বস্তুসমূহের ন্যায় বিলীন ও অস্তিত্বহীন হবে না।

টীকা-৭৬: অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য ও

টীকা-৭৭: জ্বলন্ত আগুনে ও তাই হবে বিছানা।

টীকা-৭৮: যা জাহান্নামবাসীদের শরীর ও তাদের গলিত ক্ষতস্থানগুলো ও আবর্জনার স্থানগুলো থেকে প্রবাহিত হবে যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্গন্ধময় হয়ে।

টীকা-৭৯: বিভিন্ন ধরণের শাস্তি ও

টীকা-৮০: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "যখন কাফিরদের নেতৃবর্গ জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তাদের পেছনে পেছনে তাদের অনুসারীরাও, তখন জাহান্নামের দারোগা ঐ নেতৃবর্গকে বলবেন, "এটা তোমাদের অনুসারীদের বাহিনী, যা তোমাদের মত তোমাদেরই সাথে জাহান্নামে ধ্বসে পড়ছে।"

টীকা-৮১: যে, তোমরা কুফর অবলম্বন করেছো এবং আমাদেরকে ঐ পথে পরিচালিত করেছো।

টীকা-৮২: অর্থাৎ জাহান্নাম অতীব মন্দ ঠিকানা।

টীকা-৮৩: কাফিরদের নির্ভরযোগ্য লোকেরা ও নেতৃবর্গ

টীকা-৮৪: অর্থাৎ গরীব মুসলমানদেরকে এবং তারা তাঁদেরকে আপন ধর্মের বিরোধী হবার কারণে মন্দ বলে গণ্য করতো। যখন কাফিরগণ জাহান্নামে তাদেরকে দেখতে পাবে না তখন বলবে, "তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কেন?"

টীকা-৮৫: এবং বাস্তবিক পক্ষে, তারা এমন ছিলো না, দোযখে আসেই নি ও তাদের প্রতি আমাদের ঠাট্টা- বিদ্রুপ করা ও তাদের প্রতি হাস্য করা বাতিলই ছিলো।

টীকা-৮৬: এ কারণে, তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। অথবা এই অর্থ যে, তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরে গেছে এবং দুনিয়ায় আমরা তাদের মর্যাদা ও মহত্ত্ব দেখতে পারিনি।

টীকা-৮৭: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। মক্কার কাফিরদেরকে

বাংলা অনুবাদ	আরবি
হই (৮৮), এবং উপাস্য কেউ নেই, কিন্তু এক আল্লাহ, সবার উপর বিজয়ী।	وَّ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۶۵﴾
৬৬: মালিক আসমানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু সেগুলোর মাঝখানে রয়েছে, সম্মানিত মহা ক্ষমাশীল।'	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا الْعَزِیْزُ الْغَفَّارُ ﴿۶۶﴾
৬৭: আপনি বলুন! 'তা (৮৯) এক মহা সংবাদ	قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِیْمٌ ﴿۶۷﴾
৬৮: তোমরা তা থেকে উদাসীন রয়েছো (৯০)।	اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿۶۸﴾
৬৯: আমার নিকট ঊর্ধ্ব জগতের কি খবর ছিলো যখন তারা বিতণ্ডা করছিলো (৯১)?	مَا كَانَ لِیَ مِنْ عِلْمٍۭ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰۤی اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ ﴿۶۹﴾
৭০: আমার প্রতি তো এই ওহী হয় যে, 'আমি নই, কিন্তু সুস্পষ্ট সতর্ককারী (৯২)।'	اِنْ یُّوْحٰۤی اِلَیَّ اِلَّاۤ اَنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۷۰﴾
৭১: যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'আমি মাটি থেকে মানব সৃষ্টি করবো (৯৩)।	اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿۷۱﴾
৭২: অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করে	فَاِذَا سَوَّیْتُهٗ

টীকা-৮৮: তোমাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।

টীকা-৮৯: কুরআন অথবা ক্বিয়ামত অথবা আমার রসূল সতর্ককারী হওয়া অথবা আল্লাহ تَعَالٰی এক ও শরিকহীন হওয়া।

টীকা-৯০: যে, আমার উপর ঈমান আনছো না এবং কুরআন পাক ও আমার দ্বীনকে অমান্য করছো।

টীকা-৯১: অর্থাৎ ফিরিশতাগণ হযরত আদম (عَلَیْهِ السَّلَام) সম্পর্কে। এটা হযরত বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নাবুয়্যাতের সত্যতার পক্ষে এক অকাট্য প্রমাণ। মোটকথা এই যে, ঊর্ধ্ব জগতে হযরত আদম (عَلَیْهِ السَّلَام) সম্পর্কে ফিরিশতাদের বাদানুবাদ করা আমি কিভাবে জানতে পারতাম যদি আমি নাবী না হতাম? এ সম্পর্কে খবর দেয়া আমার নাবুয়্যাত ও আমার নিকট ওহী আসারই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৯২: দারমী ও তিরমিযীর হাদীসমূহে রয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "আমি আমার উৎকৃষ্টতম অবস্থায় আপন মহামহিম প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হয়েছি।"

(হযরতে ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, "আমার মনে হয়, এই ঘটনা স্বপ্নের"।)

হুযূর (عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ইরশাদ ফরমান, "মহা সম্মানিত, মহামহিম, বরকতময়, মহান প্রতিপালক ইরশাদ ফরমান, "হে মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। ঊর্ধ্ব জগতের ফিরিশতাগণ কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?" আমি আরয করলাম, "হে প্রতিপালক! তুমিই জ্ঞাত। হুযূর ইরশাদ ফরমান, "অতঃপর রাব্বুল ইযযাত আপন দয়া ও করুণার হাত আমার উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। আর আমি এর ফয়যের প্রতিক্রিয়া আপন বারাকাতময় হৃদয়ে অনুভব করলাম। অতঃপর আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু আমার জ্ঞানের আওতাভুক্ত হয়ে গেলো।" অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া تَعَالٰی ইরশাদ ফরমালেন, "হে মুহাম্মাদ (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি জানেন কি ঊর্ধ্ব জগতের ফিরিশতাগণ কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?" আমি আরয, করলাম, "হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি। তারা 'কাফফারাসমূহ (পাপ মোচনকারী কার্যাদি) সম্পর্কে বাদানুবাদ করছে। আর 'কাফফারাসমূহ' হচ্ছে, নামাযসমূহের পর মসজিদে অবস্থান করা, পদব্রজে জমা'আতসমূহে যাওয়া, যখন শীত ইত্যাদির কারণে পানির ব্যবহার অপছন্দনীয় হয়, তখন ভালভাবে অযূ করা। যে কেউ এ কাজগুলো করে তার জীবনও উত্তম, মরণও উত্তম। আর গুণাহসমূহ থেকে এমনভাবে পাক-পবিত্র হয়ে বের হয়ে যাবে, যেমন আপন জন্মের দিনে ছিলো।" আর বললেন, "হে মুহাম্মাদ (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! নামাযের পর এ দুআ' করুন- (اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ وَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِیْ اِلَیْكَ غَیْرَ مَفْتُوْنٍ) অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই- ভালো কাজগুলো সম্পাদন করা, মন্দ কার্যাদি বর্জন করা এবং মিসকীনদের ভালোবাসা। আর যখনই তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফিৎনায় (পরীক্ষায়) ফেলতে চাও, তখনই আমাকে তোমারই প্রতি ফিৎনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নাও।"

কোন কোন বর্ণনায় এটা রয়েছে যে, হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "আমার নিকট সবকিছু সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জেনে নিয়েছি।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "যা কিছু পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে সবই আমি জেনে নিয়েছি।" ইমাম আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম বাগদাদী ওরফে 'খাযিন' আপন তাফসীর গ্রন্থে এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ تَعَالٰی হুযূর সৈয়দে আ'লম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বক্ষ মুবারক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, হৃদয় শরীফকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছেন। আর যা কিছু অজানা ছিলো সবকিছুর পরিচয় হুযূরকে দান করেছেন, এমনকি তিনি নি'মাত ও পরিচিতির শৈত্য আপন হৃদয় মুবারকের মধ্যে পেয়েছেন। আর যখন হৃদয় মুবারক আলোকিত হয়ে গেলো এবং পবিত্র বক্ষ খুলে গেলে, তখন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের প্রত্যেকটা স্তরে রয়েছে, আল্লাহ এর অবগতি দানের বদৌলতে জেনে নিয়েছেন।

টীকা-৯৩: (হযরত) আদমকে সৃষ্টি করবো।

অনুবাদ	আয়াত
নেবো (৯৪), এবং তাতে আমার নিকট থেকে রূহ ফুৎকার করবো (৯৫) তখন তোমরা তাঁরই প্রতি সাজদাবনত হও।’	وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ (٧٢)
৭৩: তখন সমস্ত ফিরিশতা সাজদা করলো একেক করে যে, কেউ অবশিষ্ট রইলো না,	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣)
৭৪: কিন্তু ইবলীস (৯৬)। সে অহংকার করলো এবং সে ছিলোই কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত (৯৭)।	إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ (٧٤)
৭৫: বললেন, ‘হে ইবলীস! তোমাকে কোন জনিসটা বাধা দিলো তাকেই সাজদা করতে, যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি? তোমার মধ্যে কি অহংকার এসেছে, না তুমি ছিলেই অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত (৯৮)?’	قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)
৭৬: সে বললো, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হই (৯৯)। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো,	قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (٧٦)
৭৭: বললেন, ‘তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত (১০০)।	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧)
৭৮: এবং নিশ্চয় তোমার উপর আমার অভিসম্পাত রইলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত (১০১)।’	وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨)
৭৯: বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক এমনি হলে তুমি আমাকে অবকাশ দাও ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন উঠানো হবে (১০২)।’	قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٧٩)
৮০: (তিনি) বললেন, ‘তুমি তো অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত,	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (٨٠)
৮১: ঐ জ্ঞাত সময়ের দিন পর্যন্ত (১০৩)।’	إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١)
৮২: সে বললো, ‘তোমার সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি ঐ সবকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবো,	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢)
৮৩: কিন্তু যারা তাদের মধ্যে তোমার মনোনীত বান্দা রয়েছে।’	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣)
৮৪: বললেন, ‘সুতরাং সত্য এটাই, এবং আমি সত্যই বলি।	قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤)
৮৫: নিশ্চয় আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো তোমার দ্বারা (১০৪) ও তাদের মধ্যে (১০৫) যতজন তোমার অনুসরণ করবে-সবারই দ্বারা।’	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥)
৮৬: আপনি বলুন, ‘আমি এ ক্বুরআনের জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাইনা এবং আমি কপট লোকদের অন্তর্ভূক্ত নই।’	قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)
৮৭: তাতো নয়, কিন্তু উপদেশ সমগ্রজাহানের জন্য। ৮৮: এবং অবশ্যই একটা সময়ের পর তোমরা সেটার সংবাদ জানবে (১০৬)। *	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)

টীকা-৯৪: অর্থাৎ তাঁর জন্ম (সৃষ্টি) পরিপূর্ণ করবো,
টীকা-৯৫: এবং তাকে জীবন দান করবো।
টীকা-৯৬: সাজদা করেনি।
টীকা-৯৭: অর্থাৎ আল্লাহ এর জ্ঞানে
টীকা-৯৮: অর্থাৎ এই সম্প্রদায় থেকে, যাদের স্বভাবই হচ্ছে অহংকার করা?
টীকা-৯৯: এ থেকে তার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যদি আদমকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হতো এবং আমার সমানও হতো, তবুও আমি তাকে সাজদা করতাম না, সুতরাং তার চেয়ে উত্তম হয়ে তাকে সাজদা করার প্রশ্নই ওঠেনা।’
টীকা-১০০: স্বীয় ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা ও অহংকারের কারণে। অতঃপর আল্লাহ تَعَالٰی তার আকৃতি পরিবর্তিত করে দিলেন। সে পূর্বে সুন্দর ছিলো। তাকে কুৎসিৎ ও কালো চেহারাসম্পন্ন করে দেয়া হলো এবং তার ঔজ্জল্য ছিনিয়ে নেয়া হলো।
টীকা-১০১: এবং ক্বিয়ামতের পর অভিসম্পাতও এবং বিভিন্ন ধরণের শাস্তিও।
টীকা-১০২: আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) ও তাঁর বংশধরকে তাদের বিলীন হবার পর প্রতিদানের জন্য। আর তাতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যেন অবসর পায়, তাদের প্রতি আপন বিদ্বেষকে ভালভাবে চরিতার্থ করতে পারে এবং মৃত্যু থেকেও সম্পূর্ণ বেঁচে যায়। কেননা, পুনরুত্থানের পর আর মৃত্যু নেই।
টীকা-১০৩: অর্থাৎ ‘প্রথম ফুৎকার’ পর্যন্ত, যেটা সৃষ্টিকে বিলীন করার জন্য অবধারিত হয়েছে।
টীকা-১০৪: তোমার বংশধর সহকারে
টীকা-১০৫: অর্থাৎ মানবকুল থেকে
টীকা-১০৬: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন ‘মৃত্যুর পর’। অপর এক অভিমত এ যে, ক্বিয়ামত-দিবসে। *

টীকা-১: 'সূরা যুমার' মাক্কী, এই দু'টি ব্যতীত- (قُلۡ يٰعِبَادِىَ الَّذِيۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰٓى اَنۡفُسِهِمۡ) এবং (اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِيۡثِ) এই সূরায় আটটি রুকূ', পঁচাত্তরটি আয়াত, এক হাজার একশ বাহাত্তরটি পদ এবং চার হাজার নয়শ আটটি বর্ণ আছে।

সূরা যুমার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা যুমার (মাক্কী)	রুকূ'-১	আলাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৭৫, রুকূ'-৮

১: কিতাব (২) অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহ ও প্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে।	تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَكِيۡمِ ﴿۱﴾
২: নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি (৩) এ কিতাব সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আল্লাহরই ইবাদত করুন নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে।	اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ فَاعۡبُدِ اللّٰهَ مُخۡلِصًا لَّهُ الدِّيۡنَ ﴿۲﴾
৩: হাঁ, অকৃত্রিম বন্দেগী শুধু আল্লাহরই (৪)। এবং ঐসব লোক, যারা তাঁকে (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে বসেছে (৫), তারা বলে, 'আমরা তো তাদেরকে (৬) শুধু এতটুকু কথার জন্য পূজা করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন এ কথারই, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে (৭)। নিশ্চয় আল্লাহ সৎপথ প্রদান করেন না তাকে, যে মিথ্যাবাদী, বড় অকৃতজ্ঞ হয় (৮)।	اَلَا لِلّٰهِ الدِّيۡنُ الۡخَالِصُ ؕ وَالَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ ۘ مَا نَعۡبُدُهُمۡ اِلَّا لِيُقَرِّبُوۡنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلۡفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِىۡ مَا هُمۡ فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِىۡ مَنۡ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۳﴾
৪: আল্লাহ নিজের জন্য সন্তান গহণ করলে আপন সৃষ্টি থেকে যাকে চাইতেন মনোনীত করে নিতেন (৯)। পবিত্রতা তাঁরই (১০)। তিনিই হন এক আল্লাহ (১১), সবার উপর (বিজয়ী)।	لَوۡ اَرَادَ اللّٰهُ اَنۡ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصۡطَفٰى مِمَّا يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبۡحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الۡوَاحِدُ الۡقَهَّارُ ﴿۴﴾
৫: তিনি আসমান ও যমীন সত্যই সৃষ্টি করেছেন, রাতকে দিনের উপর আচ্ছাদিত করেন এবং দিনকে রাতের উপর আচ্ছাদিত করেন (১২)। আর 'তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি একেকটি নির্ধারিত মেয়াদকালের জন্য পরিভ্রমণ করছে (১৩)। শুনছো। তিনিই সম্মানের মালিক, ক্ষমাশীল।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيۡلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيۡلِ وَسَخَّرَ الشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجۡرِىۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفَّارُ ﴿۵﴾
৬: তিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন (১৪)। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া	خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا

টীকা-২: কিতাব দ্বারা কুরআন শরীফ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩: হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৪: তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই।

টীকা-৫: উপাস্য স্থির করে বসেছে। ঐসব লোক দ্বারা মূর্তি পূজারীদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬: অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে

টীকা-৭: ঈমানদারদেরকে জান্নাতে এবং কাফিরদেরকে দোযখে প্রবিষ্ট করে।

টীকা-৮: মিথ্যাবাদী এ কথায় যে, তারা মূর্তিগুলোকে আল্লাহ تَعَالٰى এর সান্নিধ্যে পৌঁছানোর উপযোগী বলে, খোদার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে এবং অকৃতজ্ঞ এমনই যে, মূর্তি পূজা করে।

টীকা-৯: অর্থাৎ যদি কাল্পনিকভাবে আল্লাহ تَعَالٰى এর জন্য সন্তান গ্রহণ করা সম্ভব হতো, তবে তিনি যাকে ইচ্ছা করতেন সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন, এ সিদ্ধান্তটা কাফিরদের উপর ছাড়তেন না যে, তারা যাকেই ইচ্ছা খোদার সন্তান সাব্যস্ত করতো। (আল্লাহ এরই আশ্রয়।)

টীকা-১০: সন্তান থেকে এবং ঐসব বিষয় থেকে, যেগুলো তার পবিত্রতম মর্যাদার উপযোগী নয়।

টীকা-১১: না আছে তাঁর কোন শরীক না আছে কোন সন্তান

টীকা-১২: অর্থাৎ কখনো রাতের অন্ধকার দ্বারা দিনের একাংশকে গোপন করেন। আর কখনো দিনের আলো দ্বারা রাতের একাংশকে। অর্থ এ যে, কখনো দিনের সময় হ্রাস করে রাতকে দীর্ঘায়িত করেন। আর রাত ও দিনের মধ্যে যেটা খাটো হয়, তা খাটো হতে হতে সেটার মাত্র দশ ঘন্টা অবশিষ্ট থাকে। আর যেটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা বাড়তে বাড়তে চৌদ্দ ঘন্টাকাল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যায়।

টীকা-১৩: অর্থাৎ ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সেগুলো আপন নির্ধারিত নিয়মে চলতে থাকবে।

টীকা-১৪: অর্থাৎ হযরত আদম (عَلَيۡهِ السَّلَام) থেকে।

টীকা-১৫: অর্থাৎ হযরত হাওয়াকে।
টীকা-১৬: অর্থাৎ উষ্ট্র, গাভী, ছাগল ও ভেড়া থেকে
টীকা-১৭: অর্থাৎ জোড়াগুলো থেকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ নর ও মাদী।
টীকা-১৮: অর্থাৎ বীর্য, অতঃপর রক্তপিণ্ড, অতঃপর মাংসপিন্ড।
টীকা-১৯: একটি অন্ধকার পেটের, দ্বিতীয় অন্ধকার গর্ভের এবং তৃতীয় অন্ধকার জরায়ুর
টীকা-২০: এবং সত্যের পথ থেকে দূরে সরে পড়ছো, অর্থাৎ তার ইবাদত ছেড়ে অন্য কিছুর পূজা করছো।
টীকা-২১: ইবাদতের, বরং তোমরাই তাঁর মুখাপেক্ষী। ঈমান আনলে তোমাদেরই উপকার আর কাফির হয়ে গেলে তোমাদেরই ক্ষতি।
টীকা-২২: যে, তা তোমাদের সাফল্যেরই কারণ। তজ্জন্য তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং জান্নাত দান করবেন।
টীকা-২৩: অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকেই অপরের গুণাহর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।
টীকা-২৪: আখিরাতে।
টীকা-২৫: দুনিয়ায় তোমাদেরকে সেটার প্রতিদান দেবেন।
টীকা-২৬: এখানে 'মানুষ' দ্বারা সাধারণতঃ কাফিরদের, অথবা বিশেষ করে, আবু জাহল কিংবা ওতবা ইবনে রবী'আহ এর কথা বুঝানো হয়েছে।
টীকা-২৭: তাঁর দরবারে ফরিয়াদ জানায়।
টীকা-২৮: অর্থাৎ ঐ দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়, যেই কারণে আল্লাহ এর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলো,
টীকা-২৯: অর্থাৎ চাহিদাপূরণের পর আবারো মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যায়।
টীকা-৩০: হে মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। ঐ কাফিরকে,
টীকা-৩১: এবং পার্থিব জীবনের মেয়াদকাল পূর্ণ করে নাও।
টীকা-৩২: শানে নুযুলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত হযরত আবূ বাকর ও হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর হযরত ইবনে ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- হযরত ইবনে মাসঊদ, হযরত আম্মার এবং হযরত সালমান ফার্সী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, রাতের নফল নামাযসমূহ এবং ইবাদত দিনের নফল ইবাদতসমূহ অপেক্ষা উত্তম।

وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿۶﴾

সৃষ্টি করেন (১৫)। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ থেকে (১৬) আট জোড়া অবতারণ করেন (১৭)। তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে সৃষ্টি করেন- এক প্রকারের পর আরেক প্রকারে (১৮) ত্রিবিধ অন্ধকারে (১৯)। তিনিই হন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, বাদশাহী তাঁরই। তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। অতঃপর কোথায় মুখ ফিরিয়ে যাচ্ছো (২০)

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۷﴾

৭: যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন (২১) এবং আপন বান্দাদের তিনি অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন (২২)। এবং কোন বোঝাবাহী সত্তা অন্য কারো বোঝা বহন করবে না (২৩)। অতঃপর তোমাদেরকে আপন প্রতিপালকেরই দিকে ফিরে যেতে হবে (২৪)। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করতে (২৫)। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْۤا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖۗ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ﴿۸﴾

৮: এবং যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে (২৬), তখন আপন প্রতিপালককে ডাকে তাঁরই প্রতি ঝুঁকে পড়ে (২৭), অতঃপর যখন আল্লাহ তাকে নিজের নিকট থেকে কোন অনুগ্রহ প্রদান করেন তখন ভুলে যায় তা, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিলো (২৮) এবং আল্লাহর জন্য সমকক্ষ স্থির করতে থাকে (২৯), যাতে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী করে দেয়। আপনি বলুন (৩০), 'স্বল্প দিন মাত্র স্বীয় কুফরের সাথে ভোগ করে নাও (৩১)। নিশ্চয় তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত।'

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ

৯: ঐ ব্যক্তি, যে আনুগত্যের মধ্যে রাতের মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে- সাজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় (৩২), আখিরাতকে ভয়

এর একটা কারণ তো এই যে, রাতের কর্মসমূহ গোপনে করা হয়। এ কারণে তা ‘রিয়া’ লোক-দেখানো থেকে বহু দূরে থাকে।
দ্বিতীয়তঃ (রাতে) দুনিয়ার কাজ কারবার বন্ধ থাকে। এ কারণে অন্তর দিনের তুলনায় অধিক চিন্তা মুক্ত থাকে। আল্লাহ এর প্রতি একাগ্রতা ও বিনয় দিন অপেক্ষা রাতেই অধিক সহজে পাওয়া যায়।
তৃতীয়তঃ রাত যেহেতু বিশ্রাম ও ঘুমের সময়, এ কারণে তাতে জাগ্রত থাকা নাফসকে খুব কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলে। সুতরাং সাওয়াবও তাতে অধিক হবে।
টীকা-৩৩: এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মু’মিনদের জন্য ভয় ও আশার মধ্যখানে থাকা অপরিহার্য। সে স্বীয় কৃতকর্মের ভুল-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি রেখে শাস্তি থেকে ভীত থাকবে, আর আল্লাহ تَعَالٰی এর রহমতেরও আশাবাদী থাকবে। দুনিয়ার মধ্যে একেবারে ভয় শূণ্য হওয়া অথবা আল্লাহ تَعَالٰی এর দয়া থেকে একেবারে নিরাশ হওয়া- উভয়টাই কুরআন কারীমের মধ্যে কাফিরদেরই অবস্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ تَعَالٰی ইরশাদ করেন-
(فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ)
অর্থাৎঃ ‘আল্লাহ এর গোপন তদবীর থেকে ভয় শূণ্য হয় না, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়।” আল্লাহ تَعَالٰی আরো ইরশাদ করেন-
(لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ)
অর্থাৎ: আল্লাহ এর রহমতে নিরাশ হয় না, কিন্তু কাফির সম্প্রদায়।”

করে এবং আপন প্রতিপালকের দয়ার আশা রাখে (৩৩) সেও কি ঐ অবাধ্য লোকদের মত হয়ে যাবে? আপনি বলুন, জ্ঞানীরা ও অজ্ঞ লোকেরা কি এক সমান?’ উপদেশ তো তারাই মান্য করে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।	وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ (۹)

রুকূ’-২

১০: আপনি বলুন, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা ঈমান এনেছো। আপন প্রতিপালককে ভয় করো। যারা কল্যাণকর কাজ করেছে (৩৪) তাদের জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে (৩৫)। এবং আল্লাহর যমীন প্রশস্ত (৩৬)। ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে অগণিতভাবে (৩৭)।’	قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۱۰)
১১: আপনি বলুন (৩৮), ‘আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আল্লাহরই ইবাদত করি নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে।	قُلْ اِنِّىْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ (۱۱)
১২: এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করি (৩৯)।’	وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ (۱۲)
১৩: আপনি বলুন, ‘কাল্পনিকভাবে, আমার দ্বারাও যদি অবাধ্যতা সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে	قُلْ اِنِّىْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ

টীকা-৩৪: আনুগত্য বজায় রেখেছে ও সৎকর্ম করেছে।
টীকা-৩৫: অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।
টীকা-৩৬: এতে হিজরতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেই শহরের মধ্যে পাপাচার অধিক হারে বেড়ে যায় এবং সেখানে বসবাস করলে মানুষ নিজ ধার্মিকতার উপর অটল থাকা দুঃসাধ্য হয়ে যায় তার জন্য, উচিৎ যেন ঐ স্থান ছেড়ে দেয় এবং সেখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যায়।
শানে নুযূল: এ আয়াত ‘হাবশাহ’ (আবিসিনিয়া) -এর- প্রতি হিজরতকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বালা-মুসীবতসমূহের উপর ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন আর আপন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, তা পরিহার করা পছন্দ করেননি।
টীকা-৩৭: হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, “প্রত্যেক সৎকর্মকারীর সৎকর্মসমূহের ওজন করা হবে, ধৈর্য ধারণকারীদের ব্যতীত। তাঁদেরকে অপরিমিত ও অগণিত দেয়া হবে।”
এ কথাও বর্ণিত আছে যে, বিপদগ্রস্তকে হাযির করা হবে, তবে না তাদের জন্য ‘মীযান’ (নিক্তি) কায়েম করা হবে, না তাদের জন্য ‘আমলনামা’ খোলা হবে। তাদের উপর প্রতিদান ও সাওয়াবের অপরিমিত পরিমাণে বর্ষণ হবে। এমনকি দুনিয়ার মধ্যে নিরাপদে জীবন যাপনকারীগণ তাদেরকে দেখে আরজু করবে, ‘আহা! তারাও যদি বিপদগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতো। তাদের শরীর কাঁচি দিয়ে কাঁটা হতো, তবে আজ তারাও ঐ ধৈর্যের প্রতিদান পেতো।”
টীকা-৩৮: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
টীকা-৩৯: এবং ইবাদত-বন্দেগী ও নিষ্ঠার মধ্যে অগ্রবর্তী হই, আল্লাহ تَعَالٰی প্রথমে নিষ্ঠা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, যা হচ্ছে ‘হৃদয়ের কর্ম’, অতঃপর অনুগত্যের অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (কর্মের)। যেহেতু, শারীয়াতের বিধানাবলী রসূল থেকে অর্জিত হয়, সেহেতু তিনিই সেগুলোর প্রচারক হন। সুতরাং

তিনিইসেগুলো আরম্ভ করার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী ও সর্বপ্রথম হন। আল্লাহ تَعَالٰی আপন রসূলকে এ নির্দেশ দিয়ে সতর্ক করেছেন যে, অন্যান্যদের উপর সেটা মেনে চলা অতি জরুরী। তাছাড়া, অন্যান্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য নাবী (عَلَيْهِ السَّلَام) কে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪০: শানে নুযূল: কুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলেছিলো, "আপনি কি আপন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ও আপন আত্মীয়-স্বজনদেরকে দেখছেন না, যারা 'লাত' ও 'ওযযার' পূজা করছে?" তাদের খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٣)

আমারও আপন প্রতিপালক থেকে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় আছে (৪০)।

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ (١٤)

১৪: আপনি বলুন, 'আমি আল্লাহরই ইবাদত করি নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে,

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ (١٥)

১৫: সুতরাং তোমরা তাঁর ব্যতীত যারই ইচ্ছা পূজা করো (৪১)। আপনি বলুন, 'পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজ সত্তার ও নিজ পরিবার- পরিজনের ক্বিয়ামতের দিন ক্ষতি করে বসেছে (৪২)। হাঁ, হাঁ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ (١٦)

১৬: তাদের উপর আগুনের পাহাড় রয়েছে এবং তাদের নীচেও পাহাড় (৪৩)। তা থেকে আল্লাহ সতর্ক করেন আপন বান্দাদেরকে (৪৪)। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় করো (৪৫)।

وَ الَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)

১৭: এবং ঐ সমস্ত লোক, যারা মূর্তিগুলোর পূজা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ-অভিমুখী হয়েছে তাদেরই জন্য সুসংবাদ রয়েছে। সুতরাং সুসংবাদ দিন আমার ঐ বান্দাদেরকে,

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ (١٨)

১৮: যারা কান পেতে কথা শুনে অতঃপর সেটার মধ্যে উত্তমের অনুসরণ করে (৪৬)। এরা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং এরা হচ্ছে তারাই, যাদের বোধশক্তি রয়েছে (৪৭)।

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩)

১৯: তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার উপর বাণী অবধারিত হয়েছে, মুক্তিপ্রাপ্তদের সমান হয়ে যাবে? তবে কি আপনি সৎপথ প্রদর্শন করে আগুনের উপযোগীকে রক্ষা করে নেবেন (৪৮)?

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ (٢٠)

২০: কিন্তু যেসব লোক আপন প্রতিপালককে ভয় করে (৪৯) তাদের জন্য বহু প্রাসাদ রয়েছে, যেগুলোর উপর প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়েছে (৫০), সেগুলোর নিম্ন দেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ

২১: তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ আসমান থেকে বারী বর্ষণ করেছেন অতঃপর তা থেকে জমিনে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত করেন, অতঃপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন বিবিধ বর্ণের (৫১), অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, তা (৫২) পীত বর্ণের হয়ে গেছে, তারপর সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন।

টীকা-৪১: হুমকি ও তিরস্কার সূত্রে বলেছেন।

টীকা-৪২: অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে গেছে এবং জান্নাতের নি'মাতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, যেগুলো ঈমান আনলেই তারা লাভ করতো।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে আগুন তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে।

টীকা-৪৪: যাতে ঈমান আনে এবং নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকে।

টীকা-৪৫: ঐ কাজ করানো, যা আমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

টীকা-৪৬: যাতে তাদের মঙ্গল নিহিত।

টীকা-৪৭: শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, যখন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ঈমান আনলেন, তখন তাঁর নিকট হযরত ওসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা, যুবায়ের, সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্বক্বাস এবং সা'ঈদ ইবনে যায়দ আসলেন এবং তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি নিজে ঈমান আনার সংবাদ দিলেন। ঐসব হযরতও এ কথা শুনে ঈমান আনলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে (فَبَشِّرْ عِبَادِىْ اَلْاٰيَة) (আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন- আল আয়াত)

টীকা-৪৮: যে আদিকাল থেকে হতভাগ্য এবং আল্লাহ এর জ্ঞানে জাহান্নামী। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "এটা দ্বারা আবূ লাহাব ও তার পুত্রের কথা বুঝানো হয়েছে।"

টীকা-৪৯: এবং তারা আল্লাহ تَعَالٰی এর আনুগত্য করেন।

টীকা-৫০: অর্থাৎ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদাসমূহ, যেগুলোর উপরিভাগে আরো অনেক উচ্চতর মর্যাদাও রয়েছে।

টীকা-৫১: হলদে, সবুজ, লাল ও সাদা বিভিন্ন ধরণের গম, যব এবং নানা ধরণের শস্য।

টীকা-৫২: সবুজ সজীব ও তরুতাজা হওয়ার পর।

টীকা-৫৩: যারা তা থেকে আল্লাহ تَعَالٰی এর একত্ব ও কুদরতের পক্ষে প্রমাণাদি স্থির করেন।

টীকা-৫৪: এবং তাকে সত্য গ্রহণের শক্তি দান করেছেন।

টীকা-৫৫: অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস ও হিদায়তের উপর।

হাদীস: রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন সাহাবা কিরাম আরয করলেন, “হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। বক্ষের প্রসার কিভাবে করা হয়?” ইরশাদ ফরমালেন, “যখন আলো (নূর) হৃদয়ে প্রবেশ করে তখনই তা প্রসার লাভ করে আর তাতে প্রশস্ততা আসে।” সাহাবা কিরাম আরয করলেন, “তার চিহ্ন কি?” ইরশাদ ফরমালেন, “চিরস্থায়ী জগতের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং অহংকার-জগত (দুনিয়া) থেকে দূরে থাকা, আর মৃত্যুর জন্য সেটার আগমনের পূর্বে প্রস্তুত থাকা।”

টীকা-৫৬: ‘নাফস’ (মনের প্রবৃত্তি) যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সত্য গ্রহণ থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়া হয়। আর আল্লাহ এর যিকর (আলোচনা) শুনতে খুব কষ্ট হয় ও বিষণ্ণতা বৃদ্ধি পায়। যেমন সূর্যের তাপে মোম নরম হয় ও লবণ শক্ত হয়, অনুরূপভাবে, আল্লাহ এর যিকর দ্বারা মু’মিনের অন্তর নম্র হয়ে যায়, আর কাফিরদের অন্তরের কাঠিন্য আরো বেড়ে যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে ঐসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা আল্লাহ এর যিকরে বাধা দেয়াকে নিজেদের স্বভাবে পরিণত করে নিয়েছে। তারা সুফীগণের যিকরকেও নিষেধ করে। নামাযসমূহের পর আল্লাহ এর যিকর কারীদেরকেও বাধা দেয় এবং নিষেধ করে। ঈসালে সাওয়াব (মরহুম মু’মিনদের রূহে সাওয়ার পৌঁছানো)-এর জন্য পবিত্র কুরআন কারীম ও কালিমা পাঠকারীদেরকেও ‘বিদআ’তী’ বলে থাকে। আর ঐসব যিকর-মাহফিলকে খুব ভয় করে ও তা থেকে পলায়ন করে। আল্লাহ تَعَالٰی হিদায়াত দিন।

অনুবাদ	আয়াত
নিশ্চয় তাতে মনোযোগ দেয়ার কথা রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন দের জন্য (৫৩)।	اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِاُولِی الْاَلْبَابِ (۲۱)
রুকূ’-৩	
২২: তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার বক্ষ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন (৫৪), অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে (৫৫), তারই মতো হয়ে যাবে, যে পাষাণ-হৃদয়? সুতরাং দুর্ভোগ তাদেরই যাদের হৃদয় আল্লাহ এর স্মরণের দিক থেকে কঠোর হয়ে গেছে (৫৬)। তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।	اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَیْلٌ لِّلْقٰسِیَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (۲۲)
২৩: আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব (৫৭), যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনেরই (৫৮), পুনঃ পুনঃ বর্ণনাসম্পন্ন (৫৯), সেটার কারণে (ভয়ে) লোম খাড়া হয়ে যায় তাদেরই শরীরের উপর, যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, অতঃপর তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহ এর স্মরণের প্রতি আগ্রহে (৬০)। এটা আল্লাহ এর পথ নির্দেশনা, পথ প্রদর্শন করেন তাকেই যাকে চান এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই।	اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ۖۗ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِیْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَی اللّٰهِ یَهْدِیْ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ یُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (۲۳)
২৪: তবে কি ঐ ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামত দিবসে কঠিন শাস্তির ঢাল পাবেনা আপন চেহারা ব্যতীত (৬১), মুক্তিপ্রাপ্তদের মতো হয়ে যাবে (৬২)? এবং সে যালিমদের বলা হবে, ‘স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করো (৬৩)।’	اَفَمَنْ یَّتَّقِیْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ وَ قِیْلَ لِلظّٰلِمِیْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ (۲۴)

টীকা-৫৭: কুরআন শরীফ, যার বর্ণনা এমন ভাষা-অলংকারসমৃদ্ধ যে, অন্য কোন কালাম (বাণী) সেটার সমতুল্যই হতে পারে না। বিষয়বস্তু অতীব হৃদয়গ্রাহী, অথচ না পদ্য, না কাব্য। আজব বর্ণনাভঙ্গী। অর্থের দিক দিয়েও এতই উচ্চ পর্যায়ের যে, তা সমস্ত জ্ঞানের ধারক এবং আল্লাহ এর পরিচিতির মতো মহান নি’মাতের প্রতি পথপ্রদর্শক।

টীকা-৫৮: সৌন্দর্যের মধ্যে।

টীকা-৫৯: যে, এর মধ্যে প্রতিশ্রুতির সাথে শাস্তির হুমকিও আছে, নির্দেশের সাথে নিষেধও আছে এবং সংবাদের সাথে বিধি-বিধানও রয়েছে।

টীকা-৬০: হযরত ক্বাতাদাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেন যে, এটা আল্লাহ এর ওলীগণের গুণ যে, আল্লাহ এর যিকর করলে তাঁদের লোম শিউরে উঠে, শরীর কাঁপতে থাকে এবং অন্তর শান্তি পায়।

টীকা-৬১: সে হচ্ছে কাফির, যার হাত ঘাড়ের সাথে মিলিয়ে বেঁধে দেয়া হবে এবং তার গর্দানের মধ্যে গন্ধকের একটা জ্বলন্ত পর্বত পড়ে থাকবে, যা তার চেহারাকে যেন ভুনে-ভেজে ফেলতে থাকবে। এমতাবস্থায়, উপুড় করে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

টীকা-৬২: অর্থাৎ ঐ মু’মিনের মতো, যে শাস্তি থেকে নিরাপদ ও মুক্ত থাকবে।

টীকা-৬৩: অর্থাৎ দুনিয়ায় যেই কুফর ও অবাধ্যতা অবলম্বন করেছিলে, এখন সেটার অশুভ পরিণতিও বরদাশত করো।

টীকা-৬৪: অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের পূর্বেকার কাফিরগণ রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।
টীকা-৬৫: শাস্তি আসার আশংকাও ছিলোনা, উদাসীনতায় পড়ে রয়েছিলো।
টীকা-৬৬: কোন কোন সম্প্রদায়ের আকৃতিসমূহ বিকৃত করেছেন, কোন কোন সম্প্রদায়কে মাটিতে ধ্বসিয়ে ফেলেছেন।
টীকা-৬৭: এবং ঈমান নিয়ে আসতো, অস্বীকার করতো।
টীকা-৬৮: এবং তারা উপদেশ গ্রহণ করে।
টীকা-৬৯: এমন অলংকারসমৃদ্ধ, যা ভাষা-বিশারদগণকেও অক্ষম করে দিয়েছে।
টীকা-৭০: অর্থাৎ পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাত থেকে পবিত্র,

অনুবাদ	আয়াত
২৫: তাদের পূর্ববর্তীগণ অস্বীকার করেছে (৬৪), অতঃপর তাদের প্রতি শাস্তি এসেছে ঐ স্থান থেকেই, যেখান থেকে তাদের খবরও ছিলো না (৬৫)।	كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ (٢٥)
২৬: এবং আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন (৬৬) এবং নিশ্চয় আখিরাতের শাস্তি সর্বাপেক্ষা বড়। কতই ভাল ছিলো যদি তারা জানতো (৬৭)।	فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٢٦)
২৭: এবং নিশ্চয় আমি লোকদের জন্য এ ক্বুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যেন কোনো মতে তারা মনোযোগ দেয় (৬৮)।	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ (٢٧)
২৮: আরবী ভাষায় ক্বুরআন (৬৯), যাতে মোটেই বক্রতা নেই (৭০), যাতে তারা ভয় করে (৭১)।	قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (٢٨)
২৯: আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (৭২), একজন দাস এর মধ্যে কয়েকজন দুশ্চরিত্র মুনীব শরীক এবং একজনের শুধু একজন মুনীব। তারা উভয়ের অবস্থা কি এক সমান (৭৩)? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই (৭৪), বরং তাদের অধিকাংশই জানেন না (৭৫)।	ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٢٩)
৩০: নিশ্চয় আপনাকেও ইনতিক্বাল করতে হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে (৭৬)।	اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (٣٠)
৩১: অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে আপন প্রতিপালকের নিকট ঝগড়া করবে (৭৭)।★	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ (٣١)

টীকা-৭১: এবং কুফর ও অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকবে।
টীকা-৭২: মুশরিক ও আল্লাহ এর একত্বে বিশ্বাসীর।
টীকা-৭৩: অর্থাৎ এই দলের দাস অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত থাকে। কারণ, প্রত্যেক প্রভূ তাকে নিজের দিকেই টানে এবং আপন আপন কাজের নির্দেশ দেয়। সে হতভম্ব হয়ে যায় যে, কার নির্দেশ পালন করবে এবং কিভাবে তার সমস্ত মুনিবকে সন্তুষ্ট রাখবে। আর যখন স্বয়ং এই দাসের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তা মিটানোর জন্য কোন প্রভূকে বলবে? কিন্তু ঐ দাসের অবস্থা, যার একজন মাত্র প্রভূ থাকে, সে তাঁরই সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আর যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তাঁরই নিকট আবেদন করতে পারে। তার কোন দুঃখ পোহাতে হয়না। এ অবস্থাটা মু'মিনেরই যে একই মালিক (আল্লাহ)-এর বান্দা। তাঁরই ইবাদত করে। পক্ষান্তরে, মুশরিক বিরাট একটি দলের দাসের ন্যায়, কারণ, সে অনেককেই উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছে।
টীকা-৭৪: যিনি একক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই।
টীকা-৭৫: যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই।
টীকা-৭৬: এ'তে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন। রয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর ওফাতের অপেক্ষা করতো। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, নিজেরা মরণশীল হয়ে অপরের মৃত্যুর অপেক্ষা করা আহম্মকীই। কাফিরগণ তো জীবনেই মৃত হয়ে আছে। কিন্তু নাবীগণের ওফাত একটা মাত্র মূহুর্তের জন্য হয়। অতঃপর তাদেরকে জীবন দান করা হয়। এর পক্ষে বহু সংখ্যক শারীয়াতসম্মত অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।
টীকা-৭৭: নাবীগণ উম্মতের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করবেন যে, তাঁরা রিসালতের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং দ্বীনের দাওয়াত প্রদানে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। আর কাফিরগণ অনর্থক ওযর পেশ করবে। একথাও বলা হয়েছে যে, 'ঝগড়া'র অর্থ ব্যাপক, কারণ, লোকেরা পার্থিব প্রাপ্য বা কর্তব্যাদির ব্যাপারে ঝগড়া করবে, এবং প্রত্যেকে আপন হক্ব বা প্রাপ্য দাবী করবে।★

টীকা-৭৮: তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে করে,

টীকা-৭৯: অর্থাৎ কুরআন শরীফকে অথবা রসূল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর রিসালাতকে

টীকা-৮০: অর্থাৎ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) আল্লাহ এর যেই তাওহীদ এনেছেন

সূরাঃ ৩৯ যুমার	রুকূ’-৪	৮৩৩	মানযিল-৬	পারাঃ ২৪

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ (۳۲)

৩২: সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৭৮), এবং সত্যকে অস্বীকার করে (৭৯), যখন তার নিকট আসে। জাহান্নামে কি কাফিরদের ঠিকানা নেই?

وَ الَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (۳۳)

৩৩: এবং তিনিই, যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন (৮০) এবং ঐসব লোক, যারা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে (৮১), তারাই ভীতিসম্পন্ন।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ (۳۴)

৩৪: তাদের জন্য রয়েছে, যা তারা চায় আপন প্রতিপালকের নিকট। সৎকর্মপরায়ণদের এটাই পুরস্কার;

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۳۵)

৩৫: যাতে আল্লাহ তাদের থেকে মোচন করেন মন্দ থেকে মন্দতর কাজ, যা তারা করেছে এবং তাদেরকে সাওয়াবের পুরস্কার দেন উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম কাজের উপর (৮২) যা তারা সম্পন্ন করতো।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (۳۶)

৩৬: আল্লাহ কি আপন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন (৮৩)? এবং আপনাকে তারা ভয় দেখায় তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের (৮৪) এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শনকারী নেই।

وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ (۳۷)

৩৭: এবং যাকে আল্লাহ হিদায়ত প্রদান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ কি সম্মানিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন (৮৫)?

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ

৩৮: এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?’ ‘তবে অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহ (৮৬)।’ আপনি বলুন, ‘ভালো, বলোতো, ঐগুলো, যেগুলোর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছো (৮৭), যদি আল্লাহ আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান (৮৮), তবে কি সেগুলো তাঁর প্রেরিত কষ্ট

টীকা-৮১: অর্থাৎ আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) অথবা সমস্ত মু’মিন,

টীকা-৮২: অর্থাৎ তাদের মন্দ কার্যাদির জন্য পাকড়াও করেন না এবং সৎকর্মসমূহের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৮৩: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) এর জন্য এবং এক ‘ক্বিরআত’- এ (عِبَادَهٗ) (তাঁর বান্দাদের জন্য) এসেছে। এতদভিত্তিতে, তা দ্বারা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর কথা বুঝানো হয়; যাঁদের প্রতি তাঁদের সম্প্রদায়গুলো নির্যাতন করার জন্য উদ্ধত হয়েছিলো। আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকেও শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁদের জন্য তিনিই যথেষ্ট ছিলেন।

টীকা-৮৪: অর্থাৎ মূর্তিগুলোর। ঘটনা এ ছিলো যে, আরবের কাফিরগণ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) কে ভয় দেখাতে চেয়েছিলো আর হুযূরকে বললো, “আপনি আমাদের উপাস্যগুলো অর্থাৎ মূর্তিগুলোর মন্দ সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন, নতুবা সেগুলো আপনার ক্ষতি করবে, ধ্বংস করে ফেলবে অথবা বোধশক্তিকে বিনষ্ট করে ফেলবে।”

টীকা-৮৫: নিশ্চয় তিনি তাঁর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেন।

টীকা-৮৬: অর্থাৎ এ মুশরিকগণ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাময় খোদার অস্তিত্বকে তো স্বীকার করে এবং এ কথা সমস্ত সৃষ্টির নিকট স্বীকৃত এবং সৃষ্টির প্রকৃতি এরই পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, আর যে ব্যক্তি আসমান ও যমীনের আশ্চর্যজনক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করে সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এ সব সৃষ্টি এক প্রজ্ঞাময় সর্বশক্তিমান সত্ত্বারই সৃষ্ট। আল্লাহ তাআ’লা আপন নাবী (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করেন। সুতরাং ইরশাদ করছেন-

টীকা-৮৭: অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে; এটাও তো দেখো সেগুলো কোন ক্ষমতা রাখছে কিনা আর কোন কাজেও আসতে পারে কিনা।

টীকা-৮৮: কোন প্রকারের রোগের অথবা দুর্ভিক্ষের কিংবা আর্থিক অসংগতির অথবা অন্য কিছুর-

টীকা-৮৯: যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) মুশরিকদেরকে এ প্রশ্নটি করেছিলেন, তখন তারা লা জওয়াব হয়ে গেলো ও নিশ্চুপ হয়ে রইলো। এখন যুক্তি-প্রমাণ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর তাদের মৌন স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মূর্তি নীচক ক্ষমতা শূণ্য, না কোন উপকার সাধন করতে পারে, না কোন অনিষ্ট। সেগুলোর ইবাদত করা চরম মূর্খতা। এ কারণে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআ'লা আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে ইরশাদ করেন-

اَوْ اَرَادَنِیْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ ؕ عَلَیْهِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (۳۸)

দূরীভূত করতে পারবে? অথবা (যদি) আমার উপর করুণা করতে চান, তবে কি সেগুলো তাঁর দয়াকে রুখে রাখতে পারবে (৮৯)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট (৯০)।' নির্ভরকারীগণ তাঁরই উপর নির্ভর করে।

قُلْ یٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (۳۹)

৩৯: আপনি বলুন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আপন আপন স্থানে কাজ করতে থাকো (৯১), আমি আমার কাজ করছি (৯২)। অতঃপর শীঘ্রই জানতে পারবে-

مَنْ یَّاْتِیْهِ عَذَابٌ یُّخْزِیْهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ (۴۰)

৪০: কার উপর আসে ঐ শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করবে (৯৩) এবং কার উপর অবতীর্ণ হয় শাস্তি, যা স্থায়ী হয়ে থেকে যাবে (৯৪)।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰی فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ (۴۱)

৪১: নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি এ কিতাব মানুষের হিদায়তের নিমিত্ত সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি (৯৫); সুতরাং যে সৎপথ পেয়েছে, তবে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই (৯৬) এবং যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে নিজের অনিষ্টের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে (৯৭) এবং আপনি তাদের কিছুরই যিম্মাদার নন (৯৮)।

রুকূ'-৫

اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا ۚ فَیُمْسِكُ الَّتِیْ قَضٰی عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْاُخْرٰۤی اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ (۴۲)

৪২: আল্লাহ্ প্রাণগুলোকে ওফাত প্রদান করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মৃত্যুবরণ করেনা তাদেরকে তাদের নিদ্রার সময়, অতঃপর যার মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে রুখে রাখেন (৯৯) এবং অপরটাকে (১০০) এক নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন (১০১)। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য (১০২)।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَ لَوْ كَانُوْا لَا یَمْلِكُوْنَ شَیْـًٔا وَّ لَا یَعْقِلُوْنَ (۴۳)

৪৩: তারা কি আল্লাহ্ এর মুকাবিলায় কিছু সুপারিশকারী গ্রহণ করে রেখেছে (১০৩)? আপনি বলুন, যদিও কি তারা কোন কিছুর মালিক না হয় (১০৪)? এবং বিবেক না রাখে তবুও?'

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا ؕ

৪৪: আপনি বলুন, 'সুপারিশ তো সবই

টীকা-৯০: তাঁরই উপর আমার ভরসা রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআ'লা এর উপর যার ভরসা থাকে সে কাউকেও ভয় করে না। তোমরা আমাকে মূর্তির মত ক্ষমতাহীন ও ইখতিয়ারশূণ্য বস্তুগুলোর যে ভয় দেখাচ্ছো তা তোমাদের চরম আহম্মকী ও মূর্খতাই।

টীকা-৯১: এবং যে যে প্রচারণা ও চালবাজি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয়, আমার শত্রুতার ক্ষেত্রে সবই করে নাও।

টীকা-৯২: যাতে আমি আদিষ্ট হই, অর্থাৎ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্ তাআ'লাই আমার সাহায্য ও সহযোগিতাকারী আর তাঁরই উপর আমার ভরসা রয়েছে।

টীকা-৯৩: সুতরাং বদর দিবসে তারা লাঞ্ছনার শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

টীকা-৯৪: অর্থাৎ অস্থায়ী হবে; এবং তা হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তি।

টীকা-৯৫: যাতে তা দ্বারা হিদায়াত লাভ করে।

টীকা-৯৬: যে, এ হিদায়াত-প্রাপ্তির উপকার সেই পাবে।

টীকা-৯৭: তার পথভ্রষ্টতার অনিষ্ট এবং অশুভ পরিনতি তারই উপর পতিত হবে।

টীকা-৯৮: আপনাকে তাদের দোষ ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

টীকা-৯৯: অর্থাৎ ঐ প্রাণকে তার দেহের দিকে ফিরিয়ে দেন না।

টীকা-১০০: যার মৃত্যু নির্ধারণ করেন নি, তাকে

টীকা-১০১: অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

টীকা-১০২: যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও অনুধাবন করে যে, যিনি তা করতে সক্ষম তিনি অবশ্যই মৃতকেও জীবিত করতে পারেন।

টীকা-১০৩: অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলো সম্পর্কে তারা বলতো, "এগুলো আল্লাহ্ এর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।"

টীকা-১০৪: না সুপারিশের, না অন্য কিছুর

টীকা-১০৫: যিনি তাঁর অনুমতি প্রাপ্ত হন তিনি সুপারিশ করতে পারেন আর আল্লাহ্ তাআ'লা আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেন। বোতগুলোকে তিনি সুপারিশকারী করেন নি। আর ইবাদত তো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্যই বৈধ নয়। সুপারিশকারী হোক কিংবা না-ই হোক।
টীকা-১০৬: আখিরাতে

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (۴۴)

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (۴۵)

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (۴۶)

وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ (۴۷)

وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (۴۸)

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۴۹)

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (۵۰)

আল্লাহ্ এরই হাতে (১০৫)। তাঁরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১০৬)।

৪৫: এবং যখন এক আল্লাহ্ এর কথা উল্লেখ করা হয় তখন তাদেরই অন্তরসমূহ সংকুচিত হয়ে যায়, যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না (১০৭); এবং যখন তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয় (১০৮), তখনই তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।

৪৬: আপনি আরয করুন, 'হে আল্লাহ্! আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তুমি আপন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবে- যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো (১০৯)।

৪৭: এবং যদি যালিমদের জন্য হতো যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই এবং তদসঙ্গে তারই সমান (১১০), তবে এসব মুক্তিপণরূপে প্রদান করতো ক্বিয়ামত-দিবসের মহা শাস্তি থেকে (১১১)। এবং তাদের নিকট আল্লাহ্ এর পক্ষ থেকে ঐ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, যা তাদের ধারণায়ই ছিলো না (১১২)।

৪৮: এবং তাদের নিকট তাদের অর্জিত মন্দসমূহ প্রকাশ পেলো (১১৩) এবং তাদের উপর এসে পড়লো তাই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো (১১৪)।

৪৯: অতঃপর যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন তাকে আমার নিকট থেকে কোন নি'মাত দান করি তখন বলে, 'এটা তো আমি এক জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেছি (১১৫)।' বরং তাতো পরীক্ষাই (১১৬), কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান নেই (১১৭)।

৫০: তাদের পূর্ববর্তীগণও এমন বলেছে (১১৮), সুতরাং তারা যা উপার্জন করতো তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

টীকা-১০৭: এবং তারা খুবই সংকীর্ণ মনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে এবং অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাদের চেহারায় প্রকাশ পায়।
টীকা-১০৮: অর্থাৎ মূর্তিগুলোর।
টীকা-১০৯: অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে। ইবনে মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত পাঠ করে যেই দুআ' পাঠ করা হয়, তা গ্রহণীয় হয়।
টীকা-১১০: অর্থাৎ যদি এ কথাও মেনে নেয়া যায় যে, কাফিরগণ সমস্ত দুনিয়ার সম্পদ ও ভান্ডারসমূহের মালিক হতো এবং তার সমান আরো কিছু মালিকানাধীন হতো।
টীকা-১১১: যেন কোন মতে এসব সম্পদ দিয়ে তারা ঐ মহা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।
টীকা-১১২: অর্থাৎ এমন কঠিন শাস্তি, যেগুলোর তাদের ধারণাও ছিলো না। আর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয় যে, তারা সম্ভবতঃ এ ধারণাই করবে যে, তাদের নিকট সৎকর্মসমূহ রয়েছে। কিন্তু যখন 'আমলনামা' খুলবে, তখন অসৎকর্মসমূহই প্রকাশ পাবে।
টীকা-১১৩: যেগুলো তারা দুনিয়ায় করেছিলো। আল্লাহ্ তাআ'লা এর সাথে শির্ক করা এবং তাঁর বন্ধুদের প্রতি যুলুম করা ইত্যাদি।
টীকা-১১৪: অর্থাৎ নাবী (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর সংবাদ দানের উপর। তারা যে শাস্তি নিয়ে বিদ্রূপ করতো তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতেই তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে।
টীকা-১১৫: অর্থাৎ 'আমি জীবিকার্জনের যে জ্ঞান রাখি তা দ্বারাই আমি এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছি।' যেমন কারূন বলেছিলো।
টীকা-১১৬: অর্থাৎ এ নি'মাত আল্লাহ্ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও যাচাই মাত্র যে, বান্দা সেটার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

টীকা-১১৭: যে, এটা নি'মাত ও দান; অবকাশ দেয়া ও পরীক্ষা।
টীকা-১১৮: অর্থাৎ এ উক্তিটা কারূনও করেছিলো যে, এ ধন-সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের মাধ্যমেই পেয়েছি। আর তার সম্প্রদায় তার এ অনর্থক কথার

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (٥١)

৫১: সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছে তাদের উপার্জন সমূহের মন্দ ফল (১১৯) এবং তারাই, যারা যালিম, অনতিবিলম্বে তাদের উপর আপতিত হবে তাদের কৃতকর্মসমূহের মন্দ ফল এবং তারা আয়ত্তের বাইরে যেতে পারে না (১২০)।

اَوَ لَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٥٢)

৫২: তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ জীবিকা প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

রুকূ'-৬

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (٥٣)

৫৩: আপনি বলুন, 'হে আমার ঐ বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছো (১২১), আল্লাহ্ এর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন (১২২); নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

وَ اَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ (٥٤)

৫৪: এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করো (১২৩) এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো (১২৪) এরই পূর্বে যে, তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে অতঃপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

وَ اتَّبِعُوْۤا اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۙ (٥٥)

৫৫: এবং সেটারই অনুসরণ করো যা উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (১২৫), এরই পূর্বে যে, শাস্তি তোমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়বে, তখন তোমরা টেরও পাবে না (১২৬)।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۙ (٥٦)

৫৬: যাতে কখনো কোন সত্তা একথা না বলে, 'হায় আফসাসে! ঐসব অপরাধের জন্য, যেগুলো আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে করেছি (১২৭)। নিশ্চয় আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতাম (১২৮)।'

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۙ (٥٧)

৫৭: অথবা বলে, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে পথ দেখাতেন তবে আমি খোদাভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতাম;'

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٨)

৫৮: অথবা বলে, যখন শাস্তি দেখে, 'আহা! কোন মতে যদি আমার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ মিলতো (১২৯), তবে আমি সৎকর্ম করতাম (১৩০)।'

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٥٩)

৫৯: হাঁ, কেন এমন নয়? নিশ্চয়, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছে। অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তুমি কাফির ছিলে (১৩১)।

উপর সন্তুষ্ট ছিলো। সুতরাং তারাও ঐ উক্তিকারীদের শামিল হলো।

টীকা-১১৯: অর্থাৎ যেই অসৎকর্মসমূহই তারা করেছিলো সেগুলোর শাস্তিসমূহ-

টীকা-১২০: সুতরাং তাদেরকে সাত বছর যাবৎ দুর্ভিক্ষের বিপদে আক্রান্ত করে রাখা হয়েছে।

টীকা-১২১: পাপসমূহ ও বিপদাপদে আক্রান্ত হয়ে,

টীকা-১২২: তারই, যে কুফর বর্জন করে। শানে নুযূল: মুশরিকদের মধ্য থেকে কতিপয় লোক, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হলো। আর তারা হুযূরের সমীপে হাযির হয়ে আরয করলো, "আপনার ধর্ম তো নিঃসন্দেহে হক্ব ও সত্য। কিন্তু আমরা বড় বড় পাপ করেছি, অনেক নির্দেশ অমান্যজনিত পাপে লিপ্ত রয়েছি। আমাদের ঐসব গুনাহ কি কোন মতে মাফ হতে পারে?" এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৩: তাওবাহকারী হয়ে

টীকা-১২৪: এবং নিষ্ঠা সহকারে ইবাদত বন্দেগী পালন করো

টীকা-১২৫: তা হচ্ছে আল্লাহ্ এর কিতাব ক্বুরআন মাজীদ,

টীকা-১২৬: তোমরা অলসতার মধ্যে পড়ে থাকবে। এ কারণে উচিত যেন প্রথম থেকেই সতর্ক থাকো।

টীকা-১২৭: যে, তাঁর আনুগত্য করিনি, তাঁর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করিনি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তা-ভাবনা করিনি।

টীকা-১২৮: আল্লাহ্ তাআ'লা এর দ্বীনের প্রতি এবং তাঁর কিতাবের প্রতি।

টীকা-১২৯: এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হতো।

টীকা-১৩০: ঐসব ভিত্তিহীন ওযর আপত্তির জবাব আল্লাহ্ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে তাই দেয়া হয়েছে, যা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৩১: অর্থাৎ তোমার নিকট ক্বুরআন পাক পৌঁছেছে এবং

সত্যাসত্যের পথগুলো সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আর তোমাকে সত্য ও সঠিক পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, তুমি সত্যকে বর্জন করেছো। এবং তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অহংকার করেছো, পথভ্রষ্টতাকেই অবলম্বন করেছো, যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বিরোধীতা করেছো, সুতরাং তোমার এ কথা বলা ভুল যে, 'যদি আল্লাহ তাআ'লা আমাকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমি খোদাভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' বস্তুতঃ তোমার সমস্ত ওযর-আপত্তিই মিথ্যা।

টীকা-১৩২: এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলেছে যেগুলো, তাঁর শানে শোভা পায় না। তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করেছে, সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে, তার গুণাবলী অস্বীকার করেছে। এর ফলাফল এ যে,

৬০: এবং ক্বিয়ামত-দিবসে আপনি দেখবেন। তাদেরকেই, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে (১৩২) যে, তাদের মুখমণ্ডল কালো। অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নামের মধ্যে নয় (১৩৩)?	وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ(۶۰)
৬১: এবং আল্লাহ রক্ষা করবেন খোদাভীরুদেরকে তাদের মুক্তির স্থানে (১৩৪); না তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে এবং না তাদের দুঃখ থাকবে।	وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ(۶۱)
৬২: আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর শক্তিসম্পন্ন।	اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ(۶۲)
৬৩: তাঁরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ (১৩৫)। এবং যারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ(۶۳)

রুকূ'-৭

৬৪: আপনি বলুন (১৩৬), 'তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছো, হে অজ্ঞ লোকেরা (১৩৭)?'	قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ(۶۴)
৬৫: এবং নিশ্চয় ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যে, 'হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহ এর শরীক স্থির করো, তবে অবশ্যই তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতির মধ্যে থাকবে।'	وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ(۶۵)
৬৬: বরং আল্লাহ এরই বন্দেগী করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও (১৩৮)।	بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ(۶۶)
৬৭: এবং তারা আল্লাহ এর সম্মান করেনি; যেমনিভাবে করা উচিত ছিলো (১৩৯), এবং	وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَ

টীকা-১৩৩: যারা অহংকারবশতঃ ঈমান আনেনি?

টীকা-১৩৪: তাদেরকে জান্নাত দান করবেন;

টীকা-১৩৫: অর্থাৎ অনুগ্রহের ভাণ্ডারসমূহ, রিযক্ব ও বৃষ্টি ইত্যাদির চাবিসমূহ তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনিই সেগুলোর মালিক। এও কথিত আছে যে, হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলেন তখন হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ হচ্ছে এই- (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَهُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر) উচ্চারণঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহি ওয়া আসতাগ ফিরুল্লাহা ওয়া লা হাওলা ওয়া কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়াহুয়াল আওয়ালু ওয়াল আখির" ওয়ায যা-হির" ওয়াল বাতিনু বিয়াদিহিল খায়র" ইউহ্য়ী ওয়া ইউমী-তু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর।" উদ্দেশ্য এ যে, ঐ সব কালিমায় মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা এর একত্ব ও মহত্ত্বের বিবরণ রয়েছে। এগুলো আসমান ও যমীনের মঙ্গলের চাবিসমূহ। যে মু'মিন এসব কালিমা পাঠ করবে, সে উভয় জাহানের মঙ্গল পাবে।

টীকা-১৩৬: হে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। ঐ কুরাঈশ বংশীয় কাফিরদেরকে, যারা আপনাকে তাদের ধর্ম অর্থাৎ মূর্তি পূজার দিকে আহ্বান করছে।

টীকা-১৩৭: 'অজ্ঞ' এ জন্যই ইরশাদ করেছেন যে, তাদের এতটুকুও জানা নেই যে, আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই অথচ এর পক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি স্থিরীকৃত রয়েছে।

টীকা-১৩৮: যে সব নি'মাত আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে দান করেছেন, তাঁরই আনুগত্য পালন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১৩৯: যে কারণেই তারা শির্কের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে, যদি আল্লাহ এর মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতো এবং তাঁর মর্যাদা বুঝতে পারতো, তবে এমন কেন

করতো? এর পর আল্লাহ তাআ'লা এর মহত্ত্ব ও মহিমার বিবরণ রয়েছে।

টীকা-১৪০: হাদীস: বুখারী ও মুসলীম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমায়েছেন, "ক্বিয়ামাত- দিবসে আল্লাহ তাআ'লা আসমানসমূহকে জড়ো করে আপন ক্বুদরতের মুষ্ঠিতে নিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন, "আমিই হলাম বাদশাহ। কোথায় পরাক্রমশালী, কোথায় অহংকারী? রাজত্ব ও হুকুমের দাবীদার?" অতঃপর যমীনগুলোকে জড়ো করে অন্য হাতে নেবেন এবং একথাই বলবেন। অতঃপর বলবেন, "আমিই হলাম বাদশাহ। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ?"

টীকা-১৪১: এটা 'প্রথম ফুৎকার'-এর বর্ণনা। এই ফুৎকারের ফলে যে অচেতনতা ছেয়ে ফেলবে সেটার এ প্রতিক্রিয়া হবে যে, ফিরিশতাগণ ও পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তখন যেসব লোক জীবিত থাকবে, যাদের তখনো না মৃত্যু ঘটে থাকবে, তারা সবাই সেটার কারণে মৃত্যুবরণ করবে। আর যাদের মৃত্যু ঘটেছে অতঃপর তাঁদেরকে আল্লাহ তাআ'লা জীবন দান করেছেন, যাঁরা আপন কবরসমূহে জীবিত; যেমন নাবীগণ ও শহীদগণ- তাঁরা ঐ ফুৎকারের কারণে অজ্ঞানতার মত অবস্থার সম্মুখীন হবেন। আর যে সব লোক কবরসমূহে মৃত হয়ে পড়ে থাকবে, তারা ঐ ফুৎকার সম্পর্কে কিছুই অনুভবই করতে পারবে না। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-১৪২: এ (استثناء) বা ব্যতিক্রমের মধ্যে কে কে শামিল রয়েছে সে সম্পর্কে তাফসীরকারকগণদের বহু অভিমত আছে। যথা-

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا) বলেন, (نفخة صعق) (ফুৎকার)- এর ফলে সমস্ত আসমান ও যমীনবাসী মৃত্যুবরণ করবে - জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও মালাকুল মাওত ব্যতীত। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা উভয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী যে চল্লিশ বছর ব্যবধান থাকবে তাতে ঐ ফিরিশতাদেরও মৃত্যু ঘটাবেন।

সূরাঃ ৩৯ যুমার	৮৩৮	মানযিল-৬	পারাঃ ২৪
তিনি ক্বিয়ামত দিবসে সমগ্র পৃথিবীকে জড়ো করে ফেলবেন এবং তাঁর ক্ষমতায় সমস্ত আসমানকে জড়ো করে ফেলা হবে (১৪০)। এবং তিনি তাদের শির্ক থেকে পবিত্র ও তিনি এর বহু উর্ধ্বে।	الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (৬৭)		
৬৮: এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়বে (১৪১) যারা আসমানসমূহের মধ্যে রয়েছে ও যারা যমীনে রয়েছে, কিন্তু যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন (১৪২)। অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে (১৪৩), তখনই তারা প্রত্যক্ষকারী অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়ে যাবে (১৪৪)।	وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ (৬৮)		
৬৯: এবং যমীন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে (১৪৫) আপন প্রতিপালকের আলোকে (১৪৬)	وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا		

দ্বিতীয় অভিমত এ যে, ব্যতিক্রম হচ্ছে শহীদগণের বেলায়; যাঁদের সম্পর্কে ক্বুরআ-ন মাজীদে (بَلْ اَحْيَآءٌ) (বরং তারা জীবিত) ইরশাদ হয়েছে; হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয় যে, তারা হচ্ছেন শহীদগণ, যারা তরবারিসমূহ গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে আরশের চতুর্দিকে হাযির হবেন।

তৃতীয় অভিমত হচ্ছে হযরত জাবির (رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ) বলেছেন- ব্যতিক্রম হচ্ছেন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) ই। যেহেতু তিনি তূর পর্বতের উপর বেহুশ হয়েছিলেন, সেহেতু এই ফুৎকারের কারণে তিনি বেহুশ হবেন না; বরং তিনি জাগ্রত ও হুঁশে বহাল থাকবেন।

চতুর্থ অভিমত এই যে, ব্যতিক্রম হচ্ছে- জান্নাতের হুরগণ এবং আরশ ও কুরসীর পার্শ্ববর্তীগণ।

দোহহাক এর অভিমত হচ্ছে- ব্যতিক্রম হবেন 'রিদওয়ান' (ফিরিশতা) ও হুরগণ এবং ঐসব ফিরিশতা, যারা জাহান্নামের উপর নিয়োজিত। তারা এবং জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছুও। (তাফসীর-ই-কাবীর ও জুমাল)

টীকা-১৪৩: এটা হচ্ছে 'দ্বিতীয় বারের ফুৎকার'; যেটার মাধ্যমে মৃতদেরকে জীবিত করা হবে।

টীকা-১৪৪: নিজেদের কবরগুলো থেকে; আর প্রত্যক্ষকারী অবস্থায় দন্ডায়মান হওয়া দ্বারা হয়ত এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হতবাক হয়ে হতভম্ব লোকের ন্যায় চতুর্দিকে বারবার দৃষ্টি উঠিয়ে দেখবে।

অথবা অর্থ এ যে, তারা এটাই দেখতে থাকবে যে, তারা কি ধরণের আচরণের সম্মুখীন হচ্ছে। আর মু'মিনদের কবরের নিকট আল্লাহ তাআ'লা এর অনুগ্রহক্রমে, বিভিন্ন যানবাহন হাযির করা হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا)

অর্থাৎ- "যেদিন আমি খোদাভীরুদেরকে পরম দয়ামর আল্লাহ এর দিকে প্রতিনিধিরূপে একত্রিত করবো।"

টীকা-১৪৫: খুব তীব্র আলোকরশ্মি দ্বারা, এমনকি লালবর্ণের ছটা প্রকাশ পাবে। এটা দুনিয়ার যমীন হবে না; বরং নতুন পৃথিবীই হবে, বা আল্লাহ তাআ'লা ক্বিয়ামত-দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য সৃষ্টি করবেন।

টীকা-১৪৬: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا) বলেন যে, এটা চন্দ্র-সূর্যের আলোক হবেনা। সেটাকে আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টি করবেন। তা দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। (জুমাল)

টীকা-১৪৭: অর্থাৎ কৃতকর্মসমূহের লিপিকা হিসাব-নিকাশের জন্য। এর অর্থ হয়তো 'লাওহ'-ই-মাহফুয' যাতে দুনিয়ার সমস্ত অবস্থা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে ও সুবিন্যস্তরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, অথবা 'প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা' যা তার সাথে থাকবে।

বাংলা	আরবি
আর রাখা হবে কিতাব (১৪৭) এবং উপস্থিত করা হবে নাবীগণকে আর এ নাবী ও তাঁর উম্মতগণ তাদের উপর সাক্ষী হবেন (১৪৮) এবং মানুষের মধ্যে সত্য মীমাংসা করে দেয়া। আর তাদের প্রতি যুলুম হবে না।	وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِایْٓءَ بِالنَّبِیّٖنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ (۶۹)
৭০: প্রত্যেক প্রাণকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল পূর্ণরূপেই দেয়া হবে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন যা তারা করতো (১৪৯)।	وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ (۷۰)
৭১: এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকেই নিয়ে যাওয়া হবে (১৫০) দলে দলে (১৫১), শেষ পর্যন্ত, যখন সেখানে পৌঁছবে তখন সেটার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে (১৫২) এবং সেটার দারোগা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য থেকে ঐ রসূল আসেন নি, যিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতেন?' তারা বলবে, 'কেন নয় (১৫৩); কিন্তু শাস্তির বাণী কাফিরদের উপর ঠিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে (১৫৪)। ৭২: বলা হবে, 'যাও, জাহান্নামের দরজাসমূহে, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য; সুতরাং কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের।'	وَسِیْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰی جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓی اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَتْلُوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰی وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَی الْكٰفِرِیْنَ (۷۱) قِیْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَكَبِّرِیْنَ (۷۲)
৭৩: এবং যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করতো তাদের যানবাহনগুলো (১৫৫) দলে দলে জান্নাতের দিকে চালিত হবে। শেষ পর্যন্ত যখন সেখানে পৌঁছবে এবং সেটার দরজাসমূহ উন্মুক্ত থাকবে (১৫৬), এবং সেটার দারোগা তাদেরকে বলবে, 'সালাম তোমাদের উপর। তোমরা সুখে থাকো। সুতরাং তোমরা জান্নাতে যাও স্থায়ীভাবে অবস্থান করার জন্য।'	وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَی الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓی اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِیْنَ (۷۳)
৭৪: এবং তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই, যিনি আপন প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রতি (সত্যই) পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন যেন আমরা জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করি যেখানেই ইচ্ছা করি; সুতরাং কতই উৎকৃষ্ট পুরস্কার সৎ কর্মপরায়ণদের (১৫৭)।	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِیْنَ (۷۴)
৭৫: এবং আপনি ফিরিশতাদেরকে দেখবেন আরশের চতুর্পার্শ্বে বৃত্তাকার হয়ে আপন	وَتَرَی الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

টীকা-১৪৮: যারা রসূলগণের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-১৪৯: তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই, না তাঁর কোন সাক্ষী ও লিখকের প্রয়োজন হয়। এ সবই যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হবে। (জুমাল)

টীকা-১৫০: কঠোরতা সহকারে কয়েদীদের মতো

টীকা-১৫১: প্রত্যেকটা দল ও উম্মত পৃথক, পৃথকভাবে

টীকা-১৫২: অর্থাৎ জাহান্নামের সাতটা দরজা উন্মুক্ত করা হবে, যেগুলো পূর্ব থেকেই বন্ধ ছিলো।

টীকা-১৫৩: নিশ্চয় নাবীগণ তাশরীফও এনেছিলেন আর তাঁরা আল্লাহ তাআ'লা এর বিধানবলীও শুনিয়েছেন এবং এ দিবস সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন।

টীকা-১৫৪: যে, আমাদের উপর অমাদের দুর্ভাগ্যই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলে আমরা পথভ্রষ্টতাকেই অবলম্বন করেছি। আর আল্লাহ এর বাণী মোতাবেক আমাদের দ্বারা জাহান্নামকে ভর্তি করা হয়েছে।

টীকা-১৫৫: সম্মান ও অভিবাদন; দয়া ও অনুগ্রহ সহকারে।

টীকা-১৫৬: তাঁদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের নিমিত্ত। আর জান্নাতের দরজা আটটি। হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, জান্নাতের দরজার পার্শ্বে একটা বৃক্ষ আছে সেটার নিম্নদেশ থেকে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। মু'মিনগণ সেখানে পৌঁছে একটা প্রস্রবণে স্নান করবে। ফলে, তাদের শরীর পাক ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে আর অপর প্রস্রবণের পানি পান করবে। ফলে, তাদের অভ্যন্তরও পবিত্র হয়ে যাবে অতঃপর ফিরিশতাগণ জান্নাতের দরজায় অভিবাদন জানাবেন।

টীকা-১৫৭: এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকারীদের।

টীকা-১৫৮: যে, মু'মিনদেরকে জান্নাতে ও কাফিরদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে।

টীকা-১৫৯: জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ এর প্রশংসা আরম্ভ করবেন। ★

টীকা-১: 'সূরা মু'মিন'। এর নাম 'সূরা গা-ফির'ও। এ সূরাটি মাক্কী দু'টি আয়াত ব্যতীত; যে দু'টি আয়াত (اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ) থেকে আরম্ভ হয়।

এ সূরায় নয়টি রুকু', পঁচাশিটি আয়াত, এক হাজার একশ নিরানব্বইটি পদ এবং চার হাজার নয়শ ষাটটি বর্ণ আছে।

প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে; এবং মানুষের মধ্যে সত্য মীমাংসা করে দেয়া হবে (১৫৮) যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ এর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক (১৫৯)।	يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۵﴾

সূরা মু'মিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মু'মিন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৮৫, রুকূ'-৯

১: হা-মীম।	حٰمٓ ﴿۱﴾
২: এ কিতাবের অবতারণ আল্লাহ্ এর নিকট থেকে, যিনি সম্মানের মালিক, জ্ঞানময়।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۲﴾
৩: পাপ ক্ষমাকারী ও তাওবাহ্ কবূলকারী (২); কঠিন শাস্তিদাতা (৩), মহা পুরস্কারদাতা (৪); তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৫)।	غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِي الطَّوْلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۳﴾
৪: আল্লাহ্ এর নিদর্শনসমূহে বিতর্ক করে না, কিন্তু কাফিররাই (৬)। সুতরাং হে শ্রোতা! তোমাকে যেন প্রতারিত না করে শহরগুলোতে তাদের অবাধ বিচরণ (৭)।	مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿۴﴾
৫: তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরের সম্প্রদায়গুলো (৮) অস্বীকার করেছে; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় এ ইচ্ছা করেছে যে, তারা আপন আপন রসূলগণকে আবদ্ধ করে নেবে (৯) এবং মিথ্যা সহকারে বিতর্ক করেছে, এ উদ্দেশ্যে যে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেবে (১০)। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি;	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَ هَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَ جٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫

টীকা-২: ঈমানদারদের

টীকা-৩: কাফিরদেরকে

টীকা-৪: আল্লাহ্ এর পরিচয় লাভকারী বান্দাদেরকে;

টীকা-৫: বান্দাদেরকে আখিরাতে।

টীকা-৬: অর্থাৎ ক্বুরআ-ন পাক সম্বন্ধে বিতর্ক করা কাফিরগণ ব্যতীত মু'মিনদের কাজ নয়। 'আবূ দাউদ'-এর হাদীস শরীফে আছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমায়েছেন- ক্বুরআ-ন শরীফ সম্বন্ধে বিতর্ক করা কুফর। এ 'বিতর্ক' দ্বারা 'আল্লাহ্ এর আয়াতসমূহের সমালোচনা করা' এবং অস্বীকার করা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কঠিন বিষয়াদির সমাধান দেয়ার জন্য 'জ্ঞানগত' এবং 'পদ্ধতি ও নীতিগত' আলোচনা করা উক্ত বিতর্কের আওতায় পড়ে না, বরং তা মহা আনুগত্যের শামিল। কাফিরদের বিতর্ক করা আয়াতসমূহের মধ্যে এ ছিলো যে, তারা কখনো ক্বুরআন পাককে 'যাদু' বলতো, কখনো 'কাব্য', কখনো 'জ্যোতির্বিদা' (গণনা) এবং 'কখনো গল্প-কাহিনী' বলতো।

টীকা-৭: অর্থাৎ কাফিরদের সুস্থতা ও নিরাপত্তা সহকারে দেশে দেশে ব্যবসা- বাণিজ্য করে বেড়ানো ও লাভ অর্জন করা যেন তোমাদের জন্য এ সংশয় ও উৎকণ্ঠার কারণ না হয় যে, এরা কুফরের মতো মহা অপরাধ করার পরও শাস্তি থেকে নিরাপদে রয়েছে। কেননা, তাদের পরিণাম হচ্ছে- লাঞ্ছনা ও শাস্তি। পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মধ্যেও এমন অবস্থাদি গত হয়েছে।

টীকা-৮: 'আ-দ, সামূদ ও লূত-সম্প্রদায় ইত্যাদি।

টীকা-৯: এবং তাদেরকে শহীদ করবে ও ধ্বংস করে ফেলবে।

টীকা-১০: যাকে নাবীগণ নিয়ে এসেছেন

টীকা-১১: তাদের মধ্যে কেউ কি তা থেকে বাঁচতে পেরেছে?

টীকা-১২: অর্থাৎ আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণ, যারা আল্লাহ এর নৈকট্যধন্য এবং ফিরিশতাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ।

অতঃপর কেমন হলো আমার শাস্তি (১১)?	فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥)
৬: এ ভাবেই আপনার প্রতিপালকের বাণী কাফিরদের উপর সত্য প্রমাণিত হলো যে, তারা দোযখবাসী।	وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (٦)
৭: তারাই, যারা আরশ বহন করে (১২) এবং যারা সেটার চতুর্পার্শ্বে রয়েছে (১৩) তারা আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে (১৪), এবং তাঁর উপর ঈমান আনে (১৫), আর মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (১৬)- 'হে প্রতিপালক আমাদের! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে (১৭)। সুতরাং তাদেরকেই ক্ষমা করো, যারা তাওবাহ করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে (১৮) এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে নাও।	اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ (٧)
৮: হে আমাদের প্রতিপালক! এবং তাদেরকে বসবাসের বাগানসমূহে প্রবেশ করাও, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছো এবং তাদেরকেও যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণের মধ্যে (১৯)। নিশ্চয় তুমিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়;	رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٨)
৯: এবং তাদেরকে পাপসমূহের কুফল থেকে রক্ষা করো। এবং যাকে তুমি ঐ দিন পাপসমূহের কুফল থেকে রক্ষা করবে, তবে নিঃসন্দেহে তুমি তাঁর প্রতি দয়া করেছো এবং এটাই মহা সাফল্য।	وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٩)
রুকূ'-২	
১০: নিশ্চয় যেসব লোক কুফর করেছে তাদেরকে আহবান করা হবে (২০), 'অবশ্যই তোমাদের প্রতি আল্লাহ এর অসন্তুষ্টি তদপেক্ষাও বহুগুণ বেশী যেমন তোমরা আজ নিজেদের সত্তার প্রতি অসন্তুষ্ট যখন তোমাদেরকে (২১) ঈমানের প্রতি আহবান করা হতো, অতঃপর তোমরা কুফর করতে।'	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ (١٠)
১১: (তারা) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃতে পরিণত করেছো এবং দু'বার জীবিত করেছো (২২)।	قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

টীকা-১৩: অর্থাৎ যেসব ফিরিশতা আরশের চতুর্পার্শে প্রদক্ষিণ করেন, তাদেরকে 'কাররুবী' (کروبی) বলা হয়। আর তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে নেতৃত্বের অধিকারী।

টীকা-১৪: এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ বলেন।

টীকা-১৫: এবং তাঁর একত্বের সত্যতা বর্ণনা করে। 'শাহর ইবনে হাওশাব' বলেছেন- আরশ বহনকারী ফিরশতাদের সংখ্যা আট। তাদের মধ্যে চারজনের তাসবীহ হচ্ছে এটা- (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ) "সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, লাকাল হামদু 'আলা হিলমিকা বা'দা 'ইলমিকা।" অপর চারজনের তাসবীহ হচ্ছে এই- উচ্চারণ: "সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা; লাকাল হামদু 'আলা আফভিকা বা'দা কুদরাতিকা।" (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ)

টীকা-১৬: এবং আল্লাহ এর দরবারে এভাবে আরয করেন

টীকা-১৭: অর্থাৎ তোমার দয়া ও তোমার জ্ঞান প্রত্যেকটি বস্তুরই পরিবেষ্টনকারী। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রার্থনার পূর্বে আল্লাহ এর প্রশংসা পেশ করা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, দু'আ'-প্রার্থনার নিয়মাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ তাআ'লা এর প্রশংসা বাক্য পাঠ করা হবে অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্য পেশ করা হবে।

টীকা-১৮: অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের উপর

টীকা-১৯: তাদেরকেও প্রবিষ্ট করো।

টীকা-২০: যখন তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে এবং তাদের পাপ-কার্যাদি তাদের সামনে পেশ করা হবে, আর তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ফিরিশতাগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন-

টীকা-২১: দুনিয়ার মধ্যে

টীকা-২২: কেননা, প্রথমে প্রাণহীন বীর্য ছিলো। এ মৃত অবস্থার পর তাদেরকে প্রাণ দান করে জীবিত করেন। অতঃপর জীবনের সময়সীমা পূর্ণ হবার পর মৃত্যু দিয়েছেন। অতঃপর পুনরুত্থানের জন্য জীবিত করেন।

টীকা-২৩: এর উত্তর এ হবে যে, দোযখ থেকে বের হবার তোমাদের কোন উপায় নেই এবং তোমরা যে অবস্থায়ই থাকো ও যে শাস্তিতে লিপ্ত হও না কেন, তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথই পেতে পারো না।

টীকা-২৪: অর্থাৎ এ শাস্তি ও সেটার সার্বক্ষণিক ও চিরস্থায়ী হবার কারণ হচ্ছে তোমাদেরই এ কৃতকর্ম যে, যখনই আল্লাহ এর একত্ববাদের ঘোষণা হতো এবং 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা হতো, তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে এবং কুফর অবলম্বন করতে

টীকা-২৫: এবং শির্ককেই সমর্থন করতে।

টীকা-২৬: অর্থাৎ স্বীয় সৃষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ, যেগুলো তার পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। যেমন:- বায়ু-প্রবাহ, মেঘমালা, বিজলী ইত্যাদি।

টীকা-২৭: বৃষ্টি বর্ষণ করে

টীকা-২৮: এবং এসব নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

টীকা-২৯: সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ তাআলা এর প্রতি এবং শির্ক থেকে তাওবাহকারী হয়।

টীকা-৩০: শির্ক থেকে বিরত থেকে

টীকা-৩১: নাবীগণ, ওলীগণ আলিমগণকে জান্নাতের মধ্যে

টীকা-৩২: অর্থাৎ আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন, নাবূয়্যাতের মহান পদ-মর্যাদা দান করেন এবং যাকে নাবী করেন তাঁর কাজ হচ্ছে-

টীকা-৩৩: এবং আল্লাহ এর সৃষ্টিকে কিয়ামত-দিবসের ভয় দেখান, যেদিন আসমানবাসীগণ ও পৃথিবীবাসীগণ, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সাক্ষাৎ করবে এবং রূহসমূহ আপন আপন শরীরের সাথেও প্রত্যেক কর্ম সম্পাদন করে আপন কৃতকর্মের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

টীকা-৩৪: কবরসমূহ থেকে বের হয়ে; এবং কোন ইমারত অথবা পর্বত এবং আত্মগোপন করার স্থান ও আড়াল পাবে না।

টীকা-৩৫: না কার্যাদি, না কথাবার্তা, না অন্যান্য অবস্থাদি। আর আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে তো কোন বস্তু কখনো গোপন থাকতে পারে না। কিন্তু ঐ দিনটা এমনই হবে যে, ঐ সমস্ত লোকের জন্য কোন পর্দা ও আড়াল থাকবে না, যা দ্বারা তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী, তাদের অবস্থাদি গোপন করতে পারবে। আর সৃষ্টি বিলীন হবার পর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন-

টীকা-৩৬: এমন কেউ থাকবে না জবাব দেয়ার। নিজেই এর জবাবে বলবেন- "এক পরক্রমশালী অল্লাহ এরই"।

অপর এক অভিমত এই যে, ক্বিয়ামত-দিবসে যখন সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তীগণ উপস্থিত হবে, তখন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে, "আজ কার বাদশাহী" সমস্ত সৃষ্টি জবাব দেবে- (لِلّٰهِ الۡوَاحِدِ الۡقَهَّارِ); (এক পরাক্রমশালী আল্লাহ এরই)। যেমন পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩৭: মু'মিনগণতো এ জবাব-বাক্যটা অতি তৃপ্তি সহকারে আরয করবেন। কেননা, তাঁরা পৃথিবীতে এটাই নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন, এটাই স্বীকার করতেন এবং এরই কারণে এসব মর্যাদা অর্জিত হয়েছে।

বাংলা	আরবি
এখন আমরা আমাদের পাপসমূহ স্বীকার করেছি। সুতরাং আগুন থেকে বের হবারও কোন পথ আছে কি (২৩)?'	فَاعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوۡبِنَا فَهَلۡ اِلٰى خُرُوۡجٍ مِّنۡ سَبِيۡلٍ (١١)
১২: এটা এজন্য হলো যে, যখন এক আল্লাহকে আহবান করা হতো তখন তোমরা কুফর করতে (২৪) এবং যদি তাঁর শরীক স্থির করা হতো তবে তোমরা তা মেনে নিতে (২৫)। সুতরাং নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহ এরই রয়েছে, যিনি সর্বাপেক্ষা উচ্চ, মহান।	ذٰلِكُمۡ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحۡدَهٗ كَفَرۡتُمۡ ۚ وَاِنۡ يُّشۡرَكۡ بِهٖ تُؤۡمِنُوۡا ؕ فَالۡحُكۡمُ لِلّٰهِ الۡعَلِىِّ الۡكَبِيۡرِ (١٢)
১৩: তিনিই হন যিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখান (২৬) এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করেন (২৭) এবং উপদেশ মান্য করেনা (২৮), কিন্তু যারা প্রত্যাবর্তন করে (২৯)। ১৪: সুতরাং আল্লাহ এর বন্দেগী করো নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে (৩০) যদিও অপছন্দ করে কাফিরগণ।	هُوَ الَّذِىۡ يُرِيۡكُمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَـكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ رِزۡقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنۡ يُّنِيۡبُ (١٣) فَادۡعُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ وَلَوۡ كَرِهَ الۡكٰفِرُوۡنَ (١٤)
১৫: সমুচ্চ মর্যাদাদাতা (৩১), আরশের অধিপতি ঈমানের প্রাণ, ওহী প্রেরণ করেন আপন নির্দেশে আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি চান (৩২) এ জন্য যে, তিনি সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করবেন (৩৩);	رَفِيۡعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الۡعَرۡشِ ۚ يُلۡقِى الرُّوۡحَ مِنۡ اَمۡرِهٖ عَلٰى مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ لِيُنۡذِرَ يَوۡمَ التَّلَاقِ (١٥)
১৬: যেদিন তারা সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়বে (৩৪), সেদিন আল্লাহ এর নিকট তাদের কোন অবস্থাই গোপন থাকবে না (৩৫)। আজ বাদশাহী কার (৩৬)? 'এক আল্লাহ, সবার উপর পরাক্রমশালীর (৩৭)।'	يَوۡمَ هُمۡ بٰرِزُوۡنَ ۚ لَا يَخۡفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنۡهُمۡ شَىۡءٌ ؕ لِمَنِ الۡمُلۡكُ الۡيَوۡمَ ؕ لِلّٰهِ الۡوَاحِدِ الۡقَهَّارِ (١٦)
১৭: আজ প্রত্যেক সত্তা কৃতকর্মের	اَلۡيَوۡمَ تُجۡزٰى كُلُّ نَفۡسٍۢ بِمَا كَسَبَتۡ ؕ

পক্ষান্তরে কাফিরগণ লজ্জা সহকারে এটা স্বীকার করবে এবং দুনিয়ায় তাদের অস্বীকার করার জন্য লজ্জিত হবে।

বাংলা	আরবি
প্রতিফল লাভ করবে (৩৮), আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণকারী।	لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٧)
১৮: এবং তাদেরকে সতর্ক করো ঐ সন্নিকটে আগমনকারী বিপদসঙ্কুল দিন সম্পর্কে (৩৯) যখন হৃদয় কণ্ঠাগত হবে (৪০) দুঃখ-কষ্টে ভরা। এবং যালিমদের না কোন বন্ধু আছে, না এমন কোন সুপারিশকারী আছে, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে (৪১)।	وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ڛ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ (١٨)
১৯: আল্লাহ জানেন চোখের কোণার গোপন চুরি সম্পর্কেও (৪২) এবং যা কিছু বক্ষসমূহে গোপন রয়েছে (৪৩)।	يَعْلَمُ خَاۗىِٕنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ (١٩)
২০: এবং আল্লাহ সঠিক ফয়সালা করেন এবং তিনি ব্যতীত যাদের (৪৪) পূজা করে তারা কোন কিছুর মীমাংসা করতে পারে না (৪৫)। নিশ্চয় আল্লাহই শুনেন, দেখেন (৪৬)।	وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (٢٠)
রুকূ'-৩	
২১: তবে কি তারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো কেমন পরিণতি হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদের (৪৭)। তাদের ক্ষমতা ও যমীনের মধ্যে তারা যে সব নিদর্শন রেখে গেছে (৪৮) তা তাদের চেয়েও অধিকতর। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পাপ গুলোর উপর পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই (৪৯)।	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ (٢١)
২২: এটা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসতেন (৫০) অতঃপর তারা কুফর করতো। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢٢)
২৩: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আপন নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে প্রেরণ করেছি;	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٢٣)
২৪: ফিরআ'উন, হামান ও কারূনের প্রতি; অতঃপর তারা বললো, 'এ'তো যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী (৫১)।	اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤)
২৫: অতঃপর যখন সে তাদের প্রতি আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে এসেছে (৫২),	فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا

টীকা-৩৮: সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি তার সৎকর্মের এবং পাপী তার পাপের।

টীকা-৩৯: এটা দ্বারা রোজ-ক্বিয়ামত বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪০: দারুন ভয়ের কারণে না বের হতে পারবে, না ভিতরেই আপন স্থানে ফিরে আসতে পারবে।

টীকা-৪১: অর্থাৎ কাফিরগণ সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

টীকা-৪২: অর্থাৎ দৃষ্টিসমূহের অবিশ্বস্ততা ও চুরি; পরনারীকে অবৈধভাবে দেখা ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের প্রতি তাকানো।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ অন্তরসমূহের গোপন কথা- সব কিছুই আল্লাহ তাআ'লা এর জ্ঞানে রয়েছে।

টীকা-৪৪: অর্থাৎ যে সব প্রতিমার এসব মুশরিক

টীকা-৪৫: কেননা, সেগুলোর না আছে জ্ঞান, না আছে ক্ষমতা। সুতরাং সেগুলোর উপাসনা করা এবং সে গুলোকে খোদার শরীক সাব্যস্ত করা অতি সুস্পষ্ট বাতিলই।

টীকা-৪৬: স্বীয় সৃষ্টির কথাবার্তা, কার্যকলাপ এবং সমস্ত অবস্থা।

টীকা-৪৭: যারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছিলো।

টীকা-৪৮: কিল্লা, প্রাসাদ, নহর, চৌবাচ্চা ও বড় বড় ইমারতসমূহ।

টীকা-৪৯: যে আল্লাহ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। অন্যান্যদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বিবেকবানদেরই কাজ। এ যুগের কাফিরগণ এ সব অবস্থা দেখে কেন শিক্ষাগ্রহণ করছে না। তারা একথা কেন চিন্তা করছে না যে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, সম্পদশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ দৃষ্টান্ত মূলক পন্থায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এটা কেন হলো?

টীকা-৫০: মু'জিযাদি দেখাতেন

টীকা-৫১: এবং তারা আমার নিদর্শনসমূহ ও অকাট্য প্রমাণাদিকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছে।

টীকা-৫২: অর্থাৎ নাবী হয়ে আল্লাহ এর পয়গাম নিয়ে আসেন। অতঃপর ফিরআ'উন ও তার অনুসারীরা

টীকা-৫৩: যাতে লোকেরা হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর অনুসরণ থেকে বিরত হয়।

টীকা-৫৪: কিছুই কাজে আসার মতো নয়। সম্পূর্ণ অকেজো ও নিষ্প্রয়োজন। পূর্বেও ফিরআউনের অনুসারীগণ ফিরআউনের নির্দেশে হাজার হাজার হত্যা করেছে। কিন্তু আল্লাহ এর ফয়সালা (قضاءِ الٰهی) বাস্তবায়িতই হয়েছে। আর হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)কে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লা ফিরআউনের ঘরেই লালন-পালন করিয়েছেন, তার দ্বারা সেবা করিয়েছেন। যেমনিভাবে, ফিরআ'নীদের ষড়যন্ত্রগুলো ব্যর্থ হয়েছে, তেমনিভাবে, বর্তমানে ঈমানদারদেরকে বাধা প্রদানের জন্য পুনরায় হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করাও নিষ্ফল। হযরত মূসার (আমাদের নাবী ও তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।) দ্বীনের প্রচলন করাই আল্লাহ তাআ'লা এর ইচ্ছা ছিলো। তাতে কে বাধা দিতে পারে?

টীকা-৫৫: তার দলীয়দেরকে

টীকা-৫৬: ফিরআ'উন যখনই হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) কে হত্যা করার ইচ্ছা করতো, তখনই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে তা থেকে নিষেধ করতো, আর বলতো, "এতো ঐ ব্যক্তি নয়, যার সম্পর্কে তোমার শঙ্কা রয়েছে। এতো একজন সাধারণ যাদুকর। তার উপর তো আমরা আমাদের যাদু দ্বারা বিজয়ী হয়ে যাবো। আর তাকে যদি হত্যা করে ফেলো, তা হলে সাধারণ লোকেরা এ সন্দেহের শিকার হয়ে যাবে যে, ঐ ব্যক্তি সত্যবাদী ছিলো, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো; সুতরাং তুমি প্রমাণ সহকারে তার সাথে মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়েছো, জবাব দিতে পারোনি। এ কারণে তুমি তাকে হত্যা করে ফেলেছো।"

কিন্তু, বাস্তবে ফিরআ'উনের এ কথা বলা, 'আমাকে ছেড়ে দাও, 'আমি মূসাকে হত্যা করবো'; নিছক হুমকিই ছিলো। সে নিজেই তাঁর (হযরত মূসা) সত্য নাবী হওয়ার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো। আর সে জানতো যে, যে সব মু'জিযা তিনি নিয়ে এসেছেন সেগুলো আল্লাহ এরই নিদর্শন, যাদুমন্ত্র নয়। কিন্তু সে এ কথা মনে করতো যে, তাঁকে শহীদ করার ইচ্ছা করলে তিনি তার ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবেন। তা থেকে এ কথাই উত্তম হবে যে, দীর্ঘ আলোচনায় দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যাক।

তখন বললো, 'যারা তার উপর ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখো (৫৩)।' আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র তো নয় কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাফিরা করা মাত্র (৫৪);

২৬: এবং ফিরআ'উন বললো (৫৫), 'আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করবো (৫৬) এবং সে আপন প্রতিপালককে আহ্বান করুক (৫৭)। আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের ধর্মে পরিবর্তন ঘটাবে (৫৮) অথবা যমীনের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়াবে (৫৯)।'

২৭: এবং মূসা (৬০) বললো, 'আমি তোমাদের ও আমার প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক ঐ দাম্ভিক থেকে, যে হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করে না (৬১)।'

قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا
كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ (٢٥)
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ
مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ
اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ
فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦)
وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَ
رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ
بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧)

যদি না ফিরআ'উন আন্তরিকভাবে তাকে সত্য নাবী বলে বিশ্বাস করতো, আর এ কথাও না জানতো যে, খোদায়ী সমর্থনের ফলে যাঁরা তাঁর সাথে আছেন তাঁদের মুকাবিলা করা অসম্ভব, তবে তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে কখনো চিন্তা-ভাবনা করতোনা। কেননা, সেই মহা রক্ত পিপাসু, হত্যাকারী, যালিম ও পাষাণ-হৃদয় ছিলো। সামান্য কথার উপর ভিত্তি করে হাজার হাজার খুন করে ফেলতো।

টীকা-৫৭: তিনি নিজে নিজেকে যাঁর রসূল বলে দাবী করছেন, যাতে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে আমাদের কবল থেকে রক্ষা করেন। ফিরআ'উনের এ উক্তি এর ই সাক্ষ্য বহন করে যে, তার অন্তরে তার ও তাঁর দু'আ-প্রার্থনাসমূহের ভয় ছিলো। সে স্বীয় অন্তরে তাঁকে ভয় করতো। বাহ্যতঃ স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে এ কথা প্রকাশ করতো যে, সে সম্প্রদায়ের লোকদের বাধাদানের কারণে হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)কে হত্যা করছে না।

টীকা-৫৮: এবং তোমাদেরকে ফিরআউন-পূজা ও মূর্তি-পূজা থেকে মুক্ত করে ফেলবে।

টীকা-৫৯: ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করে।

টীকা-৬০: ফিরআউনের বিভিন্ন হুমকি শুনে

টীকা-৬১: হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) ফিরআউনের কঠোর কথাগুলোর জবাবে নিজ থেকে কোন একটা শব্দও নিজের বড়ত্বের উচ্চারণ করেননি; বরং আল্লাহ তাআ'লা এরই আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর তাঁরই উপর ভরসা করেছেন এটাই হচ্ছে- খোদা-পরিচিতি সম্পন্নদের নিয়ম। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে প্রত্যেক ধরণের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছেন। বস্তুতঃ এ বারাকাতময় বাক্যসমূহে কতই মূল্যবান হিদায়ত রয়েছে। যেমন-

ক) এ কথা বলা- 'আমি তোমাদের ও আমার প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি।'

খ) এ'তে এই পথ-নির্দেশনাও রয়েছে যে, প্রতিপালক মাত্র একই।

গ) এই পথ-নির্দেশনাও রয়েছে যে, যে কেউ তাঁর (আল্লাহ) আশ্রয়ে আসে, তাঁরই উপর ভরসা করে, আর তিনি তাকে সাহায্য করেন, কেউই তার ক্ষতি

করতে পারে না

ঘ) এ পথনির্দেশ আছে যে, আল্লাহ এর উপর নির্ভর করা বন্দেগীরই চিহ্ন। আর

ঙ) 'তোমাদের প্রতিপালক' বলার মধ্যে এ হিদায়াত রয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহ এরই উপর নির্ভর করো, তবে তোমরাও সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে

অনুবাদ	আয়াত
২৮: এবং বললো, ফিরআউন সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক মুসলিম ব্যক্তি যে আপন ঈমানকে গোপন রাখতো, 'তোমরা একজন লোককে কি এ জন্যই হত্যা করছো যে, সে বলে- আমার প্রতিপালক আল্লাহ; অথচ নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন (৬২)? এবং যদি এ কথা মনে করা হয় যে, তিনি ভুল বলছেন, তবে তার ভুল বলার অশুভ পরিণাম তাঁরই উপর বর্তাবে, আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এমন কিছু, যার তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন (৬৩)। নিশ্চয় আল্লাহ পথ প্রদান করেন না তাকেই, যে সীমা লংঘনকারী, মহা মিথ্যাবাদী হয় (৬৪)।	وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَ اِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (۲۸)
২৯: হে আমার সম্প্রদায়! আজ বাদশাহী তোমাদেরই; তোমরাই এই ভূমিতে আধিপত্য রাখো (৬৫)। তবে আল্লাহ এর শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে, যদি আমাদের উপর এসে পড়ে? ফিরআ'উন বললো, 'আমি তো তোমাদেরকে তাই বুঝাই, যা আমার বুঝে আসে (৬৬)। আর আমি তোমাদেরকে তাই বলি, যা মঙ্গলেরই পথ।'	يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَ مَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ (۲۹)
৩০: এবং ঐ ঈমানদার লোকটা বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের উপর (৬৭) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর দিনের মত আশংকা করছি (৬৮);	وَ قَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ (۳۰)
৩১: যেমন রীতি গত হয়েছে নূহের সম্প্রদায়, আদ, সামূদ ও তাদের পর অন্যান্যদের (৬৯); এবং আল্লাহ বান্দাদের উপর যুলুম চান না (৭০)।	مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَ مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (۳۱)
৩২: এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য ঐ দিনের আশঙ্কা করছি, যেদিন উচ্চস্বরে আহ্বান করা হবে (৭১);	وَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (۳۲)

টীকা-৬২: যেগুলো দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে; অর্থাৎ নাবুয়্যাত প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-৬৩: উদ্দেশ্য এ যে, এ দু'অবস্থার একটা অনিবার্য- হয়ত তিনি সত্যবাদী হবেন, নতুবা মিথ্যাবাদী। যদি মিথ্যাবাদী হন তবে এমন মামলায় মিথ্যা বলে সেটার অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা পাবেন না, বরং ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর যদি সত্যবাদী হন, তবে যেই শাস্তির তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা থেকে বাস্তবেও কিছু তোমাদের নিকট পৌঁছে যাবেই। 'কিছুটা পৌঁছবে' এ জন্যই বলেছেন যে, তাঁর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দুনিয়া ও আখিরাতে- উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছিলো। তা থেকে কার্যতঃ পার্থিব শাস্তিই সম্মুখীন হবার ছিলো।

টীকা-৬৪: যে, আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে।

টীকা-৬৫: অর্থাৎ মিশরে। সুতরাং এমন কাজ করোনো, যেন আল্লাহ তাআ'লা এর শাস্তি আসে। যদি আল্লাহ তাআ'লা এর শাস্তি আসে

টীকা-৬৬: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে হত্যা করে ফেলা।

টীকা-৬৭: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)কে অস্বীকার করা এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনের প্রতি অগ্রসর হবার কারণে

টীকা-৬৮: যারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে

টীকা-৬৯: যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে অস্বীকার করতে থাকে এবং প্রত্যেককে আল্লাহ এর শাস্তি ধ্বংস করেছে;

টীকা-৭০: গুণাহ ব্যতীত তাদেরকে শাস্তি দেন না এবং যুক্তি-প্রমাণ স্থির করা ব্যতিরেকে তাদেরকে ধ্বংস করেন না।

টীকা-৭১: সেটা হবে ক্বিয়ামত-দিবস। ক্বিয়ামত-দিবসকে (يَوْمُ التَّنَاد) বা 'আহবানের দিন' এ জন্য বলা হয় যে, ঐ দিনে বিভিন্ন ধরনের 'ডাক-আহ্বান' উচ্চারিত হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন দলীয় নেতার সাথে এবং প্রত্যেক দলকে আপন ইমাম বা নেতার সাথে ডাকা হবে। বেহেশতীগণ দোযখীগণকে, দোযখীগণ বেহেশতীগণকে ডাকবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ঘোষণা দেয়া হবে অর্থাৎ 'অমুক সৌভাগ্যবান হয়েছে; এখন

থেকে কখনো হতভাগ্য হবে না। আর অমুক হতভাগ্য হয়ে গেছে; এখন থেকে আর কখনো সৌভাগ্যবান হবেনা।' আর যখন মৃত্যুকে যবেহ করা হবে- তখন আহ্বান করা হবে- 'হে জান্নাতবাসীগণ। এখন থেকে স্থায়িত্বই; মৃত্যু নেই। আর হে দোযখবাসীরা। এখন থেকে স্থায়িত্ব; আর মৃত্যু নেই।'

টীকা-৭২: হিসাব-নিকাশের স্থান হতে দোযখের দিকে।

টীকা-৭৩: অর্থাৎ তাঁর শাস্তি থেকে।

টীকা-৭৪: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পূর্বে।

টীকা-৭৫: এ প্রমাণহীন কথা তোমরা, অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, নিজেরাই রচনা করেছো, যাতে হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পরে আগমনকারী নাবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করো এবং তাদেরকে অস্বীকার করো। সুতরাং তোমরা কুফরের উপর স্থির রয়েছো, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নাবূয়্যাতে সন্দেহ করাকে অব্যাহত রেখেছো, আর পরবর্তীগণের নাবূয়্যাতকে অস্বীকার করার জন্য তোমরা এ কল্পনা উদ্ভাবন করে রেখেছো যে, 'এখন আল্লাহ তাআ'লা কোন রসূলই প্রেরণ করবেন না।'

টীকা-৭৬: ঐসব বস্তুর মধ্যে, যেগুলোর পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে।

টীকা-৭৭: সেগুলোকে অস্বীকার করে,

টীকা-৭৮: ফলে, তাতে হিদায়ত গ্রহণ করার কোন অবকাশই অবশিষ্ট থাকে

টীকা-৭৯: অজ্ঞতা ও ধোকাবশতঃ আপন উযীরকে,

টীকা-৮০: অর্থাৎ মূসা আমি ব্যতীত অন্য খোদাকে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে। এ কথাটা ফিরআ'উন আপন সম্প্রদায়কে ধোকা দেয়ার নিমিত্ত বলেছিলো। কেননা, সে জানতো যে, সত্য উপাস্য শুধু আল্লাহ তাআ'লাই। বস্তুতঃ ফিরআ'উন নিজে নিজেকে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই খোদা স্থির করতো। (এ ঘটনার বিবরণ 'সূরা ক্বাসাস'-এর মধ্যে গত হয়েছে।)

টীকা-৮১: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা এর সাথে শির্ক করা এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করা।

টীকা-৮২: অর্থাৎ শয়তানেরা প্ররোচনা দিয়ে তার মন্দ কর্মসমূহকে তার দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছে।

টীকা-৮৩: যা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর আয়াতসমূহকে বাতিল করার মানসে সে অবলম্বন করেছে।

টীকা-৮৪: অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য অস্থায়ী উপকার, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।

অনুবাদ	আয়াত
৩৩: যে দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে (৭২); আল্লাহ থেকে (৭৩) তোমাদেরকে কেউ রক্ষাকারী নেই; এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শনকারী নেই।	يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٣٣)
৩৪: এবং নিশ্চয় এর পূর্বে (৭৪) তোমাদের নিকট ইউসুফ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে; অতঃপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহের মধ্যেই ছিলে। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি ইন্তিকাল করেছেন, তখন তোমরা বলেছো, 'কখনো আল্লাহ কোন রসূল প্রেরণ করবেন না (৭৫)।' আল্লাহ এভাবে পথভ্রষ্ট করেন তাকেই, যে সীমা লংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী (৭৬)।	وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ (٣٤)
৩৫: ঐসব লোক, যারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে ঝগড়া করে (৭৭), এমন কোন দলীল- প্রমাণ ছাড়াই, যা তারা লাভ করেছে; কতই কঠোর ঘৃণার কথা আল্লাহ এর নিকট এবং ঈমানদারদের নিকট। আল্লাহ এভাবেই মোহর করে দেন অহংকারী ও গোঁড়া ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর (৭৮)। **৩৬:** এবং ফিরআ'উন বললো (৭৯), 'হে হামান! আমার জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, হয়ত আমি পৌঁছে যাবো রাস্তাগুলো পর্যন্ত।	الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۙ (٣٦)
৩৭: কি ধরণের রাস্তা? অতঃপর মূসার খোদাকে উঁকি দিয়ে দেখবো এবং নিশ্চয় আমার ধারণায় তো সে মিথ্যাবাদী (৮০)।' এবং এভাবে ফিরআ'উনের দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজকে (৮১) সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে (৮২) এবং তাকে সরল পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আর ফিরআউনের ষড়যন্ত্র (৮৩) ধ্বংসের পথেই ছিলো।	اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۗ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ (٣٧)
রুকূ'-৫	
৩৮: এবং ঐ ঈমানদার ব্যক্তি বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অনুসরণ করো আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেবো। **৩৯:** হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার জীবন তো কিছু দিন ভোগ করা মাত্র (৮৪)।	وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ (٣٨) يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ

টীকা-৮৫: অর্থ এ যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল, আর আখিরাত হচ্ছে স্থায়ী। স্থায়ীই হচ্ছে অধিকতর উত্তম। এর পর সৎ ও অসৎ কার্যাদি এবং সেগুলোর পরিণতি বর্ণনা করেন।

টীকা-৮৬: কেননা, কার্যাদির গ্রহণযোগ্যতা ঈমানের উপর নির্ভরশীল।

অনুবাদ	আয়াত
আর নিশ্চয় ঐ পরবর্তী (জগত) হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস (৮৫)।	وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩)
৪০: যে মন্দ কাজ করে, তবে সে প্রতিফল পাবে না, কিন্তু ততটুকুই। আর যে সৎকর্ম করে- পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে যদি মুসলমান হয় (৮৬), তবে তারা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। সেখানে অগণিত রিযক্ব পাবে (৮৭)।	مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠)
৪১: এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমার কি হলো, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে (৮৮), আর তোমরা আমাকে ডাকছো দোযখের দিকে (৮৯)।	وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ؕ (٤١)
৪২: আমাকে ডাকছো যেন আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং এমন কিছুকে তাঁর শরীক দাঁড় করাই, যা আমার জ্ঞানে নেই। আর আমি তোমাদেরকে ঐ মহা সম্মানিত, অতিশয় ক্ষমাশীলের প্রতি আহ্বান করছি।	تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ (٤٢)
৪৩: নিজে নিজেই প্রমাণিত হলো যে, যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছো (৯০), তাকে ডাকা কোন কাজের নয় দুনিয়াতে, না আখিরাতে (৯১) আর এই আমার প্রত্যাবর্তন আল্লাহ এরই দিকে (৯২) এবং এ যে, সীমালংঘনকারীরাই (৯৩) হচ্ছে দোযখী।	لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (٤٣)
৪৪: অতঃপর শীঘ্রই ঐ সময় আসছে, যার আমি তোমাদেরকে বলছি; সেটাকে তোমরা স্মরণ করবেই (৯৪) এবং আমি আপন কর্ম আল্লাহ এরই দিকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন (৯৫)।	فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ (٤٤)
৪৫: অতঃপর আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন, তাদের প্রতারণার অনিষ্টাদি থেকে (৯৬) এবং ফিরআ'উনের অনুসারীদেরকে কঠিন শাস্তি ঘিরে রেখেছে (৯৭)।	فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۚ (٤٥)
৪৬: আগুন, যার উপর তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় (৯৮) এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন নির্দেশ দেয়া হবে- 'ফিরআ'উনের অনুসারীদের কঠিনতর শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো।'	اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۟ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)

টীকা-৮৭: এটা আল্লাহ তাআ'লা এর মহা অনুগ্রহ।

টীকা-৮৮: জান্নাতের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দীক্ষা দিয়ে

টীকা-৮৯: কুফর ও শির্কের প্রতি আহ্বান করে।

টীকা-৯০: অর্থাৎ প্রতিমার প্রতি।

টীকা-৯১: কেননা, তা প্রাণহীন জড়পদার্থ মাত্র।

টীকা-৯২: তিনিই আমাকে প্রতিফল দেবেন

টীকা-৯৩: অর্থাৎ কাফির

টীকা-৯৪: অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হবার মুহূর্তে তোমরা আমার উপদেশসমূহ স্মরণ করবে। আর তখনকার স্মরণ করা কোন উপকারে আসবে না। এ কথা শুনে ঐসব লোক ঐ মু'মিনকে ধমক দিলো- "যদি তুমি আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করো তবে আমরা তোমার প্রতি মন্দ ব্যবহার করবো।" এর জবাবে সে বললো-

টীকা-৯৫: এবং তাদের কৃতকর্মসমূহ ও অবস্থাদি জানেন। তখন ঐ ঈমানদার লোকটা তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। আর সেখানে নামাযে রত হয়ে গেলো। ফিরআউন এক হাজার লোককে তাঁর খোঁজে প্রেরণ করলো। আল্লাহ তাআ'লা বন্য পশুগুলোকে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করে দিলেন। যে ফিরআ'উনী তাঁর প্রতি আসলো, বন্য পশুগুলো তাকে হত্যা করলো। আর যে লোকটা ফিরে গিয়েছিলো সে ফিরআ'উনকে ঘটনা বর্ণনা করলো। ফিরআ'উন তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো, যাতে ঐ ঘটনা প্রকাশ না পায়।

টীকা-৯৬: এবং সে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথী হয়ে মুক্তি পেলো। যদিও সে ছিলো ফিরআ'উনের সম্প্রদায়ভুক্ত।

টীকা-৯৭: দুনিয়ার মধ্যে তো এ শাস্তি যে, তারা ফিরআ'উনের সাথে ডুবে গেছে আর আখিরাতে দোযখ অবধারিত।

টীকা-৯৮: তাতে জ্বালানো হয়। হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, 'ফিরআ'উনের অনুসারীদের

আত্মাগুলোকে কালো বর্ণের পাখির দেহের মধ্যে রেখে প্রত্যহ দু'বার- সকাল ও সন্ধ্যায় আগুনের উপর পেশ করা হয়। আর সেগুলোকে বলা হয়, "এ আগুনই তোমাদের অবস্থান।" আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথে এমনই করা হবে।

মাসআলা: এ আয়াত থেকে কবরের শাস্তির পক্ষে প্রমাণ স্থির করা যায়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীর সামনে তার অবস্থানের স্থান সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়- জান্নাতবাসীর সামনে জান্নাতের ও দোযখবাসীর সামনে দোযখের। আর তাকে বলা হয়, "এটা তোমার ঠিকানা। শেষ পর্যন্ত, ক্বিয়ামাত-দিবসে আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে সেটারই প্রতি উত্থিত করবেন।"

টীকা-৯৯: হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপন সম্প্রদায়ের নিকট জাহান্নামের মধ্যে কাফিরদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করার অবস্থা উল্লেখ করুন, যে-

টীকা-১০০: দুনিয়ার মধ্যে। আর তোমাদের কারণেই কাফির হয়েছি।

টীকা-১০১: অর্থাৎ কাফিরদের নেতাগণ জবাব দেবে-

টীকা-১০২: প্রত্যেকে নিজ নিজ বিপদে লিপ্ত। আমাদের মধ্যে কেউ কারো কাজে আসতে পারে না।

টীকা-১০৩: ঈমানদারদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবিষ্ট করে ফেলেছেন, আর কাফিরদেরকে জাহান্নামে। যা হবার ছিলো তা হয়েই গেছে।

টীকা-১০৪: অর্থাৎ দুনিয়ার একদিনের পরিমাণ সময় পর্যন্ত আমাদের শাস্তি হ্রাস করা হোক।

টীকা-১০৫: তাঁরা কি সুস্পষ্ট মু'জিযাদি প্রকাশ করেন নি? অর্থাৎ তোমাদের জন্য এখন ওযর-আপত্তির অবকাশই বাকী থাকেনি।

টীকা-১০৬: অর্থাৎ কাফির নাবীগণের শুভাগমন ও নিজের কাফির হবার কথা স্বীকার করবে।

টীকা-১০৭: আমরা কাফিরদের পক্ষে প্রার্থনা করবো না। বস্তুতঃ তোমাদের প্রার্থনাও নিষ্ফল।

টীকা-১০৮: তাদেরকে বিজয় দান করে এবং মজবুত যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করে আর তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে

টীকা-১০৯: তা হচ্ছে ক্বিয়ামত দিবস, যাতে ফিরশতাগণ রসূলগণের ধর্ম-প্রচার ও কাফিরদের অস্বীকার করার সাক্ষ্য দেবেন

টীকা-১১০: এবং কাফিরদের কোন ওযর-আপত্তি গৃহীত হবে না

টীকা-১১১: অর্থাৎ জাহান্নাম।

৪৭: এবং (৯৯) যখন তারা আগুনের মধ্যে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা তাদেরকেই বলবে, যারা বড় সেজে বসতো, 'আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম (১০০)। সুতরাং তোমরা কি আমাদের নিকট থেকে আগুনের কিছু অংশ হ্রাস করে নেবে?'	وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
৪৮: ঐ দাম্ভিকেরা বলবে (১০১), 'আমরা সবাইতো আগুনের মধ্যেই রয়েছি (১০২); আল্লাহ তো বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলেছেন (১০৩)।'	قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾
৪৯: এবং যারা আগুনের মধ্যে রয়েছে তারা সেটার দারোগাদেরকে বলবে, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো যেন আমাদের উপর শাস্তির একটি দিন হাল্কা করে দেন (১০৪)'	وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾
৫০: তারা বলবে, 'তোমাদের রসূলগণ কি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আনতেন না (১০৫)? তারা বলবে, 'কেন নয় (১০৬)?' বলবে, 'সুতরাং তোমরাই প্রার্থনা করো (১০৭)।' এবং কাফিরদের প্রার্থনা নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে (ব্যর্থ হয়ে) ফেরার জন্যই।	قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

রুকূ'-৬

৫১: নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আপন রসূলগণকে সাহায্য করবো এবং ঈমানদারগণকেও (১০৮) পার্থিব জীবনের মধ্যে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে (১০৯)। **৫২:** যেদিন যালিমদেরকে তাদের ওজর-আপত্তি কোন উপকার করবে না (১১০) এবং তাদের জন্য অভিসম্পাত রয়েছে ও তাদের জন্য নিকৃষ্ট আবাস (১১১)। **৫৩:** এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে পথনির্দেশনা	اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى

টীকা-১১২: অর্থাৎ তাওরীত ও মু'জিযাসমূহ।
টীকা-১১৩: অর্থাৎ তাওরীত অথবা তাদের নাবীগণের উপর অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের।
টীকা-১১৪: আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর।
টীকা-১১৫: তিনি আপনার সাহায্য করবেন। আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। আপনার শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন। কালবী বলেন যে, ধৈর্যধারণের আয়াত জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।
টীকা-১১৬: অর্থাৎ আপন উম্মতের। (মাদারিক)
টীকা-১১৭: অর্থাৎ নিয়মিতভাবে আল্লাহ তাআ'লা এর ইবাদত করো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, এটা ধারা পাঞ্জেগানা নামায এর কথা বুঝানো হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
দান করেছি (১১২) এবং বনী ইস্রাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি (১১৩)	وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ (۵۳)
৫৪: বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের পথ-নির্দেশ ও উপদেশ।	هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ (۵۴)
৫৫: সুতরাং, হে মাহবুব! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন (১১৪)। নিশ্চয় আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি সত্য (১১৫) এবং আপন লোকদের গুণাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন (১১৬)। আর আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করুণ (১১৭)।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ (۵۵)
৫৬: ঐসব লোক, যারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এমন কোন দলীল ছাড়াই, যা তারা পেয়েছে (১১৮), তাদের অন্তরে নেই, কিন্তু (আছে) অহংকারের উন্মাদনা (১১৯), যা পর্যন্ত তারা পৌঁছবে না (১২০)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ এর আশ্রয় প্রার্থনা করো (১২১)। নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (۵۶)
৫৭: নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি মানবকুলের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক বড় (১২২); কিন্তু বহু লোক জানেনা (১২৩)।	لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۵۷)
৫৮: এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় (১২৪); এবং না ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং অসৎকর্মপরায়ণ (১২৫)। কত কম ধ্যানই করছো!	وَ مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۙ۬ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ لَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ (۵۸)
৫৯: নিশ্চয় ক্বিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু বহুলোক ঈমান আনে না (১২৬)।	اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۵۹)

টীকা-১১৮: ঐ ঝগড়াকারীগণ দ্বারা 'কুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১১৯: এবং তাদের এ অহংকার তাদের মিথ্যারোপ, অস্বীকার ও কুফর অবলম্বনের কারণ হয়েছে; যেহেতু তারা একথা সহ্য করেনি যে, কেউ তাদের অপেক্ষা উঁচু হোক। এ কারণেই নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে শত্রুতা করেছে, এ কুধারণায় যে, 'যদি হুযূরকে নাবী মেনে নিই, তবে স্বীয় বড়ত্ব চলে যাবে এবং ও ছোট বনতে হবে।' আর তারা বড় বনে থাকারই মোহ রাখতো।
টীকা-১২০: এবং বড়ত্ব তো সম্ভবপর হবে না; বরং হুযূরের বিরোধিতা ও তাঁকে অস্বীকার করা তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে।
টীকা-১২১: হিংসুকদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে।
টীকা-১২২: এ আয়াত পুনরুত্থানে অবিশ্বাসকারীদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করা হয়েছে যে, যখন তোমরা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার উপর ভিত্তি করে, সেগুলোর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তাআ'লাকে শক্তিমান বলে মেনে নিচ্ছো, তখন মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত বলে কেন মনে করছো?
টীকা-১২৩: 'বহু লোক' মানে এখানে 'কাফিরগণ' আর তাদের পুনরুত্থানকে অস্বীকারের কারণ হচ্ছে- তাদের অজ্ঞতা। কারণ, তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টির উপর শক্তিমান হওয়া থেকে পুনরুত্থানের পক্ষে প্রমাণ স্থির করে না। সুতরাং তারা অন্ধের মতো হলো। আর যারা সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব থেকে স্রষ্টার ক্ষমতার পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করে তারা হচ্ছে চক্ষুষ্মান লোকেরই মতো।
টীকা-১২৪: অর্থাৎ মূর্খ ও জ্ঞানী এক সমান নয়।
টীকা-১২৫: অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ মু'মিন ও অসৎ কর্মপরায়ণ লোক- উভয়ে সমান নয়
টীকা-১২৬: মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ায় বিশ্বাস করে না।

টীকা-১২৭: আল্লাহ তাআ'লা বান্দাদের প্রার্থনাসমূহ আপন করুণা দ্বারা গ্রহণ করেন এবং সেগুলো গৃহীত হবার কতিপয় শর্ত রয়েছে:
এক) দু'আ-প্রার্থনায় ইখলাস বা নিষ্ঠা
দুই) অন্তর অন্যদিকে রত না হওয়া।
তিন) ঐ দু'আয় কোন নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া
চার) আল্লাহ তাআ'লা এর রহমতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা
পাঁচ) এ অভিযোগ না করা যে, 'আমি দু'আ-প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তা কবুল হয়নি।
যখন উক্ত শর্তাবলী সহকারে দুআ' করা হয়, তখন তা কবুল হয়
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'আ'-প্রার্থনাকারীর দুআ' কবুল হয়- হয়ত তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দুনিয়াতেই শীঘ্র দেয়া হয়, অথবা আখিরাতে তার জন্য জমা রাখা হয়। অথবা তা দ্বারা তার গুনাহর কাফফারা করে দেয়া হয়।
এ আয়াতের তাফসীরে একথাও বর্ণিত হয় যে, 'দুআ' মানে এখানে ইবাদত। বস্তুতঃ কুরআ-নে কারীমে দুআ' শব্দটা 'ইবাদত' অর্থে বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।
হাদীস শরীফে আছে-
(اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)
(আবূ দাঊদ ও তিরমিযী) অর্থাৎ- "দুআ' ইবাদতই।"এতদভিত্তিতে, আয়াতের অর্থ এ হবে যে, 'তোমরা আমার 'ইবাদত করো, আমি তোমাদেরকে সাওয়াব দান করবো।"
টীকা-১২৮: যাতে তোমাদের কাজকর্ম প্রশান্তি সহকারে সুসম্পন্ন করতে পারো।
টীকা-১২৯: যে, তোমরা তাঁকে ছেড়ে প্রতিমাগুলারে পূজা করছো এবং তাঁর উপর ঈমান আনছো না; অথচ প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
টীকা-১৩০: এবং সত্য-বিমুখ হয় দলীলাদি স্থির হওয়া সত্ত্বেও।
টীকা-১৩১: এবং সেগুলোর প্রতি সত্য সন্ধানীর দৃষ্টিতে দেখেনা ও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না।
টীকা-১৩২: যাতে তা তোমাদের বাসস্থান হয় জীবদ্দশায়ও, মৃত্যুর পরেও।
টীকা-১৩৩: যে, সেটাকে গম্বুরজর ন্যায় উঁচু করেছেন।
টীকা-১৩৪: যে, তোমাদেরকে সোজা দাঁড়ানারে উপযোগী গড়নময়, সুন্দর চেহারা সম্পন্ন, মানানসই অঙ্গ-প্রতঙ্গের অধিকারী করেছেন; পশুর মতো করে সৃষ্টি করেন নি; তখন তো নিম্নমুখী ও বক্রপৃষ্ঠ (কুঁজো) হয়ে চলতে হতো।
টীকা-১৩৫: উন্নত মানের আহার্য্য বস্তু ও পানীয়।
টীকা-১৩৬: যে, তাঁর ধ্বংস অসম্ভব।

বাংলা	আরবী
৬০: এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি গ্রহণ করবো (১২৭)। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারে বিমুখ হয়, তারা অনতিবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ (٦٠)
রুকূ'-৭	
৬১: আল্লাহ হন, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরাম পাও এবং দিন সৃষ্টি করেছেন চক্ষুগুলো খোলার জন্য (১২৮)। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু বহু মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (٦١)
৬২: তিনিই হন আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, প্রত্যেক কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং কোথায় যাচ্ছো বিপরীতমুখী হয়ে (১২৯)?	ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٦٢)
৬৩: এভাবেই বিপরীতমুখী হয় (১৩০) ঐসব লোক, যারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে (১৩১)। ৬৪: আল্লাহ হন, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থির করেছেন (১৩২) এবং আসমানকে ছাদ (১৩৩); এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। সুতরাং তোমাদের আকৃতিগুলোকে উৎকৃষ্ট করেছেন (১৩৪)। আর তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ (১৩৫) জীবিকারূপে দিয়েছেন। তিনিই হন আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং বড়ই মঙ্গলময় হন আল্লাহ, প্রতিপালক সমগ্র জাহানের।	كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (٦٣) اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٦٤)
৬৫: তিনিই চিরঞ্জীব (১৩৬); তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং তাঁরই ইবাদত	هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ

টীকা-১৩৭: শানে নুযূলঃ অযোগ্য কাফিরগণ মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতাবশতঃ তাদের মিথ্যা ধর্মের প্রতি হুযূর পুরনূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে দাওয়াত দিয়েছিলো এবং তাঁর নিকট মূর্তিপূজা করার জন্য দরখাস্ত করেছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতে কারীমাহ অবতীর্ণ হয়।

বাংলা	আরবি
করো নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এরই যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।	مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۵﴾
৬৬: আপনি বলুন, 'আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলোর পূজা করতে, যেগুলোর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছো (১৩৭) যখন আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ (১৩৮) আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করি।'	قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۫ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۶﴾
৬৭: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে (১৩৯) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর (১৪০) পানির ফোঁটা থেকে (১৪১), অতঃপর রক্তপিণ্ড থেকে অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমাদেরকে স্থায়ী রাখেন যেন আপন যৌবনে উপনীত হও (১৪২), অতঃপর এ জন্য যে, বৃদ্ধ হও এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে পূর্বেই উঠিয়ে নেয়া হয় (১৪৩)। এবং এ জন্য যে, তোমরা একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছবে (১৪৪), আর এ জন্য যে, তোমরা অনুধাবন করতে পারবে (১৪৫)।	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْۤا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۷﴾
৬৮: তিনিই হন, যিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান। অতঃপর যখন কোন নির্দেশ দেন, তবে সেটার উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলেন, 'হয়ে যা।' তখনই তা হয়ে যায় (১৪৬)।	هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۶۸﴾
৬৯: আপনি কি দেখেন নি ঐসব লোককে, যারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহের মধ্যে ঝগড়া করে (১৪৭)? কোথায় তাদেরকে ফেরানো হচ্ছে (১৪৮)।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿۶۹﴾
৭০: ঐসব লোক, যারা অস্বীকার করেছে কিতাবকে (১৪৯) এবং যা আমি আপন রসূলগণের সাথে প্রেরণ করেছি (১৫০); তারা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে (১৫১)।	اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَ بِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۰﴾
৭১: যখন তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ী থাকবে এবং শৃঙ্খলসমূহ (১৫২)- হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে;	اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ﴿۷۱﴾

টীকা-১৩৮: বোধশক্তি ও ওহীর; তাওহীদের উপর প্রমাণবহ

টীকা-১৩৯: অর্থাৎ তোমাদের মূল ও তোমাদের সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ হযরত আদম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)কে

টীকা-১৪০: হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর তাঁর বংশধরকে

টীকা-১৪১: অর্থাৎ বীর্যের ফোঁটা (শুক্রবিন্দু) থেকে

টীকা-১৪২: এবং তোমাদের শক্তি পরিপুর্ণ হয়

টীকা-১৪৩: অর্থাৎ বার্ধক্য অথবা যৌবনে পৌঁছার পূর্বেই; এটা এ জন্যই করেছেন যেন তোমরা জীবন যাপন করো।

টীকা-১৪৪: জীবনের নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত

টীকা-১৪৫: তাওহীদের প্রমাণাদিকে; এবং ঈমান আনো।

টীকা-১৪৬: অর্থাৎ বস্তুসমূহের অস্তিত্ব তাঁরই ইচ্ছার অধীন। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করেন আর বস্তুসমূহ অস্তিত্ব লাভ করে। এতে না কোন কষ্ট আছে, না কোন পরিশ্রম, না কোন উপকরণের প্রয়োজন আছে। এটা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতারই বিবরণ।

টীকা-১৪৭: অর্থাৎ ক্বুরআ-ন পাকে

টীকা-১৪৮: ঈমান ও সত্য ধর্ম থেকে।

টীকা-১৪৯: অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা ক্বুরআ-ন কারীমকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৫০: সেটা অস্বীকার করেছে; এবং তাঁর রসূলগণের সাথে যা কিছু প্রেরণ করা হয়েছে, তা দ্বারা হয়ত ঐসব কিতাব বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তী রসূলগণ নিয়ে আসেন; অথবা ঐসব সত্য আক্বীদা, যেগুলো সমস্ত নাবীই প্রচার করেছেন। যেমন- আল্লাহ এর 'তাওহীদ' (একত্ববাদ), মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া।

টীকা-১৫১: নিজেদের অস্বীকারের পরিণাম।

টীকা-১৫২: এবং ঐসব শৃংখল দ্বারা

টীকা-১৫৩: এবং ঐ আগুন বাইরের দিক থেকেও তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং তাদের ভিতরেও পরিপূর্ণ থাকবে। (আল্লাহ তাআ'লা এর ই আশ্রয়।)
টীকা-১৫৪: অর্থাৎ ঐসব প্রতিমার কি হলো, যে গুলোর তোমরা উপাসনা করতে?
টীকা-১৫৫: কোথাও দৃষ্টগোচরই হচ্ছে না,
টীকা-১৫৬: মূর্তিপূজার কথা অস্বীকার করে বসবে। অতঃপর মূর্তিগুলোকে উপস্থিত করা হবে। আর কাফিরদেরকে বলা হবে, "তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্য-সবই জাহান্নামের ইন্ধন হও।"
তাফসীরকারকদের কেউ কেউ বলেন, 'জাহান্নামবাসীদের এ কথা বলা যে, 'আমরা ইতোপূর্বে কিছুর পূজাই করতাম না'; এর অর্থ হচ্ছে- 'এখন আমাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যে, যেগুলোর আমরা পূজা করতাম সেগুলো এমন কিছু ছিলো না যে, কোন উপকার বা অপকার করতে পারে।'
টীকা-১৫৭: অর্থাৎ এ শাস্তি, যাতে তোমরা লিপ্ত।
টীকা-১৫৮: অর্থাৎ শির্ক, মূর্তিপূজা ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার উপর;
টীকা-১৫৯: যারা অহংকার করেছে এবং সত্যকে গ্রহণ করেনি।
টীকা-১৬০: কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানের
টীকা-১৬১: আপনার ওফাতের পূর্বে
টীকা-১৬২: নানা ধরণের শাস্তি থেকে যেমন- বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়া। যেমন এটা ঘটেছে,
টীকা-১৬৩: এবং কঠিন শাস্তিতে লিপ্ত হওয়া
টীকা-১৬৪: এ ক্বুরআ-নে সুস্পষ্টভাবে
টীকা-১৬৫: ক্বুরআ-ন শরীফে বিস্তারিতভাবে ও সুস্পষ্টরূপে। (মিরক্বাত) আর ঐ সমস্ত নাবী (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে আল্লাহ তাআ'লা নিদর্শন ও মু'জিযাসমূহ দান করেন। কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সাথে ঝগড়া করেছে। তাদেরকে অস্বীকার করেছে। এর উপর ঐ সব হযরত ধৈর্য ধারণ করেছেন।
এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে- নাবী করীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সান্তনা দেয়া। তা এভাবে যে, যে ধরণের ঘটনাবলীর আপনি আপনার সম্প্রদায়ের দিক থেকে সম্মুখীন হচ্ছেন এবং যেমন সব নির্যাতন আপনার প্রতি হচ্ছে, পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও এই অবস্থাদি গত হয়েছে। তাঁরা সবাই ধৈর্য ধারণ করেছেন, আপনিও ধৈর্য ধারণ করুন।
টীকা-১৬৬: কাফিরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার প্রসঙ্গে,
টীকা-১৬৭: রসূলগণ ও তাঁদেরকে অস্বীকারকারীদের মধ্যে

৭২: ফুটন্ত পানির মধ্যে; অতঃপর আগুনে বিদগ্ধ করা হবে (১৫৩)।	فِي الْحَمِيمِ ۚ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢)
৭৩: অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় গেছে সেগুলো, যেগুলোকে তোমরা শরীক বলতে (১৫৪)	ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣)
৭৪: আল্লাহ এর মুক্বাবিলায়?' তারা বলবে, 'সে গুলোতো আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে (১৫৫); বরং আমরা ইতোপূর্বে কিছুর পূজাই করতাম না (১৫৬)।' আল্লাহ এভাবেই পথভ্রষ্ট করেন কাফিরদেরকে।	مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤)
৭৫: এটা (১৫৭) এরই পরিণাম যে, তোমরা যমীনে মিথ্যার উপর খুশী হতে (১৫৮); এবং এরই পরিণাম যে, তোমরা দম্ভ করতে।	ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥)
৭৬: যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। সুতরাং কতই মন্দ ঠিকানা অহংকারীদের (১৫৯)।	ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦)
৭৭: সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি (১৬০) সত্য। অতএব, যদি আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই (১৬১) এমন কিছু বস্তু যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে প্রদান করি (১৬২) অথবা আপনাকে পূর্বেই ওফাত দিই- উভয় অবস্থাতেই তাদেরকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৬৩)	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧)
৭৮: এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে কত সংখ্যক রসূল প্রেরণ করেছি, যাঁদের মধ্যে কারো কারো অবস্থাদি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি (১৬৪) এবং কারো কারো অবস্থাদি বর্ণনা করিনি (১৬৫) এবং কোন রসূলের জন্য শোভা পায় না যে, কোন নিদর্শন নিয়ে আসবেন আল্লাহ এর নির্দেশ ব্যতিরেকে। অতঃপর যখন আল্লাহ এর নির্দেশ আসবে (১৬৬) তখন সত্য মীমাংসাই করে দেয়া হবে (১৬৭) এবং মিথ্যাশ্রয়ীদের সেখানেই ক্ষতি।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (٧٨)

টীকা-১৬৮: যে, সেগুলোর দুধ ও লোম ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে থাকো এবং সেগুলোর বংশধর দ্বারা উপকৃত হও।
টীকা-১৬৯: অর্থাৎ নিজেদের সফরসমূহে আপন ভারী সামগ্রী সেগুলোর পৃষ্ঠের উপর বোঝাই করে এক স্থান থেকে অপর স্থানে নিয়ে যাও।

৭৯: আল্লাহ হন, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করেন; যাতে কোন কোনটার উপর আরোহণ করো এবং কোন কোনটার মাংস আহার করো। ৮০: এবং তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কতই উপকার রয়েছে (১৬৮) এবং এ জন্যই যেন তোমাদের সেগুলোর পৃষ্ঠের উপর আপন অন্তরের উদ্দেশ্যাবলীতে পৌঁছতে পারো (১৬৯) এবং সেগুলোর উপর (১৭০) ও নৌযানগুলোর উপর (১৭১) আরোহণ করো।	اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ(۷۹) وَ لَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَ عَلَیْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ(۸۰)
৮১: এবং তিনি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন (১৭২)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ এর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে (১৭৩)?	وَ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ ﳓ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ(۸۱)
৮২: তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কেমন পরিণতি হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে অধিক ছিলো (১৭৪) এবং তাদের শক্তিও (১৭৫)। আর পৃথিবীতে নিদর্শনসমূহও তাদের চেয়ে বেশী (১৭৬)। সুতরাং তা তাদের কি কাজে আসলো, যা তারা উপার্জন করেছে (১৭৭)?	اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِی الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ(۸۲)
৮৩: সুতরাং যখন তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসলেন, তখন তারা তা নিয়েই উল্লাসিত ছিলো, যা তাদের নিকট পার্থিব জ্ঞান ছিলো (১৭৮) আর তাদেরই উপর উল্টে পড়লো যা নিয়ে তারা ঠাটা-বিদ্রুপ করতো (১৭৯)।	فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ(۸۳)
৮৪: অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি দেখলো তখন বললো, 'আমরা এক আল্লাহ এর উপর ঈমান এনেছি এবং যাকে তাঁর শরীক স্থির করতাম তাকে অস্বীকার করলাম (১৮০)।' ৮৫: সুতরাং তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসেনি যখন তারা আমার শাস্তি দেখে নিলো। আল্লাহ এর এ বিধান, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে এসেছে (১৮১) এবং সেখানে কাফিরগণ ক্ষতির মধ্যেই রইলো (১৮২)।	فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِیْنَ(۸۴) فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ اِیْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِهٖ ۚ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ(۸۵)

টীকা-১৭০: স্থলের সফরসমূহে
টীকা-১৭১: সামুদ্রিক সফরসমূহে
টীকা-১৭২: যেগুলো তাঁর কুদরত ও একত্বের প্রমাণ বহন করে।
টীকা-১৭৩: অর্থাৎ ঐসব নিদর্শন এমনই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট যে, সেগুলো অস্বীকার করার কোন পথই নেই।
টীকা-১৭৪: তাদের সংখ্যার আধিক্য ছিলো
টীকা-১৭৫: এবং শারীরিক শক্তিও তাদের অপেক্ষা অধিক ছিলো।
টীকা-১৭৬: অর্থাৎ তাদের মহল ও ইমারতসমূহ
টীকা-১৭৭: অর্থ এ যে, যদি এসব লোক ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতো, তবে তারা অবগত হতো যে, অস্বীকারকারী ও একগুঁয়েদের কি পরিণতি হয়েছে, তারা কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তাদের সংখ্যাধিক্য তাদের শক্তি ও তাদের সম্পদ কিছুই তাদের কাজে আসতে পারে নি।
টীকা-১৭৮: এবং তারা নাবীগণের জ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। তা অর্জন করার ও তা দ্বারা উপকৃত হবার প্রতি মনোনিবেশ করেনি; বরং তাকে নগণ্য মনে করলো; তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলো। আর তাদের পার্থিব জ্ঞানকে, যা বাস্তবপক্ষে মূর্খতাই, পছন্দ করতে লাগলো।
টীকা-১৭৯: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা এর শাস্তি।
টীকা-১৮০: অর্থাৎ যেসব মূর্তিকে আল্লাহ ব্যতীত পূজতো, সেগুলোর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো।
টীকা-১৮১: এ যে, শাস্তি অবতীর্ণ হবার সময় ঈমান আনা উপকারী হয়না। ঐ মুহুর্তের ঈমান গৃহীত হয়না। আর এটাও আল্লাহ তাআ'লা এর বিধান যে, তিনি রসূলগণকে অস্বীকারকারীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন।
টীকা-১৮২: অর্থাৎ তাদের পতন ও ক্ষতি ভালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।★

টীকা-১: এ সুরার নাম 'সূরা ফুসসিলাত'- এবং সূরা 'সাজদাহ্'ও, সূরা 'মাসাবীহ'-ও। এ সূরাটি মাক্কী। এতে ছয়টি রুকূ', চুয়ান্নটি আয়াত, সাতশ ছিয়ানব্বইটি পদ এবং তিন হাজার তিনশ পঞ্চাশটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: বিধি-নিষেধ, উপমা, উপদেশ, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকি ইত্যাদির বর্ণনা (দেয়া হয়েছে)
টীকা-৩: আল্লাহ তাআ'লা এর বন্ধুদেরকে সাওয়াবের
টীকা-৪: আল্লাহ তাআ'লা এর শত্রুদেরকে শাস্তির।
টীকা-৫: মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করা।
টীকা-৬: মুশরিকগণ হযরত নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে,
টীকা-৭: আমরা তা বুঝতেই পারিনা, অর্থাৎ আল্লাহ এর একত্ব ও ঈমানকে
টীকা-৮: "আমরা বধির। আপনার কথা আমরা শুনতে পাইনা।" এতে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, আপনি আমাদের দিক থেকে ঈমান ও তাওহীদকে গ্রহণ করার আশাই করবেন না। আমরা কোন মতেই মান্যকারী নই। আর অমান্য করার ক্ষেত্রে আমরা ঐ ব্যক্তিরই পর্যায়ে, যে না বুঝতে পারে, না শুনতে পায়।
টীকা-৯: অর্থাৎ ধর্মীয় বিরোধিতা। সুতরাং আমরা আপনার কথা মান্যকারী নই।
টীকা-১০: অর্থাৎ "আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন, আমরা আমাদের ধর্মের উপর অটল রয়েছি।' অথবা এ অর্থ যে, 'আপনি আমাদের ক্ষতি করার যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। আমরাও আপনার বিরুদ্ধে যা সম্ভব হয় করবো।'
টীকা-১১: হে সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। বিনয়ের সূরে ঐ সমস্ত লোককে উপদেশ দান ও পথ-প্রদর্শনের জন্য যে,
টীকা-১২: "প্রকাশ্যভাবে। অর্থাৎ আমাকে দেখাও যায়, আমার কথাও শুনা যায়। আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকাশ্যে কোন জাতিগত পার্থক্যও নেই। সুতরাং তোমাদের এ কথা বলা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, 'আমার কথা না তোমাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে, না তোমরা শ্রবণ করতে পারো। আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন অন্তরায় রয়েছে?' অবশ্য, আমার পরিবর্তে যদি অন্য কোন জাতি-জিন কিংবা ফিরিশতা আসতো, তবে তোমরা বলতে পারতে যে, 'সে না আমাদের নজরে আসছে, না তার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, না আমরা তার কথা বুঝতে পারছি। আমাদের ও তাদের মধ্যে তো জাতিগত পার্থক্যই মহা অন্তরায়।' কিন্তু এখানে তো এমন নয়। কেননা, আমি মানবীয় আকৃতিতে তাশরীফ আনয়ন করেছি। সুতরাং তোমাদেরকে আমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। আর আমার কথা বুঝার ও তা থেকে উপকার গ্রহণ করার খুব প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কেননা, আমার মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। আর আমার বাণীও বহু উচ্চ পর্যায়ের। এ কারণে যে, আমি তাই বলি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়।"
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে, (اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) (আমি তোমাদের মতো বাশার) বলাটা পথপ্রদর্শন ও উপদেশ দানের হিক্বমাত অবলম্বনের জন্য এবং বিনয় প্রকাশার্থেই। বস্তুতঃ বিনয় সূত্রে যেই উক্তি করা হয়, তা বিনয়কারীর

সূরা হা-মমি-সিজদাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রুকূ'-১

১: হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২: এটা অবতীর্ণ পরম দয়ালু, করুণাময়ের।	تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾
৩: এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (২), আরবী ক্বুরআন বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য;	كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾
৪: সুসংবাদদাতা (৩) ও সতর্ককারী (৪)। অতঃপর তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা শুনেই না (৫)।	بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾
৫: এবং বললো (৬), 'আমাদের হৃদয় আবরণের মধ্যে- ঐ বাণী থেকে, যার প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান করছেন (৭); এবং আমাদের কানের মধ্যে বধিরতা রয়েছে (৮) এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে অন্তরায় রয়েছে (৯)। সুতরাং আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করছি (১০)।'	وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ وَفِيْۤ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾
৬: আপনি বলুন (১১), 'মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে তো আমি তোমাদেরই মত (১২)। আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র	قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

উচ্চ মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে। ছোটদের পক্ষে ঐসব উক্তি তাঁর শানে বলা অথবা তাঁর সমমর্যাদা তালাশ করা শালীনতা বর্জন ও বেয়াদবীরই শামিল হয়। সুতরাং কোন উম্মতের জন্য এটা বৈধ হবে না যে, সে হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর সদৃশ বা সমান হবার দাবী করবে। এ কথার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, হুযূরের 'বাশারিয়াত' (মানব হওয়া)ও সবচেয়ে উর্ধ্বে। আমাদের বাশারিয়াতের সাথে সেটার কোন সম্বন্ধই নেই।

টীকা-১৩: তাঁর প্রতি ঈমান আনো, তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন করো। তাঁর পথ থেকে ফিরে যেওনা।

টীকা-১৪: স্বীয় ভ্রান্ত আক্বীদা ও অপকর্মের জন্য।

টীকা-১৫: এটা যাকাতে বাধা প্রদান থেকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত প্রদানে নিষেধ করা এমনই মন্দ যে কুরআ-ন কারীমে তা মুশরিকদেরই মন্দ গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর কারণ এ যে, মানুষের নিকট সম্পদ খুবই প্রিয় হয়। সুতরাং সম্পদ আল্লাহ এর পথে খরচ করে ফেলা তার অটলতা, স্থিরতা, সততা ও নিয়তের নিষ্ঠারই শক্তিশালী প্রমাণ। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন যে, 'যাকাত' মানে হচ্ছে- 'তাওহীদ'-এ নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়া এবং 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা। এতত্তিত্তিতে, অর্থ এ হবে যে, 'যে কেউ আল্লাহ এর একত্বের স্বীকারোক্তি দিয়ে নিজেকে শির্ক থেকে বিরত রাখে না।' আর হযরত ক্বাতাদাহ সেটার অর্থ এ গ্রহণ করেছেন যে, "যেসব লোক যাকাতকে ওয়াজিব বা অপরিহার্য জানেনা।' এতদ্ব্যতীত, আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
উপাস্যই। সুতরাং তাঁর সম্মুখে সোজা থাকো (১৩)। এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো (১৪)। এবং দুর্ভোগ রয়েছে শির্ককারীদের জন্য;	فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ(٦)
৭: ঐসব লোক, যারা যাকাত প্রদান করেনা (১৫) এবং তারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী (১৬)।	الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (٧)
৮: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য অশেষ সাওয়াব রয়েছে। (১৭)।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۠(٨)
রুকূ'-২	
৯: আপনি বলুন, 'তোমরা কি তাকেই অস্বীকার করছো, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (১৮) এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করছো (১৯)? তিনিই হন সমগ্র জাহানের প্রতিপালক (২০)।'	قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ(٩)
১০: এবং তাতে (২১) সেটার উপর থেকে নোঙ্গর স্থাপন করেছেন (২২) এবং তাতে বরকত রেখেছেন (২৩)। এবং তাতে সেটার বসবাসকারীদের জীবিকাসমূহ নির্ধারণ করেছি- এ সব মিলিয়ে চারদিনের মধ্যে (২৪) সঠিক জবাব জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য।★★	وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ (١٠)

টীকা-১৬: যে, মৃত্যুর পর পূনরুত্থিত হবার ও প্রতিফল পাবার বিষয়কে স্বীকার করেনা।

টীকা-১৭: যা বন্ধ হবেনা, এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াত রুগ্ন, পঙ্গু ও বৃদ্ধদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করার উপযোগী থাকেনি। তারাও ঐ প্রতিদান পাবে, যেই কর্ম সুস্থাবস্থায় করতো। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, "যখন বান্দা কোন কর্ম করে এবং কোন রোগ অথবা সফরের কারণে ঐ কর্ম সম্পাদনকারী ঐ কর্ম করতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে সুস্থ ও মুক্বীম থাকাবস্থায় যা করতো অনুরূপই তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা-১৮: তাঁর এমনই পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আর ইচ্ছা করলে মাত্র এক মুহূর্তের কম সময়েও সৃষ্টি করতেন।

টীকা-১৯: অর্থাৎ শরীক?

টীকা-২০: এবং তিনিই ইবাদতের উপযোগী, তিনি ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের উপযোগী নয়। সবই তাঁর মালিকানাধীন ও সৃষ্ট। এর পর আবারও তাঁর মহা ক্ষমতার বিবরণ দেয়া হচ্ছে-

টীকা-২১: অর্থাৎ যমীনের মধ্যে

টীকা-২২: পর্বতসমূহের

টীকা-২৩: সমুদ্র, নহর, বৃক্ষ ও ফলমূল এবং বিভিন্ন ধরণের জীবজন্তু ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

টীকা-২৪: অর্থাৎ দু'দিন পৃথিবী সৃষ্টির এবং দু'দিনের মধ্যে এসব।★

★ অর্থাৎ: দু'দিন যমীন সৃষ্টির হলো আর দু'দিন হলো জীবিকা সৃষ্টির- মোট চার দিন হলো। সেই চার দিন হচ্ছে- রবি, সোম, মঙ্গল, ও বুধ (রুহুল বয়ান) এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, 'রিযক' (জীবিকা) 'মারযূক্ব' (রিযক্বের ভোক্তাদের) পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং রিযক্বের জন্য মানুষের বেশী চিন্তার কারণ কি?

রূহ দেহের চার হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে আর 'রিযক্ব' (জীবিকা) রূহের চার হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। (রুহুল বয়ান, হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا))

★★অর্থাৎ লোকেরা যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে এ জবাব দিন, যাতে আপনার নাবূয়্যাত প্রমাণিত হয়।

টীকা-২৫: অর্থাৎ ঊর্ধ্বগামী বাষ্প।
টীকা-২৬: এসব মিলে ছয় দিন হলো। তন্মধ্যে সর্বশেষ দিন হচ্ছে- 'জুমুআ'হ' (শুক্রবার)
টীকা-২৭ সেখানে বসবাসকারীদেরকে আনুগত্য, ইবাদত-বন্দেগী, বিধি ও নিষেধের
টীকা-২৮: যা যমীনের নিকটবর্তী
টীকা-২৯: অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা
টীকা-৩০: চোর শয়তানদের থেকে।
টীকা-৩১: অর্থাৎ যদি এ মুশরিকগণ এ বর্ণনার পরও ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে,
টীকা-৩২: ধ্বংসকারী শাস্তি থেকে, যেমন তাদের উপর এসেছিলো।
টীকা-৩৩: অর্থাৎ 'আদ' ও 'সামূদ' সম্প্রদায়)-এর রসূল চতুর্দিক থেকে আগমন করতেন এবং তাদেরকে সৎপথে আনার প্রতিটি কলা-কৌশল প্রয়োগ করতেন। আর তাদেরকে সর্বপ্রকার উপদেশ দিতেন।
টীকা-৩৪: তাঁদের সম্প্রদায়ের কাফিরগণ তাঁদের জবাবে যে,
টীকা-৩৫: তোমাদের পরিবর্তে; আপনি তো আমাদের মতো মানুষই।
টীকা-৩৬: তাদের এই সম্বোধন হযরত হূদ ও হযরত সালিহ এবং সমস্ত নাবীর প্রতিই ছিলো, যাঁরা ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ইমাম বাগাভী সা'লাবীর সূত্রে হযরত জাবির থেকে বর্ণনা করেণ যে, কুরাঈশ দলীয়রা, যাদের মধ্যে আবূ জাহল প্রমুখ সরদারগণও ছিলো, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো যে, এমন কোন ব্যক্তি, যে কবিতা, যাদু, জ্যোতির্বিদ্যায় দক্ষ হয় তাকে হুযূর নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে কথাবার্তা বলার জন্য প্রেরণ করা হোক। সুতরাং ওতবাহ ইবনে রাবীআ'হ মনোনীত হলো। ওতবাহ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট এসে তাকে বললো, "আপনি উত্তম না হাশিম? আপনি উত্তম না আবদুল মুত্তালিব? আপনি উত্তম, না আবদুল্লাহ? আপনি কেন আমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলছেন? কেন আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পথভ্রষ্ট বলছেন? বাদশাহীর আগ্রহ থাকলে আমরা আপনাকে বাদশাহ মেনে নেবো। আপনার ঝাণ্ডা উড়াবো। মেয়েদের প্রতি আগ্রহ থাকলে কুরাঈশের যে কোন কন্যাই আপনি পছন্দ করেন, দশটা কন্যা আপনার আকদ-এ দিয়ে দেবো। আর ধন-সম্পদের প্রতি আগ্রহ থাকলে আমরা আপনাকে এত অধিক সম্পদ সংগ্রহ করে দেবো, যাতে আপনার বংশধরগণ পর্যন্ত ভোগ করে আরো অবশিষ্ট থেকে যায়।" বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এসব কথাবার্তা নীরবে শ্রবণ করতে থাকেন। যখন ওতবাহ তার বক্তব্য, শেষ করে ক্ষান্ত হলো, তখন হুযূর আনওয়ার (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এ 'সূরা হা-মীম সাজদাহ' পাঠ করলেন। যখন তিনি আয়াত- (فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন ওতবা তাড়াতাড়ি আপন হাত হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর বারাকাতময় মুখের উপর রেখে দিলো। আর হুযূরকে বংশ ও আত্মীয়তার দোহাই দিলো আর ভীত হয়ে আপন ঘরের দিকে পালিয়ে গেলো। যখন কুরাঈশরা তার ঘরে পৌঁছলো, তখন সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললো, "আল্লাহ এর শপথ। মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যা বলেন, তা না কবিতা, না যাদুমন্ত্র, না জ্যোতির্বিদ্যার বাক্যাবলী। আমি

অনুবাদ	আয়াত
১১: অতঃপর আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তা ধোঁয়া ছিলো (২৫)। অতঃপর; তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, 'উভয়ে হাযির হও স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।' উভয়ে 'আরয করলো, 'আমরা সাগ্রহে হাযির হলাম।'	ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآىِٕعِيْنَ (١١)
১২: অতঃপর সেগুলোকে পূর্ণ সপ্ত আসমান করে দিলেন দু'দিনের মধ্যে (২৬) এবং প্রত্যেক অসমানের মধ্যে তাঁরই কর্তব্য কর্মের বিধানাবলী প্রেরণ করেন (২৭) এবং আমি নিম্নতম আসমানকে (২৮) প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি (২৯) এবং সংরক্ষণের নিমিত্ত (৩০)। এটা হচ্ছে ঐ সম্মানিত, সর্বজ্ঞাতারই স্থিরীকৃত। ১৩: অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৩১), তবে আপনি বলুন, 'আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক বজ্রপাত সম্পর্কে যেমন বজ্রপাত 'আদ ও সামূদের উপর এসেছিলো (৩২)।'	فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (١٢) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ (١٣)
১৪: যখন রসূলগণ তাদের নিকট সামনের দিক থেকে এবং পেছনের দিক থেকে এসেছিলেন (৩৩), 'যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না'। তখন তারা বললো (৩৪), 'আমাদের; প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ফিরিশতাদেরকে অবতীর্ণ করতেন (৩৫)। সুতরাং যা কিছু নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছো তা আমরা মানিনা (৩৬)।'	اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓىِٕكَةً فَاِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (١٤)

১৫: অতঃপর ঐ সব লোক যারা আদ সম্প্রদায়ের ছিলো, তারা ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে অহংকার করলো (৩৭) এবং বললো, 'আমাদের চেয়ে কার শক্তি বেশী?' এবং তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ (۱۵)

১৬: অতঃপর আমি তাদের উপর এক প্রচণ্ড শীতল বায়ু প্রেরণ করেছি কঠোর গর্জনের (৩৮) তাদের অশুভ দিনগুলোর মধ্যে, যেন আমি তাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি আস্বাদন করাই পার্থিব জীবনে। এবং নিশ্চয় আখিরাতের শাস্তিতে রয়েছে সর্বাপেক্ষা বড় লাঞ্ছনা; এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْۤ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَ هُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ (۱۶)

১৭: এবং বাকী রইলো সামূদ। তাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি (৩৯); সুতরাং তারা আলো দেখার পরিবর্তে অন্ধত্বকেই গ্রহণ করেছে (৪০)। অতঃপর তাদেরকে শাস্তির বজ্রনাদ পেয়ে বসেছে (৪১); শাস্তি তাদের কৃতকর্মের (৪২)।

وَ اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (۱۷)

১৮: এবং আমি (৪৩) তাদেরকেই উদ্ধার করেছি, যারা ঈমান এনেছে (৪৪) এবং ভয় করতো (৪৫)।

وَ نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ (۱۸)

রুকূ'-৩

১৯: এবং যেদিন আল্লাহ এর শত্রুদেরকে (৪৬) আগুনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে রুখে দেয়া হবে, শেষ পর্যন্ত পরবর্তীগণ এসে মিলিত হবে (৪৭);

وَ يَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ (۱۹)

২০: পরিশেষে, যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের চামড়াগুলো- সবই তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৪৮)।

حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمْ وَ جُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۲۰)

২১: এবং তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিয়েছো?' সেগুলো বলবে, 'আমাদেরকে আল্লাহ বাক-শক্তি দিয়েছেন, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। এবং তিনি তোমাদেরকে প্রথমবারেই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (۲۱)

২২: এবং তোমরা (৪৯) এর থেকে কোথায় আত্মগোপন করে যাচ্ছিলে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়াগুলো (৫০)?

وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُوْدُكُمْ

ঐসব বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। আমি তাঁর বাণী শুনেছি। যখন তিনি (فَاِنْ اَعْرَضُوْا) পাঠ করলেন, তখন আমি তাঁর মুখের উপর হাত রেখে দিয়েছি আর তাঁকে শপথ সহকারে দোহাই দিয়েছি যেন ক্ষান্ত হন। আর তোমরা তো অবশ্যই জানো যে, তিনি যা কিছু বলেন, 'তাই ঘটে যায়। তাঁর কথা কখনো মিথ্যা হয়না। আমি আশঙ্কা করেছিলাম তোমাদের উপরও শাস্তি অবতীর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিনা।'

টীকা-৩৭: 'আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বড়ই শক্তিশালী ও জোরদার ছিলো। যখন হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখালেন, তখন তারা বললো, "আমরা আমাদের শক্তি দ্বারা শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারি।"

টীকা-৩৮: অতীব শীতল, বৃষ্টিপাত ছাড়াই

টীকা-৩৯: এবং সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পন্থাসমূহ তাদের নিকট প্রকাশ করেছি;

টীকা-৪০: এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে;

টীকা-৪১: এবং ভয়ানক শব্দের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে;

টীকা-৪২: অর্থাৎ তাদের শির্ক, পয়গাম্বরকে অস্বীকার ও পাপাচারের;

টীকা-৪৩: বিকট শব্দের এই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে

টীকা-৪৪: হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর

টীকা-৪৫: শির্ক ও অপবিত্র কার্যাদিকে।

টীকা-৪৬: অর্থাৎ কাফিরগণ অগ্র ও পশ্চাতের

টীকা-৪৭: অতঃপর সবাইকে দোযখে হাঁকিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করা হবে;

টীকা-৪৮: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহ এর নির্দেশে বলে উঠবে আর যে যে কর্ম করেছে সবই বলে দেবে।

টীকা-৪৯: পাপ করার সময়

টীকা-৫০: তোমাদের তো সেটার ধারণাও ছিলো; বরং তোমরা তো পুনরুত্থান ও প্রতিদানের কথা প্রথম থেকেই অস্বীকার করতে।

টীকা-৫১: যা তোমরা গোপনে করে থাকো। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, কাফিরগণ এ বলতো যে, আল্লাহ তাআ'লা প্রকাশ্য কথাবার্তা সম্পর্কে জানেন আর যা আমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে তা জানেন না। (আল্লাহ এর ই আশ্রয়)

অনুবাদ	আয়াত
কিন্তু তোমরা তো এ ধারণা করে বসেছিলে যে, আল্লাহ তোমাদের অনেক কর্ম সম্পর্কে জানেন না (৫১)।	وَ لٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ (٢٢)
২৩: 'এবং এটা হচ্ছে তোমাদের ঐ ধারণা, যা তোমরা আপন প্রতিপালক সম্বন্ধে করেছো। এবং সেটাই তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে (৫২)। সুতরাং এখন রয়ে গেছো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে।'	وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٢٣)
২৪: অতঃপর যদি তারা ধৈর্যধারণ করে (৫৩) তবুও আগুনই তাদের ঠিকানা (৫৪)। আর যদি তারা মানাতেও চায়, তবুও কেউ তাদের মানানো মানবে না (৫৫)।	فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ (٢٤)
২৫: এবং আমি তাদের জন্য কিছু সহচর নিয়োজিত করেছি (৫৬)। তারা তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছে যা তাদের সামনে আছে (৫৭) ও যা তাদের পেছনে রয়েছে (৫৮)। এবং তার উপর বাণী পূর্ণ হয়েছে (৫৯) ঐসব দলের সাথে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে- জ্বীন ও মানুষের। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।	وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ (٢٥)
রুকূ'-৪	
২৬: কাফিরগণ বললো (৬০), 'এ ক্বুরআন শ্রবণ করোনা। এবং তাতে অনর্থক শোরগোল করো (৬১), হয়ত এভাবেই তোমরা জয়ী হতে পারো (৬২)।'	وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (٢٦)
২৭: সুতরাং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো এবং নিশ্চয় আমি তাদের মন্দতর কাজের প্রতিফল তাদেরকে দেবো (৬৩)।	فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٧)
২৮: এই হচ্ছে আল্লাহ এর শত্রুদের প্রতিফল, আগুন। তাতে তাদেরকে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। শাস্তিস্বরূপ এরই যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো	ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ (٢٨)
২৯: এবং কাফিরগণ বললো (৬৪) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দেখাও ঐ দু'টিকে- জ্বীন ও মানব, যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে (৬৫), যাতে আমরা তাদেরকে	وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَاۤ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا

টীকা-৫২: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, "অর্থ এ যে, তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে।"

টীকা-৫৩: শাস্তির উপর

টীকা-৫৪: এ ধৈর্যও উপকারী নয়।

টীকা-৫৫: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না- যতই কাকুতি-মিনতি করুক না কেন, কোন মতেই শাস্তি থেকে রেহাই নেই।

টীকা-৫৬: শয়তানদের মধ্য থেকে।

টীকা-৫৭: অর্থাৎ দুনিয়ার বাহ্যিক সাজসজ্জা ও মনের কু-প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ

টীকা-৫৮: আখিরাতের বিষয়। এই কুপ্ররোচনা দিয়ে যে, না মৃত্যুর পর উত্থান আছে, না হিসাব-নিকাশ, না শাস্তি। শুধু শান্তি আর শান্তি।

টীকা-৫৯: শাস্তির

টীকা-৬০: অর্থাৎ কুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ

টীকা-৬১: এবং হট্টগোল করো। কাফিরগণ একে অপরকে বলছিলো, "যখন মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ক্বুরআন শরীফ পাঠ করেন, তখন তোমরা সজোরে শোরগোল করতে থাকো, খুব চিৎকার করো। উঁচু উঁচু আওয়াজ করে চিৎকার করতে থাকো। অর্থহীন শব্দসমূহ উচ্চারণ করে শোরগোল সৃষ্টি করো। তালি দাও, শীষ মারতে থাকো যাতে কেউ ক্বুরআ-ন শুনতে না পায়, আর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দুঃখিত হন।"

টীকা-৬২: আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ক্বুরআ-ন পাঠ মওকূফ করে দেন।

টীকা-৬৩: অর্থাৎ কুফরের প্রতিফল কঠিন শাস্তি

টীকা-৬৪: জাহান্নাম

টীকা-৬৫: অর্থাৎ আমাদের ঐ দু'শয়তানকে দেখান- জ্বীন জাতিরও, ইনসান জাতিরও। শয়তান দু'প্রকারের হয়ে থাকে- এক প্রকার জ্বীন জাতি

থেকে, অপরটা মানব জাতি থেকে। যেমন ক্বুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে- (شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ); জাহান্নামে কাফিরগণ এই উভয় প্রকারের শয়তানকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করবে।

টীকা-৬৬: আগুনের মধ্যে

টীকা-৬৭: সর্বনিম্ন স্তরে; আমাদের চেয়ে কঠিনতর শাস্তিতে।

টীকা-৬৮: হযরত সিদ্দীক আকবর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)কে জিজ্ঞাসা করা হলো- (استقامت) (স্থির থাকা) কি?" তিনি বললেন, "তা হচ্ছে এ যে, আল্লাহ তাআ'লা এর সাথে কাউকে শরীক করবে না।" হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন, "ইস্তিক্বামাত' হচ্ছে এ যে, বিধি ও নিষেধ পালনে অবিচলিত থাকবে।" হযরত ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন, "ইস্তিক্বামাত হচ্ছে- কর্মসমূহে 'ইখলাস' বা নিষ্ঠা অবলম্বন করা।" হযরত আলী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন, "ইস্তিক্বামাত হচ্ছে- ফরযসমূহ পালন করা।" 'ইস্তিক্বামাত'-এর অর্থ এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা এর নির্দেশ পালন করবে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকবে।'

টীকা-৬৯: মৃত্যুর সময়, অথবা তারা যখন কবরগুলো থেকে উঠবে। এটাও কথিত আছে যে, মু'মিনকে তিনবার সুসংবাদ শুনানো হয়ঃ এক) মৃত্যুর সময়, দুই) কবরে এবং তিন) কবরগুলো থেকে উঠার সময়।

আমাদের পদতলে নিক্ষেপ করি (৬৬), যেন তারা প্রত্যেক নিম্নবর্তীরও নীচে থাকে (৬৭)।	تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ (٢٩)
৩০: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' অতঃপর সেটার উপর স্থির রয়েছে (৬৮), তাদের উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় (৬৯)।' যে, না ভীত হও (৭০) এবং না দুঃখ করো (৭১) এবং আনন্দিত হও এ জান্নাতের উপর যার সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো' (৭২)।	اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (٣٠)
৩১: আমরা তোমাদের বন্ধু পার্থিব জীবনে (৭৩) ও আখিরাতে (৭৪) এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে (৭৫) যা তোমাদের মন চায়। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা চাও।	نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ (٣١) ط
৩২: আপ্যায়ণ-ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে।	نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ (٣٢) ع
রুকূ'-৫	
৩৩: এবং তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে আল্লাহ এর প্রতি আহ্বান করে (৭৬) এবং সৎকর্ম করে (৭৭);	وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

টীকা-৭০: মৃত্যু থেকে এবং আখিরাতে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হবে সেগুলো থেকে

টীকা-৭১: পরিবার-পরিজন ও সন্তান- সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অথবা পাপসমূহের জন্য

টীকা-৭২: এবং ফিরিশতাগণ বলবেন

টীকা-৭৩: তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম।

টীকা-৭৪: তোমাদের সাথে থাকবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ না করো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হবো না।

টীকা-৭৫: অর্থাৎ জান্নাতে ঐ সম্মান নি'মাত ও আনন্দ উপভোগ,

টীকা-৭৬: তাঁর একত্ববাদ ও 'ইবাদতের প্রতি। কথিত আছে যে, ঐ আহ্বানকারী মানে 'হুযূর নাবীকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)।' এটাও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ ঐ মু'মিন, যিনি নাবী (عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং অপরকেও সৎকর্মের দিকে আহ্বান করেছে।

টীকা-৭৭: শানে নুযূলঃ হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) বলেন, আমার মতে, এ আয়াত, মুয়াযযিনদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক অভিমত এটাও আছে যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পন্থায় হোক না কেন, আল্লাহ তাআ'লা এর প্রতি আহবান করে, সেও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ এর প্রতি দাওয়াত দেয়ার কয়েকটা স্তর আছেঃ

এক) নবীগণ (عَلَیْہِمُ السَّلَام) এর) দাওয়াত- মু'জিযাসমূহ, অকাট্য প্রমাণাদি, দলীলাদি ও তরবারি সহকারে। এ মর্যাদাটা নাবীগণের সাথে খাস।

দুই) আলিমগণের দাওয়াত- শুধু অকাট্য প্রমাণাদি ও দলীলাদি সহকারে। বস্তুতঃ ওলামাও কয়েক প্রকারের আছে। এক প্রকারের আলিম হচ্ছেন- 'আলিম বিল্লাহ' বা আল্লাহ এর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে অবহিত, দ্বিতীয় প্রকারের আলিম হচ্ছেন 'আলিম বি-সিফাতিল্লাহ'; অর্থাৎ আল্লাহ এর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী। তৃতীয় প্রকারের আলিম হচ্ছেন- 'আলিম বিআহকামিল্লাহ' বা আল্লাহ এর বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত।

তিন) 'মুজাহিদীন'-এর দাওয়াত। এটা কাফিরদেরকেই, তরবারি সহকারে দেয়া হয়ে থাকে- যতক্ষণ না তারা ধর্মে দীক্ষিত এবং আনুগত্য মেনে নেয়

চার) চতুর্থ স্তর দাওয়াতের- মুআযযিনদেরই দাওয়াত, নামাযের জন্য।
সৎকর্ম আবার দু'প্রকারঃ এক) যা অন্তর থেকে সম্পন্ন হয়। তা হচ্ছে আল্লাহ এর মা'রিফাত এবং দুই) যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ থেকে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হচ্ছে সমস্ত আনুগত্যই।
টীকা-৭৮: এবং এটা যেন নিছক মুখের বাক্য না হয়, বরং দ্বীন-ইসলামের প্রতি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে বলে- এটাই হচ্ছে সত্য বলা।
টীকা-৭৯: উদাহরণ স্বরূপ, রাগকে ধৈর্য দ্বারা, অজ্ঞতাকে সহনশীলতা দ্বারা এবং অসদাচরণকে ক্ষমা দ্বারা। যেমন, যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে তবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।
টীকা-৮০: অর্থাৎ ঐ সৎ স্বভাবের সুফল এ হবে যে, শত্রু বন্ধুর মতো হয়ে ভালবাসতে থাকবে।
শানে নুযূলঃ বর্ণিত হয় যে, এ আয়াত আবু সুফিয়ানের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তার সাথে জঘন্য শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তাঁর সাহেবজাদীকে স্বীয় পবিত্র স্ত্রীত্বের মর্যাদা দান করেছেন। তার এ সুফল হলো যে, তিনি (হযরত আবূ সুফিয়ান) অকৃত্রিম ভালবাসাসম্পন্ন ও প্রাণ বিসর্জনদাতা হয়ে যান।
টীকা-৮১: অর্থাৎ মন্দসমূহকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করার স্বভাব
টীকা-৮২: অর্থাৎ শয়তান তোমাকে মন্দ কর্মের প্রতি প্ররোচিত করে এবং এ সৎ স্বভাব এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সংকার্যাদি থেকে ফিরিয়ে দেয়।
টীকা-৮৩: তার ক্ষতি থেকে এবং আপন সৎকর্মসমূহের উপর অবিচল থাকো। শয়তানের পথ অবলম্বন করোনা। তবেই আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে সাহায্য করবেন।
টীকা-৮৪: যেগুলো তাঁর কুদরত, প্রজ্ঞা এবং তাঁর রাবূবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) ও ওয়াহদানিয়াত (একত্ববাদ)-এর ই প্রমাণ বহন করে।
টীকা-৮৫: কেননা, সেগুলো সৃষ্ট (মাখলূক্ব) এবং স্রষ্টার নির্দেশেরই অধীন। বস্তুতঃ যা এমন হয় তা ইবাদতের উপযোগী হতে পারেনা।
টীকা-৮৬: তিনিই সাজদা ও ইবাদতের উপযোগী
টীকা-৮৭: শুধু আল্লাহকে সাজদা করা থেকে
টীকা-৮৮: ফিরিশতাগণ। তাঁরা-
টীকা-৮৯: শুষ্ক; তাতে ফলমূল ও বৃক্ষলতার (উদ্ভিদ) নাম নিশানাও নেই।
টীকা-৯০: বৃষ্টি বর্ষণ করেছি

আর বলে, 'আমি মুসলমান (৭৮)।	وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (۳۳)
৩৪: এবং ভাল ও মন্দ সমান হয়ে যাবেনা। হে শ্রোতা! মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করো (৭৯)। তখনই ঐ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু (৮০)	وَ لَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ (۳۴)
৩৫: এবং এ সম্পদ (৮১) পায় না, কিন্তু ধৈর্যশীলগণ এবং তা পায়না, কিন্তু মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।	وَ مَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا ۚ وَ مَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ (۳۵)
৩৬: এবং যদি তোমাকে শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে (৮২) তখন আল্লাহ এর আশ্রয় প্রার্থনা করো (৮৩)। নিশ্চয় তিনিই শুনেন, জানেন।	وَ اِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (۳۶)
৩৭: এবং তাঁরই নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র (৮৪)। সাজদা করো না সূর্যকে এবং না চন্দ্রকে (৮৫)। এবং আল্লাহকেই সাজদা করো, যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন (৮৬); যদি তোমরা তাঁর বান্দা হও। ৩৮: সুতরাং যদি এরা অহংকার করে (৮৭) তবে তারাই যারা আপনার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে (৮৮), রাতদিন তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করেনা। (সাজদাহ-১১)	وَ مِنْ اٰیٰتِهِ الَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (۳۷) فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ یُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا یَسْـَٔمُوْنَ (۳۸)
৩৯: এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও মূল্যহীনভাবে পড়ে আছে (৮৯)। অতঃপর যখন আমি সেটার উপর বারি বর্ষণ করলাম (৯০) তখন তা তরুতাজা হয়ে গেলো এবং বাড়তে লাগলো। নিশ্চয় যিনি সেটা জীবিত করেন, নিশ্চয় তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সব কিছু করতে পারেন।	وَ مِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِیْۤ اَحْیَاهَا لَمُحْیِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۳۹)

টীকা-৯১: আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে সরল ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা থেকে ফিরে যায় ও বিমুখ হয়
টীকা-৯২: আমি তাদেরকে তজ্জন্য শাস্তি দেবো।
টীকা-৯৩: অর্থাৎ কাফির, 'মুলহিদ' *
টীকা-৯৪: সঠিক আক্বীদাসম্পন্ন মু'মিন; নিশ্চয় সেই উত্তম
টীকা-৯৫: অর্থাৎ কুরআ-ন কারীমের। এবং তারা সেটার সমালোচনা করেছে।

৪০: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে বাঁকা চলে (৯১) তারা আমার নিকট গোপন নয় (৯২)। তবে কি যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে (৯৩) সে উৎকৃষ্ট, না যে ক্বিয়ামতে নিরাপদে আসবে সে (৯৪)? যা মনে আসে করো। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কর্ম দেখছেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٤٠)
৪১: নিশ্চয় যেসব লোক যিকরের অস্বীকারকারী হয়েছে (৯৫), যখন তারা তাদের নিকট আসলো, তাদের দুর্ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করোনা। এবং নিশ্চয় তা সম্মানিত গ্রন্থ (৯৬)।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ (٤١)
৪২: সেটার প্রতি মিথ্যার রাহা নেই, না সেটার অগ্র থেকে, না পশ্চাত থেকে (৯৭); নাযিলকৃত প্রজ্ঞাময়, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের।	لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ (٤٢)
৪৩: আপনাকে বলা হবে না (৯৮), কিন্তু তাই যা আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল (৯৯) ও বেদনাদায়ক শাস্তিদাতা (১০০)	مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ (٤٣)
৪৪: এবং যদি আমি সেটাকে অনারবীয় ভাষার ক্বুরআন করতাম (১০১) তবে তারা অবশ্যই বলতো, 'সেটার আয়াতসমূহ কেন বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়নি (১০২)? কিতাব কি অনারবীয় আর নাবী আরবী (১০৩)?' আপনি বলুন (১০৪), 'ঈমানদারদের জন্য তা পথ নির্দেশনা ও রোগ-ব্যাধির আরোগ্য (১০৫)।' এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান আনে না, তাদের	وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

টীকা-৯৬: অতুলনীয় ও অনুপম; যার একটা সূরার সমতুল্য অন্য কোন সূরা রচনা করতে সমস্ত সৃষ্টিই অক্ষম।
টীকা-৯৭: অর্থাৎ কোন মতে এবং কোন দিক থেকেও মিথ্যা তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছার অবকাশ পেতে পারেনা। তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং হ্রাসবৃদ্ধি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত। শয়তান তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না,
টীকা-৯৮: আল্লাহ তাআ'লা এর পক্ষ থেকে।
টীকা-৯৯: আপন নাবীগণে (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর জন্য এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্য।
টীকা-১০০: নবীগনের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) শত্রুগণ ও তাঁদেরকে অস্বীকারকারীদের জন্য।
টীকা-১০১: যেমন, এ কাফিরগণ আপত্তির সুরে বলে থাকে যে, 'এ ক্বুরআ-ন 'আজমী' বা অনারবীয় ভাষায় কেন অবতীর্ণ হলো না?'
টীকা-১০২: এবং আরবী ভাষায় বিবৃত হয়নি, যাতে আমরা বুঝতে পারতাম।
টীকা-১০৩: অর্থাৎ কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) নাবীর ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কেন অবতীর্ণ হলো। মোটকথা, ক্বুরআ-ন পাক যদি 'আজমী' বা অনারবীয় ভাষায় হতো, তবুও এই কাফিরগণ আপত্তি করতো। আরবী ভাষায় আসা সত্ত্বেও আপত্তি করছে। কথা হচ্ছে এই-
(خوئےبد را بہانۂ بسیار)
(অসৎ লোকের বাহানা-অজুহাত বেশী)।
(মোটকথা), এমন আপত্তি উত্থাপন করা সত্য সন্ধানীদের জন্য মোটেই শোভা পায় না।
টীকা-১০৪: ক্বুরআ-ন শরীফ,
টীকা-১০৫: যে, সত্যের পথ দেখায়, পথ-ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে, মুর্খতা ও সন্দেহ ইত্যাদি অন্তরের রোগ থেকে আরোগ্য দেয়; শারীরিক ব্যাধিসমূহের জন্যও তা পাঠ করে ফুঁক দেয়া ব্যাধি নিবারণের জন্য কার্যকর।
★যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে; কিন্তু অন্তরে কুফর গোপন করে এবং ক্বোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের অপব্যাখ্যা দেয়।

কানগুলোতে বধিরতা রয়েছে (১০৬) এবং তা তাদের উপর অন্ধত্বই (১০৭)। তারা যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহুত হয় (১০৮)।	فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (٤٤)

রুকূ'-৬

৪৫: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি (১০৯) অতঃপর তাতে মতভেদ ঘটেছে (১১০)। এবং যদি একটা বাণী আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে গত না হতো (১১১), তবে তখনই তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো (১১২)। এবং নিশ্চয় তারা (১১৩) অবশ্যই তার দিক থেকে এক প্রতারণাময় সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ (٤٥)
৪৬: যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে সে তার নিজের মঙ্গলের জন্য করে আর যে মন্দকাজ করে তবে তা তার নিজেরই ক্ষতির জন্য করে এবং আপনার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।★	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (٤٦)

টীকা-১০৬: যে, তারা ক্বুরআ-ন পাক শ্রবণ করার মতো নি'মাত থেকে বঞ্চিত।

টীকা-১০৭: যে, বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকাররাশিতে নিমজ্জিত।

টীকা-১০৮: অর্থাৎ তারা তাদের সত্য গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে এমতাবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, যেমন কাউকে দূর থেকে আহ্বান করা হলে সে আহ্বানকারীর কথা না শুনতে পায়, না বুঝতে পারে।

টীকা-১০৯: অর্থাৎ পবিত্র তাওরীত

টীকা-১১০: কেউ কেউ সেটাকে মান্য করেছে, কেউ কেউ অমান্য করেছে। কিছু সংখ্যক লোক সেটাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। কিছু লোক সেটার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।

টীকা-১১১: অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত না করতেন,

টীকা-১১২: এবং দুনিয়াতেই তাদেরকে এর শাস্তি দেয়া হতো

টীকা-১১৩: অর্থাৎ আল্লাহ এর কিতাবের প্রতি মিথ্যারোপকারীগণ।*

টীকা-১১৪: সুতরাং যাকেই ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তার এ কথা বলা অপরিহার্য যে, "আল্লাহ তাআ'লা জানেন।"

টীকা-১১৫: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা ফলের আচ্ছাদনী থেকে বের হবার পূর্বেও সেটার অবস্থাদি সম্পর্কে জানেন। আর মাদীর গর্ভ সম্পর্কে এবং তার মুহূর্তগুলো ও প্রসবের সময় সম্পর্কেও অবগত আছেন। আর সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ, ভাল ও মন্দ এবং নর ও মাদী হবার বিষয়ও- সবই জানেন। এর জ্ঞানও" তাঁরই প্রতি ন্যস্ত করা আবশ্যক। যদি এ আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, 'আউলিয়া কিরাম 'কাশফ সম্পন্ন' (অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন), প্রায়শঃ ঐসব বিষয়ের খবর দেন আর বাস্তবেও তা সত্য হয়, বরং কখনো কখনো নক্ষত্র বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষীরাও বিভিন্ন খবর দিয়ে থাকে।' এর জবাব, নক্ষত্র- বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষীদের খবর দেয়া তো শুধু অনুমান ভিত্তিক (কথাবার্তা)ই হয়ে থাকে, যেগুলোর অধিকাংশই ভুল ও অবাস্তব হয়। তা তো জ্ঞানই নয়, অবাস্তব কথাবার্তা মাত্র। পক্ষান্তরে, ওলীগণের খবরাদি নিঃসন্দেহে সত্য হয়। বস্তুত তাঁরা জ্ঞান থেকেই বলেন। এ জ্ঞান তাদের সত্তাগত নয়, আল্লাহ তাআ'লা এরই প্রদত্ত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, তা তাঁরই (আল্লাহ) জ্ঞান হলো, অপর কারো নয়। (খাযিন)

টীকা-১১৬: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদেরকে বলবেন যে,

টীকা-১১৭: যেগুলোকে তোমরা দুনিয়ায় স্থির করে রেখেছিলে, যেগুলোর তোমরা পূজা করতে' এর জবাবে মুশরিকগণ-

টীকা-১১৮: আজ এ মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে যে, 'তোমার কোন শরীকও আছে।' অর্থাৎ 'আমরা সবাই মু'মিন ও আল্লাহ এর একত্বে বিশ্বাসী।' এ কথা মুশরিকগণ শাস্তি দেখে বলবে এবং নিজেদের মূর্তিগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট হবার কথা প্রকাশ করবে।

টীকা-১১৯: দুনিয়ায়, অর্থাৎ প্রতিমা।

টীকা-১২০: আল্লাহ এর শাস্তি থেকে বাঁচার এবং

টীকা-১২১: সর্বদা আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট সম্পদ এবং ধনশালী হওয়া ও সুস্থতা প্রার্থনা করতে থাকে।

টীকা-১২২: অর্থাৎ কোন দুঃখ, বিপদাপদ ও জীবিকার সংকট,

সূরাঃ ৪১ হা-মিম-সিজদাহ	৮৬৩	মানযিল-৬	পারাঃ ২৫

৪৭: ক্বিয়ামাতের জ্ঞানের বরাত শুধু তাঁরই উপর দেয়া যায় (১১৪)। আর কোন ফল সেটার আচ্ছাদনী থেকে বের হয়না এবং না কোন মাদী গর্ভধারণ করে আর না প্রসব করে, কিন্তু তাঁরই জ্ঞাতসারে (১১৫) এবং যে দিন তাদেরকে ডেকে বলবেন (১১৬), 'কোথায় আমার শরীক (১১৭)?' বলবে, 'আমরা তোমাকে বলেছি যে, আমাদের মধ্যে সাক্ষী কেউ নেই (১১৮)।'

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهٖ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِيْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ (٤٧)

৪৮: এবং তাদের নিকট থেকে তা হারিয়ে গেছে, যার তারা পূর্বে পূজা করতো (১১৯) এবং বুঝতে পেরেছে যে, তাদের কোথাও (১২০) পলায়ন করার স্থান নেই।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ (٤٨)

৪৯: মানুষ কল্যাণ কামনায় ক্লান্তি বোধ করে না (১২১) এবং কোন অনিষ্ট স্পর্শ করলে (১২২) নিরাশ, হতাশ হয়ে পড়ে (১২৩)।

لَا يَسْـَٔمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۫ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ (٤٩)

৫০: এবং যদি তাকে আপন কিছু অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই (১২৪) এ দুঃখ-কষ্টের পর, যা তাকে স্পর্শ করেছিলো, তবে বলবে, 'এ তো আমার (১২৫) এবং আমার ধারণায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং যদি (১২৬) আমি প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তিতও হই, তবে অবশ্যই আমার জন্য তাঁর নিকটও কল্যাণই রয়েছে (১২৭)।' অতঃপর অবশ্যই আমি বলে দেবো কাফিরদেরকে যা তারা করেছে (১২৮)।

وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّيْٓ إِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫

টীকা-১২৩: আল্লাহ তাআ'লা এর অনুগ্রহ ও দয়া থেকে হতাশ হয়ে যায়। এটা এবং এর পরবর্তীতে যা ইরশাদ হচ্ছে তা কাফিরেরই অবস্থা। বস্তুতঃ মু'মিন আল্লাহ তাআ'লা এর দয়া থেকে নিরাশ হয় না। (لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ) (অর্থাৎ একমাত্র কাফিরগণই আল্লাহ এর করুণা থেকে নিরাশ হয়।)

টীকা-১২৪: সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ধন-সম্পদ দান করে,

টীকা-১২৫: শুধু আমারই প্রাপ্য, আমি আমার সৎকর্মের কারণে সেটার উপযোগী।

টীকা-১২৬: কাল্পনিকভাবে, যেমন মুসলমান বলে থাকে।

টীকা-১২৭: অর্থাৎ সেখানেও আমার জন্য দুনিয়ার মতো আরাম-আয়েশ এবং সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

টীকা-১২৮: অর্থাৎ তাদের মন্দ কার্যাদি এবং ঐসব কর্মফল। আর যেই শাস্তিরই তারা উপযোগী, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দেবো।

টীকা-১২৯: অর্থাৎ অতিশয় কঠিন।
টীকা-১৩০: এবং এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং ঐ নি'মাতের উপর গর্ব করে আর নি'মাতদাতা প্রতিপালকের কথা ভুলে যায়।
টীকা-১৩১: আল্লাহ এর স্মরণ থেকে অহংকার করে।
টীকা-১৩২: কোন প্রকারের দুঃখ, রোগ অথবা দারিদ্র ইত্যাদির সম্মুখীন হয়।
টীকা-১৩৩: খুব প্রার্থনাদি করে, কান্নাকাটি করে, নম্র মনে ফরিয়াদ জানায় এবং লাগাতার দু'আ'-প্রার্থনা করতে থাকে।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِۦ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ (٥١) قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ (٥٢) سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ (٥٣) أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ (٥٤)

এবং অবশ্যই তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করাবো (১২৯)।

৫১: এবং যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৩০) এবং নিজের দিকে দূরে সরে পড়ে (১৩১), আর যখন বিপদগ্রস্ত হয় (১৩২) তখন সুপ্রশস্ত প্রার্থনাকারী হয় (১৩৩)।

৫২: আপনি বলুন (১৩৪), 'ভালো, বলোতো, যদি এ ক্বোরআন আল্লাহ এর নিকট থেকেই হয় (১৩৫), অতঃপর তোমরা সেটার অস্বীকারকারী হও, তবে তার চেয়ে অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে, যে দূরের বিরোধিতায় রয়েছে (১৩৬)?'

৫৩: এখন আমি তাদেরকে দেখাবো আমার নিদর্শনসমূহ সারা বিশ্বজগতে (১৩৭) এবং খোদ তাদের মধ্যেও (১৩৮), শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, নিশ্চয় তা সত্য (১৩৯)। তোমাদের প্রতিপালকের সবকিছুর উপর সাক্ষী হওয়া কি যথেষ্ট নয়?

৫৪: শোন! অবশ্যই তাদের মধ্যে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে (১৪০)। শোন! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন (১৪১)।★

টীকা-১৩৪: হে মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। মক্কা মুকাররমার কাফিরদেরকে--
টীকা-১৩৫: যেমন নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান এবং অকাট্য প্রমাণাদিও এ কথা প্রমাণিত করে।
টীকা-১৩৬: সত্যের বিরোধিতা করে।
টীকা-১৩৭: আসমান ও যমীনের প্রান্তসমূহে- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, গাছপালা-তৃণলতা, শাকসব্জি ও পশু- এ সবই তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার পক্ষে প্রমাণ বহন করে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, এ 'আয়াতসমূহ' দ্বারা বিগত উম্মতগণের ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তিসমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলো থেকে নাবীগণকে অস্বীকারকারীদের পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে 'ঐ সব নিদর্শন' মানে 'পূর্ব ও পশ্চিমের ঐ সব রাজ্য বিজয়, যেগুলো আল্লাহ তাআ'লা আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তার অনুসারীদেরকে অতিসত্বর প্রদানকারী।'
টীকা-১৩৮: তাদের অস্তিত্বে লক্ষ লক্ষ বিস্ময়কর সৃষ্টিকৌশল ও অগণিত অত্যাশ্চর্য প্রজ্ঞা রয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, বদরে কাফিরদের বিজিত ও পরাস্ত করে তাদের নিজেদেরই অবস্থার মধ্যেও স্বীয় নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন।' অথবা অর্থ এ যে, মক্কা মুকাররমাহ জয় করে তাদের মধ্যে আপন নিদর্শনাদি প্রকাশ করে দেবো।'
টীকা-১৩৯: অর্থাৎ ইসলাম এবং কুরআনের সত্যতা ও বাস্তবতা তাদের নিকট প্রকাশ পায়।
টীকা-১৪০: কেননা ঐ সব লোক পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামতে মতে বিশ্বাসী নয়।
টীকা-১৪১: কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতা থেকে বাইরে নয় এবং তাঁর জ্ঞাত বিষয়াদি অন্ত হীন। ★

সূরা শূরা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা শূরা (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৩৫, রুকূ’-৫

বাংলা	আরবী
১: হা-মীম। ২: ‘আঈন-সীন-ক্বাফ।	حٰمٓ ﴿۱﴾ عٓسٓقٓ ﴿۲﴾
৩: এভাবেই তিনি ওহী করেন আপনার প্রতি (২) এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি (৩)। আল্লাহ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	کَذٰلِکَ یُوۡحِیۡۤ اِلَیۡکَ وَ اِلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکَ ۙ اللّٰہُ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۳﴾
৪: তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। এবং তিনিই সর্বোচ্চ, সুমহান।	لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ وَ ہُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۴﴾
৫: আসমান তার উপরিভাগ থেকে বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হয় (৪) এবং ফিরিশতাগণ আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (৫)। শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহই ক্ষমাশীল, দয়ালু।	تَکَادُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرۡنَ مِنۡ فَوۡقِہِنَّ وَ الۡمَلٰٓئِکَۃُ یُسَبِّحُوۡنَ بِحَمۡدِ رَبِّہِمۡ وَ یَسۡتَغۡفِرُوۡنَ لِمَنۡ فِی الۡاَرۡضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ اللّٰہَ ہُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ﴿۵﴾
৬: এবং যে সব লোক আল্লাহকে ব্যতীত অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করে বসেছে (৬) তারা আল্লাহ এর দৃষ্টির আওতায়ই রয়েছে (৭), এবং আপনি তাদের যিম্মাদার নন (৮)	وَ الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِہٖۤ اَوۡلِیَآءَ اللّٰہُ حَفِیۡظٌ عَلَیۡہِمۡ ۫ۖ وَ مَاۤ اَنۡتَ عَلَیۡہِمۡ بِوَکِیۡلٍ ﴿۶﴾
৭: এবং এভাবেই আমি আপনার প্রতি আরবী ক্বুরআন ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি যেন আপনি সতর্ক করেন সমস্ত শহরের মূল- মক্কার অধিবাসীদেরকে এবং যতলোক এর চতুর্পার্শ্বে রয়েছে (৯), এবং আপনি সতর্ক করবেন একত্রিত হবার দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই (১০)। এক দল জান্নাতে যাবে এবং একদল দোযখে।	وَ کَذٰلِکَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ قُرۡاٰنًا عَرَبِیًّا لِّتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰی وَ مَنۡ حَوۡلَہَا وَ تُنۡذِرَ یَوۡمَ الۡجَمۡعِ لَا رَیۡبَ فِیۡہِ ؕ فَرِیۡقٌ فِی الۡجَنَّۃِ وَ فَرِیۡقٌ فِی السَّعِیۡرِ ﴿۷﴾
৮: এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে একই দ্বীনের অনুসারী করে দিতেন, কিন্তু আল্লাহ আপন অনুগ্রহের মধ্যে প্রবিষ্ট করান যাকে চান (১১) এবং যালিমদের না আছে কোন বন্ধু, না কোন সাহায্যকারী (১২)।	وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰہُ لَجَعَلَہُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّ لٰکِنۡ یُّدۡخِلُ مَنۡ یَّشَآءُ فِیۡ رَحۡمَتِہٖ ؕ وَ الظّٰلِمُوۡنَ مَا لَہُمۡ مِّنۡ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیۡرٍ ﴿۸﴾
৯: তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য অভিভাবক স্থির করে নিয়েছে (১৩)? সুতরাং আল্লাহই	اَمِ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِہٖۤ اَوۡلِیَآءَ ۚ فَاللّٰہُ

টীকা-১: ‘সূরা শূরা’ অধিকাংশের মতে মাক্কী। আর হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) এর এক অভিমতানুযায়ী, সেটার চারটা আয়াত মাদীনা তৈয়্যিবাহয় অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে- قُلۡ لَّاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡہِ اَجۡرًا (এ সূরায় পাঁচটি রুকূ’, তিপ্পান্নটি আয়াত, আটশ ষাটটি পদ ও তিন হাজার পাঁচশ অষ্টাশিটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অদৃশ্য সংবাদসমূহ (খাযিন)

টীকা-৩: নাবীগণ (عَلَیۡہِمُ السَّلَام) এর প্রতি ওহী করেছেন।

টীকা-৪: আল্লাহ তাআ’লা এর মহত্ত্ব তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার কারণে

টীকা-৫: অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য, কেননা, কাফির এর উপযুক্ত নয় যে, ফিরিশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্য এটা হতে পারে যে, কাফিরদের জন্য এ প্রার্থনা করবেন, ‘তাদেরকে ঈমান দান করে তাদের পাপ ক্ষমা করুন।’

টীকা-৬: অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে, যেগুলোর তারা পূজা করে এবং উপাস্য মনে করে।

টীকা-৭: তাদের কর্মসমূহ ও কার্যাবলী তাঁরই সম্মুখে রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৮: আপনাকে তাদের কৃতকর্ম- সমূহের কারণে জবাবদিহি করতে হবে না।

টীকা-৯: অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের লোক, তাদের সবাইকে।

টীকা-১০: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস থেকে সতর্ক করুন, যাতে আল্লাহ তাআ’লা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আসমানবাসী ও যমীনবাসী- সবাইকে একত্রিত করবেন এবং এ একত্রিকরণের পর পুনরায় সবাই পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

টীকা-১১: তাকে ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেন।

টীকা-১২: অর্থাৎ কাফিরদের কেউ শাস্তি থেকে রক্ষাকারী নেই।

টীকা-১৩: অর্থাৎ কাফিরগণ আল্লাহ তাআ’লাকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে তাদের

অভিভাবক স্থির করে নিয়েছে। এটা বাতিল।
টীকা-১৪: সুতরাং তাঁকেই অভিভাবকরূপে গ্রহণ করাই শুধু শোভা পায়
টীকা-১৫: ধর্মের বিষয়াদি থেকে, কাফিরদের সাথে
টীকা-১৬: তিনিই ক্বিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তোমরা তাদেরকে বলো-
টীকা-১৭: প্রত্যেক বিষয়ে।
টীকা-১৮: অর্থাৎ তোমাদের জাতি থেকে
টীকা-১৯: অর্থাৎ এ জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা থেকে। (খাযিন)

অভিভাবক এবং তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন (১৪)।	هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٩﴾
রুকূ'-২	
১০: তোমরা যে বিষয়ে (১৫) মতভেদ করো, তবে সেটার ফায়সালা আল্লাহরই নিকট অর্পিত (১৬)। তিনিই হন আল্লাহ্, আমার প্রতিপালক, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি (১৭)।	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖۗ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿١٠﴾
১১: আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, তোমাদের জন্য তোমাদেরই থেকে (১৮) জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ থেকে নর ও মাদী। তা থেকে (১৯) তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই, এবং তিনি শুনেন, দেখেন।	فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾
১২: তাঁরই নিকট আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ (২০)। তিনি জীবিকা প্রশস্ত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং সঙ্কুচিত করেন (২১)। নিশ্চয় তিনি সবকিছু জানেন।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾
১৩: তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের ঐ পথ নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছেন (২২) এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি (২৩) এবং যার আদেশ আমি ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকে দিয়েছি (২৪) যে, দ্বীনকে স্থির রাখো (২৫) এবং তাতে মতভেদ সৃষ্টি করোনা (২৬)। মুশরিকদের জন্য খুবই দুর্বহ হচ্ছে তা-ই (২৭), যার প্রতি আপনি	شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ

টীকা-২০: অর্থ এ যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত ভাণ্ডারের চাবিসমূহ- চাই বৃষ্টির ভাণ্ডার হোক অথবা জীবিকার হোক।
টীকা-২১: যার জন্য ইচ্ছা করেন। তিনিই মালিক। জীবিকার চাবিসমূহ- তাঁরই কুদরতের হাতে রয়েছে।
টীকা-২২: হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) শরীয়তের অধিকারী নাবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নাবী।
টীকা-২৩: হে নাবীকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।
টীকা-২৪: অর্থ এ যে হযরত নূহ (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) থেকে আজ পর্যন্ত, হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), যত নাবীই হয়েছেন সবার জন্যই আমি দ্বীনের একটি মাত্র পথ নির্দিষ্ট করেছি, যার মধ্যে তাঁরা সবাই একমত। ঐ পথ এই যে,
টীকা-২৫: 'দ্বীন' দ্বারা 'ইসলাম' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, আল্লাহ তাআ'লা এর 'তাওহীদ' (একত্ববাদ) ও তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর উপর, তাঁর রসুলগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, প্রতিদান দিবসের উপর এবং বাকী সব ধর্মীয় প্রয়োজনাদির উপর ঈমান আনাকে অপরিহার্য করো। কারণ, এসব বিষয় সমস্ত নাবীর উম্মতগণের জন্য সমানভাবে অপরিহার্য।
টীকা-২৬: হযরত আলী মুরতাদা (كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم) বলেন যে, (মতভেদ সৃষ্টি না করে) দলবদ্ধ থাকা 'রহমত', আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া 'আযাব'। সারকথা এ যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিতে (اصول دين) সমস্ত মুসলমান- চাই তারা যে কোন যুগের হোক, কিংবা যে কোন নাবীর উম্মতের হোক, একই সমান- সেগুলোর মধ্যে কোন মতভেদ নেই। অবশ্য, বিধানাবলীতে উম্মতগুলোর স্বীয় অবস্থাদি ও বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমান- (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا) অর্থাৎ "তোমাদেরকে মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য আমি স্বতন্ত্র শরীয়ত এবং পৃথক পৃথক চলার পথ সৃষ্টি করেছি।"
টীকা-২৭: অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে বর্জন করা ও তাওহীদ অবলম্বন করা।

টীকা-২৮: আপন বান্দাদের মধ্য থেকে তাকেই শক্তি দেন
টীকা-২৯: এবং তাঁরই আনুগত্য মেনে নেয়।
টীকা-৩০: অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়, আপন নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام)-এর পর ধর্মে যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে- কেউ আল্লাহ এর একত্ববাদকে অবলম্বন করেছে, কেউ কাফির হয়ে গেছে, তারা এর পূর্বেই জেনে নিয়েছিলো যে, এভাবে মতবিরোধ করা ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া গোমরাহীই, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এসব কিছু করেছে।

اَللّٰهُ يَجۡتَبِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يُّنِيۡبُ (١٣)

তাদেরকে আহ্বান করছেন এবং আল্লাহ আপন নৈকট্যের জন্য মনোনীত করে নেন যাকে চান (২৮) এবং নিজের দিকে পথ প্রদান করেন তাকেই, যে প্রত্যাবর্তন করে (২৯)।

وَمَا تَفَرَّقُوۡۤا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡيًۢا بَيۡنَهُمۡ ؕ وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِنۡ رَّبِّكَ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيۡنَهُمۡ ؕ وَاِنَّ الَّذِيۡنَ اُوۡرِثُوا الۡكِتٰبَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ لَفِىۡ شَكٍّ مِّنۡهُ مُرِيۡبٍ (١٤)

১৪: এবং তারা মতভেদ করেনি, কিন্তু এরপর যে, তাদের নিকট জ্ঞান এসেছিলো (৩০), পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ (৩১)। এবং যদি আপনার প্রতিপালকের একটি বাণী গত না হয়ে থাকতো (৩২) একটি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত (৩৩), তবে তাদের মধ্যে কবেই ফায়সালা করে দেয়া হতো (৩৪)। এবং নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাদের পর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে (৩৫) তারা তা থেকে এক প্রতারণাদাতা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে (৩৬)।

فَلِذٰلِكَ فَادۡعُ ۚ وَاسۡتَقِمۡ كَمَاۤ اُمِرۡتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ ۚ وَقُلۡ اٰمَنۡتُ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنۡ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرۡتُ لِاَعۡدِلَ بَيۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ ؕ لَنَاۤ اَعۡمَالُنَا وَلَكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ ؕ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا ۚ وَاِلَيۡهِ الۡمَصِيۡرُ ؕ (١٥)

১৫: সুতরাং এ কারণেই আহ্বান করুন (৩৭)। এবং দৃঢ় থাকুন (৩৮) যেমন আপনার প্রতি নির্দেশ হয়েছে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না আর বলুন, ‘আল্লাহ যে কোন কিতাবই অবতীর্ণ করেছেন, আমি সেটার উপর ঈমান এনেছি (৩৯) এবং আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করি (৪০)। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের সবারই প্রতিপালক (৪১)। আমাদের জন্য আমাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম (৪২)। কোন বিতর্ক নেই আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (৪৩)। আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (৪৪) এবং তাঁরই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।’

وَالَّذِيۡنَ يُحَآجُّوۡنَ فِى اللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا اسۡتُجِيۡبَ لَهٗ حُجَّتُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِنۡدَ

১৬: এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে এরপর যে, মুসলমান তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে (৪৫), তাদের দলীল

টীকা-৩১: এবং রাজ্য ও অন্যায়ভাবে শাসন-ক্ষমতার আগ্রহে।
টীকা-৩২: শাস্তিকে বিলম্বিত করার
টীকা-৩৩: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত
টীকা-৩৪: কাফিরদের উপর দুনিয়ার মধ্যে শাস্তি অবতীর্ণ করে।
টীকা-৩৫: অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টি
টীকা-৩৬: অর্থাৎ আপন কিতাবের উপর দৃঢ় ঈমান রাখতো না। অথবা অর্থ এ যে, তারা ক্বোরআনের দিক থেকে অথবা বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দিক থেকে সন্দেহের মধ্যে ছিলো।
টীকা-৩৭: অর্থাৎ ঐসব কাফির এ মতভেদ ও বিক্ষিপ্ততার কারণে তাদেরকে ‘তাওহীদ’ এবং বাতিল মুক্ত সত্যাভিমুখী দ্বীনের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি দাওয়াত দাও।
টীকা-৩৮: দ্বীনের উপর এবং দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার উপায়,
টীকা-৩৯: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা এর সমস্ত কিতাবের উপর। কেননা, মতভেদকারীরা কিছুসংখ্যক কিতাবের উপর ঈমান আনতো, কিছুসংখ্যক কিতাবের সাথে কুফর করতো।
টীকা-৪০: সমস্ত বিষয়ে, সর্বাবস্থায় এবং প্রত্যেক মীমাংসায়।
টীকা-৪১: এবং আমরা সবাই তাঁর বান্দা।
টীকা-৪২: প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে।
টীকা-৪৩: কেননা, সত্য প্রকাশ পেয়েছে। (এ আয়াত জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে)।
টীকা-৪৪: ক্বিয়ামাত-দিবসে।
টীকা-৪৫: ঐ ‘বাকবিতণ্ডাকারীগণ’ দ্বারা ইহুদী সম্প্রদায় বুঝানো হয়েছে। তারা চাইতো মুসলমানদেরকে পুনরায় কুফরের দিকে ফিরিয়ে আনতে। এতদুদ্দেশ্যেই ঝগড়া করতো আর বলতো, “আমাদের দ্বীন প্রাচীন এবং আমাদের কিতাবও প্রাচীন। আমাদের নাবী পূর্বেকার। আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। ”

টীকা-৪৬: তাদের কুফরের কারণে
টীকা-৪৭: পরকালে।
টীকা-৪৮: অর্থাৎ ক্বুরআন পাক, যা বিভিন্ন ধরণের প্রমাণ ও বিধানাবলীর ধারক।
টীকা-৪৯: অর্থাৎ তিনি আপন নাযিলকৃত কিতাবাদিতে ন্যায়-বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'নিক্তি' মানে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'সম্মানিত সত্তা'।
টীকা-৫০: শানে নুযূলঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ক্বিয়ামাতের কথা উল্লেখ করলে মুশরিকগণ অস্বীকারের সুরে বললো, "ক্বিয়ামাত কখন হবে?" এর জবাবে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ (١٦)
اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيْزَانَ ؕ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ (١٧)
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ (١٨)
اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (١٩)
مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ (٢٠)
اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ

নিছক অসার তাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তাদের উপর ক্রোধ অবধারিত (৪৬) এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে (৪৭)।
১৭: আল্লাহ্ হন, যিনি সত্য সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৪৮) এবং ন্যায়-বিচারের নিক্তি (৪৯) এবং আপনি কি জানেন সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত নিকটবর্তীই (৫০)?
১৮: তা অতিসত্ত্বর কামনা করছে তারাই, যারা সেটার উপর ঈমান রাখে না (৫১), এবং সেটার উপর যাদের ঈমান আছে তারা সেটাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা নিশ্চয় সত্য। শুনছো, নিশ্চয় যারা ক্বিয়ামতে সন্দেহ করে, তারা অবশ্যই দূরত্বের পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।
১৯: আল্লাহ্ আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন (৫২), যাকে চান জীবিকা দান করেন (৫৩), এবং তিনিই শক্তি ও সম্মানের অধিকারী।

রুকূ'-৩

২০: যে আখিরাতের ফসল চায় (৫৪), আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই (৫৫)। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে (৫৬) আমি তাকে তা থেকে কিছু প্রদান করবো (৫৭) এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই (৫৮)।
২১: অথবা তাদের জন্য কি কিছু এমন শরীক রয়েছে (৫৯), যারা তাদের জন্য (৬০) ঐ ধর্ম বের করে দিয়েছে (৬১), যার অনুমতি আল্লাহ্

টীকা-৫১: এবং এ ধারণা করে যে, ক্বিয়ামাত আসবেই না। এ জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপবশতঃ সত্বর কামনা করছে।
টীকা-৫২: অগণিত অনুগ্রহ করেন- সৎকর্মপরায়ণদের উপরও। অসৎ লোকদের উপরও। এমনকি, বান্দাগণ পাপাচারে লিপ্ত থাকে, আর তিনি তাদেরকে ক্ষুধার যন্ত্রণা দিয়ে ধ্বংস করেন না।
টীকা-৫৩: এবং স্বাচ্ছন্দময় জীবন দান করেন মু'মিনকেও, কাফিরকেও- প্রজ্ঞার চাহিদানুসারে।
হাদীস শরীফে আছে- "আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ ফরমান- আমার কোন কোন মু'মিন বান্দা এমন আছে- যাদের ধনী হওয়া তাদের শক্তি ও ঈমানের কারণ হয়। যদি আমি তাদেরকে গরীব- পরমুখাপেক্ষী করে দিই, তবে তাদের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যায়। আর কিছু বান্দা এমন রয়েছে যে, দারিদ্র ও অভাব তাদের শক্তি ও ঈমানের কারণ হয়। যদি আমি তাদেরকে ধনী ও সম্পদশালী করে দিই, তবে তাদের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যায়। "
টীকা-৫৪: অর্থাৎ যার আপন কর্মসমূহে আখিরাতের উপকারই উদ্দেশ্য হয়,
টীকা-৫৫: তাকে সৎকর্মসমূহের শক্তি দিয়ে এবং তার জন্য সৎকাজ ও আনুগত্যের পথসমূহ সুগম করে এবং তার সৎকার্যাদির সাওয়াব বৃদ্ধি করে।
টীকা-৫৬: অর্থাৎ যার কর্ম শুধু দুনিয়া অর্জন করার জন্য হয় এবং সে আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না। (মাদারিক)
টীকা-৫৭: অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে যতটুকু তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
টীকা-৫৮: কেননা, সে পরকালের জন্য কাজই করেনি।
টীকা-৫৯: অর্থ এ যে, মক্কার কাফিরগণ কি ঐ ধর্ম গ্রহণ করেছে, যা আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন? না, তাদের এমন কিছু শরীক আছে, অর্থাৎ শয়তানগণ ইত্যাদি।
টীকা-৬০: কুফরী ধর্মগুলো থেকে,
টীকা-৬১: যা শির্ক এবং পুনরুত্থানে অস্বীকার করারই শামিল।

টীকা-৬২: অর্থাৎ তা আল্লাহ এর দ্বীনের পরিপন্থী।
টীকা-৬৩: এবং প্রতিফলের জন্য ক্বিয়ামাত-দিবস নির্ধারিত না হতো।
টীকা-৬৪: এবং দুনিয়ায়ই অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তিতে গ্রেফতার করে নেয়া হতো
টীকা-৬৫: পরকালে। আর 'যালিমগণ' দ্বারা এখানে কাফিরগণ বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৬৬: অর্থাৎ কুফর ও অপবিত্র কার্যাদির কারণে, যেগুলো তারা দুনিয়াতেই অর্জন করেছিলো এ আশংকায় যে, এখন সেগুলোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।
টীকা-৬৭: অবশ্যই সেগুলো থেকে কোন মতেই বাঁচতে পারবে না- চাই ভয় করুক, কিংবা নাই করুক।
টীকা-৬৮: রিসালতের প্রচার এবং উপদেশ দান ও সৎপথ প্রদর্শন।
টীকা-৬৯: এবং সমস্ত নাবীর এই পন্থা।

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَ إِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۱﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿۲۲﴾ ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ

দেন নি (৬২)? এবং যদি এক মীমাংসার প্রতিশ্রুতি না হতো (৬৩), তবে এখানেই তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া হতো (৬৪)। এবং নিশ্চয় যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৬৫)।

২২: আপনি যালিমদেরকে দেখবেন যে, তারা নিজেদের উপার্জনসমূহের কারণে দারুন ভীত থাকবে (৬৬) এবং তা তাদের উপর আপতিত হবে (৬৭) এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম, করেছে তারা জান্নাতের উদ্যানসমূহের মধ্যে থাকবে। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থাকবে যা তারা চায়। এটাই মহা অনুগ্রহ।

২৩: এটা হচ্ছে তাই, যার সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ আপন বান্দাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। আপনি বলুন, 'আমি সেটার জন্য (৬৮) তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না (৬৯), কিন্তু নিকটাত্মীয়তার ভালবাসা (৭০)।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদীনা তৈয়্যিবাহ'য় তাশরীফ আনয়ন করলেন, আর আনসার-সাহাবীগণ দেখলেন যে, হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর দায়িত্বে ব্যয়ের খাত অনেক রয়েছে, অথচ সম্পদ কিছুই নেই, তখন তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করলেন, আর হুযূরের প্রতি কর্তব্যাদি ও তার উপকারাদির কথা স্মরণ করে হুযূরের খেদমতে পেশ করার জন্য বহু মাল-সামগ্রী একত্রিত করলেন। অতঃপর সেগুলো নিয়ে হুযূরের পবিত্রতম দরবারে হাযির হলেন। আর আরয করলেন, "হুযূর! আপনার মাধ্যমে আমরা সঠিক পথলাভ করেছি। আমরা পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হুযূরের ব্যয়ের খাত বেশী। এ জন্য আমরা খাদেমগণ এ মাল-সামগ্রীগুলো আপনার পবিত্রতম দরবারে দান করার জন্য নিয়ে এসেছি। গ্রহণ করে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। " এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর হুযূর ঐ মালগুলো (গ্রহণ না করে) ফেরত দিলেন।

টীকা-৭০: তোমাদের উপর অপরিহার্য। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা অপরিহার্য কর্তব্য যেমন আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ ফরমান-
اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ
"মু'মিন নর-নারীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, সাহায্যকারী। " আর হাদীস শরীফে আছে-
"মুসলিম জাতি একটা প্রাসাদের মতো, যার প্রত্যেকটা অংশ অপর অংশকে শক্তি ও মদদ যোগায়।"
যখন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব অপরিহার্য হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি কি পরিমাণ (গভীর) ভালবাসা রাখা ফরয হবে! অর্থ এ দাঁড়ায় যে, "আমি হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাইনা। কিন্তু আত্মীয়তার প্রতি কর্তব্য পালন করা তো তোমাদের উপর অপরিহার্যই। তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখো। আমার নিকটাত্মীয়গণ তোমাদেরও আপনজন। তাঁদেরকে কষ্ট দিওনা। "
হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণিত, 'আত্মীয়গণ' দ্বারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর 'পবিত্র বংশধর' বুঝানো হয়েছে। (বুখারী শরীফ)।
মাসআলা: 'নিকটাত্মীয়' বলে কাদের কথা বুঝানো হয়েছেঃ সে সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) তাঁরা হলেন- হযরত আলী, হযরত ফাতিমা এবং হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمْ)।

দুই) হযরত আলী, হযরত আক্বীল, হযরত জা'ফর ও হযরত আব্বাসের বংশধরগণ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمْ)।

তিন) হুযুরের ঐসব নিকটাত্মীয়, যাঁদের উপর সাদাক্বাহ হারাম। আর তাঁরা হলেন- বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের নিষ্ঠাবান লোকেরা। হুযূরের পবিত্র বিবিগণও 'আহলে বায়ত'-এর সংজ্ঞায় পড়েন।

মাসআলাঃ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি ভালাবাসা ও হুযূরের নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা দ্বীনের ফরযসমূহের অন্যতম। (জুমাল ও খাযিন ইত্যাদি)

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ (٢٣)

এবং যে সৎকাজ করে (৭১) আমি তার জন্য তাতে আরো শ্রী বৃদ্ধি করি। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, মূল্যায়নকারী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٢٤)

২৪: অথবা (৭২) এ কথা বলে যে, তিনি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে নিয়েছেন (৭৩)। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনার হৃদয়ের উপর আপন রহমত ও হিফাযতের মোহরাঙ্কন করে দিতেন (৭৪) এবং তিনি বাতিলকে ধ্বংস করেন (৭৫) এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আপন বাণীসমূহ দ্বারা (৭৬)। নিশ্চয় তিনি অন্তরগুলোর কথা জানেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (٢٥)

২৫: এবং তিনিই হন, যিনি আপন বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন ও পাপসমূহ মার্জনা করেন (৭৭) এবং জানেন যা কিছু তোমরা করো,

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ (٢٦)

২৬: এবং তিনি প্রার্থনা গ্রহণ করেন তাদেরই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং তাদেরকে আপন অনুগ্রহ থেকে আরো অধিক পুরস্কৃত করেন (৭৮) আর কাফিরদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ (٢٧)

২৭: এবং যদি আল্লাহ আপন সমস্ত বান্দার রিযক্ব ব্যাপক করে দিতেন, তবে অবশ্যই তারা যমীনের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো (৭৯), কিন্তু তিনি পরিমিত পরিমাণে অবতীর্ণ করেন যতটুকু চান। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন (৮০), তাদেরকে দেখছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ (٢٨)

২৮: এবং তিনিই হন, যিনি বারি বর্ষণ করেন তারা নিরাশ হওয়ার পর এবং স্বীয় অনুগ্রহ প্রসারিত করেন (৮১)। আর তিনিই কর্ম ব্যবস্থাপক (অভিভাবক), সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ (٢٩)

২৯: এবং তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং যেসব বিচরণকারীকে তিনি এ দু'এর মধ্যভাগে ছড়িয়ে দিয়েছেন (সে গুলোও)। আর তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই তাদেরকে (৮২) একত্রিত করতে সক্ষম রয়েছেন।

টীকা-৭১: এখানে 'সৎকর্ম' দ্বারা হয়ত 'রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র বংশধরগণের প্রতি ভালবাসা' বুঝানো হয়েছে অথবা 'সমস্ত সৎকর্ম'।

টীকা-৭২: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে মক্কার কাফিরগণ

টীকা-৭৩: নাবূয়্যাত দাবী করে অথবা ক্বোরআন কারীমকে আল্লাহ এর কিতাব বলে ঘোষণা করে।

টীকা-৭৪: যাতে আপনি তাদের কটুক্তিসমূহের কারণে দুঃখ না পান

টীকা-৭৫: যা কাফিরগণ বলে থাকে

টীকা-৭৬: যেগুলো আপন নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। সুতরাং তেমনই করেছেন যে তাদের মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং ইসলামের কালিমাহকে বিজয়ী করেছেন।

টীকা-৭৭: তাওবা করা প্রত্যেক পাপ থেকেই অপরিহার্য। তাওবার হাক্বীকৃত (প্রকৃতি) এ যে, মানুষ মন্দ কাজ ও পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হবে, যে অপকর্ম তার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে তাতে লজ্জিত হবে এবং সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। আর পাপ কাজের মধ্যে যদি কোন বান্দার প্রাপ্যও নষ্ট করে থাকে, তবে শরীয়তসম্মত পন্থায় সে-ই হক বা প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে।

টীকা-৭৮: অর্থাৎ প্রার্থনাকারী যতটুকু চায় তদপেক্ষাও বেশী দান করেন।

টীকা-৭৯: অহঙ্কার ও দম্ভে লিপ্ত হয়ে।

টীকা-৮০: যার জন্য যতটুকুই প্রজ্ঞাসম্মত হয় তাকে ততটুকুই দান করেন।

টীকা-৮১: এবং বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত করেন ও দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করেন

টীকা-৮২: হাশরের জন্য

টীকা-৮৩: এ সম্বোধন ঐ সমস্ত মু'মিনকে করা হয়েছে, যাদের উপর শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায়, যাদের দ্বারা পাপ কার্য সম্পাদিত হয়। অর্থ এই যে, দুনিয়ায় যে সব কষ্ট ও মুসীবত মু'মিনদেরকে স্পর্শ করে, অধিকাংশই তাদের গুনাহের কারণে। ঐ কষ্টগুলোকে আল্লাহ তাআ'লা তাদের গুনাহের কাফফারা করে দেন এবং কখনো কখনো মু'মিনদের কষ্ট তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই হয়। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হয়েছে কিন্তু নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَامِ)-কে, যাঁরা সব ধরণের গুনাহ থেকে পবিত্র হন এবং ছোট শিশুদেরকে, যারা শরীয়তের নির্দেশাদি পালনে আদিষ্ট নয়, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়নি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন কোন ভ্রান্ত দল, তারা 'তানাসুখ' (মৃত্যুর পর দুনিয়াতেই পুনর্জীবন লাভ)-এ বিশ্বাসী তারা দলীল হিসেবে পেশ করে। আর বলে, "ছোট শিশুরা যেই কষ্ট পায়, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাও তাদের পাপেরই ফলশ্রুতি মাত্র। আর যেহেতু এখনো তাদের দ্বারা কোন পাপ সম্পন্ন হয়নি সেহেতু, একথাই অপরিহার্য হয়ে গেছে যে, এ জীবনের পূর্বে হয়ত অন্য কোন জীবন ছিলো, যাতে সে পাপ করেছিলো। " তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, শিশুরা এ আয়াতের সম্বোধনেরই আওতাভুক্ত নয়, যেমন, সাধারণতঃ সমস্ত সম্বোধন বিবেকবান বয়োপ্রাপ্ত লোকদেরকে করা হয়। সুতরাং 'তানাসুখ'-এ বিশ্বাসীদের এ প্রমাণ গ্রহণই ভ্রান্ত ও বাতিল হলো।

৩০: এবং তোমাদেরকে যে মুসীবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে (৮৩) এবং বহু কিছুতো তিনি ক্ষমা করে দেন। ৩১: এবং তোমরা পৃথিবীতে (তাঁর) আয়ত্ব থেকে বের হতে পারো না (৮৪)। এবং আল্লাহ এর মুকাবিলায় তোমাদের না আছে কোন বন্ধু, না কোন সাহায্যকারী (৮৫)।	وَمَآ اَصَابَكُمۡ مِّنۡ مُّصِيۡبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِيۡكُمۡ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ؕ﴿۳۰﴾ وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ۚۖ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿۳۱﴾
৩২: এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে (৮৬) সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ (নৌযান)- গুলো।	وَمِنۡ اٰيٰتِهِ الۡجَوَارِ فِى الۡبَحۡرِ كَالۡاَعۡلَامِ ؕ﴿۳۲﴾
৩৩: তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে থামিয়ে দিতে পারেন (৮৭), ফলে সেটার পিঠের উপর (৮৮) সেগুলো অচল হয়ে থেকে যাবে (৮৯)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক মহা ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য (৯০)।	اِنۡ يَّشَاۡ يُسۡكِنِ الرِّيۡحَ فَيَظۡلَلۡنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ۙ﴿۳۳﴾
৩৪: অথবা সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারেন (৯১), মানুষের পাপরাশির কারণে (৯২) এবং তিনি বহু কিছু ক্ষমাও করে দেন (৯৩),	اَوۡ يُوۡبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُوۡا وَيَعۡفُ عَنۡ كَثِيۡرٍ ۫﴿۳۴﴾
৩৫: এবং জানতে পারবে তারাই, যারা আমার আয়াতসমূহ সম্পর্ক ঝগড়া করে। যেহেতু, তাদের জন্য (৯৪) কোথাও পলায়ন করার স্থান নেই। ৩৬: তোমরা যা কিছু লাভ করেছো (৯৫) তা পার্থিব জীবনে ভোগ করারই (৯৬)। এবং যা আল্লাহ এর নিকট রয়েছে (৯৭) তা উত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী- তাদেরই জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং আপন প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (৯৮)।	وَّيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ يُجَادِلُوۡنَ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمۡ مِّنۡ مَّحِيۡصٍ ﴿۳۵﴾ فَمَاۤ اُوۡتِيۡتُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَمَتَاعُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ وَمَا عِنۡدَ اللّٰهِ خَيۡرٌ وَّاَبۡقٰى لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ ۚ﴿۳۶﴾

টীকা-৮৪: যেসব মুসীবৎ তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো থেকে কোন মতেই পলায়ন করতে পারবে না এবং বাঁচতেও পারবে না।

টীকা-৮৫: যে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে মুসিবত ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-৮৬: বড় বড় নৌযানসমূহ

টীকা-৮৭: যা নৌযানগুলোকে চালনা করে

টীকা-৮৮: অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগে,

টীকা-৮৯: চলতে পারে না

টীকা-৯০: 'ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ' দ্বারা 'নিষ্ঠাপূর্ণ মুসলমান' বুঝানো হয়েছে, যে কষ্ট ও মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করে এবং আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

টীকা-৯১: এবং নৌযানগুলোকে নিমজ্জিত করতে পারেন,

টীকা-৯২: যারা তাতে আরোহণ করে।

টীকা-৯৩: পাপসমূহ থেকে যে, সেগুলোর উপর শাস্তি দেন না।

টীকা-৯৪: আমার শাস্তি থেকে

টীকা-৯৫: পার্থিব আসবাবপত্র

টীকা-৯৬: মাত্র কিছু দিন। কোন স্থায়িত্ব নেই।

টীকা-৯৭: অর্থাৎ সাওয়াব

টীকা-৯৮: শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আবু বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ) এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যখন তিনি আপন সমস্ত মাল ও আসবাবপত্র দান করে দিলেন এবং এ কারণে আরবের লোকেরা তাকে তিরস্কার করলো।

টীকা-৯৯: শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'আনসার'-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আপন প্রতিপালকের দাওয়াত গ্রহণ করে ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করেছেন।

টীকা-১০০: নিয়মিতভাবে তা সম্পন্ন করে

টীকা-১০১: তারা ত্বরা ও স্বেচ্ছাচারিতা করেনা। হযরত হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন, "যে সম্প্রদায় পরামর্শ করে তারা সঠিক পথের উপর পৌঁছে যায়। "

৩৭: এবং ঐ সব লোক, যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে দেয়।	وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮: এবং ঐসব লোক যারা আপন প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করেছে (৯৯), নামায কায়েম রেখেছে (১০০) এবং তাদের কার্য তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় (১০১) এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে,	وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۸﴾
৩৯: এবং ঐসব লোক যে, যখন তাদেরকে বিদ্রোহ স্পর্শ করে তখন তারা বদলা নেয় (১০২)।	وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿۳۹﴾
৪০: এবং মন্দের বদলা হচ্ছে সেটারই সমান মন্দ (১০৩)। অতঃপর যে ক্ষমা করেছে এবং কার্য সংশোধন করেছে, তবে তার প্রতিদান আল্লাহ্ এরই উপর রয়েছে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না যালিমদেরকে (১০৪)।	وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾
৪১: এবং নিশ্চয় যে আপন অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে তাদেরকে পাকড়াও করার কোন পথ নেই।	وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۱﴾
৪২: পাকড়াও তো তাদেরকেই করা হয় যারা (১০৫) মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা ছড়ায় (১০৬)। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۴۲﴾
৪৩: এবং নিশ্চয় যে ধৈর্যধারণ করেছে (১০৭) এবং ক্ষমা করেছে, তবে এটা অবশ্যই সৎ সাহসের কাজ।	وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۴۳﴾
রুকূ'-৫	
৪৪: এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ্ এর মুকাবিলায় (১০৮) তার কোন বন্ধু নেই। এবং আপনি যালিমদেরকে দেখবেন যে, যখন তারা শাস্তি দেখবে (১০৯) তখন বলবে, ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি (১১০)?'	وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۴﴾

টীকা-১০২: অর্থাৎ যখন তাদের উপর কেউ যুলুম করে, তবে ন্যায়ভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করে না। 'ইবনে যায়দ'-এর অভিমত হচ্ছে- মু'মিন দু'ধরণের হয়ঃ ১) তারাই, যারা অত্যাচার ক্ষমা করে দেয়। প্রথমোক্ত আয়াতে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ২)তারাই, যারা অত্যাচারীর নিকট থেকে প্রতিশোধ - গ্রহণ করে। তাদের এ আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে 'আতা বলেছেন- তাঁরা হচ্ছেন ঐসব মু'মিন, যাঁদেরকে কাফিরগণ মক্কা মুকাররমাহ থেকে বের করেছে এবং তাঁদের উপর অত্যাচার করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁদেরকে ঐ ভূ-খণ্ডের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। অতঃপর তারা ঐসব অত্যাচারীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

টীকা-১০৩: অর্থ এ যে, প্রতিশোধ গ্রহণ অপরাধ অনুপাতেই হওয়া চাই। তা'তে সীমালংঘন করা উচিৎ নয়। এ আয়াতে রূপকার্থেই 'প্রতিশোধ গ্রহণ'কে মন্দ বলা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্য থাকার কারণে এরূপ বলা হয়। আর সেটাকে এ জন্যই মন্দ বলে আখ্যায়িত করা হয় যে, যার নিকট থেকে বদলা নেয়া হয়, তার নিকট 'মন্দ' অনুভূত হয়ে থাকে। 'মন্দ' শব্দ দ্বারা বিবৃত করার মধ্যে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও বদলা নেয়া বৈধ, কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া তদপেক্ষা উত্তম।

টীকা-১০৪: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) বলেন যে, 'যালিমগণ' মানে ঐসব লোকই, যারা যুলুমের সূচনা করে।

টীকা-১০৫: প্রারম্ভেই

টীকা-১০৬: অহংকার ও পাপাচার সম্পন্ন করে।

টীকা-১০৭: যুলুম ও নিপীড়নের উপর, এবং বদলা নেয়নি

টীকা-১০৮: যে তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে

টীকা-১০৯: ক্বিয়ামাত-দিবসে

টীকা-১১০: অর্থাৎ দুনিয়ায়, যাতে সেখানে গিয়ে ঈমান নিয়ে আসবো?

টীকা-১১১: অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও ভয়ের কারণে আগুনকে চোরা দৃষ্টিতে দেখবে, যেমন কোন শিরশ্ছেদকৃত লোক তাকে হত্যা করার সময় হত্যাকারীর তরবারির প্রতি চোরা দৃষ্টিতে তাকায়।

টীকা-১১২: নিজ সত্তাগুলোকে হারানোর অর্থ এ যে, তারা কুফর অবলম্বন করে জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তিতে গ্রেফতার হয়েছে আর পরিবারবর্গকে হারানো এ যে, ঈমান আনার অবস্থায় জান্নাতের যে সব 'হূর' তাদের জন্য নির্ধারিত ছিলো সেগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।

টীকা-১১৩: অর্থাৎ কাফির।

৪৫: এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তাদেরকে আগুনের উপর পেশ করা হচ্ছে, অপমানে তারা দমিত অর্দ্ধমুদিত গোপন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে (১১১), এবং ঈমানদারগণ বলবে, 'নিশ্চয় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তারাই, যারা নিজেকে ও নিজ পরিবারবর্গকে হারিয়ে বসেছে ক্বিয়ামাত-দিবসে (১১২)। শুনছো! যালিমগণ (১১৩) স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবে।

৪৬: এবং তাদের কেউ এমন বন্ধু হয়নি যে, আল্লাহ এর বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতো (১১৪)। এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোথাও রাস্তা নেই (১১৫)।

৪৭: আপন প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করো (১১৬) ঐ দিন আসার পূর্বে, যা আল্লাহ এর দিক থেকে টলবে না (১১৭)। ঐ দিন তোমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না, না তোমাদের ব্যাপারে অস্বীকার করার কেউ থাকবে (১১৮)।

৪৮: অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১১৯), তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি (১২০)। আপনার উপর তো (জরুরী) নয়, কিন্তু পৌঁছিয়ে দেয়া (১২১)। এবং আমি যখন মানুষকে আমার নিকট থেকে কোন অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই (১২২) তখন সেটার উপর খুশী হয়ে যায় এবং যদি তাদেরকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে (১২৩) ঐ কাজের বদলা হিসেবে, যা তাদের হাতগুলো অগ্রে প্রেরণ করেছে (১২৪), তবে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ (১২৫)।

৪৯: আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব (১২৬)। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যাকে চান কন্যাসন্তানসমূহ দান করেন (১২৭) এবং যাকে চান পুত্রসন্তানসমূহ দান করেন (১২৮)।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ (۴۵)

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ (۴۶)

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ (۴۷)

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ (۴۸)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ (۴۹)

টীকা-১১৪: এবং তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারতো।

টীকা-১১৫: কল্যাণের। না তারা দুনিয়ায় সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, না আখিরাতে জান্নাত পর্যন্ত।

টীকা-১১৬: এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর আনুগত্য করে আল্লাহ এর একত্বের উপর ঈমান আনো এবং আল্লাহ এর ইবাদত অবলম্বন করো

টীকা-১১৭: এটা দ্বারা হয়ত 'মৃত্যু-দিবস' বুঝানো হয়েছে অথবা 'ক্বিয়ামাত-দিবস'।

টীকা-১১৮: স্বীয় পাপরাশির কথা অর্থাৎ ঐদিন মুক্তির কোন উপায় নেই। না শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না আপন ঐসব মন্দ কর্মকে অস্বীকার করতে পারবে, যেগুলো তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-১১৯: ঈমান আনা ও আনুগত্য করা থেকে।

টীকা-১২০: যার কারণে আপনার উপর তাদের কার্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা অপরিহার্য হয়।

টীকা-১২১: এবং আপনি তা পালন করেছেন। (এটা ছিলো জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে)

টীকা-১২২: চাই তা ধন-দৌলত হোক, অথবা সুস্বাস্থ্য ও আনন্দ হোক, অথবা নিরাপত্তা ও শান্তি হোক, অথবা বংশ মর্যাদা ও সম্মান হোক, অথবা অন্য কিছু।

টীকা-১২৩: এবং কোন মুসীবত বালা, যেমন- দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি দারিদ্র ইত্যাদি দেখা দেয়

টীকা-১২৪: অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা পাপাচারসমূহের কারণে,

টীকা-১২৫: নি'মাতসমূহকে ভুলে যায়।

টীকা-১২৬: যেমন ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ রাখে না।

টীকা-১২৭: পুত্র-সন্তান দান করেন না

টীকা-১২৮: কন্যা-সন্তান প্রদান করেন না।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

৫০: অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন- পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন (১২৯)। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

৫১: কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায়না যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহীরূপে (১৩০), অথবা এভাবে যে, ঐ মানুষ (আল্লাহর) মহত্ত্বের পর্দার অন্তরালে থাকবে (১৩১) অথবা কোন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যে, সে তাঁরই নির্দেশে ওহী করবে যা তিনি চান (১৩২), নিশ্চয় তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময়।

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

৫২: এবং এভাবে আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি (১৩৩), এক প্রাণ সঞ্চারক বস্তু (১৩৪) আপন নির্দেশে, এর পূর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শরীয়তের বিধানাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। হ্যাঁ, আমি সেটাকে (১৩৫) আলো করেছি, যা দ্বারা আমি পথ দেখাই আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি। এবং নিশ্চয় আপনি অবশ্যই সোজা পথ নির্দেশ করেন (১৩৬)।

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

৫৩: আল্লাহ এর পথ (১৩৭) যে, তাঁরই যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। শুনছো! সমস্ত কর্ম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ★

টীকা-১২৯: যে, তার সন্তানই হয় না। তিনিই মালিক। আপন নি'মাতকে যেভাবে ইচ্ছা বন্টন করেন, যাকে যা ইচ্ছা দান করেন। নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মধ্যেও এসব অবস্থা পাওয়া যায়। হযরত লূত ও হযরত শুআ'আইব (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর শুধু কন্যা-সন্তানই ছিলো, কোন পুত্র সন্তান ছিলো না। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর শুধু পুত্র-সন্তান ছিলো, কোন কন্যাসন্তান ছিলোই না। নাবীকুল সরদার হাবীবে খোদা মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে আল্লাহ তাআ'লা চার পুত্র সন্তান দান করেছেন, চার সাহেবজাদী দান করেছেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর কোন সন্তানই ছিলো না।

টীকা-১৩০: অর্থাৎ সরাসরি তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়ে ও প্রেরণা সৃষ্টি করে (القا,الهام)- জাগ্রতাবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায়। এতে ওহী পৌঁছানোর মানে হচ্ছে- 'সরাসরি শ্রবণ করা'। আর আয়াতেও (اِلَّا وَحْيًا) দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। এতে এই শর্তারোপ করা হয়নি যে, এমতাবস্থায় কি শ্রোতা বক্তাকে দেখছেন, না দেখছেন না। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বক্ষ মুবারকে 'যাবূর'-এর ওহী করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে পুত্র যবেহ করার ওহী স্বপ্নযোগে করেছিলেন এবং বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে মি'রাজে এভাবে ওহী করেছিলেন যার বিবরণ (فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى)-এর মধ্যে রয়েছে। এসবই এই প্রকারের মধ্যে শামিল রয়েছে। নাবী (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর স্বপ্ন ওহীই। (তাফসীর-ই-আবূস সাঊ'দ, কাবীর, মাদারিক, যুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব ইত্যাদি)।

টীকা-১৩১: অর্থাৎ রসূল পর্দার অন্তরালে থেকে তাঁর বানী শুনবেন। ওহীর এ পন্থাও কোন মাধ্যম থাকেনা। কিন্তু শ্রোতা এমতাবস্থায় বক্তাকে দেখেন না। হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-কে এ ধরণের বাণী দ্বারা ধন্য করা হয়েছে। শানে নুযূল ইহুদীগণ হুযূর পুরনূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বলেছিলো, "যদি আপনি নাবী হন, তবে আল্লাহ তাআ'লা এর সাথে কথা বলার সময় তাঁকে দেখেন না কেন, যেমন হযরত মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) দেখতেন?" হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জবাব দিলেন, 'মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) দেখতেন না।' আর আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আল্লাহ তাআ'লা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর জন্য এমন কোন পর্দা থাকবে, যেমনিভাবে দেহ সম্পন্নদের জন্য থাকে। ঐ 'পর্দা' মানে দুনিয়ার মধ্যে শ্রোতা অন্তরালে থাকা, দীদার বা সাক্ষাত না পাওয়া।

টীকা-১৩২: ওহীর এ পন্থায় রসূলের প্রতি ফিরিশতার মাধ্যম থাকে,

টীকা-১৩৩: হে বিশ্বকুল সরদার, সর্বশেষ রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-১৩৪: অর্থাৎ কুরআন পাক, যা অন্তরসমূহের মধ্যে জীবন সৃষ্টি করে

টীকা-১৩৫: অর্থাৎ কুরআন শরীফকে

টীকা-১৩৬: অর্থাৎ দ্বীন-ই-ইসলাম।

টীকা-১৩৭: যা আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ★

টীকা-১: 'সূরা যুখরুফ' মাক্কী। এ সূরায় সাতটি 'রুকু', ঊনানব্বইটি আয়াত এবং তিন হাজার চারশটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: অর্থাৎ ক্বুরআন পাকের, যার মধ্যে (আল্লাহ তাআ'লা) হিদায়ত ও গোমরাহীর পথগুলোকে পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং উম্মতের সমস্ত শরীয়তসম্মত প্রয়োজনকে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

সূরা যুখরুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যুখরুফ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৮৯ রুকূ'-৭

অনুবাদ	আয়াত
১: হা-মীম। ২: সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ (২)।	حٰمٓ ﴿١﴾ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩: আমি সেটাকে আরবী অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো (৩),	اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾
৪: এবং নিশ্চয় তা মূল কিতাবের মধ্যে (৪) আমার নিকট অবশ্যই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়।	وَ اِنَّهٗ فِيْۤ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾
৫: তবে কি আমি তোমাদের দিক থেকে উপদেশের পার্শ্ব পাল্টে দেবো (প্রত্যাহার করে নেবো) এজন্য যে, তোমরা সীমা লংঘনকারী (৫)?	اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾
৬: এবং আমি কত অদৃশ্য-বক্তা (নাবী) পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রেরণ করেছি।	وَ كَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾
৭: এবং তাদের নিকট যে অদৃশ্যবক্তা (নাবী)-ই আগমন করেছেন, তারা তাঁকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছে (৬)।	وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾
৮: তখন আমি এমন সবকেই ধ্বংস করেছি, যারা তাদের থেকেও ধারণ ক্ষমতার মধ্যে অধিকতর শক্ত ছিলো (৭) এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থা গত হয়েছে।	فَاَهْلَكْنَاۤ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّ مَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾
৯: এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা (৮) করেন 'আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ঐ সম্মানিত, জ্ঞানময় সত্তা (৯)।	وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٩﴾
১০: তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা করেছেন এবং তোমাদের জন্য তাতে রাস্তা করেছেন	الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

টীকা-৩: সেটার অর্থ ও বিধানাবলী
টীকা-৪: 'মূল কিতাব' দ্বারা 'লাওহ-ই- মাহফূয' বুঝানো হয়েছে। ক্বুরআন কারীম তাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।
টীকা-৫: অর্থাৎ তোমাদের কুফরের মধ্যে সীমালংঘন করার কারণে, আমি কি তোমাদেরকে অনর্থকরূপে ছেড়ে দেবো? এবং তোমাদের দিক থেকে ক্বুরআনের ওহীর গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবো? আর তোমাদেরকেও কোন আদেশ বা নিষেধ করবো না? অর্থ এ যে, আমি তেমন করবো না। হযরত ক্বাতাদাহ বলেছেন, "আল্লাহ এরই শপথ! যদি এ ক্বুরআন পাক তুলে নেয়া হতো ঐ সময়, যখন এ উম্মতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো তবে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও বদান্যতা দ্বারা এ ক্বুরআনের অবতারণ অব্যাহত রেখেছেন।
টীকা-৬: যেমন আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা করছে, কাফিরদের এ কুপ্রথা পুরাকাল থেকেই চলে আসছে।
টীকা-৭: এবং প্রত্যেক প্রকারের শক্তি ও সামর্থের অধিকারী ছিলো। আপনার উম্মতের লোকেরা, যারা পূর্ববর্তী কাফিরদের চাল-চলন অবলম্বন করে, তাদের ভয় করা উচিৎ যেন তাদেরও ঐ পরিণাম না হয় যা ঐসব লোকের হয়েছিলো। অর্থাৎ তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর শাস্তিসমূহ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিলো

টীকা-৮: অর্থাৎ মুশরিকগণকে
টীকা-৯: এবং স্বীকার করবে যে, আসমান ও যমীনকে আল্লাহ তাআ'লাই সৃষ্টি করেছেন এবং এ কথাও স্বীকার করবে যে, তিনি সম্মান ও জ্ঞানের মালিক। এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা কেমন চরম অজ্ঞতা! এরপর আল্লাহ তাআ'লা আপন ক্বুদরত প্রকাশ করার জন্য আপন সৃষ্ট বস্তুগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং আপন গুণাবলী ও মর্যাদা প্রকাশ করেছেন।

টীকা-১০: সফরসমূহে আপন মনযিল ও গন্তব্যস্থানসমূহের প্রতি।

টীকা-১১: তোমাদের প্রয়োজনানুসারে। এত কমও নয় যে, তাতে তোমাদের চাহিদা পূরণ হয়না, এত বেশিও নয় যে, নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবো।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾

যেন তোমরা পথের দিশা পাও (১০)।

وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١١﴾

১১: এবং তিনিই, যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এক পরিমিত পরিমাণে (১১), অতঃপর আমি তা দ্বারা এক মৃত শহরকে জীবিত করে দিয়েছি। এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে (১২)।

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾

১২: এবং যিনি সব যুগল সৃষ্টি করেছেন (১৩), এবং তোমাদের জন্য নৌযানগুলো ও চতুষ্পদ জন্তুগুলো থেকে আরোহণের মাধ্যমসমূহ সৃষ্টি করেছেন,

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩: যাতে তোমরা সেগুলোর পিঠের উপর স্থিরভাবে বসতে পারো (১৪) অতঃপর আপন প্রতিপালকের নি'মাতকে স্মরণ করো যখন সেটার উপর স্থিরভাবে বসে যাও, এবং এভাবে, 'পবিত্রতা তাঁরই যিনি এ যানকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিলো না,

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪: এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৫)।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৫: এবং তারা তাঁর জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে অংশ স্থির করেছে (১৬)। নিশ্চয় মানুষ (১৭) সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ (১৮)।

রুকূ'-২

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬: তিনি কি নিজের জন্য আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে কন্যা সন্তাদেরকেই গ্রহণ করেছেন? আর তোমাদেরকে পুত্র সন্তানদের সাথে খাস করেছেন (১৯)?

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৭: এবং যখন তাদের মধ্যে সুসংবাদ দেয়া হয় ঐ বস্তুর (২০), যেটাকে সে পরম দয়ালু (আল্লাহ) -এরই গুণ বলেছে (২১), তখন সারাদিন তার মুখ কালো থাকে এবং দুঃখ করে (২২)।

টীকা-১২: আপন আপন কবর থেকে জীবিত করে।

টীকা-১৩: অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ও শ্রেণী। কথিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা একক, তিনি বিপরীত, সমকক্ষ এবং জোড়া থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি ব্যতীত সৃষ্টিতে যা আছে সবই জোড়া জোড়া।

টীকা-১৪: স্থল ও জলভাগের সফরে

টীকা-১৫: শেষ পর্যন্ত। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) যখন সফরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন আপন উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করার সময় প্রথমে 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করতেন, অতঃপর 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'। এ সবটিই তিনবার করে, তারপর এ আয়াত পাঠ করতেনঃ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾ এবং এরপর অন্যান্য দু'আও পাঠ করতেন। আর যখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) নৌযানে আরোহণ করতেন, তখন বলতেন-

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

টীকা-১৬: অর্থাৎ কাফিরগণ, 'আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীনের স্রষ্টা' মর্মে স্বীকারোক্তি দেয়া সত্ত্বেও এ অন্যায় করেছে যে, ফিরিশ্তাগণকে 'আল্লাহ তাআ'লা এর কন্যা' বলেছে। বস্তুতঃ সন্তান-সন্ততি তার জনকের অংশ হয়ে থাকে। যালিমগণ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা এর জন্য অংশ স্থির করেছে! কতই জঘন্য অপরাধ!

টীকা-১৭: যে এমন উক্তি করে থাকে

টীকা-১৮: তার কুফর সুস্পষ্ট।

টীকা-১৯: নিকৃষ্ট নিজের জন্য আর উৎকৃষ্ট কি তোমাদের জন্য? তোমরা কেমন মূর্খ? কি বকাবকি করছো?

টীকা-২০: অর্থাৎ কন্যা সন্তানের যে, 'তোমার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে।'

টীকা-২১: যে, আল্লাহ এরই আশ্রয়। 'তিনি (আল্লাহ) নাকি কন্যা সন্তানধারী।'

টীকা-২২: এবং কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়া এতই অপছন্দনীয় মনে করে, এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের জন্য কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

(আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।)

টীকা-২৩: অর্থাৎ কাফিরগণ 'পরম দয়ালু' আল্লাহ এর জন্য সন্তানের শ্রেণীগুলো থেকে সাব্যস্ত করে নিচ্ছে (তাকেই),

টীকা-২৪: অর্থাৎ অলংকারাদির সাজসজ্জার মধ্যে অতি বিলাসিতা সহকারে লালিত হয়েছে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, অলংকার দ্বারা সাজসজ্জা ত্রুটিরই প্রমাণ বহন করে। সুতরাং পুরুষদের তা থেকে বিরত থাকা উচিত। 'খোদা-ভীরুতা' দ্বারাই স্বীয় সৌন্দর্য অর্জন করা উচিৎ। পরবর্তী আয়াতে কন্যা-সন্তানের আরেকটা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-২৫: অর্থাৎ আপন দুর্বলাবস্থা ও বিবেকের স্বল্পতার কারণে। হযরত ক্বাতাদাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) বলেন যে, নারী যখন কথাবার্তা বলে এবং স্বীয় সমর্থনে কোন প্রমাণ পেশ করতে চায়, তখন অধিকাংশ সময় এমনও হয় যে, সে নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে বসে।

টীকা-২৬: মোটকথা, ফিরিশতাগণকে খোদার কন্যা বলার মাধ্যমে বে-দ্বীনেরা তিনটা কুফর করেছেঃ

১) আল্লাহ এর সাথে সন্তান-সন্ততির সম্বন্ধ রচনা করা

২) একটা নগণ্য বস্তুকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা, যাকে তারা নিজেরাই অতি নিকৃষ্ট মনে করে এবং নিজেদের জন্যও পছন্দ করেনা। এবং

১৮: এবং (তারা কি আল্লাহ এর প্রতি এমন সন্তান আরোপ করে) (২৩) যে অলংকারে লালিত হয় (২৪) এবং তর্ক-বিতর্ককালে সুস্পষ্ট কথা বলতে পারে না (২৫)?

اَوَ مَنْ یُّنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِیْنٍ (۱۸)

১৯: এবং তারা ফিরিশতাদেরকে, যারা পরম দয়ালুরই বান্দা, 'নারী জাতি' সাব্যস্ত করেছে (২৬)। এরা কি তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় উপস্থিত ছিলো (২৭)? এখন লিপিবদ্ধ করা হবে তাদের সাক্ষ্য (২৮) এবং তাদের নিকট থেকে জবাব তলব করা হবে (২৯)।

وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِیْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ یُسْـَٔلُوْنَ (۱۹)

২০: এবং তারা বললো, 'যদি পরম দয়ালু ইচ্ছা করতেন তবে আমরা সেগুলোর পূজা করতামনা (৩০)।' তাদের সেটার প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানা নেই (৩১)। এভাবেই তারা মনগড়া কথাবার্তা বলে বেড়ায় (৩২)।

وَ قَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا یَخْرُصُوْنَ (۲۰)

২১: অথবা এর পূর্বে কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি, যাকে তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে (৩৩)?

اَمْ اٰتَیْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ (۲۱)

৩) ফিরিশতাদের অবমাননা করা, তাদেরকে 'নারী জাতি' বলা। এখন সেটার খন্ডন করা হচ্ছে (মাদারিক)

টীকা-২৭: ফিরিশতাদের পুরুষ কিংবা নারী হওয়া এমন বিষয়তো নয়ই, যার পক্ষে কোন বুদ্ধি-ভিত্তিক প্রমাণ স্থির করা যেতে পারে। আর তাদের নিকট কোন খবরও আসেনি। সুতরাং যেসব কাফির তাঁদেরকে নারী বলে সাব্যস্ত করে তাদের জ্ঞানের মাধ্যমই বা কি? তারা কি তাঁদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিলো আর তারা কি প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে? যখন এমনও নয় তখন এটা নিছক মুর্খসুলভ পথভ্রষ্টতারই কথা মাত্র।

টীকা-২৮: অর্থাৎ কাফিরগণ ফিরিশতাদের নারী হওয়ার পক্ষে যে সাক্ষ্য দেয় তা লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে।

টীকা-২৯: আখিরাতে। আর সেটার জন্য শাস্তি দেয়া হবে। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা ফিরিশতাদেরকে খোদার কন্যা কিভাবে বলছো? তোমাদের জ্ঞানের মাধ্যম (উৎস) কি?" তারা বললো, "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকট শুনেছি। আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা সত্যবাদী ছিলো। " এ সাক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন যে, তা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

টীকা-৩০: অর্থাৎ ফিরিশতাদেরকে। উদ্দেশ্য ছিলো (এ কথা বলা) যে, 'যদি ফিরিশতাদের উপাসনার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতেন, তবে আমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতেন। আর যখন শাস্তি আসেনি তখন আমরা বুঝি যে, তিনি এটাই চান।' এটা তারা এমন এক ভিত্তিহীন কথা বলেছে, যা দ্বারা এ কথাই অপরিহার্য হয়ে যায় যে, সমস্ত অপরাধ, যেগুলো দুনিয়ায় সম্পন্ন হয় সেগুলোর উপর খোদা সন্তুষ্ট আছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাদের ঐ উক্তিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করছেন।

টীকা-৩১: তারা আল্লাহ এর সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগতই নয়।

টীকা-৩২: মিথ্যা বকাবকি করে মাত্র।

টীকা-৩০: আর তাতে কি খোদা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করার অনুমতি আছে? এমন নয়, এটা বাতিল। এতদ্ব্যতীত তাদের নিকট অন্য কোন যুক্তিই নেই।

টীকা-৩৪: চোখ বন্ধ করে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাদের অনুসরণ করি। তারা সৃষ্টির পূজা করতো। উদ্দেশ্য এই যে, এর পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণই নেই যে, 'এ কাজ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণই করছে।' আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে, তাদের পূর্বেকার লোকেরাও তেমনই বলতো।

২২: বরং তারা বললো, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা ধর্মের উপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি (৩৪)।'	بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ (٢٢)
২৩: এবং এভাবেই আমি তোমাদের পূর্বে যখন কোন শহরে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন সেখানকার অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা দ্বীনের উপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি (৩৫)।'	وَ كَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ (٢٣)
২৪: নাবী বলেছেন, 'এবং তবুও কি যখন আমি তোমাদের নিকট সেটাই (৩৬) আনয়ন করবো, যা অধিক সরল পথ হয় তদপেক্ষাও (৩৭), যার উপর তোমাদের বাপ-দাদা ছিলো?' তাঁরা বললো, 'যা কিছু সহকারে তোমরা প্রেরিত হয়েছো আমরা তা মানি না (৩৮)।'	قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (٢٤)
২৫: অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি (৩৯), সুতরাং দেখুন, অস্বীকারকারীদের কেমন পরিণাম হয়েছে।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (٢٥)

রুকূ'-৩

২৬: এবং যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, 'আমি অসন্তুষ্ট তোমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি,	وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ (٢٦)
২৭: তিনি ব্যতীত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং অবশ্যই তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।	اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ (٢٧)
২৮: এবং সেটাকে (৪০) আপন বংশধরদের মধ্যে শাশ্বত বাণীরূপে রেখে গেছেন (৪১) যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারে (৪২),	وَ جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٢٨)
২৯: বরং আমি তাদেরকে (৪৩) এবং তাদের পিতৃপুরুষগণকে পৃথিবীতে ভোগের সুযোগ	بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ

টীকা-৩৫: এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ করা কাফিরদেরই প্রাচীন ব্যাধি এবং তাদের এতটুকুও বিবেক নেই যে, কারো অনুসরণ করার জন্য এ বিষয়টা অবশ্যই দেখে নেয়া আবশ্যক যে, সে সোজা পথে আছে কিনা। সুতরাং

টীকা-৩৬: সত্য দ্বীন

টীকা-৩৭: অর্থাৎ ঐ দ্বীনের চেয়েও,

টীকা-৩৮: 'যদিও তোমাদের দ্বীন সত্য ও সঠিক হয়। কিন্তু আমরা আমাদের বাপ-দাদার দ্বীন (!) বর্জনকারী নই- সেটা যেমনই হোক না কেন।' এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৩৯: অর্থাৎ রসূলগণকে অমান্যকারীগণ এবং ঐ অস্বীকারকারীগণ থেকে।

টীকা-৪০: অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام), স্বীয় এ তাওহীদী বাণীকে, যা তিনি বলেছিলেন, "যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত আমি তোমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট হই।

টীকা-৪১: সুতরাং তাঁর বংশধরদের মধ্যে একত্ববাদে বিশ্বাসী ও তাওহীদের প্রতি আহ্বানকারী সব সময়ই থাকবে।

টীকা-৪২: শির্ক থেকে, এবং এই সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করবে। এখানে হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর কথা উল্লেখ করার মধ্যে এ কথার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, হে মক্কাবাসীগণ! যদি তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করতে হয়, তবে তোমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম তিনি হচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)। তাঁরই অনুসরণ করো, শির্ক বর্জন করো এবং এটাও দেখো যে, তিনি আপন পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে সোজা পথের উপর পাননি। সুতরাং তিনি তাদের প্রতি স্বীয় অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যেই পিতৃপুরুষেরা সরল পথে থাকবে সত্য দ্বীনের অনুসারী হবে কেবল তাদেরই অনুসরণ করা যাবে। আর যারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, পথভ্রষ্টতার মধ্যে হয় তাদের প্রথার প্রতি অসন্তুষ্টিই ঘোষণা করতে হয়।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণকে

টীকা-৪৪: দীর্ঘায়ু দান করেছি এবং তাদের কুফরের কারণে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করাকে ত্বরান্বিত করিনি।
টীকা-৪৫: অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ
টীকা-৪৬: অর্থাৎ নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সুস্পষ্টতম নিদর্শনাবলী ও মু'জিযাসমূহ সহকারে তাশরীফ আনয়ন করেন এবং তিনি শরীয়তের বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং আমার এ পুরস্কারের প্রতি কর্তব্য ছিলো যে, তারা ঐ সম্মানিত রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য করবে। কিন্তু তারা এমন করেনি।
টীকা-৪৭: মক্কা মুকাররমাহ ও তায়েফ
টীকা-৪৮: যে প্রচুর ধনবান, দলবল সম্পন্ন হয়। যেমন- মক্কা মুকার্রমায় ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ এবং তায়েফে উরওয়াহ ইবনে মাসঊদ সাক্বাফী। আল্লাহ তাআ'লা তাদের ঐ উক্তির খণ্ডন করেছেন।

দিয়েছি (৪৪) এ পর্যন্ত যে, তাদের নিকট সত্য (৪৫) ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল তাশরীফ আনয়ন করেন (৪৬)।	حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿۲۹﴾
৩০: এবং যখন তাদের নিকট সত্য আগমন করলো, তখন তারা বললো, 'এটা যাদু এবং আমরা সেটার অস্বীকারকারী।'	وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّ اِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۰﴾
৩১: এবং তারা বললো, 'কেন অবতীর্ণ করা হয়নি এ ক্বোরআনকে ঐ দু'শহরের (৪৭) কোন বড় লোকের উপর (৪৮)?'	وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿۳۱﴾
৩২: আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কি তারা বন্টন করে (৪৯)? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবন-সামগ্রী পার্থিব জীবনেই বন্টন করেছি (৫০) এবং তাদের মধ্যে একেকে অপরের উপর বহু উচ্চ মর্যাদায় মর্যাদাবান করেছি (৫১), যাতে একে অপরকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র করে নেয় (৫২) এবং আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ (৫৩) তারা যা জমা করে তা অপেক্ষা উত্তম (৫৪)।	اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۳۲﴾
৩৩: এবং যদি এটা না হতো যে, সমস্ত লোক একই দ্বীনের উপর হয়ে যাবে (৫৫), তবে আমি পরম দয়াবানের অস্বীকারকারীদের রৌপ্যের ছাদসমূহ ও সিঁড়িসমূহ সৃষ্টি করতাম যেগুলোর উপর তারা আরোহণ করতো,	وَلَوْلَاۤ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿۳۳﴾

টীকা-৪৯: অর্থাৎ নাবুয়্যাতের চাবিসমূহ কি তাদের হাতে রয়েছে যে, যাকে চায় দিয়ে দেবে? এ কেমন মূর্খসুলভ কথা বলছে?
টীকা-৫০: সুতরাং কাউকেও ধনশালী করেছি, কাউকেও গরীব, কাউকে শক্তিশালী, কাউকেও দুর্বল। সৃষ্টির মধ্যে কেউ আমার নির্দেশকে পরিবর্তন করার ও আমার নির্ধারিত অদৃষ্ট থেকে বের হবার শক্তি রাখেনা। সুতরাং যখন দুনিয়ার মতো স্বল্প বস্তুতে কারো আপত্তি করার অবকাশ নেই, তখন নাবুয়্যাতের মতো মহান পদ-মর্যাদা কি কারো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকতে পারে? আমিই যাকে চাই ধনী করি, যাকে চাই দরিদ্র করি, যাকে চাই সেবক করি, যাকে চাই সেবিত করি, যাকে চাই নাবী করি, যাকে চাই উম্মত করি। বড়লোক কি নিজের যোগ্যতা বলেই হয়ে যায়? তা আমারই দান। যাকে যা ইচ্ছা তাকেই তা (বড়লোক) করে থাকি।
টীকা-৫১: শক্তি ও সম্পত্তি ইত্যাদি পার্থিব নি'মাতই।
টীকা-৫২: অর্থাৎ ধনবান গরীবের প্রতি বিদ্রুপ করে। এটা ক্বুরতবীর তাফসীর অনুসারেই। অন্যান্য মুফাসসিরগণ (سُخْرِيًّا)- এর অর্থ 'বিদ্রুপ করা' গ্রহণ করেননি বরং 'কাজ-কর্মে আনুগত্য করা'-এর অর্থই গ্রহণ করেছেন। এতদ-ভিত্তিতে, এই অর্থ দাঁড়াবে যে, আমি মাল-দৌলতের দিক দিয়ে লোকজনকে বিভিন্ন স্তরের করেছি। যাতে একে অপর থেকে অর্থ দ্বারা সেবা গ্রহণ করে এবং এরই মাধ্যমে দুনিয়ার কর্মব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। গরীবেরা জীবিকার্জনের উপায় অবলম্বন করার সুযোগ পায়। ধনীরাও তদসঙ্গে সহজে শ্রমিক পায়। সুতরাং এতে কে আপত্তি করতে পারে যে, অমুককে কেন ধনী করেছেন, অমুককে গরীব? যখন পার্থিব বিষয়াদিতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তখন নাবুয়্যাতের মতো মহান পদমর্যাদায় কার কথা বলার দুঃসাহস ও আপত্তি উত্থাপনের অধিকার থাকতে পারে? তাঁরই মর্জি, তিনি যাকে চান তা দিয়ে ধন্য করেন।
টীকা-৫৩: অর্থাৎ জান্নাত।
টীকা-৫৪: অর্থাৎ ঐ সম্পদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, যা দুনিয়ায় কাফিরগণ সংগ্রহ করে রাখে।
টীকা-৫৫: এবং যদি এটা লক্ষ্যনীয় না হতো যে, কাফিরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে দেখে সব লোক কাফির হয়ে যাবে,

টীকা-৫৬: কেননা, দুনিয়া ও তার সামগ্রীর আমার নিকট কোন মূল্যই নেই। তা অতিসত্ত্বর অপসারিতই হয়ে যায়।
টীকা-৫৭: দুনিয়ার প্রতি যাদের আসক্তি নেই।
তিরমীযীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট মশার পাখার সমানও দুনিয়ার মূল্য থাকতো তবে কাফিরকে তা থেকে এক তৃষ্ণা নিবারণের পানিও দিতেন না। (ইমাম তিরমিযী বলেন, 'এ হাদীসটি 'হাসান' ও 'গরীব'-এর পর্যায়ভুক্ত।)
অন্য এক হাদীসে আছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর অনুসারীদের একটা দল সহকারে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে একটি মৃত ছাগল দেখতে পান। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "দেখতে পাচ্ছো? এর মালিকেরা সেটাকে অতি তাচ্ছিল্যের সাথে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট দুনিয়ার এতটুকু মর্যাদাও নেই, যতটুকু ছাগলের মালিকদের নিকট এ ছাগলের মৃতদেহের প্রতি রয়েছে।" (ইমাম তিরমিযী এ হাদীসখানা বর্ণনা করেন। আর বলেন, এটা 'হাসান'-এর পর্যায়ভুক্ত হাদীস)
হাদীস: হযরত বিশ্বকুল সরদার (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) বলেন, "যখন আল্লাহ তাআ'লা আপন কোন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন তাকে দুনিয়া থেকে এমন ভাবে বাঁচান, যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের রোগীকে পানি থেকে বাঁচাও।" (তিরমিযী)। তিনি বলেন এটা 'হাসান' ও 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস।)
হাদীস: "দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরদের জন্য জান্নাত।"
টীকা-৫৮: অর্থাৎ কুরআন পাক থেকে এমনই অন্ধ হয়ে যায় যে, সেটার হিদায়তগুলো দেখেনা এবং সেগুলো থেকে উপকার লাভ করেনা।
টীকা-৫৯: অর্থাৎ যারা অন্ধ হয়ে থাকে তাদেরকে
টীকা-৬০: ঐসব লোক যারা অন্ধ সেজে আছে, পথভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও
টীকা-৬১: ক্বিয়ামাত-দিবসে
টীকা-৬২: অর্থাৎ অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রকাশ করা
টীকা-৬৩: প্রকাশ পেয়েছে ও প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়ায় শির্ক করে
টীকা-৬৪: যারা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কর্ণপাত করেনা
টীকা-৬৫: যারা সত্য-দর্শী থেকে বঞ্চিত
টীকা-৬৬: যাদের ভাগ্যে ঈমান নেই?
টীকা-৬৭: অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে আপনাকে ওফাত প্রদান করি

বঙ্গানুবাদ	আরবী
৩৪: এবং তাদের গৃহসমূহের জন্য (দিতাম) রৌপ্যের দরজাসমূহ এবং রৌপ্যের আসন, যেগুলোর সাথে তারা হেলান দিতো।	وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ (۳۴)
৩৫: এবং বিভিন্ন ধরণের সাজ-সজ্জাও (৫৬)। এবং এই যা কিছু রয়েছে সবই পার্থিব জীবনেরই আসবাবপত্র। এবং আখিরাত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরহেযগারদের জন্যই (৫৭)।	وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ (۳۵)
রুকূ'-৪	
৩৬: এবং যে পরম দয়াময়ের স্মরণ থেকে (৫৮) বিমুখ হয়, আমি তার জন্য একটা শয়তান নিয়োগ করি, যাতে সে তার সাথী হয়েই থাকে।	وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ (۳۶)
৩৭: এবং নিশ্চয় ঐ শয়তানগণ তাদেরকে (৫৯) সৎপথে বাধা দেয় এবং (৬০) এ-ই মনে করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে,	وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (۳۷)
৩৮: শেষ পর্যন্ত যখন (৬১) কাফির আমার নিকট আসবে, তখন তার শয়তানকে বলবে, 'হায়! কোনমতে তোমার আমার মধ্যে পূর্ব- পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো। সুতরাং তুমি কতই মন্দ সাথী।	حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ (۳۸)
৩৯: এবং আজ অবশ্যই তোমাদের এটা (৬২) দ্বারা কোন উপকার হবেনা যেহেতু (৬৩) তোমরা যুলুম করেছো তোমরা সবাই শাস্তির মধ্যে অংশীদার।	وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ (۳۹)
৪০: তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাবেন (৬৪), অথবা অন্ধগণকে পথ দেখাবেন (৬৫) এবং ঐসব লোককে, যারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে (৬৬)?	اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۴۰)
৪১: সুতরাং যদি আমি আপনাকে নিয়ে যাই (৬৭), তবে তাদের থেকে আমি অবশ্যই	فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ (۴۱)

টীকা-৬৮: আপনার পর।
টীকা-৬৯: আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর আমার ঐ শাস্তি
টীকা-৭০: আমার কিতাব ক্বুরআন মজীদ।
টীকা-৭১: ক্বুরআন শরীফ
টীকা-৭২: যে, আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাকে নাবুয়্যাত ও হিকমত (বিধানাবলী ইত্যাদি) দান করেছেন।

বদলা নেবো (৬৮)। ৪২: অথবা আপনাকে দেখাবো (৬৯) যার প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিয়েছি। সুতরাং আমি তাদের উপর বড় শক্তিশালী। ৪৩: সুতরাং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকুন সেটাকেই, যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে (৭০)। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই রয়েছেন। ৪৪: এবং নিশ্চয় তা হচ্ছে (৭১) সম্মান আপনার জন্য (৭২) এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য (৭৩)। আর অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (৭৪)।	أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (٤٢) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤)
৪৫: এবং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করো, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছি, আমি কি পরম দয়াময় (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন খোদা স্থির করেছি, যেগুলোর উপাসনা করা যায় (৭৫)?	وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (٤٥)
রুকূ'-৫	
৪৬: এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি সহকারে ফিরআ'উন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি প্রেরণ করেছি, তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি তাঁরই রসূল হই, যিনি সমগ্র জাহানের মালিক।'	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٦)
৪৭: অতঃপর যখন সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসলো (৭৬), তখনই তারা সেগুলো নিয়ে বিদ্রুপ করতে লাগলো (৭৭)।	فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٧)
৪৮: এবং আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাই তা পূর্বাপেক্ষা বড় হয় (৭৮), এবং আমি তাদেরকে মুসীবতে গ্রেফতার করেছি, যাতে তারা ফিরে আসে (৭৯)।	وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٨)

টীকা-৭৩: অর্থাৎ উম্মতের জন্য যে, তাদেরকে এটা দ্বারা হিদায়ত করেছেন।
টীকা-৭৪: ক্বিয়ামাত-দিবসে যে, তোমরা ক্বুরআনের কী হক আদায় করেছো? সেটার প্রতি কী সম্মান প্রদর্শন করেছো? এ নি'মাতের কী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো?
টীকা-৭৫: 'রসূলগণকে জিজ্ঞাসা করার' অর্থ এ যে, তাঁদের ধর্মসমূহ ও বিধানাবলী তালাশ করো- কোথাও কি কোন নাবীর উম্মতের জন্য মূর্তিপূজা বৈধ রাখা হয়েছে? অধিকাংশ তাফসীরকারক এর এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, কিতাবী সম্প্রদায়ের মু'মিনদেরকে জিজ্ঞাসা করো- কোন নাবী কি কখনো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার অনুমতি দিয়েছেন? যাতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সৃষ্টি পূজার জন্য না কোন রসূল বলেছেন, না কোন কিতাবে এসেছে। এটাও এক বর্ণনা যে, মি'রাজ-রাত্রিতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত নাবীর ইমামত করেছিলেন। যখন হুযূর নামায সম্পন্ন করলেন তখন জিবরাঈল আমীন বললেন আপনার পূর্ববর্তী নাবীগণকে জিজ্ঞাসা করুন- 'আল্লাহ্ তাআ'লা কি নিজের ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার অনুমতি দিয়েছেন?' হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন নেই। "অর্থাৎ 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্ত নাবী 'তাওহীদ' (আল্লাহ এর একত্ববাদ)-এরই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। সবাই সৃষ্টি-পূজা নিষিদ্ধ করেছেন।

টীকা-৭৬: যেগুলো মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর রিসালতের পক্ষে প্রমাণবহ,
টীকা-৭৭: এবং সেগুলোকে 'যাদু' বলতে লাগলো।
টীকা-৭৮: অর্থাৎ প্রত্যেকটা নিদর্শন আপন বৈশিষ্টের মধ্যে অপরটা অপেক্ষা বড় ছিলো। অর্থ এ যে, একটার চেয়ে অপরটা উত্তম ছিলো।

টীকা-৭৯: কুফর থেকে ঈমানের দিকে, আর এ শাস্তি দুর্ভিক্ষ, তুফান ও ফড়িং ইত্যাদি দ্বারা দেয়া হয়েছিলো, এসবই হযরত মূসা (عَلٰى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর নির্দশনাদিই ছিলো, যেগুলো তাঁর নাবূয়্যাতের পক্ষে প্রমাণ বহন করতো। বস্তুতঃ সেগুলোর মধ্যে একটা অপরটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিলো।

টীকা-৮০: শাস্তি দেখে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে

টীকা-৮১: এই উক্তিটা তাদের ওরফ বা পরিভাষায় খুব সম্মানজনক ছিলো। তারা পরিপূর্ণ জ্ঞানী, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কামিল লোককে 'যাদুকর' বলতো। এর কারণ এ ছিলো যে, তাদের দৃষ্টিতে যাদু বিদ্যার খুব সম্মান ছিলো আর তারাও সেটাকে প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে করতো। এ কারণে, তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করার সময় এ 'উক্তিটা' দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করেছিলো।

টীকা-৮২: ঐ অঙ্গীকার হয়ত এ যে, আপনার প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হওয়া অথবা 'নাবূয়্যাত', অথবা 'ঈমান আনয়নকারী ও হিদায়ত গ্রহণকারীদের থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেয়া।'

টীকা-৮৩: ঈমান আনবো। সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) দুআ' করলেন এবং তাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নিলেন।

অনুবাদ	আয়াত
৪৯: এবং তারা বললো (৮০), 'হে যাদুকর (৮১)! আমাদের জন্য আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো ঐ অঙ্গীকার রক্ষার জন্য যা তিনি তোমার সাথে করেছেন (৮২)। নিশ্চয় আমরা সৎপথে আসবো (৮৩)।'	وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ (۴۹)
৫০: অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে ঐ মুসীবত অপসারিত করে দিয়েছি তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে (৮৪)।	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ (۵۰)
৫১: এবং ফিরআ'উন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে (৮৫) আহ্বান করলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার জন্য কি মিশরের বাদশাহী নেই এবং এসব নদ-নদীও, যেগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত (৮৬)? তবে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না (৮৭)?	وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (۵۱)
৫২: অথবা আমি উত্তম হই (৮৮) তার চেয়ে যে হীন (৮৯)। এবং সে কথা সুস্পষ্টভাবে বলছে বলে মনে হয় না (৯০)।'	اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ (۵۲)
৫৩: সুতরাং তার উপর কেন স্থাপন করা হলোনা স্বর্ণের কঙ্কন (৯১)? অথবা তার সাথে ফিরশতাগণ আসতো, যারা তার সাথে থাকতো (৯২)। **৫৪:** অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে ফেললো (৯৩), অতঃপর তারা তার	فَلَوْلَاۤ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰۤئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ (۵۳) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ

টীকা-৮৪: ঈমান আনেনি, কুফরের উপরই একগুঁয়ে হয়ে থাকে।

টীকা-৮৫: খুবই গর্ব সহকারে

টীকা-৮৬: আর এগুলো নীল-নদ থেকে নির্গত বড় বড় নদী-নহরই ছিলো, যেগুলো ফিরআ'উনের প্রাসাদের নিম্নদেশে প্রবাহিত ছিলো।

টীকা-৮৭: 'আমার মহত্ত্ব, ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি। আল্লাহ তাআ'লা এর আশ্চর্যজনক শান। খলীফা (হারুনুর) যখন এই আয়াত শরীফ পাঠ করলেন এবং মিশরের শাসন ক্ষমতায় ফিরআ'উনের অহংকার দেখতে পেলেন, তখন বললেন, "আমি ঐ মিশরকে আমার এক নগন্য দাসকে দিয়ে দেবো।" সুতরাং তিনি মিশরের শাসন ক্ষমতা খুসায়বকেই দিয়ে দিলেন, যে তাঁর দাস ছিলো এবং ওযু করানোর সেবায় নিয়োজিত ছিলো।

টীকা-৮৮: অর্থাৎ তোমাদের কি এ কথা প্রতীয়মান হলো এবং তোমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছো যে, আমিই উত্তম?

টীকা-৮৯: এটা ঐ বে-ঈমান অহংকারী লোকটা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর শানে বলেছিলো।

টীকা-৯০: জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে, যা শৈশবে মুখে অঙ্গার রাখার ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো। আর এটা ঐ অভিশপ্ত লোকটা মিথ্যা বলেছিলো। কেননা, তাঁর প্রার্থনার ফলে আল্লাহ তাআ'লা পবিত্রতম জিহ্বা থেকে ঐ জড়তা দূরীভূত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরআ'উনী সম্প্রদায় পূর্বেকার ধারণাতেই থেকে গিয়েছিলো। সামনে পুনরায় এ ফিরআউনের উক্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-৯১: অর্থাৎ 'যদি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সত্যবাদী হন, আল্লাহ তাআ'লাও তাঁকে এমনই সরদার নিয়োগ করে থাকেন, যাঁর আনুগত্য করা একান্ত অপরিহার্য, তাহলে তাঁকে স্বর্ণের কঙ্কন কেন পরানো হয়নি?' এ কথাটা সে তার যুগের প্রথানুসারে বলেছিলো। ঐ যুগে যে কাউকেও সরদার বা নেতা নিয়োগ করা হতো তাকে স্বর্ণের কঙ্কন ও স্বর্ণের হার পরানো হতো।

টীকা-৯২: এবং তাঁর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিতো।

টীকা-৯৩: ঐ সব মূর্খের বিবেক-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিলো, তাদেরকে মিথ্যা-আশ্বাস দিলো ও ফুসলিয়েছিলো

টীকা-৯৪: এবং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে অস্বীকার করতে লাগলো।

টীকা-৯৫: যাতে পরবর্তীগণ তাদের অবস্থা থেকে উপদেশ ও শিক্ষার্জন করে।

টীকা-৯৬: শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -(وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) পাঠ করলেন, যার অর্থ হচ্ছে- "হে মুশরিকরা! তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহান্নামের ইন্ধন।" এটা শুনে মুশরিকদের মনে খুব রাগ আসলো। আর ইবনে যাবআ'রী বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মাদ! (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এটা কি বিশেষ করে আমরা ও আমাদের উপাস্যগুলোর জন্যই না কি প্রত্যেক জাতি ও দলের জন্য ইরশাদ করলেন, "এটা তোমরা ও তোমাদের উপাস্যগুলোর জন্যও এবং অন্যসব জাতির জন্যও?" অতঃপর সে বললো, "আপনার মতে, ঈসা ইবনে মারয়াম নাবী হন আর আপনি তাঁর ও তাঁর মায়ের প্রশংসা করে থাকেন। আপনি জানেন যে, খৃষ্টানগণ তাঁদের উভয়েরই পূজা করে। আর হযরত ওযায়র এবং ফিরিশতাগণের পূজা করা হয়। অর্থাৎ ইহুদীগণ প্রমুখ তাদের পূজা করে। যদি এসব হযরত (আল্লাহ এরই আশ্রয়!) জাহান্নামী হন, তবে আমরাও তাতে সন্তুষ্ট আছি যে, আমরা এবং আমাদের উপাস্যগুলোও তাঁদের সাথে থাকবে।" এবং একথা বলে কাফিরগণ খুব হাসাহাসি করলো। এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করলেন- (اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ) এবং এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে- (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ الْآيَة) উদ্দেশ্যে যে যখন ইবনে যাবআ'রী আপন উপাস্য গুলোর জন্য হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে বিতর্ক করলো যে, খৃষ্টনরা তাদের পূজা করে, তখন কুরাঈশগণ তার একথার উপর হাসাহাসি করতে লাগলো।

টীকা-৯৭: অর্থাৎ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'আপনার মতে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) উত্তম। তাহলে যদি (আল্লাহ এরই আশ্রয়!) তারা জাহান্নামেই হন, তবে আমাদের উপাস্যগুলো অর্থাৎ মূর্তিও তাতে হোক, কোন পরোয়া নেই। এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

অনুবাদ	আয়াত
কথামত চললো (৯৪), নিশ্চয় তারা নির্দেশ অমান্যকারী লোক ছিলো।	اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٥٤)
৫৫: অতঃপর যখন তারা ঐ কাজ করলো, যার কারণে আমার ক্রোধ তাদের উপর এসে পড়লো, তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।	فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥٥)
৫৬: তাদেরকে আমি করে দিলাম পূর্ববর্তী কাহিনী ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্য (৯৫)।	فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ (٥٦)
রুকূ'-৬	
৫৭: অতঃপর যখন মারয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়, তখনই আপনার সম্প্রদায় তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করতে থাকে (৯৬)।	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ (٥٧)
৫৮: এবং বলে, 'আমাদের উপাস্য উত্তম, না তিনি (৯৭)?' তারা আপনাকে এ কথা বলেনি, কিন্তু অন্যায়ভাবে বিতর্কের উদ্দেশ্যেই (৯৮), বরং তারা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক (৯৯)।	وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ (٥٨)
৫৯: সে তো নয়, কিন্তু একজন বান্দা, যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছি (১০০) এবং তাকে আমি বনী ইস্রাঈলের জন্য আশ্চর্যকর নমুনা করেছি (১০১)।	اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (٥٩)
৬০: এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে (১০২) যমীনে তোমাদের পরিবর্তে	وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ

টীকা-৯৮: এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তারা যা কিছু বলছে সবই বাতিল। এবং আয়াত শরীফ (اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) দ্বারা শুধু 'মূর্তি' বুঝানো হয়েছে। হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশতাগণ কাউকেও বুঝানো যেতে পারে না। ইবনে যাবআ'রী আরবের লোক ছিলো, আরবি ভাষা তার জানা ছিলো। একথাও সে ভালো মতে জানত যে, (مَا تَعْبُدُوْنَ) এর মধ্যে যেই (مَا) আছে তার অর্থ 'বস্তু'। তা দ্বারা বিবেকহীন জড় পদার্থই বুঝানো হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার, আরবি ব্যাকরণে নীতিমালার ক্ষেত্রেও মূর্খ সেজে, হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশতাগণকে সেটার অন্তর্ভুক্ত করা কাট-হুজ্জতি ও মূর্খতারই পরিচায়ক।

টীকা-৯৯: মিথ্যার জন্য ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীগণ। এখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) সম্পর্কে ইরশাদ ফরমানো হচ্ছে-

টীকা-১০০: নাবূয়্যাত দান করে

টীকা-১০১: আমার ক্ষমতার যে, তাঁকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছি।

টীকা-১০২: হে মক্কাবাসীগণ! আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম এবং

বাংলা	আরবি
ফিরিশতাদেরকে বসবাস করাতাম (১০৩)।	مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ (٦٠)
৬১: এবং নিশ্চয় ঈসা ক্বিয়ামতেরই সংবাদ (১০৪), সুতরাং কখনো ক্বিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করোনা এবং আমার অনুসারী হও (১০৫)। এটাই সোজা পথ।	وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٦١)
৬২: এবং কখনো শয়তান যেন তোমাদেরকে বাধা না দেয় (১০৬)। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٦٢)
৬৩: এবং যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসলো (১০৭), তখন সে বললো, 'আমি তোমাদের নিকট 'হিক্বমত' নিয়ে এসেছি (১০৮) এবং এ জন্য যে, আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করবো এমন কিছু কথা, যেগুলোতে তোমরা মতভেদ করছো (১০৯)। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।	وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (٦٣)
৬৪: নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সোজা পথ (১১০)।'	اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٦٤)
৬৫: অতঃপর ঐসব দল পরস্পর বিরোধী হয়ে গেলো (১১১)। সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে (১১২) এক বেদনাদায়ক দিবসের শাস্তি থেকে (১১৩)	فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ (٦٥)
৬৬: তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্তু ক্বিয়ামতেরই যে, তাদের উপর হঠাৎ করে এসে যাবে এবং তারা টেরও পাবেনা।	هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (٦٦)
৬৭: অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, কিন্তু পরহেযগারগণ (১১৪)।	اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ (٦٧)
রুকূ'-৭	
৬৮: তাদেরকে বলা হবে, 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের না কোন ভয় আছে, না তোমাদের কোন দুঃখ, ৬৯: ঐসব লোক, যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান এনেছে এবং মুসলমান ছিলো।	يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ (٦٨) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ (٦٩)

টীকা-১০৩: যারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করতো।

টীকা-১০৪: অর্থাৎ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়া ক্বিয়ামতের চিহ্নসমূহের অন্যতম।

টীকা-১০৫: অর্থাৎ আমার হিদায়াত ও শরীয়াতের অনুসরণ করা।

টীকা-১০৬: শরীয়াতের অনুসরণ অথবা ক্বিয়ামতে দৃঢ় বিশ্বাস, অথবা আল্লাহ এর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পথে।

টীকা-১০৭: অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ,

টীকা-১০৮: তাওরীতের বিধানসমূহ থেকে।

টীকা-১০৯: অর্থাৎ নাবূয়্যাত ও ইঞ্জীলের বিধানাবলী

টীকা-১১০: হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর বারাকাতময় বাণীর বিবরণ শেষ হলো। সামনে খৃষ্টানদের শির্কগুলোর বর্ণনা করা হচ্ছে-

টীকা-১১১: হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام এর পর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো- "হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) খোদা ছিলেন।" কেউ কেউ বললো, "খোদার পুত্র।" কেউ কেউ বললো, "তিনের মধ্যে তৃতীয়।" মোটকথা, খৃষ্টানগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেলো- ইয়া'কূবী, নাসতূরী, মালকানী ও শাম'ঊনী।

টীকা-১১২: যারা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে কুফরের কথা বলেছিলো।

টীকা-১১৩: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসের

টীকা-১১৪: অর্থাৎ ধর্মীয় বন্ধুত্ব এবং ঐ ভালবাসা, যা আল্লাহ তাআ'লা এরই জন্য স্থায়ী থাকবে।

হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তিনি বলেন, "দু'বন্ধু মু'মিন আর দু'বন্ধু কাফির। মু'মিন বন্ধুদ্বয়ের কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করে, "হে আমার প্রতিপালক! অমুক আমাকে তোমার ও তোমার রসূলের আনুগত্য করার ও সৎকর্ম করার নির্দেশ দিতো। আর আমাকে মন্দ থেকে বিরত রাখতো। আর এ সংবাদ দিতো যে, আমাকে তোমারই সম্মুখে সাথে হাযির হতে হবে। হে প্রতিপালক! তাকে আমার পর পথভ্রষ্ট করবেনা এবং তাকে হিদায়ত দাও'। যেমন আমাকে হিদায়াত করেছো। তাকে সম্মানিত করো যেমন আমাকে সম্মানিত করেছো। " অতঃপর যখন তার মু'মিন বন্ধুও মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ তাআ'লা উভয়কে একত্রিত করেন। আর বলেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা করো।" সুতরাং প্রত্যেকে বলে "সে উত্তম ভাই, উত্তম বন্ধু, উৎকৃষ্ট সঙ্গী।" আর দু'কাফির বন্ধুর মধ্যে যখন একজন মরে যায়, তখন সে প্রার্থনা করে- "হে প্রতিপালক! অমুক আমাকে তোমার ও তোমার রসূলের নির্দেশ মান্য করতে

বাধা দিতো এবং অসৎকর্মের নির্দেশ দিতো, সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখতো। আর বলতো যে, আমাকে তোমার সম্মুখে হাজির হতে হবে না। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "তোমরা একে অপরের প্রশংসা করো।" তখন একে অপরের সম্পর্কে বলে, "তুমি মন্দ ভাই, খারাপ বন্ধু, নিকৃষ্ট সাথী।"

বাংলা	আরবি
৭০: 'প্রবেশ করো জান্নাতে তোমরা ও তোমাদের বিবিগণ এবং তোমাদের সমাদর করা হবে (১১৫)।'	اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ اَنۡتُمۡ وَ اَزۡوَاجُكُمۡ تُحۡبَرُوۡنَ ﴿۷۰﴾
৭১: তাদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের পেয়ালাসমূহ ও পাত্রসমূহ এবং তাতে থাকবে যা মন চাইবে এবং যা দ্বারা চক্ষু আনন্দ পাবে (১১৬), এবং তাতে তোমরা সর্বদা থাকবে।	يُطَافُ عَلَيۡهِمۡ بِصِحَافٍ مِّنۡ ذَهَبٍ وَّ اَكۡوَابٍ ۚ وَ فِيۡهَا مَا تَشۡتَهِيۡهِ الۡاَنۡفُسُ وَ تَلَذُّ الۡاَعۡيُنُ ۚ وَ اَنۡتُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۷۱﴾
৭২: এবং এটাই হচ্ছে ঐ জান্নাত, যারই তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করা হবে তোমাদের কৃতকর্মসমূহের পুরস্কারস্বরূপ।	وَ تِلۡكَ الۡجَنَّةُ الَّتِيۡۤ اُوۡرِثۡتُمُوۡهَا بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۷۲﴾
৭৩: তোমাদের জন্য তাতে প্রচুর ফলমূল রয়েছে যে, 'সেগুলো থেকে তোমরা আহার করবে (১১৭)।'	لَكُمۡ فِيۡهَا فَاكِهَةٌ كَثِيۡرَةٌ مِّنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۷۳﴾
৭৪: নিশ্চয় অপরাধী (১১৮) জাহান্নামের শাস্তিতে স্থায়ীভাবে থাকবে।	اِنَّ الۡمُجۡرِمِيۡنَ فِيۡ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوۡنَ ﴿۷۴﴾
৭৫: তা তাদের উপর থেকে কখনো হ্রাস করা হবে না এবং তারা তাতে হতাশ হয়ে থাকবে (১১৯)।	لَا يُفَتَّرُ عَنۡهُمۡ وَ هُمۡ فِيۡهِ مُبۡلِسُوۡنَ ﴿۷۵﴾
৭৬: এবং আমি তাদের প্রতি কোন যুলুমই করিনি। হাঁ, তারা নিজেরাই যালিম ছিলো (১২০)।	وَ مَا ظَلَمۡنٰهُمۡ وَ لٰكِنۡ كَانُوۡا هُمُ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۷۶﴾
৭৭: এবং তারা ডেকে বলবে (১২১), 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন (১২২)।' তিনি বললেন (১২৩), 'তোমাদেরকে তো অবস্থান করতে হবে (১২৪)'	وَ نَادَوۡا يٰمٰلِكُ لِيَقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمۡ مّٰكِثُوۡنَ ﴿۷۷﴾
৭৮: নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সত্য এনেছি (১২৫), কিন্তু তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্য পছন্দ করে না।	لَقَدۡ جِئۡنٰكُمۡ بِالۡحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَكُمۡ لِلۡحَقِّ كٰرِهُوۡنَ ﴿۷۸﴾
৭৯: তারা কি (১২৬) তাদের ধারণায় কোন কাজের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছে (১২৭)? অতঃপর আমি আপন কাজে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (১২৮)।	اَمۡ اَبۡرَمُوۡۤا اَمۡرًا فَاِنَّا مُبۡرِمُوۡنَ ﴿۷۹﴾
৮০: তারা কি এ ধারণায় রয়েছে যে, 'আমি তাদের গোপন কথা ও তাদের পরামর্শ শুনিনা?' হাঁ, কেন নয় (১২৯)। এবং আমার ফিরিশতাগণ তাদের নিকট লিপিবদ্ধ করছে।	اَمۡ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّا لَا نَسۡمَعُ سِرَّهُمۡ وَ نَجۡوٰىهُمۡ ؕ بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَيۡهِمۡ يَكۡتُبُوۡنَ ﴿۸۰﴾

টীকা-১১৫: অর্থাৎ জান্নাতে তোমাদের সমাদর করা হবে, নিমাতসমূহ দেয়া হবে। এমনই খুশী করা হবে যে, তোমাদের চেহারায় খুশীর চিহ্ন প্রকাশ পাবে।

টীকা-১১৬: বিভিন্ন প্রকারের নি'মাতসমূহ,

টীকা-১১৭: জান্নাতী বৃক্ষ ফলদার। সেখানে নিত্য বসন্ত ই। তাঁদের সাজ-সজ্জায় কোন পার্থক্য আসেনা। হাদীস শরীফে আছে- যদি সেসব বৃক্ষ থেকে কেউ একটা মাত্র ফল নেয়, তবে তদস্থলে দু'টি ফল প্রকাশ পাবে।

টীকা-১১৮: অর্থাৎ কাফির।

টীকা-১১৯: করুণার আশাও থাকবে না।

টীকা-১২০: যে, ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা করে এমতাবস্থায় উপনীত হবে।

টীকা-১২১: জাহান্নামের দারোগাকে,

টীকা-১২২: অর্থাৎ যেন মৃত্যু দিয়ে দেন। (মালিকের নিকট দরখাস্ত করবে যেন তিনি তাদের মৃত্যুর জন্য আল্লাহ এর দরবারে প্রার্থনা করেন।

টীকা-১২৩: হাজার বছর পর।

টীকা-১২৪: শাস্তিতে সর্বদা, কখনো তা থেকে মুক্তি পাবে না- না মৃত্যু দ্বারা, না অন্য কোন পন্থায়। এরপর আল্লাহ তাআ'লা মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-১২৫: আপন রসূলগণের মাধ্যমে,

টীকা-১২৬: অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ

টীকা-১২৭: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাথে প্রতারণা ও ধোঁকা দ্বারা তাকে কষ্ট দেয়ার? আর বাস্তব ঘটনাও তেমনই ছিলো যে, কুরাঈশগণ 'দার আল-নাদওয়া'র মধ্যে সমবেত হয়ে হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)কে কষ্ট দেয়ার জন্য চক্রান্ত করতো।

টীকা-১২৮: তাদের এ প্রতারণা ও ধোঁকার বদলা নেয়ার। যার পরিণাম তাদের ধ্বংসই।

টীকা-১২৯: আমি অবশ্যই শুনি এবং গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা জানি। আমার নিকট থেকে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না।

টীকা-১৩০: কিন্তু তাঁর সন্তান নেই। বস্তুতঃ তাঁর জন্য সন্তান থাকা অসম্ভবই। এটা সন্তানের অস্বীকৃতিতে অতিশয়তা।
শানে নুযূলঃ নাযার ইবনে হারিস বলেছিলো যে, ফিরিশতাগণ খোদার কন্যা। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর নাযার বলতে লাগলো, “দেখছো! ক্বুরআনে আমার পক্ষে সমর্থন এসেছে। ” ওয়ালীদ বললো, “তোমার সমর্থন হয়নি, বরং এ কথা বলা হয়েছে যে, ‘পরম দয়াবানের সন্তান নেই। আর আমি মক্কাবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ এর একত্বে বিশ্বাসী হই তাঁর সন্তান হওয়ার বিষয়কে অস্বীকারকারী।” এরপর আল্লাহ তাআ'লা এর পবিত্রতার বর্ণনা রয়েছে।
টীকা-১৩১: এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে
টীকা-১৩২: অর্থাৎ যেই অনর্থক কার্য মিথ্যায় রয়েছে, তাতেই পড়ে থাকুক।
টীকা-১৩৩: যাতে শাস্তি দেয়া হবে এবং তা হচ্ছে- ক্বিয়ামত-দিবস।
টীকা-১৩৪: অর্থাৎ তিনিই উপাস্য আসমান ও যমীনে। তাঁরই ইবাদত করা যায়। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই
টীকা-১৩৫: অর্থাৎ আল্লাহ এর একত্বের
টীকা-১৩৬: এ সম্পর্কে যে আল্লাহ তাদের প্রতিপালক। এমন মাক্ববূল বান্দাগণ ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন।
টীকা-১৩৭: অর্থাৎ মুশরিকদেরকে
টীকা-১৩৮: এবং আল্লাহ তাআ'লা যে বিশ্বস্রষ্টা সে কথা স্বীকার করবে।
টীকা-১৩৯: এবং এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে।
টীকা-১৪০: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)
টীকা-১৪১: আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা এর হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বারাকাতময় বাণীর শপথ করা হুযূরের সম্মান ও হুযূরের দু'আ-প্রার্থনার মর্যাদা বা গুরুত্বকে প্রকাশ করার নামান্তর।
টীকা-১৪২: এবং তাদেরকে ছেড়ে দিন

অনুবাদ	আয়াত
৮১: আপনি বলুন, ‘অসম্ভব কল্পনায়, পরম দয়াময়ের যদি কোন সন্তান থাকতো, তবে সর্বপ্রথম আমিই তার ইবাদত করতাম (১৩০)	قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ (٨١)
৮২: পবিত্রতা আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালকের, আরশাধিপতির ঐসব কথা থেকে যেগুলো এরা রচনা করছে (১৩১)।	سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٢)
৮৩: সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন- তারা অনর্থক কথাবার্তা বলতে থাকুক এবং ক্রীড়া-তামাশা করুক (১৩২) এ পর্যন্ত যে, তারা ঐ দিবসকে পাবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের সাথে রয়েছে (১৩৩)।	فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٨٣)
৮৪: এবং তিনিই আসমানবাসীদের খোদা এবং পৃথিবীবাসীদের খোদা (১৩৪) এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময়।	وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلٰهٌ وَّفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤)
৮৫: এবং মহা বরকতময় তিনিই, যাঁর জন্যই হচ্ছে রাজত্ব আসমানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে রয়েছে এবং তাঁরই নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং তোমাদেরকে তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	وَتَبٰرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٥)
৮৬: এবং যেগুলোর এরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছে, সেগুলো সুপারিশের ক্ষমতা রাখে না। হাঁ, সুপারিশের ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে (১৩৫) এবং জ্ঞান রাখে (১৩৬)।	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦)
৮৭: এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (১৩৭), ‘তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে?’ তবে অবশ্যই বলবে- ‘আল্লাহ’ (১৩৮) সুতরাং কোথায় উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে (১৩৯)?	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ (٨٧)
৮৮: আমি রসূল (১৪০)-এর ঐ উক্তির শপথ করছি (১৪১)। ‘হে আমার প্রতিপালক! এসব লোক ঈমান আনে না।’	وَقِيلِهٖ يٰرَبِّ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨)
৮৯: সুতরাং তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৪২)। এবং বলুন! ‘ব্যাস, সালাম (১৪৩)।’ তারা ভবিষ্যতে জেনে যাবে (১৪৪)। ★	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٩)

টীকা-১৪৩: এটা হচ্ছে ‘বর্জন করার সালাম।’ এর অর্থ এই যে, আমরা তোমাদেরকে বর্জন করছি এবং তোমাদের থেকে নিরাপদে থাকতে চাই। (এটা জিহাদের নির্দেশ দেয়ার পূর্বেকার বিধান ছিলো।)
টীকা-১৪৪: নিজেদেরই পরিণাম সম্পর্কে। ★

টীকা-১: 'সূরা দুখান' মাক্কী, এতে তিনটি রুকূ', সাতান্ন অথবা ঊনষাটটি আয়াত, তিনশ ছেচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চারশ একত্রিশ টি বর্ণ আছে।
টীকা-৩: কুরআন পাকের, যা হালাল ও হারাম ইত্যাদির বিধানাবলী বর্ণনাকারী,
টীকা-৩: এ 'রাত' দ্বারা হয়ত 'শবে ক্বদর' বুঝানো হয়েছে, অথবা 'শবে বরাত। ' এ রাতে কুরআন পাক সম্পূর্ণটাই 'লাওহ-ই-মাহফূয' থেকে দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে হযরত জিব্রাঈল বিশ বছর কালীন সময়ে অল্প অল্প নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঐ রাত্রিকে 'বারাকাতময় রাত্রি' এ জন্য বলা হয়েছে যে, তাতে কুরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে এবং সর্বদা ঐ রাতে বারাকত বা কল্যাণ অবতীর্ণ হয়ে থাকে, দু'আসমূহ কবুল করা হয়।
টীকা-৪: আপন শাস্তির।
টীকা-৫: গোটা বছরের জীবিকা,আয়ু ও বিধানসমূহ।
টীকা-৬: আপন রসূল শেষ নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণকে।
টীকা-৭: যে, তিনি আসমান ও যমীনের প্রাতপালক হন। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাঁর রসূল।
টীকা-৮: তাদের স্বীকারোক্তি জ্ঞান ও নিশ্চিত বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং তাদের কথার মধ্যে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপই শামিল রয়েছে। আর তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে। সুতরাং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করলেন, "হে প্রতিপালক। তাদেরকে এমনই সপ্তসালা মুসীবতে আক্রান্ত করো যেমন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগে প্রেরণ করেছিলে।" এ দু'আ কবূল হলো এবং হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর প্রতি ইরশাদ হয়েছে-
টীকা-৯: সুতরাং কুরাঈশের উপর দুর্ভিক্ষ আসলো এবং তা এমনই শোচনীয় হয়েছিলো যে, তারা মৃতদেহ পর্যন্ত খেয়েছিলো। আর ক্ষুধার তাড়নায় এমতাবস্থায় পৌঁছেছিলো যে, যখন উপরের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে আসমানের দিকে দেখতেন তখন তা শুধু ধোয়াই ধুঁয়া মনে হতো। অর্থাৎ দুর্বলতার কারণে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। দুর্ভিক্ষে ভূ-পৃষ্ঠ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিলো। মাটির কণা উড়তে লাগলো ধুলাবালিতে বায়ু

সূরা দুখান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা দুখান (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৫৯, রুকূ'-৩

বাংলা	আরবি
১: হা-মীম। ২: শপথ ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের (২),	حٰمٓ ﴿۱﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾
৩: নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি (৩), নিশ্চয় আমি সতর্ককারী (৪)।	اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿۳﴾
৪: তাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ (৫),	فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿۴﴾
৫: নির্দেশক্রমে আমার নিকট থেকে। নিশ্চয় আমি প্রেরণকারী (৬)-	اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿۵﴾
৬: আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অনুগ্রহ। নিশ্চয় তিনি শুনেন, জানেন,	رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶﴾
৭: তিনিই, যিনি প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে রয়েছে, যদি তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে (৭)।	رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿۷﴾
৮: তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদার প্রতিপালক।	لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸﴾
৯: বরং তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলা করছে (৮)।	بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿۹﴾
১০: সুতরাং তোমরা ঐ দিনের অপেক্ষায় থাকো, যেদিন আসমান এক প্রকাশ্য ধোঁয়া আনবে,	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۰﴾
১১: যা লোকজনকে আচ্ছন্ন করে (৯)। এটা হচ্ছে বেদনাদায়ক শাস্তি। ১২: ঐদিন বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করে	يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ

দুষিত হয়ে গিয়েছিলো।
এ আয়াতের তাফসীরে এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, ধোঁয়া দ্বারা ঐ ধোঁয়াই বুঝানো হয়েছে, যা ক্বিয়ামতের লক্ষণ সমূহের অন্যতম এবং যা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে। পূর্ব ও পশ্চিম তা দ্বারা ভরে যাবে। এভাবে চল্লিশ দিন থাকবে। মু'মিনদের অবস্থা তখন সে কারণে শুধু তেমনি হবে যেমন সর্দি-রোগীর হয়ে থাকে। কিন্তু কাফিরগণ বেহুশ হয়ে পড়বে। তাদের নাক, কান ও শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে ধোঁয়া বের হবে।

টীকা-১০: এবং তোমার নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সত্যায়ন করছি।
টীকা-১১: অর্থাৎ এমতাবস্থায় তারা কীভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে।
টীকা-১২: এবং সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ ও প্রকাশ্য নিদর্শনাদি উপস্থাপন করেছেন।
টীকা-১৩: যাকে ওহীর অবতরণের সময় সেটার প্রভাবে সৃষ্ট অচেতনাবস্থায় জিনেরা এসব বাণী বলে দেয়। (আল্লাহ তাআ'লা এরই আশ্রয়।)
টীকা-১৪: যেই কুফরের মধ্যে ছিলো সেটার দিকেই ফিরে যাবে। সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে। এখন ইরশাদ হচ্ছে- ঐ দিনকে স্মরণ করো-
টীকা-১৫: 'ঐ দিন' দ্বারা 'ক্বিয়ামাত দিবস' বুঝানো হয়েছে অথবা 'বদর-দিবস'
টীকা-১৬: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)।
টীকা-১৭: অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও। আর যে কঠোরতা ও নির্যাতন তাদের উপর চালাচ্ছো তা থেকে মুক্তি দাও।
টীকা-১৮: আমার নাবূয়্যাতের সত্যতা ও রিসালতের। যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) একথা বললেন তখন ফিরআ'উনের অনুসারীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিলো আর বললো, "আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করবো।" সুতরাং তিনি বললেন-
টীকা-১৯: অর্থাৎ আমার নির্ভর ও ভরসা তাঁরই উপর রয়েছে। আমি তোমাদের হুমকির পরোয়াই করিনা, আল্লাহই আমাকে রক্ষাকারী।
টীকা-২০: আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য উদ্ধত হয়ো না। তারা তাও শুনলো না।
টীকা-২১: অর্থাৎ বানী ইস্রাঈল।
টীকা-২২: অর্থাৎ ফিরআ'উন তার বাহিনী সহকারে তোমাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে। সুতরাং হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) রওনা হলেন। অতঃপর সমুদ্র তীরে পৌঁছে তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে, সমুদ্রে বারটা শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি হয়ে গেলো। তিনি বানী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে পায় হয়ে গেলেন। পেছনে ফিরআ'উন ও তার সৈন্যরা আসছিলো। তিনি চাইলেন পুনরায় লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রকে মিলিয়ে দিতে, যাতে ফিরআ'উন তা পার হতে না পারে। সুতরাং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো-
টীকা-২৩: যাতে ফিরআ'উনীরা ঐসব রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে।
টীকা-২৪: হয়ত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মন প্রশান্ত হলো আর ফিরআ'উন ও তার সৈন্য বাহিনী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলো এবং তাদের সমস্ত

اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ (١٢)
اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ (١٣)
ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ (١٤)
اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ (١٥)
يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ (١٦)
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ (١٧)
اَنْ اَدُّوْۤا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (١٨)
وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْۤ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (١٩)
وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ (٢٠)
وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ (٢٢)
فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ (٢٣)

দাও। আমরা ঈমান আনছি। (১০)।'
১৩: কোথা থেকে হবে তাদের উপদেশ মান্য করা (১১)। অথচ তাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল তাশরীফ এনেছেন (১২)।
১৪: অতঃপর তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে, 'শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্মাদ (১৩)।'
১৫: আমি কিছুদিনের জন্য শাস্তি অপসারিত করে থাকি- তোমরা পুনরায় তাই করবে (১৪)।
১৬: যে দিন আমি সর্বাপেক্ষা বড় ধরণের পাকড়াও করবো (১৫), নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
১৭: এবং নিশ্চয় আমি তাদের পূর্বে ফিরআ'উনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রসূল তাশরীফ এনেছেন (১৬),
১৮: যে, 'আল্লাহ এর বান্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও (১৭)। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল হই।
১৯: এবং আল্লাহ এর মুকাবিলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করোনা। আমি তোমাদের নিকট এক সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে আসছি (১৮)।
২০: এবং আমি আশ্রয় নিচ্ছি আপন প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের এ থেকে যে, তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করবে (১৯)।
২১: এবং যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে আমার নিকট থেকে সরে পড়ো (২০)।'
২২: সুতরাং সে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো যে, এরা অপরাধী লোক।
২৩: আমি নির্দেশ দিলাম যে, 'আমার বান্দাদের (২১)-কে রাতারাতি নিয়ে বের হয়ে পড়ো। অবশ্যই তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে (২২)।

২৪: এবং সমুদ্রকে এভাবে স্থানে স্থানে উন্মুক্ত ছেড়ে দাও (২৩)। নিশ্চয় ঐ বাহিনীকে নিমজ্জিত করা হবে (২৪)।
২৫: তারা কত বাগান ও প্রস্রবণই ছেড়ে গেছে!
২৬: এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থানসমূহ (২৫),
২৭: এবং নি'মাতসমূহ, যেগুলোর মধ্যে তারা আনন্দিত ছিলো (২৬)।
২৮: আমি অনুরূপই করেছি, এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি (২৭)।
২৯: সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও যমীন ক্রন্দন করেনি (২৮) এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি (২৯)।

রুকূ'-২

৩০: এবং নিশ্চয় আমি বনী-ইস্রাঈলকে লাঞ্ছনার শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেছি (৩০),
৩১: ফিরআ'উন থেকে। নিশ্চয় সে অহংকারী, সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো।
৩২: এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে (৩১) জ্ঞাতসারে বেছে নিয়েছি ঐ যুগবাসীদের মধ্য থেকে।
৩৩: এবং আমি তাদেরকে ঐসব নিদর্শন দান করেছি, যেগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পুরস্কার ছিলো (৩২)
৩৪: নিশ্চয় এরা (৩৩) বলে-
৩৫: 'তা তো নয়, কিন্তু আমাদের একবারের মৃত্যুবরণ করা (৩৪) এবং আমাদেরকে উঠানো হবে না (৩৫)।
৩৬: সুতরাং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে

وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ
مُّغْرَقُوْنَ (۲۴)
كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ (۲۵) وَّ زُرُوْعٍ وَّ
مَقَامٍ كَرِيْمٍ (۲۶)
وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ (۲۷) كَذٰلِكَ ۫ وَ
اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ (۲۸)
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا
كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ (۲۹)
وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ
الْمُهِيْنِ (۳۰)
مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ
الْمُسْرِفِيْنَ (۳۱)
وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (۳۲)
وَ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ (۳۳)
اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ (۳۴)
اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ
بِمُنْشَرِيْنَ (۳۵)
فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ

মাল-সামগ্রী আসবাবপত্র সেখানেই থেকে গেলো।
টীকা-২৫: সুসজ্জিত
টীকা-২৬: বিলাসিতা করতো, গর্ব করতো।
টীকা-২৭: অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে, যারা না তাঁর একই ধর্মীয় ছিলো, না নিকটাত্মীয়, না বন্ধু।
টীকা-২৮: কেননা, তারা ঈমানদার ছিলো না বস্তুতঃ ঈমানদার যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার জন্য আসমান ও যমীন চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করে। যেমন, তিরমিযীর হাদীস শরীফে আছে, মুজাহিদকে বলা হলো, "মু'মিনের মৃত্যুর জন্য কি আসমান ও যমীন ক্রন্দন করে?" বললেন, যমীন কেন ক্রন্দন করবে না ঐ বান্দার জন্য যে যমীনকে আপন রুকূ' ও ও সাজদা দ্বারা আবাদ রাখতো। আর আসমানও কেন কাঁদবে না ঐ বান্দার জন্য, যার 'তাসবীহ' ও 'তাকবীর' আসমানে পৌঁছতো? হাসানের অভিমত হচ্ছে- মু'মিনের মৃত্যুতে আসমানবাসীরা ও যমীনবাসীরা ক্রন্দন করে।
টীকা-২৯: তাওবা ইত্যাদির জন্য শাস্তিতে গ্রেফতার করার পর।
টীকা-৩০: অর্থাৎ দাসত্ব ও কষ্টদায়ক সেবাকার্য ও পরিশ্রম থেকে এবং সন্তানদের নিহত হওয়া থেকে, যেগুলোর তারা সম্মুখীন হচ্ছিলো।
টীকা-৩১: অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে
টীকা-৩২: যে, তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ সৃষ্টি করেছি, মেঘমালাকে শামিয়ানা করেছি, মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছি। এতদ্ব্যতীত, আরো বহু নি'মাত দান করেছি।
টীকা-৩৩: মক্কার কাফিরগণ।
টীকা-৩৪: অর্থাৎ 'এ জীবনের পর একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অবস্থা অবশিষ্ট নেই।' এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো পুনরুত্থান অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করাই, যা পরবর্তী বাক্যে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। (কাবীর)
টীকা-৩৫: মৃত্যুর পর জীবিত করে।

টীকা-৩৬: এ বিষয়ে যে, 'আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করে পুনরায় উঠানো হবে।' মক্কার কাফিরগণ এটা দাবি করেছিলো যে, 'কুসাই ইবনে কিলাবকে জীবিত করে দেখাও যদি মৃত্যুর পর কাউকে জীবিত করা সম্ভবপর হয়।' বস্তুতঃ এটা তাদের মূর্খসুলভ দাবী ও বক্তব্য ছিলো। কেননা, যে কাজের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে সেটা ঐ সময়ের পূর্বে অস্তিত্বে না আসা, তা অসম্ভব হবার প্রমাণ নয় এবং না, তা অস্বীকার করাও সমীচীন যদি কোন ব্যক্তি কোন নব-উদগত বৃক্ষ কিংবা চারাকে সম্বোধন করে বলে, "তা থেকে এখনই ফল উৎপাদন করো। নতুবা আমরা এ কথা মানবো না যে, এ বৃক্ষ থেকে ফল উৎপন্ন হতে পারে" তবে তাকে মূর্খ সাব্যস্ত করা হবে। আর সেটা অস্বীকার করা নিছক বোকামী ও গোঁড়ামীই হবে।

নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬)।'	اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭: শ্রেষ্ঠ কি তারা (৩৭), না তুব্বা সম্প্রদায় (৩৮) ও তারাই, যারা তাদের পূর্বে ছিলো (৩৯)? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি (৪০)। নিশ্চয় তারা অপরাধী লোক ছিলো (৪১)।	اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮: এবং আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীনকে এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে আছে, ক্রীড়াচ্ছলে (৪২)।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯: আমি এ দু'টিকে সৃষ্টি করিনি, কিন্তু সত্য সহকারে (৪৩)। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না (৪৪)।	مَا خَلَقْنٰهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০: নিশ্চয় মীমাংসার দিন (৪৫) ঐ সবেরই মেয়াদকাল নির্ধারিত রয়েছে।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ۙ
৪১: যে দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন কাজে আসবে না (৪৬) এবং না তাদের সাহায্য করা হবে (৪৭),	يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ۙ
৪২: কিন্তু যাকে আল্লাহ্ দয়া করেন (৪৮)। নিশ্চয় তিনি মহা সম্মানিত, দয়াবান।	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾
রুকূ'-৩	
৪৩: নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৯)-	اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ۙ
৪৪: পাপীদের খাদ্য (৫০),	طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ۖۛ
৪৫: গলিত তাম্রের ন্যায় উদরগুলোর মধ্যে ফুটতে থাকবে,	كَالْمُهْلِ ۚۛ يَغْلِيْ فِى الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ۙ
৪৬: যেমন উত্তপ্ত পানি ফুটে থাকে (৫১)	كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾

টীকা-৩৭: অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ জোর ও ক্ষমতায়।
টীকা-৩৮: তুব্বা', ইয়েমেনের হিম্য়েরী বাদশাহ্, ঈমানদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় কাফির ছিলো, যারা অতীব ক্ষমতাবান, জোরদার ও সংখ্যায় অধিক ছিলো।
টীকা-৩৯: কাফির উম্মতের মধ্য থেকে?
টীকা-৪০: তাদের কুফরের কারণে।
টীকা-৪১: কাফির, পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী।
টীকা-৪২: যদি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-প্রতিফল না থাকতো তবে সৃষ্টির অস্তিত্ব শুধু বিলীন হবার নিমিত্তই হতো। আর তা হচ্ছে- অনর্থক কাজ বা ক্রীড়া- কৌতুকের শামিল। সুতরাং এ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এ পার্থিব জীবনের পর পরকালীন জীবনের আবশ্যকতা রয়েছে যাতে হিসাব ও প্রতিদান অনিবার্য।
টীকা-৪৩: যে, আনুগত্যের জন্য সাওয়াব দেবো ও অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দেবো।
টীকা-৪৪: যে, সৃষ্টি করার হিকমত এটাই। বস্তুতঃ হিক্বমাত বা প্রজ্ঞাময়ের কাজ অনর্থক হয় না।
টীকা-৪৫: অর্থাৎ ক্বিয়ামাত-দিবসে, যাতে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আ'লা আপন বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন।
টীকা-৪৬: এবং আত্মীয়তা ও ভালবাসা উপকারে আসবে না।
টীকা-৪৭: অর্থাৎ কাফিরদের
টীকা-৪৮: মু'মিনগণ ব্যতীত। তারা আল্লাহ্ এর অনুমতিক্রমে একে অপরের পক্ষে সুপারিশ করবে (জুমাল)।
টীকা-৪৯: 'যাক্কুম' একটা অপবিত্র ও অতি তিক্ত বৃক্ষ, যা জাহান্নামবাসীদের খাদ্য হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি ঐ যাক্কুমের একটা মাত্র ফোঁটাও দুনিয়াতে ফেলা হয় তবে গোটা দুনিয়ার আদিবাসীদের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে।
টীকা-৫০: আবূ জাহলের এবং তার সঙ্গীদের, যারা মহাপাপী।
টীকা-৫১: জাহান্নামের ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে,

টীকা-৫২: অর্থাৎ পাপীকে,
টীকা-৫৩: এবং তখন দোযখবাসীকে বলা হবে যে,
টীকা-৫৪: ঐ শাস্তি

৪৭: 'তাকে ধরো (৫২), ঠিক জলন্ত আগুনের দিকে সজোরে টানা হিঁচড়া করে নিয়ে যাও।	خُذُوۡهُ فَاعۡتِلُوۡهُ اِلٰى سَوَآءِ الۡجَحِيۡمِ (٤٧)
৪৮: অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি ঢালো (৫৩)--	ثُمَّ صُبُّوۡا فَوۡقَ رَاۡسِهٖ مِنۡ عَذَابِ الۡحَمِيۡمِ (٤٨)
৪৯: 'আস্বাদন করো (৫৪)। হাঁ, হাঁ, তুমিই বড় সম্মানিত, দয়ালু (৫৫)।'	ذُقۡ ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡكَرِيۡمُ (٤٩)
৫০: নিশ্চয় এটা হচ্ছে তাই (৫৬), যাতে তোমরা সন্দেহ করছিলে (৫৭)।	اِنَّ هٰذَا مَا كُنۡتُمۡ بِهٖ تَمۡتَرُوۡنَ (٥٠)
৫১: নিশ্চয় খোদাভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে (৫৮)।	اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ مَقَامٍ اَمِيۡنٍ (٥١)
৫২: বাগানসমূহে ও প্রস্রবণসমূহে,	فِىۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍ (٥٢)
৫৩: পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র (৫৯), সামনাসামনি (৬০),	يَّلۡبَسُوۡنَ مِنۡ سُنۡدُسٍ وَّاِسۡتَبۡرَقٍ مُّتَقٰبِلِيۡنَ (٥٣)
৫৪: এভাবেই, এবং আমি তাদের সাথে বিয়ে করাবো অতি কালো, উজ্জ্বল ও বড় বড় চক্ষু সম্পন্নাদেরকে।	كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجۡنٰهُمۡ بِحُوۡرٍ عِيۡنٍ (٥٤)
৫৫: সেগুলোর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল চাইবে (৬১), নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে (৬২)।	يَدۡعُوۡنَ فِيۡهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيۡنَ (٥٥)
৫৬: তাতে প্রথম মৃত্যু ব্যতীত (৬৩) পুনরায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না, এবং আল্লাহ তাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন (৬৪),	لَا يَذُوۡقُوۡنَ فِيۡهَا الۡمَوۡتَ اِلَّا الۡمَوۡتَةَ الۡاُوۡلٰى ۚ وَوَقٰهُمۡ عَذَابَ الۡجَحِيۡمِ (٥٦)
৫৭: আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহক্রমে, এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।	فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ (٥٧)
৫৮: অতঃপর, আমি আপনার ভাষায় (৬৫) এ ক্বোরআনকে সহজ করেছি, যাতে তারা বুঝতে পারে (৬৬)।	فَاِنَّمَا يَسَّرۡنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ (٥٨)
৫৯: সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুন (৬৭), তারাও কোন অপেক্ষায় রয়েছে (৬৮)।★	فَارۡتَقِبۡ اِنَّهُمۡ مُّرۡتَقِبُوۡنَ (٥٩)

টীকা-৫৫: ফিরিশতাগণ এ উক্তিটা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে করবে। কেননা, আবূ জাহল বলতো, "বাতহা ভূমিতে আমিই মহা সম্মানিত ও দানশীল।" তাকে শাস্তি দানের সময় এই তিরস্কার করা হবে এবং কাফিরদেরকে এ কথাও বলা হবে-
টীকা-৫৬: শাস্তি যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো
টীকা-৫৭: এবং এর উপর ঈমান আনত না। এরপর খোদাভীরুদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-
টীকা-৫৮: যেখানে কোন ভয় নেই
টীকা-৫৯: অর্থাৎ রেশমের পাতলা ও মোটা পোশাক,
টীকা-৬০: যেন কারো পৃষ্ঠদেশ কারো দিকে না হয়,
টীকা-৬১: অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে নিজেদের জান্নাতী সেবকদেরকে ফলমূল উপস্থিত করার নির্দেশ দেবে।
টীকা-৬২: যে, কোন প্রকারের আশংকাই থাকবে না, না ফলমূল কমে যাওয়ার, না শেষ হবার, না ক্ষতি করার, না অন্য কিছুর।
টীকা-৬৩: যা দুনিয়ায় সংঘটিত হয়েছে
টীকা-৬৪: তা থেকে উদ্ধার করেছেন,
টীকা-৬৫: অর্থাৎ আরবীতে
টীকা-৬৬: এবং উপদেশ গ্রহণ করে ও ঈমান আনে, কিন্তু আনবে না।
টীকা-৬৭: তাদের ধ্বংস ও শাস্তির,
টীকা-৬৮: আপনার ওফাতের। (কেউ কেউ বলেছেন যে, এ আয়াত রহিত হয়েছে, 'আয়াত-ই-সায়ফ' দ্বারা।) *

সূরা জাসিয়া

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা জাসিয়া (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।	আয়াত-৩৭, রুকূ'-৪

অনুবাদ	আয়াত
১: হা-মীম।	حٰمٓ ۚ (١)
২: কিতাবের অবতারণ হচ্ছে- আল্লাহ, সম্মান ও প্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে।	تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَكِيۡمِ (٢)
৩: নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (২)।	اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ (٣)
৪: এবং তোমাদের সৃষ্টিতে (৩) এবং যে যে প্রাণীকে তিনি ছড়িয়ে দেন, সেগুলোর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য,	وَفِيۡ خَلۡقِكُمۡ وَمَا يَبُثُّ مِنۡ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ (٤)
৫: এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে (৪), এবং এতে যে, আল্লাহ আসমান থেকে জীবিকার উপকরণস্বরূপ বারি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে সেটার মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন, এবং বায়ুসমূহের অবস্থাদির পরিবর্তনের মধ্যে (৫) নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।	وَاخۡتِلَافِ الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ رِّزۡقٍ فَاَحۡيَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَتَصۡرِيۡفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ (٥)
৬: এগুলো আল্লাহ এর নিদর্শনসমূহ, আমি আপনার উপর সত্য সহকারে পাঠ করছি। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনগুলো ছেড়ে কোন বিষয়ের উপর ঈমান আনবে?	تِلۡكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتۡلُوۡهَا عَلَيۡكَ بِالۡحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤۡمِنُوۡنَ (٦)
৭: দুর্ভোগ রয়েছে প্রত্যেক বড় অপবাদ রচনাকারী, পাপীর জন্য (৬),	وَيۡلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيۡمٍ (٧)
৮: আল্লাহ এর আয়াতসমূহ শুনে, যেগুলো তার উপর পাঠ করা হয়, অতঃপর একগুঁয়েমী করে বসে থাকে (৭), অহংকার করে (৮), যেন সেগুলো শুনেইনি। সুতরাং তাঁকে সুসংবাদ শুনান বেদনাদায়ক শাস্তির।	يَّسۡمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتۡلٰى عَلَيۡهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ (٨)
৯: এবং যখন আমার আয়াতসমূহের মধ্য থেকে কোন একটা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন সে তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।	وَاِذَا عَلِمَ مِنۡ اٰيٰتِنَا شَيۡـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ (٩)
১০: তাদের পেছনে জাহান্নাম রয়েছে (৯), এবং তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের উপার্জিত (১০) এবং না তাই যাকে তারা আল্লাহ ব্যতীত সাহায্যকারী স্থির করে রেখেছিলো (১১) এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।	مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغۡنِيۡ عَنۡهُمۡ مَّا كَسَبُوۡا شَيۡـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِيَآءَ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ (١٠)
১১: এ (১২) হচ্ছে পথ দেখানো এবং যারা	هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيۡنَ

টীকা-১: এটা 'সূরা জা-সিয়া'। সেটার অপর নাম 'সূরা শরী'আহ'ও। এ সূরাটি মাক্কী, আয়াত (قُلۡ لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَغۡفِرُوۡا) ব্যতীত। এ সূরার মধ্যে চারটা রুকু', সাঁয়ত্রিশটি আয়াত, চারশ অষ্টাশিটি পদ এবং দু'হাজার একশ একানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: আল্লাহ তাআ'লা এর কুদরত ও তাঁর 'ওয়াহদানিয়াত' বা একত্বের প্রমাণ বহণকারী

টীকা-৩: অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে, এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনাদি রয়েছে- বীর্যকে রক্তে পরিণত করেন, রক্তকে পিণ্ডে পরিণত করেন, রক্তপিন্ডকে মাংসপিণ্ডে- শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে দেন।

টীকা-৪: যে, কখনো হ্রাস পায়, কখনো বৃদ্ধি পায়। আর একটা যায়, অপরটা আসে।

টীকা-৪: যে, কখনো গরম প্রবাহিত হয়, কখনো ঠান্ডা, কখনো দক্ষিণা, কখনো উত্তরা, কখনো পূবালী কখনো পশ্চিমা।

টীকা-৬: অর্থাৎ নাযার ইবনে হারিসের জন্য।

শানে নুযূলঃ কথিত আছে যে, এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অনারবীয় গল্প-কাহিনী শুনিয়ে লোকজনকে কুরআন পাক শ্রবণের পথে বাধা সৃষ্টি করতো। বস্তুতঃ এ আয়াত এমন সব লোকের জন্যও ব্যাপক, যারা ধর্মের ক্ষতিসাধন করে এবং অহংকারবশত ঈমান আনেনা এবং কুরআন শ্রবণ করেনা।

টীকা-৭: অর্থাৎ আপন কুফরের উপর

টীকা-৮: ঈমান আনা থেকে

টীকা-৯: অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে- দোযখ।

টীকা-১০: সম্পদ, যা নিয়ে তারা খুবই অহংকার করে

টীকা-১১: অর্থাৎ প্রতিমা, যেগুলোর তারা উপাসনা করতো

টীকা-১২: কুরআন শরীফ

টীকা-১৩: সামুদ্রিক সফরসমূহের মাধ্যমে, ব্যবসা-বাণিজ্যসমূহের মাধ্যমে ও ডুবুরী হয়ে মণি-মুক্তা ইত্যাদি আহরণ করে
টীকা-১৪: তাঁরই নি'মাত ও করুণা এবং অনুগ্রহ ও উপকার সাধনের।
টীকা-১৫: সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহ ইত্যাদি
টীকা-১৬: চতুষ্পদ প্রাণী, বৃক্ষ ও নদ-নদী ইত্যাদি
টীকা-১৭: যে দিনগুলোকে তিনি মু'মিনদের সাহায্যের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অথবা 'আল্লাহ তাআ'লা এর দিন সমূহ' দ্বারা ঐ ঘটনাবলী বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলোর মধ্যে তিনি আপন শত্রুদেরকে গ্রেফতার করেন। সর্বাবস্থায়, ঐসব লোক যারা আশাবাদী নয়, তারা হচ্ছে কাফিরগণ। আর অর্থ দাঁড়াবে এ যে, কাফিরদের দিক থেকে যেই কষ্ট পৌঁছে এবং তাদের উক্তিসমূহ যেই কষ্ট দেয়, মুসলমানগণ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, ঝগড়া না করে। (وَقِيْلَ اِنَّ الْاٰيَةَ مَنْسُوْخَةٌ بِاٰيَةِ الْقِتَالِ) (বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত শরীফ জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

আপন প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে অমান্য করেছে তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে কঠিনতম শাস্তি রয়েছে।	كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾
রুকূ'-২	
১২: আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে করে দিয়েছেন, যাতে এর মধ্যে তাঁরই নির্দেশে নৌ-যানগুলো চলাচল করে এবং এ জন্য যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে (১৩), এবং এজন্য যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (১৪)।	اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾
১৩: এবং তোমাদের জন্য কাজে লাগিয়েছেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে (১৫) এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (১৬) স্বীয় নির্দেশে। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।	وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾
১৪: ঈমানদারদেরকে বলুন, 'তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদেরকে, যারা আল্লাহ এর দিনগুলোর আশা রাখে না (১৭), যাতে আল্লাহ এক সম্প্রদায়কে তার উপার্জনের বিনিময় দেন (১৮)।	قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾
১৫: যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তবে তা নিজের জন্য, আর মন্দ কর্ম করলে তা হবে তার নিজেরই ক্ষতির জন্য (১৯)। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (২০)। ১৬: নিশ্চয় আমি বানী ইস্রাঈলকে কিতাব (২১), শাসন-ক্ষমতা ও নাবূয়্যাত দান করেছি (২২) এবং আমি তাদেরকে পবিত্র	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَیْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۵﴾ وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ

শানে নুযূলঃ এ আয়াতের শানে নুযূলের প্রসঙ্গে কতিপয় অভিমত রয়েছে- এক) 'বনী মুস্তালাক্ব'-এর যুদ্ধের মধ্যে মুসলমানগণ 'বি'র-ই-মুরায়সী'-এর এলাকায় উপনীত হন। এটা ছিলো একটা কূপ। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক আপন গোলামকে পানির জন্য প্রেরণ করলো। সে বিলম্বে ফিরে আসলো। তখন সে তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সে বললো, "হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কূপের পার্শে উপবিষ্ট ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ও হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর মশকগুলো পানি ভর্তি করা হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কাউকেও পানি ভর্তি করতে দেননি।" এ কথা শুনে এ পাপিষ্ঠ ঐ হযরতগণের শানে অশালীন উক্তি করলো।
হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এ খবর পেলেন। তখনই তিনি তরবারি নিয়ে তৈরী হলেন। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ভিত্তিতে, এ আয়াতটি মাদানী হবে।
দুই) মুক্বাতিলের অভিমত হচ্ছে- 'বনী গিফার' গোত্রের এক ব্যক্তি মক্কা মুকাররমায় হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কে গালি দিয়েছিলো। তখন তিনি তাকে ধরার চেষ্টা করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
তিন) এক অভিমত এও রয়েছে যে, যখন আয়াত- (مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا) অবতীর্ণ হলো তখন ফিনহাস ইহুদী বললো, "মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর প্রতিপালক অভাবী হয়ে গেছেন। (আল্লাহ এরই আশ্রয়।) একথা শুনে হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তরবারি উঁচালেন, আর তার সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন। হুযূর সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) লোক পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

টীকা-১৮: অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের।
টীকা-১৯: সৎকর্ম ও অসৎকর্মের (যথাক্রমে) পুরস্কার ও শাস্তি তার সম্পাদনকারীদের উপর বর্তায়
টীকা-২০: তিনি সৎকর্মপরায়ণ ও অসৎকর্মপরায়ণ লোকদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রতিফল দেবেন
টীকা-২১: অর্থাৎ তাওরীত
টীকা-২২: তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় নাবী সৃষ্টি করে
টীকা-২৩: হালাল জীবিকার সাথে ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়ের সম্পদ ও রাজ্যের মালিক করে এবং মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করে,

টীকা-২৪: অর্থাৎ ধর্মের বিষয়, বৈধ ও অবৈধের বিবরণ এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রেরিত হবার

টীকা-২৫: হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রেরিত হওয়ার বিষয়ে

টীকা-২৬: এবং জ্ঞানই মতভেদ দূরীভূত হবার মাধ্যম হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে তা ঐসব লোকের জন্য মতভেদেরই কারণ হয়েছে। এর কারণ এ যে, জ্ঞান তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো উচ্চ পদ ও নেতৃত্বের সন্ধান করা। এ কারণেই তারা মতভেদ করেছে।

টীকা-২৭: যে, তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভ আবির্ভাবের পর তাদের উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা বোধ করে হুযূরের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা করেছে এবং কাফির হয়ে গেছে।

টীকা-২৮: অর্থাৎ দ্বীনের

টীকা-২৯: হে হাবীবে খোদা মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৩০: অর্থাৎ কুরাঈশের নেতৃবৃন্দের, যারা নিজেদের ধর্মের প্রতি আহ্বান করে।

টীকা-৩১: শুধু দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের কোন বন্ধু নেই।

টীকা-৩২: দুনিয়ায়ও, আখিরাতেও। 'ভীতিসম্পন্নগণ' মানে মু'মিনগণ। আর সামনে কুরআন পাক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩৩: যে, সেটা থেকে তারা ধর্মীয় বিষয়াদিতে দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে পারে

টীকা-৩৪: কুফর ও পাপাচারসমূহের।

টীকা-৩৫: অর্থাৎ ঈমানদারগণ ও কাফিরগণের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে- এমন কখনো হবে না। কেননা, ঈমানদার তার জীবদ্দশায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। পক্ষান্তরে, কাফিরগণ পাপ কার্যাদিতে ডুবে থাকে। সুতরাং উভয়ের জীবন সমান হলো না। অনুরূপভাবে, মৃত্যুও এক সমান নয়। কারণ, মু'মিনের মৃত্যু হয় সুসংবাদ, আল্লাহ এর দয়া ও সম্মানের উপর, আর কাফিরের হয় আল্লাহ এর অনুগ্রহ থেকে হতাশা ও লজ্জার উপর। শানে নুযূলঃ মক্কার মুশরিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "যদি তোমাদের কথা সত্য হয় আর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হয়, তবুও আমরাই শ্রেষ্ঠ থাকবো যেভাবে আমরা দুনিয়ায় তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আছি।" তাদের খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৬: বিদ্রোহী ও অবাধ্য এবং নিষ্ঠাবান ও অনুগতের সমান কিভাবে হতে পারে? মু'মিনগণ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদাসমূহে সম্মান ও মর্যাদা এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পাবে, আর কাফিরগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে লাঞ্ছনা ও অবমাননার সাথে কঠোরতম শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

টীকা-৩৭: যাতে তাঁর ক্ষমতা ও একত্বের প্রমাণ হয়।

টীকা-৩৮: সৎলোক সৎকর্মের ও অসৎ লোক অসৎকর্মের। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, এ বিশ্বের সৃষ্টি থেকে ন্যায়-বিচার ও করুণার বহিঃপ্রকাশ

জীবিকাদি প্রদান করেছি (২৩), এবং তাদেরকে তাদের যুগের লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।	وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭: এবং আমি তাদেরকে এ কাজের (২৪) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করেছি। সুতরাং তারা মতভেদ করেনি (২৫) কিন্তু এরপর যে, জ্ঞান তাদের নিকট এসেছে (২৬), পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবশতঃ (২৭)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ক্বিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে।	وَ اٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮: অতঃপর, আমি ঐ কাজের (২৮) উত্তম পথের উপরই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি (২৯), সুতরাং ঐ পথেই চলুন এবং অজ্ঞলোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না (৩০)।	ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯: নিশ্চয় তারা আল্লাহ এর মুকাবিলায় তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং নিশ্চয় যালিমগণ একে অপরের বন্ধু (৩১)। এবং খোদাভীরুদের বন্ধু হচ্ছেন- আল্লাহ (৩২)।	اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾
২০: এটা হচ্ছে লোকজনের চক্ষু খোলা (৩৩) এবং ঈমানদারদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া।	هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১: যারা পাপকর্মসমূহ সম্পন্ন করেছে (৩৪) তারা কি এটা মনে করে যে, আমি তাদেরকে তাদের মত করে দেবো, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, যাতে এদের ওদের জীবন ও মৃত্যু এক সমান হয়ে যায় (৩৫)? কতই মন্দ ফয়সালা করছে (৩৬)!	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾
রুকূ'-৩	
২২: এবং আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন (৩৭) এবং এ জন্য যে, প্রত্যেক সত্তা আপন কৃতকর্মের ফল পাবে (৩৮) এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।	وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩: ভালো, দেখেতো! ঐ ব্যক্তি, যে আপন খেয়াল-খুশীকে আপন খোদা স্থির করে নিয়েছে (৩৯)	اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

ঘটানো উদ্দেশ্য। আর এটা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্বিয়ামাতেই হতে পারে। সেখানে সত্যাসত্যের অনুসারীদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পার্থক্য করা হবে। নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ জান্নাতের উচ্চ স্তরসমূহের মধ্যে থাকবেন, আর কাফির অবাধ্যগণ থাকবে জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে।

টীকা-৩৯: এবং স্বীয় খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়ে গেলো। যেমন প্রবৃত্তি চেয়েছে তেমনি পূজা করতে থাকলো। মুশরিকদের এই অবস্থা ছিলো যে, তারা পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদির পূজা করতো। যখনই তাদের নিকট কোন বস্তু পূর্বেকার কোন বস্তু অপেক্ষা উত্তম মনে হতো, তখন পূর্বেকার বস্তুটি ভেঙ্গে ফেলতো, ফেলে দিতো এবং অপরটার পূজা করতে আরম্ভ করতো।

টীকা-৪০: যে, ঐ পথভ্রষ্ট লোক সত্যকে জেনে-চিনে ভ্রান্ত পথকেই অবলম্বন করেছে। তাফসীরকারকগণ এর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআ'লা তার পরিণতি এবং তার পাপিষ্ঠ হবার কথা জেনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআ'লা পূর্ব থেকেই জানতেন যে, সে স্বেচ্ছায় সত্য পথ থেকে ফিরে যাবে এবং পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে।

সূরাঃ ৪৫ জাসিয়া	৮৯৫	মানযিল-৬	পারাঃ ২৫
(৩৯) এবং আল্লাহ্ তাকে জ্ঞান-গুণ সহকারেই পথভ্রষ্ট করেছেন (৪০) এবং তার কান ও হৃদয়ের উপর মোহর করে দিয়েছেন, এবং তার চক্ষুদ্বয়ের উপর পর্দা স্থাপন করেছেন (৪১), সুতরাং আল্লাহ্ এর পর তাকে কে পথ দেখাবে? তবে কি তোমরা ধ্যান করছোনা?		وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (۲۳)	
২৪: এবং বললো (৪২), 'তাতো নয়, কিন্তু এ আমাদের পার্থিব জীবন (৪৩), মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই (৪৪), এবং আমাদেরকে ধ্বংস করেনা, কিন্তু মহাকালই (৪৫), এবং তাদের নিকট সেটার জ্ঞান নেই (৪৬)। তারা তো নিছক অনুমানই করে থাকে (৪৭)।		وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ (۲۴)	
২৫: এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (৪৮) তখন ব্যাস, তাদের এ যুক্তি থাকে যে, তারা বলে, 'আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে এসো (৪৯)। যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৫০)।'		وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۲۵)	
২৬: আপনি বলুন! 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবিত করেন (৫১) অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন (৫২) অতঃপর তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (৫৩) ক্বিয়ামত-দিবসে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বহু লোক জানেনা (৫৪)।		قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۲۶)	
রুকূ'-৪			
২৭: এবং আল্লাহ্ এরই আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে বাতিলপন্থীরা ঐ দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে (৫৫)।		وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ (۲۷)	

টীকা-৪১: সুতরাং সে হিদায়ত ও উপদেশ শুনেনি, বুঝেনি এবং সত্য পথ দেখেনি।

টীকা-৪২: পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীগণ

টীকা-৪৩: অর্থাৎ ঐ জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন নেই,

টীকা-৪৪: অর্থাৎ কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করছে এবং কেউ কেউ জন্মগ্রহণ করছে,

টীকা-৪৫: অর্থাৎ রাত ও দিনের পরিবর্তন। তারা সেটাকেই প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিশ্বাস করতো এবং মৃত্যু-সংঘটক ফিরিশতা এবং আল্লাহ্ এর নির্দেশে রূহসমূহ কব্জ হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করতো। আর প্রত্যক দূর্ঘটনাকে কাল ও যুগচক্রের দিকেই সম্পৃক্ত করতো। আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৪৬: অর্থাৎ তারা এ কথাটা অজ্ঞতাবশতঃই বলে থাকে।

টীকা-৪৭: অবাস্তব।

মাসআলা: দুর্ঘটনাবলীকে কালচক্রের দিকে সম্পৃক্ত করা এবং অবাঞ্ছিত ঘটনাবলী সংঘটিত হবার কারণে যুগ- কালকে মন্দ বলা নিষিদ্ধ। বহু হাদীসে এর নিষেধ এসেছে।

টীকা-৪৮: অর্থাৎ ক্বুরআন পাকের আয়াতসমূহ, যে গুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তাআ'লা যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করতে পারেন, সেই প্রসঙ্গে প্রমাণাদি উল্লেখিত হয়েছে। যখন কাফিরগণ সেগুলোর জবাব দিতে অক্ষম হয়-

টীকা-৪৯: জীবিত করে।

টীকা-৫০: এ কথায় যে, মৃতকে জীবিত করে উঠানো হবে।

টীকা-৫১: দুনিয়াতে এর পর যে, তোমরা প্রাণহীন বীর্য ছিলে

টীকা-৫২: তোমাদের বয়স-সীমা পূর্ণ হবার সময়

টীকা-৫৩: জীবিত করে। সুতরাং যেই প্রতিপালক এমনই ক্ষমতাবান যে, তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করতেও নিশ্চিতভাবে সক্ষম, তিনি সবাইকে জীবিত করবেন।

টীকা-৫৪: তাকেই যে, আল্লাহ্ তাআ'লা মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম। বস্তুতঃ তাদের না জানা, প্রমাণাদির প্রতি দৃষ্টিপাত না করা ও চিন্তাভাবনা না করার কারণে।

টীকা-৫৫: অর্থাৎ ঐ দিন কাফিরদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রকাশ পাবে

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۟ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۲۸)

২৮: এবং আপনি প্রত্যেক দলকে (৫৬) দেখবেন তারা হাঁটুর উপর ভর করে পতিত অবস্থায় আছে। প্রত্যেক দলকে আপন আপন আমলনামার দিকে ডাকা হবে (৫৭), আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۲۹)

২৯: আমার এ লিপিকা, তোমাদের উপর সত্য বলছে। আমি লিপিবদ্ধ করছিলাম (৫৮) যা তোমরা করেছো।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ (۳۰)

৩০: সুতরাং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে আপন দয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন- (৫৯) এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (۳۱)

৩১: এবং যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে বলা হবে, 'এমনই কি ছিলো না যে, আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করা হতো? তখন তোমরা অহংকার করছিলে (৬০) এবং তোমরা অপরাধী লোক ছিলে।'

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ (۳۲)

৩২: এবং যখন বলা হতো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ এর প্রতিশ্রুতি (৬১) সত্য এবং ক্বিয়ামতে সন্দেহ নেই (৬২)।' তখন তোমরা বলতে, 'আমরা জানিনা ক্বিয়ামত কি জিনিস, আমাদেরকে তো এমনিই কিছুটা ধারণা হচ্ছে এবং আমাদের (৬৩) নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।'

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (۳۳)

৩৩: এবং তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে (৬৪) তাদের কৃতকর্মসমূহের মন্দ পরিণামগুলো (৬৫) এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে ঐ শাস্তি, যা নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করতো।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (۳۴)

৩৪: এবং বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে বর্জন করবো (৬৬) যেভাবে তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে বসেছিলে (৬৭) এবং তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৬৮)।'

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ (۳۵)

৩৫: এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্ এর আয়াতসমূহকে বিদ্রুপের বস্তু করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে (৬৯)। সুতরাং আজ না তাদেরকে আগুন থেকে বের করা হবে এবং না তাদের থেকে কোন ওজর গৃহীত হবে (৭০)।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۳۶)

৩৬: সুতরাং আল্লাহ্ এরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আসমানসমূহের প্রতিপালক ও যমীনের প্রতিপালক এবং সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۳۷)

৩৭: এবং তাঁরই জন্য মহত্ত্ব আসমানসমূহের মধ্যে ও যমীনের মধ্যে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়। ★

টীকা-৫৬: অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের লোককে

টীকা-৫৭: আর বলা হবে-

টীকা-৫৮: অর্থাৎ আমি ফিরিশতাদেরকে তোমাদের কৃতকার্যাদি লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।

টীকা-৫৯: জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

টীকা-৬০: এবং তাঁর উপর ঈমান আনছিলেনা।

টীকা-৬১: মৃতদেরকে জীবিত করার

টীকা-৬২: তা অবশ্যই আসবে।

টীকা-৬৩: ক্বিয়ামাত আসার প্রতি

টীকা-৬৪: অর্থাৎ কাফিরদের নিকট আখিরাতে

টীকা-৬৫: যেগুলো তারা দুনিয়ায় করেছিলো এবং সেগুলোর শাস্তি সমূহ

টীকা-৬৬: দোযখের শাস্তিতে

টীকা-৬৭: যে, ঈমান এবং (খোদা ও রসূলের) আনুগত্য ছেড়ে বসেছে।

টীকা-৬৮: যে, তোমাদেরকে ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-৬৯: যে, তোমরা সেটার ফিৎনার শিকার হয়েছো এবং তোমরা পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের বিষয়কে অস্বীকার করে বসেছো।

টীকা-৭০: অর্থাৎ এখন তাদের নিকট থেকে এটা তলব করা হবে না যে, তারা তাওবা করে এবং ঈমান ও ইবাদত- বন্দেগী অবলম্বন করে আপন প্রতিপালককে রাজি করুক। কেননা, ঐ দিন কোন ওযর-আপত্তি ও তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

*

টীকা-১: 'সূরা আহক্বাফ' মাক্কী, কিন্তু কারো কারো মতে, এর কিছু সংখ্যক আয়াত 'মাদানী'। যেমন- আয়াত (قُلْ اَرَاَيْتُمْ) এবং আয়াত (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ)। আরো তিনটি আয়াত (وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) থেকে।

সূরাঃ ৪৬ আহক্বাফ	৮৯৭	মানযিল-৬	পারাঃ ২৬

সূরা আহক্বাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রুকূ'-১

বাংলা	আরবি
১: হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২: এ কিতাব (২) অবতীর্ণ আল্লাহ, সম্মানিত ও প্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩: আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু এ দু'টির মধ্যস্থিত রয়েছে, কিন্তু সত্য সহকারে (৩) এবং একটা নির্ধারিত মেয়াদকালের জন্য (৪) এবং কাফিরগণ ঐ বিষয় থেকে, যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে (৫), মুখ ফিরিয়ে আছে (৬)।	مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾
৪: আপনি বলুন, 'ভালো, বলোতো। যেগুলোর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছো (৭), আমাকে দেখাও সেগুলো যমীনের কোন পরমাণুটা সৃষ্টি করেছে? কিংবা আসমানে সেগুলোর কোন অংশ আছে কিনা? আমার নিকট হাযির করো এর পূর্বে কোন কিতাব (৮) অথবা অবশিষ্ট কোন জ্ঞান থাকলে (৯), যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১০)।	قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾
৫: এবং তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ ব্যতীত এমন সবের পূজা করে (১১), যেগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রার্থনা শুনবে না এবং সেগুলোর নিকট এদের পূজার খবর পর্যন্ত নেই (১২)?	وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾
৬: এবং যখন মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন সেগুলো তাদের শত্রু হবে (১৩) এবং তাদের অস্বীকারকারী হয়ে যাবে (১৪)।	وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾
৭: এবং যখন তাদের নিকট (১৫) পাঠ করা	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ

এ সূরায় চারটি রুকূ' পঁয়ত্রিশটি আয়াত, ছয়শ চুয়াল্লিশটি পদ এবং দুই হাজার পাঁচানব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ কুরআন শরীফ।

টীকা-৩: যেগুলো আমার ক্ষমতা একত্বের উপর প্রমাণ বহন করে

টীকা-৪: ঐ নির্ধারিত মেয়াদকাল হচ্ছে- ক্বিয়ামত-দিবস, যা এসে গেলে আসমান ও যমীন বিলীন হয়ে যাবে

টীকা-৫: 'এ বিষয়' মানে হয়ত শাস্তি অথবা ক্বিয়ামত-দিবসের আতঙ্ক অথবা কুরআন পাক, যা পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়,

টীকা-৬: যে, সেগুলোর উপর ঈমান

টীকা-৭: অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলোকে তোমরা উপাস্য স্থির করো,

টীকা-৮: যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থ এ যে, এ কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজীদ হচ্ছে 'তাওহীদ'কে হক্ব এবং শির্ককে বাতিল সাব্যস্ত করার উপর দলীল। আর যে কোন কিতাবই এর পূর্বে আল্লাহ তাআ'লা এর নিকট থেকে এসেছে, তাতে এ বিবরণই রয়েছে। তোমরা আল্লাহ এর কিতাবাদি থেকে যে কোন একটা কিতাব তো এমনই হাযির করো, যাতে তোমাদের ধর্ম (মূর্তিপূজা)-এর পক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে!

টীকা-৯: পূর্ববর্তীদের,

টীকা-১০: নিজেদের এ দাবীতে যে, 'আল্লাহ এর কোন শরীক আছে, যার উপাসনার জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

টীকা-১১: অর্থাৎ মূর্তিগুলোর,

টীকা-১২: কেননা, সেগুলো জড়পদার্থ, প্রাণহীন।

টীকা-১৩: অর্থাৎ মূর্তি আপন পূজারীদের।

টীকা-১৪: এবং বলবে, "আমরা তাদেরকে আমাদের উপাসনার জন্য আহ্বান করিনি। প্রকৃতপক্ষে, ওরা তাদের মনের প্রবৃত্তিরই পূজারী ছিলো।"

টীকা-১৫: অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট।

টীকা-১৬: অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফকে, চিন্তা-ভাবনা করা ব্যতিরেকেই এবং ভালভাবে শুনা ছাড়াই

টীকা-১৭: অর্থাৎ 'এটা যাদু হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই।' আর তা থেকেও মন্দতর মন্তব্য করে যা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-১৮: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)?

টীকা-১৯: অর্থাৎ যদি এ কথা ধরেও নেয়া হয় যে, আমি তা আমার মন থেকে রচনা করছি এবং সেটাকে আল্লাহ এর কালাম বা বাণী হিসেবে বলছি, তা' হলে তা আল্লাহ তাআ'লা এরই উপর মিথ্যা অপবাদ হতো। আল্লাহ তা'আলা এমন মিথ্যা অপবাদদাতাকে শীঘ্রই শাস্তিতে লিপ্ত করেন। তোমাদের তো এ ক্ষমতা নেই যে, তোমরা তার শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারো কিংবা তাঁর শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারো। সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি তোমাদেরই কারণে আল্লাহ এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছি?

টীকা-২০: এবং যা কিছু পবিত্র ক্বুরআন পাক সম্পর্কে তোমরা বলছো

টীকা-২১: অর্থাৎ যদি তোমরা কুফর থেকে তাওবাহ করে ঈমান আনো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের উপর রহমত করবেন।

টীকা-২২: আমার পূর্বেও রসূল এসেছেন। সুতরাং তোমরা কেন নবুয়্যাতকে অস্বীকার করছো?

টীকা-২৩: এর অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

অনুবাদ	আয়াত
হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন কাফিরগণ তাদের নিকট আগত সত্যকে (১৬) বলে, 'এটা স্পষ্ট যাদু (১৭)।'	اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۷
৮: তারা কি বলে যে, 'তিনি সেটাকে নিজ থেকে রচনা করেছেন (১৮)?' আপনি বলুন, 'যদি তোমরা এটা মনে করো যে, আমি সেটা নিজ থেকে রচনা করে নিয়েছি, তবে তোমরা তো আল্লাহ এর সম্মুখে আমাকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাই রাখো না (১৯)।' তিনি ভালভাবে জানেন যেসব কথায় তোমরা রত আছো (২০), এবং তিনি যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আর তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু (২১)।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۸
৯: আপনি বলুন, 'আমি কোন নতুন রসূল নই (২২)। এবং আমি জানিনা আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে (২৩)। আমি তো সেটারই অনুসরণ করি, যা আমার	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا

এক) 'ক্বিয়ামত দিবসে আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে তা আমার জানা নেই।' এ অর্থ হলে এ আয়াতটা 'মানসূখ' বা রহিত। বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন মুশরিকগণ খুশী হয়েছিলো, আর বলতে লাগলো, "লাত ও ওযযার শপথ! আল্লাহ তা'আলা এর নিকট আমাদের ও মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অবস্থা একই সমান। আমাদের উপর তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যদি এ ক্বুরআন তাঁর নিজের গড়া না হতো, তবে সেটার প্রেরণকারী অবশ্যই খবর দিতেন যে, তাঁর সাথে তিনি কিরূপ ব্যবহার করবেন" সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা আয়াত- لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ অবতীর্ণ হলো। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, "হে আল্লাহ এর নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! হুযূরের প্রতি মুবারকবাদ! সুতরাং আপনি জেনে নিলেন, আপনার সাথে কেমন উত্তম ব্যবহার করা হবে। এখন অপেক্ষা এরই যে, আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে?" এর জবাবে আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন-

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

অর্থাৎঃ "এজন্য যে, তিনি প্রবেশ করাবেন মু'মিন নর-নারীকে এমন জান্নাতসমূহে, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান।" আর এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে- (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا) অর্থাৎঃ "মু'মিন নর-নারীদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ এর নিকট থেকে মহা অনুগ্রহ রয়েছে।"

অতএব, আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করেছেন হুযূরের সাথে কি করবেন আর মু'মিনদের সাথে কি করবেন।

দুই) 'আখিরাতের অবস্থাতো হুযূরের নিজেরও জানা আছে, মু'মিনদেরও জানা আছে, অস্বীকারকারীদেরও (জানা আছে)। কাজেই, আয়াতের অর্থ হচ্ছে- দুনিয়ায় কি করা হবে তা জানা নেই'- যদি এ অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহলেও আয়াত মানসূখ বা রহিত। কারণ, আল্লাহ তাআ'লা হুযূরকে তাও বলে দিয়েছেন এ আয়াত দু'টিতে- (لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ) ও (مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ) [অর্থাৎ ১) "এজন্য যে, তিনি সেটাকে (দ্বীন-ইসলাম) সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন।" এবং (২) "আল্লাহ এর এ শান নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন, অথচ আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন।"]

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা আপন হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে হুযূরের সাথে ও হুযূরের উম্মতের সাথে ঘটবে- এমন সব বিষয় সম্পর্কে

অবহিত করেছেন- চাই তা দুনিয়ার বিষয়াদি হোক, অথবা আখিরাতের হোক।

তিন) আর যদি (درایت) এ ক্রিয়াপদের মূল)-এর (اَدْرِیْ) বা 'বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে জানা' গ্রহণ অর্থ (ادراك بالقياس) করা হয়, তাহলে বিষয়বস্তু আরো অধিক সুস্পষ্ট। তখন আয়াতকে এর পরবর্তী বাক্য সমর্থন করবে। আল্লামা নিশাপুরী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন , "এতে নিজে নিজে সত্তাগতভাবে (ذاتی) জেনে নেয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, ওহী দ্বারা জানার কথা অস্বীকার করা হয়নি।"

অনুবাদ	আয়াত
প্রতি ওহী করা হয় (২৪) এবং আমি নই, কিন্তু সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' ১০: আপনি বলুন, 'ভালো, দেখোতো। যদি ঐ কুরআন আল্লাহ এর নিকট থেকে হয়, আর তোমরা তা অস্বীকার করো, উপরন্তু বানী ইস্রাঈলের একজন সাক্ষী (২৫) সেটার উপর সাক্ষী দিলো (২৬), অতঃপর সে ঈমান আনলো আর তোমরা করলে অহংকার (২৭)। নিশ্চয় আল্লাহ পথ প্রদান করেন না যালিমদেরকে।'	یُوْحٰۤى اِلَیَّ وَ مَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ(۹) قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ(۱۰)
রুকূ'-২	
১১: এবং কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বললো, 'যদি তাতে (২৮) কিছু মঙ্গল থাকতো, তবে এরা (২৯) আমাদের পূর্বে এ পর্যন্ত পৌঁছে যেতো না (৩০)।' এবং যখন তারা সৎপথ প্রাপ্ত হলো না, তখন অনতিবিলম্বে (৩১) বলবে, 'এটা পুরানা অপবাদ।'	وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَیْرًا مَّا سَبَقُوْنَاۤ اِلَیْهِؕ وَ اِذْ لَمْ یَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَیَقُوْلُوْنَ هٰذَاۤ اِفْكٌ قَدِیْمٌ(۱۱)
১২: এবং এর পূর্বে রয়েছে মূসার কিতাব। (৩২) পেশোয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ এবং এ কিতাব সত্যায়নকারী (৩৩), আরবী ভাষায়, যাতে যালিমদেরকে সতর্ক করে, এবং সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সুসংবাদ।	وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّ رَحْمَةًؕ وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِیًّا لِّیُنْذِرَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۖۗ وَ بُشْرٰى لِلْمُحْسِنِیْنَ(۱۲)
১৩: নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক, যারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ,' অতঃপর অটল থাকে (৩৪), না তাদের জন্য কোন ভয় আছে (৩৫), না আছে তাদের দুঃখ (৩৬)।	اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ(۱۳)
১৪: তারা জান্নাতবাসী, সর্বদা তাতে থাকবে, তাদের কৃতকর্মসমূহের পুরস্কার।	اُولٰٓىٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ(۱۴)
১৫: এবং আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন আপন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে। তার মাতা তাকে গর্ভে রেখেছে কষ্ট সহ্য করে এবং তাকে প্রসব করেছে কষ্ট সহ্য করে। আর তাকে বহন করে চলাফেরা করা ও তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে (৩৭), এ পর্যন্ত যে, যখন সে	وَ وَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ اِحْسٰنًاؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًاؕ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًاؕ حَتّٰۤى

টীকা-২৪: অর্থাৎ আমি যা কিছু জানি তা আল্লাহ তাআ'লা এর শিক্ষা দানের মাধ্যমেই জানি।

টীকা-২৫: তিনি হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং হুযূরের নাবুয়্যাতের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

টীকা-২৬: যে, ঐ কুরআন আল্লাহ তাআ'লা এর পক্ষ থেকেই

টীকা-২৭: এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত রয়েছো, সুতরাং তার পরিণাম কি হবে?

টীকা-২৮: অর্থাৎ মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দ্বীনের মধ্যে

টীকা-২৯: অর্থাৎ গরীব লোকেরা,

টীকা-৩০: শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলতো, "যদি মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর দ্বীন সত্য হতো, তবে অমুক অমুক লোক সেটা আমাদের পূর্বে কিভাবে তা গ্রহণ করে নিলো?"

টীকা-৩১: গোঁড়ামীবশতঃ কুরআন শরীফ সম্বন্ধে

টীকা-৩২: তাওরীত

টীকা-৩৩: পূর্ববর্তী কিতাবাদির,

টীকা-৩৪: আল্লাহ তাআ'লা এর তাওহীদ ও বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর শরীয়তের উপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত,

টীকা-৩৫: ক্বিয়ামতে,

টীকা-৩৬: মৃত্যুর সময়।

টীকা-৩৭: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদকাল ছয় মাস। কেননা, যখন দুধ ছাড়ানোর সময়সীমা দু'বছর হলো, যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) (পূর্ণ দু'বছর), তখন গর্ভধারণের জন্য বাকি রইলো ছয় মাস। এটাই হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى) এর অভিমত। আর হযরত ইমাম সাহিব (ইমাম আ'যম) (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর মতে, স্তন্যপানের সময়সীমা আড়াই বৎসর বলে প্রমাণিত হয়।

এ মাসালার বিস্তারিত বিবরণ দলীলাদি সহকারে 'উসূল' শাস্ত্রের কিতাবাদিতে মওজুদ রয়েছে।
টীকা-৩৮: এবং বিবেক-বুদ্ধি ও ক্ষমতা মজবূত হয়। বস্তুতঃ এটা ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে অর্জিত হয়।

টীকা-৩৯: এ আয়াত হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর বয়স বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অপেক্ষা দু'বছর কম ছিলো। যখন হযরত সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর বয়স আঠার বছর হলো, তখন তিনি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সঙ্গ অবলম্বন করলেন। তখন হুযূরের পবিত্র বয়স ছিলো বিশ বছর।
হুযূর (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-এর এ বয়সের মধ্যেই তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামদেশের (সিরিয়া) সফর করেন। তাঁরা এক মনযিলে যাত্রাবিরতি করলেন। সেখানে একটা কুলগাছ ছিলো। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) সেটার ছায়ায় তাশরীফ রাখলেন। পার্শ্ববর্তী এলাকায় একজন 'রাহিব' (পাদ্রী) থাকতো। হযরত সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তার নিকট গেলেন। 'রাহিব' তাকে বললো, "ঐ সম্মানিত ব্যক্তিটা কে, যিনি ঐ কুল গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছেন?" হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, "তিনি মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), আব্দুল্লাহ এর পুত্র আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র" রাহিব বললো, "আল্লাহ এরই শপথ, তিনি নাবী। ঐ কুল গাছের ছায়ায় হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বসেন নি। তিনিই শেষ যামানার নাবী।" রাহিবের ঐ উক্তি হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর অন্তরকে প্রভাবিত করলো। আর নাবূয়্যাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে গেলো। আর তিনি পবিত্র সঙ্গ স্থায়ী ও সার্বক্ষণিকভাবে অবলম্বন করলেন। সফরে ও নিজ বাসভূমিতে কখনো তাঁর থেকে পৃথক হতেন না।
যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বয়স মুবারক চল্লিশ বছর হলো এবং আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে স্বীয় নবুয়ত ও রিসালতের ঘোষণা দ্বারা ধন্য করলেন, তখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তাঁর উপর ঈমান আনলেন। তখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর বয়স আটত্রিশ বছর। যখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবারের বয়স চল্লিশ বছর হলো, তখন তিনি আল্লাহ এর দরবারে এ প্রার্থনা করলেন-
টীকা-৪০: যে, আমাদের সবাইকে হিদায়ত করেছেন, ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর পিতার নাম 'আবূ কুহাফাহ' এবং মায়ের নাম 'উম্মুল খায়র'।

সূরাঃ ৪৬ আহক্বাফ	৯০০	মানযিল-৬	পারাঃ ২৬
আপন শক্তি পর্যন্ত পৌঁছলো (৩৮) এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলো (৩৯), তখন আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার অন্তরে নিক্ষেপ করো যেন আমি তোমার ঐ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যা তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর করেছো (৪০) এবং আমি যেন ঐ কাজ করি, যা তোমার নিকট পছন্দনীয় হয় (৪১) এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতা রাখো (৪২)। আমি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি (৪৩) এবং আমি হলাম মুসলমান (৪৪)।		إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥)	
১৬: এরা হচ্ছে তারাই, যাদের সৎকর্মসমূহ আমি কবূল করবো (৪৫), এবং তাদের ত্রুটি-		أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا	

টীকা-৪১: তাঁর এ দু'আও কবূল করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৎকর্মরূপী এমন সম্পদ দান করেছেন যে, সমস্ত উম্মতের আমল তাঁর একটা আমলের সমান হতে পারে না। তাঁর সৎকর্মসমূহের মধ্যে একটা এ যে, নব মুসলিমগণ, যাঁরা ঈমান আনার কারণে কঠিন নির্যাতন ও কষ্টের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদেরকে তিনি মুক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে হযরত বিলাল (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) অন্যতম। আর তিনি এ প্রার্থনাও করেছিলেন-
টীকা-৪২: এ প্রার্থনাও গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতা ও কল্যাণ রেখেছেন। তাঁর সমস্ত সন্তান মু'মিন। আর তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিক্বাহ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এর মর্যাদা তো এতোই উচ্চ ছিলো যে, সমস্ত নারীর উপর আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর মাতা-পিতাও মুসলমান ছিলেন। আর তাঁর সাহেবজাদাগণ মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান এবং তাঁর সাহেবজাদীরা হযরত আয়িশা ও হযরত আসমা, তাছাড়া তাঁর পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান- তাঁরা সবাই মুসলমান ও 'সাহাবী' হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এমন ছিলেন না, যিনি এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন যে, তাঁর মাতা পিতাও সাহাবী, নিজেও সাহাবী, সন্তানগণও সাহাবী, পৌত্রও সাহাবী- চার ঔরশ পর্যন্ত সাহাবী হবার মর্যাদায় ধন্য হন।
টীকা-৪৩: প্রত্যেক বিষয়ে, যাতে তোমার সন্তুষ্টি থাকে
টীকা-৪৪: অন্তরেও, মুখেও।
টীকা-৪৫: সেগুলোর জন্য পুরস্কার দেবো,

টীকা-৪৬: পৃথিবীতে নাবী আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বরকতময় বাণীতে।

টীকা-৪৭: এতে কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়নি, বরং প্রত্যেক কাফিরের কথা বুঝানো হয়েছে, যে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ও মাতাপিতার অবাধ্য আর তার মাতা-পিতা তাকে সত্য-দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়, কিন্তু সে তা অস্বীকার করতে থাকে।

টীকা-৪৮: তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে জীবিত হয়নি।

টীকা-৪৯: মাতা-পিতা

টীকা-৫০: মৃতকে জীবিত করার।

বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করবো- জান্নাতবাসীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। * সত্য প্রতিশ্রুতি, যা তাদেরকে দেয়া হতো (৪৬)।	وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْۤ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ (١٦)
১৭: এবং ঐ ব্যক্তি যে আপন মাতা-পিতাকে বলেছে (৪৭), 'উহ্! তোমাদের দিক থেকে অন্তর বিরক্ত হয়ে গেছে। তোমরা কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যে, আমি পুনরায় জীবিত হবো, অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় গত হয়েছে (৪৮)?' আর তাদের উভয়ে (৪৯) আল্লাহ্ এর দরবারে ফরিয়াদ করে- 'তোমার অনিষ্ট হোক! ঈমান আনো। নিশ্চয় আল্লাহ্ এর প্রতিশ্রুতি সত্য (৫০)।' অতঃপর সে বলে, 'এ'তো নয়, কিন্তু পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী।'	وَ الَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ اَتَعِدٰنِنِيْۤ اَنْ اُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَ هُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (١٧)
১৮: এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের উপর বাণী অবধারিত হয়েছে (৫১)- ঐসব দলের মধ্যে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে- জিন ও মানব। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ (١٨)
১৯: এবং প্রত্যেকের জন্য (৫২) আপন আপন কর্মের স্তর রয়েছে (৫৩) এবং যাতে আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেন (৫৪), এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।	وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَ لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (١٩)
২০: এবং যে দিন কাফিরদেরকে আগুনের উপর পেশ করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা আপন অংশের পবিত্র বস্তুসমূহ, আপন পার্থিব জীবনেই নিশ্চিহ্ন করে বসেছো এবং সেগুলো ভোগ করেছো (৫৫)। সুতরাং আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তিই বিনিময়ে দেয়া হবে, শাস্তি তারই, যা তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং শাস্তি এই যে, তোমরা নির্দেশ অমান্য করতে (৫৬)।	وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ (٢٠)

টীকা-৫১: শাস্তির

টীকা-৫২: মু'মিন হোক কিংবা কাফির

টীকা-৫৩: অর্থাৎ বিভিন্ন মর্যাদা বা স্তর রয়েছে, আল্লাহ্ তাআ'লা এর নিকট ক্বিয়ামত দিবসে জান্নাতের মর্যাদাসমূহ উঁচু হতে থাকবে এবং জাহান্নামের স্ত রগুলো নীচু হতে থাকবে। সুতরাং যাদের আমল ভাল হয় তারা জান্নাতের সমুন্নত স্তরসমূহে থাকবে, আর যে কুফর ও পাপাচারের মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

টীকা-৫৪: অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরগণকে, যথাক্রমে, আনুগত্য ও অবাধ্যতার পূর্ণ বিনিময় দেবেন,

টীকা-৫৫: অর্থাৎ আনন্দ ও আরাম-আয়েশ, যা তোমাদের পাওনা ছিলো সে সবই তোমরা দুনিয়ায় শেষ করে ফেলেছো। এখন তোমাদের জন্য আখিরাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- (طَيِّبَاتٌ) দ্বারা শারীরিক শক্তি ও যৌবন বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে 'তোমরা আপন যৌবন ও আপন শক্তিকে দুনিয়াতেই কুফর ও পাপাচারের মধ্যে ব্যয় করে ফেলেছো।'

টীকা-৫৬: এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব আনন্দ ও আরাম-আয়েশ অবলম্বন করার কারণে কাফিরদেরকে তিরস্কার করেছেন। সুতরাং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও হুযূরের সাহাবীগণ পার্থিব ভোগ- বিলাসের পথ পরিহার করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয় যে, হুযূর বিশ্বকুল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর ওফাত শরীফ পর্যন্ত হুযূরের পরিবারবর্গ কখনো যবের রুটি পর্যন্ত নিয়মিত দু'দিন আহার করেন নি। এটাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, পূর্ণ মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেতো, কিন্তু হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্রতম ঘরে আগুন জ্বলতো না। কয়েকটা মাত্র খেজুর ও পানির উপরই দিনাতিপাত করা হতো।

★ আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (জালালাঈন)

হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলতেন , "আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়ে উত্তম খাদ্য আহার করতে পারতাম এবং তোমাদের চেয়ে উত্তম পোষাক পরিধান করতাম, কিন্তু আমি আপন সুখ-শান্তি আমার পরকালের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই।"

টীকা-৫৭: হযরত হূদ (عَلَیۡہِ السَّلَام)

টীকা-৫৮: শির্ক থেকে, আর 'আহক্বাফ' এক বালুকাময় উপত্যকা, যেখানে 'আদ-সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো।

টীকা-৫৯: ঐ শাস্তি,

টীকা-৬০: এ বিষয়ে শাস্তি আগমনকারী।

টীকা-৬১: অর্থাৎ হূদ (عَلَیۡہِ السَّلَام)

টীকা-৬২: যে, আযাব কবে আসবে?

টীকা-৬৩: যে, শাস্তি ত্বরা করছো এবং শাস্তি সম্পর্কে জানানো যে, তা কি জিনিস?

টীকা-৬৪: এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ভূ-খণ্ডে বৃষ্টিপাত হয়নি। ঐ কালো মেঘ দেখে তারা খুশি হয়েছিলো।

টীকা-৬৫: হযরত হূদ (عَلَیۡہِ السَّلَام) বলেন-

টীকা-৬৬: সুতরাং ঐ ঝড়ের শাস্তি তাদের নারী-পুরুষ, বয়োকনিষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ সবাইকে ধ্বংস করেছিলো। তাদের ধন-সম্পদ আসমান ও যমীনের মধ্যখানে-মহাশূন্যে উড়তে ও ঘুরপাক খেতে থাকলো। সব কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। হযরত হূদ (عَلَیۡہِ السَّلَام) নিজের ও তাঁর উপর যারা ঈমান এনেছিলো তাদের চতুর্পাশে একটা রেখা টেনে দিয়েছিলেন। বাতাস যখন ঐ রেখাটার অভ্যন্তরে আসতো, তখন তা অতি মৃদু, পবিত্র, মনোরম ও শীতল হয়ে যেতো। আর একই বাতাস তাঁর সম্প্রদায়ের উপর কঠোর, অসহনীয় ও ধ্বংসকারী হয়ে যেতো। বস্তুতঃ এটা হযরত হূদ (عَلَیۡہِ السَّلَام)-এর একটা মহান মু'জিযা ছিলো

টীকা-৬৭: হে মক্কাবাসীরা! ঐসব লোক শক্তি, সম্পদ ও দীর্ঘায়ুতে তোমাদের চেয়ে অধিক ছিলো।

টীকা-৬৮: যাতে দ্বীনের কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু তারা দুনিয়া-অন্বেষণ ব্যতীত ঐ খোদা প্রদত্ত নি'মাতসমূহকে দ্বীনের

অনুবাদ	আয়াত
২১: এবং স্মরণ করুন 'আদের সমগোত্রীয় লোক (৫৭)-কে, যখন সে তাদেরকে আহক্বাফ- ভূমিতে সতর্ক করেছিলো (৫৮) এবং নিশ্চয় তার পূর্বেও সতর্ককারীগণ গত হয়েছে এবং তার পরেও এসেছে (এ বলে) যে, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত করোনা। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' ২২: তারা বললো, 'তুমি কি এ জন্য এসেছো যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে নিবৃত্ত করবে? সুতরাং আমাদের উপর তা আনো (৫৯) যেটার আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও (৬০)।'	وَاذۡكُرۡ اَخَا عَادٍ ؕ اِذۡ اَنۡذَرَ قَوۡمَهٗ بِالۡاَحۡقَافِ وَقَدۡ خَلَتِ النُّذُرُ مِنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖۤ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ﴿۲۱﴾ قَالُوۡۤا اَجِئۡتَنَا لِتَاۡفِكَنَا عَنۡ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩: সে বললো (৬১), 'সেটার খবর তো আল্লাহ এরই নিকট রয়েছে (৬২)। আমি তো তোমাদেরকে আপন প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাচ্ছি। হ্যাঁ, আমার জানা মতে, তোমরা নিরেট অজ্ঞ লোক (৬৩)।'	قَالَ اِنَّمَا الۡعِلۡمُ عِنۡدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمۡ مَّاۤ اُرۡسِلۡتُ بِهٖ وَلٰكِنِّیۡۤ اَرٰىكُمۡ قَوۡمًا تَجۡهَلُوۡنَ ﴿۲۳﴾
২৪: অতঃপর যখন তারা শাস্তি দেখতে পেলো- মেঘের মতো আসমানের পার্শ্বদেশে ঘনীভূত হয়ে আছে, তাদের উপত্যকার দিকে আসছে (৬৪), তখন তারা বললো, 'এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে' (৬৫)। 'বরং এতো তা-ই, যার জন্য তোমরা ত্বরা করছিলে- এক ঝড়, যার মধ্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি,	فَلَمَّا رَاَوۡهُ عَارِضًا مُّسۡتَقۡبِلَ اَوۡدِيَتِهِمۡ ۙ قَالُوۡا هٰذَا عَارِضٌ مُّمۡطِرُنَا ؕ بَلۡ هُوَ مَا اسۡتَعۡجَلۡتُمۡ بِهٖ ؕ رِيۡحٌ فِيۡهَا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿ۙ۲۴﴾
২৫: যা প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলে আপন প্রতিপালকের নির্দেশে (৬৬)।' অতঃপর তারা সকালে এমতাবস্থায় রয়ে গেলো যে, তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাসস্থানগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলোনা। আমি এভাবেই শাস্তি দিই অপরাধীদেরকে।	تُدَمِّرُ كُلَّ شَیۡءٍۭ بِاَمۡرِ رَبِّهَا فَاَصۡبَحُوۡا لَا يُرٰۤی اِلَّا مَسٰكِنُهُمۡ ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِی الۡقَوۡمَ الۡمُجۡرِمِيۡنَ ﴿۲۵﴾
২৬: এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে ঐ শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দিইনি (৬৭), এবং তাদের জন্য কান, চোখ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছি (৬৮), সুতরাং তাদের কান, চোখগুলো এবং হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি যখন তারা আল্লাহ এর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো, এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন, করে নিলো ঐ শাস্তি, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো।	وَلَقَدۡ مَكَّنّٰهُمۡ فِيۡمَاۤ اِنۡ مَّكَّنّٰكُمۡ فِيۡهِ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ سَمۡعًا وَّاَبۡصَارًا وَّاَفۡـِٕدَةً ۖ فَمَاۤ اَغۡنٰی عَنۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وَلَاۤ اَبۡصَارُهُمۡ وَلَاۤ اَفۡـِٕدَتُهُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِذۡ كَانُوۡا يَجۡحَدُوۡنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۲۶﴾

কোন কাজেই লাগায়নি।

টীকা-৬৯: হে ক্বুরাঈশ বংশীয়গণ।

টীকা-৭০: যেমন- সামূদ, 'আদ ও লূত সম্প্রদায়গুলো

টীকা-৭১: কুফর ও অবাধ্যতা থেকে। কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি।

টীকা-৭২: এ কাফিরদের ঐ মূর্তিগুলো।

টীকা-৭৩: এবং যাদের সম্বন্ধে এরা বলতো যে, এসব মূর্তির পূজা করলে আল্লাহ এর নৈকট্য অর্জিত হয়।

টীকা-৭৪: এবং শাস্তি অবতীর্ণ হবার সময় কাজে আসেনি।

সূরাঃ ৪৬ আহক্বাফ	রুকূ'-৪	৯০৩	মানযিল-৬	পারাঃ ২৬

২৭: এবং নিশ্চয় আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (৬৯) তোমাদের আশে-পাশের জনপদগুলোকে (৭০) এবং বিভিন্ন ধরণের নিদর্শন এনেছি যাতে তারা ফিরে আসে (৭১)।	وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَ صَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ(۲۷)
২৮: অতঃপর কেন সাহায্য করেনি তাদেরকে (৭২) যে গুলোকে তারা আল্লাহ ব্যতীত নৈকট্য লাভের নিমিত্ত খোদা স্থির করে রেখেছিলো (৭৩)? বরং তারা তাদের থেকে হারিয়ে গেছে (৭৪)। এবং এটা তাদের অপবাদ ও মনগড়া কথা মাত্র (৭৫)	فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَ ذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ(۲۸)
২৯: এবং যখন আমি আপনার প্রতি কতগুলো জিনকে ফেরালাম (৭৬) যারা কান লাগিয়ে ক্বুরআন শুনছিলো, অতঃপর যখন সেখানে হাযির হলো তখন পরস্পরের মধ্যে বললো, 'চুপ থাকো (৭৭)।' অতঃপর যখন পাঠ করা সমাপ্ত হলো, তখন আপন সম্প্রদায়ের দিকে সতর্ককারী হয়ে ফিরে গেলো (৭৮)।	وَ اِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ(۲۹)
৩০: তারা বললো, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটা কিতাব শুনেছি (৭৯) যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে (৮০), পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে, সত্য ও সরল পথ প্রদর্শকরূপে।	قَالُوْا يٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ وَ اِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ(۳۰)
৩১: হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ এর	يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ

টীকা-৭৫: যে, তারা ঐসব মূর্তিকে উপাস্য বলে থাকে এবং মূর্তিপূজাকে আল্লাহ এর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম স্থির করে

টীকা-৭৬: অর্থাৎ হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আমি আপনার প্রতি জ্বীনদের একটা দলকে প্রেরণ করেছি, আর ঐ দলের জ্বীনের সংখ্যা কত ছিলো সে সম্পর্কে মতভেদ আছেঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- 'তারা সাতটা জ্বীন ছিলো, যাদেরকে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গাম বাহকরূপে নিয়োজিত করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা সংখ্যায় নয়জন ছিলো। অভিজ্ঞ আলিমদের এতেই ঐকমত্য রয়েছে যে, জ্বীন জাতির সবাই শরীয়তের বিধি- বিধান পালনে আদিষ্ট (مكلف)। এখন ঐসব জ্বীনের অবস্থা বিবৃত হচ্ছে যে, যখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'বতনে নাখলাহ'তে, মক্কা মুকাররমাহ ও তায়েফের মধ্যখানে, মক্কা মুকাররমাহ'য় আসার পথে আপন সাথীদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন তখন জ্বীনেরা-

টীকা-৭৭: যাতে ভালভাবে হযরতের ক্বিরআত (ক্বুরআন পাঠ) শুনতে পারো।

টীকা-৭৮: অর্থাৎ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর ঈমান এনে হুযূরের নির্দেশে আপন সম্প্রদায়ের দিকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য গিয়েছিলো এবং তাদেরকে ঈমান না আনা ও রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিরোধিতা থেকে সতর্ক করেছিলো।

টীকা-৭৯: অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ

টীকা-৮০: 'আতা বলেছেন- যেহেতু ঐ জ্বীনগুলো ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত ছিলো, সেহেতু তারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর কথা উল্লেখ করেছিলো এবং হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর কিতাবের নাম নেয়নি। কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন- হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর কিতাবের নাম না নেয়ার কারণ এ যে, তাতে শুধু উপদেশাবলীই রয়েছে শরীয়তের বিধি-বিধান খুবই কম।

টীকা-৮১: বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-৮২: যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে এবং যেগুলোর মধ্যে বান্দাদের হক বা প্রাপ্য নেই।

টীকা-৮৩: আল্লাহ তা'আলা থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারে না এবং তার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে না।

টীকা-৮৪: যে তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-৮৫: যারা আল্লাহ তাআ'লা এর আহ্বানকারী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর কথা অমান্য করে,

টীকা-৮৬: অর্থাৎ পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীরা

টীকা-৮৭: যা তোমরা দুনিয়ায় সম্পন্ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীবে আকরাম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সম্বোধন ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৮৮: আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর

টীকা-৮৯: শাস্তি তলব করার ক্ষেত্রে। কেননা, শাস্তি তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে।

টীকা-৯০: আখিরাতের শাস্তিকে

টীকা-৯১: সুতরাং তারা সেটার দীর্ঘতা ও স্থায়িত্বের সামনে দুনিয়ায় অবস্থানের সময়কে অতি সংক্ষিপ্ত মনে করবে এবং ধারণা করবে যে,

টীকা-৯২: অর্থাৎ এ ক্বোরআন এবং ঐ হিদায়ত ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, যেগুলো তাতে রয়েছে। এটা আল্লাহ তাআ'লা এর দিক থেকে প্রচারই।

টীকা-৯৩: যারা ঈমান ও আনুগত্যের গণ্ডির বাইরে। *

বাংলা	আরবি
আহ্বানকারীরই (৮১) কথা মেনে নাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করবেন (৮২) এবং তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।	وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣١)
৩২: এবং যে আল্লাহ এর আহ্বানকারীর কথা অমান্য করে সে পৃথিবীতে আয়ত্ত্ব থেকে বের হয়ে যেতে পারে না (৮৩) এবং আল্লাহ এর সম্মুখে তার কোন সাহায্যকারী নেই (৮৪), তারা (৮৫) সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٣٢)
৩৩: তারা (৮৬) কি জানেনি যে, ঐ আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হননি, মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। কেন নন? নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে পারেন।	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٣٣)
৩৪: এবং যে দিন কাফিরদেরকে আগুনের উপর পেশ করা হবে, তখন তাদেকে বলা হবে, 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'কেন নয়? আমাদের প্রতিপালকের শপথ।' বলা হবে, সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো- প্রতিফল আপন কুফরের (৮৭)।	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٣٤)
৩৫: সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমনিভাবে সাহসী রসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছেন (৮৮) এবং তাদের জন্য ত্বরা করবেন না (৮৯), যেন তারা, যেদিন দেখবে সেটাকে (৯০), যার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (৯১), 'দুনিয়ায় অবস্থান করেনি, কিন্তু দিনের এক ঘন্টা পরিমাণ মাত্র। এটা একটা প্রচার (৯২)। সুতরাং কে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে? কিন্তু নির্দেশ অমান্যকারী লোকেরাই (৯৩)। *	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ (٣٥)

টীকা-১: 'সূরা মুহাম্মদ' (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদানী, এ'তে চারটি রুকূ', আটত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ আটান্নটি পদ এবং দু'হাজার চারশ পাঁচাত্তরটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ যে সব লোক নিজেরাও ইসলামে প্রবেশ করেনি এবং অন্যান্যদেরকেও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে,

টীকা-৩: যা কিছুই তারা করেছে- ক্ষুধার্তদের আহার্য দান করেছে, কিংবা বন্দীদেরকে রেহাই করেছে, অথবা গরীবদের সাহায্য করেছে, কিংবা মসজিদে হারাম অর্থাৎ কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজে কিছু সেবা করেছে- সবই বিনষ্ট হয়েছে। আখিরাতে সেগুলোর কোন সাওয়াবই নেই। দাহহাক-এর অভিমত হচ্ছে- অর্থ এ যে, 'কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলো এবং ফন্দি এঁটেছিলো আল্লাহ তা'আলা তাদের ঐ সমস্ত কাজই ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

সূরা মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

রুকূ'-১

১: যে সব লোক কুফর করেছে এবং আল্লাহ এর পথে বাধা দিয়েছে (২), আল্লাহ তাদের কর্ম বিনষ্ট করেছেন (৩)।	اَلَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ (۱)
২: এবং যেসব লোক ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং সেটারই প্রতি ঈমান এনেছে যা মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে (৪) আর সেটাই তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থাদি সুন্দর করে দিয়েছেন (৫)।	وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ (۲)
৩: এটা এ জন্য যে, কাফিরগণ বাতিলের অনুসারী হয়েছে এবং ঈমানদারগণ সত্যের অনুসরণ করেছে, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (৬)। আল্লাহ মানুষের নিকট তাদের অবস্থাদি এভাবেই বর্ণনা করেন (৭)।	ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ اَنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ (۳)
৪: সুতরাং যখন কাফিরদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয় (৮), তখন গর্দানসমূহে আঘাত করো (৯), শেষ পর্যন্ত যখন তাদেরকে খুব হত্যা করবে (১০), তখন শক্তভাবে বেঁধে নাও, অতঃপর, এরপরে ইচ্ছা করলে অনুগ্রহ পরবশ হয়ে ছেড়ে দাও, ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে নাও (১১), যে পর্যন্ত না যুদ্ধ আপন বোঝা রেখে দেয় (১২)। কথা (বিধান) হচ্ছে এটাই। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদের থেকে বদলা নিতেন (১৩), কিন্তু (১৪) এজন্য যে, তোমাদের মধ্যে	فَاِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ۫ ذٰلِكَ ۛؕ وَ لَوْ یَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّیَبْلُوَا۟

টীকা-৪: অর্থাৎ কুরআন পাক।

টীকা-৫: ধর্মীয় বিষয়াদিতে শক্তি দান করে এবং দুনিয়ায় তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য করে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, 'তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেন তাঁদের দ্বারা পাপ কর্ম সম্পন্ন না হয়।'

টীকা-৬: অর্থাৎ কুরআন শরীফ।

টীকা-৭: অর্থাৎ উভয় দলের কাফিরদের কর্ম নিষ্ফল আর ঈমানদারদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহও ক্ষমাযোগ্য।

টীকা-৮: অর্থাৎ যুদ্ধ হয়

টীকা-৯: অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করো।

টীকা-১০: অর্থাৎ বহুল পরিমাণে হত্যা করতে থাকবে এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করার সুযোগ এসে যাবে,

টীকা-১১: উভয়ের মধ্যে ইখতিয়ার আছে,

মাসআলা: মুশরিক বন্দীদের সম্পর্কে বিধান আমাদের নিকট এ যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা দাস করে রাখা হবে। অনুগ্রহ পরবশ হয়ে ছেড়ে দেয়া কিংবা মুক্তিপণ নেয়া- যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা 'বারাআত'- এর আয়াত (اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِیْنَ) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১২: অর্থাৎ যুদ্ধ থেমে যায়। এভাবে যে, মুশরিকগণ আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

টীকা-১৩: যুদ্ধ ব্যতিরেকে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলে অথবা তাদের উপর পাথর বর্ষণ করে অথবা অন্য কোন পন্থায়,

টীকা-১৪: তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছি
টীকা-১৫: যুদ্ধে, যাতে নিহত মুসলমান পুরস্কার লাভ করেন এবং কাফির লাভ করে শাস্তি।
টীকা-১৬: তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে দেবেন
শানে নুযূলঃ এ আয়াত উহুদ-দিবসে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন মুসলমান অধিক সংখ্যায় শহীদ ও আহত হন।
টীকা-১৭: উন্নত মর্যাদাসমূহের প্রতি
টীকা-১৮: তারা জান্নাতের বিভিন্ন গম্যস্থানে এমন নবাগত ও অপরিচিত লোকদের ন্যায় পৌঁছবেনা যে, কোন স্থানে গেলে তাকে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে, বরং তারা পরিচিত লোকদের ন্যায় প্রবেশ করবে, স্বীয় মানযিল ও বাসস্থানসমূহ চিনতে পারবে। আপন স্ত্রী ও সেবকদের জানতে পারবে। প্রত্যেক কিছুর অবস্থান তাদের জানা থাকবে। মনে হবে যেন তারা সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা।
টীকা-১৯: তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায়
টীকা-২০: যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের যুক্তি-প্রমাণের উপর এবং পুলসিরাতের উপর
টীকা-২১: ক্বুরআন পাক, কারণ, এ'তে কুপ্রবৃত্তি ও আরাম-আয়েশ পরিহার এবং ইবাদত-বন্দেগীতে কষ্ট সহ্য করার বিধানাবলী রয়েছে, যেগুলো রিপুর উপর কষ্টসাধ্য হয়।
টীকা-২২: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর
টীকা-২৩: অর্থাৎ তাদেরকে, তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পদকে- সবই ধ্বংস করে দিয়েছেন।
টীকা-২৪: অর্থাৎ যদি এ কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর ঈমান না আনে, তা'হলে তাদের জন্য পূর্ববর্তীদের মতো বহু ধরণের ধ্বংস রয়েছে।
টীকা-২৫: অর্থাৎ মুসলমানগণ বিজয়ী হওয়া ও কাফিরগণ পরাজিত হওয়া।
টীকা-২৬: পৃথিবীতে কিছুদিন অলসতা সহকারে, আপন পরিণাম ও ঠিকানার কথা ভুলে গিয়ে,
টীকা-২৭: এবং সেগুলোর মধ্যে এ বোধশক্তি থাকে না যে, এ আহারের পর সেগুলোকে যবেহ করা হবে। এ অবস্থা কাফিরদের যারা অলসভাবে দুনিয়া অন্বেষণে মগ্ন হয়ে রয়েছে, আর আগমনকারী বিপদাপদের প্রতি খেয়ালই করেনা।

একেকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করবেন (১৫)। আর যারা আল্লাহ এর পথে নিহত হয়েছে আল্লাহ কখনো তাদের কৃতকর্ম বিনষ্ট করবেন না (১৬)।	بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾
৫: শীঘ্রই তাদেরকে সঠিক পথ প্রদান করবেন (১৭) এবং তাদের কাজ পরিশুদ্ধ করে দেবেন	سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾
৬: এবং তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন, তাদেরকে সেটার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন,(১৮)।	وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾
৭: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ এর দ্বীনের সাহায্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন (১৯) এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দিবেন (২০)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾
৮: এবং যারা কুফর করেছে, তবে তাদের উপর ধ্বংস অপতিত হোক এবং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিন।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾
৯: এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট অপছন্দ হয়েছে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন (২১), সুতরাং আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾
১০: তবে কি তারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি?। তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের (২২) কেমন পরিণতি হয়েছে। আল্লাহ তাদের উপর ধ্বংস আপতিত করেছেন (২৩) এবং ঐসব কাফিরের জন্যও এমন কতই রয়েছে (২৪)।	اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾
১১: এটা (২৫) এজন্য যে, মুসলমানদের প্রভূ আল্লাহ এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾

রুকূ'-২

১২: নিশ্চয়, আল্লাহ প্রবেশ করাবেন তাদেরকেই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে বাগানসমূহে যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, আর কাফিরগণ ভোগ করছে ও আহার করছে (২৬) যেমন চতুষ্পদ জন্তু আহার করে (২৭), এবং আগুনই তাদের ঠিকানা।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾
১৩: এবং কত শহরই, যেগুলো ঐ শহর থেকে	وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ

টীকা-২৮: অর্থাৎ মক্কা মুকাররমাহ বাসীদের থেকে
টীকা-২৯: যে শাস্তি ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে।
শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মক্কা মুকাররমাহ থেকে হিজরত করলেন এবং গুহার দিকে তাশরীফ নিয়ে যান, তখন মক্কা মুকাররমাহ এর দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ তাআ'লা এর শহরগুলোর মধ্যে তুমি আল্লাহ এর খুবই প্রিয় এবং আল্লাহ তা'আলা এর শহরগুলোর মধ্যে তুমি আমার নিকট খুবই প্রিয়। যদি মুশরিকগণ আমাকে বের না করতো, তাহলে আমি তোমার থেকে বের হতাম না।" এর উপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেছেন।

(২৮) শক্তিতে অধিক ছিলো, যা আপনাকে আপনার শহর থেকে বের করেছে। আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। সুতরাং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (২৯)।	هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (۱۳)
১৪: তবে কি যে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় (৩০) সে তারই (৩১) মতো হবে, যার মন্দ কাজকে তার জন্য সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে এবং যারা আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে (৩২)?	اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ (۱۴)
১৫: ঐ জান্নাতের অবস্থাদির দৃষ্টান্ত, যার প্রতিশ্রুতি খোদাভীরুদের সাথে রয়েছে, তাতে এমন পানির নহরসমূহ রয়েছে যা কখনো বিকৃত হবে না (৩৩) এবং এমন দুধের নহরসমূহ রয়েছে, যার স্বাদ পরিবর্তিত হবে না (৩৪) আর এমন শরাবের নহরসমূহ রয়েছে, যা পানে আনন্দ আছে (৩৫) এবং এমন মধুর নহরসমূহ রয়েছে, যাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে (৩৬) আর তাদের জন্য তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল রয়েছে এবং আপন প্রতিপালকের ক্ষমা (৩৭), এমন শাস্তির উপযোগীরাও কি তাদেরই সমান হয়ে যাবে, যাদেরকে সর্বদা আগুনে থাকতে হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভুড়িকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে?	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ (۱۵)
১৬: এবং ঐসব (৩৮)-এর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক আপনার বাণী শ্রবণ করে (৩৯), এ পর্যন্ত যে, যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায় (৪০), তখন জ্ঞানসম্পন্নদেরকে বলে	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

টীকা-৩০: এবং তারা হচ্ছেন মুমিনগণ, যারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুরআন ও নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অলৌকিক শক্তিসমূহের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা স্বীয় ধর্মের উপর পূর্ণ ইয়াক্বীন ও সত্য বিশ্বাস পোষণ করেন।
টীকা-৩১: (অর্থাৎ) ঐ কাফির-মুশরিক- এর
টীকা-৩২: এবং যারা কুফর ও মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছে। কখনো ঐ মু'মিন ও এ কাফির সমান হতে পারে না এবং ঐ দু' এর মধ্যে কোন সম্বন্ধই নেই।
টীকা-৩৩: অর্থাৎ এমনই সুক্ষ্ম ও নির্মল যে, না পঁচে যায়, না সেটার গন্ধ পরিবর্তিত হয়, না সেটার স্বাদে কোনরূপ বিকৃতি ঘটে।
টীকা-৩৪: কিন্তু দুনিয়ার দুধ তার বিপরীত। অর্থাৎ তা খারাপ হয়ে যায়।
টীকা-৩৫: শুধু স্বাদই স্বাদ, না দুনিয়ার শরাবের মতো সেটার স্বাদ খারাপ, না আছে তাতে কোন ময়লা-আবর্জনা, না আছে কোন খারাপ বস্তুর মিশ্রণ, না পঁচন ঘটিয়ে তা তৈরী করা হয়েছে, না তা পান করলে বিবেকশক্তির পতন ঘটে, না মাথা ঘুরায়, না মাতলামী আসে, না মাথাব্যথা সৃষ্টি হয়- এসব অবাঞ্ছিত অবস্থা পৃথিবীর শরাবেই রয়েছে। কিন্তু সেখনাকার (বেহেশত) শরাব এসব দোষ থেকে পবিত্র। তা অতীব সুস্বাদু, আনন্দদায়ক ও পছন্দনীয়
টীকা-৩৬: সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ পরিষ্কার রূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার মধুর মতো নয়, যা মৌমাছির পেট থেকে বের হয় এবং তাতে মোম ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকে।
টীকা-৩৭: যে, ঐ প্রতিপালক তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের দায়িত্ব থেকে সমস্ত বাধ্যতামূলক বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যা ইচ্ছা হবে আহার করবেন, যতটুকু ইচ্ছা হবে খাবেন। না হিসাব-নিকাশ না শাস্তি।
টীকা-৩৮: কাফিরগণ
টীকা-৩৯: খোতবা ইত্যাদিতে অতি অমনোযোগ সহকারে,
টীকা-৪০: এ মুনাফিক্ব লোকেরাতো

টীকা-৪১: অর্থাৎ জ্ঞানী সাহাবীদেরকে , যেমন ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ), ঠাট্টা-বিদ্রূপবশতঃ।

টীকা-৪২: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। আল্লাহ তা'আলা ঐসব মুনাফিক্ব সম্পর্কে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৪৩: অর্থাৎ তারা যখন সত্যের অনুসরণ পরিহার করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে মৃত করে দিয়েছেন।

টীকা-৪৪: এবং তারা মুনাফিক্বী অবলম্বন করেছে।

টীকা-৪৫: অর্থাৎ ঐ ঈমানদারগণ, যাঁরা নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর বাণী মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছেন এবং তা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

টীকা-৪৬: অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ও বক্ষ সম্প্রসারণ

টীকা-৪৭: অর্থাৎ খোদা-ভীরুতার শক্তি দিয়েছেন এবং এর উপর সাহায্য করেছেন। অথবা অর্থ এ যে, তাঁদেরকে খোদা-ভীরুতার পুরস্কার দিয়েছেন এবং সেটার সাওয়াব দান করেছেন।

টীকা-৪৮: (অর্থাৎ) কাফিরগণ ও মুনাফিক্বগণ।

টীকা-৪৯: সেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর বারাকাত সহকারে প্রেরিত হওয়া এবং চন্দ্র-বিদীর্ণ হওয়া অন্যতম।

টীকা-৫০: এটা এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ তাআ'লা এর অনুগ্রহ যে, নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে ইরশাদ ফরমায়েছেন যেন তাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করেন। বস্তুতঃ তিনি সুপারিশকারী, তাঁর সুপারিশ গ্রহণীয়। এরপর ঈমানদারগণ ও ঈমানহীন- সবাইকে নির্বিশেষে সম্বোধন করা হয়েছে।

টীকা-৫১: নিজেদের কাজকর্মে ও জীবিকার্জনের কর্মসমূহে

টীকা-৫২: অর্থাৎ তিনি তোমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়।

টীকা-৫৩: শানে নুযূলঃ মু'মিনদের মনে আল্লাহ তাআ'লা এর পথে জিহাদ করার প্রতি অতি আগ্রহ ছিলো। তাঁরা বলতেন, "এমন সূরা কেন অবতীর্ণ হয়না, যাতে জিহাদের নির্দেশ থাকে? তাহলে আমরা জিহাদ করতাম।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৫৪: যার মধ্যে সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন বিবরণ থাকে এবং সেটার কোন নির্দেশ রহিত হবার মতো হয়না।

টীকা-৫৫: অর্থাৎ মুনাফিক্বদেরকে

টীকা-৫৬: দুঃখিত হয়ে

অনুবাদ	আয়াত
(৮১), 'এখনই তিনি কী বললেন (৪২)?' এরা হচ্ছে তারাই, যাদের অন্তরসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন (৪৩) এবং আপন খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়েছে (৪৪)।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾
১৭: এবং যেসব লোক সৎপথ পেয়েছে (৪৫) আল্লাহ তাদের হিদায়ত (৪৬) আরো অধিকভাবে করেছেন এবং তাদের পরহেযগারী তাদেরকে দান করেছেন (৪৭)।	وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾
১৮: সুতরাং তারা কিসের অপক্ষায় রয়েছে (৪৮)? কিন্তু ক্বিয়ামতের যে, তা তাদের উপর হঠাৎ এসে পড়বে। সেটার নিদর্শনসমূহ তো এসেই গেছে (৪৯), অতঃপর যখন তা এসে পড়বে, তখন কোথায় হবে তারা, আর কোথায় তাদের বুঝ। ১৯: সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই এবং হে মাহবূব! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির ক্ষমা- প্রার্থনা করুন (৫০)। এবং আল্লাহ জানেন তোমাদের দিনের বেলায় চলাফেরা করা (৫১) ও রাত্রি বেলায় তোমাদের বিশ্রাম গ্রহণ করা (৫২)।	فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾
রুকূ'-৩	
২০: এবং মুসলমানগণ বলে, 'কোন সূরা কেন অবতীর্ণ হয়নি (৫৩)?' অতঃপর যখন কোন পাকা-পোক্ত সূরা অবতীর্ণ হলো (৫৪) এবং তাতে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আপনি দেখবেন তাদেরকে, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে (৫৫) যে, আপনার প্রতি (৫৬) তারই মতো তাকায় যার উপর মৃত্যুর ছায়া ছাইয়ে গেছে। সুতরাং তাদের জন্য উত্তম ছিলো-	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۚ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ (٢٢)	২১: আনুগত্য করা (৫৭) এবং উত্তম কথা বলা। অতঃপর যখন আদেশ ঘোষিত হলো। (৫৮), সুতরাং যদি আল্লাহ এর সাথে সত্যবাদী থাকতো (৫৯), তবে তাদের জন্য মঙ্গল ছিলো। ২২: তবে কি তোমাদের এ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতা লাভ করো তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াবে (৬০) এবং আপন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ (٢٣) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (٢٤)	২৩: এরা হচ্ছে ঐসব লোক (৬১), যাদের উপর আল্লাহ তাআ'লা অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদেরকে সত্য থেকে বধির করে দিয়েছেন, আর তাদের চক্ষুগুলোকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দিয়েছেন (৬২)। ২৪: তবে কি তারা ক্বুরআন সম্বন্ধে চিন্তা- ভাবনা করে না (৬৩)? কিন্তু কোন কোন অন্তরের উপর সেগুলোর তালা লেগেছে (৬৪)।
اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ (٢٥)	২৫: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা নিজেদের পেছনের দিকে ফিরে গেছে (৬৫) এরপর যে, হিদায়ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছিলো (৬৬), শয়তান তাদেরকে ধোকা দিয়েছে (৬৭) এবং তাদেরকে দুনিয়ায় দীর্ঘকাল অবস্থান করার আশা দিয়েছে (৬৮)।
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ (٢٦)	২৬: এটা এ জন্য যে, তারা (৬৯) বলেছে ঐ সমস্ত লোককে (৭০), যাদের নিকট আল্লাহ এর অবতীর্ণ (৭১) অপছন্দনীয়, 'কোন কোন কাজে আমরা আপনার কথা মানবো (৭২)।' এবং আল্লাহ তাদের গোপন বিষয় জানেন।
فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ (٢٧)	২৭: সুতরাং কেমন হবে যখন ফিরশতাগণ তাদের প্রাণ হনন করবে তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে মারতে মারতে (৭৩)।
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ	২৮: এটা এ জন্য যে, তারা এমন সব কথার অনুসারী হয়েছে, যা'তে আল্লাহ এর অসন্তুষ্টি রয়েছে (৭৪)

টীকা-৫৭: আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের
টীকা-৫৮: এবং জিহাদ ফরয করে দেয়া হয়েছে
টীকা-৫৯: ঈমান ও আনুগত্যের উপর স্থির থেকে
টীকা-৬০: ঘুষ নেবে, যুলুম করবে, পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে, একে অপরকে হত্যা করবে
টীকা-৬১: ফ্যাসাদকারী,
টীকা-৬২: যে, সরলপথ দেখে না।
টীকা-৬৩: যাতে সত্য চিনতে পারে।
টীকা-৬৪: কুফরের। ফলে সত্যের বাণী সে গুলোকে স্পর্শই করতে পারছে না ,
টীকা-৬৫: মুনাফিক্বীবশতঃ
টীকা-৬৬: এবং হিদায়তের পথ সুস্পষ্ট হয়েছে। হযরত ক্বাতাদাহ বলেছেন, "এটা কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরদের অবস্থা, যারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পরিচয় লাভ করেছে এবং হুযূরের প্রশংসা ও গুণাবলী তাদের কিভাবে দেখেছে। অতঃপর জানা ও চেনা সত্ত্বেও কুফর অবলম্বন করেছে।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا), দাহ্হাক ও সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- 'এতে মুনাফিক্বদের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা ঈমান এনে কুফরের দিকে ফিরে গেছে।'
টীকা-৬৭: এবং মন্দকার্যাদিকে তাদের দৃষ্টিতে এমনই সুশোভিত করে দেখিয়েছে যেন তারা সে গুলোকে ভালো মনে করে।
টীকা-৬৮: যে, এখনো দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, দুনিয়ার স্বাদ খুব গ্রহণ কারো। বস্তুতঃ তাদের উপর শয়তানের চক্রান্ত কার্যকর হয়েছে।
টীকা-৬৯: অর্থাৎ কিতাবীগণ অথবা মুনাফিক্বগণ গোপনভাবে
টীকা-৭০: অর্থাৎ মুশরিকদেরকে,
টীকা-৭১: ক্বুরআন ও ধর্মীয় বিধানাবলী
টীকা-৭২: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র শত্রুতা এবং হুযূরের বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদের সাহায্য করার মধ্যে এবং লোকদেরকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত রাখার ক্ষেত্রে।
টীকা-৭৩: লৌহ নির্মিত গদা সমূহ দ্বারা।
টীকা-৭৪: আর ঐ সব কথা হচ্ছে- "রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে জিহাদে যেতে বাধা প্রদান করা এবং কাফিরদের সাহায্য

করা। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "ঐ সব কথা হচ্ছে তাওরীতের ঐ সমস্ত বিষয়বস্তুকে গোপন করা, যে গুলোর মধ্যে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর প্রশংসা রয়েছে।"

টীকা-৭৫: ঈমান ও আনুগত্য এবং মুসলমানদের সাহায্য আর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর সঙ্গে জিহাদে হাযির হওয়া

টীকা-৭৬: মুনাফিক্বীর

টীকা-৭৭: অর্থাৎ তাদের ঐসব শত্রুতা, যা তারা মু'মিনদের প্রতি রাখে?

টীকা-৭৮: হাদীসঃ হযরত আনাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর নিকট কোন মুনাফিক্ব গোপন থাকে নি। তিনি সবাইকে তাদের আকৃতি দেখেই চিনতে পারতেন।

টীকা-৭৯: এবং তারা আপন অন্তরের অবস্থা তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নিকট থেকে গোপন করতে পারবে না। সুতরাং এরপর যে মুনাফিক্বই তার ওষ্ঠদ্বয় নাড়াচাড়া করতো, হুযূর তার মুনাফিক্বীকে তার কথাবার্তা এবং বাচনভঙ্গি থেকেই চিনে ফেলতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান দান করেছেন। সেগুলোর মধ্যে চেহারা দেখে চেনাও রয়েছে, কথাবার্তা থেকে চেনাও।

টীকা-৮০: অর্থাৎ আপন বান্দাদের সমস্ত কৃতকর্ম। প্রত্যেককে তার উপযোগী প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৮১: পরীক্ষায় ফেলবেন

টীকা-৮২: অর্থাৎ প্রকাশ করে দেবো

টীকা-৮৩: যাতে একথা প্রকাশ পায় যে, আনুগত্য ও নিষ্ঠার দাবীতে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম।

টীকা-৮৪: তাঁর বান্দাদেরকে

টীকা-৮৫: এবং ঐ দান-দক্ষিণা ইত্যাদি- কোনটার সাওয়াব পাবে না। কেননা, যে কাজ আল্লাহ তাআ'লা এর জন্য হয় না সেটার সাওয়াবই কিসের?

শানে নুযূলঃ বদরের যুদ্ধের জন্য যখন কুরাঈশরা বের হলো, তখন ঐ সালটা দুর্ভিক্ষেরই ছিলো। সৈন্য বাহিনীর খাবার কুরাঈশ বংশীয় ধনী লোকেরা পালাক্রমে নিজেদের দায়িত্বে গ্রহণ করলো। মক্কা মুকাররমাহ থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম খাবার আবু জাহলের পক্ষ থেকে ছিলো। এ উপলক্ষে সে দশটা উট যবেহ করেছিলো। অতঃপর সাফওয়ান 'উসফান' নামক স্থানে নয়টা উট, অতঃপর সাহল 'ক্বাদীদ'-এ দশটা উট। এখান থেকে ঐসব লোক সমুদ্রের দিকে ফিরে গেলো এবং রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলো। একদিন যাত্রাবিরতি করলো। সেখানে শায়বার পক্ষ থেকে খাবার পরিবেশিত হলো। নয়টা উট যবাই হলো। অতঃপর 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছলো। সেখানে মাকবিস জামহী নয়টা উট যবেহ করেছিলো। হযরত আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) -এর পক্ষ থেকেও দাওয়াত হলো। তখনও পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হননি। তাঁর পক্ষ থেকেও মতান্তরে, দশটা উট যবেহ করা হলো। তারপর হারিসের পক্ষ থেকে নয়টা। আর আবুল বুখতারীর পক্ষ থেকে বদরের ঝর্ণার পাশে দশটা উট। এ সব খাদ্য সরবরাহকারীদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
এবং তাঁর সন্তুষ্টি (৭৫) তাদের নিকট পছন্দনীয় হয়নি, সুতরাং তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।	وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿۲۸﴾
রুকূ'-৪	
২৯: যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে (৭৬), তারা কি এ ধারণায় রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের গোপন বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না (৭৭)?	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿۲۹﴾
৩০: এবং আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদেরকে দেখাতাম যাতে আপনি তাদের আকৃতি দ্বারা চিনে নিতেন (৭৮) এবং নিশ্চয় আপনি তাদেরকে কথাবার্তার ভঙ্গিতেই চিনে নেবেন (৭৯)। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জানেন (৮০)।	وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿۳۰﴾
৩১: এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো (৮১) এই পর্যন্ত যে, দেখে নেবো (৮২) তোমাদের জিহাদকারীদেরকে ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং তোমাদের সংবাদগুলোরও পরীক্ষা করে নেবো (৮৩)।	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ ﴿۳۱﴾
৩২: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কুফর করেছে, আল্লাহ এর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে (৮৪) এবং রসূলের বিরোধিতা করেছে এরপর যে, হিদায়াত তাদের উপর প্রকাশ পেয়েছিলো, তারা কখনো আল্লাহ এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং খুব শীঘ্রই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন (৮৫)।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿۳۲﴾
৩৩: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এর নির্দেশ মান্য করো এবং রসূলের নির্দেশ মান্য	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ

টীকা-৮৬: অর্থাৎ ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।
টীকা-৮৭: 'রিয়া' অথবা মুনাফিক্বীর মাধ্যমে।
শানে নুযূলঃ কোন কোন লোকের ধারণা ছিলো যে, 'যেমন শির্কের কারণে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, তেমনি ঈমানের বারাকাতে কোন পাপও ক্ষতি করতে পারে না।' তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, মু'মিনের জন্য আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা বিশেষ জরুরী। পাপ থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক।
মাসআলা: এ আয়াতে কর্ম বাতিল করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ যেই কর্ম আরম্ভ করবে- চাই তা নফলই হোক কিংবা নামায অথবা রোযা হোক, অথবা অন্য কিছু, তবে তা বাতিল না করাই অপরিহার্য হয়ে যায়। (অর্থাৎ আরম্ভ করে অসম্পূর্ণাবস্থায় ভঙ্গ না করে পরিপূর্ণ করাই আবশ্যক।)
টীকা-৮৮: শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'ক্বালবী' (কূপ) -এ নিক্ষিপ্তদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 'ক্বালবী' বদরেরই একটা কূপ ছিলো। সেটার মধ্যে নিহত কাফিরদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। যেমন আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা। আর আয়াতের বিধান প্রত্যেক কাফিরের বেলায়ই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যারা কুফরের উপরই মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করবেন না। এরপর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং এই বিধানে সমস্ত মুসলমান শামিল রয়েছে।
টীকা-৮৯: অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলায় দুর্বলতা প্রদর্শণ করো না।
টীকা-৯০: কাফিরদেরকে। 'ক্বুরতবী'র মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আয়াতের বিধানে আলিম ব্যক্তিবর্গের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা আয়াত (وَاِنْ جَنَحُوْا) - এর

অনুবাদ	আয়াত
করো (৮৬) আর আপন কৃতকর্ম বাতিল করো না (৮৭)।	وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ (٣٣)
৩৪: নিশ্চয় যারা কুফর করেছে এবং আল্লাহ এর পথে বাধা দিয়েছে অতঃপর কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তবে আল্লাহ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না (৮৮)। ৩৫: সুতরাং তোমরা আলস্য করো না (৮৯), এবং আপনি সন্ধির দিকে আহ্বান করবেন না (৯০)। আর তোমরাই বিজয়ী হবে এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, আর তিনি কখনো তোমাদের কার্যাদিতে তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না (৯১)।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (٣٤) فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ (٣٥)
৩৬: দুনিয়ার জীবন তো এ খেলাধূলা মাত্র (৯২)। আর যদি তোমরা ঈমান আনো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সাওয়াব দান করবেন এবং কিছুই তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের সম্পদ চাইবেন না (৯৩)।	اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ (٣٦)
৩৭: যদি তিনি সেগুলো (৯৪) তোমাদের নিকট তলব করেন এবং বেশীই তলব করেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং ঐ কার্পণ্য তোমাদের অন্তরসমূহের আবর্জনাকে প্রকাশ করে দেবে। ৩৮: হাঁ, হাঁ, এই যে তোমরা! তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এ'জন্য যে, তোমরা আল্লাহ এর	اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ (٣٧) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ

রহিতকারী। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করেছেন, যখন সন্ধির প্রয়োজন না হয়। কোন কোন আলিমের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত রহিত হয়েছে। আর আয়াত- (وَاِنْ جَنَحُوْا) হচ্ছে এর রহিতকারী। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত 'মুহকাম' (অর্থাৎ এমন আয়াত যার অর্থ যেমন সুস্পষ্ট, তেমিনিভাবে তা কখনো রহিত হবারও নয়)। আর আয়াত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্য এক অভিমত এ যে, আয়াত (وَاِنْ جَنَحُوْا) -এর বিধান এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে খাস। আর এ আয়াত হচ্ছে ব্যাপক (عام)। কাফিরদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে, যখন মুসলমান দুর্বল হয় এবং মুকাবিলা করতে পারে না।
টীকা-৯১: তোমাদেরকে কৃতকর্মের পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে দান করবেন।
টীকা-৯২: অতি তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তাতে মশগুল হওয়া কোন মতেই উপকারী নয়।
টীকা-৯৩: হাঁ, আল্লাহ এর পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেবেন, যাতে তোমরা সেটার সাওয়াব লাভ করতে পারো।
টীকা-৯৪: অর্থাৎ ধন-সম্পদকে।

টীকা-৯৫: যেখানে ব্যয় করা তোমাদের উপর ফরয ফরা হয়েছে।
টীকা-৯৬: সাদাক্বাহ দানে ও ফরয আদায় করার ক্ষেত্রে,
টীকা-৯৭: তোমাদের সাদাক্বাহসমূহ ও আনুগত্যসমূহ থেকে
টীকা-৯৮: তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ার প্রতি।
টীকা-৯৯: তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে,
টীকা-১০০: বরং অতিমাত্রায় অনুগত ও বাধ্য হবে।★
টীকা-১: 'সূরা ফাতহ' মাদানী। এতে চারটি রুকূ', ঊনত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ আটষট্টিটি পদ এবং দু'হাজার পাচশ ঊনষট্টিটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: শানে নুযূলঃ (اِنَّا فَتَحْنَا) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার সময় হুযূরের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে হুযূর অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সাহাবীগণ হুযূরকে মুবারকবাদ দেন। (বুখারী, মুসলীম ও তিরমিযী)
'হুদায়বিয়া' মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী একটা কূপ।
সংক্ষিপ্ত ঘটনা এ যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) স্বপ্নে দেখলেন যে, 'হুযূর আপন সাহাবীদের সঙ্গে নিরাপদে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেছেন- কেউ মাথা মুণ্ডানো অবস্থায়, কেউ মাথার চুল ছেঁটে। কা'বা মু'আযযমায় প্রবেশ করেছেন। কা'বার চাবি গ্রহণ করেছেন। তাওয়াফ করেছেন। ওমরাহ পালন করেছেন।' সাহাবীদেরকে এ স্বপ্নের খবর দিলেন। সবাই আনন্দিত হলেন। অতঃপর হুযূর ওমরাহ পালনের ইচ্ছা করলেন। আর এক হাজার চারশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে যিলক্বদ মাসের ১ম তারিখে (সন ৬ষ্ঠ হিজরী) রওনা হয়ে গেলেন। 'যুল হুলায়ফাহ'-তে পৌঁছে সেখানে মসজিদে দু'রাক'আত নামায পড়ে ওমরাহ এর ইহরাম পরিধান করলেন। আর হুযূরের সাথে অধিকাংশ সাহাবীও। কোন কোন সাহাবী জোহফাহ থেকেই ইহরাম বেঁধেছিলেন। পথিমধ্যে পানি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সাহাবীগণ আরয করলেন যে, পানি কাফেলার নিকট মোটেই অবশিষ্ট নেই, হুযূরের পাত্রে ব্যতীত। তা'তে সামান্যটুকু পানি অবশিষ্ট ছিলো। হুযূর উক্ত পাত্রে আপন বারাকাতময় হাত ডুবালেন তখনই মুবারক আঙ্গুলগুলো থেকে পানির ফোয়ারা সজোরে প্রবাহিত হতে লাগলো। বাহিনীর সবাই পান করলেন, ওযূ করলেন। যখন 'উসফান' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন খবর এলো যে, ক্বুরাঈশের কাফিরগণ বিরাট আয়োজনের সাথে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যখন হুদায়বিয়ায় উপনীত হলেন, তখন সেটার (কূপ) পানি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, তাতে একটা মাত্র ফোঁটাও অবশিষ্ট রইলো না। গরম ছিলো একেবারে অসহনীয়। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কূপের মধ্যে কুল্লি ফেললেন। সেটার বারাকাতে কূপটি পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো। সবাই পান করলেন। উটগুলোকেও পান করালেন। এখানে ক্বুরাঈশ বংশীয় কাফিরদের অবস্থা জানার জন্য কয়েকজন লোককে পাঠানো হলো। সবাই গিয়ে এ কথা বর্ণনা করলেন যে, হুযূর ওমরাহ এর জন্যই তাশরীফ এনেছেন, যুদ্ধের ইচ্ছা নেই। কিন্তু তাতে তাদের বিশ্বাস হলো না।
★ সূরা মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)' সমাপ্ত।

বাংলা	আরবি
পথে ব্যয় করবে (৯৫)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কার্পণ্য করে এবং যে কেউ কার্পণ্য করে (৯৬), তবে সে স্বীয় আত্মার উপরই কার্পণ্য করে এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত (৯৭) আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী (৯৮)। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (৯৯), তবে তিনি তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না (১০০)। *	فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ﴿۳۸﴾

সূরা ফাতহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরাঃ ৪৮ ফাতহ (মাদানী)	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়	আয়াত-২৯, রুকূ-৪

বাংলা	আরবি
১: নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি (২),	اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ﴿۱﴾

শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের বড় নেতা ও আরবের অতি ধনী ব্যক্তি উরওয়াহ ইবনে মাস'ঊদ সাক্বাফীকে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করলো। তিনি এসে দেখলেন যে, 'হুযূর হস্ত মুবারক ধৌত করছেন। তখনই সাহাবীগণ 'তাবাররুক' বা বারাকাত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হুযূরের ব্যবহৃত পবিত্র পানি সংগ্রহ করায় জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। কোথাও থুথু ফেলছেন, তখনই লোকেরা তা সংগ্রহ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যিনি তা সংগ্রহ করতে পেরেছেন তিনি তা আপন চেহারা ও শরীরের উপর বারাকাতের জন্য মালিশ করছেন। পবিত্রতম শরীরের কোন লোম পড়তে পারতো না। কখনো ঝরে পড়তেই সাহাবীগণ অতি আদব সহকারে সংগ্রহ করে নিচ্ছেন এবং আপন প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়রূপে সংরক্ষণ করছেন। যখনই হুযূর কথা বলতে আরম্ভ করছেন তখন সবাই নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছেন। হুযূরের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনার্থে কেউ আপন দৃষ্টিকে পর্যন্ত উপরের দিকে উঠাতে পারছেন না।' উরওয়াহ কুরাঈশের নিকট গিয়ে এ সব অবস্থা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, "আমি পারস্য, রোম ও মিশরের বাদশাহগণের দরবারে গিয়েছি। আমি কোন বাদশাহর ঐ সম্মান ও মহত্ব দেখিনি, যা মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর তার সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছে। আমি আশঙ্কা বোধ করছি যে, তোমরা তাঁর মুকাবিলায় কামিয়াব হতে পারবে না।" কুরাঈশগণ বললো, "এমন কথা বলো না। আমরা তাদেরকে এ বৎসর ফেরত দেবো। তারা আগামী বছর আসবেন।" উরওয়াহ বললেন, "আমি আশঙ্কা বোধ করছি যে, তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে।"

এ কথা বলে তিনি আপন সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ ফিরে গেলেন। আর এ ঘটনার পর আল্লাহ পাক তাকে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা দান করেছেন। এখানেই হুযূর আপন সাহাবীদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তা 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। বায়'আত-এর সংবাদ শুনে কাফিরগণ ভীত হয়ে পড়লো এবং তাদের উপদেষ্টাগণ এটাই উত্তম মনে করলো যে, 'সন্ধি' করে নেয়া হোক। সুতরাং সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হলো। আর পরবর্তী বৎসর হুযূরের আগমনের প্রস্তাব গৃহীত হলো। বস্তুতঃ এ 'সন্ধি' মুসলমানদের জন্য খুবই ফলপ্রসূ ও উপকারী হলো, বরং ফলাফলের দিক দিয়ে তা 'বিজয়' বলে প্রমাণিত হলো। এ কারণেই অধিকাংশ মুফাসসির এ 'বিজয়' দ্বারা 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' বুঝিয়েছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাসসির 'ইসলামের ঐ সমস্ত বিজয়' বুঝিয়েছেন, যেগুলো পরবর্তীতে সংগঠিত হবার ছিলো। আর অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ (فَتَحْنَا) দ্বারা বর্ণনা করা সেই বিজয়গুলো নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার কথা বুঝানোর জন্যই। (খাযিন ও রূহুল বয়ান)

অনুবাদ	আয়াত
২: যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের (৩) এবং আপন নি'মাতসমূহ আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দেন (৪) আর আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন (৫),	لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ(۲)
৩: এবং আল্লাহ আপনাকে বড় ধরণের সাহায্য করেন (৬)। ৪: তিনিই হন, যিনি ঈমানদারদের অন্তরসমূহে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় (৭), এবং আল্লাহ এরই মালিকানাধীন সমস্ত বাহিনী আসমানসমূহ ও যমীনের (৮), এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৯), ৫: যাতে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যান, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান, তারা সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে, এবং তাদের পাপরাশি তাদের থেকে মোচন করে দেন। আর এটা আল্লাহ এর নিকট মহা সাফল্য। ৬: এবং শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক	وَّ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا (۳) هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْۤا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ(۴) لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ(۵) وَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ

টীকা-৩: এবং আপনারই কারণে উম্মতের গুণাহ ক্ষমা করেন। (খাযিন ও রূহুল বয়ান)

টীকা-৪: পার্থিবও, পরকালীনও।

টীকা-৫: রিসালাতের প্রচার ও রাজ্যের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে (বায়দাভী)

টীকা-৬: শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেন।

টীকা-৭: এবং পাকাপোক্ত ধর্মীর বিশ্বাস (عَقِيْدَةٌ) সত্ত্বেও অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়।

টীকা-৮: তিনি এর উপর ক্ষমতাবান যে, যার মাধ্যমেই ইচ্ছা করেন আপন রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাহায্য করবেন। 'আসমান ও যমীনের বাহিনী' দ্বারা হয়ত 'আসমান ও যমীনের ফিরিশতাগণ' বুঝানো হয়েছে অথবা 'আসমানসমূহের ফিরিশতাকুল ও যমীনের প্রাণীকুল' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯: তিনি মু'মিনদের অন্তরসমূহের প্রশান্তি দান এবং বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এ জন্যই নিয়েছেন-

টীকা-১০: যে, তিনি আপন রসূল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সাহায্য করবেন না।

টীকা-১১: শাস্তি ও ধ্বংসের
টীকা-১২: আপন উম্মতের কার্যাদি ও অবস্থাদির জন্য, যাতে ক্বিয়ামত-দিবসে সেগুলোর সাক্ষ্য দেন
টীকা-১৩: অর্থাৎ (তাওহীদ ও রিসালতের) স্বীকারোক্তিদাতা মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও অবাধ্যদেরকে দোযখের শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী।

অনুবাদ	আয়াত
নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে মন্দ ধারণা (১০)। তাদের উপর রয়েছে মহা বিপদ (১১) এবং আল্লাহ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের উপর অভিসম্পাত করছেন আর তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করেছেন এবং তা কতই মন্দ পরিণাম।	وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۶﴾
৭: এবং আল্লাহ এরই মালিকানাধীন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত বাহিনী এবং আল্লাহ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۷﴾
৮: নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী (হাযির-নাযির) করে (১২) এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে (১৩),	اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۸﴾
৯: যাতে হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো এবং রসূলের মহত্ত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো আর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করো (১৪)। ১০: ঐসব লোক, যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে (১৫) তারা তো আল্লাহ এরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে (১৬)। তাদের হাতগুলোর উপর (১৭) আল্লাহ এর হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে (১৮), আর যে কেউ পূরণ করেছে ঐ অঙ্গীকারকে যা সে আল্লাহ এর সাথে করেছিলো, তবে অতি সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন (১৯)।	لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۰﴾
রুকূ'-২	
১১: এখন আপনাকে, যেসব মরুবাসী পেছনে (ঘরে) রয়ে গিয়েছিলো (২০) তারা বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজনই আমাদেরকে যাওয়া থেকে বিরত	سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا

টীকা-১৪: 'সকালে পবিত্রতা ঘোষণা'র মধ্যে 'ফজরের নামায' এবং 'সন্ধ্যায় পবিত্রতা ঘোষণা'-এর মধ্যে অবশিষ্ট চার ওয়াক্ত নামায অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
টীকা-১৫: 'এ বায়'আত' দ্বারা 'বায়'আতই-রিদওয়ান' বুঝানো হয়েছে, যা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হুদায়বিয়ায় গ্রহণ করেছিলেন।
টীকা-১৬: কেননা, রসূলের হাতে বায়'আত গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলা এর নিকটই বায়'আত গ্রহণ করার শামিল, যেমনিভাবে রসূলের আনুগত্য করা আল্লাহ তা'আলা এরই আনুগত্য করার শামিল।
টীকা-১৭: যেগুলো দ্বারা তাঁরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।
টীকা-১৮: এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অশুভ পারিণতি তাদেরই উপর বর্তাবে,
টীকা-১৯: অর্থাৎ হুদায়বিয়া থেকে তোমাদের ফিরে আসার সময়।
টীকা-২০: অর্থাৎ গিফার, মুযায়নাহ, জুহায়নাহ, আশজা' ও আসলাম গোত্রের লোকেরা, যখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হুদায়বিয়ার বছর ওমরাহ এর উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা যাবার ইচ্ছা করলেন, তখন মাদীনা মুনাওয়ারার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর লোকেরা ও মরুবাসীরা কুরাঈশের ভয়ে হুযূরের সাথে যাওয়া থেকে বিরত রইলো, অথচ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ওমরাহ এর ইহরাম বেঁধে নিয়েছিলেন এবং কুরবানীর পশুগুলোও হুযূরের সাথে ছিলো। এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট ছিলো যে, যুদ্ধের ইচ্ছা নেই। এতদসত্ত্বেও বহু সংখ্যক মরুবাসীর পক্ষে যাওয়াটা কষ্টকর ছিলো। আর তারা কাজের বাহানা করে (আপন আপন ঘরে) রয়ে গেলো। তাদের ধারণা এ ছিলো যে, কুরাঈশ খুব শক্তিশালী। মুসলমানগণ তাদের থেকে রক্ষা পেয়ে আসতে পারবে না। সবাই সেখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবেন। এখন যখন আল্লাহ এর সাহায্যক্রমে, ঘটনা তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো, তখন তারা তাদের না যাওয়ার জন্য আফসোস করবে এবং ওযর পেশ করে ক্ষমা চাইবে।

টীকা-২১: কেননা, নারীগণ এবং ছোট শিশু ও ছেলেমেয়েরা একাকী ছিলো। তাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য কেউ ছিলো না। এ জন্য আমরা অপারগ ছিলাম।

টীকা-২২: আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করলেন।

টীকা-২৩: অর্থাৎ তারা যেই ওযর-অজুহাত প্রকাশ করছে ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে তাতে তারা মিথ্যাবাদী।

فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (۱۱)

রেখেছে (২১)। এখন হুযূর! আমাদের ক্ষমার জন্য পার্থনা করুন (২২)।' তাদের মুখেই ঐ কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই (২৩)। আপনি বলুন, 'সুতরাং আল্লাহ এর সামনে তোমাদের রক্ষার্থে কার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি তোমাদের অনিষ্ট চান অথবা তোমাদের মঙ্গলের ইচ্ছা করেন?' বরং আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন।

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰۤى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚۖ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا (۱۲)

১২: বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, রসূল ও মুসলমানগণ কখনো তাদের গৃহগুলোর দিকে ফিরে আসবে না (২৪) এবং সেটাকেই নিজেদের অন্তরসমূহের মধ্যে ভালো মনে করে বসেছিলে এবং তোমরা মন্দ ধারণাই পোষণ করেছো (২৫)। আর তোমরা ধ্বংস হবার লোক ছিলে (২৬)।

وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا (۱۳)

১৩: এবং যারা ঈমান আনে নি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর (২৭), নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছি।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۱۴)

১৪: এবং আল্লাহর জন্য আসমানসমূহ যমীনের বাদশাহী, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন (২৮), এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۗ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (۱۵)

১৫: এখন যারা পেছনে বসে আছে তারা বলবে (২৯), যখন তোমরা গণীমতের মাল নিতে যাবে (৩০), 'সুতরাং আমাদেরকেও তোমাদের পেছনে আসতে দাও (৩১)।' তারা চায় আল্লাহ এর বাণী বদলে ফেলতে (৩২)। আপনি বলুন, 'তোমরা কখনো আমাদের সাথে এসো না। আল্লাহ প্রথম থেকে এমনিই বলে দিয়েছেন (৩৩)।' সুতরাং তখন বলবে, 'বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছো (৩৪)।' বরং তারা কথা বুঝতো না (৩৫), কিন্তু স্বল্প কিছু (৩৬)।

টীকা-২৪: শত্রুরা তাদের সবাইকে সেখানেই শেষ করে ফেলবে

টীকা-২৫: কুফর ও বিপর্যয়ের, বিজয়ের এবং আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হবার

টীকা-২৬: আল্লাহ এর শাস্তির উপযোগী।

টীকা-২৭: এ আয়াতে এ মর্মে ঘোষণা রয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনেনি এবং তাদের মধ্যে কারো অস্বীকারকারী হয়, তারা কাফির।

টীকা-২৮: এ সবই তাঁর প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

টীকা-২৯: যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিতি থেকে বিরত থাকে। হে ঈমানদারগণ!

টীকা-৩০: খায়বারের, এর ঘটনা এ ছিলো যে, যখন মুসলমানগণ 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' সম্পন্ন করে ফিরে আসলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে 'খায়বারের বিজয়' দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর সেখানকার গণীমতের মালগুলো হুদায়বিয়ায় যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁদের জন্যই খাস করে দেয়া হলো। যখন মুসলমানদের নিকট খায়বার অভিমুখে রওনা হবার সময় এসেছিলো, তখন ঐসব লোকের মনেও লোভের সঞ্চার হলো আর তারা গণীমতের লালসায় বললো,

টীকা-৩১: অর্থাৎ আমরাও তোমাদের সাথে খায়বারে যেতে চাই এবং যুদ্ধে শরীক হতে ইচ্ছুক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান

টীকা-৩২: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিশ্রুতি, যা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদে জন্য দিয়েছিলেন যে, 'খায়বারের গণীমত শুধু তাঁদেরই জন্য'।

টীকা-৩৩: অর্থাৎ আমাদের মাদীনায় আগমনের পূর্বে।

টীকা-৩৪: 'এবং এটা পছন্দ করছো না যে, আমরাও তোমাদের সাথে গণীমত লাভ করবো।' আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৩৫: দ্বীনের,

টীকা-৩৬: অর্থাৎ নিছক দুনিয়ার। এমনকি, তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তিও পার্থিব উদ্দেশ্যেই ছিলো এবং আখিরাতের বিষয়াদি মোটেই বুঝতো না। (জুমাল)

টীকা-৩৭: যারা বিভিন্ন গোত্রের লোক, আর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে, তাদের তাওবা করার আশা করা যায়। কিছু লোক এমনও আছে, যারা মুনাফিক্বীর মধ্যে অত্যন্ত পোকাপোক্ত ও কট্টর। তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করাই উদ্দেশ্য, যাতে তাওবাহকারীরা এবং যারা তাওবাহ করেনা তাদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এ জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে বলে দিন-

টীকা-৩৮: ঐ সম্প্রদায় হচ্ছে বনী হানীফা, ইয়ামামার অধিবাসীগণ, যারা 'মুসায়লামা কাযযাব' (ভণ্ডনবী)-এর সম্প্রদায়ের লোক। তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) যুদ্ধ করেছিলেন।

এটাও কথিত আছে যে, তারা হচ্ছে- পারস্য ও রোমবাসীগণ, যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত ওমর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) আহ্বান করেছিলেন।

টীকা-৩৯: মাসআলা: এ আয়াত মহান শায়খদ্বয়- হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এর খিলাফত বিশুদ্ধ হবার প্রমাণ। এ হযরতদ্বয়ের আনুগত্যের উপর জান্নাতের এবং তাঁদের বিরোধিতার উপর জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (۱۶)

১৬: ঐসব পেছনে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন (৩৭), 'অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে এক জঘন্য যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান করা হবে (৩৮) যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে। অতঃপর যদি তোমরা আদেশ মান্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন (৩৯)। আর যদি ফিরে যাও যেমন পূর্বে ফিরে গিয়েছিলে (৪০), তবে তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا (۱۷)

১৭: অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নেই (৪১) এবং না খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন অপরাধ আছে এবং না ব্যাধিগ্রস্তের উপর জবাবদিহিতা আছে (৪২)। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করে, আল্লাহ তাকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, এবং যে ফিরে যাবে (৪৩) তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

রুকূ'-৩

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

১৮: নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছিলো (৪৪)।

টীকা-৪০: হুদায়বিয়ার ঘটনায়

টীকা-৪১: জিহাদে অংশগ্রহণ না করায়, শানে নুযূলঃ যখন উপরোল্লেখিত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো তখন যে সব লোক পঙ্গু ও ওযরসম্পন্ন ছিলো তারা আরয করলো, "হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আমাদের কি অবস্থা হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪২: যে, এ ওযর প্রকাশ্য। আর জিহাদে হাযির না হওয়া তাদের জন্য বৈধ। কেননা, এসব লোক না শত্রুদের উপর হামলা করার শক্তি রাখে, না শত্রুদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার, আর না পলায়নকরার। তাদেরই বিধানের শামিল ঐসব বৃদ্ধ দুর্বল লোক, যাদের উঠাবসা করারও শক্তি নেই, অথবা যাদের হাঁফানী কিংবা কাশি-রোগ আছে, অথবা যাদের প্লীহা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে, যাদের চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। প্রকাশ থাকে যে, এসব ওযর জিহাদ থেকে বিরত রাখে। এতদ্ব্যতীত, আরো বহু ওযর আছে। যেমন- শেষ পর্যায়ের দারিদ্র, সফরের জরুরী চাহিদা মেটাতে অপরাগ হওয়া অথবা এমনসব জরুরী কাজ, যেগুলো সফরে বাধা দেয়, যেমন- এমন কোন অসুস্থ লোকের সেবা করা, যার সেবা করা তারই উপর অপরিহার্য এবং সে ব্যতীত ঐ সেবাকার্য সম্পন্ন করার জন্য কেউ থাকে না।

টীকা-৪৩: আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফর ও মুনাফিক্বীর উপর একগুঁয়ে হয়ে থাকবে।

টীকা-৪৪: হুদায়বিয়ায়। যেহেতু ঐসব বায়'আত গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ এর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেহেতু বায়'আতকে 'বায়'আত-ই রিদওয়ান' বলা হয়। এ 'বায়'আত'-এর কারণ, বাহ্যিক কারণ হিসেবে এটাই ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হুদায়বিয়া থেকে হযরত ওসমান গণি (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)-কে কুরাঈশের অভিজাত লোকদের নিকট মক্কা মুকাররমাহ'য় প্রেরণ করেছিলেন যেন তাদেরকে এ সংবাদ দেন যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'বায়তুল্লাহ' শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই ওমরাহ পালনের নিমিত্ত তাশরীফ আনয়ন করেছেন। তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য নেই। এ কথাও বলে দিয়েছিলেন যে, যেসব দুর্বল মুসলমান সেখানে ছিলো তাদেরকেও শান্তনা দেয়া হয় যে, অনতিবিলম্বে মক্কা মুকাররমাহ বিজিত হবে। আর আল্লাহ তা'আলা আপন দ্বীনকে বিজয়ী করবেন।

কুরাঈশ এ কথার উপর একমত রইলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ঐ বছর তো তাশরীফ আনবেন না এবং হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-কে বলে দিলো যে, "আপনি যদি কা'বা মু'আযযমাহ এর তাওয়াফ করতে চান তবে করতে পারেন।" হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, "এমন হতে পারে না যে, আমি রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ব্যতীত তাওয়াফ করবো।" এদিকে মুসলমানগণ বললেন, "হযরত ওসমান গণি (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বড়ই সৌভাগ্যবান, যিনি কা'বা মু'আযযমায় পৌঁছেছেন ও তাওয়াফ করে ধন্য হয়েছেন।" হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "আমি জানি, তিনি আমাদের ছাড়া তাওয়াফ করবেন না।" হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) মক্কা মুআ'যযমাহ এর দুর্বল মুসলমানদেরকে হুযূরের নির্দেশ মোতাবেক, বিজয়ের সুসংবাদও দিলেন। অতঃপর কুরাঈশগণ হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-কে আটকে রাখলো। এ দিকে এ খবর প্রসিদ্ধ হলো যে, হযরত ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-কে শহীদ করা হয়েছে। এতে মুসলমানগণ খুব উত্তেজিত হলেন। আর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) সাহাবীদের নিকট থেকে কাফিরদের মুকাবিলায় জিহাদের মধ্যে অবিচলিত থাকার উপর বায়'আত গ্রহণ করলেন। এই বায়'আত একটা বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের নীচে গ্রহণ করা হয়েছিলো, যাকে আরবে 'সামুরা' (سمرہ) বলা হয়। হুযূর আপন বারাকাতময় বাম হাত পবিত্রতম ও বারাকাতময় ডান হাতে নিলেন। আর ইরশাদ ফরমালেন, "এটা ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর বায়'আত।" আরো ইরশাদ ফরমালেন, "হে প্রতিপালক! ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তোমার ও তোমার রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর কাজে নিয়োজিত আছেন।" এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর, নাবুয়্যাতের আলো দ্বারা, জানা ছিলো যে, হযরত ওসমান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) শহীদ হননি। সে কারণেই তো তাঁর বায়'আত নিয়েছিলেন। 'মুশরিকগণ এ বায়আ'তের খবর শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তারা হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-কে পাঠিয়ে দিলো। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ ফরমালেন, "যে সব লোক বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে কেউই দোযখে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম শরীফ) আর যেই বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিলো আল্লাহ তা'আলা ঐ বৃক্ষকে অদৃশ্য করে ফেললেন। পরবর্তী বছর সাহাবীগণ বহু তালাশ করেও কেউ সেটার সন্ধান পাননি।

সূরাঃ ৪৮ ফাতহ	৯১৭	মানযিল-৬	পারাঃ ২৬
সুতরাং আল্লাহ জেনেছেন যা তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (৪৫)। তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্র আগমনকারী বিজয়ের পুরস্কার দিয়েছেন (৪৬),		فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾	
১৯: এবং বহুল পরিমাণে গণীমতের মাল (৪৭), যেগুলো তারা নেবে এবং আল্লাহ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।		وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾	
২০: এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন বহুল পরিমাণে গণীমতের, যা তোমরা গ্রহণ করবে (৪৮)। সুতরাং তোমাদেরকে এটা শীঘ্রই দান করেছেন এবং মানুষের (অনিষ্টের) হাত তোমাদের দিক থেকে রুখে দিয়েছেন (৪৯), এবং এ জন্য যে, ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন হবে (৫০) এবং তোমাদেরকে সরলপথ দেখাবেন (৫১),		وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾	
২১: এবং আরো একটা (৫২), যা তোমাদের		وَّاُخْرٰى	

টীকা-৪৫: সততা, নিষ্ঠা ও ওয়াদা পালন।

টীকা-৪৬: অর্থাৎ খায়বার বিজয়ের, যা হুদায়বিয়া থেকে ফিয়ে আসার ছয় মাস পর অর্জিত হয়েছিলো।

টীকা-৪৭: খায়বারের এবং খায়বারবাসীদের সম্পদ, যা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) বিতরণ করেছিলেন,

টীকা-৪৮: এবং তোমাদের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকবে।

টীকা-৪৯: যাতে তারা ভীত হয়ে তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। সেটার ঘটনা এ ছিলো যে, যখন মুসলমানগণ খায়বারের জন্য রওনা হলেন, তখন খায়বারবাসীদের বন্ধু গোত্রদ্বয় বনূ-আসাদ ও বনূ গাতফান চেয়েছিলো যে, মাদীনা তৈয়্যিবাহ এর উপর হামলা করে মুসলমানদের পরিবার-পরিজনকে লুণ্ঠন করে নেবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। এবং তাদের হাতগুলোকে রুখে দিলেন

টীকা-৫০: এ 'গণীমত' প্রদান করা এবং শত্রুদের হাত রুখে দেয়া

টীকা-৫১: আল্লাহু তাআ'লা এর উপর নির্ভর করা ও কর্ম তাঁরই প্রতি সোপর্দ করার, যার ফলে অন্তদৃষ্টি ও নিশ্চিত বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

টীকা-৫২: বিজয়

টীকা-৫৩: এটা দ্বারা হয়ত পারস্য ও রোমের গণীমতসমূহ বুঝানো হয়েছে অথবা খায়বারের, আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর মুসলমানেরাও বিজয় লাভে আশাবাদী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- 'তা হলো মক্কা বিজয়।' অপর এক অভিমত এ যে, ঐসব বিজয়ই, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে দান করেন।

টীকা-৫৪: অর্থাৎ মক্কাবাসী অথবা খায়বারবাসীদের বন্ধু গোত্রগুলো- বনূ আসাদ ও বনু গাতফান,

টীকা-৫৫: বিজিত হবে ও তারা পরাস্ত হবে

টীকা-৫৬: যে, তিনি মু'মিনদেরকে সাহায্য করেন এবং কাফিরদেরকে পর্যুদস্ত করেন।

টীকা-৫৭: অর্থাৎ কাফিরদের (হাতকে)

টীকা-৫৮: মক্কা বিজয়ের দিন। অপর এক অভিমত হচ্ছে- 'মক্কার উপত্যকা' দ্বারা 'হুদায়বিয়া' বুঝানো হয়েছে। আর-শানে নুযূলঃ হযরত আনাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) থেকে বর্ণিত হয় যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে থেকে আশি জন অস্ত্রসজ্জিত যুবক 'তান'ঈম পর্বত' থেকে মুসলমানদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে নেমে এসেছিলো। মুসলমানগণ তাদেরকে বন্দী করে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর দরবারে হাযির করলেন। হুযূর তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন ও ছেড়ে দিলেন।

টীকা-৫৯: মক্কার কাফিরগণ

টীকা-৬০: সেখানেই পৌঁছা থেকে এবং সেটার তাওয়াফ করা থেকে

টীকা-৬১: অর্থাৎ যবেহের স্থান থেকে যা হেরমের মধ্যে অবস্থিত।

টীকা-৬২: মক্কা মুকাররমায়ই রয়েছে

টীকা-৬৩: তোমরা তাদেরকে চিনো না

টীকা-৬৪: কাফিরদের সাথে, যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে

টীকা-৬৫: অর্থাৎ মুসলমান কাফিরদের থেকে আলাদা হয়ে যেতো

টীকা-৬৬: তোমাদের হাতে হত্যা করিয়ে এবং তোমাদের হাতে বন্দী করিয়ে।

টীকা-৬৭: যে, রসূল করীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ও হুযূরের সাহাবীগণকে কা'বা মুআ'য্যমাহ থেকে বাধা প্রদান করলো।

لَمۡ تَقۡدِرُوۡا عَلَيۡهَا قَدۡ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِيۡرًا ﴿۲۱﴾

ক্ষমতাধীন ছিলো না (৫৩), (তা) আল্লাহ এর করায়ত্বাধীন রয়েছে। এবং আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।

وَ لَوۡ قٰتَلَكُمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَوَلَّوُا الۡاَدۡبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوۡنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيۡرًا ﴿۲۲﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیۡ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلُ ۚۖ وَ لَنۡ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبۡدِيۡلًا ﴿۲۳﴾

২২: এবং যদি কাফিরগণ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৫৪), তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে মুকাবিলা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (৫৫), অতঃপর কোন রক্ষক ও সাহায্যকারী পাবে না।

২৩: আল্লাহ এর এ নিয়মই, যা পূর্ব থেকে চলে আসছে (৫৬), এবং কখনো আপনি আল্লাহ এর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না।

وَ هُوَ الَّذِیۡ كَفَّ اَيۡدِيَهُمۡ عَنۡكُمۡ وَ اَيۡدِيَكُمۡ عَنۡهُمۡ بِبَطۡنِ مَكَّةَ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ اَظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرًا ﴿۲۴﴾

২৪: এবং তিনিই হন, যিনি তাদের হাতকে (৫৭) তোমাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন মক্কার উপত্যকায় (৫৮) এরপর যে, তোমাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন।

هُمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَ صَدُّوۡكُمۡ عَنِ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ وَ الۡهَدۡیَ مَعۡكُوۡفًا اَنۡ يَّبۡلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَ لَوۡ لَا رِجَالٌ مُّؤۡمِنُوۡنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤۡمِنٰتٌ لَّمۡ تَعۡلَمُوۡهُمۡ اَنۡ تَطَـُٔوۡهُمۡ فَتُصِيۡبَكُمۡ مِّنۡهُمۡ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ۚ لِيُدۡخِلَ اللّٰهُ فِیۡ رَحۡمَتِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ۚ لَوۡ تَزَيَّلُوۡا لَعَذَّبۡنَا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ﴿۲۵﴾

২৫: ঐসব (৫৯) হচ্ছে তারাই, যারা কুফর করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে (৬০) বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর পশুগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে আপন স্থানে পৌঁছা থেকে (৬১)। এবং যদি এমন না হতো যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান নারী (৬২), যাদের সম্পর্কে তোমরা অবগত নও (৬৩), তাদেরকে তোমরা পদদলিত করবে (৬৪), অতঃপর তোমাদেরকে তাদের দিক থেকে অজ্ঞাতসারে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় স্পর্শ করবে, তবে আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতাম। তাদের এ পরিত্রাণ এ জন্য যে, আল্লাহ আপন অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করেন যাকে চান। আর যদি তারা পৃথক হয়ে যেতো (৬৫), তবে অবশ্যই আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিতাম (৬৬)।

اِذۡ جَعَلَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الۡجَاهِلِيَّةِ فَاَنۡزَلَ اللّٰهُ سَكِيۡنَتَهٗ عَلٰی رَسُوۡلِهٖ وَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

২৬: যখন কাফিরগণ তাদের হৃদয়ে পোষণ করে রেখেছে অন্ধকার যুগের গোত্রীয় অহমিকার মতো অহমিকা (৬৭) তখন আল্লাহ আপন প্রশান্তি আপন রসূল ও ঈমানদারদের উপর

টীকা-৬৮: যে, তাঁরা পরবর্তী বৎসর আসার উপর সন্ধি করেছেন। যদি তাঁরাও কুরাঈশের কাফিরদের মত জিদ করতেন, তবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতো।

টীকা-৬৯: 'খোদাভীরুতার বাণী' দ্বারা (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ) (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর রসূল' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৭০: কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপন দ্বীন ও আপন নাবী (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সঙ্গ দ্বারা ধন্য করেছেন।

টীকা-৭১: কাফিরদের অবস্থাও জানেন, মুসলমানদের অবস্থাও (জানেন)। কোন কিছুই তার নিকট থেকে গোপন নয়।

টীকা-৭২: শানে নুযূলঃ রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হুদায়বিয়ায় গমনের ইচ্ছা করার পূর্বে মাদীনা তৈয়্যিবায় স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি আপন সাহাবীগণ সহকারে মক্কা মু'আযযমায় নিরাপদে প্রবেশ করেছেন আর সাহাবীগণ মাথার চুল মুণ্ডায়ে ফেলেছেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী চুল ছেঁটে নিয়েছেন। এ স্বপ্নের কথা হুযূর আপন সাহাবীদের নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তাঁরা আনন্দিত হলেন এবং তাঁরা মনে করেছিলেন যে, ঐ বৎসরই তাঁরা মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করবেন। যখন মুসলমানগণ সন্ধি সম্পন্ন করার পর হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এলেন এবং ঐ বৎসর মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেননি, তখন মুনাফিক্বগণ বিদ্রূপ করলো ও সমালোচনা করলো। আর বলতে লাগলো, "ঐ স্বপ্নের কি হলো?" এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং ঐ স্বপ্নের বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রকাশ করলেন যে, অবশ্যই তেমনি সংঘটিত হবে। সুতরাং পরবর্তী বৎসর তাই ঘটেছে এবং পরবর্তী বছরই মুসলমানগণ খুব জাঁকজমক সহকারে মক্কা মুকাররমায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলেন।

টীকা-৭৩: সমস্ত

টীকা-৭৪: অল্প পরিমাণ

অবতীর্ণ করেছেন (৬৮) এবং খোদাভীরুতার বাণী তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন (৬৯), এবং তারা এরই অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলো (৭০)। এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন (৭১)।	وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۲۶﴾
রুকূ'-৪	
২৭: নিশ্চয় আল্লাহ সত্য করে দেখিয়েছেন আপন রসূলের সত্য স্বপ্নকে (৭২), নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই সমজিদে হারামে প্রবেশ করবে যদি আল্লাহ চান, নিরাপদে, স্বীয় মাথার (৭৩) চুল মুণ্ডিত অবস্থায় অথবা (৭৪) চুল ছেঁটে, নির্ভয়ে, সুতরাং তিনি জেনেছেন যা তোমাদের জানা নেই (৭৫)। অতএব, এর পূর্বে (৭৬) এক আসন্ন বিজয় রেখেছেন (৭৭)। ২৮: তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে সঠিক পথ-নির্দেশনা ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সেটাকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন (৭৮) এবং আল্লাহ হন যথেষ্ট সাক্ষী (৭৯)।	لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْیَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِیْنَ ۙ مُحَلِّقِیْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِیْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِیْبًا ﴿۲۷﴾ هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ﴿۲۸﴾
২৯: মুহাম্মাদ আল্লাহ এর রসূল, এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে (৮০), কাফিরদের উপর কঠোর (৮১) এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল (৮২), তুমি তাদেরকে দেখবে রুকূ'কারী, সাজদারত	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

টীকা-৭৫: অর্থ এ যে, তোমাদের প্রবেশ করা আগামী বছর। তোমরা এ বছরই মনে করেছিলে এবং তোমাদের জন্য এ বিলম্ব মঙ্গলজনক ছিলো। কারণ, এর কারণে সেখানকার দুর্বল মুসলমানগণ নিষ্পেষিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

টীকা-৭৬: অর্থাৎ হেরমে প্রবেশ করার পূর্বে।

টীকা-৭৭: খায়বার বিজয়, যাতে প্রতিশ্রুত বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তরে তা দ্বারা শান্তি পায়। এরপর যখন পরবর্তী বছর এলো, তখন আল্লাহ তা'আলা হুযূরের স্বপ্নের বাস্তবতার জ্যোতি দেখালেন, আর ঘটনা প্রবাহ সেটারই অনুরূপ প্রকাশ পেয়েছিলো। সুতরাং ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৭৮: হোক তা মুশরিকদের ধর্ম কিংবা কিতাবীদের। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই নি'মাত দান করলেন এবং ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করলেন।

টীকা-৭৯: আপন হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর রিসালাতের পক্ষে। যেমন, ইরশাদ করছেন-

টীকা-৮০: অর্থাৎ তাঁর সাহাবীগণ

টীকা-৮১: যেমন বাঘ তার শিকারের উপর। আর সাহাবা কিরামের কঠোরতা কাফিরদের প্রতি এ পর্যায়ের ছিলো যে, তাঁরা এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন যেন তাদের শরীর কোন কাফিরের শরীরকে স্পর্শ না করে এবং তাঁদের কাপড়ও যেন কোন কাফিরের কাপড়ের সাথে লাগতে না পারে। (মাদারিক)

টীকা-৮২: একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শনকারী এমনি যে, যেমন- পিতা ও পুত্রের মধ্যে হয়। আর এ ভালবাসা এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছিলো

যে, যখন একজন মু'মিন অপর মু'মিনকে দেখতেন, তখন ভালবাসার আকর্ষণে তার সাথে করমর্দন ও আলিঙ্গন করতেন।
টীকা-৮৩: অধিক পরিমাণে নামায পড়তেন, নামাযগুলো নিয়মিতভাবে আদায় করতেন।
টীকা-৮৪: আর এ চিহ্ন হচ্ছে ঐ আলো, যা ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের চেহারায় আলোকিত হবে। তা'দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে যে, তাঁরা দুনিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা এর জন্য বহু সাজদা করেছেন। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারাসমূহে সাজদার স্থানটা চতুর্দশ তারিখের পরিপূর্ণ চাঁদের ন্যায় চমকিত ও উজ্জ্বল থাকবে। 'আতার অভিমত হচ্ছে- রাতের দীর্ঘ নামাযের কারণে তাদের চেহারার উপর নূর উদ্ভাসিত হয়। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি রাতে নামায অধিক পরিমাণে আদায় করে, সকালে তার চেহারা সুন্দর হয়ে যায়।" এ কথাও বর্ণিত হয় যে, কপালের উপর ধুলাবালির চিহ্নও সাজদার নিদর্শন।

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

(৮৩), আল্লাহ এর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সাজদার চিহ্ন থেকে (৮৪), তাদের গুণাবলী তাওরীতের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের অনুরূপ গুণাবলী রয়েছে ইনজীলে (৮৫), যেমন একটা ক্ষেত, যা আপন চারা উৎপন্ন করেছে, অতঃপর সেটাকে শক্তিশালী করেছে, তারপর তা শক্ত হয়েছে, তারপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দ দেয় (৮৬), যাতে তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তাদেরই সাথে, যারা তাদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ (৮৭)- ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের। ★

সূরা হুজরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রুকূ'-১

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ

১: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে বাড়বেনা (২) এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন, জানেন।
২: হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচ

টীকা-৮৫: এ কথা উল্লেখ করা হয় যে,
টীকা-৮৬: এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও তার উন্নতির উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে যে, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর এককভাবে উত্থান হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবীদের দ্বারা শক্তিশালী করলেন। হযরত ক্বাতাদাহ বলেছেন যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাহাবীদের উপমা ইঞ্জীলের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- যেমন একটা সম্প্রদায় ক্ষেতের ন্যায় জন্মলাভ করবেন। তাঁরা সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন, অসৎ কর্মে বাধা দেবেন। কথিত আছে যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলেন 'ক্ষেত' আর সাহাবা কিরাম ও মু'মিণগণ হলেন তার শাখা-প্রশাখা।
টীকা-৮৭: সাহাবা কিরাম সবাই ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ। এ কারণে প্রতিশ্রুতি সবার জন্যই প্রযোজ্য।
★★★★★★★
টীকা-১: 'সূরা হুজুরাত' মাদানী, এতে দু'টি রুকূ', আঠারটি আয়াত, তিনশ তেতাল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চারশ ছিয়াত্তরটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: অর্থাৎ তোমাদের জন্য অপরিহার্য যেন মূলতঃ তোমাদের থেকে কখনো (নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে) অগ্রগামিতা সম্পন্ন না হয়- না কথায়, না কাজে। কারণ, অগ্রগামী হওয়া রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি আদব ও সম্মানের পরিপন্থী। রসূল পাকের দরবারে বিনয় প্রকাশ ও আদব রক্ষা করা অপরিহার্য।
শানে নুযূলঃ কিছু সংখ্যক লোক ঈদুল আযহার দিনে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পূর্বেই কুরবানী করে নিলে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন কুরবানী পুনরায় করেন।
হযরত আয়িশা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) থেকে বর্ণিত, কিছু লোক রমযানের একদিন পূর্বেই রোযা রাখা আরম্ভ করে দিতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে- "রোযা পালনের বেলায় আপন নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে অগ্রগামী হয়োন।"
★ 'সূরা ফাতহ' সমাপ্ত।
৯২১
টীকা-৩: অর্থাৎ যখন হুযূরের দরবারে কিছু আরয করো তখন আস্তে নীচু স্বরে আরয করো। এটাই দরবার-ই-রিসালাতের আদব ও সম্মান।
টীকা-৪: এ আয়াতে হুযুরের মহত্ব, সম্মান, হুযুরের দরবারের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আহ্বান করার বেলায় পূর্ণ শালীনতা বজায় রাখা হয়। যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে নাম ধরে ডাকে, সেভাবে যেন হুযূরকে আহ্বান না করে, বরং

আদব, সম্মান, গুণবাচক ও সম্মানজনক এবং মহৎ উপাধি সহকারে আরয করে যা কিছু আরয করার আছে, কারণ, আদব রক্ষা করা না হলে সৎকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কানে একটু কম শুনতেন। আর তার কণ্ঠস্বরও উঁচু ছিলো। কথা বলার সময় আওয়াজ উঁচু হয়ে যেতো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত সাবিত আপন ঘরেই বসে রইলেন। আর বলতে লাগলেন, "আমি দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" হুযূর হযরত সা'আ'দকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "হাঁ, তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার জানা মতে, তিনি কোন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন।" এরপর এসে তিনি হযরত সাবিতকে সে কথা বললেন। সাবিত বললেন, "এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর তুমি জানো, আমি তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে অধিকতর উচ্চস্বরে কথা বলি। সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।" হযরত সা'আদ এ অবস্থা হুযূরের পবিত্রতম দরবারে আরয করলেন। তখন হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- "সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)-এর কণ্ঠস্বরের উপর (৩) এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবরই থাকবে না (৪)।	فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ (٢)
৩: নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহ এর রসূলের নিকট (৫), তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ (٣)
৪: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আপনাকে হুজরাসমূহের (প্রকোষ্ঠ) বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ (৬)। ৫: এবং যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো যতক্ষণ না আপনি তাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করতেন (৭), তবে তা তাদের জন্য উত্তম ছিলো এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৮)।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (٤) وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥)
৬: হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক্ব তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও (৯) যাতে কোথাও কোন সম্প্রদায়কে অজানাবশতঃ কষ্ট না দিয়ে বসো, অতঃপর আপন কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে থাকবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ (٦)

টীকা-৫: আদব ও সম্মানার্থে,
শানে নুযূলঃ আয়াত- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ অবতীর্ণ হবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) ও কোন কোন সাহাবী অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিলেন এবং তাঁরা পবিত্রতম দরবারে অতি নীচু স্বরে কিছু আরয করতেন। এসব হযরতের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬: শানে নুযূলঃ এ আয়াত বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে দুপুরের সময় এসে পৌঁছেছিলো। তখন হুযূর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঐসব লোক পবিত্র হুজরা সমূহের বাইরে থেকে হুযূর আক্বদাস (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-কে ডাকতে আরম্ভ করলো। হুযূর তাশরীফ নিয়ে এলেন। ঐ সব লোকের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ এর রসূলের মহা মর্যাদার কথা ইরশাদ হয়েছে যে, হুযূরের পবিত্রতম দরবারে এ ভাবে ডাকা মূর্খতা ও বিবেকহীনতারই পরিচায়ক। আর ঐসব লোককে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

টীকা-৭: তখনই তারা আরয করতো, যা তাদের আরয করার ছিলো। এ আদব বজায় রাখা তাদের উপর অপরিহার্য ছিলো। তা যদি তারা বজায় রাখতো,

টীকা-৮: তাদের মধ্যে ঐসব লোকের জন্য, যারা তাওবাহ করে।

টীকা-৯: যে, তা কি সঠিক, না ভুল।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে ওক্ববার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বনী মুস্তালাক্ব (গোত্র) থেকে সাদাক্বাহসমূহ সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। অজ্ঞতার যুগে তাঁর ও তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো। যখন ওয়ালীদ তাদের বস্তির নিকটবর্তী

হলেন আর তারাও এ সংবাদ পেলো, তখন এ ধারণায় যে, তিনি রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এরই প্রেরিত, অনেক লোক তাঁর সম্মানার্থে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলো। ওয়ালীদ ধারণা করেছিলেন যে, "এরা প্রাচীন শত্রুতার কারণে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে

আসছে।” এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ওয়ালীদ ফিরে আসলেন, আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে আরয করলেন- “হুযূর! ঐ সমস্ত লোক সাদাক্বাহ এর মাল দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হয়েছে।” হুযূর প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে প্রেরণ করলেন। হযরত খালিদ দেখলেন যে, ঐসব লোক আযান দিচ্ছে, নামায আদায় করেছে এবং তারা সাদাক্বাহ এর মালও পেশ করে দিয়েছে। হযরত খালিদ এ সাদাক্বাহ এর মালগুলো নিয়ে হুযূরের পবিত্রতম দরবারে হাযির হলেন এবং অবস্থার বিবরণ দিলেন। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, “এ আয়াত শরীফ ব্যাপকার্থক। এ কথা বর্ণনার নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছে যেন ফাসিক্বের কথার উপর নির্ভর করা না হয়। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এক ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণ হন, তবে তার সংবাদ প্রদান গ্রহণযোগ্য।

৭: এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ এর রসূল রয়েছেন (১০)। অনেক বিষয়ে যদি তিনি তোমাদেরকে খুশী করেন (১১), তবে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং সেটাকে তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দিয়েছেন আর কুফর ও নির্দেশ অমান্য করা এবং অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। এমন লোকেরা সৎ পথে রয়েছে (১২),	وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ﴿۷﴾
৮: (এটা) আল্লাহ এর অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۸﴾
৯: এবং যদি মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করাও (১৩)। অতঃপর যদি একে অপরের উপর সীমালংঘন করে (১৪), তবে ঐ সীমালংঘনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহ এর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে,তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সংশোধন করে দাও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় সুবিচারকগণ আল্লাহ এর প্রিয়।	وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۹﴾
১০: মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই (১৫)। সুতরাং আপন দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও (১৬) এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় (১৭)।	اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

টীকা-১০: যদি তোমরা মিথ্যা বলো তবে আল্লাহ তা'আলা ঐ বিষয়ে অবহিত করার মাধ্যমে তোমাদের রহস্যকে ফাঁস করে দিয়ে তোমাদেরকে অপমানিত করে ছাড়বেন।

টীকা-১১: এবং তোমাদের পরামর্শ মোতাবেক নির্দেশ দিয়ে দেন,

টীকা-১২: যে, সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে,

টীকা-১৩: শানে নুযূলঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একটি লম্বা কান বিশিষ্ট পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আনসার সাহাবীদের মজলিশের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি করলেন। সে স্থানে পশুটা প্রস্রাব করলো। তখন ইবনে উবাই (মুনাফিক্ব) নাক বন্ধ করে নিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ্ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, “হুযূরের গর্ধভের প্রস্রাব তোর মিশক অপেক্ষাও উত্তম খুশবু ধারণ করে।” হুযূর তো (এর পর) তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তারপর ঐ দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো এবং উভয় গোত্রের মধ্যে পরস্পর তুমুল বাক-বিতণ্ডা ছড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেলো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিলেন। এ ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৪: যুলুম করে ও সন্ধি করতে অস্বীকার করে,

মাসআলা: বিদ্রোহী দলের জন্য এ বিধান যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়।

টীকা-১৫: যে, পরস্পর ধর্মীয় বন্ধনে ও ইসলামী ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ। এ বন্ধন সমস্ত পার্থিব আত্মীয়তার বন্ধন অপেক্ষাও শক্ততর।

টীকা-১৬: যখনই তাদের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হয়

টীকা-১৭: কেননা, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করা মু'মিনদের পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্বেরই কারণ হয় এবং যে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআ'লা এর দয়া তার উপর বর্ষিত হয়।

টীকা-১৮: শানে নুযূলঃ এ আয়াতের অবতরণ কয়েকটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছেঃ

প্রথম ঘটনাঃ সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাস কানে কম শুনতেন। যখন তিনি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মজলিশ শরীফে হাযির হতেন, তখন সাহাবা কিরাম তাকে সামনে বসাতেন এবং তার জন্য স্থান খালি করে দিতেন, যাতে তিনি হুযূরের নিকটে হাযির রয়ে বারাকাতময় বাণী শুনতে পারেন। একদিন তিনি উপস্থিত হতে বিলম্ব করে ফেললেন। তখন মজলিশ শরীফ খুব লোকভর্তি ছিলো। তখন সাবিত আসলেন। নিয়ম এ ছিলো যে, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আসতেন, মজলিসে জায়গা না পেতেন, তবে যেখানেই হোক দাঁড়িয়ে থাকতেন। সাবিত আসা মাত্রই রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকটে বসার জন্য লোকদেরকে সরাতে সরাতে এ বলতে লাগলো- "জায়গা দাও। জায়গা দাও।" শেষ পর্যন্ত তিনি হুযূরের নিকট পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর ও হুযূরের মধ্যখানে মাত্র একব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলো। তিনি তাকেও বললেন, "জায়গা দাও!" লোকটা বললো, "তুমি তো জায়গা পেয়েছো, সেখানে বসে যাও।" সাবিত ক্রুদ্ধ মনে তাঁর পেছনে বসে গেলেন। অতঃপর যখন দিন খুবই আলোকিত হলো, তখন সাবিত তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "কে তুমি?" সে বললো, "আমি অমুক।" সাবিত তাঁর মায়ের নাম নিয়ে বললেন, "অমুক নারীর পুত্র!" এতে লোকটা লজ্জায় মাথা নত করে নিলো। বস্তুতঃ তখনকার দিনে এমন বাক্য অপমানিত করার জন্যই বলা হতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ দাহহাক বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত বানী তামীমের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযরত 'আম্মার, খোব্বাব, বিলাল, সুহায়ব, সালমান ও সালিম প্রমূখ গরীব সাহাবীদের দারিদ্রাবস্থা দেখে তাঁদেরকে বিদ্রুপ করতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যেন পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রুপ না করে, অর্থাৎ ধনীগণ দরিদ্রদেরকে যেন বিদ্রুপ না করে, না অভিজাত লোকেরা অনভিজাতদেরকে, না সুস্থ লোকেরা পঙ্গু লোকদেরকে, না দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাকে, যার দৃষ্টি শক্তিতে ত্রুটি আছে।

রুকূ'-২

১১: হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রুপ করবে (১৮), এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ঐ বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে (১৯), এবং না নারীগণ নারীদেরকে (বিদ্রুপ করবে), এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রুপকারীনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে (২০)। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা (২১) আর একে অপরের মন্দ নাম রেখোনা (২২) ও কতই মন্দ নাম- মুসলমান হয়ে 'ফাসিক্ব' বলোনা (২৩)! এবং যারা তাওবাহ করেনা, তবে তারাই যালিম।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾
১২: হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো (২৪)। নিশ্চয়	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۡ اِنَّ

টীকা-১৯: সততা ও নিষ্ঠার মধ্যে

টীকা-২০: শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) তাঁকে 'ইহুদীর মেয়ে' বলেছেন এতে তিনি দুঃখিত হলেন এবং কেঁদে ফেললেন। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে অভিযোগ করলেন। তখন হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "তুমি নাবীর কন্যা ও নাবীর স্ত্রী হও। তোমার উপর সে কিভাবে গর্ব করছে?" আর হযরত হাফসাহকে বললেন, "হে হাফসাহ! আল্লাহকে ভয় করো।" (তিরমিযী শরীফ, এবং তিনি বলেন-এ হাদীসটা 'হাসান' ও 'গরীব' পর্যায়ের।)

টীকা-২১: একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। যদি এক মু'মিন অপর মু'মিনের প্রতি দোষারোপ করে, তবে যেন সে নিজেই নিজের প্রতি দোষারোপ করলো।

টীকা-২২: যা তাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়।

মাসাইলঃ হযরত ইবনে আববাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ থেকে তাওবাহ করে নেয় তাকে তাওবাহ এর পর ঐ মন্দ কাজের জন্য লজ্জিত করাও এ নিষেধের আওতায় পড়ে এবং তা নিষিদ্ধও।" কোন কোন আলিম বলেছেন, "কোন মুসলমানকে কুকুর অথবা গাধা অথবা শুকর বলে ডাকাও এর অন্তর্ভূক্ত।" কোন কোন আলিম বলেন যে, এতে ঐসব মন্দ উপাধি বুঝানো হয়েছে যেগুলো দ্বারা মুসলামানদের বদনাম প্রকাশ পায়, আর তার নিকট তা অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু প্রশংসনীয় উপাধিসমূহ, যেগুলো সত্য হয়, সেগুলো নিষিদ্ধ নয়। যেমন- সিদ্দীক্বে আকবার হযরত আবূ বাকরের উপাধি 'আতীক্ব', হযরত ওমরের 'ফারূক্ব', হযরত ওসমানের 'যুন্নুরাঈন', হযরত আলীর 'আবূ তুরাব', হযরত খালিদের 'সাইফুল্লাহ' (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ)। আর যে সব উপাধি মূল নামে পরিণত হয়ে গেছে, আর ঐ উপাধিধারীর নিকটও তা অপছন্দনীয় না হয়, তবে ঐসব উপাধিও নিষিদ্ধ নয়। যেমন- 'আ'মাশ' (اَعْمَشْ), আ'রাজ (اَعْرَجْ)।

টীকা-২৩: সুতরাং হে মুসলমানগণ! কোন মুসলমানকে বিদ্রুপ করে অথবা তাঁর প্রতি দোষারোপ করে অথবা তার নাম বিকৃত করে নিজেকে নিজে ফাসিক্ব নামে চিহ্নিত করো না।

টীকা-২৪: কেননা, প্রত্যেক অনুমান সঠিক হয় না।

টীকা-২৫: মাসআলাঃ সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা বা মন্দ অনুমান করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে, তার কোন কথা শুনে মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, এতদসত্ত্বেও যে, সেটার অন্য সঠিক বিশুদ্ধ অর্থও থাকে, আর মুসলমানের অবস্থাও সেটার অনুরূপ হয়, তবে তাও ঐ মন্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বলেন- ধারণা বা অনুমান দু'ধরণের হয়ঃ-

এক) অন্তরে আসে এবং মুখেও তা বলে দেয়া হয়। এটা যদি মুসলমানদের উপর মন্দভাবে হয়, তবে তা পাপ
দুই) অন্তরে আসে, কিন্তু মুখে বলা হয় না। এটা যদিও পাপ নয়, তবুও তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করা জরুরী।

মাসআলাঃ ধারণা (অনুমান) কয়েক প্রকারঃ

এক) ওয়াজিব বা অপরিহার্য। তা হচ্ছে- আল্লাহ এর প্রতি ভাল ধারণা রাখা।
দুই) মুস্তাহাব। তা হচ্ছে- সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা
তিন) নিষিদ্ধ ও হারাম। তা হচ্ছে- মহামহিম আল্লাহ এর প্রতি মন্দ ধারণা করা আর মু'মিনের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা।
চার) বৈধ। তা হচ্ছে- প্রকাশ্য ফাসিক্বের প্রতি এমন ধারণাই রাখা যেমন কর্মই তার দ্বারা প্রকাশ পায়।

টীকা-২৬: অর্থাৎ মুসলমানদের দোষ তালাশ করো না এবং তার গোপনীয় অবস্থার খোঁজ করতে থেকো না, যেমন আল্লাহ তা'আলা আপন 'সাত্তারী' (দোষ গোপনকারী) গুণ দ্বারা গোপন করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- ধারণা (অনুমান) থেকে বিরত থাকো। অনুমান হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা এবং মুসলমানদের দোষ তালাশ করো না। তাঁদের সাথে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ ও অমানবিকতাকে চরিতার্থ করো না। হে আল্লাহ তাআ'লা এর বান্দাগণ! ভাই হয়ে থাকো! যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমান মুসলমানের ভাই, তার প্রতি যুলুম করো না, তাকে লাঞ্ছিত করো না, তার অবমাননা করো না। 'তাক্বওয়া' এখানেই নিহিত, 'তাক্বওয়া' এখানেই নিহিত। 'তাক্বওয়া' এখানেই নিহিত। (আর 'এখানে' বলে স্বীয় বারাকাতময় বক্ষের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।) মুসলমানদের জন্য আপন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করা জঘন্য দোষ। প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের উপর হারাম- তার রক্তও, তার মান-সম্মানও, আর ধন-সম্পদও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শরীর, আকৃতি ও কর্মের প্রতি দেখেন না। কিন্তু তোমাদের অন্তরের প্রতি দেখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস: যেই বান্দা দুনিয়ার মধ্যে অপরের দোষ গোপন করে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।

সূরাঃ ৪৯ হুজরাত	৯২৪	মানযিল-৬	পারাঃ ২৬
কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায় (২৫) এবং দোষ তালাশ করোনা (২৬) আর একে অপরের গীবত করো না (২৭)। কেউ কি এ কথা পছন্দ করবে যে, সে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুতঃ এটা তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে না (২৮)। এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ খুব তাওবাহ কবুলকারী, দয়ালু।	بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوۡا وَلَا یَغۡتَبۡ بَّعۡضُکُمۡ بَعۡضًا ؕ اَیُحِبُّ اَحَدُکُمۡ اَنۡ یَّاۡکُلَ لَحۡمَ اَخِیۡهِ مَیۡتًا فَکَرِهۡتُمُوۡهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۲﴾		

টীকা-২৭: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, গীবত হচ্ছে এ যে, মুসলমান ভাইয়ের পৃষ্ঠ-পেছনে অবর্তমানে এমন কথা বলা, যা তার নিকট অপছন্দনীয় হয়। যদি ঐ কথা সত্যও হয়, তবে তা 'গীবত' হবে, নতুবা 'অপবাদ'।

টীকা-২৮: কাজেই, মুসলমান ভাইদের 'গীবত' করাও অপছন্দনীয় হওয়া উচিত। কারণ, তাকে পৃষ্ঠ- পেছনে মন্দ বলা তার মৃত্যুর পর তার সব দেহের মাংস খাওয়ারই নামান্তর। কেননা, যেভাবে কারো শরীরের মাংস কর্তন করার কারণে সে কষ্ট পায়, অনুরূপভাবে, তার মন্দ চর্চার ফলেও তার অন্তরে দুঃখ পায়। প্রকৃতপক্ষে, মান-সম্মান শরীরের মাংস অপেক্ষাও অধিক প্রিয় হয়।

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) যখন জিহাদের জন্য রওনা হতেন ও সফর ফরমাতেন তখন একজন গরীব মুসলমানকে দু'জন ধনী ব্যক্তির সাথে দিতেন। যাতে ঐ গরীব তাদের সেবা করেন, আর তাঁরাও তাঁর পানাহারের ব্যবস্থা করেন। এভাবে প্রত্যেকের কাজ চলতো।

একই নিয়মে হযরত সালমান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)-কে দু'জন লোকের সাথী করা হলো। একদিন তিনি শুয়ে পড়লেন খানা তৈরি করতে পারেন নি।

সুতরাং তারা উভয়ে তাঁকে খাদ্য তালাশ করার জন্য রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর নিকট প্রেরণ করলো। হুযূরের রান্না-কার্যের সেবক ছিলেন হযরত উসামা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)। (তখন) তাঁর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি বললেন, "আমার নিকট কিছুই নেই।" হযরত সালমান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এসে এটাই বলে দিলেন। তখন ঐ দু'জন সাথী বললো, "উসামা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) কার্পণ্য করেছেন।"

যখন হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাযির হলো, তখন হুযূর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আমি তোমাদের মুখে মাংসের রং দেখতে পাচ্ছি।" তারা আরয করলো, "আমরা তো কোন মাংসই আহার করি নি। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা গীবত করেছো। আর যে কেউ মুসলমানের গীবত করেছে সে মুসলমানের মাংস খেয়েছে।" গীবত সর্বসম্মতভাবে 'কাবীরা গুণাহ' (মহাপাপ)-এর শামিল। গীবতকারীদের উপর তাওবাহ করা অপরিহার্য। একটা হাদীসে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, গীবতের কাফফারা হচ্ছে- 'যার গীবত করেছে তার জন্য মাগফিরাত কামনা করা।'

'প্রকাশ্য ফাসিক্ব' (فاسق معلن)-এর দোষ প্রকাশ করে দেয়া গীবত নয়।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'পাপী লোকের দোষ বর্ণনা করো! যাতে লোকেরা তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকে।

মাসআলা: হযরত হাসান (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত যে, তিন ব্যক্তির কোন সম্মান নেইঃ এক) কু প্রবৃত্তির অনুসারী (বদ-মাযহাব) দুই) ফাসিক্ব-ই-মু'লান (প্রকাশ্য ফাসিক্ব) এবং তিন) যালিম বাদশাহ। অর্থাৎ তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয়।

টীকা-২৯: হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-৩০: হযরত হাওয়া

টীকা-৩১: বংশীয় ধারায় ঐ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তোমরা সবাই মিলিত হয়ে যাও। সুতরাং বংশের ক্ষেত্রে পরস্পর গর্ব করা অধিক মর্যাদা দাবী করার কোন কারণ নেই, বরং সবাই এক সমানই। একই উর্ধ্বতম পিতৃ-পুরুষেরই সন্তান।

টীকা-৩২: এবং একে অপরের বংশীয় পরিচয় জানতে পারো এবং কেউ আপন পিতৃ-পুরুষদের ব্যতীত অন্য কারো দিকে আপন বংশের সম্বন্ধ রচনা না করো, না এ'যে, বংশের উপর গর্ব করো এবং অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করো। এরপর ঐ বিষয়ের বর্ণনা করা হচ্ছে, যা মানুষের জন্য আভিজাত্য ও মর্যাদার কারণ হয় এবং যার কারণে সে আল্লাহ এর দরবারে সম্মান লাভ করে।

টীকা-৩৩: এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে- পরহেযগারী বা খোদাভীরুতা, বংশ নয়।

বঙ্গানুবাদ	আরবি
১৩: হে মানবকুল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ (২৯) ও একজন নারী (৩০) থেকে সৃষ্টি করেছি (৩১) এবং তোমাদেরকে শাখা-প্রশাখা -ও গোত্র-গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো (৩২)। নিশ্চয় আল্লাহ এর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু (৩৩)। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (۱۳)
১৪: মরুবাসীরা বললো, 'আমরা ঈমান এনেছি (৩৪)।' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'তোমরা ঈমান তো আনোনি (৩৫)। হাঁ, এমনই বলো, 'আমরা অনুগত হয়েছি (৩৬)।' এবং এখন ঈমান তোমাদের অন্তরসমূহে কোথায় প্রবেশ করেছে (৩৭)? এবং যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো (৩৮), তবে তোমাদের কোন কার্মেরই	قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ

শানে নুযূলঃ রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মাদীনার বাজারে এক হাবশী গোলাম দেখতে পান সে একথা বলছিলো যে, "যে কেউ আমাকে ক্রয় করবে তার প্রতি আমার এই শর্ত থাকবে যে, সে আমাকে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ইক্বতিদায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই সম্পন্ন করতে নিষেধ করতে পারবে না।" ঐ গোলামকে এক ব্যক্তি ক্রয় করে নিলো। অতঃপর ঐ গোলাম অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে দেখার জন্য তাশরীফ আনয়ন করলেন। এরপর তার ওফাত হয়ে গেলো। রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে দাফন করার সময়ও তাশরীফ আনলেন। এ প্রসঙ্গে লোকেরা কিছু কানাঘুষা করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৪: শানে নুযূলঃ এই আয়াত বানী আসাদ ইবনে খুযায়মাহ এর এক দল লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দুর্ভিক্ষের সময় রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে হাজির হলো ও তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করলো, কিন্তু বাস্তবপক্ষে, তারা ঈমানদার ছিলো না। ঐসব লোক মদীনার পথগুলোতে আবর্জনা ফেলতো এবং সেখানকার বাজার দর চড়া করে দিতো। সকাল-সন্ধ্যায় রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে এসে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে গর্ব করতো ও খোঁটা দিতো। আর বলতো, "আমাদেরকে কিছু দিন।" তাদের প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৫: সত্য অন্তরে

টীকা-৩৬: বাহ্যিকভাবে

টীকা-৩৭: মাসআলাঃ শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি, যার সাথে আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন না থাকে, গ্রহণযোগ্য নয়। এতে মানুষ মু'মিন হয়না। আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করা 'ইসলামের' আভিধানিক অর্থ মাত্র। কিন্তু শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে ইসলাম ও ঈমান দুটি সমার্থক শব্দ, পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

টীকা-৩৮: প্রকাশ্যে ও গোপনে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে, মুনাফিক্বী পরিহার করে।

مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٤)

তোমাদেরকে কম দেবেন না (৩৯), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (١٥) قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (١٦)

১৫: ঈমানদারগণতো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছে অতঃপর সন্দেহ করেনি (৪০) এবং আপন প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ এর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী (৪১)।
১৬: আপনি বলুন। 'তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করছো?' এবং আল্লাহ জানেন যা কিছু আসমানসমূহে ও যা কিছু যমীনে রয়েছে (৪২) এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন (৪৩)।

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٧)

১৭: হে মাহবূব! তারা আপনাকে খোঁটা দিচ্ছে এ বলে যে, তারা মুসলমান হয়ে গেছে। আপনি বলুন, 'তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না, বরং আল্লাহ তোমাদেরকে ধন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৪৪)।'

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٨)

১৮: নিশ্চয় আল্লাহ জানেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৪৫)।*

সূরা ক্বাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রুকূ'-১

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ (١) بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ (٢)

১: ক্বা-ফ, সম্মানিত ক্বুরআনের শপথ (২)।
২: বরং তারা এজন্য অবাক হয়েছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন। সতর্ককারী তাশরীফ এনেছেন (৩)। কাফিরগণ বললো, 'এ'তো বিস্ময়কর ব্যাপার।

টীকা-৩৯: তোমাদের সৎকর্মগুলোর পুরস্কার কম করবেন না।
টীকা-৪০: আপন দ্বীন ও ঈমানের মধ্যে
টীকা-৪১: ঈমানের দাবীতে।
শানে নুযূলঃ যখন এই আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন মরুবাসী লোকেরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে হাযির হলো, আর তারা আল্লাহ এর নামে শপথ করে বললো, "আমরা নিষ্ঠাবান মুসলমান।" এর জবাবে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সম্বোধন করা হয়েছে-
টীকা-৪২: তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই
টীকা-৪৩: মু'মিনদের ঈমান সম্পর্কেও মুনাফিকদের মুনাফিকী সম্পর্কেও। তোমাদের বলার ও খবর দেয়ার প্রয়োজন নেই।
টীকা-৪৪: নিজেদের দাবিতে।
টীকা-৪৫: তাঁর নিকট তোমাদের কোন অবস্থায়ই গোপন নেই- না কোন প্রকাশ্য বিষয়, না কোনো গোপন বিষয়।★
★★★★★★
টীকা-১: 'সূরা ক্বা-ফ'। এতে তিনটি রুকূ', পঁয়তাল্লিশটি আয়াত, তিনশ সাতান্নটি পদ এবং এক হাজার চারশ চুরানব্বইটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: আমি জানি যে, মক্কার কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর ঈমান আনেনি।
টীকা-৩: যাঁর ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা সততা ও সরলতা সম্পর্কে তারা ভালভাবেই জানে, আর এটাও তাদের হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে যে, এমন গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি সত্য উপদেশদাতাই হয়ে থাকেন। এতদসত্ত্বেও তাদের বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নাবূয়্যাত ও হুযূরের সতর্কীকরণে আশ্চার্যান্বিত হওয়া ও অস্বীকার করাই বিস্ময়কর।

টীকা-৪: তাদের এই উক্তির খণ্ডন ও জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-
টীকা-৫: অর্থাৎ তাদের শরীরের যেসব অংশ- মাংস, রক্ত ও অস্থিসমূহ ইত্যাদিকে মাটি খেয়ে ফেলে, সেগুলো থেকে কিছুই আমার নিকট গোপন নয়। সুতরাং আমি তাদেরকে তেমনিই জীবিত করতে সক্ষম যেমন তারা পূর্বে ছিলো।
টীকা-৬: যাতে তাদের নাম, তাদের সংখ্যা এবং যা কিছু তাদের দেহ থেকে মাটি খেয়েছে সবই বিদ্যমান, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
৩: আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি হয়ে যাবো, তারপরও কি জীবিত হবো? এ প্রত্যাবর্তন দূরের কথা (৪)।'	ءَاِذَا مِتۡنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجۡعٌۢ بَعِیۡدٌ ﴿۳﴾
৪: আমি জানি যমীন তাদের থেকে যা কিছু ক্ষয় করে (৫) এবং আমার নিকট একটা সংরক্ষণকারী কিতাব রয়েছে (৬)।	قَدۡ عَلِمۡنَا مَا تَنۡقُصُ الۡاَرۡضُ مِنۡهُمۡ ۚ وَ عِنۡدَنَا كِتٰبٌ حَفِیۡظٌ ﴿۴﴾
৫: বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে (৭) যখন তা তাদের নিকট এসেছে, অতঃপর তা এক দুদোল্যমান ভিত্তিহীন কথার শামিল (৮)।	بَلۡ كَذَّبُوۡا بِالۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ فَهُمۡ فِیۡۤ اَمۡرٍ مَّرِیۡجٍ ﴿۵﴾
৬: তবে কি তারা তাদের উপরে আসমান দেখেনি (৯), আমি সেটা কিভাবে তৈরী করেছি (১০) ও সুসজ্জিত করেছি (১১) এবং তাতে কোথাও ছিদ্র নেই (১২)?	اَفَلَمۡ یَنۡظُرُوۡۤا اِلَی السَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَیۡفَ بَنَیۡنٰهَا وَ زَیَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنۡ فُرُوۡجٍ ﴿۶﴾
৭: এবং যমীনকে আমি বিস্তৃত করেছি (১৩) এবং তাতে নোঙ্গর স্থাপন করেছি (১৪) তাতে সর্বত্র জাকজমকপূর্ণ জোড়া উদগত করেছি,	وَ الۡاَرۡضَ مَدَدۡنٰهَا وَ اَلۡقَیۡنَا فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡۢبَتۡنَا فِیۡهَا مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍۭ بَهِیۡجٍ ﴿۷﴾
৮: গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বুঝস্বরূপ (১৫) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য (১৬)।	تَبۡصِرَةً وَّ ذِكۡرٰی لِكُلِّ عَبۡدٍ مُّنِیۡبٍ ﴿۸﴾
৯: এবং আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করেছি (১৭) অতঃপর তা দ্বারা বাগান উদগত করেছি এবং শস্য, যা কাটা হয় (১৮),	وَ نَزَّلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنۡۢبَتۡنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّ حَبَّ الۡحَصِیۡدِ ﴿۹﴾
১০: এবং খেজুরের লম্বা বৃক্ষরাজি, যেগুলোর রয়েছে পাকা গুচ্ছ,	وَ النَّخۡلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلۡعٌ نَّضِیۡدٌ ﴿۱۰﴾
১১: বান্দাদের জীবিকার জন্য এবং আমি তা (১৯) দ্বারা মৃত শহরকে জীবিত করেছি (২০), এভাবেই তোমাদেরকে কবরগুলো থেকে বের হতে হবে (২১)।	رِّزۡقًا لِّلۡعِبَادِ ۙ وَ اَحۡیَیۡنَا بِهٖ بَلۡدَةً مَّیۡتًا ؕ كَذٰلِكَ الۡخُرُوۡجُ ﴿۱۱﴾
১২: তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছে (২২) নূহের সম্প্রদায়, রসবাসীগণ (২৩) ও সামূদ সম্প্রদায়,	كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ وَّ اَصۡحٰبُ الرَّسِّ وَ ثَمُوۡدُ ﴿۱۲﴾

টীকা-৭: কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। আর 'সত্য' দ্বারা হয়ত 'নাবূয়্যাত' বুঝানো হয়েছে, যার সাথে রয়েছে সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ অথবা কুরআন মাজীদ।
টীকা-৮: সুতরাং কখনো নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে 'কবি', কখনো 'যাদুকর', কখনো 'জ্যোতিষী', অনুরূপভাবে, কুরআন পাককেও কখনো 'কাব্যগ্রন্থ', কখনো 'যাদুমন্ত্র' ও কখনো 'জ্যোতির্বিদ্যা' বলছে- কোন এক কথার উপর স্থিরতা নেই।
টীকা-৯: অন্তরের চক্ষু দ্বারা ও শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে? যেহেতু সেটার সৃষ্টিতে আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পাচ্ছে।
টীকা-১০: কোন স্তম্ভ ছাড়াই উঁচু করেছি
টীকা-১১: নক্ষত্ররাজির উজ্জ্বল কায়াসমূহ দ্বারা।
টীকা-১২: কোন দোষ-ত্রুটি নেই।
টীকা-১৩: জলভাগ পর্যন্ত
টীকা-১৪: পর্বতমালার, যাতে স্থির থাকে
টীকা-১৫: যাতে তা দ্বারা তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও উপদেশ অর্জিত হয়।
টীকা-১৬: যা আল্লাহ তাআ'লা এর নতুন নতুন কারিগরী-শিল্প ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টি- কৌশলের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।
টীকা-১৭: অর্থাৎ বৃষ্টি, যাতে প্রত্যেক বস্তুর জীবন ও বহু বারাকাত বা মঙ্গল রয়েছে।
টীকা-১৮: বিভিন্ন ধরণের গম, যব, চনা ইত্যাদি।

টীকা-১৯: বৃষ্টির পানি
টীকা-২০: যার তৃণ-লতা, গাছপালা ও ফসলাদি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর সেটাকে শাক-সবজি ও উদ্ভিদ দ্বারা সজীব করে দিয়েছি।
টীকা-২১: সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এর কুদ্রতের নিদর্শনাদি দেখে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়কে কেন অস্বীকার করছো?
টীকা-২২: রসূলগণকে
টীকা-২৩: 'রস' একটা কূপের নাম, যেখানে এসব লোক আপন গৃহ-পালিত পশুগুলোসহ বসবাস করতো আর মূর্তিপূজা করতো। ঐ কূপটা মাটিতে

ধ্বসে গেছে এবং এর নিকটবর্তী জমিও। এসব লোক এবং তাদের ধন-সম্পদও তদসঙ্গে ধ্বসে গেছে।

টীকা-২৪: এ সবের আলোচনা সূরা ফুরক্বান, হিজর ও দুখান-এ গত হয়েছে।

টীকা-২৫: এতে ক্বুরাঈশের প্রতি ধমক ও বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি ক্বুরাইশের কুফরের কারণে দুঃখিত হবেন না। আমি সর্বদা রসূলগণের সাহায্য করি এবং তাঁদের শত্রুদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। এরপর পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের অস্বীকারের জবাব ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২৬: যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য হবে? এতে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের পূর্ণ মূর্খতা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন', তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব ও বোধগম্য নয় বলে মনে করে।'

টীকা-২৭: অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্ট হওয়ায়।

টীকা-২৮: আমার নিকট থেকে তার অন্তরের গোপন কথা ও রহস্যাদি গোপন নয়।

অনুবাদ	আয়াত
১৩: 'আদ, ফিরআ'উন এবং লূতের একই সম্প্রদায়ের লোকেরা,	وَّ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ (۱۳)
১৪: এবং বনবাসীগণ ও তুব্বা'র সম্প্রদায় (২৪), তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, অস্বীকার করেছে, অতঃপর আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি অবধারিত হয়ে গেছে (২৫)। ১৫: তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি (২৬)? বরং তারা নতুন সৃষ্টিতে (২৭) সন্দেহ পোষণ করছে।	وَّ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ (۱۴) اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ (۱۵)
রুকূ'-২	
১৬: এবং নিশ্চয় মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যেই কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি (২৮) এবং হৃদয়ের শিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটে আছি (২৯)।	وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۖۚ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (۱۶)
১৭: যখন তার নিকট থেকে গ্রহণ করে দু'জন গ্রহণকারী (৩০)- একজন ডানে বসে, অপরজন বামে (৩১)।	اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ (۱۷)
১৮: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না (৩২)।	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (۱۸)

টীকা-২৯: এটা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের বিবরণ যে, আমি বান্দার অবস্থা তার চেয়েও বেশী জানি। 'ওয়ারীদ' (وريد) হচ্ছে এমন শিরা, যার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হয়ে শরীরের প্রত্যেক অংশে পৌঁছে থাকে। এ শিরাটা ঘাড়েই রয়েছে। অর্থ এ যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা অপরটা থেকে আবৃত রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআ'লা এর নিকট থেকে কোন কিছুই অন্তরালে নেই।

টীকা-৩০: ফিরিশতাগণ। আর তাঁরা মানুষের প্রত্যেক আমল কর্ম ও তার প্রত্যেক কথা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত।

টীকা-৩১: ডান পার্শ্বস্থ ফিরিশতা সৎকর্মসমূহ লিখেন, আর বাম পার্শ্বস্থ ফিরিশতা অসৎকর্মসমূহ। এতে এ কথা প্রকাশ করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদের লিখনের প্রতিও মুখাপেক্ষী নন। তিনি গোপন থেকে গোপনতর বিষয় সম্পর্কেও অবহিত। অন্তরের কল্পনা পর্যন্ত তাঁর নিকট গোপন নেই। ফিরিশতাদের লিপিবদ্ধ করা হিকমত বা প্রজ্ঞার চাহিদানুসারেই, যাতে ক্বিয়ামত- দিবসে প্রত্যেকের আমলনামা তারই হাতে দেয়া যায়।

টীকা-৩২: সে যেখানেই হোক না কেন, পায়খানা-প্রস্রাব ও স্ত্রী-সহবাসের সময় ব্যতীত। তখন ঐ ফিরিশতাগণ মানুষের নিকট থেকে সরে যান।

মাসআলা: এ দু'অবস্থায় মানুষের জন্য কথাবার্তা বলা বৈধ নয়, যাতে তা লিখার জন্য ঐ অবস্থায় তার নিকটে যাবার কষ্ট ফিরিশতাদের না হয়। এ ফিরিশতাগণ মানুষের প্রত্যেক কথা জানেন। এমনকি, রোগের ব্যথা অনুভব কালের শব্দ পর্যন্ত।

এটাও কথিত আছে যে, শুধু ঐসব কথা লিখেন যে গুলোর উপর সাওয়াব ও পুরস্কার অথবা জবাবদিহীতা ও শাস্তি বর্তায়।

ইমাম বাগাভী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যখন মানুষ সৎকাজ করে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফিরিশতা সেটার দশগুণ লিখেন এবং যখন অসৎ কর্ম করে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফিরিশতা বাম পার্শ্বস্থ ফিরিশতাকে বলেন, "এখন অপেক্ষা করো। হয়ত ঐ লোকটা 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করে নেবে।" পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের খণ্ডন করার এবং আপন কুদরত ও জ্ঞানের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়কে অস্বীকার করে তা অনতিবিলম্বে তাদের মৃত্যু ও ক্বিয়ামতের সময় তাদের সম্মুখে আসবে। 'অতীতকাল বাচক ক্রিয়া' দ্বারা সেগুলোর আগমনের কথা বর্ণনা করে তা নিকটবর্তী হবার কথা প্রকাশ করা হচ্ছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৩৩: যা বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতিকে বিকৃত ও খারাপ করে দেয়।
টীকা-৩৪: ‘সত্য’ দ্বারা হয়ত ‘মৃত্যুর বাস্তবতা’ বুঝানো হয়েছে অথবা ‘আখিরাতের বিষয়’, যাকে মানুষ নিজে প্রত্যক্ষ করে অথবা পরিণাম সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। আর মৃত্যু যন্ত্রণাকালে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বলা হয় যে, মৃত্যু-
টীকা-৩৫: পুনরুত্থানের জন্য,

অনুবাদ	আয়াত
১৯: এবং এসে পড়ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা (৩৩)। সত্য সহকারে (৩৪), এটাই, যা থেকে তুমি পালায়ন করতে।	وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ (١٩)
২০: এবং শিঙ্গায় ফুৎকার করা হয়েছে (৩৫), এটা হচ্ছে শাস্তির প্রতিশ্রুতি-দিবস (৩৬)।’	وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۗ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ (٢٠)
২১: এবং প্রত্যেক সত্তা এভাবে উপস্থিত হয়েছে যে, তার সাথে একজন পশ্চাদ্ধাবনকারী (৩৭) এবং একজন সাক্ষী রয়েছে (৩৮)।	وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ (٢١)
২২: নিশ্চয় তুমি সে বিষয়ে উদাসীনতার মধ্যে ছিলে (৩৯)। অতঃপর আমি তোমার উপর থেকে তোমার পর্দা অপসারণ করেছি (৪০), সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি স্পষ্ট (৪১)।	لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ (٢٢)
২৩: এবং তার সঙ্গী ফিরিশতা (৪২) বললো, এ হচ্ছে (৪৩), যা আমার নিকট উপস্থিত আছে।’	وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ (٢٣)
২৪: নির্দেশ দেয়া হবে- ‘তোমাদের উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক বড় অকৃতজ্ঞ, একগুঁয়েকে,	اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ (٢٤)
২৫: যে সৎকর্মে খুব বাধা প্রদানকারী, সীমা লংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী (৪৪)।	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ (٢٥)
২৬: যে ব্যক্তি আল্লাহ এর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করেছে, তোমাদের উভয়ে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো।	الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ (٢٦)
২৭: তার সঙ্গী শয়তান বললো (৪৫), ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য করিনি (৪৬)। হ্যাঁ, সে নিজেই দূরের পথ-ভ্রষ্টতায় ছিলো (৪৭)।’	قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ (٢٧)
২৮: বলবেন, ‘আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করো না (৪৮)। আমি তোমাদেরকে পূর্বেই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি (৪৯)।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ (٢٨)
২৯: আমার এখানে বাণী পরিবর্তিত হয় না এবং না আমি বান্দাদের উপর যুলুম করি।’	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (٢٩)

টীকা-৩৬: আল্লাহ তা’আলা কাফিরদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
টীকা-৩৭: ফিরিশতা, যে তাকে হাশর-ময়দানের দিকে ধাবিত করে।
টীকা-৩৮: যে, তার কৃতকর্মসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, ধাবিতকারী হবেন ফিরিশতা, আর সাক্ষী হবে তার নিজেরই সত্তা। দাহ্হাক-এর অভিমত হচ্ছে- ধাবিতকারী হচ্ছেন ‘ফিরিশতা’ আর সাক্ষী হচ্ছে তার শরীরের ‘অঙ্গ প্রত্যঙ্গ’-হাত-পা ইত্যাদি। হযরত ওসমান গণী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন, “ধাবিতকারীও হবেন ফিরিশতা এবং সাক্ষীও হবে ফিরিশতা।” (জুমাল) অতঃপর কাফিরদেরকে বলা হবে-
টীকা-৩৯: দুনিয়ায়।
টীকা-৪০: যা তোমার হৃদয়, কর্ণদ্বয় ও চক্ষুদ্বয়ের উপর পড়েছিলো,
টীকা-৪১: যে, তুমি ঐসব বস্তু দেখতে পাচ্ছো, যেগুলোকে দুনিয়ায় অস্বীকার করছিলে।
টীকা-৪২: যে, তার আমলসমূহ লিপিবদ্ধকারী এবং তার সাক্ষ্যদাতা। (মাদারিক ও খাযিন)
টীকা-৪৩: তার আমলনামা (মাদারিক)
টীকা-৪৪: ধর্মের মধ্যে,
টীকা-৪৫: যে, দুনিয়ায় তার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।
টীকা-৪৬: এটা শয়তানের তরফ থেকে ঐ কাফিরের প্রতি জবাব, যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার সময় বলবে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে শয়তানই প্রতারিত করেছে।” এর জবাবে শয়তান বলবে, “আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি।”
টীকা-৪৭: আমি তাকে পথ-ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বান করেছি, সে তা গ্রহণ করে নিয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ তাআ’লা এর ইরশাদ হবে আল্লাহ তাআ’লা
টীকা-৪৮: প্রতিদান জগতে ও হিসাব গ্রহণের স্থানে বাক-বিতণ্ডা কোন উপকারে আসবে না
টীকা-৪৯: আমার কিতাবসমূহের মধ্যে ও আমার রসূলগণের ভাষায়। আমি তোমাদের জন্য কোন বাহানার অবকাশ রাখেনি।

টীকা-৫০: আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাকে জ্বীন ও মানব দ্বারা ভর্তি করবেন। এ প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা প্রকাশের নিমিত্ত জাহান্নামকে এ প্রশ্ন করা হবে।

টীকা-৫১: এর অর্থ এও হতে পারে যে, 'এখন আমার মধ্যে আর অবকাশ নেই। আমি ভর্তি হয়ে গেছি।' এ অর্থও হতে পারে যে, 'এখনো আরো অবকাশ আছে।'

টীকা-৫২: আরশের ডান পার্শ্বে, যেখান থেকে 'অবস্থানকারীগণ' সেটা দেখবে এবং তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-৫৩: রসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়ার মধ্যে

টীকা-৫৪: প্রত্যাবর্তনকারীগণ দ্বারা 'তাদেরকেই' বুঝানো হয়েছে, যারা পাপাচার বর্জন করে আল্লাহ এর আনুগত্য অবলম্বন করে। সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, 'প্রত্যাবর্তনকারী' (اَوَّابٌ) হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি যে পাপ করে, তারপর তাওবাহ করে, অতঃপর তার দ্বারা পাপ সম্পন্ন হয়, তারপর তাওবাহ করে। আর 'সাবধানী' হচ্ছে সে-ই, যে আল্লাহ এর নির্দেশের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেন, "যে নিজে নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত রাখে এবং সেগুলো থেকে আল্লাহ এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" তাছাড়া, এও বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লা এর আমানতসমূহ ও তাঁর প্রতি কর্তব্যসমূহ পালন করে।' এও বর্ণিত হয় যে, 'যে ব্যক্তি ইবাদত- বন্দেগী নিয়মিতভাবে পালন করে, আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালন করে এবং আপন 'নাফস' (প্রবৃত্তি)-এর প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখে, অর্থাৎ একটা মুহূর্তও আল্লাহ এর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকেনা ও প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসই আল্লাহ এর যিকর করে। (কবি বলেন-)

اگر تو پاسداری پاس انفاس : بسلطانی
رسانندت ازیں پاس : ترا یک پند بس
درہر دو عالَم زجانت بر نیاید بے خدا
دم -

"অর্থাৎ যদি তুমি শ্বাস-প্রশ্বাসের যিকরকে যথাযথভাবে পালন করতে চাও, তবে এ প্রত্যেক নিঃশ্বাসে আল্লাহ এর দরবারে তোমাকে যিকর পৌঁছাতে হবে। তোমার জন্য একটি উপদেশই যথেষ্ট, উভয় জগতের মধ্যে যে, তোমার সত্তা থেকে আল্লাহ এর যিকর ছাড়া কোন শ্বাস প্রশ্বাসই যেন বের না করো।"

সূরাঃ ৫০ ক্বাফ	রুকূ'-৩	৯৩০	মানযিল-৬	পারাঃ ২৬
৩০: যেদিন আমি জাহান্নামকে বলবো, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো (৫০)?' তা আরয করবে, 'আরো বেশী কিছু আছে কি (৫১)?'	يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ (۳۰)			
৩১: জান্নাতকে খোদাভীরুদের নিকটে হাযির করা হবে- তাদের থেকে দূরে থাকবে না (৫২)।	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ (۳۱)			
৩২: এটা হচ্ছে তাই, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে (৫৩) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী, সাবধানীর জন্য (৫৪)।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ (۳۲)			
৩৩: যারা পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে এবং প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে আসে (৫৫),	مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ (۳۳)			
৩৪: তাদেরকে বলা হবে, 'জান্নাতে প্রবেশ করো শান্তি সহকারে (৫৬), এটা অনন্ত জীবনের দিন (৫৭)'	ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ (۳۴)			
৩৫: তাদের জন্য রয়েছে তাতে যা কামনা করবে এবং আমার নিকট তদপেক্ষাও বেশী রয়েছে (৫৮)।'	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (۳۵)			
৩৬: এবং তাদের পূর্বে (৫৯) আমি কত মানব-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা ধর-পাকড়াওয়ের মধ্যে তাদের থেকে কঠোর ছিলো (৬০), তারা শহরগুলোতে ঘুরাফেরা	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ			

টীকা-৫৫: অর্থাৎ নিষ্ঠাবান, ইবাদত পালনকারী ও বিশুদ্ধ আক্বীদাহ সম্পন্ন অন্তর,

টীকা-৫৬: কোন ভয়-শঙ্কা ছাড়াই, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি সহকারে। না তোমাদের শাস্তি হবে, না তোমাদের নিয়ামতসমূহ বিদূরিত হবে।

টীকা-৫৭: এখন না ধ্বংস আছে, না আছে মৃত্যু

টীকা-৫৮: যা তারা চাইবে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ এর দীদার বা সাক্ষাৎ ও মহান প্রতিপালকের আলো, যা তাদেরকে প্রত্যেক জুমুয়া দিবসের 'দারুল কারামত'-এ (সম্মানিত গৃহ) দান করা হবে।

টীকা-৫৯: অর্থাৎ আপনার যুগের কাফিরদের পূর্বে

টীকা-৬০: অর্থাৎ ঐসব উম্মত তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী মজবুত ছিলো,

টীকা-৬১: এবং অন্বেষণের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ফিরেছে।
টীকা-৬২: মৃত্যু ও আল্লাহ এর নির্দেশ থেকে। কিন্তু কেউ এমন স্থান পায়নি
টীকা-৬৩: জ্ঞানী অন্তর। শিবলী কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, "ক্বুরআনের উপদেশাবলী থেকে ফয়য-বারাকাত অর্জন করার জন্য উপস্থিত হৃদয় চাই, যার মধ্যে চোখের একটা পলকের জন্যও অলসতা আসে না।"
টীকা-৬৪: ক্বুরআন ও উপদেশের প্রতি।
টীকা-৬৫: শানে নুযূলঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ ইহুদীদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা এ কথা বলতো যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যে গুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে- রবিবার এবং সর্বশেষ হচ্ছে শুক্রবার। অতঃপর তিনি, নাউযু বিল্লাহ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আর শনিবারে তিনি আরশের উপর শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন।' এতে তাদের ঐ উক্তির খন্ডন করা হয়েছে। যে, 'আল্লাহ তা'আলা ক্লান্ত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি প্রত্যেক বস্তুকে প্রজ্ঞানুসারে অস্তিত্ব দান করেন।' আল্লাহ সম্পর্কে ইহুদীদের এ উক্তি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট খুব অপছন্দনীয় হলো। ক্রোধের তীব্রতার কারণে চেহারা মুবারকে লালবর্ণ প্রকাশ পেলো। তখন আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে শান্তনা দিলেন এবং ইরশাদ ফরমালেন-

অনুবাদ	আয়াত
করে দেখেছে (৬১), কোথাও আছে কি পলায়ন করার স্থান (৬২)?	هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ (۳۶)
৩৭: নিশ্চয় তাতে উপদেশ রয়েছে তারই জন্য যে হৃদয়সম্পন্ন (৬৩), অথবা কান পেতে দেয় (৬৪) এবং মনোনিবেশ করে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ (۳۷)
৩৮: এবং নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ ও যমীনকে এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে আছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং ক্লান্তি আমার নিকটে আসেনি (৬৫)।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ (۳۸)
৩৯: সুতরাং তাদের কথার উপর ধৈর্যধারণ করুন এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্তমিত হবার পূর্বে (৬৬),	فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ (۳۹)
৪০: এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হতেই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন (৬৭) এবং নামাযসমূহের পর (৬৮)।	وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ (۴۰)
৪১: এবং কান পেতে শোনো, যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে (৬৯) এক নিকটবর্তী স্থান থেকে (৭০),	وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ (۴۱)
৪২: যেদিন বিকট শব্দ শুনবে (৭১) সত্য সহকারে। এটা হচ্ছে কবরগুলো থেকে বের হবার দিন।	يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ (۴۲)

টীকা-৬৬: অর্থাৎ ফজর, যোহর ও আসরের সময়
টীকা-৬৭: অর্থাৎ মাগরিব, ইশা তাহাজ্জুদের সময়
টীকা-৬৮: হাদীস শরীফ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সমস্ত নামাযের পর 'তাসবীহ' পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী শরীফ)
বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবর' আর একবার-

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شیء قدير

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর।)
পাঠ করবে তার গুণাহ ক্ষমা করা হবে, চাই তার পাপ সমুদ্রের ফেনাগুলোর সমান হোক। অর্থাৎ, খুব বেশিই হোক না কেন। (মুসলিম শরীফ)
টীকা-৬৯: হযরত ইস্রাফীল (عَلَيْهِ السَّلَام)
টীকা-৭০: অর্থাৎ 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসের' (صخرهٔ بيت المقدس), যা আসমানের দিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইস্রাফীলের আহ্বান এ হবে- "হে গলিত অস্থিগুলো! বিক্ষিপ্ত জোড়াগুলো! চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া মাংসগুলো! এলোমেলো চুলগুলো! আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে ফয়সালার জন্য একত্রিত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন।"
টীকা-৭১: সমস্ত লোক। এটা দ্বারা 'দ্বিতীয় ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৭২: পরকালে
টীকা-৭৩: মৃতগণ হাশর-ময়দানের দিকে।
টীকা-৭৪: অর্থাৎ কুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ
টীকা-৭৫: যে, তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবিষ্ট করবেন। আপনার কাজ আহ্বান করা ও বুঝিয়ে দেয়া। (এটা যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেকার-ই।) ★

★★★★★★

৪৩: নিশ্চয় আমি জীবন দান করি, আমি মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন (৭২)।	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٤٣)
৪৪: যেদিন পৃথিবী তাদের থেকে বিদীর্ণ হবে, তখন তারা তাড়াহুড়া করে বের হবে (৭৩)। এটাই হচ্ছে হাশর (সমাবেশকরণ), যা আমার জন্য সহজ।	يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٤٤)
৪৫: আমি ভালভাবে জেনে নিচ্ছি যা তারা বলছে (৭৪) এবং আপনি তাদের উপর কিছুই জবরদস্তিকারী নন (৭৫)। সুতরাং কুরআন দ্বারা উপদেশ দিন তাকেই, যে আমার ধমককে ভয় করে। *	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۗ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ (٤٥)

সূরা যারিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রুকূ'-১

১: শপথ সেগুলোরই, যেগুলো বিক্ষিপ্ত করে উড়িয়ে থাকে (২),	وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا (١)
২: অতঃপর যেগুলো বোঝা বহন করে (৩),	فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا (٢)
৩: অতঃপর যেগুলো নম্রভাবে চলাচল করে (৪),	فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا (٣)
৪: অতঃপর যেগুলো নির্দেশক্রমে বন্টন করে (৫),	فَالْمُقَسِّمٰتِ أَمْرًا (٤)
৫: নিশ্চয় যে কথার তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে (৬) তা অবশ্যই সত্য।	إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ (٥)
৬: এবং নিশ্চয় নিশ্চয় ন্যায়-বিচার হবে (৭)।	وَّإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ (٦)

টীকা-১: 'সূরা যা-রিয়াত' মাক্কী, এতে তিনটি রুকু, ষাটটি আয়াত, তিনশ ষাটটি পদ এবং এক হাজার দু'শ ঊনচল্লিশটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: অর্থাৎ ঐ বায়ুসমূহ, যেগুলো ধূলাবালি ইত্যাদি উড়ায়।
টীকা-৩: অর্থাৎ ঐ মেঘমালা, যেগুলো বৃষ্টির পানি বহন করে।
টীকা-৪: ঐসব নৌ-যান, যেগুলো পানিতে সহজে চলে
টীকা-৫: অর্থাৎ ফিরিশতাদের ঐসব দল, যারা আল্লাহ এর নির্দেশে বৃষ্টি ও জীবিকা ইত্যাদি বন্টন করেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা কর্ম-ব্যবস্থাপক করেছেন এবং বিশ্বে ব্যবস্থাপনা ও ক্ষমতা প্রয়োগের ইখতিয়ার দান করেছেন।
কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে যে, এসব গুণাবলীই বাতাসের। কারণ, তা ধূলাবালিও উড়ায়, মেঘমালাকেও উড়িয়ে বেড়ায়, আবার সেগুলোকে নিয়ে সহজে বিচরণও করে, অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা এর শহরগুলোতে তাঁরই নির্দেশে বৃষ্টি বন্টন করে।
শপথের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঐ সব বস্তুর মহত্ত্ব বর্ণনা করা, যেগুলোর শপথ করা হয়েছে। কেননা, এ বস্তুগুলোও আল্লাহ এর পূর্ণ ক্ষমতারই প্রমাণ বহন করে। জ্ঞানসম্পন্ন লোকদেরকে অবকাশ দেয়া হয় যেন তারা তাতে গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করে পুনরুত্থান ও প্রতিফলের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করে যে, যেই সত্য শক্তিমান আল্লাহ তাআ'লা এমন আশ্চর্যজনক কার্যাদি সম্পাদনে সক্ষম তিনি আপন সৃষ্ট বস্তুগুলোকে বিলীন করার পর দ্বিতীয়বার অস্তিত্বদানেও নিঃসন্দেহে সক্ষম।
টীকা-৬: অর্থাৎ পুনরুত্থান ও প্রতিদানের। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর ভাল ও মন্দ কর্মের বিনিময় অবশ্যই পাওয়া যাবে।

টীকা-৮: যাকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি যে, হে মক্কাবাসীরা! নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্বন্ধে এবং ক্বুরআন পাক সম্পর্কে-

টীকা-৯: কখনো নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে 'যাদুকর' বলছো, কখনো 'কবি', কখনো 'জ্যোতিষী', কখনো 'উন্মাদ' বলছো 'যাদুগ্রস্ত' বলছো (আল্লাহ তাআ'লা এরই আশ্রয়)। অনুরূপভাবে ক্বুরআন কারীমকেও কখনো 'যাদুগ্রন্থ' বলছো, কখনো কাব্যগ্রন্থ, কখনো 'জ্যোতির্বিদ্যা', কখনো 'পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী' বলছো।

বাংলা	আরবি
৭: সাজসজ্জাময় আসমানের শপথ (৮)।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ(٧)
৮: তোমরা পরস্পর বিরোধী কথার মধ্যে লিপ্ত রয়েছো (৯),	اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ(٨)
৯: এ ক্বুরআন থেকে তাকেই উল্টো দিকে চালিত করা হয়, যার ভাগ্যেই উল্টোদিকে চালিত হওয়া অবধারিত রয়েছে (১০)।	يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ؕ(٩)
১০: নিহত হোক মনগড়া কথা রচনাকারী।	قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ(١٠)
১১: যারা নেশার মধ্যে ভুলে বসে আছে (১১),	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ(١١)
১২: জিজ্ঞাসা করছে (১২) বিচারের দিন কবে হবে (১৩)?	يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ(١٢)
১৩: ঐ দিন হবে, যেদিন তাদেরকে আগুনের উপর উত্তপ্ত করা হবে (১৪)।	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ (١٣)
১৪: এবং বলা হবে, 'স্বাদ গ্রহণ করো নিজেদের উত্তপ্ত হওয়ার।' এটা হচ্ছে তাই, যার জন্য তোমাদের ত্বরা ছিলো (১৫)।'	ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ (١٤)
১৫: নিশ্চয় খোদাভীরু লোকেরা বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহে রয়েছে (১৬)।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ۙ(١٥)
১৬: আপন প্রতিপালকের দানসমূহ নিতে নিতে, নিশ্চয় তারা এর পূর্বে (১৬) সৎকর্মপরায়ণ ছিলো,	اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ؕ(١٦)
১৭: তারা রাতে কম ঘুমাতো (১৮)।	كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ (١٧)
১৮: এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো (১৯)।	وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (١٨)
১৯: এবং তাদের সম্পদে প্রাপ্য ছিলো ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের (২০)।	وَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ (١٩)
২০: এবং ভূ-পৃষ্ঠে নিদর্শনাদি রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য (২১),	وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۙ(٢٠)

টীকা-১০: এবং যে আদিকাল থেকেই বঞ্চিত, সে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পথভ্রষ্টকারীদের বিভ্রান্তির শিকার হয়। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর যুগের কাফিরগণ যখন কাউকে দেখতো যে, সে ঈমান আনার ইচ্ছা করছে, তখন তাকে নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পর্কে বলতো, "তার নিকট কেন যাচ্ছো। তিনি তো একজন কবি, যাদুকর ও মিথ্যাবাদী।" (আল্লাহ তাআ'লা এরই আশ্রয়।) আর এভাবে ক্বুরআন পাক সম্পর্কেও বলে যে, তা কাব্য, যাদুমন্ত্র ও অলীক। (আল্লাহ এরই আশ্রয়।)।

টীকা-১১: অর্থাৎ মূর্খতার নেশায় পরকালকে ভুলে বসেছে

টীকা-১২: নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি বিদ্রুপ ও অস্বীকার সূত্রে।

টীকা-১৩: তাদের জবাবে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৪: এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-১৫: এবং দুনিয়ার মধ্যে বিদ্রুপ বশতঃ বলতো, "ঐ শাস্তি শীঘ্রই নিয়ে এসো, যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো।"

টীকা-১৬: আপন প্রতিপালকের নি'মাতের মধ্যে রয়েছে বাগানসমূহের অভ্যন্তরে, যেগুলোতে স্বচ্ছ প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত রয়েছে

টীকা-১৭: দুনিয়ায়।

টীকা-১৮: এবং রাতের অধিকাংশই নামাযের মধ্যে কাটাতো।

টীকা-১৯: অর্থাৎ রাত তাহাজ্জুদ ও রাত্রি-জাগরণেই কাটাতো আর খুব স্বল্প পরিমাণই ঘুমাতো। রাতের শেষ প্রহর অতিবাহিত করতো ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনায় এবং এতটুকু ঘুমানোকেও অপরাধ মনে করতো।

টীকা-২০: 'ভিক্ষুক' হচ্ছে সেই, যে স্বীয় প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের নিকট ভিক্ষা চায়। আর 'বঞ্চিত' হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি যে অভাবগ্রস্ত বটে, কিন্তু লজ্জায় কারো নিকট চায় না।

টীকা-২১: যেগুলো আল্লাহ তাআ'লা এর ওয়াহদানিয়াত এবং তাঁর কুদরত হিকমত (ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা)- এর পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

অনুবাদ	আয়াত
২১: এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে (২২), তবে কি তোমরা নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করছো না?	وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۲۱﴾
২২: এবং আসমানের মধ্যে তোমাদের জীবিকা রয়েছে (২৩) এবং (তা-ও,) যার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (২৪)।	وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿۲۲﴾
২৩: সুতরাং আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়, এ ক্বোরআন সত্য, যেমনিভাবে জিহ্বা দ্বারা তোমরা কথা বলছো।	فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿۲۳﴾
রুকূ’-২	
২৪: হে মাহবূব! আপনার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের সংবাদ এসেছে (২৫)?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿۲۴﴾
২৫: যখন তারা তার নিকট এসে বললো, ‘সালাম!’ সেও বললো, ‘সালাম।’ অপরিচিতের মতো লোকগুলো (২৬)।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿۲۵﴾
২৬: অতঃপর আপন ঘরে গেলো, তারপর এক মোটাতাজা গো-বৎস নিয়ে এলো (২৭),	فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿۲۶﴾
২৭: অতঃপর সেটা তাদের নিকট রাখলো (২৮)। বললো, ‘তোমরা কি খাচ্ছো না?’	فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۲۷﴾
২৮: অতঃপর আপন অন্তরে তাদের ব্যাপারে ভয় অনুভব করতে লাগলো (২৯)। তারা বললো, ‘আপনি ভয় করবেন না (৩০)।’ এবং তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলো।	فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿۲۸﴾
২৯: অতঃপর তার স্ত্রী (৩১) চিৎকার করতে আসলো, তারপর আপন মাথা ঠুকলো বললো, ‘বৃদ্ধা বন্ধ্যারও কি (৩২)?’	فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿۲۹﴾
৩০: তারা বললো, ‘তোমার প্রতিপালক এমনই বলে দিয়েছেন, এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।’ *	قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۰﴾

টীকা-২২: তোমাদের সৃষ্টিতে ও তোমাদের পরিবর্তনসমূহে এবং তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্যে। আল্লাহ্ তা'আ'লা এর কুদরতের এমন অগণিত আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ বিষয়াদি রয়েছে, যে গুলো দ্বারা বান্দা তাঁর খোদায়ী শান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে।

টীকা-২৩: যে, ঐ দিক থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে ভূ-পৃষ্ঠকে ফসল ও শস্য দ্বারা ভরপুর করা হয়।

টীকা-২৪: আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির ঐসবই আসমানের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

টীকা-২৫: যাঁরা দশজন বা বারজন ফিরিশতা ছিলেন।

টীকা-২৬: একথা তিনি আপন মনে মনে বলেছিলেন

টীকা-২৭: উত্তমভাবে ভাজাকৃত,

টীকা-২৮: যেন তারা আহার করে। এটা আতিথ্যকারীর নিয়ম যে, মেহমানদের সামনে খানা পরিবেশন করেন। ফিরিশতাগণ যখন আহার করলেন না তখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-

টীকা-২৯: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, “তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, এঁরা ফিরিশতা এবং শাস্তি প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।”

টীকা-৩০: আমরা আল্লাহ্ তা'আ'লা এর প্রেরিত।

টীকা-৩১: অর্থাৎ হযরত সারা

টীকা-৩২: যিনি কখনো সন্তান প্রসব করেন নি এবং নব্বই অথবা নিরানব্বই বছর তাঁর বয়স হয়েছিলো। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, এ বয়সে ও এমতাবস্থায় সন্তান জন্মলাভ করা অতি আশ্চর্যের কথা। *

টীকা-৩৩: অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেয়া ব্যতীত তোমাদের আর কি কাজ আছে?

টীকা-৩৪: অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের প্রতি,

সূরাঃ ৫১ যারিয়াত	৯৩৫	মানযিল-৬	পারাঃ ২৭

অনুবাদ	আয়াত
৩১: ইব্রাহীম বললেন, 'সুতরাং হে ফিরিশতারা! তোমরা কোন কাজে এসেছো (৩৩)?'	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ (٣١)
৩২: তারা বললো, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠানো হয়েছে (৩৪),	قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ (٣٢)
৩৩: যাতে আমরা তাদের উপর কাদা মাটির তৈরী পাথর নিক্ষেপ করি,	لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ (٣٣)
৩৪: যা আপনার প্রতিপালকের নিকট সীমা লংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে (৩৫)।'	مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ (٣٤)
৩৫: সুতরাং আমি এ নগরীতে যারা ঈমানদার ছিলো তাদেরকে বের করে নিয়েছি। *	فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٣٥)
৩৬: অতঃপর আমি সেখানে একটি মাত্র পরিবার মুসলমান পেয়েছি (৩৬)।	فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٣٦)
৩৭: এবং তাতে (৩৭) আমি নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি তাদেরই জন্য যারা বেদনাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে (৩৮),	وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (٣٧)
৩৮: এবং মূসার মধ্যে (৩৯), যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফিরআ'উনের নিকট প্রেরণ করেছি (৪০)।	وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٣٨)
৩৯: অতঃপর সে তার দলসহ ফিরে গেলো (৪১) আর বললো, 'যাদুকর' অথবা 'উন্মাদ'।	فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ (٣٩)
৪০: অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি এমতাবস্থায় যে, সে নিজের প্রতি নিজেই দোষারোপ করছিলো (৪২)।	فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ (٤٠)
৪১: এবং 'আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে (৪৩), যখন আমি তাদের উপর শুষ্ক ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছি (৪৪),	وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (٤١)
৪২: তা যেই বস্তুর উপর দিয়েই প্রবাহিত	مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ

টীকা-৩৫: ঐ প্রস্তরসমূহের উপর চিহ্ন ছিলো, যার ফলে এ কথা বুঝা যেতো যে, সেগুলো এ দুনিয়ার পাথর নয়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, প্রত্যেক পাথরের উপর ঐ ব্যক্তির নাম দ্বারা ধ্বংস লিপিবদ্ধ ছিলো, যাকে তা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিলো।

টীকা-৩৬: অর্থাৎ একটি মাত্র পরিবারের লোক। তাঁরা হলেন- হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) ও তাঁর দু'কন্যা।

টীকা-৩৭: অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের। ঐ নগরে কাফিরদেরকে ধ্বংস করার পর

টীকা-৩৮: যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের মত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। আর ঐ নিদর্শন তাদের বাড়ী- ঘরের ধ্বংসাবশেষই ছিলো। অথবা ঐ পাথরসমূহ যেগুলো দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। অথবা ঐ কালো দুর্গন্ধময় পানি, যা ঐ ভূ-খণ্ড থেকে নির্গত হয়েছিলো।

টীকা-৩৯: অর্থাৎ হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর ঘটনায়ও নিদর্শন রেখেছি,

টীকা-৪০: 'সুস্পষ্ট সনদ' দ্বারা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর মু'জিযাসমূহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো তিনি ফিরআ'উন ও ফিরআ'উনের অনুসারীদের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন।

টীকা-৪১: অর্থাৎ ফিরআউন তার দল সহকারে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো

টীকা-৪২: যে, সে কেন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উপর ঈমান আনেনি এবং কেন তাঁর সমালোচনা করেছে।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার মধ্যেও শিক্ষা-গ্রহণযোগ্য নিদর্শনাদি রয়েছে।

টীকা-৪৪: যার মধ্যে কোনরূপ বরকত বা মঙ্গল ছিলো না। এটা ধ্বংসকারী বায়ু ছিলো।

হতো সেটাকে গলিত বস্তুর মতো করেই ছাড়তো (৪৫)।	اِلَّا جَعَلَتۡهُ كَالرَّمِيۡمِ ﴿۴۲﴾
৪৩: এবং সামূদ সম্প্রদায়ের মধ্যে (৪৬), যখন তাদেরকে বলা হয়েছে, 'একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করে নাও (৪৭)।'	وَ فِيۡ ثَمُوۡدَ اِذۡ قِيۡلَ لَهُمۡ تَمَتَّعُوۡا حَتّٰى حِيۡنٍ ﴿۴۳﴾
৪৪: সুতরাং তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো (৪৮)। অতঃপর তাদেরই চোখের সামনে তাদেরকে বজ্রপাত পেয়ে বসলো (৪৯)।	فَعَتَوۡا عَنۡ اَمۡرِ رَبِّهِمۡ فَاَخَذَتۡهُمُ الصّٰعِقَةُ وَ هُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ﴿۴۴﴾
৪৫: সুতরাং তারা না উঠে দাঁড়াতে পারলো (৫০) এবং না তারা প্রতিরোধ করতে পারলো,	فَمَا اسۡتَطَاعُوۡا مِنۡ قِيَامٍ وَّ مَا كَانُوۡا مُنۡتَصِرِيۡنَ ۙ﴿۴۵﴾
৪৬: এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চয় তারা ফাসিক্ব লোক ছিলো।	وَ قَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَوۡمًا فٰسِقِيۡنَ ﴿۴۶﴾
৪৭: এবং আসমানকে আমি নিজ (ক্বুদরতের) হাতে তৈরী করেছি (৫১), এবং নিশ্চয় আমি মহা সম্প্রসারণকারী (৫২)।	وَ السَّمَآءَ بَنَيۡنٰهَا بِاَيۡىدٍ وَّ اِنَّا لَمُوۡسِعُوۡنَ ﴿۴۷﴾
৪৮: এবং যমীনকে আমি বিছানা করেছি। সুতরাং আমি কতই উত্তমরূপে বিছানা বিস্তারকারী।	وَ الۡاَرۡضَ فَرَشۡنٰهَا فَنِعۡمَ الۡمٰهِدُوۡنَ ﴿۴۸﴾
৪৯: এবং আমি প্রত্যেক কিছুর দু'জোড়া সৃষ্টি করেছি (৫৩), যাতে তোমরা মনোযোগ দাও (৫৪)।	وَ مِنۡ كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۴۹﴾
৫০: সুতরাং আল্লাহ্ এরই প্রতি ছুটে যাও (৫৫)। নিশ্চয় আমি তাঁরই তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।	فَفِرُّوۡۤا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيۡ لَكُمۡ مِّنۡهُ نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۵۰﴾
৫১: এবং আল্লাহ্ এর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই।	وَ لَا تَجۡعَلُوۡا مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيۡ لَكُمۡ مِّنۡهُ نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۵۱﴾
৫২: এমনিভাবেই (৫৬), যখন তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট কোন রসূল তাশরীফ এনেছেন, তখন তারা এটাই বলেছে, 'যাদুকর' অথবা 'উন্মাদ'।	كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا قَالُوۡا سَاحِرٌ اَوۡ مَجۡنُوۡنٌ ﴿۵۲﴾
৫৩: তারা কি পরস্পর একে অপরকে এ কথা বলেই মরেছে? বরং তারা অবাধ্য লোক (৫৭)।	اَتَوَاصَوۡا بِهٖ ۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ طَاغُوۡنَ ﴿۵۳﴾

টীকা-৪৫: চাই তা মানুষ হোক অথবা জন্তু, কিংবা অন্য কোন সামগ্রী। যে বস্তুকে স্পর্শ করেছে সেটা ধ্বংস করে এমনই করে ছেড়েছে, যেন তা দীর্ঘকাল পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগলিত বস্তু।

টীকা-৪৬: অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার মধ্যেও নিদর্শনাদি রয়েছে।

টীকা-৪৭: অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে জীবন যাপন করে নাও। এটাই তোমাদের অবকাশকাল।

টীকা-৪৮: এবং হযরত সালিহ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-কে অস্বীকার করেছিলো এবং উষ্ট্রীর গোছগুলো কেটে ফেলেছিলো।

টীকা-৪৯: এবং ভয়ানক বিকট শব্দের শাস্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

টীকা-৫০: আযাব নাযিল হবার সময় পলায়ন করতে পারেনি।

টীকা-৫১: আপন কুদরতের হাতে।

টীকা-৫২: সেটাকে। এতটুকু যে, যমীন তার মহাশূন্যসহ সেটার অভ্যন্তরে এভাবে এসে যায়, যেমন একটা প্রশস্ত ময়দানে একটা ফুটবল পড়ে থাকে। অথবা অর্থ এ যে, আমি আপন সৃষ্টির উপর প্রচুর রিযক্ব প্রদানকারী।

টীকা-৫৩: যেমন আসমান ও যমীন, সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন, স্থল ও জল, গ্রীষ্ম ও শীত, জ্বীন ও মানব, আলো ও অন্ধকার, কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সত্য ও মিথ্যা এবং নর ও নারী,

টীকা-৫৪: এবং অনুধাবন করো যে, ঐসব জোড়ার স্রষ্টা একমাত্র সত্তাই (আল্লাহ্)। না তাঁর কোন সদৃশ আছে, না শরীক, না প্রতিপক্ষ, না সমকক্ষ। তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-৫৫: তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু ছেড়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত ইখতিয়ার করো।

টীকা-৫৬: যেমনিভাবে, ঐসব কাফির আপনাকে অস্বীকার করছে এবং আপনাকে যাদুকর ও উন্মাদ বলেছে তেমনিভাবে-

টীকা-৫৭: অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফিরগণ তাদের পরবর্তীদেরকে এ উপদেশতো দেয়নি যে, 'তোমরা নাবীগণকে অস্বীকার করো এবং তাঁদের সম্পর্কে এ ধরণের কথা রচনা করো,' কিন্তু যেহেতু অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমীর ব্যাধি উভয়ের মধ্যে রয়েছে, সেহেতু পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যেও একে অপরের সমর্থক থাকে

টীকা-৫৮: কেননা, আপনি রিসালতের বাণী প্রচার করেছেন, দাওয়াত ও পথ-প্রদর্শনে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং আপনি স্বীয় প্রচেষ্টার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও করেননি।

শানে নুযূলঃ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) দুঃখিত হলেন। আর তাঁর সাহাবীগণও অত্যন্ত এই ভেবে যে, 'যখন রসূল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)-কে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আর ওহীই আসবে কি জন্য? আর যখন নাবী আপন উম্মতের নিকট পরিপূর্ণভাবে প্রচারকার্য সম্পন্ন করেছেন এবং উম্মতও অবাধ্যতা থেকে বিরত হলো না। আর রসূলকেও তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন সময় এসে গেছে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবার।' এ প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, যা এ আয়াতের পরবর্তীতে ইরশাদ হয়েছে। আর তাতে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, ওহীর পরম্পরা বন্ধ করা হয়নি, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর উপদেশ সৌভাগ্যবানদের জন্য অব্যাহত থাকবে। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে-

অনুবাদ	আয়াত
৫৪: সুতরাং, হে মাহবূব! আপনি তাদের দিক কে মুখ ফিরিয়ে নিন। তা'হলে, আপনার কোন দোষ হবে না (৫৮)	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ (٥٤)
৫৫: এবং বুঝান। যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।	وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (٥٥)
৫৬: এবং আমি জ্বীন ও মানব এতটুকুর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে (৫৯)।	وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (٥٦)
৫৭: আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিযক্ব চাই না (৬০) এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য দেবে (৬১)।	مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ (٥٧)
৫৮: নিশ্চয় আল্লাহই মহান রিযক্বদাতা, শক্তিশালী, ক্ষমতাবান (৬২)। ৫৯: সুতরাং নিশ্চয় ঐসব যালিমের জন্য (৬৩) শাস্তির একটা পালা আছে (৬৪), যেমন তাদের সাথীদের জন্য একটা পালা ছিলো (৬৫)। সুতরাং তারা যেন আমার নিকট ত্বরা না করে (৬৬)। ৬০: অতএব, কাফিরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস তাদের ঐ দিন থেকেই, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে (৬৭)। *	اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (٥٨) فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ (٥٩) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ (٦٠)

টীকা-৫৯: এবং আমার পরিচয় পাবে

টীকা-৬০: যে, আমার বান্দাদেরকে জীবিকা দিক অথবা সবাইকে না হলেও নিজের রিযক্ব নিজেই সৃষ্টি করে নিক। কেননা, রিযক্বদাতা হলাম আমিই এবং সবার রিযক্বের আমিই ব্যবস্থাপক

টীকা-৬১: আমার সৃষ্টিকুলের জন্য

টীকা-৬২: সবাইকে তিনিই দেন এবং তিনিই প্রতিপালন করেন।

টীকা-৬৩: যারা রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে অস্বীকার করে নিজেদের আত্মাসমূহের প্রতি যুলুম করেছে।

টীকা-৬৪: অংশ রয়েছে, হিস্‌সা রয়েছে

টীকা-৬৫: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদের জন্য, যারা নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে অবিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাদের সাথেই ছিলো, তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের মধ্যে হিস্‌সা ছিলো।

টীকা-৬৬: আযাব নাযিল করার

টীকা-৬৭: আর তা হচ্ছে রোজ ক্বিয়ামত।

টীকা-১: 'সূরা তূর' মাক্কী, এতে দু'টি রুকূ', ঊনপঞ্চাশটি আয়াত, তিনশ বারটি পদ এবং এক হাজার পাঁচশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ ঐ পর্বতের শপথ। যার উপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে তাঁর সাথে কথা বলার সম্মান দ্বারা ধন্য করেছেন।

টীকা-৩: ঐ 'কিতাব' দ্বারা হয়ত 'তাওরীত' বুঝানো হয়েছে অথবা 'ক্বোরআন' অথবা 'লাওহ-ই-মাহফূয' অথবা কৃতকর্মসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতাদের দপ্তর'।

সূরা তূর

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা মু'মিন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৪৯, রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
১: 'তূর'-এর শপথ (২),	وَالطُّوۡرِ ۙ﴿۱﴾
২: এবং ঐ কিতাবের (৩), যা লিখিত রয়েছে	وَ كِتٰبٍ مَّسۡطُوۡرٍ ۙ﴿۲﴾
৩: উন্মুক্ত দপ্তরের মধ্যে,	فِیۡ رَقٍّ مَّنۡشُوۡرٍ ۙ﴿۳﴾
৪: এবং বায়তুল মা'মূরের (৪)	وَّ الۡبَیۡتِ الۡمَعۡمُوۡرِ ۙ﴿۴﴾
৫: এবং সমুন্নত ছাদের (৫),	وَ السَّقۡفِ الۡمَرۡفُوۡعِ ۙ﴿۵﴾
৬: এবং অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত সমুদ্রের (৬)-	وَ الۡبَحۡرِ الۡمَسۡجُوۡرِ ۙ﴿۶﴾
৭: নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী (৭),	اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ﴿۷﴾
৮: সেটা কেউ দূরীভূত করতে পারবে না।	مَّا لَهٗ مِنۡ دَافِعٍ ۙ﴿۸﴾
৯: যে দিন আসমান আন্দোলিত হবার মতো আন্দোলিত হবে (৮),	یَّوۡمَ تَمُوۡرُ السَّمَآءُ مَوۡرًا ۙ﴿۹﴾
১০: এবং পর্বতমালা চলার মতো চলতে থাকবে (৯)	وَّ تَسِیۡرُ الۡجِبَالُ سَیۡرًا ﴿ؕ۱۰﴾
১১: সুতরাং সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য (১০)-	فَوَیۡلٌ یَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِیۡنَ ۙ﴿۱۱﴾
১২: যারা অসার কার্যকলাপের মধ্যে (১১) খেলা করছে।	الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ خَوۡضٍ یَّلۡعَبُوۡنَ ۘ﴿۱۲﴾
১৩: যে দিন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাওয়া হবে (১২)-	یَوۡمَ یُدَعُّوۡنَ اِلٰی نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ؕ۱۳﴾
১৪: এটা হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে (১৩)।'	هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیۡ كُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ ﴿۱۴﴾

টীকা-৪: 'বায়তুল মা'মুর' সপ্তম আসমানে আরশের সম্মুখে কা'বা শরীফের একেবারে মুখোমুখি অবস্থিত। এটা আসমানবাসীদের 'ক্বিবলাহ'। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশতা তাতে তাওয়াফ ও নামাযের জন্য হাযির হয়। অতঃপর কখনো তাদের দ্বিতীয়বার ফিরে যাবার সুযোগ হয়না। প্রত্যহ নতুন সত্তর হাজার ফিরিশতা হাযির হন। হাদীস-ই-মি'রাজ- এ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সপ্তম আসমানে 'বায়তুল মা'মূর' পরিদর্শন করেছেন।

টীকা-৫: এটা দ্বারা 'আসমান' বুঝানো হয়েছে। যা যমীনের জন্য ছাদ স্বরূপ অথবা 'আরশ' যা জান্নাতের ছাদ। ইমাম ক্বুরতাবী হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা-৬: বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা ক্বিয়ামত-দিবসে সমস্ত সমুদ্রকে আগুনে পরিণত করবেন, ফলে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। (খাযিন)

টীকা-৭: কাফিরদেরকে যেটার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,

টীকা-৮: চাকির মত ঘুরবে। আর এভাবে কম্পন করতে থাকবে যে, সেটার অংশগুলো ছিন্নভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

টীকা-৯: যেভাবে ধূলিকণা বাতাসে উড়তে থাকে। এ দিবস ক্বিয়ামতের-দিবস হবে

টীকা-১০: যারা রসূলগণকে অস্বীকার করতো-

টীকা-১১: কুফর ও মিথ্যার

টীকা-১২: এবং জাহান্নামের দারোগা কাফিরদের হাতগুলো তাদের ঘাড়ের সাথে এবং পা কপালের সাথে মিলিয়ে বাঁধবেন এবং তাদেরকে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-১৩: পৃথিবীতে

টীকা-১৪: এটা তাদেরকে এজন্যই বলা হবে যে, তারা দুনিয়ায় বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর দিকে যাদুর সম্পর্ক রচনা করতো। আরও বলতো, “তিনি আমাদের নজরবন্দ করেছেন।”

অনুবাদ	আয়াত
১৫: তবে কি এটা যাদু? না তোমরা দেখতে পাচ্ছো না (১৪)।	اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۱۵﴾
১৬: প্রবেশ করো এবং এখন চাই ধৈর্য ধরো, কিংবা না-ই ধরো-- উভয়টাই তোমাদের জন্য সমান (১৫)। তোমাদের জন্য সেটারই বিনিময়, যা তোমরা করছিলে (১৬)।	اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾
১৭: নিশ্চয় খোদাভীরুগণ বাগানসমূহে এবং শান্তিতে রয়েছে।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَعِيْمٍ ﴿ۙ۱۷﴾
১৮: আপন প্রতিপালকের প্রদত্ত নি'মাতের উপর আনন্দিত (১৭), এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন (১৮)।	فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَ وَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿۱۸﴾
১৯: আহার করো ও পান করো তৃপ্তি সহকারে- পুরস্কাররূপে আপন কর্মসমূহের (১৯),	كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ۙ۱۹﴾
২০: তারা আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসবে, যেগুলো সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত, এবং আমি তাদের বিবাহ দেবো বড় বড় চোখসম্পন্না হুরদের সাথে।	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿۲۰﴾
২১: এবং যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলন ঘটাবো (২০) এবং তাদের কর্মের মধ্যে তাদেরকে কিছুই কম দেবো না (২১)। প্রত্যেক মানুষ আপন কৃতকর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে (২২)।	وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۲۱﴾
২২: এবং আমি তাদের সাহায্য করবো ফলমূল ও মাংস দ্বারা, যা তারা আকাঙ্খা করবে (২৩)।	وَ اَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۲۲﴾
২৩: একে অপরের নিকট থেকে নেবে ঐ পানপাত্র, যার মধ্যে না থাকবে অনর্থক কথাবার্তা, না পাপ (২৪)।	يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَ لَا تَاْثِيْمٌ ﴿۲۳﴾
২৪: এবং তাদের সেবক বালকগণ তাদের চতুর্দিকে ঘুরবে (২৫), যেন তারা মুক্তা, গোপনে সংরক্ষণ করা হয়েছে (২৬)।	وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿۲۴﴾
২৫: এবং তাদের মধ্যে একে অপরের দিকে মুখ করেছে জিজ্ঞাসাকারী অবস্থায় (২৭)।	وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

টীকা-১৫: না কোথাও পলায়ন করতে পারে, না শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। আর এ শাস্তি

টীকা-১৬: দুনিয়ায় কুফর ও অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৭: তাঁর দান, নি'মাত, মঙ্গল ও সম্মানের উপর,

টীকা-১৮: এবং তাদেরকে বলা হবে,

টীকা-১৯: যা তোমরা দুনিয়ায় করেছো। অর্থাৎ ঈমান এনেছো এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য অবলম্বন করেছো,

টীকা-২০: জান্নাতের মধ্যে যদিও পিতা-পিতামহের মর্যাদা উন্নত হয়, তবুও তাদের খুশির খাতিরে তাদের সন্তান-সন্ততিকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আ'লা আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতাক্রমে সন্তান-সন্ততিকেও মর্যাদা দান করবেন।

টীকা-২১: তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ সাওয়াব প্রদান করেছেন এবং সন্তান-সন্ততির মর্যাদাকেও স্বীয় অনুগ্রহ ও বদান্যতা দ্বারা সমুন্নত করে দিয়েছেন।

টীকা-২২: অর্থাৎ প্রত্যেক কাফির আপন কুফরী কাজে দোযখের মধ্যে থাকবে। (খাযিন)

টীকা-২৩: অর্থাৎ জান্নাতবাসীদেরকে আমি আপন অনুগ্রহ দ্বারা মুহূর্তে মুহূর্তে অধিকতর নি'মাত দান করবো।

টীকা-২৪: যেমন দুনিয়ার শরাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অনিষ্টকারী উপাদান ছিলো। কেননা, জান্নাতের শরাব পান করলে না বিবেকভ্রষ্ট হয়, না স্বভাব বিকৃত হয়, না পানকারী অনর্থক বকাবকি করে, না গুনাহগার হয়।

টীকা-২৫: সেবার নিমিত্ত এবং তাদের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার অবস্থা এই যে,

টীকা-২৬: যাদের গায়ে কারো হাতই লাগেনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, 'কোন জান্নাতবাসীর নিকট সেবার জন্য ছোটাছুটিকারী বালক হাজারের কম হবে না এবং প্রত্যেক সেবক পৃথক পৃথক সেবায় নিয়োজিত থাকবে'।

টীকা-২৭: অর্থাৎ জান্নাতবাসী জান্নাতের মধ্যে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, “দুনিয়ায় কোন অবস্থায় ছিলেন এবং কি কাজ করতে?” এ প্রশ্ন করা আল্লাহ এর নি'মাতের স্বীকারোক্তির জন্যই করা হবে।

টীকা-২৮: আল্লাহ্ তাআ'লা এর ভয়ে এবং এ আশঙ্কায় যে, কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান যেন ঈমানের ক্ষতি সাধনের কারণ না হয়, এবং সৎকর্মসমূহে বাধা সৃষ্টি করা ও অসৎকর্মসমূহে গ্রেফতার হয়ে যাবারও আশঙ্কা ছিলো।
টীকা-২৯: দয়া ও ক্ষমা করে-
টীকা-৩০: অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে, যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার কারণে 'সামূম' অর্থাৎ 'লূ' আখ্যায়িত হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
২৬: তারা বললো, নিশ্চয় আমরা ইতোপূর্বে আমাদের গৃহগুলোর মধ্যে ভীত অবস্থায় ছিলাম (২৮)	قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِیْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِیْنَ(۲۶)
২৭: অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (২৯) এবং আমাদেরকে 'লু'-এর শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন (৩০)।	فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ(۲۷)
২৮: নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রথম জীবনে (৩১) তাঁরই ইবাদত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তিনিই অনুগ্রহশীল, দয়ালু।'	اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِیْمُ۠(۲۸)
রুকূ'-২	
২৯: অতঃপর হে মাহবূব! আপনি উপদেশ দিন (৩২) যে, 'আপনি আপন প্রতিপালকের না 'জ্যোতিষী' হন, না 'উন্মাদ'।	فَذَكِّرْ فَمَاۤ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّ لَا مَجْنُوْنٍؕ(۲۹)
৩০: অথবা তারা কি বলে (৩৩), 'তিনি কবি, আমরা তাঁর উপর কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছি (৩৪)?	اَمْ یَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَیْبَ الْمَنُوْنِ(۳۰)
৩১: আপনি বলুন, 'অপেক্ষা করতে থাকো (৩৫)। আমিও তোমাদের অপেক্ষায় আছি (৩৬)।'	قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِیْنَؕ(۳۱)
৩২: তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছে (৩৭), না তারা অবাধ্য লোক (৩৮)?	اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَاۤ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَۚ(۳۲)
৩৩: অথবা তারা কি বলে, 'তিনি (৩৯) এ (ক্বোরআন রচনা করে নিয়েছেন?' বরং তারা ঈমান রাখে না (৪০)।	اَمْ یَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا یُؤْمِنُوْنَۚ(۳۳)
৩৪: সুতরাং তারা যেন এমন একটা বাণী নিয়ে আসে (৪১), যদি তারা সত্যবাদী হয়।	فَلْیَاْتُوْا بِحَدِیْثٍ مِّثْلِهٖۤ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِیْنَؕ(۳۴)
৩৫: তারা কি কোন মূল থেকে সৃষ্ট নয় (৪২),	اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ

টীকা-৩১: অর্থাৎ দুনিয়ায় নিষ্ঠার সাথে শুধু--
টীকা-৩২: মক্কার কাফিরদেরকে এবং তাদের আপনাকে 'জ্যোতিষী' ও 'উন্মাদ' বলার কারণে আপনি উপদেশ দান করা থেকে বিরত থাকবেন না। এ কারণে-
টীকা-৩৩: অর্থাৎ এসব মক্কাবাসী কাফির আপনার সম্বন্ধে
টীকা-৩৪: যে, যেমনিভাবে তাঁর পূর্বেকার যুগের কবিগণ মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, তেমনি অবস্থা তাঁরও হোক। (আল্লাহরই আশ্রয়।) আর ঐ কাফিরগণ একথাও বলতো, "তাঁর পিতার মৃত্যু যৌবনেই হয়েছে। তাঁর তেমনই হবে। আল্লাহ্ তাআলা আপন হাবীবকে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-
টীকা-৩৫: আমার মৃত্যুর
টীকা-৩৬: যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্ এর শাস্তি আসবে। সুতরাং তাই হয়েছে। আর ঐসব কাফির বদরের যুদ্ধে হত্যা ও বন্দীর শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে।
টীকা-৩৭: যা তারা হুযূরের শানে বলছে, যেমন- কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী ও উন্মাদ। এমন মন্তব্য করা সম্পূর্ণ বিবেক-বিরোধী। মজার ব্যাপার এ যে, উন্মাদও বলতে থাকে, আবার কবিও, যাদুকরও এবং জ্যোতিষীও বলতে থাকে। অতঃপর নিজেরা বিবেকবান বলেও দাবী করে।
টীকা-৩৮: যে, একগুঁয়েমীতে অন্ধ হয়ে আছে, আর কুফর ও অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে।
টীকা-৩৯: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন অন্তর থেকে
টীকা-৪০: এবং শত্রুতা ও অপবিত্র প্রবৃত্তির কারণে এমন দোষারোপ করছে। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করেছেন যে, যদি তাদের ধারণায় এ ক্বোরআনের মতো বাণী কেউ রচনা করতে পারে,
টীকা-৪১: যা শ্রুতি-মাধুর্যে, সুস্পষ্ট বর্ণনাভঙ্গির সৌন্দর্যে ও ভাষা-অলংকারের সমৃদ্ধিতে সেটার সমতুল্য হয়,
টীকা-৪২: অর্থাৎ তারা কি মাতা-পিতার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়নি? নিছক জড় পদার্থ, বিবেকহীন- যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করা যাবে না-এমন নয়। অথবা

এই অর্থ যে, 'তারা কি বীর্য থেকে সৃষ্ট হয়নি? এবং তাদেরকে কি আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন নি?'

টীকা-৪৩: যে, তারা কি নিজেদেরকে নিজেরাই সৃষ্ট করে নিয়েছে? এটাও অসম্ভব। সুতরাং নিশ্চিতভাবে তাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কি কারণে তারা আল্লাহ তা'আলা এর ইবাদত করছে না এবং বোতগুলোরই পূজা করছে?

টীকা-৪৪: এটাও নয়, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। তবুও কেন তাঁর ইবাদত করছে না?

টীকা-৪৫: আল্লাহ তা'আলা এর একত্ব এবং তাঁর কুদরত ও স্রষ্টা হওয়ার বিষয়ে যদি তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতো তবে অবশ্যই তাঁর নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর ঈমান আনতো।

اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ ؕ(۳۵)

না তারা স্রষ্টা (৪৩)।

اَمۡ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ بَلۡ لَّا یُوۡقِنُوۡنَ ؕ(۳۶)

৩৬: না কি আসমান ও যমীনকে তারাই সৃষ্টি করেছে (৪৪)? বরং তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস নেই (৪৫)।

اَمۡ عِنۡدَهُمۡ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمۡ هُمُ الۡمُصَۜیۡطِرُوۡنَ ؕ(۳۷)

৩৭: আপনার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে (৪৬), না তারা নিয়ন্তা (৪৭)?

اَمۡ لَهُمۡ سُلَّمٌ یَّسۡتَمِعُوۡنَ فِیۡهِ ۚ فَلۡیَاۡتِ مُسۡتَمِعُهُمۡ بِسُلۡطٰنٍ مُّبِیۡنٍ ؕ(۳۸)

৩৮: না কি তাদের নিকট কোন সিঁড়ি আছে (৪৮), যাতে আরোহণ করে তারা শুনে নেয় (৪৯)? থাকলে তাদের শ্রবণকারী সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে আসুক!

اَمۡ لَهُ الۡبَنٰتُ وَ لَكُمُ الۡبَنُوۡنَ ؕ(۳۹)

৩৯: তবে কি কন্যাগণ তাঁরই, আর পুত্রগণ (৫০) তোমাদের?

اَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَ ؕ(۴۰)

৪০: তবে কি আপনি তাদের নিকট থেকে (৫১) কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছেন? ফলে তারা করের বোঝায় চাপা পড়ে আছে (৫২)।

اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَیۡبُ فَهُمۡ یَكۡتُبُوۡنَ ؕ(۴۱)

৪১: নাকি তাদের নিকট অদৃশ্য জ্ঞান আছে, যা দ্বারা তারা বিধি লিপিবদ্ধ করে (৫৩)?

اَمۡ یُرِیۡدُوۡنَ كَیۡدًا ؕ فَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا هُمُ الۡمَكِیۡدُوۡنَ ؕ(۴۲)

৪২: অথবা তারা কি কোন চক্রান্তের ইচ্ছা করছে (৫৪)? অতঃপর কাফিরদেরই উপর চক্রান্ত আপতিত হওয়া সমীচীন (৫৫)।

اَمۡ لَهُمۡ اِلٰهٌ غَیۡرُ اللّٰهِ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ (۴۳)

৪৩: নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন খোদা আছে (৫৬)? আল্লাহ এরই পবিত্রতা তাদের শির্ক থেকে।

وَ اِنۡ یَّرَوۡا كِسۡفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا یَّقُوۡلُوۡا سَحَابٌ مَّرۡكُوۡمٌ (۴۴)

৪৪: এবং যদি আসমান থেকে কোন টুকরা পতিত হতে দেখে তবে বলবে, 'তা তো মেঘখণ্ড (৫৭)।'

টীকা-৪৬: নাবুয়্যাত ও রিযক্ব ইত্যাদির? ফলে, তাদের ইখতিয়ার থাকতো, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করতো, যাকে চায় দিতো!

টীকা-৪৭: খোদ-মোখতার, যা ইচ্ছা তাই করেন, কেউ প্রশ্ন করার নেই?

টীকা-৪৮: আসমানের দিকে লাগানো,

টীকা-৪৯: এবং তারা জেনে নেয় যে, কে প্রথমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এবং কার বিজয় হবে? যদি তাদের সেটার দাবী থাকে।

টীকা-৫০: এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকীরই বিবরণ। যেহেতু তারা নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান পছন্দ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি ঐ কন্যাদের সম্বন্ধ রচনা করে যাদেরকে তারা অপছন্দ করে।

টীকা-৫১: ধর্মের শিক্ষা দানের জন্য

টীকা-৫২: এবং আর্থিক ব্যয়ের চাপের কারণে ইসলাম গ্রহণ করছে না- এটাও তো নয়। সুতরাং ইসলাম গ্রহণে তাদের আপত্তি কিসের?

টীকা-৫৩: যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে না। হ্যাঁ, উত্থিত হলেও শাস্তি দেয়া হবে না- এ কথাও নয়।

টীকা-৫৪: 'দার-আল-নাদওয়া'তে (সম্মেলন কক্ষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলা এর নাবী, সত্য পথপ্রদর্শক (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অনিষ্ট সাধন ও তাঁকে শহীদ করার পরামর্শ করে?

টীকা-৫৫: তাদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের অশুভ পরিণতি তাদের উপরই পতিত হবে। সুতরাং তেমনিই ঘটেছে। আল্লাহ তাআ'লা আপন নাবী (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করেছেন।

টীকা-৫৬: যে তাদেরকে জীবিকা দেয় এবং আল্লাহ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে?

টীকা-৫৭: এটা হচ্ছে ঐ কাফিরদের উক্তির জবাব, যারা বলে, "আমাদেরকে আসমান থেকে কোন একটা টুকরা আপতিত করে শাস্তি দিন।" আল্লাহ তাআ'লা এরই জবাবে ইরশাদ ফরমান- তাদের কুফর ও অবাধ্যতা এমনভাবে সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, যদি তাদের উপর এমনও করা হয় যে, যদি আসমান থেকে কোন টুকরার পতনও ঘটানো হয় আর আসমান থেকে তা পতিত হতেও দেখে, তবুও তারা কুফর থেকে বিরত হবে না এবং একগুঁয়েমীবশতঃ এ

কথাই বলবে যে, 'এতো মেঘ। তা থেকে আমরা বৃষ্টিসিক্ত হবো, তৃষ্ণা নিবারণ করবো

টীকা-৫৮: এটা দ্বারা 'প্রথম ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫৯: মোটকথা, কোন মতেই তারা আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না।

টীকা-৬০: তাদের কুফরের কারণে, আখিরাতের শাস্তির পূর্বে, আর সেই শাস্তি হচ্ছে হয়ত বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়া অথবা ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর ব্যাপী দুর্দশা অথবা কবরের শাস্তি।

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫: সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন যে পর্যন্ত না তারা তাদের ঐ দিনের সাক্ষাত পায়, যেদিন তারা বেহুঁশ হয়ে পড়বে (৫৮)।

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬: যেদিন তাদের চক্রান্ত কোন কাজে আসবে না, না তাদের সাহায্য করা হবে (৫৯)।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭: এবং নিশ্চয় যালিমদের জন্য এর পূর্বে একটা শাস্তি আছে (৬০), কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশের নিকট খবর নেই (৬১)।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

৪৮: এবং হে মাহবুব! আপনি আপন প্রতিপালকের আদেশের উপর স্থির থাকুন (৬২)। কারণ, নিশ্চয় আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন (৬৩)। এবং আপন প্রতিপালকের হয়ে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন। যখন আপনি দণ্ডায়মান হোন (৬৪)।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

৪৯: এবং রাতের কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তারকাগুলোর পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সময় (৬৫)। *

সূরা আন-নাজম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আন-নাজম (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৬২, রুকূ'-৩

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿١﴾

১: ঐ প্রিয় উজ্জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মাদের শপথ, যখন তিনি মি'রাজ থেকে অবতরণ করেন (২)

টীকা-৬১: যে, তারা শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

টীকা-৬২: এবং যেই অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাতে মন সংকুচিত করবেন না।

টীকা-৬৩: তারা আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না

টীকা-৬৪: নামাযের জন্য। এটা দ্বারা 'প্রথম, তাকবীর'-এর, পর 'সানা' (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ) পাঠ করার কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা অর্থ এ যে, যখন শোয়ার পর জেগে উঠবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এর হামদ ও তাসবীহ পাঠ করুন।" অথবা এ অর্থ যে, 'প্রত্যেক বৈঠক থেকে উঠার সময় হামদ ও তাসবীহ পাঠ করুন।'

টীকা-৬৫: অর্থাৎ আকাশের তারকারাজি অস্ত মিত হয়ে যাবার পর। অর্থ এ যে, ঐ সময়গুলোর মধ্যে আল্লাহ এর তাসবীহ ও প্রশংসাবাক্য পাঠ করুন।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'তাসবীহ' দ্বারা 'নামায' বুঝানো হয়েছে। *

★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা ওয়ান নাজম' মাক্কী, তাতে তিনটি রুকু', বাষট্টি আয়াত, তিনশ ষাটটি পদ এবং এক হাজার চারশ পাঁচটি বর্ণ আছে। এটাই ঐ সর্বপ্রথম সূরা, যা হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঘোষণা করেছিলেন এবং হেরম শরীফের মধ্যে মুশরিকদের সামনাসামনি পাঠ করেছিলেন।

টীকা-২: 'নাজম' (نجم) শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ একাধিক অভিমত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ 'সুরাইয়া' (ثُرَيَّا) (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র) বলেছেন। যদিও 'সুরাইয়া' (ثُرَيَّا) কতিপয় তারকার সমষ্টির নাম। কিন্তু (نجم) শব্দটা ঐ অর্থে ব্যবহার করা আরবদেরই প্রথা। কেউ কেউ (نجم) শব্দটা 'জাতিবাচক' অর্থে ব্যবহার করেছেন (جنس نجوم), কেউ কেউ বলেন- 'নাজম' হচ্ছে ঐ সমস্ত উদ্ভিদ, যেগুলোর কাণ্ড নেই, বরং মাটির উপরই প্রসারিত হয়। কেউ কেউ (نجم) দ্বারা 'কুরআন' বুঝিয়েছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মধুর তাফসীর হচ্ছে সেটাই, যা হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু) উল্লেখ করেছেন- 'নাজম' (نجم) দ্বারা 'সত্য পথ প্রদর্শক, নাবীকুল

'সূরা তূর' সমাপ্ত

সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সম্মানিত সত্তা' বুঝানো হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৩: (صَاحِبُكُمْ) (তোমাদের সাহিব) দ্বারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, হুযূর আনওয়ার (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কখনো হিদায়তের সত্য পথ থেকে বিমুখ হননি, সর্বদা আপন প্রতিপালকের তাওহীদ ও ইবাদতের মধ্যেই থাকেন। হুযূরের নিষ্পাপ দামনকে কখনো কোন অপছন্দনীয় কাজের ধূলিবালি স্পর্শ করেনি। *
আর 'বিপথে না চলা' দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হুযূর সর্বদা সরল-সঠিক পথ-প্রদর্শনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন থাকেন। ভ্রান্ত বিশ্বাসের সামান্য গন্ধ পর্যন্ত কখনো হুযুরের প্রশস্ত চাদর মুবারকের কিনারায়ও পৌঁছতে পারেনি।

টীকা-৪: এটা 'প্রথম বাক্যের' পক্ষে প্রমাণ। হুযূরের পক্ষে সত্য পথ থেকে বিমুখ হওয়া ও বিপথগামী হওয়া অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার। কেননা, তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোন কথাই বলতেন না। তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ এর ওহীই হয়ে থাকে। আর এতে হুযূরের সমুন্নত চরিত্র ও তাঁর মর্যাদার বিবরণ রয়েছে। 'নাফস' (প্রবৃত্তি)-এর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা এ যে, তা আপন কামনাকে বর্জন করবে। (তাফসীর-ই-কাবীর) এবং এতে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নাবী (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আল্লাহ তা'আলা এর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যে বিলীন হবার ঐ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন যে, তাঁর নিজস্ব কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি, আল্লাহ এর জ্যোতির প্রতিফলন এমন পরিপূর্ণভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে যে, তিনি যা কিছু বলেন, তা আল্লাহ এর ওহীই হয়ে থাকে। (রুহুল বয়ান)

টীকা-৫: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে

টীকা-৬: যা কিছু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী করেছেন। আর এ 'শিক্ষা দান' দ্বারা হৃদয় মুবারক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া বুঝানো উদ্দেশ্য।

অনুবাদ	আয়াত
২: তোমাদের 'সাহিব' * না পথভ্রষ্ট হয়েছেন না বিপথে চলেছেন (৩)।	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾
৩: এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾
৪: তাতো নয়, কিন্তু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয় (৪)।	اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ﴿٤﴾
৫: তাঁকে (৫) শিক্ষা দিয়েছেন (৬) প্রবল শক্তিসমূহের অধিকারী,	عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿٥﴾
৬: শক্তিমান (৭)। অতঃপর ঐ জ্যোতি ইচ্ছা করলেন (৮),	ذُوْ مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوٰى ﴿٦﴾

টীকা-৭: কোন কোন তাফসীরকারক এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'প্রবল ক্ষমতাবান, শক্তিশালী' দ্বারা 'হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)' বুঝানো হয়েছে। আর 'শিক্ষা দেয়া' দ্বারা বুঝানো হয়েছে- 'আল্লাহ এর শিক্ষাদানের মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া', অর্থাৎ আল্লাহ এর ওহী পৌঁছানো। হযরত হাসান বসরী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, (شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُوْ مِرَّةٍ) দ্বারা 'আল্লাহ তাআ'লা' এর কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি স্বীয় যাতকে এ গুণ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে আল্লাহ তাআ'লা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে শিক্ষা দিয়েছেন। (তাফসীর-ই-রূহুল বায়ান)

টীকা-৮: সাধারণ তাফসীরকারকগণ (فَاسْتَوٰى) (তিনি ইচ্ছা করেন)- এর 'কর্তা'ও হযরত জিব্রাঈলকে স্থির করেছেন। আর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, 'হযরত জিবরাঈল আমীন আপন আসল আকৃতিতে আবির্ভূত হলেন।' আর এর কারণ এই যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁকে তাঁর প্রকৃত অকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) পূর্ব দিগন্তে সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করলেন। আর তাঁর অস্তিত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপী বিরাজ করছিলো। এও বলা হয়েছে যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ব্যতীত কোন মানব হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেনি। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন যে, হযরত জিব্রাঈলকে দেখা তো সঠিক এবং তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু হাদীসের মধ্যে এটার উল্লেখ নেই যে, এ আয়াতে 'হযরত জিব্রাঈলকে দেখার' কথা বুঝানো হয়েছে, বরং প্রকাশ্য তাফসীরে এটা আছে যে- (فَاسْتَوٰى) মানে 'বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উচ্চ স্থান ও সমুচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন।' (তাফসীর-ই-কাবীর)

'তাফসীর-ই-রূহল বয়ান'-এ বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) (اُفُقِ الْاَعْلٰى) (উচ্চতর দিগন্ত) অর্থাৎ আসমান- গুলোর উপরে সমাসীন হন। আর হযরত জিব্রাঈল 'সিদরাতুল মুন্তাহা'য় থেমে যান। সম্মুখে বাড়তে পারেন নি। তিনি বলেন, "যদি আমি সামান্যটুকুও সামনে অগ্রসর হই, তা'হলে আল্লাহ জাল্লাশানুহুর মহত্ত্বের তীব্র জ্যোতিসমূহ আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে।" কিন্তু হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তিনি আরশের অবস্থান থেকেও আগে অতিক্রম করে গেলেন। আর হযরত অনুবাদক কুদ্দিসা সিররুহুর অনুবাদও এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, (اِسْتَوٰى) -এর সম্বন্ধ আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত মহামহিমের প্রতিই। এ অভিমতটা হযরত হাসান (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এরও। ★'সাহিব'-এর অর্থ হচ্ছে 'সাথী'। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সবার 'সাথী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, হুযূর প্রাণের সাথী, ঈমানের সাথী, যেখানে সবাই সঙ্গ ছেড়ে দেয়- কবর ও হাশর ইত্যাদিতে, সেখানে হুযূর সাথে থাকেন। (নূরুল ইরফান)

টীকা-৯: এখানেও সাধারণ তাফসীরকারকগণ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এ অবস্থা হযরত জিবরাঈল আমীনের। কিন্তু ইমাম রাযী (عَلَيْهِ الرَّحْمَة) বলেছেন- এটাই প্রকাশ্য যে, এ অবস্থাটা হযরত বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এরই, যেহেতু তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) (اُفُقِ اَعْلٰى) অর্থাৎ আসমানসমূহের উপর ছিলেন, যেমন কেউ বললো, "আমি ছাদের উপর চাঁদ দেখেছি, পাহাড়ের উপর চাঁদ দেখেছি।" এর অর্থ এ নয় যে, চাঁদ ছাদ অথবা পাহাড়ের উপর ছিলো, বরং এ অর্থ হয় যে, প্রত্যক্ষকারী ছাদ অথবা পাহাড়ের উপর ছিলো।

অনুরূপভাবে, এখানেও এ অর্থ যে, হুযূর পাক (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) আসমানসমূহের উপর যখন পৌঁছেন, তখনই আল্লাহ এর তাজাল্লী (তীব্র জ্যোতি) তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করেছে।

টীকা-১০: এর অর্থেও তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) এর অর্থ হচ্ছে- হযরত জিবরাঈল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকটবর্তী হয়েছেন অর্থাৎ তিনি (হযরত জিব্রাঈল) আপন প্রকৃত আকৃতি দেখানোর পর হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকটে হাযির হয়েছেন।

দুই) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ তা'আলা এর সান্যিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

তিন) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে আপন নৈকট্যের নি'মাত প্রদান করে ধন্য করেছেন। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত।

টীকা-১১ঃ প্রসঙ্গেও কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) 'নিকটবর্তী হওয়া' দ্বারা হুযূরের ঊর্ধ্বলোকে গমন ও সাক্ষাত বুঝানো হয়েছে। আর নেমে আসা দ্বারা 'অবতরণ ও ফিরে আসা' বুঝানো হয়েছে। তখন সারার্থ এ হয় যে, 'তিনি আল্লাহ তা'আলা এর সান্যিধ্য লাভ করেছেন। অতঃপর সরাসরি সাক্ষাতের নি'মাতসমূহের সৌভাগ্য লাভ করে সৃষ্টি জগতের দিকে মনোনিবেশ করলেন।'

দুই) আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপন করুণা ও কৃপা দ্বারা আপন হাবীবের নিকটস্থ হলেন এবং এ নৈকট্যকে আরো বৃদ্ধি করলেন।

তিন) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে আনুগত্যের সাজদা পালন করেছেন। (রূহুল বয়ান)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে নিকটবর্তী হলেন পরাক্রমশালী রব্বুল ইযযাত।" (খাযিন)

সূরাঃ ৫৩ আন-নাজম	৯৪৪	মানযিল-৬	পারাঃ ২৭
৭: আর তিনি উচ্চাকাশের সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন (৯)।	وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ؕ﴿۷﴾		
৮: অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো (১০)। অতঃপর খুব নেমে আসলো (১১)।	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ﴿۸﴾		
৯: ঐ জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'হাত ব্যবধান রইলো, বরং তদপেক্ষাও কম (১২)।	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ﴿۹﴾		
১০: তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো (১৩),	فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ؕ﴿۱۰﴾		

টীকা-১২: এটা ইঙ্গিত বহন করছে নৈকট্য লাভের উপর জোর দেয়ার প্রতি'। অর্থাৎ সান্নিধ্য পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছেছে। আর শিষ্ঠাচারপূর্ণ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যেই নৈকট্য কল্পনা করা যায়, তা আপন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে।'

টীকা-১৩: অধিকাংশ ওলামা ও মুফাসসিরের মতে, এর অর্থ এ যে, আল্লাহ তা'আলা আপন খাস বান্দা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে ওহী করলেন (জুমাল)। হযরত জাফর সাদিক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন- আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাকে ওহী করলেন যা ওহী করার ছিলো। এ ওহী সরাসরি ছিলো। আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর হাবীবের মধ্যখানে কোন মাধ্যম ছিলো না। আর এটা খোদা ও রসূলের মধ্যেকার রহস্যাদিই ছিলো, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়।

'বাক্বলী' বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা ঐ রহস্যকে সমস্ত সৃষ্টি থেকে গোপন রেখেছেন এবং বর্ণনা করেন নি যে, আপন হাবীবকে কি ওহী করেছেন। বস্তুতঃ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যখানে এমন কিছু রহস্য থাকে, যেগুলো তারা ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। (রূহুল বয়ান)

আলিমগণ এ কথাও বলেছেন যে, ঐ রাতে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে যা ওহী ফরমানো হয়েছিলো তা কয়েক প্রকারের জ্ঞান ছিলোঃ

এক) শরীয়ত ও বিধানাবলীর জ্ঞান (علم شرائع و احكام), যেগুলো সবার নিকট প্রচার করা যায়।

দুই) আল্লাহ এর পরিচিতি সম্পর্কিত জ্ঞান (علمِ معَارفِ الٰهيه), যেগুলো খাস বান্দাদেরকে বলা যায়।

তিন) গভীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানসমূহের ফলাফল এবং নিগূঢ় বাস্তবতা (حَقَائِق و نتائج عُلُومِ ذَوْقِيّه), যেগুলো শুধু বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষতম ব্যক্তিকে মুখে মুখে শিক্ষা দেয়া যায়।

চার) এ ধরণের এমন কিছু রহস্য, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সাথেই খাস, অন্য কেউ তা বরদাস্ত করতে পারে না। (রূহুল বয়ান)

টীকা-১৪: চক্ষু। অর্থাৎ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর রবকতময় চক্ষুদ্বয় যা প্রত্যক্ষ করেছে, তাঁর বরকতময় হৃদয় তার সত্যায়ন করেছে। অর্থ এ যে, চোখে দেখেছেন আর অন্তরে চিনতে পেরেছেন। আর এ দেখা ও চেনার মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দের কোন অবকাশ নেই। এখন কথা হচ্ছে কি দেখেছেন?

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, হযরত জিব্রাঈলকে দেখেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এ যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকেই দেখেছেন।

আর এ দেখাটাও কিভাবে ছিলো- কপালের চোখে, না অন্তরের চোখে? এ প্রসঙ্গেও তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর অভিমত হচ্ছে- হুযূর বিশ্বকুল (সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রাব্বুল ইযযাতকে আপন হৃদয় মুবারক দিয়ে দু'বার দেখেছেন। (ইমাম মুসলিম এটা বর্ণনা করেন)।

অন্য এক দলের অভিমত এ যে, তিনি আপন মহামহিম প্রতিপালককে প্রকৃতপক্ষে, আপন চোখে দেখেছেন। এ অভিমত হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত হাসান এবং ইকরামার। আর হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমকে "ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব" (خلت), হযরত মূসাকে 'সরাসরি বাক্যালাপ' (كلام) আর বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে আপন 'দীদার' (সাক্ষাৎ)-এর বিশেষত্ব দান করেছেন। (তাঁদের সবার প্রতি 'সালাত' বা রহমত বর্ষিত হোক।) হযরত কা'আব বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সাথে দু'বার কথা বলেছেন। আর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন। (তিরমিযী শরীফ) কিন্তু হযরত আয়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) সাক্ষাত লাভের বিষয়টা অস্বীকার করেন। আর এ আয়াত থেকে 'হযরত জিব্রাঈলের সাক্ষাতের' অর্থ গ্রহণ করেন। আর বলেন, যে কেউ বলে যে, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলেছে।" আর তিনি দলীল হিসেবে (لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ) তিলাওয়াত করলেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

এক) হযরত আয়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)-এর অভিমত হচ্ছে- 'নেতিবাচক' আর হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর

১১: অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে (১৪)	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى (١١)
১২: তবে কি তোমরা তাঁর সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছো (১৫)?	اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى (١٢)
১৩: এবং তিনি তো ঐ জ্যোতি দু'বার দেখেছেন (১৬),	وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى (١٣)

অভিমত 'ইতিবাচক'। সুতরাং, নিয়মানুযায়ী 'ইতিবাচক' উক্তিই প্রাধান্য পাবে কেননা, নেতিবাচক মন্তব্যকারী এজন্যই কোন কিছু সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্যকে অবলম্বন করে যে, সে শুনেনি। আর ইতিবাচক মন্তব্যকারীর এ জন্যই ইতিবাচক পন্থা অবলম্বন করে যে, সে শুনেছে ও জানতে পেরেছে। সুতরাং জ্ঞান ইতিবাচক মন্তব্যকারীর নিকটই রয়েছে।

দুই) তাছাড়া, হযরত আয়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) ঐ উক্তিটা হুযূরের নিকট থেকে উদ্ধৃত করেননি, বরং আয়াত থেকে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা উদ্ভাবিত অর্থের উপরই নির্ভর করেছেন। সুতরাং এটা হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)-এরই ব্যক্তিগত অভিমত হলো।

তিন) কিন্তু তাঁর উপস্থাপিত আয়াতের মধ্যে (اِدْرَاك) শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করাকে অস্বীকার করা হয়েছে, দেখা বা সাক্ষাৎ করাকে নয়।

মাসআলাঃ বিশুদ্ধ অভিমত এ যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে আল্লাহ এর দীদার (সাক্ষাত) দ্বারা ধন্য করা হয়েছে। মুসলিম শরীফের, হাদীস-ই-মারফূ' সূত্রেও এ কথা প্রমাণিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)-- যিনি 'হাবরুল উম্মাহ' (حَبْرُ الْاُمَّةِ) 'উম্মাতের আলিম' নামে খ্যাত, তিনিও এ অভিমতের উপর রয়েছেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে (رَاَيْتُ رَبِّيْ بِعَيْنِيْ وَ بِقَلْبِيْ) "আমি আমার প্রতিপালককে আপন চক্ষু ও আপন হৃদয় দ্বারা দেখেছি।" হযরত হাসান বসরী (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) শপথ করে বলতেন, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মি'রাজের রাতে আপন প্রতিপালককে দেখেছেন।" হযরত ইমাম আহমাদ (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন, "আমি হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই ঘোষণা করছি- "হুযূর আপন প্রতিপালককে দেখেছেন। তাকে দেখেছেন, তাঁকে দেখেছেন.....................।" ইমাম আহমাদ এটা বলেই যাচ্ছিলেন যতক্ষণ না নিঃশ্বাস শেষ হলো।

টীকা-১৫: এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মি'রাজ রাত্রির ঘটনাবলীকে অস্বীকার করতো এবং তাতে বিতর্ক করতো।

টীকা-১৬: কেননা, সহজীকরণের দরখাস্তসমূহ পেশ করার জন্য কয়েকবারই ঊর্ধ্বলোকে গমন ও অবতরণ ঘটেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন মহামহিম প্রতিপালককে আপন বরকতময় হৃদয় দ্বারা দু'বার দেখেছেন। তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত হয় যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মহামহিম প্রতিপালককে স্বীয় চোখেই দেখেছেন।

টীকা-১৭: 'সিদরাতুল মুন্তাহা' একটা গাছ। সেটার মূল হচ্ছে ৬ষ্ঠ আসমানে। আর শাখা-প্রশাখাগুলো সপ্তম আসমানে প্রসারিত। উচ্চতায় তা সপ্তম আসমানকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফিরিশতাগণ, শহীদানের রূহসমূহ ও মুত্তাক্বী পরহেযগারদের রূহগুলো সেটার আগে বাড়তে পারেনা।

টীকা-১৮: অর্থাৎ ফিরিশতাগণ ও জ্যোতিসমূহ:

টীকা-১৯: এতে হযরত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর পরিপূর্ণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ, ঐ সমুচ্চ মর্যাদায়, যেখানকার কথা কল্পনা করতেও বিবেক-বুদ্ধি পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায়, সেখানে তিনি স্থির রয়েছেন। আর যেই নূর বা জ্যোতির সাক্ষাত উদ্দেশ্য ছিলো, সেটার সাক্ষাতের নি'মাত উপভোগ করেছেন, ডানে-বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাতও করেননি, না লক্ষ্যবস্তুর অবলোকন থেকে দৃষ্টি ফিরেছে, না হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর মতো বেহুঁশ হয়েছেন, বরং ঐ মহান স্থানে অবিচলিতই থাকেন।

টীকা-২০: অর্থাৎ হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মি'রাজ রাত্রিতে বিশ্বরাজ্য ও আধ্যাত্মিক জগতের আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করেছেন। আর তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জ্ঞান সমস্ত অদৃশ্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করে নিয়েছে। যেমন, 'ফিরিশতাদের বিতর্ক সম্পর্কীয় হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য হাদীসেও এর পক্ষে বিবরণ এসেছে। (রূহুল বয়ান)

টীকা-২১: 'লাত', 'ওয্যা' ও 'মানাত' কতিপয় মূর্তির নাম, যেগুলোর মুশরিকগণ পূজা করতো। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, "তোমরা কি এসব মূর্তি দেখেছো?" অর্থাৎ যাচাই-বাছাই ও ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছো? যদি এভাবে দেখে থাকো তাহলে হয়ত তোমরাও এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছো যে, এগুলো নিছক ক্ষমতাহীন, আর সর্বশক্তিমান সত্য আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে ঐসব মূর্তির পূজা করা এবং সেগুলোকে তাঁর শরীক স্থির করা কি পরিমাণ জঘন্য যুলুম ও বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী! আর মক্কার মুশরিকগণ এ কথা বলতো যে, "এ মূর্তিগুলো ও ফিরিশতাগণ খোদার কন্যা।" এর খণ্ডনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-২২: যা তোমাদের নিকট এতই মন্দ বস্তু যে, তোমাদের মধ্যে কারো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করার সংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, রং কালো হয়ে যায় এবং সে লোকদের নিকট থেকে গোপনে চলাফেরা করে, এমনকি তোমরা কন্যাদেরকে জীবিত গোরস্থ করে ফেলো। তবুও কি আল্লাহ তা'আলা এর জন্য কন্যাসমূহ সাব্যস্ত করছো?

টীকা-২৩: যে, যা কিছু নিজেদের জন্য মন্দ জ্ঞান করছো সেগুলো খোদার জন্য সাব্যস্ত করছো।

টীকা-২৪: অর্থাৎ ঐ সমস্ত মূর্তির নাম 'ইলাহ ও উপাস্য' রূপে তোমরা নিজেরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণই সম্পূর্ণ অমূলক ও ভুলভাবেই রেখে ফেলেছে, না এ গুলো প্রকৃতপক্ষে ইলাহ, না উপাস্য।

টীকা-২৫: অর্থাৎ তাদের মূর্তিগুলোর পূজা করা- বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান ও আল্লাহ এর শিক্ষার পরিপন্থী এবং আপন খেয়াল-খুশী, প্রবৃত্তির অনুসরণ, কল্পনা-পূজার ভিত্তিতেই।

টীকা-২৬: অর্থাৎ আল্লাহ এর কিতাব ও তাঁর রসূল, যিনি সুস্পষ্টভাবেই বারংবার বলে দিয়েছেন যে, মূর্তি উপাস্য নয় এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযাগী নয়।

১৪: সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে (১৭)।	عِنۡدَ سِدۡرَةِ الۡمُنۡتَهٰى ﴿۱۴﴾
১৫: সেটার নিকট রয়েছে 'জান্নাতুল মা'ওয়া'।	عِنۡدَهَا جَنَّةُ الۡمَاۡوٰى ؕ﴿۱۵﴾
১৬: যখন সিদরার উপর আচ্ছন্ন করছিলো যা আচ্ছন্ন করার ছিলো (১৮),	اِذۡ يَغۡشَى السِّدۡرَةَ مَا يَغۡشٰى ۙ﴿۱۶﴾
১৭: চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে (১৯)।'	مَا زَاغَ الۡبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿۱۷﴾
১৮: নিশ্চয় আপন প্রতিপালকের বহু বড় নিদর্শন দেখেছেন (২০)।	لَقَدۡ رَاٰى مِنۡ اٰيٰتِ رَبِّهِ الۡكُبۡرٰى ﴿۱۸﴾
১৯: তবে কি তোমরা দেখেছো লা-ত ও ওযযা	اَفَرَءَيۡتُمُ اللّٰتَ وَالۡعُزّٰى ۙ﴿۱۹﴾
২০: এবং ঐ তৃতীয় মানাতকে (২১)?	وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الۡاُخۡرٰى ﴿۲۰﴾
২১: তোমাদের জন্য কি পুত্র, আর তার জন্য কি কন্যা (২২)?	اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الۡاُنۡثٰى ﴿۲۱﴾
২২: তখন তো এটা জঘন্য অসঙ্গত বন্টন (২৩)।	تِلۡكَ اِذًا قِسۡمَةٌ ضِيۡزٰى ﴿۲۲﴾
২৩: সেগুলো তো নয়, কিন্তু কিছু নাম মাত্র, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণ রেখে ফেলেছো (২৪)। আল্লাহ সেগুলোর পক্ষে কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি। তারা তো নিছক কল্পনা ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করছে (২৫)। অথচ নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা এসেছে (২৬)।	اِنۡ هِىَ اِلَّاۤ اَسۡمَآءٌ سَمَّيۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَاٰبَآؤُكُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى الۡاَنۡفُسُ ۚ وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمُ الۡهُدٰى ؕ﴿۲۳﴾

টীকা-২৭: অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা মূর্তিগুলো সম্পর্কে এ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আকাঙ্খা পোষণ করে থাকে যে, 'সে গুলো তাদের উপকারে আসবে।' এসব আশা-আকাঙ্খা বাতিল ভিত্তিহীন।

টীকা-২৮: তিনিই যাকে যা চান দান করেন। তাঁরই ইবাদাত করা এবং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখা উপকারে আসবে।

২৪: মানুষ কি পেয়ে যাবে যা কিছুর সে কামনা করবে (২৭)?	اَمۡ لِلۡاِنۡسَانِ مَا تَمَنّٰی ﴿ۖ۲۴﴾
২৫: সুতরাং আখিরাত ও দুনিয়া- সবকিছুরই মালিক আল্লাহই (২৮)।	فَلِلّٰهِ الۡاٰخِرَۃُ وَ الۡاُوۡلٰی ﴿۲۵﴾
রুকূ'-২	
২৬: এবং কত ফিরিশতাই রয়েছে আসমানসমূহে যে, তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসে না, কিন্তু যখন আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দেবেন, যার পক্ষে চান ও পছন্দ করেন (২৯)।	وَ كَمۡ مِّنۡ مَّلَكٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغۡنِیۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَیۡـًٔا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ یَّاۡذَنَ اللّٰهُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَرۡضٰی ﴿۲۶﴾
২৭: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না (৩০), তারা ফিরিশতাদের নাম নারীদের মতো রাখে (৩১)।	اِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ لَیُسَمُّوۡنَ الۡمَلٰٓئِكَۃَ تَسۡمِیَۃَ الۡاُنۡثٰی ﴿۲۷﴾
২৮: এবং তাদের সে সম্পর্কে কোন খবর নেই। তারা তো নিছক অনুমানের পেছনে পড়েছে এবং নিশ্চয় অনুমান নিশ্চিত বিশ্বাসের স্থলে কোন কাজে আসে না (৩২)।	وَ مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ ؕ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغۡنِیۡ مِنَ الۡحَقِّ شَیۡـًٔا ﴿ۚ۲۸﴾
২৯: সুতরাং আপনি তারই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার স্মরণ থেকে ফিরে গেছে (৩৩)। এবং সে চায়নি, কিন্তু পার্থিব জীবনই (৩৪)। ৩০: এখান পর্যন্তই তাদের জ্ঞানের দৌঁড় (৩৫)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক খুব জানেন তারই সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন তাকে, যে সঠিক পথ পেয়েছে। ৩১: এবং আল্লাহ এরই যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে, যাতে দুষ্কৃতিকারীদেরকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেন এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে অত্যন্ত উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। ৩২: ঐসব লোক, যারা মহাপাপসমূহ ও অশ্লীল কার্য-কলাপ থেকে বেঁচে থাকে (৩৬), কিন্তু এতটুকুই যে, পাপের নিকটে গিয়েছে ও	فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰی ۬ۙ عَنۡ ذِكۡرِنَا وَ لَمۡ یُرِدۡ اِلَّا الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ﴿ؕ۲۹﴾ ذٰلِكَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ۙ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اهۡتَدٰی ﴿۳۰﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ۙ لِیَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ اَسَآءُوۡا بِمَا عَمِلُوۡا وَ یَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا بِالۡحُسۡنٰی ﴿ۚ۳۱﴾ اَلَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ كَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَ الۡفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ

টীকা-২৯: অর্থাৎ ফিরিশতাগণ, এতদসত্ত্বেও যে, তারা আল্লাহ এর দরবারে নৈকট্য ও উচ্চ মর্যাদা রাখে। এরপরও শুধু তারই জন্য সুপারিশ করবেন, যার প্রতি আল্লাহ তাআ'লা এর সন্তুষ্টি থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ এর একত্বে বিশ্বাসী মু'মিনের জন্য। সুতরাং বোতগুলোর সুপারিশের আশা পোষণ করা অতীব ভিত্তিহীন ও বাতিল। কারণ, সেগুলোর না আছে আল্লাহ এর দরবারে কোন ঘনিষ্ঠতা, না কাফিরগণ সুপারিশ পাবার উপযোগী।

টীকা-৩০: অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী।

টীকা-৩১: যে, তাঁদেরকে খোদার কন্যা বলে বেড়ায়

টীকা-৩২: বাস্তব ব্যাপার ও প্রকৃত অবস্থা জ্ঞান ও নিশ্চিত বিশ্বাস দ্বারাই জানা যায়, নিছক কল্পনা ও খেয়াল-খুশী দ্বারা নয়।

টীকা-৩৩: অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান আনা থেকে।

টীকা-৩৪: আখিরাতের উপর ঈমান আনেনি, যার ফলে, সেটার সন্ধানী হতো।

টীকা-৩৫: অর্থাৎ তারা এমনই কম-বুদ্ধি ও কম জ্ঞান সম্পন্ন যে, তারা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। অথবা অর্থ এ যে, তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা হচ্ছে- ঐসব কল্পনা প্রসূত ধারণা মাত্র, যে গুলো তারা উদ্ভাবন করে রেখেছে যে, (আল্লাহ এরই আশ্রয়!) 'ফিরিশতাগণ খোদার কন্যা, তারা তাদের জন্য সুপারিশ করবেন।' এ বাতিল অনুমানের উপর ভরসা করে তারা ঈমান আনা ও কুরআনের প্রতি গুরুত্বই দেয়নি।

টীকা-৩৬: 'পাপ' এমন কর্ম, যার সম্পাদনকারী শাস্তির উপযোগী হয়। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, "পাপ' হচ্ছে তা-ই, যার সম্পন্নকারী সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।" কেউ কেউ বলেছেন, "অবৈধ কাজ করাকে 'পাপ' বলা হয়।" মোট কথা, পাপ দু'প্রকার ছোট ও বড় (صغيره ও كبيره)। 'মহাপাপ' হচ্ছে ঐ গুণাহ, যার শাস্তি কঠিন। কোন কোন আলিম বলেন, "ছোট গুনাহ' (صغيره) হচ্ছে তাই, যার বিরুদ্ধে শাস্তির হুমকি আসেনি। আর 'কাবীরা' হচ্ছে ঐ মহাপাপ, যার উপর শাস্তির হুমকি এসেছে এবং 'অশ্লীল কার্যাদি' হচ্ছে ঐ সব কাজ, যে গুলোর উপর নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে।"

টীকা-৩৭: যে, 'কবিরাহ গুনাহ' থেকে বেঁচে থাকার বরকত তো এ যে, অন্যান্য গুণাহ মাফ হয়ে যায়।
টীকা-৩৮: শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৎ কাজ করতো এবং স্বীয় কার্যাদির প্রশংসা বর্ণনা করতো। আর বলতো "আমাদের নামাযসমূহ, আমাদের রোজা, আমাদের হজ্জ......................।"
টীকা-৩৯: অর্থাৎ দম্ভভরে আপন সৎকর্মসমূহের প্রশংসা করোনা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা নিজেই আপন বান্দাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনি তাদের অস্তিত্বের প্রথম থেকে শেষ দিনগুলোরও সমস্ত অবস্থা জানেন।
মাসআলা: এ আয়াতের মধ্যে রিয়া বা লোক-দেখানো, আত্মম্ভিরতা, আত্মপ্রশংসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি আল্লাহ এর নি'মাতের কথা স্বীকার, ইবাদত বন্দেগীর উপর খুশী প্রকাশ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সৎকার্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়, তাহলে তা বৈধ।
টীকা-৪০: এবং তাঁরই জানা যথেষ্ট। যিনি প্রতিদানদাতা। অন্যান্যদের নিকট প্রকাশ করা এবং আত্ম-প্রশংসা ও লোক-দেখানোতে কি লাভ?

বিরত হয়েছে (৩৭), নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের ক্ষমা প্রশস্ত। তিনি তোমাদেরকে খুব ভালভাবে জানেন (৩৮)। তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভের মধ্যে ভ্রুণরূপে ছিলে। সুতরাং নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বলো না (৩৯), তিনি ভালভাবে জানেন যারা খোদাভীরু (৪০)।	إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (٣٢)
রুকূ'-৩	
৩৩: তবে কি আপনি দেখেছেন তাকে, যে বিমুখ হয়েছে (৪১)?	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ (٣٣)
৩৪: এবং সামান্য কিছু দিয়েছে এবং রুখে রেখেছে (৪২)?	وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ (٣٤)
৩৫: তার নিকট কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে? সুতরাং সে কি দেখছে (৪৩)?	أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ (٣٥)
৩৬: তার নিকট কি খবর আসে নি সে সম্পর্কে, যা সহীফাসমূহে (কিতাবে) আছে- মূসার (৪৪),	أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٣٦)
৩৭: এবং ইব্রাহীমের, যে বিধানাবালী যথাযথভাবে পালন করেছে (৪৫)?	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ (٣٧)

টীকা-৪১: ইসলাম থেকে?
শানে নুযূলঃ এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দ্বীনের অনুসরণ করেছিলো। মুশরিকগণ তাকে তিরস্কার করলো আর বললো, 'তুমি বড়দের দ্বীন ত্যাগ করেছো এবং তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো।" সে বললো, "আমি আল্লাহ এর শাস্তির ভয়ে এমন করেছি।" তখন তিরস্কারকারী এক কাফির তাকে বললো, "যদি তুমি শির্কের প্রতি ফিরে আসো এ পরিমাণ সম্পদ আমাকে দাও, তাহলে তোমার শাস্তির দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করবো।" এ কথা শুনে ওয়ালীদ ইসলাম থেকে ফিরে গেলো ও ধর্মত্যাগী হয়ে পুনরায় শির্কে লিপ্ত হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তিকে অর্থ দেয়ার কথা স্থির হয়েছিলো, তাকে অল্প পরিমাণ দিয়েছিলো, অবশিষ্টটুকু দিতে অস্বীকার করলো।
টীকা-৪২: অবশিষ্ট মাল?
শানে নুযূলঃ এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত 'আ-স ইবনে ওয়াইল সাহমীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অধিকাংশ বিষয়ে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সমর্থন করতো ও তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতো। এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত আবূ জাহলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বলেছিলো, "আল্লাহ তা'আলা এর শপথ! মুহাম্মাদ (মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ দেন।" এতদ্ভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়ায়- "অল্প পরিমাণ স্বীকার করেছে এবং অপরিহার্য কর্তব্যাদির কিছুটা পালন করেছে, আর অবশিষ্ট থেকে বিরত রয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনেনি।"
টীকা-৪৩: যে, অন্য ব্যক্তি তার পাপের বোঝা বহন করবে এবং তার শাস্তিকে স্বীয় দায়িত্বে নেবে?
টীকা-৪৪: অর্থাৎ তাওরীতের দপ্তরসমূহ,
টীকা-৪৫: এটা হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর গুণ যে, তাঁকে যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। এতে পুত্র-সন্তানকে যবেহ করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নিজে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও। তাছাড়া, অন্যান্য নির্দেশিত কার্যাবলীও। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ঐ বিষয়বস্তুর উল্লেখ করছেন যা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর কিতাব ও হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর 'সহীফা' বা কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিলো।

টীকা-৪৬: এবং অন্য কারো গুনাহের কারণে পাকড়াও করা হয়না। এতে ঐ ব্যক্তির উক্তির খণ্ডন রয়েছে, যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার শাস্তির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলো এবং তার পাপের বোঝা নিজ দায়িত্বে নেয়ার কথা বলতো।

হয়রত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا) বলেন- 'হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)- এর যুগের পূর্ববর্তী লোকেরা মানুষকে অপরের পাপের জন্যও পাকড়াও করে নিতো। যদি কেউ কাউকে হত্যা করতো, তবে ঐ হন্তার স্থলে তার পুত্র অথবা স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসকে হত্যা করে ফেলতো। হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগ আসলো। তিনি তা নিষিদ্ধ করলেন, আর আল্লাহ তা'আলা এর এ নির্দেশ ঘোষণা করলেন যে, কাউকেও অন্য কারা পাপের কারণে পাকড়াও করা যাবে না।'

টীকা-৪৭: অর্থাৎ কৃতকর্ম। অর্থ এ যে, মানুষ স্বীয় সৎকর্মেরই ফল ভোগ করবে। এ বিষয়বস্তুটাও হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মূসা (عَلَيْهِمَا السَّلَام)-এর সহীফা বা কিতাবাদির। আর বলা হয়েছে যে, এ বিধান তাদের উম্মতের জন্যই খাস ছিলো।

হয়রত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھُمَا) বলেন- 'এ বিধান আমাদের শরীয়তের মধ্যে আয়াত (اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ) দ্বারা "মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- এক ব্যক্তি বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর দরবারে আরয করলো, "আমার মায়ের ওফাত হয়ে

৩৮: যে, কোন বোঝা বহনকারী কোন আত্মার বোঝা বহন করে না (৪৬),	اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰى ﴿٣٨﴾
৩৯: এবং এ যে, পাবে না কিন্তু আপন প্রচেষ্টা (৪৭),	وَاَنۡ لَّيۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾
৪০: এবং এ যে, তার প্রচেষ্টা শীঘ্রই দেখা যাবে (৪৮),	وَاَنَّ سَعۡيَهٗ سَوۡفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾
৪১: অতঃপর তাকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিদান দেয়া হবে,	ثُمَّ يُجۡزٰىهُ الۡجَزَآءَ الۡاَوۡفٰى ﴿٤١﴾
৪২: এবং এ যে, নিশ্চয় আপনারই প্রতিপালকের দিকে সমাপ্তি (৪৯)।	وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الۡمُنۡتَهٰى ﴿٤٢﴾
৪৩: এবং এ যে, তিনিই হন, যিনি হাসিয়েছেন এবং কাঁদিয়েছেন (৫০),	وَاَنَّهٗ هُوَ اَضۡحَكَ وَاَبۡكٰى ﴿٤٣﴾
৪৪: এবং এ যে, তিনিই হন, যিনি মৃত্যু ঘটান ও জীবিত করেন (৫১),	وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحۡيَا ﴿٤٤﴾
৪৫: এবং এ যে, তিনিই দু'জোড়া তৈরী করেন- নর ও নারী,	وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰى ﴿٤٥﴾
৪৬: বীর্য থেকে, যখন স্খলিত হয় (৫২)।	مِنۡ نُّطۡفَةٍ اِذَا تُمۡنٰى ﴿٤٦﴾

গেছে। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে সাদাক্বাহ করি তাহলে তা উপকারী হবে কি?" ইরশাদ ফরমালেন- "হাঁ।"

কতিপয় মাসআলা: আরো বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সাদাক্বাহ ও আল্লাহ এর ইবাদত-বন্দেগীর যেই সাওয়াব পৌঁছানো হয়, তা পৌঁছে থাকে। এ'তে উম্মতের ওলামা কিরামের 'ঐকমত্য' (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে যে, তারা নিজেদের মৃতদের প্রতি ফাতিহা, তৃতীয়, চল্লিশতম ও বার্ষিক ওরস ইত্যাদি সাওয়াব-দায়ক কার্যাদি ও সাদাক্বাহ দ্বারা সাওয়াব পৌঁছিয়ে থাকেন। এ কাজটা হাদীসসমূহের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এখানে 'ইনসান' দ্বারা কাফির বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ এ দাঁড়ায় যে, কাফির কোন মঙ্গল পাবে না। এতদ্ব্যতীত যে, যা সে করেছে, অর্থাৎ দুনিয়াতেই জীবিকায় প্রাচুর্য কিংবা সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি দ্বারা সেটার বিনিময় দিয়ে দেয়া হবে যাতে আখিরাতের জন্য তার কোনো অংশ বাকী না থাকে। আয়াতের আরেক অর্থ তাফসীরকারকগণ এও বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ ন্যায়-বিচারের নিরিখে তাই পাবে যা সে করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে যা চান দান করবেন।

অপর এক অভিমত তাফসীরকারকদের এও আছে যে, মু'মিনের জন্য অপর মু'মিন যেই সৎকর্ম করে ঐ সৎকর্ম ঐ মু'মিনেরই গণ্য হয়, যার জন্য করা হয়েছে। কেননা, তা সম্পাদনকারী তার সহকারী ও উকিল হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

টীকা-৪৮: আখিরাতে।

টীকা-৪৯: আখিরাতে তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তিনিই কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন

টীকা-৫০: যাকে ইচ্ছা আনন্দিত করেছেন, যাকে ইচ্ছা দুঃখিত করেছেন,

টীকা-৫১: অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যু দিয়েছেন এবং আখিরাতে জীবন প্রদান করেছেন। অথবা অর্থ এ যে, বাপ-দাদাকে মৃত্যু দিয়েছেন ও তাদের সন্তানদেরকে জীবন দান করেছেন। অথবা অর্থ এ যে, কাফিরদেরকে কুফরের মৃত্যু দিয়ে ধ্বংস করেছেন ও ঈমানদারগণকে ঈমানী জীবন দান করেছেন।

টীকা-৫২: মাতৃগর্ভে।

টীকা-৫৩: অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করা।

টীকা-৫৪: যা তীব্র গরমের মৌসুমে 'জাওযা' (جوزاء নক্ষত্র)- এর পর উদিত হয়। অন্ধকার যুগের লোকেরা সেটার পূজা করতো। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সবারই প্রতিপালক আল্লাহ। ঐ নক্ষত্রের রব্বও আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ এরই ইবাদত করো।

টীকা-৫৫: প্রচণ্ড শুষ্ক বায়ু দ্বারা। 'আদ দু'টি। একটি হচ্ছে 'হূদ-সম্প্রদায়'। তাদেরকে 'প্রথম আদ' বলা হয়। আর তাদের পরবর্তীদেরকে 'দ্বিতীয় আদ' বলা হয়। এরা হচ্ছে তাদেরই পশ্চাদগমনকারী (উত্তর পুরুষ)।

টীকা-৫৬: যারা সালিহ (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর সম্প্রদায় ছিলো।

টীকা-৫৭: নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেছি

টীকা-৫৮: যেহেতু, হযরত নূহ (عَلَيۡهِ السَّلَام) তাদের মধ্যে প্রায় এক হাজার বছর অবস্থান করেন। কিন্তু, তারা তাঁর দাওয়াত (ধর্মের প্রতি আহবান) গ্রহণ করেনি এবং তাদের অবাধ্যতাও কমেনি।

টীকা-৫৯: এটা দ্বারা 'লূত সম্প্রদায়ের বস্তি সমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে হযরত জিব্রাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) আল্লাহ এর নির্দেশে উত্তোলন করে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন।

টীকা-৬০: অর্থাৎ চিহ্ন-খচিত পাথর বর্ষণ করেন

টীকা-৬১: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৬২: যাঁকে আপন সম্প্রদায়ের প্রতি রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করা হয়েছিলো।

টীকা-৬৩: অর্থাৎ ক্বিয়ামত।

টীকা-৬৪: অর্থাৎ তিনিই সেটা প্রকাশ করবেন। অর্থ এ যে, সেটার ভয়ানক ও অথবা কঠিন অবস্থাদিকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ দূরীভূত করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলা দূরীভূত করবেন না।

টীকা-৬৫: অর্থাৎ কুরআন মাজীদকে

টীকা-৬৬: তাঁর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকি শুনে

টীকা-৬৭: কারণ, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়।★

৪৭: এবং এ যে, তাঁরই দায়িত্বে শেষ উত্থান (৫৩)।	وَاَنَّ عَلَيۡهِ النَّشۡاَةَ الۡاُخۡرٰى ﴿٤٧﴾
৪৮: এবং এ যে, তিনিই অভাবমুক্তি দান করেছেন এবং স্বল্পে তুষ্টি দিয়েছেন,	وَاَنَّهٗ هُوَ اَغۡنٰى وَاَقۡنٰى ﴿٤٨﴾
৪৯: এবং এ যে, তিনিই 'শি'রা' নক্ষত্রের রব (৫৪)।	وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعۡرٰى ﴿٤٩﴾
৫০: এবং এ যে, তিনিই প্রথম 'আদকে ধ্বংস করেছেন (৫৫),	وَاَنَّهٗۤ اَهۡلَكَ عَادَاۨ الۡاُوۡلٰى ﴿٥٠﴾
৫১: এবং সামূদকে (৫৬), সুতরাং কাউকেও অবশিষ্ট রাখেন নি,	وَثَمُوۡدَاۡ فَمَاۤ اَبۡقٰى ﴿٥١﴾
৫২: এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে (৫৭)। নিশ্চয় তারা তাদের চেয়েও অধিক যালিম ও অবাধ্য ছিলো (৫৮)।	وَقَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا هُمۡ اَظۡلَمَ وَاَطۡغٰى ﴿٥٢﴾
৫৩: এবং তিনি পাল্টে যাবার বস্তিকে নীচে পতিত করেছেন (৫৯),	وَالۡمُؤۡتَفِكَةَ اَهۡوٰى ﴿٥٣﴾
৫৪: অতঃপর সেটার উপর আচ্ছন্ন করেছে যা কিছু আচ্ছন্ন করার ছিলো (৬০)।	فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾
৫৫: সুতরাং হে শ্রোতা! আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহের মধ্যে সন্দেহ করবে?	فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾
৫৬: ইনি (৬১) একজন সতর্ককারী পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের ন্যায় (৬২)।	هٰذَا نَذِيۡرٌ مِّنَ النُّذُرِ الۡاُوۡلٰى ﴿٥٦﴾
৫৭: নিকটে এসেছে নিকটে আগমনকারী (৬৩)।	اَزِفَتِ الۡاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾
৫৮: আল্লাহ ব্যতীত কেউ সেটার প্রকাশকারী নেই (৬৪)।	لَيۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾
৫৯: তোমরা কি এ বাণীতে বিস্মিত হও (৬৫)?	اَفَمِنۡ هٰذَا الۡحَدِيۡثِ تَعۡجَبُوۡنَ ﴿٥٩﴾
৬০: এবং হাসছো এবং কাঁদছো না (৬৬)?	وَتَضۡحَكُوۡنَ وَلَا تَبۡكُوۡنَ ﴿٦٠﴾
৬১: এবং তোমরা খেলাধূলায় মগ্ন আছো।	وَاَنۡتُمۡ سٰمِدُوۡنَ ﴿٦١﴾
৬২: সুতরাং আল্লাহ এর জন্য সাজদাহ এবং তাঁর বন্দেগী করো (৬৭)। * (সাজদাহ-১২)	فَاسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ وَاعۡبُدُوۡا ﴿٦٢﴾

১: ‘সূরা ক্বামার’ মাক্কী, আয়াত (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ) ব্যতীত। এতে তিনটি রুকূ’, পঞ্চান্নটি আয়াত, তিনশ বিয়াল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চারশ তেইশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: সেটা নিকটবর্তী হবার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মু’জিযা থেকে

টীকা-৩: দ্বি-খণ্ডিত হয়ে।

চন্দ্র-বিদারণ (شق القمر)ঃ এ আয়াতে যার বর্ণনা এসেছে। এটা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সুস্পষ্ট মু’জিযাসমূহের অন্যতম।

মক্কাবাসীগণ হুযূর বিশ্বকূল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট একটা মু’জিযা দেখানোর দরখাস্ত করেছিলো। তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করে দেখিয়েছিলেন। চন্দ্রের দু’টি খণ্ড হয়ে গিয়েছিলো। এক খণ্ড অপর খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। আর ইরশাদ ফরমালেন- “সাক্ষী থাকো।”

ক্বুরাঈশগণ বললো, “মুহাম্মাদ (মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যাদু দ্বারা আমাদের ‘নজরবন্দ’ করে ফেলেছেন।” এর জবাবে তাদেরই দলের লোকেরা বললো, “যদি এটা ‘নজরবন্দই’ হয়, তাহলে বাইরে কেউ কোথাও চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত দেখতে পাবে না। এখন যে বণিকদল আগমন করছে তাদের সন্ধান নিয়ে রাখো এবং মুসাফিরগণকেও জিজ্ঞাসা করো। যদি অন্যান্য স্থান থেকেও চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহ মু’জিযাই।” সুতরাং সফর থেকে আগমনকারী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, তারা বর্ণনা করলো, “আমরা দেখতে পেলাম ঐ দিন চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে।” মুশরিকদের জন্য অস্বীকার করার আর কোন অবকাশ রইলো না। তবুও তারা সেটাকে মূর্খের মতো যাদুই বলতে লাগলো। সিহাহ এর বহু সংখ্যক হাদীসে এ মহান মু’জিযার বিবরণ এসেছে। আর এ খবর (হাদীস)-টি এমন পর্যায়ে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, তা অস্বীকার করা বিবেক ও ন্যায়-বিচারের প্রতি শত্রুতা করা ও বে- দ্বীনীরই শামিল হয়।

টীকা-৪: মক্কাবাসীগণ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সত্যতা ও নাবূয়্যাতের পক্ষে প্রমাণ বহনকারী

সূরা ক্বামার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বামার (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫৫, রুকূ’-৩

১: নিকটে এসেছে ক্বিয়ামত এবং (২) দ্বি- খণ্ডিত হয়েছে চন্দ্র (৩)।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)

২: এবং যদি দেখে (৪) কোন নিদর্শন, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় (৫) আর বলে, ‘এতো যাদু, যা (শাশ্বতরূপে) চলে আসছে।’

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (٢)

৩: এবং তারা অস্বীকার করেছে (৬) এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর পেছনে পড়েছে (৭) আর প্রত্যেক কাজই নিরূপিত হয়েছে (৮)।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ (٣)

৪: এবং নিশ্চয় তাদের নিকট ঐসব সংবাদ এসেছে (৯), যেগুলোতে যথেষ্ট বাধা ছিলো (১০),

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ (٤)

৫: চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এমন হিকমত (প্রজ্ঞা), অতঃপর কি কাজে আসবে ভীতি প্রদর্শনকারীগণ।

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥)

টীকা-৫: সেটার সত্যায়ন ও নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর ঈমান আনা থেকে,

টীকা-৬: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে এবং ঐসব মু’জিযাকে যেগুলো তারা স্বচক্ষে দেখেছে

টীকা-৭: ঐসব অবাস্তব বিশ্বাস, যেগুলো শয়তান তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। যেমন- যদি নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মু’জিযাগুলোর সত্যায়ন করা হয়, তবে তাঁর নেতৃত্বই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং ক্বুরাঈশের আর কোন সম্মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে না।

টীকা-৮: তা নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবেই, তাতে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই। বিশ্বকূল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দ্বীন বিজয়ী হয়েই থাকবে।

টীকা-৯: পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর, যারা তাদের রসূলগণকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে,

টীকা-১০: কুফর ও অস্বীকার থেকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের উপদেশ।

অনুবাদ	আয়াত
৬: সুতরাং আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১১), যেদিন আহ্বানকারী (১২) এক অতি অপরিচিত বিষয়ের দিকে আহবান করবে (১৩),	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَیْءٍ نُّكُرٍ ۙ(۶)
৭: অবনমিত দৃষ্টি সহকারে কবরগুলো থেকে বের হবে, যেন ওরা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল (১৪),	خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ(۷)
৮: আহ্বানকারীর প্রতি দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে (১৫), কাফিরগণ বলবে, 'এ দিন কঠিন।'	مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (۸)
৯: তাদের (১৬) পূর্বে নূহের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে, সুতরাং আমার বান্দা (১৭)-কে মিথ্যুক বলেছে আর বলেছে 'সে উন্মাদ' এবং তাকে তিরস্কার করেছে (১৮)।	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَ قَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّ ازْدُجِرَ (۹)
১০: তখন সে আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করলো, 'আমি পরাস্ত, তুমি আমার বদলা নাও।	فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ (۱۰)
১১: অতঃপর আমি আসমানের দরজা খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টি দ্বারা (১৯),	فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۖ(۱۱)
১২: এবং যমীনকে ঝর্ণা করে প্রবাহিত করে দিলাম (২০), সুতরাং উভয় পানি (২১) মিলিত হয়েছে ঐ পরিমাণে যা নির্ধারিত ছিলো (২২)।	وَّ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۚ(۱۲)
১৩: এবং আমি নূহকে আরোহণ করালাম (২৩) তক্তা ও পেরেকসম্পন্ন বস্তুর উপর,	وَ حَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ ۙ(۱۳)
১৪: যা আমার দৃষ্টিরই সামনাসামনি ভাসমান (২৪), তাঁরই জন্য পুরস্কারস্বরূপ, যাঁর সাথে (২৫) কুফর করা হয়েছিলো।	تَجْرِیْ بِاَعْیُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ (۱۴)
১৫: এবং আমি সেটাকে (২৬) নিদর্শনস্বরূপ রেখেছি, সুতরাং কেউ আছে কি ধ্যানকারী (২৭)?	وَ لَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰیَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (۱۵)
১৬: সুতরাং কেমন হলো আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীসমূহ?	فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَ نُذُرِ (۱۶)
১৭: এবং নিশ্চয় আমি ক্বুরআনকে স্মরণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং	وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

টীকা-১১: কেননা, তারা উপদেশ ও সতর্কীকরণ থেকে উপকার লাভ করার মতো নয়। (এটা ছিলো জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হবার পূর্বের, পরে তা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১২: অর্থাৎ হযরত ইস্রাফীল (عَلَيْهِ السَّلَام) 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর পাথরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে

টীকা-১৩: সেটার মতো কঠোরতা কখনো দেখেনি এবং তা হবে ক্বিয়ামত ও হিসাব নিকাশের ভয়ানক অবস্থা,

টীকা-১৪: সবদিক থেকে ভয়ে হতভম্ব। জানে না কোথায় যাবে,

টীকা-১৫: অর্থাৎ হযরত ইস্রাফীল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর আওয়াজ এর দিকে

টীকা-১৬: অর্থাৎ ক্বুরাঈশের

টীকা-১৭: নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-১৮: এবং হুমকি দিয়েছে এ বলে যে, "যদি আপনি স্বীয় উপদেশ দান, ওয়াজ ও দাওয়াত প্রদান থেকে বিরত না হোন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলবো, পাথর বর্ষণ করে মেরে ফেলবো।"

টীকা-১৯: যা চল্লিশ দিন পর্যন্ত থামেনি

টীকা-২০: অর্থাৎ যমীন থেকে এ পরিমাণ পানি নির্গত হয়েছে যে, সমগ্র ভূমি ঝর্ণার মতো হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-২১: আসমান থেকে বর্ষিত ও মাটি থেকে উৎসারিত

টীকা-২২: এবং 'লাওহ-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিলো যে, তুফান এ সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে।

টীকা-২৩: এক নৌযান (কিস্তি)

টীকা-২৪: আমারই হিফাযতে (তত্ত্বাবধানে)

টীকা-২৫: অর্থাৎ হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সাথে

টীকা-২৬: অর্থাৎ এই ঘটনাকে যে, কাফিরগণকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়েছে এবং হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে নাজাত দেয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের মতে, (تَرَكْنٰهَا) ক্রিয়ার কর্ম (هَا) সর্বনাম 'নৌযান'-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা ঐ নৌযানকে দ্বীপ-ভূমিতে, কারো কারো মতে, জুদী পর্বতের উপর দীর্ঘকাল যাবৎ অক্ষত রাখেন। এমনকি আমাদের মুসলিম উম্মাহর প্রাথমিক যুগের লোকেরাও সেটা দেখেছেন

টীকা-২৭: যারা উপদেশ লাভ করে ও শিক্ষা গ্রহণ করে?

টীকা-২৮: এ আয়াতের মধ্যে ক্বুরআন কারীমের শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং তা কণ্ঠস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তাছাড়া, একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, ক্বুরআন যারা মুখস্থ করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এর নিকট থেকে সাহায্য করা হয়। আর তা হিফয করা সহজসাধ্য করে দেয়ার ফলশ্রুতি এ হলো যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তা মুখস্থ করে নেয়। এটা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মীয় কিতাব এমন নেই, যা মুখস্থ করা হয় এবং সহজে কণ্ঠস্থ হয়ে যায়।

টীকা-২৯: আপন নাবী হযরত হূদ (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে। এ জন্যই তাদেরকে শাস্তির শিকার করা হয়েছিলো।

অনুবাদ	আয়াত
স্মরণকারী কেউ আছে কি (২৮)?	مِنْ مُّدَّكِرٍ (١٧)
১৮: 'আদ অস্বীকার করেছে (২৯)। সুতরাং কেমন হলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (৩০),	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ (١٨)
১৯: নিশ্চয় আমি তাদের উপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম (৩১) এমন দিনে, যার অমঙ্গল তাদের উপর স্থায়ী হয়ে রইলো (৩২),	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (١٩)
২০: লোকদেরকে এভাবেই মারছিলো যেন তারা উৎপাটিত খেজরবৃক্ষের কাণ্ড।	تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ (٢٠)
২১: সুতরাং কেমন হলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ (٢١)
২২: এবং নিশ্চয় আমি সহজ করেছি স্মরণ করার জন্য। সুতরাং স্মরণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (٢٢)
রুকূ'-২	
২৩: সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (৩৩)।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ (٢٣)
২৪: সুতরাং তারা বললো, 'আমরা কি আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের অনুসরণ করবো (৩৪)? তখন তো আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট ও উন্মাদ হবো (৩৫)।	فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ (٢٤)
২৫: আমাদের সবার মধ্যে কি তারই উপর (৩৬) যিকর অবতীর্ণ করা হয়েছে (৩৭)? বরং এ তো জঘন্য মিথ্যুক, দাম্ভিক (৩৮)।'	ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ (٢٥)
২৬: অতি শীঘ্র আগামীকালই জেনে যাবে (৩৯) কে ছিলো বড় মিথ্যুক, দাম্ভিক। ২৭: আমি উষ্ট্রী প্রেরণকারী তাদের পরীক্ষার জন্য (৪০)। সুতরাং হে সালিহ! তুমি রাস্তা দেখো (৪১) এবং ধৈর্যধারণ করো (৪২)।	سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ (٢٦) اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧)

টীকা-৩০: যা শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে এসেছিলো,

টীকা-৩১: খুবদ্রুতগামী, অতি শীতল ও অত্যন্ত কনকনে

টীকা-৩২: এমনকি তাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকে নি, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আর সেই দিনটা ছিলো মাসের শেষ বুধবার।

টীকা-৩৩: আপন নাবী হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর 'দাওয়াত' গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং তাঁর উপর ঈমান না এনে।

টীকা-৩৪: অর্থাৎ আমরা অনেকে থাকা সত্ত্বেও মাত্র একজন লোকের অনুসারী হয়ে যাবো? আমরা তেমনি করবো না। কেননা, যদি তেমন করি,

টীকা-৩৫ এটা তারা হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উক্তিকেই ফিরিয়ে বললো। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা যদি আমার অনুসরণ না করো, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট ও বিবেকহীন।"

টীকা-৩৬: অর্থাৎ হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উপর

টীকা-৩৭: অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে? এবং আমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি এর উপযোগী ছিলো না?

টীকা-৩৮: অর্থাৎ নাবুয়্যাতের দাবী করে বড় হতে চাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৩৯: যখন শাস্তিতে লিপ্ত করা হবে,

টীকা-৪০: এটা এর উপর বলা হয়েছে যে, হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায় তাঁকে এ কথা বলেছিলো, "আপনি পাথর থেকে একটা উষ্ট্রী বের করে আনুন।" তিনি তাদের ঈমান আনার শর্তারোপ করে তা মঞ্জুর করে নিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা উষ্ট্রী প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উদ্দেশ্যে ইরশাদ ফরমালেন-

টীকা-৪১: যে, তারা কি করছে? এবং সেগুলোর প্রতি কি আচরণ করা হচ্ছে?

টীকা-৪২: সেগুলোর নির্যাতনের উপর

টীকা-৪৩: একদিন তাদের একদিন উষ্ট্রীর।
টীকা-৪৪: যেদিন উষ্ট্রীর পালা সেদিন উষ্ট্রী হাযির হবে, আর যেদিন সম্প্রদায়ের পালা সেদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা পানির নিকট হাযির হবে।
টীকা-৪৫: ক্বিদার ইবনে সালিফকে উষ্ট্রীটাকে হত্যা করার জন্য।
টীকা-৪৬: শানিত তরবারী।
টীকা-৪৭: এবং সেটাকে হত্যা করে ফেললো।

২৮: এবং তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, পানি তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে (৪৩)। প্রত্যেক অংশের উপর সে-ই উপস্থিত হবে, যার পালা আসবে (৪৪)।	وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَیْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ (٢٨)
২৯: অতঃপর তারা আপন আপন সাথীকে (৪৫) ডাকলো, অতঃপর সে (৪৬) নিয়ে সেটার গোছগুলো কেটে ফেললো (৪৭)।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰی فَعَقَرَ (٢٩)
৩০: অতঃপর কেমন হলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (৪৮)?	فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ (٣٠)
৩১: নিশ্চয় আমি তাদের উপর এক বিকট শব্দ প্রেরণ করেছি (৪৯)। তখন তারা পরিণত হলো পশুর ঘেরাও নির্মাণকারীর অবশিষ্ট ঘাসের ন্যায়, যা শুষ্ক, পদ-দলিত ছিলো (৫০)।	اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ صَیْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِیْمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١)
৩২: এবং নিশ্চয় আমি সহজ করেছি ক্বুরআনকে স্মরণ করার জন্য। সুতরাং কেউ স্মরণ করার আছে কি?	وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (٣٢)
৩৩: লূত-সম্প্রদায়ের লোকেরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ (٣٣)
৩৪: নিশ্চয় আমি তাদের উপর (৫১) পাথর বর্ষণ করেছি (৫২), লূতের পরিবারবর্গ ব্যতীত (৫৩)। আমি তাদেরকে শেষ প্রহরে (৫৪) রক্ষা করে নিয়েছি,	اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَاصِبًا اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّیْنٰهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤)
৩৫: আমার নিকট থেকে নি'মাত প্রদান করে। আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি তাকেই, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (৫৫)।	نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ شَكَرَ (٣٥)
৩৬: এবং নিশ্চয় সে (৫৬) তাদেরকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে (৫৭) সতর্ক করেছে। অতঃপর তারা ভীতির ফরমানগুলোতে সন্দেহ করেছে (৫৮)।	وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦)
৩৭: তারা তাঁর নিকট তার মেহমানদেরকে ফুসলাতে চাইলো (৫৯), তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম (৬০)। বললাম-	وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَیْفِهٖ فَطَمَسْنَاۤ اَعْیُنَهُمْ

টীকা-৪৮: যেগুলো শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে আমার নিকট থেকে এসেছিলো এবং আপন আপন স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।
টীকা-৪৯: অর্থাৎ ফিরিশতার ভয়ানক শব্দ।
টীকা-৫০: অর্থাৎ যেভাবে রাখালগণ জঙ্গলে আপন মেষগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঘাস-কাঁটা দিয়ে ঘেরাও তৈরি করে নেয়, তা থেকে কিছু ঘাস অবশিষ্ট থেকে যায়। আর তা জানোয়ারগুলোর পদতলে দলিত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়- এ অবস্থা তাদেরও হয়ে গিয়েছিলো।
টীকা-৫১: এ অস্বীকারের শাস্তি স্বরূপ-
টীকা-৫২: অর্থাৎ তাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর বর্ষণ করেছি,
টীকা-৫৩: অর্থাৎ হযরত লূত (عَلَیْهِ السَّلَام) এবং তাঁর দু'সাহেবজাদী এ শাস্তি থেকে রক্ষা পান।
টীকা-৫৪: অর্থাৎ ভোর হবার পূর্বে
টীকা-৫৫: আল্লাহ তাআ'লা এর নি'মাতসমূহের এবং 'কৃতজ্ঞ' হচ্ছে তারাই, দ্বারা আল্লাহ এর উপর তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনে ও তাঁদের আনুগত্য করে।
টীকা-৫৬: অর্থাৎ হযরত লূত (عَلَیْهِ السَّلَام)।
টীকা-৫৭: আমার শাস্তি থেকে।
টীকা-৫৮: এবং তাঁদের সত্যায়ন করলো না।
টীকা-৫৯: আর হযরত লূত (عَلَیْهِ السَّلَام)কে বলেছে, "আপনি আমাদের ও আপন অতিথিদের মধ্যে অন্তরায় হবেননা। তাদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করে দিন।" এ কথাটা তারা কু-উদ্দেশ্যে এবং অসৎ ইচ্ছায় বলেছিলো। আর মেহমানগণ ফিরিশতা ছিলেন। তারা হযরত লূত (عَلَیْهِ السَّلَام) কে বললেন, "আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন। ঘরের ভিতরে আসতে দিন।" যখনই তারা ঘরে প্রবেশ করলো, তখন হযরত জিব্রাঈল (عَلَیْهِ السَّلَام) একটা থাপ্পড় মারলেন।
টীকা-৬০: তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধ হয়ে গেলো এবং চোখগুলো এমনই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো যে, চোখের কোন চিহ্নই বাকী থাকেনি। চেহারাগুলো বিকৃত হয়ে

গেলো। তারা হতভম্ব হয়ে এদিক সেদিন ছুটাছুটি করতে লাগলো। দরজা খুঁজে পাচ্ছিলো না। হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) তাদেরকে দরজা দিয়ে বের করে দিলেন।

টীকা-৬১: যা তোমাদেরকে হযরত লূত (عَلَيْهِ السَّلَام) শুনিয়েছিলেন।

টীকা-৬২: যে শাস্তি পরকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

টীকা-৬৩: হযরত মূসা ও হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام)। সুতরাং ফিরআউনের অনুসারীরা তাদের উপর ঈমান আনেনি।

টীকা-৬৪: যেগুলো হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে দেয়া হয়েছিলো।

টীকা-৬৫: শাস্তি সহকারে

টীকা-৬৬: হে মক্কাবাসীরা।

টীকা-৬৭: অর্থাৎ ঐসব সম্প্রদায় থেকে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান? কিংবা কুফর ও একগুঁয়েমীতে তাদের চেয়ে কোন অংশে কম?

টীকা-৬৮: যে, তোমাদের কুফরের উপর পাকড়াও হবে না? আর তোমরা যে আল্লাহ এর শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে?

টীকা-৬৯: মক্কার কাফিরগণ,

টীকা-৭০: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে?

টীকা-৭১: অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণকে

টীকা-৭২: এবং এভাবেই পলায়ন করবে যে, একজনও স্থির থাকবে না।

শানে নুযূলঃ বদরের যুদ্ধের দিন যখন আবূ জাহল বললেন, "আমরা সবাই মিলে বদলা নেবো", তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বর্ম (যুদ্ধের পোষাক) পরিধান করে এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর এমনই হলো যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিজয় হলো এবং কাফিরদের পরাজয় হলো।

টীকা-৭৩: অর্থাৎ এ শাস্তির পর তাদের প্রতি ক্বিয়ামত-দিবসের শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

টীকা-৭৪: দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা সেটার শাস্তি বহুগুণ বেশি কঠিন।

টীকা-৭৫: না বুঝতে পারে, না সৎপথ পায়। (তাফসীর-ই-কাবীর)

বাংলা	আরবি
'আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণী (৬১)।'	فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ (٣٧)
৩৮: এবং নিশ্চয় ভোর-সকালে তাদের উপর স্থায়ী শাস্তি আসলো (৬২)।	وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ (٣٨)
৩৯: সুতরাং আস্বাদন করো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।	فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ (٣٩)
৪০: নিশ্চয় আমি সহজ করেছি ক্বুরআনকে স্মরণ করার জন্য, সুতরাং স্মরণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (٤٠)
রুকূ'-৩	
৪১: নিশ্চয় ফিরআ'উনীদের নিকট রসূলগণ আসলো (৬৩)।	وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (٤١)
৪২: তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অস্বীকার করলো (৬৪)। সুতরাং আমি তাদেরকে (৬৫) পাকড়াও করেছি, যা এক মহাসম্মানিত ও মহা শক্তিমানের পক্ষেই শোভা পাচ্ছিলো।	كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ (٤٢)
৪৩: তোমাদের (৬৬) কাফিরগণ কি তাদের চেয়ে অধিক উত্তম (৬৭)? না কিতাবসমূহে তোমাদের মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (৬৮)?	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣)
৪৪: কিংবা (তারা কি) এ কথা বলে (৬৯), 'আমরা সবাই মিলে বদলা নিয়ে নেবো (৭০)?'	اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ (٤٤)
৪৫: এখন তাড়া করা হচ্ছে এ দলকে (৭১) এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (৭২),	سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ (٤٥)
৪৬: বরং তাদের প্রতিশ্রুতি ক্বিয়ামতের উপরই (৭৩) এবং ক্বিয়ামত অতি কঠিন ও অত্যন্ত তিক্ত (৭৪)।	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ (٤٦)
৪৭: নিশ্চয় অপরাধী হচ্ছে পথভ্রষ্ট ও উন্মাদ (৭৫)।	اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ (٤٧)
৪৮: যেদিন আগুনের মধ্যে তাদের মুখমণ্ডলগুলোর উপর উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর বলা হবে, 'আস্বাদন করো দোযখের ছোঁয়া।'	يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ (٤٨)

টীকা-৭৬: 'হিকমত'-এর চাহিদানুযায়ী।
শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'ক্বাদারিয়া' সম্প্রদায়ের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়, আর দুর্ঘটনাবলীকে নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতি সম্পৃক্ত করে।
কতিপয় মাসআলাঃ হাদীস শরীফসমূহে তাদেরকে এ উম্মতের 'মজূসী' অর্থাৎ অগ্নিপূজারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তাদের নিকট বসা, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার সূচনা করা, তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের দেখাশুনা করা এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে 'দাজ্জালের সাথী' বলা হয়েছে। তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।
টীকা-৭৭: যে কোন বস্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলে তা নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে হয়ে যায়।
টীকা-৭৮: কাফিরগণ, পূর্ববর্তী যুগের উম্মতদেরকে
টীকা-৭৯: যারা শিক্ষা লাভ করবে ও উপদেশ গ্রহণ করবে?
টীকা-৮০: অর্থাৎ বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ কৃতকর্মসমূহের রক্ষণা- বেক্ষণকারী ফিরিশতাদের লিপিগুলোর মধ্যে রয়েছে।
টীকা-৮১: 'লওহ-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে।
টীকা-৮২: অর্থাৎ তাঁর দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত।
*
টীকা-১ঃ 'সূরা আর্‌রাহ্‌মান' মাদানী। এতে তিনটি রুকূ', ছিয়াত্তর অথবা আটাত্তরটি আয়াত, তিনশ একান্নটি পদ এবং এক হাজার ছয়শ ছত্রিশটি বর্ণ আছে।
টীকা-২ঃ শানে নুযূলঃ যখন আয়াত اُسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ (পরম দয়ালুকে সাজদা করো।) অবতীর্ণ হলো, তখন মক্কার কাফিরগণ বললো, "রাহ্‌মান কি? আমরা তো জানিনা।" এর জবাবে আল্লাহ্ তাআ'লা সূরা 'আর রাহ্‌মান' আবতীর্ণ করলেন। ইরশাদ ফরমান যে, 'রহমান' যাঁকে তোমরা অস্বীকার করছো তিনিই যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেন।' অন্য এক অভিমত হচ্ছে- মক্কাবাসীগণ যখন বললো, "মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে কোন মানুষ শিক্ষা দেয়?" তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ ফরমান- "রাহ্‌মানই আপন মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" (খাযিন)

অনুবাদ	আয়াত
৪৯: নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে একটা নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি (৭৬)।	اِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ(۴۹)
৫০: এবং আমার কাজ তো এক কথার কথা, যেমন- পলক মারা মাত্র (৭৭)।	وَ مَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ(۵۰)
৫১: এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে (৭৮) ধ্বংস করে ফেলেছি। সুতরাং কেউ মনোযোগ দেয়ার মতো আছে কি (৭৯)?	وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَاۤ اَشْیَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ(۵۱)
৫২: এবং তারা যা কিছুই করেছে সবই কিতাবগুলোর মধ্যে রয়েছে (৮০)। ৫৩: এবং প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তু লিপিবদ্ধ হয়েছে (৮১)।' ৫৪: নিশ্চয় খোদাভীরুগণ বাগানসমূহ ও নহরে থাকবে, ৫৫: মজলিসে মহা ক্ষমতাবান বাদশাহ (আল্লাহ)-এর সম্মুখে (৮২)। *	وَ كُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوْهُ فِی الزُّبُرِ(۵۲) وَ كُلُّ صَغِیْرٍ وَّ كَبِیْرٍ مُّسْتَطَرٌ(۵۳) اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ(۵۴) فِیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْكٍ مُّقْتَدِرٍ(۵۵)

সূরা আর-রাহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা আর-রাহমান (মাদানী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৭৮, রুকূ'-৩

রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: পরম দয়ালু, ২: আপন মাহবূবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (২)। ৩: মানবতার প্রাণ মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন,	اَلرَّحْمٰنُ(۱) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ(۲) خَلَقَ الْاِنْسَانَ(۳)

টীকা-৩ঃ 'ইনসান' দ্বারা এ আয়াতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর 'বয়ান' দ্বারা مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ যা সৃষ্ট হয়েছে ও যা সৃষ্ট হবে) সবকিছুরই বিবরণ বুঝানো হয়। কেননা, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব সৃষ্টিরই সংবাদ দিতেন। (খাযিন)

টীকা-৪ঃ যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ সহকারে, আপন আপন কক্ষপথে ও তিথিগুলোতে পরিভ্রমণ করে। আর তাতে সৃষ্টির জন্য বহু উপকার রয়েছে। সময়ের হিসাব, সাল ও মাসগুলোর গণনা এগুলোর উপর নির্ভরশীল।

টীকা-৫ঃ আল্লাহ্ এর নির্দেশের প্রতি অনুগত।

বাংলা	আরবি
৪: যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সবকিছুর (مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ) সমান বর্ণনা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন (৩),	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)
৫: সূর্য ও চন্দ্র নির্দ্ধারিত হিসাবে (নিয়মে)। আবর্তন করছে (৪),	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)
৬: তৃণলতা ও গাছ-পালা সাজদা করে (৫)।	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ (٦)
৭: এবং আসমানকে আল্লাহ সমুন্নত করেছেন (৬) এবং পরিমাপ দণ্ড স্থাপন করেছেন (৭),	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٧)
৮: যাতে, পরিমাপে ভারসাম্য লংঘন না করো (৮)।	اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ (٨)
৯: এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে পরিমাপ প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনে কম দিওনা।	وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ (٩)
১০: এবং পৃথিবী স্থাপন করেছেন সৃষ্টিকুলের জন্য (৯),	وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ (١٠)
১১: তাতে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খেজুরসমূহ রয়েছে (১০)	فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ (١١)
১২: এবং ভুসির সাথে শস্য দানা (১১) ও সুগন্ধময় ফুল।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢)
১৩: সুতরাং হে জ্বীন ও মানব! তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে (১২)?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٣)
১৪: তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন টনটনে মাটি থেকে, যেমন শুষ্ক মাটি (১৩)।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤)
১৫: এবং জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি-শিখা থেকে (১৪)।	وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (١٥)
১৬: সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٦)

টীকা-৬ঃ এবং আপন ফিরিশতাদের অবস্থানস্থল ও স্বীয় বিধি-বিধানের উৎসস্থল করেছেন।

টীকা-৭ঃ যা দ্বারা বস্তুসমূহের পরিমাণ করা হয় এবং সেগুলোর পরিমাণাদিও জানা যায়, যাতে লেনদেনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

টীকা-৮ঃ যাতে কারো প্রাপ্য বিনষ্ট না হয়।

টীকা-৯ঃ যারা এতে অবস্থান ও বসবাস করে, যাতে তারা তাতে বিশ্রাম নেয় ও উপকৃত হয়,

টীকা-১০ঃ যে গুলোর মধ্যে বহু বারাকাত রয়েছে।

টীকা-১১ঃ যেমন গম ও যব ইত্যাদি

টীকা-১২ঃ এ সূরা শরীফে এই আয়াত একত্রিশ বার ইরশাদ হয়েছে। বারবার নি'মাতসমূহের কথা উল্লেখ করে এ কথাই ইরশাদ করা হয়েছে যে, 'আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?' এটা হিদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের উৎকৃষ্টতম পন্থা। এতে শ্রোতার অন্তরকে পুনঃপুন জাগ্রত করা হয় এবং সে স্বীয় অপরাধ ও অকৃজ্ঞতার অবস্থা বুঝতে পারে যে, সে কি পরিমাণ অনুগ্রহকে অস্বীকার করেছে। আর তার অন্তরে লজ্জাবোধর সঞ্চার হয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আর এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর অগণিত অনুগ্রহ তার উপর রয়েছে।

হাদীসঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন- "এ সূরাটি আমি জিন জাতিকে পাঠ করে শুনিয়েছি। তারা তোমাদের থেকে উত্তম জবাব দিচ্ছিলো। যখন আমি আয়াত فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٣) পাঠ করতাম তখন তারা বলতো, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করিনা। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা।" (তিরমিযী। তিনি বলেন- এটা 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস।)

টীকা-১৩ঃ অর্থাৎ এমন শুষ্ক মাটি থেকে, যা বাজালে বাজতে থাকে। আর কোন বস্তুর আঘাতের কারণে তা শব্দ করে। অতঃপর সে মাটিকে ভিজানো হয়। ফলে, তা কাদায় পরিণত হয়েছে। তারপর সেটাকে গলানো হলো। ফলে, তা কালো বর্ণের কাদায় পরিণত হলো।

টীকা-১৪ঃ অর্থাৎ খাঁটি ধোঁয়াবিহীন শিখা দ্বারা।

টীকা-১৫ঃ উভয় পূর্ব ও উভয় পশ্চিম দ্বারা উদ্দেশ্য- সূর্য উদয় হবার উভয় স্থান- গ্রীষ্মকালেরও, শীতকালেরও। অনুরূপভাবে অস্ত যাবারও উভয় স্থান।
টীকা-১৬ঃ মিষ্টি ও লোনা।
টীকা-১৭ঃ না ঐ দু'টির মাঝখানে প্রকাশ্যে কোন আড়াল আছে, না আছে কোন অন্তরাল,
টীকা-১৮ঃ আল্লাহ তাআ'লা এর ক্ষমতায়
টীকা-১৯ঃ প্রত্যেকটিই আপন আপন সীমানায় অবস্থান করে এবং কোনটারই স্বাদ পরিবর্তন হয়না।
টীকা-২০ঃ যেসব বস্তু দ্বারা ঐ সব কিস্তি বা নৌযান তৈরী করা হয় সেগুলোও আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সংযোজিত করা, নৌযান তৈরি করা ও শিল্প-কর্মের বুদ্ধিও আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টি করেছেন। আর সমুদ্রগুলোতে ঐসব নৌযানের চলাফেরা করা ও পানিতে ভাসমান হওয়া- এ সবই আল্লাহ তা'আলা এর ক্ষমতায়ই নিয়ন্ত্রিত হয়।
টীকা-২১ঃ প্রত্যেকটা প্রাণী ইত্যাদি ধ্বংসশীল।
টীকা-২২ঃ যে, তিনি সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন হবার পর তাদেরকে আবার জীবিত করবেন এবং চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন আর ঈমানদারদের উপর দয়াপরবশ হবেন।
টীকা-২৩ঃ ফিরিশতা হোক কিংবা জিন অথবা মানুষ হোক কিংবা অন্য কোন সৃষ্টি কেউই তার থেকে অভাবমুক্ত নয়। সবই তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী এবং (পারিপার্শ্বিক) অবস্থা ও মুখের ভাষায় তাঁরই দ্বারের ভিক্ষুক।
টীকা-২৪ঃ অর্থাৎ তিনি সর্বক্ষণই আপন কুদরতের নিদর্শনাদি প্রকাশ করেন। কাউকে জীবিকা দান করেন, কাউকেও মৃত্যু দেন, কাউকে জীবন দান করেন, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে করেন অপমানিত, কাউকে ধনী করেন, কাউকে করেন পরমুখাপেক্ষী, কারো পাপ মোচন করেন এবং কারো দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করেন।
শানে নুযূলঃ বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত ইহুদিদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলতো যে, আল্লাহ তাআ'লা শনিবার দিন কোনো কাজ করেন না। তাদের এ উক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
বর্ণিত আছে যে, এক বাদশাহ তাঁর উযিরকে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। উজীর একদিনের সময় চাইলেন। অতঃপর অতীব চিন্তিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আপন ঘরে ফিরে আসলেন। তাঁর এক হাবশী কৃতদাস উজীরকে চিন্তিত দেখে বললো, "হে আমার মুনীব! আপনি কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আমাকে

১৭: উভয় পূর্বের প্রতিপালক এবং উভয় পশ্চিমের প্রতিপালক (১৫)।	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾
১৮: সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾
১৯: তিনি দু'টি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন (১৬) যে দু'টি দেখতে মনে হয় পরস্পর মিলিত (১৭),	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾
২০: এবং আছে উভয়ের মধ্যখানে অন্তরায় । (১৮) যে, একটা অপরটাকে অতিক্রম করতে পারে না (১৯)।	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾
২১: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾
২২: ঐ দু'টির মধ্য থেকে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾
২৩: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾
২৪: এবং তাঁরই ঐসব চলমান নৌযান, যেগুলো সমুদ্রের মধ্যে উত্থিত হয়- যেমন কতগুলো পর্বত (২০)।	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـٰٔتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾
২৫: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾
রুকূ'-২	
২৬: ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর (২১)।	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾
২৭: এবং চিরস্থায়ী হচ্ছেন আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (২২)।	وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
২৮: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾
২৯: তাঁরই নিকট প্রার্থী, যতকিছু আসমানসমূহে ও যমীনে রয়েছে (২৩)। প্রত্যহ তিনি একেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কাজে রত রয়েছেন (২৪)।	يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾

বলুন।” উযির বর্ণনা করলে ক্রীতদাস বললো, “এর অর্থ বাদশাহকে আমিই বুঝিয়ে দেবো।” উযির তাকে বাদশার সম্মুখে হাযির করলেন। তখন ক্রীতদাস বাদশার উদ্দেশ্যে বললো, “হে বাদশাহ! আল্লাহ এর শান (গুরুত্বপূর্ণ কাজ) এ যে, তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে, তিনি মৃত থেকে জীবিত বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে। অসুস্থকে সুস্থতা প্রদান করেন এবং সুস্থকে অসুস্থ করেন, বিপদগ্রস্তকে মুক্তি দেন, দুঃখহীনদেরকে বিপদগ্রস্ত করেন, সম্মানিতদেরকে অপমানিত করেন, অপমানিতকে সম্মান দান করেন, সম্পদশালীদেরকে পরমুখাপেক্ষী করেন এবং অভাবীকে ধনবান।” বাদশাহ ক্রীতদাসের জবাব পছন্দ করলেন। আর উযিরকে নির্দেশ দিলেন যেন ঐ দাসকে উযিরের সম্মানিত পোশাকে ভূষিত করেন। দাস উযিরকে বললো, “হে মুনিব! এটাও আল্লাহ তা'আলা এর একটা শান।”

টীকা-২৫ঃ জ্বীন ও ইনসানের।

টীকা-২৬ঃ তোমরা তাঁর আয়ত্ব থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারো না।

টীকা-২৭ঃ কিয়ামত দিবসে তোমরা যখন কবর থেকে বের হবে।

টীকা-২৮ঃ হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত) কুদ্দিসা সিররুহ বলেছেন, অগ্নিশিখায় যদি ধোঁয়া থাকে, তা'হলে তার সমস্ত অংশ দহনকারী হয়না। কারণ, ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ তাতে শামিল থাকে যা থেকে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। আর ধোঁয়ার মধ্যে শিখা থাকলে তা পূর্ণমাত্রায় কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়না। কারণ, তাতে শুধু আগুনের শিখা অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাদের (জিন ও মানবজাতি) প্রতি ধোঁয়া বিহীন অগ্নিশিখা প্রেরণ করা হবে, যার সমস্ত অংশই দহনকারী হবে। আর শিখাবিহীন আগুনের ধোঁয়াও যা অত্যন্ত কালো বর্ণের ও অন্ধকারময় হবে এবং (তাঁরই সম্মানিত দরবারের আশ্রয়!)

টীকা-২৯ঃ ঐ শাস্তি থেকে না বাঁচতে পারবে, না একে অপরকে সাহায্য করতে পারবে, বরং এ অগ্নিশিখা ধোঁয়া তোমাদেরকে হাশরের-ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে। পূর্বেই এ সম্পর্কে খবর দিয়ে দেয়া- এটাও আল্লাহ তাআ'লা এর করুণা ও বদান্যতাই, যাতে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে নিজেকে নিজে এ মুসিবত থেকে রক্ষা করতে পারো।

টীকা-৩০ঃ যে, স্থানে স্থানে ফাটল ও লাল বর্ণ। (হযরত অনুবাদক কুদ্দিসা সিররুহু)

টীকা-৩১ঃ অর্থাৎ যখন কবরগুলো থেকে উঠানো হবে এবং আসমান বিদীর্ণ হবে

টীকা-৩২ঃ ঐদিন ফিরিশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না, তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারবেন। বস্তুতঃ প্রশ্ন অন্য সময়ে করা হবে যখন লোকেরা হিসাব-নিকাশের স্থানে একত্রিত হবে।

অনুবাদ	আয়াত
৩০: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٠)
৩১: শীঘ্রই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে আমি তোমাদের হিসাবের ইচ্ছা করি হে, উভয় ভারী দল (২৫)।	سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَیُّهَ الثَّقَلٰنِ (٣١)
৩২: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٢)
৩৩: হে জ্বীন ও ইনসানের দল! যদি তোমাদের পক্ষে এটা সম্ভবপর হয় যে, তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের প্রান্ত গুলো থেকে বের হয়ে যাবে, তা'হলে বের হয়ে যাও! বের হয়ে যেখানেই যাবে সেখানে তাঁরই রাজত্ব বিরাজমান (২৬)।	یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (٣٣)
৩৪: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٤)
৩৫: তোমাদের উভয়ের উপর (২৭) ছোঁড়া হবে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা এবং শিখাবিহীন আগুণের কালো ধোঁয়া (২৮), তখন তোমরা প্রতিশোধ নিতে পারবে না (২৯)।	یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ۬ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ (٣٥)
৩৬: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٦)
৩৭: অতঃপর যখন আসমান বিদীর্ণ হবে তখন তা গোলাপ ফুলের ন্যায় হয়ে যাবে (৩০), যেমন নিরেট লাল।	فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧)
৩৮: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٨)
৩৯: সুতরাং ঐ দিন (৩১) পাপীর পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না- কোন মানুষ ও জ্বীন থেকে (৩২)।	فَیَوْمَىٕذٍ لَّا یُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ (٣٩)
৪০: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٠)
৪১: অপরাধীগণকে তাদের চেহারা দ্বারাই	یُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِیْمٰهُمْ

বাংলা	আরবি
চেনা যাবে (৩৩)। সুতরাং মাথা ও পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (৩৪)।	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ (٤١)
৪২: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে (৩৫)?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٢)
৪৩: এটা হচ্ছে ঐ জাহান্নাম, যাকে অপরাধীগণ অস্বীকার করে।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٤٣)
৪৪: তারা প্রদক্ষিণ করবে তাতে এবং চরম পর্যায়ের জ্বলন্ত-ফুটন্ত পানিতে (৩৬)।	يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ (٤٤)
৪৫: অতঃপর আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٥)
৪৬: এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে (৩৭) তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে (৩৮)।	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (٤٦)
৪৭: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٧)
৪৮: (উভয়ই) বহু শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন (বৃক্ষে পূর্ণ) (৩৯)।	ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ (٤٨)
৪৯: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٩)
৫০: উভয়ের মধ্যে দু'টি প্রস্রবণ প্রবহমান ও (৪০)।	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ (٥٠)
৫১: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥١)
৫২: উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল দু' দু' প্রকারের হবে।	فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ (٥٢)
৫৩: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٣)
৫৪: (এবং) এমনসব বিছানার উপর হেলান, দিয়ে বসবে, যেগুলোর আস্তরণ মোটা রেশমের (৪১), এবং উভয়ের ফলমূল এতই ঝুঁকে পড়বে যে, নীচে থেকে আহরণকারী আহরণ করতে পারবে (৪২)।	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤)
৫৫: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٥)
৫৬: ঐসব বিছানার উপর এমন স্ত্রীগণ থাকবে, যারা স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি চক্ষু উঁচু করে দৃষ্টিপাত করে না (৪৩), তাদের পূর্বে এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ এবং না (কোন) জ্বীন।	فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ (٥٦)
৫৭: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٧)

টীকা-৩৩ঃ যে, তাদের মুখ কালো হবে এবং চোখ হবে নীল বর্ণের।

টীকা-৩৪ঃ পাগুলোকে পিঠের পেছন দিক থেকে এনে কপালের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটাও বর্ণিত হয় যে, কাউকেও মাথার চুল ধরে কপালের উপর ভর করে হেঁচড়ানো হবে, কাউকেও পায়ের উপর ভর করে।

টীকা-৩৫ঃ এবং তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-৩৬ঃ যে, যখন জাহান্নামের আগুনে জ্বলে ও ভর্জিত হয়ে ফরিয়াদ করবে, তখন তাদেরকে প্রচন্ড গরম ও ফুটন্ত পানি পান করানো হবে এবং সে শাস্তিতে লিপ্ত রাখা হবে। আল্লাহ্ এর অবাধ্যতার এ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াও আল্লাহ্ তা'আলা এর অনুগ্রহ।

টীকা-৩৭ঃ অর্থাৎ যার মধ্যে আপন প্রতিপালকের সম্মুখে ক্বিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের স্থানে হিসাবের জন্য দন্ডায়মান হবার ভয় থাকে এবং সে পাপাচার পরিহার করে ও ফরযসমূহ পালন করে,

টীকা-৩৮ঃ 'জান্নাত-ই-আদ্‌ন' ও 'জান্নাত-ই-না'ঈম'। এটাও বর্ণিত আছে যে, একটি জান্নাত প্রতিপালকে ভয় করার পুরস্কার, আর একটি মনের কুপ্রবৃত্তিসমূহ বর্জন করার পুরস্কার।

টীকা-৩৯ঃ এবং প্রত্যেক শাখায় বিভিন্ন ধরণের ফলমূল থাকবে।

টীকা-৪০ঃ একটি মিষ্ট পানির এবং একটি পবিত্র শরাবের। অথবা একটি 'তাস্‌নীম' এবং অপরটি 'সাল্‌সাবীল'।

টীকা-৪১ঃ অর্থাৎ পুরু রেশমের। যখন আস্তরণের এ অবস্থা, তখন উপরের অংশের কি অবস্থা হবে! সুব্‌হা-নাল্লাহ্!

টীকা-৪২ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন- বৃক্ষ এতই সন্নিকটে হবে যে, আল্লাহ্ এর প্রিয়বান্দাগণ দন্ডায়মান ও উপবিষ্ট অবস্থায় সেটার ফলমূল আহরণ করে নিতে পারবেন।

টীকা-৪৩ঃ জান্নাতী স্ত্রীগণ নিজ নিজ স্বামীকে বলবে- "আমি আপন প্রতিপালক ও মহিমার শপথ

অনুবাদ	আয়াত
৫৮: তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল (৪৪)।	كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
৫৯: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾
৬০: উত্তম কাজের প্রতিদান কি? কিন্তু উত্তম কাজই (৪৫)।	هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾
৬১: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾
৬২: এবং ঐ দু'টি ব্যতীত আরো দু'টি জান্নাত আছে (৪৬),	وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾
৬৩: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾
৬৪: (এ জান্নাত দু'টির মধ্যে) গাঢ় সবুজ থেকে কালো বর্ণের ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছে।	مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾
৬৫: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾
৬৬: ঐ দু'টিতে দু'টি প্রস্রবণ রয়েছে উচ্ছলিত।	فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾
৬৭: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾
৬৮: ঐ দু'টিতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর-সমূহ এবং আনার।	فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
৬৯: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾
৭০: সে গুলোর মধ্যে রয়েছে স্ত্রীগণ- অভ্যাসে সতী, আকৃতিতে উত্তম।	فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾
৭১: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾
৭২: হুরসমূহ রয়েছে তাঁবুসমূহের মধ্যে, পর্দানশীন (৪৭)।	حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾
৭৩: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾
৭৪: তাদের পূর্বে এদের গায়ে হাত লাগায়নি কোন মানুষ এবং না কোন জ্বীন।	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾
৭৫: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে (৪৮)?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾
৭৬: হেলান দেয়া অবস্থায় সবুজ বিছানাসমূহ ও কারুকার্যকৃত সুন্দর চাদরসমূহের উপর।	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾
৭৭: সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾
৭৮: মহা বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহামহিম ও সম্মানিত।*	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

করে বলছি, জান্নাতের মধ্যে আমার নিকট তুমি অপেক্ষা অন্য কিছুই অধিক উত্তম মনে হয় না। সুতরাং ঐ খোদারই প্রশংসা, যিনি তোমাকে আমার স্বামী করেছেন এবং আমাকে তোমার স্ত্রী করেছেন।"

টীকা-৪৪ঃ পরিচ্ছন্নতা ও আকর্ষণীয় বর্ণে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতী হুরগুলোর শারীরিক পরিচ্ছন্নতার অবস্থা এ যে, তাদের গোছগুলোর মগজ এমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যেভাবে সাদা স্ফটিকের পাত্রের মধ্যে লাল বর্ণের শরাব দেখা যায়।

টীকা-৪৫ঃ অর্থাৎ যে কেউ দুনিয়ায় সৎকাজ করেছে, তার প্রতিদান হচ্ছে- আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা এর অনুগ্রহ। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- "যে ব্যক্তি এ কথার স্বীকারোক্তি দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আর শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াহ্ অনুযায়ী কাজ করে, তাঁর পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।"

টীকা-৪৬ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত-দু'টি জান্নাত তো এমনি যে, সেগুলোর পাত্রসমূহ ও সামগ্রী রৌপ্যের তৈরি। আর দু'টি জান্নাত এমন যে, সেগুলোর পাত্র ও সামগ্রী সবই স্বর্ণের তৈরি। অপর এক অভিমত এও যে, প্রথম দু'টি জান্নাতের সামগ্রী স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর অপর দু'টি জান্নাতের পদ্মরাগ ও যাবরজদের (পান্না)।

টীকা-৪৭ঃ যে, ঐ সমস্ত তাঁবু থেকে বের হয় না। এটা তাদের আভিজাত্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি জান্নাতী নারীদের মধ্য থেকে কারো একটা মাত্র ঝলক পৃথিবীর দিকে পড়ে, তা'হলে আস্মান ও যমীনের মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য আলোকিত হয়ে যাবে এবং সুগন্ধিতে মুখরিত হয়ে উঠবে এবং তাদের তাঁবুগুলোও হবে মণিমুক্তা ও যবরজদ (পান্না)-এর তৈরি।

টীকা-৪৮ঃ এবং তাদের স্বামী জান্নাতে আয়েশের জীবন যাপন করবেন।*

টীকা-১: 'সূরা ওয়া-ক্বি'আহ' মাক্কী, আয়াত (اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ) এবং আয়াত (ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ) ব্যতীত।
এ সূরায় তিনটি রুকূ', ছিয়ানব্বই অথবা সাতানব্বই অথবা নিরানব্বইটি আয়াত, তিনশ আটাত্তরটি পদ এবং এক হাজার সাতশ তিনটি বর্ণ আছে। ইমাম বাগাভী একখানা হাদীস বর্ণনা করেন- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়াক্বিআহ' প্রতি রাতে পাঠ করবে, সে উপবাস থেকে সর্বদা রক্ষা পাবে। (খাযিন)

সূরা ওয়াক্বিয়াহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ওয়াক্বিয়াহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৯৬, রুকূ'-৩

অনুবাদ	আয়াত
১: যখন সংঘটিত হবে ঐ ঘটমান (২),	اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿۱﴾
২: ঐ সময় তা সংঘটিত হবার বিষয়ে কারো অস্বীকার করার অবকাশ থাকবে না।	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿۲﴾
৩: কাউকেও নীচুকারী (৩), কাউকেও সমুন্নতকারী (৪),	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿۳﴾
৪: যখন যমীন কাঁপবে থরথর করে (৫),	اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ﴿۴﴾
৫: এবং পর্বতমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে।	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿۵﴾
৬: তখন হয়ে যাবে শূন্য ময়দানে রোদের মধ্যে ধূলাবালির বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মতো।	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ﴿۶﴾
৭: এবং তোমরা তিন শ্রেণীর হয়ে যাবে--	وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿۷﴾
৮: সুতরাং ডান পার্শ্বস্থ দল (৬), কেমনই ভাগ্যবান ডান পার্শ্বস্থ দল (৭)।	فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿۸﴾
৯: এবং বাম পার্শ্বস্থ দল (৮), কেমনই হতভাগা বাম পার্শ্বস্থ দল (৯),	وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿۹﴾
১০: এবং যারা অগ্রবর্তী হয়েছে (১০) তারা তো অগ্রবর্তীই হয়েছে (১১)।	وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿۱۰﴾
১১: তারাই (আল্লাহ এর) দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত,	اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿۱۱﴾
১২: শান্তির বাগানসমূহে।	فِیْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۱۲﴾
১৩: পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۳﴾
১৪: এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক (১২)	وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

টীকা-২: অর্থাৎ যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে, যা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবারই,
টীকা-৩: জাহান্নামেরই মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে,
টীকা-৪: জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যমে।
হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন- যে সব লোক দুনিয়ায় উঁচু ছিলো, ক্বিয়ামত তাদেরকে নীচু করবে। আর যারা দুনিয়ায় নীচু ছিলো তাদের মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি করবে।" এ কথাও বর্ণিত হয় যে, পাপীদেরকে নীচ করবে এবং ইবাদত পালনকারীদেরকে সমুন্নত করবে।
টীকা-৫: এমনকি তার সমস্ত প্রাসাদ ধ্বসে পড়বে,
টীকা-৬: অর্থাৎ যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে,
টীকা-৭: এটা তাঁদের সম্মানার্থে বলেছেন, তারা মহামর্যাদার অধিকারী সৌভাগ্যবান জান্নাতে প্রবেশ করবেন।
টীকা-৮: যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে
টীকা-৯: এটা তাদের হীন অবস্থা প্রকাশ করার জন্য বলেছেন, যেহেতু তারা হতভাগ্য, জাহান্নামে প্রবেশ করবে,
টীকা-১০: সৎকার্যাদিতে
টীকা-১১: জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন- তারা হচ্ছেন হিজরতে অগ্রগামী, পরকালেও তারা জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হবেন। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- তারা ইসলামের প্রতিও অগ্রগামী। অন্য অভিমতানুসারে, ঐসব লোক হচ্ছে- মুহাজির ও আনসার, যারা উভয় কিবলার প্রতি মুখ করে নামায পড়েছেন।
টীকা-১২: অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের সংখ্যা অনেক এবং পরবর্তীদের মধ্যে স্বল্প।
আর 'পূর্ববর্তীগণ' দ্বারা হয়ত পূর্ববর্তী উম্মতগণ বুঝানো হয়েছে, হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে আমাদের মুনিব বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বরকতময় যুগ পর্যন্ত সময়ের, যেমন- অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন। কিন্তু এ অভিমতটা অতি দুর্বল। যদিও তাফসীরকারকগণ

এর দুর্বলতার কারণসমূহের জবাবে বহু ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বিশুদ্ধ অভিমত তাফসীরের মধ্যে এ যে, 'পূর্ববর্তীগণ' দ্বারা 'উম্মতে মুহাম্মাদী'-এরই প্রথম যুগের লোকদের বুঝানো হয়েছে। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির ছিলেন তাঁরাই এখানে উদ্দেশ্য, আর 'পরবর্তীগণ' দ্বারা 'তাঁদেরই পরবর্তীগণ' বুঝানো হয়েছে। বহু হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 'মারফূ' হাদীস' (যে হাদীসের সূত্র সরাসরি নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পর্যন্ত পৌঁছে)-এ বর্ণিত হয়েছে যে, 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ' বলতে এখানে এ উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ বুঝায়। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন, "উভয় দল আমারই উম্মতের মধ্যে।" (তাফসীর-ই-কাবীর ও বাহরুল উলূম ইত্যাদি)

টীকা-১৩: সেগুলোর মধ্যে মণি, পদ্মরাগ ও মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতববস্তু খচিত থাকবে,

বাংলা	আরবি
১৫: কারুকার্য খচিত আসনসমূহের উপর হবে (১৩),	عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ(۱۵)
১৬: সেগুলোর উপর হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর সামনাসামনি হয়ে (১৪)।	مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ (۱۶)
১৭: তাদের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে (১৫) চির-কিশোরেরা (১৬)-	يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ(۱۷)
১৮: কুজা ও জলপাত্র (বদনা) এবং পানপাত্র ও চোখের সামনে প্রবাহমান শরাব নিয়ে,	بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ(۱۸)
১৯: যা দ্বারা না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না তাদের হুঁশ-জ্ঞানে কোন পার্থক্য আসবে (১৭),	لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ ۙ(۱۹)
২০: এবং ফলমূল (নিয়ে), যা তারা পছন্দ করবে,	وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ(۲۰)
২১: এবং পক্ষীমাংস (থাকবে), যা তারা চাইবে (১৮)।	وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ؕ(۲۱)
২২: এবং বড় বড় চোখসম্পন্না হুরেরা (১৯),	وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ۙ(۲۲)
২৩: (তারা) যেমন গোপন করে রাখা মুক্তা (২০),	كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ(۲۳)
২৪: পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মসমূহের (২১)।	جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۲۴)
২৫: তাতে শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা, না (থাকবে) গুনাহগারি (২২),	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًا ۙ(۲۵)
২৬: হ্যাঁ এ কথাই বলা হবে- 'সালাম! সালাম! (২৩)।	اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا (۲۶)
২৭: এবং ডান পার্শ্বস্থ দল, কেমন সৌভাগ্যবান ডান পার্শ্বস্থ দল (২৪)।	وَ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ؕ(۲۷)
২৮: কাঁটাহীন কুলগাছগুলোর মধ্যে	فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۙ(۲۸)

টীকা-১৪: সুন্দর জীবন-যাপন সহকারে অতি জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে একে অপরকে দেখে আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্ত হবে।

টীকা-১৫: সেবার যথাযথ নিয়মের সাথে।

টীকা-১৬: যারা না মৃত্যুবরণ করবে, না বৃদ্ধ হবে, না তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে। এদেরকে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতবাসীদের সেবার জন্য জান্নাতে সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-১৭: পার্থিব শরাবের বিপরীত। কারণ, তা পান করলে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) বলেছেন, "যদি জান্নাতবাসীদের মনে পাখীর মাংস আহার করার বাসনা জাগে, তবে তাদের অভিপ্রায়ানুসারে পাখী উড়ে এসে তাদের সামনে পড়বে। আর বড় থালায় এসে রুচিসম্মত খাবার হয়ে উপস্থাপিত হবে। তা থেকে যত ইচ্ছা জান্নাতবাসীগণ আহার করবে। অতঃপর তা উড়ে যাবে। (খাযিন)

টীকা-১৯: তাদের জন্য থাকবে,

টীকা-২০: অর্থাৎ মুক্তা যেভাবে ঝিনুকের মধ্যে গোপন থাকে, না সেটার গায়ে কেউ হাত লাগায়, না রোদ স্পর্শ করে, না বাতাস লাগে। সেটার স্বচ্ছতা হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের। অনুরূপভাবে, ঐসব হুরও স্পর্শমুক্ত থাকবে। এও বর্ণিত আছে যে, হুরদের মুচকি হাসিতে জান্নাতে আলো চমকাবে। আর যখন তারা চলবে, তখন তাদের হাত ও পায়ের অলংকারাদি থেকে আল্লাহ এর পবিত্রতা ও মহত্ব ঘোষণার শব্দ গুঞ্জরিত হবে। আর পদ্মরাগের হার তাদের ঘাড়ের সৌন্দর্যের সাথে হাঁসতে থাকবে।

টীকা-২১: পৃথিবীতে তারা আনুগত্য করেছে।

টীকা-২২: অর্থাৎ জান্নাতে কোন প্রকার অপছন্দনীয় ও অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না।

টীকা-২৩: জান্নাতীগণ পরস্পর পরস্পরকে সালাম জানাবেন। ফিরিশতাগণ জান্নাতবাসীদেরকে সালাম বলবেন। আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের তরফ থেকেও তাঁদের প্রতি সালাম আসবে। এ অবস্থা তো অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্তদের ছিলো। এরপর জান্নাতীদের দ্বিতীয় দল ডানপার্শ্বস্থদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-২৪: তাদের আশ্চর্যজনক অবস্থা যে, তারা আল্লাহ এর দরবারে সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত।

২৯: এবং কলা-গুচ্ছসমূহের মধ্যে (২৫)।	وَّطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿۲۹﴾
৩০: এবং চিরস্থায়ী ছায়ার মধ্যে,	وَّظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿۳۰﴾
৩১: এবং সর্বদা প্রবহমান পানির মধ্যে,	وَّمَآءٍ مَّسۡكُوۡبٍ ﴿۳۱﴾
৩২: এবং প্রচুর ফলমূলের মধ্যে,	وَّفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ ﴿۳۲﴾
৩৩: যে গুলো না নিঃশেষ হবে (২৬), না নিষিদ্ধ করা হবে (২৭),	لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍ ﴿۳۳﴾
৩৪: এবং সমুচ্চ বিছানাসমূহের মধ্যে (২৮)।	وَّفُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ﴿۳۴﴾
৩৫: নিশ্চয় আমি ঐসব স্ত্রীলোককে উত্তম বিকাশে বিকশিত করেছি,	اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ﴿۳۵﴾
৩৬: সুতরাং তাদেরকে আমি কুমারী করেছি, আপন আপন স্বামীর নিকট প্রিয়া,	فَجَعَلۡنٰهُنَّ اَبۡكَارًا ﴿۳۶﴾
৩৭: তাদের প্রতি সোহাগিনী, সমবয়স্কা (২৯),	عُرُبًا اَتۡرَابًا ﴿۳۷﴾
৩৮: ডান পার্শ্বস্থদের জন্য	لِّاَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِ ﴿۳۸﴾
রুকূ'-২	
৩৯: পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল,	ثُلَّةٌ مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۳۹﴾
৪০: পরবর্তীদের মধ্য থেকে একদল (৩০)।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَ ﴿۴۰﴾
৪১: এবং বাম পার্শ্বস্থগণ (৩১), কেমন হতভাগ্য বাম পার্শ্বস্থগণ (৩২)।'	وَاَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ﴿۴۱﴾
৪২: অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে,	فِىۡ سَمُوۡمٍ وَّحَمِيۡمٍ ﴿۴۲﴾
৪৩ জ্বলন্ত ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে (৩৩)।	وَّظِلٍّ مِّنۡ يَّحۡمُوۡمٍ ﴿۴۳﴾
৪৪: যা না শীতল, না সম্মানের।	لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيۡمٍ ﴿۴۴﴾
৪৫: নিশ্চয় তারা এর পূর্বে (৩৪) নি'মাতসমূহের মধ্যে ছিলো।	اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَبۡلَ ذٰلِكَ مُتۡرَفِيۡنَ ﴿۴۵﴾
৪৬: এবং ঐ মহাপাপের উপর (৩৫) একগুঁয়ে হয়ে থাকতো।	وَكَانُوۡا يُصِرُّوۡنَ عَلَى الۡحِنۡثِ الۡعَظِيۡمِ ﴿۴۶﴾
৪৭: এবং বলতো, 'যখন আমরা মরে যাবো এবং হাড়গুলো মাটি হয়ে যাবে তখনও কি আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবো?	وَكَانُوۡا يَقُوۡلُوۡنَ ۙ اَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ ﴿۴۷﴾
৪৮: এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারাও কি?'	اَوَاٰبَآؤُنَا الۡاَوَّلُوۡنَ ﴿۴۸﴾
৪৯: আপনি বলুন, 'নিশ্চয় সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকে-	قُلۡ اِنَّ الۡاَوَّلِيۡنَ وَالۡاٰخِرِيۡنَ ﴿۴۹﴾
৫০: অবশ্যই একত্রিত করা হবে একটা পরিজ্ঞাত দিনের মেয়াদকালের উপর (৩৬)।'	لَمَجۡمُوۡعُوۡنَ ۙ اِلٰى مِيۡقَاتِ يَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ ﴿۵۰﴾
৫১: অতঃপর নিশ্চয় তোমরা, হে পথভ্রষ্টরা (৩৭), অস্বীকারকারীরা।	ثُمَّ اِنَّكُمۡ اَيُّهَا الضَّآلُّوۡنَ الۡمُكَذِّبُوۡنَ ﴿۵۱﴾

টীকা-২৫: যে গুলোর গাছ শিকড় থেকে চূড়া পর্যন্ত ফলমূলে ভর্তি থাকবে।

টীকা-২৬: যখন কোন ফল ছিঁড়ে নেয়া হবে, তখনই তদস্থলে অনুরূপ দু'টি ফল মওজুদ হয়ে যাবে,

টীকা- ২৭: জান্নাতবাসীগণ ফল আহরণ করতে

টীকা-২৮: যে গুলো কারুকার্য খচিত উঁচু উঁচু আসনের উপর হবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, 'বিছানাসমূহ' দ্বারা 'স্ত্রীগণ' বুঝানো হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, স্ত্রীগণ গুণে ও সৌন্দর্যে উচ্চ মর্যাদাশীল হবে।

টীকা-২৯: যুবতী। আর তাদের স্বামীগণও যুবক। আর এ যৌবন চিরস্থায়ী হবে।

টীকা-৩০: এটা ডান পার্শ্বস্থদের দু'দলের বিবরণ যে, তাঁরা এই উম্মতের পূর্ব ও পরবর্তী উভয় দলের মধ্য থেকে হবেন। প্রথম দল তো রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাহাবীগণ, আর 'পরবর্তীগণ' হচ্ছেন তাদেরই পরবর্তীগণ। এর পূর্ববর্তী রুকূ'তে অগ্রবর্তী নৈকট্য-প্রাপ্তদের দু'টি দলের উল্লেখ ছিলো। আর এ আয়াতের মধ্যে ডান পার্শ্বস্থ দু'দলের বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৩১: যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে

টীকা-৩২: তাদের অবস্থা দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক। তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা এমতাবস্থায় থাকবে-

টীকা-৩৩: যা অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কালো বর্ণের হবে।

টীকা-৩৪: দুনিয়ার মধ্যে

টীকা-৩৫: অর্থাৎ শির্কের

টীকা-৩৬: তা হচ্ছে কিয়ামত-দিবস

টীকা-৩৭: সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট লোকেরা এবং সত্যকে

৫২: অবশ্যই তোমরা যাক্কুমের গাছ থেকে আহার করবে,	لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿۵۲﴾
৫৩: অতঃপর তা থেকে পেট ভর্তি করবে।	فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿۵۳﴾
৫৪: অতঃপর এর উপর উত্তপ্ত-ফুটন্ত পানি পান করবে,	فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿۵۴﴾
৫৫: অতঃপর এমনভাবে পান করবে যেভাবে অতি পিপাসায় কাতর উট পান করে থাকে (৩৮)।	فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿۵۵﴾
৫৬: এটাই তাদের আতিথ্য বিচারের দিনে।	هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿۵۶﴾
৫৭: আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (৩৯)। সুতরাং তোমরা কেন সত্য স্বীকার করছো না (৪০)?	نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿۵۷﴾
৫৮: সুতরাং ভালো, দেখোতো-- ঐ বীর্য, যার তোমরা পতন ঘটাচ্ছো (৪১)।	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿۵۸﴾
৫৯: তোমরাই কি সেটা থেকে মানুষ সৃষ্টি করছো, না আমি সৃষ্টিকারী (৪২)?	ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۵۹﴾
৬০: আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি (৪৩) এবং আমি তাতে হেরে যাইনি-	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿۶۰﴾
৬১: তোমাদের মতো অন্যান্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে এবং তোমাদের আকৃতিসমূহকে তা-ই করে দিতে, যার তোমাদের খবরই নেই (৪৪)।	عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾
৬২: এবং নিশ্চয় তোমরা জেনে নিয়েছো প্রথম বারের সৃষ্টি সম্পর্কে (৪৫)। সুতরাং কেন চিন্তাভাবনা করছো না (৪৬)?	وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾
৬৩: সুতরাং ভালো, বলোতো! যা তোমরা বপন করছো,	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿۶۳﴾
৬৪: তোমরাই কি সেই ক্ষেত সৃষ্টি করো, না আমিই সৃষ্টিকারী (৪৭)?	ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿۶۴﴾
৬৫: আমি ইচ্ছা করলে সেটাকে (৪৮) পদদলিত খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি (৪৯), অতঃপর তোমরা বাক্যাদি রচনা করতে থাকবে (৫০)	لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿۶۵﴾
৬৬: যে, 'আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে (৫১)।	اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿۶۶﴾
৬৭: বরং আমরা বঞ্চিত হয়েই আছি।'	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿۶۷﴾
৬৮: সুতরাং ভালো, বলোতো! ঐ পানি, যা তোমরা পান করো,	اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿۶۸﴾
৬৯: তোমরাই কি তা মেঘ থেকে	ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ

টীকা-৩৮: তাদের উপর এমন ক্ষুধা চেপে দেয়া হবে যে, তারা বাধ্য হয়ে জাহান্নামের জলন্ত 'যাক্কূম' আহার করতে থাকবে। অতঃপর যখন তা দ্বারা পেট ভর্তি হয়ে যাবে, তখন তাদের উপর পিপাসা চাপিয়ে দেয়া হবে, যার কারণে বাধ্য হয়ে তারা এমন উত্তপ্ত পানি পান করবে, যা তাদের অন্ত্রগুলোকে কেটে ফেলবে।

টীকা-৩৯: অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছি।

টীকা-৪০: মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে?

টীকা-৪১: নারীদের গর্ভে।

টীকা-৪২: যে, বীর্যকে মানুষের আকৃতি প্রদান করি, জীবন দান করি। সুতরাং মৃতকে জীবিত করা আমার ক্ষমতা বহির্ভূত হবে কেন?

টীকা-৪৩: হিকমতের চাহিদা ও ইচ্ছানুসারে এবং বয়স-সীমাকে ভিন্ন ভিন্ন রেখেছি- কেউ বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করে, কেউ যুবক হয়ে, কেউ অর্ধ বয়সে, কেউ বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছে। যা আমি নির্ধারণ করি তাই ঘটে থাকে।

টীকা-৪৪: অর্থাৎ বিকৃত করে বানর, শূকর ইত্যাদির আকৃতি বানিয়ে দিই। এ সবই আমার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৪৫: যে, আমি তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বসম্পন্ন করেছি।

টীকা-৪৬: যে, যিনি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বময় করতে পারেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।

টীকা-৪৭: এতে সন্দেহ নেই যে, ফসলের শীষ তৈরী করা এবং তাতে শস্যদানা তৈরী করা আল্লাহ তা'আলা এরই কাজ, অন্য কারো নয়।

টীকা-৪৮: যা তোমরা বপন করো

টীকা-৪৯: শুষ্ক ঘাস, চূর্ণ-বিচূর্ণ, যা কোন কাজেরই থাকে না।

টীকা-৫০: হতভম্ব, লজ্জিত ও দুঃখিত হয়ে (বলবে),

টীকা-৫১: আমাদের সম্পদ বেকার বিনষ্ট হয়ে গেছে।

টীকা-৫২: আপন পরিপূর্ণ ক্ষমতায়?
টীকা-৫৩: ফলে, কেউ তা পান করতে পারবে না।
টীকা-৫৪: আল্লাহ তা'আলা এর নি'মাত ও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতার জন্য।
টীকা-৫৫: দু'টি ভেজা লাকড়ি দ্বারা, যে দু'টিকে যথাক্রমে (আরবী ভাষায়) 'যান্দ' ও 'যান্দাহ' (اَلزَّنْدُ وَالزَّنْدَةُ) বলা হয়। সেই দুটিকে চকমকি পাথরের ন্যায়) পরস্পর ঘর্ষণের ফলে আগুন প্রজ্বলিত হয়।

অবতীর্ণ করো, না আমিই অবতারণকারী (৫২)?	اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ (٦٩)
৭০: আমি ইচ্ছা করলে সেটা লোনা করে দিতে পারি (৫৩)। অতঃপর কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো না (৫৪)?	لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ (٧٠)
৭১: সুতরাং ভালো, বলোতো ঐ আগুন, যা তোমরা প্রজ্জ্বলিত করছো (৫৫),	اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ (٧١)
৭২: তোমরাই কি সেটার গাছ সৃষ্টি করেছো (৫৬), না আমিই সৃষ্টিকারী?	ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ (٧٢)
৭৩: আমি সেটাকে (৫৭) জাহান্নামের স্মৃতি করেছি (৫৮) এবং জঙ্গলের মধ্যে মুসাফিরদের উপকারী বস্তু (৫৯)।	نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ (٧٣)
৭৪: সুতরাং হে মাহবূব! আপনি পবিত্রতা ঘোষণা করুন আপন মহান প্রতিপালকের নামের।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٧٤)
রুকূ'-৩	
৭৫: সুতরাং আমায় শপথ রইলো ঐসব স্থানের, যেখানে তারকারাজি অস্তমিত হয় (৬০)।	فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ (٧٥)
৭৬: এবং যদি তোমরা অনুধাবন করো, তবে এটা হচ্ছে বড় শপথ,	وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ (٧٦)
৭৭: নিশ্চয় এটা সম্মানিত ক্বুরআন (৬১),	اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ (٧٧)
৭৮: সংরক্ষিত, লিপিতে (৬২)।	فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ (٧٨)
৭৯: সেটাকে যেন স্পর্শ না করে, কিন্তু ওযূ সম্পন্নরা (৬৩)।	لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (٧٩)
৮০: তা অবতরণকৃত সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٨٠)
৮১: তবে কি তোমরা এ বিষয়ে আলস্য করছো (৬৪)?	اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ (٨١)
৮২: এবং নিজেদের অংশ এটাই রাখছো যে, 'তোমরা অস্বীকার করছো (৬৫)?'	وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (٨٢)

টীকা-৫৬: আরবের 'মারখ' (مرخ) ও 'আফফার' (عفار) নামের দু'টি গাছ, যে দু'টি থেকে (আগুন প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ঘর্ষণের দু'টি উপাদান) 'যান্দ' ও 'যান্দাহ' সংগ্রহ করা যায়। *
টীকা-৫৭: অর্থাৎ আগুনকে।
টীকা-৫৮: যাতে প্রত্যক্ষকারী সেটা দেখে জাহান্নামের মহা আগুনের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।
টীকা-৫৯: যে, নিজেদের সফরের মধ্যে তা থেকে উপকার লাভ করে।
টীকা-৬০: যেহেতু, সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ এর কুদরত ও মহত্ত্ব প্রকাশের স্থান।
টীকা-৬১: যা বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর উপর অবতারণ করা হয়। কেননা, এটা হচ্ছে আল্লাহ এর বাণী ও মহান প্রতিপালকের 'ওহী'।
টীকা-৬২: যাতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর নয়।
টীকা-৬৩: কতিপয় মাসআলাঃ যার গোসলের প্রয়োজন হয়, অথবা যার ওযূ না থাকে, অথবা হায়যসম্পন্না নারী কিংবা 'নিফাস'-সম্পন্না নারী- তাদের মধ্যে কারো জন্য ক্বুরআন মাজীদকে 'গিলাফ' ইত্যাদি কোন কাপড়ের আবরণ ছাড়া স্পর্শ করা বৈধ নয়। ওযূ বিহীন ব্যক্তির জন্য ক্বুরআন শরীফ মুখস্থ পাঠ করা বৈধ। কিন্তু যার উপর গোসল করা ফরয হয় তার জন্য গোসল ছাড়া এবং 'হায়য সম্পন্না' নারীর জন্য এটাও বৈধ নয়।
টীকা-৬৪: এবং অমান্য করছো?
টীকা-৬৫: হযরত হাসান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "ঐ বান্দা বড়ই ক্ষতির মধ্যে আছে, যার ভাগ্যে আল্লাহ এর কিতাবের অস্বীকার রয়েছে।"

★ আরবের দু'টি বৃক্ষ আছে নর ও মাদী। সে দুটি হচ্ছে যথাক্রমে 'মারখ' (مرخ) ও 'আফফার' (عفار)। 'মারখ'-এর অপর নাম 'যান্দ' (زند) এবং 'আফফার'-এর অপর নাম 'যান্দাহ' (زندة)। আরবি অলংকারের (تغليب) সূত্রে উভয়কে এক শব্দে 'যান্দান' (زندان) বা 'যান্দাঈন' (زندين) বলা হয়। 'আফফার' বা 'যান্দাহ' (স্ত্রী জাতীয়)-এর উপর 'মারখ' বা 'যান্দ' (নর জাতীয়) বৃক্ষের লাকড়িকে [চকমকি (چقماق) পাথরের ন্যায়] ঘর্ষণ করলে তা থেকে আগুন প্রজ্বলিত হয়। আয়াতে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (নূরুল ইরফান ও আল-মুনজিদ)

টীকা-৬৬: হে মৃতের বংশধরেরা।
টীকা-৬৭: আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা সহকারে
টীকা-৬৮: তোমরা সুক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন নও, তোমরা জানোনা,
টীকা-৬৯: মৃত্যুর পর উত্থিত হয়ে
টীকা-৭০: কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, যদি তোমাদের ধারণায় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, কৃতকর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদানদাতা মা'বূদ (উপাস্য) এ গুলোর কিছুই না থাকে, তবে এর কারণ কি যে, যখন তোমাদের প্রিয়জনদের প্রাণ কণ্ঠে এসে পড়ে, তবে তোমরা সেটাকে কেন ফিরিয়ে আনো না? আর যখন তা তোমাদের ক্ষমতাভুক্ত নয়, তখন মনে করে নাও যে, সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআ'লা এরই ইখতিয়ারে রয়েছে। সুতরাং তাঁর উপর ঈমান আনো। এরপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের, মৃত্যুকালীন অবস্থাদির এবং তাদের বিভিন্ন মর্যাদার বর্ণনা দেন।

৮৩: অতঃপর এমন কেন হবে না, যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছবে,	فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ (۸۳)
৮৪: আর তোমরা (৬৬) তখন তাকিয়ে থাকো,	وَ اَنْتُمْ حِيْنَىٕذٍ تَنْظُرُوْنَ (۸۴)
৮৫: এবং আমি (৬৭) তার অধিক নিকটে থাকি তোমাদের চেয়েও, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না (৬৮)	وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ (۸۵)
৮৬: তবে, কেন এমন হলোনা, যদি তোমাদের প্রতিদান পাবার না থাকে (৬৯),	فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ (۸۶)
৮৭: যে, সেটা ফেরত আনতে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৭০)।	تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۸۷)
৮৮: অতঃপর ঐ মৃত্যুবরণকারী যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় (৭১),	فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (۸۸)
৮৯: তবে রয়েছে আরাম এবং ফুল (৭২) ও শান্তির বাগান (৭৩)।	فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ (۸۹)
৯০: এবং যদি (৭৪) ডান পার্শ্বস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়,	وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (۹۰)
৯১: তবে হে মাহবূব! আপনার উপর 'সালাম' হোক, ডান পাশর্স্থদের নিকট থেকে (৭৫)।	فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (۹۱)
৯২: এবং যদি (৭৬) অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয় (৭৭),	وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ (۹۲)
৯৩: তার আতিথ্য (হবে) গরম পানি	فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ (۹۳)
৯৪: এবং আগুনে ধ্বসিয়ে দেয়া (৭৮),	وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ (۹۴)
৯৫: এটা নিশ্চয় চূড়ান্ত পর্যায়ের নিশ্চিত কথা।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ (۹۵)
৯৬: সুতরাং হে মাহবূব! আপনি আপন মহান নামের ঘোষণা করুণ (৭৯)।★	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (۹۶)

টীকা-৭১: অগ্রবর্তীদের মধ্যে যাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, সুতরাং তার জন্য
টীকা-৭২: আবুল আলিয়া বলেন যে, নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে যে কারো দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁর নিকট জান্নাতের ফুলগুলোর শাখা আনা হয়। তারা সেটার খুশবু গ্রহণ করেন। অতঃপর রূহ হনন করা হয়।
টীকা-৭৩: পরকালে।
টীকা-৭৪: মৃত্যুবরণকারী
টীকা-৭৫: অর্থ এ যে, "হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনি তাদের সালাম গ্রহণ করুন। এবং তাদের জন্য দুঃখ থাকবে না। তারা আল্লাহ তা'আলা এর শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। আপনি তাদেরকে এমতাবস্থায় দেখবেন যে, তা আপনার নিকট পছন্দনীয় হবে।
টীকা-৭৬: মৃত্যুবরণকারী
টীকা-৭৭: অর্থাৎ বাম পার্শ্বস্থদের থেকে,
টীকা-৭৮: অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনে। আর মৃত্যুবরণকারীদের অবস্থাদি এবং যে সব বিষয়বস্তু এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।
টীকা-৭৯: হাদীসঃ যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ), তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান, "সেটাকে আপন রুকূ'র অন্তর্ভুক্ত করো।" আর যখন (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى) অবতীর্ণ হল তখন ইরশাদ ফরমালেন- "সেটাকে তোমাদের সাজদা গুলোর অন্তর্ভুক্ত করো।" (আবূ দাঊদ)
মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, রুকূ' ও সাজদার 'তাসবীহগুলো' কুর'আন শরীফ থেকেই গৃহীত হয়েছে। ★
'সূরা ওয়া-ক্বিআ'হ' সমাপ্ত।

টীকা-১: ‘সূরা হাদীদ’ মাক্কী, অথবা মাদানী। এতে চারটি রুকূ, ঊনত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ চুয়াল্লিশটি পদ ও দু’হাজার চারশ ছিয়াত্তরটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: প্রাণী হোক কিংবা প্রাণহীন
টীকা-৩: সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করে। অথবা অর্থ এ যে, মৃতদেরকে জীবিত করেন।
টীকা-৪: অর্থাৎ মৃত্যু প্রদান করেন জীবিতদেরকে।

সূরা হাদীদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা হাদীদ (মাদানী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২৯, রুকূ’-৪

অনুবাদ	আয়াত
১: আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (২) এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿١﴾
২: তারই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী, জীবন দান করেন (৩) আর মৃত্যু ঘটান (৪)। এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন।	لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ يُحۡىٖ وَيُمِيۡتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿٢﴾
৩: তিনিই প্রথম (৫), তিনিই শেষ (৬), তিনিই প্রকাশ্য (৭), তিনিই গোপন (৮) এবং তিনিই সবকিছু জানেন।	هُوَ الۡاَوَّلُ وَالۡاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالۡبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿٣﴾
৪: তিনিই হন, যিনি আসমানগুলো ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন (৯)। অতঃপর আরশের উপর ‘ইস্তিওয়া’ (استواء) ফরমায়েছেন (সমাসীন হয়েছেন) যেমনই তাঁর জন্য শোভা পায়। তিনি জানেন যা যমীনের ভিতরে প্রবেশ করে (১০) এবং যা তা থেকে বহির্গত হয় (১১), আর যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় (১২) এবং যা তাতে আরোহণ করে (১৩)। আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন (১৪) তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখছেন (১৫)।	هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ ؕ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيۡهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمۡ اَيۡنَ مَا كُنۡتُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿٤﴾
৫: তারই-আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং আল্লাহ এরই প্রতি সমস্ত কর্মের প্রত্যাবর্তন।	لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرۡجَعُ الۡاُمُوۡرُ ﴿٥﴾
৬: রাতকে দিনের অংশে নিয়ে আসেন (১৬) এবং দিনকে রাতের অংশে আনেন (১৭) এবং তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন (১৮)।	يُوۡلِجُ الَّيۡلَ فِى النَّهَارِ وَيُوۡلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيۡلِ ؕ وَهُوَ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ﴿٦﴾
৭: আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো	اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ

টীকা-৫: আদি, প্রত্যেক কিছুর পূর্বে, এমন প্রথম, যার প্রারম্ভ নেই অর্থাৎ তিনিই ছিলেন, অন্য কেউ ছিলো না।
টীকা-৬: প্রত্যেক কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলীন হবার পর তিনিই থাকবেন। অন্য সবই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। আর তিনিই সর্বদা থাকবেন। তাঁর কোন অন্ত নেই।
টীকা-৭: অকাট্য প্রমাণাদি থাকার কারণে। অথবা এ অর্থ যে, পরাক্রমশালী প্রত্যেক কিছুর উপর।
টীকা-৮: পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাঁকে অনুধাবন করতে অক্ষম। অথবা অর্থ এ যে, প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত
টীকা-৯: দুনিয়ার দিনগুলো থেকে। প্রথম দিন হচ্ছে রবিবার এবং সর্বশেষ দিন জুমুআ’হ। হাসান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, “তিনি ইচ্ছা করলে চোখের পলকেই সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর হিকমতের দাবী এ ছিলো যে, ‘ছয়’কে মূল হিসেবে স্থির করবেন এবং সেটাকেই ‘ভিত্তি’ করবেন।”
টীকা-১০: চাই বীজ হোক কিংবা, শুক্রবিন্দু হোক, অথবা ধন-ভাণ্ডার কিংবা মৃত হোক
টীকা-১১: চাই, সেগুলো উদ্ভিদ হোক কিংবা ধাতব পদার্থ হোক অথবা হোক অন্য কিছু,
টীকা-১২: রহমত ও শাস্তি এবং ফিরিশতা ও বৃষ্টি
টীকা-১৩: কর্মসমূহ ও দুআ’-প্রার্থনাদি
টীকা-১৪ আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা সহকারে, সাধারণতঃ এবং অনুগ্রহ দয়া সহকারে, বিশেষতঃ।
টীকা-১৫: সুতরাং তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মানুসারে প্রতিদান দেবেন।
টীকা-১৬: এভাবে যে, রাতকে খাটো করেন এবং দিনের সময়সীমা বৃদ্ধি করেন
টীকা-১৭: দিনকে খাটো করেন এবং রাতের সময়সীমা বৃদ্ধি করেন।
টীকা-১৮: অন্তরের বিশ্বাস (আক্বীদা) ও মনের রহস্যাদি সবই জানেন।

টীকা-১৯: যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন তোমাদের পরবর্তীদেরকে। অর্থ এ যে, যেই সম্পদ তোমাদের করায়ত্বে রয়েছে, সবই আল্লাহ তা'আলা এর। তিনি তোমাদেরকে ভোগ করার জন্য প্রদান করেছেন। তোমরা বাস্তবিকপক্ষে, সেটার মালিক নও, বরং প্রতিনিধি ও ক্ষমতাপ্রাপ্তের স্থলেই হও। সেগুলো আল্লাহ এর পথে ব্যয় করো এবং যেভাবে প্রতিনিধি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকের মালিকের নির্দেশে ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করতে হয়না, সুতরাং তোমাদেরও (আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে) কোন চিন্তা-ভাবনা বা সংশয়ের কারণ নেই।

টীকা-২০: এবং অকাট্য প্রমাণাদি ও যুক্তিসমূহ পেশ করেন এবং কিতাব পাঠ করে শুনান। সুতরাং এখন তোমাদের নিকট কি ওযর-আপত্তি থাকতে পারে?

وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ (٧)

এবং তাঁর পথে তাঁরই কিছু ব্যয় করো, যার মধ্যে তোমাদেরকে অন্যান্যদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (১৯)। সুতরাং যেসব লোক তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে এবং তাঁরই পথে ব্যয় করেছে, তাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।

وَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٨)

৮: এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ এর উপর ঈমান আনছো না? অথচ এ রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, 'আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো (২০)।' এবং নিশ্চয় তিনি (২১) তোমাদের নিকট থেকে পূর্বেই অঙ্গীকার নিয়েছেন (২২), যদি তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে।

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٩)

৯: তিনিই হন, যিনি আপন বান্দার উপর (২৩) সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে (২৪) আলোর দিকে নিয়ে যান (২৫)। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর অবশ্যই দয়ার্দ্র, দয়ালু।

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (١٠)

১০: এবং তোমাদের কি হলো যে, আল্লাহ এর পথে ব্যয় করছোনা? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে সবকিছুর 'ওয়ারিস' (মালিক) আল্লাহই (২৬)। তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে (২৭), তারা মর্যাদায় ঐসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে (২৮) আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন (২৯) এবং আল্লাহ তোমাদের কৃত কর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত আছেন।

রুকূ'-২

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ

১১: কে আছে, যে আল্লাহকে কর্জ দেবে উত্তম কর্জ (৩০)? তাহলে তিনি তার জন্য দ্বিগুণ

টীকা-২১: অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা

টীকা-২২: যখন তিনি তোমাদেরকে আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বহির্গত করেছিলেন, এ মর্মে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর

টীকা-২৪: কুফর ও শির্কের

টীকা-২৫: অর্থাৎ ঈমানের নূরের দিকে

টীকা-২৪: তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সম্পদ তাঁরই মালিকানায় থেকে যাবে, তোমরা ব্যয় করার সাওয়াবও পাবে না, আর যদি তোমরা খোদার পথে ব্যয় করো, তবে সাওয়াবও পাবে।

টীকা-২৭: যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় কম ও দুর্বল ছিলেন, তখন যাঁরা ব্যয় করেছিলেন ও জিহাদ করেছিলেন তাঁরাই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে 'প্রথম অগ্রবর্তী' ছিলেন। তাদের সম্পর্কে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান- "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও খরচ করে তবুও তাঁদের এক মুদ্দ (এক পাউন্ড পরিমাণ পাত্র বিশেষ)- এর সমান হবেনা, না অর্ধ 'মুদ্দ'-এর সমান। 'মুদ্দ' একটা পরিমাপ, যা দ্বারা যব ইত্যাদি মাপা হয়। শানে নুযূলঃ কালবী বলেছেন, এ আয়াত হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)- এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, তিনি হচ্ছেন ঐ প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঈমান এনেছেন এবং ঐ প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ এর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছেন আর রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সহযোগিতা করেছিলেন।

টীকা-২৮: অর্থাৎ প্রথম ব্যয়কারীদের সাথেও এবং মক্কা বিজয়ের পর ব্যয়কারীদের সাথেও

টীকা-২৯: অবশ্য, মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য আছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয়কারীদের মর্যাদা সর্বাধিক উচ্চ।

টীকা-৩০: অর্থাৎ আনন্দিত চিত্তে আল্লাহ এর রাস্তায় ব্যয় করে। এ 'ব্যয়'-এর কথা এমনই গুরুত্ব সহকারে ইরশাদ করা হয়েছে যে, সেটার পরিবর্তে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে।

وَلَهٗۤ اَجۡرٌ كَرِيۡمٌ ﴿۱۱﴾	করবেন এবং তার জন্য সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে।
يَوۡمَ تَرَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ يَسۡعٰى نُوۡرُهُمۡ بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَبِاَيۡمَانِهِمۡ بُشۡرٰٮكُمُ الۡيَوۡمَ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿۱۲﴾	১২: যে দিন আপনি ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীদেরকে (৩১) দেখবেন যে, তাদের আলো রয়েছে (৩২) তাদের সম্মুখে ও তাদের ডানে, ছুটাছুটি করছে (৩৩)। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, 'আজ তোমাদের সর্বাপেক্ষা খুশীর বার্তা হচ্ছে ঐসব জান্নাত, যে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান। তোমরা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকো। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।'
يَوۡمَ يَقُوۡلُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا انۡظُرُوۡنَا نَقۡتَبِسۡ مِنۡ نُّوۡرِكُمۡ ۚ قِيۡلَ ارۡجِعُوۡا وَرَآءَكُمۡ فَالۡتَمِسُوۡا نُوۡرًا ؕ فَضُرِبَ بَيۡنَهُمۡ بِسُوۡرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيۡهِ الرَّحۡمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنۡ قِبَلِهِ الۡعَذَابُ ﴿۱۳﴾	১৩: যেদিন মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারীগণ মুসলমানদেরকে বলবে, 'আমাদের দিকে একবার তাকাও। যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু অংশ নিই।' তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের পেছনের দিকে ফিরে যাও (৩৪), সেখানে আলো অন্বেষণ করো।' তারা ফিরে যাবে। তখনই তাদের (৩৫) মধ্যখানে একটা প্রাচীর খাড়া করে দেয়া হবে (৩৬), 'যা'তে একটি দরজা থাকবে (৩৭) এবং সেটার ভিতরের দিকে রহমত (৩৮) এবং সেটার বাইরের দিকে শাস্তি।
يُنَادُوۡنَهُمۡ اَلَمۡ نَكُنۡ مَّعَكُمۡ ؕ قَالُوۡا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمۡ فَتَنۡتُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ وَتَرَبَّصۡتُمۡ وَارۡتَبۡتُمۡ وَغَرَّتۡكُمُ الۡاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمۡرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمۡ بِاللّٰهِ الۡغَرُوۡرُ ﴿۱۴﴾	১৪: মুনাফিক্বগণ (৩৯) মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না (৪০)?' তারা বলবে, 'কেন নয়। (হাঁ,) কিন্তু তোমরা তো নিজেদের আত্মাসমূহকে ফিৎনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছো (৪১) এবং মুসলমানদের অনিষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকতে এবং সন্দেহ করতে (৪২), আর মিথ্যা লিপ্সা তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছে (৪৩)। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এর আদেশ এসে পড়েছে (৪৪) এবং তোমাদেরকে আল্লাহ এর নির্দেশ সম্বন্ধে ঐ বড় প্রতারক প্রতারিত করে রেখেছে (৪৫)।'
فَالۡيَوۡمَ لَا يُؤۡخَذُ مِنۡكُمۡ فِدۡيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ؕ مَاۡوٰٮكُمُ النَّارُ ؕ هِىَ مَوۡلٰٮكُمۡ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۱۵﴾	১৫: সুতরাং আজ না তোমাদের নিকট থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে (৪৬) এবং না প্রকাশ্য কাফিরদের নিকট থেকে। তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন। তা তোমাদের সাথী এবং কতই মন্দ পরিণতি।'
اَلَمۡ يَاۡنِ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡ تَخۡشَعَ	১৬: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে আল্লাহ এর

টীকা-৩১: 'পুল-সিরাতের' উপর
টীকা-৩২: অর্থাৎ তাঁদের ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর জ্যোতি
টীকা-৩৩: এবং জান্নাতের দিকে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে।
টীকা-৩৪: যেখান থেকে এসেছিলে অর্থাৎ অবস্থানস্থলের দিকে, যেখানে আমাদেরকে আলো দান করা হয়েছে সেখানে নূরের সন্ধান করো।
অথবা অর্থ এ যে, তোমরা আমাদের 'নূর' পেতে পারোনা। আলোর অনুসন্ধানে তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাও। অতঃপর তারা নূরের সন্ধানে পেছনের দিকে ফিরে যাবে এবং কিছুই পাবে না। তখন পুনরায় মুমিনদের দিকে ফিরে আসবে।
টীকা-৩৫: অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক্বদের
টীকা-৩৬: কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন যে, তা-ই হচ্ছে 'আ'রাফ',
টীকা-৩৭: তা দিয়ে জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে
টীকা-৩৮: অর্থাৎ ঐ প্রাচীরের ভিতরের দিকে জান্নাত।
টীকা-৩৯: ঐ প্রাচীরের পেছন থেকে
টীকা-৪০: দুনিয়ার মধ্যে নামায পড়তাম রোযা রাখতাম।
টীকা-৪১: মুনাফিক্বী ও কুফর অবলম্বন করে
টীকা-৪২: দ্বীন-ইসলামের মধ্যে,
টীকা-৪৩: এবং তোমরা ঐ মিথ্যা কামনায় ছিলে যে, 'মুসলমানদের উপর বিভিন্ন দুর্ঘটনা আসবে। তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'
টীকা-৪৪: অর্থাৎ মৃত্যু
টীকা-৪৫: অর্থাৎ শয়তান ধোকা দিয়েছে যে, "আল্লাহ তা'আলা বড় সহনশীল। তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর না মৃত্যুর পর উঠতে হবে, না হিসাব- নিকাশ হবে।' তোমরা তার সেই ধোকার শিকার হয়েছো।
টীকা-৪৬: যা দিয়ে তোমরা আপন প্রাণকে শাস্তি থেকে ছাড়াতে পারো।
কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন- অর্থ এ যে, আজ তোমাদের নিকট থেকে না ঈমান গ্রহণ করা হবে না তাওবাহ।

টীকা-৪৭: শানে নুযূলঃ হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) পবিত্র গৃহ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন মুসলমানদেরকে দেখতে পান যে, তাঁরা পরস্পর হাসাহাসি করছেন। ইরশাদ ফরমান- "তোমরা হাসছো, অথচ এখনো পর্যন্ত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিরাপত্তা আসেনি এবং তোমাদের হাসাহাসির কারণে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।" তাঁরা আরয করলেন, "হে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)। এ হাসাহাসির প্রতিকার কি?" ইরশাদ ফরমালেন- "ততটুকু কান্নাকাটি করা।" আর 'অবতীর্ণ সত্য' দ্বারা 'ক্বুরআন মাজীদ' বুঝানো হয়েছে।

স্মরণ ও ঐ সত্যের জন্য, যা অবতীর্ণ হয়েছে (৪৭)? এবং তাদের মতো হয়োনা, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে (৪৮), অতঃপর তাদের উপর সময়সীমা দীর্ঘায়িত হয়েছে (৪৯)। সুতরাং তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে (৫০) এবং তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক্ব (৫১)।	قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (۱۶)
১৭: জেনে রেখো, আল্লাহ যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর (৫২)। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেছি যেন তোমাদের বুঝ হয়।	اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (۱۷)
১৮: নিশ্চয় সাদাক্বাহদাতা পুরুষ ও সাদাক্বাহদাত্রী নারীগণ এবং তারাই, যারা আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিয়েছে (৫৩), তাদের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে (৫৪)।	اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ (۱۸)
১৯: এবং তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান এনেছে তারাই হচ্ছে পূর্ণ সত্যবাদী এবং অন্যান্যদের উপর (৫৫) সাক্ষী আপন প্রতিপালকের নিকট। তাদের জন্য তাদের পুরস্কার (৫৬) এবং তাদের আলো রয়েছে (৫৭)। আর যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা দোযখবাসী।	وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖۗ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (۱۹)
রুকূ'-৩	
২০: জেনে রেখো, দুনিয়ার যিন্দেগী তো নয়, কিন্তু খেলাধূলা (৫৮), সাজসজ্জা, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গর্ব প্রদর্শন করা এবং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অপরের চেয়ে অধিক চাওয়া মাত্র (৫৯), তা ঐ বৃষ্টির ন্যায় যার উৎপন্ন শস্য কৃষকদেরকে চমৎকৃত করেছে, অতঃপর শুষ্ক হয়ে গেছে (৬০), ফলে তুমি সেটাকে হলদে বর্ণের দেখতে পেয়েছো, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে (৬১)। আর আখিরাতে কঠিন শাস্তি	اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ

টীকা-৪৮: অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানের পন্থা অবলম্বন করো না,

টীকা-৪৯: অর্থাৎ ঐ যুগ, যা তাদের নবীগণের মধ্যবর্তীতে ছিলো।

টীকা-৫০: এবং আল্লাহ এর স্মরণের জন্য নম্র হয়নি, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং উপদেশাবলী থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

টীকা-৫১: দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে।

টীকা-৫২: বৃষ্টি বর্ষণ করে, উদ্ভিদ জন্মিয়ে, শুষ্ক হয়ে যাবার পর। অনুরূপভাবে, হৃদয়সমূহ পাষাণ তুল্য হয়ে যাবার পর নম্র করে দেন এবং তাদেরকে জ্ঞান ও হিক্বমাত দ্বারা জীবন দান করেন। কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন- এটা হচ্ছে একটা উপমা, আল্লাহ এর স্মরণ অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার। যেমনিভাবে, বৃষ্টি দ্বারা যমীন জীবন লাভ করে অনুরূপভাবে, আল্লাহ এর যিকর দ্বারাও অন্তর জীবিত হয়ে যায়।

টীকা-৫৩: অর্থাৎ আনন্দিত চিত্তে ও সদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রাপকদেরকে সাদাক্বাহ দিয়েছে এবং আল্লাহ এর রাস্তায় ব্যয় করেছে,

টীকা-৫৪: এবং তা হচ্ছে জান্নাত।

টীকা-৫৫: বিগত উম্মতগণের মধ্য থেকে

টীকা-৫৬: যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে

টীকা-৫৭: যা হাশরে তাদের সাথে থাকবে।

টীকা-৫৮: যা'তে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয় না,

টীকা-৫৯: এবং ঐ সমস্ত কাজে মশগুল হওয়া ও সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা পার্থিব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য এবং যে সব বস্তু আনুগত্যের জন্য সহায়ক, সেগুলো আখিরাতের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এখন এ পার্থিব জীবনের একটি উপমা ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৬০: সেটার নিঃশেষ হতে লাগলো, হলদে বর্ণের হয়ে গেলো- কোন আসমানী অথবা যমীনের বালা-মুসিবতের কারণে,

টীকা-৬১: চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থা পার্থিব জীবনেরই, যার উপর দুনিয়া অনুসন্ধানকারী খুব আনন্দিত হয় এবং সেটাকে কেন্দ্র করে বহু আশা পোষণ করে।

তা অতি তাড়াতাড়িই গত হয়ে যায়।

টীকা-৬২: তারই জন্য, যে দুনিয়া অনুসন্ধানকারী হয় এবং জীবনকে খেলাধুলার মধ্যে অতিবাহিত করে, আর সে আখিরাতের কোন পরোয়াই করে না। এমন অবস্থা কাফিরেরই হয়ে থাকে।

টীকা-৬৩: যে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়নি।

টীকা-৬৪: এটা তারই জন্য, যে দুনিয়ারই জন্য হয়ে যায় এবং সেটারই উপর ভরসা করে এবং পরকালের কোন চিন্তাই করে না। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের বিষয়াদিতেই দুনিয়ার সন্ধান করে এবং পার্থিব সামগ্রী দ্বারাও আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তবে তার জন্য পার্থিব সাফল্য আখিরাতেরই মাধ্যম। হযরত যুন্নুন (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বলেন- "হে মুরীদ দল! দুনিয়া অন্বেষণ করো না। করলেও সেটাকে ভালোবেসো না। সফর সামগ্রী এখান থেকে নাও। আরামস্থল অন্যত্র।"

টীকা-৬৫: আল্লাহ এর সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হও। তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন করো। তাঁরই আনুগত্য পালন করে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও।

অনুবাদ	আয়াত
রয়েছে (৬২) এবং আল্লাহ এর নিকট থেকে ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি (৬৩)। এবং পার্থিব জীবন তো নয়, কিন্তু ধোকার সামগ্রী (৬৪)।	شَدِيۡدٌ ۙ وَّ مَغۡفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضۡوَانٌ ؕ وَ مَا الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ (۲۰)
২১: অগ্রবর্তী হয়ে চলো আপন প্রতিপালকের ক্ষমা এবং ঐ জান্নাতের দিকে (৬৫), যার প্রশস্ততা হচ্ছে- যেমন আসমান ও যমীনের (সম্মিলিত) বিস্তৃতি (৬৬), প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহ এর অনুগ্রহ যাকে চান দান করেন। এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। **২২:** এবং পৌঁছে না কোন মুসীবত পৃথিবীতে (৬৭) এবং না তোমাদের নিজেদের প্রাণগুলোতে (৬৮), কিন্তু তা একটা কিতাবের মধ্যে রয়েছে (৬৯), এরই পূর্বে যে, সেটাকে আমি সৃষ্টি করি (৭০)। নিশ্চয় এটা (৭১) আল্লাহ এর জন্য সহজ,	سَابِقُوۡۤا اِلٰى مَغۡفِرَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَ جَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ ۙ اُعِدَّتۡ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِيۡمِ (۲۱) مَاۤ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَ لَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ (۲۲)
২৩: এ জন্য যে, দুঃখ না করো সেটার (৭২) উপর, যা হাতছাড়া হয় এবং খুশী না হও (৭৩) সেটার উপর, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন (৭৪)। এবং আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে, **২৪:** ঐ সমস্ত লোক, যারা নিজেরাই কার্পণ্য করে (৭৫) এবং অন্যান্যদেরকেও কার্পণ্য করতে বলে (৭৬)	لِّكَيۡلَا تَاۡسَوۡا عَلٰى مَا فَاتَكُمۡ وَ لَا تَفۡرَحُوۡا بِمَاۤ اٰتٰٮكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرِۙ (۲۳) الَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ وَ يَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبُخۡلِ ؕ

টীকা-৬৬: অর্থাৎ জান্নাতের প্রস্থ এমনই যে, সপ্ত আসমান ও সপ্তযমীনের পাতারূপী স্তরগুলো পাশাপাশি মিলালে যতটুকু বিস্তৃত হয়, জান্নাতের প্রস্থও ততটুকু। সুতরাং এর দৈর্ঘের কি শেষ আছে?

টীকা-৬৭: দুর্ভিক্ষের, অনাবৃষ্টির, উৎপাদনহীনতার, ফলমূল হ্রাসের এবং ক্ষেতসমূহ বিনষ্ট হবার

টীকা-৬৮: রোগ-ব্যাধির এবং সন্তান সন্ততির দুঃখের,

টীকা-৬৯: 'লাওহ-ই-মাহফূয'- এর মধ্যে,

টীকা-৭০: অর্থাৎ যমীনকে অথবা প্রাণসমূহকে অথবা মুসিবতকে।

টীকা-৭১: অর্থাৎ ঐসব বিষয়ের আধিক্য সত্ত্বেও 'লওহ-ই-মাহফুয'-এ লিপিবদ্ধ করা

টীকা-৭২: পৃথিবীর সামগ্রী

টীকা-৭৩: অর্থাৎ অহংকার না করো

টীকা-৭৪: দুনিয়ার মাল-সামগ্রী। আর এ কথা অনুধাবন করো যে, যা আল্লাহ তা'আলা অদৃষ্টে রেখেছেন তা অবশ্যই বাস্তবে ঘটবে, না দুঃখ করলে কোন বিনষ্ট হওয়া সামগ্রী ফেরত পাওয়া যেতে পারে, না বিলীন হওয়ার বস্তু অহংকার করার উপযোগী। সুতরাং খুশী হবার স্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দুঃখ করার স্থলে ধৈর্য-অবলম্বন করা উচিত। 'দুঃখ' দ্বারা এখানে মানুষের ঐ অবস্থা বুঝায়, যাতে ধৈর্য ও আল্লাহ এর ফয়সালায় সন্তুষ্টি এবং পুরস্কারের আশা বাকি থাকে না। আর 'খুশী' দ্বারা ঐ অহংকার করা বুঝায়, যাতে বিভোর হয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বেলায় উদাসীন হয়ে যায়। বস্তুতঃ ঐ দুঃখ ও অনুতাপ, যাতে বান্দা আল্লাহ তা'আলা এর দিকে মনোনিবেশ করে এবং তাঁরই সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকে, অনুরূপভাবে, ঐ খুশী, যাতে সে আল্লাহ তা'আলা এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়- নিষিদ্ধ নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বলেন, "হে আদম সন্তান! কোন বস্তু হারিয়ে গেলে সেটার জন্য কেন দুঃখ করো? তা তো ঐ বস্তুকে তোমার নিকট ফেরত আনবেনা। আর কোন মওজুদ বস্তুর উপরও কেন অহংকার করো? মৃত্যু ঐ বস্তুটাকে তোমার হাতে ছাড়বে না।"

টীকা-৭৫: এবং আল্লাহ এর পথে ও সৎকার্যাদিতে ব্যয় করে না এবং সম্পদের প্রতি কর্তব্যাদি পালনে বিরত থাকে।

টীকা-৭৬: এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা ইহুদীদের অবস্থার বিবরণ। আর 'কার্পণ্য' দ্বারা তাদের, বিশ্বকুল সরদার

وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (٢٤)

আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৭৭), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٢٥)

২৫: নিশ্চয় আমি আপন রসূলগণকে প্রমাণাদি সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব (৭৮) এবং ন্যায় বিচারের পরিমাপযন্ত্র অবতীর্ণ করেছি (৭৯), যাতে লোকেরা ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় (৮০) এবং আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি (৮১), তাতে ভীষণ শক্তি (৮২) ও মানবকুলের উপকারসমূহ (৮৩) রয়েছে। এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ দেখবেন তাকেই, যে না দেখে তাঁকে (৮৪) ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী (৮৫)।

রুকূ'-৪

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (٢٦)

২৬: এবং নিশ্চয় আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে নাবূয়্যাত ও কিতাব রেখেছি (৮৬)। সুতরাং তাদের মধ্যে (৮৭) কেউ সঠিক পথের উপর এসেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক্ব।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

২৭: অতঃপর আমি তাদের পেছনে (৮৮) এ পথের উপর স্বীয় অন্যান্য রসূলকে প্রেরণ করেছি এবং তাদের পেছনে মারয়াম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, আর তাঁর অনুসারীদের অন্তরে নম্রতা ও দয়া রেখেছি (৮৯)। এবং বৈরাগী হওয়া (৯০), অতঃপর, এ বিষয়টা তো তারাই ধর্মের মধ্যে নিজেদের নিকট থেকে আবিস্কার করেছে, আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করিনি। হাঁ, এ 'নব আবিষ্কার' (بدعت) তারা আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য করেছিলো, অতঃপর সেটাও পালন করেনি যেভাবে তা পালন করা কর্তব্য

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর এইসব গুণাবলী গোপন করা বুঝানো হয়েছে, এগুলো পূর্ববর্তী কিতাবসমুহে উল্লেখিত ছিলো।

টীকা-৭৭: ঈমান আনা থেকে অথবা সম্পদ ব্যয় করা থেকে অথবা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে,

টীকা-৭৮: শরীয়তের বিধানাবলী বর্ণনাকারী

টীকা-৭৯: 'পরিমাপ যন্ত্র' দ্বারা 'ন্যায়-বিচার' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, 'আমি ন্যায়-বিচার করার নির্দেশ দিয়েছি।' অন্য এক অভিমত এ যে, 'পরিমাপ যন্ত্র' দ্বারা দাঁড়িপাল্লা বুঝানো হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট 'দাঁড়িপাল্লা' নিয়ে আসেন। আর বললেন, "আপন সম্প্রদায়কে এটা দ্বারা ওজন করার নির্দেশ দিন।"

টীকা-৮০: এবং কেউ কারো প্রাপ্য বিনষ্ট না করে।

টীকা-৮১: কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'অবতীর্ণ করা' এখানে 'সৃষ্টি করা'-এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ এ যে, লৌহ সৃষ্টি করেছি এবং লোকদের জন্য খনিগুলো থেকে নির্গত করেছি এবং তাদেরকে এর শিল্প-কার্যের জ্ঞান দিয়েছি।
এটাও বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআ'লা চারটি বরকতময় বস্তু আসমান থেকে যমীনের দিকে অবতীর্ণ করেছেনঃ ১) লৌহ, ২) আগুণ, ৩) পানি ও ৪) লবণ।

টীকা-৮২: এবং প্রবল ক্ষমতা, যা দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের হাতিয়ার তৈরি করা হয়।

টীকা-৮৩: শিল্প ও পেশাদারী বহু কার্যে তা খুবই উপকারী। মোটকথা, আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে ঐ সমস্ত বস্তু অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকেরা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে লেনদেন করে।

টীকা-৮৪: অর্থাৎ তাঁর দ্বীনকে

টীকা-৮৫: তাঁর কারো সাহায্যের দরকার নেই। দ্বীনের সাহায্য করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ঐসব লোকেরই উপকারের জন্য।

টীকা-৮৬: অর্থাৎ তাওরীত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআন।

টীকা-৮৭: অর্থাৎ 'তাঁদের বংশধরদের মধ্যে যাদের মধ্য থেকে নাবী ও কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছি।'

টীকা-৮৮: অর্থাৎ হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পর থেকে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যুগ পর্যন্ত একের পর এক,

টীকা-৮৯: যাতে তারা একে অপরের সাথে ভালোবাসা ও স্নেহ রাখে।

টীকা-৯০: পাহাড়ে-পর্বতে ও গুহাসমূহে এবং নির্জন গৃহসমূহে একাকী অবস্থান গ্রহণ করা, উপাসনালয় তৈরি করা, দুনিয়াবাসীদের সাথে মেলামেশা বর্জন

করা, ইবাদতসমূহে নিজেদের উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম বৃদ্ধি করে নেয়া, সংসার ত্যাগী হয়ে যাওয়া, বিয়ে শাদী না করা, অতি মোটা কাপড় পরিধান করা। নিম্নমানের খাদ্য অতি স্বল্প পরিমাণে আহার করা।

টীকা-৯১: বরং সেটাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং 'তিন খোদাতত্ত্ব' ও 'তিনের সংমিশ্রনে এক খোদাতত্ত্ব'-এর বেড়াজালে আটকা পড়েছে এবং হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দ্বীনে কুফর করে নিজেদের বাদশাহ্‌গণের দ্বীনে প্রবেশ করেছে। আর কিছু লোক তাদের মধ্য থেকে হযরত ঈসা-মাসীহ (عَلَيْهِ السَّلَام) দ্বীনের উপর স্থির এবং প্রতিষ্ঠিতও থাকে। আর যখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্রতম যুগ পেলো তখন হুযূরের উপরও ঈমান এনেছিলো।"

কতিপয় মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'বিদ'আত' অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, যদি তা ভালো হয় এবং তাতে আল্লাহ এর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়, তবে তা ভালো, তাতে সাওয়াব পাওয়া যায়। আর তা অব্যাহত রাখা উচিৎ। এমন 'বিদআত'কে 'বিদআত-ই-হাসানাহ' (উত্তম বিদ'আত) বলা হয়, অবশ্য দ্বীনের মধ্যে কোন মন্দ পন্থা বা কাজের প্রচলন করাকে 'বিদআত-ই-সাইয়্যিআহ' বা 'মন্দ বিদআত' বলা হয়। তা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

হাদীস শরীফে 'বিদ'আত-ই-সাইয়্যিয়াহ' বলা হয়েছে ঐ কাজকে, যা সুন্নাতের পরিপন্থী হয়, আর তা বের করার কারণে কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ থেকে হাজার হাজার মাসআলার মীমাংসা হয়ে যায়, যেগুলোর ব্যাপারে আজকাল লোকেরা মতভেদ করে থাকে। আর স্বীয় মনের কু-প্রবৃত্তি থেকে এমন সব কাজকেও বিদআতরূপে আখ্যায়িত করে তাতে বাধা প্রদান করে, যেগুলো দ্বারা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও দ্বীনের সাহায্য হয় এবং মুসলমানগণ পরকালীন উপকারাদি লাভ করে। আর তাঁরা ইবাদত-বন্দেগীতে অতি আগ্রহ সহকারে রত থাকে। এমন কার্যাদিকে 'বিদআ'ত' বলে আখ্যায়িত করা ক্বোরআন মাজীদের এ আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা করারই, শামিল।

ছিলো (৯১)। সুতরাং তাদের মধ্যেকার ঈমানদারগণকে (৯২) আমি তাদের পুরস্কার দান করেছি। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই (৯৩) ফাসিক্ব।	رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۷﴾
২৮: হে ঈমানদারগণ (৯৪)! আল্লাহকে ভয় করো, এবং তাঁর রসূল (৯৫)-এর প্রতি ঈমান আনো। তিনি আপন করুণার দু'টি অংশ তোমাদেরকে দান করবেন (৯৬) এবং তোমাদের জন্য জ্যোতি সৃষ্টি করবেন (৯৭) যার মধ্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু,	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ۙ۲۸﴾
২৯: এটা এ জন্য যে, কিতাবধারী কাফিরগণ জেনে নেবে যে, আল্লাহ এর অনুগ্রহের উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই (৯৮) এবং এও যে, অনুগ্রহ আল্লাহ এরই হাতে, দান করেন যাকে চান। এবং আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল। ★	لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

টীকা-৯২: যারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো

টীকা-৯৩: যারা 'বৈরাগ্যপনা' বর্জন করেছে এবং হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দ্বীন থেকে ফিরে গেছে,

টীকা-৯৪: হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (عَلَيْهِمَا السَّلَام) এর উপর। এ সম্বোধন কিতাবী সম্প্রদায়কে করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে-

টীকা-৯৫: বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৯৬: অর্থাৎ তোমাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। কারণ, তোমরা পূর্ববর্তী কিতাব ও পূর্ববর্তী নাবীর উপরও ঈমান এনেছো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং ক্বোরআন পাকের উপরও।

টীকা-৯৭: পুল-সিরাতের উপর,

টীকা-৯৮: তারা তা থেকে কিছুই পেতে পারেন না- না দ্বিগুণ পুরস্কার, না নূর, না মাগফিরাত। কেননা, তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনেনি, সুতরাং তাদের পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর ঈমান আনাও উপকারী হবে না।

শানে নুযূলঃ যখন উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং তাতে কিতাবী মু'মিনদেরকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান আনলে দ্বিগুণ সাওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো, তখন কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ বললো, "যদি আমরা হুযূরের উপর ঈমান আনি তাহলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবো, আর যদি না আনি তবুও (আমাদের জন্য) একটা সাওয়াব থাকবে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের ঐ ধারণাকেও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। *

★ 'সূরা হাদীদ' সমাপ্ত।

★ সপ্তবিংশতম পারা সমাপ্ত।

সূরাঃ ৫৮ মুজাদালাহ	৯৭৫	মানযিল-৭	পারাঃ ২৮
সূরা মুজাদালাহ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
সূরা মুজাদালাহ (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-২২, রুকূ'-৩
১: নিশ্চয় আল্লাহ শুনেছেন ঐ নারীর কথা, যে আপনার সাথে আপন স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করছে (২) এবং আল্লাহ এর দরবারে ফরিয়াদ করছে, আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের বাদানুবাদ শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন, দেখেন।	قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِیْۤ اِلَى اللّٰهِ ۖۗ وَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌۢ بَصِیْرٌ (۱)		
২: এসব লোক, যারা তোমাদের মধ্যে স্বীয় স্ত্রীদেরকে নিজ মায়ের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের সাথে তুলনা করে বসে (৩), তারা তাদের মা নয় (৪)। তাদের মায়েরা তো হচ্ছে তারাই, যাদের থেকে তারা জন্মলাভ করেছে (৫)। এবং নিশ্চয়	اَلَّذِیْنَ یُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآىٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔیْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّهُمْ		

টীকা-১: 'সূরা মুজাদালাহ্' মাদানী, এতে তিনটি রুকূ', বাইশটি আয়াত, চারশ তিয়াত্তরটি পদ এবং এক হাজার সাতশ বিরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: তিনি 'খাওলাহ্ বিনতে সা'লাবাহ্' ছিলেন, আউস্ ইবনে সামিতের স্ত্রী।

শানে নুযূলঃ কোন এক কথার ভিত্তিতে আউস তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" এটা বলার পর আউসের এর মনে অনুশোচনা হলো। কারণ, এ বাক্যটা জাহেলিয়্যাহ্ যুগে 'তালাক্বই' ছিলো। আউস বললেন, "আমার মনে হয় তুমি আমার জন্য হারাম হয়ে গেছো।" খাওলাহ্ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা আরয করলেন, আরো আরয করলেন, "আমার সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, আমার মাতা-পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, বয়স ভারী হয়ে গেছে, ছেলে মেয়েরাও ছোট ছোট, তাদেরকে তাদের পিতার নিকট রেখে গেলে তারা মারা যাবে আর আমার সাথে রাখলে ক্ষুধায় মরে যাবে। সুতরাং আমার ও আমার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটার কোন উপায় আছে কি?" বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "তোমার এ বিষয়ে আমার নিকট কোন বিধান নেই।" অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত 'যিহার' (ظهار) সম্পর্কে কোন নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। পুরানা রিতি হচ্ছে- 'যিহার' এর কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়।" নারীটি (হযরত খাওলাহ্) আরয করলেন, "হে আল্লাহ্ এর রসূল। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আউস তালাক্ব শব্দ বলেনি। সে আমার সন্তানদের পিতা এবং আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।" এ ভাবে তিনি বারবার আরয করতে লাগলেন। কিন্তু মনঃপূত জবাব তখনো পাননি। অতঃপর আসমানের দিকে মাথা উঁচু করে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্। আমি তোমার দরবারে আমার মুখাপেক্ষিতা, অসহায়ত্ব ও দুঃখজনক অবস্থার ফরিয়াদ করছি। আর তোমার নাবীর উপর আমার সম্পর্কে এমন নির্দেশ অবতীর্ণ করো, যাতে আমার মুসীবত দূরীভূত হয়ে যায়।" উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) বললেন, "চুপ করো। দেখো, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর চেহারা মুবারকের উপর ওহী অবতীর্ণ হবার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে।" যখন ওহী পূর্ণ হয় গেলো, তখন ইরশাদ ফরমালেন, "তোমার স্বামীকে ডেকে আনো।" আউস হাযির হলো। অতঃপর হুযূর এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনালেন।

টীকা-৩: অর্থাৎ 'যিহার' (ظهار) করে,

'যিহার' (ظهار) এর সংজ্ঞাঃ যিহার বলে আপন স্ত্রীকে বংশীয় অথবা দুগ্ধপান জনিত 'মুহাররমাহ' নারী (যে নারীকে বিবাহ করা হারাম)-এর শরীরের এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যার প্রতি তাকানো হারাম। যেমন- স্ত্রীকে বললো, "তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো।" অথবা স্ত্রীর দেহের এমন অঙ্গকে যার দ্বারা তার পূর্ণ শরীরকেই বুঝানো যায়, অথবা তার দেহের কোন অন্যতম প্রধান অঙ্গকে (যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে তার প্রাণনাশ ঘটবে), 'মুহাররমাহ্ নারীদের' এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম, যেমন- স্ত্রীকে এ কথা বললো, "তোমার মাথা অথবা অর্ধ শরীর আমার মায়ের পিঠ অথবা তাঁর পেট কিংবা তাঁর রান, অথবা আমার বোন কিংবা ফুফী অথবা দুগ্ধ মাতার পিঠ কিংবা পেটের মতোই-এমনটি বলাকে (শরীয়তের পরিভাষায়) 'যিহার' বলা হয়।

টীকা-৪: এটা বলার কারণে সে 'মা' হয়ে যায়নি।

টীকা-৫: মাসআলাঃ দুগ্ধমাতাগণ (আপন স্তনের) দুগ্ধ পান করানোর কারণে তাঁরা 'মায়ের' হুকুম (বিধান)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর নাবী কারীম

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র বিবিগণ পূর্ণাঙ্গ সম্মানের অধিকারী হবার কারণে মা-ই, বরং মায়েদের চেয়েও অধিক উত্তম।
টীকা-৬: যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মা বলে, তার জন্য কোন মতেই তার মায়ের সাথে এ তুলনা করা উচিত নয়।
টীকা-৭: অর্থাৎ তাদের সাথে 'যিহার' করে
মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাসীর সাথে 'যিহার' হয়না যদি তাকে 'মুহাররামাহ'র' সাথে তুলনা করা হয়, তবে সে 'যিহারকারী' হবে না।
টীকা-৮: অর্থাৎ ঐ 'যিহার'কে ভঙ্গ করতে চায় এবং হারাম হবার বিধানের প্রযোজ্যতাকে অপসারিত করতে চায়,
টীকা-৯: 'যিহার'-এর প্রতিকার করা (কাফফারা দেয়া)। সুতরাং তাদের জন্য অপরিহার্য-
টীকা-১০: চাই সেই ক্রীতদাস মু'মিন হোক, অথবা কাফির, ছোট হোক কিংবা বড়, পুরুষ হোক কিংবা নারী। অবশ্য, 'মুদাব্বার' (مدبَّر) ★, উম্মে ওয়ালাদ, (ام ولد) ★★ এবং এমন মুকা-তাবকে (مكاتب) ★★★ (মুক্ত করা) বৈধ নয়, যে নির্ধারিত মুক্তিপণ থেকে কিছু পরিশোধ করেছে।

তারা মন্দ ও নিরেট মিথ্যা কথা বলছে (৬) এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।	لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ (٢)
৩: এবং এসব লোক, যারা আপন স্ত্রীদেরকে আপন মায়ের কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে (৭) অতঃপর তারা তাদের ঐ জঘন্য উক্তি সংশোধন করতে চায়, যা তারা বলেছে (৮), তবে তাদের উপর অপরিহার্য (৯)- একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা (১০) এরই পূর্বে যে, একে অপরের গায়ে হাত লাগাবে (১১)। এটা হচ্ছে- যেই উপদেশ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে- এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্বন্ধে অবহিত।	وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٣)
৪: অতঃপর যে ব্যক্তি ক্রীতদাস পায়না তবে সে (১২) লাগাতার দু'মাসের রোযা রাখবে (১৩) এর পূর্বে যে, একে অপরের গায়ে হাত লাগাবে (১৪)। অতঃপর যার দ্বারা রোযা রাখাও সম্ভবপর নয় (১৫), তবে তাকে ষাটজন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাতে হবে (১৬) এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান রাখবে (১৭)। এবং এগুলো	فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ تِلْكَ

টীকা-১১: মাসআলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, এ কাফফারা পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং সহবাপূর্ব শৃঙ্গার কার্যাদিও হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
টীকা-১২: সেটার কাফফারা
টীকা-১৩: লাগাতার। এভাবে যে, না এ দু'মাসের মধ্যখানে রমযান মাস আসবে, না এ পাঁচ দিন থেকে কোন একটি আসবে, যে গুলোতে রোযা পালন করা নিষিদ্ধ এবং না কোন অপারগতা কিংবা কোন ওযর ব্যতিরেকে মধ্যখান থেকে কোন কোন রোযা ছেড়ে দেয়া হয়। যদি এমন হয়, তাহলে প্রথম থেকে পুনরায় রোযা পালন করতে হবে।
টীকা-১৪: কতিপয় মাসআলাঃ অর্থাৎ রোযা দ্বারা যেই কাফফারা দেয়া হয়, তাও সহবাস ও এর পূর্ববর্তী শৃঙ্গার কার্যাদির পূর্বেই করা আবশ্যক। আর যতদিন পর্যন্ত এ কাফফারার রোযা পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কেউ কারো গায়ে হাত লাগাবে না।
টীকা-১৫: অর্থাৎ তার মধ্যে রোযা পালনের ক্ষমতাই না থাকে। বার্ধক্য অথবা রোগ ইত্যাদির কারণে অথবা রোযা তো রাখতে পারে, কিন্তু লাগাতার রাখতে পারে না।
টীকা-১৬: অর্থাৎ ষাটজন মিসকীনকে আহার্য প্রদান করা। আর তা এভাবে যে, প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর কিংবা যব প্রদান করবে। আর যদি মিসকীনদেরকে এর মূল্য দিয়ে দেয় অথবা সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা তাদেরকে পেট ভরে আহার করায়, তবে তাও বৈধ।
মাসআলাঃ এ 'কাফফারা'র মধ্যে এই শর্ত নেই যে, তা একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে হতে হবে। এমনকি যদি আহার করানোর মধ্যবর্তী সময়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলনও সংঘটিত হয়ে যায়, তবে নতুন করে সেই-কাফফারা দিতে হবে না।
টীকা-১৭: এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য করো এবং মূর্খতার যুগের প্রথা বর্জন করো।
★ মুদাব্বার (مدبر)ঃ ঐ ক্রীতদাস যাকে মুনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে আযাদ হবার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে।
★★ উম্মে ওয়ালাদ (ام ولد)ঃ ঐ ক্রীতদাসী, যার গর্ভ থেকে মুনিবের সন্তান লাভ করে এবং এ কারণে সে আযাদ হয়ে যায়।
★★★মুকা-তাব' (مكاتب)ঃ ঐ ক্রীতদাস, যাকে মুনিব একটা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে আযাদ বলে ঘোষণা করে।

টীকা-১৮: সেগুলো ভঙ্গ করা ও সেগুলো লংঘন করা বৈধ নয়।
টীকা-১৯: রসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে
টীকা-২০: রসূলগণের সত্যতার প্রমাণ বহনকারী।
টীকা-২১: কাউকেও অবশিষ্ট রাখবেন না

বাংলা	আরবি
আল্লাহ এর নির্ধারিত সীমা (১৮)। এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٤)
৫: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের, তাদেরকে অপমানিত করা হবে যেমন অপমানিত করা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তীদেরকে (১৯) এবং নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি (২০)। আর কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٥)
৬: যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন (২১) অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত করবেন (২২)। আল্লাহ সেগুলোর গণনা করে রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে (২৩) এবং প্রত্যেক কিছু আল্লাহ এর সম্মুখে রয়েছে।	يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَ نَسُوْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ (٦)
রুকূ’-২	
৭: ওহে শ্রোতা! তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (২৪)। যে কোন স্থানেই তিন ব্যক্তির কানাঘুষা হয় (২৫), সেখানে চতুর্থ তিনিই উপস্থিত থাকেন (২৬) এবং পাঁচজনের (২৭) হলে, তবে ‘ষষ্ঠ’ তিনি (২৮) এবং না তা থেকে কম (২৯), এবং না তদপেক্ষা বেশীর, কিন্তু এ’যে, তিনি তাদের সাথে থাকেন (৩০) তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তাদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে বলে দেবেন যা কিছু তারা করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٧)
৮: আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যাদেরকে মন্দ পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিলো, অতঃপর তাই করে (৩১) যা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো এবং পরস্পরের মধ্যে পাপ ও সীমালংঘন (৩২) এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণের	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ يَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ز

টীকা-২২: লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করার জন্য।
টীকা-২৩: স্বীয় কর্মসমূহ, যেগুলো সে পৃথিবীতে করতো
টীকা-২৪: তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই।
টীকা-২৫: এবং আপন গোপন রহস্যের কথা পরস্পরের মধ্যে কানে কানে বলে এবং নিজেদের পরামর্শের কথা কাউকেও অবহিত না-ই করে,
টীকা-২৬: অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকে দেখেন, তাদের মনের গোপন কথাও জানেন।
টীকা-২৭: কানাঘুষা
টীকা-৩০: আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা
টীকা-৩১: শানে নুযূলঃ এই আয়াত ইহুদী ও মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যারা পরস্পর কানাঘুষা করতো, আর মুসলমানদের প্রতি দেখতেই থাকতো এবং চোখে তাদের দিকে ইঙ্গিত করতো, যাতে মুসলমানরা এ কথা মনে করেন যে, তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন গোপনীয় কথা বলছে এবং তা দেখে যেন তারা দুঃখিত হন।
তাদের ঐ ধরণের কাজের ফলে মুসলমানগণ দুঃখিত হতেন। আর তারা বলতেন, “হয়ত এসব লোক আমাদের ঐসব ভাইয়ের সম্পর্কে নিহত হওয়ার কিংবা বিপর্যস্ত হবার কোন খবর পেয়েছে, যারা জিহাদে গেছেন।” আর ঐসব লোক তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করতো ও তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করতো, যখন মুনাফিকদের এমন কার্যকলাপ খুব বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানরাও বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কানাঘুষাকারীদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করে দিবেন, কিন্তু তারা তা থেকে বিরত হলো না, বরং এমন মন্দ তৎপরতা অব্যাহতই রাখলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৩: এবং রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর নির্দেশ অমান্য করা এ যে, নিষেধ সত্ত্বেও বিরত হতো না। এও কথিত আছে যে, তাদের মধ্যে একে অপরকে পরামর্শ দিতো যেন রসূলের নির্দেশ অমান্য করে।

টীকা-৩৪: ইহুদীগণ নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর দরবারে যখন আসতো, তখন বলতো- (اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ) (আসসামু আলাইকুম)। 'সাম' (سام) বলা হয় মৃত্যুকে। নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাদের জবাবে শুধু (عَلَيْكُم) (আলাইকুম অর্থাৎ তোমাদের উপর) বলতেন।

টীকা-৩৫: এতে তাদের এ কথা বলা উদ্দেশ্য ছিলো যে, "যদি হযরত নাবী হতেন, তাহলে আমাদের এ বেয়াদবী প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শাস্তি দিতেন।" আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৩৬: এবং যে রীতি ইহুদী ও মুনাফিকদের, তা থেকে বিরত হও।

টীকা-৩৭: যাতে পাপ ও সীমালংঘন করা এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর বিরুদ্ধাচরণ থাকে। আর শয়তান তার বন্ধুদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করে

টীকা-৩৮: যেহেতু, আল্লাহ এর উপর ভরসাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

টীকা-৩৯: শানে নুযূলঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা দিতেন। একদিন কিছু সংখ্যক বদরী সাহাবী এমতাবস্থায় এসে পৌঁছলেন, যখন বরকতময় মজলিস পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁরা হুযুরের সম্মুখে হাযির হয়ে সালাম আরয করলেন। হুযুর জবাব দিলেন। অতঃপর তারা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে সালাম করলেন। তারাও জবাব দিলেন। তারপর তাঁরা এই অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রইলেন যে, তাঁদের জন্য মজলিসে মধ্যে স্থান করে দেয়া হবে। কিন্তু কেউ জায়গা দিলেন না। এটা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর নিকট অপছন্দনীয় হলো। তখন হুযুর তাঁর নিকটে উপবিষ্ট শ্রোতাদেরকে উঠিয়ে তাঁদের জন্য জায়গা করে দিলেন। যাঁরা উঠে গেলেন তাঁদের নিকট হুযুরের নিকট থেকে উঠে যাওয়া কষ্টকর ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪০: নামাযের অথবা জিহাদের অথবা অন্য কোন ভাল কাজের জন্য এবং এরই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-রসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর স্মরণের সম্মানার্থে দাঁড়ানো।

টীকা-৪১: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর আনুগত্যের কারণে।

টীকা-৪২: যেহেতু, তাতে হযরত রিসালতাশ্রয় (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর দরবারে স্থান পাবার সম্মান ও গরিব-মিসকিনদের উপকার

وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٨)

ব্যাপার পরামর্শ করে (৩৩)। আর যখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন এমন বাক্য দ্বারা আপনাকে অভিবাদন জানায়, যেসব শব্দ আল্লাহ আপনার সম্মানের ক্ষেত্রে বলেন নি (৩৪) আর তাদের মনে মনে বলে, 'আমাদেরকে আল্লাহ কেন শাস্তি প্রদান করেন না আমাদের এ কথা বলার উপর (৩৫)?' তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতেই বিধ্বস্ত হবে। সুতরাং কতই মন্দ পরিণতি!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (٩)

৯: হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পর কানাঘুষা করো তখন পাপ ও সীমালংঘন করার এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরামর্শ করোনা (৩৬) এবং সৎকাজ ও খোদাভীরুতার পরামর্শ করো। এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি উত্থিত হবে।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٠)

১০: ঐ পরামর্শ তো শয়তানেরই নিকট থেকে (৩৭) এ জন্য যে, ঈমানদারদেরকে কষ্ট দেবে। এবং তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ এর নির্দেশ ব্যতীত। এবং মুসলমানদের আল্লাহ এরই উপর ভরসা করা চাই (৩৮)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (١١)

১১: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় 'মজলিসসমূহে জায়গা দাও।' তবে জায়গা দাও। আল্লাহ তোমাদেরকে জায়গা দেবেন (৩৯)। আর যখন বলা হয়, উঠে দাঁড়াও (৪০)।' তখন উঠে দাঁড়াও আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানদারদের ও তাদেরই, যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে (৪১), মর্যাদা সমুন্নত করবেন। এবং আল্লাহ এর নিকট তোমাদের কর্মসমূহের খবর আছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا

১২: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা রসূলের নিকট কোন কথা গোপনে আরয করতে চাও, তবে আপন আরয করার পূর্বে কিছু সাদাক্বাহ প্রদান করো (৪২)। এটা তোমাদের জন্য উত্তম ও খুব পবিত্র। অতঃপর যদি তোমাদের সামর্থ্য

উভয়টাই রয়েছ।

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর দরবারে যখন ধনীরা তাঁদের আবেদন-নিবেদনের ইত্যাদি পরম্পরাকে দীর্ঘায়িত করতে লাগলেন এবং অবস্থায় এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, গরীবরা তাঁদের আবেদন পেশ করার সুযোগই কম পাচ্ছিলেন, তখন আবেদনকারীদের আবেদন পেশ করার পূর্বে সাদাক্বাহ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো। এ নির্দেশ হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-ই পালন করেছিলেন। তিনি একটা দিনার সাদাক্বাহরূপে পেশ করে দশটা মাসআলার সমাধান জেনে নিলেনঃ

১) তিনি আরয করেছিলেন, “হে আল্লাহ্‌র রসূল। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। (وفاء) (ওয়াফা) বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কি? ইরশাদ ফরমালেন, (توحيد) (তাওহীদ) বা আল্লাহ এর একত্বের সাক্ষ্য দেয়া।”

২) আরয করলেন, “ফ্যাসাদ কি?” ইরশাদ ফরমালেন- “কুফর ও শির্ক।”

৩) আরয করলেন, “হক কি।” ইরশাদ করলেন, “ইসলাম, ক্বুরআন ও বেলায়াত, যখন তুমি অর্জন করো।”

৪) আরয করলেন, (حيله) (হীলাহ) কি, অর্থাৎ বাঁচার পথ বের করা বা তদবীর কি?” ইরশাদ করলেন, “হী-লাহ (বাঁচার বাহানা তালাশ করা) বর্জন করাই।”

৫) আরয করলেন, “আমার উপর আবশ্যকীয় কি।” ইরশাদ ফরমান, “আল্লাহ্ তা’আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য।”

৬) আরয করলেন, “আল্লাহ্ তা’আলা এর দরবারে কিভাবে দু’আ প্রার্থনা করবো?” ইরশাদ করলেন, “সততা ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে।”

৭) আরয করলেন, “কি প্রার্থনা করবো?” ইরশাদ ফরমালেন, “পরকালের শুভপরিণতি।”

৮: আরয করলেন, “স্বীয় মুক্তির জন্য কি করবো?” ইরশাদ ফরমালেন হালাল খাও ও সত্য বলো।”

৯) আরয করলেন, “আনন্দ কি?” ইরশাদ ফরমান, “জান্নাত।” এবং

১০) আরয করলেন, “পরম শান্তি কি?” ইরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহ্ তা’আলা এর সাক্ষাত।”

যখন হযরত আলী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এসব প্রশ্নের জবাব অর্জন করে অবসর হলেন, তখনই এ নির্দেশ (সাদাক্বাহ প্রদানের) রহিত হয়ে গেলো। আর ‘রুখ্‌সাত’ অবতীর্ণ হলো (অর্থাৎ সাদাক্বাহ্ প্রদানে ইখতিয়ার দেয়া হলো) আর হযরত আলী (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ব্যতীত অন্য কেউ এ নির্দেশ পালনের সুযোগই পাননি। (মাদারিক ও খাযিন)

হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু) বলেন, এটা যেই শিরনী ইত্যাদি আউলিয়া কিরামের মাযারসমূহে সাদাক্বাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তারই বৈধতার পক্ষে) উৎস-প্রমাণ।

না থাকে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢)
১৩: তোমরা কি এতে ভয় পেয়েছো যে তোমরা স্বীয় আবেদনের পূর্বে কিছু সাদাক্বাহ দেবে (৪৩)? অতঃপর যখন তোমরা এটা করোনি এবং আল্লাহ স্বীয় করুনা সহকারে তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন (৪৪), সুতরাং নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত থাকো। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে জানেন।	ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۗ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٣)
রুকূ’-৩	
১৪: আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি যারা এমন লোকদের বন্ধু হয়েছে, যাদের উপর আল্লাহ এর ক্রোধ রয়েছে (৪৫)? তারা না তোমাদের মধ্য থেকে, না তাদের মধ্য থেকে (৪৬),	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَ

টীকা-৪৩: স্বীয় দারিদ্র ও অভাবের কারণে।

টীকা-৪৪: এবং পূর্বে সাদাক্বাহ প্রদান করা বর্জন করার উপর জবাবদিহিতা তোমাদের উপর থেকে রহিত করা হল এবং তোমাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হলো।

টীকা-৪৫: ‘যে সব লোকের উপর আল্লাহ এর ক্রোধ রয়েছে’ তারা হচ্ছে ‘ইহুদী সম্প্রদায়’। আর তাদের সাথে বন্ধুত্বকারীরা হচ্ছে- ‘মুনাফিকগণ।’

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং তাদেরই হিত কামানায় লেগে থাকতো। আর মুসলমানদের গোপন রহস্য তাদের নিকট ফাঁস করে দিতো।

টীকা-৪৬: অর্থাৎ না মুসলমান, না ইহুদী, বরং মুনাফিক, দ্বিমুখী ভূমিকা পালনকারী।

বাংলা	আরবী
তারা জ্ঞাতসারেই মিথ্যা শপথ করে (৪৭)।	يَحۡلِفُوۡنَ عَلَى الۡكَذِبِ وَ هُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿١٤﴾
১৫: আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন। নিশ্চয় তারা অতি মন্দ কাজই করে।	اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ عَذَابًا شَدِيۡدًا ؕ اِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٥﴾
১৬: তারা আপন শপথগুলোকে (৪৮) ঢালস্বরূপ গ্রহণ করে নিয়েছে (৪৯)। অতঃপর আল্লাহ এর পথে বাধা দিয়েছে (৫০) সুতরাং তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে (৫১)।	اِتَّخَذُوۡۤا اَيۡمَانَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ ﴿١٦﴾
১৭: তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তানগণ আল্লাহ এর সম্মুখে তাদের কোন কাজে আসবে না (৫২)। তারা দোযখবাসী। তাদেরকে তাতে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।	لَنۡ تُغۡنِىَ عَنۡهُمۡ اَمۡوَالُهُمۡ وَ لَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔـا ؕ اُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ؕ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿١٧﴾
১৮: যে দিন আল্লাহ এসব লোককে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তাঁর সম্মুখেও তেমনই শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে করছে (৫৩)। এবং তারা একথা মনে করছে যে, তারা কিছু করেছে (৫৪)। ওহে, শুনছো! নিশ্চয়, তারাই মিথ্যুক (৫৫)।	يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيۡعًا فَيَحۡلِفُوۡنَ لَهٗ كَمَا يَحۡلِفُوۡنَ لَـكُمۡ وَ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ عَلٰى شَىۡءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ هُمُ الۡكٰذِبُوۡنَ ﴿١٨﴾
১৯: তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের নিকট থেকে আল্লাহ এর স্মরণকে বিস্মৃত করে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। শুনছো! নিশ্চয় শয়তানেরই দল ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (৫৬)।	اِسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ الشَّيۡطٰنُ فَاَنۡسٰٮهُمۡ ذِكۡرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓـئِكَ حِزۡبُ الشَّيۡطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ الشَّيۡطٰنِ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿١٩﴾
২০: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সর্বাধিক লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّ الَّذِيۡنَ يُحَآدُّوۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗۤ اُولٰٓـئِكَ فِى الۡاَذَلِّيۡنَ ﴿٢٠﴾
২১: আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (৫৭) যে, 'অবশ্যই আমি বিজয়ী হবো এবং আমার রসূল (৫৮)।' নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, মহা সম্মানিত।	كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِىۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيۡزٌ ﴿٢١﴾
২২: আপনি পাবেননা ঐসব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে (৫৯), যদিও তারা তাদের পিতা অথবা	لَا تَجِدُ قَوۡمًا يُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ يُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ لَوۡ كَانُوۡۤا اٰبَآءَهُمۡ اَوۡ

টীকা-৪৭: শানে নুযূলঃ এ আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর মজলিসে হাযির থাকতো আর সেখানকার কথা ইহুদীদের নিকট পৌঁছাতো। একদিন হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) পবিত্র বাসস্থানে তাশরীফ রেখেছিলেন। হুযূর ইরশাদ ফরমান, "এখন একজন লোক আসবে, যার অন্তর অতি কঠোর এবং সে শয়তানের দৃষ্টিতে দেখে। কিছুক্ষণ পর আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল আসলো। তার চোখ ছিলো নীল বর্ণের। হুযূর সৈয়্যদে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাকে বললেন, "তুমি ও তোমার সাথীগণ আমাদেরকে গালি দাও কেন?" সে শপথ করেই বললো যে, তারা তেমন করে না এবং আপন সাথীদেরকেও নিয়ে আসলো। তারাও শপথ করে বললো, "আমরা আপনাকে গালি দিইনি।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪৮: যেগুলো মিথ্যা

টীকা-৪৯: যাতে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা পায়।

টীকা-৫০: অর্থাৎ মুনাফিকগণ তাদের এই চক্রান্তের মাধ্যমে লোকজনকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, 'অর্থ এ যে, লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়েছে।

টীকা-৫১: আখিরাতে।

টীকা-৫২: এবং ক্বিয়ামত-দিবসে তাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

টীকা-৫৩: যে, দুনিয়ার মধ্যে নিষ্ঠাবান মু'মিন ছিলো।

টীকা-৫৪: অর্থাৎ তারা নিজেদের এই মিথ্যা শপথগুলোকে উপকারী মনে করে।

টীকা-৫৫: নিজেদের শপথসমূহে। আর এমন মিথ্যুক যে, দুনিয়ায়ও মিথ্যা বলতে থাকে এবং আখিরাতেও, রসুলের সামনেও, আল্লাহ্‌র সামনেও।

টীকা-৫৬: যে, জান্নাতের স্থায়ী নি'মাতসমূহ থেকে বঞ্চিত এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তিতে গ্রেফতার।

টীকা-৫৭: 'লওহ-ই-মাহফুয'-এর মধ্যে

টীকা-৫৮: যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অথবা তরবারি দ্বারা।

টীকা-৫৯: মু'মিনদের মধ্য থেকে, এটা হতেই পারে না এবং তাঁদের জন্য শোভা পায় না। বস্তুতঃ ঈমান একথা পছন্দই করে না যে, খোদা ও রসূলের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মহীন, অধার্মিক এবং আল্লাহ ও রসূলের শানে যারা বেয়াদবি করে, তাদের সাথে ভালোবাসা রাখা ও

মেলামেশা করা বৈধ নয়।

টীকা-৬০: হযরত আবূ ওবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ্ উহুদের যুদ্ধে আপন পিতা জাররাহকে হত্যা করেছিলেন। আর হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বদরের যুদ্ধের দিন আপন পুত্র আবদুর রহমানকে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিলেন। অবশ্য, রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তাঁকে ঐ যুদ্ধের অনুমতি দেননি। আর মাস্'আব ইবনে 'উমায়র আপন ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমায়রকে হত্যা করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) স্বীয় মামা 'আ-স ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব, হামযাহ ও আবূ ওবায়দাহ রবী'আর পুত্র ওতবা ও শায়বাহ্ এবং ওয়ালীদ ইবনে উতবাহ্কে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন, যারা তাঁদের আত্মীয় ছিলো। আল্লাহ ও রসূলের উপর যাঁরা ঈমান আনে তাঁদের নিকট (কাফিরদের সাথে) আত্মীয়তার কি-ই বা গুরুত্ব?

টীকা-৬১: এ 'রূহ' দ্বারা হয়তো 'আল্লাহ এর সাহায্য' বুঝানো হয়েছে অথবা 'ঈমান' অথবা 'কুরআন' অথবা 'জিবরাঈল' অথবা 'আল্লাহ এর রহমত', অথবা 'নূর' (জ্যোতি)

اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

অথবা পুত্র, অথবা ভাই কিংবা নিজ জ্ঞাতি-গোত্রের লোক হয় (৬০)। এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন (৬১) এবং তাদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, সেগুলোর মধ্যে স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (৬২) এবং তারাও আল্লাহ এর প্রতি সন্তুষ্ট (৬৩)। এটা আল্লাহ এর দল। শুনছো! আল্লাহ এরই দল সফলকাম। ★

সূরা হাশর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হাশর (মাদানী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২৪, রুকূ'-৩

রুকূ'-১

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱﴾

১: আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময় (২)।

টীকা-৬২: তাঁদের ঈমান, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের কারণে।

টীকা-৬৩: তাঁর রহমত ও বদান্যতা দ্বারা। ★

★★★★★★★

১: 'সূরা হাশর' মাদানী। এতে তিনটি রুকূ, চব্বিশটি আয়াত, চারশ পঁয়তাল্লিশটি পদ এবং এক হাজার নয়শ তেরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: শানে নুযূলঃ এ সূরাটি 'বনী নযীর' গোত্রের সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লোক ইহুদি ছিলো। যখন নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) মাদীনা তৈয়্যিবাহ'য় তাশরীফ আনয়ন করলেন তখন তারা হুযূরের সাথে এ শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করলো যে, তারা না তাঁর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সাথে থাকা অবস্থায় কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, না তাঁর (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যখন বদরের যুদ্ধে ইসলামের বিজয় হলে, তখন বনী নযীর বললো, "ইনি ঐ নাবী, যাঁর গুণাবলীর বিবরণ তাওরীতের মধ্যে রয়েছে।" অতঃপর যখন উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মতো অবস্থা হলো, তখন তারা সন্দেহের শিকার হলো এবং তারা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ও হুযূরের প্রতি আত্মোৎসর্গ-কারীদের সাথে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। আর যেই সন্ধি করেছিলো তা ভঙ্গ করলো। তারপর তাদের (ইহুদীগণ) একজন নেতা কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদি চল্লিশ জন ইহুদি নেতাকে সাথে নিয়ে মক্কা মুকাররমাহ'য় পৌঁছলো এবং কাবা মু'আযযমাহ'র গিলাফ ধরে কুরাইশ নেতাদের সাথে রসূল কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর বিরুদ্ধে অঙ্গীকার করলো। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক জ্ঞানদানের কারণে হুযূর এদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাছাড়া, বনী নযীর সম্প্রদায় থেকে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা এও সংঘটিত হয়েছিলো যে, তারা দুর্গের উপর থেকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উপর অসদুদ্দেশ্যে একটা পাথর খন্ড আপতিত করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকে হুযূরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আর আল্লাহ এর অনুগ্রহক্রমে হুযূর নিরাপদে ছিলেন।

মোটকথা, বনী নযীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা করলো ও সন্ধিভঙ্গ করলো এবং কুরাঈশ বংশের কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকার করেছিলো। তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ আনসারীকে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি কা'আব ইবনে আশরাফকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর হুযূর সৈন্য বাহিনী সহকারে বনী নযীরের দিকে রওনা হলেন এবং তাদেরকে অবরোধ করে ফেললেন। এই অবরোধ একুশ দিন স্থায়ী হলো। ইত্যবসরে মুনাফিকগণ ইহুদীদের সাথে সমবেদনা ও একাত্মতার বহু অঙ্গীকার করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে অকৃতকার্য করে দিলেন। ইহুদিদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে (ইহুদীগণ) হুযূরের নির্দেশে বহিষ্কৃত হতে হলো। সুতরাং তারা সিরিয়া, আরিহা ও খায়বারের দিকে চলে গিয়েছিলো।

২: তিনিই হন, যিনি ঐসব কাফির কিতাবীকে (৩) তাদের গৃহসমূহ থেকে বহিষ্কার করেছেন (৪) তাদের প্রথম সমাবেশের জন্য (৫)। তোমাদের ধারণা ছিলো না যে, তারা বের হবে (৬) এবং তারা মনে করতো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহ (-এর শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ এর নির্দেশ তাদের নিকট এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিলো না (৭)। এবং তিনি তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন (৮) যে, তারা আপন গৃহসমূহ ধ্বংস করছে নিজেদের হাতে (৯) এবং মুসলমানদের হাতেও (১০), সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করো হে চক্ষুষ্মানগণ।	هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ (۲)
৩: এবং যদি এটা না হতো যে, আল্লাহ তাদের জন্য ঘরবাড়ী থেকে উৎখাত হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তবে পৃথিবীতেই তাদের উপর শাস্তি আপতিত করতেন (১১) এবং তাদের জন্য (১২) আখিরাতে আগুনের শাস্তি রয়েছে।	وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (۳)
৪: এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে রয়েছে (১৩) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ এর শাস্তি বড়ই কঠিন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (۴)
৫: যেই বৃক্ষগুলো তোমরা কেটেছো অথবা সেগুলোর মূলের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছো- এ সবই আল্লাহ এর অনুমতিক্রমে ছিলো (১৪) এবং এ জন্য যে, ফাসিকগণকে	مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ (۵)

টীকা-৩: অর্থাৎ বনি নযীর গোত্রের ইহুদীগণ।

টীকা-৪: যারা মদীনা তৈয়্যিবায় ছিলো।

টীকা-৫: এ বহিষ্কার তাদের 'প্রথম হাশর' (নির্বাসনে পথম একত্রীকরণ) ছিলো। দ্বিতীয় 'হাশর' তাদের এ যে, আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তাদেরকে আপন খিলাফতের যুগে 'খায়বার' থেকে সিরিয়ার দিকে বহিষ্কার করেছিলেন। অথবা সর্বশেষ 'হাশর' 'ক্বিয়ামত-দিবসের হাশরই'। তা এভাবে যে, আগুন সমস্ত লোককে সিরিয়া ভূমির দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখানেই তাদের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। এরপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে-

টীকা-৬: মদীনা থেকে। কেননা, তারা শক্তিশালী এবং তারা সৈন্যবাহিনী ও মজবুত দুর্গের অধিকারী ছিলো। তাদের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। তারা ছিলো জায়গীরদার ও সম্পদশালী।

টীকা-৭: অর্থাৎ এ আশংকাও ছিলো না যে, তাদের বিরুদ্ধে হামলা করতে পারবে।

টীকা-৮: তাদের নেতা কা'আব ইবনে আশরাফের হত্যার কারণে।

টীকা-৯: এবং সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলছে, যাতে সে সব কাঠ ইত্যাদি তাদের পছন্দ হয় তা বহিষ্কৃত হবার সময় তাদের সাথে নিয়ে যেতে পারে।

টীকা-১০: যে, তাদের গৃহসমূহের যে অংশ অবশিষ্ট থাকত সেগুলো মুসলমানেরা ভেঙ্গে ফেলতেন, যাতে যুদ্ধের জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে যায়।

টীকা-১১: এবং তাদেরকে হত্যা ও কারাগারে বন্দি করতেন যেমন বনী কুরায়যা গোত্রের ইহুদীদের সাথে করেছিলেন।

টীকা-১২: যে কোন অবস্থায়- চাই তাদের জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করা হোক কিংবা হত্যা করা হোক।

টীকা-১৩: অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণে তৎপর থাকে।

টীকা-১৪: শানে নুযূলঃ যখন বনী নযীর তাদের দুর্গসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের বৃক্ষাদি কেটে ফেলার এবং সেগুলো জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এর ফলে, আল্লাহ এর ঐ সব শত্রু খুব ভীত হয়ে পড়লো ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো। আর বলতে লাগলো- "তোমাদের কিতাবে কি এ নির্দেশ আছে?" এটা মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ বললো, "বৃক্ষাদি কেটো না-এ

গুলো গণীমত, যা আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে দান করেছেন।" কেউ কেউ বললো, "এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করা ও তাদেরকে ক্রোধান্বিত করাই মঞ্জুর হয়েছে।" এই প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। আর তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা বৃক্ষাদি কর্তনকারী ছিলেন তাঁদের কাজও সঠিক ছিলো। আর যাঁরা সেগুলো কাটতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁরাও ঠিক বলেছেন। কেননা, বৃক্ষাদি কাটা অথবা না কেটে রেখে দেয়া- উভয়টিই আল্লাহ এর অনুমতিক্রমে হচ্ছে।

টীকা-১৫: অর্থাৎ ইহুদীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন বৃক্ষাদি কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে।

টীকা-১৬: অর্থাৎ বনী-নযীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-১৭: অর্থাৎ তজ্জন্য তোমাদেরকে কোন কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করতে হয়নি। শুধু দু'মাইলের দূরত্ব ছিলো। সবাই পদব্রজেই চলে গিয়েছিলো। কেবল রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-ই আরোহী ছিলেন।

টীকা-১৮: আপন শত্রুদের মধ্য থেকে। অর্থ এ যে, বনী নযীর থেকে যেই 'গণীমত' (সম্পদ) পাওয়া গিয়েছিনে, তজ্জন্য মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আপন রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে তাদের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। সুতরাং এ সম্পদ হুযূরেরই মর্জির উপর নির্ভরশীল। তিনি যেখানে চান ব্যয় করবেন। হুযূর কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ঐ মাল মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদের মধ্যে শুধু তিনজন অভাবী লোককেই দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেনঃ ১) আবূ দুজানা সাম্মাক ইবনে খারশাহ, ২) সাহল ইবনে হানীফ এবং ৩) হারিস ইবনে সিম্মাহ।

টীকা-১৯: প্রথম আয়াতে গনিমতের যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, এ আয়াতে সেটারই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক এ অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। আর বলেছেন যে, প্রথম আয়াত বনি নযীরের সম্পদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তা আল্লাহ তাআ'লা আপন রসুলের জন্য খাস করেছেন। আর এ (শেষোক্ত) আয়াত ঐ সমস্ত শহরের গনিমত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যা মুসলমানেরা নিজেদের শক্তি প্রয়োগ পূর্বক অর্জন করেন। (মাদারিক)

	অপমানিত করবেন (১৫)।
وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۶﴾	**৬:** এবং আল্লাহ আপন রসূলকে তাদের নিকট থেকে (১৬) যেই গণীমত প্রদান করিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তো তাদের উপর না নিজেদের অশ্ব পরিচালনা করেছো এবং না উষ্ট্র (১৭)। আল্লাহ আপন রসূলগণের আয়ত্বে দিয়ে দেন যাকে চান (১৮)। এবং আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন।
مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَیْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾	**৭:** যেই গণীমত প্রদান করিয়েছেন আল্লাহ আপন রসূলকে নগরবাসীদের নিকট থেকে (১৯), তা আল্লাহ ও রসূলের এবং নিকট-আত্মীয়দের (২০) এবং এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের, যাতে তা তোমাদের ধনীদের সম্পদ না হয়ে যায় (২১) এবং যা কিছু তোমাদেরকে রসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো (২২)। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো (২৩) নিশ্চয় আল্লাহ এর শাস্তি কঠিন (২৪)।
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ	**৮:** এসব দরিদ্র হিজরতকারীদের জন্য, যাদেরকে আপন গৃহ ও সম্পদ থেকে উৎখাত

টীকা-২০: 'নিকটাত্মীয়গণ' দ্বারা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকটাত্মীয়গণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বনূ-হাশিম ও বনূ মুত্তালিব।

টীকা-২১: আর গরীব ও অভাবীগণ ক্ষতিগ্রস্ত থেকে যায়। যেমন- অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো যে, 'গণীমত' থেকে এক-চতুর্থাংশ তো নেতৃবর্গই নিয়ে নিতো, অবশিষ্ট সম্পদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের জন্য রেখে দিতো। তা থেকেও অর্থশালী লোকেরা বেশিরভাগ নিয়ে নিতো। ফলে, গরিব-অভাবীদের জন্য অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকতো। এই প্রথা অনুসারে লোকেরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে আরয করলেন, "হুযূর গণীমতের এক-চতুর্থাংশ আপনি নিন। অবশিষ্টাংশ আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবো।" আল্লাহ তা'আলা তা বাতিল করে দিলেন এবং বন্টনের ইখতিয়ার নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কেই প্রদান করলেন এবং এর নিয়মাবলীও ইরশাদ ফরমায়েছেন।

টীকা-২২: 'গণীমত' থেকে। কেননা, তা তোমাদের জন্য বৈধ। অথবা অর্থ এই যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তোমাদেরকে যেই নির্দেশ দেন সেটারই আনুগত্য করো। কেননা, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অনুসরণ প্রত্যেক বিষয়ে অপরিহার্য।

টীকা-২৩: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিরুদ্ধাচরণ করো না এবং তাঁর নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে আলোস্য করো না।

টীকা-২৪: তাদের উপর, যারা রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর নির্দেশ অমান্য করে। আর গণীমতের মালের মধ্যে যেমন উপরোল্লেখিত লোকদের প্রাপ্য রয়েছে, তেমনি

টীকা-২৫: এবং তাদের ঘর-বাড়ি ও সম্পদ মক্কার কাফিরগণ জবর-দখল করে নিয়েছিলো।
মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, কাফিরগণ তাদের বিজয় দ্বারা মুসলমানদের সম্পদের মালিক হয়ে যায়।
টীকা-২৬: অর্থাৎ আখিরাতের সওয়াব।
টীকা-২৭: স্বীয় জীবন ও সম্পদ দ্বারা দ্বীন রক্ষা করার ক্ষেত্রে।
টীকা-২৮: ঈমান ও নিষ্ঠার।
ক্বাতাদাহ বলেন যে, ঐসব মুহাজির ঘর-বাড়ি ধন-সম্পদ ও সম্প্রদায় আল্লাহ তাআ'লা ও রসূলের ভালবাসায় ত্যাগ করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এমন সব নির্যাতন ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন যেগুলোর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, ক্ষুধার তীব্রতার কারণে পেটে পাথর বাঁধতেন, শীতের মৌসুমে গরম কাপড় না থাকার কারণে গর্ত ও গুহাগুলোর মধ্যে কালাতিপাত করতেন।
হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।
টীকা-২৯: অর্থাৎ মুহাজিরদের পূর্বে অথবা তাদের হিজরত করার পূর্বে, বরং নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভাগমনের পূর্বে।
টীকা-৩০: মাদীনা পাক।
টীকা-৩১: অর্থাৎ মদিনা পাককে জন্মভূমি ও ঈমানকে আপন স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর শুভাগমনের দু'বছর পূর্বে মসজিদসমূহ নির্মাণ করেছেন তাদের অবস্থা এই যে,

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ(۸)

করা হয়েছে (২৫) তারা আল্লাহ এর অনুগ্রহ (২৬) ও তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহ ও রসূলের সাহায্য করে (২৭)। তারাই সত্যবাদী (২৮)।

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ(۹)

৯: এবং যারা প্রথম থেকে (২৯) এ শহর (৩০) ও ঈমানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছে (৩১), তারা বন্ধুত্ব করে তাদেরই সাথে, যারা তাদের প্রতি হিজরত করে গেছে (৩২) এবং নিজেদের অন্তরগুলোর মধ্যে কোন প্রয়োজন খুঁজে পায়না (৩৩) এ বস্তুর, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে (৩৪) এবং নিজেদের প্রাণের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় (৩৫) যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয় (৩৬), এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে (৩৭), সুতরাং তারাই সফলকাম।

টীকা-৩২: সুতরাং আপন ঘরে তাঁদেরকে নিয়ে এসে বসবাস করতে দেন। স্বীয় সম্পদে তাঁদেরকে অর্ধেক অংশের অংশীদার করতেন।
টীকা-৩৩: অর্থাৎ তাদের অন্তরে কোন কামনা ও চাহিদা সৃষ্টি হয়না।
টীকা-৩৪: মুহাজিরগণ। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যেই গনিমতের মাল দেয়া হয়েছে আনসারীদের মনে সেগুলোর প্রতি কোনরূপ কামনাই সৃষ্টি হয় না। তবে, ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া তো স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বরকত অন্তরসমূহকে এমনই পবিত্র করে দিয়েছিলো যে, আনসারীগণ মুহাজিরদের সাথে এমন সৎ ব্যবহার করেন।
টীকা-৩৫: অর্থাৎ মুহাজিরগণকে।
টীকা-৩৬: শানে নুযূলঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়ে যে, রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে একজন ক্ষুধার্ত লোক এসেছিলো। হুযূর পবিত্র বিবিগণের নিকট ঘরে কোন খাদ্যবস্তু আছে কিনা জানতে চাইলেন। জানতে পারলেন যে, কোন খাদ্য বস্ত মওজুদ নেই। তখন হুযূর সাহাবা কিরামকে বললেন, "যে ব্যক্তি এ লোককে মেহমান করে নেবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়াপরবশ হবেন। হযরত আবূ তালহা আনসারী দণ্ডায়মান হলেন। অতঃপর হুযূরের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মেহমানকে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘরে কিছু আছে কিনা। তিনি বললেন, "কিছুই নাই। শুধু ছোট শিশুদের জন্য স্বল্প খাবার রেখেছি।" হযরত আবূ তালহা বলেন, "ছেলেদেরকে ফুসলিয়ে শুইয়ে দাও। আর যখন মেহমান খেতে বসবে, তখন বাতি ঠিক করার বাহানা করে তা নিভিয়ে দাও যাতে সে তৃপ্ত হয়ে আহার করে নেয়।" ঐ সিদ্ধান্তটা তিনি এজন্যই গ্রহণ করলেন যেন মেহমানটা এ কথা জানতে না পারে যে, ঘরের লোকেরা তার সাথে আহার করছেন না। কেননা, এ কথা জানতে পারলে সে সংকোচ বোধ করবে। যেহেতু, খাবার পরিমাণে কম ছিলো, সুতরাং সে ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। এভাবেই মেহমানকে আহার করালেন। আর ঘরের সব লোক ক্ষুধার্ত অবস্থাই রাত অতিবাহিত করলেন।
যখন ভোর হলো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হুযূর আক্বদাস (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ইরশাদ ফরমালেন, "গত রাতে অমুক অমুক লোক আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।" আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-৩৭: অর্থাৎ যার অন্তরকে লোভ লালসা থেকে পবিত্র করা হয়েছে,

টীকা-৩৮: অর্থাৎ মুহাজিরগণ ও আনসার। এতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমানের সৃষ্টি হবে সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-৯৩: অর্থাৎ রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)- এর সাহাবীগণের প্রতি।

মাসআলাঃ যার অন্তরে কোন সাহাবীর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ থাকে এবং যে তাঁর জন্য আল্লাহ এর রহমত ও মাগফিরাত কামনা করেনা, সে মু'মিনদের সমস্ত স্তরেরই বহির্ভূত। কেননা, এখানে মু'মিনদের তিনটা স্তরের উল্লেখ করা হয়েছেঃ- ১) মুহাজিরগণ, ২) আনসার এবং ৩) তাদের পরবর্তীগণ। যারা তাঁদেরই অনুসারী হয় এবং তাঁদের প্রতি অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না আর তাঁদের জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করে। সুতরাং যারা সাহাবা-কিরামের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে- চাই 'রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়' হোক কিংবা 'খারেজী' হোক, তারা মুসলমানদের ঐ তিনটা স্তরেরই বহির্ভূত। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) বলেন যে, লোকজনকে নির্দেশ তো এটাই দেয়া হয়েছে যেন, তারা সাহাবীগণের জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করে, কিন্তু তারা করছে কি? তারা কি তদস্থলে (তাঁদেরকে) গালি দেয়? *

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٠)

১০: এবং এসব লোক, যারা তাদের পরে এসেছে (৩৮) তারা আরয করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের দিক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না (৩৯)। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমিই অতি দয়ার্দ্র, দয়াময়।

রুকূ'-২

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (١١)

১১: আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি (৪০), যারা তাদের কিতাবী কাফির ভাইদেরকে (৪১) বলে, 'যদি তোমরা নির্বাসিত হও (৪২) তবে অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো এবং অবশ্যই তোমাদের সম্পর্কে কারো কথা মানবো না (৪৩), এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো?' এবং আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন এ মর্মে যে, 'তারা মিথ্যুক' (৪৪)।'

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ (١٢)

১২: যদি তারা নির্বাসিত হয় (৪৫) তবে এরা তাদের সাথে বের হবে না এবং তাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধলে, তবে এরা তাদের সাহায্য করবে না (৪৬), যদি তাদের সাহায্যও করতে আসে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। অতঃপর (৪৭) সাহায্য পাবে না।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (١٣)

১৩: নিশ্চয় (৪৮) তাদের অন্তরে আল্লাহ এর চেয়ে তোমাদের ভয় অধিক রয়েছে (৪৯)। এটা এ জন্য যে, তারা বোধশক্তিহীন লোক (৫০)।

টীকা-৪০: আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূল মুনাফিক ও তার সঙ্গীদেরকে?

টীকা-৪১: অর্থাৎ বনী কোরায়যা ও বনী নযীর- দু' ইহুদী সম্প্রদায়কে

টীকা-৪২: মাদীনা শরীফ থেকে,

টীকা-৪৩: অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে কারো কথা মানবোনা- না মুসলমানদের, না রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর,

টীকা-৪৪: অর্থাৎ মুনাফিকদের সাথে ইহুদীদের, এসব প্রতিশ্রুতিই মিথ্যা।

টীকা-৪৫: অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়।

টীকা-৪৬: সুতরাং এমনই ঘটেছে। ইহুদীগণ বহিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু মুনাফিকগণ তাদের সাথে বের হয়নি এবং ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু মুনাফিকরা ইহুদীদের সাহায্য করেনি।

টীকা-৪৭: যখন এসব সাহায্যকারী পালিয়ে বের হয়ে যাবে তখন ইহুদীগণ

টীকা-৪৮: হে মুসলমানগণ!

টীকা-৪৯: যে, তোমাদের সম্মুখে তো কুফর প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে এবং একথা জানা সত্ত্বেও যে, আল্লাহ তাআ'লা অন্তরসমূহের গোপন কথা জানেন- তারা অন্তরে কুফর গোপন করছে।

টীকা-৫০: আল্লাহ তা'আলা এর মহত্ত্ব সম্বন্ধে জানেনা। নতুবা যেভাবে তাঁকে ভয় করা আবশ্যক সেভাবেই ভয় করতো।

★ ভ্রান্ত রাফেযী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাই এবং তাদের অনুসারীরাই এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়।

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ (۱۴)

১৪: এরা সবাই মিলেও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু দূর্গ-ঘেরা নগরসমূহে অথবা প্রাচীরের পেছনে। পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ ভীষণ (৫১)। তোমরা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবে এবং তাদের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক। এটা এজন্য যে, তারা বিবেকহীন লোক (৫২)।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۱۵)

১৫: তাদের দৃষ্টান্ত, ঐ সমস্ত লোকের মতো, যারা তাদের অব্যবহিত পূর্বেই ছিলো (৫৩), তারা আপন কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ করেছে (৫৪) এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৫৫)।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (۱۶)

১৬: শয়তানের দৃষ্টান্ত, যখন সে মানুষকে বললো, 'কুফর করো।' অতঃপর যখন সে কুফর করে ফেলেছে, তখন বললো, 'আমি তোমার নিকট থেকে পৃথক হই। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক (৫৬)।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ (۱۷)

১৭: সুতরাং ঐ দু'জনের (৫৭) পরিণতি এ হলো যে, তারা উভয়ই আগুনের মধ্যে রয়েছে, তাতেই তারা স্থায়ী হবে এবং যালিমদের এ শাস্তি।

রুকূ'-৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (۱۸)

১৮: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো (৫৮), এবং প্রত্যেকের দেখা উচিৎ যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে (৫৯), এবং আল্লাহকে ভয় করো (৬০)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (۱۹)

১৯: এবং তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে বসেছে (৬১), অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন যে, নিজ প্রাণের কথাও তাদের স্মরণ নেই (৬২)। তারাই ফাসিক্ব।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ (۲۰)

২০: দোযখবাসীগণ (৬৩) এবং জান্নাতবাসীগণ (৬৪) এক সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (۲۱)

২১: যদি আমি এই ক্বুরআনকে কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম (৬৫), তবে অবশ্যই তুমি সেটাকে দেখতে অবনত, টুকরো টুকরো অবস্থায়, আল্লাহ এর ভয়ে (৬৬)। এবং এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য আমি বর্ণনা করি, যেন তারা-চিন্তা ভাবনা করে।

টীকা-৫১: অর্থাৎ যখন তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে, তখন তারা খুবই কঠোর ও শক্তিশালী, কিন্তু মুসলমানদের মুকাবিলায় কাপুরুষ ও অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে।

টীকা-৫২: এরপর ইহুদীদের একটা দৃষ্টান্ত ইরশাদ ফরমান-

টীকা-৫৩: অর্থাৎ তাদের অবস্থা মক্কার মুশরিকদের মতোই। যেমন- বদরের যুদ্ধে-

টীকা-৫৪: অর্থাৎ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ও কুফর করার, অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-৫৫: এবং বনী নযীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি মুনাফিকদের আচরণ এমনই ছিলো যেমন

টীকা-৫৬: অনুরূপভাবে, মুনাফিকগণ বনী নযীর সম্প্রদায়ের ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর যখন তাদের কথামত এরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, তখন মুনাফিকরা বসে রইলো, তাদের সাথে যোগ দিলো না।

টীকা-৫৭: অর্থাৎ ঐ শয়তান ও মানুষের

টীকা-৫৮: এবং তার নির্দেশের বিরোধিতা করানো।

টীকা-৫৯: অর্থাৎ কিয়ামত-দিবসের জন্য কি কি কর্ম করেছে।

টীকা-৬০: তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যে তৎপর থাকো।

টীকা-৬১: তাঁর আনুগত্য বর্জন করেছে,

টীকা-৬২: যে, তাদের জন্য উপকারী ও কাজে আসে এমন কাজ করে নিতো।

টীকা-৬৩: যাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

টীকা-৬৪: যাদের জন্য স্থায়ী জীবন স্থায়ী আরামদায়ক জীবিকা রয়েছে।

টীকা-৬৫: এবং সেটাকে ইনসানের মতো বিবেক-বুদ্ধি দান করতাম,

টীকা-৬৬: অর্থাৎ ক্বুরআনের মহত্ব ও

মর্যাদা এমনই যে, পাহাড়ের যদি বোধশক্তি থাকতো তাহলে তা এত শক্ত ও মজবুত হওয়া সত্ত্বেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কাফিরদের অন্তর কতই পাষাণ যে, এতই মহৎ বাণী দ্বারাও প্রভাবিত হচ্ছে না।

টীকা-৬৭: অস্তিত্বময়েরও, অস্তিত্বহীনেরও, দুনিয়ারও, আখিরাতেরও।

টীকা-৬৮: রাজ্য ও রাজত্বের প্রকৃত মালিক যে, সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই রাজ্য ও রাজত্বের অধীনে এবং তাঁর মালিকত্ব ও বাদশাহী চিরস্থায়ী, যা কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না।

টীকা-৬৯: যে কোন প্রকারের দোষত্রুটি থেকে ও সমস্ত মন্দ থেকে।

টীকা-৭০: আপন সৃষ্টিকে

টীকা-৭১: আপন শাস্তি থেকে আপন অনুগত বান্দাদেরকে

টীকা-৭২: অর্থাৎ মহত্ব ও বড়ত্বের অধিকারী, আপনসত্তা ও সমস্ত গুণাবলীতে এবং আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করা তাঁরই জন্য শোভা পায় ও তিনি এর উপযোগী। যেহেতু তাঁর প্রত্যেকটা পরিপূর্ণতা মহান এবং তাঁর প্রত্যেকটা গুণ উচ্চ, সৃষ্টির মধ্যে কারো জন্য শোভা পায় না যে, অহংকার অর্থাৎ আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করবে। বান্দার জন্য অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ করাই শোভা পায়।

টীকা-৭৩: অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব ময়কালীন।

টীকা-৭৪: যেমন ইচ্ছা করেন

টীকা-৭৫: নিরানব্বই, যেগুলো হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা মুমতাহিনা' মাদানী, এতে দু'টি রুকূ', তেরটি আয়াত, তিনশ আটচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার পাঁচশ দশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ কাফিরদেরকে।

শানে নুযূলঃ 'বনী হাশিম' গোত্রের এক দাসী 'সারাহ' মাদীনা তৈয়্যবাহ'য় বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে এসে উপস্থিত হলো। তখন হুযূর মক্কা-বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। হুযূর তাকে বললেন, "তুমি কি মুসলমান হয়ে এসেছো?" সে বললো, "না।" হুযূর বললেন, "তাহলে কি হিজরত করে এসেছো?" আরয করলো, "না।" হুযূর বললেন, তাহলে কি জন্য এসেছো?" সে বললো, "অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে।" আবদুল মুত্তালিবের বংশধরেরা তাকে তাকে সাহায্য করলেন, কাপড় বুননের সামগ্রী দিলেন। হাতিব ইবনে আবী বালতা'আহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাকে দশটা দিনার দিলেন। একটা চাদর দান করলেন। আর একটি চিঠিও তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের প্রতি প্রেরণ করলেন। সেটার বিষয়বস্তু এ ছিলো যে, "বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তোমাদের উপর হামলা করার ইচ্ছা রাখেন। তোমাদের দ্বারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য যা চেষ্টা-তদবীর সম্ভব হয়, করে নাও।" 'সারাহ' ঐ চিঠি নিয়ে রওনা হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীবকে এ সম্পর্কে খবর দিলেন। হুযূর আপন কতিপয় সাহাবীকে, যাদের মধ্যে হযরত

২২: তিনিই হন আল্লাহ যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, প্রত্যেক অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা (৬৭)। তিনিই হন মহা দয়ালু, করুণাময়।	هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ (۲۲)
২৩: তিনিই হন আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, বাদশাহ (৬৮), অতি পবিত্র (৬৯), শান্তিদাতা (৭০), নিরাপত্তা প্রদানকারী (৭১), রক্ষাকারী, পরম সম্মানিত, মহান, দম্ভশীল (৭২), আল্লাহ পবিত্র তাদের শির্ক থেকে।	هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ (۲۳)
২৪: তিনিই হন আল্লাহ, নির্মাতা, স্রষ্টা (৭৩), প্রত্যেককে রূপদাতা (৭৪), তাঁরই সব ভালো নাম (৭৫)। তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়। *	هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (۲۴)

সূরা মুমতাহিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা মুমতাহিনা (মাদানী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১৩, রুকূ'-২

রুকূ'-১

১: হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুকে মিত্র রূপে গ্রহণ করো না (২)। তোমরা তাদের নিকট খবরাদি পৌঁছাচ্ছো বন্ধুত্বের	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّیْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِیَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)ও ছিলেন, ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে রওনা করে দিলেন, আর ইরশাদ ফরমালেন, “রওযা-ই-খাখ নামক স্থানে তোমরা একজন মুসাফির নারী দেখতে পাবে। তার নিকট হাতিব ইবনে আবী বালতা'আহ'র চিঠি রয়েছে, যা মক্কাবাসীদের প্রতি লেখা হয়েছে। উক্ত চিঠিখানা তার নিকট থেকে নিয়ে নাও এবং তাকে ছেড়ে দাও। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে তার শিরচ্ছেদ করো।” ঐসব হযরত রওনা হলেন। নারীটাকে ঠিক ঐ স্থানে গিয়ে পেলেন, যেখানে হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বলেছিলেন। তারা তার নিকট চিঠিটা চাইলেন, সে অস্বীকার করলো আর শপথ করে বললো। সাহাবা কিরাম ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন। হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) আল্লাহ এর শপথ করে বললেন- “বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর খবর অবাস্তব হতেই পারে না।” অতঃপর তরবারি উঁচিয়ে ঐ নারীকে বললেন, “হয়ত চিঠি বের করে দে, নতুবা গর্দান রাখ।” যখন সে দেখলো যে, হযরত হত্যা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন আপন চুলের ঝুঁটির ভিতর থেকে চিঠিখানা বের করে দিলো।

হয়রত বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) হযরত হাতিব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)-কে ডেকে বললেন, “হে হাতিব! এর কারণ কি?” তিনি আরয করলেন, “হে আল্লাহ এর রসূল! (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)। আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে কখনো কুফর করিনি। আর যখন থেকেই হুযূরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, তখন থেকে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। যখন থেকে মক্কাবাসীদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন থেকে কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরে আসেনি। তবে ঘটনা এ যে, আমি কুরাঈশের মধ্যে থাকতাম, কিন্তু তাদের গোত্রের লোক ছিলাম না। আমি ব্যতীত অন্য যেসব মুহাজির আছেন মক্কা মুকাররমায় তাঁদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে, যারা তাঁদের ঘর-বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমি আমার পারিবার পরিজনের জন্য আশঙ্কাবোধ করছিলাম। এ জন্য আমি চেয়েছি যে, আমি মক্কাবাসীদের কিছু উপকার করবো, যাতে তারা আমার পরিবারবর্গের প্রতি নির্যাতন না চালায়। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, মক্কাবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। আমার চিঠি তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।” বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তাঁর সেই ওযর গ্রহণ করলেন এবং সেটা সত্যায়ন করলেন। হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) আরয করলেন, “হে আল্লাহ এর রসূল, (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)। আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করে দিই।” হযূর এরশাদ ফরমালেন, “হে ওমর। (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)। “আল্লাহ তাআ'লা খবর রাখেন, যখনই তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্পর্কে ইরশাদ ফরমান- “যা ইচ্ছা হয় করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।” এ কথা শুনে হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)-এর দু'নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হলো।

কারণে, অথচ তারা অস্বীকারকারী এ সত্যের, যা তোমাদের নিকট এসেছে (৩), ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় (৪) রসূলকে ও তোমাদেরকে এ কারণে যে, তোমরা আপন প্রতিপালক আল্লাহ এর উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা বের হয়ে থাকো আমার পথে জিহাদ করার ও আমার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করার জন্য, তা'হলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তোমরা তাদের নিকট গোপনে ভালবাসার বার্তা প্রেরণ করছো, এবং আমি ভালভাবেই জানি যা তোমরা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন করে, নিশ্চয় সে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়।	وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾
২: তারা যদি তোমাদেরকে পায় (৫) তবে তোমাদের শত্রু হবে এবং তোমাদের প্রতি তাদের হাত (৬) ও তাদের রসনাগুলো (৭) অনিষ্ট সহকারেই প্রসারিত করবে এবং তাদের কামনা হচ্ছে যে, কোন মতে তোমরা কাফির হয়ে যাও (৮)। ৩: কখনো তোমাদের কাজে আসবে না তোমাদের আত্মীয়তা এবং না তোমাদের	اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۲﴾ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ

টীকা-৩: অর্থাৎ ইসলাম ও কুরআনঃ

টীকা-৪: অর্থাৎ মক্কা মুকাররমাহ থেকে

টীকা-৫: অর্থাৎ যদি কাফিরগণ তোমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়ে যায়,

টীকা-৬: প্রহার ও হত্যা সহকারে।

টীকা-৭: গালি-গালাজ এবং

টীকা-৮: সুতরাং এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, তাদের নিকট থেকে কোন উপকারের আশা পোষণ করা এবং তাদের শত্রুতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা কখনো উচিত নয়।

টীকা-৯: যাদের কারণে তোমরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্ভাব রাখছো।
টীকা-১০: যে, অনুগত জান্নাতে থাকবে, আর কাফির-অবাধ্য জাহান্নামে থাকবে সম্বোধন এবং সবাইকে
টীকা-১১: হযরত হাতিব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এবং অন্যান্য মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধন এবং সবাইকে হযরত ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর

সন্তানগণ (৯) ক্বিয়ামত-দিবসে। (তিনি) তোমাদেরকে তাদের নিকট থেকে পৃথক করে দেবেন (১০)। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন।	اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٣)
৪: নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম অনুসরণ (আদর্শ) ছিলো (১১) ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে (১২), যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বললো (১৩), 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি নারায এবং তাদের প্রতিও, যাদের তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছো, আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করেছি (১৪) এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়ে গেছে চিরকালের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ এর উপর ঈমান আনবে না।' কিন্তু ইব্রাহীমের আপন পিতাকে একথা বলা যে, 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো (১৫) এবং আমি আল্লাহ এর সম্মুখে তোমার কোন উপকারের মালিক নই (১৬)।' হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি এবং তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার প্রতিই প্রত্যাবর্তন (১৭)।	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٤)
৫: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফিরদের পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করো না (১৮)। এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।'	رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٥)
৬: নিশ্চয় তোমাদের জন্য (১৯) তাদের মধ্যে উত্তম অনুসরণ (আদর্শ) ছিলো (২০) তারই জন্য, যে আল্লাহ ও সর্বশেষ দিবসের আশাবাদী (২১) এবং যে মুখ ফেরায় (২২), তবে নিশ্চয় আল্লাহই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِيْدُ (٦)
রুকূ'-২	
৭: অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে	عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে ধর্মের ব্যাপারে নিকটাত্মীয়দের সাথে তাঁর পন্থা অবলম্বন করে।
টীকা-১২: 'সাথীগণ' দ্বারা ঈমানদারগণ বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১৩: যারা মুশরিক ছিলো।
টীকা-১৪: এবং আমরা তোমাদের ধর্মের বিরোধিতাকেই অবলম্বন করেছি।
টীকা-১৫: এটা অনুসরণযোগ্য নয়। কেননা, তা একটা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই ছিলো। আর যখন হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে কুফরের উপরই অটল রয়েছে, তখন তিনি তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। সুতরাং এটা কারো জন্য বৈধ নয় যে, সে আপন বে-ঈমান নিকটাত্মীয়দের জন্য মাগফিরাত কামনা করবে।
টীকা-১৬: যদি তুমি তাঁর অবাধ্য হও এবং শির্কের উপর কায়েম থাকো। (খাযিন)
টীকা-১৭: এটাও হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর এবং ঐ সব মু'মিনের প্রার্থনা, যারা তাঁর সাথে ছিলো এবং পৃথককৃত (استثناء) বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং মু'মিনের জন্য এ প্রার্থনার (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا) এর ক্ষেত্রেও হযরত ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর অনুসরণ করা উচিত হবে।
টীকা-১৮: তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করো না। যাতে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সত্যের উপর রয়েছে বলে ধারণা করতে থাকে।
টীকা-১৯: হে হাবীবে খোদা মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।
টীকা-২০: অর্থাৎ হযরত ইব্রাহিম (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে।
টীকা-২১: আল্লাহ তা'আলা এর রহমত ও এবং পরকালের সুখ শান্তির সন্ধানী হয় এবং আল্লাহ এর শাস্তিকে ভয় করে।

টীকা-২২: ঈমান থেকে। আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে।

টীকা-২৩: অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফিরদের মধ্য থেকে।
টীকা-২৪: এভাবে যে, তাদেরকে ঈমানের শক্তি দেবেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাই করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের আর তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে এবং মু'মিনদের বন্ধু ও ভাই-এ পরিণত হয়ে গেছে এবং পারস্পরিক ঘনিষ্টতা বুদ্ধি পেয়েছে।
শানে নুযূলঃ যখন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো, তখন মু'মিনগণ আপন নিকটাত্মীয়দের সাথে শত্রুতাকে কঠোরতর করলেন, তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে লাগলেন। আর এ ব্যাপারে তারা অতি কঠোর হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁদেরকে আশাবাদী করলেন যে, ঐসব কাফিরের অবস্থা পরিবর্তনশীল এবং এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।
টীকা-২৫: অন্তরকে পরিবর্তিত করতে ও অবস্থা পাল্টে দিতে।

الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۷)

ও তাদেরই মধ্যে, যারা তাদের মধ্যে (২৩) তোমাদের শত্রু, বন্ধুত্ব সৃষ্টি করবেন (২৪)। এবং আল্লাহ শক্তিমান (২৫) এবং আল্লাহ দয়ালু।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (۸)

৮: আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ক্ষেত্রে (২৬) বারণ করেন না, যারা তোমাদেরই সাথে দ্বীনের কারণে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যহার করতে এবং তাদের প্রতি সুবিচার করতে। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (۹)

৯: আল্লাহ তোমাদেরকে তাদেরই ক্ষেত্রে বারণ করছেন, যারা তোমাদের সাথে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করেছে, অথবা তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে অথবা তোমাদেরকে বহিষ্কার করতে সাহায্য করেছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে (২৭)। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সুতরাং তারাই, যালিম।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ

১০: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নিকট মুসলিম নারীগণ কুফরস্থান থেকে আপন ঘরবাড়ী ছেড়ে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো (২৮), আল্লাহ তাদের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিওনা। না এরা (২৯) তাদের জন্য হালাল (৩০), না তারা এদের জন্য হালাল (৩১)। এবং তাদের কাফির

টীকা-২৬: অর্থাৎ ঐ কাফিরদের দিক থেকে
শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, এ আয়াত 'খাযা'আহ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর সাথে এ শর্তে সন্ধি করেছিলো যে, না তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে, না তাঁর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিরোধীদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করতে অনুমতি দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র বলেন, "এ আয়াত তার মাতা আসমা বিনতে আবূ বাকর সিদ্দীক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মাতা মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর জন্য কিছু তুহফা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সে তখন মুশরিকা ছিলো। তখন হযরত আসমা তার তোহফাগুলো গ্রহণ করেন নি এবং তাকে আপন ঘরে আসারও অনুমতি দিলেন না। আর রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে জিজ্ঞাসা করলেন- 'এর বিধান কি?' এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অনুমতি দিলেন, "তুমি তাকে ঘরে ডেকে আনো। তার হাদিয়াগুলোও গ্রহণ করো। আর তার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"
টীকা-২৭: অর্থাৎ এমন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা নিষিদ্ধ।
টীকা-২৮: যে, তাদের হিজরত খাঁটিভাবে ধর্মের জন্যই কিনা। এমন তো নয় যে, তারা স্বামীদের সাথে শত্রুতা বশতঃ ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছে? হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "ঐসব নারীকে শপথ এ মর্মে করাতে হবে যে, তারা না স্বামীর প্রতি শত্রুতা করে বের হয়েছে এবং না অন্য কোন পার্থিব কারণে, বরং তারা একমাত্র নিজেদের দ্বীন ও ঈমানের কারণেই হিজরত করেছে।"
টীকা-২৯: মুসলমান নারীগণ
টীকা-৩০: অর্থাৎ কাফিরদের জন্য
টীকা-৩১: অর্থাৎ না কাফির পুরুষ মুসলমান নারীর জন্য হালাল।
মাসআলাঃ স্ত্রী মুসলমান হয়ে কাফির পুরুষের স্ত্রীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

টীকা-৩২: অর্থাৎ যে মহর তারা ঐসব স্ত্রীদেরকে দিয়েছিলো তা তাদেরকে দিয়ে দাও। এ নির্দেশ যিম্মীদের জন্যই, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে আগত নারীদের মহর ফেরৎ দেয়া না ওয়াজিব, না সুন্নাত। [কাফিরদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে কৃত ব্যয় পরিশোধ করার নির্দেশ যদি ওয়াজিব (অপরিহার্য) হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে সেই নির্দেশ রহিত। আর যদি এ নির্দেশ 'মুস্তাহাব' হিসেবে ধরে নেয়া হয়, যেমন- ইমাম শাফে'ঈ (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) -এর অভিমত, তাহলে এ আয়াতের হুকুম 'মানসুখ' বা রহিত নয় বরং বলবৎ।]

মাসআলাঃ এ মহর ফেরত দেয়া তখনই জরুরী, যখন স্ত্রীর কাফির স্বামী তা দাবী করে। যদি দাবী না করে, তবে তাকে কিছুই দেয়া হবে না।

মাসআলাঃ অনুরূপভাবে, যদি কাফির স্বামী ঐ মুহাজিরা স্ত্রীকে কোন মহর পূর্বে না দিয়ে থাকে, তাহলেও সে (স্বামী) কিছুই পাবে না।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র পর অবতীর্ণ হয়েছে। সন্ধিতে এ শর্ত ছিলো যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ঈমান এনে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর দরবারে এসে হাযির হলে তাকে মক্কাবাসীরা ফেরত নিয়ে যেতে পারবে। এ আয়াতে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ শর্ত শুধু পুরুষদের জন্য। না স্ত্রী লোকদের কথা চুক্তিনামায় বিবৃত হয়েছে, না স্ত্রী লোকেরা ঐ চুক্তিনামার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা, মুসলমান স্ত্রী কাফিরের জন্য হালাল নয়।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এ আয়াত প্রথমোক্ত নির্দেশকে রহিত করে দেয়। এটা এতদ্ভিত্তিতে যে, যদি স্ত্রী লোকেরাও চুক্তিনামায় উল্লেখিত শর্তাবলীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু স্ত্রী লোকদের অন্তর্ভুক্তি ঐ চুক্তিপত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ নয়। কেননা, হযরত আলী মুরতাদা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে 'সন্ধি পত্রের ' এ বাক্যগুলিই বর্ণিত-

(لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَّاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهٗ)

অনুবাদ	আয়াত
স্বামীদেরকে দিয়ে দাও যা তাদের ব্যয় হয়েছে (৩২)। এবং তোমাদের উপর কোন গুণাহ নেই তাদেরকে বিবাহ করে নিলে (৩৩), যখন তাদের মহর তাদেরকে দিয়ে দাও (৩৪) এবং কাফির নারীদের সাথে বিবাহের উপর অবিচল থেকে যেও না (৩৫) এবং চেয়ে নাও যা তোমাদের খরচ হয়েছে (৩৬)। এবং কাফিররাও চেয়ে নেবে যা তারা খরচ করেছে (৩৭)। এটা আল্লাহ এর হুকুম। তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করেন এবং আল্লাহ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।	وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (۱۰)
১১: এবং যদি মুসলমানদের হাত থেকে কিছু সংখ্যক নারী কাফিরদের দিকে বের হয়ে যায় (৩৮) অতঃপর তোমরা কাফিরদেরকে শাস্তি	وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ

অর্থাৎ "আমাদের মধ্য থেকে যে কোন 'পুরুষ' আপনার নিকট পৌঁছবে যদিও সে হয় আপনার ধর্মাবলম্বী, আপনি তাকে ফেরত দেবেন।"

টীকা-৩৩: অর্থাৎ হিজরতকারী মহিলাদের সাথে যদিও অমুসলিম রাষ্ট্রে তাদের স্বামী অবস্থানরত হয়। কেননা, ইসলাম গ্রহণের কারণে তারা ঐ স্বামীদের উপর হারাম হয়ে গেছে এবং তাদের স্ত্রীত্বে থাকেনি।

মাসআলাঃ এ থেকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) একথার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন যেঃ ' হিজরতকারী মহিলার উপর কোন 'ইদ্দত'। (তালাকোত্তর নির্ধারিত সময়ে অপেক্ষা করা) পালন করা ওয়াজিব নয়। অতঃপর তার জন্য (মুহাজিরা) 'ইদ্দত' পালন করা ব্যতিরেকে বিবাহ করা বৈধ। তবে 'সাহিবাঈন' বা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا) এ মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেন। (তাঁদের মতে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক।)

টীকা-৩৪: মহর দেয়ার অর্থ হচ্ছে সেটাকে আপন দায়িত্বে অপরিহার্য করে নেয়া, যদিও কার্যতঃ নগদ পরিশোধ না করে থাকে।

মাসআলাঃ এ থেকে এও প্রমাণিত হলো যে, ঐসব মহিলার সাথে বিবাহ করলে নতুনভাবে মহর অপরিহার্য হয়ে যাবে। তাদের স্বামীকে যা পরিশোধ করা হয়েছে তা এতে (নতুন মহরে) গণ্য হবে না।

টীকা-৩৫: অর্থাৎ যে সব স্ত্রীলোক অমুসলিম রাষ্ট্রে রয়ে গেছে অথবা ধর্মত্যাগীনী (مرتدہ) হয়ে কাফির রাষ্ট্রে (دار الحرب) চলে গেছে তাদের সাথে দাম্পত্যজনিক সম্পর্ক রেখোনা। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর সাহাবীগণ ঐসব কাফির স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দিয়েছিলেন, যারা মক্কা মুকাররমায় ছিলো।

মাসআলাঃ যদি মুসলমানদের স্ত্রী (আল্লাহ এরই আশ্রয়।) 'মুরতাদ্দাহ্' বা ধর্মত্যাগীনী হয়ে যায়, তবে সে তার বিবাহ-বন্ধন বহির্ভূত হবে না। (এটারই উপর ফতোয়া। এটা পথরুদ্ধ করার এবং দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই।)

টীকা-৩৬: অর্থাৎ ঐসব স্ত্রীকে তোমরা যে মহর দিয়েছিলে তা ঐ কাফিরদের থেকে উশুল করে নাও, যারা তাদেরকে বিবাহ করেছে।

টীকা-৩৭: আপন স্ত্রীদের জন্য, যারা হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে এসেছে, তাদের মুসলিম স্বামীদের থেকে, যারা তাদেরকে বিবাহ করেছে।

টীকা-৩৮: শানে নুযূলঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর মুসলমানেরা তো মুহাজির স্ত্রীদের 'মহর' তাদের কাফির স্বামীদেরকে পরিশোধ করে দিলেন।

কিন্তু কাফিরগণ ধর্মত্যাগীনী স্ত্রীদের মহর মুসলমানদেরকে পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানালো। এ প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৯: জিহাদের মধ্যে এবং তাদের নিকট থেকে 'গণীমত' লাভ করো,

টীকা-৪০: অর্থাৎ 'মুরতাদ্দাহ' (ধর্মত্যাগীনী) হয়ে অমুসলিম রাষ্ট্র চলে গিয়েছিলো

টীকা-৪১: ঐ স্ত্রীদের মহর দেয়ার ক্ষেত্রে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন- হিজরতকারী মু'মিনদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে ছয়জন স্ত্রীলোক এমন ছিলো, যারা অমুসলিম রাষ্ট্রকে (دار الحرب) অবলম্বন করেছিলো এবং মুশরিকদের সাথে মিলেছিলো এবং মুরতাদ্দাহ হয়ে গিয়েছিলো। রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের স্বামীদেরকে গণীমতের মাল থেকে তাদের মহর প্রদান করলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতসমূহে মুহাজির নারীদেরকে পরীক্ষা করা, কাফিরগণ যা আপন স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে তা হিজরতের পর তাদেরকে প্রদান করা, মুসলমানগণ যা আপন স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছেন তা তাদের ধর্মত্যাগীনী হয়ে কাফিরদের সাথে মিলিত হবার পর তাদের নিকট থেকে দাবি করা এবং যাদের স্ত্রীগণ মুরতাদ্দাহ হয়ে চলে গেছে তারা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছিলো তা তাদেরকে গণীমতের মাল থেকে প্রদান করা এসব বিধানই রহিত হয়ে গেছে 'আয়াত-ই-সায়ফ' বা জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা, অথবা গণীমত সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা অথবা আয়াতে সুন্নাত দ্বারা। কেননা এ বিধানগুলো ততদিন পর্যন্ত কার্যকর ছিলো, যতদিন ঐ চুক্তি বা সন্ধি বলবৎ ছিলো, আর যখন সন্ধিই বাতিল হয়ে গেলো তখন এ বিধানগুলোও আর বলবৎ থাকেনি।

সূরাঃ ৬০ মুমতাহিনা	৯৯২	মানযিল-৭	পারাঃ ২৮
দাও (৩৯), তবে যাদের স্ত্রীরা চলে যাচ্ছিলো (৪০) গণীমতের মাল থেকে তাদেরকে এতটুকু দিয়ে দাও যতটুকু তাদের ব্যয় হয়েছিলো (৪১)। এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার উপর তোমাদের ঈমান আছে।	فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (۱۱)		
১২: হে নাবী! যখন আপনার সম্মুখে মুসলমান নারীরা হাযির হয় এর উপর যার বায়'আত গ্রহণের জন্য এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ এর সাথে কাউকেও শরীক স্থির করবেনা এবং না চুরি করবে, না যিনা করবে, না আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে (৪২) এবং না তারা ঐ অপবাদ আনবে, যাকে আপন হাত ও পাগুলোর মধ্যখানে অর্থাৎ জন্মের স্থানে (রচনা করে) রটাবে (৪৩) এবং কোন সৎকাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করবে না (৪৪), তখন তাদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করুন। এবং আল্লাহ এর নিকট তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন (৪৫)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۲)		

টীকা-৪২: যেমন জাহেলিয়্যাহ যুগের প্রথা ছিলো যে, লোকেরা কন্যা সন্তানদেরকে অপমানের ভয়ে ও দারিদ্রের আশংকায় জীবিত কবর দিয়ে ফেলতো। তা থেকে এবং প্রত্যেক প্রকারের অন্যায় হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকা এই অঙ্গীকারের মধ্যে শামিল রয়েছে।

টীকা-৪৩: অর্থাৎ অপরের সন্তান নিয়ে স্বামীকে ধোকা দেয়া এবং তাকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে ঘোষণা করা, যেমন অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো।

টীকা-৪৪: 'সৎকাজ' হচ্ছে আল্লাহ তার রসূলের আনুগত্য করা।

টীকা-৪৫: বর্ণিত আছে যে, যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মক্কা বিজয়ের দিন পুরুষদের বায়'আত গ্রহণ করা সম্পন্ন করলেন, তখন 'সাফা' পাহাড়ের উপর নারীদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। আর হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) নীচে দণ্ডায়মান হয়ে হুযূরের বরকতময় বাক্যগুলো ঐ নারীদেরকে শুনাচ্ছিলেন। হিন্দাহ বিনতে ওতবাহ, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বোরকা পরিহিত অবস্থায় এমনভাবে হাযির হলো যেন তাকে কেউ চিনতে না পারে। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন-"আমি তোমাদের নিকট থেকে এমর্মে বায়'আত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকেই শরীক স্থির করবে না। হিন্দাহ মাথা উঁচু করে বললো, "আপনি আমাদের নিকট থেকে ঐ অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন, যা আমরা, আপনাকে পুরুষদের নিকট থেকে নিতে দেখিনি।" বস্তুতঃ ঐ দিনে পুরুষদের নিকট থেকে শুধু ইসলাম ও জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল।' অতঃপর হুযূর ইরশাদ ফরমান-"এবং চুরি করবে না।" তখন হিন্দাহ আরয করলো, "আবূ সুফিয়ান কৃপণ লোক। আর আমি তার মাল অবশ্যই নিয়েছি। আমি জানতাম না যে, তা আমার জন্য হালাল, না হালাল নয়।" আবূ সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "যা তুমি ইতিপূর্বে নিয়েছো এবং ভবিষ্যতে নেবে সবই হালাল।" এ কথা শুনে নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মুচকি হাসলেন। আর ইরশাদ ফরমালেন- "তুমি কি হিন্দাহ বিনতে ওতবাহ?" আরয করলো, "জী, হাঁ। আমার দ্বারা যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে সব ক্ষমা করে দিন।" অতঃপর হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, "এবং না যিনা-ব্যভিচার করবে।" তখন হিন্দাহ বললো, "কোন স্বাধীন স্ত্রীলোক কি যিনা-ব্যভিচারও করে!" ইরশাদ ফরমালেন- "না আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে!" হিন্দাহ বললো, "আমরা শিশু অবস্থায় লালন-পালন করেছি। যখন তারা বড় হলো, তখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছো। তোমরা জানো, আর তারা জানে।" বস্তুতঃ তার পুত্র হানযালাহ ইবনে আবূ সুফিয়ান বদর-যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। হিন্দাহর এ কথা শুনে হযরত ওমর (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)- এর

খুব হাসি পেয়েছিলো। অতঃপর হুযূর ইরশাদ ফরমান- "স্বীয় হস্তপদের মধ্যখানে কোন অপবাদ রচনা করবে না।" হিন্দা বললো, " আল্লাহ এর শপথ। অপবাদ খুবই মন্দ কাজ। আর হুযূর আমাদেরকে সৎকর্ম ও উন্নততর চরিত্রসমূহের নির্দেশ দিচ্ছেন।" অতঃপর হুজুর ইরশাদ ফরমান- "কোন সৎ কাজে আল্লাহ এর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নির্দেশ অমান্য করবে না।" এরপর হিন্দা বললো, "এ মজলিসে আমরা এজন্য উপস্থিত হয়নি যে, আমাদের অন্তরে আপনার নির্দেশ অমান্য করার খেয়ালও আসতে দেবো।"মেয়ে লোকেরা উপরোক্ত সমস্ত বিষয় মেনে নিলো। (ঐ মজলিশে) চারশ সাতান্ন জন মহিলা বায়'আত গ্রহন করেছিলো। এ বাই'আতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'করমর্দন' করেননি এবং মেয়ে লোকদেরকে পবিত্র হস্ত মুবারক স্পর্শ করতে দেননি। ঐ বাই'আতের নিয়মাবলী প্রসঙ্গে এ কথাও বর্ণিত হয় যে, একপাত্র পানির মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন পবিত্র হস্ত মুবারক ডুবালেন, অতঃপর ঐ পাত্রে মেয়ে লোকেরা তাদের হস্ত রেখেছিলো। এ কথাও বর্ণিত হয় যে, বাই'আত কাপড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছিলো। এ কথাও অসম্ভব নয় যে, উভয় পন্থায় বায়'আত গ্রহণের কাজ সমাধা করা হয়েছিলো।

অনুবাদ	আয়াত
১৩: হে ঈমানদারগণ! এসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের উপর আল্লাহ এর ক্রোধ আপতিত (৪৬), তারা পরকাল সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছে (৪৭), যেভাবে কাফিরগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে কবরবাসীদের থেকে (৪৮)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَىِٕسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَىِٕسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿۱۳﴾

সূরা সফ্ফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সফ্ফ (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-১৪, রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
১: আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে, এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱﴾
২: হে ঈমানদারগণ! তা কেন বলো, যা করো না (২)?	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲﴾
৩: কেমন জঘন্য অপছন্দনীয় আল্লাহ এর নিকট ঐ কথা যে, তা-ই বলবে যা করবেনা।	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۳﴾

কতিপয় মাসআলাঃ বায়'আতের সময় কাঁচি (مقراض) ব্যবহার করা 'মাশাইখ' (তরীকতের শায়খ বা বুযুর্গ ব্যক্তিগণ)- এরই নিয়ম। এ কথাও বর্ণিত হয় যে, এটা হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর সুন্নাত। খিলাফতের সাথে টুপি দেয়া 'মাশাইখ' এর দস্তুর। কথিত আছে যে, এটা নবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে বর্ণিত। মেয়েলোকদের বায়'আত গ্রহণ করার সময় পর-নারীর শত স্পর্শ করা হারাম। অথবা বাই'আত মুখে মুখে গ্রহন করা হবে অথবা কাপড় মাধ্যমে হবে।

টীকা-৪৬: ঐসব লোক দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৭: কেননা, তারা পূর্ববর্তী কিতাবাদি থেকে জানতে পেরেছিলো এবং তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর রসূল। আর ইহুদীরা এটা অস্বীকার করেছিলো। এ কারণে তাদের মনে নিজেদের মাগফিরাতের আশা নেই।

টীকা-৪৮: অতঃপর দুনিয়ায় ফিরে আসার, অথবা এ অর্থ যে, ইহুদীগণ পরকালের সাওয়াব (প্রতিদান) থেকে তেমনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলো যেমন মৃত কাফিররা তাদের কবরসমূহের মধ্যে আপন অবস্থাদি জেনে পরকালের সাওয়াব থেকে একেবারে হতাশ হয়ে থাকে। *

****

টীকা-১: 'সূরা সাফফ' মাক্কী, তবে হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) ও অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, 'মাদানী'। এতে দু'টি রুকূ', চৌদ্দটি আয়াত, দু'শ একুশটি পদ এবং নয়শটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: শানে নুযূলঃ সাহাবা কিরামের একটি দল পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। এটা এমন এক সময় ছিলো যে, তখনও জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। এ দলটি আলোচনা করছিলেন, "কোন কাজটা আল্লাহ তা'আলা এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় তা আমাদের জানা থাকতো আমরা তাই করতাম, যদিও তাতে আমাদের প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জন দিতে হয়।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে- তন্মধ্যে একটি অভিমত এ যে, এ আয়াত শরীফ মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে,

* 'সূরা মুমতাহিনা' সমাপ্ত।

যারা মুসলমানদের সাথে সাহায্য করার মিথ্যা ওয়াদা করতো।
টীকা-৩: একের সাথে অপরজন মিলিত, প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে অবিচলিত, শত্রুর মুকাবিলায় সবাই এক বস্তুর মতই।
টীকা-৪: নিদর্শনাদিকে অস্বীকার করে এবং আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে?
টীকা-৬: দৃঢ়-বিশ্বাস সহকারে
টীকা-৬: আর রসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হয়। তাঁদেরকে সম্মান করা ও মর্যাদা দেয়া আবশ্যক। তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (হারাম) এবং চরম পর্যায়ের দুর্ভাগ্যই।
টীকা-৭: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে কষ্ট দিয়ে সত্য থেকে বিমুখ ও
টীকা-৮: তাদেরকে সত্যের অনুসরণের শক্তি থেকে বঞ্চিত করে
টীকা-৯: যে তাঁর জ্ঞানে, অবাধ্য। এ আয়াতের মধ্যে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, রসূলগণকে কষ্ট দেয়া জঘন্যতম অপরাধ। আর এর অশুভ পরিণতি হচ্ছে- এর ফলে অন্তরে বক্রতা এসে যায় এবং মানুষ হিদায়ত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।
টীকা-১০: এবং তাওরীত ও আল্লাহ এর অন্যান্য কিতাবের কথা স্বীকার করে এবং স্বীয় পূর্ববর্তী সমস্ত নাবীকেও মান্য করে
টীকা-১১: হাদীসঃ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নির্দেশে সাহাবা কিরাম নাজ্জাশী বাদশাহের নিকট গেলেন তখন নাজ্জাশী বাদশাহ বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ এর রসূল এবং তিনি ঐ রসূল, যাঁর সম্পর্কে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সুসংবাদ দিয়েছেন। যদি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বাবলী না থাকতো, তবে আমি হুযুরের দরবারে হাযির হয়ে হুযূরের জুতা মুবারক বহনের সেবাই আঞ্জাম দিতাম।" (আবু দাউদ শরীফ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত যে, তাওরীতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর গুণাবলী উল্লেখিত রয়েছে এবং এটাও যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর পাশে সমাধিস্থ হবেন। আবূ দাউদ মাদানী বলেছেন, "রওযা আকৃদাসে একটা কবরস্থান অবশিষ্ট রয়েছে- (তিরমিযী)।" হযরত কা'আব-ই-আহবার থেকে বর্ণিত আছে যে, 'হাওয়ারীগণ'★ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর দরবারে আরয করলেন- "হে রূহুল্লাহ! আমাদের পরও কি আরো উম্মত হবে?" বললেন, "হাঁ, আহমাদ-ই-মুজতবা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। তাঁরা বিশেষ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী, সৎকর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু। আর 'ফিক্বহ' (দ্বীন ও বিধানাবলীর সূক্ষ্ম জ্ঞান)-এ নাবীগণের প্রতিনিধি। আল্লাহ তা'আলা এর নিকট থেকে অল্প রিযক্ব পেয়ে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলাও তাদের স্বল্প আমলের উপর সন্তুষ্ট
টীকা-১২: তাঁর প্রতি শরীক ও সন্তানের সম্বন্ধ রচনা করে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে 'যাদু' বলে?
★ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর অনুসারীগণ।

অনুবাদ	আয়াত
৪: নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা তার পথে জিহাদ করে এমনই সারিবদ্ধ হয়ে যেন তারা শীশা ঢালাইকৃত ইমারত (৩)।	اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ (٤)
৫: এবং স্মরণ করুন! যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছো (৪)? অথচ তোমরা জানো (৫) যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ এরই রসূল (৬)। অতঃপর যখন তারা (৭) বক্র হলো, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন (৮) এবং আল্লাহ ফাসিক্ব লোকদেরকে পথ দেখাননা (৯)।'	وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٥)
৬: এবং স্মরণ করুন! যখন মারয়াম-তনয় ঈসা বললো, 'হে বনী ইস্রাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ এরই রসূল, আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরীতের সত্যায়নকারী (১০) এবং এ (সম্মানিত) রসূলের সুসংবাদদাতা হয়ে, যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন, তার নাম 'আহমাদ (১১)।' অতঃপর যখন আহমাদ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাশরীফ আনলেন, তখন তারা বললো, 'এতো সুস্পষ্ট যাদু।'	وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٦)
৭: এবং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১২) অথচ তাকে	وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ

টীকা-১৩: যার মধ্যে উভয় জগতের সৌভাগ্য রয়েছে।
টীকা-১৪: অর্থাৎ সত্য দ্বীন ইসলাম

ইসলামের প্রতি আহবান করা হয় (১৩)? এবং যালিম লোকদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ প্রদান করেন না।	يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾
৮: তারা চায় যে, আল্লাহ এর নূরকে (১৪) তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে (১৫) আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই, যদিও অপছন্দ করে কাফিরগণ।	يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾
৯: তিনিই হন যিনি আপন রসূলকে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেন, যেন সেটাকে সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, (১৬) যদিও অপছন্দ করে মুশরিকগণ।	هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾
রুকূ'-২	
১০: হে ঈমানদারগণ (১৭)! আমি কি সন্ধান দেবো এমন ব্যবসার যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে (১৮)?	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
১১: ঈমান রাখো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর এবং আল্লাহ এর পথে আপন সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় (১৯) যদি তোমরা জানো (২০),	تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾
১২: তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে বাগানসমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান এবং পবিত্র মহলসমূহে, যেগুলো বসবাস করার বাগানসমূহে অবস্থিত। এটাই মহা সাফল্য,	يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾
১৩: এবং আরো একটা নি'মাত তোমাদেরকে দেবেন (২১), যা তোমাদের নিকট প্রিয়- আল্লাহ এর সাহায্য এবং শীঘ্রই আগমনকারী বিজয় (২২)। এবং হে মাহবূব! মুসলমানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (২৩)।	وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾
১৪: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এর ধর্মের সাহায্যকারী হও, যেমন (২৪) মারয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, 'কারা আছে, যারা আল্লাহ এর পক্ষ হয়ে আমার সাহায্য করবে?' হাওয়ারীগণ বললো (২৫), 'আমরাই হলাম আল্লাহ এর দ্বীনের সাহায্যকারী।' অতঃপর বনী ইস্রাঈলের একদল ঈমান এনেছে (২৬) এবং	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّۦنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

টীকা-১৫: ক্বুরআন পাককে 'কবিতা', 'যাদু' ও 'জ্যোতির্বিদ্যা' (-এর গ্রন্থ) বলে আখ্যায়িত করে।
টীকা-১৬: সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে প্রত্যেকটা ধর্মই ইসলাম দ্বারা পরাস্ত হয়ে গেছে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত যে, যখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) অবতরণ করবেন, তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন থাকবে না।
টীকা-১৭: শানে নুযূলঃ মু'মিনগণ বলেছিলেন, "আমরা যদি জানতাম আল্লাহ এর নিকট কোন আমলটা খুব পছন্দনীয়, তাহলে আমরা তাই করতাম।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ আয়াতে ঐ আমলকে 'ব্যবসা' বলা হয়েছে। কেননা, যেভাবে ব্যবসায় লাভের আশা করা যায় তেমনি এ আমলগুলোর বিনিময়ে তা অপেক্ষা উত্তম লাভ- আল্লাহ এর সন্তুষ্টি, জান্নাত ও নাজাত অর্জিত হয়।
টীকা-১৮: এখন ঐ ব্যবসা কি তা বলে দেয়া হচ্ছে-
টীকা-১৯: জান-মাল ও প্রত্যেক বস্তু থেকে।
টীকা-২০: এবং এমন করলে
টীকা-২১: এতদ্ব্যতীত যা শীঘ্রই পাওয়া যাবে-
টীকা-২২: এ 'বিজয়' দ্বারা হয়ত 'মক্কা বিজয়'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, অথবা পারস্য সাম্রাজ্য কিংবা রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের কথা (বুঝানো হয়েছে)।
টীকা-২৩: দুনিয়ায় বিজয়ের এবং আখিরাতে জান্নাতের।
টীকা-২৪: 'হাওয়ারীগণ' আল্লাহ এর দ্বীনের সাহায্য করেছিলেন যখন
টীকা-২৫: 'হাওয়ারী' হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর নিষ্ঠাবান শিষ্যদেরকে বলা হয়। তাঁরা বারজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, যারা হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান (এনেছিলেন। তাঁরা আরয করলেন-
টীকা-২৬: হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর

টীকা-২৭: ঐ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

টীকা-২৮: ঈমানদারগণ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এটাও বর্ণিত হয় যে, যখন হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে আসমানের ওপর উঠিয়ে নেয়া হলো। তখন থেকে তাঁর সম্প্রদায় তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেলোঃ এক দল হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) সম্পর্কে বললো, "তিনি আল্লাহ ছিলেন, আসমানের উপর চলে গেছেন।" দ্বিতীয় দল বললো, "তিনি আল্লাহ তা'আলা এর পুত্র হন। তিনি তাঁকে নিজের নিকটেই ডেকে নিয়ে গেছেন।" তৃতীয় দল বললো, "তিনি আল্লাহ তা'আলা এর বান্দা ও তাঁর রসূল ছিলেন। এ জন্য তিনি তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।" এই তৃতীয় দলের লোকেরা মু'মিন ছিলো। তাদের সাথে অপর দু'দলের যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। আর কাফির দলই তাঁদের উপর বিজয়ী থাকতো। শেষ পর্যন্ত নাবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর শুভাগমন হলো। তখনই ঈমানদার দলটা অপর দু'কাফির দলের উপর বিজয়ী হলো। এতভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সত্য বলে মেনেনেয়ার কারণে সাহায্য করেছি।) ' ★

টীকা-১: 'সূরা জুমু'আহ' মাদানী, এতে দু'টি রুকু', এগারটি আয়াত, একশ আশিটি পদ ও সাতশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।

وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

একটা দল কুফর করেছে (২৭)। সুতরাং আমি ঈমানদারদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছি। ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে (২৮)।*

সূরা জুমুআ'হ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা জুমুআ'হ (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১১, রুকূ'-২

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱﴾

১: আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করছে যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (২), যিনি বাদশাহ, পূর্ণ পবিত্রতাময়, মহা সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ

২: তিনিই হন, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেন (৩) যেন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ

টীকা-২: 'তাসবীহ' তিন প্রকার। যথা-

এক) ' সৃষ্টির তাসবীহ' (تسبيح خلقت), তা হচ্ছে- প্রত্যেক বস্তুর সত্তা ও সেটার সৃষ্টি- মহান স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত, প্রজ্ঞা এবং তাঁর একত্ব ও তাঁর পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে।

দুই) 'মা'রিফাতের তাসবীহ' (تسبيح معرفت)ঃ তা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে সৃষ্টির মধ্যে স্বীয় মা'রিফাত বা পরিচিতি সৃষ্টি করেন।

তিন) 'জরুরী তাসবীহ' (تسبيح ضرورى) তা হচ্ছে এ যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রত্যেক মূল উপাদানের উপর আপন তাসবীহ জারী করেন। অবশ্য এটা 'তাসবীহ-ই-মা'রিফাতের' উপর বর্তায় না।

টীকা-৩: যাঁর বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে তারা ভালভাবে জানে ও তাঁকে চিনে। তাঁর পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ মুস্তফা' (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। হুযূর নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর গুণবাচক নাম 'নাবী-ই-উম্মী'। এর বহু ব্যাখ্যা রয়েছে।

এক) তিনি উম্মী-উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। হযরত শা'ইয়ার কিতাবে আছে- আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন আমি উম্মীদের মধ্যে একজন উম্মী (নাবী) প্রেরণ করবো। আর তাঁরই মাধ্যমে নাবূয়্যাতের ধারা সমাপ্ত করবো।"

দুই) তিনি 'উম্মুল কুরা' অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় প্রেরিত হয়েছেন।

তিন) হুযূর আনওয়ার (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) না লিখতেন, না কোন বই-পুস্তক থেকে কিছু পড়তেন। বস্তুতঃ এটা তাঁরই শ্রেষ্ঠত্বই ছিলো। কারণ, তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের কারণে (অধ্যয়নের মাধ্যমে) অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজনই ছিলো না। 'লিখন' একটা সৃষ্টিগত শিল্প, যা শারীরিক উপায়ে প্রকাশ পায়। সুতরাং যে সত্ত্বা এমনই হয় যে, 'সর্বোচ্চ কলম' তাঁর নির্দেশাধীন রয়েছে তাঁর এ কলম দিয়ে লিখার প্রয়োজনই বা কি? তাছাড়া, হুযূরের না লিখা, অথচ লিখনে দক্ষ হওয়া এক মহা মু'জিযাই। তিনি লিখকদেরকে লিখন-বিদ্যা ও লিখার পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন আর পেশাদারদেরকে পেশাসমূহের শিক্ষা দিতেন। আর পেশাদারদেরকে পেশা সমূহের শিক্ষা দিতেন। এবং প্রত্যেক পার্থিব ও পরকালীন পূর্ণতার মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী করেছেন।

টীকা-৪: অর্থাৎ কুরআন পাক শুনান,
টীকা-৫: ভ্রান্ত-আক্বীদা, হীন-চরিত্রসমূহ, জাহেলিয়াতের অপবিত্র ও মন্দ কার্যাদি থেকে
টীকা-৬: কিতাব' দ্বারা 'কুরআন', 'হিকমত' দ্বারা 'সুন্নাহ ও ফিকহ' অথবা 'শরীয়তের বিধানাবলী ও তরীকতের রহস্যাদি' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৭: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর শুভাগমনের পূর্বে
টীকা-৮: যে, শির্ক, ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ ও অপবিত্র কার্যাদির মধ্যে লিপ্ত ছিলো এবং তাদের জন্য পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক এর একান্ত প্রয়োজন ছিলো।
টীকা-৯: অর্থাৎ উম্মীদের মধ্য থেকে।

করেন (৪), তাদেরকে পাবিত্র করেন (৫) এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন (৬) এবং নিশ্চয় তারা ইতোপূর্বে (৭) অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ছিলো (৮),	وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ(٢)
৩: এবং তাদের মধ্য থেকে (৯) অন্যান্যদেরকে (১০) পবিত্র করেন এবং জ্ঞান দান করেন তাদেরকে, যারা এখনো পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি (১১), এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٣)
৪: এটা আল্লাহ এর অনুগ্রহ, যাকে চান দান করেন, এবং আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল (১২)।	ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٤)
৫: তাদের দৃষ্টান্ত, যাদের উপর তাওরীত অর্পণ করা হয়েছিলো (১৩), অতঃপর তারা সেটার নির্দেশ পালন করেনি (১৪), গর্ধভের ন্যায়, যা পিঠের উপর কিতাবের বোঝা বহন করে (১৫)। কতই মন্দ দৃষ্টান্ত এ সমস্ত লোকের, যারা আল্লাহ এর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না।	مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٥)
৬: আপনি বলুন, হে ইহুদীগণ। যদি তোমাদের এ ধারণা হয় যে, তোমরাই আল্লাহ এর বন্ধু হও, অন্যান্য লোকেরা নয় (১৬), তাহলে মৃত্যু কামনা করো (১৭)। যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১৮)।	قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٦)
৭: এবং তারা কখনো সেটার কামনা করবে না ঐ সমস্ত কৃতকর্মের কারণে, যেগুলো তাদের হস্ত অগ্রে প্রেরণ করেছে (১৯)। এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে জানেন।	وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٧)

টীকা-১০: 'অন্যান্যগণ' দ্বারা হয়ত 'অনারব' (عجمى) অথবা ঐ সমস্ত লোক বুঝানো হয়েছে, যারা হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে প্রবেশ করবে, তাদেরকে
টীকা-১১: তাদের যুগ পায়নি, তাদের পরে এসেছে, অথবা মর্যাদা ও আভিজাত্যে তাদের স্তরে পৌঁছেনি। কেননা, সাহাবীদের পরবর্তী লোকেরা- চাই গাউস-কুতুবও হোন না কেন, কোন সাহাবী হবার বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারেন না,
টীকা-১২: আপন সৃষ্টির প্রতি, যেহেতু তিনি তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আপন হাবীব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কে প্রেরণ করেন।
টীকা-১৩: এবং সেটার বিধি-বিধানের অনুসরণ তাদের উপর অপরিহার্য করা হয়েছিলো। তারা হচ্ছে- 'ইহুদী সম্প্রদায়।
টীকা-১৪: এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করেনি এবং তাতে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর গুণাবলী ও পরিচয় দেখা সত্ত্বেও হুযুরের উপর ঈমান আনেনি,
টীকা-১৫: এবং বোঝা ব্যতীত সেগুলো থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারেনি এবং যেই জ্ঞান সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সে সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। এ অবস্থাটা ঐসব ইহুদীরই, যারা তাওরীত বহন করে বেড়ায়, সেটার উক্তিগুলো পাঠ করে শুনায়। কিন্তু নিজেরা তা থেকে উপকার লাভ করেনা ও তদনুযায়ী কাজ করে না। আর এই দৃষ্টান্তটা ঐসব লোকের বেলায়ও প্রযোজ্য, যারা না কুরআন কারীমের অর্থ বুঝে, না তদনুযায়ী কাজ করে, বরং তা থেকে বিমুখ হয়ে থাকে।

টীকা-১৬: যেমন তোমরা বলে থাকা, "আমরা আল্লাহ এর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র।"
টীকা-১৭: যেন মৃত্যু তোমাদেরকে তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।
টীকা-১৮: নিজেদের এ দাবীতে।
টীকা-১৯: অর্থাৎ ঐ কুফর ও অস্বীকারের কারণে, যেগুলো তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

টীকা-২০: কোনমতেই তা থেকে বাঁচতে পারবে না।

টীকা-২১: 'জুমু'আহ-দিবস' এ দিনের নাম আরবী ভাষায় (عروبه) (আরূবাহ) ছিলো। এ দিনটিকে এ জন্যই জুমু'আহ (جُمُعَةُ) বলা হয় যে, এ দিনে নামাযের জন্য দলে দলে লোকের জমায়েত হয়। এর নামকরণের প্রসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঐ দিনের নাম (جمعه) 'জুমু'আহ' রেখেছিলো সে কা'আব ইবনে লুয়াই ছিলো। সর্বপ্রথম জুমু'আহ'র নামায, যা নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন সাহাবীদের সাথে পড়েছিলেনঃ

'আসহাবে সিয়র' (হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পবিত্র জীবনী লেখকগণ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (عَلَيْهِ السَّلَام) যে দিন হিজরত করে মদীনা তৈয়্যবাহয় তাশরীফ আনয়ন করেছিলেন, সে দিনই ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার ছিলো। সেদিন মধ্যাহ্নে (চাশতের সময়) ক্বোবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার এখানে অবস্থান করলেন। মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। জুমু'আহ'র দিন মদীনা তৈয়্যবার দিকে রওনা হন। সালিম ইবনে আওফ গোত্রের উপত্যকায় পৌঁছলে জুমু'আহ'র সময় উপস্থিত হলো। ঐ স্থানকে লোকেরা মসজিদ করে নিলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সেখানে জুমু'আহ'র নামায পড়ালেন এবং খুতবা প্রদান করলেন। 'জুমু'আহ-দিবস' হচ্ছে সপ্তাহের দিনগুলোর সরদার (سَيِّدُ الْاَيَّامِ)। যে মু'মিন ঐ দিন মৃত্যুবরণ করে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে শহীদের সাওয়াব দান করেন এবং কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করেন।

৮: আপনি বলুন, 'ঐ মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পলায়ন করো, তা তো অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে (২০)। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফেরানো হবে, যিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করেছিলে।	قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾
রুকূ'-২	
৯: হে ঈমানদারগণ, যখন নামাযের আযান হয় জুমু'আহ-দিবসে (২১), তখন আল্লাহ এর যিকরের দিকে দৌঁড়াও (২২) এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো (২৩), এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹﴾
১০: অতঃপর যখন নামায শেষ হলো, তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ এর অনুগ্রহ তালাশ করো (২৪) আর আল্লাহকে খুব স্মরণ করো। এ আশায় যে, সাফল্য লাভ করবে।	فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾

'আযান' দ্বারা 'প্রথম আযান' বুঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় আযান নয়, যার পরপরই খুতবা প্রদান করা হয়। যদিও প্রথম আযান হযরত ওসমান গণী (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর যুগে বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবুও 'নামাযের দিকে দৌঁড়ানো ও ক্রয়- বিক্রয় পরিহার করার অপরিহার্যতা সেটারই সাথে সম্পৃক্ত। ('দুররুল মুখতার'-এ এটাই বর্ণিত হয়।)

টীকা-২২: 'দৌঁড়ানো' দ্বারা ছুটে যাওয়া বুঝায় না, বরং উদ্দেশ্য এ যে, 'নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করো।' আর অধিকাংশের মতে, (ذكر الله) (আল্লাহ এর যিকর) মানে 'খোতবাহ'।

টীকা-২৩: এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুমু'আহ'র আযান হওয়া মাত্রই ক্রয়-বিক্রয় হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। আর দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম, যেগুলো আল্লাহ এর স্মরণের ক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণ হয়, এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আযান হওয়ার পর ঐসব কিছু পরিহার করা কর্তব্য।

মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে জুমু'আহ'র নামায ফরয হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি দুনিয়াবী কাজকর্ম হারাম হওয়া এবং নামাযের দিকে দৌঁড়ানো বা নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করার অপরিহার্যতাই প্রমাণিত হয়। আর 'খুতবা'-এর অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়।

মাসআলাঃ 'জুমুআহ' মুসলমান, শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি, আযাদ, সুস্থ, মুসাফির নয়-এমন ব্যক্তি (মুক্বীম)-এর উপর শহরে ওয়াজিব হয়। অন্ধ ও খোঁড়া লোকের উপর ওয়াজিব হয়না) 'জুমু'আহ' বিশুদ্ধ হবার জন্য সাতটা পূর্বশর্ত রয়েছেঃ- ১) শহর হওয়া, যেখানে মুকাদ্দামার ফয়সালা দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন বিচারক উপস্থিত থাকেন। অথবা 'শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা' হওয়া (فناء شهر), যা শহরের পাশেই অবস্থিত এবং শহরবাসীর সেটা নিজেদের কাজে ব্যবহার করে থাকে ২) হাকীম থাকা, ৩) যোহরের নামাযের সময় হওয়া, ৪) খুতবা প্রদান করা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, ৫) খুতবা নামাযের পূর্বে প্রদান করা, এতটুকু জমায়েত যতটুকু জুমু'আহ'র জন্য জরুরী, ৬) জমা'আত। আর এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে কমপক্ষে তিনজন লোক উপস্থিত থাকা, ইমাম ব্যতীত এবং ৭) সাধারণ অনুমতি থাকা অর্থাৎ নামাযীদেরকে যেন নামাযের স্থানে আসতে বাধা দেয়া না হয়।

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ا نْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (۱۱)

১১: এবং যখন তারা কোন ব্যবসা অথবা খেলাধূলা দেখতে পেলো, তখন সেটার দিকে ছুটে গেলো (২৫) এবং আপনাকে খোতবার মধ্যে দণ্ডায়মান রেখে গেলো (২৬)। আপনি বলুন! 'তা-ই, যা আল্লাহ এর নিকট রয়েছে (২৭), খেলাধূলা ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং আল্লাহ এর রিযক্ব সর্বাপেক্ষা উত্তম।

সূরা মুনাফিক্বূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুনাফিক্বূন (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১১, রুকূ'-২

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ (۱)

১: যখন মুনাফিকরা আপনার সম্মুখে হাযির হয় (২) বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুযূর নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ এর রসূল' এবং আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যুক (৩)।

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۲)

২: এবং তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল স্থির করে নিয়েছে (৪) অতঃপর আল্লাহ এর পথে বাধা দিয়েছে (৫)। নিশ্চয় তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করে (৬)।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (۳)

৩: এটা এ জন্য যে, তারা মুখে ঈমান এনেছে, অতঃপর অন্তরের দিক দিয়ে কাফির হয়েছে, ফলে তাদের অন্তরগুলোতে মোহর করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন তারা কিছুই বুঝেনা।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ

৪: এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখো (৭), তাদের শরীর তোমার ভালো মনে হবে এবং তারা কথা বলে, তবে তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনো (৮)। (তখন মনে হবে) যেন, 'তারা প্রাচীরে ঠেকানো কতগুলো কাঠের স্তম্ভ

টীকা-২৪: অর্থাৎ এখনই তোমাদের জন্য বৈধ হবে- জীবিকার্জনের কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা জ্ঞানার্জন কিংবা রোগীর সেবা বা দেখাশুনা করা অথবা জানাযা নামাজে শরীক হওয়া অথবা ওলামা কিরামের যিয়ারত করা এবং অনুরূপ কার্যাদিতে মশগুল হয়ে সাওয়াব অর্জন করাও।

টীকা-২৫: শানে নুযূলঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) মাদীনা তৈয়্যিবাহ'য় জুমুআ'হ'র দিন খুতবাহ প্রদান করছিলেন। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীদের একটা দল আসলো এবং প্রথানুযায়ী ঘোষণার জন্য ঢোল পেটানো হলো। যুগটা ছিলো খুব অভাব ও দুর্মূল্যের। লোকেরা এ মনে করে সেদিকে চলে গিয়েছিলো যে, "দেরী হলে জিনিসপত্র শেষ হয়ে যাবে আর আমরা পাবো না।" ফলে, মসজিদ শরীফে মাত্র বারজন লোক অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

টীকা-২৬: এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, খতীবের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে খোতবা দান করা উচিত।

টীকা-২৭: অর্থাৎ নামাযের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর দরবারে হাযির হবার বরকত ও সৌভাগ্য। *

টীকা-১: 'সূরা মুনাফিক্বূন' মাদানী। এতে দু'টি রুকূ', এগারটি আয়াত, একশ আশিটি পদ এবং নয়শ ছিয়াত্তরটা বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: তখন নিজেদের বিশ্বাসের বিপরীত

টীকা-৩: তাদের মনের অবস্থা প্রকাশ্যের অনুরূপ নয়। যা মুখে বলা অন্তরে তার বিপরীতই বিশ্বাস রাখে।

টীকা-৪: যে, সেগুলোর মাধ্যমে হত্যা ও বন্দি থেকে রক্ষা পায়।

টীকা-৫: লোকদেরকে। অর্থাৎ জিহাদ থেকে অথবা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর উপর ঈমান আনা থেকে। বিভিন্ন প্রকারের প্ররোচনা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে।

টীকা-৬: যে, ঈমানের মুকাবিলায় কুফর অবলম্বন করে।

টীকা-৭: অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল প্রমুখের-

টীকা-৮: 'ইবনে উবাই' সুঠামদেহী, উজ্জ্বল বর্ণের, সুন্দর চেহারাসম্পন্ন এবং ভালো বক্তা ছিলো। আর তার সঙ্গে যারা ছিলো তারাও প্রায়ই তার মতো ছিলো। হুযূর নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর মজলিস শরীফে যখন এসব লোক হাযির হতো, তখন শ্রুতিমধুর কথাবার্তা রচনা করে বলতো, যা শ্রোতাদের শুনতে ভাল লাগতো।

★ 'সূরা জুমুআ'হ' সমাপ্ত।

টীকা-৯: যে গুলোর মধ্যে প্রাণহীন আকৃতির ন্যায় না ঈমানের রূহ আছে, না পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করার মতো বিবেক আছে।

টীকা-১০: কেউ কাউকেও ডাকলে অথবা আপন হারানো বস্তু তালাশ করলে অথবা সৈন্যবাহিনীতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কথা উচ্চ-রবে বলা হলে এসব লোক তাদের মনের অপবিত্রতা ও খারাপ ধারণার কারণে এটাই মনে করে যে, তাদেরকে কিছু বলা হয়েছে এবং তাদের এই আশংকা হয় যে, তাদের প্রসঙ্গে এমন কোন 'আলোচ্য বিষয়' অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তাদের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

টীকা-১১: অন্তরে জঘন্য শত্রুতা পোষণ করে এবং কাফিরদের নিকট এখানকার খবরাদি পৌঁছায় এবং তাদের গুপ্তচর।

টীকা-১২: এবং তাদের প্রকাশ্য অবস্থা দেখে প্রতারণার শিকার হয়ো না।

টীকা-১৩: এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সত্য থেকে বিমুখ হয়।

টীকা-১৪: ক্ষমা চাওয়ার জন্য।

টীকা-১৫: শানে নুযূলঃ 'মুরাইসী'র যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের পর যখন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'কূপের মাথায়' (স্থান বিশেষ) এসে পৌঁছলেন, তখন সেখানে এ ঘটনা ঘটেছিলো যে, হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর মজুদুর জাহজাহ গিফারী ও ইবনে উবাইয়ের বন্ধু সিনান ইবনে দুবার জুহানীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। জাহজাহ মুহাজিরগণকে এবং সিনান আনসারকে আহবান করলো। তখন ইবনে উবাই মুনাফিক হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর শানে জঘন্য বেয়াদবীপূর্ণ ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করে বকাবকি করলো আর বললো "মাদীনা তৈয়্যিবাহ পৌঁছে আমাদের মধ্য থেকে সম্মানিতরা লোকদেরকে বহিষ্কার করবে।" আর স্বীয় গোত্রীয় লোকদেরকে বলতে লাগলো, "যদি তোমরা তাদেরকে তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য না দাও তাহলে এরা তোমাদের ঘাড়ের উপর চড়ে বসবে না। এখন তাদের জন্য কিছুই খরচ করো না, যাতে তারা মদীনা তৈয়্যবাহ থেকে পালিয়ে যায়।" তার এ অশালীন কথা শুনে হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহ এরই শপথ! তুই-ই লাঞ্ছিত লোক, স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী আর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বরকতময় শিরে মি'রাজের তাজ শোভা পাচ্ছে "হযরত রহমান (আল্লাহ তা'আলা) তাঁকে সম্মান ও শক্তি দান করেছেন।" ইবনে উবাই বলতে লাগলো, "চুপ করো। আমিতো হাসিঠাট্টা করে এ কথাগুলো বলেছিলাম।" হযরত যায়িদ ইবনে আরক্বাম এ খবর হুযূরের দরবারে পৌঁছিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ইবনে উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিষেধ করলেন আর ইরশাদ ফরমালেন, "লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মদ (মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন সাহাবীকে হত্যা করেন।" হুযূর আনওয়ার ইবনে উবাইর উদ্দেশ্যে বললেন, "তুমি কি এঁসব কথা বলেছো?" সে অস্বীকার করলো আর শপথ করে বললো, " আমি কিছুই বলিনি।" তার সাথী যে মজলিস শরীফে উপস্থিত ছিলো, সে আরয করতে লাগলো, "ইবনে উবাই বৃদ্ধ লাক। সে যা বলছে, সত্যই বলছে। যায়িদ ইবনে আরক্বামের হয়ত ধোকা হয়ে গেছে, কথাও হয়ত স্মরণ নেই।" অতঃপর যখন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো এবং ইবনে উবাইর মিথ্যাবাদীতা প্রকাশ পেলো, তখন তাকে বলা হলো, "যা। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর দরবারে দরখাস্ত কর। হুযূর তোর জন্য আল্লাহ তাআলা এর দরবারে মাগফিরাত কামনা করবেন।" তখন সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিলো। আর বলতে লাগলো, "তোমরা বলেছো ঈমান আনো। আমি ঈমান নিয়ে এলাম। তোমরা বলেছো- যাকাত দাও। আমি যাকাত দিলাম। এখন শুধু মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সাজদাহ করাটাই বাকি রইলো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

(৯) তারা প্রত্যেক উচ্চবাচ্যকে নিজেদের উপর টেনে নেয় (১০)। তারা শত্রু (১১)। সুতরাং তাদের থেকে বাঁচতে থাকো (১২)। আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন! ওরা উল্টো দিকে কোথায় যাচ্ছে (১৩)?	يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (۴)
৫: এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'এসো (১৪)। আল্লাহ এর রসূল তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবেন।' তখন নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (১৫)।	وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ (۵)
৬: তাদের জন্য এক সমান- আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা নাই করুন, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না (১৬)। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক্বদেরকে সংপথ প্রদান করেন না।	سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (۶)
৭: তারাই, যারা বলে, 'তাদের জন্য ব্যয় করো না, যারা রসূলের নিকট রয়েছে, এ পর্যন্ত যে, তারা পেরেশান হয়ে যাবে।' এবং আল্লাহ এরই	هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَ لِلّٰهِ

টীকা-১৬: এ জন্য যে, তারা মুনাফিক্বীর মধ্যে পাকাপোক্ত হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
আসমানসমূহ ও যমীনের ধন-ভান্ডারসমূহ (১৭) কিন্তু মুনাফিকদের মধ্যে বোধশক্তি নেই।	خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ (٧)
৮: তারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে (১৮) অবশ্যই যে বড় সম্মানিত সে সেখান থেকে তাকেই বের করে দেবে, যে অত্যন্ত লাঞ্ছিত (১৯)।' আর সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্যই, কিন্তু মুনাফিকদের নিকট খবর নেই (২০)।	يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (٨)

রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
৯: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি- কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহ এর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে (২১), এবং যে কেউ তেমন করে (২২) তবে ঐ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (২৩)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٩)
১০: এবং আমার প্রদত্ত (রিযক্ব) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো (২৪) এরই পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলে না? যাতে আমি দান-সাদাক্বাহ করতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'	وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٠)
১১: এবং কখনো আল্লাহ কোন প্রাণকে অবকাশ দেবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্ধারিত সময়) এসে পড়বে (২৫) এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ এর খবর আছে।★	وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١١)

সূরা তাগাবুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাগাবুন (মাদানী)	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১৮, রুকূ'-২

রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: 'আল্লাহ এর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। তাঁরই মালিকানা এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা (২) এবং তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিমান।	يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١)
২: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ

টীকা- ১৭: তিনিই সবার রিযক্বদাতা।
টীকা-১৮: এ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে
টীকা-১৯: মুনাফিকগণ নিজেদেরকে 'সম্মানিত' বলেছে আর মু'মিনদেরকে বললো 'লাঞ্ছিত'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-
টীকা-২০: এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কিছু দিন পর ইবনে উবাই মুনাফিক আপন মুনাফিক্ব থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।
টীকা-২১: পাঞ্জেগানা নামায থেকে অথবা ক্বোরআন শরীফ থেকে,
টীকা-২২: অর্থাৎ দুনিয়ায় ব্যস্ত হয়ে দ্বীনকে ভুলে বসে, আর সম্পদের ভালবাসায় নিজেরই দুরবস্থার প্রতি বে-পরোয়া হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততির খুশীর জন্য পরকালের সুখশান্তি থেকে উদাসীন থেকে যায়-
টীকা-২৩: কারণ, তারা ধ্বংসশীল দুনিয়ার পেছনে পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামতগুলোর পরোয়া করেনি।
টীকা-২৪: অর্থাৎ যেসব সাদাক্বাহ ওয়াজিব তা প্রদান করা।
টীকা-২৫: যা 'লওহ্-ই-মাহফুয'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ★
টীকা-১: 'সূরা তাগ্বাবুন' অধিকাংশের মতে মাদানী। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, মাক্কী তিনটি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ) থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় দু'টি রুকূ', আঠারটি আয়াত, দু'শ একচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার সত্তরটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: স্বীয় রাজ্যে ক্ষমতা প্রয়োগকারী, যা ইচ্ছা করেন, যেমন ইচ্ছা করেন তেমনি করেন, তাঁর না কোন শরীক আছে, না কোন সমকক্ষ। সমস্ত নি'মাত তাঁরই।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
এবং তোমাদের মধ্যে কেউ মুসলমান (৩) এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী দেখছেন।	وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢)
৩: তিনি আসমান ও যমীন সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, সুতরাং তোমাদের উত্তম আকৃতিই তৈরী করেছেন (৪) এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন (৫)।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (٣)
৪: তিনি জানেন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে এবং জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো এবং প্রকাশ করো, এবং আল্লাহ অন্তরগুলোর কথা জানেন।	يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٤)
৫: তোমাদের নিকট কি (৬) তাদের খবর আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে কুফর করেছে (৭)? এবং নিজেদের কর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ করেছে (৮)? এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৯)।	اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٥)
৬: এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসূল সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসতেন (১০), তখন তারা বলেছে, 'মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে (১১)?' সুতরাং তারা কাফির হয়েছে (১২) এবং ফিরে গেছে (১৩) আর আল্লাহ পরোয়াহীনতারই কাজ করেছেন এবং আল্লাহ পরোয়াহীন, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।	ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْۤا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّ اسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ (٦)
৭: কাফিরগণ বকলো যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবেনা। আপনি বলুন, 'কেন নয়, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর এটা আল্লাহ এর জন্য সহজ।'	زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ (٧)
৮: সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং ঐ নূরের উপর (১৪), যা আমি অবতীর্ণ করেছি। এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত।	فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْۤ اَنْزَلْنَا ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٨)
৯: যেদিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, সবার একত্রিত হবার দিনে (১৫), সেদিন হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত দের ক্ষতিগ্রস্ত হবারই (১৬) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এর প্রতি ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে আল্লাহ তার পাপাচারসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٩)
১০: এবং যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা অগ্নিবাসী, স্থায়ীভাবে তাতে থাকবে। এবং কতই মন্দ পরিণতি।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٠)
রুকূ'-২	
১১: কোন বিপদ আপতিত হয়না (১৭), কিন্তু আল্লাহ এর নির্দেশে। এবং যে কেউ আল্লাহ এর উপর ঈমান আনে (১৮) আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত	مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ

টীকা-৩: হাদীস শরীফে আছে- ইনসানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ফিরিশতা আল্লাহ এর নির্দেশে তখনই লিপিবদ্ধ করেন, যখন সে আপন মায়ের গর্ভে থাকে।

টীকা-৪: সুতরাং এটাই অপরিহার্য যে, তোমরা স্বীয় স্বভাবকে ভালো রাখবে

টীকা-৫: আখিরাতে।

টীকা-৬: হে মক্কার কাফিরগণ!

টীকা-৭: অর্থাৎ তোমরা কি পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থাদি সম্পর্কে জানো না, যারা নাবীগণকে অস্বীকার করেছে?

টীকা-৮: পৃথিবীতেই তাদের কর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করেছে?

টীকা-৯: পরকালে।

টীকা- ১০: মু'জিযাসমূহ দেখাতেন।

টীকা-১১: অর্থাৎ তারা, 'মানুষ রসূল হতে পারেন'- এ বিষয়টা অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ এটা পূর্ণ বিবেকহীনতা ও বোধশক্তিহীনতাই। অতঃপর মানুষ রসূল হতে পারেন'- এ বিষয়টা তারা অস্বীকার করলো, কিন্তু পাথর 'খোদা হওয়া'য় বিশ্বাস করলো

টীকা-১২: রসূলগণকে অস্বীকার করে

টীকা-১৩: ঈমান থেকে।

টীকা-১৪: 'নূর' দ্বারা 'ক্বুরআন শরীফ' বুঝানো হয়েছে। কেননা, তা দ্বারা পথভ্রষ্টতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং প্রত্যেক কিছুর বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পায়,

টীকা-১৫: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস, যেদিন পূর্ব ও পরবর্তী সকলেই একত্রিত হবে,

টীকা-১৬: অর্থাৎ কাফিরদের বঞ্চিত হওয়া প্রকাশ পাবার।

টীকা-১৭: মৃত্যুর অথবা রোগের অথবা সম্পদ নাশের অথবা অন্য কিছুর

টীকা-১৮: এবং জানে যে, যা কিছু সংঘটিত হয় তা আল্লাহ তা'আলা চাইলে তিনি ইচ্ছা করলেই হয়।আর বিপদের সময় (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ) পাঠ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এর দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিপদে ধৈর্যধারণ করে।

টীকা-১৯: যেন সে আরো অধিক সৎকাজ ও আনুগত্যের মধ্যে রত হয়

টীকা-২০: আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর আনুপ আনুগত্য থেকে,

টীকা-২১: সুতরাং তিনি তো তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। আর পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের প্রচার কার্য সম্পন্ন করেছেন।

টীকা-২২: যেহেতু, তোমাদেরকে সৎকাজ থেকে বাধা দেয়।

টীকা-২৩: এবং তাদের কথায় এসে সৎকাজ থেকে বিরত হয়োনা।

শানে নুযূলঃ কয়েকজন মুসলমান মক্কা মুকাররমাহ থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। তখন তাঁদের বিবি ও সন্তানরা তাদেরকে বাধা দিলো আর বললো, "আমরা তোমাদের বিচ্ছেদের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না। তোমরা চলে গেলে আমরা তোমাদের পশ্চাতে ধ্বংস হয়ে যাবো।" একথা তাদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। সুতরাং তারা রুখে গেলেন। কিছুদিন পরে যখন তারা হিজরত করলেন, তখন তারা রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর সাহাবীদেরকে দেখতে পেলেন যে, তারা দ্বীনের মধ্যে বড় দক্ষ ও ফকীহ (ধর্মীয় বিধানাবলীর সুক্ষ্মজ্ঞানী) হয়ে গেছেন। এটা দেখে তারা তাদের বিবি ও সন্তানদেরকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর এ ইচ্ছা করলেন যে, তাদের জন্য ব্যয় বন্ধ করে দেবেন। কেননা, তারাই তাদের হিজরতের পথে বাধা সেধেছিলো, যার এ পরিণাম হলো যে, হুযূরের সাথে হিজরতকারী সাহাবীগণ জ্ঞান ও ফিক্বহ'য় তাঁদের থেকে বহুগুণ অগ্রসর হয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং সামনে ইরশাদ করা হচ্ছে-

টীকা-২৪: কারণ, কখনো মানুষ তাদের কারণে পাপে এবং আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ অমান্য করায় লিপ্ত হয়ে বসে। আর তাতে মশগুল হয়ে পরকালের বিষয়াদি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে পড়ে।

টীকা-২৫: সুতরাং সে ব্যাপারে যত্নবান হও, যেন এমন না হয় যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে মগ্ন হয়ে মহা পুরস্কার হারিয়ে বসবে।

টীকা-২৬: অর্থাৎ আপন সামর্থ্য ও শক্তি পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগি পালন করো। এটা তাফসীর হচ্ছে- (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ)-এরই

টীকা-২৭: আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর।

টীকা-২৮: এবং সে আপন সম্পদকে প্রশান্ত চিত্তে শরীয়াতের নির্দেশ মোতাবেক ব্যয় করেছে,

টীকা-২৯: অর্থাৎ খুশিমনে, সদ-উদ্দেশ্যে হালাল মাল থেকে সাদাক্বাহ দাও। সাদাক্বাহ প্রদান করাকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহবশতঃ কর্জ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে সাদাক্বাহ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যে, সাদাক্বাহদাতা ক্ষতিগ্রস্ত নয়, নিশ্চিতভাবেই সে তার প্রতিদান পাবে। ★

★ 'সূরা তাগ্বাবুন' সমাপ্ত।

বাংলা	আরবি
করবেন (১৯) এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন	وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (۱۱)
১২: এবং আল্লাহ এর নির্দেশ মান্য করো এবং রসূলের নির্দেশ মান্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (২০), তবে জেনে রেখো যে, আমার রসূলের উপর শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়াই আবশ্যক (২১)।	وَ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ (۱۲)
১৩: আল্লাহ হন, যিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই এবং আল্লাহ এরই উপর যেন ঈমানদারগণ ভরসা করে।	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (۱۳)
১৪: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কিছু সংখ্যক স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু (২২)। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকো (২৩)। এবং যদি ক্ষমা করো এবং (তাদের দোষত্রুটি) উপেক্ষা করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۱۴)
১৫: তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানগণ হচ্ছে পরীক্ষা (২৪) এবং আল্লাহ এর নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে (২৫)।	اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِیْمٌ (۱۵)
১৬: সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো যে পর্যন্ত সম্ভব হয় (২৬)। এবং ফরমান শ্রবণ করো ও নির্দেশ মান্য করো (২৭)। আর আল্লাহ এর পথে ব্যয় করো নিজেদের মঙ্গলের জন্য এবং যাকে স্বীয় প্রাণের লালসা থেকে রক্ষা করা হয়েছে (২৮), সুতরাং তারাই সাফল্য লাভকারী।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِیْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَیْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ یُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۱۶)
১৭: যদি তোমরা আল্লাহকে ভাল কর্জ প্রদান করো (২৯), তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। এবং আল্লাহ মূল্যায়নকারী, সহনশীল। ১৮: প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা, মহা সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়। ★	اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا یُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِیْمٌ (۱۷) عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (۱۸)

টীকা-১: 'সূরা তালাক্ব' মাদানী। এতে দু'টি রুকূ', বারটি আয়াত, দু'শ ঊনপঞ্চাশটি পদ এবং এক হাজার ষাটটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: আপন উম্মতকে বলে দিন।

টীকা-৩: শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا)-এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি আপন বিবিকে নির্দিষ্ট দিনসমূহে (অর্থাৎ অর্থাৎ রজঃস্রাবের দিনগুলো) তালাক্ব দিয়েছিলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে 'রাজআ'ত' করার (স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা) নির্দেশ দিলেন। আরো ইরশাদ করলেন- "অতঃপর যদি তালাক্ব দিতে চাও, তবে 'তুহর' অর্থাৎ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় তালাক্ব দাও।" এ আয়াতে স্ত্রীগণ দ্বারা ঐ সমস্ত স্ত্রী বুঝানো হয়েছে, যাদের সাথে সহবাস সম্পন্ন হয়েছে, যারা আপন আপন স্বামীর সান্নিধ্যে গেছে, না- বালিকা, গর্ভবতী ও 'হতাশা' (آئسہ)। [হতাশা (آئسہ) হচ্ছে- ঐ নারী, যার রজঃস্রাব হওয়া বার্ধক্যের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, রজস্রাবের বয়স শেষ হয়ে গেছে।]

মাসআলাঃ সহবাস হয়নি এমন স্ত্রীর জন্য 'ইদ্দত' নেই। অবশিষ্ট তিন প্রকারের স্ত্রী লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যদি তাদের ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে তাদের "ইদ্দত' ঋতুস্রাব দ্বারা গণনা করা যাবে না।

মাসআলাঃ যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে 'ঋতুস্রাব' (حیض) কালে তালাক্ব প্রদান করা বৈধ। এ আয়াতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে এমনসব স্ত্রীই বুঝানো উদ্দেশ্য, যাদের ইদ্দত 'হায়য' (ঋতুস্রাব) দ্বারা গণনা করা যায়। তাদেরকে তালাক্ব দিতে হলে এমন 'তুহর' (বা ঋতুস্রাবমুক্ত পবিত্রতার সময়ের মধ্যে) দিতে হবে, যাতে সে তার সাথে সহবাস করেনি। অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অগ্রসর হবে না। এ ধরণের তালাক্বকে'তালাক্ব-ই-আহসান' (সর্বাপেক্ষা সুন্দর তালাক্ব) বলা হয়। আর যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী সহবাস করেনি তাকে একটা মাত্র তালাক্ব দেয়াকে 'তালাক্ব-ই-হাসান' (সুন্দর তালাক্ব) বলে। যদিও এ তালাক্ব রজঃস্রাব অবস্থায় দেয়া হয়। আর সহবাসকৃত স্ত্রী যদি হায়য সম্পন্না না হয়, তবে তাকে তিন মাসে তিন তালাক্ব দেয়াও তালাক্ব-ই-হাসান।

তালাক্ব-ই-বিদ'আতঃ হায়য অবস্থায় তালাক্ব দেয়া অথবা এমন (ঋতুমুক্ত) পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব দেয়া যাতে তার সাথে সহবাস করা হয়েছে, তালাক্ব-ই-বিদ'আত' এর পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে, এক 'তুহর-এ তিন তালাক্ব অথবা দু'তালাক একই বারে অথবা দু'বারে দেয়াও 'তালাক্ব-ই-বিদআ'ত', যদিও ঐ 'তুহর'-এ সহবাস নাই করে থাকে।
মাসআলাঃ- "তালাক্ব-ই-বিদ'আত' মাকরূহ, কিন্তু তালাক্ব সংঘটিত হয়ে যায়। এমন তালাক্ব দাতা গুনাহগার হয়।

সূরা তালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তালাক্ব (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১২, রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
১: হে নাবী! (২) 'যখন তোমরা আপন স্ত্রীদের তালাক্ব দাও, তখন তোমরা তাদের ইদ্দতের সময়ের উপর তাদেরকে তালাক্ব দাও এবং ইদ্দতের হিসাব রাখো (৩) এবং আপন প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। 'ইদ্দতের মধ্যে তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিওনা। এবং না তারা নিজেরাও বের হবে (৪), কিন্তু তারা কোন সুস্পষ্ট অশ্লীলতার কাজ করলে (৫), এবং এগুলো আল্লাহ এরই নির্ধারিত	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ

টীকা-৪: স্ত্রীর জন্য 'ইদ্দত' স্বামীর ঘরেই পূর্ণ করা আবশ্যক। না স্বামীর জন্য তালাক্ব প্রাপ্ত 'ইদ্দত'-এর মধ্যে ঘর থেকে বের করে দেয়া বৈধ, না ঐ স্ত্রীদের জন্য সেখান থেকে নিজে বের হয়ে যাওয়া বৈধ।

টীকা-৫: তাদের দ্বারা যদি এমন কোন অবৈধ কাজ সম্পন্ন হবার কথা প্রকাশ পায়, যেটার উপর শাস্তি (حد) নির্ধারিত, যেমন যিনা ও চুরি ইত্যাদি, তবে এ কারণে তাদেরকে বের হয়ে যেতেই হবে। যদি স্ত্রী অশ্লীল ভাষায় বকাবকি করে, পরিবারের লোকদেরকে কষ্ট দেয়, তবে তাকে বের করে দেয়া বৈধ। কেননা, সে 'অবাধ্য স্ত্রী' (ناشزہ)-এর পর্যায়ে পড়ে। যেই স্ত্রী 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' অথবা 'বা-ইন'-এর 'ইদ্দতে' থাকে, তার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া একেবারেই বৈধ নয়। আর যে নারী স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে থাকে, সে প্রয়োজনে দিনের বেলায় বের হতে পারবে, কিন্তু রাত্রি-যাপন করা তার জন্য স্বামীর ঘরেই অপরিহার্য।
মাসআলাঃ যে স্ত্রী 'তালাক্ব-ই-বা-ইন' এর ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তার ও তার স্বামীর মধ্যে পর্দা থাকা আবশ্যক। আর এ ক্ষেত্রে অধিক উত্তম এ যে, অপর কোন স্ত্রীলোক তাদের দু'জনের মধ্যে অন্তরাল হবে।
মাসআলাঃ যদি স্বামী ফাসিক্ব (পাপাসক্ত, লম্পট) হয়, অথবা ঘর খুব সংকীর্ণ হয়, তবে স্বামীর জন্য সে বাসগৃহ থেকে অন্যত্র চলে যাওয়াই উত্তম।

টীকা-৬: ‘রাজআ’ত (স্ত্রী প্রতি প্রত্যাবর্তন)-এর
টীকা-৭: অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হবার নিকবর্তী হয়,
টীকা-৮: অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে- যদি তোমরা তাদের সাথে উত্তমরূপে সামাজিক জীবন-যাপন ও সঙ্গে থাকতে চাও, তবে ‘রাজআ’ত’ (নির্ধারিত পন্থায় পুনরায় গ্রহণ) করে নাও। আর অন্তরে দ্বিতীয়বার তালাক্ব দেয়ার ইচ্ছা রেখোনা। যদি তোমরা তাদের সাথে উত্তমরূপে জীবন যাপনে আশাবাদী না হও, তবে ‘মহর’ ইত্যাদি তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে তাদের থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নাও এবং তাদেরকে দুঃখ দিওনা এভাবে যে, ‘ইদ্দত’-এর শেষভাগে রাজাআ’ত করে বসবে। অতঃপর তালাক্ব দিয়ে দেবে। এভাবে তাদের ইদ্দতকে দীর্ঘায়িত করে পেরেশানীতে ফেলবে। এমন পন্থা অবলম্বন করানো। আর চাই ‘রাজআ’ত করো কিংবা বিচ্ছেদের পথকে বেঁচে নাও- উভয় অবস্থায় অপবাদ দূর করা ও বিপদ এড়ানোর নিমিত্ত দু’জন মুসলমানকে সাক্ষী করে নেয়া মুস্তাহাব। অতএব, ইরশাদ হচ্ছে-
টীকা-৯: উদ্দেশ্য তাতে তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করাই হয় এবং সত্য-প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ এর নির্দেশ পালন ব্যতীত অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য তাতে না থাকে,

বাংলা	আরবি
বিধান আর যে কেউ আল্লাহ এর সীমাগুলো, লংঘন করে আগে বাড়ে, নিশ্চয় সে আপন প্রাণের উপর অত্যাচার করেছে। আপনার জানা নেই, হয়তো আল্লাহ এরপর কোন নতুন নির্দেশ প্রেরণ করবেন (৬)।	وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِیْ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿۱﴾
২: সুতরাং যখন তারা তাদের মেয়াদকাল, পর্যন্ত পৌঁছার উপক্রম হয় (৭), যখন তাদেরকে উত্তমভাবে রেখে দাও অথবা উত্তম পন্থায় পৃথক করে দাও (৮) এবং নিজেদের মধ্যে দু’জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী করে নাও। এবং আল্লাহ এর জন্য সাক্ষী স্থির করো (৯)। এটা দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকেই, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে (১০), এবং যে আল্লাহকে ভয় করে (১১), আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন (১২)।	فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ یُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ۬ وَ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿۲﴾ۙ
৩: এবং তাকে সেখান থেকে জীবিকা দেবেন যেখানে তার কল্পনাও থাকে না এবং যে আল্লাহ এর উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট (১৩)। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কাজ পরিপূর্ণকারী। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রেখেছেন।	وَّ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾

টীকা-১০: মাসআলাঃ এ থেকে এ মর্মে দলীল গ্রহণ করা যায় যে, কাফিরদের শরীয়তের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয়নি।
টীকা-১১: এবং তালাক্ব দিলে ‘তালাক্ব-ই-সুন্নাত’ প্রদান করে, ‘ইদ্দত’ পালনকারীনীকে কষ্ট না দেয়, না তাকে বাসস্থান থেকে বের করে দেয় এবং আল্লাহ এর নির্দেশ মুতাবিক মুসলমানদেরকে সাক্ষী করে নেয়-
টীকা-১২: যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন দুঃখ থেকে মুক্তি পায় এবং যে কোন প্রকারের দুঃচিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকে। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘যে ব্যক্তি এ আয়াত শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআ’লা তার জন্য দুনিয়ার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মৃত্যু-যন্ত্রনা রোজ-কিয়ামতের বিভিন্ন কষ্ট থেকে মুক্তির পথ খুলে দেবেন। আর এই আয়াত সম্পর্কে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন যে, “আমার জ্ঞানে এমন এক আয়াত আছে যদি লোকেরা সেটা সংরক্ষণ করে রাখে, তবে তাদের প্রত্যেক চাহিদা ও অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট।”
শানে নুযূলঃ আওফ ইবনে মালিকের সন্তানকে মুশরিকগণ বন্দী করে রেখেছিলো। তখন আওফ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে হাযির হলেন। আর তিনি এ কথাও আরয করেছিলেন, “আমার পুত্রকে মুশরিকগণ বন্দী করে নিয়েছে।” তদসঙ্গে তিনি স্বীয় অভাব এবং দারিদ্রের কথাও প্রকাশ করলেন। বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমান- “মনে আল্লাহ তাআ’লা এর ভয় রাখো, ধৈর্যধারণ করো এবং অধিক পরিমাণে (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم) (লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম) পাঠ করতে থাকো।” আওফ ঘরে এসে তার বিবিকে এ কথা বললেন। আর উভয়েই পড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁরা পাঠরত আছে, তখনি পুত্র এসে ঘরের দরজার কড়ায় নাড়া দিলো। শত্রুরা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো। এ সুযোগে সে বন্দী থেকে বের হয়ে পালিয়ে এলো এবং আসার পথে শত্রুদের চার হাজার মেষও সাথে নিয়ে এলো। আওফ হুযূরের পবিত্রতম দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ছাগলগুলো তাঁদের জন্য হালাল হবে কিনা। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অনুমতি দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।
টীকা-১৩: উভয় জাহানে।

টীকা-১৪: বৃদ্ধা হয়ে যাবার কারণে সে নৈরাশ্যের বয়স উপনীত হয়েছে। এ 'নৈরাশ্যের বয়স' হচ্ছে এক অভিমতানুযায়ী, পঞ্চান্ন বছর, অন্য এক অভিমতানুযায়ী, ষাট বৎসর বয়স। বিশুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে- যে বয়সেই 'হায়য' (রজঃস্রাব) বন্ধ হয়ে যায় সেটাই 'নৈরাশ্যের বয়স'

টীকা-১৫: এ'তে যে, সেটার বিধান কি?

শানে নুযূলঃ সাহাবীগণ রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে আরয করলেন, 'হায়যসম্পন্ন স্ত্রী লোকদের ইদ্দত তো আমরা জেনে নিয়েছি, যারা হায়য সম্পন্ন নয় তাদের 'ইদ্দত' কি?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে

টীকা-১৬: অর্থাৎ তারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা বয়স তো প্রাপ্তবয়স্কার হয়েছে, কিন্তু এখনো 'হায়য' আরম্ভ হয়নি। তাদের 'ইদ্দত'ও তিন মাস।

টীকা-১৭: গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দত' গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত- চাই সে 'ইদ্দত' তালাকের হোক, অথবা স্বামীর মৃত্যুর হোক।

টীকা-১৮: অর্থাৎ এ বিধানগুলো, যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে,

টীকা-১৯: এবং আল্লাহ তা'আলা এর অবতীর্ণ বিধানাবলী মোতাবেক কাজ করে এবং নিজের উপর যে কর্তব্য অবশ্য করণীয় সেগুলো যত্ন সহকারে পালন করে।

৪: এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা 'হায়য' (রজঃস্রাব) থেকে নিরাশ হয়েছে (১৪), তোমাদের কিছুটা সন্দেহ থাকে (১৫), তবে তাদের 'ইদ্দত' তিন মাস এবং তাদেরও, যাদের এখনও 'হায়য' আসেনি (১৬)। আর গর্ভবতীদের মেয়াদ এ'যে, তারা তাদের গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করে নেবে (১৭) এবং যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেবেন।

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا (٤)

৫: এটা (১৮) আল্লাহ এর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, এবং যে আল্লাহকে ভয় করে (১৯) আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা প্রতিদান দেবেন।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا (٥)

৬: স্ত্রীদেরকে সেখানেই রাখো, যেখানে নিজে থাকো, স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী (২০) এবং তাদের ক্ষতি করো না তাদেরকে সংকটে ফেলে (২১) এবং যদি (২২) গর্ভবতী হয়, তবে তাদের জন্য ব্যয় করো, যতদিন না তারা সন্তান প্রসব করে (২৩), অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য দান করে, তবে তাদের পারিশ্রমিক দাও (২৪)। এবং পরস্পরের মধ্যে

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ

টীকা-২০: মাসআলাঃ তালাক্ব-প্রদত্ত স্ত্রীকে 'ইদ্দত' অতিবাহিত করা পর্যন্ত সময়ের জন্য স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য। আর ঐ মেয়াদকালে তার ব্যয়ভার বহন করাও ওয়াজিব।

টীকা-২১: বাসস্থানে তাদের থাকার স্থানটুকু ঘিরে ফেলে অথবা কোন বিরুদ্ধভাবাপন্ন নারীকে তার সাথে থাকতে দিয়ে অথবা এমন কোন কষ্ট দিয়ে যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

টীকা-২২: ঐ তালাক্বপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ

টীকা-২৩: কেননা, যখনই তাদের 'ইদ্দত পূর্ণ হবে।

মাসআলাঃ গর্ভবতীর ব্যয়ভার বহন করা যেমন জরুরী তেমনি গর্ভবতী নয়-এমন ব্যয়ভার বহন করাও জরুরী- চাই তাকে তালাক্ব-ই-রজঈ' দেয়া হোক অথবা 'বা-ইন'।

টীকা-২৪: মাসআলাঃ সন্তানকে স্তন্যদান করা মায়ের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। পিতারই কর্তব্য পারিশ্রমিক দিয়ে দুগ্ধ পান করানো। কিন্তু সন্তান যদি তার মা ব্যতীত অন্য কারো স্তনের দুধ পান না করে অথবা পিতা দরিদ্র হয়, তখন এমতাবস্থায় দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সন্তানের মা যতদিন পর্যন্ত সন্তানের পিতার বিবাহাধীন থাকে কিংবা 'তালাক্ব-ই-রজ'ঈ'-এর 'ইদ্দত' পালনরত থাকে, এমতাবস্থায় তার জন্য সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা বৈধ নয়, ইদ্দতের পরে বৈধ।

মাসআলাঃ কোন মেয়েলোককে নির্ধারিত বিনিময়-মূল্যের উপর স্তন্যদানের জন্য নিয়োগ করা বৈধ।

মাসআলাঃ পর-নারীর তুলনায় বিনিময়-মূল্যের উপর দুগ্ধপান করানোর জন্য সন্তানের জননীই অধিকতর হকদার বা উপযোগী।

মাসআলাঃ যদি মা অধিক মূল্য দাবী করে, তবে অন্য নারীই উত্তম।

মাসআলাঃ যে নারী স্তন্যদান করে তারই উপর সন্তানকে গোসল করানো, তার কাপড়-চোপড় ধোয়া, তৈল লাগানো, তার খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজন করাও জরুরী। কিন্তু এসব কিছুর ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব তার পিতার উপরই বর্তায়।

মাসআলাঃ দুধ পান করানোর জন্য নিয়োজিত (ধাত্রী) যদি শিশুকে নিজের (স্তন্যের) পরিবর্তে তার ছাগীর দুধ পান করায়, অথবা অন্যান্য খাদ্যের উপর

অনুবাদ	আয়াত
সংগতভাবে পরামর্শ করো (২৫), অতঃপর যদি পরস্পর সংকট সৃষ্টি করো (২৬), তবে অবিলম্বে তার জন্য অন্য নারী পাওয়া যাবে, যে দুধ পান করাবে।	وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ؕ(٦)
৭: সামর্থ্যবান (২৭) যেন স্বীয় সামর্থ্যোপযোগী ব্যয় করে এবং যার উপর তার জীবিকা সংকীর্ণ করা হয়েছে সে তা থেকেই ব্যয় করবে যা তাকে আল্লাহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ কোন আত্মার উপর বোঝা চাপান না, কিন্তু সেই পরিমাণ, যতটুকু তাকে প্রদান করেছেন। অবিলম্বে আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি প্রদান করবেন (২৮)।	لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا (٧)
৮: এবং কত শহরই ছিলো, যারা প্রতিপালকের নির্দেশ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে অতঃপর আমি তাদের থেকে এক কঠোর হিসাব নিয়েছি (২৯) এবং তাদেরকে মন্দ মার দিয়েছি (৩০)।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا (٨)
৯: তখন তারা তাদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ করেছে এবং তাদের কাজের পরিণতি হয়েছে অনিষ্টই।	فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا (٩)
১০: আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো হে বিবেকসম্পন্নরা। ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য সম্মান অবতারণ করেছেন,	اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۛۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ(١٠)
১১: এ রসূল (৩১), যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ এর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে তাদেরকেই, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (৩২) অন্ধকারসমূহ থেকে (৩৩) আলোর দিকে নিয়ে যান। এবং যে আল্লাহ এর উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেগুলোতে তারা সর্বদা স্থায়ীভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য উত্তম জীবিকা রেখেছেন (৩৪)।	رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا (١١)
১২: আল্লাহ হন, যিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন (৩৫) এবং অনুরূপ সংখ্যায় যমীনসমূহও (৩৬)। নির্দেশ সেগুলোর মধ্যখানে অবতীর্ণ হয় (৩৭), যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন, আল্লাহ এর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। *	اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢)

রাখে, তাহলে সে পারিশ্রমিকের উপযোগী নয়।

টীকা-২৫: না পুরুষ স্ত্রীর বেলায় সংকীর্ণতা প্রদর্শন করবে, না স্ত্রী উক্ত ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে।

টীকা-২৬: উদাহরণ স্বরূপ, মা যদি অপর কোন নারীর সমান বিনিময় মূল্যের উপর রাজি না হয় এবং পিতাও বেশী দিতে না চায়,

টীকা-২৭: তালাক্বপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকে এবং স্তন্যদানে নিয়োজিত নারীদেরকে

টীকা-২৮: অর্থাৎ আর্থিক সংকটের পর।

টীকা-২৯: এটা দ্বারা পরকালের হিসাব বুঝানো হয়েছে, যা অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত। এ জন্য 'অতীতকাল' বাচক ক্রিয়া দ্বারা তা বিবৃত হয়েছে।

টীকা-৩০: জাহান্নামের শাস্তির, অথবা দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও হত্যা ইত্যাদি বিপদে আক্রান্ত করে।

টীকা-৩১: অর্থাৎ ঐ 'সম্মান' হচ্ছে 'রসূল কারীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।'

টীকা-৩২: কুফর ও অজ্ঞতার

টীকা-৩৩: ঈমানের ও জ্ঞানের

টীকা-৪৩: জান্নাত, যার নি'মাতসমূহ স্থায়ী হবে, কখনো নিঃশেষ ও বন্ধ হবেনা।

টীকা-৩৫: একের উপর অপরটা প্রত্যেকটার ঘনত্ব পাঁচশ বৎসরের পথ। আর প্রত্যেকটার দূরত্ব অপরটি পর্যন্ত পাঁচশ বৎসরের পথ

টীকা-৩৬: অর্থাৎ সাতটি যমীন

টীকা-৩৭: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এর নির্দেশ ঐ সবটিতেই প্রচলিত ও কার্যকর রয়েছে অথবা অর্থ এ যে, জিব্রাঈল আমীন আসমান থেকে ওহী নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে অবতীর্ণ হন।

*

টীকা-১: 'সূরা তাহরীম' মাদানী, এতে দু'টি রুকু', বারটি আয়াত, দু'শ সাতচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার ষাটটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) হযরত উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)-এর ঘরে তাশরীফ আনয়ন করলেন। তিনি হুযূরের অনুমতি নিয়ে তাঁর পিতা হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-কে দেখতে গেলেন। হুযূর হযরত মারিয়া ক্বিবতিয়াকে খেদমতের সুযোগ দান করে ধন্য করলেন। এতে হযরত হাফসার মন ভারী হলো। হুযূর তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইরশাদ ফরমালেন, "আমি মারিয়াকে নিজের উপর হারাম করলাম এবং আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমার পর উম্মতের শাসন ক্ষমতার মালিক হযরত আবূ বাকর ও ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) হবেন। এটা শুনে তিনি খুশী হলেন। আর অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি সমস্ত আলোচনা হযরত আয়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)-কে শুনালেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, যে বস্তু আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য হালাল করেছেন অর্থাৎ মারিয়া ক্বিবতিয়া, তাকে আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিচ্ছেন আপন বিবিগণ (হাফসাহ ও আয়িশা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)-এর সন্তুষ্টির জন্য?

এ আয়াতের শানে নুযূলের প্রসঙ্গে অন্য একটি অভিমত এটাও রয়েছে যে উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনতে জাহশের নিকট যখন হুযূর তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনি হুযূরের সম্মুখে মধু পেশ করতেন। একারণে তাঁর সেখানে হুযূরের কিছুক্ষণ বেশী অতিবাহিত হতো। এটা হযরত আয়িশা ও হাফসাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)-এর নিকট অসহ্য হলো এবং তাঁদের মনে ঈর্ষা (رشك) হলো। তারা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হুযূর তাশরীফ নিয়ে এলে এভাবে আরয করা হোক যে, 'হুযূরের বরকতময় মুখ থেকে 'মাগাফীর' (مغافير)-এর গন্ধ আসছে।" বস্তুতঃ মাগা-ফীরের গন্ধ হুযূরের নিকট অপছন্দনীয় ছিলো। সুতরাং তাই করা হলো। তাদের উদ্দেশ্য হুযূরের জানা ছিলো। তিনি ইরশাদ ফরমালেন- "আমার নিকট তো মাগা-ফীর নেই। যয়নাবের ঘরে আমি মধু পান করেছি। সেটা আমি নিজের উপর হারাম করে নিচ্ছি।" উদ্দেশ্য এ যে, 'হযরত যয়নাবের সেখানে 'মধু' পানের ব্যস্ত তার কারণে তোমাদের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুতরাং আমি মধু পানই বর্জন করছি।' এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা তালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা তাহরীম (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১২, রুকূ'-২

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبۡتَغِیۡ مَرۡضَاتَ اَزۡوَاجِكَ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱﴾

১: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী)! আপনি নিজের উপর কেন হারাম করে নিচ্ছেন ঐ বস্তুকে, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন (২)? আপন বিবিগণের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

قَدۡ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ اَیۡمَانِكُمۡ ۚ وَ اللّٰهُ مَوۡلٰىكُمۡ ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیۡمُ الۡحَكِیۡمُ ﴿۲﴾

২: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথগুলোর পতন (সেগুলো থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন (৩) এবং আল্লাহ তোমাদের মুনিব এবং আল্লাহ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

وَ اِذۡ اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلٰی بَعۡضِ اَزۡوَاجِهٖ حَدِیۡثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتۡ بِهٖ وَ اَظۡهَرَهُ اللّٰهُ

৩: এবং যখন নাবী আপন এক বিবিকে (৪) একটা গোপন কথা গোপনে বলেছিলেন (৫), অতঃপর যখন সে (৬) তা প্রকাশ করে দিলো, আর আল্লাহও তা নাবীর নিকট প্রকাশ করে

টীকা-৩: অর্থাৎ কাফফারা। সুতরাং আপনি মারিয়াকে সেবা করার সুযোগ দান করে ধন্য করুন, অথবা মধু পান করে নিন। অথবা 'শপথগুলোর পতন' (সেগুলো থেকে মুক্তিলাভের উপায়) নির্ধারণ দ্বারা এটাই বুঝায় যে, শপথের পর 'ইনশাআল্লাহ' বলা হোক। যাতে সেটার পরিপন্থী কাজ করলে শপথ ভঙ্গ' (حِنث) না হয়।

হযরত মুক্বাতিল থেকে বর্ণিত- বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) হযরত মারিয়াকে 'হারাম করা' (تحريم)-এর কাফফারা স্বরূপ একটা ক্রীতদাস আযাদ করেছিলেন। হযরত হাসান (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত যে, হুযূর কাফফারা প্রদান করেন নি। কেননা, তিনি 'মাগফূর' (নিষ্পাপ)। কাফফারার নির্দেশ উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হালালকে নিজের উপর হারাম করে নিলে তা 'শপথ' হয়ে যায়।

টীকা-৪: অর্থাৎ হযরত হাফসাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)।

টীকা-৫: মারিয়াকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার কথা এবং তদসঙ্গে এ কথাও ইরশাদ করা যে, 'এটা কারো নিকট প্রকাশ করোনা।'

টীকা-৬: অর্থাৎ হযরত হাফসাহ হযরত আয়িশাকে (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)

টীকা-৭: অর্থাৎ মারিয়াকে হারাম করা ও 'শায়খাঈন (হয়রত আবূ বকর ও হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا)-এর খিলাফতের প্রসঙ্গে যেই দু'টি কথা ইরশাদ করেছিলেন, তন্মধ্যে একটা কথার উল্লেখ করেন যে, 'তুমি এ কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছো' এবং অপর কথাটা উল্লেখ করেন নি। হুযূরের বদান্যতার এ মহান শান ছিলো যে, পাকড়াও করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় এড়িয়ে গেছেন।

টীকা-৮: হযরত হাফসাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا)।

টীকা-৯: যাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়িশা ও হাফসাহ (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا)-কে সম্বোধন ফরমাচ্ছেন-

টীকা-১০: এটা তোমাদের উপর ওয়াজিবও। যেহেতু,

টীকা-১১: কারণ, তোমাদের নিকট ঐ কথা পছন্দীয় হলো, যা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট অপছন্দনীয়। অর্থাৎ মারিয়াকে হারাম করা।

দিলেন। অতঃপর নাবী সে বিষয়ে কিছু ব্যক্ত এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন (৭)। সুতরাং নাবী তাকে সে সম্পর্কে খবর দিলেন, তখন সে বললো (৮), 'হুযূরকে কে বলেছেন?' ইরশাদ করলেন, 'আমাকে যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত তিনিই বলেছেন (৯)।'	عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَ اَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ (۳)
৪: (হে) নাবীর বিবিদ্বয়! যদি আল্লাহ এর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, তবে (১০) নিশ্চয় তোমাদের অন্তর সঠিক পথ থেকে কিছুটা সরে গেছে (১১) এবং যদি তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা জোট বাঁধো (১২), (একে অপরকে সাহায্য করো,) তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ। এবং এরপর ফিরিশতাগণ সাহায্যকারী রয়েছে।	اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَ اِنْ تَظٰهَرَا عَلَیْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓىٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ (۴)
৫: তাঁর প্রতিপালকের জন্য এটা অসম্ভব নয় যে, যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেন, তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম বিবি প্রদান করবেন, যাঁরা অনুগত, ঈমানদার, আদবসম্পন্ন (১৩), তাওবাকারী, ইবাদতকারী (১৪), রোযাদার, বিবাহিতা ও কুমারী (১৫)।	عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ یُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓىٕبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓىٕحٰتٍ ثَیِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا (۵)
৬: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো (১৬) যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ (১৭) ও পাথর (১৮), যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন (১৯) যারা আল্লাহ এর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে (২০)।	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِیْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلٰٓىٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (۶)

টীকা-১২: এবং পরস্পর মিলে এমন পন্থা অবলম্বন করো, যা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়,

টীকা-১৩: যাঁরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অনুগত ও তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী হয়,

টীকা-১৪: অর্থাৎ অধিক ইবাদতকারী।

টীকা-১৫: এটা হচ্ছে সতর্কবাণী পবিত্র বিবিগণের জন্য যে, যদি তাঁরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে দুঃখ দেন, আর হুযূর আনওয়ার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেন, তবে হুযূর (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে আল্লাহ তা'আলা আপন করুণা ও অনুগহক্রমে আরো উত্তম বিবি দান করবেন। এই সতর্কবাণী থেকে পবিত্র বিবিগণের উপর বিশেষ প্রভাব প্রতিফলিত হলো। আর তাঁরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সেবা করার সৌভাগ্যকে সমস্ত নি'মাত অপেক্ষাও শ্রেয় মনে করলেন, আর হুযূরের পবিত্র মন জয় করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে তালাক্ব দেননি।

টীকা-১৬: আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের আনুগত্য অবলম্বন করে, ইবাদতসমূহ পালন করে, পাপাচার থেকে বিরত রয়ে, পরিবার-পরিজনকে সৎকর্মের প্রতি পথ-প্রদর্শন ও মন্দকাজে বাধা প্রদান করে এবং তাদেরকে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিয়ে।

টীকা-১৭: অর্থাৎ কাফির

টীকা-১৮: অর্থাৎ বোত ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এ যে, জাহান্নামের আগুনের তাপ খুবই প্রকট। আর যেভাবে দুনিয়ার আগুন কাঠ ইত্যাদি দ্বারা জ্বলে, জাহান্নামের আগুন ঐসব বস্তু দ্বারাই জ্বলে, যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৯: যারা অতি মজবুত ও শক্তিশালী এবং তাদের স্বভাবে দয়াই নেই

টীকা-২০: কাফিরদেরকে, দোযখে প্রবেশের মুহূর্তে বলা হবে- যখন তারা দোযখের আগুনের কঠোরতা ও সেটার শাস্তি দেখতে পাবে।

টীকা-২১: কেননা, এখন তোমাদের জন্য কোন বাহানা-অজুহাতের অবকাশ বাকী থাকেনি, না আজ কোন ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে।

টীকা-২২: অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবাহ। যার প্রভাব তাওবাহকারীর কার্যাদিতে প্রকাশ পায় এবং তার জীবন আনুগত্য ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা আবাদ হয়ে যায়, আর সে পাপাচারসমূহ থেকে বিরত থাকে।

৭: হে কাফিরগণ! আজ বাহানা তৈরি করো না (২১)। তোমরা ঐ প্রতিফল পাবে, যা তোমরা করতে।	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧)
রুকূ'-২	
৮: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এর প্রতি এমন তাওবাহ করো যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায় (২২) অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতিপালক (২৩) তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের থেকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ঐ বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, যেদিন আল্লাহ তা'আলা অপমানিত করবেননা নাবী ও তাঁর সঙ্গেকার ঈমানদারদেরকে (২৪), তাদের আলো দৌঁড়াতে থাকবে তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডান দিকে (২৫), আরয করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও (২৬) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তোমার প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতা রয়েছে। ৯: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নাবী) (২৭)।	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (٨)
কাফিরদের বিরুদ্ধে ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে (২৮) জিহাদ করুন। এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম আর কতই মন্দ পরিণতি!	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٩)
১০: আল্লাহ কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন (২৯)- নূহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রী, তারা দু'জনই আমার বান্দাদের মধ্যে দু'জন আমার নৈকট্যের উপযুক্ত বান্দার বিবাহে ছিলো। অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করলো (৩০)। সুতরাং তাঁরা (হযরত নূহ ও হযরত লূত) আল্লাহ এর সম্মুখে তাদের কোন কাজে আসেনি এবং বলে দেয়া হলো (৩১), তোমরা উভয় নারী জাহান্নামে প্রবেশ করো প্রবেশকারীদের সাথে (৩২)।	ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ (١٠)

হযরত ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলেন, 'তাওবাহ-ই-নাসূহ' হচ্ছে এ যে, তাওবাহ করার পর তাওবাহকারী আর গুণাহ এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না, যেমনিভাবে দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনের মধ্যে প্রবেশ করেনা।

টীকা-২৩: 'তাওবাহ' কবূল করার পর

টীকা-২৪: এতে কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ দিনটি তাদের লাঞ্ছনার দিন হবে। আর নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ও হযূরের সঙ্গধন্যদের সম্মানের,

টীকা-২৫: 'পুল সিরাতের' উপর। আর যখন মু'মিনগণ দেখবে যে, মুনাফিক্বদের নূর নিভে গেছে,

টীকা-২৬: অর্থাৎ সেটা স্থায়ী রাখো, যেন জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত স্থায়ী হয়

টীকা-২৭: তরবারি দ্বারা

টীকা-২৮: কঠোর কথা, সুন্দর উপদেশ এবং শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা

টীকা-২৯: এ মর্মে যে, তাদেরকে তাদের কুফর ও মু'মিনদের প্রতি শত্রুতার জন্য শাস্তি দেয়া হবে। আর এ কুফর ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তাদের বংশ এবং মু'মিনগণ ও আল্লাহ এর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা তাদের কোন উপকার করবে না।

টীকা-৩০: দ্বীন-এর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তারা কুফর অবলম্বন করেছে। হযরত নূহ (عَلَیْہِ السَّلَام)-এর স্ত্রী 'ওয়াহিলাহ' (واھلہ) তার সম্প্রদায়কে হযরত নূহ (عَلَیْہِ السَّلَام) সম্পর্কে বলতো যে, তিনি উন্মাদ। আর হযরত লূত (عَلَیْہِ السَّلَام)-এর স্ত্রী 'ওয়াইলাহ' (واعلہ) স্বীয় মুনাক্বিকে গোপন করতো। আর যে-ই মেহমান তাঁর নিকট আসতো আগুন জ্বালিয়ে আপন সম্প্রদায়কে তাদের আগমনের সম্পর্কে অবহিত করতো

টীকা-৩১: তাদেরকে, মৃত্যুর সময় অথবা ক্বিয়ামত-দিবসে। (আর অতীতকাল বাচক ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে) নিশ্চিতভাবে সংগঠিত হবার প্রতি লক্ষ্য রেখেই।

টীকা-৩২: অর্থাৎ আপন সম্প্রদায়ের কাফিরদের সাথে। কেননা, তেমাদের ও ঐ নাবীগণের মধ্যে তোমাদের কুফরের কারণে সম্পর্ক বাকি থাকেনি।

টীকা-৩৩: যে, তাদেরকে অপরের অবাধ্যতা কোন ক্ষতি করতে পারে না-

টীকা-৩৪: যাঁর নাম আসিয়া বিনতে মুযাহিম। যখন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যাদুকরদেরকে পরাজিত করলেন তখন এ আসিয়া তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসলেন। ফিরআ'উনের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো। তখন সে তাকে অসহনীয় কষ্ট দিলো। তাঁর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ে চারটা পেরেক ঠুকে দিলো। ভারী চাক্কি (পাথর) তাঁর বুকের উপর চাপিয়ে দিলো এবং উত্তপ্ত রোদে নিক্ষেপ করলো। যখন ফির'আউনের অনুসারীরা তাঁর নিকট থেকে সরে পড়তো তখন ফিরিশতা তাঁকে ছায়া দিতেন।

১১: এবং আল্লাহ মুসলমানদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (৩৩)- ফিরআউনের বিবি (৩৪), যখন সে আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে ঘর তৈরী করো (৩৫) এবং আমাকে ফিরআউন ও তার, কর্ম থেকে মুক্তি দাও (৩৬) এবং আমাকে যালিম লোকদের থেকে মুক্তি দান করো (৩৭)।	وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ (۱۱)
১২: এবং ইমরানের * কন্যা মারয়াম, ** যে আপন সতীত্বকে রক্ষা করেছিলো। তখন আমি তার মধ্যে আমার নিকট থেকে 'রূহ' ফুৎকার করেছি এবং সে আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ (৩৮) এবং তাঁর কিতাবসমূহে (৩৯) সত্যায়ন করলো এবং অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। ★★★	وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِیْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِیْنَ (۱۲)

টীকা-৩৫: আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাসস্থান, যা জান্নাতে প্রস্তুত রয়েছে তা তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন এবং ঐ খুশীতে ফির'আউনের নির্যাতনসমূহের কষ্ট তাঁর নিকট সহজ হয়ে গেলো।

টীকা-৩৬ 'ফির'আউনের কর্ম' দ্বারা হয়ত তার শির্ক, কুফর ও যুলুম-নির্যাতন বুঝানো উদ্দেশ্য অথবা তার সান্নিধ্য।

টীকা-৩৭: অর্থাৎ ফির'আউনের ধর্মাবলম্বীদের কবল থেকে। সুতরাং তাঁর এ প্রার্থনা কবূল হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রূহ কব্জ করলেন। আর ইবনে কায়সান বলেন যে, তাঁকে জীবিত উঠিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

টীকা-৩৮: প্রতিপালকের 'বাণীসমূহ' দ্বারা 'শরীয়াতের বিধানাবলী' বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

টীকা-৩৯: 'কিতাবসমূহ' দ্বারা ঐসব কিতাব বুঝানো হয়েছে যেগুলো নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। ★★★

ইমরান দু'জন। একজন হলেন- হযরত মূসা ও হযরত হারূন (عَلَيْهِمَا السَّلَام)-এর সম্মানিত পিতা। তাঁর বংশীয় শাজরা এরূপঃ ইমরান ইবনে ইয়াসহার ইবনে ফাহিস ইবনে লা-ভী ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম (عَلَيْهِمُ السَّلَام)। দ্বিতীয় ইমরান হলেন- ইমরান ইবনে মাসান, হযরত মারয়ামের পিতা, হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর নানা। যাঁদের পবিত্র বংশীয় শাজরা এরূপঃ ইমরান ইবনে মাসান ইবনে আদির ইবনে আবী হূদ ইবনে রাব্বি বাবিল ইবনে সা-লিয়ান ইবনে ইয়ূহনা ইবনে 'ঊশা ইবনে উমায়র ইবনে মী-শাক ইবনে খা-রিক্বা ইবনে ইয়ূনাম ইবনে গারযিপা ইবনে ইয়ূযান ইবনে সাক্বিত ইবনে ঈশা ইবনে রাজক্বীম ইবনে সুলায়মান ইবনে দাঊদ ইবনে ঈশা ইবনে আভীল ইবনে সালমূন ইবনে ইয়া'ইর ইবনে মামশূন ইবনে 'আমইয়া ইবনে দাম ইবনে হাযারদাম ইবনে ফারিয ইবনে ইয়াহুদা ইবনে য়া'কূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম (عَلَيْهِمُ السَّلَام)। (তাফসীর-ই-রুহুল বয়ান) উক্ত দু'ইমরানের মধ্যখানে এক হাজার আটশ বছরের ব্যবধান রয়েছে। (তাফসীর-ই-কাবীর, তাফসীর-ই-নঈমীঃ ৩ খন্ড)

এখানে দ্বিতীয় ইমরানের কথা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর নানা। কেননা, সামনে 'রূহ' অর্থাৎ হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীর-ই-নাঈমী)।

★★ হযরত মারয়াম, হযরত ফাতিমা, হযরত আয়েশা ও হযরত খাদীজা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ)-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর?

এ'তে মত বিরোধ রয়েছে যে, উপরোক্ত মহিলাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর? কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত মারয়াম শ্রেষ্ঠতর। কারণঃ
(এক) সূরা আল-ই-ইমরানে ইরশাদ হয়েছে যে, (হযরত) মারয়াম সমগ্র জাহানের নারীদের মধ্যে উত্তম। সেখানে 'জাহান' শব্দটা ব্যাপক। সেটাকে নিজস্ব অভিমত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

দুই) ইবনে জরীর হযরত ফাতিমা (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ইরশাদ ফরমায়েছেন- "হে ফাতিমা। তুমি মারয়াম ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত জান্নাতী মহিলাদের সয়দার।"

তিন) ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণনা করেছেন- হুযূর (عَلَيْهِ السَّلَام) ইরশাদ ফরমায়েছেন- জান্নাতী মহিলাদের সরদার হচ্ছে মারয়াম। অতঃপর ফাতিমা, অতঃপর খাদীজা, অতঃপর আসিয়া (ফিরআ'উনের স্ত্রী))

চার) ইবনে আবী শায়বাহ ইবনে কাহুল থেকে বর্ণনা করেছেন- হুযূর (عَلَيْهِ السَّلَام) ইরশাদ ফরমায়েছেন- উটের উপর আরোহণকারী নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে কুরাঈশ বংশীয় ঐ নারীগণ, যারা আপন সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও স্বামীদের হিতাকাংখী। আর যদি আমার অনুসন্ধানে এ কথা সুস্পষ্ট হতো যে, মারয়াম বিনতে ইমরান উটের উপর আরোহণ করেছেন, তবে আমি তাঁর উপর কাউকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম না।

পাঁচ) হযরত মারয়াম হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর মাতা। আর অন্যান্য মহিলাদের, নাবীর মাতা হবার সৌভাগ্য হয়নি।
ছয়) হযরত মারয়াম পবিত্র শৈশবে কথা বলেছেন। অন্যানা মহিলাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি।
সাত) হযরত মারয়ামের লালন-পালন মহান প্রতিপালকই করেছেন, আর অন্যান্যদেব করেছেন তাঁদের মাতাপিতা।
আট) হযরত মার্য়ামের নিকট জান্নাতের ফলমূল এসেছে, অন্যান্য নারীদের নিকট তা আসেনি।
নয়) হযরত মারয়াম 'হায়য' ও 'নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) থেকে পবিত্র ছিলেন, কিছু অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য নেই।

এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত মারয়ামই শ্রেষ্ঠতম। কেউ কেউ বলেছেন হযরত ফাতিমা, হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ) হযরত মারয়াম, বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। খোদ মহান প্রতিপালকের ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- (يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ) অর্থাৎ হে শেষ যামানার নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)- এর পরিবারের নারীগণ। তোমরা অন্য কোন নারীর মতো নও, বরং সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হও।" আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا) অর্থাৎ- "হে মাহবুব। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)-এর পরিবারভূক্তরা। মহান প্রতিপালক চাচ্ছেন যে, তোমাদের থেকে সব ধরনের অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে যাহির ও বাতিন- উভয় দিক দিয়ে খুব পবিত্র করবেন।" হযরত মারয়াম হযরত ইমরানের চোখের আলো, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু হযরত ফাতিমা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) তো জ্বীন ও ইনসানের সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)-এর কলিজার টুকরা, হযরত আলী মুরতাদার পবিত্র স্ত্রী, শহীদানের সরদারদ্বয় হযরত হাসান ও হুসাইন (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)- এরই সম্মানিত মাতা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু হযরত মারয়াম এর মধ্যে নেই। এখন প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত মারিয়ামের প্রসঙ্গে যে ইরশাদ ফরমায়াছেন- (وَ اصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ) (এবং তিনি, হে মারয়াম। তোমাকে সমগ্র জাহানের নারীদের উপর মনোনীত করেছেন।) এর অর্থ কি? এর জবাবে এ'যে- এটা হচ্ছে তেমনি, যেমন বানী ইসরাইল সম্প্রদায় সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- (وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) (অর্থাৎ হে বানী ইসরাঈল। তোমাদেরকে আমি সমগ্র জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) সুতরাং এ দুটি আয়াতের মাহাত্ম দাঁড়াবে এই- যেমন ঐ যুগে বানী-ইসরাইল অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে উত্তম ছিলো, তেমনি ঐ যুগের সমস্ত নারী অপেক্ষা হযরত মারয়াম শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাছাড়া, হযরত মারিয়াম এর নিকট যদি জান্নাতী ফলমূল এসে থাকে, তবে হুযূর (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام)-এর গোলামদেরকে জান্নাতের পানি পান করানো হয়েছে। আর সেখানকার নিয়ামতসমূহ আহার করানো হয়েছে। হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এক পেয়ালা পানি থেকে চৌদ্দশত পিপাসার্ত সাহাবা কিরামকে পরিতৃপ্ত করা হয়েছিলো। এক গ্লাস দুধ থেকে সত্তরজন সাহাবী পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। হযরত জাবির (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর ঘরে মাত্র চার সের যব থেকে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী, বরং সমস্ত মাদীনাবাসী পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। ঐ পানি, দুধ, মাংস ও আটা কোত্থেকে এসেছিলো? হুযুর (عَلَيْهِ السَّلَام) সেগুলোর সম্পর্ক জান্নাতের সাথেই করে দিয়েছিলেন। এগুলো সেখানকারই নিয়ামত ছিলো। আর যদি হযরত মারয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব হযরত যাকারিয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) নিয়ে থাকেন, তবে হযরত ফাতিমা যাহরা তো নাবীকুল সরদার হুযুর মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)-এর কোলেই লালিত হয়েছিলেন। আর যদি হযরত মারয়াম হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর মাতা হন, তবে হযরত ফাতিমা যাহরা তো হুযূর (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর কন্যা ছিলেন এবং হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)- এর বংশ মুবারক তাঁরই মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। আর যদি হযরত মারয়ামের সাথে ফিরিশতাগণ কথা বলে থাকেন, তবে হযরত আয়েশা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)-কে হযয়ত জিব্রাঈল সালাম করেছিলেন। মোটকথা সামগ্রিক (كلى) শ্রেষ্ঠত্ব এসব মহিলাদের ভাগ্যে জুটেছিলো আর হযরত মারয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে আংশিক হিসেবে (جزئى)। হযরত মুক্বাতিল বর্ণনা করেছেন যে, চারজন মহিলাই সমগ্র জাহানের নারীদের সরদার- ১) মারয়াম বিনতে ইমরান, (২) আসিয়া বিনতে মুযাহিম (ফিরআউনের স্ত্রী), ৩) খাদীজা বিনতে খুয়ায়লেদ এবং ৪) ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم)। আর তাদের মধ্যে অধিক শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত ফাতিমা যাহরা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)। অনুরূপভাবে, ইবনে জারীর আম্মার ইবনে সা'আদ থেকে বর্ণনা করেছেন- আমাকে হুযূর (عَلَيْهِ السَّلَام) ইরশাদ ফরমায়েছেন- 'মারয়াম যেমন সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলো, খাদীজাও তেমনি আমার উম্মতের সমস্ত নারীর মধ্যে উত্তম। অনুরূপভাবে, হুযূর (عَلَيْهِ السَّلَام) ইরশাদ ফরমায়েছেন- আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি- আল্লাহ এর কিতাব ও আমার বংশধরগণ। এ দু'টি আলাদা হবে না। শেষ পর্যন্ত আমার নিকট 'হাওয়'-এর পাশে এসে যাবে। হযরত মারয়ামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে হযরত ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে শিশু অবস্থায় বাকশক্তি দান করে তাঁর পবিত্রতা ও মহত্বের সাক্ষ্যদান করানো হয়েছিলো, হযরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে একটি দুগ্ধপায়ী শিশুর মাধ্যমে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতাকে প্রকাশ করা হয়েছিলো। কিন্তু যখনই আল্লাহ এর মাহবুবের মাহবুবা হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলো তখনো তো কোন দুগ্ধপায়ী শিশু কিংবা কোন বৃক্ষ কিংবা কোন পাথর কিংবা কাঠ ইত্যাদিকে বাকশক্তি প্রদান করে সাক্ষ্য প্রদান করানো সম্ভব ছিলো, কিন্তু তা করা হয়নি, বরং মহান প্রতিপালক নিজেই তাঁর পবিত্রতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও জান্নাতী হবার সাক্ষ্য এভাবে দিলেন যে, 'সূরা-ই-নূর'-এর মধ্যে আঠারটি আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যেগুলোর মধ্যে তাঁর পবিত্র চরিত্রের ঘোষণা দিয়েছেন। আর অপবাদদাতাদেরকে, বরং অন্তরে সন্দেহ পোষণকারীদেরকে, নীরবতা পালনকারীদের অর্থাৎ অপবাদের খণ্ডন থেকে যারা বিরত ছিলো তাদেরকেও কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে ও অপবাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। এ ব্যবধান কেন ছিলো? এটা মর্যাদারই ব্যবধান প্রকাশের জন্যই ছিলো। এ থেকে আয়িশা সিদ্দীক্বাহ এর শ্রেষ্ঠত্ব হযয়ত বিবি মারয়ামের উপর নিঃশর্তভাবে প্রমাণিত হলো যে, বিবি মারয়ামের পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছেন দুগ্ধপায়ী শিশু আর হযরত আয়িশার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন খোদ রাব্বুল আলামীন। (সুবহানাল্লাহ।) (তাফসীর-ই-নাঈমীঃ ৩য় খণ্ড)

★★★
'সূরা তাহরীম' সমাপ্ত।
★★* অষ্টাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

টীকা-১: 'সূরাতুল মুলক' মাক্কী, এতে দু' টি রুকু', বত্রিশটি আয়াত, তিনশ বিশটি পদ এবং এক হাজার তিনশ তেরটি বর্ণ আছে।
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- 'সূরা মূলক' সুপারিশ করে (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর সাহাবীগণ এক জায়গায় তাঁবু খাটালেন। সেখানে একটি কবর ছিলো, কিন্তু সেটা তাঁদের ধারণায় ছিলো না। ঐ কবরবাসী 'সূরা মূলক' পাঠ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সূরাটাই পাঠ করলেন। অতঃপর তাঁবুধারী সাহাবী নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, "আমি এক কবরের উপর তাঁবু খাটিয়েছিলাম। আমার ধারণাও ছিলো না যে, সেখানে কবর আছে। বাস্তবে সেখানে কবর ছিলো। কবরবাসী 'সূরা মূলক' পাঠ করছিলো। এমনকি, পূর্ণ সূরাটাই তিলাওয়াত করে ফেললো।" বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "এ সূরাটা হচ্ছে 'মানি'আহ্' (বাধাসৃষ্টিকারী, রক্ষাকারী) ও 'মুনজিয়াহ' (নাজাতদাতা)। এটা কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়।" (তিরমিযী শরীফ। ইমাম তিরমিযী সেটাকে 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস বলেছেন।)

টীকা-২: যা চান তাই করেন- যাকে চান সম্মান দান করেন, যাকে চান অপমানিত করেন।
টীকা-৩: পার্থিব জীবনে-
টীকা-৪: অর্থাৎ কে অধিক অনুগত ও নিষ্ঠাবান।
টীকা-৫: অর্থাৎ আসমানগুলোর সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ এর ক্ষমতা প্রকাশ পায় যে, তিনি কেমনই মজবুত, শক্ত, সোজা, বরাবর করে এবং যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।
টীকা-৬: আসমানের দিকে দ্বিতীয়বার,
টীকা-৭: এবং বারংবার দেখো।
টীকা-৮: যে, বারংবার অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও কোন ত্রুটি পেতে পারো না।

সূরাঃ ৬৭ মুলক	১০১৩	মানযিল-৭	পারাঃ ২৯

সূরা মুলক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা মুলক (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৩০, রুকূ'-২

১: বড়ই কল্যাণময় তিনি, যাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব (২), এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান,	تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ ۫ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرُ ۙ﴿۱﴾
২: তিনিই, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় (৩)- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম (৪)। এবং তিনিই মহা সম্মানিত, ক্ষমাশীল,	الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲﴾
৩: যিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন একটার উপর অপরটা, তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কি পার্থক্য দেখছো (৫)? সুতরাং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে দেখো (৬) তুমি কি কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছো?	الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾
৪: অতঃপর আবার দৃষ্টি উপরের দিকে করো(৭), দৃষ্টি তোমার দিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে ক্লান্ত ও হতভম্ব অবস্থায় (৮)।	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِیْرٌ ﴿۴﴾
৫: এবং নিশ্চয় আমি নিম্নতম আসমানকে (৯) প্রদীপমালা দ্বারা সজ্জিত করেছি (১০) এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য নিক্ষেপোকরণ করেছি (১১) এবং তাদের জন্য (১২) জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করেছি (১৩)।	وَ لَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّیٰطِیْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ ﴿۵﴾
৬: এবং যারা আপন প্রতিপালকের সাথে কুফর করেছে (১৪) তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে এবং কতই মন্দ পরিণতি!	وَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۶﴾

টীকা-৯: যা পৃথিবীর সর্বাধিক নিকটবর্তী।
টীকা-১০: অর্থাৎ তারকারাজি দ্বারা
টীকা-১১: অর্থাৎ যখন শয়তানগণ আসমানের দিকে তাদের কথাবার্তা শুনার ও বাক্যচুরির উদ্দেশ্যে পৌঁছে তখন নক্ষত্ররাজি থেকে অগ্নিশিখা ও অঙ্গারসমূহ নির্গত হয়, যেগুলো দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা হয়।
টীকা-১২: অর্থাৎ শয়তানদের জন্য
টীকা ১৩: আখিরাতে
টীকা-১৪: চাই তারা মানব জাতি থেকে হোক অথবা জিন জাতি থেকে হোক।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِىَ تَفُوْرُ ﴿۷﴾

৭: যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেটার চিৎকারের শব্দ শুনবে যে, তা জোশ মারছে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿۸﴾

৮: মনে হবে যেন ভীষন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। যখন কখনো কোন দলকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেটার দারোগা (১৫) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি (১৬)?’

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۖۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿۹﴾

৯: তারা বলবে, ‘কেন নয়? নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী তাশরীফ এনেছিলেন (১৭) অতঃপর আমরা অস্বীকার করেছি এবং বলেছি, ‘আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি।’ তোমরা তো নও, কিন্তু জঘন্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۰﴾

১০: এবং বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম (১৮), তবে দোযখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম না।’

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۱﴾

১১: এখন তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করলো (১৯)। সুতরাং দোযখীদের প্রতি ধিক্কার।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾

১২: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা না দেখে আপন প্রতিপালককে ভয় করে (২০), তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার (২১)।

وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾

১৩: এবং তোমরা নিজেদের কথা নীরবে বলো কিংবা সরবে, তিনি তো অন্তর্যামী (২২)।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۴﴾

১৪: তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন (২৩)? এবং তিনিই হন প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাতা, অবহিত।

রুকূ’-২

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾

১৫: তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ- পৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং আল্লাহ এর জীবিকাগুলো থেকে আহার করো (২৪)। এবং তাঁরই দিকে উত্থিত হতে হবে (২৫)।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿۱۶﴾

১৬: তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁরই থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তিনি তোমাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলবেন (২৬)? তখনই তা কাঁপতে থাকবে (২৭)।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ

১৭: অথবা তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁর থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তোমাদের প্রতি তিনি কঙ্করবর্ষী

টীকা-১৫: ‘মালিক’ (ফিরিশতা) ও তার সহকর্মীগণ তিরস্কারসূত্রে

টীকা-১৬: অর্থাৎ আল্লাহ্ এর নাবী, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তির ভয় দেখাতেন।

টীকা-১৭: এবং তারা আল্লাহ্ এর বিধানাবলী পৌঁছিয়েছেন এবং আল্লাহ এর ক্রোধ ও আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

টীকা-১৮: রসূলগণের হিদায়ত এবং তা মান্য করতাম,

মাসআলা: এ থেকে জানা যায় যে, অল্লাহ এর বিধানাবলী বর্তানোর ভিত্তি ওহী-ভিত্তিক ও যুক্তি-ভিত্তিক- উভয় প্রকার প্রমাণাদির (اَدِلّٰۂ سمعیّہ و عقلیّہ) উপরই প্রতিষ্ঠিত, উভয় প্রকারের প্রমাণই বিধানাবলী পালন করাকে অপরিহার্য করে।

টীকা-১৯: যে, রসূলগণকে অস্বীকার করতাম। আর তখনকার স্বীকৃতি কোন উপকারে আসেনা।

টীকা-২০: এবং তাঁর উপর ঈমান আনে,

টীকা-২১: তাদের সংকর্মগুলোর প্রতিদান।

টীকা-২২: তার নিকট কিছুই গোপন নয়।

শানে নুযূল: মুশরিকগণ একে অপরকে বলতো, “নিম্নস্বরে কথা বলো যেন মুহাম্মাদ (মুস্তফা (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم))-এর খোদা শুনতে না পান।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকতে পারে না। এ প্রচেষ্টা অনর্থক।

টীকা-২৩: আপন সৃষ্টির অবস্থাদি?

টীকা-২৪: যা তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-২৫: কবরগুলো থেকে প্রতিফলের জন্য।

টীকা-২৬: যেমন ক্বারূনকে ধ্বসিয়েছিলেন।

টীকা-২৭: যাতে তোমরা সেটার নিম্নস্তরে পৌঁছে যাও।

টীকা-২৮: যেমন লূত (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন?
টীকা-২৯: অর্থাৎ শাস্তি দেখে
টীকা-৩০: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ।
টীকা-৩১: যখন আমি তাদেরক ধ্বংস করেছি।
টীকা-৩২: বাতাসে উড়ার সময়।

অনুবাদ	আয়াত
ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন (২৮)? সুতরাং এখনই জানতে পারবে (২৯) কেমন ছিলো আমার ভয় প্রদর্শন।	فَسَتَعۡلَمُوۡنَ كَيۡفَ نَذِيۡرِ ﴿۱۷﴾
১৮: এবং নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীগণ অস্বীকার করেছে (৩০)। সুতরাং কেমন হয়েছে আমার অস্বীকার (৩১)?	وَ لَقَدۡ كَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيۡرِ ﴿۱۸﴾
১৯: এবং তারা কি নিজেদের উপরে পাখীগুলোকে দেখেনি? সেগুলো পাখা বিস্তার করে (৩২) ও সংকুচিত করে। সেগুলোকে কেউ স্থির রাখেনা (৩৩) পরম করুণাময় ব্যতীত (৩৪) নিশ্চয় তিনি সবকিছু দেখেন।	اَوَ لَمۡ يَرَوۡا اِلَى الطَّيۡرِ فَوۡقَهُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّ يَقۡبِضۡنَ ؕۘ مَا يُمۡسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحۡمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیۡءٍۢ بَصِيۡرٌ ﴿۱۹﴾
২০: অথবা তোমাদের সেই কোন বাহিনী আছে, যা পরম করুণাময়ের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবে (৩৫)? কাফিররা নয়, কিছু ধোকার মধ্যে (৩৬)।	اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ هُوَ جُنۡدٌ لَّكُمۡ يَنۡصُرُكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ ؕ اِنِ الۡكٰفِرُوۡنَ اِلَّا فِیۡ غُرُوۡرٍ ﴿۲۰﴾
২১: অথবা কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে জীবিকা দেবে যদি তিনি আপন জীবিকা বন্ধ রাখেন (৩৭)? বরং তারা অবাধ্য এবং ঘৃণার মধ্যে অবিচল হয়ে আছে (৩৮)।	اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ يَرۡزُقُكُمۡ اِنۡ اَمۡسَكَ رِزۡقَهٗ ۚ بَلۡ لَّجُّوۡا فِیۡ عُتُوٍّ وَّ نُفُوۡرٍ ﴿۲۱﴾
২২: তবে কি সেই ব্যক্তি, যে আপন মুখমণ্ডলের উপর ভর করে ঋজু হয়ে চলে (৩৯) অধিক সরল পথে রয়েছে, না সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে চলে (৪০), সরল পথের উপর রয়েছে (৪১)?	اَفَمَنۡ يَّمۡشِیۡ مُكِبًّا عَلٰى وَجۡهِهٖۤ اَهۡدٰۤى اَمَّنۡ يَّمۡشِیۡ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۲۲﴾
২৩: আপনি বলুন! (৪২) 'তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন (৪৩)। কত কম লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (৪৪)।'	قُلۡ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَكُمۡ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمۡعَ وَ الۡاَبۡصَارَ وَ الۡاَفۡـِٕدَةَ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۲۳﴾
২৪: আপনি বলুন! তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং	قُلۡ هُوَ الَّذِیۡ ذَرَاَكُمۡ فِی الۡاَرۡضِ وَ

টীকা-৩৩: পাখা প্রসারিত ও সংকুচিত করার সময় পতিত হওয়া থেকে নিরাপদে-
টীকা-৩৪: অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও যে, পাখীকুল ভারী, মোটা ও শরীরধারী হয়। আর ভারী বস্তু স্বতাবতঃ নিম্নগামীই হয়। তা আকাশে স্থির থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা' আলা এরই ক্ষমতায় সেগুলো স্থির থাকে। অনুরূপভাবে, আসমান-গুলোকেও তিনি যতদিন ইচ্ছা করবেন স্থির রাখবেন। আর যদি তিনি স্থির না রাখেন, তবে তা নীচে পড়ে যাবে।
টীকা-৩৫: যদি তিনি তোমাদেকে শাস্তি দিতে চান।
টীকা-৩৬: অর্থাৎ কাফির শয়তানের এই প্রতারণামূলক ধারণার শিকার যে, 'তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে না।'
টীকা-৩৭: অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কোন জীবিকাদাতা নেই।
টীকা-৩৮: যে সত্যের নিকটবর্তী হয়না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মু' মিনের জন্য একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন-
টীকা-৩৯: না সম্মুখে দেখতে পায়, না পেছনের দিকে, না ডানে, না বামে
টীকা-৪০: রাস্তা দেখতে পায়,
টীকা-৪১: যেগুলো গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। এ দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য এ যে, কাফির পথভ্রষ্টতার ময়দানে এভাবেই হতভম্ব ও দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে যে, না গন্তব্যস্থল তার জানা আছে, না রাস্তা চিনে। অর মু'মিন চোখ খুলতেই সত্যের পথে- দেখে ও চিনে চলে থাকে।
টীকা-৪২: হে মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। মুশরিকদেরকে যে, যে-ই খোদার দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি তিনি-
টীকা-৪৩: যেগুলো হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যম। কিন্তু তোমরা এসব শক্তি দ্বারা উপকার লাভ করোনি, যা শুনেছো তা মেনে নাওনি, যা দেখেছো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করোনি, আর যা বুঝেছো তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করোনি।
টীকা-৪৪: যে, আল্লাহ্ তা' আলা এর প্রদত্ত শক্তি ও অনুধাবনের উপকরণগুলোকে এ কাজে লাগাওনি যার জন্য, সেগুলো দান করা হয়েছে। এ কারণেই শির্ক ও কুফরের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছো।

অনুবাদ	আয়াত
তাঁরই প্রতি উত্থিত হবে (৪৫)।	اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (٢٤)
২৫: এবং বলে (৪৬), ‘এ প্রতিশ্রুতি (৪৭) কবে আসবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?’	وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٢٥)
২৬: আপনি বলুন, ‘এ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে এবং আমি তো এই সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই (৪৮)।’	قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٢٦)
২৭: অতঃপর যখন ওটা (৪৯) সন্নিকটে দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে (৫০) এবং তাদেরকে বলে দেয়া হবে (৫১), ‘এটাই হচ্ছে- যা তোমরা চাচ্ছিলে (৫২)	فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ (٢٧)
২৮: আপনি বলুন (৫৩), ‘ভালো, দেখোতো যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গপ্রাপ্তদেরকে (৫৪) ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের উপর দয়া করেন (৫৫), তবে সে কে আছে, যে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে (৫৬)?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (٢٨)
২৯: আপনি বলুন, ‘তিনিই পরম করুণাময় (৫৭), আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। সুতরাং এখনই জানতে পারবে (৫৮) কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।’	قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٩)
৩০: আপনি বলুন, ‘ভালো, দেখোতো! যদি সকালে তোমাদের পানি ভূ-গর্ভে ধ্বসে যার (৫৯), তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের নিকট পানি এনে দেবে, যা চোখের সামনে প্রবাহমান হয় (৬০)?’ ★	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ (٣٠)

টীকা-৪৫: ক্বিয়ামত-দিবসে হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলের জন্য।
টীকা-৪৬: মুসলমানদেরকে, ঠাট্টা ও বিদ্রুপচ্ছলে,
টীকা-৪৭: শাস্তি অথবা ক্বিয়ামতের,
টীকা-৪৮: অর্থাৎ শাস্তি অথবা ক্বিয়ামত আসার ভয় তোমাদেরকে প্রদর্শন করছি। এতটুকুর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। এটুকু করলেই আমার উপর কর্তব্য পালন সম্পন্ন হয়ে যায়। সময়সীমা বর্ণনা করা আমার দায়িত্ব নয়।
টীকা-৪৯: অর্থাৎ প্রতিশ্রুত শাস্তি
টীকা-৫০: চেহারা কালো হয়ে যাবে, আতঙ্ক ও দুঃখে আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে
টীকা-৫১: জাহান্নের ফিরিশতাগণ বলবে,
টীকা-৫২: এবং নবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে বলতো, “ঐ শাস্তি কোথায়? তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।” এখন দেখে নাও। এটা হচ্ছে ঐ শাস্তি যার জন্য তোমরা আবেদন করেছিলে।
টীকা-৫৩: হে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। মক্কার কাফিরদেরকে, যারা আপনার ওফাত কামনা করে,
টীকা-৫৪: অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ
টীকা-৫৫: এবং আমাদের বয়সকে আরো দীর্ঘ করে দেন,
টীকা-৫৬: তোমাদেরকে তো তোমাদের কুফরের কারণে অবশ্যই শাস্তিতে আক্রান্ত হতে হবে। সুতরাং আমার ওফাত তোমাদের কী উপকারে আসবে?
টীকা-৫৭: যার প্রতি আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি,
টীকা-৫৮: অর্থাৎ শাস্তির সময়,
টীকা-৫৯: এবং এতই গভীরে পৌঁছে যায় যে, বালতি (পানি উঠানোর উপকরণ) ইত্যাদি ব্যবহার করেও হাতের নাগালে পাওয়া না যায়,
টীকা-৬০: এ পর্যন্ত যে, প্রত্যেকের হাত পৌঁছতে পারে। এ’ তো শুধু আল্লাহ্ এরই ক্ষমতাধীন। সুতরাং যেগুলো কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেনা সেগুলোকে কেন ইবাদতের মধ্যে ঐ সত্য সর্বশক্তিমান খোদার সাথে শরীক করছো। ★
★★★★★★★
’ সূরা মুলক’ সমাপ্ত।

টীকা-১: এ সূরার নাম ‘সূরা নূন’ ও ‘সূরা ক্বালাম’। এ সূরাটি ‘মাক্কী।’ এতে রয়েছে দু’টি রুকূ’, বায়ান্নটি আয়াত, তিনশ’টি পদ ও এক হাজার দু’শ ছাপ্পান্নটি বর্ণ।

টীকা-২: আল্লাহ্ তা’আলা কলমের শপথ উল্লেখ করেছেন। এ ‘কলম’ দ্বারা হয়ত লিখকদের ‘কলম’ -এর কথা বুঝানো হয়েছে, যার সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব মঙ্গল ও উপকারাদি সম্পৃক্ত, অথবা সর্বোচ্চ ‘কলম’ -এর কথা বুঝানো হয়েছে, যা একটা ‘নূরী কলম’। আর সেটার দৈর্ঘ্য আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেটা আল্লাহ্ এর নির্দেশে ‘লাওহ্-ই-মাহফুয’ (সংরক্ষিত ফলক)-এর উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেছে।

সূরা ক্বালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বালাম (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫২, রুকূ’-২

বাংলা	আরবি
১: নূ-ন। কলম (২) ও তাদের লিখার শপথ (৩)।	نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾
২: আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উম্মাদ নন (৪),	مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾
৩: এবং অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে (৫),	وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾
৪: এবং নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই (৬),	وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾
৫: সুতরাং অবিলম্বে আপনিও দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে (৭)	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾
৬: যে তোমাদের মধ্যে কে উম্মাদ ছিলো।	بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾
৭: নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবে জানেন তাদেরকে, যারা সত্য পথে রয়েছে।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾
৮: আপনি অস্বীকারকারীদের কথা শুনবেন না।	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾
৯: তারা তো এ কামনায় রয়েছে যে, কোন মতে আপনি নমনীয় হোন (৮), অতঃপর তারাও নমনীয় হয়ে যাবে।	وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ﴿٩﴾
১০: এবং এমন কারো কথা শুনবেন না, যে বড় বড় শপথকারী (৯), লাঞ্ছিত,	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾

টীকা-৩: অর্থাৎ আদম সন্তানদের কার্যাদির সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদের লেখনীর শপথ।

টীকা-৪: তার অনুগ্রহ ও দয়া সর্বাঙ্গীন অবস্থা ঘিরে রয়েছে। তিনি আপনাকে মহা পুরস্কার ও অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, নবুয়ত ও হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছেন। পরিপূর্ণ কথাশিল্প সমৃদ্ধ বাকশক্তি (فصاحت) পূর্ণাঙ্গ বিবেক শক্তি, নির্মল ও পছন্দনীয় চরিত্র দান করেছেন। সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ পূর্ণতা সম্ভব সবই পূর্ণাঙ্গতম রূপেই দান করেছেন। প্রত্যেক ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে এ উচ্চ গুণসম্পন্ন সত্তাকে পবিত্র রেখেছেন। এ’তে কাফিরদের ঐ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে, যা তারা বলেছিলো- (يٰٓاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ) (অর্থাৎ ওহে, যার প্রতি ক্বুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! নিশ্চয় তুমি উন্মাদ!)

টীকা-৫: রিসালতের প্রচার, নবুয়ত প্রকাশ করা, সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা’আলা এর প্রতি আহ্বান করা এবং কাফিরদের এসব অসার কথাবার্তা, অপবাদ আরোপ করা ও সমালোচনা করার উপর ধৈর্য ধারণ করার জন্য,

টীকা-৬: হযরত উম্মুল মু’মিনীন (মুমিনদের মাতা) হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, “বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর ‘চরিত্র’ হচ্ছে পবিত্র ক্বুরআন।” হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ্ তা’আলা আমাকে উন্নত চরিত্র ও সুন্দর কার্যাদিকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গতা দানের জন্য প্রেরণ করেছেন।”

টীকা-৭: অর্থাৎ মক্কাবাসীগণও, যখন তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

টীকা-৮: ধর্মীয় ব্যাপারে, তাদের প্রতি বিবেচনা করে-

টীকা-৯: যে, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তার উপর শপথ করার ক্ষেত্রে দুঃসাহসী। সে ব্যক্তি দ্বারা হয়ত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা অথবা আসওয়াদ ইবনে য়াগূস অথবা আখনাস ইবনে শুরায়ক্বের কথা বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে তার দোষগুলোর বিবরণ দেয়া হচ্ছে-

টীকা-১০: যাতে মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে।

টীকা-১১: কৃপণ, না নিজে ব্যয় করে, না অপরকে সৎকাজে ব্যয় করতে দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) এর ব্যাখ্যায় এ বলেছেন যে, 'সৎকাজে বাধা প্রদান দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করার কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা আপন সন্তানদের ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে বলতো, "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও, তবে আমি তাকে আমার সম্পদ থেকে কিছুই দেবো না।"

টীকা-১২: দুরাচার, ব্যভিচারী।

টীকা-১৩: বদমেজাজ, গালিগালাজকারী।

টীকা-১৪: অর্থাৎ জারজ সন্তান। সুতরাং তার দ্বারা অসৎ কর্ম সম্পাদিত হওয়া কি আশ্চর্যের বিষয়? বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা গিয়ে তার মাকে বললো, "মুহাম্মাদ (মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আমার সম্পর্কে দশটি দোষ উল্লেখ করেছেন। নয়টি তো আমি জানি, যেহেতু সেগুলো আমার মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু দশম দোষটি (মূলে দোষ থাকা)-এর প্রকৃত অবস্থা আমার জানা নেই। হয়ত তুমি আমাকে এ সম্পর্কে সত্য সত্য বলবে, নতুবা আমি তোমার শিরচ্ছেদ করে ফেলবো।" এর জবাবে তার মা বললো, "তোমার পিতা নপুংসক (نامرد) ছিলো। আমি আশংকা করলাম যে, তার মৃত্যু ঘটবে, অতঃপর তার ধন-সম্পদগুলো অপর লোকেরা নিয়ে যাবে। তারপর আমি একজন রাখালকে ডেকে আনলাম। তুমি তারই ওরশ থেকে (জন্মলাভ করেছো)।

সূরাঃ ৬৮ ক্বালাম	১০১৮	মানযিল-৭	পারাঃ ২৯
১১: খুব নিন্দুক, এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে বিচরণকারী (১০),	هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِیۡمٍ ﴿ۙ۱۱﴾		
১২: সৎ কাজে বড় বাধা প্রদানকারী (১১), সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ (১২),	مَّنَّاعٍ لِّلۡخَیۡرِ مُعۡتَدٍ اَثِیۡمٍ ﴿ۙ۱۲﴾		
১৩: বদমেজাজ (১৩), এ সব কিছুর উপর অতিরিক্ত এ যে, তার মূলে ত্রুটি (১৪)।	عُتُلٍّۭ بَعۡدَ ذٰلِکَ زَنِیۡمٍ ﴿ۙ۱۳﴾		
১৪: তদুপরি, কিছু সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী।	اَنۡ کَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِیۡنَ ﴿ؕ۱۴﴾		
১৫: যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (১৫) তখন বলে, 'এতো পূর্ববর্তীদের কাহিনী (১৬)।'	اِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡہِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۱۵﴾		
১৬: অতি সত্বর আমি তার শুঁড়রূপী থুতনীর উপর দাগ দেবো (১৭)।	سَنَسِمُہٗ عَلَی الۡخُرۡطُوۡمِ ﴿۱۶﴾		
১৭: নিশ্চয় আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি (১৮) যেমন পরীক্ষা করেছিলাম এ উদ্যানপতিদেরকে (১৯), যখন তারা শপথ	اِنَّا بَلَوۡنٰہُمۡ کَمَا بَلَوۡنَاۤ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّۃِ ۚ اِذۡ اَقۡسَمُوۡا		

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ওয়ালীদ নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর শানে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলো (উন্মাদ)। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা তার দশটি বাস্তব দোষ প্রকাশ করে দিলেন। এ থেকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)- এর বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহ এর মাহবুব হিসেবে তাঁর মহা-মর্যাদার কথা বুঝা যায়।

টীকা-১৫: অর্থাৎ কুরআন মাজীদ,

টীকা-১৬: এবং এটা দ্বারা তার উদ্দেশ্য, এ কথা বলা যে, 'তা মিথ্যা।' আর তার এ কথা এরই ফল যে, আমি তাকে ধন- সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।

টীকা-১৭: অর্থাৎ তার চেহারা বিকৃত করে দেবো এবং তার অভ্যন্তরীন মন্দ অবস্থার চিহ্ন তার চেহারার উপর প্রকাশ করে দেবো। যাতে তার জন্য তা লজ্জার কারণ হয়। আখিরাতে তো এসব কিছু ঘটবেই, কিন্তু দুনিয়ায়ও এ সংবাদ পূর্ণ হয়েই থাকবে। এবং তার নাক কলঙ্কযুক্ত হয়ে গিয়েছিলে'। কথিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে তার নাক কেটে গিয়েছিলো। (খাযিন, মাদারিক ও জালালাঈনে অনুরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ বর্ণনার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, ওয়ালীদ তো ঐসব ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্যতম ছিলো, যারা বদর যুদ্ধের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলো।)

টীকা-১৮: অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে, নাবী করীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর দু' আর ফলে, যা তিনি এভাবে করেছিলেন, "হে প্রতিপালক! তাদেরকে তেমন দুর্ভিক্ষের শিকার করো যেমনি হযরত ইউসূফ (عَلَیۡہِ السَّلَام) এর যুগে হয়েছিলো। অতএব, মক্কাবাসীগণ দুর্ভিক্ষের এমন মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছিলো যে, তারা ক্ষুধার অসহনীয় তাড়নায় মৃত ও হাড় পর্যন্ত খেয়ে বসেছিলো এবং এমনিভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিলো-

টীকা-১৯: ঐ বাগানের নাম ছিলো 'দারদান' (ضردان)। ঐ বাগানটি ইয়েমেনের সানা থেকে দু' ফরসঙ্গ (৬ মাইল) দূরত্বে রাস্তার মাথায় অবস্থিত ছিলো। সেটার মালিক ছিলো একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যিনি বাগানের ফলমূল অধিক পরিমাণে গরীব লোকদেরকে দান করতেন তিনি যখন বাগানে যেতেন, তখন গরীবদেরকে ডেকে নিতেন। মাটিতে পতিত সমস্ত ফল গরীবেরা কুড়িয়ে নিয়ে যেতো। আর বাগানে বিছানা বিছিয়ে দেয়া হতো। যখন ফল ছেঁড়া হতো, তখন বিছানার উপর যত ফল পতিত হতো তাও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। আর নিজেদের জন্য যে বিশেষ অংশ পাওয়া যেতে তা থেকেও এক দশমাংশ গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দিতেন। অনুরূপভাবে, ক্ষেতের ফসল কাটার সময়ও তিনি গরীবদের প্রাপ্য অধিক পরিমাণে নির্ধারণ করতেন। তাঁর পরে তাঁর তিন পুত্র উত্তরাধিকারী হলো। তারা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, যেহেতু সম্পদ কম, আত্মীয়-স্বজন বেশী, সুতরাং যদি পিতার

ন্যায় আমরাও দান-খয়রাত অব্যাহত রাখি তাহলে আমরা গরীব হয়ে যাবো। (সুতরাং) পরস্পর মিলে শপথ করলো যে ভোরে সকাল-সকাল লোকজন

করেছিলো যে, অবশ্যই ভোর হতেই সেটার ফসল কেটে আনবে (২০),	لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮: এবং 'ইনশাআল্লাহ বলেনি' (২১)	وَ لَا يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯: অতঃপর সেটার উপর (২২) তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক প্রদক্ষিণকারী প্রদক্ষিণ করে গেছে (২৩) আর তারা তখন ঘুমাচ্ছিলো।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَ هُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾
২০: অতঃপর ভোরে এমনি রয়ে গেলো (২৪) যেন ফল ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে (২৫),	فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾
২১: অতঃপর তারা ভোর হতেই একে অপরকে ডেকে বললো,	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾
২২: 'সকাল সকাল আপন ক্ষেতের দিকে চলো যদি তোমরা ফসল কাটতে চাও।'	اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩: অথবা তারা বললো এবং একে অপরকে নিচুস্বরে বলতে যাচ্ছিল,	فَانْطَلَقُوْا وَ هُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪: 'অবশ্যই আজ যেন কোন মিসকিন তোমাদের বাগানে আসতে না পারে।'	اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾
২৫: এবং প্রত্যুষে যাত্রা করলো নিজেদের এ ইচ্ছার উপর শক্তিমান মনে করে (২৬)।	وَّ غَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬: অথবা যখন সেটা দেখলো (২৭) তখন বললো, 'নিশ্চয় আমরা রাস্তা ভুলে গেছি (২৮)।'	فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْۤا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭: 'বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি (২৯)'	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮: তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক ছিলো সে বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে, তোমরা কেন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছোনা (৩০)?'	قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯: তারা বললো, 'পবিত্রতা আমাদের প্রতিপালকের নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম।'	قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০: এখন একে অপরের দিকে দোষারোপ করতে করতে মনোযোগ ফিরালো (৩১)।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১: তারা বললো, 'হায়রে ধ্বংস আমাদের। আমরা অবাধ্য ছিলাম (৩২)।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২: আশাকরি, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক তদপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করবেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি (৩৩)।'	عَسٰى رَبُّنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَاۤ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾

জাগ্রত হবার পূর্বেই বাগানে গিয়ে ফল ছিঁড়ে ফেলবো।' অতএব, ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২০: যাতে মিসকীন লোকেরা জানতে না পারে,

টীকা-২১: এসব লোক তো শপথ করে ঘুমিয়ে পড়লো

টীকা-২২: অর্থাৎ বাগানের উপর।

টীকা-২৩: অর্থাৎ একটা 'বালা' (মুসীবত) আসলো- আল্লাহ্ এর নির্দেশে আগুন অবতীর্ণ হলো এবং তা বাগানটা ধ্বংস করে ফেললো।

টীকা-২৪: ঐ বাগান

টীকা-২৫: এবং ঐসব লোক এ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এরা প্রত্যুষে উঠলো।

টীকা-২৬: যে, কোন মিসকীনকে আসতে দেবো না এবং সমস্ত ফলমূল নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসবো।

টীকা-২৭: অর্থাৎ বাগানকে যে, সেখানে ফলমুলের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই,

টীকা-২৮: অর্থাৎ অন্য কোন বাগানে এসে পৌঁছেছি। আমাদের বাগান তো খুব ফলমূল সম্পন্ন। অতঃপর যখন গভীরভাবে দেখলো, ওটার আশে-পাশের এলাকা প্রত্যক্ষ করলো এবং চিনতে পারলো যে, সেটা তাদেরই বাগান, তখন বললো-

টীকা-২৯: সেটার উৎপন্ন ফলমূল থেকে মিসকীনদেরকে না দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে-

টীকা-৩০: এবং এ অসদিচ্ছা থেকে তাওবাহ কেন করছোনা এবং আল্লাহ্ তা' আলা এর কৃতজ্ঞতা কেন প্রকাশ করছো না?

টীকা-৩১: এবং শেষ পর্যন্ত তারা সবাই স্বীকার করণে যে, 'আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা সীমাতিক্রম করেছি।'

টীকা-৩২: যেহেতু আমরা আল্লাহ্ তা' আলা এর নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি এবং পিতৃপুরুষদের উত্তম রীতি বর্জন করেছি।

টীকা-৩৩: তারই ক্ষমা ও করুণার আশা পোষণ করি। এসব লোক সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাওবাহ করলো।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা সেটার পরিবর্তে তাদেরকে তা অপেক্ষা উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সে বাগানের নাম ছিলো 'হাইওয়ান এবং

তাতে অনেক উৎপাদন ও মনোরম আবহাওয়ার এ অবস্থা ছিলো যে, সেটার আঙ্গুরের এক একটা গুচ্ছ একেকটা গাধার পিঠে বোঝাই করা হতো।

টীকা-৩৪: হে মক্কার কাফিররা! সচেতন হও। এ'তো দুনিয়ার শাস্তি।

টীকা-৩৫: আখিরাতের শাস্তির কথা, আর তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তা' আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতো।

টীকা-৩৬: অর্থাৎ আখিরাতে

টীকা-৩৭: শানে নুযূল: মুশরিকগণ মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "মৃত্যুর পর যদি আমরা পুনরুত্থিতও হই, তা হলে আমরা সেখানেও তোমাদের চেয়ে ভালো থাকবো এবং আমাদেরই মর্যাদা উন্নত থাকবে, যেমন আমরা দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছি।" এর খন্ডনে এ আয়াত শরীফ শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, যা সামনে আসছে-

টীকা-৩৮: এবং এ নিষ্ঠাবান অনুগতদেরকে এসব অবাধ্য গোঁয়ারদের উপর কি প্রাধান্য দেবো না? আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা ভ্রান্ত।

টীকা-৩৯: অজ্ঞতা বশতঃ

টীকা-৪০: যা ছিন্ন হয়না, এ মর্মে-

টীকা-৪১: নিজেদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এর নিকট মঙ্গল ও সম্মানের। এখন আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সম্বোধন করছেন-

টীকা-৪২: অর্থাৎ কাফিরদেরকে

টীকা-৪৩: এরই যে, আখিরাতে তারা মুসলমানদের চেয়ে উত্তম কিংবা সমানই লাভ করবে?

টীকা-৪৪: যারা এ দাবীতে তাদেরকে সমর্থন করবে এবং যিম্মাদার হবে?

টীকা-৪৫: প্রকৃতপক্ষে, তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে। না তাদের নিকট এমন কোন কিতাব আছে, যাতে ঐসব কথা উল্লেখিত রয়েছে, যেগুলো তারা বলে বেড়ায়, না আল্লাহ তা'আলা এর সাথে কোন অঙ্গীকার আছে, না আছে কোন জামিনদার, না কোন সমর্থনকারী।

টীকা-৪৬: অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে- 'সাক্ব উন্মোচন করা' দ্বারা 'কঠিন সংকটময় বিষয়' বুঝায়, যা ক্বিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য সম্মুখীন হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন, "ক্বিয়াতের দিন তা সর্বাপেক্ষা সংকটময় সময় হবে।' 'সালফে সালেহীন' (পূর্ববর্তী যুগের বুযুর্গানে দ্বীন)-এর এ রীতি ছিলো যে, তাঁরা এর ব্যাখ্যায় কোন অভিমত প্রকাশ করতেন না, বরং এতটুকু বলতেন যে, আমরা এর উপর ঈমান রাখি। আর এর দ্বারা যে অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য, তা আল্লাহ এর প্রতি সোপর্দ করে দিতেন।

টীকা-৪৭: অর্থাৎ কাফিরগণ ও মুনাফিকদেরকে পরীক্ষা ও তিরস্কার সূত্রে,

৩৩: শাস্তি এমনই হয় (৩৪), নিশ্চয় পরকালের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন, কতই উত্তম ছিলো যদি তারা জানতো (৩৫)।	كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٣٣)
রুকূ'-২	
৩৪: নিশ্চয় ভীতিসম্পন্নদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট (৩৬) শান্তির বাগানসমূহ রয়েছে (৩৭)।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (٣٤)
৩৫: আমি কি মুসলমানদেরকে কাফিরদের মতো করে দেবো (৩৮)?	اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ (٣٥)
৩৬: তোমাদের কি হয়েছে, কেমন মন্তব্য করছো (৩৯)?	مَا لَكُمْ ۪ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ (٣٦)
৩৭: তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, তাতে অধ্যয়ন করছো-	اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ (٣٧)
৩৮: যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো?	اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ (٣٨)
৩৯: না, তোমাদের জন্য আমার উপর কোন শপথ রয়েছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছে (৪০) যে, তোমরা লাভ করবে যা কিছু তোমরা দাবী করছো (৪১)?	اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ (٣٩)
৪০: আপনি তাদেরকে (৪২) জিজ্ঞাসা করুন তাদের মধ্যে কে সেটার জামিনদার (৪৩)?	سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ (٤٠)
৪১: না, তাদের নিকট কোন শরীক আছে (৪৪)? (যদি থাকে) তাহলে যেন নিজেদের শরীকদেরকে নিয়ে আসে, যদি তারা সত্যবাদী হয় (৪৫)।	اَمْ لَهُمْ شُرَكَاۗءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَاۗىِٕهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ (٤١)
৪২: যে দিন এক 'সাক্ব' (পায়ের গোছা) উন্মুক্ত করা হবে (যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন) (৪৬) এবং সাজদার প্রতি আহ্বান করা হবে (৪৭),	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

টীকা-৪৮: তাদের পৃষ্ঠদেশ তামার পাতের মতো শক্ত হয়ে যাবে,
টীকা-৪৯: যেন তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছেয়ে গেছে,
টীকা-৫০: এবং আযান ও তাকবীরসমূহের মধ্যে (حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ) (নামাযের দিকে এসো, সাফল্যের দিকে এসো।) বলে তাদেরকে নামায ও সাজদার দিকে আহ্বান করা হতো।

অতঃপর তা করতে পারবে না (৪৮),	فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ (٤٢)
৪৩: নজর নীচু করে (৪৯), তাদের উপর লাঞ্ছনা আরোহণ করে থাকবে এবং নিশ্চয় তাদেরকে দুনিয়ায় সাজদার প্রতি আহ্বান করা হতো (৫০) যখন তারা সুস্থ ছিলো (৫১)।	خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَ قَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَ هُمْ سٰلِمُوْنَ (٤٣)
৪৪: সুতরাং যে কেউ এ বাণীকে (৫২) অস্বীকার করে, তাকে আমার উপর ছেড়ে দাও (৫৩), অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবো (৫৪) যে স্থান থেকে তাদের খবরও থাকবে না,	فَذَرْنِيْ وَ مَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٤)
৪৫: এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দেবো, নিঃসন্দেহে আমার গোপন ব্যবস্থাপনা বড়ই পাকাপোক্ত (৫৫)।	وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ (٤٥)
৪৬: আপনি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছেন (৫৬) যে, তারা জরিমানার বোঝা দ্বারা চাপা পড়ে আছে (৫৭)?	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ (٤٦)
৪৭: কিংবা তাদের নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে (৫৮) যে, তারা লিপিবদ্ধ করছে (৫৯)?	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ (٤٧)
৪৮: অতএব আপনি আপন প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করুন (৬০)। এবং ঐ মৎস্যের পেটে অবস্থানকারীর মতো হয়ো না (৬১), যখন এমতাস্থায় আহ্বান করেছিলো যে, তার অন্তর সংকুচিত হচ্ছিলো (৬২)।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَ هُوَ مَكْظُوْمٌ (٤٨)
৪৯: যদি না তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার সহায়ক হতো (৬৩), তবে অবশ্যই ময়দানে নিক্ষিপ্ত হতো অপবাদের শিকার হয়ে (৬৪)।	لَوْ لَاۤ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ مَذْمُوْمٌ (٤٩)
৫০: অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক মনোনীত করে নিলেন, এবং আপন খাস নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।	فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٥٠)
৫১: এবং অবশ্যই কাফিরদেরকে তো এমনই মনে হচ্ছে যেন তাদের কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনার পতন ঘটাবে যখন তারা ক্বুরআন শ্রবণ করে (৬৫),	وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

টীকা-৫১: এতদসত্ত্বেও তারা সাজদা করতো না। এরই ফলে, এখানে তারা সাজদা করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।
টীকা-৫২: অর্থাৎ ক্বুরআন মজীদকে
টীকা-৫৩: আমি তাকে শাস্তি দেবো,
টীকা-৫৪: আমার শাস্তির দিকে, এভাবে যে, তাদের অবাধ্যতা ও আমার নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও তারা সুস্বাস্থ্য ও জীবিকা ইত্যাদি সব কিছু পেতেই থাকবে, আর মুহূর্তে মুহূর্তে শাস্তিও নিকটস্থ হতে থাকবে।
টীকা-৫৫: আমার শাস্তি কঠিন।
টীকা-৫৬: রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য
টীকা-৫৭: এবং জরিমানার (।) বোঝা তাদের তাদের উপর এমনই ভারী হয়ে আছে, যার কারণে তারা ঈমান আনতে পারছে না?
টীকা-৫৮: 'গায়ব' মানে এখানে 'লাওহ্-ই-মাহফুয্' (সংরক্ষিত ফলক)।
টীকা-৫৯: তা থেকে যা কিছু বলছে?
টীকা-৬০: যা তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন এবং তাদের নির্যাতনের উপর কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করো। (কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা রহিত হয়ে গেছে 'তরবারি' বা যুদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা।)
টীকা-৬১: সম্প্রদায়ের উপর শাস্তিকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে, মৎস্যধারী' মানে- হযরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَام)।
টীকা-৬২: মাছের পেটের ভিতর মনের দুঃখে।
টীকা-৬৩: এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওযর ও প্রার্থনা গ্রহণ করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ না করতেন,
টীকা-৬৪: কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়েছেন।
টীকা-৬৫: এবং হিংসা ও শত্রুতার দৃষ্টিতে, মনোযোগ সহকারে দেখছে,
শানে নুযূল: বর্ণিত আছে যে, আরবে কিছু লোক কু-দৃষ্টি লাগানোর মধ্যে চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ ছিলো। আর তাদের এ অবস্থা এ ছিলো যে, তারা দাবী করেই কুদৃষ্টি লাগাতো এবং যে কোন বস্তুর প্রতিই সেটার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো তা সাথে সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেতো। এমন বহু ঘটনা

তাদের অভিজ্ঞতায় এসেছিলো। কাফিরগণ তাদেরকে বললো যেন রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) কেও 'কুদৃষ্টি' লাগায়। সুতরাং তারা হুযূরকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো আর বললো, "আমরা এ পর্যন্ত না এমন মানুষ দেখেছি, না প্রমাণাদি দেখেছি।" আর তাদের কোন বস্তু দেখে আশ্চর্যবোধ করাও বড় ধরণের যুলুম ছিলো। কিন্তু তাদের ঐসব প্রচেষ্টা ও এর মতো অন্যান্য ষড়যন্ত্র, যা তারা অহরহ করতো নিষ্ফল হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তা' আলা আপন নাবীকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

এবং বলে, (৬৬), 'এটা অবশ্যই বোধশক্তি থেকে থেকে অনেক দূরে।'	وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾
৫২: তা (৬৭) তো নয়, কিন্তু উপদেশ সমগ্র জাহানের জন্য (৬৮)।★	وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

সূরা আল হাক্বকাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-হাক্বকাহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫২, রুকূ'-২

১: তা সত্যই ঘটমান (২),	اَلْحَآقَّةُ ﴿١﴾
২: কেমনই তা ঘটমান (৩)।	مَا الْحَآقَّةُ ﴿٢﴾
৩: আপনি কি জেনেছেন তা কেমন সত্য ঘটমান (৪)। ৪: সামূদ ও আ'দ এমন কঠোর কষ্টদায়ককে অস্বীকার করেছে। ৫: অতঃপর সামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে সীমা অতিক্রমকারী বিকট শব্দ দ্বারা (৫)। ৬: বাকী রইলো আ'দ, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অতি বিকটভাবে গর্জনকারী ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা, ৭: তা তাদের উপর সজোরে প্রবাহিত করলেন সাত রাত ও আট দিন (৬) লাগাতার, অতঃপর এসব লোককে সেগুলোতে (৭) দেখবেন ভূপাতিত (৮), যেমন খেজুর গাছের পতিত কাণ্ড।	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

হাসান (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন, "যার প্রতি কুদৃষ্টি লেগেছে তার উপর এ আয়াত পাঠ করে ফুঁক দেয়া যায়।"

টীকা-৬৬: হিংসা ও বিদ্বেষ সূত্রে এবং মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)- এর শানে, যখন তাঁকে (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ক্বুরআন পাঠ করতে দেখে,

টীকা-৬৭: অর্থাৎ ক্বুরআন শরীফ অথবা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

টীকা-৬৮: জ্বীনদের জন্যও এবং মানুষের জন্যও। অথবা 'যিকর' (ذكر) মানে 'শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য'। এতদভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) সমস্ত জগতের জন্যই শেষ্ঠত্ব ও সম্মানই এবং তাঁর প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করা অন্তরের অন্ধত্বের পরিচায়ক। *

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা হাক্বক্বাহ' মাক্কী, এতে দু' টি রুকু', বায়ান্নটি আয়াত, দু' শ ছাপ্পান্নটি পদ এবং এক হাজার চারশ তেইশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: অর্থাৎ ক্বিয়ামত, যা সত্য ও প্রমাণিত, যা সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই।

টীকা-৩: অর্থাৎ তা অতীব আশ্চর্যজনক ও ভয়ংকর।

টীকা-৪: যেটার ভয়াবহতা ও অবস্থাদি এবং কঠিন কষ্টগুলো পর্যন্ত মানুষের চিন্তা-ভাবনার পাখী উড়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

টীকা-৫: অর্থাৎ অতি ভয়ংকর গর্জন দ্বারা।

টীকা-৬: বুধবার থেকে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত, শাওয়াল মাসের শেষ ভাগে অতি তীব্র শীতের মৌসুমে,

টীকা-৭: অর্থাৎ ঐ দিনগুলোতে

টীকা-৮: যে, মৃত্যু তাদেরকে এমনই বিধ্বস্ত করেছে,

★ 'সূরা ক্বালাম' সমাপ্ত।

টীকা-৯: কথিত আছে যে, অষ্টম দিবসে যখন ভোর বেলায় এসব লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, তখন বায়ুপ্রবাহ তাদের শবদেহগুলোকে উড়িয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো এবং একজনও অবশিষ্ট থাকেনি।
টীকা-১০: এদেরও পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর কাফিরগণ

অনুবাদ	আয়াত
৮: অতঃপর আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকেও অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন (৯)?	فَهَلۡ تَرٰی لَهُمۡ مِّنۡۢ بَاقِیَۃٍ ﴿۸﴾
৯: এবং ফিরআউন ও তার পূর্ববর্তীগণ (১০) এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলো (১১) অপরাধ সম্পন্ন করলো (১২)।	وَ جَآءَ فِرۡعَوۡنُ وَ مَنۡ قَبۡلَهٗ وَ الۡمُؤۡتَفِکٰتُ بِالۡخَاطِئَۃِ ﴿۹﴾
১০: অতঃপর তারা আপন প্রতিপালকের রসূলগণের নির্দেশ অমান্য করলো (১৩)। তখন তিনি তাদেরকে বড়সড় পাকড়াও দ্বারা ধরলেন।	فَعَصَوۡا رَسُوۡلَ رَبِّهِمۡ فَاَخَذَهُمۡ اَخۡذَۃً رَّابِیَۃً ﴿۱۰﴾
১১: নিশ্চয় যখন পানি মাথাচাড়া দিয়েছিলো (১৪) তখন আমি তোমাদেরকে নৌযানে (১৫) আরোহণ করিয়েছি (১৬),	اِنَّا لَمَّا طَغَا الۡمَآءُ حَمَلۡنٰکُمۡ فِی الۡجَارِیَۃِ ﴿۱۱﴾
১২: সেটাকে (১৭) তোমাদের জন্য না করার নিমিত্ত (১৮) এবং এ জন্য যে, সেটাকে সংরক্ষণ করবে ঐ কান, যা শুনে সংরক্ষণ করে (১৯)	لِنَجۡعَلَهَا لَکُمۡ تَذۡکِرَۃً وَّ تَعِیَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِیَۃٌ ﴿۱۲﴾
১৩: অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে একবারেই,	فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ نَفۡخَۃٌ وَّاحِدَۃٌ ﴿۱۳﴾
১৪: এবং যমীন ও পাহাড়সমূহ উত্তোলন করে একবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,	وَّ حُمِلَتِ الۡاَرۡضُ وَ الۡجِبَالُ فَدُکَّتَا دَکَّۃً وَّاحِدَۃً ﴿۱۴﴾
১৫: সেদিন যে, সংঘটিত হয়ে যাবে যা সংঘটিত হবার (২০),	فَیَوۡمَئِذٍ وَّقَعَتِ الۡوَاقِعَۃُ ﴿۱۵﴾
১৬: এবং আসমান ফেটে যাবে, অতঃপর সেদিন সেটার অবস্থা দুর্বল হবে (২১),	وَ انۡشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِیَ یَوۡمَئِذٍ وَّاهِیَۃٌ ﴿۱۶﴾
১৭: এবং ফিরিশতাগণ সেটার কিনারাসমূহে দন্ডায়মান হবে (২২), এবং সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফিরিশতা তাদের উপর বহন করবে (২৩)।	وَّ الۡمَلَکُ عَلٰۤی اَرۡجَآئِهَا ؕ وَ یَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّکَ فَوۡقَهُمۡ یَوۡمَئِذٍ ثَمٰنِیَۃٌ ﴿۱۷﴾
১৮: সেদিন তোমরা সবাই উপস্থিত হবে (২৪) যে, তোমাদের মধ্যে কোন গোপনীয় সত্তা গোপন থাকতে পারবে না।	یَوۡمَئِذٍ تُعۡرَضُوۡنَ لَا تَخۡفٰی مِنۡکُمۡ خَافِیَۃٌ ﴿۱۸﴾
১৯: সুতরাং এ ব্যক্তি যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে (২৫), বলবে, 'নাও, আমার আমলনামা পাঠ করো।	فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ کِتٰبَهٗ بِیَمِیۡنِهٖ ۙ فَیَقُوۡلُ هَآؤُمُ اقۡرَءُوۡا کِتٰبِیَهۡ ﴿۱۹﴾

টীকা-১১: অবাধ্যতার অশুভ পরিণামে, যেমন লূত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলো, এসব লোক
টীকা-১২: মন্দ কার্যাদি, পাপাচারসমূহ এবং শির্ক করেছিলো,
টীকা-১৩: যারা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।
টীকা-১৪: এবং তা গাছপালা, প্রাসাদসমূহ, পাহাড়-পর্বত এমনকি প্রত্যেক কিছুরও উপরে উঠেছিলো। এটা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর তুফানের বিবরণ।
টীকা-১৫: যখন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঔরশে ছিলে,
টীকা-১৬: এবং হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) কে এবং তাঁর সাথীদেরকে, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলো, উদ্ধার করেছি আর অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছি।
টীকা-১৭: অর্থাৎ মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করাকে
টীকা-১৮: যাতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম হয়।
টীকা-১৯: কাজের বাণীগুলোতে, যাতে সেগুলো থেকে উপকৃত হয়।
টীকা-২০: অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে,
টীকা-২১: অর্থাৎ সেটা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে, অথচ তা অত্যন্ত মজবুত ও শক্ত ছিলো।
টীকা-২২: অর্থাৎ যে সব ফিরিশতার আবাসস্থল আসমানেই রয়েছে, তাঁরা আসমান ফেটে যাবার সময় সেটার কিনারায় দন্ডায়মান হবেন, অতঃপর আল্লাহ এর নির্দেশে যমীনে অবতরণ করে গোটা যমীন ঘেরাও করবেন,
টীকা-২৩: হাদীস শরীফে আছে, 'আরশ বহনকারী ফিরিশতা' বর্তমানে চারজন। ক্বিয়ামত দিবসে তাদের সাহায্যার্থে আরো চারজনকে অতিরিক্ত নিয়োগ করা হবে। তখন মোট আটজন হয়ে যাবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত, এতে ফিরিশতাদের 'আট কাতার' -এর কথা বুঝানো হয়েছে, যাঁদের সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন।
টীকা-২৪: আল্লাহ্ তা'আলা এর সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্য,

টীকা-২৫: এ কথা বুঝতে পারবে যে, সে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, এবং অতি আনন্দ ও খুশী সহকারে আপন দল এবং আপন পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে

টীকা-২৬: অর্থাৎ পৃথিবীতেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আখিরাতে আমার নিকট থেকে হিসাব নেয়া হবে।

টীকা-২৭: যেন দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত হয়ে- প্রত্যেকটি অবস্থায় সহজে আহরণ করতে পারে এবং ঐসব লোককে বলা হবে

টীকা-২৮: অর্থাৎ সে সব সৎকর্ম, যেগুলো তোমরা দুনিয়ায় আখিরাতের জন্য করেছো।

টীকা-২৯: যখন আপন আমলনামা দেখবে এবং তাতে নিজ মন্দ কার্যাদি লিপিবদ্ধ পাবে, তখন লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে-

টীকা-৩০: এবং হিসাবের জন্য উঠানো না হতো এবং এ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে না হতো।

টীকা-৩১: যা আমি দুনিয়ার আহরণ করেছিলাম, তা একটুও আমার শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারেনি।

টীকা-৩২: এবং আমি লাঞ্ছিত ও মুখাপেক্ষীই রয়ে গেলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এতে তার উদ্দেশ্য এ হবে যে, দুনিয়ার আমি যেসব যুক্তি-তর্ক পেশ করতাম সেসবই তো বাতিল হয়ে গেলো। এখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের দারোগাদেরকে নির্দেশ দেবেন-

টীকা-৩৩: এভাবে যে, তার হাত তার গর্দানের সাথে মিলিয়ে ফাঁসের মধ্যে আটকিয়ে দাও।

টীকা-৩৪: ফিরিশতাদের হাতের মাপে

টীকা-৩৫: অর্থাৎ ঐ শিকল, তাতে এভাবে প্রবেশ করাও, যেমন কোন বস্তুর মধ্যে সুতা ঢুকানো হয়ে থাকে।

টীকা-৩৬: তার মহত্ব ও একত্বের প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না।

টীকা-৩৭: না আপন নাফসকে, না আপন পরিবার-পরিজনকে, না অন্যান্যদেরকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা পুনরুত্থানের বিষয়কে স্বীকার করতো না। কেননা, মিসকীনকে খাবারদাতা মিসকীনের নিকট থেকে তো কোন বিনিময়ের কোন আশাই করে না, শুধু আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াবের আশায়ই মিসকীনকে দান করে। আর যে ব্যক্তি পুনরুত্থান ও পরকালের উপর ঈমানই রাখে না, মিসকীনকে খাওয়ানোর তার কি লাভ?

টীকা-৩৮: অর্থাৎ আখিরাতে

টীকা-৩৯: যে তার কোন উপকার করবে অথবা সুপারিশ করবে,

টীকা-৪০: পাপাচারী কাফিরগণ।

২০: আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হবো (২৬)।'

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

২১: সুতরাং সে মনোরম শান্তিতে রয়েছে,

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২২: উচ্চ বাগানে,

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২৩: যার ফলের গুচ্ছ ঝুঁকে পড়েছে (২৭)।

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৪: আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে- পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে আগে প্রেরণ করেছো (২৮)।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৫: এবং ঐ ব্যক্তি, যার আপন আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে (২৯), বলবে, 'হায়, কোন মতে আমাকে আমার আমলনামা না দেয়া হতো।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৬: এবং না জানতাম যে, আমার হিসাব কি।

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

২৭: হায়, কোন মতে মৃত্যুই কিচ্ছার সমাপ্তি হতো (৩০)।

يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

২৮: আমার কোন কাজে আসলো না আমার ধন-সম্পদ (৩১)।

مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

২৯: আমার সমস্ত ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে (৩২)

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

৩০: তাকে ধরো। অতঃপর তার গলার রশি লাগাও (৩৩)।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾

৩১: অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে ধ্বসিয়ে দাও।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾

৩২: অতঃপর এমন শিকলে, যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত (৩৪), তাকে শৃঙ্খলিত করে নাও (৩৫)।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾

৩৩: নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্ এর উপর ঈমান আনতো না (৩৬)।

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

৩৪: এবং মিসকীনকে খাদ্য দানের প্রতি উৎসাহ দিতো না (৩৭)।

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

৩৫: সুতরাং আজ এখানে (৩৮) তার কোন বন্ধু নেই (৩৯),

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬: এবং না কোন খাদ্য, কিন্তু দোযখীদের পূঁজ

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾

টীকা-৪১: অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির শপথ- যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেটারও, যা দৃষ্টিগোচর হয়না সেটারও। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, (مَا تُبْصِرُوْنَ) দ্বারা দুনিয়া এবং (مَا لَا تُبْصِرُوْنَ) দ্বারা 'আখিরাত' বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের আরো কয়েকটা অভিমত রয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
৩৭: তা আহার করবে না, কিন্তু পাপীই (৪০)	لَّا يَأْكُلُهُٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ (٣٧)
রুকূ'-২	
৩৮: সুতরাং আমার শপথ রইলো ঐসব বস্তুর, যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছো,	فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)
৩৯: এবং যেগুলো তোমরা দেখতে পাও না (৪১),	وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)
৪০: নিশ্চয় এই ক্বুরআন একজন সম্মানিত রসূল (৪২)-এর সাথে বলা বাণীসমূহ (৪৩),	إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠)
৪১: এবং তা কোন কবির বাণী নয় (৪৪)। কত কম বিশ্বাসই রাখছো (৪৫)।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (٤١)
৪২: এবং না কোন জ্যোতিষীর কথা (৪৬)। কত কম মনোযোগই দিচ্ছো (৪৭)।	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٢)
৪৩: তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।	تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (٤٣)
৪৪: এবং যদি তিনি আমার নামে একটা কথাও বানিয়ে বলতেন (৪৮),	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ (٤٤)
৪৫: তবে অবশ্যই আমি তার নিকট থেকে সজোরে বদলা নিতাম,	لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (٤٥)
৪৬: অতঃপর তার হৃদয়-শিরা কেটে দিতাম (৪৯)।	ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (٤٦)
৪৭: অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে রক্ষাকারী থাকতো না।	فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ (٤٧)
৪৮: এবং নিশ্চয় এ ক্বুরআন ভীতিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ।	وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨)
৪৯: এবং অবশ্যই আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অস্বীকারকারী রয়েছে।	وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ (٤٩)
৫০: এবং নিশ্চয় তা কাফিরদের উপর অনুশোচনা (৫০)।	وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ (٥٠)
৫১: এবং নিশ্চয় তা নিশ্চিত সত্য (৫১)।	وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (٥١)
৫২: সুতরাং, হে মাহবূব! আপনি আপন মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করুন (৫২)। *	فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (٥٢)

টীকা-৪২: মুহাম্মদ মোস্তফা হাবীবে খোদা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

টীকা-৪৩: যা তার মহান মহামহিম প্রতিপালক ইরশাদ ফরমায়েছেন,

টীকা-৪৪: যেমন, কাফিরগণ মনে করে থাকে।

টীকা-৪৫: সম্পূর্ণরূপে বে-ঈমান হও, এতটুকুও বুঝতে পারছো না যে, না এটা কবিতা, না এর মধ্যে কাব্য হবার কোন বিষয় পাওয়া যাচ্ছে।

টীকা-৪৬: যেমন তোমাদের মধ্যে কোন কোন কাফির আল্লাহ্ এর এ কিতাব সম্পর্কে

টীকা-৪৭: না এ কিতাবের হিদায়তসমূহের প্রতি দেখছো, না সেটার শিক্ষাসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছো যে, তাতে কেমন আধ্যাত্মিক শিক্ষা রয়েছে। না সেটার ভাষা-অলংকার, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অনন্যতার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করছো, যাতে এটাই মনে করো যে, এ বাণী

টীকা-৪৮: যা আমি বলিনি এমন, তাহলে-

টীকা-৪৯: যা কাটার সাথে সাথেই মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যায়।

টীকা-৫০: অর্থাৎ তারা ক্বিয়ামত-দিবসে যখন ক্বুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার ও সেটাকে অস্বীকারকারী ও মিথ্যারোপকারীদের শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা ঈমান না আনার জন্য দুঃখ করবে এবং আফসোস ও লজ্জার মধ্যে গ্রেফতার হবে।

টীকা-৫১: যে, তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

টীকা-৫২: এবং এ জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যে, তিনি আপনার প্রতি স্বীয় এ মহান বাণীর ওহী প্রেরণ করেছেন।

★

টীকা-১: 'সূরা মা'আরিজ' মাক্কী। এতে দু' টি রুকূ', চুয়াল্লিশটি আয়াত, দু'শ চব্বিশটি পদ এবং নয়শ উনত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: শানে নুযূল: নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যখন মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ এর শাস্তির ভয় দেখালেন, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "এ শাস্তির উপযোগী কারা? আর তা কাদের উপর আসবে? বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে জিজ্ঞাসা করো।" সুতরাং তারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে জিজ্ঞাসা করলো। এর জবাবে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। আর হুযূরকে জিজ্ঞাসাকারী ছিলো- নাযার ইবনে হারিস। সে প্রার্থনা করেছিলো, "হে প্রতিপালক! যদি এ ক্বুরআন সত্য হয় এবং তোমারই বাণী হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো।" এ আয়াতগুলোতে ইরশাদ হয়েছে যে, কাফিরগণ প্রার্থনা করুক আর না-ই করুক। শাস্তি, যা তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে, তা অবশ্যই আসবে, সেটা কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

টীকা-৩: অর্থাৎ আসমানগুলোর।

টীকা-৪: যাঁরা ফিরিশতাদের মধ্যে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী

টীকা-৫: অর্থাৎ ঐ নৈকট্যের স্তরের দিকে, যা আসমানের মধ্যে তার নির্দেশাবলীর অবতরণস্থল,

টীকা-৬, তা হচ্ছে কিয়ামত-দিবস, যার ভয়ানক অবস্থাদি কাফিরদের জন্য তো এতই দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং মু'মিনদের জন্য একটা ফরয নামায অপেক্ষাও সহজতর হবে।

টীকা-৭: অর্থাৎ শাস্তিকে

টীকা-৮: এবং এ ধারণা করে সংঘটিতই হবে না,

টীকা-৯: যে, অবশ্যই সংঘটিত হবে।

টীকা-১০: এবং বাতাসে উড়তে থাকবে।

টীকা-১১: প্রত্যেকে আপন আপন চিন্তায় মগ্ন থাকবে।

টীকা-১২: যে, একে অপরকে চিনতে পারবে, কিন্তু আপন অবস্থায় এমনিভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকবে যে, না তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না কথা বলতে পারবে।

টীকা-১৩: অর্থাৎ কাফির।

সূরা মাআ'রিজ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা মাআ'রিজ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-৪৪, রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
১: একজন প্রার্থী, সেই শাস্তি প্রার্থনা করে,	سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ(۱)
২: যা কাফিরদের উপর ঘটমান, সেটার রোধকারী কেউ নেই (২),	لِّلۡكٰفِرِیۡنَ لَیۡسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ(۲)
৩: তা হবে আল্লাহ এর নিকট থেকে, যিনি উচ্চ সম্মানাদির মালিক (৩)।	مِّنَ اللّٰهِ ذِی الۡمَعَارِجِ ؕ(۳)
৪: ফিরিশতাগণ ও জিব্রাঈল (৪) তাঁর দরবারের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় (৫), ঐ শাস্তি সে দিনই হবে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর (৬)	تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوۡحُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِیۡنَ اَلۡفَ سَنَةٍ ۚ(۴)
৫: সুতরাং আপনি উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করুন।	فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِیۡلًا (۵)
৬: তারা সেটাকে (৭) সুদূর ভাবছে(৮),	اِنَّهُمۡ یَرَوۡنَهٗ بَعِیۡدًا ۙ(۶)
৭:এবং আমি তা সন্নিকটে দেখছি (৯)।	وَّ نَرٰىهُ قَرِیۡبًا ؕ(۷)
৮: যেদিন আসমান হবে- যেমন গলিত রূপা,	یَوۡمَ تَكُوۡنُ السَّمَآءُ كَالۡمُهۡلِ ۙ(۸)
৯: এবং পাহাড় এমন হালকা হয়ে যাবে যেমন পশম (১০)।	وَ تَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ ۙ(۹)
১০: এবং কোন বন্ধু অন্য কোন বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করবে না (১১),	وَ لَا یَسۡـَٔلُ حَمِیۡمٌ حَمِیۡمًا ۚۖ(۱۰)
১১: অথচ তারা হবে তাদেরকে প্রত্যক্ষকারী অবস্থায় (১২)। অপরাধী (১৩) কামনা করবে-'হায়, যদি সেদিনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার পরিবর্তে দিতে পারতাম আপন পুত্র সন্তানদেরকে,	یُّبَصَّرُوۡنَهُمۡ ؕ یَوَدُّ الۡمُجۡرِمُ لَوۡ یَفۡتَدِیۡ مِنۡ عَذَابِ یَوۡمِئِذٍۭ بِبَنِیۡهِ ۙ(۱۱)
১২: আপন স্ত্রীকে এবং আপন ভাইকে,	وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِیۡهِ ۙ(۱۲)
১৩: এবং আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যা'তে তার আশ্রয়স্থল রয়েছে,	وَ فَصِیۡلَتِهِ الَّتِیۡ تُـْٔوِیۡهِ ۙ(۱۳)

টীকা-১৪: তা তার কোন কাজে আসবে না এবং কোনো মতেই সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

বাংলা	আরবি
১৪: এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই, অতঃপর (যাতে) এসব বিনিময় (মুক্তিপণ) প্রদান করা তাকে রক্ষা করে নেয়।	وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا ۙ ثُمَّ يُنۡجِيۡهِ ۙ﴿۱۴﴾
১৫: না, কখনো নয় (১৪)। তাতো লেলিহান আগুন,	كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ﴿۱۵﴾
১৬: বা গায়ের চামড়া খসিয়ে দেয়-এমন,	نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚ﴿۱۶﴾
১৭: ডাকবে (১৫) তাকে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং বিমুখ হয়েছে (১৬),	تَدۡعُوۡا مَنۡ اَدۡبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ﴿۱۷﴾
১৮: এবং পুঞ্জীভূত করে সংরক্ষিত করে রেখেছে (১৭)।	وَجَمَعَ فَاَوۡعٰى ﴿۱۸﴾
১৯: নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বড় অধৈর্য লোভী করে,	اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًا ۙ﴿۱۹﴾
২০: যখন তার অমঙ্গল ঘটে (১৮) তখন খুব অস্থির,	اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًا ۙ﴿۲۰﴾
২১: এবং যখন মঙ্গল হয় (১৯), তখন কার্পণ্যকারী (২০)।	وَّاِذَا مَسَّهُ الۡخَيۡرُ مَنُوۡعًا ۙ﴿۲۱﴾
২২: কিন্তু নামাযীগণ,	اِلَّا الۡمُصَلِّيۡنَ ۙ﴿۲۲﴾
২৩: যারা আপন নামাযসমূহের পাবন্দ থাকে (২১),	الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُوۡنَ ۖ﴿۲۳﴾
২৪: এবং ঐ সমস্ত লোক, যাদের সম্পদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট প্রাপ্য (২২) আছে,	وَالَّذِيۡنَ فِىۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ مَّعۡلُوۡمٌ ۖ﴿۲۴﴾
২৫: তারই জন্য, যে প্রার্থী হয় এবং যে চাইতেও পারে না, ফলে বঞ্চিত থাকে (২৩),	لِّلسَّآئِلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ ۖ﴿۲۵﴾
২৬: এবং এসব লোক, যারা বিচারের দিনকে সত্য জ্ঞান করে (২৪)	وَالَّذِيۡنَ يُصَدِّقُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِ ۖ﴿۲۶﴾
২৭: এবং এসব লোক যারা আপন প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করতে থাকে,	وَالَّذِيۡنَ هُمۡ مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِمۡ مُّشۡفِقُوۡنَ ۚ﴿۲۷﴾
২৮: নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি ভয়শূন্য হয়ে থাকার বস্তু নয় (২৫)।	اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَاۡمُوۡنٍ ﴿۲۸﴾
২৯: এবং এসব লোক, যারা আপন লজ্জাস্থানগুলোকে রক্ষা করে,	وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِفُرُوۡجِهِمۡ حٰفِظُوۡنَ ۙ﴿۲۹﴾
৩০: কিন্তু আপন বিবিগণ অথবা আপন হাতের মাল দাসীদের থেকে, তাতে তারা নিন্দনীয় হবে না-	اِلَّا عَلٰٓى اَزۡوَاجِهِمۡ اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُوۡمِيۡنَ ۚ﴿۳۰﴾
৩১: অতঃপর যে কেউ এ দু'টি (২৬) ব্যতীত কিছু কামনা করবে, তবে তারা সীমা লংঘনকারী (২৭)।	فَمَنِ ابۡتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ ۚ﴿۳۱﴾

টীকা-১৫: নাম ধরে, এভাবে- "হে কাফির, আমার নিকট আয়। হে মুনাফিক, আমার নিকট আয়।"

টীকা-১৬: সত্যকে গ্রহণ করা ও ঈমান আনা থেকে,

টীকা-১৭: ধন-সম্পদকে, কিন্তু এর অপরিহার্য অংশ পরিশোধ করেনি।

টীকা-১৮: দারিদ্র ও রোগ ইত্যাদির

টীকা-১৯: ধন-সম্পদ,

টীকা-২০: অর্থাৎ মানুষের অবস্থা এ যে, সে কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলে সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেনা, আর যখন সম্পদ লাভ করে, তখন তা ব্যয় করেনা।

টীকা-২১: অর্থাৎ পাঞ্জেগানা ফরয নামাযকে নিয়মিতভাবে যথাসময়ে পালন করে নেয়, অর্থাৎ মু'মিন।

টীকা-২২: এটা দ্বারা যাকাত, যার পরিমাণ নির্ধারিত, অথবা নির্ধারিত অথবা ঐ সাদাক্বাহ, যা মানুষ নিজের উপর নির্দিষ্ট করে নেয়, অতঃপর তা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করে দেয়।

মাসআলা: এ থেকে প্রতীয়মনে হলো যে, 'মুস্তাহাব-সাদাক্বাকাহ্' এর জন্য নিজ থেকে সময় নির্ধারিত করা শরীয়ত মতে বৈধ ও প্রশংসনীয়।

টীকা-২৩: অর্থাৎ উভয় প্রকার অভাবী লোকদেরকে প্রদান করবে- তাদেরকেও, যারা কোন প্রয়োজনের তাগিদে প্রার্থী হয় এবং তাদেরকেও যারা লজ্জায় প্রার্থী হয় না এবং তাদের অভাব প্রকাশ পায়না।

টীকা-২৪: এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া, হাশর-নশর (হিসাব-নিকাশের জন্য একত্রিত হওয়া), কর্মফল ও ক্বিয়ামত- সব বিষয়ের উপর ঈমান রাখে।

টীকা-২৫: চাই মানুষ যতই সৎকর্মপরায়ণ, পবিত্র, অধিক আনুগত্যশীল এবং ইবাদতকারী হোকনা কেন, কিন্তু তার জন্য আল্লাহ্র শাস্তি থেকে ভয়হীন হওয়া উচিত নয়।

টীকা-২৬: অর্থাৎ বিবিগণ ও দাসীগণ

টীকা-২৭: যে, হালাল থেকে হারামের দিকে অগ্রসর হয়

মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা সাময়িক বিবাহ (متعه), পায়ুসঙ্গম (لواطت), পশুর সাথে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং হস্তমৈথুন করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

টীকা-২৮: শরীয়তের আমানতসমূহেরও, বান্দাদের আমানতেরও, সৃষ্টির সাথে যেসব অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলোরও এবং কর্তব্য পালনের যেসব অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলোরও। আর মান্নত এবং শপথগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-২৯: সততা ও ন্যায়বিচার সহকারে, না তাতে স্বজনপ্রীতি করে, না জোরদারদেরকে দুর্বলদের উপর প্রাধান্য দেয়, না কোন প্রকৃত প্রাপকের প্রাপ্য বিনষ্ট হতে দেখে তা বরদাস্ত করে।

টীকা-৩০: নামাযের বর্ণনার বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এ কথা প্রকাশ পায় যে, নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথবা এ যে, এক স্থানে ফরযসমূহের কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, অন্যত্র নফল নামাযসমূহ। আর যত্নবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে, সেটার অপরিহার্য কার্যাদি (আরকান ও ওয়াজিবগুলো) এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলোকে পরিপূর্ণভাবে পালন করে।

টীকা-৩১: বেহেশতের

টীকা-৩২: **শানে নুযূল:** এ আয়াত কাফিরদের ঐ দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসূল কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর আশেপাশে দলে দলে বৃত্তাকারে একত্রিত হতো। আর তাঁর বরকতময় বাণীগুলো শুনতো, তা প্রত্যাখ্যান করতো এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো আর বলতো, "যদি এসব লোক জান্নাতে প্রবেশ করে, যেমন (হযরত) মুহাম্মদ (মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলছেন, তাহলে, আমরা তাদেরও পূর্বে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবো।" তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর ইরশাদ করা হয়েছে যে, এসব কাফিরের কি অবস্থা, যারা আপনার নিকট বসছেও আর ঘাড় উঁচু করে তাকাচ্ছেও। এদসত্ত্বেও আপনার নিকট যা শুনছে, তা থেকে উপকার গ্রহণ করছে না?

টীকা-৩৩: ঈমানদারদের মতো।

টীকা-৩৪: অর্থাৎ শুক্রবিন্দু থেকে, যেমন সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এ কারণে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতে প্রবেশ করা ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

৩২: এবং ঐসব লোক, যারা আপন আমানতসমূহ ও আপন অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করে (২৮)	وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَ عَهۡدِهِمۡ رٰعُوۡنَ ﴿۳۲﴾
৩৩: এবং এসব লোক, যারা আপন সাক্ষ্যগুলোর উপর অবিচল থাকে (২৯)	وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ بِشَهٰدٰتِهِمۡ قَآئِمُوۡنَ ﴿۳۳﴾
৩৪: এবং ঐসব লোক, যারা স্বীয় নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয় (৩০)।	وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُوۡنَ ﴿۳۴﴾
৩৫: এরাই হচ্ছে, যাদের জন্য বাগানসমূহে সম্মান হবে (৩১)।	اُولٰٓئِكَ فِيۡ جَنّٰتٍ مُّكۡرَمُوۡنَ ﴿۳۵﴾
রুকূ'-২	
৩৬: সুতরাং ঐ কাফিরদের কি হলো-আপনার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে (৩২)?	فَمَالِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا قِبَلَكَ مُهۡطِعِيۡنَ ﴿۳۶﴾
৩৭: ডানে ও বামে, দলে দলে।	عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِيۡنَ ﴿۳۷﴾
৩৮: তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি এটা কামনা করে যে (৩৩), তাকে শান্তির বাগানে প্রবেশ করানো হোক?	اَيَطۡمَعُ كُلُّ امۡرِئٍ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّدۡخَلَ جَنَّةَ نَعِيۡمٍ ﴿۳۸﴾
৩৯: না, কখনো নয়, নিশ্চয় আমি তাদেরকে ঐ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি যা তারা জানে (৩৪)।	كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّمَّا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۹﴾
৪০: সুতরাং আমায় শপথ রইলো তাঁরই নামে, যিনি সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক (৩৫) যে, আমি নিশ্চয় সর্বশক্তিমান।	فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِرَبِّ الۡمَشٰرِقِ وَ الۡمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوۡنَ ﴿۴۰﴾
৪১: যে, তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উত্তম মানবগোষ্ঠীকে স্থলাভিষিক্ত করবো (৩৬) এবং আমার আয়ত্ব থেকে কেউ বের হয়ে যেতে পারে না (৩৭)।	عَلٰۤى اَنۡ نُّبَدِّلَ خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ ۙ وَ مَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوۡقِيۡنَ ﴿۴۱﴾
৪২: সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা তাদের অনর্থক কার্যাদিতে পড়ে থাকুক এবং খেলা-তামাশা করতে থাকুক, শেষ পর্যন্ত তারা	فَذَرۡهُمۡ يَخُوۡضُوۡا وَ يَلۡعَبُوۡا حَتّٰى يُلٰقُوۡا يَوۡمَهُمُ الَّذِيۡ يُوۡعَدُوۡنَ ﴿۴۲﴾

টীকা-৩৫: অর্থাৎ সূর্যের প্রত্যেক উদয়াচল ও প্রত্যেক অস্তাচলের অথবা প্রত্যেকটা তারকার পূর্ব ও পশ্চিমের, উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন রবুবিয়াতের শপথকে স্মরণ করা।

টীকা-৩৬: এভাবে যে, তাদেরকে ধ্বংস করে দিই এবং তাদের পরিবর্তে স্বীয় অনুগত সৃষ্টিকে পয়দা করবো।

টীকা-৩৭: এবং আমার ক্ষমতার আয়ত্বের বাইরে যেতে পারে না।

তাদের ঐ (৩৮) দিনের সাক্ষাত পাবে, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।	يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ (٤٢)
৪৩: যেদিন কবরগুলো থেকে বের হবে দৌড়িয়ে (৩৯) যেন তারা চিহ্নগুলোর দিকে ছুটছে (৪০),	يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ (٤٣)
৪৪: চক্ষুসমূহ অধোমুখী করে, তাদের উপর লাঞ্ছনা সাওয়ার থাকবে, এটা তাদের ঐ দিন যে দিনের তাদের সাথে ওয়াদা ছিলো।★	خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ (٤٤)

সূরা নূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নূহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২৮, রুকূ'-২

১: নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি (এ নির্দেশ সহকারে) যে, 'তাদেরকে সতর্ক করো। এর পূর্বে যে, তাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসবে (২)।'	اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١)
২: সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই,	قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٢)
৩: (এমর্মে) যে, 'আল্লাহ এর ইবাদত করো (৩) এবং তাঁকে ভয় করো (৪) আর আমার নির্দেশ মেনে চলো।'	اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ (٣)
৪: তিনি তোমাদের কিছু গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন (৫) এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত (৬) তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন (৭)। নিশ্চয় আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি যখন আসে, তখন তা পিছানো যায় না। কোন মতে তোমরা জানতে (৮)।'	يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤)
৫: আরয করলো (৯), 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাতদিন আহ্বান করেছি (১০)।	قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا (٥)
৬: সুতরাং আমার আহ্বান থেকে তাদের পলায়ন করাই বৃদ্ধি পেয়েছে (১১)।	فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْۤ اِلَّا فِرَارًا (٦)
৭: এবং আমি যতবারই তাদেরকে আহবান করেছি (১২) যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, ততবারই তারা তাদের কানগুলোতে আঙ্গুল দিয়ে বসেছে (১৩) এবং কাপড় মুড়ে নিয়েছে (১৪),	وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

টীকা-৩৮: শাস্তির
টীকা-৩৯: ক্বিয়ামত-দিবসে 'মাহশার' বা একত্রিত হওয়ার স্থানের দিকে।
টীকা-৪০: যেমন পতাকাবাহীরা আপন আপন পতাকার দিকে ছুটে যাচ্ছে।
টীকা-৪১: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।
টীকা-৪২: পৃথিবীতে এবং তারা সেটাকে অস্বীকার করে। ★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা নূহ মাক্কী, এতে দু' টি রুকূ', আঠাশটি আয়াত, দু' শ চব্বিশটি পদ এবং নয়শ নিরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: দুনিয়া ও আখিরাতের।
টীকা-৩: এবং কাউকেও তাঁর শরীক বানিয়োনা
টীকা-৪: অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে, যাতে তিনি গযব আপতিত না করেন
টীকা-৫: যা তোমাদের দ্বারা ঈমান আনার সময় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে থাকে, অথবা যা বান্দাদের প্রাপ্যের সাথে সম্পৃক্ত না হয়
টীকা-৬: অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত
টীকা-৭: যে, এর অভ্যন্তরে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না।
টীকা-৮: সেটাকে, এবং ঈমান নিয়ে আসতে।
টীকা-৯: হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)
টীকা-১০: ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি।
টীকা-১১: এবং যতই তাদেরকে ঈমান আনার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, ততই তাদের অবাধ্যতা বাড়তে থাকে।
টীকা-১২: তোমার উপর ঈমান আনার প্রতি,
টীকা-১৩: যাতে আমার আহ্বান না শুনে
টীকা-১৪: এবং চেহারা গোপন করে নিয়েছে, যাতে আমাকে দেখতে না পায়। কেননা, তারা আল্লাহ এর দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীকে দেখাও সহ্য করতো না।

টীকা-১৫: আপন কুফরের উপর
টীকা-১৬: এবং আমার আহ্বান গ্রহণ করা নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করেছে।
টীকা-১৭: উচ্চ-রবে সভাগুলোর মধ্যে,
টীকা-১৮: এবং বারংবার প্রকাশ্যে আহ্বানও করেছি
টীকা-১৯: একেকজন করে এবং আহ্বান-কার্যে কোন প্রকার ত্রুটি- বিচ্যুতি করিনি। সম্প্রদায়ের লোকেরা দীর্ঘকাল যাবত হযরত নূহ (عَلَیْهِ السَّلَام) -কে অস্বীকার করতেই লাগলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা' আলা তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন, তাদের নারীদেরকে বন্ধ্যা (বাঁঝা) করে দিলেন। চল্লিশ বছরের মধ্যে তাদের সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলো এবং জীবজন্তু মরে গেলো। যখন এমন অবস্থা হলো, তখন হযরত নূহ (عَلَیْهِ السَّلَام) তাদেরকে আল্লাহ্ এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিলেন।

অনুবাদ	আয়াত
একগুঁয়ে হয়ে রয়েছে (১৫) এবং বড়ই অহংকার করেছে (১৬)।	وَ اَصَرُّوْا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ(٧)
৮: অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করলাম (১৭),	ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ(٨)
৯: অতঃপর আমি তাদেরকে ঘোষণা সহকারেও বলেছি (১৮) এবং নিম্নস্বরে গোপনেও বলেছি (১৯)।'	ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ(٩)
১০: অতঃপর আমি বললাম, 'আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো (২০)। তিনি মহা ক্ষমাশীল (২১),	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ(١٠)
১১: তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন।	یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ(١١)
১২: এবং সম্পদ ও সন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন (২২) এবং তোমাদের জন্য বাগান বানিয়ে দেবেন আর তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করবেন (২৩)।	وَّ یُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِیْنَ وَ یَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ یَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ(١٢)
১৩: তোমাদের কি হয়েছে? আলাহ এর নিকট থেকে সম্মান অর্জন করার আশা করছো না (২৪)।	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ(١٣)
১৪: অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায় পর্যায় করে সৃষ্টি করেছেন (২৫)	وَ قَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا (١٤)
১৫: তোমরা কি দেখছো না আলাহ কিভাবে সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন একের উপর এক?	اَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۙ(١٥)
১৬: এবং সেগুলোর মধ্যে চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন (২৬),	وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِیْهِنَّ نُوْرًا

টীকা-২০: কুফর ও শির্ক থেকে, এবং ঈমান এনে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আপন করুণারাজির দরজাসমূহ খুলে, কেননা আল্লাহ্ এর ইবাদতে মশগুল হওয়া কল্যাণ ও জীবিকার প্রশস্ততার কারণ হয়।
টীকা-২১: তাওবাকারীদের জন্য। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তোমরা তাওবাহ করো, তবে তিনি
টীকা-২২: ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রচুর পরিমাণে দান করবেন
টীকা-২৩: হযরত হাসান (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলো এবং সে অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানালো। তিনি তাকে আল্লাহ্র দরবারে ইস্তিগফার করার নির্দেশ দিলেন। আরেক ব্যক্তি এসে অভাব-অনটনের অভিযোগ জানালো। তিনি তাকেও একই নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি আসলো। সে নিঃসন্তান হবার অভিযোগ আরয করলো। তাকেও একই নির্দেশ দিলেন। অতঃপর চতুর্থ ব্যক্তি আসলো। সে আপন ক্ষেতে কম ফসল হবার অভিযোগ জানালো। তাকেও একই কথা বললেন। রবী' ইবনে সাবীহ, যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আরয করলেন, "কয়েকজন লোকই আসলো। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করেছে আর আপনি সবাইকে একই জবাব দিলেন- "ইস্তিগফার করো।" তখন তিনি এই আয়াত শরীফ পাঠ করলেন। (এসব অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য এটা হচ্ছে- কুরআনী আমল
টীকা-২৪: এভাবে যে, তাঁর উপর ঈমান আনবে।
টীকা-২৫: কখনো বীর্য, কখনো রক্তপিন্ড, কখনো মাংসপিন্ড, শেষ পর্যন্ত তোমাদের গড়নকে পরিপূর্ণ করেন। তাঁর সৃষ্টি কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তিনি যে সৃষ্টিকর্তা হন, তাও তাঁর কুদরত এবং তাঁর একত্ববাদের উপর ঈমান আনাকে অপরিহার্য করে দেয়।
টীকা-২৬: হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ) থেকে বর্ণিত, সূর্য ও চন্দ্রের চেহারা তো আসমানগুলোর প্রতি, আর প্রত্যেকটার পৃষ্ঠ হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। সুতরাং আসমানগুলোর স্বচ্ছতার (لطافت) কারণে সেগুলোর আলো সমস্ত আসমানে পৌঁছে থাকে, যদিও চন্দ্র প্রথম আসমানে অবস্থিত (যা পৃথিবী পৃষ্ঠের নিকটবর্তী),

টীকা-২৭: যা পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং সেটার আলো চন্দ্রের আলোর চেয়েও শক্তিশালী। আর সূর্য চতুর্থ আসমানে অবস্থিত।

টীকা-২৮: তোমাদের পিতা হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে তা থেকে সৃষ্টি করে,

টীকা-২৯: মৃত্যুর পর

টীকা-৩০: তা থেকে ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৩১: এবং আমি ঈমান ও ইস্তিগফারের যেই নির্দেশ দিয়াছিলাম তা তারা অমান্য করেছে

বাংলা	আরবি
সূর্যকে করেছেন চেরাগ (২৭)।	وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾
১৭: এবং আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভিদের মতো মাটি থেকে উদ্ভূত করেছেন (২৮),	وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾
১৮: অতঃপর তোমাদেরকে সেটার মধ্যেই নিয়ে যাবেন (২৯) পুনরায় বের করবেন (৩০)।	ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾
১৯: এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা করেছেন	وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾
২০: যাতে সেটার প্রশস্ত রাস্তাগুলোতে চলাফেরা করতে পারো।’	لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾
রুকূ’-২	
২১: নূহ আরয করলো, ‘হে আমার প্রতিপালক, তারা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে (৩১) এবং (৩২) এমন লোকের পেছনে পড়েছে, যার জন্য তার সম্পদ ও সন্তানগণ ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছে (৩৩)।’	قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾
২২: এবং (৩৪) খুব বড় ষড়যন্ত্র করেছে (৩৫)।	وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾
২৩: এবং বলেছে (৩৬), ‘কখনো বর্জন করোনা নিজেদের খোদাগুলোকে (৩৭) এবং বর্জন করোনা ওয়াদ্দ, সুওয়াআ’, য়াগূছ, য়া’উক্ব ও নাসরকে (৩৮)।’	وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾
২৪: এবং নিশ্চয় তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে (৩৯) এবং তুমি যালিমদের জন্য (৪০) বৃদ্ধি করো না, কিন্তু পথভ্রষ্টতাকে (৪১)।’	وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾
২৫: তাদেরকে তাদের কেমন পাপরাশির কারণে নিমজ্জিত করা হয়েছে (৪২)। অতঃপর	مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ

টীকা-৩২: তাদের সাধারণ গরীব ও ছোট লোকেরা অবাধ্য নেতৃবর্গ, সম্পদশালী এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ লোকদের অনুসারী হয়ে গেছে

টীকা-৩৩: এবং তারা সম্পদের অহংকারে মত্ত হয়ে কুফর ও অবাধ্যতায় ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকে।

টীকা-৩৪: সেসব নেতৃবর্গ

টীকা-৩৫: যে, তারা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) -কে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে।

টীকা-৩৬: কাফিরদের নেতৃবৃন্দ তাদের সাধারণ লোকদেরকে,

টীকা-৩৭: ‘অর্থাৎ সেগুলোর উপাসনা বর্জন করোনা।’

টীকা-৩৮: এগুলো হচ্ছে তাদের প্রতিমাগুলোর নাম, যেগুলোর তারা পূজা করতো। প্রতিমা তো তাদের অনেক ছিলো, কিন্তু এ পাঁচটি তাদের নিকট খুব সম্মানিত (!) ছিলো। ‘ওয়াদ্দ’ - পুরুষের আকৃতিতে নির্মিত ছিলো। ‘সুওয়া’ - নারীর আকৃতিতে ছিলো। ‘য়াগুস’ ছিলো বাঘের আকারে। ‘য়া’উক্ব’ ঘোড়ার এবং ‘নাসূর’ ছিলো শকুনের আকৃতিতে। এই বোতগুলো নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর সম্প্রদায়ের নিকট থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আরবে পৌঁছেছিলো এবং মুশরিক গোত্রগুলো থেকে একেকটি গোত্র একেকটি প্রতিমাকে নিজেদের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলো।

টীকা-৩৯: অর্থাৎ এ বোত অনেক লোকের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ হলো। অথবা এ অর্থ এ যে, সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ প্রতিমার উপাসনার নির্দেশ দিয়ে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।

টীকা-৪০: যারা বোতগুলোর উপাসনা করে,

টীকা-৪১: এটা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর প্রার্থনা, যখন তিনি ওহী দ্বারা জানতে পারলেন যে, যেসব লোক ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য কোন লোক ঈমান আনার নেই, তখনই তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন

টীকা-৪২: প্লাবনের মধ্যে।

আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে (৪৩), অতঃপর তারা আল্লাহ এর মুকাবিলায় নিজেদের কোন সাহায্যকারী পায়নি (৪৪)।	فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا (٢٥)
২৬: এবং নূহ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর কাফিরদের মধ্যে কোন বসবাসকারী রেখোনা।	وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا (٢٦)
২৭: নিশ্চয় যদি তুমি তাদেরকে থাকতে দাও (৪৫), তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি হলে তারাও হবেনা- কিন্তু পাপী, অকৃতজ্ঞ (৪৬)।	اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧)
২৮: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে (৪৭) এবং তাকে, যে ঈমান সহকারে আমার ঘরে রয়েছে এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও সমস্ত মুসলমান নারীকে, কিন্তু কাফিরদের জন্য বৃদ্ধি করোনা, কিন্তু ধ্বংস (৪৮)।'*	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا (٢٨)

সূরা জিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা জিন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২৮, রুকূ'-২

১: (হে হাবীব!) আপনি বলুন (২), 'আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জ্বীন (৩) আমার পাঠ করা কান লাগিয়ে শ্রবণ করলো (৪) অতঃপর বললো (৫), 'আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি (৬),	قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا (١)
২: যা মঙ্গলের পথ বাতলিয়ে দেয় (৭)। অতঃপর আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা কখনো কাউকে আপন প্রতিপালকের শরীক করবো না,	يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا (٢)
৩: এবং এ যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে, না তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং না সন্তান (৮),	وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا (٣)
৪: এবং এ যে, আমাদের মধ্যেকার নির্বোধ লোকই আল্লাহ সম্পর্কে সীমা লংঘন করে কথা বলতো (৯)।	وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا (٤)

টীকা-৪৩: নিমজ্জিত হবার পর।
টীকা-৪৪: যে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।
টীকা-৪৫: এবং ধ্বংস না করেন,
টীকা-৪৬: এটা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) ওহী দ্বারা জানতে পারলেন। আর হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) নিজের জন্য, নিজ মাতাপিতা এবং ঈমানদার নর-নারীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।
টীকা-৪৭: যেহেতু, তাঁরা উভয়ে মু'মিন ছিলেন
টীকা-৪৮: আল্লাহ তা' আলা হযরত নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) -এর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত কাফিরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে ফেললেন। *

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা জিন মাক্কী', এতে দু' টি রুকূ', আঠাশটি আয়াত, দু'শ পঁচাশিটি পদ এবং আটশ সত্তরটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: হে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)!
টীকা-৩: 'নাসীবাঈন' -এর, তাদের সংখ্যা তাফসীরকারকগণ 'নয়জন' বলেছেন।
টীকা-৪: ফজরের নামাযের মধ্যে, মক্কা মুকাররমা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলাহ্' নামক স্থানে,
টীকা-৫: ঐসব জিন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়ে,
টীকা-৬: যা আপন ভাষা-অলংকার সমৃদ্ধ বর্ণনায়, বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যে এবং উচ্চাঙ্গের অর্থের দিক দিয়ে এমনই অনন্য যে, সৃষ্টির কোন বাণীই সেটার সাথে তুলনীয় নয় এবং সেটার এ মর্যাদা যে,
টীকা-৭: অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানের।
টীকা-৮: যেমন জিন্ ও ইনসানের মধ্যেকার কাফিরগণ বলে থাকে।
টীকা-৯: মিথ্যা বলতো, অশালীন ব্যবহার করতো এভাবে যে, তাঁর জন্য শরীক, সন্তান ও স্ত্রী উদ্ভাবন করতো।
'সূরা নূহ' সমাপ্ত।

অনুবাদ	আয়াত
৫: এবং এ যে, আমাদের ধারণা ছিলো যে, কখনো মানুষ ও জ্বীন আলাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবে না (১০),	وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنۡ لَّنۡ تَقُوۡلَ الۡاِنۡسُ وَ الۡجِنُّ عَلَی اللّٰہِ کَذِبًا ﴿ۙ۵﴾
৬: এবং এ যে, মানুষের মধ্যে কিছু পুরুষ জ্বীনদের কিছু পুরুষের আশ্রয় নিতো (১১), অতঃপর এর ফলে তাদের অহংকার আরো বৃদ্ধি পেলো,	وَّ اَنَّہٗ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الۡاِنۡسِ یَعُوۡذُوۡنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الۡجِنِّ فَزَادُوۡہُمۡ رَہَقًا ﴿ۙ۶﴾
৭: এবং এ যে, তারা (১২) ধারণা করলো যেমনি তোমাদের ধারণা রয়েছে (১৩) যে, আলাহ কখনো কোন রসূল প্রেরণ করবেন না।	وَّ اَنَّہُمۡ ظَنُّوۡا کَمَا ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ لَّنۡ یَّبۡعَثَ اللّٰہُ اَحَدًا ﴿ۙ۷﴾
৮: এবং এ যে, আমরা আসমানকে স্পর্শ করেছি (১৪), অতঃপর সেটাকে (এমতাবস্থায়) পেয়েছি যে (১৫), কঠোর পাহারা ও উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে (১৬)।	وَّ اَنَّا لَمَسۡنَا السَّمَآءَ فَوَجَدۡنٰہَا مُلِئَتۡ حَرَسًا شَدِیۡدًا وَّ شُہُبًا ﴿ۙ۸﴾
৯: এবং এ যে, আমরা (১৭) পূর্বে আসমানে (সংবাদ) শুনার জন্য কিছু স্থানে (ঘাঁটিতে) বসতাম, অতঃপর এখন (১৮) যে কেউ শুনতে চেয়েছে সে আপন তাকের মধ্যে উল্কা পিন্ড পেয়েছে (১৯),	وَّ اَنَّا کُنَّا نَقۡعُدُ مِنۡہَا مَقَاعِدَ لِلسَّمۡعِ ؕ فَمَنۡ یَّسۡتَمِعِ الۡاٰنَ یَجِدۡ لَہٗ شِہَابًا رَّصَدًا ﴿ۙ۹﴾
১০: এবং এ যে, আমাদের জানা নেই যে (২০), পৃথিবীবাসীদের কোন অমঙ্গলের ইচ্ছা করা হয়েছে কিংবা তাদের প্রতিপালক কোন মঙ্গল চেয়েছেন।	وَّ اَنَّا لَا نَدۡرِیۡۤ اَشَرٌّ اُرِیۡدَ بِمَنۡ فِی الۡاَرۡضِ اَمۡ اَرَادَ بِہِمۡ رَبُّہُمۡ رَشَدًا ﴿ۙ۱۰﴾
১১: এবং এ যে, আমাদের মধ্যে (২১) কিছু সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ রয়েছে (২২), আর কিছু সংখ্যক রয়েছে অন্য ধরণের, আমরা ছিলাম কয়েক পথে বিভক্ত (২৩),	وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوۡنَ وَ مِنَّا دُوۡنَ ذٰلِکَ ؕ کُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿ۙ۱۱﴾
১২: এবং এ যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, কখনো পৃথিবীতে আলাহ এর আয়ত্ব থেকে বের হতে পারবো না এবং না পালিয়ে তাঁর করায়ত্বের বাইরে থাকতে পারবো।	وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنۡ لَّنۡ نُّعۡجِزَ اللّٰہَ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَنۡ نُّعۡجِزَہٗ ہَرَبًا ﴿ۙ۱۲﴾
১৩: এবং এ যে,আমরা যখন হিদায়ত শুনেছি (২৪) তখন সেটার প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর যে কেউ আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছে, তখন তার না আছে কোন হ্রাস পাবার ভয় (২৫) এবং না বৃদ্ধি পাবার (২৬)।	وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا الۡہُدٰۤی اٰمَنَّا بِہٖ ؕ فَمَنۡ یُّؤۡمِنۡۢ بِرَبِّہٖ فَلَا یَخَافُ بَخۡسًا وَّ لَا رَہَقًا ﴿ۙ۱۳﴾
১৪: এবং এ যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক যালিম (২৭)। সুতরাং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা কল্যাণকেই চিন্তা করে বেছে নিয়েছে (২৮)।	وَّ اَنَّا مِنَّا الۡمُسۡلِمُوۡنَ وَ مِنَّا الۡقٰسِطُوۡنَ ؕ فَمَنۡ اَسۡلَمَ فَاُولٰٓئِکَ تَحَرَّوۡا رَشَدًا ﴿۱۴﴾

টীকা-১০: এবং তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবো না। এজন্যই আমরা তাদের কথা সত্য বলে স্বীকার করতাম, যা কিছু তারা আল্লাহ সম্পর্কে বলতো এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্ এর প্রতি বিবি ও সন্তানের সম্বন্ধ রচনা করতো। এমনকি কুরআন কারীমের হিদায়ত থেকে আমাদের নিকট তাদের মিথ্যাবাদিতা ও অপবাদ প্রকাশ পেয়ে গেছে।

টীকা-১১: যখন সফরের মধ্যে কোন বিপজ্জনক স্থানে উপনীত হতো, তখন বলতো, "আমরা এ অঞ্চলের নেতার আশ্রয় কামনা করি এখানকার দুষ্টদের থেকে।"

টীকা-১২: অর্থাৎ কুরাঈশ গোত্রীয় কাফিরগণ

টীকা-১৩: হে জিনেরা!

টীকা-১৪: অর্থাৎ আসমানবাসীদের কথাবার্তা শুনার জন্য প্রথম আসমানের উপর যেতে চায়,

টীকা-১৫: ফিরিশতাদের,

টীকা-১৬: যাতে জিনদেরকে আসমানবাসীদের আলাপ-আলোচনা শুনার উদ্দেশ্যে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছা থেকে বাধা দেয়া যায়।

টীকা-১৭: নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর নবুয়্যাত প্রকাশের

টীকা-১৮: নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর নাবুয়্যাত প্রকাশের পর,

টীকা-১৯: যা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা যায়।

টীকা-২০: আমাদের এ বন্দী ও বাধা প্রদান থেকে,

টীকা-২১: কুরআন কারীম শুনার পর,

টীকা-২২: মু'মিন, নিষ্ঠাবান, খোদাভীরু ও সৎকর্মপরায়ণ,

টীকা-২৩: দল-উপদলে বিভক্ত,

টীকা-২৪: অর্থাৎ কুরআন পাক

টীকা-২৫: অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ অথবাসাওয়াব হ্রাস পাবার

টীকা-২৬: মন্দ কার্যাদির।

টীকা-২৭: সত্য থেকে বিমুখ কাফির।

টীকা-২৮: এবং হিদায়ত ও সত্যপথকে আপন লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে।

টীকা-২৯: কাফির, সত্য পথ থেকে বিমুখ।
টীকা-৩০: এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাফির জ্বীনকে দোযখের আগুনের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হবে।
টীকা-৩১: অর্থাৎ মানবজাতি।
টীকা-৩৩: 'প্রচুর' মানে জীবিকার প্রাচুর্য'। বস্তুতঃ এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন দীর্ঘ সাত বছর যাবত তাদেরকে বারিবর্ষণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অর্থ এ যে, এসব লোক যদি ঈমান আনতো, তবে আমি দুনিয়ায় তাদের জন্য রিযক্বকে প্রশস্ত করে দিতাম এবং তাদেরকে প্রচুর পানি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করতাম,
টীকা-৩৪: যে, তারা কেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে,
টীকা-৩৫: ক্বুরআন থেকে, অথবা তাওহীদ কিংবা ইবাদত থেকে।
টীকা-৩৬: যার কঠোরতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে,
টীকা-৩৭: অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থান, যেগুলো নামাযের জন্য তৈরী করা হয়েছে।
টীকা-৩৮: যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানদের কুপ্রথা ছিলো যে, তারা তাদের গীর্জা ও ইবাদতখানাগুলোর মধ্যে শির্ক করতো
টীকা-৩৯: অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ (মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)) 'বতনে নাখলাহ্' তে (নাখলা উপত্যকায়) ফজরের সময়
টীকা-৪০: অর্থাৎ নামায পড়ার জন্য,
টীকা-৪১: কেননা, তাদের নিকট নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কর্তৃক ইবাদত পালন, ক্বুরআন তিলাওয়াত এবং তাঁর সাহাবা কিরামের ইক্তিদা অতি আশ্চর্যজনক ও পছন্দনীয় মনে হয়েছে। ইতোপূর্বে তারা কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি এবং এমন অতুলনীয় বাণী শুনেনি।
টীকা-৪২: যেমন, হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) বলেছিলেন (فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ) (অতঃপর কে আমাকে সাহায্য করবে আল্লাহ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে, যদি আমি তাঁর নির্দেশ অমান্য করি?)

সূরাঃ ৭২ জিন	১০৩৪	মানযিল-৭	পারাঃ ২৯

১৫: এবং রইলো যালিম (২৯), তারা জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে (৩০)।'	وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥)
১৬: এবং বলুন, 'আমার নিকট এ ওহী হয়েছে যে, যদি তারা (৩১) সঠিক পথে স্থির থাকতো (৩২), তবে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রচুর পানি দিতাম (৩৩),	وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا (١٦)
১৭: যাতে তাদেরকে আমি এর উপর পরীক্ষা করি (৩৪), এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে (৩৫), তাকে তিনি ক্রমবর্ধমান শাস্তির মধ্যে নিক্ষে প করবেন (৩৬),	لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧)
১৮: এবং এ যে, মসজিদগুলো (৩৭) আল্লাহ এরই। সুতরাং আল্লাহ এর সাথে অন্য কারো ইবাদত করোনা (৩৮),	وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (١٨)
১৯: এবং এ যে, যখন আল্লাহ এর বান্দা (৩৯) তাঁর ইবাদত করার জন্য দন্ডায়মান হয়েছে (৪০), তখন এরই উপক্রম ছিলো যে, ঐ সমস্ত জ্বীন তাঁর নিকট প্রচন্ড ভিড় জমাবে (৪১)।	وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩)
রুকূ'-২	
২০: আপনি বলুন, 'আমি তো আমার প্রতিপালকেরই ইবাদত করি এবং কাউকেও তাঁর শরীক স্থির করিনা।'	قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا (٢٠)
২১: আপনি বলুন, 'আমি আমাদের কারো ভালো-মন্দের মালিক নই।'	قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا (٢١)
২২: আপনি বলুন, 'অবশ্যই আল্লাহ থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করবে না (৪২) এবং নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবো না,	قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (٢٢)
২৩: কিন্তু আল্লাহ এর পয়গাম পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালিতের বাণীসমূহ (৪৩)। এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অমান্য করে (৪৪), তবে নিশ্চয় তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যাতে তারা সদা সর্বদা থাকবে।	اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ (٢٣)

টীকা-৪৩: এটা আমার উপর ফরয (অপরিহার্য কর্তব্য) যা আমি পালন করি।
টীকা-৪৪: এবং তাঁদের উপর ঈমান না আনে,

টীকা-৪৫: ঐ শাস্তি,
টীকা-৪৬: কাফিরের, না মু'মিনের। অর্থাৎ সেদিনে কাফিরের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আর মু'মিনের সাহায্য আল্লাহ্ তা' আলা এবং তাঁর নবীগণ ও তাঁর ফিরিশতাগণ- সবাই করবেন।
শানে নুযূল: নাযার ইবনে হারিস বলেছিলো, “এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?” এর জবাবে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-৪৭: অর্থাৎ শাস্তির সময়ের জ্ঞান অদৃশ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।
টীকা-৪৮: অর্থাৎ আপন 'খাস গায়ব' -এর উপর, যা শুধু তিনিই জানেন (খাযিন ও বায়দাভী ইত্যাদি)

অনুবাদ	আয়াত
২৪: শেষ পর্যন্ত, যখন দেখবে (৪৫) যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, তখনই তারা জেনে যাবে কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম (৪৬)।	حَتّٰۤی اِذَا رَاَوۡا مَا یُوۡعَدُوۡنَ فَسَیَعۡلَمُوۡنَ مَنۡ اَضۡعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾
২৫: আপনি বলুন, 'আমি জানিনা তা কি সন্নিকটে, যার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, না আমার প্রতিপালক তাকে কোন অবকাশ দেবেন (৪৭)?	قُلۡ اِنۡ اَدۡرِیۡۤ اَقَرِیۡبٌ مَّا تُوۡعَدُوۡنَ اَمۡ یَجۡعَلُ لَہٗ رَبِّیۡۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾
২৬: অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর (৪৮) কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না (৪৯)-	عٰلِمُ الۡغَیۡبِ فَلَا یُظۡہِرُ عَلٰی غَیۡبِہٖۤ اَحَدًا ﴿ۙ۲۶﴾
২৭: আপন মনোনীত রসূলগণ ব্যতীত (৫০), যেহেতু তাদের অগ্রে-পশ্চাতে পাহারা নিয়োজিত করে দেন (৫১),	اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰی مِنۡ رَّسُوۡلٍ فَاِنَّہٗ یَسۡلُکُ مِنۡۢ بَیۡنِ یَدَیۡہِ وَ مِنۡ خَلۡفِہٖ رَصَدًا ﴿ۙ۲۷﴾
২৮: যাতে দেখে নেন যে, তারা আপন প্রতিপালকের পরগাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং যা কিছু তাদের নিকট আছে সবই তাঁর জ্ঞানে রয়েছে এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর সংখ্যা গণনা করে রেখেছেন (৫২)। ★	لِّیَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ اَبۡلَغُوۡا رِسٰلٰتِ رَبِّہِمۡ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَیۡہِمۡ وَ اَحۡصٰی کُلَّ شَیۡءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

সূরা মুয্যাম্মিল

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা মুয্যাম্মিল (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ্‌ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-২০, রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
১: হে বস্ত্রাবৃত (২)।	یٰۤاَیُّہَا الۡمُزَّمِّلُ ﴿ۙ۱﴾

টীকা-৪৯: অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে অবহিত করেন না, যাতে রহস্যাদির পূর্ণ প্রকাশ চূড়ান্ত পর্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে অর্জিত
টীকা-৫০: সুতরাং তাদেরকেই অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের অধিকারী করেন এবংপূর্ণাঙ্গ অবগতি ও পূর্ণ বিকাশ দান করেন। বস্তুতঃ এ 'ইলমে গায়ব' তাদের জন্য মু' জিযা হয়ে থাকে। ওলীগণকে যদিও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগতি দান করা হয় তবুও নাবীগণের জ্ঞান সুস্পষ্ট বিকাশের দিক দিয়ে ওলীগণের জ্ঞান অপক্ষা বহু উর্ধ্বে ও অধিকতর উত্তম। আর ওলীগণের জ্ঞান নাবীগণেরই মাধ্যমে এবং তাদেরই বদান্যতায় অর্জিত হয়।
মু'তাযিলাঃ একটা পথভ্রষ্ট ফির্কা বা দল তারা ওলীগণের জন্য অদৃশ্যজ্ঞানকে স্বীকার করে না। তাদের এই ধারণা বাতিল ও ভ্রান্ত এবং বহু সংখ্যক হাদীসের পরিপন্থী। এ আয়াত থেকে তাদের প্রমাণ পেশ করা শুদ্ধ নয়। উপরোল্লেখিত বর্ণনায় এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। রসূলকুল সরদার, শেষনাবী হযরত মুহাম্মদ (মুস্তফা (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) মনোনীত রসূলগণ-এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন, যেমন- 'সিহাহ্' -এর নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এ আয়াত হুযূরের এবং সমস্ত মনোনীত রসূলের জন্য 'অদৃশ্য জ্ঞান' কে প্রমাণিত করে।
টীকা-৫১: ফিরশতাদেরকে, যারা তাদেরকে রক্ষা করেন,
টীকা-৫২: এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত বস্তু গণনাকৃত সীমিত ও সীমাবদ্ধ। *
★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা মুযযাম্মিল' মাক্কী, এতে দু'টি রুকূ', বিশটি আয়াত, দুশ পঁচাশিটি পদ এবং আটশ আটত্রিশটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: অর্থাৎ আপন বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আবৃতকারী। এর শানে নুযূল সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন- ওহী অবতরণের প্রাথমিক সময়ে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ভয়ে আপন বস্ত্রে নিজেকে জড়িয়ে নিতেন। এমনি অবস্থায় তাঁকে হযরত জিবরাঈল (عَلَیۡہِ السَّلَام) (یٰۤاَیُّہَا الۡمُزَّمِّلُ) বলে আহ্বান করেছেন।
* 'সূরা জিন্' সমাপ্ত।

অপর এক অভিমত এ যে, বিশ্বকুল সরদার (عَلَيْهِ السَّلَام) চাদর শরীফ বরকতময় গায়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়, তাঁকে আহবান করা হলো (يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) (হে বস্ত্রাবৃত)। যাই হোক, এ আহ্বান এ কথাই বলছে যে, প্রিয়জনের প্রতিটি চালচলনও প্রিয় হয়ে থাকে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'নাবূয়্যাত ও রিসালতের চাদর বহনকারী ও এর উপযোগী।'

টীকা-৩: নামায ও ইবাদত সহকারে,

টীকা-৪: অর্থাৎ কিছু অংশ আরামের জন্য হোক। আর রাতের অবশিষ্ট অংশ ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করুন। এখন সেই অবশিষ্ট অংশ কতটুকু হবে তার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে--

টীকা-৫: অর্থ এ যে, আপনাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে- চাই রাত্রি জাগরণ অর্ধ রাত্রির চেয়ে কম করুন, কিংবা অর্ধ রাত্র করুন অথবা এর চেয়ে কিছু বেশি করুন- (বায়দাভী)। এ রাত্রি জাগরন দ্বারা 'তাহাজ্জুদ' বুঝানো হয়েছে, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওয়াজিব এবং এক অভিমতানুসারে, 'ফরয' ছিলো। নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীগণ রাত্রি জাগরণ করতেন। আর তাঁরা জানতেননা যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ কবে হয়েছে। সুতরাং তাঁরা সারা রাত্রিই জাগ্রত থাকতেন আর ভোর পর্যন্ত নামায পড়তেন এ ভয়ে যেন রাত্রি জাগরণ ওয়াজিব পরিমাণ অপেক্ষা কম না হয়ে যায়। এমনকি, এসব হযরতের পদদ্বয় ফুলে যেতো। অতঃপর এক বছর পর এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেলো। আর রহিতকারী আয়াতও এ সূরার মধ্যে রয়েছে-(فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) (তোমরা পড়ো তা থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজসাধ্য হয়)।

টীকা-৬: ওয়াক্বফগুলোর প্রতিসতর্কদৃষ্টি রেখে, 'মাখরাজ' আদায় করে-অক্ষরগুলোর যথাযথ স্থান থেকে উচ্চারণ করে। বস্তুতঃ যথাসাধ্য সম্ভব শুদ্ধরূপে পাঠ করা নামাযের মধ্যে 'ফরয' (অপরিহার্য)।

অনুবাদ	আয়াত
২: রাত্রি জাগরণ করুন (৩), রাতের কিছু অংশ ব্যতীত (৪),	قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ(۲)
৩: অর্ধরাত্রি অথবা তা থেকেও কিছু কম করুন,	نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ(۳)
৪: অথবা এর উপর কিছু বৃদ্ধি করুন (৫)। এবং ক্বুরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন (৬)।	اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ(۴)
৫: নিশ্চয় অনতিবিলম্বে আমি আপনার উপর একটা গুরুভার বাণী অবতারণ করবো (৭)।	اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (۵)
৬: নিশ্চয় রাতে উঠা (৮), তা অধিক চাপ সৃষ্টি করে (৯) এবং বাণী খুব সরলভাবে বহির্গত হয় (১০)।	اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِیَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ؕ(۶)
৭: নিশ্চয় দিনের বেলায় তো আপনার বহু কাজ রয়েছে (১১)।	اِنَّ لَكَ فِی النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ؕ(۷)
৮: এবং আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন (১২) এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করে থাকুন (১৩)।	وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ؕ(۸)
৯: তিনি পূর্বের প্রতিপালক ও পশ্চিমের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং আপনি তাঁকেই আপন কর্ম বিধায়ক	رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا (۹)

টীকা-৭: অর্থাৎ অতীব মহান ও সম্মানিত। এটা দ্বারা ক্বুরআন মাজীদ' -ই বুঝানো হয়েছে। এটাও বর্ণিত হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'আমি আপনার উপর ক্বুরআন অবতীর্ণ করবো, এতে রয়েছে আদেশ ও নিষেধসমূহ এবং কঠিন বিধানাবলী, যেগুলো শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট লোকদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে।

টীকা-৮: শয়ন করার পর,

টীকা-৯: দিনের বেলার নামাযের অনুপাতে

টীকা-১০: কেননা, ঐ সময়টা হচ্ছে আরাম ও প্রশান্তির, তা শোরগোল থেকে মুক্ত থাকে, তাতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা পূর্ণাঙ্গ হয় এবং রিয়া বা লোক-দেখানোর অবকাশ থাকেনা।

টীকা-১১: রাত্রিবেলা ইবাদতের জন্য অতি অবসরময় হয়।

টীকা-১২: রাত ও দিনের সমগ্র সময়টুকুতে তাসবীহ, তাহলীল, নামায, ক্বুরআন শরীফ তিলাওয়াত, জ্ঞান শিক্ষা দান ইত্যাদির মাধ্যমে। তাছাড়া, এটাও বর্ণিত হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে- স্বীয় ক্বিরআতের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করো।

টীকা-১৩: অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে পার্থিব সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্নতা তথা পূর্ণ একাগ্রতার গুণ থাকবে। এভাবে যে, অন্তর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য

অনুবাদ	আয়াত
হিসেবে গ্রহণ করুন (১৪)। **১০:** এবং কাফিরদের উক্তিসমূহে ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদেরকে ভালোভাবে পরিহার করুন (১৫)।	وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾
১১: এবং আমার উপর ছেড়ে দিন এসব অস্বীকারকারী ধনশালী লোকদেরকে এবং তাদেরকে স্বল্প অবকাশ দিন (১৬)।	وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾
১২: নিশ্চয় আমার নিকট (১৭) ভারী বেড়ীসমূহ রয়েছে এবং প্রজ্জ্বলিত আগুন,	اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾
১৩: এবং কণ্ঠে আটকা পড়ে এমন খাদ্য এবং বেদনদায়ক শাস্তি (১৮)।	وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾
১৪: যেদিন থরথর করে কাঁপবে যমীন ও পর্বতমালা (১৯) এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে বহমান বালুর টিলা।	يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾
১৫: নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন, রসূল প্রেরণ করেছি (২০), যিনি তোমাদের উপর হাযির-নাযির (উপস্থিত, পর্যবেক্ষণকারী) (২১), যেভাবে আমি ফিরআউনের প্রতি রসূল, প্রেরণ করেছি (২২)।	اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾
১৬: অতঃপর ফিরআউন ঐ রসূলের নির্দেশ অমান্য করলো, সুতরাং আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি।	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾
১৭: অতঃপর কীভাবে রক্ষা পাবে (২৩) যদি (২৪) কুফর করো ঐ দিন (২৫), যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে (২৬),	فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾
১৮: আসমান তার আঘাতে ফেটে যাবে। আলাহ এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েই থাকবে।	السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾
১৯: নিশ্চয় এটা উপদেশ, সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে রাস্তা গ্রহণ করে (২৭)।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾

রুকূ’-২

অনুবাদ	আয়াত
২০: নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি রাত্রে জাগ্রত থাকেন- কখনো রাতের দু’তৃতীয়াংশের কাছাকাছি, কখনো অর্দ্ধরাত্রি, কখনো এক তৃতীয়াংশ, এবং আপনার সাথের একটি দলও (২৮) এবং আল্লাহ রাত ও দিনের পরিমাণ নির্ণয় করেন। তিনি জানেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের সারা রাতের সঠিক হিসাব রাখা সম্ভবপর হবে না (২৯), সুতরাং তিনি আপন করুণা দ্বারা তোমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি ফিরিয়েছেন, এখন কুরআনের মধ্য থেকে যতটুকু তোমার নিকট সহজ হয় ততটুকু পাঠ করো (৩০)। তিনি জানেন- সত্বর তোমাদের	اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ

কারো প্রতি মগ্ন থাকবে না, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে একমাত্র তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট থাকবে।

টীকা-১৪: এবং আপন কার্যাদি তাঁরই প্রতি সোপর্দ করুন।

টীকা-১৫: এবং এটা জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১৬: ‘বদর’ পর্যন্ত অথবা ক্বিয়ামত পর্যন্ত।

টীকা-১৭: আখিরাতে

টীকা-১৮: তাদের জন্য, যারা নাবী (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৯: সেটা হবে ক্বিয়ামত-দিবস

টীকা-২০: বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم),

টীকা-২১: মু’মিনের ঈমান ও কাফিরের কুফর সম্পর্কে অবগত,

টীকা-২২: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)।

টীকা-২৩: আল্লাহ এর শাস্তি থেকে

টীকা-২৪ পৃথিবীতে,

টীকা-২৫: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে, যা অতীব ভয়ংকর হবে,

টীকা-২৬: আপন কঠোরতা ও আতঙ্কের ফলে,

টীকা-২৭: ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে।

টীকা-২৮: আপনার সাহাবীদের। তারাও রাত্রি জাগরণের ক্ষেত্রে আপনাকে অনুসরণ করেন

টীকা-২৯: এবং সময়কে নিয়ন্ত্রণে (ضبط) রাখতে পারবে না,

টীকা-৩০: অর্থাৎ রাত্রি-জাগরণ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

মাসআলা: এ আয়াত থেকে সাধারণভাবে নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ করা ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়।

মাসআলা: ফরয ক্বিরআতের নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে- একট বড় আয়াত অথবা তিনটি ছোট আয়াত।

টীকা-৩১: অর্থাৎ ব্যবসা অথবা জ্ঞানার্জনের জন্য,
টীকা-৩২: ঐসব লোকের জন্য রাত্রি জাগরণ করা কষ্টসাধ্য হবে,
টীকা-৩৩: এটা দ্বারা পূর্ববর্তী নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। এটাও পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।
টীকা-৩৪: এখানে 'নামায' দ্বারা ফরয নামাযসমূহ বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৩৫: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এ 'কর্জ' দ্বারা 'যাকাত' ছাড়াও আল্লাহ এর পথে ব্যয় করা' বুঝানো হয়েছে, আত্নীয়তা রক্ষার্থে এবং আতিথেয়তায় ব্যয় করাও। এটাও বলা হয়েছে যে, তা দ্বারা এ সব ধরণের সাদাক্বাহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ভালো পন্থায় হালাল সম্পদ থেকে আনন্দ চিত্তে আল্লাহ্ এর পথে ব্যয় করা হয় *
★★★★★★★
টীকা-১: 'সূরা মুদ্দাসসির' মাক্কী, এতে দু' টি রুকূ', ছাপ্পান্নটি আয়াত, দু' শ পঞ্চানটি পদ ও এক হাজার দশটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: এতে সম্বোধন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে করা হয়েছে।
শানে নুযূল: হযরত জাবির (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমায়েছেন, "আমি হেরা পর্বতের উপর ছিলাম। তখন আমার প্রতি আহবান আসলো- (يَامُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ) (হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্র রসূল!) আমি আমার ডানে-বামে দেখলাম। কিছুই পেলাম না। উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম- আসমান ও যমীনের মধ্যখানে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট (অর্থাৎ ঐ ফিরিশতা, যিনি আহ্বান করেছেন)। এটা দেখে আমি আতঙ্কিত হলাম। আর আমি খাদিজার নিকট আসলাম এবং আমি বললাম, "আমার গায়ে চাদর মুড়িয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। অতঃপর জিব্রাইল আসলেন, আর তিনি বললেন, (يَا يُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (হে চাদর আবৃত।)
টীকা-৩: আপন বিছানা থেকে।
টীকা-৪: সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ এর শাস্তি থেকে, ঈমান না আনার উপর।
টীকা-৫: যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বললেন। হযরত খাদীজাও হুযূরের 'তাকবীর' শুনে 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবর) বললেন। আর খুশী হলেন এবং তাঁর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ওহী এসেছে।
* 'সূরা মুযযাম্মিল' সমাপ্ত।

মধ্য থেকে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কিছু লোক পৃথিবীতে সফর করবে আল্লাহ এর অনুগ্রহের সন্ধানে (৩১), আর কিছু লোক আল্লাহ এর পথে লড়তে থাকবে (৩২), সুতরাং যতটুকু কুরআন পাঠ করা সহজসাধ্য হয় ততটুকু পাঠ করো (৩৩), এবং নামায কায়েম রাখো (৩৪), যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ দাও (৩৫) আর নিজের জন্য যে সৎকর্ম আগে প্রেরণ করবে সেটাকে আল্লাহ এর নিকট অধিকতর উত্তম ও মহা পুরস্কারেরই (উপযোগী) পাবে। এবং আল্লাহ এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ★	لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٠)

সূরা মুদ্দাসির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুদ্দাসির (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫৬, রুকূ'-২

১: হে উপর-আবরণীয় (চাদর) আবৃতকারী (২)।	يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) ۙ
২: দন্ডায়মান হয়ে যান (৩)। অতঃপর সতর্ক করুণ (৪)।	قُمْ فَاَنْذِرْ (٢) ۪ۙ
৩: এবং আপন প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন (৫)।	وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) ۪ۙ

টীকা-৬: যেকোন প্রকারের অপবিত্র বস্তু থেকে। কেননা, নামাযের জন্য পবিত্রতা অত্যাবশ্যকীয়। আর নামায ব্যতীত অন্যান্য অবস্থারও পোশাক পবিত্র রাখা উত্তম। অথবা অর্থ এ যে, 'আপন পোশাককে খাটো করুন।' এতটুকু দীর্ঘও নয়, যতটুকু দীর্ঘ করা আরবদের অভ্যাস। কেননা, খুব বেশী দীর্ঘ করলে চলাফেরা করার সময় অপবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকে।

টীকা-৭: অর্থাৎ যেমন পৃথিবীতে হাদিয়া-তোহ্ফা ও নযরানা দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে যে, দাতা এ ধারণা করে, যাকে আমি এটা দিয়েছি তিনি এর চাইতে অধিক আমাকে দেবেন। এ ধরণের হাদিয়া-তোহ্ফা ও নযরানা বিনিময় করা শরীয়ত মতে জায়েয। কিন্তু নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, 'নাবূয়্যাত' -এর মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। এ উচ্চতম পদের জন্য এটাই উপযোগী যে, যাকে যাই দেবেন তা যেন নিরেট বদান্যতাই হয়, তার নিকট থেকে কিছু নেয়ার কিংবা উপকৃত হবার উদ্দেশ্য যেন না থাকে।

বাংলা	আরবী
৪: এবং আপন পোশাক পবিত্র রাখুন (৬)।	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤
৫: এবং প্রতিমাগুলো থেকে দূরে থাকুন।	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥
৬: এবং অধিক নেয়ার উদ্দেশ্যে কারো প্রতি অনুগ্রহ করবেন না (৭)।	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦
৭: এবং আপন প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধারণ করে থাকুন (৮)।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧
৮: অতঃপর যখন শিঙ্গার ফুৎকার করা হবে (৯),	فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۝٨
৯: সুতরাং ঐ দিন সংকটময় দিন,	فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝٩
১০: কাফিরদের জন্য সহজ নয় (১০)।	عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝١٠
১১: তাকে আমার উপর ছেড়ে দাও যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি (১১),	ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝١١
১২: এবং তাকে প্রশস্ত (প্রচুর) সম্পদ দিয়েছি (১২),	وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝١٢
১৩: এবং পুত্র-সন্তান দিয়েছি- সম্মুখে উপস্থিত থাকে (১৩),	وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۝١٣
১৪: এবং আমি তার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রস্তুতি নিয়েছি (১৪),	وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۝١٤
১৫: অতঃপর সে এ কামনা করছে যেন আমি আরো অধিক প্রদান করি (১৫)।	ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۝١٥
১৬: না, কখনো তা হবেনা (১৬), সে তো আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে।	كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۝١٦
১৭: অনতিবিলম্বে, আমি তাকে আগুনের পর্বত 'সা'উদ'-এর উপর আরোহণ করাবো।	سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۝١٧
১৮: নিশ্চয় সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং অন্তরে কিছু কথা স্থির করেছে,	اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝١٨
১৯: অতঃপর, তার উপর অভিসম্পাত হোক! কীভাবে স্থির করলো?	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩

টীকা-৮: নির্দেশাবলী ও নিষেধসমূহ এবং এসব নির্যাতনের উপর, যেগুলো দ্বীনের খাতিরে আপনাকে সহ্য করতে হয়েছে।

টীকা-৯: এটা দ্বারা বিশুদ্ধ অভিমতানুসারে, 'দ্বিতীয় ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১০: এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ দ্বীন, আল্লাহ্‌র 'অনুগ্রক্রমে, মু'মিনদের জন্য সহজ হবে।

টীকা-১১: তার মায়ের পেটে, ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি ছাড়া,

শানে নুযূল: এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরা মাখযূমী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে আপন সম্প্রদায় কর্তৃক (وحيد) (একাকী) উপাধিতে ভূষিত ছিলো।

টীকা-১২: ক্ষেতসমূহ, প্রচুর গৃহপালিত পশু এবং ব্যবসা-বাণিজ্য,

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সে এক লক্ষ দীনার নগদ অর্থের মালিক ছিলো আর তায়েফে তার এত বড় বাগান ছিলো যে, তা বছরের কোন সময়ই ফলমূলশূন্য থাকতো না।'

টীকা-১৩: যাদের সংখ্যা ছিলো 'দশ' আর যেহেতু তারা ধনবান ছিলো, সেহেতু জীবিকার্জনের জন্য তাদের সফর করার প্রয়োজন হতো না। এ কারণে, সবাই পিতার সামনে উপস্থিত থাকতো। তাদের মধ্যে তিনজন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলো। তাঁরা হলেন- খালিদ, হিশাম ও ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ।

টীকা-১৪: বংশ-গৌরবও দিয়েছি, নেতৃত্ব দান করেছি, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনও দিয়েছি, দীর্ঘায়ুও দিয়েছি,

টীকা-১৫: অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সত্ত্বেও।

টীকা-১৬: এটা হবে না। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর ওয়ালীদের সম্পদ, সন্ততি ও মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস প্রাপ্ত হলো।

টীকা-১৭: শানে নুযূল: যখন (حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ) অবতীর্ণ হলো এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) মসজিদে তা তিলাওয়াত করলেন, ওয়ালীদ তা শুনলো। অতঃপর ঐ সম্প্রদায়ের মজলিসে এসে সে বললো, "আল্লাহ্ এর শপথ! আমি মুহাম্মদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) থেকে এখনি একটা বাণী শুনেছি। তা না কোন মানুষের উক্তি, না জিনের। আল্লাহ্ এরই শপথ! তাতে এক অদ্ভূত মাধুর্য ও সজীবতা, উপকারাদি ও হৃদয়ের আকর্ষণ রয়েছে। ঐ বাণী সবার উপর বিজয়ী থাকবে।" কুরাঈশরা তার এসব কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলো। আর তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো যে, ওয়ালীদ তার পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরে গেছে। আবূ জাহল ওয়ালীদকে ঠিক করার দায়িত্ব নিলো এবং সে তার নিকট এসে একেবারে দুঃখিত অবস্থার ভান করে বসে পড়লো) ওয়ালীদ বললো, "দুঃখ কিসের?" আবূ জাহল বললো, "দুঃখ হবে না কেন? তুমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছো। কুরাঈশগণ তোমার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অর্থের সংস্থান করে দেবে। তারা মনে করে যে, তুমি মুহাম্মদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর বাণীর প্রশংসা এ জন্যই করেছো যে, তুমি তাঁর দস্তরখানার কিছু উচ্ছিষ্ট খাদ্য লাভ করবে।"
এ কথা শুনে সে খুবই রাগান্বিত হয়ে গেলো। আর বলতে লাগলো, "কুরাঈশের কি আমার ধন-সম্পদের অবস্থা সম্বন্ধে জানা নেই? আর মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ও তাঁর সাহাবীগণ কি কখনো পরিতুষ্ট হয়ে আহারও করেছেন? তাঁদের দস্তরখানা কি অবশিষ্ট থাকবে?" অতঃপর সে আবূ জাহলের সাথে দণ্ডায়মান হলো আর সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলতে লাগলো, "তোমাদের ধারণা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) একজন উন্মাদ। তোমরা কি কখনো তাঁর মধ্যে উন্মাদনার কোন বিষয় দেখেছো?" সবাই বললো "কখনো না।" অতঃপর সে বলতে লাগলো, "তোমরা তাঁকে জ্যোতিষী মনে করছো। তোমরা কি কখনো তাঁকে জ্যোতিষীর কাজ করতে দেখেছো?" সবাই বললো, "না।" সে বললো, "তোমরা তাঁকে "কবি" ধারণা করছো। তোমরা কি কখনো তাঁকে কবিতা চর্চা করতে দেখেছো?" সবাই বললো, "না।" বলতে লাগলো, "তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছো।" তোমাদের অভিজ্ঞতায়, তিনি কি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন?" সবাই বললো, "না।" আর কুরাঈশের মধ্যে তাঁর সততা ও ধর্মপরায়ণতা এমনই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, কুরাঈশগণ তাঁকে 'আল-আমীন' (মহা সত্যবাদী) বলতো। এ সব কথা শুনে কুরাঈশ বললো, "অতঃপর বক্তব্য কি?" তখন ওয়ালীদ চিন্তা করে বললো, "বক্তব্য এ যে, তিনি একজন যাদুকর। তোমরাও হয়ত প্রত্যক্ষ করেছো যে, তাঁরই কারণে আত্মীয় আত্মীয় থেকে ও পিতা পুত্র থেকে পৃথক হয়ে যায়। ব্যাস, এতো যাদুকরেরই কাজ। আর যেই কুরআন তিনি পাঠ করেন তা হৃদয়ের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর কারণ এ যে, তা যাদুমন্ত্র।" এ আয়াত-ই-কারীমাহ্য় এরই উল্লেখ করা হয়েছে।

২০: অতঃপর, তার উপর অভিসম্পাত হোক! কীভাবে স্থির করলো?	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
২১: অতঃপর দৃষ্টি উঠিয়ে দেখলো,	ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾
২২: অতঃপর ভ্রু-কুঞ্চিত করলো ও চেহারা পরিবর্তিত করলো।	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
২৩: তারপর পৃষ্ঠ ফিরিয়ে নিলো ও অহংকার করলো,	ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
২৪: তারপর বললো, 'এ তো ঐ যাদু, যা পূর্ববর্তীদের নিকট শিক্ষা করেছে,	فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾
২৫: এটা তো নয়, কিন্তু মানুষের বাক্য (১৭)।'	اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
২৬: অনতিবিলম্বে আমি তাকে দোযখে ধ্বসাচ্ছি।	سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
২৭: এবং আপনি কি জেনেছেন- দোযখ কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾
২৮: (তা তাদেরকে) না ছেড়ে দেয়, না লেগে থাকতে দেয় (১৮),	لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
২৯: মানুষের চামড়া খুলে নেয় (১৯)।	لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾
৩০: সেটার উপর উনিশ জন দারোগা রয়েছে (২০)।	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾
৩১: এবং আমি দোযখের দারোগা (নিয়োজিত) করিনি, কিন্তু ফিরিশতাদেরকে, এবং আমি তাদের এই সংখ্যা রাখিনি, কিন্তু কাফিরদের	وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ص وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ

টীকা-১৮: অর্থাৎ না কোন শাস্তির উপযোগী ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়, না কারো দেহের উপর মাংস ও চামড়া লেগে থাকতে দেয়, বরং শাস্তির উপযোগী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, আর গ্রেফতার-কৃতকে জ্বালাতে থাকে। যখন জ্বলে যায় তখনি আবার অনুরূপই করে দেয়া হয়।
টীকা-১৯: জ্বালিয়ে।
টীকা-২০: ফিরিশতাগণ। একজন 'মালিক' (ফিরিশতা) আর বাকী আঠারজন তাঁর সঙ্গী।

অনুবাদ	আয়াত
পরীক্ষার নিমিত্ত (২১), এ জন্য যে, কিতাবীদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস আসবে (২২) এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে (২৩) এবং কিতাবীদের ও মুসলমানদের নিকট কোন সন্দেহ আর থাকবেনা। অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা (২৪) ও কাফিরগণ বলে, 'এ অভিনব বাণীতে আল্লাহ এর উদ্দেশ্য কী?' এভাবেই আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান এবং হিদায়ত করেন যাকে চান। আর আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্বন্ধে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না এবং তা (২৫) তো নয়, কিন্তু মানুষের জন্য উপদেশ।	كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِيْمَانًا وَّ لَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَ لِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْكٰفِرُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَ مَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿۳۱﴾
৩২: হাঁ, হাঁ। চন্দ্রের শপথ।	كَلَّا وَ الْقَمَرِ ﴿۳۲﴾
৩৩: এবং রাতের, যখন পিঠ ফেরায়,	وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿۳۳﴾
৩৪: এবং প্রভাতের, যখন আলো বিচ্ছুরিত করে (২৬)-	وَ الصُّبْحِ اِذَاۤ اَسْفَرَ ﴿۳۴﴾
৩৫: নিশ্চয় দোযখ খুব মহা বস্তুসমূহের অন্যতম,	اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿۳۵﴾
৩৬: মানুষকে সতর্ক করুন।	نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿۳۶﴾
৩৭: তাকেই, যে তোমাদের মধ্যে চায় অগ্রসর হতে (২৭), অথবা পেছনে থাকতে (২৮)।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿۳۷﴾
৩৮: প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের মধ্যে বন্ধনীকৃত,	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿۳۸﴾
৩৯: কিন্তু ডান পার্শ্বস্থগণ (২৯)।	اِلَّاۤ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿۳۹﴾
৪০: জান্নাতসমূহের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে,	فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿۴۰﴾
৪১: অপরাধীদেরকে-	عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۴۱﴾
৪২: তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিয়ে গেছে?'	مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿۴۲﴾
৪৩: তারা বলবে, 'আমরা (৩০) নামায পড়তামনা,	قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿۴۳﴾
৪৪: এবং মিসকীনকে আহার্য দিতাম না (৩১),	وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿۴۴﴾
৪৫: এবং অনর্থক চিন্তাভাবনাকারীদের সাথে অনর্থক চিন্তা করতাম,	وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿۴۵﴾
৪৬: এবং আমরা বিচার-দিবসকে (৩২) অস্বীকার করতাম,	وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۴۶﴾
৪৭: শেষ পর্যন্ত, আমাদের নিকট মৃত্যু এসে পড়েছে।'	حَتّٰۤى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿۴۷﴾
৪৮: সুতরাং তাদেরকে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজ দেবেনা (৩৩)।	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿۴۸﴾

টীকা-২১: সুতরাং আল্লাহ্ এর কর্ম-কৌশলের (হিকমত) উপর বিশ্বাস না করে ঐ সংখ্যা নিয়ে সমালোচনা করে। আর বলে বেড়ায়- "উনিশ কেন হলো?"

টীকা-২২: অর্থাৎ ইহুদীদের মনে এ সংখ্যাটা নিজেদের কিতাবাদির বর্ণনা মোতাবেক দেখতে পেয়ে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সত্যতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয়।

টীকা-২৩: অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তাদের বিশ্বাস বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি আরো বৃদ্ধি পায়। আর জেনে নেয় যে, হুযূর যা কিছু ইরশাদ ফরমান সবই আল্লাহ্ এর ওহী। এ কারণে, পূর্ববর্তী কিতাবাদিরই অনুরূপ হয়।

টীকা-২৪: যাদের অন্তরে 'নিফাক্ব' (কপটতা) রয়েছে,

টীকা-২৫: অর্থাৎ জাহান্নাম এবং সেটার গুণ অথবা ক্বোরআনের আয়াতসমূহ

টীকা-২৬: খুব আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়-

টীকা-২৭: মঙ্গল অথবা জান্নাতের দিকে, ঈমান এনে,

টীকা-২৮: কুফর অবলম্বন করে এবং অমঙ্গল ও শাস্তিতে গ্রেফতার হতে চায়।

টীকা-২৯: অর্থাৎ মু'মিনগণ। তারা বন্ধকীকৃত নয়। তারা মুক্তি পাবে এবং তারা সৎকর্ম করে নিজেরা নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। তারা আপন প্রতিপালকের করুণা দ্বারা উপকৃত হবে।

টীকা-৩০: পৃথিবীতে

টীকা-৩১: অর্থাৎগরীব-মিস্‌কীনদেরকে দান করতাম না,

টীকা-৩২: যাতে কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ হবে এবং কর্মফল দেয়া হবে। এটা দ্বারা 'ক্বিয়ামত-দিবস' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৩: অর্থাৎ নাবীগণ, ফিরিশতাকুল, শহীদগণ, বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সুপারিশকারী করেছেন। আর তাঁরা ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন, কাফিরদের জন্য সুপারিশ করবেন না। সুতরাং যারা ঈমানদার নয় তাদের ভাগ্যেও সুপারিশ জুটবে না।

টীকা-৩৪: অর্থাৎ ক্বুরআনের উপদেশগুলো থেকে বিমুখ হয়,

টীকা-৩৫: অর্থাৎ মুশরিকগণ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতায় গাধারই মতো। যেভাবে বাঘ দেখে সেটা পলায়ন করে, অনুরূপভাবে, এরাও নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর ক্বুরআন তিলাওয়াত শুনে পলায়ন করে,

টীকা-৩৬ ক্বুরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বলেছিলো, "আমরা কখনো আপনার অনুসরণ করবো না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের 'নিকট আল্লাহ তা'আলা এর নিকট থেকে একেকটা এমন কিতব আসবে, যাতে একথা লিপিবদ্ধ থাকবে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলা এরই কিতাব। অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি- আমি এতে তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি।"

টীকা-৩৭: কেননা, তাদের মনে যদি আখিরাতের ভয় থাকতো, তবে প্রমাণাদি স্থির হওয়া ও মু'জিযাসমূহ প্রকাশ পাবার পর এ ধরণের অবাধ্যতার কলাকৌশল অবলম্বন করতো না।

টীকা-৩৮: ক্বুরআন শরীফ। *

টীকা-১: 'সূরা ক্বিয়ামাহ' মাক্কী। এতে দু' টি রুকু', চল্লিশটি আয়াত, একশ বিরানব্বইটি পদ এবং ছয়শ বিরানব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: খোদাভীরু ও অধিক আনুগত্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তোমরা মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে,

টীকা-৩: এখানে 'মানুষ' দ্বারা এমন কাফির বুঝানো হয়েছে, যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

শানে নুযূল: এ আয়াত আদী ইবনে রবী'আহ'র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বলেছিলো, "যদি আমি ক্বিয়ামতের দিনকে দেখেও নিই, তবুও আমি মানবো না এবং আপনার উপর ঈমান আনবো না। আল্লাহ্ তা'আলা কি বিক্ষিপ্ত হাড়গুলোকে একত্রিত করবেন?" 'তার খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এ যে, 'এ কাফির কি এই ধারণা করে যে, হাড়গুলো বিক্ষিপ্ত, বিগলিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়ে মাটিতে মিশে গেলে এবং বাতাসের সাথে উড়ে গিয়ে দূর-দূরান্তের স্থানসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলে তা এমন হয়ে যায় যে, সেগুলো একত্রিত করা আমার ক্ষমতার আওতায় থাকে না?" এমন ভ্রান্ত ধারণা ঐ কাফিরের অন্তরে কেন আসলো? এবং সে কেন জেনে নেয়নি যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করতেও অবশ্যই সক্ষম?

* 'সূরা মুদ্দাসসির' সমাপ্ত।

অনুবাদ	আয়াত
৪৯: সুতরাং তাদের কি হলো উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (৩৪),	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ (٤٩)
৫০: যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত গর্ধভ,	كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ (٥٠)
৫১: যা বাঘ থেকে পলায়ন করেছে (৩৫),	فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١)
৫২: বরং তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকে চায় যে, উন্মুক্ত পুস্তিকা তার হাতে প্রদান করা হোক (৩৬)।	بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً (٥٢)
৫৩: কখনো হবেনা, বরং তাদের মধ্যে আখিরাতের ভয় নেই (৩৭)।	كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ (٥٣)
৫৪: হাঁ, হাঁ। নিশ্চয় তা (৩৮) হচ্ছে উপদেশ।	كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ (٥٤)
৫৫: সুতরাং যে চায় সে যেন তা থেকে উপদেশ অর্জন করে।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (٥٥)
৫৬: এবং তারা কি উপদেশ মান্য করবে, কিন্তু যখন আলাহ ইচ্ছা করেন, তিনিই হচ্ছেন ভয় করার উপযোগী এবং তাঁরই মর্যাদা হচ্ছে ক্ষমা করা।★	وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٦)

সূরা ক্বিয়ামাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বিয়ামাহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-৪০, রুকূ'-২

অনুবাদ	আয়াত
১: ক্বিয়ামত-দিবসের শপথ স্মরণ করছি,	لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ (١)
২: এবং ঐ আত্মার শপথ, যা নিজেকে খুব তিরস্কার করে (২),	وَلَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢)
৩: মানুষ কি (৩) এটা মনে করে যে, আমি কখনো তার হাড়গুলো একত্রিত করবো না?	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ (٣)
৪: হ্যাঁ (কেন করবো না)। আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ (পর্যন্ত) পুনরায় যথাযথভাবে তৈরী	بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ (٤)

টীকা-৪: অর্থাৎ তার আঙ্গুলগুলো যেরূপ ছিলো, কোন পার্থক্য ব্যতীত অনুরূপই সৃষ্টি করতে এবং সেগুলোর হাড়গুলোকে আপন আপন স্থানে পৌঁছাতে (আল্লাহ্ তা' আলা সক্ষম)। যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলোকে এভাবে সুবিন্যস্ত করা যায়, তখন বড়গুলোর ব্যাপারে বলার কি আছে?

টীকা-৫: মানুষের পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করা- তাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকা এবং তা দলীলহীন হবার প্রমাণ বহন করে না, বরং অবস্থা এ যে, সে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা (এবং এর সঠিত উত্তর পাওয়ার) অবস্থায়ও আপন পাপাচারে অবিচল থাকতে চায় আর ঠাট্টার সুরে শুধু জিজ্ঞাসা করে- 'ক্বিয়ামতের দিন কবে আসবে।' (জুমাল)

হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মানুষ পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে, যা তার সামনেই রয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, "মানুষ প্রথমে পাপাচার করে ও পরে তাওবাহ করে। আর এ কথা বলে বেড়ায়, "এখন তাওবাহ করবো, "এখনি সৎকর্ম করবো।" শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে যায় এমতাবস্থায় যে, সে পাপকর্মে লিপ্ত থাকে।

টীকা-৬: এবং হতভম্বতা আঁচল জড়িয়ে বসবে

টীকা-৭: অন্ধকার হয়ে যাবে এবং অলো দূরীভূত হয়ে যাবে,

টীকা-৮: এ একত্রিত করা হয়ত উদয়কালে হবে। উভয়টাকে পশ্চিম দিকে উদিত করবেন, অথবা জ্যোতিহীন হওয়ার মধ্যে

টীকা-৯: যেখানে এ ভয়ানক অবস্থা ও আতঙ্ক থেকে রেহাই পাবো।

টীকা-১০: সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই সামনে হাযির হবে, হিসাব-নিকাশ করা হবে, কর্মফল দেয়া হবে। যাকে ইচ্ছা করবেন, আপন অনুগ্রহ দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায়-বিচার দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

টীকা-১১: যা সে করেছে।

টীকা-১২: শানে নুযূল: বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) জিব্রাঈল আমীনের ওহী পৌঁছিয়ে অবসর হবার পূর্বেই তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন এবং দ্রুত পাঠ করতেন আর পবিত্রতম রসনা সঞ্চালন করতেন।

আল্লাহ্ তা' আলা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর এতটুকু কষ্টও পছন্দ করেন নি এবং ক্বুরআন কারীমকে হুযূরের পবিত্র বক্ষে সংরক্ষিত করা এবং

টীকা-১৩: আপনার পবিত্র বক্ষে

টীকা-১৪: আপনার,

টীকা-১৫: অর্থাৎ আপনার নিকট ওহী অর্থাৎ আপনার নিকট ওহী এসে গেছে,

করতে সক্ষম (৪)। ৫: বরং মানুষ চায় তাঁর দৃষ্টির সামনে অসৎ কাজ করতে (৫)।	بَلْ یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لِیَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿۵﴾
৬: জিজ্ঞাসা করে- 'ক্বিয়ামত দিবস কবে আসবে।'	یَسْـَٔلُ اَیَّانَ یَوْمُ الْقِیٰمَةِ ﴿۶﴾
৭: অতঃপর যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে (৬),	فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿۷﴾
৮: এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে (৭),	وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ﴿۸﴾
৯: এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে (৮),	وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ﴿۹﴾
১০: সেদিন মানুষ বলবে, 'পলায়ন করে কোথায় যাবো (৯)?'	یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَفَرُّ ﴿۱۰﴾
১১: অবশ্যই নেই, কোন আশ্রয়স্থল নেই।	كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿۱۱﴾
১২: সেদিন তোমার প্রতিপালকেরই দিকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে (১০)।	اِلٰى رَبِّكَ یَوْمَئِذِ اِلْمُسْتَقَرُّ ﴿۱۲﴾
১৩: সেদিন মানুষকে তার সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হবে (১১)।	یُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ ﴿۱۳﴾
১৪: বরং মানুষ নিজেই আপন অবস্থার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখে,	بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِیْرَةٌ ﴿۱۴﴾
১৫: এবং যদি তার নিকট যতই বাহানা থাকে সবই নিয়ে আসে তবুও তা গ্রহণ করা হবে না।	وَّ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِیْرَهٗ ﴿۱۵﴾
১৬: আপনি মুখস্থ করার ত্বরার মধ্যে ক্বুরআনের সাথে আপন জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না (১২)।	لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿۱۶﴾
১৭: নিশ্চয় সেটা সংরক্ষিত করা (১৩) এবং পাঠ করা (১৪) আমারই দায়িত্বে।	اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ﴿۱۷﴾
১৮: সুতরাং আমি যখন সেটা পাঠ করে নিই (১৫),	فَاِذَا قَرَاْنٰهُ

টীকা-১৬: এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ওহী প্রশান্ত চিত্তে শুনতেন। অতঃপর যখন ওহী সমাপ্ত হয়ে যেতো, তখনই পাঠ করতেন।

টীকা-১৭: অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াই চাও,

টীকা-১৮: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে,

টীকা-১৯: আল্লাহ্ তা'আলা এর অনুগ্রহ ও বদান্যতায় হর্ষোৎফুল্ল, চেহারাসমূহ আলোকোজ্জ্বল। এগুলো মু'মিনদের অবস্থা।

টীকা-২০: তাদেরকে আল্লাহ্ এর সাক্ষাতের মতো নি'মাত দ্বারা ধন্য করা হবে।

মাসআলা: এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, আখিরাতে মু'মিনগণ আল্লাহ্ এর সাক্ষাত লাভ করবেন। এটাই 'আহলে সুন্নাত' -এর 'আক্বীদা'। 'ক্বুরআন, হাদীস ও ইজমার বহু প্রমাণ এর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর এ দীদার হবে (আল্লাহ্ এর) কোন আকার-আকৃতি এবং দিক ব্যতীতই।

টীকা-২১: কালো, অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুঃখিত ও হতাশ- এসব হচ্ছে কফিরদের অবস্থা।

টীকা-২২: অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন শাস্তি ও ভয়ানক মুসীবতসমূহে গ্রেফতার করা হবে।

টীকা-২৩: মৃত্যুকালে,

টীকা-২৪: যে কেউ তার নিকটে থাকবে তাকে,

টীকা-২৫: যাতে সে আরোগ্য লাভ করতে পারে।

টীকা-২৬: অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারী

টীকা-২৭: যেহেতু, মক্কাবাসী ও দুনিয়া-সবার নিকট থেকে বিচ্ছেদ ঘটে।

টীকা-২৮: অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণায় পদযুগল পরস্পর জড়িয়ে যাবে। অথবা অর্থ এ যে, উভয় পা কাফনের মধ্যে জড়ানো হবে।
অথবা এ অর্থ যে, কষ্টের উপর কষ্ট আসবে- একেতঃপৃথিবী থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, এর সাথে মৃত্যু-যন্ত্রণা অথবা মৃত্যুর কষ্ট এবং আখিরাতের সংকটাদি।

তখন সেই পঠিতের অনুসরণ করুন (১৬)।	فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿۱۸﴾
১৯: অতঃপর নিশ্চয় এর সুক্ষ্ম বিষয়াদি আপনার নিকট প্রকাশ করা আমারই দায়িত্ব।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿۱۹﴾
২০: কেউ নয়, বরং হে কাফিরগণ! তোমরা পদতলের ই (পৃথিবী) ভালবাসা রাখছো (১৭),	كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿۲۰﴾
২১: এবং আখিরাতকে ছেড়ে বসেছো।	وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿۲۱﴾
২২: কিছু মুখমণ্ডল সেদিন (১৮) তরুতাজা হবে (১৯),	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿۲۲﴾
২৩: আপন প্রতিপালককে দেখবে (২০)।	اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۲۳﴾
২৪: এবং কিছু মুখমণ্ডল সেদিন বিকৃত হয়ে থাকবে (২১),	وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿۲۴﴾
২৫: এটা ধারণা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে তাই করা হবে, যা কোমরকেই ভেঙ্গে দেবে (২২)।	تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿۲۵﴾
২৬: হাঁ হাঁ! যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (২৩),	كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿۲۶﴾
২৭: এবং বলবে (২৪), 'এমন কেউ আছো কি, যে ঝাঁড়-ফুঁক করতে পারো (২৫)?'	وَ قِيْلَ مَنْ ٜ رَاقٍ ﴿۲۷﴾
২৮: এবং সে (২৬) বুঝতে পারবে যে, এটা বিদায়ের মুহূর্ত (২৭),	وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿۲۸﴾
২৯: এবং পায়ের গোছার উপর গোছা জড়িয়ে যাবে (২৮),	وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۲۹﴾
৩০: সেদিন তোমার প্রতিপালকরেই দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (২৯)।	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۣالْمَسَاقُ ﴿۳۰﴾
রুকূ'-২	
৩১: সে (৩০) না তো সত্য মেনে নিয়েছে (৩১) এবং না নামায পড়েছে,	فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى ﴿۳۱﴾
৩২: হাঁ, অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (৩২),	وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿۳۲﴾
২১: এবং আখিরাতকে ছেড়ে বসেছো।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿۱۹﴾
২২: কিছু মুখমণ্ডল সেদিন (১৮) তরুতাজা হবে (১৯),	كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿۲۰﴾

টীকা-২৯: অর্থাৎ বান্দাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই প্রতি, তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।

টীকা-৩০: অর্থাৎ মানুষ। তার দ্বারা আবূ জাহলের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩১: রিসালাত ও ক্বুরআনকে

টীকা-৩২: ঈমান আনা থেকে,

টীকা-৩৩: দম্ভভরে। এখন তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

টীকা-৩৪: যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'বাতহা'য় আবূ জাহেলের কাপড় ধরে তাকে বললেন, (اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى) অর্থাৎ তোমার দূর্ভোগ এসে পড়েছে, এখনি এসে পড়েছে, অতঃপর তোমার দুর্ভোগ এসে পড়েছে, এখনি এসে পড়েছে" তখন আবূ জাহল বললো, "হে মুহাম্মদ। (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।) তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছো? তুমি ও তোমার প্রতি পালক আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মক্কার পর্বতমালার মধ্যখানে আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সর্বাধিক দাপট ও শক্তির অধিকারী।" কিন্তু কুরআনের সংবাদ অবশ্যই পূর্ণ হয়েছিলো এবং রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর ফরমান অবশ্যই পূর্ণ হবার ছিলো। সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে। বদরের যুদ্ধে আবূ জাহ্‌ল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নিহত হয়েছিলো। নাবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন ফিরআ'উন থাকে। ফিরআউন হচ্ছে- আবূ জাহল।" এ আয়াতের মধ্যে তার দূর্ভোগের কথা চারবার উল্লেখ করা হয়েছে -প্রথম দুর্ভোগ হচ্ছে বে-ঈমানীর অবস্থায় লাঞ্ছনার মৃত্যু, দ্বিতীয় দূর্ভোগ হচ্ছে কবরের শাস্তিসমূহ ও সেখানকার কষ্ট, তৃতীয় দুর্ভোগ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার সময় মুসীবতে গ্রেফতার হবার এবং চতুর্থ দুর্ভোগ হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তির।

অনুবাদ	আয়াত
৩৩: অতঃপর আপন ঘরের দিকে দম্ভভরে চলেছে (৩৩),	ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾
৩৪: তোমার দুর্ভোগ এসে ঠেকেছে, এখনই এসে ঠেকেছে,	اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾
৩৫: অতঃপর তোমার দুর্ভোগ এসে ঠেকেছে, এখনই এসে ঠেকেছে (৩৪)।	ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾
৩৬: মানুষ কি এ ধারণায় রয়েছে যে, 'তাকে মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে (৩৫)?'	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
৩৭: সে কি একটা ফোঁটা ছিলো না ঐ বীর্যের, যা নিক্ষিপ্ত হয় (৩৬)?	اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾
৩৮: অতঃপর রক্ত পিন্ড হয়েছে, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করেছেন (৩৭), অতঃপর যথাযথভাবে তৈরী করেছেন (৩৮),	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾
৩৯: অতঃপর তা থেকে (৩৯) যুগল সৃষ্টি করেছেন (৪০)- পুরুষ ও নারী।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾
৪০: যিনি এতো কিছু করেছেন তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে পারবেন না? *	اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْـۦِىَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

সূরা দাহর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা দাহর (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-৩১, রুকূ'-২
১: নিশ্চয় মানুষের উপর (২) একসময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, কোথাও তার নাম পর্যন্ত	هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾		

টীকা-৩৫: 'না তার উপর আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির বিধানাবলী বর্তাবে, না মৃত্যুর পর তাকে উঠানো হবে, না তার নিকট থেকে কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, না তাকে আখিরাতে কর্মফল দেয়া হবে।' এমন হবে না।

টীকা-৩৬: মাতৃগর্ভে। সুতরাং যাকে এমনই অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দম্ভ করা, গর্ব করা এবং স্রষ্টার অবাধ্য হওয়া অত্যন্ত অর্থহীন।

টীকা-৩৭: মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন,

টীকা-৩৮: তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাতে রূহ স্থাপন করেন।

টীকা-৩৯: অর্থাৎ বীর্য থেকে, অথবা মানুষ থেকে

টীকা-৪০: দু'টি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন,

টীকা-৪০: দুটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন।★

টীকা-১: 'সূরা দাহ্‌র' মাক্কী, এর অপর নাম হচ্ছে- 'সূরা ইনসান'। হযরত মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্ এবং অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ সূরাটা 'মাদানী'। কেউ কেউ এটাকে মাক্কীও বলেছেন। এতে দু' টি রুকু' , একত্রিশটি আয়াত, দু'শ চল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চুয়ান্নটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: অর্থাৎ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উপর, 'রূহ' ফুৎকারের পূর্বে চল্লিশ বছরের

★ 'সূরা ক্বিয়ামাহ' সমাপ্ত।

টীকা-৩: কেননা, সে একটি মৃত্তিকার খামীর ছিলো, না কোথাও তার কোন উল্লেখই ছিলো, না কেউ তাকে চিনতো, না কেউ তার সৃষ্টি রহস্যাদি সম্পর্কে জানতো।
এ আয়াতের তাফসীরে এটাও বর্ণিত হয় যে, 'মানুষ' দ্বারা "মানবজাতি" বুঝানো হয়েছে। আর 'সময়' দ্বারা তার মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময়' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৪: পুরুষ ও নারীর
টীকা-৫: বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট করে, স্বীয় আদেশ ও নিষেধ দ্বারা
টীকা-৬: যাতে প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করতে ও নিদর্শনাবলী শুনতে পারে।
টীকা-৭: প্রমাণাদি স্থির করে, রসূল প্রেরণ করে, এমনকি কিতাবাদি অবতীর্ণ করে,

ছিলো না (৩)। ২: নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্য থেকে (৪) যে, আমি তাকে পরীক্ষা করবো (৫) অতঃপর তাকে শ্রবণকারী, দর্শনকারী করে দিয়েছি (৬)।	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾
৩: নিশ্চয় আমি তাকে সৎপথ বাতলিয়ে দিয়েছি (৭) হয়ত সে কৃতজ্ঞ হবে (৮), অথবা অকৃতজ্ঞ (৯)।	إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾
৪: নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃংখলসমূহ (১০), বেড়ী (১১) এবং জলন্ত আগুন (১২)।	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ سَلٰسِلَاْ وَأَغْلٰلًا وَّسَعِيرًا ﴿٤﴾
৫: নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণ লোকেরা পান করবে এ পাত্র থেকে, যার মিশ্রণ হচ্ছে কাফূর। (ঐ কাফূর কি?)	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾
৬: একটা ঝর্ণা (১৩), যা থেকে আল্লাহ এর অত্যন্ত খাস বান্দাগণ পান করবে আপন আপন প্রাসাদসমূহে, সেটাকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে (১৪)।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾
৭: তারা আপন মান্নতসমূহ পূর্ণ করে (১৫) এবং ঐ দিনকে ভয় করে, যে দিনের কঠিন অবস্থা (১৬) সর্বব্যাপী (১৭)।	يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾
৮: এবং আহার করায় তাঁর ভালবাসার উপর (১৮) মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে।	وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّأَسِيرًا ﴿٨﴾
৯: তাদেরকে বলে, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ এরই (সন্তুষ্টির) জন্য তোমাদেরকে আহার্য প্রদান করছি, তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাইনা।'	إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

টীকা-৮: অর্থাৎ সৌভাগ্যবান মু'মিন,
টীকা-৯: হতভাগ্য কাফির।
টীকা-১০: যাদেরকে বেঁধে দোযখের দিকে হেঁছড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।
টীকা-১১: যেগুলো গলায় আটকানো হবে
টীকা-১২: যাতে জ্বালানো হবে।
টীকা-১৩: জান্নাতের মধ্যে,
টীকা-১৪: সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সাওয়াবের বিবরণ দেয়ার পর তাদের কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যে গুলোই এ পুরস্কারের কারণ হয়েছে।
টীকা-১৫: 'মান্নাত' হচ্ছে যে কাজ মানুষের উপর অপরিহার্য (ওয়াজিব) নয়, তা যেকোন শর্তের ভিত্তিতে নিজের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে নেয়া। যেমন এমন বলা- "যদি আমার রোগীটা আরোগ্য লাভ করে, অথবা আমার মুসাফির নিরাপদে ফিরে আসে, তবে আমি আল্লাহ্ এর পথে এ পরিমাণ সাদাক্বাহ্ দেবো অথবা এত রাক্'আত নামায পড়বো।" এ মান্নত পূর্ণ করা 'ওয়াজিব' হয়ে যায়। অর্থ এ যে, 'ঐসব লোক আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগী এবং শরীয়তের কর্তব্যাদি পালন করেন। এমনকি যেসব ইবাদত-বন্দেগী নিজের উপর ওয়াজিব ছিলোনা, যেগুলো মান্নত করে নিজের উপর 'ওয়াজিব' করে নিয়েছে, সেগুলোও পালন করে।'
টীকা-১৬: অর্থাৎ কঠোরতা ও কষ্ট
টীকা-১৭: হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "ঐ দিনের কঠোরতা এমনই পরিব্যাপ্ত যে, আসমান ফেটে যাবে, তারকারাজি পতিত হবে, চন্দ্র-সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বত টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। কোন ইমারত অবশিষ্ট থাকবে না।" এরপর এ কথা বলা হচ্ছে যে, তাদের কার্যাবলী 'রিয়া' বা লোক- দেখানো থেকে পবিত্র হয়।
টীকা-১৮: অর্থাৎ এমনই অবস্থায়, যখন তাদের নিজেদেরই আহার করার প্রয়োজন ও ইচ্ছা হয়। কোন কোন তাফসীরকারক এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতি ভালবাসার মধ্যে আহার করায়।'
শানে নুযূল: এ আয়াত হযরত আলী মুরতাদা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ), হযরত ফাতিমা (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এবং তাদের বাঁদী 'ফিদ্দাহ্' র প্রসঙ্গে

অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত হাসান ও হ্যরত হুসাঈন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐসব হযরত এঁদের আরোগ্যের উপর তিনটা রোজা পালনের মান্নত করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরোগ্য দান করলেন। মান্নত পূর্ণ করার সময় আসলো। তাঁরা সবাই (মান্নতের) রোযা রাখলেন। হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এক ইহুদীর নিকট থেকে তিন সা' (সা' হচ্ছে একটা পরিমাপ-পাত্র) যব আনলেন। হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا) এককে সা' করে তিন দিন তা রান্না করলেন, কিন্তু যখনই ইফতারের সময় আসতো, আর রুটি সামনে রাখতেন, তখন একদিন মিস্কীন, একদিন এতীম ও একদিন বন্দী আসলো। আর তিন দিনই এসব রুটি ঐসব লোককেই দিয়ে দেয়া হলো এবং শুধু পানি পান করেই পরবর্তী রোযাগুলো রাখা হলো।

অনুবাদ	আয়াত
১০: নিশ্চয় আমাদের মনে আপন প্রতিপালক থেকে এমন একদিনের ভয় রয়েছে যা অতি মাত্রায় তিক্ত, অতি কঠোর (১৯)।	اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا (۱۰)
১১: সুতরাং তাদেরকে আল্লাহ ঐ দিনের কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করেছেন।	فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا (۱۱)
১২: এবং তাদের ধৈর্যের উপর তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক পুরস্কাররূপে দান করেছেন,	وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا (۱۲)
১৩: জান্নাতের মধ্যে আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে- তাতে না রৌদ্র দেখবে, না অতি শীত (২০)।	مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا (۱۳)
১৪: এবং সেটার (২১) ছায়াগুলো তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে এবং সেটার গুচ্ছগুলো ঝুলিয়ে নীচে এনে দেয়া হবে (২২)	وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا (۱۴)
১৫: এবং তাদের সম্মুখে রূপার পাত্রসমূহ ও পান-পাত্রাদি (পরিবেশনের জন্য) ঘুরানো ফেরানো হবে, যেগুলো স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার হবে।	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ (۱۵)
১৬: কেমন স্ফটিক? রূপারই (২৩)। সাক্বীগণ সেগুলোকে পূর্ণ পরিমাণে ভর্তি করে রেখেছে- এমন হবে (২৪)।	قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا (۱۶)
১৭: এবং তাতে ঐ পাত্র থেকে পান করানো হবে (২৫), যার মিশ্রণ হবে আদা (২৬)।	وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا (۱۷)
১৮: ঐ আদা কি? জান্নাতের একটা ঝর্ণা, যাকে 'সালসাবীল' বলা হয় (২৭)।	عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا (۱۸)
১৯: এবং তাদের চতুর্পাশে সেবার নিমিত্ত প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা (২৮), যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন তাদেরকে মনে করবে বিক্ষিপ্ত মুক্তারাজি (২৯)।	وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا (۱۹)

টীকা-১৯: সুতরাং আমরা আমাদের কাজের প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোমাদের নিকট থেকে চাইনা। এ কাজ এ জন্যই যে, আমরা যেন সেদিন ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদে থাকি।

টীকা-২০: অর্থাৎ গরম অথবা শীতের কোন কষ্ট সেখানে থাকবেনা।

টীকা-২১: অর্থাৎ বেহেশতী বৃক্ষসমূহের

টীকা-২২: যেন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত- সর্বাবস্থায় ফলমূলের গুচ্ছ সহজে আহরণ করতে পারে।

টীকা-২৩: জান্নাতী পাত্র রূপার তৈরী হবে। আর রূপার বর্ণও সেটার সৌন্দর্যের সাথে স্ফটিকের ন্যায় এমন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হবে যে, তাতে রেখে যে বস্তুই পান করা হবে তা বাইরের দিক থেকে দেখা যাবে।

টীকা-২৪: অর্থাৎ পানকারীদের আগ্রহ পরিমাণ- না তা থেকে কম, না বেশী। এ বৈশিষ্ট্য শুধু জান্নাতী সেবকদের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে। পৃথিবীর সাক্বীদের মধ্যে এটা পাওয়া যায়না।

টীকা-২৫: 'পবিত্র পানীয়' থেকে,

টীকা-২৬: এর মিশ্রণের ফলে পানীয়ের মজা আরো বৃদ্ধি পাবে।

টীকা-২৭: আল্লাহ্ এর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণতো একান্তভাবে তাই পান করবেন এবং অন্যান্য জান্নাতবাসীদের পানীয়েও সেটার মিশ্রণ থাকবে। এ ঝর্ণাটা আরশের নীচে থেকে আরম্ভ করে 'জানাত-ই-আদ্ন' হয়ে সমস্ত জান্নাতের মধ্যে প্রবহমান।

টীকা-২৮: যারা না কখনো মৃত্যুবরণ করবে, না বৃদ্ধ হবে, না তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে, না সেবার কারণে অতীষ্ঠ হবে। এমনই অবস্থা হবে-

টীকা-২৯: অর্থাৎ যেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানার উপর উজ্জ্বল মণি-মুক্তা ছড়িয়ে থাকে, তেমনই এমন সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতার সাথে জান্নাতের সেবকগণ সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

টীকা-৩০: যার গুণ বর্ণনার ভাষায় আনা যায়না
টীকা-৩১: যার সীমা ও শেষ নেই। না সেটার পতন আছে, না জান্নাতবাসীকে সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে। ব্যাপকতার এ অবস্থা যে, নিম্ন-পর্যায়ের জান্নাতীও যখন আপন রাজ্যের প্রতি তাকাবে, তখন হাজার বছরের রাস্তা পর্যন্ত তেমনিভাবেই দেখবে যেমন আপন নিকটস্থ স্থানই দেখছে। শান-শওকত এবং মর্যাদাও এ হবে যে, ফিরিশতাগণও বিনানুমতিতে তাতে প্রবেশ করবেন না।
টীকা-৩২: অর্থাৎ পাতলা রেশমের
টীকা-৩৩: অর্থাৎ মোটা রেশমের।
টীকা-৩৪: হযরত ইবনে মুসায়্যিব (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) বলেন যে, প্রত্যেক জান্নাতি লোকের হাতে তিনটি কঙ্কণ থাকবে- একটা রুপার, একটা স্বর্ণের এবং একটা মুক্তার।
টীকা-৩৫: যা অতীব পাক সাফ- না সেটার গায়ে কারো হাত লেগেছে, না কেউ স্পর্শ করেছে, না তা পান করার পর পার্থিব পানীয়ের ন্যায় শরীরের ভিতর পঁচে প্রস্রাবে পরিণত হবে, বরং সেটার স্বচ্ছতার এ অবস্থা যে, তা শরীরের ভিতর প্রবেশ করে মনোহর খুশবুতে পরিণত হয়ে শরীর থেকে বের হবে। জান্নাতবাসীদেরকে আহারের পর পানীয় পরিবেশন করা হবে। তা পান করার ফলে তাদের পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর যা তারা আহার করেছে তা পবিত্র সুগন্ধ হয়ে তাদের শরীর থেকে বের হবে। ফলে, তাদের মনের ইচ্ছা ও আকর্ষণ আবার সজীব হয়ে উঠবে।
টীকা-৩৬: অর্থাৎ তোমাদের আনুগত্য ও আদেশ পালনের
টীকা-৩৭: যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাদেরকে মহা পুরস্কার দান করেছেন।
টীকা-৩৮: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)।
টীকা-৩৯: আয়াত আয়াত করে, আর এতে আল্লাহ তা'আলা এর বড় হিকমত রয়েছে।
টীকা-৪০: রিসালতের বাণী প্রচার করে এবং তাতে নানা কষ্ট সহ্য করে এবং দ্বীনের শত্রুদের বিভিন্ন নির্যাতন বরদাস্ত করে।
টীকা-৪১: শানে নুযূল: ওতবাহ্ ইবনে রবী'আহ্ ও ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ- এ দু' জন লোকই নাবী করীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর নিকট আসলো আর বলতে লাগলো, "আপনি এ কাজ থেকে বিরত হোন। অর্থাৎ দ্বীন থেকে।" ওতবাহ বললো, "আপনি এমন করলে (বিরত হলে) আমি আমার কন্যাকে আপনার সাথে বিবাহ দেবো আর বিনা মহরেই আপনার সেবায় হাযির করে দেবো।" ওয়ালীদ বললো, "আমি আপনাকে এত বেশী সম্পদ দেবো যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

২০: এবং যখন তুমি এদিক-সেদিক তাকাবে তখন এক মহা শান্তি দেখবে (৩০) এবং মহান 'বাদশাহী (৩১)।	وَاِذَا رَاَیۡتَ ثَمَّ رَاَیۡتَ نَعِیۡمًا وَّ مُلۡکًا کَبِیۡرًا ﴿۲۰﴾
২১: তাদের গায়ে রয়েছে পাতলা রেশমের সবুজ বস্ত্র (৩২) এবং মোটা রেশমের (৩৩) এবং তাদেরকে রূপার কঙ্কণ পরানো হবে (৩৪), এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক পবিত্র পানীয় পান করাবেন (৩৫)	عٰلِیَهُمۡ ثِیَابُ سُنۡدُسٍ خُضۡرٌ وَّ اِسۡتَبۡرَقٌ ۫ وَّ حُلُّوۡۤا اَسَاوِرَ مِنۡ فِضَّۃٍ ۚ وَ سَقٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُوۡرًا ﴿۲۱﴾
২২: তাদেরকে বলা হবে, 'এটা হচ্ছে তোমাদের পুরস্কার (৩৬) এবং তোমাদের পরিশ্রম যথাস্থানে পৌঁছেছে (৩৭)।'	اِنَّ هٰذَا کَانَ لَکُمۡ جَزَآءً وَّ کَانَ سَعۡیُکُمۡ مَّشۡکُوۡرًا ﴿۲۲﴾
রুকূ'-২	
২৩: নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি (৩৮) কুরআন ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছি (৩৯)	اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا عَلَیۡکَ الۡقُرۡاٰنَ تَنۡزِیۡلًا ﴿۲۳﴾
২৪: সুতরাং আপন প্রতিপালকের নির্দেশের উপর ধৈর্যশীল থাকুন (৪০), এবং তাদের মধ্যে কোন পাপী অথবা অকৃতজ্ঞের কথা শ্রবণ করবেন না (৪১)।	فَاصۡبِرۡ لِحُکۡمِ رَبِّکَ وَ لَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ اٰثِمًا اَوۡ کَفُوۡرًا ﴿۲۴﴾
২৫: এবং আপন প্রতিপালকের নাম সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন (৪২)।	وَ اذۡکُرِ اسۡمَ رَبِّکَ بُکۡرَۃً وَّ اَصِیۡلًا ﴿۲۵﴾
২৬: এবং রাতের কিছু অংশে তাকে সাজদা করুন (৪৩), এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন (৪৪)।	وَ مِنَ الَّیۡلِ فَاسۡجُدۡ لَهٗ وَ سَبِّحۡهُ لَیۡلًا طَوِیۡلًا ﴿۲۶﴾

টীকা-৪২: নামাযের মধ্যে। 'সকালের যিকর' দ্বারা ফজরের নামায এবং 'সন্ধ্যার যিকর' দ্বারা যোহর ও আসরের নামায বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৪৩: অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামায পড়ো এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
টীকা-৪৪: অর্থাৎ ফরযসমূহের পর নফল নাযাযসমূহ পড়তে থাকুন। উল্লেখ্য, এতে 'তাহাজ্জুদের নামায' এসে গেছে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এর দ্বারা মৌখিক যিকর বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এ যে, দিন ও রাতে- সব সময় অন্তর ও মুখে আল্লাহ্ যিকরে রত থাকুন।

টীকা-৪৫: কাফিরগণ

টীকা-৪৬: অর্থাৎ পৃথিবীর ভালবাসায় গ্রেফতার হয়ে আছে

টীকা-৪৭: অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসকে, যার কষ্ট কাফিরদের উপর খুব ভারী হবে। তারা না সেটার প্রতি ঈমান আনছে, না এ দিনের জন্য কাজ করছে।

টীকা-৪৮: তাদেরকে ধ্বংস করে দিই এবং তাদের পরিবর্তে।

সূরাঃ ৭৭ মুরসালাত	১০৪৯	মানযিল-৭	পারাঃ ২৯

২৭: নিশ্চয় এসব লোক (৪৫) পদতলের পৃথিবীকে ভালবাসে (৪৬) এবং নিজেদের পেছনের এক ভারী (কঠিন) দিবসকে বর্জন করে বসেছে (৪৭)।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا (٢٧)
২৮: আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের সন্ধিস্থলকে মজবুত করেছি। এবং আমি যখনই চাই (৪৮) তাদের মতো অন্যান্যদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি (৪৯)	نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَ شَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَ اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا (٢٨)
২৯: নিশ্চয় এটা হচ্ছে উপদেশ (৫০)। সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে রাস্তা ধরে (৫১)।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا (٢٩)
৩০: এবং তোমরা কি চাও? কিন্তু তাই হয় যা আল্লাহ চান (৫২)। নিশ্চয় তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।	وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (٣٠)
৩১: আপন করুণার মধ্যে শামিল করে নেন (৫৩) যাকে চান (৫৪), এবং যালিমদের জন্য তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন (৫৫)। *	يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَ الظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (٣١)

সূরা মুরসালাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুরসালাত (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫০, রুকূ'-২

১: শপথ সেগুলোর, যেগুলো প্রেরণ করা হয় লাগাতার (২),	وَ الْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا (١)

টীকা-৪৯: যারা ইবাদত পালনকারী হয়।

টীকা-৫০: সৃষ্টির জন্য।

টীকা-৫১: তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করে।

টীকা-৫২: কেননা, যা কিছু হয় তা তাঁরই ইচ্ছাক্রমে হয়ে থাকে।

টীকা-৫৩: অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করান

টীকা-৫৪: ঈমান দান করে,

টীকা-৫৫: 'যালিমগণ' দ্বারা 'কাফিরগণ' বুঝানো হয়েছে। ★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা মুরসালাত' মাক্কী, এতে দু' টি রুকূ', পঞ্চাশটি আয়াত, একশ আশিটি পদ, এবং আটশ ষোলটি বর্ণ আছে।

শানে নুযূল: হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন যে, 'ওয়ালা মুরসালাত' 'জিন-রাত্রিতে' অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর বরকতময় সফরে সঙ্গে ছিলাম। যখন মিনার গুহায় পৌঁছলাম, সেখানে 'ওয়াল মুরসালাত' অবতীর্ণ হলো। আমরা হুযূরের নিকট থেকে তা পাঠ করছিলাম আর হুযূরও তা তিলাওয়াত করছিলেন। হঠাৎ একটি সাপ ফণা তুলে উদ্ধত হলো। আমরা সেটাকে মারার জন্য অগ্রসর হলাম। সেটা পালিয়ে গেলো। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- "তোমাদেরকে সেটার অনিষ্ট থেকে বাঁচানো হয়েছে। আর সেটাও তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছে।" এ গুহাটি মিনায় 'ওয়াল মুরসালাত গুহা' নামে প্রসিদ্ধ।

টীকা-২: এ আয়াতগুলোতে যেসব শপথের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে পাঁচটা। সেগুলো দ্বারা বিশেষিত বিশেষ্যগুলোকে (موصوفات) প্রকাশ্যে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে তাফসীরকারকগণ সেগুলোর ব্যাখ্যায় বহু অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ এ পাঁচটিকেই বাতাসের গুণাবলী বলে স্থির করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ফিরিশতার, কেউ কেউ বলেন, ক্বোরআনের আয়াতসমূহের। কেউ কেউ পরিপূর্ণ আত্মাসমূহের গুণাবলী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যেগুলোকে পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য শরীরগুলোর প্রতি প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সেগুলো

সাধনার ঝটিকাদি দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে সবই উড়িয়ে দেয়। তারপর সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে ঐ প্রভাব বিস্তার করে। অতঃপর প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়। তখন আল্লাহ এর জাত ব্যতীত অন্য সবকিছুকে ধ্বংসশীল দেখতে পায়। অতঃপর যিকিরের অনুপ্রেরণা যোগায়। তা এভাবে যে, অন্তরসমূহে ও মুখে আল্লাহ্ তা'আলা এর যিকরই থাকে। আর একটা ব্যাখ্যা এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম তিনটি গুণ বাতাসের। আর বাকী দু'টি ফিরিশতার। এতদ্ভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, শপথ ঐ বায়ুপ্রবাহের, যা লাগাতার প্রেরিত হয়। অতঃপর সজোরে ঝটিকারূপে প্রবাহিত হয়। সেগুলো দ্বারা শাস্তির হাওয়াসমূহ বুঝানো হয়েছে। (খাযিন ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৩: অর্থাৎ এসব রহমতের বায়ুসমূহ যেগুলো মেঘমালাকে বহন করে। এরপর যেসব গুণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সর্বশেষ অভিমতানুসারে, ফিরিশতার দলগুলোরই। ইবনে কাসীর বলেছেন- (فارقات) (ملقيات) দ্বারা ফিরিশতার দলসমূহকে বুঝানোর (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টীকা-৪: নাবী ও রসূলগণের নিকট ওহী এনে

টীকা-৫: অর্থাৎ পুনরুত্থান, শাস্তি ও ক্বিয়ামত আসার,

টীকা-৬: যে, তা সংঘটিত হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

টীকা-৭: যে, তাদেরকে উম্মতদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য একত্রিত করা হবে,

টীকা-৮: এবং সেটার ভয়ঙ্করতা ও কঠোরতার কি অবস্থা?

টীকা-৯: যারা দুনিয়ায় তাওহীদ ও নাবুয়্যাত, শেষ দিবস, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের অস্বীকারকারী ছিলো।

টীকা-১০: দুনিয়ায় শাস্তি অবতীর্ণ করে, যখন তারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১১: অর্থাৎ যারা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর অস্বীকারকারীদের পথ অবলম্বন করে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে অস্বীকার করছে তাদেরকেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় ধ্বংস করবো।

টীকা-১২: অর্থাৎ বীর্য থেকে?

টীকা-১৩: অর্থাৎ মাতৃগর্ভে,

টীকা-১৪: জন্মের সময় পর্যন্ত, যা আল্লাহ তাআ'লা জানেন,

২: অতঃপর যেগুলো প্রচণ্ড ঝটকা দেয়,	فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾
৩: অতঃপর যেগুলো বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেয় (৩),	وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾
৪: অতঃপর যেগুলো ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়,	فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾
৫: অতঃপর সেগুলোরই শপথ, যেগুলো যিকরের অনুপ্রেরণা প্রদান করে (৪),	فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾
৬: যুক্তি-প্রমাণ পরিপূর্ণ করার অথবা সতর্ক করার নিমিত্ত।	عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾
৭: নিশ্চয় যে বিষয়ের তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (৫), তা অবশ্যই ঘটান (৬)।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾
৮: অতঃপর যখন তারকারাজিকে নিষ্প্রভ করা হবে,	فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾
৯: এবং যখন আসমানে ছিদ্রের সৃষ্টি হবে,	وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾
১০: এবং যখন পর্বতমালাকে ধূলায় পরিণত করে উড়িয়ে দেয়া হবে,	وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾
১১: এবং যখন রসূলগণের সময় আসবে (৭),	وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ﴿١١﴾
১২: কোন দিনের জন্য স্থির করা হয়েছিলো?	لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾
১৩: মীমাংসার দিনের জন্য।	لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾
১৪: এবং তুমি কি জানো মীমাংসা-দিবস কি (৮)?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾
১৫: সে দিন দুর্ভোগ অবস্বীকারকারীদের জন্য (৯)।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬: আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি (১০)?	اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭: অতঃপর পরবর্তীদেরকে তাদের পেছনে পৌঁছাবো (১১)।	ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮: পাপীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি।	كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯: সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾
২০: আমি কি তোমাদেরকে এক তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি (১২)?	اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾
২১: অতঃপর সেটাকে এক সুরক্ষিত স্থানে রেখেছি (১৩),	فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾
২২: এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (১৪),	اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾
২৩: অতঃপর আমি পরিমাণ নির্ণয় করেছি,	فَقَدَرْنَا ۖ

টীকা-১৫: অনুমান করার উপর (জুমাল)।
টীকা-১৬: যে, জীবিত তার পৃষ্ঠদেশে জমা থাকে আর মৃত তার পেটে।
টীকা-১৭: উঁচু পাহাড়ের
টীকা-১৮: যমীনে ঝর্না ও ফোয়ারাসমূহ প্রবাহিত করে। এসব কার্যাদি মৃতদেরকে জীবিত করার চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক।
টীকা-১৯: এবং ক্বিয়ামত দিবসে কাফিরদেরকে বলা হবে, "যেই আগুনকে তোমরা অস্বীকার করতে সেটার দিকে যাও।"

বাংলা	আরবি
সুতরাং আমি কতই উত্তম শক্তিমান (১৫)।	فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ (۲۳)
২৪: সে দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (۲۴)
২৫: আমি কি যমীনকে একত্রকারী করিনি,	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا (۲۵)
২৬: তোমাদের জীবিত ও মৃতদের (১৬)?	اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا (۲۶)
২৭: এবং আমি তাতে উঁচু উঁচু নোঙ্গর স্থাপন করেছি (১৭) এবং আমি তোমাদেরকে খুব মিষ্ট পানি পান করিয়েছি (১৮)।	وَّ جَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا (۲۷)
২৮: সেদিন দুর্ভোগ (১৯) অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (۲۸)
২৯: চলো, সেটারই প্রতি (২০), যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।	اِنْطَلِقُوْۤا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ (۲۹)
৩০: চলো, ঐ ধূঁয়ার ছায়ার প্রতি, যার তিনটি শাখা আছে (২১),	اِنْطَلِقُوْۤا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ (۳۰)
৩১: না ছায়া প্রদান করে (২২), না অগ্নিশিখা (উত্তাপ) থেকে রক্ষা করে (২৩)।	لَّا ظَلِيْلٍ وَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ (۳۱)
৩২: নিশ্চয় দোযখ স্ফুলিঙ্গ উড়াতে থাকে (২৪) যেমন উঁচু উঁচু প্রাসাদ।	اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (۳۲)
৩৩: যেন সেগুলো হলদে বর্ণের উষ্ট্রসমূহ।	كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ (۳۳)
৩৪: সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (۳۴)
৩৫: এটা এমন দিন যে, তারা না কথা বলতে পারবে (২৫),	هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ (۳۵)
৩৬: এবং না তারা অনুমতি পাবে ওজর-আপত্তি পেশ করার (২৬)।	وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ (۳۶)
৩৭: সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (۳۷)
৩৮: এটা হচ্ছে মীমাংসা-দিবস, আমি তোমাদেরকে একত্রিত করেছি (২৭) এবং সমস্ত পূর্ববর্তীদেরকে (২৮)।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَ الْاَوَّلِيْنَ (۳۸)

টীকা-২০: অর্থাৎ ঐ শাস্তির দিকে,
টীকা-২১: এতে জাহান্নামের ধোঁয়া বুঝানো হয়েছে, যা উঁচু হয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হবে। একটা কাফিরদের মাথার উপর, একটা তাদের ডান দিকে এবং একটা তাদের বাম দিকে। আর হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদেরকে ঐ ধোঁয়ার মধ্যে থাকার নির্দেশ দেয়া হবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রিয় বান্দাগণ তাঁর আরশের ছায়ার মধ্যে থাকবে। এরপর জাহান্নামের ধোঁয়ার অবস্থাদির বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, তা এমনই যে,
টীকা-২২: যা দ্বারা ঐ দিনের উত্তাপ থেকে কিছুটা নিরাপত্তা পেতে পারে,
টীকা-২৩: জাহান্নামের আগুনের।
টীকা-২৪: যা এতই বড়,
টীকা-২৫: না কেউ এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে পারবে, যা তাদের উপকারে আসে। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেন যে, ক্বিয়ামত-দিবসে অনেক স্থান হবে- কোন কোন স্থানে কথা বলতে পারবে, কোন কোন স্থানে কিছুই বলতে পারবে না।
টীকা-২৬: এবং বাস্তবিকপক্ষে, তাদের নিকট কোন ওযর-আপত্তিই থাকবে না। কেননা, দুনিয়াতেই সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। আর আখিরাতের জন্য কোন ওযর-আপত্তির স্থান অবশিষ্ট রাখা হয়নি। অবশ্য তাদের মনে এ ভুল ধারণা আসবে যে, হয়ত কোন বাহানা-অজুহাত পেশ করা যাবে কিন্তু এ অজুহাত পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। হযরত জুনায়িদ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন, "তার আবার ওযর-আপত্তিই বা কিসের, যে নি'মাতদাতার দিক থেকে বিমুখ হয়েছে, তাঁর অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর উপকারাদির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে?"
টীকা-২৭: হে বিশ্বকুল সরদার (মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে অস্বীকারকারীরা।

টীকা-২৮: যারা তোমাদের পূর্ববর্তী নাবীগণকে অস্বীকার করতো, তোমাদের সে সবেরই হিসাব করা হবে এবং তোমাদেরকে সে সবের জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-২৯: এবং যদি কোন মতে শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারো তবে বাঁচাও। এটা চরম পর্যায়ের তিরস্কার। কেননা, এটা তো তারা নিশ্চিতভাবে জানবে যে, 'না আজ কোন চক্রান্ত চলবে, না কোন বাহানা কাজে আসবে।'

বাংলা	আরবি
৩৯: এখন যদি তোমাদের কোন চক্রান্ত থাকে, তবে আমার বিরুদ্ধে করো (২৯)।	فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ (٣٩)
৪০: সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ (٤٠)
রুকূ'-২	
৪১: নিশ্চয় খোদাভীরুতাসম্পন্নরা (৩০), ছায়া ও ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকবে,	اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوۡنٍ (٤١)
৪২: এবং ফলমূলের মধ্যে, যা তাদের মন চায় (৩১)।	وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ (٤٢)
৪৩: আহার করো ও পান করো তৃপ্ত হয়ে (৩২) আপন কর্মসমূহের প্রতিদান (৩৩)।	كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـئًا ۢ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ (٤٣)
৪৪: নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ (٤٤)
৪৫: সেদিন দুর্ভোগ (৩৪) অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ (٤٥)
৪৬: কিছুদিন আহার করে নাও ও ভোগ করে নাও (৩৫)। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী (৩৬)।	كُلُوۡا وَتَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ (٤٦)
৪৭: সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ (٤٧)
৪৮: এবং যখন তাদেরকে বলা হয়- 'নামায পড়ো।' তখন পড়েনা।	وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ (٤٨)
৪৯: সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ (٤٩)
৫০: অতঃপর এর (৩৭) পরে কোন কথার উপর ঈমান আনবে (৩৮)?*	فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍ ۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ (٥٠)

টীকা-৩০: যারা আল্লাহ এর শাস্তিকে ভয় করে, জান্নাতী বৃক্ষসমূহের,

টীকা-৩১: তা দ্বারা তৃপ্ত হয়, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্নাতীদেরকে তাদের মর্জি মোতাবেক নি'মাতসমূহ দেয়া হবে, দুনিয়ার বিপরীত। এখানে মানুষের জন্য যা সম্ভবপর, সেটার উপরই সন্তুষ্ট হতে হয়। আর জন্নাতবাসীদেরকে বলা হবে-

টীকা-৩২: মিষ্ট ও খাঁটি, যার মধ্যে খাদ্যকষ্টের লেশমাত্রও থাকবে না,

টীকা-৩৩: ঐসব আনুগত্যের, যেগুলো তোমরা পৃথিবীতে পালন করেছিলে।

টীকা-৩৪: এরপর তিরস্কার সূত্রে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে- হে দুনিয়ায় অস্বীকারকারীরা। তোমরা দুনিয়ার

টীকা-৩৫: আপন মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

টীকা-৩৬: কাফির হও, চিরস্থায়ী শাস্তির উপযাগী হও।

টীকা-৩৭: অর্থাৎ কুরআন শরীফ

টীকা-৩৮: অর্থাৎ আল্লাহ এর কিতাবাদির মধ্যে সর্বশেষ কিতাব এবং খুব সুস্পষ্ট মু'জিযা। এর প্রতি ঈমান না আনলে ঈমান আনার অন্য কোন উপায় নেই। *

টীকা-১: সূরা নাবা। এটাকে 'সূরা তাসাওল' ও 'সূরা 'আম্মা ইয়াতাসা-আলূন'ও বলা হয়। এ সূরাটি মাক্কী। এর মধ্যে দু'টি রুকূ', চল্লিশ কিংবা একচল্লিশটি আয়াত, একশ তিয়াত্তরটি পদ এবং নয়শ সত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: কুরাঈশ-বংশীয় কাফিরগণ

টীকা-৩: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) যখন মক্কাবাসীদেরকে তাওহীদের (আল্লাহ এর একত্ববাদ) দাওয়াত দিলেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার সংবাদ দিলেন আর কুরআন কারীম তিলাওয়াত করে তাদেরকে শুনালেন, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হলো এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো- মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এ কি ধর্ম নিয়ে আসলেন?' এ আয়াতের মধ্যে তাদের এ জিজ্ঞাসাবাদের বর্ণনা রয়েছে এবং মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য তা প্রশ্নবোধক বাক্যের ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তা কী মহা মর্যাদার কথা, যার প্রসঙ্গে এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে! অতঃপর সে কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে--

টীকা-৪: 'মহা সংবাদ' দ্বারা হয়ত 'কুরআন মাজীদ' বুঝানো হয়েছে, অথবা 'বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর নাবূয়্যাত এবং তাঁর দ্বীন' কিংবা 'মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার মাসআলা' (বুঝানো হয়েছে।)

টীকা-৫: অর্থাৎ কেউ কেউ তো সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, কেউ কেউ আবার সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। আর কুরআন মজীদকে কেউ কেউ 'যাদু' বলে মন্তব্য করে, কেউ কেউ 'কাব্য' ও কেউ কেউ 'জ্যোতির্বিদ্যা' বলে। আর অন্যান্যরা অন্য কিছু। অনুরূপভাবে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-কে কেউ বলে 'যাদুকর', কেউ বলে 'কবি', কেউ বলে 'গণক'।

টীকা-৬: এ মিথ্যাবাদ ও অস্বীকৃতির পরিণতি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আশ্চর্যজনক কুদরতসমূহ থেকে কয়েকটি বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যেন এসব মানুষ এগুলোর নিদর্শন ও প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ এর একত্ববাদকে উপলব্ধি করতে পারে এবং একথাও বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করা আর এরপর সেটাকে ধ্বংস করা এবং ধ্বংস করার পর হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও ক্ষমতাবান।

সূরাঃ ৭৮ নাবা	১০৫৩	মানযিল-৭	পারাঃ ৩০

সূরা নাবা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা নাবা (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়,	আয়াত-৪০, রুকূ'-২

১: এরা (২) পরস্পর পরস্পরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে (৩)?	عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ﴿۱﴾
২: মহা সংবাদ সম্পর্কে (৪),	عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِ ۙ﴿۲﴾
৩: যে সম্পর্কে তাদের মতভেদ রয়েছে (৫)।	الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ؕ﴿۳﴾
৪: হ্যাঁ, অবশ্যই, শীঘ্র তারা জেনে যাবে,	كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۴﴾
৫: অতঃপর, হ্যাঁ, অবশ্যই শীঘ্র তারা জানতে পারবে (৬)।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵﴾
৬: আমি কি যমীনকে বিছানা করিনি (৭)	اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ۙ﴿۶﴾
৭: এবং পাহাড়গুলোকে পেরেক (৮)?	وَّ الۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ۪ۙ﴿۷﴾
৮: এবং তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি (৯),	وَّ خَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡوَاجًا ۙ﴿۸﴾
৯: এবং তোমাদের তন্দ্রাকে আরামের বস্তু করেছি (১০),	وَّ جَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا ۙ﴿۹﴾
১০: এবং রাতকে পর্দা পরিহিত করেছি (১১),	وَّ جَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِبَاسًا ۙ﴿۱۰﴾

টীকা-৭: যাতে তোমরা তাতে বসবাস করতে পারো এবং তা যেন তোমাদের আবাসস্থল হয়

টীকা-৮: যেগুলো দ্বারা যমীন প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়।

টীকা-৯: পুরুষ ও স্ত্রী

টীকা-১০: তোমাদের শরীরসমূহের জন্য, যাতে তা দ্বারা তোমাদের ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূরীভূত হয় এবং শান্তি লাভ হয়।

টীকা-১১: যা স্বীয় অন্ধকার দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে ঢেকে রাখে,

টীকা-১২: যেন তোমরা তাতে আল্লাহ তা'আলা এর অনুগ্রহ এবং স্বীয় জীবিকার ধান্ধা করতে পারো,
টীকা-১৩: যেগুলোর উপর কালচক্রের কোন প্রভাব পড়ে না এবং পুরাতনত্ব বা জীর্ণশীর্ণতার কোনো লক্ষণ এগুলো পর্যন্ত পৌঁছার কোন অবকাশ পায়না। এ 'ছাদসমূহ' দ্বারা 'সপ্ত আসমানই' বুঝানো হয়েছে।

وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)

১১: এবং দিনকে রোজগারের জন্য বানিয়েছি (১২),

وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢)

১২: এবং তোমাদের উপর সাতটা মজবুত ছাদ (আসমান) প্রস্তুত করেছি (১৩),

وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا (١٣)

১৩: এবং সেগুলোর মধ্যে একটা অতি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি (১৪)।

وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا (١٤)

১৪: এবং আমার বর্ষণকারী মেঘ থেকে মুষলধারে বারি বর্ষণ করেছি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا (١٥)

১৫: যাতে তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য এবং উদ্ভিদ,

وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا (١٦)

১৬: এবং ঘন-সারিবিশিষ্ট বাগান (১৫)।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا (١٧)

১৭: নিশ্চয় ফয়সালার দিন (১৬) হলো এক নির্ধারিত সময়,

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا (١٨)

১৮: যেদিন শিংগায় ফুৎকার করা হবে (১৭), তখন তোমরা চলে আসবে (১৮) দলে দলে,

وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا (١٩)

১৯: এবং আসমান খোলা হবে, অতঃপর বহু দরজা হয়ে যাবে (১৯)।

وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠)

২০: এবং পাহাড়সমূহ চালিত করা হবে, অতঃপর সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা, যা দূর থেকে পানি বলে ভ্রমে ফেলবে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١)

২১: নিশ্চয় দোযখ ওঁৎ পেতে রয়েছে,

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا (٢٢)

২২: উদ্ধতদের (অবাধ্যগণ) ঠিকানা।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا (٢٣)

২৩: তারা তাতে যুগ যুগ ধরে থাকবে (২০)

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا (٢٤)

২৪: (তারা) তাতে কোন প্রকার ঠাণ্ডার আস্বাদ পাবে না এবং না কোন পানীয়-

اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا (٢٥)

২৫: কিন্তু (পাবে শুধু) ফুটন্ত পানি এবং দোযখবাসীদের জ্বলন্ত পূঁজ,

جَزَآءً وِّفَاقًا (٢٦)

২৬: যেমন কর্ম তেমন ফল (২১)।

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا (٢٧)

২৭: নিশ্চয় তাদের (মনে) হিসাবের ভয় ছিলো না (২২),

وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا (٢٨)

২৮: এবং তারা আমার আয়াতগুলোকে সীমাতীত অস্বীকার করেছে।

وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا (٢٩)

২৯: : এবং আমি (২৩) প্রত্যেক বস্তুকে গুণে-লিখে রেখেছি (২৪)।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا (٣٠)

৩০: এখন তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো, অনন্তর আমি তোমাদের জন্য বর্ধিত করবোনা, কিন্তু কঠিন শাস্তি।

টীকা-১৪: অর্থাৎ সূর্য, যাতে রয়েছে আলো ও তাপ।
টীকা-১৫: সুতরাং যিনি এতসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করলে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কি আছে? অনুরূপভাবে, উক্ত সব বস্তু সৃষ্টি করা মহান বাস্তবজ্ঞানীরই কাজ। আর বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞ সত্তার কোন কাজ কখনো অনর্থক ও অকেজো হতে পারেনা। আর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয়ে ওঠায় এবং শাস্তি কিংবা প্রতিদানে অবিশ্বাস করলে একথা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, অবিশ্বাসীর নিকট সমস্ত কাজই অনর্থক (মনে) হবে। বস্তুতঃ অনর্থক হওয়ার ধারণা বাতিল ও অবাস্তব। কাজেই, পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হওয়া এবং প্রতিদানকে অস্বীকার করাও ভিত্তিহীন। এ অকাট্য প্রমাণ থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান নিশ্চিত, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।
টীকা-১৬: প্রতিদান ও শাস্তির জন্য
টীকা-১৭: এটা দ্বারা 'সর্বশেষ ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-১৮: নিজ নিজ কবর থেকে কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের জন্য নির্ধারিত স্থানের দিকে
টীকা-১৯: এবং এতে বহু রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সেগুলো দিয়ে ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হবেন।
টীকা-২০: যার কোন শেষ নেই, অর্থাৎ সর্বদাই থাকবে,
টীকা-২১: 'যেমন কর্ম তেমন ফল' অর্থাৎ 'কুফর' যেমন জঘন্যতম অপরাধ তেমনি কঠিনতম শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে।
টীকা-২২: কেননা, তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো,
টীকা-২৩: 'লাওহ-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে
টীকা-২৪: তাদের সমস্ত সৎ ও অসৎ কর্ম আমার জ্ঞানে রয়েছে। আমি তাদেরকে প্রতিফল দেবো। আর পরকালে শাস্তি প্রদানের সময় তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে-

টীকা-২৫: বেহেশতের মধ্যে, যেখানে তারা শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্য সফল হবে,
টীকা-২৬: যে গুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের উৎকৃষ্ট ফলদার গাছ থাকবে।
টীকা-২৭: উৎকৃষ্ট মানের পানীয়ের।
টীকা-২৮: অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে না কোন অনর্থক কথাবার্তা কানে আসবে, না কেউ অপরের প্রতি মিথ্যাবাদ দেবে,

৩১: নিশ্চয় খোদাভীরুদের জন্য সাফল্যের স্থান রয়েছে (২৫),
৩২: বাগান (২৬) এবং আঙ্গুরফল,
৩৩: এবং উঠতি যৌবনসম্পন্না সমবয়স্কা (যুবতীগণ),
৩৪: এবং পানীয়ের পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ (২৭),
৩৫: যার মধ্যে না কোন অনর্থক কথা শুনবে, না মিথ্যাবাদ (২৮),
৩৬: পুরস্কার, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (২৯), নিতান্তই যথেষ্ট দান,
৩৭: যিনি প্রতিপালক আসমানগুলো ও যমীনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যে রয়েছে (সবকিছুর), পরম দয়ালু, যার সাথে (কেউ) কথা বলার অধিকার রাখবেনা (৩০)।
৩৮: যেদিন জিব্রাঈল এবং সব ফিরিশতা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হবে, (তখন) কেউ (কিছু) বলতে পারবে না (৩১), কিন্তু যাকে পরম দয়ালু (খোদা তা'আলা) অনুমতি দেবেন (৩২), এবং সে সঠিক কথা বলেছে (৩৩)।
৩৯: ওটা সত্য দিন, এখন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক (৩৪)।
৪০: আমি তোমাদেরকে (৩৫) এমন এক শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি, যা অতি নিকটে এসে পৌঁছেছে (৩৬), যেদিন মানুষ দেখবে যাকিছু (কার্যাদি) তার দু'হাত অগ্রে প্রেরণ করেছে (৩৭) এবং কাফিরগণ বলবে, 'হায়, যদি আমি কোন প্রকারে মাটির সাথে মিশে যেতাম (৩৮)।' *

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١)
حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢)
وَّكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣)
وَّكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤)
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا (٣٥)
جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا (٣٦)
رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧)
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا
يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ
قَالَ صَوَابًا (٣٨)
ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ
إِلٰى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩)
إِنَّآ أَنذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَّوْمَ
يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُولُ
الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرٰبًا (٤٠)

টীকা-২৯: তোমাদের কৃতকর্মসমূহের
টীকা-৩০: তাঁরই ভয়ের কারণে।
টীকা-৩১: তাঁরই ভীতি ও মহত্বের মহিমার কারণে।
টীকা-৩২: কথা বলার কিংবা সুপারিশ করার
টীকা-৩৩: দুনিয়ার মধ্যে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, 'সঠিক কথা' দ্বারা 'কালিমা তৈয়্যিবাহ'- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ.........' বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৩৪: সৎকর্ম করে, যেন আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।
টীকা-৩৫: হে কাফিরগণ।
টীকা-৩৬: এতে আখিরাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।
টীকা-৩৭: অর্থাৎ প্রতিটি সৎ ও অসৎ কর্ম তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে, যা সে রোজ-ক্বিয়ামতে দেখতে পাবে।
টীকা-৩৮: ফলে, আমি আযাব থেকে মুক্তি পেতাম। হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন- ক্বিয়ামতের দিন যখন সমস্ত জীব ও চতুষ্পদ প্রাণীকে উঠানো হবে এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। যেমন-শিংধারী পশু যদি কোন শিংবিহীন পশুর উপর আক্রমণ চালিয়েছে এমন হয় তবে তাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। অতঃপর এসবকে মাটিতে পরিণত করা হবে। এটা দেখে কাফিরও আরজু করবে- "আহা, যদি আমাকেও মাটিতে পরিণত করা হতো।"
কোন কোন তাফসীরকারক এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, মু'মিনদের উপর আল্লাহ তা'আলা এর উক্ত পুরস্কার দেখে কাফিরগণ আরজু করবে- 'আহা! তারাও যদি দুনিয়ায় মাটি হয়ে থাকতো। অর্থাৎ বিনয়ী হতো, অহংকারী ও অবাধ্য না হতো।'

তাফসীরকারকদের অন্য এক অভিমত এ যে, 'কাফির' দ্বারা 'ইবলীস' বুঝানো হয়েছে, যে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে তিরস্কার করে বলেছিলো যে, তাকে তো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নিজে আগুন দ্বারা সৃষ্টি হবার কারণে অহংকার করেছিলো। যখন সে হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর ঈমানদার সন্তান-সন্ততির পুরস্কার দেখবে এবং নিজেকে কঠিনতম শাস্তির মধ্যে লিপ্ত দেখতে পাবে, তখন বলবে, "হায়, আমি যদি মাটি হতাম অর্থাৎ হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর ন্যায় মাটির সৃষ্টি হতাম।" *

★'সূরা নাবা' সমাপ্ত।

টীকা-১: সূরা 'ওয়ান না-যিআ'য়াত' মাক্কী। এতে দু'টি রুকূ', ছেচল্লিশটি আয়াত, একশ সাতানব্বইটি পদ এবং সাতশ তিপ্পান্নটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: অর্থাৎ সেসব ফিরিশতার।
টীকা-৩: কাফিরদের।
টীকা-৪: অর্থাৎ মু'মিনদের প্রাণ নম্রতা সহকারে বের করবে।
টীকা-৫: শরীরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমান ও যমীনের মাঝখানে মুমিনদের প্রাণ নিয়ে। [যেমন- হযরত আলী (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।]
টীকা-৬: স্বীয় সেবা-কার্যের উপর, যার জন্য তারা আদিষ্ট। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)
টীকা-৭: অর্থাৎ পার্থিব বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা, যা তাদের সাথে সম্পৃক্ত। সেটা সম্পাদন করে। এ শপথটা তাদের উপরই
টীকা-৮: যমীন, পাহাড় এবং প্রতিটি জিনিস প্রথম ফুৎকারেই অস্থিরতার মধ্যে এসে পড়বে। আর সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে,
টীকা-৯: অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুৎকার করা হবে। যার ফলে আল্লাহ এর নির্দেশক্রমে, প্রত্যেকটি জিনিসকে পুনরায় জীবিত করে দেয়া হবে। উক্ত দু'টি ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে।
টীকা-১০: সেদিনের আতঙ্ক ও ভয়ের কারণে এ ধরণের অবস্থা কাফিরদেরই হবে।
টীকা-১১: যারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করে উঠানো হবে, তখন
টীকা-১২: অর্থাৎ মৃত্যুর পর কি পুনরায় জীবন-যাপনের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে?
টীকা-১৩: টুকরো টুকরো, বিক্ষিপ্তাবস্থায় তবুও কি জীবিত করা হবে?
টীকা-১৪: 'অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা সত্য হয়, আর যদি মৃত্যুর পর আমাদের উঠানো হয়, তবে এতে আমাদের মহা ক্ষতি। কেননা, আমরা দুনিয়ার মধ্যে তাঁকে অস্বীকার করতে থাকি।' তাদের এ উক্তিটা ঠাট্টার ভঙ্গিতে ছিলো। এর জবাবে তাদেরকে বলা হয়, "তোমরা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে এটা মনে করো না যে, তা আল্লাহ এর জন্য কোন কষ্টসাধ্য কাজ হবে। কেননা, সত্য শক্তিমান সত্তার পক্ষে এসব কিছু কোনটাই কষ্টসাধ্য নয়।

সূরা আন-নাযিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আন-নাযিয়াত(মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-৪৬, রুকূ'-২

১: শপথ তাদেরই (২) যারা কঠোরতার সাথে প্রাণ টেনে নেয় (৩),	وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿۱﴾
২: এবং নম্রতার সাথে বন্ধন খুলে দেয় (৪),	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿۲﴾
৩: এবং সহজভাবে প্রাণ নিয়ে উড়ে যায় (৫),	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿۳﴾
৪: অতঃপর সম্মুখে ধাবিত হয়ে দ্রুত পৌঁছে যায় (৬),	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿۴﴾
৫: অতঃপর কাজের ব্যবস্থাপনা করে (৭) যে, কাফিরদের উপর শাস্তি হবে।	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿۵﴾
৬: যেদিন কম্পনকারী কম্পন করবে (৮),	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿۶﴾
৭: তার পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগমনকারী (৯),	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿۷﴾
৮: কত হৃদয় সেদিন ধড়ফড় করতে থাকবে,	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿۸﴾
৯: চক্ষুগুলো উপরের দিকে উঠাতে পারবে না (১০)।	اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿۹﴾
১০: কাফিররা (১১) বলে, 'আমাদেরকে কি পুনরায় উল্টো দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (১২)-	يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ؕ﴿۱۰﴾
১১: আমরা কি যখন গলিত হাড় হয়ে যাবো (১৩)?	ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ﴿۱۱﴾
১২: (তারা) বললো, 'এভাবে (তখন) এ প্রত্যাবর্তন তো নিরেট ক্ষতিই (১৪)।'	قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ﴿۱۲﴾
১৩: অতঃপর তা (১৫) তো নয়, কিন্তু একটা	فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ﴿۱۳﴾

টীকা-১৬: যার মাধ্যমে সবকিছু একত্রিত করে নেয়া হবে এবং যখন সর্বশেষ ফুৎকার করা হবে,

প্রচন্ড ধমক (১৬),	
১৪: তখনি তারা খোলা মাঠে এসে পড়বে (১৭)।	فَاِذَا هُمۡ بِالسَّاهِرَةِ ﴿۱۴﴾
১৫: (হে হাবীব!) আপনার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত এসেছে (১৮)?	هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ مُوۡسٰى ﴿۱۵﴾
১৬: যখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা ‘তুওয়া’র মধ্যে (১৯) ডাক দিয়ে বললেন,	اِذۡ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۶﴾
১৭: ‘ফিরআউনের নিকট যাও। সে মাথা চাড়া দিয়েছে (২০)।’	اِذۡهَبۡ اِلٰى فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿۱۷﴾
১৮: অতঃপর তাকে বলো, ‘তোমার কি এদিকে আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে (২১)-	فَقُلۡ هَلۡ لَّكَ اِلٰۤى اَنۡ تَزَكّٰى ﴿۱۸﴾
১৯: আর তোমাকে (আমি) তোমার প্রতিপালকের দিকে (২২) পথ প্রদর্শন করবো, যেন তুমি ভয় করো (২৩)?’	وَاَهۡدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخۡشٰى ﴿۱۹﴾
২০: অতঃপর মূসা তাকে খুব বড় নিদর্শন দেখালো (২৪)।	فَاَرٰىهُ الۡاٰيَةَ الۡكُبۡرٰى ﴿۲۰﴾
২১: অতঃপর সে অস্বীকার করলো এবং অমান্য করলো (২৫)।	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿۲۱﴾
২২: অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো (২৬), স্বীয় প্রচেষ্টায় লেগে গেলো (২৭)।	ثُمَّ اَدۡبَرَ يَسۡعٰى ﴿۲۲﴾
২৩: অতঃপর লোকজনকে একত্রিত করলো (২৮)। তারপর আহ্বান করলো।	فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿۲۳﴾
২৪: অতঃপর বললো, ‘আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক (২৯)।’	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الۡاَعۡلٰى ﴿۲۴﴾
২৫: অতঃপর আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের শাস্তিতে পাকড়াও করলেন (৩০)।	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الۡاٰخِرَةِ وَالۡاُوۡلٰى ﴿۲۵﴾
২৬: নিশ্চয় এর মধ্যে শিক্ষা লাভ হয় তারই, যে ভয় করে (৩১)।	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّمَنۡ يَّخۡشٰى ﴿۲۶﴾
রুকূ’-২	
২৭: তোমাদের বুঝ মতে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা (৩২) দুঃসাধ্য, না আসমানের (সৃষ্টি)? আল্লাহ সেটা তৈরী করেছেন,	ءَاَنۡتُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿۲۷﴾
২৮: সেটার ছাদ উঁচু করেছেন (৩৩) অতঃপর সেটাকে ঠিক (বরাবর) করেছেন (৩৪)।	رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿۲۸﴾

টীকা-১৭: জীবিত হয়ে।

টীকা-১৮: এ সম্বোধন করা হয় বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে। যখন গোত্রীয় লোকদের অস্বীকার তার নিকট কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর হলো, তখন আল্লাহ তা’আলা তাঁরই শান্তনার জন্য হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)-এর কথা উল্লেখ করেন, যিনি স্বীয় গোত্রীয় লোকদের দ্বারা বহু কষ্ট পেয়েছিলেন। অর্থাৎ নাবীগণ (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) এ ধরণের অবস্থাদির সম্মুখীন হতে থাকেন। আপনি এ’তে দুঃখিত হবেন না।

টীকা-১৯: যা সিরিয়ার ‘তূর’ পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত,

টীকা-২০: এবং সে কুফর এবং ফ্যাসাদে সীমাতিক্রম করে গেছে।

টীকা-২১: কুফর, শির্ক, পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে-

টীকা-২২: অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণ পরিচিতির দিকে

টীকা-২৩: তাঁরই শাস্তিকে

টীকা-২৪: (يَدِ بَيۡضَاء) (ইয়াদে বায়দা) বা ‘পবিত্র জ্যোতির্ময় হাত’ এবং ‘আসা’ (বা অলৌকিক লাঠি)।

টীকা-২৫: হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)-কে

টীকা-২৬: অর্থাৎ ঈমান থেকে বিমুখ করেছে,

টীকা-২৭: ফ্যাসাদ ছড়িয়েছে।

টীকা-২৮: অর্থাৎ যাদুকরদেরকে এবং স্বীয় সৈন্যদলকে।

টীকা-২৯: অর্থাৎ ‘আমার উপরে অন্য কোন প্রতিপালক নেই।’

টীকা-৩০: পৃথিবীতে পানিতে নিমজ্জিত করেছেন এবং পরকালে দোযখে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৩১: মহামহিম আল্লাহকে। অতঃপর পুনরুত্থানের অস্বীকারকারীদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে-

টীকা-৩২: তোমাদের মৃত্যুর পর।

টীকা-৩৩: কোন থাম ব্যতিরেকেই

টীকা-৩৪: এমনিভাবে যে, সেগুলোতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ﴿٢٩﴾

২৯: সেটার রাতকে অন্ধকারময়ী করেছেন এবং সেটার আলোককে চমকিত করেছেন (৩৫),

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾

৩০: এবং এর পরে যমীনকে প্রসারিত করেছেন (৩৬)।

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾

৩১: সেটার মধ্য থেকে (৩৭) সেটার পানি এবং চারা বের করেছেন (৩৮),

وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾

৩২: এবং পাহাড়গুলোকে জমিয়ে রেখেছেন (৩৯),

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩: তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পশুগুলোর উপকারার্থে।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

৩৪: তারপর যখন এসে পড়বে সেই সাধারণ বিপদ, যা সর্বাধিক ভয়ঙ্কর (৪০),

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾

৩৫: সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা প্রচেষ্টা করেছিলো (৪১),

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾

৩৬: এবং জাহান্নামকে প্রতিটি প্রত্যক্ষকারীর সামনে প্রকাশ করা হবে (৪২)।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾

৩৭: অতঃপর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে (৪৩)

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

৩৮: এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে (৪৪),

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾

৩৯: সুতরাং নিশ্চয় জাহান্নামই তার ঠিকানা।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

৪০: আর সেই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে (৪৫) এবং নাফসকে (মন) কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে (৪৬),

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

৪১: তবে, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা (৪৭)।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾

৪২: (হে হাবীব!) আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে- 'তা কোন সময়ের জন্য নির্ধারিত রয়েছে?'

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾

৪৩: এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক (৪৮)?

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾

৪৪:আপনার প্রতিপালক পর্যন্তই সেটার শেষ।

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾

৪৫: আপনি তো শুধু তাকেই ভীতি প্রদর্শনকারী, যে তাতে ভয় করে।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

৪৬: যেদিন তারা সেটাকে দেখবে (৪৯), তখন (মনে করবে) যেন দুনিয়ার মধ্যে (তারা) অবস্থান করেনি, কিন্তু একটা মাত্র সন্ধ্যা কিংবা এর একটা পূর্বাহ্ন মাত্র। *

টীকা-৩৫: সূর্যের জ্যোতি প্রকাশ করেছেন
টীকা-৩৬: তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আসমানের পূর্বেই, কিন্তু সম্প্রসারিত করা হয়নি।
টীকা-৩৭: ঝরণা (প্রস্রবণ) প্রবাহিত করে
টীকা-৩৮: যাকে পশু খেয়ে থাকে
টীকা-৩৯: ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে, যেন তা স্থিরতা লাভ করে,
টীকা-৪০: অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ফুৎকার করা হবে, যা দ্বারা মৃতদেহকে জীবিত করে উঠানো হবে।
টীকা-৪১: পৃথিবীতে সৎ কিংবা অসৎ,
টীকা-৪২: এবং সমস্ত সৃষ্টি তা দেখবে।
টীকা-৪৩: সীমা অতিক্রম করেছে এবং কুফর অবলম্বন করেছে।
টীকা-৪৪: আখিরাতের উপর এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে।
টীকা-৪৫: আর সে অবগত হয়েছে যে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সামনে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হতে হবে
টীকা-৪৬: হারাম বস্তুসমূহের
টীকা-৪৭: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। মক্কার কাফিরগণ
টীকা-৪৮: এবং এর সময় বর্ণনা করার কী প্রয়োজন।
টীকা-৪৯: অর্থাৎ কাফিররা ক্বিয়ামতকে, যাকে তারা অস্বীকার করে। তখন সেটার আতঙ্ক ও ভয়ের কারণে স্বীয় পার্থিব জীবনের সময়সীমার কথা ভুলে যাবে এবং মনে করবে যে, ★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা আবাসা' মাক্কী। এতে একটি রুকূ', বিয়াল্লিশটি আয়াত, একশ ত্রিশটি পদ এবং পাঁচশ তেত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৩: আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম।

শানে নুযূলঃ নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ওতবাহ ইবনে রবীআ'হ, আবূ জাহল ইবনে হিশাম, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উবাই ইবনে খালাফ এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ- কুরাঈশ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে অন্ধ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম উপস্থিত হলেন। তিনি নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বারংবার সম্বোধন করে আরয করলেন, "আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন।" ইবনে মাকতূম এটা বুঝতে পারেন নি যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অন্যান্য লোকদের সাথে আলাপরত আছেন, এর ফলে আলোচনায় বিঘ্ন ঘটবে। এটা হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট বিরক্তিকর মনে হলো এবং বিরক্তির চিহ্ন তাঁর চেহারা মুবারকের উপর পরিলক্ষিত হলো। আর হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন বরকতময় হুজুরার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। এর উপর এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

আর 'অন্ধ' বলার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম যুক্তিসঙ্গত ওযরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কারণেই হুযূর আক্বদাস (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর আলাপ-আলোচনার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিলো। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর থেকে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

সূরা আবাসা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা আবাসা(মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-৪২, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: (তিনি) ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (২),	عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤی ۙ(۱)
২: এ কারণে যে, তাঁর নিকট সেই অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে (৩)।	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰی ؕ(۲)
৩: এবং আপনি কি জানেন? হয়ত সে পবিত্র হতো (৮),	وَ مَا یُدْرِیْكَ لَعَلَّهٗ یَزَّكّٰۤی ۙ(۳)
৪: কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতঃপর তাকে উপদেশ উপকৃত করতো।	اَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰی ؕ(۴)
৫: এ ব্যক্তি, যে বে-পরোয়া (৫) হয়ে যায়,	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی ۙ(۵)
৬: আপনি তারই পেছনে লেগে আছেন (৬)।	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰی ؕ(۶)
৭: এবং সে পবিত্র না হলে তাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই (৭)।	وَ مَا عَلَیْكَ اَلَّا یَزَّكّٰی ؕ(۷)
৮: এবং এ ব্যক্তি যে আপনার দরবারে দৌঁড়ে এসেছে (৮)	وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ یَسْعٰی ۙ(۸)
৯: এবং সে ভয়ও করেছে (৯),	وَ هُوَ یَخْشٰی ۙ(۹)
১০: অতঃপর আপনি তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে মনোনিবেশ করেছেন,	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰی ۚ(۱۰)
১১: এরূপ হতে পারেনা (১০)। এটাতো বুঝানো (বা উপদেশ দেয়া) মাত্র (১১),	كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ(۱۱)

টীকা-৪: পাপরাশি থেকে, আপনার উপদেশ শ্রবণ করে।

টীকা-৫: আল্লাহ তা'আলা থেকে এবং ঈমান আনার ব্যাপারে আপন ধন-সম্পদের কারণে

টীকা-৬: এবং তার ঈমান আনার আশায় তার প্রতি অগ্রসর হচ্ছেন।

টীকা-৭: ঈমান এনে ও হিদায়তপ্রাপ্ত হয়ে। কেননা, আপনার দায়িত্ব হচ্ছে- ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং আল্লাহ এর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।

টীকা-৮: অর্থাৎ ইবনে উম্মে মাকতূম

টীকা-৯: মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহকে

টীকা-১০: এমন করবেন না।

টীকা-১১: অর্থাৎ কুরআনের আয়াতগুলো হচ্ছে সৃষ্টির জন্য উপদেশ

অনুবাদ	আয়াত
১২: অতঃপর যার ইচ্ছা হয় সে এটা স্মরণ করবে (১২)।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿۱۲﴾
১৩: এ সমস্ত পুস্তকের (সহীফা) মধ্যে, যেগুলো সম্মানিত (১৩),	فِیْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿۱۳﴾
১৪: উচ্চস্থানীয় (১৪), পবিত্রতাময় (১৫),	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿۱۴﴾
১৫: এমনসব লেখকের হাতে লিখিত,	بِاَیْدِیْ سَفَرَةٍ ﴿۱۵﴾
১৬: যারা মর্যাদাসম্পন্ন, পূণ্যবান (১৬)।	كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿۱۶﴾
১৭: মানুষ নিহত হোক। সে কেমন অকৃতজ্ঞ (১৭)।	قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗ ﴿۱۷﴾
১৮: তাকে কি উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?	مِنْ اَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ ﴿۱۸﴾
১৯: পানি-বিন্দু (বীর্য) থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে বিভিন্ন অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মধ্যে রেখেছেন (১৮),	مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿۱۹﴾
২০: অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন (১৯),	ثُمَّ السَّبِیْلَ یَسَّرَهٗ ﴿۲۰﴾
২১: অতঃপর তাকে মৃত্যু প্রদান করেছেন, তারপর কবরে রাখিয়েছেন (২০),	ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿۲۱﴾
২২: অতঃপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে বের করবেন (২১)।	ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿۲۲﴾
২৩: কখনো নয়, সে এখনো পর্যন্ত তা পূর্ণ করেনি, যা তার প্রতি হুকুম হয়েছিলো (২২)।	كَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ ﴿۲۳﴾
২৪: সুতরাং মানুষের উচিত যেন তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে (২৩)	فَلْیَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِهٖۤ ﴿۲۴﴾
২৫: যে, আমি ভালভাবে পানি বর্ষণ করেছি (২৪),	اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿۲۵﴾
২৬: অতঃপর ভূমিকে খুব বিদীর্ণ করেছি,	ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿۲۶﴾
২৭: অতঃপর তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি,	فَاَنْۢبَتْنَا فِیْهَا حَبًّا ﴿۲۷﴾
২৮: এবং আঙ্গুর ও চারা,	وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا ﴿۲۸﴾
২৯: আর যায়তুন ও খেজুর,	وَّ زَیْتُوْنًا وَّ نَخْلًا ﴿۲۹﴾
৩০: এবং ঘন সারিবিষ্ট বাগানসমূহ,	وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿۳۰﴾
৩১: এবং ফলমূল ও গবাদি-খাদ্য,	وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا ﴿۳۱﴾
৩২: তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারার্থে।	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾
৩৩: অতঃপর যখন আসবে ঐ কর্ণ-বিদারক ধ্বনি (২৫),	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿۳۳﴾
৩৪: সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই,	یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِیْهِ ﴿۳۴﴾
৩৫: মাতা ও পিতা	وَ اُمِّهٖ وَ اَبِیْهِ ﴿۳۵﴾
৩৬: এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে (২৬)।	وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِیْهِ ﴿۳۶﴾

টীকা-১২: এবং তা দ্বারা উপদেশ গ্রহণকারী হয়।

টীকা-১৩: আল্লাহ তা'আলা এর নিকট

টীকা-১৪: উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন,

টীকা-১৫: অর্থাৎ সেগুলোকে পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবেনা,

টীকা-১৬: আল্লাহ তা'আলা এর আদেশ পালনকারী এবং ঐসব ফিরিশতা, যারা সেটাকে (কুরআন মাজীদ) 'লাওহ-ই-মাহফুয' থেকে নকল করছেন।

টীকা-১৭: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এর অসংখ্য নি'মাত এবং অপরিসীম অনুগ্রহ সত্ত্বেও কুফর করছে।

টীকা-১৮: কখনো বীর্যাকৃতিতে, কখনো রক্তপিণ্ডের সূরতে, কখনো মাংসের টুকরা অবস্থায়- সৃষ্টি পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত,

টীকা-১৯: মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার,

টীকা-২০: যেন মৃত্যুর পর অপমানিত না হয়।

টীকা-২১: অর্থাৎ মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য। অতঃপর তার জন্য জীবন নির্দিষ্ট করেছেন।

টীকা-২২: তার প্রতিপালকের। অর্থাৎ কাফির ঈমান এনে আল্লাহ এর হুকুম পালন করলো না।

টীকা-২৩: যা খেয়ে থাকে এবং যা তার জীবন ধারণের উপকরণ। অর্থাৎ এর মধ্যে তার প্রতিপালকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, কিভাবে তা (খাদ্য) শরীরের অংশে পরিণত হচ্ছে এবং কেমন আশ্চর্যজনক নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে কাজে আসছে। আর কি উপায়ে মহামহিম প্রতিপালক দান করেছেন- এসব বাস্তব জ্ঞানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে-

টীকা-২৪: মেঘমালা দ্বারা

টীকা-২৫: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দ্বিতীয় ফুৎকারের ভয়ানক আওয়াজ, যা সৃষ্টিকে বধির করে ছাড়বে।

টীকা-২৬: এদের মধ্যে কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী হবেনা, (বরং) আপন চিন্তায়ই বিভোর থাকবে।

টীকা-২৭: ক্বিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করার পর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বর্তায়-এমন ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তারা এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত- সৌভাগ্যবান ও হতভাগা। যে সৌভাগ্যবান তার অবস্থার কথা ইরশাদ হচ্ছে-
টীকা-২৮: ঈমানের আলো দ্বারা অথবা রাতের ইবাদতসমূহের কারণে অথবা ওযূর চিহ্নসমূহ দ্বারা,
টীকা-২৯: আল্লাহ্ তা'আলা এর নি'মাত ও দান এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর। এরপর হতভাগা ব্যক্তিদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

৩৭: তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে (২৭)।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾
৩৮: কতগুলো চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে (২৮),	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯: হাসবে, খুশী উদযাপন করবে (২৯)।	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০: এবং সেদিন কতগুলো চেহারার উপর ধূলিবালি পড়েছে-এমন হবে,	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১: সেগুলোর উপর কালিমা ছেয়ে থাকবে (৩০)।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২: এরা হচ্ছে তারাই, (যারা) কাফির, পাপী। *	أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

সূরা তাকভীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাকভীর (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২৯, রুকূ'-১

১: যখন সূর্যরশ্মি লুপ্ত করা হবে (২),	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾
২: এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে (৩),	وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾
৩: আর যখন পাহাড়-পর্বতকে চলমান করা হবে (৪),	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾
৪: আর যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীগুলো (৫) বাধাহীন অবস্থায় ফিরবে (৬),	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾
৫: এবং যখন বন্য পশুগুলোকে একত্রিত করা হবে (৭),	وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾
৬: আর যখন সমুদ্রকে উত্তপ্ত করা হবে (৮),	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾
৭: আর যখন আত্মাসমূহ সম্মিলিত হবে (৯),	وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

টীকা-৩০: অপমানিত অবস্থা ও ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা।★
টীকা-১: 'সূরা তাকবীর' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', উনত্রিশটি আয়াত, একশ চারটি পদ এবং পাঁচশ ত্রিশটি বর্ণ আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির একথা পছন্দ হবে যে, ক্বিয়ামত দিবসকে এমনই দেখবে যেন তা চোখেরই সামনে রয়েছে, তার উচিত যেন 'সূরা ইযাস শামসু কুওয়িরাত', 'সূরা ইযাস সামা-উনফাতারাত' এবং 'ইযাস সামাউন শাক্বক্বাত' পাঠ করে।" (তিরমিযী)
টীকা-২: অর্থাৎ সূর্যের আলোকরশ্মি বিলুপ্ত হয়ে যাবে,
টীকা-৩: বৃষ্টির ন্যায় আকাশ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হবে এবং কোন তারকা নিজ স্থানে স্থির থাকবে না।
টীকা-৪: এবং ধূলি-বালির মত বাতাসে উড়ে বেড়াবে।
টীকা-৫: যেগুলোর গর্ভকাল দশমাস অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রসবকাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছে,
টীকা-৬: এবং না এগুলোর কোন রাখাল থাকবে, না কোন সংরক্ষণকারী। এদিনের ভয়াবহ অবস্থার প্রকৃতি এমনি হবে এবং মানুষ তার অবস্থায় এমনিভাবে ব্যস্ত হবে যে, তখন এগুলোর প্রতি যত্ন নেয়ার কেউ থাকবে না।
টীকা-৭: ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পর একে অপর থেকে প্রতিশোধ নেবে। তারপর মাটিতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।
টীকা-৮: তারপর সেগুলো মাটি হয়ে যাবে,
টীকা-৯: এভাবে যে, পূণ্যবান পূণ্যবানদের সাথে হবে এবং পাপী পাপীদের সাথে। অথবা এর অর্থ এ'যে, আত্মাগুলোকে দেহগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে। অথবা এ যে, আপন আমলগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে, অথবা এ যে, ঈমানদারদের আত্মাগুলোকে হুরদের সাথে এবং কাফিরদের আত্মাগুলো শয়তানদের সাথে একত্রিত করা হবে।
★ 'সূরা আবাসা' সমাপ্ত।

আরবি	বাংলা
وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾	৮: এবং যখন জীবন্ত প্রোথিতা (কন্যা সন্তান) কে জিজ্ঞাসা করা হবে (১০),
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾	৯: কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে (১১)?
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾	১০: যখন আমলনামা খোলা হবে,
وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾	১১: আর যখন আসমানকে সেটার আপন স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে (১২),
وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾	১২: আর যখন জাহান্নামকে অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করা হবে (১৩),
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾	১৩: এবং যখন বেহেশতকে নিকটে আনা হবে (১৪),
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾	১৪: তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে সম্পর্কে, যা সে উপস্থিত করেছে (১৫)।
فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾	১৫: সুতরাং তারই শপথ (১৬), যা প্রত্যাবর্তন করে,
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾	১৬: সোজা চলে, স্থিত থাকে (১৭),
وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾	১৭: এবং রাতের (শপথ), যা পৃষ্ঠ প্রদান করে (১৮),
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾	১৮: আর প্রভাতের (শপথ), যখন শ্বাস গ্রহণ করে (১৯),
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾	১৯: নিশ্চয় এটা (২০) সম্মানিত প্রেরিতের (২১) বাণী,
ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾	২০: যিনি শক্তিশালী, আরশাধিপতির দরবারে সম্মানিত,
مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ ﴿٢١﴾	২১: সেখানে তাঁর আদেশ পালন করা হয় (২২), (যিনি) আমানতদার (২৩)।
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾	২২: তোমাদের মুনিব, যিনি তোমাদের সাথে আছেন (২৪), পাগল নন (২৫),
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾	২৩: এবং নিশ্চয় তিনি তাকে (২৬) আলোকিত প্রান্তে দেখলেন (২৭),
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾	২৪: : এবং এ নাবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾	২৫: এবং কুরআন বিতাড়িত শয়তানের বাণী নয়।
فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾	২৬: সুতরাং তোমরা কোন দিকে যাচ্ছো (২৮)?
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾	২৭: এটাতো উপদেশই সারা বিশ্বের জন্য,

টীকা-১০: অর্থাৎ ঐ প্রথিত কন্যা থেকে, যাকে জীবন্ত কবরস্থ করা হয়েছে, যেমন আরবের প্রথা ছিলো যে, জাহিলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানদের তারা জীবন্ত দাফন করে ফেলতো।

টীকা-১১: এ প্রশ্ন হত্যাকারীকে তিরস্কারের জন্য, যেন ঐ বালিকাটি এ উত্তর দেয়, "আমি বিনা দোষে নিহত হয়েছি।"

টীকা-১২: যেভাবে যবেহকৃত ছাগলের দেহ থেকে চামড়া খুলে নেয়া হয়,

টীকা-১৩: আল্লাহ এর শত্রুদের জন্য,

টীকা-১৪: আল্লাহ এর প্রিয়দের

টীকা-১৫: পূণ্য অথবা পাপ

টীকা-১৬: তারকাপুঞ্জ,

টীকা-১৭: ঐগুলো হচ্ছে পাঁচটি তারকা যেগুলোকে 'খামসা-ই-মুতাহায়্যিরাহ' বলা হয়। (ঐ তারকাগুলো হচ্ছে- ১) যুহল (শনিগ্রহ), ২) মুশতারী (বৃহস্পতিগ্রহ), ৩) মিররিখ (মঙ্গলগ্রহ), ৪) যোহরা (শুক্রগ্রহ) এবং ৫) উতারিদ (বুধগ্রহ)। অনুরূপই হযরত আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত আছে।

টীকা-১৮: এবং তার অন্ধকার হালকা হয়ে যাবে

টীকা-১৯: এবং তার ঔজ্জ্বল্য খুব প্রসারিত হবে,

টীকা-২০: কুরআন শরীফ,

টীকা-২১: হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)

টীকা-২২: অর্থাৎ আসমানগুলোর ফিরিশতাগণ তাঁর আনুগত্য করেন,

টীকা-২৩: আল্লাহ এর ওহীর,

টীকা-২৪: হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-২৫: যেমন মক্কার কাফিরগণ বলে থাকে,

টীকা-২৬: অর্থাৎ জিবরাঈল আমীন (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে তাঁর আসল সূরতে

টীকা-২৭: অর্থাৎ সূর্যের উদয়স্থলের উপর,

টীকা-২৮: এবং কেন কুরআন থেকে বিমুখ হচ্ছো?

টীকা-২৯: অর্থাৎ যার সত্যের অনুসরণ এবং তার উপর অটল থাকার ইচ্ছা হয়। ★
★★★★★★★

২৮: তারই জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা-হতে চায় (২৯)। ২৯: আর তোমরা কি চাইবে, কিন্তু এটাই যা সারা বিশ্বের প্রতিপালক চান। *	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ (٢٨) وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٩)

সূরা ইনফিতার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইনফিতার (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১৯, রুকূ’-১

১: যখন আসমান ফেটে পড়বে,	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ (١)
২: আর যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে,	وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢)
৩: আর যখন সমুদ্র প্রবাহিত করা হবে (২),	وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣)
৪: এবং যখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে (৩),	وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ (٤)
৫: তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে সম্পর্কে, যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে (৪) এবং পশ্চাতে (রেখে এসেছে) (৫)।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ (٥)
৬: হে মানুষ! তোমাকে কোন জিনিস ভুলিয়ে রেখেছে আপন করুণাময় প্রতিপালক থেকে (৬)?	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ (٦)
৭: যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (৭), অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন (৮) অতঃপর সুসমঞ্জস করেছেন (৯),	الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ (٧)
৮: যে আকৃতিতেই চেয়েছেন, তোমাকে গঠন করেছেন (১০)।	فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (٨)
৯: কখনো নয় (১১), বরং তোমরা বিচার হওয়াকে অস্বীকার করছো (১২),	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ (٩)
১০: এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর কিছু সংখ্যক রক্ষণাবেক্ষণকারী রয়েছে (১৩),	وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ (١٠)
১১: সম্মানিত লিখকগণ (১৪),	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ (١١)
১২: জানেন যা কিছু তোমরা করো (১৫)।	يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ (١٢)
১৩: নিশ্চয় পূণ্যবান তো (১৬) অবশ্যই	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ (١٣)

টীকা-১: ‘সূরা ইনফিতার’ মাক্কী। এ’তে একটি রুকূ’, উনিশটি আয়াত, আশিটি পদ এবং তিনশ সাতাশটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: এবং মিষ্ট ও লবণাক্ত পানি, সব মিলে এক হয়ে যাবে,
টীকা-৩: এবং ঐগুলোর মৃতদেরকে জীবিত করে বের করা হবে,
টীকা-৪: ভাল কিংবা মন্দ কাজ
টীকা-৫: ছেড়ে এসেছে, তা পূণ্য হোক কিংবা পাপ। আর অন্য এক অভিমত হচ্ছে এ যে, ‘যা আগে প্রেরণ করেছে দ্বারা ‘সাদাক্বাহসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে’ এবং ‘যা পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে’ দ্বারা ‘মীরাস’ পরিত্যক্ত সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৬: তুমি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা সত্ত্বেও তাঁর প্রাপ্য চিনতে পারোনি এবং তাঁর নাফরমানী করেছো।
টীকা-৭: এবং অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন,
টীকা-৮: সুস্থ অঙ্গসম্পন্ন, শ্রবণকারী অবলোকনকারী,
টীকা-৯: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রেখেছেন,
টীকা-১০: লম্বা অথবা খাটো, সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট অথবা কুৎসিত, ফর্সা কিংবা কালো, পুরুষ কিংবা স্ত্রী।
টীকা-১১: আপন প্রতিপালকের কৃপার উপর তোমাদের অহংকারী না হওয়া চাই,
টীকা-১২: এবং প্রতিদান-দিবসকে অস্বীকারকারী হচ্ছো,
টীকা-১৩: তোমাদের কর্ম ও বাক্যসমূহের এবং তাঁরা হচ্ছেন- ফিরিশতা।
টীকা-১৪: তোমাদের আমলের
টীকা-১৫: ভাল কিংবা মন্দ। তাঁদের নিকট থেকে তোমাদের কোন আমলই গোপন নয়।
টীকা-১৬: অর্থাৎ সত্যবাদী ঈমানদারগণ

শান্তিতে থাকবে (১৭),

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾
১৪: এবং নিশ্চয় পাপীরা তো (১৮) অবশ্যই জাহান্নামে যাবে,

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾
১৫: ইনসাফের দিন তাতে গমন করবে,

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾
১৬: এবং তা থেকে কোথাও লুকাতে পারবে না।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾
১৭: আর আপনি কি জানেন কেমন ভয়াবহ ইনসাফের দিন?

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾
১৮: অতঃপর আপনি কি জানেন কেমন ভয়াবহ বিচারের দিন?

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَّالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾
১৯: যে দিন কোন আত্মা অপর কোন আত্মার উপর কোন অধিকারই রাখবে না (১৯) এবং সেদিন সমস্ত হুকুম আল্লাহ এরই হবে। *

সূরা মুতাফফিফীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুতাফফিফীন (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৩৬, রুকূ’-১

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾
১: পরিমাপে কারচুপিকারীদের ধ্বংস অবধারিত,

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾
২: এরা যখন অপর লোকদের থেকে মেপে নেয়, তখন পুরোপুরিই নিয়ে থাকে,

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
৩: আর যখন তাদেরকে মেপে ও ওজন করে দেয়, তখন কম দিয়ে থাকে।

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾
৪: এ লোকদের কি এ বিশ্বাস নেই যে, তাদেরকে উঠতে হবে-

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾
৫: এক মহান দিবসের জন্য (২)?

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৬: যেদিন সকল মানুষ (৩) রাব্বুল আলামীনের দরবারে দণ্ডায়মান হবে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾
৭: নিশ্চয়, কাফিরদের লিপি (৪) সবচেয়ে নিম্নস্থান ‘সিজ্জীন’-এ রয়েছে (৫)।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾
৮: আপনি কি জানেন ‘সিজ্জীন’ কেমন (৬)?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾
৯: এ লিপিখানা একটা মোহরকৃত লিপি (৭)

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾
১০: ঐ দিন (৮) অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস রয়েছে,

টীকা-১৭: বেহেশত

টীকা-১৮: কাফির

টীকা-১৯: অর্থাৎ কোন কাফির অপর কোন কাফিরকে উপকৃত করতে পারবে না। (খাযিন) *

★★★★★★★★

টীকা-১: এক বর্ণনামতে, ‘সূরা মুতাফফিফীন’ মাক্কী এবং অপর এক বর্ণনামতে, মাদানী। অন্য একটি বর্ণনা হচ্ছে এ যে, হিজরতকালে এ সূরাটি মক্কা মুকাররমাহ ও মাদীনা তৈয়্যিবাহর মধ্যবর্তী স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে এ সূরায় একটি রুকু’, ছত্রিশটি আয়াত, একশ ঊনসত্তরটি পদ এবং সাতশ ত্রিশটি বর্ণ আছে।

শানে নুযূলঃ রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) যখন মদীনা তৈয়্যবাহ’য় তাশরীফ আনলেন, তখন সেখানকার লোকেরা ওজনে খিয়ানত করতো। বিশেষভাবে, আবূ জুহায়নাহ নামক এক ব্যক্তি এমন ছিলো যে, সে দু’ধরণের পরিমাপক রাখতো। একটা নেয়ার এবং অন্যটা দেয়ার। এসব লোকের সম্পর্কে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে এবং তাদেরকে সঠিকভাবে ওজন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-২: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন। ঐ দিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করা হবে।

টীকা-৩: নিজ নিজ কবর থেকে উত্থিত হয়ে

টীকা-৪: অর্থাৎ তাদের আমলনামাসমূহ

টীকা-৫: ‘সিজ্জীন’ হচ্ছে সপ্তম যমীনের নীচে একটি স্থান, যা ইবলীস এবং তার সৈন্যদলের অবস্থানস্থল

টীকা-৬: অর্থাৎ সেটা নিতান্তই ভয়-ভীতির স্থান।

টীকা-৭: যা না মিটে যেতে পারে, না পরিবর্তিত হতে পারে

টীকা-৮: যখন ঐ লিপি বের করা হবে,

★ ‘সূরা ইনফিতার’ সমাপ্ত।

টীকা-৯: এবং প্রতিফল দিবস। অর্থাৎ তারা ক্বিয়ামত-দিবসকে অস্বীকারকারী।
টীকা-১০: সীমাতিক্রমকারী
টীকা-১১: তাদের সম্পর্কে যে
টীকা-১২: তার মন্তব্য ভুল
টীকা-১৩: ঐসব নাফরমানী ও পাপ, যেগুলো তারা করছে। অর্থাৎ তাদের অপকর্মের পরিণাম ফলের কারণে তাদের অন্তর মরিচাময় এবং কালো হয়ে গেছে। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন যে, যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে

১১: যারা বিচার-দিবসকে অস্বীকার করে (৯)।	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾
১২: এবং এটাকে অস্বীকার করবে না, কিন্তু প্রত্যেক অবাধ্য (১০),	وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾
১৩: যখন তার উপর আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন বলে (১১), '(এগুলো হচ্ছে) পূর্ববর্তীদের কাহিনী।'	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪: কখনো নয় (১২), বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে তাদের কৃতকর্মগুলো (১৩)।	كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫: হাঁ, হাঁ, নিশ্চয় এ দিন (১৪) তারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত (১৫),	كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬: অতঃপর নিশ্চয় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে,	ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾
১৭: তারপর (তাদেরকে) বলা হবে, 'এ হচ্ছে তা-ই (১৬), যেটাকে তোমরা অস্বীকার করতে (১৭)।'	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮: হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়, পূণ্যবানদের লিপি (১৮) সবচেয়ে উচ্চস্থান 'ইল্লিয়্যীন'-এ রয়েছে (১৯)।	كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾
১৯: এবং তুমি কি জানো 'ইল্লিয়্যীন' কেমন (২০)?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾
২০: এ লিপিটা হচ্ছে একটা মোহরকৃত লিপি (২১),	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾
২১: নৈকট্যপ্রাপ্তরা (২২) যার যিয়ারত করে।	يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২: নিশ্চয় পূণ্যবান অবশ্যই শান্তিতে থাকে,	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾
২৩: তখতসমূহের উপর (বসে) দেখে (২৩)।	عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

একটা কালো দাগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যখন ঐ পাপ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবাহ ও ইসতিগফার করে তখন অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। আর যদি পুনরায় গুনাহ করে তখন ঐ দাগটি বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র অন্তরটা কালো হয়ে যায়। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে- 'রায়ন', অর্থাৎ ঐ মরিচা, যা সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে (তিরমিযী)।
টীকা-১৪: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন
টীকা-১৫: যেমন দুনিয়াতে তাঁর 'তাওহীদ' থেকে বঞ্চিত ছিলো,
মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মু'মিনগণ আখিরাতে আল্লাহ এর সাক্ষাতের নি'মাত সহজে লাভ করতে পারবে। কেননা, সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা কাফিরদের শাস্তির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যা কাফিরদের জন্য শাস্তির হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন স্বরূপ হবে, তা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারেনা। সুতরাং একথা নিশ্চিত হলো যে, এ 'বঞ্চিত হওয়া' মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য নয়। হযরত ইমাম মালিক (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেছেন, "যখন তিনি নিজ দুশমনদেরকে স্বীয় সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করেছেন, তখন বন্ধুদেরকে আপন তাজাল্লী দ্বারা ধন্য করবেন এবং নিজ সাক্ষাত দ্বারা সম্মানিত করবেন।
টীকা-১৬: আযাব
টীকা-১৭: দুনিয়াতে
টীকা-১৮: অর্থাৎ সত্যবাদী মুমিনদের আমলনামাসমূহ
টীকা-১৯: 'ইল্লিয়্যীন' সপ্তম আসমানের মধ্যে এবং আরশের নীচে অবস্থিত।
টীকা-২০: অর্থাৎ এর অবস্থা আশ্চর্যজনক, মর্যাদাময় ও মহান।
টীকা-২১: 'ইল্লিয়্যীন'-এর মধ্যে। এ'তে তাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ আছে
টীকা-২২ ফিরিশতাগণ

টীকা-২৩: আল্লাহ তা'আলা এর সম্মান দান এবং তার নি'মাতসমূহকে, যেগুলো তিনি তাদেরকে দান করেছেন এবং আপন শত্রুদেরকে, যারা বিভিন্ন ধরণের শাস্তিতে লিপ্ত।
টীকা-২৪: যেহেতু তারা খুশীতে জাঁকজমকের মধ্যে থাকবে এবং অন্তরের আনন্দের চিহ্ন তাদের উপর উদ্ভাসিত হবে।
টীকা-২৫: যে, পূণ্যবানরাই এর মোহর ভাঙ্গবে।
টীকা-২৬: আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হয়ে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকায় মাধ্যমে।
টীকা-২৭: যা বেহেশতের পানীয়ের মধ্যে অতি উন্নতমানের।

২৪: আপনি তাদের চেহারাগুলোর উপর স্বস্তির সজীবতা দেখতে পাবেন (২৪),	تَعۡرِفُ فِیۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِیۡمِ ﴿۲۴﴾
২৫: বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যা মোহরকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে (২৫),	یُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِیۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ ﴿۲۵﴾
২৬: এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর উপর এবং এরই উপর চাই আকাঙ্খাকারীদের আকাঙ্খা করা (২৬)।	خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ؕ وَ فِیۡ ذٰلِكَ فَلۡیَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ ﴿۲۶﴾
২৭: এবং তার সংমিশ্রণ হচ্ছে 'তাসনীম' (২৭)-এর সাথে,	وَ مِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِیۡمٍ ﴿۲۷﴾
২৮: সেই ঝরণা, যা থেকে (আল্লাহ এর) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করেন (২৮)।	عَیۡنًا یَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَ ﴿۲۸﴾
২৯: নিশ্চয় দোষী ব্যক্তিরা (২৯) ঈমানদারদের নিয়ে (৩০) হাস্য করতো,	اِنَّ الَّذِیۡنَ اَجۡرَمُوۡا كَانُوۡا مِنَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا یَضۡحَكُوۡنَ ﴿۲۹﴾
৩০: আর যখন তারা (৩১) তাদের (কাফিরগণ) পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতো তখন তারা একে অপরকে তাদের (ঈমানদারগণ) প্রতি চোখ দিয়ে ইশারা করতো (৩২)।	وَ اِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ یَتَغَامَزُوۡنَ ﴿۳۰﴾
৩১: এবং যখন (৩৩) আপন ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতো, (তখন) তারা আনন্দ করতে করতে ফিরতো (৩৪),	وَ اِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰۤی اَهۡلِهِمُ انۡقَلَبُوۡا فَكِهِیۡنَ ﴿۳۱﴾
৩২: আর যখন মুসলমানদেরকে দেখতো, বলতো, 'নিশ্চয় এসব লোক পথভ্রষ্ট (৩৫)।'	وَ اِذَا رَاَوۡهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَضَآلُّوۡنَ ﴿۳۲﴾
৩৩: এবং এরা (৩৬) এদের (মুমিনগণ) জন্য কোন হিফাযতকারী হিসেবে প্রেরিত হয়নি (৩৭)।	وَ مَاۤ اُرۡسِلُوۡا عَلَیۡهِمۡ حٰفِظِیۡنَ ﴿۳۳﴾
৩৪: সুতরাং আজ (৩৮) ঈমানদারগণ	فَالۡیَوۡمَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا

টীকা-২৮: অর্থাৎ বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ বিশুদ্ধ পানীয় 'তাসনীম' পান করবে। আর অন্যান্য বেহেশতীদের পানীয়ের মধ্যে তাসনীমের শরাব (পানীয়) মিশ্রিত করা হবে।
টীকা-২৯: যেমন আবূ জাহল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং আস ইবনে ওয়া-ইল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কাফির।
টীকা-৩০: যেমন- হযরত আম্মার, হযরত খোব্বাব, হযরত সোহায়ব এবং হযরত বিলাল প্রমুখ গরীব মু'মিন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمۡ)।
টীকা-৩১: ঈমানদারগণ
টীকা-৩২: সমালোচনা ও দোষত্রুটি আরোপ করার পন্থায়।
শানে নুযূলঃ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ) মুসলমানদের একটা দলের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুনাফিকগণ তাঁদেরকে দেখে চোখে ইশারা করলো এবং ঠাট্টা করে হাসলো। আর পরস্পরের মধ্যে এসব হযরত সম্পর্কে অশোভনীয় উক্তি করলো। ওদিকে হযরত আলী মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ) বিশ্বকুল সরদার (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে পৌঁছার পূর্বেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-৩৩: কাফিরগণ
টীকা-৩৪: অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মন্দ বলে পরস্পরের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো এবং আনন্দিত হয়ে (ঘরে ফিরতো)।
টীকা-৩৫: কারণ, বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর ঈমান এনেছেন এবং পার্থিব আনন্দ উপভোগগুলোকে পরকালের আশায় বর্জন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন-
টীকা-৩৬: কাফিরগণ
টীকা-৩৭: যেন তাদের অবস্থা ও আমলগুলোর উপর পাকড়াও করে, বরং তাদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে যেন তারা আপন অবস্থাকে সংশোধন করে নেয়। অন্যদেরকে বোকা সাব্যস্ত করা এবং তাদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করার মাধ্যমে কি উপকার পাবে?

টীকা-৩৮: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন।
টীকা-৩৯: যেভাবে কাফিরগণ দুনিয়ায় মুসলমানদের দারিদ্র ও পরিশ্রমের উপর হাস্য করতো। এখানে ঘটনা তার বিপরীত। ঈমানদার স্থায়ী আরাম ও রহমতের মধ্যে আছেন, আর কাফিরগণ অপমানের স্থায়ী শাস্তিতে রয়েছে। দোযখের দরজা খোলা হবে। কাফিরগণ তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরজার দিকে দৌঁড়ে আসবে। যখন দরজার নিকট এসে পৌঁছবে তখন দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ ধরণের বারবারই হতে থাকবে। কাফিরদের এ অবস্থা দেখে মুসলমানগণ তাদের প্রতি হাসবেন। আর মুসলমানদের অবস্থা এ যে, তাঁরা বেহেশতের মণিমুক্তার

অনুবাদ	আয়াত
কাফিরদের প্রতি হাসছে (৩৯),	مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫: তখতগুলোর উপর উপবিষ্ট হয়ে দেখছে (৪০)।	عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ﴿۳۵﴾
৩৬: কেন? কাফিরদের নিজ কৃতকর্মের কিছু প্রতিদান মিলেছে তো। ★	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾

সূরা ইনশিক্বাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইনশিক্বাক্ব (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২৫, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: যখন আসমান বিদীর্ণ হবে (২),	اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿۱﴾
২: এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ শুনবে (৩) এবং তার জন্য উচিতও হচ্ছে এটাই।	وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿۲﴾
৩: এবং যখন যমীনকে প্রসারিত করা হবে (৪)	وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿۳﴾
৪: আর যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে (৫) ঢেলে দেবে এবং শূন্য হয়ে যাবে,	وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ﴿۴﴾
৫: এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে (৬) এবং তার জন্য উচিতও হচ্ছে এটাই (৭)।	وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿۵﴾
৬: হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন প্রতিপালকের প্রতি (৮) অবশ্যই দৌঁড়াতে হবে। অতঃপর তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে (৯)।	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿۶﴾
৭: অতঃপর ঐ ব্যক্তি, যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে (১০),	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿۷﴾
৮: অতিসত্ত্বর তার থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে (১১)	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿۸﴾
৯: এবং আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি	وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ

টীকা-৪০: কাফিরদের অপমান, বেইজ্জতী এবং কঠিন শাস্তি। আর এর উপর হাসবেন।
টীকা-৪১: অর্থাৎ সমস্ত কৃতকর্মের যা তারা দুনিয়াতে করেছিলো।★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা ইনশাক্বক্বাত' যাকে 'সূরা ইনশিক্বাক্ব'ও বলা হয়, মাক্কী। এতে একটি রুকূ', পঁচিশটি আয়াত, একশ সাতটি পদ এবং চারশ ত্রিশটি বর্ণ রয়েছে
টীকা-২: ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়
টীকা-৩: সেটা বিদীর্ণ হওয়া সম্পর্কে এবং তাঁর আনুগত্য করবে
টীকা-৪: এবং তার উপর কোন দালান ও পাহাড় অবশিষ্ট থাকবে না।
টীকা-৫: তার অভ্যন্তরীন ধন-ভাণ্ডারসমূহ এবং মৃতদের সবাইকে বাইরে (ঢেলে দেবে)।
টীকা-৬: আপন অভ্যন্তরের বস্তুসমূহ বাইরে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে এবং তাঁর আনুগত্য করবে।
টীকা-৭: তখন মানুষ নিজ কর্মের প্রতিফল দেখতে পাবে।
টীকা-৮: অর্থাৎ তাঁর দরবারে উপস্থিতির জন্য। তা দ্বারা মৃত্যুর কথা বুঝানো হয়েছে। (মাদারিক)
টীকা-৯: এবং স্বীয় কর্মের পরিণাম ফল পাবে
টীকা-১০: এবং ঐ ব্যক্তি হচ্ছে- মু'মিন
টীকা-১১: 'সহজ হিসাব' হচ্ছে- তার সামনে তার আমলগুলো উপস্থাপন করা হবে, সে নিজের পূণ্য ও পাপ চিনতে পারবে। অতঃপর পূণ্যের বিনিময়ে সাওয়াব দেয়া হবে এবং পাপের জন্য ক্ষমা করা হবে। এই হচ্ছে- 'সহজ হিসাব'। না এতে শক্ত পাকড়াও হবে, না একথা বলা যাবে যে, 'এমন কেন করেছে?' না কৈফিয়ৎ চাওয়া হবে, না এর উপর প্রমাণ দাঁড় করানো হবে। কেননা, যার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে, তার কোন যুক্তিযুক্ত ওযর হস্তগত হবে না। আর সে কোন প্রমাণও পাবে না (বরং) লজ্জিত হবে। (আল্লাহ তা'আলা কঠিন হিসাব থেকে মুক্তি দান করুন।)

★ 'সূরা মুতাফফিফীন' সমাপ্ত।

টীকা-১২: 'পরিবার-পরিজন' দ্বারা বেহেশতী পরিবারের সদস্যদের বুঝানো হয়েছে। তারা হুরদের মধ্য থেকে হোক, কিংবা মানুষের মধ্য থেকে হোক।
টীকা-১৪: নিজের এ সফলতার উপর।
টীকা-১৫: এবং ঐ ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যার ডান হাতকে তার গর্দানের সাথে মিলিয়ে কড়ায় বেঁধে দেয়া হবে এবং বাম হাতকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। তাতেই তার 'আমলনামা' দেয়া হবে। এ অবস্থা দেখে সে জানতে পারবে যে, সে দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং
টীকা-১৫: এবং বলবে, 'ইয়া সাবূরা'। 'সাবূরা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ধ্বংস'।
টীকা-১৬: দুনিয়াতে
টীকা-১৭: আপন কু-প্রবৃত্তিসমূহ ও কামভাবের মধ্যে এবং অহংকারী ও দাম্ভিক ছিলো,
টীকা-১৮: 'স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি এবং তাকে মৃত্যুর পর উঠানো হবে না।'

(১২) আনন্দিত অবস্থায় ফিরবে (১৩)।	مَسْرُوْرًا ؕ(٩)
১০: এবং ঐ ব্যক্তি, যার কর্মলিপি তার পিঠের পেছন দিকে দেয়া হবে (১৪)	وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ(١٠)
১১: ঐ ব্যক্তি অচিরেই মৃত্যু প্রার্থনা করবে (১৫),	فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ(١١)
১২: এবং প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে,	وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ؕ(١٢)
১৩: নিশ্চয় সে আপন ঘরে (১৬) আনন্দিত ছিলো (১৭),	اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ؕ(١٣)
১৪: সে মনে করেছিলো যে, তাকে ফিরতে হবে না (১৮),	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۚۛ(١٤)
১৫: হাঁ, কেন নয় (১৯)? নিশ্চয় তার প্রতিপালক তাকে দেখছেন।	بَلٰۤى ۚۛ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ؕ(١٥)
১৬: অতঃপর শপথ আমায়, সন্ধ্যালোকের ঔজ্জ্বল্যের (২০)	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ(١٦)
১৭: ও রাতের এবং ঐ সমস্ত বস্তুর, যা তন্মধ্যে একত্রিত হয় (২১),	وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ ۙ(١٧)
১৮: এবং চন্দ্রের, যখন পূর্ণাঙ্গ হয় (২২)-	وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ(١٨)
১৯: অবশ্যই তোমরা স্তরের পর স্তরে উত্তীর্ণ হবে (২৩)।	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؕ(١٩)
২০: সুতরাং তাদের কি হয়েছে - তারা ঈমান আনছে না (২৪)	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ(٢٠)

টীকা-১৯: অবশ্যই স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং মৃত্যুর পর উঠানো হবে ও হিসাব নেয়া হবে।
টীকা-২০: যা লালিমার পর পরিলক্ষিত হয় আর তা অন্তর্নিহিত হবার পর, ইমাম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) - এর মতে, ইশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়। এ অভিমত হচ্ছে-অনেক সাহাবীর। আর কোন কোন আলিম 'শফক্ব' দ্বারা লালিমাই বুঝিয়ে থাকেন।
টীকা-২১: জীবজন্তুগুলোর মতো, যেগুলো দিনের বেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং রাতে আপন আপন বাসস্থান ও ঠিকানাসমূহের প্রতি ফিরে আসে। আর যেমন অন্ধকার এবং তারকাপুঞ্জ ও সেই আমলসমূহ, যেগুলো রাতের বেলায়সম্পন্ন করা হয়। যেমন তাহাজ্জুদের নামায়।
টীকা-২২: এবং সেটার আলো পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। আর এটা 'আইয়্যাম-এ-বীদ' (অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ তারিখ)-এ হয়ে থাকে।
টীকা-২৩: এ সম্বোধন হয়ত মানবজাতির প্রতি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হবে এ যে, 'তোমাদের বর্তমান অবস্থার পর তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে।' হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, (এর অর্থ-) মৃত্যুর কঠিন ও ভয়ানক অবস্থাদি, অতঃপর মৃত্যুর পর উঠা, তারপর হিসাব-নিকাশের নির্ধারিত স্থানে উপনীত হওয়া। এবং এও বলা হয়েছে যে, মানুষের অবস্থাদির মধ্যে ক্রমবিন্যাস রয়েছে। যেমন এক সময় দুগ্ধপায়ী সন্তান হয়ে থাকে। তারপর সে দুধপান ছেড়ে দেয়। তারপর শৈশব আসে, তারপর যুবক হয়, তারপর যৌবনে ভাটা পড়ে, অতঃপর বৃদ্ধ হয়। অন্য এক অভিমত হচ্ছে এ যে, এ সম্বোধন নাবী করীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে করা হয়েছে। কেননা, তিনি মি'রাজের রাতে প্রথম আসমানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর দ্বিতীয় আসমানে, এভাবে স্তরের পর স্তর, মর্যাদার পর মর্যাদা অতিক্রম করে নৈকট্যের স্তরগুলোতে পৌঁছেছেন। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের মধ্যে নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে এ যে, 'মুশরিকদের উপর তাঁর বিজয় ও সফলতা অর্জিত হবে। আর পরিণামফল খুবই ভাল হবে। আপনি কাফিরদের অবাধ্যতা এবং তাদের অস্বীকার করার কারণে দুঃখিত হবেন না।'

টীকা-২৪: অর্থাৎ এখন ঈমান আনায় কি আপত্তি রয়েছে! স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও কেন ঈমান আনছো না?
টীকা-২৫: এটা দ্বারা 'সাজদা-ই-তিলাওয়াত' বুঝানো হয়েছে।
শানে নুযূলঃ যখন সূরা 'ইকরা'র মধ্যে 'ওয়াস জুদ ওয়াক্বতারিব' (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم) এ আয়াত পড়ে সাজদা করলেন, ঈমানদারগণও তাঁর সাথে সাজদা করলেন। কিন্তু কুরাঈশের কাফিররা সাজদা করলো না। তাদের এ কাজের নিন্দায় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (আর ইরশাদ হয়েছে যে,) কাফিরদের নিকট যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা 'সাজদা-ই-তিলাওয়াত করে না।
মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সাজদা ওয়াজিব শ্রবণকারীর উপর। পবিত্র হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী- উভয়ের উপরই সাজদা ওয়াজিব হয়। কুরআন কারীমের মধ্যে সাজদার চৌদ্দটা আয়াত রয়েছে, যেগুলো পড়লে অথবা শুনলে সাজদা ওয়াজিব হয়ে যায়- শ্রবণকারী শুনার ইচ্ছা করুক কিংবা না-ই করুক।

২১: আর যখন কুরআন পড়া হয়- সাজদা করেনা (২৫)? (সাজদাহ-১৩)	وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾
২২: বরং কাফির অস্বীকার করছে (২৬)।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩: এবং আল্লাহ ভালভাবে জানেন, যা আপন মনে পোষণ করছে (২৭)।	وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪: সুতরাং আপনি তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন (২৮),	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾
২৫: কিন্তু, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য ঐ সাওয়াব রয়েছে, যা কখনো শেষ হবেনা।*	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

সূরা বুরূজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বুরূজ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২২, রুকূ'-১

১: শপথ আসমানের, যার মধ্যে কক্ষপথ রয়েছে (২),	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾
২: এবং ঐ দিনের, যার ওয়াদা রয়েছে (৩),	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾
৩: এবং ঐ দিনের, যে (দিন)টি সাক্ষী (৪), এবং ঐ দিনের, যাতে উপস্থিত হয় (৫)-	وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾

মাসআলাঃ 'সাজদা-ই-তিলাওয়াত' - এর জন্যও ঐ শর্তাবলী প্রযোজ্য, যেগুলো নামাযের জন্য প্রযোজ্য। যেমন- পবিত্র হওয়া, ক্বিবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা ইত্যাদি।
মাসআলাঃ সাজদার প্রথমে ও শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলা উচিৎ।
মাসআলাঃ ঈমাম সাহেব সাজদার আয়াত পড়লেন। এখন তাঁর উপর, মুক্বতাদীদের উপর এবং যারা নামাযের মধ্যে শরীক নয়, কিন্তু শুনেছে, তার উপরও, সাজদা করা ওয়াজিব।
মাসআলাঃ সাজদার যতগুলো আয়াত পড়া হবে ততটি সাজদা ওয়াজিব হবে। যদি একই আয়াত এক বৈঠকে বারবার পড়া হয়, তবে একটি মাত্র সাজদা ওয়াজিব হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বহের কিতাবাদিতে রয়েছে (তাফসীর-ই-আহমাদী)
টীকা-২৬: পবিত্র কুরআনকে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে।
টীকা-২৭: এবং নাবী করীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে অস্বীকার করা।
টীকা-২৮: তাদের কুফরের উপর একগুঁয়েমীর কারণে। ★
টীকা-১: 'সূরা বুরূজ' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ' বাইশটি আয়াত, একশ নয়টি পদ এবং চারশ পয়ষট্টিটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: যাদের সংখ্যা বারো (১২) এবং সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ এর হিকমতের অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাদি বিরাজমান। চন্দ্র এবং তারকাপুঞ্জের পরিভ্রমণ সেগুলোর নির্দিষ্ট নিয়মের উপর রয়েছে, যার মধ্যে কোনরূপ তারতম্য ঘটেনা।
টীকা-৩: ওটা হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।
টীকা-৪: এটা দ্বারা জুমু'আর দিন বুঝানো হয়েছে, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।
টীকা-৫: মানুষ ও ফিরিশতাগণ। এর দ্বারা আরাফাতের দিন বুঝানো হয়েছে।
★ 'সূরা ইনশিক্বাক্ব' সমাপ্ত।

টীকা-৬: বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন যুগে এক বাদশাহ ছিলো। যখন তার যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলো, তখন সে বাদশাহকে বললো, “আমার নিকট একটা ছেলে প্রেরণ করুন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিখাবো।” বাদশাহ একটা ছেলেকে নিযুক্ত করলো। সে যাদু শিখতে আরম্ভ করলো। পথিমধ্যে একজন ‘রাহিব’ (ধর্মযাজক) বাস করতেন। ছেলেটি তাঁর নিকট বসতে লাগলো এবং তাঁর কথাবার্তা তার হৃদয় স্পর্শ করতে লাগলো। তখন সে আসা-যাওয়ার সময় ঐ ধর্মযাজকের সংস্পর্শে বসাকে নির্ধারিত করে নিলো।

সে একদা পথিমধ্যে একটি জন্তুর সম্মুখীন হলো। ছেলেটি একটি পাথর হাতে নিয়ে এ দু'আ করলো, “হে প্রতিপালক! যদি আপনার নিকট ঐ ধর্মযাজক প্রিয় হন, তাহলে আমার এ পাথর দ্বারা এ জন্তুকে ধ্বংস করে দিন।” ঐ জন্তুটি তার প্রস্তরাঘাতে মরে গেলো। এরপর ছেলেটি ‘মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত’ (যার দু'আ আল্লাহ এর দরবারে গ্রহণযোগ্য)-এর মর্যাদা লাভ করলো। তার দু'আর বদৌলতে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ সুস্থ হতে লাগলো।

বাদশাহর এক সভাসদ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছেলেটির নিকট আসলেন। ছেলেটি তাঁর জন্য দু'আ করলো। তিনি আরোগ্য লাভ করলেন এবং আল্লাহ এর উপর ঈমান আনলেন। এরপর বাদশাহের দরবারে পৌঁছলে বাদশাহ বললো, “তোমাকে কে আরোগ্য দান করলো?” তিনি বললেন, “আমার প্রতিপালক!” বাদশাহ বললো, “আমি ব্যতীত কি অন্য কোন প্রতিপালকও আছে?” এটা বলে সে তাঁর উপর বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন আরম্ভ করে দিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি বালকটির ঠিকানা বলে দিলেন। এখন ছেলেটির উপর নির্যাতন শুরু করলো। সে রাহিবের সন্ধান দিলো। তখন রাহিবের উপর নির্যাতন শুরু করলো এবং তাঁকে বললো, “আপন ধর্ম ত্যাগ করো!” তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দিলো। এভাবে ঐ সভাসদকেও করাত চালিয়ে হত্যা করলো।

তারপর ছেলেটির সম্পর্কে নির্দেশ দিলো যেন তাকে পাহাড়ের চূঁড়া থেকে ফেলে দেয়া হয় সৈন্যরা তাকে পাহাড়ের চূঁড়ায় নিয়ে গেলো। তখন সে দু'আ করলো। এ'তে পাহাড়ে ভূমিকম্প আসলো। সবাই পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। ছেলেটি নিরাপদে চলে আসলো। বাদশাহ বললো, “সৈন্যদের কি হলো?” সে বললো, “আল্লাহ সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।” তারপর বাদশাহ ছেলেটাকে ডুবিয়ে মারার জন্য পাঠালো। ছেলে দু'আ করলো। নৌকা ডুবে গেলো আর সমস্ত রাজ কর্মচারী ডুবে মরলো। ছেলেটি অক্ষত অবস্থায় বাদশাহর নিকট ফিরে আসলো। বাদশাহ বললো, “ঐ লোকদের কি হয়েছে?” বললো, “আল্লাহ তাআ'লা সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তুমি আমাকে ধ্বংস করতেই পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাজ করবে না, যা আমি বাতলিয়ে দিই। বাদশাহ বললো, “ওটা কি?” ছেলেটি বললো, “একটা ময়দানে সকল মানুষকে একত্রিত করো এবং আমাকে খেজুর গাছের দণ্ডের শূলে চড়াও। তারপর আমার শরাশ্রয় থেকে একটি তীর বের করে ‘বিসমিল্লাহি রব্বিল গোলাম’ বলে নিক্ষেপ করো। এমনি করলে তুমি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।” বাদশাহ তেমনই করলো। তীর ছেলেটির কানের লতিতে বিদ্ধ হলো। সে তার উপর আপন হাত রাখলো এবং আল্লাহ এর সান্নিধ্যে চলে গেলো। এ ঘটনা দেখে সমস্ত মানুষ ঈমান নিয়ে আসলো। এতে বাদশাহ আরো মর্মাহত হলো।

তখন সে একটা গর্ত খনন করালো এবং তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। আর ঘোষণা করলো, “যে ব্যক্তি ধর্ম (ঈমান) পরিত্যাগ করবে না, তাকে এ আগুনে নিক্ষেপ করো।” লোকেরা আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো। শেষ পর্যন্ত একটা নারী আসলো। তার কোলে একটি শিশু ছিলো। মহিলাটি একটু ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। শিশুটি বললো, “মা, তুমি ধৈর্যধারণ করো। অস্থির হয়োনা। তুমি সত্য ধর্মের উপর রয়েছো।” শিশু এবং তার মা উভয়ই আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো। এ হাদীস শরীফখানা বিশুদ্ধ। ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেন। এ ঘটনা দ্বারা আউলিয়া কিরামের কারামত প্রমাণিত হয়। আয়াতে এ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে।

৪: কুন্ড-অধিপতিদের উপর অভিশাপ হোক (৬)।	قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ﴿۴﴾
৫: ঐ প্রজ্বলিত আগুনের অধিপতিগণ,	النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ﴿۵﴾
৬: যখন তার কিনারায় বসেছিলো (৭),	اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ﴿۶﴾
৭: এবং তারা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছে (সে সম্পর্কে) যা কিছু তারা মুসলমানদের সাথে করছিলো (৮)।	وَّ هُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ﴿۷﴾
৮: এবং তাদের নিকট মুসলমানদের খারাপ লেগেছে এটা নয় কি যে, তারা ঈমান এনেছে আল্লাহ- মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের উপর?	وَ مَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ﴿۸﴾
৯: যাঁরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী আছেন।	الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ ؕ﴿۹﴾
১০: নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের ও	اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

টীকা-৭: আসনসমূহ সজ্জিত করলো এবং মুসলমানদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিলো।

টীকা-৮: রাজকর্মচারীগণ বাদশাহের নিকট এসে একে অপরের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতো যে, এরা আদেশ পালনে কোন ত্রুটি করেনি। ঈমানদারগণকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। বর্ণিত আছে যে, যেসব ঈমানদার আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আগুনে পড়ার পূর্বেই তাদের রূহ ‘কব্জ’ করে তাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর আগুন গর্তের মুখ দিয়ে বের হয়ে পার্শ্বে উপবিষ্ট কাফিরদেরকেও জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ ঘটনার মধ্যে ঈমানদারদেরকে ধৈর্যধারণ করার এবং মক্কাবাসীদের উৎপীড়ন সহ্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে (৯) অতঃপর তাওবাহ করেনি (১০), তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি (১১) ও তাদের জন্য আগুনের শাস্তি (অবধারিত)(১২)।	وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿۱۰﴾
১১: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে,তাদের জন্য এমনসব ‘বাগান’ রয়েছে, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটাই হলো বড় সফলতা।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿۱۱﴾
১২: অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও নিতান্ত কঠিন (১৩)।	اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿۱۲﴾
১৩: নিশ্চয় তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন (১৪),	اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ﴿۱۳﴾
১৪: এবং তিনিই মার্জনাকারী, আপন নেককার বান্দাদের জন্য প্রেমময়,	وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿۱۴﴾
১৫: সম্মানিত আরশ-অধিপতি,	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿۱۵﴾
১৬: সর্বদা যা ইচ্ছা করেন, তাই সম্পন্নকারী।	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿۱۶﴾
১৭: আপনার নিকট কি ‘সৈন্যদের’ কথা এসেছে (১৫)?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿۱۷﴾
১৮: এ সৈন্যদল কারা? ফিরআউন ও সামূদ (১৬)।	فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ﴿۱۸﴾
১৯: বরং (১৭) কাফিরগণ অস্বীকারের মধ্যে রয়েছে (১৮),	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ﴿۱۹﴾
২০: এবং আল্লাহ তাদের পেছনের দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন (১৯)।	وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿۲۰﴾
২১: বরং তা পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন ক্বুরআন,	بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿۲۱﴾
২২: লাওহ-ই-মাহফূযের মধ্যে। *	فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿۲۲﴾

সূরা ত্বা-রিক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ত্বা-রিক (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-১৭, রুকূ’-১

১: আসমানের শপথ এবং রাতে আগমনকারীর (২),	وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ﴿۱﴾
২: এবং আপনি কি কিছু জেনেছেন, সে-ই রাতে আগমনকারী কি?	وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿۲﴾

টীকা-৯: আগুনে দগ্ধ করে। এবং স্বীয় কুফর থেকে বিরত হয়নি,

টীকা-১০: এবং স্বীয় কুফর থেকে বিরত হয়নি,

টীকা-১১: পরকালে, তাদের কুফরের পরিণতিতে।

টীকা-১২: দুনিয়াতে। অর্থাৎ ঐ আগুনই তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলেছে। এটা হচ্ছে মুসলমানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার অশুভ পরিণতি।

টীকা-১৩: যখন তিনি যালিমদেরকে শাস্তিতে গ্রেফতার করবেন।

টীকা-১৪: অর্থাৎ প্রথমে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেন, তারপর ক্বিয়ামতের দিন কৃতকর্মের বিনিময় দেয়ার জন্য মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন।

টীকা-১৫: যাদেরকে কাফিরগণ নাবীগণের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) মুকাবিলায় আনয়ন করেছে?

টীকা-১৬: যাদেরকে আপন কুফরের দরুন ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-১৭: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনার উম্মতের

টীকা-১৮: আপনাকে এবং পবিত্র ক্বুরআনকে। যেমন পূর্ববর্তী কাফিরদের প্রথা ছিলো।

টীকা-১৯: তা থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ নেই।★

★★★★★★★

টীকা-১: ‘সূরা আত-তা-রিক্ব’ মাক্কী। এতে একটি রুকূ’, সতেরটি আয়াত, আটষট্টিটি পদ এবং দু’শ ঊনচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: অর্থাৎ তারকাপুঞ্জের, যেগুলো রাতে চমকিত হয়।

শানে নুযূলঃ এক রাতে সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর খেদমতে আবূ তালিব কিছু উপহার নিয়ে উপস্থিত হলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তা আহার ফরমাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একটি তারকা খসে পড়লো এবং মহাশূন্য আগুনে ভরে গেলো। আবূ তালিব ভীত হয়ে বলতে

লাগলো, “এ কি কাণ্ড” হুযুর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, “এটা তারকা, যা দ্বারা শয়তানদেরকে আঘাত করা হয় এবং এটি আল্লাহ এর কুদরতের নিদর্শনগুলোর অন্যতম। এতে আবূ তালিব আশ্চর্যান্বিত হলো। আর এ সূরাটা অবতীর্ণ হলো।

টীকা-৩: তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি তার (বান্দা) আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবং তার পাপ-পূণ্য সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, তা দ্বারা ফিরিশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪: যাতে সে জানতে পারে যে, তার সৃষ্টিকর্তা তাকে তার মৃত্যুর পর প্রতিদানের জন্য পুনর্জীবিত করার উপর শক্তিমান। সুতরাং তার প্রতিফল দিবসের জন্য ‘আমল’ করা উচিত।

টীকা-৫: অর্থাৎ পুরষ ও নারীর বীর্য থেকে, যা গর্ভাশয়ে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়।

৩: (তা হচ্ছে) অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣)
৪: এমন কোন আত্মা নেই, যার উপর হিফাযতকারী নেই (৩)।	اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)
৫: সুতরাং উচিত যেন যানুষ গভীর চিন্তা করে যে, কোন জিনিস দ্বারা (তাকে) সৃষ্টি করা হয়েছে (৪)।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥)
৬: লাফিয়ে পড়া পানি দ্বারা (৫),	خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ (٦)
৭: যা পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে নির্গত হয় (৬)।	يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ (٧)
৮: নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে দেয়ার উপর (৭) ক্ষমতাবান।	اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ (٨)
৯: যেদিন গোপন কথাগুলোর যাচাই হবে (৮)	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ (٩)
১০: তখন মানুষের নিকট না কোন ক্ষমতা থাকবে, না কোন সাহায্যকারী (৯)।	فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ (١٠)
১১: আসমানের শপথ, যা থেকে বৃষ্টি নামে (১০),	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١)
১২: এবং যমীনের শপথ, যা থেকে উদ্ভিদ বের হয় (১১),	وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢)
১৩: নিশ্চয়, ক্বুরআন একটা মীমাংসাকারী বাণী (১২),	اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣)
১৪: এবং কোন হাসি-ঠাট্টার কথা নয় (১৩)।	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤)
১৫: নিশ্চয় কাফিরগণ নিজেদের সাধ্যমত ষড়যন্ত্র চালিয়ে থাকে (১৪),	اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا (١٥)

টীকা-৬: অর্থাৎ পুরুষের পিঠ থেকে এবং নারীর বক্ষস্থল থেকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন, “মেয়েলোকের বুকের ঐ স্থান থেকে, যেখানে হার পরিধান করা হয়।” এবং তাঁরই থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘মেয়েলোকের বক্ষস্থলের দু’পাশের মধ্যবর্তী স্থান থেকে।’ এটাও বলা হয়েছে যে, বীর্য মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নির্গত হয়। আর এর বেশীর ভাগ মস্তিষ্ক থেকে পুরুষের পীঠে আসে এবং নারীর শরীরের অগ্রভাগের বহু সংখ্যক শিরা-উপশিরায়, যা বক্ষস্থলে বিদ্যমান থাকে, অবতরণ করে। এ কারণে এ দু’স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৭: অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবন ফিরিয়ে দেয়ার উপর।

টীকা-৮: ‘গোপন কথাগুলো’ দ্বারা ‘আক্বা-ঈদ, নিয়তসমূহ এবং ঐ সমস্ত আমলের কথা বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মানুষ গোপন করে থাকে। ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআ’লা এগুলোর সবই প্রকাশ করে দেবেন।

টীকা-৯: অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী, না তার এমন শক্তি থাকবে, যা দিয়ে শাস্তিকে রোধ করতে পারে, না এমন কোন সাহায্যকারী থাকবে, যে তাঁকে বাঁচাতে পারবে।

টীকা-১০: যা যমীনের উৎপন্ন দ্রব্য, উদ্ভিদ ও বৃক্ষাদির জন্য পিতৃতুল্য।

টীকা-১১: এবং তৃণ ও উদ্ভিদসমূহের জন্য মাতৃ-সমতুল্য এবং এ উভয়ই আল্লাহ তা’আলা এর আশ্চর্যজনক নি’মাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা’আলা এর অপরিসীম শক্তির অগণিত নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, যে গুলোর মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের পক্ষে অসংখ্য দলীল পেতে পারে।

টীকা-১২: অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়,

টীকা-১৩: যা অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় হবে।

টীকা-১৪: এবং আল্লাহ এর দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়া, সত্যের আলোককে নির্বাপিত করা এবং সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের চক্রান্ত করে।

টীকা-১৫: যার সম্পর্কে তাদের খবর নেই।

টীকা-১৬: হে নাবীকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

টীকা-১৭: অল্পদিনের, যেহেতু তাদেরকে অনতিবিলম্বে ধ্বংস করা হবে। অতএব, এমনই হয়েছে- বদরযুদ্ধে তাদেরকে আল্লাহ এর শাস্তি পাকড়াও করেছে। [এবং 'আয়াতে সায়ফ' (ফাক্বতুলুল মুশরিকীনা হায়সু ওয়াজাদতুমুহুম) দ্বারা সুযোগ দেয়ার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে।]★
★★★★★★★

১৬: এবং আমি স্বীয় গোপন তদবীর করি (১৫)।	وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
১৭: সুতরাং তোমরা কাফিরদেরকে অবকাশ দাও (১৬), তাদেরকে সামান্য সুযোগ দাও (১৭)।★	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

সূরা আ'লা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আ'লা (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১৯, রুকূ'-১

১: স্বীয় প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো, যিনি সবার উর্ধ্বে (২),	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾
২: যিনি সৃষ্টি করে সুঠাম করেছেন (৩),	الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾
৩: এবং নির্দিষ্ট পরিমাপের উপর রেখে পথ প্রদর্শন করেছেন (৪),	وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾
৪: এবং যিনি চারা বের করেছেন,	وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾
৫: তারপর সেটাকে শুষ্ক কালো করেছেন।	فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾
৬:এখন আমি আপনাকে পড়াবো, ফলে আপনি ভুলবেন না (৫),	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾
৭: কিন্তু আল্লাহ যা চান (৬)। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যকে।	اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾
৮: এবং আমি আপনার জন্য সহজের সামগ্রীসমূহ যোগাড় করে দেবো (৭)।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾
৯: অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন (৮) যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় (৯),	فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾

টীকা-১: 'সূরা আ'লা' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', উনিশটি আয়াত, বাহাত্তরটি পদ এবং দু'শ একান্নব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ তাঁর স্মরণ ইজ্জত-সম্মানের সাথে করো। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "এ'কে আপন সাজদার অন্তর্ভূক্ত করো।" অর্থাৎ সাজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলো। (আবূ দাঊদ শরীফ)

টীকা-৩: অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টি এমনই যথার্থভাবে করেছেন, যা স্রষ্টার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৪: অর্থাৎ সকল বিষয়কে 'আযল' (ازل) বা আদি ও অনন্তকালে নির্ধারণ করেছেন এবং সেটার প্রতি পথ দেখিয়েছেন। অথবা এ অর্থ হবে যে, উপার্জনসমূহ নির্দিষ্ট করেছেন এবং সেগুলো উপার্জনের পথ বলে দিয়েছেন।

টীকা-৫: এটা আল্লাহ তা'আলা এর পক্ষ থেকে আপন নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি সুসংবাদ যে, তাঁকে ক্বুরআন শরীফ হেফয করার নি'মাত বিনা পরিশ্রমে প্রদান করা হয়েছে। এটা তাঁরই মু'জিযা যে, এত বড় সম্মানিত কিতাব বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে এবং বারংবার আবৃত্তি ছাড়াই তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। (তাফসীর-ই-জুমাল)

টীকা-৬: তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ استثناء (পৃথকীকরণ) বাস্তবে হয়নি এবং আল্লাহ একথা চাননি যে, তিনি (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিছু বিস্মৃত হবেন। (তাফসীর-ই-খাযিন)

টীকা-৭: অর্থাৎ ওহী বিনা পরিশ্রমে আপনার স্মরণ থাকবে। মুফাসসিরগণের এ অভিমতও রয়েছে যে, 'সহজের সামগ্রী' দ্বারা 'ইসলামী শরীয়ত' বুঝানো হয়েছে, যা অত্যন্ত সহজ ও সরল।

টীকা-৮: এ ক্বুরআন মাজীদ থেকে

টীকা-৯: এবং কিছু সংখ্যক লোক এ থেকে লাভবান হবে,

★ 'সূরা তা-রিক্ব' সমাপ্ত।

টীকা-১০: আল্লাহ তাআ'লা থেকে
টীকা-১১: নসীহত ও উপদেশ
টীকা-১২: শানে নুযূলঃ কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এ আয়াতখানা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং ওতবাহ ইবনে রবীয়'আহ এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১৩: যে, মৃত্যুবরণ করেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।
টীকা-১৪: এমনিভাবে জীবিত হওয়া, যা দ্বারা কিছুটা হলেও আরাম পাবে।
টীকা-১৫: ঈমান এনে, অথবা এ অর্থ হবে যে, সে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করেছে। এতদ্বভিত্তিতে, আয়াত দ্বারা নামাযের জন্য ওযূ ও গোসল প্রমাণিত হয়। (তাফসীর-ই-আহমদী)
টীকা-১৬: অর্থাৎ 'তাকবীর-ই-তাহরীমাহ' বলে
টীকা-১৭: পঞ্জেগানা
মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা 'তাকবীর-ই-ইফতিতাহ' ('তাকবীর-ই- ইফতিতাহ' (তাকবীর-ই-তাহরীমাহ) প্রমাণিত হয়। এটাও প্রমাণিত হলো যে, তা (তাকবীর-ই-তাহরীমাহ) নামাযের অংশ নয়। কেননা, নামাযকে এর উপর -عطف করা হয়েছে। প্রমাণিত হলো যে, নামাযের প্রারম্ভ আল্লাহ এর প্রত্যেক নাম দ্বারা করা জায়েয। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হয়েছে যে, تَزَكّٰى (তাযাক্কা) দ্বারা 'সাদাক্বাহ-ই-ফিতর' প্রদান করা এবং 'প্রতিপালকের নাম লওয়া' দ্বারা ঈদগাহে যাওয়ার পথে তাকবীর বলা' আর 'নামায' দ্বারা ঈদের নামায বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই- মাদারিক ও আহমাদী)
টীকা-১৮: পরকালের উপর। এ জন্য তারা এমন কোন আমল করেনা, যা সেখানে উপকারে আসবে,
টীকা-১৯: অর্থাৎ পবিত্রদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা ও পরকাল উৎকৃষ্ট হওয়া।
টীকা-২০: যা ক্বুরআনে কারীমের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।★
★★★★★★★

১০: অতিসত্ত্বর উপদেশগ্রহণ করবে যে ভয় করে (১০)।	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى (١٠)
১১: এবং তা (১১) থেকে সেই বড় হতভাগা দূরে থাকবে,	وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى (١١)
১২: যে সবচেয়ে বড় আগুনে প্রবেশ করবে (১২)	الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى (١٢)
১৩: অতঃপর না তাতে মৃত্যুবরণ করবে (১৩) এবং না জীবিত থাকবে (১৪)।	ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى (١٣)
১৪: নিশ্চয় লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে পবিত্র হয়েছে (১৫),	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (١٤)
১৫: এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে (১৬) নামায পড়েছে (১৭)।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (١٥)
১৬: বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো (১৮),	بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (١٦)
১৭: এবং পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী।	وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى (١٧)
১৮: নিশ্চয় এটা (১৯) পূর্ববর্তী সহীফাগুলোতে রয়েছে (২০),	اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى (١٨)
১৯: ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাগুলোতে। *	صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى (١٩)

সূরা গাশিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা গাশিয়াহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২৬, রুকূ'-১

১: নিশ্চয় আপনার নিকট (২) ঐ সংবাদ এসেছে, যা ছেয়ে যাবে (৩)।	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ (١)
২: কত মুখই সেদিন অপমানিত হবে,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢)
৩: কাজ করবে, কষ্ট ভোগ করবে,	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٣)

টীকা-১: 'সূরা গা-শিয়াহ' মাক্কী। এতে একটি রুকূ', ছাব্বিশটি আয়াত, বিরানব্বইটি পদ এবং তিনশ একাশিটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)
টীকা-৩: সৃষ্টির উপর। এটা দ্বারা 'ক্বিয়ামত' বুঝানো হয়েছে, যার ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্কর অবস্থাসমূহের প্রভাব প্রত্যেক জিনিসের উপর বিস্তার লাভ করবে।

টীকা-৪: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) বর্ণনা করেছেন, এটা দ্বারা ঐ সমস্ত মানুষ বুঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না, মূর্তিপূজারী ছিলো। অথবা 'কিতাবধারী কাফির', যেমন 'রাহিব' ও 'পূজারীগণ'। তারা বেশ পরিশ্রমও করেছে, কষ্টও সহ্য করেছে, কিন্তু প্রতিফল এ হলো যে, তারা জাহান্নামেই প্রবেশ করেছে।

تَصْلٰی نَارًا حَامِیَۃً ﴿۴﴾

৪: যাবে জ্বলন্ত আগুনে (৪),

تُسْقٰی مِنْ عَیْنٍ اٰنِیَۃٍ ﴿۵﴾

৫: অত্যন্ত উত্তপ্ত ঝরণার পানি পান করানো।

لَیْسَ لَہُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ ﴿۶﴾

৬: তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই, কিন্তু আগুনের কাঁটা (৫),

لَّا یُسْمِنُ وَ لَا یُغْنِیْ مِنْ جُوْعٍ ﴿۷﴾

৭: যা না হৃষ্টপুষ্টতা আনয়ন করবে এবং না ক্ষুধার উপশম করবে (৬)।

وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَۃٌ ﴿۸﴾

৮: কত মুখই সেদিন শান্তিতে থাকবে (৭),

لِّسَعْیِہَا رَاضِیَۃٌ ﴿۹﴾

৯: আপন চেষ্টার উপর সন্তুষ্ট (৮),

فِیْ جَنَّۃٍ عَالِیَۃٍ ﴿۱۰﴾

১০: সমুন্নত বাগানের মধ্যে-

لَّا تَسْمَعُ فِیْہَا لَاغِیَۃً ﴿۱۱﴾

১১: যে, তাতে কোন অযথা কথাবার্তা শুনবে না,

فِیْہَا عَیْنٌ جَارِیَۃٌ ﴿۱۲﴾

১২: তাতে প্রবাহিত প্রস্রবণ রয়েছে,

فِیْہَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَۃٌ ﴿۱۳﴾

১৩: সেটার মধ্যে উচ্চ আসন রয়েছে,

وَّ اَکْوَابٌ مَّوْضُوْعَۃٌ ﴿۱۴﴾

১৪: এবং পছন্দনীয় পান-পাত্রসমূহ রয়েছে (৯),

وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَۃٌ ﴿۱۵﴾

১৫: এবং সারিবদ্ধভাবে গদি বিছানো রয়েছে,

وَّ زَرَابِیُّ مَبْثُوْثَۃٌ ﴿۱۶﴾

১৬: এবং ছড়ানো গালিচা (রয়েছে) (১০),

اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلَی الْاِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۷﴾

১৭: তবে কি তারা উষ্ট্রীকে দেখেনা যে, কিভাবে (তা) সৃষ্টি করা হয়েছে?

وَ اِلَی السَّمَآءِ کَیْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۸﴾

১৮: এবং আসমানকে, কিভাবে উঁচু করা হয়েছে (১১)?

وَ اِلَی الْجِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ ﴿۱۹﴾

১৯: এবং পাহাড়গুলোকে, কিভাবে দণ্ডায়মান রাখা হয়েছে?

وَ اِلَی الْاَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۰﴾

২০: আর যমীনকে কিরূপে বিছানো হয়েছে?

فَذَکِّرْ ۟ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَکِّرٌ ﴿۲۱﴾

২১: সুতরাং আপনি উপদেশ শুনান (১২), বস্তুতঃ আপনি তো এ উপদেশদাতাই,

لَسْتَ عَلَیْہِمْ بِمُصَیْطِرٍ ﴿۲۲﴾

২২: আপনি তো তাদের কোন দারোগা নন (১৩)।

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰی وَ کَفَرَ ﴿۲۳﴾

২৩: হাঁ, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৪) এবং কুফর করে (১৫),

فَیُعَذِّبُہُ اللّٰہُ الْعَذَابَ الْاَکْبَرَ ﴿۲۴﴾

২৪: তা হলে আল্লাহ তাকে বড় শাস্তি

টীকা-৫: শাস্তি বিভিন্ন ধরণের হবে। যারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তাদের বহু শ্রেণী হবে। কাউকে 'যাক্কূম' (বিষাক্ত কাঁটা) খেতে দেয়া হবে, কাউকে 'গিসলীন' (দোযখীদের বিগলিত পূঁজ), আর কাউকেও 'আগুনের কাঁটা'।

টীকা-৬: অর্থাৎ তাতে খাদ্যের উপকার পাওয়া যাবে না। কেননা, খাদ্যের দ্বিমুখী উপকার আছে। একটা এ'যে, ক্ষুধার যন্ত্রণার উপশম করে, দ্বিতীয়টি এ যে, তা শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে। এ দু'টি গুণ জাহান্নামীদের খাদ্যে থাকবে না, বরং এ খাদ্যও কঠোর শাস্তিস্বরূপ হবে।

টীকা-৭: আয়েশ ও আনন্দের মধ্যে বরং অনুকম্পা ও সম্মানিত মর্যাদার মধ্যে,

টীকা-৮: অর্থাৎ ঐ আমল ও বন্দেগীর উপর, যা এ দুনিয়াতে পালন করেছিলো।

টীকা-৯: ঝর্ণাসমূহের তীরে, যেগুলো দেখলেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর যখন পান করার ইচ্ছা করবে, তখন পানপাত্রগুলো পরিপূর্ণ পাবে।

টীকা-১০: এ সূরায় বেহেশতের নি'মাতসমূহের আলোচনা শুনে কাফিরগণ আশ্চর্যবোধ করলো এবং অস্বীকার করলো। তখন তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর আশ্চর্যময় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, যেই সর্বশক্তিমান হিকমতময় সত্তা দুনিয়ার মধ্যে এমন বিস্ময়কর ও অদ্ভুত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই কুদরত দ্বারা জান্নাতী নি'মাতসমূহ সৃষ্টি করা কিভাবে আশ্চর্যের ও অস্বীকারযোগ্য হতে পারে? সুতরাং ইরশাদ করছেন-

টীকা-১১: স্তম্ভবিহীন

টীকা-১২: আল্লাহ তা'আলা এর নি'মাতসমূহ এবং তাঁর কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা করে।

টীকা-১৩: যে, আপনি তাদের উপর জবরদস্তি করবেন। (এ আয়াতটি জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১৪: ঈমান আনা থেকে

টীকা-১৫: উপদেশ দেয়ার পর,

টীকা-১৬: পরকালে, অর্থাৎ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।
টীকা-১৭: মৃত্যুর পর। *
টীকা-১: 'সূরা ওয়াল ফজর' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', ঊনত্রিশ কিংবা ত্রিশটি আয়াত, একশ ঊনচল্লিশটি পদ এবং পাঁচশ সাতানব্বইটি বর্ণ আছে।
টীকা-২: এটা দ্বারা হয়ত পহেলা মুহাররামের ভোর বেলা বুঝানো হয়েছে, যা থেকে বছর আরম্ভ হয়। কিংবা পহেলা জিলহাজ্বের ভোরবেলা (বুঝানো হয়েছে), যার সাথে আরো দশ রাত্রি মিলিত, কিংবা ঈদুল আযহার ভোর। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এটা প্রতিটি দিনের ভোর বেলাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, তা রাত অতিবাহিত হবার, আলোকরশ্মি প্রকাশিত হবার এবং সমস্ত প্রাণীর রিযক্ব (জীবিকা) তালাশ করার জন্য ছড়িয়ে পড়ার সময়। এ সময়টা মৃতদের নিজ নিজ কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়ের সাথেই সাদৃশ্যময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দেবেন (১৬)।
২৫: নিশ্চয়ই আমার প্রতিই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে (১৭),
২৬: অতঃপর নিশ্চয়ই আমারই দিকে তাদের হিসাব রয়েছে।★

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ (٢٥)
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)

সূরা ফজর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফজর (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৩০, রুকূ'-১

১: এই ভোর বেলার শপথ (২),
২: এবং দশ রাতের (৩),
৩: এবং জোড় ও বিজোড়ের (৪),
৪: এবং রাত্রি বেলার, যখন অতিক্রম করা যায় (৫)-
৫: কেনই বা এতে জ্ঞানীদের জন্য শপথ হয়েছে (৬)!
৬: আপনি কি দেখেন নি (৭) আপনার প্রতিপালক 'আদ' গোত্রের সাথে কি ধরণের ব্যবহার করেছেন?
৭: ঐ 'ইরম' সীমাতীত লম্বা ছিলো (৮)।

وَالْفَجْرِ (١)
وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢)
وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣)
وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤)
هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ (٥)
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦)
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧)

টীকা-৩: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত যে, এ দশ রাত্রি দ্বারা যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাতই বুঝায়। কেননা, এ গুলো হচ্ছে হজ্জের কার্যাদিতে মশগুল হবারই সময়। হাদীস শরীফে এ দশ রাতের অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ কথাও বর্ণিত হয় যে, তা দ্বারা রমযান মাসের শেষ দশ রাত বুঝানো উদ্দেশ্য কিংবা মুহাররামের প্রথম দশ রাত।
টীকা-৪: প্রত্যেক জিনিসের কিংবা উক্ত রাতগুলোর অথবা নামাযগুলোর। এটাও বর্ণিত হয় যে, 'জোড়' দ্বারা 'মাখলূকাত' বা সমস্ত সৃষ্টি এবং 'বিজোড়' দ্বারা আল্লাহ তা'আলা'র কথা বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৫: অর্থাৎ অতিবাহিত হয়েছে। এটা পঞ্চম শপথ সাধারণ রাতের। এর পূর্বে দশটি বিশেষ রাতের শপথের উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এটা খাস 'মুযদালিফা'র রাতের কথা বুঝানো হয়েছে, যাতে আল্লাহ এর বান্দাগণ আল্লাহ এর আনুগত্য প্রকাশের জন্য জড়ো হয়। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, 'শবে ক্বদর'-এর কথা বলা হয়েছে, যাতে রহমত অবতীর্ণ হয় এবং যা অধিক সাওয়াবের জন্য নির্ধারিত।
টীকা-৬: অর্থাৎ এসব বিষয় বিবেকসম্পন্নদের নিকট এতোই মহত্ব রাখে যে, খবরসমূহকে সেগুলোর সাথে জোর দিয়ে প্রকাশ করার উপযোগী। কেননা, এগুলো এমন সব আশ্চর্যজনক বিষয় ও অকাট্য দলীলাদি সম্বলিত যে, এগুলো আল্লাহ এর একত্ব ও তাঁর রাবূবিয়াতের প্রমাণ বহন করে। আর শপথের উত্তর এ যে, 'কাফিরদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।' এ জবাবের উপর পরবর্তী আয়াতগুলোই প্রমাণ বহন করে।
টীকা-৭: হে বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)।
টীকা-৮: যাদের দেহের উচ্চতা খুবই বেশী ছিলো। তাদেরকে 'আদ-ই-ইরম' ও 'আদ-ই-ঊলা' (প্রথম 'আদ') বলা হয়। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মক্কাবাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। অর্থাৎ 'আদ-ই-ঊলা', যাদের জীবনকাল খুবই দীর্ঘ আর দেহের উচ্চতা ছিলো খুবই বেশী এবং যারা অত্যন্ত সবল ও
*'সূরা গা-শিয়াহ' সমাপ্ত।

শক্তিশালী ছিলো, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং এসব কাফির নিজেরা নিজেদেরকে কি মনে করে? আর তারা আল্লাহ এর শাস্তি থেকে কেন নির্ভীক হয়ে রয়েছে?

টীকা-৯: জোর ও শক্তিতে এবং দৈহিক উচ্চতার দীর্ঘতার মধ্যে। 'আদের পুত্রদের মধ্যে শাদ্দাদও ছিলো, যে দুনিয়ার উপর রাজত্ব করেছিল। আর সমস্ত বাদশাহ তারই অনুগত হয়েছিলো। সে বেহেশতের বর্ণনা শুনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে দুনিয়ার মধ্যে একটা বেহেশত নির্মাণ করতে চেয়েছিলো। এ উদ্দেশ্যে সে একটা প্রকাণ্ড শহর প্রতিষ্ঠা করলো, যার মহলগুলো স্বর্ণ-রৌপ্যের ইঁট দ্বারা নির্মিত হলো। আর ইমারতগুলোতে যবরজদ ও ইয়াকূত (যথাক্রমে পান্না ও পদ্মরাগ মণি)-এর স্তম্ভ নির্মাণ করা হলো। অনুরূপভাবে, বাসস্থান ও রাস্তায় কার্পেট বিছানো হলো। নুড়ি পাথরের স্থলে চকচকে মনি মুক্তা ব্যবহৃত হলো। প্রতিটি মহলের চতুর্পার্শ্বে মণি-মুক্তার নহর প্রবাহিত করা হলো। নানা ধরণের বৃক্ষও তাতে অতি সুন্দরভাবে লাগানো হলো। এ শহরের নির্মাণ কাজ যখন সমাপ্ত হলো, তখন বাদশাহ শাদ্দাদ স্বীয় দরবারের রাজন্যবর্গের সাথে সেটার দিকে রওনা দিলো। যখন আর মাত্র এক মনিযিল পরিমাণ দূরত্ব বাকী ছিলো, তখন আসমান থেকে একটা ভয়ানক আওয়াজ আসলো, যা দ্বারা আল্লাহ তাআ'লা তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)-এর শাসনামলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কালাবাহ এডেনের ময়দানে স্বীয় হারানো উট খোঁজ করতে করতে ঐ শহরে পৌঁছলেন। আর সেটার সমস্ত সাজসজ্জা দেখতে পান। সেখানে কোন বাসিন্দার দেখা পাননি। তিনি সেখান থেকে কিছু মণিমুক্তা নিয়ে ফিরে আসলেন। এ সংবাদ আমীর মু'আবিয়া (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) জানতে পারলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর আমীর মু'আবিয়া কা'বে আহবারকে ডেকে বললেন, "দুনিয়ার বুকে কি এমন একটা শহরও রয়েছে?" তিনি বললেন, "হাঁ। এই শহরটার বর্ণনা ক্বুরআন মাজীদেও এসেছে। ওটা 'আদের পুত্র শাদ্দাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। তারা সবাই আল্লাহ এর আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। আর আপনার আমলেই একজন মুসলমান, যার গায়ের রং হবে লাল, চোখের রং নীল, যিনি গড়নে হবেন খাটো, যাঁর ভ্রুতে একটা তিল থাকবে, স্বীয় উট তালাশ করতে গিয়ে ঐ শহরে প্রবেশ করবেন।" তিনি অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কালাবাহকে দেখে বললেন, "আল্লাহ এর শপথ। সে ব্যক্তি হলেন ইনিই।"

অনুবাদ	আয়াত
৮: এমনকি, তাদের মতো (কাউকে) শহরগুলোতে সৃষ্টি করা হয়নি (৯),	الَّتِیْ لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِی الْبِلَادِ ۪ۙ(۸)
৯: এবং 'সামূদ' (গোত্রীয়রা), যারা মরুদ্যানে (১০) বড় বড় প্রস্তরখণ্ড কেটেছিলো (১১),	وَ ثَمُوْدَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۪ۙ(۹)
১০: এবং ফিরআউন, যে পেরেক গেঁথে হত্যা করতো (১২),	وَ فِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ ۪ۙ(۱۰)
১১: যারা শহরগুলোতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলো (১৩),	الَّذِیْنَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ ۪ۙ(۱۱)
১২: অতঃপর সেগুলোতে অনেক ফ্যাসাদ ছড়ালো (১৪)।	فَاَكْثَرُوْا فِیْهَا الْفَسَادَ ۪ۙ(۱۲)
১৩: সুতরাং তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক চাবুক অতি জোরে মারলেন।	فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚۙ(۱۳)
১৪: নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে কিছুই অদৃশ্য নয়।	اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ؕ(۱۴)
১৫: কিন্তু মানুষতো যখন তাকে তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন যে, তাকে উচ্চপদ ও নি'মাত দান করেন, তখনতো বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মান দিয়েছেন।'	فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ۙ۬ فَیَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَكْرَمَنِ ؕ(۱۵)
১৬: আর যদি পরীক্ষা করেন এবং তার রিযক্ব তার উপর সংকুচিত করে দেন, তবে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।'	وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهٗ ۙ۬ فَیَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَهَانَنِ ۚ(۱۶)
১৭: এমন নয় (১৫), বরং তোমরা	كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْیَتِیْمَ ۙ(۱۷)

টীকা-১০: অর্থাৎ 'ওয়াদী-আল-ক্বোরা।'

টীকা-১১: এবং ঘরবাড়ী তৈরী করলো। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে ধ্বংস করেছেন।

টীকা-১১: তাকে, যার উপর রাগান্বিত হতো। এখন 'আদ, সামূদ ও ফিরআউন--সবারই সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৩: এবং অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছে এবং 'আব্দিয়াতের' (বান্দা হওয়া) সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

টীকা-১৪: কুফর, হত্যা, এবং যুলুম করে।

টীকা-১৫: অর্থাৎ সম্মান, অবমাননা, ধন-দৌলত ও দারিদ্রের উপর নয়। এটা তাঁরই হিকমত যে, কখনো শত্রুকে দৌলত দান করেন, কখনো নিষ্ঠাবান বান্দাকে দারিদ্রের মধ্যে লিপ্ত করেন। সম্মান ও লাঞ্ছনা আনুগত্য ও অবাধ্যতার উপর নির্ভরশীল। কাফিরগণ এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেনা।

টীকা-১৬: এবং ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করছোনা এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করছো না, যে গুলোর তারা ওয়ারিশ বা অধিকারী, হযরত মুক্বাতিল বলেছেন, উমাইয়া ইবনে খালাফের তত্ত্বাবধানে ক্বুদামাহ ইব্নে মায'উন এতিম ছিলেন। সে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিচ্ছিল না।

ইয়াতিমের সম্মান করছোনা (১৬),	
১৮: এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে মিসকীনকে আহার করানোর প্রতি উৎসাহ দিচ্ছোনা,	وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ(۱۸)
১৯: এবং উত্তরাধিকারের মাল একত্রিত করে সম্পূর্ণরূপে খেয়ে থাকো (১৭),	وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ(۱۹)
২০: এবং মাল-দৌলতকে অত্যন্ত ভালোবাসছো (১৮),	وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ(۲۰)
২১: হ্যাঁ, নিশ্চয় যখন যমীনকে টুকরো টুকরো করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে (১৯),	كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ(۲۱)
২২: এবং আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ আসবে আর ফিরিশতাগণ আসবে কাতার কাতার হয়ে,	وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ(۲۲)
২৩: এবং সেদিন জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হবে (২০), সেদিন মানুষ ভাববে (২১) এবং তখন ভাববার সময় কোথায় (২২)?	وَجِایْٓءَ یَوْمَىٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ۬ یَوْمَىٕذٍ یَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ؕ(۲۳)
২৪: বলবে, 'হায়, কোন রকমে আমি যদি জীবদ্দশায়ই সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাতে পারতাম।'	یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ قَدَّمْتُ لِحَیَاتِیْ ۚ(۲۴)
২৫: তবে, সেদিন তাঁর মতো শাস্তি (২৩) কেউ দিতো না,	فَیَوْمَىٕذٍ لَّا یُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ۙ(۲۵)
২৬: এবং তাঁর মতো বাঁধনও কেউ বাধতো না।	وَّلَا یُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ؕ(۲۶)
২৭: হে শান্তিময় প্রাণ (২৪)।	یٰۤاَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىٕنَّةُ ۗ(۲۷)
২৮: স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট,	ارْجِعِیْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ۚ(۲۸)
২৯: অতঃপর আমার খাস বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো,	فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ ۙ(۲۹)
৩০: এবং আমার জান্নাতে এসো। *	وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ ۠(۳۰)

টীকা-১৭: এবং হালাল ও হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য করছোনা এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে 'মীরাস' (উত্তরাধিকার)- এর সম্পত্তি প্রদান করছো না, বরং তাদের প্রাপ্য অংশ নিজেরাই খেয়ে বসছো। অন্ধকার যুগের এটাই কু-প্রথা ছিলো।

টীকা-১৮: সেটা ব্যয়ই করতে চাচ্ছো না,

টীকা-১৯: এবং তার উপর পাহাড় ও অট্টালিকার কোন নাম নিশানা পর্যন্ত থাকবে না,

টীকা-২০: জাহান্নামের সত্তর হাজার রশি থাকবে। প্রতিটি রশির উপর সত্তর হাজার ফিরিশতা একত্রিত হয়ে সেটা টানতে থাকবেন। আর তা (জাহান্নাম)ও জোশ ও ক্রোধের মধ্যে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেটাকে আরশের বাম পাশে নিয়ে আসবেন। সেদিন হুযূরপুর নূর নাবীকুল সরদার হাবীবে খোদা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ব্যতীত সবাই 'নাফসী' 'নাফসী' (নিজেকে বাঁচাও। নিজেকে বাঁচাও।) বলতে থাকবে। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) (يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ) আমার প্রতিপালক। আমার উম্মতকে রক্ষা করো, আমার উম্মতকে রক্ষা করো।) বলতে থাকবেন। জাহান্নাম হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দরবারে আরয করবে, "হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মাদ মিস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। আপনার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে আমার উপার হারাম করে দিয়েছেন।" (জুমাল)

টীকা-২১: এবং স্বীয় অপরাধ বুঝতে পারবে।

টীকা-২২: তখনকার ভাবনা ও অনুধাবন কোন উপকারে আসবেনা।

টীকা-২৩: আল্লাহ এর মতো,

টীকা-২৪: "যা ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো এবং আল্লাহ এর নির্দেশেরই সম্মুখে পূর্ণ আনুগত্য সহকারে স্বীয় মস্তক অবনত করছিলে।" এ উক্তিটি মু'মিন বান্দাকে তার মৃত্যুর সময় বলা হবে, যখন পৃথিবী থেকে তার সফর করার সময় আসবে।

টীকা-১: সূরা ‘বালাদ’ মাক্কী। এতে একটি রুকূ’, বিশটি আয়াত, বিরাশিটি পদ এবং তিনশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার (শপথ),

টীকা-৩: এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সম্মানিত মক্কা নগরীর এ মর্যাদা সৈয়দে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর শুভ আবির্ভাবের বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে।

টীকা-৪: একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, ‘ওয়ালিদ’ (পিতা) দ্বারা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং ‘আওলাদ’ (বংশধর) দ্বারা তাঁর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-হুসায়নী)

সূরা বালাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা বালাদ (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-২০, রুকূ’-১

অনুবাদ	আয়াত
১: আমায় এ শহরের শপথ (২),	لَآ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۙ﴿۱﴾
২: যেহেতু হে মাহবুব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন (৩),	وَ اَنۡتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۙ﴿۲﴾
৩: এবং আপনার পিতা (পূর্বপুরুষ) ইব্রাহীমের শপথ এবং তার বংশধরের, অর্থাৎ আপনিই (৪)।	وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ ۙ﴿۳﴾
৪: নিশ্চয় আমি মানুষকে কষ্টের মধ্যে থাকাবস্থায় সৃষ্টি করেছি (৫)।	لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡ کَبَدٍ ؕ﴿۴﴾
৫: মানুষ কি এ কথা মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতা পাবে না (৬)?	اَیَحۡسَبُ اَنۡ لَّنۡ یَّقۡدِرَ عَلَیۡهِ اَحَدٌ ۘ﴿۵﴾
৬: সে বলে, ‘আমি যথেষ্ট সম্পদ উজাড় করে দিয়েছি (৭)।*	یَقُوۡلُ اَهۡلَکۡتُ مَالًا لُّبَدًا ؕ﴿۶﴾
৭: সে কি একথা মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি (৮)?	اَیَحۡسَبُ اَنۡ لَّمۡ یَرَهٗۤ اَحَدٌ ؕ﴿۷﴾
৮: আমি কি তার দু’টি চক্ষু সৃষ্টি করিনি (৯)?	اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ عَیۡنَیۡنِ ۙ﴿۸﴾
৯: এবং জিহ্বা (১০) ও দু’টি ওষ্ঠ (১১)?	وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَیۡنِ ۙ﴿۹﴾
১০: এবং তাকে দু’টি উত্থিত বস্তুর পথ বাতলিয়েছি (১২)।	وَ هَدَیۡنٰهُ النَّجۡدَیۡنِ ۚ﴿۱۰﴾

টীকা-৫: যেহেতু গর্ভাবস্থায় একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় স্থানে ছিলো। প্রসবকালে কষ্ট সহ্য করেছে, দুগ্ধপানে ও দুগ্ধ ছাড়তে, জীবিকা উপার্জনে এবং জীবন ও মৃত্যুর সময় বহু ধরণের কষ্ট সহ্য করেছে।

টীকা-৬: এ আয়াতটি আবুল আশাদ উসায়দ ইবনে কালদা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী ছিলো। তার শক্তির অবস্থা এ ছিলো যে, সে যদি আপন পায়ের নীচে কোন চামড়া চেপে ধরতো, আর যদি দশজন করে লোক এক সাথে টানতো, তবে সেটা ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো, কিন্তু যে- পরিমাণ চামড়া তার পায়ের নীচে থাকতো ততটুকু কখনো বের হতোনা। অন্য একটি অভিমত হচ্ছে এ যে, এ আয়াতখানা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থ এ যে, কাফিরগণ নিজেদেরকে শক্তির উপর গর্বিত ও মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে। সে কেমন ধারণায় রয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা এর অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে তারা জানেনা। এরপর তার উক্তি উদ্ধৃত করছেন-

টীকা-৭: সৈয়্যদে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি শত্রুতায় লোকদেরকে বিভিন্ন উৎকোচ দিয়ে, যাতে তারা হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে নানাভাবে কষ্ট দেয়।

টীকা-৮: অর্থাৎ তার কি ধারণা যে, আল্লাহ তা’আলা তাকে দেখেন নি? এবং আল্লাহ তা’আলা কি তাকে একথা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সে এ সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করেছে? কি কাজে ব্যয় করেছে? এরপর আল্লাহ তাআ’লা আপন অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করছেন, যাতে সে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পায়।
টীকা-৯: যা দ্বারা দেখে?
টীকা-১০: যা দ্বারা কথা বলে এবং আপন অন্তরের কথা মুখে উচ্চারণ করে?
টীকা-১১: যে দু’টি দ্বারা মুখ বন্ধ করে এবং কথাবার্তা বলা, পানাহার করা এবং ফুৎকার করার ক্ষেত্রে সেগুলো থেকে কাজ নেয়।
টীকা-১২: অর্থাৎ বক্ষস্থলের। যেহেতু জন্মের পর সে দু’টি থেকে দুধ পান করে, খোরাক লাভ করতে থাকে। অর্থ এ যে, আল্লাহ তাআ’লা এর নিয়ামতসমূহ

প্রকাশ্য ও পরিপূর্ণ। সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য।

টীকা-১৩: অর্থাৎ সৎ কাজ করে ঐ মহান নিমাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। এটাকে গিরিপথে লম্ফ দেয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই এ সম্পর্কের কারণে যে, এ পথে চলা অন্তরের উপর কঠিন বোধ হয়। (তাফসীর-ই-আবূস সাউদ)

টীকা-১৪: এবং তাতে লম্ফ দেয়া কি? অর্থাৎ তা দ্বারা সেটার প্রকাশ্য অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং এর ব্যাখ্য হচ্ছে তাই, যার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতসমূহে ইরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৫: গোলামী থেকে, চাই এভাবে হোক যে, কোন ক্রীতদাসকে আযাদ করবে। এভাবে যে, 'মুকাতাব' (নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস)-কে এ পরিমাণ অর্থ দেবে, যা দ্বারা সে মুক্তি লাভ করতে পারে। অথবা কোন গোলামকে আযাদ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কিংবা কোন কয়েদী অথবা ঋণগ্রস্তকে মুক্ত করার ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদান করবে। এ অর্থও হতে পারে যে, সৎ কার্যাদি অবলম্বন করে স্বীয় গর্দানকে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্ত করে নেবে। (রূহুল বয়ান)

টীকা-১৬: অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ও দুর্মূল্যের দিনে, যেহেতু এমনি সময়ে সম্পদ দান করা মনে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়, অথচ তা মহা সাওয়াবের কারণ হয়ে থাকে।

টীকা-১৭: যে ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র এবং এমন অক্ষম হয়ে পড়ে যে, না তার নিকট দেহ ঢাকার মতো কিছু থাকে, না বিছানোর জন্য।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এতিম মিসকীনদের সাহায্যকারী জিহাদের মধ্যে প্রচেষ্টাকারী, ক্লান্তিহীন বিনিদ্র রাত যাপনকারী এবং অনবরত রোযা পালনকারীর মতোই।

টীকা-১৮: অর্থাৎ এ সমস্ত আমল তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন আমলকারী ঈমানদার হয়, আর তখনই তার সম্পর্কে বলা যাবে- 'সে গিরিপথে লম্ফ দিয়েছে।' আর যদি ঈমানদার না হয়, তাহলে তার কিছুই নেই- সব আমল (কর্ম)ই অকেজো।

১১: অতঃপর নির্দ্বিধায় গিরিপথে লম্ফ দেয়নি (১৩)।	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾
১২: এবং তুমি কি জেনেছো ঐ গিরিপথ কি (১৪)?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
১৩: কোন বান্দার গর্দান ছাড়ানো (১৫)	فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
১৪: কিংবা ক্ষুধার দিনে খাবার দেয়া (১৬)-	اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
১৫: আত্মীয় ইয়াতিমকে,	يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
১৬: অথবা মাটিতে উপবিষ্ট মিসকীনকে (১৭)।	اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾
১৭: অতঃপর হয় তাদের থেকে, যারা ঈমান এনেছে (১৮), এবং তারা পরস্পরের মধ্যে ধৈর্যধারণের উপদেশাবলী প্রদান করেছে (১৯), এবং পরস্পরের মধ্যে সদয় হবার উপদেশাদি দিয়েছে (২০)।	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
১৮: এরা হচ্ছে ডান দিকের (২১)।	اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
১৯: আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা হচ্ছে বাম দিকের (২২)।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾
২০: তাদের উপর এমন আগুন রয়েছে যে, তাতে নিক্ষেপ করে উপরের দিক থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে (২৩)। *	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

টীকা-১৯: পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য, পূণ্যময় কাজগুলো পালন করার জন্য এবং ঐ সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য, যেগুলোতে মু'মিনগণ লিপ্ত হয়।

টীকা-২০: যেন মু'মিনগণ একে অপরের সাথে মায়া-মমতার আচরণ করে।

টীকা-২১: যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং আরশের ডান দিক দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

টীকা-২২: যেহেতু, তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে এবং আরশের বাম পার্শ্ব দিয়ে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হবে।

টীকা-২৩: এমনভাবে যে, না বাইরে থেকে এর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে পারবে, না ভিতর থেকে ধুঁয়া বের হতে পারবে। ★

★★★★★★★

★ 'সূরা বালাদ' সমাপ্ত।

টীকা-১: 'সূরা আশ শামস' মাক্কী। এতে একটি রুকূ', পনেরটি আয়াত, চুয়ান্নটি পদ এবং দু'শ ছেচল্লিশটি বর্ণ আছে।

সূরা শামস

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা শামস (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-১৫, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: সূর্য ও সেটার আলোক রশ্মির শপথ,	وَ الشَّمۡسِ وَ ضُحٰىهَا ۪ۙ(۱)
২: এবং চন্দ্রের (শপথ), যখন সেটার পশ্চাদানুসরণ করে (২),	وَ الۡقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۪ۙ(۲)
৩: এবং দিনের (শপথ), যখন সেটাকে উজ্জ্বল করে (৩),	وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۪ۙ(۳)
৪: এবং রাতের, যখন সেটাকে গোপন করে (৪),	وَ الَّیۡلِ اِذَا یَغۡشٰىهَا ۪ۙ(۴)
৫: এবং আসমান ও সেটার সৃষ্টিকর্তার শপথ,	وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰىهَا ۪ۙ(۵)
৬: এবং যমীন ও সেটার সম্প্রসারণকারীর শপথ,	وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا طَحٰىهَا ۪ۙ(۶)
৭: এবং আত্মার এবং তাঁরই, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন (৫),	وَ نَفۡسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا ۪ۙ(۷)
৮: অতঃপর তার অসৎকর্ম ও তার খোদাভীরুতা অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন (৬),	فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَ تَقۡوٰىهَا ۪ۙ(۸)
৯: নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে, যে তাকে (৭) পবিত্র করেছে (৮)	قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۪ۙ(۹)
১০: এবং নিরাশ হয়েছে যে তাকে পাপের মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে।	وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا ؕ(۱۰)
১১: সামূদ (গোত্র) আপন অবাধ্যতার দরুন অস্বীকার করেছে (৯)।	كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰىهَاۤ ۪ۙ(۱۱)
১২: যখন তার সর্বাধিক হতভাগা (১০) উঠে দাঁড়িয়েছে,	اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰىهَا ۪ۙ(۱۲)
১৩: তখন তাকে আল্লাহ এর রসূল (১১) বললেন, 'আল্লাহ এর উষ্ট্রী (১২) এবং সেটার (পান করার) পালার ব্যাপারে সাবধান হও (১৩)।'	فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَ سُقۡیٰهَا ؕ(۱۳)
১৪: তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলো, অতঃপর উষ্ট্রীটার পাগুলো কেটে দিলো। তখন তাদের উপর তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের দরুন (১৪) ধ্বংস অবতীর্ণ করে ঐ জনপদকে ধূলিসাৎ করে দিলেন (১৫)।	فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۪ۙ فَدَمۡدَمَ عَلَیۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰىهَا ۪ۙ(۱۴)

টীকা-২: অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর উদিত হয়। এটা চান্দ্র মাসের প্রথম পনের দিনে হয়ে থাকে।

টীকা-৩: অর্থাৎ সূর্যকে খুব উজ্জ্বল করে। কেননা, দিন হচ্ছে- সূর্যের আলোর নাম। সুতরাং দিন যত বেশী আলোকিত হবে সূর্যের প্রকাশও তত বেশী হবে। কারণ, প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও সেটার পূর্ণতা প্রভাব-বিস্তারকারীর ক্ষমতা ও পরিপূর্ণতার প্রমাণ বহন করে। অথবা অর্থ এ যে, যখন দিন পৃথিবীকে কিংবা কোন ভূ-খণ্ডকে আলোকিত করে অথবা রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে।

টীকা-৪: অর্থাৎ সূর্যকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অথবা অর্থ এ যে, যখন রাত পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে,

টীকা-৫: এবং বহু শক্তি দান করেছেন- বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা, বিদ্যা ও বুঝশক্তি, সবকিছু প্রদান করেছেন।

টীকা-৬: ভাল-মন্দ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল করেছেন। আর সৎ ও অসৎ সম্পর্কেও বলে দিয়েছেন,

টীকা-৭: অর্থাৎ আত্মাকে

টীকা-৮: অসৎ কার্যাদি থেকে

টীকা-৯: স্বীয় রসূল হযরত সালিহ (عَلَیۡهِ السَّلَام)-কে।

টীকা-১০: কিদার ইবনে সালিফ তাদের সবার মর্জি অনুসারে উষ্ট্রীর পাগুলো কেটে ফেলার জন্য

টীকা-১১: হযরত সালিহ (عَلَیۡهِ السَّلَام)

টীকা-১২: এর প্রতি অগ্রসর হয়েছে

টীকা-১৩: অর্থাৎ যেদিন সেটার পান করার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, ঐদিন পানিতে হস্ত ক্ষেপ করোনা যাতে তোমাদের উপর শাস্তি আসে।

টীকা-১৪: অর্থাৎ হযরত সালিহ (عَلَیۡهِ السَّلَام)-কে অস্বীকার করা এবং উষ্ট্রীর পাগুলো কেটে ফেলার দরুন

টীকা-১৫: এবং সবাইকে ধ্বংস করে

দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ জীবিত রইল না।

টীকা-১৬: যেভাবে রাজা-বাদশাহদের হয়ে থাকে। কেননা, তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) সমস্ত রাজ্যের মালিক, যা চান করেন। কারো তাতে নাক গলানোর অবকাশ নেই। কোন কোন মুফাসসির এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর তাদের দিক থেকে এ ভয় নেই যে, (তাদের উপর) শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে তাঁকে কষ্ট দিতে পারবে।★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা আল লায়ল' মাক্কী। এতে একটি রুকূ', একুশটি আয়াত, একাত্তরটি পদ এবং তিনশ দশটি বর্ণ রয়েছে।

১৫:এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবনের ভয় তাঁর নেই (১৬)। *	وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿۱۵﴾

সূরা লায়ল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা লায়ল (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়,	আয়াত-২১, রুকূ'-১

১: রাতের শপথ যখন ছেয়ে যায় (২),	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿۱﴾
২: এবং দিনের, যখন আলোকোজ্জ্বল হয় (৩),	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿۲﴾
৩: এবং তাঁরই (৪), যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন (৫)-	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ﴿۳﴾
৪: নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা ভিন ভিন্ন (৬)।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿۴﴾
৫: সুতরাং ঐ ব্যক্তি, যে দান করেছে (৭) এবং পরহেযগারী অবলম্বন করেছে (৮),	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿۵﴾
৬: এবং সবচেয়ে উত্তমকে সত্য মেনেছে (৯),	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿۶﴾
৭: অতঃপর অতিসত্বর আমি তাকে সহজের পথ সহজ করে দেবো (১০)।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿۷﴾
৮: আর এ ব্যক্তি যে কার্পণ্য করেছে (১১) ও বেপরোয়া হয়েছে (১২),	وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿۸﴾
৯: এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (১৩),	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿۹﴾
১০: অতঃপর অচিরেই আমি তাকে কষ্টের পথ তার জন্য সহজ করে দেবো (১৪)।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿۱۰﴾
১১: এবং তার সম্পদ তার কাজে আসবেনা	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ

টীকা-২: পৃথিবীর উপর আপন অন্ধকার দ্বারা। যেহেতু, তা হচ্ছে সৃষ্টির বিশ্রাম গ্রহণের সময়। প্রত্যেক প্রাণী আপন ঠিকানায় ফিরে আসে এবং নড়াচড়া ও অস্থিরতা থেকে শান্ত হয়, আর আল্লাহ এর মাক্বূল বান্দাগণ নিষ্ঠা ও নম্রতা সহকারে মুনাজাতে নিমগ্ন হন।

টীকা-৩: এবং রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে। যেহেতু সেটা হচ্ছে নিদ্রারতদের জাগরিত হবার সময়, প্রাণীগুলোর নড়াচড়া ও জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত হবার সময়।

টীকা-৪: শক্তিমান, মহা-শক্তিশালী,

টীকা-৫: একই পানি (বীর্য থেকে)-

টীকা-৬: অর্থাৎ তোমাদের আমলসমূহ পৃথক পৃথক। কেউ আনুগত্য বজায় রেখে বেহেশতের জন্য আমল করেছে। কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শন করে জাহান্নামের জন্য (আমল করেছে)।

টীকা-৭: নিজ সম্পদ আল্লাহ এর রাস্তায়, এবং আল্লাহ তা'আলা এর হক আদায় করেছে।

টীকা-৮: নিষিদ্ধ ও হারামকৃত বস্তু থেকে বিরত রয়েছে

টীকা-৯: অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামকে

টীকা-১০: বেহেশতের জন্য। আর তাকে এমন চরিত্র গঠনের তৌফিক প্রদান করবো, যা তার জন্য সহজ ও আরামের কারণ হবে। আর সে এমন কাজ করবে, যা দ্বারা তার প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন।

টীকা-১১: এবং সম্পদ পূণ্য কাজে ব্যবহার করেনি এবং আল্লাহ তা'আলা এর হক্ব আদায় করেনি।

টীকা-১২: সাওয়াব ও পরকালীন নিয়ামত থেকে

টীকা-১৩: অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে

টীকা-১৪: অর্থাৎ এমন স্বভাব, যা তার জন্য কঠিন ও কষ্টের কারণ হবে এবং তাকে জাহান্নামে পৌঁছাবে।

শানে নুযূলঃ এই আয়াতগুলো হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের

একজন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক্ব, পরহেযগার, অপরজন উমাইয়া ইবনে খালাফ, সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা। উমাইয়া ইবনে খালাফ হযরত বিলাল (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)-কে, যিনি তার মালিকানাধীন ছিলেন, ধর্মচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিলো এবং চরম পর্যায়ের যুলুম-অত্যাচার করছিলো। একদা সিদ্দিক্বে আকবার (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) দেখলেন, উমাইয়া হযরত বিলালকে উত্তপ্ত যমীনের উপর ফেলে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড তাঁর বুকের উপর রেখেছে। আর এমতাবস্থায়ও ঈমানের কালিমা তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো। তিনি উমাইয়াকে বললেন, "হে হতভাগা! একজন খোদার ইবাদতকারীর উপর এমন যুলুম?" তখন সে বললো, "তাঁর দুঃখ যদি আপনার নিকট অসহ্য হয়, তাহলে তাকে ক্রয় করে নিন।" তিনি চড়া মূল্যে ক্রয় করে তাকে আযাদ করে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমাদের চেষ্টাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ হযরত আবু বাকর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) -এর প্রচেষ্টা এবং উমাইয়ার প্রচেষ্টা। হযরত আবু বাকর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) আল্লাহ এর সন্তুষ্টির অন্বেষণে রয়েছেন, আর উমাইয়া আল্লাহ এর শত্রুতায় অন্ধ

সূরাঃ ৯০ লায়ল	১০৮৩	মানযিল-৭	পারাঃ ৩০

অনুবাদ	আয়াত
যখন ধ্বংসে পতিত হবে (১৫)।	اِذَا تَرَدّٰىؕ ﴿١١﴾
১২: নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করা (১৬) আমার দায়িত্ব,	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۖ﴿١٢﴾
১৩: এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল উভয়টি আমারই মালিকানায়।	وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى ﴿١٣﴾
১৪: সুতরাং আমি ঐ আগুন থেকে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি, যা প্রজ্বলিত হচ্ছে,	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰىۚ ﴿١٤﴾
১৫: এতে প্রবেশ করবেনা (১৭), কিন্তু বড় হতভাগাই,	لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَىۙ ﴿١٥﴾
১৬: যে অস্বীকার করেছে (১৮) এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (১৯),	الَّذِیْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰىؕ ﴿١٦﴾
১৭: এবং তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেযগার,	وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَىۙ ﴿١٧﴾
১৮: যে নিজ সম্পদ প্রদান করে, যাতে পবিত্র হয় (২০),	الَّذِیْ يُؤْتِیْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰىۚ ﴿١٨﴾
১৯: এবং তার উপর কারো (এমন) কোন ইহসান (অনুগ্রহ) নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে (২১),	وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤىۙ ﴿١٩﴾
২০: শুধু আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে, যিনি সবচেয়ে মহান,	اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰىۚ ﴿٢٠﴾
২১: এবং নিশ্চয় অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে (২২)। *	وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى۠ ﴿٢١﴾

টীকা-১৫: মরে কবরে যাবে অথবা জাহান্নামের গভীর গর্তে প্রবেশ করবে।

টীকা-১৬: অর্থাৎ হক ও বাতিলের পথগুলোকে সুস্পষ্ট করে দেয়া, সত্যের উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করা

টীকা-১৭: অপরিহার্য ও চিরস্থায়ীরূপে,

টীকা-১৮: রসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে

টীকা-১৯: ঈমান থেকে

টীকা-২০: আল্লাহ তা'আলা এর নিকট, অর্থাৎ তাঁর ব্যয় করা লোক-দেখানো থেকে পবিত্র

টীকা-২১: শানে নুযুলঃ যখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবার হযরত বিলালকে অত্যন্ত চড়া মূল্যে ক্রয় করে আযাদ করলেন, তখন কাফিরগণ আশ্চর্যান্বিত হলো এবং তারা বললো, "হযরত সিদ্দীক্বে আকবার এমন কেন করলেন?" হতে পারে তাঁর উপর বিলালের কোন ইহসান (অনুগ্রহ) রয়েছে, যার দরুন তিনি তাঁকে এতো চড়া মূল্যে খরিদ করলেন এবং আযাদ করে দিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীক্বে আকবারের এ কাজ শুধু আল্লাহ তাআলা এর সন্তুষ্টির জন্যই, কারো ইহসান পরিশোধ করার জন্য নয়, না তাঁর উপর হযরত বিলাল প্রমুখের কোন ইহসান রয়েছে। হযরত সিদ্দীক্বে আকবার (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) অনেক ক্রীতদাসকে ইসলাম গ্রহণের কারণে ক্রয় করে আযাদ করেছেন।

টীকা-২২: নি'মাত ও দয়া পেয়ে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে প্রদান করবেন।★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা ওয়াদ দুহা' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', এগারটি আয়াত, চল্লিশটি পদ এবং একশ বাহাত্তরটি বর্ণ আছে।

শানে নুযূলঃ একদা এমন ঘটেছিলো যে, কয়েকদিন যাবৎ ওহী আসলোনা। তখন কাফিরগণ সমালোচনা করে বললো যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা 'ওয়াদ দুহা' অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২: যখন সূর্য উপরে উঠে। কেননা, এটা হচ্ছে ঐ সময়, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে আপন 'কালাম' (বাক্যালাপ) দ্বারা ধন্য করেছেন এবং এ সময়েই যাদুকরগণ সাজদায় পতিত হয়েছিলো।

মাসআলাঃ 'চাশতের নামায' সুন্নাত এবং এর ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য উদিত হয়ে উপরে উঠার পর থেকে সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)-এর মতে, 'চাশতের নামায' দু'রাক'আত অথবা চার রাক'আত, এক সালাম সহকারে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'দুহা' দ্বারা 'দিন' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩: এবং এর অন্ধকার ব্যাপক হয়ে যায়। ইমাম জাফর সাদিক্ব (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেছেন যে, চাশতের ওয়াক্ত (পূর্বাহ্ন) দ্বারা ঐ 'চাশত' বুঝানো হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'চাশত' (পূর্বাহ্ন) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে- হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সৌন্দর্যের আলোর দিকে। আর 'রাত' দ্বারা তাঁরই সুবাসিত যুলফির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (রূহুল বয়ান)

সূরা দুহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা দুহা (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১১, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: চাশত (পূর্বাহ্ন)-এর শপথ (২),	وَالضُّحٰى ﴿١﴾
২: এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে (৩),	وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾
৩: আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং না অপছন্দ করেছেন।	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾
৪: এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম (৪)।	وَلَلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰى ﴿٤﴾
৫: এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে (৫) এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন (৬)।	وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰى ﴿٥﴾

টীকা-৪: অর্থাৎ ইহকাল থেকে পরকাল উত্তম। কেননা, সেখানে তাঁর জন্য 'মাক্বামে মাহমূদ' (প্রশংশিত স্থান), হাউযে মাওরূদ' (হাউযে কাউসার) 'খায়রে মাউ'ঊদ (প্রতিশ্রুত কল্যাণ), সমস্ত নাবী ও রসূল (عَلَيۡهِمُ السَّلَام)- এর উপর প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা, তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার মর্যাদা, সুপারিশ দ্বারা মু'মিনদের মর্যাদা সমুন্নত হওয়া ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অপরিসীম সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

তাফসীরকারকগণ এর অর্থ এও বলেছেন যে, আগামী দিনের অবস্থাদি তাঁর জন্য অতীতের অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতর হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি দিন দিন তাঁর মান-মর্যাদাকে বুলন্দ করবেন এবং সম্মানের উপর সম্মান, পদ-মর্যাদার উপর পদ-মর্যাদা দান করবেন। আর মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর পদ-মর্যাদা উন্নতির দিকে থাকবে।

টীকা-৫: ইহকাল ও পরকালের মধ্যে

টীকা-৬: আল্লাহ তা'আলা এর স্বীয় হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সাথে এ সম্মানজনক ওয়াদা ঐ সমস্ত নি'মাতকেও অন্তর্ভূক্ত করে, যা তাঁকে দুনিয়ার মধ্যে প্রদান করেছেন। যেমন- আত্মার পরিপূর্ণতা, পূর্ব ও পরবর্তীদের জ্ঞান-ভাণ্ডার, দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, দ্বীনকে উন্নত করা এবং ঐ সমস্ত বিজয়, যা তাঁর বরকতময় যুগে অর্জিত হয়েছিলো, সাহাবা কিরামের যুগে অর্জিত হয়েছিলো এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অর্জিত হতে থাকবে। আর তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর দ্বীনের প্রতি আহবান ব্যাপক হওয়া, ইসলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করা, তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হওয়া এবং তাঁর ঐসব সম্মান ও পূর্ণতা, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহই অবগত আছেন। তদুপরি, পরকালের ইজ্জত-সম্মানকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ব্যাপক ও বিশেষ মহান নি'মাতসমূহ এবং 'মাক্বাম-ই-মাহমূদ' ইত্যাদি দান করেছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন বরকতময় দু'হাত তুলে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে দু'আ করেছেন, এবং এ আরয করেছেন, (اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىۡ اُمَّتِىۡ) "আল্লাহুম্মা উম্মাতি উম্মাতি।" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আমার উম্মতকে রক্ষা করুন।) আল্লাহ তা'আলা জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে নির্দেশ দিলেন, মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর দরবারে গিয়ে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করো। অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন। জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আদেশ মোতাবেক উপস্থিত হয়ে তা জানতে চাইলেন। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁকে সব অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং উম্মতের জন্য দুঃখ-বোধের কথা প্রকাশ করলেন। জিব্রাইল আমীন

(عَلَيْهِ السَّلَام) আল্লাহ তা'আলা এর দরবারে আরয করলেন, “আপনার হাবীব এই এই আরয করেছেন।” অথচ তিনি (আল্লাহ) ভালভাবে জানেন। আল্লাহ তা'আলা জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে বললেন, “যাও, আমার হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে গিয়ে বলো যে, আমি তাঁকে অচিরেই তাঁর উম্মত সম্পর্কে সন্তুষ্ট করে দেবো এবং তাঁর পবিত্র অন্তরকে ভারাক্রান্ত হতে দেবো না।”

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে (ততক্ষণ পর্যন্ত) আমি সন্তুষ্ট হবো না।” এ আয়াত শরীফ এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ওটাই করবেন, যাতে রসূলে পাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সন্তুষ্ট হন। শাফাআ'তের হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলে খোদা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সন্তুষ্টি এতে নিহিত যে, সমস্ত গুনাহগার উম্মতকে ক্ষমা করা হোক। সুতরাং আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর শাফা'আত গ্রহণযোগ্য এবং তাঁর মর্জি মুবারক অনুযায়ীই গুনাহগার উম্মতকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সুবহানাল্লাহ! কেমন উচ্চ মর্যাদা যে, মহান প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্য সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে থাকেন এবং পরিশ্রম করে থাকেন, আর ঐ মহান আল্লাহ এ হাবীবে আকরাম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে সন্তুষ্ট করার জন্য আপন দানকে ব্যাপক করে দিচ্ছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐসব নি'মাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাঁকে প্রাথমিক অবস্থা থেকে প্রদান করেছেন।

টীকা-৭: সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তখনো আপন সম্মানিতা মায়ের গর্ভে অবস্থান করছেন তখন গর্ভকাল মাত্র দু'মাসের ছিলো। তাঁর সম্মানিত পিতা মদীনা শরীফে ওফাত পেলেন। তখন তিনি না কোন সম্পদ রেখে গেলেন, না কোন জায়গা-জমি। তাঁর লালন-পালনের যিম্মাদার হলেন তার দাদা আবদুল মুত্তালিব। যখন তাঁর বয়স শরীফ চার কিংবা ছয় বছর হলো, তখন তাঁর সম্মানিত মাতাও ইন্তিকাল করলেন, যখন পবিত্র বয়স আট বছর

৬: তিনি কি আপনাকে এতিম পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন (৭)।	اَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى ۪(۶)
৭: এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন (৮)।	وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪(۷)
৮: এবং আপনাকে অভাবগ্রস্ত পেয়েছেন, অতঃপর ধনী করে দিয়েছেন (৯),	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغۡنٰى ؕ(۸)
৯: সুতরাং ইয়াতিমের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না (১০),	فَاَمَّا الۡيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ؕ(۹)
১০: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না (১১)।	وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ؕ(۱۰)

হলো, তখন তার দাদা আবদুল মুত্তালিবও ওফাত পান। তিনি (দাদা) ওফাতের পূর্বে তাঁর পুত্র আবু তালিবকে, যিনি তাঁর আপন চাচা ছিলেন, তার সেবা যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওসীয়ত করলেন। আবু তালিবও তাঁর সেবায় অতি তৎপর রইলেন এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে 'নাবুয়্যাত' দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ এক অর্থ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, 'য়াতীম' শব্দের অর্থ 'অদ্বিতীয় ও নজীর বিহীন।' যেমন বলা হয়- 'দুররা-ই- য়াতীমাহ' (অর্থাৎ একক মণিমুক্তা)। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াতের অর্থ হবে- “আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মান-মর্যাদায় একক ও নজীরবিহীন পেয়েছেন। অতঃপর নৈকট্যে স্থান দিয়েছেন। নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁকে শত্রুদের মধ্যে লালন-পালন করেছেন এবং তাঁকে 'নাবূয়্যাত', 'ইস্তিফা' (মনোনীত করা) ও 'রিসালত'-এর মর্যাদা দান করে ধন্য করেছেন। (খাযিন, জুমাল ও রূহুল বয়ান)

টীকা-৮: এবং 'গায়ব' (অদৃশ্য)-এর রহস্যাদি আপনার জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছুর জ্ঞান দান করেছেন। আপন সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। মুফাসসিরগণ এ আয়াতের এক অর্থ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, “আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন আত্মহারা পেয়েছেন যে, তিনি আপন আত্মা ও মর্যাদামূহের খবরও রাখতেন না। তখন তিনি তাঁকে সত্তা, গুণাবলী, পদ-মর্যাদা ও উন্নত স্তরসমূহের পরিচিতি দান করেছেন।

মাসআলা: নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সবাই নিষ্পাপ হন- নাবূয়্যাতের পূর্বেও, নাবূয়্যাতের পরেও। আর তাঁরা আল্লাহ তাআ'লা এর তাওহীদ (একত্ব) ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে সদা-সর্বদা অবগত থাকেন।

টীকা-৯: ধন-দৌলত ও অল্পে-তুষ্টির গুণ দান করে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, অগাধ সম্পদ দ্বারা ধনী হওয়া যায়না। প্রকৃত ধনী সেই, যে আত্মিকভাবে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়।

টীকা-১০: যেমন অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো যে, তারা এতিমদেরকে দমিয়ে রাখতো এবং তাদের উপর অত্যাচার করতো। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন যে, মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘর হচ্ছে সেটাই, যাতে এতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়, আর সেটাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর, যাতে এতিমের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়।

টীকা-১১: হয়ত কিছু দিয়ে দাও, নতুবা সুন্দর ব্যবহার ও নম্রতার সাথে অক্ষমতা পেশ করা। এও বলা হয়েছে যে, 'সা-ইল' দ্বারা 'তালিব-ই-ইলম' (বিদ্যা অন্বেষণকারী) বুঝানো হয়েছে। তার সম্মান করা উচিত, তার যা প্রয়োজন হয় তা পূরণ করা এবং তার সাথে বদ-মেজাজী ও দুর্ব্যবহার না করা চাই।

টীকা-১২: 'নি'মাতসমূহ' দ্বারা ঐ সমস্ত নি'মাত বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে দান করেছেন এবং ঐ গুলোও, যেগুলো হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে প্রদান করার ওয়াদা দিয়েছেন। নি'মাতসমূহের চর্চা করার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যে, নি'মাতের চর্চা করা আল্লাহ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারই নামান্তর। *

টীকা-১: 'সূরা আলাম নাশরাহ' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', আটটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ ত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: অর্থাৎ আমি আপনার বক্ষস্থলকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করেছি হিদায়ত, মা'রিফাত, উপদেশ, নাবূয়্যাত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য। এমন কি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগত এরই প্রশস্ততার মধ্যে সংকুলান হয়ে গেছে। আর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ আত্মিক আলোক বিকিরণের জন্য অন্ত রায় হতে পারেনি এবং খোদা প্রদত্ত জ্ঞান (ইলমে লাদুন্নী), আল্লাহ এর হিকমতসমূহ, প্রতিপালকের পরিচয় এবং পরম করুণাময়ের হাক্বীকৃতসমূহ পবিত্র বক্ষে বিকশিত হয়েছে। আর প্রকাশ্য 'শরহে সদর' (বক্ষ মুবারকের সম্প্রসারণ)ও বার বার হয়েছে- বাল্যকালে, ওহী নাযিল হবার প্রাথমিক যুগে এবং মি'রাজের রাতে। যেমন হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে- তা (বক্ষ সম্প্রসারণ) এভাবে হয়েছিলো যে, জিব্রাঈল আমীন (عَلَيْهِ السَّلَام) পবিত্র বক্ষকে বিদীর্ণ করে 'ক্বালব' (হৃদয়) মুবারককে বের করেছিলেন এবং তা স্বর্ণের পাত্রের মধ্যে রেখে ঝমঝমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। আর নূর ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছেন।

১১: এবং আপনার প্রতিপালকের নি'মাতের খুব চর্চা করুন (১২)।★	وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

সূরা ইনশিরাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইনশিরাহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়,	আয়াত-৮, রুকূ'-১

১: আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি (২)?	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿۱﴾
২: এবং আপনার উপর থেকে আপনার সেই বোঝা নামিয়ে নিয়েছি,	وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿۲﴾
৩: যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো (৩),	الَّذِيْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿۳﴾
৪: এবং আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি (৪)।	وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿۴﴾
৫: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে,	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿۵﴾
৬: নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে (৫)।	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿۶﴾
৭: অতএব, যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন তখন দুআ'র মধ্যে (৬)	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿۷﴾

টীকা-৩: এ 'বোঝা' দ্বারা হয়ত ঐ দুঃখ বুঝানো হয়েছে, যা কাফিরগণ ঈমান না আনার কারণে তাঁর পবিত্র মনে বিরাজ করতো। কিংবা উম্মতগণের পাপসমূহের চিন্তা, যা নিয়ে 'ক্বালব' (হৃদয়) মুবারক সর্বদা ব্যস্ত থাকতো। অর্থ এ যে, 'আমি আপনাকে মাক্ববূল সুপারিশকারীর মর্যাদা দান করে সেই দুঃখের বোঝা দূর করে দিয়েছি।'

টীকা-৪: হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এ আয়াত সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, (আল্লাহ ইরশাদ করেন,) "আপনার স্মরণকে সমুন্নত করার অর্থ হচ্ছে- যখন আমাকে স্মরণ করা হবে, তখন আমার সাথে আপনাকেও স্মরণ করা হবে।" হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) বলেছেন যে, এর অর্থ এ যে, 'আযানে, তাকবীরে, তাশাহহুদে, মিম্বরসমূহের উপর, খোৎবাসমূহে। সুতরাং যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা এর ইবাদত করে এবং প্রত্যেক কথায় তাঁর স্বীকার করে কিন্তু সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর রিসালতের সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে তার এসব আমল নিষ্ফল। সে কাফিরই থেকে যাবে।
হযরত ক্বাতাদাহ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্মরণকে দুনিয়া ও আখিরাতে বুলন্দ করেছেন- প্রত্যেক বক্তা, প্রত্যেক তাশাহহুদ পাঠকারী 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'ও উচ্চারণ করে থাকে। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, আপনার স্মরণের উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত নাবীগণ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) থেকে তাঁর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উপর ঈমান আনার জন্য ওয়াদা নিয়েছেন।

টীকা-৫: অর্থাৎ যেই কঠোরতা ও কষ্ট তিনি কাফিরদের মুকাবিলায় সহ্য করে এসেছেন তার সাথেই স্বস্তি রয়েছে। অর্থাৎ আমি আপনাকে তাদের উপর বিজয় দান করবো

টীকা-৬: অর্থাৎ পরকালের

টীকা-৭: যেহেতু, নামাযের পর দু'আ কবূল হয়ে থাকে। এ দু'আ দ্বারা নামাযের শেষ ভাগের দু'আ বুঝানো হয়েছে, যা নামাযের অভ্যন্তরে করা হয়, অথবা ঐ দু'আ যা সালাম ফেরানোর পর করা হয়। এতে (অবশ্য) মতভেদ রয়েছে।
টীকা-৮: তাঁরই অনুগ্রহের অন্বেষণকারী থাকুন, তাঁরই উপর ভরসা করুন। *
★★★★★★★
টীকা-১: 'সূরা আততীন' মাক্কী। এতে একটি রুকু', আটটি আয়াত, চৌত্রিশটি পদ এবং একশ পাঁচটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: 'ডুমুর ফল' (আনজীর) হচ্ছে- উৎকৃষ্টমানের ফল, যাতে পরিত্যাজ্য কিছুই নেই। দ্রুত হজমী, অতি উপকারী, মসৃন, সহজভোজ্য, পাকস্থলীর বালুকণা অপসারণকারী, আঁত বা কলিজার গ্রন্থি উন্মুক্তকারী, দেহকে সবলকারী, কফ অপসারণকারী।
'যায়তূন' একটা বরকতময় বৃক্ষ। এর তৈল প্রদীপ জ্বালানোর কাজেও ব্যবহৃত হয় এবং তরকারীর পরিবর্তেও খাওয়া যায়। এ গুন দুনিয়ার অন্য কোন তৈলে নেই। এর গাছ শুষ্ক পর্বতসমূহে উৎপন্ন হয়। তাতে চর্বির নাম-নিশানাও নেই। কোন প্রকার যত্ন ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয়। হাজার হাজার বছর যাবৎ বিদ্যমান থাকে। এসব জিনিসে আল্লাহ এর শক্তির নিদর্শন সুস্পষ্ট।
টীকা-৩: এটা হচ্ছে ঐ পাহাড়, যার উপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (عَلَيۡهِ السَّلَام)-কে বাক্যালাপ দ্বারা ধন্য করেছেন। আর 'সীনা' (সিনাই) হচ্ছে ঐ স্থানের নাম, যেখানে এ পাহাড়টি অবস্থিত। অথবা 'সীনা'-এর অর্থ হচ্ছে- সুদৃশ্য, যেখানে অসংখ্য ফলময় বৃক্ষ বিদ্যমান থাকে।
টীকা-৪: অর্থাৎ মক্কা মুকাররামাহর (শপথ)।
টীকা-৫: অর্থাৎ বার্ধক্যের দিকে, যখন শরীর দুর্বল হয়ে যায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে যায়, জ্ঞান-বুদ্ধি হ্রাস পায়, পিঠ কুঁজো ও চুল সাদা হয়ে যায়। গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যায়। আপন আয়োজনাদি আঞ্জাম দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অথবা এ অর্থ হয় যে, যখন সে তার সুন্দর চেহারা ও শারীরিক কাঠামোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং অবাধ্যতার উপর অটল রয়েছে ও ঈমান আনেনি, তখন জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরকে আমি তার ঠিকানা করে দিয়েছি।
টীকা-৬: যদিও বার্ধক্যের দুর্বলতার দরুন সে যৌবনকালের ন্যায় অধিক ইবাদত বন্দেগী করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার আমলের পরিমাণ হ্রাস পায়, কিন্তু আল্লাহ এর অনুগ্রহে সে ঐ পরিমাণ সাওয়াব পাবে, যা যৌবনে শক্তি থাকাকালে আমল করে লাভ করতো। আর তার আমলনামাতে ঐ পরিমাণ আমলই লিপিবদ্ধ করা হবে।
টীকা-৭: এ অকাট্য বর্ণনা ও উজ্জ্বল প্রমাণের পর, হে কাফির!

পরিশ্রম করুন (৭), ৮: এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন (৮)।★	وَاِلٰى رَبِّكَ فَارۡغَبۡ﴿۸﴾

সূরা ত্বীন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ত্বীন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৮, রুকূ'-১

১: ডুমুরের শপথ ও যায়তূনের (২),	وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِ﴿۱﴾
২: এবং সিনাই পর্বতের (৩),	وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَ﴿۲﴾
৩: এবং এ নিরাপদ শহরের (৪)-	وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِ﴿۳﴾
৪: : নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।	لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ﴿۴﴾
৫: তারপর তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি (৫)-	ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ سٰفِلِيۡنَ﴿۵﴾
৬: কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে (৬)।	اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ﴿۶﴾
৭: অতঃপর এখন (৭) কোন জিনিস তোমাকে ন্যায় বিচারকে অস্বীকার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে (৮)?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِالدِّيۡنِ﴿۷﴾
৮: আল্লাহ কি সকল বিচারকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? ★★	اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ﴿۸﴾

টীকা-৮: এবং তুমি আল্লাহ তা'আলা এর এসব কুদরত অবলোকন করা সত্ত্বেও কেন পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দানের কথা অস্বীকার করছো? **

★সূরা ইনশিরাহ'-সমাপ্ত।
★★ 'সূরা তীন' সমাপ্ত।

টীকা-১: ‘সূরা ইক্বরা’। এ সূরাকে ‘সূরা আলাক্ব’ও বলা হয়। এ সূরাটি মাক্কী। এতে একটি রুকু’, ঊনিশটি আয়াত, বিরানব্বইটি পদ এবং দু’শ আশিটি বর্ণ আছে। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ সূরাটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর প্রথম পাঁচটি আয়াত (مَا لَمْ يَعْلَمْ) পর্যন্ত হেরা পর্বতের গুহায় নাযিল হয়েছে। ফিরিশতা * এসে হযরত সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট আরয করলেন, (اِقْرَاْ) অর্থাৎ ‘পড়ুন’। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বললেন, “আমি পড়িনি।” তখন তিনি (হযরত জিব্রাঈল) তাঁকে (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বুকে জড়িয়ে খুব জোরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে (اِقْرَاْ) বললেন। তারপরও তিনি ঐ উত্তর দিলেন। এভাবে তিনবার হলো। তারপর তিনি সাথে সাথে (مَا لَمْ يَعْلَمْ) পর্যন্ত পড়লেন।
টীকা-২: অর্থাৎ পড়ার আরম্ভ আল্লাহ এর নাম সহকারে হওয়াই আদব। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পড়ার প্রারম্ভ ‘বিসমিল্লাহ’ এর সাথে হওয়া মুস্তাহাব।

সূরা আলাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা আলাক্ব (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১৯, রুকূ’-১

১: পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে (২), যিনি সৃষ্টি করেছেন (৩)-	اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾
২: মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾
৩: পড়ুন (৪)! এবং আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বড় দাতা,	اِقۡرَاۡ وَ رَبُّكَ الۡاَكۡرَمُ ۙ﴿۳﴾
৪: যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন (৫)-	الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾
৫: মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না (৬)।	عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾
৬: হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় মানুষ ঔদ্ধত্য করে,	كَلَّاۤ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَیَطۡغٰۤی ۙ﴿۶﴾
৭: এজন্য যে, সে নিজেকে নিজে অভাবমুক্ত মনে করেছে (৭)।	اَنۡ رَّاٰهُ اسۡتَغۡنٰی ؕ﴿۷﴾
৮: নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৮)।	اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرُّجۡعٰی ؕ﴿۸﴾
৯: আচ্ছা, দেখোতো, যে বাধা প্রদান করে	اَرَءَیۡتَ الَّذِیۡ یَنۡهٰی ۙ﴿۹﴾
১০: বান্দাকে- যখন সে নামায পড়ে (৯)।	عَبۡدًا اِذَا صَلّٰی ؕ﴿۱۰﴾
১১:আচ্ছা, দেখোতো, যদি সে হিদায়াতের	اَرَءَیۡتَ اِنۡ كَانَ عَلَی الۡهُدٰۤی ۙ﴿۱۱﴾

টীকা-৩: সৃষ্টিকুলকে
টীকা-৪: পুনরায় পড়ার নির্দেশ তাকীদ দেয়ার জন্যই। আর একথাও বলা হয়েছে যে, পুনরায় পড়ার হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যে, ‘ধর্ম প্রচার ও উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পড়ুন।’
টীকা-৫: এ থেকে লেখার ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে লেখার মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে। লেখার মাধ্যমেই বিদ্যা-শিক্ষাদি আয়ত্বে আসে। পূর্ববর্তী মানুষের খবরাখবর, তাদের অবস্থা এবং তাদের কথাবার্তা সংরক্ষিত থাকে। লিখা না হলে ধর্মীয় ও পার্থিব কোন কাজ টিকে থাকা সম্ভব হতো না।
টীকা-৬: ‘মানুষ’ দ্বারা এখানে ‘হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) ’-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর যা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন তা হচ্ছে- ‘ইলমে আসমা’ (বস্তুসমূহের নাম সম্পর্কীয় জ্ঞান)। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- ‘মানুষ’ দ্বারা এখানে সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা’আলা তাকে সকল বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন। (মা’আলিম ও খাযিন)
টীকা-৭: অর্থাৎ আলস্যের কারণ দুনিয়ার মোহ-মায়া এবং ধন-সম্পদের উপর অহংকারই। এ আয়াতগুলো আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু কিছু সম্পদ তার হস্তগত হলো। তখন সে পোষাক-পরিচ্ছদে, সাওয়ারীতে এবং পানাহারে লৌকিকতা আরম্ভ করে দিলো এবং তার অহংকার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো।
টীকা-৮: অর্থাৎ মানুষের এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও অনুধাবন করা উচিৎ যে, তাকে যখন আল্লাহ এর দিকে ফিরে যেতে হবে, তখন তাঁর অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার ও গর্বের পরিণাম শাস্তিই হবে।
টীকা-৯: শানে নুযূলঃ এ আয়াতটাও আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে নামায পড়তে

* হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম

বারণ করেছিলো এবং মানুষের নিকট বলেছিলো, "যদি আমি তাঁকে এমন কাজ (নামায পড়া) করতে দেখি, তা হলে পা দিয়ে গর্দান পিষে ফেলবো এবং চেহারা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো (নাউউযুবিল্লাহ)।" অতঃপর সে তার কু-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর নামাযরত অবস্থায় আসলো এবং হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকটে পৌঁছে উল্টো পদে পালিয়ে গেলো- সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে, যেমন কেউ কোন মুসীবতকে ঠেকানোর জন্য হাত সামনে প্রসারিত করে। তার চেহারার রং বদলে গেলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপতে লাগলো, লোকেরা বললো, "কি অবস্থা" সে বলতে লাগলো, "আমার এবং মুহাম্মাদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর মাঝখানে একটা গর্ত দেখেছি, যা আগুনে পরিপূর্ণ আর ভীতিপ্রদ পাখীগুলো পাখা প্রসারিত করে বসে আছে।"

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়,	
১২: অথবা খোদাভীরুতার কথা বলে, তবে কত ভালোই হতো। *	اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿۱۲﴾
১৩: আচ্ছা, দেখোতো, যদি সে অস্বীকার করে (১০) এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় (১১), তাহলে কি অবস্থা হবে!	اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿۱۳﴾
১৪: সে কি জানে নি (১২) যে, আল্লাহ দেখছেন (১৩)?	اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿۱۴﴾
১৫: হাঁ, হাঁ, যদি সে বিরত না হয় (১৪),তবে অবশ্যই আমি (তার) কপালের চুল ধরে টেনে আনবো (১৫)।	كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿۱۵﴾
১৬: কেমন কপাল? মিথ্যুক, গুনাহগার।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿۱۶﴾
১৭: এখন আহ্বান করুক আপন মজলিসকে (১৬)।	فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿۱۷﴾
১৮: এখনই আমি সৈন্যদেরকে আহ্বান করছি (১৭)।	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿۱۸﴾
১৯: হাঁ, হাঁ, তার আনুগত্য করবেন না এবং সাজদা করুন (১৮) আর আমার নিকটবর্তী হয়ে যান। (সাজদাহ-১৪) *	كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ﴿۱۹﴾

সৈয়দে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন, "যদি সে আমার নিকটে আসতো তাহলে ফিরিশতাগণ তার প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা করে ফেলতো।"

টীকা-১০: নাবী কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে

টীকা-১১: ঈমান আনা থেকে

টীকা-১২: আবূ জাহল

টীকা-১৩: তার কর্মকে। অতঃপর তার প্রতিদান দেবেন।

টীকা-১৪: সৈয়দে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে কষ্ট দেয়া এবং তাকে অস্বীকার করা থেকে,

টীকা-১৫: এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

টীকা-১৬: শানে নুযূলঃ যখন আবু জাহল নাবী করীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিলো, তখন হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন। এর জবাবে সে বললো, "আপনি আমাকে তিরস্কার করেছেন। খোদার কসম। আমি আপনার মুকাবিলায় নওজোয়ান আরোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা এ ময়দানকে পরিপূর্ণ করে দেবো। আপনি জানেন, মক্কা মুকাররামায় আমার চেয়ে বেশী বড় দলবল ও সভাসদবিশিষ্ট অন্য কেউ নেই।"

টীকা-১৭: অর্থাৎ আযাবের ফিরিশতাগণকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি সে তার সভাসদগণকে আহ্বান করতো, তাহলে ফিরিশতাগণ তাকে প্রকাশ্যে গ্রেফতার করতো

টীকা-১৮: অর্থাৎ নামায পড়তে থাকুন। *

সূরা ক্বাদর

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সূরা ক্বাদর (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫, রুকূ’-১

অনুবাদ	আয়াত
১: নিশ্চয় আমি সেটা (২) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি (৩),	إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١
২: এবং আপনি কি জানেন ক্বদর-রাত্রি কি?	وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢
৩: ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম (৪)	لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣
৪: এতে ফিরিশতাগণ ও জিব্রাঈল অবতীর্ণ হয়ে থাকে (৫) স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য (৬)।	تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤
৫: ওটা শান্তি- ভোর উদয় হওয়া পর্যন্ত (৭)।★	سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥

টীকা-১: ‘সূরা ক্বাদর’ মাদানী এবং অন্য এক অভিমতানুসারে মাক্কী। এতে একটি রুকু’, পাঁচটি আয়াত, ত্রিশটি পদ এবং একশ বারটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: কুরআন মাজীদকে একবারেই ‘লাওহ-ই মাহফূয’ (সংরক্ষিত ফলক) থেকে প্রথম আসমানের প্রতি

টীকা-৩: ‘শবে ক্বাদর’ সম্মানিত ও বরকতময়ী রাত। ‘শবে ক্বদর’ এজন্য বলা হয় যে, এ রাতে সারা বছরের বিধি-বিধান প্রকাশিত হয়। আর ফিরিশতাদেরকে সারা বছরের দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্মসমূহের জন্য আদিষ্ট করা হয়।

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ রাতের মর্যাদা ও সম্মানের কারণে সেটাকে ‘শবে ক্বাদর’ বলা হয়। তাছাড়া, একথাও বর্ণিত আছে যে, এ রাতে যেহেতু সৎ কার্যাবলী স্থানান্তরিত হয় এবং আল্লাহ এর দরবারে সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়, সেহেতু এ রাতকে শবে ক্বাদর বলা হয়।

হাদীসসমূহে এ রাতের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে-

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তি এ রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে জাগ্রত রয়ে আল্লাহ এর ইবাদত করে, আল্লাহ তার সারা বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

মানুষের উচিত এ রাতে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা এবং রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করা। সারা বছরে এ রাত শুধু একবারই আসে। বহু সংখ্যক বর্ণনা (হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ রাত রমযানুল মুবারকের শেষ তৃতীয়াংশেই (শেষ দশ রাত) হয়ে থাকে। অধিকাংশ ইমামের মতে তাও এ দশ রাতের বিজোড় রাতগুলোর কোন একটা রাতই হয়। কোন কোন আলিমের (ইমাম) মতে, রমযানুল মুবারকের ২৭ তম রাতেই শবে ক্বাদর হয়। এটাই হযরত ইমাম আই আবূ হানীফা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) থেকে বর্ণিত হয়। এ রাতের মহান ফযীলতসমূহ পরবর্তী আয়াতসমূহে ইরশাদ করা হচ্ছে-

টীকা-৪: যেগুলো ‘শবে ক্বাদর’ শূন্য হয়। এ একটি রাতে ‘নেক আমল’ করা হাজার রাতের আমল অপেক্ষাও অধিক উত্তম।

হাদীস শরীফ-এ বর্ণিত হয় যে, নাবী কারীম (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) পূর্ববর্তী উম্মতদের এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে সমগ্র রাত ইবাদত করতো এবং সারা দিন জিহাদের মধ্যে কাটাতো। এভাবে সে হাজার মাস অতিবাহিত করলো। এটা শুনে মুসলমানগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁকে শবে ক্বাদর প্রদান করলেন এবং এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন-’শবে ক্বাদর হাজার মাস থেকেও উত্তম।’ (এ হাদীস শরীফ ইবনে জারীর হযরত মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।) এই হচ্ছে আল্লাহ তা’আলা এর, আপন হাবীবের প্রতি মহা বদান্যতা যে, তাঁর উম্মতগণ ‘শবে ক্বাদর’-এর একটা মাত্র রাত ইবাদত করলে তাদের সাওয়াব পূর্ববর্তী উম্মতদের হাজার মাস ইবাদতকারী অপেক্ষাও অধিক হয়।

টীকা-৫: যমীনের প্রতি। যে বান্দা দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অবস্থায় আল্লাহ এর স্মরণে (যিকর) মশগুল হয় তাকে সালাম করেন এবং তার পক্ষে দুআ’ ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন।

টীকা-৬: যা আল্লাহ তা’আলা ঐ বছরের জন্য বাজেট করেন।

টীকা-৭: বালা ও মুসীবতসমূহ থেকে। *

টীকা-১: 'সূরা লাম ইয়াকুন'। সেটাকে সূরা 'বায়্যিনাহ'ও বলা হয়। অধিকাংশ মুফাফসিরের মতে এ সূরা 'মাদানী'। আর হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এর এক অভিমতে, এ সূরা মাক্কী। এ সূরায় একটি রুকূ', আটটি আয়াত, চুরানব্বইটি পদ এবং তিনশ নিরানব্বইটি বর্ণ আছে।

সূরা বায়্যিনাহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা বায়্যিনাহ (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৮, রুকূ'-১

لَمۡ یَکُنِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ وَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ مُنۡفَکِّیۡنَ حَتّٰی تَاۡتِیَهُمُ الۡبَیِّنَۃُ ۙ﴿۱﴾

১: কিতাবী কাফির (২) এবং মুশরিক (৩) নিজ নিজ ধর্মত্যাগী ছিলোনা, যে পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি (৪)।

رَسُوۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ یَتۡلُوۡا صُحُفًا مُّطَهَّرَۃً ۙ﴿۲﴾

২: ইনি কে? ইনি আল্লাহর রসূল (৫), যিনি পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করেন (৬),

فِیۡهَا کُتُبٌ قَیِّمَۃٌ ؕ﴿۳﴾

৩: এ গুলোর মধ্যে সরল বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ আছে (৭)

وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَیِّنَۃُ ؕ﴿۴﴾

৪: এবং কিতাবীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু এরপর যে, সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ (৮) তাদের নিকট শুভাগমন করেছে (৯)

وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ؕ﴿۵﴾

৫: এবং ঐসব লোককে তো (১০) এ আদেশই দেয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহ এর ইবাদত করে শুধু তাঁরই উপর বিশ্বাস রেখে (১১) একনিষ্ঠ হয়ে (১২) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। আর এই হচ্ছে সরল সহজ ধর্ম।

اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ وَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ فِیۡ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ اُولٰٓئِکَ هُمۡ شَرُّ الۡبَرِیَّۃِ ؕ﴿۶﴾

৬: নিশ্চয় যত কাফির রয়েছে- কিতাবী ও মুশরিক, সবাই জাহান্নামের আগুনে রয়েছে, সর্বদা তাতে থাকবে। তারা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِکَ هُمۡ خَیۡرُ الۡبَرِیَّۃِ ؕ﴿۷﴾

৭: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

جَزَآؤُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ ؕ ذٰلِکَ لِمَنۡ خَشِیَ رَبَّهٗ ﴿۸﴾

৮: তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট- বসবাস করার বাগান, যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেগুলোর মধ্যে সদা-সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট (১৩) এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট (১৪)। এটা তারই জন্য, যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে (১৫)। *

টীকা-২: ইহুদী ও খৃষ্টান

টীকা-৩: মূর্তি পূজারী

টীকা-৪: অর্থাৎ নাবীকূল সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আবির্ভূত হয়েছেন। কেননা, হুযুর আক্বদাস (عَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالتَّسْلِیْمَاتِ)-এর শুভাগমনের পূর্বে তারা সবাই একথা বলতো, "আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করার নই, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিশ্রুত নাবীর আবির্ভাব হবেনা, যাঁর উল্লেখ তাওরীত ও ইঞ্জীলে রয়েছে।"

টীকা-৫: অর্থাৎ সৈয়দে আলম হযরত মুহাম্মাদ (মুস্তফা (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم),

টীকা-৬: অর্থাৎ ক্বুরআন মজীদ

টীকা-৭: সত্য ও ইনসাফের।

টীকা-৮: অর্থাৎ সৈয়দে আলম (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

টীকা-৯: অর্থ এ যে, প্রথম থেকে তো সবাই এ কথার উপর একমত ছিলো যে, যখন প্রতিশ্রুত নাবী তাশরীফ আনবেন, তখন তারা ঈমান আনবে। কিন্তু যখন ঐ সম্মানিত নাবী আবির্ভূত হলেন, তখন কিছু সংখ্যক তো তাঁর উপর ঈমান আনলেন, আর কিছু সংখ্যক হিংসার বশবর্তী হয়ে ও গোঁড়ামী করে কুফর অবলম্বন করলো।

টীকা-১০: তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে

টীকা-১১: নিষ্ঠার সাথে শির্ক ও নিফাক্ব (মুনাফিকী) থেকে দূরে রয়ে

টীকা-১২: অর্থাৎ সকল ধর্ম ত্যাগ করে একনিষ্ঠতার সাথে শুধু ইসলামের অনুসারী হয়ে

টীকা-১৩: এবং তাদের আনুগত্য নিষ্ঠার উপর

টীকা-১৪: এবং তাঁর অনুগ্রহ দানের উপর

টীকা-১৫: এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে। *

টীকা-১: ‘সূরা ইযা যুলযিলাত’, যাকে ‘সূরা যালযালাহ’ও বলা হয়। এতে একটি রুকূ’, আটটি আয়াত পঁয়ত্রিশটি পদ এবং একশ ঊনচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার নিকটবর্তী সময়ে অথবা ক্বিয়ামতের দিন
টীকা-৩: এবং ভূ-পৃষ্ঠে কোন বৃক্ষ, কোন দালান, কোন পাহাড় বিদ্যমান থাকবে না। প্রত্যেক জিনিসই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে,
টীকা-৪: অর্থাৎ খনিসমূহ ও মৃতগণ, যেগুলো তাতে রয়েছে, সব বের হয়ে এসে পড়বে
টীকা-৫: যে, এমন অস্থির হয়েছে এবং এত ভীষণ ভূ-কম্পন এসেছে যে, যা কিছু এর অভ্যন্তরে ছিলো সবই বাইরে নিক্ষেপ করেছে?
টীকা-৬: এবং যেই ভাল-মন্দ সেটার উপর করা হয়েছে, সবকিছু বর্ণনা করবে, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক নারী ও পুরুষ, এর উপর যা কিছু করেছে সেটা তার সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, “অমুক দিন এটা করেছে এবং অমুক দিন এ কাজ করেছে (তিরমিযী)।
টীকা-৭: যেন আপন সংবাদসমূহ বর্ণনা করে এবং যেই আমল তার উপর করা হয়েছে সেগুলোর সংবাদ দেয়,
টীকা-৮: হিসাব-স্থল থেকে
টীকা-৯: কেউ ডান দিক থেকে বেহেশতের দিকে যাবে, কেউ বাম দিক থেকে জাহান্নামের দিকে,
টীকা-১০: অর্থাৎ আপন আমলসমূহের প্রতিদান
টীকা-১১: হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) ইরশাদ করেছেন যে, প্রত্যেক মু’মিন ও কাফিরকে ক্বিয়ামত-দিবসে তার ভাল-মন্দ আমলসমূহ দেখানো হবে। মু’মিনকে তার ভাল ও মন্দ কাজসমূহ দেখিয়ে আল্লাহ তা’আলা তার মন্দসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং সৎকার্যাদির উপর সাওয়াব প্রদান করবেন। কাফিরের নেকীগুলো বাতিল করে দেয়া হবে। কেননা, সেগুলো কুফরের দরুন নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং অসৎ কর্মের উপর শাস্তি দেয়া হবে। মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব ক্বোরায়যী বলেছেন যে, কাফির অনু পরিমাণ সৎ কাজ করে থাকলেও তার প্রতিফল দুনিয়াতেই দেখে নেবে। এমন কি যখন দুনিয়া থেকে সে চলে যাবে, তখন তার নিকট কোন নেকী থাকবে না। আর ঈমানদার ব্যক্তি স্বীয় মন্দ কার্যাবলীর শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। সুতরাং পরকালে তার সাথে কোন মন্দ থাকবে না। এ আয়াতের মধ্যে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, সৎ কাজ অল্প হলেও কাজে আসবে। আর এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, পাপ ছোট হলেও শাস্তিযোগ্য।
কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, প্রথম আয়াত ঈমানদারদের বেলায় এবং পরবর্তী আয়াত কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।★

সূরা যিলযাল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যিলযাল (মাদানী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৮, রুকূ’-১

১: যখন যমীনকে থরথর করে কাঁপানো হবে (২), যেভাবে সেটার কাঁপানো সাব্যস্ত হয়েছে(৩),	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾
২: এবং যমীন স্বীয় বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে (৪),	وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾
৩: এবং মানুষ বলবে, ‘সেটার কি হয়েছে (৫)’	وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾
৪: ঐদিন সে তার সংবাদসমূহ বর্ণনা করবে (৬),	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾
৫: এ জন্য যে, আপনার প্রতিপালক সেটার প্রতি আদেশ পাঠিয়েছেন (৭),	بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحٰى لَهَا ﴿٥﴾
৬: ঐদিন মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে (৮) বিভিন্ন রাস্তা ধরে (৯), যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (১০) দেখানো হয়।	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾
৭: সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾
৮: এবং যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাও দেখতে পাবে (১১)। *	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

সূরা আদিয়াত

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা আদিয়াত (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১১, রুকূ’-১

১: শপথ ঐগুলোর, যেগুলো দৌঁড়ে (২) এমতাবস্থায় যে, সেগুলোর বুক থেকে আওয়াজ বের হয়,	وَ الۡعٰدِیٰتِ ضَبۡحًا ۙ﴿۱﴾
২: অতঃপর পাথরসমূহ থেকে আগুন বের করে খুর মেরে (৩),	فَالۡمُوۡرِیٰتِ قَدۡحًا ۙ﴿۲﴾
৩: অতঃপর প্রভাত হতেই লুঠতরাজ করে (৪),	فَالۡمُغِیۡرٰتِ صُبۡحًا ۙ﴿۳﴾
৪: অতঃপর ঐসময় ধূলি উড়ায়,	فَاَثَرۡنَ بِہٖ نَقۡعًا ۙ﴿۴﴾
৫: অতঃপর শত্রুর মধ্যে সৈন্যদলের মাঝে প্রবেশ করে-	فَوَسَطۡنَ بِہٖ جَمۡعًا ۙ﴿۵﴾
৬: নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ (৫),	اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّہٖ لَکَنُوۡدٌ ۚ﴿۶﴾
৭: এবং নিশ্চয় সে এর উপর (৬) নিজেই সাক্ষী,	وَ اِنَّہٗ عَلٰی ذٰلِکَ لَشَہِیۡدٌ ۚ﴿۷﴾
৮: এবং নিশ্চয় সে সম্পদের মোহে অত্যন্ত প্রবল (৭)।	وَ اِنَّہٗ لِحُبِّ الۡخَیۡرِ لَشَدِیۡدٌ ؕ﴿۸﴾
৯: আপনি কি জানেন না যখন উত্থিত হবে (৮) যারা কবরসমূহে রয়েছে,	اَفَلَا یَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِی الۡقُبُوۡرِ ۙ﴿۹﴾
১০: এবং প্রকাশ করে দেয়া হবে (৯) যা অন্তরসমূহে রয়েছে?	وَ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوۡرِ ۙ﴿۱۰﴾
১১: নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক ঐ দিন (১০) তাদের সব খবর সম্পর্কে অবহিত (১১)।*	اِنَّ رَبَّہُمۡ بِہِمۡ یَوۡمَئِذٍ لَّخَبِیۡرٌ ﴿۱۱﴾

সূরা ক্বারিয়াহ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা ক্বারিয়াহ (মাক্কী)	রুকূ’-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-১১, রুকূ’-১

১: অন্তর প্রকম্পিতকারী,	اَلۡقَارِعَۃُ ۙ﴿۱﴾

টীকা-১: ‘সূরা আল আদিয়াত’ হযরত ইবনে মাসঊদ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এর মতে, মাক্কী এবং হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) এর মতে, মাদানী। এ’তে একটি রুকূ’ এগারটি আয়াত, চল্লিশটি পদ এবং একশ তেষট্টি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: এ গুলো দ্বারা গাযীদের (ধর্মীয় যোদ্ধাগণ) ঘোড়াগুলোর কথা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো জিহাদের ময়দানে দৌঁড়ায়। তখন সেগুলোর বক্ষ থেকে আওয়াজ বের হয়।

টীকা-৩: যখন কঙ্করময় যমীনের উপর চলাফেরা করে

টীকা-৪: শত্রুকে

টীকা-৫: যেহেতু তার নি’মাতসমূহকে অস্বীকার করে,

টীকা-৬: আপন আমলের উপর

টীকা-৭: অতীব ক্ষমতাশালী, শক্তিমান আর ইবাদতের বেলায় দুর্বল।

টীকা-৮: মৃতগণ

টীকা-৯: ঐ মূলতত্ত্ব কিংবা ভালো-মন্দ,

টীকা-১০: অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবস, যা মীমাংসারই দিন,

টীকা-১১: যেভাবে সদা-সর্বদা থাকে। অতঃপর তাদেরকে ভাল-মন্দ কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। *

★★★★★★★

টীকা-১: ‘সূরা আল ক্বা-রি’আহ’ মাক্কী। এতে একটি রুকূ, এগারটি আয়াত, ছত্রিশটি পদ এবং একশ বায়ান্নটি বর্ণ আছে।

টীকা-২: এটা দ্বারা 'ক্বিয়ামত' বুঝানো হয়েছে, যার ভীতি ও আতঙ্ক দ্বারা অন্তর কাঁপবে। 'ক্বা-রি'আহ' ক্বিয়ামতের নামসমূহের একটি নামও।
টীকা-৩: অর্থাৎ যেভাবে পতঙ্গগুলো পড়ার সময় বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেগুলোর জন্য কোন একটি দিক নির্দিষ্ট থাকে না, প্রত্যেকে অপরের বিপরীত দিক থেকে যায়- এরূপ অবস্থাই ক্বিয়ামত-দিবসে সৃষ্টির বিক্ষিপ্ততারও হবে।
টীকা-৪: যার বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়তে থাকে। ক্বিয়ামতের ভীতি ও পাহাড়সমূহের এ অবস্থা হবে।

مَا الْقَارِعَةُ ۟	২: ঐ প্রকম্পিতকারী কি?
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۟	৩: তুমি কি জেনেছো প্রকম্পিতকারী কি (২)?
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۟	৪: যেদিন মানুষ এমন হবে যেন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পতঙ্গসমূহ (৩),
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۟	৫: এবং পর্বতসমূহ এমন হবে যেন বিধূনিত রুই (৪)।
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۟	৬: অতএব, যার পাল্লা ভারী হবে (৫),
فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۟	৭: সে তো মনের মতো খুশীর জীবনে থাকবে (৬)
وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۟	৮: এবং যার পাল্লা হালকা হবে (৭),
فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۟	৯: সে ধ্বংসকারী কোলে অবস্থান করবে (৮)।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ۟	১০: আর তুমি কি জানো ধ্বংসকারী কি?
نَارٌ حَامِيَةٌ ۟	১১: এক প্রজ্জ্বলিত আগুন (৯)। *

সূরা তাকাসুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাকাসুর (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৮, রুকূ'-১

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۟	১: তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে (২) সম্পদের অধিক কামনা (৩)
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۟	২: যেই পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো (৪)।
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۟	৩: হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্র জেনে যাবে (৫),
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۟	৪: অতঃপর হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্র জেনে যাবে (৬)।

টীকা-৫: এবং ওজনবিশিষ্ট আমল অর্থাৎ পূণ্যসমূহ অধিক হবে,
টীকা-৬: অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে মু'মিনের পূণ্যসমূহ সুন্দর আকৃতিতে সজ্জিত করে পাল্লায় রাখা হবে। তখন তা যদি পরিমাণে অধিক হয়, তাহলে তার জন্য বেহেশত রয়েছে এবং কাফিরের পাপসমূহ বিশ্রী আকৃতিতে পরিবর্তিত করে পাল্লায় রাখা হবে এবং পাল্লা হালকা হয়ে পড়বে। কেননা, কাফিরদের আমলসমূহ বাতিল, ঐগুলোর কোন ওজন নেই। অতঃপর তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে।
টীকা-৭: ঐ কারণে যে, সে বাতিলের অনুসরণ করতো
টীকা-৮: অর্থাৎ তার ঠিকানা দোযখের আগুন
টীকা-৯: যাতে চরম জ্বালা-যন্ত্রণা ও প্রচণ্ডতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তা থেকে নিরাপদে রাখুন। *
টীকা-১: 'সূরা তাকাসুর' মাক্কী। এতে একটি রুকূ', আটটি আয়াত, আটাশটি পদ এবং একশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: আল্লাহ তা'আলা এর আনুগত্য থেকে।
টীকা-৩: এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্পদের প্রাচুর্যের লালসা এবং এর উপর গর্ব করা নিন্দনীয় এবং এর মধ্যে মগ্ন হয়ে মানুষ পরকালীন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।
টীকা-৪: অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত লোভ- লালসা তোমাদের অন্তরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন, "মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি বস্তু থাকে। তন্মধ্যে দু'টি ফিরে আসে, একটি তার সাথে রয়ে যায়। একটি হচ্ছে সম্পদ, দ্বিতীয়টি পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজন। অপর একটি হচ্ছে তার কৃতকর্ম। কৃতকর্ম তার সাথে রয়ে যায়। বাকী দু'টি ফিরে আসে।" (বুখারী শরীফ)
টীকা-৫: মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় স্বীয় এ অবস্থার অশুভ পরিণতিকে,
টীকা-৬: কবরসমূহের মধ্যে।

*'সূরা ক্বা-রি'আহ' সমাপ্ত।

টীকা-৭: এবং অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসায় মগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হতে না।
টীকা-৮: মৃত্যুর পর,
টীকা-৯: যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন- শারীরিক সুস্থতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা, সুখী জীবন এবং সম্পদ ইত্যাদি, যেগুলো দ্বারা পার্থিব জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে। এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- এসব বস্তু কোন কাজে ব্যয় করেছো? এগুলোর কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো? এর অকৃতজ্ঞতার উপর শাস্তি দেয়া হবে। *

★★★★★★★

টীকা-১: অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, 'সূরা ওয়াল আসর' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', তিনটি আয়াত, চৌদ্দটি পদ এবং আটষট্টিটি বর্ণ আছে।

সূরাঃ ১০৩ আসর	১০৯৫	মানযিল-৭	পারাঃ ৩০
৫: হাঁ, হাঁ, যদি 'ইয়াক্বীন-এর জানা' জানতে, তবে সম্পদের মোহ রাখতেনা (৭)। ৬: নিশ্চয় নিশ্চয় জাহান্নামকে দেখবে (৮), ৭: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেটাকে 'ইয়াক্বীন-এর দেখা' দেখবে, ৮: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নি'মাতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (৯)। *	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾		

সূরা আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আসর (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৩, রুকূ'-১
১: ঐ মাহবূবের যুগের শপথ (২), ২: নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (৩), ৩: কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ ও একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে (৪) এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে (৫)।*	وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾		

টীকা-২: 'আসর' সময়-কালকে বলা হয়। আর কাল যেহেতু বিভিন্ন ধরণের আশ্চর্যজনক বস্তুর ঘটনাবলীকে শামিল করে, সেহেতু এতে অবস্থাদির পরিবর্তন পর্যবেক্ষকের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ হয়ে থাকে এবং এসব বস্তু প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা এবং তাঁর একত্বের প্রমাণ বহন করে। এজন্য, হতে পারে এখানে কালের শপথ করাই উদ্দেশ্য। 'আসর' ঐ সময়কেও বলা হয়, যা সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে হয়। ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে ঐ সময়ের শপথকে স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন- লাভবানের পক্ষে 'দোহা' অর্থাৎ চাশতের শপথকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্য এক অভিমত এটাও আছে যে, 'আসর' দ্বারা 'আসরের নামায' বুঝানো যেতে পারে, যা দিনের ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ইবাদত এবং সবচেয়ে মধুর। সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সেটাই, যা সম্মানিত 'উর্দু অনুবাদক' [আলা হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)] পছন্দ করেছেন। তা হচ্ছে- 'সময়' দ্বারা 'সৈয়দে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বিশেষ যুগ' কে বুঝানো হয়েছে, যা মহা বরকতের সময় এবং সকল যুগের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ফযীলত ও সম্মানের। আল্লাহ তা'আলা হুযূরের বরকতময় যুগের শপথ করেছেন, যেভাবে 'লা উক্বসিমু বিহাযাল বালাদ'-এর মধ্যে হুযুর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর বসবাস করার স্থানের শপথের উল্লেখ করেছেন এবং যেভাবে 'লা'আমরুকা' (لَعَمْرُكَ)-এর মধ্যে তাঁর পবিত্র হায়াতের শপথের উল্লেখ করেছেন এবং এর মধ্যে বন্ধুত্বের মর্যাদার (শানে মাহবুবিয়াত) বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।

টীকা-৩: যেহেতু, তার জীবনকাল, যা তার মূলধন ও আসল পুঁজি, তা প্রতিটি মুহূর্তে হ্রাস পাচ্ছে।
টীকা-৪: অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কাজের
টীকা-৫: ঐ সব কষ্ট ও পরিশ্রমের জন্য, যা ধর্মের পথে সামনে আসবে। এসব লোক আল্লাহ এর করুণায় ক্ষতির মধ্যে নয়, কেননা, তাঁদের জীবনের যতটুকু অতিবাহিত হয়েছে, পূণ্য ও আনুগত্যের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। তারা লাভবান হবার উপযোগী। ★★
* 'সূরা তাকাসুর' সমাপ্ত।

★★★★★★★

★★ 'সূরা আসর' সমাপ্ত।

টীকা-১: 'সূরা হুমাযাহ' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', নয়টি আয়াত, ত্রিশটি পদ এবং একশ বত্রিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: এ আয়াতগুলো ঐসব কাফিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ও তার সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বেড়াতো এবং এসব হযরতের বিরুদ্ধে 'গীবত' করতো। যেমন- আখনাস ইবনে শুরায়ক, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ। আর এ আয়াতের হুকুম প্রত্যেক গীবতকারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

সূরা হুমাযাহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা হুমাযাহ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৯, রুকূ'-১

১: ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সম্মুখে বদনামী করে এবং পৃষ্ঠ-পেছনে (অগোচরে) নিন্দা করে (২),	وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾
২: যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং গুনে গুনে রেখেছে,	الَّذِیۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾
৩: সে কি একথা মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে পৃথিবীতে চিরকাল রাখবে (৩)?	یَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾
৪: কখনোনা, অবশ্যই সে পদদলিতকারীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে (৪),	کَلَّا لَیُنۡۢبَذَنَّ فِی الۡحُطَمَةِ ۫﴿۴﴾
৫: তুমি কি জানো পদদলিতকারী কি?	وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحُطَمَةُ ؕ﴿۵﴾
৬: আল্লাহ তা'আলা এর আগুন, যা প্রজ্বলিত হচ্ছে (৫),	نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ ۙ﴿۶﴾
৭: ওটা, যা অন্তরসমূহের উপর সমুদিত হবে (৬)।	الَّتِیۡ تَطَّلِعُ عَلَی الۡاَفۡـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾
৮: নিশ্চয় ওটা তাদের উপর বন্ধ করে দেয়া হবে (৭),	اِنَّهَا عَلَیۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ ۙ﴿۸﴾
৮:দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে (৮)।*	فِیۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

সূরা ফীল

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা ফীল (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫, রুকূ'-১

১: হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি আপনার	اَلَمۡ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ ؕ﴿۱﴾

টীকা-৩: মরতে দেবেনা, যা সেই সম্পদের মোহে আত্মহারা এবং সৎ কাজের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছেনা।

টীকা-৪: অর্থাৎ জাহান্নামের ঐ স্তরে, যেখানে আগুন হাড় ও পাঁজরগুলো চুরমার করে ফেলবে।

টীকা-৫: এবং কখনো ঠাণ্ডা হয়না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে, এ পর্যন্ত যে, তা লাল রং ধারণ করেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে। অবশেষে, তা সাদা হয়ে গেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত জ্বালানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কালো রং ধারণ করেছে। ঐ কালো রং হচ্ছে অন্ধকার। (তিরমিযী শরীফ)

টীকা-৬: অর্থাৎ শরীরের বহির্ভাগে জ্বালাবে এবং শরীরের অভ্যন্তরেও পৌঁছবে। আর অন্তরসমূহকে দগ্ধ করবে। হৃদয় এমন এক বস্তু, যা সামান্যতম তাপও সহ্য করতে পারে না। সুতরাং যখন জাহান্নামের আগুন তার উপর চড়াও হবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন কি ভয়ানক অবস্থা হবে! হৃদয়সমূহকে জ্বালানো এ কারণেই হবে যে, তা হচ্ছে কুধারণাস্থল- কুফর, ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ এবং কু-উদ্দেশ্যসমূহের।

টীকা-৭: অর্থাৎ আগুনে নিক্ষেপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।

টীকা-৮: অর্থাৎ দরজাসমূহের বন্ধন অগ্নিময় লোহার স্তম্ভসমূহ দ্বারা মজবুত করে দেয়া হবে, যেন কখনো দরজা না খোলে।

কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, দরজাগুলো বন্ধ করে অগ্নিময় স্তম্ভ দিয়ে তাদের হাত-পাগুলো বেঁধে দেয়া হবে। ★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরাতুল ফীল' মাক্কী। এতে 'সূরা হুমাযাহ' সমাপ্ত।

একটি রুকু', পাঁচটি আয়াত, বিশটি পদ এবং ছিয়ানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: 'হস্তী আরোহী বাহিনী' দ্বারা আবরাহা ও তার সৈন্যদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবরাহা ইয়েমেন ও হাবশাহ (আবিসিনিয়া) এর বাদশাহ ছিলো। সে সানা'আয় একটি উপাসনালয় (গীর্জা) তৈরী করেছিলো। আর সে চেয়েছিলো যে, 'হজ্জব্রত পালনকারীগণ মক্কা মুকাররমার পরিবর্তে এখানেই আসুক এবং এ উপাসনালয় (গীর্জা)-এর তাওয়াফ করুক।' আরববাসীদের নিকট এটা খুব কষ্টদায়ক ছিলো। বনী কানানাহ গোত্রের এক ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে ঐ গীর্জায় পায়খানা করে ওটাকে আবর্জনাময় করে দিলো। এ'তে আবরাহা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো এবং সে কা'বাগৃহ ধ্বংস করে দেয়ার শপথ নিলো। আর এ ইচ্ছা নিয়ে আপন সৈন্যবাহিনীসহ, যাতে অসংখ্য হাতী ছিলো এবং সেটার অগ্রভাগে একটি পর্বত-প্রমাণ বিরাটাকায় হাতী ছিলো। যার নাম ছিলো 'মাহমূদ'। আবরাহা মক্কা মুকাররমার নিকট পৌঁছে মক্কাবাসীদের পালিত জীবজন্তুগুলো আবদ্ধ করে ফেললো। তন্মধ্যে দু'শ উট আবদুল মুত্তালিবেরও ছিলো।

আবদুল মুত্তালিব আবরাহার নিকট আসলেন। বিরাটকায় সাড়ম্বর আবরাহা তাঁকে সম্মান করলো এবং তার নিকটে বসালো। আর তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বললেন, "আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমার উষ্ট্রগুলো ফেরৎ দেয়া হোক।" আবরাহা বললো, "আমার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে, আমি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এসেছি এবং ওটা হচ্ছে আপনাদের ও আপনাদের পিতৃপুরুষদের সম্মানিত ও পবিত্রস্থান। আপনি এর জন্য তো কিছুই বললেন না, বরং নিজ উষ্ট্রগুলোর কথাই বলছেন!" তিনি বললেন, "আমি উষ্ট্রগুলোরই মালিক হই। ঐগুলোর জন্যই বলছি। কা'বা গৃহের যিনি মালিক রয়েছেন, তিনি নিজেই তার হিফাযত করবেন।" আবরাহা তাঁর উষ্ট্রগুলো ফেরত দিয়ে দিলো। আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদেরকে অবস্থা শুনালেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দিলেন, যেন তারা পাহাড়সমূহের ঘাটিগুলো ও শৃঙ্গসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুতরাং কুরায়শগণ তাই করলো এবং আবদুল মুত্তালিব কা'বার দরজায় পৌঁছে আল্লাহ এর দরবারে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দু'আ করলেন। আর দু'আ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আপন গোত্রের দিকে চলে গেছেন। আবরাহা খুব ভোরে তার সৈন্যদেরকে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলো এবং হাতী গুলোও প্রস্তুত করে নিলো। কিন্তু 'মাহমূদ' নামক হাতীটি উঠলোনা ও কা'বার দিকে অগ্রসর হলো না। অন্য যেদিকেই চালাতো চলতো, কিন্তু যখন সেটাকে কা'বামুখী করা হতো, তখন বসে পড়তো। আল্লাহ তাআ'লা ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন, যেগুলো ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করছিলো। সেগুলোর আঘাতে তারা ধ্বংসের শিকার হচ্ছিলো।

সূরাঃ ১০৫ ফীল	১০৯৭	মানযিল-৭	পারাঃ ৩০
প্রতিপালক ঐ হস্তী আরোহী বাহিনীর কি অবস্থা করেছেন (২)?	بِاَصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ ؕ(۱)		
২: তাদের চক্রান্তগুলোকে কি ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেন নি?	اَلَمۡ یَجۡعَلۡ کَیۡدَہُمۡ فِیۡ تَضۡلِیۡلٍ ۙ(۲)		
৩: এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁকসমূহ প্রেরণ করেছেন (৩),	وَّ اَرۡسَلَ عَلَیۡہِمۡ طَیۡرًا اَبَابِیۡلَ ۙ(۳)		
৪: যেগুলো তাদেরকে কংকর-পাথর দিয়ে মারছিলো (৪)।	تَرۡمِیۡہِمۡ بِحِجَارَۃٍ مِّنۡ سِجِّیۡلٍ ۪ۙ(۴)		
৫: অতঃপর তাদেরকে চর্বিত ক্ষেতের পল্লবের মতো করেছেন (৫)। *	فَجَعَلَہُمۡ کَعَصۡفٍ مَّاۡکُوۡلٍ ؓ(۵)		

টীকা-৩: যেগুলো সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিলো, প্রত্যেকটির নিকট তিনটি করে কংকর ছিলো-- দু'টি দু'পায়ে, একটি ঠোঁটে।

টীকা-৪: ঐ পাখীগুলো যার উপর কংকর ছুঁড়েছিলো ওটা ঐ ব্যক্তির মাথা দিয়ে ঢুকে, শরীর ভেদ করে হাতীর দেহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মাটিতে পৌঁছে যেতো। প্রত্যেক কংকরের উপর ঐ ব্যক্তির নাম লিখা ছিলো, যাকে ঐ কংকর দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৫: যে বৎসর এ ঘটনা ঘটেছিলো ঐ বৎসর এ ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর সৈয়দে আলম হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বেলাদত শরীফ হয়েছিলো। *

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরাতুল কুরাঈশ' বিশুদ্ধতর বর্ণনামতে, মাক্কী। এতে একটি রুকূ', চারটি আয়াত, সতেরটি পদ এবং তিয়াত্তরটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এর নি'মাত অগণিত। তন্মধ্যে একটা প্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে এটা যে, তিনি কুরাঈশদেরকে প্রতি বছর দু'টি সফরের প্রতি অনুরাগ দান করেছেন। ঐ গুলোর মুহাব্বত তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। শীতের মৌসুমে ইয়েমেনের সফর ও গরমের মৌসুমে সিরিয়ার। অর্থাৎ কুরাঈশগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ মৌসুমগুলোতে সফর করতো। আর প্রত্যেক জায়গায় মানুষ তাদেরকে 'আহলে হেরম' (হেরমের অধিবাসী) বলতো এবং তাঁদের সম্মান করতো। তাঁরা নিরাপদে ব্যবসা করতো এবং প্রচুর লাভবান হতো। আর মক্কা মুকাররমায় বসবাস করার জন্য জীবন-সামগ্রীও একসাথে লাভ করতো। যেখানে না আছে ক্ষেত, না অন্য কোন জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ। আল্লাহ এর এ নি'মাত প্রকাশ্য এবং তা থেকে তারা উপকৃত হয়।
টীকা-৩: অর্থাৎ কা'বা শরীফের
টীকা-৪: যা এ সফরগুলোর পূর্বে আপন জন্মভূমিতে ক্ষেত না হওয়ার দরুন তারা ভোগ করতো, এ সফরগুলোর মাধ্যমে
টীকা-৫: হেরম শরীফের কারণে এবং মক্কার অধিবাসী হওয়ার কারণে কেউ তাঁদের সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করতো না, অথচ চারিদিকে খুন, ডাকাতি অব্যাহত ছিলো। কাফেলা লুণ্ঠতরাজের শিকার হতো, মুসাফিরগণ খুন হতো। অথবা এ অর্থ যে, তাদেরকে কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। এভাবে যে, তাদের শহরে কখনো কুষ্ঠরোগ হবে না। অথবা এ অর্থ যে, বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর বরকতে তাদেরকে মহা ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। *

★★★★★★★

টীকা-১: সূরা মা'ঊন' মাক্কী। আরও বলা হয়েছে যে, তার অর্ধেক 'আস ইবনে ওয়া-ইল সম্পর্কে মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকী অর্ধেক মদীনা তৈয়্যিবায়হ'য় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক সম্পর্কে (নাযিল হয়েছে)। এতে একটি রুকু, সাতটি আয়াত, পঁচিশটি পদ এবং একশ পঁচিশটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: হিসাব ও প্রতিফলকে অস্বীকার করে, উজ্জ্বল প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও,
শানে নুযূলঃ এ আয়াতগুলো আস ইবনে ওয়া-ইল সাহমী কিংবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।
শানে নুযূলঃ তার উপর কঠোরতা করে ও তার প্রাপ্য দেয়না।
★ 'সূরা কুরাঈশ' সমাপ্ত।

সূরা কুরাঈশ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা কুরাঈশ (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৪, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: এজন্য যে, কুরাইশকে আকর্ষণ প্রদান করেছেন,	لِاِیۡلٰفِ قُرَیۡشٍ ۙ﴿۱﴾
২: তাদের শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল- উভয়ের সফরের মধ্যে আকর্ষণ প্রদান করেছেন (২)।	اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّیۡفِ ۚ﴿۲﴾
৩: সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের (৩) প্রতিপালকের ইবাদত করে,	فَلۡیَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَیۡتِ ۙ﴿۳﴾
৪: যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় (৪) আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন (৫)। *	الَّذِیۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۬ۙ وَّ اٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ٪﴿۴﴾

সূরা মাউ'ন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা মাউ'ন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৭, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: আচ্ছা, দেখুন তো। যে ধর্মকে অস্বীকার করে (২),	اَرَءَیۡتَ الَّذِیۡ یُکَذِّبُ بِالدِّیۡنِ ؕ﴿۱﴾
২: সুতরাং সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে ধাক্কা দেয় (৩)	فَذٰلِکَ الَّذِیۡ یَدُعُّ الۡیَتِیۡمَ ۙ﴿۲﴾

টীকা-৪: অর্থাৎ না নিজে দেয়, না অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। শেষ পর্যায়ের কৃপণ।
টীকা-৫: এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা একাকী অবস্থায় নামায পড়েনা। কেননা, তারা তাতে বিশ্বাসী নয় এবং লোক সম্মুখে নামাযী সাজে এবং নিজেকে নিজে নামাযী হিসাবে প্রকাশ করে ও দেখানোর জন্য উঠাবসা করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী।
টীকা-৬: ইবাদত সমূহের মধ্যে। সামনে তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।
টীকা-৭: সূঁচ, ডেকচি, পাতিল ও পেয়ালা।
টীকা-৮: মাসআলাঃ আলিমগণ বলেছেন যে, মানুষের আপন ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ ধরণের সামগ্রীসমূহ রাখা মুস্তাহাব, যেগুলো পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রয়োজন হয় এবং যাতে তাদেরকে ধার দিতে পারে।★

৩: এবং মিসকীনকে আহার দেয়ার প্রেরণা প্রদান করেনা (৪)।
৪: সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে,
৫: যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে (৫),
৬: ঐসব ব্যক্তি, যারা লোক দেখানো (ইবাদত) করে (৬),
৭: এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সামগ্রী (৭) চাইলে দেয়না (৮)।★

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

সূরা কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কাওসার (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৩, রুকূ'-১

১: হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি (২),
২: সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন (৩) এবং কুরবানী করুন (৪)।
৩: নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সে-ই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত (৫)।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾

টীকা-১: 'সূরা কাওসার' অধিকাংশ মুফাফসিরের মতে, মাদানী। এতে একটি রুকূ', তিনটি আয়াত, দশটি পদ এবং বিয়াল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।
টীকা-২: আর অসংখ্য ফযীলত দান করে সৃষ্টিকুলের উপর সর্বোত্তম করেছেন। বাহ্যিক সৌন্দর্যও দিয়েছেন, অভ্যন্তরীন সৌন্দর্যও, উচ্চ বংশ-মর্যাদাও, নাবূয়্যাতও, কিতাবও, প্রজ্ঞাও, জ্ঞানও, শাফা'আতও, হাওযে কাওসারও, মাক্বামে মাহমূদও। উম্মতের প্রাচুর্যও, ধর্মের শত্রুদের উপর বিজয়ও আর অগণিত নি'মাত এবং ফযীলত প্রদান করেছেন সেগুলোর অন্ত নেই।
টীকা-৩: যিনি আপনাকে সম্মান ও আভিজাত্য দিয়েছেন
টীকা-৪: তাঁর জন্য, তাঁর নামে, মূর্তিপূজারীদের বিপরীত, যারা মূর্তিগুলোর নামে যবেহ করে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'নামায' দ্বারা ঈদের নামায বুঝানো হয়েছে।
টীকা-৫: কিন্তু আপনি নন। কেননা, আপনার পরম্পরা (সিলসিলাহ) ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আপনার আওলাদ বৃদ্ধি পাবে। আর আপনার অনুসারী দ্বারা দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আপনার সুনাম মিম্বরগুলোর উপর সমুন্নত হবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী আলিম ও বক্তা আল্লাহ তা'আলা এর স্মরণের সাথে আপনার স্মরণ করতে থাকবে। (পক্ষান্তরে,) নিশ্চিহ্ন ও সব ধরণের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে আপনার দুষমনই।

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর সন্তান হযরত কাসিম (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)-এর ওফাত হলো, তখন কাফিরগণ তাঁকে 'আবতার' অর্থাৎ 'উত্তরসূরীবিহীন' বলে আখ্যায়িত করলো এবং একথা বললো যে, এখন তাঁর কোন বংশধর রইলো না, তাঁর পরে তাঁর অলোচনাও থাকবেনা এবং এসব চর্চা শেষ হয়ে যাবে। এর খণ্ডনে এ সম্মানিত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা এ সব কাফিরকে মিথ্যুক প্রমাণিত করলেন এবং তাদের উপযুক্ত জবাব দিলেন।
★ 'সূরা মাউ'ন সমাপ্ত।
★★ 'সূরা কাওসার' সমাপ্ত।

টীকা-১: 'সূরা আল-কাফিরূন' মাক্কী। এতে একটি রুকূ', ছয়টি আয়াত, ছাব্বিশটি পদ এবং চুরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।
শানে নুযূলঃ কুরাঈশ বংশের একটা দল বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বলেছিলো, "আপনি আমাদের ধর্মের অনুসরণ করুন, আমরা আপনার ধর্মের অনুসরণ করবো। এক বছর আপনি আমাদের দেবতাগুলোর পূজা করুন, এক বছর আমরা আপনার মা'বূদের ইবাদত করবো।"
তখন সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "আমি আল্লাহ এরই আশ্রয় নিচ্ছি তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা থেকে।" তারা বলতে লাগলো, "তাহলে আপনি আমাদের উপাস্যগুলোর গায়ে হাত লাগান, তাহলে আমরা আপনার সত্যায়ন করবো এবং আপনার উপাস্যের ইবাদত করবো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মসজিদে হারামে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে কুরাঈশদের ঐ দলটি উপস্থিত ছিলো। হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদেরকে এ সূরাটি পড়ে শুনালেন। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেলো। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর সাহাবীদের উপর নির্যাতনের পথকেই বেছে নিলো।
টীকা-২: এখানে বিশিষ্ট কাফিরগণই সম্বোধিত, যারা আল্লাহ এর জ্ঞানে ঈমান থেকে বঞ্চিত।
টীকা-৩: অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের কুফর এবং আমার জন্য আমার তাওহীদ ও আমার নিষ্ঠা। বস্তুতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধমকানো। (জিহাদের আয়াত দ্বারা এ আয়াতটি-এর হুকুম) মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।) ★
★★★★★★★★
টীকা-১: 'সূরা নাসর' মাদানী। এতে একটি রুকূ', তিনটি আয়াত, সতেরটি পদ এবং সাতাত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

সূরা কাফিরূন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা কাফিরূন (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৬, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: আপনি বলুন, 'হে কাফিরগণ (২)।	قُلۡ یٰۤاَیُّہَا الۡکٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾
২: আমি ইবাদত করিনা যার তোমরা ইবাদত করো,	لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾
৩: এবং না তোমরা ইবাদত করো যার ইবাদত আমি করি,	وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾
৪: এবং না আমি ইবাদত করবো যার ইবাদত তোমরা করেছো।	وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾
৫: না তোমরা ইবাদত করবে যাঁর ইবাদত আমি করি।	وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ﴿۵﴾
৬: তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার (৩)। *	لَکُمۡ دِیۡنُکُمۡ وَ لِیَ دِیۡنِ ٪﴿۶﴾

সূরা নাসর

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা নাসর (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৩, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: যখন আল্লাহ এর সাহায্য ও বিজয় আসবে (২),	اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰہِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾
২: এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে, আল্লাহ এর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে (৩),	وَ رَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰہِ اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾
৩: অতঃপর আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী	فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ

টীকা-২: নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর জন্য শত্রুদের মুকাবিলায়। এটা দ্বারা হয়ত ইসলামের ব্যাপক বিজয়গুলো বুঝানো হয়েছে কিংবা শুধু মক্কা বিজয়।
টীকা-৩: যেমন মক্কা বিজয়ের পর হয়েছিলো যে, লোকেরা আরব ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোলামীর উৎসাহে চলে আসছিলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছিলো।

টীকা-৪: উম্মতের জন্য।

টীকা-৫: এ সূরাটি অবতীর্ণ হবার পর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ) 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ও (اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ) 'আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলায়হি' (অর্থাৎ আল্লাহ এরই পবিত্রতা এবং তাঁরই প্রশংসা সহকারে, আর আমি আল্লাহ এর নিকট ক্ষমার প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি) অধিক হারে পাঠ করতেন।

হযরত ইবনে ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরাটি 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজ্জ)-এর মধ্যে মিনায় নাযিল হয়েছে। এরপর 'আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দ্বী-নাকুম- আল-আয়াত' অবতীর্ণ হয়েছে। সেটা নাযিল হবার পর হুযূর বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ سَلَّم) আশি দিন পর্যন্ত দুনিয়ায় তাশরীফ রেখেছিলেন। অতঃপর আয়াতে 'কালালাহ' (সূরা নিসাঃ আয়াত-১৭৬) অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) পঞ্চাশ দিন তাশরীফ রেখেছিলেন। তারপর আয়াত- (وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ) অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একুশ দিন বা সাত দিন মাত্র তাশরীফ রেখেছিলেন।

এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কিরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং এখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) পৃথিবীতে আর বেশী দিন তাশরীফ রাখবেন না। অতএব, হযরত ওমর (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এ সূরা শ্রবণ করে ঐ ধারণায় কেঁদেছিলেন। এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّم) ভাষণ দিয়েছিলেন- "একজন বান্দাকে আল্লাহ ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, চাই তিনি পৃথিবীতে থাকুন কিংবা তাঁর (আল্লাহ) সাক্ষাত গ্রহণ করুন। ঐ বান্দা আল্লাহ এর সাক্ষাতকেই গ্রহণ করেছেন।" এটা শুনে হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বললেন, "(ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আপনার জন্য আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি সবই উৎসর্গকৃত।"★

★★★★★★★

টীকা-১: 'সূরা আবী লাহাব' মাক্কী। এ'তে একটি রুকূ', পাঁচটি আয়াত, বিশটি পদ এবং সাতাত্তরটি বর্ণ আছে।

وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর থেকে ক্ষমা চান (৪)। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবাহ কবুলকারী (৫)। *

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা লাহাব (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫, রুকূ'-১

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿۱﴾

১: ধ্বংস হয়ে যাক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংস হয়েই গেছে (২)।

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿۲﴾

২: তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উপার্জন করেছে (৩)।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿۳﴾

৩: এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে- সে

শানে নুযূলঃ যখন নবী করীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সাফা- পর্বতের উপর আরববাসীদেরকে আহ্বান করলেন, তখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসলো এবং হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের নিকট থেকে তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর ইরশাদ ফরমালেন, -(اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْد) অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আগাম এক কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী " এর জবাবে আবূ লাহাব হুযূর পাক (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে বললো, "তুমি ধ্বংস হয়ে যাও! তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছো?" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীবে কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পক্ষ থেকে জবাব দিলেন।

টীকা-২: আবূ লাহাবের নাম 'আবদুল ওযযা'। সে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র এবং বিশ্বকুল সরদার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর চাচা ছিলো। খুব ফর্সা এবং সুন্দর পুরুষ ছিলো। এ জন্য তার 'উপনাম' হলো 'আবূ লাহাব' (শিখাময়)। আর এ উপনামেই সে পরিচিত ছিলো। 'হস্তদ্বয়' দ্বারা তার গোটা সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩: অর্থাৎ তার সন্তান-সন্ততি। বর্ণিত আছে যে, আবূ লাহাব যখন প্রথম আয়াত শুনলো, তখন বলতে লাগলো, "আমার ভাতুষ্পুত্র যা বলছে তা যদি সত্য হয়, তবে আমি আমার প্রাণ রক্ষার্থে, আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে উৎসর্গ করে দেবো" এ আয়াতের মধ্যে তার এ কল্পনার খণ্ডন করা হয়েছে যে, এ কল্পনা ভুল। এখন কোন জিনিস কাজে আসার নয়।

* 'সূরা নাসর' সমাপ্ত।

টীকা-৪: উম্মে জামীল বিনতে হারব ইবনে উমাইয়্যা, আবূ সুফিয়ানের বোন। সে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর সাথে অত্যন্ত বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতো। প্রচুর সম্পদশালী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলো, কিন্তু সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর প্রতি শত্রুতার মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছিলো- স্বয়ং নিজ মাথায় কাঁটার বোঝা বহন করে রসূল কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) -এর চলার পথে ছড়িয়ে দিতো, যাতে হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও তাঁর সাহাবীগণ কষ্ট পান। আর হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-কে কষ্ট দেয়া তার নিকট এতো প্রিয় ছিলো যে, সে এ কাজে অন্য কারো সাহায্য নেয়া পর্যন্ত পছন্দ করতো না।
টীকা-৫: যা দ্বারা কাঁটার বোঝা বাঁধতো। একদিন সে বোঝা বহন করে আনছিলো। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটি পাথরের উপর বসে পড়েছিলো। এক ফিরিশতা আল্লাহ এর আদেশে তার পেছনের দিক থেকে সে বোঝাটা টান দিলেন। সে পড়ে গেলো এবং রশি দ্বারা গলায় ফাঁস আটকে পড়লো ও মৃত্যু মুখে পতিত হলো। ★
★★★★★★★

সূরাঃ ১১২ ইখলাস	১১০২	মানযিল-৭	পারাঃ ৩০

৪: এবং তার স্ত্রী (৪), লাকড়ির বোঝা মাথায় বহনকারীনী,	وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ﴿۴﴾
৫: তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি (৫)।*	فِیْ جِیْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿۵﴾

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সূরা ইখলাস (মাক্কী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৪, রুকূ'-১

১: আপনি বলুন, 'তিনি আল্লাহ, তিনি এক (২),	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾
২: আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নন (৩),	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾
৩: না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন (৪) এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন (৫),	لَمْ یَلِدْ ۙ۬ وَ لَمْ یُوْلَدْ ﴿۳﴾
৪: এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার (৬)।	وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

টীকা-১: 'সূরা ইখলাস' মাক্কী। অপর এক অভিমতানুসারে, মাদানী। এতে একটি রুকূ', চারটি আয়াত, পনেরটি পদ এবং ছেচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।
হাদীস শরীফসমূহে এ সূরার অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এটাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমমর্যদাসম্পন্ন বলা হয়েছে অর্থাৎ যদি এ সূরাটি তিনবার পড়া হয়, তবে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর খেদমতে আরয করলেন, 'এ সূরার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা রয়েছে।' হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ ফরমালেন, "এর প্রতি ভালবাসা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে।" (তিরমিযী)
শানে নুযূলঃ আরবের কাফিরগণ সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নিকট (الله ربُّ العزّت وعزّ وعلا تبارك وتعالٰى) আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত আযযা ওয়া 'আলা তাবারকা ওয়া তাআ'লা (মহামহিম বরকতময় আল্লাহ) সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করেছিলো। কেউ বলছিলো, "আল্লাহ এর বংশ কি?" কেউ বলছিলো, "তিনি স্বর্ণের, না রৌপ্যের, না লৌহের, না কাঠের? কিসের তৈরী?" কেউ বললো, "তিনি কি আহার করেন? কি পান করেন? তিনি প্রতিপালকত্ব কার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন? আর তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন?" এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপন সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা করে পরিচয় লাভের পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং অন্ধকার যুগের ধারণা ও কল্পনার অন্ধকাররাশিকে, যার মধ্যে তারা নিমজ্জিত ছিলো, আপন সত্তা ও গুণাবলীর আলোকের বর্ণনা দিয়ে দূরীভূত করেছেন।
টীকা-২: 'প্রতিপালক' ও 'খোদা'-হবার দিক দিয়ে মহত্ত্ব ও পূর্ণতার গুণাবলীতে গুণান্বিত। সমতুল্য ও সমকক্ষ হতে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক নেই।
টীকা-৩: প্রত্যেক জিনিস থেকে। না আহার করেন, না পান করেন। অনাদিকাল থেকে বিরাজমান ও অনন্তকাল থাকবেন
টীকা-৪: কেননা, কেউ তাঁর স্বজাতীয় নেই।
টীকা-৫: কেননা, তিনি চিরস্থায়ী (ক্বাদীম), আর 'জন্ম হওয়া' হচ্ছে পরিবর্তনশীল সৃষ্টিরই (حادث) বৈশিষ্ট্য।
টীকা-৬: অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ নেই।
এ সূরার এ কয়েকটি আয়াতে 'ইলমে ইলাহিয়্যাত' (খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান)-এর উত্তম ও উচ্চস্তরের মর্মবাণী বর্ণনা করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ভর্তি হয়ে যাবে। ★★
★★★★★★★
★ 'সূরা লাহাব' সমাপ্ত।
★★ 'সূরা ইখলাস' সমাপ্ত।

টীকা-১: 'সূরা ফালাক্ব' মাদানী। অপর এক অভিমতানুসারে মাক্কী। প্রথমটাই বিশুদ্ধতর। এ সূরায় একটি রুকূ, পাঁচটি আয়াত, তেইশটি পদ এবং চুয়াত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

শানে নুযূলঃ এ সূরা এবং এর পরবর্তী সূরা 'সূরা নাস' ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন লবীদ ইবনে আসেম ইহুদী ও তার কন্যাগণ হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর উপর যাদু করেছিলো এবং হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর দেহ মুবারক ও পবিত্র প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেটার প্রভাব পড়েছিলো, পবিত্র 'ক্বালব' (হৃদয়), 'আক্বল' (বিবেক-বুদ্ধি) ও ই'তিক্বাদ (অন্তরের বিশ্বাস)-এর উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কিছুদিন পর হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আসলেন। তিনি আরয করলেন, "এক ইহুদী আপনার উপর যাদু করেছে এবং যাদুর যা কিছু উপকরণ রয়েছে তা অমুক কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়েছে।" হুযূর সৈয়দে আলম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হযরত আলী মুরতাদা (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) -কে পাঠালেন। তিনি কূপের পানি সেচে পাথর উঠালেন এবং সেটার নীচে থেকে খেজুরের কচি পাতার তৈরী একটি থলে উদ্ধার করলেন এবং এর মধ্যে ছিলো হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর চুল মুবারক, যা চিরুণী থেকে বের হয়েছে, হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)- এর চিরুণী মুবারকের কয়েকটা দাঁত ও একটি রশি অথবা ধনুকের রশি, যাতে এগারটি গ্রন্থি দেয়া হয়েছিলো এবং একটি মোমের পুতুল, যাতে এগারটি সুই গাঁথা ছিলো। এসব উপকরণ পাথরের নীচে থেকে বের করা হলো এবং হুযূরের দরবারে পেশ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ করলেন। এ সূরা দু'টিতে এগারটি আয়াত আছে। তন্মধ্যে পাঁচটি সূরা ফালাক্বে রয়েছে। প্রত্যেক আয়াত পড়ার সাথে সাথে একেকটা করে গিরা খুলে যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত সব গিরা খুলে গেলো এবং হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

সূরা ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ফালাক্ব (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৫, রুকূ'-১

অনুবাদ	আয়াত
১: আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি, যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা (২)	قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾
২: তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে (৩),	مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾
৩: এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সেটা অস্তমিত হয় (৪),	وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾
৪: এবং ঐসব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহে ফুৎকার দেয় (৫),	وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾

মাসআলাঃ তাবিজ ও 'আমল' করা, যদি তাতে কোন কুফর ও শির্কের শব্দ বা বাক্য না থাকে, তবে জায়েয। বিশেষ করে, ঐ 'আমল, যা ক্বুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা করা হয় অথবা যার কথা হাদীসমূহে বর্ণিত হয়ে থাকে (তা নিঃসন্দেহে বৈধ)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আসমা বিনতে আমীস আরয করলেন, "হে আল্লাহ রাসূল (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জাফরের শিশু সন্তানরা ঘনঘন দৃষ্টি দোষের শিকার হয়, তাদের জন্য আমল করার কি আমায় অনুমতি রয়েছে?" হুযূর অনুমতি দিলেন। (তিরমিযী)

টীকা-২: আল্লাহ এর আশ্রয় প্রার্থনায়, আল্লাহ তা'আলা এর এ গুণ সহকারে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রভাত সৃষ্টি করে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করেন। তিনি এর উপরও শক্তিমান যে, আশ্রয় প্রার্থনাকারীর মনে যে অবস্থাদির আশংকা রয়েছে তাও দূরীভূত করবেন। অনুরূপভাবে, যে মনে অন্ধকারময়ী রাতে মানুষ ভোর উদয়ের অপেক্ষা করে তেমনি ভীত ব্যক্তি নিরাপত্তা ও আরামের জন্য আপেক্ষমান থাকে। এতদ্ব্যতীত, প্রভাত বিপদগ্রস্ত ও অস্থিরচিত্তদের দু'আ কবূল হবার সময়। সুতরাং অর্থ এ হলো যে, 'যখন বিপদগ্রস্ত ও চিন্তিতদের এ থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং দু'আ কবূল করা হয়, আমি ঐ সময়ের সৃষ্টিকর্তার আশ্রয় চাচ্ছি।' অন্য এক অভিমতানুসারে, 'ফালাক্ব' জাহান্নামের একটা উদ্যান।

টীকা-৩: প্রাণী হোক বা প্রাণহীন, শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন হোক, বা না-ই হোক। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, 'মাখলূক্ব' (সৃষ্টি) দ্বারা বিশেষভাবে ইবলীসকে বুঝানো হয়েছে, যার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর কেউ নেই। যাদুকার্য সে ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাহায্যে সমাধা হয়ে থাকে।

টীকা-৪: হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) থেকে বর্ণিত যে, রসূলে কারীম (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে বললেন, হে আয়িশা! এর অপকারিতা থেকে আল্লাহ এর আশ্রয়, যেহেতু এটা অন্ধকারাচ্ছন্নকারী, যখন অস্ত যায়।" (তিরমিযী) অর্থাৎ মাসের শেষ দিকে যখন চন্দ্র ডুবে যায়, তখন যাদুর ঐ আমল, যা অসুস্থ করার জন্য করা হয়, এ সময়েই করা হয়।

টীকা-৫: অর্থাৎ যাদুকর মেয়েরা, যারা রশিতে গিরা দিতে দিতে এর মধ্যে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুৎকার দেয়, যেমন লবীদের কন্যাগণ

মাসআলাঃ কবচ বানানো, এর উপর গিরা দেয়া এবং ক্বুরআনের আয়াত বা আল্লাহ এর নামসমূহ পড়ে ফুৎকার দেয়া জায়েজ। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈগণ এর উপর একমত। হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا)- এর হাদীসে বর্ণিত আছে- যখন হুযূর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর পরিবারের মধ্যে

কেউ অসুস্থ হতেন, তখন হুযূর (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) আল্লাহ এর আশ্রয় প্রার্থনা জ্ঞাপক সূরা ও দুআ'সমূহ পড়ে ফুৎকার দিতেন।

টীকা-৬: 'হিংসুক' হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে অপরের নি'মাতের পতন কামনা করে। এখানে 'হাসিদ' বা হিংসুক দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে- যারা নাবী কারীম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)-এর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতো, অথবা বিশেষ করে লবীদ ইবনে আসেম ইহুদীর কথা বুঝানো হয়েছে। 'হাসদ' (حسد) নিকৃষ্টতম দোষ এবং এটাই সর্বপ্রথম পাপ- যা আসমানের মধ্যে ইবলিশ থেকে সম্পাদিত হয় এবং যমীনে কাবিল থেকে। ★

টীকা-১: 'সূরা ওয়ান্নাস' সহীহ রিওয়ায়াত মতে, মাদানী। এতে একটি রুকু', ছয়টি আয়াত, বিশটি পদ এবং উনাশিটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২: সকলের স্রষ্টা ও মালিক। মানুষের কথা তাদের সম্মানের জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু, তাদেরকে 'আশরাফুল মাখলুক্বাত' (সৃষ্টির সেরা) করেছেন।

৫: হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে আমার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۟ (٥)

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নাস (মাদানী)	রুকূ'-১	আল্লাহ এর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়,	আয়াত-৬, রুকূ'-১

১: আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক (২),	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)
২: সকল মানুষের বাদশাহ (৩),	مَلِكِ النَّاسِ (٢)
৩: সকল লোকের খোদা (৪)-	اِلٰهِ النَّاسِ (٣)
৪: তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় (৫) এবং আত্মগোপন করে (৬),	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ (٤)
৫: যে মানুষের অন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে,	الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥)
৬: জ্বীন ও মানুষ (৭)। *	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

টীকা-৩: তাদের কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনাকারী,

টীকা-৪: যেহেতু, ইলাহ মা'বূদ হওয়া তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট

টীকা-৫: এর দ্বারা শয়তানের কথা বুঝানো হয়েছে

টীকা-৬: এটা হচ্ছে তার অভ্যাস মানুষ যখন অমনোযোগী হয়, তখন তার অন্তরে কুপ্ররোচনা প্রদান করে এবং যখন মানুষ আল্লাহ এর যিকর করে, তখন শয়তান আত্মগোপন করে থাকে ও সরে যায়।

টীকা-৭: এ হচ্ছে কুমন্ত্রনা দানকারী শয়তানদের বিবরণ যে, তারা জ্বীনদের মধ্য থেকেও হয় এবং মানবদের মধ্য থেকেও। যেমন, জ্বীন-শয়তানগণ মানুষের মধ্যে কুপ্ররোচনা দেয় তেমনিভাবে মানুষ-শয়তানও উপদেশদাতা সেজে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর যদি মানুষ ঐ সকল কুমন্ত্রনাদি মান্য করে, তখন তার পরম্পরা বা সিলসিলাহ বৃদ্ধি লাভ করে এবং অত্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকে। আর যদি তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে, তখন সরে পড়ে এবং আত্মগোপন করে থাকে। মানুষের উচিত যেন জ্বীন-শয়তান ও তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করে এবং মানুষ-শয়তান থেকেও। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, সৈয়দে আলম (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) রাতে যখন বিছানা মুবারকে তাশরীফ নিতেন, তখন আপন মুবারক হস্তদ্বয় একত্রিত করে এর মধ্যে ফুঁক দিতেন এবং সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' ও 'কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুল আ'ঊযু বিরাব্বিন নাস' পড়ে স্বীয় মুবারক হস্তদ্বয়কে মাথা মুবারক থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর মুবারকে বুলাতেন- যতদূর হাত মুবারক পৌঁছতে পারতো। এ 'আমল' তিনবার করতেন। **

****

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ وَاَسْرَارِ كِتَابِهٖ — وَاٰخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَاَزْكٰی السَّلَامِ عَلٰی حَبِیْبِهٖ وَسَیِّدِ اَنْبِیَائِهٖ وَ رُسُلِهٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ؕ

অর্থাৎঃ এবং আল্লাহ তা'আলা এ কুরআনের অর্থ ও রহস্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আমাদের দাবী হচ্ছে এ যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক, সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত (রহমত) ও পবিত্রতম সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আল্লাহ এর হাবীব, নাবী ও রসূলগণের সরদার, আমাদের সরদার মুহাম্মাদ মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) তাঁর আওলাদ ও সাহাবীগণ- সবার উপর।

খতমে কুরআনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ فِیْ قَبْرِیْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ وَاجْعَلْهُ لِیْٓ اِمَامًا وَّ نُوْرًا وَّهُدًی وَّرَحْمَةً ؕ اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَ عَلِّمْنِیْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِیْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ اللَّیْلِ وَاٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِیْ حُجَّةً یَّا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

হে আল্লাহ! কবরের নির্জনতায় আমাকে ভালবাসা দান করো। হে আল্লাহ! কুরআন কারীমের বরকতে আমার উপর দয়া করো। হে আল্লাহ! আর কুরআনকে আমার জন্য পেশোয়া, আলো, হিদায়ত ও রহমত করো। হে আল্লাহ! যা কিছু আমার তা থেকে বিস্মৃত হয়ে গেছে তা স্মরণ করিয়ে দাও। আর যা কিছু আমি জানিনা তা আমাকে বাতলিয়ে দাও এবং দিনরাত সেটার তিলাওয়াত নসীব করো। আর হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! কুরআন আমার জন্য (পক্ষে) দলীল হোক।

খতমে কুরআনের দুআ

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ○ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ
اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ حَلَاوَةً وَّبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ جَزَاءً اَللّٰهُمَّ
ارْزُقْنَا بِالْاَلِفِ اُلْفَةً وَّبِالْبَاءِ بَرَكَةً وَّبِالتَّاءِ تَوْبَةً وَّبِالثَّاءِ ثَوَابًا وَّبِالْجِيْمِ جَمَالًا وَّبِالْحَاءِ حِكْمَةً وَّبِالْخَاءِ خَيْرًا وَّ
بِالدَّالِ دَلِيْلًا وَّبِالذَّالِ ذَكَاءً وَّبِالرَّاءِ رَحْمَةً وَّبِالزَّاءِ زَكٰوةً وَّبِالسِّيْنِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَاءً وَّبِالصَّادِ صِدْقًا وَّ
بِالضَّادِ ضِيَاءً وَّبِالطَّاءِ طَرَاوَةً وَّبِالظَّاءِ ظَفَرًا وَّبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَّبِالْغَيْنِ غِنًى وَّبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَّبِالْقَافِ قُرْبَةً وَّبِالْكَافِ
كَرَامَةً وَّبِاللَّامِ لُطْفًا وَّبِالْمِيْمِ مَوْعِظَةً وَّبِالنُّوْنِ نُوْرًا وَّبِالْوَاوِ وُصْلَةً وَّبِالْهَاءِ هِدَايَةً وَّبِالْيَاءِ يَقِيْنًا — اَللّٰهُمَّ
انْفَعْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَارْفَعْنَا بِالْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ وَتَقَبَّلْ مِنَّا قِرَاءَتَنَا وَتَجَاوَزْ عَنَّا مَا كَانَ فِيْ تِلَاوَةِ
الْقُرْاٰنِ مِنْ خَطَاٍ اَوْ نِسْيَانٍ اَوْ تَحْرِيْفِ كَلِمَةٍ عَنْ مَّوَاضِعِهَا اَوْ تَقْدِيْمٍ اَوْ تَاْخِيْرٍ اَوْ زِيَادَةٍ اَوْ نُقْصَانٍ اَوْ تَاْوِيْلٍ عَلٰى غَيْرِ
مَا اَنْزَلْتَهٗ عَلَيْهِ اَوْ رَيْبٍ اَوْ شَكٍّ اَوْ سَهْوٍ اَوْ سُوْءِ اِلْحَانٍ اَوْ تَعْجِيْلٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَسَلٍ اَوْ سُرْعَةٍ اَوْ زَيْغِ
لِسَانٍ اَوْ وَقْفٍ بِغَيْرِ وُقُوْفٍ اَوْ اِدْغَامٍ بِغَيْرِ مُدْغَمٍ اَوْ اِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ اَوْ مَدٍّ اَوْ تَشْدِيْدٍ اَوْ هَمْزَةٍ اَوْ جَزْمٍ اَوْ اِعْرَابٍ
بِغَيْرِ مَا كَتَبَهٗ اَوْ قِلَّةِ رَغْبَةٍ وَّرَهْبَةٍ عِنْدَ اٰيَاتِ الرَّحْمَةِ وَّاٰيَاتِ الْعَذَابِ فَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ○
اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِالْقُرْاٰنِ وَزَيِّنْ اَخْلَاقَنَا بِالْقُرْاٰنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْاٰنِ وَاَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْاٰنِ ○ اَللّٰهُمَّ
اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا وَّفِي الْقَبْرِ مُؤْنِسًا وَّعَلَى الصِّرَاطِ نُوْرًا وَّفِي الْجَنَّةِ رَفِيْقًا وَّمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَّحِجَابًا
وَّاِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيْلًا فَاكْتُبْنَا عَلَى التَّمَامِ وَارْزُقْنَا اَدَاءً بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبَّ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ
مِنَ الْاِيْمَانِ ○ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ لُطْفِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ○

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

কুরআন মাজীদ পাঠ করার ফযীলত

কুরআন মাজীদ পাঠ করার ও পড়ানোরে বহু ফযীলত রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু হৃদয়ঙ্গম করা যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহ تَعَالٰی এরই কালাম বা বাণী ইসলাম ও এর বিধানের মূলভিত্তি এটাই। এর তিলাওয়াত ও তাতে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে তা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এখানে এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে-

হাদীসঃ সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।

হাদীসঃ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ওকবাহ ইবনে আমির رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কে এ কথা পছন্দ করবে যে, 'বাতহান' অথবা 'আক্বীক' (মদীনা শরীফের নিকটবর্তী দু'টি স্থান)-এ গিয়ে সেখান থেকে পৃষ্ঠদেশের উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে এভাবে যেন পাপ না হয় ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয় (অর্থাৎ বৈধ পন্থায়)? আমি আরয করলাম- "একথা আমাদের সবারই পছন্দনীয়।" ইরশাদ করলেন, "তাহলে ভোরে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত কেন শিক্ষা করছোনা? কারণ, এটা দু'টি উষ্ট্র অপেক্ষাও উত্তম। তিন তিনটা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, চার চারটা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। এভাবে অনুমান করো।

হাদীসঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আবূ মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ করেছেন- যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার উপমা হচ্ছে- কমলা লেবুর মতো, খুশবুও ভাল এবং স্বাদও রুচিসম্মত। আর যে মু'মিন কুরআন পাঠ করেনা সে খেজুরের ন্যায়, এর মধ্যে খুশবু নেই, তবে স্বাদে মিষ্ট।আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না সে তিক্ত ফলের মত। সেটার মধ্যে না আছে খুশবু, স্বাদেও তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে সে ফুলের ন্যায়-সেটার মধ্যে খুশবু আছে, কিন্তু স্বাদে তিক্ত।

হাদীসঃ সহীহ হাদীসে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- আল্লাহ এ কিতাব দ্বারা অনেক লোককে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন অনেককে নীচে পতিত করেন। অর্থৎ যারা এর উপর ঈমান আনে ও তদনুযায়ী কাজ করে তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, আর যারা তা করে না তাদের জন্য নীচুতা।

হাদীসঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- যে কুরআন পাঠে দক্ষ সে 'কিরামান কাতিবীন'-এর সাথে রয়েছে, আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে কুরআন পাঠ করে এবং সে সেটার প্রতি আগ্রহী, অর্থাৎ তার জিহবা সহজভাবে চলে না, কষ্ট সহকারে শব্দাবলী উচ্চারণ করে, তার জন্য দুটি সাওয়াব।

হাদীসঃ শরহ-ই-সুন্নাহয় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- তিনটি বস্তু ক্বিয়ামত দিবসে আরশের নীচে থাকবে-

এক) কুরআন। এটা বান্দাদের পক্ষে বাদানুবাদ করবে। সেটার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুটি দিক রয়েছে, দুই) আমানত এবং তিন) আত্মীয়তার বন্ধন। তা এ আহ্বান করবে- যে আমাকে মিলিত করেছে, তাকে আল্লাহ মিলিত করবেন এবং যে আমাকে কর্তন করেছে আল্লাহ تَعَالٰی তাকে কর্তন করবেন।

হাদীসঃ ইমাম আহমাদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- কুরআনের ধারককে বলা হবে- পড় ও আরোহণ করে এবং 'তারতীল' (বর্ণগুলোর যথাযথ উচ্চারণ ও তাজভীদ) সহকারে পাঠ করো, যেভাবে দুনিয়াতে 'তারতীল' সহকারে পড়তে। তোমার (চূড়ান্ত) মর্যাদা হচ্ছে শেষ আয়াত, যা তুমি পাঠ করবে।

হাদীসঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- যার মধ্যবর্তী স্থান বক্ষে) কুরআনের কিছুই নেই তা বিজন বাড়ীর মতো।

হাদীসঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- যাকে কুরআন আমার যিকর ও আমার নিকট যাঞ্ছা করা থেকে মগ্ন রেখেছে তাকে আমি তদপেক্ষাও উত্তম দেবো যা যাঞ্চাকারীদেরকে দিয়ে থাকি এবং আল্লাহর কালামের ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) অন্যান্য কালামের (বাণী) উপর তেমনিই যেমন আল্লাহ এর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর।

হাদীসঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর একটা বর্ণ পাঠ করবে সে এমন একটা পুণ্য পাবে যা দশটা পূণ্যের সমান হবে।আমি এ কথা বলছি না যে, (الٓمّٓ)(আলিফ লাম-মীম) একটা মাত্র বর্ণ, বরং 'আলিফ' (ا) একটা বর্ণ, 'লাম' (ل) দ্বিতীয় বর্ণ, এবং 'মীম' (م) তৃতীয় বর্ণ।

হাদীসঃ আবু দাউদ মুআয জুহানী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَ سَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করছে এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তদনুযায়ী কাজ করেছে তার পিতা মাতাকে ক্বিয়ামত দিবসে এমন তাজ

পরানো হবে, যার আলোক সূর্য অপেক্ষাও উত্তম। যদি সে তোমাদের গৃহসমূহে থাকতো, তবে খোদ ঐ আমলকারী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা?

হাদীসঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে ও তা মুখস্ত করেছে- সেটার হালালকে হালাল জ্ঞান করেছে ও হারামকে হারাম জেনেছে তার পরিবার-পরিজন থেকে এমন দশজন লোকের পক্ষে আল্লাহ تَعَالٰی তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন, যাদের ওপর জাহান্নাম অনিবার্য হয়েছে।

হাদীসঃ তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- কুরআন শিক্ষা করো ও পাঠ করো। যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করেছে ও পাঠ করেছে এবং সেটা সহকারে স্থির রয়েছে তার উপমা এমনই যেন মেশক থলে ভর্তি রয়েছে এবং মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হাদীসঃ বায়হাকী শুআবুল ঈমান-এ হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- "এসব হৃদয়েও মরিচা পড়ে যায় যেমন লোহায় পানি লাগলে মরিচা লেগে যায়।' আরয করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ)। এর মসৃণতা কোন জিনিস দ্বারা আসবে?" ইরশাদ ফরমালেন, "অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করলে ও কুরআন তিলাওয়াত করলে।"

হাদীসঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমালেন- কুরআনকে তখন পর্যন্ত পাঠ করো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে অনুরাগ ও সম্বন্ধ থাকে। আর যখন অন্তরে বিরক্তি এসে যায় তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ তিলাওয়াত বন্ধ করে দাও।

হাদীসঃ সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করা হয়, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি কুরআনকে মধুর কণ্ঠে পাঠ করেনা সে আমাদের থেকে নয়।

হাদীসঃ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত বারা ইবনে আযিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমান কুরআনকে আপন কণ্ঠস্বরে সৌন্দর্যমন্ডিত করো। দারমীর বর্ণনায় আছে- আপন কণ্ঠস্বর দ্বারা সুন্দর করো। কারণ, মধুর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

হাদীসঃ বায়হাকী ওবায়দা মুলায়কী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- হে কুরআনের ধারকরা। কুরআনকে বালিশ বানিয়োনা। অর্থাৎ আলস্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন করোনা। আর রাত ও দিনে সেটা তিলাওয়াত করো যেমনিভাবে তিলাওয়াত করা কর্তব্য এবং সেটার প্রসার ঘটাও। আর সেটা সুন্দর কণ্ঠস্বর দ্বারা পাঠ করো। সেটার বিনিময় নিওনা এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তাতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো। সেটার সাওয়াব প্রাপ্তিতে ত্বরা করোনা। সেটার সাওয়াব খুব বড় (যা আখিরাতে পাওয়া যাবে)।

হাদীসঃ আবু দাউদ ও বায়হাক্বী হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের সাথে গ্রাম্য অশিক্ষিত এবং অনারবীয় লোকও ছিলো। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনয়ন করলেন আর ইরশাদ ফরমালেন- কুরআন পাঠ করো। তোমরা সবাই শ্রেয়। পরবর্তী যুগের এমন সম্প্রদায়সমূহ আসবে যারা কুরআনকে এমনই সোজা করবে, যেমন তীর সোজা হয়। সেটার বিনিময় তাড়াতাড়ি নিতে চাইবে, দেরীতে নিতে চাইবে না। অর্থাৎ দুনিয়াতেই বিনিময় নিয়ে নিতে চাইবে।

হাদীসঃ বায়হাক্বী হযরত হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- কুরআনকে আরবের সুরে ও স্বরে তিলাওয়াত করো। প্রেমিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সুর থেকে বিরত থাকো। অর্থাৎ সঙ্গীতের নিয়মাবলী অনুসারে গাইও না। আমার পর এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা 'তারজী' (ترجیع) সহকারে কুরআন পাঠ করবে যেভাবে গান ও বিলাপে 'তারজী' করা হয়। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর ফিৎনায় আক্রান্ত এবং তাদেরও, যাদের নিকট একথা ভাল লাগে।

হাদীসঃ আবু সাঈদ ইবনে মু'আল্লা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। আর নাবী কারীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ আমাকে ডাকলেন। আমি জবাব দিলাম না। (যখন নামায সমাপ্ত করলাম) তখন হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম আর আরয করলাম, "হে আল্লাহর রসূল। আমি নামায পড়ছিলাম।" ইরশাদ ফরমালেন- আল্লাহ تَعَالٰی কি ইরশাদ করেন নি।

(اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ) অর্থাৎ "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হাযির হয়ে যাও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন।" অতঃপর ইরশাদ ফরমান- মসজিদ থেকে বাইরে যাবার পূর্বে কুরআনে যে সূরাটা সর্বাপেক্ষা বড় তা আমি বলবো। আর হুযূর আমার হাত হুযূরের নূরানী মুঠোর মধ্যে নিলেন। যখন বের হবার ইচ্ছা হলো, তখন আমি আরয করলাম- "হুযূর ইরশাদ করেছিলেন যে, মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে কুরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সূরাটা শিক্ষা দেবেন।" ইরশাদ ফরমালেন-

(اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ) ঐ সপ্ত আয়াত সম্বলিত সূরা ও কুরআনে আযীম, যা আমিই লাভ করেছি।

হাদীসঃ সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের শেফা। (দারমী ও বায়হাকী)।

হাদীসঃ সহীহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام হুযূরের দরবারে হাযির ছিলেন। উপর থেকে একটা শব্দ আসলো। তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন যে, আসমানের এ দরজা আজই খোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। একজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হলেন। জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন, এ ফিরিশতা আজকের পূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসেনি। সে সালাম করেছে এবং বলেছে, "হুযূরের প্রতি সুসংবাদ যে, দু'টি নূর হুযূরকে দেয়া হয়েছে- এ দু'টি হুযূরের পূর্বে কখনো কাউকে দেয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ। যে বর্ণটা আপনি পাঠ করবেন, তা আপনাকেই দেয়া হবে।"

হাদীসঃ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমান-তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করোনা। শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।

হাদীসঃ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ কে আমি এটা ইরশাদ ফরমাতে শুনেছি- কুরআন পাঠ করো। কেননা, তা ক্বিয়ামতের দিন আপন সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। দু'টি আলোকিত সূরা- বাকারাহ ও আল-ই-ইমরান পাঠ করো। এ দু'টি সূরা ক্বিয়ামত-দিবসে এভাবে আসবে যেন দু'টি মেঘ অথবা দু'টি শামিয়ানা অথবা সারিবদ্ধ পাখীকুলের দুটি ঝাঁক। আর এ দু'টি তাঁদের সাথীদের পক্ষ থেকে বাদানুবাদ করবে, তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করবে। সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করো। কেননা, তা গ্রহণ করা বরকত আর সেটা ত্যাগ করা দুঃখ। কিন্তু বাতিলরা সেটার শক্তি রাখেনা।

হাদীসঃ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- হে আবুল মুনযির (এটা উবাই ইবনে কা'বের উপনাম।) তোমার নিকট কুরআনের সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোনটা? আমি আরয করলাম আল্লাহ ও রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। হুযূর ইরশাদ ফরমান, হে আবুল মুনযির! তোমাদের জানা আছে কি কুরআনের কোন আয়াতটা সর্বাপেক্ষা বড়? আমি আরয করলাম- (اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ) অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী। হুযূর আমার বুকের উপর মুবারক হস্ত দ্বারা মৃদু আঘাত করলেন আর বললেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান মুবারক হোক।

হাদীসঃ সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ রমযানের যাকাত অর্থাৎ সাদাকাতুল ফিতরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন। একজন আগন্তুক আসলো এবং শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, তোমাকে হুযূরের দরবারে পেশ করবো।' সে বলতে লাগলো, 'আমি একজন গরীব পরিবারের কর্তা, অভাবী লোক।' আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোর হলো তখন হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, 'তোমার রাতের বন্দীর কি হলো?' আমি আরয করলাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে অতি অভাব ও পরিবার নিয়ে কষ্টের কথা বললো, আমার দয়া হলো এবং ছেড়ে দিয়েছি।' ইরশাদ ফরমালেন- 'সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি বুঝতে পারলাম যে, সে অবশ্যই আসবে।' কারণ, হুযূরই তা বলেছেন। তার অপেক্ষায় বসেছিলাম। সে আসলো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, 'আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ এর দরবারে পেশ করবো।' সে বললো, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি একজন অভাবী লোক, পরিবারওয়ালা হই। আর আসবো না।' 'আমি দয়াপরবশ হলাম ও তাকে ছেড়ে দিলাম।' সকাল হলে হুযূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমালেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দীর কি হলো?' আমি আরয করলাম, 'সে পরিবারওয়ালা হয়ে অত্যন্ত অভাবের অভিযোগ করলো। আমার মনে দয়া হলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, 'সে তোমাকে মিথ্যা বলে গেছে। সে আবার আসবে।' আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম। সে আসলো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম ও বললাম- 'আমি তোমাকে হুযূরের সামনে পেশ করবো। এ পর্যন্ত তিনবার হয়েছে। তুমি বলেছিলে আর আসবে না। কিন্তু পুনরায় এসেছো।' সে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি তোমাকে এমন সব কালিমা শিক্ষা দিচ্ছি যে গুলো দ্বারা আল্লাহ تَعَالٰی তোমাকে উপকৃত করবে।' যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন (আয়তুল কুরসী) (اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ) শেষ পর্যন্ত পড়ে নেবে। ভোর পর্যন্ত আল্লাহ تَعَالٰی এর তরফ থেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হবে। শয়তান তোমার নিকটেও আসতে পারবে না।' আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যখন ভোর হলো, তখন হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- "তোমার বন্দীর কি হলো?" আমি আরয করলাম, সে বললো, 'আমি তোমাকে কিছু কালিমা শিক্ষা দিচ্ছি যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবে।' হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, 'একথা সে সত্য বলেছে, কিন্তু সে বড় মিথ্যুক। তুমি কি জানো এ তিন রাতে কে তোমার সাথে কথা বলেছে?' আমি আরয করলাম, 'না'। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- "সে হচ্ছে শয়তান।"

হাদীসঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হযরত আবু মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে নেয় তা তার জন্য যথেষ্ট।

হাদীসঃ আল্লাহ تَعَالٰی আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে এক কিতাব লিখেছেন। এতে দু'টি আয়াত, যে দু'টি সূরা বাক্বারাহ এর সমাপ্তিতে নাযিল করেছেন। যে ঘরে তিন রাত যাবৎ পাঠ করা হবে, শয়তান সেটার নিকটেও আসতে পারবে না। (তিরমিযী ও দারমী)।

হাদীসঃ সূরা বাকারাহ এর শেষ দু'আয়াত আল্লাহ تَعَالٰی এর ঐ ভান্ডার থেকেই, যা আরশের নীচে অবস্থিত। আল্লাহ تَعَالٰی আমাকে এ দু'টি আয়াত দিয়েছেন। সে দু'টি শিক্ষা করো এবং আপন স্ত্রীদের শিক্ষা দাও। কারণ সে দু'টি হচ্ছে রহমত, আল্লাহর নিকটবর্তী ও দু'আ-প্রার্থনা।

হাদীসঃ সহীহ মুসলিমে আবুদ্দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমায়েছেন- 'সূরা

কাহফ'-এর প্রথম দশ আয়াত যে ব্যক্তি মুখস্ত করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমা'আর দিন পাঠ করবে তার জন্য দু'জুম'আর মধ্যবর্তীতে 'নূর' (জ্যোতি) হবে। (বায়হাক্বী)

হাদীসঃ প্রত্যেক কিছুর হৃদয় আছে। ক্বুরআন পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা 'ইয়াসীন'। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়েছে তার জন্য আল্লাহ تَعَالٰی দশবার ক্বুরআন পড়ার সাওয়াব লিখবেন। (তিরমিযী, দারমী)।

হাদীসঃ আল্লাহ تَعَالٰی যমীন ও আসমান সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে 'ত্ব-হা' ও 'ইয়াসিন' পড়েছেন। যখন ফিরিশতাগণ শুনলেন তখন বললেন- ধন্য হোক ঐ উম্মত, যাদের উপর এ দু'টি অবতীর্ণ হবে। ধন্য হোক ঐসব পেট (বক্ষ), যেগুলো এ দু'টির ধারক হবে। আর ধন্য হোক ঐসব জিহবা, যেগুলো এ দু'টি সূরা পাঠ করে। (দারমী শরীফ)

হাদীসঃ হে ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লা এর সন্তুষ্টির জন্য 'ইয়াসীন' পড়বে তার পূর্ববর্তী গুনাহের মাগফিরাত হয়ে যাবে। সুতরাং তা তোমাদের মৃতদের নিকট পাঠ করো।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি (حٰمٓ اَلْمُؤْمِنُوْنَ) (হা-মীম আল মু'মিনূন) اِلَيْهِ الْمَصِيْر (ইলায়হিল মাসীর) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসি সকালে পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে।আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। (তিরমিযী ও দারমী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি (حٰمٓ الدُّخَانُ) (হা-মীম আদ-দুখান) জুমুআ'হ রাত্রিতে পাঠ করবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে।(তিরমিযী)

হাদীসঃ নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ যতক্ষণ পর্যন্ত না الٓمّٓ تَنْزِيْل ও تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ পড়ে নিতেন ততক্ষণ শয়ন করতেন না। (আহমদ, তিরমিযী, দারমী)

হাদীসঃ খালিদ ইবনে মা'দান বলেন, 'মুক্তিদাতা'কে পাঠ করো তা হচ্ছে (الٓمّٓ تَنْزِيْل), আমি অবগত হলাম যে, এক ব্যক্তি সেটা পাঠ করছিলো, সেটা ব্যতীত অন্য কিছু পড়তো না। বস্তুত সে ছিলো বড় পাপী।এ সূরাটা তার উপর আপন ডানা বিস্তার করে বললো, হে প্রতিপালক। তাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, সে আমাকে অধিক পরিমাণে পাঠ করতো।আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সেটার সুপারিশ গ্রহণ করলেন। আর ফিরিশতাদেরকে বললেন, তার প্রত্যেক পাপের স্থলে একটা করে নেকী লিখে দাও এবং একটা করে মার্যাদা উঁচু করে দাও"। খালিদ এও বলেছেন, এ (সূরা)টা তার পাঠকের পক্ষ থেকে কবরে দাবী পেশ করবে আর বলবে- হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার কিতাবের মধ্য থেকেই হই তবে আমার সুপারিশ কবুল করে নাও! আর যদি তোমার কিতাবের মধ্য থেকে না হই, তাহলে তা থেকে সরিয়ে দাও। এবং সেটা পাখীর মতো আপন ডানা তার উপর বিছায়ে দেবে ও শাফা'আত করবে এবং কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।খালিদ 'তাবারাকা' সম্পর্কে এমনই বলেছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে দু'টি পড়ে নিতেন না খালিদ শয়ন করতেন না। তাঊস বলেছেন- এ দু'টি সূরা ক্বুরআনের প্রত্যেকটি সূরার ষাট গুণ বেশী ফযীলত রাখে। (দারমী)।

হাদীসঃ ক্বুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটা সূরা আছে যা মানুষের জন্য সুপারিশ করে। শেষ পর্যন্ত তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। তা হচ্ছে (تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ)। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা)।

হাদীসঃ কোন এক সাহাবী কবরস্থানে তাঁবু খাঁটিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে, সেখানে কবর আছে। তাতে কোন এক ব্যক্তি। (تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ) সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছে। তিনি যখন হুযূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে হাযির হয়ে ঐ ঘটনাটা বর্ণনা করলেন, তখন হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- তা হচ্ছে 'মুক্তিদাতা সূরা'। সেটা আল্লাহ এর আযাব থেকে মুক্তি দেয়। (তিরমিযী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি সূরা 'ওয়াক্বিআহ' প্রতি রাত্রে পাঠ করবে সে কখনো উপবাস থাকবে না। ইবনে মাসঊদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর সাহেবজাদীগণকে প্রত্যেক রাতে এ সূরাটা পাঠ করার নির্দেশ দিতেন। (বায়হাক্বী)

হাদীসঃ তোমরা কি প্রত্যেকদিন এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার ক্ষমতা রাখোনা? লোকেরা আরয করলেন- কে সেটার সামর্থ্য রাখে? এর সামর্থ্য না থাকলে (اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ) (সূরা তাকাসুর) পড়ে নাও। (বায়হাক্বী)

হাদীসঃ তোমরা কি রাতে এক তৃতীয়াংশ ক্বুরআন তিলাওয়াত করতে অক্ষম? লোকেরা আরয করলেন এক তৃতীয়াংশ ক্বুরআন কেউ কিভাবে পড়তে পারে? ইরশাদ ফরমালেন (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) (সূরা ইখলাস একবার পাঠ করা) এক তৃতীয়াংশ ক্বুরআন পাঠ করার সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসঃ (اِذَا زُلْزِلَتِ) অর্ধ ক্বুরআনের সমান। আর 'ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) এক তৃতীয়াংশ ক্বুরআনের সমান। এবং (قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) (সূরা কাফিরূন) এক চতুর্থাংশ ক্বুরআনের সমান। (তিরমিযী)।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি একদিনে দু'শ বার 'কূল হুয়াল্লাহু আহাদ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়বে তার পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, কিন্তু যদি তার উপর কর্জ থাকে। (তিরমিযী)।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি শয়ন করার সময় ডান করটের উপর শুয়ে বিছানার উপর একশতবার (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়বে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে আল্লাহ تَعَالٰی বলবেন, "হে আমার বান্দা! তোমার ডান পার্শ্বে জান্নাতে চলে যাও!"

হাদীসঃ নাবী কারীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এক ব্যক্তিকে (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়তে শুনলেন। ইরশাদ করলেন জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (ইমাম মালিক, তিরমিযী, নাসাঈ)

হাদীসঃ কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! কুরআনে সর্বাপেক্ষা বড় সূরা কোনটা?" ইরশাদ ফরমান- '(قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ)'। সে আরয করলো "কুরআনে সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোনটা?" ইরশাদ ফরমায়েছেন-
(اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ) সে আরয করলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আয়াতটা আপনার ও আপনার উম্মতের নিকট পৌঁছতে আপনি পছন্দ করেন?" ইরশাদ ফরমালেন- "সূরা বাকারার শেষ ভাগের আয়াত। কারণ, সেটা আল্লাহ এর রহমতের ভাণ্ডার থেকে, আল্লাহ এর আরশের নীচে থেকেই। আল্লাহ تَعَالٰى ঐ আয়াত এ উম্মতকে দিয়েছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন মঙ্গল নেই যা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (দারমী)।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি (اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) তিনবার পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে আল্লাহ تَعَالٰى সত্তর হাজার ফিরিশতা নিয়োগ করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দুআ' করতে থাকবেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি সেদিন মৃত্যুবরণ করে তবে সে শহীদ রূপেই মরবে। সন্ধ্যায় পড়লেও তার জন্য এরূপ হবে। (তিরমিযী)।

হাদীসঃ যে কুরআন পড়ে তার জন্য আল্লাহ এরই দরবারে দরখাস্ত করা উচিৎ। অনতিবিলম্বে এমন লোকও আসবে যারা কুরআন পড়ে মানুষের নিকট ভিক্ষা করতে থাকবে। (আহমাদ, তিরমিযী)।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে মানুষের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করবে সে ক্বিয়ামত দিবসে এভাবে আসবে যে, তার মুখমণ্ডলের উপর মাংস থাকবেনা। (বায়হাক্বী)।

হাদীসঃ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে কুরআনের কপি লেখার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, তাতে ক্ষতি নেই। সেসব লোক নকশা তৈরী করে এবং আপন হস্ত শিল্পের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ এটা এক প্রকার হস্ত শিল্প। সেটার বিনিময় নেয়া বৈধ।

কুরআন মজীদ সম্পর্কে কতিপয় নিয়মাবলী

চিহ্নসমূহ লিখা ও রুক'র চিহ্নসমূহ সংযাজেন করা এবং তা'শীর অর্থাৎ দশ দশটা আয়াতের উপরে চিহ্ন লাগানোও জায়েয। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)।

বর্তমান যুগে কুরআনের 'তরজমা' (অনুবাদ)ও ছাপানারে প্রচলন আছে। তরজমা ও তাফসীর যদি বিশুদ্ধ হয় তবে তা কুরআন মাজীদের সাথে ছাপালে ক্ষতি নেই। কারণ, এর ফলে কুরআনের অর্থ ইত্যাদি জানা সহজ হয়। কিন্তু শুধু তরজমা ছাপানো উচিৎ নয়।

মাসআলাঃ কুরআন মাজীদের লিখন পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কাগজও উন্নত মানের হওয়া, কালিও উন্নত ধরণের হওয়া চাই, যেন দেখতে ভাল লাগে। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কুরআন মাজীদের সাইজ ছোট করা মাকরূহ। (দুররুল মুখতার) যেমন আজকাল কোন কোন প্রেসে এত ছোট আকারের কুরআন ছাপানো হয় যে, তা পড়া যায়না।

মাসআলাঃ কুরআন মাজীদের কোন কপি যদি এতই পুরাতন হয়ে যায় যে, তা আর তিলাওয়াত করা যায় না। এই সন্দেহ করা যায় যে, সেটার পাতাগুলো খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে তাহলে সেটা কোন পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে কোন সতর্কতাপূর্ণ স্থানে নিয়ে দাফন করে ফেলা জরুরী। দাফন করার সময় সেটার জন্য 'লাহাদ' বানানো হবে, যাতে সেটার উপর মাটি না পড়ে। কুরআনের কপি পুরাতন হয়ে গেলে সেটা জ্বালানো যাবে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ অভিধান, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি কিতাবের একই মর্যাদা। এ ধরণের কিতাবাদি একটা অপরটার উপর রাখা যাবে। এর উপর ইলমে কালাম (আকাইদ সম্পর্কিত) কিতাবাদি রাখবে। এর উপর ফিক্বহ, হাদীস ও ওয়াজ-নসীহতের কিতাবাদি রাখা যাবে। কুরআন মাজীদ রাখবে এ সবের উপরে। যে সিন্ধুকের ভিতর কুরআনের কপি রাখা হয়, সেটার উপর কাপড় চোপড় ইত্যাদি রাখা যাবে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ কেউ শুধু বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ঘরে কুরআন মাজীদ রেখেছে, তিলাওয়াত করে না, এটা গুনাহ নয়, বরং তার এ নিয়ত সাওয়াবের কারণ।

মাসআলাঃ কুরআন মাজীদের উপর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে কেউ পা রাখলে সে কাফির হয়ে যাবে। (আলমগীরী)।

মাসআলাঃ যে ঘরে কুরআন মাজীদ রাখা হয় সে ঘরে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয, যদি কুরআনের উপর পর্দা রাখা হয়।

মাসআলাঃ কুরআন মাজীদকে খুব সুন্দর আওয়াজে পাঠ করা উচিৎ। অনুরূপভাবে, আযানও সুন্দর কণ্ঠে দেয়া উচিত। অর্থাৎ যদি আওয়াজ সুন্দর না হয় তবে সুন্দর করার চেষ্টা করবে। তবে 'লাহন' (لحن) সহকারে পড়া এমনিভাবে, যেমন গায়করা করে থাকে, না জায়েয, বরং পড়ার সময় 'তাজভীদ-এর নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)।

মাসআলাঃ মুসলমানদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকালে কোথাও যাবার সময় তা বন্ধ করে যায়, খোলা রেখে যায়না।এটা অবশ্যই আদবের কথা। তবে কিছু লোকের মধ্যে এ কথার প্রসিদ্ধি আছে যে, কুরআন মাজীদ খালো রেখে গেলে তা শয়তান পড়ে নেবে তা কিন্তু ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ঐ আদবের দিকে উৎসাহিত করার জন্য কেউ কেউ এ কথাটা আবিষ্কার করেছে।

মাসআলাঃ কুরআন মাজীদের আদবসমূহের মধ্যে এটাও যে, সেটার প্রতি পিঠ দেবে না, পা প্রসারিত করবে না, পা সেটার উপরে উঠাবেনা এবং এমনও করবেনা যে, নিজে উপরে বসবে আর কুরআন থাকবে নীচে।

মাসআলাঃ কুরআন মাজীদকে জুযদান অথবা গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখা আদবের শামিল। সাহাবা ও তাবে'ঈন (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ)-এর যুগ থেকে এ নিয়মটাই চলে আসছে।

নামাযে কুরআন মজীদ পাঠ করার বিধান

'ক্বিরআত হচ্ছে সমস্ত হরফকে আপন আপন 'উচ্চারণের স্থান' (مخارج) থেকে এমনভাবে উচ্চারণ করা যেন প্রত্যেকটা হরফ অপর হরফ থেকে পৃথকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। নিম্নস্বরে পড়লে এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন নিজে শুনতে পায়। যদি হরফকে বিশুদ্ধভাবে পড়েছে, কিন্তু নিজে শুনতে পায়নি এবং সেখানে শোরগোল কিংবা কানে বধিরতাও না থাকে, তবে নামাযই হয়নি (আলমগীরী)। সাধারণতঃ যেখানে 'কিছু পাঠ করা' কিংবা 'বলা' নির্ধারিত হয়, সেখানে এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে, তা কমপক্ষে এতটুকু শব্দে উচ্চারিত হবে যে, নিজে শুনতে পাবে। যেমন তালাক্ব দেয়া, গোলাম আযাদ করা, পশু যবেহ করার মধ্যে। (আলমগীরী)।

মাসআলাঃ যে কোন একটা করে আয়াত তিলাওয়াত করা ফরযের দু' রারআতে, বিতর, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাক'আতে- ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর ফরয। মুক্বতাদীর জন্য কোন নামাযেই ক্বিরআত জায়েয নয়। না সূরা ফাতিহা না অন্য কোন সূরা বা কোন আয়াত- না নিঃশব্দে ক্বিরআত সম্বলিত নামাযে, না সশব্দে ক্বিরআত সম্বলিত নামাযে ইমামের কিরআত মুক্তাদীর জন্যও যথেষ্ট। (ফিক্বহর কিতাবাদী)

মাসআলাঃ ফরয নামাযের কোন-রাক্বআতে কুরআন থেকে পাঠ করেনি অথবা শুধু এক রাক'আতে পড়েছে, এমতাবস্থায় নামায ফাসিদ (বিনষ্ট) হয়ে গেছে। (আলমগীরী)।

মাসআলাঃ ছোট আয়াত, যাতে দু' অথবা দু-এর অধিক শব্দ থাকে, পড়ে নিলে নামাযে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একটা মাত্র হরফের আয়াত হয় যেমন (ق ن ص), যাকে কোন কোন ক্বারীর ক্বিরআতে আয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে, পাঠ করলে ফরয আদায় হবে না, যদিও এমন আয়াতকে বারংবার পাঠ করা হয়- (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)। বাকী রইলো, একটা মাত্র শব্দের আয়াত। যেমন- (مُدْهَآمَّتٰنِ) এতে মতভেদ আছে। পূর্ণ আয়াতরূপে সাব্যস্ত না করায় সতর্কতা রয়েছে।

মাসআলাঃ সূরার প্রারম্ভে লিখিত (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) একটা পূর্ণ আয়াত। তবে শুধু তা পাঠ করলে ফরয আদায় হবেনা। (দুররুল মুখতার)

মাসআলাঃ সূরার শেষ ভাগে যদি আল্লাহ تَعَالٰی এর প্রশংসা থাকে, তবে উত্তম হচ্ছে ক্বিরআতকে তাকবীরের সাথে মিলানো। যেমন-

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.اَللّٰهُ اَكْبَرُ. وَكَبِّرْهُ تَكْبِیْرًا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থাৎ (ث) কে (كسره) সহকারে পড়ে 'আল্লাহু (اَللّٰهُ) শব্দের সাথে মিলিয়ে নেবে। আর যদি শেষভাগে এমন কোন শব্দ থাকে যাকে আল্লাহর .... মহামহিম ... নামের (اَللّٰهُ) সাথে মিলানো অশোভনীয় হয়, তবে পৃথক করে পাঠ করা উত্তম। অর্থাৎ ক্বিরআত খতম করে বিরতি দেবে। তারপর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলবে। যেমন- (اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ) -এ বিরতি দিয়ে (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে রুকূ'তে যাবে। আর যদি এ দু'য়ের কোনটা না থাকে তবে মিলানো কিংবা পৃথক করা উভয়ই জায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ফতোয়ায়ে রযভিয়াহ)।

কুরআন মাজীদ পাঠ করার বিবরণ

আল্লাহ আয্‌যা ও জাল্লা শানুহু ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- (فَاقْرَءُوْا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ) (সূরা মুয্‌যাম্মিল) অর্থাৎ কুরআন মাজীদ থেকে পাঠ করোত যা সহজ বোধ হয়। আরো ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- (وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) অর্থাৎ যখন কুরআন মাজীদ পাঠ করা হয় তখন তা শুনো ও চুপ থাকো এ আশায় যে, তোমাদেরকে দয়া করা হবে।

হাদীসঃ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও হযরত আবূ হুরায়রাহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, 'যখন ইমাম পড়বে তখন তোমরা সবাই চুপ থাকবে। (মুসলিম ১ম খণ্ডঃ ১৭২ পৃষ্ঠা)

হাদীসঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত ওবাদাহ ইবনে সামিত رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আক্বদাস صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায নেই, অর্থাৎ তার নামায পরিপূর্ণ নয়। অপর এক বর্ণনা সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে (فَهِیَ خِدَاجٌ) অর্থাৎ ঐ নামায অসম্পূর্ণ। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য যে ইমাম হয় অথবা নামায একাকী পড়ে। মুক্তাদীকে পড়তে হয়না, ইমামের ক্বিরআতই তার ক্বিরআত। এ হাদীসখানা ইমাম মুহাম্মাদ,

তিরমিযী ও হাকিম হযরত জাবির رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন। আর অনুরূপই ইমাম আহমাদ আপন মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হালবী বলেন, এ হাদীসখানা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ।

হাদীসঃ হযরত যায়দ ইবনে সাবিত رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, ইমামের সাথে কোন নামাযেই ক্বুরআন থেকে কিছুই পড়বে না। (মুসলিম ১ম খণ্ডঃ ২১৫ পৃষ্ঠা)

হাদীসঃ ইমাম আবু জাফর 'শরহে মা'আনিল আসার' (شرحِ معانی الآثار)-এ বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়দ ইবনে সাবিত ও জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ)-কে প্রশ্ন করা হলো, ঐসব হযরত বললেন, ইমামের পেছনে কোন নামাযেই ক্বিরআত পড়ো না।

হাদীসঃ ইমাম মুহম্মাদ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ 'মুআত্তা'য় বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইমামের পেছনে ক্বিরআত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, চুপ থাকো এবং ইমামের ক্বিরআতই তোমার জন্য যথেষ্ট। সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন- যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়বে তার মুখে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা হোক- এটাই আমি পছন্দ করি।

হাদীসঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়ে তার মুখের মধ্যে পাথর হোক।

হাদীসঃ হযরত আলী رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়েছে সে সুন্নাত (فطرت)-এর পরিপন্থী করেছে।

ফিক্হ-এর কতিপয় মাসআলা

এ কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্বিরআতে এতটুকু আওয়াজ দরকার যে, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা, যেমন- বধিরতা, শোরগোল ইত্যাদি না থাকে তবে যেন নিজে শুনতে পায়। এতটুকু উচ্চরবে না হলে নামায বিশুদ্ধ হবেনা। অনুরূপভাবে, যেসব বিষয়ে মুখে বলার দখল (অবশ্যকতা) রয়েছে, সেসব বিষয়েই এতটুকু আওয়াজ করা জরুরী যেমন জন্তু যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা, ত্বালাক দেয়া, গোলাম আযাদ করা, সাজদার আয়াত পাঠ করার পর সাজদা ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি।

মাসআলাঃ ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে এবং জুমু'আহ, দু'ঈদ, তারাবীহ ও রমযানের বিতর নামাজের প্রত্যেক রাক'আতে ইমামের জন্য ক্বিরআত উচ্চ রবে পাঠ করা ওয়াজিব। মাগরিবের তৃতীয় ও ইশার নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ এবং যোহর ও আসরের নামাযের প্রত্যেক রাকআতে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার ইত্যাদি)।

মাসআলাঃ উচ্চরবে বলতে এতটুকু শব্দ সহকারে পাঠ করা বুঝায় যাতে প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ শুনতে পায়। এটা হচ্ছে উচ্চরবের সর্বনিম্ন পর্যায়। উর্ধ্বের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। আর 'নীরবে' মানে-যেন নিজে শুনতে পায়। (ফিক্বহর কিতাবাদি)

মাসআলাঃ এ ভাবে পাঠ করা যেন শুধু পার্শ্ববর্তী দু'একজন লোক শুনতে পায়, তা উচ্চরবে পাঠ করা নয়, বরং তা হবে নীরবে পাঠ করা। (দুররে মুখতার)

মাসআলাঃ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক এতই উচ্চরবে পাঠ করা যে, তা নিজের জন্য ও অপরের জন্য কষ্টদায়ক হয়, মাকরূহ। (দুররে মুখতার)

মাসআলাঃ নীরবে পাঠ করছিলো, ইত্যবসরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নামাযে শামিল হয়ে গেলো, তখন যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু উচ্চরবে পড়বে, যা পড়ে ফেলেছে তা পুনর্বার পাঠ করার প্রয়োজন নেই। (দুররে মুখতার)

মাসআলাঃ একটা বড় আয়াত, যেমন 'আয়াতুল কুরসী' অথবা 'আয়াতে মুদায়ানাহ', যদি এক রাক'আতে সেটার কিছু অংশ পাঠ করলো আর অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় রাক'আতে পড়লো, তা হলে জায়েয হবে, যদি প্রত্যেক রাক'আতে যতটুকু পড়েছে তা তিন আয়াতের সমান হয়। (আলমগীরী)।

মাসআলাঃ দিনের বেলায় নফল নামাযে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। রাতের নফল সমূহে ইখতিয়ার আছে, যদি একাকী নামায আদায় করে থাকে। রাতের বেলায় নামায জমা'আত সহকারে আদায় করলে কির'আত উচ্চরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার)।

মাসআলাঃ যেসব ওয়াক্তে ক্বিরআত উচ্চরবে সম্পন্ন করা হয় সেসব ওয়াক্তের কাযা নামায জামা'আত সহকারে আদায় করলে ইমামের জন্য ক্বিরআত উচ্চরবে পাঠ করা ওয়াজিব। আর নীরবে পড়ার ওয়াক্তসমূহের নামাযের কাযা দেয়ার সময় ক্বিরআত নীরবে পড়া ওয়াজিব-যদিও রাতে আদায় করে থাকে। (আলমগীরী ও দুররে মুখতার)।

মাসআলাঃ উচ্চরব সম্পন্ন নামায সমূহের বেলায় একাকী আদায়কারীর জন্য ইখতিয়ার আছে। উচ্চরবে আদায় করা উত্তম যদি নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করে থাকে, কিন্তু কাযা পড়লে নীরবে পড়া ওয়াজিব। (দুররে মুখতার)

মাসআলাঃ চার রাক'আত সম্পন্ন ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা পড়তে ভুলে গেছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী দু'রাক'আতে পড়া ওয়াজিব। যদি এক রাক'আতে ভুলে যায় তবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাক'আতে পড়বে। মাগরিবের প্রথম দু'রাক'আতে ভুলে গেলে তৃতীয়

রাক‘আতে পড়বে- এক রাক‘আতের সূরা পাঠ বাদ পড়বে। আর এসব সূরায় সূরা ফাতিহার সাথে পড়বে। উচ্চরবে পড়তে হয় এমন নামাযে "ফাতিহা" ও "সূরা" উচ্চরবে পড়বে, নতুবা নীরবে। এ সব ক'টি অবস্থায় সাজদা-ই-সাহু আদায় করবে। স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে নামায পুনর্বার পড়বে। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ এক আয়াত মুখস্ত করা প্রত্যেক এমন মুসলমানের উপর ‘ফরয-ই-আইন’, যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তায়। পূর্ণ ক্বুরআন মাজীদ মুখস্ত করা ‘ফরয-ই-কিফায়া’। সূরা ফাতিহা ও অন্য একটা ছোট সূরা অথবা সেটার সম-পরিমাণ যেমন তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত মুখস্ত করা ‘ওয়াজিব-ই-আইন’। (দুররুল মুখতার)।

মাসআলাঃ বিতর নামাযে নাবী কারীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ প্রথম রাক‘আতে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى) দ্বিতীয় রাক‘আতে (قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) এবং তৃতীয় রাক‘আতে (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) তিলাওয়াত করেছেন। সুতরাং বরকত লাভের আশায় কখনো কখনো এভাবে বিতর নামাযে পড়ে নেবে- (আলমগীরী)। অবশ্য কখনো কখনো প্রথম রাক‘আতে সূরা (اَعْلٰى)-এর পরিবর্তে (اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا)-ও পড়েছেন।

মাসআলাঃ দ্বিতীয় রাক‘আতের ক্বিরআত প্রথম রাক‘আতের ক্বিরআত অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়া মাকরূহ। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ জুমু'আহ ও দু'ঈদের নামাযে প্রথম রাক‘আতে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى) এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে (هَلْ اَتٰكَ) পড়া সুন্নাত। কারণ, এটা নাবী কারীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ থেকে প্রমাণিত। এটা অবশ্য পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে স্বতন্ত্র। (দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার)।

মাসআলাঃ সূরাসমূহ নির্ধারিত করে নেয়া যে, অমূক নামাযে অমুক সূরাই পড়বে, মাকরূহ।হাঁ, যে সব সূরার কথা হাদীসসমূহে বর্ণিত সেগুলো কখনো কখনো পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু সব সময় পড়বে না, যাতে কেউ তা ওয়াজিব মনে করে না বসে। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)।

মাসআলাঃ উভয় রাক‘আতে একই সূরা বারবার পড়া মাকরূহ-ই-তানযীহী। যদি কোন বাধ্যবাধকতা না হয়। কোন বাধ্যবাধকতা হলে মোটেই মাকরূহ নয়। যেমন প্রথম রাক‘আতে পূর্ণ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) পড়ে ফেলেছে। তখন দ্বিতীয় রাক‘আতেও একই সূরা পড়বে। অথবা যদি দ্বিতীয় রাক‘আতেও প্রথম রাক‘আতে যেই সূরাটা পড়েছে সেটাই শুরু করে দিয়েছে অথবা অন্য কোন সূরা স্মরণে না থাকে, তবে ঐ প্রথম রাক‘আতে পঠিত সূরাই পড়বে। (দুররুল মুখতার)

মাসআলাঃ নফল নামাযসমূহে প্রত্যেক রাকআ'তে একই সূরা বারবার পড়লে অথবা একই রাক‘আতে একই সূরা একাধিকবার পাঠ করাা জায়েয আছে- (গুনিয়াহ)। যার প্রথম রাক‘আতে পূর্ণ ক্বুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে নেয় তবে দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা ফাতিহার পর আবার (الٓمّٓ) থেকে শুরু করবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ ফরয নামাযসমূহে প্রথম রাক‘আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো। আর দ্বিতীয় রাক‘আতে অন্য জায়গা থেকে কয়েকটা আয়াত পড়লো, যদিও একই সূরা থেকে হোক, তাহলে মাঝখানে যদি দু' অথবা দু'অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আয়াত থেকে যায় তবে ক্ষতি নেই। অবশ্য বিনা কারণে এমনই করা উচিৎ নয়। আর যদি একই রাক‘আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো, অতঃপর কিছু ছেড়ে অন্য জায়গা থেকে পড়লো, তাহলে মাকরূহ। ভুলবশতঃ এমনটি হয়ে গেলো পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে আসবে এবং ছেড়ে যাওয়া আয়াতগুলো পড়ে নেবে। (রাদ্দুল মুহতার)।

মাসআলাঃ প্রথম রাক‘আতে কোন সূরার শেষাংশ পড়া আর দ্বিতীয় রাক‘আতে কোন ছোট সূরা পাঠ করা, যেমন- প্রথম রাক‘আতে (اَفَحَسِبْتُمْ) এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে (قُلْ هُوَ اللهُ) তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ফরযের এক রাআতে দু'সূরা পড়বে না। তবে একাকী নামায আদায়কারী পড়ে নিলে ক্ষতি নেই। এ শর্তে যে, উভয় সূরার মধ্যখানে যেন কোন ব্যবধান না থাকে। মধ্যখানে একটা বা দু'টি সূরা ছেড়ে গেলে মাকরূহ হবে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ প্রথম রাক‘আতে কোন সূরা পড়লো, দ্বিতীয় রাক‘আতে কোন ছোট সূরা মধ্যখানে বাদ দিয়ে পড়লো, তবে তা মাকরূহ। হাঁ, যদি মধ্যখানে কোন বড় সূরা থাকে, যা পড়লে প্রথম রাক‘আতের সূরা অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে যাবে, তবে কোন ক্ষতি নেই। যেমন- (وَالتِّيْنِ) এর পর (اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا) পড়লে কোন ক্ষতি নেই। তবে (اِذَا جَآءَ) এর পর (قُلْ هُوَ اللهُ) পড়া উচিত নয়। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)।

মাসআলাঃ ক্বুরআন মাজীদ উল্টো পড়া, অর্থাৎ দ্বিতীয় রাক‘আতে প্রথম রাক‘আতে যে সূরা পড়েছিলো সেটার উপর থেকে পড়া, মাকরূহ-ই-তাহরীমী। যেমন- প্রথম রাকআতে (قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) পড়লো, দ্বিতীয় রাক‘আতে পড়লো (اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ) এর বিরুদ্ধে কঠিন হুমকি এসেছে (দুররুল মুখতার)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, "যে ব্যক্তি ক্বুরআনকে উল্টা পড়ে সে কি এ ভয় করেনা যে, আল্লাহ تَعَالٰى তার অন্তরকে উল্টিয়ে দেবেন। অবশ্য ভুলবশতঃ পড়লে না গুনাহ আছে, না সাজদা-ই-সাহু।।

মাসআলাঃ ছোট ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য (আমপারা) উল্টো নিয়মে পড়া জায়েয।

‘ওয়াক্বফ’ বা বিরতি চিহ্ন

[ওয়াক্বফ’ মানে ‘থামা’ আর এর বিপরীত হচ্ছে- ‘ওয়াসূল’ অর্থাৎ মিলানো)।

○	এটা একটা গোলাকার বৃত্ত। এটা ‘আয়াত’-এর চিহ্ন। যদি এর উপর (ط) ’ ও (م) ইত্যাদি কোন চিহ্ন না থাকে, তবে এর উপর থেমে যাওয়া চাই। আর যদি অন্য কোন চিহ্ন থাকে, তবে তদনুযায়ী পাঠ করতে হবে।
○	যখন আয়াতের উপর (لا) হয় তখন সেখানে থামা বা না থামা সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে, থামবে না।
ط	‘ওয়াক্বফ-ই-মুত্বলাক’-এর চিহ্ন। এর উপর থামা উত্তম।
م	‘ওয়াকফ-ই-লাযিম’-এর চিহ্ন। এখানে ওয়াক্বফ করা অর্থাৎ থেমে যাওয়া জরুরী।
ج	‘ওয়াক্বফ-ই-জায়েয’-এর চিহ্ন। এখানে থামা ও না থামা উভয়ই ইচ্ছাধীন।
ز	‘জায়েয’-এর চিহ্ন বটে, তবে না থামাটাই উত্তম।
ص	‘ওয়াকফ-ই মুরাখখাস’-এর চিহ্ন। এখানে (وصل) বা মিলানো উত্তম। অবশ্য পাঠক ইচ্ছা করলে থামারও অনুমতি আছে।
ق	(قِيْلَ) (ক্বীলা)-এর চিহ্ন। এখানে না থামা চাই।
صلے	(اَلْوصل الولٰى) ’ (আল-ওয়াসসালু আওলা)-এর সংক্ষেপ রূপ। এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।
صل	قَدْ يُوصَلُ (ক্বাদ যূ-সালু)-এর চিহ্ন। এখানে থামা উত্তম।
ك	(كَذٰلِكَ) (কাযা-লিকা)-এর চিহ্ন। এখানে থামা উত্তম।
قِفْ	- এটা নির্দেশ সূচক ক্রিয়া। এর অর্থ হচ্ছে ‘থেমে যাও’। এখানে থামা উত্তম।
سَكْتَةْ	‘সাকতাহ’। এখানে স্বল্পক্ষণ থামবে, কিন্তু নিঃশ্বাস অব্যাহত রাখবে।
س	এটাও ‘সাকতাহ’-এর চিহ্ন।
لا	যেখানে (لا) (লা) লিখা হয় সেখানে ‘ওয়াসল’ বা মিলানো জরুরী, ‘ওয়াক্বফ’ বা থামা দুরস্ত নয়।
ه	পাঁচটা আয়াত পূর্ণ হবার চিহ্ন।
ے	দশটা আয়াতের চিহ্ন।
عب	“আশারা-ই বাসারিয়্যাহ’ (عشرۂ بصريه)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, এখানে বসরার কারীগণের গণনায় দশ আয়াত পূর্ণ হয়েছে।
خب	‘খামসাহ-ই-বাসারিয়া’ (خمسۂ بصريه)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, বসরার কারীদের গণনায় এখানে পাঁচ আয়াত পূর্ণ হয়েছে।
تب	“আয়াতে বাসারিয়া (آيت بصريه)-এর চিহ্ন। এখানে বসরার কারীদের মতে আয়াত।
لب	(لَيْسَ بِاٰيَةٍ عِنْدَ الْبَصَرِيِّيْنَ)-এর চিহ্ন। অর্থাৎ এখানে বসরাবাসী ক্বারীদের মতে ‘আয়াত’ নয়।

জরুরী হিদায়াত

কুরআন পাক তিলাওয়াত করার সময় ‘যের’, ‘যবর’, ‘পেশ’ ইত্যাদি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

কুরআন পাকে বিশটি স্থান এমন রয়েছে, যেগুলো পাঠ করার সময় সামান্যটুকু অসতর্কতা অবলম্বন বা ভুল করলেও ‘কুফরী কালিমা’ পাঠ সম্পন্ন হয়ে যায়। কারণ, ‘যবর’, ‘যের’, ও ‘পেশ’-কে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ না করে ভুল ও ব্যতিক্রম করলে ঐসব স্থানে অর্থে এমনভাবে পরিবর্তন আসে, যা ‘কাবীরাহ্ গুণাহ’ (মহাপাপ)-এ পরিগণিত হয়। জেনেশুনে ঐসব স্থানে ভুল পড়লে কুফরের মত জঘণ্য গুনাহর সম্পাদনকারী হতে হয়। ঐ বিশটা স্থান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	স্থান	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১	সূরা ফাতিহা	اِيَّاكَ نَعْبُدُ	اِيَاكَ نَعْبُدُ
২	সূরা ফাতিহা	اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ
৩	সূরা বাক্বারাহ-রুকূ’-১৫ঃ আয়াত ১২৪	وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ	وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمُ رَبَّهٗ
৪	সূরা বাক্বারাহ-রুকূ’-৩৩ঃ আয়াত ২৫১	وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ	وَقَتَلَ دَاوٗدَ جَالُوْتُ
৫	সূরা বাক্বারাহ (আয়াতুল কুরসী)-রুকূ’-৩৪ঃ আয়াত ২৫৫	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ	(মাদ্দ সহকারে)آللّٰهُ
৬	সূরা বাক্বারাহ-রুকূ’-৩৬ঃ আয়াত ২৬১	وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ	وَاللّٰهُ يُضٰعَفُ
৭	সূরা নিসা-রুকূ’-২৩ঃ আয়াত ১৬৫	رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ	رُسُلًا مُّبَشَّرِيْنَ وَمُنْذَرِيْنَ
৮	সূরা তাওবাহ-রুকূ’-১ঃ আয়াত ৩	مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ	وَرَسُوْلِهٖ
৯	সূরা বাণী ইস্রাঈল-রুকূ’-২ঃ আয়াত ১৫	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ	مُعَذَّبِيْنَ
১০	সূরা ত্বহা-রুকূ’-৭ঃ আয়াত ১২১	وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ	اٰدَمَ رَبُّهٗ
১১	সূরা আম্বিয়া-রুকূ-৬ঃ আয়াত ৮৭	اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ	اِنِّيْ كُنْتَ
১২	সূরা শু‘আরা-রুকূ’-১১ঃ আয়াত ১৯৪	لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ	مِنَ الْمُنْذَرِيْنَ
১৩	সূরা ফাতির-রুকূ’-৪ঃ আয়াত ২৮	يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا	يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءَ
১৪	সূরা সাফফাত-রুকূ’-২ঃ আয়াত ৭২	فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ	مُّنْذَرِيْنَ
১৫	সূরা ফাতহ-রুকূ’-৪ঃ আয়াত ২৭	صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ	صَدَقَ اللّٰهَ رَسُوْلُهُ
১৬	সূরা হাশর-রুকূ’-৩ঃ আয়াত ২৪	مُصَوِّرُ	مُصَوَّرُ
১৭	সূরা আল-হাক্ব ক্বাহ-রুকূ’-১ঃ আয়াত ৩৭	اِلَّا الْخَاطِـئُوْنَ	اِلَّا الْخَاطَـئُوْنَ
১৮	সূরা মুযযাম্মিল-রুকূ-১ঃ আয়াত ১৬	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ	فِرْعَوْنَ الرَّسُوْلُ
১৯	সূরা মুরসালাত-রুকূ’-২ঃ আয়াত ৪১	فِيْ ظِلٰلٍ	فِيْ ظَلٰلٍ
২০	সূরা আন্না-যিয়াত-রুকূ’২ঃ আয়াত ৪৫	اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ	اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذَرُ

এ ক্বুরআন মাজীদের পারা ও সূরার সূচী

পারার নং	পারার নাম	পারার পৃষ্ঠা	সূরার নাম		সূরার পৃষ্ঠা	সূরার রুকূ’	সূরার আয়াত সংখ্যা
২১	উতলু মা-উহিয়া	৭২৫	৩১	লুক্বমান	৭৩৯	৪	৩৪
			৩২	সাজদাহ	৭৪৬	৩	৩০
			৩৩	আহযাব	৭৫১	৯	৭৩
২২	ওয়ামাইঁ য়াক্বনূত	৭৬১	৩৪	সাবা	৭৭৩	৬	৫৪
			৩৫	ফাতির	৭৮৪	৫	৪৫
			৩৬	ইয়াসীন	৭৯৩	৫	৮৩
২৩	ওয়ামালিয়া	৭৯৭	৩৭	সাফ্‌ফাত	৮০৪	৫	১৮২
			৩৮	স-দ্ব	৮১৭	৫	৮৮
			৩৯	যুমার	৮২৭	৮	৭৫
২৪	ফামান আযলামু	৮৩৩	৪০	মু’মিন	৮৪০	৯	৮৫
			৪১	হা-মীম সাজদাহ	৮৫৪	৬	৫৪
২৫	ইলায়হি য়ুরাদ্দু	৮৬৩	৪২	শূরা	৮৬৫	৫	৫৩
			৪৩	যুখরুফ	৮৭৫	৭	৮৯
			৪৪	দুখান	৮৮৭	৩	৫৯
			৪৫	জাসিয়াহ	৮৯২	৪	৩৭
২৬	হা-মীম	৮৯৭	৪৬	আহক্বাফ	৮৯৭	৪	৩৫
			৪৭	মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৯০৫	৪	৩৮
			৪৮	ফাতাহ	৯১২	৪	২৯
			৪৯	হুজরাত	৯২০	২	১৮
			৫০	ক্বাফ	৯২৬	৩	৪৫
			৫১	যা-রিয়াত	৯৩২	৩	৬০
২৭	ক্বালা ফামা খাতবুকুম	৯৩৫	৫২	তূর	৯৩৮	২	৪৯
			৫৩	আন-নাজম	৯৪২	৩	৬২
			৫৪	ক্বামার	৯৫১	৩	৫৫
			৫৫	আর-রাহমান	৯৫৬	৩	৭৮
			৫৬	ওয়াক্বিয়াহ	৯৬২	৩	৯৬
			৫৭	হাদীদ	৯৬৮	৪	২৯
২৮	ক্বাদ সামি‘আল্লাহু	৯৭৫	৫৮	মুজাদালাহ	৯৭৫	৩	২২
			৫৯	হাশর	৯৮১	৩	২৪
			৬০	মুমতাহিনাহ	৯৮৭	২	১৩
			৬১	সাফ্‌ফ	৯৯৩	২	১৪
			৬২	জুমুআ’হ	৯৯৬	২	১১
			৬৩	মুনাফিক্বুন	৯৯৯	২	১১
			৬৪	তাগাবুন	১০০১	২	১৮

পারার নং	পারার নাম	পারার পৃষ্ঠা	সূরার নাম		সূরার পৃষ্ঠা	সূরার রুকূ’	সূরার আয়াত সংখ্যা
২৮	ক্বাদ সামি‘আল্লাহু	৯৭৫	৬৫	ত্বলাক্ব	১০০৪	২	১২
			৬৬	তাহরীম	১০০৮	২	১২
২৯	তাবারাকাল্লাযী	১০১৩	৬৭	মুলক্	১০১৩	২	৩০
			৬৮	ক্বালাম	১০১৭	২	৫২
			৬৯	আল হাক্বক্বাহ	১০২২	২	৫২
			৭০	মাআ’রিজ	১০২৬	২	৪৪
			৭১	নূহ	১০২৯	২	২৮
			৭২	জ্বীন	১০৩২	২	২৮
			৭৩	মুয্যাম্মিল	১০৩৫	২	২০
			৭৪	মুদ্দাসসির	১০৩৮	২	৫৬
			৭৫	ক্বিয়ামাহ	১০৪২	২	৪০
			৭৬	দাহর	১০৪৫	২	৩১
			৭৭	মুরসালাত	১০৪৯	২	৫০
৩০	আম্মা	১০৫৩	৭৮	নাবা	১০৫৩	২	৪০
			৭৯	আন-নাযিয়াত	১০৫৬	২	৪৬
			৮০	আবাসা	১০৫৯	১	৪২
			৮১	তাকবীর	১০৬১	১	২৯
			৮২	ইনফিতার	১০৬৩	১	১৯
			৮৩	মুতফ্ফিফীন	১০৬৪	১	৩৬
			৮৪	ইনশিক্বাক্ব	১০৬৭	১	২৫
			৮৫	বুরূজ	১০৬৯	১	২২
			৮৬	ত্বা-রিক্ব	১০৭১	১	১৭
			৮৭	আ’লা	১০৭৩	১	১৯
			৮৮	গাশিয়াহ	১০৭৪	১	২৬
			৮৯	ফাজর	১০৭৬	১	৩০
			৯০	বালাদ	১০৭৯	১	২০
			৯১	শামস্	১০৮১	১	১৫
			৯২	লায়ল	১০৮২	১	২১
			৯৩	দুহা	১০৮৪	১	১১
			৯৪	ইনশিরাহ	১০৮৬	১	৮
			৯৫	ত্বীন	১০৮৭	১	৮
			৯৬	ত্বালাক্ব	১০৮৮	১	১৯
			৯৭	ক্বাদর	১০৯০	১	৫
			৯৮	বায়্যিনাহ	১০৯১	১	৮

পারার নং	পারার নাম	পারার পৃষ্ঠা	সূরার নাম		সূরার পৃষ্ঠা	সূরার রুকূ’	সূরার আয়াত সংখ্যা
৩০	আম্মা	১০৫৩	৯৯	যিলযাল	১০৯২	১	৮
			১০০	‘আদিয়াত	১০৯৩	১	১১
			১০১	ক্বারিয়াহ	১০৯৩	১	১১
			১০২	তাকাসুর	১০৯৪	১	৮
			১০৩	আসর	১০৯৫	১	৩
			১০৪	হুমাযাহ	১০৯৬	১	৯
			১০৫	ফীল	১০৯৬	১	৫
			১০৬	কুরাঈশ	১০৯৮	১	৪
			১০৭	মাউ’ন	১০৯৮	১	৭
			১০৮	কাওসার	১০৯৯	১	৩
			১০৯	কাফিরূন	১১০০	১	৬
			১১০	নাসর	১১০০	১	৩
			১১১	লাহাব	১১০১	১	৫
			১১২	ইখলাস	১১০২	১	৪
			১১৩	ফালাক্ব	১১০৩	১	৫
			১১৪	নাস	১১০৪	১	৬